ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

মূল, অন্বয়, তৎসহ 'গীতা-বোধ-বিবর্দ্ধিনী, সংস্কৃত ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা প্রতিশব্দ, বাঙ্গালা ব্যাখ্যা. শঙ্করাচার্য্য, রামানুজ, হনুমান্ ও বলদেবকৃত ভাষ্য, আনন্দগিরি, শ্রীধর, মধুসূদন, নীলকণ্ঠ ও বিশ্বনাথকৃত টীকা, যামুনমুনিকৃত 'গীতার্থসংগ্রহ' ও বঙ্গানুবাদ, 'গীতার্থ-সারদীপিকা' নামে সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তাৎপর্য্য, নানা শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত।

প্রথম ষট্ক



কর্ম্মযোগ।

পণ্ডিত দামোদর মুখোপাধ্যায় বিদ্যানন্দ এম্, আর্, এ, এস্,

কর্তৃক সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড হইতে

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

শকাব্দা, ১৮৩৫।

ওঁ তৎসৎ

ওঁ নমো গণেশায়।

মঙ্গলাচরণম্।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চরণাব্জমহং বিচিন্ত্য
চিত্তে জগজ্জনন-দুঃখ-বিনাশ-বীজম্।
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র-মুখনিঃসৃত-গীতি-ভাষ্য
টীকাশুবোধজনিকাং বিবৃতিং করোমি ॥ ১ ॥
অশেষ যত্নেন সুসংগৃহীতা
ভাষ্যাদিটীকা ভগবৎপ্রসাদাৎ।
দৃষ্টিঃ সতামত্র শুভা যদি স্যাৎ
সর্ব্বে শ্রমা মে সফলাস্তুদৈব ॥ ২ ॥
দামোদরেণ বিপ্রেণ বিদ্যানন্দেন সশ্রিয়া।
ক্রিয়তে বঙ্গভাষায়াংগীতার্থসারদীপিকা ॥ ৩ ॥

——(:o:)——

শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।

—(:০:)—

প্রার্থনা।

হে শ্রীমন্নারায়ণ! তোমার শ্রীচরণাম্বুজে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ ত্রিকালেই কোটী কোটী প্রণাম।

জগতে যত কার্য্য সকলই তোমার, যত অকার্য্য সকলই তোমার। আমরা করি বটে, কিন্তু করাও তুমি।

যে কার্য্যে সম্প্রতি এ অধম জনকে বিনিযুক্ত করিতেছ, হে পুরুষোত্তম! তাহা প্রীতিপ্রদ হইলেও, অতীব ভয়ানক এবং শান্তিপ্রদ হইলেও, নিরতিশয় কঠিন।

যিনি শিলায় সলিল সমাবেশ ও জলদে জ্বালাময় বজ্র স্থাপন করেন, ভয়ানকের ভয়ানকত্ব ও কঠিনের কাঠিন্য তিরোহিত করা তাঁহার পক্ষে যৎপরোনাস্তি তুচ্ছ ব্যাপার।

হে দয়াময়! আমি অতি দীন ও অতিশয় ক্ষুদ্র। আমার দ্বারা এই সুমহৎ ও দুষ্কর কার্য্য সম্পন্ন করাইবে কি?

তুমি ইচ্ছাময়-তোমার ইচ্ছাই শক্তি ও সামার্থ্য। তোমার ইচ্ছা হইলে, তোমার এই সামান্য কীট, তোমার গীতা, তোমার জগতে অধিকতর প্রচার করিতে কেন না সাহসী হইবে?

তোমার কি ইচ্ছা জানি না; কিন্তু হে প্রভো! তোমার চরণ-চিন্তন ব্যতীত এ দুস্তর সাগর অতিক্রম করিতে আমার আর সম্বল নাই।

তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে ভক্তি সহকারে, কোটী কোটী প্রণাম করিয়া, তোমারই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার আলোচনায়, তোমার এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সেবকানুসেবক প্রবৃত্ত হইতেছে।

সূচনা

মহাভারত

মহামনস্বী মহর্ষি পরাশরের ঔরসে ও মৎস্যরূপা-অপ্সরা-তনয়া ধীবর-পালিতা সত্যবতীর গর্ভে জগদ্বিখ্যাত মহর্ষি ব্যাসদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইনি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং যমুনা নদীর দ্বীপবিশেষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এজন্য কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন নামে পরিচিত। বেদের বিভাগ-কর্ত্তা-বলিয়া ইনি বেদব্যাস নামও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহাভারত নামক অমৃত-কল্প ধর্ম্মগ্রন্থ এই মহাত্মা কর্ত্তৃক বিরচিত। ভারত-বংশোদ্ভব রাজন্যগণের বৃত্তান্ত, বিশেষতঃ কুরু ও পাণ্ডবগণের বিবরণ, এই জগদ্বিখ্যাত গ্রন্থের প্রধান বর্ণনীয় হইলেও, প্রসঙ্গতঃ বহুবিধ হিতোপদেশ, নানা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, নানাপ্রকার ইতিহাস, বহুপ্রকার কাহিনী, নানাবিধ যুক্তি, তর্ক ও বিচার ইত্যাদির সম্মিলনে এই গ্রন্থ বসুন্ধরায় পরম পূজ্য শাস্ত্র স্বরূপে সমাদৃত হইয়া আসিতেছে। কালের কুটিলাক্রমণে, মানবের জ্ঞান ও বিশ্বাস বহুবিধ বিভিন্ন পথগামী ও বিকৃত ভাবাপন্ন হইলেও, এই মহাভারতরূপ পরম পূজ্য গ্রন্থের প্রতি, আর্য্যসন্তানগণের হৃদয়-ক্ষেত্রে অদ্যাপি অচলা-শ্রদ্ধা-স্রোত প্রবাহিত রহিয়াছে এবং মেদিনী-মণ্ডলের বিভিন্ন জনপদবাসী স্বতন্ত্র জাতি-সম্ভূত-জনগণও এই গ্রন্থকে কল্পনাতীত কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেছেন।

মহাভারতের একস্থানে লিখিত আছে—"দেবতারা একদা সমবেত হইয়া তুলাযন্ত্রে একদিকে চারি বেদ ও অন্য দিকে এই ভারতসংহিতা রাখিলেন, কিন্তু পরিণামবশে ভারতসংহিতা সরহস্য বেদচতুষ্টয় অপেক্ষা মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ব-গুণে অধিক হইল। তদবধি দেবতারা ইহাকে মহাভারত বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।"

অষ্টাদশ-পর্ব্বাত্মক মহাভারত নামক এই বিপুলাবয়ব গ্রন্থ অনন্ত জ্ঞান ও রহস্যের ভাণ্ডার এবং হিন্দুধর্ম্ম সংক্রান্ত অবশ্য-জ্ঞাতব্য সর্ব্বতত্ত্বের নিকেতন স্বরূপ। বিষ্ণুকল্প বেদব্যাস স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মার সমক্ষে স্বকীয় গ্রন্থ-বর্ণিত বিষয়-সমূহের যে বিবরণ নিবেদন করিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে। "ভগবন্! আমি এক অদ্ভুত কাব্য রচনা করিয়াছি। তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষৎ এই সকলের সার সঙ্কলন, ইতিহাস ও পুরাণের অনুসরণ এবং ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কালত্রয়ের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছি, এবং জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, ভাব, অভাব ইহার নির্ণয়, বিবিধ ধর্ম্ম ও আশ্রম-লক্ষণের নিদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য-বিধান, তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা ইহাদিগের বিবরণ

করিয়াছি, ভূতভাবন ভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন তাহার তত্ত্বানুসন্ধান, অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থান ইহারও কীর্ত্তন করিয়াছি; নদ নদী, সমুদ্র, পর্ব্বত, গ্রাম, নগর, বন, উপবন ইহাদের যথাস্থানে সংস্থান এবং যুদ্ধ কৌশল, জাতি-বিশেষে লোকযাত্রা বিধান এই সকলের সুস্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছি।"

নৈমিষারণ্যে লোমহর্ষণ-নন্দন পুরাণজ্ঞ-প্রবর উগ্রশ্রবাঃ সৌতি বলিয়াছেন,—"প্রথমতঃ লোক সকল অজ্ঞান তিমিরে সমাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এই মহাভারত-জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সেই মোহাবরণ উন্মোচন করিয়া তাহাদিগের নেত্রোন্মীলন করিয়া দিয়াছে, এবং ভারতরূপ দিবাকর ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ সঙ্ক্ষেপ ও সবিস্তার কীর্ত্তন করিয়া জীবলোকের মোহান্ধকার নিরাকরণ করিয়াছে। পুরাণরূপ পূর্ণচন্দ্র উদয় হইয়া শ্রুতিস্বরূপ জ্যোৎস্না প্রকাশ করিয়াছে। তদ্দ্বারা লোকের বুদ্ধিরূপ কুমুদ বিকাশ পাইয়াছে। মোহতিমির নিবাস করিয়া এই ইতিহাস স্বরূপ উজ্জ্বল প্রদীপ এই বিশাল বিশ্বরূপ বাসগৃহকে সুপ্রকাশ করিয়াছে।"

ভারত সংহিতায় উক্ত আছে যে, প্রথমে মহর্ষি বেদব্যাস চতুর্ব্বিংশতি সহস্র শ্লোকাত্মক মহাভারত বিরচিত করেন। তৎকালে এতদন্তর্গত উপাখ্যানাদি প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত সমূহ লিপিবদ্ধ হয় নাই। কালক্রমে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, সার্দ্ধশত অভিনব শ্লোক রচনা করিয়া, স্বকীয় গ্রন্থ-কলেবর পল্লবিত এবং সুশোভিত করেন। ইহাও কথিত আছে যে, বেদব্যাস ষষ্টি লক্ষ শ্লোকময়ী স্বতন্ত্র এক ভারত সংহিতা বিরচিত করিয়াছেন, তন্মধ্যে ত্রিংশৎ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে, পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক পিতৃলোকে, চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে এবং এক শত সহস্র শ্লোক নরলোকে অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই বিশাল গ্রন্থের অবয়বীভূত অষ্টাদশ পর্ব্ব সম্বন্ধে মহাভারতে নিম্নলিখিতরূপ সঙ্ক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে "এই মহাভারত একটি বৃক্ষ স্বরূপ। সহস্রাধ্যায় ইহার বীজভূত, পৌলোম ও আস্তিক ইহার মূল, সম্ভব পর্ব্ব স্কন্ধ, সভা ইহার বিটঙ্ক, অরণ্য পর্ব্ব পর্ব্বস্বরূপ, বিরাট ও উদ্যোগ পর্ব্ব ইহার সার, ভীষ্মপর্ব্ব শাখা, দ্রোণ পর্ব্ব পত্র, কর্ণ পর্ব্ব পুষ্প স্বরূপ, শল্যপর্ব্ব সুগন্ধ, স্ত্রী ও ঐষিক পর্ব্ব ইহার সুশীলচ্ছায়া, শান্তি পর্ব্ব ইহার মহাফল, অশ্বমেধ অমৃতরস, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব ইহার আশ্রয় স্থান, মৌসল পর্ব্ব এই বিটপির অগ্রভাগ।"

কথিত আছে, মহর্ষির প্রার্থনানুসারে, বিঘ্ন-বিনাশন গণপতি এই গ্রন্থের লেখকতা ভার গ্রহণ করেন; কিন্তু শ্লোক রচনায় বিলম্ব হেতু, তাঁহার লেখনী বন্ধ হইলে, তিনি আর লিখিবেন না বলিয়া নিয়মাবধারণ করেন। ব্যাসদেবও, সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া, প্রার্থনা করেন যে, তাঁহার মুখ-নিঃসৃত শ্লোকের তাৎপর্য্যগ্রহ না করিয়া, লেখক তাহা লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন না। গণনায়ক সেইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হইলে, ব্যাসদেব "মহাভারতরূপ অমৃতময় কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। ক্ষিপ্রলেখক গণদেবকে সময়ে সময়ে কিঞ্চিৎকাল বিরত রাখিবার অভিপ্রায়ে, ব্যাসদেব, মহাভারতের মধ্যে স্থানে স্থানে, ব্যাসকূট নামাভিধেয় অষ্ট সহস্র অষ্ট শত দুর্ব্বোধ্য শ্লোক বিন্যস্ত করেন।

মহর্ষি বেদব্যাস সর্ব্বাগ্রে স্বকীয় সর্ব্বসদ্‌গুণান্বিত পুত্র শুকদেবকে এই মহাভারত শাস্ত্রে সুশিক্ষিত করিয়াছেন; তৎপরে যথোপযুক্ত শিষ্যগণকে এই মহাপুরাণে উপদিষ্ট করেন। ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ন, রাজা জন্মেজয়ের সর্প সত্রাবকাশে, গুরুর আদেশানুসারে, কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রোক্ত ভারত কথা বিবৃত করিয়াছিলেন। এইরূপে ক্রমশঃ এই পুণ্যকথাত্মক মহাপুরাণ, জনসমাজে প্রচারিত ও সমাদৃত হইতে থাকে।

কুরুপাণ্ডবের ইতিহাস।

—(:•:)—

বীণাপানির বরপুত্র কবীন্দ্র কালিদাসের শকুন্তলা নামখ্যাত অতুলনীয় নাটকের নায়ক চন্দ্রবংশাবতংস মহারাজ দুষ্মন্তের ঔরসে ও মহর্ষি-কণ্ব-পালিতা শকুন্তলার গর্ভে ভরতের জন্ম হয়। রাজকুল-প্রদীপ ভরতের প্রপৌত্রের নাম হস্তী। হস্তিনাপুর নামধেয় সুবিখ্যাত রাজধানী মহারাজ হস্তী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হস্তীর পৌত্র রাজা সম্বরণ সূর্য্য তনয়া তপতী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন; প্রতিথনামা কুরুরাজ তাঁহাদের তনয়। কুরুর পাঁচ-পুরুষ পরে সুবিখ্যাত শান্তনু রাজার আবির্ভাব হয়। এই শান্তনু ভূলোক পাবনী জাহ্নবী দেবীকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হন এবং তদীয় গর্ভ হইতে প্রিয়ব্রত বা ভীষ্ম নামক অলোকসামান্য গুণগ্রামসম্পন্ন সন্তান লাভ করেন। শান্তনু রাজা ব্যাস-জননী সত্যবতী দেবীকে দ্বিতীয়া পত্নীরূপে পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, এবং তদীয় গর্ভে বিচিত্রবীর্য্য ও চিত্রাঙ্গদ নামক পুত্রদ্বয় উৎপাদন করিয়াছিলেন। রাজনন্দনদ্বয় নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে মানবলীলা সংবরণ করিলে, মহাত্মা দ্বৈপায়ন, জননীর অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া বিচিত্রবীর্য্যের অম্বিকা নাম্নী মহিষীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র অম্বালিকা নাম্নী মহিষীর গর্ভে পাণ্ডু এবং অন্যা দাসীর গর্ভে বিদুর নামক সন্তানত্রয় উৎপাদন করিয়াছেন।

অম্বিকা দেবী যথাসময়ে সমাগত বেদব্যাসের ভয়ানক মূর্ত্তি সন্দর্শনে সন্ত্রাসিত হইয়া নয়নদ্বয় নিমীলন করিয়াছিলেন; সেই দোষে তদীয় গর্ভজাত সন্তান ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হইয়াছিলেন। দ্বৈপায়নের দারুণ মূর্ত্তি দর্শনে অম্বালিকা দেবীর দেহ পাণ্ডিমা প্রাপ্ত হইয়াছিল; এই জন্য তাঁহার নন্দন পাণ্ডুবর্ণ-সমন্বিত হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। অম্বিকা দেবী সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সন্তান লাভাশয়ে, পুনরায় সত্যবতী-সুতের সমাগম প্রতীক্ষা করিতে আদিষ্ট হইলে, নিদারুণ ভীতি প্রযুক্ত, আত্ম প্রতিনিধিরূপে এক সুরূপসম্পন্না দাসীকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সেই দাসী বিহিতবিধানে ব্যাসের পরিচর্য্যা করিলেন এবং যথাকালে বিদুর নামে পরম ধার্ম্মিক ও যশস্বী নন্দন লাভ করিলেন।

মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রের আজন্ম অন্ধতা হেতু, তদীয় অনুজ পাণ্ডু রাজসিংহাসন অধিকার করেন। ধৃতরাষ্ট্র রাজার গান্ধারী নাম্নী মহিষীর গর্ভে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন, চিত্রসেন

প্রভৃতি শত পুত্র জন্ম পরিগ্রহ করেন এবং অন্যা নারীর উদরে যুযুৎসু নামক এক তনয় আবির্ভূত হন। পাণ্ডু রাজা কুন্তী ও মাদ্রী নাম্নী দুই রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। পতি-নির্দেশবশবর্ত্তিনী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জন্ম হয় এবং অশ্বিনীকুমারের ঔরসে মাদ্রীর গর্ভে নকুল ও সহদেব জন্ম পরিগ্রহ করেন। একবংশাবির্ভূত হইলেও ধৃতরাষ্ট্র-তনয়েরা কৌরব এবং পাণ্ডু নন্দনেরা পাণ্ডব নামে প্রধানতঃ পরিচিত।

পিতৃহীন পাণ্ডবগণের শৈশবকাল ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের তত্ত্বাবধানে অতিবাহিত হইল। কুরু ও পাণ্ডবেরা একত্রিত হইয়া শাস্ত্র এবং জামদগ্ন্য পরশুরামের কৃপাভাজন বিপ্রাচার্য্য দ্রোণের নিকট শস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিষয়াভিজ্ঞ হইয়াছেন দেখিয়া, যথাকালে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। পাণ্ডবগণের যুদ্ধাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে পারদর্শিতা ও অন্যান্য গুণগ্রাম জনপদবাসী মানবমণ্ডলীর মুখে প্রতিনিয়ত সজ্যোষিত হইতে লাগিল; ইহাতে দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয়ে ঈর্ষানল জ্বলিয়া উঠিল। বিশেষতঃ অন্ধতা হেতু ধৃতরাষ্ট্র রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহার বংশাবলী চিরদিনের নিমিত্ত সিংহাসন ভোগে অনধিকারী থাকিবেন, এ ব্যবস্থা শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও, কৌরবগণ নিরতিশয় অসঙ্গত বলিয়া বোধ করিলেন। অপত্যাদি আত্মীয়বর্গের পরামর্শ পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্র, ভ্রাতৃতনয়গণকে হস্তিনাপুর হইতে বিদূরিত করিবার বাসনায়, তাঁহাদিগকে বারণাবত নামক নগরে প্রেরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তাব করিলেন। জ্যেষ্ঠতাতের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া পঞ্চ পাণ্ডব জননী কুন্তী দেবীকে সঙ্গে লইয়া, বারণাবতে প্রস্থান করিলেন। তথায় দুর্য্যোধনের নিদেশক্রমে পুরোচন নামা জনৈক ব্যক্তি, নানা দাহ্য পদার্থের সম্মিলনে এক সুকৌশল-সম্পন্ন সৌধ বিনির্ম্মিত করেন। সেই জতুগৃহ পাণ্ডবগণের বাসভবন হইল। তাহাতে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া পাণ্ডবদিগকে বিনষ্ট করাই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়ের সঙ্কল্প ছিল। এক রাত্রিতে পাণ্ডবেরা সেই গৃহে অগ্নি প্রদান করিয়া পলায়ন করিলেন। ঘটনাক্রমে তৎকালে এক সুরাপহত চেতনা নিষাদী পঞ্চ পুত্রসহ সেই ভবনেই প্রতিভা ছিল। সকলেই সেই বহ্নিবিকৃত বিগতজীব নিষাদী ও তাহার পঞ্চ পুত্রের কলেবর দর্শনে, তৎসমস্ত সমাতৃক পাণ্ডবগণের দেহাবশেষ বলিয়া মনে করিল। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র জ্ঞাতিগণকে পরলোকগত জ্ঞান করিয়া, তাঁহাদের উদকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। জতুগৃহের অংশবিশেষে রাজামাত্য বাস করিতেন। বলা বাহুল্য তিনিও দগ্ধীভূত হইলেন। এদিকে পাণ্ডবেরা প্রাণভয়ে বিপন্ন হইয়া ও ঘনারণ্য প্রভৃতি স্থানে লুক্কায়িত থাকিয়া, অতি কষ্টে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন এবং নানারূপ বিপদ্ পরম্পরা ভোগ ও ভিক্ষা দ্বারা জীবন পাত করিতে করিতে, ব্রাহ্মণ বেশে নানা স্থান পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে, পাণ্ডবেরা পাঞ্চাল রাজ্যে গমন করিলেন এবং দ্রুপদরাজনন্দিনী যাজ্ঞসেনীর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন। তথায় তদানীন্তন তাবৎ

প্রতাপান্বিত বীর ও রাজগণ উপস্থিত ছিলেন এবং স্বয়ং মানবরূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ এবং তদগ্রজ বিষ্ণুবতার বলরামও সমাগত হইয়াছিলেন। পাঞ্চালীর পাণিপীড়নেচ্ছুক ভূপাল ও বীরগণ নিয়মিত লক্ষ্য ভেদে অসমর্থ হইলে বিপ্রবেশধর অর্জ্জুন সর্ব্বলোক সমক্ষে সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিলেন। ক্ষত্রিয় নরপতিগণ ব্রাহ্মণের এতাদৃশ শস্ত্র নিপুণতা সন্দর্শনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধার্থী হইলেন। স্বয়ম্বরে সুরসুন্দরী স্বরূপা দ্রৌপদী এবং আহবে বিজয়লক্ষ্মী অবশেষে পাণ্ডবগণকেই আশ্রয় করিলেন। পাণ্ডবগণ দ্রুপদরাজতনয়াকে সঙ্গে লইয়া আপনাদের আবাসে সমাগত হইলেন এবং জননীর অনুজ্ঞাক্রমে পঞ্চ পাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবাহ করিলেন। যে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবগণের পরম সুহৃদ, যে নররূপধারী নারায়ণ তাঁহাদের একমাত্র আশ্রয় ও অবলম্বন, যে ভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদের অনন্য ভরসাস্থল ও সর্ব্বকর্ম্মে শরণ্য তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত এই সূত্রেই আরব্ধ হইল।

এই ঘটনায় পাণ্ডবদিগের পরিচয় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল এবং রাজ্যের একাংশ অধিকার করিবার নিমিত্ত, ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাদিগের আমন্ত্রণ করিলেন। বিনীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ সমাগত হইয়া, খাণ্ডবপ্রস্থ নামক রাজ্য লাভ করিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী স্থাপন করিয়া বিহিত বিধানে রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতে বিনিযুক্ত হইলেন। ক্রমশঃ তাঁহাদিগের অধিকার ও প্রভুতা চতুর্দ্দিকে বিস্তীর্ণ হইতে থাকিল।

স্বকীয় পদ-প্রতিপত্তি অপর্য্যাপ্ত হইলে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। সেই যজ্ঞসভায় নানাদিগ্দেশীয় নরপতি ও প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিগণ সমাগত হইলেন। মহারাজ দুর্যোধনও যজ্ঞ সভায় উপস্থিত ছিলেন। তথায় ক্রূরকর্ম্মা মাতুল শকুনির সহিত সভাদর্শন সময়ে, রাজা দুর্যোধন নানা প্রকারে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়াছিলেন। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয় দর্শনে দুর্যোধনের অন্তর চিরদিনই ব্যথিত হইয়া থাকে; অধুনা তাঁহাদিগের এতাদৃশ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য সন্দর্শনে, অধিকন্তু স্বকীয় দুর্গতি সমূহ স্মরণে, তাঁহার অন্তঃকরণ অসূয়াবিষে নিরতিশয় জর্জ্জরিত হইতে লাগিল এবং তিনি ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে হস্তিনাপুরে প্রত্যাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে নির্জ্জিত, অপদস্থ ও অবসন্ন করিবার নিমিত্ত এক উপায় অবধারণ করিলেন। তদীয় মাতুল শকুনি, কপট অক্ষক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাজিত করিয়া, তাঁহার তাবৎ সম্পত্তি অর্জ্জন করিতে ও স্বকীয় ভাগিনেয় দুর্য্যোধনকে তৎসমস্ত প্রদান করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। যুধিষ্ঠির দ্যূত ক্রীড়ার্থ নিমন্ত্রিত হইলেন। দ্যূত ও রণে আহূত হইলে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে সে আহ্বান অবশ্য রক্ষণীয়। রাজা যুধিষ্ঠির, দ্রৌপদী প্রভৃতি স্ত্রীগণ এবং ভ্রাতৃগণ সহ, হস্তিনাপুরে দ্যূত ক্রীড়ার নিমিত্ত আগমন করিলেন। যুধিষ্ঠিরের সহিত দুর্যোধনের প্রতিনিধি স্বরূপে সুবলনন্দন শকুনি পাশক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। একে একে যুধিষ্ঠির ধন, রত্ন, হস্তী, অশ্ব, রথ দাস, দাসী, ভ্রাতৃগণ ও দ্রৌপদী পর্য্যন্ত সকলই হারাইলেন। তখন দুঃশাসন অন্তঃপুর হইতে রজঃস্বলা ও একবসনা দ্রৌপদীকে কেশাকর্ষণ করিয়া ও নানাবিধ কটূক্তি প্রয়োগ করিয়া সভাস্থলে আনয়ন করিল এবং

তাঁহাকে নিতান্ত অবমানিত করিল। যাজ্ঞসেনীর যত্নাতিশয্যে ও বিদুরাদি ধর্ম্মাত্মগণের মধ্যস্থতায়, ধৃতরাষ্ট্রের আজ্ঞাক্রমে কপট ক্রীড়ার্জ্জিত ধন রত্নাদি তাবৎ পদার্থ যুধিষ্ঠিরকে প্রত্যর্পণ করা হইল। কিন্তু পুনরায় ক্রীড়া আরব্ধ হইল এবং তাহাতেও যুধিষ্ঠিরেরই পরাজয় হইল। তখন পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বৎসর জ্ঞাত এবং এক বৎসর অজ্ঞাত বাসে বাধ্য হইলেন। রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ এবং বল্কলাজিন ধারণ করিয়া পাণ্ডবগণ বনবাসী হইলেন; পতিগতপ্রাণা দ্রুপদনন্দিনী ও তাঁহাদের সঙ্গ গ্রহণ করিলেন। ত্রয়োদশ বর্ষকাল তাঁহারা অঙ্গীকারানুসারে অতিবাহিত করিলেন। (মহাভারতসংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত এবং তদুক্ত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিগণের বিবরণ এই গ্রন্থের টিপ্পনী সমূহে ও উপক্রমণিকায় দেখিতে পাইবেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ।

নিয়মিত কালাবসানে পাণ্ডবগণ আপনাদের রাজ্যধন পুনঃ প্রাপ্তির প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু দুর্য্যোধন বিনা যুদ্ধে সূচ্যগ্র পরিমিত ভূমিও দিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ, দুর্য্যোধনের সভায় সমাগত হইয়া, তাঁহাদিগকে বিবিধ যুক্তি সহকারে সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক বিবাদের অবসান করিবার নিমিত্ত পরামর্শ প্রদান করিলেন এবং নানা প্রকারে তাঁহার সঙ্কল্পের অবৈধতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াসী হইলেন। অকারণ যুদ্ধ জনিত অবশ্যম্ভাবী শোণিত পাত ও জীবহত্যা নিবারণ অভিলাষে, নারায়ণ এরূপ নীতি বিবর্জ্জিত ব্যবহারের পরিণাম নিতান্ত বিষময় হইবে বলিয়া, আশঙ্কা প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু কুমন্ত্রিপরিবেষ্টিত ক্রূরহৃদয় দুর্য্যোধন ভগবানের বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাঁহাকে অপমানিত করিবার আয়োজন করিলেন। তখন অগত্যা পাণ্ডবগণকে কৌরবগণের বিরুদ্ধে সমরঘোষণ করিতে হইল।

উভয়পক্ষ হইতে এই অপরিহার্য্য যুদ্ধের নিমিত্ত প্রভূত আয়োজন হইতে লাগিল ভারতবর্ষের ভূপালবর্গ কৌরব ও পাণ্ডব এই পক্ষদ্বয়ের অন্যতরের সহায়তাকল্পে আত্ম নিয়োজন করিলেন। কৌরবগণ একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সংগ্রহ করিলেন। এক রথ, এক হস্তী, পঞ্চ পদাতি ও তিনঅশ্ব ইহাতে একটি পত্তি হয়। এইরূপ তিন পত্তিতে এক সেনামুখ হয়; তিন সেনামুখে এক গুল্ম হয়; তিন গুল্মকে এক গণ বলে, তিন গণে এক বাহিনী, তিন বাহিনীতে এক পৃতনা, তিন পৃতনায় এক চমূ, তিন চমূতে এক অনীকিনী, এবং দশ অনীকিনীতে এক অক্ষৌহিণী হয়। সুতরাং এক অক্ষৌহিণীতে ২১,৮৭০ সংখ্যক রথ, ২১,৮৭০ হস্তী, ৬৫,৬১০ অশ্ব, ১০৯,৩৫০ পদাতি থাকা, আবশ্যক। কুরুক্ষেত্র সমরে কৌরবপক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। অতএব তৎপক্ষে ২৪০,৫৭০ রথ, ২৪০,৫৭০ হস্তী, ৭২১,৭১০ অশ্ব, এবং ১,২০২,৮৫০ পদাতি যুদ্ধার্থ উপস্থিত

হইয়াছিল। পাণ্ডবপক্ষেও সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ১৫৩,০৯০ রথ, ১৫৩০৯০, হস্তী, ৪৫৯,২৭০ অশ্ব এবং ৭৬৫, ৪৫০ পদাতি একত্রিত হইয়াছিল। উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা সঙ্কলন করিলে দেখা যায় যে, ৩৯৩,৬৬০ রথ, ৬৯২;৬৬০ হস্তী ১,১৮০,৯৮০ অশ্ব, ১,৯৬৮,৩০০ পদাতি কুরুক্ষেত্র সমর-প্রাঙ্গনে সম্মিলিত হইয়াছিল। বসুন্ধরার কোন ইতিহাসেই এই সমর-কাহিনীর অনুরূপ বৃত্তান্ত বর্ণিত নাই। এই অতুলনীয় যুদ্ধ ব্যাপার ভূমণ্ডলের ইতিহাসে অদ্বিতীয় কাণ্ড রূপে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। অদ্যাপি ভারতের আবাল বৃদ্ধ বনিতা কোন গুরুতর ব্যাপার উপস্থিত হইলে, সেই ভীষণ কুরুক্ষেত্র কাণ্ডের উল্লেখ করে। অষ্টাদশ-দিন-ব্যাপী এই বিষম সমর-নির্ঘোষে ভারতবর্ষ বিকম্পিত হইয়াছিল। ভারতযুদ্ধে দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ পক্ষপাত বিবর্জ্জিত সমদর্শী ভগবান্ বাসুদেব আপনার অর্ব্বুদ নারায়ণী সেনা প্রদান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং যুদ্ধবিমুখ ভাবে অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব অর্জ্জুনের সারথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহাভারতে কথিত হইয়াছে যে, "বক্ষ্যমাণ মহাভারতের দুর্য্যোধন ক্রোধময় মহাবৃক্ষ, কর্ণ তাহার স্কন্ধ, শকুনি শাখাস্বরূপ, দুঃশাসন ফল ও পুষ্প, মনস্বী রাজা ধৃতরাষ্ট্র তাহার মূল। যুধিষ্ঠির ধর্ম্মময় মহাবৃক্ষ, অর্জ্জুন স্কন্ধ, ভীমসেন তাহার শাখা, মাদ্রীসুত নকুল সহদেব তাহার পুষ্প-ফল এবং কৃষ্ণ ও ব্রাহ্মণগণ তাহার মূল।"

এই বিষম সমরে দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণ বিনষ্ট এবং পাণ্ডবগণ জয়যুক্ত হন। ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের পরাজয় এই সমর দ্বারা সমর্থিত হয় এবং অধর্ম্ম রাজ্য অবসিত ও ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপিত হয়। কুরুক্ষেত্র সমরাবসানে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছিলেন—"এক্ষণে গান্ধারী পুত্র, পৌত্র, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সমুদায় আত্মীয় স্বজনের নিধন দশায় এতাদৃশ দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, এবং পাণ্ডবেরা অনায়াসে অতিদুষ্কর কার্য্যের সংসাধন করিয়া পরিশেষে রাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছেন। এক্ষণে আমাদের পক্ষীয় তিনটি এবং পাণ্ডবদিগের সাতটি সমুদায়ে দশজন অবশিষ্ট আছে। এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা বিনষ্ট হইয়াছে। হে সঞ্জয়! সেই সমুদায় স্মরণ করিয়া আমি বারংবার মোহে অভিভূত হইতেছি, চারিদিক্ শূন্যময় ও জীবলোক শোকময় বলিয়া এক্ষণে প্রতীয়মান হইতেছে।"

গ্রন্থোৎপত্তি।

কুরুক্ষেত্র সমরাঙ্গনে যখন উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃগণ উপস্থিত হইয়াছেন এবং যখন যুদ্ধকাল সমুপস্থিত-প্রায় তখন স্বপক্ষীয়গণের অভ্যুদয় ও দুর্য্যোধনের বিজয়াভিলাষী রাজা ধৃতরাষ্ট্র, যুদ্ধ-বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইবার জন্য অতিশয় উৎসুক হইলেন। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহাকে দিব্য চক্ষু প্রদান করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং স্বচক্ষে জ্ঞাতি ও কুটুম্বাদি প্রিয়জন

নিধন রূপ অপ্রিয় ব্যাপার দর্শনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া, তদ্বিষয়ক বর্ণনা শ্রবণ করিতে আগ্রহান্বিত হইলেন। তখন মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ধর্ম্মপরায়ণ এবং অনুগত রাজামাত্য সঞ্জয়কে অব্যাঘাতে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সন্দর্শন ও তত্রত্য ব্যক্তিবৃন্দের বাক্যাদি শ্রবণ করিয়া এবং তাঁহাদের অন্তরস্থ ভাবাদিও পরিজ্ঞাত হইয়া অবিকল বিবৃত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিলেন। সেই সঞ্জয় বাক্যই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নিবিষ্ট আছে।

যখন উভয় পক্ষীয় যোদ্ধৃমণ্ডলী সমরার্থ দণ্ডায়মান; যখন হয় হস্তী, রথ রথী শ্রেণীবদ্ধ; যখন সৈন্য কোলাহলে ও শঙ্খ ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন; যখন উৎসাহ ও উদ্যম, আশা ও তেজঃ সর্ব্বত্র, তখন বীরপুঙ্গব জগদ্বিখ্যাত অর্জ্জুনের হৃদয় সহসা নিতান্ত অবসন্ন হইল। পুরোভাগস্থ আত্মীয়, জ্ঞাতি, কুটুম্বগণকে সন্দর্শন করিয়া তিনি নিতান্ত বিকলচিত্ত ও কাতর-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। তাদৃশ সুহৃজ্জনের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসংহার বিষয়ক কল্পনা করিতেও তাঁহার অন্তঃকরণ কম্পান্বিত হইতে লাগিল। অর্জ্জুনকে এতাদৃশ দুর্ম্মনায়মান, ও অবসন্ন-হৃদয় দেখিয়া, ভগবান্ তাঁহাকে যথার্থ ধর্ম্মতত্ত্ব ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ ব্যপদেশে, সকল ধর্ম্মের সার, সকল যোগের শ্রেষ্ঠ, সকল জ্ঞানের নিদান, সকল তত্ত্বের শেষ এই গীতারূপ পরম শাস্ত্র পরিব্যক্ত করিয়া চিরাশ্রিত ও চরণারলম্বিত মানবগণকে চিরদিনের নিমিত্ত কৃত-কৃতার্থ এবং বসুন্ধরাকে ধন্যা করিয়াছেন।

এই পূত শাস্ত্রোৎপত্তি সংক্রান্ত দেশ কাল পাত্র সকলই অত্যদ্ভুত ও যথোপযোগী। দুষ্কৃতি-দলনকর্ত্তা ধর্ম্ম-সংস্থাপনকারী স্বয়ং নারায়ণ এই শাস্ত্রের বক্তা ও ব্যাখ্যাতা; ভগবৎকল্প এবং জ্ঞানার্ণব সদৃশ অর্জ্জুন ইহার শ্রোতা, পাপ-প্রবল কলি যুগের প্রবর্ত্তনা কালে ইহা বিবৃত, এবং ঘোর উৎসাহ পূর্ণ উদ্যতায়ুধ বীর-সম্পুরিত সমরক্ষেত্র ইহার উদ্ভব স্থান। এই সকলই অত্যদ্ভুত সংযোগ এবং ভগবানের অপার মহিমা ও দুরবগম্য লীলার পরিচায়ক।

মহাভারতরূপ কল্পপাদপের অন্তর্গত ভীষ্মপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ ভূলোক দুর্ল্লভ অনুপম ফল শোভা পাইতেছে। ইহা অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত। ভীষ্ম পর্ব্বের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরব্ধ হইয়া দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অধিকাংশ উক্তি গোপীজনবল্লভ পূর্ণ ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখারবিন্দ বিনির্গত। অশেষ যোগ-প্রভাব-সম্পন্ন তপঃসিদ্ধ, ভগবান্ বাদরায়ণি বেদব্যাস স্বকীয় দেবোপম শক্তি বলে, গ্রন্থ মধ্যে ভগবদুক্তি সমূহ যথাবৎ বিন্যস্ত করিয়াছেন।

অনন্ত জ্ঞানের উৎস স্বরূপ প্রভূত তত্ত্ব কথার নিকেতন স্বরূপ, সর্ব্ব শাস্ত্রের সারস্বরূপ এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারূপ পরম গ্রন্থের যে ব্যক্তি অধ্যয়ন ও আলোচনা না করে, তাহার মানব জীবন কেবল বিড়ম্বনার কারণ। গীতার কিঞ্চিদংশও যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি প্রতিদিন পাঠ করেন, যিনি গীতা পুস্তক পাঠ করান, যিনি গীতা পাঠ শ্রবণ করেন, যিনি গীতা পুস্তক দান করেন, তাঁহারা সকলেই প্রভূত ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। (এতৎ সংক্রান্ত অন্যান্য বৃত্তান্ত এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় বিস্তারিত রূপে বিন্যস্ত হইবে)।

ভাষ্য ও টীকা।

পরম পবিত্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ত্তমান সংস্করণে যে সকল ভাষ্য ও টীকা বিন্যস্ত হইতেছে তাহার পর্য্যায় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য। ইহা অদ্বৈতবাদানুযায়ী অতি প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য পূর্ণ। দিগ্বিজয়ী, অদ্বৈতবাদ সংস্থাপক, শিবাবতার বিশেষ, পূজ্যপাদ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, অনাবশ্যক বোধে, গীতার প্রথম অধ্যায়ের ভাষ্য রচনা করেন নাই।

২। সন্ন্যাসী শ্রীমৎ আনন্দগিরি প্রণীত টীকা। এই টীকা ভগবান্ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যের অনুগামী ও তাহারই ব্যাখ্যা স্বরূপ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য, ভগবান্ শ্রীমদানন্দগিরি বিরচিত এই টীকার নাম গীতাভাষ্য বিবেচন।

৩। বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমৎ রামানুজ মুনি প্রণীত ভাষ্য। এই ভাষ্য দ্বৈতবাদানুযায়ী এবং ভক্তি পরতন্ত্র। ভগবান রামানুজ মুনি বিরচিত এই ভাষ্য দাক্ষিণাত্যে সবিশেষ সমাদৃত এবং বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের অতীব শ্রদ্ধেয়। ইহা শ্রীভাষ্য নামেও পরিচিত।

৪। অঞ্জনানন্দন ভক্তচূড়ামণি শ্রীমদ্ধনুমান্ কৃত ভাষ্য। এই ভাষ্য পৈশাচ ভাষ্য নামে সর্ব্বত্র সমাদৃত। এই ভাষ্যও দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক হইতে আরব্ধ।

৫। পরমহংস শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী কৃত টীকা। এই টীকা শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দ গিরির মতানুসারিণী। শ্রীমৎ স্বামী বিরচিত এই টীকার নাম 'সুবোধিনী'। অত্যধিক সরলতা হেতু ইহা অতিশয় সমাদৃত।

৬। শ্রীমৎ বলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ভাষ্য। এই ভাষ্য ভক্তি ও যুক্তি উভয় ভাব পরিপূর্ণ। এই ভাষ্যের নাম 'গীতাভূষণ'। ইহাতে নানা প্রকার গূঢ় তাৎপর্য্য ও পাণ্ডিত্য পূর্ণ তত্ত্বকথা সন্নিবেশিত আছে।

৭। পরমহংস শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকা। পদ ও বাক্যযোজনানুসারে যতদূর অর্থগ্রহ সম্ভব ইহাতে তাহার কোনই ত্রুটি নাই। শ্রীমৎপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বর সরস্বতী শিষ্য শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী বিরচিত এই টীকার নাম 'গীতা গূঢ়ার্থ দীপিকা।'

৮। শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ সূরি বিরচিত টীকা। সমগ্র মহাভারত সংহিতার টীকাকারের এই টীকা সবিশেষ পাণ্ডিত্য পরিপূর্ণ। চতুর্ধুরী বংশাবতংস মহামহোপাধ্যায় শ্রীগোবিন্দ সূরির পুত্র শ্রীমন্নীলকণ্ঠসূরি বিরচিত টীকার নাম 'ভারতভাবদীপে গীতার্থ প্রকাশ'।

৯। শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা। এই টীকা ভক্তি রসাত্মিকা এবং বর্ত্তমান কালে প্রচলিত ভক্তিবাদ সম্মতা। মহামহোপাধ্যায় শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রণীত এই টীকার নাম 'সারার্থবর্ষিণী' এবং ইহা শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভুর প্রদত্ত শিক্ষানুযায়িনী।

১০। অধ্যায় সমাপ্তিকালে শ্রীমৎ যামুন মুনি কৃত গীতার্থসংগ্রহ। গীতার অধ্যায় সমূহের তাৎপর্য্য ইহাতে শ্লোকাকারে বিধিবদ্ধ আছে।

(উল্লিখিত ভাষ্য ও টীকা সমূহের বিস্তারিত বিবরণ এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

ভাষ্য ও টীকাকারগণের * সূচনা।

শঙ্করভাষ্যম্।

ওঁ নারায়ণঃ পরোঽব্যক্তাদণ্ডমব্যক্তসম্ভবম্। অণ্ডস্যান্তস্ত্বিমে লোকাঃ সপ্তদ্বীপা চ মেদিনী॥ স ভগবান্ সৃষ্ট্বেদং জগৎ তস্য চ স্থিতিং চিকীর্ষুর্মরীচ্যাদীনগ্রে সৃষ্ট্বা প্রজাপতীন্ প্রবৃত্তিলক্ষণং বেদোক্তং ধর্ম্মং গ্রাহয়ামাস ততোঽন্যাংশ্চ সনকসনন্দাদীনুৎপাদ্য নিবৃত্তিধর্ম্মং জ্ঞানবৈরাগ্যলক্ষণং গ্রাহয়ামাস।

দ্বিবিধো হি বেদোক্তো ধর্ম্মঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ। তত্রৈকো জগতঃ স্থিতিকারণং, প্রাণিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সহেতুর্যঃ স ধর্ম্মো ব্রাহ্মণাদ্যৈর্বর্ণিভিরাশ্রমিভিঃ শ্রেয়োঽর্থিভিরনুষ্ঠীয়মানো দীর্ঘেন কালেন অনুষ্ঠাতৄণাং কামোদ্ভবাদ্ধীয়মানবিবেকবিজ্ঞানহেতুকেনাধর্ম্মেণাভিভূয়মানে ধর্ম্মে প্রবর্দ্ধমানে চাধর্ম্মে জগতঃ স্থিতিং পরিপালয়িষুঃ স আদিকর্ত্তা নারায়ণাখ্যো বিষ্ণুর্ভৌমস্য ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থং দেবক্যাং বসুদেবাদংশেন কৃষ্ণঃ কিল সম্বভূব, ব্রাহ্মণত্বস্য হি রক্ষণেন রক্ষিতঃ স্যাদ্বৈদিকো ধর্ম্মস্তদধীনত্বাদ্বর্ণাশ্রমভেদানাম্।

সচ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্য-শক্তিবল-বীর্য্য-তেজোভিঃ সদা সম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং মূলপ্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া বৈদিকং হি ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায় শোকমোহমহোদধৌ নিমগ্নায়োপদিদেশ, গুণাধিকৈর্হি গৃহীতোঽনুষ্ঠীয়মানশ্চ ধর্ম্মঃ প্রচয়ং গমিষ্যতীতি। তং ধর্ম্মং ভগবতা যথোপদিষ্টং বেদব্যাসঃ সর্ব্বজ্ঞো ভগবান্ গীতাখ্যৈঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ।

তদিদং গীতাশাস্ত্রং সমস্তবেদার্থসারসংগ্রহভূতং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থং তদর্থাবিষ্করণায়ানেকৈর্বিবৃতপদপদার্থবাক্যার্থন্যায়মপ্যত্যন্তবিরুদ্ধানেকার্থত্বেন লৌকিকৈর্গৃহ্যমাণমুপলভ্যাহং বিবেকতোঽর্থনির্দ্ধারণার্থং সংক্ষেপতো বিবরণং করিষ্যামি।

তস্যাস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ প্রয়োজনং পরং নিঃশ্রেয়সং সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমলক্ষণং, তচ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি, তথেমমেব গীতার্থ-

* ভাষ্য ও টীকা।—ভাষ্য—সূত্রবিবরণ গ্রন্থঃ। সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ। স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ। ইতি। নিদাদিসংগ্রহটীকায়াং ভরতঃ। টীকা ব্যাখ্যান গ্রন্থঃ। পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্। ইত্যানন্দগিরিধৃতম্।

ধর্ম্মমুদ্দিশ্য ভগবতৈবোক্তম্, "স হি ধর্ম্মঃ সুপর্য্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনম্" ইত্যনুগীতায়াম্। কিঞ্চান্যদপি তত্রৈবোক্তঃ "নৈব ধর্ম্মী ন চাধর্ম্মী ন চৈব হি শুভাশুভী। যঃ স্যাদেকাসনে লীনস্তুষ্ণীং কিঞ্চিদচিন্তয়ন্। জ্ঞানং সন্ন্যাসলক্ষণম্" ইতি চ। ইহাপি চান্তে উক্তমর্জ্জুনায় "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি। অভ্যুদয়ার্থোঽপি যঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মো বর্ণাশ্রমাংশ্চোদ্দিশ্য বিহিতঃ, স চ দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুরপি সন্ ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানঃ সত্ত্বশুদ্ধয়ে ভবতি ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ, শুদ্ধসত্ত্বস্য চ জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতাপ্রাপ্তিদ্বারেণ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন চ নিঃশ্রেয়সহেতুত্বমপি প্রতিপাদ্যতে তথা চেমমর্থমভিসন্ধায় বক্ষ্যতি, "ব্রহ্মণ্যাধ্যায় কর্ম্মাণি যতচিত্তা জিতেন্দ্রিয়া। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে॥" ইতি। ইমং দ্বিপ্রকারং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়স প্রয়োজনং পরমার্থতত্ত্বঞ্চ বাসুদেবাখ্যং পরব্রহ্মাভিধেয়ভূতং বিশেষতোঽভিব্যঞ্জয়ন বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়াদ্গীতাশাস্ত্রং যতস্তদর্থ বিজ্ঞানেন সমস্তপুরুষার্থসিদ্ধিরতস্তদ্বিবরণে যত্নঃ ক্রিয়তে ময়া। অত্র চ ধৃতরাষ্ট্র উবাচ, ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি।

শঙ্করভাষ্যের তাৎপর্য্য।

নর শব্দে চরাচরাত্মক শরীর সমূহ, এবং নার শব্দে তাহাতে সন্নিহিত চিৎপ্রতিবিম্ব স্বরূপ জীব সকলই প্রতিপন্ন হয়। তাহাদের অয়ন অর্থাৎ আশ্রম, নিয়ামক, বা অন্তর্যামী যিনি তিনিই নারায়ণ। তবে তিনি কি মায়ার সহিত মিলিত? এই আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ ভাষ্যকার বলিতেছেন, "পরোঽব্যক্তাদিতি।" অব্যক্ত শব্দের অর্থ প্রকৃতি (১) অর্থাৎ মায়া, তাহা হইতে তিনি পর অর্থাৎ পৃথক। পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত অর্থাৎ মায়া হইতে অপঞ্চীকৃত (২) পঞ্চ মহাভূতের সমষ্টি স্বরূপ হিরণ্যগর্ভ নামধেয় এই ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। উক্ত হিরণ্যগর্ভ

---

(১) অব্যক্তং প্রকৃতির্মহান্। ইতি পর্য্যায়ঃ। সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা বা ইতি সাঙ্খ্যপ্রবচনভাষ্য। ১। ৬১। যথা,—সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব গুণত্রয়মুদাহৃতম্। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা। কেচিৎ প্রধানমিত্যাহুরব্যক্তমপরে জগুঃ। এতদেব প্রজাসৃষ্টিং করোতি বিকরোতি চ॥ ইতি মৎস্যে। ৩ অধ্যায়। তস্যা নামান্তরাণি যথা—তমোঽব্যক্তং শিবো ধাম রজো যোনিঃ সনাতনঃ। প্রকৃতির্বিকারঃ প্রলয়ঃ প্রধান প্রভবাপ্যয়ৌ। অমুদ্রিক্তমনূনং বাপ্যকম্পমচলং ধ্রুবম্। সদসচ্চৈব তৎ সর্ব্বমব্যক্তং ত্রিগুণং স্মৃতম্। ইতি মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্ব। ৩৯ অধ্যায়। তম, অব্যক্ত, শিব, ধাম, রজঃ, যোনি, সনাতন, প্রকৃতি, বিকার প্রলয়, প্রধান, প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তি, বিনাশ, অমুদ্রিক্ত, অনূন, অকম্প, অচল, ধ্রুব, সৎ, অসৎ, অব্যক্ত ও ত্রিগুণ, এই সকল অব্যক্তের নাম বলিয়া জানিবে।

(২) পঞ্চীকরণ যথা—দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে॥ ২৭॥ (পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক।) আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতকে প্রথমতঃ সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়া, পশ্চাৎ উক্ত বিভক্তাংশের প্রথম অংশকে সমান চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, উক্ত সমান দুই ভাগে বিভক্তাংশের দ্বিতীয়াংশের সহিত পশ্চাৎ অপর মহাভূতের চতুর্দ্ধা বিভক্ত প্রথমাংশের এক এক চতুর্থাংশ প্রত্যেকে যোগ করণের নাম পঞ্চীকরণ। নিম্নলিখিত আদর্শ দেখিয়া বুঝিয়া লউন। আকাশ ।৷০ বায়ু ৵০ তেজঃ ৵০ জল ৵০ পৃথিবী ৵০ ।১ অপর মহাভূতের বিষয়ও এইরূপ নিয়মে বুঝিতে হইবে। তদন্ত সূক্ষ্মপঞ্চ মহাভূত অপঞ্চীকৃত শব্দবাচ্য।

নামধেয় ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতাত্মক ভূরাদি লোক সকল (৩) এবং সপ্তদ্বীপ (৪) পৃথিবীও বর্ত্তমান আছে।

সেই ভগবান্, এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ, ইহার রক্ষার্থ নিমিত্ত, অগ্রে মরীচি প্রভৃতি প্রজাপতিদিগকে (৫) উৎপন্ন করিয়া বেদোক্ত প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম, অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমোক্ত ধর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিলেন, এবং সনক-সনন্দাদিকে (৬) সৃষ্টি করিয়া, জ্ঞান-বৈরাগ্য-লক্ষণ নিবৃত্তি ধর্ম্মের শিক্ষা দিলেন।

বেদোক্ত ধর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি-লক্ষণ (৭)। তন্মধ্যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম জগতের রক্ষার কারণ-স্বরূপ; যাহা প্রাণিদিগের সাক্ষাৎ মঙ্গলের হেতু তাহারই নাম ধর্ম্ম। শ্রেয়োঽভিলাষী আশ্রমস্থিত (৮) ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ দীর্ঘকাল ঐ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন। অনুষ্ঠান করিতে করিতে, অনুষ্ঠাতৃদিগের বিষয় ভোগাভিলাষের অত্যন্ত বৃদ্ধি, বিবেক ও জ্ঞানের ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা এবং অধর্ম্ম কর্ত্তৃক ধর্ম্ম অভিভূত হইতেছে দেখিয়া, সেই জগৎপাতা আদিকর্ত্তা ভগবান্ নারায়ণ সমস্ত বেদ ও ব্রাহ্মণদিগের রক্ষার নিমিত্ত, বলরামের সহিত, বসুদেবের ঔরসে দেবকী গর্ভে অবতীর্ণ হইলেন (৯); যেহেতু বর্ণাশ্রম ভেদকারী ব্রাহ্মণগণের রক্ষা হইলেই বৈদিক ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে।

---

(৩) ভূরাদি লোক যথা।—ভূর্ভুবঃ স্বর্মহশ্চৈব জনশ্চ তপ এব চ। সত্যলোকশ্চ সপ্তৈতে লোকাস্তু পরিকীর্ত্তিতাঃ। ইতি অগ্নিপুরাণ॥

(৪) পৃথিবীর সপ্ত দ্বীপ যথা—তে জম্বু-প্লক্ষ-শাল্মলি কুশ ক্রৌঞ্চ-শাক-পুষ্কর সংজ্ঞকাঃ। ভাগবতে ৫।৫।

(৫) মরীচ্যাদি প্রজাপতি যথা—মরীচিরত্র্যঙ্গিরসৌ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ। ভৃগুর্বশিষ্ঠো দক্ষশ্চ দশমস্তত্র নারদঃ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে। ১২ অধ্যায়॥

(৬) সনকঞ্চ সনন্দঞ্চ সনাতনমথাত্মভূঃ। সনৎকুমারঞ্চ মুনীন নিষ্ক্রিয়ানূর্দ্ধরেতসঃ॥ তান বভাষে স্বভূঃ পুত্রান্ প্রজাঃ সৃজত পুত্রকাঃ। তন্নৈচ্ছন মোক্ষধর্ম্মাণো বাসুদেবপরায়ণাঃ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে। ৩। ১২ অধ্যায়॥

(৭) প্রবৃত্তি লক্ষণ—বিষয় ভোগাভিলাষ প্রবর্ত্তক। নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম—বিষয়-ভোগাভিলাষ নিবর্ত্তক।

(৮) আশ্রমী চতুষ্টয় যথা—ব্রহ্মচারী গৃহী ভিক্ষুর্বানপ্রস্থশ্চতুষ্টয় ইত্যমর।

(৯) শ্রীভগবানুবাচ।—নিদ্রে গচ্ছ মমাদেশাৎ পাতালতলসংশ্রয়ান্। একৈকশ্যেন ষড়্গর্ভান্ দেবকী-জঠরং নয়॥ হতেষু তেষু কংসেন শেষাখ্যোঽংশস্ততো মম। অংশাংশেনোদরে তস্যাঃ সপ্তমঃ সংভবিষ্যতি॥ গোকুলে বসুদেবস্য ভার্য্যান্যা রোহিণী স্থিতা। তস্যাঃ স সম্ভূতিসমং দেবি নেয়স্ত্বয়োদরম্॥ সপ্তমো ভোজরাজস্য ভয়াদ্রোধোপরোধতঃ। দেবক্যাঃ পতিতো গর্ভ ইতি লোকো বদিষ্যতি॥ গর্ভসংকর্ষণাৎ সোঽথ লোকে সঙ্কর্ষণেতি বৈ। সংজ্ঞামবাপস্যতে বীরঃ শ্বেতাদ্রিশিখরোপমঃ॥ ততোঽহং সম্ভবিষ্যামি দেবকীজঠরে শুভে॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণ॥ ৫॥ ১॥ ভগবান্ কহিলেন,—যোগনিদ্রে, তুমি আমার আজ্ঞানুসারে পাতালে গমন করিয়া দৈত্যদিগের এক এক করিয়া ক্রমশঃ ছয়টি গর্ভ আনিয়া দেবকীর উদরে স্থাপন কর। কংস এই সমুদায় গর্ভজাত সন্তান নষ্ট করিলে, শেষ নামক আমার অংশ, অংশাংশ দ্বারা দেবকীর উদরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া সপ্তম গর্ভ হইবে। গোকুলে রোহিণী নামে বসুদেবের এক ভার্য্যা আছেন, সেই রোহিণীর প্রথম গর্ভ হইলে, তখন তুমি ভোজরাজ কংসের ভয়ে কারাগার মধ্যস্থিত দেবকীর

নিত্য জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য, এবং তেজোবিশিষ্ট সেই ভগবান্ অজ অব্যয় ও প্রাণিবর্গের ঈশ্বর, এবং নিত্য-শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাব (১০) হইয়াও, স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়ারূপা মূল প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া, লোকানুগ্রহার্থ শরীরির ন্যায়, কিংবা উৎপন্ন ব্যক্তির ন্যায়, লোক সমক্ষে দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

তাঁহার নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও তিনি জীবের উপকারার্থ শোক সাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুনকে বৈদিক ধর্ম্মদ্বয় (প্রবৃত্তি লক্ষণ ও নিবৃত্তি লক্ষণ) উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন; যেহেতু লোক সমাজে শ্রেষ্ঠলোক কর্ত্তৃক আদৃত ও অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হইয়া থাকে। ভগবৎ কর্ত্তৃক যথোপদিষ্ট সেই ধর্ম্মকে সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্ বেদব্যাস গীতাখ্য সপ্ত শত শ্লোকে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

সমস্ত বেদার্থ-সার-সংগ্রহ দুর্বিজ্ঞেয় এই গীতা শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশের নিমিত্ত, অনেকেই পদ, পদার্থ, বাক্যার্থ এবং যুক্তি বিবৃত করিয়াছেন; কিন্তু তৎসমস্ত বিবরণ লোক কর্ত্তৃক বহুবিধ বিরুদ্ধার্থে পরিগৃহীত হইতেছে দেখিয়া যাহাতে লোকে বিচার পূর্ব্বক সদর্থ নির্দ্ধারণ করিতে পারে, তদভিপ্রায়ে আমি (শঙ্করাচার্য্য) এই শাস্ত্রের নিশ্চয় ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ করিতেছি। কারণের (অর্থাৎ বাসনার) সহিত সংসার হইতে উপরম লক্ষণ অর্থাৎ মুক্তিই গীতা শাস্ত্রের প্রধান প্রয়োজন। শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল ঈশ্বরে অর্পণ পূর্ব্বক আত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপ ধর্ম্ম হইতে সেই মুক্তি উৎপন্ন হয়, ইহাই

উদর হইতে সেই সপ্তম গর্ভ ঐ রোহিণীর উদরে স্থাপন করিবে। লোকে এরূপ বলিবে যে, দেবকীর গর্ভ নষ্ট হইল। এই গর্ভ হইতে সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ পরিচালন হেতু সেই গর্ভসম্ভূত শ্বেত পর্ব্বতশিখর সদৃশ বীর সঙ্কর্ষণ নামে ইহ লোকে বিখ্যাত হইবেন। অনন্তর আমি দেবকীর অষ্টম গর্ভে জন্ম পরিগ্রহ করিব। ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতায়ুতৈঃ। আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণম্ শরণম্ যযৌ॥ গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণম্ বিভোঃ। উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত॥ ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ। জগাম সত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ॥ তত্র গত্বা জগন্নাথম্ দেবদেবম্ বৃষাকপিম্। পুরুষম্ পুরুষ সূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ॥ গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ। গাং পৌরুষীম্ শৃণুতামরাঃ পুনর্বিধীয়তামাশু তথৈবমাচিরম্॥ বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ ভগবান্ পুরুষোহপরঃ। জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থম্ সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ। বাসুদেবকলানন্তসহস্রবদনঃ স্বরাট্। অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া। বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ॥ আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০॥ ১॥ গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্। রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে॥ অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি। দেবক্যা জঠরে গর্ভম্ শেষাখ্যম্ ধাম মামকম্। তৎসন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয়॥ অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাম্ শুভে। প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাম্ ভবিষ্যসি॥ গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণম্ ভুবি। রামেতি লোকরমণাদ্বলম্ বলবদুচ্ছ্রয়াৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ২॥

(১০) নিত্য—কার্য্যাকার শূন্য, অর্থাৎ সর্ব্বত্র কারণ কার্য্যাকারে পরিণত হয়, তিনি তদ্বিরহিত। শুদ্ধ—কারণ রহিত। বুদ্ধ—জড়তাশূন্য। মুক্ত—বিদ্যাজনিত কাম্য কর্ম্মাদিতে আসক্তিশূন্য।

গীতা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই গীতার্থ ধর্ম্মকে উদ্দেশ করিয়া ভগবানই অনুগীতাতে (১১) বলিয়াছেন, "এই ধর্ম্মই সর্ব্ব প্রধান, যাহা হইতে ব্রহ্ম-পদ, অর্থাৎ মুক্তিলাভ হয়" ইত্যাদি। এবং এই গীতাতেও এই বিষয়ে অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, "সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর" (১২)। আর জগতের অভ্যুদয়ের জন্য বর্ণাশ্রমকে উদ্দেশ করিয়া যে প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহা দেবাদি স্থান প্রাপ্তির হেতু হইলেও, ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ঈশ্বরার্পণবুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত হইলে, চিত্তশুদ্ধির কারণ হয় এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জ্ঞান নিষ্ঠা-যোগ্যতা প্রাপ্তি দ্বারা, জ্ঞানোৎপত্তির হেতু ও নির্ব্বাণ মুক্তির কারণও হইয়া থাকে। ভগবান্ এই সম্বন্ধে পরে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরে কর্ম্ম সকল অর্পণ করিয়া আসক্তি শূন্য হইয়া, সংযত-চিত্ত জিতেন্দ্রিয় যোগিগণ চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন (১৩)। এই গীতা শাস্ত্রে উভয়বিধ ধর্ম্মই উক্ত হইয়াছে, অতএব এই গীতা শাস্ত্রার্থ জ্ঞান হইলেই লোকের পুরুষার্থ (১৪) সিদ্ধি হইবে, এজন্য আমি ইহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

আনন্দগিরি কৃত টীকা।

—(০)—

দৃষ্টিং ময়ি বিশিষ্টার্থাং কৃপাপীযূষবর্ষিণীম্। হেরম্ব দেহি প্রত্যূহক্ষেড়ব্যূহনিবারিণীম্ ॥ ১ ॥

যদ্বক্ত্রপঙ্কেরুহসম্প্রসূতং নিষ্ঠাদ্বয়ং বিশ্ববিভাগনিষ্ঠম্।

সাধ্যেতরাভ্যাং পরিনিষ্ঠিতাস্তং তং বাসুদেবং সততং নতোঽস্মি ॥ ২ ॥

প্রত্যঞ্চমচ্যুতং নত্বা গুরূনপি গরীয়সঃ। ক্রিয়তে শিষ্যশিক্ষায়ৈ গীতাভাষ্যবিবেচনম্ ॥ ৩ ॥

কর্ম্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠে তদুপায়োপেয়ভূতনিষ্ঠাদ্বয়মধিকৃত্য প্রবৃত্তং গীতাশাস্ত্রং ব্যাচিখ্যাসুর্ভগবান্ ভাষ্যকারো বিঘ্নোপপ্লবোপশমনাদিপ্রয়োজন প্রসিদ্ধয়ে প্রামাণিকব্যবহারপ্রমাণকমিষ্টদেবতাতত্ত্বানুস্মরণং মঙ্গলাচরণং সম্পাদয়ন্ অশেষেতিহাসপুরাণয়োর্ব্যাচিখ্যাসিতগীতাশাস্ত্রেণৈকবাক্যতামভিপ্রেত্য পৌরাণিকশ্লোকমেকমেবাস্বর্থ্যামিবিষয়মুদাহরতি নারায়ণ ইতি। "আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ॥" ইতি স্মৃতিসিদ্ধঃ স্থূলদৃশাং নারায়ণশব্দার্থঃ। সূক্ষ্মদর্শিনঃ পুনরাচক্ষতে নরশব্দেন চরাচরাত্মকং শরীরজাতমুচ্যতে, তত্র নিত্যসন্নিহিতাশ্চিদাভাসা জীবা নারা ইতি নিরুচ্যন্তে

---

(১১) মহাভারতের অন্তর্গত অশ্বমেধ পর্ব্বে অনুগীতা সন্নিবিষ্ট আছে। এই অনুগীতা শ্রীভগবান্ মধুসূদন কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া কথিত হইয়াছে।

(১২) গীতা ১৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোক।

(১৩) গীতা ১০ অধ্যায় ১ শ্লোক।

(১৪) ধর্ম্মার্থ কামমোক্ষাখ্য পুরুষার্থ উদাহৃতঃ। ইত্যাদি পুরাণ। গোস্বামী মতে ভক্তিঃ পঞ্চম পুরুষার্থঃ।

তেষাময়নমাশ্রয়ো নিয়ামকোঽন্তর্য্যামী নারায়ণ ইতি. যমধিকৃত্যান্তর্য্যামিব্রাহ্মণং শ্রীনারায়ণাখ্যমত্রাম্নায়ৈরধীয়তে তদনেন শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যং বিশিষ্টং তত্ত্বমাদিষ্টম্ ভবতি। নন্বু পরমাত্মনো মায়াসম্বন্ধাদন্তর্য্যামিত্বম্ শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যত্বঞ্চ বক্তব্যমন্যথা কূটস্থাসঙ্গাবিষয়াদ্বিতীয়স্য তদযোগাৎ, তথা চ শুদ্ধতাসিদ্ধৌ কথম্ যথোক্তাপরদেবতা শাস্ত্রাদাবনুস্মর্য্যতে, শুদ্ধস্য হি তত্ত্বস্যানুস্মরণমভীষ্টফলবদভীষ্টং তত্রাহ পরোঽব্যক্তাদিতি। অব্যক্তমব্যাকৃতং মায়েত্যর্থান্তরম্, তস্মাৎ পরো ব্যতিরিক্তঃ তেনাসংস্পৃষ্টোঽয়মপরঃ "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ" ইতি শ্রুতেঃ গৃহীতঃ, অতস্তত্ত্বতো মায়াসম্বন্ধাভাবেঽপি কল্পনয়া তদীয়সঙ্গতিমঙ্গীকৃত্যান্তর্য্যামিত্বাদিকমুন্নেয়ম্। যস্মাদীশ্বরস্য ব্যতিরেকো বিবক্ষিতস্তস্মিন্নব্যক্তে সাক্ষিসিদ্ধেঽপি কার্য্যলিঙ্গকমনুমানমুপন্যস্যতি অণ্ডমিতি। অপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাত্মকম্ হৈরণ্যগর্ভতত্ত্বমণ্ডমিত্যভিলপ্যতে তদব্যক্তাৎ পূর্ব্বোক্তাদুৎপদ্যতে, প্রসিদ্ধা হি শ্রুতিস্মৃতিবাদেষু হিরণ্যগর্ভস্য মূলকারণাদুৎপত্তিস্তথা চ কার্য্যলিঙ্গাদব্যক্তাভিব্যক্তিরিত্যর্থঃ। হিরণ্যগর্ভে শ্রুতিস্মৃতিসমধিগতেঽপি কার্য্যলিঙ্গকমনুমানমস্তীতি মন্বানো বিরাডুৎপত্তিমুপদর্শয়তি অণ্ডস্যেতি। উক্তস্যাণ্ডস্য হিরণ্যগর্ভাভিধানীয়স্যান্তরিমে ভূরাদয়ো লোকা বিরাড়াত্মানো বর্ত্তন্তে, কার্য্যং হি কারণস্যান্তর্ভবতি তেন হিরণ্যগর্ভান্তর্ভূতা ভূরাদয়ো লোকা বিরাড়াত্মানস্তেন স্রষ্টা ইতি তল্লিঙ্গাদ্ধিরণ্যগর্ভসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। লোকানেব পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতাত্মকবিরাড়াত্মত্বেন ব্যুৎপাদয়তি সপ্তদ্বীপেতি। "সা পৃথিবী অভবৎ" ইতি শ্রুতৌ বিরাজো জন্ম সঙ্কীর্ত্তিতমিত্যঙ্গীকারাদশেষদ্বীপোপেতা পৃথিবীত্যনেন সর্ব্বলোকাত্মকো বিরাড়েবোচ্যতে, চশব্দেন বিরাজো হি হিরণ্যগর্ভে পূর্ব্বোক্তাণ্ডাত্মন্যন্তর্ভাবস্ততঃ সম্ভবোঽনুকৃষ্যতে, পরমাত্মা হি স্বজ্ঞানদ্বারা জগদশেষমুৎপাদ্য স্বাত্মন্যেবান্তর্ভাবাথৈকরসসচ্চিদানন্দাত্মনা স্বে মহিম্নি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অত্র চ নারায়ণশব্দেনাভিধেয়মুক্তম্, নর এব নারা জীবাস্তৎপদবাচ্যাস্তেষাময়নমধিষ্ঠানম্ তৎপদবাচ্যম্ পরম্ ব্রহ্ম, তথা চ কল্পিতস্যানধিষ্ঠানাতিরিক্তস্বরূপাভাবাদ্বাচ্যস্য কল্পিতত্বেঽপি লক্ষ্যস্য ব্রহ্মমাত্রত্বাদ্ব্রহ্মাত্মৈক্যম্ বিষয়োঽত্র সূচ্যতে, তেনার্থাদ্বিষয়বিষয়ীভাবঃ সম্বন্ধোঽপি ধ্বনিতঃ। পরোঽব্যক্তাদিত্যনেন মায়াসংস্পর্শাভাবোক্ত্যা সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যা পরমানন্দাবির্ভাবলক্ষণো মোক্ষোঽপি বিবক্ষিতস্তেন চ তৎকামস্যাধিকারো দ্যোতিতঃ, পরিশিষ্টেন তু শব্দেন বস্তুনো বাস্তবমদ্বিতীয়ত্বমাবেদিতম্, তেন চ বস্তুদ্বারা পরমবিষয়ত্বং তজ্জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তদুপায়ভূতকর্ম্মনিষ্ঠায়াশ্চাবান্তরবিষয়ত্বমিত্যর্থাদুক্তমিত্যবধেয়ং।

নন্বৈবং সাধ্যসাধনভূতং নিষ্ঠাদ্বয়মত্র ভগবতা প্রতিপাদ্যতে ব্রহ্মণাভ্যর্থিতস্য ভগবতো ভূমিভারাপহারার্থং বসুদেবেন দেবক্যামাবির্ভূতস্য তাদর্থ্যেন মধ্যমং পৃথাসুতং প্রথিতমহিমানং প্রবর্ত্তয়িতুং ধর্ম্মযোরিহামুস্মিমানত্বাদতো নাস্য শাস্ত্রস্য নিষ্ঠাদ্বয়ং পরাপরবিষয়ভাবমনুভবিতুমলমিতি তত্র ভগবতো ধর্ম্মসংস্থাপনস্বাভাব্যেঽপি ব্যাকুলধর্ম্মস্থাপনার্থমেব প্রাদুর্ভাবাভ্যুপগমাত্তু তাবৎ পরিহারস্য চার্থিকত্বাদর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাধিকারিণং স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তনদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামবতারয়িতুং গীতাশাস্ত্রস্য প্রণীতত্বাদুচিতমস্য নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ত্বমিতি পরিহরতি

স ভগবানিত্যাদিনা ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনায়োপদিদেশেত্যস্তেন ভাষ্যেণ। তত্র, নেদং গীতাশাস্ত্রং ব্যাখ্যাতুমুচিতমাপ্তপ্রণীতত্বানির্দ্ধারণাৎ তথাবিধশাস্ত্রান্তরবদিত্যাশঙ্ক্য মঙ্গলাচরণস্যোদ্দেশ্যং দর্শয়ন্নাদৌ শাস্ত্রপ্রণেতুরাপ্তত্বনির্দ্ধারণার্থং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিপ্রতিজ্ঞাপূর্ব্বকং সর্ব্বজগজ্জনয়িতৃত্বমাহ স ভগবানিতি। প্রকৃতো নারায়ণাখ্যো দেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সমস্তমপি প্রপঞ্চমুৎপাদ্য ব্যবস্থিতঃ, ন চ তস্যানাপ্তত্বমীশ্বরানুগৃহীতানামাপ্তত্বসিদ্ধ্যা তস্য পরমাপ্তত্বসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। নন্বু ভগবতা সৃষ্টমপি চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিবিশিষ্টং হিরণ্যগর্ভাদিলক্ষণং জগৎ ন ব্যবস্থিতিমাস্থাতুং শক্যতে ব্যবস্থাপকাভাবাৎ, ন চ পরস্যৈবেশ্বরস্য ব্যবস্থাপকত্বং বৈষম্যাদিপ্রসঙ্গাৎ, তত্রাহ তস্য চেতি। সৃষ্টস্য জগতো মর্য্যাদাবিরহিতত্বে শঙ্কিতে তদীয়াং ব্যবস্থাং কর্ত্তুমিচ্ছন্ ব্যবস্থাপকমালোচ্য ক্ষত্রস্যাপি ক্ষত্রত্বেন প্রসিদ্ধং ধর্ম্মং তথাবিধধর্ম্মমধিগম্য সৃষ্টবানিত্যর্থঃ। সৃষ্টস্য ধর্ম্মস্য সাধ্যত্বভাবতয়া সাধয়িতারমন্তরেণাসম্ভবাৎ তস্যৈব তদনুষ্ঠাতৃত্বানভ্যুপগমাৎ প্রাণিপ্রভেদানামধর্ম্ম-প্রায়াণাং তদযোগাৎ কুতস্তদীয়া সৃষ্টিরিত্যাশঙ্ক্যাহ মরীচ্যাদীনিতি। তেষাং ভগবতা সৃষ্টানাং প্রজাসৃষ্টিহেতূনাং যাগদানাদিপ্রবৃত্তিসাধ্যং ধর্ম্মমনুষ্ঠাতুমধিকৃতানাং স্বকীয়ত্বেন তদুপাদানমুপ-পন্নমিত্যর্থঃ। চৈত্যবন্দনাদিভ্যো বিশেষার্থং ধর্ম্মং বিশিনষ্টি বেদোক্তমিতি। নন্বু নৈতাবতা জগদশেষমপিব্যবস্থাপয়িতুং শক্যতে প্রবৃত্তিমার্গস্য পূর্ব্বোক্তধর্ম্মং প্রতিনিয়তত্বেঽপি নিবৃত্তিমার্গস্য তেন ব্যবস্থাপনাযোগ্যত্বাৎ তত্রাহ ততোঽন্যাংশ্চেতি নিবৃত্তিরূপস্য ধর্ম্মস্য শমদমাদ্যাত্মনো গমকমাহ জ্ঞানেতি। বিবেকবৈরাগ্যাতিশয়ে শমাদ্যতিশয়ো গম্যতে, ততো বিবেকাদি তস্য গমকমিত্যর্থঃ।

ধর্ম্মে বহুবিদাং বিবাদদর্শনাজ্জগতঃ স্থেয়ে কারণীভূতধর্ম্মান্তরমপি দ্রষ্টব্যমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ দ্বিবিধো হীতি। অতিপ্রসঙ্গাপ্রসঙ্গব্যাবৃত্তয়ে, প্রকৃতং ধর্ম্মং লক্ষয়তি প্রাণিনামিতি। প্রবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্মোঽভ্যুদয়ার্থিনাং সাক্ষাদভ্যুদয়হেতুঃ নিঃশ্রেয়সার্থিনাং পরম্পরা নিঃশ্রেয়সহেতুঃ, নিবৃত্তিলক্ষণস্তু ধর্ম্মঃ সাক্ষাদেব নিঃশ্রেয়সহেতুরিতিঃ বিভাগঃ। জ্ঞানস্যৈব নিঃশ্রেয়সহেতুত্বেঽপি শমাদীনাং জ্ঞানদ্বারা মোক্ষহেতুত্বং জ্ঞানাতিরিক্তব্যবধানাভাবাচ্চ সাক্ষাদিত্যুক্তং। যদ্যেবং ধর্ম্মে লক্ষ্যতে তর্হি বর্ণিতমাশ্রমিস্বকাপেক্ষ্য সর্ব্বৈরেব পুরুষার্থার্থিভির্দ্বাবপি ধর্ম্মৌ যথাযোগ্যমনুষ্ঠেয়া বিত্যনুষ্ঠাতৃনিয়মাসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রাহ্মণাদ্যৈরেতি। অর্থিত্বাবিশেষেঽপি শ্রুতিস্মৃতিপর্য্যালোচন-য়ানুষ্ঠানাৎ নিয়মসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। নিত্যনৈমিত্তিকেষু যাবজ্জীবমনুষ্ঠানং কাম্যেষু করণাংশে রাগাধীনা প্রবৃত্তিরিতিকর্ত্তব্যতাংশে বৈধীতিবিভাগেঽপি কদাচিদননুষ্ঠানমিতি বিভাগমভিপ্রেত্যাহ দীর্ঘে-ণেতি। অথ যথোক্তধর্ম্মবশাদেব জগতো বিবক্ষিতস্থিতিসিদ্ধের্ভগবতো নারায়ণস্যাদিকর্ত্তুরনেকা-নর্থকলুষিতশরীরপরিগ্রহাসম্ভবাদন্যস্যেব কস্যচিদনাপ্তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যবতো বিগ্রহপরিগ্রহদ্বারেণ গীতাশাস্ত্রপ্রণয়নমিতি কুতোঽস্যাপ্তপ্রণীতত্বং তত্রাহ অনুষ্ঠাতৃণামিতি। অথবা যথোক্তশঙ্কায়া দীর্ঘেণেত্যাদ্যুত্তরং মহতা কালেন কৃতত্রেতাদ্যয়ে দ্বাপরাবসানে সাধকানাং কামক্রোধাদিপূর্ব্ব-কাদবিবেকাদধর্ম্মাদ্ভুল্যাদ্ধর্ম্মাভিভবাদধর্ম্মাভিবৃদ্ধেশ্চ জগতো মর্য্যাদাভেদে তদীয়ং মর্য্যাদামাত্ম-নির্ম্মিতাং পালয়িতুমিচ্ছন্ প্রকৃতো ভগবানেতদর্থেন চাতুর্ব্বর্ণ্যাদি সংরক্ষণার্থং লীলাময়ং মায়াশক্তি

প্রযুক্তং স্বেচ্ছাবিগ্রহং জগ্রাহেত্যর্থঃ। "ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ বসুদেবাদজীজনৎ" ইতি স্মৃতিমনুসৃত্য পাদদ্বয়মিমং ব্যাচষ্টে ভৌমস্যেতি। অংশেনেতি স্বেচ্ছানির্ম্মিতেন মায়াময়েন স্বরূপেণেত্যর্থঃ। কিল এতস্মিন্নর্থে পৌরাণিকী প্রসিদ্ধিরনূদ্যতে, ন হি ভগবতো জন্মেতি পদ্যস্য বক্ষ্যমাণ বিরোধাদিতি ভাবঃ। ননু বৈদিকধর্ম্মরক্ষণার্থং ভগবতো জন্ম "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদিদর্শনাৎ কিমিদং ব্রাহ্মণত্বস্য রক্ষণার্থমিতি তত্রাহ ব্রাহ্মণত্বস্য হীতি তথাপি বর্ণাশ্রমভেদব্যবস্থানং বিনা কথং বৈদিকধর্ম্মরক্ষণং? ইত্যাশঙ্ক্যাহ তদধীনত্বাদিতি। ব্রাহ্মণং হি পুরোধায় ক্ষত্রাদিপ্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতে যাজনাধ্যাপনযোস্তৎকর্ম্মত্বাৎ তদ্দ্বারা চ বর্ণাশ্রমভেদব্যবস্থাপনাদতো ব্রাহ্মণ্যে রক্ষিতে সর্ব্বমপি সুরক্ষিতং ভবতীত্যর্থঃ।

নম্বেবমপি ভগবতো নারায়ণস্য শরীরাদিমত্ত্বে সত্যস্মদাদিভির্বিশেষাদিনীশ্বরস্য প্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাদিকৃতং বিশেষমাহ স চেতি। জ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞত্বং, ঐশ্বর্য্যং স্বাতন্ত্র্যম্, শক্তিস্তদর্থনির্ব্বর্তনসামর্থ্যম্, বলং সহায়সম্পত্তিঃ, বীর্য্যং পরাক্রমবত্ত্বম্ তেজস্তু প্রাগল্ভ্যমধৃষ্যত্বম, এতে চ ষড়্গুণাঃ সর্ব্ববিষয়াঃ সর্ব্বদা ভগবতি বর্ত্তন্তে, তথা চ তস্য শরীরাদিমত্ত্বেঽপি নাস্মদাদিসাম্যমিত্যর্থঃ। অথৈবমপি কথমীশ্বরস্যানাদিনিধনস্য নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবস্য স্বভাববিপরীতং জন্মাদি সম্ভবতি? নহি ভূতানামীশিতা স্বতন্ত্রঃ স্বাত্মনোঽর্থং স্বয়মেব সম্পাদয়িতুমর্হতি, ন চাস্য দেহাদিগ্রহে কিমপি ফলমুপলভ্যতে, তত্রাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি। সিসৃক্ষিতদেহাদিগতবৈরূপ্যসিদ্ধ্যর্থমিদং বিশেষণম্। তস্যা ব্যাপকত্বং বক্তুং বৈষ্ণবীমিত্যুক্তম্। ঈশ্বরপারবশ্যং তস্যা দর্শয়তি স্বামিতি। তস্যাশ্চ প্রতিভাসমাত্রশরীরত্বমেব, ন তু বস্তুত্বমিত্যাহ মায়ামিতি। তস্যা নানাবিধকার্য্যাকারেণ পরিণামিত্বং সূচয়তি মূলপ্রকৃতিমিতি। ঈশ্বরস্য প্রকৃত্যধীনত্বং বারয়তি বশীকৃত্যেতি। নিত্যত্বং কার্য্যাকারবিবর্জ্জিতত্বম্, শুদ্ধত্বমকারণত্বম্, বুদ্ধত্বমজড়ত্বম্, মুক্তত্বং অবিদ্যাকামকর্ম্মপারতন্ত্র্যরাহিত্যম। ন চ নিত্যত্বাদয়ঃ সংসারাবস্থায়ামসন্তো মোক্ষাবস্থায়াং সম্ভবন্তীতি যুক্তমিত্যাহ স্বভাব ইতি। দেহগ্রহে প্রাগুক্তং মায়ায়া দর্শয়িতুং পুনঃ স্বমায়য়েত্যুক্তম্। "স বা অয়ং পুরুষো জায়মানঃ শরীরমভিসম্পদ্যমানং" ইতি শ্রুতিমাশ্রিত্যাহ দেহবানিতি। ইবকারাভ্যাং দেহাদেরবস্তুত্বেন কল্পিতত্বং দ্যোত্যতে ধর্ম্মদ্বয়োপদেশদ্বারা প্রাণিবর্গস্যাভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সতৎপরত্বাপাদনং লোকানুগ্রহঃ, যদ্যপি কূটস্থঃ স্বতন্ত্রো নিত্যত্বাদিলক্ষণশ্চায়মীশ্বরঃ স্বতো দৃশ্যতে, তথাপি যথোক্তমায়াশক্ত্যা দেহাদি গৃহীত্বা প্রাণিনামনুগ্রহমাদধানো ন স্বভাববিপর্য্যয়ং পশ্যতীত্যর্থঃ। ননু "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" ইতি ন্যায়াদীশ্বরস্যাপ্তকামতয়া কৃতকৃত্যস্য প্রয়োজনাভাবাদনুগ্রাহ্যানাঞ্চাদ্বৈতবাদে ব্যতিরিক্তানামসত্ত্বান্ন ধর্ম্মদ্বয়মুপদেষ্টুমুচিতমিতি তত্রাহ স্বপ্রয়োজনেতি। কল্পিতভেদভাঞ্জি ভূতান্যুপাদায় তদনুগ্রহেচ্ছয়া চৈত্যবন্দনাদিবিলক্ষণং ধর্ম্মদ্বয়মর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাপ্তকামোঽপি ভগবানুপদিষ্টবানিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্যোপদেশাপেক্ষাত্বমিতি দর্শয়িতুং বিশিনষ্টি শোকেতি। ননু ভূতানুগ্রহে কর্ত্তব্যে কিমিত্যর্জ্জুনায় ধর্ম্মদ্বয়ং ভগবতোপদিশ্যতে? তত্রাহ গুণাধিকৈরিতি। প্রচয়ং গমিষ্যতীতি মত্বা ধর্ম্মদ্বয়

মর্জ্জুনায় উপদিদেশেতি সম্বন্ধঃ। অথ তথাপি সুগতোপদিষ্টধর্ম্মবদয়মপি ভগবদুপদিষ্টো ধর্ম্মো ন প্রামাণিকোপাদেয়তামুপগচ্ছেদিত্যাশঙ্ক্য বেদোক্তত্বান্মাস্ত তত্ত্ব্যত্বমিত্যভিপ্রেত্য শিষ্টপরিগৃহীতত্বাচ্চ মৈবমিত্যাহ তং ধর্ম্মমিতি। অধর্ম্মে ধর্ম্মবুদ্ধির্বেদব্যাসস্য জাতেত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বজ্ঞ ইতি। "কৃষ্ণদ্বৈপায়নং বিদ্ধি ব্যাসং নারায়ণং প্রভুম্" ইতি স্মৃতেঃ সজ্জনোপকারকভগবদবতারত্বাচ্চ ব্যাসস্য নান্যথা বুদ্ধিরিত্যাহ ভগবানিতি।

গীতাশাস্ত্রস্যাপ্তপ্রণীতত্বমপাকৃত্য ব্যাখ্যেয়ত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি তদিদমিতি। পৌরুষেয়স্য বচসো মূলপ্রমাণাভাবেনাপ্রামাণ্যমিতি মত্বা বিশিনষ্টি সমস্তেতি। শাস্ত্রাক্ষরৈরেব তদর্থপ্রতিপত্তিসম্ভবে কিমিতি ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয়ার্থমিতি। "পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা। আক্ষেপস্য সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্॥" ইত্যাদিক্রমেণাস্য শাস্ত্রস্য পূর্ব্বাচার্য্যৈর্ব্যাখ্যাতত্বাৎ কিমর্থমিদমারভ্যতে গতার্থত্বাৎ তত্রাহ তদর্থে। গীতাশাস্ত্রার্থস্য প্রকটীকরণার্থং পদবিভাগস্তদর্থোক্তিঃ সমাসদ্বারা বাক্যার্থনির্দ্দেশস্তত্রাপেক্ষিতো ন্যায়শ্চাপেক্ষসমাধানলক্ষণো বৃত্তিকারৈর্দর্শিতস্তথাপি তথাবিধমেব শাস্ত্রং শাস্ত্রপরিচয়শূন্যৈঃ সমুচ্চয়াসমুচ্চয়বাদিভির্বিরুদ্ধার্থত্বেন অনেকার্থত্বেন চ গৃহীতমালক্ষ্য তদ্বুদ্ধিমনুরোদ্ধুমিদমারব্ধব্যমিত্যর্থঃ। যেষাং প্রাচীনে ব্যাখ্যানে বুদ্ধিরপ্রবিষ্টা, তেষাং সম্প্রতিতনে এতস্মিন্নসৌ প্রবেক্ষ্যতীতি কুতো নিয়মস্তত্রাহ বিবেকত ইতি। পূর্ব্বব্যাখ্যানে তত্তদর্থনির্দ্ধারণার্থোপন্যাসঃ সংকীর্ণবত্ত্বাতীতি ন তত্র কেষাঞ্চিন্মনীষা সমুন্মিষতি, প্রকৃতে ত্বসম্প্রকীর্ণতয়া তত্তৎপদার্থনির্ণয়োপযোগিন্যায়ো বিবিচ্যতে, তেনাত্র মন্দমধ্যময়োরপি বুদ্ধিরবতরতীত্যর্থঃ। কিঞ্চানপেক্ষতাধিকগ্রন্থসদ্ভাবান্ন প্রাচীনে ব্যাখ্যানে শ্রোতৄণাং প্রবৃত্তিরত্র ত্বপেক্ষিতাল্পগ্রন্থে বিবরণে প্রায়শঃ সর্ব্বেষাং প্রবৃত্তিঃ স্যাদিতি মত্বাহ সংক্ষেপত ইতি।

নন্বনাপ্তপ্রণীতত্বাভাবেঽপি নেদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং বিষয়াদ্যনুবন্ধস্যানভিহিতত্বেন শাস্ত্রত্বাভাবাদিত্যাশঙ্ক্য সর্ব্বব্যাপারাণাং প্রয়োজনার্থত্বাদাদৌ প্রয়োজনমাহ তস্যেতি। প্রসাধিতপ্রামাণ্যস্য ব্যাখ্যেয়ত্বেন মনসি সন্নিহিতস্য গীতাশাস্ত্রস্য সংক্ষেপতঃ সংগ্রহঃ সম্পিণ্ডিতত্বমেকবাক্যত্বং তেনেদং পরমং ফলং বিনিশ্চিতং শ্রেয়ো নিঃশ্রেয়সং কৈবল্যম্। অবান্তরফলন্তু তত্রাবান্তরবাক্যভেদেন মনোনিগ্রহাদি বিবক্ষ্যতে। নিঃশ্রেয়সঞ্চ দ্বিবিধং নিরতিশয়সুখাবির্ভাবো নিঃশেষানর্থোচ্ছিত্তিশ্চ, তত্রাদ্যমুদাহরতি পরমিতি। দ্বিতীয়ং দর্শয়তি সহেতুকস্যেতি। সংসারোপরমস্যাত্যন্তিকত্বং প্রতিযোগিনঃ সংসারস্য পুনরুৎপত্ত্যযোগ্যত্বং তচ্চ শাপমূর্চ্ছাদিব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণং তদেব সাধয়িতুং সহেতুকস্যেত্যুক্তম্। উক্তফলং সমুচ্চিতাদেকাকিনো বা কর্ম্মণঃ স্যাদিতি তস্যৈব শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যতেত্যাশঙ্ক্যাভিধেয়মভিধিৎসন্নঃ সমাধত্তে তচ্চেতি। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাশেষত্বেন কর্ম্মনিষ্ঠাত্রোচ্যতে প্রাধান্যেন ত্বাত্মজ্ঞাননিষ্ঠৈবাত্র প্রতিপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। নন্বশেষিণী নিষ্ঠা কুতো ন ভবতি সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মনিষ্ঠায়াঃ শেষত্বাৎ তত্রাহ সর্ব্বেতি। সন্ন্যাসদ্বারেণাসকৃদনুষ্ঠিতশ্রবণাদেঃ বৈদিকী নিষ্ঠা সিধ্যতি, শেষত্বঞ্চ কর্ম্মণস্তত্র পরম্পরয়েত্যর্থঃ। নন্ "ব্রহ্মানতপঃকর্ম

ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ" ইতি বাক্যশেষাৎ সমুচ্চিতমাত্মজ্ঞানমত্র প্রতিপাদ্যতে? সেত্যাহ তথেতি। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠারূপং ধর্ম্মং নিঃশ্রেয়সাধনং প্রয়োজনং প্রাগুক্তং পরামৃশতি ইদমেবেতি। বক্তৃভেদাদভিপ্রায়ভেদাশঙ্কাং বারয়তি ভগবতৈবেতি। উক্তমনু গীতাস্বিতি সম্বন্ধঃ, ব্রহ্মণঃ পদং পূর্ব্বোক্তং নিশ্রেয়সং তস্য বেদনং লাভস্তত্র বিশিষ্টো জ্ঞাননিষ্ঠারূপো ধর্ম্মঃ সমর্থো ভবতীত্যর্থঃ। যজ্ঞদানাদিবাক্যস্য তু তদ্ব্যাখ্যানাবসরে তাৎপর্য্যং বক্ষ্যতে। কর্ম্মত্যাগস্য ভগবতোঽভিপ্রেতত্বে বাক্যান্তরমনুগীতাগতমেবোদাহরতি তত্রৈবেতি। ধর্ম্মাধর্ম্মাপূর্ব্বাসংসর্গিত্বে হেতুমাহ নৈবেতি। ক্রিয়াদ্বয়সম্বন্ধাভাবাৎ তন্নির্ব্বৃত্ত্যা পূর্ব্বাভ্যাসসম্বন্ধে প্রাপ্তমর্থমাহ যঃ স্যাদিতি। বাগাদিবাহ্যকরণব্যাপারবিরহিতত্বং তূষ্ণীমিত্যুচ্যতে কিঞ্চিদচিন্তয়ন্নিত্যন্তঃকরণব্যাপারাভাবোঽভিপ্রেতঃ দ্বিবিধকরণব্যাপাররহিতঃ সন্ প্রাগুক্তো যোঽধিকারী কেবলমেকস্মিন্নদ্বিতীয়ে ব্রহ্মণ্যাসনমবস্থানং তত্র লীনস্তস্মিন্নেব সমাপ্তিভাগী স্যাৎ, তস্যাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনিষ্ঠস্য সর্ব্বকর্ম্মত্যাগহেতুকং জ্ঞানং মুক্তিহেতুর্ভবতীত্যর্থঃ। ন কেবলমনুগীতাস্বেব যথোক্তং জ্ঞানমুক্তম্, কিন্তু প্রকৃতেঽপি শাস্ত্রে সমাপ্ত্যবসরে দর্শিতমিত্যাহ ইহাপীতি। নন্বত্র নিবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মাত্মকং সসংন্যাসমাত্মজ্ঞানমেব ন প্রতিপাদ্যতে "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বম্" ইত্যাদৌ প্রবৃত্তিলক্ষণস্যাপি ধর্ম্মস্য বক্ষ্যমাণত্বাদ্ধর্ম্ময়োশ্চ প্রকৃতত্বাবিশেষাৎ তত্রাহ অভ্যুদয়ার্থোঽপীতি। ননু বর্ণিভিরাশ্রমিভিশ্চানুষ্ঠেয়ত্বেনান্যত্র বিহিতস্যাপি তস্য ন যুক্তং মোক্ষসাধনত্বাধিকারে বিধানম্, দেবাদিস্থানপ্রাপ্তিহেতুত্বেন মোক্ষং প্রতি প্রতিপক্ষত্বাৎ? সত্যম্, তথাপি ফলাভিলাষমন্তরেণেশ্বরার্পণধিয়া কৃতস্য বুদ্ধিশুদ্ধিহেতুত্বাৎ তস্যেহ বচনমিত্যাহ স চ দেবাদীতি। ফলাভিসন্ধিনাবা কৃতঃ সন্নিতি শেষঃ। প্রবৃত্তিলক্ষণধর্ম্মস্যোক্তরীত্যা চিত্তশুদ্ধিহেতুত্বেঽপি মোক্ষহেতুত্বেন কুতো মোক্ষাধিকারে নির্দেশঃ স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ শুদ্ধেতি। প্রতিপদ্যতে প্রাগুক্তো ধর্ম্ম ইতি শেষঃ। যদুক্তং "ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতমীশ্বরার্পণ বুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধয়ে ভবতি" ইতি। তত্র বাক্যশেষমনুকূলয়তি তথাচেতি।

শাস্ত্রস্য প্রয়োজনং সসাধনমুক্তমনূদ্য বিষয়ং দর্শয়তি ইমমিতি। দর্শিতেন ফলেন শাস্ত্রস্য নিষ্ঠাদ্বয়দ্বারা সাধ্যসাধনভাবঃ সম্বন্ধো বিষয়েণ বিষয়বিষয়িত্বমিতি বিবক্ষিত্বাহ বিশেষত ইতি। এবমনুবন্ধত্রয়বিশিষ্টং শাস্ত্রং ব্যাখ্যানার্হমিত্যুপসংহরতি বিশিষ্টেতি। সিদ্ধে ব্যাখ্যানযোগ্যত্বে ব্যাখ্যেয়ত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। এবং গীতাশাস্ত্রস্য সাধ্যসাধনভূতনিষ্ঠাদ্বয়বিষয়স্য পরাপরাবিধেয়প্রয়োজনবতো ব্যাখ্যেয়ত্বং প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যাতুকামঃ শাস্ত্রং তদেকদেশস্য প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশসহিতস্য তাৎপর্য্যমাহ অত্র চেতি। গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়ে প্রথমশ্লোকে কথাসম্বন্ধপ্রদর্শনপরে স্থিতে সতীতি যাবৎ।

আনন্দগিরিকৃত টীকার তাৎপর্য্য।

হে বিঘ্নবিনাশন! আমার প্রতি কৃপা-পীযূষ-বর্ষিণী দৃষ্টি বিতরণ কর। কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা (অর্থাৎ শ্রদ্ধা) রূপ অমৃত যাঁহার মুখ-পঙ্কজ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই বাসুদেব হরিকে সর্ব্বদা প্রণাম করি। সর্ব্বব্যাপী হরি ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া শিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের বিরচিত গীতা-ভাষ্যের "গীতাভাষ্য-বিবেচন" নামক ব্যাখ্যা করিতেছি।

ইহ সংসারে দুঃখ-নিবৃত্তি পূর্ব্বক সুখ প্রাপ্তির নিমিত্ত সকলেরই অভিলাষ, কিন্তু তদুপায়ের অপরিজ্ঞান বশতঃ, অনেকেই সফলকাম হইতেছে না দেখিয়া, পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের প্রতি এই গীতাশাস্ত্রে তাহার উপায়ভূত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয় উপদেশ করিয়াছেন। উপায় ও উপেয়ভূত কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপাদন-বিষয়ক সেই গীতাশাস্ত্রের ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিঘ্নরূপ দুষ্টগ্রহের উপশমাদি প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত প্রামাণিক ব্যবহারানুসারে, ইষ্টদেবতা-স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ পুরঃসর, সমগ্র গীতাশাস্ত্রের সহিত ইতিহাস পুরাণাদির এক-বাক্যতা প্রদর্শনার্থ, প্রথমতঃ পৌরাণিক একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছেন (১)।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, এই গীতাশাস্ত্রে সাধ্য-(জ্ঞান) সাধন-(কর্ম্ম) রূপ নিষ্ঠা (শ্রদ্ধা) দ্বয় ভগবৎ-কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে; কিন্তু ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? জগৎস্রজন-কারী ব্রহ্মার অভ্যর্থনায় (২), ভূভার-হরণের নিমিত্ত বসুদেবের ঔরসে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত ভগবান হরি কর্ত্তৃক কুন্তীদেবীর মধ্যমপুত্র প্রথিতমহিম অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণই এই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বলিয়া বোধ হইতেছে; অতএব পরম প্রয়োজনের সহায়ভূত নিষ্ঠাদ্বয় প্রতি-পাদন করাইতে গীতাশাস্ত্র কিরূপে সমর্থ হইবে?

এই আশঙ্কা নিবারণার্থ বলিতেছেন, ব্রহ্মার নিকটে স্বীকৃত হইয়া ধর্ম্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত, ভগবান্ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি পরমাধিকারী শিষ্য অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া এই গীতাশাস্ত্র পরিব্যক্ত করিলেন; এবং অর্জ্জুনের অন্তরে স্বধর্ম্মানুরাগ প্রবৃত্তির উত্তেজনা দ্বারা ভূভার-হরণ রূপ কার্য্যও সঙ্গে সঙ্গে সম্পন্ন করিলেন; অতএব উক্ত সাধ্যসাধন রূপ নিষ্ঠাদ্বয় এই শাস্ত্রের বিষয়, ইহাতে আর সন্দেহ নাই।

---

(১) 'ও নারায়ণঃ পরঃ' ইত্যাদি শ্লোকের অনুবাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের সূচনানুবাদে লিখিত আছে।

(২) পরাশর উবাচ। ইত্যেতৎ সংস্তুতিং শ্রুত্বা মনসা ভগবানজঃ। ব্রহ্মাণমাহ প্রীতাত্মা বিশ্বরূপধরো হরিঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ ৫ অংশ ১ অধ্যায়। শ্রীভগবানুবাচ। ভো ভো ব্রহ্মন্! ত্বয়া মত্তঃ সহ দেবৈর্যদিষ্যতে। তদুচ্যতামশেষং বঃ সিদ্ধমেবাবধার্য্যতাম্॥ পরাশর কহিলেন, বিশ্বরূপধর অজ ভগবান্ হরি এরূপ স্তব শ্রবণে মনে মনে প্রীত হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন। শ্রীভগবান্ কহিলেন ব্রহ্মন্! দেবগণ এবং তুমি আমার নিকটে যাহা প্রার্থনা করিতেছ তাহা সমুদয় বল, এবং তাহা যেন সিদ্ধ হইয়াছে, এইরূপ বিবেচনা কর (শঙ্কর ভাষ্য সূচনানুবাদের ১ম টিপ্পনী দেখ।)

যদি বলা যায়, ভগবান ভাষ্যকারের এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত হয় নাই; কারণ গীতাশাস্ত্র যে আপ্ত (৩) প্রণীত তদ্বিষয়ক কোন প্রমাণ দেখা যায় না। এই আশঙ্কাপরিহারার্থ ভাষ্যকার (শঙ্করাচার্য্য) গীতাশাস্ত্র-প্রণেতার আপ্তত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব 'স ভগবান্'ইত্যাদি বাক্য দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ নারায়ণাখ্য দেবদেব সমস্ত প্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া তাহাতে স্বয়ং অবস্থিতি করিতেছেন, সেই পরমপুরুষই এই গীতা-শাস্ত্রের প্রণেতা; তদনুগৃহীতেরাই যখন আপ্তরূপে পরিচিত, তখন তিনি যে পরমাপ্তত্ব-সিদ্ধ তাহাতে আর সন্দেহ কি? চতুর্ব্বর্ণময় হিরণ্যগর্ভাদি রূপ এই জগৎ ভগবৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ইহার রক্ষা-ভার গ্রহণ করিলে বৈষম্যজনিত পক্ষপাতিত্বরূপ দোষে দূষিত হইয়া পড়েন, অথচ ব্যবস্থাপক অর্থাৎ রক্ষকাভাবে জগৎ থাকিতে পারে না দেখিয়া, এই বিচিত্র জগতের রক্ষার্থ অগ্রে মরীচি প্রভৃতিকে সৃষ্টি করিলেন এবং যজ্ঞদানাদিরূপ বেদোক্ত প্রবৃত্তি-লক্ষণধর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদিগকে নিয়োজিত করিলেন। যদি বল প্রবৃত্তিধর্ম্মপরায়ণ মরীচি প্রভৃতির দ্বারা যজ্ঞদানাদিরূপ প্রবৃত্তিধর্ম্মই রক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু শম-দমাদি রূপ নিবৃত্তিধর্ম্ম কিরূপে রক্ষিত হইবে? এজন্য বলিতেছেন "ততোঽন্যাংশ্চেতি" অর্থাৎ বিষয়-ভোগাভিলাষ বিমুখ, বিবেক-প্রধান সনকসনন্দাদিকে সৃষ্টি করিয়া নিবৃত্তিধর্ম্মেরও সংস্থাপন করিলেন। এই উভয়বিধ ধর্ম্ম মুক্তির প্রয়োজক হইলেও, যজ্ঞদানাদি রূপ প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম ভোগাভিলাষী পুরুষের সাক্ষাৎ অভ্যুদয়ের কারণ, আর মুমুক্ষুদিগের পরম্পরা (৪) মুক্তিরও হেতু। জ্ঞান-বৈরাগ্য-সাধন নিবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্ম সাক্ষাতেই মুক্তিপথের প্রয়োজক জানিবে। পুরুষার্থাভিলাষী প্রাণিবর্গই যথাযোগ্য উক্ত ধর্ম্মদ্বয় রক্ষা করিবে। তবে বর্ণ ও আশ্রম ভেদে অনুষ্ঠাতৃবিশেষের তাৎপর্য্য কি? অভিলাষ সমান হইলেও, শ্রুতি স্মৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া, আশ্রমী ব্রাহ্মণাদিই অনুষ্ঠাতা নিরূপিত হন। যদি যথোক্ত ধর্ম্ম দ্বারা জগতের রক্ষা সাধিত হয়, তাহা হইলে আদিকর্ত্তা ভগবান নারায়ণ কি জন্য বহু অনর্থ-কলুষিত শরীর পরিগ্রহ করিলেন? সুদীর্ঘ কাল প্রবৃত্তি-লক্ষণ ধর্ম্মানুষ্ঠান জন্য বিষয়ভোগাভিলাষে আসক্ত মানবগণ উন্মার্গগামী হইয়াছে দেখিয়া, তাহাদের দমন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণত্ব রক্ষার নিমিত্ত ভগবান শরীর ধারণ করিলেন। (গীতা ৪ অঃ। ৭ শ্লোক) কিন্তু সে ভগবদ্দেহ সাধারণ মানব-দেহের ন্যায় কদাপি কলুষিত নহে।

(৩) আপ্ত—ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটব এই দোষ-চতুষ্টয় রহিত। ভ্রম, অর্থাৎ অবস্তুতে বস্তু জ্ঞান। প্রমাদ, অর্থাৎ অনবধানতা। বিপ্রলিপ্সা, অর্থাৎ বঞ্চনেচ্ছা। করণাপাটব (করণগণের অপটুতা), অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণের স্ব স্ব কার্য্যে অক্ষমতা। যিনি এই চতুর্ব্বিধ দোষশূন্য তিনিই আপ্তপদবাচ্য। ঋষিগণ উল্লিখিত দোষ চতুষ্টয়শূন্য বলিয়া তাঁহাদের বাক্য আপ্তবাক্যরূপে পরিগৃহীত হয়। যথা—

ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব। আর্ষ বিজ্ঞ বাক্যে নাহি দোষ এই সব। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

(৪) পরম্পরা অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নহে। যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা বৈরাগ্য, বৈরাগ্য দ্বারা জ্ঞানোৎপত্তি এবং তদ্দ্বারা মুক্তি।

ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে রাজন্যাদিগণের পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণও যজনাধ্যাপনাদি দ্বারা, তাঁহাদিগকে বর্ণাশ্রম ভেদে স্বধর্ম্মপরায়ণ করিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইলে সকল সুরক্ষিত হয়। শরীর ধারণ বিষয়ে অস্মদাদির সহিত তাঁহার বিশেষ কি? এই সন্দেহ নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, তিনি জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদি ষড় গুণ বিশিষ্ট (৫) হইয়া, অনাসক্ত ভাবে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া দ্বারা জগতের যাবতীয় কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন; বিষয়াসক্ত ও মায়াপরতন্ত্র আমাদের সহিত তাঁহার কোন প্রকার সাম্য হইতে পারে না। সর্ব্ব সম্পন্ন কৃতকৃত্য ভগবান্ অকারণ এই দ্বিবিধ ধর্ম্মের আবিষ্কার করিলেন কেন? প্রয়োজনাভাবে মূর্খলোকও কদাপি কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। ইহার উত্তরস্বরূপে বলিতেছেন, কল্পিত জীবগণের প্রতি দয়াই একমাত্র উদ্দেশ্য করিয়া স্বপ্রয়োজনাভাবেও অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করতঃ এই ধর্ম্মদ্বয় প্রকাশ করিলেন। যদি বল, অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিলে জগতের কি উপকার হইবে? এই আশঙ্কা নিরাসের নিমিত্ত বলিতেছেন, বহুদর্শী মহদ্গণ যাহা আচরণ করেন, অজ্ঞ ও সন্দিহান ব্যক্তিগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকে। অতএব অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্ন কীর্ত্তিমান ব্যক্তি কর্ত্তৃক আদৃত হইলে ধর্ম্মদ্বয় জন-সমাজে বিশেষরূপ প্রচারিত হইবে।

প্রাচীন আচার্য্যগণ গীতাশাস্ত্রের পরিচ্ছেদ, পদার্থোক্তি, বিগ্রহ, বাক্য যোজনা, পূর্ব্বপক্ষের সমাধান এই পঞ্চবিধ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তবে ভগবান্ ভাষ্যকার পুনর্ব্বার কেন তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেন? প্রাচীন আচার্য্যগণের সঙ্কীর্ণ ব্যাখ্যায় অল্প বুদ্ধি মানবদিগের বুদ্ধি প্রবিষ্ট হয় না দেখিয়া, অনায়াসে পদার্থাবগতির নিমিত্ত, তিনি এই ভাষ্যরচনা করিলেন। এই ভাষ্যালোচনা দ্বারা উত্তম মধ্যম অধম ত্রিবিধ লোকেরই গীতাশাস্ত্রে বুদ্ধি পরিস্ফুরিত হইবে। এই গীতা-শাস্ত্রের বিষয়ীভূত সাধ্যসাধনরূপ নিষ্ঠাদ্বয়ের পরাপর অর্থাৎ মুক্তি ও বিষয়ভোগরূপ পরম প্রয়োজন প্রতিপাদনাভিপ্রায়ে দ্বিতীয় অধ্যায়ের একদেশের সহিত প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য কহিতেছেন।

রামানুজ ভাষ্য।

শ্রীমতে রামানুজায় নমঃ। যৎপাদাম্ভোরুহধ্যান-বিধ্বস্তাশেষকল্মষঃ। বস্তুতামুপযাতোঽহং যামুনেয়ং নমামি তম্॥ ১॥ শ্রিয়ঃ পতির্নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানঃ স্বেতরসমস্ত বস্তুবিলক্ষণানন্তজ্ঞানানন্দৈকস্বরূপঃ। স্বাভাবিকানবধিকাতিশয়জ্ঞান-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্য-শক্তি-তেজঃ সৌশীল্যপ্রভৃত্যসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণমহোদধিঃ। স্বাভিমতানুরূপৈকরূপাচিন্ত্য-দিব্যা

(৫) ষড় গুণ যথা;—জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য, শক্তি, বল, বীর্য্য, তেজঃ। জ্ঞান, জ্ঞপ্তি অর্থাৎ বিষয় পরিচ্ছেদ, ঐশ্বর্য্য ঈশ্বরত্ব, অর্থাৎ স্বপ্রধানত্ব, শক্তি, বিষয় নিবর্ত্তন-সামর্থ; বল, সহায় সম্পত্তি, বীর্য্য, পরাক্রমবত্ব, তেজ প্রাগলভ্য ও ধৃষ্টত্ব।

দ্ভুত-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়ৌজ্জ্বল্য-সৌন্দর্য্য-সৌগন্ধ্য-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত গুণনিধি-দিব্যরূপঃ। স্বোচিত-বিবিধ-বিচিত্রানন্তাশ্চর্য্য-নিত্য-নিরবদ্যাপরিমিত-দিব্যভূষণঃ স্বানুরূপাসংখ্যেয়াচিন্ত্যশক্তি-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়-কল্যাণ-দিব্যায়ুধঃ। স্বাভিমত-নিত্য-নিরবদ্যানুরূপ-স্বরূপ-রূপ গুণ-বিভবৈশ্বর্য্য-শীলাদ্যনবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়-কল্যাণগুণগণ-শ্রীবল্লভঃ। স্বসঙ্কল্পানুবিধস্বরূপ-স্থিতি-প্রবৃত্তিভেদাশেষ-শেষৈতৈকরতিরূপ-নিত্য-নিরবদ্য-নিরতিশয়জ্ঞান-ক্রিয়ৈশ্বর্য্যাদ্যনন্তগুণ গণাপরিমিত-শেষশেষাশন-গরুড়প্রমুখনানাবিধানন্তপরিজন-পরিচারিকাপরিচরিতচরণযুগলঃ। পরম-যোগিবাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবঃ। স্বোচিতবিবিধবিচিত্রানন্তভোগ্য-ভোগোপকরণ-ভোগস্থান-সমৃদ্ধানন্তাশ্চর্য্য-মহাবিভবানন্তপরিমাণ-নিত্যনিরবদ্যাক্ষয়-পরমব্যোমনিলয়ঃ। বিবিধ-বিচিত্রানন্ত-ভোগ্য-ভোক্তৃবর্গপূর্ণ-নিখিলজগদুদয়-বিভব-লয়লীলঃ। পরব্রহ্মপুরুষোত্তমো নারায়ণো ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তমখিলং জগৎ সৃষ্ট্বা স্বেনরূপেণাবস্থিতো ব্রহ্মাদিদেবমনুষ্যাণাং ধ্যানারাধনাদ্যগোচরোঽপারকারুণ্য-সৌশীল্য-বাৎসল্যৌদার্য্য-মহোদধিঃ। স্বমেব রূপং তত্তজ্জাতীয়সংস্থানং স্বস্বভাবমজহদেব কুর্ব্বংস্তেষু তেষু লোকেষ্বতীর্য্য তৈস্তৈরারাধিতস্তত্তদভীষ্টানুরূপধর্ম্মার্থকামমোক্ষাখ্যং ফলং প্রযচ্ছন্ ভূভারাপহরণাপদেশেনাস্মদাদীনামপি সমাশ্রয়ণীয়ত্বায়াবতীর্য্যোর্ব্বীং বংশিকল-মনুজনয়ন-চারি-দিব্যচেষ্টিতানি কুর্ব্বন্ পূতনা-শকট-যমলার্জ্জুনারিষ্ট-প্রলম্ব-ধেনুকাসুর-কালীয়-কেশি-কুবলয়া-পীড়-চাণূর-মুষ্টিক-কংসাদীন্ নিহত্যানবধিকদয়াদিসৌহার্দ্দানুরাগগর্ভাবলোকনালাপামৃতৈর্ব্বিশ্বমাপ্যায়য়ন নিরতিশয়সৌন্দর্য্যসৌশীল্যাদিগুণগণাবিষ্কারেণাক্রুর-মালাকারাদীন্ পরমভাগবতান্ কৃত্বা পাণ্ডুতনয়যুদ্ধপ্রোৎসাহনব্যাজেন পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষসাধনতয়া বেদান্তোদিতং স্ববিষয়-জ্ঞানকর্ম্মানুগৃহীতং ভক্তিযোগমবতারয়ামাস। তত্র পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যুদ্ধে প্রারব্ধে স ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ সর্ব্বেশ্বরো জগদুপকৃতিমর্ত্ত্যাশ্রিতবাৎসল্যবিবশঃ পার্থং রথিনমাত্মানঞ্চ সারথিং সর্ব্বলোকসাক্ষিকং চকার। এবমর্জ্জুনস্যোৎকর্ষং জ্ঞাত্বাপি সর্ব্বাত্মনান্ধো ধৃতরাষ্ট্রঃ সুযোধনবিজয়-বুভুৎসয়া সঞ্জয়ং পপ্রচ্ছ।

রামানুজ-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

যাঁহার পাদপদ্ম ধ্যানে অশেষ পাপশূন্য হইয়া, বস্তু (১) স্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই পার্ব্বতী পুত্র গণপতিকে (যমুনাচার্য্যের পুত্রকে) প্রণাম করি॥

যিনি অশেষ কল্যাণের আশ্রয় ও প্রাকৃত বস্তু সকলের ভেদকারী, অসাম জ্ঞান ও আনন্দৈক-স্বরূপ; স্বভাবতঃ অতিশয় জ্ঞান, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ, সুশীলতা প্রভৃতি অশেষ গুণগণ মহোদধি, স্বাভিমত, অচিন্ত্য, দিব্য, অদ্ভুত, নিত্য, নিরবদ্য। নিরতিশয় সৌজন্য সৌন্দর্য্য, সৌগন্ধ্য, সৌকুমার্য্য, লাবণ্য, যৌবনাদি অনন্ত গুণনিধি স্বরূপ। স্বানুরূপ বিবিধ, বিচিত্র

(১) বস্তু সচ্চিদানন্দাদ্বয়ং ব্রহ্ম। ইতি বেদান্তসারঃ। অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ অদ্বয় ব্রহ্ম।

আশ্চর্য্য, অপরিমিত, দিব্য ভূষণে ভূষিত; স্বযোগ্য, অসংখ্য, অচিন্ত্যশক্তি, নিত্য, নিরবদ্য, নিরতিশয় মঙ্গলময় দিব্যায়ুধধারী; স্বাভিমত রূপ-গুণ বিভব ঐশ্বর্য্য সুশীলতাদি অসংখ্য গুণরাশি দ্বারা কমলার প্রিয়; অনন্ত-গুণ-বিভূষিত, অনন্তাশন গরুড় প্রভৃতি অনন্ত পরিজন ও পরিচারিকাগণ পরিসেবিত চরণ-যুগল; পরম যোগিগণেরও বাক্য মনের অবিষয়। স্বানুরূপ বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য, ভোগোপকরণ, ভোগস্থান মহাবিভব, অনন্ত পরিমাণ নিত্য পরমাকাশ নিলয়; বিচিত্র অনন্ত ভোগ্য, ভোক্তৃবর্গ পরিপূর্ণ, নিখিল জগদুৎপত্তি-স্থিতিলয়কারী, এরূপ পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম কমলাপতি নারায়ণ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে স্বীয়রূপে অবস্থিতি করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও মনুষ্যগণের আরাধনায়, অপার কারুণ্য, সুশীলতা, বাৎসল্য ও ঔদার্য্যাদি গুণ সাগর ভগবান্ যে যে লোকে তত্তজ্জাতীয় শরীর ও স্বভাবের সহিত জন্ম গ্রহণ করেন, সেই সেই লোকের অভীষ্টানুরূপ ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ চতুর্বর্গ ফল প্রদান করিয়া তাহাদের পরিত্রাণের নিমিত্ত, ভূভার হরণের ছলে অবতীর্ণ হইয়া, মানবগণের নয়নের প্রীতিকারক লোকাতীত ক্রিয়া দ্বারা পূতনা (২), শকট, যমলার্জ্জুন, অরিষ্ট,

(২) পূতনাবধ।—তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জরবীর্য্যমুল্বণং ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ। গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ॥ নিশাচরীত্থং ব্যথিতস্তনা ব্যসুর্ব্যাদায় কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি। প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা বজ্রাহতো বৃত্র ইবাপতন্নৃপ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৬॥ বালঘাতিনী পুতনা ছদ্মবেশে নন্দপুরে প্রবেশ করিয়া নবকুমার যশোদানন্দনকে ক্রোড়ে আনয়ন পূর্ব্বক অতি তীক্ষ্ণবীর্য্য বিষপূর্ণ নিজের স্তনদ্বয় প্রদান করিল। অনন্তর অতি রোষান্বিত ভগবান দুই কর-দ্বারা স্তনকে অতিশয় পীড়ন করিয়া, সেই ছদ্মবেশা রাক্ষসীর প্রাণের সহিত তাহা পান করিলেন। শুকদেব বলিলেন 'হে নৃপ! ভগবান কর্তৃক এইরূপে ব্যথিতস্তনা নিশাচরী প্রাণশূন্যা হইয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক কেশ, চরণ ও ভুজদ্বয় প্রসারণ করিয়া, নিজরূপ গ্রহণ পুরঃসর, বজ্রাহত বৃত্রাসুরের ন্যায়, গোষ্ঠমধ্যে পতিত হইল।'

শকট ভঞ্জন। অধঃশয়ানস্য শিশোরনোঽল্পক-প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্ত্তত। বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৭॥ শকটাধোভাগে সুপ্ত শিশুর প্রবাল তুল্য মৃদুস্বরূপ চরণ দ্বারা আহত হইয়া শকট বিপরীত ভাবে ভূমিতে পতিত হইল। তাহাতে তত্রত্য কাংস্যাদি নির্ম্মিত পাত্র-সকল চূর্ণ হইয়া গেল এবং শকটের চক্র ও অক্ষ অর্থাৎ চক্র মধ্যগত আল, কূবর অর্থাৎ যুগন্ধর (বম) ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপরীত রূপে নিপতিত হইল।

যমলার্জ্জুন ভঞ্জন। ইত্যন্তরেণার্জ্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ। আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্য্যগ্‌গতমুলূখলম্॥ বালেন নিষ্কর্ষয়তান্বগুলূখলং তৎ দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ। নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ১০॥ শুকদেব বলিতেছেন, মহারাজ! লোকপাল কুবেরের পুত্র নলকূবর ও মণিগ্রীব, বারুণী নামিকা মদিরা পান করিয়া বসন পরিত্যাগ পূর্ব্বক কামিনী-গণের সহিত মন্দাকিনী তোয়ে বিহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। এমন সময় দেবর্ষি নারদ ভ্রমণ করিতে করিতে, তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, লজ্জিতা রমণী সকল, শাপভয়ে সত্বর বস্ত্র গ্রহণ করিলেন; কিন্তু মদিরামত্ত লোকপালাত্মজ গুহ্যকদ্বয় বস্ত্রগ্রহণ করিলেন না। তখন দেবর্ষি নারদ তাহা

প্রলম্ব, ধেনুক, কালিয়, কেশী, কুবলয়াপীড়, চাণুর, মুষ্টিক ও কংস প্রভৃতি বধ করিয়া

দিগকে বলিলেন, হে মদমত্ত লোকপাল-পুত্রদ্বয়! তোমরা মদে মত্ত হইয়া বসন বিহীন আপনাকেও জানিতে পারিতেছ না; অতএব পৃথিবীতে স্থাবরতা প্রাপ্ত হও। আমার প্রসাদে এই বৃত্তান্ত তোমাদের স্মরণ থাকিবে, এবং দেবপরিমিত শত বৎসরান্তে, ভগবান্ বাসুদেবের সান্নিধ্য লাভ করিয়া, তৎকৃপায় পুনর্ব্বার স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়া ভগবদ্ভক্ত হইবে। তৎপরে উক্ত গুহ্যকদ্বয়, বৃন্দাবনে যমলার্জ্জুননামে বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। একদিন যশোদা অতি দুর্ব্বিনীত নিজ বালকের দৌরাত্ম্য সহ্য করিতে না পারিয়া, কটিদেশে রজ্জু প্রদান পূর্ব্বক, তাঁহাকে উদূখলে বন্ধন করিয়া কার্য্যান্তরে গমন করিলেন। তখন পরম দয়ালু ভগবান্ হরি, প্রিয়ভক্ত দেবর্ষি নারদের বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত, সম্মুখবর্ত্তী যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যদেশে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যভাগে প্রবেশ করিবামাত্রই উদূখল তির্য্যগ্‌ভাবে ভূমিতে পতিত হইল। বালক দামোদর কর্তৃক বলপূর্ব্বক উদূখল আকর্ষিত হইবামাত্র, প্রচণ্ড শব্দ করিয়া শাখা পল্লবাদি প্রকম্পন ও মূল উৎপাটন পূর্ব্বক, যমলার্জ্জুনদ্বয় ভূমিতে পতিত হইল।

অরিষ্টবধ।—অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ। মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ খুরবিক্ষতাম্॥ গোপালৈঃ পশুভির্ম্মন্দ! ত্রাসিতৈঃ কিমসত্তম। বলদর্পহাহং দুষ্টানাং ত্বদ্বিধানাং দুরাত্মনাম্॥ সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্। উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ॥ তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে। নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৩৬॥ অনন্তর বৃষভাকৃতি মহাককুৎকায় অরিষ্টাসুর, খুরবিদীর্ণ পৃথিবীকে কম্পন করিতে করিতে, গোষ্ঠে সমাগত হইল। তখন গোপগণ ও পশুসকল ভয়ে ভীত হইয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইল। পরে ভগবান্ তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া অসুরকে কহিলেন, অরে দুষ্ট মন্দমতি অরিষ্টাসুর! তোমার ন্যায় দুষ্ট দুরাত্মগণের বলদর্পহারী আমি বর্ত্তমান থাকিতে, কেন গোপবালক ও পশুদিগকে ত্রাসিত করিতেছ? শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে কোপিত সেই অরিষ্টাসুর, খুরক্ষেপে পৃথিবীকে বিদীর্ণ করতঃ উর্দ্ধক্ষিপ্ত পুচ্ছ দ্বারা মেঘরাশি সঞ্চালিত করিয়া, ক্রোধ সহকারে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখাগত অসুরের শৃঙ্গদ্বয় গ্রহণ করিয়া, পদদ্বারা আক্রমণ পূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন এবং আর্দ্র বস্ত্রের ন্যায় তাহাকে নিপীড়িত করিয়া শৃঙ্গ উৎপাটন পূর্ব্বক বধ করিলেন। পরে সেই অসুর স্বয়ং ভূতলে নিপতিত হইল।

প্রলম্ববধ।—পশূংশ্চারয়তো গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ। গোপরূপী প্রলম্বোঽগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া॥ তং বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্ব্বদর্শনঃ। অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্॥ তত্রোপাহূয় গোপালান্ কৃষ্ণঃ প্রাহ বিহারবিৎ। হে গোপা বিহরিষ্যামো দ্বন্দ্বীভূয় যথাযথম্॥ যত্রারোহন্তি জেতারো বহন্তি চ পরাজিতাঃ॥ অথাগতস্মৃতিরভয়ো রিপুং বলো বিহায় সার্থমিব হরন্তমাত্মনঃ। রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা॥ স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ। মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্ গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ। শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ১৮॥ রাম-কৃষ্ণ গোপবালকের সহিত বন মধ্যে গোচারণ করিতেছেন, এরূপ সময়, তাঁহাদের হরণ মানসে গোপরূপী প্রলম্ব তথায় আগমন করিল। সর্ব্বদর্শী যদুনন্দন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, ছদ্মবেশে অসুর আসিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, তদ্বধোপায়চিন্তা করতঃ, অসুরের সহিত অজ্ঞ বালকের ন্যায় সখিত্বাচরণ করিতে লাগিলেন এবং গোপবালকদিগকে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে গোপবালকগণ! তোমরা একত্রিত হও, অদ্য আমরা সকলে দুই দুই জন করিয়া মল্লক্রীড়া করিব; যিনি যাঁহার নিকট পরাজিত হইবেন, তিনি তাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া বহন করিবেন। এরূপ পণ

অসীম দয়া সৌহার্দ্দ অনুরাগ পূর্ণ অবলোকন ও আলাপরূপ অমৃত দ্বারা নিখিল

করিয়া সকলে খেলা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন দুষ্টমতি প্রলম্ব বলরামকে স্কন্ধে করিয়া এবং পর্ব্বতপ্রায় শরীর ধারণ পূর্ব্বক তথা হইতে অন্তর্হিত হইল। অনন্তর বলরাম, গোপসমূহের নিকট হইতে আপনাকে অপহরণ করিয়েছে জানিতে পারিয়া, তাহাকে অসুর বলিয়া মনে করিলেন, এবং যেরূপ সুরপতি উচ্চ গিরি-শিখরে বজ্র প্রহার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ বলরামও দুষ্ট অসুরের মস্তকোপরি মুষ্টি প্রহার করিতে লাগিলেন। মুষ্ট্যাঘাতে বিদীর্ণমস্তক সেই অসুর, মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে, ইন্দ্রের বজ্রাহত গিরির স্থায়, ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অচৈতন্যভাবে ভূমিতে পতিত হইল।

ধেনুক বধ।—বলঃ প্রবিশ্য বাহুভ্যাং তালান্ সম্পরিকম্পয়ন। ফলানি পাতয়ামাস মতঙ্গজ ইবৌজসা॥ ফলানাং পততাং শব্দং নিশম্যাসুররাসভঃ। অভ্যধাবৎ ক্ষিতিতলং সনগং পরিকম্পয়ন॥ চরণাবপরৌ রাজন্ বলায় প্রাক্ষিপদ্রুষা। স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা। চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১০। ১৫॥ শ্রীদাম প্রভৃতি সখাগণের অনুরোধে, বলরাম তালবনে প্রবেশ করিয়া, মদমত্ত হস্তির ন্যায় বলপূর্ব্বক, তালবৃক্ষদিগকে কম্পিত করিলেন। পতিত ফলের শব্দ শ্রবণ করিয়া গর্দ্দভাকৃতি ধেনুকাসুর, পর্ব্বতের সহিত ক্ষিতিতল কম্পিত করিতে করিতে, শব্দাভিমুখে ধাবিত হইল। শুকদেব বলিতেছেন, মহারাজ! দুর্দ্দান্ত গর্দ্দভাসুর নিমেষ মধ্যে তথায় উপস্থিত হইয়া রোষপূর্ব্বক পশ্চাৎ চরণদ্বয় বলরামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল। বলরাম এক হস্ত দ্বারা তাহার পদদ্বয় গ্রহণ করিয়া তাহাকে বৃক্ষরাজের উপরি নিক্ষেপ করিলেন। তখন ভ্রামণ দ্বারা দুষ্ট ধেনুক জীবন পরিত্যাগ করিল।

কালিয়দমন।—এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাংসমানম্য তৎপৃথুশিরঃস্বধিরূঢ় আদ্যঃ। তন্মূর্দ্ধরত্ননিকরস্পর্শাতিতাম্রপাদাম্বুজোঽখিলকলাদিগুরুর্ননর্ত্ত॥ যদ্‌যচ্ছিরো ন নমতেঽঙ্গ শতৈকশীর্ষ্ণস্তত্তন্মমর্দ্দ খরদণ্ডধরোঽঙ্ঘ্রিপাতৈঃ। ক্ষীণায়ুষো ভ্রমত উল্বণমাস্যতোঽসৃঙ্ নস্তো বমন পরমকশ্মলমাপ নাগঃ॥ ইত্যাকর্ণ্য বচঃ প্রাহ ভগবান্ কার্য্যমানুষঃ। নাত্র স্থেয়ং ত্বয়া সর্প সমুদ্রং যাহি মাচিরম্॥ দ্বীপম্ রমণকং হিত্বা হ্রদমেতমুপাশ্রিতঃ। যদ্ভয়াৎ স সুপর্ণস্ত্বাং খাদান্মৎপাদলাঞ্ছিতম্॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ১৬॥ যমুনা মধ্যবর্ত্তী বিষযুক্ত জলপূর্ণ কোন হ্রদে গরুড়-ভয়ে কালিয নামা সর্প, সপরিবারে বহুদিনাবধি বাস করিয়া আসিতেছিল। ঐ হ্রদের তীরস্থ স্থাবরজঙ্গম প্রাণিগণ, সমীরণ সমানীত বিষাক্ত জলকণা স্পর্শে, ক্রমশঃ যমসদনে গমন করিতে লাগিল এক দিবস খলনিগ্রহকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকদিগের সঙ্গে গোচারণচ্ছলে তথায় উপস্থিত হইয়া প্রাণি-শূন্য সেই স্থান দর্শন করিলেন এবং দূর হইতে লম্ফ দিয়া সেই বিষ হ্রদে নিপতিত হইলেন। তৎপরে সেই ক্রুরস্ত কালিয়নাগ, শতফণা উত্তোলনপূর্ব্বকদ্রুত বেগে তথায় উপস্থিত হইয়া, শ্রীকৃষ্ণের মর্ম্ম দেশ দংশন করিতে লাগিল। ভগবান তাহা গ্রাহ্য না করিয়া অতিতীব্র বিষধরের চতুষ্পার্শে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং সেই কালিয় নাগও তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে বলবীর্য্য হত হইয়া ক্রমে তাহার মস্তক সকল অবনত হইতে লাগিল। তখন সকল নৃত্য শাস্ত্রের আদিগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাহার বিস্তৃত ফণার উপর আরোহণ করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন। তৎকালে ভগবানের পদারবিন্দ তত্রত্য রত্ননিকর স্পর্শে অতিশয় তাম্রবর্ণ হইয়াছিল। শতমস্তকধারী কালিয়নাগের যে যে মস্তক অবনতি প্রাপ্ত হইল না, খলদণ্ডধর ভগবান্, নৃত্যচ্ছলে, পদাঘাত দ্বারা, সেই সমুদায় মস্তককে মর্দ্দন করিলেন। পরে দুর্দ্দান্ত ভীষণ সর্পরাজ, ভ্রমণ করিতে, করিতে ক্ষীণায়ু হইয়া, মুখ ও নাসিকাদ্বারা রক্ত বমন পূর্ব্বক, পরম মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হইল। উক্ত নাগপত্নীগণের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবান্ তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। ক্ষণকাল পরে সর্পরাজ চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া ভগবানকে স্তব করিলেন। অনন্তর ভগবান দয়া করিয়া বলিলেন, হে সর্প! তোমার এখানে

জগৎকে আপ্যায়িত করিয়া অতিশয় সৌন্দর্য্য ও সুশীলতাদি গুণাবিষ্কার দ্বারা অক্রূর

থাকা উচিত নহে, তুমি সত্বর সমুদ্রে গমন কর। তুমি যাহার ভয়ে মনোহর দ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া এই হ্রদ আশ্রয় করিয়াছ, সেই গরুড় আমার পদচিহ্ন দেখিয়া তোমাকে ভক্ষণ করিবে না।

কেশি-বধ।—কেশী তু কংস প্রহিতঃ খুরৈর্ম্মহীং মহাহয়ো নির্জ্জরয়ন্ মনোজবঃ। সটাবধূতাভ্রবিমান-সঙ্কুলং কুর্ব্বন্ নভো হেষিতভীষিতাখিলঃ॥ তদ্বঞ্চয়িত্বা তমধোক্ষজো রুষা, প্রগৃহ্য দোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ। সাবজ্ঞমুৎসৃজ্য ধনুঃশতান্তরে যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ॥ স লব্ধসংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতো রুষা ব্যাদায় কেশী তরসাপতদ্ধরিম্। সোঽপ্যস্য বক্ত্রে ভুজমুত্তরং স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে॥ সমেধমানেন স কৃষ্ণ বাহুনা নিরুদ্ধ বায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্। প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ পপাতলেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৩৭॥ কংসপ্রেরিত কেশীনামা মহাসুর মনোবৎ বেগগামী মহাঘোটকরূপে পৃথিবীকে খুরদ্বারা বিদীর্ণ করতঃ এবং জটা দ্বারা আকাশস্থ মেঘ-মণ্ডলকে ইতস্ততঃ নিক্ষেপণ পূর্ব্বক ভীষণ হ্রেষা রবে জগৎ ভীত করিতেছে দেখিয়া, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে আহ্বান করিলেন। তখন দুর্ম্মতি অসুর পশ্চাৎপদদ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলে, গরুড় যেরূপ চঞ্চুদ্বারা সর্প গ্রহণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করে, ভগবান্ও তদ্রূপ হস্তদ্বয় দ্বারা তাহার পদদ্বয় ধারণ করিয়া, শত ধনু ব্যবধানে অনায়াসে নিক্ষেপ করিলেন। দুর্দ্দান্ত অসুর ক্ষণকাল মধ্যে চেতনা প্রাপ্ত হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক পুনর্ব্বার শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। সর্প যেমন গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করে ভগবানও ঈষৎ হাস্য করিয়া, সেইরূপে তাহার মুখমধ্যে নিজের বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ভগবানের হস্ত তাহার দেহ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। পরিবর্দ্ধিত ভগবানের হস্ত দ্বারা, তাহার শরীরস্থ বায়ুর গতি ক্রমে রোধ হইয়া উঠিল। তখন কেশী পাদচতুষ্টয় মুহুর্মুহু নিক্ষেপ করত, স্বিন্নগাত্র ও বিবৃত্ত লোচন হইয়া, প্রাণ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ভূতলে শয়ন করিল।

কুবলয়াপীড় বধ।—বদ্ধা পরিকরং শৌরিঃ সমুহ্য কুটিলালকান। উবাচ হস্তিপং বাচা মেঘনাদগভীরয়া॥ অম্বষ্ঠাম্বষ্ঠ! মার্গং নৌ দেহ্যপক্রম মাচিরম্। নো চেৎ সকুঞ্জরং ত্বাদ্য নয়ামি যমসাদনম্॥ এবং নির্ভৎসিতোঽম্বষ্ঠঃ কুপিতঃ কোপিতং গজম্। চোদয়ামাস কৃষ্ণায় কালান্তকযমোপমম্॥ করীন্দ্রস্তমভিদ্রুত্য করেণ তরসাগ্রহীৎ। করাদ্বিগলিতঃ সোঽমুং নিহত্যাঙ্ঘ্রিষ্বলীয়ত॥ তং মত্বা পতিতং ক্রুদ্ধো দন্তাভ্যাং সোঽহনৎ ক্ষিতিম্। স্ববিক্রমে প্রতিহতে কুঞ্জরেন্দ্রোঽত্যমর্ষিতঃ। চোদ্যমানো মহামাত্রৈঃ কৃষ্ণমভ্যদ্রবদ্রুষা। তমাপতন্তমাসাদ্য ভগবান্ মধুসূদনঃ। নিগৃহ্য পাণিনা হস্তং পাতয়ামাস ভূতলে॥ পতিতস্য পদাক্রম্য মৃগেন্দ্র ইব লীলয়া। দন্তমুৎপাট্য তেনেভং হস্তিপাংশ্চাহনদ্ধরিঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৪৩॥ অনন্তর রামকৃষ্ণ রঙ্গদ্বারে আগমন করিয়া, তথায় অম্বষ্ঠ (মাহুত) প্রেরিত কুবলয়াপীড়নামক হস্তী দর্শন করিলেন। পরে শ্রীকৃষ্ণ পরিকর-বদ্ধ করিয়া, (কুটিল কুন্তলরাশি বন্ধন করিয়া) মেঘের ন্যায় গম্ভীর শব্দে হস্তিপককে বলিলেন,—হে হস্তিপক! আমাদিগকে পথ প্রদান কর, তুমি এস্থান হইতে সত্বর অপসৃত হও; নতুবা অদ্য হস্তির সহিত তোমাকে যমসদনে প্রেরণ করিব। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক এরূপ তিরস্কৃত হস্তিপক, কুপিত হইয়া, কালান্তক যম সদৃশ হস্তিকে শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে প্রেরণ করিল। গজরাজ সম্মুখে দ্রুত আগমন করিয়া, তাঁহাকে কর দ্বারা গ্রহণ করিল। ভগবান্ সুকৌশলে তাহার কর হইতে বিগলিত হইয়া তাহার পদ চতুষ্টয়ে প্রহার পূর্ব্বক অন্তর্হিত হইলেন! শ্রীকৃষ্ণ ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, গজরাজ এরূপ বিবেচনা করিয়া, ক্রোধ সহকারে পৃথিবীতে দন্তদ্বারা আঘাত করিতে লাগিল। এরূপে নিজ বিক্রম নিহত হইলে, হস্তিপক কর্ত্তৃক চালিত মহাক্রুদ্ধ গজরাজ, রোষপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণাভিমুখে ধাবিত হইল। তখন ভগবান্ মধুসূদন সম্মুখাগত কুবলয়াপীড়কে প্রাপ্ত হইয়া, একহস্তদ্বারা তাহার শুঁড় গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে ভূতলে নিপাতিত করিলেন, এবং তিনি সিংহের

মালাকার প্রভৃতিকে (৩) পরম ভাগবৎ করিয়া পাণ্ডু-পুত্র অর্জ্জুনের যুদ্ধোৎসাহচ্ছলে এই

হস্তীর অবলীলাক্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া, তাহার দন্ত উৎপাটন পূর্ব্বক ঐ দন্ত দ্বারা হস্তি ও হস্তিপক উভয়কে নিহত করিলেন।

চাণূর মুষ্টিক বধ।—স শ্যেনবেগ উৎপত্য মুষ্টিকৃত্য করাবুভৌ। ভগবন্তং বাসুদেবং ক্রুদ্ধো বক্ষস্যবাধত॥ নাচলৎ তৎপ্রহারেণ মালাহত ইব দ্বিপঃ। বাহ্বোর্নিগৃহ্য চাণূরং বহুশো ভ্রাময়ন্ হরিঃ॥ ভূপৃষ্ঠে পোথয়ামাস তরসা ক্ষীণজীবিতম্॥ তথৈব মুষ্টিকঃ পূর্ব্বং স্বমুষ্ট্যাভিহতেন বৈ। বলভদ্রেন বলিনা তলেনাভিহতো ভৃশম্॥ প্রবেপিতঃ স রুধিরমুদ্বমন্ মুখতোঽর্দ্দিতঃ। ব্যসুঃ পপাতোর্ব্ব্যুপস্থে বাতাহত ইবাঙ্ঘ্রিপঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৪৪॥ শ্রীকৃষ্ণ ও চাণূরের এবং বলরাম ও মুষ্টিকের মল্লযুদ্ধ হইবে, ইহা নিশ্চয়রূপে স্থিরীকৃত হইলে পর, ভগবান্ মধুসূদন চাণূরকে গ্রহণ করিলেন এবং রোহিণীপুত্র বলরাম মুষ্টিককে প্রাপ্ত হইলেন। তখন হস্তদ্বয় দ্বারা হস্তদ্বয়ে ও পদদ্বয় দ্বারা পদদ্বয়ে বিজিগীষা বশতঃ, পরস্পর বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিতে লাগিল। তৎপরে শ্যেন সদৃশ বেগশালী সেই চাণূর ঊর্দ্ধে উঠিয়া দুই হস্ত দ্বারা মুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক ক্রোধ সহকারে ভগবান বাসুদেবের বক্ষে প্রহার করিল। তখন ভগবান্ হরি চাণূরের বাহুদ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক বহুবার ভ্রামণ করতঃ তাহাকে জীবনশূন্য করিয়া ভূতলে নিপোথিত করিলেন। মুষ্টিকাসুরের মুষ্টি দ্বারা অভিহত বলরাম তাহাকে করতল দ্বারা অতিশয় পীড়িত ও প্রকম্পিত করিলেন। মুষ্টিকও মুখ দ্বারা রুধির বমন করতঃ, প্রাণশূন্য হইয়া, বাতাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে নিপতিত হইল।

কংস বধ।—এবং বিকত্থমানে বৈ কংসে প্রকুপিতোঽব্যয়ঃ। লঘিম্নোৎপত্য তরসা মঞ্চমুত্তুঙ্গমারুহৎ॥ তমাবিশন্তমালোক্য মৃত্যুমাত্মন আসনাৎ। মনস্বী সহসোত্থায় জগৃহে সোঽসিচর্ম্মণী॥ তং খড়্গপাণিং বিচরন্তমাশু শ্যেনং যথা দক্ষিণসব্যমম্বরে। সমগ্রহীদ্দুর্ব্বিষহোগ্রতেজা যথোরগম্ তার্ক্ষ্যসুতঃ প্রসহ্য॥ প্রগৃহ্য কেশেষুচলৎ কিরীটং নিপাত্য রঙ্গোপরি তুঙ্গমঞ্চাৎ। তস্যোপরিষ্টাৎ স্বয়মব্জনাভঃ পপাত বিশ্বাশ্রয় আত্মতন্ত্রঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৪৪॥ এরূপে মল্লগণ হত হইলে, ভোজপতি কংস বাদ্যোদ্যম নিবারিত করিয়া, অনুচরদিগকে কহিল,—হে অনুচরগণ! দুর্ব্বৃত্ত বসুদেবের পুত্রদ্বয়কে পুর হইতে নিঃসারিত কর, আর গোপগণের ধনরাশি অপহরণ করিয়া দুর্ম্মতি নন্দকে কারারুদ্ধ কর, এবং দুষ্টবুদ্ধি বসুদেবও পরপক্ষপাতী পিতা উগ্রসেনকে অতি সত্বর বধ কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, কংসের এরূপ অহঙ্কৃত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, উল্লম্ফন করিয়া, অতি বেগে উচ্চমঞ্চে আরোহণ করিলেন। দুর্ম্মতি কংস নিজের মৃত্যুর ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে সমীপে সমাগত দেখিয়া, আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অতি বেগে অসি চর্ম্ম গ্রহণ করিল। খড়্গপাণি দুষ্ট কংস গগন তলস্থিত শ্যেন পক্ষির ন্যায় মঞ্চোপরি পরিভ্রমণ করিতে লাগিল তখন বিনতানন্দন যেরূপ সর্পকে গ্রহণ করে, তদ্রূপ অপরিসীম উগ্রপ্রতাপী ভগবান বল সহকারে তাহাকে গ্রহণ করিলেন। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয় স্বপ্রধান পদ্মনাভ হরি গ্রহণ করিয়া, উচ্চ মঞ্চ হইতে রঙ্গভূমিতে কিরীটধারী কংসকে নিপাতিত করতঃ স্বয়ং তদুপরি নিপতিত হইলেন এবং দুষ্ট কংসও তৎক্ষণাৎ জীবনবিহীন হইল।

(৩) মালাকার।—ততঃ সুদাম্নো ভবনং মালাকারস্য জগ্মতুঃ। প্রাহ নঃ সার্থকং জন্ম পাবিতঞ্চ কুলং প্রভো! পিতৃদেবর্ষয়ো মহ্যং তুষ্টা হ্যাগমনেন বাম্॥ তাবাজ্ঞাপয় তং ভৃত্যঞ্চ কিমহং করবাণি বাম। পুংসোঽত্যনুগ্রহো হ্যেষ ভবদ্ভির্যন্নিযুজ্যতে॥ ইত্যভিপ্রেত্য রাজেন্দ্র! সুদামা প্রীতমানসঃ। শস্তৈঃ সুগন্ধৈঃ কুসুমৈর্মালাঃ বিরচিতাঃ দদৌ। তাভিঃ স্বলঙ্কৃতৌ প্রীতৌ কৃষ্ণ-রামৌ সহানুগৌ। প্রণতায় প্রপন্নায় দদতুর্ব্বরদৌ বরান্॥ সোঽপি বব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি। তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দ্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্॥ ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা শ্রিয়ঞ্চান্বয়বর্দ্ধিনীম্। বলমায়ুর্যশঃ কান্তিং নির্জ্জগাম সহাগ্রজঃ॥ ইতি

গীতশাস্ত্রে পরমপুরুষার্থ লক্ষণ মোক্ষ ধর্ম্মের সাধন রূপ বেদান্ত শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম ও জ্ঞানের (৪ সহিত ভক্তিযোগের অবতারণা করিয়াছেন। কুরু ও পাণ্ডুপুত্রগণের যুদ্ধ প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বলোক সাক্ষী বাৎসল্যাদি গুণ পূর্ণ সেই ভগবান্ পুরুষোত্তম অর্জ্জুনকে রথী ও আপনাকে সারথি করিয়া রথে অবস্থিতি করিলেন। জ্ঞানকর্ম্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র অর্জ্জুনের এবংবিধ উৎকর্ষ জানিয়াও দুর্য্যোধনের বিজয়াভিলাষে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

হনুমদ্ভাষ্য।

সর্ব্বং রসং গূঢ়-র-বিদ্ধ-রাসতো নাগামরাবেগরবিং শরস্তরা। বেলাক্ষরস্তীরকরাজহংসঃ শ্লোকামৃতং সপ্তশতেন পূরিতম্॥ প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে। জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ॥ করকমলনিদর্শিতাত্মমুদ্রঃ পরিকলিতোত্তরবর্হিবর্হচূড়ঃ। ইতরকর-গৃহীতবেত্রতোত্রো মম হৃদি সন্নিধিমাতনোতু শৌরিঃ॥ সারথ্যমর্জ্জুনস্যাদৌ কুর্ব্বন্ গীতামৃতং দদৌ। লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে। সকৃদ্গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্॥ অকৃত্যমপি কুর্ব্বাণো ভুঞ্জানো বা যথা-

শ্রীমদ্ভাগবত॥ ১০। ৪১॥ রামকৃষ্ণ তৎপরে সুদামা মালাকারের ভবনে গমন করিলেন। মালাকার রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল এবং আসন প্রদান পূর্ব্বক পাদ্যাদি পূজোপকরণ দ্রব্য ও স্রক্ তাম্বুল অনুলেপন দ্বারা অনুচরবর্গের সহিত তাঁহাদের পূজা করিল। আর এই কথা বলিল, "হে প্রভো! আপনাদের আগমন দ্বারা আমাদের জন্ম সফল ও কুল পবিত্র হইয়াছে এবং পিতৃগণ ও দেবর্ষিগণও আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ভগবন! আমি আপনাদের ভৃত্য, আজ্ঞা করুন, কি কার্য্য করিতে হইবে। শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! তৎপরে সুদামা মালাকার ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক উত্তম সুগন্ধ পুষ্প দ্বারা মালা প্রস্তুত করিয়া ভগবানের গলদেশে প্রদান করিল। অনুচরগণের সহিত রামকৃষ্ণ সেই মালা দ্বারা অলঙ্কৃত ও প্রীত হইয়া প্রণত ও শরণাগত মালাকারের উদ্দেশে অভিলষিত বর প্রদান করিলেন। ভগবদনুগ্রহে অনুগৃহীত সেই মালাকার অখিলাত্মা ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তি ও ভক্তদিগের সহিত সৌহার্দ্দ এবং প্রাণিমাত্রের প্রতি পরম দয়ারূপ বর প্রার্থনা করিল। পরম দয়ালু ভগবান্ হরি বল, আয়ু, যশ, কান্তি ও বংশানুক্রমে লক্ষ্মী বৃদ্ধি হইবে, এই বর প্রদান করিয়া অগ্রজের সহিত মালাকারের গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন।

(৪) কর্ম্ম পঞ্চবিধ—নিত্য-নৈমিত্ত্য-কাম্য-প্রায়শ্চিত্ত-নিষিদ্ধভেদাৎ। তত্র আদ্যানি চত্বারি ধর্ম্ম্যাণি। অন্ত্যং অধর্ম্মং তচ্চ জন্মভেদাৎ ত্রিবিধম্। সঞ্চিতং প্রারব্ধং ক্রিয়মাণঞ্চ। ইতি বৈদান্তিমতম্।

জ্ঞান—একত্বং বুদ্ধিমনসোরিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সর্ব্বশঃ। আত্মনো ব্যাপিনস্তাত! জ্ঞানমেতদনুত্তমম্। ইতি মোক্ষধর্ম্ম। "মোক্ষে ধীর্জ্ঞানমন্যত্র বিজ্ঞানং শিল্পশাস্ত্রয়োঃ" ইত্যমরকোষ।

তথা। কদাচিন্নরকং দুঃখং গীতাধ্যায়ী ন পশ্যতি॥ বেদোদধিপ্রমথিতং বাসুদেবসমুদ্ধৃতম্। সন্তঃ পিবন্তি সততং গীতামৃতরসায়নম্॥ একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতমেকো দেবো দেবকীপুত্র এব। একো মন্ত্রো যানি নামানি তস্য কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা॥ বন্দে কৃষ্ণার্জ্জুনৌ বীরৌ নরনারায়ণাবুভৌ। ধার্ত্তরাষ্ট্রকুলোন্মত্তগজারোহণবল্লভৌ॥ অস্য শ্রীগীতাশাস্ত্রমন্ত্রস্য বেদব্যাসো ভগবান্ ঋষিঃ, প্রায়েণানুষ্টুপ্ ছন্দঃ, শ্রীবিষ্ণুঃ পরমাত্মা দেবতা, "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইতি বীজম্, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইতি শক্তিঃ, "ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্" ইতি কীলকম্, মম মোক্ষার্থে বিনিয়োগঃ॥ কারণং খ্যাতিজগতাং মারণার্থমনাগসম্। বারণানন্যমাত্মানমদ্বয়ং সমুপাস্মহে॥ প্রণম্য পরমাত্মানং বিষ্ণুং জিষ্ণুং জগদ্গুরুম্। পরমাত্মাববোধার্থং গীতাব্যাখ্যা ময়োচ্যতে॥ অস্য সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজনান্যুচ্যন্তে। মোক্ষস্তাবৎ প্রয়োজনম্. স চ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদিতাৎ পরমার্থসম্বন্ধাদেবেতি। পরমার্থস্বরূপমভিধেয়ং পরমাত্মস্বরূপাববোধস্যাস্য চ শাস্ত্রস্য সাধনলক্ষণং সম্বন্ধ ইতি। বিশিষ্টপ্রয়োজনসম্বন্ধাভিধেয়বদ্গীতাশাস্ত্রম্। অত্রার্জ্জুনস্য রাজ্যাদ্যর্থং শত্রুং জিগীষোর্দ্ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ সহ যুদ্ধং সম্প্রাপ্তম্, তত্র সহায়ার্থং বৃতেন ভগবতা বাসুদেবেন সহ রথমারুহ্য যোদ্ধুং যুদ্ধভূমিং প্রবিষ্টোঽর্জ্জুন উভয়োরপি সেনয়োর্ম্মধ্যে যোদ্ধুং ব্যবস্থিতানাচার্য্যপিতৃপিতামহপুত্রমিত্রাদীন্ দৃষ্ট্বা, এতে ময়া হন্তব্যা মদর্থৈকেতে মরিষ্যন্তীতি পর্য্যালোচ্য, শোকমোহাভিভূতচিত্ততয়া বহু প্রলপ্য "ন যোৎস্যে" ইত্যুক্ত্বা যুদ্ধাদুপররাম। এবমুপরতায় তস্মৈ তদবিদ্যামূলশোকমোহাপনোদায় পরমকারুণিকো ভগবান্ ভক্তবৎসলো বাসুদেবো বেদান্তবাক্যৈঃ সমধিগম্য পরমার্থতত্ত্বমুপদিদেশ।

হনুমদ্ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

আমি, অঞ্জনা-নন্দন হনুমান্, গূঢ়-র-বিদ্ধ-রাসভ * অর্থাৎ ছন্নভাবে লঙ্কাদহন করতঃ লঙ্কাধিপতি রাবণের হৃদয়ে শেল সমর্পণ করিয়াছি এবং বেলা বিশিষ্ট যে সরোবর অর্থাৎ সমুদ্র, তাহার তীরস্থ রাজহংসের ন্যায় অনায়াসে সমুদ্রের পর পারে গমন করিয়াছি। অর্থাৎ ঐরূপ দুষ্কর কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের আরাধনা করিয়াছি বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ মুখ-বিনিঃসৃত সপ্তশত শ্লোক পরিমিত অমৃত ব্যতিরেকে সেই সর্ব্ব রস, অর্থাৎ সকল জীব যে আনন্দের কিঞ্চিৎ অংশ উপভোগ করে, সেই একত্রিত ঘনীভূত আনন্দ স্বরূপ অরাবেগরবি † সুখ পাই নাই। অর্থাৎ বেদান্তৈকবেদ্য যে সুখ সে সুখ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণমুখ-বিনিঃসৃত সপ্তশত শ্লোক পরিমিত অমৃতের আস্বাদনেই লাভ করা যায়॥ ০

* গূঢ়-র-বিদ্ধ-রাসভঃ=গূঢ়ং যথাস্যাৎ তথা, রেণ অগ্নিনালঙ্কাদহনেন ইতি যাবৎ, বিদ্ধঃ সশল্যীকৃতঃ রাসভঃ রাবণঃ যেন স তথা।

† অরা-বেগ-রবিং গং নৈ অগাম্=অরাণাং তৎসদৃশনাড়ীনাং বেগো যস্মাৎ তদভিন্নং রবিম্। অত্র মূলং শ্রুতিবচনং যথা,—"অরা ইব রথনাভৌ সংহতা যত্র নাড্যঃ স এষোঽন্তশ্চরতে বহুধা জায়মানঃ।" (মুণ্ডকোপ-

শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি; তিনি শরণাগত জনের বাঞ্ছাকল্পতরু, তাঁহার (অর্জ্জুন-সারথির) এক হস্ত তোত্র (পাঁচনবাড়ি, চাবুক) ও বেত্র এবং অন্য হস্তে জ্ঞান-মুদ্রা সুশোভিত, তিনি [সমস্ত উপনিষৎরূপ গাভী হইতে], এই গীতারূপ অমৃত দোহন করিয়াছেন। যাঁহার কর-কমলে আত্মমুদ্রা (জ্ঞানমুদ্রা) দেখা যাইতেছে, যাঁহার মস্তকে চারু ময়ূর-পুচ্ছের চূড়া শোভা পাইতেছে, যাঁহার অন্য করকমলে তোত্র (চাবুক) ও বেত্র রহিয়াছে; সেই শ্রীকৃষ্ণ আমার হৃদয়ে সন্নিহিত হউন॥ যিনি অর্জ্জুনের সারথ্য করিতে করিতে লোকত্রয়ের উপকারের নিমিত্ত প্রথমে তাঁহাকেই গীতামৃত দান করিয়াছেন, সেই অখিলজীবের আত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার॥ প্রতিদিন জলে স্নান করিলে লোকের [দেহ সংলগ্ন বাহিরের] মলা অপনীত হয় বটে, কিন্তু গীতা-সলিলে একবার অবগাহন করিলে [অন্য মলার কথা দূরে থাকুক] সংসাররূপ মলও নাশপ্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ গীতার ভাব-সলিলে যিনি স্নান করেন, আর তাঁহাকে দুঃখ-বহুল সংসারে আসিতে হয় না; তিনি মুক্তিলাভ করেন)। গীতাধ্যয়নশীল ব্যক্তি দুষ্কর্ম্মানুষ্ঠান বা যথেচ্ছ ভোজন করিলেও তাঁহাকে নরক-দুঃখ ভোগ করা দূরে থাকুক, অন্যোপভুক্ত নরক-দুঃখ দেখিতেও হয় না॥ ভগবান্ বাসুদেব, বেদরূপ সাগর প্রকৃষ্টরূপে মথন করিয়া, এই গীতারূপ অমৃত সমুদ্ধৃত করিয়াছেন। সাধুগণ অনুক্ষণ এই গীতামৃতরূপ রসায়ন (শমন দমনোপযোগী বলকারক ঔষধ বিশেষ) পান করেন॥ দেবকী নন্দন-বদন-বিনিঃসৃত শাস্ত্রই একমাত্র শাস্ত্র, দেবকী-তনয়ই একমাত্র দেবতা, দেবকী-পুত্রের নামই একমাত্র মন্ত্র, এবং সেই দেবের সেবাই একমাত্র কর্ম্ম॥ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনকে বন্দনা করি। তাঁহারা দুইজন বীরপুরুষ ও নর-নারায়ণ এবং ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনাদিরূপ উন্মত্ত বারণের উপর আরোহণে অত্যন্ত প্রীতিসম্পন্ন। সর্ব্ববিধ খ্যাতি ও জগতের কারণ স্বরূপ, পাপপরিহীন, আত্মা ও অদ্বিতীয় গজাননকে বিঘ্ন বিনাশার্থ বন্দনা করি॥ আমি (হনুমান্) পরমাত্মা, জয়শীল, জগতের গুরু, শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া পরমাত্মতত্ত্ব অবগতির নিমিত্ত গীতা-ব্যাখ্যা করিতেছি। এক্ষণে এই গীতা শাস্ত্রের সম্বন্ধ,

নিষৎ-২-২ ৬)। সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ" (কঠ-৫-১১) এতাদৃশং বেদান্তৈকবেদ্যং সুখং ন অগাং ন প্রাণাম্, অনেন শ্লোকসপ্তশতেন প্রাপম্ ইত্যর্থঃ। অরাবেগরবি যে সুখ, অর্থাৎ গাড়ির চাকার মাঝখানে যে একটা মাঝে ছেঁদাওলা গোল কাঠ থাকে, তাহার নাম রথের "নাভি"; সেই নাভিতে যে সকল লম্বা লম্বা কাঠ লাগান থাকে, তাহার নাম "অরা"। আমাদিগের হৃদয় নাভি সদৃশ, এবং নাড়ী সমূহ হৃদকমলে সংযুক্ত থাকে বলিয়া, তাহারা অরা সদৃশ। স্বপ্রকাশ আত্মা সেই রথনাভি-সদৃশ হৃদয়ে দর্শক, শোতা, মননকারী, ইত্যাকার বহুরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছেন। সেই আত্মা সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ ও সকলেরই চক্ষুঃস্বরূপ, তিনি সকলেরই অন্তর্য্যামী। লোকচক্ষু সূর্য্য যেরূপ চক্ষুগ্রাহ্য বাহ্য অপবিত্র বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, সেইরূপ তিনিও জাগতিক দুঃখের সহিত লিপ্ত হন না। বেদান্তশাস্ত্রানুশীলন দ্বারাই এই আনন্দ স্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারা যায়। এবংবিধ সুখের নামই "অরাবেগ রবি সুখ।"

অভিধেয় এবং প্রয়োজনের বিষয় বলিতেছি ॥ গীতা-শাস্ত্রের প্রয়োজন—মোক্ষ। সেই মোক্ষ গীতা-শাস্ত্র-প্রতিপাদিত পরমার্থ সম্বন্ধ হইতেই হইয়া থাকে। অভিধেয়—পরমাত্মস্বরূপ। সম্বন্ধ—পরমাত্ম-স্বরূপের অববোধক এই শাস্ত্রের সাধন-লক্ষণ। গীতাশাস্ত্র এইরূপ বিশিষ্ট প্রয়োজন সম্বন্ধ ও অভিধেয় বিশিষ্ট। এই গীতাশাস্ত্রের বর্ণনীয় বিষয়—রাজ্যাদিলাভের উদ্দেশে শত্রুসংহারেচ্ছু অর্জ্জুনের সহিত ধৃতরাষ্ট্র-তনয় দুর্য্যোধনাদির যুদ্ধ বর্ণন। অর্জ্জুন ভগবান্ বাসুদেবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতঃ তৎসমভিব্যাহারে রথারূঢ় হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে সমুপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, উভয় সেনা দলেই আচার্য্য, খুল্লতাত, পিতামহ, ভ্রাতুষ্পুত্র, মিত্রাদি সমর-সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন; ইহা দেখিয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, 'আমি ইহাদিগকে বধ করিব এবং আমার জন্য ইহারা মরিবেন।" এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া তিনি শোক ও মোহে অভিভূত-চিত্ত হইলেন এবং বহুবিধ প্রলাপ করিতে করিতে "আর যুদ্ধ করিব না" এই কথা বলিয়া যুদ্ধ হইতে উপরত হইলেন। পরম কারুণিক ভগবান্ বাসুদেব অর্জ্জুনের অবিদ্যামূলক এবম্বিধ শোক ও মোহ দেখিয়া, তদপনয়নার্থ তাঁহাকে বেদান্ত বাক্যপ্রতিপাদিত পরমাত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। এই গীতা-শাস্ত্রে "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" (১ম অধ্যায় ২য় শ্লোক) হইতে "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ" (২য় অধ্যায়, ৯ম শ্লোক) পর্য্যন্ত গ্রন্থভাগ এইরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, প্রাণিবর্গের শোক-মোহ-প্রচুর যে সংসার, অবিদ্যাই তাহার মূল।

শ্রীধরস্বামিকৃতটীকা।

শেষাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যন্ত্বেকবক্ত্রতঃ। দধানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১ ॥
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশ্বেশমাদরাৎ। তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২ ॥
ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা। যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩ ॥
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাঠমাত্রপ্রযত্নতঃ। সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা ধ্যেয়া মনীষিভিঃ ॥ ৪ ॥

ইহ খলু সকললোকহিতাবতারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বাজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিতবিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বকপরধর্ম্মাভিসন্ধিনমর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোকমোহসাগরাদুদ্দধার। তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিববন্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণমুখাদ্বিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে— গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥" ইত্যাদি। অত্র ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে।

শ্রীধর স্বামিকৃত টীকার তাৎপর্য্য।

যিনি অনন্তদেবের অশেষ মুখ সম্ভূত ব্যাখ্যা-চাতুর্য্যকে এক বক্ত্রে ধারণ করিয়াছেন, সেই অদ্ভুত পরমানন্দ মাধবকে প্রণাম করি॥ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি ও উমাকান্তকে সমাদরে প্রণাম করিয়া, ভক্তি সহকারে 'সুবোধিনী' নাম্নী গীতাব্যাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হইলাম॥ আমি ভাষ্যকারের (শঙ্করাচার্য্যের) মত ও তাঁহার ব্যাখ্যাকারী আনন্দগিরির বাক্য উত্তম রূপে অবগত হইয়া, এই গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলাম॥ যাহা পাঠ মাত্র অনায়াসে গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়, সুবোধিনী টীকা পণ্ডিতদিগের চিন্তা-পথাবলম্বী হউক॥ সকল লোকহিতার্থ এই ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ পরম কারুণিক ভগবান্ দেবকী-নন্দন, তত্ত্বজ্ঞান-বিলোপি-শোক মোহদ্বারা বিবেক শূন্য, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিষয়ে পরাঙ্মুখ, ও পর ধর্ম্ম সন্ধানোন্মত্ত অর্জ্জুনকে তত্ত্বজ্ঞানোপদেশরূপ প্লব দ্বারা সেই শোক-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগবদুপদিষ্ট এই তত্ত্বকথাকে ভগবান্ বেদব্যাস, সপ্তশত শ্লোক দ্বারা গীতা রূপে নিবদ্ধ করিয়াছেন। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ইহাতে প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ মুখ-নিঃসৃত শ্লোকই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভগবদ্বাক্য সঙ্গতির নিমিত্ত, কোন শ্লোক স্বয়ংও রচনা করিয়াছেন। গীতাশাস্ত্র ভগবন্মুখ-নিঃসৃত। এতৎসম্বন্ধে গীতা-মাহাত্ম্যে কথিত হইয়াছে, যথা ;—"যাহা পদ্মনাভের মুখ পদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, সেই গীতাশাস্ত্র উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্ত্তব্য ; অন্য বিস্তৃত শাস্ত্রের প্রয়োজন কি ?" "ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া "বিষীদন্নিদমব্রবীৎ" ইত্যন্ত শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন সংবাদ সূচনার্থ কথা আরম্ভ করিতেছেন।

———

বলদেবকৃত ভাষ্য।

সত্যানন্তাচিন্ত্যশক্ত্যেকপক্ষে সর্ব্বাধ্যক্ষে ভক্তরক্ষাতিদক্ষে।
শ্রীগোবিন্দে বিশ্বসর্গাদিকন্দে পূর্ণানন্দে নিত্যমাস্তাং প্রতির্মে॥ ১॥
অজ্ঞাননীরধিরুপৈতি যয়া বিশোষং ভক্তিঃ পরাপি ভজতে পরিপোষমুচ্চৈঃ।
তত্ত্বং পরং স্ফুরতি দুর্গমমপ্যজস্রং সাদ্গুণ্যভূরীশ্বরচিতাং প্রণমামি গীতাম্॥ ২॥

অথ সুখচিদ্ঘনঃ স্বয়ং ভগবানচিন্ত্যশক্তিঃ পুরুষোত্তমঃ স্বসঙ্কল্পায়ত্তবিচিত্রজগদুদয়াদি-বিরিঞ্চ্যাদিসঙ্কিস্ত্যাচরণঃ স্বজন্মাদিলীলয়া স্বতুল্যান্ সহাবির্ভূতান্ পার্ষদান্ প্রহর্ষয়ংস্তথৈব জীবান্ বহুনবিদ্যার্দ্দিতান্ বিদনাদ্বিমোচ্য স্বান্তর্দ্ধানোত্তরভাবিনোঽপ্যাহূদ্দিধীর্ষুরাহবমূর্দ্ধ্নি স্বাত্মভূতমপ্যর্জ্জুনমবিতর্ক্যস্বশক্ত্যা সম্মোহমিব কুর্ব্বন্, তম্মোহমার্জ্জনাপদেশেন সপরিকরস্বাত্মযাথাত্ম্যেকনিরূপিকাং স্বগীতোপনিষদমুপাদিশৎ। তত্রাং খলীশ্বর-জীব-প্রকৃতি-কাল-কর্ম্মাণি পঞ্চার্থা বর্ণ্যন্তে। তেষু বিভুসংবিদীশ্বরঃ, অণুসংবিজ্জীবঃ, সত্ত্বাদিগুণত্রয়াশ্রয়ো দ্রব্যং প্রকৃতিঃ ত্রৈগুণ্যশূন্যং জড়দ্রব্যং কালঃ, পুংপ্রযত্ননিষ্পাদ্যমদৃষ্টাদিশব্দবাচ্যং কর্ম্মেতি। তেষাং লক্ষণানি এষীশ্বরাদীনি চত্বারি নিত্যানি

জীবাদীনাং স্বাংশত্বানি। কর্ম্ম তু প্রাগভাববদনাদি বিনাশি চ। তত্র সংবিৎস্বরূপোঽপীশ্বরো জীবশ্চ সংবেত্তৃস্বরূপশ্চ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম। যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। মন্তা বোদ্ধা কর্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" ইত্যাদি-শ্রুতেঃ। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং সুখমহমন্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ। ন চোভয়ত্র মহত্তত্ত্বজাতোঽয়মহঙ্কারস্তদা তস্যানুৎপত্তেবিলীনত্বাচ্চ। স চ স চ কর্তা ভোক্তা চ সিদ্ধঃ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ কর্তা বোদ্ধেতি পদেভ্যঃ। অনুভবিতৃত্বং খলু ভোক্তৃত্বং সর্ব্বাভ্যুপগতম্। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতঃ" ইতি শ্রুতেস্তু ভোক্তৃত্বং প্রব্যক্তম্ যদ্যপি সংবিৎস্বরূপাৎ সংবেত্তৃত্বাদি নান্যৎ, প্রকাশস্বরূপাদ্রবেরিব প্রকাশকত্বাদি, তথাপি বিশেষসামর্থ্যাৎ তদন্যত্বব্যবহারঃ। বিশেষশ্চ ভেদপ্রতিনিধির্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদিব্যবহারস্য হেতুঃ। সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ। তৎপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা "এবং ধর্ম্মান্ পৃথক্ পশ্যংস্তানেবানুধাবতি" ইতি শ্রুত্যা চ সিদ্ধঃ। ইহ হি ব্রহ্মধর্ম্মানভিধায় তদ্ভেদঃ প্রতিষিধ্যতে। ন খলু ভেদপ্রতিনিধেস্তস্যাপ্যভাবে ধর্ম্মধর্ম্মিভাবধর্ম্মবহুত্বে শক্যে বক্তুমিত্যনিচ্ছুরপি স্বীকার্য্যাঃ স্যুঃ। ত ইমেঽর্থাঃ শাস্ত্রেঽস্মিন্ যথাস্থানমনুসন্ধেয়াঃ। ইহ হি জীবাত্মপরমাত্মতত্ত্বাগতৎ-প্রাপ্ত্যুপায়ানাং স্বরূপাণি যথাবন্নিরূপ্যন্তে। তত্র জীবাত্মযাথাত্ম্যং পরমাত্মযাথাত্ম্যোপযোগিতয়া পরমাত্মযাথাত্ম্যন্তু তদুপাসনোপযোগিতয়া, প্রকৃত্যাদিকন্তু পরমাত্মনঃ স্রষ্টৃরূপকরণতয়োপদিশ্যতে। তদুপায়াশ্চ কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিভেদাৎ ত্রেধা। তত্র শ্রুততত্তৎফলনৈরপেক্ষেণ কর্তৃত্বাভিনিবেশ-পরিত্যাগেন চানুষ্ঠিতস্য কর্ম্মণো হৃদ্বিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানভক্ত্যোরুপকারিত্বাৎ পরম্পরয়া তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বম্। তচ্চ শ্রুতিবিহিতকর্ম্ম হিংসাশূন্যমত্র মুখ্যম। মোক্ষধর্ম্মে পিতাপুত্রাদিসংবাদাৎ হিংসাবত্তু গৌণং বিপ্রকৃষ্টত্বাৎ তয়োস্তু সাক্ষাদেবাতথাত্বম্। নন্বু তথানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধ্যা জ্ঞানোদয়েন মুক্তৌ সত্যাং ভক্ত্যা কো বিশেষঃ? উচ্যতে। জ্ঞানমেব কিঞ্চিদ্বিশেষাদ্ভক্তিরিতি। নির্ণিমেষবীক্ষণকটাক্ষবীক্ষণবদনয়োরন্তরম্। চিদ্বিগ্রহতয়ানুসন্ধিজ্ঞানং তেন তৎসালোক্যাদিঃ। বিচিত্রলীলারসাশ্রয়তয়ানুসন্ধিস্তু ভক্তিস্তয়া ক্রোড়ীকৃতসালোক্যাদিতত্তদ্বিবস্থানন্দলাভঃ পুমর্থঃ। ভক্তৈকজ্ঞানত্বন্তু সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি শ্রুতেঃ সিদ্ধম্। তদিদং শ্রবণাদিভ্যরাদিশব্দব্যপদিষ্টং দৃষ্টম্। জ্ঞানস্য শ্রবণাদ্যাকারত্বং চিৎসুখস্য বিষ্ণোঃ কুম্ভাদি প্রভীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যমিতি বক্ষ্যামঃ। ষট্ত্রিকেঽস্মিন্ শাস্ত্রে প্রথমেন ষট্কেনেশ্বরাংশস্য জীবস্যাংশীশ্বরভক্ত্যুপযোগিস্বরূপদর্শনম্। তচ্চান্তর্গতজ্ঞানং নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং নিরূপ্যতে। মধ্যেন পরমপ্রাপ্যস্যাংশীশ্বরস্য প্রাপণী ভক্তিস্তন্মহিমধীপূর্ব্বিকাভিধীয়তে। অন্ত্যেন তু পূর্ব্বোদিতানামেবেশ্বরাদীনাং স্বরূপাণি পরিশোধ্যন্তে। ত্রয়াণাং ষট্কানাং কর্ম্মভক্তিজ্ঞানপূর্ব্বত্বাব্যপদেশস্তু তত্তৎপ্রাধান্যেনৈব, চরমে ভক্তেঃ প্রতিপত্তেশ্চোক্তিস্তু রত্নসম্পুটোর্দ্ধলিখিততৎসূচকলিপিন্যায়েন। অত্র শাস্ত্রে শ্রদ্ধালুঃ সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠো বিজিতেন্দ্রিয়োঽধিকারী। স চ সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত নিরপেক্ষভেদাৎত্রিবিধঃ। তেষু স্বর্গাদিলোকানপি দিদৃক্ষুর্নিষ্ঠয়া স্বধর্ম্মান্ হর্য্যর্চ্চনরূপানাচরন্ প্রথমঃ। লোকসজিঘৃক্ষয়া তানাচরন্ হরিভক্তিনিরতো দ্বিতীয়ঃ। স চ স চ সাশ্রমঃ। সত্যতপোজপাদিভি

বিশুদ্ধচিত্তো ঽর্ধ্যকনিরতস্তৃতীয়ো নিরাশ্রমঃ। বাচ্যবাচকভাবঃ সম্বন্ধঃ। বাচ্য উক্তলক্ষণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ। বাচকস্তদ্গীতাশাস্ত্রম্। তাদৃশঃ সোঽত্র বিষয়ঃ। অশেষক্লেশনিবৃত্তিপূর্ব্বকস্তৎ সাক্ষাৎকারস্তু পয়োজনমিত্যনুবন্ধচতুষ্টয়ম্। অত্রেশ্বরাদিষু ত্রিষু ব্রহ্মশব্দোঽক্ষরশব্দশ্চ, বদ্ধজীবেষু তদ্দেহেষু চ ক্ষরশব্দঃ। ঈশ্বর-জীব-দেহে মনসি বুদ্ধৌ ধৃতৌ যত্নে চাত্মশব্দঃ। ত্রিগুণায়াং বাসনায়াং শীলে স্বরূপে চ প্রকৃতিশব্দঃ। সত্তাভিপ্রায়-স্বভাব-পদার্থজন্মসু ক্রিয়াস্বাত্মসু চ ভাবশব্দঃ। কর্ম্মাদিষু ত্রিষু চিত্তবৃত্তিনিরোধে চ যোগশব্দঃ পঠ্যতে। এতচ্ছাস্ত্রং খলু স্বয়ং ভগবতঃ সাক্ষাদ্বচনং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠম্। "গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনির্গতা॥" ইতি পাদ্মাৎ। ধৃতরাষ্ট্রাদিবাক্যন্তু তৎসঙ্গতিলাভায় দ্বৈপায়নেন বিরচিতম্। তচ্চ "লবণাকরনিপাতন্যায়েন" তন্ময়মিত্যুপোদ্ঘাতঃ। "সংগ্রামমূৰ্দ্ধ্নি সংবাদো যোঽভূদ্গোবিন্দ-পার্থয়োঃ। তৎসঙ্গত্যৈ কথাং প্রাখ্যাদ্গীতাসু প্রথমে মুনিঃ॥" ইহ তাবদ্ভগবদর্জ্জুনসংবাদং প্রস্তোতুং কথা নিরূপ্যতে ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিভিঃ সপ্তবিংশত্যা। তদ্ভগবতঃ পার্থসারথ্যং বিদ্বান্ ধৃতরাষ্ট্রঃ স্বপুত্রবিজয়ে সন্দিহানঃ সঞ্জয়ং পৃচ্ছতীত্যাহ জন্মেজয়ং প্রতি বৈশম্পায়নঃ।

বলদেবকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

যিনি সত্যস্বরূপ, অনন্ত, অচিন্ত্যশক্তি, অদ্বিতীয়, সর্ব্বকর্ত্তা, ভক্তরক্ষণে অতিদক্ষ, বিশ্ব স্থষ্ট্যাদির কর্ত্তা, সেই পূর্ণানন্দ শ্রীগোবিন্দ-চরণে যেন সর্ব্বদা আমার মতি থাকে ॥ ১ ॥ যদ্দ্বারা অজ্ঞান-সাগর শুষ্ক হইয়া যায় ও পরম ভক্তি ক্রমশঃ অতিশয় বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং যাহা হইতে দুর্জ্ঞেয় পরমতত্ত্ব অজস্র ধারে পরিস্ফুরিত হয়, সদ্গুণাশ্রয় ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রণীত সেই গীতাশাস্ত্রকে আমি প্রণাম করি ॥২॥ অচিন্ত্যশক্তি, বিরিঞ্চি প্রভৃতির ধ্যেয় চরণ, সুখ ও জ্ঞানময় পুরুষোত্তম ভগবান্ স্বয়ং স্বীয় সঙ্কল্প দ্বারা এই বিচিত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিতেছেন। তিনি নিজ জন্মাদি লীলা দ্বারা স্বতুল্য ও সহজাত পার্ষদগণের হর্ষবিধান এবং অসংখ্য প্রাণিকে অবিদ্যা শার্দ্দূলীর মুখ হইতে মোচন করিয়াছিলেন। অধিকন্তু নিজে অন্তর্দ্ধানের পর জায়মান অন্য জীবগণের পরিত্রাণেচ্ছায়, যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মতুল্য অর্জ্জুনকে স্বীয় অবিতর্ক্য শক্তি দ্বারা সম্মোহিতের ন্যায় করিয়া, পুনরায় তাঁহারই মোহ বিমার্জ্জন ছলে ভগবত্তত্ত্ব নিরূপণকারী গীতোপনিষদ্ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই গীতা শাস্ত্রে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল, কর্ম্ম এই পঞ্চ বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিভুসংবিদ্ ঈশ্বর (১) ও অণুসংবিদ্

(১) বিভুসংবিৎ—বিভুঃ সর্ব্বগতঃ (ইতি মেদিনী) সংবিৎ জ্ঞানম্ (ইত্যমরঃ); সর্ব্বগতজ্ঞান অর্থাৎ অখণ্ড জ্ঞান (ঈশ্বর)

জীব (২), সত্ত্বাদি গুণত্রয়ের আশ্রয়রূপ দ্রব্যই প্রকৃতি (৩), ত্রিগুণ শূন্য জড়দ্রব্য কাল; (৪) পুরুষত্ব নিষ্পন্ন অদৃষ্টাদি শব্দ বাচ্য কর্ম্ম (৫). ইত্যাদিরূপে ঈশ্বরাদির লক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ঈশ্বরাদি চতুষ্টয় নিত্য বস্তু, জীবাদি চতুষ্টয় ঈশ্বর বশীভূত। কর্ম্ম প্রাগভাবের (৬) ন্যায় অনাদি ও বিনাশী। সংবিৎস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ঈশ্বর এবং জীব উভয়েই সংবেত্তা অর্থাৎ জ্ঞানাশ্রয়, ও অস্মদাদি শব্দ প্রতিপাদ্য। ইহা "বিজ্ঞানমানন্দব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি সঙ্গত।

ঈশ্বর ও জীব এই উভয় মহত্তত্ত্ব (৭) জাত, অহঙ্কারের (৮) আশ্রয় নহেন; কারণ আদি কালে ঈশ্বর ও জীব প্রকৃতি হইতে মুক্ত থাকাতে, তখন অহঙ্কারের জন্ম হয় নাই। তৎকালে অহঙ্কার অব্যক্ত ভাবে প্রকৃতিতে লীন ছিল, প্রকৃতিও গুণত্রয়ের সাম্য ভাব থাকায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন। ঈশ্বর ও জীব প্রকৃতির সহিত সহিত মিলিত হইয়া, কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। যদিও বেদান্তাদি শাস্ত্রমতে সূর্য্যের জ্যোতির ন্যায় জ্ঞান ও জ্ঞাতা একই বস্তু, তথাপি জ্ঞান ও জ্ঞাতৃগত বিশেষ থাকায়, উভয়ের ভেদব্যবহার হইতেছে। বিশেষ শব্দ দ্বারা ভেদের প্রতিনিধি স্বরূপ অর্থাৎ তত্তুল্য এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। বস্তুতঃ এই উভয়ে কোন

(২) অণুসংবিদ্—অণু ক্ষুদ্রম্ (ইতি মেদিনী); ক্ষুদ্রজ্ঞান অর্থাৎ জীব।

(৩) প্রকৃতি—প্রকৃষ্টবাচকঃ প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ গুণে প্রকৃষ্টে সত্বে চ প্রশব্দো বর্ত্ততে শ্রুতৌ। মধ্যমে রজসি কৃশ্চ তিশব্দস্তামসঃ স্মৃতঃ॥ ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সর্ব্বশক্তিসমন্বিতা। প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্র কৃতিস্তেন কথ্যতে। প্রথমে বর্ত্ততে প্রশ্চ কৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ। সৃষ্টেরাদ্যা চ যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্তে।

(৪) কালঃ—জন্যানাং জনকং কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ। পরাপরত্বধীহেতুঃ ক্ষণাদিঃ স্যাদুপাধিতঃ॥ ইতি ভাষাপরিচ্ছেদঃ॥ অনাদিনিধনঃ কালো রুদ্রঃ সঙ্কর্ষণঃ স্মৃতঃ। কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ইতি তিথ্যাদিতত্ত্বম্।

(৫) কর্ম্ম ত্রিবিধম্।—সাত্ত্বিকং যথা—নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্। অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎ তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে। রাজসং যথা—যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্॥ তামসং যথা—অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্। মোহাদারভ্যতে যত্তু তত্তামসমুদাহৃতম্॥

(৬) প্রাগভাব যথা—বিনাশ্যভাবঃ প্রাগভাবঃ। ইতি সিদ্ধান্তমুক্তাবলিঃ। প্রতিযোগিকে জন্মাইয়া যে অভাব তিরোহিত হয়, তাহাই প্রাগভাব।

(৭) মহত্তত্ত্বম্—সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি পুরুষ প্রকৃতি পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব নির্ণীত হইয়াছে, মহত্তত্ত্ব তদন্তর্গত তত্ত্ব বিশেষ, ইহা প্রকৃতির প্রথম বিকার ও বুদ্ধি স্বরূপ। প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার উৎপন্ন হয়। পর্য্যায় যথা,—মহানাত্মা মতির্বিষ্ণুর্জিষ্ণুঃ শম্ভুশ্চ বীর্য্যবান্। বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞোপলব্ধিশ্চ তথা খ্যাতির্ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥ মহাভারতে আশ্বমেধিক পর্ব্ব। একা মূর্ত্তিস্ত্রয়ো ভাগা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ। সবিকারাৎ প্রধানাত্তু মহত্তত্ত্বং প্রজায়তে॥ মহানিতি যতঃ খ্যাতির্লোকানাং জায়তে সদা। অহঙ্কারশ্চ মহতো জায়তে মানবর্দ্ধনঃ॥ ইতি মাৎস্যে ২ অধ্যায়।

(৮) অহঙ্কারঃ—বেদান্তমতে অভিমানাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ। অহমিত্যভিমানঃ। স চ শরীরাদিবিষয়কো মিথ্যাজ্ঞানমুচ্যতে ইতি গৌতমসূত্রম্।

ভেদ নাই। কিন্তু ভেদ না থাকিলেও তাহাই ভেদ কার্য্য স্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাবাদি ব্যবহারের কারণ। এই গীতাশাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকল যথাস্থানে বিচার পূর্ব্বক উক্ত হইয়াছে, এবং জীবাত্মা পরমাত্মা ও তদ্ধাম এবং তৎপ্রাপ্তির উপায় সকলও বিশেষ যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। জীবাত্মা, পরমাত্মা এতদুভয়ই পরস্পরের জ্ঞানের উপযোগী। পরমাত্ম-লাভের সম্বন্ধে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি, এই ত্রিবিধ উপায় নিরূপিত হইয়াছে। প্রত্যুক্ত কর্ম্মফল ও কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞান ও ভক্তির উপকারী হইয়া থাকে; অতএব কর্ম্মও পরম্পরা ঈশ্বরপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ। বেদোক্ত হিংসাদি শূন্য কর্ম্ম মুখ্য আর হিংসাদি বিশিষ্ট কর্ম্ম গৌণ। জ্ঞান ও ভক্তি ঈশ্বরপ্রাপ্তির সাক্ষাৎ উপায়। বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি-জনিত জ্ঞানোৎপন্ন হইলেই, জীব মুক্ত হইবে। তবে ঈশ্বর প্রাপ্তির কারণ রূপে ভক্তি উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর এই যে পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানই বিশেষ পরিপাক হইলে ভক্তিরূপে পরিণত হইবে। নির্নিমেষ কটাক্ষবীক্ষণাদি দ্বারা একমাত্র চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় তত্ত্বের অনুসন্ধানের নামই জ্ঞান। জীবগণ তদ্দ্বারা সালোক্য, সমীপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্যাদিরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হয়। আর বিচিত্র লীলারসাশ্রয়স্বরূপ ঈশ্বর তত্ত্বানুসন্ধানের নাম ভক্তি তদ্দ্বারা সালোক্যাদি মুক্তিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া পরমানন্দ-লাভরূপ পরমপুরুষার্থ-তত্ত্বের উদয় হয়। ভক্তিকে যে জ্ঞানরূপে কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা চিদানন্দৈকরসস্বরূপ ভক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। অষ্টাদশাধ্যায় এই গীতাশাস্ত্রের প্রথম ছয় অধ্যায়ে ঈশ্বরাংশ স্বরূপ জীবের অংশিরূপ ঈশ্বর বিষয়ে ভক্ত্যুপযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে, এবং তদুপায়ভূত নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানও নিরূপিত হইয়াছে। মধ্য ছয় অধ্যায়ে ভক্তি-সাধন জ্ঞান নিরূপণ পূর্ব্বক, পরমলক্ষিত পূর্ণঈশ্বর প্রাপণী ভক্তি ও ঈশ্বর মহিমা অভিহিত হইয়াছে। অবশিষ্ট ছয় অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বরাদি পাঁচের পরিশোধিত স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। এই গীতা শাস্ত্রে অধিকারিভেদে কর্ম্ম, ভক্তি এবং জ্ঞানের প্রাধান্য বিবৃত হইয়াছে। সম্পুটিত অর্থাৎ কৌটা মধ্যগত রত্নের ন্যায়, এই গীতা শাস্ত্রের আদিতে এবং পুনর্ব্বার চরমে ভক্তির উল্লেখ করায়, তাহার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রদ্ধালু সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয় পুরুষই এই গীতা শাস্ত্রের অধিকারী। সনিষ্ঠ পরিনিষ্ঠিত নিরপেক্ষ ভেদে উক্ত অধিকারী ত্রিবিধ। স্বর্গাদি লোক দর্শন কামনায় নিষ্ঠা সহকারে ভগবদর্চ্চন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানকারী ব্যক্তিই প্রথম অধিকারী অর্থাৎ সনিষ্ঠ। লোকানুগ্রহকরণেচ্ছায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক হরি-ভক্তি পরায়ণ পুরুষকে দ্বিতীয় অর্থাৎ পরিনিষ্ঠিত অধিকারী বলা যায়। এই উভয়ই আশ্রমান্বিত। সত্য তপ ও জপাদি দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হরিনিরত পুরুষই তৃতীয় অধিকারী অর্থাৎ নিরপেক্ষ, ইনি আশ্রমবিহীন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই গীতা শাস্ত্রের বাচ্য, ভগবদুক্ত গীতা শাস্ত্রই তাঁহার বাচক. জগদীশ্বরতত্ত্ব নিরূপণই এই শাস্ত্রের বিষয় অশেষ দুঃখ নিবৃত্তিপূর্ব্বক ঈশ্বর সাক্ষাৎকাররূপ পরমানন্দ লাভ অর্থাৎ মুক্তি এই শাস্ত্রের প্রয়োজন। পাঠকদিগের গীতা পাঠে অতিশয় প্রবৃত্তি উৎপাদনের নিমিত্ত এরূপ বাচ্য বাচক বিষয়, প্রয়োজন রূপ অনুবন্ধ চতুষ্টয় নিরূপিত হইল। ঈশ্বরাদি অর্থাৎ ঈশ্বর জীব, প্রকৃতি এই

ত্রিতয় ব্রহ্ম ও অক্ষর শব্দের বাচ্য। বদ্ধ জীব ও দেহ, ক্ষরশব্দ বাচ্য। ঈশ্বর, জীব দেহ মন, বুদ্ধি ধৃতি ও যত্ন এই সকল অর্থে আত্মশব্দ প্রযুক্ত হয়। ত্রিগুণ বাসনা স্বভাব ও স্বল্প পার্থে প্রকৃতি শব্দের প্রয়োগ হয়। সত্তা, অভিপ্রায়, স্বভাব, পদার্থ, জন্ম, ক্রিয়া ও আত্মা এই সকল বিষয় ভাবশব্দে পরিব্যক্ত হয়। কর্ম্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই তিন বিষয় যোগ শব্দে ব্যক্ত হয়। এই গীতা শাস্ত্র সাক্ষাৎ ভগবদ্বাক্য অতএব সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যথা—"এই গীতা শাস্ত্রই সর্ব্বসাধারণের সুন্দররূপে গান করা কর্ত্তব্য; যাহা স্বয়ং পদ্মনাভ হরির মুখ-পদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছে।" ইত্যাদি পদ্মপুরাণে এই বিষয়ের অনেক প্রমাণ দৃষ্ট হইতেছে। ধৃতরাষ্ট্রাদির বাক্য, প্রস্তাব-সঙ্গতির নিমিত্ত দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্বয়ং রচনা করিয়াছেন। যথা; সংগ্রাম-মধ্যে গোবিন্দ ও অর্জ্জুনের পরস্পর যে সংবাদ হইয়াছিল, তৎসঙ্গতির নিমিত্ত, মহামুনি বেদব্যাস গীতাশাস্ত্রের প্রথমে ধৃতরাষ্ট্রের কথা উল্লেখ করিতেছেন। এই গীতাশাস্ত্রের প্রথমে ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদি সপ্তবিংশতি শ্লোক দ্বারা শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদের প্রস্তাবার্থ কথা নিরূপণ করিতেছেন।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সারথী হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন জানিয়া ধৃতরাষ্ট্র স্বপুত্রগণের বিজয় বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, সঞ্জয়কে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকা।

ভগবৎপাদভাষ্যার্থমালোচ্যাতিপ্রযত্নতঃ। প্রায়ঃ প্রতিপদং কুর্ব্বে গীতাগূঢ়ার্থ-দীপিকাম্॥ সহেতুকস্য সংসারস্যাত্যন্তোপরমাত্মকম্। পরং নিঃশ্রেয়সং গীতাশাস্ত্রস্যোক্তং প্রয়োজনম্॥ সচ্চিদানন্দরূপং তৎ পূর্ণং বিষ্ণোঃ পরং পদম্। যৎপ্রাপ্তয়ে সমারব্ধা বেদাঃ কাণ্ডত্রয়াত্মিকাঃ॥ কর্ম্মোপাস্তিস্তথাজ্ঞানমিতিকাণ্ডত্রয়ং ক্রমাৎ। তদ্রূপাষ্টাদশাধ্যায়ী গীতা কাণ্ডত্রয়াত্মিকা॥ একমেকেন ষট্কেন কাণ্ডমত্রোপলক্ষয়েৎ। কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠে কথিতে প্রথমান্ত্যয়োঃ॥ যতঃ সমুচ্চয়ো নাস্তি তয়োরতিবিরোধতঃ। ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা তু মধ্যমে পরিকীর্ত্তিতা॥ উভয়ানুগতা সা হি সর্ব্ববিঘ্নাপনোদিনী। কর্ম্মমিশ্রা চ শুদ্ধা চ জ্ঞানমিশ্রা চ সা ত্রিধা॥ তত্র তু প্রথমে কাণ্ডে কর্ম্ম তত্ত্যাগবর্ত্মনা। ত্বম্পদার্থো বিশুদ্ধাত্মা সোপপত্তির্নিরূপ্যতে॥ দ্বিতীয়ে ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠাবর্ণনবর্ত্মনা। ভগবান্ পরমানন্দস্তৎপদার্থোঽবধার্য্যতে॥ তৃতীয়ে তু তয়োরৈক্যং বাক্যার্থো বর্ণ্যতে স্ফুটম্। এবমপ্যত্র কাণ্ডানাং সম্বন্ধোঽস্তি পরস্পরম্॥ প্রত্যধ্যায়ং বিশেষস্তু তত্র তত্রৈব বক্ষ্যতে। মুক্তিসাধনপর্ব্বেদং শাস্ত্রার্থত্বেন কথ্যতে॥ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং ত্যাগাৎ কাম্যনিষিদ্ধয়োঃ। তত্রাপি পরমো ধর্ম্মো জপস্তুত্যাদিকং হরেঃ॥ ক্ষীণপাপস্য চিত্তস্য বিবেকে যোগ্যতা যদা। নিত্যানিত্য বিবেকস্তু জায়তে

সুদৃঢ়স্তদা॥ ইহামুত্রার্থবৈরাগ্যং বশীকারাভিধং ক্রমাৎ। ততঃ শমাদিসম্পত্ত্যা সন্ন্যাসো নিষ্ঠিতো ভবেৎ॥ এবং সর্ব্বপরিত্যাগান্মুমুক্ষা জায়তে দৃঢ়া। ততো গুরূপসদনমুপদেশগ্রহস্ততঃ॥ ততঃ সন্দেহহানায় বেদান্তশ্রবণাদিকম্। সর্ব্বমুত্তরমীমাংসাশাস্ত্রমত্রোপযুজ্যতে॥ ততস্তৎপরিপাকেণ নিদিধ্যাসননিষ্ঠতা। যোগশাস্ত্রন্তু সম্পূর্ণমুপক্ষীণং ভবেদিহ॥ ক্ষীণদোষে ততশ্চিত্তে বাক্যার্থপ্রমিতির্ভবেৎ (বাক্যাত্তত্ত্বমতির্ভবেৎ)। সাক্ষাৎকারো নির্ব্বিকল্পঃ শব্দাদেবোপজায়তে॥ অবিদ্যাবিনিবৃত্তিস্তু তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে ভবেৎ। তত আবরণে ক্ষীণে ক্ষীয়েতে ভ্রমসংশয়ৌ॥ অনারব্ধানি কর্ম্মাণি নশ্যন্ত্যেব সমস্ততঃ। ন চাগামীনি জায়ন্তে তত্ত্বজ্ঞানপ্রভাবতঃ॥ আরব্ধকর্ম্মবিক্ষেপাদ্বাসনা তু ন নশ্যতি। সা সর্ব্বতো ফলবতী সংযমেনোপশাম্যতি॥ সংযমো ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি যত্ত্রিকম্। যমাদিপঞ্চকং পূর্ব্বং তদর্থমুপযুজ্যতে॥ ঈশ্বর প্রণিধানাত্তু সমাধিঃ সিধ্যতি ধ্রুবম্ (দ্রুতম্)। ততো ভবেন্মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ॥ তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় ইত্যপি। যুগপত্ত্রিতয়াভ্যাসাজ্জীবন্মুক্তির্দৃঢ়া ভবেৎ॥ বিদ্বৎসন্ন্যাসকথনমেতদর্থং শ্রুতৌ শ্রুতম্ (কৃতম্)। প্রাগসিদ্ধো য এবাংশো যত্নঃ স্যাৎ তস্য সাধনে॥ নিরুদ্ধে চেতসি পুরা সবিকল্পসমাধিনা। নির্ব্বিকল্পসমাধিস্তু ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ॥ * এবম্ভূতো ব্রাহ্মণঃ স্যাদ্বরিষ্ঠো ব্রহ্মবাদিনাম্। গুণাতীতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো বিষ্ণুভক্তশ্চ কথ্যতে॥ অতিবর্ণাশ্রমী জীবন্মুক্ত আত্মরতিস্তথা। এতস্য কৃতকৃত্যত্বাৎ শাস্ত্রমস্মান্নিবর্ত্ততে॥ যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইত্যাদিশ্রুতিমানেন কায়েন মনসা গিরা। সর্ব্বাবস্থাসু ভগবদ্ভক্তিরত্রোপযুজ্যতে॥ পূর্ব্বভূমৌ কৃতা ভক্তিরুত্তরাং ভূমিমানয়েৎ। অন্যথা বিঘ্নবাহুল্যাৎ ফলসিদ্ধিঃ সুদুর্ল্লভা। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ। অনেকজন্মসংসিদ্ধ ইত্যাদিবচসো (চ বচো) হরেঃ॥ যদি প্রাগ্ভবসংস্কারস্যাচিন্ত্যত্বাত্তু কশ্চন। প্রাগেব কৃতকৃত্যঃ স্যাদাকাশফলপাতবৎ॥ ন তং প্রতি কৃতার্থত্বাচ্ছাস্ত্রমারব্ধুমিষ্যতে। প্রাক্সিদ্ধসাধনাভ্যাসাদ্দুর্জ্ঞেয়া (ভ্যাসা দুর্জ্ঞেয়া) ভগবৎকৃপা॥ এবং প্রাগ্ভূমিসিদ্ধাবপ্যুত্তরোত্তরভূময়ে। বিধেয়া ভগবদ্ভক্তিস্তাং বিনা সা ন সিধ্যতি॥ জীবন্মুক্তিদশায়ান্তু ন ভক্তেঃ ফলকল্পনা। অদ্বেষ্টৃত্বাদিবন্ন (অদ্বেষ্টৃত্বাদিবৎ) তেষাং স্বভাবো ভজনং হরেঃ॥ আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে। ইত্যাদিবচনাৎ প্রেমভক্তোঽয়ং মুখ্য উচ্যতে। এতৎ সর্ব্বং ভগবতা গীতাশাস্ত্রে প্রকাশিতম্। অতো ব্যাখ্যাতুমেতন্মে মন উৎসহতে ভৃশম্॥ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানং মূলং মোক্ষস্য কীর্ত্তিতম্। শোকাদিরাসুরঃ পাপ্মা তস্য চ প্রতিবন্ধকঃ॥ যতঃ স্বধর্ম্মবিভ্রংশঃ প্রতিষিদ্ধস্য সেবনম্। ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বা বা সাহঙ্কারা ক্রিয়া ভবেৎ॥ আবিষ্টঃ পুরুষো নিত্যমেবমাসুরপাপ্মভিঃ। পুমর্থলাভাযোগ্যঃ সন্ লভতে দুঃখসন্ততিম্॥ দুঃখং স্বভাবতো

* ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতস্ত্বাদ্যো দ্বিতীয়ে পরবোধিতঃ। অন্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা তন্ময়তি তন্ময়ঃ॥ ইত্যধিকং

দ্বেষ্যঃ সর্ব্বেষাং প্রাণিনামিহ। অতস্তৎসাধনং ত্যাজ্যং শোকমোহাদিকং সদা॥ অনাদিভব-সন্তাননিরূঢ়ং দুঃখকারণম্। দুস্ত্যজং শোকমোহাদি কেনোপায়েন হীয়তাম্॥ একদা-কাঙ্ক্ষয়াবিষ্টং পুরুষার্থোন্মুখং নরম। বুবোধয়িষুরাহেদং ভগবান্ শাস্ত্রমুত্তমম্॥ তত্র "অশোচ্যা-নন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা শোকমোহাদিসর্ব্বাসুরপাপ্মনিবৃত্ত্যুপায়োপদেশেন স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পুরুষার্থঃ কথং প্রাপ্যতামিতি ভগবদুপদেশঃ সর্ব্বসাধারণঃ ভগবদর্জ্জুনসংবাদরূপা চাখ্যায়িকা বিদ্যা স্তুত্যর্থা, জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদাদিবদুপনিষৎসু কথং প্রসিদ্ধমহানুভাবোঽপ্যর্জ্জুনো রাজ্যগুরুপুত্রমিত্রাদিষ্বহমেষাং মমৈত ইত্যেবং প্রত্যয়নিমিত্ত-স্নেহনিমিত্তাভ্যাং শোকমোহাভিভূত-বিবেকবিজ্ঞানঃ স্বতএব ক্ষত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ যুদ্ধাদুপররাম। পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষা-জীবনাদি ক্ষত্রিয়ং প্রতি প্রতিষিদ্ধং কর্ত্তুং প্রবর্ত্ততে, তথাচ মহত্যনর্থে মগ্নোঽভূৎ ভগবদুপদেশাচ্চ এনাং বিদ্যাং লব্ধা শোকমোহাবপনীয় পুনঃ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তঃ কৃতকৃত্যো বভূবেতি প্রশস্ততরেয়ং মহাপ্রয়োজনা বিদ্যেতি স্তূয়তে। অর্জ্জুনাপদেশেন চোপদেশাধিকারী দর্শিতঃ॥ তথাচ ব্যাখ্যাস্যতে। স্বধর্ম্মপ্রবৃত্তৌ জাতায়ামপি তৎপ্রচ্যুতিহেতুভূতৌ শোকমোহৌ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনার্জ্জুনেন দর্শিতৌ। অর্জ্জুনস্য যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে বিনাপি বিবেকং কিন্নিমিত্তা প্রবৃত্তিরিতি; "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" ইত্যাদিনা পরসৈন্যচেষ্টিতং তন্নিমিত্তমুক্তম্। তদুপো-দ্ঘাতত্বেন ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নঃ সঞ্জয়ং প্রতি "ধর্ম্মক্ষেত্রে" ইত্যাদিনা শ্লোকেন। তত্র ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি বৈশম্পায়নবাক্যং জনমেজয়ং প্রতি পাণ্ডবানাং জয়কারণং বহুবিধং পূর্ব্বমাকর্ণ্য স্বপুত্ররাজ্যভ্রংশা-দ্ভীতো ধৃতরাষ্ট্র পপ্রচ্ছ স্ব-পুত্রজয়কারণমাশংসন্॥

মধুসূদনসরস্বতীকৃত টীকার তাৎপর্য্য।

আমি অতি যত্ন সহকারে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-বিরচিত ভাষ্যার্থ আলোচনা করিয়া, প্রায় প্রতি পদের "গীতাগূঢ়ার্থদীপিকা" নাম্নী এই টীকা রচনা করিতেছি॥ ১॥

কারণের অর্থাৎ দুঃখের মূলীভূত বাসনার সহিত ত্রিবিধ দুঃখপূর্ণ (১) সংসার হইতে অত্যন্ত নিবৃত্তি এবং যাঁহা প্রাপ্তির নিমিত্ত কাণ্ডত্রয়রূপ বেদশাস্ত্র প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই সচ্চিদানন্দ রূপ পূর্ণব্রহ্মের পদ-প্রাপ্তিই গীতাশাস্ত্রের পরম প্রয়োজন। বেদে যেমন কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞান রূপ কাণ্ডত্রয় বর্ণিত আছে, তদ্রূপ অষ্টাদশাধ্যায়াত্মিকা গীতাশাস্ত্রেও

(১) দুঃখানাং ত্রয়ং দুঃখত্রয়ম্, তৎ খল্বাধ্যাত্মিকঞ্চাধিভৌতিকঞ্চাধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধ্যাত্মিকং দ্বিবিধম্—শারীরম্ মানসঞ্চ। শারীরং বাতপিত্তশ্লেষ্মণাম্ বৈষম্যনিমিত্তম্। মানসং—কাম-ক্রোধ-লোভ মোহের্ষ্যা-বিষাদ বিষয়বিশেষাদর্শননিবন্ধনম্। সর্ব্বঞ্চৈতদান্তরোপায়সাধ্যত্বাদাধ্যাত্মিকং দুঃখম্। বাহ্যোপায়সাধ্যং

কাণ্ডত্রয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম ছয় অধ্যায়ে কর্ম্মকাণ্ড, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভগবদ্ভক্তি দ্বারা উপাসনা কাণ্ড, তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানকাণ্ড কথিত হইয়াছে। প্রথম কাণ্ডে (১ম ষট্‌কে) কর্ম্ম ও তত্ত্যাগের পথ প্রদর্শন পূর্ব্বক যুক্তি সহকারে 'তত্ত্বমসি' (২) এই মহাবাক্যের অন্তর্গত, 'ত্বং' পদার্থ (অর্থাৎ জীবাত্মা) নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাণ্ডে (২য় ষট্‌কে) উপাসনারূপ ভগবদ্ভক্তিমার্গ প্রদর্শন দ্বারা উক্ত মহাবাক্যান্তর্গত 'তৎ' পদার্থ (পরমানন্দরূপ পরমাত্মা) নিরূপিত হইয়াছে; তৃতীয় কাণ্ডে (৩য় ষট্‌কে) 'অসি' (অর্থাৎ হও) পদপ্রতিপাদ্য 'তৎ' ও 'ত্বং' পদার্থের অভেদরূপ বিশদ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই অষ্টাদশাধ্যায়াত্মক গীতাশাস্ত্রে কাণ্ডত্রয়ের এইরূপ পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, এবং ইহাতে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিশেষরূপ সম্বন্ধ লক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ, কাম্য ও নিষিদ্ধ (৩) কর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক, মুক্তি-সাধনোপায়-স্বরূপ নিষ্কাম-কর্ম্মনিষ্ঠাই এই শাস্ত্রের প্রধান

দুঃখং দ্বেধা—আধিভৌতিকং আধিদৈবিকঞ্চ। তত্রাধিভৌতিকং মানুষ-পশু-মৃগ-পক্ষি-সরীসৃপ-স্থাবর-নিমিত্তম্। আধিদৈবিকং যক্ষ-রাক্ষস-বিনায়ক-গ্রহাদ্যাবেশনিবন্ধনম্॥ ইতি সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী॥

(২) তৎ ত্বমসি—একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্॥ সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ শ্রোতুর্দ্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বম্পদেরিতম্। একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তামিতি। পঞ্চদশী মহাবাক্যবিবেক॥

"তৎ ত্বমসি" সামবেদীয় ছান্দোগ্যশ্রুতিস্থ মহাবাক্য। এই মহাবাক্যের মধ্যে "তৎ" "ত্বম্" ও "অসি" এই তিনটী পদ সন্নিবিষ্ট আছে। প্রত্যেক পদের অর্থও পৃথক্ পৃথক্। যথা—

(ক) "তৎ"—"সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"। "হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (ব্রহ্মই) ছিলেন"। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে নাম-রূপ বিবর্জ্জিত স্বগতাদি-ভেদ শূন্য যে সৎ বস্তুই প্রতিপাদিত হইয়াছে, বিচার দৃষ্টি দ্বারা এক্ষণেও অর্থাৎ সৃষ্টির উত্তর কালেও সেই সদ্বস্তুর স্বগতাদি-ভেদশূন্যত্ব প্রতিপাদনই তৎপদের অর্থ। অর্থাৎ বিশেষ বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, এই পরিদৃশ্যমান নানাবিধ নাম রূপে বিভক্ত জগৎ যে অদ্বিতীয় সদ্বস্তু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে, সেই সদ্বস্তুর সত্তাতেই এই জড় জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে, বস্তুতঃ এই জগৎ মিথ্যা। অতএব যে ভেদ রহিত সদ্বস্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, এইক্ষণেও সেই সদ্বস্তু রহিয়াছেন। সেই সদ্বস্তুই তৎ পদের অর্থ।

(খ) ত্বম্—যে সাধক শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান দ্বারা মহাবাক্যের অর্থ জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার দেহও ইন্দ্রিয়াতীত, অর্থাৎ স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ শরীরের সাক্ষী (অন্তর্য্যামী) বলিয়া, উক্ত শরীরত্রয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ যে সদ্বস্তু, তাহাই ত্বম্পদের অর্থ, শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান না করিলে, শরীরত্রয় হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিতে পারা যায় না। কঠশ্রুতিতেও উক্ত বিষয় সদৃষ্টান্ত বর্ণিত আছে। যেমন মুঞ্জা নামক তৃণ বিশেষের উপরিস্থ স্থূল পত্ররূপ আবরণ হস্ত দ্বারা উন্মোচন করিলে, তন্মধ্যস্থ কোমল তৃণ পৃথক্ করা যায়, সেইরূপ ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধন সম্পন্ন অধিকারী, শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরত্রিতয়রূপ আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক, তদ্রূপ পরম ব্রহ্মকে পৃথগ্‌ভূত করেন।

(গ) "অসি" এই পদদ্বারা "তৎ" সেই অর্থাৎ তুরীয় চৈতন্য ও "ত্বং" তুমি অর্থাৎ জীব চৈতন্য এই দুই পদের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩) কাম্য কর্ম্ম—স্বর্গাদীষ্টসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি॥ স্বর্গাদি অভিলষিত বিষয় সাধন জ্যোতিষ্টো-

প্রতিপাদ্য। ভগবানের নাম-জপ ও তপঃস্তবনাদি উপাসনা রূপ পরম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে, বিশুদ্ধচেতা মানবের হৃদয়ে ক্রমে সুদৃঢ়রূপে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক (৪), বশীকার-ভেদ, ইহামুত্র ফলভোগ-বিষয়ে বৈরাগ্য (৫) শমাদি ষট্ সম্পত্তি (৬) সন্ন্যাস ধর্ম্ম, এবং সর্ব্ববিষয় পরিহার পূর্ব্বক গুরু ও বেদান্ত-(৭) বাক্যে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হইবে। তৎপরে উপদেশের নিমিত্ত গুরু-সমীপে গমন ও সন্দেহ-ভঞ্জনার্থ উত্তর মীমাংসা (৮) নামে প্রসিদ্ধ বেদান্ত শাস্ত্র-শ্রবণে অভিলাষ হইবে। তৎপরে, গুরুমুখে বেদান্ত-বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে, সন্দেহ বিলীন হইলে একান্তে তাহা মনন করিয়া, যোগশাস্ত্রানুসারে নিদিধ্যাসনে (৯) প্রবৃত্তি হইবে। তদনন্তর বিশুদ্ধচিত্তে সেই মহাবাক্য-(অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি') প্রতিপাদিত জীব ও ব্রহ্মের অভেদ-বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে; অতঃপর সেই শব্দ ('তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্য) হইতে নির্ব্বিকল্প সমাধি জন্মিবে, তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস-বশতঃ অবিদ্যারও নিবৃত্তি হইবে। চিত্তাবরণ রূপ অবিদ্যা-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ভ্রম এবং সংশয়ও বিনষ্ট হইবে, তত্ত্বজ্ঞান-প্রভাবে সঞ্চিত কর্ম্ম সকলও নিবৃত্তি হইবে, এবং ভবিষ্যৎ কর্ম্মও আর উৎপন্ন হইবে না। কিন্তু আরব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হইলেও, সঞ্চিত বাসনা ক্ষয় হইবে না, তাহা অত্যন্ত বলবতী ও লয় পর্য্যন্ত কিছুতেই শান্তি লাভ করিবে না।

মাদি যজ্ঞের নাম কাম্য কর্ম্ম॥ নিষিদ্ধ কর্ম্ম—নরকাদ্যনিষ্টসাধনানি ব্রহ্মহননাদীনি॥ নরকাদি অনিষ্টজনক ব্রহ্মহত্যাদি ক্রিয়ার নাম নিষিদ্ধকর্ম্ম॥ ইতি বেদান্তসার।

(৪) নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবৎ ব্রহ্মৈব নিত্যং বস্তু ততোঽন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্॥ ইতি বেদান্তসার।

(৫) ইহামুত্রফলভোগবৈরাগ্য—ঐহিকানাং স্রক্চন্দনাদিবিষয়ভোগানাং কর্ম্মজন্যতয়া অনিত্যত্ববৎ আমুষ্মিকাণামপ্যমৃতাদিবিষয়ভোগানামনিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ॥ ইতি বেদান্তসার।

(৬) শমাদি ষট্‌সম্পত্তি—শম-দমোপরতি তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ। শমস্তাবৎ, শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো মনসো নিগ্রহঃ॥ দমঃ—বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনম্। উপরতিঃ নিবর্ত্তিতানামেতেষাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য উপরমণম্; অথবা বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগঃ। তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা। সমাধানং—নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে সমাধিঃ। শ্রদ্ধা—গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসঃ॥ ইতি বেদান্তসার।

(৭) বেদান্ত বেদব্যাস প্রণীত দর্শনশাস্ত্রবিশেষ। বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্ তদুপকারীণি শারীরকসূত্রাদীনি চ॥ ইতি বেদান্তসার।

(৮) উত্তরমীমাংসা ষড়্দর্শনান্তর্গত দর্শনশাস্ত্র বিশেষ। তাহা দুইভাগে বিভক্ত। পূর্ব্ব মীমাংসা ও উত্তর মীমাংসা। তন্মধ্যে পূর্ব্বমীমাংসা জৈমিনী-কৃত দ্বাদশাধ্যায়যুক্ত। তাহাতে যজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ড নিরূপিত হইয়াছে। লোক-ব্যবহারার্থ মনু-যাজ্ঞবল্ক্যাদি-কৃত ধর্ম্মশাস্ত্রও ইহার অন্তর্গত। উত্তরমীমাংসা অর্থাৎ বেদান্ত, ভগবান বেদব্যাস প্রণীত অধ্যায় চতুষ্টয়যুক্ত, ব্রহ্মনিরূপণই এই শাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তদভিপ্রায়ে সৃষ্টি ও প্রলয়ের ক্রম ও এই শাস্ত্রে বিস্তাররূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(৯) নিদিধ্যাসনম্—বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তুসজাতীয়প্রবাহঃ। ইতি বেদান্তসার।

অতএব ধারণা, ধ্যান, সমাধি (১০) এই ত্রিতয় আর যমাদি পঞ্চ (১১) এই অষ্টাঙ্গ যোগ অভ্যাস করিতে হইবে। সর্ব্বদা ঈশ্বরের ধ্যান-দ্বারা সমাধি যোগ সিদ্ধ হইলে, মনোনাশ (১২) ও বাসনা ক্ষয় হইবে। তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় এককালে এই তিনের সম্পাদন হইলে দৃঢ়রূপে জীবন্মুক্তি হয়।

এরূপ নির্ব্বিকল্প-সমাধি-(১৩) বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবাদিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুণাতীত স্থিতপ্রজ্ঞ ও বিষ্ণুভক্তরূপে কথিত হইয়া থাকেন। এরূপে কৃতকৃত্য ও আত্মতুষ্ট পুরুষের বর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়া-কলাপ এবং বিধি-নিষেধবিধায়ক বেদাদি শাস্ত্রেরও কোন প্রয়োজন করে না। যাঁহার দেবতা ও গুরুর প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি, সেই মহাত্মার জন্য এই সকল বিষয় প্রকাশিত হইয়াছে, ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রতীতি হইতেছে যে, সকল অবস্থাতেই পুরুষের কায়মনোবাক্য দ্বারা ভগবদ্ভক্তির বিশেষ প্রয়োজন। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ভক্তিযোগই সাধকদিগকে পূর্ব্ব ভূমিতে (১৪) আনয়ন করে; বিঘ্নবাহুল্য প্রযুক্ত ভক্তিহীন-ক্রিয়ার ফলসিদ্ধি অতিশয় দুর্লভ। ভগবান্ হরি বলিয়াছেন, এরূপে পূর্ব্ব অভ্যাসের অবশীভূত পুরুষ বহুজন্মে সুসিদ্ধ হয়। ভগবান্ এই সকল বিষয় গীতাশাস্ত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। অতএব এই গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতে আমার মন অতিশয় উৎসুক হইয়াছে। নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানই মুক্তির মূল কারণ, লৌকিক অনুরাগই তাহার প্রতিবন্ধক স্বরূপ; যে হেতু লোকানুরাগী মানবেরা স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ, নিষিদ্ধ কর্ম্মের সেবা ও ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক সাহঙ্কার-ক্রিয়া সকলের অনুষ্ঠান করিতে অতিশয় আগ্রহ যুক্ত হইয়া

বিজাতীয়দেহাদিবুদ্ধ্যন্তজড়পদার্থবিষয়কপ্রত্যয়নিরাকরণেন সজাতীয়াদ্বিতীয়বস্তুবিষয়কপ্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনমিত্যর্থঃ ॥ ইতি নৃসিংহসরস্বতীকৃত বেদান্তসার টীকা।

(১০) অদ্বিতীয়বস্তুন্যন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা। তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিদ্য অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রবাহো ধ্যানম্। সমাধি—ধ্যেয়মেবহি সর্ব্বত্র ধ্যাতা তন্ময়তাং গতঃ। পশ্যতি দ্বৈতরহিতং সমাধিঃ সোঽভিধীয়তে। ইতি গরুড় পুরাণ।

(১১) যমাদি পঞ্চ—তত্রাহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ ॥ ১ ॥ শৌচসন্তোষ তপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ॥ ২ ॥ করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি আসনানি ॥ ৩ ॥ রেচকপূরক-কুম্ভক-লক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ প্রাণায়ামাঃ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ ॥ ৫ ॥ ইতি বেদান্তসার।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যান ধারণা সমাধি ও এই যমাদিপঞ্চকেই যোগশাস্ত্রোক্ত অষ্টাঙ্গ যোগ বলে ॥

(১২) মনো নাম সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকান্তঃকরণবৃত্তিঃ ইতি বেদান্তসার। তস্য নাশঃ বিলয়ঃ। অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিবিশেষের বিলীন হওয়াই মনোনাশ।

(১৩) নির্ব্বিকল্প সমাধি—ধ্যাতৃ ধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্। নির্ব্বাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ইতি পঞ্চদশী তত্ত্ববিবেক।

(১৪) পূর্ব্বভূমি যোগিনামবস্থাবিশেষঃ।

থাকে। সংসারাবিষ্ট পুরুষ স্বীয় পাপের দ্বারা পুরুষার্থের (১৫) অযোগ্য হইয়া, কেবল দুঃখ-সন্ততিই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সংসারে প্রাণিমাত্রেরই দুঃখ স্বভাবতঃ দ্বেষ্য; অতএব তৎসাধনভূত শোক-মোহাদিকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবে। বহুজন্ম হইতে বদ্ধমূল দুঃখের কারণীভূত, দুস্ত্যাজ্য শোকমোহাদি কিরূপে দূরীভূত হইবে, এতদ্বিষয়ক জ্ঞানাভিলাষী, ও পুরুষার্থ-বিষয়োন্মুখ নরনারায়ণ অর্জ্জুনকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে, ভগবান্ সর্ব্বোত্তম গীতাশাস্ত্র ব্যক্ত করিয়াছেন।

জগদ্বিখ্যাত মহানুভব অর্জ্জুন গুরু পুত্র ও মিত্রাদিতে 'ইহারা আমার. আমি ইহাদের' এরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইলেন এবং স্বধর্ম্মসাধনরূপ যুদ্ধে স্বয়ং প্রবৃত্ত হইয়াও স্নেহ হেতু শোক মোহাদি দ্বারা অভিভূত বিবেক-বিজ্ঞান-বশতঃ তাহা হইতে বিরত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম-নিষিদ্ধ-বৃত্তি অবলম্বন করিলেন। এরূপ মহামোহ-সাগরে নিমগ্ন অর্জ্জুন, ভগবদুপদেশ-দ্বারা পরমবিদ্যা লাভ করিয়া, শোক-মোহাদিকে দূর করতঃ, স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কৃতকৃত্য হইলেন। অতএব এই বিদ্যা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও মহাপ্রয়োজনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। ভগবৎ-কর্ত্তৃক অর্জ্জুনের ন্যায় পরম গুণবান্ শিষ্যকে গীতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রদত্ত হওয়ায়, ইহার অধিকারীও নিরূপিত হইয়াছে। মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, সঞ্জয়-মুখে পাণ্ডুপুত্রগণের জয়-লাভের হেতুসমূহ বহুবার শ্রবণ করিয়া, স্বপুত্রগণের রাজ্য-নাশ-ভয়ে এবং তাহাদের রাজ্য-প্রাপ্তির প্রত্যাশায়, সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। এই বাক্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলিতেছেন (১৬)।

নীলকণ্ঠকৃত টীকা ॥

প্রণম্য ভগবৎপাদান্ শ্রীধরাদীংশ্চ সদ্‌গুরূন্। সম্প্রদায়ানুসারেণ গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥
ভারতে সর্ব্ববেদার্থো ভারতার্থশ্চ কৃৎস্নশঃ। গীতায়ামস্তি তেনেয়ং সর্ব্বশাস্ত্রময়ী মতা ॥
কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানভেদৈঃ শাস্ত্রং কাণ্ডত্রয়াত্মকম্। অন্যে তূপাসনাকাণ্ডাৎ তৃতীয়ো নাতিরিচ্যতে ॥
"তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি ত্বং নেদং যদিদমুপাসতে।" ইতি শ্রুত্যৈব বেদস্য হ্যুপাস্ত্যাদন্যতেরিতা ॥
ইয়মষ্টাদশাধ্যায়ী ক্রমাৎ ষট্‌কত্রিকেণ হি। কর্ম্মোপাস্তিজ্ঞানকাণ্ডত্রিতয়াত্মা নিগদ্যতে ॥

(১৫) পুরুষার্থ—পুরুষস্য প্রয়োজনম্, স চ চতুর্ব্বিধঃ ॥ ধর্ম্মার্থকামমোক্ষশ্চ পুরুষার্থাঃ উদাহৃতাঃ। ইত্যাগ্নিপুরাণ ॥ গোস্বামিমতে ভক্তিঃ পঞ্চমঃ পুরুষার্থঃ ॥

(১৬) মহর্ষি বাদরায়ণি-বেদব্যাসের শিষ্য বৈশম্পায়ন, গুরুর আদেশে, মহারাজ জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞের দৈনন্দিন মধ্যাহ্নকালে ক্রমশঃ স্বকীয় গুরুদেব-প্রণীত ভারতকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সুতরাং মহাভারতের বক্তা বৈশম্পায়ন এবং শ্রোতা সদস্যমণ্ডলী-পরিবৃত অর্জ্জুন-প্রপৌত্র পরীক্ষিত-নন্দন রাজা জনমেজয়। মহাভারত আদিপর্ব্ব ৫৯। ৬০ অধ্যায়।

নীলকণ্ঠকৃত টীকার তাৎপর্য্য ।

সাম্প্রদায়িক (১) রীত্যনুসারে শ্রীধরাদি সদ্‌গুরুদিগকে (২) প্রণাম করিয়া গীতাশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করণে প্রবৃত্ত হইলাম।

মহাভারত গ্রন্থে সমস্ত বেদার্থ ও ভারতের বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। এই গীতা-শাস্ত্রেও সেই সকল বিষয় আছে, তজ্জন্য এই গীতাকে পণ্ডিতগণ সর্ব্বশাস্ত্রময়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন।

এই গীতাশাস্ত্রে কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞানরূপ কাণ্ডত্রয় আছে। কেহ বলেন তৃতীয়কাণ্ড, অর্থাৎ জ্ঞানকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড হইতে অতিরিক্ত নহে।

"তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জান, যাঁহাকে উপাসনা করিতেছ তিনি ব্রহ্ম নহেন" এই শ্রুতি দ্বারা উপাস্য হইতে জ্ঞেয় বস্তুর পার্থক্য প্রতীত হইতেছে।

অষ্টাদশাধ্যায় এই গীতা ত্রিষট্‌ক দ্বারা ক্রমে কর্ম্ম উপাসনা ও জ্ঞান ভেদে ত্রিকাণ্ড রূপে কথিত হইয়া থাকে।

শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কৃত টীকা।

গৌরাংশুকঃ সৎকুমুদপ্রমোদী স্বাভিখ্যয়া গোস্তমসো নিহন্তা।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসুধানিধির্মে মনোঽধিতিষ্ঠন্ স্বরতিং করোতু ॥ ১ ॥
প্রাচীনবাচঃ সুবিচার্য্য সোঽহমজ্ঞোঽপি গীতামৃতলেশলিপ্সুঃ।
যতেঃ প্রভোরেব মতে তদত্র সন্তঃ ক্ষমধ্বং শরণাগতস্য ॥ ২ ॥

ইহ খলু সকলশাস্ত্রাভিমত-শ্রীমচ্চরণ-সরোজভজনঃ স্বয়ং ভগবান্ নরাকৃতিপরব্রহ্ম শ্রীবসুদেবসূনুঃ সাক্ষাৎ শ্রীগোপালপুর্য্যামবতীর্য্যাপার-পরমাতর্ক্য-স্বকৃপাশক্ত্যৈব প্রাপঞ্চিক-সকললোক-লোচন-গোচরীকৃতো ভবাব্ধিনিমজ্জমানান্ জগজ্জনানুদ্ধৃত্য স্বসৌন্দর্য্যমাধুর্য্যা-স্বাদনয়া স্বীয়প্রেমমহাম্বুধৌ নিমজ্জয়ামাস। শিষ্টরক্ষাদুষ্টনিগ্রহ-ব্রতনিষ্ঠ-মহিষ্ঠ-প্রতিষ্ঠোঽপি ভুবো ভারদুঃখাপহারমিষেণ দুষ্টানামপি স্বদ্বেষ্টৄণামপি মহাসংসারগ্রাহগ্রাসীভূতানামপি মুক্তিদানলক্ষণং পরমরক্ষণমেব কৃত্বা স্বান্তর্দ্ধানোত্তরকালজনিষ্যমাণানাদ্যবিদ্যাবন্ধনিবন্ধ-

---

(১) সম্প্রদায়—শিষ্টপরম্পরাবতীর্ণোপদেশঃ। ইতি ভরতঃ। গুরুপরম্পরাগত-সদুপদিষ্টব্যক্তিসমূহঃ। অথ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥ ইতি পদ্মপুরাণম্ ॥

(২) সদ্‌গুরু-লক্ষণ—গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্যবিত্তাপহারকাঃ। দুর্লভোঽয়ং গুরুর্দেবি শিষ্যসন্তাপহারকঃ॥ ইত্যাদি। অন্যচ্চ। সদ্গুণোঽর্চ্চ্যাস্তু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ॥ উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ. পালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদগরিমান্ধিঃ॥ ইতি মন্ত্রমুক্তাবল্যাম্ ।

শোকমোহাস্থাকুলানপি জীবানুদ্ধর্ত্তুং শাস্ত্রকৃন্মুনিগণগীয়মানযশশ্চ ধর্ত্তুং স্বপ্রিয়সখং তাদৃশস্বেচ্ছাবশাদেব রণমূর্দ্ধ্ন্যুদ্ভূতশোকমোহং শ্রীমদর্জ্জুনং লক্ষ্যীকৃত্য কাণ্ডত্রিতয়াত্মকসর্ব্ববেদতাৎপর্য্যপর্য্যবসিতার্থরত্নালঙ্কৃতং শ্রীগীতাশাস্ত্রমষ্টাদশাধ্যায়মন্তর্ভূতাষ্টাদশবিদ্যং সাক্ষাদ্বিদ্যমানীকৃতমিব পরমপুরুষার্থমাবির্ভাবয়াম্বভূব। তত্রাধ্যায়ানাং প্রথমেণ ষট্‌কেন নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ, দ্বিতীয়েন ভক্তিযোগঃ, তৃতীয়েন জ্ঞানযোগো দর্শিতঃ। তত্রাপি ভক্তিযোগস্যাতিরহস্যত্বাদুভয়সঞ্জীবকত্বেনাভ্যর্হিতত্বাৎ সর্ব্বদুর্ল্লভত্বাচ্চ মধ্যবর্ত্তীকৃতঃ। কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ভক্তিরাহিত্যেন বৈয়র্থ্যাৎ তে দ্বে ভক্তিমিশ্রে এব সম্মতীকৃতে। ভক্তিস্তু দ্বিবিধা—কেবলা,প্রধানীভূতা চ। তত্রাদ্যা স্বত এব পরমপ্রবলা। তে দ্বে বিনৈব বিশুদ্ধপ্রভাবতী অকিঞ্চনা অনন্যাদিশব্দবাচ্যা। দ্বিতীয়া তু কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রেত্যখিলমগ্রে বিবৃতীভবিষ্যতি। অথার্জ্জুনস্য শোকমোহৌ কথম্ভূতাবিত্যপেক্ষায়াং মহাভারতবক্তা শ্রীবৈশম্পায়নো জনমেজয়ং প্রতি তত্র ভীষ্মপর্ব্বণি কথামবতারয়তি।

বিশ্বনাথকৃত টীকার তাৎপর্য্য।

যিনি সজ্জন-কুমুদ-প্রমোদকারী এবং যিনি স্বীয় নাম (শোভা) দ্বারা জগতের তমোরাশি বিনষ্ট করিয়াছেন, গৌরাংশুক (১) (গৌরবর্ণ অর্থাৎ শ্বেতরশ্মি) সেই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপ সুধানিধি (চন্দ্র) আমার মনোমধ্যে অধিষ্ঠিত হইয়া আত্মরতি লাভ করুন ॥ ২ ॥ আমি অত্যন্ত মন্দমতি হইয়াও, প্রাচীন বাক্য সকল বিচার পূর্ব্বক, যতিপ্রবর প্রভুর

(১) শ্রুত্বা তু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ। সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনম্ ॥ ভবিষ্যতি কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনম্। ভক্তিমার্গস্থিতিঃ কস্মাৎ তদ্বদস্ব জগদ্‌গুরো ! ॥

শ্রীভগবানুবাচ। অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগুণৈঃ সহ। শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে ॥ অপ্রকাশ্যমিদং গুহ্যং ন প্রকাশ্যং বহির্ম্মুখে। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং ভক্তং ভক্তিপ্রদং স্বয়ম্ ॥ মন্মায়ামোহিতাঃ কেচিন্ন জ্ঞাস্যন্তি বহির্ম্মুখাঃ। জ্ঞাস্যন্তি মদ্ভক্তিযুক্তাঃ সাধবো ন্যাসিনোঽমলাঃ ॥ কৃষ্ণাবতারকালে যাঃ স্ত্রিয়ো যে পুরুষাঃ প্রিয়াঃ। কলৌ তেঽবতরিষ্যন্তি শ্রীদামসুবলাদয়ঃ ॥ চতুঃষষ্টির্মহান্তস্তে গোপা দ্বাদশ বালকাঃ। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বিহরিষ্যামি তৈরহম্ ॥ কালে নষ্টং ভক্তিপথং স্থাপয়িষ্যাম্যহং পুনঃ। কৃষ্ণচৈতন্যগৌরাঙ্গো গৌরচন্দ্রো গৌরহরিঃ ॥ শচীসুতঃ প্রভুর্গৌরো নামানি ভক্তিদানি মে ॥ ইতি অনন্তসংহিতা।

৮ মহাপ্রভু ১৪০৭ শকে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে, ফাল্গুন পৌর্ণমাসীতে, সুরধুনী-পরিবেষ্টিত শ্রীমন্নবদ্বীপ ধামে, শ্রীমজ্জগন্নাথ-মিশ্রের ঔরসে, শ্রীমতী শচীদেবীর গর্ভে, একাধারে পুরুষপ্রকৃতিরূপে, শ্রীমদ্ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নামে, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দ্বাপরে কৃষ্ণাবতার-কালে যে যে স্ত্রী-পুরুষ বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করিয়া, ভগবানের প্রিয় হইয়াছিলেন, কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাবতার কালে তাঁহারাই রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়া, আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বাল্যকালে গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, অল্প বয়সেই সুপণ্ডিত হন। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্নী কামিনীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সে সংসার আশ্রম পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে জীবের কল্যাণার্থ হরিনাম প্রচার করেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থে মহাপ্রভুর লীলাকাহিনী বিশেষরূপে বর্ণিত আছে।

মতানুসারে, গীতামৃত কণার অভিলাষী হইয়াছি; শরণাগত জনের এই অভিলাষকে পণ্ডিতগণ ক্ষমা করিবেন ॥২ ॥

এই সংসারে যাঁহার শ্রীমচ্চরণারবিন্দ ভজন সকল শাস্ত্রানুমোদিত, সেই পরব্রহ্ম, নরাকৃতি ভগবান্ বসুদেবের পুত্র রূপে, গোপালপুরীতে সাক্ষাৎ অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং যিনি অসীম ও অতর্ক্য কৃপাশক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ লোক সকলের নয়নগোচর হইয়াছেন, তিনি ভব-সাগরে নিমগ্ন সকল প্রাণিকে উদ্ধার করিয়া স্বসৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাস্বাদনের নিমিত্ত, স্বকীয় প্রেমসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন; শিষ্ট রক্ষা ও দুষ্ট নিগ্রহরূপ ব্রতে অতিশয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভূ-ভার হরণের ছলে, দুষ্ট ও সংসাররূপ মহা কুম্ভীর কর্ত্তৃক গ্রস্ত স্বশত্রুদিগেরও মুক্তি দান-লক্ষণ (২) পরম রক্ষা করিয়া অন্তর্হ্নত হইলে পর, অনাদি অবিদ্যা বন্ধন নিবন্ধন শোক-মোহাদি দ্বারা আকুল হইয়া যে সকল জীব জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত ও শাস্ত্র রচয়িতা মুনিগণ কর্ত্তৃক গীয়মান ভগবদ্যশকে ধারণা করিবার নিমিত্ত যুদ্ধক্ষেত্রে শোক-মোহাভিভূত প্রিয় সখা অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া, কাণ্ডত্রয়াত্মক সর্ব্ববেদ-তাৎপর্য্য-পর্য্যবসিতার্থরূপ রত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত, অষ্টাদশ বিদ্যা (৩) পরিপূরিত, যেন পরম পুরুষার্থরূপে সাক্ষাৎ বিদ্যমান, এই গীতাশাস্ত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে অষ্টাদশ অধ্যায়; প্রথম ছয় অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ, তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ প্রদর্শিত হইয়াছে। ভক্তিযোগ অতিশয় গূঢ় এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের মূল কারণ স্বরূপ; অতএব অতিশয় শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বদুর্লভ বলিয়া মধ্যবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

(২) শত্রুকেও বিনাশ করিয়া ভগবান্ মুক্তি প্রদান করেন, তাহার উদাহরণ;—চৈদ্যদেহোত্থিতম্ জ্যোতির্বাসুদেবমুপাবিশৎ। পশ্যতাং সর্ব্বভূতানামুল্কেব ভুবি খাচ্চ্যুতা ॥ জন্মত্রয়ানুগুণিতম্ বৈরসংরব্ধয়া ধিয়া। ধ্যায়ংস্তন্ময়তাং যাতো ভাবো হি ভবকারণম্ ॥ ভাগবত ॥ ১০। ৭৪ ॥ বৈকুণ্ঠধামে ভগবানের জয় নামক পার্ষদ বালখিল্যাদি মুনিগণের শাপে প্রথমতঃ হিরণ্যকশিপু রূপে জন্মগ্রহণ করেন; ভগবান্ নৃসিংহ রূপে তাঁহাকে বধ করেন। পরে রাবণরূপে জন্মগ্রহণ করিলে ভগবান্ রামরূপে তাঁহাকে সংহার করেন। পুনর্ব্বার শাপভ্রষ্ট জয় শিশুপালরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘোরতর ভগবদ্বিদ্বেষী হইলে শ্রীকৃষ্ণ একোনশতবার তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তদনন্তর যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তাঁহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া, সুতীক্ষ্ণ চক্রদ্বারা শিরশ্ছেদন করেন। সর্ব্বজন সমক্ষে মরণান্তে শিশুপাল উল্কারূপে বাসুদেবের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কঠোর ব্রত-পরায়ণ সাধুগণের যে সৌভাগ্য ঘটে না, আজন্ম ভগবদ্বিদ্বেষী শিশুপালের সে সৌভাগ্য কিরূপে ঘটিল, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শুকদেব বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত জন্মত্রয়াবধি বৈরভাব বশতঃ শিশুপালের বুদ্ধি একান্ত ভগবদাবিষ্ট হইয়া তৎস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং তদ্ধেতু দেহাত্যয় হইলে তিনি পুনর্ব্বার ভগবানের পার্ষদ হইয়াছিলেন। সুতরাং চিন্তার একাগ্রতা তদ্রূপ প্রাপ্তির কারণ। কাঁচপোকা কর্ত্তৃক আক্রান্ত আরশোলার ঘটনা ইহার উদাহরণ স্থল।

(৩) অষ্টাদশবিদ্যা—অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যা হ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ। আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চেতি তে ত্রয়ঃ। অর্থশাস্ত্রং চতুর্থঞ্চ বিদ্যা হ্যষ্টাদশৈব তাঃ ॥ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্

ভক্তি রহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই বৃথা (৪) এজন্য সাধকগণ কর্ম্ম ও জ্ঞান উভয়ই ভক্তি মিশ্রিত করিয়া, সাধন করিতে বিধি প্রদান করিয়াছেন।

ভক্তি (৫) দ্বিবিধা ; কেবলা ও প্রধানীভূতা, কেবলা ভক্তি স্বতঃই পরম প্রবলা (স্বতন্ত্রা) এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানের সাহায্য ব্যতীতও স্বয়ং বিশুদ্ধ প্রভাবতী : ইহা অকিঞ্চনা ভক্তি ও অনন্যা ভক্তি ইত্যাদি নামে উক্ত হইয়াছে।

প্রধানভূতা ভক্তি কর্ম্মপ্রধানীভূতা, জ্ঞানপ্রধানীভূতা ; অগ্রে এই সকল বিষয় বিশেষ বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা যাইবে।

অনন্তর, অর্জ্জুনের শোক-মোহ কেন হইয়াছিল, জনমেজয় এরূপ প্রশ্ন করিলে, মহাভারত বক্তা বৈশম্পায়ন ভীষ্ম পর্ব্বের কথা অবতরণ করিতেছেন—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেত্যাদি।

যামুন মুনি।—বিগাহে যামুনং তীর্থং সাধুবৃন্দাবনে স্থিতম্। নিরস্তজিহ্মগস্পর্শে যত্র কৃষ্ণঃ কৃতাদরঃ॥ স্বধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যসাধ্যভক্ত্যেকগোচরঃ। নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম গীতাশাস্ত্রে সমীরিতঃ। জ্ঞানকর্ম্মাত্মিকে নিষ্ঠে যোগলক্ষে সুসংস্কৃতে। আত্মানুভূতিসিদ্ধ্যর্থে পূর্ব্বষট্‌কেন চোদিতে। মধ্যমে ভগবত্তত্ত্বযাথাত্ম্যাবাপ্তিসিদ্ধয়ে। জ্ঞানকর্ম্মাভিনির্ব্বর্ত্ত্যো ভক্তিযোগপ্রকীর্ত্তিতঃ॥ প্রধানপুরুষব্যক্তসর্ব্বেশ্বরবিবেচনম্। কর্ম্মধীর্ভক্তিরিত্যাদি পূর্ব্বশেষোহন্তিমোদিতঃ॥

যামুন মুনির তাৎপর্য্য।—সর্পবিষ-স্পর্শনিবৃত্তি করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যাহাকে অতি সমাদর করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনস্থিত মনোহর সেই যামুন তীর্থে আমি অবগাহন করি। স্বকীয় ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যজনিত ভক্তির একমাত্র বিষয় পরব্রহ্ম নারায়ণ এই গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ইহার প্রথম ষট্‌কে ব্রহ্মজ্ঞান সিদ্ধির নিমিত্ত, জ্ঞান ও কর্ম্ম নিষ্ঠারূপ যোগদ্বয় মধ্যম ষট্‌কে ভগবত্তত্ত্বের যাথাত্ম্য জ্ঞানের নিমিত্ত জ্ঞান কর্ম্ম সংসাধিত ভক্তিযোগ, অন্তিম ষট্‌কে প্রকৃতি, পুরুষ ও জগৎ এই তিনের বিচারসহ কর্ম্ম, জ্ঞান এবং ভক্তিযোগ সমালোচিত হইয়াছে।

(৪) ভক্তিরহিত কর্ম্ম ও জ্ঞান বৃথা ; নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরম্ পদম্ ততঃ পতন্ত্যধো নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥ ইতি ভাগবত।

(৫) ভক্তি—সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥ ইতি শাণ্ডিল্যসূত্রম্॥ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির নবলক্ষণ নিরূপিত হইয়াছে। প্রহ্লাদোক্তি যথা—শ্রবণম্ কীর্ত্তনম্ বিষ্ণোঃ স্মরণম্ পাদসেবনম্। অর্চ্চনম্ বন্দনম্ দাস্যম্ সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥

সূচনা সমাপ্তা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয়!॥ ১ ॥

অন্বয়।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (কথয়ামাস)। সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমৌ) কুরুক্ষেত্রে (কুরুনাম্নো রাজ্ঞো ধর্ম্মস্থানে) যুযুৎসবঃ (যোদ্ধুকামাঃ) মামকাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) পাণ্ডবাঃ (যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ) চ এব সমবেতাঃ (মিলিতাঃ) [সন্তঃ] কিম্ অকুর্ব্বত (কৃতবন্তঃ) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন। সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধার্থী মদীয়গণ এবং পাণ্ডবগণ সমবেত [হইয়া] কি করিতেছেন ॥১॥

ব্যাখ্যা।—ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! * ধর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে † দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ, যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিতেছেন? ॥ ১ ॥

* গবলগণ নন্দন সূত সঞ্জয় অতি বিশ্বস্ত, শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও উদারচরিত রাজামাত্য ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সঞ্জয়ের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, তুমি চিন্তভাবী, শান্তস্বভাব, সন্তোষময়, প্রণয়াস্পদ। তোমার বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না এবং কোন প্রকার দুর্ব্যবহারে তোমাকে উত্তেজিত বা অপ্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। তুমি কখনও কাহাকে অপ্রিয়, অসঙ্গত বা কটুবাক্য প্রয়োগ কর না। তোমার বাক্য সতত ধর্ম্ম-সঙ্গত ও সহৃদয়তাযুক্ত। তুমি দ্বিতীয় বিদুরস্বরূপ এবং অর্জ্জুনের প্রিয়তম সখা।

এরূপ সর্ব্বসদ্গুণান্বিত মহাপুরুষ না হইলে মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপাভাজন হইয়া অব্যাহতে ও নিরাপদ ভাবে কুরুক্ষেত্র সমর সন্দর্শন করিয়া সঞ্জয় তাহার যথাবৎ বর্ণনা করিতে পারিতেন না এবং ভগবানের শ্রীমুখবিনির্গত যোগ ও তত্ত্বকথা পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া এবং সেই চিন্তামণির চিন্তাতীত বিশ্বরূপ সন্দর্শন করিয়া, ধন্য, পুলকিত ও মুক্ত হইতে পারিতেন না।

† সমন্তপঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ এবং পরম পুণ্য ভূমি। এতৎ সম্বন্ধে জাবাল উপনিষদে লিখিত আছে যে, "যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্॥" শতপথ

আনন্দগিরি :—তত্রৈবমক্ষরযোজনা ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধৃতরাষ্ট্রো প্রজ্ঞাচক্ষুর্বাহ্যচক্ষুরভাবাদ্বাহ্যমর্থং প্রত্যক্ষয়িতুমনীশঃ সন্নভ্যাসবর্ত্তিনং সঞ্জয়মাত্মনো হিতোপদেষ্টারং পৃচ্ছতি ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ধর্ম্মস্য তদ্দেশশ্চ ক্ষেত্রমভিবৃদ্ধিকারণং যদুচ্যতে কুরুক্ষেত্রমিতি, তত্র সমবেতাঃ সঙ্গতা যুযুৎসবো যোদ্ধুকামাস্তে চ কেচিন্মদীয়া দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ, পাণ্ডবাশ্চাপরে যুধিষ্ঠিরাদয়স্তে চ সর্ব্বে যুদ্ধভূমৌ সঙ্গতা ভূত্বা কিং অকুর্ব্বত কৃতবন্তঃ॥ ১॥

ব্রাহ্মণেও কুরুক্ষেত্রের পবিত্রতা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত নিদর্শন আছে ; "দেবা হ বৈ সত্রং নিষেদুরগ্নিরিন্দ্রঃ সোমো মখো বিষ্ণুর্বিশ্বেদেবা অন্যত্রৈবাশ্বিভ্যাম্। তেষাং কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনমাস। তস্মাদাহুঃ কুরুক্ষেত্রম্ দেবযজনম্।"

কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্ব্বপুরুষ সংবরণ-তপতী-নন্দন সুবিখ্যাত কুরুরাজার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এই ভূমি সমন্তপঞ্চক নামে পরিচিত ছিল এবং তখনও ইহা তীর্থরূপে পরিগণিত হইত। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। "তিনি (পরশুরাম) স্ববিক্রম প্রভাবে নিঃশেষে ক্ষত্রিয় কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমন্তপঞ্চকে শোণিতময় পঞ্চ হ্রদ প্রস্তুত করেন। তিনি রোষ পরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ঋচীক প্রভৃতি পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, হে মহাভাগ রাম! তোমার এইরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি, এক্ষণে তুমি আপনার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। রাম কহিলেন হে পিতৃগণ! যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রদানে অনুগ্রহ করেন, তাহা হইলে ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংস করত যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি, সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং এই শোণিতময় পঞ্চহ্রদ অদ্যাবধি পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয় এরূপ বর প্রদান করুন। পিতৃগণ তথাস্তু বলিয়া পরশুরামের অভিমত বর প্রদান পূর্ব্বক সেইরূপ অধ্যবসায় হইতে তাঁহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। সেই শোণিতময়পঞ্চহ্রদের সন্নিধানে যে সকল প্রদেশ আছে তাহাকেই পরম পবিত্র সমন্ত পঞ্চক বলিয়া নির্দ্দেশ করে। ঐ সমন্তপঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডব সৈন্যের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষ বর্জ্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমবেত ও নিহত হয়। সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমণীয়।" মহাভারত আদিপর্ব্ব।

কুরুক্ষেত্র তীর্থের পবিত্রতা ও শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে মহর্ষি পুলস্ত দ্বিজোত্তম ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন—"সর্ব্ব প্রকার প্রাণী সেই তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে যে আমি কুরুক্ষেত্র গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব, সে ব্যক্তিও সমুদায় পাতক হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের বায়ু বিক্ষিপ্ত ধূলিও দুষ্কৃতকর্ম্মাকে পরম পদ প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই দেব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করে, তাহাদিগের সুরলোকে বাস করা হয়।" মহাভারত বনপর্ব্ব।

কুরুক্ষেত্র নামের ইতিহাস নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারা যাইবে। "সমন্তপঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন অমিততেজা কুরুরাজ ঐ স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গ হইতে তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন্! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরম যত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর। যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে

রামানুজ। ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যারভ্য, স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামিত্যন্তং শ্লোকানি ॥ ১॥

শ্রীধর।—অত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ প্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে। ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ভো সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে, ধর্ম্মক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্রবিশেষণং, এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, তস্য কুরোর্ধর্ম্মস্থানে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ, পাণ্ডুপুত্রাশ্চ, যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ, সমবেতা মিলিতাঃ সন্তঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ ॥ ১ ॥

বলদেব।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবো মামকা মৎপুত্রাঃ পাণ্ডবাশ্চ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ কিমকুর্ব্বতেতি। নমু যুযুৎসবঃ সমবেতা ইতি ত্বমেবাথ ততো যুদ্ধেরন্নেব, পুনঃ কিমকুর্ব্বতেতি কস্তে ভাব ইতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইতি। "যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" ইত্যাদিশ্রবণাদ্ধর্ম্মপ্ররোহভূমিভূতং কুরুক্ষেত্রং প্রসিদ্ধম্। তৎপ্রভাবিনষ্টবিদ্বেষা মৎপুত্রাঃ কিং পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যম্ দাতুং নিশ্চকুঃ, কিংবা পাণ্ডবাঃ সদৈব ধর্ম্মশীলা ধর্ম্মক্ষেত্রে তস্মিন্ কুলক্ষয়হেতুকাদধর্ম্মাদ্ভীতা

কলেবর পরিত্যাগ করিবে, তাহারা অতি সুনির্ম্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সমর্থ হইবে, আমার ভূমি কর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্য শ্রবণে তাঁহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহীপতি কুরু ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র দুঃখিত না হইয়া একান্তমনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বারংবার কুরুর সমীপে আগমন পূর্ব্বক তাঁহার অধ্যবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তখন ত্রিদশাধিপতি ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুর নিকটে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমায় কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আমি কহিতেছি, যাহারা এই স্থানে আলস্য শূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা যুদ্ধে বাণপথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে, তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবে। সুররাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন যে, আর কোন স্থানই ইহা অপেক্ষা পবিত্র হইবে না। ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্র লোক লাভে সমর্থ হইবেন।" মহাভারত। শল্যপর্ব্ব।

অন্যান্য শাস্ত্রাদি দর্শনে প্রতীত হয় যে, যে ভূভাগ সমন্তপঞ্চক কুরুক্ষেত্র নামে অভিহিত, ব্রহ্মাবর্ত্ত তাহারই নামান্তর। মনুসংহিতায় লিখিত আছে।

"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে ॥" মনুসংহিতা ২।১৭।

"সরস্বতী ও দৃষদ্বতী দেবনদীর অন্তর্ব্বর্ত্তী সেই দেবনির্ম্মিত দেশকে ব্রহ্মাবর্ত্ত কহে। মহাভারতোক্ত পুলস্ত্য উক্তিতেও সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগের কুরুক্ষেত্র নাম উক্ত হইয়াছে।

এই কুরুক্ষেত্র বা সমন্তপঞ্চক চিরদিনই ভারতের প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে শান্তনুনন্দন রাজা চিত্রাঙ্গদ এই ক্ষেত্রে গন্ধর্ব্ব-বিশেষের সহিত যুদ্ধ করিয়া বিগতজীব হইয়াছিলেন। ভারতীয় বহুতর প্রধান প্রধান যুদ্ধ এই স্থলেই সংঘটিত হয় এবং এই স্থানের সমর পরিণাম সমূহের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাগ্যনেমি বারংবার বিবিধ পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করে। (কুরুক্ষেত্র সংক্রান্ত অন্যান্য বিবরণ এই গ্রন্থের উপক্রমণিকায় দেখিতে পাইবেন।)

বনপ্রবেশমেব শ্রেয়ো বিমৃশুরিতি। হে সঞ্জয়েতি ব্যাসপ্রসাদাদ্বিনষ্টরাগদ্বেষত্বং তথাং বদেত্যর্থঃ। পাণ্ডবানাং মামকত্বানুক্তির্ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রস্নেহগ্রস্তস্য তেষু দ্রোহমভিব্যনক্তি। ধান্যক্ষেত্রাৎ তদ্বিরোধিনাং ধান্যাভাসানামিব ধর্ম্মক্ষেত্রাৎ তদ্বিরোধিনাং ধর্ম্মাভাসানাং মৎপুত্রাণামপগমো ভাবীতি ধর্ম্মক্ষেত্রশব্দেন গীর্দেব্যা ব্যজ্যতে॥ ১॥

মধুসূদন।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। পূর্ব্বে যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবোঽপি সন্তঃ কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ সঙ্গতাঃ মামকা মদীয়া দুর্য্যোধনাদয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিমকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ। কিং পূর্ব্বোৎসাহভূতযুযুৎসানুসারেণ যুদ্ধমেব কৃতবন্তঃ, উত কেনচিন্নিমিত্তেন যুযুৎসানিবৃত্ত্যাঽন্যদেব কিং কৃতবন্তঃ। ভীমার্জ্জুনাদিবীরপুরুষনিমিত্তং দৃষ্টভয়ং যুযুৎসানিবৃত্তিকারণং প্রসিদ্ধমেব, অদৃষ্টভয়মপি দর্শয়িতুমাহ ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। ধর্ম্মস্য পূর্ব্বমবিদ্যমানস্যোৎপত্তের্বিদ্যমানস্য চ বৃদ্ধের্নিমিত্তং শস্যস্যেব ক্ষেত্রং যৎ কুরুক্ষেত্রং সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধম্। বৃহস্পতিরুবাচ যাজ্ঞবল্ক্যম্—"যদনু কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" ইতি জাবালশ্রুতেঃ, "কুরুক্ষেত্রং বৈ দেবযজনং" ইতি শতপথশ্রুতেশ্চ। তস্মিন্ গতাঃ পাণ্ডবাঃ পূর্ব্বমেব ধার্ম্মিকা যদি পক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাদধর্ম্মাদ্ভীতা নিবর্ত্তেরন্ ততঃ প্রাপ্তরাজ্যা এব মৎপুত্রাঃ। অথবা ধর্ম্মক্ষেত্রমাহাত্ম্যেন পাপিনামপি মৎপুত্রাণাং কদাচিচ্চিত্তপ্রসাদঃ স্যাৎ তদা চ তে লব্ধা কপটোপাত্তং রাজ্যং পাণ্ডবেভ্যো যদি দদ্যুস্তর্হি বিনাপি যুদ্ধং হতা এবেতি স্বপুত্ররাজ্যলাভে চ দৃঢ়তরমুপায়ং পশ্যন্ ইতি মমাসুদিন এব প্রশ্নবীজং। সঞ্জয়েতি চ সম্বোধনং রাগদ্বেষাদিদোষান্ সম্যগ্জিতবানসীতি কৃত্বা নির্ব্ব্যাজমেব কথনীয়ং ত্বয়েতি সূচনায়। মামকাঃ কিমকুর্ব্বতেত্যেতাবতৈব প্রশ্ননির্ব্বাহে পাণ্ডবাশ্চেতি পৃথঙ্নির্দ্দিশন্ পাণ্ডবেষু মামকত্বাভাব প্রদর্শনেন দ্রোহমভিব্যনক্তি॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—তত্র যুদ্ধোদ্যমং শ্রুত্বা ঔৎসুক্যাদগ্রিমং বৃত্তান্তং বুভুৎসুর্ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। তত্র বেদে "তেষাং কুরুক্ষেত্রং দেবযজনমাস" ইতি কর্ম্মকাণ্ডপ্রসিদ্ধং কুরুক্ষেত্রমন্যৎ, "অবিমুক্তং বৈ কুরুক্ষেত্রং দেবানাং দেবযজনং সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মসদনম্" ইত্যবিমুক্তাখ্যং ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্থানভূতং কুরুক্ষেত্রমন্যৎ, ব্রহ্মসদনত্বশ্রবণাৎ, তত্র হি জন্তোঃ প্রাণেষূৎক্রমমাণেষু রুদ্রস্তারকং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে যেনাসাবমৃতীভূত্বা মোক্ষীভবতীতি বাক্যশেষেণ ব্যুৎপাদিতম্, এতদ্ব্যাবৃত্ত্যর্থং ধর্ম্মক্ষেত্রে ইতি বিশেষণং, কুরুদেশান্তর্গতং হি কুরুক্ষেত্রং ধর্ম্মক্ষেত্রমেব ন তু তদ্ ব্রহ্মসদনং প্রবর্গ্যকাণ্ডে তস্য ধর্ম্মক্ষেত্রত্বমাত্রশ্রবণাৎ, তত্র সমবেতা মিলিতাঃ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছবঃ পাণ্ডবানাং পৃথগ্গ্রহণং তেষু মমমত্বাভাবসূচনার্থং॥ ১॥

বিশ্বনাথ।—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেত্যাদি। কুরুক্ষেত্রে যুযুৎসবো যুদ্ধার্থং সঙ্গতা মামকা দুর্য্যোধনাদ্যাঃ পাণ্ডবাশ্চ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ কিং কৃতবন্তস্তদ্ব্রূহি। নমু যুযুৎসব ইতি ত্বং ব্রবীষ্যেব অতো যুদ্ধমেব কর্ত্তুমুদ্যতাস্তে তদপি কিমকুর্ব্বতেতি কেনাভিপ্রায়েণ পৃচ্ছসীত্যত আহ ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি। "কুরুক্ষেত্রং দেবযজনং" ইতিশ্রুতেঃ, তৎক্ষেত্রস্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বং প্রসিদ্ধং। অতস্তৎসংসর্গমহিমা যদ্যধার্ম্মিকাণামপি দুর্য্যোধনাদীনাং ক্রোধনিবৃত্ত্যা ধর্ম্মে মতিঃ স্যাৎ,

পাণ্ডবাস্তু স্বভাবত এব ধার্ম্মিকাস্ততো বন্ধুহিংসনমনুচিতমিত্যুভয়েষামপি বিবেক উদ্ভূতে সন্ধিরপি সম্ভাব্যতে। ততশ্চ মমানন্দ এবেতি সঞ্জয়ং প্রতিজ্ঞাপয়িতুঃ ইষ্টো ভাবো বাহ্যঃ। আভ্যন্তরস্তু সন্ধৌ সতি পূর্ব্ববৎ সকণ্টকমেব রাজ্যং মদাত্মজানামিতি মে দুর্ব্বার এব বিষাদঃ। তস্মাদস্মাকীনো ভীষ্মস্বর্জ্জুনেন দুর্জ্জয়ঃ এবেত্যতো যুদ্ধমেব শ্রেয়স্তদেব ভূয়াদিতি তু তন্মনোরথোপযোগী দুর্লক্ষ্যঃ। অত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইতি ক্ষেত্রপদেন ধর্ম্মস্য ধর্ম্মাবতারস্য সপরিকরযুধিষ্ঠিরস্য ধান্যস্থানীয়ত্বং, তৎপালকস্য শ্রীকৃষ্ণস্য কৃষীবলস্থানীয়ত্বং, কৃষ্ণকৃতনানাবিধসাহায্যস্য জলসেচনসেতুবন্ধনাদিস্থানীয়ত্বম, শ্রীকৃষ্ণ-সংহার্য্যদুর্য্যোধনাদের্ধান্যদ্বেষিধান্যাকারতৃণবিশেষস্থানীয়ত্বঞ্চ বোধিতং সরস্বত্যা ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্য-চক্ষুর অভাব বশতঃ প্রত্যক্ষ বিষয় সকল স্বয়ং সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া, সমীপবর্ত্তী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে সঞ্জয়! ধর্ম্মবুদ্ধির বৃদ্ধিকারী কুরুক্ষেত্রে, দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ, যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া, কি করিতেছেন?"

মহামনা ধৃতরাষ্ট্র শৈশবাবধি দুর্য্যোধনের স্বভাব সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ, পিতৃবিয়োগের পর হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জতুগৃহদাহ প্রভৃতি বহুবিধ অত্যাচারে প্রপীড়িত ও তদনন্তর দ্যূতক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া, দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ এবং বৎসরকাল মৎস্যদেশে বিরাটভবনে দাসত্বচ্ছলে অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নানা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন; তথাপি হিংসা পরবশ না হইয়া, যথাসময়ে শান্তশীল পাণ্ডুসন্তানেরা অপক্ষপাতী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ নীতি-বিশারদ পিতৃব্য বিদুরকে, পঞ্চগ্রাম মাত্র লাভাশয়ে দুর্য্যোধনের সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন আস্ফালন সহকারে উত্তর করিয়াছিলেন যে "তিলার্দ্ধং যবষড়্‌ভাগং সূচ্যগ্রে বিদ্যতে মহী। বিনা যুদ্ধং ন দাতব্যং সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।" আমি সত্য সত্য বলিতেছি, তিলার্দ্ধ ও যবষড়্‌ভাগ কিম্বা সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি উত্তোলন করিতে পারা যায়, তাহাও পাণ্ডুপুত্রদিগকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না। তখনই অন্ধরাজের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, কুরু ও পাণ্ডুপুত্রগণের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী—কোন মতে এই সম্ভাবিত বিপদ্ হইতে নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই। অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণ, সন্ধি স্থাপন চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া, যুধিষ্ঠির সমীপে প্রত্যাগত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের কৃত দুর্ব্ব্যবহারের বর্ণন করতঃ, পাণ্ডবগণকে

সমরায়োজন করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। নারায়ণ স্বয়ং রশ্মি গ্রহণপূর্ব্বক অর্জ্জুনের সারথি হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। দৈববলে বলীয়ান্, সনাতন পরম পুরুষের প্রেমাশ্রিত, বিপুল বলবীর্য্যসম্পন্ন পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়সূচক বিবিধ বর্ণনা সঞ্জয়মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র স্বকীয়-তনয়গণের বিজয়-বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। সেই সন্দেহপ্রযুক্ত তিনি কুণ্ঠিতভাবে আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা করিলেন।

যখন উভয় পক্ষেই মহা শব্দে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, যখন নানাদিগ্দেশাগত সৈন্যমণ্ডলী সমরাঙ্গনে সমবেত হইল ও যখন বীরগণের পদভরে বসুধা বিকম্পিতা এবং কলরবে গগনমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তখন সেখানে যুদ্ধ ভিন্ন আর কিসের সম্ভাবনা হইতে পারে? তবে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র সেখানে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে কি না, কিম্বা, কিরূপ যুদ্ধ হইতেছে ইত্যাকার প্রশ্ন না করিয়া, "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ "কি করিতেছেন" এরূপ প্রশ্ন করিলেন লেন? যেমন নিদাঘকালীন মাধ্যন্দিন প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপে প্রতপ্ত পথশ্রান্ত পথিক পিপাসাতুর হইয়া সুশীতল জলপূর্ণ পাত্র মুখ সমীপে আনয়ন করিলে, তখন কি কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করে যে, "মহাশয় আপনি কি করিতেছেন?" এরূপ প্রশ্ন যেরূপ অসঙ্গত ও হাস্যজনক; সঙ্কল্পবদ্ধ, কৃপাণপাণি, বিপক্ষ পক্ষদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন হইয়া কি করিতেছেন, এতাদৃশ প্রশ্নও তদ্রূপ অসঙ্গত ও হাস্যজনক।

ধৃতরাষ্ট্রের সমালোচ্য প্রশ্ন আমাদের স্থূল বুদ্ধিতে আপাততঃ অসঙ্গত বোধ হইতেছে। কিন্তু মহাবুদ্ধিমান্ ও প্রবীণোত্তম ধৃতরাষ্ট্র বৃথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ত্রিকালদর্শী তত্ত্ববিৎ ভগবান্ বেদব্যাস বৃথা প্রশ্ন বিবেচনা করিলে কখনই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া স্বকীয় সুপবিত্র লেখনী কলুষিত করিতেন না। অতএব বিশেষ বিনিবেশ সহকারে অবতারিত প্রসঙ্গের পর্য্যালোচনা করা বিধেয়। সূক্ষ্মরূপে অনুসন্ধান করিলে সুধীর ধৃতরাষ্ট্রকৃত প্রশ্নের লৌকিক অলৌকিক দ্বিবিধ তাৎপর্য্য উপলব্ধ হয়।

ধন-গর্ব্বিত, অপরিণামদর্শী, স্বয়ং প্রভু দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ, চিরাভ্যস্ত অহঙ্কারে উন্মত্ত এবং পূর্ব্বোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া, যুদ্ধই আরম্ভ করিলেন, অথবা জগদ্বিজয়ী বীরকেশরী ভীম ও অর্জ্জুনাদির ভয়ে ভীত হইয়া সম্মুখসমর হইতে বিরত হইলেন, ইহাই এই প্রশ্নের একবিধ লৌকিক তাৎপর্য্য।

আমার পুত্রগণ কৃত, ভীষ্মাদি-রণ-পণ্ডিতপ্রমুখ, সমরায়োজন ও সৈন্যাধিক্য সন্দর্শনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় জন্মিলেও জন্মিতে পারে। সেরূপ ভীতি সঞ্চারিত হইলে তাহারা পলায়ন-পরায়ণ হইবে; সুতরাং যুদ্ধরূপ দারুণ দুর্দৈব সংঘটিত হইবে না, অথচ মৎপুত্রগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিবে। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকৃত প্রশ্নের অন্যবিধ লৌকিক তাৎপর্য্য বলিয়া অনুমিত হয়।

অলৌকিক তাৎপর্য্যও দুই প্রকার এবং প্রধানতঃ মূলান্তর্গত 'ধর্ম্মক্ষেত্র' এই পদ দ্বারা সূচিত। 'ধর্ম্মক্ষেত্র' এই পদটী কুরুক্ষেত্র পদের বিশেষণ। সমরক্ষেত্রের এই বিশেষণ প্রয়োগে এই গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে, সে স্থলে সমাগত হইলে তমোগুণাক্রান্ত অধার্ম্মিকগণের হৃদয়েও স্বতঃ সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইয়া, অতিশয় ধর্ম্ম-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয় এবং সত্ত্বগুণাক্রান্ত ধার্ম্মিকদিগের ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী হয়।

যেরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণে শস্য সমুৎপন্ন হয় এবং তথায় রোপিত বৃক্ষ সকল শাখা-পল্লবাদি পরিশোভিত হইয়া,ফলভারে অবনত হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোৎপত্তির নিকেতন স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে সমরাভিলাষে সমাগত হইলেও, যদি স্থান প্রভাবে স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণের হৃদয়, সত্ত্বগুণের সম্যক্ বিকাশ বশতঃ, পিতামহ-গুরু-ভ্রাতৃগণাদির হিংসারূপ অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকে, তবে অনায়াসেই আমার পুত্রগণ কাঙ্ক্ষিত রাজ্য অর্জ্জন করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে। ইহাই মনীষি অন্ধরাজকৃত প্রশ্নের একবিধ অলৌকিক তাৎপর্য্য। আর আমার পাপাত্মা পুত্রগণ যদি স্থান মাহাত্ম্যে উদার-হৃদয় ও প্রসন্ন-চিত্ত হইয়া কপটোপায়-লব্ধ রাজ্য পাণ্ডুপুত্রদিগকে প্রত্যর্পণ করেন, তবে বিনা যুদ্ধেই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবে। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রকৃত প্রশ্নের দ্বিতীয় অলৌকিক তাৎপর্য্য।

এবংবিধ সংশয়াকুলিতহৃদয়ে অপত্য-স্নেহ-পরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র, স্বকীয় সন্তানগণের রাজ্যলাভ বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া, জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ তাহারা কি করিতেছে? যিনি রাগদ্বেষাদি সকল দোষ জয় করিয়াছেন অর্থাৎ কি সর্ব্বত্র সমদর্শী, তাঁহার নাম 'সঞ্জয়'। বৃথা প্রিয়বাক্যে প্রতারিত না করিয়া তাদৃশ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপক্ষপাতে যথার্থ বৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা প্রকৃত ঘটনা পরিব্যক্ত করিবেন, মনোমধ্যে এইরূপ আশা করিয়া অন্ধরাজ সম্মুখবর্ত্তী অমাত্যকে সঞ্জয় এই প্রশংসাসূচক নামে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা

করিয়াছিলেন। 'মামকাঃ' এই বাক্য দ্বারা নিজ তনয়দিগের উল্লেখ করায়, তাঁহাদের প্রতি নিরতিশয় স্নেহ-ভাব, আর 'পাণ্ডবাশ্চ' এই পদ দ্বারা পাণ্ডুপুত্রগণের উল্লেখ করায়, তাঁহাদের প্রতি মমতার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্রস্নেহাবিষ্ট, লৌকিক ব্যবহারবোধ-বিহীন ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়গত গূঢ়াভিপ্রায়ও পরিব্যক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র উভয় স্থানস্থ ক্ষেত্রপদের কর্ষণভূমি এই প্রচলিত অর্থ অবলম্বন করিয়া, কোন কোন মহাত্মা এইরূপ রূপক অর্থ করেন যে, ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই ক্ষেত্রের ধান্য স্থানীয়, তদীয় সহায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ক্ষেত্রের কৃষক স্থানীয়, ভগবানুকৃত নানাবিধ সাহায্য জল-সেচন ও সেতু-বন্ধনাদি স্থানীয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশার্হ দুর্য্যোধনাদি ধান্যোৎপত্তির ও বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ধান্যাকার অসার তৃণ স্থানীয়।

প্রসঙ্গতঃ এ স্থলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য যে, তীর্থাদি পুণ্য স্থান সমূহের মাহাত্ম্য কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে। সত্ত্বগুণ সমন্বিত ব্যক্তির হৃদয় স্থান মাহাত্ম্যে দ্রবীভূত ও অধিকতর সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া, মধুরতর হয়। পরে দৃষ্ট হইবে যে, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষ রূপে প্রবল হইয়াছিল এবং তিনি শোণিতপাতাদি হিংসা কার্য্যে এককালে বিমুখ হইয়াছিলেন। কেন তাঁহার তাদৃশ ভাবান্তর জন্মিয়াছিল তাহা আলোচনা করিবার উৎকৃষ্টতর অবসর অচিরে উপস্থিত হইবে। আমরা সম্প্রতি সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এই মাত্র দেখাইতেছি যে, বিজ্ঞোত্তম ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্ন করণ কালে ধর্ম্মক্ষেত্র পদ দ্বারা তাহার যে মাহাত্ম্য ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বথা নিষ্ফল হয় নাই ॥ ১ ॥

—০:(*):০—

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। রাজা (দুর্য্যোধনঃ) তদা (তস্মাৎ সংগ্রামোদ্যোগাবস্থায়াম্) পাণ্ডব-অনীকম্, (পাণ্ডবানাং সৈন্যম্) ব্যূঢ়ম্, (ব্যূহরচনয়া স্থিতম্) দৃষ্ট্বা (অবলোক্য) তু (এব) আচার্য্যম্, (দ্রোণাচার্য্যম্) উপসঙ্গম্য (সমীপং গত্বা) বচনং (বক্ষ্যমাণরূপং বাক্যম্) অব্রবীৎ (উবাচ) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন। রাজা দুর্য্যোধন* তখন পাণ্ডবগণের সৈন্য ব্যূহবদ্ধ† দেখিয়াই আচার্য্য‡ সমীপস্থ হইয়া কথা বলিলেন॥২॥

ব্যাখ্যা।—ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নোত্তর স্বরূপে সঞ্জয় বলিতে লাগিলেন,—পাণ্ডবগণের সৈন্য সমূহকে তখন ব্যূহাকারে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান দেখিয়া, রাজা দুর্য্যোধন সত্বর দ্রোণাচার্য্যের সমীপস্থ হইয়া এই কথা বলিলেন॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—কিমস্মদীয়ং প্রবলং বলং প্রতিলভ্য বীরপুরুষৈর্ভীষ্মাদিভিরধিষ্ঠিতং পরেষাং ভয়মাবিরভূৎ, দয়াপক্ষদ্বয়হিংসানিমিত্তাধর্ম্মভয়মাসীদেবেন এতে যুদ্ধাদুপরমেরন্নিতি এবং পুত্রপরবশস্য পুত্রস্নেহাভিনিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে সঞ্জয়স্য প্রতিবচনং দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানাং ভয়প্রসঙ্গো নাস্তীত্যেতৎ তুশব্দেন দ্যোত্যতে, প্রত্যুত দুর্য্যোধনস্যৈব রাজ্ঞো ভয়ং প্রভূতং প্রাদুর্ব্বভূব, পাণ্ডবানাং পাণ্ডুসুতানাং যুধিষ্ঠিরাদীনামনীকং সৈন্যং ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিরতি-ধৃষ্টৈর্ব্যূহেনাবস্থিতং, দৃষ্ট্বা প্রত্যক্ষেণ প্রতীত্য ত্রস্তহৃদয়ো দুর্য্যোধনো রাজা তদা তস্যাং সংগ্রামোদযোগাবস্থায়ামাচার্য্যং দ্রোণনামানমাত্মনঃ শিক্ষিতারং রক্ষিতারঞ্চ শ্লাঘয়ন্নুপসংগম্য তদীয়ং সমীপং বিনয়েন প্রাপ্য, ভয়োদ্বিগ্নহৃদয়ত্বেঽপি তেজস্বিত্বাদেব বচনমর্থসহিতং বাক্যমুক্তবানিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

---

* ধৃতরাষ্ট্র-রাজমহিষী গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। কথিত আছে ইনি জন্মগ্রহণ করিলে নানাপ্রকার অমঙ্গল সূচক দুর্লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদুর প্রভৃতি তত্বজ্ঞ সাধুজনেরা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কুরুকুল বিনষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, 'দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন কলির অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি অতি পাপাশয়, ক্রূর ও কুরুকুলের কলঙ্ক স্বরূপ ছিলেন।" কুরুরাট্, গান্ধারেয় দুর্য্যোধন—দুর্য্যোধনের এই সকল নামান্তর। ত্রিকাণ্ড শেষ।

† ব্যূহ—যুদ্ধে দুর্গ জয়াদি সাধনের নিমিত্ত সেনা রচনা। সমগ্রস্য তু সৈন্যস্য বিন্যাসঃ স্থানভেদতঃ। স ব্যূহ ইতি বিখ্যাতো যুদ্ধেষু পৃথিবীভুজাম্॥ ইতি শব্দরত্নাবলী।

‡ পাণ্ডব ও কৌরবদিগের অস্ত্রাচার্য্য দ্রোণ, মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি একদা দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া দ্রোণ নাম প্রাপ্ত হন। দ্রোণ শস্ত্রবিদ্যায় যেরূপ পারদর্শী ছিলেন, বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রেও সেইরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি শরদ্বানের কন্যা কৃপীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। দ্রোণাচার্য্যের পুত্র জন্মমাত্র অশ্বের ন্যায় ধ্বনি করেন, এই জন্য অশ্বত্থামা নামে অভিহিত হন। পরশুরামকে প্রীত করিয়া দ্রোণ তাঁহার যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্র ও সরহস্য ধনুর্ব্বেদ লাভ করেন। পৃষত রাজকুমার দ্রুপদ বাল্যকালে দ্রোণের সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ ছিলেন। তিনি পঞ্চাল রাজ্যের অধীশ্বর হইলে, দ্রোণকে অপমানিত ও উপেক্ষিত করেন। দ্রোণ তথা হইতে হস্তিনাপুরে আসিলে, ভীষ্ম কর্ত্তৃক কৌরব ও পাণ্ডব বালকগণের আচার্য্যপদে নিয়োজিত হন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয়তম শিষ্য ছিলেন। রাজা দুর্য্যোধনের নির্ব্বন্ধাতিশয্য হেতু ভারত সমরে দ্রোণাচার্য্য কৌরব পক্ষে সেনাপতিপদ গ্রহণ করেন। পঞ্চাশীতি বর্ষ বয়সে, ভয়ানক ভারতযুদ্ধে, দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত সমরে, মহর্ষি দ্রোণাচার্য্য বিগতজীব হন।

শ্রীধর।—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানীমনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ॥ ২ ॥

বলদেব।—এবং জন্মান্ধস্য প্রজ্ঞাচক্ষুষো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধর্ম্মপ্রজ্ঞাবিলোপান্মোহান্ধস্য, মৎপুত্রঃ কদাচিৎ পাণ্ডবেভ্যস্তদ্রাজ্যং দদ্যাদিতি বিম্লানচিত্তস্য ভাবং বিজ্ঞায় ধর্ম্মিষ্ঠঃ সঞ্জয়স্ত্বৎপুত্রঃ কদাচিদপি তেভ্যো রাজ্যং নার্পয়িষ্যতীতি তৎসন্তোষমুৎপাদয়ন্নাহ দৃষ্ট্বেতি। পাণ্ডবানামনীকং সৈন্যম্, ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়াবস্থিতম্, আচার্য্যং ধনুর্ব্বিদ্যাপ্রদং দ্রোণম্, উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তদন্তিকং গত্বা, রাজা রাজনীতিনিপুণঃ, বচনমল্পাক্ষরত্বগম্ভীরার্থত্ব-সংক্রান্তবচনবিশেষম্। অত্র স্বয়মাচার্য্য-সন্নিধিগমনেন পাণ্ডবসৈন্য প্রভাবদর্শনহেতুকং তস্যান্তর্ভয়ং গুরুগৌরবেণ তদন্তিকং স্বয়মাগতবানস্মীতি ভয়সঙ্গোপনঞ্চ ব্যজ্যতে, তদিদং রাজনীতিনৈপুণ্যাদতি চ রাজপদেন॥ ২ ॥

মধুসূদন।—এবং কৃপালোকব্যবহারনেত্রাভ্যামপি হীনতয়া মহতোঽন্ধস্য পুত্রস্নেহমাত্রাভিনিবিষ্টস্য ধৃতরাষ্ট্রস্য প্রশ্নে বিদিতাভিপ্রায়স্য সঞ্জয়স্যাতিধার্ম্মিকস্য প্রতিবচনমবতারয়তি বৈশম্পায়নঃ। সঞ্জয় উবাচ। তত্র পাণ্ডবানাং দৃষ্টভয়সম্ভাবনাপি নাস্তি, অদৃষ্টভয়ন্তু ভ্রান্ত্যা অর্জ্জুনস্যোৎপন্নং ভগবতোপশমিতমিতি পাণ্ডবানামুৎকর্ষস্তুশব্দেন দ্যোত্যতে। স্বপুত্রকৃতরাজ্যসমর্পণশঙ্কয়া তু মাং প্রাক্ষীরিতি রাজানং তোষয়িতুং দুর্য্যোধনদৌষ্ট্যমেব প্রথমতো বর্ণয়তি দৃষ্ট্বেতি। পাণ্ডুপুত্রাণামনীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া ধৃষ্টদ্যুম্নাদিভিঃ স্থাপিতং দৃষ্ট্বা চাক্ষুষজ্ঞানেন বিষয়ীকৃত্য, তদা সংগ্রামোদ্যমকালে, আচার্য্যং দ্রোণনামানং ধনুর্ব্বিদ্যাসম্প্রদায়প্রবর্ত্তয়িতারম্, উপসঙ্গম্য স্বয়মেব তৎসমীপং গত্বা ন তু স্বসমীপে তমাহূয়। এতেন পাণ্ডবসৈন্যদর্শনজনিতং ভয়ং সূচ্যতে। ভয়েন স্বরক্ষার্থং তৎসমীপগমনেঽপি আচার্য্যগৌরবব্যাজেন ভয়সঙ্গোপনং রাজনীতিকুশলত্বাদিত্যাহ রাজেতি। আচার্য্যং দুর্য্যোধনোঽব্রবীদিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে বচনপদং সংক্ষিপ্তাল্পবহ্বর্থত্বাদি [বহ্বর্থত্বাদি] বহুগুণবিশিষ্টবাক্যবিশেষে সঙ্কুচিতং [সংক্রমিতং] বচনমাত্রমেবাব্রবীৎ ন তু কিঞ্চিদর্থমিতি বা॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া স্থিতম্, আচার্য্যং, দ্রোণম্, রাজা দুর্য্যোধনঃ। রাজা অব্রবীদিত্যেব সিদ্ধে বচনপদেন সংক্ষিপ্তবহ্বর্থকত্বাদিগুণবত্ত্বং বাক্যস্য সূচ্যতে॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—বিদিতত্তদভিপ্রায়স্তদাশংসিতং যুদ্ধমেব ভবেৎ, কিন্তু ত্বন্মনোরথপ্রতিকূলমিতি মনসি কৃত্বাহ দৃষ্ট্বেতি। ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া স্থিতম্ রাজা দুর্য্যোধনঃ। সান্তর্ভয়মুবাচ পশ্যৈতামিতি নবভি শ্লোকৈঃ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—অন্ধরাজকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় অকপটে যাহা বলিয়াছেন, অতঃপর ব্যাস-শিষ্য বৈশম্পায়ন জন্মেজয়কে তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভীষ্মাদি বীরপুরুষ কর্ত্তৃক রক্ষিত, প্রবল পরাক্রান্ত আমাদের সৈন্যদিগকে অবলোকন করিয়া, শত্রুপক্ষীয়দিগের ভয়ের সঞ্চার হইল, অথবা

তাহারা হিংসা জনিত অধর্ম্ম ভয়ে ভীত হইয়া যুদ্ধ হইতে স্বয়ংই নিবৃত্ত হইল, কিংবা মৎপুত্র সুযোধন ধর্ম্মভূমির মহিমায় নির্ম্মল অন্তঃকরণ হইয়া পাণ্ডু-পুত্রগণের ন্যায়তঃ প্রাপ্য রাজ্য তাহাদিগকে প্রদান পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা পালনে বিমুখ হইল, স্নেহপরায়ণ পুত্রবশংবদ ধৃতরাষ্ট্রের এবংবিধ ভাবাত্মক সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়, প্রথমতঃ পাণ্ডুপুত্রগণের কথা না বলিয়া, দুষ্টবুদ্ধি দুর্য্যোধনের ব্যবহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন।

অমিততেজা ভীষ্মাদি দর্শনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে কোনই ভয়ের সঞ্চার হয় নাই, মূলান্তর্গত 'তু' শব্দের দ্বারা ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। কেবল সত্ত্বগুণ প্রধান বীর-কেশরী অর্জ্জুনের হৃদয়ে স্থান মাহাত্ম্যে হিংসাদি নিমিত্ত অদৃষ্ট ভয়ের সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র; কিন্তু ভূ-ভার হরণার্থ ভূতলে অবতীর্ণ চতুরচূড়ামণি ভগবান্, বুদ্ধি-কৌশলে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা, ধনঞ্জয়ের সেই অবসাদ অচিরে দূরীভূত করিয়াছিলেন।

"রাজা"পদ দ্বারা দুর্য্যোধনের সর্ব্বতোমুখী প্রভুত্ব বিজ্ঞাপিত হইতেছে; কিন্তু অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তি দ্বারা অধীনস্থ সেনানায়ক দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান না করিয়া, প্রভুপদাধিষ্ঠিত রাজা দুর্য্যোধন স্বয়ং তাঁহার নিকট গমন করিলেন কেন? সংগ্রামোদ্যত ব্যূহরচনাধিষ্ঠিত প্রবল পরাক্রান্ত পাণ্ডবগণের বিপুল বাহিনী দর্শনে ভয় ব্যাকুলতাই ইহার একমাত্র কারণ। রাজা, ভীতিব্যাকুলিত অন্তরে, ধনুর্ব্বিদ্যা সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক দ্রোণ-নামক স্বকীয় আচার্য্য সমীপে স্বয়ং গমন করিলেন। কিন্তু পাছে তাঁহাকে লোকে ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞা করে, এই আশঙ্কায়, রাজনীতি-সঙ্গত কৌশল সহকারে, তাঁহাকে 'আচার্য্য' শব্দে সম্বোধন করিয়া স্বকীয় গুরুর মহত্ত্ব প্রকাশ করিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়জাত ভীতভাব সঙ্গোপন করিলেন। যেহেতু তিনি যত সুমহৎ হউন না কেন, আচার্য্য সমীপে গমন করিলে তাঁহার মানের লাঘব হইল বলিয়া কেহই তাঁহাকে কলঙ্কিত করিবে না এবং তিনি যে ত্রাসহেতু সত্বর স্বয়ং প্রধাবিত হইয়াছেন, একথাও কেহ মনে করিবে না।

অব্রবীৎ' অর্থাৎ বলিলেন,'এই মাত্র বলিলেই বাক্যার্থসিদ্ধ হইতে পারিত, তথাপি'বচন'পদ থাকায়, দুর্য্যোধনের মুখ হইতে সংক্ষিপ্ত অথচ ভাববহুল বাক্য বিনির্গত হইল, এইরূপ বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—আচার্য্য! তব শিষ্যেণ ধীমতা (বুদ্ধিমতা) দ্রুপদপুত্রেণ (ধৃষ্টদ্যুম্নেন) ব্যূঢ়াং (ব্যূহরচনয়া স্থাপিতাম্) পাণ্ডুপুত্রাণাম্ (যুধিষ্ঠিরাদীনাম্) এতাম্ (ভবৎপ্রমুখানপি অবিগণয্য স্থিতাম্) মহতীম্ (বিততাম্) চমূম্* (সেনাম্) পশ্য (অপরোক্ষীকুরু) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—গুরো! তোমার শিষ্য বুদ্ধিমান্ দ্রুপদ-তনয়-কর্ত্তৃক ব্যূহ বদ্ধ পাণ্ডবদিগের এই বহুসংখ্যক সেনা দেখ ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে গুরুদেব! ভবদীয় সুচতুর অস্ত্রশিষ্য দ্রুপদনন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন † কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনাধিষ্ঠিত পাণ্ডুপুত্রদিগের এই বিশাল সৈন্য-সমাবেশ অবলোকন করুন ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—তদেব বচনমুদাহরতি পশ্যেতি। এতামস্মদভ্যাসে মহাপুরুষানপি ভবৎপ্রমুখানপরিগণয্য ভয়লেশশূন্যামবস্থিতাং চমূমিমাং সেনাং পাণ্ডুপুত্রৈর্যুধিষ্ঠিরাদিভিরানীতাং মহতীমনেকাক্ষৌহিণীসহিতামক্ষোভ্যাং পশ্যেত্যাচার্য্যং দুর্য্যোধনো নিযুংক্তে, নিয়োগদ্বারা চ তস্মিন্ পরেষামবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্ ক্রোধাতিরেকমুৎপাদয়িতুমুৎসহতে। পরকীয়সেনায়া বৈশিষ্ট্যাভিধানদ্বারা পরাপরপক্ষেঽপি ত্বদীয়মেব বলমিতি সূচয়ন্নাচার্য্যস্য তন্নিরসনং সুকরমিতি মন্বানঃ সন্নাহ ব্যূঢ়ামিতি। রাজ্ঞো দ্রুপদস্য পুত্রস্তব শিষ্যো ধৃষ্টদ্যুম্নো লোকে খ্যাতিমুপগতঃ, স্বয়ঞ্চ শাস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাসম্পন্নো মহামহিমা তেন ব্যূহমাপাদ্যাধিষ্ঠিতামিমাং চমূং কিমিতি ন প্রতিপদ্যসে কিমিতি বা ন মৃষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

---

* গজ ৭২৯, রথ ৭২৯, অশ্ব ২১৮৭, পদাতি ৩৬৪৫ একত্রিত হইলে চমূ হয়। চমূশব্দে সাধারণতঃ সৈন্য দল বুঝায়। ('কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।)

† পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ, ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ সাধন বাসনায়, পুত্রকামী হইয়া মহাতপা মহর্ষি উপযাজের দ্বারা এক যজ্ঞ সম্পন্ন করেন; সেই যজ্ঞীয় হুতাশন মধ্য হইতে বর্ম্ম ও অস্ত্রধারী দেবকুমার তুল্য এক কুমার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আকাশবাণী হইল যে, এই দ্রুপদনন্দন দ্রোণকে বধ করিবেন। অনতিকাল মধ্যে সেই যজ্ঞানল হইতে আর এক শ্যামকায়া অলৌকিক শ্রীসম্পন্না কামিনী সমুত্থিতা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই যজ্ঞোদ্ভূত বীরের ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং সেই যজ্ঞ-সম্ভূতা কুমারীর কৃষ্ণা (দ্রৌপদী) নাম রক্ষা করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহর্ষি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্র শিক্ষা করেন। দৈব অপ্রতিবিধেয় বিবেচনায়, স্থিরবুদ্ধি দ্রোণ, ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রাণান্তক জানিয়াও তাঁহাকে যথাবিহিত যত্ন সহকারে অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া ভূমণ্ডলে স্বকীয় অসাধারণ হৃদয়-বল ও ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। আচার্য্য দ্রোণ এই শিষ্য হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন।

শ্রীধর।—তদেব বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিনবভিঃ শ্লোকৈঃ পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য! পাণ্ডবানাং মহতীং বিততাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াধিষ্ঠিতাম্॥ ৩॥

বলদেব।—তত্তাদৃশং বচনমাহ পশ্যৈতামিত্যাদিনা। প্রিয়শিষ্যেষু যুধিষ্ঠিরাদিষু স্নেহাতিশয্যাদাচার্য্যো ন যুধ্যেদিতি বিভাব্য তৎকোপোৎপাদনায় তস্মিংস্তদবজ্ঞাং ব্যঞ্জয়ন্নাহ এতামিতি। এতামতিসন্নিহিতাং প্রাগল্ভ্যেনাচার্য্যমতিশূরঞ্চ ত্বামবিগণয্য স্থিতাম্ দৃষ্ট্বা তদবজ্ঞাং প্রতীহীতি। ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়া স্থাপিতাম্। দ্রুপদপুত্রেণেতি। ত্বদ্বৈরিণা দ্রুপদেন ত্বদ্বধায় ধৃষ্টদ্যুম্নং পুত্রো যজ্ঞাগ্নিকুণ্ডাদুৎপাদিতোঽস্তীতি। তব শিষ্যেণেতি। ত্বং স্বশত্রুং জানন্নপি ধনুর্ব্বিদ্যামধ্যাপিতবানসীতি তব মন্দধীত্বম্। ধীমতেতি। শত্রোস্তত্তদ্বধোপায়ো গৃহীত ইতি সুধীত্বম্. ত্বদুপেক্ষ্যকারিতৈবাস্মাকমনর্থহেতুরিতি ভাবঃ॥ ৩॥

মধুসূদন।—তদেব বাক্যবিশেষরূপং বচনমুদাহরতি "পশ্যৈতামিত্যাদিনা তস্য সঞ্জয়ন্ হর্ষম্" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। পাণ্ডবেষু প্রিয়শিষ্যেষু অতিস্নিগ্ধহৃদয়মাচার্য্যোঽর্জ্জুনম্ করিষ্যতীতি সন্তপ্তে তস্মিন্ পরমাবজ্ঞাং অতিস্নিগ্ধহৃদয়ত্বাদাচার্য্যো যুদ্ধং ন করিষ্যতীতি সম্ভাব্য তস্মিন্ পরেষাং অবজ্ঞাং বিজ্ঞাপয়ন্ তস্যানন্দাতিরেকম্ [ক্রোধাতিশয়ম্] উৎপাদয়িতুমাহ এতামিতি। এতামত্যাসন্নত্বেন ভবদ্বিধানপি মহানুভাবানবগণয্য ভয়শূন্যত্বেন স্থিতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং চমূম্ অনেকাক্ষৌহিণীসহিতত্বেন দুর্নিবারাং পশ্য অপরোক্ষীকুরু (প্রার্থনায়াং লোট্)। অহং শিষ্যত্বাৎ ত্বামাচার্য্যং প্রার্থয়ামীত্যাহ আচার্য্যেতি। দৃষ্ট্বা চ তৎকৃতামবজ্ঞাং স্বয়মেব জ্ঞাস্যসীতি ভাবঃ। ননুতদীয়াবজ্ঞা সোঢ়ব্যৈবাস্মাভিঃ প্রতিকর্ত্তুমশক্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্য তন্নিরসনং তব সুকরমেবেত্যাহ ব্যূঢ়াং তব শিষ্যেণেতি। শিষ্যাপেক্ষয়া গুরোরাধিক্যং সর্ব্বসিদ্ধমেব। ব্যূঢ়াং ধৃষ্টদ্যুম্নেনেত্যনুক্ত্বা দ্রুপদপুত্রেণেতি কথনং দ্রুপদপূর্ব্ববৈরসূচনেন ক্রোধোদ্দীপনার্থম্। ধীমতেতিপদমনুপেক্ষণীয়ত্বসূচনার্থম্। ব্যাসঙ্গান্তরনিরাকরণেন ত্বরাতিশয়ার্থং। পশ্যেতি প্রার্থনম্। অন্যচ্চ হে পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য! ন তু মম তেষু স্নেহাতিশয়াৎ। দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণেতি ত্বদ্বধার্থমুৎপন্নোঽপি ত্বয়াধ্যাপিত ইতি তব মৌঢ্যমেব মমানর্থকারণমিতি সূচয়তি। শত্রোরপি সকাশাৎ তদ্বধোপায়ভূতা বিদ্যা গৃহীতেতি তস্য ধীমত্ত্বম্। অতএব তত্র সুদর্শনেনানন্দহেতুরেব ভবিষ্যতি ভ্রান্তত্বাৎ নাস্য কস্যচিদপি প্রদর্শনীয়েতি ত্বমেবৈতাং পশ্যেত্যাচার্য্যং প্রতি তৎসৈন্যং প্রদর্শয়ন্ নিগূঢ়ং দ্বেষং দ্যোতয়তি। এবঞ্চ যস্য ধর্ম্মক্ষেত্রং প্রাপ্যাচার্য্যোঽপীদৃশী দুষ্টবুদ্ধিস্তস্য কানুতাপশঙ্কা সর্ব্বাভিশঙ্কিত্বেনাতিদুষ্টাশয়ত্বাদিতিভাবঃ॥ ৩॥

নীলকণ্ঠ।—দ্রুপদপুত্রেণেতি পূর্ব্ববৈরস্মরণেন ক্রোধোদ্দীপনার্থং বিশেষণম্॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন তব শিষ্যেণেতি ত্বদ্বধার্থং উৎপন্ন ইতি জানতাপি ত্বয়া অয়মধ্যাপিত ইতি তব মন্দবুদ্ধিত্বং। ধীমতেতি শত্রোরপি তত্তঃ সকাশাৎ ত্বদ্বধোপায়বিদ্যা গৃহীতা ইত্যস্য মহাবুদ্ধিত্বং ফলকালেঽপি পশ্যেতি ভাবঃ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর নিম্নলিখিত নয় শ্লোকদ্বারা রাজা দুর্য্যোধন নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন। হে আচার্য্য! হে ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শিন্! ঐ দেখুন পাণ্ডবগণের পুঞ্জীকৃত সৈন্য, আপনার সুবুদ্ধিমান্ শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক রচিত ব্যূহ মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া, যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

দ্রোণাচার্য্য পাছে পাণ্ডুপুত্রগণকে দর্শনে স্নেহে অধীর হইয়া সমর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, অবলম্বিত অধ্যবসায়ে উদ্যম বিহীন হন, এই ভয়ে রাজা দুর্য্যোধন, তাহাদের গুরুর প্রতি অবজ্ঞাভাব প্রদর্শনপূর্ব্বক আচার্য্যের ক্রোধোদ্দীপনের নিমিত্ত বলিতেছেন; গুরুদেব! আমি আপনার শিষ্য—বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, কৃপা করিয়া সম্মুখভাগে অবলোকন করুন। আপনি চিরদিন যে পাণ্ডুপুত্রদিগকে অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া আসিতেছেন, অদ্য তাহারা অনেক অক্ষৌহিণী সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক আপনার মত বহুদর্শী সদুপদেষ্টা গুরুর প্রতি ভ্রুক্ষেপও না করিয়া, নিতান্ত অহঙ্কৃতভাবে আপনার সম্মুখে সমর-বেশে দণ্ডায়মান হইয়াছে। তাহাদের এই ব্যবহার কি আপনার অকৃত্রিম স্নেহ-লতার যথোপযুক্ত ফল, না গুরুদেবের সমুচিত দক্ষিণা? তাহাদের সাহঙ্কৃত ও অবজ্ঞাসূচক ব্যবহার দর্শন করিয়া নিশ্চিন্ত ও উদাসীন থাকা, আপনার পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। অতএব আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই, সম্প্রতি সময়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হউন।

আপনার চিরবৈরি দ্রুপদরাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার প্রদত্ত শিক্ষা-প্রভাবে এই ব্যূহ রচনা করিয়াছেন; সুতরাং ইহার চতুরতা ও আভ্যন্তরীণ কৌশল কিছুই আপনার অগোচর থাকিতে পারে না। এক্ষণে আমার বোধ হয় আপনি ঈষৎকটাক্ষ করিলেই ইহাদের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে পারিবেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের নাম না করিয়া, দ্রোণাচার্য্যের ক্রোধ উদ্দীপনার্থ তাঁহার চিরশত্রুর নাম স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে দুর্য্যোধন এস্থলে 'দ্রুপদপুত্র' শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে আপনার বধার্থ উৎপন্ন এই ধৃষ্টদ্যুম্ন আপনার নিকটে শিক্ষা করিয়া অধুনা আপনার প্রতিকূলে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। ইহাতে আপনার নিরতিশয় মূঢ়তা, সঙ্গেসঙ্গে আমার ঘোরানর্থোৎপত্তি এবং আপনার নিকট শিক্ষিত, আপনার বধার্থ জাত, চিরন্তন শত্রু দ্রুপদরাজতনয় ধৃষ্টদ্যুম্নের অতিশয় বুদ্ধিচাতুর্য্য ও কৌশলাভিজ্ঞতা সূচিত হইতেছে। মূলের 'ধীমতা'

শব্দ এই ভাবেই প্রযুক্ত; কিন্তু এখনও এই সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে দর্শন করিয়া আপনার নয়নযুগল স্নেহে মুকুলিত হইতেছে, এতদপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্য কাণ্ড আর কি হইতে পারে? এই সকল কঠোর বাক্যে তীব্র অথচ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ ও তিরস্কার দ্বারা দ্রোণাচার্য্যের হৃদয়ে প্রবল ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করাই দুর্য্যোধনের একমাত্র উদ্দেশ্য।

"পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য" এই পদ দ্বারা, হে পণ্ডুপুত্রগণের আচার্য্য! অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠিরাদি-গুরো! তুমি আমার পক্ষাশ্রিত হইলেও, আমার গুরু নহ, এতাদৃশ অর্থও কল্পিত হইতে পারে। তুমি চিরদিনই পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশীল, তাহাদের পক্ষীয় লোকের দুর্ব্ব্যবহার উপেক্ষা করিয়া থাক, এবং এখনও তাহাদের বিনাশার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াও, তোমার হৃদয় তাহাদিগের নিমিত্ত স্নেহার্দ্র হইয়া রহিয়াছে; অতএব উভয় পক্ষের গুরু হইলেও, তোমাকে "পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য' অর্থাৎ পাণ্ডবদিগের গুরু বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত।

ধর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়াও দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন, ছল ও কৌশলে গুরুদেবকে ইত্যাকার কটূক্তি সমূহে ব্যথিত-হৃদয় করিলেন, এবং স্বকীয় অন্তর-নিহিত পাপপূর্ণ দুরভিসন্ধি সমূহ প্রকাশ করিলেন। সঞ্জয়, সর্ব্বাগ্রে এই বৃত্তান্ত যথাবৎ বর্ণন পূর্ব্বক, দুর্য্যোধন স্থান-মহিমায় অনুতপ্ত হইয়া, যুধিষ্ঠিরাদির প্রাপ্য রাজ্য পুনর্ব্বার প্রদান করেন কি না, ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্তরস্থ আশঙ্কার নিরাকরণ করিলেন। এরূপ নিন্দনীয় যাহার ব্যবহার, তাঁহার প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই; স্থান-মাহাত্ম্য তাদৃশ পাপ-বুদ্ধির নিকটে পরাভূত; সে চিরদিনই যেরূপ পাপাশয় এখনও তাহাই রহিয়াছে ॥ ৩ ॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪ ॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫ ॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—অত্র (অস্যাং বিপক্ষসেনায়াম্) যুধি (যুদ্ধে) ভীম-অর্জ্জুন-সমাঃ (ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সর্ব্বসম্পন্নবিক্রমাভ্যাং তুল্যাঃ) মহেষ্বাসাঃ (মহান্তঃ অন্যৈঃ অপ্রধৃষ্যাঃ ইষ্বাসাঃ ধনুংষি যেষাং তে) শূরাঃ (যুদ্ধে অভীরবঃ) যুযুধানঃ (সাত্যকিঃ) বিরাটঃ চ মহারথঃ দ্রুপদঃ চ।

ধৃষ্টকেতুঃ চেকিতানঃ বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ পুরুজিৎ কুন্তিভোজঃ চ নর-পুঙ্গবঃ শৈব্যঃ চ (ধৃষ্টকেতুঃ ইত্যাদি-নামভিঃ প্রসিদ্ধাঃ)।

বিক্রান্তঃ যুধামন্যুঃ চ বীর্য্যবান্ উত্তমৌজাঃ চ সৌভদ্রঃ (অভিমন্যুঃ) দ্রৌপদেয়াঃ (দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ) চ সর্ব্বে এব মহারথাঃ [সন্তি] ॥ ৪।৫।৬॥

প্রতিশব্দ।—ইহাতে যুদ্ধে ভীম অর্জ্জুনের ন্যায় মহাধানুকী বীরগণ যুযুধান * এবং বিরাট † এবং মহারথ দ্রুপদ ‡।

ধৃষ্টকেতু চেকিতান্ এবং তেজস্বী কাশীরাজ পুরুজিৎ এবং কুন্তি-ভোজ এবং মানব শ্রেষ্ঠ শৈব্য §।

* যুযুধান বীর সত্যকি নামে সুবিখ্যাত। ইনি শ্রীকৃষ্ণের সারথি ছিলেন এবং কুরুক্ষেত্রসময়ে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পারিজাতহরণ কালে সাত্যকি স্বর্গপুরে যুদ্ধার্থ গমন করিয়াছিলেন এবং দেবপ্রতি-দ্বন্দ্বীর সহিত সমরে বিজয়ী হইয়াছিলেন।

† পাণ্ডবেরা দ্বাদশ বর্ষকাল বনবাসান্তে মৎস্যরাজ বিরাটের ভবনে একবর্ষকাল অজ্ঞাতবাস করেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ব্রাহ্মণ, ভীমসেন বল্লভ নামে সূপকার, অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে ক্লীব ও সঙ্গীতাধ্যাপক, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্ব-রক্ষক, সহদেব তন্ত্রিপাল নামে গোপালক, এবং দ্রৌপদী সৈরন্ধ্রী নামে পরিচারিকার ছদ্মবেশ ধারণপূর্ব্বক বিরাট-রাজপুরে একবর্ষ অতিবাহিত করেন। তথায় তাঁহারা যুদ্ধাদি দ্বারা বিরাটের প্রভূত ইষ্ট সাধন করিয়াছিলেন। নিয়মিত কালাবসানে বিরাটরাজ ও তাঁহার পুত্র উত্তর, পাণ্ডবগণের পরিচয় পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহাদের যথাবিহিত সংবর্দ্ধনা করেন। শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী অর্জ্জুনপত্নী সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। বিরাট-রাজের আগ্রহ হেতু, তদীয় কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হইল। সুতরাং বিরাট-রাজ পাণ্ডবগণের বৈবাহিক। বলা বাহুল্য, বিরাট রাজ স্বকীয় সৈন্যাদি সহ ভারত-যুদ্ধে পাণ্ডবগণের পক্ষাশ্রয় করেন।

‡ পাঞ্চালপতি দ্রুপদরাজা ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পিতা এবং পাণ্ডবগণের শ্বশুর।

§ এই সকল বীরপুরুষের অনেকের সহিত রাজসূয় যজ্ঞোপলক্ষে দিগ্বিজয় কালে যুধিষ্ঠিরের সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয়। অধুনা পাণ্ডবগণ পদচ্যুত হইলেও, এই মহাত্মারা তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা না করিয়া, স্ব স্ব দলবল সহ পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন।

কুন্তিভোজরাজ পাণ্ডব জননী কুন্তি দেবীর পিতা। শিবি-বংশসম্ভূত রাজার নাম শৈব্য। বীর চিকিতানের পুত্রের নাম চেকিতান। ধৃষ্টকেতু ও পুরুজিৎ বীরদ্বয়ের নাম শৌর্য্যের

এবং বিক্রমশালী যুধামন্যু এবং বলবান্ উত্তমৌজা সুভদ্রাতনয় এবং দ্রৌপদীনন্দনগণ সকলেই মহারথ [আছেন] ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥.

ব্যাখ্যা।—সম্মুখবর্ত্তী সৈন্য সমূহের মধ্যে সমরে ভীমার্জ্জুনের সমতুল্য মহাধানুষ্ক যুযুধান, বিরাট, মহারথ দ্রুপদ,

ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবন্ত কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব,

পরাক্রমশালী যুধামন্যু, বীর্য্যসম্পন্ন উত্তমৌজা *, সুভদ্রাতনয়, অভিমন্যু † এবং পা[illegible] পুত্রগণ ‡ এই সকল বীরবর্গ বিদ্যমান আছেন ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

আনন্দগিরি।—অন্যেঽপি প্রতিপক্ষে পরাক্রমভাজো বহবঃ সন্তীত্যুপেক্ষণীয়ত্বং স্বপক্ষস্য বিবক্ষন্নাহ অত্রেতি। তস্যাং হি প্রতিপক্ষভূতায়াং সেনায়াং শূরাঃ স্বয়মভীরবঃ শস্ত্রাস্ত্রকুশলা ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সর্ব্বসম্প্রতিপন্নবীর্য্যাভ্যাং তুল্যা যুদ্ধভূমাবুপলভ্যন্তে। তেষাং যুদ্ধশৌণ্ডীৰ্য্যং বিশদীকর্ত্তুং বিশিনষ্টি মহেষ্বাসা ইতি। ইষবস্যন্তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা ধনুরুচ্যতে তচ্চ মহদন্যৈরপ্রধৃষ্যং তদ্যেষাং তে, রাজানস্তথা বিবক্ষ্যন্তে। তানেব পরসেনামধ্যমধ্যাসীনান্ পরপক্ষানুবাগিণো বাজ্ঞো বিজ্ঞাপয়তি "যুযুধানঃ" ইত্যাদিনা "সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ" ইত্যন্তেন। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। স্পষ্টম্। তেষাং সর্ব্বেষামপি মহাবলপরাক্রমভাক্ত্বাদস্মৎপক্ষত্বং পুনর্ব্বিবক্ষতি সর্ব্ব এবেতি ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

যাহার সমুড্ডীন কেতন সন্দর্শনে অরাতিকুল ভয়বিকম্পিত হয়, তিনিই ধৃষ্টকেতু এবং যিনি বহুবিজয়ী অর্থাৎ পুনঃপুনঃ শত্রু দমনশীল তিনিই পুরুজিৎ।

* যুধামন্যু ও উত্তমৌজা পাঞ্চালদেশীয় রাজা। ইহাঁদের নাম বীরত্বের পরিচায়ক। সমরসংবাদে যিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া থাকেন তিনিই যুধামন্যু এবং যাঁহার সাহস ও বিক্রম অপরিমেয় তিনিই উত্তমৌজা।

† শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ভগিনী সুভদ্রা দেবীকে রৈবতকপর্ব্বত হইতে, শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শানুসারে অর্জ্জুন হরণ করেন এবং তাঁহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সুভদ্রার গর্ভে, অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। সে পুত্র বয়সে বালক হইলেও, যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ নিপুণ এবং সুপ্রবীণ বীরগণের, সমকক্ষ। ভারতযুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সাতজন সুবিখ্যাত বীর সমবেত হইয়া অন্যায়রূপে অভিমন্যুর বধ-সাধন করেন। অভিমন্যু যৎকালে মাতৃগর্ভে ছিলেন, তখনই জনকজননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধবিদ্যার অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

‡ দ্রৌপদীর গর্ভে পাণ্ডবদিগের পাঁচ পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের ঔরসে সুতসোম, অর্জ্জুনের ঔরসে শ্রুতকর্ম্মা নকুলের ঔরসে শতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেনের জন্ম হয়। এই পঞ্চভ্রাতা এবং অভিমন্যু অর্জ্জুনের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান সময়ে, পিতৃবধামর্ষ প্রদীপ্ত দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা, কৃতবর্ম্মা ও কৃপাচার্য্যের সহিত একযোগে, সুষুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

শ্রীধর।—অত্রেত্যাদি। অত্রাস্যাং চম্বাং ইষবো বাণা অস্যন্তে ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসা ধনূংষি মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ, ভীমার্জ্জুনৌ তাবদত্রাতিপ্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দিশতি যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা, নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ, সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ দ্রৌপদেয়া দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথস্তু সঃ" ॥ ৪। ৫। ৬॥

বলদেব।—নম্বেকেন ধৃষ্টদ্যুম্নেনাধিষ্ঠিতাস্মিকা সেনাস্মদীয়ৈরনেকৈরেব সুজেয়া স্যাদ-তস্তঃ মা ত্রাসীরিতি চেৎ তত্রাহ অত্রেতি। অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিরচ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসাশ্চাপা যেষাং তে। যুদ্ধকৌশলমাশঙ্ক্যাহ ভীমেতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। মহারথ ইতি যুযুধানাদীনাং ত্রয়াণাং বিশেষণম্। ধৃষ্টেতি। বীর্য্যবানিতি ধৃষ্টকেত্বাদীনাং ত্রয়াণাং। নরপুঙ্গব ইতি পুরু-জিদাদীনাং ত্রয়াণাং। যুধেতি। বিক্রান্ত ইতি যুধামন্যোঃ, বীর্য্যবানিত্যুত্তমৌজসশ্চেতি বিশেষণং। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ। দ্রৌপদেয়া যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ ক্রমাৎ দ্রৌপদ্যাং জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্য-শ্রুতসেন-শ্রুতকীর্ত্তি-শতানীক-শ্রুতকর্ম্মাখ্যাঃ পঞ্চ পুত্রাঃ। চশব্দাদন্যে চ ঘটোৎ-কচাদয়ঃ। পাণ্ডবাস্বতিখ্যাতত্বাৎ ন গণিতাঃ। যে এতে সপ্তদশ গণিতা যে চান্যে তৎপক্ষীয়াস্তে সর্ব্বে মহারথা এব। অতিরথস্যাপ্যুপলক্ষণমেতৎ। তল্লক্ষণঞ্চোক্তং। "একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ" ইতি॥ ৪। ৫। ৬॥

মধুসূদন।—নম্বেকেন দ্রুপদপুত্রেণ প্রসিদ্ধেনাধিষ্ঠিতাং চমূমেতামস্মদীয়ো যঃ কশ্চি-দপি জেষ্যতি কিমিতি ত্বমুত্তম্ভ জেন্তসীত্যত আহ অত্র শূরা ইত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ ন কেবলমাত্র ধৃষ্ট-দ্যুম্ন এব শূরঃ যেনোপেক্ষণীয়তা স্যাৎ, কিন্তু অস্যাং চম্বাং অন্যেঽপি বহবঃ শূরাঃ সন্তীত্যবশ্য-মেব তজ্জয়ে যতনীয়মিত্যভিপ্রায়ঃ। শূরানেব বিশিনষ্টি মহেষ্বাসা ইতি। মহান্তোঽন্যৈরপ্রধৃষ্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে তথা, দূরত এব পরসৈন্যবিদ্রাবণকুশলা ইতি ভাবঃ। মহাধনুরাদিমত্ত্বে-ঽপি যুদ্ধকৌশলাভাবমাশঙ্ক্যাহ, যুধি যুদ্ধে, ভীমার্জ্জুনাভ্যাং সর্ব্বসম্প্রতিপন্নপরাক্রমাভ্যাং সমা-স্তুল্যাঃ। তানেবাহ "যুযুধানঃ" ইত্যাদিনা "মহারথাঃ" ইত্যন্তেন। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ, দ্রুপদশ্চ মহারথ ইত্যেকঃ, অথবা যুযুধান-বিরাট-দ্রুপদানাং বিশেষণং মহারথ ইতি। ধৃষ্টকেতু চেকিতান-কাশীরাজানাং বিশেষণং বীর্য্যবানিতি। পুরুজিৎ-কুন্তিভোজ শৈব্যানাং বিশেষণং নরপুঙ্গব ইতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুঃ বীর্য্যবাংশ্চোত্তমৌজা ইতি দ্বৌ। অথবা সর্ব্বাণি বিশেষণানি সমুচ্চিত্য সর্ব্বত্র যোজনীয়ানি; সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াশ্চ দ্রৌপদীপুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ, চকারাদন্যেঽপি পাণ্ড্যরাজ-ঘটোৎকচপ্রভৃতয়ঃ, পঞ্চপাণ্ডবাস্ত্বতিপ্রসিদ্ধা এবেতি ন গণিতাঃ, যে গণিতাঃ সপ্তদশ অন্যেঽপি তদীয়াঃ সর্ব্ব এব মহারথাঃ সর্ব্বেঽপি মহারথা এব

নৈকোঽপি রথার্দ্ধরথো [রথোঽর্দ্ধরথো] বা যদ্বা মহারথা ইত্যতিরথস্যাপ্যুপলক্ষণং তল্লক্ষণঞ্চ "একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরস্তু সঃ। রথী ত্বেকেন (রথস্ত্বেকেন) যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ" ইতি॥ ৪। ৫। ৬॥

নীলকণ্ঠ।—মহেষ্বাসাঃ মহান্ত ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে, যুযুধানঃ সাত্যকিঃ. দ্রুপদশ্চ মহারথ ইত্যেকঃ। ধৃষ্টকেত্বাদয়ঃ ষট্। যুধামন্যূত্তমৌজসৌ, সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, পঞ্চ দ্রৌপদেয়াঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়শ্চেতি অষ্টৌ চকারাৎ পাণ্ডবা ঘটোৎকচাদয়শ্চাতিপ্রসিদ্ধা গ্রাহ্যাঃ, সর্ব্বেঽপি মহারথা এব। তল্লক্ষণন্তু "একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাং। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ স বৈ প্রোক্তো মহারথঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী ত্বেকেন যোদ্ধা স্যাত্তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ॥" ইতি॥ ৪। ৫। ৬॥

বিশ্বনাথ।—অত্র চম্বাং মহান্তঃ শত্রুভিশ্ছেত্তুমশক্যা ইষ্বাসা ধনূংষি যেষাং তে। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ, সৌভদ্রঃ অভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যো জাতাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ॥ অমিতান্ যোধয়েদ্যস্তু স এবাতিরথঃ স্মৃতঃ। রথী চৈকেন যো যোদ্ধা তন্ন্যূনোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ" ইতি॥ ৪। ৫। ৬॥

তাৎপর্য্য।—একমাত্র দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের ব্যূহ রচিত হইয়াছে; সুতরাং তাহাতে ভয়ের কারণ কিছুই নাই; দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং কিম্বা আমাদের পক্ষীয় অন্য কোন বীর ইহাদিগকে অবহেলায় জয় করিবেন; অতএব আমাদিগের চিন্তা ও আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক। পাছে দ্রোণাচার্য্য এইরূপ মনে করিয়া বিপক্ষপক্ষের বল উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ করেন, এরূপ আশঙ্কা করিয়া দুর্য্যোধন উপস্থিত সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের বিশেষ মনোনিবেশার্থ বলিতেছেন "গুরুদেব! ইঁহাদের মধ্যে কেবল ধৃষ্টদ্যুম্নই যে এক মাত্র প্রসিদ্ধ বীর এরূপ নহে, বিপক্ষ পক্ষে ভীমার্জ্জুন তুল্য পরসৈন্যবিদারণক্ষম অনেক বীর বর্ত্তমান আছে, অতএব ইহারা কদাপি উপেক্ষার যোগ্য নহে।" দুর্য্যোধন অতঃপর এক একটী বিশেষণ দ্বারা ও নাম নির্দ্দেশ করিয়া পাণ্ডবপক্ষীয় বীরদিগের সমরদক্ষতা ও বলবীর্য্যাদি দেখাইতেছেন এবং সকলেই মহারথী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এইরূপে দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রাদি সপ্তদশ বীরের নামোল্লেখ করিয়া 'চ' শব্দ দ্বারা, দুর্য্যোধন তদ্ব্যতিরিক্ত আরও অনেক বীরের বিদ্যমানতা ইঙ্গিতে ব্যক্ত

করিলেন। যথা ;—ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা নাম্নী নিশাচরীর গর্ভজাত ঘটোৎকচ নামক মহাবীর। পাণ্ডবগণ অতি প্রসিদ্ধ, এজন্য স্বতন্ত্ররূপে তাঁহাদের নামোল্লেখ আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন না। (মহারথ প্রভৃতির লক্ষণ যথা,—যে বীর একাকী দশ সহস্র ধনুর্দ্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং শস্ত্রশাস্ত্রে প্রবীণ তিনিই মহারথ ; যে বীর একাকী অপরিমিত সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন তাঁহাকে অতিরথ বলে ; যে বীর একজন মাত্র প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন, তিনি রথী ; তদপেক্ষা ন্যূন বীরকে অর্দ্ধ-রথী বলে) ॥ ৪ । ৫ । ৬ ॥

—০(:*:)০—

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম !।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—দ্বিজোত্তম অস্মাকম্ (সর্ব্বেষাং মধ্যে) তু যে বিশিষ্টাঃ (পরমোৎকৃষ্টাঃ) মম সৈন্যস্য নায়কাঃ * (নেতারঃ) তান্ নিবোধ (বুধ্যস্ব) সংজ্ঞার্থম্ (সম্যক্ জ্ঞানার্থম্) তান্ তে (তুভ্যম্) ব্রবীমি (বিজ্ঞাপয়ামি) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—বিপ্রশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগেরও যে প্রতিষ্ঠাভাজনগণ আমার সৈন্যের সেনাপতি তাঁহাদিগকে বুঝুন সুগোচরার্থ তাঁহাদিগকে আপনার নিকট বলিতেছি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ব্রাহ্মণসত্তম দ্রোণাচার্য্য ! আমাদিগের পক্ষেও যে সুপ্রতিষ্ঠিত বীরগণ আমার সৈন্য সমূহের অধিনায়ক হইয়াছেন, আপনার সম্যক্ জ্ঞানার্থে তাঁহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যেবং পরকীয়ং বলমতি প্রভূতং প্রতীত্যাতিভীতবদভিদধাসি হন্ত সন্ধিরেব পরৈরিষ্যতামলং বিগ্রহাগ্রহেণেত্যাচার্য্যাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য ব্রবীতি অস্মাকমিতি। তু শব্দেনাস্তৎপক্ষমপি স্বকীয়ং ভয়ং তিরোদধানো ধৃষ্টতামাত্মনো দ্যোতয়তি, যে খল্বস্মৎপক্ষে ব্যবস্থিতাঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষস্তান্ ময়োচ্যমানান্ নিবোধ, নিশ্চয়েন মদ্বচনাদবধারয়েত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বমেব ত্রৈবর্ণিকেষু ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধেষু প্রধানত্বাৎ প্রতিপত্তুং প্রভবসি তথাপি মদীয়সৈন্যস্য যে মুখ্যাস্তানহং তে তুভ্যং সংজ্ঞার্থমসংখ্যেষু তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভির্গৃহীত্বা পরিশিষ্টানুপলক্ষয়িতুং বিজ্ঞাপনং করোমি ন ত্বজ্ঞাতং কিঞ্চিৎ তব জ্ঞাপয়ামীতি মত্বাহ দ্বিজোত্তমেতি ॥ ৭ ॥

* । নায়কঃ সেনাপতিঃ। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।

শ্রীধর।—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব, নায়কা নেতারঃ, সংজ্ঞার্থং সম্যগ্‌জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—তর্হি কিং পাণ্ডবসৈন্যাদ্ভীতোঽসীত্যাচার্য্যভাবং সম্ভাব্যাত্মজাতামপি ভীতিমাচ্ছাদয়ন্ ধার্ষ্ট্যেনাহ অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ পরমোৎকৃষ্টা বুদ্ধ্যাদিবলশালিনঃ, নায়কা নেতারঃ, তান্ সংজ্ঞার্থং সম্যগ্‌জ্ঞানার্থং ব্রবীমীতি। পাণ্ডবপ্রেম্ণা ত্বং চেন্নো যোৎস্যসে তদাপি ভীষ্মাদিভির্ম্মিজ্জয়ো ভবিষ্যত্যেবেতি। তৎকোপোৎপাদনং দ্যোত্যম্॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—যদ্যেবং পরবলমতিপ্রভূতং দৃষ্ট্বা ভীতোঽসি হন্ত তর্হি সন্ধিরেব পরৈরিষ্যতাং কিং বিগ্রহেণেত্যাচার্য্যাভিপ্রায়মাশঙ্ক্যাহ অস্মাকন্ত্বিতি। তুশব্দেনান্তরুৎপন্নমপি ভয়ং তিরোদধানো ধৃষ্টতামাত্মনো দ্যোতয়তি অস্মাকমিতি। অস্মাকং সর্ব্বেষাং মধ্যে যে বিশিষ্টাঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমুৎকর্ষজুষস্তান্ ময়োচ্যমানান্ নিবোধ নিশ্চয়েন মম বচনাদবধারয়েতি (ভৌবাদিকস্য পরস্মৈপদিনো বুধে রূপম্) যে চ মম সৈন্যস্য নায়কা মুখ্যা নেতারস্তান সংজ্ঞার্থং অসঙ্খ্যেষু তেষু মধ্যে কতিচিন্নামভির্গৃহীত্বা পরিশিষ্টানুপলক্ষয়িতুং তেন তুভ্যং ব্রবীমি, নহ্যজ্ঞাতং কিঞ্চিদপি তব জ্ঞাপয়ামীতি। দ্বিজোত্তমেতি বিশেষণেনাচার্য্যং স্তুবন্ স্বকার্য্যে তদাভিমুখ্যং সম্পাদয়তি। দোষপক্ষে। দ্বিজোত্তমেতি ব্রাহ্মণত্বাৎ তব যুদ্ধাকুশলত্বং তেন ত্বয়ি বিমুখেঽপি ভীষ্মপ্রভৃতীনাং ক্ষত্রিয়প্রবরাণাং সত্বাদস্মাকং মহতী ক্ষতিরিত্যর্থঃ। সংজ্ঞার্থমিতি। প্রিয়শিষ্যাণাং পাণ্ডবানাং চমূং দৃষ্টা হর্ষেণ ব্যাকুলমনসস্তব স্বীয়-বীরবিস্মৃতির্মাভূদিতি মমেয়মুক্তিরিতি ভাবঃ।

নীলকণ্ঠ।—অস্মাকমিতি। বিশিষ্টাঃ শ্রেষ্ঠাঃ নিবোধ বুধ্যস্ব, (ভৌবাদিকস্য পরস্মৈপদিনো বুধেরিদং রূপম) সংজ্ঞার্থং অস্মৎপক্ষেঽপি শূরাঃ সন্তীতি জ্ঞাপনার্থং, পরেষু প্রাবল্যং দৃষ্ট্বা তবোৎসাহভঙ্গো মাভূদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—অস্মাকমিতি। নিবাধ বুধ্যস্ব। সংজ্ঞার্থং সম্যগ্‌জ্ঞানার্থম্ ॥৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পাণ্ডবদিগের বীরবাহুল্যের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া, দুর্য্যোধন মনে করিলেন যে, হয়ত গুরুদেব এই বর্ণনা শ্রবণে আমাকে ভীত মনে করিয়া বলিতে পারেন, "প্রভূত বলশালী অসীম পাণ্ডবসৈন্যদর্শনে যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে, তবে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন কর, কেন বৃথা যুদ্ধের জন্য এত আগ্রহ করিতেছ?" দ্রোণাচার্য্যের এবংবিধ অন্তরভাব কল্পনা করিয়া দুর্য্যোধন আপন সৈন্য মধ্যস্থ সমর-দক্ষ প্রধান প্রধান বীরপুরুষগণের নামোল্লেখ করিতেছেন।

দুর্য্যোধনের উক্তিতে "অস্মাকন্তু" এই 'তু' পদ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, 'গুরুদেব! পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণের নামকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া মনে করিবেন না যে, কেবল তাহাদের পক্ষেই সমরকুশল মহাবীরগণ রহিয়াছেন;

আমাদের পক্ষেও বিদ্যা, বল, বুদ্ধি, জাতি, কুল, শীলাদিতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অসংখ্য সৈন্য বর্ত্তমান আছেন। দুর্য্যোধন এইরূপে স্বকীয় সমরোৎসাহিত ও স্বসৈন্য-বাহুল্য প্রদর্শন পূর্ব্বক আচার্য্য-সমীপে পরসৈন্য-দর্শনে অন্তরোৎপন্ন ভয় সঙ্গোপিত করিলেন, এবং উল্লিখিত"তু"শব্দ দ্বারা গুরুসমক্ষে স্বকীয় ধৃষ্টতাও পরিহার করিলেন।

"দ্বিজোত্তম"এই সম্বোধন দ্বারা, আপনি ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ, আপনার বাক্য কখনও অন্যথা হইতে পারে না, সম্মুখ সংগ্রামে আপনি যাহা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, প্রিয়শিষ্য পাণ্ডবদিগের বিপুল বাহিনী সন্দর্শনে স্নেহাতিশয্যে ও হর্ষ-ব্যাকুল-হৃদয়ে তাহা বিস্মৃত হইবেন না, দুর্য্যোধন ইত্যাদি ভাবে আচার্য্যের স্তব করিয়া, পরিগৃহীত কার্য্যে তাঁহাকে বিশেষ প্রোৎসাহিত করিয়া দিতেছেন। আবার পক্ষান্তরে "দ্বিজোত্তম"এই সম্বোধনে আচার্য্যকে নিন্দাও করিতেছেন। তুমি ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ; যাজন, অধ্যাপনাদি কার্য্যেই তুমি পারদর্শী ; তোমার সমর-দক্ষতা কোথায় ? তুমি ব্রাহ্মণোচিত স্বধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া, যুদ্ধাদিরূপ ক্ষাত্রধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছ। তুমি যখন কুলাগত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পরকীয় পন্থা পরিগ্রহ করিয়াছ, তখন তোমার চিত্তের স্থৈর্য্য ও দৃঢ়তা কোথায় ? তোমার ন্যায় স্বধর্ম্মত্যাগী ব্যক্তি যে আত্ম-প্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইয়া যুদ্ধে পাণ্ডব-পক্ষের সমর্থন করিবে না, তাহাতেই বা বিশ্বাস কি ? কিন্তু পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহবশতঃ, যদি তুমি কার্য্যকালে ঐ পক্ষ অবলম্বন কর; তাহাতেও আমার বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই ; কারণ তুমি ভিন্ন আমার পক্ষে যে আর গণ্য বীর নাই এমন নহে ; প্রত্যুত ভীষ্মাদি অনেক ক্ষত্রিয়প্রবর মহাশূর আমার পক্ষে সেনাপতি হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সুতরাং তোমার ন্যায় একজন বিমুখ হইলে আমার বিশেষ ক্ষতি হইবে না। এরূপ স্তুতি ও নিন্দাসূচক সম্বোধন করিয়া, প্রিয়শিষ্যপাণ্ডবগণের দর্শন-জনিত-হর্ষ ব্যাকুল-চিত্ত আচার্য্যের পাছে বিস্মৃতি হয়, এই ভয়ে তাঁহার সংজ্ঞাসংবিধানার্থ, স্বকীয় অসংখ্য সৈন্যের মধ্যে সমর-প্রবীণ কতিপয় সেনাপতির নাম উচ্চারণ করিলেন। "সংজ্ঞার্থম্" (অর্থাৎ চেতনার নিমিত্ত) এই পদ দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে,আচার্য্যের ইহাও যেন সর্ব্বদা মনে থাকে, আপনি ভিন্নও কুরুপক্ষে অনেক সেনাধিনায়ক বর্ত্তমান রহিয়া ছেন ॥ ৭ ॥

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—ভবান্ (দ্রোণঃ) ভীষ্মঃ (পিতামহঃ) চ কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয়ঃ (সমরবিজয়ী) কৃপঃ চ অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্রঃ) বিকর্ণঃ (মৎকনিষ্ঠ-ভ্রাতা) চ সোমদত্তিঃ (ভূরিশ্রবাঃ) জয়দ্রথঃ (সিন্ধুরাজঃ) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—আপনি এবং ভীষ্ম এবং কর্ণ এবং সমরবিজয়ী কৃপাচার্য্য অশ্বত্থামা এবং বিকর্ণ সোমদত্ত-তনয় জয়দ্রথ ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—আপনি স্বয়ং অর্থাৎ দ্রোণাচার্য্য, পিতামহ ভীষ্ম (১),

---

(১) শান্তনুরাজার ঔরসে ও গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়। অষ্টবসু একদা বশিষ্ঠ মহর্ষির বিরাগভাজন হইয়া ভূলোকে নররূপে জন্মিবার নিমিত্ত অভিশপ্ত হন। সামান্যা-মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ নিতান্ত ক্লেশকর মনে করিয়া, বসুগণ পুতসলিলা জাহ্নবী দেবীকে গর্ভে স্থান দিতে এবং জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে একে একে বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন। কেবল মহর্ষি বশিষ্ঠের প্রধান ক্রোধ-ভাজন দ্যুনামক বসু, যাবজ্জীবন মানবরূপে বিদ্যমান থাকিবেন স্থির হয়। বসুগণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সুরধুনী সুরকন্যাতীত সুন্দরী বেশে সমাগতা হইলেন এবং রাজা শান্তনুর চিত্তাপহরণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। একে একে গঙ্গার গর্ভে সাত পুত্র জন্মিল এবং সকলেই মাতৃকর্ত্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল॥ সুন্দরী-শিরোমণি সুরধুনীর প্রেমান্ধ প্রতীপনন্দন শান্তনু পুত্রঘাতিনী পত্নীর হৃদয়হীনতা ও নিরতিশয় নিষ্ঠুরতার আলোচনা করিয়া আকুলহৃদয়ে কালপাত করিতে লাগিলেন। অবশেষে অষ্টম কুমার ভূমিষ্ঠ হইলে রাজা শান্তনু সেই সন্তানের জীবন রক্ষার্থ কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। পুণ্যতোয়া পতিতপাবনী তখন সকল কথাই জানাইয়া, রাজার হস্তে শেষ সন্তান সমর্পণ করিলেন এবং আপনি চিরদিনের নিমিত্ত পত্নী সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই অষ্টম নন্দন দেবব্রত ও শান্তনব নামে পরিচিত হইলেন। একদা রাজা শান্তনু যমুনানদী সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যবতী নাম্নী এক সুন্দরী ধীবর-তনয়ার অলোকসামান্য রূপ দর্শনে ও তদীয় অঙ্গসৌরভে আকুল হইয়া তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি কামনা করিলেন। কন্যার পিতা রাজ-প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কুরুরাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন না। সর্ব্বগুণান্বিত পরম রূপবান্ পুত্র দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া ধীবর কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের অঙ্গীকার করা শান্তনু নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু সেই সুন্দরীর রূপ-লাবণ্য অনুচিন্তনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া দিন দিন বিমলিন, বিশুষ্ক ও বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন হইতে থাকিলেন। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত পিতার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং ধীবরসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর যে সন্তান জন্ম গ্রহণ করিবেন, তিনিই রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। যদি এ সম্বন্ধে ভবিষ্যতে মতান্তর জন্মিবার আশঙ্কা হয়, এজন্য তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহ করিবেন না। এইরূপে পিতার সন্তোষ-সাধনার্থ মহাত্মা প্রিয়ব্রত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন। এই ভীষণ ব্যাপার সম্পন্ন করার পর হইতে তাঁহার নাম ভীষ্ম হইল। মহানুভব ভীষ্ম বিমাতৃনন্দনদিগকে

কর্ণ (১), যুদ্ধজেতা কৃপাচার্য্য (২), অশ্বত্থামা (৩), বিকর্ণ (৪) সোমদত্তসুত ভূরিশ্রবা (৫), এবং জয়দ্রথ (৬), মৎপক্ষে এই সকল শূর প্রধান ॥৮॥

সিংহাসনাসীন করিয়া, বিহিত প্রযত্নে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ, পরিপালন, কল্যাণকামনা এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধনে ব্যাপৃত রহিলেন। সম্বন্ধে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির জ্যেষ্ঠ পিতামহ ছিলেন, ("কুরু ও পাণ্ডবগণের ইতিহাস" শীর্ষক প্রবন্ধ দেখুন।)

(১) পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর এক কানীন পুত্র ছিলেন। কুন্তীর কৌমার্য্যাবস্থায়, সূর্য্যের ঔরসে সেই সন্তানের জন্ম হয়। সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কর্ণ নামে বিখ্যাত। লোকলজ্জাভয়ে কুন্তী সেই সদ্যঃ প্রসূত শিশুকে সলিলে নিক্ষেপ করিলে, অধিরথ নামে এক সূত সেই ভাসমান নন্দনকে গৃহে আনয়ন করে এবং রাধানাম্নী পত্নীর হস্তে সেই কুমারের লালন পালন ভার সমর্পণ করে। রাধা ঐ সুকুমার শিশুর বসুষেণ নাম রক্ষা করেন। রাধেয় ও সূতপুত্র নামেও কর্ণ অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছেন দেখা যায়। ইনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ ও অতিশয় দাতা ছিলেন। পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কর্ণ অসাধারণ বীর হইয়া উঠেন। একদা ইন্দ্র ইহার দাতৃত্বে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে একপুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। বৈকর্ত্তন ইহাঁর নামান্তর। এই মহাবীর্য্যশালী যোদ্ধাকে দুর্য্যোধন অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইনি দুর্য্যোধনের প্রধান সুহৃদ ও সখা এবং পাণ্ডবগণের প্রবল প্রতিপক্ষ ছিলেন। দুর্য্যোধন ইঁহার বাহুবলের উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতেন; কিন্তু বীরকুলরবি ভীষ্ম কর্ণের অলোকসামান্য বীরত্বে কদাপি আস্থা প্রদর্শন করিতেন না। তিনি কর্ণকে অর্দ্ধরথী বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং পাণ্ডবগণের ষোড়শাংশেরও তুল্য নহে বলিয়া মনে করিতেন।

(২) শরদ্বান্ নামক এক ধনুর্ব্বেদ বিদ্যাপারদর্শী তপস্বীর এক সঙ্গে এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। তপস্বী শরদ্বান্ পুত্র ও কন্যাকে নিঃসহায় অবস্থায় বনমধ্যে ফেলিয়া যান। মৃগয়ার্থী রাজা শান্তনু সেই সন্তান দ্বয়কে আনয়ন করিয়া পালন করেন। রাজার কৃপায় তাঁহারা পালিত হন বলিয়া বালকের কৃপ এবং বালিকার কৃপী এই নামকরণ হয়। কিছুকাল পরে একদা শরদ্বান্ শান্তনু রাজার ভবনে সমাগত হইয়া আপন পুত্রকে আত্ম পরিচয় প্রদান এবং স্বকীয় শাস্ত্র ও শস্ত্র বিদ্যা সমস্ত সমর্পণ করেন। পিতৃ-শিক্ষিত কৃপাচার্য্য ক্রমশঃ যুদ্ধ বিদ্যায় যথেষ্ট যশস্বী হইলেন। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য শরদ্বান্ তনয়া কৃপীর পাণিগ্রহণ করেন, সুতরাং কৃপাচার্য্য দ্রোণের শ্যালক।

(৩) কৃপীর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। ইনি জন্মকালে অশ্বের ন্যায় চীৎকার করিয়াছিলেন এজন্য ইঁহার অশ্বত্থামা নাম হইয়াছিল।

(৪) ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্রের অন্যতম।

(৫) চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত নামক রাজার পুত্র মহাবীর ও মহাযশা ভূরিশ্রবা। ইনি ভারত যুদ্ধে সাত্যকি কর্ত্তৃক নিহত হন। আর এক সৌমদত্তি দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া, শেষে সহদেবের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এরূপ প্রসঙ্গ মহাভারতে দেখিতে পাওয়া যায়।

(৬) সিন্ধুরাজ বীরবর জয়দ্রথের সহিত দুর্য্যোধনের ভগিনী দুঃশীলার বিবাহ হয়, সুতরাং ইনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা ছিলেন। জয়দ্রথ, অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অপ্রাপ্ত যৌবন নন্দন অভিমন্যুকে নিহত করেন। শেষোক্ত অর্জ্জুনের হস্তে বহু সৈন্য সহ জয়দ্রথ লীলা সংবরণ করেন।

পাঠান্তর — সৌমদত্তিস্তথৈব চ।

আনন্দগিরি।—তান্মের স্বসেনানিবিষ্টান্ পুরুষধৌরেয়ানাত্মীয়ভয়পরিহারার্থং পরিগণয়তি ভবানিত্যাদিনা ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—তানেবাহ ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ, সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা. সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—তানাহ ভবানিতি। ভবান্ দ্রোণঃ বিকর্ণো মদভ্রাতা কনিষ্ঠঃ সৌমদত্তি-ভূর্রিশ্রবাঃ। সমিতিঞ্জয়ঃ সংগ্রামবিজয়ীতি দ্রোণাদীনাং সপ্তানাং বিশেষণম্ ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—তত্র বিশিষ্টান্ গণয়তি ভবানিতি। ভবান্ দ্রোণঃ, ভীষ্মঃ, কর্ণঃ, কৃপশ্চ, সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি সমিতিঞ্জয় ইতি কৃপবিশেষণম্। কর্ণাদনন্তরং গণ্যমানত্বেন তস্য কোপমাশঙ্ক্য তন্নিরাসার্থঃ, এতে চত্বারঃ সর্ব্বতো বিশিষ্টাঃ। নায়কান্ গণয়তি. অশ্বত্থামা. দ্রোণপুত্রঃ। ভীষ্মাপেক্ষয়া যদাচার্য্যস্য প্রথমগণনং বিকর্ণাদ্যপেক্ষয়া তৎপুত্রস্য চ প্রথমগণনং আচার্য্যপরিতোষার্থম্, বিকর্ণঃ স্বভ্রাতা কনীয়ান্, সোমদত্তিঃ সৌমদত্তস্য পুত্রঃ শ্রেষ্ঠত্বাৎ ভূরিশ্রবাঃ, জয়দ্রথঃ সিন্ধুরাজঃ। তথৈব চেতি কেচিৎ প্রাহুঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—বিকর্ণঃ স্বভ্রাতা সৌমদত্তিভূর্রিশ্রবাঃ, জয়দ্রথপদস্থানে তথৈব চেতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শঠ-শিরোমণি দুর্য্যোধন নিজ সৈন্যগণের নামোল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া. ভীষ্ম কর্ণ প্রভৃতি সমর-দক্ষ বীরচূড়ামণিগণের নামের অগ্রে, দ্রোণাচার্য্যের নাম এবং একান্ত স্নেহপাত্র কনিষ্ঠ সহোদর বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবার নামের পূর্ব্বে গুরুপুত্র অশ্বত্থামার নাম কীর্ত্তন করিয়া আচার্য্যের প্রীতি সম্পাদন করিলেন। কারণ অসীম যশোরাশি দ্বারা বিভূষিত জনগণের মধ্যে স্বনাম কিংবা স্বপুত্রের নাম অগ্রগণ্য শ্রবণ করিলে মানবমাত্রেরই হৃদয় আপ্যায়িত ও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকে। 'সমিতিঞ্জয়ঃ' অর্থাৎ সংগ্রামবিজয়ী এই শব্দ দ্রোণাচার্য্যের শ্যালক কৃপাচার্য্যের বিশেষণ স্বরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। দ্রোণাচার্য্যের এই কুটুম্বের নাম প্রথম পর্য্যায়স্থ বীরবৃন্দের নামের শেষ ভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, পাছে গুরুদেব বিরক্ত হন, এই আশঙ্কায়, ভীষ্ম কর্ণ কাহারও কোন বিশেষণ না দিয়া, কৃপাচার্য্যের নামের সহিত 'সমিতিঞ্জয়' এই গৌরবাত্মক বিশেষণ সংযুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ এই শব্দ দ্রোণাদি সকলের বিশেষণ স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন ॥ ৮ ॥

—•:(•:•:•):•—

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—মদর্থে (মৎপ্রয়োজনার্থম্) ত্যক্ত-জীবিতাঃ (জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়াঃ) নানা-শস্ত্র-প্রহরণাঃ (নানা বহূনি শস্ত্রাণি প্রহরণ-সাধনানি যেষাং তে) সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণাঃ) অন্যে পূর্ব্বকথিতাদ্ভিন্নাঃ) চ বহবঃ (অসংখ্যাঃ) শূরাঃ * [সন্তি] ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—আমার-নিমিত্ত প্রাণ-ত্যাগে-সঙ্কল্প-বদ্ধ বিবিধায়ুধ সম্পন্ন সকলে সমরাভিজ্ঞ অন্য-ও অনেক বীর [আছেন] ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত বীরগণ ব্যতীত, আমার নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয়, বহুবিধ যুদ্ধাস্ত্র † সমন্বিত, আমার পক্ষে অন্যান্য অনেক রণপণ্ডিত বীর আছেন ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—দ্রোণাদিপরিগণনস্য পরিশিষ্টপরিসংখ্যার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অন্যে চেতি। সর্ব্বেঽপি ভবন্তমারভ্য মদীয়পৃতনায়াং প্রবিষ্টাঃ স্বজীবিতাদপি মহ্যং স্পৃহয়ন্তীত্যাহ মদর্থ ইতি। যত্তু তেষাং শূরত্বমুক্তং তদিদানীং বিশদয়তি নানেতি। নানাবিধান্যনেক-প্রকারাণি শস্ত্রাণ্যায়ুধানি প্রহরণানি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে তথা। বহুবিধায়ুধসম্পত্তা-বপি তৎপ্রয়োগে নৈপুণ্যাভাবে তদ্বৈফল্যমিতি চেন্নেত্যাহ সর্ব্ব ইতি ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণাঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব।—নন্বেতাবন্ত এব মৎসৈন্যে বিশিষ্টাঃ কিন্তসংখ্যেয়াঃ সন্তীত্যাহ অন্যে চেতি। বহবো জয়দ্রথ-কৃতবর্ম্ম-শল্যপ্রভৃতয়ঃ (ত্যক্তেত্যাদি কর্ম্মণি নিষ্ঠা) জীবিতানি ত্যক্তুং কৃতনিশ্চয়া ইত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেষাং সর্ব্বেষাং ময়ি স্নেহাতিরেকাৎ শৌর্য্যাতিরেকাদ্যুদ্ধপণ্ডিতত্বাচ্চ মদ্বিজয়ঃ সিধ্যেদেবেতি দ্যোত্যতে ॥ ৯ ॥

* কেহ কেহ "অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ। নানা শস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ" এরূপ অন্বয়ও করেন।

† খড়্গচর্ম্ম-ধনুর্ব্বাণৌ শল্য-ভল্লৌ তথাপরৌ।" অর্দ্ধচন্দ্রশ্চ নারাচঃ শক্তিযষ্টী তথাপরে॥ পরশুশ্চক্রশূলে চ পরিঘশ্চৈবমাদয়ঃ। এই সকল শস্ত্র ও অস্ত্র পুরাকালে সমরে ব্যবহৃত হইত।

শস্ত্র ও অস্ত্র এই দুই শব্দের অর্থগত বিভিন্নতা যথা; "যেন করধৃতেন হন্যতে তৎ শস্ত্রং খড়্গাদি। যেন ক্ষিপ্তেন হন্যতে তদস্ত্রং কাণ্ডাদি ইতি অমরকোষটীকায়াং ভরতঃ।

মধুসূদন।—কিমেতাবন্ত এব নায়কা নেত্যাহ অন্যে চেতি। অন্যে চ শল্য-কৃতবর্ম্ম-প্রভৃতয়ঃ, মদর্থে মৎপ্রয়োজনায় জীবনমপি(জীবিতমপি) ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। ত্যক্ত-জীবিতা ইত্যনেন স্বস্মিন্নমুরাগাতিশয়স্তেষাং কথ্যতে। এবং স্বসৈন্যবাহুল্যম্ তস্য স্বস্মিন্ ভক্তিঃ, শৌর্য্যম্, যুদ্ধোদ্যোগম্ যুদ্ধকৌশলঞ্চ দর্শিতং শূরা ইত্যাদি বিশেষণৈঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—অন্যে শল্য-কৃতবর্ম্মপ্রভৃতয়ঃ, শস্ত্রাণি বিদারকাণি খড়্গাদীনি প্রহরণানি কেবলং প্রহারার্থানি গদাদীনি নানাবিধানি যেষাং তে নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্যক্তজীবিতা ইতি জীবিতত্যাগেনাপি যদি মদুপকারঃ স্যাত্তদা তমপি কর্ত্তুং প্রবৃত্তা ইত্যর্থঃ। বস্তুতস্তু "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" ইতি ভগবদুক্তের্দুর্য্যোধনসরস্বতীসত্যম্ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—গুরুদেব! উল্লিখিত কয়েকটী মাত্র সৈন্যের নাম শ্রবণ করিয়া আপনি মনে করিবেন না যে, আমাদের পক্ষে গণনীয় যোদ্ধৃসংখ্যা ঐ কয় নামেই পর্য্যবসিত। উল্লিখিত যোদ্ধৃবর্গ ব্যতিরিক্ত, শল্য কৃতবর্ম্মা প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী যুদ্ধবিশারদ অসংখ্য বীর এই সমরক্ষেত্রে মদীয় সাহায্যার্থ উপস্থিত আছেন এবং প্রাণ পরিত্যাগেও যদি আমার উপকার হয়, তাঁহারা তাহাও করিতে প্রস্তুত আছেন। "মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ" এই বিশেষণ দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রতি তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের অনুরাগাধিক্য সূচিত হইল। বস্তুতঃ "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্" (গীতা ১১ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) অর্থাৎ "আমার দ্বারা ইহারা পূর্ব্ব হইতেই নিহত হইয়া আছে, হে অর্জ্জুন! তুমি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র হও" ইত্যাদি ভগবদুক্তি দ্বারা "মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ" (আমার জন্য জীবনত্যাগে সঙ্কল্পবদ্ধ) দুর্য্যোধনের এই বাক্যটী যথার্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং সার্থকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। "শূরাঃ" এই পদদ্বারা উভয়পক্ষীয় সৈন্যমধ্যে নিজ সৈন্যগণের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইল। "সর্ব্বে" এই বিশেষণ দ্বারা যোদ্ধৃগণের বাহুল্য, শৌর্য্য, যুদ্ধোদ্যোগ, যুদ্ধনৈপুণ্যাদি পরিব্যক্ত হইল। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ 'নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ' অর্থাৎ বহুশস্ত্র সম্পন্ন বলিয়া দুর্য্যোধন নির্দ্দেশ করিলেন। কিন্তু বহু অস্ত্রযুক্ত হইলেই যে যুদ্ধ-জয়ী হওয়া যায় এমন নহে; অস্ত্রচালনায় দক্ষতা আবশ্যক। এই জন্য দুর্য্যোধন সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন, "সর্ব্বে যুদ্ধ বিশারদাঃ" সকলে যুদ্ধ বিষয়ে সুপণ্ডিত অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগাদি যুদ্ধ ব্যাপারে পারদর্শী ॥ ৯ ॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতং।
পর্য্যাপ্তন্ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম ॥১০॥

অন্বয়।—ভীষ্ম অভিরক্ষিতম (ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতা অভি সর্ব্বতো-রক্ষিতম) অস্মাকং তৎ বলম, (সৈন্যম) অপর্য্যাপ্তম (একাদশাক্ষৌহিণীপরিমিতমনন্তমিত্যর্থঃ) ভীম-অভিরক্ষিতং এতেষাং (পাণ্ডবানাম) ইদং বলং তু পর্য্যাপ্তম (সপ্তাক্ষৌহিণী পরিমিতম) * ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ। ভীষ্ম-কর্ত্তৃক-বিশেষরূপে-রক্ষিত আমাদিগের সেই সৈন্য আবশ্যকের-অধিক ভীম-কর্ত্তৃক-বিশেষ-রূপে-রক্ষিত ইহাদের এই সৈন্য কি আবশ্যকানুরূপ ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে গুরো! ভীষ্ম কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত আমাদের পক্ষীয় সেনা সংখ্যায় প্রয়োজনাধিক এবং ভীম কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত পাণ্ডব-সৈন্য প্রয়োজনোপযোগী ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—রাজা পুনরপি স্বকীয়ভয়াভাবে হেত্বন্তরমাচার্য্যং প্রত্যাবেদয়তি অপর্য্যাপ্তমিতি। অস্মাকং খল্বিদমেকাদশসঙ্খ্যাকাক্ষৌহিণীপরিগণিতমপরিমিতং বলং ভীষ্মেণ চ প্রথিতমহামহিম্না সূক্ষ্মবুদ্ধিনা সর্ব্বতো রক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরেষাং পরিভবে সমর্থম্ এতেষাং পুনস্তদল্পং সপ্তসঙ্খ্যাকাক্ষৌহিণীপরিমিতং বলং ভীমেন চ চপলবুদ্ধিনা কুশলতাবিকলেন পরিপালিতমপর্য্যাপ্তমস্মানভিভবিতুমসমর্থমিত্যর্থঃ, অথবা তদিদমস্মাকং বলং ভীষ্মাধিষ্ঠিতম-পর্য্যাপ্তমপরিমিতমধৃষ্যমক্ষোভ্যম্. এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমেনাভিরক্ষিতং পর্য্যাপ্তং পরি-মিতং ক্ষেপ্তুং শক্যমিত্যর্থঃ। অথবা তৎ পাণ্ডবানাং বলমপর্য্যাপ্তং নালমস্মাকমস্মভ্যং, ভীষ্মাভিরক্ষিতং ভীষ্মোঽভিরক্ষিতোঽস্মৈ পরবলনিবৃত্ত্যর্থমিতি তদেব তথোচ্যতে, ইদং পুনরস্মদীয়ং

* অপর্য্যাপ্ত, ও 'পর্য্যাপ্ত" এই দুই শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। টীকাকারগণের মধ্যে শ্রীমদানন্দগিরি "অপর্য্যাপ্ত' শব্দের অর্থ অপরিমিত, অজেয় এবং "পর্য্যাপ্ত" শব্দের অর্থ পরিমিত, সমর্থ মনে করিয়াছেন। শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ও "অপর্য্যাপ্ত" অপরিমিত এবং পর্য্যাপ্ত শব্দে পরিমিত অর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী "অপর্য্যাপ্ত" অর্থে যুদ্ধে অসমর্থ এবং "পর্য্যাপ্ত" অর্থে যুদ্ধে সমর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ "পর্য্যাপ্ত শব্দের "পরিবেষ্টিত" অর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমচ্চক্রবর্ত্তী 'অপর্য্যাপ্ত' অপরিপূর্ণ অর্থাৎ যুদ্ধে অক্ষম স্থির করিয়াছেন। ঐ দুই শব্দ সম্বন্ধে টীকাকারগণের যেরূপ মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়, বাঙ্গালী অনুবাদকদিগের মধ্যেও সেইরূপ দেখা যায়। কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় মহাভারতের অনুবাদে ঐ দুই শব্দের অপরিমিত ও পরিমিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা অনেক বিবেচনা করিয়া অপরিমিত ও পরিমিত ব্যতীত, অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলাম না এবং তদনুসারে মূলের ব্যাখ্যা করিলাম।

বলমেতেষাং পাণ্ডবানাং পর্য্যাপ্তং পরিভবে সমর্থম্. ভীমাভিরক্ষিতং ভীমো দুর্ব্বলহৃদয়োঽভিরক্ষিতো যস্মৈ যৎ পরবলনিবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। তস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তত্তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যং অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুমসমর্থং ভাতি। ইদন্ত্বেতেষাং পাণ্ডবানাং বলং ভীমাভিরক্ষিতং সৈন্যং পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি ॥ ১০ ॥

বলদেব।—নন্বেবমুভয়োঃ সৈন্যয়োস্তৌল্যাৎ তবৈব বিজয়ঃ কথম্? ইত্যাশঙ্ক্য স্বসৈন্যস্যাধিক্যমাহ অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমপরিমিতমস্মাকং বলম্, তত্রাপি ভীষ্মেণ মহাবুদ্ধিমতাতিরথেনাভিরক্ষিতম্। এতেষাং পাণ্ডবানাং বলন্তু পর্য্যাপ্তং পরিমিতম্, তত্রাপি ভীমেন তুচ্ছবুদ্ধিনার্দ্ধরথেনাভিরক্ষিতমতঃ সিদ্ধবিজয়োঽহম্ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—রাজা পুনরপি সৈন্যদ্বয়সাম্যমাশঙ্ক্য স্বসৈন্যাধিক্যমাবেদয়তি অপর্য্যাপ্তমিতি। অপর্য্যাপ্তমনন্তমেকাদশাক্ষৌহিণীপরিমিতং ভীষ্মেণ চ প্রথিতমহিম্না সূক্ষ্মবুদ্ধিনা অভিতঃ সর্ব্বতো রক্ষিতং তত্তাদৃশগুণবৎপুরুষাধিষ্ঠিতমস্মাকং বলম্। এতেষাং পাণ্ডবানাং বলন্তু পর্য্যাপ্তং পরিমিতং সপ্তাক্ষৌহিণীমাত্রাত্মকত্বাৎ ন্যূনম্, ভীমেন চাতিচপলবুদ্ধিনা রক্ষিতম, তস্মাদস্মাকমেব বিজয়ো ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা তৎ পাণ্ডবানাং বলমপর্য্যাপ্তং নালম্, অস্মাকমস্মভ্যম্; কীদৃশং তৎ? ভীষ্মোঽভরক্ষিতোঽস্মাভির্যস্মৈ যন্নিবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। তৎ পাণ্ডববলম্, ভীষ্মাভিরক্ষিতং ইদং পুনরস্মদীয়ং বলং এতেষাং পাণ্ডবানাং পর্য্যাপ্তং পরিভবে সমর্থম্, ভীমোঽতিদুর্ব্বলহৃদয়ো রক্ষিতো যস্মৈ তদস্মাকং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্। যস্মাদ্ভীমোঽত্যযোগ্য এবৈতন্নিবৃত্ত্যর্থং তৈরক্ষিতস্তস্মাদস্মাকং ন কিঞ্চিদপি ভয়কারণমস্তীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—পর্য্যাপ্তং পরিতঃ আপ্তং ব্যাপ্তং পরিবেষ্টিতম্, পাণ্ডবসৈন্যং হি সপ্তাক্ষৌহিণীমিতত্বাদল্পং বহুনৈকাদশাক্ষৌহিণীমিতেনাঽস্মৎসৈন্যেন বেষ্টয়িতুং শক্যং ন তু তদীয়েনাস্মদীয়মিত্যর্থঃ, এবঞ্চ পর্য্যাপ্তমিত্যস্য পারণীয়মিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—অপর্য্যাপ্তং অপরিপূর্ণং পাণ্ডবৈঃ সহ যোদ্ধুং ক্ষমমিত্যর্থঃ। ভীষ্মেণাতিসূক্ষ্মবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণেনাভিতো রক্ষিতমপি ভীষ্মস্যোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ। এতেষাং পাণ্ডবানান্তু ভীমেন স্থূলবুদ্ধিনা শস্ত্রশাস্ত্রানভিজ্ঞেনাপি রক্ষিতম্, পর্য্যাপ্তং পরিপূর্ণং অস্মাভিঃ সহ যুদ্ধে প্রবীণমিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা দুর্য্যোধন উভয় পক্ষীয় গণ্যমান্য যোদ্ধৃবর্গের নামোল্লেখ করিয়া স্বকীয় ভয়হীনতা প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন, তথাপি আমাদের পক্ষই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই। কারণ আমাদের সৈন্য সংখ্যা একাদশ অক্ষৌহিণী এবং পাণ্ডবদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী; সুতরাং আমাদের বল পাণ্ডবগণের অপেক্ষা অনেক অধিক। অধিকন্তু আমাদের সৈন্যরক্ষী সুবিখ্যাত সূক্ষ্মবুদ্ধি ও অসামান্য বীর পিতামহ ভীষ্ম কর্ত্তৃক

পরিচালিত ও সুরক্ষিত এবং পাণ্ডবদিগের সৈন্য সমূহ চপলচিত্ত, হঠকারী ও অপরিণামদর্শী ভীম কর্ত্তৃক পরিচালিত ও সুরক্ষিত। এ সকল বিষয় বিবেচনায় আমাদিগের শ্রেষ্ঠতা অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। অন্যরূপে অর্থ করিলে উপলব্ধ হয় যে, রাজা দুর্য্যোধন মুখে ভীতিবিহীনতা প্রদর্শন করিলেও, অন্তরস্থ আশঙ্কা সঙ্গোপন করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন, আমাদের সৈন্য, সংখ্যায় বিপুল হইলেও, কার্য্যকালে অর্থাৎ শত্রুপরাভব সময়ে অসমর্থ হইয়া পড়িবে এবং পাণ্ডবগণের সৈন্য সংখ্যায় হীন হইলেও, যথোপযুক্ত সময়ে অরাতিনিপাতে সমর্থ হইবে। ভীষ্ম অদ্বিতীয় বীর হইলেও, উভয়পক্ষপাতী, সুতরাং তৎকর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য সম্ভবতঃ সমরে সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে না। কিন্তু ভীম বুদ্ধিহীন হইলেও আমাদিগের বদ্ধবৈরী, সুতরাং সমরে তদধীন সৈন্যসমূহ কৃতকার্য্য হইবে। মতান্তরে এরূপ অর্থও হয় যে, পাণ্ডবদিগের অল্প সংখ্যক সৈন্য আমাদের বহুল সেনাকে বেষ্টন ও অবরোধ করিতে কখনই সক্ষম হইবে না; কিন্তু আমাদের সৈন্য অবশ্যই তাহাদিগকে পরিবেষ্টিত করিতে সমর্থ হইবে। অতএব আমাদের জয়ের সন্দেহ নাই ॥ ১০ ॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ভবন্তঃ (ভবদাদয়ঃ) সর্ব্ব এব হি সর্ব্বেষু চ অয়নেষু (ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু) যথাভাগম্ (বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিং অবিহায়) অবস্থিতাঃ [সন্তঃ] ভীষ্মম্ এব অভিরক্ষন্তু ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—আপনারা সকলেই সকল প্রবেশ পথে-ই বিভাগানুসারে উপস্থিত[থাকিয়া]ভীষ্মকে-ই সর্ব্বপ্রকারে-রক্ষা-করিতে থাকুন॥১১॥

ব্যাখ্যা।—অতঃপর আপনারা সকলে প্রত্যেকে নিয়মিতরূপে বিভক্ত হইয়া এবং ব্যূহদ্বারে স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সর্ব্বতোভাবে ভীষ্মের রক্ষা সাধনে বিনিযুক্ত হউন ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—স্বকীয়বলস্য ভীষ্মাধিষ্ঠিতত্বেন বলিষ্ঠত্ব মুক্ত্বা ভীষ্মশেষত্বেন তদনুগুণত্বং দ্রোণাদীনাং প্রার্থয়তে অয়নেষ্বিতি। কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী চ শব্দঃ, সমরসমারম্ভসময়ে যোদ্ধৃনাং

যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূর্ব্বাপরাদিদিগ্বিভাগেনাবস্থিতিস্থানানি নিয়ম্যন্তে তান্যত্রায়নান্যুচ্যন্তে, সেনাপতিশ্চ সর্ব্বসৈন্যমধিষ্ঠায় মধ্যে তিষ্ঠতি তেষু সর্ব্বেষু প্রকৃপ্তং প্রবিভাগমপ্রত্যাখ্যায় ভবানশ্বত্থামা কর্ণশ্চেত্যেবমাদয়ো ভবন্তঃ সর্ব্বেঽবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেব সেনাপতিং সর্ব্বতো রক্ষন্তু, তস্য হি রক্ষণে সর্ব্বমস্মদীয়ং বলং রক্ষিতং স্যাৎ পরবলনিবৃত্ত্যর্থত্বেন তস্যাস্মাভী-রক্ষিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—দুর্য্যোধনো ভীমাভিরক্ষিতং পাণ্ডবানাং বলং, আত্মীয়ঞ্চ বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতমবলোক্যাত্মবিজয়ে অস্য বলস্য পর্য্যাপ্ততামাত্মীয়বলস্য তদ্বিজয়ে চাপর্য্যাপ্ততামাচার্য্যে নিবেদ্যান্তরে বিষণ্ণোঽভবৎ ॥ ২। ৩। ৪। ৫। ৬। ৭। ৮। ৯। ১০। ১১ ॥

শ্রীধর ;—তস্মাদ্ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু তথান্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১ ॥

বলদেব।—তথৈবং মদুক্তিভাবং বিজ্ঞায়াচার্য্যশ্চেদুদাসীত তদা মৎকার্য্যক্ষতিরিতি বিভাব্য তস্মিন্ স্বকার্য্যভারমর্পয়ন্নাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু সৈন্যপ্রবেশবর্ত্মসু, যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং যুদ্ধভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতা ভবন্তো ভবদাদয়ো ভীষ্মমেবাভিতো রক্ষন্তু, যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতশ্চাপশ্যন্তং তং যথান্যো ন হিংস্যাৎ তথা কুর্ব্বন্বিত্যর্থঃ। সেনাপতৌ ভীষ্মে নির্ব্বাধে মদ্বিজয়সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। অয়মাশয়ঃ ভীষ্মেঽস্মাকং পিতামহঃ ভবাংস্তু গুরুঃ। তৌ যুবামস্মদেকান্তহিতৈষিণৌ বিদিতৌ, যাবক্ষসদসি মদন্যায়ং বিদন্তাবপি দ্রৌপদ্যা ন্যায়ং পৃষ্টৌ নাবোচতাং, ময়া তু পাণ্ডবেষু প্রতীতং স্নেহাভাসং ত্যাজয়িতুং তথা নিবেদিতমিতি ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—এবং চেন্নির্ভয়োঽসি তর্হি কিমিতি বহু জল্পসীত্যত আহ অয়নেষ্বিতি, কর্ত্তব্যবিশেষদ্যোতী তুশব্দঃ। সমরসমারম্ভসময়ে যোধানাং যথাপ্রধানং যুদ্ধভূমৌ পূর্ব্বাপরাদিদিগ্বিভাগেনাবস্থিতিঃ স্থানানি যানি নিয়ম্যন্তে তান্যত্রায়নান্যুচ্যন্তে, সেনাপতিশ্চ সর্ব্বসৈন্যমধিষ্ঠায় মধ্যে তিষ্ঠতি তত্রৈবং সতি যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিমপরিত্যজ্যাবস্থিতাঃ সন্তো ভবন্তঃ সর্ব্বেঽপি যুদ্ধাভিনিবেশাৎ পুরতঃ পৃষ্ঠতঃ পার্শ্বতশ্চানিরীক্ষ্যমাণং ভীষ্মং সেনাপতিমেব রক্ষন্তু। ভীষ্মে হি সেনাপতৌ রক্ষিতে তৎপ্রসাদাদেব সর্ব্বং সুরক্ষিতং ভবিষ্যতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহরচনয়া স্থিতে সৈন্যে প্রবেশমার্গেষু যে যে স্থানে স্থিতা যূয়ং মধ্যস্থং ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু, অস্য সেনাপতেশ্চাঞ্চল্যে সর্ব্বাপি সেনা আকুলীভবেৎ, তৎস্থৈর্য্যে স্থিরা চ ভবেদতঃ স এব রক্ষ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাদ্যুষ্মাভিঃ সাবধানৈর্ভবিতব্যমিত্যাহ অয়নেষ্বিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু, যথাভাগং বিভক্তাঃ স্বাং স্বাং রণভূমিং অপরিত্যজ্যৈবাবস্থিতা ভবন্তো ভীষ্মমেবাভিতস্তথা রক্ষন্তু যথান্যৈর্যুধ্যমানোঽয়ং পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যতে, ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকম্ জীবিতমিতিভাবঃ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—দুর্য্যোধন বিবেচনা করিলেন আমার সৈন্য বাহুল্য এবং বলশ্রেষ্ঠতার বর্ণনা শ্রবণে আমার জন্য আর বিশেষ উৎকণ্ঠার কারণ নাই, সুতরাং অধিক পরিশ্রম ও দৈহিক ক্লেশ স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই মনে করিয়া, আচার্য্য অতঃপর যদি যুদ্ধবিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলে প্রভূত অনিষ্টের সম্ভাবনা। অতএব অধুনা সঙ্গে সঙ্গেই আচার্য্য ও মৎপক্ষীয় অন্যান্য যোধগণের বিশেষ কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়া ভারার্পণ করা আবশ্যক। এইরূপ বিবেচনা করিয়া দুর্য্যোধন বলিলেন,—"হে আচার্য্য! এক্ষণে আপনারা অর্থাৎ আপনি কর্ণ, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, জয়দ্রথ প্রভৃতি যাবতীয় সৈন্য-প্রবেশ-দ্বারে যথাভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া এবং নিজ নিজ স্থান কদাপি পরিত্যাগ না করিয়া, বিহিতবিধানে পিতামহ ভীষ্মদেবের রক্ষাকার্য্যে ব্রতী হউন। এক্ষণে পিতামহ ভীষ্মই আমাদের একমাত্র ভরসাস্থল। তিনি যখন রণমদে মত্ত হইবেন, তখন শত্রুসংহারই তাঁহার অনন্য-কর্ম্ম হইবে, আত্মরক্ষায় তাঁহার লক্ষ্য থাকিবে না এবং সম্মুখ ব্যতীত কোন দিকেই তাঁহার দৃষ্টি পড়িবে না। সেই দারুণ দুর্ব্বিপাককালে আমাদের পরম সহায় স্বরূপ সেই মহাপুরুষকে রক্ষা করিতে পারিলেই তাঁহার প্রসাদে আমাদের সকল রক্ষা হইবে। অতএব আপনাকে ও মৎ-পক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে অতঃপর যাবতীয় ব্যূহদ্বারাদিতে, নিয়মিতরূপ সৈন্যাদি সহকারে সশস্ত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া, চতুর্দ্দিকাগত বিপদ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে হইবে। ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, আপনি আমাদের গুরু; সুতরাং আপনাদের উভয়ের ন্যায় হিতৈষী আমাদের আর কে আছে? আপনি স্বয়ং যখন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, তখন ভবদীয় কর্ত্তব্য বিশেষের নির্দ্দেশ করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক হইলেও, অন্তর-জাত ব্যাকুলতা হেতুই, এতাদৃশ বাক্যব্যয় করিয়া ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছি। দুর্য্যোধনের এইরূপ ভাবযুক্ত উক্তির দ্বারা আচার্য্যের হৃদয় ঔদাসীন্য পরি-হার করিয়া উৎসাহশীল ও যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হইল এবং ভীষ্মের উপর ঐকান্তিকী নির্ভর করায় আচার্য্য যদি বা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন, তাহাও নিরাকৃত হইল। মূলান্তর্গত "তু" ও "চ" দ্বারা কর্ত্তব্য বিশেষ দ্যোতিত হইতেছে ॥ ১১ ॥

—•:(*):•—

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২ ॥

অন্বয়।—প্রতাপবান্ কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ তস্য হর্ষং সঞ্জনয়ন্ উচ্চৈঃ সিংহনাদং বিনদ্য শঙ্খং দধ্মৌ ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—বিক্রমশালী কুরু-কুল-বয়োজ্যেষ্ঠ পিতামহ তাহার আনন্দ উৎপাদন-করিয়া মহানির্ঘোষে কেশরি-তুল্য-গর্জ্জন-পূর্ব্বক শঙ্খ-নাদ করিলেন ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা।—অনন্তর বর্ষীয়ান্ অতিবিক্রান্ত পিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের আনন্দোৎপাদনের অভিপ্রায়ে, মহাশব্দে সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া শঙ্খ ধ্বনি করিলেন ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—তমেবমাচার্য্যং প্রতি সংবাদং কুর্ব্বন্তং ভয়াবিষ্টং রাজানং দৃষ্ট্বা তদভ্যাসবর্ত্তী পিতামহস্তদ্বুদ্ধ্যনুরোধার্থং ইত্থং কৃতবানিত্যাহ তস্যেতি। রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য হর্ষং বুদ্ধিগতমুল্লাসবিশেষং পরপরিভবদ্বারা স্বকীয়বিজয়দ্বারকং সম্যগুৎপাদয়ন্ ভয়ং তদীয়মপনিনীষুরুচ্চৈঃসিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খমাপূরিতবান্, কিমিতি দুর্য্যোধনস্য হর্ষমুৎপাদয়িতুং পিতামহো যততে? কুরুবৃদ্ধত্বাৎ তস্য কুরুরাজত্বাৎ পিতামহত্বাচ্চাস্য দুর্য্যোধনভয়াপনয়নার্থো প্রবৃত্তিরুচিতা, তদুপজীবিতয়া তদ্বশত্বাচ্চ তস্য সিংহনাদে শঙ্খশব্দে চ পরেষাং হৃদয়ব্যথাং সম্ভাব্যতে, দূরাদেবারিনিবহং প্রতি ভয়জননলক্ষণপ্রতাপত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজবাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্ তদাহ তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২ ॥

বলদেব—এবং দুর্য্যোধনকৃতাং স্বস্তুতিমবধার্য্য সহর্ষো ভীষ্মস্তদন্তর্গতাং ভীতিমুৎসাদয়িতুং শঙ্খং দধ্মাবিত্যাহ তস্যেতি। (সিংহনাদমিত্যুপমানে কর্ম্মণি চেতি•• পাণিনিসূত্রান্ণমুল্। চাৎ কর্ত্তর্য্যুপমানে ইত্যর্থঃ)। সিংহ ইব বিনদ্যেত্যর্থঃ। মুখতঃ কিঞ্চিদমুক্ত্বা। শঙ্খনাদমাত্রকরণেন জয়পরাজয়ৌ খবীশ্বরাধীনৌ ত্বদর্থে ক্ষত্রধর্ম্মেণ দেহং ত্যক্ষ্যামীতি ব্যজ্যতে ॥ ১২॥

মধুসূদন।—তস্যেতি। এবং পাণ্ডবসৈন্যদর্শনাদতিভীতস্য ভয়নিবৃত্ত্যর্থমাচার্য্যং কপটেন শরণং গতস্য ইদানীমপ্যয়ং মাং প্রতারয়তীত্যসন্তোষবশাদাচার্য্যেণ বাঙ্মাত্রেণাপ্যনাদৃতস্যাচার্য্যোপেক্ষাং বুদ্ধ্বায়নেষ্বিত্যাদিনা ভীষ্মমেব স্তবতস্তস্য রাজ্ঞো ভয়নিবর্ত্তকং হর্ষং বুদ্ধিগতমুল্লাসবিশেষং স্ববিজয়সূচকং জনয়ন্ উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা (সিংহনাদমিতি ণমুলান্তম্ অন্তো বৈ পোষং পুষ্যতীতিবৎ তস্যৈব ধাতোঃ পুনঃ প্রয়োগঃ) শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্। কুরুবৃদ্ধত্বাদাচার্য্যদুর্য্যোধনয়োরভিপ্রায়পরিজ্ঞানম. পিতামহত্বাদদয়পেক্ষণম. নত্বাচার্য্যবদুপেক্ষণম্।

প্রতাপবত্বাদুচ্চৈঃসিংহনাদপূর্ব্বক শঙ্খবাদনম্ পরেষাম্ ভয়োৎপাদনায়। (অত্র সিংহনাদশঙ্খবাদ-য়োর্হর্ষজনকত্বেন পূর্ব্বাপরকালত্বেঽপ্যভিচরন্ যজেতেতিবজ্জনয়ন্নিতি শতাঽবশ্যম্ভাবিত্বরূপবর্ত্ত-মানত্বে ব্যাখ্যাতব্যম্) ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—তস্যেতি। তস্য এবং বদতো দুর্য্যোধনস্য সঞ্জয়বাক্যমিদম্। (সিংহনাদমিতি, ণমুলন্তম্. তেন বিনদ্যইত্যস্যানুপ্রয়োগঃ কষাদিত্বাৎ সমূলকাষং কষতি স্ম দৈত্যানিত্যাদিবৎ) কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মঃ প্রাগ্বিরাটনগরাদৌ দৃষ্টপ্রভাবান পাণ্ডবান্ দৃষ্ট্বা রাজ্ঞো ভয়ং মাভূদিতি শঙ্খং দধ্মৌ, হর্ষং যুদ্ধোৎসাহং জনয়ন্, (হেত্বর্থে শতৃপ্রত্যয়ঃ) হর্ষজননার্থমিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ স্বসম্মানশ্রবণজনিতহর্ষঃ, তস্য দুর্য্যোধনস্য ভয়বিধ্বংসেন হর্ষং সংজনয়িতুং কুরুবৃদ্ধো ভীষ্মঃ। সিংহনাদমিতি (উপমানে কর্ম্মণি চেতি ণমুল্) সিংহ ইব বিনদ্য ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর আচার্য্য সমীপে দুর্য্যোধনের বাক্য পরিসমাপ্ত করিয়া, সঞ্জয় অন্য বৃত্তান্ত বিবৃত করিতেছেন। দ্রোণাচার্য্য সমীপে দুর্য্যোধনের উক্তি সমূহ শ্রবণ করিয়া এবং স্বকীয় প্রশংসাসূচক স্তুতি সমূহের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত হইয়া, কুরু-কুল-ধুরন্ধর অশেষ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন বলীয়ান্ পিতামহ ভীষ্ম, দুর্য্যোধনের অন্তরস্থ আশঙ্কা অপনোদিত করিয়া আনন্দ সংবিধান বাসনায়, সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক, শঙ্খধ্বনি করিলেন। মূলোক্ত ভীষ্মের বিশেষণত্রয়ের যথেষ্ট সার্থকতা পরিদৃষ্ট হইতেছে। বৃদ্ধগণ বহুদর্শিতা বিজ্ঞতা ও প্রবীণতা হেতু অপরের হৃদয়ভাব অনুমান করিতে সুনিপুণ হইয়া থাকেন। এজন্য দ্রোণাচার্য্য ও দুর্য্যোধনের বচন এবং ভাব-ভঙ্গী দর্শনে 'কুরুবৃদ্ধ' ভীষ্ম সহজেই তাঁহাদের অন্তরের অবস্থা প্রণিধান করিলেন। পিতামহগণ, স্বাভাবিক স্নেহ হেতু, শরণাগত নিতান্ত দুর্ব্বিনীত পৌত্রকেও, হতাদর ও অবজ্ঞা করিতে অক্ষম। রাজা দুর্য্যোধনের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, কুলাগত সম্পর্ক-শূন্য দ্রোণাচার্য্য উপেক্ষার ভাবে নির্ব্বাক রহিলেন; একটি মাত্র বাক্যও ব্যয় করিলেন না, কোন প্রকার উৎসাহ প্রদান করিলেন না; কিন্তু নিকট সম্পর্কিত 'পিতামহ' ভীষ্ম এ অবস্থায় দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদন না করিয়া এবং তাঁহাকে উৎসাহিত না করিয়া কোন ক্রমেই থাকিতে পারিলেন না। তাদৃশ গুরু গম্ভীর আরাবে সিংহ তুল্য গর্জ্জন করিয়া বিপক্ষপক্ষের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা 'প্রতাপবান্' ভীষ্ম ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভাবিত নহে। দৃঢ়-ব্রত চির-কর্ত্তব্য-পরায়ণ ভীষ্ম এরূপ বিবেচনা করিয়া থাকিতে পারেন যে, যুদ্ধে জয় পরাজয় অবশ্যই বিধি-

নিয়োজিত। আমি যখন দুর্য্যোধনের অন্নভোজী ও আশ্রিত তখন তাঁহারই প্রীতিপ্রদ কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাধ্য। পরিণামে রণে পরাজয় ঘটিলে, ক্ষত্র ধর্ম্মানুসারে সমরে দেহত্যাগ করিয়া, পারলৌকিক নিশ্রেয়ঃ লাভ করিব। সুতরাং অধুনা কোন বাচনিক অভিপ্রায় ব্যক্ত না করিয়া, দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনের সন্তোষবিধায়কসিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করায় কোন হানি নাই। সমর-ক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়া সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি প্রভৃতির দ্বারা সমরারম্ভ সংবাদ সংঘোষিত হয়। এ স্থলে, পাণ্ডবেরা অগ্রে তাদৃশ কোন অনুষ্ঠান না করায়, কৌরবগণেরই উত্তেজিত ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে। পাণ্ডবদিগের প্রতি অসীম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইলেও, তাঁহারা প্রথমাবধি নানা প্রকারে সন্ধি সংস্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন। তাহাতে বিফল-মনোরথ হইয়া অগত্যা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যুদ্ধার্থে উপস্থিত হইয়াও তাঁহারা কোন প্রকার আস্ফালন না করিয়া স্থির ও ধীর ভাবে পরিণামের প্রতীক্ষা করিতেছেন; ইহাতে তাঁহাদের উদারতা ও সহৃদয়তা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। দুর্য্যোধনের পক্ষ হইতেই প্রথমতঃ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি প্রচারিত হওয়ায় তাঁহার ঔদ্ধত্য ও গর্ব্বিত ভাব সুস্পষ্টরূপে পরিব্যক্ত হইতেছে। এরূপ যাহাদের হৃদয়-ভাব সে পক্ষ যে স্থান-মাহাত্ম্য হেতু কোমল-হৃদয় হইয়া সন্ধি-বন্ধন করিবে ইহা কদাচ সম্ভবপর নহে। মূর্ত্তিমান অহঙ্কার স্বরূপ দুর্য্যোধনের হৃদয়ভাব আন্দোলন করিয়া, তাঁহার প্রীতির নিমিত্ত তদাশ্রিত স্থিরধী ভীষ্মকে অহঙ্কার বিজ্ঞাপক ব্যবহার করিতে হইয়াছে। তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম এই সমরের পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং নিয়তি যে অপরিহার্য্য তাহাও তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং যাহার তিনি আশ্রিত, যাহার সৈন্যাপত্যে তিনি ব্রতী, যাহার বশ্যতা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সন্তোষসাধন কাল ও অবস্থানুসারে তৎকালে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্যপরায়ণ ভীষ্মের বর্ত্তমান ব্যবহারে, অধীন ব্যক্তি পদপ্রতিষ্ঠায় অতুলনীয় হইলেও, বিবেকমূঢ় ও স্বার্থপর প্রভুর বাসনানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য সম্পাদনে বাধ্য ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। সম্বন্ধে উভয় পক্ষই সমান হইলেও, অধীনতা হেতু, ভীষ্ম কর্ত্তব্য-পূজার নিমিত্ত এস্থলে বাসনা ছাগ বলি দিতেছেন ॥ ১২ ॥

——(:০:)——

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—ততঃ শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ চ পণব-আনক-গোমুখাঃ এব সহসা অভি-অহন্যন্ত স শব্দঃ তুমুলঃ-অভবৎ ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—তদনন্তর শঙ্খ-সকল ও ভেরী-সকল ও মার্দ্দিল-পটহ-গোমুখ-সকল ও সহসা বাদিত হইল সেই শব্দ মহান্ হইল ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অনন্তর কুরুসৈন্য মধ্যে সহসা শঙ্খ, ভেরী, মার্দ্দল, ঢক্কা প্রভৃতি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র বাদিত হইল এবং সেই সম্মিলিত শব্দ অতি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—রাজাভিপ্রায়ং প্রতীত্য ভীষ্মপ্রবৃত্ত্যনন্তরং তৎপক্ষৈস্তৈস্তৈরাজভিঃ শঙ্খাদয়ো বাদ্যবিশেষা ঝটিতি শব্দবন্তঃ সম্পাদিতাঃ। স চ শঙ্খাদিপ্রযুক্তশব্দস্তুমুলো বহুলং ভয়ং পরেষাং পরিদোতয়ন্নাসীদিত্যাহ ততইতি ॥ ১৩ ॥

রামানুজ—তস্য বিষাদমালোক্য ভীষ্মস্তস্য হর্ষং জনয়িতুং সিংহনাদং শঙ্খনাদঞ্চ কৃত্বা শঙ্খ-ভেরীনিনাদৈশ্চ বিজয়াভিশংসিনং ঘোষঞ্চাকারয়ৎ ॥ ১২। ১৩ ॥

শ্রীধর।—তদেবং সেনাপতেভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইত্যাদিনা। পণবা মর্দ্দলা আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণামেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ, স শব্দঃ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—তত ইতি। সেনাপতৌ ভীষ্মে প্রবৃত্তে তৎসৈন্যে সহসা তৎক্ষণমেব শঙ্খাদয়োঽভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ। (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ)। পণবাদয়স্ত্রয়ো বাদিত্রভেদাঃ। স শব্দস্তুমুল ধ্বাকাকারতয়া মহানাসীৎ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন।—ততো ভীষ্মস্য সেনাপতেঃ প্রবৃত্ত্যনন্তরং, পণবা আনকা, গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ) স শব্দস্তুমুলো মহানাসীৎ তথাপি ন পাণ্ডবানাং ক্ষোভো জাত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চোভয়ত্রৈব যুদ্ধোৎসাহঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ তত ইতি। পণবা মার্দ্দলাঃ, আনকাঃ পটহাঃ, গোমুখাঃ বাদ্যবিশেষাঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—ভীষ্মকে সিংহনাদ ও শঙ্খবাদন তৎপর দেখিয়া কুরুপক্ষীয় যোধগণ যথেষ্ট উৎসাহান্বিত হইয়া উঠিলেন। ভীষ্ম ইচ্ছামৃত্যু এবং অজেয়। সেই ভীষ্মের উৎসাহ সন্দর্শনে অন্যান্য বীর ও যোধগণের হৃদয়ে তাড়িতের ন্যায় উৎসাহস্রোত সহসা প্রবাহিত হইল এবং সকলে, শঙ্খ, ভেরী

ঢক্কা, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদ্য যন্ত্র বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র এক সঙ্গে বাদিত হওয়ায় তথায় তুমুল কোলাহল ও মহা নির্ঘোষ সমুৎপন্ন হইল। এতাদৃশ ভীতিবিধায়ক কলরব সমুপস্থিত হইলেও বিপক্ষ, পাণ্ডবগণের হৃদয়ে অণুমাত্র ভয় জন্মিল না, বা তাঁহারা কিঞ্চিন্মাত্র আকুলিত হইলেন না ॥ ১৩ ॥

——(:*:)——

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

অন্বয়।—ততঃ শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে মহতি স্যন্দনে * স্থিতৌ মাধব চ পাণ্ডবঃ এব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—তদনন্তর ধবলবর্ণ বহু-অশ্ব যোজিত মহা-রথে আরূঢ় শ্রীকৃষ্ণ এবং পাণ্ডব-ও স্বর্গীয় শঙ্খদ্বয় বাজাইলেন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—অনন্তর শ্বেতাশ্ব-সংযুক্ত মহারথ-সমারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনও দুই অপূর্ব্ব শঙ্খ বাদন করিলেন ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—এবং দুর্য্যোধনপক্ষে প্রবৃত্তিমালক্ষ্য পরিসরবর্ত্তিনৌ কেশবার্জ্জুনৌ শ্বেতৈর্হয়ৈরতিবলপরাক্রমৈর্যুক্তে মহত্যপ্রধৃষ্যে রথে ব্যবস্থিতাবপ্রাকৃতৌ শঙ্খৌ পূরিতবন্তাবিত্যাহ ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈরিতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—ততস্তং ঘোষমাকর্ণ্য সর্ব্বেশ্বরেশ্বরঃ পার্থ-সারথী রথী চ পাণ্ডুতনয়স্ত্রৈলোক্যবিজয়োপকরণভূতে মহতিস্যন্দনে স্থিতৌ ত্রৈলোক্যং কম্পয়ন্তৌ শ্রীমৎপাঞ্চজন্য-দেবদত্তৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—ততঃ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ তত ইত্যাদিপঞ্চভিঃ। স্যন্দনে রথে স্থিতৌ সন্তৌ কৃষ্ণার্জ্জুনৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্ব্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪ ॥

---

* খাণ্ডবদাহন কালে ভগবান্ হুতাশনের প্রার্থনায় চতুর্থ লোকপাল বরুণদেব অর্জুনকে এক রমণীয় রথ প্রদান করেন। ঐ স্যন্দন স্বর্ণালঙ্কার সুশোভিত, উহার ধ্বজযষ্টি সুবর্ণময়, উহার উপরিভাগে শার্দ্দূলবৎ ভয়ানক বৃহৎ কলেবর এক কপি সংস্থাপিত। ঐ রথের ধ্বনি শ্রবণ করিলে অরাতিকুল হতচেতন হয়। ঐ রথ সর্ব্বপ্রকার যুদ্ধোপকরণ সমন্বিত, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত, সর্ব্বত্র সুশোভিত এবং দেবদানবগণের অজেয়।

বলদেব।—অথ পাণ্ডবসৈন্যে প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ তত ইতি। অন্যেষামপি রথস্থিতত্বে সত্যপি কৃষ্ণার্জ্জুনয়োঃ রথস্থিতত্বোক্তিস্তদ্রথস্যাগ্নিদত্তত্বং ত্রৈলোক্যবিজেতৃত্বং মহাপ্রভত্বঞ্চ ব্যঞ্জয়তে॥ ১৪॥

মধুসূদন।—অন্যেষামপি রথাঃ সন্ত্যেব অসাধারণেন রথোৎকর্ষকথনার্থং "ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে" ইত্যাদি রথতত্ত্বকথনং, তেনাগ্নিদত্তে দুষ্প্রধৃষ্যে রথে স্থিতৌ সর্ব্বরথৈজ্জেতুমশক্যাবিত্যর্থঃ॥ ১৪॥

তাৎপর্য্য।—দুর্য্যোধন কৃত সৈন্যবর্ণনা ও ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খবাদনাদি-ব্যাপারের বৃত্তান্ত শেষ করিয়া সঞ্জয় অতঃপর পাণ্ডব-সৈন্যগণের সমরোৎসাহ বর্ণন করিতেছেন। কুরু-সৈন্য মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণাদি মহাবীরগণের সমরোৎসাহ জনিত সিংহনাদের সহিত মিলিত সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি ও অন্যান্য বাদ্য শব্দ শ্রবণ করিয়া সর্ব্বেশ্বর পার্থ-সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রথী পাণ্ডুতনয় অর্জ্জুন ত্রৈলোক্য বিজয়োপকরণ-ভূত শ্বেতাশ্বযুক্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ অসাধারণ দেবদত্ত রথে সমাসীন হইয়া ত্রিলোক কম্পিত, করতঃ সর্ব্ববিজয়ী শঙ্খধ্বনি দ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত অপরাপর সৈন্যগণও রথারোহণ পূর্ব্বক এই সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইয়াছেন, কিন্তু "শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে" এই পদ দ্বারা কেবল মাত্র অর্জ্জুনের রথ কীর্ত্তিত এবং অন্য রথাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বাজেয়ত্ব সূচিত হইল॥ ১৪॥

-(:*:)-

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষমণিপুষ্পকৌ॥ ১৬॥

অন্বয়।—হৃষীকেশঃ * পাঞ্চজন্যং † ধনঞ্জয়ঃ ‡ দেবদত্তং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ § পৌণ্ড্রং মহাশঙ্খং দধ্মৌ।

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ অনন্তবিজয়ং নকুলঃ চ সহদেবঃ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৫ । ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—ইন্দ্রিয়নিয়ন্তা পাঞ্চজন্য অর্জ্জুন দেবদত্ত ঘোরকর্ম্মকারী ভীমসেন পৌণ্ড্র মহাশঙ্খ বাজাইলেন।

কুন্তীনন্দন ভূপতি যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নকুল এবং সহদেব সুঘোষ-মণিপুষ্পকদ্বয় ॥ ১৫ । ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, পার্থ দেবদত্ত নামক শঙ্খ এবং বিভীষিকাজনক উৎকট ক্রিয়াশালী ভীমসেন পৌণ্ড্র নামক মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন।

* হৃষীকেশ। হৃষীকাণামিন্দ্রিয়াণামীশো হৃষীকেশঃ, ক্ষেত্রজ্ঞরূপকত্বাৎ পরমাত্মত্বাদ্বা ইন্দ্রিয়াণি যদ্বশে বর্ত্তন্তে স পরমাত্মা ॥ ইতি শঙ্করঃ। এইরূপ অর্থ এই স্থলে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু গ্রন্থান্তরে অন্যরূপ অর্থও দৃষ্ট হইতেছে। যথা; হৃষ্টা জগৎপ্রীতিকরাঃ কেশা রশ্ময়োঽস্য ইতি হৃষীকেশঃ পৃষোদরাদিঃ। যথা; সূর্য্যাচন্দ্রমসোঃ শশ্বংশুভিঃ কেশসংজ্ঞিতৈঃ। ইতি মোক্ষধর্ম্ম। হৃষীকাণি নিয়ম্যাহং যতঃ প্রত্যক্ষতাং গতঃ। ;হৃষীকেশ ইতি খ্যাতো নাম্না তত্রৈব সংস্থিতঃ। ইতি বারাহে।

† সমুদ্রে পঞ্চজন নামে এক দৈত্য তিমিরূপ ধারণ করিয়া বাস করিত। তাহার অস্থি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ বিনির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া, উহার পাঞ্চজন্য নাম হইয়াছে।

‡ অর্জ্জুনের দশটি নাম বিশেষ বিখ্যাত এবং সেই দশটি নামের অন্যতম দ্বারা তিনি প্রায়শঃ সম্বোধিত হইয়া থাকেন। সেই দশটি নাম যথা; অর্জ্জুন, ফাল্গুন, জিষ্ণু, কিরীটী, শ্বেতবাহন, বীভৎসু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী ও ধনঞ্জয়। সর্ব্বদা নির্ম্মল কর্ম্ম ভিন্ন তাঁহার দ্বারা নিকৃষ্ট কার্য্য সম্পাদিত হইত না বলিয়া, তাঁহার নাম অর্জ্জুন; হিমালয় পর্ব্বতে উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রে জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম ফাল্গুন; যুদ্ধস্থলে দুর্দ্ধর্ষ শত্রুকেও তিনি জয় করিতে সক্ষম, এজন্য তাঁহার নাম জিষ্ণু; দেবরাজ প্রীত হইয়া তাঁহার মস্তকে সমুজ্জ্বল কিরীট প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম কিরীটি; যুদ্ধকালে রথে শ্বেতাশ্ব সংযুক্ত থাকে বলিয়া, তাঁহার নাম শ্বেতবাহন; যুদ্ধকালে কখন কোন বীভৎস কর্ম্ম করেন নাই বলিয়া, তাঁহার নাম বীভৎসু; রণস্থলে বীরগণকে পরাজয় না করিয়া নিবৃত্ত হন না, এজন্য তাঁহার নাম বিজয়; কৃষ্ণবর্ণ বালক লোকের প্রিয়, এজন্য তাঁহার পিতৃপ্রদত্ত নাম কৃষ্ণ; দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই ধনুচালনায় সুদক্ষ, এজন্য তাঁহার নাম সব্যসাচী; সমস্ত জনপদ জয় করিয়া ধনসংগ্রহ করেন, এই জন্য তাঁহার নাম ধনঞ্জয়।

§ বৃকোদর শব্দের ব্যুৎপত্তি।—যস্য তীক্ষ্ণো বৃকো নাম জঠরে হব্যবাহনঃ। ময়া দত্তঃ স্বধর্ম্মাত্মা তেন চাসৌ বৃকোদরঃ ॥ ইতি মাৎস্যে—৬৫ অধ্যায়। ভীম ও দুর্য্যোধন এক দিবসেই জন্মগ্রহণ করেন।

কুন্তীর গর্ভজাত ধর্ম্মনন্দন, রাজ-চক্রবর্ত্তী যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামক শঙ্খ, নকুল সুঘোষ নামক শঙ্খ, এবং সহদেব মণি-পুষ্পক নামক শঙ্খ বাদন করিলেন॥ ১৫ । ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—তয়োঃ শঙ্খয়োর্দিব্যত্বমেবাপাদয়তি পাঞ্চজন্যমিতি। কেশবার্জ্জুনয়োর্যুদ্ধাভিমুখ্যং দৃষ্ট্বা সংহৃষ্টঃ সারম্ভেন সমররসিকো ভীমসেনোঽপি যুদ্ধাভিমুখোঽভূদিত্যাহ পৌণ্ড্রমিতি। এতেষামীদৃশীং প্রবৃত্তিং প্রতীত্য পরিপালনাবকাশমাসাদ্য রাজ্ঞো যুধিষ্ঠিরস্যাপি প্রবৃত্তিং দর্শয়তি অনন্তেতি। জ্যায়সাং ভ্রাতৃণামনুসরণমাবশ্যকমিতি মত্বা তয়োর্যবীয়সোভ্রাত্রোরপি প্রবৃত্তিমাহ নকুল ইতি॥ ১৫ । ১৬ ॥

শ্রীধর।—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি নামানি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং, ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম॥ ১৫ । ১৬ ॥

বলদেব।—পাঞ্চজন্যমিত্যাদি। পাঞ্চজন্যাদয় কৃষ্ণাদিশঙ্খানামাহ্বয়াঃ। অত্র হৃষীকেশশব্দেন পরমেশ্বরসহায়িত্বম্। পাঞ্চজন্যাদিশব্দৈঃ প্রসিদ্ধাহ্বয়ানেকদিব্যশঙ্খবত্ত্বম্। রাজা, ভীমকর্ম্মা, ধনঞ্জয় ইত্যেভির্যুধিষ্ঠিরাদীনাং রাজসূয়যাজিত্ব-হিড়িম্বাদিনিহন্তৃত্ব দিগ্বিজয়াহৃতানন্তধনত্বানি চ ব্যজ্য পাণ্ডবসেনাসূৎকর্ষঃ সূচ্যতে। পরসেনাসু তদভাবাদপকর্ষশ্চ॥ ১৫ । ১৬ ॥

মধুসূদন।—পাঞ্চজন্যঃ, দেবদত্তঃ, পৌণ্ড্রঃ, অনন্তবিজয়ঃ, সুঘোষঃ, মণিপুষ্পকশ্চেতি শঙ্খনামকথনং, পরসৈন্যে স্বনামভিঃ প্রসিদ্ধা এতাবন্তঃ শঙ্খা ভবৎসৈন্যে তু নৈকোঽপি স্বনামপ্রসিদ্ধঃ শঙ্খোঽস্তীতি পরেষামুৎকর্ষাতিশয়কথনার্থম্। সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রেরকত্বেন সর্ব্বান্তর্য্যামীসহায়ঃ পাণ্ডবানামিতি কথয়িতুং হৃষীকেশপদম্। দিগ্বিজয়ে সর্ব্বান্ রাজ্ঞো জিত্বা ধনমাহৃতবানিতি সর্ব্বথৈবায়মজেয় ইতি কথয়িতুং ধনঞ্জয়পদম্। ভীমং হিড়িম্ববধাদিরূপং কর্ম্ম যস্য তাদৃশঃ। বৃকোদরত্বেন বহ্বন্নপাকাদতিবলিষ্ঠো ভীমসেন ইতি কথিতম্। কুন্তীপুত্র ইতি কুন্ত্যা মহতা তপসা ধর্ম্মমারাধ্য লব্ধঃ স্বয়ঞ্চ রাজসূয়যাজিত্বেন মুখ্যো রাজা যুধিষ্ঠির এব জয়ভাগিত্বেন স্থিরো নত্বেতদ্বিপক্ষাঃ স্থিরা ভবিষ্যন্তীতি যুধিষ্ঠিরপদেন সূচিতম্, নকুলঃ সুঘোষং, সহদেবো মণিপুষ্পকং দধ্মাবিত্যনুষুজ্যতে॥ ১৫ । ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—পাঞ্চজন্যাদয়ঃ শঙ্খাদীনাং নামানি॥ ১৪ । ১৫ । ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—পাণ্ডবগণের পক্ষে পাঞ্চজন্য, দেবদত্ত, পৌণ্ড্র, অনন্তবিজয়, সুঘোষ ও মণিপুষ্পক এই সকল নামে প্রসিদ্ধ বহু সংখ্যক শঙ্খ রহিয়াছে; আপনার পক্ষে একটিও স্বনামপ্রসিদ্ধ শঙ্খ নাই। পর পক্ষের উৎকর্ষ কথনার্থ সঞ্জয় এস্থলে শঙ্খের নাম করিলেন; সর্ব্বেন্দ্রিয়-প্রেরক অন্তর্য্যামী নারায়ণ পাণ্ডবগণের সহায় ইহাই প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ হৃষীকেশ পদের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি দিগ্বিজয়ে সকল

রাজাদিগকে জয় করিয়া ধনরাশি আহরণ করিয়াছেন. তিনি সর্ব্বথাই অজেয়। "ধনঞ্জয়" পদদ্বারা ইহা সূচিত হইল। যাঁহার হিড়ম্ব বধাদিরূপ ভয়ানক কর্ম্ম তিনিই "ভীমকর্ম্মা"। উদ্দীপ্ত জঠরানল বিশিষ্ট উদর যাঁহার তাঁহার নাম "বৃকোদর"। এই পদদ্বারা ভীমসেন বহুভোজনক্ষম সুতরাং অতিশয় বলশালী কথিত হইল। কুন্তীদেবী মহতী তপস্যা দ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া যাঁহাকে লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মুখ্য রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি যুদ্ধে স্থির, তিনিই উপস্থিত সমরে জয়লাভ করিবেন। আপনার পুত্রগণের কেবল দুরাশামাত্র, ইহাই "কুন্তীপুত্র, রাজা, যুধিষ্ঠির" এই পদত্রয় দ্বারা প্রকটীকৃত হইল ॥ ১৫ । ১৬ ॥

—০:(:*:):০—

কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭ ॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

অন্বয়।—পরম-ইষ্বাসঃ কাশ্যঃ চ মহারথঃ শিখণ্ডী * চ ধৃষ্টদ্যুম্নঃ বিরাটঃ চ অপরাজিতঃ সাত্যকিঃ † চ।

পৃথিবীপতে! দ্রুপদঃ দ্রৌপদেয়াঃ চ মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ সর্ব্বশঃ পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ দধ্মুঃ ॥ ১৭ । ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—ধানুকী কাশীরাজ এবং মহারথ শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং বিরাট ও অজিত সাত্যকি।

রাজন্! দ্রুপদ এবং দ্রৌপদীনন্দন এবং মহাবীর সুভদ্রাতনয় সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শঙ্খ-সকল বাজাইলেন ॥ ১৭ । ১৮ ॥

* দ্রুপদ রাজার শিখণ্ডী নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। এই শিখণ্ডী পূর্ব্বে ত্রিপুর্ব্বা নামে রাক্ষস ছিল। স্থূল নামক এক যক্ষ স্বকীয় অভিসন্ধি সংসাধনার্থ সেই কন্যাকে পুরুষ করিয়াছিল।

† কেহ কেহ "সাত্যকিঃ চাপরাজিতঃ" এরূপ অন্বয়ও করেন। এরূপ অন্বয় করিলে ধনুর্ব্বিত সাত্যকি এইরূপ অর্থ হয়।

ব্যাখ্যা।—অধিকন্তু শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ এবং মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ এবং অপরাজিত সাত্যকি সকলেই স্ব স্ব শঙ্খ বাদন করিলেন।

হে ধরণীনাথ ধৃতরাষ্ট্র! দ্রুপদ রাজা, প্রতিবিন্ধ্যাদি পাঞ্চালীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু নামক সুভদ্রার বীরবর কুমার সকলেই স্ব স্ব শঙ্খ বাদন করিলেন॥ ১৭। ১৮॥

আনন্দগিরি।—অন্যেষামপি তৎপক্ষীয়াণাং রাজ্ঞামৈকমত্যং বিজ্ঞাপয়ন্ ধৃতরাষ্ট্রস্য দুরাশাং সঞ্জয়ো ব্যুদস্যতি কাশ্যশ্চেত্যাদিনা। দ্রুপদ ইতি। পরমেষ্বাসাদিবিশেষলক্ষণচতুষ্টয়ং প্রত্যেকং সম্বধ্যতে॥ ১৭। ১৮॥

রামানুজ।—ততো যুধিষ্ঠিরবৃকোদরাদয়শ্চ স্বকীয়ান্ শঙ্খান্ পৃথক্ পৃথক্ দধ্মুঃ॥ ১৫। ১৬। ১৭। ১৮॥

শ্রীধর।—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ, কথম্ভূতঃ পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাসো ধনুর্যস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র!॥ ১৭। ১৮॥

বলদেব।—কাশ্য ইতি। কাশ্যঃ কাশিরাজঃ। পরমেষ্বাসঃ মহাধনুর্দ্ধরঃ, চাপরাজিতো ধনুষা দীপ্তঃ। দ্রুপদ ইতি। পৃথিবীপতে হে ধৃতরাষ্ট্র ইতি তব দুর্ম্মন্ত্রণোদয়ঃ কুলক্ষয়লক্ষণোঽনর্থঃ সমাগত ইতি সূচ্যতে॥ ১৭। ১৮॥

মধুসূদন।—যুদ্ধাদিমহাসংগ্রামেষু এতাদৃশঃ সাত্যকিঃ। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র স্থিরো ভূত্বা শৃণিত্যভিপ্রায়ঃ। সুগমমন্যৎ॥ ১৭। ১৮॥

বিশ্বনাথ।—অপরাজিতঃ কেনাপি পরাজেতুমশক্যত্বাৎ, অথবা চাপেন ধনুষা রাজিতঃ দীপ্তঃ॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—ভীষ্মাদি মহাবীরগণের ভীষণ শঙ্খধ্বনির বৃত্তান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের মনে স্বপুত্রগণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যে দুরাশা জন্মিয়াছিল, পাণ্ডব পক্ষীয় সৈন্যদিগের তুমুল শঙ্খধ্বনি ও পরস্পরের ঐকমত্য বিজ্ঞাপিত করিয়া সঞ্জয় ক্রমে তাহা নিরাকৃত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন, "হে পৃথিবীপতে! হে ধৃতরাষ্ট্র! আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন, আরও পাণ্ডব পক্ষীয় সমর-দক্ষ যোধগণের নাম কীর্ত্তন করিতেছি। মহাধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত অর্থাৎ নন্দন বন হইতে পারিজাত হরণ সময়ে দেববৃন্দের সহিত মহাসমরে জয়যুক্ত সাত্যকি, (কেহ কেহ "চাপরাজিতঃ" এরূপ পৃথক্ ভাবে ব্যাখ্যা করেন। চাপ শব্দে ধনু তাহাতে রাজিত অর্থাৎ শোভিত) রণবিজয়ী দ্রুপদ রাজ দ্রৌপদীর পঞ্চ

তনয় এবং সুভদ্রা নন্দন মহাবাহু অভিমন্যু, ইঁহারা সকলেই মহাসমরে উল্লাসিত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্ব স্ব শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন ॥ ১৭।১৮ ॥

—•(:*:)•—

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—স তুমুলঃ ঘোষঃ নভঃ চ পৃথিবীং চ এব অভি-অনুনাদয়ন্ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই উৎকট শব্দ আকাশ এবং বসুন্ধরা-ও আপূরিত-করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের অন্তর বিদীর্ণ-করিল ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—পাঞ্চজন্যাদি সমসময় বাদিত বিবিধ শঙ্খের তুমুল নির্ঘোষে নভোমণ্ডল ও ক্ষিতীতল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং দুর্য্যোধনাদি ধৃতরাষ্ট্র-নন্দনগণের মনঃ প্রাণ সেই শব্দে বিদীর্ণ-প্রায় হইয়া পড়িল ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—তৈস্তৈ রাজভিঃ শঙ্খানাপূরয়দ্ভিরাপাদিতো মহান্ ঘোষস্তুমুলোঽতি-ভৈরবো, নভশ্চান্তরীক্ষং পৃথিবীঞ্চ ভুবনং লোকত্রয়ং সর্ব্বমেব, বিশেষেণানুক্রমেণ নাদয়ন্ নাদ-যুক্তং কুর্ব্বন্, ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং দুর্য্যোধনাদীনাং, হৃদয়ানিস্তঃকরণানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। যুজ্যতে হি তৎপ্রেরিতশঙ্খঘোষশ্রবণাৎ ত্রৈলোক্যাক্রোশে তমুপশৃণ্বতাং তেষাং হৃদয়েষু দোধূয়মানত্বং তদাহ স ঘোষ ইতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—স ঘোষো দুর্য্যোধনপ্রমুখানাং সর্ব্বেষামেব ভবৎপুত্রাণাং হৃদয়ানি বিভেদ। অদ্যৈব নষ্টং কুরূণাং বলমিতি ধার্ত্তরাষ্ট্রা মেনিরে। এবং তদ্বিজয়াভিকাঙ্ক্ষিণে ধৃতরাষ্ট্রায় সঞ্জয়োঽকথয়ৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—স চ শঙ্খানাং নাদস্ত্বদীয়ানাং মহাভয়ং জনয়ামাসেত্যাহ স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং ত্বদীয়ানাং হৃদয়ানি বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্ নভশ্চ পৃথিবীঞ্চাভ্যনুনাদয়ন প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—স ইতি পাণ্ডবৈঃ কৃতঃ শঙ্খনাদো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভীষ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ তদ্বিদারণতুল্যাং পীড়ামজনয়দিত্যর্থঃ। তুমুলোঽতিতীব্রঃ। অভ্যনুনাদয়ন্

পাঠান্তর—তুমুলো ব্যনুনাদয়ন্

প্রতিধ্বনিভিঃ পূরয়ন্নিত্যর্থঃ। ধার্ত্তরাষ্ট্রৈঃ কৃতস্য শঙ্খাদিনাদস্য তুমুলোঽপি তেষাং কিঞ্চিদপি ক্ষোভং নাজনয়ৎ, তথানুক্তেরপীতি বোধ্যং॥ ১৯॥

মধুসূদন।—ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং সৈন্যে শঙ্খাদিধ্বনিরতিতুমুলোঽপি ন পাণ্ডবানাং ক্ষোভকোঽভূৎ। পাণ্ডবানাং সৈন্যে জাতস্তু স শঙ্খঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রানাং ধৃতরাষ্ট্রস্য তব সম্বন্ধিনাং, সর্ব্বেষাং ভীষ্মদ্রোণাদীনামপি হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ হৃদয়বিদারণতুল্যাং ব্যথাং জনিতবানিত্যর্থঃ। যতস্তুমুলোঽতিতীব্রঃ অতো নভশ্চ পৃথিবীঞ্চ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—যৎকালে ভীষ্মপ্রমুখ দুর্য্যোধন পক্ষীয় যোধগণ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিয়া রণোল্লাস বার্ত্তা সংঘোষিত করিলেন এবং প্রতিপক্ষগণের হৃদয় কন্দরে ত্রাস সমুৎপাদনে প্রয়াসবান হইলেন, তখন সেই আরাব শ্রবণে পাণ্ডবগণের অন্তর অনুমাত্র বিচলিত বা সন্ত্রাসিত হয় নাই; কিন্তু অধুনা পাণ্ডবগণকৃত শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কুরুপক্ষাশ্রিত বীরগণের হৃদয় অবসন্ন ও বিদীর্ণপ্রায় হইল এবং সেই তুমুল কোলাহল জনিত প্রতিধ্বনিতে বসুন্ধরা ও নভোমণ্ডল সম্পূরিত হইয়া উঠিল॥ ১৯॥

—•:(•:•:•):•—

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে!॥ ২০॥

অন্বয়।—মহীপতে! অথ কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে ধনুঃ উদ্যম্য তদা হৃষীকেশং ইদং বাক্যং আহ॥ ২০॥

প্রতিশব্দ।—পৃথিবীনাথ! অনন্তর বানর-কেতন অর্জ্জুন দুর্য্যোধনাদিকে সমরাবস্থিত-দেখিয়া অস্ত্রপাতে উদ্যত-হইলে কার্ম্মুক উন্নয়নপূর্ব্বক তখন শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য কহিলেন॥ ২০॥

ব্যাখ্যা।—হে ভূপতে ধৃতরাষ্ট্র! অনন্তর ভবদীয় পুত্রদিগকে সমরার্থে অবস্থিত দেখিয়া বানর-কেতন রথারূঢ় তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন অস্ত্র

সন্ধানাভিপ্রায়ে শরাসন ধারণ করিয়া স্বকীয় সারথী শ্রীকৃষ্ণকে নিম্ন লিখিত বাক্য কহিলেন ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—দুর্য্যোধনাদীনাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণামেবং ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পার্থাদীনাং পাণ্ডবানাং তদ্বৈপরীত্যমিদানীমুদাহরতি অথেত্যাদিনা। ভীতিপ্রত্যুপস্থিতৈরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তেঽপি ধৈর্য্যমুৎপাদ্য ব্যবস্থিতানপ্রচলিতানেব পরান্ প্রত্যক্ষেণোপলভ্য হনুমন্তং বানরবরং ধ্বজলক্ষণত্বেনাদায়াবস্থিতোঽর্জ্জুনো ভগবন্তমাহ ইতি সম্বন্ধঃ। কিমাহেত্যপেক্ষায়ামিদং বক্ষ্যমাণং হেতুমদ্বচনমাহ বাক্যমিতি। কস্যামবস্থায়ামিদমুক্তবানিতি তত্রাহ প্রবৃত্ত ইতি। শস্ত্রাণামিষুপ্রাসপ্রভৃতীনাং সম্পাতঃ সমুদায়স্তস্মিন্ প্রবৃত্তে প্রয়োগাভিমুখে সতীতি যাবৎ। কিং কৃত্বা ভগবন্তং প্রত্যুক্তবানিতি। তদাহ ধনুরিতি। মহীপতিশব্দেন রাজা প্রজ্ঞাচক্ষুঃ সঞ্জয়েন সম্বোধ্যতে ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি। অথানন্তরং মহাশব্দানন্তরং, ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেঽবস্থিতান্, কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—এবং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং যুদ্ধে ভীতিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাস্তু তত্রোৎসাহমাহ অথেতি সার্দ্ধকেন। অথ রিপুশঙ্খনাদকৃতোৎসাহভঙ্গানন্তরং, ব্যবস্থিতান্ তত্তঙ্গবিরোধিযুযুৎসয়াবস্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ। যেন শ্রীদাশরথেরপি মহান্তি কার্য্যাণি পুরা সাধিতানি, তেন মহাবীরেণ ধ্বজমধিতিষ্ঠতা হনুমতানুগৃহীতো ভয়গন্ধশূন্য ইত্যর্থঃ। প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভয়প্রাপ্তিং প্রদর্শ্য পাণ্ডবানাং তদ্বৈপরীত্যমুদাহরতি অথেত্যাদিনা। ভীতিপ্রত্যুপস্থিতেরনন্তরং পলায়নে প্রাপ্তে তদ্বিরুদ্ধতয়া যুদ্ধোদ্যোগেনাবস্থিতানেব পরান্ প্রত্যক্ষেণোপলভ্য তদা শস্ত্রসম্পাতে প্রবৃত্তে প্রবর্ত্তমানে সতি (বর্ত্তমানে ক্তঃ) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ হনুমতা মহাবীরেণ ধ্বজরূপতয়ানুগৃহীতোঽর্জ্জুনঃ, সর্ব্বথাভয়শূন্যত্বেন যুদ্ধায় গাণ্ডীবং ধনুরুদ্যম্য হৃষীকেশমিন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেন সর্ব্বান্তঃকরণবৃত্তিজ্ঞং শ্রীকৃষ্ণমিদং বক্ষ্যমাণং বাক্যমাহ উক্তবান্। মুক্তবিমৃষ্যকারিতয়া স্বয়মেব যৎ কিঞ্চিৎ কৃতবানিতি পরেষাং ত্বিমৃশ্যকারিত্বেন নীতিধর্ম্ময়োঃ কৌশলং যদসুবিমৃশ্যকারিতয়া পরেষাং রাজ্যং গৃহীতবানসীতি নীতিধর্ম্ময়োরভাবাদ্বিজয়ো নাস্তীতি মহীপতে ইতি সম্বোধনেন সূচয়তি ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—অভ্যহন্যন্ত অভিহতাঃ। (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ)। ব্যবস্থিতান্ ভয়োদ্বিগ্নতয়া বৈষম্যেণাবস্থিতান্, কপিধ্বজপাণ্ডবপদাভ্যাং ভীষণধ্বজত্বং শৌর্য্যঞ্চ প্রদৃশ্যতে ॥ ১৩।১৪।১৫।১৬ ১৭।১৮।১৯।২০ ॥

তাৎপর্য্য।—মহাবীরগণ কর্ত্তৃক সংঘোষিত কোলাহল শ্রবণে অধার্ম্মিক ধৃতরাষ্ট্র পুত্রগণের অন্তরোৎপন্ন ভয় এবং নীতিবিশারদ পরম ধার্ম্মিক

পাণ্ডবগণের স্বশক্র প্রদর্শন নিমিত্ত সমুৎপন্ন পরমোৎসাহ সঙ্কেতে পরিব্যক্ত করিয়া, সঞ্জয়, অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "হে মহীপতে ধৃতরাষ্ট্র! যখন উভয় সৈন্যমধ্যে পরস্পর নিদারুণ বাক্য-যুদ্ধ ও অস্ত্র-যুদ্ধের উপক্রম হইয়া উঠিল, তখন বীরকেশরী অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন অধুনা আপনার নিকট তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। রিপুগণের ভীষণ শঙ্খনাদ ও সিংহনাদ শ্রবণে সমরোৎসাহ ভঙ্গ হইলেও আপনার পুত্রগণ একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিয়া, এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে সমুপস্থিত রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তদবস্থাপন্ন সন্দর্শন করিয়া গাণ্ডীব ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক কপিধ্বজ অর্থাৎ কপিবর মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ভয়লেশ শূন্য হইয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেরক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন। সুবিবেচনা সহকৃত কার্য্যকারী আপনার বিপক্ষগণেরই নীতি-নৈপুণ্য ও ধর্ম্মপারতন্ত্র্য বশতঃ এই সমরে নিশ্চয় জয় হইবে, আর নীতি-ধর্ম্ম-পরাঙ্মুখ অবিমৃষ্যকারী আপনার পুত্রগণের জয়ের সম্ভাবনা কোথায়? "মহীপতে" এই সম্বোধনে ইহা সূচিত হইল ॥ ২০ ॥

—০:):*:(:০ —

অর্জ্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—অচ্যুত! উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে মে রথং স্থাপয় ॥২১॥

প্রতিশব্দ।—নারায়ণ! দুই-পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যে আমার রথ স্থাপন-কর ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পরমপুরুষ! এই সমরোদ্ভূত শত্রু-ভাবাপন্ন উভয়-পক্ষীয় সেনা সমূহের মধ্যে আমার রথ রক্ষা কর ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—তদেব গাণ্ডীবধন্বিনো বাক্যমনুক্রামতি সেনয়োরিতি। উভয়োরপি সেনয়োঃ সন্নিহিতয়োর্মধ্যে মদীয়ং রথং স্থাপয়েত্যর্জ্জুনেন সারথ্যে সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে, কিং হি ভক্তানামশক্যং যদ্ভগবানপি তন্নিয়োগমনুতিষ্ঠতি. যুক্তং হি ভগবতো ভক্তপার-

বশ্যং। অচ্যুতেতি সম্বোধনতয়া ভগবতঃ স্বরূপং ন কদাচিদপি প্রচ্যুতিং প্রাপ্নোতী-ত্যুচ্যতে ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—তদেব বাক্যমাহ সেনয়োরিত্যাদি ॥ ২১ ॥

বলদেব।—হৃষীকেশমিতি। হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকং কৃষ্ণং তদিদং বাক্যমুবাচেতি সর্ব্বেশ্বরো হরির্যেষাং নিযোজ্যস্তেষাং তদেকান্তভক্তানাং পাণ্ডবানাং বিজয়ে সন্দেহগন্ধোঽপি নেতি ভাবঃ। হে মহীপতে! ইতি ধৃতরাষ্ট্রসম্বোধনম্। অর্জ্জুনবাক্যমাহ সেনয়োরিতি। হে অচ্যুতেতি। স্বভাবসিদ্ধাদ্ভক্তবাৎসল্যাৎ পারমৈশ্বর্য্যাচ্চ ন চ্যবসে স্মেতি। তেন চ নিয়-ন্ত্রিতো ভক্তস্য মে বাক্যাৎ তত্র রথং স্থিতং কুরু নির্ভয়ঃ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—তদেবার্জ্জুনবাক্যমবতারয়তি অর্জ্জুন উবাচ। সেনয়োরুভয়োঃ স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষভূতয়োঃ সন্নিহিতয়োর্ম্মধ্যে মম রথং স্থাপয় স্থিরীকুর্ব্বিতি। সর্ব্বেশ্বরো নিযুজ্যতে-ঽর্জ্জুনেন, কিং হি ভক্তানামশক্যং, যদ্ভগবানপি তন্নিয়োগমনুতিষ্ঠতীতি ধ্রুবো জয়ঃ পাণ্ডবানা-মিতি সূচয়তি। নন্বেবং রথং, স্থাপয়ন্তং মামেতে শত্রবো রথাৎ চ্যাবয়িষ্যন্তীতি ভগবদা-শঙ্কামাশঙ্ক্যাহ অচ্যুতেতি। দেশকালবস্তুভিরচ্যুতং ত্বাং কো বা চ্যাবয়িতুমর্হতীতি ভাবঃ। এতেন সর্ব্বদা নির্ব্বিকারত্বেন নিয়োগনিমিত্তো রোষোঽপি পরিহৃতঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—হৃষীকেশং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রবর্ত্তকত্বেন পরচিত্তাভিজ্ঞম্। বাক্যমেবাহ ন তু কঞ্চিদর্থমিতি দ্যোতনার্থং বাক্যং পদম্। বাক্যমেবাহ সেনয়োরিতি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে অচ্যুত! আপনি স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন।" অর্জ্জুন এইরূপে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর হরিকে রথস্থাপনার্থ আদেশ করিলেন। ভগবানের প্রেম-বশ্যত্ব অতি বিচিত্র! যখন ভক্তবৎসল ভগবানের নিকটে ভক্তগণের কোন বিষয়ই অসম্পন্ন থাকে না, অর্থাৎ ভক্তগণ যাহা ইচ্ছা করেন, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু হরি তাহাই সম্পন্ন করিয়া দেন, তখন নিজ ভৃত্য স্বরূপ অর্জ্জুনের আদেশ যে তিনি প্রতিপালন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আর এতদ্দ্বারা ইহাও পরিব্যক্ত হইল যে, ত্রিকালদর্শী বৈকুণ্ঠপতি হরি স্বয়ং সারথি হইয়া যাহাদের পক্ষে প্রতিনিয়ত উত্তম মন্ত্রণা প্রদান করিতেছেন, সেই পাণ্ডব পক্ষেরই জয়লাভ হইবে নিশ্চয় জানিবেন। অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে রথস্থাপন কালে যদি একাকী দেখিয়া ভগবানকে বিপক্ষগণ আক্রমণ করে; তাঁহার এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন তাঁহাকে 'হে অচ্যুত'! বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন; অর্থাৎ আপনি দেশ কাল ও বস্তুদ্বারা অবিকৃত, সুতরাং দেশকালাদি দ্বারা আপনার স্বরূপের অন্যথা হয় না। অতএব আপনাকে এ জগতে কে আক্রমণ করিবে? এতদ্দ্বারা ভগবানের সর্ব্বাজেয়ত্ব প্রকটিত হইতেছে ॥ ২১ ॥

যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে॥ ২২ ॥

অন্বয়।—যাবৎ অহং এতান্ যোদ্ধুকামান্ অবস্থিতান্ নিরীক্ষে অস্মিন্ রণসমুদ্যমে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—'যে-পর্য্যন্ত আমি এই-সকল যুদ্ধাভিলাষী অবস্থিত-গণকে নিরীক্ষণ-করি এই যুদ্ধোদ্যমে কাহাদিগের সহিত আমার যুদ্ধ-করিতে-হইবে ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—এই সমরাঙ্গনে সমরার্থ দণ্ডায়মান বীরগণকে নিরীক্ষণ করিয়া যে পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ ব্যক্তির সহিত আমায় যুদ্ধ করিতে হইবে, তাঁহা অবধারণ করিতে না পারি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত (২১ দেখুন) হে নারায়ণ! উভয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন করুন ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—মধ্যে রথং স্থাপয়েত্যুক্তং, তদেব রথস্থাপনস্থানং নির্দ্ধারয়তি যাবদিতি। এতান্ প্রতিপক্ষত্বেন প্রতিষ্ঠিতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীনস্মাভিঃ সার্দ্ধং যোদ্ধুমপেক্ষাবতো যাবদগত্বা নিরীক্ষিতুমহং ক্ষমঃ স্যাং তাবতি প্রদেশে রথস্য স্থাপনং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ প্রবৃত্তে যুদ্ধপ্রারম্ভে বহবো রাজানোঽমুষ্যাং যুদ্ধভূমাবুপলভ্যন্তে তেষাং মধ্যে কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং। ন হি কচিদপি মম গতিপ্রতিহতিরস্তি ইত্যাহ কৈর্ময়েতি ॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—ননু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ কৈর্ম্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—তত্র রথস্থাপনে ফলমাহ যাবদিতি। যোদ্ধুকামান্ ন তু সহাস্মাভিঃ সন্ধিং চিকীর্ষূন। অবস্থিতান্ ন তু ভীত্যা প্রচলিতান্। ননু ত্বং যোদ্ধা ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্তদ্দর্শনেন কিমিতি চেৎ তত্রাহ কৈরিতি। অস্মিন্ বন্ধূনামেব মিথো রণোদ্যোগে কৈর্ব্বন্ধুভিঃ সহ মম যুদ্ধং ভাবীত্যেতজ্জ্ঞানায়ৈব মধ্যে রথস্থাপনমিতি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনমাহ যাবদেতানিতি। যোদ্ধুকামান ন ত্বস্মাভিঃ সহ সন্ধিকামান্, অবস্থিতান্ ন তু ভয়াৎ প্রচলিতান্, এতান্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ যাবদহং নিরীক্ষিতুং ক্ষমঃ স্যাং তাবৎপ্রদেশে রথং স্থাপয়েত্যর্থঃ। যাবদিতি কালপরম্। ত্বমেব যোদ্ধা নতু যুদ্ধপ্রেক্ষকঃ অতস্তব কিমেষাং দর্শনেনেত্যত আহ কৈরিতি। অস্মিন্ রণসমুদ্যমে বন্ধূনামেব পরস্পরং যুদ্ধোদ্যোগে ময়া কৈঃ সহ যোদ্ধব্যং মৎকর্তৃকযুদ্ধপ্রতিযোগিনঃ কে, কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যং, কিংকর্তৃকযুদ্ধপ্রতিযোগ্যহমিতি চ মহদিদং কৌতুকমেতৎ জ্ঞানমেব মধ্যে রথস্থাপনপ্রয়োজনমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—রথস্থাপনপ্রয়োজনমাহ যাবদিতি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যং ময়া সহ বা কৈর্যোদ্ধব্যমিত্যুভয়ত্র সহশব্দসম্বন্ধঃ, কে বা মাং জেতুং যতন্তে ময়া বা কে জেতব্যা ইত্যালোচনার্থমিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ভগবন্! পিতামহ ভীষ্ম প্রভৃতি মহাবীরগণ আমাদের সহিত এই সমরক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে অবস্থিতি করিতেছেন। ইহাঁদের অন্তরে যে সন্ধি বন্ধনের কোন অভিপ্রায় আছে, এরূপ বোধ হইতেছে না। এবং ইহাঁরা সকলেই সমরদক্ষ ও যুদ্ধে নির্ভীক, সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধ ভিন্ন অন্য কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব আমি যেখানে থাকিয়া ইহাঁদিগকে উত্তমরূপ দর্শন করিতে পারি, আপনি আমার রথ সেইরূপ স্থানে স্থাপন করুন। যদি বলেন, তুমি এখানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছ, যুদ্ধের যাহা কর্ত্তব্য তাহাই কর; ইহাঁদিগকে দর্শন করিয়া তোমার কি লাভ হইবে? এইরূপ কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন, বন্ধুগণের পরস্পর উপস্থিত যুদ্ধোদ্‌যোগে, আমি কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার সহিত বা কোন বীর যুদ্ধ করিবেন, ইহা জানিবার নিমিত্ত আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। সেই জন্যই আমি সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, যুদ্ধার্থী উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করতঃ আমার কৌতুহল নিবারণ করিয়া আমাকে চরিতার্থ করুন ॥ ২২ ॥

—০:(*):০—

যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—অত্র যুদ্ধে দুর্ব্বুদ্ধেঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য প্রিয়চিকীর্ষবঃ যে এতে সমাগতাঃ (তান্) যোৎস্যমানান্ অহং অবেক্ষে ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—এই সমরে মন্দমতি ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের হিতসাধনেচ্ছু, যে-সকল ইহাঁরা সমুপস্থিত (সেই সকল) সমরোৎসুকদিগকে আমি দেখি ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—পাপপরায়ণ দুর্য্যোধনাদির হিত-সাধনাভিলাষী যুদ্ধার্থ যে সকল ব্যক্তি এই সমরক্ষেত্রে সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের যতক্ষণ

না দেখি, ততক্ষণ (২১ দেখুন) হে নারায়ণ! আমার রথ উভয় সৈন্যের মধ্যে স্থাপন করুন ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—প্রতিযোগিনামভাবে কথং তব যুদ্ধোৎসুক্যং ফলবত্তবেদিতি তত্রাহ যোৎস্যমানানিতি। যে কেচিদেতে রাজানো নানাদেশেভ্যোঽত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেতাস্তানহং যোৎস্যমানান্ পরিগৃহীতপ্রহরণোপায়ানতিতরাং সংগ্রামসমুৎসুকানুপলভে. তেন প্রতিযোগিনাং বাহুল্যমিত্যর্থঃ। তেষামস্মাভিঃ সহ পূর্ব্ববৈরাভাবে কথং প্রতিযোগিত্বং প্রকল্প্যতে তত্রাহ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্যেতি। ধৃতরাষ্ট্রপুত্রস্য দুর্য্যোধনস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ স্বরক্ষণোপায়মপ্রতিপদ্যমানস্য যুদ্ধায় সংরম্ভং কুর্ব্বতো যুদ্ধে যুদ্ধভূমৌ স্থিত্বা প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছবো রাজানঃ সমাগতাঃ দৃশ্যন্তে, তেন তেষামৌপাধিকমস্মৎপ্রতিযোগিত্বমুপপন্নমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—যোৎস্যমানানিতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য প্রিয়ং কর্ত্তুমিচ্ছন্তো য ইহ সমাগতাস্তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে রথং স্থাপয়েত্যন্বয়ঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—নন্বু বন্ধুত্বাদেতে সন্ধিমেব বিধাস্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ যোৎস্যমানানিতি। ন তু সন্ধিং বিধাস্যতঃ। অবেক্ষে প্রত্যেমি। দুর্ব্বুদ্ধেঃ কুধিয়ঃ স্বজীবনোপায়াননভিজ্ঞস্য। যুদ্ধে ন তু দুর্ব্বুদ্ধ্যপনয়নে। অতো মদ্যুদ্ধপ্রতিযোগিনিরীক্ষণং যুক্তমিতি ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—নন্বু বান্ধবা এব তে পরস্পরং সন্ধিং কারয়িষ্যন্তীতি কুতো যুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোৎস্যমানানিতি। য এতে ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্য্যোধনস্য দুর্ব্বুদ্ধেঃ স্বরক্ষণোপায়মজানতঃ প্রিয়চিকীর্ষবো যুদ্ধে ন তু দুর্ব্বুদ্ধ্যাপনয়নাদৌ, তান্ যোৎস্যমানান্ অহমবেক্ষে উপলভে, নতু সন্ধিকামান্ অতো যুদ্ধায় তৎপ্রতিযোগ্যবলোকনমুচিতমেবেতিভাবঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—যোৎস্যমানান্ ন তু শান্তিকামান্ যতো দুর্ব্বুদ্ধেঃ প্রিয়ং চিকীর্ষন্তি, তেন তেষামপি তত্তুল্যত্বং সূচিতম্ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রতিদ্বন্দ্বী অভাবে তোমার এই সমরোৎসাহ কিরূপে সফল হইবে, এই আশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, এই কুরুক্ষেত্রে নানা দেশ হইতে সমাগত রাজন্যগণ, অস্ত্র শস্ত্রাদি গ্রহণ করিয়া, অতিশয় সমরোৎসাহী হইয়াছেন। এই বীরবৃন্দ যুদ্ধ দ্বারা দুর্য্যোধনের হিতসাধনে অভিলাষী—রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন পরায়ণ হইয়া, বা সন্ধি সংস্থাপন করিয়া যুদ্ধের নিবৃত্তি করিতে কাহারও বাসনা দেখিতেছি না। দুর্য্যোধন নিতান্ত দুর্ম্মতি—সে আত্মরক্ষার উপায় পর্য্যন্ত পরিজ্ঞাত নহে। তাদৃশ মোহান্ধ ও ভ্রমান্ধ দুর্য্যোধনকে যথাবিহিত সদুপদেশ দ্বারা তাহার ভ্রমাপনোদনে এই বীরবৃন্দের কাহারও প্রবৃত্তি দেখিতেছি না; অতএব ইহাঁরা যে প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরূপে দণ্ডায়মান হইয়া শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। সমরক্ষেত্রস্থ আমার এই প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দর্শন করিতে আমি বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়াছি। যদি বলেন, ইহাদের সহিত

পূর্ব্বে কখনত তোমার শত্রুতা ভাব লক্ষ্য হয় নাই, তবে উপস্থিত রাজদিগকে এই যুদ্ধের প্রতিযোগি বলিয়া কিরূপে কল্পনা করিলে? এই আশঙ্কা তিরোহিত করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন বলিতেছেন, ইহাঁরা দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। পূর্ব্বে এই রাজগণের সহিত শত্রুতা না থাকিলেও, উপস্থিত রণে আমাদের চির-বৈরী দুর্য্যোধনের সহায়তা করিতেছেন বলিয়াই ইহাঁরা আমাদেরও শত্রু হইয়াছেন। অতএব পরস্পর কে কাহার সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহা স্থির করিবার নিমিত্ত, অগ্রে যুদ্ধের প্রতিযোগি দর্শন করা অর্জ্জুনের যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। এই জন্যই উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে রথ স্থাপনার্থ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ করিয়াছিলেন॥ ২৩॥

—০:(০:*:০):০—

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্॥ ২৪॥
ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি॥ ২৫॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। ভারত! গুড়াকেশেন * এবং উক্তঃ (সন্) হৃষীকেশঃ উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং চ ভীষ্ম-দ্রোণ-প্রমুখতঃ রথ-উত্তমং স্থাপয়িত্বা ইতি উবাচ পার্থ † এতান্ সমবেতান্ কুরূন্ ‡ পশ্য॥ ২৪। ২৫॥

* গুড়াকেশ।—গীতার কোন কোন ব্যাখ্যাতা বিশেষতঃ পূজ্যপাদ চক্রবর্ত্তী মহাশয় গুড়াকেশ পদের অন্যরূপ অর্থও গ্রহণ করিয়াছেন। যথা গুড়+অকেশ। গুড় মাধুর্য্যরস প্রকাশক অর্থাৎ ভগবৎ স্নেহ রসাস্বাদ প্রকাশক। অকেশ—অ বিষ্ণু, ক ব্রহ্মা, এবং ঈশ মহাদেব। অর্থাৎ বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহাদেব যাঁহার সুখকে ভগবৎ প্রেমরসাস্বাদ পরিত্যক্ত করিয়াছেন তিনিই গুড়াকেশ।

† যদুবংশাবতংস শূর নামক রাজা বসুদেবের পিতা। শূর রাজার পৃথা নাম্নী পরমরূপবতী এক কন্যা জন্মিয়াছিল। শূররাজের পিতৃস্বস্রীয় পুত্র কুন্তীভোজ রাজা অনপত্য ছিলেন। শূর স্বকীয় প্রথম সন্তান কুন্তীভোজ রাজাকে দান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। তদনুসারে লাবণ্যময়ী পৃথাকে শূর রাজা কুন্তী-ভোজকে প্রদান করিলেন। তদবধি সেই সুন্দরী কুন্তী নামেও পরিচিতা হইলেন। কুন্তীদেবী, শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেবের ভগ্নী, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা ছিলেন এবং তাঁহার গর্ভজাত পাণ্ডবেরা নারায়ণের পিতৃস্বস্-পুত্র ছিলেন।

‡ এস্থলে 'কুরু সমূহ' এই পদ দ্বারা কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষীয় ব্যক্তিবর্গকে লক্ষ্য করা হইয়াছে।

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন। ভরতবংশাবতংস! জিতনিদ্র- কর্ত্তৃক নারায়ণ এইরূপ কথিত (হইয়া) দুই-পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে সকল ভূপতির ও ভীষ্ম-দ্রোণের সম্মুখে মহারথ রক্ষা-করিয়া এই বলিলেন, অর্জ্জুন! এই-সকল সম্মিলিত কুরুদিগকে দেখ ॥ ২৪। ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—অনন্তর ধৃতরাষ্ট্রকে সম্বোধন করিয়া সঞ্জয় বলিলেন, হে ভরতবংশাবতংস! অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্তরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া শ্রীকৃষ্ণ উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে সমাগত রাজন্য ও ভীষ্মদ্রোণাদি বীর-বর্গের সম্মুখ ভাগে সেই দেবদত্ত মহারথ সংস্থাপন করিয়া কহিলেন, "হে ধনঞ্জয়! অতঃপর সমবেত কৌরবকুলকে দর্শন কর" ॥ ২৪। ২৫॥

আনন্দগিরি।—এবমর্জ্জুনেন প্রেরিতো ভগবানহিংসারূপং ধর্ম্মমাশ্রিত্য প্রায়শো যুদ্ধাৎ তং নিবর্ত্তয়িষ্যতীতি ধৃতরাষ্ট্রস্য মনীষাং দুদূষয়িষুঃ সঞ্জয়ো রাজানং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। ভগবতো হি ভূভারাপহারার্থং প্রবৃত্তস্যার্জ্জুনাভিপ্রায়প্রতিপত্তিদ্বারেণ স্বাভিসন্ধিং-প্রতিলম্ভমানস্য পরোক্তিমনুসৃত্য স্বাভিপ্রায়ানুকূলমনুষ্ঠানমাদর্শয়তি এবমিতি। ভীষ্মদ্রোণা-দীনামন্যেষাঞ্চ রাজ্ঞামন্তিকে রথং স্থাপয়িত্বা ভগবান্ কিং কৃতবানিতি তদাহ উবাচেতি। এতানভ্যাসে বর্ত্তমানান্ কুরূন্ কুরুবংশপ্রসূতান্ ভবদ্ভিঃ সার্দ্ধং যুদ্ধার্থং সংগতান্ পশ্য, দৃষ্ট্বা চ যৈঃ সহাত্র যুযুৎসা তবোপাবর্ত্ততে তৈঃ সাকং যুদ্ধং কুরু, ন খলেতেষাং শস্ত্রাস্ত্রশিক্ষাবতাং মহীক্ষিতামুপেক্ষোপপদ্যতে, সারথ্যে তু ন মনঃ খেদনীয়মিত্যর্থঃ ॥ ২৪। ২৫ ॥

রামানুজ।—অথ ব্যবস্থিতানিত্যারভ্য ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখত ইত্যন্তম্। অথ যুযুৎসূনব-স্থিতান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখান্ বীক্ষ্য পাণ্ডুতনয়ো জ্ঞান-শক্তি-বলৈশ্বর্য্য-বীর্য্যতেজসাং নিধিং স্বসঙ্কল্পকৃতজগদুদয়-বিভবলয়লীলং হৃষীকেশং পরাপরনিখিললোকোত্তরবাহ্যসর্ব্বকার-ণানাং সর্ব্বপ্রকারনিয়মেনাবস্থিতং সমাশ্রিতবাৎসল্যবিবশতয়া স্বস্যারথ্যেঽবস্থিতং যুযুৎসূ-নেতান্ সমেতান্ যাবদহং নিরীক্ষে তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয়েতি তং জগাদ। তথাচোদিতস্তৎক্ষণাদেব ভীষ্ম-দ্রোণাদীনাং সর্ব্বেষামেব মহীক্ষিতাং প্রমুখে হৃষীকেশো যথো-ক্তমকরোৎ। ঈদৃগ্ ভবদীয়ানাং জয়স্থিতিরিতি চাবোচৎ ॥ ২৪। ২৫ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণার্জ্জুনেন এবমুক্তঃ সন্, ভারত হে ধৃতরাষ্ট্র। ভীষ্মেতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা হে পার্থ এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানু-বাচ ॥ ২৪। ২৫ ॥

বলদেব।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয়ঃ প্রাহ এবমিতি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশঃ, স্বসখশ্রীভগবদ্গুণলাবণ্যস্মৃতিনিবেশন বিজিতনিদ্রস্তৎপরমভক্তস্তেনার্জ্জুনেনৈব-

মুক্তঃ প্রবর্ত্তিতো হৃষীকেশস্তচ্চিত্তবৃত্ত্যভিজ্ঞো ভগবান্ সেনয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণয়োঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং ভূভুজাঞ্চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথোত্তমমগ্নিদত্তং রথং স্থাপয়িত্বোবাচ, হে পার্থ সমবেতানেতান্ কুরূন্ পশ্যেতি। পার্থহৃষীকেশশব্দাভ্যামিদং সূচ্যতে। মৎপিতৃস্বসৃপুত্রত্বাৎ ত্বৎসারথ্যমহং করিষ্যাম্যেব ত্বন্তু ধুনৈব যুযুৎসাং ত্যক্ষ্যসীতি কিং শত্রুসৈন্যবীক্ষণেনেতি সোপহাসো ভাবঃ ॥ ২৪ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—এবমর্জ্জুনেন প্রেরিতো ভগবানহিংসারূপং ধর্ম্মমাশ্রিত্য প্রায়শো যুদ্ধান্নিবর্ত্তয়িষ্যতীতি ধৃতরাষ্ট্রাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য তন্নিরাচিকীর্ষুঃ সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ বৈশম্পায়নঃ। সঞ্জয় উবাচ। হে ভারত ধৃতরাষ্ট্র! ভরতবংশমর্য্যাদামনুসন্ধায়াপি দ্রোহং পরিত্যজ জ্ঞাতীনামিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ। গুড়াকায়া নিদ্রায়া ঈশেন জিতনিদ্রতয়া সর্ব্বত্র সাবধানেনার্জ্জুনেনৈবমুক্তো ভগবানয়ং মত্তুল্যোঽপি সারথ্যে মাং নিযোজয়তীতি দোষমাশ্বাদ্য নাকুপ্যৎ, ন বা তং যুদ্ধান্ন্যবর্ত্তয়ৎ, কিন্তু সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতস্তয়োঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাং সম্মুখে (আদ্যাদিত্বাৎ সার্ব্ববিভক্তিকস্তসিঃ) চকারেণ সমাসনিবিষ্টোঽপি প্রমুখতঃ শব্দ আকৃষ্যতে। ভীষ্মদ্রোণয়োঃ পৃথক্‌কীর্ত্তনমতিপ্রাধান্যসূচনায়, রথোত্তমমগ্নিনা দত্তং দিব্যং রথং ভগবতা স্বয়মেব সারথ্যেনাধিষ্ঠিততয়া চ সর্ব্বোত্তমং, স্থাপয়িত্বা হৃষীকেশঃ সর্ব্বেষাং নিগূঢ়াভিপ্রায়জ্ঞো ভগবানর্জ্জুনস্য শোকমোহাবুপস্থিতাবিতি বিজ্ঞায় সোপহাসমর্জ্জুনমুবাচ, হে পার্থ! পৃথায়াঃ স্ত্রীস্বভাবেন শোকমোহগ্রস্ততয়া তৎসম্বন্ধিনস্তবাপি তদ্বত্তা সমুপস্থিতেতি সূচয়ন্ হৃষীকেশত্বমাত্মনো দর্শয়তি। পৃথা মম পিতুঃ স্বসা তস্যাঃ পুত্রোঽসীতি সম্বন্ধোল্লেখেন চাশ্বাসয়তি, মম সারথ্যে নিশ্চিন্তো ভূত্বা সর্ব্বানপি সমবেতান্ কুরূন্ যুযুৎসূন্ পশ্য, নিঃসঙ্কতয়েতি দর্শনবিধ্যভিপ্রায়ঃ। অহং সারথ্যেঽতিসাবধানঃ ত্বন্তু সাম্প্রতমেব পার্থত্বং ত্যক্ষ্যসীতি, কিং তব পরসেনাদর্শনেনেত্যর্জ্জুনস্য ধৈর্য্যমাপাদয়িতুং তাবন্মাত্রং তাবৎপর্য্যন্তং ভগবতো বাক্যং. অন্যথা রথং সেনয়োর্মধ্যে স্থাপয়ামাসেত্যেবং ব্রূয়াৎ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—রথোত্তমং স্থাপয়িত্বা উবাচেতি দ্বয়োঃ সম্বন্ধঃ। মহীক্ষিতাং পৃথ্বীশ্বরাণাম্ ॥ ২৪ । ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—হৃষীকেশঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ন্তাপি এবমুক্তঃ অর্জ্জুনেনাদিষ্টঃ, অর্জ্জুনেন বাগিন্দ্রিয়মাত্রেণাপি নিয়ম্যোঽভূদিতি, অহো প্রেমবশ্যত্বং ভগবত ইতি ভাবঃ। গুড়াকেশেন গুড়া যথা মাধুর্য্যমাত্রপ্রকাশকাস্তত্তথা স্বীয়স্নেহরসাস্বাদপ্রকাশকাঃ অকেশা বিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিবা যস্য তেন, অকারো বিষ্ণুঃ, কো ব্রহ্মা, ঈশো মহাদেবঃ। যত্র সর্ব্বাবতারচূড়ামণীন্দ্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এব প্রেমাধীনঃ সন্ আজ্ঞানুবর্ত্তী বভূব, তত্র গুণাবতারত্বাৎ তদংশা বিষ্ণু-ব্রহ্ম-রুদ্রাঃ কথমৈশ্বর্য্যং প্রকাশয়ন্তু কিন্তু স্বকর্ত্তৃকস্নেহরসং প্রকাশ্যৈব স্বং স্বং কৃতার্থং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভগবতা পরমব্যোমনাথেনাপি "দ্বিজাত্মজা মে যুবয়োর্দিদৃক্ষুণা" ইতি। যদ্বা গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণেত্যর্থঃ। অত্রাপি ব্যাখ্যায়াং

সাক্ষান্মায়ায়া অপি নিয়ন্তা যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স চাপি যেন প্রেম্না বিজিত্য বশীকৃতঃ তেনার্জ্জুনেন মায়াবৃত্তির্নিদ্রা বরাকী জিতেতি কিং চিত্রমিতি ভাবঃ। ভীষ্মদ্রোণয়োঃ প্রমুখতঃ প্রমুখে সম্মুখে সর্ব্বেষাং মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাঞ্চ। প্রমুখত ইতি সমাসপ্রবিষ্টোঽপি প্রমুখতঃ শব্দ আকৃষ্যতে ॥ ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—এরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক প্রেরিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অহিংসা ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অর্জ্জুনকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তি করিলেও করিতে পারেন, পুত্র-স্নেহ পরবশ ধৃতরাষ্ট্রের এই আশা দূরীকরণাভিপ্রায়ে সঞ্জয় বলিতেছেন, "হে ভরত কুলজাত ধৃতরাষ্ট্র! তুমি ভরতবংশ মহিমা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া জ্ঞাতি-গণের সহিত দ্রোহাচরণ পরিত্যাগ কর। "ভারত" এই সম্বোধন দ্বারা ইহা সূচিত হইল। (গুড়াকা শব্দে নিদ্রা তাহার ঈশ্বর অর্থাৎ জিতনিদ্র) অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত কিংবা বিমুগ্ধ নহেন, তিনি অতিশয় সাবধান হইয়া কার্য্য করেন; এজন্য লোকে তাঁহাকে "গুড়াকেশ" বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মায়ার নিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন, সেই অর্জ্জুন মায়া বৃত্তিরূপা বরাকী নিদ্রাকে যে বশীভূত করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট ভগবান্, 'আমার ভৃত্য আমাকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে' এই দোষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ করি-লেন না, কিংবা যুদ্ধ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্তও করিলেন না; বরং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির সম্মুখে দিব্য রথ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন; 'হে পার্থ! তুমি ইচ্ছামত সকলকে দর্শন কর।' ভীষ্ম ও দ্রোণ এই দুইজনের মাত্র নাম গ্রহণ করায়, সর্ব্ব সৈন্যাপেক্ষা এতদুভয়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীতি হইল। "হৃষীকেশ" অর্থাৎ সকলের গূঢ়াভিপ্রায়াভিজ্ঞ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীষ্মাদি বন্ধু-দিগকে দর্শনে অর্জ্জুনের শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছে, ইহা জ্ঞাত হইয়া তদীয় মাতৃ নামদ্বারা উপহাস পূর্ব্বক তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, 'হে পার্থ!' হে পৃথা সুত! অর্থাৎ কুন্তী যিনি স্ত্রী স্বভাববশতঃ শোক মোহ-গ্রস্তা তুমি তাঁহারই পুত্র, সুতরাং এই সম্মুখ সংগ্রামে বন্ধু বান্ধবদিগকে দর্শন করিয়া তোমারও শোক-মোহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহাই পার্থ এই সম্বোধনের তাৎপর্য্য। পক্ষান্তরে পৃথা আমার পিতৃষ্বসা, তুমি তাঁহার পুত্র, এই সম্বন্ধ উল্লেখ পূর্ব্বক সম্বোধন করিয়া আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। 'আমি সাবধানে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত আছি; হে মদীয় পিতৃষ্বসা পুত্র! তুমি এই সমর-ক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া বীরদিগকে দর্শন কর।' অর্থাৎ 'আমি

সারথি রূপে বর্ত্তমান থাকিতে এই ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষেত্রে তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই জানিবে ॥ ২৪ । ২৫ ॥

—০:(:*:):০—

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্মাতুলান্ভ্রাতৄন্পুত্রান্পৌত্রান্সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—পার্থঃ তত্র উভয়োঃ সেনয়োঃ অপি স্থিতান্ পিতৄন্ অথ পিতামহান্ আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ তথা সখীন্ * শ্বশুরান্ চ সুহৃদঃ এব অপশ্যৎ † ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন সেই-স্থানে উভয় সেনার-ই বিদ্যমান্ পিতৃব্য সকল ও পিতামহগণ আচার্য্যসমূহ মাতুলবৃন্দ ভ্রাতৃবর্গ পুত্রসকল পৌত্রসমূহ ও সখাগণ শ্বশুরসকল এবং বন্ধুসমূহকে দেখিলেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন সেই সমরোদ্যত যোদ্ধৃবর্গ মধ্যে পিতৃপর্য্যায়স্থ ব্যক্তিগণ, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্রস্থানীয় কুমার, সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ্ সমূহ দর্শন করিলেন ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—এবং স্থিতে মহানধর্ম্মো হিংসেতি বিপরীতবুদ্ধ্যা যুদ্ধাদুপরিরংসা পার্থস্য সম্প্রবৃত্তেতি কথয়তি অত্রেত্যাদিনা। সপ্তম্যা ভগবদভ্যনুজ্ঞানে সমরসমারম্ভায় সম্প্রবৃত্তে সতীত্যেতদুচ্যতে সেনয়োরুভয়োরপি স্থিতান্ পার্থোঽপশ্যদিতি সম্বন্ধঃ। অথশব্দস্তথাশব্দপর্য্যায়ঃ, শ্বশুরাঃ ভার্য্যাণাং জনয়িতারঃ, সুহৃদো মিত্রাণি কৃতবর্ম্মপ্রভৃতয়ঃ

---

* সখা—সুহৃৎ। সখা ও সুহৃদ্ শব্দের অর্থ ও ভাবগত বিশেষ বিভিন্নতা আছে। উভয় শব্দের ব্যুৎপত্তি আলোচনা করিলে তাহা অনুমিত হইবে। সমানঃ খ্যায়তে জনৈঃ নাম্নীতি ডিঃ মনীষাদিত্বাৎ খ্যাতের্যলোপঃ সমানস্য সভাবশ্চ সখ্যুস্তামিতি সের্ডা। অমরটীকায়াং ভরতঃ। সু শুভং উত্তমং বা হৃৎ হৃদয়ং যথা; চিত্তন্তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্মানসং মনঃ ইত্যমরঃ শুভং হিতং হৃদয়ং যস্য সঃ। সমান প্রকৃতি বিশিষ্ট আত্মীয় সখা এবং শুভানুধ্যায়ী আত্মীয় সুহৃদ।

† অর্জ্জুন এস্থলে যে সকল সম্পর্কিত লোকের উল্লেখ করিতেছেন তন্মধ্যে অধিকাংশই পিতৃবদ্গুরু। যথা; উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ, পিতামহৌ। বন্ধু, জ্যেষ্ঠ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ। ইতি কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১১ অধ্যায়ঃ ॥

☞ পাঠান্তর—অত্রাপশ্যৎ

শ্রীধর।—ততঃ কিংবৃত্তমিত্যাহ তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ। সখীন্ মিত্রাণি, সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ॥ ২৬॥

বলদেব।—এবং ভগবতোক্তোঽর্জ্জুনঃ পরসেনামপশ্যদিত্যাহ তত্রেতি সার্দ্ধকেন। তত্র পরসেনায়াং, পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তাদীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপাদীন্, মাতুলান্ শল্য-শকুন্যাদীন্, ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনাদীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণাদীন্, পৌত্রান্ নপ্তৄন্ লক্ষ্মণাদিপুত্রান্, সখীন্ বয়স্যান্ দ্রোণি-সৈন্ধবাদীন্, সুহৃদঃ কৃতবর্ম্ম-ভগদত্তাদীন্। এবং স্বসৈন্যেঽপ্যুপলক্ষণায়ম্ উভয়োরপি সেনয়োরবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ সমীক্ষ্যেত্যন্বয়াৎ॥ ২৬॥

মধুসূদন।—তত্র সমরসমারম্ভার্থং সৈন্যদর্শনে ভগবতাভ্যনুজ্ঞাতে সতি সেনয়োরুভয়োরপি স্থিতান্ পার্থোঽপশ্যদিত্যন্বয়ঃ। অথশব্দস্তথাশব্দপর্য্যায়ঃ। পরসেনায়াং পিতৄন্ পিতৃব্যান্ ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্, পিতামহান্ ভীষ্ম-সোমদত্তপ্রভৃতীন্, আচার্য্যান্ দ্রোণ-কৃপপ্রভৃতীন্, মাতুলান্ শল্য-শকুনিপ্রভৃতীন্ ভ্রাতৄন্ দুর্য্যোধনপ্রভৃতীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণপ্রভৃতীন্, পৌত্রান্ লক্ষ্মণাদিপুত্রান্, সখীন্ অশ্বত্থাম-জয়দ্রথপ্রভৃতীন্ বয়স্যান্, সুহৃদো মিত্রাণি কৃতবর্ম্ম-ভগদত্ত-প্রভৃতীন্। সুহৃদ ইত্যনেন যাবন্তঃ কৃতোপকারা মাতামহাদয়শ্চ তে দ্রষ্টব্যাঃ। এবং স্বসেনায়ামপ্যুপলক্ষণায়ম্॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—তত্রেতি। পিতৄন্ পিতৃব্যাদীন্, ভূরিশ্রবঃপ্রভৃতীন্,পিতামহান্ ভীষ্মাদীন্, মাতুলান্ শল্যাদীন্, ভ্রাতৄন্ দুর্যোধাদীন্, পুত্রান্ লক্ষ্মণাদীন্, পৌত্রান্ লক্ষ্মণাদিপুত্রান্, সখীন্ অশ্বত্থামাদীন্ সুহৃদঃ কৃতবর্ম্মাদীন্॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—উভয় সৈন্য মধ্যে বন্ধু-বান্ধবগণই যুদ্ধাভিলাষে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দেখিয়া, অর্জ্জুনের মানসিক বৈরনির্য্যাতন প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া ক্রমশঃ তাঁহার সাত্ত্বিক ভাব অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি আর ধৃতরাষ্ট্র পুত্রদিগকে শত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতে পারিলেন না। তখন অর্জ্জুন উভয় দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন, এক পক্ষে পিতৃব্য ভূরিশ্রবা প্রভৃতি, পিতামহ ভীষ্ম-সোমদত্ত প্রভৃতি, আচার্য্য দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি, মাতুল শল্য-শকুনি প্রভৃতি, ভ্রাতা দুর্য্যোধন প্রভৃতি, পুত্র দুর্য্যোধনাদির পুত্র লক্ষ্মণ প্রভৃতি, পৌত্র লক্ষ্মণাদির পুত্র, সখা অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ প্রভৃতি, এবং নিজ পক্ষেও উল্লিখিতরূপ সম্বন্ধ বিশিষ্ট আত্মীয়গণ, ইহাঁরা সকলেই প্রাণের মায়া উপেক্ষা করিয়া এই ঘোরতর সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। "সুহৃদ্" শব্দ দ্বারা যাহারা কৃতোপকারী, এবং মাতামহ প্রভৃতি স্বজনগণও প্রতিপন্ন হইতেছে॥ ২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—সঃ কৌন্তেয়ঃ অবস্থিতান্ তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ * সমীক্ষ্য পরয়া কৃপয়া আবিষ্টঃ বিষীদন্ ইদং অব্রবীৎ ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই অর্জ্জুন অবস্থিত সেই সকল সুহৃদ্গণকে দর্শন-করিয়া অতিশয়-দয়া-পরবশ-হইয়া দুঃখ-করিতে-করিতে ইহা বলিলেন ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে নানাপ্রকার সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়, কুটুম্ব ও সুহৃদবর্গকে সন্দর্শন করিয়া দয়ার্দ্র চিত্ত হইলেন এবং শোক সহকারে বলিলেন ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—সেনাদ্বয়ে ব্যবস্থিতান্ যথোক্তান্ পিতৃপিতামহাদীনালোক্য পুরিম-কৃপাপরবশঃ সন্নর্জ্জুনো ভগবন্তমুক্তবানিত্যাহ তানিতি। বিষীদন্ যথোক্তানাং পিত্রাদীনাং হিংসাসংরম্ভনিবন্ধনং বিষাদমুপতাপং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টো গৃহীতো বিষণ্ণঃ সন্ ইদমর্জ্জুনোঽব্রবীৎ। ইত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকবাক্যার্থঃ। আবিষ্টোব্যাপ্তঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—অথ সর্ব্বেশ্বরো দয়ালুঃ কৃষ্ণঃ সপরিকরাত্মোপদেশেন বিশ্বমুদ্দিধীর্ষুরর্জ্জুনং শিষ্যং কর্ত্তুং তৎসধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি শ্রুত্যর্থাভাসেনাধর্ম্মতামাভাস্য তং সমোহং কৃতবানিত্যাহ তান্ সমীক্ষ্যেতি। কৌন্তেয় ইতি স্বায়পিতৃস্বস্পুত্রত্বোক্ত্যা তদ্ধর্ম্মৌ মোহশোকৌ তদা তস্য ব্যজ্যেতে। কৃপয়া কর্ত্র্যা ইত্যুক্তেঃ স্বভাবসিদ্ধাস্য কৃপেতি দ্যোত্যতে, অতঃ পরয়েতি তদ্বিশেষণম্। অপরয়েতি বা চ্ছেদঃ। স্বসৈন্যে পূর্ব্বমপি কৃপাস্তি, পরসৈন্যে ত্বপরাপি সাভূদিত্যর্থঃ। বিষীদন্নুনুতাপং বিন্দন্। অত্রোক্তিবিষাদ-য়োরৈককাল্যাদুক্তিকালে বিষাদকার্য্যাণ্যশ্রুকম্পসন্নকণ্ঠতাদীনি ব্যজ্যন্তে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—এবং স্থিতে মহানধর্ম্মো হিংসেতি বিপরীতবুদ্ধ্যা মোহাখ্যয়া শাস্ত্রবিহিত ত্বেনাধর্ম্মত্বমিতি জ্ঞানপ্রতিবন্ধকেন চ মমতানিবন্ধনেন চিত্তবৈকল্যেন শোকাখ্যেনাভিভূত-বিবেকস্যার্জ্জুনস্য পূর্ব্বমারব্ধাদ্যুদ্ধাখ্যাৎ স্বধর্ম্মাদুপরিরংসা মহানর্থপর্য্যবসায়িনী বৃত্তেতি

---

* সগোত্র বান্ধব-বন্ধু জ্ঞাতি-স্বজনাঃ সমাঃ ইত্যমরঃ। জ্ঞাতি ও কুটুম্বের ইদানীং যেরূপ অর্থগত বিভিন্নতা ঘটিয়াছে, পূর্ব্বকালে সেরূপ ছিল না। জ্ঞাতি শব্দ কুটুম্ববাচকও ছিল। সুতরাং একমাত্র বন্ধু শব্দে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার আত্মীয়ই বুঝাইতেছে।

দর্শয়তি। কৌন্তেয় ইতি স্ত্রীপ্রভবত্বকীর্ত্তনং, পার্থবদসাত্ত্বিক মৃঢ়তামপেক্ষ্য কৃপয়া কর্ত্র্যা স্বব্যাপারেণৈবাবিষ্টো ব্যাপ্তো ন তু কৃপাং কেনচিদ্ব্যাপারেণাবিষ্ট ইতি স্বতঃ সিদ্ধৈবাস্য কৃপেতি সূচ্যতে, এতৎ প্রকটীকরণায় পরয়েতি ব্যবচ্ছেদঃ। স্বসৈন্যে পুরাপি কৃপাভূদেব তস্মিন্ সময়ে তু কৌরবসৈন্যেঽপ্যপরা কৃপাভূদিত্যর্থঃ। বিষীদন্ বিষাদমুপতাপং প্রাপ্নুবন্ অব্রবীদিত্যুক্তি-বিষাদয়োঃ সমকালতাং বদন্ সগদ্গদকণ্ঠতাশ্রুপাতাদিবিষাদকার্য্যমুক্তিকালে দ্যোতয়তি ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ।—দুর্য্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তান্ ॥ ২৬। ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্যাদি পরম আত্মীয় ও অন্যান্য সুহৃদ্গণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় অতিশয় বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া উঠিল। এই মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে নিশিত শায়কাদি অস্ত্র দ্বারা এই সকল পরমাত্মীয় ব্যক্তির কলেবর বিদ্ধ করিতে হইবে এবং তাঁহাদিগকে জীবন বিহীন করিতে হইবে, এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া এবং তাদৃশ হৃদয়বিদারক দুর্ঘটনার পরিণাম সমূহ স্মরণ করিয়া জ্ঞানবান্ ও সহৃদয় অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ মথিতপ্রায় হইল। বীরকুলচূড়ামণি অর্জ্জুন অধুনা স্ত্রীজনোচিত কোমল হৃদয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাতৃনামের পরিচয়ে তাঁহাকে এ স্থলে 'কৌন্তেয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

পরমদয়াপ্রবণ বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অমৃতকল্প উপদেশ দ্বারা বিশ্ব সংসার উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যে পরম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন, তাহার নিমিত্ত অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্যের প্রয়োজন। এই জন্য ভগবান্ কৃত কৌশলেই অর্জ্জুনের অধুনা এই সম্মোহ উপস্থিত হইল এবং আত্মীয় হননাভিপ্রায়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও সম্প্রতি তাঁহার বিষম চিত্তবৈক্লব্য জন্মিল।

কেহ কেহ "অপরয়া কৃপয়া" এরূপ ছেদ করেন। স্বপক্ষীয় সৈন্যের প্রতি পূর্ব্ব হইতেই যথেষ্ট কৃপা ছিল, এক্ষণে অপর পক্ষীয় সৈন্যের প্রতি অর্জ্জুনের হৃদয়ে কৃপার আবির্ভাব হইল, ইহাই এরূপ অন্বয়ের ভাব ॥ ২৭ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমবস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। কৃষ্ণ * যুযুৎসূন্ ইমান্ স্বজনান্ সমবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা মম গাত্রাণি সীদন্তি মুখং চ পরিশুষ্যতি ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। ভগবন্! যুদ্ধাভিলাষী এই আত্মীয়সকলকে সমবেত দেখিয়া আমার অঙ্গ সকল অবসন্ন-হইতেছে মুখও বিশুষ্ক-হইতেছে ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে নারায়ণ! সম্মুখবর্ত্তী সমরক্ষেত্র মধ্যে এই সকল আত্মীয়বর্গকে দর্শন করিয়া আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি অবসন্ন এবং মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—তদেবেদং শব্দবাচ্যং বচনমুদাহরতি দৃষ্ট্বেতি। আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং যুদ্ধেচ্ছয়া যুদ্ধভূমাবুপস্থিতমুপলভ্য শোকপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি সীদন্তীতি। দেবাংশস্যৈবার্জ্জুনস্যানাত্মবিদঃ স্বপরদেহেষ্বাত্মাত্মীয়াভিমানবতস্তৎপ্রিয়স্য যুদ্ধারম্ভে তন্মৃত্যুপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো মহানাসীদিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ দৃষ্ট্বেমা নিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তিম্। হে কৃষ্ণ যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্য্যন্তে ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—কৌন্তেয়ঃ শোকব্যাকুলং যদাহ তদনুবদতি দৃষ্ট্বেমমিতি। স্বজনং স্ববন্ধুবর্গং (জাতাবেকবচনং)। "সগোত্রবান্ধবজ্ঞাতিবন্ধুস্বস্বজনাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। দৃষ্ট্বাবস্থিতস্য মম গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি শীর্য্যন্তে। পরিশুষ্যতীতি শ্রমাদিহেতুকাচ্ছোষাদতিশয়িতমস্য শোষস্য ব্যজ্যতে ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন।—তদেব ভগবন্তং প্রত্যর্জ্জুনবাক্যমবতারয়তি সঞ্জয়ো অর্জ্জুন উবাচেত্যাদিনা। "এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে" ইত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। তত্র স্বধর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণীভূততত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকঃ স্বপরদেহ আত্মাত্মীয়াভিমানবতোঽনাত্মবিদোঽর্জ্জুনস্য যুদ্ধেন স্বপরদেহবিনাশপ্রসঙ্গদর্শিনঃ শোকো মহানাসীদিতি তল্লিঙ্গকথনেন দর্শয়তি ত্রিভিঃ। অর্জ্জুন উবাচ। ইমং স্বজনং আত্মীয়ং বন্ধুবর্গং যুযুৎসুং যুদ্ধভূমৌ চোপস্থিতং দৃষ্ট্বা স্থিতস্য মম পশ্যতো মমেত্যর্থঃ। গাত্রানি অঙ্গানি সীদন্তি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি, পরিশ্রমাদিনিমিত্তশোষাপেক্ষয়াতিশয়কথনায় সর্ব্বতোভাববাচিপরিশব্দপ্রয়োগঃ ॥ ২৮ ॥

---

* পদ্মপুরাণের 'কৃষ্ণ' এই নামের অর্থ নির্ণয় উপলক্ষে শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন, "কৃষিভূর্বাচকঃ শব্দো নশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে।" অর্থাৎ কৃষ্-সংসার, ন মুক্তি। যিনি সংসার হইতে মুক্তি প্রদান করেন তিনিই কৃষ্ণ। অথবা "কর্ষয়েৎ সর্ব্বং জগৎ কালরূপেণ যঃ সকৃষ্ণঃ"। যিনি কালরূপে সকল জগৎকে কর্ষণ করেন তিনিই কৃষ্ণ। অথবা "কৃষিশ্চ পরমানন্দঃ নশ্চ তদ্দাস্যকর্ম্মণি।" অর্থাৎ যাঁহার দাস্যকর্ম্মে পরমানন্দ তিনিই কৃষ্ণ।

পাঠান্তর—দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ।

নীলকণ্ঠ ।— কৃপয়া :ঈহেন, স চ স্বজনমিতি বিশেষণেন প্রদর্শ্যতে ॥ ২৭ । ২৮ ॥

তাৎপর্য্য ।—সেই সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ উৎসাহ ও উদ্যমপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত উদ্যতায়ুধ বীরগণের বদন মণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, অর্জ্জুনের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি যতদূর নেত্রপাত করিলেন, সমরক্ষেত্রের ততদূর পর্য্যন্ত কেবল চিরপরিচিত পরমাত্মীয়, সুহৃদগণের বদন অবলোকন করিতে লাগিলেন। ধৃতরাষ্ট্রের আশঙ্কিত ধর্ম্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অনর্থক বাক্যে পর্য্যবসিত হইল না। বীরপুঙ্গব অর্জ্জুনের হৃদয় সত্বগুণের প্রভাবে নিরতিশয় কাতর ও অবসন্ন হইয়া উঠিল। সেই ব্যথিত-হৃদয় বিকলচিত্ত অর্জ্জুন তখন স্বীয় সখা ও সারথী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— "হে ভবরোগবৈদ্য, হে হৃদয়-বেদনাবিনাশক কৃষ্ণ! অদ্য এই সুহৃদ্ সমাকীর্ণ সমরক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া অমার হৃদয় নিদারুণ বিষাদভারে নিপীড়িত হইতেছে, আমার দেহ নিতান্ত অবসন্ন বোধ হইতেছে এবং আমার মুখ বিশুষ্ক হইয়াছে।"

এতক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরব্ধ হইল। ধনঞ্জয়ের এতাদৃশ উদ্বেগই এই অমূল্য শাস্ত্রের বীজ। এই বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া সেই পরমকবি, একমাত্র দার্শনিক, জগদেক আশ্রয়, জীবের অনন্য শরণ্য, পুণ্যপুরুষ ভগবানের যুক্তি, তর্ক ও তত্ত্বকথারূপ পরম শোভাময় শাখাপল্লব পরিশোভিত সুবিস্তৃত বিটপীর আকার ধারণ করিবে ॥ ২৮ ॥

—০:(*):০—

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

অন্বয় ।—মে শরীরে বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ জায়তে হস্তাৎ গাণ্ডীবং চ স্রংসতে ত্বক্এব পরিদহ্যতে ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ ।—আমার দেহে কম্প ও রোমাঞ্চ জন্মিতেছে হস্ত-হইতে গাণ্ডীবধনু-ও * বিস্রস্ত-হইতেছে এবং চর্ম্ম—ও দগ্ধ হইতেছে ॥ ২৯ ॥

* খাণ্ডব দাহনের পূর্ব্বে বরুণ কর্ত্তৃক অর্জ্জুনকে প্রদত্ত ধনুর নাম গাণ্ডীব। এই ধনু ভগবান্ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত, বিচিত্র বর্ণাদি বিশিষ্ট এবং বিবিধ অসাধারণ ও অত্যদ্ভুত শক্তি সম্পন্ন। এই গাণ্ডীবের সঙ্গে সঙ্গে দুইটী অক্ষয় তূণীরও তৎকালে অগ্নির নিদেশ বশবর্ত্তী বরুণদেব অর্জ্জুনকে প্রদান করিয়াছিলেন।

ব্যাখ্যা।—এই বন্ধুগণকে দর্শন করিয়া আমার দেহ বিকম্পিত ও কণ্টকিত হইতেছে, শরীর এতই অবসন্ন হইয়াছে যে গাণ্ডীবধনু হস্ত-ভ্রষ্ট হইতেছে এবং উৎকণ্ঠা-জনিত উত্তাপে আমার চর্ম্ম যেন দগ্ধীভূত হইতেছে ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—অঙ্গেষু ব্যথা মুখে পরিশোষশ্চেত্যুভয়ং শোকলিঙ্গমুক্তং, সম্প্রতি বেপথুপ্রভৃতীনি ভীতিলিঙ্গান্যুপন্যস্যতি বেপথুশ্চেতি। রোমহর্ষো রোম্ণাং গাত্রেষু পুলকিতত্বম্ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ বেপথুশ্চেত্যাদিনা। বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ, স্রংসতে নিপততি, পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—বেপথুঃ কম্পঃ, রোমহর্ষঃ পুলকঃ। গাণ্ডীবস্রংশেনাধৈর্য্যং ত্বগ্দাহেন হৃদ্বিদাহো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—বেপথুঃ কম্পঃ রোমহর্ষঃ পুলকিতত্বম্। গাণ্ডীবস্রংশেনাধৈর্য্যলক্ষণং দৌর্ব্বল্যং, ত্বক্‌পরিদাহেন চান্তঃসন্তাপো দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—সীদন্তি নিশ্চেষ্টানি ভবন্তি। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ ॥ ২৮। ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যে বীর সশরীরে স্বর্গালয়ে গমন করিয়া অলোক-সামান্য শৌর্য্য প্রভাবে দেবগণের কৃপাভাজন হইয়াছিলেন, যে বীর ভূতনাথ ভবানীপতির সহিত সমরে ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই, যে বীরবর অত্যদ্ভুত রণপাণ্ডিত্য দর্শনে দেবগণ বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ দিব্যাস্ত্র পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন, যে বীর দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তেই সায়ক-প্রক্ষেপ তৎপরতা হেতু সব্যসাচী নামে অভিহিত, অদ্য স্থান মাহাত্ম্যে অভূতপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের সমাবেশ হেতু, সেই দৈবশক্তি সম্পন্ন বীরবরের দেহ শিশুর ন্যায় বলহীন, হস্ত জরাগ্রস্তের ন্যায় নিশ্চল, অঙ্গাদি বেতসবৎ বিকম্পিত ও শরীর শল্লকীর তুল্য কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যে গাণ্ডীব নামক মহাধনুঃ অর্জ্জুনের বাহুর অবিচ্ছিন্ন অলঙ্কার স্বরূপ, আজি ধনঞ্জয়ের বিশাল বাহু সে আয়ুধের ভারবহনে অশক্ত হইল। তিনি সকাতরে স্বকীয় বিসদৃশ দশার বৃত্তান্ত সেই সনাতন পুরুষের নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

—০:(*):০—

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।
निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—কেশব * অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি মে মনঃ চ ভ্রমতি ইব বিপরীতানি নিমিত্তানি † চ পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—কেশব! স্থির-থাকিতে আর পারিতেছি না আমার মনও যেন ঘুরিতেছে এবং বিরুদ্ধ দুর্লক্ষণ সকলও দেখিতেছি ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে দুষ্টনাশক ও শিষ্টপালক হরে! আমি আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, বিবিধ দুর্লক্ষণ দর্শনে আমার চিত্ত যেন বিঘূর্ণিত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—কিঞ্চাধৈর্য্যমপি সংবৃত্তমিত্যাহ নচেতি। মোহোঽপি মহান্ ভবতীত্যাহ ভ্রমতীবেতি। বিপরীতনিমিত্তপ্রতীতেরপি মোহো ভবতীত্যাহ নিমিত্তানীতি। তানি বিপরীতানি নিমিত্তানি যানি বামনেত্রস্ফুরণাদীনি ॥ ৩০ ॥

শ্রীধর।—অপিচ নচ শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি ॥ ৩০ ॥

বলদেব।—ন চেতি। অবস্থাতুং স্থিরো ভবিতুং মনো ভ্রমতীব চেতি দৌর্ব্বল্য-মূর্চ্ছয়োরুদয়ঃ। নিমিত্তানি ফলান্যত্র যুদ্ধে বিপরীতানি পশ্যামি। বিজয়িনো মে রাজ্যপ্রাপ্তি-রানন্দো ন ভবিষ্যতি। কিন্তু তদ্বিপরীতোঽনুতাপ এব ভাবীতি। নিমিত্তশব্দঃ ফলবাচী কস্মৈ নিমিত্তায়াত্র বসসীত্যাদৌ তথা প্রতীতেঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—অবস্থাতুং শরীরং ধারয়িতুং ন চ শক্নোমীত্যনেন মূর্চ্ছা সূচ্যতে, তত্র হেতুঃ মম মনো ভ্রমতীবেতি ভ্রমণকর্ত্তৃসাদৃশ্যং নাম মনসঃ কশ্চিদ্বিকারবিশেষো মূর্চ্ছায়াঃ পূর্ব্বা-পরাবস্থাভেদো যত এবমতো নাবস্থাতুং শক্নোমীত্যর্থঃ। পুনরপ্যবস্থানাসামর্থ্যে কারণমাহ নিমিত্তানি চ সূচকতয়া আসন্নদুঃখস্য বিপরীতানি বামনেত্রস্ফুরণাদীনি পশ্যামি অনুভবামি, অতোঽপি নাবস্থাতুং শক্নোমীত্যর্থঃ, অহমনাত্মবিত্তেন দুঃখিত্বকষ্টনিবন্ধনং ক্লেশমনুভবামি, ত্বং তু সদানন্দরূপত্বাচ্ছোকাসংস্পর্শীতি কৃষ্ণপদেন সূচিতম্, অতঃ স্বজনদর্শনে তুল্যেঽপি শোকাসংসক্তিত্বলক্ষণাদ্বিশেষাৎ ত্বং মামশোকং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। কেশবপদেন চ তৎকরণ-

* কেশব—ক ব্রহ্মা, ঈশ রুদ্র অর্থাৎ শিব, গমনার্থ বধাতু সহকারে, এ দুই দেবতা অনুকম্পা সহকারে গমন করিতেছেন এই অর্থ। অথবা কেশ—ব অর্থাৎ যিনি প্রাপ্ত হন, যিনি সুন্দর কেশ প্রাপ্ত হন তিনিই কেশব। অথবা কেশী নামক দৈত্যকে যিনি সংহার করিয়াছেন তিনিই কেশব।

† নিমিত্তং—হেতু চিহ্নম্ ইত্যমরঃ।

সামর্থ্যং। কো ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্ত্তা, ঈশো রুদ্রঃ সংহর্ত্তা, তৌ বাতোঽনুকম্পতয়া গচ্ছত ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। ভক্তদুঃখকর্ষিত্বং বা কৃষ্ণপদেনোক্তং, কেশবপদেন চ কেশ্যাদিদুষ্টদৈত্যনিবর্হনেন সর্ব্বদা ভক্তান্ পালয়সীত্যতো মামপি শোকনিবারণেন পালয়িষ্যসীতি সূচিতম্॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ।—দৃষ্টে ত্যত্র স্থিতস্যেত্যধ্যাহার্য্যং, বিপরীতানি নিমিত্তানি ধননিমিত্তকোঽহয়-মত্র মে বাস ইতিবন্নিমিত্তশব্দোঽয়ং প্রয়োজনবাচী। ততশ্চ যুদ্ধে বিজয়িনো মম রাজ্যলাভাৎ সুখং ন ভবিষ্যতি কিন্তু তদ্বিপরীতমনুতাপদুঃখমেব ভাবীত্যর্থঃ॥ ২৮। ২৯। ৩০॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনের হৃদয় এতই দুর্ব্বল হইয়া উঠিল যে, তিনি যেন চতুর্দ্দিকে নানাবিধ অচিন্তিত-পূর্ব্ব দুর্লক্ষণ দর্শন করিতে লাগিলেন এবং তজ্জন্য নিতান্ত চলচ্চিত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয় অতিশয় অস্থির ও মস্তক বিঘূর্ণিত হইতে থাকিল, সুতরাং তাঁহার স্থিরভাবে অবস্থান করিবার শক্তি তিরোহিত হইয়া আসিল। তখন তিনি সকাতরে হৃদয়-সখা, বিপন্ন-বান্ধব রুক্মিণী-কান্তকে নিজ অবস্থা নিবেদন করিলেন। অচিরে ভারত যুদ্ধরূপ যে দুর্নিবার দারুণ বিপদ সমুপস্থিত হইবে, যে শোণিত-স্রোতে বসুন্ধরা প্লাবিত হইবে এবং যে হৃদয়-দ্রবকর নরহত্যা-ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবে তাহার অগ্রদূত স্বরূপ বিবিধ অশুভ চিহ্ন অর্জ্জুনের গোচরীভূত হইতে থাকিল। ভাবী অমঙ্গল ব্যাপার স্মরণ করিয়া অশক্ত অর্জ্জুন, ভগবানের অনুকম্পা লাভার্থ ও স্বকীয় ব্যাকুল হৃদয়ের প্রসাধনার্থ,নারায়ণকে উপর্য্যুপরি,এই দুই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' ও 'কেশব' এই দুই অল্পাক্ষরযুক্ত বহ্বর্থ সম্বলিত ও অতিপ্রিয় নাম দ্বারা সম্বোধন করিলেন। অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! তুমি শোক-মোহাতীত পরমপুরুষ, দয়া করিয়া আত্মীয়-হনন-কল্পনা-বিকল এ দাসকে তোমার ন্যায় শোক-মোহ-শূন্য করিয়া চরিতার্থ কর। হে কেশব! তুমি যে এই মহোপকারসাধনে সমর্থ তাহার সন্দেহ নাই, যেহেতু কেশ্যাদি দুষ্ট-দমন পূর্ব্বক নিরন্তর শিষ্ট-পালন করিয়া তুমি চিরদিনই ভক্ত ও অনুগত জনের রক্ষাবিধান করিয়া আসিতেছ। অতএব শোকমোহ বিদূরিত করিয়া আমাকেও তোমার রক্ষা করিতে হইবে॥ ৩০॥

—০:(*):০—

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ॥ ৩১॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ আহবে (যুদ্ধে) স্বজনং হত্বা * শ্রেয়ঃ (মঙ্গলং) চ ন অনুপশ্যামি বিজয়ং চ রাজ্যং সুখানি চ ন কাঙ্ক্ষে (কাময়ে) ॥৩১॥

প্রতিশব্দ।—নারায়ণ ! যুদ্ধে আত্মীয় বিনাশ-করিয়া শুভ-ও দেখিতেছি না জয়লাভ এবং রাজ্য এবং সুখ-সকল আকাঙ্ক্ষা-করি না ॥৩১॥

ব্যাখ্যা।—হে পরমপুরুষ! এই সমরে আত্মীয়বর্গকে বিনষ্ট করিয়া পরিণামে শুভফল কি হইবে তাহা অনুভব করিতে পারিতেছি না; এরূপ অবৈধ কার্য্য সম্পাদন করিয়া, আমি বিজয়লাভ বা সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগের কামনা করি না ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—যুদ্ধে স্বজনহিংসয়া ফলানুপলম্ভাদপি তস্মাদুপরিরিংসা জায়ত ইত্যাহ নচেতি। প্রাপ্তানাং যুযুৎসূনাং হিংসয়া বিজয়ো রাজ্যং সুখানি চ লব্ধুং শক্যানীতি কুতোযুদ্ধাদুপরতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কাঙ্ক্ষে ইতি ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ নচেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—এবং তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিকূলং শোকমুক্ত্বা তৎপ্রতিকূলাং বিপরীতবুদ্ধিমাহ ন চেতি। আহবে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ো নৈব পশ্যামীতি। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" ইত্যাদিনা হতস্য শ্রেয়ঃস্মরণাৎ হন্তুর্ম্মে ন কিঞ্চিচ্ছ্রেয়ঃ। অস্বজনমিতি বা চ্ছেদঃ। অস্বজনবধেঽপি শ্রেয়সোঽভাবাৎ স্বজনবধে পুনঃ কুতস্তরাং তদিত্যর্থঃ। নন্বু যশো রাজ্যলাভো দৃষ্টং ফলমস্তীতি চেৎ তত্রাহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি। রাজ্যাদিস্পৃহাবিরহাদুপায়ে বিজয়ে মম প্রবৃত্তির্ন যুক্তা, রন্ধনে যথা ভোজনেচ্ছাবিরহিণঃ। তস্মাদরণ্যনিবসনমেবাস্মাকং শ্লাঘ্যজীবনত্বং ভাবীতি ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন।—এবং লিঙ্গদ্বারেণ সমীচীনপ্রবৃত্তিহেতুভূততত্ত্বজ্ঞানপ্রতিবন্ধকীভূতং শোকমুক্ত্বা সম্প্রতি তৎকারিতাং বিপরীতপ্রবৃত্তিহেতুভূতাং বিপরীতবুদ্ধিং দর্শয়তি নচেতি। শ্রেয়ঃ পুরুষার্থং দৃষ্টমদৃষ্টং বা বহুবিচারয়ন্নপি পশ্চাদপি ন পশ্যামি স্বজনমপি যুদ্ধে হত্বা শ্রেয়ো ন পশ্যামি। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্ যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিশেষাভিধানাৎ। হন্তুস্তু ন কিঞ্চিৎ সুকৃতং এবং অস্বজনবধেঽপি শ্রেয়সোঽভাবে স্বজনবধে সুতরাং তদভাব ইতি জ্ঞাপয়িতুং স্বজনমিত্যুক্তম্, এবং মমাহববধে শ্রেয়ো নাস্তীতি সিদ্ধসাধারণায়াহব ইত্যুক্তম্ ॥ ৩১ ॥

---

* যুদ্ধে মৃত্যুর শুভফল সম্বন্ধে বহ্নিপুরাণে নিম্ন লিখিতরূপ লিখিত আছে। রাজা বা রাজপুত্রো বা সেনাপতিরথাপি বা। হতঃ ক্ষত্রেণ যঃ শূরস্তস্য লোকোঽক্ষয়ো ধ্রুবঃ। যাবন্তি তস্য গাত্রাণি ভিনত্তি শস্ত্রমাহবে। তাবতা লভতে লোকান্ সর্ব্বকামদুঘোঽক্ষয়ান্ ॥

বিশ্বনাথ।—শ্রেয়ো ন পশ্যামীতি। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" ইত্যাদিনা হতস্যৈব শ্রেয়োবিধানাৎ হন্তুস্ত ন কিমপি সুকৃতম্‌। নন্বু দৃষ্টং ফলং যশো রাজ্যম্‌ বর্ত্ততে যুদ্ধস্যেতি অত আহ ন কাঙ্ক্ষ ইতি॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—বিষাদ-ভারাবনত-অন্তর অর্জ্জুন সুহৃদ্‌গণের শোণিতে ধরণী রঞ্জিত করিয়া, আত্মীয়গণের কলেবর বাণবিদ্ধ ও তাঁহাদিগকে জীবন-বিহীন করিয়া বিশেষ কোন শুভফল সম্ভাবিত বলিয়া অনুমান করিলেন না। আত্মীয় হননরূপ বিগর্হিত কর্ম্মের পরিণামফলস্বরূপ রাজ্য ও সুখৈশ্বর্য্য তাঁহার বিবেচনায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীয়মান হইল। সেই সামান্য ভাবী সৌভাগ্যের প্রত্যাশায়, আপাততঃ এতাদৃশ হৃদয়হীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি বিজয়লাভ ও রাজ্যভোগকে যৎসামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন।

টীকাকার পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ, মধুসূদন সরস্বতী এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শাস্ত্রীয় বচন ধৃত করিয়াছেন। "দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হতঃ॥" অর্থাৎ দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করেন; যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সংগ্রামে নিহত বীর। অর্জ্জুন বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি যোগযুক্ত পরিব্রাজক নহেন, সুতরাং তদ্ধেতু তাঁহার সূর্য্যলোকে বাসের আশা নাই। আর তিনি জয়লাভার্থ যুদ্ধাভিলাষী; সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ তাঁহার কামনা নহে। সুতরাং তদ্ধেতু তাঁহার পরকালে সূর্য্যলোকে নিবাসের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ ক্ষণ-বিধ্বংসী, মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, অতি তুচ্ছ জয়লাভ ও রাজ্য-ভোগ কামনায়, আত্মীয় নিপাতরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান যৎপরোনাস্তি অবৈধ। তিনি রাজ্যপ্রাপ্তির আশা উপেক্ষার সহিত অন্তর হইতে বর্জ্জন করিলেন। কেহ কেহ "হত্বা অস্বজনমাহবে" এরূপ ছেদ করেন। অস্বজন অর্থাৎ অনাত্মীয় ব্যক্তিকেও সমরে বধ করিলে কোনই শ্রেয়োলাভ ঘটে না, সুতরাং স্বজনবধে শ্রেয়োলাভের সম্ভাবনা কোথায়? অর্জ্জুন এরূপ বিবেচনাও করিয়া থাকিতে পারেন॥ ৩১॥

——:(*):——

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৩৩ ॥
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥ ৩৪ ॥
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥ ৩৫॥

অন্বয়।—গোবিন্দ! * নঃ (অস্মাকং) রাজ্যেন কিং ভোগৈঃ জীবিতেন বা কিং যেষাং অর্থে (নিমিত্তে) নঃ রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ কাঙ্ক্ষিতং (প্রার্থিতং) তে ইমে আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাঃ চ তথা এবচ পিতামহাঃ মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ তথা সম্বন্ধিনঃ (বৈবাহিকাঃ) প্রাণান্ ধনানি চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধে অবস্থিতাঃ মধুসূদন! † মহীকৃতে (ক্ষিতিলাভায়) কিং নু ত্রৈলোক্য-রাজ্যস্য হেতোঃ অপি (মাং)

* গোবিন্দ।—(১) গোবিন্দ বেদনাদ্‌গবাম্। গো—ভাষা, বিন্দ যিনি জানেন, অর্থাৎ যিনি বেদান্ত সর্ব্ব শাস্ত্রে ও সর্ব্ব ভাষায় অভিজ্ঞ। (২) গাং বিন্দতা ভগবতা গোবিন্দেন নষ্টাং ধরণীং পুর্ব্বং অবিন্দন্ ত্বাং গুহাগতাং। গোবিন্দ ইতি তেনাহং দেবৈর্ব্বাগ্‌ভিরভিষ্টুতঃ॥ যিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়া নষ্টা মেদিনীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। অথবা যিনি গো অর্থাৎ স্বর্গ প্রাপক, অথবা যিনি গোরক্ষায় আনন্দিত। (৩) অহং কিলেন্দ্রো দেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ। গোবিন্দ ইতি লোকাস্ত্বাং স্তোষ্যন্তি ভুবি শাশ্বতম্॥ (৪) গাশ্চ বিশ্বসমূহশ্চ বিন্দতে যোঽবলীলয়া। জ্ঞানসিন্ধুসমূহশ্চ গোবিন্দস্তেন কীর্ত্তিতঃ। যিনি বিশ্বসকলের তত্ত্বজ্ঞ। গোবিন্দ নাম অপরিসীম মাহাত্ম্যযুক্ত। বহ্নিপুরাণে যমানুশাসনাধ্যায়ে লিখিত আছে,—"যে তিষ্ঠন্তঃ স্বপন্তশ্চ গচ্ছন্তশ্চলিতে ক্ষুতে। সংকীর্ত্তয়ন্তি গোবিন্দং তে বস্ত্যাজ্যাঃ সুদূরতঃ॥

† মধুসূদন।—সূদনং মধুদৈত্যস্য যস্মাৎ স মধুসূদনঃ। ইতি সন্তো বদন্তীশং বেদৈর্ব্বিপ্রার্থমীপ্সিতম্॥ মধু-ক্লীবঞ্চ মাধ্বীকে কৃতকর্ম্ম শুভাশুভে। ভক্তানাং কর্ম্মণাঞ্চৈব সূদনং মধুসূদনঃ॥ পরিণামাশুভং কর্ম্ম ভ্রান্তানাং মধুরং মধু। করোতি সূদনং যো হি স এব মধুসূদনঃ॥ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ। মধুসূদন নামের মাহাত্ম্য যথা। মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেন্মধুসূদনম্। বিপত্তৌ তস্য সম্পত্তির্ভবেদিত্যাহ শঙ্করঃ॥

ঘ্নতঃ (মারয়তঃ) অপি এতান্ হন্তুং ন ইচ্ছামি জনার্দ্দন! ‡ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (বিনাশ্য) নঃ কা প্রীতিঃ (আনন্দঃ)স্যাৎ ॥ ৩২—৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—জগৎপতে! আমাদের রাজ্যে কি-প্রয়োজন, সম্পদসম্ভোগে বা জীবনধারণে কি-প্রয়োজন, যাহাদের নিমিত্ত আমাদের রাজ্য ভোগ এবং সুখ প্রার্থিত সেই ইহাঁরা আচার্য্য সকল পিতৃস্থানীয় সকল পুত্র সকল এবং সেই প্রকারই পিতামহগণ মাতুলগণ শ্বশুরগণ পৌত্রগণ শ্যালকগণ এবং বৈবাহিকসকল প্রাণ ও ধন পরিত্যাগ করিয়া যুদ্ধে অবস্থিত, শত্রুতাপন! পৃথিবীর নিমিত্ত কি স্বর্গ-মর্ত্ত-পাতাল-রাজ্যের নিমিত্ত-ও (আমাকে) বধ করিলেও ইহাঁদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না, জগজ্জীবন! দুর্য্যোধনাদিকে বধ-করিয়া আমাদের কি আনন্দ হইবে ॥ ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে নারায়ণ! আমাদের রাজ্যভোগ ও সুখৈশ্বর্য্যের প্রয়োজন কি? আচার্য্য, পিতৃব্য, পুত্র, পিতামহ, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক এবং বৈবাহিক প্রভৃতি যে সকল আত্মীয় কুটুম্বের সহিত একযোগে সুখ সম্ভোগ করিতে সক্ষম হইবে বলিয়া লোকে রাজ্যভোগ ও সুখাদির কামনা করে, তাঁহারা সকলেই জীবন ও সম্পত্তির মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই সময়ে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। অতএব হে মধুসূদন! সামান্য বসুন্ধরার কথা কি বলিতেছ, যদি এই সকল ব্যক্তি আমাকে বিনাশও করেন এবং ইহাঁদিগকে হত্যা করিলে আমি ত্রিলোকাধীশ্বর হইতে পারি, তথাপি সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে আমি অস-

‡ জনার্দ্দন।—সমুদ্রবাসী জন নামক অসুরকে যিনি অর্দ্দন অর্থাৎ বধ করেন। অথবা যিনি জনের অর্থাৎ লোকসমূহের পুরুষার্থ প্রার্থনা করেন। অথবা যিনি জন্ম নাশ করেন অর্থাৎ ভক্তের মুক্তিদান করেন। অথবা যিনি শিবরূপে লোকসমূহের সংহার করেন। অথবা যিনি ব্রহ্মরূপে লোকসমূহের উৎপাদন করেন। অথবা যিনি কালরূপে লোক সমূহকে আশ্রয় করেন। সমুদ্রান্ত বাসিনো জনীনাম্নোঽসুরান্ অর্দ্দিতবান্ জনার্দ্দনঃ। কিংবা জনৈর্লোকৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে পুরুষার্থায়াঽসৌ জনার্দ্দনঃ। কিংবা জনং জন্ম অর্দ্দয়তি হন্তি ভক্তস্য মুক্তিদত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। কিংবা জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি হররূপেণ সংহারকত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। কিংবা জনয়তি উৎপাদয়তি লোকান্ ব্রহ্মরূপেণ সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। জনশ্চাসৌ অর্দ্দনশ্চেতি জনার্দ্দনঃ। কিংবা জনান্ লোকান্ অর্দ্দতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি রক্ষণার্থং পালকত্বাদিতি জনার্দ্দনঃ। ইত্যমরটীকায়াং ভরতঃ। জনার্দ্দন শব্দের মাহাত্ম্যোক্তি যথা: ভোজনে চ জনার্দ্দন ইত্যাদি।

মর্থ। হে সর্ব্বলোক-সন্তাপ-নাশক পুরুষোত্তম! দুর্য্যোধনাদি আত্মীয়-বর্গকে সমরে নিহত করিয়া আমাদের কোনই আনন্দের সম্ভাবনা নাই ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

আনন্দগিরি।—কিমিতি রাজ্যাদিকং সর্ব্বাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ ন কাঙ্ক্ষ্যসে তেন হি পুত্রভ্রাত্রাদীনাং স্বাস্থ্যমাধাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিমিতি। রাজ্যাদীনামাক্ষেপে হেতুমাহ যেষামিতি। তানেব বিশিনষ্টি আচার্য্যা ইতি। মাতুলা ইতি। শ্যালা ভার্য্যাণাং ভ্রাতরো ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতয়ঃ। বধ্যেষ্বপি স্বরাজ্যপরিপন্থিষ্বাততায়িষু কৃপাবুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মাৎ যুদ্ধাৎ পূর্ব্বোক্ত-মোহাদিবশাৎ প্রচ্যুতিং প্রদর্শয়তি এতানিতি। "জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়াৎ" ইতি ন্যায়াদেতেষাং হিংসা ন দোষায়েত্যাশঙ্ক্যাহ ঘ্নতোঽপীতি। পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং হি হননমেতেষামিষ্যতে ন চ তৎপ্রাপ্তিঃ সমহিতেতি কৈমুতিকন্যায়েন দর্শয়তি অপীতি। ন হি মহদপি ত্রৈলোক্য-লক্ষণং রাজ্যং লব্ধুং স্বজনহিংসায়ৈ মনো মদীয়ং স্পৃহয়তি, পৃথিবীপ্রাপ্ত্যর্থং পুনর্ব্বন্ধুবধং ন শ্রদ্দধামীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দুর্য্যোধনাদীনাং শত্রূণাং নিগ্রহে প্রীতিপ্রাপ্তিসম্ভবাদ্‌যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিহত্যেতি ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

শ্রীধর।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেনেত্যাদি সার্দ্ধদ্বয়েন। ত ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকম্ রাজ্যাদিকমপেক্ষিতম্ তে এতে প্রাণধনাদিত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ, অতঃ কিমস্মাকম্ রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। নন্বু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ এতানিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্। অপীতি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতো-স্তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি কিং পুনর্ম্মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

বলদেব।—গোবিন্দেতি। গাঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তীঃ বিন্দসীতি ত্বমেব মে মনোগতম্ প্রতীহীত্যর্থঃ। রাজ্যাদ্যনাকাঙ্ক্ষায়াং হেতুমাহ যেষামিতি। প্রাণান্ প্রাণাশাম্ ধনানি ধনাশামিতি লক্ষণয়া বোধ্যম্। স্বপ্রাণব্যয়েঽপি স্ববন্ধুসুখার্থী রাজ্যস্পৃহা স্যাৎ তেষামপ্যত্র নাশপ্রাপ্তেরপার্থৈব যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিতি ভাবঃ। নন্বু ত্বং চেৎ কারুণিকস্তান ন হন্যাস্তর্হি তে স্বরাজ্যং নিষ্কণ্টকং কর্ত্তুং ত্বামেব হন্যুরিতি চেৎ তত্রাহ এতানিতি। মাং ঘ্নতোঽপি হিংসতো-ঽপ্যেতান্ হন্তুমহং নেচ্ছামি। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য প্রাপ্তয়েঽপি কিম্ পুনর্ভূমাত্রস্য। নন্বন্যান্ হিত্বা ধৃতরাষ্ট্রপুত্রা এব হন্তব্যা বহুদুঃখদাতৄণাম্ তেষাম্ ঘাতে সুখসম্ভবাদিতি চেৎ তত্রাহ নিহত্যেতি। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্ নিহত্য স্থিতানাং নঃ পাণ্ডবানাং কা প্রীতিঃ প্রসন্নতা স্যান্ন কাপীতি। অচিরসুখাভাসস্পৃহয়া চিরতরনরকহেতুভ্রাতৃবধো ন যোগ্য ইতি ভাবঃ। হে জনার্দ্দনেতি। যদ্যেতে হন্তব্যাস্তর্হি ভূভারাপহারী ত্বমেব তান্ জহি পরেশস্য তে পাপগন্ধ-সম্বন্ধো ন ভবেদিতি ব্যজ্যতে ॥ ৩২ । ৩৩ । ৩৪ । ৩৫ ॥

মধুসূদন।—নন্বু মাভূদদৃষ্টং প্রয়োজনম দৃষ্টপ্রয়োজনানি তু বিজয়ো রাজ্যং সুখানি

চ নির্ব্বিবাদানীত্যত আহ ফলাকাঙ্ক্ষাহ্যুপায়প্রবৃত্তৌ কারণম্ অতস্তদাকাঙ্ক্ষায়া অভাবাৎ তদুপায়ে যুদ্ধে ভোজনেচ্ছাবিরহিণ ইব পাকাদৌ মম প্রবৃত্তিরনুপপন্নেত্যর্থঃ। কুতঃ পুনরিতর-পুরুষৈরিষ্যমাণেষু তেষু তবানিচ্ছেত্যত আহ কিম্ ন ইতি। ভোগৈঃ সুখৈঃ, জীবিতেন জীবিতসাধনেন বিজয়েনেত্যর্থঃ। বিনা রাজ্যং ভোগান্ কৌরববিজয়ঞ্চ বনে নিবসতামস্মাকম্ তৈনৈব জগতি শ্লাঘনীয়জীবিতানাং কিমেভিরাকাঙ্ক্ষিতৈরিতি ভাবঃ। গোশব্দবাচ্যানীন্দ্রি-য়াণ্যধিষ্ঠানতয়া নিত্যং প্রাপ্তস্ত্বমেব মমৈহিকফলবিরাগং জানাসীতি সূচয়ন্ সম্বোধয়তি গোবি-ন্দেতি। রাজ্যাদীনামাক্ষেপে হেতুমাহ যেষামিতি। এতেন স্বস্য বৈরাগ্যেঽপি স্বীয়ানামর্থে যতনীয়মিত্যপাস্তম্, একাকিনো হি রাজ্যাদ্যনপেক্ষিতমেব। যেষান্তু বন্ধূনামর্থে তদপেক্ষিতং ত এতে প্রাণান্ প্রাণাশাং ধনানি ধনাশাঞ্চ ত্যক্ত্বা যুদ্ধেঽবস্থিতা ইতি ন স্বার্থঃ স্বীয়ার্থো বায়ং প্রযত্ন ইতি ভাবঃ। ভোগশব্দঃ পূর্ব্বত্র সুখপরতয়া নির্দ্দিষ্টোঽপ্যত্র পৃথক্ সুখগ্রহণাৎ সুখসাধনবিষয়পরঃ। প্রাণ-ধনশব্দৌ তু তদাশালক্ষকৌ, স্বপ্রাণত্যাগেঽপি স্ববন্ধূনামুপভোগায় ধনাশা সম্ভবেদিতি তন্নিবারণায় পৃথগ্ধনগ্রহণম্। যেষামর্থে রাজ্যাদ্যপেক্ষিতং তে তত্র নাগতা ইত্যাশঙ্ক্য তান্ বিশিনষ্টি। স্পষ্টম্। ননু যদি কৃপয়া ত্বমেতান্ ন হংসি তর্হি ত্বামেতে রাজ্য-লোভেন হনিষ্যন্ত্যেব অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেত্যত আহ। ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোস্তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি অস্মান্ ঘ্নতোঽপ্যেতান্ হন্তুমিচ্ছামপি ন কুর্য্যামহং কিং পুনর্হন্যাং, মহীমাত্রপ্রাপ্তয়ে তু ন হন্যামিতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। মধুসূদনেতি সম্বোধয়ন্ বৈদিক-মার্গপ্রবর্ত্তকত্বং ভগবতঃ সূচয়তি। নম্বন্যান্ বিহায় ধার্ত্তরাষ্ট্রা এব হন্তব্যাস্তেষামত্যন্তক্রূরতর তত্তদ্দুঃখদাতৄণাং বধে প্রীতিসম্ভবাদিত্যত আহ। ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ দুর্য্যোধনাদীন্ ভ্রাতৄন্নিহত্য স্থিতানামস্মাকং কা প্রীতিঃ স্যাৎ ন কাপীত্যর্থঃ। নহি মূঢ়জনোচিতক্ষণমাত্রবর্ত্তিসুখাভাসলোভেন চিরতরনরকযাতনাহেতুর্ব্বন্ধুবধোঽস্মাকং যুক্ত ইতি ভাবঃ। জনার্দ্দনেতি সম্বোধনেন যদি বধ্যা এতে তর্হি ত্বমেবৈতান্ জহি প্রলয়ে সর্ব্বজনহিংসকত্বেঽপি সর্ব্বপাপাসংস্পর্শিত্বাদিতি সূচয়তি ॥৩২—৩৫॥

নীলকণ্ঠ।—নিমিত্তানি লোকক্ষয়করাণি ভূমিকম্পাদীনি। স্যালা ইতি (স্যল শব্দো দন্ত্যাদিঃ, বিজামাতুরুতবাঘাস্যালা ইতি মন্ত্রবর্ণাৎ স্যাল্লাজানাবপতীতি বা লাজা লাজতেঃ স্যং শূর্পং স্যতেরিতি যাস্কঃ)। হন্তুমিচ্ছাপি মম ন ভবতি কিমুত হন্তৃত্বমিত্যর্থঃ। মহীকৃতে পৃথিব্যর্থে ॥ ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—ইহ সংসারে নিতান্ত স্বার্থপর ও হৃদয়হীন জনগণই স্বকীয় সুখ সৌভাগ্যের কামনা করে এবং আত্মীয় বন্ধু ও স্বজনাদিকে বঞ্চনা করিয়া স্বকীয় ইষ্ট সাধনের উপায় অন্বেষণ করে। কিন্তু যাঁহারা জ্ঞানবান্ তত্ত্বজ্ঞ ও বিবেক-বুদ্ধি-সম্পন্ন তাঁহারা সতত আত্মীয় স্বজনাদির সুখ সাধনের উপায় অন্বেষণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া পরমানন্দ উপ-ভোগ করেন। অর্জ্জুন দেবরাজ ইন্দ্রের তনয়, সুতরাং দৈব-বুদ্ধি-সম্পন্ন,

বিশেষতঃ সংসার-সাগরের ভেলক-কল্প সচ্চিদানন্দ পরম পুরুষ তাঁহার হৃদয় সখা এবং সারথী রূপে তদীয় রথে অবস্থিত। সাক্ষাৎ ধর্ম্ম-স্বরূপ ধর্ম্ম-নন্দন যুধিষ্ঠির, তাঁহার পরম ভক্তিভাজন অগ্রজ, ইত্যাদি সকল বিষয় বিবেচনা করিলে তাঁহার জ্ঞান, বিবেক ও তত্ত্ব-বুদ্ধি স্বভাব-সঞ্জাত ও অলৌকিক বলিয়া প্রতীত হয়। সেই ধর্ম্ম-প্রাণ কোমল-হৃদয় অর্জ্জুন, এই আত্মীয় স্বজন পরিপূরিত সমরক্ষেত্র সন্দর্শনে, নিতান্ত ব্যথিত-হৃদয় ও বিকল-চিত্ত হইলেন। যে দিকে তিনি নেত্রপাত করিতে লাগিলেন, সেই দিকেই পরম পূজ্যপাদ এবং ভক্তিভাজন আচার্য্য ও পিতামহ, পিতৃব্য ও মাতুল, পরম স্নেহ-ভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র ও পৌত্র, বা নিরতিশয় প্রেমাস্পদ সুহৃদ ও শ্যালকাদির বদনকমল তাঁহার নেত্র-সমক্ষে নিপতিত হইতে থাকিল। সেই সকল স্বজনগণের কোমল কলেবর বাণবিদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে নিহত না করিলে যুদ্ধে জয় লাভের সম্ভাবনা নাই। যে সকল আত্মীয় স্বজনের সহিত একত্র অবস্থিত হইয়া সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ না করিলে সকলই বৃথা ও নিতান্ত অরুচিকর রূপে উপলব্ধ হয়, সেই সুহৃদ্‌বর্গকে বিনষ্ট করিয়া রাজ্যার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত ঘৃণাজনক ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অর্জ্জুনের হৃদয়ঙ্গম হইল। তখন তিনি নিরতিশয় করুণস্বরে ও কাতর ভাবে সেই অত্র মন্ত্রণা ও পরত্র মুক্তি প্রদায়ক, ব্যথিত বেদনা বিনাশক, বিপত্তির মধুসূদনকে বলিলেন, "হে গোবিন্দ, হে মদেক ভরসাস্থল! তুমি সম্মুখে থাকিলে রণে বা বনে, জলে বা স্থলে কুত্রাপি আমার হৃদয় অণুমাত্র বিচলিত হয় না; কিন্তু অদ্য, হে অনবদ্যাঙ্গ! তোমার এই অনুগতাধমের হৃদয় সমরে পরাঙ্মুখ হইতেছে। সামান্য রাজ্যের কথা কি বলিতেছ, যদি আজি স্বজনবর্গকে হনন করিলে, ত্রিলোকপতির সিংহাসন আমার সম্মুখে পরিস্থাপিত হয়, যদি এই প্রিয় আত্মীয়গণের প্রাণ-নাশ করিলে কল্পনাতীত সুখ-সৌভাগ্যের দ্বার আমার সম্মুখে উন্মুক্ত হয়, হে অন্তর্য্যামিন্! আমি উপেক্ষার সহিত, সেই সিংহাসন আমার দৃষ্টিপথ হইতে বিদূরিত করিয়া দিব এবং যৎপরোনাস্তি ঘৃণার সহিত সেই উন্মুক্ত দ্বার হইতে দৃষ্টি বিপথগামী করিব, তথাপি, এই সুহৃদ্‌বর্গের প্রাণ নাশ ত দূরের কথা, ইহাঁদিগের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপও করিব না। যদি সমরার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী বোধে সম্মুখস্থ স্বজনগণ আমাকে ক্ষত বিক্ষত করেন, আমি নীরবে ও অকাতরে তাহা সহ্য করিব, তথাপি অগর্ব-প্রদীপ্ত বা বিজিগীষা-পরতন্ত্র হইয়া

তাঁহাদিগের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপের বাসনাও করিব না। নিতান্ত ক্ষণবিধ্বংসী ও যৎসামান্য সুখের লোভে, ভ্রাতৃহননরূপ ঘোর বিগর্হিত পাপের অনুষ্ঠান করিয়া, আমি অনন্ত নরক ভোগ করিতে বাসনা করি না। সমাগত স্বজন ও সুহৃদ্গণের হৃদয়ের উদারতা ও মহত্ত্ব দর্শনে আমি বিস্ময়াবিষ্ট ও বিমোহিত হইতেছি। ইহাঁরা প্রাণপরিত্যাগে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া এই মহাযুদ্ধে আগমন করিয়াছেন; ধনোপার্জ্জন বা স্বার্থসাধন বাসনা ইহাঁদিগকে এই বিপদার্ণবে উপস্থিত করে নাই। কেবল সুহৃদের হিতকামনা ও পরের উপকার সাধন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়াই ইহাঁরা এই দারুণ বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছেন। সুতরাং তাঁহারা যে অতিশয় মহোচ্চমনা ও উদারহৃদয় তাহার আর সন্দেহ নাই। এরূপ দেবকল্প ব্যক্তিবর্গকে বিনাশ করিবার কল্পনাও নিতান্ত দূষণীয়।

হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি ইহাঁকে বধ্য বলিয়াই তোমার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে—তুমি ইচ্ছাময় ও প্রলয়কালে সকল জীবের ধ্বংসসাধন তোমারই কার্য্য, তুমি অবহেলায় সকলকে বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পার। প্রলয়কালে মনুষ্য সংহার কর বলিয়াই তোমার নাম 'জনার্দ্দন'; তুমি পাপাতীত পরম পুরুষ। সুতরাং এরূপ প্রাণিনাশে তোমার কোনই সঙ্কোচের কারণ নাই ॥ ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫ ॥

—(:•:)—

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব! ॥ ৩৬॥

অন্বয়।—এতান্ আততায়িনঃ (বধার্হান্) হত্বা [স্থিতান্ *] অস্মান্ পাপং এব আশ্রয়েৎ তস্মাৎ বয়ং সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ হন্তুং ন অর্হাঃ (সমর্থাঃ) মাধব! হি স্বজনং হত্বা কথং সুখিনঃ (আনন্দিতাঃ) স্যামঃ (ভবেম) ॥ ৩৬ ॥

* ব্যাকরণের সূত্রানুসারে এক কর্তৃকে "ক্ত্বা" প্রত্যয় হয়। "এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপ মেবাশ্রয়েৎ" এই স্থলে ক্রিয়াদ্বয়ের ভিন্ন কর্তৃকত্ব হেতু টীকাকারগণ "স্থিতান্" এই পদ উহ্য করিয়াছেন।

প্রতিশব্দ।—এই-সকল আততায়িদিগকে * বধ-করিয়া (অবস্থিত) আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে তজ্জন্য আমাদের আত্মীয়-সহকৃত ধৃতরাষ্ট্র তনয়-গণকে বধ-করা যোগ্য নহে মাধব! † যেহেতু আত্মীয়কে বিনাশ-করিয়া কিরূপে সুখী হইব॥ ৩৬॥

ব্যাখ্যা।—আততায়িগণকে নিপাত করা শাস্ত্রসঙ্গত হইলেও, আমাদের এই বিপক্ষগণকে বধ করিলে পাপই হইবে; তজ্জন্য আত্মীয় পরিবৃত দুর্য্যোধনাদির বধ সাধন করা কদাপি যুক্তিযুক্ত নহে। হে কেশব! স্বজন সংহার করিয়া কিরূপে সুখলাভ করিব তাহা বুঝিতে পারিতেছি না॥ ৩৬॥

আনন্দগিরি।—যদি পুনরমী দুর্য্যোধনাদয়ো ন নিগৃহ্যেরন্ ভবন্তস্তর্হি তৈর্নিগৃহীতা দুঃখিতাঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্যাহ পাপমেবেতি। যদীমে দুর্য্যোধনাদয়ো নির্দ্দোষানেবাস্মান্ যুদ্ধভূমৌ হন্যুস্তদৈতানগ্নিদো গরদশ্চেত্যাদিলক্ষণোপেতানাততায়িনো নির্দ্দোষস্বজনহিংসা-প্রবৃত্তং পাপং পূর্ব্বমেব পাপিনঃ সমাশ্রয়েদিত্যর্থঃ। অথবা যদ্যপ্যেতে ভবন্ত্যাততায়িন-

* স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে অগ্নিদ্বারা গৃহদাহকারী, বিষ প্রদানকারী, যথার্থ শস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূসম্পত্তি-হারী, স্ত্রীহরণকারী এই ছয় জন আততায়ী। "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" আততায়ী বধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে পাপস্পর্শ হয় না। যথা; "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ভারত যুদ্ধের অবসানে পাণ্ডবদিগের পুত্রহন্তা অশ্বত্থামা ধৃত ও রজ্জুবদ্ধ হইলে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "তদসৌ বধ্যতাং পাপ আততায্যাত্ম-বন্ধুহা।" সে স্থলেও অর্জ্জুন, স্বকীয় অসাধারণ মহত্ত্ব ও উদারতা হেতু ভগবানের নির্দ্দেশ পালন না করিয়া সেই পরম শত্রুকে শিবিরে আনয়ন করিলেন। অলৌকিক উদারহৃদয়া দ্রৌপদী সেই পুত্রহা গুরু-পুত্রকে ক্ষমা করিতে বলিলেন। ভীমসেন সেই শত্রুকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিতে পরামর্শ দিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে পুনরায় ভগবান্ বলিলেন, "ব্রহ্মবন্ধুর্ন হন্তব্য আততায়ী বধার্হণঃ। ময়ৈবোভয়মাম্নাতং পরিপাহ্যনু-শাসনম্॥" অর্জ্জুন তখন পূর্ণপ্রজ্ঞ ও সম্পূর্ণ সাধু। তিনি সেই পরম শত্রুর মূর্দ্ধজ কেশ সহিত মস্তকমণি ছেদন করিয়া তাঁহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। ভাগবত। ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়।

† মাধব। মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূলপ্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী। মহালক্ষ্মী-স্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী। রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামীচ মাধবঃ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত। মাধব নামের মাহাত্ম্য বিস্তর। যথা "ওমিত্যেকাক্ষরে মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ। মাধবায়েতি বৈ নাম ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদম্॥" বহ্নিপুরাণ। অর্জ্জুন একদা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে পুনঃপুনঃ তোমার সহস্রনাম জপের প্রয়োজন কি? তোমার কোন কোন নাম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তাহা আমাকে বল। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যে অষ্টাবিংশতি নামের উল্লেখ করেন, তাহার মধ্যে মাধব নাম পরিদৃষ্ট হয়। যথা; গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনম॥" ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

স্বধাপ্যেতানতিশোচ্যান্ দুর্য্যোধনাদীন্ হিংসিত্বা তৎকৃতং পাপমস্মানেবাশ্রয়েদতো নাস্মাভি-রেতে হন্তব্যা ইত্যর্থঃ। অথবা গুরুভ্রাতৃসুহৃৎপ্রভৃতীনেতান্ হত্বা বয়মাততায়িনঃ স্যাম-স্ততশ্চৈতান্ হত্বা তৎকৃতং পাপমাততায়িনোঽস্মানেব সমাশ্রয়েদিতি যুদ্ধাদুপরমণমস্মাকং শ্রেয়স্করমিত্যর্থঃ। ফলাভাবাদনর্থসম্ভবাচ্চ পরহিংসা ন কর্ত্তব্যা ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। কিঞ্চ রাজ্যসুখমুদ্দিশ্য যুদ্ধমুপক্রম্য তেন ন স্বজনপরিক্ষয়ে সুখমুপপদ্যতে তেন ন কর্ত্তব্যং যুদ্ধমিত্যাহ স্বজনং হীতি॥ ৩৬॥

শ্রীধর।—নমু চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ যড়্ভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ। আত-তায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব। "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ইতি বচনাৎ। তত্রাহ পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রাত্তু দুর্ব্বলম্, যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন "স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" ইতি তস্মাদাততায়িনামপ্যে-তেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ। অন্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চৈতদ্বধস্য অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ স্বজনং হীতি॥ ৩৬॥

বলদেব।—নমু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভ-বতি ভারত॥" ইত্যুক্তেরেষাং ষাড়্বিধ্যেনাততায়িনাং যুক্তো বধ ইতি চেৎ তত্রাহ পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্ পাপমেব বন্ধুক্ষয়হেতুকমাশ্রয়েৎ। অয়ং ভাবঃ। আততায়িনমা-য়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দুর্ব্বলম্। "অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" ইতি স্মৃতেঃ। তস্মাদ্দুর্ব্বলার্থশাস্ত্রবলেন পূজ্যানাং দ্রোণভীষ্মা-দীনাং বধঃ পাপহেতুরেবেতি। ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামীত্যারভ্যোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। পাপসম্ভবাৎ দৈহিকসুখস্যাপ্যভাবাচ্চেত্যর্থঃ। ন হি গুরুভির্বন্ধুজনৈশ্চ বিনাস্মাকং রাজ্য-ভোগঃ সুখায়াপি তু অনুতাপায়ৈব সম্পৎস্যতে। হে মাধবেতি শ্রীপতিস্ত্বমশ্রীকে যুদ্ধে কথং প্রবর্ত্তয়সীতিভাবঃ॥ ৩৬॥

মধুসূদন।—নমু "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ॥" ইতি স্মৃতেরেতেষাঞ্চ সর্ব্বপ্রকারৈরাততায়িত্বাৎ "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবা-বিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ইতি বচনেন দোষাভাবপ্রতীতের্হন্তব্যা এব দুর্য্যোধনাদয়ঃ আততায়িন ইত্যাশঙ্ক্যাহ পাপমেবেতি। এতানাততায়িনোঽপি হত্বা স্থিতানস্মান পাপমেবাশ্রয়েদেবেতি সম্বন্ধঃ। অথবা পাপমেবাশ্রয়েৎ ন কিঞ্চিদন্যৎ দৃষ্টমদৃষ্টং বা প্রয়োজনমিত্যর্থঃ। "ন হিংস্যাৎ" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রাদাততায়িনং হন্যাদিত্যর্থশাস্ত্রস্য দুর্ব্বলত্বাৎ। তদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্ম-শাস্ত্রমিতিস্থিতিঃ॥" ইতি। অপরা: ব্যাখ্যা। নমু ধার্ত্তরাষ্ট্রান ঘ্নতাং ভবতাং প্রীত্যভাবেঽপি

যুষ্মান্ ঘ্নতাং ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং প্রীতিরস্ত্যেব, অতস্তে যুষ্মান্ হন্যুরিত্যত আহ পাপমেবেতি। অস্মান্ হত্বা স্থিতানেতানাততায়িনো ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ পূর্ব্বমপি পাপিনঃ সাম্প্রতমপি পাপমেবাশ্রয়েৎ, ন্যূন্যৎ কিঞ্চিৎ সুখমিত্যর্থঃ। তথাচাযুধ্যতোঽস্মান্ হত্বৈত এব পাপিনো ভবিষ্যন্তি, নাস্মাকং কাপি ক্ষতিঃ পাপাসম্বন্ধাদিত্যভিপ্রায়ঃ। ফলাভাবাদনর্থসম্ভবাচ্চ পরহিংসা ন কর্ত্তব্যেতি, ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামীত্যাদাবভিব্যক্তং, তদুপসংহরতি তস্মাদিতি। অদৃষ্টফলাভাবোঽনর্থসম্ভবশ্চ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যতে। দৃষ্টসুখাভাবমাহ স্বজনং হীতি। মাধবেতি লক্ষ্মীপতিত্বাৎ নালক্ষ্মীকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়িতুমর্হসীতিভাবঃ॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ।—নম্ন "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে আততায়িনঃ। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি ভারত॥" ইত্যাদি বচনাদেষাং বধ উচিত এবেতি তত্রাহ পাপমিতি। এতান্ হত্বা স্থিতানস্মান্। আততায়িনমায়ান্তমিত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং ধর্ম্মশাস্ত্রাদ্দুর্ব্বলম্। যদুক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতম্" ইতি। তস্মাদাচার্য্যাদীনাং বধে পাপং স্যাদেব। নচৈহিকং সুখমপি স্যাদিত্যাহ স্বজনং হীতি॥ ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬॥

তাৎপর্য্য।—দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাদিগের আততায়ী, সুতরাং শাস্ত্রানুসারে তাঁহারা বধার্হ সত্য। কিন্তু এ ব্যবস্থা যে শাস্ত্রের অন্তর্গত তাহা লৌকিক ইষ্ট সাধনোদ্দেশে সূচিত, সুতরাং সে শাস্ত্র অর্থ শাস্ত্র নামে অভিহিত হইবার উপযোগী। নিরবচ্ছিন্ন পারলৌকিক কল্যাণ-কামনা যে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য তাহাই যথার্থ ধর্ম্ম-শাস্ত্র। বেদ শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি।" অর্থাৎ কোন ভূতেরই হিংসা করিবে না। এই শ্রুতি বাক্যই এস্থলে প্রবল বলিয়া বিবেচনা করা আবশ্যক। যেহেতু যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন যে, "স্মৃতির বিরোধ হইলে ব্যবহারানুসারে ন্যায়ের শাসনই বলবান্ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে, এবং অর্থশাস্ত্রাপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদিত ব্যবস্থা বলবান্ বলিয়া জানিবে।" এই বিচারানুসারে ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হইলেও, তাঁহাদিগকে বধ করিলে পাপস্পর্শ হইবে বলিয়া অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন। এই জন্যই তিনি সকাতরে বলিলেন,—"হে মাধব, অর্থাৎ লক্ষ্মীপতে, হে রমেশ! তুমি আমাকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ ঘৃণিত জনের ন্যায় হীন ও পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিও না। আমাকে লক্ষ্মীবান জনোচিত সাধুসম্মত সৎকার্য্যের পথ দেখাইয়া দেও। হে নারায়ণ! যখন কোনমাত্র ভূতের হিংসা সাধন করিলে পাপস্পর্শ হয়, তখন এই গুরুজন ও স্বজন সমূহের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের হিংসা করিলে অবশ্যই আমাদিগকে

মহাপাপগ্রস্ত হইতে হইবে। যে কার্য্যে এরূপ পাপ ও মনস্তাপের উদ্ভব হইবে, তাহাতে, হে পুরুষোত্তম! সুখের সম্ভাবনা কিছুই নাই, অতএব তাদৃশ জঘন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার আর প্রয়োজন নাই।"

এই শ্লোকের এক চরণের অন্যরূপে অন্বয় করিতে পারা যায়। 'অস্মান্ হত্বা এতান্ আততায়িনঃ পাপং আশ্রয়েৎ।' অর্থাৎ ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিহত করিয়া আমাদের কোনই আনন্দ নাই, বরং আমরা তাদৃশ চিন্তা করিতেও হৃদয়-বেদনা অনুভব করিতেছি। কিন্তু তাঁহারা চিরদিন আমাদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহাতে আমাদিগকে নিহত করা তাঁহাদের পরমানন্দের বিষয় এবং তাহাই তাঁহাদের সঙ্কল্প। আমাদিগকে বধ করিলে এই চিরন্তন পাপী দুর্য্যোধনাদিকে অধিকতর পাপগ্রস্ত হইতে হইবে; তদ্ভিন্ন তাঁহাদের কোন প্রকার সুখের উদ্ভব হইবে না। কারণ পাপানুষ্ঠান করিয়া কেহ কদাপি সুখের অধিকারী হয় না। আর আমরা যুদ্ধে বিরত থাকিব, সুতরাং আমাদের পাপ-সংস্পর্শ না হওয়ায়, আনন্দ লাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবে না।

মনু বলিয়াছেন, "বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ। এতচ্চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্য লক্ষণম্॥" অর্থাৎ বেদ স্মৃতি শিষ্টাচার ও আত্মতুষ্টি ধর্ম্মের এই চারি প্রকার লক্ষণ সাক্ষাৎ প্রমাণ স্বরূপ। এজন্য অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে রমাপতে! আত্মীয়গণের বিরুদ্ধে এই সমর-কার্য্য বেদ-বিরুদ্ধ, সদাচার বিরুদ্ধ এবং যৎপরোনাস্তি আত্মগ্লানি প্রদায়ক। অতএব এতাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কদাপি ধর্ম্ম-সঙ্গত হইতে পারে না॥ ৩৬॥

——(০)——

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্॥ ৩৭॥
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন!॥ ৩৮॥

অন্বয়।—যদি-অপি এতে লোভ উপহত-চেতসঃ (লোভাক্রুষ্ট-বুদ্ধয়ঃ). কুল-ক্ষয়-কৃতং (বংশনাশকৃতং) দোষং মিত্রদ্রোহে (বন্ধু-হননে) চ পাতকং ন-পশ্যন্তি (তথাপি) জনার্দ্দন! কুল-ক্ষয়-কৃতং (বংশনাশজনিতং) দোষং প্রাপশ্যদ্ভিঃ (অনুভবদ্ভিঃ) অস্মাভিঃ অস্মাৎ পাপাৎ নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যদি-ও এই-সকল লোভ দ্বারা-বিনষ্ট-বুদ্ধিগণ বংশ-নাশ-জনিত দোষ এবং বন্ধুহিংসা-জনিত পাপ না দেখিতেছে (তথাপি) নারায়ণ! কুল-ক্ষয়-জনিত দোষ দর্শন-কারী আমাদের এই পাপ-হইতে নিবৃত্তির-নিমিত্ত জ্ঞান কেন না হইবে॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—দুর্য্যোধনাদি ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ লোভ কর্ত্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া বংশনাশ ও আত্মীয়বিনাশ জনিত পাপের পরিমাণ স্থির করিতে পারিতেছেন না সত্য, কিন্তু আমরা সেই বংশনাশ পাপের পরিমাণ সম্পূর্ণ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, কেন পূর্ব্ব হইতে তদ্বিষয়ে নিরস্ত না হইব ? ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—কথং তর্হিং পরেষাং কুলক্ষয়ে স্বজনহিংসায়াঞ্চ প্রবৃত্তিস্তত্রাহ যদ্যপীতি। লোভোপহতবুদ্ধিত্বাৎ তেষাং কুলক্ষয়াদিপ্রযুক্তদোষপ্রতীত্যভাবাৎ প্রবৃত্তিবিস্রম্ভঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। পরেষামিবাস্মাকমপি প্রবৃত্তিবিস্রম্ভঃ সম্ভবেদিতি চেন্নেত্যাহ কথমিতি। কুলক্ষয়েতি। কুলক্ষয়ে মিত্রদ্রোহে চ দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাভিস্তদ্দোষশঙ্কিতং পাপং কথং ন জ্ঞাতব্যং তদজ্ঞানে তৎপরিহারাসম্ভবাদতোঽস্মাৎ পাপান্নিবৃত্ত্যর্থং তজ্জ্ঞানমপেক্ষিতমিতি পাপপরিহারার্থিনামস্মাকং ন যুক্তা যুদ্ধে প্রবৃত্তিরিত্যর্থঃ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

শ্রীধর।—ননু চৈতেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যথৈতৈঃ বন্ধুবধমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং কিমনেন বিষাদেনেত্যাহ যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্য-লোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্য্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি। কথমিতি। তথাপ্যস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপান্নিবর্ত্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যেত্যর্থঃ॥ ৩৭ । ৩৮ ॥

বলদেব।—ননু "আহূতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি। বিদিতং ক্ষত্রিয়স্ত" ইতি ক্ষত্রধর্ম্মস্মরণাৎ, তৈরাহূতানাং ভবতাং যুদ্ধে প্রবৃত্তির্যুক্তেতি চেৎ তত্রাহ যদ্যপীতি দ্বাভ্যাং। পাপে প্রবৃত্তৌ লোভস্তেষাং হেতুরস্মাকন্তু লোভবিরহান্ন তত্র প্রবৃত্তিরিতি। ইষ্টসাধনতা-জ্ঞানং খলু প্রবর্ত্তকম্। ইষ্টঞ্চানিষ্টাননুবন্ধি বাচ্যং। যদুক্তম্। "ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থে-নানুবধ্যতে। কেবলং প্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥" ইতি। তথাচ "শ্যেনেনাভি-

চরন্ যজেত" * ইত্যাদিশাস্ত্রোক্তেঽপি শ্যেনাদাবিবানিষ্টানুবন্ধিত্বাদ্যুদ্ধেঽস্মিন্ নঃ প্রবৃত্তির্ন যুক্তেতি। আহুত ইত্যাদি শাস্ত্রন্তু কুলক্ষয়দোষবিনাভূতবিষয়ং ভাবি। হে জনার্দ্দনেতি প্রাগ্‌বৎ ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

মধুসূদন।—কথং তর্হি পরেষাং কুলক্ষয়ে স্বজনসিংহারাঞ্চ প্রবৃত্তিস্তত্রাহ যদ্যপীতি। লোভোপহতবুদ্ধিত্বাৎ তেষাং কুলক্ষয়াদিনিমিত্তদোষ প্রতিসন্ধানাভাবাৎ প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। অতএব ভীষ্মাদীনাং শিষ্টানাং বন্ধুবধে প্রবৃত্তত্বাচ্ছিষ্টাচারত্বেন বেদমূলত্বাদিতরেষামপি তৎপ্রবৃত্তিরুচিতেত্যপাস্তম্। হেতুদর্শনাচ্চেতি ন্যায়াৎ। তত্র হি লোভাদিহেতুদর্শনে বেদমূলত্বং ন কল্প্যত ইতি স্থাপিতম্। যদ্যপেতে ন পশ্যন্তি তথাপি কথমস্মাভির্ন জ্ঞেয়মিত্যুত্তরশ্লোকেন সম্বন্ধঃ। নন্বু যদ্যপ্যেতে লোভাৎ প্রবৃত্তাস্তথা "আহুতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি" ইতি "বিজিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইত্যাদিভিঃ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং ধর্ম্মঃ, যুদ্ধার্জ্জিতঞ্চ ধর্ম্ম্যং ধনমিতি ধর্ম্মশাস্ত্রে নিশ্চয়াস্তবতাঞ্চ তৈরাহুতত্বাৎ যুদ্ধে প্রবৃত্তিরুচিতৈবেতি শঙ্কয়াহ অস্মাদিতি। অস্মাৎ পাপাৎ বন্ধুবধফলযুদ্ধরূপাৎ। অয়মর্থঃ শ্রেয়ঃসাধনতাজ্ঞানং হি প্রবর্ত্তকং, শ্রেয়শ্চ তৎ, যদশ্রেয়োঽননুবন্ধি অন্যথা শ্যেনাদীনামপি ধর্ম্মত্বাপত্তেঃ। তথাচোক্তং "ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেরনুবধ্যতে। কেবলপ্রীতিহেতুত্বাৎ তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে॥" ইতি ততশ্চাশ্রেয়োঽননুবন্ধিতয়া শাস্ত্রপ্রতিপাদিতেঽপি শ্যেনাদাবিবাস্মিন্ যুদ্ধেঽপি নাস্মাকং প্রবৃত্তিরুচিতেতি ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—আততায়িনঃ, "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারহরশ্চৈব ষড়েতে আততায়িনঃ। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন॥" ইতি, যদ্যপ্যেবং তথাপি এতান্ হত্বা অস্মান্ পাপমেব আশ্রয়েৎ, আততায়িবধো হি অর্থশাস্ত্রবিহিতঃ, "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি" ইতি তু ধর্ম্মশাস্ত্রম্, তচ্চ পূর্ব্বস্মাৎ প্রবলম্, যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন—"স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাত্তু বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥" ইতি। অস্মান্ হত্বা এতান্ আততায়িনঃ পাপমেবাশ্রয়েদিত্যপরা যোজনা, তথা চ, এত এবাস্মদ্বধেন নশ্যন্ত নতু বয়মেতেষাং বধেন নজ্জ্যাম ইতি ভাবঃ। নন্বু "আহুতো ন নিবর্ত্তেত দ্যূতাদপি রণাদপি" ইতি "বিজিতং ক্ষত্রিয়স্য" ইতি চ যুদ্ধাদনিবৃত্তিঃ হিংসয়া চ বৃত্তিঃ ক্ষত্রিয়স্যেষ্টা, তৎ কথং যুদ্ধান্নিবৃত্তিমিচ্ছসীত্যাশঙ্ক্যাহ কথমিতি। সা হি

* "শ্যেনেনাভিচরন্ যজেত" ইতি অথর্ব্ববেদোক্ত শ্রুতি। শ্যেন পক্ষিদ্বারা অভিচার কর্ম্ম করিবে। অথর্ব্ববেদোক্ত মন্ত্র যন্ত্রাদি নিষ্পাদিত মারণোচাটনাদি হিংসাত্মক কর্ম্মের নাম অভিচার। শত্রুহননের নিমিত্ত অভিচার কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। যথা মনু। "শ্রুতিরথর্ব্বাঙ্গিরসীঃ কুর্য্যাদিত্যবিচারয়ন্। বাক্‌শস্ত্রং বৈ ব্রাহ্মণস্য তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ॥" অর্থাৎ অথর্ব্ববেদোক্ত আঙ্গিরস মন্ত্রের দ্বারা বিনা বিচারে অভিচার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ব্রাহ্মণের বাক্যই অস্ত্র তদ্দ্বারা শত্রুসংহার করিবে। অভিচার ক্রিয়ায় শ্যেন মাংসে হোম করিতে হয়, এবং ফলস্বরূপে অভিপ্রেত শত্রুনাশ হয়। স্বার্থসাধনোদ্দেশে অভিচারি কর্ম্মে নিরপরাধ শ্যেন-হনন যেরূপ পাপরূপে গণ্য, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত স্বজনসংহার তদপেক্ষা অধিকতর পাপরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য।

লোভমূলিকা স্মৃতিঃ কুলক্ষয়দোষবিধিনা বাধ্যতে, যথা; ঔড়ুম্বরীং স্পৃষ্ট্বোদ্গায়েদিতি স্পর্শন-বিধিনা বিরুদ্ধা সতী ঔড়ুম্বরী সর্ব্বা বেষ্টয়িতব্যেতি সর্ব্ববেষ্টনস্মৃতির্ব্বাধ্যতে লোভমূলত্বাৎ তদ্বৎ, ন হি বিধিমাত্রাৎ যৎকিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং শ্যেনাদীনামধর্ম্মরূপাণামপ্যবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাপত্তেঃ, তস্মাদ্যৎ ফলতো ন দুষ্যতি তদেব বিহিতং ধর্ম্মরূপমনুষ্ঠেয়ম্, যথোক্তম্ "ফলতোঽপি চ যৎ কর্ম্ম নানর্থেনানুবধ্যতে। কেবলং প্রীতিহেতুত্বাত্তদ্ধর্ম্ম ইতি কথ্যতে" ইতি। শ্যেনাদিবৎ পাপানুবন্ধিত্বাৎ যুদ্ধং ত্যাজ্যমেবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬। ৩৭। ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেতে তর্হি কথং যুদ্ধে বর্ত্তন্তে তত্রাহ যদ্যপীতি ॥ ৩৭। ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—মনু বলিয়াছেন,—"ঋত্বিক্পুরোহিতাচার্য্যৈর্মাতুলাতিথি-সংশ্রিতৈঃ। বালবৃদ্ধাতুরৈর্বৈদ্যজ্ঞাতিসম্বন্ধিবান্ধবৈঃ ॥ মাতাপিতৃভ্যাং যামীভির্ভ্রাত্রা পুত্রেণ ভার্য্যয়া। দুহিত্রা দাসবর্গেণ বিবাদং ন সমাচরেৎ ॥" অর্থাৎ ঋত্বিক্, পুরোহিত, আচার্য্য, মাতুল, অতিথি, আশ্রিত, বালক, বৃদ্ধ, আতুর, বৈদ্য, জ্ঞাতি, বৈবাহিক, কুটুম্ব, মাতা, ভগিনী, ভ্রাতা, পুত্র, স্ত্রী, কন্যা এবং দাসবর্গের সহিত বিবাদ করিবে না। অর্জ্জুন দেখিলেন, এই সমরাঙ্গণে দ্রোণকৃপাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্য, শল্যশকুনি প্রভৃতি মাতুল, লক্ষণ ও তদীয় পুত্র প্রভৃতি বালক ভীষ্ম প্রভৃতি বৃদ্ধ, ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ জ্ঞাতি, জয়দ্রথ প্রভৃতি কুটুম্ব; উপস্থিত রহিয়াছেন। যাঁহাদের সহিত বিরোধ পর্য্যন্ত শাস্ত্রনিষিদ্ধ তাদৃশ ব্যক্তিবর্গের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের প্রাণসংহার করা এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য। অতএব তিনি সানুনয়ে বলিতে লাগিলেন,—"হে প্রলয়কারিন্! হে জননাশনরক্ষণক্ষম পরমেশ্বর! দুর্য্যোধনাদি আমাদের প্রতিপক্ষগণ রাজ্যলোভে নিতান্ত প্রলুব্ধ হইয়া হিতাহিত ও ধর্ম্মাধর্ম্মবোধ-বিরহিত হইয়াছেন। সেই জন্যই তাঁহারা কুলক্ষয় ও মিত্রদ্রোহ জনিত অবশ্যম্ভাবী পাপের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না। কেবলমাত্র লোভবৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন বাসনায়, ন্যায় ও ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, সুহৃদ্ ও স্বজন বিনাশরূপ অতি গর্হিত পাপ কার্য্যে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমাদের মনে সম্প্রতি কোন প্রবৃত্তির অত্যধিক প্রাবল্য নাই। ন্যায়তঃ প্রাপ্য অন্যায়োপায়ে অপহৃত রাজ্য পুনরায় উদ্ধার করাই আমাদের একমাত্র বাসনা। সুতরাং পরবিত্ত অপহরণ, বা পরকীয় রাজ্য যে কোন উপায়ে গ্রহণ করিয়া আত্মবিত্ত বর্দ্ধন করিতে আমাদের লোভ নাই। অতএব প্রতিপক্ষগণের ন্যায় আমাদের বুদ্ধি ও জ্ঞান কলুষিত ও আচ্ছন্ন হয় নাই। অনুষ্ঠেয় কার্য্যের অবৈধতা সম্পূর্ণরূপে প্রণিধান করিয়া ও ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করিয়া

যে ব্যক্তি নিন্দনীয় কার্য্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহার ন্যায় পাষণ্ড ও নির্ব্বোধ আর কেহই নাই। সকল বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়াও যদি আমরা এই দুষ্কৃতি সম্পাদনে নিরস্ত না হই, তাহা হইলে, আমরা অবশ্য মহাপাপী ও যৎ-পরোনাস্তি দুরাত্মারূপে পরিগণিত হইব। অতএব হে পাপাতীত পরম-পুরুষ! এ নিন্দনীয় যুদ্ধে নিবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়ঃ, অকারণ কুলক্ষয় ও মিত্র-দ্রোহরূপ বিগর্হিত ব্যাপারে আর প্রয়োজন নাই। অর্জ্জুনের এবংবিধ বিচার শাস্ত্র-বিরুদ্ধ নহে, ইহাই সপ্রমাণিত করিবার অভিপ্রায়ে টীকাকার-গণ শাস্ত্রীয় বচন ধৃত করিয়াছেন। আহূত হইলে ক্ষত্রিয়ের দ্যূত-ক্রীড়া ও যুদ্ধ হইতে নিরস্ত হইতে নাই। এস্থলে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ আহূত, সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে বিধেয়। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুন বিচার করিতেছেন যে, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তাদৃশ ব্যবস্থা থাকিলেও সর্ব্বত্র অবি-সংবাদিতরূপে তাহা কদাচ পালনীয় হইতে পারে না। যে হেতু যে কর্ম্মের পরিণাম ফল দূষণীয় নহে, তাহাই শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্র-সঙ্গত বিধি। এই উপস্থিত যুদ্ধ-ব্যাপারের পরিণাম নিতান্ত অমঙ্গলময়। সুত-রাং এ কার্য্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য। বৈদিক অভিচার-বিশেষে স্বার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত, শ্যেনপক্ষী সংহার যেরূপ নিন্দনীয় কার্য্য, এ যুদ্ধ-কার্য্যও তদ্রূপ নিন্দনীয়॥ ৩৭। ৩৮॥

—:(০):—

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত॥ ৩৯॥

অন্বয়।—কুলক্ষয়ে সনাতনাঃ (পরম্পরপ্রাপ্তাঃ) কুলধর্ম্মাঃ প্রণশ্যন্তি উত ধর্ম্মে* নষ্টে কৃৎস্নং (সমগ্রং) কুলং অধর্ম্মঃ † অভিভবতি (গ্রসতি)॥ ৩৯॥

* ধর্ম্ম।—"পুণ্যং শ্রেয়ঃ সুকৃতং বৃষঃ" ইত্যমরঃ। "ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন তপসা চ প্রবর্ত্ততে। দানেন নিয়মেনাপি ক্ষমাশৌচেন বল্লভ। অহিংসয়া সুশান্ত্যা চ অস্তেয়েনাপি বর্ত্ততে॥ এতৈর্দশভিরঙ্গৈস্তু ধর্ম্মমেব প্রসূচয়েৎ॥" ইতি পদ্মপুরাণ। অন্যচ্চ—"অদ্রোহশ্চাপ্যলোভশ্চ দমো ভূতদয়া তপঃ। ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ সত্যমনুক্রোশঃ ক্ষমা ধৃতিঃ। সনাতনস্য ধর্ম্মস্য মূলমেতদ্দুরাসদম্॥" ইতি মৎস্যপুরাণ।

† যুদ্ধ, আত্মীয়বিনাশ, মিত্রদ্রোহ ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারই ধর্ম্মবিরোধী। ক্ষমা, অহিংসা, সুশান্তি, অদ্রোহ, ভূতদয়া, ইত্যাদি ধর্ম্মসঙ্গত সকল ব্যবহারই উপস্থিত যুদ্ধে বিরোধ ঘটিতেছে। সুতরাং এ কার্য্য অধর্ম্মজনক বলিয়া অর্জ্জুন যে আশঙ্কা করিতেছেন, তাহা প্রমাণ-বিহীন নহে।

প্রতিশব্দ।—বংশনাশে চিরাগত কুল-প্রচলিত-ধর্ম্মসকল ধ্বংস-হয় আর ধর্ম্ম নষ্ট-হইলে সকল কুল অধর্ম্ম প্রাপ্ত-হয় ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—বংশনাশ ঘটিলে পিতৃপিতামহাদি পরম্পরাগত কুল প্রচলিত নিয়ম ও আচারসমূহ বিনষ্ট হয় এবং ক্রমশঃ বংশ অধর্ম্মগ্রস্ত হইয়া পড়ে ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—কোঽসৌ কুলক্ষয়ে দোষো যদ্দর্শনাদ্যুষ্মাকং যুদ্ধাদুপরতিরপেক্ষ্যতে তত্রাহ কুলেতি। কুলস্য হি ক্ষয়ে কুলসম্বন্ধিনশ্চিরন্তনা ধর্ম্মাস্তত্তদগ্নিহোত্রাদি * ক্রিয়াসাধ্যা নাশমুপযান্তি কর্ত্তুরভাবাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মনাশেঽপি কিং স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ ধর্ম্ম ইতি। কুল-প্রযুক্তে ধর্ম্মে কুলনাশাদেব নষ্টে কুলক্ষয়করস্য কুলপরিশিষ্টমখিলমপি তদীয়োঽধর্ম্মোঽভি-ভবত্যধর্ম্মভূয়িষ্ঠং তস্য কুলং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—তমেব দোষং দর্শয়তি কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, উত অপি। অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

বলদেব।—দোষমেব প্রপঞ্চয়তি কুলক্ষয়ে ইতি। কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিতা অগ্নি-হোত্রাদয়ো ধর্ম্মাঃ, সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, প্রণশ্যন্তি কর্ত্তুর্বিনাশাৎ। উতেত্যপ্যর্থে কৃৎস্নমিত্যনেন সম্বধ্যতে। ধর্ম্মে নষ্টে সত্যবশিষ্টং বালাদিকৃৎস্নমপি কুলমধর্ম্মোঽভিভবতি প্রসতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন।—এবঞ্চ বিজয়াদীনামশ্রেয়স্ত্বেনানাকাঙ্ক্ষিতত্বাৎ ন তদর্থং প্রবর্ত্তিতব্যমিতি প্রতিপাদিতুমনর্থানুবন্ধিত্বেনাশ্রেয়স্ত্বমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ, কুলধর্ম্মাঃ কুলোচিতা ধর্ম্মাঃ, কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কর্ত্তুরভাবাৎ। উত অপি, অগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠাতৃ-

---

* অগ্নিহোত্রেতি।—যজ্ঞবিশেষঃ, তচ্চ মাসসাধ্যং যাবজ্জীবনসাধ্যঞ্চ। দ্বিতীয়ে বিশেষোঽয়ং। তদগ্নৌ যাবজ্জীবং প্রত্যহং প্রাতঃসায়ং হবনং। তদগ্নিনা যাগকর্ত্তুর্দাহশ্চ। ইতি স্মৃতিঃ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় বৈশ্যানাং কৃতদারপরিগ্রহাণাং কাণত্বাজত্ববধিরত্বপঙ্গুত্বাদিদোষরহিতানাং বর্ণক্রমেণ বসন্ত গ্রীষ্ম-শরৎসু অগ্ন্যাধানং বিহিতং। অগ্নয়স্ত্রয়ঃ, গার্হপত্যঃ, দক্ষিণাগ্নিঃ, আহবনীয়ঃ। এবামাধানং নাম দেশবিশেষে তত্তন্মন্ত্রৈঃ স্থাপনম্। তেষগ্নিষু সায়ংকালে প্রাতঃকালে চ অগ্নিহোত্রহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। অগ্নিহোত্রং নাম হোমস্য নামধেয়ং। অগ্নয়ে হোত্রং হোমো যস্মিন কর্ম্মণীতি ব্যধিকরণবহুব্রীহিঃ। তথাচ গোভিলীয়গৃহ্যসূত্রে প্রথমপ্রপাঠক। অথাতো গৃহ্যাকর্ম্মাণ্যুপদেক্ষ্যামঃ। ব্রহ্মচারী বেদমধীত্যান্ত্যাং সমিধমভ্যাধাস্যন্। জায়ায়া বা পাণিং জিঘৃক্ষাং স যদেবাস্ত্যাং সমিধমভ্যাদধাতি জায়ায়া বা পাণিং জিঘৃক্ষাং জুহোতি তমভিসংযচ্ছেৎ। স এবাস্য গৃহ্যোঽগ্নি-র্ভবতি। ভগবান্ গোভিলাচার্য্য গৃহ্যকর্ম্মের সূত্র নির্দ্দেশ করিতে আরম্ভ করিয়া, প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের নিমিত্ত অগ্নিপ্রণয়ন বিধি করিতেছেন। ব্রহ্মচারী বেদাধ্যয়ন পূর্ব্বক শেষ সমিধ আহুত করিতে উদ্যত হইয়া অথবা পত্নী-পাণিগ্রহণাভিলাষী হইয়া অগ্নি আহরণ পূর্ব্বক যাহাতে শেষসমিধ আহুতি করিবে, অথবা পাণিগ্রহণকালে যাজ হোম যাহাতে সম্পন্ন করিবে সেই অগ্নি সযত্নে সংরক্ষণীয়। তাহাই তাহার গৃহ্যাগ্নি। তাহাতেই যাবজ্জীবন সায়ং প্রাতঃ হোম করিতে হইবে।

পুরুষনাশেন ধর্ম্মে নষ্টে (জাত্যভিপ্রায়মেকবচনম্) অবশিষ্টং বালাদিরূপং কৃৎস্নমপি কুলং অধর্ম্মোঽভিভবতি স্বাধীনতয়া ব্যাপ্নোতি। উতশব্দঃ কৃৎস্নপদেন সম্বধ্যতে॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপ আত্মীয় বিনাশ করিয়া যুদ্ধে বিজয়-লাভ-জনিত ফল কদাপি শ্রেয়স্কর হইতে পারে না; তাহা হইতে পরিণামে নানাবিধ অনর্থের উদ্ভব হইবে বিবেচনায়, অর্জ্জুন তাহা প্রার্থয়িতব্য নহে বলিয়া অনুমান করিলেন এবং স্বকীয় অভিপ্রায় সমর্থনার্থ বলিতে লাগিলেন, কুলক্ষয় হইলে স্বতঃই কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। ধর্ম্ম যাঁহারা রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কুলাগত ধর্ম্মের মর্ম্ম যাঁহারা সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত আছেন, এরূপ কুলক্ষয় ব্যাপারে, তাদৃশ অভিজ্ঞজনগণেরও জীবননাশ সম্ভাবিত। সেই সকল প্রবীণ ও সুবিজ্ঞজনগণের অভাবে, বংশের অবশিষ্ট জনগণ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইবে এবং ক্রমশঃ জ্ঞান ও বুদ্ধির অবনতি হেতু উত্তরোত্তর উচ্ছৃঙ্খল ও উন্মার্গগামী হইয়া পতিত, অধর্ম্মক্রান্ত ও হীনদশাপন্ন হইবে। অপালন ও অজ্ঞতা হেতু ক্রমশঃ কুলাগত ধর্ম্ম-সমূহ বিনষ্ট ও স্মৃতি-পথাতীত বিষয়স্বরূপে পরিণত হইবে। অগ্নিহোত্রাদি বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমূহ, কর্ত্তার অভাবে, বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে ধর্ম্মাবলম্বী সাধুবংশ কাল সহকারে অধার্ম্মিক ও অসাধু হইয়া পড়িবে॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ! প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয়! জায়তে বর্ণসঙ্করঃ॥ ৪০॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ! অধর্ম্ম-অভিভবাৎ কুল-স্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যন্তি (দোষং প্রাপ্নুবন্তি) বার্ষ্ণেয়! দুষ্টাসু স্ত্রীষু (সতীষু) বর্ণসঙ্করঃ* জায়তে॥ ৪০॥

* বর্ণসঙ্কর ইতি।—যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ। "বক্ষ্যে সঙ্করজাত্যাদি গৃহস্থাদিবিধিং পরম্। বিপ্রান্মূর্দ্ধাবসিক্তো হি ক্ষত্রিয়ায়াং বিশঃ স্ত্রিয়াম্। জাতোঽম্বষ্ঠস্তু শূদ্রায়াং নিষাদঃ পার্শবোঽপি বা। মাহিষ্যোগ্রৌ প্রজায়েতে বিট্‌শূদ্রাঙ্গনয়োর্নৃপাৎ। বৈশ্যাৎ শূদ্রাচ্চ রাজন্যাঃ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ। শূদ্রায়াং করণো বৈশ্যাদ্ বিপ্রান্ এষ বিধিঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতো বৈশ্যাদ্বৈদেহকস্তথা। শূদ্রাজ্জাতস্তু চাণ্ডালঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতঃ। ক্ষত্রিয়া মাগধম্ বৈশ্যাৎ শূদ্রাৎ ক্ষত্তারমেব চ। শূদ্রাদায়োগিবম্ বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতং। মাহিষ্যেণ করণ্যাস্তু রথকারঃ প্রজায়তে। অসংস্কৃতাস্ত বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।" ইতি গারুড়ে

প্রতিশব্দ।—গোবিন্দ! অধর্ম্ম-প্রাপ্তি-হইতে কুলবালা-সকল দূষিতা হয় যাদব! ললনাকুল ব্যভিচারিণী (হইলে) মিশ্রজাতি জন্মে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত-নারায়ণ! বংশে অধর্ম্ম প্রবেশ করিলে ক্রমশঃ কুলবালাগণ কুলটা হইয়া থাকে এবং নারীগণ ভ্রষ্টা হইলে সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয় ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—কুলক্ষয়কৃতেঽবশিষ্টকুলস্যাধর্ম্মপ্রবণত্বে কো দোষঃ স্যাদিতি তত্রাহ অধর্ম্মেতি। পাপপ্রচুরে কুলে প্রসূতানাং স্ত্রীণাং প্রদুষ্টত্বে কিং প্রদুষ্যতি তত্রাহ স্ত্রীষিতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ অধর্ম্মাভিভবাদিত্যাদি ॥ ৪০ ॥

বলদেব।—ততশ্চাধর্ম্মাভিভবাদিতি। অস্মদ্ভর্তৃভির্ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যথা কুলক্ষয়লক্ষণে পাপে বর্ত্তিতং, তথাস্মাভিঃ পাতিব্রত্যমবজ্ঞায় দুরাচারে বর্ত্তিতব্যমিতি দুর্ব্বুদ্ধিহতাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন।—অস্মদীয়ৈঃ পতিভির্ধর্ম্মমতিক্রম্য কুলক্ষয়ঃ কৃতশ্চেদস্মাভিরপি ব্যভিচারে কৃতে কো দোষঃ স্যাদিত্যেবং কুতর্কহতাঃ কুলস্ত্রিয়ঃ প্রদুষ্যেয়ুরিত্যর্থঃ। অথবা কুলক্ষয়কারি-পতিতপতিসম্বন্ধাদেব স্ত্রীণাং দুষ্টত্বম্ ॥ "আশুদ্ধেঃ সংপ্রতীক্ষ্যো হি মহাপাতকদূষিতঃ।" ইত্যাদি স্মৃতেঃ ॥ ৪০ ॥

নীলকণ্ঠ।—কুলক্ষয় ইতি। প্রণশ্যন্তি অনুষ্ঠাতৃণাং বৃদ্ধানামভাবাদবশিষ্টং বালাদিরূপং বংশং ধর্ম্মলোপাদধর্ম্মোঽভিভবতি। অধর্ম্মেতি। দুষ্টাসু পুত্রার্থং বর্ণান্তরমুপাসীনাসু ॥৩৯।৪০॥

বিশ্বনাথ।—কুলক্ষয় ইতি। সনাতনাঃ কুলপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন বহুকালতঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। প্রদুষ্যন্তীতি। অধর্ম্ম এব তা ব্যভিচারে প্রবর্ত্তয়তীতি ভাবঃ ॥ ৩৮ । ৩৯ । ৪০ ॥

অধ্যায়। বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাবসিক্ত জাতি, বৈশ্যাতে অম্বষ্ঠ, শূদ্রাতে নিষাদ ও পারশব। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যা ও শূদ্রাঙ্গনাতে মাহিষ্য ও উগ্র (আগুরি) জাতি জন্মগ্রহণ করে। শূদ্র হইতে বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়াতে মাহিষ্য ও উগ্রজাতি উৎপন্ন হয়। বৈশ্য হইতে শূদ্রাতে করণ জাতি উৎপন্ন হয়। ব্রাহ্মণীতে ক্ষত্রিয় হইতে সূত জাতি এবং বৈশ্য হইতে বৈদেহক জাতি জন্মে। ব্রাহ্মণীতে শূদ্র হইতে চণ্ডাল জাতি উৎপন্ন হয়। ক্ষত্রিয়ের গর্ভে বৈশ্য হইতে মাগধ জাতি, শূদ্রার গর্ভে বৈশ্য হইতে ক্ষত্ত জাতি জন্মগ্রহণ করে। শূদ্র হইতে বৈশ্যার গর্ভে আয়োগব জাতি হইয়াছে। উক্ত মাহিষ্য হইতে করণীর গর্ভে রথকার জন্মিয়াছে। অনুক্ত বর্ণসঙ্কর জাতি প্রতিলোমজ ও অনুলোমজ জানিবে। বেণ রাজার সময়ে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হয়। যথা, "ততঃ প্রভৃতি যো মোহাৎ প্রমীতপতিকাং স্ত্রিয়ম্" "দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ। মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যে প্রশাসতি ॥ স মহীমখিলাং ভুঞ্জন্ রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা। বর্ণানাং সঙ্করং চক্রে কামোপহতচেতনঃ ॥" মনুসংহিতা। অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির প্রাবল্যহেতু বিলুপ্ত জ্ঞান বেণ রাজার সময়ে এই নিষিদ্ধ পশু ব্যবহার প্রচলিত হইয়া বর্ণ সঙ্করের উদ্ভব হইয়াছে।

তাৎপর্য্য।—পুরুষগণ আচার-ভ্রষ্ট ও ধর্ম্ম-হীন হইলে কুলকামিনীগণ মনে মনে নানাপ্রকার কুতর্ক করিতে থাকিবে এবং স্বামী বা অভিভাবকগণ যদি ধর্ম্মত্যাগী ও বিপথগামী হইয়া থাকেন, তবে আমরাই বা কেন স্বাধীন ভাবে স্বেচ্ছানুরূপ-পথে বিচরণ না করিব, ইত্যাদিরূপ কল্পনা করিতে থাকিবে। অপিচ কুমার্গগামী স্বধর্ম্মত্যাগী স্বামী, ভ্রাতা, পিতা প্রভৃতি স্বজনগণের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণে কামিনীগণ অবশ্যই নানাপ্রকার পাপ-পঙ্ক-পরিলিপ্তা হইবে। কুলকামিনীগণ বিপথগামিনী হইলে নিশ্চয়ই জারজ সন্তানের আবির্ভাব হইবে এবং বংশের মহিমা এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইবে। হৃদয়ের এই বিষাদজনক কল্পনাপ্রসূত নিদারুণ বেদনা নিবেদন করিবার নিমিত্ত, অর্জ্জুন নারায়ণকে "কৃষ্ণ" এই অতি প্রিয়, মধুর ও প্রেম-পূর্ণ নামে সম্বোধন করিলেন। কৃষ্ণের বৃষ্ণিবংশে জন্ম, তিনি যদুকুলপতি, কুলাগত মহিমা সংরক্ষণে তিনি সতত সচেষ্ট ইত্যাদি বিষয় সমূহ স্বয়ং স্মরণ করিয়া এবং নারায়ণকেও তৎসমস্ত স্মরণ করাইবার অভিপ্রায়ে, অর্জ্জুন তাঁহাকে "বার্ষ্ণেয়" বলিয়া সম্বোধন করিলেন ॥ ৪০ ॥

—০:(*):০—

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

অন্বয়।—সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং (কুল নাশকানাং) কুলস্য চ নরকায়* (নরক পাতায়) এব এষাং পিতরঃ হি লুপ্ত-পিণ্ড-উদক-ক্রিয়াঃ† (সন্তঃ) পতন্তি ॥ ৪১ ॥

---

* নরক।—পাপিনাং মরণোত্তরকালে যাতনাসঙ্কুলং নিবাসস্থানম্। "উদ্যোর্দ্ধে নরকাঃ শঙ্কু কোট্যঃ পচ্যমানতঃ। চত্বারিংশন্মিতং তেষাং প্রধানং তন্নিবোধত।" ইত্যাদি দেবী পুরাণীয়বর্ণনায় নরক বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। বরাহ পুরাণে লিখিত আছে, "অহিংসকা ন গচ্ছন্তি ব্রহ্মচর্য্যব্যবস্থিতাঃ।" এবং স্থানান্তরে লিখিত আছে, "ন্যায়চিন্নরকং যাতি ন সৎপুত্রী ন ভূমিদঃ।" পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, "প্রাণিহিংসাপ্রকৃতাশ্চ তে বৈ নিরয়গামিনঃ।" বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "পাপকৃদ্যাতি নরকং প্রায়শ্চিত্তপরাঙ্মুখঃ।" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্তি সমূহ দ্বারা সপ্রমাণিত হইতেছে যে, অর্জ্জুনের আশঙ্কা অমূলক নহে, এবং যুদ্ধাদি প্রাণিহিংসা ব্যাপার, কুলক্ষয় জনিত সৎপুত্রের অভাব, ধর্ম্মজ্ঞান ও শিক্ষার অভাব জনিত প্রায়শ্চিত্ত-বিমুখতা ইত্যাদি সকল কারণই নরকপ্রদ।

† "পুত্রঃ পৌত্রঃ প্রপৌত্রো বা ভ্রাতা বা ভ্রাতৃসন্ততিঃ। সপিণ্ডসন্ততির্বাপি ক্রিয়ার্হা নৃপ জায়তে॥ তেষামভাবে সর্ব্বেষাং সমানোদকসন্ততিঃ।" মাতৃপক্ষ পিণ্ডেন সংবদ্ধা যে জলেন বা। কুলদ্বয়েহপি চোৎসন্নে

প্রতিশব্দ।—বর্ণ সঙ্কর কুলনাশকদিগের এবং কুলের নরক-নিমিত্ত-ই ইহাদের পিতৃগণ নিশ্চয় পিণ্ড-জল-হীন (হইয়া) পতিত হয় ॥ ৪১॥

স্ত্রীভিঃ কার্য্যা ক্রিয়া নৃপ। সংঘাতান্তর্গতৈর্ব্বাপি কার্য্যাঃ প্রেতস্য বাঃ ক্রিয়াঃ॥" ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণান্তর্গত শ্রাদ্ধাধিকারীর নির্ণয় দ্রষ্টব্য। কুলক্ষয়ে শ্রাদ্ধ সম্পর্কিত লোকের অভাব ঘটিলে অগত্যা পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ড তর্পণাদি বন্ধ হইবে।

মনু বলিয়াছেন,—"অপত্যং ধর্ম্মকার্য্যাণি শুশ্রূষা রতিরুত্তমা। দারাধীনস্তথা স্বর্গঃ পিতৃণামাত্মনশ্চ হ॥" অর্থাৎ অপত্য উৎপাদন, ধর্ম্মকার্য্য সম্পাদন, পরিচর্য্যা, উত্তমা রতি, স্বকীয় এবং পিতৃগণের স্বর্গ এ সকলই স্ত্রীগণের অধীন। স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে এবং কুলক্ষয় হেতু ক্ষেত্রাধিকারী স্বরূপ তাহাদের স্বামী নির্ণয় না থাকিলে সেই ভ্রষ্টা নারীর গর্ভজাত সন্তান কাহার হইবে তাহার স্থিরতা থাকে না। অনিযুক্তাক্ষেত্রে যে বীজ উপ্ত হয় তাহা বীজিরই হইয়া থাকে। তদযথা মনু;—"বিশিষ্টং কুত্রচিদ্বীজং স্ত্রীযোনিস্ত্বেব কুত্রচিৎ। উভয়ন্তু সমং যত্র সা প্রসূতিঃ প্রশস্যতে॥" এই বচনের টীকায় শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট লিখিয়াছেন। "কচিদ্বীজং প্রধানং জাতো যে অনিযুক্তায়ামিতি ন্যায়েনোৎপন্নো বীজিনো বুধ এব সোমস্য, তথা ব্যাস-ঋষ্যশৃঙ্গাদয়া বীজিনামেব সুতাঃ।" কচিৎ ক্ষেত্রস্য প্রাধান্যং, "যথাস্ত্যাত্মজঃ প্রমীতস্য" ইতি বক্ষ্যতি। অতএব বিচিত্রবীর্য্য-ক্ষেত্রে ক্ষত্রিয়ায়াং ব্রাহ্মণোৎপাদিতা অপি ধৃতরাষ্ট্রাদয়ঃ ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষেত্রিণঃ এব পুত্রা বভুবুঃ ইত্যাদি।" অর্থাৎ অনিযুক্ত স্থলে জাত সন্তান বীজির হয়। যেমন চন্দ্রের ঔরসে তদীয় গুরুপত্নী তারার গর্ভজাত বুধ চন্দ্র-তনয় রূপে পরিচিত এবং পরাশরের ঔরসে ধীবর-নন্দিনী সত্যবতীর গর্ভজাত ব্যাস ব্রাহ্মণরূপে খ্যাত। নিযুক্তাস্থলে জাত অপত্য ক্ষেত্রপতির হইয়া থাকে। যেমন বিচিত্রবীর্য্যের পত্নীদ্বয়ের গর্ভে ব্যাসের ঔরসজাত ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ক্ষত্রিয়রূপে খ্যাত। সুতরাং ভ্রষ্টা স্ত্রীর গর্ভে উক্ত বীজ নিরূপিত না থাকায় এবং অনিযুক্তা বিধায়, সন্তান অনিশ্চিত-পিতৃক হইবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত বিষ্ণুপুরাণীয় বচনানুসারে পিণ্ডাধিকারীর নিশ্চয় থাকিবে না। অপিচ মনু বলিয়াছেন, "ইয়ং ভূমির্হি ভূতানাং শাশ্বতী যোনিরুচ্যতে। নচ যোনিগুণান্ কাংশ্চিদ্বীজং পুষ্যতি পুষ্টিষু॥ ভূম্যাবপ্যেককেদারে কালোপ্তানি কৃষীবলৈঃ। নানারূপাণি জায়ন্তে বীজানীহ স্বভাবতঃ। ব্রীহয়ঃ শালয়ো মুদ্গাস্তিলা মাষাস্তথা যবাঃ। যথা বীজং প্ররোহন্তি লশুনানীক্ষবস্তথা। অন্যদুপ্তং জাতমন্যদিত্যেতন্নোপপদ্যতে॥ উপ্যতে যদ্ধি যদ্বীজং তত্তদেব প্ররোহতি॥" অর্থাৎ ক্ষেত্র যাবতীয় উদ্ভিদের উৎপত্তির কারণ হইলেও, সকলই বীজ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। ক্ষেত্রের নানাস্থানে নানা বীজ উপ্ত হইলেও, ফল সকল ক্ষেত্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না, বিভিন্ন প্রকার বীজধর্ম্মই প্রাপ্ত হয়। একক্ষেত্রে ব্রীহি, শালি, মুগ, মাষ, লশুন, ইক্ষু প্রভৃতি উপ্ত হইলে সকলে স্ব স্ব ধর্ম্ম বিশিষ্ট হয়, ক্ষেত্র ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় না। সুতরাং বীজেরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইল। অতএব নীচব্যক্তিগণের সংযোগে উত্তরোত্তর নীচ ভাবাপন্ন সন্তান জন্মিবে এবং বংশের ধর্ম্ম, নিয়ম ও আচার সকলই বিলুপ্ত হইবে। এইরূপে এই যুদ্ধ জনিত কুলক্ষয় হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মহানর্থের উৎপত্তি হইবে।

পিণ্ড।—মৃত পিত্রাদির উদ্দেশ্যে দেয় শ্রাদ্ধ-শেষ হবিষ্যান্নাদি নির্ম্মিত বিল্বফলাকার অন্ন। "শ্রাদ্ধার্থাদ্ধৃত-বিষোৎন্নাদেঃ সর্ব্বাণীং যাবদুক্তব্যোদনব্যঞ্জনাদি ততোন্নং গৃহীত্বা যদগ্নৌ করণশেষেণ সহ সর্ব্বীয় মিলীকৃত্য পিণ্ডদানমারভেত।" "মধ্বাজ্যতিলসংযুক্তং সর্ব্বব্যঞ্জনসংযুতম্। উদ্ধৃত্যান্নাদ পিণ্ডং কৃত্বা বিল্বফলোপমম্॥ দদ্যাৎ" ইত্যাদি শ্রাদ্ধতত্ত্ব। অন্নাভাবেও অন্য পদার্থে পিণ্ড হইতে পারে, তাহার প্রমাণ রামায়ণে আছে। যথা; ইঙ্গুদং বদরৈর্মিশ্রং পিণ্যাকং দর্ভসংস্তরে। ন্যস্য পিণ্ডং ততো রাম ইদং বচনমব্রবীৎ। ইদং ভুঙ্ক্ষ্ব মহারাজ প্রীতো যদশনা বয়ম্। যদন্নাঃ পুরুষা রাজংস্তদন্নাঃ পিতৃদেবতাঃ॥"

ব্যাখ্যা।—বর্ণসঙ্করগণ কুলনাশকারিগণকে এবং সেই কুলকেও নরকস্থ করে; তাহাদের পিতৃপিতামহাদি শ্রাদ্ধ-তর্পণ বিরহিত হইয়া পতিত-দশা প্রাপ্ত হয়॥ ৪১॥

আনন্দগিরি।—বর্ণসঙ্করস্য দোষপর্য্যবসায়িতামাদর্শয়তি সঙ্কর ইতি। কুলক্ষয়করাণাং দোষান্তরং সঞ্চিনোতি পতন্তীতি। কুলক্ষয়কৃতাং পিতরো নিরয়গামিনঃ সম্ভবন্তীত্যত্র হেতুমাহ লুপ্তেতি। পুত্রাদীনাং কর্ত্তৄণামভাবাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডস্যোদকস্য চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা। ততশ্চ প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবান্নরকপতনমেবাবশ্যকমাপতেদিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

শ্রীধর।—এবং সতি সঙ্কর ইত্যাদি। এষাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ, লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়া যেষাং তে তথা॥ ৪১॥

বলদেব।—কুলস্য সঙ্করঃ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈবেতি যোজনা। ন কেবলং কুলঘ্ন এব নরকে পতন্তি কিন্তু তৎপিতরোঽপীত্যাহ পতন্তীতি। হির্হেতৌ। পিণ্ডাদিদাতৄণাং পুত্রাদীনামভাবাদ্বিলুপ্তপিণ্ডাদিক্রিয়াঃ সন্তস্তে নরকায়ৈব পতন্তি॥ ৪১॥

মধুসূদন।—কুলস্য সঙ্করশ্চ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈব ভবতীত্যন্বয়ঃ। ন কেবলং কুলঘ্নানামেব নরকপাতঃ কিন্তু তৎপিতৄণামপীত্যাহ পতন্তীতি। হিশব্দোঽপ্যর্থে হেতৌ বা। পুত্রাদীনাং কর্ত্তৄণামভাবাৎ। লুপ্তাঃ পিণ্ডস্যোদকস্য চ ক্রিয়া যেষাং তে তথা। কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি নরকায়ৈবেত্যনুষঙ্গঃ॥ ৪১॥

নীলকণ্ঠ।—সঙ্কর ইতি। কথং তর্হি জামদগ্ন্যেন রামেণ ক্ষত্রিয়েষু হতেষু তত্স্ত্রিয়ঃ পুনঃ পুনর্ব্রাহ্মণেভ্যঃ পুত্রান্ জনয়ামাসুরিত্যুপাখ্যায়তে, কথং বা ধৃতরাষ্ট্রাদীনামসঙ্করজত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ পতন্তীতি। হিশব্দো বৈদিকীং প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি। সা হি "ন শেষো অগ্নে অন্যজাতমস্তি" ইতি শ্রুতিঃ। অন্যস্মাজ্জাতং শেষোঽপত্যং নাস্তীতি তদর্থঃ। "অন্যোদর্য্যো মনসাপি ন মন্তব্যো মমায়ং পুত্রঃ" ইতি যাস্কবচনাচ্চ।" "যে যজামহে" ইতি শাস্ত্রাৎ। যে বয়ং যজামহে ইত্যর্থকাৎ দৃশ্যমানস্য পিত্রাদেঃ সংশয়গ্রস্তত্বাদয়ং মম পিতৈবেতি নিশ্চয়স্য দুঃখসাধ্যত্বাৎ। মন্ত্রশ্চ "যোঽহমস্মি স সন্ যজে, ব্রাহ্মণেঽপ্যর্থবাদশ্চ, ন চৈতদ্বিদ্মো ব্রাহ্মণাঃ স্মো বয়মব্রাহ্মণা বা" ইতি, তস্মাদ্বীজপতেরেব পিণ্ডাদিপ্রাপ্তির্ন তু ক্ষেত্রপতেরিতি লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়ত্বাদবশ্যং পিতৄণাং পাতো ভবতি। ক্ষেত্রজপুত্রস্মৃতিস্তু ইহ লোকে বংশস্থাপনমাত্রপরা ন তু তেন ক্ষেত্রপতেঃ কশ্চিদামুষ্মিক উপকারোঽস্তি উদাহৃতশ্রুতিবিরোধাৎ। অয়ঞ্চ সঙ্করোঽস্মাভিঃ স্বয়ং কৃতশ্চেদবশ্যমস্মান্ বাধিষ্যত এবেতি ভাবঃ॥ ৪১॥

তাৎপর্য্য।— স্বামীর অভাবে স্ত্রীর গর্ভে অপরের ঔরসে পুত্রোৎপাদনের বহুতর নিদর্শন ইতিহাসে পরিদৃষ্ট হয়। পাণ্ডবগণের পিতৃ-পিতৃব্যেরাও

উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণ।—দেবর্ষি পিতৃপুরুষাদির তৃপ্তির নিমিত্ত জলাঞ্জলি দানের নাম তর্পণ। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "নাস্তিক্যভাবাদ্যশ্চাপি ন তর্পয়তি বৈ সুতঃ। পিবন্তি দেহনিঃস্রাবং পিতরো বৈ জলার্থিনঃ॥"

পিতার অবর্ত্তমানে ব্যাস কর্ত্তৃক জাত। পরশুরাম,একবিংশবার ক্ষত্রিয়বংশ ধ্বংস করিলে, ক্ষত্রিয়াগণ ব্রাহ্মণের ঔরসে পুত্রবতী হইয়াছিলেন। দীর্ঘতমা নামক অন্ধ বিপ্রেন্দ্রের ঔরসে বলিরাজ-মহিষী সদেষ্ণা সন্তানলাভ করিয়াছিলেন। যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণও পিতৃ-বিদ্যমানে অন্যের ঔরসজাত। ইত্যাদিরূপ বহুল দৃষ্টান্ত থাকিতেও, অর্জ্জুন এস্থলে কুলক্ষয় হইলে বর্ণসঙ্করের উৎপত্তি হইবে বলিয়া কেন আশঙ্কা করিতেছেন এবং তাদৃশ ঘটনা ঘটিলে পিতৃকুল, জল-পিণ্ডাভাবে, নরকস্থ হইবেন ভাবিয়া কেনই বা কাতর হইতেছেন? উল্লিখিত দৃষ্টান্ত সকল অনুলোম পদ্ধতি* সম্মত। অনুলোমানুসারে যে সন্তান জন্মে সে সন্তান মাতৃবর্ণাপেক্ষা নীচবর্ণ হয় না। ঐসকল স্থলে উৎপন্ন অপত্য দ্বারা পিতৃপুরুষদিগের পিণ্ডোদক ক্রিয়ার কোনই ব্যাঘাত ঘটে নাই। শাস্ত্রানুসারে ক্ষেত্রোৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্র-স্বামীর অর্থাৎ সেই স্ত্রীর বিবাহিত পতিরই হইয়া থাকে, বীজপতি পিতার হয় না; পরম জ্ঞানবান্ বাঙ্‌নিষ্ঠ ভীষ্মও এরূপ সনাতন ধর্ম্মের কথা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুনের আশঙ্কা আপাততঃ অমূলক বলিয়া বোধ হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। উল্লিখিত ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে প্রতীতি হইবে যে, তত্তৎস্থলে কামিনীকুল পুত্রার্থে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পুত্রার্থ ব্যতীত ইন্দ্রিয়-লালসায় পুরুষ সংসর্গের কামনা করেন নাই; আরও দেখা যাইতেছে, উদ্ধৃত দৃষ্টান্ত সমূহের কোন স্থলেই অনুলোম পদ্ধতির ব্যভিচার ঘটে নাই। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন যে, স্ত্রীগণ স্বৈরিণী হইবে এবং স্বৈরিণী হইলে স্বেচ্ছাচার নিরতা ও যদৃচ্ছাবিহারানুরাগিণী হইবে। গুরুজন কর্ত্তৃক নিয়োগ বা সন্তানকামনা তখন তাহাদের পুরুষ-সংসর্গের কারণ হইবে না। তখন তাহারা ইন্দ্রিয়-ভোগ ও বিলাসোন্মত্ত হইয়া অনুলোম প্রভৃতি শাস্ত্র-বিহিত পদ্ধতির মস্তকে পদাঘাত করিবে। তাদৃশী যদৃচ্ছাভোগনিরতা কামিনীগণের গর্ভে নিশ্চয়ই বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইবে সুতরাং পিতৃপুরুষগণের জল-পিণ্ড রহিত হইবে সন্দেহ নাই।

---

* অনুলোমজ।—ব্রাহ্মণ হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত, এবং ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাতে জাত ইত্যাদিকে অনুলোমজ বলে। আর ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণী গর্ভজাত ইত্যাদি সন্তানকে প্রতিলোমজ বলে। উত্তমাধমবর্ণায়াং জাতঃ অনুলোমজঃ। যথা মনুঃ; "সঙ্কীর্ণযোনয়ো যেতু প্রতিলোমানুলোমজাঃ। অন্যোন্যব্যতিষক্তাশ্চ তান্ প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ।" ইতি॥

নিয়োগ ক্রমে পুরুষান্তর দ্বারা সন্তানোৎপাদন সর্ব্বতোভাবে অনুমোদিত ব্যবস্থা নহে। ভগবান্ মনু, শাস্ত্র-সম্মত প্রণালী ক্রমে নিয়োগের ব্যবস্থা প্রকটিত করিয়া, উপসংহার কালে পশ্চাদুদ্ধৃত অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। "নান্যস্মিন্ বিধবা নারী নিযোক্তব্যা দ্বিজাতিভিঃ। অন্যস্মিন্ হি নিযুঞ্জানা ধর্ম্মং হন্যুঃ সনাতনম্॥ নোদ্বাহিকেষু মন্ত্রেষু নিয়োগঃ কীর্ত্ত্যতে ক্বচিৎ। ন বিবাহবিধাবুক্তং বিধবাবেদনং পুনঃ॥ অয়ং দ্বিজৈর্হি বিদ্বদ্ভিঃ পশুধর্ম্মো বিগর্হিতঃ। মনুষ্যাণামপি প্রোক্তো বেণে রাজ্যং প্রশাসতি॥" অর্থাৎ দ্বিজাতিগণ কখন অন্যের বিধবা নারী নিযুক্তা করিবেন না। এইরূপে নিয়োগ করিলে চিরাগত ধর্ম্ম নষ্ট হয়। বিবাহের মন্ত্র মধ্যে কোন স্থানে নিয়োগের উল্লেখ নাই এবং বিবাহবিধির মধ্যেও বিধবা নারীর পুনর্ব্বিবাহের ব্যবস্থা নাই। বিদ্বান্ দ্বিজগণ এই নিয়োগ কার্য্য পশুধর্ম্ম ও বিগর্হিত বলিয়া জানেন। এই নিন্দিত ব্যবস্থা বেণের রাজ্য শাসন কাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা আধুনিক ও অশাস্ত্রীয়। নিয়োগ কার্য্যের অবৈধতার উল্লেখ করিয়াই ভগবান্ মনু ক্ষান্ত হন নাই। তিনি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন যে, একটী মাত্র সন্তান-কামনা ভিন্ন অন্য কোন কারণে কদাপি পুরুষান্তর সংসর্গ, নিয়োগ বলিয়া পরিগণিত হইবে না এবং পুরুষ ও স্ত্রীর তাদৃশ সম্মিলন নিতান্ত অশ্রেয়স্কর হইবে। সুতরাং যখন নিয়োগই সুব্যবস্থা সম্মত এবং চিরন্তন শাস্ত্রানুমোদিত নহে, যদি বা তাহা অবলম্বিত হয়, তাহা হইলেও একটি সন্তান কামনা ব্যতীত অন্য কদাপি তাহা অনুষ্ঠেয় নহে, তখন কুলনারীগণের পক্ষে স্বাধীনা ও ভ্রষ্টচরিত্রা হওয়া কখনই অনুমোদিত হইতে পারে না। সেইরূপ পতিতা কামিনীর গর্ভজাত সন্তান কুলের কোনই উপকারে আসিবে না এবং বংশের অধঃপতনের হেতুভূত হইবে, এ কথা বলাই বাহুল্য। কেহ কেহ "কুলস্য সঙ্করশ্চ কুলঘ্নানাং নরকায়ৈব ভবতি" এরূপ যোজনা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ কুলের জারজ সন্তানগণ কুল নাশকদিগেরই নরকের কারণ হয় ॥৪২॥

——০:;::(:০——

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩॥

অন্বয়।—কুলঘ্নানাং (কুলনাশকানাং) বর্ণসঙ্করকারকৈঃ দোষৈঃ শাশ্বতাঃ (সনাতনাঃ) জাতিধর্ম্মাঃ * কুলধর্ম্মাঃ † চ উৎসাদ্যন্তে (বিলুপ্যন্তে) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ।—কুলনাশকদিগের এই-সকল বর্ণসঙ্কর-বিধায়ক দোষে সনাতন বর্ণগত-ধর্ম্ম-সকল এবং বংশগত-ধর্ম্ম-সকল উৎসন্ন-হয় ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা।—কুলনাশকদিগের বর্ণসঙ্কর বিধায়ক দোষে চিরাগত বর্ণসংক্রান্ত ধর্ম্ম ও বংশ প্রচলিত ধর্ম্ম বিলুপ্ত হইয়া যায় ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি।—কুলক্ষয়কৃতামেতৈরুদাহৃতৈর্দোষৈর্ব্বর্ণসঙ্করহেতুভির্জ্জাতিপ্রযুক্তা বংশপ্রযুক্তাশ্চ ধর্ম্মাঃ সর্ব্বে সমুৎসাদ্যন্তে। তেন কুলক্ষয়কারণাদ্যুদ্ধাদুপরতিরেব শ্রেয়সীত্যাহ দোষৈরিতি ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর।—উক্তদোষমুপসংহরতি দোষৈরিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে জাতিধর্ম্মা বর্ণধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চেতি। চকারাদাশ্রমধর্ম্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

বলদেব।—উক্তং দোষমুপসংহরতি দোষৈরিতি দ্বাভ্যাং। উৎসাদ্যন্তে বিলুপ্যন্তে, জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্মাস্ত্বসাধারণাঃ। চশব্দাদাশ্রমধর্ম্মা গ্রাহ্যাঃ ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন।—দোষৈরিতি। জাতিধর্ম্মাঃ ক্ষত্রিয়ত্বাদিনিবন্ধনাঃ, কুলধর্ম্মা অসাধারণাশ্চ, এতৈর্দোষৈরুৎসাদ্যন্তে উৎসন্নাঃ ক্রিয়ন্তে বিনাশ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ।—দোষৈরিতি উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপে বর্ণসঙ্কর ঘটিলে অচিরে সেই কুল নাশকদিগের পিতৃ পিতামহাদি পরম্পরাক্রমে পরিপালিত অতিপবিত্র কুলধর্ম্ম বিনষ্ট

---

* জাতিধর্ম্মঃ।—"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা। দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ। বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥ একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ। এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥" মনুসংহিতা। অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণদিগের কার্য্য। প্রজারক্ষা, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন বিষয়াসক্তি ক্ষত্রিয়ের কার্য্য। পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন বাণিজ্য, সুদের ব্যবসায়, কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের কার্য্য। অসূয়াবিরহিত হইয়া এই সকল বর্ণের শুশ্রূষা করা শূদ্রের কার্য্য। যে যে বর্ণের নিমিত্ত যে যে কার্য্য শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহাই তাহাদের বর্ণধর্ম্ম বা জাতিধর্ম্ম।

† কুলধর্ম্মঃ।—পুরুষানুক্রম, গুরুর উপদেশানুসারে যে উপাসনাপদ্ধতি-বিশেষ বংশ মধ্যে গোপন ভাবে অবলম্বিত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই তত্তবংশীয় কুলধর্ম্ম। তন্ত্রশাস্ত্রে কুলাচারী বা কৌল বলিয়া এক শ্রেণীর সাধকের উল্লেখ আছে এবং তদীয় সাধন প্রণালী কুলাচার বা কুলধর্ম্ম নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে

হইয়া যায় এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভেদে শাস্ত্রে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায়। কারণ যে সকল সঙ্কর সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহারা যে গর্ভে জন্মে সেই বংশের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি সমূহ এবং পরম্পরাগত কুলধর্ম্মাদি শিক্ষা করিতে পায় না; সুতরাং ভ্রষ্টাচার ও মূর্খ হইয়া কালযাপন করে। "চ" শব্দ দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, ভিক্ষু ও বাণপ্রস্থ এই চারি প্রকার আশ্রম ধর্ম্মও বিনষ্ট হইবে ইহাই সূচিত হইতেছে ॥ ৪২ ॥

——(:০:)——

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন!।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—জনার্দ্দন! উৎসন্ন-কুল-ধর্ম্মাণাং (কুলধর্ম্মরহিতানাং) মনুষ্যাণাং নিয়তং নরকে* বাসঃ ভবতি ইতি অনুশুশ্রুম (শ্রুতবন্তঃ) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রলয়কারিন্! বিনষ্ট-কুলধর্ম্ম-মনুষ্যদিগের সতত নরকে বাস-হয় ইহা শুনিয়াছি ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে জনার্দ্দন! শাস্ত্রবেত্তাদিগের মুখে শ্রুত হইয়াছি, কুলধর্ম্ম বিরহিত মানবগণ অনন্তকালের নিমিত্ত নরকবাসী হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি।—কিঞ্চ জাতিধর্ম্মেষু কুলধর্ম্মেষু চ উৎসন্নেষু তত্তদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতানাং মনুষ্যাণামনধিকৃতানাং নরকপতনশ্রেয়োব্যাদনর্থকরমিদমেব হেয়মিত্যাহ উৎসন্নেতি। যথোক্তানাং মনুষ্যাণাং নরকপাতস্যাবশ্যকত্বে প্রমাণমাহ ইত্যনুশুশ্রুমেতি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর।—উৎসন্নেতি। উৎসন্নাঃ কুলধর্ম্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্ম্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্॥" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥

বলদেব।—উৎসন্নেতি। জাতিধর্ম্মাদীনামুপলক্ষণমেতৎ। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ং গুরুমুখাৎ। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ কষ্টান্নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ইত্যাদিবাক্যৈঃ ॥ ৪৩ ॥

মধুসূদন।—ততশ্চ প্রেতত্বপরাবৃত্তিকারণাভাবান্নরক* এব কেবলং নিরন্তরং বাসো

---

* প্রেত।—মরণান্ত কাল হইতে সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত প্রেত শব্দবাচ্য। "কৃতে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্। প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে।" রঘুনন্দন ধৃত বচন। মরণান্তে প্রথমে অতি

ভবতীতি ধ্রুবমিতি অনুশুশ্রুমেতি আচার্য্যাণাং মুখাদ্বয়ং শ্রুতবন্তো ন স্বাভ্যুহেন কল্পয়াম ইতি পূর্ব্বোক্তস্যৈব দৃঢ়ীকরণম্ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—হে জনার্দ্দন! আমি আচার্য্যদিগের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, যাহাদিগের কুল-ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহাদিগকে প্রতিনিয়ত নিদারুণ নরকে বাস করিতে হয়। অর্জ্জুনের এই উক্তির প্রমাণ স্বরূপে পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় বচন ধৃত করিয়াছেন। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্ব্বাণাঃ পাপেষভিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপাৎ নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্ ॥" পাপরত মানবগণ, প্রায়শ্চিত্ত না করিলে এবং পাপের জন্য অনুতাপ না করিলে, দারুণ নরকে গমন করে। অর্থাৎ বংশে ভ্রষ্টাচারী অজ্ঞসন্তানের আবির্ভাব হইলে, বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-জ্ঞানের অভাবে, তাহারা প্রায়শ্চিত্তাদি হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা স্ব স্ব হৃদয় সুনির্ম্মল করিয়া পুনরায় ধর্ম্মের সুপরিষ্কৃত পন্থায় বিচরণ করিতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিগণের উত্তরোত্তর অধোগতি ভিন্ন উন্নতির আশা নাই। অর্জ্জুন পূর্ব্বে বলিয়াছেন, বর্ণসঙ্করকারক দোষ হইতে পিতৃ-পুরুষগণ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি বিরহিত হন; পিণ্ডোদক ক্রিয়া ব্যতীত মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব পরিহার হয় না। অতএব বিগত-জীব ব্যক্তিগণকে গত্যন্তরাভাবে প্রেত হইয়া নিরন্তর নিরয় নিবাস করিতে হয়। যদি অর্জ্জুনোক্তি অশ্রদ্ধেয় বলিয়া ভগবান্ উপেক্ষিত করেন, এই আশঙ্কায় বলিতেছেন, হে ত্রিকালদর্শিন্ নারায়ণ! মানবের ইহকাল ও পরকাল ঘটিত কোন অবস্থাই তোমার অপরিজ্ঞাত নহে; সুতরাং তোমাকে বলিবার ও বুঝাইবার কথা কিছুই নাই; তথাপি আচার্য্যদিগের নিকট যেরূপ উপদেশ লাভ করিয়াছি, অধুনা তোমার নিকট তাহাই নিবেদন করিলাম;

বাহিক দেহ হয়, তদনন্তর প্রেতপিণ্ড প্রদানের পর, প্রেত দেহ হয় এবং সপিণ্ডীকরণের পর প্রেত স্বকীয় কর্ম্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। যথা; "তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমাতিবাহিকং। আতিবাহিকসংজ্ঞোঽসৌ দেহো ভবতি ভার্গব। কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যেষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ। প্রেতপিণ্ডৈস্তথো দত্তৈর্দেহমাপ্নোতি ভার্গব। ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ। প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণং। শ্মাশানিকেভ্যো দেবেভ্য আকল্পং নৈব বিদ্যতে। তত্রাস্য যাতনা ঘোরাঃ শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ। ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সুকৃতে নরঃ। পূর্ণে সংবৎসরে দেহমতোঽন্যং প্রতিপদ্যতে। ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা ॥" শুদ্ধিতত্ত্ব।

এ সকল কিছুই আমার স্বকপোলকল্পিত নহে। ইত্যাকার বাক্য দ্বারা অর্জ্জুন পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল সমর্থিত করিলেন ॥ ৪৩ ॥

—o:):o:(:o—

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—অহো বত বয়ং মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতাঃ(উদ্যুক্তাঃ) যৎ রাজ্য-সুখ-লোভেন স্বজনং (আত্মীয়ং) হন্তুং উদ্যতাঃ (প্রবৃত্তাঃ) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ।—হায় কষ্ট ! আমরা গুরুপাপ করিতে নিযুক্ত, যে রাজ্য-সুখের-লোভে আত্মীয়কে বিনাশ-করিতে প্রস্তুত-হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা।—অহো কি কষ্টের বিষয় ! সামান্য রাজ্যলোভের বশ-বর্ত্তী হইয়া আমরা আত্মীয় হননরূপ অতি বিগর্হিত কার্য্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছি ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি।—রাজ্যপ্রাপ্তিপ্রযুক্তসুখোপভোগলুব্ধতয়া স্বজনহিংসায়াং প্রবৃত্তিরস্মাকং গুণদোষবিভাগবিজ্ঞানবতামতিকষ্টেতি পরিভ্রষ্টহৃদয়ঃ সন্নাহ অহো বতেতি ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর।—বন্ধুবধাধ্যবসায়েন সন্তপ্যমান আহ অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি যৎ, এতন্মহৎ পাপং কর্ত্তুমধ্যবসায়ং কৃতবন্তো বয়ং, অহোবত বৃহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব।—বন্ধুবধব্যবসায়েনাপি পাপং সম্ভাব্যানুতপন্নাহ অহো ইতি। বতেতি খেদে।

মধুসূদন।—বন্ধুবধপর্য্যবসায়িযুদ্ধাধ্যবসায়োঽপি সর্ব্বথা পাপিষ্ঠতরঃ, কিং পুনর্যুদ্ধমিতি বক্তুং তদধ্যবসায়েনাত্মানং শোচয়ন্নাহ অহো বতেত্যাদি। যদীদৃশী তে বুদ্ধিঃ কুতস্তর্হি যুদ্ধাভি-নিবেশেনাগতোঽসীতি ন বক্তব্যং, অবিমৃষ্যকারিতয়া ময়ৌদ্ধত্যস্য কৃতত্বাদিতি ভাবঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—সিংহাসনে সমাসীন এবং অমাত্যাদি পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতাপ ও গৌরব-স্ফীতভাবে সুখৈশ্বর্য্য সম্ভোগ করা ও প্রজাবর্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করা কি এতই অসংবরণীয় লোভজনক যে, আমরা অধুনা তজ্জন্য পরমাত্মীয় ব্যক্তিবৃন্দের নিধনবাধনরূপ মহাপাপ সম্পাদনে ব্রতী হইয়াছি ? অহো ধিক ! আমাদের পাপাসক্ত লোভ-পরায়ণ হৃদয়কে ! অতি অকিঞ্চিৎকর, নিতান্ত উপেক্ষণীয় সামান্য সুখের লোভে যাহারা

আত্মীয়গণের রুধিরে বসুন্ধরাকে রাগ-রঞ্জিতা করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে, জগতে কোন দুষ্কর্ম্মই তাহাদের অসাধ্য নহে। অর্জ্জুনকে এতাদৃশঃ দুর্ম্মনায়মান ও শোকমোহাভিভূত দেখিয়া, যদি ভগবান্ এরূপ মনে করেন. যে, এই সমর ক্ষেত্রে বিবিধ আত্মীয়, কুটুম্ব, আচার্য্য, পিতৃ পিতামহাদি উপস্থিত আছে, ইহা তুমি পূর্ব্বে জানিতে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে আত্মীয় হনন যে অবশ্যম্ভাবী তাহাও তুমি নিশ্চয়ই পরিজ্ঞাত ছিলে; যুদ্ধ জনিত কুলক্ষয় ও তৎপরিণাম স্বরূপ যে সকল মহানর্থের বৃত্তান্ত অধুনা বিবৃত করিতেছ এবং শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার ও যুক্তি দ্বারা তৎসমস্তের সমর্থন করিয়া অবসন্ন ও কাতর হইতেছ, তোমার এ জ্ঞান এত দিন কোথায় ছিল? এ দারুণ অধ্যবসায়ে বিনিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে এতাদৃশ চৈতন্য তোমার হৃদয়ে সমুদিত হয় নাই কেন? ইহার উত্তর স্বরূপে অর্জ্জুন বলিতেছেন, মদীয় অতি নিন্দনীয় অবিমৃষ্যকারিতা হেতু, হৃদয়ে ঘোরতর ঔদ্ধত্যের উদ্ভব হইয়াছিল। অতএব অবলম্বিত কার্য্যের হিতাহিত ও পরিণাম ফল পূর্ব্বে বিবেচনা করিতে পারি নাই। এইক্ষণে সম্মুখে প্রাণত্যাগে সঙ্কল্প-বদ্ধ স্বজনগণকে দেখিয়া আমার হৃদয়ের ঔদ্ধত্যরূপ তিমির অপগত হইয়াছে এবং তথায় শান্তি স্বরূপ সুবিমল সুধাংশু সমুদিত হইয়াছে। এই রূপ ভাবার্থ কোন পূজ্যপাদ টীকাকার সূচিত করিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥

—০:):০:(:০—

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অন্বয়।—যদি, অপ্রতীকারং (অকৃতব্যবসায়ং) অশস্ত্রং মাং, শস্ত্রপাণয়ঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ রণে হন্যুঃ (হনিষ্যন্তি) তৎ মে ক্ষেমতরং * (মঙ্গলকরং) ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ।—যদি আত্মরক্ষায়-অচেষ্টিত অস্ত্র-বিহীন আমাকে শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রেরা সমরে বধ-করে তাহা আমার অপেক্ষাকৃত-হিতকর হইবে ॥ ৪৫ ॥

---

* ক্ষেম—ক্ষেম শব্দের অর্থ অমরকোষের মতে 'কুশল' মেদিনীর মতে 'লব্ধরক্ষণ,' এবং হেমচন্দ্রের মতে 'মোক্ষ।' এই ত্রয় ভাবেই মূলের অর্থ করা যাইতে পারে।

পাঠান্তর—প্রিয়তরং ভবেৎ।

ব্যাখ্যা ।—আমি আত্মরক্ষায় উদাসীন হইলে ও শস্ত্র ত্যাগ করিলে যদি সশস্ত্র দুর্য্যোধনাদি সমরে আমাকে সংহার করেন তাহাও আমার পক্ষে অধুনা পরম কল্যাণকর ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি ।—যদ্যেবং যুদ্ধে বিমুখঃ সন্ পরপরিভবপ্রতীকাররহিতো বর্ত্তেথাস্তর্হি ত্বাং শস্ত্রপরিগ্রহরহিতং শত্রুং শস্ত্রপাণয়ো ধার্ত্তরাষ্ট্রা নিগৃহ্ণীযুরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। প্রাণত্রাণাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্মঃ প্রাণভৃতামহিংসেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর ।—এবং সন্তপ্তঃ সন্ মৃত্যুমেবাশংসমান আহ যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং দৃষ্ট্বা যদি হনিষ্যন্তি তর্হি তদ্ধননং মম ক্ষেমতরং অত্যন্তহিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৫ ॥

বলদেব ।—নন্বু ত্বয়ি বন্ধুবধাদ্বিনিবৃত্তেঽপি ভীষ্মাদিভির্যুদ্ধোৎসুকৈস্ত্বদ্বধঃ স্যাদেব ততঃ কিং বিধেয়মিতি চেৎ তত্রাহ যদি মামিতি। অপ্রতীকারমকৃতমদ্বধাধ্যবসায়পাপপ্রায়শ্চিত্তম্। ক্ষেমতরমতিহিতম্। প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈবৈতৎপাপাবমার্জ্জনম্, ভীষ্মাদয়স্তু ন তৎপাপফলং প্রাপ্স্যন্ত্যেবেতি ভাবঃ ॥ ৪৫ ॥

মধুসূদন ।—নন্বু তব বৈরাগ্যেঽপি ভীমসেনাদীনাং যুদ্ধোৎসুকত্বাদ্বন্ধুবধো ভবিষ্যত্যেব ত্বয়া পুনঃ কিং বিধেয়মিত্যত আহ যদীতি। প্রাণাদপি প্রকৃষ্টো ধর্ম্মঃ প্রাণভৃতামহিংসা পাপানিষ্পত্তেঃ, তস্মাজ্জীবনাপেক্ষয়া মরণমেব মম ক্ষেমতরং অত্যন্তং হিতং ভবেৎ। প্রিয়তরমিতি পাঠেঽপি স এবার্থঃ। অপ্রতীকারং স্বপ্রাণত্রাণায় ব্যাপারমকুর্ব্বাণং বন্ধুবধাধ্যবসায়মাত্রেণাপি প্রায়শ্চিত্তান্তররহিতং বা। তথাচ প্রাণান্তপ্রায়শ্চিত্তেনৈব শুদ্ধির্ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—আমি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে, যদি শস্ত্রধারী দুর্য্যোধনাদি আমাকে অস্ত্রবিদ্ধ ও জীবনবিহীন করে, তাহাও আমার পক্ষে এক্ষণে পরম প্রার্থনীয় ও অতীব মঙ্গলময়। অর্জ্জুনের নির্ব্বেদ ক্রমশঃ উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছে। তিনি এক্ষণে, আত্মীয় হনন করিয়া জীবনধারণ করণাপেক্ষা, শত্রু হস্তে হত হইবার প্রার্থনা করিতেছেন এবং বন্ধুবধরূপ বিগর্হিত সঙ্কল্পের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপে, আত্মপ্রাণ পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ হইবার কামনা করিতেছেন। তিনি মনে করিতেছেন, স্বয়ং বিনষ্ট হইলে তাঁহার দ্বারা সমরে যত নরহত্যা ঘটিত তাহার অন্যথা হওয়ায়, একবংশ সম্ভূত অনেক ব্যক্তির জীবন রক্ষিত হইতে পারে এবং কুলক্ষয় ও তজ্জনিত দোষ সমূহ কিয়ৎপরিমাণে নিবারিত হইতে পারে; সুতরাং তাঁহার বিবেচনায় অধুনা আত্মনাশই প্রশস্ততর। অপিচ স্বকীয় জীবন নিগত হইলে এই রণের পরি-

দাম স্বরূপ যে সকল মঙ্গলনিষ্ট ঘটিবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা করিতেছেন, তাহার কিছুই তাঁহাকে দেখিতে হইবে না ; সুতরাং একণে জীবনত্যাগ করা তিনি প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিতেছেন।

একজন কাহারও কোন অপকার করিলে অপকৃত ব্যক্তি যদি ক্রোধ বা বিদ্বেষবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া অপকারকের অনিষ্ট করে, তাহার নাম 'প্রতীকার'। অর্জ্জুনাদি পাণ্ডবগণ, দুর্য্যোধনাদি কৌরবগণের দ্বারা নানারূপে অপকৃত হইয়াছেন ; তথাপি তৃতীয় পাণ্ডব অধুনা তাহাদের অপকার সাধনে অর্থাৎ বৈরনির্য্যাতনে বিমুখ। ইহাই মূলোক্ত 'অপ্রতীকার' শব্দের তাৎপর্য্য। যদি শোক মোহাচ্ছন্ন হইয়া অর্জ্জুন আত্মীয় হনন রূপ বিগর্হিত কার্য্যে বিরত হন এবং যুদ্ধাধ্যবসায় পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে প্রতিপক্ষগণ তাদৃশ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কদাচ সমরে বিমুখ হইবেন না এবং ভীষ্মাদি বীর পুরুষগণ, তাঁহাকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, সহজেই বিনষ্ট করিবেন। ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক সমালোচ্য শ্লোক কথিত হইয়াছে। অপিচ অর্জ্জুন যুদ্ধ বিরত হইলেও ক্রোধোন্মত্ত বৈরনির্য্যাতনব্যাকুল ভীমসেনাদি পাণ্ডবগণ কখনই শত্রু সংহারে নিরস্ত হইবেন না, সুতরাং যেরূপেই হউক স্বজন সংহার অপরিহার্য্য। অতএব অর্জ্জুনের এই ঔদাসীন্য নিষ্ফল। এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন মনে করিয়াছেন, ভীষ্ম বা ভীম যিনিই কেন পাপানুষ্ঠান করুন না, তাঁহাকে নিশ্চয়ই তজ্জন্য ফলভোগী হইতে হইবে ॥ ৪৫ ॥

———

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। শোক-সংবিগ্ন-মানসঃ (শোকাকুলহৃদয়ঃ) অর্জ্জুনঃ এবং উক্ত্বা সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) রথ-উপস্থে (রথোপরি) উপাবিশৎ ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ।—শোক-কাতর-চিত্ত অর্জ্জুন এইরূপ বলিয়া যুদ্ধে বাণ-সহিত ধনুক ত্যাগ-করিয়া রথোপরে উপবেশন-করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা।—শোকাকুল হৃদয় অর্জ্জুন এইরূপে স্বকীয় হৃদয়বেদনা হৃষীকেশকে নিবেদন করিয়া ধনুর্ব্বাণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং বিষণ্ণভাবে সেই রথে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তমর্জ্জুনস্য বৃত্তান্তং সঞ্জয়ো ধৃতরাষ্ট্রং রাজানং প্রতি প্রবেদিতবান্ তমেব প্রবেদনপ্রকারং দর্শয়তি এবমিতি। প্রদর্শিতেন প্রকারেণ ভগবন্তং প্রতি বিজ্ঞাপনং কৃত্বা শোকমোহাভ্যাং পরিভূতমানসঃ সন্নর্জ্জুনঃ, সংখ্যে যুদ্ধমধ্যে, শরেণ সহিতং গাণ্ডীবং ত্যক্ত্বা ন যোৎস্যেঽহমিতি ব্রুবন্ রথস্য মধ্যে সন্ন্যাসমেব শ্রেয়স্করং মত্বোপবিষ্টবানিত্যর্থঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য-ভগবদানন্দগিরি বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—"তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থ" ইত্যারভ্য "এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে" ইত্যন্তম্। এবন্তু পার্থো মহামনাঃ পরমকারুণিকোঽতিধার্ম্মিকঃ, ভ্রাতৃগৃহাদিভিরসকৃদ্বঞ্চিতোঽপি পরম-পুরুষসহায়োঽপি, আত্মনা হনিষ্যমাণান্ ভবদীয়ান্ বিলোক্য বন্ধুস্নেহে মলমনা ভবদ্ভিরতি-ঘোরৈর্ম্মারণোপায়ৈর্ম্মৎকৃপয়া ধর্ম্মভয়েন চাতিমাত্রখিন্নসর্ব্বগাত্রঃ সর্ব্বথা ন যোৎস্যামীত্যুক্ত্বা বন্ধুবিশ্লেষজনিতশোকসংবিগ্নমানসঃ সশরং চাপমুৎসৃজ্য রথোপরি উপাবিশৎ ॥ ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি, উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য স তথা ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সৈন্যদর্শনো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—ততঃ কিমভূদিত্যপেক্ষায়াম্ সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি। সংখ্যে যুদ্ধে. রথো-পস্থে রথোপরি, উপাবিশৎ উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধায় প্রতিযোদ্ধৃবিলোকনায় চোত্থিতঃ সন্ ॥ ৪৬ ॥

অহিংস্রত্বাত্মজিজ্ঞাসা দয়ার্দ্রস্তোপজায়তে। তদ্বিরুদ্ধস্য নৈবেতি প্রথমাদুপধারিতম্

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ। সঞ্জয় উবাচ। সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথস্তোপরি উপবিবেশ। পূর্ব্বং যুদ্ধার্থমবলোকনার্থঞ্চোত্থিতঃ সন্। শোকেন সংবিগ্নং পীড়িতং মানসং যস্ত সঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদ শিষ্য শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

নীলকণ্ঠ।—এতদেব বিবৃণোতি দ্বাভ্যাং দোষৈরিতি এবমুক্তেতি। সংখ্যে সংগ্রামে ॥ ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি নৈলকণ্ঠীয়ে ভারতভাবদীপে গীতাসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—সংখ্যে সংগ্রামে, রথোপস্থে রথোপরি ॥ ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬ ॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাসু প্রথমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য।—এতদূর পর্য্যন্ত অর্জ্জুনের আন্তরিক অবসন্নতা তদীয় নিজ বাক্যে বিবৃত করিয়া, এক্ষণে সঞ্জয় বলিতেছেন যে, অতঃপর শোকাবসন্ন-হৃদয় অর্জ্জুন, ধনুর্ব্বাণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, বিষণ্ণ ভাবে রথের একদেশে উপবেশন করিয়া রহিলেন। সর্ব্বায়োজন সম্পন্ন হইয়া সমরে সমাগত হইলেও, সহসা সাত্ত্বিকভাবের পূর্ণ বিকাশ হেতু, অধুনা অর্জ্জুনের সমর-সাধ নিবৃত্ত হইয়াছে; রাজ্য লাভ ও বিষয় ভোগে তাঁহার আর বাসনা নাই; স্বজন সংহার করিয়া বিজয় গৌরবে স্ফীত হইতে তিনি আর অভিলাষী নহেন এবং পাপানুষ্ঠান অপেক্ষা প্রাণত্যাগ শুভকর বোধে, তিনি এক্ষণে আত্মরক্ষায় পরাঙ্মুখ। অতঃপর সন্ন্যাসধর্ম্মই শ্রেয়স্কর বলিয়া অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন। সমরার্থ সমাগত যোদ্ধৃবর্গকে দর্শন করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুন পূর্ব্বে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন, এক্ষণে শোকমোহাচ্ছন্ন হইয়া বিরক্ত, নির্ব্বিন্ন ও হতাশভাবে উপবেশন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

প্রথম অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

☞ পাঠান্তর - কোন কোন গ্রন্থে এই অধ্যায়ের নাম 'অর্জ্জুন-বিষাদঃ' এইরূপ দৃষ্ট হয়।

——০:):০:(:০——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সঞ্জয় উবাচ।

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ॥ ১॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। তথা কৃপয়া-আবিষ্টং (কৃপাপূর্ণং) অশ্রুপূর্ণ-আকুল-ঈক্ষণং বিষীদন্তং (বিষণ্ণং) তং মধুসূদনঃ ইদং বাক্যং উবাচ॥১॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন। সেইরূপ দয়া-বিশিষ্ট অশ্রু-সম্পূরিত কাতর-নয়ন শোকনিরত তাঁহাকে নারায়ণ এই কথা বলিলেন॥১॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় এখনও বলিতেছেন, সেই করুণার্দ্র হৃদয় গলদশ্রুলোচন ব্যাকুলচিত্ত বিষাদ-নিমগ্ন অর্জ্জুনকে ভগবান্ পশ্চাল্লিখিত বাক্য বলিতে লাগিলেন॥ ১॥

আনন্দগিরি।—অহিংসা পরমো ধর্ম্মো ভিক্ষাশনঞ্চেত্যেবং লক্ষণয়া বুদ্ধ্যা যুদ্ধবৈমুখ্যমর্জ্জুনস্য শ্রুত্বা স্বপুত্রাণাং রাজৈশ্বর্য্যমপ্রচলিতমবধার্য্য স্বস্থহৃদয়ং ধৃতরাষ্ট্রং দৃষ্ট্বা তস্য দুরাশামপনেষ্যামীতি মনীষয়া সঞ্জয়স্তং প্রত্যুক্তবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। পরমেশ্বরেণ স্মার্য্যমাণোঽপি কৃত্যাকৃত্যে সহসা নার্জ্জুনঃ সস্মার, বিপর্য্যয়প্রযুক্তস্য শোকস্য দৃঢ়তরমোহহেতুত্বাৎ তথাপি তং ভগবান্ নোপেক্ষিতবানিত্যাহ তং তথেতি। তং প্রকৃতং পার্থং তথা স্বজনমরণপ্রসঙ্গদর্শনেন কৃপয়া করুণয়া * আবিষ্টমধিষ্ঠিতমশ্রুভিঃ পূর্ণে সমাকুলে চেক্ষণে যস্য তং অশ্রুব্যাপ্তনয়নং, বিষীদন্তং শোচন্তমিদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং সোপপত্তিকং বচনং মধুনামানমসুরং সূদিতবানিতি মধুসূদনো ভগবানুক্তবান্ ন তু যথোক্তমর্জ্জুনমুপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ॥ ১॥

শ্রীধর।—দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জ্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥ ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ তং তথেতি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং, তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি মধুসূদন ইদং বাক্যমুবাচ॥ ১॥

---

* করুণা।—"কারুণ্যং করুণা ঘৃণা কৃপা দয়ানুকম্পানুক্রোশঃ" ইত্যমর। অস্যা লক্ষণং যথা; যত্নাদপি পরক্লেশং হর্ত্তুং যা হৃদি জায়তে। ইচ্ছা ভূমিসুরশ্রেষ্ঠ সা দয়া পরিকীর্ত্তিতা॥" ইতি পদ্মপুরাণীয় ক্রিয়াযোগসার। "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যো হিতায় শুভায় চ। বর্ত্ততে সততং হৃষ্টঃ ক্রিয়া হ্যেষা দয়া স্মৃতা"॥ ইতি মৎস্যপুরাণ। "পরে বা বন্ধুবর্গে বা মিত্রে দ্বেষ্টরি বা সদা। আত্মবদ্বর্ত্তিতব্যং হি দয়ৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥" ইতি একাদশীতত্ত্ব

বলদেব।— দ্বিতীয়ে জীবযাথাত্ম্যজ্ঞানং তৎসাধনং হরিঃ। নিষ্কামকর্ম্ম চ প্রোচে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্॥ এবমর্জ্জুনবৈরাগ্যমুপশ্রুত্য স্বপুত্ররাজ্যাভ্রংশাশঙ্কয়া হৃষ্যন্তং ধৃতরাষ্ট্রমালক্ষ্য সঞ্জয় উবাচ তং তথেতি। মধুসূদন ইতি তস্য শোকমপি মধুবন্নিহনিষ্যতীতি ভাবঃ॥ ১॥

মধুসূদন।—অহিংসা পরমো ধর্ম্মো ভিক্ষাশনঞ্চেত্যেবং লক্ষণয়া বুদ্ধ্যা যুদ্ধবৈমুখ্যমর্জ্জুনস্য শ্রুত্বা স্বপুত্রাণাং রাজ্যমপ্রচলিতমবধার্য্য স্বস্থহৃদয়স্য ধৃতরাষ্ট্রস্য হর্ষনিমিত্তাং ততঃ কিং বৃত্তমিত্যাকাঙ্ক্ষামপনিনীষুঃ সঞ্জয়স্তং প্রত্যুক্তবান্ ইত্যাহ বৈশম্পায়নঃ। সঞ্জয় উবাচ। কৃপা মমৈতে ইতি ব্যামোহনিমিত্তঃ স্নেহবিশেষঃ, তয়া আবিষ্টং স্বভাবসিদ্ধয়া ব্যাপ্তং, অর্জ্জুনস্য কর্ম্মত্বং কৃপায়াশ্চ কর্ত্তৃত্বং বদতা তস্যা আগন্তুকত্বং ব্যুদস্তং, অতএব বিষীদন্তং স্নেহবিষয়ীভূতস্বজনবিচ্ছেদায় শঙ্কানিমিত্তঃ শোকাপরপর্য্যায়শ্চিত্তব্যাকুলীভাবো বিষাদস্তং প্রাপ্নুবন্তম্। অত্র বিষাদস্য কর্ম্মত্বেনার্জ্জুনস্য কর্ত্তৃত্বেন চ তস্যাগন্তুকত্বং সূচিতম্। অতএব কৃপাবিষাদবশাদশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে দর্শনাক্ষমে চেক্ষণে যস্য তং, এবমশ্রুপাতব্যাকুলীভাবাখ্যকার্য্যদ্বয়জননদ্বারা পরিপোষং গতাভ্যাং কৃপাবিষাদাভ্যামুদ্বিগ্নং তমর্জ্জুনমিদং সোপপত্তিকং বক্ষ্যমাণং বাক্যমুবাচ, নতুপেক্ষিতবান্। মধুসূদন ইতি স্বয়ং দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তার্জ্জুনং প্রত্যপি তথৈব বক্ষ্যতীতিভাবঃ॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—অর্জ্জুনে যুদ্ধাদুপরতে মৎপুত্রা নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্স্যন্তীত্যাশাবন্তং রাজানং প্রতি সঞ্জয় উবাচ, তং তথেতি। তমর্জ্জুনম্, তথা "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইত্যুক্তপ্রকারেণ, কৃপয়া স্নেহেন, ন তু দয়য়া পরদুঃখপ্রহরণেচ্ছারূপয়া, তস্যাঃ পরদৌর্ব্বল্যনিশ্চয়োত্তরভাবিন্যা অর্জ্জুনে "যদি বা নো জয়েয়ুঃ," ইতি স্বপরাজয়মাশঙ্কমানে দুর্ভণত্বাৎ "যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ" ইতিস্নেহাতিশয়সূচকবাক্যশেষবিরোধাচ্চ। আবিষ্টং ব্যাপ্তম্, বিষীদন্তং "সীদন্তি মম গাত্রাণি" ইত্যাদিনা উক্তরূপং বিষাদং প্রাপ্নুবন্তম্, ইদং বক্ষ্যমাণং বাক্যং বচনীয়ং উবাচ। মধুসূদন ইতি দুষ্টহন্তৃত্বাদেবাহর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্য ত্বৎপুত্রানপি হনিষ্যত্যেবেতি ত্বয়া জয়াশা ন কার্য্যেতি ভাবঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দ্বিতীয়াধ্যায়ে আত্মানাত্ম বিচারজনিত ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা, অর্জ্জুনের শোকমোহরূপ তমোরাশিকে অপনোদন করতঃ, স্থিত-প্রজ্ঞ মুক্ত পুরুষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

যখন উভয়দলে ভীষণ রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল এবং বীরগণ স্ব স্ব বাহু আস্ফালনপূর্ব্বক আত্মশ্লাঘা করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন বীরকেশরী নরপুঙ্গব অর্জ্জুনের হৃদয়ে ধর্ম্মক্ষেত্র-মাহাত্ম্যেই হউক, কিম্বা সত্বগুণনিকেতন ভগবৎসান্নিধ্য বশতই হউক, সত্বগুণ অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল।

তাঁহার হৃদয়াকাশে 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই পরম জ্ঞানস্বরূপ দিবাকর সমুদিত হইল। সমরপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত পিতার ন্যায় প্রতিপালন কর্ত্তা পিতামহ ভীষ্ম, সমরসন্ধানের শিক্ষা বিধানে সুদক্ষ পূজ্যাস্পদ গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য ও ভ্রাতা দুর্য্যোধন প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণকে দর্শন করিয়া ভক্তি ও স্নেহে তিনি এতই বিকলিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে, আর অস্ত্র শস্ত্রাদির সহিত সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না এবং তিনি ভাবিতে লাগিলেন, জ্ঞানদাতা গুরু, অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ-সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও চিরপরিচিত পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুগণের বিনাশ সাধন অপেক্ষা, বল্কলবসন ধারণ পূর্ব্বক, বনবাস কিংবা ভিক্ষাশনই শ্রেয়স্কর। অর্জ্জুন এরূপ বিবেচনা করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তেজনাজনিত কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইলেন। স্ববক্তা' সঞ্জয়-মুখে এইসকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুরাশা-কবলিত-হৃদয় দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন,অতঃপর আমার পুত্রগণের চিরবাঞ্ছিত রাজৈশ্বর্য্য নিষ্কণ্টক হইল; কারণ ভীষ্ম দ্রোণাদি সম্মুখে বীরগণের যুদ্ধক্ষেত্রে অবিচলিতভাবে অবস্থিতি করিতে পারে,পাণ্ডব-সৈন্য-মধ্যে অর্জ্জুন ব্যতীত এরূপ সমর-দক্ষ দ্বিতীয় বীর আর লক্ষিত হইতেছে না। সেই শূর-কেশরী অর্জ্জুন যখন বৈরাগ্য হেতু সমর বিমুখ, তখন মৎপুত্রগণের বিজয়-বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ঈদৃশ্ সম্মুহময় ধৃতরাষ্ট্রকে অবলোকন করিয়া বুদ্ধি-মান্ সঞ্জয় স্ববুদ্ধি কৌশলে "ততঃ কিং" অর্থাৎ "তাহার পর কি হইল"। পুত্রস্নেহপরায়ণ অন্ধরাজের এতাদৃশ হৃদয়গত অনুসন্ধানেচ্ছা অনুমান করিয়া, অঙ্কুরেই তদীয় আশাবৃক্ষের মূলচ্ছেদ বাসনায় নিম্নলিখিতরূপ বাক্য বলিতেছেন। শুক্র-শোণিত-সম্ভূত নশ্বর স্থূলদেহধারী ব্যক্তি বিশেষের প্রতি পালন-কর্ত্তা পিতামহ, শিক্ষাদাতা গুরু, প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি রূপ মনঃকল্পিত মমতা বশতঃ অর্জ্জুন কর্ত্তব্যবিমূঢ়, কৃপাপরতন্ত্র ও স্বজনগণ বিচ্ছেদভয়ে বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই উদ্বেগাকুল ধনঞ্জয়কে ভগবান্ মধুসূদন, মীমাংসা বেদান্ত সাঙ্খ্য পাতঞ্জল ও ন্যায়রূপ দর্শনাদি শাস্ত্র দ্বারা প্রমাণীকৃত এবং লৌকিক দৃষ্টান্তাদি দ্বারা নানাবিধ সমর্থ সম্পূরিত বাক্যাবলীসমন্বিত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভস্ম, পুরীষ কৃমি যাহার পরিণাম, তাদৃশ নশ্বর দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র ও অবিনাশী; তাদৃশ দেহ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে অর্জ্জুন পিতামহাদিরূপে কল্পনা করিতেছেন এবং

তাঁহাদিগের বিনাশ সম্ভাবনায় নিরতিশয় ভীতভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে কলুষিত বলিয়া তিরস্কৃত করিতেছেন। অর্জ্জুনের সেই বুদ্ধি-বিবেচনা আপাততঃ মনোহর হইলেও, নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং শুক্তিতে রজত কল্পনার ন্যায় অলীক কল্পনামাত্র। এবংবিধ ভূরি ভূরি উপদেশ দ্বারা শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের হৃদয়াবসাদ বিদূরিত করিয়াছিলেন। বন্ধুগণের বিচ্ছেদভয়ে হতবুদ্ধি ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় অর্জ্জুনকে ভগবান্ এই সঙ্কট স্থানে উপেক্ষা করিলেন না। বরং অঘটন-ঘটন-পটীয়সী বৈষ্ণবী মহামায়ার মহিমায় বিকলমতি অর্জ্জুনের আত্মবিস্মৃতিকারী মহামোহরূপ দুরন্ত মধু দৈত্যকে দূরীকৃত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তাঁহাকে নিয়োজিত করিলেন। যিনি মধুনামা দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন তিনি মধুসূদন এই অর্থে মূলে "মধুসূদন" এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্য দ্বারা সঞ্জয় স্বপুত্রগণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্কেতে ইহাই বলিলেন যে; দুষ্টদলনকারী ভগবান্ হরি, নরকেশরী অর্জ্জুনের দ্বারা কুরু-কুল-কলঙ্ক, তোমার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া, ভূমণ্ডলে অশেষ যশোরাশি প্রতিষ্ঠিত করিবেন ॥ ১ ॥

—:*:

শ্রীভগবানুবাচ।

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ! ॥ ২ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অর্জ্জুন! ত্বা বিষমে (বিপত্তৌ) কুতঃ অনার্য্য*জুষ্টং (শিষ্ট বিগর্হিতং) অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরং ইদং কশ্মলং (বৈক্লব্যং) সমুপস্থিতং ॥ ২ ॥

---

* অনার্য্য।—আর্য্যশব্দে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণকে বুঝায় এবং অনার্য্য শব্দে শূদ্রগণ লক্ষিত হয়। নিম্নোদ্ধৃত কাত্যায়নকৃত শ্রৌতসূত্র ও তদ্ভাষ্য আলোচনা করিলে ইহা উপলব্ধ হইবে। "শূদ্রার্য্যৌ চর্ম্মণি পরিমণ্ডলে ব্যাযচ্ছেয়াতাম্" ইহার ভাষ্য যথা; "শূদ্রশ্চতুর্থো বর্ণঃ আর্য্যস্ত্রৈবর্ণিকঃ।" অর্থাৎ চতুর্থবর্ণ শূদ্র; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই ত্রিবর্ণ আর্য্য।

মনুসংহিতা আলোচনা করিলেও শূদ্রদিগকেই অনার্য্যজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। আর্য্যাবর্ত্তের প্রসঙ্গে মনুতে লিখিত আছে, "এতান্ দ্বিজাতয়ো দেশান্ সংশ্রয়েরন্ প্রযত্নতঃ। শূদ্রস্তু যস্মিন্ কস্মিন্ বা নিবাসেদ্বৃত্তি-

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। অর্জ্জুন! তোমাতে বিপত্তিকালে কোথা-হইতে আর্য্যজন-অসেবিত স্বর্গ অযোগ্য * অযশস্কর এই মোহ সমাগত-হইল ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে অর্জ্জুন! এই দারুণ বিপত্তি জনক সঙ্কট সময়ে তোমার হৃদয়ে কোথা হইতে আর্য্যগণের নীতি-বিরুদ্ধ, পারলৌকিক অধোগতির কারণভূত, কলঙ্ক বিধায়ক এবংবিধ চিত্তবিকারের আবির্ভাব হইল? ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—কিন্তদ্বাক্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রীভগবানিতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং সর্ব্বক্ষত্রিয়প্রবরং কশ্মলং মলিনং শিষ্টগর্হিতং যুদ্ধাৎ পরাঙ্মুখত্বং, বিষমে সভয়ে স্থানে

বর্ত্তিতঃ॥" অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই দ্বিজাতিগণ সাগ্রহে এই সকল দেশ আশ্রয় করিবে। কিন্তু শূদ্রগণ বৃত্তির অনুরোধে যেখানে সেখানে বাস করিবে। মনুসংহিতার আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বিভিন্নতা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা; "জাতো নার্য্যামনার্য্যায়ামার্য্যাদার্য্যো ভবেদ্গুণৈঃ। জাতোহপ্যনার্য্যাদার্য্যায়ামনার্য্য ইতি নিশ্চয়ঃ॥ অনার্য্যমার্য্যকর্ম্মাণমার্য্যঞ্চানার্য্যকর্ম্মিণম্। সম্প্রধার্য্যাব্রবীদ্ধাতা ন সমৌ নাসমাবিতি॥" শ্রীমৎ কুল্লুক ভট্ট এই দুই শ্লোকের নিম্নলিখিত টীকা লিখিয়াছেন। তত্র নির্ণয়মাহ জাত ইতি। শূদ্রায়াং স্ত্রিয়ং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ স্মৃত্যুক্তৈঃ, পাকযজ্ঞাদিভিশ্চ গুণৈরনুষ্ঠীয়মানৈর্যুক্তঃ প্রশস্যো ভবতি, শূদ্রেণ পুনর্ব্রাহ্মণ্যাং জাতঃ, প্রতিলোমতঃ উৎপন্নতয়া শূদ্রধর্ম্মেহপ্যনধিকারাদপ্রশস্য ইতি নিশ্চয়ঃ, স্তায়প্রাপ্তোহপ্যর্থো বচনপ্রামাণ্যাদত্র বোধ্যতে॥ অনার্য্যমিতি। শূদ্রং দ্বিজাতি কর্ম্মকারিণং দ্বিজাতিঞ্চ শূদ্রকর্ম্মকারিণং ব্রহ্মা বিচার্য্য ন সমৌ নাসমাবিত্যবোচৎ ইত্যাদি॥ ইতি কুল্লুকভট্টঃ॥ অর্থাৎ আর্য্যের ঔরসে অনার্য্যের অর্থাৎ শূদ্রার গর্ভে যে সন্তান উদ্ভব হয় সে গুণযুক্ত হইলে আর্য্য হয়, এবং অনার্য্য অর্থাৎ শূদ্রের ঔরসে আর্য্যার গর্ভে যে সন্তান জন্মে সে নিশ্চয়ই অনার্য্য হইবে। অনার্য্য আর্য্য জাতির এবং আর্য্য অনার্য্য জাতির কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ধাতা বিচারপূর্ব্বক তাহাদের না সমান না অসমান বলিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদেও আর্য্য ও শূদ্রের বিভিন্নতা উল্লিখিত আছে। যথা; "তয়াহং সর্ব্বং পশ্যামি যশ্চ শূদ্র উতার্য্যঃ।" অপিচ "প্রিয়ং মা কৃণু দেবেষু প্রিয়ং রাজসু মা কৃণু। প্রিয়ং সর্ব্বস্য পশ্যত উত শূদ্র উতার্য্যে॥" অথর্ব্ববেদসংহিতা॥

ঋগ্বেদে আর্য্য ও দস্যু বা দাস এইরূপ জাতিগত বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। উক্ত সংহিতায় আর্য্য শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া হিন্দুধর্ম্মাবলম্বি জনসাধারণ তাহার লক্ষিত বলিয়া উপলব্ধি হয়। তদিতর যাবতীয় মনুষ্য অনার্য্য, দস্যু বা দাস শব্দবাচ্য।

† স্বর্গ।—"স্বর্গস্থানং মহাপুণ্যং প্রোচ্যমানং নিবোধ মে। ভারতে কৃতপুণ্যানাং দেবানামপি চালয়ম্॥" নৃসিংহপুরাণ॥ "ন তত্র নাস্তিকা যান্তি ন স্তেনা নাজিতেন্দ্রিয়াঃ। ন নৃশংসা ন পিশুনাঃ কৃতঘ্নাঃ ন চ মানিনঃ। সত্যাস্তপঃস্থিতাঃ শূরাঃ দয়াবন্তঃ ক্ষমাপরাঃ। যজ্বানো দানশীলাশ্চ তত্র গচ্ছন্তি তে নরাঃ।" পদ্মপুরাণ ভূখণ্ডে ৯০ অধ্যায়।

সমুপস্থিতং প্রাপ্তমনার্য্যৈঃ শাস্ত্রার্থমবিজ্ঞৈঃ জুষ্টং সেবিতমস্বর্গ্যং স্বর্গানর্হং প্রত্যবায়কারণম্, ইহ চাকীর্ত্তিকরমযশস্করমর্জ্জুননাম্না প্রখ্যাতস্য তব নৈতদ্ যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—তদেব বাক্যমাহ কুত ইতি। কুতো, হেতোস্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতময়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ, যত আর্য্যৈরসেবিতম্, অস্বর্গ্যমধর্ম্ম্যমযশস্করঞ্চ ॥ ২ ॥

বলদেব।—তদ্বাক্যমনুবদতি শ্রীভগবানিতি। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চাপি ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা" ইতি পরাশরোক্তৈরৈশ্বর্য্যাদিভিঃ ষড়্ভির্নিত্যং বশিষ্ঠঃ। সমগ্রস্যেত্যেতৎ ষট্সু যোজ্যম্। হে অর্জ্জুন! ইদং স্বধর্ম্মবৈমুখ্যং কশ্মলং শিষ্টনিন্দ্যত্বান্মলিনং কুতো হেতোস্বাং ক্ষত্রিয়চূড়ামণিং সমুপস্থিতমভূৎ। বিষমে যুদ্ধসময়ে। ন চ মোক্ষায় স্বর্গায় কীর্ত্তয়ে বৈতদ্যুদ্ধবৈরাগ্যমিত্যাহ অনার্য্যেতি। আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভির্ন জুষ্টং সেবিতং, আর্য্যাঃ খলু হৃদ্বিশুদ্ধয়ে স্বধর্ম্মানাচরন্তি। অস্বর্গ্যং স্বর্গোপলম্ভকধর্ম্মবিরুদ্ধম্। অকীর্ত্তিকরং কীর্ত্তিবিপ্লাবকম্॥ ২ ॥

মধুসূদন।—তদেব ভগবতো বাক্যমবতারয়তি শ্রীভগবানুবাচেতি। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।" সমগ্রস্যেতি প্রত্যেকং সম্বন্ধঃ, মোক্ষস্যেতি তৎসাধনস্য জ্ঞানস্য, ইঙ্গনা সংজ্ঞা। এতাদৃশং সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিকং নিত্যম্ প্রতিবন্ধেন যত্র বর্ত্ততে স ভগবান্। (নিত্যযোগে মতুপ্)। তথা "উৎপত্তিঞ্চ বিনাশঞ্চ ভূতানামাগতিং গতিং। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি॥" অত্র ভূতানামিতি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে। উৎপত্তিবিনাশশব্দৌ তৎকারণস্যাপ্যুপলক্ষকৌ, আগতিগতী আগামিন্যৌ সম্পদাপদৌ। এতাদৃশো ভগবচ্ছব্দার্থঃ শ্রীবাসুদেব এব পর্য্যবসিত ইতি তথোচ্যতে। ইদং স্বধর্ম্মাৎ পরাঙ্মুখত্বং কৃপাব্যামোহাশ্রুপাতাদিপুরঃসরং কশ্মলং শিষ্টবিগর্হিতত্বেন মলিনং, বিষমে সভয়ে স্থানে, ত্বা ত্বাং সর্ব্বক্ষত্রিয়প্রবরং, কুতো হেতোঃ, সমুপস্থিতং প্রাপ্তম্। কিং মোক্ষেচ্ছাতঃ, কিংবা স্বর্গেচ্ছাতঃ, অথবা কীর্ত্তীচ্ছাত ইতি কিংশব্দেনাক্ষিপ্যতে। হেতুত্রয়মপি নিষেধতি ত্রিভির্বিশেষণৈরুত্তরার্দ্ধেন অনার্য্যেতি। আর্য্যৈর্মুমুক্ষুভির্নজুষ্টং ন সেবিতং, স্বধর্ম্মৈরাশয়শুদ্ধিদ্বারা মোক্ষমিচ্ছদ্ভিরপক্ককষায়ৈর্মুমুক্ষুভিঃ কথং স্বধর্ম্মস্ত্যাজ্য ইত্যর্থঃ। সন্ন্যাসাধিকারীতু পক্ককষায়োঽগ্রে বক্ষ্যতে। অস্বর্গ্যং স্বর্গহেতুধর্ম্মবিরোধিত্বাৎ, ন স্বর্গেচ্ছয়া সেব্যম্। অকীর্ত্তিকরং কীর্ত্ত্যভাবকরমপকীর্ত্তিকরং বা, ন কীর্ত্তীচ্ছয়া সেব্যম্। তথাচ মোক্ষকামৈঃ স্বর্গকামৈঃ কীর্ত্তিকামৈশ্চ বর্জ্জনীয়ম্, তৎকামএব ত্বং সেবসে, ইত্যহোঽনুচিতচেষ্টিতং তবেতিভাবঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অর্জ্জুনং উদ্বোজয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কশ্মলং বৈক্লব্যম্, বিষমে যুদ্ধসঙ্কটে, অনার্য্যৈ ভীরুভির্জুষ্টং সেবিতং ন তু ত্বাদৃশৈঃ শূরৈঃ, ন আর্য্যৈর্জুষ্টমিতি বা। যত্তু আর্য্যৈরজুষ্টমিতি বিগ্রহো দর্শিতঃ তদর্থৈক্যেঽপি পদবুৎক্রমদোষাদুপেক্ষ্যম্, অতএবাস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরঞ্চ। হে অর্জ্জুন! স্বচ্ছস্বভাব! তব নৈতদযুক্তমিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—আত্মানাত্মবিবেকেন শোকমোহতমোঽপনুদন্। দ্বিতীয়ে কৃষ্ণচন্দ্রোঽত্র প্রোচে মুক্তস্য লক্ষণম্॥ কশ্মলং মোহং বিষমেঽত্র সংগ্রামসঙ্কটে, কুতো হেতোরুপস্থিতং ত্বাং প্রাপ্তমভূৎ। অনার্য্যজুষ্টং সুপ্রতিষ্ঠিতশ্লোকৈরসেবিতং, অস্বর্গ্যং অকীর্ত্তিকরমিতি পারত্রিকৈহিক-সুখপ্রতিকূলমিত্যর্থঃ॥ ১। ২॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর মধুসূদন কি বাক্য বলিয়াছিলেন, সন্দেহ-সমাকুল ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বজ্ঞ সঞ্জয় নিম্নলিখিত ভাব সংযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র ধর্ম্ম, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী, সমগ্র বৈরাগ্য ও সমগ্র মোক্ষ অর্থাৎ মোক্ষসাধন জ্ঞান, "ভগ" শব্দ প্রতিপাদ্য। এই ষড়্‌বিধ পদার্থ সম্পূর্ণভাবে ও অপ্রতিবন্ধরূপে যাঁহাতে নিত্য বর্ত্তমান আছে তিনিই ভগবান্। অপিচ প্রাণিগণের উৎপত্তি, বিনাশ, তদুভয়ের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পদ, বিপদ, বিদ্যা, অবিদ্যাকে যিনি উত্তমরূপে বিদিত আছেন, সেই সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষই ভগবান্ শব্দের একমাত্র লক্ষ্য। ঈদৃশ ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং স্বকীয় সখাকে 'অর্জ্জুন' নামে সম্বোধন করিতেছেন। এই সম্বোধন বাক্য দ্বারা ইহা ব্যক্ত হইতেছে যে, যিনি সসাগরা বসুন্ধরা মধ্যে নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তিনিই অর্জ্জুন। অতঃপর বিষণ্ণ স্বধর্ম্মবিমুখ অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ নামধারিন্ ক্ষত্রিয়-কুল-ধুরন্ধর! এই বিষম সঙ্কট স্থানে সমাগত হইয়া, কি হেতু তোমার অন্তরে স্বধর্ম্ম-বিরুদ্ধ শিষ্টগণ-বিনিন্দিত কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইল? তোমার হৃদয়ে সহসা এই যে দুরন্ত মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাহা কি মুক্তির নিমিত্ত, কিংবা স্বর্গের, অথবা কীর্ত্তিলাভ কামনায় সঞ্জাত হইয়াছে ইহা আমি নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না।

যুদ্ধ ক্ষত্রিয়কুলের কুলধর্ম্ম। অপরিপক্কমনা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ আশয় শুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত বিধিবোধিত স্বধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম কদাপি গ্রহণ করেন না। কেননা স্বধর্ম্ম-বহির্ম্মুখ পুরুষের চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কোথায়, এবং চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত তাদৃশ লোকের আনন্দময়ী মুক্তি লাভের উপায়ই বা কোথায়? নির্দ্বন্দ্ব, নির্ম্মম, নিরহঙ্কারী, বিশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসিগণই, স্বধর্ম্মোক্ত ক্রিয়াকলাপ বিধি অনুসারে পরিত্যাগ করিয়া, বনবাসাদি আশ্রয় করিয়া থাকেন (সন্ন্যাসধর্ম্মের বিষয় পঞ্চমাধ্যায়ে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে)। তুমি যখন সম্মুখসমরে সমুপস্থিত হইয়া

স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছ,তখন যে মুক্তিলাভের জন্য তোমার হৃদয়ে এরূপ প্রবৃত্তির উদ্ভব হইয়াছে, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

স্বধর্ম্মানুরক্ত গৃহমেধী আর্য্যগণ স্বর্গকামনায় আশ্রমোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক যজ্ঞদানাদি কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বনবাসাদি পরধর্ম্ম কদাপি আশ্রয় করেন না। সম্মুখ সংগ্রামে শত্রু কর্ত্তৃক সমাহূত হইয়াও,তুমি যখন বহির্ম্মুখ ও বিভিন্ন মতাবলম্বী হইলে, তখন স্বর্গলাভের জন্য তোমার অন্তরে এরূপ প্রবৃত্তি আবির্ভূত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে ?

যে বীরপুরুষগণ জগতে অতুল যশঃ কামনা করেন, তাঁহারা যাহাতে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র-শস্ত্র-সম্পন্ন শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারা যায়,প্রাণপণে তাহারই ব্যবস্থা ও আয়োজন করিয়া থাকেন। সেই সময় অস্ত্র-শস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাহারা বহির্ম্মুখ হয়, ভীত ও কাপুরুষ বলিয়া ভূমণ্ডলে তাহাদের জনপদেয় অকীর্ত্তি সম্ভোষিত হইতে থাকে। সুতরাং কীর্ত্তির জন্য যে তোমারএরূপ বুদ্ধি হইয়াছে তাহাই বা কিরূপে সিদ্ধান্ত করিব ?

তোমার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত যশস্বী ও সর্ব্বসদ্গুণ সম্পন্ন পুরুষ, মুক্তি, স্বর্গ কিংবা কীর্ত্তির অভিলাষে এরূপ নিন্দনীয়া নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া, এতাদৃশ লোকবিগর্হিত কার্য্য কখনই অবলম্বন করেন না। অতএব এই বিপত্তি-পরি-পুরিত বিষম স্থলে তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষত্রিয়কুলের অযশস্কর বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২ ॥

——•:):•:(:•——

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ ! নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে ।*
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ! ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় ! ক্লৈব্যং (কাতর্য্যং) মাস্ম গমঃ এতৎ ত্বয়ি ন উপপদ্যতে পরন্তপ ! ক্ষুদ্রং (তুচ্ছং) হৃদয়-দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ ॥৩॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ ! পৌরুষ-বিহীনতা প্রাপ্ত-হইও না। ইহা তোমাতে উপযুক্ত-হয় না ; শত্রুদমন-কারিন্ ! তুচ্ছ চিত্তাবসাদ ত্যাগ-করিয়া উত্থিত-হও ॥ ৩ ॥

* পাঠান্তর।—মা ক্লৈব্যং গচ্ছ।

ব্যাখ্যা।—হে অরাতি-দমন ধনঞ্জয়! তোমার এবংবিধ কাতর ভাব কখনই শোভা পায় না, এই হেয় অবসন্নতা বিদূরিত করিয়া সত্বর সমরার্থ গাত্রোত্থান কর॥ ৩॥

আনন্দগিরি।—পুনরপি ভগবান্ অর্জ্জুনং প্রত্যাহ ক্লৈব্যমিতি। ক্লৈব্যং ক্লীবভাবমধৈর্য্যং, মাস্ম গমঃ মাগাঃ। হে পার্থ পৃথাতনয়! ন হি ত্বয়ি মহেশ্বরেণাপি কৃতাহবে প্রখ্যাতপৌরুষে মহামহিমনি এতদুপপদ্যতে। ক্ষুদ্রং ক্ষুদ্রত্বকারণং, হৃদয়দৌর্ব্বল্যং মনসো দুর্ব্বলত্বমধৈর্য্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ, যুদ্ধায়োপক্রমং কুরু। হে পরন্তপ! পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে॥ ৩॥

শ্রীধর।—মা ক্লৈব্যমিতি। তস্মাৎ হে পার্থ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মা গচ্ছ ন প্রাপ্নুহি যতস্ত্বয্যেতন্নোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি, ক্ষুদ্রং তুচ্ছং, হৃদয়দৌর্ব্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ শত্রুতাপন!॥ ৩॥

বলদেব।—নমু বন্ধুক্ষয়াধ্যবসায়দোষাৎ প্রকম্পিতেন ময়া কিং ভাব্যমিতি চেত্তত্রাহ ক্লৈব্যমিতি। হে পার্থ! দেবরাজপ্রসাদাৎ পৃথায়ামুৎপন্ন! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ প্রাপ্নুহি। ত্বয়ি বিশ্ববিজেতরি মৎসখেঽর্জ্জুনে ক্ষত্রবন্ধাবিবৈতদীদৃশং ক্লৈব্যং নোপযুজ্যতে। নমু ন মে শৌর্য্যাভাবরূপং ক্লৈব্যং কিন্তু ভীষ্মাদিষু পূজ্যেষু ধর্ম্মবুদ্ধ্যা বিবেকোঽয়ম্, দুর্য্যোধনাদিষু ভ্রাতৃষু মচ্ছস্ত্রপ্রহারেণ মরিষ্যৎসু কৃপেয়মিতি চেৎ তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেক-কৃপে কিন্তু ক্ষুদ্রং লঘিষ্ঠং হৃদয়দৌর্ব্বল্যমেব। তস্মাৎ তৎ ত্যক্ত্বা যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ সজ্জীভব। হে পরন্তপ! শত্রুতাপনেতি শত্রুহাসপাত্রতাং মা গাঃ॥ ৩॥

মধুসূদন।—নমু বন্ধুজনাবেক্ষণজাতেনাধৈর্য্যেণ ধনুরপি ধারয়িতুমশক্নুবতা ময়া কিং কর্ত্তুং শক্যমিত্যত আহ ক্লৈব্যমিতি। ক্লৈব্যং ক্লীবভাবমধৈর্য্যং ওজস্তেজআদিভঙ্গরূপং মাস্ম গমঃ মাগাঃ। হে পার্থ পৃথাতনয়! পৃথায়া দেবপ্রসাদেন লব্ধে ত্বত্তনয়মাত্রে বীর্য্যাতিশয়স্য প্রসিদ্ধত্বাৎ, পৃথাতনয়ত্বেন ত্বং ক্লৈব্যাযোগ্য ইত্যর্থঃ। অর্জ্জুনত্বেনাপি তদযোগ্যত্বমাহ নৈতদিতি। ত্বয়ি অর্জ্জুনে সাক্ষান্মহেশ্বরেণাপি সহ কৃতাহবে প্রখ্যাতমহাপ্রভাবে নোপপদ্যতে ন যুজ্যতে এতৎ ক্লৈব্যমিত্যসাধারণ্যেন তদযোগ্যত্বনির্দ্দেশঃ। নমু "ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ" ইতি পূর্ব্বমেব মল্লোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষুদ্রমিতি। হৃদয়দৌর্ব্বল্যং মনসো ভ্রমণাদিরূপমধৈর্য্যং ক্ষুদ্রত্বকারণত্বাৎ ক্ষুদ্রং, স্বত্বনিরসনং বা ত্যক্ত্বা বিবেকেনাপনীয় উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় সজ্জো ভব। হে পরন্তপ! পরং শত্রুং তাপয়তীতি তথা সম্বোধ্যতে হেতুগর্ভম্॥ ৩॥

নীলকণ্ঠ।—তদেবাহ ক্লৈব্যমিতি। ক্লৈব্যং নির্বীর্য্যত্বং "ন চ শক্নোম্যবস্থাতুম্" ইত্যুক্তরূপং মা গাঃ, নৈতৎ ত্বয়ি মহাদেবপ্রতিভটে যুক্তম্, অতঃ ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়কৃতমেব তব দৌর্ব্বল্যং ন তু শক্তিসহায়াদ্যভাবকৃতং, তৎ ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়। পরন্তপ শত্রুতাপন!॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—ক্লৈব্যং ক্লীবধর্ম্মং কাতর্য্যং, হে পার্থেতি পৃথাপুত্রঃ সন্ অপি গচ্ছসি তস্মান্মাস্ম গমঃ মা প্রাপ্নুহি, অস্মিন্ ক্ষত্রবন্ধৌ বরমিদমুপপদ্যতাং ত্বয়ি মৎসখৌ তু নোপ-

যুজ্যতে। নবিদং শৌর্য্যাভাবলক্ষণং ক্লৈব্যং মাশঙ্কিষ্ঠাঃ কিন্তু ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুষু ধর্ম্মদৃষ্ট্যা বিবেকোঽয়ং, ধার্ত্তরাষ্ট্রেষু তু দুর্ব্বলেষু মদস্ত্রঘাতমাসাদ্য মর্ত্তুমুদ্যতেষু দয়েয়মিতি তত্রাহ ক্ষুদ্রমিতি। নৈতে তব বিবেক-দয়ে কিন্তু শোকমোহাবেব। তৌ চ মনসো দৌর্ব্বল্যব্যঞ্জকৌ। তস্মাৎ হৃদয়দৌর্ব্বল্যমিদং ত্যক্ত্বা উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ! পরান্ শত্রূন্ তাপয়ন্ যুধ্যস্ব ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিয়াছেন, "ভগবন্! বন্ধুগণের বিনাশভয়ে আমি অতিশয় অধীর ও প্রকম্পিত হইতেছি। আর গাণ্ডীব ধারণ করিতেও পারিতেছি না, এবং স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিতেও সক্ষম হইতেছি না, এইক্ষণে আমার উপায় কি আদেশ করুন।" অর্জ্জুনকে এরূপ উৎসাহ-বিহীন ও কর্ত্তব্যবিমূঢ় দেখিয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে উত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ! অর্থাৎ পৃথাতনয়! তুমি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসাদে আমার পিতৃষ্বসা কুন্তীদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছ! তোমার ন্যায় মহদ্ব্যক্তির এবংবিধ ক্লৈব্য অর্থাৎ কাতরতারূপ ক্লীবধর্ম্ম কদাপি শোভা পায় না। তুমি বিশ্ববিজেতা ও আমার সখা। তুমি কৈলাসধামে ভূতপতি ভগবান্ পিনাকপাণির সহিত সাক্ষাৎ মহাসংগ্রাম সম্পাদন করিয়া জগতে অতুল খ্যাতিলাভ ও বিপুল কীর্ত্তি বিস্তার করিয়াছ, সুতরাং ক্ষত্রবন্ধু অর্থাৎ হীন ক্ষত্রিয়ের ন্যায় এতাদৃশ কাতরতা তোমার উপযুক্ত হইতেছে না।

অতঃপর টীকাকারগণের কল্পিত ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। ভগবানের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে ভগবন্! বল-বীর্য্যের অভাব বশতঃ আমার এরূপ কাতরতা উপস্থিত হইয়াছে, আপনি এরূপ মনে করিবেন না; পূজাস্পদ ধর্ম্মপরায়ণ ভীষ্মাদি গুরুজন সন্দর্শনে আমার চিত্তে ভক্তিসহকৃত ধর্ম্মভাব অতিশয় প্রবল হইয়া, এরূপ বিবেক উৎপন্ন হইয়াছে। আর এই যুদ্ধে দুর্য্যোধনাদি ভ্রাতৃগণ আমার অস্ত্রপ্রহারে যমসদনে গমন করিবে, এজন্য তাঁহাদিগকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত কৃপা প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। অতএব "আমি যুদ্ধার্থ আর স্থির থাকিতে পারিতেছি না, আমার মন যেন বিঘূর্ণায়মান হইতেছে' ইত্যাদি হৃদয়ভাব ও অবস্থা আপনার সমীপে পূর্ব্বেই নিবেদন করিয়াছি।" অর্জ্জুনের এতাদৃশ অভিপ্রায় অবগত হইয়া ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পরন্তপ! হে শত্রুদলন-কারিন্! তুমি চিরদিন শত্রুবিজয়ী, অধুনা শত্রুগণের উপহাসাস্পদ হইও

না। তুমি মনে করিতেছ, ভক্তিভাজন গুরুজন ও স্নেহাস্পদ ভ্রাতৃগণকে দর্শনে তোমার হৃদয়ে বিবেক ও দয়া উৎপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা নহে; তোমার বর্ত্তমান বিহ্বলতা কেবল শোকমোহ-জনিত; যেহেতু বিবেকিগণ কখনও নশ্বর স্থূল দেহকে বন্ধু-বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দর্শনে আনন্দিত ও অদর্শনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হন না এবং ক্ষণবিধ্বংসি-দেহ-ধারী আত্মীয়-স্বজনের মরণাশঙ্কায় ব্যাকুল-হৃদয় হইয়া তোমার ন্যায় কর্ত্তব্য-বিমুখ হন না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, সম্প্রতি সাধারণের ন্যায়, তোমারও শোকমোহজনিত ক্ষুদ্র হৃদয়-দুর্ব্বলতাই উপস্থিত হইয়াছে। এই হেয় হৃদয়-দৌর্ব্বল্য, সমাগত বীরবৃন্দ-সমাকীর্ণ সমরক্ষেত্রে তোমার ক্ষুদ্রতাই প্রতিপাদন করিবে। তোমার দৈহিক সামর্থ্য ও সমুচিত সহায়ের কোনই অভাব দেখিতেছি না। সুতরাং তোমার এবংবিধ ভাবান্তর কেবল মমতা নিবন্ধন হৃদয়জাত দুর্ব্বলতা। তুমি অবিলম্বে বিবেকবলে হৃদয়কে বলীয়ান্ করিয়া এই ঘৃণিত জড়তা অপনোদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্তিষ্ঠ এবং সজ্জীভূত হও ॥ ৩ ॥



অর্জ্জুন উবাচ।

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন-উবাচ। অরিসূদন মধুসূদন! অহং কথং সংখ্যে (যুদ্ধে) পূজার্হৌ ভীষ্মং দ্রোণং চ প্রতি ইষুভিঃ যোৎস্যামি ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন কহিলেন। শত্রুনাশিন্ মধুসূদন আমি কিরূপে যুদ্ধে অর্চ্চনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতিকূলে বাণ-সমূহ-দ্বারা যুদ্ধ-করিব ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে শত্রুবিমর্দ্দন নারায়ণ! পরম পূজনীয় পিতামহ ভীষ্ম ও আচার্য্য দ্রোণের বিরুদ্ধে আমি কি প্রকারে শরক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিব? ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—এবং ভগবতা প্রতিবোধ্যমানোঽপি শোকাভিভূতচেতস্ত্বাদপ্রতিবুধ্যমানঃ সন্নর্জ্জুনঃ স্বাভিপ্রায়মেব প্রকৃতং ভগবন্তং প্রত্যুক্তবান্ কথমিত্যাদিনা। ভীষ্মং

পিতামহং দ্রোণঞ্চাচার্য্যং সংখ্যে রণে, হে মধুসূদন! ইষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র কথং বাণৈর্য্যোৎস্যে ইতি ভাবঃ। সায়কৈস্তৌ কথং প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে। তৌ হি পূজার্হৌ কুসুমাদিভিরর্চ্চনযোগ্যৌ। হে অরিসূদন! সর্ব্বানেবারীন্ যত্নেন সূদিতবানিতি ভগবানেবং সম্বোধ্যতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাদুপরতোঽস্মি কিন্তু যুদ্ধস্যান্যায্যত্বাদধর্ম্মত্বাচ্চেত্যাহ অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্মদ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজায়ামর্হৌ যোগ্যৌ তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি তত্রাপীষুভিঃ যত্র বাচাপি যোৎস্যামীতি বক্তুমনুচিতং তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন শত্রুবিমর্দ্দন! ॥ ৪ ॥

বলদেব।—নমু ভীষ্মাদিষু প্রতিযোদ্ধৃষু সৎসু ত্বয়া কথং ন যোদ্ধব্যম্। "আহূতো ন নিবর্ত্তেত" ইতি যুদ্ধবিধানাচ্চ ক্ষত্রিয়স্যেতি চেৎ তত্রাহ কথমিতি। ভীষ্মং পিতামহং দ্রোণঞ্চ বিদ্যাগুরুং ইষুভিঃ কথং যোৎস্যে। যদিমৌ পূজার্হৌ পুষ্পাদিভিরভ্যর্চ্চ্যৌ পরিহাসবাগ্‌ভিরপি যাভ্যাং যুদ্ধং ন যুক্তং তাভ্যাং সহেষুভিস্তৎ কথং যুজ্যেত। "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনপুনরুক্তিঃ শোকাকুলস্য পূর্ব্বোক্তরানুসন্ধিবিরহাৎ। তত্তাবচ্চ ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে নিহংসি নতুগ্রসেনসান্দীপন্যাদীন্ * পূজ্যানিতি ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—নমু নাহং স্বধর্ম্মস্য ত্যাগঃ শোকমোহাদিবশাৎ, কিন্তু ধর্ম্মত্বাভাবাদধর্ম্মত্বাচ্চাস্য যুদ্ধস্য ত্যাগো ময়া ক্রিয়ত ইতি ভগবদভিপ্রায়ং প্রতিপদ্যমানস্যার্জ্জুনস্যাভিপ্রায়মবতারয়তি অর্জ্জুন উবাচেতি। ভীষ্মং পিতামহং, দ্রোণঞ্চাচার্য্যং, সংখ্যে রণে, ইষুভিঃ সায়কৈঃ প্রতিযোৎস্যামি প্রহরিষ্যামি কথং ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। যতস্তৌ পূজার্হৌ কুসুমাদিভিরর্চ্চনযোগ্যৌ, পূজার্হাভ্যাং সহ ক্রীড়াস্থানেঽপি বাচাপি হর্ষফলকমপি লীলাযুদ্ধমনুচিতং, কিং পুনর্যুদ্ধভূমৌ শরৈঃ প্রাণত্যাগফলকং প্রহরণমিত্যর্থঃ। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধনদ্বয়ং শোকব্যাকুলত্বেন পূর্ব্বাপরপরামর্শবৈকল্যাৎ। অতো ন মধুসূদনারিসূদনেত্যস্যার্থস্য পুনরুক্তত্বং দোষঃ। যুদ্ধমাত্রমপি যত্র নোচিতং, দূরে তত্র বধ ইতি প্রতিযোৎস্যামি ইত্যনেন সূচিতম্। অথবা পূজার্হৌ কথং প্রতিযোৎস্যামি। পূজার্হয়োরেব বিবরণং ভীষ্মং দ্রোণঞ্চেতি। যৌ ব্রাহ্মণৌ ভোজয় দেবদত্তং যজ্ঞদত্তঞ্চেতিবৎ সম্বন্ধঃ। অয়ংভাবো দুর্য্যোধনাদয়ো নাপুরস্কৃত্য ভীষ্মদ্রোণৌ যুদ্ধায় সজ্জীভবন্তি, তত্র তাভ্যাং সহ যুদ্ধং ন তাবদ্ধর্ম্ম পূজাদিবদবিহিতত্বাৎ। নচায়মনিষিদ্ধত্বাদধর্ম্মোঽপি ন ভবতীতি বাচ্যং, "গুরুং হুংকৃত্য" ইত্যাদি † শব্দমাত্রেণাপি

* উগ্রসেন।—মথুরাপ্রদেশস্থ রাজা। ইনি কংসের পিতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতামহ ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম আহুক। ভাগবত দ্রষ্টব্য।

সান্দীপনি।—অবন্তীদেশস্থ সুবিখ্যাত মুনি বিশেষ। ইনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরামের শিক্ষাগুরু ছিলেন। বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দ্রষ্টব্য।

† "গুরুং হুংকৃত্য তুংকৃত্য বিপ্রান্ নির্জ্জিত্য বাদতঃ। শ্মশানে জায়তে বৃক্ষঃ কঙ্কগৃধ্রোপসেবিতঃ ॥"

গুরুদ্রোহো যদাসিষ্টফলপ্রদর্শনেন নিষিদ্ধঃ, তদা কিং বাচাং তাভ্যাং সহ সংগ্রামস্তাপর্য্যবে নিষিদ্ধব্যে চ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—নম্ন শত্রবো বা স্বভাবদুষ্টা বা তাপনীয়া ন তু বান্ধবাঃ সাধবশ্চেত্যর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। মধুসূদনারিসূদনেতি সম্বোধয়ন্ তথাপি দুষ্টানপি শত্রূনেব তাপয়তঃ পূজার্হৌ অদুষ্টৌ গুরু চ ভীষ্মদ্রোণৌ জহীতি বক্তুমযুক্তমিতি সূচয়তি। সমানার্থকমিদং সম্বোধনদ্বয়ং বক্তুঃ শোকেনঃ বিক্লবত্বাৎ ন পৌনরুক্ত্যদোষাবহমিত্যাহুঃ। ইষুভিরিতি তাভ্যাং সহ বাচাপি যোদ্ধুমশক্যং কিমুত বাণৈরিতি ভাবম্ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নম্ন "প্রতিবধ্নানি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ" ইতি ধর্ম্মশাস্ত্রম্। অতোহহং যুদ্ধান্নিবর্ত্তে ইত্যাহ কথমিতি। প্রতিযোৎস্যামি প্রতিযোৎস্যে। নম্বেতৌ যুধ্যেতে তর্হি অনয়োঃ প্রতিযোদ্ধা ভবিতুং কিং ন শক্নোষি? সত্যং ন শক্নোম্যেবেত্যাহ পূজার্হাবিতি? অনয়োশ্চরণেষু ভক্ত্যা কুসুমান্যেব দাতুমর্হামি ন তু ক্রোধেন তীক্ষ্ণশরানিতিভাবঃ। ভো বয়স্য কৃষ্ণ! ত্বমপি শত্রূনেব যুদ্ধে হংসি, ন তু সান্দীপনিং স্বগুরুং, নাপি বন্ধূন্ যদূনিত্যাহ হে মধুসূদনেতি! নম্ন মধবো যদব এব তত্রাহ হে অরিসূদন ইতি। মধুর্নাম দৈত্যো যস্তবারিরিতি ব্রবীমীতি ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিতেছেন, "আমি শোক-মোহাদি নিমিত্ত কিংবা কাতরতা বশতঃ স্বধর্ম্মসম্মত যুদ্ধ হইতে উপরত হই নাই; গুরুজনের সহিত যুদ্ধ অনুচিত ও অধর্ম্মজনক মনে করিয়াই এই নিদারুণ যুদ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত হইতেছি।" এইরূপ স্নেহ, কারুণ্য ও অধর্ম্মভয়ে ব্যাকুল-হৃদয় অর্জ্জুন, পূর্ব্বোল্লিখিত জ্ঞান ও যুক্তিগর্ভ ভগবদ্বাক্য পরম্পরা অহিতকর বিবেচনা করিয়া, পুনর্ব্বার স্বকীয় অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন, "হে মধুসূদন! হে অরিসূদন! অর্থাৎ শত্রুদর্পদলন! রণভূমিতে সুতীক্ষ্ণ বাণ দ্বারা পতিত-পাবনী গঙ্গাদেবীর গর্ভজাত পিতামহ ভীষ্মদেব ও বিপ্রকুলবর্য্য দ্রোণের সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব? যাঁহাদের চরণকমলে ভক্তিসহকারে একাগ্রভাবে চন্দন-কুসুম-তোয়াদি সমর্পণ করাই কর্ত্তব্য এবং যাঁহাদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে, বা কৌতুকের নিমিত্ত, বাক্য দ্বারা লীলাযুদ্ধ করাও অনুচিত, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণসংহারের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতিকূলে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রপ্রহার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? হে অভিন্নহৃদয় বান্ধব কৃষ্ণ! তোমার অনিন্দনীয় পরম পবিত্র জীবনবৃত্তান্ত স্মরণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া এতাদৃশ কোন বিগর্হিত অনুষ্ঠানই আমার জ্ঞানপথে সমুদিত হইতেছে না। তুমিও সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত শত্রুদিগকেই নিহত করিয়াছ, উপদেষ্টা ও ভক্তিভাজন

সান্দীপনি মুনি কিংবা পূজ্যপাদ উগ্রসেন বা স্ববন্ধু যাদবদিগকে কখনও বাণপথবর্ত্তী কর নাই; বরং ভক্তিসহকারে বিহিত স্তবাদি দ্বারা গুরুদেব সান্দীপনি মুনি ও উগ্রসেনের পূজা এবং স্নেহ সম্ভাষণাদি দ্বারা যাদবগণের যথোচিত সমাদরই করিয়াছ।" যদি কেহ আপত্তি করেন যে, শাস্ত্রে কোথায়ও গুরুবধাদি অধর্ম্মজনক বলিয়া নিষিদ্ধ হয় নাই, এই আশঙ্কা অপনোদনার্থ কোন কোন টীকাকার-কর্ত্তৃক ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত পশ্চাল্লিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। "পূজ্য ব্যক্তির পূজার ব্যতিক্রম হইলেই অমঙ্গল হয়"; সুতরাং গুরুজনের প্রতি জিগীষা বশতঃ অস্ত্রনিক্ষেপ দ্বারা গুরুদ্রোহ করিলে যে অনর্থ হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এইরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন এই নৃশংস যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন। এই শ্লোকে "মধুসূদন" ও "অরিসূদন" এই সমার্থে সম্বোধন শব্দদ্বয় প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুনের হৃদয়ের ব্যাকুলতা ও অস্থিরভাব হেতু এ পুনরুক্তি দোষাবহ হয় নাই। পক্ষান্তরে কোন পূজ্যপাদ টীকাকার লিখিয়াছেন, মধুনামা দুষ্ট অসুর দলনকারী এবং কংসাদি শত্রু দমনকারী বলিয়া ভগবানের এই দুই সম্বোধন এস্থলে সার্থক হইয়াছে এবং অর্জ্জুনের বাক্যে পুনরুক্তিদোষও ঘটে নাই। অর্জ্জুনের বাক্যের এরূপ মর্ম্ম স্থির করিতে হইবে;—হে দুষ্টদলনকারিন্! হে শত্রুতাপন! তুমি চিরদিন দুষ্ট ও শত্রুসংহার করিয়া থাক। অধুনা শিষ্ট ও গুরু ভীষ্ম দ্রোণের নিধনসাধনে কেন আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ? তোমার এই সকল উপদেশ কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না॥ ৪॥

——(০:০:০)——

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্॥ ৫॥

অন্বয়।—মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা হি ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং (ভিক্ষান্নং) অপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ তু গুরূন্ হত্বা ইহ এব রুধির-প্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্তান্) অর্থকামান্ ভোগান্ ভুঞ্জীয় (আশ্নীয়ান্)॥ ৫॥

প্রতিশব্দ।—মহামহিম গুরু-সকলকে * বিনাশ-না-করিয়া নিশ্চয় এই জগতে ভিক্ষা-লব্ধ-অন্ন-ও ভোজন-করা শুভকর কিন্তু গুরুজন-দিগকে বধ-করিয়া এই সংসারে-ই শোণিত-প্রলিপ্ত অর্থ-কাম-রূপ ভোগ্য-সমূহ ভোজন-করিব ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—উদারস্বভাব পূজ্য ব্যক্তি প্রভৃতিকে বিনাশ করিয়া ইহ সংসারে শোণিত সম্পৃক্তবৎ ঘৃণার্হ ভোগৈশ্বর্য্য উপভোগ করার অপেক্ষা, তাঁহাদিগের জীবন রক্ষা করিয়া এ মরণধর্ম্মপ্রবণ জগতে ভিক্ষার্জ্জিত কদন্নে কথঞ্চিৎ-রূপে উদর পূরণ করাও পরম কল্যাণময় ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—রাজ্ঞাং ধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে গুর্ব্বাদিবধে বৃত্তিমাত্রফলত্বং গৃহীত্বা পাপমারোপ্য ব্রূতে গুরূনিতি। গুরূন্ ভীষ্মদ্রোণাদীন্ ভ্রাত্রাদীংশ্চাত্র প্রাপ্তান্ অহিংসিত্বা মহানুভাবান্ মহামাহাত্ম্যান্ শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নান্, শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং, যুক্তং ভোক্তুমভ্যবহর্ত্তুং, ভৈক্ষ্যং ভিক্ষাণাং সমূহং ভিক্ষাশনং, নৃপাদীনাং নিষিদ্ধমপি ইহ লোকে ব্যবহারভূমৌ, ন হি গুর্ব্বাদিহিংসয়া রাজ্যভোগোঽপেক্ষ্যতে, কিঞ্চ হত্বা গুর্ব্বাদীনর্থকামানেব ভুঞ্জীয় ন মোক্ষমনুভবেয়মিহৈব ভোগো ন স্বর্গে। অর্থকামানেব বিশিনষ্টি ভোগানিতি। ভুজ্যন্ত ইতি ভোগাস্তান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ লোহিতলিপ্তানিবাত্যন্তগর্হিতানতো ভোগান্ গুরুবধাদিসাধ্যান্ পরিত্যজ্য ভিক্ষাশনমেব যুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—তমিত্যারভ্য ক্লৈব্যমিত্যন্তম্। এবমুপবিষ্টে পার্থে কুতোঽয়মস্থানে শোক উপস্থিত ইত্যাক্ষিপ্য তমিমং বিষমস্থং শোকমবিদ্বৎসেবিতং পরলোকবিরোধিনমকীর্ত্তিকরমতিক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যকৃতং পরিত্যজ্য যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠেতি শ্রীভগবানুবাচ। পুনরপি পার্থঃ স্নেহকারুণ্যধর্ম্মব্যাকুলো ভগবদুক্তং হিতমজানন্নিদমুবাচ। ভীষ্মদ্রোণাদিকান্ বহুমন্তব্যান্ গুরূন্ কথমহং হনিষ্যামি। কথন্তরাং ভোগেষ্বতিমাত্রসক্তাংস্তান্ হত্বা তৈর্ভুজ্যমানাংস্তানেব ভোগাংস্তদ্রুধিরেণোপসিচ্য তেষ্বাসনেষূপবিশ্য ভুঞ্জীয় তেষ্বাসক্তা ভবেম ইতি ॥ ১ । ২ । ৩ । ৪ । ৫ ॥

শ্রীধর।—তর্হি তানহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্, অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা, ইহ লোকে ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয় উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মি-

* গুরু।—"উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ। মাতুলঃ শ্বশুরস্ত্রাতা মাতামহ-পিতামহৌ। বন্ধুর্জ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ পুংস্যেতে গুরবঃ স্মৃতাঃ ॥" "গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ। নৈতৈরুপবিশেৎ সার্দ্ধং বিবদেন্নাত্মকারণাৎ। জীবিতার্থমপি দ্বেষাদ্‌গুরুভির্নৈব ভাষণম্। উদিতোঽপি গুণৈরন্যৈর্গুরুদ্বেষী পতত্যধঃ ॥" ইতি কূর্ম্মপুরাণ উপবিভাগে ১১শ অধ্যায়।

ত্যাহ হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্, অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়াম্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্ অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরংস্তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যেতৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণোক্তং, "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি ॥৫॥

বলদেব।—নমু স্বরাজ্যে স্পৃহা চেৎ তব নাস্তি তর্হি দেহযাত্রা বা কথং সেৎস্যতীতি চেৎ তত্রাহ গুরূনিতি। গুরূনহত্বা গুরুবধমকৃত্বা, স্থিতস্য মে ভৈক্ষ্যান্নং ক্ষত্রিয়াণাং নিন্দ্যমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং, ঐহিকদুর্যশোহেতুত্বেঽপি পরলোকাবিঘাতিত্বাৎ। নম্বেতে ভীষ্মাদয়ো গুরবোঽপি যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাৎ ছদ্মনা যুষ্মদ্রাজ্যাপহারং যুষ্মদ্দ্রোহঞ্চ কুর্ব্বতাং দুর্য্যোধনাদীনাং সংসর্গেণ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিরহাচ্চ সম্প্রতি ত্যাজ্যা এব। "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ইতি স্মৃতেরিতি চেৎ তত্রাহ মহানুভাবানিতি। মহান্ সর্ব্বোৎকৃষ্টোঽনুভাবো বেদাধ্যয়নব্রহ্মচর্য্যাদিহেতুকঃ প্রভাবো যেষাং তান্। কালকামাদয়োঽপি যদ্বশ্যাস্তেষাং তদ্দোষসংবন্ধোনেতি ভাবঃ। নমু "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি ভীষ্মোক্তেরর্থলোভেন বিক্রীতাত্মনাং তেষাং কুতো মহানুভাবতা ততো যুদ্ধে হন্তব্যাস্তে ইতি চেৎ তত্রাহ হত্বার্থকামানিতি। অর্থকামানপি গুরূন্ হত্বাহমিহৈব লোকে ভোগান্ ভুঞ্জীয় নতু পরলোকে। তাংশ্চ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ তদ্রুধিরমিশ্রানেব নতু শুদ্ধান্ ভুঞ্জীয় তদ্ধিংসয়া তল্লাভাৎ। তথাচ যুদ্ধগর্ব্বাবলেপাদিমত্ত্বেঽপি তেষাং মদ্গুরুত্বমস্ত্যেবেতি পুনর্গুরুগ্রহণেন সূচ্যতে ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—নমু ভীষ্মদ্রোণয়োঃ পূজার্হত্বং গুরুত্বেনৈব, এবমন্যেষামপি কৃপাদীনাম্। ন চ তেষাং গুরুত্বেন স্বীকারঃ সাম্প্রতমুচিতঃ, "গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ইতি স্মৃতেঃ। তস্মাদেষাং যুদ্ধগর্ব্বেণাবলিপ্তানামন্যায়রাজ্যগ্রহণেন শিষ্যদ্রোহেন চ কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্যানামুৎপথনিষ্ঠানাং বধ এব শ্রেয়ানিত্যাশঙ্ক্যাহ গুরূনিতি। গুরূনহত্বা পরলোকে অমঙ্গলস্তাবদস্ত্বেব, * অস্মিংস্তু লোকে ভৈক্ষ্যতরাজ্যানাং নো নৃপাদীনাং নিষিদ্ধং ভৈক্ষ্যমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং সূচিতং, নতু তদ্বধেন রাজ্যমপি শ্রেয় ইতি ধর্ম্মেঽপি যুদ্ধে নিবৃত্তিমাত্রফলত্বং গৃহীত্বা পাপমারোপ্য ব্রূতে। নম্ববলিপ্তত্বাদিনা তেষাং গুরুত্বাভাব উক্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ মহানুভাবানিতি। মহানুভাবঃ শ্রুতাধ্যয়নতপআচারাদিনিবন্ধনঃ প্রভাবো তেষাং তান্। তথাচ কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং পুণ্যাতিশয়শালিনাং নাবলিপ্তত্বাদিক্ষুদ্রপাপসংশ্লেষ ইত্যর্থঃ। হিমহানুভাবানিত্যেকং বা পদম্। হিমং জাড্যমপহন্তীতি হিমহা আদিত্যোঽগ্নির্ব্বা তস্যেবানুভাবঃ সামর্থ্যং যেষাং

* পাঠান্তর—পরলোকস্তাবদস্ত্বেব।

তান্। তথাচাতিতেজস্বিত্বাৎ তেষামবলিপ্তত্বাদিদোষো নাস্ত্যেব। "ধর্ম্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্। তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥" ইত্যুক্তেঃ। নমু যদা অর্থলুব্ধাঃ * সন্তো যুদ্ধে প্রবৃত্তাস্তদৈষাং বিক্রীতাত্মনাং কুতস্ত্যং পূর্ব্বোক্তং মাহাত্ম্যম্। তথাচোক্তং ভীষ্মেণ যুধিষ্ঠিরং প্রতি। "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইত্যাশঙ্ক্যাহ হত্বেতি। অর্থলুব্ধা অপি তে মদপেক্ষয়া গুরবো ভবন্ত্যেবেতি পুনর্গুরুগ্রহণেনোক্তং, তুশব্দোঽপ্যর্থে, ঈদৃশানপি গুরূন্ হত্বা ভোগানেব ভুঞ্জীয় ন তু মোক্ষং লভেয়। ভুজ্যন্ত ইতি ভোগা বিষয়াঃ (কর্ম্মণি ঘঞ্) তে চ ভোগা ইহৈব ন পরলোকে, ইহাপি চ রুধিরপ্রদিগ্ধা ইবাযশোব্যাপ্তত্বেনাত্যন্তজুগুপ্সিতা ইত্যর্থঃ। যদেহাপ্যেবং তদা পরলোকদুঃখং কিয়দ্বর্ণনীয়মিতি ভাবঃ। অথবা গুরূন্ হত্বার্থকামাত্মকান্ ভোগান্ এব ভুঞ্জীয় নতু ধর্ম্মমোক্ষাবিত্যর্থকামপদস্য ভোগবিশেষণতয়া ব্যাখ্যানান্তরং দ্রষ্টব্যম্॥ ৫॥

নীলকণ্ঠ।—নমু যুদ্ধোদ্যতানাং গুরূণামপি বধঃ শ্রেয়ানিত্যাশঙ্ক্যাহ গুরূনিতি। যদ্যপি ত্বদুক্তং প্রশস্তমেব তথাপি মহানুভাবান্ গুরূন্ অহত্বা ভৈক্ষ্যমেব ভোক্তুং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং, এবং তর্হি গুরূংস্ত্যক্ত্বা দুর্য্যোধনাদীনেব দুষ্টান্ জহীত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থকামানিতি। ধনার্থিনো গুরবোঽবশ্যং দুর্য্যোধনসাহায্যং করিষ্যন্তি তেন তদ্বধোঽপি প্রশস্ত এবৈত্যর্থঃ। তুশব্দঃ পক্ষান্তরোপন্যাসার্থঃ, ইহৈব ন তু পরলোকে। ভুঞ্জীয়েতি (সম্প্রশ্নে লিঙ্) গুরূন্ অহত্বা ভৈক্ষ্যং শ্রেয়ঃ উত হত্বা ভোগসম্পাদনং শ্রেয় ইতি সম্প্রশ্নে স্বয়মেবাস্তপক্ষে দূষণমাহ রুধিরপ্রদিগ্ধানিতি॥ ৫॥

বিশ্বনাথ।—নম্বেবং তে যদি স্বরাজ্যেঽস্মিন্ নাস্তি জিঘৃক্ষা তর্হি কয়া বৃত্ত্যা জীবিষ্যসীত্যত্রাহ গুরূনিতি। গুরূন্ অহত্বা গুরুবধমকৃত্বা ভৈক্ষ্যং ক্ষত্রিয়ৈর্বিগীতমপি ভিক্ষয়া প্রাপ্তমন্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ। ঐহিকদুর্যশোলাভেঽপি পারত্রিকমমঙ্গলস্তু নৈব স্যাদিতি ভাবঃ। নচৈতে গুরবোঽবলিপ্তাঃ কার্য্যাকার্য্যমজানন্তশ্চাধার্ম্মিকদুর্য্যোধনাদ্যনুগতাস্ত্যাজ্যা এব। যদুক্তং—"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ। উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥" ইতি বাচ্যং, ইত্যাহ মহানুভাবানিতি। কালকামাদয়োঽপি যৈর্বশীকৃতাস্তেষাং ভীষ্মাদীনাং কুতস্তত্তদ্দোষসম্ভব ইতি ভাবঃ। নমু "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ॥" ইতি যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মেণৈবোক্তং, অতঃ সাম্প্রতমর্থকামত্বাদেতেষাং মহানুভাবত্বং প্রাক্তনং বিগলিতম্। সত্যং, তদপ্যেতান্ হতবতো মম দুঃখমেব স্যাদিত্যাহ অর্থকামানিতি। অর্থলুব্ধান্ অপ্যেতান্ গুরূন্ হত্বা অহং ভোগান্ ভুঞ্জীয়, কিন্ত্বেতেষাং রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রলিপ্তানেব। অয়মর্থঃ এতেষাং অর্থলুব্ধত্বেঽপি মদ্গুরুত্বমস্ত্যেব। অতএব এতদ্বধে সতি গুরুদ্রোহিণো মম খলু ভোগো দুষ্কৃতমিশ্রঃ স্যাদিতি॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কল্পনা করিলেন যে, ভগবান্ নিম্নলিখিতরূপ

---

* পাঠান্তর—অন্যার্থচরাঃ অন্যসন্তোষার্থে প্রবৃত্তাঃ।

আশঙ্কা করিতেছেন। ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি ব্যক্তিগণ পূজার পাত্র বটেন ; কিন্তু অধুনা তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া স্বীকার করা উচিত হইতেছে না। যেহেতু স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "অহঙ্কার-গর্ব্বিত কার্য্যাকার্য্য বিষয়ানভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী গুরুকেও পরিত্যাগ করিবে।" অন্যায়রূপে রাজ্য-গ্রহণ এবং শিষ্য-দ্রোহাচরণ দ্বারা কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-শূন্য, যুদ্ধ-গর্ব্বে গর্ব্বিত, উৎপথনিষ্ঠ এবং দুর্য্যোধনাদি অধার্ম্মিকগণের অনুগত, এই সকল ব্যক্তিকে বধ করাই শ্রেয়ঃ। মতান্তরে, যদি অর্জ্জুনের স্বরাজ্য-গ্রহণে অনিচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অতঃপর কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া তিনি জীবনধারণ করিবেন, তাহা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। অতএব, অন্য উপায়াভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ, সম্প্রতি ইহাঁদিগকে বধ করাই তাঁহার পক্ষে ন্যায়-সঙ্গত ! যেহেতু ইহাঁদের বধ-সাধন ব্যতীত তাঁহার দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহিত হইবার উপায়ান্তর পরিদৃষ্ট হইতেছে না। ভগবানের ইত্যাকার অভিপ্রায় অনুমান করিয়া, অর্জ্জুন বলিতেছেন, "ভীষ্ম দ্রোণাদির বধ-সাধনরূপ পারলৌকিক অমঙ্গলজনক কার্য্য সম্পন্ন করার অপেক্ষা, ইহ লোকে ভিক্ষা-লব্ধ অন্নদ্বারা জীবন-ধারণ করা শ্রেয়স্কর। ভিক্ষা-বৃত্তির দ্বারা জীবনপাত করিলে ইহলোকে অপরিসীম কলঙ্কের আস্পদ হইতে হয় সন্দেহ নাই ; কিন্তু পরহিংসা-পরিশূন্য ভাবে তাদৃশ নীচোপায়ে কাল-কর্ত্তন করিলেও অবশ্যই পরলোকে অশেষ সুখ-সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইবে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখুন, গুরুজনের বিনাশ-সাধন করিয়া অসীম রাজ্যলাভও কদাপি শ্রেয়স্কর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। যুদ্ধে, অপরিহার্য্য স্থলে, গুরু-বধাদি কার্য্য রাজগণের স্বধর্ম্ম হইলেও হইতে পারে, কিন্তু কেবল ভোগৈশ্বর্য্য উপভোগ বা জীবিকার নিমিত্ত তাহার অনুষ্ঠান, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে, যৎপরোনাস্তি পাপজনক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া, আমি সম্মুখ যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়াছি। স্মৃতি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, অহঙ্কারে গর্ব্বিত, কার্য্যাকার্য্য বিষয়ানভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী ব্যক্তিগণ গুরু হইলেও, তাঁহাদিগকে গুরু বলিয়া বিবেচনা করিবে না এবং তাদৃশ দোষে দূষিত গুরুকে পরিত্যাগ করিবে। এই শাস্ত্রীয় শাসন সত্য ও সুসঙ্গত হইলেও, আমার পিতামহ ভীষ্মদেব ও আচার্য্য মহর্ষি দ্রোণ প্রভৃতি মহাত্মগণের সুনির্ম্মল চরিত্র কখনই উল্লিখিতরূপ দোষ-কালিমায় কলঙ্কিত হয় নাই ; ইহাঁরা

মহানুভাব, অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্মচর্য্য, বিনয় ও আচারাদি সম্পন্ন ; এজন্য মহা-প্রভাবশালী। ইহাঁরা অবলীলাক্রমে কাল (মৃত্যু) ও কামাদি রিপুদিগকে বশী-ভূত করিয়াছেন। এবংবিধ পরম পুণ্যাত্মা আমার পিতামহাদি গুরুগণের অনবদ্য চরিত্রে উল্লিখিতরূপ হেয় ও ক্ষুদ্র দোষ সংস্পর্শের সম্ভাবনা কোথায় ? সুতরাং এতাদৃশ পাপাতীত পুণ্যময় পূজ্যপাদ গুরুগণকে পরিত্যাগ বা অবজ্ঞাস্পদ জ্ঞান করা আমার পক্ষে কদাচ সুসঙ্গত নহে।

কেহ কেহ "হিমহানুভাবান্" এইরূপ পদচ্ছেদ করেন। হিম শব্দের অর্থ জড়তা; তাহা যিনি বিনাশ করেন তিনি হিমহা, অর্থাৎ সূর্য্য কিংবা অগ্নি ; এই উভয়ের ন্যায় অনুভব (সামর্থ্য) যাঁহাদের তাঁহারাই হিমহানুভাব (অতি-শয় তেজস্বী)। ঈদৃশ মহানুভাবদিগকে উল্লিখিত সামান্য দোষ সমূহ স্পর্শও করিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ স্কন্ধে ৩৪ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে যথা ; "অগ্নি যেমন পবিত্র ও অপবিত্র যাবতীয় বস্তু ভক্ষণে দূষিত হন না, অর্থাৎ পবিত্রই থাকেন, তদ্রূপ ঈশ্বরানুগৃহীত ও তেজীয়ান পুরুষ-গণের পক্ষে ধর্ম্ম-ব্যতিক্রম কিংবা লোকাতীত সাহস দৃষ্ট হইলেও তাহা দোষাবহ হয় না।" অতএব পিতামহ ভীষ্ম ও গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি ঈশ্বরানুগৃহীত, অতুলনীয় তেজঃ-প্রভাবসম্পন্ন মহাপুরুষদিগের চরিত্রে উক্ত-বিধ দোষারোপ করা কোনরূপে সম্ভবপর হইতে পারে না।

টীকাকারগণ আরও কল্পনা করিয়া বলিতেছেন যে, যখন ভীষ্মাদি মহোদয়গণ অন্যের সন্তোষার্থে সমর-প্রবৃত্ত এবং অর্থের নিমিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিকট আত্মবিক্রীত, তখন আর তাঁহাদের চরিত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ মহানুভাবতা কোথায় থাকিতেছে ? ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, "মহারাজ ! সম্বন্ধে উভয়পক্ষ আমার সমান হইলেও, দুর্য্যোধনের অন্নে আমি চিরদিন প্রতিপালিত ; পুরুষগণ অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে, ইহা সত্য ; আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি।" ভীষ্ম-দেবের স্বমুখোচ্চরিত এই বাক্য দ্বারা অনুমিত হইতেছে, ভীষ্মাদি ব্যক্তিগণ অতিশয় অর্থলোভী এবং পরাধীন ; সুতরাং ইহাঁদিগকে বধ করিলে কোন প্রকার পাপে পরিলিপ্ত হইবে না। এই কল্পিত আশঙ্কা নিরাসার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, "ভীষ্মাদি মহাত্মগণ অর্থানুচর অর্থাৎ অর্থলোভে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিলেও, আমার পক্ষে চিরদিন গুরুই আছেন।" শাস্ত্রে

অর্জ্জুনোক্তির সমর্থন দৃষ্ট হইতেছে। "অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব দৈবতম্। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতিঃ॥" অর্থাৎ বিদ্বান্ বা মুর্খই হউন গুরুই দেবতা; এবং কুপথাবলম্বী বা সুপথাবলম্বী হউন, গুরুই আশ্রয়। সুতরাং অর্জ্জুন যে বলিতেছেন, "ভীষ্মদ্রোণাদি যেরূপ আচার-পরতন্ত্র হউন না কেন, তাঁহারা আমার পক্ষে চিরদিন পরমপূজ্য গুরু-দেবতা," এ কথা অসঙ্গত নহে। মূলের দ্বিতীয় "গুরু" শব্দ দ্বারা এই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। "এইরূপ গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে কেবল অযশঃ ও তাদৃশ পুণ্যাত্মগণের রুধির-লিপ্ত অর্থাৎ অত্যন্ত গর্হিত ভোগ্য সমূহ (অর্থ এবং কাম) লব্ধ হইবে; এতাদৃশ পাপকার্য্য দ্বারা ধর্ম্ম ও পরম পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি কখনই হইবে না। অতএব হে ভগবন্! ইহলোকে নিন্দনীয় ও পারলৌকিক অধোগতির হেতুভূত এই নৃশংস কার্য্য অপেক্ষা অতঃপর ভিক্ষাশনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ।"

কেহ কেহ "অর্থকামান্ গুরূন্" এরূপও অন্বয় করিয়া থাকেন। তাহাতে 'অর্থলোভী গুরু সকল' এইরূপ অর্থ হয়॥ ৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ॥ ৬॥

অন্বয়।—চ নঃ কতরৎ গরীয়ঃ (শ্রেষ্ঠং) এতৎ ন বিদ্মঃ (জানামি) যৎ জয়েয়ুঃ যদি বা নঃ জয়েয়ুঃ যান্ এব হত্বা ন জিজীবিষামঃ (জীবিতুমিচ্ছামঃ) তে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রমুখে (সম্মুখে) অবস্থিতাঃ॥ ৬॥

প্রতিশব্দ।—আর আমাদের কি শ্রেষ্ঠ ইহা জানি না যে জয়ী-হই কি যদি বা আমরা পরাজিত-হই যাহাদিগকে-ই বিনাশ-করিয়া বাঁচিতে-ইচ্ছা-করি না সেই ধৃতরাষ্ট্র-পক্ষীয়-গণ সম্মুখে সমুপস্থিত॥ ৬॥

ব্যাখ্যা।—যে স্বজনগণকে সংহার করিলে আর জীবন ধারণে প্রবৃত্তি থাকে না, সেই দুর্য্যোধনাদিকে সম্মুখে দণ্ডায়মান দেখিয়া

সমরে বিজয় লাভ করা অথবা বিপক্ষ হস্তে পরাজিত হওয়া এতদুভয়ের মধ্যে অধুনা আমাদের পক্ষে কি শ্রেয়স্কর তাহা বুঝিতে পারিতেছি না ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মত্বাদ্‌যুদ্ধমেব শ্রেয়স্করমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি। এতদপি ন জানীমো ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োঃ কতরৎ নোঽস্মাকং গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং কিং ভৈক্ষ্যং হিংসাশূন্যত্বাদুত যুদ্ধং স্ববৃত্তিত্বাদিতি সন্দিগ্ধা চ জয়স্থিতিঃ, কিং সাম্যমেবোভয়েষাম্। যদ্বা বয়ং জয়েম অতিশয়েমহি যদি বা নোঽস্মান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রা দুর্য্যোধনাদয়ো জয়েয়ুঃ, জাতোঽপি জয়ো ন ফলবান্ যতো যান্ বন্ধূন্ হত্বা ন জিজীবিষামো জীবিতুং নেচ্ছামস্তে এবাবস্থিতাঃ প্রমুখে সম্মুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রা ধৃতরাষ্ট্রস্যাপত্যানি তস্মাদ্ভৈক্ষ্যাদ্‌যুদ্ধস্য শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যদ্যধর্ম্মানঙ্গীকরিষ্যামস্তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ ন চৈতদিতি। দ্বয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিন্নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব দ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্তে এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—ননু ভৈক্ষ্যভোজনং ক্ষত্রিয়স্য বিগর্হিতম্, যুদ্ধঞ্চ স্বধর্ম্মং * বিজানন্নপি কিমিদং বিভাষসে ইতি চেৎ তত্রাহ ন চৈতদিতি। এতদ্দ্বয়ং ন বিদ্মঃ ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্ম্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরদ্গরীয়ঃ প্রশস্ততরম্। হিংসাবিরহাদ্ভৈক্ষ্যং গরীয়ঃ স্বধর্ম্মত্বাদ্‌যুদ্ধং বেতি এতচ্চ ন বিদ্মঃ। সমারব্ধে যুদ্ধে বয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ জয়েম তে বা নোঽস্মান্ জয়েয়ুরিতি। ননু মহাবিক্রমিণাং ধর্ম্মিষ্ঠানাঞ্চ ভবতামেব বিজয়ো ভাবীতি চেৎ তত্রাহ যানেবেতি। যান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ভীষ্মাদীন্ সর্ব্বান্। ন জিজীবিষামো জীবিতুমপি নেচ্ছামঃ, কিং পুনর্ভোগান্ ভোক্তুমিত্যর্থঃ। তথাচ বিজয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেতি। তস্মাৎ যুদ্ধস্য ভৈক্ষ্যাদ্ গরীয়স্ত্বমপ্রসিদ্ধমিতি। এবমেতাবতা গ্রন্থেন "তস্মাদেবংবিচ্ছান্তদান্তউপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধমর্জ্জুনস্য জ্ঞানাধিকারিত্বং দর্শিতম্। তত্র "কিন্নো রাজ্যেন" ইতি শমদমৌ *। "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যৈহিকপারত্রিকভোগোপেক্ষালক্ষণা

* সমোত্তমাধমৈ রাজা ত্বাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্। শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞাং শ্রেয়স্করং পরম্। আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥ ইতি মনু সংহিতা। সপ্তমাধ্যায়॥

আপনার তুল্যবল বা আপনা হইতে প্রবল অথবা হীনবল অন্য কোন রাজা যুদ্ধে আহ্বান করিলে "যুদ্ধ রাজাদিগের ধর্ম্ম" ইহা স্মরণ করিয়া সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবে না। যুদ্ধে বিমুখ না হওয়া এবং সুন্দররূপে প্রজাপালন, এবং ব্রাহ্মণের সেবা করা রাজাদিগের পরম মঙ্গলদায়ক। রাজারা যুদ্ধে পরাঙ্মুখ না হইয়া পরস্পর স্পর্দ্ধা পুরঃসর যুদ্ধে পরস্পরের হননেচ্ছায় প্রবৃত্ত হইয়া যথাশক্তি যুদ্ধ করিয়া মৃত হইলে স্বর্গে গমন করেন, যুদ্ধে রাজ্যলাভাদি দৃষ্ট ফল ও যুদ্ধে অপরাঙ্মুখের স্বর্গরূপ অদৃষ্টফল লাভ হয়।

উপরতিঃ। "ভৈক্ষ্যং ভোক্তুং শ্রেয়ঃ" ইতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বলক্ষণা তিতিক্ষা। গুরুবাক্যদৃঢ়-বিশ্বাসলক্ষণা শ্রদ্ধা তূত্তরবাক্যে ব্যক্তীভবিষ্যতি; ন খলু শমাদিশূন্যস্য জ্ঞানেঽস্ত্যধিকারঃ, পঙ্গ্বাদেরিব কর্ম্মণীতি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—নহু ভিক্ষাশনস্য ক্ষত্রিয়ং প্রতিনিষিদ্ধত্বাদ্যুদ্ধস্য চ বিহিতত্বাৎ স্বধর্ম্মত্বেন যুদ্ধমেব তব শ্রেয়স্করমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি। এতদপি ন জানীমো ভৈক্ষ্যযুদ্ধয়োর্ম্মধ্যে কতরৎ নোঽস্মাকং গরীয়ঃ শ্রেষ্ঠং, কিং ভৈক্ষ্যং হিংসাশূন্যত্বাদুত যুদ্ধং স্বধর্ম্মত্বাদিতি ইদঞ্চ ন বিদ্মঃ। আরব্ধেঽপি যুদ্ধে যদ্বা বয়ং জয়েম অতিশয়েমহি যদিবা নোঽস্মান্ জয়েয়ুঃ ধার্ত্তরাষ্ট্রা উভয়োঃ সাম্যপক্ষোঽপ্যর্থাদ্বোদ্ধব্যঃ। কিঞ্চ জাতোঽপি জয়ো নঃ ফলতঃ পরাজয় এব, যতো যান্ বন্ধূন্ হত্বা জীবিতুমপি বয়ং নেচ্ছামঃ কিং পুনর্ব্বিষয়ানুপভোক্তুং, তে এবাবস্থিতাঃ সম্মুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ধৃতরাষ্ট্রসম্বন্ধিনো ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সর্ব্বেঽপি তস্মাদ্ভৈক্ষ্যাদ্যুদ্ধস্য শ্রেষ্ঠত্বং ন সিদ্ধমিত্যর্থঃ। তদেবং প্রাক্তনেন গ্রন্থেন সংসারদোষনিরূপণমুখেনাধিকারি-বিশেষণান্যুক্তানি, তত্র "নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যত্র রণে হতস্য পরিব্রাড়্‌সমানযোগক্ষেমত্বোক্তেঃ, "অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুত এব প্রেয়ঃ" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং, শ্রেয়ো মোক্ষাখ্যমুপন্যস্তং, অর্থাচ্চ তদিতরদশ্রেয় ইতি নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো দর্শিতঃ। "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ" ইত্যত্রৈহিকফলবিরাগঃ। "অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ" ইত্যত্র পারলৌকিক-ফলবিরাগঃ। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইত্যত্র স্থূলদেহাতিরিক্ত আত্মা। "কিং নো রাজ্যেন" ইতি ব্যাখ্যাতবর্ত্মনা শমঃ। "কিং ভোগৈঃ" ইতি দমঃ। "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যত্র নির্লোভতা। "তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ" ইতি প্রথমাধ্যায়ান্তার্থঃ সসন্ন্যাসসাধনসূচনম্। অস্মিংস্ত্বধ্যায়ে "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপি" ইত্যত্র ভিক্ষাচর্য্যোপলক্ষিতঃ সন্ন্যাসঃ প্রতিপাদিতঃ ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তর্হি ভৈক্ষ্যমেব তব শ্রেয় ইত্যাশঙ্ক্যাহ ন চৈতদিতি। যদ্যপ্য-ক্ষত্রিয়স্য ভৈক্ষ্যমেবেষ্টং, তথাপি নঃ অস্মাকং ক্ষত্রিয়াণাং, ভৈক্ষ্যভোগয়োর্ম্মধ্যে কতরদ্গরীয়ঃ ইতি বয়ং ন বিদ্মঃ। ননূক্তং যুদ্ধমেব গরীয় ইতি তত্রাহ যদ্বেতি। যদি বা বয়ং জয়েম শত্রূন্, যদি বা নোঽস্মান্ শত্রব এব জয়েয়ুরিদমপি ন বিদ্মঃ। অন্তপক্ষেতু পুনর্ম্মরণমপ্রার্থিতং ভৈক্ষ্য-মেবাপদ্যত ইতি ভাবঃ। নমু ময়ি সহায়ে সতি তব জয় এব নিশ্চিত ইত্যত আহ যানে-বেতি। ইষ্টনাশাজ্জয়োঽপি পরাজয়রূপ এবেত্যর্থঃ। যত্তু নিশ্চিতেঽপি ভৈক্ষ্যশ্রেয়স্ত্বে পুনর্যুদ্ধ-ভৈক্ষ্যয়োঃ কতরৎ শ্রেয় ইতি সংশয়ো নোচিতঃ, অতো নঃ অস্মাকং মধ্যে কতরৎ সৈন্যং গরীয় ইতি ব্যাখ্যেয়মিতি। তদসৎ "ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ" ইতি বাক্যশেষাদুক্তসংশয়স্যৈবোচিত-ত্বাৎ সৈন্যগরীয়স্ত্বসংশয়েনৈব জয়সংশয়েঽন্যথাসিদ্ধেঽন্যতরসংশয়বৈয়র্থ্যাৎ বিশেষ্যাধ্যাহারদোষাচ্চ ॥ ৬ ॥

এই পুস্তকের ১৩ পৃষ্ঠায় শমদমাদি বিষয়ক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ গুরুদ্রোহে প্রবৃত্তস্যাপি মম জয়ঃ পরাজয়ো বা ভবেদিত্যপি ন জ্ঞায়তে ইত্যাহ ন চৈতদিতি। তথাপি নোঽস্মাকং কতরৎ জয়পরাজয়য়োর্মধ্যে কিং খলু গরীয়ঃ অধিকতরং ভবিষ্যতি এতন্ন বিদ্মঃ। তদেব পক্ষদ্বয়ং দর্শয়তি যদ্বেতি। এতান্ বয়ং জয়েম নোঽস্মান্ বা এতে জয়েয়ুরিতি। কিঞ্চ জয়োঽপ্যস্মাকং ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ যানেবেতি॥৬॥

তাৎপর্য্য।—শাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষেধ করিয়াছেন,আর যুদ্ধ স্বধর্ম্ম বলিয়া কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ; অতএব ভিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধই তোমার শ্রেয়স্কর। এইরূপ ভগবদাশঙ্কা পরিহরণ মানসে অর্জ্জুন বলিতেছেন,"যুদ্ধে গুরুদ্রোহাদিরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানে বদ্ধপরিকর হইলেও, সমর-পরিণামে আমাদের জয় কিংবা পরাজয় হইবে, অধুনা তাহা নিশ্চয় করিতে পারিতেছি না। আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না যে, ভিক্ষা ও যুদ্ধ এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী আমাদের পক্ষে শ্রেষ্ঠ ; অহিংসা-মূলক ভিক্ষাই পরিগ্রহণীয়,না স্বধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধই অবলম্বনীয় ? এবংবিধ অনিশ্চয়তা হেতু আমি যুদ্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছি। পক্ষান্তরে,আরব্ধ যুদ্ধে আমরাই কুরুকুল জয় করিব, কিংবা আমাদিগকেই তাঁহারা জয় করিবেন, ইহাও আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি বলিতে পারেন, 'তোমরা মহাবিক্রমশালী ও পরমধার্ম্মিক ; সুতরাং তোমাদের বিজয় বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।' ইহার উত্তরে আমি বলিতেছি যে, আমাদের জয় হইলেও, ফলতঃ তাহা পরাজয়রূপেই পরিগণিত করিতে হইবে। যে সকল পরম গুরু ও স্নেহভাজন স্বজনের মরণ দর্শনে আমাদের জীবিত প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইবে, ও স্বতঃই দেহ হইতে প্রাণাত্যয় ঘটিবে, তাদৃশ আত্মীয়গণকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ, পরাজয়েরই তুল্য ও আত্মনাশের কারণ স্বরূপ। যখন স্বজনগণের বিয়োগে তৎক্ষণাৎ বিগতজীব হইতে হইবে, নতুবা আজীবন শোকের তুষানলে ধীরে ধীরে দগ্ধীভূত হইতে হইবে, তখন আর ছার রাজৈশ্বর্য্য সম্ভোগের কথা কি বলিব ? ভীষ্ম-দ্রোণাদি পরমার্চ্চনীয় মহাপুরুষগণই, দুর্য্যোধনের পক্ষে সম্মুখ সংগ্রামে জীবন দান করিবার অভিপ্রায়ে, দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সমরে প্রবৃত্ত হইলে সর্ব্বাগ্রে ইহাঁদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে। ইহাঁদের বধসাধন অপেক্ষা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করাই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে।

"শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মাতেই আত্মাকে

দেখিবে" ; শাস্ত্রার্থবিদ্‌গণ এই শ্রুতি অবলম্বনে অর্জ্জুনকেই প্রসিদ্ধ জ্ঞানাধিকারিরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জ্ঞানরাজ্যে অর্জ্জুনের ক্রমোন্নতির প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা তদুক্ত নিম্নলিখিত শ্লোক সমূহ প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা ; "কিন্নোরাজ্যেন" ইতি (১ম। ৩২) শ্লোক দ্বারা শম-দম। "অপি ত্রৈলোক্য রাজ্যস্য" ইতি (১ম। ৩৫) শ্লোক দ্বারা ঐহিক পারত্রিক ভোগের উপেক্ষা রূপ উপরতি। "শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যম্" (২য়। ৫ম) এই শ্লোক দ্বারা সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা-লক্ষণ তিতিক্ষা উক্ত হইয়াছে। "নরকে নিয়তং বাসঃ" ইতি (১ম। ৪৩) শ্লোক দ্বারা আত্মার স্থূল দেহাতিরিক্ততা বিষয়ক সন্ন্যাস-সাধন জ্ঞান প্রতিপাদিত হইয়াছে। গুরু বেদান্ত-বাক্যে দৃঢ়-বিশ্বাস-লক্ষণ-শ্রদ্ধা পরবর্ত্তী শ্লোকে (২য়। ৭) বিশদরূপে পরিব্যক্ত হইবে। প্রথমাধ্যায়ে সন্ন্যাসসাধন উক্ত হইয়া, দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে ভিক্ষাটন সহকৃত সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন সন্ন্যাসধর্ম্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। এইরূপে অর্জ্জুনের জ্ঞান-মার্গে ক্রমোন্নতি প্রদর্শন করিয়া তাঁহার অধিকারিত্ব * প্রতিপন্ন হইয়াছে। পঙ্গু প্রভৃতি বিকলেন্দ্রিয় মনুষ্যগণ যেমন কর্ম্মে অনধিকারী, শম-দমাদি-শূন্য সাধকও তদ্রূপ জ্ঞানে অনধিকারী ; এজন্য উল্লিখিত গ্রন্থ-সন্দর্ভসমূহ দ্বারা অর্জ্জুনের জ্ঞানাধিকারিতা প্রদর্শিত হইল ॥ ৬ ॥

—০:):০:(:০—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥ ৭ ॥

* অধিকারী যথা।—বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোঽধিগতাখিলবেদার্থোঽস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্যনিষিদ্ধবর্জ্জনপুরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিক-প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিতান্তনির্ম্মলঃ-স্বান্তসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা। বেদান্তসার।

যথাবিহিত প্রণালীক্রমে বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদার্থ বিষয়ে কথঞ্চিৎ অভিজ্ঞ হইয়া এই জন্মে বা জন্মান্তরে কাম্য ও নিষিদ্ধ ক্রিয়া, অর্থাৎ কোন ফললাভ প্রত্যাশায় যথা পুত্রেষ্ট্যাদি ক্রিয়া এবং নরকাদি অনিষ্টসাধন ব্রহ্মহনন্যাদি ক্রিয়া, পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিত্য নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তাদির অনুষ্ঠান দ্বারা, সমস্ত পাপবিহীনতা জনিত নিতান্ত নির্ম্মল চিত্ত, শমাদি চতুর্ব্বিধ সাধন সম্পন্ন, ঈদৃশ সর্ব্বসদ্‌গুণাক্রান্ত ব্যক্তিই জ্ঞানোপদেশের অধিকারী। অর্জ্জুনের এতাদৃশ অধিকারিতা টীকাকারগণ উদ্ধৃত শ্লোক দ্বারা সুন্দররূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন ৮ ।

অন্বয়।—কার্পণ্য (অনাত্মাধ্যাসবত্ত্বং 'দৈন্যং)-দোষ-উপহত (অভিভূতঃ)-স্বভাবঃ ধর্ম্ম-সংমূঢ়-চেতাঃ (সন্দিগ্ধচিত্তঃ) [অহং] ত্বাং পৃচ্ছামি (অনুযুঞ্জে) যৎ শ্রেয়ঃ (পরমপুরুষার্থভূতং) স্যাৎ তৎ মে নিশ্চিতং (সত্যং) ব্রূহি অহং তে শিষ্যঃ ত্বাং প্রপন্নং (শরণাগতং) মাং শাধি (শিক্ষয়) ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—কৃপণতা-দোষ-অভিভূত-প্রকৃতি ধর্ম্ম-সন্দিগ্ধ-চিত্ত [আমি] তোমাকে জিজ্ঞাসিতেছি যাহা মঙ্গলকর হয় তাহা আমাকে নিশ্চয়রূপে বল আমি তোমার শিষ্য তোমার শরণাগত আমাকে শিক্ষা-দাও ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি মমতা-জনিত শোক-মোহাভিভূত,ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে সন্দিহান-হৃদয়। আমি অতি দীন ও জ্ঞান-বিহীন শরণাগত শিষ্য; তুমি আমাকে অবিসংবাদিত রূপ মঙ্গলময় উপায় বল এবং যথাবিহিত সদুপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ কর ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—সমধিগতসংসারদোষজাতস্যাতিতরাং নির্ব্বিণ্ণস্য মুমুক্ষোরুপসন্নস্যাত্মোপদেশসংগ্রহেঽধিকারং সূচয়তি কার্পণ্যেতি। যোঽল্পাং স্বল্পামপি স্বক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণস্তদ্বিধত্বাদখিলোঽনাত্মবিদপ্রাপ্তপরমপুরুষার্থতয়া কৃপণো ভবতি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তস্য ভাবঃ কার্পণ্যং দৈন্যং, তেন দোষেণোপহতো দূষিতঃ স্বভাবশ্চিত্তমস্যেতি বিগ্রহঃ, সোঽহং পৃচ্ছাম্যনুযুঞ্জে, ত্বা ত্বাং, ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ ধর্ম্মো ধারয়তীতি পরং ব্রহ্ম, তস্মিন্ সংমূঢ়মবিবেকতাং গতং চেতো যস্য মমেতি তথাঽযুক্তঃ। কিং পৃচ্ছসি, যন্নিশ্চিতমৈকান্তিকমনাপেক্ষিকং শ্রেয়ঃ স্যাৎ রোগনিবৃত্তিবদনৈকান্তিকমনাত্যন্তিকং স্বর্গবদাপেক্ষিকং বা, তন্নিঃশ্রেয়সং মে মহ্যং প্রব্রূহি। "নাপুত্রায়াশিষ্যায়েতি" নিষেধাৎ ন প্রবক্তব্যমিতি মা মংস্থাঃ, যতঃ শিষ্যস্তেঽহং ভবামি, শাধ্যনুশাধি মাং নিঃশ্রেয়সং। ত্বামহং প্রপন্নোঽস্মি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—ননু যুদ্ধমারভ্য নিবৃত্তব্যাপারান্ ভবতো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ প্রসহ্য হন্যুরিতিচেৎ। অস্তু তদ্বধলব্ধজয়াদস্মাকং ধর্ম্মাধর্ম্মমজানদ্ভিস্তৈর্হননমেব গরীয় ইতি মে প্রতিভাতি। ইত্যুক্ত্বা যন্মহ্যং শ্রেয় ইতি নিশ্চিতং তৎ তব শরণাগতায় তব শিষ্যায় মে ব্রূহীত্যতিমাত্রকৃপণো ভগবৎপদাম্বুজমুপসসার ॥ ৬। ৭ ॥

শিষ্য।—"শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ। সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥ কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ। দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগভির্দিবানিশম্॥ নীরুজো নির্জ্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥ যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥" মন্ত্রমুক্তাবলীর এই শিষ্য লক্ষণ আলোচনা করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হইবে যে, অর্জ্জুন এক্ষণে সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত যথোপযুক্ত শিষ্যের স্থানীয় হইয়াছেন।

শ্রীধর।—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাদেতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষঃ কুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি। তথা ধর্ম্মে সংমূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ; অতো মে যন্নিশ্চিতং শ্রেয়ঃ স্যাৎ তদ্‌ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হোঽতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণং গতং মাং শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

বলদেব।—অথ তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং * ব্রহ্মনিষ্ঠমাচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধাং গুরূপসত্তিং দর্শয়তি কার্পণ্যেতি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রবণাদব্রহ্মবিত্ত্বং কার্পণ্যং, তেন হেতুনা যো দোষঃ। "যানেব হত্বেতি" বন্ধুবর্গমমতালক্ষণস্তেনোপহতস্বভাবো যুদ্ধস্পৃহালক্ষণঃ স্বধর্ম্মো যস্য সঃ। ধর্ম্মে সংমূঢ়ং ক্ষত্রিয়স্য মে যুদ্ধং স্বধর্ম্মস্তদ্বিহায় ভিক্ষাটনং বেত্যেবং সন্দিহানং চেতো যস্য সঃ। ঈদৃশঃ সন্নহং ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি। তস্মান্নিশ্চিতমৈকান্তিকং আত্যন্তিকং যন্মে শ্রেয়ঃ স্যাৎ তৎ ত্বং ব্রূহি। সাধনোত্তরমবশ্যম্ভাবিত্বমৈকান্তিকম্। ভূতস্যাবিনাশিত্বমাত্যন্তিকত্বম্। নন্নু শরণাগতস্যোপদেশস্তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সখায়ং ত্বাং কথমুপদিশামি ইতি চেৎ তত্রাহ শিষ্যস্তেঽহমিতি। শাধি শিক্ষয় ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—গুরূপসদনমিদানীং প্রতিপদ্যতে। সমধিগতসংসারদোষজাতস্যাতিতরাং নির্ব্বিন্নস্য বিধিবদ্‌গুরুমুপসন্নস্যৈব বিদ্যাগ্রহণেঽধিকারাৎ। তদেবং ভীষ্মাদিসঙ্কটবশাৎ, "ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচার্য্যং চরন্তি" ইতি শ্রুতিসিদ্ধভিক্ষাচার্য্যেঽর্জ্জুনস্যাভিলাষং প্রদর্শ্য বিধিবদুপসত্তিমপি তৎসঙ্কটব্যাজেনৈব দর্শয়তি কার্পণ্যেতি। যোঽল্পাং স্বল্পামপি বিত্তক্ষতিং ন ক্ষমতে স কৃপণ ইতি লোকে প্রসিদ্ধস্তদ্বিধত্বাদখিলো নাত্মবিদপ্রাপ্তপুরুষার্থতয়া কৃপণো ভবতি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বা অস্মাৎ লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্য ভাবঃ কার্পণ্যং অনাত্মাধ্যাসবত্ত্বং তন্নিমিত্তোঽস্মিন্ জন্মন্যেত এব মদীয়াস্তেষু হতেষু কিং জীবিতেনেত্যভিনিবেশরূপো মমতালক্ষণো দোষস্তেনোপহতঃ তিরস্কৃতঃ স্বভাবঃ ক্ষাত্রো যুদ্ধোদ্যোগলক্ষণো যস্য স তথা। ধর্ম্মবিষয়ে নির্ণায়কপ্রমাণাদর্শনাৎ সংমূঢ়ং কিমেতেষাং বধো ধর্ম্মঃ, কিমেতৎপরিপালনং ধর্ম্মঃ, তথা কিং পৃথিবীপরিপালনং ধর্ম্মঃ, কিংবা যথাবস্থিতোঽরণ্যনিবাস এব ধর্ম্ম ইত্যাদিসংশয়ৈর্ব্যাপ্তং চেতো যস্য স তথা। "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যত্র ব্যাখ্যানমেতৎ, এবংবিধঃ সন্নহং ত্বা ত্বামিদানীং পৃচ্ছামি শ্রেয়ঃ ইত্যনুষঙ্গঃ। অতো যন্নিশ্চিতং ঐকান্তিকমাত্যন্তিকঞ্চ শ্রেয়ঃ পরমপুরুষার্থভূতং ফলং স্যাৎ তন্মে সত্যং ব্রূহি। সাধনানন্তরমবশ্যম্ভাবিত্বমৈকান্তিকত্বং, জাতস্যাবিনাশ আত্যন্তিকত্বং, যথাহ্যৌষধে কৃতে কদাচিৎ রোগনিবৃত্তির্ন ভবেদপি জাতাপি চ রোগনিবৃত্তিঃ

* শ্রোত্রিয়।—বেদাধ্যয়নকারী ব্রাহ্মণ। তস্য লক্ষণং যথা; জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারাদ্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয় ত্রিভিরেব হি। ইতি পাদ্মে উত্তর খণ্ডে ১১৮ অধ্যায়। অপিচ—একাং শাখাং সকল্পাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈরধীত্য চ। ষট্‌কর্ম্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্ম্মবিৎ। ইতি দানকমলাকর।

পুনরপি রোগোৎপত্ত্যা বিনাশস্তে এবং ক্রতেঽপি যাগে প্রতিবন্ধবশাৎ স্বর্গো ন ভবেদপি জাতোঽপি স্বর্গো দুঃখাক্রান্তো নশ্যতি চেতি নৈকান্তিকত্বমাত্যন্তিকত্বং বা তয়োঃ। তদুক্তং, "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ। দৃষ্টে সা পার্থা চেন্নৈকান্তাত্যন্ততোঽভাবাৎ॥" ইতি।"দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্তঃ। তদ্বিপরীতঃ শ্রেয়ান্ ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ।" ইতি চ। নমু ত্বং মম সখা নতু শিষ্যোঽত আহ শিষ্যস্তেঽহমিতি। ত্বদনুশাসনযোগ্যত্বাদহং তব শিষ্য এব ভবামি ন সখা ন্যূনজ্ঞানত্বাৎ, অতস্ত্বাং প্রপন্নং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয় করুণয়া নত্বশিষ্যত্বশঙ্কয়োপেক্ষণীয়োঽহমিত্যর্থঃ। এতেন তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার অধীহি ভগবো ব্রহ্ম" ইত্যাদি-গুরূপসত্তিপ্রতিপাদকশ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ॥ ৭॥

নীলকণ্ঠ।—উক্ত সংশয়বানেব পৃচ্ছতি কার্পণ্যেতি। কার্পণ্যং দীনত্বম্, স্বভাবঃ শৌর্য্যং, "তেজোধৃতির্দাক্ষ্যম্" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণলক্ষণঃ। শেষং স্পষ্টম্॥ ৭॥

বিশ্বনাথ।—নমু তর্হি সোপপত্তিকং শাস্ত্রার্থং ত্বমেব ব্রুবাণঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা ভিক্ষাটনং নিশ্চিনোষি তর্হ্যলং মদুক্ত্যেতি তত্রাহ কার্পণ্যেতি। স্বাভাবিকস্য শৌর্য্যস্য ত্যাগএব মে কার্পণ্যং "ধর্ম্মস্য সূক্ষ্মা গতি" ইত্যতো ধর্ম্মব্যবস্থায়ামপ্যহং মূঢ়বুদ্ধিরেবাস্মি। অতস্ত্বমেব নিশ্চিত্য শ্রেয়ো ব্রূহি। নমু মদ্বাচস্ত্বং পণ্ডিতমানিত্বেন খণ্ডয়সি চেৎ কথং ব্রূয়াং, তত্রাহ শিষ্যস্তেঽহমস্মি. নাতঃ পরং বৃথাখণ্ডয়ামীতি ভাবঃ॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—এই গ্রন্থের পূর্ব্বভাগে, সংসারের বিবিধ দোষ দর্শনে, যেরূপে অর্জ্জুনের চিত্ত-বৈকল্য জন্মিয়াছে, তাহা বর্ণিত হইয়াছে। 'আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্তং বৈরাগ্যং বিষয়েষনু। যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্॥' বৈরাগ্যের এই লক্ষণানুসারে, আকীট ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সাংসারিক যাবতীয় পদার্থ কাকবিষ্ঠার ন্যায় তুচ্ছ ও ঘৃণার্হ বোধ হওয়া আবশ্যক। তদনন্তর ঐহিক এবং পারত্রিক সুখভোগে নিস্পৃহ ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু হইয়া 'বিধি অনুসারে সমিদ্ গ্রহণ পূর্ব্বক বিদ্যা গ্রহণের নিমিত্ত শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ সদ্গুরু সমীপে গমন করা বিধেয়। আচার্য্যবান্ পুরুষই ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হন।' ইত্যাদি ব্যবস্থা শ্রুতি প্রতিপাদিত। ক্রমশঃ চিত্ত-বিকার-জনিত জ্ঞানোন্নতিলাভ করিয়া, অধুনা অর্জ্জুন যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সদ্গুরু সমীপে বিধি সঙ্গত প্রণালীতে উপস্থিত হইয়া, বিহিত উপদেশ লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক। সমালোচ্য শ্লোকে সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুনের সদ্গুরু লাভ ও শিষ্যত্ব স্বীকারের বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

অর্জ্জুন, স্বকীয় হৃদয়ের দীনতা আলোচনা করিয়া, আপনাকে 'কার্পণ্য-

দোষোপহত-স্বভাব' এবং 'ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্জ্জুনোক্ত বাক্যদ্বয়ের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। যে পুরুষ কিঞ্চিন্মাত্রও আত্মক্ষতি সহ্য করিতে সমর্থ হয় না সেই কৃপণ; কৃপণ শব্দের ইহাই লৌকিক অর্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'হে গার্গি! শরীরধারী যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে বিদিত না হইয়া পরলোকে গমন করেন, তিনিই কৃপণ; ইহাই এই শব্দের বেদোক্ত অর্থ। কৃপণের ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মই কার্পণ্য। আত্মাতিরিক্ত জড় দেহাদিতে আত্মরূপে কল্পনা এবং তন্নিমিত্ত ইহাঁরা আমার আত্মীয়, ইহাঁদের অভাবে আমার জীবনের কি প্রয়োজন, এতাদৃশ অভিনিবেশরূপ মমতাদোষ দ্বারা উপহত-স্বভাব অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন-প্রকৃতিক। ক্ষাত্রকুলোচিত যুদ্ধোদ্যোগে নিরুৎসাহ, সুতরাং ধর্ম্ম-বিষয়ে সংমূঢ়, অর্থাৎ ইহাঁদের বধাদিরূপ কার্য্য দ্বারা রাজ্য পরিপালই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম, কিংবা ইহাঁদিগকে প্রতিপালন অথবা অরণ্যবাসাদি স্বীকার পূর্ব্বক ভিক্ষাটনই ধর্ম্ম (৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য) তৎসম্বন্ধে সন্দিহান।

অতঃপর গুরুবধাদি দুষ্কর কার্য্যসাধনে অনিচ্ছুক, রাজৈশ্বর্য্যে নিরাকাঙ্ক্ষ, ও ভিক্ষাভিলাষী অর্জ্জুন, সাংসারিক দুঃখ নিবৃত্তির নিমিত্ত,ইদানীন্তন কর্ত্তব্য নির্ণয়ে স্বকীয় অসমর্থতা হেতু,সেই নরকান্তকারী হৃদয়সখা পরমগুরু নারায়ণের বিনীত শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া, হৃদয়গত সন্দেহ ভঞ্জনার্থ নিম্নলিখিত ভাবে আন্তরিক অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন। "হে সর্ব্বজ্ঞান-সম্পন্ন সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য পরমপুরুষ! আপনি কৃপা সহকারে আমাকে, আধিভৌতিক,আধিদৈবিক এবং আধ্যাত্মিক দুঃখের * একান্ত ও অত্যন্ত নিবৃত্তি অর্থাৎ দুঃখ-নিবৃত্তির অবশ্যম্ভাবিতা ও নিবৃত্ত দুঃখের অনুৎপত্তি সাধনরূপ, শ্রেয়ঃ বিষয়ে (পরমপুরুষার্থ লক্ষণ) বিহিত উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন। নীতি শাস্ত্রাদি দ্বারা আধিভৌতিক দুঃখ; গ্রহশান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি দ্বারা গ্রহবৈগুণ্যাদিজনিত আধিদৈবিক দুঃখ, ভিষগ্বরোপদিষ্ট রাসায়নিক ঔষধাদি দ্বারা বাত-পিত্ত-শ্লেষ্ম-বৈষম্য নিবন্ধন আধ্যাত্মিক শারীরিক দুঃখ, এবং স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয় বিশেষের উপভোগ দ্বারা আধ্যাত্মিক মানসিক দুঃখ নিবৃত্তি হইলেও হইতে পারে। কিন্তু বিবিধ কারণে পুনর্ব্বার ঐ সকল দুঃখোৎপত্তির যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে এবং উক্ত

* আধিভৌতিকাদি দুঃখত্রয়ের বিবরণ ৪২ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

নীতি শাস্ত্রাভ্যাস ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াদি দ্বারা দুঃখ নিবৃত্তি অবশ্যম্ভাবী এরূপও কোন প্রমাণ নাই। অপিচ যাগ-যজ্ঞাদি দ্বারা স্বর্গাদি প্রাপ্তি হইলেও, "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" 'পুণ্যক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে গমন করিতে হইবে' ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে যে, স্বর্গভোগও অচিরস্থায়ী। অতএব যদ্দ্বারা সম্পূর্ণরূপে ও নিশ্চয়ই দুঃখের নিবৃত্তি হয় এবং নিবৃত্ত দুঃখ পুনর্ব্বার উৎপন্ন না হয়, অর্থাৎ নিরন্তর অবিচ্ছিন্ন পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারি,এরূপ সদুপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।

উক্ত বাক্য সমর্থনার্থ টীকাকারগণ-ধৃত সাংখ্যতত্ত্ব কৌমুদীর শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। মনুষ্যগণ দুঃখত্রয়ের বিনাশার্থ গুরুর নিকটে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিবে, পরে গুরুমুখে শাস্ত্র শ্রবণ পূর্ব্বক তদুপায় অবগত হইয়া জন্ম জন্মান্তরে, বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক ভগদুপাসনা দ্বারা, তদীয় কৃপায় ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার ও দুঃখত্রয় বিনষ্ট করিবে। কিন্তু শারীরিক দুঃখের প্রতীকারার্থ ভিষগ্বরোপদিষ্ট রাসায়নিক ঔষধাদি, মানসিক সন্তাপ বিনাশার্থ মনোজ্ঞস্ত্রী, পান ভোজন, বিলেপন বস্ত্রালঙ্কারাদি; আধিভৌতিক দুঃখের প্রতীকারের নিমিত্ত নীতি-শাস্ত্রাভ্যাস-জনিত ক্রিয়া-দক্ষত্বাদি এবং আধিদৈবিক দুঃখোপশমনার্থ মণি-মন্ত্র-মহৌষধাদি শত শত লৌকিক সহজ উপায় সত্ত্বে, লোক সকল গুরূপদেশানুসারে জন্ম জন্মান্তরে বহু ক্লেশ দ্বারা [illegible] করিবে? "অর্কে চেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ। দৃষ্টস্যার্থস্য সংসিদ্ধৌ কো বিদ্বান্ যত্নমাচরেৎ॥" অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যদি মধুলাভ করিতে পারা যায়, তবে কি জন্য পর্ব্বতে গমন করিবে? অনায়াসে অর্থসিদ্ধি হইলে কোন্ বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহার নিমিত্ত আয়াস স্বীকার করিয়া থাকে? লৌকিক উপায় দ্বারা দুঃখনিবৃত্তি অবশ্যই হইবে; ও নিবৃত্ত দুঃখের পুনরাগমন নিবারিত হইবে, এরূপ কোন স্থিরতা নাই। অতএব সর্ব্বতোভাবে দুঃখনিবৃত্তির নিমিত্ত এবং নিবৃত্ত দুঃখের পুনরুদ্ভব নিবারণার্থ, গুরুর নিকটে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, বিহিত উপায় পরিজ্ঞাত হইবে। লৌকিক দৃষ্ট উপায় দ্বারা দুঃখত্রয়ের অবশ্য নিবৃত্তি যদি অসম্ভব হয় এবং নিবৃত্তি হইলেও যদি, পুনর্ব্বার সেই দুঃখত্রয় উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে সংবৎসর সাধ্য জ্যো-

জ্যোতিষ্টোমাদি* বৈদিক কর্ম্ম-কলাপ দ্বারা তাপত্রয় অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে এবং তদুপায়ে দুঃখ নিবৃত্ত হইলে পুনরুৎপন্ন হইবে না, ইহাতে সন্দেহ নাই। যথা শ্রুতিঃ; "স্বর্গকামো যজেত" অর্থাৎ স্বর্গকামী হইয়া যজ্ঞ করিবে। "স্বর্গশ্চ দুঃখবিরোধী সুখবিশেষঃ" অর্থাৎ দুঃখ-প্রতিকূল সুখ বিশেষের নাম স্বর্গ। অতএব তাপত্রয়ের প্রতিকারের নিমিত্ত মুহূর্ত্ত, যাম, অহোরাত্র, মাস, সংবৎসরাদি সাধ্য, অনেক জন্ম ব্যাপৃত, অশেষ আয়াস সহকারে সম্পাদনীয়, বিবেক-বিজ্ঞান জনিত ফলপ্রাপ্তির অপেক্ষা, সহজ বৈদিক উপায় বর্ত্তমান থাকিতে, গুরুসমীপে তদ্বিষয় জিজ্ঞাসু হইবার প্রয়োজন কি? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে উক্ত হইয়াছে যে, দুঃখনিবৃত্তির লৌকিক উপায় সমূহ দুঃখনিবৃত্তি বিষয়ে যেরূপ অক্ষম, জ্যোতিষ্টোমাদি বৈদিক উপায় সকলও তদ্রূপ অক্ষম। বৈদিক যজ্ঞাদি প্রাণিহিংসাসাধ্য সুতরাং অবিশুদ্ধ; বৈদিক যজ্ঞে পশু-বধ-জনিত পাপ হইয়া থাকে। অতএব পাপজনক অবিশুদ্ধ কার্য্য হইতে দুঃখই হইবে, সুখপ্রাপ্তির সম্ভাবনা কোথায়? অশ্বমেধাদি যজ্ঞ দ্বারা স্বর্গাদি স্থান প্রাপ্তি হইলেও, বেদোক্ত বিধানানুসারে, তাহা ক্ষয় যুক্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে; স্বর্গাদি সুখভোগ দ্বারা সুকৃতি শেষ হইলে, তথা হইতে পুনর্ব্বার মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হইবে। অতএব বৈদিক জ্যোতিষ্টোমাদি উপায়ের অপেক্ষা, ব্যক্ত, অব্যক্ত, জ্ঞ অর্থাৎ কার্য্য, প্রকৃতি ও পুরুষ এতদ্বিষয়ক বিজ্ঞান জনিত তত্ত্ব-জ্ঞানই শ্রেয়ঃ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে।

...বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞানলাভের কোনই উপায় নাই। গুরুমুখে শ্রুতি-স্মৃতি-ইতিহাস-পুরাণাদির বিবৃতি শ্রবণ, শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা সমর্থিত, দীর্ঘকাল শ্রদ্ধান্বিতভাবে অবিশ্রান্ত সুসেবিত ধর্ম্মচিন্তা হইতে উল্লিখিত বিষয়ত্রিতয় বিষয়ক বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। এই কার্য্যময় জাগতিক ক্রিয়াকলাপের অনুধ্যান ও আলোচনা দ্বারা তৎকারণ স্বরূপ প্রকৃতি সম্বন্ধীয় জ্ঞান সঞ্জাত হয়। সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান দ্বারা তদধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় পুরুষ বিষয়ক জ্ঞান জন্মে। এতদ্রূপে পরম মঙ্গলময় পূর্ণ বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে আত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি স্বরূপা পরমানন্দময়ী মুক্তিলাভ হয়।

---

* জ্যোতিষ্টোম—বৈদিক যজ্ঞ-বিশেষ। এই যজ্ঞ ষোড়শ পুরোহিত দ্বারা সম্পাদনীয় এবং এই যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে দ্বাদশ শত গো-দক্ষিণা দিতে হয়।

বিজ্ঞান জনিত উপায় ভিন্ন বৈদিক বা লৌকিক অন্য কোন উপায়ের দ্বারা এবংবিধ মুক্তি সাধিত হইতে পারে না। অতএব তাপত্রয়ের অবশ্য নিবৃত্তি এবং দুঃখত্রয়ের পুনরাবির্ভাব নিবারণার্থ, গুরুসমীপে তদুপায় অবশ্যই জিজ্ঞাস্য বোধে,নারায়ণকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, অর্জ্জুন বিনীতভাবে স্বকীয় দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ এরূপ বলেন যে, "উপদেশ লাভ করিতে হইলে গুরুসমীপে গমন করা আবশ্যক। আমি চিরদিনই তোমার সহিত সখ্যসূত্রে বদ্ধ, কখনই তোমার গুরু-পদবী গ্রহণ করি নাই। সম্প্রতি তুমি কেন আমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লাভের প্রার্থনা করিতেছ? তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে উপদেশ লাভের নিমিত্ত যথোপযুক্ত অন্য গুরুসমীপে গমন করা তোমার উচিত। অথবা যখন তুমি স্বয়ং পণ্ডিতাভিমানী হইয়া আমার বাক্য সকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তখন আমি কেন তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব?" এরূপ ভগবদাশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে জনন-মরণ-নাশন নারায়ণ! এ অধমকে অতঃপর আপনি সখা বলিয়া মনে করিবেন না; আমি ভবদীয় পবিত্র পাদপদ্মাশ্রিত দীনহীন শিষ্য। হে পরম করুণাময় আর্ত্তজনবান্ধব! আমি শোকমোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিত বোধ-বিরহিত হইয়া এতাবৎকাল নানাবিধ প্রলাপ বাক্যে আপনাকে উত্ত্যক্ত করিয়াছি। স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য্য ও ভক্ত-বৎসলতা গুণে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া,এই কাতর ও বোধ-বিহীন জনকে শিষ্যরূপে চরণ-তলে স্থান প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন এবং যথোপযুক্ত সদুপদেশ প্রদান করিয়া আমাকে তাপত্রয় হইতে বিমুক্ত করুন। হে পুরুষোত্তম! আপনি কর্ত্তব্য-পরায়ণগণের শীর্ষস্থানীয় এবং জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য। এ মর-নরলোকে ভাগ্যবান্ অর্জ্জুন আপনাকে গুরুরূপে লাভ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অসীমগুণে ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকিল। হে বিভো! হে গুরো! হে সর্ব্ব-দুঃখবিনাশন! তোমার এই কাতর ও ব্যথিত শিষ্যকে আজি চিরানন্দময়ী মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। ভক্তের প্রার্থনা পূরণই তোমার চিরপ্রিয় ব্রত এবং ভক্ত নিতান্ত অধম হইলেও, কখনই তোমার উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং হে নারায়ণ! অধীন অর্জ্জুনের আবেদন অগ্রাহ্য করা তোমার সাধ্যাতীত॥ ৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাৎ
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—ভূমৌ অসপত্নং (নিষ্কণ্টকং) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধং) রাজ্যং সুরাণাং (দেবানাং) আধিপত্যং চ অবাপ্য (প্রাপ্য) অপি যৎ [কর্ম্ম] মম ইন্দ্রিয়াণাং উৎ-শোষণং (সন্তাপকরং) শোকং অপনুদ্যাৎ [তৎ] ন হি প্রপশ্যামি ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—ধরণীতে প্রতিদ্বন্দ্বী-বিরহিত সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবতা-দিগের প্রভুত্ব লাভ-করিয়া-ও যে [কর্ম্ম] আমার সর্ব্বাঙ্গীন অতি-শোষণকর শোক অপনোদন-করিতে-পারে [তাহা] না নিশ্চয় দেখিতেছি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—অবনীমণ্ডলরূপ সুবিশাল রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া এবং অমরাধিপের ন্যায় অপরিসীম শক্তিসম্পন্ন হইয়াও, মদীয় হৃদয়জাত সর্ব্বাবয়ব-বিমর্দ্দন-কারী এই বিষম শোক কিরূপে বিনষ্ট হইবে, তাহার কোনই উপায় দেখিতেছি না। ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—কুতো নিঃশ্রেয়সমেবেচ্ছসি তত্রাহ নহীতি। যস্মান্নপ্রপশ্যামি, কিং ন প্রপশ্যামি, মমাপনুত্তাদপনয়েদযচ্ছোকমুচ্ছোষণং প্রতপনমিন্দ্রিয়াণাং তন্ন পশ্যামি। নন্বু শত্রূন্ নিহত্য রাজ্যে প্রাপ্তে শোকনিবৃত্তিস্তে ভবিষ্যতি নেত্যাহ অবাপ্যেতি। অবিদ্যমানঃ সপত্নঃ শত্রুর্যস্য তদমৃদ্ধং রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম প্রজারক্ষণপ্রশাসনাদি তদিদমস্যাং ভূমাববাপ্যাপি শোকাপনয়-কারণং ন পশ্যামীত্যর্থঃ। তর্হি দেবেন্দ্রত্বাদিপ্রাপ্তৌ শোকাপনয়স্তে ভবিষ্যতি নেত্যাহ সুরাণাম-পীতি। তেষামাধিপত্যং অধিপতিত্বং স্বাম্যমিন্দ্রত্বং ব্রহ্মত্বং বা তদবাপ্যাপি মম শোকো নাপগচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—এবমস্থানে সমুপস্থিতস্নেহকারুণ্যাভ্যামপ্রকৃতিগতং ক্ষত্রিয়াণাং পরম-ধর্ম্মমপ্যধর্ম্মং মন্বানং ধর্ম্মবুভুৎসয়া শরণাগতং পার্থমুদিশ্যাত্মযাথার্থ্যজ্ঞানেন যুদ্ধস্য ফলাভিসন্ধি-রহিতস্য স্বধর্ম্মস্যাত্মযাথার্থ্যপ্রাপ্ত্যুপায়তাজ্ঞানেন চ বিনাস্য মোহো ন শাম্যতীতি মত্বা ভগবতা পরমপুরুষেণাধ্যাত্মশাস্ত্রাবতরণং কৃতম্। তদুক্তং, "অস্থানস্নেহকারুণ্যধর্ম্মাধর্ম্মধিয়াকুলম্। পার্থং প্রপন্নমুদিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্" ইতি ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—স্বমেব বিচার্য্য যদ্যুক্তং তৎ কুর্ব্বিতি চেৎ তত্রাহ নহি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষকরং মদীয়ং শোকং যৎ কর্ম্ম অপনুত্যাদপনয়েৎ তদহং ন পশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি এবমভীষ্টং তৎ তৎ সর্ব্বমবাপ্যাপি শোকাপনোদনোপায়ং ন প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ॥ ৮॥

বলদেব।—নমু ত্বং শাস্ত্রজ্ঞোঽসি স্বহিতং বিচার্য্যানুতিষ্ঠ। সখ্যুর্মে শিষ্যঃ কথং ভবেরিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি। যৎ কর্ম্ম মম শোকমপনুদ্যাদ্দূরীকুর্য্যাৎ তদহং ন প্রপশ্যামি। শোকং বিশিনষ্টি ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি। তস্মাচ্ছোকবিনাশায় ত্বাং প্রপন্নোঽস্মীতি। ইত্থঞ্চ "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। নমু ত্বমধুনা শোকাকুলঃ প্রপদ্যসে যুদ্ধাৎ সুখ-সমৃদ্ধিলাভে বিশোকো ভবিষ্যসীতি চেৎ তত্রাহ অবাপ্যেতি। যদি যুদ্ধে বিজয়ী স্যাং তদা ভূমাবসপত্নং নিষ্কণ্টকং রাজ্যং প্রাপ্য, যদি চ তত্র হতঃ স্যাং তদা স্বর্গে সুরাণামপ্যাধিপত্যং প্রাপ্য স্থিতস্য মে বিশোকত্বং ন ভবেদিত্যর্থঃ। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ, নৈহিকং পারত্রিকং বা যুদ্ধলব্ধং সুখং শোকাপহং, তস্মাৎ তাদৃশমেব শ্রেয়স্ত্ব, ব্রূহীতি ন যুদ্ধং শোকহরম্॥ ৮॥

মধুসূদন।—নমু স্বয়মেব ত্বং শ্রেয়ো বিচারয় শ্রুতসম্পন্নোঽসি, কিং পরশিষ্যত্বেনেত্যত আহ নহীতি। যৎ শ্রেয়ঃ প্রাপ্তং সৎ কর্ত্তৃ মম শোকমপনুদ্যাদপনুদেন্নিবারয়েৎ তন্ন পশ্যামি। হি যস্মাৎ, যস্মাৎ মাং শাধীতি। "সোঽহং ভগবঃ শোচামি তং মাং ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি শ্রুত্যর্থো দর্শিতঃ। শোকানপনোদে কো দোষ ইত্যাশঙ্ক্য তদ্বিশেষণমাহ ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমিতি সর্ব্বদা সন্তাপকরমিত্যর্থঃ। নমু যুদ্ধে প্রযতমানস্য তব শোকনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি, জেষ্যসি চেৎ তদা রাজ্য প্রাপ্ত্যা, ইতরথা চ স্বর্গপ্রাপ্ত্যা "দ্বাবেতৌ পুরুষৌ লোকে" ইত্যাদিধর্ম্মশাস্ত্রাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অবাপ্যেত্যাদিনা। শত্রুবর্জ্জিতং শস্যাদিসম্পন্নঞ্চ রাজ্যং, তথা সুরাণামাধিপত্যং হিরণ্যগর্ভত্বপর্য্যন্তমৈশ্বর্য্যমবাপ্য স্থিতস্যাপি মম যচ্ছোকমপনুদ্যাৎ তন্ন পশ্যামীত্যন্বয়ঃ। "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতেঃ যৎ কৃতকং তদনিত্যমিত্যনুমানাৎ প্রত্যক্ষেণাপি ঐহিকানাং বিনাশদর্শনাচ্চ, নৈহিকামুত্রিকো বা ভোগঃ শোকনিবর্ত্তকঃ। কিন্তু স্বসত্তাকালেঽপি ভোগপারতন্ত্র্যাদিনা, বিনাশকালেঽপি বিচ্ছেদাচ্ছোকজনক এবেতি ন যুদ্ধং শোক-নিবৃত্তয়েঽনুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। এতেনেহামুত্রভোগবিরাগোঽধিকারিবিশেষণত্বেন দর্শিতঃ॥ ৮॥

নীলকণ্ঠ।—নমু "ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" ইতি যুদ্ধমেব শ্রেয় ইত্যুক্তং, কিং পুনঃ পৃচ্ছসীত্যত আহ ন হীতি। বন্ধুনাশনিমিত্তঃ শোকো রাজ্যলাভেন স্বর্গাধিপত্যলাভেন বা ন নিবর্ত্তয়িষ্যত ইতি যুদ্ধাদন্যং কঞ্চিৎ নিবৃত্তিরূপং শমোপায়ং ব্রূহীত্যাশয়ঃ। অত্রার্জ্জুনবিষাদব্যাজেন ব্রহ্মবিদ্যাধিকারিবিশেষণং, 'ভৈক্ষ্যচর্য্যা ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগশ্চ দর্শিতঃ॥ ৮॥

বিশ্বনাথ।—নমু ময়ি তব সখ্যভাবএব নতু গৌরবম্। অতস্ত্বাং কথমহং শিষ্যং করোমি তস্মাদ্ যত্র তব গৌরবং তং কমপি দ্বৈপায়নাদিকং প্রপদ্যস্বেত্যত আহ নহীতি। মম শোকমপনুদ্যাৎ দূরীকুর্য্যাদেবং জনং ন প্রকর্ষেণ পশ্যামি ত্রিজগত্যেকং ত্বাং বিনা। ত্বমাদধিকবুদ্ধিমন্তং বৃহস্পতিমপি ন জানামীত্যতঃ শোকার্ত্ত এব খলু কং প্রপদ্যেয় ইতিভাবঃ। যদ্যতঃ শোকাদীন্দ্রিয়াণাং উচ্ছোষণং মহানিদাঘাৎ ক্ষুদ্রসরসামিব উৎকর্ষেণ শোষো ভবতি। নমু তর্হি সাম্প্রতং ত্বং শোকার্ত্ত এব খলু যুধ্যস্ব ততশ্চৈতান্ জিত্বা রাজ্যং প্রাপ্তবতস্তব রাজ্যভোগাভিনিবেশেনৈব শোকোঽপযাস্যতীত্যত আহ অবাপ্যেতি। ভূমৌ নিষ্কণ্টকং রাজ্যং স্বর্গে সুরাণামাধিপত্যং বা প্রাপ্যাপি স্থিতস্য মমেন্দ্রিয়াণামেতদুচ্ছোষণমেবেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন মনে করিলেন যে, ভগবান্ যেন বলিতেছেন, তুমিই স্বয়ং সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ; অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তি-যুক্ত হয় তাহাই অনুষ্ঠান কর, আমার শিষ্য হইতে ইচ্ছুক হইতেছ কেন? ভগবানের এইরূপ অভিপ্রায় কল্পনা করিয়া, অর্জ্জুন বিনীত ভাবে বলিতেছেন, "হে ভববন্ধো দয়াময় হরে! অধুনা ঐরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে অধিকতর ক্লিষ্ট ও সন্তাপিত করিবেন না। সমরোদ্যত উভয় পক্ষীয় বন্ধুগণের অবশ্যম্ভাবী বিপদ্ স্মরণ করিয়া আমার শোকানল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং দুশ্চিন্তারূপ ইন্ধন সাহায্যে অতিশয় প্রজ্বলিত হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতপ্ত ও নিশ্চল করিতেছে। ভগবন্! আপনি সানুগ্রহে একবার মদীয় অতীত জীবনের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখুন। আমি দুর্গম তুষারময় হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর ব্রতাবলম্বী হইয়াও যে ইন্দ্রিয়গ্রামের সহায়তায় কিরাতরূপী গৌরীকান্তকে রণে পরাজিত করিয়া ভূমণ্ডলে যশোরাশি পরিব্যাপ্ত করিয়াছি, ও স্বর্গপুরে সুরপতির চিরবৈরী অসুররাজ নিবাতকবচকে নিপাতিত করিয়া, অতুল-কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছি এবং সম্প্রতি যাহাদের বলে, রণবাদ্য শ্রবণমাত্র হুহুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া শত্রু-জয়ার্থ ধাবমান হইয়াছি; অদ্য আমার সেই সকল ত্রিলোক-বিজয়ী ও চিরবশীভূত ইন্দ্রিয়, সম্মুখ-সংগ্রামে শত্রুগণের আস্ফালন সন্দর্শনেও, নিরুদ্যম, নিস্তব্ধ ও মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। আমি এক্ষণে জগতে এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না যদ্দ্বারা এই দারুণ শোক সমূহকে অনায়াসে অপনোদন করিতে পারি। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান্। দয়া করিয়া আমার এই দুঃসহ শোক-নাশার্থ যথাবিহিত শিক্ষা প্রদান কর।

অর্জ্জুনকে এরূপ শোক-ব্যাকুল দেখিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, "হে পার্থ! আমি তোমাকে পূর্ব্বেই (২ অ। ৩ শ্লোকে) বলিয়াছি,"ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ" অর্থাৎ অকিঞ্চিৎকর হৃদয়-দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ করিয়া তুমি যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হও। যুদ্ধই ক্ষত্রিয়গণের নিরতিশয় শ্রেয়ঃ। এইক্ষণে পিষ্ট পেশনের ন্যায় পুনর্ব্বার সেই কথাই জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন? যদি তোমার শোকাপনয়নার্থ একান্ত ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে অতঃপর আমার পূর্ব্বোপদিষ্ট যুদ্ধেই প্রযত্নমান হও; তাহা হইলে ইন্দ্রিয়-বিকলকারী শোক-রাশি অবশ্যই নিবৃত্ত হইবে। যদি উপস্থিত যুদ্ধে বৈরিকুল নির্য্যাতন করিয়া বিজয় লাভ করিতে পার,তবে নিষ্কণ্টক রাজ্য লাভ করিয়া অতুল সুখৈশ্বর্য্য-সম্ভোগ করিবে। আর যুদ্ধে পরাভূত হইয়া যদি বিগতজীব হও,তাহা হইলে অক্ষয় স্বর্গধাম প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দ উপভোগ করিবে। অতএব যুদ্ধ ব্যতীত অধুনা তোমার পক্ষে অধিকতর সৎপরামর্শ আর কিছুই নাই।

এরূপ ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন,"হে দীনজন বেদনা-বিনাশক্ষম নারায়ণ! হে আর্ত্তহৃদয়-স্নিগ্ধ-কারিন্ জনার্দ্দন! হে শরণাগত-সেবক-বৎসল পরমেশ্বর! আমার এই অসহনীয় হৃদয়-বেদনা অপগত হইবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না। ছার বসুন্ধরার সম্রাট্‌পদবী লাভার্থ পরমাত্মীয় পরমপূজার্হ জনগণের জীবন সংহাররূপ অবৈধ কার্য্যের অনুষ্ঠান দূরে থাকুক, তাহার স্মরণ ও চিন্তনে আমার অঙ্গাদি অবসন্ন, হৃদয় বিকলিত ও জ্ঞান ও বিলুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। হে মধু-সূদন! হে দুঃখিজন-হৃদয়-রঞ্জন! আমি বরং কৌপীনবাস পরিধান করিয়া, বা বল্কলাজিনধারী হইয়া, অথবা ছিন্নকন্থাবৃত কলেবর হইয়া, ভিক্ষা-করঙ্ক হস্তে, তোমার প্রেমময় মধুমাখা নামোচ্চারণ করিতে করিতে দ্বারে দ্বারে মুষ্টিভিক্ষা করিব, ও পরহিংসা বিবর্জ্জিত প্রীত হৃদয়ে পাদপ-তলে ধূলি শয্যায় যামিনী যাপন করিব এবং তোমার কন্দর্প-বিনিন্দিত কমনীয় রূপ চিন্তনে দিবস-শর্ব্বরী অতিবাহিত করিব, তথাপি হে ভগবন্! সম্মুখস্থ এই সুহৃদ্‌গণের শরীরে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের শোণিত-সম্পৃক্ত কলেবর সন্দর্শন, বা তাঁহাদের দারুণ যন্ত্রণা-জনিত আর্ত্তনাদ শ্রবণ আমি কখনই করিতে পারিব না। যদি এই সাগরাম্বরা বসুন্ধরায় আমি একেশ্বর হই,বা ঐরাবত,উচ্চৈঃশ্রবা,পারিজাত ও নন্দনকানন সহকৃত সহস্রলোচনের

পদৈশ্বর্য্য আমার আয়ত্ত হয়, তথাপি হে পুরুষোত্তম! এই ঘোর বিগর্হিত দুষ্কৃতি-সাধনে আমি নিতান্তই অশক্ত। হে সর্ব্বশক্তিমন্ সর্ব্বনিয়ন্তঃ হরে! তুমি আমাকে অধুনা যুদ্ধার্থ যে পরামর্শ প্রদান করিতেছ, যদি আমি সেই যুদ্ধে শত্রু-বিজয়ী হইয়া, সর্ব্ব শস্যাদি-সম্পন্ন নিষ্কণ্টক রাজ্য, বা প্রজাপালনাদি রাজকীয় কর্ম্ম, কিংবা যুদ্ধে হত হইয়া ইন্দ্রত্ব বা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই, তাহা হইলেও আমার হৃদয়জাত এই যে অনিবার্য্য, মর্ম্ম-বিদারক শোকরাশি তাহা কখনই স্থায়ীরূপে দূরীভূত হইবে না। শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, "কর্ম্মবান্ ব্যক্তি কর্ম্মাবসানে ইহ লোক হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। আর পুণ্যবান্ ব্যক্তি পুণ্যাবসানে পরলোকে স্বর্গাদি স্থান হইতে বিচ্যুত হয়।" অতএব যুদ্ধ লব্ধ ঐহিক কিংবা পারত্রিক সুখসম্ভোগ স্থায়িরূপে শোকাপনয়নে কখনই সমর্থ নহে। যুদ্ধ ভিন্ন শোকনাশের যদি কোন উপায়ান্তর থাকে, দয়া করিয়া, হে ভক্তবৎসল ভগবন্! এই শরণাগত অধম শিষ্যকে তাহারই উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করুন ॥ ৮ ॥

——০:):০:(:০——

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব হ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—সঞ্জয় উবাচ। পরন্তপঃ (শত্রুতাপনঃ) গুড়াকেশঃ (জিতালস্যঃ) [অর্জ্জুনঃ] হৃষীকেশং (অন্তর্য্যামিণং) এবং উক্ত্বা ন যোৎস্যে ইতি গোবিন্দং (সর্ব্বজ্ঞং) উক্ত্বা তূষ্ণীং বভুব ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—সঞ্জয় বলিলেন। অরিপীড়নকারী নিদ্রাবিজয়ী [অর্জ্জুন] নারায়ণকে এইরূপ বলিয়া না যুদ্ধ-করিব ইহা মধুসূদনকে কহিয়া মৌন হইলেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—সঞ্জয় বলিলেন, অরাতিকুল-নিপাতকারী চির-কার্য্যময় অর্জ্জুন শরীর ও মনের নিয়ন্তা সেই পরমেশ্বরকে এইরূপে স্বকীয় হৃদয়ভাব নিবেদন করিয়া, এবং যুদ্ধ করিব না বলিয়া নির্ব্বাক্ হইলেন ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—এবমর্জ্জুনেন স্বাভিপ্রায়ং ভগবন্তং প্রতি প্রকাশিতং সঞ্জয়ো রাজানমাবেদিতবানিত্যাহ সঞ্জয় ইতি। এবং প্রাগুক্তপ্রকারেণ ভগবন্তং প্রত্যুক্ত্বা পরন্তপোঽর্জ্জুনো ন যোৎস্যে ন সম্প্রহরিষ্যে অত্যন্তাসহ্যশোকপ্রসঙ্গাদিতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীমবস্থানং বভূব কিলেত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ, এবমিতি ॥ ৯ ॥

বলদেব।—ততোঽর্জ্জুনঃ কিমকরোদিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ। এবমুক্ত্বেতি। গুড়াকেশো হৃষীকেশং প্রতি এবং "ন হি প্রপশ্যামি" ইত্যাদিনা যুদ্ধস্য শোকানিবর্ত্তকত্বমুক্ত্বা পরন্তপোঽপি গোবিন্দং সর্ব্ববেদজ্ঞং প্রতি ন যোৎস্য ইতি চোক্ত্বেতি যোজ্যম্। তত্র হৃষীকেশং ত্বাদৃবুদ্ধিং যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যতি। সর্ব্ববেদবিত্ত্বাদ্‌যুদ্ধে স্বধর্ম্মত্বং গ্রাহয়িষ্যতীতি ব্যাজ্য ধৃতরাষ্ট্রহৃদি সংজাতা স্বপুত্ররাজ্যাশা নিরস্যতে ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—তদনন্তরমর্জ্জুনঃ কিং কৃতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রাকাঙ্ক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ এবমুক্ত্বেতি। গুড়াকেশো জিতালস্যঃ, পরন্তপঃ শত্রুতাপনোঽর্জ্জুনঃ, হৃষীকেশং সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বেনান্তর্য্যামিণং. গোবিন্দং গাং বেদলক্ষণাং বাণীং বিন্দতীতিব্যুৎপত্ত্যা সর্ব্ববেদোপাদানত্বেন সর্ব্বজ্ঞং, আদৌ এবং "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনা যুদ্ধস্বরূপাযোগ্যতামুক্ত্বা তদনন্তরং "ন যোৎস্যে" ইতি যুদ্ধফলাভাবঞ্চোক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব। বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারস্য যুদ্ধার্থং পূর্ব্বং কৃতস্য নিবৃত্ত্যা নির্ব্ব্যাপারো জাত ইত্যর্থঃ। স্বভাবতো জিতালস্যে সর্ব্বশত্রুতাপনে চ তস্মিন্নাগন্তুকমালস্যমতাপকত্বঞ্চ নাস্পদমাধাতীতি দ্যোতয়িতুং হ্যশব্দঃ। গোবিন্দ-হৃষীকেশপদাভ্যাং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বশক্তিত্বসূচকাভ্যাং ভগবতস্তন্মোহাপনোদনমনায়াসসাধ্যমিতি সূচিতম্ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—হে সঞ্জয়! অতঃপর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কি করিলেন? স্বপুত্রগণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজ্য-প্রাপ্তি-লালসা-পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের এবংবিধ আকাঙ্ক্ষা অনুমান করিয়া,সঞ্জয় বলিতেছেন। "শত্রুসন্তর্পনকারী অনলস অর্জ্জুন, সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক ভগবান্‌কে বলিলেন, 'হে অন্তর্য্যামিন্ নারায়ণ! অত্যন্ত অসহ্য শোকপ্রদ বন্ধুগণের বিনাশকর যুদ্ধ আমি করিব না।' সর্ব্বজ্ঞ গোবিন্দকে সকাতরে এইরূপ নিবেদন করিয়া অর্জ্জুন নীরব হইয়া রহিলেন। অর্থাৎ রাজ্যনাশ ও বনবাসাদিরূপ পূর্ব্ব দুঃখ প্রতিকারের বাসনায়, প্রথমতঃ পার্থ বাহ্যেন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিয়া, সমরে বিজয় লাভার্থ উৎসুক হইয়াছিলেন ; পরে যুদ্ধে কুলক্ষয়াদি জনিত দোষের পর্য্যালোচনা করিয়া,শোক-মোহ-প্রাবল্যে ত্রিলোক-বিজয়ী স্বকীয় ইন্দ্রিয়দিগকে নিশ্চেষ্ট করিলেন।" যিনি স্বভাবতঃ আলস্য-বিহীন এবং শত্রুদমনকারী তাঁহাকে যে আগন্তুক আলস্য ও উপতাপাদি আশ্রয় করিবে, তাহা কখনও

সম্ভবপর নহে। ইহা মূলোক্ত "হ" শব্দ দ্বারা সূচিত হইল। অর্জ্জুনের উপস্থিত শোক-মোহাদি ভগবান্ অনায়াসেই অপনোদন করিবেন, ইহা প্রকটীকরণার্থ এই শ্লোকে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্নত্ব ব্যঞ্জক 'গোবিন্দ' এবং 'হৃষীকেশ' এই দুই নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। পুত্রস্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় সঙ্কেতে ইহাও বলিলেন যে, "হে রাজন্! শোকাভিভূত অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া, আপনি মনে করিবেন না যে, আপনার দুর্ব্বিনীত পুত্রগণ ছলাপহৃতরাজ্য অনায়াসে ভোগ করিবে। সর্ব্বজ্ঞ সনাতন পুরুষ নানা যুক্তি, তর্ক ও মীমাংসা দ্বারা অর্জ্জুনের অতি অকিঞ্চিৎকর শোকমোহাদি অচিরেই দূরীকৃত করিবেন। অর্জ্জুন ভগবৎপ্রদত্ত আধ্যাত্মিকোপদেশে বিগত শোক-মোহ হইয়া, ভীষণ গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক, দুরন্ত পাপাত্মগণ-কলুষিতা ধরণীকে, তাহাদের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া, পুনর্ব্বার গ্রহণ ও শাসন করিবেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

——০:):০:.:০——

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—ভারত উভয়োঃ সেনয়োঃ (বাহিন্যোঃ) মধ্যে বিষীদন্তং (বিষাদং কুর্ব্বন্তং) তং হৃষীকেশঃ প্রহসন্ (উপহাসং কুর্ব্বন্) ইব ইদং বচঃ উবাচঃ ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—ভরতবংশোদ্ভব উভয় সেনার মধ্যে শোক-নিরত তাঁহাকে ভগবান্ হাসিতে-হাসিতে যেন এই বাক্য বলিলেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতবংশাবতংস ধৃতরাষ্ট্র! উভয়পক্ষীয় সৈন্যদল মধ্যবর্ত্তী শোকমোহাভিভূত অর্জ্জুনকে সেই সনাতন পুরুষ যেন হাস্য সহকারে নিম্নলিখিত রূপ বাক্য বলিলেন ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—তমর্জ্জুনঃ সেনয়োর্বাহিন্যোরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তং বিষাদং কুর্ব্বন্তমতিদুঃখিতং শোকমোহাভ্যামভিভূতম্, স্বধর্ম্মাৎ প্রচ্যুতপ্রায়ং প্রতীত্য প্রহসন্নিবোপহাসং কুর্ব্বন্নিব তদাশ্বাসার্থম্, হে ভারত ভরতান্বয় ইত্যেবং সম্বোধ্য ভগবানিদং প্রশ্নোত্তরং নিঃশ্রেয়সাধিগমসাধনং বচনমুচিতবানিত্যাহ তমুবাচেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—তমেবং দেহাত্মনোর্যাথার্থ্যাজ্ঞাননিমিত্ত-শোকাবিষ্টং দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞান নিমিত্তঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মং ভাষমাণং পরস্পরবিরুদ্ধগুণান্বিতমুভয়োঃ সেনয়োর্যুদ্ধায়োদ্যতয়ো-

র্মধ্যে অকস্মাদিমং যোগং পার্থমালোক্য পরমপুরুষঃ প্রহসন্নিদমুবাচ, পার্থং প্রহসন্নিব পরিহাসবাক্যং বদন্নিবাত্মপরমাত্মযাথার্থ্যেতৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতকর্ম্মযোগ-জ্ঞানযোগ-ভক্তিযোগ-গোচরং "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" ইত্যারভ্য "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ" ইত্যেতদন্তমুবাচেত্যর্থঃ॥ ৯। ১০॥

শ্রীধর।—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যত আহ তমুবাচেতি। প্রহসন্নিবেতি প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ॥ ১০॥

বলদেব।—ব্যঙ্গমর্থং প্রকাশয়ন্নাহ তমুবাচেতি। তং বিষীদন্তমর্জ্জুনং প্রতি হৃষীকেশো ভগবানশোচ্যানিত্যাদিকমতিগম্ভীরার্থং বচনমুবাচ। অহো তবাপীদৃগ্ বিবেক ইতি সখ্যভাবেন প্রহসন্, অনৌচিত্যভাষিত্বেন ত্রপাসিন্ধৌ নিমজ্জয়ন্নিত্যর্থঃ। ইবেতি তদৈব শিষ্যতাং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাসানৌচিত্যাদীষদধরোল্লাসং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতস্তত্ত্বোপদেশশ্চ সর্ব্বসাক্ষিক ইতি বোধয়িতুং সেনয়োরুভয়োরিত্যেতৎ॥ ১০॥

মধুসূদন।—এবং যুদ্ধমুপেক্ষিতবত্যপ্যর্জ্জুনে ভগবান্ নোপেক্ষিতবানিতি ধৃতরাষ্ট্রস্যাশা নিরাসায়াহ তমুবাচেতি। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে যুদ্ধোদ্যমেনাগত্য তদ্বিরোধিনং বিষাদং মোহং প্রাপ্তবন্তং তমর্জ্জুনং প্রহসন্নিব অনুচিতাচরণপ্রকাশনেন লজ্জাম্বুধৌ মজ্জয়ন্নিব, হৃষীকেশঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবানিদং বক্ষ্যমাণম্ "অশোচ্যান্" ইত্যাদিবচঃ পরমগম্ভীরার্থমনুচিতাচরণপ্রকাশকমুক্তবান্, ন তূপেক্ষিতবানিত্যর্থঃ। অনুচিতাচরণপ্রকাশনেন লজ্জোৎপাদনং প্রহাসঃ, লজ্জা চ দুঃখাত্মিকেতি দ্বেষবিষয় এব মুখ্যঃ। অর্জ্জুনস্য তু ভগবৎকৃপাবিষয়ত্বাদনুচিতাচরণপ্রকাশনস্য চ বিবেকোৎপত্তিহেতুত্বাদেকদলাভাবেন গৌণ এবায়ং প্রহাস ইতি কথয়িতুমিবশব্দঃ। লজ্জামুৎপাদয়িতুমিব বিবেকমুৎপাদয়িতুমর্জ্জুনস্যানুচিতাচরণং ভগবতা প্রকাশ্যতে। লজ্জোৎপত্তিস্তু নান্তরীয়কতয়াস্তু মাস্তু বেতি ন বিবক্ষিতেতিভাবঃ। যদি হি যুদ্ধারম্ভাৎ প্রাগেব গৃহে স্থিতোঽপি যুদ্ধমুপেক্ষেত তদা নানুচিতং কুর্য্যাৎ, মহতা সংরম্ভেণ তু যুদ্ধভূমাবাগত্য তদুপেক্ষণমতীবানুচিতমিতি কথয়িতুং সেনয়োরিত্যাদিবিশেষণম্। এতচ্চাশোচ্যানিত্যাদৌ স্পষ্টং ভবিষ্যতি॥ ১০॥

নীলকণ্ঠ।—তমিতি। মূঢ়োঽপ্যয়মমূঢ়বদ্বদতীতি প্রহসন্নিব ইদং বক্ষ্যমাণম্॥ ৯ ১০॥

বিশ্বনাথ।—অহো তবাপ্যেতাবান্ খলু বিবেক ইতি সখ্যভাবেন তং প্রহসন্ অনৌচিত্যপ্রকাশেন লজ্জাম্বুধৌ নিমজ্জয়ন্, ইবেতি তদানীং শিষ্যভাবং প্রাপ্তে তস্মিন্ হাস্যমনুচিতমিত্যধরৌষ্ঠনিকুঞ্চনেন হাস্যমাবৃন্বংশ্চেত্যর্থঃ। হৃষীকেশ ইতি পূর্ব্বং প্রেম্নৈবার্জ্জুনবাঙ্নিয়ম্যোঽপি সাম্প্রতমর্জ্জুনহিতকারিত্বাৎ প্রেম্নৈবার্জ্জুনমনোনিয়ন্তাপি ভবতীতিভাবঃ। সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে ইত্যর্জ্জুনস্য বিষাদো ভগবতা প্রবোধশ্চ উভাভ্যাং সেনাভ্যাং সামান্যতো দৃষ্ট এবেতি ভাবঃ॥ ৯। ১০॥

তাৎপর্য্য।—পুত্রগণের নিমিত্ত রাজ্যলোলুপ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! অর্জ্জুন এরূপে যুদ্ধ-বিমুখ হইলে ভগবান্ কি তাহাকে উপেক্ষা করিলেন, না যুদ্ধার্থ পুনর্ব্বার উত্তেজিত করিলেন? ধৃত-রাষ্ট্রের এরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় পশ্চাল্লিখিতরূপ বাক্য কহিয়াছিলেন। উভয় বাহিনী মধ্যে উদ্যম সহকারে যুদ্ধার্থ সমাগত, কিন্তু অধুনা ক্ষত্রিয়কুলবিরোধি শোক-মোহ দ্বারা অভিভূত এবং স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট-প্রায় অর্জ্জুনের তাদৃশ অনুচিত আচরণ দেখিয়া, ভগবান্ যেন তাঁহাকে লজ্জা-সাগরে নিমগ্ন করতঃ, উপহাস করিতে লাগিলেন এবং "অশোচ্যান-ন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা যুদ্ধার্থ সমুপস্থিত অর্জ্জুনের যুদ্ধবিমুখতা-রূপ অনুচিতাচরণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত বলি-লেন,—"হে অর্জ্জুন। এই সমরারম্ভের পূর্ব্বে গৃহাবস্থান কালে, যুদ্ধে ঔদা-সীন্য অবলম্বন করা তোমার উচিত ছিল। অধুনা নানা দিগ্দেশ হইতে যুদ্ধার্থ আহূত রাজমণ্ডলীর মধ্যে মহাসমারোহ ও প্রভূত সমরায়োজন সহ-কারে যুদ্ধে সমাগত হইয়া, অবলম্বিত কার্য্যে উপেক্ষা করা নিতান্ত অনু-চিত, অতীব ঘৃণাস্পদ ও অতিশয় লজ্জাজনক। হে স্বজন-নিধন-কাতর সখে অর্জ্জুন! তুমি সুপবিত্র মহামহিমান্বিত চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাজ-গণের সমক্ষে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার কখ-নই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া আমিই হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছি না; না জানি অন্যান্য লোকে, তোমার নিন্দনীয় আচ-রণ আলোচনা করিয়া, তোমাকে কতই ধিক্কৃত ও লজ্জিত করিবে। এক্ষণে তুমি স্থির হও এবং যুক্তি ও অর্থ সহকৃত আমার বাক্য সকল শ্রবণ কর॥১০॥

——•:):•:(:•——

শ্রীভগবানুবাচ।

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। ত্বং অশোচ্যান্ (শোচিতুমযোগ্যান্) অনু-অশোচঃ (অনুশোচিতবানসি) [পুনশ্চ] প্রজ্ঞাবাদান্ (প্রজ্ঞাবতাং

পণ্ডিতানাং) বাদান্ (বচনানি) চ ভাষসে (কথয়সি) [যতঃ] পণ্ডিতাঃ (বিচারজন্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ) গতাসূন্ (গতপ্রাণান্) অগতাসূন্ চ (জীবতোঽপি) ন অনুশোচন্তি (ন শোকং কুর্ব্বন্তি) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিলেন। তুমি শোকের অযোগ্যগণের জন্য অনুশোচনা-করিতেছ [অপিচ] বিজ্ঞগণের কথা কহিতেছ [যেহেতু] বিবেকি-গণ গত-জীবিত এবং জীবিত গণের-নিমিত্ত শোক করেন না ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যাহাদের নিমিত্ত শোক-সন্তপ্ত হওয়া কখনই বিধেয় নহে, তুমি তাহাদের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করিতেছ অথচ সুবিজ্ঞগণের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছ। পণ্ডিতেরা তোমার ন্যায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া কখনই মৃত বা জীবিত ব্যক্তিগণের নিমিত্ত শোক প্রকাশ করেন না ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—"দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" ইত্যারভ্য "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা-তূষ্ণীং বভূব হ" ইত্যেতদন্তঃ প্রাণিনাং শোকমোহাদিসংসারদুঃখবীজভূতদোষোদ্ভবকারণহেতু-প্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ো গ্রন্থঃ। তথাহ্যর্জ্জুনেন রাজ্য-গুরু-পুত্র-মিত্র-সুহৃৎ-স্বজন-সম্বন্ধি-বান্ধবেষ্বহমেষাং মমৈতে ইত্যেবং ভ্রান্তিপ্রত্যয়নিমিত্তস্নেহবিচ্ছেদাদিনিমিত্তাবাত্মনঃ শোক-মোহৌ প্রদর্শিতৌ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনা। শোকমোহাভ্যাং হ্যভিভূতবিবেক-বিজ্ঞানঃ স্বত এব ক্ষাত্রধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি তস্মাদ্যুদ্ধাদুপররাম, পরধর্ম্মঞ্চ ভিক্ষাজীবনাদিকং কর্ত্তুং প্রববৃতে চ। তথাচ সর্ব্বপ্রাণিনাং শোকমোহাদিদোষাবিষ্টচেতসাং স্বভাবত এব স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ প্রতিষিদ্ধসেবা চ স্যাৎ। স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানামপি তেষাং—বাঙ্মনঃ-কায়াদীনাং প্রবৃত্তিঃ ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বিকৈব সাহঙ্কারা চ ভবতি। তত্রৈবং সতি ধর্ম্মাধর্ম্মোপচয়াদিষ্টানিষ্টজন্মসুখদুঃখাদিপ্রাপ্তিলক্ষণঃ সংসারোঽনুপরতো ভবতীতি, অতঃ সংসার-বীজভূতৌ শোকমোহৌ, তয়োশ্চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাৎ নান্যতো নিবৃত্তিরিতি তদুপদিদিক্ষুঃ সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থমর্জ্জুনং নিমিত্তীকৃত্যাহ ভগবান্ বাসুদেবঃ, "অশোচ্যান্" ইত্যাদি।

তত্র কেচিদাহুঃ, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞাননিষ্ঠামাত্রাদেব কেবলাৎ কৈবল্যং ন প্রাপ্যত এব, কিং তর্হি? অগ্নিহোত্রাদিশ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসহিতাৎ * জ্ঞানাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি

* শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্ম।—শ্রুতি অর্থাৎ বেদ। যথা; বেদঃ শ্রুতিরাম্নায় ইত্যমর। বেদ ব্রহ্মমুখজাত আদি শাস্ত্র। যথা; তস্মাদণ্ডাদ্ বিনির্ভিন্নাদ্ ব্রহ্মণোঽব্যক্তজন্মনঃ। ঋচো বভূবুঃ প্রথমং প্রথমাবদনাম্বুনে। অর্থা-

সর্ব্বাস্থ গীতাস্থ নিশ্চিতোঽর্থ ইতি। জ্ঞাপকঞ্চাহুরস্যার্থস্য "অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি," "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে," "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বম্" ইত্যাদি। হিংসাদিযুক্তত্বা-দ্বৈদিকং কর্ম্ম অধর্ম্মায়েতীয়মপ্যাশঙ্কা ন কার্য্যা, কথং ক্ষত্রং কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং গুরু ভ্রাতৃ-পুত্রাদিহিংসাদিলক্ষণমত্যন্তক্রূরতরমপি স্বধর্ম্ম ইতি কৃত্বা নাধর্ম্মায়, তদকরণে চ ততঃ "স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি" ইতি ব্রুবতা যাবজ্জীবাদিশ্রুতিচোদিতানাং স্বকর্ম্মণাং পশ্বাদি-হিংসালক্ষণানাঞ্চ কর্ম্মণাং প্রাগেব নাধর্ম্মত্বমিতি সুনিশ্চিতমুক্তং ভবতীতি।

তদসৎ, জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ব্বিভাগবচনাৎ বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়য়োঃ "অশোচ্যান্" ইত্যাদিনা গ্রন্থেন ভগবতা যাবৎ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যেতদন্তেন গ্রন্থেন যৎ পরমার্থাত্মতত্ত্বনিরূপণং কৃতং, তৎ সাংখ্যং তদ্বিষয়া বুদ্ধিরাত্মনো জন্মাদিষড্বিক্রিয়াভাবাদকর্ত্তাত্মেতি প্রকরণার্থনিরূপণাৎ, যা জায়তে সা সাংখ্যবুদ্ধিঃ, সা যেষাং জ্ঞানিনামুচিতা ভবতি তে সাংখ্যাঃ। এতস্যাবুদ্ধের্জ্জন্মনঃ প্রাগাত্মনো দেহাদিব্যতিরিক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যপেক্ষো ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকপূর্ব্বকো মোক্ষ-সাধনানুষ্ঠাননিরূপণলক্ষণো যোগঃ, তদ্বিষয়া বুদ্ধির্যোগবুদ্ধিঃ, সা যেষাং কর্ম্মিণামুচিতা ভবতি তে যোগিনঃ। তথা চ ভগবতা বিভক্তে দ্বে বুদ্ধী নির্দ্দিষ্টে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধি-র্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি। তয়োশ্চ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়াং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সাংখ্যানাং বিভক্তাং বক্ষ্যতি "পুরা বেদাত্মনা ময়া প্রোক্তা" ইতি। তথাচ যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠাং

পুষ্পমিতাঃ সদ্যস্তেজোরূপা হ্যসংবৃতাঃ। পৃথক্ পৃথগ্বিভিন্নাশ্চ রজোরূপা মহাত্মনঃ॥ যজুংষি দক্ষিণাদ্বক্ত্রাদ-নিবদ্ধানি কানিচিৎ। যাদৃগ্ বর্ণং তথা বর্ণান্যসংহতিচরাণি বৈ॥ পশ্চিমং যদ্বিতোর্ব্বক্ত্রং ব্রহ্মণঃ পরমে-ষ্ঠিনঃ। আবির্ভূতানি সামানি ততঃ কুন্দসিতান্যথ॥ অথার্ব্বাণমশেষেণ ভৃঙ্গাঞ্জনচয়প্রভম্। ঘোরাঘোরস্বরূপং তদাভিচারিকশান্তিমৎ॥ উত্তরাৎ প্রকটীভূতং বদনাৎ তস্য বেধসঃ। সুখং সত্ত্বতমঃপ্রায়ং সৌম্যাসৌম্যস্বরূপ-বৎ॥ ঋচো রজোগুণাঃ সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণো মুনে। তমোগুণানি সামানি তমঃসত্ত্বমথর্ব্বসু॥ মার্কণ্ডেয়-পুরাণ। সূর্য্যোৎপত্তি অধ্যায়।

স্মৃতি অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্র।—যথা; ধর্ম্মশাস্ত্রং স্মৃতিঃ ধর্ম্মসংহিতা ইতি হেমচন্দ্রঃ। ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতৃগণের নাম। যথা; মন্বত্রিবিষ্ণুহারীত-যাজ্ঞবল্ক্যোশনোঽঙ্গিরাঃ। যমাপস্তম্বসম্বর্ত্তাঃ কাত্যায়নবৃহস্পতী॥ পরাশরব্যাস-শঙ্খলিখিতা দক্ষগৌতমৌ। শাতাতপো বশিষ্ঠশ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রয়োজকাঃ॥ মানব ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ মনুসংহিতা স্মৃতি শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রধান গ্রন্থ। যথা; বেদার্থোপনিবদ্ধত্বাৎ প্রাধান্যং হি মনোঃ স্মৃতম্। মন্বর্থবিপরীতা তু যা স্মৃতিঃ সা ন শস্যতে॥ বৃহস্পতিবচন। ধর্ম্মশাস্ত্রও বেদের ন্যায় সত্ত্ব রজঃ তম এই তিন ভাগে বিভক্ত। যথা; বাশিষ্ঠঞ্চৈব হারীতং ব্যাসং পারাশরং তথা। ভারদ্বাজং কাশ্যপঞ্চ সাত্ত্বিকা মুক্তিদাঃ শুভাঃ॥ চ্যাবনং যাজ্ঞবল্ক্যঞ্চ আত্রেয়ং দাক্ষমেব চ। কাত্যায়নং বৈষ্ণবঞ্চ রাজসাঃ স্বর্গদা মতাঃ॥ গৌতমং বার্হস্পত্যঞ্চ সংবর্ত্তঞ্চ যমং স্মৃতম্। শঙ্খ চৌশনসং দেবি তামসা নিরয়প্রদাঃ॥

বেদে যে সকল হোম-যজ্ঞাদি কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাই শ্রৌত কর্ম্ম এবং ধর্ম্মশাস্ত্রে দেব-পূজার্চ্চ-নাদি বিষয়ক যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা আছে, তাহাই স্মার্ত্ত কর্ম্ম। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ দ্বিজগণের শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ব্যবস্থানুগত কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা; শ্রুতিস্মৃতিসদাচারবিহিতং কর্ম্ম কেবলম্। সেবিতব্যং চতুর্ব্বর্ণৈ-র্ভক্তিতঃ কেশবং সদা॥ পদ্মপুরাণ।

বিভক্তাঞ্চ বক্ষ্যতি "কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যেবং সাঙ্খ্যবুদ্ধিং যোগবুদ্ধিঞ্চাশ্রিত্য দ্বে নিষ্ঠে বিভক্তে ভগবতৈবোক্তে, জ্ঞানকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃত্বাকর্ত্তৃত্বৈকত্বানেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়য়োরেকপুরুষাশ্রয়ত্বাসম্ভবং পশ্যতা। যথৈতদ্বিভাগবচনং তথৈব দর্শিতং শাতপথীয়ে ব্রাহ্মণে, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তো ব্রাহ্মণাঃ প্রব্রজন্তি" ইতি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসং বিধায় তচ্ছেষেণ কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মায়ং লোকঃ" ইতি। তত্রৈব চ "প্রাগ্দারপরিগ্রহাৎ পুরুষশ্চাত্মা প্রাকৃতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসোত্তরকালং লোকত্রয়সাধনং পুত্রং দ্বিপ্রকারঞ্চ বিত্তং মানুষ্যং দৈবঞ্চ, তত্র মানুষ্যং বিত্তং কর্ম্মরূপং পিতৃলোকপ্রাপ্তিসাধনং, বিদ্যাঞ্চ দৈবং বিত্তং দেবলোকপ্রাপ্তিসাধনং, সোঽকাময়ত" ইতি। অবিদ্যাকামবত এব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি শ্রৌতাদীনি দর্শিতানি, "তেভ্যো ব্যুত্থায় প্রব্রজন্তি" ইতি ব্যুত্থানমাত্মানমেব * লোকমিচ্ছতোঽকামস্য বিহিতম্। তদেতদ্বিভাগবচনমনুপপন্নং স্যাৎ, যদি শ্রৌতকর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতঃ স্যাদ্ভগবতঃ।

ন চ অর্জ্জুনস্য প্রশ্ন উপপন্নো ভবতি "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিঃ। একপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবং বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তং কথমর্জ্জুনোঽশ্রুতং বুদ্ধেশ্চ কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং ভগবত্যধ্যারোপয়েৎ, মৃষৈব "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" ইতি। কিঞ্চ যদি বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সর্ব্বেষাং সমুচ্চয় উক্তঃ স্যাৎ অর্জ্জুনস্যাপি স উক্ত এবেতি, "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্" ইতি কথমুভয়োরুপদেশে সত্যন্যতরবিষয় এব প্রশ্নঃ স্যাৎ। ন হি পিত্তপ্রশমনার্থিনো বৈদ্যেন মধুরং শীতলঞ্চ ভোক্তব্যমিত্যুপদিষ্টে তয়োরন্যতরং পিত্তপ্রশমনকারণং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ সম্ভবতি। অথার্জ্জুনস্য ভগবদুক্তবচনার্থবিবেকানবধারণনিমিত্তঃ প্রশ্নঃ কল্প্যেত, তথাপি ভগবতা প্রশ্নানুরূপং প্রতিবচনং দেয়ং, "ময়া বুদ্ধিকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় উক্তঃ কিমর্থমিত্থং ত্বং ভ্রান্তোঽসি" ইতি। ন তু পুনঃ প্রতিবচনমননুরূপং, পৃষ্টাদন্যদেব। "দ্বে নিষ্ঠে ময়া পুরা প্রোক্তে" ইতি বক্তুং যুক্তম্। নাপি স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে বিভাগবচনাদিসর্ব্বমুপপন্নম্। কিঞ্চ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং স্মার্ত্তং কর্ম্ম স্বধর্ম্ম ইতি জানতঃ "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি" ইত্যুপালম্ভোঽনুপপন্নঃ। তস্মাৎ গীতাশাস্ত্রে ঈষন্মাত্রেণাপি শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণাত্মজ্ঞানস্য সমুচ্চয়ো ন কেনচিদ্দর্শয়িতুং শক্যঃ।

যস্য ত্বজ্ঞানাদ্রাগাদিদোষতো বা কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যজ্ঞেন দানেন তপসা বা বিশুদ্ধসত্ত্বস্য জ্ঞানমুৎপন্নং পরমার্থতত্ত্ববিষয়মেকমেবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মাকর্ত্তৃ চেতি তস্য কর্ম্মণি কর্ম্মপ্রয়োজনে চ নিবৃত্তেঽপি লোকসংগ্রহার্থং যত্নপূর্ব্বং যথাপ্রবৃত্তি তথৈব কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য যৎ প্রবৃত্তিরূপং দৃশ্যতে ন তৎ কর্ম্ম, যেন বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ, যথা ভগবতো বাসুদেবস্য ক্ষত্রধর্ম্মং চেষ্টিতং ন জ্ঞানেন সমুচ্চীয়তে পুরুষার্থসিদ্ধয়ে, তদ্বৎ তৎফলাভিসন্ধ্যহঙ্কারাভাবস্য তুল্যত্বাৎ বিদুষঃ। তত্ত্ববিন্নাহং করোমীতি মন্যতে, ন চ তৎফলমভিসন্ধত্তে, যথা চ স্বর্গাদিকামার্থিনোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মানুষ্ঠানায়াহিতাগ্নেঃ কাম্য এবাগ্নিহোত্রাদৌ প্রবৃত্তস্য সকামীকৃতে বিনষ্টেঽপি কামে

ব্যুত্থানম্।—সমাধিপারণম্ ইতি হেমচন্দ্রঃ।

তদেবাগ্নিহোত্রাদ্যনুতিষ্ঠতোঽপি ন তৎ কাম্যমগ্নিহোত্রাদি ভাতি তথা চ দর্শয়তি ভগবান্। "কুর্ব্বন্নপি ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি। অত্র যচ্চ "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতং," "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি, তত্তু প্রবিভজ্যং বিজ্ঞেয়ম্। তৎ কথম্? যদি তাবৎ পূর্ব্বে জনকাদয়ঃ তত্ত্ববিদোঽপি প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুস্তে লোকসংগ্রহার্থং "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি জ্ঞানেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। কর্ম্মসন্ন্যাসে প্রাপ্তেঽপি কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ন কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃতবন্ত ইত্যেষোঽর্থঃ। অথ ন তে তত্ত্ববিদ ঈশ্বরসমর্পিতেন কর্ম্মণা সাধনভূতেন সংসিদ্ধিং সত্ত্বশুদ্ধিং জ্ঞানোৎপত্তিলক্ষণাং বা সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয় ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। এতমেবার্থং বক্ষ্যতি ভগবান্ সত্ত্বশুদ্ধয়ে কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি, "স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ" ইত্যুক্ত্বা সিদ্ধিপ্রাপ্তস্য চ পুনর্জ্ঞাননিষ্ঠাং বক্ষ্যতি "সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্গীতাসু কেবলাদেব তত্ত্বজ্ঞানান্মোক্ষপ্রাপ্তিঃ ন কর্ম্মসমুচ্চিতাদিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। যথা চায়মর্থস্তথা প্রকরণশো বিভজ্য তত্র তত্র দর্শয়িষ্যামঃ।

তত্রৈবংধর্ম্মসংমূঢ়চেতসোমিথ্যাজ্ঞানবতো মহতি শোকসাগরে নিমগ্নার্জ্জুনস্যান্যত্রাত্মজ্ঞানাদুদ্ধরণমপশ্যন্ ভগবান্ বাসুদেবস্ততঃ কৃপয়ার্জ্জুনমুদ্দিধারয়িষুরাত্মজ্ঞানায়াবতারয়ন্নাহ অশোচ্যানিত্যাদি। ন শোচ্যা অশোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ সদ্বৃত্তত্বাৎ পরমার্থরূপেণ চ নিত্যত্বাৎ, তানশোচ্যান্ অন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি, তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তমহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনা ইতি, ত্বং প্রজ্ঞাবতাং বুদ্ধিমতাং বাদাংশ্চ বচনানি চ ভাষসে। তদেতন্মৌঢ্যং পাণ্ডিত্যবিরুদ্ধমাত্মনি দর্শয়সুন্মত্ত ইবেত্যভিপ্রায়ঃ। যস্মাদ্গতাসূন্ গতপ্রাণান্ মৃতান্, অগতাসূনগতপ্রাণান্ জীবতশ্চ ন অনুশোচন্তি, পণ্ডিতাঃ আত্মজ্ঞাঃ, পণ্ডা আত্মবিষয়া বুদ্ধির্যেষাং, তে হি পণ্ডিতাঃ, "পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য" ইতি শ্রুতেঃ। পরমার্থতস্তু নিত্যানশোচ্যানন্বশোচস্ততো মূঢ়োঽসীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—তদেব বচনমুদাহরতি শ্রীভগবানিতি। অতীতসন্দর্ভস্তেথমক্ষরোত্থমর্থং বিবক্ষিত্বা তস্মিন্নেব বাক্যবিভাগমবগময়তি দৃষ্ট্বা স্থিতি। "ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে" ইত্যাদিরাদ্যশ্লোকস্তাবদেকং বাক্যং শাস্ত্রস্য কথাসম্বন্ধপরত্বেন পর্য্যবসানাৎ। "দৃষ্ট্বা" ইত্যারভ্য যাবৎ "তূষ্ণীং বভূব হ" ইতি তাবচ্চৈকং বাক্যং, ইত আরভ্য ইদং বচ ইত্যেতদন্তো গ্রন্থো ভবত্যপরং বাক্যমিতি বিভাগঃ। নন্বাদ্যশ্লোকস্য যুক্তমেকবাক্যত্বং প্রকৃতশাস্ত্রস্য মহাভারতেঽবতারদ্যোতিতত্বাদস্তিবস্যাপি সম্ভবত্যেকবাক্যত্বমর্জ্জুনাখ্যাসার্থতয়া প্রবৃত্তত্বাৎ, তন্মধ্যমস্য তু কথমেকবাক্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যার্থৈকত্বাদিত্যাহ প্রাণিনামিতি। শোকো মানসন্তাপঃ, মোহো বিবেকাভাবঃ, আদিশব্দস্তদবান্তরভেদার্থঃ, স এব সংসারস্য দুঃখাত্মনো বীজভূতো দোষস্তয়োস্তবে কারণমহঙ্কারো মমকারস্তদ্ধেতুরবিদ্যা চ তৎপ্রদর্শনার্থত্বেনেতি যোজনা। সংগৃহীতমর্থং বিবৃণোতি তথাহীতি। রাজ্যং রাজ্ঞঃ কর্ম্ম পরিপালনাদি, পূজার্হা গুরবো দ্রোণাদয়ঃ, পুত্রাঃ স্নেহেনোৎপাদিতাঃ সৌভদ্রাদয়ঃ, সম্বন্ধান্তরমন্তরেণ স্নেহগোচরা শ্বশুরপুত্রপ্রভৃতয়ো স্নিগ্ধশব্দেনোচ্যন্তে, উপকারনিরপেক্ষতয়া স্বয়মুপকারিণো হৃদয়ানুরাগভাজো

ভগবৎপ্রমুখাঃ সুহৃদঃ, স্বজনা জ্ঞাতয়ো দুর্য্যোধনাদয়ঃ, সম্বন্ধিনঃ শ্বশুরশ্যালপ্রভৃতয়ো দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ, পরম্পরয়া পিতৃপিতামহাদিষনুরাগতাস্তো রাজানো বান্ধবাঃ, তেষু যথোক্তং প্রত্যয়ং নিমিত্তীকৃত্য যঃ স্নেহো যশ্চ তৈঃ সহ বিচ্ছেদো যচ্চৈতেষামুপঘাতে পাতকং, যা চ লোকগর্হা সর্ব্বং তন্নিমিত্তং, যয়োরাত্মনঃ শোকমোহয়োস্তাবেতৌ সংসারবীজভূতৌ কথমিত্যাদিনা দর্শিতাবিত্যর্থঃ। কথং পুনরনয়োঃ সংসারবীজয়োরর্জ্জুনে সম্ভাবনা উপপদ্যতে, ন হি প্রথিতমহামহিম্নো বিবেকবিজ্ঞানবতঃ স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তস্য তস্য শোকমোহাবনর্থহেতু সম্ভাবিতাবিত্যাশঙ্ক্য বিবেকতিরস্কারেণ তয়োর্বিহিতাকরণ-প্রতিষিদ্ধাচরণকারণত্বাদনর্থাধায়কয়োরস্তি তস্মিন্ সম্ভাবনেত্যাহ শোকমোহাভ্যামিতি। ভিক্ষয়া জীবনং প্রাণধারণম্, আদিশব্দাদশেষকর্ম্মসন্ন্যাসলক্ষণং পারিব্রাজ্যমাত্মাভিধ্যানমিত্যাদি গৃহ্যতে। কিঞ্চার্জ্জুনে দৃশ্যমানৌ শোকমোহৌ সংসারবীজং শোকমোহত্বাদস্মদাদিনিষ্ঠশোকমোহবদিত্যুপলব্ধৌ শোকমোহৌ প্রত্যেকং পক্ষীকৃত্যানুমতিব্যমিত্যাহ তথাচেতি। শোকমোহাদীত্যাদিশব্দেন মিথ্যাভিমানস্নেহগর্হাদয়ো গৃহ্যন্তে স্বভাবতশ্চিত্তদোষসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। অস্মদাদীনামপি স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তানাং বিহিতাকরণত্বাদ্যভাবান্ন শোকাদেঃ সংসারবীজতেতি দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবিকলতেতি চেৎ তত্রাহ স্বধর্ম্ম ইতি। কামাদীনামিত্যাদিশব্দাদবশিষ্টানীন্দ্রিয়াণ্যাদীয়ন্তে ফলাভিসন্ধিস্তদ্বিষয়েঽভিলাষঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানোঽহঙ্কারঃ। প্রাগুক্তপ্রকারেণ রাগাদিব্যাপারে সতি কিং সিধ্যতি তত্রাহ তত্রেতি। শুভকর্ম্মানুষ্ঠানেন ধর্ম্মোপচয়াদিষ্টং দেবাদিজন্ম ততঃ সুখপ্রাপ্তিঃ, অশুভকর্ম্মানুষ্ঠানেনাধর্ম্মোপচয়াদনিষ্টং তির্য্যগাদিজন্ম ততো দুঃখপ্রাপ্তিঃ, ব্যামিশ্রকর্ম্মানুষ্ঠানাদুভাভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাভ্যাং মনুষ্যজন্ম ততঃ সুখদুঃখে ভবতঃ, এবমাত্মকঃ সংসারঃ সন্ততো বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্যাস্যৈষাঞ্চ শোকমোহয়োঃ সংসারবীজত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি ইত্যত ইতি। তদেবং প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়াধ্যায়ৈকদেশসহিতস্যাত্মজ্ঞানোত্থনিবর্ত্তনীয়শোকমোহাখ্যসংসারবীজপ্রদর্শনপরত্বং দর্শয়িত্বা বক্ষ্যমাণসন্দর্ভস্য সহেতুসংসারনিবর্ত্তকসম্যগ্জ্ঞানোপদেশে তাৎপর্য্যং দর্শয়তি তয়োশ্চেতি। তদযথোক্তং জ্ঞানং তমুপদিদিক্ষুরুপদেষ্টুমিচ্ছন্ ভগবানাহেতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বলোকানুগ্রহার্থং যথোক্তং জ্ঞানং ভগবানুপদিদিক্ষতীত্যযুক্তমর্জ্জুনং প্রত্যেবোপদেশাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্জ্জুনমিতি। নহি তস্যামবস্থায়ামর্জ্জুনস্য ভগবতো যথোক্তং জ্ঞানমুপদেষ্টুমিষ্টং, কিন্তু স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাদ্বুদ্ধিশুদ্ধ্যুত্তরকালমিত্যভিপ্রেত্যোক্তং নিমিত্তীকৃত্যেতি।

সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাদেব কেবলাৎ কৈবল্যপ্রাপ্তিরিতি গীতাশাস্ত্রার্থঃ স্বাভিপ্রেতো ব্যাখ্যাতঃ, সম্প্রতি বৃত্তিকৃতামভিপ্রেতং নিরসিতুমনুবদতি অত্রেতি। নির্দ্ধারিতঃ শাস্ত্রার্থঃ সতি মুমুক্ষয়া পরামৃশ্যতে। তেষামুক্তিমেব বিবৃণ্বাদৌ সৈদ্ধান্তিকমভ্যুপগমং প্রত্যাদিশতি সর্ব্বকর্ম্মেতি। বৈদিকেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ং ব্যুদসিতুং মাত্রপদং স্মার্ত্তেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ং নিরসিতুমবধারণম্। অভ্যাসসম্বন্ধং ধুনীতে কেবলাদিতি। নৈবেত্যেবকারঃ সম্বধ্যতে। কেন তর্হি প্রকারেণ জ্ঞানং কৈবল্যপ্রাপ্তিকারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ কিং তর্হীতি। কিং তত্র প্রমাণকমিত্যাশঙ্ক্য ইদমেব শাস্ত্রমিত্যাহ ইতি সর্ব্বাস্বিতি। যথা প্রযাজানুযাজাদ্যুপকৃতমেব দর্শপূর্ণ-

মাসাদি * স্বর্গসাধনং তথা শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মোপকৃতমেব ব্রহ্মজ্ঞানং কৈবল্যং সাধয়তি। বিমতং সেতিকর্ত্তব্যতাকমেব স্বফলসাধকং কারণত্বাদ্দর্শপূর্ণমাসাদিবৎ, তদেবং জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়পরং শাস্ত্রমিত্যর্থঃ, ইতি পদমাহরিত্যনেন পূর্ব্বেণ সম্বধ্যতে। পৌর্ব্বাপর্য্যপর্য্যালোচনায়াং শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বং ন নির্দ্ধারিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাপকঞ্চেতি। ন কেবলং জ্ঞানং মুক্তিহেতুরপি তু সমুচ্চিতমিত্যস্যার্থস্য স্বধর্ম্মানমুষ্ঠানে পাপপ্রাপ্তিবচনসামর্থ্যলক্ষণং লিঙ্গং গমকমিত্যর্থঃ। শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বে লিঙ্গবদ্বাক্যমপি প্রমাণমিত্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তত্রৈব বাক্যান্তরমুদাহরতি কুরু কর্ম্মেতি। নমু "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদিনা প্রতিবিদ্ধত্বেন হিংসাদেরনর্থহেতুত্বাবগমাৎ তদুপেতং বৈদিকং কর্ম্মাধর্ম্মায়েতি নানুষ্ঠাতুং শক্যতে, তথা চ তস্য সাপেক্ষ্যজ্ঞানেন সমুচ্চয়ো ন সিধ্যতীতি সাঙ্খ্যমতমাশঙ্ক্য পরিহরতি হিংসাদীতি। আদিশব্দাদুচ্ছিষ্টভক্ষণং গৃহ্যতে। যথোক্তশঙ্কা ন কর্ত্তব্যেত্যত্রাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং হেতুমাহ কথমিত্যাদিনা। স্বশব্দেন ক্ষত্রিয়ো বিবক্ষ্যতে। যুদ্ধাকরণে ক্ষত্রিয়স্য প্রত্যবায়শ্রবণাৎ তস্য তং প্রতি নিত্যত্বেনাবশ্যকর্ত্তব্যত্ব-প্রতীতেগুর্ব্বাদিহিংসাযুক্তমতিক্রূরমপি কর্ম্ম নাধর্ম্মায়েতি হেত্বন্তরমাহ তদকরণে চেতি। আচার্য্যাদিহিংসাযুক্তমতিক্রূরমপি যুদ্ধং নাধর্ম্মায়েতি ব্রুবতা ভগবতা শ্রৌতানাং হিংসাদি-যুক্তামপি কর্ম্মণাং দূরতো নাধর্ম্মত্বমিতি স্পষ্টমুপদিষ্টং ভবতি,সামান্যশাস্ত্রস্য ব্যর্থহিংসানিষেধার্থত্বাৎ, ক্রতুবিষয়ে চোদিতহিংসায়াস্তদবিষয়ত্বাৎ কুতো বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানানুপপত্তিরিত্যর্থঃ, জ্ঞানকর্ম্ম-সমুচ্চয়াৎ কৈবল্যসিদ্ধিরিত্যুপসংহর্ত্তুমিতিশব্দঃ।

যং তাবদ্ব্রহ্মজ্ঞানং সেতিকর্ত্তব্যতাকং স্বফলসাধকং করণত্বাদিতি অনুমানং তদ্দূষয়তি তদসদিতি। ন হি শুক্তিকাদিজ্ঞানমজ্ঞাননিবৃত্তৌ স্বফলে সহকারি কিঞ্চিদপেক্ষতে তথা চ, ব্যভিচারাদসাধকং করণত্বমিত্যর্থঃ। যত্তু গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চয়স্যৈব প্রতিপাদ্যতেতি প্রতিজ্ঞাতং, তদপি বিভাগবচনবিরুদ্ধমিত্যাহ জ্ঞানেতি। সাঙ্খ্যবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিশ্চেতি বুদ্ধিদ্বয়ম্। তত্র সাঙ্খ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়ং জ্ঞাননিষ্ঠাং ব্যাখ্যাতুং সাঙ্খ্যশব্দার্থমাহ অশোচ্যানিত্যাদিনা ইতি। অশোচ্যানিত্যাদিনা স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেত্যেতদন্তং বাক্যং যাবত্তুবিষ্যাতি তাবতা গ্রন্থেন যৎ পরমার্থভূতমাত্মতত্ত্বং ভগবতা নিরূপিতং তদ্যথা সম্যক্ ব্যাখ্যায়তে প্রকাশ্যতে স্ম বৈদিকী

* দর্শপৌর্ণমাস।—বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। ইহা যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য। যথা; "পক্ষান্তা উপবস্তব্যাঃ পক্ষাদয়ো-ঽভিযষ্টব্যাঃ।" গোভিল গৃহ্যসূত্র। ১ প্রপাঠক। ৫ খণ্ড। ৫ সূত্র। "যাবজ্জীবং সর্ব্বেষামেব মাসানাং 'পক্ষান্তাঃ' অমাবাস্যাঃ পূর্ণিমাশ্চ 'উপবস্তব্যাঃ' তাসু উপবাসঃ কার্য্যঃ। কিঞ্চ "পক্ষাদয়ঃ" কৃষ্ণানাং শুক্লানাঞ্চ সর্ব্বেষামেব পক্ষাণামাদিভূতাঃ প্রতিপদঃ 'অভিযষ্টব্যাঃ' তাসু বক্ষ্যমাণলক্ষণো যাগঃ কার্য্যঃ।" যাবজ্জীবন, প্রতিমাসেরই পক্ষান্তে অর্থাৎ অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে উপবাস করিবে এবং প্রতিমাসেরই পক্ষাদিতে অর্থাৎ শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় প্রতিপদেই যাগ করিবে।—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

সম্যগ্ বুদ্ধিঃ সঙ্খ্যা তয়া প্রকাশ্যত্বেন সম্বন্ধি প্রকৃতং তত্ত্বং সাঙ্খ্যমিত্যর্থঃ। সাঙ্খ্যশব্দার্থমুক্ত্বা তৎপ্রকাশিকাং বুদ্ধিং তদ্বতশ্চ সাঙ্খ্যান্ ব্যাকরোতি তদ্বিষয়েতি। তদ্বিষয়া বুদ্ধিঃ সাঙ্খ্যবুদ্ধিরিতি সম্বন্ধঃ। তামেব প্রকটয়তি আত্মন ইতি। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিপ্রকরণার্থনিরূপণদ্বারেণাত্মনঃ ষড়্ভাবানিতি বিক্রিয়াসম্ভবাৎ, কূটস্থোঽসাবিতি যা বুদ্ধিরুৎপদ্যতে সা সাঙ্খ্যবুদ্ধিঃ, তৎপরাঃ সন্ন্যাসিনঃ সাঙ্খ্যা ইত্যর্থঃ। সম্প্রতি যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়াং কর্ম্মনিষ্ঠাং ব্যাখ্যাতুকামো যোগশব্দার্থমাহ এতস্যা ইতি। যথোক্তবুদ্ধ্যুৎপত্তৌ বিরোধাদেবানুষ্ঠানাযোগাৎ তস্যাস্তন্নিবর্ত্তকত্বাৎ পূর্ব্বমেব তদুৎপত্তেরাত্মনশ্চ দেহাদিব্যতিরিক্তত্বাপেক্ষয়া ধর্ম্মাধর্ম্মং নিষ্কৃষ্য তেনেশ্বরারাধনরূপেণ কর্ম্মণা পুরুষো মোক্ষায় যুজ্যতে যোগ্যঃ সম্পদ্যতে, তেন মোক্ষসিদ্ধয়ে পরম্পরয়া সাধনীভূতপ্রাগুক্তধর্ম্মানুষ্ঠানাত্মকো যোগ ইত্যর্থঃ। অথ যোগবুদ্ধিং বিভজন্ যোগিনো বিভজতে তদ্বিষয়েতি। উক্তে বুদ্ধিদ্বয়ে ভগবতোঽভিমতং দর্শয়তি তথাচেতি। সাঙ্খ্যবুদ্ধ্যাশ্রয়া জ্ঞাননিষ্ঠেত্যেতদপি ভগবতোঽভিমতমিত্যাহ তয়োশ্চেতি। জ্ঞানমেব যোগো জ্ঞানযোগস্তেন হি ব্রহ্মণা যুজ্যতে তাদাত্ম্যমাপদ্যতে তেন সন্ন্যাসিনাং নিষ্ঠা নিশ্চয়েন স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণ পরিসমাপ্তিস্তাং কর্ম্মনিষ্ঠাতো ব্যতিরিক্তাং নিষ্ঠয়োর্ম্মধ্যে নিষ্কৃষ্য ভগবান্ বক্ষ্যতীতি যোজনা। "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাম্" ইত্যেতদ্বাক্যমুক্তার্থবিষয়মর্থতোঽনুবদতি পুরেতি। যোগবুদ্ধ্যাশ্রয়া কর্ম্মনিষ্ঠেত্যত্রাপি ভগবদনুমতিমাদর্শয়তি তথাচেতি। কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগস্তেন হি বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুজ্ঞানায় পুমান্ যুজ্যতে তেন নিষ্ঠাং কর্ম্মিণাং জ্ঞাননিষ্ঠাতো বিলক্ষণাং "কর্ম্মযোগেন" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ভগবানিতি যোজনা। নিষ্ঠাদ্বয়ং বুদ্ধিদ্বয়াশ্রয়ং ভগবতা বিভজ্যোক্তমুপসংহরতি এবমিতি। কয়া পুনরনুপপত্ত্যা ভগবতা নিষ্ঠাদ্বয়ং বিভজ্যোক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানকর্ম্মণোরিতি। কর্ম্ম হি কর্ত্তৃত্বাদ্যনেকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়ং, জ্ঞানং পুনরকর্ত্তৃত্বৈকত্ববুদ্ধ্যাশ্রয়ং তদুভয়মিত্থং বিরুদ্ধসাধনসাধ্যত্বান্নৈকাবস্থস্যৈব পুরুষস্য সম্ভবত্যতো যুক্তমেব তয়োর্বিভাগবচনমিত্যর্থঃ। ভগবদুক্তবিভাগবচনস্য মূলত্বেন শ্রুতিমুদাহরতি যথেতি। তত্র জ্ঞাননিষ্ঠাবিষয়ং বাক্যং পঠতি এতমেবেতি। প্রকৃতমাত্মানং নিত্যশুদ্ধতৃপ্তিস্বভাবং বেদিতুমিচ্ছন্তস্ত্রিবিধেঽপি কর্ম্মফলে বৈতৃষ্ণ্যভাজঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভবন্তীতি পঞ্চমলকারস্বীকারেণ সন্ন্যাসবিধিং বিবক্ষিত্বা, তস্যৈব বিধেঃ শেষেণার্থবাদেন কিং প্রজয়েত্যাদিনা মোক্ষফলং জ্ঞানমুক্তমিত্যর্থঃ। নন্বু ফলাভাবাৎ প্রজাক্ষেপো নোপপদ্যতে পুত্রেণৈতল্লোকজয়স্য বাক্যান্তরসিদ্ধত্বাদিত্যাশঙ্ক্য বিদুষাং প্রজাসাধ্যমনুষ্যলোকস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবাদাত্মনশ্চাসাধ্যত্বাদাক্ষেপো যুক্তিমানিতি বিবক্ষিত্বাহ যেষামিতি। ইতিজ্ঞানং দর্শিতমিতি শেষঃ। তস্মিন্নেব ব্রাহ্মণে কর্ম্মনিষ্ঠাবাক্যং দর্শয়তি তত্রৈবেতি। প্রাকৃতত্বমতত্ত্বদর্শিত্বেনাজ্ঞত্বং, সচ ব্রহ্মচারী সন্ গুরুসমীপে যথাবিধি বেদমধীত্যার্থজ্ঞানার্থং ধর্ম্মজিজ্ঞাসাং কৃত্বা তদুত্তরকালং লোকত্রয়প্রাপ্তিসাধনং পুত্রাদিত্রয়ং "সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাৎ" (বৃহদারণ্যক শ্রুতি। ১।৪।১৭।) ইত্যাদিনা কামিতবানিতি শ্রুতমিত্যর্থঃ। বিত্তং বিভজতে দ্বিপ্রকারমিতি। তদেব প্রকারদ্বৈরূপ্যমাহ মানুষ্যমিতি। মানুষাৎ বিত্তং ব্যাচষ্টে

কর্ম্মরূপমিতি। তস্য ফলপর্য্যবসায়িত্বমাহ পিতৃলোকেতি। দৈবং বিত্তং বিভজতে বিদ্যাঞ্চেতি। তস্যাপি ফলনিষ্ঠত্বমাহ দেবেতি। কর্ম্মনিষ্ঠাবিষয়ত্বেনোদাহৃতশ্রুতেস্তাৎপর্য্যমাহ অবিদ্যেতি। অজ্ঞস্য কামনাবিশিষ্টস্যৈব কর্ম্মাণি "সোঽকাময়ত" ইত্যাদিনা দর্শিতানীত্যর্থঃ। জ্ঞাননিষ্ঠা-বিষয়ত্বেন দর্শিতশ্রুতেরপি তাৎপর্য্যং দর্শয়তি তেভ্য ইতি। কর্ম্মসু বিরক্তস্যৈব সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাগুদাহৃতশ্রুত্যা দর্শিতেত্যর্থঃ অবস্থাভেদেন জ্ঞানকর্ম্মণোর্ভিন্নাধিকারত্বস্য শ্রুতত্বাৎ তন্মূলেন ভগবতো বিভাগবচনেন শাস্ত্রস্য সমুচ্চয়পরত্বপ্রতিজ্ঞাতমপবারিতমিতি সাধিতম্। কিঞ্চ সমুচ্চয়জ্ঞানস্য শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন বা কর্ম্মণা বিবক্ষ্যতে যদি প্রথমং তত্রাহ তদেতদিতি।

সমুচ্চয়েঽভিপ্রেতে প্রশ্নানুপপত্তিং দোষান্তরমাহ নচেতি। তামেবানুপপত্তিং প্রকটয়তি একপুরুষেতি। যদি সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ভগবতা বিবক্ষিতস্তদা জ্ঞানকর্ম্মণোরেকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বমেব তেনোক্তমর্জ্জুনেন চ শ্রুতং তৎ কথং তদসম্ভবমনুক্তমশ্রুতঞ্চ মিথ্যৈব শ্রোতা ভগবত্যারোপয়েৎ, ন চ তদারোপাদৃতে কিমিতি মাং কর্ম্মণোবাতিক্রূরে যুদ্ধলক্ষণে নিয়োজয়সি ইতি প্রশ্নোঽবকল্পতে, তথা চ প্রশ্নালোচনয়া প্রষ্টৃ-প্রতিবক্ত্রোঃ শাস্ত্রার্থতয়া সমুচ্চয়োঽভিপ্রেতো ন ভবতীতি প্রতিভাতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ সমুচ্চয়পক্ষে কর্ম্মাপেক্ষয়া বুদ্ধের্জ্যায়স্ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমনুক্তমর্জ্জুনেন চাশ্রুতং কথমসৌ তস্মিন্নারোপয়িতুমর্হতি ততশ্চানুবাদবচনং শ্রোতুরনুচিতমিত্যাহ বুদ্ধেশ্চেতি। ইতশ্চ সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ন সম্ভবত্যন্যথা পঞ্চমাদাবর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেরিত্যাহ কিঞ্চেতি। নমু সর্ব্বান্ প্রত্যুক্তোঽপি সমুচ্চয়েনার্জ্জুনং প্রত্যুক্তোঽসাবিতি তদীয়প্রশ্নোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। এতয়োঃ কর্ম্মত্যাগয়োরিতি যাবৎ। নমু কর্ম্মাপেক্ষয়া কর্ম্মত্যাগপূর্ব্বকস্য জ্ঞানস্য প্রাধান্যাৎ তস্য শ্রেয়স্ত্বাৎ তদ্বিষয়প্রশ্নোপপত্তিরিতি চেন্নেত্যাহ নহীতি। তথৈব সমুচ্চয়ে পুরুষার্থসাধনে ভগবতা দর্শিতে সত্যন্যতরগোচরো ন প্রশ্নো ভবতীতি শেষঃ। সমুচ্চয়ে ভগবতোক্তেঽপি তদজ্ঞানাদর্জ্জুনস্য প্রশ্নোপপত্তিরিতি শঙ্কতে অথেতি। অজ্ঞাননিমিত্তাং প্রশ্নমঙ্গীকৃত্যাপি প্রত্যাচষ্টে তথাপীতি। ভগবতো ভ্রান্ত্যভাবেন পূর্ব্বাপরানুসন্ধানসম্ভবাদিত্যর্থঃ। প্রশ্নানুরূপত্বমেব প্রতিবচনস্য প্রকটয়তি ময়েতি। ব্যাবর্ত্ত্যমংশনাদর্শয়তি নত্বিতি। প্রতিবচনস্য প্রশ্নানমুরূপত্বমেব স্পষ্টয়তি পৃষ্টাদিতি। শ্রৌতেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়ো জ্ঞানস্যেতি পক্ষং প্রতিক্ষিপ্য পক্ষান্তরং প্রতিক্ষিপতি নাপীতি। শ্রুতি-স্মৃত্যোর্জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিভাগবচনমাদিশব্দগৃহীতং বুদ্ধের্জ্যায়স্ত্বং পঞ্চমাদৌ প্রশ্নো ভগবৎপ্রতিবচনং সর্ব্বমিদং শ্রৌতেনেব স্মার্ত্তেনাপি কর্ম্মণা বুদ্ধেঃ সমুচ্চয়ে বিরুদ্ধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়পক্ষাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। সমুচ্চয়পক্ষে প্রশ্ন-প্রতিবচনয়োরসম্ভবান্নেদং গীতাশাস্ত্রং তৎপরমিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি। বিশুদ্ধব্রহ্মাত্মজ্ঞানং স্বফলসিদ্ধৌ ন সহকারিসাপেক্ষমজ্ঞাননিবৃত্তিফলত্বাদ্রজতাদিতত্ত্বজ্ঞানবৎ। অথবা বন্ধঃ সহায়ানপেক্ষেণ জ্ঞানেন নিবর্ত্ত্যতে অজ্ঞানাত্মকত্বাৎ রজ্জুসর্পাদিবদিতি ভাবঃ।

নমু "কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ কথং গীতাশাস্ত্রে

সমুচ্চয়ো নাস্তি তত্রাহ যস্ত ত্বিতি। চোদনাসূত্রানুসারেণ বিধিতোঽনুষ্ঠেয়স্য কর্ম্মণো ধর্ম্মত্বা-ব্যাপারমাত্রস্য তথাত্বাভাবাৎ তত্ত্ববিদশ্চ বর্ণাশ্রমাভিমানশূন্যস্যাধিকারপ্রতিপত্ত্যভাবাদ্বাগাদি প্রবৃত্তীনামবিদ্যালেশতো জায়মানানাং কর্ম্মাভাসত্বাৎ, "কুর্য্যাদ্বিদ্বান্" ইত্যাদি বাক্যং ন সমুচ্চয়-প্রাপকমিতি ভাবঃ। বাশব্দশ্চার্থে, দ্বিতীয়স্তু বিবিদিষাবাক্যস্থসাধনান্তরসংগ্রহার্থঃ। সাংসারিকং জ্ঞানং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থেতি। তদেবাভিনয়তি একমিতি। প্রবৃত্তি-রূপমিতি রূপগ্রহণমাভাসত্বপ্রদর্শনার্থং, কর্ম্মাভাসসমুচ্চয়স্ত যাদৃচ্ছিকত্বান্ন মোক্ষং ফলয়-তীতি শেষঃ। কিঞ্চ জ্ঞানিনো বাগাদিপ্রবৃত্তির্ন জ্ঞানেন তৎফলেন সমুচ্চীয়তে ফলাভি-সন্ধিবিকলপ্রবৃত্তিত্বাদহঙ্কারবিধুরপ্রবৃত্তিত্বাদ্বা ভগবৎপ্রবৃত্তিবদিত্যাহ যথেতি। হেতুদ্বয়স্যা-সিদ্ধিমাশঙ্ক্য পরিহরতি তত্ত্ববিদিতি। কূটস্থং ব্রহ্মৈবাহমিতি মন্বানো বিদ্বান্ প্রবৃত্তিং তৎফলং বা নৈব স্বগতত্বেন পশ্যতি রূপাদিবদ্দৃশ্যদ্রষ্টৃধর্ম্মত্বাযোগাৎ, কিন্তু কার্য্যকারণ-সংঘাতত্বেনৈব প্রবৃত্ত্যাদি প্রতিপদ্যতে ততস্তত্ত্ববিদো ব্যাখ্যানভিক্ষাটনাদৌ অহঙ্কারস্য তৃপ্ত্যাদিফলাভিসন্ধেশ্চাভাসত্বান্নাসিদ্ধং হেতুদ্বয়মিত্যর্থঃ। নমু জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিবোত্তর-কালেঽপি প্রতিনিয়তপ্রবৃত্ত্যাদিদর্শনান্ন তত্ত্বদর্শিনিষ্ঠপ্রবৃত্ত্যাদেরাভাসত্বমিতি তত্রাহ যথা চেতি। স্বর্গাদিরেব কাম্যমানত্বাৎ কামস্তদর্থিনঃ স্বর্গাদিকামস্যাগ্নিহোত্রাদেরপেক্ষিতস্বর্গাদিসাধন-স্যানুষ্ঠানার্থমগ্নিমাধায় ব্যবস্থিতস্য তস্মিন্নেব কাম্যে কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্যার্দ্ধকৃতে কেনাপি হেতুনা কামে বিনষ্টে তদেবাগ্নিহোত্রাদি নির্ব্বর্ত্তয়তো ন তৎ কাম্যং ভবতি নিত্যকাম্য-বিভাগস্য স্বাভাবিকত্বাভাবাৎ কামোপবন্ধানুপবন্ধকৃতত্বাৎ। তথা বিদুষোঽপি বিধ্যধিকারা-ভাবাদ্বাগাদিপ্রবৃত্তীনাং কর্ম্মাভাসতেত্যর্থঃ। বিদ্বৎপ্রবৃত্তীনাং কর্ম্মাভাসত্বমিত্যত্র ভগবদনু-মতিমুপন্যস্যতি তথাচেতি। নমু বিদ্বদ্ব্যাপারেঽপি কর্ম্মশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তদ্ব্যাপারস্য কর্ম্মাভাসত্বানুপপত্তেঃ সমুচ্চয়সিদ্ধিরিতি তত্রাহ যচ্চেতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চিত্যৈব সংসিদ্ধিহেতুত্বে প্রতিপন্নে কুতো বিভজ্যার্থজ্ঞানমিতি পৃচ্ছতি তৎ কথমিতি। তত্র কিং জনকাদয়োঽপি তত্ত্ববিদঃ প্রবৃত্তকর্ম্মাণঃ স্যুরাহোস্বিদতত্ত্ববিদ ইতি বিকল্প্য প্রথমং প্রত্যাহ যদীতি। তত্ত্ববিত্ত্বে কথং প্রবৃত্তকর্ম্মত্বং কর্ম্মণামকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তে লোকেতি। তেষামুক্তপ্রয়োজনার্থমপি ন প্রবৃত্তির্যুক্তা সর্ব্বত্রাপ্যুদাসীনত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ গুণা ইতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিদ্বারা তত্ত্ববিদাং প্রবৃত্তকর্ম্মত্বেঽপি জ্ঞানেনৈব তেষাং মুক্তিরিত্যাহ জ্ঞানেনেতি। উক্তমেবার্থং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি কর্ম্মেতি। কর্ম্মণেত্যাদৌ বাধিতানুবৃত্ত্যাভাবো গৃহ্যতে। দ্বিতীয়মনুবদতি অথেতি। তত্র বাক্যার্থং কথয়তি ঈশ্বরেতি। বিভজ্য বিজ্ঞেয়ত্বং বাক্যার্থস্যোক্তমুপসংহরতি ইতিব্যাখ্যেয়মিতি। কর্ম্মণাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বমিত্যুক্তেঽর্থে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি এতমেবেতি। "যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি" ইত্যাদিবাক্যমর্থতোঽনুবদতি সত্ত্বেতি। স্বকর্ম্মণা ইত্যাদৌ সাক্ষাদেব মোক্ষহেতুত্বং কর্ম্মণাং বক্ষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ স্বকর্ম্মণেতি। স্বকর্ম্মানুষ্ঠানাদীশ্বরপ্রসাদদ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠাযোগ্যতা লভ্যতে, ততো জ্ঞাননিষ্ঠয়া মুক্তিস্তেন ন সাক্ষাৎ কর্ম্মণাং মুক্তিহেতুতেত্যগ্রে স্ফুটীভবিষ্যতীত্যর্থঃ। তত্ত্বজ্ঞানোত্তরকালং কর্ম্মাসম্ভবে

ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। নমু যদ্যপি গীতাশাস্ত্রং তত্ত্বজ্ঞানপ্রধানমেকং বাক্যং তথাপি তন্মধ্যে শ্রূয়মাণং কর্ম্ম তদঙ্গমঙ্গীকর্ত্তব্যং প্রকরণপ্রামাণ্যাদিতি সমুচ্চয়সিদ্ধিস্তত্রাহ যথাচেতি। অর্থশব্দেনাত্মজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যহেতুরিতি গৃহ্যতে।

বৃত্তিকৃতামভিপ্রায়ং প্রত্যাখ্যায় স্বাভিপ্রেতঃ শাস্ত্রার্থসমর্থিতঃ, সম্প্রত্যশোচ্যানিত্যস্মাৎ প্রাক্তনগ্রন্থসন্দর্ভস্য প্রাগুক্তং তাৎপর্য্যার্থমনূদ্যাশোচ্যানিত্যাদেঃ, "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যেতদন্তস্য সমুদায়স্য তাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি। অত্র হি শাস্ত্রে ত্রীণি কাণ্ডান্যষ্টাদশসংখ্যাকানামধ্যায়ানাং ষট্‌কত্রিতয়মুপাদায় ত্রৈবিধ্যাৎ। তত্র পূর্ব্বষট্‌কাত্মকং পূর্ব্বকাণ্ডং ত্বম্পদার্থং বিষয়ীকরোতি, মধ্যমষট্‌করূপং মধ্যমকাণ্ডং তৎপদার্থং গোচরয়তি, অন্তিমষট্‌কলক্ষণমন্তিমং কাণ্ডং তত্ত্বম্পদার্থয়োরৈক্যং বাক্যার্থমধিকরোতি, তজ্‌জ্ঞানসাধনানি। তত্র তত্র প্রসঙ্গাদুপন্যস্তে তজ্‌জ্ঞানস্য তদধীনত্বাৎ, তত্ত্বজ্ঞানমেব কেবলং কৈবল্যসাধনমিতি চ সর্ব্বত্র বিগীতম্। এবং পূর্ব্বোক্তরীত্যা গীতাশাস্ত্রার্থে পরিনিশ্চিতে সতীতি যাবৎ, ধর্ম্মে সংমূঢ়ং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিবেকবিকলং চেতো যস্য তস্য মিথ্যাজ্ঞানবতোঽহঙ্কার-মমকারবতঃ শোকাখ্যসাগরে দুরুত্তরে প্রবিশ্য ক্লিশ্যতো ব্রহ্মাত্মৈক্যলক্ষণবাক্যার্থজ্ঞানমাত্মজ্ঞানং, তদতিরেকেণোদ্ধরণাসিদ্ধেঃ, তমতিভক্তমতিস্নিগ্ধং শোকাদুদ্ধর্ত্তুমিচ্ছন্ ভগবান্ যথোক্তজ্ঞানার্থং তমর্জ্জুনমবতারয়ন্ পদার্থপরিশোধনে প্রবর্ত্তয়ন্নাদৌ ত্বম্পদার্থং শোধয়িতুমশোচ্যানিত্যাদি বাক্যমাহেতি যোজনা।

যস্যাজ্ঞানং তস্য ভ্রমো যস্য ভ্রমস্তস্য পদার্থপরিশোধনপূর্ব্বকং সম্যগ্ জ্ঞানং বাক্যাদুদেতীতি জ্ঞানাধিকারিণামভিপ্রেত্যাহ অশোচ্যানিত্যাদীনি। যত্তু কৈশ্চিৎ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" ইত্যাদ্যাত্মযাথাত্ম্যদর্শনবিধিবাক্যার্থমনেন শ্লোকেন ব্যাচষ্টে স্বয়ং হরিরিত্যুক্তম্ তদযুক্তং কৃতিযোগ্যতৈকার্থসমবেতশ্রেয়ঃসাধনতায়াঃ পরাভিমতনিয়োগস্য বা বিধ্যর্থস্যাত্রাপ্রতীয়মানস্য কল্পনা হেত্বভাবাৎ। ন চ দর্শনে পুরুষতন্ত্রত্বরহিতে বিধেয়-যাগাদিবিলক্ষণে বিধিরুপপদ্যতে কৃত্যান্তর্ভূতস্যার্হার্থত্বাৎ তব্যো বিধিমধিকরোতীত্যভিপ্রেত্য ব্যাচষ্টে ন শোচ্যা ইতি। কথং তেষামশোচ্যত্বমিত্যুক্তে ভীষ্মাদিশব্দবাচ্যানাং শোচ্যত্বং তৎপদলক্ষ্যাণাং বেতি বিকল্প্য আদ্যং দূষয়তি সদ্‌বৃত্তত্বাদিতি। যে ভীষ্মাদিশব্দৈরুচ্যন্তে তে শ্রুতিস্মৃত্যাদীরিতা বিগীতাচারবত্ত্বাৎ শোচ্যতামশ্নুবীরন্নিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ পরমার্থেতি। অরজতে রজতবুদ্ধিবদশোচ্যেষু শোচ্যবুদ্ধ্যা ভ্রান্তোঽসীত্যাহ তানিতি। অনুশোচনপ্রকারমভিনয়ন্ ভ্রান্তিমেব প্রকটয়তি তে ম্রিয়ন্ত ইতি। পুত্রভার্য্যাদিপ্রযুক্তং সুখমাদিশব্দেন গৃহ্যতে, ইত্যনুশোচিতবানসীতি সম্বন্ধঃ। বিরুদ্ধার্থাভিধায়িত্বেনাপি ভ্রান্তত্বমর্জ্জুনস্য সাধয়তি ত্বং প্রজ্ঞাবতামিতি। "উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাম্" ইত্যাদীনি বচনানি কিমেতাবতা ফলিতমিতি, তদাহ তদেতদিতি। তদেতদন্যোন্যমশোচ্যেষু শোচ্যদৃষ্টিত্বমেতৎ পাণ্ডিত্যং বুদ্ধিমত্তাং বচনত্বাবিত্বমিতি যাবৎ। অর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তভ্রান্তিমত্ত্বে নিমিত্তমাত্মাজ্ঞানমিত্যাহ বস্মাদিতি। নমু স্থূলবুদ্ধিত্বাক্তমেব পাণ্ডিত্যং ন ত্বাত্মজ্ঞত্বং হেত্বভাবাদি-

ত্যাশঙ্ক্যাহ তে ইতি। পাণ্ডিত্যং পণ্ডিতভাবমাত্মজ্ঞানং নির্ব্বিদ্য নিশ্চয়েন লব্ধা "বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ" ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতিমুক্তার্থামুদাহরন্তি পাণ্ডিত্যমিতি। যথোক্তং পাণ্ডিত্যরাহিত্যং কথং মমাবগতমিত্যাশঙ্ক্য কার্য্যদর্শনাদিত্যাহ পরমার্থতস্ত্বিতি। যস্মাদিত্যস্যাপেক্ষিতং দর্শয়তি অত ইতি॥ ১১॥

রামানুজ।—অশোচ্যান্ প্রত্যনুশোচসি "পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ।" ইত্যাদিকান্ দেহাত্মস্বভাবপ্রজ্ঞানিমিত্তবাদাংশ্চ ভাষসে দেহাত্মস্বভাবজ্ঞানবতাং নাত্র কিঞ্চিচ্ছোকনিমিত্তমস্তি, গতাসূন্ দেহান্, অগতাসূনাত্মনশ্চ প্রতি তয়োর্যাথাত্মবিদো ন শোচন্তি। অতস্ত্বয়ি বিপ্রতিষিদ্ধমিদমুপলভ্যতে, যদেতান্ নাহং হনিষ্যামীত্যনুশোচনং, যচ্চ দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানকৃতধর্ম্মাধর্ম্মভাষণং, অতো দেহস্বভাবং ন জানাসি ন তদতিরিক্তমাত্মানঞ্চ। নিত্যং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতম্। যুদ্ধাদিকং ধর্ম্মঞ্চ ইদং যুদ্ধং ফলাভিসন্ধিরহিতমাত্মযাথাত্ম্যাবাপ্ত্যুপায়ভূতম্। আত্মা হি ন দেহজন্মাধীনজন্মা ন দেহমরণাধীনবিনাশশ্চ, তস্য জন্মমরণয়োরভাবাৎ। অতঃ স ন শোকস্থানং. দেহস্তুচেতনঃ পরিণামস্বভাবস্তস্যোৎপত্তিবিনাশযোগঃ স্বাভাবিক ইতি, সোঽপি ন শোকস্থানমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

হনুমান্।—অত্র "দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকম্" ইত্যারভ্য যাবৎ "ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ" ইত্যেবমন্তো গ্রন্থঃ প্রাণিনাং শোক-মোহবহুলসংসারোঽবিদ্যামূল ইতি প্রদর্শনার্থত্বেন ব্যাখ্যেয়ঃ। অশোচ্যানিতি। অশোচ্যা ন শোচ্যা ভীষ্মদ্রোণাদয়ঃ ধার্ম্মিকত্বাৎ, বস্তুতশ্চ, পরমাত্মস্বরূপত্বাৎ, অন্বশোচঃ অনুশোচিতবাংস্ত্বং, প্রজ্ঞা পরমাত্মজ্ঞানং, তন্নিমিত্তশ্চ বাদান্ বচনানীহ ভাষসে। গতা অসবঃ প্রাণা যেষাং তে গতাসবস্তান্ গতাসূন গতপ্রাণাংশ্চ, পণ্ডিতাঃ পরমার্থবিদো নানুশোচন্তি। অতো মূঢ়স্ত্বং, প্রজ্ঞা পরমা কুতস্তে?॥ ১১॥

শ্রীধর।—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকপ্রদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্যাবিষয়ীভূতানেব বন্ধূনন্বশোচোঽনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি, যতঃ পণ্ডিতা গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্, অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি। পণ্ডিতাঃ বিবেকিনঃ॥ ১১॥

বলদেব।—এবমর্জ্জুনে তূষ্ণীং স্থিতে তদ্বুদ্ধিমাক্ষিপন্ ভগবানাহ, অশোচ্যানিতি। হে অর্জ্জুন! অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যানেব ধার্ত্তরাষ্ট্রাংস্ত্বং অন্বশোচঃ শোচিতবানসি। তথা-মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতামিব বচনানি "দৃষ্ট্বেমং স্বজনম্" ইত্যাদীনি "কথং ভীষ্মম্" ইত্যাদীনি চ ভাষসে। ন চ তে প্রজ্ঞালেশোঽপ্যস্তীতি ভাবঃ। যে তু প্রজ্ঞাবন্তস্তে গতাসূন্ নির্গতপ্রাণান স্থূলদেহান্ অগতাসূংশ্চানির্গতপ্রাণান্ তৎপ্র সূক্ষ্মদেহান্ চশব্দাদাত্মনশ্চ ন শোচন্তি।

অয়মর্থঃ—শোকঃ স্থূলদেহবিনাশনিমিত্তঃ সূক্ষ্মদেহবিনাশনিমিত্তো বা? নাদ্যঃ, স্থূলদেহানাং বিনাশিত্বাৎ। নান্ত্যঃ, সূক্ষ্মদেহানাং মুক্তেঃ প্রাগবিনাশিত্বাৎ। তদ্বতাং আত্মনান্তু ষড়্ভাববিকার-বর্জ্জিতানাং নিত্যত্বান্ন শোচ্যতেতি। দেহাত্মস্বভাববিদাং ন কোঽপি শোকহেতুঃ। যদর্থ-শাস্ত্রাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বলবত্ত্বমুচ্যতে, তৎ কিল ততোঽপি বলবতা জ্ঞানশাস্ত্রেণ প্রত্যুচ্যতে। তস্মাদ্-শোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পামরসাধারণঃ পণ্ডিতস্য তে ন যোগ্য ইতি ভাবঃ॥ ১১॥

মধুসূদন।—তত্রার্জ্জুনস্য যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে স্বতো জাতাপি প্রবৃত্তির্দ্বিবিধেন মোহেন তন্নিমিত্তেন চ শোকেন প্রতিবদ্ধেতি দ্বিবিধো মোহস্তস্য নিরাকরণীয়ঃ। তত্রাত্মনি স্বপ্রকাশ-পরমানন্দরূপে সর্ব্বসংসারধর্ম্মাসংস্পর্শিনি স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়তৎকারণাবিদ্যাখ্যোপাধিত্রয়া অবিবেকেন মিথ্যাভূতস্যাপি সংসারস্য সত্যত্বাত্মধর্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপ একঃ সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণঃ। অপরস্তু যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে হিংসাদিবাহুল্যেনাধর্ম্মত্বপ্রতিভাসরূপোঽর্জ্জুনস্যৈব করুণাদি-দোষনিবন্ধনোঽসাধারণঃ। এবমুপাধিত্রয়বিবেকেন শুদ্ধাত্মস্বরূপবোধঃ প্রথমস্য নিবর্ত্তকঃ সর্ব্বসাধারণঃ, দ্বিতীয়স্য তু হিংসাদিমত্ত্বেঽপি যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বেনাধর্ম্মত্বাভাববোধোঽসাধারণঃ। শোকস্য তু কারণনিবৃত্ত্যৈব নিবৃত্তের্ন পৃথক্ সাধনান্তরাপেক্ষেত্যভিপ্রেত্য ক্রমেণ ভ্রমদ্বয়মনু-বদন্ শ্রীভগবানুবাচ। অশোচ্যানিত্যাদি। অশোচ্যান্ শোচিতুমযোগ্যানেব ভীষ্ম-দ্রোণাদীন্ আত্মসহিতান্ ত্বং পণ্ডিতোঽপি সন্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি, তে ম্রিয়ন্তে মন্নিমিত্তমহং তৈর্ব্বিনাভূতঃ কিং করিষ্যামি রাজ্যসুখাদিনা ইত্যেবমর্থকেন "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্" ইত্যাদিনা। তথাচাশোচ্যে শোচ্যভ্রমঃ পশ্বাদিসাধারণঃ তবাত্যন্তপণ্ডিতস্যানুচিত ইত্যর্থঃ। তথা "কুতস্ত্বা কশ্মলম্" ইত্যাদিনা মদ্বচনেনানুচিতমিদমাচরিতং ময়েতি, বিমর্শে প্রাপ্তেঽপি ত্বং স্বয়ং প্রাজ্ঞোঽপি সন্ প্রজ্ঞানাং অবাদান্ প্রাজ্ঞৈর্বক্তুমনুচিতান্ শব্দাংশ্চ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীন্ ভাষসে বদসি, নতু লজ্জয়া তূষ্ণীং ভবসি, অতঃ পরং কিমনুচিতমস্তীতি সূচয়িতুং চকারঃ। তথাচাধর্ম্মে ধর্ম্মত্বভ্রান্তির্ধর্ম্মে চাধর্ম্মত্বভ্রান্তিরসাধারণী তবাতিপণ্ডিতস্য নোচিতেতিভাবঃ। প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ ভাষসে পরং নতু বুধ্যাস ইতি বা ভাষণাপেক্ষয়া অনুশোচনস্য প্রাক্কালত্বাদতীতত্বনির্দ্দেশঃ। ভাষণস্য তু তদুত্তরকাল-ত্বেনাব্যবহিতত্বাদ্বর্ত্তমানত্বনির্দ্দেশঃ। (চ্ছান্দসেন তিঙ্ প্রত্যয়েন) অনুশোচসীতি বর্ত্তমানত্বং বা ব্যাখ্যেয়ম্। নম্নু বন্ধুবিচ্ছেদে শোকো নানুচিতঃ, বশিষ্ঠাদিভির্মহাভাগৈরপি কৃতত্বাদি-ত্যাশঙ্ক্যাহ গতাসূনিতি। যে পণ্ডিতাঃ বিচারজন্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তঃ, তে গতপ্রাণাংশ্চ বন্ধুত্বেন কল্পিতান্ দেহান্ নানুশোচন্তি। এতে মৃতাঃ সর্ব্বোপকরণপরিত্যাগেন গতাঃ, কিং কুর্ব্বন্তি ক্ব তিষ্ঠন্তি, এতে চ জীবন্তো বন্ধুবিচ্ছেদেন কথং জীবিষ্যন্তীতি ন ব্যামুহ্যন্তি। সমাধিসময়ে তৎপ্রতিভাসাভাবাৎ ব্যুত্থানসময়ে তৎপ্রতিভাসেঽপি মৃষাত্বেন নিশ্চয়াৎ, নহি রজ্জুতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারেণ সর্পভ্রমেঽপনীতে, তন্নিমিত্তভয়কম্পাদি সম্ভবতি, নবা পিত্তোপহতে-ন্দ্রিয়স্য কদাচিদ্ গুড়ে তিক্ততাপ্রতিভাসেঽপি তিক্তার্থিতয়া তত্র প্রবৃত্তিঃ সম্ভবতি, মধুরত্ব-নিশ্চয়স্য বলবত্ত্বাৎ এবমাত্মস্বরূপাজ্ঞাননিবন্ধনত্বাৎ শোচ্যভ্রমস্য, তৎস্বরূপজ্ঞানেন তদজ্ঞা-

নেহপনীতে তৎকার্য্যভূতঃ শোচ্যভ্রমঃ কথমবতিষ্ঠতে ইতিভাবঃ। বুশিষ্ঠাদীনান্তু প্রারব্ধ-কর্ম্মপ্রাবল্যাৎ, তথা তথানুকরণং ন শিষ্টাচারতয়া অন্যেষামনুষ্ঠেয়তামাপাদয়তি, শিষ্টৈর্দ্ধর্ম্ম-বুদ্ধ্যানুষ্ঠীয়মানস্যালৌকিকব্যবহারস্যৈব তদাচারত্বাৎ, অন্যথা নিষ্ঠীবনাদেরপ্যনুষ্ঠেয়ত্বপ্রসঙ্গা-দিতি দ্রষ্টব্যম্। যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি পণ্ডিতো ভূত্বা শোকং মা কার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—অর্জ্জুনস্য দেহনাশে আত্মনাশধীঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধে চাধর্ম্মধীরিতি মোহদ্বয়ং, তত্রাদ্যং ব্রহ্মবিদ্যাসূত্রভূতৈর্বিংশত্যা শ্লোকৈরপনিনীষন্ শ্রীভগবানুবাচ অশোচ্যানন্বশোচ-স্ত্বমিতি। "জীবাপেতং বাব কিলেদং ম্রিয়তে ন জীবো ম্রিয়তে" ইতি শ্রুতেঃ দেহাদ্যুপাধিনাশে ঽপ্যাকাশবৎ নাশরহিতত্বেন অশোচনীয়ান্ ভীষ্মাদীনন্বশোচঃ, কথমেতে গুরবো ময়া হন্তব্যাঃ কথং বা তৈর্বিনাহং জীবিষ্যামীতি শোকং কৃতবানসি। এবং মূঢ়োঽপি ত্বংপ্রজ্ঞাবাদান্ প্রজ্ঞাবতাং দেহাদন্যমাত্মানং জানতাং বাদান্ শব্দান্ "নরকে নিয়তং বাসঃ" "পতন্তি পিতরো হ্যেষাম্" ইত্যাদীন্ ভাষসে পরং, ন তু প্রজ্ঞাবানসি। তত্র হেতুঃ গতাসূনিতি। গতাসূন্ গত-প্রাণান্ দেহান্ নানুশোচন্তি প্রত্যুত নির্হরন্ত্যেব। এতেন প্রাণ এব ইষ্টো ন তু দেহঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, "প্রাণো হ পিতা প্রাণো মাতা প্রাণ আচার্য্যঃ" ইত্যাদিঃ। অতএব সপ্রাণান্ জনতান্ অবগণয়ন্তং নরং পিত্রাদিহন্তা ত্বমসি ধিক্ ত্বামিতি বদন্তি, উৎক্রান্তপ্রাণান্ দহন্তমপি নৈবং বদন্তীতি লোকবেদপ্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ আত্মা দেহাদন্যঃ চেতনত্বাৎ, ব্যতিরেকেন ঘটবৎ। দেহো ন চেতনঃ, দৃশ্যত্বাৎ ঘটবৎ। যদি দেহশ্চেতনঃ স্যাৎ, মৃতেঽপি তত্র চৈতন্য-মুপলভ্যেত। তস্মাদ্দেহনাশেনাত্মনাশং মন্বানো মূর্খ এবাসীত্যর্থঃ। যত্তু প্রজ্ঞানাং পণ্ডিতানাং অবাদান্ বক্তুমযোগ্যান্ ভাষসে ইতি তার্কিকব্যাখ্যানং, তৎ অর্হার্থে যপ্রো দুর্লভত্বাৎ বিশেষ্যাধ্যাহারসাপেক্ষত্বাচ্চোপেক্ষ্যম্॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—ভো অর্জ্জুন! তবায়ং বন্ধুবধহেতুকঃ শোকো ভ্রমমূলক এব। তথা "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিকোঽবিবেকশ্চাপ্রজ্ঞামূলক এবেত্যাহ অশোচ্যানিতি। অশোচ্যান্ শোকানর্হানেব ত্বমন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি। তথা ত্বাং প্রবোধয়ন্তং মাং প্রতি প্রজ্ঞাবাদীন্ ভাষসে, প্রজ্ঞায়াং সত্যামেব যে বাদাঃ "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদীনি বাক্যানি তান্ ভাষসে। ন তু তব কাপি প্রজ্ঞা বর্ত্তত ইতিভাবঃ। যতঃ পণ্ডিতাঃ প্রজ্ঞাবন্তঃ, গতাসূন গতা নিঃসৃতা ভবন্ত্যসবো যেভ্যঃ তান্ স্থূলদেহান্, ন শোচন্তি তেষাং নশ্বরস্বভাব-ত্বাদিতি ভাবঃ। অগতাসূন্ অনিঃসৃতপ্রাণান্ সূক্ষ্মদেহানপি ন শোচন্তি, তে হি মুক্তেঃ পূর্ব্বমনশ্বরা এব উভয়েষামপি তথা তথা স্বভাবস্য দুষ্পরিহরত্বাৎ। মূর্খাস্তু পিত্রাদিদেহেভ্যঃ প্রাণেষু নিঃসৃতেষ্বেব শোচন্তি, সূক্ষ্মদেহাংস্তু ন তে প্রায়ঃ পরিচিন্বন্ত্যতস্তেষামীম্। এতে হি সর্ব্বে ভীষ্মাদয়ঃ স্থূলসূক্ষ্মদেহসহিতা আত্মান এব। আত্মনান্তু নিত্যত্বাৎ তেষু শোকপ্রসক্তিরেব নাস্তীত্যতস্ত্বয়া যৎ পূর্ব্বমর্থশাস্ত্রাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রং বলবদিত্যুক্তং, তত্র ময়া তু ধর্ম্মশাস্ত্রাদপি জ্ঞান-শাস্ত্রং বলবদিত্যুচ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—জরামরণের রঙ্গভূমি, আশা ও আকাঙ্ক্ষার লীলাক্ষেত্র

ধরণীধামে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, মানবকুল নিরন্তর নানা কারণে অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করে। নশ্বর দেহে জীবন ও যৌবনের স্থায়িত্ব; ব্যাধি-মন্দির শরীরের চিরস্বাস্থ্য, বিষয়ভোগের বিষম দুরাকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত হৃদয়ের পরিতৃপ্তি, মান ও যশের আতিশয্য, ধন-সম্পত্তির সীমাশূন্যতা প্রভৃতি বহুবিধ অসম্ভব বিষয়ের লালসায় মনুষ্য প্রতিনিয়ত নিরতিশয় ব্যাকুল। কিন্তু জীবনে বাসনার নিবৃত্তি হয় না, আকাঙ্ক্ষার শেষ হয় না এবং কোন বিষয়েই তৃপ্তি হয় না। দারুণ সুখতৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া, মানব উন্মত্তভাবে জীবন-যুদ্ধে অগ্রসর হয়; কিন্তু মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় তাহার কাঙ্ক্ষিত সুখ-সরোবর ক্রমশঃ অধিকতর দূরবর্ত্তী হইতে থাকে এবং তাহার সকল আশাই শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। তখন সেই হতভাগ্য শুষ্ককণ্ঠ পিপাসাতুর মানবের যাতনা অপরিসীম হইয়া উঠে এবং সে আপনার বুদ্ধিবিহীনতা ও ভ্রমান্ধতা হেতু আপনাকে আপনি শত ধিক্কার প্রদান করিতে থাকে। বিবিধশ্বাপদসঙ্কুল সংসাররূপ ঘনারণ্যে দিগ্‌ভ্রান্ত, সীমাশূন্য সমুদ্র-বক্ষে নাবিকবিহীন বাত্যাবিঘূর্ণিত পোতের ন্যায় অসহায়, সেই মানবকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে, যথোপযুক্ত প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করিয়া তাহাকে তাহার চিরাকাঙ্ক্ষিত সুখের উপায় দেখাইবার জন্য এবং অমোঘ ও অমৃতকল্প ভেষজ প্রয়োগে তাহার দুরাশাবিকারগ্রস্ত কাতর প্রাণকে সুশীতল করিবার বাসনায়, পরম দয়ার আস্পদ, সকল গুরুর গুরু, জ্ঞান ও বিদ্যার উৎস সেই করুণাময় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভূমণ্ডলে এই গীতা শাস্ত্রের অবতারণা করিয়াছেন। আলোচ্য শ্লোক হইতে ভগবানের সেই পরমোপদেশ আরব্ধ হইল, সুতরাং গীতার প্রগাঢ়তার এই স্থান হইতেই সূত্রপাত। তাহার অতুলনীয় চিরনবীন সৌন্দর্য্য এই স্থান হইতেই সূচিত হইতেছে এবং তাহার স্বর্গীয় সৌরভ এই স্থান হইতেই ভাবুক ও ভক্তের প্রাণকে উন্মত্ত ও বিহ্বল করিতেছে।

এই শ্লোকের প্রারম্ভে পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সমগ্র গীতাশাস্ত্র আলোড়নপূর্ব্বক জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ খণ্ডন করিয়া তৎপরে শ্লোকের ব্যাখ্যা অবতারিত করিয়াছেন। তিনি বলেন, সংসারে ও দুঃখে কোন প্রভেদ নাই। দুঃখ বলিলে যাহা বুঝা যায়, সংসার * বলিলেও তাহাকেই

* স্বাদৃষ্টোপনিবদ্ধঃ শরীরপরিগ্রহঃ হি সংসারঃ। স্বীয় অদৃষ্টজনিত যে শরীর ধারণ তাহারই নাম সংসার।

বুঝাইবে। শোক বা মানসিক তাপ, মোহ বা অবিবেক এবং সেই শোক মোহের বিবিধ অবান্তর ভেদই, ঐ সংসার দুঃখের বীজস্বরূপ। অহঙ্কার ঐ বীজভূত দোষের নিদান। আমরা যে অভিমানের বশীভূত হইয়া "আমি আমি", "আমার আমার" করি, তাহারই নাম অহঙ্কার। অবিদ্যা* হইতে এই অহঙ্কারের উৎপত্তি। অবিদ্যা যে কি বস্তু, তাহাই প্রথমাধ্যায়ের ২৮শ হইতে দ্বিতীয়াধ্যায়ের ১০ম পর্য্যন্ত কতকগুলি শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার দ্বিতীয়াধ্যায়ের "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদি ৪র্থ শ্লোক হইতে, কয়েকটি শ্লোকে অর্জ্জুন যে সকল কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা স্পষ্ট

* সাধারণতঃ অবিদ্যা বলিতে অজ্ঞানকেই বুঝায়। "অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং, জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং, যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি" (বেদান্তসার)। অজ্ঞান সৎ এবং অসৎ ভিন্ন, অনির্ব্বচনীয়, সত্ত্ব রজ ও তম এই ত্রিগুণাত্মক, জ্ঞানবিরোধী ভাবরূপ, যাহা কিছু বলিয়া অভিহিত হয়।

অর্থাৎ "অশ্বডিম্ব, শশশৃঙ্গ, আকাশ কুসুম, কূর্ম্মলোম" প্রভৃতি কতকগুলি কথা লোকে প্রচলিত থাকিলেও যেমন তাহাদিগের অস্তিত্ব কখনও উপলব্ধি করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অজ্ঞানের নাম জনসমাজে প্রচলিত থাকিলেও, তাহার অস্তিত্ব ঠিক [illegible] পাওয়া যায় না। অতএব তাহাকে "অসৎ" নাই বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। [illegible] প্রমাণিত হইতে পারে না, অথচ অবিদ্যা বা অজ্ঞানই জগতের আদি কারণ, [illegible] "সৎ" আছে বলিয়া নিরূপণ করিতে হয়। [illegible] এক দুই [illegible] বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না বলিয়া অজ্ঞান "সৎ এবং অসৎ হইতে ভিন্ন অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ।"

যদি কেহ বলেন যে, যাহা অনির্ব্বচনীয় তাহা ত সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানবিষয়ীভূত হইতেই পারে না, সেই জন্য অজ্ঞানের আর একটি বিশেষণ প্রদত্ত হইয়াছে "ত্রিগুণাত্মক"। "অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং" ইত্যাদি শ্রুতিতেও অজ্ঞান বা অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মক বলিয়া বর্ণিত আছে। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

যদি কেহ তার্কিক মতানুসারে বলেন যে, জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান, সেই মত নিরাকরণ করিবার নিমিত্তই অজ্ঞানের আর একটি বিশেষণ, 'ভাবরূপ'। "অহমজ্ঞ" ইত্যাদিরূপ অনুভব সকলেরই হয় বলিয়া অজ্ঞানকে অভাবরূপ বলিতে পারা যায় না।

অজ্ঞান ত্রিগুণাত্মক ভাবরূপ হইলেও, তাহাকে ঘট পট প্রভৃতির ন্যায় এই পদার্থ বলিয়া অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখান যায় না, সেই কারণ অজ্ঞানের শেষ বিশেষণ "যৎকিঞ্চিৎ" যাহা কিছু। সে যে কি পদার্থ তাহার কিছুই ঠিক নাই, ঠিক করাও দুষ্কর ব্যাপার।

বেদান্তশাস্ত্রে মায়া ও অবিদ্যার নিরূপণ [illegible] কল্পিত ভেদ পরিলক্ষিত হইলেও, মায়া এবং অবিদ্যা যে একই অর্থ প্রতিপাদন করে, ইহা সর্ব্ববাদী সম্মত। "মায়াবিদ্যয়োঃ শ্রুতিস্মৃতিসূত্রাদিযুক্তবচনৈরেকত্বস্য বুদ্ধিবিরূপত্বাৎ।" ইতি বেদান্তসারের বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা।

বেদান্তসার গ্রন্থে ব্যষ্টি ও সমষ্টিভূত অজ্ঞান ব্যতীত মায়া বা অবিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্যষ্টি শব্দের অর্থ এক একটা পৃথক্ পৃথক্।

উপলব্ধি হয় যে, তিনি প্রজাপালনাদি রাজকর্ম্ম, পূজার্হ গুরু দ্রোণাচার্য্য প্রভৃতি, পুত্র সৌভদ্রের প্রভৃতি, বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ না থাকিলেও স্নেহভাজন গুরুপুত্র অশ্বত্থামা প্রভৃতি মিত্র,উপকারনিরপেক্ষ অথচ মহোপকারে

পঞ্চদশী গ্রন্থে বর্ণিত আছে,—"চিদানন্দময়-ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব-সমন্বিতা। তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা। সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে॥" অর্থাৎ চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সংযুক্ত, সত্ত্ব রজ ও তম এই তিনগুণের সাম্যাবস্থারূপ প্রকৃতি সত্ত্বগুণের তারতম্যে "মায়া" এবং "অবিদ্যা" এই দুই প্রকার ব্যবস্থা প্রাপ্ত হয়। সত্ত্বগুণ যখন তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত না হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের শুদ্ধি বা শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান বলে; এবং যখন সত্ত্বগুণ তম ও রজ এই দুই গুণ দ্বারা কলুষিত হয়, তখন তাহাকে সত্ত্বগুণের অবিশুদ্ধি বা মলিনসত্ত্বপ্রধান বলে। তাহা হইলে বেদান্তসারোক্ত ব্যষ্টিভূত মলিনসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই "অবিদ্যা" এবং সমষ্টিভূত শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানই "মায়া"। অবিদ্যা বা মায়া পদার্থ দুইই এক, কেবল মাত্র প্রভেদ ব্যষ্টি ও সমষ্টি।

যেমন ব্যষ্টিভূত বৃক্ষ সমূহের সমষ্টিকে "বন" বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, সেইরূপ ব্যষ্টিভূত অবিদ্যা বা অজ্ঞানের সমষ্টিকে মায়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে কোনও রূপ আপত্তি পরিলক্ষিত হয় না। আর যেমন "বন" বৃক্ষ হইতে কোনও রূপ ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে, সেইরূপ মায়াও অবিদ্যা বা অজ্ঞান হইতে কোনরূপ ব্যতিরিক্ত পদার্থ নহে।

প্রকৃতি, মায়া, অবিদ্যা বা অজ্ঞান এ চতুষ্টয়ই সাধারণতঃ একার্থ প্রতিপাদক। "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" (পঞ্চদশী) ইত্যাদি অনেকস্থলে "মায়া" প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানের "আশ্রয়" জীব, এবং "বিষয়" ব্রহ্ম। যাহার অজ্ঞান সেই অজ্ঞানের "আশ্রয়" যে বিষয়ে অজ্ঞান সেই বিষয়ই অজ্ঞানের "বিষয়"। অজ্ঞান কাহার? অজ্ঞান জীবের। অতএব জীবই অজ্ঞানের আশ্রয়। জীবের অজ্ঞান কি বিষয়ে? ব্রহ্ম বিষয়ে। অতএব ব্রহ্মই অজ্ঞানের বিষয়। একটী লৌকিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি বলিলাম, "আমি রামকে জানি না" এখন "জানি না" আমিই, অতএব "জানিনার" আশ্রয়ও আমিই "আমি রামকে জানি না" অর্থাৎ রাম বিষয়কই আমার অজ্ঞান, অতএব "জানি না" বা অজ্ঞানের বিষয় রামই হইল। "জীবাশ্রয়া ব্রহ্মপদা হ্যবিদ্যা তত্ত্ববিন্মতা"। ইতি বেদান্তমুক্তাবলী।

সিসৃক্ষু প্রজাপতির স্তবে তুষ্ট ভগবান্ কমলাপতি তাঁহাকে চতুঃশ্লোকি ভাগবতরূপ যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে মায়াবিষয়ক উপদেশটী শ্রীজীবগোস্বামী পাদের ব্যাখ্যানুযায়ী নিম্নে যথাযথ বিবৃত হইল। জীবগোস্বামী পাদের ব্যাখ্যাই সর্ব্বত্র গোস্বামী সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগৃহীত হয়। "ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি। তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবত॥ ২। ৯। ৩৩॥

ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! অর্থ অর্থাৎ পরমার্থ-ভূত যে আমি সেই আমি ছাড়া যাহার প্রতীতি হয়, অর্থাৎ আমার প্রতীতি (স্ফুরণ) হইলে আর যাহার প্রতীতি হয় না বলিয়া, আমার বাহিরে যাহার প্রতীতি হয়; এবং যাহা আপনা আপনি প্রতীতি বিষয়ীভূত হয় না, অর্থাৎ আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে যাহার স্বতঃ প্রতীতি নাই, এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত বস্তুকে আমার মায়াশক্তি বলিয়া জানিও।

প্রবৃত্ত হৃদয়ানুরাগভাজন ভগবৎপ্রমুখ সুহৃদ্বর্গ, স্বজন অর্থাৎ দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিবর্গ, সম্বন্ধী অর্থাৎ শ্বশুর ও শ্যালক দ্রুপদ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি, বান্ধব অর্থাৎ পিতৃপিতামহ প্রভৃতি পরম্পরাক্রমে প্রণয়ভাজন রাজগণ, এই সকলের প্রতি ইহাঁরা আমার এবং আমি ইহাঁদের, এরূপ ভ্রান্তি বশতঃ স্নেহপ্রাবল্যে

সেই মায়া আবার দুই প্রকার। প্রথম জীবমায়া বা অবিদ্যা এবং দ্বিতীয় গুণমায়া বা প্রকৃতি। জীবমায়া আভাসের মত। যেমন কোন জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থের (যেমন বেলোয়ারি ঝাড়ের কলম, দর্পণ প্রভৃতি) জ্যোতির্ম্ময় প্রতিবিম্ব বিশেষ বা আভাস ঐ জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থ হইতে দূরেই প্রকাশিত হয় এবং সেই জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিচ্ছায়াবিশেষ জ্যোতির্ব্বিম্বের বাহিরে প্রকাশিত হইলেও সেই জ্যোতির্ব্বিম্ব ছাড়া নিজে নিজে তাহার (প্রতিচ্ছায়াবিশেষের) কোন রকম একটা স্ফুরণ হয় না; সেই মত জীবমায়ারও আমার আভাস রূপে আমার বাহিরে স্ফুরণ হয় বটে, কিন্তু আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃস্ফুরণ নাই। আর যেমন কোন সুবৃহৎ দর্পণাদি জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থে প্রখর দিনকর-কর নিপতিত হইলে, তাহার তেজোময় আভাস বা প্রতিবিম্ববিশেষ নিজ চাকচিক্য-চ্ছটায় তৎসন্নিহিত জনগণের নয়নপথ আবৃত করিয়া, নিজ অসাধারণ তেজঃপ্রভাবে তাহাদিগের চক্ষুকে ব্যাকুলিত করে এবং তদনন্তর নিজ-সমীপে বহুবিধ মিশ্রিত বর্ণের আবির্ভাব করে এবং কখন কখন সেই মিশ্রিত বর্ণকেই আবার এক একটি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বহুবিধ আকারে পরিণত করে; সেইরূপ এই জীবমায়াও নিজ অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি প্রভাবে জীবগণের জ্ঞানকে আবৃত করে, ও সত্ত্ব রজ ও তম এই তিন গুণের সাম্যাবস্থাস্বরূপা গুণমায়ানাম্নী জড়া প্রকৃতিকে প্রকাশিত করে, এবং কখন কখন সেই সত্ত্ব আদি গুণগণকে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বহুবিধ আকারে পরিণত করে। গুণমায়া তমঃস্বরূপা। অর্থাৎ উক্ত জ্যোতির্ব্বিম্ব পদার্থের তেজোময় আভাসে চক্ষু ঝলসিত হইলে যে অন্ধকরের ন্যায় বর্ণশাবল্য (পীত লোহিতাদি বর্ণের একত্র মিশ্রণ) দেখা যায়, সেই অন্ধকার যেমন তাহার মূল যে জ্যোতিঃ তাহাতে অর্থাৎ তেজঃপুঞ্জে অবর্ত্তমান থাকিয়াও, তাহার আশ্রয় উক্ত জ্যোতিঃ ব্যতিরেকে প্রকাশিত হইতে পারে না; সেইরূপ গুণমায়া আমার আভাসরূপে বাহিরে স্ফূর্ত্তি পাইলেও আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার স্বতঃস্ফুরণ নাই। বিশ্বসৃষ্টির প্রতি জীবমায়া নিমিত্তকারণ স্বরূপ এবং গুণমায়া উপাদান কারণ স্বরূপ।

উক্তমতে এই শ্লোকের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যান্তর পরিলক্ষিত হয়। আভাস ও তম এই দুই দৃষ্টান্তদ্বারা কেবল মায়া মাত্রেরই নিরূপণ হইল। অর্থাৎ যেমন স্বীয় প্রকাশস্থল হইতে ব্যবহিত প্রদেশে প্রতিবিম্বিত জ্যোতির্ব্বিম্বের প্রতিবিম্ববিশেষ বা আভাস উক্ত জ্যোতির্ব্বিম্বের বাহিরেই স্ফূর্ত্তি পায়, এবং ঐ জ্যোতির্ব্বিম্ব ব্যতিরেকে প্রতিবিম্ব নিজে নিজে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না; সেই মত মায়া আমার আভাসরূপে আমার বাহিরে (আমা হইতে ব্যবহিত প্রদেশে) স্ফূর্ত্তি পাইলেও, আমি ছাড়া সে নিজে স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। আর যেমন তম অর্থাৎ অন্ধকার জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের অন্যত্র প্রকাশিত হয়, অর্থাৎ যেখানে সূর্য্যাদি তেজঃপুঞ্জময় পদার্থ প্রকাশিত হয়, অন্ধকার সেখানে প্রকাশিত হইতে পারে না, এবং জ্যোতিঃপদার্থ ব্যতিরেকেও তাহার প্রতীতি (জ্ঞান) হয় না, অর্থাৎ জ্যোতিরাত্মা চক্ষুর দ্বারাই অন্ধকারের প্রতীতি হয়, কিন্তু পৃষ্ঠাদি দ্বারা প্রতীতি হয় না; সেই মত মায়া আমার বাহিরে প্রকাশিত হইলেও আমার আশ্রয় ব্যতিরেকে তাহার প্রতীতি হয় না। সর্ব্বত্র "আমার" শব্দের অর্থ ভগবানের।—পণ্ডিত অতুল কৃষ্ণ গোস্বামী।

ও বিচ্ছেদভয়ে এবং সেই বান্ধবগণের বধজনিত পাতকাশঙ্কায় ও লোক-নিন্দাভয়ে, আকুল হইয়া হৃদয়ের অপরিসীম শোকমোহসূচক কাতরতা প্রকাশ করিয়াছেন।

এইরূপে শোক-মোহের প্রভাবে অর্জ্জুনের বিবেক ও বিজ্ঞান আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলে, তিনি ক্ষাত্রধর্ম্মস্বরূপ যুদ্ধে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়াও, পুনর্ব্বার তাহা হইতে উপরত হইলেন এবং ভিক্ষাশনরূপ পরধর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে উদ্যত হইলেন। সুতরাং চিরকর্ত্তব্য-নিষ্ঠ অর্জ্জুনের পরিদৃশ্যমান শোক-মোহাদি ও তজ্জনিত কর্ত্তব্য-বিমুখতা দেখিয়া, স্বভাবত শোক-মোহাবিষ্ট প্রাণিমাত্রই, স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ ও নিষিদ্ধ পরধর্ম্মাদি আশ্রয় করিয়া মোক্ষপথ হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী হইয়া পড়িবে। আবার যাহারা স্বধর্ম্মে প্রবৃত্ত, দেখিতে পাওয়া যায়, বিশেষ বিশেষ ফল-কামনা ব্যতীত, তাহাদেরও বাক্য; মন, কায় ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়গণের তত্তৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে কদাপি প্রবৃত্তি হয় না এবং ইন্দ্রিয়সমূহের প্রবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা এবংবিধ অহঙ্কারও জন্মিয়া থাকে। শত্রুদমনেচ্ছা-পরতন্ত্র অভিচাররত মানব, বা গৌরব ও যশোলোলুপ অশ্বমেধাদি যজ্ঞপ্রবৃত্ত রাজা বা পুত্রকামী পুত্রেষ্টি যাগনিরত ব্যক্তি ইত্যাদি কাম্যক্রিয়াপরতন্ত্র মানবগণ বিশেষ বিশেষ ফলাভিসন্ধি সহকারে, অলীক ব্যাপারকে সার্থক ও পরম প্রয়োজনীয় কার্য্য বোধে, তদনুষ্ঠানে ব্যাকুল হইয়া থাকে। এ সকলই মোহের কার্য্য; কারণ এরূপ ক্রিয়ার ফলাফল লৌকিক ও অচিরস্থায়ী। এ সকলই ফলকামনাসম্ভূত অনুষ্ঠান এবং কেবল হৃদয়জাত অহঙ্কারই এতাদৃশ কার্য্যের প্রণোদক। ইন্দ্রিয়-পরায়ণ জীবগণের, সাহঙ্কার ও ফলাভিলাষপূর্ণ শুভকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম্ম-বৃদ্ধি হইয়া, দেবাদিরূপে জন্ম ও তজ্জনিত সুখপ্রাপ্তি এবং অশুভকর্ম্মানুষ্ঠাননিবন্ধন তির্য্যগাদি যোনিতে জন্ম ও তদ্দ্বারা দুঃখপ্রাপ্তি এবং শুভাশুভরূপ ব্যামিশ্র কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত ধর্ম্মাধর্ম্ম দ্বারা মনুষ্য জন্ম ও তদ্দ্বারা সুখ-দুঃখ উভয় প্রাপ্তিই হয় *। এরূপ সুখ-

* শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথার নিম্নলিখিত সমর্থন দৃষ্ট হয়। "সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্। তমসা ভূততির্য্যক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্ম্মভিঃ॥" ১১ স্কন্ধ। ২২ অধ্যায়। ৫১ শ্লোক। অর্থাৎ সত্ত্বকর্ম্মদ্বারা ঋষি ও দেবতা, রজোগুণের ক্রিয়া হেতু অসুর ও মানুষ এবং তমোগুণের কার্য্য দ্বারা জড় পদার্থ বা তির্য্যক্ জন্ম প্রাপ্তি ঘটে। অন্যত্র যথা; "ইষ্টেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ

দুঃখময় সংসারবৃক্ষ, তৎকারণীভূত শোক-মোহরূপ বীজের অবিনাশ পর্য্যন্ত, সমভাবে বর্ত্তমান থাকিবে। সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আত্মজ্ঞান ব্যতীত, সংসার-বৃক্ষের বীজস্বরূপ শোক-মোহের বিনাশ সাধনের উপায়ান্তর লক্ষিত হইতেছে না; এজন্য ভগবান্ বাসুদেব, সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থ, আত্মজ্ঞানের উপদিদিক্ষু হইয়া, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া, যথাবিহিত আত্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

কোন কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল আত্মজ্ঞান হইতে মুক্তি হইতে পারে না; অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম সহকৃত আত্মজ্ঞান হইতেই কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। স্বর্গপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ঞে প্রযাজ ও অনুযাজাদি * যেরূপ উপকারী ও সহায়, কৈবল্য প্রাপ্তির সাধনস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষেও শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ তদ্রূপ উপকারী বলিয়া জানিবে। সেই সকল আচার্য্যের মতে, সমস্ত গীতাশাস্ত্রে এই অভিপ্রায়ই অবধারিত হইয়াছে। এই বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপে তাঁহারা গীতাগ্রন্থ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকসমূহ উল্লেখ করিয়া থাকেন। "ধর্ম্মজনক এই সংগ্রাম যদি তুমি না কর" ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ৩৩ শ্লোক), "কর্ম্মেতেই তোমার অধিকার হউক" ইত্যাদি (২য় অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোক), "অতএব তুমি কর্ম্মই কর" ইত্যাদি (৪র্থ অধ্যায়ের ১৫ শ্লোক) উল্লিখিত শ্লোকসকল উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত আচার্য্যগণ ভগবদ্বাক্য দ্বারা মোক্ষবিষয়ে কর্ম্মের সহকারিতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। এই সম্প্রদায় জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদী বলিয়া অভিহিত। ইঁহাদিগের মতকে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ বলা হইয়া থাকে।

"কোন প্রাণিকেই হিংসা করিবে না," ইহা শ্রুতি-সঙ্গত ব্যবস্থা; সুতরাং শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ প্রাণিহিংসাবশতঃ অধর্ম্মজনক এবং অনুষ্ঠানের

স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ। ভুঞ্জীত দেববৎ তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জ্জিতান্॥" "পশূনবিধিনালভ্য প্রেতভূতগণান্ যজন্। নরকানবশো জন্তুর্গত্বা যাত্যুল্বণং তমঃ॥" ১১ স্কন্ধ ১০ অধ্যায়। ২২ ও ২৭ শ্লোক। (অর্থাৎ ইষ্টদেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করিয়া যজ্ঞকারী স্বর্গলোকে গমন করেন এবং স্বকীয় ভাবে, স্বর্গীয় ভোগ্য সমূহ দেবতার ন্যায় উপভোগ করেন। বিধিবিরুদ্ধ প্রণালীতে হনন করিয়া ভূত প্রেতাদির উদ্দেশে যজ্ঞ করিলে অবশ শরীরে নরক গমন করেন এবং পরিশেষে স্থাবরতা প্রাপ্ত হন।

* দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের অঙ্গ হবন বিশেষ।

অযোগ্য। অতএব এতাদৃশ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মসহকৃত জ্ঞান কদাপি মুক্তির সাধন হইতে পারে না। এই সাঙ্খ্যমতের উল্লেখ করিয়া, উল্লিখিত আচার্য্য গণের অভিপ্রায়ের বিরুদ্ধে, কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন। কিন্তু সমুচ্চয়বাদী বলেন, এ আপত্তি সমীচীন নহে; যেহেতু গুরু, ভ্রাতৃ ও পুত্রাদি হিংসারূপ যুদ্ধক্রিয়া, নিষ্ঠুরতাবশতঃ অতি গর্হিত হইলেও, ক্ষত্রিয়-গণের তাহা স্বধর্ম্ম, সুতরাং তাহা অধর্ম্মজনক বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতে পারে না। প্রত্যুত তাহা না করিলে, অধর্ম্ম ও অকীর্ত্তিই সম্ভূত হইয়া থাকে। এই গীতা শাস্ত্রের দ্বিতীয়াধ্যায়ের স্থানান্তরে (৩৩ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, "স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া, পাপকে আশ্রয় করিতে হইবে" ইত্যাদি অর্থাৎ স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে স্বজন-হনন ও আত্মীয়-বিয়োগ-ভয়ে নিরস্ত হইলে অহিংসাজনিত পুণ্য না হইয়া পাপই হইবে। অতএব গুরু প্রভৃতির হিংসা-রূপ অতি ক্রূর কর্ম্ম যখন অধর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতেছে না, তখন পশ্বাদি হিংসা-লক্ষণ বৈদিক ক্রিয়াকলাপ কদাপি অধর্ম্মজনক হইতে পারে না *। ইহাই এই গীতাশাস্ত্রে নানাযুক্তি সহকারে বিনিশ্চিত হইয়াছে। অতএব অগ্নিহোত্র প্রভৃতি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াকলাপ সহকৃত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তির সাধক; তাহা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজক নহে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপে সমুচ্চয়বাদিগণের অভিপ্রায় ও তৎসম্বন্ধীয় বাদপ্রতিবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া, অধুনা স্বয়ং সেই অভিপ্রায় খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিতেছেন যে, আচার্য্যগণের উল্লিখিতরূপ অভিপ্রায় সঙ্গত নহে। যেহেতু এই গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয়ের বিভিন্নতা বিশেষরূপে উক্ত হইয়াছে। জ্ঞাননিষ্ঠা অর্থাৎ সাঙ্খ্য যোগের কথা প্রথমে কথিত হইতেছে। "অশোচ্যান্" ইত্যাদি আলোচ্য শ্লোক হইতে ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত গ্রন্থাংশ দ্বারা ভগবান্ যে পরমার্থতত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই,

* "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি সামান্যশাস্ত্রং। "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতি বিশেষশাস্ত্রেণ বাধ্যতে। ইতি মীমাংসকমতম্। বিশেষ বিধির দ্বারা সামান্য বিধির বাধা হয়। "কোন প্রাণি হিংসা করিবে না" ইহা একটি বৈদিক সামান্যবিধি। অগ্নীষোমীয় যজ্ঞে যথার্থ পশু গ্রহণ করিবে। ইহা বিশেষবিধি। এই বিশেষ বিধির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সামান্য বিধি খণ্ডিত হইল। যুদ্ধে প্রাণিহিংসা ক্ষত্রিয়গণের স্বধর্ম্ম, তাহাই তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ বিধি। অতএব প্রাণিহিংসা করিবে না, এই সামান্য বিধি এ স্থলে বাধা প্রাপ্ত হইল।

সাখ্য ; তদ্বিষয়িণী বুদ্ধিই সাখ্যবুদ্ধি। অর্থাৎ জন্মাদি ষড়্‌বিধ বিকারাভাব* বশতঃ, আত্মা অকর্ত্তা অর্থাৎ কূটস্থ † ইত্যাকার জায়মানা বুদ্ধিই সাখ্য-বুদ্ধি বা জ্ঞাননিষ্ঠারূপে খ্যাত ; এবং তৎপরায়ণ সন্ন্যাসিগণই সাংখ্য, অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী। আর এতাদৃশী বুদ্ধি উদিত হইবার পূর্ব্বে, দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র হইলেও, আত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা মনে করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার পূর্ব্বক

---

* ষড়্‌বিধ বিকারাভাবের বিষয় ২য় অধ্যায়ের ২০শ শ্লোকে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

† কূটস্থ—"কালব্যাপী স কূটস্থ একরূপতয়া তু যঃ"। যিনি অবিকৃত ভাবে একইরূপে অনন্তকাল ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, তাঁহাকে কূটস্থ বলা যায়।—পণ্ডিত বলাইচাঁদ গোস্বামী।

কূটস্থ শব্দ এইরূপ অর্থেই এস্থলে প্রযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু ইহার বিশেষ অর্থজ্ঞান এই গ্রন্থ পাঠের অতিশয় সহায়তা করিবে বলিয়া, নিম্নে তাহাও প্রদত্ত হইল।

"কূট" শব্দের অর্থ নিশ্চল অধিষ্ঠান যন্ত্র বিশেষ। ভাষা কথায় যাহাকে স্বর্ণকার বা কর্ম্মকারের "নাই" বলে, তাহাই 'কূট' শব্দের উত্তম উদাহরণ স্থল। সেই 'কূট' সদৃশ যাহা নির্ব্বিকারে স্থিত তাহার নাম কূটস্থ। অর্থাৎ যেরূপ স্বর্ণকার বা কর্ম্মকারগণ "নাইএর" উপর বহুবিধ ধাতুর বহুবিধ অলঙ্কারাদি সৃজন করিলেও ঐ "নাই" কখনও বিকার প্রাপ্ত হয় না, সেই রূপ নির্ব্বিকারভাবে স্থিত যে অধিষ্ঠান চৈতন্য তাহারই নাম কূটস্থ চৈতন্য। পঞ্চদশীতেও কথিত আছে,—"অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ। কূটবন্নির্ব্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে॥" অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন স্থূলদেহ, এবং অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে সমুৎপন্ন সূক্ষ্মদেহ, এই দুই দেহের অধিষ্ঠানরূপে অর্থাৎ আধার রূপে বর্ত্তমান বলিয়া উক্ত দুই দেহাবচ্ছিন্ন এবং কূটের ন্যায় নির্ব্বিকারে স্থিত যে চৈতন্য আত্মা তাহারই নাম কূটস্থ চৈতন্য। দুই দেহাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ ঐ দুই দেহ হইতে অন্যত্র বৃত্তিশূন্য। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত দেখুন। সর্ব্বস্থান-ব্যাপী যে আকাশ তাহার নাম মহাকাশ। ঘটের মধ্যস্থিত যে শূন্য তাহার নাম ঘটাকাশ। শূন্যশব্দের অর্থই আকাশ। এখন মনে করুন, একটি খালি ঘট রহিয়াছে। যখন ঘট শূন্য রহিয়াছে তখন তাহার মধ্যে শূন্য বা আকাশ রহিয়াছে ; এমন সময়ে কেহ ঐ ঘট জলে পরিপূর্ণ করিল ; তাহা হইলে ঘটাকাশের উপরেই ঐ জল পড়িল ; ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। অতএব প্রথমতঃ উক্ত জলের আধার হইল ঘটমধ্যস্থিত আকাশ। উক্ত জলে প্রতিবিম্বিত যে মেঘাদিযুক্ত কল্পিত আকাশ তাহার নাম জলাকাশ।

এখন বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখুন, উক্ত মহাকাশ পরব্রহ্ম স্থানীয়, উক্ত ঘটাকাশ অধিষ্ঠান রূপে কূটস্থ স্থানীয়, এবং উক্ত জলাকাশ জীবস্থানীয়। কেবল ব্যবহার দশাতেই এই রূপ কূটস্থাদি কল্পিত হয়, পারমার্থিক দশায় এক পরব্রহ্ম বই নাই। সাদাসিদে কথায় কূটস্থ চৈতন্যের বিষয় বলিতে হইলে ইহাই বলা যায় যে, সকলেই "আমি স্বয়ং (নিজে) এই কার্য্য করিতেছি" আমি স্বয়ং তথায় যাইব" ইত্যাদি রূপ স্থলে "আমি" শব্দের পর "স্বয়ং" শব্দের প্রয়োগ করিতে দেখা যায়। এখন বেশ ধীর ভাবে অনুভব পূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ব্যবহার দশায় "আমি" শব্দ জীবচৈতন্যকে বুঝায়, এবং ঐ "স্বয়ং" শব্দই কূটস্থের পরিচায়ক। "আমি"র পরও যে একটা "স্বয়ং" আছে, অনুভব করিয়া দেখিলে বুঝা যায় ঐ "স্বয়ং"ই কূটস্থ।

অহংশব্দবাচ্য আমি, স্বয়ং শব্দবাচ্য কূটস্থে কল্পিত মাত্র। জীব চৈতন্য কূটস্থচৈতন্যের কল্পিত মাত্র। কূটস্থচৈতন্য সর্ব্বসাক্ষী।—পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

কিসে মোক্ষসাধন হইতে পারে, তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রতিপাদিত বিবিধ অনুষ্ঠান, তাহার নাম যোগ। তদ্বিষয়া যোগবুদ্ধি অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা। তদনুষ্ঠাতা পুরুষগণ যোগিশব্দবাচ্য।

ভগবান্‌ও এইরূপেই এই গীতাশাস্ত্রে "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি (২য়। ৩৯ পরে দ্রষ্টব্য) শ্লোকে, বুদ্ধির দুই প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কর্ম্ম ও জ্ঞান এতদুভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধচিত্ত সন্ন্যাসিগণই জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবেন। আর কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানী অবিশুদ্ধচেতা, অল্পজ্ঞ, সকাম মানবগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিবেন। ভগবান্‌ও এই গ্রন্থে (৩য়। ৩য় শ্লোকে) বলিয়াছেন, "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" ইত্যাদি (পরে দ্রষ্টব্য)। দেহাভিমানী জীবই সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়। ভগবান্ ঈশ্বরই জীবগণের কর্ম্মানুসারে ফলদাতা। এইরূপ ভেদবুদ্ধি সহকারে, বাঞ্ছিত ফলপ্রাপ্তির নিমিত্ত, ঈশ্বরোপাসনাদির নাম কর্ম্ম। অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের ভেদজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে, বাঞ্ছিত ফললাভার্থ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাভিনিবেশ-সহকৃত, অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত যাগ-যজ্ঞাদিই কর্ম্ম।

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য প্রতিপাদিত জীব ও ব্রহ্মের যে একত্ব বুদ্ধি, তাহারই নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান ও পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ কর্ম্ম একই কালে একই পুরুষে কখনই থাকিতে পারে না। কারণ জ্ঞান ও কর্ম্ম পরস্পর সম্পূর্ণ বিরোধী। একত্ব বুদ্ধি ভিন্ন জ্ঞান স্বীয় সত্তা ধারণ করিতে পারে না; কিন্তু কর্ম্মে বুদ্ধির গতি বহুমুখী হইয়া থাকে। জ্ঞানে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এইরূপ বুদ্ধি থাকে না; কর্ম্মে ঐ বুদ্ধি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান থাকে। এই জন্যই ভগবান্ অবস্থাভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মোপাসনার পৃথক্ বিধি করিয়াছেন। যথা; "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি (৩য় অধ্যায় ৩য় শ্লোক)।

প্রথমতঃ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত, স্ববর্ণাশ্রমোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিবে, তৎপরে বিষয়-ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া, কর্ম্মফল সকল অন্তর্য্যামী ভগবানের উদ্দেশে অর্পণ করিয়া, সদ্গুরু সমীপে গমনপূর্ব্বক উপদেশ গ্রহণ করিবে। পরে ভগবৎকৃপায় যথাবিধি উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, জ্ঞানযোগের অনুষ্ঠান করিবে। যদি শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম সহকৃত জ্ঞানই মুক্তির প্রাপক

হইত, তাহা হইলে কখনই ভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্মের অধিকারিভেদে বিভাগ করিয়া, স্বতন্ত্রভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ বিধান করিতেন না। অতএব যেমন শুক্তিতে রজতবোধ হেতু, ভ্রান্ত পুরুষের রজত-ভ্রম নিবৃত্তির নিমিত্ত শুক্তি-বিষয়ক যথার্থ জ্ঞান ব্যতীত অন্য কোন সহকারি কারণান্তরের প্রয়োজন থাকে না, অর্থাৎ কেবল শুক্তি-জ্ঞান হইতেই শুক্তিতে রজত বুদ্ধিরূপ অজ্ঞান নিবৃত্তি হয়; তদ্রূপ সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, কেবল মাত্র আত্মজ্ঞান নিষ্ঠা হইতেই কৈবল্য প্রাপ্তি হয়; শ্রৌত ও স্মার্ত্তস্বরূপ সহকারি ক্রিয়া-কলাপরূপ কারণান্তরের প্রয়োজন হয় না।

শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম সহকৃত তত্ত্বজ্ঞানই মুক্তির প্রযোজক,কেবলমাত্র জ্ঞান মুক্তি-প্রাপক নহে; ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পুনর্ব্বার ইত্যাকার মতাবলম্বী আচার্য্যগণের অভিপ্রায়ের দোষ দেখাইতেছেন। তৃণ, অরণি (অগ্নি-মন্থন কাষ্ঠ) ও মণি (সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি) এতদন্যতম অগ্নির কারণ; পুরুষেরা স্ব স্ব সামর্থ্যানুসারে ইহারই একতম দ্বারা অগ্নি-প্রণয়ন করিয়া থাকে। তদ্রূপ কোন কোন ব্যক্তি, প্রথমতঃ শ্রৌত ও স্মার্ত্ত ক্রিয়াদি অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া, গুরূপদেশ জনিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিপথাধিরূঢ় হইয়া থাকেন। আর ইহ জন্মে কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান না করিয়াও, জন্মজন্মান্তরীন ক্রিয়া-কলাপ-জনিত বিশুদ্ধচেতা কোন কোন পুরুষ, সদ্গুরুর কৃপায়, কর্ম্ম-কাণ্ডে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই, তত্ত্বজ্ঞানোপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া, মুক্তিপথা-বলম্বী হন*। অতএব অগ্নি-প্রযোজক তৃণ, অরণি ও মণির ন্যায়, অধিকারি-ভেদে কখন কর্ম্ম ও কখন জ্ঞান এই উভয়ই বিভিন্নরূপে মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে। কর্ম্ম ও জ্ঞান একত্রিত ভাবে কখনই মুক্তির প্রযোজক হইতে পারে না। কর্ম্ম সহকৃত জ্ঞান মুক্তির প্রযোজক, যদি ইহাই ভগবদভিপ্রেত হইত, তবে "হে জনার্দ্দন! যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ ইহাই তোমার অভিমত হয়, তবে এই হিংসাত্মক নিদারুণ কর্ম্মে আমাকে কেন নিয়োজিত করিতেছ?" (৩য়। ১ম শ্লোক) অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন নিতান্ত অসঙ্গত হইয়া পড়িত। কেননা ভগবান্ কোথাও এরূপ বলেন নাই যে, এক ব্যক্তি

* শুকদেব জন্মাবধি জ্ঞানপথে ধর্ম্মানুসন্ধান ব্যতীত সাধারণ মনুষ্যোচিত অন্য কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন নাই। সুতরাং আজন্ম এরূপ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ণাবস্থা কেবল পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভগবান্ ভাষ্যকার মহাত্মা শঙ্করাচার্য্যের জীবনও এইরূপ পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল জনিত জ্ঞানোন্নতির উত্তম উদাহরণ স্থল।

কর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপদনুষ্ঠান অসম্ভব। তবে অর্জ্জুন কিরূপে "কর্ম্ম হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ"(৩য়। ১ম শ্লোক) ইত্যাদি অশ্রুত বিষয়ের আশঙ্কা করি-লেন? অপিচ কর্ম্ম ও জ্ঞান সমুচ্চিত হইয়াই মুক্তির প্রযোজক হইয়া থাকে, যদি এরূপ অভিপ্রায় ভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট পরিব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয় পথই অনুষ্ঠান কর এরূপ উপদেশ কালে, "যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্" অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে শ্রেয় হয়, তাহারই একটী আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল," ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, একতর বিষয় বলিবার জন্য, অর্জ্জুন প্রার্থনা করিলেন কেন? যদি পিত্তপ্রশমনার্থী রোগী, বৈদ্য কর্ত্তৃক মধুর * ও শীতল দ্রব্য ভোজন করিতে উপদিষ্ট হইয়াও,এরূপ প্রশ্ন করে যে, আমার ব্যাধি-শান্তির নিমিত্ত একতদন্যতর আমাকে বলুন, তাহা হইলে সেই ব্যাধি-ক্লিষ্ট ব্যক্তির প্রশ্ন যেরূপ অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়; অর্জ্জুনের প্রার্থনাও তদ্রূপ অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। যদি বলা যায় যে, অর্জ্জুন ভগবদ্বা-ক্যার্থ যথাবিহিতরূপে অবধান না করিয়াই এরূপ বলিয়াছেন, তাহা হই-লেও তদীয় প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে ভগবানের এইরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করা কর্ত্তব্য যে, "আমি জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয় অর্থাৎ একত্রীভাবের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তুমি এরূপ ভ্রান্ত হইতেছ কেন?" এতাদৃশ সুসঙ্গত উত্তর না দিয়া, অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের ভগবান্ যে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সমুচিত হয় নাই। শাস্ত্রেও যুদ্ধরূপ কর্ম্ম ক্ষত্রিয়কুলের স্বধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ইহা জানিয়াও "কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব!" ভগবানের প্রতি অর্জ্জুনের এইরূপ সরোষ বাক্য সহকৃত দোষারোপ কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অতএব এই গীতা শাস্ত্রে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়ভাব কিঞ্চিন্মাত্রও প্রদর্শন করাইতে কেহই সমর্থ নহেন।

"লোক সংরক্ষণেচ্ছায় অনাসক্তভাবে কর্ম্ম করিবে," ইত্যাদি (৩য়। ২৫) শ্লোক দ্বারা শ্রৌতাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান-বিধিও এই গীতাশাস্ত্রে ভগবৎ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। সুতরাং গীতাশাস্ত্রে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ভাব প্রদর্শন করাইতে কাহারও সাধ্য নাই,ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত বাক্য কিরূপে সঙ্গত

* রসো মধুরকঃ শীতো ধাতুবৃদ্ধ বলপ্রদঃ। চক্ষুষ্যো বাতপিত্তঘ্নঃ কুর্য্যাৎ স্থৌল্যকফক্রিমীন্॥
—আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যগুণ

হইবে? ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, এইরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত করিয়া, উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন, অজ্ঞান বশতঃ, বা অনুরাগ বিশেষ বশতঃ, প্রোক্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত পুরুষগণের হৃদয়ে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ততা হেতু 'এই জগতই একমাত্র ব্রহ্ম' ইত্যাকার পরমার্থ তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন হয়। তাদৃশ আত্মতত্ত্বদর্শী পুরুষেরা, কর্ম্ম বা কর্ম্মপ্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও, লোক-সংরক্ষণার্থ (লোকশিক্ষার নিমিত্ত) * যত্ন পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু তাঁহাদের সে কর্ম্মানুরাগ কেবল প্রবৃত্তি মাত্র, বাস্তবিক কর্ম্ম নহে; অর্থাৎ ফলাভিলাষ শূন্য নিরহঙ্কারী তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, ফলাকাঙ্ক্ষ সাহঙ্কার কামি পুরুষের কর্ম্মের ন্যায়, সুকৃতি ও দুষ্কৃতিজনক নহে। কেবল মাত্র লোক-সংগ্রহই তাদৃশ কর্ম্মের উদ্দেশ্য। সুতরাং এবংবিধ কর্ম্ম ও জ্ঞান সমুচ্চয় অর্থাৎ একত্রীভাবাপন্ন বলিয়া কিরূপে আশঙ্কা হইতে পারে?

ভগবান্ হরি ভূভার হরণার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তিনি পূর্ণ অর্থাৎ তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব ছিল না; তথাপি তিনি, লোকশিক্ষার্থ ক্ষত্রধর্ম্মরূপ যুদ্ধাদি করিয়া, শিষ্ট-পালন ও দুষ্ট-দমন করিয়াছেন। ভগবদনুষ্ঠিত-তত্তৎ-ক্রিয়া যেমন কুকর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে, তত্ত্ববিদ্গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত অহঙ্কার ও ফল-কামনা-রহিত ক্রিয়া সকলও তদ্রূপ জানিবে।

তত্ত্ববিদ্গণের জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কর্ম্মে যেরূপ প্রবৃত্তি থাকে, জ্ঞানো-

* লোক-সংরক্ষণার্থ।—লোক-শিক্ষার্থ সুধীর ধার্ম্মিক, ক্রিয়া-দক্ষ মহদ্ব্যক্তিগণ যেরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অল্পদর্শী অজ্ঞ পুরুষগণও তদনুরূপ ধর্ম্ম-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যদি বিশুদ্ধচেতাঃ জ্ঞানিগণ চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে বলিয়া নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করেন, তবে তাহা দেখিয়া অল্পদর্শী অজ্ঞব্যক্তিগণও মনে ভাবিতে পারেন যে, যখন ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য ঈদৃশ মহাত্মগণই সন্ধ্যাবন্দনাদি ত্রিকালানুষ্ঠেয় ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তখন বোধ হয় এই কর্ম্মের আর কোন ফল নাই; সুতরাং আর আমাদের উপবাসাদি-সাধ্য এই সকল কঠোর কর্ম্মের অনুষ্ঠান করার প্রয়োজন কি? এরূপ চিন্তা করিয়া জ্ঞানিলোকের ন্যায় অজ্ঞগণও নিত্যনৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ করিলে ইহলোক ও পরলোক হইতে নিশ্চয়ই ভ্রষ্ট হইবে। সুতরাং নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞানিগণেরও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি ক্রিয়াকলাপ অবশ্য কর্ত্তব্য। এই গীতাশাস্ত্রেই ভগবান্ বলিয়াছেন,— "নমে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি। যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ। মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ। উৎসীদেয়ুরিমেলোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। সঙ্করস্য চ কর্ত্তাস্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ।" ইত্যাদি তৃতীয়াধ্যায়ের দ্বাবিংশতি প্রভৃতি শ্লোকের তাৎপর্য্যে এই বিষয় বিশেষ রূপে বিবৃত করা যাইবে।—পণ্ডিত নবচন্দ্র শিরোমণি।

দয়ের উত্তর কালেও তদ্রূপই কর্ম্ম-প্রবৃত্তি দেখা যাইতেছে; অতএব তাহা কর্ম্ম নহে, কর্ম্মাভাসমাত্র, এইরূপ কল্পনা কিরূপে করা যাইতে পারে? এবংবিধ আশঙ্কার উত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্ত এই যে, স্বর্গাভিলাষি কামি পুরুষগণ, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠানার্থ অগ্নি গ্রহণ করিয়া, অগ্নিহোত্রাদি কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, তত্তৎ কর্ম্ম অর্দ্ধসমাপ্তির পর যদি কোন কারণ বশতঃ ঐ কামনা নষ্ট হয়, এবং উক্ত পুরুষ অগ্নিহোত্রাদি কাম্যকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, তবে তাদৃশ কামি পুরুষের অর্দ্ধসম্পন্ন কর্ম্ম, যেমন অন্যান্য কাম্যকর্ম্মের ন্যায় অভিলষিত ফলপ্রদান করে না, তদ্রূপ তত্ত্ববিদ্গণের নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠিত ক্রিয়া সকলও কর্ম্ম নহে, অর্থাৎ তাদৃশ কর্ম্ম পুরুষের সংসার-বন্ধনের কারণ হয় না। অতএব তাহা কর্ম্মাভাসরূপে পরিগণিত। ভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রে বলিয়াছেন, "কর্ম্ম করিলেও তাহা কর্ম্ম নহে; এবং তদ্দ্বারা পুরুষ লিপ্তও হয় না" ইত্যাদি। অতএব জ্ঞানই মুক্তির প্রয়োজক।

আর "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইত্যাদি (৩য়। ২০শ) শ্লোকে যে কর্ম্ম পদের উল্লেখ হইয়াছে, তাহা তত্ত্বজ্ঞ ও অতত্ত্বজ্ঞ উভয়পক্ষেই বিভাগ করিয়া অর্থ করিতে হইবে। যথা; জনক প্রভৃতি পূর্ব্ব পূর্ব্ব রাজর্ষিগণ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা স্বকীয় স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত নহে; তাঁহারা কেবল লোক-শিক্ষার্থই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে," অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণই বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে; আমি পদবাচ্য আত্মা অর্থাৎ পুরুষ বিষয়াসক্ত নহে; এরূপ বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যেহেতু তাদৃশ ভাবে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে, তজ্জন্য আত্মার কোন ক্ষতি হইবে না, ইহা তাঁহারা বিশেষরূপে জ্ঞাত ছিলেন। অতএব জনক প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, কামনাবিহীন কর্ম্ম সহকৃত, জ্ঞান দ্বারা কৈবল্য প্রাপ্ত হইয়াছেন—কখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই। তত্ত্বজ্ঞ পক্ষে এরূপ অর্থ। আর যদি তাঁহাদিগকে-অতত্ত্ববিৎ বলিয়া মনে করা যায়, অর্থাৎ তাঁহারা আত্মতত্ত্ববিষয় সম্যক্ জ্ঞাত ছিলেন না বলা যায়, তবে বিধি অনুসারে কর্ম্ম-ফল জগদীশ্বরে সমর্পণ পূর্ব্বক, তাঁহারা অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি, বা জ্ঞানোৎপত্তিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন বলিতে হইবে। অতত্ত্বজ্ঞ পক্ষে এরূপ অর্থ জানিবে। ভগবান্ এই গ্রন্থের উত্ত-

রাংশে বলিয়াছেন, "সত্ত্বশুদ্ধয়ে, কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি" ইত্যাদি, অর্থাৎ সাধকগণ চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্ম করেন। অতএব কেবল জ্ঞান হইতেই মোক্ষ প্রাপ্তি হইবে, ইহাই গীতা শাস্ত্রে অবধারিত হইল। প্রকরণানুসারে পৃথক্ পৃথক্ করিয়া যথাস্থানে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অবধারিত বিষয় প্রদর্শন করিবেন।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য শ্রীভগবানের উক্তি এইরূপে সমাপ্ত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! তুমি দেহের স্বভাবজ্ঞান না, এবং দেহের অতিরিক্ত যে আত্মা তাহার প্রকৃতিও জান না। আত্মার জন্ম দেহের জন্মাধীন নহে এবং আত্মার বিনাশ দেহের মরণাধীন নহে। আত্মার জন্মও নাই, মরণও নাই। এই কারণে তজ্জন্য শোক অকর্ত্তব্য। দেহ অচেতন; জড় পদার্থ যেরূপ পরিণাম ধর্ম্মশীল দেহও তদ্রূপ; এবং তাহার পুনঃ পুনঃ উৎপত্তি ও নাশ ঘটিয়া থাকে। অতএব তাদৃশ দেহের নিমিত্তও শোক অকর্ত্তব্য।

শ্রীচৈতন্যচরণানুগত শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই শ্লোকে নিম্নলিখিত রূপ অভিপ্রায় বিন্যস্ত করিয়াছেন। "সখে! আমায় ক্ষমা কর, আমি যুদ্ধ করিব না।" এই বলিয়া অর্জ্জুন নীরব হইলে, ভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকে তাঁহার সেই বুদ্ধিকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, দেখ অর্জ্জুন! শোক প্রকাশ তোমার কর্ত্তব্য নহে। কেন না, স্থূল অথবা সূক্ষ্ম, দুইটি দেহের মধ্যে কোন্ দেহটি বিনষ্ট হইবে বলিয়া তুমি শোক করিতেছ? স্থূল দেহের জন্য শোক করিতে পার না, কারণ স্থূল দেহ ত বিনষ্ট হইবেই। সূক্ষ্ম দেহের জন্যও শোক হইতে পারে না; যে হেতু মুক্তির পূর্ব্বে তাহা কিছুতেই বিনষ্ট হইবে না। আর স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহ-বিশিষ্ট যে অনন্ত আত্মা, তাঁহাদিগের উদ্দেশেও শোকের অবকাশ নাই। কারণ, জন্য পদার্থমাত্রেই যে ছয়টি বিকার পরিলক্ষিত হয়, আত্মাতে তাহা নাই। আত্মা নিত্য; সুতরাং যাঁহারা দেহ ও আত্মার স্বভাব অবগত আছেন, তাঁহাদিগের শোকের কোনই কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব যাহা অশোচ্য তাহাকে শোচ্য বলিয়া মনে করা ভ্রম মাত্র। এরূপ ভ্রম সাধারণের হইতে পারে; কিন্তু তুমি পণ্ডিত, ইহা কখনই তোমার যোগ্য নহে। আরও দেখ অন্য শাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রের বল অধিক, এ কথা অস্বীকার্য্য নহে (১২০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য); কিন্তু জ্ঞানশাস্ত্র আবার সেই ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষা অধিকতর বলবান্

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্ন-লিখিতরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন,—অর্জ্জুন স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে স্বয়ং ইচ্ছাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হইলেও, সমরক্ষেত্রে আগমন করার পর, তাঁহার হৃদয়ে দুই প্রকার মোহের উদ্ভব হইল। অজ্ঞতা বশতঃ,স্থূল,সূক্ষ্ম ও কারণ* এতদুপাধিত্রয়ে আবৃত, সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত ও স্বপ্রকাশ স্বরূপ আত্মাকে মরণশীল, এবং ক্ষণবিধ্বংসী দেহকে সত্য ও স্থায়ী মনে করিয়া, সকল প্রাণী মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অর্জ্জুনের হৃদয়েও, আত্মীয়নাশ ভয়ে, তাদৃশ এক-বিধ সাধারণ মোহ উপস্থিত হইল। আর যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্মসঙ্গত কার্য্যকে হিংসাদি-বহুল, সুতরাং অধর্ম্মানুষ্ঠান মনে করিয়া, অর্জ্জুনের ইন্দ্রিয়গ্রাম যে মোহজনিত বিকলতা প্রাপ্ত হইল, তাহা অসাধারণ মোহ; কারণ তাদৃশ মোহ সতত প্রাণীর হৃদয়ে আবির্ভূত হয় না; অধুনা সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত অর্জ্জুনের অন্তরে সহসা তাহার উদ্ভব হইল। উপাধিত্রয়ের বোধ সহকৃত আত্মার প্রকৃত তত্ত্ব ও স্বরূপ জ্ঞান জন্মিলে,উল্লিখিত সাধারণ মোহ বিদূরিত হইতে পারে; এবং যুদ্ধে প্রাণিহিংসা অবশ্যম্ভাবী হইলেও, ক্ষত্রিয়ের তাহা

* শরীর তিন প্রকার; কারণ শরীর, লিঙ্গ শরীর এবং স্থূল শরীর। "শীর্য্যতে তত্ত্বজ্ঞানেন নশ্যতীতি শরীরং" তত্ত্বজ্ঞান হইলে নাশপ্রাপ্ত বলিয়া ইহাদের নাম শরীর। কি কারণ, কি সূক্ষ্ম কি স্থূল এই তিনই শরীর, অর্থাৎ তিনই তত্ত্বজ্ঞান হইলে নাশ প্রাপ্ত হয়। এই তিন শরীরের নাশ হইলেই জীবাত্মা ও পরমাত্মা দুই এক হইয়া যায়। "অবিদ্যাবশগস্তন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা। সা (অবিদ্যা) কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্॥" ইতি পঞ্চদশী। স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই শরীরের আদি কারণ বলিয়া অবিদ্যার নাম কারণশরীর।

ঈশ্বরেচ্ছায় তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের (আকাশ, পবন, অনল, জল, পৃথিবী) পঞ্চ সাত্ত্বিক অংশ হইতে "শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ" এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মপরিগ্রহ করে। এবং ঐ পঞ্চ সাত্ত্বিক অংশ একত্রিত হইলে তাহা হইতে "অন্তঃকরণ" জন্ম লাভ করে। অন্তঃকরণ প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, প্রথম মন, দ্বিতীয় বুদ্ধি। উক্ত পঞ্চ মহাভূতের পঞ্চ রাজসিক অংশ হইতে "বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ" এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় সঞ্জাত হয়। এবং ঐ পঞ্চ রাজসিক অংশ একত্রিত হইলে তাহা হইতে "প্রাণ" সমুদ্ভূত হয়। প্রাণও প্রধানতঃ, "প্রাণ অপান, সমান; ব্যান ও উদান" এই পঞ্চভাগে বিভক্ত। উক্ত পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, বুদ্ধি ও মন এই সপ্তদশ পদার্থ একত্রিত হইয়া সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীর সমুৎপন্ন হয়। "বুদ্ধি কর্ম্মেন্দ্রিয় প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া। শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥" ইতি পঞ্চদশী॥ ঐ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত পঞ্চীকৃত হইলে অর্থাৎ পাঁচে পাঁচ মিশিয়া যাইলে তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড, চতুর্দ্দশ ভুবন, সর্ব্ববিধ জরায়ুজাদি প্রাণীসমুদয়, এবং বহুবিধ ভোগ্যপদার্থরূপ স্থূলশরীর সমুৎপন্ন হয়। "তৈ (তৈঃ—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতৈঃ) রণ্ডস্তত্র ভুবনং ভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ॥" ইতি পঞ্চদশী।

স্বধর্ম্ম, সুতরাং তদনুষ্ঠানে অধর্ম্ম নাই, এরূপ বোধ জন্মিলে, অর্জ্জুনের অসাধারণ মোহও অপগত হইতে পারে। অর্জ্জুনের উল্লিখিতরূপ ভ্রমদ্বয় নিবারণার্থ তদীয় হৃদয়জাত শোকের কারণ নিবৃত্তি করা আবশ্যক; তজ্জন্য অন্য কোনরূপ সাধনার প্রয়োজন নাই বিবেচনা করিয়া, শ্রীভগবান্ এই শ্লোক হইতে স্বাভিপ্রায় বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বিচার-জনিত আত্মতত্ত্ব জ্ঞানসম্পন্ন পণ্ডিতগণ, মৃত বন্ধুগণের বিয়োগে, বা জীবিতগণের বিয়োগাশঙ্কায়, কখনই মুহ্যমান হন না। তাঁহারা সমাধি-দশায় অর্থাৎ যখন ভগবচ্চরণ-চিন্তনে নিযুক্ত থাকেন, তখন এতাদৃশ কোন আভাসই তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না; আর ব্যুত্থান সময়ে, অর্থাৎ সমাধির বিরামকালে, শরীর ও আত্মার পার্থক্য, শরীরের ক্ষণবিধ্বংসিতা এবং আত্মার অবিনাশিতা বিষয়ে সুদৃঢ় বিশ্বাস থাকায়, তাঁহারা অণুমাত্র কাতর হন না। যে ব্যক্তি অন্ধকারে নিপতিত সর্পবৎ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জানেন, তাঁহার যেমন তদ্দর্শনে সর্পভ্রম ও তজ্জনিত ভীতি বা অঙ্গকম্পনাদি জন্মে না এবং পিত্তবিকার-জনিত ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির কখন গুড়ও তিক্তরস বলিয়া বোধ হইলেও, গুড়ের মধুরতা সম্বন্ধে নিশ্চয় বিশ্বাস থাকায়, তিক্ত সেবনেচ্ছা হইলে, কখন গুড় ভোজনে অভিলাষ জন্মে না, তদ্রূপ আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অজ্ঞানতা দূরীকৃত হইলে,এরূপ অনর্থক শোক অবশ্যই অপগত হইবে। সত্য বটে বশিষ্ঠাদি * মহাপুরুষেরা নিরতিশয় শোক মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু সে শোক তাঁহাদের প্রারব্ধ কর্ম্মফল বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। শিষ্টগণের ধর্ম্মবুদ্ধির অনুগামী লৌকিক ব্যবহার ও সদাচারই শিষ্টাচার এবং তাহাই অনুকরণীয়; কিন্তু তাঁহাদের অনুষ্ঠিত নিন্দিত ক্রিয়াকলাপ কখনই অনুকরণযোগ্য নহে। তুমিও পণ্ডিত, এরূপ শোক তোমার অকর্ত্তব্য।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি এই শ্লোকের টীকায় নিম্নলিখিত

* মহর্ষি বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি একদা রাজা কল্মাষপাদ কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াছিলেন। ক্রোধান্ধ ঋষিনন্দন, রাজা কল্মাষপাদকে নরভক্ষক রাক্ষস হইবার নিমিত্ত, অভিশাপ প্রদান করিলেন। অভিশপ্ত রাজা রাক্ষস হইয়া বনে বনে বিচরণ করিতে করিতে একদিন উল্লিখিত শক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া, তাঁহাকে ধারণ ও ভক্ষণ করিলেন এবং ক্রমশঃ শক্তির কনিষ্ঠগণকেও একে একে ভক্ষণ করিলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ পুত্রশোকে নিতান্ত কাতর হইলেন এবং দুঃসহ শোকাবেগে বিকলচিত্ত হইয়া বারংবার আত্মহত্যার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে অন্তর্ব্বত্নী শক্তিপত্নীর

কথার অবতারণা করিয়াছেন। শরীর নাশে আত্মনাশ হইবে এবং স্বধর্ম্ম-সঙ্গত যুদ্ধে অধর্ম্ম হইবে, অর্জ্জুনের এই দ্বিবিধ মোহ উপস্থিত হইল। তখন শ্রীভগবান্, ব্রহ্মবিদ্যার সূত্রস্বরূপ বিংশতি শ্লোক দ্বারা, তদীয় সেই শোক মোহ অপনোদনার্থ, বলিতে আরম্ভ করিলেন যে, দেহাদি উপাধি * নষ্ট হইলেও, অবিনাশী আত্মার নাশ হয় না। আকাশের ন্যায় নাশরহিত শোকের অযোগ্য ভীষ্মাদিস্বজনগণের নিমিত্ত তুমি কেন শোক করিতেছ? প্রাণই ইষ্ট পদার্থ, দেহ কিছুই নহে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "প্রাণই পিতা, প্রাণ মাতা এবং প্রাণ আচার্য্য" ইত্যাদি। জীবিত পিত্রাদিকে কেহ অবজ্ঞামাত্র করিলে লোকে তাহাকে শত ধিক্কার প্রদান করে; কিন্তু বিগত-প্রাণ হইলে, তাঁহাদিগকে চিতায় দগ্ধীভূত করিলেও, লোকে তাহার কোনরূপ নিন্দা করে না। আত্মার চৈতন্যময়তা এবং দেহের চৈতন্য-বিহীনতা দেখিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে যে, আত্মা দেহ হইতে স্বতন্ত্র। যদি দেহের চৈতন্য থাকিত, তাহা হইলে মৃত ব্যক্তিও চৈতন্য লাভ করিতে পারিত। সেই জন্যই দেহনাশে আত্মনাশ হইবে বলিয়া তোমার যে বোধ জন্মিয়াছে, তাহাতে তোমার মূর্খতাই প্রকাশিত হইতেছে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্বোক্তরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়া, উপসংহার কালে নিম্নলিখিতরূপে ভগবদুক্তি ব্যাখ্যাত করিয়াছেন। আত্মার নাশ নাই। ভীষ্মাদি এই সকল লোক স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহধারী আত্মা-মাত্র। অতএব তাঁহাদের নাশ স্মরণ করিয়া শোকের কোনই কারণ নাই। তুমি পূর্ব্বে অর্থশাস্ত্র অপেক্ষা ধর্ম্মশাস্ত্রকে বলবান্ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছ। জ্ঞান-শাস্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অপেক্ষাও বলবান্ ইহাই আমি বলিতেছি। কারণ জ্ঞান জন্মিলে মায়া দূরীভূতা হইবে এবং প্রজ্ঞাচক্ষে আত্মা ও দেহের পার্থক্য দর্শন করিয়া বন্ধুনাশ-জনিত শোক-মোহ বিনষ্ট হইবে।

গর্ভে স্বীয় বংশধর অবস্থান করিতেছেন জানিতে পারিয়া আত্মহত্যার প্রযত্ন হইতে বিরত হইলেন। বশিষ্ঠের পৌত্র এবং শক্তির সেই পুত্র পরাশর নামে কালক্রমে বিখ্যাত হইলেন।

* উপাধি।—"বিশেষ্যে অনন্বয়ত্বে তদিতর ব্যাবর্ত্তকত্বমুপাধিত্বং। যথা কাকোপলক্ষিতং দেবদত্তগৃহং। ইতি উপাধি লক্ষণং।" যে নিকটে থাকিয়া আপনার গুণ সমীপস্থ বস্তুতে আরোপ করে সেই উপাধি। জবা পুষ্প স্ফটিকের নিকটে থাকিয়া আপনার লৌহিত্য স্ফটিকে আরোপিত করে বলিয়া জবা স্ফটিকের উপাধি। অজ্ঞানও চৈতন্যের সন্নিধানে থাকিয়া আপনার গুণদোষ চৈতন্যে আরোপিত করে বলিয়া চৈতন্যের উপাধি। যে যাহার উপাধি সে তাহার উপহিত। চৈতন্যের উপাধি অজ্ঞান, সুতরাং চৈতন্য অজ্ঞানের উপহিত।—পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

অতঃপর সমালোচ্য শ্লোকের ভাব নিম্নে বিবৃত হইতেছে। অর্জ্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়া নীরব হইলে, শ্রীভগবান্ ঈষদ্ধাস্য সহকৃত যে সকল মধুর বাক্যে স্বকীয় সৌভাগ্যবান্ সখার ভ্রমাপনোদন করিয়াছিলেন সমালোচ্য শ্লোক সেই জ্ঞান-সৌধের প্রথম সোপান। যে পরম তত্ত্বজ্ঞান গীতা শাস্ত্রের প্রতি-পাদ্য তাহার শুভানুষ্ঠান এই স্থান হইতেই সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, হে সখে! যাহারা কখনই শোকের বিষয়ভূত নহেন, তুমি অনর্থক তাঁহাদের নিমিত্ত শোকে কাতর ও অবসন্ন-হৃদয় হইয়াছ এবং এই সকল যুদ্ধার্থি-আত্মীয়গণকে দেখিয়া, "আমার অঙ্গ প্রতপ্ত হইতেছে" ইত্যাদি (১ম অধ্যায়, ২৮ শ্লোক) বাক্যে অস্বর জাত-দুঃসহ শোক পবিব্যক্ত করিতেছ। "কোথা হইতে এই দারুণ সময়ে তোমার এই মোহ উপস্থিত হইল?" ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ২ শ্লোক) নানাবাক্যে আমি তোমাকে কর্ত্তব্য পথে আকৃষ্টচিত্ত করিতেছি; তথাপি তুমি "কিরূপে যুদ্ধক্ষেত্রে ভীষ্মাদির অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিব" ইত্যাদি (২য় অধ্যায়, ৪ শ্লোক) পণ্ডিত জনোচিত বাক্যব্যয় করিয়া আমাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিতেছ। কিন্তু তুমি কদাপি পণ্ডিত পদবাচ্য নহ এবং যে পরমা প্রজ্ঞা হৃদয়োন্নতির নিদর্শন, তাহার লেশ মাত্রও তোমাতে নাই। যেহেতু প্রাজ্ঞ-ব্যক্তিগণ, কখনই বিগতজীব সুহৃদ্গণের বিয়োগে, বা সজীব বন্ধুবর্গের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া, তোমার ন্যায় চলচ্চিত্ত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হন না। তুমি সুপণ্ডিত হইলেও, তোমার বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে মূঢ় বলাই সঙ্গত। তোমার পরমা প্রজ্ঞার পরিচয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ফলতঃ তোমার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ তর্ক ও ব্যবহার কখনই শোভা পায় না। ভাবিয়া দেখ, এই অনন্ত বিশ্বের যাবতীয় জড়-পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল ও পরিণতিপ্রবণ; কিন্তু যাবতীয় পরমাত্মা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তুমি যাহাকে মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যে ঘটনা নিতান্ত শোকসন্তাপকর বিবেচনায় কাতর হইতেছ, বস্তুতঃ তাহা জড় দেহের পরিণতি ও অবস্থান্তর মাত্র। দেহাধিষ্ঠিত অথচ দেহাতিরিক্ত, দেহ-চৈতন্যের কারণ, অথচ কেবল উপাধিরূপে দেহের সহিত সম্বদ্ধ যে পরমাত্মা, তাহার নাশ নাই, ধ্বংস নাই, রূপান্তর নাই; মৃত্যু তাহার অন্ত বিধানে বা অবস্থান্তর সাধনে অক্ষম। অবিবেকী মানবগণ, দেহের

অবস্থান্তর দেখিয়া, আত্মার নাশ হইল মনে করিয়া, শোক-সন্তপ্ত হইয়া থাকে। বিবেকী ব্যক্তিবর্গ, মৃত্যুকে কেবল মাত্র দেহের অবস্থান্তর জানিয়া তজ্জন্য কদাপি শোকমোহে অভিভূত হন না। সম্মুখস্থ সমরক্ষেত্রে সমাগত বীরবৃন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা আলোচনা করিয়া তুমি নিতান্ত কাতর ও ব্যাকুল হইতেছ। ইহাতে পরমাত্ম-বিষয়ে তোমার জ্ঞানের একান্ত অভাবই প্রতিপাদিত হইতেছে। তুমি পঞ্চভূতময় ও রূপান্তরসহ দেহকেই আত্মীয় ও পরমধন বলিয়া জ্ঞান করিতেছ ; দেহাতীত সেই যে চৈতন্যস্বরূপ জনন-মরণ-বিরহিত আত্মা, তাহার কথা তুমি মনেই করিতেছ না। হে ভ্রান্ত! হে মরণ-ভীতি-ব্যাকুলিত-চিত্ত সখে! তুচ্ছ, লজ্জাজনক ও মূর্খজন-সম্ভব ভ্রান্তি পরিহার করিয়া, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারের পর্য্যালোচনায় হৃদয়কে একবার বিনিবিষ্ট কর ; কে তুমি, কে ভীষ্ম, কে দ্রোণ, কে দুর্য্যোধন, কে আমি ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। জ্ঞানালোকে অন্তরস্থ অন্ধকার অপগত হইলে দেখিতে পাইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল বারিনিধির বক্ষে তোমার ঐ ভীষ্মাদি গুরুজন, যুধিষ্ঠিরাদি সহোদরবর্গ, দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিগণ এবং অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্ব ও সুহৃদ্‌গণ, ক্ষুদ্র জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছেন। তুমি বায়ু প্রক্ষেপে সেই জলবুদ্‌বুদ বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিলেও, তাহা অচিরে বিলীন হইয়া যাইবে এবং আপনার জলবায়ুর সহিত মিশাইয়া দিবে। মানবদেহও সলিলোপরি নর্ত্তনশীল ঐ অতি সামান্য বুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণ-বিধ্বংসী জড় পদার্থ। তাহাকে চিরস্থায়ী ও পরম আত্মীয় জ্ঞান করিয়া, শোককাতর ও ব্যাকুল হওয়া তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির কদাচ উচিত হয় না ॥ ১১ ॥

——০:):০:(:০——

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতু (কদাচিৎ) ন আসং [ইতি] এব ন তু [তথা] ত্বং (অর্জ্জুনঃ) ন [আসীঃ এব ন তু] [তথা] ইমে জনাধিপাঃ (নরপতয়ঃ) ন [আসন্ এব ন তু] চ অতঃ পরং

☞ পাঠান্তর।—ইতঃ পরম্।

(দেহবিনাশাদূত্তরকালে) বয়ং সর্ব্বে (অহং, ত্বং, রাজানঃ) ন ভবিষ্যামঃ (স্থাস্যামঃ) [ইতি] এব ন ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—আমি কখন ছিলাম না [ইহা]-ও কিন্তু নহে [সেই-রূপ] তুমি [ছিলে নাও কিন্তু] নহে [সেইরূপ] এই সকল ভূপতি-গণ [ছিলেন না ও কিন্তু] নহেন এবং ইহার পরে আমরা সকলে হইব না [ইহা]-ও নহে ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বকালে আমি ছিলাম না এমন নহে, সেইরূপ তুমি ছিলে না এমনও নহে, এবং এই নরপতিগণ ছিলেন না এমনও নহে। উত্তরকালেও যে আমরা সকলে জন্মিব না এরূপও নহে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কুতস্তে অশোচ্যাঃ ? যতো নিত্যাঃ, কথং ? ন তু এব জাতু কদাচিদহং নাসং কিন্ত্বাসমেব, অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু ঘটাদিষু বিয়দিব নিত্যমেবাহমাসমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথা ন ত্বং নাসীঃ কিন্ত্বাসীরেব, তথা নেমে জনাধিপা নাসন্ কিন্ত্বাসন্নেব, তথা ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ কিন্তু ভবিষ্যাম এব সর্ব্বে বয়ম্, অতোঽস্মদ্দেহবিনাশেঽপি ত্রিষ্বপি কালেষু নিত্যা আত্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। দেহভেদানুবৃত্ত্যা বহুবচনং নাত্মভেদাভিপ্রায়েণ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—নিত্যত্বমশোচ্যত্বে কারণমিতি সূচিতং বিবেচয়িতুং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রতিজানীতে কুত ইত্যাদিনা। নিত্যত্বমসিদ্ধং প্রমাণাভাবাদিতি চোদয়তি কথমিতি। আত্মা ন জায়তে প্রাগভাবশূন্যত্বাদ্বিষাণবদিতি পরিহরতি ন ত্বেবেতি। কিঞ্চাত্মা নিত্যো ভাবত্বে সত্যজাতত্বাদ্ব্যতিরেকে ঘটবদিত্যনুমানান্তরমাহ ন চৈবেতি। যত্তু কৈশ্চিদাত্মযাথাত্ম্যং জিজ্ঞাসিতং ভগবানুপদিশতি ন ত্বিত্যাদিনা শ্লোকচতুষ্টয়েনেত্যাদিষ্টং তদসদ্বিশেষবচনে হেত্বভাবাৎ, সর্ব্বত্রৈবাত্মযাথাত্ম্যপ্রতিপাদনাবিশেষাদিত্যাশয়েন "পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তির্বিগ্রহো বাক্যযোজনা" ইতি ত্রিতয়মপি ব্যাখ্যানাঙ্গং প্রতিপাদয়তি ন ত্বিত্যাদিনা নন্বাত্মনো দেহোৎপত্তিবিনাশয়োরুৎপত্তিবিনাশপ্রসিদ্ধেরুক্তমনুমানদ্বয়ং প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতয়া কালাত্যয়াপদিষ্টমিষ্টমিতি নেত্যাহ অতীতেষ্বিতি। চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাদিতি ন্যায়েনাত্মনো জন্মবিনাশপ্রসিদ্ধেরৌপাধিকজন্মবিনাশাবিষয়ত্বান্নিরুপাধিকস্য তস্য জন্মাদিরাহিত্যমিতি ভাবঃ। যদ্যপি তবেশ্বরস্য জন্মরাহিত্যং তথাপি কথং মমেত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। তথাপি ভীষ্মাদীনাং কথং জন্মাভাবস্তত্রাহ তথা নেম ইতি। দ্বিতীয়মনুমানং প্রপঞ্চয়নুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। নন্থ দেহোৎপত্তিবিনাশয়োরাত্মনো জন্মনাশাভাবেঽপি মহাসর্গমহাপ্রলয়য়োস্তস্যাগ্নিবিস্ফুলিঙ্গদৃষ্টান্তশ্রুত্যা জন্মবিনাশাবেষ্টব্যাবিত্যাশঙ্ক্য নাত্মাশ্রুতেরিতি ন্যায়েন পরিহরতি ত্রিষ্বপীতি। যাবদ্বিকারস্তু বিভাগো লোকবদিতি ন্যায়েন ভিন্নত্বাদ্বিকারিত্বমাত্মনাম্নীয়তে, ভিন্নত্বঞ্চ বহুবচনপ্রয়োগপ্রমিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—প্রথমং তাবদাত্মনাং স্বভাবং শৃণু। অহং সর্ব্বেশ্বরস্তাবদতো বর্ত্তমানাৎ পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ কালে ন নাসং অপিত্বাসং, ত্বমুখাশ্চৈতে ঈশিতব্যাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা ন নাসন্, অপি ত্বাসন্, অহঞ্চ যূয়ঞ্চ সর্ব্বে বয়মতঃ পরমস্মাদনন্তরে কালে নচৈব ন ভবিষ্যামঃ, অপি তু ভবিষ্যাম এব। যথাহং সর্ব্বেশ্বরঃ পরমাত্মা নিত্য ইতি নাত্র সংশয়ঃ, তথৈব ভবন্তঃ ক্ষেত্রজ্ঞা আত্মানোঽপি নিত্যা এবেতি মন্তব্যাঃ, এবং ভগবতঃ সর্ব্বেশ্বরাদাত্মনাঞ্চ পরস্পরং ভেদঃ পারমার্থিক ইতি ভগবতৈবোক্তমিতি প্রতীয়তে। অজ্ঞানমোহিতং প্রতি তন্নিবৃত্তয়ে পারমার্থিকনিত্যত্বোপদেশসময়ে অহং ত্বমিমে সর্ব্বে বয়মিতি ব্যপদেশাৎ ঔপাধিকাত্মভেদবাদে হ্যাত্মভেদস্যাতাত্ত্বিকত্বেন তত্ত্বোপদেশসময়ে ভেদনির্দ্দেশো ন সঙ্গচ্ছতে। ভগবদুক্তাত্মভেদঃ স্বাভাবিক ইতি শ্রুতিরপ্যাহ, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি নিত্যানাং বহূনাং চেতনানাং য একশ্চেতনো নিত্যঃ স কামান্ বিদধাতীত্যর্থঃ। অজ্ঞানকৃতভেদদৃষ্টিবাদে তু পরমপুরুষস্য পরমার্থতস্বদৃষ্টের্নির্ব্বিশেষকূটস্থনিত্যচৈতন্যাত্মযাথাত্ম্যসাক্ষাৎকারান্নিবৃত্তাজ্ঞানতৎকার্য্যতয়া অজ্ঞানকৃতভেদ দর্শনং তন্মূলোপদেশাদিব্যবহারশ্চ ন সঙ্গচ্ছতে। পরমপুরুষোঽপ্যজ্ঞ ইতি পক্ষে অর্জ্জুনবাক্যাৎ পরমপুরুষবাক্যস্যাজ্ঞানমূলমিথ্যার্থত্বে বিশেষাভাবান্ন তত্ত্বোপদেশরূপত্বম্। অথ পরমপুরুষস্যাধিগতাদ্বৈতজ্ঞানস্য বাধিতানুবৃত্তিরূপমিদং ভেদজ্ঞানং দগ্ধপটাদিবন্ন বন্ধকমিত্যুচ্যতে? নৈতদুপপদ্যতে। মরীচিকাজলজ্ঞানাদিকং হি বাধিতমনুবর্ত্তমানমপি ন জলাহরণাদিপ্রবৃত্তিহেতুঃ। এবমত্রাপ্যদ্বৈতজ্ঞানেন বাধিতং ভেদজ্ঞানমনুবর্ত্তমানমপি মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদিপ্রবৃত্তিহেতুর্ভবতি। নচেশ্বরস্য পূর্ব্বমজ্ঞস্য শাস্ত্রাধিগততত্ত্বজ্ঞানতয়া বাধিতানুবৃত্তির্ব্বক্তুং শক্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।" "বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।" ইত্যাদিশ্রুতি-স্মৃতিবিরোধাৎ। কিঞ্চ পরমপুরুষস্যেদানীন্তনগুরুপরম্পরায়াশ্চাদ্বিতীয়াত্মস্বরূপ নিশ্চয়ে সতি অনুবর্ত্তমানেঽপি ভেদজ্ঞানে স্বনিশ্চয়ানুরূপমদ্বিতীয়মাত্মজ্ঞানং কস্মৈ উপদিশতীতি বক্তব্যম্, প্রতিবিম্ববৎ প্রতীয়মানেভ্যোঽর্জ্জুনাদিভ্য ইতি, চেন্নৈতদুপপদ্যতে, ন হ্যুন্মত্তঃ কোঽপি মণিকৃপাণদর্পণাদিষু প্রতীয়মানেষু স্বাত্মপ্রতিবিম্বেষু তেষাং স্বাত্মনোঽনন্যত্বং জানংস্তেভ্যঃ কমপ্যর্থমুপদিশতি। বাধিতানুবৃত্তিরপি তৈর্ন শক্যতে বক্তুং বাধকেনাদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানেনাত্মব্যতিরিক্তভেদজ্ঞানকারণস্যাপ্যজ্ঞানাদের্ব্বিনষ্টত্বাৎ। দ্বিচন্দ্রজ্ঞানাদৌ তু চন্দ্রৈকত্বজ্ঞানেন পারমার্থিকতিমিরাদিদোষস্য দ্বিচন্দ্রজ্ঞানহেতোরবিনষ্টত্বাদ্বাধিতানুবৃত্তির্যুক্তা। অনুবর্ত্তমানমপি প্রবলপ্রমাণবাধিতত্বেনাকিঞ্চিৎকরম্। ইহ তু ভেদজ্ঞানস্য সবিষয়স্য সকারণস্যাপারমার্থিকত্বেন বস্তুযাথাত্ম্যজ্ঞানবিনষ্টত্বান্ন কথঞ্চিদপি বাধিতানুবৃত্তিঃ সম্ভবতি। অতঃ সর্ব্বেশ্বরস্যেদানীন্তনগুরুপরম্পরায়াশ্চ তত্ত্বজ্ঞানমস্তীতি, চেদ্ভেদদর্শনতৎকার্য্যোপদেশাদ্যসম্ভবঃ ভেদদর্শনমস্তীতি চেৎ, অজ্ঞানস্য তদ্ধেতোঃ স্থিতত্বেনাজ্ঞত্বাদেব সুতরামুপদেশো ন সম্ভবতি। কিঞ্চ গুরোরদ্বিতীয়াত্মবিজ্ঞানাদেব ব্রহ্মাজ্ঞানস্য সকার্য্যস্য বিনষ্টত্বাচ্ছিষ্যং প্রত্যুপদেশো

নিষ্প্রয়োজনঃ। গুরোস্তজ্জ্ঞানঞ্চ কল্পিতমিতি চেৎ শিষ্যতজ্জ্ঞানয়োরপি কল্পিতত্বাৎ তদপ্যনিবর্ত্তকং, কল্পিতত্বেঽপি পূর্ব্ববিরোধিত্বেন নিবর্ত্তকমিতি চেৎ তদাচার্য্যজ্ঞানেঽপি সমানমিতি তদেব নিবর্ত্তকং ভবতীত্যুপদেশানর্থক্যমেবেতি কৃতমসমীচীনবাদৈর্নিরস্তৈঃ॥ ১২॥

হনুমান্‌ ।---কুতস্তেঽশোচ্যাঃ? জন্মমরণাদিমত্তাসম্ভবাদত আহ ন ত্বেবাহমিতি। জাতু শব্দঃ কদাচিদিত্যেতস্মিন্নর্থে বর্ত্ততে। নাহং কদাচিদাসমপি ত্বাসমেব, ন ত্বং নাসীরাসীরেবেত্যর্থঃ, নেমে ভীষ্মাদয়ো নাসন্ কিন্ত্বাসন্নেব। নচৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃ পরম্, ত্বমহমিমে রাজানশ্চ সর্ব্বে বয়ং জাতু ন ভবিষ্যামঃ, অপি তু ভবিষ্যাম এব। অতীতেষু দেহোৎপত্তিবিনাশেষু সর্ব্বেষামেবাত্মাকমুৎপত্তিবিনাশৌ ন স্তঃ পরমাত্মস্বরূপেণ নিত্যত্বাৎ। তথা ভবিষ্যদ্দেহোৎপত্তিবিনাশশঙ্কা ন কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ। বহুবচনং দেহাভিপ্রায়েণ, বহুষু দেহেষু জায়মানেষু বিনশ্যৎসু চ আত্মনো জন্ম-বিনাশৌ ন স্ত ইত্যুক্তং ভবতি॥ ১২॥

শ্রীধর ।---অশোচ্যত্বে হেতুমাহ নত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাবতিরোভাবতো নাসমিতি তু নৈব, অপিত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ, নচ ত্বং নাসীর্নাভূঃ, অপিত্বাসীরেব, ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি তু ন, অপিত্বাসন্নেব মদংশত্বাৎ, তথাতঃ পরং, ইত উপর্য্যপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি জন্মমরণশূন্যত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ॥ ১২॥

বলদেব ।---এবমস্থানশোচিত্বাদপাণ্ডিত্যমর্জ্জুনস্যাপাদ্য তত্ত্বজিজ্ঞাসুং নিযোজিতাঞ্জলিং তং প্রতি সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ৬ অঃ। ১৩ শ্ল) শ্রুতিসিদ্ধং স্বস্মাজ্জীবানাঞ্চ পারমার্থিকং ভেদমাহ ন ত্বেবাহমিতি। হে অর্জ্জুন! অহং সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্, ইতঃ পূর্ব্বস্মিন্নাদৌ কালে, জাতু কদাচিন্নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব, তথা ত্বমর্জ্জুনো নাসীরিতি ন, কিন্ত্বাসীরেব। ইমে জনাধিপা রাজানো নাসন্নিতি ন, কিন্ত্বাসন্নেব। তথেতঃ পরমস্মাদনন্তরে কালে সর্ব্বে বয়ং অহঞ্চ ত্বঞ্চ ইমে চ ন ভবিষ্যাম ইতি ন, কিন্তু ভবিষ্যাম এবেতি। সর্ব্বেশ্বরবজ্জীবানাঞ্চ ত্রৈকালিকসত্তাযোগিত্বাৎ তদ্বিষয়কো ন শোকো যুক্ত ইত্যর্থঃ। ন চাবিদ্যাকৃতত্বাদ্ব্যবহারিকোঽয়ং ভেদঃ, সর্ব্বজ্ঞে ভগবত্যবিদ্যাযোগাৎ। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য" ইত্যাদিনা মোক্ষেঽপি তস্যাভিধাস্যমানত্বাচ্চ। ন চাভেদজ্ঞস্যাপি হরের্বাধিতানুবৃত্তিন্যায়েনেয়মর্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিরিতি বাচ্যম্। তথা সত্যুপদেশাসিদ্ধেঃ। মরুমরীচিকাদাবুদকবুদ্ধির্বাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানা মিথ্যার্থবিষয়ত্বনিশ্চয়ান্নোদকাহরণাদৌ প্রবর্ত্তয়েৎ, এবমভেদবোধবাধিতাপ্যনুবর্ত্তমানার্জ্জুনাদিভেদদৃষ্টিস্তত্ত্বনিশ্চয়ান্নোপদেশাদৌ প্রবর্ত্তয়িষ্যতীতি যৎ কিঞ্চিদেতৎ। নন্বু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যবীক্ষণাৎ তাদৃশোঽভেদস্তাৎপর্য্যবিষয়ঃ, বৈফল্যাজ্জ্ঞাতত্বাচ্চ ভেদস্তদ্বিষয়ো ন স্যাৎ, কিন্তু "অন্ত্যো বা এষ প্রাতরুদেত্যপঃ সায়ং প্রবিশতি" ইত্যাদি শ্রুত্যর্থবদনুবাদ্য এব স ইতি চেন্মন্দমেতৎ। "পৃথগাত্মানং প্রেরয়িতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" ইত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ। বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিকতয়া লোকে

তত্ত্বাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম্মা, বিভুত্বাণুত্বস্বামিত্বভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ, অভেদত্বফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ। অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ, তস্মাৎ পারমার্থিকস্তদ্ভেদঃ সিদ্ধঃ॥ ১২॥

মধুসূদন।—"নত্বেব" ইত্যাদ্যেকবিংশতিশ্লোকৈঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যস্য বিবরণংক্রিয়তে, "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদ্যষ্টভিঃ শ্লোকৈঃ "প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইত্যস্য মোহদ্বয়স্য পৃথক্‌প্রযত্ননিরাকর্ত্তব্যত্বাৎ, তত্র স্থূলশরীরাদাত্মানং বিবেক্তুং নিত্যত্বং সাধয়তি ন ত্বেতি। তু শব্দো দেহাদিভ্যো ব্যতিরেকং সূচয়তি। যথা অহং ইতঃ পূর্ব্বং জাতু কদাচিদপি নাসমিতি নৈব, অপিতু আসমেব, তথা ত্বমপ্যাসীঃ, ইমে জনাধিপাশ্চাসন্নেব, এতেন প্রাগভাবাপ্রতিযোগিত্বং দর্শিতম্। তথা সর্ব্বে বয়ং অহং ত্বং ইমে জনাধিপাশ্চ, অতঃ পরং ন ভবিষ্যামঃ ইতি ন, অপিতু ভবিষ্যাম এবেতি ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বমুক্তম্। অতঃ কালত্রয়েঽপি সত্ত্বাযোগিত্বাদাত্মনো নিত্যত্বেনানিত্যাদ্দেহাদ্বৈলক্ষণ্যং সিদ্ধমিত্যর্থঃ॥ ১২॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ দেহাদন্যোঽপি দেহনাশেন নশ্যতাং, কোষকার ইব কোষনাশেনেতি তত্রাহ ন ত্বেবাহমিতি। ত্বমহমিমে চ সর্ব্বে অনাদয়োঽনন্তাশ্চ স্ম ইত্যর্থঃ,। জাতুকদাচিৎ অহং ন আসমিতি ন, অপি তু আসমেব, তথা ত্বমপি নাসীরিতি ন, অপি ত্বাসীরেব, ইমে জনাধিপাঃ রাজানঃ (ইত্যুপলক্ষণং সর্ব্বস্য জন্তুজাতস্য) নাসন্নিতি ন, অপিত্বাসন্নেবেতি যোজনা। অনাদিত্বাদনন্তাচ্চেত্যাহ ন চেতি। ন ভবিষ্যাম ইতি নৈব, কিন্তু সর্ব্বে ভবিষ্যাম এব। নন্থ দেহস্যানাত্মত্বে কথং তৎপীড়য়ায়ং পীড্যত ইতি, চেৎ যক্ষবৎ তদভিমানমাত্রাদিতি ক্রমঃ। যদা হি যক্ষঃ পরশরীরে বিশতি তদা তৎপীড়য়া দেহপতির্ন বাধ্যতে, তস্য তদানীং দেহাভিমানাভাবাৎ, যক্ষস্তু বাধ্যতেঽভিমানসত্ত্বাদিতি লোকে প্রসিদ্ধম্। কিঞ্চ প্রাচীনকর্ম্মব্যতিরেকেণ জীবনং নোপপদ্যতে কৃতহানাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাৎ। বৃক্ষাদিষপি প্রাক্‌কর্ম্মাস্তীত্যনুমেয়ং, স্থাবরজীবিকা প্রাক্‌কর্ম্মপূর্ব্বিকা জীবিকাত্বাৎ পাকাদিক্রিয়াপূর্ব্বকাস্মদাদিজীবিকাবৎ। অপি চ ক্রিয়াবৈচিত্র্যাৎ কার্য্যবৈচিত্র্যং দৃষ্টং ঘটশরাবোদকঞ্চনাদিষু, তদ্বদিহাপি সুখদুঃখাদিবৈচিত্র্যং প্রাক্‌কর্ম্মবৈচিত্র্যাদনুমেয়ম্। তথা সদ্যোজাতস্য গোবৎসস্য স্তনপানাদৌ প্রবৃত্তিঃ, জন্মমাত্রস্য মরণত্রাসশ্চ প্রাগ্‌ভবীয়ানুভবজনিতসংস্কারজন্যৌ, ভোজনাদিপ্রবৃত্তিশ্চোচ্ছ্বাসাদিবদিত্যতোঽস্তি প্রাচীনং কর্ম্ম। অপি চ কৌলিকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধমেতৎ, যথা দেবদত্তঃ স্বশরীরে কণ্টকবেধেন খিদ্যতে, এবং শত্রুকৃতায়াং দেবদত্তপ্রতিমায়াং কণ্টকেন বিদ্ধায়াং দেবদত্তো ব্যথতে, তত্র ব্যথাহেতুর্নান্তরং ধাতুবৈষম্যং নাপি বাহ্যং কণ্টকবেধাদি, কিন্তু কেবলং প্রাক্‌কর্ম্মমাত্রম্, এবঞ্চ বীজাঙ্কুরন্যায়েন কর্ম্মতজ্জন্যসংস্কারপরম্পরয়ানাদিঃ সংসার ইতি ন দেহনাশাদাত্মনাশোঽস্তীতি ন ভীষ্মাদয়ঃ শোচনীয়াঃ। অত্র পূর্ব্বস্মিন্ শ্লোকে আত্মনো দেহাদন্যত্বমুক্তং "গতাসূন্ দেহান্" ইতি বিশেষণেন, অত্র তু সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্টস্যাত্মনো ব্যবহারদৃষ্ট্যা নিত্যত্বং সাধিতমিতি ভেদঃ॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—অথবা হে সখে ত্বামহমেবং পৃচ্ছামি। কিঞ্চ প্রীত্যাস্পদস্য মরণে দৃষ্টে

সতি শোকো জায়তে। তত্রেহ প্রীত্যাস্পদ আত্মা দেহো বা। "সর্ব্বেষামেব ভূতানাং নৃপ স্বাত্মৈব বল্লভঃ" ইতি শুকোক্তেরাত্মৈব প্রীত্যাস্পদমিতি চেৎ, তর্হি জীবেশ্বরভেদেন দ্বিবিধস্যৈবাত্মনো নিত্যত্বাদেব মরণাভাবাদাত্মা শোকস্য বিষয়ো নেত্যাহ ন ত্বেবাহমিতি। অহং পরমাত্মা জাতু কদাচিদপি পূর্ব্বং নাসমিতি ন, অপি ত্বাসমেব। তথা ত্বমপি জীবাত্মা আসীরেব; তথেমে জনাধিপা রাজানশ্চ জীবাত্মান আসন্নেব, ইতি প্রাগভাবাভাবো দর্শিতঃ। তথা সর্ব্বে বয়ং অহং, ত্বং, ইমে জনাধিপাশ্চ, অতঃ পরং ন ভবিষ্যামঃ ইতি ন, স্থাস্যাম ইতি ন, অপিতু স্থাস্যাম এবেতি, ধ্বংসাভাবশ্চ দর্শিতঃ। ইতি পরমাত্মনো জীবাত্মনাঞ্চ নিত্যত্বাদাত্মা ন শোকবিষয় ইতি সাধিতম্। অত্র শ্রুতয়ঃ—"নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইত্যাদ্যাঃ॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য দ্বাদশশ্লোকের ব্যাখ্যায় আত্মার স্বভাব নিরূপণ দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যতা ও পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মর্ম্ম এস্থলে প্রকটিত হইতেছে। ভীষ্মদ্রোণাদির বিনাশাশঙ্কায় ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে অজ্ঞানমুগ্ধ অর্জ্জুন! সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা আমি যেমন নিত্য, ইহাতে সংশয় নাই, তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ* অর্থাৎ জীবাত্মা স্বরূপ ভবৎপ্রমুখ রাজন্যবর্গও নিত্য, ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে।" অতএব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মস্বরূপ ভগবান্ পরমাত্মা ও অর্জ্জুন প্রভৃতি জীবাত্মগণের যে পরস্পর ভেদের বিষয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বথা সত্য এবং অজ্ঞান-মোহিত জনের অজ্ঞান-নিবৃত্তির নিমিত্ত, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার নিত্যত্ব বিষয়ক যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাও অভ্রান্ত সত্য। ইহাই উক্ত ভাষ্যকারমতের নিষ্কর্ষ।

ভাষ্যকার মহোদয় স্বপক্ষ সমর্থন করিবার নিমিত্ত নিম্নলিখিতরূপে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতেছেন। তুমি, আমি এবং এই সকল রাজগণ ইত্যাদি যে ভেদ কল্পনা করা হইয়া থাকে, তাহা লৌকিক ব্যবহারার্থ কেবল নাম মাত্র; বাস্তবিক তোমার, আমার ও এই সকল রাজগণের পরস্পর কোন প্রভেদ নাই। এইরূপ মতকে অদ্বৈতবাদ বা ঔপাধিকাত্ম-

* ক্ষেত্রজ্ঞ।—গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে ভগবান্ বলিয়াছেন, "ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। এতদ্যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ। ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" ইত্যাদি ইহার বিস্তৃত তাৎপর্য্য যথাস্থানে বিবৃত হইবে। অমরকোষে আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ ও পুরুষ সমানার্থ রূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

ভেদবাদ বলে। ঐ মতে তুমি, আমি ইত্যাদি উপাধি জনিত আত্মার যে ভেদ দৃষ্ট হইতেছে, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে যথার্থ তত্ত্বোপদেশ সময়ে, অর্থাৎ আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ কেহই ছিলাম না, এমত নহে, অর্থাৎ ছিলামই। আর ইহার পরেও যে আমরা থাকিব না, তাহাও নহে, অর্থাৎ থাকিবই। ইত্যাদি উপদেশ কালে যে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব ভগবান্ এই শ্লোকে জীবাত্মা ও পরামাত্মার যে ভেদ অবধারণ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিক, অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ কখনই কল্পিত নহে, শ্রুতিও বলিয়াছেন "যিনি চেতনময়, নিত্য, এক বস্তু অর্থাৎ পরমাত্মা, তিনি চেতনময় ও নিত্য এবং বহু ঈদৃশ জীবাত্মার কামনা বিধান করিয়াছেন।"

আত্মস্বভাব বিষয়ক অজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্ম-বিষয়ক ভেদদৃষ্টি উৎপন্ন হয়, এরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মতের অবৈধতা প্রতিপাদনার্থ ভাষ্যকার নিম্নলিখিত আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ পরম পুরুষ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের যখন অজ্ঞানেরই সম্ভাবনা নাই, তখন তাঁহার তুমি, আমি ও এই সকল রাজগণ ইত্যাদি ভেদদর্শন ও অর্জ্জুনের অজ্ঞানাপনয়নার্থ আমরা সকলে পূর্ব্বেও ছিলাম, এখনও আছি ও ভবিষ্যতেও থাকিব ইত্যাদি পরস্পরের যে পার্থক্যোপদেশ তৎকর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব জীবাত্মা ও পরমাত্মার যে ভেদ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক অর্থাৎ প্রকৃত, কল্পিত নহে। যদি বলা যায়, পরমপুরুষ ভগবান্ও অজ্ঞতা নিবন্ধনই তুমি আমি ইত্যাদি ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; তবে অজ্ঞান-তিমিরান্ধ অর্জ্জুনের বাক্যের সহিত ভগবদ্বাক্যের অবিশেষ হেতু ভগবদ্বাক্য উপদেশ স্বরূপে কিরূপে পরিগৃহীত হইবে? লোকে বলে "স্বয়মসিদ্ধঃ কথংপরান্ সাধয়েৎ ইতি" অর্থাৎ উপদেষ্টা যদি স্বয়ং অসিদ্ধ অর্থাৎ অপরিপক্ক হয়, তবে সে অন্যকে কিরূপে সাধনা করাইবে? অপিচ "অন্ধেন নীয়মানা যথান্ধাঃ" অর্থাৎ যদি এক অন্ধ অন্য একজন অন্ধকে পথ দেখাইবার নিমিত্ত হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া যায়, তবে দৃষ্টিবিহীনতা বশতঃ, উভয়েই প্রকৃত পথপরিভ্রষ্ট হইয়া কূপাদিতে নিপতিত হয়। তদ্রূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন

স্বয়ং অজ্ঞান, তখন উপদেশ দ্বারা অজ্ঞানাভিভূত অর্জ্জুনের শোক-মোহাদি বিদূরিত করা দূরে থাকুক, উভয়েই অজ্ঞান-কুপে নিপতিত হইবেন।

যদি স্বীকার করা যায় যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে অদ্বৈত জ্ঞান অবিসংবাদিতরূপে বর্ত্তমান ছিল এবং বাধিতানুবৃত্তির ন্যায় তুমি আমি ইত্যাদি যে ভেদবুদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা দগ্ধ-বস্ত্রাদিবৎ অকর্ম্মণ্য অর্থাৎ বন্ধনের নিবন্ধন নহে। কারণ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তির অজ্ঞান নিমিত্তই শোক-মোহাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির কোন কারণবশতঃ অজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, সাংসারিক লোকের ন্যায়, তাঁহার উক্ত অজ্ঞান শোক-জনক হয় না। যেমন পিত্তোপহত পুরুষের গুড়াদি মধুর বস্তুতে তিক্ততা প্রতীতি হইলেও, তিক্ত ভোজনের ইচ্ছা হইলে, গুড়ভোজনে প্রবৃত্তি হয় না; তদ্রূপ ভগবানেরও তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, অস্মদাদির ন্যায় তাহা বন্ধনের কারণ হয় নাই।

অদ্বৈতবাদিগণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল সুসঙ্গত বোধ হইতেছে না; কেননা যেমন মরু-মরীচিকাতে জলাভাবের প্রতীতি সত্ত্বেও দৃষ্টিদোষ নিবন্ধন যে জলপ্রতীতি হইয়া থাকে, তাহতে কখন জলাহরণার্থ প্রবৃত্তি হয় না, তদ্রূপ ভগবানের অদ্বৈত জ্ঞান দ্বারা তুমি আমি ইত্যাদি ভেদজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়াও, কোন কারণ বশতঃ পুনর্ব্বার ভেদজ্ঞান অনুবর্ত্তমান হইলে, আমরা পূর্ব্বেও ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকিব ইত্যাদি মিথ্যা বিষয়ের উপদেশার্থ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। অপিচ ভগবান্ যদি অর্জ্জুনাদি তাবৎকে আপনার স্বরূপ ও অভিন্ন বলিয়া থাকেন, তাহা হইলেও তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদানের প্রবৃত্তি অসঙ্গত। আপনার স্বরূপ ও অভিন্নভাবযুক্ত ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র ও ভিন্ন জ্ঞান করিয়া তিনি কেন উপদেশ দিতে সমুদ্যত হইবেন? যদি তত্তাবৎকে ভগবানের প্রতিবিম্বসমূহের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও তাঁহাদের উদ্দেশে ভগবানের উপদেশ প্রদান নিতান্ত হাস্যজনক ও অসম্ভব। কারণ সংসারে এমন মূর্খ ও উন্মাদ কেহই নাই যে, দর্পণে, তৈজস পদার্থে, রত্নাদিতে বা সমুজ্জ্বল অস্ত্রাদিতে আত্ম-প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, সেই প্রতিবিম্বসমূহকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে করে এবং তাহাদিগকে উপদেশাদি প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হয়।

প্রতিপক্ষগণ যে বাধিতানুবৃত্তির কথা উত্থাপন করিয়াছেন, তাহাও

অযোগ্য। অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞান জন্মিলে অবশ্যই আত্ম-ব্যতিরিক্ত পদার্থে যে ভেদজ্ঞান তাহা তিরোহিত হইবে। জ্ঞান হেতু সেই যে ভেদ-জ্ঞানের তিরোধান তাহাই বাধিত। তাহার অনুবর্ত্তন অর্থাৎ পুনরায় তদ্বিষয়ে বিশ্বাস সঞ্জাত হওয়া এরূপ স্থলে অসম্ভব। সকলেই জানেন, নভোমণ্ডলে একমাত্র শশধর সমুদিত হইয়া স্বকীয় বিমল কিরণে বসুন্ধরা আলোকিত করিয়া থাকেন। কিন্তু চক্ষুরোগ-বিশেষ সমুৎপন্ন হইলে, সেই রোগী ব্যক্তি আকাশপটে দ্বিজরাজের দুই মূর্ত্তি সন্দর্শন করে। পীড়িত ব্যক্তির এই যে দ্বিচন্দ্র দর্শন ইহা কদাপি পারমার্থিক অর্থাৎ প্রকৃত নহে। পীড়া আরোগ্য হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় এক চন্দ্রমা দর্শন করিবে এবং পীড়ার পূর্ব্বেও সে এক চন্দ্রমা দর্শন করিয়াছে। সুতরাং দ্বিচন্দ্র দর্শন সময়ে তাহার কোনই অজ্ঞান থাকা সম্ভব নহে এবং তাদৃশ বাধিত বিষয়ের অনুবর্ত্তন তাহার পক্ষে কদাচ সম্ভবপর নহে। ভগবানের অভেদজ্ঞানের পূর্ণতা হেতু, কদাচিৎ কারণান্তরে ভেদজ্ঞান সমুপস্থিত হইলেও, তাদৃশ সুনিশ্চিত বাধিত বিষয়ের অনুবর্ত্তন তাঁহার পক্ষে কখনই সঙ্গত নহে।

যদি এমন বলেন যে, ভগবান্ আদৌ পূর্ণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন না, ক্রমশঃ শিক্ষা-প্রভাবে ও জ্ঞানোন্নতি সহকারে, তাঁহার সম্পূর্ণ অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাহা হইলেও, তাঁহার উপদেশাদি প্রদান অসম্ভব। অপিচ তিনি যৎকালে অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তৎকালে তাঁহার পূর্ণপ্রজ্ঞত্ব সম্বন্ধে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ থাকিতেই পারে না এবং তাদৃশ হাস্যজনক ও ভ্রমাত্মক আপত্তি কাহারও হৃদয়ে কদাপি উদিত হয় না। যদি একথা বলেন যে, ভগবানের তখনও ভেদ-দর্শন ছিল, তাহা হইলে, প্রতিপক্ষগণের স্বীকার করিতে হইবে যে, তখনও তাঁহার অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় নাই। তাহা হইলে অবশ্যই সঙ্গে সঙ্গে স্বীকার করিতে হইবে, যিনি স্বয়ং অজ্ঞান তিনি নিশ্চয়ই উপদেশ প্রদানের অযোগ্য। গুরু-পদবী-সমারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানহেতু শিষ্যকে অনর্থক উপদেশ দিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ কে গুরু, কেবা শিষ্য ইত্যাদি ভেদ-জ্ঞান না থাকিলে, কে কাহাকে উপদেশ দিবেন? যদি বল গুরুর জ্ঞান কল্পিত অর্থাৎ এরূপ জ্ঞান তাঁহার হৃদয়ে স্ফুরিত হয় নাই, এক্ষণে শিষ্যের অজ্ঞান-নাশ করিবার জন্য তিনি এ জ্ঞান আরোপিত করিয়াছেন মাত্র; তাহা হইলে স্বীকার

করিতে হইবে, গুরুও বস্তুতঃ অজ্ঞান ; কেবল জ্ঞানের পরিচ্ছদে আপনার যুক্তি ও বাক্যসকলকে সমাবৃত করিয়াছেন মাত্র। তাহা হইলেও পূর্ব্ববৎ বিরোধ ঘটিতেছে। অর্থাৎ অন্ধ অন্ধকে পথপ্রদর্শনের ন্যায় অসঙ্গত হইতেছে এবং অজ্ঞান ব্যক্তির উপদেশের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি গুরু ও শিষ্য উভয়কেই সমান জ্ঞান-সম্পন্ন বলিয়া স্বীকার কর, তাহা হইলেও একের অন্যকে উপদেশ প্রদান সম্পূর্ণ অনাবশ্যক বলিতে হইবে। ইত্যাকার ভাব-সমন্বিত যুক্তি-পরম্পরা দ্বারা ভগবান্ রামানুজাচার্য্য দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ সমর্থিত করিবার এবং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য-প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ বা অভেদবাদ উচ্ছেদ করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। মহাত্মা বলদেব বিদ্যাভূষণও শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের মতের অনুগামী। তাঁহার অভিপ্রায় ও বিচার-প্রণালী, বর্ত্তমান অভিপ্রায় ও বিচারের সহিত একভাবাপন্ন হইলেও, নিম্নে তাহা বিস্তৃতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের মত অদ্বৈতবাদ, অদ্বয়বাদ, অভেদবাদ, নির্ব্বিশেষবাদ, জ্ঞানবাদ ও মায়াবাদ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। শঙ্করাচার্য্য ও তাঁহার শিষ্যগণ অদ্বৈতবাদী, অভেদবাদী, নির্ব্বিশেষবাদী, জ্ঞানবাদী, বা মায়াবাদী। মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ কিন্তু দ্বৈতবাদী, ভেদবাদী বা সবিশেষবাদী। সুতরাং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য গীতাকে যে ভাবে দেখিয়াছেন, বিদ্যাভূষণ সে ভাবে দেখিতে পারেন না। শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যার লক্ষ্য যাহা বিদ্যাভূষণের ব্যাখ্যার লক্ষ্য তাহা নহে। শঙ্করাচার্য্যের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের ঐক্য, বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের লক্ষ্য জীবব্রহ্মের সেব্য-সেবক-ভাব। একের লক্ষ্য নির্ব্বিশেষ তত্ত্ব, অপরের লক্ষ্য সবিশেষ তত্ত্ব। একের লক্ষ্য কেবল জ্ঞান, অপরের লক্ষ্য প্রেম-ভক্তি। এই শ্লোকে ও তাহার পরবর্ত্তী কয়টী শ্লোকে বিদ্যাভূষণ মহাশয় অদ্বৈতবাদকে নিরাস করিবার প্রয়াস করিয়াছেন। তিনি বর্ত্তমান শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ;—অর্জ্জুন অনুচিত স্থানে শোক প্রকাশ করিয়া পণ্ডিতের কার্য্য করেন নাই ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্ব শ্লোকে এই কথা বলিলে, অর্জ্জুনের পাণ্ডিত্যাভিমান চূর্ণ হইল। তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদীয় মনোভাব অবগত হইয়া, সর্ব্বে-

শ্বর ভগবান্ আপনার স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ এতদুভয়ের মধ্যে যে একটি প্রকৃত বা পারমার্থিক ভেদ আছে, তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক প্রদর্শন করিতেছেন। ভগবান্ বলিলেন, "হে অর্জ্জুন! এই সমরাঙ্গনে সমবেত হইবার পূর্ব্বে, সুদূর অতীতে, আমি যে ছিলাম না, তাহা নহে; তুমি যে ছিলে না, তাহা নহে; আর এই সকল নরপতিও যে ছিলেন না, তাহাও নহে। আবার ইহার পরে, সুদূর ভবিষ্যতে তুমি, আমি, ইহাঁরা আমরা সকলে যে থাকিব না, তাহাও নহে। আমরা সকলে অনন্ত কাল হইতে রহিয়াছি, অনন্ত কালই থাকিব। আমি সর্ব্বেশ্বর; আমার সত্তা যেমন ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান ত্রিকাল ব্যাপিয়া বিদ্যমান, জীবগণের সত্তাও সেইরূপ ত্রৈকালিক। অতএব শোক প্রকাশ তোমার উপযুক্ত নহে।"

বিদ্যাভূষণ মহাশয় বলেন, এস্থলে 'তুমি', 'আমি' ও 'ইহাঁরা' এই কয়টি পদে যে ভেদের বিষয় অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা পারমার্থিক বা বাস্তবিক ভেদ। অদ্বয়বাদী বলিবেন, "ভেদমাত্রই অবিদ্যা বা অজ্ঞানের কার্য্য, সুতরাং উক্ত ভেদ পারমার্থিক নহে; ব্যবহারার্থ কল্পিত বা ব্যবহারিক।" এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। কারণ প্রথমতঃ, 'তুমি,' 'আমি' ও 'ইহাঁরা' এই কয়টি কথা ভগবানের শ্রীমুখ হইতে উচ্চারিত হইতেছে। তাঁহার স্বরূপ ও জীবগণের স্বরূপ, উভয়ের পরস্পর পার্থক্য না থাকিলে, তিনি কখনই ঐরূপ কথা বলিতে পারিতেন না। যেহেতু ভেদ মাত্রই যখন অবিদ্যার কার্য্য, তখন এই ভেদ-দৃষ্টি আলোচনা করিয়া, তাঁহাতে অবশ্যই অবিদ্যার আধিপত্য আছে স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু ভগবান্, "ধাম্না স্বেন সদানিরস্ত কুহকম্।" অর্থাৎ ভগবান্ আপনার স্বরূপভূত শক্তির সহায়ে নিত্যই অবিদ্যা বা মায়ার যত কিছু কপটতা, সকলই দূরীকৃত করিয়া, বিরাজ করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, "আমি যে জ্ঞানের কথা বলিতেছি, এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া অনেকেই আমার ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন" ইত্যাদি চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের ২য় শ্লোকে মোক্ষকালেও যে জীব ও ঈশ্বরের পরস্পর ভেদ থাকে, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি বল, মরীচিকায় জলভ্রম হইলে, যখন আমরা জানিতে পারি যে, উহা জল নহে, মরু-মরীচিকা মাত্র, যখন জলবুদ্ধি বাধিত হইয়া মরীচিকাকে প্রকৃত মরীচিকা বলিয়া অবগত হই, তাহার পরেও যেমন সেই বাধিত জলবুদ্ধি আবার সময়ে

সময়ে ফিরিয়া আইসে ; অভেদজ্ঞ হইলেও,ভগবানের এই অর্জ্জুনাদি ভেদ-দৃষ্টিও সেইরূপ। এ কথাও বলিতে পার না ; কারণ তাহা হইলে ভগবানের অর্জ্জুনকে উপদেশ দিবার প্রবৃত্তিই হইতে পারিত না। যেহেতু, মরু-মরীচিকায় যে জল-বুদ্ধি তাহা যদি বাধিত হইয়া আবার ফিরিয়া আইসে, তাহা হইলেও লোকের সেই মরীচিকায় আর জল আহরণের প্রবৃত্তি হয় না। কারণ সে জানিতেছে, উহা জলের মত দেখাইতেছে বটে, কিন্তু উহা জল বলিয়া মিথ্যা বোধ হইতেছে মাত্র। সেইরূপ ইনি অর্জ্জুন, ইনি ভীষ্ম, ইনি কর্ণ, ইনি দ্রোণ, ইনি কৃপ ইত্যাকার ভেদবুদ্ধি ভগবানের আত্মায় বাধিত হইলেও,অনুবৃত্তি-বশে পুনরুদিত হইয়াছে,ইহা স্বীকার করিলে, তত্ত্ব নিশ্চয় করিয়া উহার মিথ্যাত্ব নির্ণয় হইবে। সুতরাং মিথ্যাত্ব নির্ণীত হইলে উহা কদাপি উপদেশাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারিবে না। অতএব অভেদবাদীর পূর্ব্বোক্ত আপত্তি সকল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। শ্রুতিপ্রমাণেও এই ভেদের পারমার্থিকতা বা সত্যতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "নিত্যসকলেরও নিত্য এবং চেতনসমূহেরও চেতন যে এক আত্মা বহু আত্মার কামনা বিধান করিতেছেন" ইত্যাদি। যদি বল, যাহা আমরা জানি না, অথচ যাহা জানিয়া কিছু ফল আছে, এরূপ বিষয়েই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে; সুতরাং অভেদতত্ত্ব যখন অজ্ঞাত অথচ ফলদায়ক, তখন অভেদতত্ত্বেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, ভেদতত্ত্বে নহে। কারণ ভেদ কি, তাহা সকলেই অবগত আছে, অথচ ভেদ কি, জানিয়াও কোন ফল নাই।" এ আপত্তিও সঙ্গত নহে। কারণ প্রথমতঃ, শ্রুতিতে ভেদেরই অমৃত ফল প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রুতি বলেন, "পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে পৃথক্ এবং সকলের নিয়ন্তা মনে করিয়া, তাঁহার সেবা করিলে, সেই সেবা দ্বারা জীব অমৃতত্ব লাভ করে।" দ্বিতীয়তঃ, জীব অণুচৈতন্য, ঈশ্বর বিভুচৈতন্য*, জীব ভৃত্য, ঈশ্বর প্রভু। এইরূপে জীব ও ঈশ্বর, পরস্পর অণুত্ব ও বিভুত্ব, প্রভুত্ব ও ভৃত্যত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়,ইহা লোকে জানে না। একমাত্র শাস্ত্রই কেবল আমাদিগকে ইহা জানাইয়া দেন। অতএব ভেদতত্ত্ব অজ্ঞাতও বটে, ফলদায়কও বটে। কিন্তু অভেদতত্ত্ব অজ্ঞাতও বটে, কেন না শশশৃঙ্গ, বন্ধ্যাপুত্র, আকাশকুসুম প্রভৃতির যেমন

* অনুসংবিদাদি।—এই গ্রন্থের ৩৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য।

সত্তা নাই, উহারও সেইরূপ কোন সত্তা দেখিতে পাওয়া যায় না। অথচ উহা ফলদায়ক নহে, কারণ কোন শাস্ত্র যে উহার কোন ফল অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাহা পরিদৃষ্ট হয় না।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরি এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিত অভিপ্রায়সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ;—

আত্মা দেহ হইতে ভিন্ন সুতরাং দেহের ধর্ম্ম জরা-মরণাদি আত্মার পক্ষে সম্ভব নহে; অতএব তন্নিমিত্ত শোক-মোহ হইতে পারে না; ইহা এই গ্রন্থের পূর্ব্বাংশ দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। কোষকার কীটবিশেষ (অর্থাৎ রেশম কীট) কোষমধ্যে স্বতন্ত্রভাবে থাকিলেও, যেমন কোষনাশ হইলে বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মা, দেহ হইতে ভিন্ন থাকিয়াও, দেহ-নাশের সঙ্গে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়া, তদুত্তরস্বরূপে ভগবান্ বলিলেন,—হে স্বজন-মরণ-শঙ্কিত-মানস অর্জ্জুন! তুমি, আমি, এই রাজগণ ইত্যাদি আমরা সকলেই অনাদি ও অনন্ত; অর্থাৎ আমাদের আদি ও অন্ত নাই। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও বর্ত্তমান ছিলাম না, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ; অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বেও এরূপ শরীরধারী আমি এক ব্যক্তি ছিলাম। তুমিও ইহার পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ কর নাই, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ; অর্থাৎ শরীরী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ। এবং এইসকল রাজগণও পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন নাই, এ সিদ্ধান্ত অবৈধ; অর্থাৎ তাঁহারাও জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। অপিচ এই স্থূল দেহ বিনাশের পর, আমরা আবার জন্মগ্রহণ করিব না কি? অবশ্যই জন্ম গ্রহণ করিব। যেহেতু আমরা অনাদি ও অনন্ত। অতএব বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক ভাবিয়া দেখ, দেহ-নাশের সঙ্গে আত্মার বিনাশ হয় না। কেন না বর্ত্তমান সময়ে আমাদের পূর্ব্বদেহ বর্ত্তমান নাই, ভবিষ্যতেও এই দেহ থাকিবে না, কিন্তু যে আত্মা দেহাভিমানী হইয়া আমি ও আমার ইত্যাকার ব্যপদেশ লাভ করিয়াছেন, সেই আত্মা পূর্ব্বেও ছিলেন, এখনও আছেন, ভবিষ্যতেও থাকিবেন। আমি, তুমি এবং এই সকল রাজগণ প্রভৃতি উপাধি মাত্র; তদুপহিত আত্মার স্থূল দেহনাশের সহিত বিনাশ হইবে না। ঘোরতর সঙ্কট স্থানে আসিয়া তন্নিমিত্ত তোমার অকারণ কেন এইরূপ শোক উপস্থিত হইতেছে? এতদ্দ্বারা দেহ অনাত্মা ও নশ্বর ইহা স্থির হইল।

ভগবদ্বাক্যের প্রতিবাদ স্বরূপে অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন,—দেহ যদি আত্মাই না হয়, তবে দৈহিক পীড়া হইতে আত্মা কেন তজ্জনিত যন্ত্রণা ভোগ করে? লোকে বলে "চালে ভবতি কুষ্মাণ্ডো মহীমাতুর্গলে ব্যথা" অর্থাৎ চালের উপর কুষ্মাণ্ড হইয়াছে, কিন্তু তজ্জননী ধরণীর গলে ব্যথা হইতেছে। আপনার বাক্যগুলিও যেন তদ্রূপই অসঙ্গত বোধ হইতেছে। অর্জ্জুনের এই কল্পিত আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ যেন বলিতেছেন,—হে আত্মমনাঃ অর্জ্জুন! তুমি নিশ্চয় জানিবে, আত্মা নিত্যশুদ্ধ মুক্তস্বরূপ, তাঁহার কখনও জরা-মরণাদিরূপ অবস্থান্তর হয় না; কেবল মাত্র সংসার-দশাতেই দেহাভিমানী, অর্থাৎ দেহের সহিত অভেদভাব প্রাপ্ত হইয়া, আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি বৃদ্ধ, আমি বালক ইত্যাদি পরিবর্ত্তনশীল দেহের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সুখ-দুঃখাদি অনুভব করেন। যেমন কোন ব্যক্তির শরীরে যক্ষ (ভূতযোনিবিশেষ) প্রবেশ করিলে, সেই ভূতাবিষ্ট শরীরের পীড়ায় দেহপতি আত্মার কোন কষ্টই অনুভব হয় না, কারণ তৎকালে দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য-বুদ্ধি (অভেদ বুদ্ধি) বিদূরিত হইয়া যায়, সুতরাং উক্ত ভূতাবিষ্ট দেহকে যন্ত্রণা প্রদান করিলে, তজ্জন্য যক্ষই পীড়িত হইয়া থাকে; কেন না তখন যক্ষই সেই দেহে প্রবেশ করিয়া ইহা আমার দেহ, আমিই এই দেহের স্বামী, ইত্যাকার অভিমানী হইয়া থাকে; সুতরাং সেই সময়ে যক্ষই দৈহিক সুখ দুঃখাদি অনুভব করে। এরূপ লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, তুমিও তদ্রূপ ক্ষণভঙ্গুর স্থূল দেহকে আত্মরূপে কল্পনা করিয়া তাহার নাশে অনাদি নিত্য আত্মারও নাশ হইবে বলিয়া ভাবিতেছ। ইহা কেবল তোমার ভ্রান্তিমাত্র।

এই দেহই আত্মা, যদি এরূপই তোমার স্থির হইয়া থাকে, তবে এ দেহও তো পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল ব্যতীত হইতে পারে না, কেননা কর্ম্মই দেহোৎপত্তির কারণ। যদি কর্ম্মফল ব্যতীত এই ভোগ-শরীর উৎপন্ন হওয়া সম্ভব হয়, তবে পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত কাম্য কর্ম্ম সকল কোন প্রকার ফলোৎপাদন না করিয়া, বৃথা হইয়া পড়ে, আর জন্মান্তরে যে সকল বিষয়ের অভিলাষে কোন কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় নাই, তাদৃশ বিষয় বিশেষেরও লাভ হইতে পারে। অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্ম্মকেই শরীরোৎপত্তির কারণ বলিয়া যদি স্বীকার না কর, তাহা হইলে তত্তৎকালে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকলের ফলাফল কোথায় যাইবে? কর্ম্ম মাত্রই ফলপ্রসূ। বিশেষতঃ ফলাভিলাষে যে সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, পরজন্মে তাহার ফলাগম স্বীকার না করিলে, তৎসমস্তকে নিষ্ফল বলিতে হয় এবং অতীতজীবনে যে সকল ফলের কখন কামনা করা হয় নাই, তাদৃশ অভিনব ফলাফল বর্ত্তমান জীবনে উপস্থিত হইয়া, অতীত জীবনের কর্ম্ম মাত্রকেই অনাবশ্যক ও নিষ্ফলরূপে প্রতীয়মান করিয়া দেয়। এই সকল কারণে প্রাচীন কর্ম্মই মনুষ্যাদি জন্মের কারণ বলিয়া স্বীকার করা আব-

শুক। বৃক্ষাদিরও প্রাচীন কর্ম্মই স্থাবরত্ব প্রাপ্তির হেতু বলিয়া অনুমান করিতে হইবে।

অপিচ যেমন ক্রিয়ার বিভিন্নতা বশতঃ, ঘট-সরাবাদি কার্য্য অর্থাৎ জন্য পদার্থ সকলও বিভিন্নরূপ আকার বিশিষ্ট হয়, তদ্রূপ জন্মান্তরীন কর্ম্মের বৈচিত্র্য হেতু, ইহ জন্মে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখ-দুঃখাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। বৎসগণ যেমন জন্মমাত্রই স্তনপানাদি ব্যাপারে প্রবৃত্ত হয়, এবং প্রাণীমাত্রই মরণ-ভয়ে সন্ত্রাসিত হয়, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, পূর্ব্ব সংস্কারই প্রাণিদিগকে এরূপ অবস্থান্বিত করিয়া থাকে। অতএব প্রাচীন কর্ম্মই সুখ-দুঃখময় দেহের কারণ। কিন্তু এবংবিধ কর্ম্ম কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতে হইবে যে, দেহ হইতেই কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে।

অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখ, কর্ম্মজন্য দেহ, ও দেহজন্য কর্ম্ম, এইরূপে পরস্পর পরস্পরের কারণ। "কার্য্যের পূর্ব্বে কারণ নিয়তই থাকিবে।" এই নিয়মানুসারে পরস্পর কারণ ও কার্য্যরূপ কর্ম্ম এবং দেহের মধ্যে কে পূর্ব্বে হইয়াছে, তাহা স্থির করা দুরূহ ব্যাপার। বৃক্ষ হইতে ফল, না ফল হইতে বৃক্ষ এই উভয়ের মধ্যে কে অগ্রে জন্মিয়াছে, যেমন নিশ্চয় করা যায় না, তদ্রূপ দেহ ও কর্ম্ম এই উভয়েরও পৌর্ব্বাপর্য্য নিশ্চয় করা অসাধ্য। তখন বীজাঙ্কুরের ন্যায় * পরস্পর উভয়ই অনাদি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে হইবে। অতএব দেহ-নাশে আত্ম-নাশ কখনই সম্ভব নহে। তুমি ভীষ্মাদির বিনাশ আশঙ্কা করিয়া অকারণ শোক করিতেছ। পূর্ব্বশ্লোকে 'গতাসূন্ অগতাসূন্' এই বিশেষণ দ্বারা আত্মা ও স্থূল দেহের পার্থক্য উক্ত হইয়াছে; ারাও এই শ্লোকে সূক্ষ্ম শরীরের নিত্যত্ব ও পার্থক্য উক্ত হইল।

কার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়, অর্জ্জুন কৃত নিম্নলিখিত য়রা প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। "হে সখে শ্রীকৃষ্ণ! প্রেমাস্পদ ব্যক্তির হেতু ণে নিরতিশয় শোক উপস্থিত হইয়া থাকে; অতএব আত্মা ও দেহ এতদুভয়ের মধ্যে কে প্রেমাস্পদ তাহা আমাকে বল।" এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ বলিতেছেন যে, শ্রীমদ্ভাগবতে (১০ম স্কন্ধ, ১৪ অধ্যায়, ৪৯ শ্লোক) শুকদেব বলিয়াছেন, হে রাজন্ সকল জীবের আত্মাই প্রীতির নিকেতন। আত্মা দ্বিবিধ,—জীবাত্মা, ও পরমাত্মা। উভয়ই নিত্য এবং মরণ রহিত; সুতরাং তজ্জন্য শোকের কোনই কারণ নাই। আমি পরমাত্মা পূর্ব্বে ছিলাম না, এমন নহে এবং এই রাজন্যবর্গও জীবাত্মা, তাঁহারাও পূর্ব্বে ছিলেন না, এমন নহে। প্রত্যুত আমরা সকলেই পূর্ব্বে ছিলাম। এতদ্দ্বারা আত্মার প্রাগ-

* বীজাঙ্কুর ন্যায়।—অগ্রে বীজ পরে অঙ্কুর, কিংবা অগ্রে অঙ্কুর পরে বীজ ইহার সিদ্ধান্ত না হওয়ায়, বীজাঙ্কুর-প্রবাহ অনাদি বলিয়া ন্যায়শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। ন্যায়-শাস্ত্রীয় কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের টীকায় ইহার প্রসঙ্গ আছে।

ভাববিহীনতা প্রদর্শিত হইল। অপিচ আমি, তুমি, বা এই নরপতি সমূহ পরে থাকিব না, এমনও নহে। প্রত্যুত আমরা সকলেই পরেও থাকিব। এতদ্দ্বারা আত্মার ধ্বংসবিহীনতা প্রদর্শিত হইল।

সেই ভব-জলধি-তরণীর কর্ণধার হৃষীকেশ, অর্জ্জুনকে বলিতে লাগিলেন —"হে সখে! তোমার এই ভ্রম নিতান্ত অমূলক। তুমি যদি সামান্য বিবেচনা করিয়া দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, আত্মা জন্ম-মরণ-বিরহিত নিত্য পদার্থ। লীলাচ্ছলে আমি স্বয়ং কখন কখন অবনীধামে আবির্ভূত হই এবং লীলা-সমাপ্তির পর আবার তিরোহিত হই; কিন্তু আমি বিশ্ব-স্রষ্টা, বিশ্ব-পাতা, বিশ্বেশ্বর, জনন-মরণ-রহিত পরম নিত্য পুরুষ। সুতরাং আমার আবির্ভাব দেখিয়া তৎপূর্ব্বে আমি ছিলাম না, বা আমার তিরোভাব দেখিয়া তৎপরে আমি আর থাকিব না, এরূপ মীমাংসা করা নিতান্ত অসঙ্গত। সকলেই সেই পরমাত্মার অংশ। ঘটাদিতে যে আকাশ আছে, তাহা সুবিস্তৃত শূন্যের অংশ মাত্র। ঘটাদির আকৃতি অনুসারে তদন্তর্গত আকাশের বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। ঘটের ধ্বংস হইলে অন্তর্ভূত আকাশ কখন ধ্বংস হয় না, তাহা যে আকাশ সেই আকাশই থাকে; তদ্রূপ এই মানবদেহাশ্রিত আত্মার দেহনাশে বিলয় হয় না, তাহা যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই থাকে। দেহের পরিচয়ে তাহার স্বতন্ত্র পরিচয় হইলেও, তাহা চিরদিন যে দেহাতীত পদার্থ, সেই দেহাতীত পদার্থই থাকে। (পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন।) সুতরাং তুমিও ছিলে না, বা থাকিবে না, একথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং এই স্থলে সমবেত এই নরপতিগণ ছিলেন বা থাকিবেন না এ কথাও তদ্রূপ ভ্রমাত্মক। অতএব হে শোক-মুগ্ধ সখে! তোমার এই শোক-মোহ নিতান্ত অকারণ-সম্ভূত। নাশ-রহিত আত্মার বিনাশভয়ে অবসন্ন হইয়া তুমি কেবল পণ্ডিত-সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছ মাত্র।

অনন্ত কাল-সাগরে ভাসমান আত্মা নানারূপ কর্ম্মফলে নানারূপ আকার ধারণ করিয়া নিরন্তর উন্নতি বা অবনতির অভিমুখে প্রধাবিত হইতেছে। সুকৃতি ও দুষ্কৃতি হেতু বারবার তাহার বিভিন্ন মূর্ত্তি হইতেছে এবং বিবিধ বাহ্যাবস্থান্তর ঘটিতেছে; কিন্তু তাহার নাশ হইতেছে না। অতএব তাদৃশ আত্মার নিমিত্ত শোক করা কখনই বুদ্ধিমান্ ও বিবেকী ব্যক্তির কর্ত্তব্য

নহে। কালস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হইতেছে। জড় দেহধারী মানব সেই কালকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। আত্মা সেই তিন কালেই আত্মস্বরূপে ও নিত্য ভাবে বিরাজিত। জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা সহকারে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া, একবার আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও, হিতৈষিণী প্রজ্ঞার সহায়তায় একবার দারুণ তমসাচ্ছন্ন বিগতানাগত সময় স্বরূপ সুবিশাল ক্ষেত্রে আত্মান্বেষণ করিয়া দেখ দেখি। দেখিবে সেই সুদূর ভবিষ্যতেও এই তুমি, এই রাজগণ এবং এই আমি অবিরত কর্ম্মের সেবায় বিনিযুক্ত রহিয়াছি; আরও বুঝিবে, এই সমরে জীবনান্ত হইলেও, যাঁহাদের নিমিত্ত তুমি অধুনা যৎপরোনাস্তি শোক-বিহ্বল হইতেছ, তোমার সেই পরম প্রেমাস্পদ কোন সুহৃদই বিনষ্ট হন নাই। দেখিবে কাল-সাগরের অনন্ত বেলাভূমিতে অভিনব কলেবর সম্পন্ন হইয়া, সকলেই বিভিন্নভাবে ক্রীড়াশীল। অতএব হে অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব! তুমি কাহার নিমিত্ত শোক-নিমগ্ন হইয়া, অদ্য অবনীমণ্ডলে অনপনেয় কলঙ্ক-কালিমায় স্বকীয় সুনির্ম্মল কীর্ত্তি-কলাপ সমাচ্ছন্ন করিতে সমুদ্যত হইয়াছ? ॥ ১২ ॥

——(০:০:০)——

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—যথা (যেন প্রকারেণ) দেহিনঃ (দেহবতঃ) অস্মিন্ দেহে (বর্ত্তমানে শরীরে) কৌমারং (কুমারভাবঃ) যৌবনং (মধ্যমাবস্থা) জরা (বার্দ্ধক্যাবস্থা) তথা (তদ্বৎ) দেহান্তর-প্রাপ্তিঃ (ভিন্ন-শরীরোৎপত্তিঃ) ধীরঃ (ধীমান্ জনঃ) তত্র (তয়োঃ দেহনাশোৎপত্ত্যোঃ) ন মুহ্যতি (শোকমাপ্নোতি) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—যে প্রকার শরীরধারিগণের এই শরীরে কুমারভাব যুবকভাব বার্দ্ধক্যভাব সেইরূপ শরীরান্তরের উৎপত্তি তাহাতে শান্ত-স্বভাব-মানব শোক-করেন না ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—মনুষ্যগণের দেহে যেমন বাল্য, যৌবন ও বৃদ্ধাবস্থা

ঘটিয়া থাকে, জন্মজনিত দেহনাশ ও মৃত্যুজনিত দেহান্তরপ্রাপ্তি তদ্রূপ জানিয়া সুধীর মানবগণ তজ্জন্য একটুও শোকাভিভূত হন না ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র কথমিব নিত্য আত্মেতি দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি। দেহোঽস্যাস্তীতি দেহী তস্য দেহিনো দেহবতঃ আত্মনঃ অস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে, যথা যেন প্রকারেণ, কৌমারং কুমারভাবো বাল্যাবস্থা, যৌবনং যূনো ভাবো মধ্যমাবস্থা, জরা বয়োহানির্জীর্ণাবস্থা ইত্যেতাস্তিস্রোঽবস্থা অন্যোন্যবিলক্ষণাস্তাসাং প্রথমাবস্থানাশেন নাশো দ্বিতীয়াবস্থোপজননেনোপজননমাত্মনঃ, কিং তর্হি অবিক্রিয়স্যৈব দ্বিতীয়াতৃতীয়াবস্থাপ্রাপ্তিরাত্মনো দৃষ্টা যথা, তদ্বদেব দেহাদন্যো দেহো দেহান্তরং তস্য প্রাপ্তির্দেহান্তরপ্রাপ্তিরবিক্রিয়স্যৈবাত্মন ইত্যর্থঃ। ধীরো ধীমাংস্তত্রৈবং সতি ন মুহ্যতি ন মোহমাপদ্যতে ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—ননু পূর্ব্বং দেহং বিহায়াপূর্ব্বং দেহমুপাদানস্য বিক্রিয়াবত্ত্বেনোৎপত্তিবিনাশবত্ত্ববিভ্রমঃ সমুত্তবেদিতি শঙ্কতে তত্রেতি। অশোচ্যত্বপ্রতিজ্ঞায়াং নিত্যত্বে হেতুরুক্তে সতীতি যাবৎ। অবস্থাভেদে সত্যপি বস্তুতো বিক্রিয়াভাবাদাত্মনো নিত্যত্বমুপপন্নমিত্যুত্তরশ্লোকেন দৃষ্টান্তাবষ্টম্ভেন প্রতিপাদয়তীত্যাহ দৃষ্টান্তমিতি। ন কেবলমাগমাদেবাত্মনো নিত্যত্বং কিন্ত্ববস্থান্তরবজ্জন্মান্তরে পূর্ব্বসংস্কারানুবৃত্তেশ্চেত্যাহ দেহিন ইতি। দেহবত্ত্বং তস্মিন্নহংমমাভিমানভাবত্ত্বং, (তাসামিতি নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী) আত্মনঃ শ্রুতিস্মৃত্যুপপত্তিভির্নিত্যত্বজ্ঞানং, ধীমানিত্যত্র ধীর্ব্বিবক্ষ্যতে এবং সতীতি তত্ত্বতো বিক্রিয়াভাবান্নিত্যত্বে সমধিগতে সতীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

রামানুজ।—একস্মিন্ দেহে বর্ত্তমানস্য দেহিনঃ কৌমারাবস্থাং বিহায় যৌবনাদ্যবস্থাপ্রাপ্তাবাত্মনঃ স্থিরত্ববুদ্ধ্যা যথাত্মা নষ্ট ইতি ন শোচতি দেহাদ্দেহান্তরপ্রাপ্তাবপি তথৈব স্থির আত্মেতি বুদ্ধিমান্ ন শোচতি। অত আত্মনাং নিত্যত্বাদাত্মনো ন শোকস্থানম্। এতাবদত্র কর্ত্তব্যং, আত্মনাং নিত্যানামেবানাদিকর্ম্মবশতয়া তত্তৎকর্ম্মোচিতদেহসংস্পৃষ্টানাং তৈরেব দেহৈর্বন্ধনিবৃত্তয়ে শাস্ত্রীয়ং স্ববর্ণোচিতং যুদ্ধাদিকমনভিসংহিতফলং কর্ম্ম কুর্ব্বতামিন্দ্রিয়ৈরবর্জ্জনীয়তয়া ইন্দ্রিয়ার্থস্পর্শাঃ শীতোষ্ণাদিপ্রযুক্তসুখদুঃখাদ্যা আবির্ভবন্তি, তে তু যাবচ্ছাস্ত্রীয়কর্ম্মসমাপ্তি ক্ষন্তব্যা, ইতীমমর্থমনন্তরমেবাহ ॥ ১৩ ॥

হনুমান্।—অত্রোচিতং দৃষ্টান্তমাহ দেহিন ইতি। দেহিনো দেহবতঃ, স্বস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা কৌমারং কুমারভাবং, যৌবনং যূনো ভাবঃ, জরা বৃদ্ধত্বং, তথা তদ্বৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ, ধীরো ধীমান্, তত্র ন মুহ্যতি ন মোহং গচ্ছতি, যথা অস্মিন্ দেহে কৌমারং যৌবনং জরা স্বাত্মনো ভেদ এব ভিন্না শরীরাবস্থা এবং শরীরাণীত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

শ্রীধর।—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব, জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ দেহিন ইত্যাদি। দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থানাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ। তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহনিবন্ধনৈব, ন তু তাবদাত্মনোনাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্ব-

সংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্, তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি। আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে॥ ১৩॥

বলদেব।—নন্বু ভীষ্মাদিদেহাবচ্ছিন্নানামাত্মনাং নিত্যত্বেঽপি তদ্দেহানাং তদ্ভোগায়তনানাং নাশে যুক্তঃ শোক ইতি চেৎ তত্রাহ দেহিনোঽস্মিন্নিতি। ত্রৈকালিকা বহবো দেহা যস্য সন্তি তস্য দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে ক্রমাৎ কৌমারযৌবনজরাস্তিস্রোঽবস্থা ভবন্তি। তাসামাত্মসম্বন্ধিনাং তদ্ভোগোপযুক্তানাং পূর্ব্বপূর্ব্ববিনাশেন পরপরপ্রাপ্তৌ যথা ন শোকস্তথৈব তদ্দেহবিনাশে সতি দেহান্তরপ্রাপ্তির্ভবিষ্যতীতি। তথাচ ভীষ্মাদীনাং জরিতদেহনাশে নব্যদেহপ্রাপ্তিঃ, যযাতিযৌবনপ্রাপ্তিন্যায়েন হর্ষহেতুরেবেতি ন তদ্দেহবিনাশহেতুকঃ শোকস্তবোচিত ইতি ভাবঃ। ধীরো ধীমান্ দেহস্বভাবজীবকর্ম্মবিপাকস্বরূপজ্ঞঃ। অত্র দেহিন ইত্যেক বচনং জাত্যভিপ্রায়েণ বোধ্যং, পূর্ব্বত্রাত্মবহুত্বোক্তেঃ। অত্রাহুঃ এক এব বিশুদ্ধাত্মা, তস্যাবিদ্যাপরিচ্ছিন্নস্য তস্যাং প্রতিবিম্বিতস্য বা নানাত্বম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ ভবেৎ। তথাত্মৈকো হ্যনেকস্থো জলাধারেষিবাংশুমান্" ইতি। তদ্বিজ্ঞানেন তস্য বিনাশে তু তন্নানাত্বনিবৃত্ত্যা তদৈক্যং সিধ্যতীত্যেকবচনেন এতৎ পার্থসারথিরাহেতি। তন্মন্দং, জড়য়া তয়া চৈতন্যরাশেশ্ছেদাসম্ভবাৎ তৈরপি তদ্বিষয়ত্বানঙ্গীকারাচ্চ। বাস্তবে চ্ছেদে বিকারিত্বাদ্যাপত্তিঃ, টঙ্কচ্ছিন্নপাষাণবৎ স্যাৎ। নীরূপস্য বিভোঃ প্রতিবিম্বাসম্ভবাচ্চ। অন্যথাকাশদিগাদীনাং তদাপত্তিঃ। ন চ প্রতীত্যন্যথানুপপত্তিরেবাকাশস্য প্রতিবিম্বে মানং তদ্বর্ত্তিগ্রহনক্ষত্রপ্রভামণ্ডলং তস্যৈবাম্ভসি ভাসমানত্বেন প্রতীতেঃ। "আকাশমেকং হি" ইতি শ্রুতিশ্চ পরমাত্মবিষয়া তস্যাকাশবৎ সূর্য্যবচ্চ বহুবৃত্তিকত্বং বদতীত্যবিরুদ্ধম্। ন চাত্মৈক্যস্যোপদেষ্টা সম্ভবতি। স হি তত্ত্ববিন্ন বা আদ্যেঽদ্বিতীয়মাত্মানং বিজানতস্তস্যোপদেশ্যাপরিস্ফূর্ত্তিঃ। অন্ত্যে ত্বজ্ঞত্বাদেব নাত্মজ্ঞানোপদেষ্টৃত্বম্। বাধিতানুবৃত্ত্যাশ্রয়ণন্তু পূর্ব্বনিরস্তম্॥ ১৩॥

মধুসূদন।—নন্বু দেহমাত্রং চৈতন্যবিশিষ্টমাত্মেতি লোকায়তিকাঃ। তথাচ স্থূলোঽহং গৌরোঽহং গচ্ছামি চেত্যাদি প্রত্যক্ষপ্রতীতানাং প্রমাণ্যমনপোহিতং ভবিষ্যতি অতঃ কথং দেহাদাত্মনো ব্যতিরেকঃ? ব্যতিরেকেঽপি কথং বা জন্মবিনাশশূন্যত্বং? জাতো দেবদত্তো মৃতো দেবদত্ত ইতি প্রতীতের্দেহজন্মনাশাভ্যাং সহাত্মনোঽপি জন্মবিনাশোপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহিন ইতি। দেহাঃ সর্ব্বে ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানা জগন্মণ্ডলবর্ত্তিনোঽস্য সন্তীতি দেহী একস্যৈব বিভুত্বেন সর্ব্বদেহযোগিত্বাৎ সর্ব্বত্র চেষ্টোপপত্তের্ন প্রতিদেহমাত্মভেদে প্রমাণমস্তীতি সূচয়িতু-মেকবচনম্, সর্ব্বে বয়মিতি বহুবচনন্তু পূর্ব্বদেহভেদানুবৃত্ত্যা, ন ত্বাত্মভেদাভিপ্রায়েণেতি ন দোষঃ। তস্য দেহিন একস্যৈব সতোঽস্মিন্ বর্ত্তমানে দেহে যথা কৌমারং যৌবনং জরেত্যবস্থাত্রয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং ভবতি, ন তু তদ্ভেদেনাত্মভেদঃ, য এবাহং বাল্যে পিতরাবন্বভূবং স এবাহং বার্দ্ধক্যে প্রণপ্তৃননুভবামীতি দৃঢ়তরপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ। অন্তর্নিষ্ঠসংস্কারস্য চান্যত্রানুসন্ধানাজনকত্বাৎ, তথা তেনৈব প্রকারেণাবিকৃতস্যৈব সত আত্মনো দেহান্তরপ্রাপ্তিঃ এতস্মাদ্দেহাদত্যন্তবিলক্ষণং দেহপ্রাপ্তিঃ, স্বপ্নে যোগৈশ্বর্য্যে চ তদ্দেহভেদানুসন্ধানেঽপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ।

তথাচ যদি দেহ এবাত্মা ভবেৎতদা কৌমারাদিভেদেন দেহে ভিদ্যমানে প্রতিসন্ধানং ন স্যাৎ, অথ তু কৌমারাদ্যবস্থানামত্যন্তবৈলক্ষণ্যেঽপ্যবস্থাবতো দেহস্য যাবৎ "প্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতি" ইতি ন্যায়েনৈক্যং ব্রূয়াৎ, তদাপি স্বপ্নযোগৈশ্বর্যায়োর্দেহধর্মভেদে প্রতিসন্ধানং ন স্যাদিত্যু-ভয়োদাহরণং, অতো মরুমরীচিকাদাবুদকাদিবুদ্ধেরিব স্থূলোঽহমিত্যাদিবুদ্ধেরপি ভ্রমত্বমবশ্যমভ্যু-পেয়ং, বাধস্তোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ। এতচ্চ "ন জায়তে" ইত্যাদৌ প্রপঞ্চয়িষ্যতে। এতেন দেহাদ্ব্যতিরিক্তো দেহেন সহোৎপদ্যতে বিনশ্যতি চেতি পক্ষোঽপি প্রত্যুক্তঃ, তত্রাবস্থাভেদে প্রত্যভিজ্ঞোপপত্তাবপি ধর্ম্মিণো দেহস্য ভেদে প্রত্যভিজ্ঞানুপপত্তেঃ। অথবা যথা কৌমারাদ্যবস্থা-প্রাপ্তিবিকৃতস্যাত্মন একস্যৈব, তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিরেতস্মাদ্দেহাদুৎক্রান্তৌ তত্র স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাভাবেঽপি জাতমাত্রস্য হর্ষশোকভয়াদিসম্প্রতিপত্তেঃ, পূর্ব্বসংস্কারজন্যায়াদর্শনাৎ, অন্যথা স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তির্নস্যাৎ। তস্যা ইষ্টসাধনতাদিজ্ঞানজন্যত্বস্যাদৃষ্টমাত্রজন্যত্বস্য চাভ্যুপ গমাৎ। তথাচ পূর্ব্বাপরদেহয়োরাত্মৈক্যসিদ্ধিঃ, অন্যথা কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গাদিত্যন্য বিস্তরঃ। কৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োর্ভোগমন্তরেণ নাশঃ কৃতনাশঃ, অকৃতয়োঃ পুণ্যপাপয়োরকস্মাৎ ফলদাতৃত্বমকৃতাভ্যাগমঃ। অথবা দেহিন একস্যৈব তব যথাক্রমেণ দেহাবস্থোৎপত্তিবিনাশয়োর্ন ভেদো নিত্যত্বাৎ, তথা যুগপৎ সর্ব্বদেহান্তরপ্রাপ্তিরপি তবৈকস্যৈব বিভুত্বাৎ, বিশুদ্ধাত্মনো মধ্যমপরিমাণত্বে সাবয়বত্বেন বিনাশিত্বাৎ, অণুপরিমাণত্বে সকলদেহব্যাপিসুখাদ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গাৎ, বিভুত্বে নিশ্চিতে সর্ব্বত্র দৃষ্টকার্য্যত্বাৎ সর্ব্বশরীরেষেক এবাত্মা ত্বমিতি নিশ্চিতোঽর্থঃ। তত্রৈবং সতি বধ্যঘাতকভেদকল্পনয়া ত্বমধীরত্বাৎ মুহ্যসি, ধীরস্তু বিদ্বান্ ন মুহ্যতি, অহমেষাং হন্তা এতে মম বধ্যা ইতি ভেদদর্শনাভাবাৎ। তথাচ বিবাদগোচরাপন্নাঃ সর্ব্বে দেহাঃ একভোক্তৃকাঃ দেহত্বাৎ তদ্দেহবদিতি। শ্রুতিরপি "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি। এতেন যদাহু "দেহমাত্রমাত্মা" ইতি চার্ব্বাকাঃ, "ইন্দ্রিয়াণি মনঃ প্রাণশ্চ" ইতি তদেকদেশিনঃ, "ক্ষণিকং বিজ্ঞানম্" ইতি সৌগতাঃ, "দেহাতিরিক্তঃ স্থিরো দেহপরিমাণঃ" ইতি দিগম্বরাঃ, মধ্যমপরিমাণস্য নিত্যত্বানুপপত্তেঃ, "নিত্যোঽণুঃ" ইত্যেকদেশিনঃ, তৎ সর্ব্বমপাকৃতং ভবতি নিত্যত্ববিভুত্বস্থাপনাৎ॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—যদ্যপ্যেবং তথাপীষ্টদেহবিয়োগজঃ শোকো ভবত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ দেহিন ইতি। দেহস্থূলসূক্ষ্মৌ বিদ্যেতে যস্য স দেহী চিদাত্মা তস্য যথাস্মিন্ স্থূলশরীরে কৌমারাদ্যবস্থাসু দেহভেদেঽপি এক এবাহং বাল ইতি আসমিদানীং বৃদ্ধোঽস্মীত্যভেদপ্রত্যভিজ্ঞানাদৈক্যং বালাদিশরীরেভ্যোঽন্যত্বঞ্চ ব্যাবৃত্তেভ্যোঽনুবৃত্তং ভিন্নং, কুসুমেভ্যঃ সূত্রমিবেতি জ্ঞায়তে। এবং দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি স্থূলাচ্ছরীরাদন্যেষাং লিঙ্গশরীরাণাং সূক্ষ্মাণাং স্থূলশরীরানুকারিণাং প্রাপ্তিঃ। অয়মর্থঃ যথা একমপি স্থূলং শরীরং কৌমারাদ্যবস্থাভেদাদনেকরূপম্ এবং নিত্যমপি লিঙ্গশরীরং প্রাণিকর্ম্মভেদাৎ সুরনরতির্য্যগাদ্যবস্থাভেদাদনেকং ভবতি ততশ্চোক্তং ন্যায়েন স্থূলাদিবৎ সূক্ষ্মাদপি শরীরাদাত্মা বিবিক্ত এব, এবঞ্চ শোকাদিধর্ম্মিণো লিঙ্গাদপি বিভিন্নস্য তব ইষ্টবিয়োগজঃ শোকোঽপি ন যুক্তঃ, অতএব তত্র তস্মিন বিষয়ে ধীরো ন মুহ্যতি আভিমানিকৌ শোকমোহৌ

দেহত্বরাভিমানত্যাগাদ্ধীরং ন বাধেতে, অতস্ত্বমপি ধীরো ভবেতি ভাবঃ। পূর্ব্বশ্লোকয়োর্গ্রন্থা-স্থনিতি বয়মিতি চ বহুবচনমুপাধিভেদাভিপ্রায়ং, অত্র তু দেহিন ইত্যেকবচনং, উপধেয়-চিদ্যাত্মৈক্যাভিপ্রায়মিতি জ্ঞেয়ম্। তথাচ শ্রুতিরেকস্যাত্মন ঔপাধিকং ভেদমাহ, যথা; "স্বয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্নো বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্ উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা" ইতি, ক্ষেত্রেষু বক্ষ্যমাণলক্ষণেষু স্থূলসূক্ষ্মদেহদ্বয়াত্মকেষু "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইতি চ, একত্বাচ্চ বিভুত্বমপ্যস্য সিদ্ধং। তেন দেহাদানামনিত্যানামবিভূনাঞ্চ পরাভিমতমাত্মত্বং প্রত্যাখ্যাতং বেদিতব্যম্ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্থ চাত্মসম্বন্ধেন দেহোঽপি প্রীত্যাস্পদং স্যাৎ দেহসম্বন্ধেন পুত্রভ্রাত্রাদ-য়োঽপি তৎসম্বন্ধেন নপ্ত্রাদয়োঽপি অতস্তেষাং নাশে শোকঃ স্যাদেবেতি চেদত আহ দেহিন ইতি। দেহিনো জীবস্যাস্মিন্ দেহে কৌমারং কৌমারপ্রাপ্তির্ভবতি; ততঃ কৌমারনাশা-নন্তরং যৌবনপ্রাপ্তিঃ, যৌবননাশানন্তরং জরাপ্রাপ্তির্যথা, তথা এব দেহান্তরপ্রাপ্তিরিতি। তত্রাত্মসম্বন্ধিনাং কৌমারাদীনাং প্রীত্যাস্পদানাং নাশে যথা শোকো ন ক্রিয়তে, তথা দেহস্যাপ্যাত্মসম্বন্ধিনঃ প্রীত্যাস্পদস্য নাশে শোকো ন কর্ত্তব্যঃ। যৌবনস্য নাশে জরাপ্রাপ্তৌ শোকো জায়ত ইতি চেৎ কৌমারস্য নাশে যৌবনপ্রাপ্তৌ হর্ষোঽপি জায়তে ইতি। অতো ভীষ্মদ্রোণাদীনাং জীর্ণদেহনাশে খলু নব্যদেহান্তরপ্রাপ্তৌ তর্হি হর্ষঃ ক্রিয়তামিতি ভাবঃ। যদ্বা একস্মিন্নপি দেহে কৌমারাদীনাং যথাপ্রাপ্তিস্তথৈবৈকস্যাপি দেহিনো জীবস্য নানাদেহানাং প্রাপ্তিরিতি ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। আত্মা পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দেহ পরিগ্রহ করে বলিয়া আত্মাকে বিকারী বলিতে, এবং তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশত্ব দোষের আরোপ করিতে পার না; কারণ আত্মা নিত্য।

আত্মা-দেহী। দেহ এবং দেহী উভয়েই এক পদার্থ নহে। যাঁহার দেহ আছে তিনিই দেহী। দেহ পরিণামশীল, দেহী পরিণাম-বিহীন। বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশারূপ পরিণামত্রয় দেহেরই হইয়া থাকে। আরও দেখ, দেহীর এই বর্ত্তমান দেহে যেমন বাল্য অবস্থার নাশে যৌবন অবস্থার সমাগম, যৌবনের অপগমে বার্দ্ধক্যের সমাগম, সেইরূপ এক দেহ নাশের অনন্তর আত্মার দেহান্তর-প্রাপ্তি। দেহী আত্মার দেহপ্রাপ্তিই বা কি? অজ্ঞান বশতঃ নশ্বর দেহে আমি আমার ইত্যাকার অভিমান-ভাব ব্যতীত অপর কিছুই ত নহে।

দেহ নাশ পায়,অতএব অনিত্য, এবং দেহী নাশ পায় না,অথচ আবার দেহ আশ্রয় করে, অতএব নিত্য। শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণ ভিন্ন সদ্যঃপ্রসূত শিশুর স্তন-পান জন্য প্রবৃত্তিও এ বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। নবজাত শিশুকে কেহ স্তনপান করিতে শিখায় না; যে, পূর্ব্বজন্ম-সংস্কার বশতঃ, আপনা আপনিই স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব এ সমস্ত বিষয় বেশ বুঝিতে পারিলে, কোন বুদ্ধিমানেরই এরূপ সাধারণ-জন-সুলভ (আত্মা জাত ও মৃত এইরূপ) মোহ প্রকাশ করা ভাল দেখায় না।

শ্রীমদ্ভাগবতে এ বিষয়ের একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে। যথা; "দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ। দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ॥ ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি। যথা তৃণ-জলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ॥" (ভা। ১০। ১। ২৭, ২৮)। অর্থাৎ যেরূপ গমনশীল ব্যক্তি অগ্রপদ সম্মুখস্থ ভুমিভাগে স্থাপন করিয়া, পরে পশ্চাৎপদ উত্তোলন করিয়া ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করতঃ গমন করে; অথবা যেরূপ তৃণবিচারী জলুকা (ছিনে জোঁক) অগ্রবর্ত্তী একটি তৃণকে আশ্রয় করিয়া, পরে পূর্ব্বাশ্রিত তৃণকে পরিত্যাগ করে; দেহ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মবশে দেহীও তদ্রূপ আর একটি নবীন দেহকে আশ্রয় করিয়া, পূর্ব্বাশ্রিত দেহ পরিত্যাগ করে। বস্তুতঃ তৃণের সহিত জলৌকার আশ্রয় ব্যতীত অন্য কোনও প্রকার সম্বন্ধ নাই; আত্মা বা দেহীরও দেহের সহিত আশ্রয় ব্যতীত অন্যবিধ সম্বন্ধ নাই। তৃণের বিকার বা নাশে জলৌকার বিকার বা নাশ যেরূপ অসম্ভব, দেহের বিকার বা নাশে আত্মার বিকারও সেইরূপই অসম্ভব।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। অর্জ্জুন! তুমি যদি লোকায়ত শাস্ত্রের মত অবলম্বন পূর্ব্বক বল যে, "চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রই আত্মা"; কারণ চৈতন্যবিশিষ্ট দেহমাত্রকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করিলে, "আমি স্থূল" "আমি গৌর" "আমি গমন করিতেছি" ইত্যাদি প্রত্যক্ষ প্রতীতি (জ্ঞান) সমূহের প্রামাণ্য কোনও রূপে দূরীকৃত হইবে না; অতএব দেহ হইতে আত্মার পার্থক্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? আর আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত হইলেও তাহার জন্ম ও বিনাশ শূন্যত্বই বা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? কারণ "দেবদত্ত জাত" "দেবদত্ত মৃত" এই

প্রকার প্রতীতি বশতঃ অর্থাৎ এই প্রকার জ্ঞান হয় বলিয়া, দেহের জন্ম ও নাশের সহিত আত্মারও জন্ম ও নাশ উপপাদিত হয়।

আমি বলি, তোমার এরূপ কথা অতি অসমীচীন। কারণ আত্মা "দেহী"। এই জগতে যত প্রকার দেহ হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে, সেই সমস্ত দেহ যাঁহার আছে তিনিই "দেহী"। "দেহী" একমাত্র অদ্বিতীয় বিভু (সর্ব্বব্যাপক) বলিয়া, সর্ব্বদেহেই তাঁহার ব্যাপ্তি আছে, এবং সেই হেতু অর্থাৎ "দেহী" সর্ব্বদেহ ব্যাপক বলিয়া তাঁহার চেষ্টা (ক্রিয়া) সর্ব্বত্রই উপপাদিত হয়; অতএব তৎকথিত "প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন আত্মা" কখনও প্রমাণ স্বরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না।

এস্থলে পূর্ব্বোক্ত কারণেই "দেহী" এই পদ একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে। পূর্ব্ব শ্লোকে "সর্ব্বে বয়মতঃ পরম" এই বাক্যের মধ্যস্থিত "সর্ব্বে বয়ং" এই দুইটী পদ, পূর্ব্বদেহ-জনিত ভেদ অবলম্বন করিয়াই, বহুবচনান্তরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। বহুবচন প্রয়োগের উদ্দেশ্য আত্মার বহুত্ব নহে, অতএব এরূপ বহুচন প্রয়োগ দোষযুক্ত নহে। আত্মা একই।

অর্জ্জুন! কেন যে আত্মা প্রতি দেহে ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারেন না, সে বিষয়ে আরও হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। অন্য-নিষ্ঠ সংস্কার কখনও অন্যত্র অনুসন্ধানের (স্মৃতির) জনক হইতে পারে না; অর্থাৎ আমার হৃদয়ে যে সংস্কার আবদ্ধ আছে, সেই সংস্কারের স্মরণ কেবল মাত্র আমারই হইতে পারে, অপর কাহারও হইতে পারে না। তদ্রূপ অপরের হৃদয়ে যে সংস্কার আবদ্ধ আছে সেই সংস্কারের স্মরণ কেবল মাত্র তাহারই হইতে পারে, কিন্তু আমার হইতে পারে না। এখন আমি যদি বলি যে, "যে আমি বাল্যকালে পিতাকে অনুভব করিয়াছি, এক্ষণে সেই আমিই বৃদ্ধাবস্থায় পৌত্রগণকে অনুভব করিতেছি"। এইরূপ স্থলে যে (বাল্যকালে যে আমি বৃদ্ধকালে সেই আমি রূপ) দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞান (স্মরণ এবং অনুভবাত্মকজ্ঞান) হইতেছে, ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃই প্রতীতি হইতেছে যে, বাল্য এবং বার্দ্ধক্য অবস্থা যদি এক আমার না হইত, তবে আমার বাল্যাবস্থানিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণ বৃদ্ধাবস্থায় কখনও হইতে পারিত না। অতএব সেই একমাত্র অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ দেহীর এই বর্ত্তমান দেহ যেরূপ "কৌমার, যৌবন এবং জরা" এই পরস্পর-বিরুদ্ধ অবস্থাত্রয়ে পরিণত হইলেও, দেহীর কোনরূপ ভেদ হয় না;

সংরূপ, অবিকৃত, দেহীর (আত্মার) দেহান্তর-প্রাপ্তিও সেইরূপ। অর্থাৎ এই বর্ত্তমান দেহে কৌমারাদি অবস্থা-ভেদে দেহীর কোনরূপ ভেদ হইলে, কৌমার অবস্থায় জনিত সংস্কার কখনও বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণের জনক হইতে পারিত না।

তবে এখন দেখা যাইতেছে যে, তরঙ্গ-ভেদে সমুদ্রের ন্যায় দেহের বহুবিধ অবস্থার ভেদে, দেহী কোনও রূপ ভেদ-দশা প্রাপ্ত হন না, এবং দেহী দেহের সহিত ভেদ-দশা প্রাপ্ত হইলে, কৌমারাবস্থানিষ্ঠ সংস্কারের বৃদ্ধাবস্থায় স্মরণ হইতে পারে না, অতএব একই দেহী যে কৌমারাদি অবস্থাত্রিতয়ে অবিকৃত সমভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য। এই দৃষ্টান্তানুসারে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, দেহীর দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ এই দেহ হইতে অন্য প্রকার দেহ (আকৃতিগতই হউক বা পশ্বাদি জাতিগতই হউক) প্রাপ্তিও তদ্রূপ; অর্থাৎ একদেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আর এক দেহ আশ্রয় করিলেও দেহীর কোনও রূপ বিকার হয় না।

স্বপ্নকালে এবং যোগৈশ্বর্য্য* প্রভাবে দেহান্তরগত দেহীর দেহ-ভেদের কথা স্মরণ করিলে দেহী (আত্মা) এবং দেহ এক পদার্থ নহে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। কারণ আত্মা বহু দেহগত হইলেও 'সেই আমি' এইরূপ দৃঢ়তর প্রত্যভিজ্ঞা যখন সকল সময়েই বর্ত্তমান রহিয়াছে, তখন দেহ ও আত্মাকে অভিন্ন বলিয়া জ্ঞান করা কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। অপিচ স্বপ্নকালে ও যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে দেহান্তরগত দেহীর বিভিন্ন দেহের স্মরণ হয়; সুতরাং দেহী ও দেহের একতা কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? তুমি স্বপ্ন দেখিতেছ যে, "আমি রাজা হইয়াছি, সিংহাসনে বসিয়া আছি, কত শত শত দাস-দাসী আমার সেবা করিতেছে, বহু বহুমূল্য রত্ননিচয় আমার নেত্র-প্রীতি সম্পাদন করিতেছে" ইত্যাদি। কিন্তু স্বপ্ন-সন্দর্শন কালে তোমার নিকট দাস-দাসী প্রভৃতি একটী পদার্থও উপস্থিত নাই, তখন একা তুমি এই প্রকার বহু বহু রূপে পরিণত হইয়াছ

* যোগবলে আট প্রকার সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। তাহাই অষ্টৈশ্বর্য্য বা যোগৈশ্বর্য্য নামে অভিহিত। তদ্‌যথা; "অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং মহিমেশিতা। বশিকামাবসায়িত্বে ঐশ্বর্য্যমষ্টধা স্মৃতম্॥" অর্থাৎ অণিমা—ইচ্ছানুসারে দেহ ক্ষুদ্র করিবার ক্ষমতা, লঘিমা—ইচ্ছানুসারে দেহ লঘু করিবার ক্ষমতা, ব্যাপ্তি—সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিবার ক্ষমতা, প্রাকাম্য—ভোগবাসনা পূরণের ক্ষমতা, মহিমা—ইচ্ছানুসারে দেহ বৃহৎ করিবার ক্ষমতা, ঈশিতা—সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিবার ক্ষমতা, বশিতা—সকলকে বশতাপন্ন করিবার ক্ষমতা, কামাবসায়িতা—কামনা-পূরণের ক্ষমতা, এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য।

মাত্র। "যে আমি জাগ্রদবস্থায় নানাবিধ বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলাম, স্বপ্নকালে সেই আমিই নানা অবস্থায় পরিস্থাপিত হইয়াছি এবং এক্ষণেও সেই আমিই বিভিন্ন কার্য্যে মগ্ন রহিয়াছি," ইত্যাদি রূপ প্রত্যভিজ্ঞা * হয়। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, স্বপ্নকালে "আমি রাজা হইয়াছি" বলিলে, জাগ্রদবস্থার "আমি" ছাড়া আর একটা নূতন "আমিকে" ত বুঝাইবে না। অতএব স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কি জাগ্রৎ কি স্বপ্ন এতদুভয় অবস্থাতেই "আমিত্বের" ভেদ নাই। জাগ্রৎকালে যে "আমি" স্বপ্নকালেও সেই "আমি"। অতএব স্বপ্নকালে আমি বহু দেহাদি রূপে পরিণত হইলেও, আমার (দেহীর) পরিণাম কখনও হইতে পারে না। যোগীশ্বরগণও নিজ নিজ অসাধারণ যোগৈশ্বর্য্য প্রভাবে কায়ব্যূহ রচনা † করিলে, অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন দেহে সমকালে প্রবেশ করিলেও, তৎকালে তাঁহাদের আমিত্বের কোনরূপ ভিন্নতা হয় না। তাঁহাদেরও স্মরণাত্মক এবং অনুভবাত্মক জ্ঞান হয় যে, "যে আমি যোগৈশ্বর্য্য লাভ করিয়াছি, সেই আমিই এইরূপ নানাবিধ দেহে প্রবেশ করিয়াছি।" অতএব হে সখে! দেহ হইতে আত্মা পৃথক্ নহে, তোমার কথিত এই শঙ্কা এইখানেই অপাকৃত হইল। আরও দেখ, যদি দেহই আত্মা হইত, তাহা হইলে কৌমারাদি অবস্থার ভেদে দেহের ভেদ হইত, এবং অবস্থা ভেদে দেহের ভেদ হইলে, বাল্যাবস্থায় অনুভূত বিষয়ের স্মরণ কখনও বৃদ্ধাবস্থায় হইতে পারিত না।

* প্রত্যভিজ্ঞা।—"স এবায়ং চৈত্র ইতি প্রতিসন্ধানেন অভিমুখীভূতে বস্তুনি জ্ঞানং প্রত্যভিজ্ঞা"। অর্থাৎ "সেই এই চৈত্র" এই প্রকার স্মরণ দ্বারা অভিমুখীভূত যে বস্তু তাহাতে যে জ্ঞান তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা। অভিমুখীভূত অর্থাৎ অনুভব-বিষয়ীভূত।

একাধারে স্মরণ এবং অনুভবাত্মক বলিয়া কেহ কেহ "প্রত্যভিজ্ঞাকে" নৃসিংহাকার জ্ঞান বলেন। অর্থাৎ "সোঽহং" সেই আমি এই প্রকার কথন স্থলে, "সেই" বলিতে অগ্রেই স্মৃতির উদয় হয়, এবং "আমি" কথাটা অনুভব পূর্ব্বকই হইয়া থাকে। "সোঽহং" বলিলে সর্ব্ব প্রথমেই স্মরণ হয়, "যে আমি পূর্ব্বে ছিলাম সেই আমি"। সাদা কথায় সেই পদপূর্ব্বক যে পদার্থের জ্ঞান হয় তাহারই নাম প্রত্যভিজ্ঞা।

"প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন" নামক দর্শন গ্রন্থে লিখিত আছে,—"প্রসিদ্ধ-পুরাণ-সিদ্ধাগমানুমানাদি-পরিজ্ঞাত-পূর্ণ-শক্তিকে পরমেশ্বরে সতি স্বাত্মন্যভিমুখীভূতে তচ্ছক্তিপ্রতিসন্ধানেন জ্ঞানমুদেতি নূনং স এব ঈশ্বরোঽহমিতি।"—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

† যোগিগণ যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে দেহ হইতে দেহান্তরে বিচরণ করিতে পারেন। যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলাকালে বহু শরীর ধারণ করিয়া বহু গোপিকাসহ বিহার করিয়াছিলেন। সন্দর্ভকার ভক্তিভাজন শ্রীমজ্জীব গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবতের রাসব্যাখ্যা-কালে ভগবানের

যদি বল যে, কৌমারাদি অবস্থা সমূহের অত্যন্ত বৈলক্ষণ্য হইলেও, অর্থাৎ পরস্পর সমতা না থাকিলেও, "যাবৎ প্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতি" এই ন্যায়ের অনুসারে বিভিন্ন প্রকার অবস্থাবান্ দেহের ঐক্য রহিয়াছে বলিতে হইবে; এ কথাও বলিতে পার না। কারণ "যাবৎ প্রত্যভিজ্ঞং বস্তুস্থিতি" অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত সেই আমি ইত্যাকার স্মরণ পূর্ব্বক অনুভবাত্মক জ্ঞান থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই বস্তুর স্থিতি আছে,এই ন্যায়ানুসারে দেহের একত্ব প্রমাণিত হইলেও, স্বপ্নকালে এবং যোগৈশ্বর্য্যে দেহের স্মরণাভাব রূপ দোষ আসিয়া সমুপস্থিত হয়। অর্থাৎ তুমি না হয় বলিলে যে, "আমার যে দেহের কৌমারাদি অবস্থা ছিল, এখনও আমার সেই দেহই রহিয়াছে"; এইরূপ স্থলে একমাত্র দেহেরই প্রত্যভিজ্ঞা হয় বলিয়া ন্যায়-বলে একমাত্র দেহই রহিয়াছে বলিব।

ইহা নিতান্ত অসঙ্গত; কেন না তুমি বিচার করিয়া দেখ, জাগরিত অবস্থায় যে স্থূল দেহ দ্বারা কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, স্বপ্নাবস্থায় সেই স্থূল দেহ তো মৃতবৎ পড়িয়া থাকে; কিন্তু তখন লিঙ্গ বা সূক্ষ্ম দেহই "আমি রাজা হইয়া রাজ্যশাসন করিতেছি" ইত্যাদি বিষয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়। তবে স্থূল দেহনিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণ লিঙ্গ দেহে কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব ত্বৎকথিত নৈয়ায়িক প্রমাণ স্বীকার করিতে হইলে, স্বপ্নকালে জাগ্রৎ অবস্থাজনিত সংস্কারের স্মৃতিই হইতে পারে না; দেহের একত্বসিদ্ধি তো বহু দূরের কথা।

আর দেখ যোগীশ্বরগণ যখন কায়ব্যূহরচনা করেন, তখন তাঁহাদের স্থূল দেহ যে কোথায় পড়িয়া থাকে তাহার কিছুই ঠিক থাকে না, অথচ "যে আমি আমার স্থূল দেহে ছিলাম, বা আছি, সে আমিই এই সমস্ত দেহে বিরাজ করিতেছি" তাঁহাদের এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হয়। এখন বুঝিয়া দেখ, এ সমস্তই লিঙ্গ শরীরের কার্য্য; কিন্তু স্থূল দেহনিষ্ঠ সংস্কারের স্মৃতি কখনও লিঙ্গদেহে হইতে পারে না; অতএব উক্ত ন্যায়ের মার্গ অনুসরণ

সেই দেহ ধারণ ব্যাপারকে কায়ব্যূহ রচনা বলিয়া বিবৃত করিয়াছেন। যোগৈশ্বর্য্য-প্রভাবে বহুবিধ শরীরে বিচরণ করার প্রসঙ্গ দত্তাত্রেয় সংহিতা নামক যোগশাস্ত্রে নিম্নলিখিতরূপে বিবৃত আছে। যথা; "সর্ব্বলোকেষু বিচরেদণিমাদিগুণান্বিতঃ। কদাপি স্বেচ্ছয়া দেবো ভূত্বা স্বর্গেঽপি সঞ্চরেৎ॥ মনুষ্যো বাপি যক্ষো বা স্বেচ্ছয়াপি ক্ষণাদ্ভবেৎ। সিংহো ব্যাঘ্রো গজোবাপি অশ্বো বা স্বেচ্ছয়া ভবেৎ॥" অর্থাৎ "অণিমাদি গুণযুক্ত যোগী সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন; কখনও স্বেচ্ছায় দেবতা হইয়া স্বর্গেও সঞ্চরণ করেন, স্বেচ্ছাক্রমে ক্ষণমাত্রেই মনুষ্য বা যক্ষমূর্ত্তি ধারণ করেন, জন্মান্তরে ইচ্ছামাত্র ব্যাঘ্র বা হস্তি-শরীর পরিগ্রহ করেন।

করিতে হইলে, যোগীশ্বরের তৎকালে নিজ স্থুল-দেহ-নিষ্ঠ সংস্কারের স্মরণই সুদূরপরাহত হয়। অতএব মরু মরীচিকা প্রভৃতিতে জলাদি বুদ্ধির ন্যায় "আমি স্থুল", "আমি গৌর" ইত্যাদি বুদ্ধিরও ভ্রমত্ব অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য, কারণ বাধা উভত্রয়ই তুল্যরূপ। স্থুলদেহে "আমিত্বের" আরোপ ভ্রম-কল্পিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। ("ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি ২য় অধ্যায়ের বিংশ শ্লোকে এ বিষয় সবিশেষ বিবৃত হইবে)।

আত্মা যে দেহ হইতে অব্যতিরিক্ত এবং দেহের সহিত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তোমার ইত্যাকার আপত্তি পূর্ব্বকথিত যুক্তি দ্বারা খণ্ডিত হইল। কারণ আত্মা দেহ হইতে অব্যতিরিক্ত, অর্থাৎ অভিন্ন এবং দেহের সহিত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত হইলে, ধর্ম্মী দেহের বাল্য-কৌমারাদি অবস্থা-ভেদে, সেই আমি এবংবিধ প্রত্যভিজ্ঞা কখনই উপপাদিত হইতে পারে না। অথবা যদি বল যে, "কৌমারাদি অবস্থা প্রাপ্তি এবং দেহান্তর প্রাপ্তি যখন একই অবিকৃত দেহীর (আত্মার) হয়, তখন সেই আত্মা এক দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপর দেহ আশ্রয় করিলে, সেই নবাশ্রিত দেহে "সেই আমি" এই প্রকার জ্ঞান আত্মার কেন হয় না?" এ কথাও বলিতে পার না। কারণ নবাশ্রিত দেহে, "সেই আমি" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা না হইলেও, জাতমাত্র শিশুর পূর্ব্ব-সংস্কার জন্য হর্ষ-শোক-ভয়াদি বিষয়ক জ্ঞান সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; এবং তাহা না হইলে সদ্যোজাত বালকের স্তন-পানে প্রবৃত্তিও কখন হইত না। আর প্রবৃত্তিই বা কি? শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে বলেন যে, "প্রবৃত্তি" ইষ্টসাধন জন্য এবং অদৃষ্টমাত্র জন্য। অর্থাৎ কাহারও কোনও রূপ ইষ্ট (অভিলষিত) সাধন করিতে না হইলে, কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি হয় না; অতএব প্রবৃত্তি ইষ্টসাধন জন্য। আমার অমুক ইষ্ট বস্তু সাধন করিতে হইবে বলিয়াই তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয়, অর্থাৎ তাহাই (ইষ্টসাধনই), আমাকে উক্ত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করে। সদ্যোজাত শিশুর স্তন-পান ব্যতীত অন্যরূপ ইষ্টসাধন নাই বলিয়া, তাহার যুবা বা বৃদ্ধ জনোচিত প্রবৃত্তি হয় না। প্রবৃত্তিকে অদৃষ্টমাত্র-জন্য বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য যে, "যেমন হস্তিপক (মাহুত) দর্শন হস্তিজ্ঞানের উদ্বোধক মাত্র, অর্থাৎ মাহুতকে দেখিলে হাতিকে মনে পড়ে (হস্তিজ্ঞানে চিত্ত প্রবর্ত্তিত হয়) সেইরূপ কেবল মাত্র অদৃষ্ট, জাতজীবমাত্রেরই, প্রবৃত্তির

উদ্বোধক, অর্থাৎ প্রথমতঃ অদৃষ্টের প্রেরণা-বলেই জীব সর্ব্ববিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। অতএব পূর্ব্বদেহ এবং অপূর্ব্ব দেহ সকল দেহেই আত্মিকত্ব সিদ্ধ হইল। তাহা না হইলে, "কৃত নাশ" এবং "অকৃতাভ্যাগম" নামক দোষ-দ্বয় আসিয়া সমুপস্থিত হয়। (এ বিষয় দ্বাদশ শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিস্তৃত-রূপে বর্ণিত আছে)। পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য ও পাপের ফলভোগ ব্যতিরেকে নাশ হওয়ার নাম "কৃতনাশ", এবং অকৃত পুণ্য ও পাপের অকস্মাৎ ফল-দায়ক উপস্থিতির নাম "অকৃতাভ্যাগম"। অথবা যেরূপ একমাত্র নিত্য বলিয়া "দেহী" যে তুমি, সেই তোমার কৌমারাদি দেহাবস্থার ক্রমশঃ উৎপত্তি বিনাশে কোনও রূপ ভেদ পরিদৃষ্ট হইতেছে না, সেইরূপ যুগপৎ সর্ব্ব দেহান্তর প্রাপ্তিও তোমারই, তাহাতেও তোমার ভেদ নাই। কেন না তুমি একমাত্র বিভু—সর্ব্বব্যাপক।

এখন যদি দিগম্বরগণের মতানুসারে * আত্মাকে বিভু না বলিয়া মধ্যম পরিমাণ (জীবদেহ পরিমাণ) বল, তাহা হইলে আত্মায় অবয়ব-বিশিষ্টত্ব-

* প্রায়শঃ পশ্চিম প্রদেশে নিবিড় অরণ্য মধ্যে 'কোষকার' নামক এক প্রকার কৃমি দেখিতে পাওয়া যায়; স্বভাবতঃ তাহারা বৃক্ষে আবাসোপযোগী রন্ধ্র প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত, নিজ তীক্ষ্ণ সূক্ষ্ম দন্তাগ্র দ্বারা বৃক্ষের ত্বক্ কর্ত্তিত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। কিন্তু তাহারা কপাল দোষে বা বুদ্ধিদোষে রন্ধ্র পথ কর্ত্তিত কাষ্ঠ গুণ্ডা দ্বারা রুদ্ধ করিয়া ফেলে, আর তাহাদের বাহির হইবার অন্য কোনও রূপ উপায়ান্তর থাকে না। এইরূপ কোষ সদৃশ কাষ্ঠ-গুণ্ডা সমাবৃত "কোষকার" নিতান্ত অনির্ব্বচনীয় যাতনা অনুভব করে; কিন্তু যদি তাহার ভাগ্যবশে কোনও কাঠুরিয়া আসিয়া উক্ত বৃক্ষচ্ছেদন করে তবেই তাহার উদ্ধার হয়।

জীবাত্মাও পঞ্চকোষাবৃত। স্বরূপ বিস্মৃতি বশে উক্ত কৃমি সদৃশ জন্ম মরণাদি রূপ অশেষ সংসার জনিত যাতনা ভোগ করেন। কিন্তু কোন করুণাময় আচার্য্যের কৃপায় পঞ্চ কোষের বিচার পূর্ব্বক তাহা হইতে উদ্ধার পাইয়া মোক্ষ-সুখ-সম্পত্তি লাভ করেন। অস্মদ্দেশে "কোষ-কার কৃমি" গুটিপোকা বলিয়াই পরিচিত।

কোষ পঞ্চবিধ। অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, ধীময় বা বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়। তন্মধ্যে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন স্থূল দেহ "অন্নময় কোষ" নামে অভিহিত হয়। শরীরে বর্ত্তমান "প্রাণ, অপান সমান, ব্যান ও উদান" এই পঞ্চ প্রাণ এবং "বাক্, পানি, পাদ, পায়ু, ও উপস্থ" এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় একুনে এই দশবিধ পদার্থ (সামগ্রী) একত্রিত হইয়া "প্রাণময় কোষ" নামে অভিহিত হয়।

শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনের সহিত মিলিত হইয়া "মনোময় কোষ" শব্দে সমুচ্চারিত হয়। উক্ত পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একত্রিত হইয়া "বিজ্ঞানময় কোষ" আখ্যা সম্প্রাপ্ত হয়। এবং কারণ শরীরভূত অবিদ্যাস্থ মলিন সত্ত্ব প্রিয় (ইষ্ট-দর্শন-জনিত), মোদ (ইষ্টলাভজনিত) এবং প্রমোদ (ভোগজনিত) নামক ত্রিবিধ সুখ বিশেষের সহিত সম্মিলিত হইয়া "আনন্দময় কোষ" নামে কথিত হয়।

রূপ দেহের দোষ আরোপিত হয়, এবং আত্মার সাবয়বত্ব সিদ্ধ হইলে তাঁহাকে অনিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়। সর্ব্বত্র দেখা যায়, "যে যে পদার্থ অবয়ব বিশিষ্ট সেই সেই পদার্থই নশ্বর ও অনিত্য।"

তৈত্তিরীয় উপনিষদে শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞানোপদেশ ব্যাজে কথিত আছে, "সবা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ তস্মাদ্বা এতস্মাদন্নরসময়াদন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ; অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ, অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ"। এই শ্রুতিই বহুবিধ মতের উৎপাদক ও প্রমাণ স্বরূপ।

এস্থলে দর্শনের বিষয় বক্তব্য হইলেও উক্ত শ্রুতি অবতারণার উদ্দেশেই পঞ্চময় কোষের বিচার করা হইয়াছে। অতএব পঞ্চময় কোষ বিষয়ক বর্ণনা যেন কেহ "ধান ভান্‌তে শিবের গীত" বলিয়া না মনে করেন। এতদ্ব্যতীত এই বৃত্তান্ত বহুবিধ মতের উৎপাদক এবং পোষক রূপে পরিলক্ষিত হয়; সুতরাং এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক নহে।

চার্ব্বাক ও লোকায়ত এতদুভয়ই এক পর্য্যায় বাচক ও একার্থ প্রতিপাদক। বৃহস্পতি লোকায়ত শাস্ত্র রচনা করিয়া সর্ব্বাগ্রেই চার্ব্বাককে প্রদান করেন, এই জন্যই লোকায়ত শাস্ত্রের নামান্তর চার্ব্বাক দর্শন।

উক্ত দর্শন মতাবলম্বিগণ প্রত্যক্ষকেই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত করেন, এবং পূর্ব্ব কথিত শ্রুতির "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" এই অংশ টুকু অবলম্বন করিয়া অন্নরসময় এই স্থূল দেহকেই আত্মত্বে বরণ করেন।

চার্ব্বাকগণের মধ্যেও আবার কেহ কেহ ইন্দ্রিয়গণকে, কেহ বা প্রাণকে এবং কেহ বা মনকে আত্মা বলে। ইহাদিগকে চার্ব্বাকেরা একদেশী বলে।

ইন্দ্রিয়াত্মবাদী চার্ব্বাকগণ বলেন যে "যেহেতু দেখা যায় জীবাত্মার বিনির্গমে দেহের মরণ হয়, অতএব আত্মা দেহ হইতে ব্যতিরিক্ত; এবং "আমি বলিতেছি," "আমি দেখিতেছি" এইরূপ স্থলে প্রত্যক্ষই দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সমস্ত ক্রিয়া ইন্দ্রিয় দ্বারাই নিষ্পন্ন হইতেছে এবং "অহং" শব্দের প্রয়োগ ইন্দ্রিয়গণের উপরই হইতেছে; অতএব ইন্দ্রিয়গণই আত্মা।

প্রাণাত্মবাদী চার্ব্বাকগণ বলেন যে "যেহেতু ইন্দ্রিয়গণের লোপ হইলেও একমাত্র প্রাণের সত্ত্বাতেই জীবগণ জীবন ধারণ করে, অথচ সুপ্ত অবস্থাতেও প্রাণ জাগরিত থাকে এবং (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতিতেও প্রাণময় কোষ আত্মারূপে বর্ণিত আছে, অতএব প্রাণই আত্মা। এই মতাবলম্বিগণকে হিরণ্যগর্ভ বলে।

মন আত্মবাদী চার্ব্বাকগণ বলেন যে, "যেহেতু প্রাণের ভোক্তৃত্ব নাই, মনের ভোক্তৃত্ব আছে, এবং মনই মনুষ্যগণের বন্ধমোক্ষের কারণ, (পূর্ব্বোক্ত) শ্রুতিতেও মনোময় কোষের আত্মত্ব বর্ণিত আছে; অতএব মনই আত্মা।

সৌগত বা ক্ষণিকবাদী বৌদ্ধগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকেই আত্মত্বে বরণ করেন। তাঁহারা, বলেন যে "যেহেতু অন্তঃকরণ দুই প্রকার, প্রথম "অহং বৃত্তি," দ্বিতীয় "ইদং বৃত্তি", তন্মধ্যে বিজ্ঞান "অহং বৃত্তি" এবং মন "ইদং বৃত্তি"। অহং বৃত্তি হইতে ইদং বৃত্তির জন্ম হয়। কারণ আপনি আপনাকে না জানিয়া বাহিরের পদার্থকে যে কেহ জানিতে পারে না ইহা স্পষ্টই প্রতীত হয়, অতএব মনের মূলই বিজ্ঞান। এবং যেহেতু "আমি তথায় যাইব", "আমি ভয় পাইয়াছি", "আমি কৃশ", "আমি গৌর" ইত্যাদিরূপ স্থলে অহং বৃত্তির ক্ষণে ক্ষণে নাশ প্রতীত হয়, অতএব বিজ্ঞান "ক্ষণিক"। শ্রুতিও বিজ্ঞানময়ের আত্মত্ব উদ্বোধিত করেন; অতএব ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা।

আন্তরালগণের মতানুসারে আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিলে, তাঁহাকে সকল দেহব্যাপী সুখ-দুঃখাদি বিষয়ক জ্ঞান লাভে বঞ্চিত করা হয়। কিন্তু আত্মাকে বিভুস্বরূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে, সর্ব্ববিধ সন্দেহ রাশি নাশ প্রাপ্ত হয়। কারণ যিনি সর্ব্বব্যাপী তিনি সর্ব্বত্র সর্ব্ববিধ কার্য্যই পরিদর্শন করেন। অতএব তুমি আত্মাকে বিভুরূপে নিশ্চয় করিতে পারিলে, একা তুমিই যে সেই সর্ব্বত্র স্থিত সর্ব্বকার্য্য পরিদর্শক অদ্বিতীয় আত্মা সুনিশ্চিত হইবে।

এক্ষণে তুমি আপনাকে স্বরূপতঃ (সর্ব্বব্যাপী বিভুরূপে) জানিতে পার নাই বলিয়া, "আমি ইহাদিগকে বধ করিব", "ইহারা আমার বধ্য" এইরূপ বধ্য-ঘাতক ভেদ-কল্পনা করিয়া অধীরের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছ। ধীরগণ অর্থাৎ যাঁহারা আত্মাকে (আপনাকে) বিভুরূপে জানিতে পারিয়াছেন, তাঁহারা কখনও এইরূপ শোক-মোহ প্রকাশ করেন না ; কারণ তাঁহারা উক্তরূপ বধ্যঘাতকাদি ভেদ-পরিদর্শন করেন না।

যুক্তি বা অনুমান-মার্গের অনুসরণ করিলেও তোমাকে দেহীর বিভুত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। আমি যুক্তি-বলে বলিব যে, "দেহ" বলিয়া, সকল দেহই, তোমার দেহের মত একভোক্তৃক ; অর্থাৎ যেরূপ তোমার দেহের তুমি একাই ভোক্তা সেইরূপ অপরের দেহও "দেহ" বলিয়া সে সমস্ত দেহও একভোক্তৃক ; যে সমস্ত পদার্থ সেইরূপ অন্য পদার্থের সহিত সমান তাহারা পরস্পর তুল্যরূপ। এখন দেখ তোমার দেহও দেহ, অপরের দেহও দেহ ; আত্মা বলিয়া তুমি তোমার দেহের যেমন ভোক্তা, সেইরূপ অপরও আত্মা বলিয়া অন্য দেহের ভোক্তা। অতএব পরস্পর দুই সমরূপ ; সুতরাং তোমার দেহের যে কালে তুমি একাই ভোক্তা, অন্যের দেহও দেহ বলিয়া এবং দেহও পরস্পর অভিন্ন বলিয়া সকল দেহের ভোক্তৃত্ব তোমাতেই অর্পিত হইতেছে। যেহেতু তোমার ও অপরের আত্মার কোন প্রভেদ নাই।

দিগম্বরগণ আত্মাকে স্থির এবং দেহপরিমাণ রূপে বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, "যে হেতু আপাদমস্তক চৈতন্যের ব্যাপ্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং "স এষ ইহ প্রবিষ্ট আনখাগ্রেভ্যঃ" এই শ্রুতিও উক্ত বিষয়ে অনুমোদন করিতেছেন ; অতএব আত্মা দেহপরিমাণ অর্থাৎ মধ্যম পরিমাণ"।

আন্তরালগণ আত্মাকে অণুরূপে বর্ণনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, "যে হেতু দেখা যায় যে মধ্যম পরিমাণ দেহাদি সমস্তই অনিত্য, এবং "অণোরণীয়ান্", "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিত্যং", "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ।" ইত্যাদি অসংখ্য শ্রুতিগণ আত্মাকে অণুরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, অতএব আত্মা অণুপরিমাণ।—পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

"সর্ব্বত্র রন্ধনাগারে ধূম সন্দর্শন করিয়া বহ্নির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায়; অতএব সিদ্ধ হইল যে, যেস্থানে যেস্থানে ধূম দৃষ্ট হয় সেই স্থানেই অগ্নি আছে"; ইহাকেই ব্যাপ্তি বলে * বলে। এক্ষণে এই ব্যাপ্তি অনুসারে পর্ব্বতেও ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। অর্থাৎ যেহেতু আমি সর্ব্বত্র রন্ধনালয়ে ধূম সন্দর্শনে অগ্নির অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতেছি, অতএব পর্ব্বতেও ধূম দর্শনে অগ্নির সত্তা কেন না স্বীকার করিব? এইরূপ যখন তুমি দেখিতেছ যে, তোমার দেহও দেহ, এবং অপরের দেহও দেহ; অতএব সকল দেহই একই দেহ। এবং যে স্থানে যে স্থানে দেহত্ব সেই স্থানে সেই স্থানেই এক-কর্ত্তৃকত্ব এইরূপ ব্যাপ্তি দেখিতেছ; অতএব সকল দেহই যে এককর্ত্তৃক তাহা কেন না স্বীকার করিবে?

এবিষয়ে শ্রুতি কি বলিতেছেন শ্রবণ কর; তাহাতেও স্পষ্টতঃ তোমার অর্থাৎ আত্মা বা দেহীর বিভুত্ব দেখিতে পাইবে। শ্রুতি বলিতেছেন, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" ইত্যাদি; অর্থাৎ একই দেবতা সর্ব্বভূতে সমভাবে বর্ত্তমান, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী আত্মা ইত্যাদি।" অতএব শ্রুতিবলেও কেন না তুমি আত্মাকে বিভু বলিয়া স্বীকার করিবে?

যদি বল যে, "চার্ব্বাক্‌গণ দেহ মাত্রকে আত্মা বলে; চার্ব্বাকের এক-দেশীগণের মধ্যে কেহ ইন্দ্রিয়গণকে, কেহ মনকে, কেহ বা প্রাণকে আত্মা বলে; সৌগতগণ ক্ষণিক বিজ্ঞানকে আত্মা বলে। দিগম্বরগণের মতে, আত্মা দেহাতিরিক্ত স্থির দেহপরিমাণ এবং মধ্যম পরিমাণের অনিত্যত্ব প্রসঙ্গ বশতঃ একদেশিগণ (আন্তরালাদি নৈয়ায়িকগণ) অণুবই নিত্যত্ব বা আত্মত্ব বলে; অতএব এতগুলি ভিন্ন ভিন্ন আত্মবাদিগণের মতের দশা কি হইবে?" এরূপ আশঙ্কা অসঙ্গত। উক্ত শ্রুতি বলিতেছেন, "আত্মা নিত্য এবং সর্ব্বব্যাপী; কেবল মাত্র অণুও নহেন এবং মধ্য পরিমাণাদিও নহেন; তিনি বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক।" অতএব শ্রুতি-প্রামাণ্য পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক এতগুলি ভিন্নাত্মবাদীর ভিন্ন ভিন্ন অযৌক্তিক অশ্রৌতিক মত সমূহ কখন প্রামাণিক রূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। শ্রুতির আদেশই সর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তম। অতএব শ্রুতি-পদের পথিক হইলে, আত্মা যে বিভু

* "তদভাববদবৃত্তিত্বং ব্যাপ্তিঃ।" ইতি ব্যাপ্তিপঞ্চক। ব্যাপ্তিস্তু সাধ্যাভাববদবৃত্তিত্বং প্রকীর্ত্তিতম্। যথা সাধ্যবদন্যস্মিন্নসম্বন্ধ উদাহৃতঃ॥ অথবা হেতুমন্নিষ্ঠবিরহাপ্রতিযোগিনা। সাধ্যেন হেতোরৈকাধিকরণ্যং ব্যাপ্তিরুচ্যতে॥" ইতি ভাষাপরিচ্ছেদ।

তাহা তোমাকে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবেই হইবে। মৎপ্রদর্শিত এই শ্রুতিরূপ অনলে তৎকথিত ভিন্নাত্মবাদীগণের ভিন্ন ভিন্ন মত তুলারাশির ন্যায় ভস্মীভূত হইল। সুতরাং হে সখে অর্জ্জুন! আত্মা বিভু, তাঁহার কিছুতেই বিকার হয় না।

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় আলোচ্য শ্লোকের নিম্নলিখিত ভাব পরিব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, ভীষ্মাদি উপাধিরূপ দেহবিশিষ্ট আত্মা নিত্য হইলেও, দেহ-নাশে শোক অবশ্য কর্ত্তব্য, যেহেতু দেহ ব্যতীত আত্মার বিষয়ভোগ সম্পন্ন হইতে পারে না। অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, "হে অর্জ্জুন! 'দেহী' শব্দ-প্রতিপাদ্য জীবের বর্ত্তমান এই দেহে ক্রমে কৌমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থাত্রয় উৎপন্ন হয়, কিন্তু কালবশে উৎপন্ন জীবের ভোগায়তন শরীরের ক্রমপরিবর্ত্তনে, বাল্যাদি অবস্থা প্রাপ্তিতে, যেমন পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থার নিমিত্ত শোক জন্মে না, ভীষ্মাদির বর্ত্তমান দেহ-নাশ পূর্ব্বক দেহান্তর প্রাপ্তিও তদ্রূপ। যযাতি রাজার জরা পরিত্যাগ পূর্ব্বক যৌবন প্রাপ্তির ন্যায় *

* রাজশ্রেষ্ঠ যযাতি একদা মৃগয়ার্থ বন গমন করিয়া কোন কূপমধ্যে এক বিবস্ত্রা সুন্দরী নারীকে দর্শন করেন এবং স্বকীয় উত্তরীয় বস্ত্রের সাহায্যে সেই কামিনীর কর-ধারণ করিয়া উত্তোলন করেন। সেই নবীনা দৈত্য-গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানী। বৃষপর্ব্বা নামক রাজার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠা ক্রোধবশে গুরু-কন্যা দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। দেবযানী, রাজা যযাতির অনুকম্পায় জীবন লাভ করিয়া, তৎপুর শুক্রাচার্য্যের সমীপে সমাগত হইলেন এবং সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। শুক্রাচার্য্য বৃষপর্ব্বার উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। বৃষপর্ব্বা, পুরোহিতের ক্রোধ-শান্তির নিমিত্ত, সহস্র সখী সমন্বিতা শর্ম্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে সমর্পণ করিলেন। তদবধি শর্ম্মিষ্ঠা দাসীরূপে গুরুকন্যা দেবযানীর সঙ্গিনী হইলেন। শুক্রাচার্য্য শর্ম্মিষ্ঠা প্রভৃতি অনুচারিণীগণের সহিত, কন্যাকে রাজা যযাতির হস্তে সম্প্রদান করিলেন। কেবল বলিয়া দিলেন যে, শর্ম্মিষ্ঠা রাজকন্যা, তাহার সহিত রাজা যযাতি কদাচ পত্নীভাবে ব্যবহার করিতে পারিবেন না। রাজা যযাতি রাজ্ঞী দেবযানীর সহিত স্বরাজ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

ক্রমে দেবযানীর গর্ভে যদু ও তুর্ব্বসু নামে দুই পুত্রের জন্ম হইল। তদ্দর্শনে শর্ম্মিষ্ঠার মন অতিশয় বিচলিত হইতে লাগিল। তাঁহার যৌবনকাল ও সৌন্দর্য্য সম্ভার বৃথা হইল, স্বামী সহবাস হইলে তিনিও পুত্রের জননী হইয়া সুখিনী হইতে পারিতেন, ইত্যাদি কল্পনা সমূহকে প্রশ্রয় দিয়া তিনি নিতান্ত কাতরা হইতে লাগিলেন এবং একদিন সমুচিত সুযোগে নির্ব্বন্ধাতিশয্য সহকারে রাজা যযাতিকে স্বকীয় হৃদয়-ভাব নিবেদন করিলেন। পরম ধার্ম্মিক রাজা যযাতি ঋতুকালে অপত্যকামা সুন্দরীর অনুরোধ পালন একান্ত কর্ত্তব্য বোধে, তদীয় প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। কালক্রমে শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভে রাজা যযাতির দ্রুহ্য, অনু এবং পুরু নামে তিন নন্দনের আবির্ভাব হইল।

এদিকে রাজ্ঞী দেবযানী যখন ক্রমশঃ জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার স্বামীই শর্ম্মিষ্ঠানন্দন-

তোমার পিতামহ ভীষ্মাদির জরিত দেহ বিনষ্ট হইয়া নব্য কলেবর উৎপন্ন হইবে ; তন্নিমিত্ত বরং সন্তোষ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য, তোমার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির তদর্থ শোক করা কখনই বিধেয় নহে"। পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মার বহুত্ব উক্ত হইলেও, ভগবান্ "দেহী" পদটি এস্থলে জাত্যভিপ্রায়ে * একবচনান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অদ্বৈতবাদিগের মতে বিশুদ্ধ আত্মা একমাত্র, এবং অবিদ্যা দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন ; অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যময় জীবাত্মা নানা অর্থাৎ বহু। শ্রুতিও এইরূপই বলিয়াছেন, "এক আকাশ যেমন ঘটাদি পৃথক্ পৃথক্ পদার্থে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিদৃষ্ট হয়, এক সূর্য্য যেমন পৃথক্ পৃথক্ জলাশয়ে পৃথক্ পৃথক্ বলিয়া বোধগম্য হয়, তদ্রূপ এক আত্মা অনেক দেহাবলম্বী হইয়া বহুবিধ প্রতীত হয়।" তাদৃশ আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান দ্বারা আত্মগত বহুত্ব জ্ঞান নিবৃত্তি হয় এবং তদ্গত একত্ব সিদ্ধ হয়। "দেহিনঃ" এই একবচনান্ত পদ দ্বারা ভগবান্ ইহাই প্রকটিত করিলেন। বিদ্যাভূষণ মহা-

গণের জনক, তখন তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকিল না। তিনি রোষ-পরবশ হইয়া পিতৃ-ভবনে গমন করিলেন। রাজা যযাতিও যথাবিহিত প্রযত্নে তাঁহার ক্রোধশান্তি করিতে করিতে অনুবর্ত্তী হইলেন। কন্যার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইয়া শুক্রাচার্য্য ক্রোধান্ধ হইয়া উঠিলেন এবং জামাতাকে "জরাগ্রস্ত হও" বলিয়া অভিসম্পাত প্রদান করিলেন। রাজা যযাতি নানা প্রকার বিলাপ বাক্যে স্বকীয় যৌবন ভোগে অতৃপ্তির কথা জানাইয়া কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন শুক্রাচার্য্য বলিলেন, যদি অপর কেহ তোমার জরা গ্রহণ করিয়া তোমাকে তাহার যৌবন প্রদান করে, তাহা হইলে তোমার বাসনা চরিতার্থ হইতে পারে। রাজা যযাতি এই আদেশে তুষ্ট হইয়া রাজ্যে আগমন করিলেন এবং জ্যেষ্ঠ তনয় যদুকে সম্বোধন করিয়া কিয়ৎকালের নিমিত্ত অবস্থার বিনিময় করিতে বলিলেন। কিন্তু যদু স্বকীয় যৌবন পিতাকে প্রদান করিয়া তদীয় জরা গ্রহণে সম্মত হইলেন না। যযাতির অন্যান্য পুত্রেরাও এইরূপে পিতৃ-বাসনা পরিপূর্ণ করিতে অসম্মত হইলেন। কেবল শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভজাত কনিষ্ঠ নন্দন পুরুকে এই কথা বলিবামাত্র, গুণশ্রেষ্ঠ রাজনন্দন উত্তর দিলেন যে, "কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্। প্রতিকর্ত্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্বিন্দতে পরম্॥ উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ। অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্য্যাদকর্ত্তোচ্চারিতং পিতুঃ॥" অর্থাৎ হে রাজন্! যাঁহার কৃপায় পরমপদ প্রাপ্তি ঘটে সংসারে কেহই সেই পিতৃদেব কৃত উপকারের প্রতিশোধ প্রদান করিতে পারে না। যে পুত্র পিতার মনোগত ভাব বুঝিয়া কার্য্য করে সেই উত্তম, যে আদিষ্ট হইলে পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করে সে পুত্র মধ্যম, যে অশ্রদ্ধার সহিত পিতৃকার্য্য সম্পন্ন করে সে পুত্র অধম এবং যে আদিষ্ট হইয়াও পিতৃকার্য্য সম্পন্ন না করে, সে পুত্র পিতার বিষ্ঠাপ্রায়।" (শ্রীমদ্ভাগবত ৯। ৮১) অতঃপর পুরু হৃষ্টমনে পিতার সহিত স্বকীয় বয়োঽবস্থার পরিবর্ত্তন করিলেন। রাজা যযাতি পুত্র-প্রদত্ত যৌবন-শ্রীতে বিভূষিত হইয়া, কিয়ৎকাল পরম সুখে ইচ্ছামত আহার বিহার করিতে থাকিলেন।

* 'জাত্যাবেকবচন' এই ব্যাকরণসূত্রানুসারে এক জাতীয় বহুপদার্থের উল্লেখ স্থলে একবচনের ব্যবহার প্রসিদ্ধ। যথা ; সম্পন্নো যবঃ ইত্যাদি।

শয় উক্ত অদ্বৈতবাদের খণ্ডনার্থ বলিতেছেন, পূর্ব্বোক্ত মত নিতান্ত অসমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে ; কারণ জড়া অবিদ্যা কর্তৃক চৈতন্যময় আত্মার বিভাগ করা কোন প্রকারেই সম্ভবপর হইতে পারে না। আর যদি বাস্তবিকই অবিদ্যা কর্তৃক আত্মার ছেদ হয়, ইহা তুমি স্বীকার কর, তাহা হইলে "আত্মা নির্ব্বিকারী" এই বাক্যের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে।

যদি বল অবিদ্যা-প্রতিবিম্বিত আত্মা বহু,তাহাও যুক্তিযুক্ত নহে ; যেহেতু রূপহীন আত্মার প্রতিবিম্ব অসম্ভব। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে রূপহীন আকাশেরও প্রতিবিম্ব হইতে পারিত। জলাদিতে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইতেছে তাহা আকাশের নহে, তদন্তর্গত গ্রহ-নক্ষত্রাদির প্রতিবিম্ব জানিবে। অতএব পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা বহু, অর্থাৎ নানা,তাহা অবিদ্যা কর্তৃক পরিচ্ছিন্ন, বা অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত নহে। "আকাশমেকং হি" ইত্যাদি শ্রুতিও পরমাত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

হে বিনাশভীত সখে ! তুমি প্রত্যক্ষ ও পরিদৃশ্যমান্ সত্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইয়া, স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ ধীরতা বিসর্জ্জন দিতেছ। জন্ম অবধি মরণ পর্য্যন্ত মনুষ্যের জীবন-যাত্রা কদাপি এক ভাবে অতিবাহিত হয় না। মাতৃগর্ভচ্যুত ললিত-কোমল-কলেবর সুকুমার শিশু সর্ব্বতোভাবে পরমুখ-প্রত্যাশী ও পরানুগ্রহ-পরিপুষ্ট হইয়া কালসহকারে, কন্দর্প-বিনিন্দিত কমনীয় কান্তি-সম্পন্ন কিশোরতা প্রাপ্ত হয় এবং অচিরে বর্দ্ধমান হইয়া বল-বিক্রম-বিশিষ্ট বিশালোরস্ক যুবকাকার ধারণ করে। কালে সেই পরম শোভাময় শরীরের উজ্জ্বলতা ও তেজঃ মন্দীভূত হইয়া যায় এবং সেই একদা প্রফুল্ল ও হসন্মুখ যুবা পলিতকেশ,দন্তবিহীন,শক্তিশূন্য বার্দ্ধক্য দশায় উপনীত হয়। শরীরের এই বিবিধ অবস্থান্তর দর্শনে মনুষ্য ব্যাকুল হয় না। সত্য বটে, যৌবনের পর জরাগ্রস্ত হইবার সময় মানবের হৃদয়গত প্রসন্নতা অপগত হয় ; কিন্তু অপর দিকে দেখ, বাল্যকাল বিগত হইয়া জীবনের সারভূত যৌবন সমাগমে তাহাদের আনন্দ বিপুল পরিমাণে সংবর্দ্ধিত হয় ; অতএব প্রফুল্লতা ও অপ্রসন্নতার আলোচনা করিলে, উভয়ই মনুষ্য-জীবনে সমভাবে বর্ত্তমান দেখা যায়। কিন্তু শরীরের যে দশাই কেন উপস্থিত হউক না, মানব যে তাহার নিমিত্ত কখন শোক-সন্তপ্ত বা ভয়-বিকলিত হয় না ইহা স্থির। মৃত্যু ও দেহান্তর-প্রাপ্তি অবিকল এইরূপই

জানিবে। মরণই মানবাত্মার শেষ নহে; মৃত্যুর পর আত্মা কর্ম্মানুসারে দেহান্তর পরিগ্রহ করে। অতএব যেমন শরীরের অবস্থান্তর ঘটিয়া বিবিধ পরিবর্ত্তন পরিলক্ষিত হয়, মৃত্যুর পর আত্মার অন্যরূপ দেহাশ্রয় তদ্রূপ এক-তম পরিবর্ত্তন বলিয়া বোধ করিলে, মরণ-ভয়ে ভীত বা কাতর হইবার কোনই কারণ থাকিবে না। ভাবিয়া দেখ, হে শোকমুগ্ধ সখে! তুমি জননী-জঠর-নিষ্ক্রান্ত হইয়াই এরূপ বল-বিক্রম-বিশিষ্ট দানবারি-প্রতিদ্বন্দ্বী বীর-পুরুষ হও নাই, আর ঐ যে প্রাতঃস্মরণীয় শান্তনব ভীষ্মদেব বার্দ্ধক্য-সুলভ বিজ্ঞতায় মানবোত্তম রূপে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, সেই গঙ্গানন্দনও জন্মদিবসেই শরীরের এই অবস্থা প্রাপ্ত হন নাই। হে ভ্রাতঃ! কালে আমা-দিগের সন্তানেরা আমাদিগের অবস্থাপন্ন হইবে, এবং আমরা ভীষ্মাদি মহাত্মগণের দশায় উপনীত হইব। এইরূপে মনুষ্য শরীর প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তন পরিগ্রহ করিতেছে। কিন্তু কোথায় কবে মানবকে সে জন্য শোকের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে বা সভয়ে সঙ্কুচিত হইতে দেখিয়াছ? মরণের পরেও আবার বিভিন্ন কলেবর ধারণ করিয়া, মনুষ্য ভিন্নভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিবে। ঐ পূজ্যপাদ পিতামহ ভীষ্মদেব সমরে প্রাণ-ত্যাগ করিলে, এই জরিত দেহ পরিত্যাগ করিয়া নবীন দেহ লাভ করি-বেন। বৃদ্ধেরা যৌবন গত হইলে তাহার পুনঃ প্রাপ্তির কামনা করে। দেহান্তর হইলে তাহাই সংসাধিত হয়, অর্থাৎ জরাজীর্ণ বয়ঃ-ক্লিষ্ট দেহের পরিবর্ত্তে নবোৎফুল্ল কলেবর লাভ করিবার সেই শুভ সুযোগ সমুপস্থিত হয়। সুতরাং ভাবিয়া দেখিলে মৃত্যু কল্যাণকর ও শুভপ্রদ; তজ্জন্য কাতর ও অবসন্ন হওয়া নিরতিশয় ভ্রান্তির পরিচায়ক।

"হে সখে! তোমার ধীরতা চিরপ্রসিদ্ধ। স্বধর্ম্ম পরিপালনার্থ স্বারোপিত সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে যাঁহার চিত্ত অণুমাত্র কাতর হয় নাই; সুর-পুরে সুরসুন্দরী উর্ব্বশীর প্রেম-প্রভাবে যাঁহার হৃদয় বিগলিত হয় নাই; কৌরব-সভায় দ্যূতক্রীড়ার পর অপমানিতা বনিতার কাতরোক্তি শ্রবণে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই; রাজসূয় যজ্ঞস্থলে যাঁহার সুবুদ্ধি ও সুব্যবস্থার বিন্দুমাত্র বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই, সেই কর্ত্তব্যপরায়ণ ধর্ম্ম-প্রাণ অর্জ্জুন যে ধীরগণের শীর্ষস্থানীয় তাহার কোনই সন্দেহ নাই। স্বর্গ ও মর্ত্ত্য, সর্ব্বত্রই যাঁহার বীরমহিমার কীর্ত্তিকলাপ সঙ্ঘোষিত, দেব ও মানব-কণ্ঠে

যাঁহার অপরিসীম বীরত্ব-কাহিনী নিরন্তর নিনাদিত, যিনি অমিতপরাক্রম অরাতিকুল বিনাশে চিরদিন উদ্যতায়ুধ, যাঁহার গাণ্ডীব-টঙ্কার শ্রবণে শত্রু-সমূহ ভীতি-বিকলিত-চিত্তে পলায়ন-পরায়ণ, রণক্ষেত্রই যাঁহার পরমপ্রিয় প্রীতি-নিকেতন স্বরূপ, সহস্র সহস্র রণদুর্ম্মদ শত্রু-সন্দর্শনেও যাঁহার চিত্ত বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না, সেই বীরকুল-চূড়ামণি ধীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন অদ্য সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়া স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ ধীরতা বিসর্জ্জন দিতেছেন এবং অধীরের স্থায় শোকমুগ্ধ হইয়া কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইতেছেন,এতদপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে! অচিরস্থায়ী, মরণ-ধর্ম্মশীল এই দেহনাশের ভয়ে জগতে কোনও ধীর ব্যক্তি কদাপি কাতর হন না। ভ্রাতঃ! তুমি ধীরচূড়ামণি হইয়া, কেন নশ্বর শরীর নাশ-শঙ্কায় অবসন্ন হইতেছ এবং কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইতেছ? তোমার ব্যবহার দর্শনে জনসমাজ বিস্ময়াবিষ্ট হইবে, তোমার চিরপ্রসিদ্ধ ধীরতা অপগত হইবে, সর্ব্বত্র তোমার কলঙ্ক প্রচারিত হইবে, এবং লোকে তোমাকে অধীর বলিয়া লাঞ্ছিত করিতে থাকিবে। অতএব হে অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব! তুমি তুচ্ছ হৃদয়াবসাদ পরিহার করিয়া স্বভাবসিদ্ধ ধীরতাকে আশ্রয় কর এবং পরি-গৃহীত স্বধর্ম্ম-সেবায় বিনিযুক্ত হইয়া জগতীতলে স্বকীয় বীর ও ধীররূপ পরম সুনাম সমধিক রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত কর ॥ ১৩ ॥

—:০:;:০:(:০—

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়! শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত! ॥ ১৪॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় (কুন্তীনন্দন)! মাত্রাস্পর্শাঃ (ইন্দ্রিয়বৃত্তীনাং বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ) তু [তে] শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ (শৈত্যোত্তাপাদি-জনিতানন্দক্লেশপ্রদায়কাঃ) আগমাপায়িনঃ (নাশোৎপত্তিবন্তঃ) [তস্মাৎ] অনিত্যাঃ (অস্থিরাঃ) ভারত (ভরতকুলসম্ভূত অর্জ্জুন)! তান্ (শীতোষ্ণাদীন্) তিতিক্ষস্ব (প্রসহস্ব—উপেক্ষস্ব বা) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—কুন্তীনন্দন! বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়বৃত্তির যে সম্বন্ধ-

[তাহা] হিমোত্তাপ-ক্লেশানন্দকর, উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মশীল [তজ্জন্য] অচিরস্থায়ী ; ভরতবংশোদ্ভব অর্জ্জুন। তাহাদিগকে সহ্য-কর ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতবংশাবতংস কুন্তীনন্দন! ইন্দ্রিয়-সমূহের সহিত বাহ্য-বিষয়ের যে সম্বন্ধ তাহাই শীতোষ্ণাদি বিবিধ বোধের প্রবর্ত্তক এবং হর্ষ বিষাদাদির জনক। তৎসমস্ত উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট সুতরাং অনিত্য। অতএব তাদৃশ বাহ্যকারণজনিত হর্ষবিষাদে অভিভূত না হইয়া ধীরভাবে তৎসমস্ত সহ্য করিতে ও অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিতে অভ্যাস কর ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদ্যপ্যাত্মবিনাশনিমিত্তো মোহো ন সম্ভবতি নিত্য আত্মেতি বিজানতস্তথাপি শীতোষ্ণসুখদুঃখপ্রাপ্তিনিমিত্তো মোহো লৌকিকো দৃশ্যতে, সুখবিয়োগনিমিত্তো মোহো দুঃখসংযোগাদিনিমিত্তশ্চ শোক ইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মাত্রা আভির্মীয়ন্তে শব্দাদয় ইতি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাস্তে শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ শীতমুষ্ণং সুখং দুঃখঞ্চ প্রযচ্ছন্তীতি। অথবা স্পৃশ্যন্তে ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ শব্দাদয়ঃ, মাত্রাশ্চ স্পর্শাশ্চ, শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ, শীতং কদাচিৎ সুখং, কদাচিদ্দুঃখং, তথোষ্ণমপ্যনিয়তস্বরূপং, সুখদুঃখে পুনর্নিয়তরূপে যতো ন ব্যভিচরতোঽতস্তাভ্যাং পৃথক্ শীতোষ্ণয়োর্গ্রহণং, যস্মাৎ তে মাত্রাস্পর্শাদয়ঃ, আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাঃ তস্মাদনিত্যা উৎপত্তিবিলয়রূপত্বাৎ, অতস্তান্ শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব তেষু হর্ষবিষাদং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মনঃ শ্রুত্যাদিপ্রমিতে নিত্যত্বে তদুৎপত্তিবিনাশপ্রযুক্তশোকমোহাভাবেঽপি প্রকারান্তরেণ শোক-মোহৌ স্যাতামিত্যাশঙ্কামনূদ্যোত্তরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি যদ্যপীত্যাদিনা। শীতোষ্ণয়োস্তাভ্যাং সুখদুঃখয়োশ্চ প্রাপ্তিং নিমিত্তীকৃত্য যো মোহাদির্দৃশ্যতে তস্যান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং দৃশ্যমানত্বমাশ্রিত্য লৌকিকবিশেষণমপোচ্যানিত্যত্র যো বিদ্যাধিকারী শুচিস্তস্য তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বেতি শ্রুতেঃ, তিতিক্ষুত্বং বিশেষণমিহোপদিশ্যতে। ব্যাখ্যেয়ং পদমুপাদায় করণব্যুৎপত্ত্যা তস্যেন্দ্রিয়বিষয়ত্বং দর্শয়তি মাত্রা ইত্যাদিনা। ষষ্ঠীসমাসং দর্শয়ন্ ভাবব্যুৎপত্ত্যা স্পর্শশব্দার্থমাহ মাত্রাণামিতি। তেষামর্থক্রিয়ামাদর্শয়তি তে শীতেতি। সম্প্রতি শব্দদ্বয়স্য কর্ম্মব্যুৎপত্ত্যা শব্দাদিবিষয়পরত্বমুপেত্য সমাসান্তরং দর্শয়ন্ বিষয়াণাং কার্য্যং কথয়তি অথ বেতি। নন্বু শীতোষ্ণপ্রবৃত্তেঃ সুখদুঃখপ্রদত্বস্য সিদ্ধত্বাৎ কিমিতি শীতোষ্ণয়োঃ সুখদুঃখাভ্যাং পৃথগ্‌গ্রহণমিতি তত্রাহ শীতমিতি। বিষয়েভ্যস্তু পৃথক্কথনং তদন্তর্ভূতয়োরেব তয়োঃ সুখদুঃখহেত্বোরানুকূল্যপ্রাতিকূল্যয়োরুপলক্ষণার্থং অধ্যাত্মং হি শীতমুষ্ণং বানুকূল্যং প্রাতিকূল্যং বা সম্পাদ্য বাহ্যা বিষয়াঃ সুখাদি জনয়ন্তি। নন্বু বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগস্যাত্মনি সত্ত্বা সত্ত্বাৎ তৎপ্রযুক্তশীতাদেরপি তথাত্বাৎ তন্নিমিত্তো হর্ষবিষাদো তন্নিরাশনাবিত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্মাদিত্যা-

ভিদা। অত্র চ কৌন্তেয়ভারতেতি সম্বোধনাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্যৈব বিদ্যাধিকারিত্বমিতি এতদেব দ্যোত্যতে ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ। সাশ্রয়াস্তন্মাত্রকার্য্যত্বান্মাত্রা ইত্যুচ্যন্তে, শ্রোত্রাদিভিস্তেষাং স্পর্শাঃ শীতোষ্ণমৃদুপরুষাদিরূপসুখদুঃখদা ভবন্তি। শীতোষ্ণশব্দঃ প্রদর্শনার্থস্তান্ ধৈর্য্যেণ যাবদ্যুদ্ধাদিশাস্ত্রীয়কর্ম্মসমাপ্তি তিতিক্ষস্ব ইতি তে চাগমাপায়িত্বাদ্ধৈর্য্যবতাং ক্ষন্তুং যোগ্যা অনিত্যাশ্চৈতে। বন্ধহেতুভূতকর্ম্মনাশে সতি আগমাপায়িত্বেনাপি ন বর্ত্তন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—যত্তাত্মনাশনিমিত্তঃ শোকো ন ভবতি নিত্য আত্মেতি জানতস্তথাপি শীতোষ্ণনিমিত্তঃ শোকঃ সম্ভবতি ইত্যেতদর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শাস্ত্বিতি। মীয়ন্তে আভিঃ শব্দাদয় ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি, মাত্রাণাং স্পর্শাঃ শব্দাদিভিঃ সংযোগাঃ, শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। শীতঞ্চ উষ্ণঞ্চ শীতোষ্ণে তে এব সুখদুঃখে তে দদতীতি শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ। আগমাপায়িনঃ আগমাপায়শীলাস্তস্মাদনিত্যাস্তান্ মাত্রাস্পর্শান্ তিতিক্ষস্ব প্রসহস্ব, তেষু হর্ষবিষাদঃমাকার্যীরিত্যর্থঃ ॥১৪॥

শ্রীধর।—নন্বু তানহং ন শোচামি কিন্তু তদ্বিয়োগাদিদুঃখভাজং মামেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়স্তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সহ সম্বন্ধাস্তে শীতোষ্ণাদিপ্রদা ভবন্তি তে ত্বাগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরা অতস্তাংস্তিতিক্ষস্ব সহস্ব, যথা জলাতপাদিসংসর্গাস্তত্তৎকালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি এবমিষ্টসংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখানি প্রযচ্ছন্তি তেষাঞ্চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্তহর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—নন্বু ভীষ্মাদয়ো মৃতাঃ কথং ভবিষ্যন্তীতি তদ্দুঃখনিমিত্তঃ শোকো মা ভূৎ। তদ্বিচ্ছেদদুঃখনিমিত্তস্তু মে মনঃপ্রভৃতীনি প্রদহন্তীতি চেৎ তত্রাহ মাত্রেতি। মাত্রাস্ত্বগাদীন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। মীয়ন্তে পরিচ্ছিদ্যন্তে বিষয়া আভিরিতি ব্যুৎপত্তেঃ। স্পর্শাস্তাভির্ব্বিষয়াণামবচ্ছত্তাবাস্তে খলু শীতোষ্ণসুখদুঃখদা ভবন্তি। যদেব শীতলমুদকং গ্রীষ্মে সুখদং তদেব হেমন্তে দুঃখদমিত্যতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চানিত্যানস্থিরাংস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। এতদুক্তং ভবতি। মাঘস্নানং দুঃখকরমপি ধর্ম্মতয়া বিধানাদ্যথা ক্রিয়তে তথা ভীষ্মাদিভিঃ সহ যুদ্ধং দুঃখকরমপি তথা বিধানাৎ কার্য্যমেব। তত্রত্যো দুঃখানুভবস্ত্বাগন্তুকো ধর্ম্মসিদ্ধত্বাৎ সোঢ়ব্যঃ। ধর্ম্মাজ্জ্ঞানোদয়েন মোক্ষলাভে তূত্তরত্র তস্য নানুবৃত্তিশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠাপরিপাকং বিনৈব ধর্ম্মত্যাগস্ত্বনর্থহেতুরিতি। কৌন্তেয় ভারতেতি পদাভ্যামুভয়কুলশুদ্ধস্য তে ধর্ম্মভ্রংশো নোচিত ইতি সূচ্যতে ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—নন্বাত্মনো নিত্যত্বে বিভুত্বে চ ন বিবদামঃ, প্রতিদেহমেকত্বন্তু ন সহামহে। তথাহি বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্ন-ধর্ম্মাধর্ম্ম-ভাবনাখ্যনববিশেষগুণবন্তঃ প্রতিদেহং ভিন্না এব "নিত্যা বিভবশ্চাত্মানঃ ইতি বৈশেষিকা মন্যন্তে" ইমমেব চ পক্ষং তার্কিকমীমাংসকাদয়োঽপি প্রতিপন্নাঃ। সাংখ্যাস্তু বিপ্রতিপদ্যমানা অপ্যাত্মনো গুণবত্ত্বে প্রতিদেহং ভেদেন বিপ্রতিপদ্যন্তে; অন্যথা সুখদুঃখাদিসঙ্করপ্রসঙ্গাৎ, তথাচ ভীষ্মাদিভিন্নস্য মম নিত্যত্বে বিভুত্বেঽপি সুখদুঃখাদিযোগিত্বাদ্ভীষ্মাদিবন্ধুদেহবিচ্ছেদে সুখবিয়োগো দুঃখসংযোগশ্চস্যাদিতি কথং শোকমোহাবনুচিতা-

বিভি অর্জ্জুনাভিপ্রায়মাশঙ্ক্য লিঙ্গশরীরবিবেকায়াহ মাত্রেতি। মীয়ন্তে আভির্বিষয়া ইতি মাত্রা ইন্দ্রিয়াণি, তাসাং স্পর্শা বিষয়ৈঃ সম্বন্ধাস্তত্তদ্বিষয়াকারান্তঃকরণপরিণামা বা, তে আগমাপায়িন উৎপত্তিবিনাশবন্তঃ অন্তঃকরণস্যৈব শীতোষ্ণাদয়ঃ সুখদুঃখদাঃ ন তু নিত্যস্য বিভোরাত্মনঃ তস্য নির্গুণত্বান্নির্বিকারত্বাচ্চ নহি নিত্যস্যানিত্যধর্ম্মাশ্রয়ত্বং সম্ভবতি ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদাৎ সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ, সাক্ষ্যস্য সাক্ষিধর্ম্মত্বানুপপত্তেশ্চ। তদুক্তং "নর্তে স্যাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতাকাঽবিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়া সহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ" ইতি। তথাচ সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ীভূতান্তঃকরণভেদাদেব সর্ব্বব্যবস্থোপপত্তের্নির্ব্বিকারস্য সর্ব্বভাসকস্যাত্মনো ভেদে মানমস্তি, তদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বত্রানুগমাৎ। অন্তঃকরণস্য তাবৎ সুখদুঃখাদৌ জনকত্বমুভয়বাদিসিদ্ধম্। তত্র সমবায়িকারণত্বস্যৈবাভ্যর্হিতত্বাৎ তদেব কল্পয়িতুমুচিতং নতু সমবায়িকারণান্তরানুপস্থিতৌ নিমিত্তত্বমাত্রং, তথাচ "কামঃ সঙ্কল্পঃ" ইত্যাদি শ্রুতিরেব তৎ সর্ব্বং মনএবেতি কামাদি সর্ব্ববিকারোপাদানত্বমভেদনির্দ্দেশাৎ মনস আহ। আত্মনশ্চ স্বপ্রকাশজ্ঞানানন্দরূপত্বস্য শ্রুতিভির্বোধনাৎ কামাদ্যাশ্রয়ত্বং, অতো বৈশেষিকাদয়ো ভ্রান্তা হ্যাত্মনো বিকারিত্বং ভেদঞ্চাঙ্গীকৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। অন্তঃকরণস্যাগমাপায়িত্বাৎ দৃশ্যত্বাচ্চ, নিত্যদৃগ্রূপাত্মনোঽভিন্নস্য সুখাদিজনকা যে মাত্রাস্পর্শাস্তেঽপ্যনিত্যাঃ অনিয়তরূপাঃ, একদা সুখজনকস্যৈব শীতোষ্ণাদেরন্যদা দুঃখজনকত্বদর্শনাৎ, এবং কদাচিৎ দুঃখজনকস্যাপ্যন্যদা সুখজনকত্বদর্শনাৎ। শীতোষ্ণগ্রহণমাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকসুখদুঃখোপলক্ষণার্থং শীতমুষ্ণঞ্চ কদাচিৎ সুখং, কদাচিৎ দুঃখং, সুখদুঃখে তু ন কদাপি বিপর্য্যয়ত ইতি পৃথঙ্নির্দ্দেশঃ। তথাচাত্যস্থায়িত্বাৎ ত্বভিন্নস্য বিকারিণঃ সুখদুঃখাদিপ্রদান্ ভীষ্মাদিসংযোগবিয়োগরূপান্ মাত্রাস্পর্শান্ ত্বং তিতিক্ষস্ব, নৈতে মম কিঞ্চিৎকরা ইতি বিবেকেনোপেক্ষস্ব। দুঃখিতাদাত্ম্যাধ্যাসেনাত্মানং দুঃখিনং মাজ্ঞাসীরিত্যর্থঃ। কৌন্তেয় ভারতেতি সম্বোধনদ্বয়েনোভয়কুলবিশুদ্ধস্য তবাজ্ঞানমনুচিতমিতি সূচয়তি॥ ১৪॥

নীলকণ্ঠ।—নম্বু আত্মনো লিঙ্গশরীরাদন্যত্বেঽপি অহং দুঃখীত্যাদ্যনুভবাদ্দুঃখাদিধর্ম্মাশ্রয়ত্বং দুর্ব্বারং ততশ্চ ভীষ্মাদিবন্ধুবর্গনাশে সতি দুঃখসম্বন্ধো ভবত্যেবেত্যাশঙ্ক্যাহ মাত্রাস্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে বিষয়া যাভিস্তা মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ। যথা দশ প্রজ্ঞামাত্রাঃ বাগাদয়ঃ, দশ ভূতমাত্রা নামাদয়ঃ, কৌষীতকিপ্রসিদ্ধাঃ, তাসাং স্পর্শাঃ পরস্পরং বিষয়বিষয়িভাবেন সম্বন্ধাঃ ইতি ব্যাখ্যেয়ম্। যদ্বা মাত্রা প্রমাত্রা সহ স্পর্শাঃ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাঃ, স্পর্শশব্দস্য তদ্বাচিত্বস্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যানিত্যত্র দৃষ্টম্,তত্র স্পর্শপদেন তদ্বতোর্ব্বিষয়েন্দ্রিয়য়োরপি লাভঃ,তেন প্রমাতুঃ প্রমাণদ্বারা প্রমেয়েণ সহ সম্বন্ধাঃ সর্ব্বে শীতোষ্ণাদিবদাগমাপায়িনঃ উৎপত্তিবিনাশশীলাঃ," অতএবানিত্যাশ্চ তদ্বদেব সুখদুঃখদাশ্চ অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব। হে কৌন্তেয়! ভারত! ইত্যুত্তমবংশ্যত্বেন ধীরত্বমস্য সূচয়তি। প্রমাতৃত্বাদিরনর্থো হি সুপ্তিসমাধিগ্রহাবেশাদিষ্বভাবাজ্জাগ্রৎস্বপ্নাদৌ ভাবাচ্চ কাদাচিৎকত্বয়া আত্মনি প্রতীয়মানোঽপি রজ্জুরগাদিবন্মিথ্যাভূতঃ সন্ তদ্ধর্ম্মত্বম্ ভজতে। যদ্ধি যত্রাভেদেনৈ কদাচিদ্ভাতি কদাচিন্ন, তৎ তত্রাধ্যস্তং রজ্জাবিব সর্পঃ, প্রমাত্রা-

দিশ্চ প্রতীচি প্রত্যগভেদেন কদাচিদ্ভাতি অতো মিথ্যেতি নিশ্চিতম্। তেন প্রতীচিপ্রমাতৃসম্বন্ধ এব নাস্তি সত্যমিথ্যাবস্তুনোর্ব্বাস্তবসম্বন্ধাযোগাৎ, প্রমাতৃধর্ম্মাণাং দুঃখাদীনান্তু প্রতীচিসম্বন্ধো দূরাপেত এব। কথং তর্হ্যাত্মনি দুঃখিত্বপ্রত্যয়ঃ? তত্তদুপাধিতাদাত্ম্যাধ্যাসাদিতি ভ্রমঃ। অতএব জাগ্রতি দৃষ্টং দুঃখং স্বপ্নে নানুবর্ত্ততে, স্বপ্নদৃষ্টং বা জাগ্রতি ন দৃশ্যতে। তথা চ শ্রুতিঃ, "স যৎ তত্র পশ্যতি পুণ্যঞ্চ পাপঞ্চানন্বাগতস্তেন ভবত্যসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি, "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা" ইত্যাদিশ্রুতিরেতৎ সর্ব্বং মন এবেত্যভেদনির্দ্দেশাৎ কামাদিসর্ব্ববিকারোপাদানত্বং মনস এবাহ। তস্মাৎ স্বপ্ন ইবাত্মনি দুঃখিত্বপ্রতীতির্ভ্রান্তিরেবেতি ইষ্টবিয়োগজনিতাং তাং তিতিক্ষস্বেতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু সত্যমেব তত্ত্বং তদপ্যবিবেকিনো মম মন এবানর্থকারি বৃথৈব শোক-মোহব্যাপ্তং দুঃখয়তীতি। তত্র ন কেবলং একং মন এব, অপিতু মনসো বৃত্তয়োঽপি সর্ব্বাস্বগাদী-ন্দ্রিয়রূপাঃ স্বস্ববিষয়ানুভাবা অনর্থকারিণ্য ইত্যাহ মাত্রেতি। মাত্রা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়াস্তেষাং স্পর্শাঃ অনুভবাঃ। শীতোষ্ণেতি আগমাপায়িন ইতি। যদেব শীতলজলাদিকমুষ্ণকালে সুখদং তদেব শীতকালে দুঃখদমতোঽনিয়তত্বাদাগমাপায়িত্বাচ্চ তান্ বিষয়ানুভবান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব, তেষাং সহনমেব শাস্ত্রবিহিতো ধর্ম্মঃ। নহি মাঘে মাসি জলস্য দুঃখদত্ববুদ্ধ্যৈব শাস্ত্রে বিহিতঃ স্নানরূপো ধর্ম্মস্ত্যজ্যতে; ধর্ম্মএব কালে সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকো ভবত্যেবমেব যে পুত্রভ্রাত্রাদ্যাঃ উৎপত্তিকালে ধনাদ্যুপার্জ্জনকালে চ সুখদাস্ত এব মৃত্যুকালে দুঃখদা আগমাপায়িনোঽনিত্যা-স্তানপি তিতিক্ষস্ব; নতু তদনুরোধেন যুদ্ধরূপঃ শাস্ত্রবিহিতঃ স্বধর্ম্মস্ত্যাজ্যঃ। বিহিতধর্ম্মাচরণং খলু কালে মহদনর্থকৃদেব ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, পূজনীয় শ্রীমদানন্দ-গিরি এবং ভক্তিভাজন শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের নিম্নলিখিত রূপ বিবৃতি করিয়াছেন। আর যদি বল যে, "স্বীকার করিলাম আত্মাকে নিত্য বলিয়া জানিতে পারিলে আত্মবিনাশ আশঙ্কায় মোহ হইতে পারে না; কিন্তু শীত-উষ্ণাদি জনিত সুখ-দুঃখ অবশ্যম্ভাবী এবং তন্নিমিত্ত মোহ সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়।" এইরূপ ভাব কল্পনা করিয়া শ্রীহরি বলিতেছেন,—বন্ধো! তোমার স্থায় ধীরের নিকট এরূপ আশঙ্কা অনাশংসনীয়। মোহবশে তোমার পরম পরিশুদ্ধ পিতৃমাতৃকুলের কথা কি একেবারে বিস্মৃত হইলে? একবার ভাবিয়া দেখ দেখি তুমি কে? তুমি সেই জগদ্বিখ্যাত পরম যশস্বী ভরতমহারাজের বংশে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছ; প্রাতঃস্মরণীয়া কুন্তীদেবী তোমাকে জঠরে স্থান প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞান-লাভের যথার্থ অধিকারী তুমিই; অতএব নীচবংশ-সম্ভূত সামান্য জনগণের স্থায় তোমার এরূপ

অযথা মোহ-প্রকাশ করা ভাল দেখায় না। মোহ-নির্ম্মুক্ত হইয়া চিত্তকে সমাহিত করিতে হইলে অগ্রে] তোমাকে তিতিক্ষু হইতে হইবে।

তিতিক্ষু কাহাকে বলে বলিতেছি শ্রবণ কর। যেমন আলোক এবং অন্ধকার পরস্পর-বিরুদ্ধ; শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ তেমনই পরস্পর বিরুদ্ধ। অর্থাৎ একের অভাবে অপরের আবির্ভাব হয়, এবং একের আবির্ভাবে অপরের তিরোভাব হয়। আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকারের তিরোভাব হয় এবং অন্ধকারের আবির্ভাবে আলোক তিরোহিত হয়। সুখের আগমনে দুঃখ পলায়ন করে, এবং দুঃখের আগমনে সুখ সে স্থান পরিত্যাগ করে।

এখন পরস্পর বিরুদ্ধ-ভাবের আবির্ভাব বা তিরোভাবের কারণ অনুসন্ধানে সম্প্রবৃত্ত হইলে দেখা যায় যে, শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ এবং শব্দাদি বিষয়-সমূহের পরস্পর সংযোগই এ বিষয়ের একমাত্র মুখ্য কারণ। অর্থাৎ কি শীত কি উষ্ণ, কি সুখ কি দুঃখ সকলেরই একমাত্র উদ্ভব স্থল বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ। শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়ের সহিত সংযুক্ত হইয়াই শীত, উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ প্রদান করে।

আর এক কথা। বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগে এক শীতই কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রদান করে, এক উষ্ণও কখন সুখ, কখন দুঃখ প্রদান করে। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, সুখ ও দুঃখের শীত বা উষ্ণের সহিত কোনওরূপ সংস্রব নাই। শীতে ও উষ্ণে কখন সুখ কখন দুঃখ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া শীত ও উষ্ণ ব্যভিচারী; কিন্তু সুখে সুখই আছে, দুঃখে দুঃখই আছে; অতএব সুখ ও দুঃখ অব্যভিচারী। সুতরাং শীত ও উষ্ণ হইতে সুখ ও দুঃখ সম্পূর্ণ পৃথক্ পদার্থ। এই জন্যই সুখ ও দুঃখ শীত ও উষ্ণ হইতে পৃথক্ করিয়া বলিলাম।

শব্দাদি বাহ্যবিষয়-সমূহ ইন্দ্রিয় দ্বারা আত্ম-সংলগ্ন শীত বা উষ্ণকে অনুকূল বা প্রতিকূলরূপে সম্পাদিত করিয়া সুখ কিংবা দুঃখ প্রদান করে, এইজন্য সুখ ও দুঃখকে বিষয়সমূহ হইতে পৃথক্ রূপে বলা হইল। জীবাত্মা এইরূপ বিষয়েন্দ্রিয়ের সহিত সদা সংযুক্ত থাকিলেও, তৎপ্রযুক্ত শীতোষ্ণাদি এবং তন্নিমিত্ত হর্ষবিষাদাদি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হন না; কারণ বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগ-জনিত শীত ও উষ্ণ সুখ বা দুঃখাদি সমস্তই উৎপত্তি এবং বিনাশ-শীল, অতএব অনিত্য। যে যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সেই সেই পদার্থই অনিত্য। অনিত্য ও নিত্য পদার্থ কখনও এক হইতে পারে

না। অনিত্যের ফলও কখন নিত্যে সংক্রমিত হইতে পারে না। অতএব ঐ সমস্ত অনিত্য ও পরস্পর বিরুদ্ধভাবাক্রান্ত শীতোষ্ণাদিকে সম ও একবোধে সহন করাই ভাল। একবোধে শীতোষ্ণাদি সহিষ্ণুতার নামই তিতিক্ষা; এবং যে ব্যক্তি অবিকৃত চিত্তে তৎসমস্ত সহন করে অর্থাৎ যাহার তিতিক্ষা আছে, তাহাকেই তিতিক্ষু বলে।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন, ধর্মসঙ্গত কার্য্য দুষ্কর হইলেও অবশ্যকরণীয়। মাঘ মাসের কঠোর শীতে প্রাতঃস্নান নিতান্ত ক্লেশকর হইলেও ধর্ম্মার্থ তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীষ্মাদি তোমার পরমাত্মীয় গুরুজন, তাদৃশ ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের প্রাণ-সংহার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বধর্ম্ম পালনার্থ সমরে বিপক্ষ নাশ তোমার পক্ষে অবশ্যকরণীয়। সুতরাং ভীষ্মাদি আত্মীয়-হনন নিতান্ত যাতনাপ্রদ হইলেও, ধর্ম্মার্থে তাহা তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য। তজ্জন্য যে হৃদয়-বেদনা জন্মিবে, ধর্ম্মসিদ্ধির নিমিত্ত তাহা তোমার অবশ্য সহনীয়।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন,—অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, হে ভগবন্! আত্মা নিত্য ও বিভু অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক বলিয়া আপনি যে আমাকে বিমুগ্ধ করিতেছেন, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু প্রতি দেহে যে একই আত্মা বর্ত্তমান আছেন, তাহা আমি কখনও স্বীকার করিতে পারি না। কারণ বৈশেষিক দর্শনকর্ত্তা * মহর্ষি কণাদও বলিয়াছেন," বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ধর্ম্ম,

* সাঙ্খ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ষড়্ দর্শন ভারতবর্ষে অতিশয় সমাদৃত। এ স্থলে অধিকাংশ দর্শনের উল্লেখ হইয়াছে; সুতরাং ষড়্ দর্শনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে বিন্যস্ত হইল।

(১) সাঙ্খ্য।—মহর্ষি কপিল সাঙ্খ্য দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। প্রকৃতি ও পুরুষ নামে দুইটি নিত্য পদার্থ সাঙ্খ্য শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। প্রকৃতি জড়া এবং আদি কারণ স্বরূপা। যাবতীয় সৃষ্ট ব্যাপার সেই প্রকৃতির বিকাশ মাত্র। পুরুষ চেতন, বিকার-রহিত, কার্য্যহীন এবং প্রাণিদিগের আত্ম- স্বরূপ। পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধ বিশিষ্ট এবং উভয়ের সংযোগে বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। পঞ্চবিংশ সঙ্খ্যক তত্ত্ব অর্থাৎ পদার্থের প্রসঙ্গ সাঙ্খ্য দর্শনে লিখিত আছে বলিয়া এই শাস্ত্রের নাম সাঙ্খ্য দর্শন হইয়াছে। তদ্যথা; প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ অর্থাৎ বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং পঞ্চ তন্মাত্র (অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ), মন, পঞ্চ মহাভূত (অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এবং ব্যোম), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (অর্থাৎ চক্ষু, শ্রোত্র, নাসিকা জিহ্বা ও ত্বক্) পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় (অর্থাৎ বাক্, পাদ, পাণি, পায়ু, এবং উপস্থ), এই পঞ্চবিংশ পদার্থের ক্রমপরি-

অধর্ম্ম, ভাবনাখ্য নববিধ বিশেষ গুণবিশিষ্ট আত্মা প্রতিদেহেই ভিন্ন ও নিত্য। তর্কশাস্ত্র-প্রণেতা মহর্ষি গৌতম ও মীমাংসক-দর্শনকারী মহামুনি জৈমিনি প্রভৃতি দার্শনিকগণও এই পক্ষই অবলম্বন করিয়াছেন। কপিল প্রভৃতি সাংখ্যাচার্য্যগণও গুণবিশিষ্ট আত্মাকে প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া

বর্ত্তনে বিশ্ব-সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। সংসারের যাবতীয় দুঃখ সাংখ্য শাস্ত্রে তিন ভাগে বিভক্ত। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক। তাপত্রয়ের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বিশেষরূপে লিখিত হইয়াছে। বিবেক বা তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা উল্লিখিত তাপত্রয় বিনষ্ট হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের স্বতন্ত্রতা হৃদয়ঙ্গম করাই তত্ত্বজ্ঞান।

(২) পাতঞ্জল।—সাংখ্য নিরীশ্বর। পাতঞ্জলও সাংখ্যশাস্ত্রের ন্যায় উল্লিখিত পঞ্চবিংশ তত্ত্বের উপর সংস্থাপিত, কিন্তু তাহা সেশ্বর; এইজন্য তাহাতে তত্ত্বসংখ্যা ষড়্‌বিংশ। ষড়্‌বিংশ তত্ত্ব পরমেশ্বর ইচ্ছামত শরীর পরিগ্রহ করিয়া সৃষ্টি করিয়া থাকেন। তিনি ক্লেশ (অর্থাৎ অনিত্য বস্তুতে নিত্যবোধ, দুঃখে সুখভোগ ভ্রম, আত্মাই দেহ এইরূপ বোধ, রাগ দ্বেষ, মরণ-ভীতি), কর্ম্ম, বিপাক (অর্থাৎ জন্ম মরণ সুখ দুঃখ ভোগাদি কর্ম্মফল), আশয় (অর্থাৎ বাসনা) রহিত। জীবাত্মা জড়জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, এই বিশ্বাসই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাদৃশ তত্ত্ব-জ্ঞানই মুক্তির উপায়। আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি বুদ্ধি ভ্রমাত্মক। তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলে ভ্রম বিদূরিত হয়, তাপ নিবারিত হয় এবং স্বকীয় চিন্ময় স্বরূপ পরিস্ফুট হয়। সমস্ত চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়া ধ্যান করাই যোগ এবং তাহাই তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপায়। পতঞ্জলি মুনি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

(৩) বৈশেষিক।—এই দর্শন মতে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব এই সাত প্রকার পদার্থ। আর পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এই নয় প্রকার দ্রব্যপদার্থ। পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু এই কয় পদার্থের পরমাণু নিত্য এবং পরমাণু সমষ্টি স্বরূপ ঘট, পট, দ্ব্যণুক প্রভৃতি অনিত্য। পরমাণু মাত্রেই নিত্য, সৎস্বরূপ এবং কারণবিহীন। সমস্ত জড় পদার্থই পরমাণুর সংযোগে সমুৎপন্ন। পরমাণু সমূহে, বিশেষ নামে পদার্থ থাকায় মৃত্তিকা, জল, বায়ু প্রভৃতি স্বতন্ত্র পদার্থের পরমাণু স্বতন্ত্র বলিয়া উপলব্ধ হয়। এই বিশেষ পদার্থ অঙ্গীকার করায় এই শাস্ত্রের বৈশেষিক দর্শন নাম হইয়াছে। এই শাস্ত্রে শরীর এবং মনের বিভাগই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আসন, প্রাণায়াম, শম, দম, আত্ম-সাক্ষাৎকার ইত্যাদি আত্ম-কর্ম্মের পর দেহ হইতে আত্মা যে পৃথক্ এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মে। তদনন্তর ক্রমশঃ মোক্ষ হয়। মহর্ষি কণাদ এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

(৪) ন্যায় দর্শনেও বৈশেষিক দর্শনের ন্যায় পরমাণুর মহত্ত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ে মতের অনেক ঐক্য আছে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বিশেষ নামক পদার্থ স্বীকার করেন না। আত্মা যে দেহাতিরিক্ত এবং দেহ হইতে স্বতন্ত্র এইরূপ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান এবং তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের কারণ, ইহাই ন্যায় শাস্ত্র সঙ্গত। সমাধি বিশেষের অভ্যাস হইতে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে এবং যম নিয়মাদি যোগক্রিয়ার সাহায্যে মুক্তি লাভের উপায় হয়। মহর্ষি গৌতম ন্যায় শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা।

(৫) মীমাংসা।—বেদ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের সামঞ্জস্য বিধান করাই মীমাংসা শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য করণীয়, তদ্দ্বারা নিশ্চয়ই স্বর্গ লাভ ঘটে এবং স্বর্গভোগই মানবের

প্রতিপন্ন করিয়াছেন। যদি প্রতিদেহে একই আত্মা হইবে, তবে একের সুখ-দুঃখ হইলে সকলেরই সুখ-দুঃখ হইতে পারে; কিন্তু কখন একের সুখ-দুঃখে সার্ব্বজনীন সুখ-দুঃখ পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব স্থিরসিদ্ধান্ত হইল যে, আত্মা নিত্য, সর্ব্বব্যাপক ও প্রতিদেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে সুখ-দুঃখাদির অনুভাবক। সুতরাং ভীষ্মাদি হইতে আমার স্বতন্ত্র নিত্যত্ব এবং বিভুত্ব সিদ্ধ হইল। অতএব ভীষ্মাদি বন্ধুগণের দেহবিচ্ছেদে আমার সুখবিয়োগ ও দুঃখসংযোগ অবশ্যই হইবে; যেহেতু আমি অর্থাৎ আত্মা সুখদুঃখাদির অধিষ্ঠাতা, তবে ভীষ্মাদি বন্ধুগণের বিয়োগ-জনিত শোক-মোহ আমার হৃদয়ে কেন না উদিত হইবে? অর্জ্জুনের এরূপ অভিপ্রায় আশঙ্কা করিয়া, ভগবান্ ত্রিবিধ শরীরের মধ্যে লিঙ্গ শরীর অর্থাৎ সূক্ষ্ম-শরীরের বিবরণ করিতেছেন। তদ্বিষয়ক বোধ জন্মিলে সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় অবধারিত হইবে এবং তন্নিমিত্ত শোক-মোহও অপসৃত হইবে।

হে ভারত অর্জ্জুন! তুমি যে সুখ-দুঃখাদির নিমিত্ত অত্যন্ত কাতর হইয়াছ তাহা নির্গুণ ও নির্ব্বিকার আত্মার ধর্ম্ম নহে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধ অর্থাৎ মিলন হইলেই শীতোষ্ণ-জনিত সুখ-দুঃখাদির অনুভব হইয়া থাকে; কালভেদে বিষয় সকল কখন বা সুখময় কখন বা দুঃখময় হইয়া উঠে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" অর্থাৎ সুখ-দুঃখ চক্রের ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা চিরস্থায়ী নহে। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ আত্মা কখনও অনিত্য সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় নহেন;

একমাত্র লক্ষ্য। এই মতে শব্দ নিত্য, এবং বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য পদার্থ। শ্রুতিবাক্য সমূহের যে অর্থ সম্বন্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ যে শব্দের যে অর্থ স্থিরীকৃত আছে, তাহা কোন পুরুষ কর্ত্তৃক নিরূপিত হয় নাই, কারণ তাদৃশ কোন পুরুষ নাই। মহর্ষি জৈমিনি এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা।

(৬) বেদান্ত।—যাঁহা হইতে জগতের জন্মাদি হয়, বেদান্ত মতে তিনিই ব্রহ্ম। মায়া তাঁহার শক্তি। পরব্রহ্ম নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার ও চিন্ময়। জীব ও পরব্রহ্ম অভিন্ন ইহাই প্রতিপন্ন করা এই দর্শনের মুখ্য লক্ষ্য। আমিই ব্রহ্ম এইরূপ স্থির প্রতীতি হইলে মুক্তি হয়। এইরূপ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভার্থ প্রথমতঃ প্রণব অর্থাৎ ওঁকার অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। প্রণব ধনু, আত্মা শর এবং ব্রহ্ম তাহার লক্ষ্য। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধি ব্রহ্মোপাসনার নিমিত্ত প্রয়োজন। জীবগণ পূর্ব্বজন্মকৃত সুকৃতি-দুষ্কৃতির ফল পরজন্মে ভোগ করে। সুতরাং তৎসম্বন্ধে ব্রহ্মের পক্ষপাত বা বৈষম্য কখনই বলা যায় না। ব্রহ্মোপাসনা বিষয়ে বেদান্ত মতে স্থান ও কালের কোন বিচার নাই; যখন যেখানে মন স্থির হইবে তখনই সেখানে উপাসনা করিবে। বিশ্ব-ব্যাপার এই দর্শন-মতে ভ্রম মাত্র। এই মত কাল সহকারে ক্রমশঃ রূপান্তরিত হইয়াছে। মহর্ষি বেদব্যাসই এই মতের প্রতিষ্ঠাতা।

কারণ যাঁহারা ধর্ম্মধর্ম্মীর অভেদ অর্থাৎ একতা স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে, অনিত্য সুখ-দুঃখাদি আত্মধর্ম্ম হইলে নিত্য আত্মার সহিত অনিত্য সুখ-দুঃখাদির অভেদ-প্রতীতি কিরূপে হইবে? অতএব সুখ-দুঃখাদির আশ্রয় অন্তঃকরণ মাত্র, আনন্দময় আত্মা তৎপ্রকাশক জানিবে।

অন্তঃকরণ ও আত্মা এই উভয়ের অতিশয় সান্নিধ্যবশতঃ সুখ-দুঃখাদি আত্মার ধর্ম্ম বলিয়া বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ যে কল্পনা করিয়াছেন তাহা ভ্রম মাত্র। নিত্য নির্ব্বিকার আত্মার সহিত ক্ষণবিধ্বংসি অন্তঃ-করণের অভেদবোধই ইহার মূল কারণ। অতএব যখন অন্তঃকরণ অনিত্য তখন সুখ-দুঃখাদি-জনক ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সকলও অনিত্য ও অনিয়তস্বরূপ, অর্থাৎ এক সময় শীতোষ্ণাদি অতিশয় সুখজনক, আবার অন্য সময় ঐ শীতোষ্ণাদি অতিশয় দুঃখদায়ক হয়; অতএব তাহার স্থিরতা নাই। অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখ, তুমি যাহাকে সুখ বলিয়া কল্পনা করিয়াছ, অন্য ব্যক্তি তাহাকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিতেছে, সুতরাং সুখ-দুঃখ কেবল মনেরই বৃত্তি * বা রূপান্তর মাত্র, আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই। হে সুখ-দুঃখ-ব্যাকুল সখে! ভীষ্মাদির সংযোগ ও বিয়োগ-জনিত সুখ-দুঃখাদির নিমিত্ত এরূপ কাতর হওয়া তোমার মত সুবিজ্ঞ পুরুষের উচিত নহে। যখন সুখ-দুঃখ মনোমধ্যে উৎপন্ন হইয়াছে, তখন তাহাতেই পুনর্ব্বার বিলীন হইবে, তন্নিমিত্ত ব্যাকুল না হইয়া বরং তৎসমস্ত সহ্য করাই পুরুষের কর্ত্তব্য কার্য্য। শীত ও উষ্ণ কখন সুখকর আর কখন বা দুঃখদায়ক, কিন্তু সুখ-দুঃখ কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না। এজন্য ভগবান্ মূলে "শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখদাঃ" এরূপ পৃথক্ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব সুখদুঃখাদি তুমি সহ্য কর, অর্থাৎ তাহাতে নিত্যানন্দময় আত্মার কিছুই অনিষ্ট হইবে না জানিয়া তৎসমস্ত উপেক্ষা কর।

পূজ্যপাদ টীকাকার শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরি মহাশয় আলোচ্য শ্লোকের নিম্ন-লিখিত বিবৃতি করিয়াছেন। অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, "হে ভগবন্! আত্মা লিঙ্গ শরীর হইতে স্বতন্ত্র তাহা আমি উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়াছি; কিন্তু 'আমি দুঃখী' ইত্যাকার অনুভব আত্মাতে যখন স্বতঃই উৎপন্ন হয়,

* তত্র যথা তড়াগোদকং ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাত্মনা কেদারান্ প্রবিশ্য তদ্বদেব চতুষ্কোণাদ্যাকারং ভবতি। তথা তৈজসমন্তঃকরণমপি চক্ষুরাদিদ্বারা নির্গত্য ঘটাদিবিষয়দেশং গত্বা ঘটাদিবিষয়াকারেণ পরিণমতে। স এব পরিণামো বৃত্তিরিত্যুচ্যতে॥ ইতি বেদান্ত পরিভাষা।

তখন আত্মাকে দুঃখাদি ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে কেন না স্বীকার করিব? অধুনা বিবেচনা করিয়া দেখুন, ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের নাশে আত্মার দুঃখ অবশ্যই হইবে; সুতরাং তাঁহাদের নিমিত্ত শোক-মোহাদি অনিবার্য্য।" অর্জ্জুনের এরূপ মনোগত ভাব কল্পনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, হে কুন্তীনন্দন অর্জ্জুন! 'আমি দুঃখী' এই অনুভব দ্বারা আত্মাতে যে দুঃখানুভবের কথা বলিতেছ তাহা ভ্রান্তিমাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে সুখ দুঃখের প্রসঙ্গও নাই। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণের যে এক প্রকার বৃত্তি বা পরিণাম হয়, তাহাই সুখ-দুঃখাদিপ্রদ, এবং শীতোষ্ণাদির ন্যায় উৎপত্তি-বিনাশশীল ও অনিত্য, অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে। শীতোষ্ণাদি যেমন কাল ভেদে পরিবর্ত্তিত হয়, সুখদুঃখাদিও তদ্রূপ; অতএব মূঢ়গণই পরিণামশীল অন্তঃকরণের সুখদুঃখাদি ধর্ম্ম আত্মাতে আরোপিত করিয়া, 'আমি সুখী' 'আমি দুঃখী' ইত্যাদি ভ্রমাত্মক জ্ঞানকে যথার্থ রূপে কল্পনা করিয়া বন্ধুগণের বিনাশ-জনিত শোকে বিমুগ্ধ হইয়া থাকে। তোমার মত সদ্বংশজাত ধীরগণের তাদৃশ শোক কখনও সমুচিত নহে। অতএব উপস্থিত শোক-আশঙ্কায় ব্যাকুল না হইয়া তাহা সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি প্রাতঃস্মরণীয়া শান্তস্বভাবা কুন্তী দেবীর গর্ভজাত, এবং চন্দ্রবংশাবতংস মহামনাঃ ভরতের বংশসম্ভূত। উভয়কুল হইতেই তোমার ধীরত্বের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তুমি কুলপরম্পরাগত ধীরতা বিসর্জ্জন করিয়া সাধারণের ন্যায় শোকে অধীর হইও না। হে প্রাণাধিক বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি মনোভিনিবেশ সহকারে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, সুখ-দুঃখাদি কখনই আত্মার স্বধর্ম্ম নহে। আত্মা সর্ব্বদাই একভাবে বিরাজমান, কখনও ভাবান্তর গ্রহণ করেন না। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, সুখ-দুঃখাদি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থাতেই অনুভূত হয়। যদি তাহা আত্মারই স্বধর্ম্ম এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয়, তবে সুষুপ্তি ও সমাধিকালে তাহার অনুভব হয় না কেন? অতএব আত্মাতে প্রতীয়মান সুখ-দুঃখাদিও রজ্জুতে সর্পবুদ্ধির ন্যায় অধ্যস্ত অর্থাৎ আরোপিত বা মিথ্যা জানিবে। "যাহাতে যে বস্তু অভেদরূপে কদাচিৎ প্রতীত হয় এবং কদাচিৎ প্রতীত হয় না, তাহাতে তাহাই অধ্যস্ত"; যেমন রজ্জুকে ভ্রমবশতঃ কখন সর্প বলিয়া জ্ঞান হয়, আর কখন বা হয় না, তদ্রূপ অন্তঃকরণ জাত সুখ

দুঃখাদিও কখন অনুভব হয় আর কখন বা হয় না, অতএব তাহা অধ্যস্ত অর্থাৎ মিথ্যা। ঈদৃশ মিথ্যা বস্তুকে সত্যরূপে কল্পনা করিয়া তন্নিমিত্ত ব্যাকুল হওয়া ধীরগণের কদাচ উচিত নহে। অতএব আমি সুখী, আমি দুঃখী, ইত্যাদি অনুভব যে আত্মাতে উৎপন্ন হইতেছে, উপাধিভূত অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ বোধই তাহার কারণ জানিবে, যেহেতু জাগ্রৎকালে যে সুখ-দুঃখাদির অনুভব হয়, স্বপ্নকালে তাহা হয় না, এবং স্বপ্নে যাহা দৃষ্ট হয় জাগ্রতে তাহা লক্ষ্য হয় না; সুতরাং সুখ-দুঃখাদি আত্মার স্বধর্ম্ম নহে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "তুমি যে পাপ-পুণ্য দর্শন করিতেছ, তাহার সহিত মহাপুরুষ আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই।" এবং "কাম, সঙ্কল্প, সংশয় প্রভৃতি সকলই মন, অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম, বা কাম প্রভৃতি সকল বিকারের উপাদান মন।" অতএব স্বপ্নের ন্যায় আত্মাতে সুখ-দুঃখাদির ভ্রমই হইয়া থাকে; তুমি নিজ বিবেক দ্বারা তাহা উপেক্ষা কর।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, অনুজ ও অপত্যাদি জন্মকালে ও ধনোপার্জ্জনাদির সময়ে নিরতিশয় আনন্দবিবর্দ্ধক ও প্রীতি-বিধায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু মরণকালে সেই সন্তোষ-নিকেতন প্রেমাস্পদগণ যৎপরোনাস্তি যাতনার ও অন্তর্দাহের কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহাতে আনন্দ আছে, তাহাতেই নিরানন্দ আছে; অতএব সুখ ও দুঃখ নিতান্ত অনিত্য। এতাদৃশ অনিত্য ব্যাপারের নিমিত্ত অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য সেবায় বিমুখ হইও না ॥ ১৪ ॥

——(:o:)——

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখ-সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—পুরুষর্ষভ (হে মানবোত্তম)! যং হি সমদুঃখসুখং (দুঃখে সুখে হর্ষবিষাদরহিতং) ধীরং পুরুষং (ধীমন্তং জনং) এতে (মাত্রা-স্পর্শাঃ) ন ব্যথয়ন্তি (ন পীড়য়ন্তি) সঃ (ধীরঃ পুরুষঃ) অমৃতত্বায় (মোক্ষায়) কল্পতে (উপযুক্তো ভবতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মানবশ্রেষ্ঠ! যে সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান-বিশিষ্ট ধীর ব্যক্তিকে এই সকল পীড়িত করে না, তিনি মোক্ষের যোগ্য হন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে মানবকুলোত্তম অর্জ্জুন! শীতোষ্ণাদি বাহ্য-বিষয় সমূহ যে নিত্যানিত্য-বোধ-সম্পন্ন মানবকে বিচলিত ও অভিভূত করিতে পারে না, সেই সাধু পুরুষই অমৃতস্বরূপ-মোক্ষলাভের অধিকারী ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শীতোষ্ণাদীন্ সহতঃ কিং স্যাদিতি, শৃণু, যং হীতি। যং হি পুরুষং সমে দুঃখ-সুখে যস্য, তং সমদুঃখসুখং, সুখদুঃখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি, নিত্যাত্মদর্শনাদেতে যথোক্তাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ, স নিত্যানিত্যস্বরূপদর্শননিষ্ঠো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুরমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায়েত্যর্থঃ, কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—অধিকারিবিশেষণং তিতিক্ষুত্বং নোপযুক্তং কেবলস্য তস্য পুমর্থাহেতুত্বাদিতি শঙ্কতে শীতেতি। বিবেকবৈরাগ্যাদিরহিতং তন্মোক্ষহেতুজ্ঞানদ্বারা তদর্থমিতি পরিহরতি শৃণ্বিতি। তিতিক্ষমাণস্য বিবক্ষিতং লাভমুপলম্ভয়তি যং হীতি। হর্ষবিষাদরহিতমিত্যত্র শমাদিসাধনসম্পন্নত্বমুচ্যতে ধীমন্তমিতি। নিত্যানিত্যবিবেকভাগিত্বমেতচ্চোভয়ং বৈরাগ্যাদেরুপলক্ষণম্। নিত্যাত্মদর্শনস্তমর্থজ্ঞানং সাধনচতুষ্টয়বন্তমধিকারিণমনূদ্য ত্বম্পদার্থজ্ঞানবতস্তস্য মোক্ষোপয়িকবাক্যার্থজ্ঞানযোগ্যতামাহ স নিত্যেতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—তৎক্ষান্তিঃ কিমর্থেত্যত আহ যং হীতি। যং পুরুষং ধৈর্য্যাদিযুক্তম-বর্জনীয়দুঃখং সুখবন্মন্যমানমমৃতত্বসাধনতয়া স্ববর্ণোচিতং যুদ্ধাদিকং কর্ম্মানভিসংহিতফলং কুর্ব্বাণং তদন্তর্গতাঃ শস্ত্রপাতাদিমৃদুক্রূরস্পর্শা ন ব্যথয়ন্তি সএবামৃতত্বং সাধয়তি, ন ত্বাদৃশো দুঃখাসহিষ্ণুরিত্যর্থঃ। অত আত্মনো নিত্যত্বাদেব তৎ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—মাত্রাস্পর্শান্ সহমানস্য কিং স্যাদিত্যাহ যং হীতি। যং হি পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি ন চালয়ন্তি, এতে মাত্রাস্পর্শাঃ, সমদুঃখসুখং দুঃখসুখপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদরহিতং ধীরং ধীমন্তং, সোঽমৃতত্বায় অমৃতভাবায় মোক্ষায় ইত্যর্থঃ, কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—তৎপ্রতিকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ যংহীতি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। তৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধর্ম্মজ্ঞানদ্বারামৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—ধর্ম্মার্থদুঃখসহনাভ্যাসস্যোত্তরত্র সুখহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রিয়াপ্রিয়বিষয়ানুভাবাঃ, যং ধীরং ধিয়মীরয়তি ধর্ম্মেষ্বিতি ব্যুৎপত্তের্ধর্ম্মনিষ্ঠং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি সুখদুঃখমূর্চ্ছিতং ন কুর্ব্বন্তি, সোঽমৃতত্বায় মুক্তয়ে কল্পতে। নতু তাদৃশো দুঃখসুখমূর্চ্ছিত ইত্যর্থঃ। উক্তমর্থং স্ফুটয়ন্ পুরুষং বিশিনষ্টি সমেতি। ধর্ম্মানুষ্ঠানস্য কষ্টসাধ্যত্বাদ্ দুঃখমনুষঙ্গলব্ধং সুখঞ্চ যস্য সমং ভবতি তাভ্যাং মুখগ্লানিস্ফোল্লাসরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—নন্বন্তঃকরণস্য সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়ত্বে তস্যৈব কর্ত্তৃত্বেন ভোক্তৃত্বেন চ চেতনত্বমভ্যুপেয়ম্, তথাচ তদ্ব্যতিরিক্তে তদ্ভাসকে ভোক্তরি মানাভাবান্নামমাত্রে বিবাদঃ স্যাৎ, তদভ্যুপগমে চ বন্ধমোক্ষয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ, অন্তঃকরণস্য সুখদুঃখাশ্রয়ত্বেন বদ্ধত্বাৎ, আত্মনশ্চ তদ্ব্যতিরিক্তস্য মুক্তত্বাদিত্যাশঙ্কামর্জ্জুনস্যাপনেতুমাহ ভগবান্, যং হীতি। যং স্বপ্রকাশত্বেন স্বতএব প্রসিদ্ধং, "অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। পুরুষং পূর্ণত্বেন, পুরি শয়ানং। "স বায়ং পুরুষঃ সর্ব্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো নৈতেন, কিঞ্চ নানাবৃতং নৈতেন কিঞ্চ নাসংবৃতম্" ইতি শ্রুতেঃ। সমদুঃখসুখং সমে দুঃখসুখে হনাত্মধর্ম্মতয়া ভাস্যতয়া চ যস্য নির্ব্বিকারস্য স্বয়ংজ্যোতিষস্তম্। দুঃখ-সুখগ্রহণমশেষান্তঃকরণপরিণামোপলক্ষণার্থম্। "এষ নিত্যো মহিমা ব্রাহ্মণস্য ন কর্ম্মণা বর্দ্ধতে নো কনীয়ান্" ইতি শ্রুত্যা বৃদ্ধিকনীয়স্তারূপয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ প্রতিষেধাৎ। ধীরং ধিয়মীরয়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদাভাসদ্বারা ধীতাদাত্ম্যাধ্যাসেন ধীপ্রেরকং ধীসাক্ষিণমিত্যর্থঃ। "স ধীরঃ স্বপ্নো ভূত্বেমং লোকমতিক্রামতি" ইতি শ্রুতেঃ। এতেন বন্ধপ্রসক্তির্দর্শিতা। তদুক্তং—"যতো মানানি সিধ্যন্তি জাগ্রদাদি ত্রয়ং তথা। ভাবাভাববিভাগশ্চ স ব্রহ্মাস্মীতি বোধ্যতে" ইতি। এতে সুখদুঃখদা মাত্রাস্পর্শাঃ হি যস্মান্ন ব্যথয়ন্তি পরমার্থতো ন বিকুর্ব্বন্তি সর্ব্ববিকারভাসকত্বেন বিকারাযোগ্যত্বাৎ। "সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।" ইতি শ্রুতেঃ। অতঃ স পুরুষঃ স্বস্বরূপভূতব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানেন সর্ব্বদুঃখোপাদানতদজ্ঞাননিবৃত্ত্যুপলক্ষিতায় নিখিলদ্বৈতানুপরক্তস্বপ্রকাশপরমানন্দরূপায় অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ। যদি হ্যাত্মা স্বাভাবিকবন্ধাশ্রয়ঃ স্যাৎ তদা স্বাভাবিকধর্ম্মাণাং ধর্ম্মিনিবৃত্তিমন্তরেণানিবৃত্তের্ন কদাপি মুচ্যেত। তথাচোক্তং "আত্মা কর্ত্ত্রাদিরূপশ্চেৎ মা কাঙ্ক্ষীস্তর্হি মুক্ততাম্। নহি স্বভাবো ভাবানাং আবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্রবেঃ" ইতি। প্রাগভাবাসহবৃত্তের্যুগপৎ সর্ব্ববিশেষগুণনিবৃত্তের্ধর্ম্মিনিবৃত্তিনান্তরীয়কত্বদর্শনাৎ, তথাত্মনি বন্ধো ন স্বাভাবিকঃ। কিন্তু বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিকৃতঃ "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ ধর্ম্মিসদ্ভাবেঽপি তন্নিবৃত্ত্যা মুক্ত্যুপপত্তিরিতি চেৎ। হন্ত তর্হি "যঃ স্বধর্ম্মমন্যনিষ্ঠতয়া ভাসয়তি স উপাধিঃ" ইত্যভ্যুপগমাদ্বুদ্ধ্যাদিরুপাধিঃ স্বধর্ম্মাত্মনিষ্ঠতয়া ভাসয়তীত্যায়তম্। তথাচায়াতং মার্গে বন্ধস্যাসত্যত্বাভ্যুপগমাৎ। নহি স্ফটিকমণৌ জবাকুসুমোপধাননিমিত্তো লোহিতিমা সত্যঃ, অতঃ সর্ব্বসংসারধর্ম্মাসংসর্গিণোঽপ্যাত্মন উপাধিবশাৎ তৎসংসর্গিত্বপ্রতিভাসো বন্ধঃ স্বস্বরূপজ্ঞানেন তু স্বরূপাজ্ঞানতৎকার্য্যবুদ্ধ্যাদ্যুপাধিনিবৃত্ত্যা তন্নিমিত্তনিখিলভ্রমনিবৃত্তৌ নির্মুক্তনিখিলভাস্যোপরাগতয়া শুদ্ধস্য স্বপ্রকাশপরমানন্দতয়া পূর্ণস্যাত্মনঃ স্বত এব কৈবল্যং মোক্ষ ইতি, ন বন্ধমোক্ষয়োর্বৈয়ধিকরণ্যাপত্তিঃ, অতএব নামমাত্রে বিবাদ ইত্যপাস্তম্। ভাস্যভাসকয়োরেকত্বানুপপত্তেঃ, দুঃখী স্বব্যতিরিক্তভাস্যঃ ভাস্যত্বাদ্ঘটবদিত্যনুমানাৎ, ভাস্যস্য ভাসকত্বাদর্শনাৎ, একস্যৈব ভাস্যত্বে ভাসকত্বে চ কর্ত্তৃ-কর্ম্মবিরোধাৎ। আত্মনঃ কথমিতি চেৎ ন, তস্য ভাসকত্বমাত্রাভ্যুপগমাৎ। অহং দুঃখীত্যাদিবুদ্ধিসহিতাহঙ্কারভাসকত্বেন তস্য কদাপি ভাস্যকোটাবপ্রবেশাৎ, অতএব দুঃখী

ন স্বাতিরিক্তভাসকাপেক্ষঃ ভাসকত্বাৎ দীপবদিতি, অনুমানমপি ন ভাস্যত্বেন স্বাতিরিক্তভাসক-সাধকেন প্রতিরোধাৎ। ভাসকত্বঞ্চ ভানকরণত্বং স্বপ্রকাশভানরূপত্বং বা। আদ্যে দীপস্যেব করণান্তরানপেক্ষত্বেঽপি স্বাতিরিক্তভানসাপেক্ষত্বং দুঃখিনো ন ব্যাহন্যতে, অন্যথা দৃষ্টান্তস্য সাধ্যবৈকল্যাপত্তেঃ দ্বিতীয়ে ত্বসিদ্ধো হেতুরিত্যধিকবলতয়া ভাস্যত্বহেতুরেব বিজয়তে বুদ্ধিবৃত্ত্যতিরিক্তভানানভ্যুপগমাৎ। বুদ্ধিরেব ভানরূপেতি চেৎ ন, ভানস্য সর্ব্বদেশকালানুস্যূততয়া ভেদকধর্ম্মশূন্যতয়া চ বিত্যোনি ত্যস্যৈকস্য চানিত্যপরিচ্ছিন্নানেকরূপবুদ্ধিপরিমাণাত্মকত্বানুপপত্তেঃ, উৎপত্তিবিনাশাদিপ্রতীতেশ্চাবশ্যকল্প্যবিষয়সম্বন্ধবিষয়তয়াপ্যুপপত্তেঃ অন্যথা তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তি-বিনাশভেদাদিকল্পনায়ামতিগৌরবাপত্তেরিত্যাদ্যন্যত্র বিস্তরঃ। তথাচ শ্রুতি। "নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্ব্বি-পরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বাৎ আকাশবৎ, সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব তদেতদ্ব্রহ্মাপূর্ব্বমনপরমনন্তরমবাহ্যময়মাত্মা ব্রহ্মসর্ব্বানুভূঃ" ইত্যাদ্যা বিভুনিত্যস্ব-প্রকাশজ্ঞানরূপতামাত্মনো দর্শয়তি। এতেনাবিদ্যালক্ষণাদপ্যুপাধের্ব্যতিরেকঃ সিদ্ধঃ অতোঽসত্যোপাধিনিবন্ধনবন্ধভ্রমস্য সত্যাত্মজ্ঞানান্নিবৃত্তৌ মুক্তিরিতি সর্ব্বমবদাতম্। পুরুষর্ষভেতি সম্বোধয়ন্ স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপত্বেন পুরুষত্বং পরমানন্দরূপত্বেন চাত্মন ঋষভত্বম্। সর্ব্বদ্বৈতাপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠত্বমজ্ঞানেনৈব শোচসি, অতঃ স্বরূপজ্ঞানাদেব তব শোকনিবৃত্তিঃ সুকরা। "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতিরিতি সূচয়তি। অত্র পুরুষমিত্যেকবচনেন সাঙ্খ্যপক্ষো নিরাকৃতঃ তৈঃ পুরুষ-বহুত্বাভ্যুপগমাৎ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—তিতিক্ষাফলং প্রত্যক্ষমেবেত্যাহ যং হীতি। এতে মাত্রাস্পর্শাঃ প্রাক্ ব্যাখ্যাতরীত্যা ত্রিবিধা অপি যং জাগ্রতি স্বপ্নে অসম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ বা ন ব্যথয়ন্তি স্বাস্থ্যাৎ প্রচাবয়ন্তি। পুরুষং পুর্ষ্টাসু বসতীতি পুরুষস্তম্। পুরশ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি খলু পঞ্চ, তথা পরাণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, মন আদিচতুষ্টয়ঞ্চ, প্রাণাদিপঞ্চকমথো বিয়দাদিকঞ্চ, কামাশ্চ কর্ম্ম চ, তমঃ পুনরষ্টমী পুরিতি প্রসিদ্ধাঃ। যদ্বা স্থূলসূক্ষ্মোপাধিমধ্যে এব ইতরানামন্তর্ভাবাদত্র পুরিতি তম এব গ্রাহ্যম্। তেন কারণোপাধেরপি আত্মনো বিবিক্তত্বং দর্শিতম্। পুরুষর্ষভেতি ত্বমপোত্থ্যমনুভবিতুং যোগ্যোঽসি সর্ব্বপুরুষশ্রেষ্ঠত্বাদিতি সূচয়তি। উপাধিত্রয়ত্যাগাদেব সমে দুঃখসুখে যস্য তম্, নহি সমাধিস্থস্য সুখায় দুঃখায় বা শীতোষ্ণস্পর্শৌ ভবত ইতি যুক্তমস্য সমদুঃখসুখত্বম্, ধীরং ধ্যায়িনং যোগিনং ন ব্যথয়ন্তি, সোঽমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—এবং বিচারেণ তত্তৎসহনাভ্যাসে সতি তে বিষয়ানুভবাঃ কালে কিল নাপি দুঃখয়ন্তি। যদিচ ন দুঃখয়ন্তি তদায়মুক্তঃ স্বপ্রত্যাসন্নৈবেত্যাহ যমিতি। অমৃতত্বায় মোক্ষায়॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও ভাষ্যকার পূজনীয় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন,—শীতোষ্ণাদি সুখ-দুঃখপ্রদ ও অচিরস্থায়ী। তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না-

করিয়া ধীরভাবে ও অবিকৃতচিত্তে তৎসমস্ত সহ্য করিতে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর এবং তাদৃশ অভ্যাস মোক্ষরূপ মহাফলপ্রদ। কষ্টসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান জনিত দুঃখ এবং আত্মীয় কুটুম্বাদি প্রিয়জনবর্গের সঙ্গজনিত সুখ উভয়ই যিনি তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন; অর্থাৎ দুঃখের আবির্ভাবে যাঁহার বদনকমল বিশুষ্ক না হয়, অথবা সুখের সমাগমে যাঁহার মুখমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল না হয়, সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষই মোক্ষপদের যথোপযুক্ত পাত্র।

হে হৃদয়সখে! নিদাঘের নিদারুণ তাপে স্বেদবারি-পরিপ্লুত-কলেবর এবং পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ হইয়া মানব যৎপরোনাস্তি যাতনা বোধ করে। আবার জলদজাল-সমাচ্ছন্ন প্রাবৃট্‌কালীন নভোমণ্ডলের তামসী দশা সন্দর্শনে, করকাভিঘাত জনিত যাতনায়, বা বিগলিত বারিধারাসিক্তশরীর মানব নিতান্ত কাতর হইয়া থাকে। আবার হিমকণা-সম্পৃক্ত-শীতকালে কম্পিতকায় ও বিকলেন্দ্রিয় হইয়া মনুষ্য অশেষরূপে পীড়িত হয়। কালান্তরে দেখ মৃদুমন্দ মলয়মারুত স্পর্শে ঐ মানব পরমানন্দ উপভোগ করে এবং শীতকাতর-ব্যক্তি উত্তাপলাভের নিমিত্ত উৎসুক হয়। হে বিমুগ্ধ ভ্রাতঃ! এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখিলেই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, শীতোত্তাপাদি বাহ্যবিষয় জনিত যে হর্ষবিষাদ তাহা আমাদিগের ইন্দ্রিয়গ্রাম কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয় এবং ইন্দ্রিয়-বৃত্তির আধারভূত দেহই তাহাতে অভিভূত হয়। দেহস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মরূপ যে পরম-পুরুষ, বাহ্যব্যাপার জনিত সুখ ও দুঃখ কদাচ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। জ্ঞানহীন সামান্য জনসাধারণই এই সকল ব্যাপারে বিচলিত হয়, কিন্তু যাঁহারা বিজ্ঞ ও অসামান্য মনুষ্য তাঁহারা কদাপি এবংবিধ বাহ্যবিষয়জনিত সুখদুঃখে অবসন্ন হন না। সামান্য বাহ্যব্যাপারে যাহারা বিচলিত হয়, অচিরস্থায়ী বায়ুবিকম্পনে বা শীত-গ্রীষ্মাগমে, অথবা বারি-পাতে যাহারা হৃষ্ট বা দুঃখিত হয়, তাহারা নিতান্ত অধীর ও জ্ঞানালোকবিহীন মানব। তুচ্ছ ও বিনাশশীল বাহ্যবিষয়ই তাহারা পরম পদার্থ বোধে তাহারই প্রতীকার বিধানার্থ বিঘূর্ণিত হইয়া থাকে এবং আপনাদের অধোগতির পথে অধিকতর অগ্রসর হয় মাত্র। কিন্তু যে ধীর ব্যক্তি এই অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য বাহ্যবিষয় সমূহ অবজ্ঞা সহকারে উপেক্ষা করিতে সক্ষম, সুখের প্রীতিপ্রদ সংস্পর্শ ও দুঃখের পরুষ সঙ্ঘর্ষণ যিনি অবিকৃতভাবে সহ্য করিতে সমর্থ

এবং সুখ ও দুঃখ সমান বোধে, যিনি আকাঙ্ক্ষাপরিশূন্য, সেই উদারচরিত সাধু পুরুষ অবশ্যই পারলৌকিক উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়া মুক্তপুরুষ হইবেন সন্দেহ নাই। হে সোদর-প্রতিম সুহৃদ্! তুমি ধীরকুলোত্তম ও পরম-জ্ঞানবান্; সামান্য জনগণের ন্যায় সামান্য বিষয়ে অভিভূত হইও না, এবং স্বকীয় অধোগতির পথ মুক্ত করিও না। বিজ্ঞ ও সুধীর পুরুষের ন্যায় তুচ্ছ হৃদয়াবসাদ পদবিদলিত কর এবং কেবল জগতীতলে যশোলাভ নহে পরলোকেও পরমপদ প্রাপ্তির উপায় কর।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিতরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন। যখন পূর্ব্বশ্লোকে অন্তঃকরণই সুখ-দুঃখাদির আশ্রয়রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, তখন কর্ত্তৃত্ব, ও ভোক্তৃত্ববশতঃ তাহাকেই চৈতন্যময় স্বীকার করিতে হইবে, কিন্তু অন্তঃকরণাতিরিক্ত অথচ অন্তঃকরণ-প্রকাশকরূপ যে স্বতন্ত্র কোন আত্ম-পদার্থ আছে এরূপ কোন প্রমাণও লক্ষিত হয় না, সুতরাং অন্তঃকরণ ও আত্মা এই উভয়ের পরস্পর কেবল নামগতই বিবাদ, বাস্তবিক এই উভয়ের কোন প্রভেদ নাই। যুক্তিদ্বারা এরূপ সিদ্ধান্তই যদি সর্ব্ববাদি-সম্মত হয়, তবে যাহার বন্ধন তাহারই মুক্তি এই চিরন্তন নিয়মের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে; কারণ সুখ-দুঃখাদির অধিষ্ঠাতা বলিয়া অন্তঃকরণই বন্ধনের আশ্রয়; জীবে তাহা লক্ষিত হয় না, অথচ মুক্তিলাভ জীবেরই হইয়া থাকে। আত্ম-বিস্মৃত অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা কল্পনা করিয়া ভগবান্ বলিতেছেন, হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন! যিনি সুখ-দুঃখাদিকে সমান রূপে জানিয়াছেন এবং বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিরূপে যিনি আপনাকে কল্পনা করিয়াছেন, শীতোষ্ণাদিরূপ ক্ষণিক-সুখ-দুঃখদাতা এই ইন্দ্রিয় সকল, তাদৃশ জ্ঞানবান্ পুরুষকে ব্যথিত অর্থাৎ বিকৃত করিতে সমর্থ নহে। যে হেতু বিকৃতি ভাবাপন্ন বস্তু সকল পুরুষেতেই কল্পিত, কিন্তু পুরুষ তদ্দ্বারা বিকৃত নহেন। শ্রুতিও বলিয়াছেন —"যেমন সূর্য্যদেব সর্ব্ব-লোকেরই চক্ষু অর্থাৎ চাক্ষুষজ্ঞানের প্রকাশক অথচ তিনি স্বয়ং চাক্ষুষ দোষে দূষিত নহেন, তদ্রূপ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা একমাত্র পুরুষ লৌকিক সুখ-দুঃখাদির প্রকাশক হইলেও তিনি সুখ-দুঃখাদিতে লিপ্ত নহেন। অতএব সম দুঃখ-সুখ সেই পুরুষই "সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মই আমার স্বরূপ" এরূপ জ্ঞান দ্বারা সর্ব্ব দুঃখের নিদান স্বরূপ অজ্ঞানের নিবৃত্তি

পূর্ব্বক নিখিল দ্বৈতজ্ঞান বিরহিত স্বপ্রকাশরূপ পরমানন্দময় মোক্ষ পথের যোগ্য। যদি আত্মার বন্ধন স্বাভাবিকই হয়, তবে ধর্ম্মির নিবৃত্তি না হইলে স্বাভাবিক ধর্ম্ম কদাপি নিবৃত্ত হয় না; তখন স্বাভাবিক সুখ-দুঃখাদিধর্ম্মে বদ্ধ আত্মার মুক্তির কল্পনা কেবল কল্পনা রূপেই পর্য্যবসিত। শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে, "যদি আত্মা কর্ত্তৃত্বাদি দ্বারা স্বভাবতঃই বদ্ধ হইয়া থাকেন, তবে তাদৃশ আত্মার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করা কদাপি উচিত নহে। কেন না সূর্য্যের উষ্ণতার ন্যায় স্বাভাবিক ধর্ম্ম কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না।" অতএব কর্ত্তৃত্বাদিবশতঃ আত্মার বন্ধন স্বতঃ সিদ্ধ নহে, তাহা মন ও বুদ্ধিপ্রভৃতি উপাধিদ্বারা আরোপিত মাত্র। "মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত সংযুক্ত হইয়া আত্মা সুখ-দুঃখাদি বিষয় সকল ভোগ করিতেছেন" মনীষিগণও এরূপই বলিয়াছেন।

যদি বল ধর্ম্মিসত্ত্বেও ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, সুতরাং আত্মা সত্ত্বেও বন্ধনাদি ধর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইয়া আত্মার মুক্তি হইবে। হে বয়স্য অর্জ্জুন! ইহাও তোমার ভ্রান্তিমাত্র, কারণ "যে, স্বধর্ম্ম অন্যের ধর্ম্মরূপে প্রকাশিত করে, তাহার নাম উপাধি" এরূপ লক্ষণাক্রান্ত বুদ্ধ্যাদি উপাধিগণই স্বধর্ম্ম বন্ধনাদি আত্মাতে আরোপিত বা প্রকাশিত করিতেছে, আত্মার কখনও স্বাভাবিক বন্ধন নাই। যখন আত্মার বন্ধন বুদ্ধ্যাদি উপাধি দ্বারা আরোপিত তখন তাহা মিথ্যা স্বীকার করিতে হইবে। যেমন জবা পুষ্পসন্নিধানে স্ফটিকমণিতে রক্তিমা প্রতীত হয় তাহা কদাচিতও সত্য নহে, কারণ তাহা জবা কুসুমেরই ধর্ম্ম, উপাধিবশতঃ স্ফটিকে আরোপিত হয় মাত্র। তদ্রূপ সংসার-ধর্ম্মাস্পৃষ্ট আত্মার বন্ধনও বুদ্ধ্যাদি উপাধি বশতঃই প্রতীত হয়, সুতরাং তাহা ভ্রান্তি মাত্র। যখন আত্মার স্বরূপ জ্ঞান হইবে তখন বুদ্ধ্যাদি উপাধি নিবৃত্ত হইয়া তন্নিমিত্ত সুখ-দুঃখাদি রূপ নিখিল ভ্রমও নিবৃত্ত এবং স্বপ্রকাশরূপ পরমানন্দময় পূর্ণ আত্মার কৈবল্য অর্থাৎ মুক্তি স্বতঃই উৎপন্ন হইবে। অতএব অন্তঃকরণ গতবন্ধন ও জীবাত্মার মুক্তি এবংবিধ যে বৈয়ধিকরণ্যের আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলে তাহা সুস্পষ্টরূপে খণ্ডিত হইল এবং অন্তঃকরণ ও জীবাত্মার কেবল নাম মাত্রেই বিবাদ, তোমার এই আশঙ্কাও অপাকৃত হইল। কারণ যদি উভয়ই একই হয়, তবে ভাস্য ভাসত্বের অর্থাৎ অন্তঃকরণগত প্রকাশ্যত্ব, আত্মগত প্রকাশকত্বের অনুপপত্তি হইয়া পড়ে এবং তৎসঙ্গে কর্ম্মত্ব ও কর্ত্তৃত্ব বিঘটিত হইবে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি মহাশয় লিখিয়াছেন যে, ভীষ্মাদি জনিত সুখ-দুঃখাদি যদি আত্মারই স্বধর্ম্ম হইত তাহা হইলে সকল জীবেই তাহার আবির্ভাব হইত, কিন্তু দেখা যায় যে, ধীর অর্থাৎ ধ্যানশীল যোগিগণকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন, বা সমাধিকালে বাহ্যবিষয় সমূহ অণুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, তাঁহারা সকল কালেই সমভাবে থাকেন, সুতরাং কেমন করিয়া বলিবে যে, তাদৃশ সুখ-দুঃখ আত্মার স্বধর্ম্ম ? অষ্টপুরে (অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, মনাদি চতুষ্টয়, প্রাণাদি পঞ্চ, বিষয়াদি পঞ্চ, কাম, কর্ম্ম এবং তমঃ অর্থাৎ অবিদ্যা) ইহাতে যিনি বাস করেন তিনিই পুরুষ। তুমি পুরুষশ্রেষ্ঠ ; সুতরাং সকলই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ। প্রণিধান করিলে অবশ্যই সুখ-দুঃখে তোমার সমত্ব বোধ জন্মিবে। অতএব সাধুশীল সমাধিপ্রাপ্ত যোগির ন্যায় সুখ-দুঃখে নির্লিপ্ত হইয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হও এবং মুক্তিমার্গে বিচরণ কর ॥ ১৫ ॥

——০:‍:০:(:০——

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সত।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—অসতঃ (অবিদ্যমানস্য) ভাবঃ (সত্তা) ন বিদ্যতে সতঃ (বিদ্যমানস্য) অভাবঃ (নাশঃ) ন [বিদ্যতে] তত্ত্বদর্শিভিঃ (ব্রহ্ম-যাথার্থ্যবেদিভিঃ) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (সদসতোশ্চ) তু অন্তঃ (শেষঃ) দৃষ্টঃ (উপলব্ধঃ) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অনিত্য বস্তুর বিদ্যমানতা নাই নিত্য-বস্তুর [নাশ] নাই তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্নগণ-কর্ত্তৃক এই দুয়ের শেষ পর্য্যালোচিত ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—শীতোষ্ণাদি অনিত্য বস্তুর আত্মাতে বিদ্যমানতা নাই সৎস্বরূপ আত্মার নাশ নাই। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ শীতোষ্ণাদি অসৎ বস্তু এবং আত্মস্বরূপ সৎবস্তু এতদুভয়ের চরম অবধারণ করিয়াছেন।

অর্থাৎ আত্মা অবিনাশী এবং সুখ-দুঃখাদি অচিরস্থায়ী ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে অবধারণ করিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।— ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যুক্তং, যস্মাৎ নাসত ইতি। নাসতোঽবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেঃ সকারণস্য ন বিদ্যতে নাস্তি ভাবো ভবনমস্তিতা। ন হি শীতোষ্ণাদি সকারণং প্রমাণৈর্নিরূপ্যমাণং বস্তু সম্ভবতি বিকারো হি সঃ বিকারশ্চ ব্যভিচরতি, যথা ঘটাদিসংস্থানং চক্ষুষা নিরূপ্যমানং মৃদ্ব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসৎ, তথা সর্ব্বো বিকারঃ কারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসন্‌জন্মপ্রধ্বংসাভ্যাং প্রাগূর্দ্ধঞ্চানুপলব্ধেঃ, কার্য্যস্য ঘটাদের্মৃদাদি-কারণস্য, তৎকারণস্য চ তৎকারণব্যতিরেকেণানুপলব্ধেরসত্ত্বং, তদসত্ত্বে সর্ব্বাভাবপ্রসঙ্গ ইতি চেন্ন, সর্ব্বত্র বুদ্ধিদ্বয়োপলব্ধেঃ, সদ্বুদ্ধিরসদ্বুদ্ধিরিতি। যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি তৎ সৎ, যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ, ইতি সদসদ্বিভাগে বুদ্ধিতন্ত্রে স্থিতে সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধী সর্ব্বৈরুপলভ্যেতে সামানাধি-করণ্যেন নীলোৎপলবৎ। সন্ ঘটঃ সন্ পটঃ সন্ হস্তীত্যেবং সর্ব্বত্র তয়োর্বুদ্ধ্যোর্ঘটাদিবুদ্ধি-র্ব্যভিচরতি, তথা চ দর্শিতং, ন তু সদ্বুদ্ধিঃ, তস্মাৎ ঘটাদিবুদ্ধিবিষয়োঽসন্ ব্যভিচারাৎ, ন তু সদ্বুদ্ধিবিষয়োঽব্যভিচারাৎ। ঘটে বিনষ্টে ঘটবুদ্ধৌ ব্যভিচরন্ত্যাং সদ্বুদ্ধিরপি ব্যভিচরতীতি চেৎ ন, পটাদাবপি সদ্বুদ্ধিদর্শনাৎ। বিশেষণবিষয়ৈব সা সদ্বুদ্ধিরতোঽপি ন বিনশ্যতি। অথসদ্বুদ্ধি-বৎ ঘটবুদ্ধিরপি ঘটান্তরে দৃশ্যতে ইতিচেন্ন পটাদাবদর্শনাৎ, সদ্বুদ্ধিরপি নষ্টে ঘটে ন দৃশ্যতইতি চেৎ ন, বিশেষ্যাভাবাৎ। সদ্বুদ্ধিঃ বিশেষণবিষয়া সতী বিশেষ্যাভাবে বিশেষণানুপপত্তৌ কিংবিষয়া স্যাৎ, ন তু পুনঃ সদ্বুদ্ধের্ব্বিষয়াভাবাৎ একাধিকরণত্বং ঘটাদিবিশেষ্যাভাবেন যুক্তমিতি চেৎ ন, সদিদমুদকমিতি মরীচ্যাদাবন্যতরাভাবেঽপি সামানাধিকরণ্যদর্শনাৎ, তস্মাদ্দেহাদের্দ্বন্দ্বস্য চ সকারণ-স্যাসতো ন বিদ্যতে ভাব ইতি। তথা সতশ্চ আত্মনঃ অভাবোঽবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রা-ব্যভিচারাদিত্যবোচাম, এবমাত্মানাত্মনোঃ সদসতোরুভয়োরপি দৃষ্টঃ উপলব্ধোঽন্তো নির্ণয় সৎ সদেব, অসদসদেবেতি তু অনয়োর্যথোক্তয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। তদিতি সর্ব্বনাম সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্ম, তস্য নাম, তদিতি তদ্ভাবস্তত্ত্বং ব্রহ্মণো যাথার্থ্যং, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে তত্ত্বদর্শিনস্তৈস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। ত্বমপি তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীনি নিয়তানিয়তরূপাণি দ্বন্দ্বানি বিকারোঽয়মসন্নেব মরীচিজলবন্মিথ্যাবভাসতে ইতি মনসি ব্যস্য তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—অধিকারিবিশেষণে তিতিক্ষুত্বে হেত্বন্তরপরত্বেনোত্তরশ্লোকমব-তারয়তি ইতশ্চেতি। ইতঃশব্দার্থমেব স্ফুটয়তি যস্মাদিতি। যতঃ শীতাদেঃ ক্লেশাদি-হেতোরনাত্মনো নাস্তি বস্তুত্বং বস্তুনশ্চাত্মনো নির্ব্বিকারত্বেনৈকরূপত্বং অতো মুমুক্ষোর্ব্বিশেষণং তিতিক্ষুত্বং যুক্তমিত্যাহ নেত্যাদিনা। কার্য্যস্যাসত্ত্বেঽপি কারণস্য সত্ত্বেনাত্যন্তাসত্ত্বাসিদ্ধি-রিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি সকারণস্যেতি। নাসত ইত্যুপাদায় পুনর্নকারানুকর্ষণমন্বয়ার্থম্। অসতঃ শূন্যস্যাস্তিত্বপ্রসঙ্গাভাবাদপ্রসক্তপ্রতিষেধপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। বিমত-মতাত্বিকমপ্রামাণিকত্বাৎ। রজ্জুসর্পবৎ, ন হি ধর্ম্মিগ্রাহকস্য প্রত্যক্ষাদেস্তত্ত্ববেদকং প্রামাণ্যং

হয্যন্তে বিবয়ন্ত [illegible] বক্তামত্যর্থঃ। কথং পুনরব্যথাদি [illegible] শীতো- [illegible] বিকারো ভাতি। তথ্যচ বিষতং মিথ্যা আগমা- [illegible] বাচারম্ভণশব্দেঃ, দ্বৈতমিথ্যাত্বে অনুগ্রাহ- [illegible] বিকল্যাদ্যং [illegible] যথোক্ত। [illegible] ভিদাতে কার্য্যাদিঘটবদিত্যর্থঃ। [illegible] হতোঽপি [illegible] জ্যায়াদিত্যা- [illegible]

[illegible]

নীলোৎপল। ন হি সামান্যবিশেষয়োর্ভেদেঽভেদে চ ভাস্বাবো [illegible] চ বিরুদ্ধাবাস্তো জাতিব্যক্ত্যোঃ সামানাধিকরণ্য নীলোৎপলয়োরিব ন [illegible] কিং [illegible] কল্পিত- মিত্যেকনিষ্ঠামিত্যর্থঃ। সামান্যবিশেষয়োরুক্তত্বাৎ গুণগুণ্যাদি [illegible] বমিতি। তুল্যো হি তত্রাপি বক্তব্যোধ্যাহর্তি ভাবঃ। সামানাধিকরণ্যাদি [illegible] সামান্যবিশেষাবিতি পক্ষং প্রাতিক্ষিপ্য বিশেষাবেব বস্তুনীতি পক্ষং প্রাতিক্ষিপতি [illegible] বুদ্ধিবৰ্ণ [illegible] ব্যভিচারোঽপি কথং ব্যাবৃত্তানাং বিশেষাণামনস্থ [illegible] ইত্যাদাবিতি শেষঃ। ন চৈকং বস্তু সামান্যবিশেষাত্মক [illegible] দ্বৈধা [illegible] সামান্য- মেকমেব বস্তুতত্ত্বমেবাভিচারাৎ। বোধস্যাপি সত্যত্বাদিত্যাহ নাস্তি। ব্যভিচরতীতি।

পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। বিশেষাণাং [ব্য]ভিচারিত্বে সতশ্চাব্যভিচারিত্বে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। অসত্ত্বং কল্পিতত্বম্। তদেবার্থমেব স্ফোরয়তি ব্যভিচারাদিতি। সদ্বুদ্ধিবিষয়স্য সতোঽকল্পিতত্বে তচ্ছব্দোক্তার্থমেব হেতুমাহ অব্যভিচারাদিতি। সদ্বুদ্ধিব্যভিচারদ্বারা বোধ্যস্যাপি ব্যভিচারাৎ তদব্যভিচারিত্বহেতোরসিদ্ধিরিতি শঙ্কতে ঘটে বিনষ্টইতি। সদ্বুদ্ধের্ঘটমাত্রবুদ্ধিবদ্ঘটবিষয়ত্বাভাবান্ন ঘটনাশে ব্যভিচারোঽস্তি ইতি পরিহরতি ন পটাদাবিতি। সদ্বুদ্ধেরঘটবিষয়ত্বে নিরালম্বত্বাযোগাৎ বিষয়ান্তরং বক্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিশেষণেতি। সতোঽকল্পিতত্বহেতোরব্যভিচারিত্বস্যাসিদ্ধিমুদ্ধৃত্য বিশেষাণাং কল্পিতত্বহেতোর্ব্যভিচারিত্বস্যাসিদ্ধিং শঙ্কতে সদিতি। যথা সদ্বুদ্ধির্ঘটে নষ্টে পটাদৌ দৃষ্টত্বাৎ অব্যভিচারিণী, অব্যভিচারঃ সতো দর্শিতস্তথা ঘটবুদ্ধিরপি ঘটে নষ্টে ঘটান্তরে দৃষ্টেত্যব্যভিচারান্ন ঘটে ব্যভিচারাসিদ্ধৌ বিশেষান্তরেষ্বপি কল্পিতত্বহেতোঃ ব্যভিচারো ন সিধ্যতীত্যর্থঃ। ঘটবুদ্ধের্ঘটান্তরে দৃষ্টত্বেঽপি পটাদাবদৃষ্টত্বেন ব্যভিচারাৎ পটাদিবিশেষেষ্বপি ব্যভিচারিত্বসিদ্ধিরিত্যুত্তরমাহ ন পটাদাবিতি। বিশেষাণামেবং ব্যভিচারিত্বে সতোঽপি তদুপপত্তেরব্যভিচারিত্বহেতুসিদ্ধিতাদবস্থ্যমিতি শঙ্কতে সদ্বুদ্ধিরিতি। ঘটাদিনাশদেশে তদুপরক্তাকারেণ সত্ত্বাভানেঽপি নাসত্ত্বং ঘটাদ্যভাবাধিষ্ঠানত্বয়া ভানাদিত্যাহ ন বিশেষ্যেতি। যথা সর্ব্বগতা জাতিরিত্যত্র খণ্ডমুণ্ডাদিব্যক্ত্যভাবদেশে গোত্বং ব্যঞ্জকাভাবান্ন ব্যজ্যতে ন গোত্বাভাবাৎ, তথাসত্ত্বমপি ঘটাদিনাশে ব্যঞ্জকাভাবান্ন ভাতি স্বরূপাভাবাদিত্যুক্তমেব প্রপঞ্চয়তি সদিত্যাদিনা। সপ্রতিযোগিকবিশেষণত্বব্যভিচারেঽপি স্বরূপাব্যভিচারাদ্যুক্তং সতঃ সত্যত্বমিতি ভাবঃ। দ্বয়োঃ সতোরেব বিশেষণবিশেষ্যত্বদর্শনাৎ ঘটসতোরপি বিশেষণবিশেষ্যত্বে দ্বয়োঃ সত্ত্বধ্রৌব্যাৎ ঘটাদিবিকল্পিতত্বানুমানং সামানাধিকরণ্যধীবাধিতমিতি চোদয়তি একেতি। অনুভবমনুসৃত্য বাধিতবিষয়ত্বমুক্তানুমানস্য নিরস্যতি নেত্যাদিনা। ঘটাদেঃ সতি কল্পিতত্বানুমানস্য দোষরাহিত্যে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। প্রথমপাদব্যাখ্যানপরিসমাপ্তাবিতিশব্দঃ। ননু নেদং ব্যাখ্যানং ভাষ্যকারাভিপ্রেতং সর্ব্বদ্বৈতশূন্যত্ববিবক্ষায়াঃ শাস্ত্রতদ্ভাষ্যবিরোধাৎ, কেনাপি পুনর্দ্দুর্ব্বিদগ্ধেন স্বমনীষিকয়োৎপ্রেক্ষিতমেতদিতি চেৎ, নৈবং কিমিদং দ্বৈতশূন্যস্য শূন্যত্বং কিং তুচ্ছত্বং কিং সদ্বিলক্ষণত্বং ন্যাদ্যোঽনভ্যুপগমাৎ, দ্বিতীয়ানভ্যুপগমে তু তবৈব শাস্ত্রবিরোধো ভাষ্যবিরোধশ্চ সর্ব্বং হি শাস্ত্রং তদ্ভাষ্যঞ্চ দ্বৈতস্য সত্যত্বানধিকরণত্বসাধনেনাদ্বৈতসত্যত্বে পর্য্যবসিতমিতি ত্রৈবিদ্যবৃদ্ধৈস্তত্র তত্র প্রতিষ্ঠাপিতং। তথা চ প্রক্ষেপাশঙ্কা সম্প্রদায়পরিচয়াভাবাদিতি দ্রষ্টব্যম্। অনাত্মজাতস্য কল্পিতত্বেনাবস্তুত্বপ্রতিপাদনপরতয়া প্রথমপাদং ব্যাখ্যায় দ্বিতীয়পাদমাত্মনঃ সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানস্যাকল্পিতত্বেন বস্তুত্বপ্রসাধনপরতয়া ব্যাকরোতি তথেতি। নন্বাত্মনঃ সদাত্মনো বিশেষেষু বিনাশিষু তদুপরক্তস্য বিনাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিষ্টনাশেঽপি স্বরূপানাশস্যোক্তত্বান্নৈবমিত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। ননু কদাচিদসদেব পুনঃ সত্ত্বমাপদ্যতে প্রাগসতো ঘটস্য জন্মনা সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ, সচ্চ কদাচিদসত্ত্বং প্রতিপদ্যতে স্থিতিকালে সতো ঘটস্য পুনর্নাশেনাসত্ত্বাঙ্গীকারাদেবং সদসতোরব্যবস্থিতত্বাবিশেষাদুভয়োরপি হেয়ত্বমুপাদেয়ত্বং বা তুল্যং স্যাদিতি তত্রাহ এবমিতি। তুর্ব্বস্তো দৃষ্টপথেন সন্নধ্যমানৌ দৃষ্টিমবধারয়তি, নহি প্রাগসতো ঘটস্য সত্ত্বমসত্ত্বে স্থিতে

সত্ত্বপ্রাপ্তিবিরোধাদসত্ত্বনিবৃত্তিশ্চ সত্ত্বপ্রাপ্ত্যা চেৎ প্রাপ্তমিতরেতরাশ্রয়ত্বমন্তরেণৈব সত্ত্বাপত্তিম-সত্ত্বনিবৃত্ত্যা সত্ত্বমনবকাশি ভবেৎ, এতেন সতোঽসত্ত্বাপত্তিরপি প্রতিজ্ঞাতেতি ভাবঃ। কথং তর্হি সতোঽসত্ত্বমসতশ্চ সত্ত্বং প্রতিভাতি ইত্যাশঙ্ক্য তত্ত্বদর্শনাভাবাদিত্যাহ তত্ত্বেতি। তস্য ভ্রান্তত্বং ন চ তচ্ছেদেন পরামর্শযোগ্যং কিঞ্চিদস্তি। প্রকৃতং প্রতিনিয়তমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে উভয়োরিত্যাদিনা। নন্ সদসতোরন্যথাত্বং কেচিৎ প্রতিপদ্যন্তে কেচিত্তু তয়োরুক্তনির্ণয়মনুসৃত্য তথাত্বমবগচ্ছন্তি তত্র কেষাং মতমাস্থেয়মিতি তত্রাহ ত্বনয়োরিতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—যত্ত্বাত্মনাং নিত্যত্বং দেহানাং স্বাভাবিকং নাশিত্বঞ্চাশোকনিমিত্তমুক্তং "গতাসূনগতাসূংশ্চনানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ" ইতি তদুপপাদয়িতুমারভতে নাসত ইতি। অসতো দেহস্য সদ্ভাবো ন বিদ্যতে সতশ্চাত্মনো নাসদ্ভাবঃ, উভয়োর্দেহাত্মনোরুপলভ্যমানয়োর্যথোপলব্ধি তত্ত্বদর্শিভিরন্তো দৃষ্টঃ নির্ণয়ান্তত্বান্নিরূপণস্য, নির্ণয় ইহান্তশব্দেনোচ্যতে। দেহস্যাচিদ্বস্তুনোঽসত্ত্বমেব স্বরূপম্ আত্মনশ্চেতনস্য সত্ত্বমেব স্বরূপমিতি নির্ণয়ো দৃষ্ট ইত্যর্থঃ। বিনাশস্বভাবো হ্যসত্ত্বম্ অবিনাশস্বভাবশ্চ সত্ত্বম্। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণ; "তস্মান্ন বিজ্ঞানমৃতেঽস্তি কিঞ্চিৎ ক্বচিৎ কদাচিদ্দ্বিজ বস্তুজাতম্. জ্ঞানং যথা সত্যমসত্যমন্যৎ।" "অনাশী পরমার্থশ্চ প্রাজ্ঞৈরভ্যুপগম্যতে, তত্তু নাশি ন সন্দেহো নাশিদ্রব্যোপপাদিতং। যত্তু কালান্তরেণাপি নান্যসংজ্ঞামুপৈতি বৈ। পরিণামাদিসম্ভূতং তদ্বস্তু নৃপ তচ্চ কিম্।" ইতি। অত্রাপি অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ", "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যুচ্যতে। তদেব সত্ত্বাসত্ত্বব্যপদেশ-হেতুরিতি গম্যতে। অত্র তু নাসৎকার্য্যবাদস্যাবসরঃ তদনুপযোগাৎ শ্লোকঃ। দেহাত্ম-স্বভাবাজ্ঞানমোহিতস্য তন্মোহশান্তয়ে হ্যুভয়োর্নাশিত্বানাশিত্বরূপস্বভাব বিবেক এব বক্তব্যঃ। স এব "গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি" ইতি প্রস্তুতঃ স এব, "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি", "অন্তবন্তঃ ইমে দেহাঃ" ইত্যনন্তরমুপপাদিত ইতি অতো যথোক্ত এবার্থঃ ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—ইতশ্চ শোকমোহাবকৃত্বা শীতোষ্ণাদিসহনং যস্মাদুক্তং, নাসত ইতি। অসত অবিদ্যমানস্য রজ্জুসর্পবৎ দৃষ্টনষ্টস্বভাবস্য জগতঃ ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা পরমার্থস্য সতঃ আত্মনঃ অভাবঃ অবিদ্যমানতা ন বিদ্যতে সর্ব্বত্রানাশিত্বাৎ। অনয়োঃ সদসতোঃ দৃষ্ট উপলব্ধঃ অন্তঃ নিশ্চয়ঃ তত্ত্বদর্শিভিরিত্যর্থঃ। তস্মাৎ তত্ত্বদর্শিনাং দৃষ্টিমাশ্রিত্য শোকং মোহঞ্চ হিত্বা শীতোষ্ণাদীংস্তিতিক্ষস্বেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—নন্ তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢব্যং অত্যন্তং তৎ সহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদবিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সৎস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে, এবমুভয়োঃ সদ-স

সতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ। কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভিঃ বস্তুযাথার্থ্যবেদিভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ॥ ১৬॥

বলদেব।—তদেবং ভগবতা পার্থস্যাস্থানশোচিকত্বেন তৎপাণ্ডিত্যমাক্ষিপ্তম্ শোক-শূরঞ্চ স্বোপাসনমেব তচ্ছোপাস্যোপাসকভেদঘটিতমিত্যুপাস্যাজ্জীবাংশিনঃ স্বস্মাদুপাসকানাং জীবাংশানাং তাত্ত্বিকং দ্বৈতমুপদিষ্টম্। অথ সদাত্মকত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং দীপোপমেনেত যুক্তঃ প্রপঞ্চেদিত্যাদাবংশস্বরূপস্যানস্তাংশিস্বরূপজ্ঞানোপযোগিত্বশ্রবণাৎ তদাদৌ সনিষ্ঠাদীন্ সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষেণোপদেশ্যং, তচ্চ দেহাত্মনোর্বৈধর্ম্ম্যনিয়মস্থরা ন স্থাদিতি তদ্বৈধর্ম্ম্যবোধায়ারভ্যতে নাসত ইত্যাদিভিঃ। অসতঃ পরিণামিনো দেহাদের্ভাবোহপরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। সতোঽপরিণামিন আত্মনস্তভাবঃ পরিণামিত্বং ন বিদ্যতে। দেহাত্মনৌ পরিণামাপরিণামস্বভাবৌ ভবতঃ। এবমুভয়োরসৎসচ্ছব্দিতয়োর্দেহাত্মনোরন্তো নির্ণয়স্তত্ত্বদর্শিভিস্তত্তভয়স্বভাববেদিভিঃ পুরুষৈর্দৃষ্টোঽনুভূতঃ। অত্রাসচ্ছব্দেন বিনশ্বরং দেহাদি জড়ং সচ্ছব্দেন চ বিনশ্বরমাত্মচৈতন্যমুচ্যতে। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি নির্ণীতং দৃষ্টম্। "জ্যোতীংষি ! বিষ্ণুর্ভুবনানি বিষ্ণুঃ" ইত্যুপক্রম্য "যদস্তি যন্নাস্তি চ বিপ্রবর্য্য" ইত্যস্তিনাস্তি শব্দবাচ্যমেতৎ ... বস্বস্তি কিং কুত্রচিদিত্যাদিভির্নিরূপিতং। তত্র নাস্তিশব্দবাচ্যং ... চৈতন্যমিতি স্বয়মেব বিবৃতম্। সৎ সৎকার্য্যবাদস্থাপনায়ৈতৎ পদ্যমিত্যাহুস্তন্নিরবধানম্। দেহাত্ম-স্বভাবানভিজ্ঞানমোহিতম্ প্রতি তন্মোহবিনিবৃত্তয়ে তৎস্বভাবাভিজ্ঞাপনস্য প্রকৃতত্বাৎ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—নম্ন ভবতু পুরুষৈকত্বং তথাপি তস্য সংসারস্য জড়দৃষ্টিরূপঃ সত্য এব সংসারঃ, তথাচ শীতোষ্ণাদিসুখ-দুঃখকারণে সতি তদুদ্ভোগস্যানপ্রকারাৎ সত্যস্য চ জ্ঞানাদ্বিনাশানুপপত্তেঃ কথং তিতিক্ষা, কথং বা সোঽমৃতত্বায় কল্পতে? ইতি চেৎ, ন। কৃৎস্নস্যাপি দ্বৈতপ্রপঞ্চস্যাত্মনি কল্পিতত্বেন তজ্জ্ঞানাদ্বিনাশোপপত্তেঃ, শুক্তৌ কল্পিতস্য রজতস্য শুক্তিজ্ঞানেন বিনাশবৎ, কথং পুনরাত্মানাত্মনোঃ প্রতীতাবিশেষে আত্মবদনাত্মাপি সত্যো ন ভবেৎ, অনাত্মবদাত্মাপি মিথ্যা ন ভবেৎ, উভয়োস্তুল্যযোগ-ক্ষেমত্বাদিত্যাশঙ্ক্য বিশেষমাহ ভগবান্ নেতি। যৎ কালতো দেশতো বস্তুতো বা পরিচ্ছিন্নং তদসৎ, যথা ঘটাদি জন্মবিনাশশীলং প্রাক্কালেন উত্তরকালেন চ পরিচ্ছিদ্যতে ধ্বংসপ্রাগভাবপ্রতি-যোগিত্বাৎ, কদাচিৎ কালপরিচ্ছিন্নমিত্যুচ্যতে, এবং দেশপরিচ্ছিন্নমপি তদেব মূর্ত্তত্বেন সর্ব্ব-দেশাবৃত্তিত্বাৎ কালপরিচ্ছিন্নস্য দেশপরিচ্ছেদনিয়মেঽপি দেশপরিচ্ছিন্নত্বেনাভ্যুপগমস্য পর-মাণ্বাদেস্তার্কিকৈঃ কালপরিচ্ছেদানভ্যুপগমাৎ, দেশপরিচ্ছেদোঽপি পৃথগুক্তঃ, স চ কিঞ্চি-দ্দেশবৃত্তিত্বরূপাত্যন্তাভাবঃ, এবং সজাতীয়ভেদো বিজাতীয়ভেদঃ স্বগতভেদশ্চেতি ত্রিবিধো ভেদো বস্তুপরিচ্ছেদঃ। যথা, বৃক্ষস্য বৃক্ষান্তরাচ্ছিলাদেঃ পত্রপুষ্পাদেশ্চ ভেদঃ, অথবা জীবেশ্বরভেদো জীবানাং পরস্পরভেদঃ ঈশ্বরজগদ্ভেদো জগৎপরভেদ ইতি পঞ্চবিধো বস্তুপরিচ্ছেদঃ,

কালদেশাপরিচ্ছিন্নস্যাপ্যাকাশাদেস্তার্কিকৈর্ব্বস্তুপরিচ্ছেদাভ্যুপগমাৎ পৃথগ্ নির্দ্দেশঃ, এবং সাঙ্খ্যমতেঽপি যোজনীয়ম্। এতাদৃশস্য অসতঃ শীতোষ্ণাদেঃ কৃৎস্নস্যাপি প্রপঞ্চস্য ভাবঃ সত্তা পারমার্থিকত্বং স্বানূনসত্তাকং তাদৃশপরিচ্ছেদশূন্যত্বং ন বিদ্যতে ন সম্ভবতি, ঘটত্বাঘটত্বয়োরিব পরিচ্ছিন্নত্বাপরিচ্ছিন্নত্বয়োরেকত্র বিরোধাৎ। নহি দৃশ্যং কিঞ্চিৎকচিৎ কালে দেশে বস্তুনি বা নিষিধ্যতে অননুগমাৎ, নবা সদ্বস্তু কচিদ্দেশে কালে বস্তুনি বা নিষিধ্যতে সর্ব্বত্রানুগমাৎ। তথাচ সর্ব্বত্রানুগতে সদ্বস্তুনি অননুগতং ব্যভিচারি বস্তু কল্পিতং রজ্জুখণ্ড ইবানুগতে ব্যভিচারি সর্পধারাদিকমিতি ভাবঃ। নন্বু ব্যভিচারিণঃ কল্পিতত্বং সদ্বস্তুনি কল্পিতং স্যাৎ, তস্যাপি তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন ব্যভিচারিত্বাদিত্যত আহ নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি। সদধিকরণকভেদপ্রতিযোগিত্বং হি বস্তুপরিচ্ছিন্নত্বং, তচ্চ ন তুচ্ছব্যাবৃত্তত্বেন তুচ্ছশশবিষাণাদৌ সত্তাযোগাৎ, "সত্ত্যামভাবো নিরূপ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ: একস্যৈব স্বপ্রকাশস্য নিত্যস্য বিভোঃ সতঃ সর্ব্বানুস্যূতত্বেন সদ্ব্যক্তিভেদানভ্যুপগমাৎ। ঘটঃ সন্নিত্যাদি প্রতীতেঃ সার্ব্বলৌকিকত্বেন সতো ঘটাদ্যধিকরণভেদপ্রতিযোগিত্বাযোগাৎ অভাবঃ পরিচ্ছিন্নত্বং দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা সতঃ সর্ব্বানুস্যূতসন্মাত্রস্য ন বিদ্যতে ন সম্ভবতি পূর্ব্ববদ্বিরোধাদিত্যর্থঃ। নন্বু সন্নাম কিমপি বস্তু নাস্ত্যেব, যস্য দেশ-কাল-বস্তুপরিচ্ছেদঃ প্রতিষিধ্যতে, কিং তর্হি সত্ত্বং নাম? পরং সামান্যং। তদাশ্রয়ত্বেন দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মসু সদ্ব্যবহারঃ, তদেকার্থসমবায়সম্বন্ধেন সামান্য-বিশেষ-সমবায়েষু, তথাচাসতঃ প্রাগভাবপ্রতিযোগিনো ঘটাদেঃ সত্ত্বং কারণব্যাপারাৎ সতোঽপি তস্যাভাবঃ কারণনাশাদ্ভবত্যেবেতি কথমুক্তং "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতি এবং প্রাপ্তে পরিহরতি উভয়োরপীত্যর্দ্ধেন। উভয়োরপি সদসতোঃ সতশ্চাসতশ্চান্তো মর্য্যাদা নিয়তরূপত্বং যৎ সৎ তৎ সদেব, যদসৎ তদসদেব ইতি দৃষ্টো নিশ্চিতঃ শ্রুতিস্মৃতিযুক্তিভির্ব্বিচারপূর্ব্বকং, কৈঃ? তত্ত্বদর্শিভির্ব্বস্তুযাথাত্ম্যদর্শনশীলৈর্ব্রহ্মবিদ্ভিঃ নতু কুতার্কিকৈঃ, অতঃ কুতার্কিকাণাং ন বিপর্য্যয়ানুপপত্তিঃ। তুশব্দোঽবধারণে। একান্তরূপো নিয়ম এব দৃষ্টো নত্বনেকান্তরূপোঽন্যথাভাব ইতি তত্ত্বদর্শিভিরেব দৃষ্টো নাতত্ত্বদর্শিভিরিতি বা, তথাচ শ্রুতিঃ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্," ইত্যুপক্রম্য "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো!" ইত্যুপসংহরন্তী সদেকং সজাতীয়বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্যং, সত্যং দর্শয়তি। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" ইত্যাদিশ্রুতিস্তু বিকারমাত্রস্য ব্যভিচারিণো বাচারম্ভণত্বেনানৃতত্বং দর্শয়তি। "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছাদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজো মূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি শ্রুতেঃ, সর্ব্বেষামপি বিকারাণাং সতি কল্পিতত্বং দর্শয়তি। সত্ত্বঞ্চ ন সামান্যং তত্রমানাভাবাৎ পদার্থমাত্রসাধারণ্যা সৎ সদিতিপ্রতীত্যা দ্রব্যগুণকর্ম্মমাত্রবৃত্তিসত্ত্বস্য সাধুপপাদকস্যাকল্পনাৎ বৈপরীত্যস্যাপি সুবচত্বাৎ, একরূপপ্রতীতেরেকরূপবিষয়নির্ব্বাহ্যত্বেন সম্বন্ধভেদস্য স্বরূপস্য চ কল্পয়িতুমনুচিতত্বাৎ, বিষয়স্যাননুগমেঽপি প্রতীত্যনুগমে জাতিমাত্রোচ্ছেদপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাদেকমেব সদ্বস্তু স্বতঃ স্ফুরণরূপং জ্ঞাতাজ্ঞাতাবস্থাভাসকং স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসেন সর্ব্বত্র সদ্ব্যবহারোপপাদকং সন্ ঘট ইতি প্রতীত্যা তাবৎ সদ্ব্যক্তিমাত্রাভিন্নত্বং

ঘটে বিষয়ীকৃতং, নতু সত্তাসম্বন্ধিত্বং অভেদপ্রতীতের্ভেদঘটিতসম্বন্ধানির্ব্বাহকত্বাৎ, এবং দ্রব্যং সৎ, গুণঃ সন্নিত্যাদিপ্রতীত্যা সর্ব্বাভিন্নত্বং সতঃ সিদ্ধং। দ্রব্যগুণাদিভেদাসিদ্ধ্যা চ ন তেষু ধর্ম্মিষু সত্ত্বং নাম ধর্ম্মঃ কল্প্যতে, কিন্তু সতি ধর্ম্মিণি দ্রব্যাত্তভিন্নত্বং লাঘবাৎ তচ্চ তত্ত্বান্তরং ন সম্ভবতীত্যাধ্যাসিকমিত্যাশয়ঃ। তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ, "সত্তাতোঽপি ন ভেদঃ স্যাৎদ্রব্যত্বাদেঃ কুতোঽন্যতঃ। একাকারা হি সংবিত্তিঃ সদ্দ্রব্যং সদ্গুণস্তথা।" ইত্যাদিঃ। সত্তাপি নাসতো ভেদিকা তস্যাঃ প্রসিদ্ধেঃ, দ্রব্যত্বাদিকন্তু সদ্ধর্ম্মত্বান্ন সতো ভেদকমিত্যর্থঃ। অতএব ঘটাদ্ভিন্নঃ পট ইত্যাদিপ্রতীতিরপি ন ভেদসাধিকা ঘটপটতদ্ভেদানাং সদ্ভেদেনৈক্যাৎ, এবং যত্রৈব ন ভেদগ্রহঃ তত্রৈব লব্ধপদা সতী সদভেদপ্রতীতির্বিজয়তে, তার্কিকৈঃ কালপদার্থস্য সর্ব্বাশ্রকস্যাভ্যুপগমাৎ তেনৈব সর্ব্বব্যবহারোপপত্তৌ তদতিরিক্তপদার্থকল্পনে মানাভাবাৎ তস্যৈব সর্ব্বানুস্যূত সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ সর্ব্বতাদাত্ম্যেন প্রতীত্যুপপত্তেঃ, স্ফুরণস্যাপি সর্ব্বানুস্যূতত্বেনৈকত্বাৎ নিত্যত্বং বিস্তরেণাগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যতে। তথাচ যথা কস্মিংশ্চদ্দেশে কালে বা ঘটস্য পটাদেন্দ দেশান্তরে কালান্তরে বা ঘটত্বং এবং কস্মিংশ্চদ্দেশে কালে বা ঘটস্যাঘটত্বং শক্রেণাপি ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং পদার্থস্বভাবভঙ্গাযোগাৎ, এবং কস্মিংশ্চদ্দেশে কালে বা সতো দেশান্তরে বা সত্ত্বং, কস্মিংশ্চৎ দেশে কালে বা সতোঽন্যত্রাসত্ত্বং ন শক্যতে সম্পাদয়িতুং যুক্তেঃ সাম্যাৎ, অত উভয়োর্নিয়তরূপত্বমেব দ্রষ্টব্যমিত্যদ্বৈতসিদ্ধৌ বিস্তরঃ। অতঃ সদেব বস্তু মায়াকাল্পতাসাময়িক্ত্যামৃতত্বায় কল্পতে সন্মাত্রদৃষ্ট্যা চ তিতিক্ষাপ্যুপপদ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ সুষুপ্তিসমাধ্যাদৌ ত্যক্তোপাধেরাত্মনঃ সমদুঃখসুখত্বেঽপি সোপাধিকদশায়াং তপ্তায়ঃপিণ্ডস্য দগ্ধৃত্বমিব তস্য দুঃখিত্বং দুর্ব্বারম্, উপাধিশ্চ মূলপ্রকৃতের্ব্যাপিকায়া মাত্রারূপ ইতি তৎসত্ত্বে তু ন নির্ম্মূলোচ্ছেদমর্হতি, অতঃ "সোঽমৃতত্বায় কল্পতে" ইত্যনুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ নাসত ইতি। প্রমাত্রাদেরাগমাপায়িত্বেন কাদাচিৎকত্বাৎ রজ্জুরগাদিবৎ, অসতো ভাবঃ সত্তা কালত্রয়েঽপি নাস্তি। অয়মর্থঃ, প্রমাত্রাদির্মূলাজ্ঞানেন চিদাত্মনি কল্পিতঃ, মূলাজ্ঞানস্তু চাত্মজ্ঞানেন নিবৃত্তৌ কারণাভাবান্ন পুনঃ প্রমাত্রাদ্যুদ্ভবোঽস্তীতি নিষ্প্রত্যূহমমৃতত্বং জ্ঞানাৎ সিধ্যতীতি। নন্থ প্রতীতিমাত্রাৎ প্রমাত্রাদের্মিথ্যাত্বোপগমে আত্মনোঽপি সুষুপ্ত্যাদাবপ্রতীয়মানত্বাবিশেষান্মিথ্যাত্বমস্তু উভয়োর্ব্বা সত্যত্বমস্তু ইত্যাশঙ্ক্যাহ নাভাবো বিদ্যতে সত ইতি। সতস্তু আত্মনঃ অভাবোঽসত্ত্বং কদাচিদপি ন বিদ্যতে সুষুপ্ত্যাদাবপি অনুভূতয়োঃ সুখাজ্ঞানয়োঃ "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" ইতি উত্থানে পরামর্শদর্শনাৎ তদনুভবমন্তরেণ তয়োঃ পরামর্শাসম্ভবাৎ, অতঃ সতোঽসত্ত্বং নাস্তি। শ্রুতিরপি সুষুপ্তিকৈবল্যয়োঃ প্রমাত্রাদ্যভাবং দৃশো নিত্যত্বঞ্চাহ "যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈ তন্ন পশ্যতি ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতেঽবিনাশিত্বান্ন তু তদ্দ্বিতীয়মস্তি ততোঽন্যদ্বিভক্তং যৎ পশ্যেৎ" ইতি। যদি প্রমাত্রাদিঃ সত্যস্তর্হি সতোঽর্থস্য সুষুপ্ত্যাদাবদর্শনং

দান্নিধ্যাভাবাদ্বা দ্রষ্টুর্দৃগ্লোপাদ্বা বক্তব্যং, নাদ্যঃ আত্মনি দৃষ্টনষ্টস্বভাবত্বাহঙ্কার সম্বাবকল্পনাযোগাৎ, নান্ত্যঃ উদাহৃতয়া শ্রুত্যৈব তন্নিষেধাৎ, তস্মাৎ উভয়োরপি সত্যত্বেন মিথ্যাত্বেন বা সাম্যং তুল্যচম্। নমু সত আকাশাদেঃ, কচিদপি দেশে কালে চাভাবো যদ্যপি নাস্তি, তথাপি সত এব পরমাণোদের্শাস্ত্রবেহভাবোহস্তি প্রাগসতোহপি ঘটাদের্ভাবশ্চ দৃষ্টঃ তৎ কথমুচ্যতে "নাসতো বিদ্যতে ভাবোনাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যাশঙ্ক্য বিদ্বদনুভবেন নিরস্যতি উভয়োরপি। অন্তে নাশাস্ত্যং, যথা স্বপ্নে নভঃকুম্ভবজ্জুবাদেো নিত্যত্বানিত্যত্বসত্যত্বাসত্যত্বাদিধর্ম্মাপেতত্বেয়া নিশ্চিতা অপি প্রবোধেন বাধ্যন্তে তত্বজ্ঞাগ্রদ্দৃষ্টা অপি তে তত্বজ্ঞানেন বাধ্যন্তে। নমু জাগ্রদ্বাসনানাশাৎ স্বপ্নগতনভআদৌ নিত্যত্বাদিনিশ্চয়ো ভ্রম ইতি চেৎ অনাদিকালপ্রবৃত্তপ্রাগ্ভবীয়সংস্কারবশাজ্জাগ্রন্নভ আদাবপি স ভ্রম এবেতি তুল্যম্। নমু স্বরূপতঃ সদেব রজতাদিকং শুক্ত্যাদাবধ্যস্ততে ন ত্বসৎ শশশৃঙ্গাদিকম্, গগনাদিকন্তু তদ্রীত্যা স্বরূপেণ অসদপি কথনাত্মন্যধ্যস্তত ইতি চেৎ ন, অধ্যাসে কিং পূর্ব্বানুভবমাত্রমপেক্ষতে ন ত্বনুভূতস্য স্বরূপেণ সত্বমপি দর্পণপ্রতিবিম্বিতে গগনেহপি নৈল্যাধ্যাসদর্শনাৎ। ন চ গগনে নৈল্যং স্বরূপেণ সত্যমস্তি, অথ চান্যত্রাধ্যস্যতে তস্মাৎ ভ্রমপরম্পরায়াঃ সম্ভবাৎ স্বপ্নদ্রষ্টৃভিরিবাস্মাভিরদৃষ্টমপি সদসতোধাথাত্ম্যং প্রবুদ্ধৈর্দ্রষ্টুং শক্যমেব। তথা চ শ্রুতয়ঃ, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, অস্তীত্যেবোপলব্ধব্যঃ, অতোহন্যদার্ত্তমিত্যাদ্যাঃ" অনাত্মনোহসত্বং আত্মনশ্চ সত্বং প্রতিপাদয়ন্তি, এবং সতো জ্ঞানেনাহসতো বাধাৎ কৈবল্যং সিধ্যতীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—এতচ্চ বিবেকদশানধিকারান্ প্রতি উক্তম্। বস্তুতস্তু "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ" ইতি শ্রুতের্জীবাত্মনশ্চ স্থূলসূক্ষ্মদেহাভ্যাং তদ্ধর্ম্মৈঃ শোকমোহাদিভিশ্চ সম্বন্ধো নাস্ত্যেব। তৎসম্বন্ধস্যাবিদ্যাকল্পিতত্বাদত্যাজ নেতি। অসতঃ অনাত্মধর্ম্মত্বাদাত্মনি জীবে অবর্ত্তমানস্য শোকমোহাদেস্তদাশয়স্য দেহস্য চ ভাবঃ সত্তা নাস্তি। তথা সতঃ সত্যরূপস্য জীবাত্মনোহভাবো নাশো নাস্তি। তস্মাদুভয়োরেতয়োরসৎসতোর্ভাবাভাবয়োর্নির্ণয়োহয়ং দৃষ্টঃ। তেন ভীষ্মাদিষু ত্বদীয়ে চ জীবাত্মসু সত্যত্বাদনশ্বরেষু দেহদৈহিকানবেক্ষ্য শোকমোহাদয়ো নৈব সন্তীতি। কথং ভীষ্মাদয়ো নঙ্ক্ষ্যন্তি, কথং বা তাংস্ত্বং শোচসীতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও টীকাকার শ্রীমদানন্দগিরি এইরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত করিয়াছেন। যদি বল, সুখদুঃখ অবিসংবাদিতরূপে সহন করিলেও, অতি দুঃসহ শীতোষ্ণাদি কিরূপে সহন করিব, এবং নিরতিশয় শীতোষ্ণাদি সহন করিলে হয় তো আত্মনাশও সঙ্ঘটিত হইতে পারে। তোমার এরূপ বাক্য নিতান্ত অবিচারপ্রণোদিত। তত্ত্ব বিচার করিয়া দেখ, দেখিবে শোক বা মোহ পরিত্যাগ

পূর্ব্বক শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহনই পরম শ্রেয়স্কর ও যুক্ত্যনুমোদিত। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের উৎপত্তি হয় না; মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, কুম্ভকার ইত্যাদি কারণ হইতেই ঘটরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কার্য্যের অসত্তাতে কখনও কারণের অসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে না। কার্য্যরূপ ঘট না থাকিলে, মৃত্তিকাদি কারণ যে থাকিবে না তাহার অর্থ কি? বরং কারণের অভাবে কার্য্যেরই অভাব হইতে পারে।

এখন দেখ, যেহেতু ঘট রহিয়াছে, ইহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হইলেও, মৃত্তিকা হইতে ভিন্নরূপে কখনও ঘটের উপলব্ধি হয় না, অতএব মৃত্তিকাই সত্য এবং মৃত্তিকার বিকার স্বরূপ ঘট অসত্য। এইরূপ কারণ ব্যতিরেকে উপলব্ধি হয় না বলিয়া, সর্ব্ববিধ বিকারই অসৎ। আর এক কথা, ঘটাদি বিকার সমূহের উৎপত্তি ও নাশ আছে; অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বে এবং নাশের পরে তাহাদের অস্তিত্বও কোনরূপে সম্ভবপর নহে। এখন দেখ, যেরূপ কারণীভূত মৃত্তিকা ব্যতিরেকে ঘটের উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ মৃত্তিকাদি কার্য্যও কারণ ব্যতিরেকে কখনও উপলব্ধ হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; এবং মৃত্তিকাদির উপলব্ধি তৎকারণোপলব্ধির অধীন বলিয়া মৃত্তিকাদিও অসৎ। স্থূল কথায় সর্ব্ববিধ কারণের কারণই সৎ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ। এখন যদি বল যে, মৃত্তিকাদিরূপ কার্য্যের সৎ কারণরূপে কাহাকেও বরণ করিতে আমি নিতান্ত অনিচ্ছুক, তাহা হইলে সর্ব্ববিধ কার্য্যের সৎ কারণ অভাবে কাজে কাজেই সর্ব্বাভাব প্রসঙ্গ সমুপস্থিত হইবে। তাহাও বলিতে পার না, কারণ সাধারণতঃ লোকে দেখা যায়, বুদ্ধি দুই প্রকার। প্রথম সদ্বুদ্ধি, দ্বিতীয় অসদ্বুদ্ধি। যদ্বিষয়িণী বুদ্ধি ব্যভিচারবিহীনা তাহাই সৎ, এবং ব্যভিচার-বিশিষ্টা বুদ্ধি অসৎ। আমি বলিলাম, "ঘটঃ সন্" "পটঃ সন্" ইত্যাদি সর্ব্বত্র ঘটপটাদি বুদ্ধিরই ব্যভিচার হইতেছে, কিন্তু সদ্বুদ্ধির ব্যভিচার হইতেছে না; অতএব ঘটাদি-বিষয়িণী-বুদ্ধি ব্যভিচার-দুষ্ট বলিয়া তাহা অসৎ, এবং সদ্বুদ্ধি স্বতঃ সর্ব্বত্র অব্যভিচারভাবে বর্ত্তমান।

যদি বল যে, ঘটের নাশে ঘট-বুদ্ধির ব্যভিচার হইলেও সৎ-বুদ্ধিরও ব্যভিচার হয়। তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঘট-নাশে ঘটবুদ্ধির ব্যভিচার

হয়, কিন্তু পটাদিতে সদ্বুদ্ধির অভাব উপলব্ধি হয় না। আরও দেখ, সদ্বুদ্ধি বিশেষণ বিষয়িণী বলিয়া তাহার বিনাশ নাই। আর যদি বল যে, "যেরূপ সদ্বুদ্ধি ঘটাদি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ ঘট-বুদ্ধিও ত ঘটান্তরে দেখিতে পাওয়া যায়।" তাহাও বলিতে পার না; কারণ ঘট-বুদ্ধি ঘটান্তরে পরিলক্ষিত হইলেও পটাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। আর যদি বল যে, ঘট নাশপ্রাপ্ত হইলে তাহাতে সদ্বুদ্ধি পরিলক্ষিত হয় না। তাহাও বলিতে পার না; কারণ সদ্বুদ্ধি বিশেষণ-বিষয়িণী, বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণ কখনও উপপাদিত হইতে পারে না, সুতরাং বিশেষ্যের অভাবে বিশেষণ-বিষয়িণী সদ্বুদ্ধি বা কি বিষয়ের হইবে *? আর যদি বল যে "ঘটাদিরূপ বিশেষ্যের অভাবে বিষয়াভাব প্রযুক্ত সদ্বুদ্ধির একাধিকরণত্ব যুক্তিযুক্ত নহে। তাহাও বলিতে পার না, কারণ মরীচিকাদিতে উদকাদিরূপ বিষয়াভাবে "সৎ ইদং উদকং", "এই জল রহিয়াছে" ইত্যাদিরূপে সামানাধিকরণ্য † পরিলক্ষিত হয়। অতএব পূর্ব্বরূপ বিচার দ্বারা স্থিরীকৃত হইল যে, সদ্বুদ্ধির বিনাশ নাই, এবং অসদ্বুদ্ধির বিনাশ আছে। উক্ত রীতিতে বিচার করিলে অবগত হইবে যে, বিকারভূত সকারণ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বের বাস্তবিক ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই, কারণ তাহারা অসৎ ও ব্যভিচার-দোষে দুষ্ট এবং সৎস্বরূপ আত্মারও অভাব অর্থাৎ অনস্তিতা নাই। কারণ আত্মা সর্ব্বত্র ব্যভিচার-দোষ পরিহীন। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, আত্মাই সৎ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত সমস্তই অসৎ, ইহা সকলে কেন উপলব্ধি করিতে পারে না? সে সন্দেহও করিতে পার না, কারণ সৎ এবং অসতের অর্থাৎ আত্মা এবং অনাত্মার নির্ণয় (সৎ পদার্থ সৎই, এবং অসৎ পদার্থ অসৎই) এইরূপ উপলব্ধি তত্ত্বদর্শীগণই করিয়া থাকেন।

"তৎ" শব্দ সর্ব্বনাম। সর্ব্ব বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝায়। সর্ব্বের অর্থাৎ ব্রহ্মের নাম সর্ব্বনাম। সুতরাং সর্ব্বনাম বা ব্রহ্মের নামই তৎ; তত্তের ভাব বা ব্রহ্মের ভাব "তত্ত্ব" অর্থাৎ ব্রহ্মের যাথার্থ্য (প্রকৃত-স্বরূপ) যাঁহারা দেখেন, তাঁহারাই "তত্ত্বদর্শী"। তুমিও তত্ত্বদর্শীগণের দৃষ্টিরূপ আশ্রয়

* বিশেষ্য—জাতিগুণক্রিয়া দ্বারা যস্ত বিশেষঃ কথ্যতে তৎবিশেষ্যম্।
বিশেষণ—যেন বিশেষঃ কথ্যতে তৎবিশেষণম্।
† সামানাধিকরণ্যং—ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ একস্মিন্ অর্থে বৃত্তিঃ।

গ্রহণ পূর্ব্বক শোকমোহ পরিত্যাগ কর এবং শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বকে বিকার-মাত্রতানিবন্ধন মরীচিকা-জলবুদ্ধিবৎ অসৎ নিশ্চয় করিয়া সহন কর, অর্থাৎ তিতিক্ষু হও। তুমিও আত্মানাত্ম নির্ণয়ে সক্ষম হইবে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোকে লিখিয়াছেন। সখে! যদি বল, স্বীকার করিলাম পুরুষ এক বই দুই নাই, কিন্তু সত্যস্বরূপ তাঁহার (সেই পুরুষের) দেহ ইন্দ্রিয়াদি এবং জড়-দ্রষ্টৃত্ব অর্থাৎ জীবরূপ সংসার সত্য রূপেই প্রতীত হইতেছে। অথচ সুখ-দুঃখের কারণ শীতোষ্ণাদির সদ্ভাবে তাহার ভোগও অনিবার্য্য। সত্য পদার্থ কখনও জ্ঞানদ্বারা নিবারিত হইতে পারে না। রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হইলে, রজ্জু-জ্ঞান দ্বারা অসত্যভূত সর্পেরই নিবারণ হইয়া থাকে, সত্য রজ্জুর কখনও নিবারণ হয় না। অতএব তিতিক্ষা (শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহন) কিরূপে সম্ভবে? আর অমৃতত্ব-লাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের যোগ্যতাই বা কিরূপে সম্ভবে? হে আত্মবিস্মৃত সখে! তুমি ইহাও বলিতে পার না; কারণ এই পরিদৃশ্যমান নিখিল দ্বৈতপ্রপঞ্চ, শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতের ন্যায়, অদ্বৈত স্বরূপ আত্মাতে কল্পিত মাত্র; অতএব অদ্বৈততত্ত্বের জ্ঞান দ্বারা তাহার নিবারণ কেন না উপপাদিত হইবে? যখন ইহা রজত নহে, বাস্তবিকই শুক্তিকা ইত্যাকার শুক্তি বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তখন অজ্ঞান-কল্পিত রজত-জ্ঞানের অস্তিত্ব কোথায়? আর যদি বল যে, জ্ঞান আত্মবিষয়কও হইয়া থাকে, অনাত্মবিষয়কও হইয়া থাকে; অতএব জ্ঞানবিষয়ে আত্মা ও অনাত্মায় কোনওরূপ বিশেষ পরিলক্ষিত হইতেছে না; সুতরাং অনাত্মার ন্যায় আত্মা কেন না মিথ্যা হইবে এবং অনাত্মাই বা কেন আত্মার ন্যায় সত্য না হইবে? তাহাও বলিতে পার না। কারণ জন্ম-বিনাশশীল ঘটাদির ন্যায় যাহা দেশ কাল বা বস্তুগত পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট তাহাই "অসৎ"। এ বিষয় একটু মনঃ-সংযোগপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখ, সকলই অবলীলাক্রমে বুঝিতে পারিবে। আমি বলিলাম ঘট অসৎ, কারণ ঘট, প্রাগভাব ও ধ্বংসের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহার অভাব হয় সেই প্রতিযোগী। ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বকালে ঘটের প্রাগভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব থাকে না; অতএব ঘট "প্রাগভাব-প্রতিযোগী।" এবং ঘট-ধ্বংসের পরবর্ত্তিকালে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না; অতএব ঘট ধ্বংসপ্রতিযোগী। এখন তাহা হইলে, অর্থাৎ

ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না এবং ঘটধ্বংসের অনন্তর ঘটের অস্তিত্ব থাকে না, কেবলমাত্র মধ্যে কিছুকালের জন্য ঘটের অস্তিত্ব থাকে বলিয়া, "ঘটকে কাল-পরিচ্ছিন্ন বুঝিতে হয়। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই সম অর্থাৎ অবিকৃতাদি ভাবে বর্ত্তমান থাকে তাহাই কালদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না যে,এতদ্ব্যতীত সমস্তই "কাল-পরিচ্ছিন্ন"। আরও দেখ "ঘট" যে কেবলমাত্র কাল-পরিচ্ছিন্ন তাহাও নহে; বিচার করিয়া দেখ ঘটে দেশ-পরিচ্ছিন্নত্বের অভাবও দেখিতে পাইবে না। ঘট "দেশপরিচ্ছিন্ন" কারণ যে যে পদার্থ মূর্ত্তিবিশিষ্ট সেই সেই পদার্থের বৃত্তি সর্ব্বদেশে নাই, অর্থাৎ ঘটের মত আর অসংখ্য ঘট সর্ব্বদেশে থাকিলেও সেই অস্তিত্ব সর্ব্বদেশে সম্ভব হইতে পারে না। "ঘট" যে দেশে যে স্থানে আছে সেই দেশটুকুই ঘটের অধিকৃত, অন্যত্র ঘটের বৃত্তি নাই, অতএব ঘট দেশ-পরিচ্ছিন্ন। যাহা সর্ব্বদেশে সমভাবে অবস্থিতি করে তাহাই দেশাপরিচ্ছিন্ন, তদ্ব্যতীত সমস্তই দেশ-পরিচ্ছিন্ন। যদি বল যে কোন কোন শাস্ত্রকারের মতে যাহা যাহা কাল-পরিচ্ছিন্ন তাহা তাহাই "দেশপরিচ্ছিন্ন" অতএব কেবলমাত্র কালপরিচ্ছিন্ন বলিলেই চলিত, তবে অনর্থক দেশপরিচ্ছিন্ন বলিবার প্রয়োজন ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না। তাহাও বলিতে পার না; কারণ যেহেতু তার্কিকগণ পরমাণু প্রভৃতির দেশ-পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করিলেও কাল-পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন না, অতএব সর্ব্বমত বিরোধ-পরিহারার্থ দেশ-পরিচ্ছিন্ন ও কালপরিচ্ছিন্ন এতদুভয়ের স্বতন্ত্রভাবে প্রয়োগ সুপ্রযুক্তই হইয়াছে। তার্কিকগণের পরমাণুপ্রভৃতিকে কেবলমাত্র দেশপরিচ্ছিন্নত্বের অবরোধে অবরুদ্ধ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, এস্থলে (দেশে) যে পরমাণুর সত্তা আছে, তৎসদৃশ হইলেও, অন্যত্র সে পরমাণুটীর সত্তা নাই; অতএব পরমাণু দেশপরিচ্ছিন্ন। তার্কিকগণের মতে পরমাণুর বিনাশ ও প্রাগভাব নাই; অতএব পরমাণু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ত্রিকালেই নিত্য, সুতরাং পরমাণু কালাপরিচ্ছিন্ন। এইরূপ আবার স্বজাতীয়, বিজাতীয়, ও স্বগত এই ত্রিবিধ ভেদের নাম "বস্তু-পরিচ্ছেদ"। বৃক্ষের স্বীয় পত্র, পুষ্প, ফল, অঙ্কুর প্রভৃতিগত যে ভেদ তাহার নাম স্বগত-ভেদ। আম্রবৃক্ষও বৃক্ষজাতিভুক্ত, কদম্বাদি বৃক্ষও বৃক্ষজাতিভুক্ত; আম্রবৃক্ষ এবং কদম্বাদিবৃক্ষের যে

পরস্পর ভেদ তাহার নাম স্বজাতীয় (সমানজাতীয়) ভেদ। বৃক্ষের সহিত বৃক্ষজাতি ভিন্ন প্রস্তরাদি অন্যজাতীয় পদার্থের সহিত যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ *। এই ত্রিবিধ ভেদই বস্তুপরিচ্ছেদ অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুই এই ত্রিবিধ ভেদের অধিকার ভুক্ত ; কোন বস্তুই এই ত্রিবিধ ভেদের সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম নহে। যে যে পদার্থ এই ত্রিবিধ ভেদযুক্ত তাহাই বস্তুপরিচ্ছিন্ন এবং যাহা এই ত্রিবিধ ভেদ-পরিশূন্য তাহাই "অবস্তু-পরিচ্ছিন্ন" অর্থাৎ বস্তুপরিচ্ছিন্ন নহে। যদি বল যে বস্তুপরিচ্ছিন্নের আবার পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশ করিবার কি প্রয়োজন ছিল ? কালদেশপরিচ্ছিন্ন বলিলেই ত একপ্রকার বস্তুপরিচ্ছিন্নও বুঝিতে পারা যায়। সখে ! তাহাও বলিতে পার না। কারণ তাহা হইলে সর্ব্ববিধ মত অবিসংবাদিতরূপে সমর্থিত হয় না। তার্কিকগণের মতে আকাশ, কাল, দিক্ ও আত্মা এই চতুষ্টয় বিভু বা ব্যাপক। আকাশ, দেশ কাল বা দিক্ কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন। কালও দেশ আকাশ বা দিক্ কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন। দিক্, দেশ কাল বা আকাশ কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন। আত্মা, দেশ আকাশ কাল বা দিক্ কর্ত্তৃক অনবচ্ছিন্ন। কিন্তু তার্কিকগণ আকাশাদি চতুষ্টয়ের বস্তু-পরিচ্ছিন্নত্ব স্বীকার করেন, অতএব বস্তুপরিচ্ছিন্নের পৃথক্‌রূপে উল্লেখ করা অপ্রয়োজনীয় নহে। এইরূপে সাঙ্খ্যশাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলেও, এই সমস্ত পরিচ্ছেদ বাদের সদ্ভাব সবিশেষ উপলব্ধি করিতে পারিবে। অধিক বলা বাহুল্য তাহা

* "বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্র-পুষ্পফলাঙ্কুরৈঃ। বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥" পঞ্চদশী।

এই ত্রিবিধ ভেদ ব্যতীত কাহার কাহার মতে পঞ্চ প্রকার ভেদই বস্তু পরিচ্ছেদ। যথা ; জীবেশ্বরভেদ, জীবজগদ্ভেদ, জীব-পরস্পরভেদ, ঈশ্বর-জগদ্ভেদ। অর্থাৎ প্রথম, জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ। দ্বিতীয়, জীব এবং জগতে ভেদ। তৃতীয়, একজীব এবং অন্যান্য জীবে পরস্পর ভেদ। চতুর্থ, ঈশ্বর এবং জগতে ভেদ। এবং পঞ্চম, জগৎ এবং পর অর্থাৎ পরমেশ্বরে ভেদ। এস্থলে চতুর্থ ও পঞ্চম ভেদ একইরূপ বলিয়া প্রতীত হইলেও ভিন্ন ভিন্ন। তাহার তাৎপর্য্য চতুর্থে বলা হইল যে ঈশ্বর এবং জগতে পরস্পর ভেদ। এখন যদি কেহ ব্যবহারিক দশায় বলেন যে, জগৎ ঈশ্বর হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও ঈশ্বর ত আর জগৎ হইতে ভিন্ন নহেন। সমুদ্রের তরঙ্গ সমুদ্র হইতে ভিন্নরূপে প্রতীত হইলেও সমুদ্র ত আর তরঙ্গ হইতে ভিন্ন নহেন। এই শঙ্কা পরিহারের জন্য পঞ্চম ভেদের পৃথক্ অবতারণা। পঞ্চম ভেদে ইহাই সূচিত হইল যে, ঈশ্বরে ও জগতে যেরূপ ভেদ, জগতে ও ঈশ্বরে সেইরূপ ভেদ।

সাধারণতঃ ত্রিবিধ ভেদের উল্লেখই সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। "একমেবাদ্বিতীয়ং", এই ঈশ্বরপর শ্রুতিবাক্য ত্রিবিধ ভেদশূন্যত্বের পরিচায়ক। ঈশ্বর কিরূপ ? না—"একং" অর্থাৎ স্বগত-ভেদশূন্য, "এব" অর্থাৎ সজাতীয় ভেদ শূন্য, এবং "অদ্বিতীয়ং" অর্থাৎ বিজাতীয় ভেদশূন্য। স্বগত, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ পরিশূন্য পরমপদার্থই পরমেশ্বর। এবং তাহাই সৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত

হইলে এখন দেখ কাল, দেশ, এবং বস্তু হইতে যাহা পরিচ্ছিন্ন তাহাই অসৎ। অতএব এতাদৃশ শীত-উষ্ণাদির অধিক কি, সমগ্র প্রপঞ্চেরই ভাব (সত্তা) অর্থাৎ পারমার্থিকত্ব বা পূর্ব্বকথিত তাদৃশ পরিচ্ছেদশূন্যত্ব কখনও সম্ভবপর নহে। ঘটত্ব এবং অঘটত্ব ধর্ম্মের কখনও একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। পরিচ্ছিন্নত্ব এবং অপরিচ্ছন্নত্ব ধর্ম্মের কখনও একত্র সমাবেশ হইতে পারে না। সৎ এবং অসতের একত্র সমাবেশ নিতান্ত বিরুদ্ধ।

সখে! আরও দেখ যাবতীয় দৃশ্যপদার্থ কোন কালে, কোন দেশে, বা কোন বস্তুতে নিষেধ প্রাপ্ত হয় না; কারণ দৃশ্য পদার্থের অনুগম স্বব্যতিরিক্ত অপর স্থলে নাই এবং সর্ব্বত্র অনুগত বলিয়া, সদ্বস্তুও কোন দেশ, কাল বা বস্তুতে নিষেধ প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ যেহেতু দৃশ্য সমূহ বা অসৎ বস্তুই স্বব্যতিরিক্ত অন্যত্র (দেশ, কাল, বা বস্তুতে) অননুগত অর্থাৎ অন্যত্র বৃত্তিশূন্য, অতএব স্বতঃ নিষেধরূপের আর নিষেধের প্রয়োজনই বা কি? অপিচ মণিমালিকাস্থ মণিগণে সূত্রের ন্যায় সর্ব্বত্র (দেশ, কাল বা বস্তুতে) অনুস্যূত বলিয়া সদ্বস্তুর নিষেধ সম্ভবপর নহে। আরও দেখ সর্ব্বত্র অনুগত সদ্বস্তুতে, রজ্জুতে সর্প বা জলধারার ন্যায়, সর্ব্বত্র অননুগত, অতএব ব্যভিচারী (ব্যভিচারশীল, অস্থির, অসৎ) বস্তু মাত্রই কল্পিত, সুতরাং অসৎ বস্তুর ভাব বা সত্তা নাই। যদি বল যে যাহা যাহা ব্যভিচারী তাহা তাহাই কল্পিত; তাহা হইলে সৎ বস্তুও কল্পিত, কারণ যেহেতু সদ্বস্তুও তুচ্ছব্যাবৃত্ত (অর্থাৎ তুচ্ছ শশবিষাণ, কাকদন্তাদি হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ ভিন্ন) অতএব ব্যভিচারী। হে অবিবেকিন্! তাহাও বলিতে পার না, কারণ সৎ বস্তুর (ভাব বস্তুর) কখনও অভাব হয় না। বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ, ক্রমশঃ এবিষয়ের রহস্যনিচয় অনায়াসে অববুদ্ধ হইতে পারিবে। শশবিষাণ, কাকদন্ত, কূর্ম্মরোম, অশ্বডিম্ব, আকাশকুসুম ইত্যাদি পদার্থের কল্পিত নাম মাত্র জন সমাজে প্রচলিত থাকিলেও, তাহার অস্তিত্ব অদ্যাবধি কেহ নয়নগোচর করেন নাই; অতএব এই সমস্ত পদার্থ তুচ্ছ অতি হেয় অর্থাৎ কিছুই নয়, সুতরাং তুচ্ছ পদার্থ সৎ নহে অসৎ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা অসৎ তাহার ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই। অতএব যাহা তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে, তাহা হইতে আবার ব্যাবৃত্ত কি? মাথা নাই তার আবার মাথাব্যথা কি?

সমস্তই অসৎ। অবিদ্যা প্রভাবে ব্যবহারিক দশায় স্বপ্নসন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। যেরূপ ঘুম ভাঙ্গিলে, (স্বপ্ন টুটিলে) মানুষ যে মানুষ সেই মানুষ; তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়; সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্গিলে (ব্যবহারের স্বপ্ন ঘুচিলে) জীব স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হয়, বা মতান্তরে শ্রীকৃষ্ণ সেবার অধিকারী হয়।

সদধিকরণক (যাহাদিগের সৎ আশ্রয়) ঘট-পটাদির পরস্পর ভেদ জনিত যে অভাব তাহাই বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব ; কিন্তু তাহা বলিয়া তুচ্ছ শশবিষাণাদির স্বতঃ অভাবরূপের (অসৎ অধিকরণকের) অভাব কখনও বস্তুপরিচ্ছিন্নত্ব রূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। আর এক কথা, নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, দুইটী সৎ পদার্থদ্বারা অভাব নিরূপিত হইয়া থাকে,অর্থাৎ দুইটী সৎ পদার্থ থাকিলে তবে একটীর অভাব ঘটাইতে পারা যায়, নচেৎ একটী সৎ আর একটী অসৎ পদার্থ থাকিলে আর অভাব নিরূপণ করিতে হইবে কেন ?

দেখ সখে। সদ্বস্তু সর্ব্বানুস্যূত অর্থাৎ যেরূপ পুষ্পাদি-বিরচিত মাল্যস্থিত সূত্র মালিকাস্থ কুসুমাদিরই আধারস্বরূপ সেইরূপ কি ঘট, কি পট, কি অখিল ভুবন সর্ব্বত্রই সৎ বস্তু অনুস্যূত। সদ্বস্তু সর্ব্বত্র অনুস্যূত বলিয়া সদ্ব্যক্তির ভেদ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। "ঘটঃ সন্, পটঃ সন্," ইত্যাদি সর্ব্বত্রই সকলেরই সমভাবে সৎ ব্যক্তি অর্থাৎ সত্তের বিকাশ প্রতীতি-বিষয়ীভূত হয়। অতএব একমাত্র স্বপ্রকাশ, নিত্য, বিভু, সৎ বস্তুর অভাব অর্থাৎ কি দেশ হইতে, কি কাল হইতে, কি বস্তু হইতে পরিচ্ছিন্নত্ব কখনও উপপাদিত হইতে পারে না।

যদি বল, যখন সৎ নামক বস্তুই নাই, তখন তাহার আবার দেশ, কাল বা বস্তুগত পরিচ্ছেদের সম্ভাবনা কোথায় ? তবে কি না সত্তা একটা পর-সামান্যমাত্র * এবং সেই পর-সামান্যের আশ্রয়ত্ব বশতঃ দ্রব্য, গুণ, এবং

---

* ন্যায় মতে পদার্থ সপ্তবিধ। যথা (১) দ্রব্য,(২) গুণ, (৩) কর্ম্ম, (৪) সামান্য, (৫) বিশেষ, (৬) সমবায় এবং (৭) অভাব।

(১) ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, কাল, দিক্, দেহী (আত্মা) ও মন এই নয়টী "দ্রব্য"।

(২) রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমিতি, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, যত্ন, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, অদৃষ্ট ও শব্দ এই চতুর্ব্বিংশতি "গুণ"।

(৩) উৎক্ষেপণ (ঊর্দ্ধক্ষেপণ-ছুড়েফেলা). অপক্ষেপণ (নিম্নে ক্ষেপণ, নিচুতে ফেলা), আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই পঞ্চ "কর্ম্ম"। ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন এবং তির্য্যক্ (বক্রভাবে) গমন এই পঞ্চবিধ কর্ম্ম গমনেরই অন্তর্গত।

(৪) সামান্য দুই প্রকার। প্রথম পর সামান্য, দ্বিতীয় অপর সামান্য। পূর্ব্ব নিরূপিত দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম এই ত্রিবিধ পদার্থে বৃত্তি বিশিষ্ট সত্তাই "পর সামান্য"। যাহার অধিক দেশে বৃত্তি তাহাই "পর" এবং যাহার অল্প দেশে বৃত্তি তাহাই "অপর"। সকল জাতি অপেক্ষা সত্তার বৃত্তি (ব্যাপার) অধিক দেশে আছে বলিয়া সত্তাই "পর" এবং অন্যান্য জাতিসমূহের অধিক দেশে বৃত্তি নাই বলিয়া তাহারা "অপর"।

(৫) ঘটাদি দ্ব্যণুক পর্য্যন্ত পদার্থ নিচয়ের যাহার যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন অবয়ব তদনুসারে পরস্পরের

কর্ম্ম এই ত্রিতয়ে সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম্মের একাশ্রয় বলিয়া সামান্য, বিশেষ, এবং সমবায় এই ত্রিতয়েরও সত্তা উপপাদিত হয়। অথচ প্রাগভাবের প্রতিযোগী "অসৎ ঘটাদির" সত্তা কারণ-ব্যাপার হইতে অপরিচ্ছিন্নভাবে থাকিলেও,কারণ-নাশে তাহারও অভাব উপপাদিত হয় *। অতএব "অসতের ভাব এবং সতের অভাব নাই" এরূপ বাক্য কিরূপে সুসঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ যেহেতু তোমাদের মতে যাহা অসৎ ঘট বলিয়া উল্লিখিত হইতেছে উক্ত অসৎ ঘটের সত্তাও কারণ কালে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ মৃত্তিকা, কুম্ভকার, দণ্ড, চক্র ইত্যাদি উপাদান ও নিমিত্ত-কারণ দেখিয়া লোকে বলে "ঘটো ভবিষ্যতি" অর্থাৎ ঘট নির্ম্মিত হইবে; অতএব ঘট-সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণরূপে ঘটের সত্তা উপপাদিত হয়। সুতরাং তৎকথিত "অসতের ভাব অর্থাৎ সত্তা নাই" এরূপ বাক্য নিতান্ত অশ্রদ্ধেয় এবং যেহেতু ঘটের কপালদ্বয় (গলা ও তলা) এবং কপালদ্বয় সংযোগরূপ সমবায়ী এবং অসমবায়ী কারণের নাশে কার্য্যরূপ ঘটের অভাব হয়, সুতরাং তৎকথিত "সতের অভাব নাই" এরূপ বাক্যও নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। হে তর্ককলুষিত-চিত্ত সখে! তুমি তাহাও বলিতে পার না। কারণ তত্ত্বদর্শীগণ অর্থাৎ কুতর্কবিরহিত বস্তু-যাথাত্ম্য-দর্শনশীল ব্রহ্মবিদ্‌গণ শ্রুতি, স্মৃতি ও যুক্তি দ্বারা বিচার পূর্ব্বক সৎ এবং অসতের অন্ত, (মর্য্যাদা, সীমা, নিয়তরূপ, হাঁ ইহাই ঠিক) অর্থাৎ যাহা সৎ তাহা সৎই এবং যাহা অসৎ তাহা অসৎই ইত্যাকার নিয়মে একান্তরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন।

সখে! কেবল মাত্র তর্ক দ্বারা তত্ত্ব নির্ণয় নিতান্ত অসম্ভব, অধিক কি কখনও সংঘটিত হয় না। তর্ক স্বভাবতঃ অনবস্থিতি দোষে দুষ্ট, অর্থাৎ

ভেদই বিশেষ। বিশেষ পরমাণুগণেরও পরস্পর ভেদক। বিশেষের বৃত্তি নিত্য দ্রব্যের উপর। শাস্ত্রকারগণ "অন্ত্যকেও" বিশেষ বলেন, অর্থাৎ যাহা "অন্ত্য"(অন্তে অবসানে বর্ত্ততে ইতি অন্ত্যাঃ, যদপেক্ষয়া বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ) অবসানে স্থিত অর্থাৎ যাহা অপেক্ষা আর বিশেষ নাই তাহাই "বিশেষ্য"।

(৬) সমবায় বলিতে নিত্য সম্বন্ধকে বুঝায়। অবয়ব অবয়বি, জাতি ব্যক্তি, গুণ গুণী, ক্রিয়া ক্রিয়াবান্ এবং নিত্য দ্রব্য বিশেষের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহাই সমবায়।

* অভাব পদার্থ দ্বিবিধ। প্রথম সংসর্গাভাব এবং দ্বিতীয় অন্যোন্যাভাব। প্রাগভাব, ধ্বংস ও অত্যন্তাভাব এই ত্রিবিধ ভেদে সংসর্গাভাব ত্রিবিধ। অন্যোন্যাভাব ভিন্ন যে অভাব তাহারই নাম সংসর্গাভাব। বিনাশী দ্রব্যের যে অভাব তাহার নাম প্রাগভাব। জন্য দ্রব্যের যে অভাব তাহার নাম ধ্বংস। নিত্য সংসর্গের যে অভাব তাহার নাম অত্যন্তাভাব।

তর্ক যে এই পর্য্যন্ত যাইয়া ক্ষান্ত হইবে তাহার কিছু স্থিরনিশ্চয়তা নাই; তর্ক কেবলমাত্র বুদ্ধির কৌশল প্রদর্শন ও আত্মাকে প্রতারিত করা। তর্ক দ্বারা ঈশ্বর-তত্ত্ব কখনও অবগত হইতে পারা যায় না; তর্কের শেষ নাই। এই নিমিত্ত মহাত্মা কৃপানিধান শাস্ত্রকারগণ সকলকেই তর্কের জটিল জাল হইতে সাবধান হইয়া শ্রুতিস্মৃত্যাদির আদেশের সরল সুগম পথে অচল অটল বিশ্বাসরূপ প্রাণের বন্ধুর সমভিব্যাহারে তত্ত্বলাভের আশায় অগ্রসর হইতে আদেশ করিয়াছেন।

সখে! তর্করূপ বালুকাস্তূপে তত্ত্বমন্দির সংস্থাপন নিতান্ত অসম্ভব; দৃঢ়বিশ্বাসের কঠিন ভূমিই তাহার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। ভিত্তি সুদৃঢ় না হইলে মন্দির মুহূর্ত্তকালান্তেই নিপতিত হইবে। বালুকাভূমিতে ভিত্তি স্থাপন করিলে তাহা কয়দিন স্থায়ী হয়? অতএব হে সখে! তুমিও সেই তত্ত্বদর্শিগণের পদানুসরণপূর্ব্বক শ্রুতি-স্মৃত্যাদির বিচার কর—সকল তত্ত্বই অবগত হইতে পারিবে। ক্রমশঃ বুঝিবে যে তিতিক্ষুত্ব এবং অমৃতত্বলাভ উপপাদিত হইতে পারে কিনা।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরি মহাশয় আলোচ্য শ্লোকে এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সুষুপ্তি ও সমাধি কালে আত্মার বুদ্ধ্যাদি-রূপ উপাধির অভাব বশতঃ সুখ-দুঃখাদি বিষয়ে সমজ্ঞান হইলেও, সোপাধিক দশায় অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় সুখ-দুঃখাদির যে পার্থক্য বোধ হয়, তাহা নিতান্ত অনিবার্য্য, যেমন লৌহে স্বভাবতঃ দাহিকা শক্তি না থাকিলেও অগ্নিসান্নিধ্য বশতঃ তাহাতে অতীব দাহিকা শক্তি উৎপন্ন হয় এবং যতকাল অগ্নির সহিত লৌহের অতিশয় নৈকট্য থাকিবে ততকাল তাহার দাহিকা শক্তি কিছুতেই নিবারিত হইবে না। তদ্রূপ মূল প্রকৃতি (অবিদ্যা) জনিত বুদ্ধ্যাদি উপাধি সকল, তৎকারণ স্বরূপ সেই মূল-প্রকৃতি বর্ত্তমান থাকিতে কিছুতেই সমূলে উন্মূলিত হইবে না। অতএব উপাধি সত্ত্বে "সমদুঃখ সুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে" অর্থাৎ সুখ দুঃখে সমজ্ঞান ধীর পুরুষই মুক্তির যোগ্য ইত্যাদি পূর্ব্বশ্লোকের বাক্যার্থ কিরূপে সঙ্গত হইবে?

অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা অপনয়ন মানসে ভগবান্ বলিতেছেন। হে ভ্রান্ত বয়স্য! বিশেষাভিনিবেশ সহকারে কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, যেমন ভ্রমসম্পাতঃ সর্পরূপে রজ্জু কল্পিত হইলেও তাহা

কাদাচিৎক অর্থাৎ অচিরস্থায়ী,—রজ্জু-জ্ঞানের পর তাহার আর সত্তা থাকে না। তদ্রূপ চৈতন্যময়-আত্মাতে অজ্ঞান-কল্পিত উপাধি সকলও, বস্তুবিচার দ্বারা মূল অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে,স্বয়ং নিবৃত্ত হইবে এবং অজ্ঞানরূপ কারণের অভাব হেতু প্রোক্ত উপাধিজনিত সুখ-দুঃখাদি-দ্বৈত-প্রপঞ্চে ভেদজ্ঞানও আর উৎপন্ন হইবে না। তখন সুখ-দুঃখের সমজ্ঞান হেতু আত্মা অমৃতত্ব (মুক্তি) লাভ করিবেন, তাহাতে আর কোন তর্ক সমুপস্থিত হইবে না।

অর্জ্জুন যেন পুনরায় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, "হে মধুসূদন! কালত্রয়ে সমভাবে বর্ত্তমান থাকে না বলিয়া যদি সুখ-দুঃখাদি অসৎ বা মিথ্যারূপে কল্পিত হয়, তবে সুষুপ্তিকালে আত্ম-বিষয়েও প্রতীতি না থাকায়, তাহা অসৎ বা মিথ্যারূপে কল্পিত হয় না কেন?"

ভগবান্ বলিতেছেন, "হে বিমুগ্ধ ভ্রাতঃ অর্জ্জুন। ইহা তোমার ভ্রান্তি মাত্র, কারণ সদ্বস্তু অর্থাৎ আত্মার অভাব (অননুভব) কখনও হয় না। সচ্চিদানন্দময় আত্মা ত্রিকালেই সমভাবে বিরাজমান আছেন। সুষুপ্তিকালে বাহ্য সুখ-দুঃখাদির অনুভব না থাকিলেও, আনন্দময় আত্মার অনুভব হয়; তখন কেবল জ্ঞানময় আত্মারই উপলব্ধি হইয়া থাকে।" শ্রুতি বলিয়াছেন, "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্" অর্থাৎ আমি সুখে শয়ন করিয়াছিলাম, কিছুই জানি না। যদি সুষুপ্তিকালে আত্ম-বিষয়ও অনুভব না থাকে, তবে সুষুপ্তির পর গাত্রোত্থান করিয়া, "আমি কিছুই জানি না" ইত্যাদি প্রত্যুত্তর কিরূপে প্রযুজ্য হয়? অতএব সদাকাল আত্মার অনুভব হয় না বলিয়া যে আত্মাকে অসৎ বা মিথ্যারূপে কল্পনা করিয়াছিলে, তাহা এই স্থানেই দূরীভূত হইল।

অর্জ্জুন যেন পুনরায় বলিতেছেন, "হে জনার্দ্দন! আকাশ একটি সদ্বস্তু, দেশ কাল ভেদে তাহার অভাব হয় না সত্য। পরমাণুও সদ্বস্তু; কিন্তু দেশান্তরে তাহার অভাব হইয়া থাকে; সুতরাং তোমার সদ্বস্তুর অভাব হয় না, এ কথা কিরূপে সঙ্গত হইবে? আরও দেখ, ঘটাদি অসদ্বস্তু যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন তাহার সত্তা পরিলক্ষিত হয়, সুতরাং অসতের ভাব নাই এ কথাই বা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে?" অর্জ্জুনের এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন, "হে সখে! যেমন স্বপ্নকালে মানব নভোমণ্ডলে কুম্ভ, রজ্জুতে সর্প ইত্যাদি নানাবিধ নিত্যানিত্য সত্যাসত্য,

ব্যাপার সন্দর্শন করে, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গ মাত্র সমস্ত ব্যাপারের ভ্রমত্ব অনুভব করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানরূপ জাগ্রতাবস্থা উপস্থিত হইলে ভ্রান্তি-রূপ স্বপ্ন অপগত হয় এবং মানব সকল বিষয়ই প্রকৃতরূপে প্রণিধান করিতে সমর্থ হয়। আমরা চিরজাত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কোন পদার্থকে সৎ, কাহাকেও বা অসৎ বলিয়া অনুমান করি এবং তুল্যতা মাত্র দেখিয়া এক বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ করি। রজতের শুভ্রতা ও চাকচিক্য দর্শনে আমরা শুক্তিতে রজতারোপ করিতে প্রবৃত্ত হই। চির সংস্কারের প্রাবল্যে আমরা দর্পণে নীল প্রতিবিম্ব মাত্র দর্শন করিয়া, নভোমণ্ডলের প্রতিরূপ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করি। কিন্তু এ সকলই ভ্রমাত্মক। নভঃপ্রদেশের নীলিমা আমাদের সংস্কার বিষয়ীভূত হইলেও নীলবর্ণ আকাশের স্বরূপ নহে। আকাশের নীলত্ব-অনুমান ভ্রম এবং দর্পণে নীল-প্রতিবিম্ব দর্শনে আকাশানুমানও ভ্রম। অতএব তত্ত্বজ্ঞানরূপ সমুজ্জ্বল বর্ত্তিকা সাহায্যে হৃদয়ের ভ্রমান্ধকার অপগত হইলেই যথার্থ বস্তুজ্ঞান জন্মিবে এবং তখনই কৈবল্যরূপ পরমধন লাভ হইবে।

অতঃপর নিম্নে এই শ্লোকের ভাবার্থ প্রকটিত হইতেছে। হে অনিত্যা-শঙ্কাকুলচিত্ত ভ্রাতঃ! শীতোষ্ণাদি জনিত সুখ-দুঃখের ভোক্তা যে দেহ তাহা নশ্বর, কিন্তু সেই দেহ মধ্যস্থ সুখ-দুঃখাতীত আত্মা অবিনাশী। বিনাশশীল বস্তুর সত্তা কখনই বিনাশবিহীন আত্মাতে থাকিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিয়াছেন। তাদৃশ মহাজনেরা যে জ্ঞানবলে সৎ ও অসদ্বস্তুর পার্থক্য স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞান-বলে মোহান্ধকার বিদূরিত কর এবং তাঁহাদিগের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া নিত্যানিত্য নির্ণয় কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, সুখ-দুঃখ কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য অচিরস্থায়ী পদার্থ; দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ—দেহাতীত আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, যে ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের বিয়োগাশঙ্কায় তুমি ব্যাকুল হইতেছ, অচিরস্থায়ী দেহনাশে তাঁহাদের নাশ হইবে না, কেহই তাঁহাদের সদাত্মার বিনাশসাধনে সক্ষম নহে। সুতরাং তজ্জন্য শোক বা উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নাই॥ ১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যেন (আত্মস্বরূপেণ) ইদং সর্ব্বং (জগৎ) ততং (ব্যাপ্তং) তৎ (আত্মানং) তু অবিনাশি (বিনাশরহিতং) বিদ্ধি (জানীহি) কশ্চিৎ অব্যয়স্য (নাশোৎপত্তিরহিতস্য) অস্য (আত্মনঃ) বিনাশং (অন্তসাধনম্) ন কর্ত্তুং অর্হতি (শক্নোতি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহার-দ্বারা এই সকল ব্যাপিত তিনি বিনাশরহিত জানিবে, কেহই অব্যয়ের বিনাশ করিতে সমর্থ-হয় না ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে পরমাত্মা আগমাপায়ধর্ম্মাত্মক দেহাদি সমস্ত ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আত্মস্বরূপের কখনই বিনাশ নাই। কেহই সেই সর্ব্বভাবাপন্ন আত্মস্বরূপের বিনাশ সাধন করিতে পারে না ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং পুনস্তৎ? যৎ সদেব সর্ব্বদাস্তীত্যুচ্যতে অবিনাশীতি। অবিনাশি ন বিনষ্টুং শীলং যস্যেতি। তুশব্দঃ সতো বিশেষণার্থঃ, তদ্বিদ্ধি বিজানীহি। কিং? যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং সদাখ্যেন ব্রহ্মণা সাকাশমাকাশেনেব ঘটাদয়ঃ। বিনাশমদর্শনমভাবম্ অব্যয়স্য ন ব্যেতি উপচয়াপচয়ৌ ন যাতি ইত্যব্যয়ং, তস্যাব্যয়স্য নৈতৎ সদাখ্যং ব্রহ্ম স্বেন রূপেণ ব্যেতি ন ব্যভিচরতি নিরবয়বত্বাদ্দেহাদিবৎ, নাপ্যাত্মীয়েনাত্মীয়াভাবাৎ, যথা দেবদত্তো ধনহান্যা ব্যেতি, ন ত্বেবং ব্রহ্ম ব্যেত্যতোঽব্যয়স্যাস্য ব্রহ্মণো বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি, ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি, ঈশ্বরোঽপ্যাত্মা হি ব্রহ্ম স্বাত্মনি চ ক্রিয়াবিরোধাৎ ॥ ১৭ ॥

আনন্দগিরি।—নহু সদিতি সামান্যং স্বরূপং বা প্রথমে তস্য বিশেষসাপেক্ষত্বয়া, প্রলয়দশায়ামশেষবিশেষবিনাশে বিনাশঃ স্যাৎ, ন চাত্মাদয়ো বিশেষাস্তদাপি সন্তীতি বাচ্যং, আত্মাতিরিক্তানাং বিশেষাণাং কার্য্যত্বাঙ্গীকারাৎ, প্রলয়াবস্থায়ামনবস্থানাদাত্মনস্তু সামান্যাশ্রনো ধর্ম্মিত্বাদুক্তদোষাৎ, দ্বিতীয়ে তু স্বরূপস্য ব্যাবৃত্তত্বে কল্পিতত্বাদ্বিনাশিত্বমনুবৃত্তত্বেন তস্যৈব সামান্যত্বা প্রাগুক্তদোষানুবৃত্তিরিতি মন্বানশ্চোদয়তি কিং পুনরিতি। সামান্যবিশেষভাবশূন্যমখণ্ডৈকরসং সদেবেত্যাদিশ্রুতিপ্রমিতং সর্ব্ববিক্রিয়ারহিতং বস্তু প্রকৃতং সদ্বিবক্ষিতমিত্যুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। আত্মনঃ সদাত্মনো বিনাশরাহিত্যবিজ্ঞানে সর্ব্বজগদ্ব্যাপকত্বং হেতুমাহ যেনেতি। আত্মনো বিনাশাভাবে যুক্তিমাহ বিনাশমিতি। আত্মনো বিনাশমিচ্ছতা স্বতো বা পরতো বা নাশস্তস্যেষ্যতে, নাদ্য ইত্যাহ অবিনাশীতি। দেহাদিদ্বৈতমসদুচ্যতে অতঃ সতো বিশেষণং স্বতো নাশরাহিত্যম্। তস্য স্তোতকো নিপাত-

ইত্যাহ তুশব্দ ইতি। আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং বিশেষ্যং দর্শয়তি কিমিত্যাদিনা। বিমতম-বিনাশি ব্যাপকত্বাদাকাশবৎ, ন হি প্রমিতমেবোদাহরণং কিন্তু প্রসিদ্ধমপীতি ভাবঃ। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ বিনাশমিতি। ন খল্বস্য বিনাশং কর্ত্তুং কশ্চিদর্হতীতি সম্বন্ধঃ। বিনাশস্য সাবশেষত্বনিরবশেষত্বাভ্যাং দ্বৈরাশ্যমাশ্রিত্য ব্যাকরোতি অদর্শনমিতি। ন কশ্চিদস্যাভাবং কর্ত্তুং শক্নোতীত্যত্র হেতুমাহ অব্যয়স্যেতি। ব্রহ্ম হি স্বরূপেণ ব্যেতি স্বসম্বন্ধিনা ব্যেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি নৈতদিতি। ন নিরবয়বস্য স্বাবয়বাপচয়রূপব্যয়ঃ সম্ভবতীত্যত্র বৈধর্ম্ম্যং দৃষ্টান্তমাহ দেহাদিবদিতি। দ্বিতীয়ং নিরস্যতি নাপীতি। তদেব ব্যতিরেকদৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়তি যথেতি। দ্বিবিধেঽপি ব্যয়াযোগে ফলিতমাহ অত ইতি। কিঞ্চ ব্রহ্মপরতো ন ন নশ্যত্যাত্মত্বাদ্ঘটবদিত্যাহ ন কশ্চিদিতি। আত্মত্বহেতোরসিদ্ধিমুদ্ধরতি আত্মা হীতি। তাদাত্ম্য-শ্রুতিরত্র হীতি হেতুঃ ক্রিয়তে। অস্তু তর্হি স্বয়মেব ব্রহ্ম স্বাত্মনো নাশকমুদ্বন্ধনাদিদর্শনান্নেত্যাহ স্বাত্মনীতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—আত্মনোঽবিনাশিত্বং কথমুপপদ্যত ইত্যত আহ অবিনাশীতি। তদা-ত্মতত্ত্বমবিনাশীতি বিদ্ধি, যেনাত্মতত্ত্বেন চেতনেন তদ্ব্যতিরিক্তমিদমচেতনতত্ত্বং সর্ব্বমততং ব্যাপ্তং, ব্যাপকত্বেন নিরতিশয়সূক্ষ্মত্বাদাত্মনো বিনাশানর্হস্য তদ্ব্যতিরিক্তো ন কশ্চিৎ পদার্থো বিনাশং কর্ত্তুমর্হতি তদ্ব্যাপ্যতয়া তস্মাৎ স্থূলত্বাৎ। নাশকং শস্ত্রজলাগ্নিবায়্বাদিকং নাশ্যং ব্যাপ্য শিথিলী-করোতি। মুদ্গরাদয়োঽপি বেগবৎ সংযোগেন বায়ুমুৎপাদ্য তদ্দ্বারেণ নাশয়তি। অত আত্মতত্ত্বং অবিনাশি॥ ১৭॥

হনুমান্।—কিং পুনস্তৎ? যদেব সর্ব্বদা সদেবেত্যুচ্যতে অবিনাশীতি। বিনষ্টুং শীলমস্যেতি অবিনাশি, তুশব্দো সতো বিশেষণার্থঃ, তদ্বিদ্ধি জানীহি, যেন সর্ব্বমিদং জগৎ ব্যাপ্তমাকাশেনেব, বিনাশমদর্শনং ঘটাদিরস্যাব্যয়স্য ব্রহ্মণঃ বিনাশং কর্ত্তুং নার্হতীতি, ন কশ্চিদাত্মানং বিনাশয়িতুং শক্নোতি॥ ১৭॥

শ্রীধর।—তত্র সম্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং বিশেষতো দর্শয়ত্যবিনাশিত্বিতি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদি ততং সাক্ষিত্বেন ব্যাপ্তং, তদাত্মস্বরূপমবিনাশি বিনাশ-শূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ বিনাশমিতি॥ ১৭॥

বলদেব।—উক্তং জীবাত্মতদ্দেহয়োঃ স্বভাবং বিশদয়ত্যবিনাশীতি দ্বাভ্যাম্। তজ্জী-বাত্মতত্ত্বমবিনাশি নিত্যং বিদ্ধি, যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন ব্যাপ্তমস্তি। অস্যাব্যয়স্য পরমাণুত্বেন চ বিনাশানর্হস্য বিনাশং ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি স্থূলোঽর্থঃ। প্রাণস্যেব দেহঃ ইহ জীবাত্মনো দেহপরিমিতত্বং ন প্রত্যেতব্যম্। "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইত্যাদিষু তস্য পরমাণুত্বশ্রবণাৎ। তাদৃশস্য নিখিলদেহব্যাপ্তিস্তু ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনৈব স্যাৎ। এবমাহ ভগবান্ সূত্রকারঃ, "গুণাদ্বা লোকবৎ" ইতি। ইহাপি স্বয়ং বক্ষ্যতি "যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ" ইত্যাদিনা॥ ১৭॥

মধুসূদন।—নম্বেতাদৃশস্য সতো জ্ঞানাদ্ভেদে পরিচ্ছিন্নত্বাপত্তের্জ্ঞানাত্মকত্বমভ্যুপেয়ং,

তচ্চানাধ্যাসিকং অন্যথা জড়ত্বাপত্তেঃ, তথাচানাধ্যাসিকজ্ঞানরূপস্যেহস্য সতো ধাত্বর্থত্বাদুৎপত্তিবিনাশবত্ত্বং ঘটজ্ঞানমুৎপন্নং ঘটজ্ঞানং নষ্টমিতি প্রতীতেশ্চ, এবমহং ঘটং জানামীতি প্রতীতেস্তস্য সাশ্রয়ত্বং সবিষয়ত্বঞ্চেতি দেশকালবস্তুপরিচ্ছিন্নত্বাৎ স্ফুরণরূপস্য কথং তদ্রূপস্য সতো দেশকালবস্তুপরিচ্ছেদশূন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিনাশীতি। বিনাশো দেশতঃ কালতো বস্তুতো বা পরিচ্ছেদঃ, সোঽস্যাস্তীতি বিনাশি পরিচ্ছিন্নং, তদ্বিলক্ষণং অবিনাশি সর্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যং, তু এব, তৎ সদ্রূপং স্ফুরণং ত্বং বিদ্ধি জানীহি। কিন্তৎ? যেন সদ্রূপেণ স্ফুরণেনৈকেন নিত্যেন বিভুনা সর্বমিদং দৃশ্যজাতং স্বতঃ সত্তাস্ফূর্তিশূন্যং ততং ব্যাপ্তং স্বসত্তাস্ফূর্ত্যধ্যাসেন রজ্জুশকলেনেব সর্পধারাদি স্বস্মিন্ সমাবেশিতং তদবিনাশ্যেব বিদ্ধীত্যর্থঃ। কস্মাৎ? যস্মাৎ বিনাশং পরিচ্ছেদং অব্যয়স্যাপরিচ্ছিন্নস্য, অস্যাপরোক্ষস্য সর্বানুস্যূতস্য স্ফুরণরূপস্য স্বতঃ কশ্চিৎ কোঽপি আশ্রয়ো বা বিষয়ো বা ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষাদিরূপো হেতুর্বা ন কর্ত্তুমর্হতি সমর্থো ন ভবতি, কল্পিতস্যাকল্পিতপরিচ্ছেদকত্বাযোগাৎ, আরোপমাত্রে চেষ্টাপত্তেঃ, অহং ঘটং জানামীত্যত্র হি অহঙ্কার আশ্রয়তয়া ভাসতে, ঘটস্ত বিষয়তয়া, উৎপত্তিবিনাশবতী কাচিদহঙ্কারবৃত্তিস্তু সর্বতো বিপ্রসৃতস্য সতঃ স্ফুরণস্য ব্যঞ্জকতয়া আত্মমনোযোগস্য পরৈরপি জ্ঞানহেতুত্বাভ্যুপগমাৎ, তদুৎপত্তিবিনাশেনৈব চ তদুপহিতে স্ফুরণরূপে সত্যুৎপত্তিবিনাশপ্রতীত্যুপপত্তেঃ, নৈকস্য স্ফুরণস্য স্বত উৎপত্তিবিনাশকল্পনাপ্রসঙ্গঃ, ধ্বন্যবচ্ছেদেন শব্দবৎ ঘটাদ্যবচ্ছেদেনাকাশবচ্চ। অহঙ্কারস্তু তস্মিন্নধ্যস্তোঽপি তদাশ্রয়তয়া ভাসতে তদ্বৃত্তিতাদাত্ম্যাধ্যাসাৎ সুষুপ্তাবহঙ্কারাভাবেঽপি তদ্বাসনাবসিতাজ্ঞানভাসকস্য চৈতন্যস্য স্বতঃ স্ফুরণাৎ, অন্যথৈতাবন্তং কালমহং কিমপি নাজ্ঞাসিষমিতি সুষুপ্তোত্থিতস্য স্মরণং ন স্যাৎ, নচোত্থিতস্য জ্ঞানাভাবানুমিতিরিয়মিতি বাচ্যং, সুষুপ্তিকালরূপপক্ষাজ্ঞানাল্লিঙ্গাসম্ভবাচ্চ অস্মরণাদের্ব্যভিচারিত্বাৎ স্মরণাজনকনির্বিকল্পকাদ্যভাবাসাধকত্বাচ্চ জ্ঞানসামগ্র্যভাবস্য চান্যোন্যাশ্রয়গ্রস্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ "যদ্বৈতন্ন পশ্যতি পশ্যন্ বৈতৎ দ্রষ্টব্যং ন পশ্যতি নহি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে অবিনাশিত্বাৎ" ইত্যাদিঃ, সুষুপ্তৌ স্বপ্রকাশস্ফুরণসদ্ভাবং তন্নিত্যতয়া দর্শয়তি, "এবং ঘটবিষয়োঽপি তদজ্ঞানাবস্থাভাসকে স্ফুরণে কল্পিতঃ, য এব প্রাগজ্ঞাতঃ স এবেদানীং ময়া জ্ঞাত ইতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ অজ্ঞাতজ্ঞাপকত্বং হি প্রামাণ্যং সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ যথার্থানুভবঃ প্রমেতি বদদ্ভিস্তার্কিকৈরপি জ্ঞাতজ্ঞাপিকায়াঃ স্মৃতের্ব্যাবর্ত্তকমনুভবপদং প্রযুঞ্জানৈরেতদভ্যুপগমাৎ, অজ্ঞাতত্বঞ্চ ঘটাদের্ন চক্ষুরাদিনা পরিচ্ছিদ্যতে তত্রাসমর্থাৎ, তজ্জ্ঞানোত্তরকালমজ্ঞানস্যানুবৃত্তিপ্রসঙ্গাচ্চ নাপ্যনুমানেন লিঙ্গাভাবাৎ, নহীদানীং জ্ঞাতত্বেন প্রাগজ্ঞাতত্বমনুমাতুং শক্যং, ধারাবাহিকানেকজ্ঞানবিষয়ে ব্যভিচারাৎ, ইদানীমেব জ্ঞাতত্বস্য প্রাগজ্ঞাতত্বে সতীদানীং জ্ঞাতত্বরূপং সাধ্যাবিশিষ্টত্বাদসিদ্ধম্। নচাজ্ঞাতাবস্থাজ্ঞানমন্তরেণ জ্ঞানং প্রতি ঘটাদের্হেতুতা গ্রহীতুং শক্যতে পূর্ববর্ত্তিত্বাগ্রহাৎ, ঘটং ন জানামীতি সার্বলৌকিকানুভববিরোধশ্চ, তস্মাদজ্ঞাতং স্ফুরণং ভাসমানং স্বাধ্যস্তং ঘটাদিকং ভাসয়তীতি ঘটাদীনামজ্ঞানে কল্পিতত্বসিদ্ধিঃ অন্যথা ঘটাদের্জড়ত্বেনাজ্ঞাতত্ব-তজ্জ্ঞানয়োরনুপপত্তেঃ, স্ফুরণস্যাজ্ঞাতং

স্বাধ্যস্তৈনৈবাজ্ঞানেনেতি স্বয়মেব ভগবান্ বক্ষ্যতি। "অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ।" ইত্যত্র এতেন বিভুত্বং সিদ্ধম্। তথাচ শ্রুতিঃ, "মহদ্ভূতমনন্তমপারং বিজ্ঞানঘন এব" ইতি, "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" ইতি চ জ্ঞানস্য মহত্ত্বমনন্তত্বঞ্চ দর্শয়তি। মহত্ত্বং স্বাধ্যস্ত-সর্ব্বসম্বন্ধিত্বং, অনন্তত্বং ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্যত্বমিতি বিবেকঃ। এতেন শূন্যবাদোঽপি প্রত্যুক্তঃ নিরধিষ্ঠানভ্রমাযোগান্নিরবধিবাধাযোগাচ্চ। তথাচ শ্রুতিঃ, "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ" ইতি সর্ব্ববাধাবধিং পুরুষং পরিশিনষ্টি। উক্তঞ্চ ভাষ্যকারৈঃ "সর্ব্বং বিনশ্যদ্বস্তু-জাতং পুরুষান্তং বিনশ্যতি পুরুষো বিনাশহেত্বভাবান্ন বিনশ্যতি" ইতি। এতেন ক্ষণিক-বাদোঽপি পরাস্তঃ। অবাধিতপ্রত্যভিজ্ঞানাদন্যদৃষ্টান্যস্মরণাদ্যনুপপত্তেশ্চ, তস্মাদেকস্য সর্ব্বানুস্যূতস্য স্বপ্রকাশস্ফুরণরূপস্য সতঃ সর্ব্বপ্রকারপরিচ্ছেদশূন্যত্বাদুপপন্নং, "নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইতি ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্যাভাবো নাস্তি তস্য সতঃ সত্ত্বে কিং মানমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিনাশীতি। তচ্ছব্দেন প্রকৃতং সৎ পরামৃশ্যতে, যেন সতা ইদং সর্ব্বং বিয়দাদি ততং ব্যাপ্তং, ঘটঃ সন্ পটঃ সন্নিতি সর্ব্বস্য সদভেদানুভবাৎ, যথা ঘটো মৃৎশরাবো মৃদিতি ঘটাদীনাং মৃদভেদানুভবাৎ সদু-পাদানকত্বং, তদ্বৎ সর্ব্বস্যাপি সদুপাদানকত্বং বোধ্যম্। নন্নু মৃদ্বৎ সদপি কিং বিকারবত্তবতী-ত্যাশঙ্ক্যাহ অবিনাশীতি। তৎ সদবিনাশি বিদ্ধি, অয়মর্থঃ, পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগোঽত্র বিনাশঃ, মৃদ্ধি পিণ্ডাকারতাং ত্যক্ত্বা ঘটো ভবতি অতঃ সা বিনাশশীলা বিকারধারাশ্রয়ত্বাৎ। ব্রহ্ম তু ন তথা, তর্হি রজ্জুবৎ স্বয়মবিনশ্যদেব কার্য্যাকারং ভবতি স্বকীয়ে চ সত্তাস্ফুরণে কার্য্যেঽর্পয়তি অতঃ অবিনাশি, তথা চ শ্রুতয়ঃ, "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে জাত এব ন জায়তে কো ন্বেনং জনয়েৎ পুনঃ, অজায়মানো জন্মাখ্যং বিকারমলভমানোঽপি জায়তে বিয়দাদিরূপেণাবির্ভবতি।" তথা লোকদৃষ্ট্যা জাতো ঘটাদিঃ পরমার্থদৃষ্ট্যা ন জায়তে পরিণা-মুপাদানস্যাভাবাৎ মৃদাদেস্তু স্বাপ্নমৃদাদিবত্তুচ্ছত্বাৎ, অতএব ঘটাদিং কো নু জনয়েৎ ন কোঽপি। কুতস্তর্হি ভাসত ইতি চেৎ রজ্জুরগাদিবদিতি দত্তোত্তরমেতৎ। তথা "প্রাণা বৈ সত্যং তেষামেষ সত্যম্. তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতীতি" সতঃ সত্যত্বেন প্রাণোপলক্ষিতস্য প্রপঞ্চস্য সত্যত্বং সত্তো ভানমেব প্রপঞ্চস্য ভানমিতি। তথাচ প্রপঞ্চগতে সত্তাস্ফূর্ত্তী সতঃ সত্ত্বে প্রমাণমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ, "অন্নেন সোম্য শুঙ্গেনাপো মূলমন্বিচ্ছ অদ্ভিঃ সোম্য শুঙ্গেন তেজোমূলমন্বিচ্ছ তেজসা সোম্য শুঙ্গেন সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ" ইতি। সত্তো জগদুপাদানত্বং কার্য্যলিঙ্গেন দৃঢ়য়তি সত্তোঽবিনাশিত্বঞ্চ বিনাশ-হেত্বভাবাদিত্যাহ বিনাশমিতি। ন ব্যেতি নাপক্ষীয়ত ইত্যব্যয়ম্. এতেন সর্ব্ববিকারশূন্যস্য বিনাশো নাস্তীত্যর্থঃ, অপক্ষয়ো হি জন্মাদিবিকারবত এব ভবতীতি স এবাত্র সর্ব্ববিকারোপ-লক্ষণতয়া বোধ্যঃ, ন কশ্চিদিত্যনেন তদন্যস্য বিনাশহেতোরভাবো দর্শিতঃ। "দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—"নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি অবিনাশীতি। তৎ জীবাত্মস্বরূপং, যেন সর্ব্বমিদং শরীরং ততং ব্যাপ্তম্। নমু শরীরমাত্রব্যাপি চৈতন্যত্বে জীবাত্মনো মধ্যমপরিমাণত্বেনানিত্যত্বপ্রসক্তিঃ। মৈবং, "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ; "এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো যস্মিন্ প্রাণঃ পঞ্চধা সংবিবেশ" ইতি। "বালাগ্রশতভাগস্য শতধা-কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ" ইতি। "আরাগ্রমাত্রো হ্যবরোঽপি দৃষ্টঃ" ইত্যাদি শ্রুতিভ্যশ্চ তস্য পরমাণুপরিমাণত্বমেব। তদপি সম্পূর্ণদেহব্যাপি শক্তিমত্ত্বং জতুজটিতস্য মহামণের্মহৌষধখণ্ডস্য বা শিরস্যুরসি বা ধৃতস্য সম্পূর্ণদেহপুষ্টিকরণশক্তিমত্ত্বমিব নাসমঞ্জসম্। স্বর্গনরকনানাযোনিষু গমনঞ্চ তস্যোপাধিপারবশ্যাদেব। তদুক্তং প্রাণমধিকৃত্য দত্তাত্রেয়েণ, "যেন সংসরতে পুমান্" ইতি। অতএবাস্য সর্ব্বগতত্বমপ্যগ্রিমশ্লোকে বক্ষ্যমাণং নাসমঞ্জসম্। অতএবাব্যয়স্য নিত্যস্য, "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্" ইতি শ্রুতেঃ। যদ্বা নমু দেহো জীবাত্মা পরমাত্মা ইত্যেতদ্বস্তুত্রিকং মনুষ্যতির্য্যগাদিষু সর্ব্বত্র দৃশ্যতে। তত্রাদ্যয়োর্দেহজীবয়োস্তত্ত্বং "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যনেনোক্তম্। তৃতীয়স্য পরমাত্মবস্তুনঃ কিং তত্ত্বমিত্যত আহ অবিনাশি ত্বিতি। তু ভিন্নোপক্রমে; পরমাত্মনো মায়া-জীবাভ্যাং স্বরূপতঃ পার্থক্যাদিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও পূজার্হ শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। যদি বল, যে সদ্বস্তুটি সর্ব্বদা সৎস্বরূপেই বর্ত্তমান আছে তাহা কি? সখে! তাহা সবিশেষ বলিতেছি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। যে পদার্থ অব্যয় অর্থাৎ যাহার উপচয় (বৃদ্ধি) বা অপচয় (ক্ষয়) নাই (সর্ব্বদা একরূপ) এবংভূত পদার্থের কেহই বিনাশ সাধন করিতে সক্ষম হয় না। শ্রুতিও সামান্য বিশেষ ভারশূন্য অখণ্ডৈকরস স্বরূপ বস্তুকেই "সৎ" রূপে প্রমাণীকৃত করিয়াছেন। সদ্বস্তুই "ব্রহ্ম"। সৎস্বরূপ ব্রহ্ম অব্যয়। অর্থাৎ সন্নামক ব্রহ্মের কোনওরূপ অবয়ব নাই বলিয়া অসৎ দেহাদির ন্যায় স্বভাবতঃ উপচয় বা অপচয়রূপ প্রাপ্ত হন না। দেহিদিগের অবয়ব আছে বলিয়াই তাহাদিগের হ্রাস, বৃদ্ধি, বা নাশ উপপাদিত হয়, কিন্তু সদ্বস্তুর কোনওরূপ অবয়ব নাই; অতএব তাহা অব্যয়; অর্থাৎ সদ্বস্তুতে উপচয়, অপচয় বা বিনাশ-বত্ত্বদোষের আরোপ হইতে পারে না। সদ্বস্তু পরতঃও ব্যভিচার-প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ যেরূপ মনুষ্য-স্বব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে উপস্থিত সুখ বা দুঃখ লাভ করে, সদ্বস্তু সেরূপ নহে। ধনাদিহানি বশতঃ রামের দুঃখ হইতে পারে, কারণ রামের ধনাদির উপর আত্মীয়াভিমান আছে। কিন্তু সন্নামক ব্রহ্মের কেহই আত্মীয়

নাই, সুতরাং পরতঃও তাঁহার ব্যভিচার হইতে পারে না। অতএব স্বতঃ বা পরতঃ ব্যভিচার নাই বলিয়া সন্নামক ব্রহ্ম "অব্যয়"; এবং এই সন্নামকব্রহ্ম অব্যয় বলিয়া তাঁহার বিনাশ (অভাব) সাধনে কেহই সক্ষম নহেন। যদি বল যে অনেক ব্যক্তিকে ত উদ্বন্ধনাদির সাহায্যে আত্মহত্যা করিতে দেখা যায়, তবে আত্মা বা ব্রহ্ম নিজেই নিজের নাশক হইবে না কেন? তাহাও বলিতে পার না, কারণ ব্রহ্মই আত্মস্বরূপ। অতএব আত্মার ক্রিয়া আত্মার উপর প্রযুক্ত হওয়া নিতান্ত বিরুদ্ধ।

সদ্বস্তুর অব্যয়তা নিবন্ধন কেহই কোনমতে তাহার বিনাশসাধন করিতে পারে না বলিয়া, সদ্বস্তু "অবিনাশী।" সদ্বস্তুর অবিনাশিত্ব বিষয়ে অন্য হেতু নির্দ্দেশ করিতেছি,শ্রবণ কর। সর্ব্ব-জগদ্ব্যাপক বলিয়াও সদ্বস্তু "অবিনাশী"। যে বস্তু সর্ব্বজগদ্ব্যাপী তাহার বিনাশ (অদর্শন, অভাব) কখনও উপপাদিত হইতে পারে না। যাহার স্বরূপেই সর্ব্বব্যাপকত্ব অর্থাৎ বিভুত্ব তাহার স্বরূপের কখনও হ্রাস বৃদ্ধ্যাদিরূপ অভাব সংঘটিত হইতে পারে না। সুতরাং আগম (বৃদ্ধি) এবং অপায় (নাশ) ধর্ম্মাত্মক দেহাদি স্বরূপ সমগ্র জগতের নিত্য সাক্ষীরূপে ব্যাপ্ত সদ্বস্তু "অবিনাশী" এবং তত্ত্বদর্শীগণ এবংবিধ আত্মাকেই "সৎ" বলিয়া একান্তরূপ নিয়মে স্থিরীকৃত করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন, চেতন আত্মতত্ত্ব তদ্ব্যতিরিক্ত যাবতীয় অচেতন পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। আত্মা ব্যাপক ও অতিশয় সূক্ষ্ম; এজন্য তদ্ব্যতিরিক্ত তদ্ব্যাপ্ত অন্য কোন স্থুল পদার্থই তাঁহার বিনাশসাধন করিতে অশক্ত। শস্ত্র, বায়ু, জল, অগ্নি প্রভৃতি নাশক পদার্থ সমূহ নাশ্য পদার্থকে ক্রমশঃ শিথিল করিয়া তাহার বিনাশ করে এবং মুদ্গারাদি বেগ দ্বারা বায়ু উৎপাদন করিয়া ক্রমশঃ পদার্থান্তরের নাশ করে। কিন্তু আত্মার পক্ষে এই সকল জড়পদার্থের কোন কার্য্যই সম্ভবপর নহে। তাহা সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম এবং সকল পদার্থেই ব্যাপ্ত। সুতরাং শস্ত্র বা মুদ্গার, বায়ু বা জল, অগ্নি বা তেজঃ কিছুই তাহার বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিত অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন। সখে! যদি বল যে সদ্বস্তু জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, কারণ জ্ঞান হইতে ভিন্ন হইলে পরিচ্ছিন্নত্ব দোষ তাহার উপর আরোপিত হইবে; এবং সেই জ্ঞানাত্মক সদ্বস্তু অনাধ্যাসিক অর্থাৎ পারমার্থিক, নতুবা সদ্বস্তুকে জড়ত্বদোষে দুষ্ট হইতে

হইবে। অথচ অনাধ্যাসিক জ্ঞানরূপ সদ্বস্তুর ধাত্বর্থ গ্রহণ করিলে উৎপত্তি ও বিনাশবত্ত্বরূপ দোষ আসিয়া সদ্বস্তুকে আশ্রয় করে। অর্থাৎ সদ্বস্তু অনাধ্যাসিক জ্ঞান হইতে অভিন্ন, তখন অনাধ্যাসিক জ্ঞানার্থ প্রতিপাদক "জ্ঞা" ধাতুর অর্থ গ্রহণ করিলে, তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশবত্ত্ব দোষ পরিলক্ষিত হয়। কারণ "ঘট জ্ঞান উৎপন্ন," "ঘটজ্ঞান নষ্ট" এইরূপ জ্ঞা-ধাতুনিষ্পন্ন জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিনাশ সকলেরই বিষয়ীভূত হয়। আরও দেখ "আমি জানিতেছি" এরূপ সকলের প্রতীতি হয় বলিয়া অনাধ্যাসিক জ্ঞানে সাশ্রয়ত্ব ও সবিষয়ত্ব এই উভয়বিধ দোষও সংস্পৃষ্ট হইবে। অর্থাৎ "আমি ঘটকে জানিতেছি" এরূপ স্থলে স্পষ্টতঃই প্রতীত হয় যে, জ্ঞান আমাকে আশ্রয় করিয়া এবং ঘটকে বিষয় করিয়া উদ্বুদ্ধ হইতেছে। স্ফুরণ (জ্ঞান) দেশ, কাল এবং বস্তু পরিচ্ছেদবিশিষ্ট, অতএব এবংবিধ স্ফুরণরূপ সদ্বস্তুর দেশ, কাল ও বস্তু পরিচ্ছেদশূন্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? তাহা বলিতে পার না। কারণ যে যে বস্তুর বিনাশ অর্থাৎ দেশ কাল ও বস্তুগত পরিচ্ছেদ আছে, সেই সেই বস্তু বিনাশী (পরিচ্ছিন্ন)। যাহা বিনাশী অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন নহে, তাহাই অবিনাশী অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন--- সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছেদ শূন্য।

হে সখে! তুমি সেই সদ্রূপ স্ফুরণকে অবিনাশী বলিয়াই জান, কারণ সেই একমাত্র নিত্যসদ্রূপ স্ফুরণ এই অখিল দৃশ্য পদার্থ সমূহে পরিব্যাপ্ত আছেন। অর্থাৎ অখিল দৃশ্য প্রপঞ্চের স্বতঃ সত্তা ও স্ফূর্ত্তি নাই, কিন্তু সেই স্ফুরণরূপ বিভু সদ্বস্তুর সত্তাতেই তাহাদের সত্তা ও স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে। সদ্বস্তু সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত বলিয়া তাহা অবিনাশী। রজ্জুর সত্তা ও স্ফুরণ আছে বলিয়াই তাহাতে সর্পের বা জলধারার সত্তা ও স্ফুরণ হইয়া থাকে। রজ্জুখণ্ডই আপনার সত্তা ও স্ফুরণাধ্যাস দ্বারা আপনাতে সর্পাদির সমাবেশ করে; অতএব দৃষ্টান্তপক্ষে রজ্জুখণ্ড অবিনাশী, দার্ষ্টান্তিক স্ফুরণরূপ সদ্বস্তুও সেইরূপ অবিনাশী। যদি বল যে, সদ্বস্তু যে অবিনাশী তাহার হেতু কি? বলিতেছি শ্রবণ কর। অব্যয় অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন, অপরোক্ষ, সর্ব্বানুস্যূত, স্ফুরণরূপ সদ্বস্তুর বিনাশ অর্থাৎ পরিচ্ছেদ কেহই (আশ্রয়, বিষয়, বা ইন্দ্রিয় সন্নিকর্ষাদি হেতুই হউক) করিতে সমর্থ হয় না। কল্পিত বস্তু কখনও অকল্পিত বস্তুর পরিচ্ছেদক হইতে পারে না, কারণ কল্পিত বস্তুর চেষ্টা (অর্থাৎ ক্রিয়া) আরোপ মাত্রেই সংঘটিত হয়। "আমি ঘটকে জানি-

তেছি" এইরূপ স্থলে অহঙ্কারই জ্ঞানের আশ্রয়রূপে এবং ঘট বিষয়রূপে ভাসমান হন। অহঙ্কারবৃত্তির স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়, এবং তাহা উৎপত্তি ও বিনাশশীল। উক্ত অনির্ব্বচনীয়া অহঙ্কার বৃত্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সৎস্বরূপ স্ফুরণের ব্যঞ্জক মাত্র, অর্থাৎ উক্ত অহঙ্কারবৃত্তি সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত সদ্বস্তুকে পরিচ্ছিন্নরূপে ব্যঞ্জিত অর্থাৎ প্রকাশিত করে; সেই হেতু উক্ত অহঙ্কার বৃত্তির উৎপত্তি ও বিনাশ দ্বারা অহঙ্কার বৃত্তিতে উপহিত (উপাধিরূপে স্বীকৃত)—স্ফটিকে জবা কুসুমের ন্যায় স্ফুরণরূপ সদ্বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতীত হয়। তার্কিকাদিগণও আত্মা (অহঙ্কার) ও মন এতদুভয়ের সংযোগকেই জ্ঞানের হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদিগের মতেও উক্ত রীতিতে অহঙ্কারবৃত্তিরই উৎপত্তি ও বিনাশ প্রতীত হয়। সুতরাং অদ্বিতীয় স্ফুরণরূপ সদ্বস্তুর উৎপত্তি ও বিনাশ কখনও কল্পিত হইতে পারে না। ধ্বনি (স্বর উৎপত্তির পূর্ব্বে উদ্ভূত সূক্ষ্ম স্বর বিশেষ) গত তারতম্যবশতঃ বা ধ্বনির নাশবশতঃ, পূর্ব্ব নাশে পর পরের উপস্থিতিতে উদাত্ত, অনুদাত্তাদি * স্বরের নাশ ও উৎপত্তি হইলেও, স্বর বা শব্দের নাশ বা উৎপত্তি হয় না। ঘটপটাদি উপাধি নাশে ঘটপটাদিতে উপহিত আকাশের নাশ প্রতীতি বিষয়ীভূত হইলেও, বস্তুতঃ আকাশের নাশ হয় না।

হে ভ্রান্ত বয়স্য অর্জ্জুন! দেশ কাল বস্তু দ্বারা যাহার পরিচ্ছেদ হয় অর্থাৎ পরিমাণ হয়, সেই মধ্যম পরিমাণ (১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য ও ২৪৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বস্তু সকল কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, আর যিনি জগদ্-ব্রহ্মাণ্ড-ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং সৎস্বরূপ রজ্জুতে সর্পের স্ফূর্ত্তি যেরূপ হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্তায় কল্পিত জগতের স্ফূর্ত্তি হইতেছে, এবং যিনি দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, ঈদৃশ জগদ্ব্যাপক আত্মাকে তদ্বিলক্ষণ অর্থাৎ অবিনাশী জানিবে। যেহেতু অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বানুভবরূপ সৎস্বরূপ আত্মাকে বিনাশ করিতে কেহই সমর্থ নহে। রজ্জুতে কল্পিত সর্পাদি যেমন রজ্জুবিনাশক নহে, তদ্রূপ জাগতিক পদার্থপুঞ্জ দ্বারা আত্মাতে আরোপিত কল্পনাতীত অব্যয় অতি সূক্ষ্ম আত্মাও বিনাশের অযোগ্য। অতএব

* ধ্বনির উচ্চতা ও নীচতা হেতু স্বর উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। বেদপাঠে ও সামগানে প্রচিতঃ নামে স্বরের ব্যবহার আছে। যথা; "উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাঃ স্মৃতাঃ। চতুর্থঃ প্রচিতো জ্ঞেয়ো বেদাঙ্গেষু স্বরাঃ স্মৃতাঃ।" ইতি ভরতঃ। "উচ্চৈরুদাত্তঃ, নীচৈরনুদাত্তঃ, সমাহারঃ স্বরিতঃ"। ইতি সিদ্ধান্ত কৌমুদী।

তাদৃশ আত্মার বিনাশ কল্পনা করিয়া তোমার স্থায় ধীর ব্যক্তির অধীর হওয়া নিতান্ত অনুচিত। আরও বিবেচনা কর, ঘটশরাবাদি মৃন্ময় পাত্র সকল মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং তাহাতেই লীন হয়, তখন উক্ত মৃন্ময় বস্তু সকলের সত্তা মৃত্তিকা হইতে স্বতন্ত্র রূপে লক্ষিত হয় না; অর্থাৎ তাদৃশ বস্তু সকলও মৃত্তিকা রূপেই প্রতীত হয়। তদ্রূপ তুমি ও তোমার পিতামহ প্রভৃতি বীরপুরুষগণ সৎস্বরূপ আত্মা হইতে আবির্ভূত ও আত্মাতেই লীন হইবে, সৎস্বরূপ আত্মার সত্তাতেই তোমাদের স্ফূর্ত্তি হইতেছে; অতএব সৎস্বরূপ সর্ব্বব্যাপক আত্মা হইতে তোমাদের পার্থক্য নাই, অর্থাৎ তোমরাও অপরিচ্ছিন্ন অব্যয় আত্মার স্বরূপ। সুতরাং যদি তোমার ও কুরুকুল-চূড়ামণি ভীষ্মদেবের সহিত কোন পার্থক্যই না থাকিল, তবে তোমরা কে কাহার শত্রু হইবে এবং কে কাহাকে বধ করিবে? তোমরা সকলেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মরূপেই বিরাজ করিবে।"

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। তৎশব্দ দ্বারা প্রকৃত সৎ পদার্থই পরিব্যক্ত হইতেছে। সেই সৎ পদার্থ দ্বারা আকাশাদি যাবতীয় পদার্থ ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে ইত্যাকার বাক্য সৎ পদার্থে স্থায় পদার্থের অস্তিত্বের অনুভবাত্মক। ঘট ও পটের মৃত্তিকাই উপাদান; এ জন্য তদুল্লেখ স্থলে মৃত্তিকার অভিন্নতা উপলব্ধি হয়। মৃত্তিকা পিণ্ডাকার পরিত্যাগ করিয়া ঘটাকার ধারণ করে, অতএব মৃত্তিকা বিনাশশীলা। কিন্তু সৎস্বরূপ ব্রহ্ম কখনই সেরূপ নহেন। সমস্ত সকলেরই উপাদান। মৃত্তিকার স্থায় সৎ পদার্থও কি বিকার প্রাপ্ত হয়? না, তাহা সৎ ও অবিনাশী। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তির নামই বিনাশ। রজ্জু সর্প-ভ্রমের উৎপাদক হইলেও, তাহার রজ্জুত্ব যেমন কখনই অপগত হয় না, তদ্রূপ আত্মা ব্রহ্মাণ্ড কার্য্যে স্বকীয় সত্তা আরোপ করিলেও, স্বয়ং বিনাশ বিরহিত থাকেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'আমাদের প্রাণই সত্য, তাহারই আভায় জগতের যাবতীয় পদার্থ বিভাযুক্ত। প্রাণরূপ সত্যের উপলক্ষিত জগৎপ্রপঞ্চ সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে। এই সৎ পদার্থ অব্যয় অর্থাৎ তাহার ক্ষয় নাই; সুতরাং সেই সর্ব্ব-বিকার-শূন্য পদার্থের বিনাশও নাই।'

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায়। তৎ শব্দ জীবাত্মা প্রতিপাদক। এই জীবাত্মা মধ্যম পরিমাণ, ভগবদুক্তি অনুসারে অতি সূক্ষ্ম এবং শ্রুতি অনুসারে অণু পরিমাণ। তথাপি জীবাত্মা

সর্ব্বদেহ পরিব্যাপক। যেমন লাক্ষাবৃত মহামণি বা মহৌষধ মস্তক বা বক্ষ-প্রদেশে ধারণ করিলে, সমস্ত দেহের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা সূক্ষ্ম ও অণু পরিমাণ হইলেও, তাঁহার সমস্ত শরীর-ব্যাপকত্ব শক্তির কোনই ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই।

অতঃপর এই শ্লোকের ভাবার্থ নিম্নে প্রকটিত হইতেছে। হে মোহান্ধ বন্ধো! যে সংস্বরূপ আত্মা জনন মরণ বিশিষ্ট দেহাদি পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তাঁহার কখনই বিনাশ নাই। তিনি অব্যয় অর্থাৎ তাঁহার ক্ষয় বা বিকার নাই। তাদৃশ উৎপত্তি-বিনাশ-বিরহিত আত্মার বিনাশ সাধন করিতে কাহারও যোগ্যতা নাই। তুমি অলীক মোহের বশবর্ত্তী হইয়া ও নাশশীল দেহের সহিত বিনাশ-বিহীন আত্মার সমত্ব কল্পনা করিয়া শোকাচ্ছন্ন এবং স্বকীয় অবলম্বিত ব্রত পালনে স্খলিতপদ হইতেছ। ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের দেহ বিনাশশীল সত্য, কিন্তু তাঁহাদের দেহস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মা মরণ-ধর্ম্ম-পরিশূন্য। দেহনাশে আত্মনাশ কখনই সজ্ঘটিত হয় না। অতএব ভ্রাতঃ! কেন তুমি মূঢ়জনের ন্যায় আত্মানাত্ম জ্ঞান-শূন্য হইয়া চলচ্চিত্ত ও স্বধর্ম্ম-পালনে বিমুখ হইতেছ? ॥ ১৭ ॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত! ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—নিত্যস্য (নিত্যৈকরূপস্য) অনাশিনঃ (নাশরহিতস্য) অপ্রমেয়স্য (অপরিচ্ছেদ্যস্য) শরীরিণঃ (আত্মনঃ) ইমে দেহাঃ (স্থূলসূক্ষ্মকারণরূপা আগমাপায়ধর্ম্মকা শরীরাণি) অন্তবন্তঃ (নাশশীলাঃ) উক্তাঃ (তত্ত্বদর্শিভিরিতি যাবৎ) ভারত (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ যুধ্যস্ব (যুদ্ধং কুরু—স্বধর্ম্মত্যাগং মাকার্ষীরিতি ভাবঃ) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বদা-একরূপ নাশ-রহিত পরিচ্ছেদ-শূন্য আত্মার এই-সকল শরীর বিনাশশীল কথিত-হয়, ভরতবংশোদ্ভব! সেই-হেতু যুদ্ধ-কর ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—তত্ত্বদর্শী বিবেকিগণ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সর্ব্বদা সম-

ভাবাপন্ন, বিনাশবিহীন,প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণাতীত আত্মার স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণস্বরূপ সুখ-দুঃখাদি ধর্ম্মাত্মক এই দেহ-সকল নশ্বর; অতএব সমরবিরতিরূপ স্বধর্ম্মত্যাগ না করিয়া, যুদ্ধে বিনিযুক্ত হও ॥ ১৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং পুনস্তদসৎ যৎ স্বাত্মসত্তাং ব্যভিচরতীত্যুচ্যতে অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ, যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণান্তে বিচ্ছিদ্যতে, স তস্যা অন্তস্তথেমে দেহাঃ স্বপ্নমায়াদিবচ্চান্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনোঽন্তবন্ত ইত্যুক্তা বিবেকিভিরিত্যর্থঃ। নিত্যস্যানাশিন ইতি। ন পুনরুক্তং নিত্যস্য দ্বিবিধত্বাল্লোকে, নাশস্য চ যথা দেহো ভস্মীভূতোঽদর্শনং গতো নষ্ট উচ্যতে, বিদ্যমানোঽপি যথা—অন্যথাপরিণতো ব্যাধ্যাদিযুক্তো জাতো নষ্ট উচ্যতে, তত্রানাশিনো নিত্যস্যেতি দ্বিবিধেনাপি নাশেনাসম্বন্ধোঽস্যেত্যর্থঃ, অন্যথা পৃথিব্যাদিবদপি নিত্যত্বং স্যাদাত্মনস্তন্মাভূদিতি নিত্যস্যানাশিনো নেত্যাহ অপ্রমেয়স্য ন প্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছেদ্যস্যেত্যর্থঃ। নন্বাগমেনাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে প্রত্যক্ষাদিনা চ পূর্ব্বং? ন, আত্মনঃ স্বতঃ সিদ্ধত্বাৎ; সিদ্ধে হ্যাত্মনি প্রমাতরি প্রমিৎসোঃ প্রমাণান্বেষণা ভবতি, ন হি পূর্ব্বমিত্থমহমিত্যাত্মানমপ্রমায় পশ্চাৎ প্রমেয়পরিচ্ছেদায় প্রবর্ত্ততে, ন হ্যাত্মা নাম কস্যচিদপ্রসিদ্ধো ভবতি, শাস্ত্রন্ত্বন্ত্যং প্রমাণম্, অতদ্ধর্ম্মাধ্যারোপণমাত্রনিবর্ত্তকত্বেন প্রমাতৃত্বমাত্মনঃ প্রতিপদ্যতে, ন ত্বজ্ঞাতার্থজ্ঞাপকত্বেন। তথাচ শ্রুতিঃ, "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষং ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইতি। যস্মাদেবং নিত্যোঽবিক্রিয়শ্চ আত্মা, তস্মাৎ যুধ্যস্ব যুদ্ধাদুপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ ন হ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে, যুদ্ধে প্রবৃত্তএব হ্যসৌ শোকমোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তেঽতস্তস্য, কর্ত্তব্যপ্রতিবন্ধাপনয়নমাত্রং ভগবতা ক্রিয়তে, "তস্মাদ্যুধ্যস্ব" ইত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—সদসতোরনন্তরপ্রকৃতয়োঃ স্বরূপাব্যভিচারিত্বেন পরমার্থতয়া সন্নির্দ্ধারিতমিদানীমসন্নির্দ্দিধারয়িষয়া পৃচ্ছতি কিং পুনরিতি। অসদেবেতি নির্দ্ধারিতত্বাৎ প্রশ্নস্য নিরবকাশত্বমাশঙ্ক্য শূন্যং ব্যাবর্ত্ত্য বিবক্ষিতমসন্নির্ণায়য়িতুং তস্য সাবকাশত্বমাহ যৎস্বাত্মেতি দেহাদেরনাত্মবর্গস্য প্রকৃতাসচ্ছব্দবিষয়তেত্যাহ উচ্যত ইতি। তেষাং স্বাতন্ত্র্যং ব্যুদস্যতি নিত্যস্যেতি। আকাশাদিব্যাবৃত্ত্যর্থং বিশিনষ্টি শরীরিণ ইতি। পরিণামনিত্যত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি অনাশিন ইতি। তস্য প্রত্যক্ষাদ্যবিষয়ত্বমাহ অপ্রমেয়স্যেতি। দেহাদেরবস্তুত্বাদাত্মনশ্চৈকরূপত্বাদ্যুদ্ধে স্বধর্ম্মে প্রবৃত্তস্যাপি তব ন হিংসাদিদোষসম্ভাবনেত্যাহ তস্মাদিতি নমু দেহাদিষু সদ্বুদ্ধেরনুবৃত্তেস্তস্যাবিচ্ছেদাভাবাৎ কথমন্তবত্ত্বং তেষামিষ্যতে তত্রাহ যথেতি তথেমে দেহাঃ সদ্বুদ্ধিভাজোঽপি প্রমাণতো নিরূপণায়ামবসানে বিচ্ছেদাদন্তবন্তো ভবন্তীতি শেষঃ। দেহত্বাদিনা চ জীবদ্দেহাদেরন্তবত্ত্বং সম্প্রতিপন্নবদনুমাতুং শক্যমিত্যাহ স্বপ্নেতি শরীরাদেরন্তবত্ত্বেঽপি প্রবাহরূপেণাত্মনস্তৎসম্বন্ধস্যানিত্যত্বমাশঙ্ক্যাহ নিত্যস্যেতি। প্রবাহস

প্রবাহিব্যতিরেকেণানিরূপণান্ন তত্রাত্মনা দেহাদ্যভাবে সম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধায়োক্তঃ বিবেকিভিরিতি। পদদ্বয়স্যৈকার্থত্বমাশঙ্ক্য নিরস্যতি নিত্যস্যেত্যাদিনা। নিত্যত্বস্য দ্বৈবিধ্যসিদ্ধ্যর্থং নাশদ্বৈবিধ্যং প্রতিজ্ঞাতং প্রকটয়তি যথেত্যাদিনা। নাশস্য নিরবশেষত্বেন সবিশেষত্বেন চ সিদ্ধে দ্বৈবিধ্যফলিতমাহ তত্রেতি। বিশেষণাভ্যাং কূটস্থনিত্যত্বমাত্মনো বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। অন্যতরবিশেষণমাত্রোপাদানে পরিণামিনিত্যত্বমাত্মনঃ শঙ্ক্যেতেত্যনিষ্টাপত্তিমাশঙ্ক্যাহ অন্যথেতি। ঔপনিষদত্ববিশেষণমাশ্রিত্যাপ্রমেয়ত্বমাক্ষিপতি নম্বিতি। ইতশ্চাত্মনো নাপ্রমেয়ত্বমিত্যাহ প্রত্যক্ষাদিনেতি। তেন চাগমপ্রবৃত্ত্যপেক্ষয়া পূর্ব্বাবস্থায়ামাত্মৈব পরিচ্ছিদ্যতে। তস্মিন্নেবাজ্ঞানত্বসম্ভবাদজ্ঞাতজ্ঞাপকং প্রমাণমিতি চ প্রমাণলক্ষণাদিত্যর্থঃ। এতদপ্রমেয়মিত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য পরিহরতি নেত্যাদিনা। কথং মানসমপেক্ষ্যাত্মনঃ সিদ্ধত্বমিত্যাশঙ্ক্যোক্তং বিবৃণোতি সিদ্ধে হীতি। প্রমিৎসোঃ প্রমেয়মিতি শেষঃ। তদেব ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি ন হীতি। আত্মনঃ সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাচ্চ তস্মিন্ ন প্রমাণমন্বেষণীয়মিত্যাহ ন হ্যাত্মেতি। প্রত্যক্ষাদেরনাত্মবিষয়ত্বাৎ, তত্র চাজ্ঞাতজ্ঞাততায়া ব্যবহারসম্ভবাৎ তৎপ্রামাণ্যস্য চ ব্যাবহারিকত্বাদ্বিশিষ্টে তৎপ্রবৃত্তাবপি কেবলে তদপ্রবৃত্তেঃ, যদ্যপি নাত্মনি তৎ প্রামাণ্যং তথাপি তদ্বিতশ্রুত্যা শাস্ত্রস্য তত্র প্রবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনীত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রস্থিতি। শাস্ত্রেণ প্রত্যগ্‌ভূতে ব্রহ্মণি প্রতিপাদিকে প্রমাত্রাদিবিভাগস্য ব্যাবৃত্তত্বাদ্বক্তব্যস্যাত্যন্তম-পৌরুষেয়তয়া নির্দ্দোষত্বাচ্চাগমস্য প্রামাণ্যমিত্যর্থঃ। তথাপি কথমস্য প্রত্যগাত্মনি প্রামাণ্যং তস্য স্বতঃ সিদ্ধত্বেনাবিষয়ত্বাদিজ্ঞাতজ্ঞাপনাযোগ্যাদিত্যাশঙ্ক্য স্বতো ভাসমানোঽপি প্রতীতৌ মনুষ্যোঽহং কর্ত্তাহমিত্যাদিনা মনুষ্যত্বকর্ত্তৃত্বাদীনামতদ্ধর্ম্মাণামধ্যারোপণেনাত্মনি প্রতীয়মানত্বাৎ। তন্মাত্রনিবর্ত্তকত্বেনাত্মনো বিষয়ত্বমনাপাদ্যৈব শাস্ত্রং প্রামাণ্যং প্রতিপদ্যতে, সিদ্ধন্তু নিবর্ত্তকত্বাদিতি ন্যায়াদিত্যাহ অতদ্ধর্ম্মেতি। ঘটাদাবিব স্ফুরণাতিশয়জনকত্বেন কিমিত্যাত্মনি শাস্ত্রপ্রামাণ্যং নেষ্টমিত্যাশঙ্ক্য জড়ত্বাজড়ত্বাভ্যাং বিশেষাদিতি মত্বাহ নম্বিতি। ব্রহ্মাত্মনো মানাপেক্ষামন্তরেণ স্বতঃ স্ফুরণে প্রমাণমাহ তথাচেতি। সাক্ষাদন্যাপেক্ষামন্তরেণাপরোক্ষাদপরোক্ষস্ফুরণাত্মকং যদ্ব্রহ্ম, ন চ তস্যাত্মনোঽর্থান্তরত্বং সর্ব্বাভ্যন্তরত্বেন সর্ব্ববস্তুসারত্বাৎ তমাত্মানং ব্যাচক্ষেতি যোজনা। অপ্রমেয়ত্বেনাবিনাশিত্বং প্রতিপাদ্য ফলিতং নিগময়তি যস্মাদিতি। স্বধর্ম্মনিবৃত্তিহেতুনিষেধে তাৎপর্য্যং দর্শয়তি যুদ্ধাদিতি। আত্মনো নিত্যত্বাদিস্বরূপমুপপাদ্য যুদ্ধকর্ত্তব্যত্ববিধানাৎ, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়োঽত্র ভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। যুধ্যস্বেতি বচনাৎ তৎপ্রবর্ত্তকত্ববিধিরস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ যুদ্ধ ইতি। কথং তর্হি, "কথং ভীষ্মমহম্" ইত্যাদ্যর্জ্জুনস্য যুদ্ধোপরমপরং বচনমিতি তত্রাহ শোকেতি। যদি স্বতো যুদ্ধে প্রবৃত্তিঃ, তর্হি ভগবদ্বচনস্য কা গতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। ভগবদ্বচনস্য প্রতিবন্ধনিবর্ত্তকত্বে সত্যর্জ্জুনপ্রবৃত্তেঃ স্বাভাবিকত্বং ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—দেহস্তু বিনাশিত্বমেব স্বভাব ইত্যাহ অন্তবন্ত ইতি। ইহ উপচয়াপচয়াত্মকা ইমে দেহা অন্তবন্তঃ বিনাশস্বভাবাঃ, উপচয়াপচয়াত্মকাহি ঘটাদয়োঽন্তবন্তো দৃষ্টাঃ।

নিত্যস্য শরীরিণঃ কর্ম্মফলভোগার্থতয়া ভূতসঙ্ঘাতরূপা দেহাঃ "পুণ্যাপুণ্যেন" ইত্যাদি শাস্ত্রৈরুক্তা কর্ম্মাবসানে বিনাশিনঃ, আত্মা ত্ববিনাশী। কুতঃ? অপ্রমেয়ত্বাৎ, নহ্যাত্মা প্রমেয়তয়োপলভ্যতে, অপিতু প্রমাতৃতয়া। তথাচ বক্ষ্যতে, "এতদ্যোবেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ" ইতি। নচানেকোপচয়াত্মক আত্মোপলভ্যতে,সর্ব্বত্র দেহে অহমিদং জানামীতি দেহাদন্যস্য প্রমাতৃতয়ৈকরূপতয়ৈবোপলব্ধেঃ। নচ দেহাদেরিব প্রদেশভেদে প্রমাতুরাকারভেদ উপলভ্যতে। অত একরূপত্বেনানুপচয়াপচয়াত্মকত্বাৎ প্রমাতৃত্বাদ্ব্যাপকত্বাচ্চাত্মা নিত্যঃ, দেহস্তূপচয়াপচয়াত্মকত্বাচ্ছরীরিণঃ কর্ম্মফলভোগার্থত্বাদনেকরূপত্বাদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চ বিনাশী তস্মাদ্দেহস্য বিনাশস্বভাবত্বাদাত্মনো নিত্যস্বভাবত্বাচ্চোভয়মপি ন শোকস্থানমিতি, শস্ত্রপাতাদিরূপ পুরুষস্পর্শান্ বর্জ্জনীয়ান্ স্বগতান্ অন্যগতাংশ্চ ধৈর্য্যেণ সহমানঃ, অমৃতত্বপ্রাপ্তয়ে অনভিসংহিতফলং যুদ্ধাখ্যং কর্ম্মারভস্ব॥ ১৮॥

হনুমান্।— কিং পুনস্তদসৎ? যৎ সত্তাং ব্যভিচরতীত্যুচ্যতে অন্তবন্ত ইতি। অন্তো নাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ, নিত্যস্য শরীরিণঃ যথা মৃগতৃষ্ণিকাদৌ সদ্বুদ্ধিরনুবৃত্তা প্রমাণনিরূপণাদ্বিচ্ছিদ্যতে। স তস্যান্তঃ তথেমে দেহাশ্চান্যায়ালব্ধদেহাদিবদন্তবন্তো নিত্যস্য শরীরিণঃ শরীরবতোঽনাশিনোঽপ্রমেয়স্যাত্মনঃ অন্তবন্তঃ ইত্যুক্তাঃ পণ্ডিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিরিত্যর্থঃ। অপ্রমেয়স্য প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণৈরপরিচ্ছিন্নস্য, ন হ্যাত্মা পরিচ্ছিদ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ, "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্মাত্মা" ইতি। যস্মাদেবং নিত্যঃ সমবিশেষস্তশ্চাত্মা তস্মাদ্যুধ্যস্ব তদুপরমং মাকার্ষীরিত্যর্থঃ নহ্যত্র যুদ্ধকর্ত্তব্যতা বিধীয়তে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবাসৌ মোহপ্রতিবদ্ধস্তূষ্ণীমাস্তে তস্য প্রতিবন্ধাপনয়নং ভগবতা ক্রিয়তে। তস্মাদ্যুধ্যস্ব ইত্যনুবাদমাত্রং ন বিধিঃ॥ ১৮॥

শ্রীধর।—আগমাপায়ধর্ম্মকং সন্দর্শয়তি অন্তবন্ত ইতি। নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য অতএব অনাশিনঃ অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্যাত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশো ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধস্তস্মান্মোহজং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব, স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বলদেব।—অন্তবন্ত ইতি। অন্তবন্তো বিনাশিস্বভাবাঃ শরীরিণো জীবাত্মনঃ, অপ্রমেয়স্যাতিসূক্ষ্মত্বাদ্বিজ্ঞানবিজ্ঞাতৃস্বরূপত্বাচ্চ প্রমাতুমশক্যস্যেত্যর্থঃ। তথাচেদৃশস্বভাবত্বাজ্জীবতদ্দেহৌ ন শোকস্থানমিতি: জীবাত্মনো দেহো ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা তস্য ভোগায় মোক্ষায় চ পরেশেন সৃজ্যতে। স চ স চ ধর্ম্মেণ ভবেৎ, তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত॥ ১৮॥

মধুসূদন।—নমু স্ফুরণস্বরূপস্য সতঃ কথমবিনাশিত্বং তস্য দেহধর্ম্মিত্বাৎ দেহস্য চানুক্ষণবিনাশাদিতি ভূতচৈতন্যবাদিনস্তান্ নিরাকুর্ব্বন্ "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যেতদ্বিবৃণোতি অন্তবন্ত ইতি। অন্তবন্তো বিনাশিনঃ ইমেঽপরোক্ষাঃ দেহা উপচিতাপচিতরূপত্বাচ্ছরীরাণি, বহুবচনাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণরূপাঃ বিরাটসূত্রাব্যাকৃতাখ্যাঃ সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মনঃ সর্ব্বে, নিত্যস্য অবিনাশিন এব শরীরিণঃ আধ্যাসিকসম্বন্ধেন শরীরবত একস্যাত্মনঃ স্বপ্রকাশস্ফুরণরূপস্য সম্বন্ধিনঃ দৃশ্যত্বেন ভোগ্যত্বেন চোক্তাঃ শ্রুতিভির্ব্রহ্মবাদিভিশ্চ। তথাচ তৈত্তি-

রীরকে, "অন্নময়াত্তানন্দময়ান্তান্ পঞ্চকোষান্ কল্পয়িত্বা তদধিষ্ঠানমকল্পিতং ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠ" ইতি দর্শিতং, তত্র পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততৎকার্য্যাত্মকো বিরাট্ মূর্ত্তরাশিরন্নময়কোষঃ স্থূলসমষ্টিঃ, তৎকারণীভূতাপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূততৎকার্য্যাত্মকো হিরণ্যগর্ভঃ সূত্রমমূর্ত্তরাশিঃ সূক্ষ্মসমষ্টিঃ, "ত্রয়ং বা ইদং নামরূপং কর্ম্ম" ইতি বৃহদারণ্যকোক্তত্রয়াত্মকঃ, সকর্ম্মাত্মকত্বেন ক্রিয়াশক্তিমাত্রমাদায় প্রাণময়কোষ উক্তঃ, নামাত্মকত্বেন জ্ঞানশক্তিমাত্রমাদায় মনোময়কোষ উক্তঃ, রূপাত্মকত্বেন তদুভয়াশ্রয়তয়া কর্তৃত্বমাদায় বিজ্ঞানময়কোষ উক্তঃ ততঃ প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়াত্মৈক এব হিরণ্যগর্ভাখ্যো লিঙ্গশরীরকোষঃ, তৎকারণীভূতস্তু মায়োপহিতচৈতন্যাত্মা সর্ব্বসংস্কারশেষোঽব্যাকৃতাখ্য আনন্দময়কোষঃ, তে চ সর্ব্বে একস্যৈবাত্মনঃ শরীরাণীত্যুক্তম্। তস্যৈষ এব শারীর আত্মা যঃ পূর্ব্বস্যেতি তস্য প্রাণময়স্যৈষ এব শরীরে ভবঃ শারীর আত্মা যঃ সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণো গুহানিহিতত্বেনোক্তঃ পূর্ব্বস্যান্নময়স্য, এবং প্রাণময়-মনোময় বিজ্ঞানময়ানন্দময়েষু যোজ্যম্। অথবা ইমে সর্ব্বে দেহাস্ত্রৈলোক্যবর্ত্তিসর্ব্বপ্রাণিসম্বন্ধিন একস্যৈবাত্মন উক্তা ইতি যোজনা। তথাচ শ্রুতি, "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইতি সর্ব্বশরীরসম্বন্ধিনমেকমাত্মানং নিত্যং বিভুং দর্শয়তি। নমু নিত্যত্বং যাবৎকালস্থায়িত্বং তথাচাবিদ্যাদিবৎ কালেন সহ নাশেঽপি তদুপপন্নমিত্যত আহ অনাশিন ইতি। দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চ পরিচ্ছিন্নস্যাবিদ্যাদেঃ কল্পিতত্বেনানিত্যত্বেঽপি যাবৎকাল স্থায়িত্বরূপমৌপচারিকং নিত্যত্বং ব্যবহ্রিয়তে যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো লোকবদিতি ন্যায়াৎ। আত্মনস্তু পরিচ্ছেদত্রয়শূন্যস্যাকল্পিতস্য বিনাশহেত্বভাবাম্মুখ্যমেব কূটস্থনিত্যত্বং, নতু পরিণামি নিত্যত্বং যাবৎকালস্থায়িত্বঞ্চেত্যভিপ্রায়ঃ। নন্বেতাদৃশে দেহিনি কিঞ্চিৎ প্রমাণমবশ্যং বাচ্যং, অন্যথা নিষ্প্রমাণস্য তস্যালীকত্বাপত্তেঃ শাস্ত্রারম্ভবৈয়র্থ্যাপত্তেশ্চ, তথাচ বস্তু পরিচ্ছেদো দুষ্পরিহারঃ "শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি" ন্যায়াচ্চ, অত আহ অপ্রমেয়স্যেতি। "একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রময়ং ধ্রুবম্।" অপ্রময়মপ্রমেয়ম্। "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি চ শ্রুতেঃ। স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ এবাত্মা অতস্তস্য সর্ব্বভাসকস্য স্বভানার্থং ন ভাস্যাপেক্ষা, কিন্তু কল্পিতাজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যর্থং কল্পিতবৃত্তিবিশেষাপেক্ষা, কল্পিতস্যৈব কল্পিতবিরোধিত্বাৎ। যক্ষানুরূপো বলিরিতি ন্যায়াৎ। তথাচ কল্পিতনিবর্ত্তকবৃত্তিবিশেষোৎপত্ত্যর্থং শাস্ত্রারম্ভঃ, তস্য তত্ত্বমস্যাদিবাক্যমাত্রাধীনত্বাৎ, স্বতঃ সর্ব্বদা ভাসমানত্বং সর্ব্বকল্পনাধিষ্ঠানত্বাৎ দৃগ্রূপমাত্রভাসকত্বাচ্চ ন তস্য তুচ্ছত্বাপত্তিঃ। তথাচ "একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শাস্ত্রমেব স্বপ্রমেয়ানুরোধেন স্বস্যাপি কল্পিতত্বমাপাদয়তি, অন্যথা স্বপ্রামাণ্যানুপপত্তেঃ, কল্পিতস্য চাকল্পিতপরিচ্ছেদকত্বং নাস্তীতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। আত্মনঃ স্বপ্রকাশত্ব যুক্তিতোঽপি তদগ্রহৎসূত্রপাদেঽপি প্রতিপাদিতম্। তত্রাপি মম জিজ্ঞাসোঃ সংশয়বিপর্য্যয়ব্যতিরেকপ্রমাণানামন্যতমদপি নাস্তি, তত্র তদ্বিরোধি জ্ঞানমিতি সর্ব্বত্র দৃষ্টং, অন্যথা জিজ্ঞাসানুপপত্তিঃ, আত্মনি বা চাহংবা নাহং কস্যচিৎ সংশয়ঃ। নাপি নাহমিতি বিপর্য্যয়ঃ প্রত্য

বেতি তৎস্বরূপপ্রমা সর্ব্বদাস্তীতি বাচ্যং, তস্য সর্ব্বসংশয়বিপর্য্যয়ধর্ম্মিত্বাৎ, "ধর্ম্মাংশে সর্ব্বমভ্রান্তং, প্রকারে তু বিপর্য্যয়" ইতি ন্যায়াৎ। অত এবোক্তং "প্রমাণমপ্রমাণঞ্চ প্রমাভাসস্তথৈব চ। কুর্ব্বন্ত্যেব প্রমাং যত্র তদসম্ভাবনা কুতঃ॥" ইতি। প্রমাভাসঃ সংশয়ঃ স্বপ্রকাশে স্বরূপে ধর্ম্মিণি প্রমাণাপ্রমাণয়োর্ব্বিশেষো নাস্তীত্যর্থঃ। আত্মনোঽভাসমানত্বে চ ঘটজ্ঞানং ময়ি জাতং ন বেত্যাদিসংশয়ঃ স্যাৎ, ন চান্তরপদার্থে বিষয়স্যৈব সংশয়াদি প্রতিবন্ধকত্বস্বভাবং কল্প্যং, বাহ্যপদার্থে ক্লৃপ্তেন বিরোধিজ্ঞানেনৈব সংশয়াদিপ্রতিবন্ধসম্ভবে আন্তরপদার্থে স্বভাবভেদকল্পনায়া অনৌচিত্যাৎ, অন্যথা সর্ব্ববিপ্লবাপত্তেঃ, আত্মমনোযোগমাত্রস্যাত্মসাক্ষাৎকারে হেতুত্বং, তস্য চ জ্ঞানমাত্রে হেতুত্বাদ্ঘটাদিভানেঽপ্যাত্মভানং সমূহালম্বনন্যায়েন তার্কিকাণাং প্রবরেণাপি দুর্নিবারম্, নচ চাক্ষুষত্বমানসত্বাদিসঙ্করঃ, লৌকিকত্বালৌকিকত্ববদংশভেদেনোপপত্তেঃ, সঙ্করস্যাদোষত্বাচ্চাক্ষুষত্বাদের্জ্জাতিত্বানভ্যুপগমাদ্বা ব্যবসায়মাত্র এবাত্মভানসামগ্র্যা বিদ্যমানত্বাদনুব্যবসায়োঽপ্যপাস্তঃ। নচ ব্যবসায়ভানার্থং স তস্য প্রদীপবৎ স্বব্যবহারে সজাতীয়ানপেক্ষত্বাৎ। ন হি ঘটতজ্-জ্ঞানয়োরিব ব্যবসায়ানুব্যবসায়য়োরপি বিষয়ত্ববিষয়িত্বব্যবস্থাপনং বৈজাত্যমস্তি, ব্যক্তিভেদাতি-রিক্তবৈধর্ম্ম্যানভ্যুপগমাৎ, বিষয়ত্বাবচ্ছেদকরূপেণৈব বিষয়ত্বাভ্যুপগমে ঘটয়োরপি তদ্ভাবাপত্তির-বিশেষাৎ। ননু যথা ঘটব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞানমভ্যুপেয়তে, তথা ঘটজ্ঞানব্যবহারার্থং ঘটজ্ঞান-বিষয়ং জ্ঞানমভ্যুপেয়ং ব্যবহারস্য ব্যবহর্ত্তব্যজ্ঞানসাধ্যত্বাদিতি চেৎ কানুপপত্তিরুদ্ভাবিতা দেবানাং প্রিয়েণ, স্বপ্রকাশবাদিনঃ, ন হি ব্যবহর্ত্তব্যভিন্নত্বমপি জ্ঞানবিশেষণং ব্যবহারহেতুতাবচ্ছেদকং গৌরবাৎ, তথাচেশ্বরজ্ঞানবৎ যোগিজ্ঞানবৎ প্রমেয়মিতি, জ্ঞানবচ্চ স্বেনৈব স্বব্যবহারোপপত্তৌ ন জ্ঞানান্তরকল্পনাবকাশঃ, অনুব্যবসায়স্যাপি ঘটজ্ঞানব্যবহারহেতুত্বং কিং ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বেন, কিং বা ঘটজ্ঞানত্বেনৈবেতি বিবেচনীয়ম্, উভয়স্যাপি তত্র সত্বাৎ. তত্র ঘটব্যবহারে ঘটজ্ঞানত্বেনৈব হেতুতায়াঃ ক্লৃপ্তত্বাৎ তেনৈব রূপেণ ঘটজ্ঞানব্যবহারেঽপি হেতুতোপপত্তৌ ন ঘটজ্ঞানজ্ঞানত্বং হেতুতাবচ্ছেদকং গৌরবাত্মানাভাবাচ্চ। তথাচ নানুব্যবসায়সিদ্ধিঃ. একস্যৈব ব্যবসায়স্য ব্যবসিতরি ব্যবসেয়ে ব্যবসায়ে চ ব্যবহারজনকত্বোপপত্তেরিতি ত্রিপুটীপ্রত্যক্ষবাদিনঃ প্রভাকরাঃ। ঔপনিষদাস্তু মন্যন্তে স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপ এবাত্মা, ন স্বপ্রকাশজ্ঞানাশ্রয়ঃ কর্ত্তৃকর্ম্মবিরোধেন তজ্জ্ঞানানুপপত্তেঃ, জ্ঞানভিন্নত্বে ঘটাদিবৎ জড়ত্বেন কল্পিতাপত্তেশ্চ, স্বপ্রকাশজ্ঞানমাত্র-স্বরূপোঽপ্যাত্মা বিদ্যোপহিতঃ সন্ সাক্ষীত্যুচ্যতে, বৃত্তিমদন্তঃকরণোপহিতঃ প্রমাতেত্যুচ্যতে, তস্য চক্ষুরাদীনি করণানি স চক্ষুরাদিদ্বারান্তঃকরণপরিণামেন ঘটাদীনধিষ্ঠায় তদাকারো ভবতি। একস্মিংশ্চান্তঃকরণপরিণামে ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যং অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নচৈতন্যঞ্চৈক-লোলীভাবাপন্নং ভবতি, ততো ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যং প্রমাত্রভেদাৎ স্বাজ্ঞানং নাশয়দপরোক্ষং ভবতি। ঘটঞ্চ স্বাবচ্ছেদকং স্বতাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ ভাসয়তি, অন্তঃকরণপরিণামশ্চ বৃত্ত্যাখ্যোঽতি-স্বচ্ছঃ স্বাবচ্ছিন্নেনৈব চৈতন্যেন ভাস্যত ইতি অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিঘটানামপরোক্ষতা তদাকারজন্যং জানামি ঘটমিতি ভাসকচৈতন্যস্যৈকরূপত্বেঽপি ঘটং প্রতি বৃত্ত্যপেক্ষত্বাৎ প্রমাতৃতা, অন্তঃকরণতদ্বৃত্তী প্রতি তু বৃত্ত্যনপেক্ষত্বাৎ সাক্ষিতেতি বিবেকঃ। অদ্বৈতসিদ্ধৌ

সিদ্ধান্তবিন্দৌ চ বিস্তরঃ। যস্মাদেবং প্রাগুক্তন্যায়েন নিত্যো বিভুরসংসারী সর্ব্বদৈকরূপশ্চাত্মা, তস্মাৎ তন্নাশশঙ্কয়া স্বধর্ম্মে যুদ্ধে প্রাক্ প্রবৃত্তস্য তব তস্মাদুপরতির্ন যুক্তেতি যুদ্ধাভ্যনুজ্ঞয়া ভগবানাহ "তস্মাদ্যুধ্যস্ব ভারত" ইতি। অর্জ্জুনস্য স্বধর্ম্মে যুদ্ধে প্রবৃত্তস্য তত উপরতিকারণং শোকমোহৌ, তৌ চ বিচারজনিতেন বিজ্ঞানেন বাধিতাবিত্যপবাদাপবাদে উৎসর্গস্য স্থিতিরিতি ন্যায়েন যুধ্যস্বেত্যনুবাদো ন বিধিঃ। যথা ("কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইত্যুৎসর্গঃ, উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণীত্যপবাদঃ, অকাকারয়োঃ স্ত্রীপ্রত্যয়য়োঃ প্রয়োগেণেতি বক্তব্যমিতি তদপবাদঃ, তথাচ মুমুক্ষোর্ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসেত্যত্র অপবাদাপবাদে পুনরুৎসর্গস্থিতেঃ "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি" ইত্যনেনৈব ষষ্ঠী, তথাচ কর্ম্মণি চেতি নিষেধাপ্রসরাৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসেতি কর্ম্মষষ্ঠীসমাসঃ সিদ্ধো ভবতি।) কশ্চিৎ তস্মাদেব বিধের্শ্মোক্ষে জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয় ইতি প্রলপতি। তন্ন যুধ্যস্বেত্যতো মোক্ষস্য জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়সাধ্যত্বাপ্রতীতেঃ। বিস্তরেণ চৈতদগ্রে ভগবদ্গীতাবচনবিরোধেনৈব নিরাকরিষ্যামঃ॥ ১৮॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সত আত্মনো নিত্যত্বমসতো দেহাদেরনিত্যত্বঞ্চোক্তমুপসংহরন্ এনং যুদ্ধাভিমুখঃ করোতি অন্তবন্ত ইতি। যদ্যপি "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইতি অসত্যাৎ দেহাদীনাং কালত্রয়েঽপি সত্ত্বং নাস্তীতি পরমার্থদৃষ্ট্যা উক্তং, তথাপি তাং দৃষ্টিমপ্রতিপদ্যমানস্য নরকাদিভয়মনুরুধ্যমানস্য ব্যবহারাভিপ্রায়েণ নিত্যানিত্যবিভাগমভিপ্রেত্য দেহানামন্তবত্ত্বমুচ্যত ইতি ন দোষঃ। নিত্যত্বং কালাপরিচ্ছেদ্যত্বং, তচ্চ ব্যবহারে নভসোঽপ্যস্তীত্যত উক্তমনাশিন ইতি। নাশঃ অদর্শনং তদ্বান্ হি আকাশঃ, "নভঃ আত্মনি লীয়তে" ইতি স্মৃতেঃ, অয়ন্ত ন তথা ইত্যনাশী সর্ব্বদৈব প্রকাশমান ইত্যর্থঃ। এতদপি ন ঘটাদিবদ্দৃশ্যত্বেনেত্যাহ অপ্রমেয়স্যেতি। তথা চ শ্রুতিরাত্মনোঽপ্রমেয়ত্বমাহ, "এতদপ্রময়ং ধ্রুবম্" ইতি, অপ্রময়মিত্যস্যাপ্রমেয়মিত্যর্থঃ, এতচ্চাত্মনি প্রমাণাপ্রসরাৎ জ্ঞেয়ম্। তথা চ শ্রুতিঃ, "যেনেদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াদ্বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ" ইতি। প্রসিদ্ধিস্তস্য প্রত্যগাত্মত্বাদেব, "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। উক্তঞ্চ "প্রমাণমপ্রমাণঞ্চ প্রমাভাসস্তথৈব চ। যৎপ্রসাদাৎ প্রসিধ্যন্তি তদসম্ভাবনা কুতঃ" ইতি। তস্মাৎ "যুধ্যস্ব ভারত" ভীষ্মাদিদেহানাং মিথ্যাত্বাদনিত্যত্বাচ্চ, স্বয়মেব নষ্টপ্রায়তয়া হননান্নিবৃত্ত্যা ত্বয়া স্বধর্ম্মো ন নাশনীয় ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—"নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি অন্তবন্ত ইতি। শরীরিণো জীবস্য অপ্রমেয়স্য অতিসূক্ষ্মত্বাদজ্ঞেয়স্য। তস্মাদ্যুধ্যস্বেতি শাস্ত্রবিহিতস্য স্বধর্ম্মস্য ত্যাগোঽনুচিত ইতি ভাবঃ॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও টীকাকার পূজ্যপাদ

শ্রীমদানন্দগিরি ও পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোক উপলক্ষে নিম্নলিখিত অভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। যদি বল, "স্বীকার করিলাম, সদ্বস্তু সর্ব্বদা বিদ্যমান আছেন, তাঁহার বিনাশ নাই, তাঁহার স্বরূপের কখনও ব্যভিচারও হয় না; কিন্তু সেই আত্মসত্তার ব্যভিচারক অসদ্বস্তুটী কি?" তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। তত্ত্বদর্শিগণ বলেন যে, যেরূপ মৃগতৃষ্ণিকাদিতে জলাদি বুদ্ধি বাস্তবিক সৎ নহে—ভ্রম-কল্পিত, প্রমাণদ্বারা এইরূপ নিরূপিত হইলে, সেই জলাদি বুদ্ধি হইতে সদ্‌বুদ্ধির বিচ্ছেদ হয়; অর্থাৎ তখন জলাদি অসৎ এইরূপ জ্ঞান হয়; তাহা হইলে উক্ত বিচ্ছেদ জলাদি বুদ্ধির 'অন্ত' অর্থাৎ বাস্তবিক মরীচিকা ও আরোপিত জলের বিচ্ছেদ-জ্ঞানই (যাহাকে জল বলিয়া বুঝিতেছিলাম, তাহা জল নহে, মরীচিকা অর্থাৎ বালুকাকীর্ণ ভূখণ্ডমাত্র, এই প্রকার বিচ্ছেদ-জ্ঞানই) উক্তবিধ জ্ঞানের অন্ত, (বিনাশ) অর্থাৎ শেষসীমা। ইহা বাস্তবিক মরীচিকা এইরূপ বুদ্ধি প্রমাণীকৃত হইলেই জল-বুদ্ধির নাশ হয়। ইহা জল কি অন্য কিছু ইহা যতক্ষণ প্রমাণীকৃত না হয়, ততক্ষণই সংশয়। প্রমাণ দ্বারা 'ইহা বস্তুতঃ বালুকাময় প্রদেশ' ইত্যাকার একান্ত জ্ঞান হইলে জল-বুদ্ধির অন্ত স্বতঃই উপপাদিত হয়।

এই আত্মব্যতিরিক্ত দেহাদি অন্তবান্ (বিনাশশীল)। যদি বল যে, এই দেহাদি অনাত্মা অর্থাৎ আত্মব্যতিরিক্ত, তাহা হইলে ইহারা আত্ম হইতে স্বতন্ত্র হউক। তাহা বলিতে পার না; কারণ দেহাদি, মরীচিকায় বারিবুদ্ধির ন্যায়, আত্মাতে কল্পিত মাত্র। আরও দেখ, যেরূপ স্বপ্নকালে একই মানুষ বহুবিধ স্বপ্ন সন্দর্শন করিলেও স্বপ্নান্তে মনুষ্য একই থাকে, স্বপ্ন-দৃষ্ট পদার্থগুলির সত্তা আর পৃথক্‌রূপে থাকে না, (পদার্থগুলি স্বপ্নাবস্থায় আগন্তুক মাত্র। স্বপ্নান্তে তাহাদের অন্ত হয়) এবং মায়াবী (ঐন্দ্রজালিক) মায়াবলে বহুবিধ রূপ পরিগ্রহ করিলেও, মায়ানাশে তাহার মায়া-পরিগৃহীত রূপ সমূহেরও নাশ হয়, মায়াবী একাই থাকে। সেইরূপ অজ্ঞান-প্রভাবে, আত্মায় বহুবিধ দেহাদি অনাত্মধর্ম্মের আরোপ হইলেও, অজ্ঞান-নাশে তাঁহার একমাত্রই স্বরূপ প্রতীত হয়। অতএব দেহাদি, প্রকৃত তপন-তাপ-তপ্ত বালুকাভূমিতে অপ্রকৃত বারিবুদ্ধির ন্যায়, প্রকৃত একমাত্র মনুষ্যের স্বপ্নকালে অপ্রকৃত বহুবিধ দেহাদি সমাগমের ন্যায়, এবং প্রকৃত একমাত্র মায়াবীর বহুবিধ অপ্রকৃত দেহাদি পরিগ্রহের ন্যায়, মিথ্যা ও প্রকৃত আত্মায় কল্পিত মাত্র।

আরও দেখ সখে! আত্মা শরীরী, নিত্য, অনাশী এবং অপ্রমেয়। যাঁহার শরীর আছে তিনিই শরীরী, অর্থাৎ আত্মা আকাশাদির ন্যায় শূন্য স্বরূপ নহেন—নিত্য অর্থাৎ কালত্রয়ব্যাপী (সর্ব্বদা একরূপ), অনাশী অর্থাৎ বিনাশ-রহিত। এখন যদি বল যে, যাহা কালত্রয়ব্যাপী তাহাই ত অবিনাশী, তবে "নিত্য" ও "অনাশী" রূপ পুনরুক্তি দোষদুষ্ট বিশেষণে আত্মাকে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন কি? হে অসূক্ষ্মদর্শিন্! ইহার কারণ শ্রবণ কর। "অনাশী" ও "নিত্য" এতদুভয়ের অর্থগত কোন পার্থক্য নাই বটে, কিন্তু লোকে দেখা যায় যে, নিত্য বা অনাশী পদার্থ দুই প্রকার; নাশও আবার দুই প্রকার। অগ্নি-সংযোগে দেহ ভস্মীভূত হইলে, অর্থাৎ দেহ অদর্শন-প্রাপ্ত হইলে,লোকে বলে যে, দেহ নষ্ট হইয়াছে, অর্থাৎ নাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। দেহ বর্ত্তমান থাকিয়াও, ব্যাধি সহযোগে অন্যরূপে পরিণত হইলেও, তাহার উপর নষ্ট শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অর্থাৎ নিদারুণ পীড়ায় কাহারও শরীর কৃশ হইলেই লোকে বলে যে, ইহার শরীরটা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব জগতে নাশ যে দুই প্রকার, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব সখে! বুঝিয়া দেখ যে, উক্ত দ্বিবিধ নাশ-পরিশূন্য বলিয়া আত্মা "নিত্য" ও "অবিনাশী" এই দুই বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। আত্মা অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ * দ্বারা তাঁহার পরিচ্ছেদ করিতে পারা যায় না।

এখন যদি বল যে,"যাহা অজ্ঞাত বস্তুকে জানাইয়া দেয়, তাহাই প্রমাণ, অথচ আত্মা বেদবেদ্য অর্থাৎ আগম দ্বারা আত্মা পরিচ্ছিন্ন। আগম-

---

* "মা" ধাতুর অর্থ "মান"। মানের অর্থ মাপা। "প্র" শব্দের অর্থ "প্রকৃষ্ট"। প্র+মা= "প্রমা"। তাহা হইলে "প্রমা" শব্দের অর্থ "প্রকৃষ্টরূপ মান" অর্থাৎ ইহা এই বস্তু এইরূপ যথার্থ অনুভবের নাম "প্রমা"। প্রমাকে কেহ কেহ প্রমিতি বলিয়াও উল্লেখ করেন। এই প্রমা বা প্রমিতি করণের নামই "প্রমাণ"। অর্থাৎ উক্তবিধ প্রমাজ্ঞান যাহা দ্বারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সঞ্জাত হয় তাহার নাম প্রমাণ। "প্রমীয়তে অনেন ইতি প্রমাণম্"। তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, যে কোন বিষয় হউক না কেন, যাহা দ্বারা মান করিতে, মাপ করিতে অর্থাৎ তাহার যথার্থ ইয়ত্তা নির্ণয় করিতে পারা যায় তাহারই নাম প্রমাণ। এখন দেখা যাউক প্রমাণ কত প্রকার। অর্থাৎ কত প্রকারে বস্তু সমূহের মান গ্রহণ করিতে পারা যায়। প্রমাণ বিষয়ে বহু মতাবলম্বির সংখ্যা-ঘটিত বহুবিধ মত পরিলক্ষিত হয়। যথা; চার্ব্বাকগণের মতে একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ। বৈশেষিক বা কণাদ এবং সৌগত মতে প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুইটি প্রমাণ। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনটি প্রমাণ। নৈয়ায়িকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারিটি প্রমাণ।

প্রবৃত্তি প্রত্যক্ষাদির দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে এবং আগম-প্রবৃত্তির পূর্ব্বাবস্থাতেই প্রত্যক্ষাদির দ্বারাও ত আত্মার পরিচ্ছেদ হইয়া থাকে। আগমাদিতে প্রবৃত্তির পূর্ব্বে আত্মবস্তু বিষয়ে সকলেরই অজ্ঞান থাকে, এবং আগম-জ্ঞান দ্বারা আত্মবস্তু বিষয়ক জ্ঞান হয়; অতএব আগম পূর্ব্বাজ্ঞাত আত্মবস্তুকে জানাইয়া দেয় বলিয়া, তাহাই প্রমাণ। তবে কেমন করিয়া বলিব যে আত্মা অপ্রমেয়? তাহাও বলিতে পার না।* কারণ শ্রুতি

প্রভাকরগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ ও অর্থাপত্তি এই পাঁচটি প্রমাণ। ভাট্ট ও বেদান্তীগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি এই ছয়টি প্রমাণ। পৌরাণিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আটটি প্রমাণ। তান্ত্রিকগণের মতে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, সম্ভব, ঐতিহ্য ও চেষ্টা এই নয়টি প্রমাণ।

বেদান্তকারিকা গ্রন্থেও কথিত আছে। "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদ-সুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাঙ্খ্যাঃ শব্দঞ্চ তে উভে। ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেবলম্। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥ অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা। সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি ইতি পৌরাণিকা জগুঃ॥"

এখন দেখা যাউক প্রত্যক্ষাদি কাহাকে বলে।

(১) প্রত্যক্ষ। ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানং সাক্ষাৎকারাত্মকং জ্ঞানং, জ্ঞানাকরণকং জ্ঞানং বা প্রত্যক্ষপ্রমিতিস্তৎকরণং "প্রত্যক্ষাখ্যং প্রমাণং" তচ্চ সন্নিকৃষ্টং ইন্দ্রিয়মেব। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়-বর্গই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কারণ উক্ত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারাই রূপ রসাদি বিষয়ের যথার্থ জ্ঞান বা প্রত্যক্ষ প্রমা সমুদ্ভূত হয়।

(২) অনুমান। ব্যাপ্তিবিশিষ্টপক্ষধর্ম্মতাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানং অনুমিতিঃ, তৎকরণং অনুমানাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ ব্যাপ্তি জ্ঞানম্। যেখানে যেখানে ধূম দৃষ্ট হয় সেখানে সেখানেই অগ্নির সত্তা উপলব্ধি করিতে পারা যায় এই রকমের জ্ঞানকে ব্যাপ্তি জ্ঞান কহে। পর্ব্বতে ধূম দেখা যাইতেছে অতএব তথায় অগ্নিও আছে ইত্যাকার জ্ঞান অনুমিতি, পূর্ব্বোক্ত ব্যাপ্তি জ্ঞান দ্বারাই সংসাধিত হয় বলিয়া ব্যাপ্তি জ্ঞানই অনুমান প্রমাণ।

(৩) উপমান। সাদৃশ্যজ্ঞানকরণং জ্ঞানং উপমিতিঃ, তৎকরণং উপমানাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ সাদৃশ্যজ্ঞানম্। সাদৃশ্যমপি "তদ্ভিন্নত্বে সতি তদ্গতভূয়োধর্ম্মবত্ত্বম্"।

এক ব্যক্তি শুনিয়াছিল যে, গবয় নামক পশু গোসদৃশ—দেখিতে গোরুর মত; পরে একদিবস অরণ্যে যাইয়া একটি গোসদৃশ পশু দেখিল; তখন তাহার পূর্ব্ব স্মৃতি জাগিয়া উঠিল, মনে হইল যে, এই পশুটি গবয়, কারণ ইহা গো-সদৃশ। গো সাদৃশ্য জ্ঞানে গবয় জ্ঞানোৎপত্তি রূপ জ্ঞানের নাম উপমিতি এবং এই উপমিতি সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারাই সঞ্জাত হয় বলিয়া সাদৃশ্য জ্ঞানই উপমান প্রমাণ।

(৪) শব্দ বা আগম। "পদজ্ঞানকরণকং জ্ঞানং শাব্দপ্রমিতিঃ" তৎকরণং শব্দাখ্যং প্রমাণং, তচ্চ পদজ্ঞানং, জ্ঞাতং পদং বা। সুপ্তিঙন্তং শব্দং বা পদং প্রাহুঃ।

অন্নকামী পাক করিবে, স্বর্গকামী যজ্ঞ করিবে, ইত্যাদি শাব্দ বোধ (শাব্দপ্রমিতি) পদজ্ঞান দ্বারাই সঞ্জাত হয় বলিয়া পদ জ্ঞানই শব্দপ্রমাণ। কাহারও মতে আপ্ত বাক্যই শব্দ।

(৫) অর্থাপত্তি। উপপাদ্যজ্ঞানজন্যং জ্ঞানং উপপাদকজ্ঞানং অর্থাপত্তিপ্রমিতিঃ, তৎকরণং অর্থাপত্তিপ্রমাণং, তচ্চ উপপাদ্যজ্ঞানম্। যেন বিনা যদনুপপন্নং তৎ তত্র উপপাদ্যং, যস্য অভাবে

বলিতেছেন, "ইহা (আত্মা) অপ্রমেয়" অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ আত্মা, প্রমাণ-সিদ্ধ না হইয়া, কেন স্বতঃসিদ্ধ হইলেন তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। স্বয়ং প্রমাতৃস্বরূপ আত্মার সিদ্ধি হইলে তবে প্রমেয় প্রমাণেচ্ছু ব্যক্তি প্রমাণ বিষয়ক অন্বেষণে সম্প্রবৃত্ত হয়; অর্থাৎ আমাকে যে প্রমেয়ের পরিচ্ছেদ করিতে হইবে—যদ্বিষয়ক যাথাতথ্য নিরূপণ করিতে হইবে, তাহা নিরূপণ কে করিবে? না, "আমি।" সেই "আমি" না থাকিলে ত আর বস্তু নিরূপণ

যস্য অনুপপত্তিঃ তৎ তত্র উপপাদকম্। যথা পীনোঽয়ং দেবদত্তঃ দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে, ইত্যত্র রাত্রিভোজনাভাবে সতি পীনত্বং অনুপপন্নং, অতঃ পীনত্বজ্ঞানেন রাত্রিভোজনমাক্ষিপ্যতে। অর্থস্য আপত্তিঃ কল্পনা ইতি অর্থাপত্তিপ্রমিতিঃ। অর্থস্য আপত্তির্যস্মাদিতি অর্থাপত্তিপ্রমাণম্।

"দেবদত্ত অত্যন্ত স্থূল কিন্তু দিবসে কিঞ্চিৎ মাত্রও আহার করে না।" এইরূপ স্থলে দেবদত্ত যে রাত্রিতে ভোজন করে তাহা অর্থ দ্বারাই আপনা আপনি আসিয়া সমুপস্থিত হয়, কারণ দেবদত্ত রাত্রিতেও ভোজন না করিলে তাহার শরীর কখনও স্থূল হইতে পারে না। দেবদত্তের রাত্রি-ভোজনরূপ অর্থের কল্পনা জ্ঞান (অর্থাপত্তি প্রমিতি) দেবদত্তের পীনত্বজ্ঞান দ্বারাই সূচিত হয়; অতএব এস্থলে দেবদত্তের পীনত্বজ্ঞানই অর্থাপত্তি প্রমাণ।

(৬) অনুপলব্ধি। প্রতিযোগ্যনুপলব্ধিজন্যং প্রতিযোগ্যভাবজ্ঞানং অনুপলব্ধিপ্রমিতিঃ, তৎকরণং অনুপলব্ধিপ্রমাণং, তচ্চ প্রতিযোগিদর্শনাভাবরূপম্। যথা; যদ্যত্র ঘটঃ স্যাৎ তর্হি ঘটবত্তয়া উপলভ্যেত যতো নোপলভ্যতে অতোঽত্র ঘটাভাব ইতি নিশ্চীয়তে। যদি এখানে ঘট থাকিত তাহা হইলে পাওয়া যাইত (দেখা যাইত); এখানে যেহেতু ঘট পাওয়া যাইতেছে না, অতএব এখানে ঘটের অভাব ইহা নিশ্চয়। এইরূপ স্থলে ঘটের দর্শনাভাব দ্বারাই ঘটাভাব জ্ঞান (অনুপলব্ধি প্রমিতি) নিশ্চয়ীকৃত হইতেছে, অতএব ঘটের দর্শনাভাবই "অনুপলব্ধি প্রমাণ"।

(৭) সম্ভব। শতত্বজ্ঞানজন্যজ্ঞানং পঞ্চাশত্ত্বজ্ঞানং সম্ভবপ্রমিতিঃ, তৎকরণং সম্ভবপ্রমাণং, তচ্চ শতত্বজ্ঞানম্। যথা, অয়ং পুরুষঃ শতত্বসংখ্যাবিশিষ্টমুদ্রাবান্ ইতি জ্ঞানে জাতে সতি পঞ্চাশৎ-মুদ্রিকাসম্ভবো ভবতি। এই ব্যক্তি শত টাকার মালিক এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলেই তাহার নিকট পঞ্চাশ কি ষাইট টাকা আছে, তাহা সম্ভাবিত হয়। এইরূপ স্থলে একশত টাকার অস্তিত্ব জ্ঞান দ্বারাই পঞ্চাশ বা ষাইট টাকার অস্তিত্ব জ্ঞান সম্ভাবিত (সম্ভব প্রমিতি) হয়, অতএব একশত টাকার অস্তিত্ব জ্ঞানই সম্ভব প্রমাণ।

(৮) ঐতিহ্য। অজ্ঞাত কর্তৃক পরম্পরাজ্ঞানজন্যং জ্ঞানং ঐতিহ্যপ্রমিতিঃ, তচ্চ অজ্ঞাতকর্তৃক-পরম্পরাজ্ঞানরূপম্। যথা "ইহ বটে যক্ষঃ" ইত্যত্র ন হি কেনাপি বটে যক্ষো দৃষ্টঃ কিন্তু পরম্পরয়া উচ্যতে।

এই বট বৃক্ষে যক্ষ (ভূত, প্রেত) আছে, এইরূপ জ্ঞান ঐতিহ্যপ্রমিতি, অজ্ঞাত কর্তৃক পরম্পরা জ্ঞান দ্বারা সঞ্জাত হয়; অতএব অজ্ঞাত কর্তৃক পরম্পরা জ্ঞানই ঐতিহ্যপ্রমাণ। স্থূল কথা রাম শ্যামকে বলিল, 'ওহে! এই বটগাছে ভূত আছে।' শ্যাম আবার গোপালকে বলিল, ওহে! এই বটগাছে ভূত আছে। এইরূপ আবার গোপাল আর একজনকে বলিল, সে আবার আর একজনকে বলিল। সেই বট বৃক্ষে যক্ষের সাক্ষাৎ লাভ করুক বা নাই করুক, কিন্তু কথাটা এইরূপে লোক পরম্পরায় চলিয়া আসিতে থাকে। এইরূপ ওর এর তার কথা শুনিয়া এই বটগাছে ভূত আছে' ইত্যাদি রূপ যে জ্ঞান হয় তাহারই নাম ঐতিহ্যপ্রমিতি।

হইতে পারে না? তবে এখন দেখ যে সেই "আমি" (আত্মা) স্বতঃসিদ্ধ কি না এবং তাহা অপ্রমাণ-সিদ্ধ কি না। আর দেখ যাহা সর্ব্ব-লোক-প্রসিদ্ধ তাহার আবার প্রমাণানুসন্ধানের প্রয়োজন কি? আত্মা সর্ব্ব-লোকপ্রসিদ্ধ অর্থাৎ কুত্রাপি অজ্ঞাত নহেন।

আর দেখ সখে! আগমাদি শাস্ত্র অপৌরুষেয় (পুরুষ-বিরচিত নহে); অতএব দোষ-পরিহীন; এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়। একবার সেই শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দেখ দেখি, তাহার সার কি? দেখিবে উপনিষদ্ দেবী * (শ্রুতি সমূহ) হিতৈষিণী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাঁহার

(৯) চেষ্টা। ক্রিয়াবিশেষবিশিষ্টাঙ্গজ্ঞানজন্যং চেষ্টমানজ্ঞানং চেষ্টাপ্রমিতিঃ, তৎকরণং চেষ্টাপ্রমাণং তচ্চ দ্বিত্র্যঙ্গুল্যাদিদর্শনরূপম্।

কেহ আমায় কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আমি বাক্যস্ফূর্ত্তি না করিয়া হাত বা মাথা নাড়িয়া কিংবা আঁখি ঠারিয়া তাহার কথায় প্রত্যুত্তর দিলাম। এইরূপ অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শন করিয়া যে অভিলষিত অর্থের অবগতি হয় তাহার নাম চেষ্টাপ্রমিতি, এবং তাহা অঙ্গ-ভঙ্গি দর্শন দ্বারা সম্পাদিত হয় বলিয়া অঙ্গ-ভঙ্গ্যাদি দর্শনই "চেষ্টাপ্রমাণ"।

মহানুভব মাধ্বাচার্য্যাদি দ্বৈতবাদী বৈষ্ণবগণ কেবলমাত্র "শব্দ" প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠত্বে বরণ করেন। তাঁহাদের মতে শব্দ বলিতে অনাদি-নিধনা ভ্রমপ্রমাদাদিদোষ-পরিহীনা অপৌরুষী বেদময়ী বাণীকেই বুঝায়। উক্ত মহাত্মগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকে আপ্ত বাক্যকেও বেদ বাক্যার্থেই পর্য্যবসিত, করিতে দেখা যায়। তাঁহারা বলেন যে, "যে হেতু ঋষিদিগকেও পরস্পর বিরোধ করিতে দেখা যায়, অতএব তাঁহাদিগের বাক্যও (আত্মা জীবাদি) প্রমেয় নির্ণয় বিষয়ে একান্ত প্রমাণরূপে পরিগৃহীত এবং আপ্তত্বে বৃত হইতে পারে না, সুতরাং একান্ত প্রমাণ একমাত্র শব্দ বা আগম। প্রকৃত স্বতঃ প্রমাণ বেদবাক্য ব্যতীত আর কেই বা প্রমাণের স্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইবে? শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও উক্তমতের পোষকতা করিয়া গিয়াছেন। —শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

* সহেতুসংসারনিবৃত্তিসাধনব্রহ্মাত্মৈকত্ববিদ্যা উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা। অত্র ষদল্বিশরণগত্যব-সাদনেষ্বিতি স্মর্য্যতে। সদের্ধাতোরুপনিপূর্ব্বস্য ক্বিবন্তস্য সহেতুসংসারনিবর্ত্তকব্রহ্মবিদ্যার্থত্বাৎ, উপনিষচ্ছব্দবাচ্যা সা ভবত্যুক্তফলবতী। উপ-শব্দো হি সামীপ্যবাচ; তচ্চাসতি সঙ্কোচকে প্রতীচি পর্য্যবস্যতি। নি শব্দশ্চ নিশ্চয়ার্থঃ, তস্মাদৈকাত্ম্যং নিশ্চিতম্। তদ্বিদ্যা সহেতুং সংসারং সাদয়তি ইতি "উপনিষৎ" উচ্যতে। (বৃহদারণ্যক।) উপ+নি+সদ+কিপ্=উপনিষৎ। যে বিদ্যা ব্রহ্মবস্তু সকলেরই "উপ" অর্থাৎ সমীপে (প্রতি পদার্থেই তিনি আছেন) ইহা "নি" অর্থাৎ নিশ্চয়রূপে অবগত করাইয়া সহেতু অর্থাৎ অবিদ্যার সহিত সমগ্র সংসারের (সদ) "সাদন" অর্থাৎ বিনিবৃত্তি করে, তাহারই নাম "উপনিষৎ"। ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বত্র অনুস্যূত প্রতি বস্তুতেই তাঁহার সত্তা আছে, ইহা নিশ্চয়রূপে জানিলেই জীব ও ব্রহ্মে একত্ব সিদ্ধি সম্পাদিত হয়। শ্রুতিও বলেন যে, "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। সকলের যেন স্মরণ থাকে যে, উক্ত সিদ্ধান্ত অদ্বৈতবাদিগণের, কারণ দ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত এই যে, "জীব ও ব্রহ্মে সূর্য্য ও সূর্য্যরশ্মির ন্যায় ভেদ নিত্য এবং সেব্য সেবকভাবও নিত্য এ সমস্ত বিষয় স্থানান্তরে সবিশেষ বিবৃত হইবে। —শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

অবোধ, আময়-প্রপীড়িত, কুপথ্য-সেবী সন্তানগণের রোগনাশ-বাসনায় সুখসেব্য সুরস ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। দুর্ব্বৃত্তঃপুত্র ব্যাধি-প্রপীড়িত হইলে, জননী তাহাকে মধুর রসাচ্ছাদিত কটুতিক্তাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন, এবং তাহাতেই তাহার রোগনাশ হয়।

জননী শ্রুতি বলিতেছেন যে, "হে পাপ-তাপ-পরিক্লিষ্ট জগদ্বাসী জীব-নিচয়! তোমরা যাঁহাকে যাঁহাকে 'তৎ' অর্থাৎ সেই (ব্রহ্ম) বস্তু বলিয়া জানিতেছ, তাহা তাহা (তৎ ন) অর্থাৎ সে বস্তু নহে। ভ্রান্ত জীব! তোমরা যে নশ্বর দেহাদির উপর আমি মনুষ্য, আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি আরোপ করিতেছ, এই নশ্বর দেহাদি সে প্রকৃত আমি (আত্মা) নহে। সে পদার্থ বা সেই প্রকৃত আমি (আত্মা) এই নশ্বর দেহাদি সদৃশ দেশ-কাল-বস্তু পরিচ্ছিন্ন নহেন, তিনি অবিনাশী, দেশকাল ও বস্তু কর্ত্তৃক অপরিচ্ছিন্ন; তিনি স্বতঃ প্রকাশস্বরূপ, সকল প্রাণীর হৃদয়ে, অধিক কি সর্ব্বত্রই তিনি সম অবিকৃতভাবে নিত্য বিদ্যমান এবং সকলের অন্ত অর্থাৎ শেষ স্বরূপ। স্থূল কথা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায়, ইহ জগতে পরিদৃশ্যমান পদার্থ নিচয়ের একটা অন্ত বা শেষ আছে, কিন্তু সেই আত্মা বা আমি সকল পদার্থেরই শেষ স্বরূপ, তাঁহার আর শেষ নাই। অজ্ঞানান্ধকারে তোমাদের নয়ন অন্ধীভূত হইয়াছে, কুসঙ্গীর কুচক্রে বুদ্ধি বিকৃত হইয়াছে। তাই আজ তোমরা আত্মস্বরূপ বা প্রকৃত আমির স্বরূপ দেখিতে পাইতেছ না। কত শত শত সহস্র সহস্র স্থলে এই আমিকে দেখি দেখি করিয়াও, কোথাও স্থির অবিকৃতভাবে দেখিতে পাইতেছ না। আয় আয় বাছা! আমার হিত কথা শোন, ছয় জন কুজনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া আমার কোলে আয় বাছা! প্রকৃত আমি কে চিন্‌তে পারবি। আর তোদের বার বার কঠোর জনন-মরণ যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। সেই প্রকৃত আমি তোদের দূরে নাই, সে আমি সর্ব্বত্রই আছেন, তাঁহার জনন-মরণাদি নাই, এবং সেজন্য তাঁহাকে যে জানে তাহারও জনন-মরণ আর হয় না। তাঁহার শোকও নাই, মোহও নাই; অতএব তাঁহাকে যে জানে তাহার শোক ও মোহ দূরে পলায়ন করে।

তাই বলি সখে! শাস্ত্র অজ্ঞাত পদার্থ জানাইয়া প্রমাণের স্থান অধিকার করে না, কিন্তু প্রকৃত আমিকে জানাইয়া দেয় বলিয়া তাহার প্রামাণ্য

অতএব যখন তুমি জানিতেই পারিতেছ যে, আত্মা অপ্রমেয় বলিয়া তাঁহার বিনাশ নাই, তখন তোমার আর কিছু না হউক, স্বধর্ম (ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম) হইতে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত অনুচিত। ছি সখে। যুদ্ধ হইতে উপরত হইও না।

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইতেছে। ভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে আত্মার অবিনাশিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, এই শ্লোকে দেহের বিনাশশীলতা প্রতিপাদিত করিতেছেন। হে ভারত অর্জ্জুন! যেমন উপচয়াপচয়াত্মক ঘটাদি দৃশ্যমান পদার্থ সকল অন্তবন্ত অর্থাৎ বিনাশশালী, তদ্রূপ শরীরবান্ নিত্য আত্মার পাপ-পুণ্যাদি কর্ম্মফলভোগার্থ পঞ্চ-ভূত-সমষ্টি-স্বরূপ এই দেহ-নিচয়ও অন্তবন্ত অর্থাৎ কর্ম্মফল ভোগাবসানে বিনাশ-শীল। কিন্তু কর্ম্মফল ভোক্তা আত্মা অবিনাশী; কারণ আত্মা অপ্রমেয়, অর্থাৎ কোন প্রমাণদ্বারা আত্মার উপলব্ধি করা যায় না, তিনি বিভু (সর্ব্ব-ব্যাপক) অপিচ তিনি প্রমাতৃস্বরূপে উপলব্ধ হন। গীতা শাস্ত্রে (১৩ অধ্যায়ের ১ম শ্লোকে) লিখিত আছে, "এই দেহ-সকল ক্ষেত্র স্বরূপ, ইহা যিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ, অর্থাৎ প্রমাতা ইত্যাদি। অতএব আত্মা প্রমাতৃ স্বরূপ, সর্ব্বব্যাপক ও নিত্য, এবং শরীরি আত্মার কর্ম্মফল ভোগসাধন স্বরূপ উপচয়াপচয়াত্মক এই দেহ বিনশ্বর। হে ভ্রান্ত সখে! সুতরাং অবিনাশী আত্মা ও বিনাশশীল দেহ এতদুভয়ের নিমিত্ত শোক অকর্ত্তব্য। শস্ত্রপাতাদি পুরুষ ব্যাপারের, অতীত আত্মা অনশ্বর ও চিরস্থায়ী। অতএব ধৈর্য্য সহকারে, অমরত্ব কামনায়, এই আরব্ধ মহাযুদ্ধে বিনিযুক্ত হও।

অতঃপর পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকার ভাবার্থ নিম্নে পরিব্যক্ত হইতেছে। দেহাভিমানী অর্জ্জুনকে যুদ্ধে বিমুখ দেখিয়া, ভগবান্ ত্রিবিধ শরীর * হইতে আত্মার স্বাতন্ত্র্য ও নিত্যতা এবং শরীর-ত্রয়ের নশ্বরতা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক, পূর্ব্বশ্লোকের ভাবার্থ বিবৃত করিয়া,

* মূল শ্লোকে "অন্তবন্ত ইমে দেহা", ইত্যাদি বাক্যে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণস্বরূপ সমষ্টি ও ব্যষ্টিভূত তাবৎ শরীরকে লক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে ভগবান্ "দেহা" এই বহুবচনান্ত পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, শ্রুতি ও ব্রহ্মবাদিগণ একমাত্র আত্মাকেই অবিনাশী, স্বপ্রকাশ-স্ফুরণরূপ, দ্রষ্টা এবং ভোক্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদে অন্নময় প্রভৃতি যে পঞ্চকোষের উল্লেখ আছে, তাহা শরীরবান আত্মার ভেদ নহে, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীরের প্রভেদ মাত্র। অন্নময় কোষ স্থূল সমষ্টি, প্রাণময় মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ সূক্ষ্ম সমষ্টি এবং আনন্দময় কোষ কারণ সমষ্টি। (২৪২ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে পঞ্চকোষের বিশেষ বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য)।

তাঁহাকে যুদ্ধার্থ উত্তেজিত করিতেছেন। হে ভারত অর্জ্জুন! নিত্য ও স্বপ্রকাশরূপ আরোপিত শরীরী আত্মার স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণরূপ প্রত্যক্ষ দেহ সকল অন্তবন্ত অর্থাৎ বিনাশী। তুমি উক্ত নশ্বর শরীর সমূহকে পিতামহ, গুরু এবং বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া শোক-মোহে অধীর হইয়াছ। বাস্তবিক সর্ব্বগুহাশায়ী * সর্ব্বসাক্ষী আত্মা অবিনাশী, অর্থাৎ দেশ কাল বস্তুরূপ ত্রিবিধ পরিচ্ছেদশূন্য ও কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ; তিনি বিভুরূপে সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছেন। তুমি তাদৃশ আত্মার বিনাশ আশঙ্কা করিয়া কর্ত্তব্য-বহির্ম্মুখ হইয়াছ। তুমি বিবেকালোক দ্বারা মানসিক তিমিররাশি বিদূরিত করিয়া আত্ম সাক্ষাৎকার কর, তবে সহজেই বুঝিতে পারিবে, কে তোমার পিতামহ, কেবা তোমার গুরু এবং দুর্য্যোধনাদির সহিত বা তোমার কি সম্বন্ধ। হে বিমুগ্ধ ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! তুমি আমার বাক্যে বিশ্বস্ত হইয়া কর্ত্তব্য-পরায়ণ হও, অর্থাৎ যুদ্ধার্থ গাত্রোত্থান কর।

অর্জ্জুন যেন সন্দিহান হইয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন, হে অভ্রান্ত হরে! আপনি বলিয়াছেন, দেহবান্ আত্মা ত্রিবিধ-পরিচ্ছেদ-শূন্য সুতরাং নিত্য, কিন্তু কোন প্রমাণ দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত করেন নাই; অতএব এতৎ সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ দেখাইয়া আমার হৃদয়-জাত সংশয়ের নিবারণ করুন; নতুবা কিরূপে আপনার ঈদৃশ জটিল বাক্যে আমি বিশ্বাস স্থাপন করিব? অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ বলিতেছেন, স্বপ্রকাশ চৈতন্যময় আত্মা অপ্রমেয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা তাঁহার অবধারণ হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা

---

* দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ। ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥ ২॥ পঞ্চদশী—পঞ্চকোষ বিবেক। দেহের অর্থাৎ অন্নময়-কোষের অভ্যন্তরে প্রাণময়-কোষ অবস্থিত, প্রাণময়-কোষের অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোষ অবস্থিত, মনোময়-কোষের অভ্যন্তরে কর্ত্তা অর্থাৎ বিজ্ঞানময়-কোষ অবস্থিত, এবং বিজ্ঞানময়-কোষের অভ্যন্তরে ভোক্তা অর্থাৎ আনন্দময় কোষ অবস্থিত আছে। অন্নময় হইতে আনন্দময় পর্য্যন্ত পঞ্চকোষের (বিবর ২৪৫ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) এবংবিধ পরম্পরাই গুহা শব্দে অভিহিত হয়। এই গুহার অভ্যন্তরেই সেই তত্ত্ব-বস্তু অবস্থিত আছেন বলিয়াই বোধ হয়, লোকে বলে "ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াম্।" সাধারণতঃ গুহাশব্দে পার্ব্বত্য অকৃত্রিম গহ্বর বিশেষকেই বুঝায়। বাস্তবিক গিরিগুহাস্থিত কোন বস্তু লাভ করা যেরূপ দুঃখ-সাধ্য এই পঞ্চকোষ পরম্পরারূপ গুহার অভ্যন্তরস্থিত তত্ত্ববস্তু লাভ করাও সেইরূপই দুঃখসাধ্য। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

সর্ব্বমিদং বিভাতি।" অর্থাৎ "চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রগণ ও বিদ্যুন্মালা তাঁহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে, অগ্নি আবার তাঁহাকে কি আলোক দান করিবে? তিনি প্রকাশিত আছেন বলিয়া জগৎ প্রকাশিত এবং তাঁহার আলোক দ্বারা নিখিল জগৎ আলোকিত," জগদুদ্দীপক ভগবান্ দিননাথ সমুদিত হইলে, যামিনীর ঘোর তিমিরজালাবৃত নিখিল জগৎ আলোকিত হয়, কিন্তু সর্ব্বাবভাসক জ্যোতির্ম্ময় ভগবান্ মরীচিমালী অন্যের আলোকের সাহায্যে আলোকিত হন না। যদি বল সূর্য্যদেব আলোকান্তরের সাহায্য গ্রহণ করিয়া প্রকাশিত হন, তাহা হইলে সেই আলোক প্রকাশের নিমিত্ত আবার আলোকান্তরের আবশ্যক হয়, এরূপ ক্রমে যদি সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তবে আর আলোকদাতার সীমা থাকে না। তখন সেই স্থানে অনবস্থাদোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব স্বপ্রকাশরূপ সূর্য্যের ন্যায় সর্ব্বপ্রকাশক আত্মা স্বপ্রকাশের নিমিত্ত অন্য কোন কারণান্তরের অপেক্ষা করেন না, যেহেতু তিনি স্বয়ংই প্রকাশিত। কিন্তু যখন কাল্পনিক ও অজ্ঞজীববৃন্দকে বুঝাইবার নিমিত্ত শ্রোতৃগণের হিতৈষী শ্রুতি সকল সেই কল্পনাতীত পরমপদার্থকে (আত্মাকে) সচ্চিদানন্দরূপে কল্পনা করিয়াছেন, তখন উক্ত অলীক কল্পনা নিবারণার্থ এবং সকল কল্পনার মূল কারণ স্বরূপ অজ্ঞান ও তৎকার্য্যনিচয় নিবৃত্তিপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ, কল্পিত অন্তঃকরণ-বৃত্তি-বিশেষের আবশ্যক; কারণ কল্পিত পদার্থের নিবৃত্তি কল্পিত বিষয় হইতেই হইয়া থাকে। অর্থাৎ মোহান্ধজীবগণের সুখ, দুঃখ, শীত ও উষ্ণ এবং স্রক্, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি বিষয় সকল যেরূপ কল্পিত, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞানার্থ অন্তঃকরণ বৃত্তিও কল্পিত। লোকে বলে যেমন যক্ষ দেবতা তাহার পূজার উপকরণও তদ্রূপ। এরূপ অলীক কল্পনাবদ্ধ জীবগণের স্বরূপ প্রদর্শনার্থ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য সকলও আরব্ধ হইয়াছে।

জীবগণ সংসার-দশা সমুত্তীর্ণ হইয়া স্বস্বরূপে উপনীত হইলে, তখন আর তাহাদের হৃদয়-কন্দরে কোন কল্পনাই প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না; কারণ যখন কি তুমি, কি আমি, কি ভীষ্মাদি মহাবীরবৃন্দ সকলেই সর্ব্বময় ব্রহ্মস্বরূপ, তখন আর কে কাহাকে কল্পনা করিবে? অর্থাৎ সর্ব্বকল্পনার আশ্রয় স্বরূপ অন্তঃকরণ তখন একেবারে বিলীন হইয়া যাইবে। তখন উপদেষ্টা গুরু, উপদেশার্হ বেদাদি শাস্ত্র উপদেশাধিকারী শিষ্য এবং পূজ্যপূজক

ভাবাদি কোন পার্থক্যই পরিলক্ষিত হইবে না, কেবল মাত্র অদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপে ভাসমান হইবে। কোন আচার্য্য বলিয়াছেন, "অবিজ্ঞাতে তত্ত্বে পরিগণনমাসীৎ প্রথমতঃ শিবোঽয়ং পূজ্যোঽয়ং গুরুরয়মহং পূজক ইতি। ইদানীমদ্বৈতং কলয়তি গুণাতীতমনঘং শিবঃ কঃ পূজা কা গুরুরপিচ কঃ কোঽহমিতি চ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের পূর্ব্বে ইনি আরাধ্য দেব শিব, ইনি তত্ত্বোপদেষ্টা গুরু, আরাধ্য দেবের ইহাই পূজা এবং আমি পূজক, প্রথমতঃ এইরূপ চতুর্ব্বিধভেদের গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু গুরুর সমীপে উপদেশ গ্রহণের পর উপদিষ্ট বিষয়ের মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে, তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, অদ্বৈত ও গুণাতীত ব্রহ্মরূপ প্রকাশমান হইবেন। তখন শিবই বা কে, পূজাই বা কি, গুরুই বা কে, আর আমিই বা কে? তখন আর অন্য কোন ভাবের উদয় হইবে না, কেবল মাত্র তূষ্ণীম্ভাব আসিয়া জীবকে আশ্রয় করিবে। সেই সময় জীব, সকল ব্যাপার শূন্য হইয়া স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে অবস্থিতি করিবে। অতএব হে বয়স্য অর্জ্জুন! তুমি কল্পনার বশবর্ত্তী হইয়া, সর্ব্বদা ভাসমান, সর্ব্ব কল্পনার অধিষ্ঠান স্বরূপ, দৃশ্য মাত্রের প্রকাশক আত্মাকে শশ-বিষাণাদির ন্যায় তুচ্ছ মনে করিও না। তিনি স্বসংবেদ্য, অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞেয়, জ্ঞাতা— তিনি এতৎ ত্রিতয়স্বরূপ। ঘট-পটাদি জ্ঞানের ন্যায় ব্রহ্ম-যাথার্থ্য প্রতীতিকালে এতৎ ত্রিতয়ের পার্থক্য থাকে না। ঘটাদি জ্ঞানকালে প্রথমতঃ মন আত্মার সহিত সংযুক্ত হইয়া চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হয়, পরে ঐ মন ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ে যাইয়া তদাকার ধারণ পূর্ব্বক আত্মাতে বিষয় সকল প্রত্যক্ষ করাইয়া দেয়, কিন্তু আত্মজ্ঞান তদ্রূপ নহে। যেহেতু সেই খানে মনের কোন কর্ত্তৃত্ব নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" অর্থাৎ যাহা হইতে বাক্য ও মন উভয় নিবৃত্ত হইয়াছে। তিনি কেবল মাত্র স্বজ্ঞান-গম্য, কিংবা স্বপ্রমাণ-সিদ্ধ বা স্বতঃসিদ্ধ। "আত্মা একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ব্রহ্মস্বরূপ" ইত্যাদি শ্রুতি সকলও তাঁহার স্বতঃ প্রামাণ্যই সিদ্ধ করিয়াছেন এবং পূজ্যপাদ ভগবান্ আচার্য্য মহাশয়ও যুক্তি দ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশকত্ব উপপাদিত করিয়াছেন।

হে শোক-বিমুগ্ধ অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত নানা যুক্তি ও দৃষ্টান্তানুশীলন দ্বারা

"আত্মা, নিত্য, বিভু, অসংসারী, অর্থাৎ জন্ম-মরণ-শূন্য ও সর্ব্বদা একরূপ"; ইহা দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তাঁহার বিনাশ-শঙ্কা পরিহার কর এবং প্রভূত আয়োজন সহকৃত প্রবৃত্ত-স্বধর্ম্মে (যুদ্ধে) বিরতি অর্থাৎ অনুৎসাহ পরিত্যাগ কর। একবার নেত্রোন্মীলন পূর্ব্বক চতুর্দ্দিক অবলোকন করিয়া দেখ, ঐ তোমার ভ্রাতৃগণ উপস্থিত সংগ্রামে তোমাকে নিরুৎসাহ দেখিয়া, চির-বৈর-নির্যাতন ও কাঙ্ক্ষিত রাজৈশ্বর্য্যে ভগ্ন-সঙ্কল্প হইয়া, অনিমিষলোচনে তোমার মুখাবলোকন করিয়া রহিয়াছেন। অতএব হে প্রাণাধিক সখে অর্জ্জুন! তুমি পুনর্ব্বার কর্ত্তব্য কার্য্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তাঁহাদিগের চির মনোরথ পূর্ণ কর ॥ ১৮ ॥

——(:০:)——

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয়।—যঃ (পুরুষঃ) এনং (আত্মানং) হন্তারং (বধকর্ত্তারং) বেত্তি (বিজানাতি) যঃ চ এনং হতং (দেহনাশেন সহ অহমপি নষ্ট ইতি) মন্যতে (চিন্তয়তি) তৌ উভৌ (বধকর্ত্তারং বধ্যভূতমিতিবোধ সম্পন্নৌ পুরুষৌ) ন বিজানীতঃ (প্রকৃততত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞানবন্তৌ বর্ত্তেতে ইতি-শেষঃ) [যস্মাৎ] অয়ং (আত্মা) ন কঞ্চন হন্তি (ন বধকর্ত্তা ভবতি) [তথাচ] ন [কেনাপি] হন্যতে (হননকর্ম্মভূতো ভবতি) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-ব্যক্তি এই আত্মাকে হননকর্ত্তা জানে এবং যে ইহাঁকে হত মনে-করে, সেই উভয়েই জানে না [যেহেতু] ইনি (কাহাকে) হনন-করেন না [সেইরূপ] [কাহার দ্বারা] হত-হন না ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যে অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি আত্মাকে বধকর্ত্তা বলিয়া মনে করে বা দেহনাশে আত্মনাশ হইবে বলিয়া বোধ করে, তাহারা উভয়েই প্রকৃততত্ত্ববিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ; কারণ আত্মা কখন কাহাকে বধ করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হতও হন না ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শোকমোহাদিসংসারকারণনিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং ন প্রবর্ত্তকমিত্যেতৎ পার্থস্য সাক্ষীভূতে ঋচাবানিনায় ভগবান্। যত্তু মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো ময়া হন্যন্তে অহমেব তেষাং হন্তেত্যেষা বুদ্ধির্মৃষৈব তে, কথং? য এনমিতি। য এনং প্রকৃতং দেহিনং বেত্তি

বিজানাতি হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারম্। যশ্চৈনমন্যো মন্যতে, হতং দেহহননেন হতোঽহমিতি হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং, তাবুভৌ ন বিজানীতো ন জ্ঞাতবন্তৌ, অবিবেকেনাত্মানমহংপ্রত্যয়বিষয়ং হন্তাহং হতোঽস্ম্যহমিতি দেহহননেন আত্মানং যৌ বিজানীতস্তাবাত্মস্বরূপানভিজ্ঞাবিত্যর্থঃ, যস্মান্নায়মাত্মা ন হন্তি ন হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা ভবতি, ন চ হন্যতে নচ কর্ম্ম ভবতীত্যর্থঃ অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—"অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যত্র পূর্ব্বার্দ্ধেন ত্বংপদার্থসমর্থনমুত্তরার্দ্ধেন নিরীশ্বরবাদস্য পরিণামবাদস্য বা নিরাকরণাদাত্মনি জন্মাদিপ্রতিভানস্যোপচারিকত্বপ্রদর্শনার্থমন্তবন্ত ইত্যাদিবচনমিতি কেচিৎ। অন্য নামায়মপি পন্থাঃ, পূর্ব্বোক্তস্য গীতাশাস্ত্রার্থস্যোৎপ্রেক্ষামাত্রমূলত্বং নিরাকর্ত্তুং মন্ত্রদ্বয়ং ভগবানানীতবানিতি শ্লোকদ্বয়স্য সঙ্গতিং দর্শয়তি শোকমোহাদীতি। তত্র প্রথমমন্ত্রস্য সঙ্গতিমাহ যস্ত্বিতি। প্রত্যক্ষনিবন্ধনত্বাদমুষ্যা বুদ্ধেৰ্মৃষাত্বমযুক্তমিত্যাক্ষিপতি কথমিতি। প্রত্যক্ষস্যাজ্ঞানপ্রসূতত্বেনাভাসত্বাৎ তৎকৃতা বুদ্ধির্ন প্রমেতি পরিহরতি য এনমিতি। "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং" ইত্যাদ্যাম্চমর্থতো দর্শয়িত্বা ব্যাচষ্টে য এনমিতি। হন্তারং হতঞ্চাত্মানং মন্যমানস্য কথমজ্ঞানমিত্যাশঙ্ক্যাহ হন্তাহমিতি। হন্তৃত্বাদিজ্ঞানমজ্ঞানমিত্যত্র হেতুমাহ যস্মাদিতি। আত্মনো হননং প্রতি কর্ত্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োরভাবে হেতুং দর্শয়তি অবিক্রিয়ত্বাদিতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—এবমুক্তস্বভাবমাত্মানং প্রতি হন্তারং হননহেতুকমপি যো মন্যতে যশ্চৈনং কেনাপি হেতুনা হতং মন্যতে, উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ। উক্তৈর্হেতুভিরস্য নিত্যত্বাদেবায়ং হননহেতুর্ন ভবতি। অত এব চায়মাত্মা ন হন্যতে। (হন্তিধাতুরপ্যাত্মকর্ম্মশরীরবিয়োগকরণবাচী) "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইতি, "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" ইত্যাদীন্যপি শাস্ত্রাণি তত্তচ্ছরীর* বিয়োগ করণবিষয়াণি ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—শোক-মোহাদি-সংসার-সাগর-নিবৃত্ত্যর্থং গীতাশাস্ত্রং প্রবর্ত্তত ইত্যেতস্যার্থস্য সাক্ষিভূতেঽত্র ঋচাবানিনায় ভগবান্ যৎ ত্বং মন্যসে যুদ্ধে ভীষ্মাদয়ো হন্যন্তে অহমেষাং হন্তেতি এষা বুদ্ধি মৃষৈব, সা তে কথং? য এনমিতি। য এনং প্রকৃতদেহিনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতং, দেহ-হননক্রিয়ায়া ন কর্ত্তা, ন হন্যতে ন কর্ম্ম ভবতি ইত্যর্থঃ, অবিক্রিয়ত্বাৎ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্তঃ শোকো নিবারিতো যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তং "এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা তদপি তদ্বদেব নিনিমিত্তমিত্যাহ য এনমিতি। এনমাত্মানমাত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মত্ববৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯॥

বলদেব।—উক্তমবিনাশিত্বং দ্রঢ়য়তি য এনমিতি। এনমুক্তস্বভাবমাত্মানং জীবং যো হন্তারং খড়্গাদিনা হিংসকং বেত্তি, যশ্চৈনং তেন হতং হিংসিতং মন্যতে তাবুভৌ তৎস্বরূপং

*'তত্তচ্ছরীর' ইত্যত্র "অপিহিত শরীর" ইতি পাঠান্তরম্।

ন বিজানীতঃ অতিসূক্ষ্মস্য চৈতন্যস্য তস্য ছেদাদ্যসম্ভাবাদয়মাত্মা হন্তি ন হন্যতে। হন্তেঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীত্যর্থঃ। হন্তের্দ্দেহবিয়োগার্থত্বাৎ তেনাত্মনাং নাশো মন্তব্যঃ। শ্রুতিশ্চৈবমাহ, "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" ইত্যাদিনা। এতেন "মা হিংস্যাৎ সর্ব্বা ভূতানি" ইত্যাদিবাক্যং দেহবিয়োগপরং ব্যাখ্যাতম্। ন চাত্রাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং প্রসিদ্ধমিতি বাচ্যং, দেহবিয়োজনে তৎ তস্য সত্ত্বাৎ॥ ১৯॥

মধুসূদন।—নন্বেবম্ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা ভীষ্মাদিবন্ধুবিচ্ছেদনিবন্ধনে শোকেঽপনীতেঽপি তদ্বধকর্ত্তৃত্বনিবন্ধনস্য পাপস্য নাস্তি প্রতীকারঃ, ন হি যত্র শোকো নাস্তি তত্র পাপং নাস্তীতি নিয়মঃ, দ্বেষ্যব্রাহ্মণবধে শোকাবিষয়ে পাপাভাবপ্রসঙ্গাৎ; অতোঽহং কর্ত্তা ত্বং প্রেরক ইতি দ্বয়োরপি হিংসানিমিত্তপাতকাপত্তেরযুক্তমিদং বচনং; "তস্মাৎ যুধ্যস্ব ভারত" ইত্যাশঙ্ক্য কাঠকপঠিতয়া ঋচা পরিহরতি ভগবান্ য এনমিতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং অদৃশ্যত্বাদিগুণকং যো হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং বেত্তি, অহমস্য হন্তেতি বিজানাতি, যশ্চান্য এনং মন্যতে হতং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মভূতং দেহহননেন হতোঽহমিতি বিজানাতি, তাবুভৌ দেহাভিমানিত্বাদেনমবিকারিণমকারকস্বভাবমাত্মানম্ ন বিজানীতো ন বিবেকেন জানীতঃ শাস্ত্রাৎ। কস্মাৎ? যস্মাৎ নায়ং হন্তি ন হন্যতে, কর্ত্তা কর্ম্ম ন চ ভবতীত্যর্থঃ। অত্র য এনং বেত্তি হন্তারং হতঞ্চেত্তোতাবতি বক্তব্যে পদানামাবৃত্তির্ব্বাক্যালঙ্কারার্থা। অথবা, য এনং বেত্তি হন্তারং তার্কিকাদিরাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাভ্যুপগমাৎ, তথা যশ্চৈনং মন্যতে হতং চার্ব্বাকাদিরাত্মনো বিনাশিত্বাভ্যুপগমাৎ, তাবুভৌ ন বিজানীত ইতি যোজ্যম্; বাদিভেদখ্যাপনায় পৃথগুপন্যাসঃ; অতিশূরাতিকাতরবিষয়তয়া বা পৃথগুপদেশঃ। "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্" ইতি পূর্ব্বার্দ্ধে শ্রৌতঃ পাঠঃ॥ ১৯॥

নীলকণ্ঠ।—নতু "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইতি ন্যায়েনাসতো মাত্রাদের্মিথ্যাত্বেন নিঃস্বরূপত্বাৎ কর্ত্তৃত্বং ন সম্ভবতি, অতঃ সত এব কর্ত্তৃত্বং বন্ধমোক্ষভাক্ত্বঞ্চ বাচ্যম্, অন্যথা অন্তঃকরণে বন্ধ আত্মনশ্চ মোক্ষ ইতি তয়োর্ব্বৈয়ধিকরণ্যং স্যাৎ, তথা "যেন সর্ব্বমিদং ততম্" ইতি সতো দেহাদ্যুপাদানত্বঞ্চোক্তং, তথা চ হননক্রিয়ায়াং প্রত্যেকস্যৈব কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মত্বঞ্চাপততি, তচ্চ বিরুদ্ধং, স্বাত্মনি স্বব্যাপারাযোগাৎ, ন হি বহ্নির্ব্বহ্নিং দহতীতি যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ, য এনমিতি। যশ্চ তার্কিকাদিরেনমাত্মানং হন্তারং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তারং মন্যতে, যশ্চ চার্ব্বাকাদিরেনং হতং হননক্রিয়ায়াঃ কর্ম্মীভূতং মন্যতে, তাবুভাবপি ন জানীত আত্মতত্ত্বমিতি শেষঃ। যস্মাৎ "নায়ং হন্তি ন হন্যতে," ন হি যঃ কর্ত্তা স আত্মা, নাপি দেহ আত্মা, তয়োঃ প্রাগেবানাত্মত্বাবধারণাৎ। অয়ং ভাবঃ—যথায়ঃপিণ্ডে বহ্নিসম্বন্ধাদেব দগ্ধৃত্বং ন তু স্বতঃ, এবং মাত্রাহৃদয়সমনিয়তং কর্ত্তৃত্বং মাত্রাদিধর্ম্ম এব, নাত্মনঃ; আত্মনি তু কর্ত্তৃত্বপ্রতীতির্ম্মাত্রাদিসম্বন্ধাদেব, অতো মাত্রাদিবিশিষ্টস্যৈব বন্ধো ন কেবলস্য, মোক্ষশ্চ মাত্রাদিবিয়োগ এবেতি ন বন্ধমোক্ষয়োর্ব্বৈয়ধিকরণ্যম্। ন চ মাত্রাদের্নিঃস্বরূপত্বমস্তি, সত্তাসত্তাভ্যামনির্ব্বচনীয়স্য ব্যবহারযোগ্যস্য ব্রহ্মজ্ঞানৈকবাধ্যস্য স্বপ্নমায়াগন্ধর্ব্বনগরাদিতুল্যস্য তৎস্বরূপস্যাভ্যুপগমাৎ,

তস্মান্ন কর্তৃত্বমাত্মধর্ম্মঃ। যথোক্তং, "আত্মা কর্ত্রাদিরূপশ্চেন্মা কাঙ্ক্ষীস্তর্হি মুক্ততাম্। নহি স্বভাবো ভাবানাং ব্যাবর্ত্তেতৌষ্ণ্যবদ্রবেঃ॥" ইতি। কিঞ্চ কর্তৃত্বং রাগদ্বেষাদিবিকারবত এব সম্ভবতি, তদ্বাংশ্চ দুঃখীতি আত্মনোঽনুভূয়মানং সাক্ষিত্বং বাধ্যতে। যথোক্তং, "নর্ত্তে স্যাদ্বিক্রিয়া দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকারিণঃ। ধীবিক্রিয়াসহস্রাণাং সাক্ষ্যতোঽহমবিক্রিয়ঃ॥" ইতি। ন চ সতো দেহাদ্যুপাদানত্বেন হননক্রিয়াকর্ম্মত্বং সম্ভবতি, বিবর্ত্তবাদাভ্যুপগমাৎ, ন হ্যধ্যস্তস্য ধর্ম্মৈরধিষ্ঠানে বিকারো দৃশ্যতে। যথোক্তং ভাষ্যে—"যত্র যদধ্যস্তং, স তৎকৃতেন গুণেন দোষেণ বা অণুমাত্রেণাপি ন সম্বধ্যতে" ইতি। বিবৃতঞ্চৈতদ্বৃদ্ধৈঃ—"ন হি ভূমিরূষরবতী মৃগতৃড়্জলবাহিনী সরিতমুদ্বহতি। মৃগবারিপূরপরিপূরবতী ন নদী তথোষরভুবং স্পৃশতি॥" ইতি। এতেন কর্তৃত্বকর্ম্মত্বয়োরনাত্মধর্ম্মত্বাদনাত্মনশ্চানেকরূপত্বা-দেকত্রাত্মনি তদুভয়বিরোধোদ্ভাবনমপি নিরস্তং বেদিতব্যম্। এবং চার্ব্বাকতার্কিকাভিমতৌ দেহাত্মকর্ত্রাত্মবাদৌ "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥" ইতি কাঠকোক্তেন মন্ত্রেণ পূর্ব্বার্দ্ধে পাঠভেদাৎ পঠিতেন পরিহৃতৌ বেদিতব্যৌ॥ ১৯॥

বিশ্বনাথ।—ভো বয়স্য অর্জ্জুন! ত্বমাত্মা ন হন্তেঃ কর্ত্তা, নাপি হন্তেঃ কর্ম্ম ইত্যাহ, য এনমিতি। এনং জীবাত্মানং হন্তারং বেত্তি, ভীষ্মাদীনর্জ্জুনো হন্তীতি যো বেত্তীত্যর্থঃ। হতমিতি ভীষ্মাদিভিরর্জ্জুনো হন্যত ইতি যো বেত্তি, তাবুভাবপ্যজ্ঞানিনৌ। অতোঽর্জ্জুনোঽয়ং গুরুজনং হন্তীতি অজ্ঞানিলোকগীতাদ্দুর্যশসঃ কা তে ভীতিরিতি ভাবঃ॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরি মহাশয় লিখিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বাক্য পোষণার্থ পুনর্ব্বার ভগবান্ বলিতে-ছেন, হে অর্জ্জুন! শোক-মোহাদি রূপ সংসার কারণের নিবৃত্তির নিমিত্ত আমার স্বকপোল-কল্পিত এই গীতা শাস্ত্রই যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, এরূপ নহে, ঈদৃশ উপদেশ পূর্ণ প্রভূত শাস্ত্র সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইহা প্রত্যক্ষ দেখাইবার নিমিত্ত ভগবান্ এই স্থলে কঠোপনিষদীয় মন্ত্রদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। হে ভ্রমান্ধ বয়স্য! তুমি বিবেচনা করিয়াছ যে, ভীষ্মাদি বীরগণ আমা দ্বারা হত হইবে এবং আমি ইহাঁদের হন্তা, তোমার ঈদৃশী বুদ্ধি নিতান্ত ভ্রমাত্মক। কারণ, কঠোপনিষদে (১।২।১৯) উক্ত হইয়াছে, যাঁহারা দেহোপাধিক অবিনাশী আত্মাকে হন্তা অর্থাৎ স্থূলদেহ হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং হত অর্থাৎ দেহ হননে আমিও হত (হন ক্রিয়ার কর্ম্মরূপে) বিবেচনা করেন তাঁহারা আত্মতত্ত্ব বিষয় কিছুই অবগত নহেন। তাঁহাদের অবিবেকের প্রবলতা বশতঃ আত্ম-স্বরূপ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে।

যে হেতু আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী। সুতরাং তাদৃশ আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন এবং কর্ম্মও নহেন। হে ধীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন! অতএব অবিনশ্বর আত্মাস্বরূপ ভীষ্মাদি বীরগণ তোমার বধ্য এবং তুমি তাঁহাদের হন্তা ইহা তোমার নিশ্চয়ই ভ্রম। তুমি বিবেক-বলে তাদৃশ ভ্রমকে বিদূরিত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হও।

অতঃপর টীকাকার শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায় প্রকটিত হইতেছে। হে সখে! যদি বল, স্বীকার করিলাম, ভীষ্মাদি বন্ধু-বর্গের বিচ্ছেদ নিবন্ধন শোক-প্রকাশ করা আমার উচিত নহে; কিন্তু তাঁহাদিগের বধ-জনিত যে ভয়ঙ্কর পাপ আসিয়া আমাকে আক্রমণ করিবে, সেই পাপের হস্ত হইতে কিরূপে নিস্তার পাইব? আর এরূপও কিছু নিয়ম নাই যে, যেখানে শোক নাই, সেখানে পাপও নাই। আমার দ্বেষ্য ব্রাহ্মণকে বধ করিলে হয় তো আমার কিছুমাত্র শোক না হইতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া আমি পাপের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারিব না। প্রিয়ই হউক আর অপ্রিয়ই হউক, ব্রহ্ম-হত্যা-জনিত পাপ আমাকে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। অতএব এক্ষণে জানিয়া শুনিয়া এই লোমহর্ষণ পাপজনক হত্যাকাণ্ডে কিরূপে লিপ্ত হইব? আর এ বিষয়ে কেবলমাত্র আমি নহি, তুমিও পাপভাগী হইবে, কারণ তুমি আমাকে এই ঘোরতর নৃশংস ব্যাপারে বিনিযুক্ত করিতেছ। সুতরাং তোমার পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধ-করণ-প্রবর্ত্তক বাক্যসমূহ নিতান্ত যুক্তি-পথ-বহির্ভূত। অর্জ্জুনের এবংবিধ বাক্যের উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন,—তাহাও বলিতে পার না, কারণ অদৃশ্যত্বাদি-গুণবিশিষ্ট প্রকৃত আত্মা বা দেহী কাহারও বধ-সাধন করেন না এবং তাঁহাকেও কেহ বধ করিতে পারে না। এ বিষয়ের প্রমাণ স্বরূপ স্বতঃ প্রমাণ বেদের * একটী বচন তোমাকে উপহার প্রদান করিতেছি, আদরে গ্রহণ

* বেদের আদেশই অপ্রতিহত সত্য। বেদ স্বতঃ প্রমাণ' অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রমাণ, অন্য প্রমাণ দ্বারা তাঁহাকে প্রমাণীকৃত করিতে হয় না। যেরূপ পতিতপাবনী জাহ্নবী সলিল সর্ব্ববিধ অপবিত্র পদার্থের পবিত্রতা সাধন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার পবিত্রতা কারক অন্যবিধ পদার্থের প্রয়োজন হয় না বা নাই; যেরূপ সর্ব্বভুক্ বহ্নি সর্ব্ববিধ পদার্থের শুদ্ধত্ব সম্পাদন করেন বটে, কিন্তু তাঁহার শুদ্ধি কারক অন্য পদার্থের প্রয়োজন হয় না বা নাই; সেইরূপ বেদ সর্ব্ববিধ বাক্যের প্রমাণস্বরূপ হইলেও তাহার প্রমেয়ত্ব সংস্থাপক আর প্রমাণান্তরের প্রয়োজন হয় না বা নাই। জাহ্নবী-সলিল যেরূপ স্বতঃ পবিত্র, অগ্নি যেরূপ স্বতঃ শুদ্ধ, বেদও সেই রূপ স্বতঃ প্রমাণ। যাহার প্রমাণে সর্ব্ববিধ পদার্থ প্রমাণীকৃত হয়, সেই সর্ব্বপ্রমাণ সমষ্টিরূপ

কর, সকল শঙ্কা দূর হইবে। বেদ বলিতেছেন, "য এনং বেত্তি হন্তারম্" অর্থাৎ তার্কিকাদির মত যে বিকৃত-বুদ্ধি ব্যক্তি এই দেহীকে হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা বলিয়া জানেন, এবং "যশ্চৈনং মন্যতে হতম্" অর্থাৎ চার্ব্বাকাদির মত কলুষিতচিত্ত যে ব্যক্তি এই দেহীকে হনন-ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া জানেন, "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" অর্থাৎ তাঁহারা নশ্বর দেহে "আমি, আমার" ইত্যাকার অভিমান-বিশিষ্ট। যিনি সর্ব্ববিধ বিকার-পরিহীন, যাঁহার উপর কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের আরোপ হইতে পারে না, এবংবিধ দেহীর (আত্মার) শাস্ত্রসিদ্ধ স্বরূপ তাঁহারা সমবগত নহেন। কারণ বেদ বলিতেছেন, "নায়ং হন্তি ন হন্যতে" অর্থাৎ এই দেহী কাহাকেও বধ করেন না (হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা হন না) এবং কাহাকর্ত্তৃক হতও হন না (হনন-ক্রিয়ার কর্ম্মও হন না)।

স্থূল কথা, যাঁহারা এই নশ্বর দেহের উপর "আমিত্ব" রাজ্যের স্থাপন করেন, তাঁহারাই "আমি অন্যের হন্তা", "আমি অন্য কর্ত্তৃক হত" আত্মার উপর ইত্যাদি রূপ কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের আরোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র বিচার করিলে দেখা যায় যে, আত্মা বা প্রকৃত আমি এই স্থূল দেহের ন্যায় দৃশ্য পদার্থ নহেন, বিকারী বা নশ্বরও নহেন, সুতরাং প্রকৃত আমি (দেহী বা আত্মা) কাহাকেও বধ করেন না এবং কাহা কর্ত্তৃক হতও হন না, অতএব তাঁহাতে পাপ-স্পর্শ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

উপসংহারে বক্তব্য যে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমালোচ্য শ্লোক, ভগবান্ কর্ত্তৃক, প্রমাণ-স্বরূপে কঠোপনিষদ্ নামক সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে, ঈষৎ রূপান্তর সহকারে, গৃহীত হইয়াছে। কঠোপনিষদে এই শ্লোক এই ভাবে লিপিবদ্ধ আছে। যথা; "হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্। উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥" (কঠোপনিষদ ১।২।১৯)। পাঠকগণ দেখিবেন, শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে যৎসামান্য শব্দগত বিভিন্নতা আছে, দ্বিতীয়ার্দ্ধে অবিকল পাঠ রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

বেদকে আবার কোন্ তুচ্ছ প্রমাণ দ্বারা প্রমাণীকৃত করিবে? শর্করা সংযোগে সর্ব্ববিধ মিষ্টত্ব সম্পাদন করা যায়, কিন্তু সেই শর্করাকে আবার কোন্ তুচ্ছ দ্রব্যাদি মিষ্ট করিবে? অন্নাদি সর্ব্ববিধ পদার্থ ভোজনান্তে জল দ্বারা হস্ত মুখাদি প্রক্ষালন করিতে হয়, কিন্তু জলপান করিয়া কি দিয়া হস্তমুখ প্রক্ষালন করিবে?

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—অয়ং (আত্মা) কদাচিৎ (কস্মিন্ কালে) ন জায়তে (উৎপদ্যতে) বা ম্রিয়তে (বিনশ্যতি) ভূত্বা (উৎপদ্য) বা ভূয়ঃ (পুনঃ) ন ভবিতা (ন জায়তে) অজঃ (জন্মশূন্যঃ) নিত্যঃ (সর্ব্বদৈকরূপঃ) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়বিহীনঃ) পুরাণঃ (পরিণামরূপান্তরশূন্যঃ) শরীরে হন্যমানে (বিপরিণম্যমানে) ন হন্যতে (ন বিপরিণম্যতে) ॥২০॥

প্রতিশব্দ।—আত্মা কখনও জন্মেন-না বা মরেন না কিংবা উৎপন্ন-হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন-হইবেন না। জন্ম-বিহীন সর্ব্বদা সমভাব অপক্ষয়-রহিত রূপান্তর-বিহীন শরীর বিনষ্ট-হইলে হত-হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—আত্মা জন্মমরণ বিরহিত। দেহের ন্যায় আত্মা উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট এবং বিনষ্ট হইয়া পুনরুৎপন্ন হন না। আত্মার জন্ম নাই বলিয়া অজ, সর্ব্বদা একরূপ বলিয়া নিত্য, ক্ষয় নাই বলিয়া শাশ্বত, রূপান্তর নাই বলিয়া পুরাণ। দেহ বিনষ্ট হইলেও সেই দেহাতীত আত্মার বিনাশ হয় না ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথমবিক্রিয় আত্মা? ইতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ, ন জায়ত ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে জনিলক্ষণা তু বস্তুবিক্রিয়া নাত্মনো বিদ্যত ইত্যর্থঃ, তথা ন ম্রিয়তে বা তত্র বাশব্দশ্চার্থে, ন ম্রিয়তে চেত্যন্ত্যা বিনাশলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে, কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সম্বধ্যতে, ন কদাচিজ্জায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইত্যেবং, যস্মাদয়মাত্মা ভূত্বা ভবনক্রিয়ামনুভূয় পশ্চাদভবিতা অভাবং গন্তা, ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন ম্রিয়তে, যো হি ভূত্বা ন ভবিতা স ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে লোকে, বাশব্দান্নশব্দাচ্চায়মাত্মা ভূত্বা বা ভবিতা দেহবন্ন ভূয়ঃ পুনস্তস্মান্ন জায়তে, যো হ্যভূত্বা ভবিতা স জায়ত ইত্যুচ্যতে, নৈবমাত্মা অতো ন জায়তে, যস্মাদেবং তস্মাদজো যস্মান্ন ম্রিয়তে তস্মান্নিত্যশ্চ। যদ্যপ্যাদ্যন্তয়োর্ব্বিক্রিয়য়োঃ প্রতিষেধে সর্ব্বা বিক্রিয়াঃ প্রতিষিদ্ধা ভবন্তি তথাপি মধ্যভাবিনীনাং বিক্রিয়াণাং তদর্থৈঃ স্বশব্দৈরেব প্রতিষেধঃ কর্ত্তব্য ইত্য

মুক্তানামপি যৌবনাদিসমস্তবিক্রিয়াণাং প্রতিষেধো যথা স্যাদিত্যাহ শাশ্বতইত্যাদিনা। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতো নাপক্ষীয়তে স্বরূপেণ নিরবয়বত্বা-ন্নির্গুণত্বাচ্চ নাপি গুণক্ষয়েণাপক্ষয়ঃ, অপক্ষয়বিপরীতাপি বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া প্রতিষিধ্যতে। পুরাণ ইতি যো হ্যবয়বাগমেনোপচীয়তে ন বর্দ্ধতে সোঽভিনব ইতি চোচ্যতে, অয়মাত্মা নিরবয়-বত্বাৎ পুরাপি নব এবেতি পুরাণো ন বর্দ্ধত ইত্যর্থঃ। তথা ন হন্যতে ন বিপরিণম্যতে, হন্যমানে বিপরিণম্যমানেঽপি শরীরে। হন্তিরত্র বিপরিণামার্থে দ্রষ্টব্যোঽপুনরুক্ততায়ৈ, ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে, সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ, যস্মাদেবং তস্মাৎ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—তদেব সাধয়িতুং ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিদিত্যাদিমন্ত্রান্তরমব-তারয়তি কথমিতি। সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যপ্রদর্শনেন হেতুং বিশদয়ন্ মন্ত্রমেব পঠতি ন জায়ত ইতি। জন্মমরণবিক্রিয়াদ্বয়প্রতিষেধং সাধয়তি নায়মিতি। অয়মাত্মা ভূত্বা ন ভবিতা ন চাভূত্বা ভূয়ো ভবিতেতি যোজনা। ন কেবলং বিক্রিয়াদ্বয়মেবাত্র নিষিধ্যতে, কিন্তু সর্ব্বমেব বিক্রিয়াজাতমিত্যাহ অজ ইতি। বাচ্যমর্থমুক্ত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ জনিলক্ষণেতি। বিকল্পার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি বেতি। নিষ্পন্নমর্থং নির্দ্দিশতি নেত্যাদিনা। সম্বন্ধমেবাভিনয়তি ন কদাচিদিতি। অন্ত্যবিক্রিয়াভাবে হেতুত্বেন নায়মিত্যাদি ব্যাচষ্টে যস্মাদিতি। উক্তমেব ব্যনক্তি যো হীতি। আত্মনি তু ভূত্বা পুনরভবনাভাবান্নাস্তি মৃত্যুরিত্যর্থঃ। আত্মনো জন্মাভাবেঽপি হেতুরিহৈব বিবক্ষিত ইত্যাহ বাশব্দাদিতি। অভূত্বেতি ছেদঃ, দেহবদিতি ব্যতিরেকোদাহরণম্। উক্তমে-বার্থং সাধয়তি যো হীতি। জন্মাভাবে তৎপূর্ব্বিকাস্তিত্ববিক্রিয়াপি নাত্মনোঽস্তীত্যাহ যস্মাদিতি। প্রাণবিয়োগাদাত্মনো মৃতেরভাবে সবিশেষনাশাভাববন্নিরবশেষনাশাভাবোঽপি সিধ্যতীত্যাহ যস্মাদিতি। নমু জন্মনাশয়োর্নিষেধে তদন্তর্গতানাং বিক্রিয়ান্তরাণামপি নিষেধসিদ্ধেস্তন্নিষেধার্থং ন পৃথগ্ যতিতব্যমিতি তত্রাহ যদ্যপীতি। স্বশব্দৈর্ম্মধ্যবর্ত্তিবিক্রিয়ানিষেধবাচকৈরিতি যাবৎ। আর্থিকেঽপি নিষেধে নিষেধস্য সিদ্ধতয়া শাব্দো নিষেধো ন পৃথগর্থবানিত্যাশঙ্ক্যাহ" অনুক্তানা-মিতি। নিত্যশব্দেন শাশ্বতশব্দস্য পৌনরুক্ত্যং পরিহরন্ ব্যাকরোতি শাশ্বত ইত্যাদিনা। অপক্ষয়ো হি স্বরূপেণ বা স্যাৎগুণাপচয়তো বেতি বিকল্প্য ক্রমেণ দূষয়তি নেত্যাদিনা। পুরাণ-পদস্যাগতার্থত্বং কথয়তি অপক্ষয়েতি। তদেব স্ফুটয়তি যো হীতি। ন ম্রিয়তে বেত্যনেন চতুর্থপাদস্য পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। নমু হিংসার্থো হন্তিঃ শ্রূয়তে তৎ কথং বিপরিণামো নিষিধ্যতে তত্রাহ হন্তিরিতি। হিংসার্থত্বসম্ভবে কিমিত্যর্থান্তরং হন্তেরিষ্যতে তত্রাহ অপুনরুক্ততায়া ইতি। হিংসার্থত্বে মৃতিনিষেধেন পৌনরুক্ত্যং স্যাৎ তন্নিষেধার্থং বিপরিণামার্থত্বমেষ্টব্যমিত্যর্থঃ। পূর্ব্বাবস্থাত্যাগেনাবস্থান্তরাপত্তির্বিপরিণামঃ, তদর্থশ্চেদত্র হন্তিরি-ষ্যতে তদা নিষ্পন্নমর্থমাহ নেতি। ন জায়তে ইত্যাদিমন্ত্রার্থমুপসংহরতি অস্মিন্নিতি। বর্ণ্যং

বিকারাণামাত্মনি প্রতিষেধে ফলিতমাহ সর্ব্বেতি। আত্মনঃ সর্ব্ববিক্রিয়ারাহিত্যেঽপি কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—উক্তৈরেব হেতুভির্নিত্যত্বাদপরিণামিত্বাদাত্মনো জন্মমরণাদয়ঃ সর্ব্ব এবাচেতনদেহধর্ম্মা ন সন্তীত্যুচ্যতে ন জায়ত ইতি। তত্র ন জায়তে ম্রিয়ত ইতি বর্ত্তমানতয়া সর্ব্বেষু দেহেষু সর্ব্বৈরনুভূয়মানে জন্মমরণে কদাচিদপ্যাত্মানং ন স্পৃশতঃ। নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অয়ং কল্পাদৌ ভূত্বা ভূয়ঃ কল্পান্তে চ ন ভবিতা ইতি। ন কেষুচিৎ প্রজাপতিপ্রভৃতিদেহেষ্বাগমেনোপলভ্যমানং, কল্পাদৌ জননং কল্পান্তে চ মরণমাত্মানং ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বদেহগত আত্মা অজঃ, অতএব নিত্যঃ, শাশ্বতঃ প্রকৃতিবৎ সদসৎপরিণামৈরপি নান্বীয়তে, অতঃ পুরাণঃ পুরাতনোঽপি নবঃ সর্ব্বদা অপূর্ব্ববদনুভাব্য ইত্যর্থঃ। অতঃ শরীরে হন্যমানেঽপি ন হন্যতে অয়মাত্মাপি ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—কথমবিক্রিয়মাত্মা? ইতি দ্বিতীয়ো মন্ত্রঃ, ন জায়তে ইতি। ন জায়তে নোৎপদ্যতে জননস্য ন কর্ত্তা, জনিলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথায়ং ন ম্রিয়তে বা কদাচিদুৎপত্তিক্রিয়ায়াঃ সত্তাং নানুভবতি। উৎপত্তেঃ সত্তানুভবস্য মরণব্যভিচারাদুৎপত্তেঃ, স নোৎপদ্যতে জননস্য ন কর্ত্তা জননলক্ষণা বস্তুবিক্রিয়া ন বিদ্যতে, উৎপত্তিসত্তামননুভবন্ ন ম্রিয়ত ইত্যুচ্যতে, অতোঽস্তিত্বলক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যতে ইত্যর্থঃ। বা শব্দশ্চার্থে, কদাচিচ্ছব্দঃ সর্ব্ববিক্রিয়াপ্রতিষেধৈঃ সম্বধ্যতে। ন কদাচিৎ জায়তে ন কদাচিন্ম্রিয়ত ইতি সর্ব্বত্র যোজ্যম্। অয়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ, অয়মাত্মা ভূত্বা উৎপত্তিক্রিয়ামনুভূয় ভূয়ো ভবিতা ন অবস্থান্তরং প্রাপ্য অবস্থান্তরং ন প্রাপ্নোতি ন বিপরিণমত ইত্যর্থঃ। বিপরিণামলক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অজঃ অবয়বোপচয়রূপেণ নোপচীয়তে, বৃদ্ধিলক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। অজো নিত্যঃ অপক্ষয়লক্ষণা বিক্রিয়া আত্মনো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। শশ্বদ্ভবঃ শাশ্বতঃ অবিনাশীত্যর্থঃ, অতঃ পুরাণঃ পুরাপি নবঃ পুরাণঃ সদৈকরূপ ইত্যর্থঃ। তস্মান্ন হন্যতে ন বিক্রিয়তে, হন্যমানে বিক্রিয়মাণেঽপি শরীরে। অস্মিন্ মন্ত্রে ষড়্ভাববিকারা লৌকিকীবস্তুবিক্রিয়া আত্মনি প্রতিষিধ্যন্তে, সর্ব্বপ্রকারবিক্রিয়ারহিত আত্মেতি বাক্যার্থঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণাস্য সম্বন্ধঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—ন হন্যত ইত্যেতদেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন প্রচয়তি নেতি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ, বাশব্দৌ চার্থে,, ন চায়ং ভূত্বা উৎপদ্য ভবিতা ভবতি অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ, তত্র হেতুঃ, যস্মাদজঃ, যো হি জায়তে স জন্মানন্তরমস্তিত্বং ভজতে, ন তু যঃ স্বতএবাস্তি স ভূয়োঽপ্যাপ্তদস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ, পুরাপি নবএব ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ভবিতেত্যস্যানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়ো-

হধিকং যথা ভবতি তথা ন ভবিতেতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্যইতি চোভয়ং বৃদ্ধ্যাভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতী-ত্যেবং সাংখ্যাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০ ॥

বলদেব।—"অথ জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, বিনশ্যতি" ইতি যাস্কাদ্যুক্ত *, ষড়্ভাববিকাররাহিত্যেন প্রাগুক্তনিত্যত্বং দ্রঢ়য়তি ন জায়তে ইতি। চার্থে বাশব্দৌ। অয়মাত্মা জীবঃ কদাচিদপি কালে ন জায়তে ন ম্রিয়তে চেতি জন্মবিনাশয়োঃ প্রতি-ষেধঃ। ন চায়মাত্মা ভূত্বোৎপদ্য ভবিষ্যতীতি জন্মান্তরস্যাস্তিত্বস্য প্রতিষেধঃ। ন ভূয় ইতি অয়মাত্মা ভূয়োহধিকং যথা স্যাৎ তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধেঃ প্রতিষেধঃ। কুতো ভূয়ো ন ভবতীত্যর্থঃ, হেতুরজো নিত্য ইতি। উৎপত্তিবিনাশযোগী খলু বৃক্ষাদিরুৎপন্ন বৃদ্ধিং গচ্ছন্ নষ্টঃ। আত্মনস্ত তদুভয়াভাবাৎ ন বৃদ্ধিরিত্যর্থঃ। শাশ্বত ইত্যপক্ষয়স্য প্রতিষেধঃ। শশ্বৎ সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপক্ষয়ো ভবতীত্যর্থঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামস্য প্রতিষেধঃ। পুরাণঃ পুরাপি নবো ন তু কিঞ্চিন্নূতনং রূপান্তরমধুনা ন লব্ধ ইত্যর্থঃ। তদেবং ষড়্বিকারশূন্যত্বাদাত্মা নিত্যঃ। যস্মাদীদৃশস্তস্মাচ্ছরীরে হন্যমানেহপি স ন হন্যতে। তথাচার্জ্জুনোহয়ং গুরুহন্তেত্যবিজ্ঞোক্ত্যা দুষ্কীর্ত্তেরবিভ্যতা ত্বয়া শাস্ত্রীয়ং ধর্ম্মযুদ্ধং বিধেয়মিতি ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—কস্মাদয়মাত্মা হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতি অবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ দ্বিতীয়েন মন্ত্রেণ ন জায়ত ইতি। "জায়তেঽস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতেঽপক্ষীয়তে বিনশ্যতি" ইতি ষড়্ভাববিকারা ইতি বার্ষ্যায়ণিরিতি নৈরুক্তাঃ †। তত্রাদ্যন্তয়োর্নিষেধঃ ক্রিয়তে ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। ন জায়তে ম্রিয়তে চেত্যর্থঃ। কস্মাদয়মাত্মা নোৎ-পদ্যতে? যস্মাদয়মাত্মা কদাচিৎ কস্মিন্নপি কালে ন ভূত্বা অভূত্বা প্রাক্, ভূয়ঃ পুনরপি ভবিতা ন। যো হ্যভূত্বা ভবতি স উৎপত্তিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি। অয়ন্তু প্রাগপি সত্ত্বাদ্যতো নোৎ-পদ্যতেঽতোহজঃ, তথা অয়মাত্মা ভূত্বা প্রাক্ কদাচিদ্ ভূয়ঃ পুনর্ন ভবিতা ন। বাশব্দাদ্বাক্য-বিপরিবৃত্তিঃ। যো হি প্রাগ্ভূত্বা উত্তরকালে ন ভবতি ন মৃতিলক্ষণাং বিক্রিয়ামনুভবতি; অয়ন্তূত্তরকালেহপি সত্ত্বাৎ যতো ন ম্রিয়তেঽতো নিত্যঃ বিনাশাযোগ্য ইত্যর্থঃ। (অত্র ন ভূত্বেত্যত্র সমাসাভাবেহপি নানুপপত্তিঃ, নানুযাজেম্বিতিবৎ। ভগবতা পাণিনিনা ‡ মহাবিভা-

---

* ভগবান্ যাস্ক একজন প্রধান নিরুক্তকার। তৎপ্রণীত গ্রন্থ বর্ত্তমানকালে বেদপাঠের সর্ব্বপ্রধান সহায়। তিনি বিখ্যাত বৈয়াকরণ পাণিনির পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কোনই সংশয় নাই।

† বেদের ছয়টী অঙ্গ আছে, নিরুক্ত তাহার অন্যতম। নিরুক্ত শাস্ত্রে বেদোক্ত বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগস্থল নির্ণীত আছে। বেদালোচনা সম্বন্ধে নিরুক্ত নিতান্ত প্রয়োজনীয় শাস্ত্র। অতি প্রাচীনকাল হইতে নানাবিধ নিরুক্ত গ্রন্থ চলিয়া আসিতেছে।

‡ মহর্ষি পাণিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সংস্কৃত ব্যাকরণ-প্রণেতা। তাঁহার ব্যাকরণ আট অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক

ষাধিকারে নঞ্ সমাসপাঠাৎ। যত্তু কাত্যায়নেনোক্তং * সমাসনিত্যত্বাভিপ্রায়েণ বা বচনানর্থক্যন্তু স্বভাবসিদ্ধত্বাদিতি, তদ্ভগবৎপাণিনিবচনবিরোধাদনাদেয়ম্; তদুক্তমাচার্য্যশবরস্বামিনা "অসদ্বাদী হি কাত্যায়নঃ" ইতি।) অত্র ন জায়তে ম্রিয়তে বেতি প্রতিজ্ঞা, কদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয় ইতি তদুপপাদনম্। অজো নিত্য ইতি তদুপসংহার ইতি বিভাগঃ। আদ্যন্তয়োর্ব্বিকারয়োর্নিষেধেন মধ্যবর্ত্তিবিকারাণাং তদ্ব্যাপ্যানাং নিষেধে জাতেহপি গমনাদিবিকারাণামনুক্তানামপ্যুপলক্ষণায়াপক্ষয়শ্চ বৃদ্ধিশ্চ শাশ্বতশব্দেনৈব নিরাক্রিয়তে। তত্র কূটস্থনিত্যত্বাদাত্মনো নির্গুণত্বাচ্চ ন স্বরূপতো গুণতো বাপক্ষয়ঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। শাশ্বত ইতি শশ্বৎ সর্ব্বদা ভবতি নাপক্ষীয়তে নাপচীয়ত ইত্যর্থঃ। যদি নাপক্ষীয়তে তর্হি বর্দ্ধতামিতি নেত্যাহ পুরাণ ইতি। পুরাপি নব একরূপো নত্বধুনা নূতনাং কাঞ্চিদবস্থামনুভবতি। যো হি নূতনাং কাঞ্চিদুপচয়াবস্থামনুভবতি স বর্দ্ধত ইত্যুচ্যতে লোকে। অয়ন্তু সর্ব্বদৈকরূপত্বান্নাপচীয়তে নোপচীয়তে বেত্যর্থঃ। অস্তিত্ববিপরিণামৌ তু জন্মবিনাশান্তর্ভূতত্বাৎ পৃথঙ্ ন নিষিদ্ধৌ। যস্মাদেবং সর্ব্ববিকারশূন্য আত্মা তস্মাৎ শরীরে হন্যমানে তৎসম্বন্ধোহপি কেনাপ্যুপায়েন ন হন্যতে ন হন্তুং শক্যত ইত্যুপসংহারঃ॥ ২০॥

নীলকণ্ঠ।—"নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইত্যুক্তং, তত্র ন হন্যত ইত্যেতদুপপাদয়তি তত্রস্থেনৈব দ্বিতীয়েন মন্ত্রেণ ন জায়ত ইতি। অয়মাত্মা কদাচিৎ ন জায়তে অভিনবো নোৎপদ্যতে ন বা ম্রিয়তে নিরন্বয়ো ন নশ্যতি তার্কিকাভিমতঘটবৎ। তত্র ক্রমেণ হেতুদ্বয়ং অজো নিত্য ইতি। অজত্বান্ন জায়তে নিত্যত্বাচ্চ ন বা ম্রিয়ত ইত্যর্থঃ। অস্তু তর্হি ক্ষণিকবিজ্ঞানধারারূপঃ, তস্য বিজ্ঞানবাদিভিরজত্বনিত্যত্বাভ্যুপগমাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয় ইতি। অয়মিত্যনুবর্ত্ততে, অয়ং ভূত্বা ভূয়ো ভবিতা ন, ভূয়োহসকৃৎ, ভূত্বা ভবিতেতি (ভবনক্রিয়াদ্বয়স্য ক্ত্বাপ্রত্যয়োক্তং সমানকর্ত্তৃত্বং ধাত্বৈক্যাভিপ্রায়েণ) ভূত্বৈব ভবিতা ন তু ভূত্বা স্থিত্বা বিনশ্যতি। তার্কিকাণাং হি বিজ্ঞানমুৎপত্তিস্থিতিনাশক্ষণব্যাপিত্বাৎ ত্রিক্ষণাবস্থায়ি, বিজ্ঞানবাদিনাস্তু পূর্ব্বস্য নাশক্ষণ এবোত্তরস্যোৎপত্তিক্ষণঃ স এব তস্য স্থিতিক্ষণশ্চেতি ক্ষণিকত্বাৎ বিজ্ঞানানাম্। ভবনক্রিয়াদ্বয়স্যাব্যবধানাদ্ভূত্বা ভবিতেত্যুক্তং, তাদৃশোহয়ং ন, যতঃ শাশ্বতঃ শশ্বদেকরূপঃ, যোহহং বাল্যে পিতরাবন্বভূবং সোহহং স্থাবিরে প্রণপ্তৄননুভবামীতি বাল্যস্থাবিরয়োরাত্মৈক্যপ্রত্যভিজ্ঞানাৎ, ন চ সাদৃশ্যাৎ প্রত্যভিজ্ঞানং, সাদৃশ্যগ্রহীতুঃ স্থিরস্যাভাবাৎ। যদ্বা, জন্মমরণহীনোহপি ধর্ম্মান্তরবিশিষ্টঃ পূর্ব্বং ভূত্বা পুনর্ধর্ম্মান্তরবিশিষ্টো ভবিতা ইত্যপি ন, ভূত্বৈব ভবিতা ন ত্বভূত্বেতি যোজনা।

অধ্যায়ে চারি পাদ এবং প্রত্যেক পাদ বহুসংখ্যক সূত্র সংযুক্ত। সর্ব্বসমেত পাণিনি ব্যাকরণে ৩৯৯৬ সূত্র আছে। পাণিনি কৃত সূত্রসমূহের নানাপ্রকার বৃত্তি প্রচারিত আছে, তন্মধ্যে জয়াদিত্য প্রণীত কাশিকাবৃত্তি এবং ভট্টোজিদীক্ষিত প্রণীত সিদ্ধান্তকৌমুদী সর্ব্বাপেক্ষা সমাদৃত।

* কাত্যায়ন একজন ধর্ম্মপ্রযোজকরূপে আর্য্যশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছেন। কিন্তু এস্থলে, তিনি বৈয়াকরণরূপেই কীর্ত্তিত হইয়াছেন। তিনি পাণিনি কৃত সূত্রের বার্ত্তিক অর্থাৎ অর্থ পরিষ্কার করিবার অভিপ্রায়ে ব্যাখ্যা প্রস্তুত করেন। তাঁহার বার্ত্তিক মূল গ্রন্থের ন্যায় সমাদৃত।

আর্হতা হি শরীরপরিমাণমাত্মানমভ্যুপগচ্ছন্তো নিত্যস্যৈবাত্মনঃ ক্রমেণ ব্যুৎক্রমেণ বা মশকমনুজমতঙ্গজশরীরপ্রাপ্তৌ পরিমাণভেদং মন্যমানা ভূতস্যৈবাত্মনো বিশেষণীভূতপরিমাণভবনাদৌপচারিকং ভবনমভ্যুপগচ্ছন্তি। তদপি ন, শাশ্বতত্বাদেব উপচয়াপচয়বতো মধ্যমপরিমাণস্য বস্তুনো নিত্যত্বাযোগাৎ, অনেনৈব সুখদুঃখাদিধর্ম্মান্তরোৎপত্ত্যাত্মনো ভাক্তং ভবনং প্রত্যাখ্যেয়ম্, ন হি দুঃখাদিধর্ম্মিণঃ স্বনাশমন্তরেণ আত্যন্তিকদুঃখোচ্ছেদঃ সম্ভবতি, ঘটাদৌ যাবদ্রূপনাশাদর্শনাৎ। নম্বজত্বং নিত্যত্বং শাশ্বতত্বঞ্চাকাশেঽপ্যস্তি অত আহ পুরাণ ইতি। পুরা বিয়দাদিসৃষ্টেঃ প্রাগপি নব এব, এতেন অপক্ষয়াদিধর্ম্মরাহিত্যান্মুখ্যমজত্বাদিকং আত্মন এব, বিয়দাদেস্তমুখ্যং তদিতি দর্শিতম্, অতএব শরীরে হন্যমানে ন হন্যতে। ভাষ্যে তু বাশব্দশ্চার্থে, ন জায়তে ম্রিয়তে চেত্যর্থঃ। তত্রোপপত্তিঃ—অয়ং ন ভূত্বা অভূত্বা অনুৎপদ্য ন ভবিতা ঘটাদিবৎ, অতো ন জায়তে। অথবা নঞঃ পূর্ব্বান্বয়িত্বং, ন জায়তে ন বা ম্রিয়ত ইতি। যতো ভূত্বা অভবিতা ঘটবদ্বিনাশী ন, অতো ন ম্রিয়ত ইতি। শাশ্বতঃ পুরাণ ইত্যেতাভ্যামুপচয়াপচয়ৌ নিষিধ্যেতে ইতি, ন হন্যতে ন বিপরিণম্যত ইতি চ ব্যাখ্যাতম্। কেচিদেবমাহুঃ ন জায়তে ম্রিয়ত ইতি প্রতিজ্ঞা, কদাচিদিত্যাদিনা তস্যা উপপাদনম্, অজ ইত্যাদিরুপসংহার ইতি॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—জীবাত্মনো নিত্যত্বং স্পষ্টতয়া সাধয়তি, ন জায়তে ম্রিয়তে ইতি। জন্মমরণয়োর্বর্ত্তমানত্বনিষেধঃ। নায়ং ভূত্বা নায়ং ভবিতেতি তয়োর্ভূতত্বভবিষ্যত্বনিষেধঃ। অতএবাজ ইতিকালত্রয়েঽপ্যস্য জন্মাভাবান্নাস্য প্রাগভাবঃ, শাশ্বতঃ, শশ্বৎ সর্ব্বকাল এব বর্ত্ততে ইতি নাস্য কালত্রয়েঽপি ধ্বংসঃ; অতএবায়ং নিত্যঃ। তর্হি বহুকালস্থায়িত্বাৎ জরাগ্রস্তোঽয়মিতি চেন্ন পুরাণঃ পুরাপি নবঃ প্রাচীনোঽপ্যয়ং নবীন ইবেতি ষড়্ভাববিকারাভাবাদিতি ভাবঃ। নহু শরীরস্য মরণাদৌপচারিকস্তু মরণমস্যাস্তু তত্রাহ নেতি। শরীরেণ সহ সম্বন্ধাভাবান্নোপচারঃ ইতি ভাবঃ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোদ্ধৃত বেদ-বাক্যের সমর্থনার্থ এই শ্রৌত মন্ত্র অবতারিত হইয়াছে। ইহাও পূর্ব্ববৎ কঠোপনিষদের অঙ্গীভূত (১।২।১৮)। তথায় ইহার এইরূপ পাঠ আছে। যথা; "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ। অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥" প্রথমার্দ্ধের পরিবর্ত্তন সমূহ পাঠকগণ লক্ষ্য করিবেন। শাস্ত্রে যে ষড়্বিধ বিকারের উল্লেখ আছে, আত্মা তাহার অতীত, অর্থাৎ জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, পরিণাম, অপক্ষয় এবং বিনাশ এই বিকারসমূহের কিছুই আত্মাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই তত্ত্ব প্রতিপাদনই এই শ্লোকের লক্ষ্য। নিম্নে শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়োপলক্ষে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। আত্মা যখন সর্ব্বপ্রকার বিকার-পরিশূন্য, তখন শরীর-নাশের সহিত

তাঁহার নাশ হইবে, এরূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমাত্মক। হে অর্জ্জুন! সমরক্ষেত্রে এই প্রাঙ্গণে সমাগত বীরবৃন্দকে যদি তুমি নিহত কর, তাহাতে তাঁহাদের শরীর, আত্মার কোনই অনিষ্ট হইবে না। তোমার তীক্ষ্ণবাণসমূহ ঐ সমাগত শত্রুকুলের কলেবর সকল খণ্ড বিখণ্ড, বিধ্বস্ত বা বিচূর্ণিত করিতেও পারে, কিন্তু তদভ্যন্তরস্থ জন্মাদি-বিবর্জ্জিত সকল সম্ভাবসম্পন্ন, হ্রাস-বৃদ্ধি-বিহীন, চির-নবীন আত্মার অণুমাত্র বিকার সমুৎপাদনে সমর্থ হইবে না। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এই শ্লোকের সমর্থনোক্তি পরিদৃষ্ট হয়। যথা, "স বা এষ মহানজ আত্মাজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ" (৪।৪।২৫)।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্ধনুমান্ এবং শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী মহাশয়ের অভিপ্রায় নিম্নে বিবৃত হইতেছে। পূর্ব্ব মন্ত্রে আত্মার সর্ব্বক্রিয়া-রাহিত্য প্রদর্শিত করিয়া, পুনরায় তাহা বিশদরূপে বোধগম্য করাইবার নিমিত্ত, ভগবান্ দ্বিতীয় মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। আত্মা কখনও জন্ম পরিগ্রহ করেন না, ইহা দ্বারা আত্মার জন্ম-রূপ প্রথম বিক্রিয়া-রাহিত্য নিরূপিত হইল। তিনি কখনও মরণ-ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন না, ইহা দ্বারা বিনাশ লক্ষণ অন্ত্য বিক্রিয়ারও প্রতিষেধ করিলেন। এই আত্মা উৎপত্তি-রূপ বিক্রিয়া প্রাপ্ত হইয়া, পশ্চাৎ অভাব প্রাপ্ত হন না, সুতরাং তিনি মরণ-ধর্ম্মী নহেন। লোকে বলে, যাহার উৎপত্তির পর অভাব হয়, সে-ই মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়। আত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া যখন অস্তিত্ব ভজনা করেন না, তখন তিনি অজ অর্থাৎ জায়মানও নহেন। লোকে বলে, যিনি উৎপত্তি গ্রহণের পর সত্তাকে ভজনা করেন, তিনিই জন্ম বিশিষ্ট। আত্মা অজ অর্থাৎ জন্ম-শূন্য। যেহেতু তাঁহার উৎপত্তি, তদনন্তর সত্তা এবং মৃত্যুও নাই, যিনি স্বতঃই অস্তিত্বকে ভজনা করেন, আর সর্ব্বদা সদ্রূপে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি আর অপর কি অস্তিত্ব ভজনা করিবেন? অতএব জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণ দ্বিতীয়-বিক্রিয়া-রাহিত্যও প্রকটিত হইল। তিনি নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বদৈকরূপ, এতদ্দ্বারা আত্মার বৃদ্ধি-শূন্যত্ব-রূপ বিক্রিয়া প্রতিষিদ্ধ হইল। আত্মা নিরবয়ব, অতএব অপক্ষয়-রহিত, শাশ্বত শব্দ দ্বারা ইহাই পরিব্যক্ত হইল। আর এই আত্মা পুরাণ (প্রাচীন) অথচ নূতন, অর্থাৎ নশ্বর দেহের ন্যায় এই আত্মা পরিণত হইয়া রূপান্তর গ্রহণপূর্ব্বক নূতনত্ব ধারণ করেন না। লোকে বলে, যাহার অবয়বাগমে বৃদ্ধি হয়, সেই

বস্তুই অভিনব; এই আত্মা অবয়ব-শূন্য, সুতরাং তদ্রূপ বৃদ্ধি-বিরহিত। অতএব পুরাণ হইয়াও নূতন। এই স্থূল দেহ অন্য দ্বারা হত হইলেও, পূর্ব্বোক্ত আত্মা কখনও হত হন না; যেহেতু আত্মা জন্মাদি ষড়্‌বিধ-বিক্রিয়া-শূন্য। অতএব "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" অর্থাৎ আত্মকর্তৃত্বাভিমানী নৈয়ায়িকগণ ও আত্মবিনাশবাদী নাস্তিকগণ, এই উভয়েই আত্মতত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সহিত এই মন্ত্রের বাক্যার্থ পর্য্যবসিত।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য মহাশয় লিখিয়াছেন। আত্মা নিত্য ও অপরিণামী; অতএব অচেতন দেহের ন্যায় আত্মার জন্ম ও মরণাদি কখনও হয় না। দেহ মাত্রের জন্ম ও মৃত্যু সকলেরই অনুভব হইতেছে, কিন্তু তাদৃশ অনুভব আত্মাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। অর্থাৎ কল্পারম্ভে (সৃষ্টিপ্রারম্ভে)* ব্রহ্মাদি প্রজাপতিগণের† দেহ উৎপন্ন হইয়া পুনর্ব্বার কল্পান্তে লয়প্রাপ্ত হয়। আত্মা সর্ব্বদা একরূপ, সুতরাং প্রজাপতিগণের ন্যায়, আত্মার জন্ম ও মৃত্যু কখনও অনুভূত হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বদেহে আত্মা অজ, অর্থাৎ দেহের সহিত জাত নহেন এবং নিত্য ও শাশ্বত অর্থাৎ পরিণামাদিশূন্য। আত্মা পুরাতন হইলেও নূতন (অপূর্ব্বের ন্যায় অনুভূত) সুতরাং শরীর বিনষ্ট হইলেও, এই আত্মা অন্য দ্বারা হত হন না।

অতঃপর পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী কৃত টীকার ভাব পরিব্যক্ত হইতেছে। হে সখে! কি হেতু আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারেন না, এতদ্বিষয়ে বেদ কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। বেদ বলিতেছেন, আত্মা অবিক্রিয় বলিয়াই হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং কর্ম্ম এতদুভয়ই হইতে পারেন

* কল্প সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিশাম্পতে॥ তদন্তে প্রলয়স্তাবান্ ব্রাহ্মী রাত্রিরুদাহৃতা। ত্রয়ো লোকা ইমে যত্র কল্পান্তে প্রলয়ায় হি॥" অর্থাৎ চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয়। তাহাই কল্প, তাহার মধ্যে ক্রমে চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন। তাহার পর ঐ কাল পরিমাণে ব্রহ্মার এক রাত্রি হয়; তাহাতে এই তিন লোক লয় প্রাপ্ত হয়। (১২।৪।২ ও ৩)। এইরূপ ত্রিংশৎ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস এবং তাদৃশ দ্বাদশ মাসে এক বৎসর গণিত হয়। মহাভারতানুসারে এইরূপ পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়া এক্ষণে শ্বেতবারাহ কল্প চলিতেছে।

† এই গ্রন্থের ১৫শ পৃষ্ঠায় ৫ সংখ্যক টিপ্পনী দ্রষ্টব্য। মহাভারতে একবিংশতি প্রজাপতির উল্লেখ আছে। যথা; "ব্রহ্মা স্থাণুর্ম্মনুর্দ্দক্ষো ভৃগুর্ধর্ম্মস্তথা যমঃ। মরীচিরঙ্গিরোঽত্রিশ্চ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ॥ বশিষ্ঠঃ পরমেষ্ঠী চ বিবস্বান্ সোম এব চ। কর্দ্দমশ্চাপি যঃ প্রোক্তঃ ক্রোধোঽর্ব্বাক্ক্রীত এব চ॥"

না। এখন সর্ব্বাগ্রে বুঝিয়া দেখ, "অবিক্রিয়" কাহাকে বলে। নাই বিক্রিয়া অর্থাৎ বিকার যাহার, তাহারই নাম "অবিক্রিয়"। আত্মার বিকার নাই, অতএব আত্মা অবিক্রিয়। "বিকার" ছয় প্রকার। যথা; (১) জন্ম, (২) অস্তিত্ব, (৩) বৃদ্ধি, (৪) বিপরিণাম, (৫) অপক্ষয় এবং (৬) বিনাশ। এখন একটু মনোনিবেশ পূর্ব্বক এ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে আত্মা এই ষড়্‌বিধ বিকার-পরিহীন। প্রথম বিকার জন্ম। মনুষ্যাদি জীবগণ ও পরিদৃশ্যমান্ পদার্থ নিচয় এই বিকারের শ্রেণীভুক্ত; কারণ তাহাদিগের জন্ম হয়; কিন্তু আত্মা এই বিকারের শ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন না; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "ন জায়তে" অর্থাৎ আত্মা জন্ম পরিগ্রহ করেন না। যদি বল যে, "কেমন করিয়া জানিব আত্মার জন্ম নাই?" তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। শ্রুতি বলিতেছেন, "নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ" অর্থাৎ যেরূপ ঘটপটাদি দৃশ্যমান্ পদার্থনিচয় পূর্ব্বে না থাকিয়া পরে সমুদ্ভূত হয়, অর্থাৎ ঘটপটাদি যখন সৃষ্ট হয় তখনই তাহার অস্তিত্ব হয়, কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে আর তাহাদিগের অস্তিত্ব থাকে না; আত্মবস্তু সেরূপ নহেন, তাঁহার সত্তা পূর্ব্ব হইতেই আছে, সুতরাং আত্মা জন্মপরিগ্রহ করেন না। বস্তুতঃ পূর্ব্বে যাহার সত্তা না থাকে তাহারই জন্ম হইতে পারে; যাঁহার সত্তা পূর্ব্ব হইতেই আছে তাঁহার আবার জন্ম কিরূপে হইবে? এই নিমিত্তই শ্রুতি আত্মার একটি বিশেষণ দিয়াছেন "অজ"। "ন জায়তে ইতি অজঃ" অর্থাৎ আত্মার জন্ম নাই। দ্বিতীয় বিকার অস্তিত্বও এই প্রথম বিকারেরই অন্তর্গত; অতএব তাহার আর পৃথক্‌রূপে নিষেধ করিবার বিশেষ আবশ্যক নাই। যাহার পূর্ব্বে অস্তিত্ব না থাকিয়া পরে নূতন অস্তিত্ব হয়, তাহাকেই অস্তিত্ব বিকার কহে, যেরূপ ঘটপটাদি। ষষ্ঠ বিকার বিনাশ। আত্মা এই বিকারেরও অধীন নহেন, কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "ন ম্রিয়তে" অর্থাৎ আত্মা মরেন না, তাঁহার বিনাশ নাই; চতুর্থ বিকার বিপরিণামও এই ষষ্ঠ বিকারেরই অন্তর্ভুক্ত; অতএব তাহার স্বতন্ত্র বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ঘটপটাদি পদার্থনিচয় যেরূপ স্বস্ব অস্তিত্ব নাশের অনন্তর নাশ বা মরণরূপ বিকারের অধীন হয়, আত্মবস্তু সেরূপ নহেন, তাঁহার অস্তিত্ব একবার হইয়া আবার বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। তাঁহার অস্তিত্ব যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানে আছে, সেইরূপ পরেও থাকিবে, সুতরাং তাঁহার নাশ

নাই। এই নিমিত্তই শ্রুতি তাঁহার আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন, "নিত্য" অর্থাৎ সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন। পঞ্চম বিকার অপক্ষয় অর্থাৎ অপচয় বা হ্রাস-প্রাপ্তি। ঘটপটাদি উক্ত বিকারের অধীন—আত্মা নহেন। কারণ আত্মা নিত্য কূটস্থস্বরূপ ও নিগুর্ণ; তাঁহার স্বরূপের বা গুণের কোনও প্রকার হ্রাস হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাঁহার স্বরূপই কূটস্থ অর্থাৎ ত্রিকালেই একরূপে স্থিত ও নিত্য এবং যিনি নিগুর্ণ অর্থাৎ গুণাতীত; তাঁহার আবার স্বরূপের বা গুণের কি হ্রাস হইবে? এই নিমিত্ত শ্রুতি আত্মার আর একটী বিশেষণ দিয়াছেন, "শাশ্বতঃ" অর্থাৎ আত্মা কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ, কি বর্ত্তমান, ত্রিকালে এই সম অবিকৃতভাবে বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় বিকার বৃদ্ধি। আত্মাকে এ বিকারের অধিকারভুক্ত করিতে পারা যায় না; কারণ, লোকে দেখা যায় যে, যদি কোন পদার্থ পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা উপচয় (বৃদ্ধি) অবস্থা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ বাড়িয়া উঠে, তাহারই উপর বৃদ্ধিত্বের আরোপ হয়। কিন্তু আত্মা সেরূপ নহেন; সর্ব্বদাই একরূপ। এই নিমিত্তই শ্রুতি আত্মার আর একটী বিশেষণ দিয়াছেন, "পুরাণ" অর্থাৎ আত্মার রূপ পূর্ব্বের ন্যায় চিরকালই নবভাবে বিদ্যমান, অন্য কোন নূতন ভাব বা অবস্থা আসিয়া যোগদান করিতে পারে না।

আত্মা উক্ত ষড়্‌বিধ বিকার পরিহীন অর্থাৎ অবিক্রিয়, সুতরাং এই বিকারী স্থূল শরীরের বিনাশ-সাধন করিলেও তাঁহার বিনাশ-সাধন করিতে কেহই সক্ষম নহে। এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে"। তাহা হইলে এখন দেখ, স্থূল শরীরাদি হনন-ক্রিয়ার কর্ম্ম হইলেও আত্মা নহেন।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। সখে! আত্মা কিজন্য হনন ক্রিয়ার কর্ম্ম হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে শ্রুতিসম্মত হেতু-বাদ নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। শ্রুতি বলিতেছেন; এই আত্মা "কদাচিৎ ন জায়তে" অর্থাৎ কখনও তার্কিকাদি-সম্মত ঘটের ন্যায় অভি-নবরূপে উৎপন্ন হন না। "ন বা ম্রিয়তে" অর্থাৎ অন্বয়-রহিতরূপে নাশ-প্রাপ্তও হন না। কারণ এই আত্মা "অজো নিত্যঃ" অর্থাৎ আত্মা অজ বলিয়া তাঁহার জন্ম নাই এবং নিত্য বলিয়া তাঁহার বিনাশ নাই।

এখন যদি তোমার এরূপ আশঙ্কা হয় যে, "যাহা অজ ও নিত্য, তাহা

আত্মাই হইবে, ইহার কোন অর্থ নাই ; বিজ্ঞানবাদিগণ ক্ষণিকবিজ্ঞানধারারূপকেও উক্ত দুই বিশেষণে (অজ ও নিত্য) বিশেষিত করিয়া থাকেন।" তোমার উক্তরূপ আশঙ্কা নিতান্ত ভ্রান্তি-প্রণোদিত। কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "অয়ং ভূত্বা ভূয়ঃ ভবিতা ন"। ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণের মতে বিজ্ঞানের ক্ষণে ক্ষণে জন্ম ও ক্ষণে ক্ষণে নাশ হইয়া থাকে; একটী বিজ্ঞানের নাশ হইলেই তাহার অব্যবহিত কাল পরেই, আর একটী নবীন বিজ্ঞান সমুদ্ভূত হয় ; এই কারণে তাঁহারা বিজ্ঞানকে ক্ষণিক বলিয়া থাকেন এবং একটী বিজ্ঞান-নাশের অব্যবহিত কাল পরেই আর একটী সমুদ্ভূত হয় বলিয়াই, বিজ্ঞান-ধারা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এক্ষণে দেখ, বিজ্ঞানবাদিগণের সম্মত ক্ষণিক-বিজ্ঞান-ধারা যেরূপ "ভূয়ঃ অসকৃৎ" বারংবার "ভূত্বা ভবিতা" সমুদ্ভূত হইয়াই হয় অর্থাৎ থাকিয়া বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না,—পূর্ব্ব বিজ্ঞানের নাশ-ক্ষণই উত্তর বিজ্ঞানের উৎপত্তি-ক্ষণ এবং সেই উৎপত্তি-ক্ষণই বিজ্ঞানের স্থিতিক্ষণ, অতএব বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং তাহা নাশ প্রাপ্ত না হইয়া ধারাবাহিক ক্ষণিকরূপে থাকিয়া যায়। এই আত্মা সেরূপ নহেন, কারণ এই আত্মা "শাশ্বত" অর্থাৎ নিরন্তর একরূপ—ক্ষণে জন্ম, ক্ষণে নাশ নাই। আর যদি এরূপও আশঙ্কা কর যে, আকাশও ত অজ, নিত্য ও শাশ্বত। তাহাও আশঙ্কা করিতে পার না ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন, "অয়ং পুরাণঃ" অর্থাৎ এই আত্মা আকাশাদি সৃষ্টির পূর্ব্বকাল হইতে চির-নবীন-ভাবে বিদ্যমান আছেন। অপক্ষয়াদি ধর্ম্ম পরিহীন বলিয়া মুখ্য (প্রধান) অজত্বাদি ধর্ম্ম আত্মারই, এবং আকাশাদির অজত্বাদি ধর্ম্ম অমুখ্য (গৌণ)। অতএব (পূর্ব্বোক্ত কারণে) এই আত্মা "ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে" শরীরের নাশেও হত হন না অর্থাৎ হনন-ক্রিয়ার কর্ম্ম হন না ॥ ২০ ॥

——(:০:)——

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

অন্বয়।—যঃ এনং (আত্মানং) নিত্যং (বৃদ্ধিশূন্যং) অজং (জন্মাদিরহিতং) অব্যয়ং (ক্ষয়শূন্যং) অবিনাশিনং (ধ্বংসবিহীনং) বেদ

(বেত্তি) স পুরুষঃ (তাদৃশজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) পার্থ (পৃথা-নন্দন !) কথং (কিম্প্রকারেণ) কং (ন কমপীতি যাবৎ) ঘাতয়তি (বধং কারয়তি) কং [বা] হন্তি ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি আত্মাকে সততৈকরূপ জন্ম-বিহীন হ্রাস-বৃদ্ধি-শূন্য বিনাশ-রহিত জানেন সেই-ব্যক্তি হে অর্জ্জুন! কি-প্রকারে কাহাকে বধ করান [বা] বধ-করেন ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যে ব্যক্তি আত্মাকে নিত্য, অজ, অব্যয় এবং অবিনাশী বলিয়া স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তিনি উত্তেজনা বাক্যে অপরের দ্বারা কাহারও বধ করাইতে পারেন না, স্বয়ংও কাহাকেও বধ করিতে পারেন না ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—"যএনং বেত্তি হন্তারম্" ইত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বে হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি অবিনাশিনমন্ত্যভাববিকাররহিতং নিত্যং বিপরিণামরহিতং যো বেদেতি সম্বন্ধঃ, এনং পূর্ব্বেণ মন্ত্রেণোক্তলক্ষণমজং, অব্যয়ং উপজনাপক্ষয়রহিতং, কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতো হন্তি হননক্রিয়াং করোতি, কথং বা ঘাতয়তি হন্তারং প্রযোজয়তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ কঞ্চিৎ ঘাতয়তীত্যুভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ প্রশ্নার্থাসম্ভবাৎ হেত্বর্থস্য অবিক্রিয়ত্বস্য চ তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধএব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতা, হন্তেস্ত্বাক্ষেপ উদাহরণার্থত্বেন বিদুষঃ কিঞ্চিৎ কর্ম্মাসম্ভবে হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি। নন্বুক্তমেব আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বং সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবকারণবিশেষঃ, সত্যমুক্তো নতু সকারণবিশেষোঽন্যত্বাদ্বিদুষোঽবিক্রিয়ত্বাদাত্মন ইতি। নহ্যবিক্রিয়ং স্থাণুং বিদিতবতঃ কর্ম্ম ন সম্ভবতীতি চেন্ন বিদুষ আত্মত্বাৎ দেহাদিসংঘাতস্য বিদ্বত্তা অতঃ পারিশেষ্যাদসংহত আত্মা বিদ্বানবিক্রিয় ইতি তস্য বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভবাদাক্ষেপো যুক্তঃ কথং স পুরুষ ইতি যথা বুদ্ধ্যাদ্যাহৃতস্য শব্দাদ্যর্থস্যাবিক্রিয় এব সন্ বুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকবিজ্ঞানেনাবিদ্যয়োপলব্ধা আত্মা কল্প্যতে এবমেবাত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানেন বুদ্ধিবৃত্ত্যাবিদ্যয়া অসত্যরূপয়ৈব পরমার্থতোঽবিক্রিয়এবাত্মা বিদ্বানুচ্যতে, বিদুষঃ কর্ম্মাসম্ভববচনাৎ যানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রেণ বিধীয়ন্তে তান্যবিদুষো বিহিতানীতি ভগবতো নিশ্চয়োঽবগম্যতে। নমু বিদ্যাপ্যবিদুষএব বিধীয়তে বিদিতবিদ্যস্য পিষ্টপেষণবদ্বিদ্যাবিধানানর্থক্যাৎ তত্রাবিদুষঃ কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে ন বিদুষইতি বিশেষো নোপপদ্যতে ইতি চেন্নানুষ্ঠেয়স্য ভাবাভাববিশেষোপপত্তেরগ্নিহোত্রাদিবিধ্যর্থজ্ঞানোত্তরকালমগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মানেকসাধনোপসংহারপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়ং, কর্ত্তাহং মম কর্ত্তব্যমিত্যেবং প্রকারবিজ্ঞান-

"যতোঽবিদুষো যথাদৃষ্টৈবং ভবতি ন তু তথা ন জায়তে ইত্যাত্মস্বরূপবিধার্থজ্ঞানোত্তরকালভাবি কিঞ্চিদদৃষ্টৈবং ভবতি, কিন্তু নাহং কর্তা ন ভোক্তেত্যাত্মৈকত্বাকর্তৃত্বাদিবিষয়জ্ঞানাদন্যৎ নোৎপদ্যত ইত্যেষ উপপদ্যতে, যঃ পুনঃ কর্তাহমিতি বেত্ত্যাত্মানং তস্য মমেদং কর্তব্যমিতি অবশ্যম্ভাবিনী বুদ্ধিঃ স্যাৎ তদপেক্ষয়া সোঽধিক্রিয়তে ইতি, তং প্রতি কর্মাণি সম্ভবন্তি সচাবিদ্বান্ "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি বচনাৎ বিশেষিতস্য চ বিদুষঃ কর্মাক্ষেপবচনাৎ কথং স পুরুষ ইতি তস্মাদ্বিশেষিতস্য অবিক্রিয়াত্মদর্শিনো বিদুষো মুমুক্ষোশ্চ সর্বকর্মসংন্যাস এবাধিকারঃ। অতএব ভগবান্ নারায়ণঃ সাংখ্যান্ বিদুষোঽবিদুষশ্চ কর্মিণঃ প্রবিভজ্য দ্বে নিষ্ঠে গ্রাহয়তি, "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্" ইতি। তথা চ পুত্রায়াহ ভগবান্ ব্যাসঃ, "দ্বাবিমাবথ পন্থানৌ" ইত্যাদি, তথা চ ক্রিয়াপথশ্চৈব পুরস্তাৎ পশ্চাৎ সংন্যাসশ্চেত্যেতমেব বিভাগং পুনঃ পুনর্দর্শয়িষ্যতি ভগবান্। অতত্ত্ববিৎ "অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে" তত্ত্ববিত্তু নাহং করোমীতি। তথাচ "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যাদি, তত্র কেচিৎ পণ্ডিতম্মন্যা বদন্তি জন্মাদিষড্ভাববিক্রিয়ারহিতোঽবিক্রিয়োঽকর্তৈকোঽহমাত্মেতি ন কস্যচিৎ জ্ঞানমুৎপদ্যতে, যস্মিন্ সতি সর্বকর্মসংন্যাস উপদিশ্যতে, তন্ন 'ন জায়তে' ইত্যাদিশাস্ত্রোপদেশানর্থক্যপ্রসঙ্গাৎ, তথাচ শাস্ত্রোপদেশসামর্থ্যাদ্ধর্মাধর্মাস্তিত্ববিজ্ঞানং কর্তুশ্চ দেহান্তরসম্বন্ধিজ্ঞানঞ্চোৎপদ্যতে, তথাচ শাস্ত্রাৎ তস্যৈবাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাকর্তৃত্বৈকত্বাদিবিজ্ঞানং কস্মান্নোপপদ্যতে ইতি প্রষ্টব্যাস্তে, করণগোচরত্বাদিতি চেন্ন "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" ইতি শ্রুতেঃ, শাস্ত্রাচার্যোপদেশজনিতশমদমাদিসংস্কৃতং মন আত্মদর্শনে করণং, তথাচ তদধিগমায়ানুমানে আগমে চ সতি জ্ঞানং নোৎপদ্যতে ইতি সাহসমাত্রমেতৎ, জ্ঞানঞ্চোৎপদ্যমানং তদ্বিপরীতমজ্ঞানং অবশ্যং বাধত ইত্যভ্যুপগন্তব্যম্, তচ্চাজ্ঞানং দর্শিতং হন্তাহং হতোঽস্মীতি "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইত্যত্র চাত্মনো হননক্রিয়ায়াঃ কর্তৃত্বং কর্মত্বং হেতুকর্তৃত্বঞ্চাজ্ঞানকৃতং দর্শিতং, তচ্চ সর্বক্রিয়াস্বপি সমানং কর্তৃত্বাদেরবিদ্যাকৃতত্বমবিক্রিয়ত্বাদাত্মনঃ, বিক্রিয়াবান্ হি কর্তাত্মনঃ কর্মভূতমন্যং প্রযোজয়তি কুর্বিতি। তদেতদবিশেষেণ বিদুষঃ সর্বক্রিয়াসু কর্তৃত্বং হেতুকর্তৃত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্, বিদুষঃ কর্মাধিকারাভাবপ্রদর্শনার্থং বেদাবিনাশিনং কথং স পুরুষ ইত্যাদিনা। ক? পুনর্বিদুষাঽধিকার ইত্যেতদুক্তং পূর্বমেব "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্" ইতি তথা চ সর্বকর্মসংন্যাসং বক্ষ্যতি "সর্বকর্মাণি মনসা" ইত্যাদিনা। নমু মনসেতি বচনান্ন বাচিকানাং কায়িকানাঞ্চ সন্ন্যাস ইতি চেৎ ন সর্বকর্মাণীতি বিশেষিতত্বাৎ মানসানামেব সর্বকর্মণামিতি চেন্ন মনোব্যাপারপূর্বকত্বাদ্বাক্কায়ব্যাপারাণাং মনোব্যাপারাভাবে কর্মানুপপত্তেঃ, শাস্ত্রীয়াণাং বাক্কায়কর্মণাং কারণানি মনোব্যাপারাণি বর্জয়িত্বাঽন্যানি সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে ইতি চেন্ন "নৈব কুর্বন্ন কারয়ন্" ইতি বিশেষণাৎ, সর্বকর্মসংন্যাসোঽয়ং ভগবতোক্তো মরিষ্যতো ন জীবত ইতি চেন্ন "নবদ্বারে পুরে দেহী আস্তে" ইতি বিশেষণানুপপত্তেঃ. ন হি সর্বকর্মসংন্যাসেন মৃতস্য তদ্দেহে আসনং সম্ভবত্যকুর্বতোঽকারয়তশ্চ দেহে সংন্যস্যেতি সম্বন্ধো ন দেহে আস্তে ইতি চেন্ন, সর্বত্রাত্মনোঽবিক্রিয়ত্বাবধারণাৎ

আসনক্রিয়াশ্চাধিকরণাপেক্ষত্বাত্তদনপেক্ষত্বাচ্চ সংন্যাসস্য, সংপূর্ব্বস্তু ন্যাসশব্দোঽত্র ত্যাগার্থো ন নিক্ষেপার্থঃ, তস্মাদ্গীতাশাস্ত্রে আত্মজ্ঞানবতঃ সংন্যাস এবাধিকারো ন কর্ম্মণীতি তত্র তত্রোপরিষ্টাদাত্মজ্ঞানপ্রকরণে দর্শয়িষ্যামঃ॥ ২১॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বশ্লোকার্থস্যৈবোত্তরত্রাপি প্রতিভানাৎ পৌনরুক্ত্যমাশঙ্ক্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি যএনমিত্যাদিনা। কর্তৃত্বাদ্যভিমানবিরোধাদদ্বৈতকূটস্থাত্মনিশ্চয়সামর্থ্যাৎ প্রাপ্তং বিদুষঃ সংন্যাসম্। বিদ্যাপরিপাকার্থমভ্যনুজানাতি বেদেতি। পদদ্বয়স্য পূর্ব্বমেব পৌনরুক্ত্যমাহ অবিনাশিনমিত্যাদিনা। প্রশ্নোঽপি সম্ভবতি কিমিতি, তত্র উল্লেখেন ব্যাখ্যায়তে তত্রাহ উভয়ত্রেতি। উত্তরত্র প্রতিবচনাদর্শনান্নাত্র প্রশ্নঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। বিবক্ষিতং প্রকরণার্থং নিগময়তি হেত্বর্থস্যেতি। অবিক্রিয়ত্বং হেত্বর্থস্তস্য বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিষেধে সমানত্বাদিতি যাবৎ। যদি বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিষেধোঽভিমতস্তর্হি কিমিতি হন্ত্যর্থএবাক্ষিপ্যতে তত্রাহ হন্তেরিতি। উক্তং হেতুমাক্ষেপ্তুং পৃচ্ছতি বিদ্বষ ইতি। অভিপ্রায়মপ্রতিপদ্যমানো হেতুবিশেষং পূর্ব্বোক্তং স্মারয়তি নন্বিতি। উক্তমঙ্গীকৃত্যাক্ষিপতি সত্যমিতি। বিদুষো বিজ্ঞানাত্মনো ব্রহ্মণশ্চ বেদ্যস্য বিরুদ্ধধর্ম্মত্বেন দহনতুহিনবদ্ভিন্নত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন অসৌ কারণবিশেষঃ স্যাদিত্যাহ অন্যত্বাদিতি। অবিক্রিয়ত্বাদিতি চ্ছেদঃ। তথাপি কূটস্থমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম প্রতিপদ্যমানস্য কুতোঽবিক্রিয়া সম্ভবেৎ ব্রহ্মপ্রতিপত্তিবিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নন্বিতি। "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুত্যা সমাধত্তে ন বিদুষ ইতি। কিঞ্চ বিদ্বত্তাবিশিষ্টস্য বা কেবলস্য বা, নাদ্যো বিশিষ্টস্য বিদ্বত্তায়াং বিশেষণস্যাপি তদ্ব্রহ্মসঙ্গান্ন চ বিশেষণীভূতসংঘাতস্যাচেতনত্বাদ্বিদ্বত্তা যুক্তেত্যাহ ন দেহাদীতি। দ্বিতীয়ে তু জীবব্রহ্মবিভাগাসিদ্ধিরিত্যাহ অত ইতি। কিঞ্চপ্রামাণিকবিরুদ্ধধর্ম্মবত্ত্বস্যাসিদ্ধত্বাৎ প্রাতিভাসিকস্য চ বিম্বপ্রতিবিম্বয়োরনৈক্যাভাবাদ্ভেদানুমানাযোগাৎ জীবব্রহ্মণোরভেদসিদ্ধিরিত্যভিপ্রেত্য, ফলিতমাহ ইতি অস্যেতি। নম্ববিক্রিয়স্য ব্রহ্মরূপতয়া সর্ব্বকর্ম্মাসম্ভবে বিদুষো বিদ্বত্তাপি কথং সম্ভবতি? ন হি ব্রহ্মণোঽবিক্রিয়স্য বিদ্যালক্ষণা বিক্রিয়া স্বীক্রিয়া ভবিতুমর্হতি তত্রাহ যথেতি। অদৃষ্টেন্দ্রিয়াদিসহকৃতমন্তঃকরণং প্রদীপপ্রভাবাদ্বিষয়পর্য্যন্তং পরিণতং বুদ্ধিবৃত্তিরুচ্যতে, তত্র প্রতিবিম্বিতং চৈতন্যং অভিব্যঞ্জকবুদ্ধিবৃত্ত্যবিবেকাদ্বিষয়জ্ঞানমিতি ব্যবহ্রিয়তে তেনাত্মোপলব্ধা কল্প্যতে, তচ্চাবিদ্যাপ্রযুক্তমিথ্যাসম্বন্ধনিবন্ধনং তথৈবাধ্যাসিকসম্বন্ধেন ব্রহ্মাত্মৈক্যাভিব্যঞ্জকবাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিদ্বানাত্মা ব্যপদিশ্যতে, ন চ মিথ্যাসম্বন্ধেন পারমার্থিকাবিক্রিয়ত্ববিহতিরিত্যর্থঃ। অহং ব্রহ্মেতি বুদ্ধিবৃত্তের্মোক্ষাবস্থায়ামপি ভাবাদাত্মনঃ সবিশেষত্বমাশঙ্ক্য তস্য যাবদুপাধিসত্ত্বমেবেত্যাহ অসত্যেতি। নহু কূটস্থস্যাত্মনো মিথ্যাবিদ্যাবত্ত্বেঽপি তস্য কর্ম্মাধিকারনিবৃত্তৌ কস্য কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, ন হি নিরধিকারাণাং তেষাং বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদুষইতি। 'কর্ম্মাণ্যবিদুষো বিহিতানীতি বিশেষমাক্ষিপতি নন্বিতি। কর্ম্মবিধানমবিদুষো বিদুষশ্চ বিদ্যাবিধানমিতি বিভাগে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদিত্বেতি। বিদ্যায়াবিদিতত্বং লক্ষ্য কর্ম্ম বিধিঃ অবিদুষো বিদুষো বিদ্যাবিধিরিতি বিভাগাসম্ভবে ফলিতমাহ তস্মেতি।

ধর্ম্মজ্ঞানানন্তরমনুষ্ঠেয়স্য ভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানোত্তরকালঞ্চ তদভাবাৎ ব্রহ্মজ্ঞানহীনস্যৈব কর্ম্মবিধিরিতি সমাধত্তে নানুষ্ঠেয়স্যেতি। বিশেষোপপত্তিমেব প্রপঞ্চয়তি অগ্নিহোত্রাদীতি। নমু দেহাদি-ব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং বিনা পারলৌকিকেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তেরনুপপত্তেস্তথাবিধজ্ঞানবতা কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি চেত্তত্রাহ কর্ত্তাহমিতি। আত্মনি কর্ত্তা ভোক্তেত্যেবং বিজ্ঞানবত্ত্বেঽপি ব্রহ্মজ্ঞানবিহীনত্বেনা-বিদুষোঽনুষ্ঠেয়ং কর্ম্মেত্যর্থঃ। দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানবদ্ব্রহ্মজ্ঞানমপি জ্ঞানত্বাবিশেষাৎ কর্ম্মপ্রবৃত্তাবুপকরিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নন্বিতি, অনুষ্ঠেয়বিরোধিত্বাদবিক্রিয়াত্মজ্ঞানস্যেতি শেষঃ। নমু ব্রহ্মাত্মৈক্যত্বজ্ঞানাদূর্দ্ধ্বকালমপি কর্ত্তাহমিত্যাদিজ্ঞানোৎপত্তৌ কর্ম্মবিধিঃ সাবকাশঃ স্যাদিতি নেত্যাহ নাহমিতি কারণাভাবাদিতি শেষঃ, কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানমস্তুদিত্যুক্তং। অনুষ্ঠানানুষ্ঠানযোরুক্ত-বিশেষাদবিদুষোঽনুষ্ঠানং বিদুষা নেত্যুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। নম্বাত্মবিদো ন চেদনুষ্ঠেয়ং কিঞ্চিদস্তি, কথং তর্হি বিদ্বান্ যজেতেত্যাদিশাস্ত্রাৎ তং প্রতি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, তত্রাহ যঃ পুনরিতি। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানাপেক্ষয়া কর্ম্মস্বধিকৃতত্বজ্ঞানে তথাবিধং পুরুষং প্রতি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে, সচ প্রাচীনবচনাদবিদ্বানেবেতি নিশ্চীয়তে, ন খলু কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানবতস্তদ্বিপরীত-কর্ত্তৃত্বাদিজ্ঞানদ্বারা কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্বিত্যাঃ। কর্ম্মাসম্ভবে ব্রহ্মবিদো হেত্বন্তরমাহ বিশেষিতস্যেতি, বেদাবিনাশিনমিত্যাদিনেতি শেষঃ। যত্তপি বিদুষা নাস্তি কর্ম্ম তথাপি বিবিদিষোঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। বিত্তয়া বিরুদ্ধত্বাদিষ্যমাণমোক্ষপ্রতিপক্ষত্বাচ্চ কর্ম্মণামিত্যর্থঃ। যত্তপি মুমুক্ষোরাশ্রমকর্ম্মাণ্যপেক্ষিতানি তথাপি বিত্তাতৎফলাভ্যামবিরুদ্ধান্যেব তান্যভ্যুপগতান্যন্যথা বিবিদিষাসংন্যাসবিধিবিরোধাদিত্যভিপ্রেত্যোক্তেঽর্থে ভগবতোঽনুমতিমাহ অতএবেতি। বিদুষো বিবিদিষোশ্চ সংন্যাসেঽধিকারোঽবিদুষস্তু কর্ম্মণীতি বিভাগস্যেষ্টত্বাদিত্যর্থঃ। অধিকারিভেদেন নিষ্ঠাদ্বয়ং ভগবতা বেদব্যাসেনাপি দর্শিতমিত্যাহ তথাচেতি। অধ্যয়নবিধিনা স্বাধ্যায়পাঠে ত্রৈবর্ণিকস্য প্রবৃত্তানন্তরং তত্র ক্রিয়ামার্গো জ্ঞানমার্গশ্চেতি দ্বৌ মার্গাবধিকারিভেদেনাবেদিতা-বিত্যর্থঃ। আদিশব্দাৎ "যত্র বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ" ইত্যাদি গৃহ্যতে। উক্তয়োর্মার্গয়োস্তু-ল্যত্তাং পরিহর্ত্তুমুদাহরণান্তরমাহ তথেতি। বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা কর্ম্মতৎফলয়োর্বৈরাগ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং কর্ম্মমার্গো বিহিতো বিরক্তস্য পুনঃ সংন্যাসপূর্ব্বকো জ্ঞানমার্গো দর্শিতঃ, স চেতরস্মাদ-তিশয়শালীতিশ্রুতমিত্যর্থঃ। উক্তবিভাগে পুনরপি বাক্যশেষানুকূল্যমাদর্শয়তি এতমেবেতি। অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মেত্যস্য ব্যাখ্যানং অতত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্ত্বিতি শ্লোকমবতার্য্য তাৎপর্য্যার্থং সংগৃহ্ণাতি নাহমিতি। (পূর্ব্বেণ ক্রিয়াপদেনেতিশব্দঃ সম্বধ্যতে)। বিরক্তমধিকৃত্য বাক্যা-ন্তরং পঠতি তথাচেতি। আদিশব্দস্যৈব শ্লোকস্য শেষসংগ্রহার্থঃ। অবিক্রিয়াত্মজ্ঞানাৎ কর্ম্মসংন্যাসে দর্শিতে মীমাংসকমতমুত্থাপয়তি তত্রেতি। আত্মনো জ্ঞানক্রিয়াশক্ত্যাধারত্বেনা-বিক্রিয়ত্বাভাবাদবিক্রিয়াত্মজ্ঞানং সংন্যাসকারণীভূতং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। যথোক্তজ্ঞানা-ভাবো বিষয়াভাবাদ্বা মানাভাবাদ্বেতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি নেত্যাদিনা। ন তাবদবিক্রিয়াত্মা-ভাবো ন জায়তে ম্রিয়তে বেত্যাদিশাস্ত্রস্যাপ্তবাক্যতয়া প্রমাণস্যান্তরেণ কারণমানর্থক্যা-যোগাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ যথাচেতি। পারলৌকিককর্ম্মবিধিসামর্থ্যসিদ্ধং বিজ্ঞান-

সুখহরন্তি কর্ত্তুশ্চেতি। কর্ম্মকাণ্ডাদজ্ঞাতে ধর্ম্মাদৌ বিজ্ঞানোৎপত্তিবৎ জ্ঞানকাণ্ডাদজ্ঞাতে ব্রহ্মাত্মনি বিজ্ঞানোৎপত্তিরবিরুদ্ধা প্রমাণত্বাবিশেষাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য মনঃসংযোগজন্যত্বাদাত্মনশ্চ শ্রুত্যা মনোগোচরত্বনিরাসান্নাত্মজ্ঞানে সাধনমস্তীতি শঙ্কতে করণেতি। শ্রুতিমাশ্রিত্য পরিহরতি ন মনসেতি। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থমনোবৃত্ত্যৈব শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশমনুস্মৃত্য দ্রষ্টব্যং তত্ত্বমিতি। শ্রূয়তে স্বরূপেণ স্বপ্রকাশমপি ব্রহ্মাত্মবস্তু বাক্যোত্থবুদ্ধিবৃত্ত্যাভিব্যক্তং সবিকল্পব্যবহারালম্বনং ভবতীতি মনোগোচরত্বোপচারাদসিদ্ধং করণাগোচরত্বমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি ব্রহ্মাত্মনো মনোবিষয়ত্বনিষেধশ্রুতিরিত্যাশঙ্ক্যাসংস্কৃতমনোবৃত্ত্যাবিষয়া সেতি মন্বানঃ সন্নাহ শাস্ত্রেতি। সত্যপি শ্রুত্যাদৌ তদনুগ্রাহকাভাবান্নাস্মাকমবিক্রিয়াত্মকজ্ঞানমুৎপত্তুমর্হতীত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। তস্যাবিক্রিয়স্যাত্মনোঽধিগত্যর্থং বিমতো বিকারো নাত্মধর্ম্মো বিকারত্বাদুভয়াভিমতবিকারবদিত্যনুমানে পূর্ব্বোক্তশ্রুতিস্মৃতিরূপাগমে চ সত্যেব তস্মিন্নোৎপদ্যতে জ্ঞানমিতি বচঃ সাহসমাত্রং সত্যেব মানে মেয়ং ন ভাতীতিবদিত্যর্থঃ। নমু যথোক্তং জ্ঞানমুৎপন্নমপি হানায়োপাদানায় বা ন ভবতীতি কুতোঽস্য ফলবত্ত্বং তত্রাহ জ্ঞানঞ্চেতি। অবশ্যমিতি প্রকাশপ্রবৃত্তেস্তমোনিবৃত্তিব্যতিরেকেণানুপপত্তিবদাত্মাজ্ঞাননিবৃত্তিমন্তরেণাত্মজ্ঞানোৎপত্তেরনুপপত্তেরিত্যর্থঃ। নম্বজ্ঞানস্য জ্ঞানপ্রাগভাবত্বাৎ তন্নিবৃত্তিরেব জ্ঞানং ন তু তন্নিবর্ত্তকমিতি তত্রাহ তচ্চেতি। কথং পুনর্ভগবতাপি জ্ঞানাভাবাতিরিক্তমজ্ঞানং দর্শিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ অত্র চেতি। বিমতং জ্ঞানাভাবো ন ভবত্যুপাদানত্বান্মৃদাদিবদিতি ভাবঃ। নমু হননক্রিয়ায়াশ্চ ন হিংস্যাদিতি নিষিদ্ধত্বাৎ তৎকর্ত্তৃকত্বাদেরজ্ঞানকৃতত্বেঽপি বিহিতক্রিয়াকর্ত্তৃত্বাদের্ন তথাত্বমিতি নেত্যাহ তচ্চেতি। ন তাবদাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিনিত্যত্বং, অমুক্তিপ্রসঙ্গাৎ, ন চানিত্যমপি নিরুপাদানং ভাবকার্য্যস্যোপাদাননিয়মাৎ, ন চানাত্মা তদুপাদানমাত্মনি তৎপ্রতিভানান্ন চাত্মৈব তদুপাদানং কূটস্থস্য তস্যাবিদ্যাং বিনা তদযোগাদিত্যাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি। কর্ত্তৃত্বাভাবেঽপি কারয়িতৃত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিক্রিয়াবানিতি। আত্মনি কর্ত্তৃত্বাদি প্রতিভানস্যানাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানমুপাদানং তন্নিবৃত্তিশ্চ তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যুক্তমিদানীং কর্ত্তৃত্বকারয়িতৃত্বয়োরবিদ্যাকৃতত্বে ভগবতোঽনুমতিং দর্শয়তি তদেতদিতি। বিদুষো যদি কর্ম্মাধিকারাভাবো ভগবতোঽভিমতঃ তর্হি কুত্র তস্য জীবতোঽধিকারঃ স্যাদিতি পৃচ্ছতি ক্ব পুনরিতি। জ্ঞাননিষ্ঠায়ামিত্যুক্তং স্মারয়তি উক্তমিতি। তদঙ্গভূতে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসে চ তস্যাধিকারোঽস্তীত্যাহ তথেতি। বক্ষ্যমাণে বাক্যে সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসো ন প্রতিভাতি মানসানামেব কর্ম্মণাং বিশেষণবশাৎ ত্যাগাবগমাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। বিশেষণান্তরমাশ্রিত্য দূষয়তি ন সর্ব্বেতি। মনসেতি বিশেষণান্মানসেষ্বেব কর্ম্মসু সর্ব্বশব্দঃ সংকুচিতঃ স্যাদিতি শঙ্কতে মানসানামিতি। সর্ব্বাত্মনা মনোব্যাপারত্যাগে ব্যাপারান্তরাণামনুপপত্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসঃ সিধ্যতীতি পরিহরতি নেত্যাদিনা। মানসেষ্বপি কর্ম্মসু সংন্যাসে সঙ্কোচায় বাগাদিব্যাপারানুপপত্তিরিতি শঙ্কতে শাস্ত্রীয়াণামিতি। অন্যানীত্যশাস্ত্রীয়বাক্কায়কর্ম্মকারণান্যশাস্ত্রীয়াণি মানসানি তানি চ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীত্যর্থঃ। বাক্যশেষমাশ্রিত্য দূষয়তি নৈবেতি। ন হি বিবেকবুদ্ধ্যা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অশাস্ত্রীয়াণি সংন্যস্য তিষ্ঠতীতি যুক্তং

নৈব কুর্ব্বন্নিত্যাদি বিশেষণস্য বিবেকবুদ্ধেশ্চ সর্ব্বত্যাগহেতোস্তুল্যত্বাদিত্যর্থঃ। ভগবদভিমত-সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসস্যাবস্থাবিশেষে সঙ্কোচং দর্শয়ন্নাশঙ্কতে নবিদ্বাত ইতি। সংন্যাসো জীবদবস্থায়া-মেবাত্র বিবক্ষিত ইত্যত্র লিঙ্গং দর্শয়ন্ পরমাহ নবেতি। অনুপপত্তিমেব স্ফোরয়তি ন হীতি। অন্বয়বিশেষাব্যাখ্যানেন বিদ্বান্ কিং বেদয়তি অকুর্ব্বত ইতি। বিবেকবশাদ্বিশেষাণাপি কর্ম্মাণি দেহে যথোক্তে নিক্ষিপ্যাকুর্ব্বন্ন কারয়ংশ্চাদ্বিতীয়স্তিষ্ঠতে, তথাচ দেহে কর্ম্মাপি সংন্যস্যাকুর্ব্বতো-হকারয়তশ্চ সুখমাসনমিতি সম্বন্ধসম্ভবাৎ বিশেষণস্য ইতি দেহে কর্ম্মত্যাগবিষয়ত্বাভাবাজ্জীবতঃ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগো নাস্তীত্যর্থঃ, অথবাকুর্ব্বত ইত্যাদি পূর্ব্ববৈব সম্বন্ধনীয়ং, বিদ্বাসিদ্ধিরিচাদ্বাস্ত দেহে সংন্যস্যোত্যারভ্যোন্নেয়ম্। আত্মনঃ সম্যগ্‌বিক্রিয়ত্বসিদ্ধৌ বর্ণাদেহসম্বন্ধসম্ভবেণ কর্তৃত্বকারয়িতৃত্বপ্রাপ্তে। প্রাপ্তপত্তিষে। প্রসঙ্গাদিতার্থমিমত্যক্ত এব সম্বন্ধঃ গার্গীয়াদিতি সমাধত্তে ন সর্ব্ব-, ত্রেতি। শ্রুতিম্ স্মৃতিমু চেত্যর্থঃ। কিঞ্চ সম্বন্ধস্যাকাঙ্ক্ষাসন্নিধিযোগ্যত্বাধীনত্বানাকাঙ্ক্ষা-বশাদস্মদভিমতসম্বন্ধসিদ্ধিরিত্যাহ আসনেতি। ভবদিষ্টস্তু সম্বন্ধো ন সিধ্যত্যাকাঙ্ক্ষাভাবা-দিত্যাহ তদনপেক্ষত্বাচ্চেতি। সংন্যাসশব্দস্য বিক্ষেপার্থত্বাত্তস্য চাধিকরণসাপেক্ষত্বাদস্মদিষ্ট-সম্বন্ধ সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সংপূর্ব্বস্থিতি। অন্যথোপসর্গবৈয়র্থ্যাদিত্যর্থঃ। মনসা বিবেক বিজ্ঞানেন সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যজ্যাস্তে দেহে বিদ্বানিত্যত্রৈব সম্বন্ধস্য সাধুত্বং সম্বোপসংহরতি তস্মাদিতি। সর্ব্বব্যাপারোপরমাত্মনঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস্তা বিক্রিয়াত্মজ্ঞানাবিরোধিত্বাৎ প্রযো-জকজ্ঞাতবতো বৈধে সংন্যাসেঽধিকারঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবতস্তু বৈধে স্বাভাবিকে ফলাত্মনীতি বিভাগমভ্যুপেত্যোক্তেঽর্থে বাক্যশেষানুগুণ্যং দর্শয়তি ইতি তত্র তত্রেতি ॥২১॥

রামানুজ।—এবমবিনাশিত্বেন অজত্বেন ব্যয়ানর্হত্বেন চ নিত্যমেনমাত্মানং যঃ পুরুষো বেদ স পুরুষো দেবমনুষ্যতির্য্যক্স্থাবরশরীরাবস্থিতেষ্বাত্মসু কমপ্যাত্মানং কথং ঘাতয়তি কং বা কথং হন্তি কথং নাশয়তি কথং বা তৎপ্রযোজকো ভবতীত্যর্থঃ? এতান্ আত্মনো ঘাতয়ামি হন্মি ইত্যনুশোচনমাত্মস্বরূপযাথাত্ম্যাজ্ঞানমূলমেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

হনুমান্।—'য এনং বেত্তি হন্তারং' ইত্যনেন মন্ত্রেণ হননক্রিয়ায়াঃ কর্ত্তা কর্ম্ম চ ন ভবতীতি প্রতিজ্ঞায় ন জায়তে ইত্যনেনাবিক্রিয়ত্বং হেতুমুক্ত্বা প্রতিজ্ঞাতার্থমুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি। বেদ বিজানাতি, অবিনাশিনং অন্ত্য ভাববিকাররহিতং, নিত্যং পরিণাম-রহিতং যো বেদেতি সম্বন্ধঃ, এবং পূর্ব্বোক্তমন্ত্রেণ উক্তলক্ষণমজং জননক্রিয়ারহিতং অব্যয় পক্ষয়রহিতং কথং কেন প্রকারেণ স বিদ্বান্ পুরুষোঽধিকৃতঃ হন্তি হননক্রিয়াং করোতি বা ঘাতয়তি, হন্তারং প্রযোজয়তি? ন কথঞ্চিৎ হন্তি ন কথঞ্চিৎ ঘাতয়তি, উভয়ত্রাক্ষেপ এবার্থঃ। প্রশ্নসম্ভবাদ্ধেত্বর্থস্য তুল্যত্বাদ্বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিষেধ এব প্রকরণার্থোঽভিপ্রেতো ভগবতঃ হন্তেস্ত্বাক্ষেপোদাহরণার্থত্বেনোক্তঃ বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মসম্ভবে কং হেতুবিশেষং পশ্যন্ কর্ম্মাণ্যাক্ষিপতি ভগবান্ কথং স পুরুষ ইতি ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ সিদ্ধ ইত্যাহ বেদাবিনাশিনমিতি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যং, অব্যয়মপক্ষয়শূন্যং, অজং অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা

হন্তি এ[illegible] কথে সাধনাভাবাৎ, তথা স্বয়ং প্রযোজকো ভূত্বান্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি ন কঞ্চিদপি কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময়াপি প্রযোজকত্বদোষদৃষ্টিঃ মাকার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১ ॥

বলদেব।—এবং তত্ত্বজ্ঞানবান্ যো ধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুদ্ধে প্রবর্ত্ততে যশ্চ প্রবর্ত্তয়তি তস্য তস্য চ কোঽপি ন দোষগন্ধ ইত্যাহ বেদেতি। এনং প্রকৃতমাত্মানমবিনাশিনমজমব্যয়মপক্ষয়শূন্যঞ্চ যো বেদ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাং জানাতি স পুরুষো যুদ্ধে প্রবৃত্তোঽপি কং হন্তি কথং বা হন্তি। তত্র প্রবর্ত্তয়ন্নপি কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? কিমাক্ষেপে। ন কমপি ন কথমপি ইত্যর্থঃ। (নিত্যমিতি বেদনক্রিয়াবিশেষণম্) ॥২১ ॥

মধুসূদন।—"নায়ং হন্তি ন হন্যতে" ইতি প্রতিজ্ঞায় ন হন্যত ইত্যুপপাদিতং, ইদানীং ন হন্তীত্যুপপাদয়ন্নুপসংহরতি বেদাবিনাশিনমিতি। ন বিনষ্টুং শীলং যস্য তম-বিনাশিনং অন্ত্যবিকাররহিতম্, তত্র হেতুঃ, অব্যয়ং ন বিদ্যতে ব্যয়ঃ অবয়বাপচয়ো গুণাপচয়ো বা যস্য তমব্যয়ং, অবয়বাপচয়েন গুণাপচয়েন বা বিনাশদর্শনাৎ তদুভয়রহিতস্য ন বিনাশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। নন্বজত্বেন বিনাশিত্বমনুমাস্যামহে নেত্যাহ অজমিতি। ন জায়ত ইত্যজং আদ্যবিকাররহিতম্। তত্র হেতুঃ, নিত্যং সর্ব্বদা বিদ্যমানং, প্রাগবিদ্যমানস্য হি জন্ম দৃষ্টং, ন তু সর্ব্বদা সত ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা অবিনাশিনং অবাধ্যং সত্যমিতি যাবৎ নিত্যং সর্ব্বব্যাপকম্। তত্র হেতুঃ, অজমব্যয়ং জন্মবিনাশশূন্যং, জায়মানস্য বিনশ্যতশ্চ সর্ব্বব্যাপকত্বয়োরযোগাৎ। এবং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যং প্রকৃতমেনং দেহিনং স্বমাত্মানং যো বেদ বিজানাতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং সাক্ষাৎ করোতি, অহং সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যঃ সর্ব্বভাসকঃ সর্ব্বদ্বৈতরহিতঃ পরমানন্দবোধরূপ ইতি, স এবং বিদ্বান্ পুরুষঃ পূর্ণরূপঃ কং হন্তি কথং হন্তি? কিংশব্দ আক্ষেপে, ন কমপি হন্তি ন কথমপি হন্তীত্যর্থঃ। তথা কথং ঘাতয়তি কমপি ন ঘাতয়তীত্যর্থঃ। ন হি সর্ব্ববিকারশূন্যস্যাকর্ত্তুর্হননক্রিয়ায়াং কর্ত্তৃত্বং সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ, "আত্মানঞ্চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ। কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥" ইতি শুদ্ধমাত্মানং বিদুষস্তদজ্ঞাননিবন্ধনাধ্যাসনিবৃত্তৌ তন্মূলরাগদ্বেষাদ্যভাবাৎ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভাবং দর্শয়তি। অয়মভিপ্রায়ো ভগবতঃ বস্তুগত্যা কোঽপি ন করোতি ন কারয়তি চ কিঞ্চিৎ সর্ব্ববিক্রিয়াশূন্যস্বভাবত্বাৎ; পরন্তু স্বপ্ন ইবাবিদ্যয়া কর্ত্তৃত্বাদিকমাত্মন্যভিমন্যতে। তদুক্তং, "উভৌ তৌ ন বিজানীতঃ" ইতি। শ্রুতিশ্চ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইত্যাদি। অতএব সর্ব্বাণি শাস্ত্রাণ্যবিদ্বদধিকারিকাণি, বিদ্বাংস্তু সমূল্যাধ্যাসবাধান্নাত্মনি কর্ত্তৃত্বাদিকমভিমন্যতে, স্থাণুস্বরূপং বিদ্বানিব চোরত্বম্ অতো বিক্রিয়ারহিতত্বাদদ্বিতীয়ত্বাচ্চ বিদ্বান্ ন করোতি কারয়তি চেত্যুচ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ, "বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি। অর্জ্জুনো হি স্বস্মিন্ কর্ত্তৃত্বং ভগবতি চ কারয়িতৃত্বমধ্যস্য হিংসানিমিত্তং দোষমুভয়ত্রাপ্যাশশঙ্কে, ভগবানপি বিদিতাভিপ্রায়ো হন্তি ঘাতয়তীতি তদুভয়মাচিক্ষেপ, আত্মনি কর্ত্তৃত্বং ময়ি চ কারয়িতৃত্বমা-রোপ্য প্রত্যবায়শঙ্কাং মাকার্ষীরিত্যভিপ্রায়ঃ। অবিক্রিয়ত্বদর্শনেনাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধাৎ সর্ব্ব-

কর্ম্মাক্ষেপে ভগবদভিপ্রেতে হন্তিরূপলক্ষণার্থঃ পুরস্ফূর্ত্তিকত্বাৎ প্রতিষেধহেতুত্বল্যত্বাৎ কর্ম্মান্তরাভ্যনুজ্ঞানুপপত্তেঃ। তথাচ বক্ষ্যতি "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যত" ইতি। অতোঽত্র হননমাত্রাক্ষেপেণ কর্ম্মান্তরং ভগবতাভ্যনুজ্ঞায়ত ইতি মূঢ়জনকল্পিতমপাস্তং, "তস্মাদ্যুধ্যস্ব" ইত্যত্র হননস্য ভগবতাভ্যনুজ্ঞানাৎ বাস্তব কর্ত্তৃত্বাভাবস্য কর্ম্মমাত্রে সমত্বাদিতিদিক্ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—নায়ং হন্তীত্যেতদুপপাদয়তি বেদেতি। বিনষ্টমদর্শনং গন্তং শীলমস্যেতি বিনাশি, রজ্জুরগতুল্যমুপাধিত্রয়ং স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরাখ্যং ততোঽন্যং অবিনাশিনম্, অতএব নিত্যং নাশহীনম্, তত্র হেতুঃ অজং, জন্মবান্ হি অনিত্যঃ, অয়ন্তু অজত্বান্নিত্যশ্চেত্যর্থঃ, নমু বিনাশিনঃ স্বকার্য্যাপেক্ষয়া অন্যত্বমজত্বং নিত্যত্বঞ্চ সাঙ্খ্যাভিমতে প্রধানং, তার্কিকাভিমতে নভসি বাস্তি অত উক্তং অব্যয়মিতি। ন ব্যেতি পূর্ব্বাবস্থাং ত্যজতীত্যব্যয়মপরিণামি, প্রধানস্য চলং গুণবৃত্তিমিতি ন্যায়েন গুণসাম্যাবস্থায়ামপি পরিণমমানমেব, সর্ব্বদাস্তীতি তেষামভ্যুপগমাৎ আকাশস্যাপি, "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি উৎপত্তিশ্রবণাদজত্বাভাবাদেব নাব্যয়ত্বং, তাদৃশমাত্মানং যো বেদ অপরোক্ষীকরোতি স পুমান্ কথং কেন প্রকারেণ কমন্যং ঘাতয়তি হননক্রিয়ায়াং প্রবর্ত্তয়তি কং বা হন্তি ন কেনচিৎ প্রকারেণ কমপি ঘাতয়তি ন বা হন্তীত্যর্থঃ, দ্বৈতাভাবাৎ। তথা হি শ্রুতির্বিদ্যাবস্থায়াং সর্ব্বকারকব্যাপারং নিষেধয়তি, "যত্র তস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদিঃ। অবিদ্যাবস্থায়ামেব চ সর্ব্বকারকব্যবহারং দর্শয়তি, "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি" ইত্যাদি, এতেন সর্ব্বকারকোপমর্দ্দিন্যা বিদ্যায়াঃ সর্ব্বকারকসাপেক্ষৈঃ কর্ম্মভিঃ সহ সমুচ্চয়ো নিরস্তঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবত্বেন শীতোষ্ণয়োরিব দ্বয়োরেককার্য্যকারিত্বস্য রথাশ্বন্যায়েনাসম্ভবাদিত্যন্যত্র বিস্তরঃ। মাদৃশানাং জ্ঞানিনাং ব্যুত্থানকালেঽবিদ্যালেশানুবৃত্ত্যা ঘাতয়িতৃত্বাদেঃ প্রসক্তাবপি বিদ্যয়া তস্য বাধিতত্বাদাগামি কর্ম্মণামশ্লেষাচ্চ ন দোষঃ, তথা চ বক্ষ্যতে, "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইতি ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—অত এবম্ভূতজ্ঞানে সতি ত্বং যুধ্যমানোঽপি অহং যুদ্ধে প্রেরয়ন্নপি দোষভাজৌ নৈব ভবাব ইত্যাহ বেদেতি। (নিত্যমিতি ক্রিয়াবিশেষণং) অবিনাশিনমিতি অজমিতি অব্যয়মিতি এতৈর্বিনাশজন্যাপক্ষয়াঃ নিষিদ্ধাঃ। স পুরুষো মল্লক্ষণঃ কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি; তথা স পুরুষত্বল্লক্ষণঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—হে মোহান্ধ বান্ধব! যে ব্যক্তি আত্মার অজরত্ব, অমরত্ব, নিত্যত্বাদি বিষয়ে সন্দেহশূন্য হইয়াছে, সে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছে যে, উৎসাহ পূর্ণ বাক্য বা উপদেশ দ্বারা কাহাকে স্বধর্ম্ম সঙ্গত যুদ্ধে বিনিযুক্ত করিলে, বা স্বহস্তে শস্ত্রচালনা করিয়া অরাতি-নিপাত করিলেও কখন

আত্মার বিনাশ করা যায়না। হে অর্জ্জুন! আমি তোমাকে যুদ্ধে সমুত্তেজিত করিতেছি কিন্তু সেজন্য আমার অনুমাত্র পাপ-স্পর্শ হইতেছে বলিয়া মনে করি না। কারণ এই অপরিহার্য্য সময়ে, আমার বাক্যাবতন্ত্র হইয়া, তুমি যাঁহাদিগকে বিনাশ করিবে, তাঁহাদের দেহ ভিন্ন আত্ম-পুরুষের বিনাশ-সাধনে কখনই সক্ষম হইবে না। সুতরাং তজ্জন্য ইতস্ততঃ করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। হে ভ্রাতঃ! তুমি সমর-সজ্জা সম্পন্ন ধৃতায়ুধ রথী, আর আমি রণ-বিমুখ, অশ্বরশ্মিধারী সারথী। তুমি এই সমরস্থলে সমাগত হইয়াও অমূলক মোহ-বশে অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হইতেছ, সুতরাং বিহিত উপদেশ দ্বারা তোমার ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোক-সমুদ্ভাসিত প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে তুমি শায়ক-প্রক্ষেপে সম্মুখস্থ শত্রুগণের শরীর-নাশ করিলে, তাঁহাদের আত্মনাশ কখনই সঙ্ঘটিত হইবে না, এবং সেজন্য তুমি বা আমি কখনই মুখ্য বা গৌণ কারণরূপে দোষভাগী হইব না। আমার উপদেশ বাক্য সমূহের সমর্থনার্থ সনাতন ও অপৌরুষেয় বেদ-বাক্য এবং শাস্ত্রোক্তি সমূহ প্রদর্শন করিয়াছি, জ্ঞান ও যুক্তির ভাণ্ডার হইতে আমার অভিপ্রায়-পরিপোষক নানা বাক্য পরিব্যক্ত করিয়াছি, সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমার অন্যমত করিবার কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্ধনুমান্, শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠসুরি মহাশয়দিগের অভিপ্রায় নিম্নে বিবৃত হইতেছে। ভগবান্ "য এনং বেত্তি হন্তারং" ইত্যাদি শ্লোকে "আত্মা হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্মও নহেন" এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া উক্ত বাক্য সমর্থনার্থ "ন জায়তে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং এই শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত বিষয় উপসংহার করিয়া যুদ্ধ-প্রেরণা-জনিত স্বকীয়-দোষ-পরিহারপূর্ব্বক দেহাভিমানী অর্জ্জুনের কলুষিত চিত্তকে প্রসন্ন করিতেছেন।

হে পার্থ! তুমি বিবেচনা করিতেছ, এই ভীষ্মাদি বীরবৃন্দকে বধ করিতে তোমাকে আমি নিয়োজিত করিতেছি, তাহা কখনও সম্ভব নহে; কারণ যিনি জানিয়াছেন, আত্মা অবিনাশী অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় আত্মাতে আরোপিত স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ শরীররূপ উপাধিত্রয় যেমন বিনাশ-

শীল, আত্মা তদ্রূপ নহেন ; আত্মা নিত্য অর্থাৎ পরিণামশূন্য এবং অজ, অতএব তিনি অব্যয় অর্থাৎ অপক্ষয়শূন্য, যিনি জন্মবিশিষ্ট, তাঁহার পরিণাম বা বিনাশ হয়; জন্মবিহীন আত্মাকে বধ করিতে কিংবা তাদৃশ আত্মার বধার্থ অন্যকে নিয়োজিত করিতে সেই আত্মতত্ত্বদর্শী ব্যক্তি কিরূপে সমর্থ হইবেন ? অর্থাৎ যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান ভীষ্মাদি বীরগণকে যিনি পূর্ব্বোক্ত ষড়্‌বিধ বিকার-শূন্য আত্মস্বরূপে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তিনি আবার কিরূপে অন্যের বধার্থ অন্যকে প্রবর্ত্তিত করিবেন? অথবা কিরূপে স্বয়ং অন্যের বধার্থ সমুদ্যত হইবেন? যেহেতু তাঁহার তুমি আমি ইত্যাদি ভেদ বুদ্ধি দূরীভূত হইয়াছে। অতএব হে বয়স্য অর্জ্জুন ! এই যুদ্ধে নিয়োজন নিমিত্ত তুমি আমার প্রতি দোষারোপ করিও না। যেহেতু তুমি আত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে অনভিজ্ঞ। তুমি আত্ম-বোধ-বিহীন হইয়াই বন্ধু-বিচ্ছেদ-জনিত শোকে অভিভূত হইয়াছ। জ্ঞানী পুরুষ কখনও সুখ-দুঃখে চলচিত্ত হন না। যেমন লোচন-বিহীন মানব চক্ষুষ্মান ব্যক্তিকে আশ্রয় করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে বিনিযুক্ত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বোধ-শূন্য তুমিও আমার উপর নির্ভর করিয়া কর্ত্তব্যপরায়ণ হও; তোমাকে কোন পাপ আশ্রয় করিবে না, যেহেতু তুমি অজ্ঞ ও বিধিনিষেধের বশীভূত ; কিন্তু কর্ত্তব্যবহির্ম্মুখ হইলে তোমাকে ঘোরতরঅন্ধতমনরকে গমন করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "বিদ্যাবস্থায়, অর্থাৎ সকলই ব্রহ্ম ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা দ্বৈত-প্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলে, সর্ব্বব্যাপার পরিশূন্য হইবে, যেহেতু সেই সময় সকলই আত্মস্বরূপ বলিয়া প্রতীত হয়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে ? আর অবিদ্যাবস্থায় নিত্য নৈমিত্তিকাদি যাবতীয় ক্রিয়া করিতে হয়, তখন ক্রিয়া পরিত্যাগ করিলে তাহাকে বিধি-লঙ্ঘন-জনিত পাপ আসিয়া আশ্রয় করে। যেহেতু সেই সময় সকলই দ্বৈত ভাবাপন্ন এবং সকলকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিয়া থাকে।" অতএব এতদ্দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমসাময়িকতারূপ সমুচ্চয় বাদও নিরাকৃত হইল। (এই গ্রন্থের ২য় অধ্যায় ২১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

অপিচ, অজ্ঞ জনের বিদ্যার্থ নিমিত্ত বিধি প্রযুজ্য হইয়াছে, কিন্তু বিদ্বানেরজ্ঞান-সাধনার্থ কোন বিধিই প্রদর্শিত হয় নাই; সুতরাং তদর্থ জ্ঞানী পুরুষের কোনও কর্ম্মেরও প্রয়োজন নাই ; অতএব ভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রে

(৩ অধ্যায় ৩ শ্লোক) "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি শ্লোকে অধিকারিভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয়ের উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভগবান্ বেদব্যাসও আপন পুত্র শুকদেবকে বলিয়াছেন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়া-পথ, পরে জ্ঞান-পথে আরোহণ করিতে হইবে। এই গীতা শাস্ত্রে আত্মজ্ঞানী পুরুষের সন্ন্যাসাধিকারিতা ও অজ্ঞ-জনের কর্ম্মাধিকারিতা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। হে সখে! যে ব্যক্তি জানে যে আত্মা অজ ও অব্যয় বলিয়া অর্থাৎ জন্ম বিনাশ শূন্য বলিয়া অবিনাশী অর্থাৎ অবাধ্য সত্য এবং নিত্য অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক, সে ব্যক্তি আবার কাহাকে কিরূপে বধ করে, বা কাহাকে বধ-কার্য্যে নিযুক্ত করে? এ বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিয়া দেখ। ইহ জগতে দেখা যায়, যে সমস্ত পদার্থের জন্ম বা নাশ আছে, তাহা অবাধ্য সত্য নহে অর্থাৎ সে সত্যের বাধা (নাশ) আছে এবং তাদৃশ পদার্থও কখন সর্ব্বব্যাপক হইতে পারে না; কিন্তু আত্মা জন্ম ও বিনাশ-পরিহীন; অতএব আত্মা অবাধ্য সত্য এবং সর্ব্বব্যাপক।

এখন দেখ, যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশে আত্মার এবংবিধ প্রকৃত স্বরূপ সমবগত হইতে পারে অর্থাৎ "আমি সর্ব্ববিধ বিকার-পরিহীন, আমি সর্ব্ববিধ পদার্থের ভাসক, আমি স্বপ্রকাশ, আমি সর্ব্ববিধ দ্বৈত-রহিত, আমি পরমানন্দ-বোধ-রূপ;" আপনার এই প্রকৃত স্বরূপ যে সম্যক্ জ্ঞাত হয়, সে ব্যক্তি আবার কাহাকে কিরূপে বধ করিবে? যিনি সর্ব্ববিধ বিকারশূন্য, তিনি কখনও হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতে পারেন না। বস্তুতঃ কেহ নিজে কিছু করে না, এবং অন্য কাহাকেও কিছু করায় না। তবে কি না, স্বপ্ন-দ্রষ্টার বহুবিধ রূপ-পরিগ্রহের ন্যায় অবিদ্যা প্রভাবে আপনার (আত্মার) উপর কর্তৃত্ব প্রভৃতি কর্ম্মের আরোপ করে। আত্মা পূর্ব্বকথিত ষড়্‌বিধ বিকার-পরিহীন। তাই বলি সখে! তুমি যে নিজের উপর বধ-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব, এবং আমার উপর বধ-ক্রিয়ার কারয়িতৃত্বের অযথা আরোপ করিয়া উভয়েরই পাপের আশঙ্কা করিয়াছিলে, তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। আত্মার প্রকৃত স্বরূপ অবগত হইলে, আর তুমি এরূপ আশঙ্কা

করিতে পারিতে না। সে যাহা হউক, এখন তুমি তোমার উপর হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ও আমার উপর হনন-ক্রিয়ার কারয়িতৃত্বের আরোপ করিয়া কোনও রূপ প্রত্যবায়ের আশঙ্কা করিও না। আর যেন এরূপ বুঝিও না যে, আমি তোমাকে কেবলমাত্র হনন-ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বের আরোপ করিতে নিষেধ করিতেছি এবং অন্যবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছি। কর্ম্ম সকলই সমান। আত্মা নিষ্ক্রিয়, তাঁহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বের আরোপ হইতে পারেনা; তাঁহার কোনরূপ কর্ম্ম নাই ॥২১ ॥

——•:):•:(:•——

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—নরঃ (পুরুষঃ) যথা (যদ্বৎ) জীর্ণানি (গলিতানি) বাসাংসি (বস্ত্রাণি) বিহায় (পরিত্যজ্য) অপরাণি (অন্যানি) নবানি (নূতনানি) গৃহ্ণাতি (আদত্তে) তথা (তদ্বৎ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (বয়োঽধিক্যজনিতানি কৃশানি অসমর্থানি পলিতানি) শরীরাণি বিহায় অন্যানি নবানি [দেহান্] সংযাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—মনুষ্য যেমন গলিত বস্ত্র-সকল পরিত্যাগ-করিয়া অন্য নূতন-বস্ত্র-ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা জরাগ্রস্ত দেহ পরিত্যাগ-করিয়া অন্য নূতন [দেহ] প্রাপ্ত-হয় ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—মানবগণ যেমন ছিন্ন, গলিত ও অব্যবহার্য্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য নূতন বস্ত্র ধারণ করে, তদ্রূপ আত্মাও বয়ঃক্লিষ্ট, কাতর ও অকর্ম্মণ্য দেহ পরিত্যাগ করিয়া, অন্য অভিনব শরীর পরিগ্রহ করেন ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রকৃতন্তু বক্ষ্যামঃ, তত্রাত্মনোঽবিনাশিত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎ কিমিব। ইত্যুচ্যতে, বাসাংসীতি। বাসাংসি বস্ত্রাণি জীর্ণানি দুর্ব্বলতাং গতানি যথা লোকে বিহায় পরিত্যজ্য নবান্যভিনবানি গৃহ্ণাত্যুপাদত্তে নরঃ পুরুষঃ অপরাণ্যন্যানি তথা তদ্বদেব

শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি সংগচ্ছতি, নবানি দেহাত্মা পুরুষবদবিক্রিয় এবেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বেন কর্ম্মাসম্ভবং প্রতিপাদ্যাবিক্রিয়ত্বহেতুসমর্থনার্থমেবোত্তরগ্রন্থমবতারয়তি প্রকৃতন্ত্বিতি। কিং তৎপ্রকৃতম্? ইতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ তত্রেতি। অবিনাশিত্বমিত্যুপলক্ষণমবিক্রিয়ত্বমিত্যর্থঃ। তদেব দৃষ্টান্তেন স্পষ্টয়িতুমুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি তদিত্যাদিনা। আত্মনঃ স্বতো বিক্রিয়াভাবেঽপি পুরাতনদেহত্যাগে নূতনদেহোপাদানে চ বিক্রিয়াবত্ত্বস্যাপ্যাদবিক্রিয়ত্বমসিদ্ধমিতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি। শরীরাণি জীর্ণানি বয়োহানিং গতানি স্বগ্‌লীপলিতাদিসঙ্গতানীত্যর্থঃ। বাসসাং পুরাতনানাং পরিত্যাগে নবানাঞ্চোপাদানে ত্যাগোপাদানকর্ত্তৃভূতলৌকিকপুরুষস্যাপি অবিকারিত্বেনৈকরূপত্ববদাত্মনো দেহত্যাগোপাদানয়োরবিরুদ্ধমবিক্রিয়ত্বমিতি বাক্যার্থমাহ পুরুষবদিতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—যদ্যপি নিত্যানামাত্মনাং শরীরবিশ্লেষমাত্রং ক্রিয়তে তথাপি রমণীয়ভোগসাধনেষু শরীরেষু নশ্যৎসু তদ্বিয়োগরূপং শোকনিমিত্তমস্ত্যেবেত্যত আহ বাসাংসীতি। ধর্ম্মযুদ্ধে শরীরং ত্যজতাং ত্যক্তশরীরাদধিকতরকল্যাণশরীরগ্রহণং শাস্ত্রাদবগম্যতে ইতি। জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নবানি কল্যাণানি বাসাংসি গৃহ্ণতামিব হর্ষনিমিত্তমেবাত্রোপলভ্যতে ॥ ২২ ॥

হনুমান্।—আত্মনো নিত্যত্বং প্রতিজ্ঞাতং তৎকথং শরীরেষু নশ্যৎস্বিত্যত্রাহ বাসাংসীতি। যথা নরো জীর্ণানি বাসাংসি বিহায় নবানি বস্ত্রাণি গৃহ্ণাতি স্বয়ং বিদ্যমান এব, তথা জীর্ণানি শরীরাণি সংযাতি দেহী স্বয়ং পূর্ব্বদেহবিনাশেঽপ্যবিক্রিয়োঽবিনাশরহিতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি তদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ তজ্জীর্ণদেহনাশে ন শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

বলদেব।—ননু মা ভূদাত্মনাং বিনাশো ভীষ্মাদিসংজ্ঞানাং তচ্ছরীরাণাং তৎসুখসাধনানাং যুদ্ধেন বিনাশে তৎসুখবিচ্ছেদহেতুকো দোষঃ স্যাদেব, অন্যথা প্রায়শ্চিত্তশাস্ত্রাণি নির্ব্বিষয়াণি স্যুরিতি চেৎ তত্রাহ বাসাংসীতি। স্থূলজীর্ণবাসস্ত্যাগেন নবীনবাসোধারণমিব বৃদ্ধনৃদেহত্যাগেন যুবদেবদেহধারণং তেষামাত্মনামতিসুখকরমেব। তচ্চৈতদ্ধর্ম্ম্যযুদ্ধেনৈব ক্ষিপ্রং ভবেদিত্যুপকারকাৎ, তস্মাত্মা বিবংসীরিতি ভাবঃ। সংযাতীতি সম্যগ্‌গর্ভবাসাদিযাতনাং বিনৈব শীঘ্রমেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। প্রায়শ্চিত্তবাক্যানি তু যজ্ঞযুদ্ধবধাদন্যস্মিন্ বধে নেয়ানি ॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—নন্বেবমাত্মনো বিনাশিত্বাভাবেঽপি দেহানাং বিনাশিত্বাদযুক্তঞ্চ তন্নাশকত্বাৎ কথং ভীষ্মাদিদেহানামনেকসুকৃতসাধনানাং ময়া যুদ্ধেন বিনাশঃ কার্য্য ইত্যাশঙ্কায়া উত্তরমাহ বাসাংসীতি। জীর্ণানি বিহায় বস্ত্রাণি নবানি গৃহ্ণাতি বিক্রিয়াশূন্য

এব নরো যথোক্তোভাবতৈব নির্ব্বাহে অপরাণীতি বিশেষণমুৎকর্ষাতিশয়খ্যাপনার্থং তেন যথা নিকৃষ্টানি বস্ত্রাণি বিহায়োৎকৃষ্টানি জনো গৃহ্লাতীত্যৌচিত্যায়াতং, তথা জীর্ণানি বয়সা তপসা চ কৃশানি ভীষ্মাদিশরীরাণি বিহায় অন্যানি দেবাদিশরীরাণি সর্ব্বোৎকৃষ্টানি চিরোপার্জ্জিতধর্ম্মফলভোগায় সংযাতি সম্যগ্‌গর্ভবাসাদিক্লেশব্যতিরেকেণ প্রাপ্নোতি, দেহী প্রকৃষ্টধর্ম্মানুষ্ঠাতৃদেহবান্ ভীষ্মাদিরিত্যর্থঃ। "অন্যন্নবতরং কল্যাণতরং রূপং কুরুতে পিত্র্যং বা গান্ধর্ব্বং বা দৈবং বা প্রাজাপত্যং বা ব্রাহ্মং বা" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। এতদুক্তং ভবতি, ভীষ্মাদয়ো হি যাবজ্জীবং ধর্ম্মানুষ্ঠানক্লেশেনৈব জর্জ্জরশরীরা বর্ত্তমানশরীরপাতমন্তরেণ তৎফলভোগায়াসমর্থাঃ, যদি ধর্ম্মযুদ্ধেন স্বর্গপ্রতিবন্ধকানি জর্জ্জরাণি শরীরাণি পাতয়িত্বা দিব্যদেহসম্পাদনেন স্বর্গভোগযোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে ত্বয়া তদাত্যন্তমুপকৃতা এব তে, দুর্য্যোধনাদীনামপি স্বর্গভোগযোগ্যদেহসম্পাদনাৎ মহানুপকার এব, তথাচাত্যন্তমুপকারকে যুদ্ধে অপকারকত্বভ্রমং মা কার্ষীরিতি। অপরাণি অন্যানি সংযাতীতি পদত্রয়বশাদ্ভগবদভিপ্রায়ং এবমভ্যূহিতঃ। অনেন দৃষ্টান্তেন বিকৃতত্বপ্রতিপাদনমাত্মনঃ ক্রিয়ত ইতি তু প্রাচাং ব্যাখ্যানমতিস্পষ্টম্ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু "ব্রহ্মণো যজেত জাতপুত্রঃ কৃষ্ণকেশোঽগ্নীনাদধীত" ইতি আত্মানং বয়োবর্ণাদিবিশেষণবন্তমেবাধিকৃত্য কর্ম্মবিধয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে, তেন নীলাদুৎপলমিব দেহাদন্য আত্মা অবধারয়িতুং ন শক্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ বাসাংসীতি। দণ্ডী প্রৈষ্যানব্রাহেতি দণ্ডস্য বিশেষণত্বেঽপি ন প্রৈষ্যানুবক্তৃস্বরূপান্তর্গতত্বম্ এবং ব্রাহ্মণত্বাদেরপি ন স্বর্গকামস্বরূপান্তর্গতত্বমিতি, বস্ত্রদেবদত্তয়োরিব জড়াজড়য়োর্দ্দেহাত্মনোরত্যন্তবিলক্ষণত্বমস্তীতি, বস্ত্রনাশেন দেবদত্তনাশং মন্যানস্যেব তব দেহনাশাদাত্মনাশং মন্যানস্যাস্তম্মৌঢ্যং স্পষ্টমিতি ভাবঃ। স্পষ্টার্থশ্চ শ্লোকঃ ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু মদীয়যুদ্ধাৎ ভীষ্মগাঙ্গেয়শরীরস্থ জীবাত্মা ত্যক্ষ্যত্যেব, ইত্যতস্তস্য তত্র হেতু ভবাম এবেত্যত আহ বাসাংসীতি। নবীনং বস্ত্রং পরিধাপয়িতুং জীর্ণবস্ত্রস্য ত্যাজনে কশ্চিৎ কিং দোষো ভবতীতি ভাবঃ। তথা শরীরাণীতি; ভীষ্মো জীর্ণশরীরং পরিত্যজ্য দিব্যং নব্যমন্যৎ শরীরং প্রাপ্স্যতীতি, কস্তব বা মম বা দোষো ভবতি ইতি ভাবঃ ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—মৃত্যু যে আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম নহে এবং দেহ যে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ,ইহাই প্রতিপাদন করা এই শ্লোকের অভিপ্রায়। যাহাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করি এবং যে ঘটনা নিরতিশয় শোকজনক মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত ও আকুল হই, বস্তুতঃ তাহা দেহের নাশ মাত্র,আত্মার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই দেহ আত্মার পরিচ্ছদস্বরূপ। পরিচ্ছদ পুরাতন, শোভাহীন, বিগলিত হইলে মনুষ্যগণ তাহা

পরিত্যাগ করিয়া সানন্দে অভিনব, যথোপযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা দেহ সমাবৃত করে। তাদৃশ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শোকাকুল না হইয়া, মানবগণের অন্তরে অতিশয় আনন্দ সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই শরীররূপ পরিচ্ছদ গলিত, কৃশ ও অসমর্থ হইলে, আত্মাও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অভিনব কর্ম্মক্ষম ও সুকান্তিসম্পন্ন কলেবর ধারণ করেন। সুতরাং ইহাতে শোক বা কাতরতার কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য,শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমদ্ধনুমান্ লিখিয়াছেন। আত্মার অবিনাশিত্ব কীদৃশ, তাহাই প্রতিপাদন ও স্পষ্টী-করণ অভিপ্রায়ে এস্থলে ভগবান্ বস্ত্রবিষয়ক দৃষ্টান্ত উত্থাপিত করিয়াছেন। জনগণ জীর্ণ বসন ত্যাগ করিয়া নূতন বসন ধারণ করিতে বিকার প্রাপ্ত হয় না; অবিক্রিয় নিত্যৈকরূপ আত্মাও তদ্রূপ জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া অভিনব দেহ ধারণ করিতে বিকার প্রাপ্ত হন না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন। মৃত্যু যদিঃ কেবলমাত্র দেহের সহিত আত্মার বিচ্ছেদ-সাধক স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও এই রমণীয় ভোগ-সাধন শরীরের নাশ হইলে তদ্বিয়োগ জনিত শোক কেন না হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে বিবৃত হইতেছে যে, ধর্ম্মযুদ্ধে শরীর নাশ হইলে ত্যক্ত শরীরাপেক্ষা অধিকতর কল্যাণকর কলেবর প্রাপ্তি হয়। সুতরাং নূতন বসন ধারণের ন্যায় মরণ আনন্দ-বিধায়ক।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন। মনুষ্যের কর্ম্মফল নিবন্ধন মরণান্তে পুনরায় দেহলাভ অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তজ্জন্য শোকের কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন। যদি শরীর বিনষ্ট করিলে পাপ না জন্মে, তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে হত্যাসম্বন্ধে যে নানা প্রকার প্রায়শ্চিত্ত* বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তৎসমস্ত নিতান্ত অনর্থক হইয়া পড়ে।

---

* পাপ-ক্ষয়-মাত্র-সাধন কর্ম্মের নাম প্রায়শ্চিত্ত। হারীত বলিয়াছেন, প্রযতত্বাদোপচিতমশুভং নাশয়তীতি প্রায়শ্চিত্তম্, অর্থাৎ পাপকর্ত্তার শুদ্ধির নিমিত্ত উপচিত (সঞ্চিত) পাপসকল যে বিনাশ করে তাহাই প্রায়শ্চিত্ত। যথা; চান্দ্রায়ণ, পরাকব্রতাদি। মহর্ষি অঙ্গিরা প্রায়শ্চিত্ত শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যথা; "প্রায়ো নাম তপঃ প্রোক্তং চিত্তং নিশ্চয় উচ্যতে। তপোনিশ্চয়সংযুক্তং প্রায়শ্চিত্তমিতি স্মৃতম্॥" অর্থাৎ পাপক্ষয়ের অমোঘ সাধনের নামই প্রায়শ্চিত্ত। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পাপের কারণ লিখিয়াছেন। "বিহিতস্যা-

এই আশঙ্কার অপনয়নার্থ বলিতেছেন, বৈধ যুদ্ধে হনন-ক্রিয়ায় কোন পাপ হয়না, সুতরাং তজ্জন্য প্রায়শ্চিত্তের কোনই প্রয়োজন নাই। যুদ্ধাদি বৈধ-স্থলাতিরিক্ত অন্য কারণে হত্যা করিলে পাপস্পর্শ হয় এবং তাদৃশ স্থলেই প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক।

পূজ্যপাদশ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতী লিখিয়াছেন। ভীষ্মাদিমহাত্মগণ, বয়োভার-প্রপীড়িত, তপশ্চর্য্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হেতু জীর্ণ শীর্ণ এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া, চিরোপার্জ্জিত কর্ম্মফল ভোগার্থ, গর্ভবাস-যাতনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া, সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবাদিদেহ পরিগ্রহ করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পিতৃলোকে, গন্ধর্ব্বলোকে, দেবলোকে, প্রজাপতিলোকে বা ব্রহ্মলোকে অন্য নবতর, কল্যাণতর কলেবর লাভ হয়।" আজীবন ধর্ম্মানুষ্ঠান-ক্লেশে জর্জ্জরিত-দেহ ভীষ্মাদি এই শরীরের সুখসম্ভোগে সর্ব্বথা অসমর্থ হইয়াছেন; এই জরিত দেহ অধুনা তাঁহাদের স্বর্গসম্ভোগের প্রতিবন্ধকমাত্র। যদি ধর্ম্মযুদ্ধে এই অকর্ম্মণ্য শরীর নিপাতিত করিয়া তাঁহাদিগকে স্বর্গসুখ-সম্ভোগসমর্থ দিব্যদেহ-সম্পন্ন কর, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রভূত উপকার সাধন করা হইবে এবং তাদৃশ উপায়ে দেহাত্যয় ঘটিলে দুর্য্যোধনাদিরও স্বর্গভোগোপযোগী দেহ-লাভ-হেতু মহদুপকার ঘটিবে। অতএব হে অর্জ্জুন! এই পরমোপকারক যুদ্ধকে অপকারক বোধ করিয়া কদাপি ভ্রান্ত হইও না ॥ ২২ ॥

—০:):০:(:০—

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—শস্ত্রাণি (অস্ত্রাদীনি) এনং আত্মানং ন ছিন্দন্তি (বিভক্ত

মনুষ্ঠানান্নিন্দিতস্য চ সেবনাৎ। অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং নরঃ পতনমৃচ্ছতি॥" যম বলিয়াছেন, "সুরাপো ব্রহ্মহা গোঘ্নঃ সুবর্ণস্তেয়কৃন্নরঃ। পতিতৈঃ সংপ্রযুক্তশ্চ কৃতঘ্নো গুরুতল্পগঃ। এতে পতন্তি সর্ব্বেষু নরকেষনুপূর্ব্বশঃ॥" অর্থাৎ বিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ ও নিন্দিত কার্য্যের সেবা এবং ইন্দ্রিয়বর্গের অদমন করিলে মানব নরকে পতিত হয়। সুরাপায়ী, ব্রহ্মহত্যা ও গোহত্যাকারী, সুবর্ণস্তেয়ী, পতিতসংসর্গী, কৃতঘ্ন ও গুরুপত্নীগামী মনুষ্য ঘোরতর নরকে গমন করে। মহর্ষি অঙ্গিরা প্রায়শ্চিত্তের ফল লিখিয়াছেন। যথা; "উদ্যন্নহন্ যথাদিত্যস্তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি। তদ্বৎকল্যাণমাতিষ্ঠন্ সর্ব্বং পাপং ব্যপোহতি॥ পাপকেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণমভিপদ্যতে। মুচ্যতে পাতকৈঃ সর্ব্বৈর্মহাভ্রৈরিব চন্দ্রমাঃ॥" সূর্য্য উদয় হইলে যেমন অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হয়, প্রায়শ্চিত্ত করিলে মনুষ্যেরও তদ্রূপ পাপ সকল বিনষ্ট হয়।

শক্নুবন্তি) পাবকঃ (অগ্নিঃ) এনং ন দহতি (ভস্ম করোতি) এবং আপঃ (বারীণি) ন ক্লেদয়ন্তি (বিশ্লেষয়ন্তি অবয়বান্ ইতি শেষঃ) চ মারুতঃ (বায়ুঃ) ন শোষয়তি (শুষ্কং করোতি) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শস্ত্র-সকল আত্মাকে ছিন্ন-করিতে-পারে না অগ্নি আত্মাকে দগ্ধ করিতে-পারে না জল আত্মাকে আর্দ্র-করিতে-পারে না এবং বায়ু শুষ্ক করিতে-পারে না ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—এই অবিক্রিয় আত্মাকে খণ্ডিত করিতে কোন অস্ত্রেরই শক্তি নাই, ইহাঁকে দহন করিতে অগ্নির সামর্থ্য নাই, বারিরাশিরও ইহাঁকে বিগলিত করিবার যোগ্যতা নাই এবং বায়ু-প্রবাহেরও ইহাঁকে বিশুষ্ক করিবার ক্ষমতা নাই ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাদবিক্রিয় এব? ইত্যাহ নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নিরবয়বত্বান্নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি শস্ত্রাণ্যস্ত্রাদীনি, তথা নৈনং দহতি পাবকোহগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি, তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অপাং হি সাবয়বস্য বস্তুনঃ আর্দ্রীভাবকরণেন অবয়ববিশ্লেষাপাদনে সামর্থ্যং তন্ন নিরবয়বে আত্মনি সম্ভবতি, তথা স্নেহবৎ দ্রব্যং স্নেহশোষণেন নাশয়তি বায়ুরেনন্ত্বাত্মানং ন শোষয়তি মারুতোঽপি ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—পৃথিব্যাদিচতুষ্টয়প্রযুক্তং বিক্রিয়াভাবকথনাদাত্মনোঽসিদ্ধমবিক্রিয়ত্বমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। যতো ন ভূতান্যাত্মানং গোচরয়িতুমর্হন্ত্যতো যুক্তমাকাশবৎ তস্যাবিক্রিয়ত্বমিত্যাহ আহেত্যাদিনা ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—কথং পুনরেনং বিক্রিয়তে ইত্যাক্রমত আহ নৈনং ছিন্দন্তীতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং ন ছিন্দন্তি নিরবয়বত্বাৎ নাবয়ববিভাগং কুর্ব্বন্তি, শস্ত্রাণি চাস্ত্রাদীনি, তথা নৈনং দহতি পাবকঃ অগ্নিরপি ন ভস্মীকরোতি, তথা ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অপাং হি সাবয়ববস্তুনি আর্দ্রভাবকরণেনাবয়ববিশ্লেষণাপাদনে সামর্থ্যং ন নিরবয়বে আত্মনি সম্ভবতি। তথা স্নেহদ্রব্যং স্নেহশোষণেন শোষয়তি বায়ুঃ, এনঞ্চাত্মানমস্নেহবস্তুং ন শোষয়তি মারুতোঽপি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—কথং হন্তীত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্নবিনাশিত্বমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি নৈনমিতি। আপো ন ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—ননু শস্ত্রপাতৈঃ শরীরবিনাশে তদন্তঃস্থস্যাত্মনো বিনাশঃ স্যাৎ, গৃহদাহে তন্মধ্যস্থস্যেব জন্তোরিতি চেৎ তত্রাহ নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি, পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রং, আপঃ পার্জ্জন্যাস্ত্রম্, মারুতো বায়ব্যাস্ত্রং, তথা চ তৎপ্রযুক্তৈঃ শস্ত্রৈর্নাত্মনঃ কাচিদ্ব্যথেতি ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—ননু দেহনাশে তদভ্যন্তরবর্ত্তিন আত্মনঃ কুতো ন বিনাশঃ? গৃহদাহে তদন্তর্বর্ত্তিপুরুষবদিত্যত আহ নৈনমিতি। শস্ত্রাণ্যস্ত্রাদীনি অতিতীক্ষ্ণান্যপি এনং প্রকৃতমাত্মানং ন ছিন্দন্তি অবয়ববিভাগেন দ্বিধাকর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি, তথা পাবকোঽগ্নিরতিপ্রজ্বলিতোঽপি নৈনং ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি, ন চৈনমাপোঽত্যন্তং বেগবত্যোঽপি আর্দ্রীকরণেন বিশ্লিষ্টাবয়বং কর্ত্তুং শক্নুবন্তি, মারুতো বায়ুরতিপ্রবলোঽপি নৈনং নীরসং কর্ত্তুং শক্নোতি, সর্ব্বনাশকাক্ষেপে প্রকৃতে যুদ্ধসময়ে শস্ত্রাদীনাং প্রকৃতত্বাদবয়ুত্যানুবাদেনোপন্যাসঃ। পৃথিব্যপ্তেজোবায়ুনামেব নাশকত্বপ্রসিদ্ধেস্তেষামেবোপন্যাসো নাকাশস্য ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—কীদৃশোঽসৌ দেহীত্যত আহ নৈনমিতি। এনং শস্ত্রাণি ন ছিন্দন্তি ন দ্বেধা কুর্ব্বন্তি অমূর্ত্তত্বাৎ, ন তর্হি পার্থিবপরমাণুবৎ পাকজরূপাদ্যাশ্রয়ো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নৈনং দহতি পাবক ইতি। অনণুত্বাৎ, আপশ্চৈনং ন ক্লেদয়ন্তি অস্পর্শত্বাৎ, স্পর্শবদ্ধি দ্রব্যমদ্ভিরার্দ্রীক্রিয়তে ন ত্বস্পর্শং, ন শোষয়তি মারুতঃ অস্নেহত্বাৎ, এতেন অদীর্ঘমস্থূলমনণু অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা অরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ। শ্রুতিপ্রসিদ্ধানামদীর্ঘত্বাশব্দত্বাদীনামপি সংগ্রহো জ্ঞেয়ঃ ॥২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—নচ যুদ্ধে ত্বয়া প্রযুক্তেভ্যঃ শস্ত্রেভ্যঃ কাপ্যাত্মনো ব্যথা সম্ভবেদিত্যাহ নৈনমিতি। শস্ত্রাণি খড়্গাদীনি পাবকঃ আগ্নেয়াস্ত্রমপি যুষ্মদাদিপ্রযুক্তম্। আপঃ পার্জ্জন্যাস্ত্রমপি মারুতো বায়ব্যমস্ত্রম্ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—জগতে যে যে পদার্থ পদার্থান্তরের বিনাশ বা রূপান্তর সাধনে সক্ষম, সে সকলই আত্মার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ শক্তি-শূন্য। সুতীক্ষ্ণ শায়কসমূহ আত্মাকে কখনই বিদ্ধ করিতে পারে না, খরধার তরবার আত্মাকে কখনই দ্বিধা করিতে পারে না, প্রজ্বলিত প্রচণ্ড হুতাশন আত্মাকে কখনই দগ্ধ করিতে পারে না, সাগরাম্বরা বসুন্ধরার সলিলরাশিও আত্মাকে কখনই সিক্ত বা বিগলিত করিতে পারে না এবং প্রবল প্রভঞ্জন-প্রবাহও আত্মাকে কখনই বিশুষ্ক করিতে পারে না। জড় পদার্থের উপরই এই সকল জড়ের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু সেই জড়াতীত অবিক্রিয় আত্মার নিকট ইহারা চিরদিনই পরাভূত। আত্মা নিরবয়ব, সুতরাং কোন পদার্থ দ্বারা তাঁহার বিকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদি অর্জ্জুন মনে করেন যে, গৃহ-দাহ হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী মানবও দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ শরীরনাশ হইলে তদভ্যন্তরস্থ আত্ম-নাশ কেন না হইবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ ভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া, আত্মার সর্ব্বথা অবিক্রিয়ত্ব পরিব্যক্ত করিলেন। যুদ্ধকালে খড়্গাদি, আগ্নেয়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র

সহকারে বিপক্ষ সংহার আবশ্যক। কিন্তু অর্জ্জুনের হস্তত্যক্ত অস্ত্রাদি তো দূরের কথা, বিস্ময়াবহ ক্রিয়াশালী ভৌতিক পদার্থপুঞ্জও আত্মার বিনাশ বা রূপান্তর সাধনে সক্ষম নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! তোমার অস্ত্রাঘাতে কদাপি আত্ম-নাশ হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হও ॥ ২৩ ॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে ॥২৪॥

অন্বয়।—অয়ং (আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (অস্ত্রেণ শস্ত্রেণ বা অখণ্ডিতব্যঃ) অয়ং অদাহ্যঃ (অগ্নিনা দগ্ধুমযোগ্যঃ) অয়ং অক্লেদ্যঃ (জলেন ন শিথিলীভব্যঃ) অশোষ্যঃ (বায়ুনা ন শোষণীয়ঃ) চ অয়ং এব নিত্যঃ (সর্ব্বদৈকরূপঃ) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বত্র ব্যাপ্তঃ) স্থাণুঃ (স্থিরভাবাপন্নঃ) অচলঃ (নিষ্ক্রিয়ঃ) সনাতনঃ (অনাদিঃ)। অয়ং অব্যক্তঃ (সর্ব্বেন্দ্রিয়াগোচরঃ) অয়ং অচিন্ত্যঃ (অননুমেয়ঃ) অয়ং অবিকার্য্যঃ (বিকারাযোগ্যঃ) উচ্যতে (কথ্যতে, তত্ত্বজ্ঞৈরিতি যাবৎ) ॥ ২৪ ॥

প্রতিশব্দ।—ইনি অবিভাজ্য, ইনি অদাহ্য, ইনি অবিগলিতব্য এবং অশোষণীয়, ইনিই নিত্য, সর্ব্বব্যাপী স্থির-স্বভাব, পরিবর্ত্তন-রহিত, চিরন্তন, ইনি ইন্দ্রিয়াবিষয়ীভূত, অচিন্তনীয়, ইনি বিকার-বিরহিত কথিত হন ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—আত্মা অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা খণ্ডনীয় নহেন, অগ্নি দ্বারা দহন-শীল নহেন, জলে শিথিলিত হন না এবং বায়ুতে বিশুষ্ক হন না। সুতরাং আত্মা সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন, সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট, স্থিরস্বভাব, পরিবর্ত্তন-বিহীন এবং অনাদি। ইন্দ্রিয়গণ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, চিত্তও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না এবং তিনিই সর্ব্বপ্রকার বিকার পরিশূন্য। তত্ত্বদর্শীগণ বিচার করিয়া আত্মার এই সকল অবস্থা স্থিরীকৃত করিয়াছেন ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবং তস্মাদচ্ছেদ্যোঽয়মিতি তস্মাদন্যোন্যনাশহেতূনি ভূতানি এনং আত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে, তস্মাৎ নিত্যঃ, নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুরিত্যেতৎস্থিরত্বাদচলোঽয়মাত্মা, অতঃ সনাতনশ্চিরন্তনঃ, ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নোঽভিনববদিত্যর্থঃ। ন তেষাং শ্লোকানাং পৌনরুক্ত্যং চোদনীয়ং, যতঃ একেনৈব শ্লোকেনাত্মনো নিত্যত্বমবিক্রিয়ত্বঞ্চোক্তং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিনা, তত্র যদেবাত্মবিষয়ং কিঞ্চিদুচ্যতে তদেতস্মাৎ শ্লোকার্থান্নাতিরিচ্যতে, কিঞ্চিচ্ছব্দতঃ পুনরুক্তং কিঞ্চিদর্থত ইতি দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ পুনঃ পুনঃপ্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ। কথং নু নাম সংসারিণামসংসারিত্বং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নম্? সদব্যক্তং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি। কিঞ্চ অব্যক্তোঽয়মিতি অব্যক্তঃ সর্ব্বকরণাবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যতে ইতি, অব্যক্তোঽয়মাত্মা, অত এবাচিন্ত্যোঽয়ং, যদ্ধীন্দ্রিয়গোচরং বস্তু তচ্চিন্তাবিষয়ত্বমাপদ্যতে, অয়ন্ত্বাত্মা অনিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যোঽত এবাবিকার্য্যঃ, যথা ক্ষীরং দধ্যাদিনা বিকারি, ন তথা অয়মাত্মা নিরবয়বত্বাচ্চাবিক্রিয়ঃ, ন হি নিরবয়বং কিঞ্চিদ্বিক্রিয়াত্মকং দৃষ্টমবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মোচ্যতে॥ ২৪॥

আনন্দগিরি।—পৃথিব্যাদিভূতপঞ্চকচ্ছেদনাদ্যর্থক্রিয়াভাবে যোগ্যতাভাবং কারণমাহ যত ইতি। পূর্ব্বার্দ্ধমুত্তরার্দ্ধে হেতুত্বেন যোজয়তি যস্মাদিতি। নিত্যত্বাদীনামন্যোন্যং হেতুহেতুমদ্ভাবং সূচয়তি নিত্যত্বাদিত্যাদিনা। ন চ নিত্যত্বং পরমাণুষু ব্যভিচারাদসাধকং সর্ব্বগতত্বস্যেতি বাচ্যং, তেষামেবাপ্রামাণিকত্বেন ব্যভিচারানবতারাৎ, ন চ সর্ব্বগতত্বেঽপি বিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বমাত্মনোঽস্তীতি যুক্তং, বিভুত্বেনাভিমতে নভসি তদনুপলম্ভাৎ, ন চ বিক্রিয়াশক্তিমত্ত্বে স্থৈর্য্যমাশ্রয়িতুং শক্যং, তথাবিধস্য মৃদাদেরস্থিরত্বদর্শনাদিত্যাশয়েনাহ স্থিরত্বাদিতি। অতো নিত্যত্বেঽপি কারণান্নাশসম্ভবাদুৎপত্তিরপি সম্ভবিতেতি কুতশ্চিরন্তনত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কারণাদিতি। আত্মনোঽবিক্রিয়ত্বস্য "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিনা সাধিতত্বাৎ, তস্যৈব পুনরভিধানে পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন তেষামিতি। অনাশঙ্কনীয়স্য চোদ্যস্য প্রসঙ্গং দর্শয়তি যত ইতি। অতঃ "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদৌ ন শক্যতে পৌনরুক্ত্যমিতি শেষঃ। কথং তত্র পৌনরুক্ত্যাশঙ্কা সমুন্মিষতি? তত্রাহ তত্রেতি। "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদিশ্লোকঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে, শ্লোকশব্দেন "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিরুচ্যতে। নন্বিহ শ্লোকে জন্মমরণাদ্যভাবোঽভিলপ্যতে, বেদেত্যাদৌ পুনরপক্ষয়াদ্যভাবো বিবক্ষ্যতে, তত্র কথমর্থাতিরেকাভাবমাদায় পৌনরুক্ত্যং চোদ্যতে? তত্রাহ কিঞ্চিদিতি। কথং তর্হি পৌনরুক্ত্যং ন চোদনীয়মিতি মন্যসে? তত্রাহ দুর্ব্বোধত্বাদিতি। পুনঃপুনর্ব্বিধানভেদেন বস্তুনিরূপয়তো ভগবতোঽভিপ্রায়মাহ কথং ন্বিতি। ত্বংপদার্থপরিশোধনস্য প্রকৃতত্বাৎ তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ কিঞ্চেতি। আত্মনো নিত্যত্বাদিলক্ষণস্য তথৈব প্রথা কিমিতি ন ভবতি? তত্রাহ অব্যক্ত ইতি। মা ভূদ্ধি প্রত্যক্ষত্বং ভূৎ, অনুমেয়ত্বং তস্য কিং ন স্যাৎ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ অত এবেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি যদ্ধীতি। অতীন্দ্রিয়ত্বেঽপি সামান্যতো দৃষ্টবিষয়ত্বং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ কূটস্থেনাত্মনা ব্যাপ্তিলিঙ্গাভাবাৎ নৈবমিত্যাহ অবিকার্য্য ইতি। অবিকার্য্যত্বে ব্যতিরেকদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। বিকারাভাব

বিক্রিয়তে নিরবয়বদ্রব্যত্বাৎ ঘটবদিতি ব্যতিরেকানুমানমাহ নিরবয়বত্বাচ্চেতি। নিরবয়বত্বেঽপি বিক্রিয়াবত্বে কা ক্ষতিঃ ? ইত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। সাবয়বস্যৈব বিক্রিয়াবত্ত্বদর্শনাৎ, বিক্রিয়াবত্বে নিরবয়বত্বানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। যদ্ধি সাবয়বং সক্রিয়ং ক্ষীরাদি তদ্দধ্যাদিনা বিকারমাপদ্যতে, ন চ আত্মনঃ শ্রুতিপ্রমিতনিরবয়বত্বস্য সাবয়বত্বমতোঽবিক্রিয়ত্বান্নায়ং বিকার্য্যো ভবিতুমলমিতি; ফলিতমাহ অবিক্রিয়ত্বাদিতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—পুনরপি "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্‌" ইতি পূর্ব্বোক্তমবিনাশিত্বং সুখগ্রহণায় ব্যঞ্জয়ন্‌ দ্রঢ়য়তি নৈনমিতি। শস্ত্রাগ্ন্যম্বুবায়বঃ। ছেদন-দহন-ক্লেদন-শোষণাদ্যাত্মানঃ। এনং প্রতিকর্ত্তুং ন শক্নুবন্তি সর্ব্বগতত্বাদাত্মনঃ সর্ব্বতত্ত্বব্যাপকস্বভাবতয়া সর্ব্বেভ্যস্তত্ত্বেভ্যঃ সূক্ষ্মত্বাদস্য তৈর্ব্যাপ্ত্যনর্হত্বাদ্ব্যাপ্যকর্ত্তব্যত্বাচ্চ ছেদন-দহন-ক্লেদন-শোষণানাম্, অত আত্মা নিত্যঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ স্থিরস্বভাবোঽপ্রকম্প্যঃ পুরাতনশ্চ ॥ ২৩। ২৪ ॥

হনুমান্‌।—যতএবং তস্মাদচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। অস্য নাশহেতুভূতান্যাত্মানং নাশয়িতুং নোৎসহন্তে, তস্মান্নিত্যোঽয়ং, নিত্যত্বাৎ সর্ব্বগতঃ, সর্ব্বগতত্বাৎ স্থাণুরিব স্থিতত্বাৎ অচলোঽয়মাত্মা। অতঃ সনাতনঃ চিরন্তনঃ। ন কারণাৎ কুতশ্চিন্নিষ্পন্নোঽভিনব ইত্যর্থঃ। কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরতামাপন্নঃ সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি পুনঃ পুনরুচ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ অচ্ছেদ্যোঽয়মিত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাদচ্ছেদ্যোঽক্লেদ্যশ্চ, অমূর্ত্তত্বাদদাহ্যঃ, দ্রবত্বাভাবাদশোষ্য ইতি ভাবঃ। ইতশ্চ ছেদাদিযোগ্যো ন ভবতি, যতো নিত্যোঽবিনাশী, সর্ব্বগতঃ, সর্ব্বত্রগতঃ স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবো রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ, অচলঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগী, সনাতনোঽনাদিঃ, অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যবিষয়ঃ, অচিন্ত্যো মনসোঽপ্যবিষয়ঃ অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ। উচ্যত ইতি নিত্যত্বাদভিযুক্তোক্তিং প্রমাণয়তি ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—ছেদাদ্যভাবাদেব তত্ত্বন্নামভিরয়মাখ্যায়ত ইত্যাহ অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। এবকারঃ সর্ব্বৈঃ সম্বধ্যতে। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মহেতুকেষু দেবমানবাদিষু পশুপক্ষ্যাদিষু চ সর্ব্বেষু শরীরেষু পর্য্যায়েণ গতঃ প্রাপ্তোঽপীত্যর্থঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বরূপঃ, অচলঃ স্থিরগুণকঃ, অবিনাশী বা। "অরে অয়মাত্মানুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইতি শ্রুতেরিত্যর্থঃ। ন চানুচ্ছিত্তিরেব ধর্ম্মো যস্যেতি ব্যাখ্যেয়ং, তস্যার্থস্যাবিনাশীত্যনেনৈব লাভাৎ, তস্মাদনুচ্ছিত্তয়ো নিত্যা ধর্ম্মা যস্য স তথেত্যেবার্থঃ। সনাতনঃ শাশ্বতঃ। পৌনরুক্ত্যদোষস্ত্বগ্রে পরিহরিষ্যতে অব্যক্তঃ প্রত্যঙ্‌ চক্ষুরাদ্যগ্রাহ্যঃ অচিন্ত্যস্তর্কাগোচরঃ শ্রুতিমাত্রগম্যঃ, জ্ঞানস্বরূপো জ্ঞাতেত্যাদিকং শ্রুত্যৈব প্রতীয়তে, অবিকার্য্যঃ ষড়্ভাববিকারানর্হঃ। অত্র "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদিভিরাত্মতত্ত্বমুপদিশন্‌ হরিঃ শব্দতোঽর্থতশ্চ যৎ পুনঃপুনরবোচৎ তস্য দুর্ব্বোধস্য সৌবোধ্যার্থমেবেত্যদোষঃ, নির্দ্ধারণার্থং বা। অয়ং ধর্ম্মং বেত্তীত্যুক্তৌ তদ্বেদনং নিশ্চিতং যথা স্যাৎ তদ্বৎ। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি। "আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিৎ" ইত্যাদিনা ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—শস্ত্রাদীনাং তন্নাশকত্বাসামর্থ্যে তস্য উক্তনিত্যনাশানর্হত্বে হেতুমাহ

অচ্ছেদ্য ইতি। যতোঽচ্ছেদ্যোঽয়ং, অতো নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, অদাহ্যোঽয়ং যতোঽতো নৈনং দহতি পাবকঃ, যতোঽক্লেদ্যোঽয়মতো নৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ, অতো অশোষ্যোঽয়মতো নৈনং শোষয়তি মারুত ইতি ক্রমেণ যোজনীয়ম্। এবকারঃ প্রত্যেকং সম্বধ্যমানোঽচ্ছেদ্যত্বাদ্যবধারণার্থঃ। চেতি সমুচ্চয়ে কেতৌ বা ছেদ্যাদ্যনর্হত্বে হেতুমাহ উত্তরার্দ্ধেন। নিত্যোঽয়ং পূর্ব্বাপরকোটিরহিতোঽনুৎপাদ্যঃ, অসর্ব্বগতত্বে হ্যনিত্যত্বং স্যাৎ, যাবদ্বিকারন্তু বিভাগ ইতি ন্যায়াৎ, পরাভ্যুপগতপরমাণ্বাদীনামনভ্যুপগমাৎ। অয়ন্তু সর্ব্বগতো বিভুরতো নিত্য এব, এতেন প্রাপ্যত্বং পরাকৃতম্। যদি চায়ং বিকারী স্যাৎ তদা সর্ব্বগতো ন স্যাৎ, অয়ন্তু স্থাণুরবিকারী, অতঃ সর্ব্বগত এব, এতেন বিকার্য্যত্বমপাকৃতম্। যদি চায়ং চলঃ ক্রিয়াবান্ স্যাৎ তদা বিকারী স্যাৎ ঘটাদিবৎ, অয়ন্ত্বচলোঽতো ন বিকারী, এতেন সংস্কার্য্যত্বং নিরাকৃতং, পূর্ব্বাবস্থাপরিত্যাগেনাবস্থান্তরাপত্তির্বিক্রিয়া, অবস্থৈক্যেঽপি চলনমাত্রং ক্রিয়েতি বিশেষঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ সনাতনোঽয়ং সর্ব্বদৈকরূপঃ, ন কস্যা অপি ক্রিয়ায়া কর্ম্মেত্যর্থঃ, উৎপত্ত্যাপ্তি-বিকৃতি-সংস্কৃত্যন্যতমক্রিয়াফলযোগে হি কর্ম্মত্বং স্যাৎ। অয়ন্তু নিত্যত্বান্নোৎপাদ্যঃ অনিত্যস্যৈব ঘটাদেরুৎপাদ্যত্বাৎ, সর্ব্বগতত্বান্নপ্রাপ্যঃ পরিচ্ছিন্নস্যৈব ঘটাদেঃ প্রাপ্যত্বাৎ, স্থাণুত্বাদবিকার্য্যঃ বিক্রিয়াবতো ঘৃতাদেরেব বিকার্য্যত্বাৎ, অচলত্বাদসংস্কার্য্যঃ সক্রিয়স্যৈব দর্পণাদেঃ সংস্কার্য্যত্বাৎ। তথাচ শ্রুতয়ঃ "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকঃ নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তম্" ইত্যাদয়ঃ, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যোঽপ্সু তিষ্ঠন্নদ্ভ্যোঽন্তরো যস্তেজসি তিষ্ঠন্ তেজসোঽন্তরো যো বায়ৌ তিষ্ঠন্ বায়োরন্তরঃ" ইত্যাদ্যা চ শ্রুতিঃ সর্ব্বগতস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া তদবিষয়ত্বং দর্শয়তি। যো হি শস্ত্রাদৌ ন তিষ্ঠতি তং শস্ত্রাদয়শ্ছিন্দন্তি, অয়ন্তু শস্ত্রাদীনাং সত্তাস্ফূর্ত্তিপ্রদত্বেন তৎপ্রেরকস্তদন্তর্য্যামী, অতঃ কথমেনং শস্ত্রাদীনি স্বব্যাপারবিষয়ীকুর্য্যুরিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" ইত্যাদি শ্রুতয়োঽনুসন্ধেয়াঃ। সপ্তমাধ্যায়ে চ প্রকটীকরিষ্যতি শ্রীভগবানিতি দিক্। ছেদ্যত্বাদিগ্রাহকপ্রমাণাভাবাদপি তদভাব ইত্যাহ অব্যক্তোঽয়মিত্যাদ্যর্দ্ধেন। যো হি ইন্দ্রিয়গোচরো ভবতি স প্রত্যক্ষত্বাদ্ব্যক্ত ইত্যুচ্যতে, অয়ন্তু রূপাদিহীনত্বান্ন তথা, অতো ন প্রত্যক্ষং, তত্রচ্ছেদ্যত্বাদিগ্রাহকমিত্যর্থঃ। প্রত্যক্ষাভাবেঽপ্যনুমানং স্যাদিত্যাহ অচিন্ত্যোঽয়ং চিন্ত্যোঽনুমেয়স্তদ্বিলক্ষণোঽয়ং,ক্বচিৎপ্রত্যক্ষো হি বহ্ন্যাদিগৃহীতব্যাপ্তিকস্য ধূমাদের্দর্শনাৎ, ক্বচিদনুমেয়ো ভবতি, অপ্রত্যক্ষে তু ব্যাপ্তিগ্রহণাসম্ভবাৎ নানুমেয়ত্বমিতিভাবঃ। অপ্রত্যক্ষস্যাপীন্দ্রিয়াদেঃ সামান্যতো দৃষ্টানুমানবিষয়ত্বং দৃষ্টমত আহ অবিকার্য্যোঽয়ম্। যদ্ধি বিক্রিয়াবচ্চক্ষুরাদিকং তৎ স্বকার্য্যান্যথানুপপত্ত্যা কল্প্যমানমর্থাপত্তেঃ সামান্যতো দৃষ্টানুমানস্য চ বিষয়ো ভবতি, অয়ন্তু ন বিকার্য্যো ন বিক্রিয়াবান্, অতো নার্থাপত্তেঃ সামান্যতো দৃষ্টস্য বা বিষয় ইত্যর্থঃ। লৌকিকশব্দস্যাপি প্রত্যক্ষাদিপূর্ব্বকত্বাৎ নিষেধেনৈব নিষেধঃ। নমু বেদেনৈব তত্র ছেদ্যত্বাদি গ্রহীষ্যত ইত্যত আহ উচ্যতে। বেদেন সোপকরণেন অচ্ছেদ্যাব্যক্তাদিরূপ এবায়মুচ্যতে তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদ্যতে, অতো ন বেদস্য তৎপ্রতিপাদকত্বাপি ছেদ্যত্বাদিপ্রতিপাদকত্বমিত্যর্থঃ। অত্র নৈনং ছিন্দন্তীত্যত্র শস্ত্রাদীনাং তন্নাশকসামর্থ্যাভাব

উক্তং, অচ্ছেদ্যোঽয়মিত্যাদৌ তস্য ছেদাদিকর্ম্মত্বাযোগ্যত্বমুক্তং, অব্যক্তোঽয়মিত্যত্র তচ্ছেদাদি-গ্রাহকমানাভাব উক্ত ইত্যপৌনরুক্ত্যং দ্রষ্টব্যম্। "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যাদীনাস্তু শ্লোকানামর্থতঃ শব্দতশ্চ পৌনরুক্ত্যং ভাষ্যকৃদ্ভিঃ পরিহৃতং দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনঃ, পুনঃ পুনঃ প্রসঙ্গমাপাদ্য শব্দান্তরেণ তদেব বস্তু নিরূপয়তি ভগবান্ বাসুদেবঃ কথং নু নাম সংসারিণাং বুদ্ধিগোচরমাপন্নং তত্ত্বং সংসারনিবৃত্তয়ে স্যাদিতি বদদ্ভিঃ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—কুতো হেতোরস্য শস্ত্রাদী ন ছেদাদীন্ ন কুর্ব্বন্তীত্যাশঙ্ক্য তস্য ছেদাদ্য-যোগ্যত্বাদিত্যাহ অচ্ছেদ্যোঽয়মিতি। অত্রাচ্ছেদ্যত্বাদৌ পূর্ব্বোক্তান্যেব অস্থূলত্বাদীনি কারণানি জ্ঞেয়ানি, এবমচ্ছেদ্যত্বাদিনা অস্থূলাদীনভাবরূপান্ গুণানুক্ত্বা ভাবরূপানপি গুণানাহ নিত্য ইতি। সর্ব্বৈর্ব্বিশেষণৈরখণ্ডৈকরসস্যৈব বস্তুনো লক্ষ্যত্বমিত্যত্বাদিভিরুৎপাদ্যত্বাদিকং নিরা-ক্রিয়তে, যতো নিত্যঃ অতো ঘটবদনুৎপাদ্যঃ, যতঃ সর্ব্বগতঃ অতো গ্রামবদপ্রাপ্যঃ, যতঃ স্থাণুঃ পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেন স্থিরস্বভাবঃ, অতঃ ক্ষীরাদিবদবিকার্য্যঃ, অচলঃ যথা দর্পণঃ স্বতঃ স্বাচ্ছ্যাদ-প্রচ্যুতোঽপি মলরূপেণাবরণেন স্বাচ্ছ্যাৎ প্রচ্যাব্যতে এবং স্বয়ং স্থাণুরপি অন্যসংযোগাচ্চাঞ্চল্য-মনুবীত, স চ দোষাপকর্ষণলক্ষণঃ সংস্কারমপেক্ষতে অয়ন্তু অচলত্বান্ন তথা। এবঞ্চ উৎপত্ত্যাপ্তি-বিকৃতিসংস্কৃতিরূপং চতুর্ব্বিধং ক্রিয়াফলমাত্মনি ন সম্ভবতীত্যুক্তম্। তত্র হেতুঃ সনাতন ইতি, সনা ইত্যব্যয়ং নৈরন্তর্য্যে, তচ্চ দেশতঃ কালতো বস্তুতশ্চ পরিচ্ছেদরাহিত্যম্, পরমতে পরমাণূনাং কালতঃ পরিচ্ছেদাভাবেঽপি দেশতঃ পরিচ্ছেদোঽস্তি আকাশস্য তদুভয়াভাবেঽপি বস্তুতঃ পরিচ্ছেদোঽস্তি। সোঽপি ত্রিবিধঃ সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদরূপঃ। যথা, "বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিতঃ। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ।" ততশ্চ সনা নৈরন্তর্য্যেণ ত্রিবিধপরিচ্ছেদরাহিত্যেন ভবতি, অস্তীতি সনাতনোঽখণ্ডৈকরসো যস্মাৎ তস্মাৎ নোৎপাদ্যাদ্যয় ইত্যর্থঃ। এবং জ্ঞেয়ং বস্তূক্তং তচ্চ তত্ত্বাধ্যস্তদেহদ্বয়ানিরাসেন অপরোক্ষী-কর্ত্তব্যমিত্যাহ অব্যক্তোঽয়মিতি। ব্যক্তং স্থূলশরীরং প্রত্যক্ষগম্যং তদন্যোঽয়ং প্রত্যগাত্মা, তথা অচিন্ত্যোঽয়ং চিন্তাযোগ্যং রূপাদিপ্রকাশকার্য্যেণানুমেয়ং চক্ষুরাদিসমুদায়াত্মকং লিঙ্গশরীরম-প্রত্যক্ষং, ততোঽপ্যন্যোঽয়ম্, তথা অবিকার্য্যোঽয়ং বিকারস্থূলসূক্ষ্মকার্য্যরূপেণাবস্থান-মর্হতীতি বিকার্য্যং ত্রিগুণাত্মকং মূলাজ্ঞানং কারণশরীরং সুপ্তোত্থিতস্য ন কিঞ্চিদবেদিষমিতি পরামর্শদর্শনাদহং ন জানামীত্যনুভবাচ্চ, সাক্ষ্যৈকগম্যং ততোঽপ্যন্যোঽয়ং উচ্যতে। ব্যক্তাদি-নিষেধমুখেন, ন তু শৃঙ্গগ্রাহিকয়া অয়মেবংবিধ ইতি বিধিমুখেনোচ্যতে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাদাত্মায়মেবমুচ্যতে ইত্যাহ অচ্ছেদ্য ইতি। অত্র প্রকরণে জীবা-ত্মনো নিত্যত্বস্য শব্দতোঽর্থতশ্চ পৌনরুক্ত্যং নির্দ্ধারণপ্রয়োজকং সন্দিগ্ধধীষু জ্ঞেয়ম্। যথা কলাবস্মিন্ ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তি ধর্ম্মোঽস্তীতি ত্রিচতুর্ব্বারপ্রয়োগাৎ ধর্ম্মোঽস্ত্যেবেতি নিঃসংশয়া প্রতীতিঃ স্যাদিতি জ্ঞেয়ম্। সর্ব্বগতঃ স্বকর্ম্মবশাৎ দেব-মনুষ্য-তির্য্যগাদিসর্ব্বদেহগতঃ। স্থাণুরচল ইতি পৌনরুক্ত্যং স্থৈর্য্যনির্দ্ধারণার্থম্। অতিসূক্ষ্মত্বাদব্যক্তস্তদপি দেহব্যাপি চৈতন্যত্বাদচিন্ত্যঃ অতর্ক্যঃ, জন্মাদিষড়্বিকারানর্হত্বাদবিকার্য্যঃ ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সেই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, প্রিয়তম সুহৃদ্, অধুনা প্রপন্ন শিষ্য, অর্জ্জুনের হৃদয়গত ভ্রমান্ধকার বিহিত বিধানে নির্ম্মূল করিবার বাসনায় এবং তদীয় অন্তর প্রদেশে সত্যের স্বর্ণমন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে এস্থলে বারংবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন বাক্য দ্বারা স্বকীয় উপদেশ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবান্ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে মহদুপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন, চতুর্ব্বিংশ শ্লোকের প্রথমে তাহারই পরিণাম সমূহ প্রকটিত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশে ভগবানের শ্রীমুখ-সুধাংশু হইতে এই তত্ত্বসুধা ক্ষরিত হইয়াছে যে,"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি" চতুর্ব্বিংশে তদীয় বদন-বারিধি হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইতেছে যে, "অচ্ছেদ্যঃ" সুতরাংপ্রথমটী ক্রিয়া, দ্বিতীয়টী তাহারই পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ শস্ত্র সমূহ যাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, তাহাই অচ্ছেদ্য। এইরূপ "নৈনং দহতি পাবকঃ"সুতরাং"অদাহ্যঃ,""ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ"সুতরাং "অক্লেদ্যঃ"এবং "ন শোষয়তি মারুতঃ" সুতরাং"অশোষ্যঃ"। বিংশ শ্লোকে যে সকল প্রসঙ্গ আছে, সমালোচ্য শ্লোকের অপরাংশে বিভিন্ন ভাষায় তাহারই সমর্থন রহিয়াছে। এই শ্লোক সার্দ্ধ।

পূজ্যপাদশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য,শ্রীমদানন্দগিরি,শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী মহাশয়গণের অভিপ্রায়। যে হেতু ভৌতিক নাশকারী কোন পদার্থই আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম নহে, এই জন্য আত্মা নিত্য। পরমাণুও নিত্য, কিন্তু তাহার সর্ব্বত্র ব্যাপ্তি নাই ; আত্মা সর্ব্বগত। আকাশে ব্যাপকত্ব থাকিলেও তাহার স্থিরত্ব নাই ; আত্মা স্থাণু অর্থাৎ স্থিরস্বভাব। মৃদাদি পদার্থে স্থিরত্ব থাকিলেও, তাহা রূপান্তরসহ, আত্মা অচল অর্থাৎ সমরূপধারী। বায়ু স্বতঃ নিত্য হইলেও, কারণবিশেষে উৎপন্ন হয়, আত্মা সনাতন অর্থাৎ চিরন্তন ; —কোন কারণেই তাঁহার উৎপত্তি ও বিনাশ সম্ভাবিত নহে। পূর্ব্বোক্ত "ন জায়তে বা ম্রিয়তে" (২য় ২০) শ্লোকে যে ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে, সমালোচ্য শ্লোকেও সেই ভাব বিবৃত হইতেছে। আত্মবস্তু বিষয়ক যথার্থ উপলব্ধি নিতান্ত আয়াসসাধ্য সুকঠিন ব্যাপার জানিয়া, ভগবান্ বাসুদেব, শিষ্যের হিতার্থ, বিভিন্ন শব্দ দ্বারা সেই তত্ত্ব পুনঃ পুনঃ ব্যক্ত করিতেছেন। সুতরাং এস্থলে পুনরুক্তি দোষজনক হয় নাই। আত্মা অব্যক্ত অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়, সুতরাং চিন্তাতীত। আত্মা নিরবয়ব, এই জন্যই দধিসংযুক্ত ক্ষীরের

ন্যায় আত্মার বিকার নাই। আত্মার কিঞ্চিন্মাত্রও বিকার নাই দেখিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ইনি অবিকার্য্য।

পূজ্যার্হ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আত্মা সর্ব্বব্যাপক, অতিসূক্ষ্ম এবং অন্য পদার্থ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত হইবার অনুপযোগী; সুতরাং ছেদন, দহন, ক্লেদন, শোষণক্রিয়ার অতীত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় লিখিয়াছেন। আত্মা স্বকীয় কর্ম্মহেতু দেব-মানব-পশুপক্ষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মা উচ্ছেদধর্ম্মাত্মক নহেন" সুতরাং নিত্য, সনাতন, শাশ্বত।

পূজনীয় শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতীর অভিপ্রায়। আত্মা সর্ব্বগত বিভু, অতএব নিত্য। যদি আত্মাকে বিকারী বলা যায়, তাহা হইলে তাঁহার সর্ব্বগতত্বের বিরোধ ঘটে। কিন্তু আত্মা স্থাণু অর্থাৎ অবিকারী, সুতরাং সর্ব্বগত। যদি আত্মাকে সচল অর্থাৎ ক্রিয়াবান্ বলা যায়, তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় তাঁহার বিকারিতা দোষ উপস্থিত হয়। কিন্তু আত্মা অচল, সুতরাং অবিকারী। পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগপূর্ব্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তির নাম বিক্রিয়া। আত্মা সনাতন অর্থাৎ আদিকাল হইতে সমভাবে চলিয়া আসিতেছেন। উৎপত্তি, প্রাপ্তি, বিকৃতি ও সংস্কৃতি এই ক্রিয়া চতুষ্টয়ের অন্যতম সংযোগে কর্ম্মত্ব ঘটে। আত্মা নিত্য, সুতরাং উৎপত্তি-বিরহিত; সর্ব্বগত, সুতরাং অনিত্য ঘটাদির ন্যায় অবস্থান্তর-প্রাপ্তি-শূন্য; স্থাণু সুতরাং ঘৃতাদির ন্যায় বিকৃতি-বিহীন, অচল সুতরাং দর্পণাদির ন্যায় সংস্কৃতি বিবর্জ্জিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মা "আকাশের ন্যায়, সর্ব্বগত ও নিত্য, মহীরুহের ন্যায় স্তব্ধ, অচল, স্বাধীন, অটল, ক্রিয়াহীন ও প্রশান্ত" ইত্যাদি। অপিচ "যিনি পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে স্বতন্ত্র, যিনি জলে থাকিয়াও জল হইতে স্বতন্ত্র, যিনি তেজে থাকিয়াও তেজ হইতে স্বতন্ত্র, যিনি বায়ুতে থাকিয়াও বায়ু হইতে স্বতন্ত্র" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা আত্মার সর্ব্বগতত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব, অথচ বিষয়মাত্র হইতে স্বতন্ত্রতা প্রদর্শিত হইয়াছে। যে পদার্থ শস্ত্রাদি হইতে স্বতন্ত্র, এবং তাহাতে সমাবিষ্ট নহে, শস্ত্রাদি তাহাই ছেদন করিতে সমর্থ। কিন্তু আত্মা শস্ত্রাদির স্ফূর্ত্তিপ্রদায়ক, প্রেরক এবং তাহার অন্তর্য্যামী; অতএব তিনি কখনই শস্ত্রাদির লক্ষীভূত হইতে পারেন না। ॥ ২৪ ॥

তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাদ্ধেতোঃ) এনং (আত্মানং) এবং (যথাস্বরূপং) বিদিত্বা (জ্ঞাত্বা) অনুশোচিতুং (শোকং কর্ত্তুং) ন অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—তজ্জন্য ইহাঁকে এইরূপ জানিয়া শোক-করিতে যোগ্য—হইতেছ না ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—অতএব আত্মার উল্লিখিতরূপ প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা কখনই বিধেয় নহে ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারেণৈনমাত্মানং বিদিত্বা ত্বং নানুশোচিতুমর্হসি, হন্তাহমেষাং ময়ৈতে হন্যন্ত ইতি ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মানাত্মোপদেশম্ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যুপক্রম্য ব্যাখ্যানমুপসংহরতি তস্মাদিতি। অব্যক্তত্বাচিন্ত্যত্বাবিকার্য্যত্বনিত্যত্বসর্ব্বগতত্বাদিরূপো যস্মাদাত্মা নির্দ্ধারিতস্তস্মাৎ তথৈব জ্ঞাতুর্ম্মুচতস্তজ্জ্ঞানস্য ফলবত্ত্বাদিত্যর্থঃ। প্রতিষেধ্যমনুশোকমেবাভিনয়তি হন্তাহমিতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—ছেদনাদিযোগ্যানি বস্তূনি যৈঃ প্রমাণৈর্ব্যজ্যন্তে তৈরয়মাত্মা ন ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তঃ, অতশ্ছেদ্যাদিবিজাতীয়ঃ, অচিন্ত্যশ্চ সর্ব্ববস্তুবিজাতীয়ত্বেনেতরস্বভাবযুক্ততয়া চিন্তয়িতুমপি নার্হঃ, অতশ্চাবিকার্য্যঃ বিকারানর্হঃ, তস্মাদুক্তলক্ষণমেনমাত্মানং বিদিত্বা তৎকৃতেনানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চাব্যক্তোঽয়মিতি। সর্ব্বেন্দ্রিয়াবিষয়ত্বান্ন ব্যজ্যতে ইত্যব্যক্তঃ, অব্যক্তোঽয়মাত্মা অতএবাচিন্ত্যোঽয়ং, য ইন্দ্রিয়গোচরঃ স বিষয়ত্বমাপদ্যতে, অয়মাত্মা নিরিন্দ্রিয়গোচরত্বাদচিন্ত্যোঽয়ং, অবিকার্য্যোঽয়ং যথা দধ্যাদিনা ক্ষীরাদি, ন তথাত্মানিরবয়বত্বাদবিক্রিয়ঃ নহি নিরবয়বং বিক্রিয়াত্মকত্বঞ্চ দৃষ্টমবিক্রিয়ত্বাদবিকার্য্যোঽয়মাত্মোচ্যতে, তস্মাদেবং যথোক্তপ্রকারমেনমাত্মানং বিদিত্বা নানুশোচিতুমর্হসি হন্তাহমেবং ময়ৈতে হন্যন্তে ইতি ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—উপসংহরতি তস্মাদেবমিতি। তদেবমাত্মনো জন্মবিনাশাভাবান্ন শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—এবং পূর্ব্বোক্তযুক্তিভিরাত্মনো নিত্যত্বে নির্ব্বিকারত্বে চ সিদ্ধে তব শোকো নোপপন্ন ইত্যুপসংহরতি তস্মাদিত্যর্দ্ধেন। এতাদৃশাত্মস্বরূপবেদনস্য শোককারণনিবর্ত্ত-

কত্বাৎ তস্মিন্ সতি শোকো-মোচিতঃ কারণাভাবে কার্য্যাভাবস্যাবশ্যকত্বাৎ, তেনাত্মান-মবিদিত্বা যদহশোচস্তদযুক্তমেব, আত্মানং বিদিত্বা তু নানুশোচিতুমর্হসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মাদেবমন্নমুচ্যতে তস্মাদেনং বিদিত্বা নানুশোচিতুমর্হসি, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি শ্রুতেঃ. আত্মবিভূত্বা বন্ধুবিয়োগজং শোকং মা কার্ষীরিত্যর্থঃ। উক্ত-ঞ্চাত্মনোঽবস্থাত্রয়াতীতত্বম্। "স্বপ্ননিদ্রাযুতাবাদ্যৌ প্রাজ্ঞস্তস্বপ্ননিদ্রয়া। ন নিদ্রা নৈব চ স্বপ্নং তুর্য্যে পশ্যন্তি নিশ্চিতাঃ" ইতি ॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—আত্মার নিত্যত্বাদি ধর্ম্মসমূহ সবিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে উপসংহার স্বরূপে বলিতেছেন, "হে সখে! যাহা জনন-মরণ-বিরহিত, নিত্য পদার্থ তাহার বিয়োগাশঙ্কায় অভিভূত হওয়া কদাপি শ্রেয়ঃ নহে। আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অজ্ঞতা হেতু তোমার অন্তর শোকমোহাচ্ছন্ন হইতে পারে, কিন্তু অধুনা তোমাকে এতদ্বিষয়ক যথেষ্ট উপদেশ প্রদান করিয়া তোমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিয়াছি। অতঃপর এরূপ অমূলক শোক-মোহের বশবর্ত্তী থাকা তোমার ন্যায় ব্যক্তির কখনই শোভা পায় না।" দ্বিতীয় অধ্যায়ের একাদশ শ্লোকে "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি বাক্যে শোকমোহের অযৌক্তিকতা এবং আত্মার নিত্যত্বাদি বিষয়ে যে উপদেশ আরম্ভ করিয়াছিলেন, অপূর্ব্ব যুক্তি, বিচার ও প্রমাণাদির পর এই স্থানে তাহার অতিসুন্দর রূপ উপসংহার করিলেন। অতঃপর অন্য রূপ বিচার অবতারিত হইতেছে ॥ ২৫ ॥

—(০)—

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো! নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

অন্বয়।—অথ (অনন্তরং প্রসঙ্গান্তরমুত্থাপনার্থং) চ এনং নিত্য-জাতং (সর্ব্বদা শরীরেণসহ উৎপন্নং) বা নিত্যং (সর্ব্বদা) মৃতং (মরণশীলং) মন্যসে (ভাবয়সি) মহাবাহো (বাহুবল বিশিষ্ট বীরোত্তম!) তথাপি ত্বম্ এনং ন শোচিতুম্ (শোকং কর্ত্তুম্) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—আরও ইঁহাকে সতত-উৎপন্ন বা সতত বিনাশশীল মনে-কর যদ্যপি তথাপি তুমি ইঁহার-জন্য শোক-করিতে যোগ্য-হও না ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—হে বিপুলবাহুবলশালিন্ অর্জ্জুন! যদি তুমি আত্মাকে দেহোৎপত্তির সহিত অবিরত সমুৎপন্ন এবং দেহ-নাশের সহিত নিয়ত বিনষ্ট বলিয়া বোধ কর, তাহা হইলেও তজ্জন্য শোকের অধীন হওয়া তোমার কখনই উচিত হয় না ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—আত্মনোঽনিত্যত্বমভ্যুপগম্যেদমুচ্যতে অথ চৈনমিতি। অথ চেত্য-ভ্যুপগমার্থে, এনং প্রকৃতমাত্মানং নিত্যজাতং লোকপ্রসিদ্ধ্যা প্রত্যনেকশরীরোৎপত্তিং জাতো জাত ইতি বা মন্যসে, তথা প্রতি তদ্বিনাশং নিত্যং বা মন্যসে মৃতং মৃতো মৃত ইতি তথাপি তথাভাবেঽপি আত্মনি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি জন্মবতো নাশো নাশবতো জন্ম চেত্যেতাববশ্যম্ভাবিনাবিতি ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মনো নিত্যত্বস্য প্রাগেব সিদ্ধত্বাদুত্তরশ্লোকানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। অনিত্যত্বমতি চেদ্বৈনাশিকানাং লোকায়তানাং বা মতমিদমাপরামৃশ্যতে। শ্রোতুরর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তনাত্মব্যাখ্যায়াং শ্রুতাপি তস্মিন্ নির্দ্ধারণাসিদ্ধের্যোর্মতয়োরন্যতর-মতাভ্যুপগমঃ শঙ্কিতস্তদর্থো নিপাতদ্বয়প্রয়োগ ইত্যাহ অথ চেতি। প্রকৃতস্যাত্মনো নিত্যত্বাদি-লক্ষণস্য পুনঃপুনর্জাতত্বাভিমানো মানাভাবাদসম্ভাবীত্যাহ লোকেতি। নিত্যজাতত্বাভিনিবেশে পৌনঃপুন্যেন মৃতত্বাভিনবেশো ব্যাহতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। পরকীয়মতমনুভাবিত-মভ্যুপেত্য "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" ইত্যাদেস্তদীয়শোকস্য নিরবকাশ-ত্বামিত্যাহ তথাপীতি। এবমর্জ্জুনস্য দৃশ্যমানমনুশোকপ্রকারং দর্শয়িত্বা তস্য কর্ত্তুমযোগ্যত্বে হেতুমাহ জন্মবত ইতি। জন্মবতো নাশো নাশবতশ্চ জন্মেত্যেতাববশ্যং ভাবিনৌ মিথো ব্যাপ্তাবিতি যোজনা ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—অথ নিত্যজাতং নিত্যমৃতং দেহমেবৈনমাত্মানং মন্যসে ন দেহাতি-রিক্তমুক্তলক্ষণং তথাপি এবমতিমাত্রং শোচিতুং নার্হসি পরিণামস্বভাবস্য দেহস্যোৎপত্তি-বিনাশয়োরবর্জ্জনীয়ত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—আত্মনস্তু হননমভ্যুপগম্যোত্তরমুচ্যতে অথ চৈনমিতি। অথ চেত্যভ্যুপগ-মার্থঃ। প্রকৃতমেনং নিত্যজাতং লোকেপ্রসিদ্ধৌ নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে, তথাপ্যেবমপি ত্বং মহাবাহো, এনমাত্মানং শোচিতুং নার্হসি, জননমরণয়োরস্য স্বাভা-বিকত্বাৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং দেহেন সহাত্মনো জন্ম তদ্বিনাশে চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো

ন কার্য্য ইত্যাহ অথ চৈনমিতি। অথ যত্তপ্যেনমাত্মানং নিত্যং সর্ব্বদা তত্তদ্দেহে জাতে জাতং মন্যসে, তথা তত্তদ্দেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে পুণ্যপাপয়োস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্ম-মরণয়োরাত্মগামিত্বাৎ, তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—এবং স্বোক্তস্য জীবাত্মনোঽশোচ্যত্বমুক্ত্বা পরোক্তস্যাপি তস্য তদুচ্যতে পরমতজ্ঞানায়। তদভিজ্ঞঃ খলু শিষ্যস্তদবরৈস্তন্নিরস্য বিজয়ী সন্ স্বমতে স্থৈর্য্যমাসীৎ। তথাহি,—মনুষ্যত্বাদিবিশিষ্টে ভূম্যাদিভূতচতুষ্টয়ে তাম্বূলরাগবৎ মদশক্তিবচ্চ চৈতন্যমুৎপ-দ্যতে, তাদৃশভূতচতুষ্টয়ভূতো দেহ এব আত্মা স চ স্থিরোঽপি প্রতিক্ষণপরিণামাৎ উৎপত্তিবিনাশযোগীতি লোকপ্রত্যক্ষসিদ্ধমিদমিতি লোকায়তিকা মন্যন্তে। দেহাদ্ভিন্নো বিজ্ঞানস্বরূপোঽপ্যাত্মা প্রতিক্ষণবিনাশীতি বৈভাষিকাদয়ো বৌদ্ধা বদন্তি। তদেতদুক্তমতেঽ-প্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং প্রতিষেধতি অথেতি। অথেতি পক্ষান্তরে, চোঽপ্যর্থে। ত্বং চেন্মদুক্তজীবাত্ম-যাথাত্ম্যাবগাহনাসমর্থো লোকায়তিকাদিপক্ষমালম্বসে, তত্র দেহাত্মপক্ষে এনং দেহলক্ষণ-মাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং বা মৃতং মন্যসে। ক্ষণিকবিজ্ঞানপক্ষে চ নিত্যং প্রতিক্ষণং তং তথা তথা মন্যসে। বাশব্দশ্চার্থে। তথাপি ত্বমেনম্,"অহো বত মহৎ পাপম্" ইত্যাদি বচনৈঃ শোচিতুং নার্হসি। পরিণামস্বভাবস্য তস্য চাত্মনো জন্মবিনাশয়োরনিবার্য্যত্বাজ্জন্মান্তরা-ভাবেন পাপভয়াসম্ভবাচ্চ। হে মহাবাহো ইতি সোপহাসং সম্বোধনং ক্ষত্রিয়বর্য্যস্য বৈদি-কস্য চ তে নেদৃশং কুমতং ধার্য্যমিতি ভাব ॥ ২৫। ২৬ ॥

মধুসূদন।—এবমাত্মনো নির্ব্বিকারত্বেনাশোচ্যত্বমুক্তং, ইদানীং বিকারবত্ত্বমভ্যুপে-ত্যাপি শ্লোকদ্বয়েনাশোচ্যত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্, তত্রাত্মা জ্ঞানস্বরূপঃ প্রতিক্ষণবিনাশীতি সৌগতাঃ, দেহএবাত্মা স চ স্থিরোঽপ্যনুক্ষণপরিণামী জায়তে নশ্যতি চেতি প্রত্যক্ষ-সিদ্ধমেবৈতদিতি লোকায়তিকাঃ দেহাতিরিক্তোঽপি দেহেন সহৈব জায়তে নশ্যতি চেত্যন্যে, সর্গাদ্যকাল এবাকাশবজ্জায়তে দেহভেদেঽপ্যনুবর্ত্তমান এবাকল্পস্থায়ী নশ্যতি প্রলয় ইত্যপরে, নিত্যএবাত্মা জায়তে ম্রিয়তে চেতি তার্কিকাঃ, তথাহি প্রেত্যভাবো জন্ম সচাপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধঃ এবং মরণমপি পূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিবিচ্ছেদঃ ইদঞ্চোভয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ তদাধারস্য নিত্যস্যৈব মুখ্যং, অনিত্যস্য তু দেহস্য কৃতহানাকৃতাভ্যাগম-প্রসঙ্গেন ধর্ম্মাধর্ম্মাধারত্বানুপপত্তেঃ। নচ জন্মমরণে মুখ্যে ইতি চ বদন্তি নিত্যস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ণশষ্কুলীজন্মনাকাশস্যেব দেহজন্মনা জন্ম তন্নাশাচ্চ মরণং, তদুভয়মৌপাধিকমমুখ্যমেবেত্যন্যে, তত্রানিত্যত্বপক্ষেঽপি শোচ্যত্বমাত্মনো নিষেধয়তি অথ চৈনমিতি। অথেতি পক্ষান্তরে, চোঽ-প্যর্থে। যদি দুর্ব্বোধত্বাদাত্মবস্তুনোঽসকৃৎশ্রবণেঽপ্যবধারণাসামর্থ্যাদস্মদুক্তপক্ষানঙ্গীকারেণ পক্ষান্তরমভ্যুপৈষি তত্রাপ্যনিত্যত্বপক্ষমেবাশ্রিত্য যদ্যেনমাত্মানং নিত্যং জাতং নিত্যং মৃতং বা মন্যসে, বাশব্দশ্চার্থে। ক্ষণিকত্বপক্ষে নিত্যং প্রতিক্ষণং, পক্ষান্তরে আবশ্যকত্বান্নিত্যং নিয়তং জাতোঽহং মৃতোঽহমিতি লৌকিকপ্রত্যয়বশেন যদি কল্পয়সি তথাপি হে মহাবাহো পুরুষধৌরেয় ইতি সোপহাসং কুমতাভ্যুপগমাৎ, ত্বযৈতাদৃশী কুদৃষ্টির্ন সম্ভবতীতি নাস্তিক্যাৎ

বা, এবং "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুংব্যবসিতা বয়ম্" ইত্যাদি যথা শোচসি এবং প্রকারম্ অনুশোকং কর্ত্তুং স্বয়মপি ত্বং তাদৃশ এব সন্ নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি। ক্ষণিকত্বপক্ষে, দেহাত্মবাদপক্ষে, দেহেন সহ জন্মবিনাশপক্ষে চ জন্মান্তরাভাবেন পাপভয়াসম্ভবাৎ। পাপভয়েনৈব খলু ত্বমনুশোচসি, তচ্চৈতাদৃশে দর্শনে ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। ক্ষণিকত্বপক্ষে চ দৃষ্টমপি দুঃখং ন সম্ভবতি বন্ধুবিনাশদর্শিত্বাভাবাদিত্যধিকম্। পক্ষান্তরে দৃষ্টদুঃখনিমিত্তং শোকমভ্যনুজ্ঞাতমেবকারঃ, দৃষ্টদুঃখনিমিত্তশোকসম্ভবেঽপ্যদৃষ্টদুঃখনিমিত্তঃ শোকঃ সর্ব্বথা নোচিত ইত্যর্থঃ, প্রথমশ্লোকস্য ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তত্ত্বদৃষ্ট্যা শোকো নোচিত ইত্যুক্তম্, ইদানীং প্রাকৃতজনদৃষ্ট্যাপি শোকো নোচিত ইত্যাহ অথ চেতি। নিত্যং নিয়মেন জাতং নিত্যজাতমিতি চার্ব্বাক-পক্ষঃ, নিত্যং সর্ব্বদা জাতমিতি ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিপক্ষঃ, নিত্যশ্চাসৌ অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধা-জ্জাতশ্চেতি তার্কিকাদিপক্ষঃ, এবং নিত্যং বা মন্যসে মৃতমিত্যপি যোজ্যম্। পক্ষত্রয়েঽপি শোকো ন যুক্তঃ, মহাবাহো ইতি যুদ্ধার্থমুৎসাহয়তি ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং শাস্ত্রীয়তত্ত্বদৃষ্ট্যা ত্বামহং প্রবোধয়ন্ ব্যবহারিকতত্ত্বদৃষ্ট্যাপি প্রবোধয়াম্যবধেহীত্যাহ অথেতি। নিত্যজাতং দেহে জাতে সত্যেব নিত্যং নিয়তং জাতং মন্যসে, তথা দেহএব মৃতে মৃতং নিত্যং নিয়তং মন্যসে। মহাবাহো ইতি পরাক্রমবতঃ ক্ষত্রিয়স্য তব তদপি যুদ্ধমাবশ্যকং স্বধর্ম্মঃ। যদুক্তং "ক্ষত্রিয়াণাময়ং ধর্ম্মঃ প্রজাপতিবিনির্ম্মিতঃ। ভ্রাতাপি ভ্রাতরং হন্যাদ্যেন ঘোরতরস্ততঃ।" ইতি ভাবঃ ॥ ২৫। ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—আত্মার অজত্ব ও নিত্যত্বাদি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপ-দেশ এবং যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রযোগ করিয়া অধুনা ভগবান্ অন্যরূপ যুক্তি পথে যুদ্ধের বৈধতা ও হনন-ক্রিযার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিতেছেন। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এ স্থলে ভগবান্ তাহাই উত্থাপিত করিতেছেন। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, দেহের সহিত আত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে এবং দেহনাশেই আত্মনাশ সংঘটিত হয়। ভগবান্ বলিতেছেন, হে বিপুল-বাহু-বল-সম্পন্ন বীরোত্তম অর্জ্জুন! যদি তুমিও সাধারণ লোকের ন্যায় উল্লিখিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী এবং শোকাচ্ছন্ন হইয়া সমরে পশ্চাৎপদ হও, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বজন-সমাদৃত বীরত্ব লোকসমাজে নিন্দাস্পদ হইয়া উঠিবে। অতএব তাদৃশ ব্যবহার তোমার পক্ষে কখনই উচিত নহে। তুমি মহাবাহু ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার প্রিয়কার্য্য, অনর্থক শোকোচ্ছ্বাস তোমার ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ।

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়।

যদি তুমি লোকায়তগণের (২৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মতানুসারে শরীরের জন্মে আত্মার জন্ম এবং শরীরের নাশে আত্মার নাশ হয় মনে কর, তাহা হইলেও জন্মশীল পদার্থের নাশ এবং নাশশীল পদার্থের জন্ম অবশ্যম্ভাবী এই কথা বিচার করিয়া তোমার শোক করা উচিত হয় না।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যদি তুমি আত্মাকে,দেহাতিরিক্ত মুক্ত-লক্ষণ-পুরুষ স্বীকার না করিয়া, দেহের ন্যায় নিত্যজাত ও নিত্য মৃত মনে কর তাহা হইলেও তোমার শোক করা উচিত নহে। কারণ দেহ পরিণাম ধর্ম্মাক্রান্ত, সুতরাং তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ অপরিহার্য্য,অতএব এক দেহনাশে তৎসহ আত্মনাশ হইলেও, অন্য দেহোৎপত্তির সহিত আত্মোৎপত্তি অবশ্যই হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। আত্মাকে যদি পুণ্য ও পাপের ফলভূত জন্ম মরণের অনুগামী বলিয়া জ্ঞান কর, তাহা হইলেও তজ্জন্য শোকের কোনই অবসর থাকিতেছে না। কারণ জন্ম-মরণ-ধর্ম্মাক্রান্ত দেহের সহিত আত্মারও পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ হইবে

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। জীবাত্মা অশোচ্য এই তত্ত্ব পূর্ব্বে নিজ বাক্যে প্রতিপাদন করিয়া অধুনা ভগবান্ ভিন্ন মতাবলম্বী সাম্প্রদায়িকগণের মত উত্থাপন করিয়া আত্মার অশোচ্যত্ব প্রতিপাদন ব্যপদেশে শিষ্যকে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। ভূম্যাদি ভূত চতুষ্টয়(নাস্তিকগণ আকাশকে ভূত বলিয়া স্বীকার করেন না।) সমষ্টিস্বরূপ মনুষ্যের দেহাদিতে তত্তদ্ভৌতিক পদার্থের সমাবেশ হেতু অপূর্ব্ব বস্তু-শক্তি বশতঃ চৈতন্য সঞ্জাত হয়। তাম্বূল,খদির ও চূর্ণ সংযুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব রক্তিমা উৎপাদন করে। সুরা মানবের উদরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে অপূর্ব্ব মত্ততার আস্পদ করে। সেইরূপ ভূতচতুষ্টয় (ক্ষিতি, জল, বায়ু, তেজ) সম্মিলিত হইয়া এই চৈতন্যময় দেহ সংঘটিত করে,সেই দেহই আত্মা। কিন্তু পরিণাম-ধর্ম্মাক্রান্ত ভূত-চতুষ্টয় স্বরূপ আত্মা ক্ষণে ক্ষণে উৎপত্তিবিনাশ-বিশিষ্ট। বৈভাষিক অর্থাৎ বৌদ্ধমতে আত্মা বিজ্ঞানস্বরূপ এবং দেহ হইতে ভিন্ন। সুতরাং এই উভয় মতে আত্মা কদাপি শোকের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না।"মহাবাহো" উপহাসসূচক সম্বোধন বাক্য। তুমি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ, এবং বেদান্তিজ্ঞ, এতাদৃশ কুমত পোষণ করা তোমার কখনই উচিত নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যদি তুমি মদুক্ত আত্মার নিত্যত্ববিষয়ক বাক্যে আস্থা স্থাপন না করিয়া আত্মাকে অনিত্য বোধ কর এবং তাঁহার বারংবার জন্ম ও বারংবার মৃত্যু হয় মনে কর, অথবা ক্ষণিকবাদিগণের (২৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) মতানুসারে আত্মাকে ক্ষণস্থায়ী বলিয়া কল্পনা কর, কিংবা লোকায়তগণের মতানুসারে আত্মাকে নিয়তজাত ও নিয়ত মৃত বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও তোমার ন্যায় মহাবীরের অধুনা যে কুমত-প্রণোদিত কাতরতা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা নিতান্ত হাস্যজনক বলিতে হইবে। তোমার "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্" (১ম অধ্যায় ৪৪ শ্লোক) ইত্যাদি অনুকম্পা-পরিপূরিত কাতরবাক্য নিতান্ত অসঙ্গত ও অযোগ্য। যদি তুমি দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে দেহনাশে সংসারের সম্বন্ধ সমাপ্ত হইবে, পুনর্জ্জন্ম হইবে না, সুতরাং পাপের নিমিত্ত কোন ভয়ের কারণ নাই; অথচ তুমি পাপভয়েই শোকাচ্ছন্ন ও সমর-বিমুখ হইতেছ। বস্তুতঃ তোমার এ বিচার যৎপরোনাস্তি অসঙ্গত। ক্ষণিকত্বপক্ষে, দুঃখকে সমুপস্থিত দেখিয়াও তজ্জন্য শোক প্রকাশ করা অসম্ভব; কারণ আত্মার ক্ষণোৎপত্তি ও ক্ষণবিনাশ-শীলতাহেতু বর্ত্তমান ক্ষণদৃষ্ট পদার্থ বা অনুভূত বিষয় আত্মার ক্ষণে ক্ষণে তিরোধানের সহিত তিরোহিত হয়। অতএব দর্শিত্বের অভাব বশতঃ বন্ধু-বিনাশ কে প্রত্যক্ষ করিবে? পক্ষান্তরে দৃষ্ট দুঃখের নিমিত্ত শোক সম্ভব হইলেও, অদৃষ্ট দুঃখের নিমিত্ত কাল্পনিক শোক নিতান্ত এবং সর্ব্বথা অনুচিত।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি-মহাশয়ের অভিপ্রায়। "মহাবাহো" এই সম্বোধন দ্বারা তোমার ন্যায় পরাক্রমবান্ ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম পরিপালন অত্যাবশ্যক ইহাই সূচিত হইতেছে। শাস্ত্রে উক্ত আছে, "ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়দিগের এরূপ ধর্ম্ম নিরূপিত হইতেছে যে, ভ্রাতাও ভ্রাতাকে বধ করিতে পারে' ॥ ২৬ ॥

—•:):•:(:•—

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) জাতস্য (লব্ধজন্মনঃ প্রাণিনঃ) মৃত্যুঃ

(মরণং) ধ্রুবঃ (নিশ্চিতঃ) মৃতস্য (বিগতজীবস্য) চ জন্ম (দেহান্তরলাভঃ) ধ্রুবং তস্মাৎ ত্বং (অর্জ্জুনঃ) অপরিহার্য্যে-অর্থে (অপ্রতিবিধেয়বিষয়ে) শোচিতুং (শোকং কর্ত্তুং) ন অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যেহেতু প্রাপ্ত—জন্ম-প্রাণীর মরণ নিশ্চিত এবং বিগত—প্রাণের জন্ম নিশ্চিত, সেই-হেতু তুমি অবশ্যম্ভাবী-বিষয়ে শোক-করিতে যোগ্য নহ ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহাকে অবশ্যই মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে এবং যে কালগ্রাসে নিপতিত হইয়াছে, তাহাকে অবশ্যই পুনরায় জন্ম পরিগ্রহ করিতে হইবে। এই সত্য অব্যভিচারী। সুতরাং হে অর্জ্জুন! জন্ম মরণরূপ অবশ্যম্ভাবী ও অপ্রতিবিধেয় ঘটনার নিমিত্ত শোকাচ্ছন্ন হওয়া তোমার কখনই উচিত হয় না ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তথা চ সতি জাতস্যেতি। জাতস্য হি লব্ধজন্মনো ধ্রুবোঽব্যভিচারি মৃত্যুর্ম্মরণং, ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ, তস্মাদপরিহার্য্যোঽয়ং জন্মমরণলক্ষণোঽর্থস্তস্মিন্নপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—তয়োরবশ্যং ভাবিত্বে সত্যনুশোকস্যাকর্ত্তব্যত্বে হেত্বন্তরমাহ তথাচেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—উৎপন্নস্য হি বিনাশো ধ্রুবঃ, অবর্জনীয় উপলভ্যতে, তথা বিনষ্টস্যাপি জন্মাবর্জ্জনীয়ম্। কথমিদমুপলভ্যতে বিনষ্টস্যোৎপত্তিরিতি? সত এবোৎপত্তেরুপলব্ধেঃ, অসতশ্চানুপলব্ধেঃ, সত্যমুচ্যতে, উৎপত্তিবিনাশাদয়ঃ সতো দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষাঃ। তন্তুপ্রভৃতিদ্রব্যাণি সন্ত্যেব রচনাবিশেষযুক্তানি পটাদীনীত্যুচ্যন্তে। অসৎকার্য্যবাদিনাং চৈতদুপলভ্যতে; নহি তত্র তন্তুসংস্থানবিশেষাতিরেকেণান্যৎ দ্রব্যান্তরং প্রতীয়তে, কারকব্যাপারনামান্তরভজন-ব্যবহারবিশেষাণামেতাবতৈবোপপত্তেঃ, নচ দ্রব্যান্তরকল্পনা যুক্তা, অত উৎপত্তিবিনাশাদয়ঃ সতো দ্রব্যস্যাবস্থাবিশেষাঃ। উৎপত্ত্যাখ্যামবস্থামাপন্নস্য দ্রব্যস্য তদ্বিরোধ্যবস্থান্তরপ্রাপ্তির্ব্বিনাশ ইত্যুচ্যতে, মৃদ্দ্রব্যস্য পিণ্ডত্ব-ঘটত্ব-কপালত্ব-চূর্ণত্বাদিবৎ পরিণামিদ্রব্যস্য পরিণামপরম্পরা অবর্জনীয়া। তত্র পূর্ব্বাবস্থস্যদ্রব্যস্যোত্তরাবস্থাপ্রাপ্তির্ব্বিনাশঃ, সৈব তদবস্থস্যোৎপত্তিঃ। এবমুৎপত্তিবিনাশাখ্যপরিণামপরম্পরা পরিণামিনো দ্রব্যস্যাপরিহার্য্যেতি ন তত্র শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

হনুমান্।—তদেব দর্শয়তি জাতস্যেতি। জন্মবতো নাশঃ নাশবতো জন্ম স্বাভাবিকশ্চেদপরিহার্য্যোঽয়ং, তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—কুত ইত্যত আহ জাতস্য হীতি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তত্তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব, তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—অথ শরীরাতিরিক্তো নিত্য আত্মা, তস্যাপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়যোগো জন্ম, পূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়বিয়োগস্তু মরণং, তদুভয়ঞ্চ ধর্ম্মাধর্ম্মহেতুকত্বাৎ তদাশ্রয়স্য নিত্যস্যাত্মনো মুখ্যম্। তদতিরিক্তস্য শরীরস্য তু গৌণম্। তস্যানিত্যস্য কৃতহান্যকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গেন তদাশ্রয়ত্বানুপপত্তেরিতি তার্কিকা মন্যন্তে। তৎপক্ষেঽপ্যাত্মনঃ শোচ্যত্বং পরিহরতি জাতস্যেতি। হির্হেতৌ। জাতস্য স্বকর্ম্মবশাৎ প্রাপ্তশরীরাদিযোগস্য নিত্যস্যাপ্যাত্মনস্তদারম্ভককর্ম্মক্ষয়হেতুকো মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য তচ্ছরীরকৃতকর্ম্মহেতুকং জন্ম চ ধ্রুবং স্যাৎ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যো পরিহর্ত্তুমশক্যে জন্মমরণাত্মকেঽর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি। ত্বয়ি যুদ্ধান্নিবৃত্তেঽপ্যেতে স্বারম্ভকে কর্ম্মণি ক্ষীণে সতি মরিষ্যন্ত্যেব। তব তু স্বধর্ম্মাদ্বিচ্যুতির্ভাবিনীতি ভাবঃ ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—নন্বাত্মন আভূতসংপ্লবস্থায়িত্বপক্ষে নিত্যত্বপক্ষে চ দৃষ্টাদৃষ্টদুঃখসম্ভবাৎ তদ্ভয়েন শোচামীত্যত আহ জাতস্যেতি দ্বিতীয় শ্লোকেন। হি যস্মাৎ জাতস্য স্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিবশাল্লব্ধশরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধস্য স্থিরস্যাত্মনো ধ্রুব আবশ্যকো মৃত্যুস্তচ্ছরীরাদিবিচ্ছেদঃ, তদারম্ভককর্ম্মক্ষয়নিমিত্তঃ সংযোগস্য বিয়োগাবসানত্বাৎ, তথা ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ প্রাগ্দেহকৃতকর্ম্মফলোপভোগার্থং সানুশয়স্যৈব প্রসূতত্বাম্ন জীবন্মুক্তের্ব্যভিচারঃ। তস্মাদেবমপরিহার্য্যো পরিহর্ত্তুমশক্যোঽস্মিন্ জন্মমরণলক্ষণেঽর্থে বিষয়ে ত্বমেবং বিদ্বান্ ন শোচিতুমর্হসি। তথাচ বক্ষ্যতি "ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে" ইতি, যদি হি ত্বয়া যুদ্ধেনাহন্যমানা এতে জীবেয়ুরেব তদা যুদ্ধায় শোকস্তবোচিতঃ স্যাৎ, এতে তু কর্ম্মক্ষয়াৎ স্বয়মেব ম্রিয়ন্তে ইতি তৎপরিহারাসমর্থস্য তব দৃষ্টদুঃখানমিত্তঃ শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ। এবমদৃষ্টদুঃখনিমিত্তেঽপি শোকে তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ইত্যেবোত্তরম্। যুদ্ধাখ্যং হি কর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য নিয়তং অগ্নিহোত্রাদিবৎ, যচ্চ "যুধ্ সংপ্রহারে" ইত্যস্মাদ্ধাতোর্নিষ্পন্নং শত্রুপ্রাণবিয়োগানুকূলশস্ত্রপ্রহাররূপং বিহিতত্বাদগ্নীষোমীয়াদিহিংসাবন্ন প্রত্যবায়জনকম্। তথাচ গৌতমঃ স্মরতি, "ন দোষো হিংসায়ামাহবেঽন্যত্র ব্যশ্বাসারথ্যনায়ুধকৃতাঞ্জলিপ্রকীর্ণকেশপরাঙ্মুখোপবিষ্টস্থলবৃক্ষারূঢ়দূতগোব্রাহ্মণবাদিভ্যঃ" ইতি। ব্রাহ্মণশব্দগ্রহণঞ্চাত্রাযোদ্ধৃব্রাহ্মণবিষয়ং, গবাদিপ্রায়প্রপাঠাদিতি স্থিতম্। এতচ্চ সর্ব্বং "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যত্র স্পষ্টীকরিষ্যতে। তথাচ যুদ্ধলক্ষণেঽর্থেঽগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতত্বাদপরিহার্য্যে পরিহর্ত্তুমশক্যে তদকরণে প্রত্যবায়প্রসঙ্গাৎ, ত্বমদৃষ্টদুঃখভয়েন শোচিতুং নার্হসীতি পূর্ব্ববৎ। যদি তু যুদ্ধাখ্যং কর্ম্ম কাম্যমেব, "য আহবেষু যুধ্যন্তে ভূম্যর্থমপরাঙ্মুখাঃ। অকূটৈরায়ুধৈর্যান্তি

ত্তে স্বর্গং যোগিনো যথা॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ, "হতো বা প্রাপ্স্যসে স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ। তদাপি প্রারব্ধস্য কাম্যস্যাপি অবশ্যপরিসমাপনীয়ত্বেন নিত্যতুল্যত্বাৎ; ত্বয়া যুদ্ধস্য প্রারব্ধত্বাদপরিহার্য্যত্বং তুল্যমেব। অথবা আত্মনিত্যত্বপক্ষ এব শ্লোকদ্বয়মর্জ্জুনস্য পরমাস্তিকস্য বেদবাহ্যমতাভ্যুপগমাসম্ভবাৎ। অক্ষরযোজনা তু নিত্যশ্চাসৌ দেহেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধবশাৎ জাতশ্চেতি নিত্যজাতস্তং এনমাত্মানং নিত্যমপি সন্তং জাতঞ্চেন্মন্যসে, তথা নিত্যমপি সন্তং মৃতঞ্চেন্মন্যসে তথাপি ত্বং নানুশোচিতুমর্হসীতি প্রতিজ্ঞায় হেতুমাহ জাতস্য হীত্যাদিনা। নিত্যস্য জাতত্বং মৃতত্বঞ্চ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং, স্পষ্টমন্যৎ, ভাষ্যমপ্যস্মিন্ পক্ষে যোজনীয়ম্॥ ২৭॥

নীলকণ্ঠ।—শোচিতুং নার্হসীত্যুক্তং তত্র হেতুমাহ জাতস্যেতি। ধ্রুবোঽপরিহার্য্যঃ মৃত্যুর্ম্মরণম্. অপরিহার্য্যেঽর্থে মরণাখ্যে স্বদুদ্যোগং বিনাপি অবশ্যং ভাবিনি বিষয়ে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি। বক্ষ্যতি চ, "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব" ইতি॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ।—জাতস্যেতি। হি যস্মাৎ তস্য স্বারম্ভককর্ম্মক্ষয়ে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ। মৃতস্য তদ্দেহকৃতেন কর্ম্মণা জন্মাঽপি ধ্রুবমেব। অপরিহার্য্যেঽর্থে ইতি মৃত্যুর্জন্ম চ পরিহর্ত্তুমশক্যমেবেত্যর্থঃ॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—সংসারে যে কেহ একবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, অখণ্ডনীয় নিয়ম-প্রভাবে তাহাকে নিশ্চয়ই কালগ্রাসে পতিত হইতে হইবে, এবং পুনরায় রূপান্তর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতে হইবে। শীঘ্র বা বিলম্বে—অদ্যই হউক বা দশদিন পরেই হউক, জাত জীবমাত্রই মরণ নামক অপ্রতিবিধেয় ধর্ম্মের অধীন হইবে এবং মরণান্তে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করিবে। যে মানব, মৃত্যুর পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত শাসন স্মরণ না করিয়া, প্রতিনিয়ত বিলাসোন্মত্ত ও ভোগসুখাসক্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছে, এবং যে ব্যক্তি অবিরত সাংসারিক অশেষ দুঃখের কঠোর আঘাতে ব্যথিত ও বিধ্বস্ত-হৃদয় হইয়া নিরন্তর শমন-সমাগম কামনা করিতেছে; তাহাদের উভয়কেই যথাকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে। মরণ হইবে না মনে করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে কালপাত কর, বা মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া প্রতিনিয়ত তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাক; যথাকালে মৃত্যু তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। সুরভি-কুসুম-সমাচ্ছন্ন সুখসৌধ, বা ক্লেশ-কণ্টকাকীর্ণ দুঃখকুটীর উভয়ত্রই মৃত্যুর অব্যাহত গতি। কিন্তু মৃত্যুই চরম গতি নহে। কর্ম্মফলানুসারে মরণান্তে আবার নবরূপ ধারণ করিয়া জীবমাত্রকেই ভব-রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে। মোহাচ্ছন্ন জীবগণ, মরণই সমাপ্তি জ্ঞান

করিয়া, ভীতি-বিকলিত হৃদয়ে মরণের কথা স্মরণ করে এবং জীবনকে চিরস্থায়ী করিবার বাসনায় বিবিধ প্রযত্ন-পরতন্ত্র হয়। কিন্তু হায়! জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমভাবে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে পর্য্যায়-ক্রমে পর্য্যটন করিতেছে। ঊষার হৈমময়ী দ্যুতি জগতকে মনোহরালোকে বিভাসিত করে, কিন্তু অচিরকাল মধ্যে তামসী নিশার তিমিরজালে বসুন্ধরা অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়; পুনরায় প্রভাতের বিহঙ্গম-কাকলী সহকারে দিবার আবির্ভাব হইয়া জগৎকে পুলকিত করে। দিবার পর রাত্রি, এবং রাত্রির পর দিবা যেরূপ অব্যাহতভাবে বিশ্ব-রাজ্যে বিচরণ করিতেছে, জন্মের পর মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর জন্মও তদ্রূপ অবিসংবাদিতভাবে পৃথ্বিরাজ্যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব হে শোকবিমুগ্ধ সখে! জন্ম ও মরণ কদাপি শোকজনক নহে। তুমি এই অপ্রতিবিধেয় বিষয়ের নিমিত্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া মূঢ়-জনোচিত ব্যবহার করিতেছ মাত্র *।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন।: উৎপত্তি ও বিনাশ অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু দ্রব্যের অবস্থা বিশেষ মাত্র। দ্রব্যের উৎপত্তি নামক অবস্থা প্রাপ্তির পর, সেই অবস্থায় যে বিরোধী অবস্থা আবির্ভূত হয়, তাহার নাম বিনাশ। মৃদ্দ্রব্যের পিণ্ডত্ব, ঘটত্ব, কপালত্ব, চূর্ণত্ব প্রভৃতি পরিণাম স্থলে পূর্ব্ব অবস্থার অবসানের নাম বিনাশ এবং উত্তর অবস্থা প্রাপ্তির নাম উৎপত্তি। অর্থাৎ ঘট ভগ্ন হইয়া কপালে (খর্পর বা খোলায়) পরিণত হইল; ঘটত্বের বিনাশ হইয়া কপালত্বের উৎপত্তি হইল। পরিণামি পদার্থ মাত্রেরই ইত্যাকার পরিণাম-পরম্পরা অপরিহার্য্য, অতএব সে জন্য শোক করা উচিত নহে।

পূজ্যপাদ শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন। আরব্ধ কর্ম্মক্ষয়ে জাত জীবমাত্রেরই মরণ অবশ্যম্ভাবী। পরিগৃহীত শরীরে যে যেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফলানুসারে তাহার পুনর্জ্জন্মও অবশ্যম্ভাবী।: হে অর্জ্জুন! তুমি বিদ্বান্; জন্ম-মরণ হেতু শোক করা তোমার অযোগ্য।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব গোস্বামীর অভিপ্রায়। আত্মা শরীরের অতিরিক্ত

* ভাষ্যকার পূজ্যপাদ আচার্য্য মহাশয় এই ভাবের একটী সুন্দর শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা; যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্। মোহমুদ্গর। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই ভাব বিবৃত হইয়াছে। যথা; মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে। অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ। ১০।১।৩৮।

এবং নিত্য'। আত্মাতে 'অপূর্ব্ব-শরীর ও ইন্দ্রিয়-যোগের নাম জন্ম এবং পূর্ব্ব শরীর ও ইন্দ্রিয়ের বিয়োগের নাম মৃত্যু। এই উভয় অবস্থাই ধর্ম্মাধর্ম্মের হেতুভূত এবং নিত্য আত্মা তাহার আশ্রয় স্বরূপ। এই জন্যই আত্মার পক্ষে শরীরাদি যোগ-জনিত জন্ম এবং বিয়োগ-জনিত মৃত্যু মুখ্য এবং শরীরের পক্ষে তদুভয় গৌণ। নৈয়ায়িক পণ্ডিতগণ এ স্থলে কৃতহানি এবং অকৃতাভ্যাগম (২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রসঙ্গের উত্থাপন করিয়া আত্মার আশ্রয়ত্ব সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত করেন। সেরূপ স্থলেও আত্মার নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই। তুমি যুদ্ধে বিরত হইলেও, তোমার প্রতিযোগিবর্গ স্ব স্ব আরব্ধ কর্ম্মফলের অবসানে নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইবে। সুতরাং যুদ্ধ না করিলে কেবল অনর্থক তোমার স্বধর্ম্মচ্যুতি সঙ্ঘটিত হইবে মাত্র।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। স্বকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে নিত্য আত্মার শরীরেন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধরূপ জন্ম এবং শরীরাদি বিচ্ছেদরূপ মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। আরব্ধ কর্ম্মক্ষয় নিমিত্ত বিয়োগের অবসানে অর্থাৎ মৃত্যুর পর সংযোগ অর্থাৎ জন্ম হয়। তদ্রূপ পূর্ব্বদেহকৃত কর্ম্মফল ভোগের নিমিত্ত, জন্মও অপরিহার্য্য। তপশ্চর্য্যাদি দ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ করিতে না পারিলে জন্ম ও মৃত্যুর হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। অতএব তোমার ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির এরূপ অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারের নিমিত্ত শোক করা শোভা পায় না। যদি তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে এই যোদ্ধৃবর্গ চিরজীবী হন, তাহা হইলে তোমার কাতরতা অবশ্যই সুসঙ্গত। কর্ম্মক্ষয় হইলে ইঁহারা সকলেই স্বভাবতঃ প্রাণত্যাগ করিবেন, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই; সুতরাং আত্মীয় বিয়োগজনিত দৃষ্টদুঃখ অর্থাৎ উপস্থিত ক্লেশ নিতান্ত অনাবশ্যক এবং পরিণামে কি হইবে ইত্যাকার চিন্তাসম্ভূত যে অদৃষ্ট দুঃখ তাহাও নিতান্ত অমূলক; কারণ তাঁহাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তোমার কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কর্ম্মের ন্যায় যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য করণীয় কর্ম্ম। যুধ্ (সংহার) এই ধাতু নিষ্পন্ন যুদ্ধে শত্রুসংহারের অনুকূল অস্ত্রক্ষেপণ ক্ষত্রিয়ের পক্ষে বিহিত কার্য্য; সুতরাং অগ্নীষোমীয়াদি যজ্ঞে প্রাণিহিংসা যেরূপ প্রত্যবায়জনক নহে, যুদ্ধে শত্রু-হননও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেইরূপ প্রত্যবায়জনক নহে। গৌতম বলিয়াছেন, যুদ্ধে হিংসাজনিত দোষ হয় না, অন্যত্র অশ্ববিহীন, সারথিশূন্য, অস্ত্রহীন, কৃতাঞ্জলি, প্রকীর্ণ-

কেশ, পরাঙ্মুখোপবিষ্ট, বৃক্ষারূঢ়, দূত, গো, ব্রাহ্মণাদি বধে দোষ হয়।" "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি পরবর্ত্তী শ্লোকে এই সকল বিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ-কার্য্য অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় বিহিত, সুতরাং অপরিহার্য্য; কারণ তাহা না করিলে প্রত্যবায় ঘটে। সত্য বটে যুদ্ধ কাম্য-কর্ম্ম-বিশেষ। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, "যে সকল ব্যক্তি ভূমি ও অর্থ কামনায় অস্ত্রশস্ত্রাদি সহকারে অকপট চিত্তে যুদ্ধ করিতে পরাঙ্মুখ না হন, তাঁহারা যোগিগণের ন্যায়, স্বর্গধামে গমন করেন।" শ্রীভগবান্‌ও এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "যুদ্ধে হত হইয়া স্বর্গ লাভ কর, বা জয়ী হইয়া অবনীমণ্ডলের আধিপত্য উপভোগ কর।" (২ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) এই সকল প্রমাণে যুদ্ধ কাম্যকর্ম্মরূপে পরিগণিত হইলেও, প্রারব্ধ কাম্যকর্ম্মও অবশ্য পরিসমাপনীয়। এই যুদ্ধে তুমি পূর্ব্ব হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছ; সুতরাং এই প্রারব্ধ কর্ম্ম পরিসমাপ্ত করিতে তুমি বাধ্য। তুমি পরম ধার্ম্মিক, তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে বেদবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের অপরিপালন অসম্ভব।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থের স্থানান্তরে বলিয়াছেন, "আমার দ্বারা ইহারা পূর্ব্বেই নিহত হইয়াছে" (১১ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক)। সুতরাং মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। তাদৃশ অপরিহার্য্য বিষয়ের নিমিত্ত শোক-মুগ্ধ হওয়া অনুচিত ॥ ২৭ ॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত!
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—ভারত (ভরতকুলজাত অর্জ্জুন) ভূতানি (প্রাণিনঃ) অব্যক্ত-আদীনি (অজ্ঞাতঃ আদিকালো যেষাং) ব্যক্তমধ্যানি (পরিদৃশ্যমানো মধ্যকালো যেষাং) অব্যক্ত-নিধনানি (অজ্ঞাতো মরণাদুত্তরকালো যেষাং) এব তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিদেবনা (দুঃখোচ্ছ্বাসঃ) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন! প্রাণিবর্গের আদিকাল-অজ্ঞাত, মধ্যকাল-জ্ঞাত, মরণোত্তরকালও অজ্ঞাত; তদ্বিষয়ে শোক-বিলাপ কি? ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! বুঝিয়া দেখ, এই জীবগণ জন্মের পূর্ব্বে

অর্থাৎ আদিতে কি ছিল, তাহা কেহই জানে না; জন্মের পর অর্থাৎ মধ্যকালে তাহারা আত্মীয় বন্ধু ইত্যাদি সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়, কিন্তু মরণের পর আবার তাহাদের কি হয়, তাহাও কেহ জানে না; সুতরাং এরূপ বিষয়ের নিমিত্ত শোকের কারণ কি আছে? ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কার্য্যকারণসংঘাতাত্মকান্যপি ভূতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং, যতঃ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তাদীন্যব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধিরাদির্যেষাং ভূতানাং পুত্রমিত্রাদিকার্য্যকারণসংঘাতাত্মকানাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি প্রাগুৎপত্তেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাক্ মরণাৎ ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরব্যক্তমদর্শনং নিধনং মরণং যেষাং তানি অব্যক্তনিধনানি, মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। নাসৌ তব ন তস্য ত্বং বৃথা কা পরিদেবনা" ইতি। তত্র কা পরিদেবনা কো বা প্রলাপঃ, অদৃষ্টদৃষ্টপ্রনষ্টভ্রান্তিভূতেষিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মানমুদ্দিশ্যানুশোকস্য কর্ত্তুমযোগ্যত্বেঽপি ভূতসংঘাতাত্মকানি ভূতান্যুদ্দিশ্য তস্য কর্ত্তব্যত্বমাশঙ্ক্যাহ কার্য্যেতি। সমনন্তরশ্লোকস্তত্র হেতুরিত্যাহ যত ইতি। চাক্ষুষদর্শনমাত্রবৃত্তিং ব্যাবর্ত্তয়তি অনুপলব্ধিরিতি। ন হি যথোক্তসংঘাতরূপাণি ভূতানি পূর্ব্বমুৎপত্তেরুপলভ্যন্তে, তেন তথা ব্যপদেশভাঞ্জি ভবন্তীত্যর্থঃ। কিং তন্মধ্যং যদেষাং ব্যক্তমিষ্যতে তদাহ উৎপন্নানীতি। উৎপত্তেরূর্দ্ধং মরণাচ্চ পূর্ব্বং ব্যবহারিকং সত্ত্বং মধ্যমেষাং ব্যক্তমিতি, তথোচ্যতে জন্মানুসারিত্বং বিলয়স্য যুক্তমিতি মত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ মরণাদিতি। উক্তেঽর্থে পৌরাণিকসম্মতিমাহ তথাচেতি। তত্রেত্যস্যার্থমাহ অদৃষ্টেতি। পূর্ব্বমদৃষ্টানি সন্তি পুনর্দৃষ্টানি তান্যেব পুনর্নষ্টানি তদেবং ভ্রান্তিবিষয়তয়া ঘটীযন্ত্রবৎ চক্রীভূতেষু ভূতেষু শোকনিমিত্তস্য প্রলাপস্য নাবকাশোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—সতো দ্রব্যস্য পূর্ব্বাবস্থাবিরোধ্যবস্থান্তরপ্রাপ্তিদর্শনেন যোঽল্পীয়ান্ শোকঃ সোঽপি মনুষ্যাদিভূতেষু ন সম্ভবতীত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। মনুষ্যাদিভূতানি সন্ত্যেব দ্রব্যাণ্যনুপলব্ধপূর্ব্বাবস্থান্যুপলব্ধমনুষ্যত্বাদিমধ্যমাবস্থানি অনুপলব্ধোত্তরাবস্থানি স্বেষু স্বভাবেষু বর্ত্তন্ত ইতি ন তত্র পরিদেবনানিমিত্তমস্তি ॥ ২৮ ॥

হনুমান্।—কার্য্যকারণধর্ম্মকাণ্যপি এতান্যুদ্দিশ্য শোকো ন যুক্তঃ কর্ত্তুং, যতঃ অব্যক্তমদর্শনমনুপলব্ধির্যেষাং ভূতানাং তান্যব্যক্তাদীনি প্রাগুৎপত্তেঃ, উৎপন্নানি চ প্রাগ্‌বিনাশাৎ ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তান্তরালানি, অব্যক্তনিধনান্যেব পুনরপ্যদর্শনং মরণং যেষাং তান্যব্যক্তনিধনানি, মরণাদূর্দ্ধমব্যক্ততামেব প্রতিপদ্যন্তে ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং "অদর্শনাদিহায়তঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ" ইতি। তত্র কা পরিদেবনা কো বা বিপ্রলাপঃ, দৃষ্টনষ্টভ্রান্তিভূতেষু ভূতেষ্বিত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ দেহাদীনাং স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিকে আত্মনো জন্মমরণে

শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং প্রধানং তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনা স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ, তথা ব্যক্তমভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালং স্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ, প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষ্বিব শোক ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বলদেব।—অথ দেহাত্মপক্ষে আত্মাতিরিক্তদেহপক্ষে চ দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো ন যুক্তস্তদারম্ভকাণাং ভূতমাত্রাণামবিনাশাদিত্যাহ অব্যক্তাদীনীতি। অব্যক্তং নাম-রূপবিরহাৎ সূক্ষ্মং প্রধানমাদি আদিরূপং যেষাং তানি ভূতানি পৃথিব্যাদিভূতময়ানি শরীরাণি, ব্যক্তমধ্যানি ব্যক্তং নামরূপযোগাৎ স্থূলং মধ্যং জন্মবিনাশান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি। অব্যক্তনিধনানি অব্যক্তে তাদৃশি প্রধানে নিধনং নামরূপবিমর্দ্দনলক্ষণো নাশো যেষাং তানি। মৃদাদিকে সদ্রূপে দ্রব্যে কম্বুগ্রীবাদ্যবস্থাযোগো ঘটস্যোৎপত্তিস্তদ্বিরোধিকপালাদ্যবস্থাযোগস্তু তস্য বিনাশঃ কথ্যতে। সদ্দ্রব্যং সর্ব্বদা স্থায়ীতি। এবমেবাহ ভগবান্ পরাশরঃ, "মহী ঘটত্বং ঘটতঃ কপালিকা কাপালিকা চূর্ণরজস্ততোঽণুঃ" ইতি। এবং শরীরাণ্যাদ্যন্তয়োর্নাম-রূপবিয়োগাদব্যক্তিমন্তি, মধ্যে তু তদ্যোগাদ্ব্যক্তিমন্তি। তদারম্ভকাণি ভূতানি তু সর্ব্বদা সন্তীতি তেষু বস্তুতঃ সৎসু বা কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তবিলাপ ইত্যর্থঃ। দেহাত্মনিত্যাত্ম-পক্ষে তু বাসাংসীত্যাদিকং ন বিস্মর্ত্তব্যম্। যদ্বাদ্যন্তয়োরসত্ত্বান্মধ্যেঽপি ভূতান্যসন্ত্যেবাতঃ স্বাপ্নিকরথাশ্বাদিপ্রখ্যানি মৃষাভূতান্যেব, তেন তদ্বিয়োগহেতুকঃ শোকঃ প্রতিবুদ্ধস্য ন দৃষ্ট ইতি দৃষ্টিসৃষ্টিমভ্যুপেত্যাহুস্তন্মন্দম্। তদভ্যুপগমে বৈদিকাসৎকার্য্যবাদাপত্তেঃ। তদেবং মত-দ্বয়েঽপি দেহবিনাশহেতুকঃ শোকো নাস্তীতি সিদ্ধম্ ॥ ২৮ ॥

মধুসূদন।—তদেবং সর্ব্বপ্রকারেণাত্মনোঽশোচ্যত্বমুপপাদিতং, অথেদানীমাত্মনোঽশোচ্যত্বেঽপি ভূতসংঘাতকাত্মকানি শরীরাণ্যুদ্দিশ্য শোচামীত্যর্জ্জুনাশঙ্কামপনুদতি ভগবান্ অব্যক্তাদীনীতি। আদৌ জন্মনঃ প্রাক্ অব্যক্তানি অনুপলব্ধানি ভূতানি পৃথিব্যাদিভূতময়ানি শরীরাণি, মধ্যে জন্মানন্তরং মরণাৎ প্রাক্ ব্যক্তানি উপলব্ধানি সন্তি, নিধনে পুনরব্যক্তান্যেব ভবন্তি। যথা স্বপ্নেন্দ্রজালাদৌ প্রতিভাসমাত্রজীবনানি শুক্তিরূপ্যাদিবৎ নতু জ্ঞানাৎ প্রাগূর্দ্ধং বা স্থিতানি দৃষ্টিসৃষ্ট্যভ্যুপগমাৎ। তথাচ "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" ইতি ন্যায়েন মধ্যেঽপ্যি ন সন্ত্যেবৈতানি "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইতি প্রাগুক্তেশ্চ, এবং সতি তত্র তেষু মিথ্যাভূতেষত্যন্ততুচ্ছেষু ভূতেষু কা পরিদেবনা কো বা দুঃখপ্রলাপঃ ন কোঽপ্যুচিত ইত্যর্থঃ। ন হি স্বপ্নে বহুবিধান্ বন্ধূনুপলভ্য প্রতিবুদ্ধস্তদ্বিচ্ছেদেন শোচতি পৃথগ্জনোঽপি, এতদেবোক্তং পুরাণে, "অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। ভূতসংঘঃ" ইতিশেষঃ। তথাচ শরীরাণ্যপ্যুদ্দিশ্য শোকো নোচিত ইতি ভাবঃ। আকাশাদিমহাভূতাভিপ্রায়েণ বা শ্লোকো যোজ্যঃ। অব্যক্তমব্যাকৃতমবিদ্যোপহিতচৈতন্যমাদিঃ প্রাগবস্থা যেষাং তানি, তথা [illegible] নামরূপাভ্যামেবাবিদ্যকাভ্যাং প্রকটীভূতং ন তু স্বেন পরমার্থসদাত্মনা মধ্যং স্থিত্যবস্থা

যেষাং তাদৃশানি স্থূতান্যাকাশাদীনি, অব্যক্তনিধনান্যেব অব্যক্তে স্বকারণে মৃদীব ঘটাদীনাং নিধনং প্রলয়ো যেষাং, তেষু ভূতেষু কা পরিদেবনোক্ত পূর্ব্ববৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তে" ইত্যাদিরব্যক্তোপাদানত্বাং সর্ব্বস্য প্রপঞ্চস্য দর্শয়তি। লয়স্থানন্তু তস্যার্থসিদ্ধং কারণ এব কার্য্যলয়স্য দর্শনাৎ গ্রন্থান্তরে বিস্তরঃ। তথাচ অজ্ঞানকল্পিতত্বেন তুচ্ছাস্থাকাশাদিভূতান্যপ্যুদ্দিশ্য শোকো নোচিতশ্চেৎ তৎকার্য্যাণ্যুদ্দিশ্য নোচিত ইতি কিমুবক্তব্যমিতি ভাবঃ। অথবা সর্ব্বদা তেষামব্যক্তরূপেণ বিদ্যমানত্বাদিব ছেদাভাবেন তন্নিমিত্তঃ প্রলাপো নোচিত ইত্যর্থঃ। ভারত ইত্যনেন সম্বোধয়ন্ শুদ্ধবংশোদ্ভবত্বেন শাস্ত্রীয়মর্থং প্রতিপত্তুমর্হসি কিমিতি ন প্রতিপদ্যসে ইতি সূচয়তি ॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্ত্বাত্মনোঽশোচ্যত্বং তথাপি ইষ্টদেহবিনাশজঃ শোকো ভবত্যাশঙ্ক্য সকারণস্য দেহাদেৰ্মিথ্যাত্বং সাধয়তি অব্যক্তাদীনীতি। ভূতানি বিয়দাদীনি তদ্বিকার-ভূতানি জরায়ুজাদীনি চ, ন ব্যক্তমব্যক্তমজ্ঞানং তদেব আদির্যেষাং তথাবিধানি, ব্যক্তঃ স্পষ্টঃ মধ্য উৎপত্তিমারভ্য মরণাৎ প্রাগবস্থা যেষাং, অব্যক্তে এব নিধনং লয়ো যেষামিত্যর্থঃ। অয়মর্থঃ রজ্জুরগাদিকারণমজ্ঞানঞ্চ রজ্জুবৎ উরগবচ্চ ব্যক্তমস্তি, পরীক্ষ্যমাণঞ্চ ন দৃষ্টিপথ-মবতরতি অতস্তদব্যক্তং, তত উৎপন্নঃ সর্পস্তত্রৈব লীয়তে ন রজ্জ্বাম্, এবং আত্মনি কল্পিতানাং ভূতানাং আদিরন্তশ্চাব্যক্তমেব, তেন "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" ইতি ন্যায়েন মধ্যে ভাসমানান্যপি তানি রজ্জুরগবৎ অসন্ত্যেব, এবংবিধে তত্র তস্মিন্ বিষয়ে কা পরিদেবনা কো বা বিলাপঃ, ন হি মরুমরীচিকাম্বুদো নষ্ট ইতি কশ্চিৎ তদ্ভাবদ্বাবপ্যতি। অতএব ভূতানাং রজ্জুরগাদীনামিব প্রতীতিসমকালিকীং সৃষ্টিমভিপ্রেত্য কৌষীতকি-ব্রাহ্মণে স্বাপপ্রবোধয়োর্জগল্লয়োদয়ৌ পঠ্যেতে "স যদা স্বপিতি তদৈনং বাব সর্ব্বৈর্নামভিঃ সহাপ্যেতি চক্ষুঃ সর্ব্বৈরূপৈঃ সহাপ্যেতি শ্রোত্রং সর্ব্বৈঃ শব্দৈঃ সহাপ্যেতি মনঃ সর্ব্বৈর্ধ্যানৈঃ সহাপ্যেতি স যদা প্রবুধ্যতে তথৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং বিপ্রতিষ্ঠন্তে প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি, প্রাণাশ্চক্ষুরাদীন্দ্রিয়াণি, দেবাস্তদনুগ্রাহকাঃ সূর্য্যাদয়ঃ। নম্বিহা-মুত্র চ আত্মৈব সর্ব্বভূতানাং লয়োদয়স্থানমিত্যুচ্যতে নাস্তুৎ, তৎকথমেষামব্যক্তং লয়োদয়স্থান-মিত্যুচ্যতে, সত্যমজ্ঞানাশ্রয়ত্বাৎ। ব্রহ্মণি তথাত্বব্যপদেশো ন বস্তুগত্যা, ন হি অপরিণামিনঃ কূটস্থস্য মৃদ্বৎ কার্য্যপ্রবিলয়োদয়স্থানত্বং সম্ভবতি। যথোক্তম্, "অস্য দ্বৈতেন্দ্রজালস্য যদুপাদান-কারণম্। অজ্ঞানং তদুপাশ্রিত্য ব্রহ্ম কারণমুচ্যতে" ইতি ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং জীবপক্ষে "ন জায়তে ন ম্রিয়তে" ইত্যাদিনা দেহপক্ষে চ "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" ইত্যনেন শোকবিষয়ং নিরাকৃত্য ইদানীমুভয়পক্ষেঽপি নিরাকরোতি অব্যক্তেতি। ভূতানি দেবমনুষ্যতির্য্যগাদীনি, অব্যক্তানি ন ব্যক্তং ব্যক্তিরাদৌ জন্মপূর্ব্বকালে যেষাং কিন্তু তদানীমপি লিঙ্গদেহঃ স্থূলদেহশ্চ স্বারম্ভকপৃথিব্যাদিদ্রব্যসত্ত্বাৎ কারণাত্মনা বর্ত্তমানোঽস্পষ্টমাসীদেবেত্যর্থঃ। ব্যক্তং ব্যক্তির্মধ্যে যেষাং তানি, ন ব্যক্তির্নিধনানন্তরং যেষাং

স্তানি, মহাপ্রলয়েঽপি কর্ম্মমাত্রাদীনাং সত্ত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ ভূতানি সন্ত্যেব, তস্মাৎ সর্ব্বভূতান্যাদ্যন্ত যোরব্যক্তানি মধ্যে ব্যক্তানীত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রুতিভিঃ, "স্থিরচরজাতয়ঃ স্যুরজয়োত্থনিমিত্তযুজঃ" ইতি। কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। তথাচোক্তং নারদেন, "যন্মন্যসে, ধ্রুবং লোকমধ্রুবং বা ন চোভয়ম্। সর্ব্বথা হি ন শোচ্যাস্তে স্নেহাদন্যত্র মোহজাৎ ॥" ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—হে বিয়োগাশঙ্কা-ব্যাকুলিত সখে। মানবকুলের মোহের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনুষ্য নারী-বিশেষের প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব বোধ করিতেছে, স্বকীয় জীবন ও মন অকপট চিত্তে তদীয় চরণ-তলে উৎসর্গীকৃত করিতেছে, তাহার সন্তোষ-সাধন ও প্রসাদন জীবনের একান্ত ব্রতস্বরূপে পরিণত করিয়াছে, তাহার সহিত স্বকীয় সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে এবং তদীয় বিরহে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া মর্ম্মাহত ও অবসন্ন হইতেছে। কিন্তু সেই প্রেমান্ধকে একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি, 'এই রমণী জন্মের পূর্ব্বে তোমার কে ছিল, কোথায় ছিল?' এ প্রশ্নের কোন উত্তরই সে দিতে পারিবে না। সেই সুদূর অতীতের সুস্থূল যবনিকা ভেদ করিতে তাহার নরনয়নের সাধ্য নাই। তদ্রূপ মরণোত্তরকালে তাহার সেই লোচনানন্দদায়িনী কোথায় যাইবে, কি হইবে, তাহাও সে জানে না। ভবিষ্যৎ গিরির তমসাচ্ছন্ন গহ্বরে কি ব্যবস্থা নিহিত আছে, তাহাও নির্ণয় করিতে তাহার দুর্ব্বল দৃষ্টির সামর্থ্য নাই। কেবল বর্ত্তমানই আমরা দেখিতে পাই এবং পুত্র, কন্যা, জনক, জননী, মিত্র, কলত্রাদি সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া পরস্পরকে চিরাত্মীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যাহার আদি জানি না, অবসান জানি না, তাহার বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপবৎ অনর্থক। ক্ষণিক সম্বন্ধে আকৃষ্ট, অত্যল্পকাল স্থায়ী প্রেমে বিমুগ্ধ এবং বর্ত্তমান সুখে বিমোহিত হইয়া আমরা চিরদিনের অপরিচিত, অজ্ঞাতপূর্ব্ব এবং অনিশ্চিত-শেষ ব্যক্তিবর্গকে আমার আমার করিয়া মৃতকল্প হই, তাহাদিগকে কণ্ঠহারতুল্য করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি। এতদপেক্ষা ভ্রান্তি ও মূঢ়তা আর কি হইতে পারে?

পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমদ্ধনুমান্ ও শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। শরীরের প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়া আত্মার জন্ম-মরণে শোক প্রকাশ করা অসঙ্গত। কেননা, ভূতসমূহ পুত্রমিত্রাদিরূপ

কার্য্য-কারণ-সূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, তাহাদের আদিকালের বৃত্তান্ত অদর্শন হেতু অনুপলব্ধ থাকে। উৎপত্তির পর মৃত্যু পর্য্যন্ত জন্ম ও মরণের অন্তরাল স্বরূপ মধ্যকাল মাত্র ব্যক্ত। পুনরায় মৃত্যুর পর তাহারা অদর্শন হেতু অনুপলব্ধ হয়। পূজনীয় আচার্য্য মহোদয় এস্থলে মূলের অনুরূপ একটী পৌরাণিক বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার মর্ম্মার্থ যথা; "অদর্শন হইতে আসিয়াছে; পুনরায় অদর্শনে গমন করিয়াছে। সে তোমার নয়, তুমিও তাহার নহ. বৃথা কেন ভাবনা?" সুতরাং যাহা পূর্ব্বে অদৃষ্ট ছিল, পুনরায় দৃষ্ট হইয়াছে, এবং পুনরায় প্রণষ্ট হইবে, এরূপ ভ্রান্তিজনক, ঘটিকা যন্ত্রের ন্যায় অবিরত ঘূর্ণ্যমান প্রাণীর নিমিত্ত শোকের কোনই কারণ নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য লিখিয়াছেন। দ্রব্যের পূর্ব্বাবস্থা বিগত হইলে অবস্থান্তর উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে যদিবা সামান্য শোক সম্প্রাপ্ত হয়, তথাপি মনুষ্যাদি ভূতের নিমিত্ত তাদৃশ শোক কখনও সম্ভব নহে। কারণ ভৌতিক পদার্থের সম্মিলনে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থা বিগত হইয়া মনুষ্যত্বাদি মধ্যমাবস্থা সমুপস্থিত হয় এবং উত্তরকালেও উক্ত পদার্থপুঞ্জ স্ব স্ব ভাবে বর্ত্তমান থাকে। সুতরাং ইহাতে শোকের কারণ কিছুই নাই।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন। সর্ব্বপ্রকারে আত্মার অশোচ্যত্ব প্রতিপাদিত করা হইল; কিন্তু আত্মা শোক-বিষয়ীভূত না হইলেও, ভূতসমষ্টিস্বরূপ শরীরের নিমিত্ত অর্জ্জুন যদি শোকমুগ্ধ হন, এই আশঙ্কায় শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত রূপ যুক্তিপরম্পরা অবতারিত করিতেছেন। পৃথিব্যাদি ভূতময় শরীর অনুপলব্ধ থাকে. জন্মের পর মরণ পর্য্যন্ত তাহার উপলব্ধি হয়, মরণান্তে পুনরায় অনুপলব্ধিই হইয়া থাকে। যেমন স্বপ্নকালে ও ইন্দ্রজালাদি ব্যাপারে শুক্তিতে রৌপ্য-বিভ্রমের ন্যায় নানা ব্যাপারের প্রতিভাস উপস্থিত হয়, শরীরের ব্যাপারও তদ্রূপ। ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, যাহা আদিতে নাই, অন্তেও নাই, তাহা মধ্যেও থাকিতে পারে না। ভগবদুক্ত "নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইত্যাদি প্রাগুক্ত শ্লোকে (২য় অঃ ১৬ শ্লোক) এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং অতি তুচ্ছ মিথ্যাভূত ভূত দেহের নিমিত্ত কেনই বা পরিদেবনা, কেনই বা দুঃখ-প্রলাপ? আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত এই শ্লোকের লক্ষিত, এরূপ মনে করিলেও কোন অসঙ্গতি

করিলেও কোন অসঙ্গতি ঘটে না। যথা; যাহাদের প্রাগবস্থা অব্যক্ত, অব্যাকৃত, অবিদ্যা কর্ত্তৃক উপহিত-চৈতন্য ছিল, তদনন্তর নাম ও রূপ প্রাপ্ত হইয়া যাহারা প্রকটীভূত হইল; এবং পরিণামেও মৃদ্ঘটাদির ন্যায় অব্যক্তভাবে পর্য্যবসিত হইবে, তাদৃশ ভূতের নিমিত্ত পরিদেবনা কি? শ্রুতিও* এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং অজ্ঞান-কল্পিত তুচ্ছ আকাশাদি ভূতের নিমিত্ত শোক অনুচিত। "ভারত" এই সম্বোধন পদ-দ্বারা অর্জ্জুনের শুদ্ধ বংশোদ্ভবত্ব সূচিত হইতেছে। এইরূপ বিশুদ্ধ ও সুপণ্ডিতের বংশে যাঁহার জন্ম, তিনি অবশ্যই শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রণিধান করিতে সম্পূর্ণরূপ সক্ষম। তথাপি কেন অর্জ্জুন! যুদ্ধরূপ শাস্ত্রসঙ্গত কর্ম্ম পালনে ইতস্ততঃ করিতেছ? ॥ ২৮ ॥

——•:):•:(:•——

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—কশ্চিৎ এনং (আত্মানং) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়াবহং) পশ্যতি তথৈব চ অন্যঃ আশ্চর্য্যবৎ বদতি অন্যঃ চ এনং আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি কশ্চিৎ চ শ্রুত্বা অপি এনং ন বেদ (জানাতি) এব ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—কেহ ইহাঁকে বিস্ময়জনকভাবে দেখেন এবং সেইরূপ অন্যেও বিস্ময়জনকভাবে বলেন এবং অন্য ইহাঁকে বিস্ময়জনকভাবে শুনেন এবং কেহ শুনিয়াও ইহাঁকে জানেনও না ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—আত্মতত্ত্ব এতই দুর্জ্ঞেয় যে কেহই সহজে ইহার যথার্থ স্বরূপ প্রণিধান করিতে পারে না। বিবিধ বিধানে উপদেশ লাভ করিয়াও কেহ কেহ ইহাঁকে বিস্মিতভাবে দর্শন করেন; কেহবা সবিস্ময়ে ইহাঁর কথা আলোচনা করেন; কেহবা অত্যদ্ভুত জ্ঞানে

ইহাঁর কথা শ্রবণ করেন এবং কেহবা নানারূপে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করিয়াও ইহাকে ধারণা করিতে পারেন না ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়ং প্রকৃতাত্মা কিং ত্বামেবৈকং উপালভেৎ সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে, কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেত্যত আহ আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যং অদৃষ্টপূর্ব্বমদ্ভুতমকস্মাদ্দৃশ্যমানং তেন তুল্যমাশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমিবৈনমাত্মানং পশ্যতি, কশ্চিৎ, আশ্চর্য্যবদেনং বদতি তথৈব চান্যঃ, আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বা দৃষ্ট্বোক্ত্বাপ্যাত্মানং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ। অথবা যোঽয়ং আত্মানং পশ্যতি স আশ্চর্য্যতুল্যঃ, যো বদতি যশ্চ শৃণোতি সোঽনেকসহস্রেষু কশ্চিদেব ভবতি, অতঃ দুর্ব্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—অর্জ্জুনং প্রত্যুপালম্ভং দর্শয়িত্বা প্রকৃতস্যাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ তং প্রত্যুপালম্ভো ন সম্ভবতীতি মন্বানঃ সন্নাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয় ইতি। তথা চাত্মাজ্ঞাননিমিত্তবিপ্রলম্ভস্য সাধারণত্বাদসাধারণোপালম্ভস্য নিরবকাশতেত্যাহ কিং ত্বামেবেতি। অহম্প্রত্যয়বেদ্যত্বাদাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বমসিদ্ধমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বিশিষ্টস্যাত্মনোঽহং প্রত্যয়স্য দৃষ্টত্বেঽপি কেবলস্য তদভাবাদস্তি দুর্ব্বিজ্ঞেয়তেতি শ্লোকমবতারয়তি আহেতি। আশ্চর্য্যবদিতি আদ্যেন পাদেনাত্মবিষয়দর্শনস্য দুর্লভত্বং দর্শয়তা দ্রষ্টুর্দৌর্লভ্যমুচ্যতে, দ্বিতীয়েন চ তদ্বিষয়বদনস্য দুর্লভত্বোক্ত্যেস্তদুপদেষ্টুস্তথাত্বং কথ্যতে, তৃতীয়েন তদীয়শ্রবণস্য দুর্লভত্বদ্বারা শ্রোতুর্ব্বিরলতা বিবক্ষিতা, শ্রবণদর্শনোক্তীনাং ভাবেঽপি তদ্বিষয়সাক্ষাৎকারস্যাত্যন্তায়াসলভ্যত্বং, চতুর্থেনাভিমতমিতি বিভাগঃ, আত্মগোচরদর্শনাদিদুর্লভত্বদ্বারা দুর্ব্বোধত্বমাত্মনঃ সাধয়তি আশ্চর্য্যবদিতি। সংপ্রত্যাত্মনি দ্রষ্টুর্ব্বক্তুঃ শ্রোতুঃ সাক্ষাৎকর্ত্তুশ্চ দুর্লভত্বাভিধানেন তদীয়ং দুর্ব্বোধত্বং কথয়তি অথবেতি। ব্যাখ্যানদ্বয়েঽপি ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—এবং শরীরাত্মবাদেঽপি নাস্তি শোকনিমিত্তমিত্যুক্ত্বা শরীরাতিরিক্তে আশ্চর্য্যস্বরূপে আত্মনি দ্রষ্টা বক্তা শ্রোতা শ্রাবয়িতা আত্মনশ্চ যঃ স দুর্লভ ইত্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি। এবমুক্তস্বভাবং স্বেতরসমস্তবস্তু বিসদৃশজাতীয়তয়া যথাবদবস্থিতমনন্তেষু জন্তুষু মহতা তপসা ক্ষীণপাপ উপচিতপুণ্যস্তথাবিধঃ কশ্চিৎ পশ্যতি, তথাবিধঃ কশ্চিৎ পরস্মৈ বদতি। এনং কশ্চিদেব শৃণোতি। শ্রুত্বাপ্যেনং যথাবদবস্থিতং তত্ত্বতো বচনং তত্ত্বতঃ শ্রবণং দুর্লভমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২৯ ॥

হনুমান।—দুর্ব্বোধোঽয়ং প্রকৃত আত্মা কিং ত্বামেবৈকমুপালভে সাধারণে ভ্রান্তিনিমিত্তে। কথং দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মেতি তত্রাহ আশ্চর্য্যবদিতি। আশ্চর্য্যবদাশ্চর্য্যমদ্ভুতং (স্বার্থে বতিপ্রত্যয়ঃ) আশ্চর্য্যমেব আশ্চর্য্যবদদৃষ্টমননুভূতমকস্মাদ্দৃশ্যমানমাশ্চর্য্যমেনমাত্মানং কশ্চিৎ পশ্যতীত্যাশ্চর্য্যং তথৈব এনমাত্মানমন্যঃ কশ্চিদ্বদতীত্যেতদাশ্চর্য্যম্। শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা উক্ত্বাপ্যেনং নচ বেদেত্যাশ্চর্য্যং, অতঃ দুর্ব্বোধ আত্মেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি, আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশয়েনাত্মনো দুর্জ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিতি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যন্নাশ্চর্য্যবৎ

পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথাশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি, শৃণোতি চান্যঃ, কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ, চশব্দাদুক্ত্বাপি দৃষ্ট্বাপি ন সম্যগ্বেদেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—নমু সর্ব্বজ্ঞেন ত্বয়া বহুপদিশ্যমানোঽপ্যহং শোকনিবারকমাত্মযাথাত্ম্যং ন বুধ্যে কিমেতদিতি চেৎ তত্রাহ আশ্চর্য্যবদিতি। বিজ্ঞানানন্দোভয়স্বরূপত্বেঽপি তদ্ভেদা-প্রতিযোগিনং বিজ্ঞানস্বরূপত্বেঽপি বিজ্ঞাতৃতয়া সন্তং পরমাণুত্বেঽপি ব্যাপ্তবৃহৎকায়ং নানা কায়সম্বন্ধেঽপি তত্তদ্বিকারৈরস্পৃষ্টমেবমাদিবহুবিরুদ্ধধর্ম্মতয়াশ্চর্য্যবদদ্ভুতসাদৃশ্যেন স্থিতমেনং মদুপ-দিষ্টং জীবং কশ্চিদেব স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেন সত্যতপোজপাদিনা চ বিমৃষ্টহৃদ্ গুরুপ্রসাদলব্ধতাদৃশজ্ঞানঃ পশ্যতি যাথাত্ম্যেনানুভবতি। (আশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা কর্ত্তৃবিশেষণং বেতি ব্যাখ্যাতারঃ)। কশ্চিদেনং যৎ পশ্যতি তদাশ্চর্য্যবৎ। যঃ কশ্চিৎ পশ্যতি সোঽপ্যাশ্চর্য্য-বদিত্যর্থঃ। এবমগ্রেঽপি। শ্রুত্বাপ্যেনমিতি। কশ্চিৎ সম্যগ্ বৃষ্টহৃদিত্যর্থঃ। তথাচ দুরধিগমং জীবাত্মযাথাত্ম্যম্। শ্রুতিরপ্যেবমাহ, "শ্রবণয়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদুঃ। আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" ইতি ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—নমু বিদ্বাংসোঽপি বহবঃ শোচন্তু, তৎ কিং মামেব পুনঃ পুনরেবমুপা-লভসে? অন্যচ্চ "বক্তুরেব হি তজ্জাড্যং শ্রোতা যত্র ন বুধ্যতে" ইতি ন্যায়াৎ ত্বদ্বচনার্থাপ্রতি-পত্তিরপি মম ন দোষঃ। তত্রান্যেষামপি তদেবাত্মাপরিজ্ঞানাদেব শোকঃ আত্মপ্রতিপাদক-শাস্ত্রার্থাপ্রতিপত্তিশ্চ তবাপ্যন্যেষামিব স্বাশয়দোষাদিতি নোক্তদোষদ্বয়মিত্যভিপ্রেত্যাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ আশ্চর্য্যবদিতি। এনং প্রকৃতং দেহিনং আশ্চর্য্যেণাদ্ভুতেন তুল্যতয়া বর্ত্তমানম্ আবিদ্যকনানাবিধবিরুদ্ধধর্ম্মবত্তয়া সন্তমপ্যসন্তমিব, স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপমপি জড়মিব, আনন্দ-ঘনমপি দুঃখিনমিব, নির্ব্বিকারমপি সবিকারমিব, নিত্যমপ্যনিত্যমিব, প্রকাশমানমপ্যপ্রকাশ-মানমিব, ব্রহ্মাভিন্নমপি তদ্ভিন্নমিব, মুক্তমপি বদ্ধমিব, অদ্বিতীয়মপি সদ্বিতীয়মিব, অসম্ভাবিত-বিচিত্রানেকাকারপ্রতীতিবিষয়ং পশ্যন্ত শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং আবিদ্যকসর্ব্বদ্বৈতনিষেধেন পরমাত্মস্বরূপমাত্রাকারায়াং বেদান্তমহাবাক্যজন্যায়াং সর্ব্বসুকৃতফলভূতায়ামন্তঃকরণবৃত্তৌ প্রতি-ফলিতং সমাধিপরিপাকেণ সাক্ষাৎকরোতি কশ্চিৎ শমদমাদিসাধনসম্পন্নচরমশরীরঃ কশ্চিদেব, নতু সর্ব্বঃ, তথা কশ্চিদেনং যৎ পশ্যতি তৎ (আশ্চর্য্যবদিতিক্রিয়াবিশেষণম্) আত্মদর্শন-মপ্যাশ্চর্য্যবদেব, যৎ স্বরূপতো মিথ্যাভূতমপি সত্যস্য ব্যঞ্জকং আবিদ্যকমপ্যবিদ্যায়া বিঘাত-কমবিদ্যামুপঘ্নং তৎকার্য্যতয়া স্বাত্মানমপ্যুপহন্তীতি, তথা যঃ কশ্চিদেনং পশ্যতি স আশ্চর্য্যবদিতি, কর্ত্তৃবিশেষণম্, যতোঽসৌ নিবৃত্তাবিদ্যাতৎকার্য্যোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ তদ্বানিব ব্যবহরতি সর্ব্বদা সমাধিনিষ্ঠোঽপি ব্যুত্তিষ্ঠতি, ব্যুত্থিতোঽপি সমাধিমনুভবতীতি প্রারব্ধকর্ম্মবৈচিত্র্যাদ্বিচিত্রচরিত্রঃ প্রাপ্তদুষ্প্রাপজ্ঞানত্বাৎ সকললোকস্পৃহনীয়োঽত আশ্চর্য্যমেব ভবতি, তদেতত্ত্রয়মাশ্চর্য্যমাত্মা তজ্জ্ঞানং তজ্জ্ঞাতা চেতি পরমদুর্ব্বিজ্ঞেয়মাত্মানং যৎ

কথমনায়াসেন জানীয়াঃ ? ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবমুপদেষ্টুরভাবাদপ্যাত্মা দুর্বিজ্ঞেয়ঃ, যো হ্যাত্মানং জানাতি স এব তমন্যস্মৈ প্রব্রুবন্ ব্রূয়াৎ অজ্ঞস্যোপদেষ্টৃত্বাসম্ভবাৎ, জানংস্তু সমাহিতচিত্তঃ প্রায়েণ কথং ব্রবীতু ? ব্যুত্থিতচিত্তোঽপি পরেণ জ্ঞাতুমশক্যঃ, যথাকথঞ্চিৎ জ্ঞাতোঽপি লাভপূজাখ্যাত্যাদিপ্রয়োজনানপেক্ষত্বান্ন ব্রবীত্যেব, কথঞ্চিৎ কারুণ্যমাত্রেণ ব্রুবংস্তু পরমেশ্বরবদত্যন্তদুর্লভ এবেত্যাহ আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈব চান্য ইতি। যথা জানাতি, তথৈব বদতি এনমিত্যনুকর্ষণার্থশ্চকারঃ, স চান্যঃ সর্ব্বজনবিলক্ষণঃ, ন তু যঃ পশ্যতি ততোঽন্য ইতি ব্যাঘাতাৎ, অত্রাপি কর্ম্মণি ক্রিয়ায়াং কর্ত্তরি চাশ্চর্য্যবদিতি যোজ্যম্। তত্র কর্ম্মণঃ কর্ত্তুশ্চ প্রাগাশ্চর্য্যত্বং ব্যাখ্যাতং, ক্রিয়ায়াস্তু ব্যাখ্যায়তে, সর্ব্বশব্দাবাচ্যস্য শুদ্ধস্যাত্মনো যদ্বচনং তদাশ্চর্য্যবৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইতি কেনাপি শব্দেনাবাচ্যস্য শুদ্ধস্যাত্মনো বিশিষ্টশক্তেন পদেন জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া কল্পিতসম্বন্ধেন লক্ষ্যতাবচ্ছেদকমন্তরেণৈব প্রতিপাদনং, তদপি নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপমত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। অথবা বিনা শক্তিং বিনা লক্ষণাং বিনা সম্বন্ধান্তরং সুষুপ্তোত্থাপকবাক্যবৎ তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেন যদাত্মতত্ত্বপ্রতিপাদনং তদাশ্চর্য্যবৎ শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাৎ। ন চ বিনা সম্বন্ধং বোধনেতি প্রসঙ্গঃ, লক্ষণাপক্ষেঽপি তুল্যত্বাৎ শক্যসম্বন্ধস্যানেকসাধারণত্বাৎ তাৎপর্য্যবিশেষান্নিয়ম ইতি চেৎ, তস্যাপি সর্ব্বান্ প্রত্যবিশেষাৎ। কশ্চিদেব তাৎপর্য্যবিশেষমবধারয়তি ন সর্ব্ব ইতি চেৎ হন্ত তর্হি পুরুষগত এব কশ্চিদ্বিশেষো নির্দ্দোষত্বরূপো নিয়ামকঃ, সচাস্মিন্ পক্ষেঽপি ন দণ্ডবারিতঃ। তথাচ যাদৃশস্য শুদ্ধান্তঃকরণস্য তাৎপর্য্যানুসন্ধানপুরঃসরং লক্ষণয়া বাক্যার্থাবোধো ভবান্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তাদৃশস্যৈব কেবলঃ শব্দবিশেষো, অখণ্ডসাক্ষাৎকারং বিনাপি সম্বন্ধেন জনয়তীতি কিমনুপপন্নম্। এতস্মিন্ পক্ষে শব্দবৃত্ত্যবিষয়ত্বাৎ, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" ইতি সুতরামুপপন্নম্। অয়ঞ্চ ভগবদভিপ্রায়ো বার্ত্তিককারৈঃ প্রপঞ্চিতঃ। "দুর্ব্বলত্বাদবিদ্যায়া আত্মত্বাদ্বোধরূপিণঃ। শব্দশক্তেরচিন্ত্যত্বাদ্বিদ্মস্তন্মোহহানতঃ॥ অগৃহীত্বৈব সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়য়োঃ। হিত্বা নিদ্রাং প্রবুধ্যন্তে সুষুপ্তে বোধিতাঃ পরৈঃ॥ জাগ্রদ্বন্ন যতঃ শব্দং সুষুপ্তে বেত্তি কশ্চন। ধ্বস্তেঽতোঽজ্ঞানতোঽজ্ঞানে ব্রহ্মাস্মীতি ভবেৎ ফলম্॥ অবিদ্যাঘাতিনঃ শব্দাদ্যাহংব্রহ্মেতি ধীর্ভবেৎ। নশ্যত্যবিদ্যয়া সার্দ্ধং হত্বা রোগমিবৌষধম্॥" ইত্যাদিনা গ্রন্থেন তদেবং বচনবিষয়স্য বক্তুর্ব্বচনক্রিয়ায়াশ্চাত্যাশ্চর্য্যরূপত্বাদাত্মনো দুর্ব্বিজ্ঞানত্বমুক্ত্বা শ্রোতুর্দুর্ল্লভত্বাদপি তদাহ আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি। শ্রুত্বাপ্যেনং বেদেতি অন্যো দ্রষ্টুর্ব্বক্তুশ্চ মুক্তাদ্বিলক্ষণো মুমুক্ষুর্ব্বক্তারং ব্রহ্মবিদং বিধিবদুপসৃত্য এনং শৃণোতি শ্রবণাখ্যবিচারবিষয়ীকরোতি বেদান্তবাক্যতাৎপর্য্যনিশ্চয়েনাবধারয়তীতি যাবৎ। শ্রুত্বাচৈনং মনননিদিধ্যাসনপরিপাকাদ্বেদাপি সাক্ষাৎকরোত্যপি আশ্চর্য্যবৎ তথাচাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনমিতি ব্যাখ্যাতম্। তত্রাপি কর্ত্তুরাশ্চর্য্যরূপত্বমনেকজন্মানুষ্ঠিতসুকৃতক্ষালিতমনোমলতয়াতিদুর্ল্লভত্বাৎ। তথাচ বক্ষ্যতি, "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইতিঃ॥ "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ, শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ, আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা

কুশলানুশিষ্টঃ" ইতি শ্রুতেশ্চ এবং শ্রবণশ্রোতব্যয়োরাশ্চর্য্যত্বং প্রাগ্ব্যাখ্যেয়ম্। নমু যঃ শ্রবণমননাদিকং করোতি স আত্মানং বেদেতি কিমাশ্চর্য্যমত আহ নচৈব কশ্চিদিতি। চকারঃ ক্রিয়াকর্ম্মপদয়োরনুসঙ্গার্থঃ, কশ্চিদেনং নৈব বেদ শ্রবণাদিকং কুর্ব্বন্নপি, তদকুর্ব্বংস্তু ন বেদেতি কিমু বক্তব্যং, ঐহিকমপ্যপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধেন তদ্দর্শনাদিতি ন্যায়াৎ। উক্তঞ্চ বার্ত্তিককারৈঃ "কুতস্তজ্জ্ঞানমিতি চেৎ তদ্ধি বন্ধপরিক্ষয়াৎ। অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ত্ততেঽথবে"তি শ্রবণাদি কুর্ব্বতামপি প্রতিবন্ধপরিক্ষয়াদেব জ্ঞানং জায়তে, অন্যথা তু ন, সচ প্রতিবন্ধপরিক্ষয়ঃ কস্যচিদ্ভূত এব, যথা হিরণ্যগর্ভস্য কস্যচিৎ ভাবী যথা বামদেবস্য কস্যচিদ্বর্ত্ততে যথা শ্বেতকেতোঃ। তথাচ প্রতিবন্ধক্ষয়স্যাতিদুর্লভত্বাৎ "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ" ইতি স্মৃতেশ্চ, দুর্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মেতি নিগলিতোঽর্থঃ। যদি তু শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ নচৈব কশ্চিদিত্যেব ব্যাখ্যায়েত তদা "আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" ইতিশ্রুত্যেকবাক্যতা ন স্যাৎ "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইতি ভগবদ্বচনবিরোধশ্চেতি বিবক্ষিতবিশেষঃ কর্ত্তব্যঃ। অথবা নচৈব কশ্চিদিত্যস্য সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ কশ্চিদেনং ন পশ্যতি ন বদতি ন শৃণোতি শ্রুত্বাপি ন বেদেতি পঞ্চ প্রকারা উক্তাঃ। কশ্চিৎ পশ্যতি ন বদতি, কশ্চিৎ পশ্যতি চ বদতি চ, কশ্চিৎ তদ্বচনং শৃণোতি চ তদর্থং জানাতি চ, কশ্চিৎ শ্রুত্বাপি ন জানাতি, কশ্চিত্তু সর্ব্বথাঽভূত ইতি। অবিদ্বৎপক্ষে তু অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভিভূতত্বাদাশ্চর্য্যতুল্যত্বং দর্শনবদনশ্রবণেষ্বিতি নিগদব্যাখ্যাতঃ শ্লোকঃ। চতুর্থপাদে তু দৃষ্ট্বোক্ত্বা শ্রুত্বাপীতি যোজনা ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু বজ্রপঞ্জরতুল্যস্য সর্ব্বপ্রমাণসিদ্ধস্য বিয়দাদিপ্রপঞ্চস্য কথং রজ্জুরগাদিবদজ্ঞানপ্রভবত্বেনাত্যন্ততুচ্ছত্বমুচ্যতে কথং বা কর্ম্মজ্ঞানকাণ্ডাপেক্ষিতমাত্মনো যজ্ঞাদিকর্ত্তৃত্বং শ্রবণাদিকর্ত্তৃত্বঞ্চাপহ্নূয়তে ইত্যাশঙ্ক্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি। কশ্চিৎ জ্ঞাতাত্মতত্ত্বঃ এনং, অতীতানন্তরশ্লোকোক্তং ভূতগ্রামং আশ্চর্য্যবৎ আশ্চর্য্যং অদ্ভুতং স্বপ্নমায়েন্দ্রজালাদিকং তেন তুল্যং আশ্চর্য্যবৎ তথাভূতং পশ্যতি, তথা কশ্চিদেনং আশ্চর্য্যবৎ বদতি, সত্ত্বেন অসত্ত্বেন বা নিরূপয়িতুমশক্যমপি অনির্ব্বচনীয়েনৈব লোকপ্রসিদ্ধেন রূপেণোপপাদয়তি। তথাহি, রজ্জুরগবৎ প্রপঞ্চঃ সংশ্চেৎ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইতি শ্রুত্যা ন বাধ্যেত, অসংশ্চেন্ন প্রতীয়েত, তস্মাদনির্ব্বচনীয়োঽয়মিতি, তদিদং, সর্ব্বব্যবহারাস্পদত্বেঽপি প্রপঞ্চস্য মিথ্যাত্বোপপাদনমত্যাশ্চর্য্যমিত্যর্থঃ। তথা এনং প্রপঞ্চং অন্য আশ্চর্য্যবৎ শৃণোতি, ইমে লোকা ইমে দেবা ইমে বেদা ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মেতি প্রত্যক্ষেণ অনাত্মত্বেনা উপলভ্যমানস্যাপি প্রপঞ্চস্য যৎ প্রত্যগভিন্নত্বেন শ্রবণং তদত্যন্তম্ আশ্চর্য্যম্, নহীয়ং শ্রুতিঃ যজমানঃ প্রস্তর ইত্যাদিবদুপচরিতার্থা, প্রপঞ্চস্যাত্মনঃ পৃথক্ত্বে আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন, মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতং ভবতীত্যেকবিজ্ঞানাৎ সর্ব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞোপরোধাপত্তেঃ। ন চ প্রতিজ্ঞাপ্যৌপচারিকী প্রদেশান্তরে স্থিতস্য যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদিতি দৃষ্টান্তস্যোপরোধাপত্তেঃ, তস্মাৎ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তনিগমনানামেকবাক্যত্বাৎ ন প্রপঞ্চাত্মাত্মত্বম্. তচ্চ ভেদগ্রাহিপ্রত্যক্ষবিরোধাদাশ্চর্য্য-

মিব শৃণোতি, তথা কশ্চিদেনং প্রপঞ্চং, প্রত্যগনন্যত্বেন শ্রুত্বা অপিশব্দাৎ উক্ত্বা স্বপ্নাদি-দৃষ্টান্তৈরুপপাদ্য দৃষ্ট্বা ধ্যানেন চ সাক্ষাৎ কৃত্বা অপি তত্ত্বতো ন বেদ ন জানাতি। তথাহি প্রাপ্যাপি প্রজ্ঞা তীব্রবিক্ষেপবতঃ পরিক্ষীয়তে ইতি বক্ষ্যতি, তস্মাদাত্মৈক্যাৎ সম্ভবত্যেব প্রপঞ্চস্য রজ্জুরগাদিতুল্যত্বেন তুচ্ছত্বম্। যদ্বা এনং আত্মানং কর্তৃত্বভোক্তৃত্বদুঃখিত্বানিত্যত্ব-জড়ত্বসাঙ্গত্বপরিচ্ছিন্নত্বাদিধর্মবত্ত্বয়া প্রসিদ্ধমপি তত্ত্বমসীত্যাগমোত্থয়া ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্ত্যা ব্রহ্মবিদ্যাখ্যয়া অকর্তারমভোক্তারমানন্দঘনং সত্যচিদ্রূপমসঙ্গমনন্তমপরোক্ষীকরোতীতি মহদাশ্চর্য্যম্, যতঃ পশ্যতি তদাশ্চর্য্যবদিতি ক্রিয়াবিশেষণং বা, আবিদ্যকমপি দর্শনমবিদ্যা-স্বাত্মানঞ্চ কতকরজোবন্নিবর্তয়তীতি, যদ্বা যঃ পশ্যতি স আশ্চর্য্যবদিতি কর্তৃবিশেষণম্, যত এক এব বিদ্বান্ সমাধিব্যুত্থানয়োঃ পরস্পরবিরুদ্ধমাত্মনো ব্রহ্মভাবং জীবভাবঞ্চ যাবদারব্ধ-ক্ষয়মনুভবতীতি তথা বাঙ্মনসাতীতমপ্যাত্মানং যদ্বাচা বদতি তদপ্যাশ্চর্য্যম্, অগৃহীতসঙ্গতিকেনাপি শব্দেন যথা সুপ্তঃ প্রবোধ্যতে তদ্বৎ। যথোক্তং বার্ত্তিকে, "অগৃহীত্বৈব সম্বন্ধমভিধানাভিধেয়য়োঃ। হিত্বা নিদ্রাং প্রবুধ্যন্তে সুষুপ্তে বোধিতাঃ পরৈঃ ॥ জাগ্রদ্বন্ন যতঃ শব্দং সুষুপ্তে বেত্তি কশ্চন। ধ্বস্তেঽতো জ্ঞানতোঽজ্ঞানে ব্রহ্মাস্মীতি ভবেৎ ফলম্ ॥ অবিদ্যাঘাতিনঃ শব্দাৎ যাঽহংব্রহ্মেতি ধীর্ভবেৎ। নশ্যত্যবিদ্যয়া সার্দ্ধং হত্বা রোগমিবৌষধম্ ॥" ইতি। তথা যঃ শৃণোতি সোঽপি আশ্চর্য্যবৎ, অতিদুর্লভ ইত্যর্থঃ। "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ" ইতি শ্রুতির্দ্বিতীয়পাদার্থং সংগৃহ্লাতি। শ্রুত্বাপ্যেনমিতি "আশ্চর্য্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলেনানুশিষ্টঃ" ইতি উত্তরার্দ্ধস্থ শ্লোকপূর্ব্বার্দ্ধেন সংগৃহীত ইতি জ্ঞেয়ম্। দুর্ব্বিজ্ঞেয়োঽয়মাত্মা অতস্ত্বং তজ্জ্ঞানার্থং যতস্বেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু কিমিদং আশ্চর্য্যং ব্রূষে। কিঞ্চৈতদপ্যাশ্চর্য্যং যদেবং প্রবোধ্য-মানস্যাপ্যবিবেকো নাপযাতি ইতি তত্র সত্যমেবমেবেত্যাহ আশ্চর্য্যবদিতি। এনং আত্মানং দেহঞ্চ তদুভয়রূপং সর্ব্বলোকং ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! কেবল যে তুমিই দুরবগম্য রহস্যপূর্ণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা ও উপদেশ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, আত্মার যথার্থ ভাব সম্যগ্রূপে প্রণিধান করিতে অক্ষম হইতেছ এবং মদীয় বাক্যাবলী নিরতিশয় অসম্ভব জ্ঞান করিয়া বিস্ময়-স্তিমিত-নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ, এরূপ নহে। এই আত্মতত্ত্ব এরূপ রহস্যজালে বিজড়িত, যে কেহই তাহার মর্ম্ম সহসা ধারণা করিতে সক্ষম হন না। গুরূপদেশে যাঁহার হৃদয়-কন্দরস্থ অন্ধকার রাশি বিগত হইয়াছে, এবং আত্ম-দর্শনরূপ অপরিসীম সৌভাগ্য সংঘটিত হইয়াছে, তিনিও বিস্ময়-পরিপ্লুত ভাবে আত্মাকে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনারূপ প্রসঙ্গে

নিমগ্ন থাকেন,তিনিও ইহাঁকে অদ্ভুতের একশেষ বলিয়া বর্ণনার উপসংহার করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ববিষয়ক অসম্ভববৎ বৃত্তান্ত সমূহ আকর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হন, তিনিও সকলই অলৌকিক কথা মনে করিয়া অভিভূত হন এবং কোনমতেই ইহাঁকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অবসন্ন হৃদয়ে নিবৃত্ত হন। ফলতঃ এতদপেক্ষা অত্যদ্ভুত তত্ত্ব আর কিছুই দেখা যায় না। যিনি সংসারের সর্ব্ব বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, যিনি স্থাবর ও জঙ্গমাদি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থে বিনিবিষ্ট রহিয়াছেন, যিনি আমাদের অন্তরে ও বাহ্যে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং যাঁহার অপ্রতিহত প্রভাব-পরতন্ত্র হইয়া বিশ্বব্যাপার নির্ব্বাহিত হইতেছে, সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলময় আত্মাকে লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও তাঁহার কথা ধারণা করিতে পারে না। এতদপেক্ষা অদ্ভুততর প্রহেলিকা আর কিছুই নাই। মনুষ্য ধনলোভে দুস্তর সাগর অতিক্রম করিয়া বণিগ্রূপে পণ্যভারসহ দেশান্তরে উপনীত হয়, বসুন্ধরার বক্ষঃ বিদারণ করিয়া তিমিরাচ্ছন্ন খনি-মধ্য হইতে রত্নরাজি সমুত্তোলন করে এবং জলধির বিপুল গহ্বরে নিমজ্জিত হইয়া মুক্তালাভার্থ শুক্তি সঞ্চয় করে; কিন্তু যে অমূল্য ধন তাহার নিয়ত করায়ত্ত,যে অতুলনীয় রত্ন তাহার অনায়াসলভ্য, যে শ্রেষ্ঠতম মুক্তামালা তাহার সম্মুখে বিরাজিত, সকল সম্পদের সারভূত সেই জ্ঞান ও আনন্দময় আত্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ে সে সতত উদাসীন। সে তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না এবং তাঁহার কথা শুনিয়াও শুনিতে পায় না; অনাবশ্যক ও হীন প্রসঙ্গের আলোচনায় সে স্বচ্ছন্দে সময়পাত করিবে, প্রতিনিয়ত সংসারের পরুষ সংঘর্ষণে ভগ্ন-মনোরথ ও মৃতকল্প হইবে, সুখের লালসায় সে দুঃখজনক বিবিধ বিষয়ের অনুসরণ করিবে এবং অলীক, অসার, অকর্ম্মণ্য ব্যাপারে জীবনকে বিনিযোজিত করিবে; তথাপি সকল সুখের সারভূত, জ্ঞানানন্দের উৎসস্বরূপ আত্মতত্ত্বের পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, সে তাহা ঐন্দ্রজালিকবৎ অসম্ভব ব্যাপার বোধে বিরত হইবে।

এই শ্লোক কঠোপনিষদের দ্বিতীয় প্রপাঠকের সপ্তমমন্ত্রের ছায়া মাত্র। যদিও এই শ্লোকের সহিত তাহার ভাষার সাম্য নাই,তথাপি ভাবগত সাম্য যথেষ্টই পরিদৃষ্ট হয়। ভাষ্য ও টীকাকারগণ উক্ত শ্রৌতমন্ত্র সমুদ্ধৃত করিয়া, বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন; সুতরাং এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ

নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ পশ্চাল্লিখিত তাৎপর্য্য মধ্যে তাহার আলোচনা দেখিতে পাইবেন। অন্যান্য উপনিষদেও এই ভাব বিশেষরূপে পরিব্যক্ত আছে, আমরা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত কয়েকটী এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি। যথা; বাজসনেয় উপনিষৎ—"অনেজদেকং মনসো জবীয়ো নৈনদ্দেবা আপ্নুবন্ পূর্ব্বমর্ষৎ। তদ্ধাবতোঽন্যানত্যেতি তিষ্ঠৎ তস্মিন্নপো মাতরিশ্বা দধাতি ॥ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্ব্বস্য তদু সর্ব্বস্যাস্য বাহ্যতঃ ॥" ১ প্রপাঠক। ৪।৫ সূত্র। অর্থাৎ তিনি অচল হইলেও সর্ব্বত্র বিদ্যমান, মনের অপেক্ষাও বেগবান্, ইন্দ্রিয় সকলের অগ্রগামী, এজন্য তাহারা তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না, তিনি স্থির হইলেও সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী, তাঁহারই প্রভাবে বায়ু ভৌতিক কর্ম্ম সম্পন্ন করিতেছে। তিনি চলেন, তিনি চলেনও না, তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন, তিনি সকলের অন্তরে আছেন, বাহ্যেও আছেন। কঠোপনিষদে—"তন্দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠম্পুরাণম্।" ২ প্র। ১২ সূ। অর্থাৎ সেই ক্লেশদর্শনীয়, গূঢ়, সূক্ষ্মপ্রবিষ্ট, হৃদয়স্থিত, দুর্গম স্থানাবস্থিত পুরাতন দেবকে অধ্যাত্মযোগে জানিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষশোক ত্যাগ করেন। অপিচ অন্যত্র "ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ। অন্যত্র ভূতাচ্চ ভাব্যাচ্চ যত্তৎ পশ্যসি তদ্বদ ॥" ২ প্র। ১৪ সূ। অর্থাৎ ধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, অধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র, এই কার্য্যকারণরূপ জগৎ হইতে স্বতন্ত্র, এবং ভূত ও ভবিষ্যৎ হইতে স্বতন্ত্র, যাহা দেখিতে পাইতেছ, তাহা বল। অপিচ—"নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।" ৬ প্র। ১২ সূ। অর্থাৎ তাঁহাকে বাক্য দ্বারা পাওয়া যায় না, মন দ্বারা পাওয়া যায় না, এবং চক্ষু দ্বারাও পাওয়া যায় না। মুণ্ডকোপনিষৎ—"ন চক্ষুষা গৃহ্যতে নাপি বাচা নান্যৈর্দেবৈস্তপসা কর্ম্মণা বা।" ৩য়। ১ম। ৮। অর্থাৎ চক্ষু, বাক্য, অন্যান্য ইন্দ্রিয়, তপ বা কর্ম্ম কিছুতেই তাঁহাকে পায় না। অপিচ—"নায়মাত্মা, প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।" ৩য়। ২য়। ৩। অর্থাৎ এই আত্মা বেদাধ্যাপন বা মেধা বা বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে—"নান্তঃপ্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং নোভয়তঃ প্রজ্ঞং ন প্রজ্ঞানঘনং ন প্রজ্ঞং নাপ্রজ্ঞম্। অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যমলক্ষণমচিন্ত্যমব্যপদেশ্যমেকাত্ম্যপ্রত্যয়সারং প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ।" ৭।

অর্থাৎ আত্মা অন্তঃপ্রজ্ঞ (মনের দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহাই যে জানে) নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ (বাহ্যবিষয় যে জানে) নহেন, উভয়প্রজ্ঞ নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন, তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ, অচিন্ত্য, অব্যপদেশ্য, একাত্ম্য প্রত্যয়রূপ, প্রপঞ্চাতীত, শান্ত, মঙ্গলময়, অদ্বৈত সেই আত্মা বিশেষ জ্ঞাতব্য'। উল্লিখিত শ্রৌত বচন সমূহোক্ত আত্ম-বিবরণ পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিবেন যে, এরূপ আত্মার সকলই আশ্চর্য্যবৎ, সন্দেহ নাই। দেবরাজ ইন্দ্র, ঋষিরাজ নারদ ইত্যাদি সর্ব্বজ্ঞানসম্পন্ন বন্দনীয় ব্যক্তিগণও আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে অমাচ্ছন্ন হইয়াছিলেন এবং বহু জ্ঞানোপদেশ লাভ করিয়াও আত্ম-যাথাত্ম্য সহজে ধারণা করিতে পারেন নাই।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও নীলকণ্ঠ সুরি মহাশয়ের অভিপ্রায়। "ভগবন্! আপনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বীয় বিদ্যাবলে আপনি আত্ম-তত্ত্ব সকল অবগত আছেন; সুতরাং আপনাকে শোক মোহ অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। আমি অল্পদর্শী ও অল্পজ্ঞ এবং আমার হৃদয় অজ্ঞানে পরিপূরিত; শোক নিবারণার্থ আত্ম-তত্ত্ববিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা আমার হৃদয়ে অলব্ধপদ হইয়া অপসৃত হইয়াছে, অর্থাৎ আপনার বাক্য পুনরায় আপনাতেই প্রত্যাগত হইয়াছে; আমি কিছুই ধারণা করিতে পারি নাই। অতএব হে করুণাময়! দয়া করিয়া সদুপদেশ প্রদান পূর্ব্বক আমার শোক-মোহ বিদূরিত করুন। পক্ষান্তরে সর্ব্ব-প্রমাণ-সিদ্ধ এবং বজ্র-নির্ম্মিত পঞ্জরের ন্যায় অখণ্ডনীয় পৃথিব্যাদি ভূত-নিচয়কে আমি কিরূপে রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা জ্ঞান করিব? আমি চির-সংস্কারের বশীভূত হইয়া কর্ম্মকাণ্ডোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছি, শত্রু-জয়-লালসায় কঠোর ব্রত ধারণপূর্ব্বক হিমালয়-শিখরে পার্ব্বতী-পতিকে বহুদিন আরাধনা করিয়াছি, স্বর্গধামে সুরপতি ইন্দ্রের এবং ধরাতলে ত্রিলোক-পতি আপনার উপাসনা করিতেছি। আমি আপনার চরণপ্রসাদে সাগরাম্বরা বসুন্ধরাকে জয় করিয়া ধনরাশি আহরণ পূর্ব্বক রাজসূয়াদি যজ্ঞকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি। এইক্ষণে তৎসমস্ত কর্ম্ম আমি করি নাই, ইহা কিরূপে স্থির করিব? কিরূপেই বা দৃঢ়-বদ্ধমূল সংস্কার সকল উন্মূলিত করিয়া স্বকৃত ক্রিয়াকলাপের কর্তৃত্ব আত্মা হইতে অপনীত

করিব ?" অর্জ্জুনের এবংবিধ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। হে অজ্ঞানান্ধ অর্জ্জুন! আত্ম-তত্ত্ব অতীব গূঢ়, ইহা প্রত্যক্ষ বস্তুর ন্যায় সৎ কিম্বা আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ তাহা স্থির করা যায় না। মানব ত দূরের কথা, নারদাদি দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মাদি দেবগণও এই বিষয়ের সম্যক্ তথ্য অবগত নহেন, আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ক সকলই আশ্চর্য্য। আত্মা বিকারক পদার্থ দ্বারা অস্পৃষ্ট হইলেও, বিরুদ্ধ ধর্ম্মবিশিষ্ট, পরমাণুর ন্যায় অণু হইলেও, বৃহৎ পদার্থের ন্যায় জগদ্ব্যাপক; অতএব আত্ম-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করাও দুরূহ ব্যাপার। কোন ভাগ্যবান্ আত্ম-তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু মানব, জন্মান্তরীণ কর্ম্ম দ্বারা ক্ষীণপাপ ও স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধ-হৃদয় হইয়া ভগবৎ-কৃপায় সদ্গুরুর প্রসাদ লাভ করতঃ, আত্ম-তত্ত্ব বিষয় কথঞ্চিৎ অনুভব করিয়া থাকেন। আবার কোন কোন অতত্ত্ববিৎ পুরুষ বলেন যে, এই প্রপঞ্চ জগৎ যেহেতু ব্যবহার যোগ্য, অতএব তাহা রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় মিথ্যা, ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইবে ? সুতরাং আত্মতত্ত্ব অতীব আশ্চর্য্য। কোন কোন অল্পদর্শী মানব শ্রীগুরুর নিকটে এই প্রপঞ্চ জগৎ আত্মা হইতে স্বতন্ত্র, এরূপ শ্রবণ ও নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা প্রমাণীকৃত করিয়া এবং ধ্যান দ্বারা সাক্ষাৎকার করিয়াও আত্মতত্ত্ব জানিতে সক্ষম হন না। কারণ গুরূপদেশ দ্বারা আত্মজ্ঞান কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইলেও, প্রাক্তন সংস্কারের প্রাবল্য হেতু তাহা পরিক্ষীণ হয়। অতএব রজ্জুতে কল্পিত সর্প যেমন রজ্জুতত্ত্ব জ্ঞানে তুচ্ছ (মিথ্যা) বোধ হয়, তদ্রূপ একই আত্মা সর্ব্বত্র বিরাজ করিতেছে, এবংবিধ আত্মযাথার্থ্যানুভব দ্বারা নিখিল দ্বৈত প্রপঞ্চের তুচ্ছত্ব প্রতীতি হয়। আর ইহাও বুঝিবে যে, আত্মা কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, জড়ত্বাদি ধর্ম্মবান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি মহাবাক্যোৎপন্ন ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণ বৃত্তিরূপ ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা আত্মার কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ধর্ম্ম সকল নিবৃত্ত হইবে এবং সচ্চিদানন্দময়, সৎস্বরূপের স্ফূর্ত্তি হইবে। অতএব ইহা হইতে আর মহদাশ্চর্য্য কি ? যেমন কতক অর্থাৎ নির্ম্মলি সংসর্গে জলের মালিন্য নিবৃত্ত হইয়া স্বচ্ছতা আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাদি বিলসিত দ্বৈতরাজ্যে জীবভাব অপগত হইয়া জরা-মরণ-রহিত, অদ্বৈত ও সদানন্দময় ব্রহ্মভাব সমুপস্থিত হয়। অতএব হে বয়স্য অর্জ্জুন! আত্মতত্ত্ব অতিশয় দুরধিগম্য বলিয়া

তুমি নিরুৎসাহ হইও না, তত্ত্বজ্ঞানার্থ যত্ন করিলে তুমি আত্মসাক্ষাৎকার করিবে এবং ক্রমে দুস্তর শোকসাগরও উত্তীর্ণ হইবে। এই বিষয় নিম্নে পূজ্যপাদ মধুসূদনের তাৎপর্য্যে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। সখে! যদি বল যে "আমি তো আমি, কত শত শত বিদ্বান্ ব্যক্তিও তো শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে কেন বৃথা আমাকে বারংবার তিরস্কার করিতেছ? আর আমি যে তোমার কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না, তাহাতে আমার অণুমাত্র দোষ নাই, দোষ তোমারই; কারণ ন্যায় শাস্ত্রে কথিত আছে, "যেখানে শ্রোতা বুঝিতে না পারে, সেখানে বক্তারই দোষ।"

এই কল্পিত বাক্যের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, 'তোমার এই দুইটী আশঙ্কাই অমূলক; কারণ তুমি যাঁহাদিগকে বিদ্বান্ বলিয়া মনে করিতেছ, তাঁহারা তোমারই মত আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান-দরিদ্র বলিয়াই শোক করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ক্ষেত্র উত্তম না হইলে তাহাতে উপ্ত বীজ কোনরূপ ফলদায়ক হয় না; সেইরূপ অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল না হইলে তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ স্বরূপ বীজও ফলদায়ক হয় না। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মলিন, সে ব্যক্তি আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। তোমার বিদ্বান্‌বর্গেরও যেরূপ অন্তঃকরণ সুবিমল, তোমার নিজেরও তদ্রূপ; সুতরাং আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের মর্ম্মও সেই-রূপই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ! হে অসূক্ষ্মদর্শিন্! আত্মপদার্থ সহজে জানা যায় না, আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। কেন যে আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যেরূপ বহুরূপী নামক সরীসৃপ-বিশেষের রূপ নির্ণয় করা সমস্যা বিশেষ, আত্মস্বরূপ-বিনির্ণয়ও তদ্রূপ। আত্মা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। আত্ম-যাথাত্ম্য নির্ণয়ের সমস্তই আশ্চর্য্যময়। আত্মার দর্শনকর্ত্তা আশ্চর্য্যময়; যে আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে, সেই দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মস্বরূপ আত্মা আশ্চর্য্যময়, আত্মাকে দর্শনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যময়। আত্মবিষয়ক সকলই আশ্চর্য্যময়। আত্ম-সাক্ষাৎকার সকলের অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। শম-দমাদি সাধন-সম্পন্ন সন্ন্যাসীবর্গের মধ্যেও কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ইহা সংঘটিত হয়। তাদৃশ পরমানন্দ লাভ করাও সহজ-সাধ্য নহে। আত্ম-তত্ত্ব জিজ্ঞাসুকে প্রথমতঃ অধিকারী (১০৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হইতে

হইবে, পরে সদ্‌গুরুর (৪৬ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) নিকট গমন করিয়া দীক্ষিত হইতে হইবে; পরে তিনি কৃপা করিয়া অধ্যারোপ ও অপবাদ * ন্যায়ে (যুক্তিমূলক দৃষ্টান্ত-বিশেষের নাম ন্যায়) যে সমস্ত তত্ত্বকথা বুঝাইয়া দিবেন, সেই গুলির শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন † করিতে হইবে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে

* "অসর্পভূতে রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ। বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম, অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু। অপবাদো নাম রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাত্রত্ববৎ বস্তুবিবর্ত্তস্য অবস্তুনঃ অজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাত্রত্বম্। তদুক্তং—"সতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিকার ইত্যুদীরিতঃ। অতত্ত্বতোঽন্যথা প্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদীরিতঃ॥" বেদান্তসার। যেরূপ রজ্জু প্রকৃত সর্প না হইলেও তাহাতে ভ্রমক্রমে অজ্ঞানবশতঃ সর্প আরোপিত হয়, অর্থাৎ সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দ অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুতে অবস্তুভূত অজ্ঞানাদি সমস্ত জড় সমূহের আরোপের নাম অধ্যারোপ।

যেরূপ রজ্জুবিবর্ত্ত সর্পের রজ্জুত্বই অপবাদ, সেইরূপ বস্তুবিবর্ত্ত অজ্ঞানাদি সমস্ত অবস্তু প্রপঞ্চের বস্তুত্বই অপবাদ। অপবাদ শব্দের মৌলিক অর্থ নাশ। যাহার যাহা প্রকৃত স্বরূপ তাহার সেই স্বরূপ হইতে অন্যস্বরূপ প্রাপ্তির নাম "বিবর্ত্ত"। বিবর্ত্ত, অধ্যাস, ভ্রম ইত্যাদি শব্দ প্রায় একার্থ প্রতিপাদক। অর্থাৎ রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপ যে রজ্জু সেই যে সর্পরূপ হইয়াছিল, বিচার দ্বারা উক্ত সর্পের অপবাদে রজ্জু স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়। বিবর্ত্তাধিষ্ঠিত সর্পের অপবাদেই রজ্জুর রজ্জুত্ব সিদ্ধ হয়। এইরূপ ব্রহ্মে বিবর্ত্তাধিষ্ঠিত বহুবিধ অনাত্মধর্ম্মের অপবাদেই ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়, ইহারই নাম অপবাদ ন্যায়। অর্থাৎ আচার্য্য শিষ্যকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করেন যে, যেরূপে রজ্জুতে অধ্যারোপিত সর্পের অপবাদে রজ্জুর রজ্জুত্ব সিদ্ধ হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুতে অধ্যারোপিত অবস্তুর অপবাদে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয়।—অ. কৃ, গো।

† আচার্য্য প্রথমতঃ তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে বুঝাইয়া দেন, যেরূপ অজ্ঞান বশতঃ অসর্পভূত রজ্জুতে সর্প আরোপিত হয়, সেইরূপ জীবগণ অজ্ঞান বশতঃ বস্তুতে অবস্তুর আরোপ করে। আত্মা বা ব্রহ্মবস্তু অদ্বিতীয় ও সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; সুতরাং তাঁহার বিনাশ, জ্ঞানাভাব বা আনন্দাভাব হইতে পারে না। এই পরিদৃশ্যমান্ পদার্থ নিচয় জড় ও অজ্ঞানবিজৃম্ভিত, এতৎ সমুহ (অজ্ঞান, ইন্দ্রিয়, দেহাদি) আত্মা নহে; কারণ এতৎ সমস্ত নশ্বরতাদিদোষ-দুষ্ট ও অনাত্মধর্ম্মে পরিপূরিত। (তৎ ত্বমসি) তুমি সেই ব্রহ্ম স্বরূপ। অতএব তোমারও বিনাশ নাই। ইত্থং বাক্যোত্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ। যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ। একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে॥ ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্। নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ পঞ্চদশী—তত্ত্ববিবেকঃ। আচার্য্যোপদিষ্ট পূর্ব্বোক্তরূপ জীবব্রহ্মৈক্য বিধায়ক তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্য সমূহ দ্বারা (অর্থাৎ তত্ত্বমসি প্রভৃতি বাক্যের উপদেশ আচার্য্যের নিকট লাভ করিয়া) সেই তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের যে অর্থানুসন্ধান অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের একত্ব লক্ষণের অনুসন্ধান, তাহারই নাম "শ্রবণ"। বহুবিধ যুক্তি দ্বারা যে সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান তাহার নাম "মনন"। অর্থাৎ শ্রবণানন্তর প্রথমতঃ দেখিতে হইবে যে আচার্য্য বলিলেন, আত্মা সচ্চিদানন্দ, কিন্তু বাস্তবিক আত্মা সচ্চিদানন্দ কি না। সৎশব্দের অর্থ নিত্য, চিৎ শব্দের অর্থ জ্ঞান, এবং আনন্দ অর্থাৎ সুখস্বরূপ। জাগ্রদবস্থায় নানাবিধ (রূপরসাদি) বিষয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে বটে কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, কেবল বিষয় ভিন্ন ভিন্ন, জ্ঞান একই। স্বপ্নাবস্থাতেও পরিদৃশ্যমান

বেদান্তাদি শাস্ত্রের উপদেশও গ্রহণ করিতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিতে করিতে অবিদ্যাকল্পিত সমস্ত দ্বৈত বস্তুরই নিষেধ হইবে। এই

বিষয় ভিন্ন ভিন্ন কিন্তু জ্ঞান একই। স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থার মধ্যে প্রভেদ এই যে, জাগ্রদবস্থায় বিষয় স্থির (অন্য সময়ে দেখিলেও দেখিতে পারা যায়) কিন্তু স্বপ্নাবস্থায় বিষয় স্থির নহে। সুষুপ্তি অবস্থাতেও জ্ঞানের অবস্থিতি দেখিতে পাওয়া যায়; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যে, পূর্ব্বে কোন পদার্থ দেখিলে বা শুনিলে অন্য সময়ে তাহার স্মরণ হইতে পারে; অতএব সুষুপ্ত অবস্থায় সুখানুভব জ্ঞান না হইলে সুপ্তোত্থিত পুরুষের, "আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই," এইরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না; সুতরাং সুষুপ্তি অবস্থাতেও যে জ্ঞান থাকে, তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব দেখা যাইতেছে যে, যেরূপ জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাতেই এক জ্ঞানেরই অস্তিত্ব, সেইরূপ অতীত, আগামী ও বর্ত্তমান অন্য দিন, মাস, বৎসর, যুগ, কল্পাদিতেও একই জ্ঞানেরই অস্তিত্ব, ইহা স্বীকার করিতে হয়। শুকদেব বলিয়াছেন, নিত্য বস্তু ব্রহ্ম; এখন দেখা যাইতেছে, জ্ঞানও নিত্য অতএব জ্ঞান ব্রহ্মের স্বরূপ। শাস্ত্র বলেন, যাহা যাহা নিত্য, তাহা তাহা সৎ; এখন দেখা যাইতেছে ব্রহ্মবস্তু নিত্য, অতএব তাহা "সৎ"। এবং ব্রহ্মবস্তু পরম প্রেমের (ভালবাসার) আস্পদ বলিয়া আনন্দ স্বরূপ; যেহেতু দেখিতে পাওয়া যায় যে মনুষ্য আপনাকে আপনি যেরূপ ভালবাসে, এরূপ আর (পুত্রকলত্রাদি) কাহাকেও ভালবাসে না। স্ত্রীপুত্রাদিকে ভালবাসিয়া সুখ পায় বলিয়াই মনুষ্য তাহাদিগকে ভালবাসে। বিচার করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, আত্মসুখেচ্ছাই সর্ব্বত্র অনুস্যূত ও সেই নিমিত্তই জানিতে পারা যায় যে, আত্মা সুখময়; মনুষ্য কেহ মরিতে চাহে না; চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতেই মনুষ্যের সাধ; ইহাও আত্মার আনন্দস্বরূপত্ব প্রতিপাদনের অন্যতম দৃষ্টান্ত। আর কোন কোন মনুষ্য যে আত্মহত্যাদি করে বা মরিতে ইচ্ছা করে, তাহাও আত্মসুখোদ্দেশে, কারণ তাহাদের ইচ্ছা যে "মরিলেই বাঁচি" অর্থাৎ মরিলেই সুখ পাইব; এ যাতনার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিব। ইত্যাদি বহুবিধ বিষয় দ্বারা আত্মার পরম প্রেমাস্পদত্ব বা আনন্দত্ব প্রতিপাদিত হয়। অতএব আত্মা আনন্দস্বরূপ।" ইত্যাদি বহুবিধ যুক্তিবলে যে আচার্য্যোপদিষ্ট বাক্যের সম্ভাবিতত্ব (হইতে পারে, ইহা ঠিক বটে,) জ্ঞান তাহার নাম "মনন"। শ্রবণ ও মনন দ্বারা আচার্য্যোপদিষ্ট বিষয়গত সংশয়রাশি বিদূরিত হইলে, উক্ত বিষয়ে ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের যে একতানতা, তাহার নাম নিদিধ্যাসন বা ধ্যান। বহুবিধ বাদ্যযন্ত্র একস্বরে বাজিলে তাহাকে একতান বা ঐক্যতানবাদন বলে। এখানেও সেইরূপ। স্বভাবতঃ চিত্ত নানাবিধ বিষয়ে আকৃষ্ট থাকে, কিন্তু যখন সকল বিষয়ে আকৃষ্টচিত্ত একত্রিত হইয়া একতানে সেই শ্রবণ মননাদি সাধন দ্বারা সংশয়পরিহীন ব্রহ্মবিষয়েই আকৃষ্ট বা সংলগ্ন হয়, উক্ত অবস্থার নাম নিদিধ্যাসন। যোগশাস্ত্রে কথিত আছে, "তৎপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্" সেই ব্রহ্মবস্তুতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অর্থাৎ সেই সর্ব্ব সংশয়-পরিশূন্য ব্রহ্মবিষয়ে যে একতানতা— একাকার বৃত্তি-প্রবাহ তাহারই নাম ধ্যান; সুতরাং পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা যায় যে, ধ্যান ও নিদিধ্যাসন এতদুভয়ই একার্থ প্রতিপাদক। মহাত্মা পতঞ্জলির মতে "দেশ-সম্বন্ধশ্চিত্তস্য ধারা", "য এব নির্ব্বিচিকিৎসোঽর্থঃ স এব দেশঃ।" সংশয়-পরিহীন বিষয়ে চিত্তের যে সম্বন্ধ, তাহারই নাম ধারণা। নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশাতেই সমাধির আবির্ভাব হয়। নিদিধ্যাসন সময়ে ধ্যাতা (ধ্যানকর্ত্তা), ধ্যান ও ধ্যেয় এতৎ ত্রিতয় অবভাসিত হয় কিন্তু সমাধি অবস্থায় ধ্যাতা ও ধ্যান ক্রিয়া আর অবভাসিত হয় না, তাহার লোপ হয়। তখন ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিন মিলিয়া এক হইয়া যায়। কেবলমাত্র ধ্যেয় বিষয় থাকিয়া যায়। সুতরাং

সময় "তৎ ত্বমসি" প্রভৃতি বেদান্ত মহাবাক্যের * বিচার দ্বারা অতি সুনির্ম্মল সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তিতে আত্মস্বরূপ প্রতিফলিত হইবে এবং অন্তঃকরণ বৃত্তি তখন পরমাত্মস্বরূপ-মাত্র আকৃতিবিশিষ্ট হইবে (৪৪ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। নির্ব্বিকল্প সমাধির পরিপাক দশাতেই সাধক এই ভাগ্যে ভাগ্যবান্ হন।

পূর্ব্বোক্ত ভাগ্যবান্ সাধকও এই প্রকৃত দেহী আত্মাকে আশ্চর্য্যের তুল্য দর্শন করেন, অর্থাৎ আত্মাতে অবিদ্যা-কল্পিত (২০১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বহুবিধ বিরুদ্ধ ধর্ম্ম আছে বলিয়া, তাঁহাতে অনেকরূপ বিচিত্র

সমাধিকালে চিত্ত বায়ুশূন্য প্রদেশস্থ দীপ কলিকার ন্যায় নিশ্চল অবস্থা সম্প্রাপ্ত হয়। উক্তবিধ সমাধির পরিপাক অবস্থাতেই জীব স্বস্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়, বা জীব ব্রহ্মে একত্ব সংসিদ্ধ হয়। তখন জীবের সর্ব্ববিধ অজ্ঞানের নাশ হয়। রজ্জুর প্রকৃত স্বরূপই রজ্জু, কিন্তু সর্পজ্ঞান তাহাতে ভ্রম ক্রমেই আরোপিত বা কল্পিত হয়। বিচার দ্বারা ইহা সর্প নহে রজ্জু ইত্যাকার জ্ঞান দ্বারা যেরূপ সর্প জ্ঞান বা প্রকৃত রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের নাশ হয়, সেইরূপ বিচার দ্বারা প্রকৃত সদ্বস্তু ব্রহ্মে আরোপিত বহুবিধ অনাত্মধর্ম্মের নাশ হইলে জীব প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়, বা জীব ও ব্রহ্মে এক হইয়া যায়।—পণ্ডিত শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

* চারি বেদরূপ সমুদ্র হইতে চারিটী মহাবাক্যরূপ পরম ধন উত্থিত হইয়াছে। প্রত্যেক মহাবাক্য তিনটী স্বতন্ত্র মহাবাক্যের সমষ্টি; সুতরাং মহাবাক্য দ্বাদশটী। প্রথম ঋক্‌বেদীয় মহাবাক্য। যথা; "প্রজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম"। দ্বিতীয় যজুর্ব্বেদীয় মহাবাক্য। যথা: "অহং ব্রহ্মাস্মি"। তৃতীয় সামবেদীয় মহাবাক্য। যথা; "তত্ত্বমসি"। চতুর্থ, অথর্ব্ববেদীয় মহাবাক্য। যথা; "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। এই মহাবাক্য সমূহের অবান্তর ভাগ যথা; (১) প্রজ্ঞান, (২) আনন্দ, (৩) ব্রহ্ম, (৪) অহং, (৫) ব্রহ্ম, (৬) অস্মি, (৭) তৎ, (৮) ত্বম্, (৯) অসি, (১০) অয়ম্, (১১) আত্মা, (১২) ব্রহ্ম। অতঃপর নিম্নে প্রত্যেক মহাবাক্যের অর্থ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে।

(১) প্রজ্ঞান।—যিনি যাবতীয় প্রাণীর আত্মস্বরূপ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয় জ্ঞানেন্দ্রিয় স্বরূপ, যিনি দর্শন শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মহদাদি তত্ত্বস্বরূপ, যিনি ক্ষিত্যপতেজঃমরুদ্ব্যোম স্বরূপ, যিনি দেশকাল পাত্রভেদে নানারূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান, যিনি নির্গুণ ও নির্ব্বিকার, যিনি স্বয়ং উপাস্য ও উপাসক, সেই আনন্দময় সৎ স্বরূপ পরমাত্মা বাসুদেবই প্রজ্ঞান। যখন আত্মা নির্লিপ্ত শান্ত আনন্দময় নিরূপমরূপে উপনীত হইয়া অবিকৃত সমভাবে অবস্থিত হন, তখনই তাঁহার প্রজ্ঞান অবস্থা হয়।

(২) আনন্দ।—যিনি দেশাবচ্ছেদে ও কালাবচ্ছেদে নিরুপাধিকরূপে বিশ্ব ব্যাপারে বিলিপ্ত রহিয়াছেন এবং নিরন্তর আনন্দ বিতরণ করিয়া জগৎকে আনন্দময় করিতেছেন, যাঁহার সত্তায় আত্মানন্দের উদ্ভব হইতেছে, সেই পরমাত্মা ব্রহ্মই আনন্দ। তাঁহারই বাসনায় প্রকৃতি ও পুরুষের উদ্ভব হইয়াছে এবং লোক সকলে জীবসত্ত্ব স্ত্রী পুরুষরূপে মিলিত হইয়া সৃষ্টি-স্রোত নির্ব্বাহিত করিতেছে। পুষ্পসংযুক্ত তিলে যেমন গন্ধের আবির্ভাব হয়, আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের সম্বিতে সেইরূপ এই বিশ্ব আনন্দময় হয়। তিনি সর্ব্বভূতে সমভাবে ভ্রমণ করেন।

প্রতীতি-বিষয়ের কল্পনা করিয়া বিচিত্রভাবে দর্শন করেন। অর্থাৎ আত্মা প্রকৃত "সৎ"; কিন্তু অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহার উপর বিরুদ্ধ "অসৎ" রূপ বিচিত্র প্রতীতি বিষয়ের (বিচিত্র স্ফুরণ বিষয়ের) সম্ভাবনা করিয়া আশ্চর্য্যরূপে দর্শন করেন। স্থূল কথা, সেই আত্মার স্বরূপ সৎ, স্বপ্রকাশ, চৈতন্যরূপ, আনন্দঘন, নির্ব্বিকার, নিত্য, প্রকাশমান, ব্রহ্মাভিন্ন, মুক্ত, অদ্বিতীয় হইলেও, অবিদ্যা প্রভাবে তাঁহাকে অসৎ, জড়, দুঃখিত, সবিকার, অনিত্য, অপ্রকাশমান, ব্রহ্মভিন্ন, বদ্ধ, সদ্বিতীয় প্রভৃতির তুল্য দর্শন করেন। অতএব দর্শনক্রিয়ার কর্ম্মভূত আত্মা আশ্চর্য্যবৎ---আশ্চর্য্যের তুল্য।

(৩) ব্রহ্ম।—যাঁহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, আদি নাই, অন্ত নাই, সেই অব্যক্ত, অদ্বৈত, অচিন্ত্য, অখণ্ড স্বপ্রকাশস্বরূপ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরাত্মরূপে বিরাজমান। যেমন সূত্র বহু রত্নের অন্তর প্রদেশে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত থাকিয়া হাররূপে গ্রথিত করে, যেমন আকাশ সর্ব্বব্যাপী হইয়া নির্লিপ্তভাবে অবস্থিতি করে, পরব্রহ্মও সেইরূপ আশ্রয় অথচ অদৃশ্য, সর্ব্বত্র অনুস্যূত অথচ নির্লিপ্ত। তিনি আছেন বলিয়া এই মায়াময় জগৎ প্রপঞ্চ প্রতিভাসিত হয়। তিনি কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ, অজ্ঞতাহেতু তাঁহাতে মায়া আরোপিত হয়।

(৪) অহং।—বিশুদ্ধ জ্ঞান স্বরূপ পরমাত্মাই অহং। এই সৃষ্টির আদি, মধ্য ও অন্তকালে কেবল অহং শব্দবাচ্য পরব্রহ্মই বিরাজিত। উপনিষদে ও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অহংশব্দের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদক বহুতর প্রমাণ আছে। এই ব্রহ্মবাচক অহং ত্রিগুণাত্মক হইয়া সৃজন, পালন ও সংহার করেন। ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জীব ও স্থাবর জঙ্গম পদার্থ সকলই অহং শব্দাখ্য ব্রহ্মাত্মক। আত্মাভিমান শূন্য হইলে সকলেই মৃতবৎ জড়রূপে পরিণত হয়; তাহাদের অহং আত্মাভিমান প্রবর্ত্তক। সেই অহংশব্দাখ্য পরব্রহ্ম সাক্ষীস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান হইয়া জগৎ প্রপঞ্চকে আত্মাভিমানী করিয়াছেন।

(৫) ব্রহ্ম।—(৩ দেখুন) যেমন বৃক্ষ থাকাতেই বৃক্ষের ছায়া পরিদৃষ্ট হয় সেইরূপ ব্রহ্মের সত্তায় জগৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই ব্রহ্ম পূর্ণ, সর্ব্বানুস্যূত সুলক্ষণি গুণরহিত এবং দেশ-কাল দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন। তিনি মোক্ষস্বরূপ এবং হস্তী ও মশকে সমভাবে অবস্থিত।

(৬) অস্মি। অহংশব্দ না বলিলেও কেবল অস্মিশব্দ দ্বারা অহংশব্দের বোধ জন্মে। অতএব অস্মিশব্দ অহংশব্দের ন্যায় আত্মারই প্রতিপাদক। পরমহংস মহাপুরুষগণ অস্মিশব্দ দ্বারা আমিই ব্রহ্ম এইরূপ অর্থ স্থিরীকৃত করেন। ব্রহ্ম চৈতন্য ও জীব চৈতন্য অভিন্ন, কেবল মায়া দ্বারা বিলুপ্ত জ্ঞান হইয়া অহংশব্দবাচ্য ব্রহ্ম চৈতন্যকে মানবেরা জীবচৈতন্য বলিয়া মনে করে। মায়া অপগত হইলে অহংশব্দাখ্য জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য অভিন্নরূপে প্রতীত হয়। আত্মা এবং প্রকৃতি এতদুভয়ের মধ্যে অস্মিশব্দ আত্মার প্রতিপাদক রূপে অবস্থিত। মীমাংসাদি শাস্ত্রে অস্মিশব্দ দ্বারা অব্যক্তস্বরূপ পরব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

(৭) তৎ।—তৎপদের অর্থ ব্রহ্ম। শ্রুতিতে যে সহস্র মস্তক, সহস্র নেত্র, সহস্রপাত ভগবানের উল্লেখ আছে তিনিই তৎ। সেই তৎ পদার্থ মায়াকে অধিকার করিয়া, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। তিনি জগতের উপাদান স্বরূপ হইয়া সৃষ্টি করেন, পালন করেন, এবং সংহার করেন। পুরুষোত্তম বিষ্ণু তাঁহারই সত্ত্বগুণাত্মক, লোকাধিপতি ব্রহ্মা তাঁহারই রজো-গুণাত্মক এবং কৈলাসাধিপতি রুদ্র তাঁহারই তমোগুণাত্মক, মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার সমূহ তাঁহারই

ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত ইন্দ্রজাল সন্দর্শনে অজ্ঞান ব্যক্তিরই সত্য-প্রতীতি হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি জানেন, ইহা বাস্তব নহে—ইন্দ্রজাল, তাঁহার আশ্চর্য্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তির ইহা ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত ইন্দ্রজাল—বাস্তব নহে, এইরূপ জ্ঞান নাই, সে ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক প্রদর্শিত সমস্ত বস্তুকেই বাস্তব বলিয়া বোধ করে; কিন্তু যে ব্যক্তি প্রকৃত তথ্য জানেন, তিনি দেখেন যে, অহো! ইহা কি আশ্চর্য্য যে সম্পূর্ণ মিথ্যা পদার্থ গুলি সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে! জ্ঞানী ব্যক্তিও তদ্রূপ আত্মাকে আশ্চর্য্য রূপেই দেখিয়া থাকেন।

অংশ। সাধুদিগের পরিত্রাণ দুর্জ্জনদিগের দমন এবং ধর্ম্মের সংস্থাপনার্থ তিনি যুগে যুগে আবির্ভূত হন।

(৮) ত্বম্।—ত্বম্‌পদের অর্থ জীব। তৎশব্দবাচ্য পরমাত্মা কারণোপাধি এবং মায়ার অধীন নহেন। ত্বম্‌পদবাচ্য জীব কার্য্যোপাধি এবং অবিদ্যার অধীন হইয়াও আত্মা ত্বম্ অর্থাৎ সুখদুঃখাদি ভোগী জীব বলিয়া পরিচিত হন। ব্রহ্মাণ্ডের জীব ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক শরীরসমূহে চৈতন্য উপস্থিত হইলে তৎসমস্তের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দেহাভিমান হয় এবং তখন তৎসমস্ত জীবরূপে পরিচিত হয়। কিন্তু যেমন এক মৃত্তিকা হইতে ঘট প্রস্তুত হয় এবং সুবর্ণ হইতে বহুসংখ্যক অলঙ্কার নির্ম্মিত হয়, এক চন্দ্রমা হইতে অসংখ্য জ্যোৎস্না নিঃসৃত হয়, সেইরূপ একই অনন্ত পরমাত্মার উপাধিভেদে জীবও অনন্তরূপে প্রতীত হন।

(৯) অসি।—অসিশব্দ দ্বারা ঈশ্বর ও জীবের অভেদত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু কেবল উপাধিভেদে বিভিন্নরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কার্য্যোপাধি জীব ত্বম্‌পদবাচ্য এবং কারণোপাধি চৈতন্য তৎপদবাচ্য। এতদুপাধিদ্বয়-বিরহিত অবিদ্যার প্রবর্ত্তক ব্রহ্ম অসি পদবাচ্য। উপাধি দ্বয়ের নাশ হইলে তাঁহার নাশ হয় না, তিনি স্বপ্রকাশ জগৎ প্রপঞ্চের আধারস্বরূপ এবং সর্ব্বব্যাপী।

(১০) অয়ম্।—যিনি বাক্য মনের অগোচর একমাত্র সৎস্বরূপে আদিকাল হইতে বর্ত্তমান নামরূপ বিরহিত, ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালসম সেই পরম পুরুষই অয়ম্।

(১১) আত্মা।—সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বগত, অচল, অনন্ত পুরুষ আত্মা এবং এই আত্মা ব্রহ্ম।

(১২) ব্রহ্ম।—(৩ ও ৫ দেখ) (শঙ্করাচার্য্য বিরচিত মহাবাক্য বিবরণ গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।)

মহাবাক্য সম্বন্ধে পঞ্চদশীতে এইরূপ লিখিত আছে।—যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ। স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥ ১॥ চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু। চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম মষ্যপি॥ ২॥ পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি। বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥ ৩॥ স্বতঃপূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ। অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্॥ ৪॥ একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্। সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ ৫॥ শ্রোতুর্দ্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বম্পদেরিতম্। একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥ ৬॥ স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্। অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥ ৭॥ দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে। ব্রহ্মশব্দেন তদ্ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥ পঞ্চদশী—মহাবাক্যবিবেক।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আত্মাকে দর্শনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যতুল্য। কারণ যতক্ষণ পর্য্যন্ত জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-সিদ্ধি না হয়, ততক্ষণ অদ্বৈত-সিদ্ধি হয় না; অবিদ্যা বা দ্বৈতরাজ্য তখনও সম্যক্ ধ্বংস-দশায় উপনীত হয় না। সুতরাং আত্মদর্শনও আবিদ্যক ও মিথ্যাভূত। আত্মদর্শন সময়ে দ্রষ্টা ও দৃশ্যে ভেদরূপ দ্বৈতের নিবৃত্তি হয় না। দ্রষ্টা ও দৃশ্যের একত্ব-সিদ্ধি হইলেই অবিদ্যা ও অবিদ্যা-বিলসিত সমগ্র দ্বৈতরাজ্যের ধ্বংস হয়। সুতরাং আত্ম-দর্শন ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ। যাহা বাস্তবিক মিথ্যাভূত হইয়াও সত্য বস্তুকে প্রকাশিত করে, যাহা আবিদ্যক (অবিদ্যা-বিলসিত) হইয়াও অবিদ্যাকে নাশ করে এবং যাহা সুন্দোপসুন্দ ন্যায়ে * অবিদ্যার বধ সাধন করিয়া স্বয়ংও নাশ প্রাপ্ত হয়, সেই আত্ম-দর্শন অপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে।

আত্ম-দর্শন ক্রিয়ার কর্ত্তা বা আত্ম-দর্শকও (যিনি এই আত্মাকে দর্শন করেন তিনিও) আশ্চর্য্যবৎ। কারণ যেরূপ কোন মদিরামদান্ধ ব্যক্তি স্বকৃত বা পরকৃত কোনরূপ কর্ম্মই উপলব্ধি করিতে পারে না, তাহার পরিহিত বসন স্খলিত হইলেও তাহার সংজ্ঞা থাকে না, কেহ তাহাকে বহু-

* হিরণ্যাক্ষ নামক দৈত্যরাজের ঔরসে সুন্দ ও উপসুন্দ নামে অতি দুর্দ্দান্ত দুই অসুর জন্মগ্রহণ করে। এই দুই ভ্রাতা পরস্পর অতিশয় সখ্যসূত্রে আবদ্ধ ছিল এবং তাহাদের ব্যবহার নিরতিশয় সৌভ্রাত্রের পরিচায়ক ছিল। সুন্দ ও উপসুন্দ ব্রহ্মার নিকট হইতে অমর বর লাভ করিবার জন্ম হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ব্রহ্মা তাহাদিগকে এই বর দিয়াছিলেন যে, যতদিন তোমাদের মধ্যে ভ্রাতৃবিরোধ উপস্থিত না হইবে, ততদিন তোমরা অমর থাকিবে। ভ্রাতৃবিরোধের কখনই কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া, তাহারা সন্তুষ্টমনে গৃহাগত হইল এবং বিবিধ অত্যাচারে দেব ও মানব-কুলকে প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে দেবগণ অস্থিরপ্রায় হইয়া ব্রহ্মার নিকট তাহাদের উচ্ছেদ সাধনার্থ আবেদন করিলেন। ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা তিলোত্তমা নাম্নী এক অসদৃশী রূপবতী যুবতীর সৃষ্টি করিলেন। সেই সুন্দরীশিরোমণিস্বরূপা কামিনী সুন্দ ও উপসুন্দের নেত্রগোচর হইবা মাত্র, সৌন্দর্য্যসম্ভোগলোলুপ সুন্দ আসিয়া সুন্দরীর দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিল এবং উপসুন্দ বাম হস্ত ধারণ করিল। প্রত্যেক ভ্রাতা অপরকে সুন্দরীর হস্ত ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিল এবং পরস্পর পরস্পরের ব্যবহারের অবৈধতা প্রতিপাদন করিল। অবশেষে তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল এবং সুন্দরীর হস্ত ত্যাগ করিয়া উভয়ে গদাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। উভয়েই পরস্পরের গদাঘাতে প্রাণশূন্য হইয়া ধরাশায়ী হইল। সুন্দ ও উপসুন্দের এই পরিণাম ন্যায়শাস্ত্রে অপরের নাশ সহিত নিজনাশ বিষয়ক দৃষ্টান্ত স্বরূপে উল্লিখিত হয়। এইরূপে আত্মদর্শন দ্বারা ক্রমশঃ অবিদ্যার নাশ হয় এবং অবিদ্যার নাশ হইলে, ক্রমশঃ দ্বৈতদর্শনের অভাবহেতু আত্মদর্শনও তিরোহিত হয়।

মূল্য ভূষণে ভূষিত করিলেও তাহার সংজ্ঞা হয় না, সে নিজে কি করে, কাহাকে কি বলে, তাহাকেই বা কে কি বলে, এ সমস্ত বিষয়েও তাহার আদৌ সংজ্ঞা থাকে না; জীবন্মুক্ত পুরুষ বা আত্ম-দর্শকেরও দশা এইরূপ।

আত্ম বস্তুর জন্ম নাই, সেই জন্য যে ব্যক্তি আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না; তাঁহার শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মই আত্ম-জ্ঞানাগ্নিতে ভস্মীভূত হয়; কিন্তু তাঁহাকে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতে হয়। জীবন্মুক্ত পুরুষের অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্যভূত সমগ্র দ্বৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইলেও, অর্থাৎ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইলেও কেবলমাত্র প্রারব্ধ কর্ম্মপ্রাবল্যে বা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফল প্রাবল্যে অবিদ্যাধিক্রান্ত পুরুষের ন্যায় ব্যবহার করেন। তিনি সর্ব্বদা সমাধিনিষ্ঠ (৪৪-পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) হইলেও (তাঁহার চিত্ত সতত অবিচ্ছিন্ন ভাবে ব্রহ্মে সংলগ্ন থাকিলেও) তাহা হইতে ব্যুত্থিত হন, আবার ব্যুত্থিত (সমাধিভঙ্গ) হইলেও পুনর্ব্বার সমাহিত হন। অর্থাৎ যেরূপ মদিরামত্ত পুরুষের দশা লোকে দেখে, সে নিজে কিছু জানিতে পারে না; সেইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষ নিজে নিজের ভাব কিছুই জানিতে না পারিলেও, লোকে তাঁহার সমাধি, সমাধি হইতে উত্থান, পুনঃ সমাধি, ইত্যাদি বহুবিধ শারীরিক চেষ্টা অবলোকন করে। অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মের বিচিত্রতা নিবন্ধন বিচিত্র চরিত্র এবং অতি দুষ্প্রাপ্য আত্ম-জ্ঞান-লাভবান্ ও তন্নিবন্ধন সর্ব্ব লোকের স্পৃহনীয় সেই আত্ম-সাক্ষাৎকার কর্ত্তা আশ্চর্য্যবৎ। যাঁহার চরিত্র বিচিত্র—সাধারণ জন-গম্য নহে, তিনিও আশ্চর্য্যতুল্য।

শ্রবণ ক্রিয়ার কর্ম্মভূত আত্মাও পূর্ব্ববৎ আশ্চর্য্যের তুল্য এবং শ্রবণ ক্রিয়াও পূর্ব্ববৎ আশ্চর্য্যের তুল্য। অবশ্য তোমার মনে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, "যিনি শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করেন, তিনিই আত্মাকে জানিতে পারেন, এরূপ স্থলে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?" সখে! তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। ন্যায় শাস্ত্রে কথিত আছে, "ঐহিক বস্তুর কোনরূপ প্রতিবন্ধ উপস্থিত নাই বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু পারলৌকিক বস্তুর প্রতিবন্ধ আছে বলিয়া তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না!" অর্থাৎ প্রতিবন্ধের পরিক্ষয় হইলেই জ্ঞান হয় বা পারলৌকিক পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিমিত্ত যাঁহারা শ্রবণাদির সাধন করিয়া থাকেন,

তাঁহারা সেই আত্মবস্তুকে জানিতে পারেন না; যাঁহারা শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারাও যে জানিতে পারেন না ইহা বলাই বাহুল্য; কিন্তু প্রতিবন্ধ ক্ষয় হইলেই সেই আত্মবস্তুকে জানিতে পারা যায়। প্রতিবন্ধ পরিক্ষয় কাহারও হইয়া গিয়াছে, কাহারও হইবে, এবং কাহারও হইতেছে। অর্থাৎ শ্রবণাদি অনুষ্ঠানকারীরও প্রতিবন্ধ পরিক্ষয়েই জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে, অন্যথা হয় না। সেই প্রতিবন্ধ পরিক্ষয় কাহারও হইয়াছে অর্থাৎ যেরূপ হিরণ্যগর্ভের প্রতিবন্ধ পরিক্ষয় হইয়াছে, কাহারও হইবে অর্থাৎ যেরূপ বামদেবের, কাহারও হইতেছে অর্থাৎ যেরূপ শ্বেত-কেতুর *। আরও দেখ প্রতিবন্ধ পরিক্ষয়ও অতিদুর্লভ। পাপকর্ম্মই প্রতিবন্ধ, সেই পাপ কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে জ্ঞান সমুৎপন্ন হয় না; অতএব এই আত্মা অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়। তুমি সেই অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মাকে কিরূপে অনায়াসে জানিবে?

(পূজ্যপাদ টীকাকার সরস্বতী মহোদয় এই শ্লোকের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের এইরূপ ছেদ করিয়া লইয়াছেন। "আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ" ইহার অর্থ উপরে বলা হইয়াছে। আর একটি ছেদ করিয়াছেন "ন চৈব কশ্চিৎ" ইতি, চকারঃ ক্রিয়াকর্ম্মপদয়োরনুসঙ্গার্থঃ। তাঁহার এরূপ ছেদ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যদি তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের ব্যাখ্যা একত্র করা হয়, অর্থাৎ অন্য কোন ভাগ্যবান্ এই আত্মাকে আশ্চর্য্য-তুল্য শ্রবণ করেন এবং শ্রবণ করিয়াও ইহাঁকে কেহই জানিতে পারেন না," এরূপ অর্থ করিলে "আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ" এই শ্রুতি বাক্যের সহিত একবাক্যতা হয়না, এবং "যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ" এই বক্ষ্যমাণ ভগবদ্বাক্যের বিরোধ সমুপস্থিত হয়।)

এখন দেখ স্বয়ং আত্মা, আত্ম-বিষয়ক জ্ঞান, বা আত্ম-দর্শন, এবং আত্ম-জ্ঞাতা বা আত্মদর্শনকর্ত্তা এতৎ ত্রিতয়ই আশ্চর্য্য। তুমি সেই পরমদুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মাকে অনায়াসে কিরূপে জানিবে?

দ্বিতীয়তঃ সদুপদেষ্টার অভাবেও আত্মা নিতান্ত দুর্ব্বিজ্ঞেয়। যিনি আত্মার স্বরূপ নিশ্চয় রূপে অবগত হইয়াছেন তিনিই অন্যকে নিশ্চয়রূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন। যিনি জানেন না তিনি যে অন্যকে উপদেশ

* ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপ লিখিত আছে।

দিবেন, ইহাও নিতান্ত অসম্ভব। আবার যিনি জানিয়াছেন, তিনি প্রায় চিত্তসমাহিত করিয়াই আছেন, সুতরাং তিনি বা কিরূপে উপদেশ প্রদান করিবেন? উপদেশ প্রদান করা প্রায় তাঁহার ঘটিয়াই উঠে না। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইলেও, তিনি যে তৎকালে সমাধিস্থ নহেন, ইহাও সকল লোকে জানিতে পারে না; যদি কেহ কোনরূপে জানিতে পারেন, তাহা হইলেও তাঁহার উপদেশ লাভের আশা অতি অল্প; কারণ আত্মতত্ত্বজ্ঞানী কাহারও নিকট হইতে কোনও রূপ লাভ, পূজা বা খ্যাতি প্রভৃতি প্রাপ্তির আশা রাখেন না—তাঁহার কোনও রূপ প্রয়োজন নাই, অতএব নিরপেক্ষ, সুতরাং কাহাকে কিছু বলিবারও তাঁহার প্রয়োজন হয় না ও বলেন না। আর যদি কোন ভাগ্যবানের প্রতি কৃপা করিয়া কিছু বলেন (উপদেশ প্রদান করেন) তাহাও অত্যন্ত দুর্ল্লভ। ঈশ্বর যেরূপ দুর্ল্লভ, মহাত্মা ও মহাত্মগণের নিরপেক্ষ কারুণ্যোক্তিও সেইরূপই দুর্ল্লভ। যিনি আত্মাকে বলেন অর্থাৎ আত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন, সেই আত্মোপদেশকর্ত্তা আশ্চর্য্যবৎ; কথনক্রিয়ার কর্ম্মভূত আত্মা আশ্চর্য্যবৎ; এবং আত্মার কথনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যবৎ।

কথন ক্রিয়ার কর্ত্তৃভূত আত্মবক্তা এবং কর্ম্মভূত আত্মা, দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তৃভূত আত্মদ্রষ্টা এবং কর্ম্মভূত আত্মার তুল্য আশ্চর্য্যবৎ। অতএব তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কথন ক্রিয়া (আত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করা) কি জন্য আশ্চর্য্যবৎ হইল তাহা বলিতেছি। শ্রুতি বলেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ," অর্থাৎ বাক্য মনের সহিত যে স্থান হইতে (যে আত্মবস্তু হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।" আত্মবস্তুর স্বরূপ বাক্যে বলা যায় না, তাহার ভাষা নাই এবং মনেও তাঁহার স্বরূপ ধারণা করা যায় না। আত্মা বাক্য ও মনের অগোচর। এই শ্রুতির আদেশ মানিতে হইলে দেখা যায় যে, সেই শুদ্ধ আত্মা সর্ব্বশব্দাবাচ্য অর্থাৎ এরূপ কোন শব্দ নাই যাহা দ্বারা তাঁহার স্বরূপ বলিতে পারা যায়, সুতরাং সেই সর্ব্বশব্দাবাচ্য আত্মার যে বচন তাহা আশ্চর্য্যবৎ হইবে তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

আরও দেখ, সেই সর্ব্বশব্দাবাচ্য শুদ্ধ আত্মার জহদজহৎস্বার্থ * লক্ষণা-

* বাক্য বা শব্দ।—"বাক্যং স্যাদ্‌যোগ্যতাকাঙ্ক্ষাসত্ত্বিযুক্তপদোচ্চয়ঃ॥" ইতি। অর্থাৎ

দ্বারা কল্পিত সম্বন্ধ বিশিষ্ট শক্তপদ দ্বারা লক্ষতবিচ্ছেদক ব্যতিরেকেই যে প্রতিপাদন তাহাও আবার নির্ব্বিকল্পসাক্ষাৎকারিরূপ, অতএব অতিশয় আশ্চর্য্যের বিষয়! অথবা শক্তিব্যতিরেকে, লক্ষণা ব্যতিরেকে, কিংবা সম্বন্ধান্তর ব্যতিরেকে, সুষুপ্তোত্থাপকবাক্যবৎ তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য দ্বারা যে আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন তাহা আশ্চর্য্যবৎ; কারণ আত্মতত্ত্ব শব্দশক্তির অবিষয়। হে অভিন্নহৃদয় বান্ধব! এই বিষয়গুলি বিশেষ মনোযোগ সহকারে বিচার করিয়া দেখ। মনে কর এক ব্যক্তি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত (সুষুপ্ত), এমত সময়ে এক ব্যক্তি তাহাকে আসিয়া বলিল, "ওহে!

একত্রিত পদ সমূহই "বাক্য"। যদিও পদ সমূহই বাক্য, তথাপি একত্রিত পদ সমূহের মধ্যে এরূপ পদের সমাবেশ চাই যে, পদের পরস্পর যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তি (নৈকট্য) থাকে। কেহ যদি বলে "অনল দ্বারা স্নান করাইতেছে"। এরূপস্থলে পদের পরস্পর যোগ্যতা নাই, কারণ অগ্নির দ্বারা কখনও স্নান করাইতে পারা যায় না, অতএব এরূপ পদসমুচ্চয় বাক্য নহে। যোগ্যতা শব্দের স্থূল অর্থ "পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে বাধার অভাব"। নিরাকাঙ্ক্ষ পদসমুচ্চয়ও বাক্য নহে যেরূপ কেহ যদি বলে "গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী।" এরূপস্থলে পদের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা নাই। কারণ গোপদ উচ্চারণ করিলেই, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই স্বতঃ এইরূপ প্রশ্ন আসিয়া উপস্থিত হয় যে—"গো কি বা কোথায়, বা কিরূপ?" ইত্যাদি। যে পদটী গোপদের সহিত না থাকিলে তাহার অর্থবোধের অবসান হয় না, তাহাই গো-পদের আকাঙ্ক্ষা। "গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী" ইত্যাদি স্থলে কোন পদ দ্বারাই কোন পদেরই অর্থবোধের অবসান হয় না, সকলেই এস্থলে অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট সুতরাং বাক্য নহে। অতএব পদসমুচ্চয় আকাঙ্ক্ষা বিশিষ্ট হইলেই বাক্য নচেৎ নহে। আসত্তিশূন্য পদসমুচ্চয়ও বাক্য নহে, কারণ এরূপ স্থলে পদের পরস্পর নৈকট্য সম্বন্ধ বা আসত্তি নাই। আসত্তিশব্দের অর্থ বুদ্ধির অবিচ্ছেদ। আজ এককথা বলিয়া ছয় মাস পরে তাহার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে হইলে বুঝিবার বিচ্ছেদ ঘটিয়া যায়। স্থূল কথা—যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদসমূহই "বাক্য"।

• শব্দশক্তি—শব্দের অর্থ তিন প্রকার। বাচ্য, লক্ষ্য ও ব্যঙ্গ্য। তন্মধ্যে "বাচ্যোঽর্থোঽভিধয়া বোধ্যো লক্ষ্যো লক্ষণয়া মতঃ। ব্যঙ্গ্যো ব্যঞ্জনয়া তাঃ স্যুঃ তিস্রঃ শব্দস্য শক্তয়ঃ॥ অভিধাশক্তি দ্বারা বোধ্য অর্থ বাচ্য, লক্ষণাশক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ লক্ষ্য এবং ব্যঞ্জনাশক্তির দ্বারা বোধ্য অর্থ ব্যঙ্গ্য। "তত্র সঙ্কেতিতার্থস্য বোধনাদগ্রিমাভিধা॥" "সঙ্কেতিতং অর্থং বোধয়ন্তী শব্দস্য শক্ত্যন্তরানন্তরিতা শক্তিরভিধা নাম।" একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই যে শক্তি প্রভাবে তাহাতে সঙ্কেতিত অর্থের (মুখ্য অর্থের) বোধ হয় তাহার নাম অভিধাশক্তি। অর্থাৎ একটি বাক্য উচ্চারণ করিলেই লক্ষণাশক্তি বা ব্যঞ্জনাশক্তির অপেক্ষা না করিয়াই যে শক্তি মুখ্য অর্থকে প্রথমে উপস্থিত করিয়া দেয় সেই শক্তিরই নাম অভিধাশক্তি। সঙ্কেতিত অর্থের বোধ পরম্পরা ক্রমে সঞ্জাত হয়। যেরূপ একজন প্রবীণ এক নবীনকে বলিলেন "ওহে একটী গাভী লইয়া আইস" তখন নবীন একটি সাস্নাদিবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুকে লইয়া আসিল, ইহা একজন বালক দেখিতে পাইল। দেখিয়া বালক "ওহে একটি গাভী লইয়া আইস" এই বাক্যের অর্থ

নিদ্রা পরিত্যাগ কর, জাগরিত হও।" উক্ত নিদ্রোত্থাপকের বাক্যে সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রা ভঙ্গ হইলে সে জাগরিত হইল। নিদ্রাকালে (সুষুপ্তি অবস্থায়) মনুষ্যের জাগ্রৎ অবস্থার ন্যায় শব্দ বোধ থাকে না, অতএব সুষুপ্তোত্থাপক কর্তৃক উচ্চারিত নিদ্রাভঙ্গ কারক বাক্যের অর্থবোধ করিতে পারে না। এ স্থলে কোন্ শব্দে কোন্ শক্তি নিহিত আছে, অর্থাৎ তাহার শক্যার্থ কি, তাহার লক্ষ্যার্থই বা কি, এবং শব্দের পরস্পর (অভিধান ও অভিধেয়ের) সম্বন্ধই বা কি সুষুপ্ত ব্যক্তি এই সকল বিচার করিতে পারে না; কিন্তু সুষুপ্ত ব্যক্তি শব্দ বোধ না করিয়াই সুষুপ্তোত্থাপক ব্যক্তির বাক্যে নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জাগরিত হয়। সুষুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রৎ রাজ্যের কোনও সংবাদ

বুঝিল যে, একটি সাস্নাদিবিশিষ্ট চতুষ্পদের আনয়ন। কিন্তু কোন্ পদের কোন্ অর্থ তাহা তখন বুঝিতে পারিল না। পরে যখন প্রবীণ নবীনকে বলিলেন যে, "ওহে গাভীটীকে লইয়া যাও, একটি অশ্ব লইয়া আইস"। তখন নবীন গাভীটিকে রাখিয়া আসিয়া একটি অশ্ব লইয়া আসিল। বালক ইহা দেখিল। তখন বালক বুঝিল যে, গাভীপদের অর্থই সাস্নাদিবিশিষ্ট চতুষ্পদ পশুবিশেষ এবং আনয়ন পদের অর্থ আহরণ করা। এইরূপে বালক বয়সের আধিক্যের সহিত অর্থবোধ লাভ করে। বিচার করিলে দেখা যে নৈয়ায়িকগণ এই অভিধাশক্তিকেই "শক্তি" বলিয়া থাকেন। যথা—ঈশ্বরসঙ্কেতঃ শক্তিঃ, তত্রাপি নব্যনৈয়ায়িকানাং মতে সঙ্কেতমাত্রং শক্তিঃ।

লক্ষণা—মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যুক্তো যয়াঽন্যোঽর্থঃ প্রতীয়তে। রূঢ়েঃ প্রয়োজনাদ্বাসৌ লক্ষণা শক্তিরর্পিতা॥ যেস্থলে মুখ্যার্থ বা অভিধেয়ার্থ দ্বারা শব্দসমূহের পরস্পর অন্বয়বোধ না হইবে সেস্থলে যে শক্তি মুখ্যার্থযুক্ত অন্য অর্থ সমুদ্ভাসিত করিয়া অন্বয়বোধ করিয়া দেয় উক্ত শক্তির নাম লক্ষণা, কেহ কেহ সামান্য শব্দের বিশেষ জ্ঞানকে, কেহ বা প্রয়োজনের বিশেষ জ্ঞানকেই লক্ষণা বলিয়া থাকেন। আলঙ্কারিকোক্ত লক্ষণার বহুবিধ ভেদ থাকিলেও এস্থলে তাহার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এস্থলে কেবলমাত্র "জহৎস্বার্থ, অজহৎস্বার্থ ও জহদজহৎস্বার্থ" এই ত্রিবিধ লক্ষণার বিচার করা যাইতেছে। জহৎস্বার্থ লক্ষণা—যেরূপ "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" অর্থাৎ "গঙ্গায় ঘোষপল্লী"। এরূপ স্থলে গঙ্গাপদের শক্তি বা সঙ্কেত (মুখ্যার্থ) জলপ্রবাহে, এবং ঘোষপদের শক্তি বা সঙ্কেত ঘোষ পল্লীতে, অথচ জলপ্রবাহ মধ্যে কখনও ঘোষপল্লী সংস্থিত হইতে পারে না, সুতরাং মুখ্যার্থের বাধা হইল। এরূপ স্থলে গঙ্গায় ঘোষপল্লী বলিতে গঙ্গাতীরে ঘোষপল্লী এইরূপ অন্য অর্থ যে শক্তিপ্রভাবে সমুদ্ভাসিত হয় সেই শক্তির নাম লক্ষণা; পরন্তু এস্থলে গঙ্গাপদ নিজ জলপ্রবাহরূপ অর্থ ত্যাগ করিয়া তীররূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, অতএব "জহৎ-স্বার্থ"। অজহৎস্বার্থ লক্ষণা।—যেরূপ কেহ বলিল, "ওহে! ওখানে ভারি লাঠি চলছে।" এরূপ স্থলে দেখা যাইতেছে যে লাঠি জড় পদার্থ, তাহার চলন অসম্ভব, কিন্তু সেই ঈশ্বরনিহিতা লক্ষণাশক্তি বলিয়া দিতেছে যে, এখানে লাঠির অর্থ যষ্টিধারী পুরুষ। এস্থলে "লাঠি" নিজের অর্থ ত্যাগ না করিয়া একজন পুরুষকে আনিয়া উপস্থিত করিল বলিয়া "অজহৎস্বার্থ"। জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা বা ভাগলক্ষণা।—যেরূপ কেহ বলিল, "কাকেভ্যো দধি রক্ষতাং" অর্থাৎ "কাকসকল হইতে দধি রক্ষা কর।" এরূপ স্থলে এরূপ অর্থ বুঝাইতেছে যে কেবল কাক নহে মার্জ্জারাদি হইতেও দধি রক্ষা কর। এখানে কাকাংশের ত্যাগ ও মার্জ্জারাদির গ্রহণ হইতেছে।

প্রদান করিতে পারে না ; কিন্তু সুষুপ্তোত্থিত ব্যক্তি জাগ্রৎ রাজ্যের সমাচার তো সমবগত হয়ই, অধিকন্তু সুষুপ্তি-রাজ্যেরও সমাচার প্রদান করিতে সক্ষম হয়। সুষুপ্তোত্থিত পুরুষ বলে, "আহা আমি এতক্ষণ সুখে নিদ্রা যাইতে-ছিলাম; কিছুই জানিতে পারি নাই।" তবে এ খন দেখ, যেরূপ সুষুপ্ত ব্যক্তি সুষুপ্তোত্থাপক ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রযুক্ত বাক্যের অর্থ অবগত না হইয়াই জাগ-রিত হয় এবং জাগরিত হইবার অনন্তর সমস্ত জানিতে পারে, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় ; অর্থাৎ যেহেতু দেখা যাইতেছে, না জাগিলে জানা যায় না এবং না জানিলে জাগা হয় না, অথচ সুষুপ্তোত্থাপকের বাক্যের

সুতরাং একাধারে ত্যাগ ও গ্রহণ উভয়ই হইতেছে বলিয়া "জহদজহৎস্বার্থ"। অথবা যেরূপ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"। এরূপ স্থলে "সেই" অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট, এবং "এই" অর্থাৎ এতৎকালে বর্ত্ত-মান এই দুই অংশের ত্যাগ হইয়া একমাত্র দেবদত্তেই পর্য্যবসিত হইতেছে ; সুতরাং "সেই এই" ভাগের ত্যাগ ও দেবদত্ত ভাগের গ্রহণ হইতেছে বলিয়া ইহা "জহদজহৎস্বার্থ"। এক ভাগ ত্যাগ ও অপর ভাগ গ্রহণ করা হয় বলিয়াই ইহার নামান্তর "ভাগলক্ষণা"।

নৈয়ায়িকগণের মতে শক্য সম্বন্ধই লক্ষণা। গঙ্গাশব্দের শক্তি জলপ্রবাহে ; এবং শক্য অর্থ জলপ্রবাহ। শক্তি প্রতিপাদ্য শক্য। সেই শক্যের যে সম্বন্ধ তাহার নাম শক্য সম্বন্ধ। যেরূপ "গঙ্গায় ঘোষ" এরূপ স্থলে গঙ্গাশব্দের শক্য অর্থ হইল ভগীরথখাতাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহ, তাহার যে সম্বন্ধ অর্থাৎ তীরের সহিত নৈকট্যাদিরূপ যে সম্বন্ধ তাহাই লক্ষণা। লক্ষণা আবার কোন লক্ষ্যকে উদ্দেশ করিয়াই সম্প্রবৃত্ত হয়। গঙ্গাপদের লক্ষ্য তীর। সকল পদার্থেরই এক একটি অসাধারণ (যাহা অন্য কিছুতে নাই এইরূপ) ধর্ম্ম আছে। অসাধারণ ধর্ম্মেরই নামান্তর অব-চ্ছেদক বা ইতর ব্যাবর্ত্তক। গঙ্গাশব্দের যে লক্ষ্যার্থ তীর তাহাতে তীরত্ব রূপ একটি অসাধারণ ধর্ম্ম আছে লক্ষ্যার্থবৃত্তি, এইরূপ অসাধারণ ধর্ম্মেরই নামান্তর লক্ষ্যতাবচ্ছেদক। গঙ্গাশব্দের লক্ষ্যতাবচ্ছেদক তীরত্ব ধর্ম্ম এবং লক্ষ্যতাবচ্ছিন্ন হইল তীর। অর্থাৎ তীরে যে একটি অসাধারণ ধর্ম্ম থাকিয়া অন্য পদার্থ হইতে তাহার (তীরত্ব) বিশিষ্টত্ব সম্পাদন করিতেছে সেই ধর্ম্ম হইল তীরত্ব। তীরত্ব তীরেই আছে, ঘটে বা পটে অন্য কিছুতেই নাই। তার সেই তীরত্বধর্ম্মাবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তীরই সেই তীরত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম বিশিষ্ট। লক্ষ্যভূত তীরের সেই তীরত্বরূপ অসা-ধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়াই তাহার সহিত গঙ্গাপদের সম্বন্ধ বা লক্ষণা হইয়াছে। "সোঽয়ং দেব-দত্তঃ" ইত্যাদি স্থলেও লক্ষ্যভূত দেবদত্তপিণ্ডের একটি অসাধারণ ধর্ম্ম আছে বলিয়াই "সোঽয়ং" পদের সম্বন্ধ তাহার সহিতই হইল। দেবদত্তের অসাধারণ ধর্ম্ম দেবদত্তত্ব। কিন্তু সেই দেব-দত্তত্ব ধর্ম্ম দেবদত্ত ব্যতীত অন্য জনে নাই ; রামেও নাই আর শ্যামেও নাই বা অন্য কোন জনেও নাই। "তত্ত্বমসি" "সেই তুমি হইতেছ" এই মহাবাক্যে যদিও "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যের ন্যায় জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা দ্বারা অর্থ নিষ্পত্তি হইতেছে, তথাপি এস্থলে "সোঽয়ং দেব-দত্তঃ" এই বাক্যের লক্ষ্য দেবদত্তপিণ্ডের লক্ষ্যতাবচ্ছেদক দেবদত্তত্বরূপ অসাধারণ ধর্ম্মের ন্যায় "তত্ত্বমসি" বাক্যের লক্ষ্য ব্রহ্মে লক্ষ্যতাবচ্ছেদক কোন অসাধারণ ধর্ম্ম নাই। কারণ ব্রহ্মবস্তু শুদ্ধ, তাঁহাতে কোনও রূপ অসাধারণ ধর্ম্ম নাই। ব্রহ্মবস্তুতে কোন রূপ ধর্ম্ম থাকিলে ব্রহ্মবস্তুকে ধর্ম্মী হইতে হয়। সেই নিরঞ্জন বস্তুকে ধর্ম্মী বলিলে বহুবিধ নশ্বরত্বাদি দোষ আসিয়া আক্রমণ

অর্থাদি বোধ না হইয়াই সুষুপ্ত ব্যক্তি প্রতিবোধিত হয়, অতএব ইহা যেরূপ অতীব আশ্চর্য্যের বিষয়; সেইরূপ তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদনও আশ্চর্য্যবৎ। এ স্থলে মনে কর আবিদ্যক অবস্থাই সুষুপ্তি; মহাবাক্য স্বরূপ সুষুপ্তোত্থাপক বাক্যে ঐ সুষুপ্তির নাশ করিয়া মনুষ্যকে জাগরিত করে, অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপ সম্প্রাপ্ত করে, অর্থাৎ ব্রহ্মবস্তু শব্দশক্তির অবিষয় বলিয়া অজ্ঞান বা মোহ নাশ হইলেই তাঁহাকে জানা যায়। অথচ মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞান দ্বারাই মোহনিদ্রার অবসান হইয়া থাকে, অতএব পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ মহাবাক্য দ্বারা আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন আশ্চর্য্যবৎ কি না? এই নিমিত্তই (অন্য) সর্ব্বজ্ঞ কোন কোন সাধারণ-জন-বিলক্ষণ ব্যক্তি আত্মার স্বরূপ কথনকে (আত্ম-স্বরূপ ক্রিয়াকে) আশ্চর্য্যের তুল্য বলেন। (মূলে "আশ্চর্য্যবদ্বদতি তথৈবচান্যঃ" ইহার মধ্যে যে অন্য শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহাতে কেহ যেন আত্মদ্রষ্টা হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বিবেচনা না করেন। অন্য অর্থাৎ সাধারণজন-বিলক্ষণ কোন সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি। এবং "চ" কারের অর্থ তিনি যেরূপ জানেন সেইরূপই বলেন।)

তাহা হইলে এখন দেখ যে, স্বয়ং আত্মা, আত্মবিষয়ক উপদেশ এবং আত্মোপদেশকর্ত্তা এতৎ ত্রিতয়ই আশ্চর্য্যবৎ! অতএব তুমি সেই পরম দুর্ব্বিজ্ঞেয় আত্মাকে অনায়াসে কিরূপে জানিবে? তৃতীয়তঃ আত্মার

করে'। স্থূল কথা ব্রহ্মবস্তু সর্ব্বশব্দাবাচ্য কারণ তিনি শুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহাতে কোনও রূপ বিকার বা বিকল্প বা ধর্ম্ম বা পরিচ্ছেদের আরোপ হইতে পারে না। অথচ যেরূপ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" ইত্যাদি স্থলে জহদজহৎস্বার্থ লক্ষণা দ্বারা তৎকালবিশিষ্ট ও এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তের অর্থ একমাত্র দেবদত্তপিণ্ডেই পর্য্যবসিত হয়, এইরূপ "তৎত্বমসি" এই মহাবাক্যেও "তৎত্বং" এর (পরোক্ষত্ব অপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্টরূপ) অর্থ একমাত্র সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এস্থলে "সেই এই" পদের শক্য অর্থের সম্বন্ধ দেবদত্তে, অথবা যেরূপ গঙ্গা-পদের ভাগীরথধারাবচ্ছিন্ন জলপ্রবাহরূপ শক্য অর্থের সম্বন্ধ তীরে, এইরূপ "তৎত্বং" পদের শক্য অর্থের সম্বন্ধ ব্রহ্মে। পরন্তু ব্রহ্ম সর্ব্বশব্দাবাচ্য, অতএব তাঁহার সহিত প্রকৃত পদ সম্বন্ধ হইতে পারে না বলিয়া সম্বন্ধাদি সমস্তই তাঁহাতে কল্পিত বলিতে হয়।" আরও এক কথা ব্রহ্মবস্তু সর্ব্ব-ধর্ম্মশূন্য, অতএব শুদ্ধ ও নির্ব্বিকল্প, সুতরাং যাহা লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ব্রহ্মত্বাদিরূপ অসাধারণ ধর্ম্ম পরিহীন ও নির্ব্বিকল্প তাঁহার (সেই শুদ্ধ আত্মা বা ব্রহ্মবস্তুর) যে লক্ষণাবিশিষ্ট পদ দ্বারা প্রতি-পাদন ও সাক্ষাৎকার তাহা অতিশয় আশ্চর্য্যজনক।—অ, কৃ, গো।

(আত্মোপদেশের) শ্রোতাও অত্যন্ত দুর্লভ। আত্মদ্রষ্টা, আত্মবক্তা এবং মুক্ত এই ত্রিবিধ পুরুষ হইতে অন্য কোন মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন ব্রহ্মবিৎ বক্তার নিকট যথাবিধি গমন করেন ও এই আত্মাকে শ্রবণ করেন, অর্থাৎ শ্রবণাখ্য বিচারের বিষয়ীভূত করেন—বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নিশ্চয়রূপে অবধারিত করেন। শ্রবণের অনন্তর মনন ও নিদিধ্যাসন করিতে করিতে তাহার পরিপাক অবস্থায়, আত্মাকে জানিতে পারেন, অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভও করিয়া থাকেন। কিন্তু সাক্ষাৎকার লাভ যে আশ্চর্য্যবৎ তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এক্ষণে দেখ আত্ম-শ্রবণ কর্ত্তাও আশ্চর্য্যবৎ; কারণ তিনি অনেক জন্মানুষ্ঠিত সুকৃতবারিদ্বারা নিজের মনোমালিন্য প্রক্ষালিত করিয়াছেন এবং এই নিমিত্তই তিনি অতিশয় দুর্ল্লভ, অতএব আশ্চর্য্যবৎ। (এ বিষয় অগ্রে বিশেষরূপে বিবৃত হইবে) সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ভাগ্যবান্ সিদ্ধিলাভের নিমিত্ত যত্ন করেন, এবং যত্নবান্ সিদ্ধগণের মধ্যেও দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ আত্মার বাস্তবস্বরূপ দেখিতে ও জানিতে সক্ষম হন। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃন্বন্তোঽপি বহবো যন্ন বিদ্যুঃ, আশ্চর্য্যোঽস্য বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা, আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।" যাঁহার শ্রোতা (উপদেশগৃহীতা) অতি অল্প, শ্রোতৃবর্গের অধিকাংশই যাঁহাকে জানিতে পারে না, যাঁহার বক্তা (উপদেষ্টা) আশ্চর্য্যবৎ, (কারণ অনেকের মধ্যে দৈবাৎ কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তিই উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিতে সক্ষম হন); এইরূপ আবার অনেক শ্রোতৃবর্গের মধ্যে কোন কুশল অর্থাৎ নিপুণ ব্যক্তিই তাঁহার লব্ধা হন। অর্থাৎ তাঁহাকে লাভ করেন, যেহেতু কোন নিপুণ আচার্য্য কর্ত্তৃক অনুশিষ্ট অর্থাৎ উপদিষ্ট হইয়াই কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তাঁহার জ্ঞাতা হন, অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করেন এবং সেই হেতু আশ্চর্য্যবৎ অর্থাৎ অতি দুর্ল্লভ।

তাহা হইলে এখন দেখ, শ্রবণ ক্রিয়ার কর্ত্তৃভূত আত্ম-শ্রবণ কর্ত্তা আশ্চর্য্যবৎ। অতএব যেরূপেই কেন বিচার করিয়া দেখ না, দেখিবে আত্মসংসৃষ্ট সকল ব্যাপারই নিরতিশয় আশ্চর্য্যবৎ ॥ ২৯ ॥

——০:*:০——

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

অন্বয়।—ভারত (অর্জ্জুন) অয়ং দেহী (আত্মা) সর্ব্বস্য (ভূতজাতস্য) দেহে নিত্যং (নিয়তং) অবধ্যঃ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি শোচিতুং ন অর্হসি॥ ৩০॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন্! এই আত্মা সকলের শরীরে সকল সময়েই অবধ্য এই জন্য তুমি সকল ভূতের নিমিত্ত শোক করিতে যোগ্য নহ॥ ৩০॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বপ্রকার বিচারেই দেখা যাইতেছে যে আত্মা সকল সময়েই সর্ব্ব শরীরে অবধ্যরূপে বিরাজিত; সুতরাং তাদৃশ আত্মার নিমিত্ত শোক করিতে হইলে সকল ভূতের নিমিত্ত শোক করিতে হয়। সেরূপ শোক কথনই উচিত নহে॥ ৩০॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং প্রকরণার্থমুপসংহরন্ ব্রূতে দেহীতি। যস্মাদ্দেহী শরীরী নিত্যং সর্ব্বাবস্থাস্ববধ্যো নিরবয়বত্বান্নিত্যত্বাচ্চ, তত্রাবধ্যোঽয়ং দেহে শরীরে সর্ব্বস্য সর্ব্বগতত্বাৎ, স্থাবরাদিষু স্থিতোঽপি সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপি অয়ং দেহী ন বধ্যো যস্মাৎ তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতান্যুদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

আনন্দগিরি।—শ্লোকান্তরমুথাপয়তি অথেতি। আত্মনো দুর্জ্ঞানত্বপ্রদর্শনানন্তরমিতি যাবৎ, বস্তুবৃত্তাপেক্ষয়া শোকমোহয়োরকর্ত্তব্যত্বং প্রকরণার্থঃ। দেহে বধ্যমানেঽপি দেহিনো বধ্যত্বাভাবে ফলিতমাহ যস্মাদিতি। হেতুভাগং বিভজতে সর্ব্বস্যেতি। ফলিতপ্রদর্শনপরং শ্লোকার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তস্মাদ্ভীষ্মাদীনীতি॥ ৩০॥

রামানুজ।—সর্ব্বস্য দেবাদিদেহিনো দেহে বধ্যমানেঽপ্যয়ং দেহী নিত্যমবধ্য ইতি মন্তব্যঃ। তস্মাৎ সর্ব্বাণি দেবাদিস্থাবরান্তানি ভূতানি বিষমাকারাণ্যপ্যুক্তেন স্বভাবেন স্বরূপতঃ সমানানি নিত্যানি চ দেহতস্তু বৈষম্যং অনিত্যত্বঞ্চ। ততো দেবাদীনি সর্ব্বাণি ভূতানি উদ্দিশ্য ন শোচিতুমর্হসি ন কেবলং ভীষ্মাদীন্ প্রতি॥ ৩০॥

হনুমান্।—ইদানীং প্রকরণাদুপসংহ্রিয়তে তস্মাদ্ভীষ্মাদীনি সর্ব্বাণি ভূতানি উদ্দিশ্য ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০॥

শ্রীধর।—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীতি। স্পষ্টার্থঃ॥ ৩০॥

বলদেব।—তদেবং দুরধিগমং জীবযাথাত্ম্যং সমাসেনোপদিশন্নশোচ্যত্বমুপসংহরতি দেহীতি। সর্ব্বস্য জীবগণস্য দেহে হন্যমানেঽপ্যয়ং দেহী জীবো নিত্যমবধ্যো যস্মাৎ তস্মাৎ ত্বং সর্ব্বাণি ভূতানি ভীষ্মাদিভাবাপন্নানি শোচিতুং নার্হসি। আত্মনাং নিত্যত্বাদশোচ্যত্বং তদ্দেহানাঞ্চ বস্তুবিনাশত্বাৎ তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—ইদানীং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণভ্রমনিবৃত্তিসাধনমুক্তমুপসংহরতি দেহীতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য দেহে বধ্যমানেঽপ্যয়ং দেহী লিঙ্গদেহোপাধিরাত্মা বধ্যো ন ভবতীতি, নিত্যং নিয়তং, যস্মাৎ তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি স্থূলানি সূক্ষ্মাণি চ ভীষ্মাদিভাবাপন্নান্যুদ্দিশ্য ত্বং ন শোচিতুমর্হসি স্থূলদেহস্যাশোচ্যত্বমপরিহার্য্যত্বাৎ, লিঙ্গদেহস্যাশোচ্যত্বমাত্মবদেবাবধ্যত্বাদিতি ন স্থূলদেহস্য লিঙ্গদেহস্যাত্মনো বাশোচ্যত্বং যুক্তমিতিভাবঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—প্রকৃতমর্থমুপসংহরতি দেহীতি। সর্ব্বানি ভূতানি কথমেতে দীনা অল্পবলাঃ বলবত্তরেণ ময়া হন্তব্যাঃ কথমেষাং পুত্রাদয় এতৈর্বিনা জীবিষ্যন্তি কথং বাহং ভীষ্মাদিভিগুরুভির্বিনা জীবিষ্যামীতি শোচিতুং নার্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি নিশ্চিত্য ব্রূহি কিমহং কুর্য্যাং কিং বা ন কুর্য্যামিতি, তত্র শোকং মা কুরু, যুদ্ধন্তু কুর্ব্বিত্যাহ দেহীতি দ্বাভ্যাম্ ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—হে ভরত কুলোত্তম অর্জ্জুন! দেহী অর্থাৎ আত্মা নিরবয়বত্বহেতু নিত্য এবং সর্ব্ব পদার্থে অনুস্যূত, এজন্য অবধ্য। অতিকায় হস্তি হইতে চক্ষুর অগোচর কীটাণু পর্য্যন্ত সকল দেহ বধ্য হইলেও, আত্মা কখনও বধ্য নহেন। অতএব ভীষ্ম দ্রোণাদি আত্মীয়গণের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হওয়া তোমার কখনও উচিত হয় না। স্থূল দেহের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই; কারণ তাহা অনিত্য এবং বিনাশশীল সুতরাং তাহার ধ্বংস অপরিহার্য্য কিন্তু লিঙ্গ দেহ আত্মার ন্যায় অবধ্য, অতএব তুমি কাহার নিমিত্ত শোক করিবে? ॥ ৩০ ॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

অন্বয়।—অপি স্বধর্ম্মং (ক্ষত্রিয়স্য জাতিধর্ম্মং) চ অবেক্ষ্য (পর্য্যালোচ্য) [ত্বং] বিকম্পিতুং (বিচলিতুং) ন অর্হসি হি (যস্মাৎ) ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্ম্যাৎ (ন্যায্যাৎ) যুদ্ধাৎ অন্যৎ শ্রেয়ঃ (মঙ্গলসাধনং) ন বিদ্যতে ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—আর স্বধর্ম্মও আলোচনা করিয়া [তুমি] কম্পিত হইতে যোগ্য নহ যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ন্যায়-যুদ্ধ অপেক্ষা অন্য মঙ্গল-সাধন নাই ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা।—স্বকীয় জাতিধর্ম্মের কথা আলোচনা করিলেও তোমার কম্পান্বিত হওয়া উচিত হয় না। কারণ ন্যায়যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের জীবনে অধিকতর শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইহ পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়াং শোকো বা মোহো বা ন সম্ভবতীত্যুক্তং, ন কেবলং পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষায়ামেব কিন্তু স্বধর্ম্মমিতি। স্বধর্ম্মমপি স্বো ধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মঃ যুদ্ধং, তমপ্যবেক্ষ্য ত্বং ন বিকম্পিতুং প্রচলিতুং অর্হসি, ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকাদ্ধর্ম্মা-দাত্মস্বাভাব্যাদিত্যভিপ্রায়ঃ, তচ্চ যুদ্ধং পৃথিবীজয়দ্বারেণ ধর্ম্মার্থং প্রজারক্ষণার্থঞ্চেতি, ধর্ম্মাদ-নপেতং পরং ধর্ম্ম্যং, তস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে হি যস্মাৎ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—শ্লোকান্তরমবতারয়ন্ বৃত্তং কীর্ত্তয়তি ইহেতি। পূর্ব্বশ্লোকঃ সপ্তম্যর্থঃ, যৎ পারমার্থিকং তত্ত্বং তদপেক্ষায়ামেব কেবলং শোকমোহয়োরসম্ভবো ন ভবতি কিন্তু স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্যেতি সম্বন্ধঃ, স্বকীয়ং ক্ষাত্রধর্ম্মমনুসন্ধায় ততশ্চলনং পরিহর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যদ্ধি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মাদনপেতং শ্রেয়ঃসাধনং তদেব ময়ানুবর্ত্তিতব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্ম্যাদিতি। জাতিপ্রযুক্তং স্বাভাবিকং স্বধর্ম্মমেব বিশিনষ্টি ক্ষত্রিয়স্যেতি। পুনর্নকারোপাদানমন্বয়ার্থং, প্রচলিতুমযোগ্যত্বে প্রতিযোগিনং দর্শয়তি স্বাভাবিকাদিতি। স্বাভাবিকত্বমশাস্ত্রীয়ত্ব মিতিশঙ্কাং বারয়িতুং তাৎপর্য্যমাহ আত্মেতি। আত্মনঃ স্বস্যার্জ্জুনস্য স্বাভাব্যং ক্ষত্রিয়স্বভাবপ্রযুক্তং বর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্ম তস্মাদিত্যর্থঃ। ধর্ম্মার্থং প্রজাপরিপালনার্থঞ্চ প্রযতমানস্য যুদ্ধাদুপরিরংসা শ্রদ্ধাতব্যেত্যাশঙ্ক্যাহ তচ্চেতি। ততোঽপি শ্রেয়স্করং কিঞ্চিদনুষ্ঠাতুং যুদ্ধাদুপরতিরুচিতেত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। তস্মাদযুদ্ধাৎ প্রচলনমনুচিতমিতি শেষঃ ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—অপি চেদং প্রারব্ধং যুদ্ধং প্রাণিমারণমপি অগ্নীষোমীয়াদিবৎ স্বধর্ম্মমবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি। ধর্ম্ম্যাৎ ন্যায়তঃ প্রবৃত্তাৎ যুদ্ধাদন্যন্ন হি ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ো বিদ্যতে। "শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্। দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্" ইতি বক্ষ্যতে। অগ্নীষোমীয়াদিষু চ ন হিংসা পশোর্হীনতরছাগাদিদেহপরিত্যাগপূর্ব্বককল্যাণদেহ-স্বর্গাদিপ্রাপকত্বশ্রুতেঃ, "তেষু সংজ্ঞপনস্য ন বা উবেত তত্র ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবান্ ইদেষি পথিভিঃ। স্বর্গিভিঃ যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্রত্যো দেবঃ সবিতা দধাতু" ইতি হি শ্রূয়তে। ইহ চ যুদ্ধে মৃতানাং কল্যাণতরদেহাদিপ্রাপ্তিরুক্তা "বাসাংসি জীর্ণানি" ইত্যাদিনা। অতশ্চিকিৎসক-শল্যাদিকরণমাতুরস্যেবাস্য রক্ষণমেবাগ্নীষোমীয়াদি কর্ম্মসু সংজ্ঞপনম্ ('অগ্নীষোমীয়াদিষু—প্রাপকত্বশ্রুতেঃ ইত্যনন্তরং, "সংজ্ঞপনস্য ন বা উবেত ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ

সুগেভিঃ যত্র যন্তি সুকৃতো নাপি দুষ্কৃতস্তত্রত্বা দেবঃ সবিতা দধাত্বিতি হি শ্রূয়তে ইহ চ যুদ্ধে কল্যাণতরদেহপ্রাপ্তিরুক্তা বাসাংসি জীর্ণানীত্যাদিনা, অতশ্চিকিৎসককর্ম্মাতুরস্যেব অস্য রক্ষণমেব অগ্নীষোমীয়াদিষু সংজ্ঞপনং" ইতি বা পাঠঃ কুত্রচিৎ দৃশ্যতে)॥ ৩১॥

• শ্রীধর।—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ স্বধর্ম্মমপীতি। আত্মনো নাশাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যচ্চোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি, তত্রাহ ধর্ম্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতান্ন্যায্যাদ্যুদ্ধাদন্যৎ॥ ৩১॥

বলদেব।—এবং পরমাত্মজ্ঞানোপযোগিত্বাদাদৌ জীবাত্মজ্ঞানং সর্ব্বান্ প্রতি তৌল্যেনোপদিশ্য সনিষ্ঠান্ প্রতি নিষ্কামতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি হৃদ্বিশুদ্ধিসহকৃতামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়ন্তীতি বদিষ্যন্ তস্যাং প্রতীতিমুৎপাদয়িতুং সকামতয়ানুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং কাম্যফলপ্রদত্বমাহ দ্বাভ্যাং স্বধর্ম্মপীতি। ন কেবলং দেহাত্ম স্বভাবং নিভাল্যং কিন্তু স্বধর্ম্মমপীতি। যুদ্ধং খলু ক্ষত্রিয়স্য নিয়তমগ্নিহোত্রাদিবদ্বিহিতম্। তচ্চ শত্রুপ্রাণবিহিংসনরূপমগ্নিষ্টোমাদিপশুহিংসনবন্ন প্রত্যবায়নিমিত্তম্। উভয়ত্র হিংসেয়মুপকৃতিরূপৈব। হীনয়োর্দেহলোকয়োস্ত্যাগেন দিব্যয়োস্তয়োর্লাভাৎ। আহ চৈবং স্মৃতিঃ, "আহবেষু মিথোঽন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুদ্ধমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ। যজ্ঞেষু পশবো ব্রহ্মন্ হন্যন্তে সততং দ্বিজৈঃ। সংস্কৃতাঃ কিল মন্ত্রৈশ্চ তেঽপি স্বর্গমবাপ্নুবন্" ইত্যাদ্যা। এবং নিজধর্ম্মমবেক্ষ্য বিকম্পিতুং ধর্ম্মাৎ প্রচলিতুং নার্হসি। যত্তু "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি" ইত্যাদিনা "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি" ইত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্বয়োক্তং তচ্চাজ্ঞানাদেবেত্যাহ ধর্ম্ম্যাদিতি। যুদ্ধমেব ভূমিজয়দ্বারা প্রজাপালনগুরুবিপ্রসংসেবনাদিক্ষাত্রধর্ম্মনির্ব্বাহীতি। এবমাহ ভগবান্ পরাশরঃ। "ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ প্রদণ্ডয়ন্। নির্জ্জিত্য পরসৈন্যাদি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥" ইতি॥ ৩১॥

মধুসূদন।—তদেবং স্থূলসূক্ষ্মশরীরদ্বয়তৎকারণাবিদ্যাখ্যোপাধিত্রয়াবিবেকেন মিথ্যাভূতস্যাপি সংসারস্য সত্যত্বাত্মধর্ম্মত্বাদিপ্রতিভাসরূপং সর্ব্বপ্রাণিসাধারণমর্জ্জুনস্য ভ্রমং নিরাকর্ত্তুং উপাধিত্রয়বিবেকেনাত্মস্বরূপমভিহিতবান্। সম্প্রতি যুদ্ধাখ্যে স্বধর্ম্মে হিংসাদিবাহুল্যেনা ধর্ম্মত্বপ্রতিভাসরূপমর্জ্জুনস্যৈব করুণাদিদোষনিবন্ধনমসাধারণং ভ্রমং নিরাকর্ত্তুং হিংসাদিমত্ত্বেঽপি যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বেনাধর্ম্মত্বাভাবং বোধয়তি ভগবান্ স্বধর্ম্মমিতি। ন কেবলং পরমার্থ ত্বমেবাবেক্ষ্য কিন্তু স্বধর্ম্মমপি ক্ষত্রিয়ধর্ম্মমপি যুদ্ধাপরাঙ্মুখত্বরূপম্ অবেক্ষ্য শাস্ত্রতঃ পর্য্যালোচ্য বিকম্পিতুং বিচলিতুং ধর্ম্মাদাবধর্ম্মত্বভ্রান্ত্যা নিবর্ত্তিতুং নার্হসি, তত্রৈবং সতি "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদিনা "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি" ইত্যন্তেন যুদ্ধস্য পাপহেতুত্বং ত্বয়া যদুক্তং, "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদিনা চ গুরুবধব্রহ্মবধাক্ষকরণং যদভিহিতং তৎ সর্ব্বং ধর্ম্মশাস্ত্রাপর্য্যালোচনাদেবোক্তম্। কস্মাৎ? হি যস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ অপরাঙ্মুখত্বধর্ম্মাদনপেতাৎ যুদ্ধাৎ অন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ঃ শ্রেয়ঃসাধনং ন বিদ্যতে, যুদ্ধমেব হি পৃথিবীজয়দ্বারেণ প্রজারক্ষণব্রাহ্মণশুশ্রূষাদিক্ষাত্রধর্ম্মনির্ব্বাহকমিতি, তদেব ক্ষত্রিয়স্য প্রশস্ততরমিত্যভিপ্রায়ঃ। তথাচোক্তং পরাশরেণ, "ক্ষত্রিয়ো হি প্রজা রক্ষন্ শস্ত্রপাণিঃ

প্রদণ্ডবান্। নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ॥" মনুনাপি, "সমোত্তমাধমৈ রাজা চাহূতঃ পালয়ন্ প্রজাঃ। ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ ক্ষাত্রং ধর্ম্মমনুস্মরন্॥ সংগ্রামেষ্বনিবর্ত্তিত্বং প্রজানাঞ্চৈব পালনম্। শুশ্রূষা ব্রাহ্মণানাঞ্চ রাজ্ঞঃ শ্রেয়স্করং পরম্॥" ইত্যাদিনা রাজশব্দঃ ক্ষত্রিয়জাতিমাত্রবাচীতি স্থিতমেবেষ্ট্যধিকরণে, তেন ভূমিপালস্যৈবায়ং ধর্ম্ম ইতি ন ভ্রমিতব্যম্, উদাহৃতবচনেঽপি ক্ষত্রিয়ো হীতি ক্ষাত্রং ধর্ম্মমিতি চ স্পষ্টং লিঙ্গং, তস্মাৎ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং প্রশস্তো ধর্ম্ম ইতি সাধু ভগবতাভিহিতম্, "অপশবো বান্যে গোঽশ্বেভ্যঃ পশবো গোঽশ্বাঃ" ইতিবৎ প্রশংসালক্ষণয়া যুদ্ধাদন্যৎ শ্রেয়ঃসাধনং ন বিদ্যতে ইত্যুক্তমিতি ন দোষঃ। এতেন যুদ্ধাৎ প্রশস্ততরং কিঞ্চিদনুষ্ঠাতুং ততো নিবৃত্তিরুচিতেতি নিরস্তং, "নচ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইত্যেতদপি॥ ৩১॥

নীলকণ্ঠ।—অর্জ্জুনস্য অনাত্মনি দেহে আত্মধীরূপো মোহো নিবারিতঃ, ইদানীং স্বধর্ম্মে যুদ্ধে অধর্ম্মধীরূপং মোহং নিবারয়তি স্বধর্ম্মমপীত্যাদি। যুদ্ধং ক্ষত্রিয়স্য স্বধর্ম্মঃ, তমবেক্ষ্যাপি বিকম্পিতুং চলিতুং নার্হসি, হি যস্মাৎ ধর্ম্ম্যাৎ ধর্ম্মাদনপেতাদ্যুদ্ধাদন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং নাস্তি॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ।—আত্মনো নাশাভাবাদেব বধাদ্বিকম্পিতুং ভেতুং নার্হসি। স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—পরমার্থ-তত্ত্বমূলক যুক্তি ও বিচার দ্বারা তোমার শোক-মোহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা হইল। পরন্তু তুমি যদি পরমার্থতত্ত্ব বিচার না করিয়া স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য কর, তাহা হইলেও বুঝিতে পারিবে, উপস্থিত বিষয়ে শোক-মোহ যুক্তিযুক্ত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার ধর্ম্ম। অতএব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া তুমি যে "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি বাক্যে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছ, তাহা তোমার পক্ষে কখনও সুসঙ্গত নহে। তুমি যে "যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি" ইত্যাদি হইতে "নরকে নিয়তং বাসো ভবতি" এই পর্য্যন্ত বাক্যে পাপের আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ এবং "কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে" ইত্যাদি বাক্যে গুরুজনবধের যে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ, তৎসমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ। কারণ ধর্ম্ম্য যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের জীবনে অধিকতর শ্রেয়ঃস্কর কার্য্য আর কিছুই নাই। পৃথিবী জয় করিয়া অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও ভূদেব-ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা সাধন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম এবং তাহাই ক্ষত্রিয়ের সকল কল্যাণের নিদান। পরাশর বলিয়াছেন, "ক্ষত্রিয়েরা শস্ত্রপাণি ও দণ্ডধারী হইয়া প্রজারক্ষণ করিবেন এবং পরসৈন্য পরাজিত করিয়া ধর্ম্মসহকারে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম পালন করিবেন।"

ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, "সম অর্থাৎ তুল্য, উত্তম অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ এবং অধম অর্থাৎ হীন ব্যক্তি কর্ত্তৃক আহূত হইয়া ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম স্মরণপূর্ব্বক রাজা কখনও সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইবেন না এবং প্রজাপালন করিবেন। সংগ্রামে অপরাঙ্মুখতা প্রজার পরিপালন এবং ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা রাজার পরম শ্রেয়ঃস্কর।" রাজ শব্দের অর্থই ক্ষত্রিয়; সুতরাং উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় বচন প্রমাণে যুদ্ধই যে ক্ষত্রিয়ের অবশ্যকরণীয় ধর্ম্ম, তৎপক্ষে কোনই সন্দেহ নাই; অতএব "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" তোমার এই সকল বাক্য নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। অগ্নীষোমীয়াদি যজ্ঞে ধর্ম্মার্থ পশুহনন পাপজনক হয় না, সেইরূপ ধর্ম্মার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হননেও পাপ হয় না। যজ্ঞোদ্দেশে ছাগাদি পশু স্বদেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কল্যাণ দেহ লাভ করে; যুদ্ধেও হত বীরগণ কল্যাণতর দেহ সম্প্রাপ্ত হন। চিকিৎসক রোগীর হিতার্থে তাহার শরীরে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া তাহাকে আপাততঃ অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিলেও, পরিণামে সেই রোগী ব্যাধিমুক্তিজনিত পরম সুখসম্ভোগ করে; তদ্রূপ যুদ্ধে শত্রু সংহার আপাততঃ যন্ত্রণাজনক ও ক্লেশপ্রদ হইলেও, হত শত্রুগণের পক্ষে পরিণাম নিরতিশয় সুখময়। সুতরাং ইহাতে শোকের বিষয় কিছুই নাই ॥ ৩১ ॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—পার্থ (পৃথাসুত) সুখিনঃ (সৌভাগ্যবন্তঃ) ক্ষত্রিয়াঃ যদৃচ্ছয়া (প্রযত্নব্যতিরেকেন) চ উপপন্নং (আগতং) অপাবৃতং (উদ্ঘাটিতং) স্বর্গদ্বারং (ত্রিদিবগমনপথং) ঈদৃশং (অপ্রার্থিতোপস্থিতং স্বর্গসাধনমিতি যাবৎ) যুদ্ধং লভন্তে ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন! বিনা চেষ্টায় উপস্থিত এবং উদ্ঘাটিত স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়েরা লাভ করে ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—প্রার্থনা ব্যতিরেকে সমুপস্থিত এবং অনায়াসে স্বর্গ-প্রাপ্তির উপায়ভূত যুদ্ধ সুখসৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণের অদৃষ্টেই সংঘটিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কুতশ্চ তদ্যুদ্ধং কর্ত্তব্যম্? ইত্যুচ্যতে যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া চা প্রার্থিতমাগতমুপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্ঘাটিতং, যে এতদীদৃশং যুদ্ধং লভন্তে ক্ষত্রিয়াঃ, হে পার্থ কিং ন সুখিনস্তে? ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—যুদ্ধস্য গুর্ব্বাত্মনেকপ্রাণিহিংসাশাস্ত্রবিরোধান্নাস্তি কর্ত্তব্যতেতি শঙ্কতে কুতশ্চেতি। অগ্নিষোমীয়হিংসাবদ্‌যুদ্ধমপি ক্ষত্রিয়স্য বিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়ং সামান্যশাস্ত্রতো বিশেষ-শাস্ত্রস্য বলীয়স্ত্বাদিত্যাহ উচ্যতইতি। তথাপি যুদ্ধে প্রবৃত্তানামৈহিকামুষ্মিকস্যাপি সুখাভাবাদ্‌-পরত্রিয়েব ততো যুক্তা প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। চিরেণ চিরতরেণ কালেন চ যাগাদ্যনুষ্ঠায়িনঃ স্বর্গাদিভাজো ভবন্তি, যুদ্ধ্যমানাস্তু ক্ষত্রিয়া বহির্মুখতাবিহীনাঃ সহসৈব স্বর্গাদি-সুখভোক্তারস্তেন তব কর্ত্তব্যমেব যুদ্ধমিতি ব্যাখ্যানেন স্ফুটয়তি যদৃচ্ছয়েত্যাদিনা। ইহামুত্র চ ভাবিসুখবত্তামেব ক্ষত্রিয়াণাং স্বধর্ম্মভূতযুদ্ধসিদ্ধেস্তাদর্থ্যেনোত্থানং শোকমোহৌ হিত্বা কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—যদৃচ্ছয়া চোপপন্নমিতি। অযত্নোপনীতমিদং নিরতিশয়সুখোপায়ভূতং নির্ব্বিঘ্নমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ পুণ্যবন্তঃ ক্ষত্রিয়া লভন্তে ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—পরমার্থতত্ত্বাপেক্ষয়া শোকো মোহো ন সম্ভবতীত্যুক্তং ন কেবলং পরমার্থ-তত্ত্বাপেক্ষয়া শোকমোহয়োরকর্ত্তব্যতা সাধ্যতে তত্রাহ স্বধর্ম্মমপীতি। স্বধর্ম্ম ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধং তদপ্যবেক্ষ্য ত্বং বিকম্পিতুং নার্হসি প্রচলিতুং নার্হসি স্বাভাবিকাৎ যুদ্ধাৎ ক্ষত্রিয়স্য শ্রেয়ো ন বিদ্যতে, হি যস্মাদতশ্চ যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে, যদৃচ্ছয়া চোপপন্নমাগতং কর্ত্তব্যতয়া প্রাপ্তমপি ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতম্ ॥ ৩১ । ৩২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকম্পসে ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সুভাগা এব লভন্তে, যতোঽনিবারণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবং বিধং যুদ্ধং লভন্তে ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং তন্নিরস্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

বলদেব।— কিঞ্চাযত্নাদাগতেঽস্মিন্ মহতি শ্রেয়সি ন যুক্তস্তে কম্প ইত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। চোঽবধারণে। যত্নং বিনৈব চোপপন্নং ঈদৃশং ভীষ্মাদিভির্মহাবীরৈঃ সহ যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যাঃ ক্ষত্রিয়া লভন্তে। বিজয়ে সত্যশ্রমেণ কীর্ত্তিরাজ্যয়োর্মৃত্যৌ সতি শীঘ্রমেব স্বর্গস্য চ প্রাপ্তেরিত্যর্থঃ। এতদ্ব্যঞ্জয়ন্ বিশিনষ্টি স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি। অপ্রতিরুদ্ধস্বর্গসাধনমিত্যর্থঃ। জ্যোতিষ্টোমাদিকং চিরতরেণ স্বর্গোপলম্ভকমিতি ততোঽস্যাতিশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন।—নন্বু যুদ্ধস্য কর্ত্তব্যত্বেঽপি ন ভীষ্মদ্রোণাদিভিগুরুভিঃ সহ তৎ কর্ত্তুমুচি-

তমতিগর্হিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়া স্বপ্রযত্নব্যতিরেকেণ, চোহবধারণে, অপ্রার্থনয়ৈব উপস্থিতং ঈদৃশং ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং কীর্ত্তিরাজ্যলাভদৃষ্টফলসাধনং যুদ্ধং যে ক্ষত্রিয়াঃ প্রতিযোগিত্বেন লভন্তে তে সুখিনঃ সুখভাজ এব, জয়ে সত্যনায়াসেনৈব যশসো রাজ্যস্য চ লাভাৎ পরাজয়ে চাতিশীঘ্রমেব স্বর্গস্য লাভাদিত্যাহ স্বর্গদ্বারমপাবৃতমিতি। অপ্রতিবদ্ধং স্বর্গসাধনং যুদ্ধং অব্যবধানেনৈব স্বর্গজনকং, জ্যোতিষ্টোমাদিকন্তু চিরতরেণ দেহপাতস্য প্রতিবন্ধাভাবস্য চাপেক্ষণাদিতর্থঃ। স্বর্গদ্বারমিত্যনেন শ্যেনাদিবৎ প্রত্যবায়শঙ্কা পরিহৃতা। শ্যেনাদয়ো হি বিহিতা অপি ফলদোষেণ দুষ্টাঃ, তৎফলস্য শত্রুবধস্য "ন হিংস্যাৎ সর্ব্বভূতানি" "ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধস্য প্রত্যবায়জনকত্বাৎ ফলে বিধ্যভাবাচ্চ ন বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ ইতি ন্যায়াবতারঃ। যুদ্ধস্য হি ফলং স্বর্গঃ স চ ন নিষিদ্ধঃ। তথাচ মনুঃ, "আহবেষু মিথোহন্যোন্যং জিঘাংসন্তো মহীক্ষিতঃ। যুধ্যমানাঃ পরং শক্ত্যা স্বর্গং যান্ত্যপরাঙ্মুখাঃ॥" ইতি। যুদ্ধন্তু অগ্নীষোমীয়াদ্যালম্ভবদ্বিহিতত্বান্ন নিষেধেন স্প্রষ্টুং শক্যতে ষোড়শিগ্রহণাদিবৎ গ্রহণাগ্রহণয়োস্তুল্যবলতয়া বিকল্পবৎ সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষশাস্ত্রেণ সঙ্কোচসম্ভবাৎ, তথাহি বিধিস্পৃষ্টে নিষেধানবকাশ ইতি ন্যায়াৎ, যুদ্ধং ন প্রত্যবায়জনকং, নাপি ভীষ্মদ্রোণাদিগুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তো দোষঃ, তেষামাততায়িত্বাৎ। তদুক্তং মনুনা, "গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্॥ আততায়িনমায়ান্তমপি বেদান্তপারগম্। জিঘাংসন্তং জিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ॥ নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন।" ইত্যাদিনা। নন্থ "স্মৃত্যোর্ব্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যবচনাৎ আততায়িব্রাহ্মণবধেহপি প্রত্যবায়োহস্ত্যেব, "ব্রাহ্মণং ন হন্যাৎ" ইতি হি দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষত্বাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রং "জিঘাংসন্তংজিঘাংসীয়ান্ন তেন ব্রহ্মহা ভবেৎ" ইতি চ স্বজীবনার্থত্বাদর্থশাস্ত্রং, অত্রোচ্যতে "ব্রহ্মণে ব্রাহ্মণমালভেত" ইতিবৎ যুদ্ধবিধায়কমপি ধর্ম্মশাস্ত্রমেব "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যত্র দৃষ্টপ্রয়োজনানপেক্ষত্বস্য বক্ষ্যমাণত্বাৎ, যাজ্ঞবল্ক্যবচনন্তু দৃষ্টপ্রয়োজনোদ্দেশ্যককূটযুদ্ধাদিকৃতবধবিষয়নিত্যদোষঃ। মিতাক্ষরাকারস্তু ধর্ম্মার্থসন্নিপাতেহর্থগ্রাহিণ এতদেবেতি দ্বাদশবার্ষিক প্রায়শ্চিত্তমেতচ্ছব্দ পরামৃষ্টস্যাপস্তম্বেন বিধানাৎ, মিত্রলব্ধ্যাদ্যর্থশাস্ত্রানুসারেণ চতুষ্পাদ্ব্যবহারে শত্রোরপি জয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রাতিক্রমো ন কর্ত্তব্যঃ" ইত্যেতৎ পরং বচনমেতদিত্যাহ। ভবত্বেবং ততোহপি নো ন হানিঃ। ("প্রত্যর্থিনোহগ্রতো লেখ্যং যথা বেদিতমর্থিনা। সমামাসতদর্দ্ধাহর্নামগত্যাদিচিহ্নিতম্॥ ১॥ শ্রুতার্থস্যোত্তরং লেখ্যং পূর্ব্বাবেদকসন্নিধৌ॥ ২॥ ততোহর্থী লেখয়েৎ সদ্যঃ প্রতিজ্ঞাতার্থসাধনম্॥ ৩॥ তৎসিদ্ধৌ সিদ্ধিমাপ্নোতি বিপরীতমতোহন্যথা। চতুষ্পাদ্ব্যবহারোহয়ং বিবাদেষূপদর্শিতঃ॥ ৪॥ প্রতিবাদিনোহগ্রে বাদিনা নিবেদিতস্যার্থস্য সম্বৎসরাদি চিহ্নেন লেখনং ভাষা প্রতিজ্ঞা পক্ষ ইত্যেকঃ পাদঃ, যথা সুবর্ণং শতময়ং মে ধারয়তীতি প্রতিজ্ঞায়াং লিখিতায়াং নাহং ধারয়ামীত্যাদুঃলেখনং দ্বিতীয়ঃ পাদঃ, ততঃ প্রতিজ্ঞায়াং সাধনং প্রথমং বাদী লেখয়েৎ লিখিতং সাক্ষী চ মম বর্ত্তত ইতি তৃতীয়ঃ পাদঃ, ততো বাদ্যুক্তস্য লিখিতাদিপ্র মাণস্য সিদ্ধিশ্চতুর্থঃ পাদ ইতি, বিবাদেষু

চতুষ্পাদ্ব্যবহারো ধর্ম্মশাস্ত্রে দর্শিতঃ।" ইত্যধিকঃ পাঠঃ কুত্রচিদ্দৃশ্যতে) তদেবং যুদ্ধকরণে সুখোক্তে "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইত্যর্জ্জুনোক্তমপাকৃতম্॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতমপ্যুপপন্নং উপস্থিতং স্বর্গদ্বারমপাবৃতমুদ্‌ঘাটিতং যে ক্ষত্রিয়া লভন্তে তে সুখিনো ধন্যা ভবন্তীতি সম্বন্ধঃ॥ ৩২॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ জেতৃভ্যঃ সকাশাদপি ন্যায়যুদ্ধে মৃতানামধিকং সুখমতো ভীষ্মাদীন্ হত্বা তান্ প্রত্যুত স্বতোঽপ্যধিকসুখিনঃ কুর্ব্বিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। স্বর্গসাধনং কর্ম্মযোগমকৃত্বা পীত্যর্থঃ। অপাবৃতং অপগতাবরণম্॥ ৩২॥

তাৎপর্য্য।—যদি এমন মনে কর, যে যুদ্ধ কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইলেও, ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনের সহিত যুদ্ধ কখনও সম্ভব নহে, তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ, এই যুদ্ধ তোমার উত্তেজনা বা চেষ্টা দ্বারা উপস্থিত হয় নাই এবং ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরপুরুষগণকে প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তুমি অনুরোধ কর নাই। এরূপ অনায়াসলব্ধ যুদ্ধ যে ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টে সঙ্ঘটিত হয়, তাহাকে পরম ভাগ্যবান্ জ্ঞান করা উচিত। কেননা যুদ্ধে জয় লাভ করিলে বিপুল যশঃ ও রাজ্য করায়ত্ত হইবে এবং পরাজিত হইলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। শ্যেনাদি আভিচারিক ক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন হিংসাত্মক ও স্বার্থসাধনোদ্দেশে প্রযুক্ত, সুতরাং তজ্জন্য (১২৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) প্রাণি হত্যা নিষিদ্ধ ও প্রত্যবায়জনক বটে, কিন্তু যুদ্ধের ফল স্বর্গ-প্রাপ্তি; সুতরাং তাহাতে প্রাণি হনন নিষিদ্ধ বা প্রত্যবায়জনক নহে। ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরু ও ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের বধজন্য পাপ স্পর্শ হইবে না। যেহেতু তাঁহারা আততায়ী (১২২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী বিশেষ দ্রষ্টব্য)। অতএব তোমার ভাগ্যবলেই এই সুখ-স্বর্গপ্রদ যুদ্ধ প্রযত্নাতিরেক ব্যতীত উপস্থিত হইয়াছে। তুমি এই যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিও না। বুঝিয়া দেখ, তোমার কথিত "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইত্যাদি বাক্য নিতান্ত অমূলক; কারণ যুদ্ধ সুখেরই সাধন॥ ৩২॥

—— ০:৩:০ ——

অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩॥

অন্বয়।—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বং ইমং (আরব্ধং) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মানুমোদিতং, ধর্ম্মসঙ্গতং বা) সংগ্রামং (যুদ্ধং) ন করিষ্যসি ততঃ (যুদ্ধাকরণাৎ) স্বধর্ম্মং (ক্ষত্রিয়ধর্ম্মং) কীর্ত্তিং (শিব-দেবরাজ-সমাগমনিবাতকবচাদিবধজন্যং সুযশঃ) চ হিত্বা (ত্যক্ত্বা) পাপং অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ।—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ না কর, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি ত্যাগ করিয়া পাপকে পাইবে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—পক্ষান্তরে যদি তুমি এই ধর্ম্মানুমোদিত সমরে বিরত হও, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়জাতির ধর্ম্ম এবং চিরোপার্জ্জিত কীর্ত্তি ভ্রষ্ট হইয়া তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং কর্ত্তব্যতা প্রাপ্তমপি অথেতি। অথ ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং ধর্ম্মাদনপেতং বিহিতসংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি চেৎ ততস্তদকরণাৎ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদিসমাগমনিমিত্তাং হিত্বা কেবলং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

আনন্দগিরি।—স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধস্য শ্রদ্ধয়া করণে স্বর্গাদিমহাফলপ্রাপ্তিং প্রদর্শ্য তদকরণে প্রত্যবায়প্রাপ্তিং প্রদর্শয়ন্ উত্তরশ্লোকগতাথশব্দার্থং কথয়তি এবমিতি। বিহিতত্বং ফলবত্ত্বমিত্যনেন প্রকারেণেত্যর্থঃ। অন্বয়ার্থং পুনশ্চেদিত্যনূদ্যতে, মহাদেবাদীত্যাদিশব্দেন মহেন্দ্রাদয়ো গৃহ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

রামানুজ।—অথ ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মভূতমিমমারব্ধং সংগ্রামং মোহাদজ্ঞানান্ন করিষ্যসি চেৎ ততঃ প্রারব্ধস্য স্বধর্ম্মস্যাকরণাৎ স্বধর্ম্মফলং নিরতিশয়সুখং বিজয়েন নিরতিশয়াং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপং নিরতিশয়মবাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধর।—বিপক্ষে দোষমাহ অথ চেদিতি ॥ ৩৩ ॥

বলদেব।—বিপক্ষে দোষান্ দর্শয়তি অথেত্যাদিভিঃ। স্বস্য তব ধর্ম্ম্যং যুদ্ধলক্ষণং কীর্ত্তিঞ্চ রুদ্রসন্তোষণ-নিবাতকবচাদিবধলব্ধং হিত্বা পাপং "ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ" ইত্যাদি-স্মৃতিপ্রতিষিদ্ধং স্বধর্ম্মত্যাগলক্ষণং প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন।—নহু নাহং যুদ্ধফলকামঃ "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ নচ রাজ্যং" "অপি চেৎ ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য" ইত্যুক্তত্বাৎ তৎ কথং ময়া কর্ত্তব্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যাকরণে দোষমাহ অথ

চেৎ স্বমিতি।' অথেতি পক্ষান্তরে, ইমং ভীষ্মদ্রোণাদিবীরপুরুষপ্রতিযোগিকং, ধর্ম্ম্যং হিংসাদি দোষেণাগ্রস্তং সতাং ধর্ম্মাদনপেতমিতি বা। সচ মনুনা দর্শিতঃ। "ন কুটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্। ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ। নচ হন্যাৎ স্থলারূঢ়ং ন ক্লীবং ন কৃতাঞ্জলিম্। ন মুক্তকেশং নাসীনং ন তবাস্মীতি বাদিনম্। ন সুপ্তং ন বিসন্নাহং ন নগ্নং ন নিরায়ুধম্। নাযুধ্যমানং পশ্যন্তং ন পরেণ সমাগতম্। নায়ুধব্যসনপ্রাপ্তং নার্ত্তং নাতিপরিক্ষতম্। ন ভীতং ন পরাবৃত্তং সতাং ধর্ম্মমনুস্মরন্" ইতি। সতাং ধর্ম্মমুল্লঙ্ঘ্য যুধ্যমানো হি পাপীয়ান্ স্যাৎ, ত্বন্তু পরৈরাহূতোঽপি সদ্ধর্ম্মোপেতমপি সংগ্রামং যুদ্ধং ন করিষ্যসি ধর্ম্মতো লোকতো বা ভীতঃ পরাবৃত্তো ভবিষ্যসি চেৎ ততো "নির্জ্জিত্য পরসৈন্যানি ক্ষিতিং ধর্ম্মেণ পালয়েৎ।" ইত্যাদি শাস্ত্রবিহিতস্য যুদ্ধস্যাকরণাৎ স্বধর্ম্মং হিত্বা অননুষ্ঠায় কীর্ত্তিঞ্চ মহাদেবাদি-সমাগমনিমিত্তাং হিত্বা "ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধসংগ্রামনিবৃত্ত্যাচরণজন্যং পাপমেব কেবলমবাপ্স্যসি নতু ধর্ম্মং কীর্ত্তিং বেত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা অনেকজন্মার্জ্জিতং ধর্ম্মং ত্যক্ত্বা রাজকৃতং পাপমেবাপ্স্যসীত্যর্থঃ। যস্মাৎ ত্বাং পরাবৃত্তমেতে দুষ্টা অবশ্যং হনিষ্যন্তি অতঃ পরাবৃত্তহতঃ সন্ চিরোপার্জ্জিতনিজসুকৃতপরিত্যাগেন পরোপার্জ্জিতদুষ্কৃতমাত্রভাক্ মাভূরিত্যভিপ্রায়ঃ। তথাচ মনুঃ "যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ। ভর্ত্তুর্যদ্দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥ যচ্চাস্য সুকৃতং কিঞ্চিদমুত্রার্থমুপার্জ্জিতম্। ভর্ত্তা তৎ সর্ব্বমাদত্তে পরাবৃত্তহতস্য তু॥" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যোঽপি "রাজা সুকৃতমাদত্তে হতানাং বিপলায়িনাম্" ইতি। এতেন যদুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।" "এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।" ইতি তন্নিরাকৃতং ভবতি॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—যুদ্ধত্যাগে ইষ্টনাশোঽনিষ্টপ্রাপ্তিশ্চ ভবতীত্যাহ অথ চেদিতি॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ, "ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ"। এখনও যদি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বল যে, আমি যুদ্ধের ফল কামনা করি না; সুতরাং যুদ্ধ আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, উপস্থিত যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপ ধর্ম্মসঙ্গত এবং হিংসাদি দোষবিরহিত। মনু বলিয়াছেন, "যুদ্ধক্ষেত্রস্থ শত্রুকে কুটিল অস্ত্র দ্বারা, প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা, কর্ণি দ্বারা হনন করিবে না। স্থলারূঢ়, ক্লীব, কৃতাঞ্জলি, আসনভ্রষ্ট, আমি তোমারই এইরূপ বাক্য-রত, নিদ্রিত, ভ্রষ্ট, উলঙ্গ, অস্ত্রহীন ব্যক্তিকে বধ করিবে না। যে ব্যক্তি পরে আসিয়াছে, বা অস্ত্রাদি প্রাপ্ত হয় নাই এবং ক্ষতবিক্ষত কলেবরে কাতর হইয়াছে, বা ভয়ে পলায়ন করিতেছে, সজ্জনের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া তাহার সহিত যুদ্ধ করিবে না।" এই সকল নিষিদ্ধস্থলে যুদ্ধ করিলে পাপ-ভাগী হইতে হয়। তুমি এই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে অপর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া

যদি ধর্ম্ম ভয়ে বা লোক ভয়ে বিরত হও, তাহা হইলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ জনিত পাপে তোমাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে; অপিচ বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন স্বর্গে অমরবৃন্দের সমীপে এবং বসুন্ধরায় মানবকুলের সমক্ষে যে কীর্ত্তিরাশি অর্জ্জন করিয়াছ, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ক ও দুষ্কৃতির আস্পদ হইতে হইবে। মনু বলিয়াছেন, "যদি কোন ব্যক্তি সভয়ে সমর হইতে পলায়মান হয় এবং তৎকালে অপর কর্তৃক হত হয়, তাহা হইলে হত্যাকারীর দুষ্কৃতি সমূহ হত ব্যক্তিই প্রাপ্ত হয়। এবং হত ব্যক্তির পূর্ব্বার্জ্জিত যদি কোন সুকৃতি থাকে, তাহা হত্যাকারী প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তুমি যদি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ হও, তাহা হইলে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি তোমার শত্রুবর্গ অবশ্যই তোমাকে তৎকালে হনন করিবে, সুতরাং তোমার চিরোপার্জ্জিত পুণ্য সমস্ত দুর্য্যোধনাদি পাপি-গণকে আশ্রয় করিবে এবং তাহাদিগের পাপরাশি তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। যোগী যাজ্ঞবল্ক্যও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যে বলিয়াছ, "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ" এবং "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন" ইত্যাদি বাক্য, ধর্ম্ম ও যুক্তি-শাস্ত্র-বিরুদ্ধ ॥ ৩৩ ॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—ভূতানি (সর্ব্বে লোকাঃ) চ তে (তব) অব্যয়াং (নাশ-রহিতাং, নিত্যাং) অকীর্ত্তিং (যশঃশূন্যতাং) অপি কথয়িষ্যন্তি (বদি-ষ্যন্তি) চ (কিঞ্চ) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিতস্য) [জনস্য] অকীর্ত্তিঃ (যশোরাহিত্যং, অখ্যাতিঃ) মরণাৎ (মৃত্যোঃ) অতিরিচ্যতে (অধিকা ভবতি—মানহীনস্য মানিনো মানহানের্ম্মরণং বরমিতি ভাবঃ) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—সকল লোক-ই তোমার দীর্ঘকালব্যাপিনী অকীর্ত্তিও বলিবে। সম্মানিত [ব্যক্তির] অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক হয় ॥৩৪॥

ব্যাখ্যা।—অধুনা তুমি যুদ্ধে বিরত হইলে বসুন্ধরার তাবৎ লোকই

অনন্ত কাল তোমার অযশ ঘোষণা করিবে। ভাবিয়া দেখ, যশস্বী পুরুষের পক্ষে কলঙ্কিত জীবন ভার বহন করার অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেষ্ঠতর ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ, অকীর্ত্তিমিতি। অকীর্ত্তিঞ্চাপি যুদ্ধে ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তে তবাব্যয়াং দীর্ঘকালাং ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যেবমাদিভির্গুণৈঃ সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তের্ব্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—যুদ্ধাকরণে ক্ষত্রিয়স্য প্রত্যবায়মুষ্মিকমাপাদ্য শিষ্টগর্হালক্ষণং দীর্ঘকালভাবিনমৈহিকমপি প্রত্যবায়ং প্রতিলম্ভয়তি ন কেবলমিতি। যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্ত্তিরপি সোঢ়ব্যা স্বাত্মসংরক্ষণস্য শ্রেয়স্করত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্মাত্মেতি। মাত্মানামকীর্ত্তির্ভবতি মরণাদপি দুঃসহেতি তাৎপর্য্যার্থমাহ সম্ভাবিতস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ।—অকীর্ত্তি ন কেবলং নিরতিশয়সুখকীর্ত্তিহানিমাত্রং পার্থো যুদ্ধে প্রাপ্তে পলায়িত ইত্যব্যয়াং সর্ব্বদেশকালব্যাপিনীমকীর্ত্তিঞ্চ সমর্থাত্মসমর্থাশ্চপি সর্ব্বাণি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি। ততঃ কিমিতিঃ চেৎ, শৌর্য্যবীর্য্যপরাক্রমাদিভিঃ সর্ব্বসম্ভাবিতস্য তদ্বিপর্য্যয়ানুষ্ঠানাচ্চাকীর্ত্তির্ম্মরণাদতিরিচ্যতে। এবংবিধায়া অকীর্ত্তের্ম্মরণমেব শ্রেয়ঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—অকীর্ত্তিমিতি। ন কেবলং স্বধর্ম্মকীর্ত্তিপরিত্যাগঃ সম্ভাবিতস্য ধর্ম্মাত্মা শূর ইত্যাদি গুণৈঃ সম্ভাবিতস্যাকীর্ত্তের্ব্বরং মরণমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ । ৩৪ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অকীর্ত্তিমিতি। অব্যয়াং শাশ্বতীং, সম্ভাবিতস্য বহুমতস্য, অকীর্ত্তিঃ র্ম্মরণাদতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—অকীর্ত্তিমিতি। ন কেবলং স্বধর্ম্মস্য কীর্ত্তেশ্চ ক্ষতিমাত্রম্। যুদ্ধে সমারব্ধেঽর্জ্জুনঃ পলায়ত ইত্যব্যয়াং শাশ্বতীমকীর্ত্তিঞ্চ তব ভূতানি সর্ব্বে লোকাঃ কথয়িষ্যন্তি। নমু মরণাদ্ভীতেন ময়া অকীর্ত্তিঃ সোঢ়ব্যেতি চেৎ তত্রাহ সম্ভাবিতস্য অতিপ্রতিষ্ঠিতস্য। অতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি। তথাচ তাদৃশাকীর্ত্তের্ম্মরণমেব বরমিতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—এবং কীর্ত্তিধর্ম্ময়োরিষ্টয়োরপ্রাপ্তিরনিষ্টস্য চ পাপস্য প্রাপ্তির্যুদ্ধপরিত্যাগে দর্শিতা, তত্র পাপাখ্যমনিষ্টং ব্যবধানেন দুঃখফলদমামুষ্মিকত্বাৎ, শিষ্টগর্হালক্ষণত্বনিষ্টমাসন্নফলদমত্যসহ্যমিত্যাহ অকীর্ত্তিমিতি। ভূতানি দেবর্ষিমনুষ্যাদীনি তে তব অব্যয়াং দীর্ঘকালামকীর্ত্তিং ন ধর্ম্মাত্মায়ং ন শূরোঽয়মিত্যেবং রূপাং কথয়িষ্যন্ত্যন্যোন্যং কথাপ্রসঙ্গে, কীর্ত্তিধর্ম্মনাশসমুচ্চয়ার্থৌ নিপাতৌ ন কেবলং কীর্ত্তিধর্ম্মৌ হিত্বা পাপং প্রাপ্স্যসি অপিতু অকীর্ত্তিঞ্চ প্রাপ্স্যসি, ন কেবলং ত্বমেব তাং প্রাপ্স্যসি অপিতু ভূতানি কথয়িষ্যন্ত্যপি ইতি বা নিপাতয়োরর্থঃ। নমু যুদ্ধে স্বমরণসন্দেহাৎ তৎপরিহারার্থমকীর্ত্তিরপি সোঢ়ব্যা আত্মরক্ষণস্যাত্যন্তাপেক্ষিতত্বাৎ, তথাচোক্তং শান্তিপর্ব্বণি। "সাম্না দানেন ভেদেন সমস্তৈরুত বা পৃথক্। বিজেতুং প্রযতেতারীন্ ন যুধ্যেত কদাচন। অনিত্যো বিজয়ো যস্মাদ্দৃশ্যতে যুধ্যমানয়োঃ। পরাজয়শ্চ সংগ্রামে তস্মাদ্যুদ্ধং

বিবর্জ্জয়েৎ। ত্রয়াণামপ্যুপায়ানাং পূর্ব্বোক্তানামসম্ভবে। তথা যুধ্যেত সম্পন্নো বিজয়েত রিপূন্ যথা॥" ইতি। এবমেব ময়নাপ্যুক্তং। তথাচ মরণভীতস্য কিমকীর্ত্তিদুঃখমিতি শঙ্কামপনুদতি সম্ভাবিতস্যেতি। ধর্ম্মাত্মা শূরঃ ইত্যেবমাদিভিরনন্তৈর্গুণৈর্বহুমতস্য জনস্যাকীর্ত্তের্ম্মরণাদ-প্যতিরিচ্যতে অধিকা ভবতি ।... চো হেতৌ। এবং যস্মাৎ অতোঽকীর্ত্তের্ম্মরণমেব বরং ন্যূনত্বাৎ, ত্বমপ্যতিসম্ভাবিতোঽসি মহাদেবাদিসমাগমেন, অতো নাকীর্ত্তিদুঃখং সোঢ়ুং শক্ষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ। উদাহৃতবচনন্ত অর্থশাস্ত্রত্বাৎ, "ন নিবর্ত্তেত সংগ্রামাৎ" ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রাৎ দুর্ব্বলমিতি ভাবঃ॥ ৩৪॥

নীলকণ্ঠ।—অব্যয়াং দীর্ঘকালাম্॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ।—বিপক্ষে দোষানাহ অথেতি চতুর্ভিঃ। অকীর্ত্তিমিতি অব্যয়ামনশ্বরাং, সম্ভাবিতস্য অতি প্রতিষ্ঠিতস্য॥ ৩৩। ৩৪॥

তাৎপর্য্য।—এই যুদ্ধে বিরত হইলে কেবল যে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে, এমন নহে; অধিকন্তু দেব, ঋষি, মনুষ্যাদি তাবতে তোমার অনন্তকালব্যাপী অকীর্ত্তি সঙ্ঘোষিত করিতে থাকিবে। যেখানে তোমার কথা উঠিবে, সেই স্থানেই প্রসঙ্গতঃ তাহারা তোমাকে ধর্ম্মহীন ও শূরত্ব শূন্য বলিয়া উল্লেখ করিবে। অতএব যুদ্ধ ত্যাগজনিত কেবল পারলৌকিক পাপ নহে, ইহ লোকেও তোমার নাম অপরিসীম কলঙ্কের আস্পদ হইবে। অর্জ্জুন বলিলেন, "যুদ্ধে প্রাণ বিনষ্ট হইতে পারে, অতএব তৎপরিহারার্থ বরং অকীর্ত্তিভাজন হওয়াও ভাল, তথাপি আত্মরক্ষণে শিথিল প্রযত্ন হওয়া শ্রেয়ঃ নহে। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে কথিত আছে;—বিজয়ার্থ ব্যক্তি শত্রুকে সাম, দান ও ভেদ রূপ উপায়ের সমস্ত বা অন্যতম দ্বারা জয় করিবেন, যুদ্ধ দ্বারা কদাচ নহে; যুদ্ধে জয় পরাজয় অনিশ্চিত; অতএব তাহা ত্যাগ করিবে। উল্লিখিত ত্রিবিধ উপায়ে অকৃতকার্য্য হইলে শত্রুকে যুদ্ধ দ্বারা জয় করিবার ব্যবস্থা করিবে।" ভগবান্ মনুও এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। অর্জ্জুনের এইরূপ প্রাণ সঙ্কট আশঙ্কা অপনয়নার্থ বলিতেছেন, তুমি ভূতনাথ ভবানীপতিকর্ত্তৃক সমাদৃত, দেবরাজ ইন্দ্রকর্ত্তৃক আদৃত, ভূলোকবিজয়ী মহাযশস্বী বীরপুরুষ। তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তি মরণের অপেক্ষাও বিগর্হিত। অতএব অকীর্ত্তিরূপ বিড়ম্বনাভাজন হওয়া তোমার পক্ষে কখনও বিধেয় নহে॥ ৩৪॥

———•:•:•———

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্॥ ৩৫॥

অন্বয়।—মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদয়ঃ) ত্বাং ভয়াৎ [ভয়হেতোঃ] রণাৎ (সমরাৎ) উপরতং (নিবৃত্তং) মংস্যন্তে (চিন্তয়িষ্যন্তি)। চ (কিঞ্চ) ত্বং যেষাং (দুর্য্যোধনাদীনাং) বহুমতঃ (অয়ং বহুগুণ-বিশিষ্ট ইত্যেবংরূপেণ বহুধা সম্মানিতঃ ইতি) ভূত্বা (অর্থাৎ পূর্ব্বং ত্বমং যেষাং বহুমতঃ আসীৎ) [স ত্বং ইদানীং] লাঘবং (লঘুতাং) যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—মহারথগণ তোমাকে ভীতিনিবন্ধন যুদ্ধ-হইতে নিবৃত্ত মনে করিবে। অপিচ তুমি যাহাদিগের বহুমত হইয়া [সেই তুমি এক্ষণে] লঘুতা প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যে দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ পূর্ব্বে তোমাকে বহুবিধ গুণশালী জানিয়া মনে মনে তোমার ভূয়সী প্রশংসা করিত, এক্ষণে তাহারাই তোমাকে কর্ণাদি বীরবৃন্দের ভয়ে যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত বলিয়া মনে করিবে; সুতরাং তোমাকে তাহাদিগের নিকট অতিশয় লঘু হইতে হইবে ॥ ৩৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভ্যো রণাৎ যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে? ইত্যাহ, যেষাঞ্চ ত্বং দুর্য্যোধনাদীনাং বহুমতো বহুভির্গুণৈর্যুক্ত ইত্যেবং বহুমতো ভূত্বা পুনস্ত্বং যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবম্ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ ত্বয়া যুদ্ধং কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। প্রাণিষু কৃপয়া নাহং যুদ্ধং করিষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ ভয়াদিতি। মহারথানেব বিশিনষ্টি যেষাঞ্চেতি। দুর্য্যোধনাদিভিস্তবোপহাস্যতানিরসনার্থং সংগ্রামে প্রবৃত্তিরবশ্যম্ভাবিনীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ।—বন্ধুস্নেহাৎ কারুণ্যাচ্চ যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য শূরস্য মমাকীর্ত্তিঃ কথমাগমিষ্যতীত্যত্রাহ ভয়াদিতি। যেষাং কলহকর্ত্তৃণাং দুর্য্যোধনাদীনাং মহারথানামিতঃ পূর্ব্বং ত্বং শূরো বৈরীতি বহুমতো ভূত্বা ইদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে নিবৃত্তব্যাপারতয়া লাঘবং সুগ্রহতাং যাস্যসি, তে মহারথাস্ত্বাং ভয়াদস্মাদুপরতং মংস্যন্তে। শূরাণাং হি বৈরিণাং শত্রুভয়াদৃতে বন্ধুস্নেহাদিনা যুদ্ধাদুপরতির্নোপপদ্যতে ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্‌।—ভয়াদিতি। ভয়াৎ কর্ণাদিভীরণাৎ যুদ্ধাদুপরতং নিবৃত্তং মংস্যন্তে চিন্তয়িষ্যন্তি ন কৃপয়েতি ত্বাং মহারথা দুর্য্যোধনপ্রভৃতয়ঃ, কে মংস্যন্তে? ইত্যত্রাহ, যেষামিতি। যেষাঞ্চ দুর্য্যোধনাদীনাং ত্বং বহুমতো ভূত্বা পুনর্যাস্যসি লাঘবং লঘুভাবং, তে মংস্যন্তে॥ ৩৫॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্ব্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়াৎ সংগ্রামান্নিবৃত্তং ত্বাং মন্যেরন্, ততশ্চ পূর্ব্বং বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি॥ ৩৫॥

বলদেব।—ননু কুলক্ষয়দোষাৎ কারুণ্যাচ্চ বিনিবৃত্তস্য মম কথমকীর্ত্তিঃ স্যাদিতি চেৎ তত্রাহ ভয়াদিতি। মহারথা দুর্য্যোধনাদয়স্ত্বাং কর্ণাদিভয়ান্ন তু বন্ধুকারুণ্যাদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে। ন হি শূরস্য শত্রুভয়ং বিনা বন্ধুস্নেহেন যুদ্ধাদুপরতিরিত্যর্থঃ। ইতঃ পূর্ব্বং যেষাং ত্বং বহুমতঃ শূরো বৈরীতি বহুগুণবত্তয়া সম্মতোঽভূরিদানীং যুদ্ধে সমুপস্থিতে কাতরোঽয়ং বিনিবৃত্ত ইত্যেবং তৎকৃতং লাঘবং দুঃসহং যাস্যসি॥ ৩৫॥

মধুসূদন।—ননূদাসীনা জনা মাং নিন্দন্তু নাম ভীষ্মদ্রোণাদয়স্তু মহারথাঃ কারুণিকত্বেন স্তোষ্যন্তি মামিত্যত আহ ভয়াদিতি। কর্ণাদিভ্যো ভয়াৎ যুদ্ধান্নিবৃত্তং ন কৃপয়েতি ত্বাং মংস্যন্তে ভীষ্মদ্রোণ-দুর্য্যোধনাদয়ো মহারথাঃ। ননু তে মাং বহুমন্যমানাঃ কথং ভীতং মংস্যন্তে ইত্যত আহ যেষামিতি। যেষামেব ভীষ্মাদীনাং ত্বং বহুমতো বহুভির্গুণৈর্যুক্তোঽয়মর্জ্জুন ইত্যেবং মতঃ, ত এব ত্বাং মহারথা ভয়াদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ। অতো ভূত্বা যুদ্ধাদুপরত ইতিশেষঃ, লাঘবং অনাদরবিষয়ত্বং যাস্যসি প্রাপ্স্যসি সর্ব্বেষামিতি শেষঃ। যেষামেবং ত্বং প্রাগ্বহুমতোঽভূস্তেষামেব তাদৃশো ভূত্বা লাঘবং যাস্যসীতি বা॥ ৩৫॥

নীলকণ্ঠ।—অকীর্ত্তিমেবাহ ভয়াদিতি। ত্বং বহুমতো ভূত্বা স্বত এব অতিশ্লাঘ্যবৃত্তঃ সন্ লাঘবং লঘুভাবং কাতর্য্যাখ্যং যেষাং পুরতো যাস্যসি তে মহারথাস্ত্বাং ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ইতি যোজনা॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ।—ভয়াদিতি। যেষাং ত্বং বহুমতঃ অস্মচ্ছত্রুরর্জ্জুনস্তু মহাশূর ইতি বহুসম্মানবিষয়ো ভূত্বা সম্প্রতি যুদ্ধাদুপারমে সতি লাঘবং যাস্যসি। তে দুর্য্যোধনাদয়ঃ মহারথাস্ত্বাং ভয়াদেব রণাদুপরতং মংস্যন্ত ইত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়াণাং হি ভয়ং বিনা যুদ্ধোপরতিহেতুর্বন্ধুস্নেহাদিকো নোপপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—যদি মনে কর, ভীষ্ম দ্রোণাদি গুরুজনগণ আমার বীরত্ব হেতু চিরদিনই আমাকে সমাদর করিতেছেন, সুতরাং অদ্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেও আমার বিশেষ অকীর্ত্তি সম্ভাবনা নাই। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভ্রমান্ধচিত্ত সখে! চিরদিন বীরত্ব হেতু সমাদৃত হইলেও, তুমি রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবামাত্র ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে, কর্ণাদি ভুজবলপরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষগণের ভয়েই অদ্য তুমি সমর বিমুখ হইয়াছ। অমূলক এবং

অসম্ভব করুণা প্রাবল্যে তুমি যে যুদ্ধে বিরত হইতেছ, তাহা কেহই মনে করিবেন না ; অতএব যাঁহাদের নিকট অধুনা তুমি সর্ব্বসদ্‌গুণের আস্পদ বলিয়া আদৃত হইতেছ, সেই ভীষ্মাদি মহারথগণের নিকট অতঃপর ভীত, কাপুরুষ ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে ধিক্কৃত হইতে থাকিবে ॥ ৩৫ ॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩৬॥

অন্বয়।—তব অহিতাঃ (অশুভচিন্তকাঃ, শত্রবঃ) তব সামর্থ্যং (উৎসাহাদিশক্তিং) নিন্দন্তঃ (বিগর্হয়ন্তঃ) [সন্তঃ] বহূন্ (বিবিধান্) অবাচ্যবাদান্ (বচনাযোগ্যশব্দান্) চ বদিষ্যন্তি (অভিধাস্যন্তি) নু (ভোঃ) ততঃ (কুৎসাপ্রাপ্তের্দুঃখাৎ) দুঃখতরং (অধিকং দুঃখং) কিং ? (কিমপি নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—তোমার অরি-সমূহ ত্বদীয় সামর্থ্যের নিন্দা-করতঃ বহুবিধ কহিবার-অযোগ্য-শব্দ-সমূহ-ও বলিবে। ওহে ! তাহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—তোমার নিয়ত অশুভ-চিন্তক দুর্য্যোধনাদি তোমার সেই স্বর্গ-মর্ত্ত্য-ব্যাপী সামর্থ্যের অযথা নিন্দা করিবে এবং তোমার সম্বন্ধে বহু প্রকার অকথ্য ও কুৎসিত শব্দ প্রয়োগ করিবে। বন্ধো ! ইহার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে ? ॥৩৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ অবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্যবাদান্ চ বহূননেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্তস্তব ত্বদীয়ং সামর্থ্যং নিবৃত্তকবচাদিযুদ্ধনিমিত্তং, তস্মাৎ ততো নিন্দাপ্রাপ্তের্দুঃখাৎ দুঃখতরং নু কিং ততঃ কষ্টতরংদুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥৩৬॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ ত্বং যুদ্ধাদুপরমং মা কার্যীরিত্যাহ কিঞ্চেতি। ননু ভীষ্মদ্রোণাদিবধপ্রযুক্তং কষ্টতরং দুঃখমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ স্বসামর্থ্যনিন্দাদিশব্দং সোঢ়ুং শক্ষ্যামীত্যাশঙ্ক্যাহ তত ইতি ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ।—কিঞ্চ অবাচ্যেতি। শূরাণামস্মাকং সন্নিধৌ কথময়ং পার্থঃ ক্ষণমপি স্থাতুং শক্ত যাদস্মৎসন্নিধানাদন্যত্র হ্যস্য সামর্থ্যমিতি তব সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ শূরাণামগ্রে

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি। তব শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ। অতোঽধিকতরং দুঃখং কিং তব, এবংবিধাবাচ্যশ্রবণান্মরণমেব শ্রেয় ইতি ত্বমেব মন্যসে ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ, অবাচ্যেতি। অবাচ্যবাদান্ অবক্তব্যবাদাংশ্চ বহূন্ অনেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ শত্রবঃ নিন্দন্তঃ কুৎসয়ন্ত এব সামর্থ্যং নিবাতকবচাদিজয়নিমিত্তং সামার্থ্যং, ততস্তস্মান্নিন্দাপ্রাপ্তের্দুঃখতরং নু কিং ততঃ কষ্টকরং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চাবাচ্যবাদানিতি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দাংস্তবাহিতাস্তচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব।—কিঞ্চাবাচ্যেতি। অহিতাঃ শত্রবো ধার্ত্তরাষ্ট্রাস্তব সামর্থ্যং পূর্ব্বসিদ্ধ পরাক্রমং নিন্দন্তঃ বহূনবাচ্যবাদান্ ষণ্ডতিলাদিশব্দান্ বদিষ্যন্তি। তত এবংবিধাবাচ্যবাদ্শ্রবণাদতিশয়িতং কিং দুঃখমস্তি। ইত্থঞ্চৈতৈঃ, ষড়্‌ভির্যুদ্ধবৈরাগ্যস্যাস্বর্গত্বমকীর্ত্তিকরত্বঞ্চোক্তং দর্শিতম্ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—নমু ভীষ্মাদয়ো মহারথা ন বহু মংস্যন্তাং দুর্য্যোধনাদয়স্ত শত্রবো বহুমংস্যন্তে মাং যুদ্ধনিবৃত্ত্যা তদুপকারিত্বাদিত্যত আহ অবাচ্যেতি। তবাসাধারণং যৎ সামর্থ্যং লোকপ্রসিদ্ধং তন্নিন্দন্তস্তব শত্রবো দুর্য্যোধনাদয়ঃ অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ ষণ্ডতিলাদিরূপানেব শব্দান্ বহূন্ অনেকপ্রকারান্ বদিষ্যন্তি নতু বহু মংস্যন্তে ইত্যভিপ্রায়ঃ। অথবা তব সামর্থ্যং স্তুতিযোগ্যত্বং তব নিন্দন্তো অহিতা অবাচ্যবাদান্ বদিষ্যন্তীত্যন্বয়ঃ। নমু ভীষ্মদ্রোণাদিবধপ্রযুক্তং কষ্টতরং দু খমসহমানো যুদ্ধান্নিবৃত্তঃ শক্রকৃতং সামর্থ্যনিন্দনাদিদুঃখং সোঢ়ুং শক্ষ্যামীত্যত আহ তত ইতি। ততস্তস্মান্নিন্দাপ্রাপ্তিদুঃখাৎ কিন্নু দুঃখতরং ততোঽধিকং কিমপি দুঃখং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ। — কিঞ্চ, অবাচ্যেতি। অবাচ্যবাদান্ বক্তুমযোগ্যান্ শব্দান্ ষণ্ডতিলোঽর্জ্জুন ইত্যাদীন্ সামর্থ্যং নিন্দন্তঃ ধিগস্য শৌর্য্যং যো ভীষ্মাদিভয়াৎ পলায়িত ইতি ইদং বচনং মরণাদপ্যধিকদুঃখং ন ইতোঽন্যৎ দুঃখতরমধিকং দুঃখং কিং ন কিমপীত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ।—অবাচ্যেতি। অবাচ্যবাদান্ ক্লীব ইত্যাদিকটূক্তীঃ ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য —কেবল যে মহারথগণের নিকটই তোমার লঘুতা প্রতিপাদিত হইবে, এমন নহে; দুর্য্যোধনাদি তোমার চিরন্তন বৈরীগণ তোমার নানাপ্রকার কুৎসা কীর্ত্তন করিবে। তোমার লোক-প্রসিদ্ধ অলৌকিক সামর্থ্যজনিত কীর্ত্তি-চন্দ্রিমা কলঙ্করূপ রাহুর কবলগস্ত হইবে এবং দুর্য্যোধনাদি দুরন্ত অরিকুল তোমাকে হীন ক্লীবাদিরূপ নানাপ্রকার কুৎসিত শব্দে সম্ভাষিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিন্দাভাজন হওয়ার অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। অতএব তুমি সমরবিমুখ হইলে যাহাদের অশেষ কল্যাণ সম্ভাবিত, তোমার সেই শত্রুগণও

বিবিধ বিধানে তোমার নিন্দাই করিতে থাকিবে। সুতরাং কি ভীষ্মাদি গুরুজনগণ সমীপে অথবা দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণের নিকটে সর্ব্বত্রই তোমাকে নিদারুণ দুঃখ-প্রদ-নিন্দা-ভাজন হইতে হইবে। হে সখে! এতদপেক্ষা দুরবস্থা আর কি হইতে পারে ॥ ৩৬ ॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—হতঃ বা (হতশ্চেৎ) স্বর্গং (ত্রিদিবং) প্রাপ্স্যসি (লপ্স্যসে) জিত্বা [কর্ণাদীনিতি শেষঃ] বা মহীং (পৃথ্বীং) ভোক্ষ্যসে; কৌন্তেয়! তস্মাৎ (লাভস্য উভয়ত্র তুল্যত্বাৎ) যুদ্ধায় (আহবায়—যুদ্ধং কর্ত্তুং ইত্যর্থঃ) কৃতনিশ্চয়ঃ [সন্] (স্বয়ং মরিষ্যামি শত্রূন্ হনিষ্যামীতি বা স্থিরীকৃত্য) উত্তিষ্ঠ (উদ্যুক্তো ভব—বদ্ধপরিকরো ভব) ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—হয় হত-হইয়া স্বর্গ প্রাপ্ত-হইবে, কিংবা জয়-করিয়া পৃথিবী ভোগ-করিবে। কৌন্তেয়! অতএব যুদ্ধার্থ নিশ্চয়-করিয়া উত্থিত হও ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুন্তীনন্দন! বিচার করিয়া দেখ যুদ্ধে জয় বা পরাজয় কোন পক্ষেই ফলের তারতম্য নাই; কারণ যুদ্ধে বিগতপ্রাণ হইলে স্বর্গ লাভ যেরূপ সুনিশ্চিত, জয় লাভ করিয়া অবনীমণ্ডলের আধিপত্যও সেইরূপই সুনিশ্চিত, অতএব হয় নিজে মরিব কিংবা শত্রু জয় করিব এইরূপ সঙ্কল্প বদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত বদ্ধ পরিকর হও ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভিঃ কিং, হতো বেতি। হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং হতঃ সন্ স্বর্গং প্রাপ্স্যসি জিত্বা কর্ণাদীন্ শূরান্ ভোক্ষ্যসে মহীং, উভয়থাপি তব লাভএবেত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ, কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ, জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি যুদ্ধে গুর্ব্বাদিবধবশাদধর্ম্মঃ স্যাৎ নিন্দা ততো নিবৃত্তৌ শনিক্রন্দেত্যা-

ভয়তঃ পাশরজ্জুরিত্যাশঙ্ক্যাহ যুদ্ধে পুনরিতি। জয়ে পরাজয়ে চ লাভদ্ধ্রৌব্যাদ্যুদ্ধার্থমুত্থানমাবশ্যকমিত্যাহ তস্মাদিতি। নহি পরিশুদ্ধকুলস্য যুদ্ধাদ্যোদ্যুক্তস্য তস্মাৎপরমঃ সাধীয়ানিত্যাহ কৌন্তেয়েতি। জয়ে পরাজয়ে চেত্যেতদুভয়থেত্যুচ্যতে। জয়াদিনিয়মাভাবেঽপি লাভনিয়মে ফলিতমাহ যত ইতি। কৃতনিশ্চয়ত্বমেব বিশদয়তি জেষ্যামীতি ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ।—অতঃ শূরেণাত্মনা পরেষাং হননমাত্মনো বা পরৈর্হননমুভয়মপি শ্রেয়ো ভবতীত্যাহ হত ইতি। ধর্ম্মযুদ্ধে পরৈর্হতশ্চেৎ তত এব পরমনিঃশ্রেয়সং প্রাপ্স্যসি পরান্ বা হত্বা ঐহিকমকণ্টকং রাজ্যং ভোক্ষ্যসে। অনভিসংহিতফলস্য যুদ্ধাখ্যধর্ম্মস্য পরমনিঃশ্রেয়সোপায়ত্বাৎ তচ্চ পরমনিঃশ্রেয়সং প্রাপ্স্যসি তস্মাদ্যুদ্ধায়োদ্যোগং পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনমিতি নিশ্চিত্য তদর্থমুত্তিষ্ঠ। কুন্তীপুত্রস্য তবৈবং যুক্তমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্।—হতো বেতি। যুদ্ধে পুনঃ ক্রিয়মাণে কর্ণাদিভির্হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং, জিত্বা কর্ণাদীন্ ভোক্ষ্যসে মহীং উভয়থাপি তে লাভ ইত্যভিপ্রায়ঃ। যত এবং তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় কৃতনিশ্চয়ঃ জেষ্যামি পরান্ মরিষ্যামি বেতি নিশ্চয়ং কৃত্বা ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর।—যচ্চোক্তং "ন চৈতদ্বিদ্মঃ" ইতি তত্রাহ হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বলদেব।—নমু যুদ্ধে বিজয় এব মে স্যাদিতি নিশ্চয়াভাবাৎ ততোঽহং নিবৃত্তোঽস্মীতি চেৎ তত্রাহ হতো বেতি। পক্ষদ্বয়েঽপি তে লাভ এবেতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন।—নমু তর্হি যুদ্ধে গুর্ব্বাদিবধবশাৎ মধ্যস্থকৃতা নিন্দা ততো নিবৃত্তৌ তু শত্রুকৃতা নিন্দেত্যুভয়তঃ পাশরজ্জুরিত্যাশঙ্ক্য জয়ে পরাজয়ে চ লাভদ্ধ্রৌব্যাদ্যুদ্ধার্থমেবোত্থাসমাবশ্যকমিত্যাহ হতো বেতি। স্পষ্টং পূর্ব্বার্দ্ধম্। যস্মাদুভয়থাপি তে লাভস্তস্মাৎ জেষ্যামি শত্রূন্ মরিষ্যামি বেতি কৃতনিশ্চয়ঃ সন্ যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ,অন্যতরফলসন্দেহেঽপি যুদ্ধকর্ত্তব্যতয়া নিশ্চিতত্বাৎ। এতেন "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যাদি পরিহৃতম্ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—"যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ" ইত্যুক্তং তত্রাহ হতো বেতি। রণে স্থিতস্য স্বর্গো বা রাজ্যং বা সিদ্ধিমস্তীতি পক্ষদ্বয়মপি হিতাবহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু যুদ্ধে মম বিজয় এবং ভাবীত্যপিনাস্তি নিশ্চয়ঃ। ততশ্চ কথং যুদ্ধে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যত আহ হত ইতি ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন, যুদ্ধে গুরুজনাদি বধজনিত নিন্দা এবং সমর বিরতি জনিত শত্রুগণকৃত কলঙ্ক, এতদুভয়ের মধ্যে কোন্‌টী অবলম্বনীয় তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুন সন্দিহান হইতেছেন মনে করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! এই সমরে তোমার জয় বা পরাজয় যাহাই কেন হউক না, তোমার অপরিসীম লাভবিষয়ক কোনই সন্দেহ নাই। যদি তুমি শত্রুর অস্ত্রাঘাতে বিগতজীব হও, তাহা হইলেও, অক্ষয়-

স্বর্গভোগরূপ পরম সৌভাগ্য-দ্বার তোমার নিমিত্ত উন্মুক্ত থাকিবে। আর যদি তুমি বিজয়ী হও, তাহা হইলেও মহীমণ্ডলের আধিপত্যরূপ বাঞ্ছনীয় সুখ ভোগ তোমার অধীন হইবে। যখন উভয়বিধ পরিণামেই যথেষ্ট লাভ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন হয় সমরে শত্রুকুল বিনাশ করিব, অথবা তাহাদের হস্তে বিগতজীব হইব, এইরূপ সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সমুত্থিত হও। অর্জ্জুনকৃত "ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ঃ" ইত্যাদি বাক্যের উত্তর এই স্থলে প্রদত্ত হইল অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বিবৃত হইল যে, জয় ও পরাজয় উভয়ই প্রভূত ফলপ্রদ ॥ ৩৭ ॥

—∘✱∘—

সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—ততঃ (তর্হি) সুখ-দুঃখে লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ [চ] সমে (তুল্যে) কৃত্বা (ততঃ তদনন্তরং ইতি বা) যুদ্ধায় (যুদ্ধং কর্ত্তুং) যুজ্যস্ব (উদ্যুক্তো ভব) এবং (সমরং কুর্ব্বন্) পাপং ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ।—তাহা-হইলে সুখ ও দুঃখ, লাভ ও অলাভ এবং জয় ও পরাজয়কে সমান করিয়া যুদ্ধ-করিতে উদ্যুক্ত হও; এই-প্রকারে পাপ প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যদি স্বধর্ম্মপরিপালনার্থ যুদ্ধের অবশ্যকর্ত্তব্যতা অবধারণ করিতে পার, তাহা হইলে কি সুখ কি দুঃখ এবং তাহার মূলস্বরূপ রাজ্য লাভ বা অলাভ এবং লাভালাভের মূলস্বরূপ রণে জয় বা পরাজয় এতদুভয়কে সম দৃষ্টিতে দেখিয়া, যুদ্ধে সম্প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তুমি পাপ-ফল-ভাগী হইবে না ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র যুদ্ধং স্বধর্ম্ম ইত্যেবং যুধ্যমানস্য উপদেশমিমং শৃণু সুখদুঃখে ইতি। সমৌ কৃত্বা সুখদুঃখে সমে তুল্যে কৃত্বা রাগদ্বেষাবপ্যকৃত্বেত্যেতৎ, তথাচ লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব নৈবং যুদ্ধং কুর্ব্বন্ পাপফলমবাপ্স্যসি, ইত্যেষ উপদেশঃ প্রাসঙ্গিকঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—পাপভীরুতয়া যুদ্ধায় নিশ্চয়ং কৃত্বা নোত্থাতুং শক্নোমীত্যাশঙ্ক্যাহ

তত্রেতি। যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মতয়া কর্ত্তব্যত্বে সতীতি যাবৎ। সুহৃজ্জীবনমরণাদিনিমিত্তয়োঃ সুখদুঃখয়োঃ সমত্বাকরণং কথমিতি তত্রাহ রাগদ্বেষাবিতি। লাভঃ শত্রুকোষাদিপ্রাপ্তিঃ অলাভস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ ন্যায়েন যুদ্ধেনাপরিভূতেন পরন্তু পরিভবো জয়স্তদ্বিপর্য্যয়স্ত্বজয়ঃ তয়োর্লাভালাভয়োর্জয়াজয়য়োশ্চ সমত্বাকরণং সমানমেব রাগদ্বেষাবকৃত্বেত্যেতদ্দর্শয়িতুং তথেত্যুক্তং, যথোক্তোপদেশবশাৎ পরমার্থদর্শনপ্রকরণে যুদ্ধকর্ত্তব্যতোক্তেঃ, সমুচ্চয়পরত্বং শাস্ত্রস্য প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি। ক্ষত্রিয়স্য তব ধর্ম্মভূতযুদ্ধকর্ত্তব্যতানুবাদপ্রসঙ্গাগতত্বাদস্যোপদেশস্য নাস্তেন মিষেণ সমুচ্চয়ঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ।—মুমুক্ষোর্যুদ্ধানুষ্ঠানপ্রকারমাহ সুখেতি। এবং দেহাতিরিক্তমস্পৃষ্টসমস্তদেহস্বভাবং নিত্যমাত্মানং জ্ঞাত্বা যুদ্ধেনাবর্জ্জনীয়শস্ত্রপাতাদিনিমিত্তসুখদুঃখার্থ লাভালাভজয়পরাজয়েম্ববিকৃতবুদ্ধিঃ স্বর্গাদিফলাভিসন্ধিরহিতঃ কেবলং কার্য্যবুদ্ধ্যা যুদ্ধমারভস্ব। এবং কুর্ব্বাণো ন পাপমবাপ্স্যসি। পাপং সুখদুঃখস্বরূপং সংসারং নাবাপ্স্যসি সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্।—ততঃ স্বধর্ম্মঃ ইত্যেবং যুধ্যস্ব উপদেশমিমং শৃণু, সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ চ সমৌ কৃত্বেত্যেষ উপদেশপ্রয়োজনার্থঃ প্রাসঙ্গিকশোকাপনয়নায় লৌকিকন্যায়ঃ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তঃ ন তাৎপর্য্যেণ পরমার্থদর্শনমিহ প্রোক্তম্ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর।—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ লাভালাভাবপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষবিষাদরাহিত্যং যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব, সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব।—নমু "অথ চেৎ ত্বম্" ইত্যাদিপদ্যার্থো ব্যাহিতঃ, রাজ্যাদ্যুদ্দেশেন কৃতস্য যুদ্ধস্য গুরুবিপ্রাদিবিনাশহেতুত্বেন পাপোৎপাদকত্বাদিতি চেন্মুমুক্ষুণা ত্বয়া যুধ্যমানস্য তব তদ্বিনাশহেতুকং পাপং ন স্যাদিত্যাহ সুখেতি। সাম্যকরণমিহ তত্র তত্র নির্ব্বিকারত্বং বোধ্যম্। সুখে তদ্ধেতৌ লাভে তদ্ধেতৌ জয়ে চ রাগমকৃত্বা দুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্ধেতাবজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা তত্র তত্র নির্ব্বিকারচিত্তঃ সন্ ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব। কেবলস্বধর্ম্মধিয়া যোদ্ধুমুদ্যুক্তো ভবেত্যর্থঃ। এবং মুমুক্ষুরীত্যা যোদ্ধা ত্বং পাপং তদ্বিনাশহেতুকং নাবাপ্স্যসি। ফলেচ্ছুঃ সন্ যো যুধ্যতে স তৎপাপং বিন্দতি। বিজ্ঞানার্থী তু পুরাতনমনন্তপাপমপনুদতীত্যর্থঃ। নমু ফলরাগং বিনা দুষ্করে যুদ্ধদানাদৌ কথং প্রবৃত্তিরিতি চেদনন্তাত্মানন্দরাগং তত্র প্রবর্ত্তকং গৃহাণ রাজ্যাদ্যনুরাগমিব ভৃগুপাতে ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন।—নম্বেবং স্বর্গমুদ্দিশ্য যুদ্ধকরণে তস্য নিত্যত্বব্যাঘাতঃ, রাজ্যমুদ্দিশ্য যুদ্ধকরণেঽর্থশাস্ত্রত্বাদ্ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষয়া দৌর্ব্বল্যং স্যাৎ, ততশ্চ কাম্যস্যাকরণে কুতঃ পাপং দৃষ্টার্থস্য গুরুব্রাহ্মণাদিবধস্য কুতো ধর্ম্মত্বম্। তথাচ "অথ চেৎ ত্বমিমম্" ইতি শ্লোকার্থো ব্যাহত

ইতি চেৎ তত্রাহ সুখদুঃখে ইতি। সমতাকরণং রাগদ্বেষরাহিত্যং সুখে তৎকরণে লাভে তৎকারণে জয়ে চ রাগমকৃত্বা এবং দুঃখে তদ্ধেতাবলাভে তদ্ধেতাবপজয়ে চ দ্বেষমকৃত্বা ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব এবং সুখকামনাং দুঃখনিবৃত্তিকামনাং বা বিহায় স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানো গুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তং নিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তঞ্চ পাপং ন প্রাপ্স্যসি। যস্তু ফলকামনয়া করোতি স গুরুব্রাহ্মণাদিবধনিমিত্তং পাপং প্রাপ্নোতি যো বা ন করোতি স নিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তঞ্চ; অতঃ ফলকামনামন্তরেণ কুর্ব্বন্ন ভয়বিধমপি পাপং ন প্রাপ্নোতীতি প্রাগেব ব্যাখ্যাতোঽভিপ্রায়ঃ। "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" ইতি ত্বানুষঙ্গিকফলকথনমিতি ন দোষঃ। তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি, তদ্যথা আম্রে ফলার্থে (নিমিত্তে) চ্ছায়া গন্ধইত্যনুৎপদ্যন্তে এবং ধর্ম্মচর্য্যমনমর্থা অনুৎপদ্যন্তে নোচেদনুৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি, অতো যুদ্ধশাস্ত্রস্যার্থেশাস্ত্রত্বাভাবাৎ "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি নিরাকৃতং ভবতি ॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধস্যাকরণে ধর্ম্মকীর্ত্ত্যোর্নাশঃ পাপাবাপ্তিশ্চ "অথ চেৎ" ইতি শ্লোকেন ভগবতা যদ্যপ্যুক্তা তথাপি যুদ্ধস্য অর্জ্জুনাভিমতে কাম্যত্বপক্ষে "অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্। যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ" ইতি তৎকরণে পাপপ্রসক্তিরস্তি তাং নিবারয়িতুং সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বলক্ষণং যোগমাহ সুখদুঃখে ইতি। সমে কৃত্বা সুখদুঃখয়োস্তদ্ধেত্বোঃ রাজ্যলাভালাভয়োস্তদ্ধেত্বোশ্চ জয়াজয়য়োরাগদ্বেষাবকৃত্বেত্যর্থঃ, কেবলং স্বধর্ম্মোঽয়মিতি মত্বা যুদ্ধায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। এবং কুর্ব্বন্ত্বং পাপং নাবাপ্স্যসি, যস্তু রাজ্যলোভেন সুহৃদ্বধং করোতি তস্যাস্ত্যেব পাপমিতি ভাবঃ। কথং তর্হি স্বধর্ম্মত্বেনানুষ্ঠিতেঽপি যুদ্ধে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গম্" ইত্যাদি ফলস্মরণমানুষঙ্গিকমিতি ব্রূমঃ। তথাচাপস্তম্বঃ, "তদ্যথাম্রে ফলার্থং নির্ম্মিতে ছায়াগন্ধ ইত্যনুৎপদ্যেতে এবং ধর্ম্মং চর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতীতি আম্রনিদর্শনেন প্রতিপাদয়তি" ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ তব সর্ব্বথা যুদ্ধমেব ধর্ম্মস্তদপি যদীদং পাপকারণং আশঙ্কসে তর্হি মত্তঃ পাপানুৎপত্তিপ্রকারং শিক্ষিত্বা যুধ্যস্ব ইত্যাহ সুখদুঃখে ইতি। সুখদুঃখে সমে কৃত্বা তদ্ধেতু লাভালাভৌ রাজ্যলাভরাজ্যচ্যুতী তাপি তদ্ধেতু জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা বিবেকেন তুল্যৌ বিভাব্য ইত্যর্থঃ। ততশ্চৈবম্ভূতসাম্যলক্ষণে জ্ঞানবতস্তব পাপং নৈব ভবেৎ। যদ্বক্ষ্যতে "লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন, স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় যুদ্ধ করিলে যুদ্ধের নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত উপস্থিত হয় এবং জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, অগ্নীষোমীয় যজ্ঞাদির ন্যায় যুদ্ধও কাম্য কর্ম্ম বিশেষরূপে পরিগণিত হয়। অপিচ রাজ্যলাভলালসায় যুদ্ধ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রাপেক্ষা অর্থশাস্ত্রেরই প্রবলতা প্রতিপাদিত হয়; কারণ রাজ্যাদি সম্পদ-লাভ কেবল অর্থ শাস্ত্রেরই

লক্ষীভূত। কিন্তু অর্থ শাস্ত্রানুমোদিত কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে পাপের কোন সম্ভাবনা নাই, এবং গুরু-ব্রাহ্মণাদিকে বধ করিলে ধর্ম্মও কিছুই নাই। এইরূপ আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বিচারনিপুণ সখে! তুমি হৃদয়কে রাগ-দ্বেষ-বিরহিত সমভাবাপন্ন করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। অর্থাৎ জয়ের ফলভূত লাভ এবং লাভের ফলভূত সুখের অনুগামী না হইয়া, অপিচ পরাজয়ের ফলভূত অলাভ এবং অলাভের ফলভূত দুঃখে বিদ্বেষ না করিয়া যুদ্ধে বিনিযুক্ত হও। দুঃখের বিনিবৃত্তি এবং সুখের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুদ্ধ অবশ্য করণীয় স্বধর্ম্ম বোধে এবং যুধ্যমান গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধ নিত্য-কর্ম্মজ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর পাপ তোমাকে আশ্রয় করিবে না। যে ব্যক্তি ফল-কামনায় গুরু-ব্রাহ্মণাদির নিপাত সাধন করে, সে অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাহা অবশ্যকরণীয় নিত্য-কর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয়, সেও অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ফল-কামনা অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিয়া গুরুব্রাহ্মণাদিবধে প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহাকে কখনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এই যুদ্ধে জয়ী হইলে অবনীমণ্ডলের আধিপত্য লাভ করিয়া সুখ-সৌভাগ্য সম্ভোগ করিব, অথবা পরাজিত হইলে দীন-হীন হইয়া অশেষ-ক্লেশ-ভারে প্রপীড়িত হইব, জয় পরাজয়জনিত এবংবিধ লাভ এবং অলাভ, সুখ এবং দুঃখ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, কখনই তোমাকে পাপ স্পর্শ করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে পূর্ব্বে যে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" বলিয়াছি, তাহা তুমি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে, অর্থাৎ জয়-পরাজয় উভয়কে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে বিনিযুক্ত হইবে; যদি তাহাতে আনুষঙ্গিক অন্য কোন ফলের উদ্ভব হয়, তাহাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি বোধ করিবে না। মহর্ষি আপস্তম্ব বলিয়াছেন, "যেরূপ ফলের নিমিত্ত আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলেও, ছায়া-গন্ধাদি প্রদান করে সেইরূপ ধর্ম্মচর্য্যা দ্বারা যদি অর্থলাভ হয় বা লাভ না হয়, তাহাতে ধর্ম্মের কোন হানি হয় না।" অর্থাৎ ছায়াগন্ধাদি যেমন আম্রবৃক্ষের আনুষঙ্গিক এবং অর্থলাভ যেমন ধর্ম্মচর্য্যার আনুষঙ্গিক সেইরূপ যুদ্ধে মরণান্তে স্বর্গলাভ বা বিজয়ান্তে রাজ্যলাভ উভয়ই আনুষঙ্গিক বলিয়া জ্ঞান করিবে। এইরূপ চক্ষে দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, যুদ্ধশাস্ত্র কখনও অর্থ-শাস্ত্ররূপে

পরিগণিত হইবার উপযুক্ত নহে। এই শ্লোকদ্বারা অর্জ্জুনের "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইত্যাদি আশঙ্কা নিরাকৃত হইল কারণ ফল প্রত্যাশী না হইলে পাপের কোন সম্ভাবনা থাকিবে না ॥ ৩৮ ॥

—•:*:•—

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—সাংখ্যে (পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে) তে (তুভ্যম্) এষা বুদ্ধিঃ (জ্ঞানং) অভিহিতা (কথিতা) তু (কিন্তু) যোগে (চিত্তবৃত্তিনিরোধে) ইমাং (অনন্তরং কথ্যমানাং) [বুদ্ধিং] শৃণু পার্থ (পৃথানন্দন!) যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (যোগবিষয়জ্ঞানপ্রাপ্তঃ) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং জ্ঞানং) প্রহাস্যসি (মুক্তো ভবিষ্যসি ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—পরমার্থতত্ত্ববিষয়ে তোমাকে এই জ্ঞান কথিত-হইয়াছে কিন্তু ঈশ্বরারাধনার্থ সমাধিবিষয়ে উচ্যমান [জ্ঞান] শ্রবণ-কর, হে পার্থ! যে-জ্ঞানদ্বারা যুক্ত হইলে কর্ম্মের বাধা মুক্ত-হইবে ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! শোকমোহাদি নিবারণার্থ তোমাকে এতক্ষণ আত্মতত্ত্ববিষয়ক সাংখ্যযোগের উপদেশ প্রদান করিলাম। অধুনা কর্ম্মযোগ বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই কর্ম্মযোগবিষয়ক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে তোমার কর্ম্মে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ভ্রান্তি তিরোহিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শোকমোহাপনয়নায় লৌকিকো ন্যায়ঃ "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদ্যৈঃ শ্লোকৈরুক্তো ন তু তাৎপর্য্যেণ, পরমার্থদর্শনমিহ প্রকৃতং তচ্চোক্তমুপসংহ্রিয়তে এষা তেঽভিহিতেতি। শাস্ত্রবিষয়বিভাগপ্রদর্শনায় ইহ হি দর্শিতে পুনঃ শাস্ত্রবিষয়বিভাগে উপরিষ্টাৎ "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইতি নিষ্ঠাদ্বয়বিষয়ং শাস্ত্রং সুখং প্রবর্ত্তিষ্যতি, শ্রোতারশ্চ বিষয়বিভাগেন সুখং গ্রহিষ্যন্তি ইত্যত আহ এষা তে ইতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতোক্তা সাংখ্যে পরমার্থবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধিঃ জ্ঞানং সাক্ষাৎশোকমোহাদিসংসারহেতুদোষনিবৃত্তিকারণং, যোগে তু তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মযোগে কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরমেবোচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু তাঞ্চ বুদ্ধিং স্তৌতি

প্ররোচনার্থং, বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তো হে পার্থ কর্ম্মবন্ধং কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যো বন্ধঃ কর্ম্মবন্ধঃ তং প্রহাস্যসীশ্বরপ্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—নমু "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদিশ্লোকৈর্ন্যায়াবষ্টম্ভেন শোক-মোহাপনয়নস্য তাৎপর্য্যেণোক্তত্বাৎ তস্মিন্নুপসংহর্ত্তব্যে কিমিতি পরমার্থদর্শনমুপসংহ্রিয়তে তত্রাহ শোকেতি। "স্বধর্ম্মমপি" ইত্যাদিভিরতীতশ্লোকৈঃ শোকমোহয়োঃ স্বজনমরণগুর্ব্বাদিবধশঙ্কা-নিমিত্তয়োঃ সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রতিবন্ধকয়োরপনয়ার্থং বর্ণাশ্রমকৃতং ধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ স্বর্গাদি সিধ্যতি নান্যথেত্যন্বয়ব্যতিরেকাত্মকো লোকপ্রসিদ্ধো ন্যায়ো যদ্যপি দর্শিতস্তথাপি নাসৌ তাৎপর্য্যেণোক্ত ইত্যর্থঃ। কিং তর্হি তাৎপর্য্যেণোক্তং? তদাহ পরমার্থেতি। "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" ইত্যাদি সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে, উক্তং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিন্" ইত্যাদিনোপপাদিতমিত্যর্থঃ। উপসংহারপ্রয়োজনমাহ শাস্ত্রেতি। তস্য বক্তব্যায়া বিষয়ো নিষ্ঠাদ্বয়ং তস্য বিভক্তস্য তেনৈব বিভাগেন প্রদর্শনার্থং পরমার্থদর্শনোপসংহার ইত্যর্থঃ। নমু কিমিত্যত্র শাস্ত্রস্য বিষয়বিভাগঃ প্রদর্শ্যতে উত্তরত্রৈব তদ্বিভাগপ্রবৃত্তিপ্রতিপত্ত্যোঃ সম্ভবাদিতি তত্রাহ ইহ হীতি। শাস্ত্রপ্রবৃত্তেঃ শ্রোতৃপ্রতিপত্তেশ্চ সৌকর্য্যার্থমাদৌ বিষয়বিভাগসূচনমিত্যর্থঃ। উপসংহারস্য ফলবত্ত্বমেবমুক্ত্বা তমেবোপসংহারমবতারয়তি অত আহেতি। পরমার্থাত্মতত্ত্ববিষয়াং জ্ঞাননিষ্ঠামুক্তামুপসংহৃত্য বক্ষ্যমাণাং সংগৃহ্ণাতি যোগেত্বিতি। তামেব বুদ্ধিং বিশিষ্টফলবত্ত্বেনাভিষ্টৌতি বুদ্ধ্যেতি। তত্রোপ-সংহারভাগং বিভজতে এষেত্যাদিনা। বুদ্ধিশব্দস্যান্তঃকরণবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি জ্ঞানমিতি। তস্য সহকারিনিরপেক্ষস্য বিশিষ্টফলবত্ত্বমাচষ্টে সাক্ষাদিতি। শোকমোহৌ রাগদ্বেষৌ কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্ব-মিত্যাদিরনর্থঃ সংসারস্তস্য হেতুর্দোষঃ স্বাজ্ঞানং তস্য নিবৃত্তৌ নিরপেক্ষং কারণং জ্ঞানমজ্ঞান-নিবৃত্তৌ জ্ঞানস্যান্বয়ব্যতিরেকসমাধিগতসাধনত্বাদিত্যর্থঃ। "যোগে ত্বিমাম্" ইত্যাদি ব্যাকুর্ব্বন্ যোগশব্দস্য প্রকৃতে চিত্তবৃত্তিনিরোধবিষয়ত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি তৎপ্রাপ্তীতি। প্রকৃতমুক্ত্যুপযুক্তং জ্ঞানং তৎপদেন পরামৃশ্যতে। জ্ঞানোদয়োপায়মেব প্রকটয়তি নিঃসঙ্গতয়েতি। ফলাভিসন্ধি-বৈধুর্য্যং নিঃসঙ্গত্বম্। বুদ্ধিস্তুতিপ্রয়োজনমাহ প্ররোচনার্থমিতি। অভিষ্টুতা হি বুদ্ধিঃ শ্রদ্ধাতব্যা সত্যনুষ্ঠাতারমধিকরোতি তেন স্তুতিরর্থবতীত্যর্থঃ। কর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়বুদ্ধ্যা কর্ম্মবন্ধস্য কুতো নিবৃত্তিঃ? ন হি তত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ সমূলং কর্ম্ম হাতুং শক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ঈশ্বর ইতি ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ।—এবমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানমুপদিশ্য তৎপূর্ব্বকং মোক্ষসাধনভূতং কর্ম্মযোগং বক্তুমারভতে, এষেতি। সঙ্খ্যা বুদ্ধিঃ বুদ্ধ্যাবধারণীয়মাত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং জ্ঞাতব্যম্। আত্মতত্ত্বে তত্ত্বজ্ঞানায় যা বুদ্ধিরভিধেয়া "ন ত্বেবাহম্" ইত্যারভ্য "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যন্তেন সৈষাভিহিতা। আত্মজ্ঞানপূর্ব্বকমোক্ষসাধনভূতকর্ম্মানুষ্ঠানে যো বুদ্ধিযোগো বক্তব্যঃ স ইহ যোগশব্দেনোচ্যতে, "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ" ইতি বক্ষ্যতে। তত্র যোগে যা বুদ্ধির্ব্বক্তব্যা তামিমামভিধীয়মানাং শৃণু যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি। কর্ম্মণা বন্ধঃ সংসার ইত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্।—তচ্চোক্তমুপসংহরতি এষেতি। এষা তে তুভ্যমভিহিতা উক্তা সাঙ্খ্যে

পরমাত্মবস্তুবিবেকবিষয়ে বুদ্ধির্জ্ঞানং সাক্ষাৎশোকমোহাদিসংসারনিবৃত্তিকারণং, যোগে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ে নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহরণপূর্ব্বকমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানে সমাধিযোগে চ ইমামনন্তরাং ময়োচ্যমানাং বুদ্ধিং শৃণু, তাং বুদ্ধিং স্তৌতি শ্রোতৃণাং প্ররোচনার্থম্। বুদ্ধ্যা যয়া যোগবিষয়য়া যুক্তঃ হে পার্থ কর্ম্মবন্ধঃ, কর্ম্মৈব ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যবন্ধস্তং প্রহাস্যসি ঈশ্বরপ্রাপ্তিনিমিত্তজ্ঞানং প্রাপ্স্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরংস্তৎসাধনং কর্ম্মযোগং প্রস্তৌতি এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা সম্যগ্‌জ্ঞানং তস্যাং প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাঙ্খ্যং তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা এবমভিহিতায়ামপি তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন ভবতি তর্হ্যন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্ম্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু, যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সংস্তৎপ্রসাদলব্ধাপরোক্ষজ্ঞানেন কর্ম্মাত্মকং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯ ॥

বলদেব।—উক্তং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তদুপায়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগং বক্তুমারভতে এষেতি। সঙ্খ্যোপনিষৎ সম্যক্ খ্যায়তে নিরূপ্যতে তত্ত্বমনয়েতি নিরুক্তেঃ তয়া প্রতিপাদ্যমাত্মযাথাত্ম্যং সাঙ্খ্যম্। (শৈষিকান্) তস্মিন্ কর্ত্তব্যৈষা বুদ্ধিস্তবাভিহিতা "ন ত্বেবাহম্" ইত্যাদিনা "তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি" ইত্যন্তেন। সা চেৎ তব চিত্তদোষান্নাভূদেতি তর্হি যোগে "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি শ্রুত্যাক্তেঽন্তর্গতজ্ঞানে নিষ্কামকর্ম্মযোগে কর্ত্তব্যামিমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং শৃণু। ফলোক্ত্যা তাং স্তৌতি যয়েতি। কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্ত্বং যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মকৃতং বন্ধং প্রহাস্যসি। আত্মানন্দলিপ্সয়া ভগবদাজ্ঞয়া মহাপ্রহাসানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বংস্তত্তদুদ্দেশমহিম্না তদন্তরভূদিতয়াত্মজ্ঞাননিষ্ঠয়া সংসারং তরিষ্যসীতি। পশুপুত্ত্রস্বারাজ্যাদিফলকং কর্ম্ম সকামং, জ্ঞানফলকন্তু তন্নিষ্কামমিতি শাস্ত্রেঽস্মিন্ পরিভাষ্যতে ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন।—ননু ভবতু স্বধর্ম্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানস্য পাপাভাবঃ। তথাপি ন মাং প্রতি যুদ্ধকর্ত্তব্যতোপদেশস্তবোচিতঃ, "য এনং বেত্তি হন্তারম্" ইত্যাদিনা "কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্" ইত্যন্তেন বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মপ্রতিক্ষেপাৎ, নহ্যকর্ত্তভোক্তৃশুদ্ধস্বরূপোঽহমস্মি যুদ্ধং কৃত্বা তৎফলং ভোক্ষ্য ইতি চ জ্ঞানং সম্ভবতি বিরোধাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ, প্রকাশতমসোরিব অয়ঞ্চার্জ্জুনাভিপ্রায়ঃ "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যত্র ব্যক্তো ভবিষ্যতি, তস্মাদেকমেব মাং প্রতি জ্ঞানস্য কর্ম্মণশ্চোপদেশো নোপপদ্যত ইতি চেন্ন, বিদ্বদবিদ্বদবস্থাভেদেন জ্ঞানকর্ম্মোপদেশোপপত্তেরিত্যাহ ভগবান্ এষা তে ইতি। এষা "নত্বেবাহম্" ইত্যাদ্যেকোনবিংশতিশ্লোকৈঃ তে তুভ্যমভিহিতা, সাঙ্খ্যে সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সঙ্খ্যোপনিষৎ তয়ৈব তাৎপর্য্যপরিসমাপ্ত্যা প্রতিপাদ্যতে যঃ স সাঙ্খ্যঃ ঔপনিষদঃ পুরুষ ইত্যর্থঃ। তস্মিন্ বুদ্ধিস্তন্মাত্রবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিকারণং ত্বাং প্রতি ময়োক্তং নৈতাদৃশজ্ঞানবতঃ কচিদপি কর্ম্মোচ্যতে, "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণত্বাৎ।

যদি পুনরেবং মেয়াক্তাপি তবৈষা বুদ্ধির্নোদেতি চিত্তদোষাৎ, তদা তদপনয়নেনাত্মতত্ত্বসাক্ষাৎ-কারায় কর্ম্মযোগ এব ত্বয়া অনুষ্ঠেয়ঃ, কর্ম্মযোগে করণীয়াং ইমাং "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যত্র প্রোক্তাং ফলাভিসন্ধিত্যাগলক্ষণাং বুদ্ধিং বিস্তরেণ ময়া বক্ষ্যমাণাং শৃণু। তুশব্দঃ পূর্ব্ববুদ্ধের্যোগ-বিষয়ত্বব্যতিরেকসূচনার্থঃ, তর্থাচ শুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি জ্ঞানোপদেশঃ, অশুদ্ধান্তঃকরণং প্রতি কর্ম্মোপদেশঃ ইতি কুতঃ সমুচ্চয়শঙ্কয়া বিরোধাবকাশ ইত্যভিপ্রায়ঃ। যোগবিষয়াং বুদ্ধিং ফল-কথনেন স্তৌতি, যয়া ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা কর্ম্মসু যুক্তস্ত্বং কর্ম্মনিমিত্তং বন্ধং আশয়াশুদ্ধিলক্ষণং জ্ঞানপ্রতিবন্ধপ্রকর্ম্মেণ পুনঃ প্রতিবন্ধানুৎপত্তিরূপেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি। অয়ম্ভাবঃ কর্ম্মনিমিত্তো জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ কর্ম্মণৈব ধর্ম্মাখ্যেনাপনেতুং শক্যতে "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ, শ্রবণাদি-লক্ষণো বিচারস্তু কর্ম্মাত্মকপ্রতিবন্ধরহিতস্যাসম্ভাবনাদিপ্রতিবন্ধং দৃষ্টদ্বারেণাপনয়তীতি ন কর্ম্মবন্ধ-নিরাকরণায়োপদেষ্টুং শক্যতে, অতোহত্যন্তমলিনান্তঃকরণত্বাৎবহিরঙ্গং সাধনং কর্ম্মৈব ত্বয়ানুষ্ঠেয়ং নাধুনা শ্রবণাদি যোগ্যতাপি তব জাতা, দূরে তু জ্ঞানযোগ্যতেতি, তথাচ বক্ষ্যতি, "কর্ম্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু" ইতি এতেন সাঙ্খ্যবুদ্ধেরন্তরঙ্গসাধনং শ্রবণাদি বিহায় বহিরঙ্গসাধনং কর্ম্মৈব ভগবতা কিমিতি অর্জ্জুনায়োপদিশ্যত ইতি নিরস্তং, কর্ম্মবন্ধং সংসারমীশ্বর প্রসাদনিমিত্তজ্ঞানপ্রাপ্ত্যা প্রহাস্যসীতি প্রাচাং ব্যাখ্যানে ত্বধ্যাহারদোষঃ কর্ম্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ পরিহর্ত্তব্যম্॥ ৩৯॥

নীলকণ্ঠ।—এবমর্জ্জুনস্য পূর্ব্বোক্তৌ দ্বাবপি মোহাবপনীতৌ তত্র "কং ঘাতয়তি হন্তি কম্" ইতি কর্ত্তৃত্বকারয়িতৃত্বয়োরাত্মন্যসম্ভব উক্তঃ, ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্বেতিঃ নিয়োগশ্চোক্তঃ, ন হ্যকর্ত্তুরাকাশবৎ সর্ব্বগতস্য নিয়োজ্যত্বং সম্ভবতীতি পরস্পরব্যাহতমেতদিতীমামাশঙ্কাং অধিকারিভেদেন উভয়ং ব্যবস্থাপয়ন্ পরিহরতি এষা তে ইতি। এষা তে তুভ্যম্, অভিহিতা "অশোচ্যানম্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যন্তঃ প্রাক্তনেন সন্দর্ভেণ উক্তা, সাংখ্যে সম্যক্ খ্যায়তে প্রকথ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সংখ্যা উপনিষৎ তত্র বিদিতে সাংখ্যে ঔপনিষদে ব্রহ্মণি বিষয়ে বুদ্ধির্জ্ঞানং সংসারনিবর্ত্তকম্. এষা তে সাংখ্যে বুদ্ধিরভিহিতেতি সম্বন্ধঃ। যোগে "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে" ইতি বক্ষ্যমাণলক্ষণে বিষয়ে, তুশব্দঃ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থঃ, বক্ষ্যতি চ জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ব্বিভিন্নাধিকারিকত্বম্, "লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্॥" ইতি, এতেন জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়শঙ্কাপ্যপাস্তা, ইমাং "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদিনানন্তর-গ্রন্থেনোক্তামপি বিস্তরেণাভিধীয়মানাং শৃণু। ইমামেব বুদ্ধিং স্তৌতি সার্দ্ধেন বুদ্ধ্যেত্যাদিনা। নমু কর্ম্মবন্ধপ্রহাণমাত্মজ্ঞানেনৈব শ্রূয়তে "তপসৈবাত্মপদং বিদিত্বা ন লিপ্যতে কর্ম্মণা পাতকেন" ইতিশ্রুতেঃ। কর্ম্মযোগস্তু কর্ম্মবন্ধং দৃঢ়ীকরিষ্যত্যেবেতি কথমুচ্যতে কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসীতি চেৎ, শ্রুতিবলাদিতি ব্রূমঃ, তথাহি "ঈশা বাস্যমিদং সর্ব্বং যৎ কিঞ্চজ্জগত্যাং জগৎ। তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্য স্বিদ্ধনং। কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। এবং ত্বয়ি

মান্যপেত্তোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে॥" ইতিশ্রুতিরীশ্বরেণেদং সর্ব্বং স্তম্ভিতমস্তীতি ন কশ্চিৎ কিঞ্চিৎ স্বেচ্ছয়া কর্ত্তুং প্রভবতি, অতঃ সর্ব্বত্র মমতাহীনঃ সন্ ভোক্তৃত্বকর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগেনৈব ভোগান্ ভুঙ্ক্ষ্ব, কর্ম্মাণি চ কুরু, এবং কুর্ব্বতি ত্বয়ি কর্ম্মলোপো নাস্তি ইতোঽন্যদুপায়ান্তরঞ্চ নাস্তীতি বদতি। তস্মাৎ কনককাঞ্চায়সাদিবৎ কেনচিদ্বিশেষরূপেণোপেতং কর্ম্মৈব সজাতীয়োচ্ছেদনিমিত্তং ভবিষ্যতীতি যুক্তমুক্তং কর্ম্মযোগেনাপি কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসীতি॥ ৩৯॥

বিশ্বনাথ।—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরতি এষেতি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সাঙ্খ্যং সম্যক্ জ্ঞানম্। তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা কথিতা। অধুনা যোগে ভক্তিযোগে ইমাং বক্ষ্যমাণাং বুদ্ধিং করণীয়াং শৃণু। যয়া ভক্তিবিষয়িণ্যা বুদ্ধ্যা যুক্তঃ সহিতঃ কর্ম্মবন্ধং সংসারম্॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজ, হনুমান্, শ্রীধর ও নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। শৈশবাবধি বনবাসাদি দুঃখে প্রপীড়িত এবং পতিপ্রাণা প্রাণেশ্বরী দ্রৌপদীর কেশাকর্ষণ দর্শনে মর্ম্মাহত অর্জ্জুন, বদ্ধপরিকর ও কৃপাণপাণি হইয়া, চির বৈরি-নির্য্যাতনাভিলাষে সমরক্ষেত্রে সমুপস্থিত হইলেন, কিন্তু বন্ধুজনের বিনাশাশঙ্কাজনিত অসাময়িক শোক-মোহে অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্যপালনে বিমুখ হইলেন। তখন সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবান্ শ্রীহরি, স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে উপনিষদাদি অসীম শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন করিয়া, সকল শাস্ত্রের সার, সকল উপদেশের মূলীভূত এবং অজ্ঞান-জনিত শোকমোহের অমোঘ ভেষজস্বরূপ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয় উদ্ধৃত করিলেন। ভিষগ্‌বর যেমন যন্ত্রণাভিভূত রোগীর অবস্থা বিচারপূর্ব্বক অচিরে রোগ-মুক্তির নিমিত্ত যথোপযুক্ত মহৌষধ প্রয়োগ করেন, তদ্রূপ পরম-কারুণিক শ্রীভগবান্ বন্ধুগণ-বিনাশ ভয়ে প্রপীড়িত বয়স্য অর্জ্জুনের অবিলম্বে শোক মোহ নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমতঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি (২য়। ১১ শ্লোক) হইতে "দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ম্" ইত্যাদি (২য়। ৩০ শ্লোক) দ্বারা আত্মার নিত্যত্ব ও অবধ্যত্বাদি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া, নিবৃত্তি ধর্ম্মানুসারে জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানযোগের উপদেশ প্রদান করিলেন; তাহাতে সফলমনোরথ হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" ইত্যাদি (২য়। ৩১ শ্লোক) হইতে "হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্" (২য়। ৩৭ শ্লোক) দ্বারা লৌকিক দৃষ্টান্তানু

সারে অর্জ্জুনের শোক-মোহাপনয়নে বিশেষ যত্ন করিলেন; কিন্তু তাহাতেও তিনি পূর্ণমনোরথ হইতে পারিলেন না। তখন শ্রীভগবান্ স্থির করিলেন, জ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞানজনিত শোকমোহ কিছুতেই নিবারিত হইবে না। অর্জ্জুনের হৃদয় অধুনা অজ্ঞানে পরিপূরিত; সুতরাং এক্ষণে অর্জ্জুনের প্রতি জ্ঞানোপদেশ ভস্মাহুতির ন্যায় নিষ্প্রয়োজন বোধ হইতেছে। সদুপদেষ্টা গুরুগণ অধিকারীর তারতম্য বিবেচনা করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। যাঁহারা শিষ্যের অধিকারিতা বিবেচনা না করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহাদের উপদেশ মরুভূমিতে উপ্ত বীজের ন্যায় নিষ্ফল হয়। অর্জ্জুনও এক্ষণে জ্ঞানের অনধিকারী; অতএব তাঁহাকে প্রথমতঃ জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা আমার পক্ষে নিতান্ত অনুচিত হইয়াছে। যেহেতু চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অতি সূক্ষ্ম জ্ঞানোপদেশ কখনই হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া অবস্থিতি করিতে সমর্থ হয় না; অতএব অর্জ্জুনকে সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ক্রিয়াযোগের উপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তিসহকৃত ক্রিয়াযোগের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বয়স্য অর্জ্জুন! তোমাকে শোকমোহরূপ সংসার-দুঃখের কারণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমার্থ-বস্তু-জ্ঞান বিষয়ে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান-বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছি। অধুনা ব্রহ্ম-জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগের অর্থাৎ আসক্তি বা ফলকামনাশূন্য হইয়া জয়পরাজয়ের ফলরূপ সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ, অনুষ্ঠানের বিষয় বা সমাধির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি সেই নিষ্কাম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভগবৎপ্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। বুঝিলাম, আমি ক্ষত্রিয়; যুদ্ধই আমার ধর্ম্ম, অতএব স্বধর্ম্ম পরিপালনার্থ যুদ্ধ আমার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এইরূপ বুঝিয়া যুদ্ধ করিলে আমাকে পাপে লিপ্ত হইতে হইবে না; কিন্তু তাহা হইলেও "যুদ্ধ তোমার অবশ্য কর্ত্তব্য" আমাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করা তোমার নিতান্ত অন্যায়। কেননা, তুমি আমাকে যে সমস্ত ('য এনং বেত্তি হন্তারং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে 'কথং স পুরুষঃ পার্থ

কং) যাতয়তি হন্তিকম্' এই শ্লোক পর্য্যন্ত) উপদেশ প্রদান করিলে তাহার সার অংশ হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যায় যে, বিদ্বান্ ব্যক্তির (তত্ত্বজ্ঞানীর) কোন কর্ম্মেই অধিকার নাই এবং তত্ত্বজ্ঞানী কোন কর্ম্মেরই ফল ভোগ করেন না। এখন আমিও যদি তোমার উপদেশ বশে সেই তত্ত্বজ্ঞানীর পদ অধিকার করি, তবে সেই কর্ম্মফলের অভোক্তা শুদ্ধস্বরূপ আমি আবার যুদ্ধরূপ কর্ম্ম করিয়া কিরূপে তাহার ফল ভোগ করিব? পরস্পর বিরুদ্ধ আলোক এবং অন্ধকার কখনও পরস্পর সম্মিলিত হইয়া একত্র অবস্থিত হইতে পারে না। এইরূপ পরস্পর বিরোধী কর্ম্ম ও জ্ঞানের একাধারে অবস্থিতি (জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়) অসম্ভব। অতএব আমার প্রতি জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপৎ উপদেশ কখনও উপপাদিত হইতে পারে না। (অর্জ্জুনের এই অভিপ্রায় "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" এই শ্লোকে স্ফুটীকৃত হইবে।)

অর্জ্জুনের পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কা নিরাশের নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন।— সখে! জ্ঞান এবং কর্ম্মের উপদেশ বিদ্বৎ এবং অবিদ্বৎ অবস্থা ভেদেই উপপাদিত হয়, অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিদ্বান্ তাহাকে জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিতে হয় এবং যে ব্যক্তি অবিদ্বান্, তাহাকে কর্ম্মের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। ইহার পরিস্ফুটার্থ এই যে, যাহার অন্তঃকরণ অতি সুনির্ম্মল হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই যথার্থ জ্ঞানোপদেশে অধিকারী এবং যাহার অন্তঃকরণ মলিন, সেই ব্যক্তিই কর্ম্মোপদেশের অধিকারী। আমি পূর্ব্বে ('নত্বেবাহং জাতু নাসং' ইত্যাদি একবিংশতি শ্লোকে) তোমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছি, এতৎসমূহ সাংখ্য বুদ্ধি। যাহা দ্বারা পরম আত্মতত্ত্ব সর্ব্বোপাধি শূন্যরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহার নাম সঙ্খ্যা; অর্থাৎ উপনিষৎ। (সম্যক্ খ্যায়তে সর্ব্বোপাধিশূন্যতয়া প্রতিপাদ্যতে পরমাত্মতত্ত্বমনয়েতি সঙ্খ্যা) যে বস্তু সেই সঙ্খ্যা বা উপনিষৎ দ্বারাই সর্ব্ববিধ তাৎপর্য্যের পরিসমাপ্তিরূপে প্রতিপাদিত হয়, তাহারই নাম সাঙ্খ্য অর্থাৎ ঔপনিষদ পুরুষ। সেই ঔপনিষদ পুরুষে যা সাঙ্খ্যে বুদ্ধি অর্থাৎ সেই ঔপনিষদ পুরুষমাত্র বিষয়ক সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবৃত্তি কারণ জ্ঞান। স্থূল কথা, যে জ্ঞান অন্য ঘটপটাদিতে বিষয় না করিয়া কেবলমাত্র সেই ঔপনিষদ পুরুষকে (স্বয়ং ব্রহ্মকে) বিষয় করে (তাঁহাকে জানাইয়া দেয়) সেই (শোকমোহ সুখদুঃখাদি) সর্ব্ববিধ অনর্থের নিবারক জ্ঞানের বিষয়ই আমি পূর্ব্বে তোমায় বলিয়াছি।

এই প্রকার জ্ঞান যাহার আছে, তাহাকে কখনও কর্ম্মমার্গ-প্রবর্ত্তক উপদেশ প্রদত্ত হয় না। (ভগবান্ অগ্রেই বলিবেন, "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে") এখন যদি চিত্তের মালিন্য-নিবন্ধন মৎকথিত এই (ঔপনিষদ পুরুষের) জ্ঞান তোমার চিত্তে উদিত না হয়, তাহা হইলে সেই চিত্তের মালিন্য দূরীকরণ পূর্ব্বক আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত, তোমার কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করাই উচিত।

আমি পূর্ব্বে ("সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" এই শ্লোকে) তোমাকে যে কর্ম্ম-যোগে করণীয় ফলাভিসন্ধি ত্যাগরূপ বুদ্ধির কথা বলিয়াছি, সেই বুদ্ধির বিষয় এক্ষণে বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করিতেছি, শ্রবণ কর। (মূল শ্লোকস্থিত "তু"শব্দ কর্ম্মযোগে বুদ্ধির সহিত পূর্ব্বপ্রস্তাবিত বুদ্ধির অর্থাৎ সাংখ্যে বুদ্ধির ব্যতিরেক সূচিত করিতেছে) এখন যদি বল যে, আমি কর্ম্মযোগে কর্ত্তব্য ফলকামনা ত্যাগরূপ বুদ্ধির বিষয় বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিয়া কি ফললাভ করিব? তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পৃথা-নন্দন! তুমি সেই ব্যব-সায়াত্মিকা (নিশ্চয়-স্বরূপা) বুদ্ধির সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে কর্ম্ম নিমিত্ত বন্ধকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিবে; অর্থাৎ তুমি সেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির সহিত কর্ম্মে নিযুক্ত হইলে, আশয়ের (চিত্তের) অশুদ্ধিলক্ষণ (মালিন্যরূপ) জ্ঞানের প্রতিবন্ধকে এরূপ ভাবে ত্যাগ করিবে যে, সেই প্রতিবন্ধ আর কখনও উৎপন্ন হইতে পারিবে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "ধর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পাপ দূরীকৃত হয়।" ধর্ম্মেরই নামান্তর কর্ম্ম। সেই ধর্ম্মাখ্য কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম নিমিত্ত জ্ঞানের প্রতিবন্ধ বিদূরিত করিতে পারা যায়; কারণ ধর্ম্মাখ্য কর্ম্ম নিষ্কাম। কিন্তু চিত্ত কামনাবিহীন না হইলে কখনই নির্ম্মল হয় না। যাহার মলিন চিত্ত, সে ব্যক্তি ইহা কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য, সম্ভাবনা অসম্ভাবনা ইত্যাদিরূপ বহুবিধ বিচারে সম্প্রবৃত্ত হয় ও স্বর্গাদিরূপ বহুবিধ নশ্বর সামগ্রী লাভে সমুৎসুক হয়। সুতরাং এবংবিধ কর্ম্ম দ্বারা তাহার চিত্ত সুবিমল না হইয়া অধিকতর মলিন হয়; কিন্তু ইহাই আমার ধর্ম্ম, ইহাই আমার অবশ্যকর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, ইহার ভালমন্দ বিচার করিবার অধিকার বা প্রয়োজন আমার নাই ইত্যাকার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যিনি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই তদীয় জ্ঞান-প্রতি-বন্ধরূপ মলিন চিত্তকে সুবিমল করে। পূর্ব্বকথিত শ্রবণ-মননাদি বিচার

জনিত সুবিমল-চিত্ত ব্যক্তিরই অসম্ভাবনাদি (আত্মা আছেন কি না? ইত্যাদি) প্রতিবন্ধ সমূহ প্রত্যক্ষরূপে দূরীকৃত হয়; অতএব কর্ম্মবন্ধ নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রবণ-মননাদি উপদিষ্ট হইতে পারে না।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ যে; অধিকারী ভেদেই জ্ঞান ও কর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়-বাদ স্থাপন আমার অভিপ্রেত নহে। তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত মলিন; অতএব জ্ঞানলাভের বহিরঙ্গ সাধনরূপ কর্ম্মই তোমার অনুষ্ঠেয়। তুমি এখন শ্রবণাদি বিচারেরই অধিকারী হইতে পার নাই, জ্ঞানলাভ তো বহু দূরের কথা। ("কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি শ্লোকে এ সমস্ত বিষয় সবিশেষ বর্ণিত হইবে ॥ ৩৯ ॥

——•:*:•——

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—ইহ (নিষ্কামকর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরব্ধকর্ম্মণো নিষ্ফলত্বং) ন অস্তি প্রত্যবায়ঃ (পাতকং) ন বিদ্যতে। অস্য ধর্ম্মস্য (নিষ্কামকর্ম্মযোগরূপস্য) স্বল্পং (যৎসামান্যং) অপি মহতঃ ভয়াৎ (জন্মমরণলক্ষণাৎ সংসারভয়াৎ) ত্রায়তে (রক্ষতি) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে প্রারম্ভের নাশ নাই পাতক হয় না, এই ধর্ম্মের অত্যল্পও সংসার-ভয়-হইতে ত্রাণ-করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—নিষ্কাম কর্ম্মযোগে আরব্ধ কর্ম্মের কোনরূপ বিঘ্নাদি হেতু নিষ্ফলত্ব কখনই ঘটে না এবং তজ্জন্য কদাপি পাপও হয় না; এই নিষ্কাম ধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে, জন্ম মরণ-রূপ নিদারুণ সংসার ভয় হইতে মুক্তি লাভ করা যায় ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চান্যৎ নেহাভীতি। নেহ মোক্ষমার্গে কর্ম্মযোগে অভিক্রমনাশোঽভিক্রমণমভিক্রমঃ প্রারম্ভস্তস্য নাশো নাস্তি যথা কৃষ্যাদের্যোগবিষয়ে প্রারম্ভস্য নানৈকান্তিকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ নাপি চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে, কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি মহতঃ সংসারভয়াৎ জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—ননু কর্ম্মানুষ্ঠানস্যানৈকান্তিকফলত্বেনাকিঞ্চিৎকরত্বাদনেকানর্থকলুষিতত্বেন দোষবত্বাচ্চ যোগবুদ্ধিরপি ন শ্রদ্ধেয়েতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। অন্যচ্চ কিঞ্চিদুচ্যতে কর্ম্মানুষ্ঠানস্যাবশ্যকত্বে তৎকারণমিতি যাবৎ। কর্ম্মণা সহ সমাধেরনুষ্ঠাতুমশক্যত্বাদনেকান্তরায়সম্ভবাৎ তৎফলস্য চ সাক্ষাৎকারস্য দীর্ঘকালাভ্যাসসাধ্যস্যৈকস্মিন্ জন্মন্যসম্ভবাদর্থাদ্যোগী ভ্রংশ্যেত্তানর্থে চ নিপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেহেতি। প্রতীকত্বেনোপাত্তস্য নকারস্য পুনরন্বয়ানুগুণত্বেন নাস্তীত্যনুবাদঃ। যত্তু কর্ম্মানুষ্ঠানস্যানৈকান্তিকফলত্বেনাকিঞ্চিৎকরত্বমুক্তং তদ্ দূষয়তি যথেতি। কৃষিবাণিজ্যাদেরারব্ধস্যানিয়তফলং সম্ভাবনামাত্রোপনীতত্বান্ন তথা কর্ম্মণি বৈদিকে প্রারব্ধস্য ফলমনিয়তং যুজ্যতে শাস্ত্রবিরোধাদিত্যর্থঃ। যত্তুক্তমনেকানর্থকলুষিতত্বেন দোষবদনুষ্ঠানমিতি তত্রাহ কিঞ্চেতি। ইতোঽপি কর্ম্মানুষ্ঠানমাবশ্যকমিতি প্রতিজ্ঞায় হেত্বন্তরমেব স্ফুটয়তি নাপীতি। চিকিৎসায়াং হি ক্রিয়মাণায়াং ব্যাধ্যতিরেকো বা মরণং বা প্রত্যবায়োঽপি সম্ভাব্যতে কর্ম্মপরিপাকস্য দুর্ব্বিবেকত্বান্ন তথা কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষোঽস্তি বিহিতত্বাদিত্যর্থঃ। সম্প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানস্য ফলং পৃচ্ছতি কিন্ত্বিতি। উত্তরার্দ্ধং ব্যাকুর্ব্বন্ বিবক্ষিতং ফলং কথয়তি স্বল্পমপীতি। সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপাদনদ্বারেণ রক্ষণং বিবক্ষিতং, "সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। ভূয়স্তপস্বী ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ" ইতি স্মৃতেরিত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

রামানুজ।—বক্ষ্যমাণবুদ্ধিযুক্তস্য কর্ম্মণো মাহাত্ম্যমাহ নেহাভীতি। ইহ কর্ম্মযোগে নাভিক্রমনাশোঽস্তি। অভিক্রম আরম্ভঃ নাশঃ ফলসাধনভাবনাশঃ। আরব্ধস্যাসমাপ্তস্য বিচ্ছিন্নস্যাপি ন নিষ্ফলত্বমারব্ধস্য বিচ্ছেদে প্রত্যবায়োঽপি ন বিদ্যতে। অস্য কর্ম্মযোগাখ্যস্য স্বধর্ম্মস্য স্বল্পাংশোঽপি মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে। অয়মর্থঃ, "পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।" ইত্যুত্তরত্র প্রপঞ্চয়িষ্যতে। অন্যানি হি লৌকিকানি বৈদিকানি চ সাধনানি বিচ্ছিন্নানি, নহি ফলপ্রসবায় ভবন্তি। প্রত্যবায়ায় চ ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ নেহেতি। ইহ মোক্ষমার্গে অভিক্রমনাশঃ অভিক্রমণমভিক্রমঃ যথা কৃষ্যাদেঃ প্রারব্ধস্যন্নাশোঽস্তি মোক্ষবিষয়ে আরব্ধস্য নানৈকান্তকফলত্বমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ চিকিৎসাবৎ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে কিন্তু ভবতি স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য মোক্ষসাধনানুষ্ঠিতং ত্রায়তে রক্ষতি সংসারভয়াজ্জন্মমরণাদিলক্ষণাৎ ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—ননু কৃষ্যাদিবৎ কর্ম্মণাং কদাচিদ্বিঘ্নবাহুল্যেন ফলে ব্যভিচারান্মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈগুণ্যেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্ম্মযোগেন কর্ম্মবন্ধপ্রহাণম্? তত্রাহ নেহেতি। ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারব্ধস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাদ্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্ম্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থকর্ম্মযোগস্য স্বল্পমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্ম্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্তেত্যর্থঃ ॥৪০॥

বলদেব।—বক্ষ্যমাণয়া বুদ্ধ্যা যুক্তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি নেহেতি। ইহ তমেতং

মিত্যাদিবাক্যোক্তেঃ, নিষ্কামকর্ম্মযোগেঽভিক্রমস্যারব্ধস্য ফলোৎপাদকত্বনাশো নাস্তি। আরব্ধস্যা-সমাপ্তস্য বৈফল্যং ন ভবতীত্যর্থঃ। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈকল্যে চ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে। আত্মোদ্দেশ-মহিম্না ওঁ তৎসদিতি ভগবন্নাম্না চ তস্য বিনাশাৎ। ইহ ভগবদর্পিতস্য নিষ্কামকর্ম্মলক্ষণধর্ম্মস্য কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। বক্ষ্যতি চৈবং "পার্থ নৈবেহ নামুত্র" ইত্যাদিনা। কাম্যকর্ম্মাণি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠিতান্যুক্তফলায় কল্পন্তে। মন্ত্রাদ্যঙ্গবৈফল্যে তু প্রত্যবায়ং জনয়ন্তীতি। নিষ্কামকর্ম্মাণি তু যথাশক্ত্যনুষ্ঠিতানি জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণং ফলং জনয়ন্ত্যেবোক্তহেতুতঃ প্রত্যবায়ং নোৎপাদয়ন্তীতি ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন।—নমু "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইতি শ্রুত্যা বিবিদিষাং জ্ঞানঞ্চোদ্দিশ্য সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন সর্ব্বকর্ম্মণাং বিনিয়োগা তত্র চান্তঃকরণশুদ্ধের্দ্বারত্বাৎ মাং প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানং বিধীয়তে তৎ "তদ্যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়ত এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" ইতি শ্রুতিবোধিতস্য ফলনাশস্য সম্ভবাৎ জ্ঞানং বিবিদিষাং বা উদ্দিশ্য ক্রিয়মাণস্য যজ্ঞাদেঃ কাম্যত্বাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণানুষ্ঠেয়স্য যৎকিঞ্চিদঙ্গা-সম্পত্তাবপি বৈগুণ্যোপপত্তেঃ, যজ্ঞেনেত্যাদিবাক্যে বিহিতানাঞ্চ সর্ব্বেষাং কর্ম্মণামেকেন পুরুষায়ুষ পর্য্যবসানেঽপি কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কুতঃ "কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" ইতি ফলং প্রত্যাশেত্যত আহ ভগবান্ নেহেতি। অভিক্রমাতে কর্ম্মণা প্রারভ্যতে যৎ ফলং সোঽভিক্রমস্তস্য নাশস্তদ্যথেহ ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতঃ, ইহ নিষ্কামকর্ম্মযোগে নাস্তি এতৎফলস্য শুদ্ধেঃ পাপক্ষয়রূপত্বেন লোকশব্দবাচ্যভোগ্যত্বাভাবেন চ ক্ষয়াসম্ভবাৎ, বেদনপর্য্যন্তায়া এব বিবিদিষায়াঃ কর্ম্ম ফলত্বাদ্বেদনস্য চাব্যবধানেনাজ্ঞাননিবৃত্তিফলজনকস্য ফলমজনয়িত্বা নাশাসম্ভবাৎ, ইহ ফলনাশো নাস্তীতি সাধূক্তম্। তদুক্তং তদ্যথেহেতি যা নিন্দা সা ফলে ন তু কর্ম্মণি। "ফলেচ্ছান্তু পরিত্যজ্য কৃতং কর্ম্ম বিশুদ্ধিকৃৎ" ইতি। তথা প্রত্যবায়ঃ অঙ্গবৈকল্যনিবন্ধনবৈগুণ্যমিহ ন বিদ্যতে। তমেতমিতি বাক্যেন, নিত্যানামেবোপাত্তদুরিতক্ষয়দ্বারেণ বিবিদিষায়াং বিনিয়োগাৎ তত্র চ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারনিয়মাভাবাৎ কাম্যানামপি সংযোগপৃথক্ত্বন্যায়েন বিনিয়োগ ইতি পক্ষেঽপি ফলাভিসন্ধিরহিতত্বেন তেষাং নিত্যতুল্যত্বাৎ, ন হি কাম্যনিত্যাগ্নিহোত্রয়োঃ স্বতঃ কশ্চিদ্বিশেষোঽস্তি ফলাভিসন্ধিতদভাবাভ্যামেব তু কাম্যনিত্যত্বব্যপদেশঃ। ইদঞ্চ পক্ষদ্বয়মুক্তং বার্ত্তিকে, "বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে। তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ।" "যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং কাম্যানামপি কর্ম্মণাম্। তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্ত্বতঃ।" ইতি, তথাচ ফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণ এব কর্ম্মণি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারনিয়মাৎ তদ্বিলক্ষণে শুদ্ধ্যর্থে কর্ম্মণি প্রতিনিধ্যাদিনা সমাপ্তিসম্ভবাদঙ্গবৈগুণ্যনিমিত্তঃ প্রত্যবায়োঽস্তীত্যর্থঃ। তথা অস্য শুদ্ধ্যর্থস্য ধর্ম্মস্য তমেতমিত্যাদিবাক্যবিহিতস্য মধ্যে স্বল্পমপি সন্ধ্যাদেরিতি কর্ত্তব্যতয়া বা যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থং কিঞ্চিদপ্যনুষ্ঠিতং সন্মহতঃ সংসারভয়াৎ ত্রায়তে ভগবৎপ্রসাদ-সম্পাদনেন অনুষ্ঠাতারং রক্ষতি। "সর্ব্বপাপপ্রসক্তোঽপি ধ্যায়ন্নিমিষমচ্যুতম্। ভূয়স্তপস্বী

ভবতি পংক্তিপাবনপাবনঃ” ইত্যাদি স্মৃতেঃ। তমেতমিতি বাক্যে সমুচ্চয়বিধায়কাভাবাচ্চ, অশুদ্ধিতারতম্যাদেবানুষ্ঠানতারতম্যোপপত্তের্যুক্তমুক্তং “কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি” ইতি॥ ৪০॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবোপপাদয়তি নেহেতি। ইহ কর্ম্মবন্ধপ্রহাণার্থং কর্ম্মযোগেঽনুষ্ঠীয়মানে অভিক্রমনাশো ব্যাঘাত ইত্যভিক্রমঃ কর্ম্মারম্ভঃ কর্ম্মৈব বা তস্য নাশো নাস্তি অকৃত্বা ফলং দত্ত্বা নশ্যতি ন ছিন্নমিষ্টকাপঙ্ক্তাজননাৎ। নবেতস্যাপি কাম্যান্তঃপাতিত্বা নিত্যাকরণজনিতঃ প্রত্যবায় উৎপদ্যতে এব, সর্ব্বদনুষ্ঠিতস্য বন্ধপ্রহাণপ্রসাধনাপরিহারাবাধ্যফলত্বহেতুত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রত্যবায়ো ন বিদ্যত ইতি। “তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন” ইতি শ্রুত্যা সংযোগপৃথক্‌ত্বন্যায়েন দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াদিত্যনেন নিত্যস্য দধ্নো বীর্য্যার্থত্বমিব নিত্যানামপি কর্ম্মণাং বিবিদিষার্থত্বং বিনিয়োগবলাৎ সিধ্যতি, ততশ্চ কাম্যেনৈব প্রয়োগেণ নিত্যস্যাপি সিদ্ধের্ন নিত্যাকরণনিমিত্তো বা কাম্যত্বাৎ সর্ব্বাঙ্গানুপসংহারনিমিত্তো বা প্রত্যবায়ো বিদ্যতে, নিত্যানামেব বিনিয়োগাৎ, নিত্যেষু চ যথাশক্ত্যপবন্ধস্যানুজ্ঞানাৎ। বার্ত্তিকেতু কাম্যানামপ্যত্র বিনিয়োগো দৃষ্টঃ, যথা “বেদানুবচনাদীনামৈকাত্ম্যজ্ঞানজন্মনে। তমেতমিতি বাক্যেন নিত্যানাং বক্ষ্যতে বিধিঃ।” “যদ্বা বিবিদিষার্থত্বং কাম্যানামপি কর্ম্মণাম্। তমেতমিতি বাক্যেন সংযোগস্য পৃথক্‌ত্বতঃ।” ইতি, অস্মিন্ পক্ষে কাম্যানামপি তুল্যফলত্বাৎ নিত্যবদ্যথাশক্ত্যপবন্ধো ভবিষ্যতীতি, ন সর্ব্বাঙ্গানুপসংহারজনিতঃ প্রত্যবায়ো বিদ্যতে, স্বল্পমপি অস্য যোগধর্ম্মস্যানুষ্ঠিতং অনুপভুক্তবীজকরম্। “জন্মজন্মান্তরাভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ। তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যস্যতে পুনঃ”। ইতি স্মৃতেরুত্তরোত্তরসংস্কারাধানদ্বারা স্বসজাতীয়বুদ্ধিনিমিত্তং সৎ কামাদিদোষক্ষপণদ্বারা মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়তে, তস্মাৎ সাংখ্যানধিকারিণা কর্ম্মযোগ এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ।—অত্র যোগো দ্বিবিধঃ। শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিরূপঃ শ্রীভগবদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মরূপশ্চ। তত্র “কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ” ইত্যতঃ প্রাগ্‌ভক্তিযোগএব নিরূপ্যতে “নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন” ইত্যুক্তেঃ, ভক্তেরেব ত্রিগুণাতীতত্বাৎ, তয়ৈব পুরুষো নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবতীত্যেকাদশস্কন্ধে প্রসিদ্ধেঃ। জ্ঞানকর্ম্মণোস্তু সাত্ত্বিকরাজসত্বাভ্যাং নিস্ত্রৈগুণ্যানুপপত্তেঃ, ভগবদর্পিতলক্ষণা ভক্তিস্তু কর্ম্মণো নৈষ্ফল্যাভাবমাত্রং প্রতিপাদয়তি; নতু স্বস্য ভক্তিব্যপদেশং প্রাধান্যাভাবাদেব। যদিচ ভগবদর্পিতং কর্ম্মাপি ভক্তিরেবেতি মতং তদা কর্ম্ম কিং স্যাৎ? যদভগবদর্পিতং কর্ম্ম, তদেব কর্ম্ম ইতি চেন্ন, “নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে নচার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥” ইতি নারদোক্ত্যা তস্য বৈয়র্থ্যপ্রতিপাদনাৎ। তস্মাদত্র ভগবচ্চরণমাধুর্য্যপ্রাপ্তিসাধনীভূতা কেবলশ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণৈব ভক্তিনিরূপ্যতে। যথা নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽপি নিরূপয়িতব্যঃ। উভাবপ্যেতৌ বুদ্ধিযোগশব্দবাচ্যৌ জ্ঞেয়ৌ। “দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে” ইতি “দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়” ইতি চোক্তেঃ। অথ নির্গুণশ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যমাহ নেহেতি। ভক্তিযোগে

অতিক্রমে আরম্ভমাত্রে কৃতেঽপ্যস্য ভক্তিযোগস্য নাশো নাস্তি। ততঃ প্রত্যবায়শ্চ ন স্যাৎ। যথা কর্ম্মযোগে আরম্ভং কৃত্বা কর্ম্মানমুষ্ঠিতবতঃ কর্ম্মনাশপ্রত্যবায়ৌ স্যাতাং ইতি ভাবঃ। নমু তর্হি তস্য ভক্ত্যমুষ্ঠাতুকামস্য সমুচিতভক্ত্যকরণাৎ ভক্তিফলন্তু নৈব স্যাৎ তত্রাহ স্বল্পমিতি। অস্য ধর্ম্মস্য স্বল্পমপি আরম্ভসময়ে যা কিঞ্চিন্মাত্রা ভক্তিরভূৎ সাপীত্যর্থঃ। মহতো ভয়াৎ সংসারাৎ ত্রায়ত এব। "যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎ পুক্কশোঽপি বিমুচ্যতে" সংসারাদিত্যাদিশ্রবণাৎ, অজামিলাদৌ তথা দর্শনাচ্চ। "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যক্ নিগুর্ণত্বাদনাশিষঃ॥" ইতি ভগবতো বাক্যেন সহ অস্য বাক্যস্যৈকার্থ্যমেব দৃশ্যতে কিন্তু তত্র নিগুর্ণত্বাৎ নহি গুণাতীতং বস্তু কদাচিৎ ধ্বস্তং ভবতীতি হেতুরুপন্যস্তঃ। স চেহাপি দ্রষ্টব্যঃ। নচ নিষ্কামকর্ম্মণোঽপি ভগবদর্পণমহিম্না নিগুর্ণত্বমেবেতি বাচ্যম্। "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ" ইতি বাক্যেন তস্য সাত্ত্বিকত্বোক্তেঃ॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য।—অতিবৃষ্ট্যাদি দোষবশতঃ কৃষি বাণিজ্যাদি কর্ম্মের ফলে বিঘ্ন হয়; সুতরাং দেশ, কাল, পাত্র ও মন্ত্রাদির অঙ্গবৈগুণ্যরূপ বিঘ্ন সম্ভাবনা হেতু অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ হইতে স্বর্গাদি ফলের আশা কিরূপে হইতে পারে? বরং বিধিবাধে প্রত্যবায়েরই সম্ভাবনা। অতএব পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি" অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় হয় ইত্যাদি ভগবদুক্তি কিরূপে সঙ্গত হইবে? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ পুনর্ব্বার বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! নিবৃত্তিমার্গে বা মুক্তিপথে আরব্ধ কর্ম্মযোগ কখনও বিনষ্ট হয় না; সুতরাং তাহা কৃষি-বাণিজ্যাদির ন্যায় অনিশ্চিত-ফলরূপে কল্পনা করিতে পার না। চিকিৎসকের অসাবধানতাপ্রযুক্ত চিকিৎসাদি ক্রিয়া রোগীর রোগ-বৃদ্ধি বা মরণনিমিত্ত হয়, অতএব তাহা প্রত্যবায়জনক। কিন্তু ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম্ম কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলে তন্নিমিত্ত প্রত্যবায় হয় না। কারণ ঈশ্বরোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের বিঘ্ন বা অঙ্গ-বৈগুণ্যের সম্ভব নাই। হে বিমুগ্ধ সখে অর্জ্জুন! আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, ঈশ্বরোদ্দেশে আরব্ধ কর্ম্ম কিঞ্চিন্মাত্র অনুষ্ঠিত হইলেই অসীম-ভয়-সঙ্কুল সংসার-দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করে। অতএব তুমি নিঃশঙ্কভাবে ফলকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমার উপদিশ্যমান কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও; তাহা হইলে তোমার উপস্থিত কর্ম্মে বিঘ্ন বা প্রত্যবায় কিছুই হইবে না।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণগণ (ব্রহ্মোপাসকগণ) বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, নাশহীন-তপস্যানুষ্ঠান দ্বারা (বা তপস্যা দ্বারা কামের অনশন দ্বারা) সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা (বিবিদিষা) করে।" এই শ্রুতি বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বিবিদিষা (বেত্তুমিচ্ছা —জানিতে ইচ্ছা) ও জ্ঞান এতদুভয়কে উদ্দেশ করিয়াই সমস্ত কর্ম্ম সংযোগপৃথক্ত্ব ন্যায়ে * বিনিযুক্ত হয়। কর্ম্মানুষ্ঠানই অন্তঃকরণ শুদ্ধির দ্বার (মূল কারণ) বলিয়া আত্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্য ব্যক্তির প্রতি কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান করা হইয়াছে। এরূপ স্থলে অপর একটী শ্রুতি-বাক্য বিচার করিলে দেখা যে, যজ্ঞাদি কার্য্যের ফলনাশের বিশেষ সম্ভাবনা ; কারণ শ্রুতি বলিতেছেন যে, "যেরূপ কৃষিকার্য্যাদি সম্পাদিত ঐহিক ফল (শস্যাদি), কর্ম্মসম্পাদিত পারলৌকিক স্বর্গাদি ফলও সেইরূপ ক্ষয় হয় অর্থাৎ "অনিত্য"। অথচ জ্ঞান ও বিবিদিষাকে উদ্দেশ করিয়া যে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়; তৎসমূহই কাম্য-কর্ম্ম। আবার যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান সর্ব্বাঙ্গ সুসম্পন্ন হইলেই তাহার ফললাভ করা যায়, নচেৎ যজ্ঞের কোন অঙ্গের হানি হইলে ফললাভ তো হয়ই না, অধিকন্তু অনর্থ

* একস্য তু উভয়ত্বে "সংযোগপৃথক্ত্বং" ইতি জৈমিন্যৃষিসূত্রম্। সংযোগো বাক্যং তস্য পৃথক্ত্বং ভেদঃ ; একস্য উভয়ার্থত্বে নিয়ামক ইত্যর্থঃ। সংযোগঃ সম্বন্ধঃ ইতি বা। যথা, দধ্না জুহুয়াদিতি ফলাসংযুক্তবাক্যেন ক্রত্বর্থত্বেন বিহিতস্যাপি দধ্নঃ, দধ্নেন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াদিত্যনেন ফলায় বিধানাৎ পুরুষার্থত্বমপি। তথা জ্যোতিষ্টোমাদীনাং স্বর্গার্থত্বেন বিহিতানামপি "যজ্ঞেন দানেন" ইত্যাদি বাক্যৈর্জ্ঞানসাধনত্বমপি স্যাৎ ইতি ভাবঃ॥ প্রয়োগানুসারে একই বাক্যের যে উভয়বিধ অর্থনিয়মশক্তি তাহারই নাম "সংযোগ পৃথকত্ব"। যেরূপ "দধ্না জুহুয়াৎ" "দধিদ্বারা হোম করিবে" এই বাক্যে দধি পদার্থ কেবল মাত্র যজ্ঞার্থে বিহিত হইয়াছে, কারণ এখানে কোনরূপ ফলের উল্লেখ নাই ; কিন্তু "দধ্না ইন্দ্রিয়কামস্য জুহুয়াৎ" অর্থাৎ "ইন্দ্রিয়কামী দধি-দ্বারা হোম করিবে, এরূপ স্থলে দধি পদার্থ ফল উদ্দেশ করিয়া বিহিত হইয়াছে বলিয়া, ইন্দ্রিয় সামর্থ্য প্রদানরূপ পুরুষার্থরূপ অর্থও সম্পাদন করিয়া থাকে। এইরূপ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞসমূহ স্বর্গাদি অর্থে বিহিত হইলেও "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞানসাধনরূপ অর্থেও বিহিত হয়। "সংযোগ পৃথকত্ব" ন্যায়ের অর্থ সাদা কথায় বুঝিতে হইলে ইহাই বুঝা যায় যে, সর্ব্ববিধ কর্ম্মই সংযোগ বা সম্বন্ধানুসারে (প্রয়োগানুসারে) পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন করে। যেরূপ অনিত্য স্বর্গাদি-কামনা-সম্পাদক কর্ম্মও ফলাভিসন্ধি রাহিত্যরূপে প্রযুক্ত হইলেই নিত্যকর্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধিদ্বারা সেই নিত্য ফল প্রদান করে। কাম্য কর্ম্মও কর্ম্ম, নিত্য বা নিষ্কাম কর্ম্মও কর্ম্ম, কিন্তু কেবল মাত্র কামনা এবং অকামনার সংযোগে ফলেরও পার্থক্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সুতরাং এক কর্ম্মই উভয়বিধ অর্থের প্রতিপাদক বা নিয়ামক।

সংঘটিত হয়। আর এক কথা, প্রথমোল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যার বিধি উল্লিখিত আছে, তৎসমূহের অনুষ্ঠান শত শত বর্ষেও সাধিত হইতে পারে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। কৃষ্ণ হে! এরূপ স্থলে আমার "কর্ম্মবন্ধ ত্যাগরূপ" ফলের আশা কোথায়? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ভ্রাতঃ! তুমি যাহা কহিলে, সমস্তই সত্য, ফলকামনাপূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফল ঐরূপ (দ্বিতীয় শ্রুতি বাক্যানুযায়ী) নশ্বর বটে, কিন্তু আমি তোমাকে যে কর্ম্মযোগের কথা বলিতেছি, তাহা নিষ্কাম; সুতরাং এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অভিক্রম নাশের অর্থাৎ ফলনাশের আশঙ্কা নাই। কি কারণে মদুপদিষ্ট কর্ম্মযোগের ফল নাশপ্রাপ্ত হয় না, তাহার কয়েকটী হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিতেছি, অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দেখ, এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল অতি পরি-শুদ্ধ, কারণ সর্ব্ববিধ পাপের ক্ষয়ই এই ফলের স্বরূপ, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগের ফল কলঙ্কহীন পূর্ণশশির ন্যায় সর্ব্ববিধ পাপ-পরিহীন। দ্বিতীয়তঃ, যেরূপ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা ক্ষয়ী স্বর্গাদি-লোকসমূহ ভোগ্য ফলরূপে অর্জ্জন করা যায়, মদুক্ত কর্ম্মযোগের ফল সেরূপ ক্ষয়ী নহে। কারণ মদুক্ত কর্ম্ম-যোগের কোন (স্বর্গাদি) লোক-শব্দ-বাচ্য ভোগ্য ফল নির্দ্দিষ্ট নাই। তৃতীয়তঃ, বিবিদিষারূপ কর্ম্মের ফলই বেদন (জ্ঞান)।—যাহা জানিতে ইচ্ছা, তাহা জানিতে পারিলেই বিবিদিষার ফললাভ হয় অর্থাৎ তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ হয়। বেদন পর্য্যন্তই বিবিদিষার ফল। চতুর্থতঃ, বেদনের (জ্ঞানের) অব্যবহিতকাল পরেই অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ ফল সঞ্জাত হয়; সুতরাং সেই অজ্ঞান নিবৃত্তিরূপ ফলের জনক বেদন বা জ্ঞান, অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ ফল না জন্মাইয়া, কখনও নাশপ্রাপ্ত হইতে পারে না, সুতরাং মদুল্লিখিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ফল যে নাশরহিত, তাহা বলা বাহুল্য। নাশের নাশ হইতে পারে না, অজ্ঞান-নিবৃত্তির নিবৃত্তি হইতে পারে না; সুতরাং অজ্ঞান-নিবৃত্তিরূপ ফল নাশহীন। মদভিহিত কর্ম্মযোগের কেবল-মাত্র ফলনাশ নাই, এমত নহে; পরন্তু এই কর্ম্মযোগে প্রত্যবায় অর্থাৎ অঙ্গবৈগুণ্যাদিজনিত বৈগুণ্যও নাই।

মদভিহিত এই কর্ম্মযোগে কি কারণে অঙ্গহান্যাদিজনিত অনর্থ সমুৎপন্ন হয় না, তাহারও হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিতেছি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ দেখ,

দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যে যে সমস্ত যজ্ঞাদিকর্ম্মানুষ্ঠানের উল্লেখ আছে, তৎসমূহই নিত্যকর্ম্ম। অকরণে "প্রত্যবায়সাধনানি নিত্যানি," অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, সেই নিত্যকর্ম্মই দুরিতরাশি বিনষ্ট করিয়া বিবিদিষায় বিনিযুক্ত করে, অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারাই পাপ সমূহ ধ্বস্ত হয় এবং পাপনাশে চিত্ত নির্ম্মল বা কামনাবিহীন হয়, তদনন্তর চিত্ত কামনাবিহীন হইলেই বিবিদিষা হয়—সেই তত্ত্বস্তুকে জানিতে একান্ত বাসনা সঞ্জাত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কাম্যকর্ম্ম সমূহও সংযোগপৃথকত্ব ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ কামনাবিহীনরূপে) বিনিযুক্ত হইলেই নিত্যকর্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হয়। বস্তুতঃ অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্ম এবং অশ্বমেধাদি কাম্যকর্ম্মের পরস্পর কর্ম্মগত কোনরূপ বিশেষ নাই, কিন্তু কেবলমাত্র ফলাভিসন্ধিসাহিত্য এবং ফলাভিসন্ধিরাহিত্য এই দুই কারণেই কাম্য ও নিত্যরূপ দুই পৃথক্ শ্রেণীতে উভয়ে বিভক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তাহা কাম্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং ফলাভিসন্ধিবিহীন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই তাহা নিত্যকর্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হইবে। কর্ম্ম উভয়ত্র এক হইলেও সংযোগের (সম্বন্ধের) পার্থক্যে ফলেরও পার্থক্য হয়। তৃতীয়তঃ, কাম্য বা ফলাভিসন্ধি পূর্ব্বক অনুষ্ঠিত কর্ম্মেই সর্ব্বাঙ্গ উপসংহারের, অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণাদি সর্ব্ববিধ বিষয় সুসম্পন্ন করিবার নিয়ম আছে। নচেৎ প্রত্যবায় পদে পদে। কিন্তু কেবলমাত্র শুদ্ধ্যর্থ (পাপনাশের নিমিত্ত) অনুষ্ঠিত নিত্যকর্ম্ম (সন্ধ্যাবন্দনা, বলিবৈশ্বানর, পঞ্চযজ্ঞ প্রভৃতি) প্রতিনিধি প্রভৃতি দ্বারাও সমাপ্ত হইতে পারে বলিয়া উক্ত নিত্যকর্ম্মে অঙ্গবৈগুণ্য জনিত কোনওরূপ প্রত্যবায় (বিপদ) নাই।

অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, যদি কেহ চিত্তাদির শুদ্ধিকারক এই (দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যে বিহিত) ধর্ম্মের অল্পও অনুষ্ঠান করে, অর্থাৎ যথাশক্তি ভগবদারাধনার্থ সন্ধ্যা-বন্দনাদি একটীরও অনুষ্ঠান করে, ভগবান্ তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং সংসাররূপ মহৎ ভয় হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, "শতবর্ষেও সাধিত হয় না," তাহা তোমার নিতান্ত ভ্রম; সুতরাং মদভিহিত কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠানে যে তুমি চিত্তশুদ্ধিরূপ কর্ম্মবন্ধকে প্রকৃষ্টরূপে ত্যাগ করিতে পারিবে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? (বর্ত্তমান শ্লোকে "বেদন" শব্দের অর্থ "জ্ঞান"

বলিয়া উল্লিখিত হইলেও, এই জ্ঞান সেই শাশ্বত জ্ঞান বা পরমাত্মা নহে। এতৎ শ্লোকোক্ত জ্ঞান বৃত্ত্যাত্মক অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি বৃত্ত্যাত্মক। ব্রহ্মত্বসিদ্ধি বা অদ্বৈতসিদ্ধি হইলে বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞানেরও নাশ হয়। আর এক কথা, নিষ্কাম কর্ম্মই যে নিত্য কর্ম্ম, তাহা যেন কেহ না মনে করেন; কারণ এখানে ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপ অংশের সাদৃশ্য লইয়া নিষ্কাম নিত্য কর্ম্মের শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।)

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন। যোগ দ্বিবিধ; শ্রবণ, কীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ এবং ভগবদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপ। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি (২য়। ৪৭ শ্লোক) দ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তি-যোগেরই নিরূপণ করিলেন, আর "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদি (২য়। ৪৫ শ্লোক) দ্বারা ভক্তিকেই তিনি ত্রিগুণাতীতরূপে বর্ণন করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে, "পুরুষ ভক্তি দ্বারাই ত্রিগুণাতীত হয়"; অতএব কেবল ভক্তিই পুরুষের নিস্ত্রৈগুণ্যের মূল কারণ। সত্ত্ব ও রজোগুণের প্রাবল্যহেতু জ্ঞান এবং কর্ম্ম হইতে পুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবদুদ্দেশে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তি নিষ্কাম কর্ম্মের বৈগুণ্যাভাবমাত্র প্রতিপাদিত করে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের আপাততঃ কোন ফল দৃষ্ট না হইলেও, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ভক্তিই উক্ত কর্ম্মের ফলরূপ; সুতরাং তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পরিপোষক, স্বপ্রধান নহে। কোন কোন আচার্য্য বলেন, যে কর্ম্ম ভগবদর্পিত হয়, তাহার নাম ভক্তি, এবং যাহা ঈশ্বরে অনর্পিত তাহাই কর্ম্ম। এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধ ৫ম অধ্যায়) নারদ বলিয়াছেন, "নিষ্কাম কর্ম্ম ও নিরঞ্জন জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তিবর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না।" তণ্ডুলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তুষে আঘাত করা যেরূপ নিষ্ফল, ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের জন্য প্রয়াস করাও তদ্রূপ বিফল। অতএব ভগবচ্চরণ-মাধুর্য্য উপভোগার্থ কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণাদি ভক্তিরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ন্যায়, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণ ভক্তিযোগেরও বর্ণন করিবেন। সাধকগণের একান্ত প্রবৃত্তির নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলে কর্ম্মের

নাশ হয় ও তন্নিমিত্ত প্রত্যবায় জন্মে; কিন্তু এই ভক্তিযোগ আরম্ভ করিয়া তাহা যদি সম্পন্ন করিতে না পার, তাহাতে আরম্ভের নাশ হইবে না এবং প্রত্যবায়ও জন্মিবে না; অর্থাৎ ঈদৃশ ভক্তিযোগের যতটুকু সম্পাদন করিবে, তাহাতেই চরিতার্থ হইবে। কারণ এই ভক্তিযোগের কিঞ্চিন্মাত্র সাধিত হইলেই বিস্তৃত সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্ত হইবে। শাস্ত্রান্তরে লিখিত আছে, "অতি নিকৃষ্ট পুক্কস অর্থাৎ চণ্ডালও শ্রীভগবানের নাম একবারমাত্র শ্রবণ করিয়া ভবসাগর হইতে বিমুক্ত হইয়াছে।" অতি পাষণ্ড অজামিলও * শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া দুর্দ্দান্ত যমকিঙ্করগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। অগ্নিকর্ত্তৃক কাষ্ঠরাশি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ কোনরূপে ভগবন্নাম করিলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। অতি প্রিয় উদ্ধবকে ভগবান্ বলিয়াছেন; "হে উদ্ধব! কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে এই ভগবদ্ধর্ম্মের অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের অণুমাত্রও বিনষ্ট হয় না, আমি ইহা নিশ্চয় জানিয়াছি, যেহেতু এই ধর্ম্ম নির্গুণ। নির্গুণ বস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না, সগুণই নাশ প্রাপ্ত হয়।" যদি বল, নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয় বলিয়া

* কান্যকুব্জ দেশে অজামিল নামে এক শুদ্ধাচারসম্পন্ন সচ্চরিত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। একদা এক সুরাপী দাসীর কামক্রীড়া সন্দর্শনে অজামিল তাহার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হন এবং তাহার চিন্তায় উন্মত্ত হইয়া ক্রমশঃ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। অবশেষে আপনার পরিণীতা যুবতী পত্নী, জনক জননী সকলকে ত্যাগ করিয়া সেই স্বৈরিণীর প্রেমে আত্মোৎসর্গ করেন এবং পৈতৃক ধন-সম্পত্তি সেই কুলটা কামিনীর চরণে উৎসর্গ করিয়া তাহার প্রসাদনে বিনিযুক্ত হন। তখন যাবতীয় কুবৃত্তি তাঁহার অবলম্বনীয় হয় এবং আচারভ্রষ্ট, বঞ্চনা ও চৌর্য্য রত হইয়া অতি নিন্দিতভাবে জীবনপাত করিতে থাকেন। তাঁহার ঔরসে ঐ দাসীর গর্ভে দশটী পুত্র জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্র নারায়ণ পিতামাতার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। অষ্টাশীতি বৎসর বয়সকালে অজামিলের আসন্নকাল উপস্থিত হয়। তিনি সেই অন্তিম সময়ে পরম স্নেহভাজন নারায়ণ নামক কনিষ্ঠ পুত্রকে চিন্তা করিতে থাকেন এবং বারংবার তাহারই নাম উচ্চারণ করেন। ইত্যবসরে যমদূতেরা তাঁহার আত্মাকে গ্রহণ করিবার অভিলাষে আগমন করিল। এদিকে অন্তকালে সর্ব্বাপদনাশক নারায়ণ নাম তাঁহার বদন-বিনির্গত হওয়ায়, বিষ্ণুদূতেরাও তাঁহাকে গ্রহণ করিতে আসিলেন। উভয় পক্ষীয় দূতে বহুবিধ বাক্‌বিতণ্ডার পর স্থিরীকৃত হইল, জ্ঞানে বা অজ্ঞানে এ ব্যক্তি মুমূর্ষু সময়ে যখন মধুময় নারায়ণ নাম কীর্ত্তন করিয়াছেন, তখনই তাঁহার পাপরাশি বিনষ্ট হইয়াছে এবং অন্য কোনরূপ প্রায়শ্চিত্ত ব্যতীত, একমাত্র হরি নামের বলেই তাঁহার দুষ্কৃতি সমূহ ভস্মীভূত হইয়াছে। অতঃপর অতি সাধু ভগবৎপার্ষদগণের দর্শন ও উভয় পক্ষীয় দূতগণের পরমার্থ-তত্ত্বোপদেশপরিপূর্ণ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া, অজামিলের চিত্ত বিশুদ্ধ হইল। অনন্তর তিনি যোগ-রত হইয়া সুরধুনী সলিলে প্রাণত্যাগ করিলেন এবং স্বর্ণময় রথে সমারূঢ় হইয়া বিষ্ণুদূতকর্ত্তৃক ভগবচ্চরণ প্রান্তে সমানীত হইলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত। ৬ স্কন্ধ।)

তাহাও নির্গুণ ; কেবলমাত্র ভক্তিযোগই গুণাতীত বলিয়া কিরূপে নিশ্চয় করিব ? তাহাও বলিতে পার না ; কারণ "আমাতে অর্পিত ও ফলকামনা-শূন্য যে কর্ম্ম, তাহা সত্ত্বগুণযুক্ত" ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য দ্বারা কর্ম্মের সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, অতএব ভক্তিযোগই নির্গুণ ও অবিনাশী। শ্রেয়ঃ-কামী সাধকগণ তাদৃশ ভক্তিযোগেরই উপাসনা করিবে ; তাহা হইলে আর ভবযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইবে না ॥ ৪০ ॥

——•:•:•——

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন !
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

অন্বয়।—কুরুনন্দন (কুরুরাজবংশোদ্ভব, কৌরব !) ইহ (জ্ঞান-মার্গে—বা ভগবদারাধনারূপনিষ্কামকর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা—পরমেশ্বরভক্ত্যা নিশ্চয়ং তরিষ্যামি ইতি) বুদ্ধিঃ একা (একনিষ্ঠা, একবিষয়িণী) [ভবতি] চ (কিন্তু) অব্যবসায়িনাং (পরমেশ্বরভক্তিবহির্ম্মুখানাং কামিনাং—সকামকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপরাণাং) বুদ্ধয়ঃ (কামানামনন্তত্বাৎ) অনন্তাঃ (সীমাশূন্যাঃ) বহুশাখাঃ (কর্ম্মফল-গুণফলাদিভেদাদ্বহুভেদাঃ—অনেকবিষয়িণ্যঃ) ॥৪১॥

প্রতিশব্দ।—কৌরব ! জ্ঞানপথে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এক [হয়] কিন্তু কামিগণের বুদ্ধি সীমাশূন্য বহুপ্রকার ॥৪১॥

ব্যাখ্যা।—হে কুরুবংশাবতংস অর্জ্জুন ! কেবলমাত্র পরমেশ্বরে ভক্তি দ্বারা নিশ্চয়ই মুক্ত হওয়া যাইবে, এইরূপ ধ্রুবজ্ঞান হইলে, তাহা আর বিষয়ান্তরে সংলগ্ন হয় না ; সুতরাং একপ্রকারই থাকে ; কিন্তু ঈশ্বর-বহির্ম্মুখ কামিগণের বুদ্ধি কামের অনন্তত্বহেতু অনন্ত বিষয়াসক্ত এবং কর্ম্ম ও গুণফলের বহু প্রকার-ভেদ হেতু বহুবিধ হইয়া থাকে ॥৪১॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেয়ং সাংখ্যে বুদ্ধিরুক্তা যোগে চ বক্ষ্যমাণলক্ষণা সা ব্যবসায়েতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়স্বভাবা একৈব বুদ্ধিরিতরবিপরীতবুদ্ধিশাখাভেদস্য বাধিকা সম্যক্

প্রমাণজনিতত্বাদিহ শ্রেয়োমার্গে. হে কুরুনন্দন যাঃ পুনরিতরা বুদ্ধয়ো যাসাং শাখাভেদপ্রচার-বশাদনন্তোঽপরোঽনুপরতঃ সংসারোঽপি নিত্যপ্রততো বিস্তীর্ণো ভবতি প্রমাণজনিতবিবেক-বুদ্ধিনিমিত্তবশাচ্চোপরতাস্বনন্তভেদবুদ্ধিষু সংসারোঽপ্যুপরমতে তা বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তা বহুশাখা বহুভেদা ইত্যেতৎ প্রতিশাখাভেদেন হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়ঃ, কেষামব্যবসায়িনাং প্রমাণজনিতবিবেকবুদ্ধিরহিতানামিত্যর্থঃ॥ ৪১॥

আনন্দগিরি।—নন্তু বুদ্ধিদ্বয়াতিরিক্তানি বুদ্ধ্যন্তরাণ্যপি কাণাদাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধানি বিদ্যন্তে, তথা চ কথং বুদ্ধিদ্বয়মেব ভগবতোপদিষ্টমিতি তত্রাহ যেয়মিতি। সৈবৈকা প্রমাণ-ভূতা বুদ্ধিরিত্যাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। বুদ্ধ্যন্তরাণ্যবিবেকমূলাণ্যপ্রমাণানীত্যাহ বহুশাখা হীতি। ব্যবসায়াত্মিকায়া বুদ্ধেঃ শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্তায়া বিবক্ষিতং ফলমাহ ইতরেতি। প্রকৃত-বুদ্ধিদ্বয়াপেক্ষয়া ইতরা বিপরীতাশ্চাপ্রমাণজনিতাঃ স্বকপোলকল্পিতায়া বুদ্ধয়স্তাসাং শাখা ভেদঃ সংসারহেতুস্তস্য বাধিকেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ সম্যগিতি। নির্দোষবেদবাক্য-সমুত্থত্বাদুক্তমুপায়োপেয়ভূতং বুদ্ধিদ্বয়ং সাক্ষাৎপরম্পরাভ্যাং সংসারহেতুবাধকমিত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যাঃ পুনরিতি। প্রকৃতবুদ্ধিদ্বয়াপেক্ষয়ার্থান্তরত্বমিতরত্বম্। তাসামনর্থ-হেতুত্বং দর্শয়তি যাসামিতি। অপ্রামাণিকবুদ্ধীনাং প্রসঙ্গানুপ্রসঙ্গ্যা জায়মানানামতীব বুদ্ধিপরিণামবিশেষঃ শাখাভেদাস্তেষাং প্রচারঃ প্রবৃত্তিঃ তদ্বশাদিত্যেতৎ, অনন্তত্বং সম্যগ্-জ্ঞানমন্তরেণ নিবৃত্তিবিরহিতত্বং, অপরত্বং কার্য্যস্যৈব সতো বস্তুভূতকারণবিরহিত্বম্। অনু-পরতত্বং স্ফোরয়তি নিত্যেতি। কথং তর্হি তন্নিবৃত্ত্যা পুরুষার্থপরিসমাপ্তিস্তত্রাহ প্রমাণেতি। অন্বয়ব্যতিরেকাখ্যেনানুমানেনাগমেন চ পদার্থপরিশোধনপরেণ পরিনিষ্পন্না বিবেকাত্মিকা যা বুদ্ধিস্তাং নিমিত্তীকৃত্য সমুৎপন্নসম্যগ্বোধানুরোধাৎ প্রকৃতাবিপরীতবুদ্ধয়ো ব্যাবর্তন্তে তাস্বসংখ্যাতাসু ব্যাবৃত্তাসু সতীষু নিরালম্বনতয়া সংসারোঽপি স্থাতুমশক্নুবন্নুপরতো ভবতীত্যর্থঃ। যাঃ পুনরিত্যুপক্রান্তাস্তত্ত্বজ্ঞানাপনোদ্যা সংসারাস্পদীভূতা বিপরীতবুদ্ধিরনুক্রামতি তা বুদ্ধয় ইতি। বুদ্ধীনাং বৃক্ষস্যেব কুতো বহুশাখিত্বং তত্রাহ বহুভেদা ইত্যেতদিতি। একৈকাং বুদ্ধিং প্রতি শাখাভেদোঽবান্তরবিশেষস্তেন বুদ্ধীনামসংখ্যত্বঃ প্রপঞ্চিতমিত্যাহ প্রতিশাখেতি। বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিপ্রদ্যোতনার্থো হিশব্দঃ। সম্যগ্জ্ঞানবতাং যথোক্তবুদ্ধিভেদভাক্ত্বমপ্রসিদ্ধ-মিত্যাশঙ্ক্য প্রত্যাহ কেষামিত্যাদিনা॥ ৪১॥

রামানুজ।—কাম্যকর্ম্মবিষয়ায়া বুদ্ধের্মোক্ষসাধনভূতকর্ম্মবিষয়াং বুদ্ধিং বিশিনষ্টি ব্যবসায়েতি। ইহ শাস্ত্রীয়ে সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকা। মুমুক্ষুণানুষ্ঠেয়ে কর্ম্মণি বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ। ব্যবসায়ো নিশ্চয়ঃ সা হি বুদ্ধিরাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়পূর্ব্বিকা, কাম্যকর্ম্মবিষয়া তু বুদ্ধিরব্যবসায়াত্মিকা, তত্র হি কামনাধিকারে দেহাতিরিক্তাত্মাস্তিত্বজ্ঞানমাত্র-মপেক্ষিতং নাত্মস্বরূপযাথাত্ম্যনিশ্চয়ঃ স্বরূপযাথাত্ম্যনিশ্চয়েঽপি স্বর্গাদিফলার্থিত্বতৎসাধনানুষ্ঠান-তৎফলানুভবানাং সম্ভবাদবিরোধিত্বাচ্চ, সেয়ং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকফলসাধনবিষয়তয়ৈকা। একস্মৈ মোক্ষাখ্যফলায় হি মুমুক্ষোঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে। অতঃ শাস্ত্রার্থস্যৈকত্বাৎ

সর্ব্বকর্ম্মবিষয়া বুদ্ধিরেকৈব। «যথৈককলসাধনতয়াগ্নেয়াদীনাং ষণ্ণাং সেতিকর্ত্তব্যতাকানামেক-শাস্ত্রার্থতয়া তদ্বিষয়া বুদ্ধিরেকা- তদ্বদিত্যর্থঃ। অব্যবসায়িনান্তু স্বর্গপুত্রপশ্বাদিফলসাধন-কর্ম্মাধিকৃতানাং বুদ্ধয়ঃ ফলানন্ত্যাদনন্তাঃ, তত্রাপি বহুশাখাঃ একস্মৈ ফলায় চোদিতেঽপি দর্শপূর্ণমাসাদৌ কর্ম্মণি "আয়ুরাশাস্তে সুপ্রজাস্ত্বমাশাস্তে" ইত্যাদ্যবগতাবান্তরফলভেদেন বহুশাখত্বঞ্চ বিদ্যতে। অতোঽব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়োঽনন্তা বহুশাখাশ্চ। এতদুক্তং ভবতি। নিত্যেষু নৈমিত্তিকেষু চ কর্ম্মসু প্রধানফলান্যবান্তরফলানি চ যানি শ্রূয়মাণানি তানি সর্ব্বাণি পরিত্যজ্য মোক্ষৈকফলতয়া সর্ব্বাণি কর্ম্মাণ্যেকশাস্ত্রার্থতয়ানুষ্ঠেয়ানি কাম্যানি চ স্ববর্ণাশ্রমো-চিতানি তত্তৎফলানি পরিত্যজ্য মোক্ষফলসাধনতয়া নিত্যনৈমিত্তিকৈরেকীকৃত্য যথাবল-মনুষ্ঠেয়ানীতি ॥ ৪১ ॥

হনুমান্।—ব্যবসায়াত্মিকেতি। ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সাংখ্যযোগে ব্যবসায়িনাং পুরুষার্থসাধিকা; অব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ো বহুশাখা বহুস্কন্ধা অনন্তাশ্চ ভবন্তি ন তাঃ পুরুষার্থং প্রতি সাধনমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর।—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। ইহ ঈশ্বরারা-ধনলক্ষণে কর্ম্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা পরমেশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি; অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখাণাং কামিনাং কামানা-মানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি কর্ম্মফলগুণাদিপ্রকারভেদাদ্বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি। ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেঽপি ন নশ্যতি যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্য্যাদিতি হি তদ্বিধীয়তে। ন চ বৈগুণ্যমপীশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ ন তু তথা কাম্যং কর্ম্ম অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

বলদেব।—কাম্যকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধিতো নিষ্কামকর্ম্মবিষয়কবুদ্ধের্বৈশিষ্ট্যমাহ ব্যবসায়েতি। হে কুরুনন্দন ইহ বৈদিকেষু সর্ব্বেষু কর্ম্মসু ব্যবসায়াত্মিকা ভগবদর্চ্চনরূপৈর্নিষ্কামকর্ম্মভি-র্বিশুদ্ধচিত্তো বিষোর্ম্মাদিবৎ তদন্তর্গতেন জ্ঞানেনাত্মযাথাত্ম্যমহমনুভবিষ্যামীতি নিশ্চয়রূপা বুদ্ধিরেকা একবিষয়ত্বাৎ। একস্মৈ তদনুভবায় তেষাং বিহিতত্বাদিতি যাবৎ। অব্যবসায়িনাং কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠাতৄণান্তু বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদ্যনন্তকামবিষয়াৎ, তত্রাপি বহুশাখাঃ। এককলকেঽপি দর্শপৌর্ণমাসাদাবায়ুঃসুপ্রজস্ত্বাস্তবান্তরানেকফলাশংসাশ্রবণাৎ। অত্র হি দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানমাত্রমপেক্ষ্যতে ন তুক্তাত্মযাথাত্ম্যম্। তন্নিশ্চয়ে কাম্যকর্ম্মসু প্রবৃত্তেরসম্ভবাৎ ॥ ৪১ ।

মধুসূদন।—এতদুপপাদনায় তমেতমিতি বাক্যবিহিতানামেকার্থত্বমাহ ব্যবসায়েতি। হে কুরুনন্দন! ইহ শ্রেয়োমার্গে তমেতমিতি বাক্যে বা ব্যবসায়াত্মিকা আত্মতত্ত্বনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব, চতুর্ণামাশ্রমাণাং সাধ্যাবিবক্ষিতবেদানুবচনেনেত্যাদৌ তৃতীয়াবিভক্ত্যা প্রত্যেকং নিরপেক্ষসাধনত্ববোধনাৎ, ভিন্নার্থত্বে হি সমুচ্চয়ঃ স্যাৎ একার্থত্বেঽপি দর্শপূর্ণমাসাভ্যামিতিবৎ দ্বন্দ্বসমাসেন বক্তব্যে চেতিবচনশক্তেন ন তথাত্র কিঞ্চিৎ প্রমাণমস্তীত্যর্থঃ। সাধ্যবিষয়া

যোগবিষয়া চ বুদ্ধিরেকফলত্বাদেকা ব্যবসায়াত্মিকা সর্ব্ববিপরীতবুদ্ধীনাং বাধিকা নির্দ্দোষবেদবাক্যসমুত্থত্বাৎ, ইতরাস্ত্বব্যবসায়িনাং বুদ্ধয়ো বাধ্যা ইত্যর্থঃ ইতি ভাষ্যকৃতঃ। অন্যে তু পরমেশ্বরারাধনেনৈব সংসারং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠৈব বুদ্ধিরিহ কর্ম্মযোগে ভবতীত্যর্থমাহুঃ। সর্ব্বথাপি তু জ্ঞানকাণ্ডানুসারেণ "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" ইত্যুপপন্নং কর্ম্মকাণ্ডে পুনর্বহুশাখাশ্চানেকভেদাঃ কামানামনেকভেদত্বাৎ অনন্তাশ্চ কর্ম্মফলগুণফলাদিপ্রকারোপশাখাভেদাৎ বুদ্ধয়ো ভবন্ত্যব্যবসায়িনাং তত্তৎফলকামানাং; বুদ্ধীনামানন্ত্যপ্রসিদ্ধিদ্যোতনার্থো হিশব্দঃ। অতঃ কাম্যকর্ম্মাপেক্ষয়া মহদ্বৈলক্ষণ্যং শুদ্ধার্থকর্ম্মণামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বেবং সাংখ্যযোগয়োর্মহাভয়াৎ ত্রাণহেতুত্বং তুল্যং চেৎ, কোঽনয়োর্বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্য সাংখ্যানাং পাতশঙ্কা নাস্তি যোগিনাস্তু যাবদ্বিদেহকৈবল্যং পাতশঙ্কাস্তীত্যাহ ব্যবসায়াত্মিকেতি। ব্যবসায়স্তত্ত্বনিশ্চয়স্তদাত্মিকা তদাকারা বুদ্ধিরন্তঃকরণবৃত্তিঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি বাক্যজন্যা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তির্ব্বিদ্যাভিধানা সমস্তবৃত্ত্যন্তরবাধেন সমভ্যুদিতা একা "এষৈব সকৃদ্বিভাতো হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ" ইতি শ্রুতেঃ, ব্রহ্মৈব লোকো ব্রহ্মলোকঃ ইহ ব্রহ্মৈব ন হি সকৃজ্জাতে ব্রহ্মণি জ্ঞাতব্যং কর্ত্তব্যং বা কিঞ্চিদবশিষ্যতে কৃতকৃত্যত্বাদুদ্বিদোহতোঽস্য পাতশঙ্কা নাস্তি। অব্যবসায়িনামজ্ঞানিনাস্তু বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ তাশ্চ প্রত্যেকং বহুশাখা ইতি ইদমেব মম শ্রেয় ইতি নিশ্চয়স্য দুর্ল্লভত্বাৎ, কদাচিদশ্রেয়স্যপি শ্রেয়োবুদ্ধৌ সত্যাং পাতশঙ্কাস্তীতি মহানন্তয়োর্বিশেষঃ ইতি ভাবঃ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ সর্ব্বাভ্যোঽপি বুদ্ধিভ্যো ভক্তিযোগবিষয়িণ্যেব বুদ্ধিরুৎকৃষ্টা ইত্যাহ ব্যবসায়েতি। ইহ ভক্তিযোগে ব্যবসায়াত্মিকা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরেকৈব। মম শ্রীমদ্‌গুরূপদিষ্টভগবৎকীর্ত্তনস্মরণচরণপরিচরণাদিকমেতদেব মম সাধনমেতদেব মম সাধ্যমেতদেব মম জীবাতুঃ সাধনসাধ্যদশয়োস্ত্যক্তুমশক্যমেতদেব মে কাম্যমেতদেব মে কার্য্যমেতদন্যৎ ন মে কার্য্যং নাপ্যভিলষণীয়ং, স্বপ্নেঽপীত্যত্র সুখমস্তু দুঃখং বাস্তু সংসারো নশ্যতু বা ন নশ্যতু তত্র মম কাপি ন ক্ষতিরিত্যেবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিরকৈতবভক্তাবেব সম্ভবেৎ। যদুক্তং "ততো ভজেত মাং ভক্ত্যা শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ" ইতি ততোঽন্যত্র নৈব বুদ্ধিরেকেত্যাহ বহ্বীতি। বহ্ব্যঃ শাখা যাসাং তাঃ। তথাহি কর্ম্মযোগে কামানামানন্ত্যাদ্বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। তৎসাধনানাং কর্ম্মণামানন্ত্যাৎ তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ। তথৈব জ্ঞানযোগে প্রথমমন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং নিষ্কামকর্ম্মণি বুদ্ধিস্তস্মিন্ শুদ্ধে সতি কর্ম্মসন্ন্যাসে বুদ্ধিঃ। তদা জ্ঞানে বুদ্ধিঃ জ্ঞানবৈফল্যাভাবার্থং ভক্তৌ বুদ্ধিঃ। জ্ঞানঞ্চ ময়ি সংন্যসেদিতি ভগবদুক্তের্জ্ঞানসংন্যাসে চ বুদ্ধিরিতি বুদ্ধয়োঽনন্তাঃ। কর্ম্মজ্ঞানভক্তীনামবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ তত্তচ্ছাখা অপ্যনন্তাঃ ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—কুরুনন্দন! এই ধর্ম্মের স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠানও কি জন্য মহৎ ভয় হইতে রক্ষা করে, তাহা বলিতেছি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" (বৃহদারণ্যকোপ-

নিষৎ ৪ অধ্যায়, ৪ ব্রাহ্মণ ২২ শ্রুতি) এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ সবিশেষ বিচার করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে, এই শ্রুতি-বাক্য-বিহিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান তপস্যাদি প্রত্যেকেই নিরপেক্ষ ভাবে একমাত্র আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে . সাধন স্বরূপে অভিহিত হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখ, যদি এই শ্রুতিবাক্যস্থিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দানাদি প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমভেদে কোনটী আত্মতত্ত্ব, কোনটী বা স্বর্গাদি, কোনটী বা অন্য কিছু প্রতিপাদন করিত, তাহা হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় হইত। আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরুদ্ধ-স্বভাব জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় যে হইতে পারে না তাহা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আর এই শ্রুতিবাক্য বিহিত বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দানাদি, সকলে মিলিয়া যে এক অর্থ প্রতিপাদন করিবে অর্থাৎ এক ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা এই সকলগুলি অনুষ্ঠান করিলে তবে আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবে, তাহাও হইতে পারে না। কারণ দেখ, প্রথমতঃ এই শ্রুতি-বাক্যস্থিত বেদাধ্যয়নাদি কোন কথার সহিত কোনওরূপ ফলের উল্লেখ নাই। দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতিবাক্যস্থিত সকল পদই (যজ্ঞেন, দানেন ইত্যাদি) তৃতীয়ান্ত, পৃথক্ পৃথক্, স্ব স্ব প্রধান। তৃতীয়তঃ, যদি শ্রুতিবাক্যের একার্থ প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য হইত তাহা হইলে শ্রুতিস্থ পদগুলি "দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং" অর্থাৎ দর্শ ও পূর্ণমাস নাম যাগ দ্বারা এইরূপ দ্বন্দ্বসমাস নিষ্পন্ন হইত, অথবা প্রত্যেক পদের পরে পরে একটী করিয়া "চ" বা 'এবং' পদ প্রযুক্ত হইত, অর্থাৎ যেরূপ "বেদানুবচনেন চ যজ্ঞেন চ দানেন চ" ইত্যাদি। অর্থাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারা, যজ্ঞদ্বারা এবং দান দ্বারা ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রত্যেক পদের পরে পরে একটী করিয়া 'এবং' থাকিলে পদ সমূহের পরস্পর আকাঙ্ক্ষা থাকিত ; সুতরাং বাক্য একার্থ প্রতিপাদক হইত ; কিন্তু এখানে সে বিষয়ের কোনরূপ প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এই শ্রুতি বাক্যে (বা শ্রেয়োমার্গে) আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একই অর্থাৎ (নিশ্চয়াত্মিকান্তঃকরণবৃত্তি বুদ্ধি) অন্তঃকরণের যে বৃত্তি বিশেষ (হাঁ ইহা ঠিক্ এইরূপ) পদার্থ নিশ্চয় করিয়া থাকে, তাহারই নাম বুদ্ধি, কিন্তু এই শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধি কেবলমাত্র আত্মতত্ত্বকে নিশ্চয় করে বলিয়া, সে একা অর্থাৎ এক বিষয়িণী, বহুবিষয়িণী নহে। অতএব দেখ এই শ্রুতি-বাক্য-বিহিত

বেদাধ্যয়নাদি প্রত্যেক সাধনই কোন আশ্রমীর মুখাপেক্ষী না হইয়া, কোন পৃথক্ পৃথক্ অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া এবং যুগপৎ এক অর্থ প্রতিপাদন না করিয়া, নিরপেক্ষ ভাবে প্রত্যেকে সেই একমাত্র আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের সাধন স্বরূপে উল্লিখিত হইতেছে; সুতরাং এই শ্রুতিবাক্যবিহিত যে কোন একটী সাধনের অনুষ্ঠান কর না কেন, তুমি যে সেই মহৎ সংসার ভয় হইতে বিমুক্ত হইবে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

পূর্ব্ব শ্লোকে এই শ্রুতির অর্থ যথাযথ অভিহিত হইয়াছে; অতএব পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সরস্বতী মহোদয় নিজ বাক্য সমর্থন করিবার নিমিত্ত, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী পাদের অভিমত নিম্নলিখিত রূপে উল্লিখিত করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরির অভিমত। অর্জ্জুন! কাণাদাদিশাস্ত্রে বহুবিধ বুদ্ধির বিষয় বর্ণিত থাকিলেও, আমি কি কারণে তোমাকে কেবল মাত্র দুইটী (সাংখ্যে বুদ্ধি ও যোগে বুদ্ধি) বুদ্ধির বিষয় বলিলাম তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর। আমি পূর্ব্বে তোমার নিকট এই শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত যে "সাংখ্যে বুদ্ধির" বিষয় বলিয়াছি এবং অগ্রে যে "যোগে বুদ্ধির" বিষয় সবিশেষ বর্ণনা করিব, এই বুদ্ধিদ্বয়ই ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ নিশ্চয়-স্বভাবা ও একা; যেহেতু শ্রেয়োমার্গে বুদ্ধিই প্রকৃত প্রমাণভূতা। এই শ্রেয়োমার্গে প্রবৃত্ত বুদ্ধিদ্বয়ই সেই নির্দ্দোষ বেদ-বাক্য-সমুত্থ বলিয়াই সম্যক্ প্রমাণজনিত এবং সাক্ষাৎ ও পরম্পরা ক্রমে সংসার হেতুর বাধক। কিন্তু বুদ্ধিদ্বয় ব্যতীত অন্য বুদ্ধিসমূহ অপ্রমাণ-জনিত, স্বকপোল-কল্পিত, অতএব অজ্ঞানমূলক; সুতরাং বৃক্ষের ন্যায় এই অপ্রমাণ-সিদ্ধ বুদ্ধির বহুবিধ শাখা-প্রশাখা ভেদ আছে। এই শাখাভেদই সংসারের হেতু। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রমাণসিদ্ধ বুদ্ধিদ্বয় সংসার হেতুর বাধক, সুতরাং প্রমাণ-সিদ্ধ বুদ্ধিদ্বয় অন্য অপ্রমাণসিদ্ধ বুদ্ধিসমূহের বা সংসার হেতুরও বাধক। প্রকৃত বুদ্ধিদ্বয় হইতে বিপরীত বুদ্ধিসমূহ শাখা-প্রশাখাভেদে অনন্ত এবং এই বুদ্ধিসমূহ অব্যবসায়ী জনগণের অর্থাৎ প্রমাণ-জনিত বিবেক-বুদ্ধি পরিহীন জনগণেরই সংজাত হয়।

শ্রীধর স্বামিপাদের অভিমত। এই ভগবদারাধনরূপ কর্ম্মযোগে, "পরমেশ্বরের আরাধনা দ্বারা সংসার সাগরের পরপারে গমন করিব" ইত্যা-

কায়া নিশ্চয়াত্মিকা একনিষ্ঠা বুদ্ধি হইয়া থাকে; কিন্তু ঈশ্বরারাধনবহির্ম্মুখ (যাঁহারা ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া কেবলমাত্র স্বর্গাদি ফলের আরাধনা করেন) কামিগণের বুদ্ধি, কামনার অনন্ততা প্রযুক্ত, অনন্ত এবং কর্ম্মফলত্ব ও গুণফলত্বাদি প্রকারভেদে বহুশাখা (বহুভেদবিশিষ্টা) হয়। সুতরাং ঈশ্বরারাধনরূপ কর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম এতদুভয়ের পরম বৈষম্য।

উপরি উল্লিখিত শঙ্করাচার্য্য ও শ্রীধর স্বামী এই দুই জনেরই ভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে দেখা যায় যে, জ্ঞানকাণ্ডের অনুসারে "স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ" এই বাক্যের উদ্দেশ্য সংসাধিত হয়। অর্থাৎ জ্ঞান কাণ্ডানুসারে অল্প মাত্রায় অনুষ্ঠিত বেদাধ্যয়নাদি কোন একটী নিত্যকর্ম্মও চিত্তমালিন্যরূপ মহৎ ভয় হইতে ত্রাণ করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ডে দেখা যায় যে, স্বর্গাদি ফলকামনায় অনেকবিধ ভিন্নত্ব নিবন্ধন স্বর্গাদিফল অনেকবিধ; অতএব কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর জনগণের বুদ্ধিসমূহ বহুশাখা অর্থাৎ অনেক ভেদবিশিষ্ট এবং কর্ম্মফল গুণফলাদিরূপ ভেদে অনন্ত; সুতরাং কাম্যকর্ম্ম অপেক্ষা শুদ্ধ্যর্থ সম্পাদিত কর্ম্মের যে মহৎ বৈলক্ষণ্য রহিয়াছে সে বিষয়ে আর অন্যমত হইতে পারে না। মূল শ্লোকস্থিত 'হি' শব্দ দ্বারা কামিগণের বুদ্ধিসমূহের অনন্ততা যে চিরপ্রসিদ্ধ তাহাই সূচিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তির অভিপ্রায়। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধ বুদ্ধির মধ্যে ভক্তিযোগ-বিষয়িণী বুদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্টা; কারণ ভক্তিযোগ বিষয়ে বুদ্ধি একপ্রকারই হইয়া থাকে। যথা; ভগবান্ শ্রীমদ্গুরুদেব বলিয়াছেন, "ভগবৎ কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবনাদিই আমার পরম সাধন, ইহাই আমার সাধ্য অর্থাৎ উপাসনার ফল স্বরূপ, ইহা এই জীবনে অপরিত্যজ্য, ইহাই আমার কামনার বিষয় এবং ইহাই আমার কার্য্য, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বপ্নেও আমার অভিলাষ নাই। ইহাতে সুখ হউক বা দুঃখই হউক, সংসার বিনাশ হউক কিংবা থাকুকই, তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।" এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৃত্রিম ভক্তিতেই সম্ভব, কর্ম্ম ও জ্ঞানে সম্ভব নহে, যেহেতু কর্ম্মযোগে কামনা ও অনন্ত ও তদ্‌বুদ্ধিও অনন্ত, এবং শাখাপ্রশাখাভেদে তৎসাধন কর্ম্মও অনন্ত, তদ্রূপ জ্ঞানযোগেও বুদ্ধি অনন্ত। যথা, জ্ঞানযোগে প্রথমতঃ অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম

কর্ম্মে বুদ্ধি, অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগে বুদ্ধি, জ্ঞান সাধিত হইলে তৎপরিচর্য্যার্থ ভক্তিতে বুদ্ধি, এইরূপে বিশুদ্ধ জ্ঞান হইলে জ্ঞানসংন্যাসে অর্থাৎ জ্ঞান পরিত্যাগে বুদ্ধি করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, "জ্ঞানও আমাতে অর্পণ করিবে" অতএব জ্ঞানযোগেও বুদ্ধি অনন্ত। সুতরাং সর্ব্ব-সাধন অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা ॥ ৪১ ॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—পার্থ! [যে] অবিপশ্চিতঃ (মূর্খাঃ) যাং ইমাং পুষ্পিতাং (কুসুমিতবিষলতাবৎ আপাততো রমণীয়াং) বাচং (স্বর্গাদিফলশ্রুতিং) প্র (প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরাং এব) বদন্তি, বেদবাদরতাঃ (বেদস্থিতার্থ-বাদেষু এব রতাঃ) [যে স্বর্গাদিফলাৎ] অন্যৎ (অপবর্গাখ্যং) ন অস্তি ইতি বাদিনঃ (বদনশীলাঃ) ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ! যে মূর্খগণ যে এই কুসুমিত শ্রুতি-বাক্যকেই পরমার্থ-ফল-পর বলিয়া-থাকে, বেদ-স্থিত-অর্থবাদ-মাত্রেই-রত যাহারা [স্বর্গাদি-ফল হইতে] অন্য নাই ইহা বলিয়া-থাকে ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নাস্তি তেষাং যামিমামিতি। যামিমাং বক্ষ্যমাণাং পুষ্পিতাং পুষ্পিত ইব বৃক্ষঃ শোভমানাং শ্রূয়মাণরমণীয়াং বাচং বাক্যলক্ষণাং প্রবদন্তি, কে? অবিপশ্চিতঃ অল্পমেধসোঽবিবেকিন ইত্যর্থঃ। বেদবাদরতা ইতি, বেদবাদরতাঃ বহ্বর্থবাদফলসাধনপ্রকাশকেষু বেদবাক্যেষু রতাঃ, হে পার্থ নান্যৎ স্বর্গপশ্বাদিফলসাধনেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽস্তীত্যেবং বাদিনো বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি।—যদি সাঙ্খ্যযোগরূপৈকৈব প্রমাণভূতা বুদ্ধিস্তর্হি সৈব সর্ব্বেষাং চিত্তে কিমিতি স্থিরা ন ভবতি তত্রাহ যেষামিতি। তেষামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি তয়াপহৃতচেতসাং কামিনাং কামবশান্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন প্রায়স্থিরা ভবতীত্যাহ যামিতি। ইমামিত্যধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বেন প্রসিদ্ধত্বং কর্ম্মকাণ্ডরূপায়া বাচো বিবক্ষ্যতে, বক্ষ্যমাণত্বং "ক্রিয়া-বিশেষবহুলাম্" ইত্যাদৌ দ্রষ্টব্যম্। কিংশুকো হি পুষ্পশালী শোভমানোঽঙ্কুরতে ন পুন-রূপভোগ্যফলভাগী লক্ষ্যতে, তথেয়মপি কর্ম্মকাণ্ডাত্মিকা শ্রূয়মাণদশায়াং রমণীয়া বাগুপ-লভ্যতে সাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রতিভানায় সৈবা নিয়তিশয়ফলভাগিনী ভবতি কর্ম্মানুষ্ঠানফলস্যা-নিত্যত্বাদিতি যদাহ পুষ্পিতামিতি। বাক্যত্বেন লক্ষ্যতে অর্থবত্ত্বপ্রতিভানাৎ, বস্তুতস্তু ন বাক্যমর্থাভাসত্বাদিত্যাহ বাক্যলক্ষণামিতি। প্রবক্তৄণাং বেদবাক্যতাৎপর্য্যাপরিজ্ঞানাত্তাবৎ

সূচয়তি অবিপশ্চিত ইতি। বেদবাদা বেদবাক্যানি তানি চ বহুনামর্থবাদানাং কলানাং সাধনানাঞ্চ বিশেষাণাং প্রকাশকানি তেষু রতিরাসক্তিস্তন্নিষ্ঠত্বং তত্ত্বমপি তেষাং বিশেষণমিত্যাহ বেদবাদেতি। কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ঠত্বং ফলং কথয়তি নান্যদিতি। ঈশ্বরো বা মোক্ষো বা নাস্তীত্যেবং বদন্তো নাস্তিকাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবন্তো ন ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

রামানুজ।—অথ কাম্যকর্ম্মাধিকৃতান্ নিন্দতি যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং পুষ্পমাত্রফলাং ফলাভাবাদাপাততো রমণীয়াং বাচং অবিপশ্চিতোঽল্পজ্ঞা ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি বর্ত্তমানাং প্রবদন্তি। বেদবাদরতা বেদেষু যে স্বর্গাদিফলবাদাস্তেষু সক্তাঃ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ তৎসঙ্গাতিরেকেণ স্বর্গাদেরধিকং ফলং নান্যদস্তীতি বদন্তঃ ॥ ৪২ ॥

হনুমান্।—যামিমামিতি। যামিমাং বৈদিকাং বেদতন্দ্বাগুণকর্ম্মণাং স্বর্গাদিফলোৎপাদনসমর্থানাং ফলপূর্ব্বভাবিত্বাৎ পুষ্পমিব পুষ্পং তানি চ পুষ্পিতানি এষাং পুষ্পিতানাং প্রতিপাদিকা বাগপি পুষ্পিতাং বাচং বদন্তি পঠন্তি, অবিপশ্চিতঃ অপণ্ডিতাঃ বেদস্য বাদো বদনং বেদবাদস্তত্র রতাঃ সক্তা বেদবাদরতা বেদবাক্যপ্রতিপাদিতস্বর্গাদিফলাশাপাশবদ্ধা ইত্যর্থঃ। স্বর্গাদিফলাদন্যদপবর্গাখ্যং সুখং নাস্তীতি বাদিনঃ বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর।—ননু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্ব্বন্তি তত্রাহ যামিমামিতি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কিমিতি তথা বদন্তি যতোঽবিপশ্চিতো মূঢ়াঃ তত্র হেতুর্বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি," তথা, "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ, তেষ্বেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএবাতঃ পরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বদনশীলাঃ ॥ ৪২ ॥

বলদেব।—নন্বেষাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ভবেৎ শ্রুতেস্তৌল্যাদিতি চেচ্চিত্তদোষান্ন ভবেদিত্যাহ যামিতি ত্রিভিঃ। অবিপশ্চিতোঽল্পজ্ঞাঃ যামিমাং "জ্যোতিষ্টোমেন স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদিকাং বাচং প্রবদন্তি। ইয়মেব প্রকৃষ্টা বেদবাগিতি কল্পয়ন্তি তয়া বাচাপহৃতচেতসাং তেষাং সমাধৌ মনসি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে নাভূদেতি ইত্যনুষঙ্গঃ। কীদৃশীং বাচমিত্যাহ পুষ্পিতামিতি। কুসুমিতবিষলতাবদাপাতমনোজ্ঞাং নিষ্ফলামিত্যর্থঃ। এবং কুতস্তে বদন্তি তত্রাহ বেদেতি। বেদেষু যে বাদাঃ "অপাম সোমমমৃতা অভূম" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদয়োঽর্থবাদাস্তেষ্বেব রতাঃ। বেদস্য সত্যভাষিত্বাদেবমেবৈতদিতি প্রতীতিমন্তঃ। অতএব নান্যদিতি কর্ম্মফলাৎ স্বর্গাদন্যৎ জীবাংশিপরমার্থজ্ঞানং লভ্যং মোক্ষলক্ষণং নিরতিশয়ং নিত্যসুখং নাস্তি। তৎপ্রতিপাদিকানাঞ্চ বেদান্তবাচাং কর্ম্মাঙ্গকর্তৃদেবতাবেদকতয়া তচ্ছেষত্বাদিতি বদনশীলা ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন।—অব্যবসায়িনামপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুতো ন ভবতি প্রমাণস্য তুল্যত্বাদিত্যাশঙ্ক্য প্রতিবন্ধকসদ্ভাবান্ন ভবতীত্যাহ ত্রিভিঃ, যামিমামিতি। যামিমাং বাচং প্রবদন্তি তয়া বাচাপহৃতচেতসামবিপশ্চিতাং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন ভবতীত্যন্বয়ঃ। ইমামধ্যয়নবিধ্যুপাত্তত্বেন

প্রসিদ্ধাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতপলাশবদাপাতরমণীয়াং সাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রতিভাসান্নিরতিশয়ফলাভাবাচ্চ, কুতো নিরতিশয়ফলস্বাভাবত্বাৎ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং, জন্ম চাপূর্ব্বশরীরেন্দ্রিয়াদিসম্বন্ধলক্ষণং তদধীনঞ্চ কর্ম্ম তত্তদ্বর্ণাশ্রমাভিমাননিমিত্তং তদধীনঞ্চ ফলং পুত্রপশুস্বর্গাদিলক্ষণং বিনশ্বরং তানি প্রকর্ষেণ ঘটীযন্ত্রবদবিচ্ছেদেন দদাতীতি তথা তাং, কুত এবমত আহ· ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ক্রিয়াবিশেষবহুলাং অমৃতপানোর্ব্বশীবিহারপারিজাতপরিমলাদিনিবন্ধনো যো ভোগস্তৎকারণঞ্চ যদৈশ্বর্য্যং দেবাদিস্বামিত্বং তয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষা অগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদয়স্তৈর্বহুলাং বিস্তৃতাং অতিবাহুল্যেন ভোগৈশ্বর্য্যসাধনক্রিয়াকলাপপ্রতিপাদিকামিতি যাবৎ, কর্ম্মকাণ্ডস্য হি জ্ঞানকাণ্ডাপেক্ষয়া সর্ব্বত্রাতিবিস্তৃতত্বং প্রসিদ্ধং, এতাদৃশীং কর্ম্মকাণ্ডলক্ষণাং বাচং প্রবদন্তি প্রকৃষ্টাং পরমার্থস্বর্গাদিফলামভ্যুপগচ্ছন্তি, কে? যে অবিপশ্চিতঃ বিচারজন্যতাৎপর্য্যজ্ঞানশূন্যাঃ অতএব বেদবাদরতাঃ বেদে যে সন্তি বাদাঃ অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" এবমাদয়স্তেষেব রতা বেদার্থসত্যত্বেন এবমেবৈতদিতি মিথ্যাবিশ্বাসেন সন্তুষ্টাঃ, হে পার্থ অতএব নান্যদস্তীতিবাদিনঃ কর্ম্মকাণ্ডাপেক্ষয়া নাস্ত্যন্যৎ জ্ঞানকাণ্ডং সর্ব্বস্যাপি বেদস্য কার্য্যপরত্বাৎ কর্ম্মফলাপেক্ষয়া চ নান্যত্তন্নিরতিশয়ং জ্ঞানফলমিতি বদনশীলাঃ মহতা প্রবন্ধেন জ্ঞানকাণ্ডবিরুদ্ধার্থভাষিণ ইত্যর্থঃ। কুতো মোক্ষদ্বেষিণস্তে? যতঃ কামাত্মানঃ কাম্যমানবিষয়শতাকুলচিত্তত্বেন কামময়াঃ, এবং সতি মোক্ষমপি কুতো ন কাময়ন্তে? যতঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গ এবোর্ব্বশ্যাদ্যুপেতত্বেন পরা উৎকৃষ্টা যেষাং তে তথা স্বর্গাতিরিক্তঃ পুরুষার্থো নাস্তীতি ভ্রাম্যন্তো বিবেকবৈরাগ্যাভাবান্মোক্ষকথামপি সোঢ়ুমক্ষমা ইতি যাবৎ॥ ৪২॥

নীলকণ্ঠ।—উত্তরার্দ্ধমেব বিবৃণোতি যামিমামিত্যাদিনা। যাং পুষ্পিতাং পুষ্পিতক্রমবদ্দূরতো রমণীয়াং বাচং, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যেবং রূপাং প্রবদন্তি অবিপশ্চিতঃ অব্যবসায়িনো মূঢ়াঃ, যতো বেদবাদরতাঃ বেদান্তর্গতেষু অর্থবাদেষু "যস্য পর্ণময়ী জুহূর্ভবতি ন স পাপং শ্লোকং শৃণোতি" ইত্যেবমাদিষু রতাঃ বৃদ্ধশ্রদ্ধাঃ অতএব কর্ম্মণোঽন্যৎ আত্মজ্ঞানং তৎফলং মোক্ষশ্চ নাস্তীতি বাদিনো বদনশীলাঃ॥ ৪২॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাদব্যবসায়িনঃ সকামকর্ম্মিণস্তুতিমন্দা ইত্যাহ যামিমামিতি। পুষ্পিতাং বাচং পুষ্পিতাং বিষলতামিবাপাততো রমণীয়াং প্রবদন্তি প্রকর্ষেণ সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টা ইয়মেব বেদবাগিতি যে বদন্তি তেষাং তয়া বাচা অপহৃতচেতসাঞ্চ ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্বিধীয়তে ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। তেষু তস্যা অসম্ভবাৎ সা তেষু নোপদিশ্যত ইত্যর্থঃ। কিমিতি তে তথা বদন্তি? যতোঽবিপশ্চিতো মূর্খাঃ, তত্র হেতুঃ, বেদেষু যেঽর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি।" "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদয়ঃ। অতঃ ঈশ্বরতত্ত্বং নাস্তীতি প্রজল্পিনঃ॥ ৪২॥

কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—[অতএব] কামাত্মানঃ (কামকলুষিতচিত্তাঃ) [অতঃ] স্বর্গপরাঃ (স্বর্গএব যেষাং পুরুষার্থঃ তে) [যে] জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মএব কর্ম্মণঃ ফলং তৎপ্রদদাতীতি তাং অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগাবসানে পুনঃপুনর্জ্জন্মরূপকর্ম্মফলপ্রদাত্রীং) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং (ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রাপ্তিং) প্রতি [সাধনভূতাং] ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়াপ্রাচুর্য্যময়ীং) [বাচং প্রবদন্তি পরমার্থফলপরামেব বদন্তি] ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ।—[অতএব] কামকলুষিতচিত্ত [সুতরাং] স্বর্গপর [যাহারা] জন্মরূপ-কর্ম্ম-ফল-প্রদ, ভোগ-এবং-ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির [সাধনভূত] ক্রিয়া-প্রচুর [বাক্যকে পরমার্থ ফলপর বলিয়া থাকে] ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তে চ কামাত্মেতি। কামাত্মানঃ কামস্বভাবাঃ কামপরা ইত্যর্থঃ। স্বর্গেতি স্বর্গপরাঃ, স্বর্গঃ পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ, জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং জন্মৈব কর্ম্মণঃ ফলং জন্মকর্ম্মফলং তৎ প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা তাং বাচং প্রবদন্তীত্যনুষজ্যতে, ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ তে বহুলা যস্যাং বাচি তাং, স্বর্গপশুপুত্রাদ্যর্থাঃ যয়া বাচা বাহুল্যেন প্রকাশ্যন্তে, ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি, ভোগশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ ভোগৈশ্বর্য্যে তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তিঃ ভোগৈশ্বর্য্যগতিঃ তাং প্রতি সাধনভূতাস্তে ক্রিয়াবিশেষাঃ তদ্বহুলাং তাং বাচং প্রবদন্তো মূঢ়াঃ সংসারে পরিবর্ত্তন্ত ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতান্ প্রবক্তৄনবিবেকিনো ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিভাক্ত্বাসম্ভবসিদ্ধ্যর্থং বিশেষণান্তরেণ বিশিনষ্টি তে চেতি। তেষাং সংসারপরিবর্ত্তমানপরিদর্শনার্থং প্রস্তুতাং বাচমেব বিশিনষ্টি জন্মেতি। নমু পুংসাং কামস্বভাবত্বমযুক্তং চেতনস্যেচ্ছাবত্তয়াত্মস্বরূপত্বেঽপীতি তত্রাহ কামপরা ইতি। তৎপরত্বং তত্তৎফলার্থিত্বেন তত্তদুপায়েষু কর্ম্মস্বেব প্রবৃত্ততয়া কর্ম্মসংস্কারপূর্ব্বকাৎ জ্ঞানাদ্বহির্ম্মুখত্বম্। নমু কর্ম্মনিষ্ঠানামপি পরমপুরুষার্থাপেক্ষয়া মোক্ষোপায়ে জ্ঞানে তদভ্যাভিমুখ্যমিতি নেত্যাহ স্বর্গেতি। তৎপরত্বং তস্মিন্নেবাসক্ততয়া তদতিরিক্তপুরুষার্থরাহিত্যনিশ্চয়বত্ত্বম্। উচ্চাবচমধ্যমদেহপ্রভেদগ্রহণং জন্ম তচ্চ যথোক্তফলপ্রকরণপ্রামাণিকক্রিয়াপ্রভৃত্যনুষ্ঠানদ্বারা তদুপপত্তিরিত্যাহ ক্রিয়েতি। ক্রিয়াণামনুষ্ঠানানাং যাগদানাদীনাং বিশেষা দেশকালাধিকারিপ্রযুক্তাঃ সপ্তাহাদ্যনেকাহলক্ষণাস্তে যস্যাং বাচি প্রাচুর্য্যেণ প্রতিভান্তীত্যর্থঃ। কথং যথোক্তায়াং বাচি ক্রিয়াবিশেষাণাং বাহুল্যমাবগম্য-

মিত্যাশঙ্ক্য প্রকারান্তরেণৈনতদ্বিশদয়তি স্বর্গেতি। তথাপি তেষাং মোক্ষোপায়স্থোপপত্তেস্তন্নিষ্ঠানাং মোক্ষাভিমুখ্যং ভবিষ্যতি নেত্যাহ ভোগেতি। যথোক্তাং বাচমভিবদতাং পর্য্যবসানং দর্শয়তি তদ্বহুলামিতি ॥ ৪৩ ॥

রামানুজ।—কামাত্মেতি। কামাত্মানঃ কামপ্রবণমনসঃ। স্বর্গপরাঃ স্বর্গপরায়ণাঃ স্বর্গাদিফলাবসানে পুনর্জন্মকর্ম্মাখ্যফলপ্রদাং ক্রিয়াবিশেষবহুলাম্। তত্ত্বজ্ঞানরহিততয়া ক্রিয়াবিশেষপ্রচুরাং তেষাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি বর্ত্তমানাং যামিমাং বাচং যে প্রবদন্তীতি সম্বন্ধঃ ॥ ৪৩ ॥

হনুমান্।—কথম্ভূতা স্তে অবিপশ্চিত ইত্যত্রাহ কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামিনঃ স্বর্গপরাঃ স্বর্গপ্রধানাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং জন্ম বিশিষ্টশরীরেন্দ্রিয়প্রাপ্তিঃ কর্ম্মাণি ফলানি স্বর্গাদীনি জন্ম চ কর্ম্মফলানি চ জন্মকর্ম্মফলানি, প্রদদাতীতি জন্মকর্ম্মফলপ্রদা তাং বাচং ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ক্রিয়াণাং বিশেষাঃ ক্রিয়াবিশেষাঃ প্রাগ্‌যজ্ঞাদয়ঃ বহূন্ অর্থান্ লাতীতি প্রতিপাদয়তীতি বহুলা ক্রিয়াবিশেষবহুলা তাং, ভোগৈশ্বর্য্যগতিং ভোগঃ শব্দাদি-বিষয়লাভঃ, ঐশ্বর্য্যমণিমাদির্ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিঃ তাং প্রতি তল্লক্ষণাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং শব্দাদিবিষয়লাভগতিসাধনভূতামিত্যর্থঃ, তাং বাচং তদর্থং পুরুষার্থবুদ্ধিং মাকার্ষী-রিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, "প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম" ইত্যাদি ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর।—অতএব কামাত্মান ইতি। কামাত্মানঃ কামাকুলিতচিত্তা অতঃ স্বর্গএব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্ম্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং, ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্তী-ত্যন্বয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

বলদেব।—চিত্তদোষমাহ কামাত্মেতি। কামাত্মানঃ বৈষয়িকসুখবাসনাগ্রস্তচিত্তাঃ। এবং চেৎ তাদৃশং মোক্ষং কুতো নেচ্ছন্তি তত্রাহ স্বর্গেতি। স্বর্গএব সুধাদেবাঙ্গনাদ্যুপেতত্বেন পরঃ শ্রেষ্ঠো যেষাং তে। তাদৃগ্বাসনাগ্রস্তত্বাৎ তেষাং নাস্ত্যভাবত ইত্যর্থঃ। জন্মকর্ম্মেতি। জন্ম চ দেহেন্দ্রিয়সম্বন্ধলক্ষণং, তত্র কর্ম্ম চ তত্তদ্বর্ণাশ্রমবিহিতং, ফলঞ্চ বিনাশি পশ্বন্নস্বর্গাদি, তানি প্রকর্ষেণাবিচ্ছেদেন দদাতি তাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োর্গতিং প্রাপ্তিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষা জ্যোতিষ্টোমাদয়স্তে বহুলাঃ প্রচুরা যত্র তাং বাচং বদন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। ভোগঃ সুধাপান-দেবাঙ্গনাদিঃ, ঐশ্বর্য্যঞ্চ দেবাদিস্বামিত্বং তয়োর্গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

মধুসূদন।—কামেতি। পূর্ব্বশ্লোকেনৈব ব্যাখ্যাতস্ত্রিচত্বারিংশঃ শ্লোকঃ ॥ ৪৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—কামাত্মেতি। তথা ভোগাশ্চ ঐশ্বর্য্যঞ্চ তয়োর্গতিঃ প্রাপ্তিঃ তাং প্রতি তদর্থমিত্যর্থঃ, কামাত্মানঃ কামপ্রস্তচিত্তাঃ অতএব স্বর্গপরাঃ, কীদৃশীং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং, প্রাপ্তভোগৈশ্বর্য্যো হি পুরুষস্তদ্বাসনাবাসিতঃ পুনর্ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তয়ে জন্ম লভতে তদর্থং কর্ম্মাণি চ কুরুতে ফলঞ্চ ততো ভোগাদিকং প্রাপ্নোতীতি চক্রবদনিশমাবর্ত্ততে;

তেন নিষ্ঠস্তচ্চ্যুতো ভবতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ ক্রিয়াবিশেষেণ বহুলাং যথা যথা বিস্তরায়ায়াসাধিক্যং তথা তথা ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তেরপ্যাধিক্যমিত্যর্থঃ। এতেনাভ্যন্তারাসসাধ্যেষপি কর্ম্মসু ফললোভাৎ সজ্জত ইত্যুক্তম্। ভাষ্যে ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি সাধনভূতাঃ যে ক্রিয়াবিশেষা অগ্নিহোত্রাদয়স্তদ্বহুলাং, জন্মরূপং যৎ কর্ম্মফলং তৎপ্রপঞ্চবাচমেবেতি ব্যাখ্যাতম্॥ ৪৩॥

বিশ্বনাথ।—তে কীদৃশীং বাচং প্রবদন্তি? কামাত্মেতি। জন্মকর্ম্মফলপ্রদায়িনীং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি যে ক্রিয়াবিশেষাস্তান্ বহু যথা স্যাৎ তথা দাতি দদাতি প্রতিপাদয়তীতি তাম্॥ ৪৩॥

ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪॥

অন্বয়।—[ততঃ চ] ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ অভিনিবিষ্টানাং) তয়া (পুষ্পিতয়া বাচা) অপহৃতচেতসাম্, (আকৃষ্টচিত্তানাম্) [তেষাং মূঢ়ানাম্,] ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে (একবিষয়িণী ন ভবতি ইত্যর্থঃ)॥ ৪৪॥

প্রতিশব্দ।—[তন্নিবন্ধন] ভোগ-এবং-ঐশ্বর্য্যে-অভিনিবিষ্ট, তদ্দ্বারা আকৃষ্টচিত্ত [সেই মূঢ়গণের] নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি সমাহিত হয় না॥ ৪৪॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! বিচারবিমূঢ় জনগণ কর্ম্মকাণ্ডের বিবিধ আপাত-মনোহর ফল-বর্ণন-পরিপূর্ণ বেদবাক্যে অনুরাগী। স্বর্গাদি ফলপ্রাপ্তি ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই এইরূপ অভিপ্রায় যাহারা পরিব্যক্ত করে, যাহারা কামনাকুলচিত্ত এবং যাহারা স্বর্গই পরম স্পৃহনীয় পদার্থ জ্ঞান করে, তাহারাই জন্ম-কর্ম্মরূপ-ফলপ্রদ এবং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনস্বরূপ বহুবিধ যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিবরণ পূর্ণ মনোহর কুসুমসমাচ্ছন্ন বিষলতার ন্যায় আশু প্রীতিপ্রদ বেদবাক্যাবলি বিবৃত করে। সেই মধুর বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ঐশ্বর্য্য-ভোগাসক্ত মানবগণ কখনই পরমেশ্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত হইয়া সমাধি ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অধিকারী হয় না॥ ৪২। ৪৩। ৪৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—তেষাঞ্চ ভোগেতি। ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভোগঃ কর্ত্তব্যঃ, ঐশ্বর্য্যঞ্চেতি ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রণয়বতাং তদাত্মভূতানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচা

অপহৃতচেতসামাচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা যা বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধীয়তেঽস্মিন্ পুরুষোপভোগায় সর্ব্বমিতি সমাধিরন্তঃকরণং বুদ্ধিস্তস্মিন্ সমাধৌ ন বিধীয়তে ন স্থিতির্ভবতী র্থ্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

আনন্দগিরি।—নন্থ কর্ম্মকাণ্ডনিষ্ঠানাং কর্ম্মানুষ্ঠায়িনামপি বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণান্তঃকরণে সাধ্যসাধনভূতবুদ্ধিদ্বয়সমুদায়সম্ভবাদতো মোক্ষো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তেষাঞ্চেতি। তদাত্মভূতানাং তয়োরেব ভোগৈশ্বর্য্যয়োরাত্মকর্ত্তব্যত্বেনারোপিতয়োরভিনিবিষ্টে চেতসি তাদাত্ম্যাধ্যাসবতাং বহির্ম্মুখাণামিত্যর্থঃ। তথাপি শাস্ত্রানুসারিণ্যা বিবেকপ্রজ্ঞয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তেষামুদেষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তয়েতি। নন্থ সমাধিঃ সংপ্রজ্ঞাতাসংপ্রজ্ঞাতভেদেন দ্বিধোচ্যতে তত্র বুদ্ধিদ্বয়বিধিরসক্তঃ সন্ কথং নিষিধ্যতে তত্রাহ সমাধীয়ত ইতি ॥ ৪৪ ॥

রামানুজ।—ভোগৈশ্বর্য্যেতি। তেষাং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়া বাচা ভোগৈশ্বর্য্যবিষয়য়াপহৃতাত্মজ্ঞানানাং যথোদিতা ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ মনসি ন বিধীয়তে নোৎপদ্যতে। সমাধীয়তেঽস্মিন্নাত্মজ্ঞানমিতি সমাধির্ম্মনস্তেষাং মনস্যাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়জ্ঞানপূর্ব্বকমোক্ষসাধনভূতকর্ম্মবিষয়া বুদ্ধিঃ। কদাচিদপি নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। অতঃ কাম্যেষু কর্ম্মসু মুমুক্ষুণা ন সঙ্গঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ৪৪ ॥

হনুমান্।—কস্মাৎ সা বাক্ ত্যাজ্যেত্যত্রাহ ভোগেতি। যদি সা বাক্ প্রমাণত্বেনোপাদীয়তে তদনুষ্ঠানে তৎফলপ্রাপ্তৌ চ প্রসক্তিঃ স্যাৎ ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং ভোগৈশ্বর্য্যয়োরেব প্রণয়নবতাং তয়া বাচা অপহৃতচেতসাং আচ্ছাদিতবিবেকপ্রজ্ঞানাং ব্যবসায়াত্মিকা সাংখ্যে যোগে বা বুদ্ধিঃ সমাধৌ পরমাত্মাবোধ ইয়মেব বুদ্ধিঃ পরমপুরুষার্থতয়া কর্ত্তব্যেত্যেবং নিশ্চিতা সা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে নোৎপাদয়িতুং শক্যতে, তস্মাদিয়ং বাক্ পরমপুরুষার্থবিরোধিত্বাৎ ত্যাজ্যেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৪৪ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যেতি। ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাং, সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে, (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ) সা নোৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

বলদেব।—ভোগেতি। তেষাং পূর্ব্বোক্তয়োর্ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িত্বদোষাস্ফূর্ত্ত্যা তয়োরভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচাপহৃতং বিলুপ্তং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তাদৃশানাং সমাধাবিতি যোজ্যম্। সম্যগাধীয়তেঽস্মিন্নাত্মতত্ত্বযাথাত্ম্যমিতি নিরুক্তেঃ সমাধির্ম্মনস্তস্মিন্নিত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥

মধুসূদন।—তেষাঞ্চ পূর্ব্বোক্তয়োর্ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং ক্ষয়িষ্ণুত্বাদিদোষদর্শনেন নিবিষ্টান্তঃকরণানাং তয়া ক্রিয়াবিশেষবহুলয়া বাচাপহৃতমাচ্ছাদিতং চেতো বিবেকজ্ঞানং যেষাং তথাভূতানাং অর্থবাদাঃ স্তুত্যর্থাঃ তাৎপর্য্যবিষয়ে প্রমাণান্তরাবাধিতে বেদস্য প্রামাণ্যমিতি সুপ্রসিদ্ধমপি জ্ঞাতুমসক্তানাং সমাধাবন্তঃকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে ন ভবতীত্যর্থঃ। সমাধিবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তেষাং ন ভবতীতি বা। অধিকরণে বিষয়ে বা সপ্তম্যাস্তুল্যত্বাৎ। (বিধীয়ত ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ।) সমাধীয়তেঽস্মিন্ সর্ব্বমিতি

ব্যুৎপত্ত্যা সমাধিরন্তঃকরণং পরমাত্মা বেতি নাপ্রসিদ্ধার্থকল্পনং, অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিস্তস্মিন্নিত্থং ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্নোৎপদ্যত ইতি ব্যাখ্যানে তু রূঢ়িরেবাদৃতা। অয়ম্ভাবঃ, যদ্যপি কাম্যান্যগ্নিহোত্রাদীনি শুদ্ধ্যর্থেভ্যো ন বিশিষ্যন্তে তথাপি ফলাভিসন্ধিদোষাৎ নাশয়শুদ্ধিং সম্পাদয়ন্তি। ভোগানুগুণা তু শুদ্ধির্ন জ্ঞানোপযোগিনী এতদেব দর্শয়িতুং ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানামিতি, পুনরুপাত্তং ফলাভিসন্ধিমন্তরেণ তু কৃতানি জ্ঞানোপযোগিনীং শুদ্ধিমাদধতীতি সিদ্ধং বিপশ্চিদবিপশ্চিতোঃ ফলবৈলক্ষণ্যং, বিস্তরেণ চৈতদগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে ॥ ৪৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ভোগেতি। তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতচেতসাং পুংসাং বুদ্ধিঃ সমাধৌ সমাধ্যনুষ্ঠানকালে ব্যবসায়াত্মিকা ব্যবসায়ো জ্ঞানং তদাত্মিকা শুদ্ধচিন্মাত্রাকারা ন বিধীয়তে ন ভবতি, (কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ) নিরঙ্কুশা হি বুদ্ধিঃ সমাধৌ চিন্মাত্রাকারা ভবতি ন তু ভোগাভ্যাসকলুষেতি স্পষ্টমেব। ন্যায়ো তু সমাধৌ অন্তঃকরণে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন ভবতীতি ব্যাখ্যাতম্। যদ্বা সমাধ্যনুষ্ঠানার্থমেব নিশ্চয়াত্মিকা তেষাং বুদ্ধির্ন ভবতীতি ব্যাখ্যেয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বনাথ।—ভোগেতি। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্য্যয়োঃ প্রসক্তানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতং আকৃষ্টং চেতো যেষাং তে তথা, তেষাং সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরৈকোন্মুখত্বং তস্মিন্ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির্ন বিধীয়তে (কর্ম্মকর্ত্তরি প্রয়োগঃ)। নোপপদ্যতে ইতি স্বামিচরণাঃ ॥ ৪৪ ॥

তাৎপর্য্য।—দ্বিচত্বারিংশ, ত্রিচত্বারিংশ এবং চতুশ্চত্বারিংশ শ্লোকের অন্বয় ও অর্থ পরস্পর-সম্বদ্ধ। প্রথম শ্লোকের 'যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্তি' এই বাক্য, তৃতীয় শ্লোকের 'সমাধৌ ন বিধীয়তে' এই বাক্যের সহিত অন্বিত।

অর্জ্জুন যদি মনে করেন,সকাম কর্ম্মপরায়ণ মানবের হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির কেন উদ্ভব হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "হে সখে ! সংসারে মনুষ্যগণ প্রায়শঃ আপাতমনোহর বিষয়েই সহসা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে। বেদে যে সকল ক্রিয়া-কলাপের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সৌরভশূন্য কিংশুক কুসুমের ন্যায় শোভাময় মাত্র। অজ্ঞ ব্যক্তি, বাহ্য শোভায় বিমোহিত হইয়া, কিংশুককেই পুষ্পশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং তাহার অনুরাগী হয়। বেদবিহিত ক্রিয়া-কলাপ অনিত্য ফলপ্রদ হইলেও, নিরতিশয় লোভজনক ; সুতরাং হিতাহিত বোধ-বিহীন মানবগণ সহসা তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। বেদে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণ মাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, মরণান্তে অমরপুর গমন, স্বর্গীয় সুধা সেবন, উর্ব্বশী প্রভৃতি সুরসুন্দরীগণের সঙ্গ-সুখ-

সম্ভোগ, নন্দনকাননজাত পারিজাত কুসুমের সৌরভ সেবন ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্য্যসমূহ উপভোগই তাহার ফল। এইরূপ ভোগাত্মক নশ্বর-ফলপ্রসূ কর্ম্মসমূহ বেদে বাহুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে। জ্ঞানকাণ্ডাপেক্ষা কর্ম্মকাণ্ড যে অতি বিস্তৃত এ কথা সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত। যাহারা বিচারবিমূঢ় ও তাৎপর্য্য জ্ঞানশূন্য, তাহারাই উল্লিখিতরূপ ফলপ্রসূ, অনর্থক বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া সুখ-লালসায় বেদোক্ত চাতুর্ম্মাস্য, সোমযাগ প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপে অনুরাগী হয়। এতাদৃশ ক্রিয়া-পরতন্ত্র মূঢ়জনেরা, বেদের কার্য্যপরত্ব দেখিয়া, কর্ম্মকাণ্ডকেই সারভূত, এবং তদ্ব্যতীত জ্ঞানকাণ্ডের অস্তিত্বই নাই বলিয়া পরিব্যক্ত করে ও নানা প্রযত্নে জ্ঞানকাণ্ডের বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে। শত শত কামনায় তাহাদের হৃদয় নিরন্তর আকুল, সুতরাং মোক্ষপ্রদ জ্ঞানকাণ্ড বিষয়ে তাহারা উদাসীন এবং কামনা-পূরণক্ষম কর্ম্মকাণ্ডই তাহাদের পরম প্রিয়। স্বর্গপ্রাপ্তিই তাহারা পুরুষার্থের একশেষ বলিয়া জ্ঞান করে, এবং তদতিরিক্ত অন্য কোন পুরুষার্থ নাই বলিয়া মনে করে। তাহারা এরূপ ভ্রমান্ধ এবং তাহাদের অন্তঃকরণ এতই বিবেক ও বৈরাগ্যবিহীন যে তাহারা মোক্ষবিষয়ক প্রসঙ্গ আলোচনা করিতেও অক্ষম। স্বর্গভোগাদি ঐশ্বর্য্য যে অনিত্য ও ক্ষয়িত্বাদিদোষে দুষ্ট, ইহা তাহারা ভ্রমেও মনে করে না, সুতরাং তাহারা ক্রিয়াবিশেষের অনুষ্ঠানে এতই আসক্ত থাকে যে, তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান তাহাতেই সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এতাদৃশ সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানরত মূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কখনই পরমাত্মচিন্তনে লীন হয় না। বেদোক্ত অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াকলাপের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহারা প্রণিধান করিতে অশক্ত। তাদৃশ বৈদিক যজ্ঞাদি সকাম ভাবে অনুষ্ঠিত হইলে, আশয় শুদ্ধির অন্তরায় হইয়া থাকে, ইহা তাহারা বিবেচনা করে না; সুতরাং বিবিধ বিধানে তাহারই সাধন করে। পরমাত্মবিষয়ে একান্ত নিষ্ঠা কখনই তাহাদের হৃদয়ে সমুদিত হইতে পারে না। নিষ্কাম কর্ম্ম চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞানালোকে তাহা সমুদ্ভাসিত করে, সকাম কর্ম্ম চিত্তকে বিমলিন করিয়া তাহাকে অজ্ঞানসাগরে নিমজ্জিত করে। এতদুভয় কর্ম্মের ফল-বৈলক্ষণ্য বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা পরে প্রকাশিত হইবে ॥ ৪২। ৪৩। ৪৪ ॥

——•:*:•——

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্য্যোগ-ক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন! বেদাঃ ত্রৈগুণ্যং (সত্ত্বরজস্তমোবিশিষ্টঃ সংসারঃ) বিষয়াঃ (প্রকাশবিষয়ো যেষাং তে) [ত্বং তু] নিঃ ত্রৈগুণ্যঃ (ত্রিগুণবিরহিতঃ নিষ্কামঃ) ভব নিঃদ্বন্দ্বঃ (সুখদুঃখাদিযুগলবিরহিতঃ) নিত্যং (অচঞ্চলং) সত্ত্বং (ধৈর্য্যং) (তস্মিন্ তিষ্ঠতীতি নিত্যসত্ত্বস্থঃ, চিরধৈর্য্যপরায়ণঃ) নিঃযোগ-ক্ষেমঃ (অপ্রাপ্তলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্বিরহিতঃ—অভিনব বস্তুলাভার্থপ্রযত্নবিরহিতঃ অপিচ লব্ধবস্তুরক্ষণার্থ-কাঙ্ক্ষশূন্যঃ) আত্মবান্ (পরমেশ্বরারাধনানিষ্ঠঃ অপ্রমত্তো বা) [ভবেতি সর্ব্বত্র সম্বন্ধঃ] ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বেদ-সকল ত্রিগুণাত্মক-বিষয়-প্রতিপাদক [তুমি কিন্তু] নিষ্কাম হও সুখদুঃখাদি-যুগলরহিত অব্যাহত ধৈর্য্যশালী লাভার্থ ও রক্ষণার্থ যত্নশূন্য পরমেশ্বরচিন্তাপরায়ণ [সকলের সহিত হও ক্রিয়ার সম্বন্ধ] ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদশাস্ত্র ত্রিগুণ বিষয়ক সুতরাং সকাম অধিকারিদিগের নিমিত্ত কর্ম্মফল প্রতিপাদক। কিন্তু তুমি মূঢ়জনের ন্যায় কর্ম্মফলকামী না হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম নিরত হও। তজ্জন্য তুমি শীতোষ্ণ সুখদুঃখাদি দ্বন্দ্ববিরহিত চির ধৈর্য্যপরায়ণ অলব্ধ বস্তু লাভার্থস্পৃহা-পরিশূন্য ও লব্ধবস্তু রক্ষণার্থ আগ্রহ বিহীন এবং পরমেশ্বরনিষ্ঠ-হৃদয় হও ॥ ৪৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে এবং বিবেকবুদ্ধিরহিতাস্তেষাং কামাত্মনাং যৎ ফলং তদাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ ত্রৈগুণ্যং সংসারো বিষয়ঃ প্রকাশয়িতব্যো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াস্ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন নিষ্কামো ভবেত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখহেতু সপ্রতিপক্ষৌ পদার্থৌ দ্বন্দ্বশব্দবাচ্যৌ ততো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বো ভব, ত্বং নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদা সত্ত্বস্থঃ সত্ত্বগুণাশ্রিতো ভব, তথা নির্যোগক্ষেমোঽনুপাত্তস্যোপার্জ্জনং যোগ উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রধানস্য শ্রেয়সি প্রবৃত্তির্দুষ্করা ইত্যতো নির্যোগক্ষেমো ভবাত্মবানপ্রমত্তশ্চ ভব, এষ তবোপদেশঃ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি।—অবিবেকিনামপি বেদাভ্যাসবত্ত্বাৎ, বিবেকবুদ্ধিরুদেষ্যতীত্যাশ-

স্যাহ যএবমিতি। তর্হি বেদার্থতয়া কামাত্মতা প্রশস্তেত্যাশঙ্ক্যাহ নিস্ত্রৈগুণ্য ইতি। ভবেতি পদং নির্দ্বন্দ্বাদিবিশেষণেষ্বপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে, ত্রয়াণাং সত্ত্বাদীনাং গুণানাং পুণ্যাপাপব্যামিশ্রকর্ম্মতৎফলসম্বন্ধলক্ষণঃ সমাহারস্ত্রৈগুণ্যমিত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে সংসার ইতি। বেদশব্দেনাত্র কর্ম্মকাণ্ডমেব গৃহ্যতে তদভ্যাসবতাং তদর্থানুষ্ঠানদ্বারা সংসারধ্রৌব্যান্ন বিবেকাবসরোঽস্তীত্যর্থঃ। তর্হি সংসারপরিবর্জ্জনার্থং বিবেকসিদ্ধয়ে কিং কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বমিতি। কথং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি গুণত্রয়স্য রাহিত্যং বিধীয়তে নিত্যসত্ত্বস্থো ভবেতি বাক্যশেষবিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নিষ্কামইতি। সপ্রতিপক্ষত্বং পরস্পরবিরোধিত্বং, পদার্থৌ শীতোষ্ণাদিলক্ষণৌ। নিষ্কামত্বে দ্বন্দ্বান্নির্গতত্বং শীতোষ্ণাদিসহিষ্ণুত্ব' হেতুমুক্ত্বা তত্রাপি হেত্বপেক্ষায়াং সদা সদ্গুণাশ্রিতত্বং হেতুমাহ নিত্যেতি। যোগক্ষেমব্যাবৃত্তচেতসো রজস্তমোভ্যামসংস্পৃষ্টে সত্ত্বমাত্রে সমাশ্রিতত্বমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। যোগক্ষেময়োর্জীবনহেতুতয়া পুরুষার্থসাধনত্বান্নির্যোগক্ষেমো ভবেতি কুতো বিধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। যোগক্ষেমপ্রধানত্বং সর্ব্বস্য স্বারসিকমিতি ততো নির্গমনমশক্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবানিতি। অপ্রমাদো মনসো বিষয়পারবশ্যশূন্যত্বম্। অথ যথোক্তোপদেশস্য মুমুক্ষুবিষয়ত্বাদর্জ্জুনস্য মুমুক্ষুত্বমিহ বিবক্ষিতমিতি নেত্যাহ এষ ইতি॥ ৪৫॥

রামানুজ।—এবমত্যল্পফলানি পুর্ব্বজন্মপ্রসবানি কর্ম্মাণি মাতাপিতৃসহস্রেভ্যোঽপি বৎসলতরতয়াত্মোপজীবনে প্রবৃত্তা বেদাঃ কিমর্থং বদন্তি কথং বা বেদোদিতানি ত্যাজ্যতয়োচ্যন্ত ইত্যত্রাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রয়ো গুণাস্ত্রৈগুণ্যং সত্ত্বরজস্তমাংসি সত্ত্বরজস্তমঃপ্রচুরাঃ পুরুষাস্ত্রৈগুণ্যশব্দেনোচ্যন্তে। তদ্বিষয়া বেদাস্তমঃপ্রচুরাণাং রজঃপ্রচুরাণাং সত্ত্বপ্রচুরাণাঞ্চ বৎসলতয়ৈব হিতমেব বোধয়ন্তি বেদাঃ, যদ্যেষাং স্বগুণানুগুণ্যেন স্বর্গাদিসাধনমেব হিতং নাববোধয়ন্তি তদৈব তে রজস্তমঃপ্রচুরতয়া সাত্ত্বিকফলমোক্ষবিমুখাঃ স্বাপেক্ষিতফলসাধনমজানন্তঃ কামপ্রাবণ্যবিবশা অনুপায়েষু উপায়ভ্রান্ত্যা প্রণষ্টা ভবেয়ুঃ। অতস্ত্রৈগুণ্যবিষয়াবেদাস্ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব। ইদানীং সত্ত্বপ্রচুরস্ত্বং তদেব বর্দ্ধয় নান্যোন্যসঙ্কীর্ণগুণত্রয়প্রচুরো ভব ন তৎপ্রাচুর্য্যং বর্দ্ধয়েত্যর্থঃ। নির্দ্বন্দ্বঃ নির্গতসকলসাংসারিকস্বভাবঃ নিত্যসত্ত্বস্থঃ গুণদ্বয়রহিতনিত্যপ্রবৃদ্ধসত্ত্বস্থো ভব। কথমিতি চেৎ নির্যোগক্ষেমঃ। আত্মস্বরূপতৎপ্রাপ্ত্যুপায়বহির্ভূতানামর্থানাং যোগপ্রাপ্তানাঞ্চ ক্ষেমং পরিত্যজ্যাত্মবান্ ভব। আত্মস্বরূপান্বেষণপরো ভব, এবং বর্ত্তমানস্য তে রজস্তমঃপ্রচুরতা নশ্যতি। সত্ত্বঞ্চ বর্দ্ধতে॥ ৪৫॥

হনুমান্।—কেনোপায়েন সা বাক্ ত্যজ্যত ইত্যত্রাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রয় এব গুণাস্ত্রিগুণাস্ত্রিগুণা এব ত্রৈগুণ্যং সত্ত্বরজস্তমাংসি তৎকার্য্যত্বাদ্রাগদ্বেষৌ ত্রৈগুণ্যবন্তৌ তৌ বিষয়ো যেষাং তে বেদাস্ত্রৈগুণ্যবিষয়া ভব, উপায়ৈরুন্মুলিতরাগদ্বেষো ভবেত্যর্থঃ। নির্গতশীতোষ্ণাদিঃ, নিত্যসত্ত্বস্থঃ সদাসত্ত্বগুণপ্রধানস্তথা নির্যোগক্ষেমঃ, অনুপাত্তস্যোপাদানং যোগঃ, উপাত্তস্য রক্ষণং ক্ষেমঃ যোগক্ষেমপ্রসক্তস্য শ্রেয়ো দুষ্করং অতো নির্যোগক্ষেমো ভব, এষ ত্বং তস্যা বাচস্ত্যাগোপদেশঃ॥ ৪৫॥

শ্রীধর।—নমু স্বর্গাদিকং পরমং ফলং যদি ন ভবতি তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্ম্মাণি বিধীয়ন্তে তত্রাহ ত্রৈগুণ্যাত্মকাঃ সকামা যেঽধিকারিণস্তদ্বিষয়াঃ কর্ম্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি দ্বন্দ্বানি তদ্রহিতো ভব তানি সহস্বেত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্ব্যেত্যর্থঃ, তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ প্রাপ্তপালনং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, ন হি দ্বন্দ্বাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫ ॥

বলদেব।—নমু ফলনৈরপেক্ষ্যেণ কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণমপি তানি স্বফলৈর্যোজয়েয়ুস্তৎস্বাভাব্যাত্ ততঃ কথং তদ্বুদ্ধেঃ সম্ভব ইতি চেৎ তত্রাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যম্। (গুণবচনব্রাহ্মণাদিভ্যঃ কর্ম্মণি চেতি সূত্রাৎ ষ্যঞ।) সকামত্বমিত্যর্থঃ। তদ্বিষয়া বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডানি ত্বন্তু তচ্ছিরোভূতবেদান্তনিষ্ঠো নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। অয়মর্থঃ, পিতৃকোটিবৎসলো হি বেদোঽনাদিভগবদ্বিমুখানাত্মায়াগুণৈর্নিবদ্ধাংস্তদ্গুণসৃষ্টসাত্ত্বিকাদিসুখসক্তান্ প্রতি তৎকামানমুরুধ্য ফলানি প্রকাশয়ন্ স্বস্মিংস্তান্ বিশ্রম্ভয়তি। তদ্বিশ্রম্ভেণ তৎপরিশীলিনস্তে তচ্ছিরোভূতোপনিষৎপ্রতীতাত্মযাথাত্ম্যনিশ্চয়েন তাং বুদ্ধিং যাস্তীতি ন চাকামিতাস্বপি তাস্বাপতেয়ুঃ কামিতানামেব তেষাং ফলশ্রবণাৎ। ন চ সর্ব্বেষাং বেদানাং ত্রৈগুণ্যবিষয়ত্বম্। নিস্ত্রৈগুণ্যতয়া অপ্রামাণিকত্বাপত্তেঃ। নমু শীতোষ্ণাদিনিবারণায় বস্ত্রাদেঃ কাম্যত্বাৎ কথং নিষ্কামত্বম্ তত্রাহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি। "মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয়" ইত্যাদি বিমর্শেন দ্বন্দ্বসহো ভব। তত্র হেতুর্নিত্যেতি। নিত্যং যৎ সত্ত্বমপরিণামিত্বং জীবনিষ্ঠং তৎস্থস্তদ্বিভাব্যেত্যর্থঃ। তত এব নির্যোগক্ষেমঃ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমঃ তদ্রহিতো ভবেত্যর্থঃ। নমু ক্ষুৎপিপাসে তথাপি বাধিকে ইতি চেৎ তত্রাহ আত্মবানিতি। আত্মা বিশ্বম্ভরঃ পরমাত্মা স যস্য ধ্যেয়তয়াস্তি তাদৃশো ভবেত্যর্থঃ, স তে দেহযাত্রাং সম্পাদয়েদিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

মধুসূদন।—নমু সকামানাং মাভূদায়াসদোষাদ্ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, নিষ্কামাণান্তু ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধ্যা কর্ম্মকুর্ব্বতাং কর্ম্মস্বাভাব্যাৎ স্বর্গাদিফলপ্রাপ্তৌ জ্ঞানপ্রতিবন্ধঃ সমান ইত্যাশঙ্ক্যাহ নিস্ত্রৈগুণ্য ইতি। ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি ত্রয়াণাং গুণানাং কর্ম্ম ত্রৈগুণ্যং কামমূলং সংসারঃ সএব প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তাদৃশা বেদাঃ কর্ম্মকাণ্ডাত্মকাঃ যো যৎফলকামস্তস্যৈব তৎফলং বোধয়ন্তীত্যর্থঃ। ন হি সর্ব্বেভ্যঃ কামেভ্যো দর্শপূর্ণমাসাবিতি বিনিয়োগেঽপি সকৃদমুষ্ঠানাৎ সর্ব্বফলপ্রাপ্তির্ভবতি তত্তৎকামনাবিরহাৎ যৎফলকামনয়ামুতিষ্ঠতি তদেব ফলং তস্মিন্ প্রয়োগ ইতি স্থিতং যোগসিদ্ধ্যধিকরণে, যস্মাদেবং কামনাবিরহে ফলবিরহঃ তস্মাৎ ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব হে অর্জ্জুন, এতেন কর্ম্মস্বাভাব্যাৎ সংসারো নিরস্তঃ। নমু শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বপ্রতীকারায় বস্ত্রাদ্যপেক্ষণাৎ কুতো নিষ্কামত্বমত আহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি। নির্দ্বন্দ্বঃ সর্ব্বত্র ভবেতি সম্বধ্যতে। "মাত্রাস্পর্শাস্তু" ইত্যুক্তন্যায়েন শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুর্ভব।

অসহ্যং দুঃখং কথং সোঢ়ব্যমিত্যপেক্ষায়ামাহ নিত্যসত্ত্বস্থঃ নিত্যমচঞ্চলং যৎ সত্ত্বং ধৈর্য্যাপরপর্য্যায়ং তস্মিংস্তিষ্ঠতীতি, তথা রজস্তমোভ্যামভিভূতসত্ত্বো হি শীতোষ্ণাদিপীড়য়া মরিষ্যামীতি মন্বানো ধর্ম্মাদ্বিমুখো ভবেতি, ত্বন্তু রজস্তমসী অভিভূয় সত্ত্বমাত্রাবলম্বনো ভব। ননু শীতোষ্ণাদিসহনেঽপি ক্ষুৎপিপাসাদিপ্রতিকারার্থং কিঞ্চিদনুপাত্তমুপাদেয়মুপাত্তঞ্চ রক্ষণীয়মিতি তদর্থং যত্নে ক্রিয়মাণে কুতঃ সত্ত্বমিত্যত আহ নির্যোগ ইতি। নির্যোগক্ষেমঃ অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য পরিরক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতো ভব। চিত্তবিক্ষেপকারি পরিগ্রহরহিতো ভবেত্যর্থঃ। নচৈবং চিন্তা কর্ত্তব্যা কথমেবং সতি জীবিষ্যামীতি যতঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী পরমেশ্বর এব তব যোগক্ষেমাদি নির্ব্বাহয়িষ্যতীত্যাহ আত্মবান্, আত্মা পরমেশ্বরঃ ধ্যেয়ত্বেন যোগক্ষেমাদিনির্ব্বাহকত্বেন বর্ত্ততে যস্য স আত্মবান্ সর্ব্বকামনাপরিত্যাগেন পরমেশ্বরমারাধয়তো মম স এব দেহযাত্রামাত্রমপেক্ষিতং সম্পাদয়িষ্যতীতি নিশ্চিত্য নিশ্চিন্তো ভবেত্যর্থঃ। আত্মবান্ অপ্রমত্তো ভবেতি বা ॥ ৪৫ ॥

নীলকণ্ঠ।— কস্য তর্হি সমাধৌ বুদ্ধির্ভবতীত্যত আহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যং গুণত্রয়কার্য্যং ঊর্দ্ধমধ্যাধোগতিরূপং সংসরণং তদেব প্রকাশ্যত্বেন বিষয়ো যেষাং তাদৃশাঃ কর্ম্মকাণ্ডপরা বেদাঃ, ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব ঊর্দ্ধগতাবপি বিরক্তো ভবেত্যর্থঃ, বক্ষ্যতি চ তত্তদ্গুণপ্রধানং গতিত্রয়ং "ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ" ইতি, বিবেকোঽপি বিষয়েভ্যো বিরক্তঃ সমাধাবধিক্রিয়ত ইতি ভাবঃ, কিংলক্ষণোঽসৌ নিস্ত্রৈগুণ্য ইত্যত আহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি। সুখদুঃখে মানাপমানৌ শত্রুমিত্রৌ শীতোষ্ণে ইত্যাদীনি দ্বন্দ্বানি সপ্রতিপক্ষপদার্থরূপাণি তেভ্যো নির্গতো নির্দ্বন্দ্বঃ সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। ননু বাধমানমুষ্ণাদিকং কথং শীতাদিবৎ সোঢ়ুং শক্যমত আহ নিত্যসত্ত্বস্থ ইতি। নিত্যং সর্ব্বদা সত্ত্বং ধৈর্য্যং সত্ত্বগুণো বা তদাশ্রিতো ভূত্বা, ধীরো হি সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্তঃ সাত্ত্বিকো বা প্রারব্ধকর্ম্মোপস্থাপিতমিদং দুঃখমপরিহার্য্যং কিমু তপ্তত্বয়েতি জানন্ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্নোত্যেব। ননু অত্যন্তদুঃসহং ক্ষুধাদিদুঃখং কথং নিস্ত্রৈগুণ্যেন সর্ব্বথা প্রবৃত্তিশূন্যেন সোঢ়ুং শক্যমত আহ নির্যোগক্ষেম ইতি। অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তির্যোগঃ প্রাপ্তসংরক্ষণং ক্ষেমঃ, এতৎ দ্বয়মপি প্রারব্ধকর্ম্মাধীনমিতি ততোঽপি নির্গতঃ ইত্যর্থঃ, তত্র হেতুঃ যতঃ আত্মবান্ জিতচিত্তঃ স হি সর্ব্বাস্বাপৎসু অনাকুলো নিত্যতৃপ্ততয়া নিরুদ্যমশ্চ ভবতীতি স্বমপ্যেতাদৃশো নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্বন্তু চতুর্ব্বর্গসাধনেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো বিরক্তঃ কেবলং ভক্তিযোগমেবাশ্রয়েত্যাহ ত্রৈগুণ্যেতি। ত্রৈগুণ্যাস্ত্রিগুণাত্মিকাঃ কর্ম্মজ্ঞানাদ্যাঃ প্রকাশ্যত্বেন বিষয়া যেষাং তে ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ (স্বার্থে ষ্যঞ্) এতচ্চ ভূম্না ব্যপদেশা ভবন্তীতি ন্যায়েনোক্তম্। কিন্তু ভক্তিরেবৈনং নয়তীতি "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ" ইত্যাদি শ্রুতয়ঃ, পঞ্চরাত্রাদিস্মৃতয়শ্চ। গীতোপনিষদ্গোপালতাপন্যাদ্যুপনিষদশ্চ নির্গুণাং ভক্তিমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ত্যেব বেদোক্তত্বাভাবে ভক্তেরপ্রামাণ্যমেব স্যাৎ। ততশ্চ বেদোক্তা যে ত্রিগুণময়া জ্ঞানকর্ম্মবিষয়াঃ তেভ্য এব নির্গতো ভব তান্ ন কুরু। যে তু বেদোক্তা ভক্তিবিষয়াঃ অংশে সর্ব্বশেষাদুর্ত্তির্ষ্ঠ।

ভজনমুষ্ঠানে "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে" ইতি দোষো দুর্ব্বার এব। তেন সগুণানাং গুণাতীতানামপি বেদানাং বিষয়াস্ত্রৈগুণ্যানিস্ত্রৈগুণ্যাশ্চ। তত্র ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব। নির্গুণয়া মদ্ভক্ত্যৈব ত্রিগুণাত্মকেভ্যঃ তেভ্যো নিষ্ক্রান্তো ভব, অতএব নির্দ্বন্দ্বঃ গুণময়মানাপমানাদিরহিতঃ। অতএব নিত্যৈঃ সত্ত্বৈঃ প্রাণিভির্মদ্ভক্তৈরেব সহ তিষ্ঠতীতি তথা সঃ। নিত্যং সত্ত্বগুণস্থো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবেতি ব্যাখ্যায়াং বিরোধঃ স্যাৎ। অলব্ধলাভো যোগঃ লব্ধস্য রক্ষণং ক্ষেমস্তদ্রহিতঃ। মদ্ভক্তিরসাস্বাদবশাদেব তয়োরননুসন্ধানাৎ। "যোগক্ষেমং বহাম্যহং" ইতি ভক্তবৎসলেন ময়ৈব তদ্ভারবহনাৎ। আত্মবান্ মদ্দত্তবুদ্ধিযুক্তঃ। অত্র নিস্ত্রৈগুণ্যত্রৈগুণ্যয়োর্বিবেচনং; যদুক্তমেকাদশে, "মদর্পণং নিষ্ফলং বা সাত্ত্বিকং নিজকর্ম্ম তৎ। রাজসং ফলসঙ্কল্পং হিংসাপ্রায়াদি তামসম্।" নিষ্ফলং বেতি নৈমিত্তিকং নিজকর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষারহিতমিত্যর্থঃ। "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈ কল্পিতন্তু যৎ। প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্। বনস্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে। তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্। সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ। তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী। তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা॥ পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্। রাজসং চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসং চার্ত্তিদাশুচি॥" চকারান্মন্নিবেদ্যন্তু নির্গুণমিতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যানম্। "সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থন্তু রাজসম্। তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্"। ইত্যন্তেন গ্রন্থেন ত্রৈগুণ্যবস্তুন্যপি প্রদর্শ্য নির্গুণস্য স্বতন্ত্রস্য সম্যঙ্ নিস্ত্রৈগুণ্যতাসিদ্ধ্যর্থং নির্গুণয়ৈব ভক্ত্যা স্বস্মিন্ কথঞ্চিৎ স্থিতস্য ত্রৈগুণস্য নির্জয়োঽপ্যুক্তস্তদনন্তরমেব যথা, "দ্রব্যং দেশস্তথাকালো জ্ঞানং কর্ম্ম চ কারকম্। শ্রদ্ধাবস্থাকৃতির্নিষ্ঠা ত্রৈগুণ্যঃ সর্ব্ব এব হি। সর্ব্বে গুণময়া ভাবাঃ পুরুষাব্যক্তাধিষ্ঠিতাঃ। দৃষ্টং শ্রুতমনুধ্যাতং বুদ্ধ্যা বা পুরুষর্ষভ। এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায় প্রপদ্যতে॥" ইতি। তস্মাদ্ভক্ত্যৈব নির্গুণয়া ত্রৈগুণ্যজয়ো নান্যথা। অত্রাপ্যগ্রে "কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে" ইতি প্রশ্নে বক্ষ্যতে। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে" ইতি স্বামিচরণানাং ব্যাখ্যা চ। চকারোঽত্রাবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন যঃ সেবত ইত্যেষা॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয়াভিলাষী মানবগণ, অনিত্য স্বর্গাদি ফলশংসী "স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেত" ইত্যাদি বেদবাক্যে বিমুগ্ধ হইয়া, যজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন। যেমন মধুপানে প্রমত্ত ভ্রমর, মধুলোভে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে করিতে, দৈবাৎ কেতকীবনে প্রবেশ করতঃ, তত্রত্য কণ্টকদ্বারা

ছিন্নপক্ষ ও রেণুরাশিতে বিগলিত দর্শন হইয়া গতি-শক্তি-রহিত হয়, কিংবা নিদাঘকালীন মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ড-তাপে প্রতপ্ত পথশ্রান্ত পথিক বিশ্রাম-লালসায় আপাততঃ সুশীতল, পরিণামে বিষম অনর্থ-বহুল কুপিত-ফণি-ফণাছায়া-তলে প্রবেশ করতঃ বিষম শঙ্কটে পতিত হয়। তদ্রূপ সুখাভিলাষী মানবগণ, আপাততঃ রমণীয় স্বর্গাদি ফলপ্রদ বেদোদিত কাম্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোরতর সংসার-সাগরে নিপতিত হয়, এবং বিষয় লোভে আত্মবিস্মৃত হইয়া কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও উপায় বিহীন হইয়া পড়ে। তখন তাহাদের নিষ্কাম ধর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কিরূপে তাহাদের হৃদয়-কন্দরে প্রাদুর্ভূত হইবে? ইত্যাদি ভবদুক্ত যুক্তি ও রমণীয় মধুময় বাক্য সকল আমি উত্তমরূপে অবগত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, মাতাপিতার ন্যায় অতিশয় বাৎসল্যকামী বেদশাস্ত্র, অত্যন্ত অল্প ফলপ্রদ, জন্ম-মরণের কারণস্বরূপ কাম্য ক্রিয়ার উপদেশে কেন প্রবৃত্ত হইলেন? কেন বা আবার তাদৃশ ক্রিয়া পরিত্যাগার্থ বিধি নিরূপণ করিলেন? অথবা, কামী পুরুষের চিত্তদোষ বশতঃ হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হইতে পারে না। নিষ্কামী পুরুষের তাহা উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের স্বভাবে মানব স্বর্গাদি ফল-সাধনে বিনিয়োজিত হইতে পারে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখুন, কাম্য ক্রিয়া ও নিষ্কাম ক্রিয়া উভয়ই সমান। তবে নিষ্কাম ক্রিয়ার অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বার বার আপনি কেন আমাকে অনুরোধ করিতেছেন? ইত্যাদি অর্জ্জুন-বাক্যের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! বেদ সকল পিতা মাতার ন্যায় বাৎসল্য ভাবে গুণ-প্রধান পুরুষের হিতার্থ কাম্য কর্ম্মের কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। কারণ, বেদ যদি পুরুষের গুণানুসারে স্বর্গাদি-সাধন ও হিতকর কাম্য কর্ম্মের উপদেশ প্রদান না করিতেন, অর্থাৎ অভিলষিত স্বর্গাদির সাধন বলিয়া অশ্বমেধাদি যজ্ঞ কর্ত্তব্য, আর ব্রহ্মহত্যাদি পাপজনক বলিয়া তাহা অকর্ত্তব্য, ইত্যাদি বিধি নিয়োজিত না করিতেন, তবে ভোগাভিলাষী মানবগণ তমোরজ আদি গুণের বশবর্ত্তী হইয়া, অনুপায়ে উপায়, অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য বোধ করিয়া স্বেচ্ছানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইত। তখন তাদৃশ পুরুষের দ্বারা সমাজের উচ্ছৃঙ্খলতা ও আত্মবিনাশাদিরূপ ঘোরতর অনর্থরাশি সমুপস্থিত হইত।

অতএব বেদে সকামী ত্রিগুণাত্মক পুরুষের হিতার্থ নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যাদি ক্রিয়ার অধিকারি ভেদে বিধি নিষেধ উক্ত হইয়াছে। তুমি গুণময় বেদোক্ত ক্রিয়া পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ বেদোক্ত বিধি নিষেধের বশীভূত হইও না; যেহেতু তুমি অধুনা সত্বগুণ-প্রবণ, অতএব তুমি সত্ব গুণেরই বৃদ্ধি করিতে থাক, ত্রিগুণময় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইও না। কারণ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ সুখদুঃখময় সংসারের মূলীভূত কর্ম্মের প্রতিপাদক; অর্থাৎ যিনি যে ফলের কামনা করেন, বেদে তাঁহার নিমিত্ত সেই ফলপ্রদ ত্রিগুণময় কর্ম্মের বিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অতএব কামনা সহকৃত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে ফল উৎপন্ন হয়। কামনা রহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কোন ফল হয় না। হে অর্জ্জুন! হে বিশুদ্ধ-হৃদয়! অধুনা তুমিও নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম হও, তোমাকে কোন ফলই বদ্ধ করিতে পারিবে না। এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখ, নিষ্কাম কর্ম্ম করিলেও কর্ম্মের স্বভাবেই লোক সংসারাবদ্ধ হইবে, তোমার এই আশঙ্কা এই স্থানেই দূরীভূত হইল।

যখন মনুষ্যের শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিবারণের নিমিত্ত বস্ত্র ও শীতল দ্রব্যাদির আবশ্যক, তখন তাহারা কিরূপে নিষ্কাম হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। তুমি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্দ্দশ শ্লোকোক্ত 'মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেয়' ইত্যাদি নিয়মানুসারে শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু হও। যদি বল, শীতোষ্ণাদি জনিত অসহ্য দুঃখ কিরূপে সহন করা যাইবে? তাহা বলিতেছি শুন; সখে! তুমি নিত্যসত্বস্থ হও, অর্থাৎ ধৈর্য্যাবলম্বন কর। সত্বগুণ, রজ ও তমোগুণদ্বারা অভিভূত হইলে, মানব অশেষ যন্ত্রণায় পরিপীড়িত, এবং স্বধর্ম্মবহির্ভূত হয়। তুমি রজস্তম গুণকে জয় করিয়া কেবলমাত্র সত্বগুণাবলম্বী হও, তাহা হইলে সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যদি বল শীতোষ্ণাদি সহ্য করিলেও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের নিমিত্ত অলব্ধ বস্তুর লাভ, লব্ধবস্তুর রক্ষণে যত্ন করিতে হইবে; তবে কিরূপে মানব নিত্য সত্বগুণাবলম্বী হইবে? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন; তুমি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ কর। অলব্ধ লাভের নাম যোগ ও লব্ধ পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম। তুমি এই উভয় পরিশূন্য হও, বা চিত্তবিক্ষেপকারী সর্ব্ব পরিগ্রহ-বিরহিত হও। যদি বল, আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবন ধারণ করিব? তাহাও বলিতে পার না। কারণ সর্ব্বান্ত-

র্যামী ভগবান্ পরমেশ্বরই তোমার সকল প্রকার যোগক্ষেম নির্ব্বাহ করিবেন ; তোমাকে জীবিকার্থ কোন প্রয়াস করিতে হইবে না। তুমি আত্মবান্ হও, অর্থাৎ সকল কামনা শূন্য হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলেই সকল বিষয় সম্পন্ন হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও, তোমাকে কোন বিষয়ে কষ্ট করিতে হইবে না ॥৪৫॥

——•:•:•——

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—উদপানে (বাপীকূপতড়াগাদিষু) যাবান্ (যাবৎপরিমাণঃ) অর্থঃ (ফলং) [ভবতি] তাবান্ (তৎ সর্ব্বং) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবাৎ) সংপ্লুতোদকে (সমুদ্রে, মহাহ্রদে—একত্রিত ইতি যাবৎ) [তথা] সর্ব্বেষু বেদেষু (বেদোক্তকর্ম্মসু—যৎ কর্ম্মফলং তৎ সর্ব্বমিতি যাবৎ) বিজানতঃ (পরমার্থতত্ত্বাভিজ্ঞস্য) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মার্পিতহৃদয়স্য [ভবতি] ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ।—পুষ্করিণী-কূপাদিতে যে-পরিমাণ ফল (হয়) সে-সকল সর্ব্বতোভাবে সমুদ্রে [সেইরূপ] সকল বেদে পরমার্থতত্ত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণের [হয়] ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা।—ক্ষুদ্র হ্রদতড়াগাদি জলাশয়ের সীমাবদ্ধ বারিদ্বারা স্নানাপানাদিরূপ যে সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, সুবিস্তৃত বিপুল-কলেবর এক সাগর-সলিলে তৎসমস্তই সাধিত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ যাবতীয় বেদোক্ত কর্ম্মকাণ্ডে যে কর্ম্মফল বিহিত হইয়াছে, পরমার্থ-তত্ত্ব-নিরত ব্রহ্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ তৎসমস্ত সহজেই প্রাপ্ত হন ॥ ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যান্যনন্তানি ফলানি তানি নাপেক্ষ্যতে চেৎ কিমর্থং তানীশ্বরায়েত্যনুষ্ঠীয়ন্তে ? ইত্যুচ্যতে শৃণু যাবানিতি। যথা লোকে কূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্ উদপানে পরিচ্ছিন্নোদকে যাবান্ যাবৎপরিমাণঃ স্নানপানাদিরর্থঃ ফলং প্রয়োজনং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেঽপি যোঽর্থঃ তাবানেব সংপদ্যতে তত্রান্তর্ভবতীত্যর্থঃ, এবং তাবাংস্তাবৎপরিমাণ এব সংপদ্যতে, সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যোঽর্থো যৎ কর্ম্মফলং সোঽর্থো ব্রাহ্মণস্য সংন্যাসিনঃ পরমার্থতত্ত্ববিজানতো যোঽর্থো যৎ

বিজ্ঞানফলং সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ং তস্মিংস্তাবানেব সংপদ্যতে তত্রৈবান্তর্ভবতীত্যর্থঃ। যথা "কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ,। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলম্" ইতি চ বক্ষ্যতি, তস্মাৎ প্রাক্ জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারপ্রাপ্তেঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেন কূপতড়াগাদ্যর্থস্থানীয়মপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যম্॥ ৪৬॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরার্পণধিয়া স্বধর্ম্মানুষ্ঠানেঽপি ফলকামনাভাবাদ্বৈকল্যং যোগমার্গস্যেতি মন্বানঃ শঙ্কতে সর্ব্বেষ্বিতি। কর্ম্মমার্গস্য ফলবত্ত্বং প্রতিজানীতে উচ্যত ইতি। কিং তৎফলমিত্যুক্তে তদ্বিষয়শ্লোকমবতারয়তি শৃণ্বিতি। যথোদপানে কূপাদৌ পরিচ্ছিন্নোদকে স্নানাচমনাদ্যর্থো যাবানুৎপদ্যতে স তাবানপরিচ্ছিন্নে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে সমুদ্রেঽন্তর্ভবতি পরিচ্ছিন্নোদকানামপরিচ্ছিন্নোদকাংশত্বাৎ, তথা সর্ব্বেষু বেদোক্তেষু কর্ম্মসু যাবানর্থো বিষয়বিশেষোপরক্তঃ সুখবিশেষো জায়তে স তাবানাত্মবিদঃ স্বরূপভূতে সুখেঽন্তর্ভবতি, পরিচ্ছিন্নানন্দানামপরিচ্ছিন্নানন্দান্তর্ভাবাভ্যুপগমা"দেতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তথা চাপরিচ্ছিন্নাত্মানন্দপ্রাপ্তিপর্য্যবসায়িনো যোগমার্গস্য নাস্তি বৈকল্যমিত্যাহ যাবানিতি। উক্তমর্থমক্ষরযোজনয়া প্রকটয়তি। উদকং পীয়তেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা কূপাদিপরিচ্ছিন্নোদকবিষয়ত্বমুদপানশব্দস্য দর্শয়তি কূপেতি। কূপাদিগতস্যাভিধেয়স্য সমুদ্রেঽন্তর্ভাবাসম্ভবাৎ কথমিদমিত্থমিত্যাশঙ্ক্যার্থশব্দস্য প্রয়োজনবিষয়ত্বং ব্যুৎপাদয়তি ফলমিতি। যৎফলত্বেন লীয়তে তৎফলমিত্যুচ্যতে তৎকথং তড়াগাদিকৃতং স্নানপানাদি তথেত্যাশঙ্ক্য তস্যান্তর্ভাবমপপত্তেরিত্যাহ প্রয়োজনমিতি। তড়াগাদিপ্রযুক্তপ্রয়োজনস্য সমুদ্রনিমিত্তপ্রয়োজনমাত্রত্বমযুক্তং সামান্যাত্মত্বানুপপত্তেরিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। ঘটাকাশাদেরিব মহাকাশে পরিচ্ছিন্নোদককার্য্যস্যাপরিচ্ছিন্নোদককার্য্যান্তর্ভাবঃ সম্ভবতি তৎপ্রাপ্তাবিতরাপেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ। পূর্ব্বার্দ্ধং দৃষ্টান্তভূতমেব ব্যাখ্যায় দার্ষ্টান্তিকমুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা। কর্ম্মসু যোঽর্থ ইত্যুক্তং ব্যনক্তি যৎকর্ম্মফলমিতি। সোঽর্থো বিজানতো ব্রাহ্মণস্য যোঽর্থস্তাবানেব সংপদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। তদেব স্পষ্টয়তি বিজ্ঞানেতি। তস্মিন্নন্তর্ভবতীতি শেষঃ। কর্ম্মফলং জ্ঞানফলেঽন্তর্ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ সর্ব্বমিতি। যৎকিমপি প্রজাঃ সাধু কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎসর্ব্বং স পুরুষোঽভিসমেতি প্রাপ্নোতি যঃ পুরুষস্তদ্বেদ বিজানাতি যদ্বস্তু সঽৈক্যো বেদ তদ্বেদ্যমিতি শ্রুতেরর্থঃ। কর্ম্মফলস্য সগুণজ্ঞানফলেঽন্তর্ভাবঃ সংবর্গবিদ্যায়াং শ্রূয়তে কথমেতাবতা নির্গুণজ্ঞানফলে কর্ম্মফলান্তর্ভাবঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বমিতি। তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠৈব কর্ত্তব্যা তাবতৈব কর্ম্মফলস্য লঘুতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানানপেক্ষণাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। যোগমার্গস্য নিষ্ফলত্বাভাবস্তচ্ছব্দার্থঃ॥ ৪৬॥

রামানুজ।—যাবানিতি। নচ বেদোদিতং সর্ব্বং সর্ব্বস্যোপাদেয়ং যথা সর্ব্বার্থপরিকল্পিতে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে উদপানে পিপাসোর্যাবানর্থঃ যাবদেব পানীয়প্রয়োজনং তাবদেব তে নোপাদীয়তে ন সর্ব্বং, এবং সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ব্রহ্মসম্বন্ধী ব্রাহ্মণঃ। বেদার্থং বিজানন্ মুমুক্ষুর্বৈদিকস্য মুমুক্ষোর্যদেব মোক্ষসাধনং তদেবোপাদেয়ং নান্যৎ॥ ৪৬॥

হনুমান্।—যাবানিতি। জ্ঞাননিষ্ঠৈকার্থভূতবুদ্ধের্ব্যবসায়িনো যোগনিষ্পন্নস্য শ্রৌত-স্মার্ত্তফলানাবাপ্তিলক্ষণো দোষইতি চেন্নৈবং যতঃ যথা লৌকিককূপতড়াগাদ্যনেকস্মিন্নুদপানে উদকং পীয়তে যস্মিন্নিত্যুদপানং জলাশয়স্তস্মিন্ জলাশয়ে যাবান্ যাবৎপরিমাণস্নানপানাদিরর্থঃ ফলং স সর্ব্বোঽর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে কূপতড়াগাদ্যবিভাগেন স্থিতে জনপুরে ভবতি, যথৈবং যথা বেদবিহিতযাগদানাদিসাধনসাধ্যো যাবানর্থস্তাবান্ বিজানতঃ কামহতস্য ব্রাহ্মণস্য ভবতি "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎকিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি চ বক্ষ্যতে ইতি॥ ৪৬॥

শ্রীধর।—নম্ন বেদোক্তনানাফলত্যাগেন নিষ্কামতয়েশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। উদকং পীয়তে যস্মিংস্তদুদপানং বাপীকূপতড়াগাদি তস্মিন্ স্বল্পোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যাসম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থস্তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দা-নামন্তর্ভাবাৎ। "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতিশ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ॥ ৪৬॥

বলদেব।—নম্ন সর্ব্বান্ বেদানধীয়ানস্য বহুকালব্যয়াদ্বহুবিক্ষেপসম্ভবাচ্চ কথং তত্ত্বুদ্ধেরুদ্ভবস্তত্রাহ যাবানিতি। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকেতি। বিস্তীর্ণে উদপানে জলাশয়ে স্নানাদ্যর্থিনো যাবান্ স্নানপানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং তাবানেব স তেন তস্মাৎ সংপদ্যতে এবং সর্ব্বেষু সোপনিষৎসু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বেদাধ্যায়িনো বিজানতঃ আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানং লব্ধুকামস্য যাবান্ তজ্জ্ঞানসিদ্ধিলক্ষণোঽর্থঃ স্যাৎ তাবানেব তেন তেভ্যঃ সংপাদ্যতে ইত্যর্থঃ। তথাচ স্বশাখয়ৈব সোপনিষদাচিরেণৈব তৎসিদ্ধৌ তত্ত্বুদ্ধিরুদ্ভবিষ্যাদেবেতি। ইহ দার্ষ্টান্তিকেঽপি যাবাংস্তাবানিতি পদদ্বয়মনুষঞ্জনীয়ম্॥ ৪৬॥

মধুসূদন।—নচৈবং শঙ্কনীয়ং সর্ব্বকামনাপরিত্যাগেন কর্ম্ম কুর্ব্বন্নহং তৈস্তৈঃ কর্ম্মজনিতৈরানন্দৈর্ব্বঞ্চিতঃ স্যামিতি যস্মাৎ উদপানে ক্ষুদ্রজলাশয়ে (জাতাবেকবচনং) যাবানর্থঃ যাবৎ স্নানপানাদিপ্রয়োজনং ভবতি সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহতি জলাশয়ে তাবানর্থো ভবত্যেব, যথাহি পর্ব্বতনির্ঝরাঃ সর্ব্বতঃ স্রবন্তঃ কচিদুপত্যকায়ামেকত্র মিলন্তি তত্র প্রত্যেকং জায়মানমুদকপ্রয়োজনং সমুদিতে সুতরাং ভবতি সর্ব্বেষাং নির্ঝরাণামেকত্রৈব কাসারেঽন্তর্ভাবাৎ এবং সর্ব্বেষু বেদেষু বেদোক্তেষু কাম্যকর্ম্মসু যাবানর্থো হিরণ্যগর্ভানন্দপর্য্যন্তস্তাবান্ বিজানতো ব্রহ্মতত্ত্বং সাক্ষাৎকৃতবতো ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মবুভূষোর্ভব-ত্যেব ক্ষুদ্রানন্দানাং ব্রহ্মানন্দাংশত্বাৎ তত্র ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ "এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। একস্যাপ্যানন্দস্যাবিদ্যাকল্পিততত্তদুপাধিপরিচ্ছেদ-মাদায়াংশাংশিবদ্ব্যপদেশ আকাশস্যেব ঘটাদ্যবচ্ছেদকল্পনয়া তথাচ নিষ্কামকর্ম্মভিঃ শুদ্ধান্তঃ-

করণস্ত তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে পরব্রহ্মানন্দপ্রাপ্তিঃ স্যাৎ তত্রৈব সর্ব্বানন্দপ্রাপ্তৌ ন ক্ষুদ্রানন্দাপ্রাপ্তিনিবন্ধনবৈরগ্র্যাবকাশঃ, অতঃ পরমানন্দপ্রাপকায় তত্ত্বজ্ঞানায় নিষ্কামকর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র যথা তথা ভবতীতি পদত্রয়াধ্যাহারঃ যাবান্ তাবানিতি পদদ্বয়ানুষঙ্গশ্চ দার্ষ্টান্তিকে দ্রষ্টব্যঃ॥ ৪৬॥

নীলকণ্ঠ।—নমু আত্মতত্ত্বং চিত্তশুদ্ধৌ সত্যামেব ভবতি সা চ সকলবেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানসাধ্যা অতো নিস্ত্রৈগুণ্যত্বং দুর্ল্লভমিত্যাশঙ্ক্যাহ যাবানিতি। সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে মহতি উদপানে জলাশয়ে পুরুষস্য যাবান্ অর্থঃ যাবৎ স্নানপানাদিকং প্রয়োজনং ঘটমাত্রজলনির্ব্বর্ত্ত্যং ভবতি ন কৃৎস্নজলাশয়ব্যয়নির্ব্বর্ত্ত্যং তাবানেবার্থঃ বিজানতো ব্যুৎপন্নচিত্তস্ত ব্রাহ্মণস্ত ব্রহ্মবুভুৎসোঃ সর্ব্বেষু বেদেষু বেদৈকদেশোপনিষচ্ছ্রবণমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যো ভবতি ন কৃৎস্নবেদার্থানুষ্ঠানং স্বসিদ্ধার্থমপেক্ষতে, একেন জন্মনা কৃৎস্নবেদানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ, ঐহিকেন জন্মান্তরীয়েণ বা জপাদিনা চিত্তশুদ্ধৌ সত্যামুপনিষচ্ছ্রবণান্নিস্ত্রৈগুণ্যতা সম্ভবতীতি ভাবঃ। বৃদ্ধাস্তু সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে আত্মজ্ঞানে পুরুষস্য তাবানর্থঃ কৃৎস্নোঽপি ভবতি যাবান্ অনেককূপতড়াগোদপানস্থানীয়েষু সকলবেদোক্তকর্ম্মস্বনুষ্ঠিতেষু ভবতি ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ, তথা চ শ্রুতির্জ্ঞানে সর্ব্বকর্ম্মফলান্তর্ভাবং দর্শয়তি, যথা "কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেবৈনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি, বক্ষ্যতি চ, "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি, গঙ্গাতুল্যজ্ঞানোদয়াৎ প্রাগেব কূপোপমানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীতি ভাব ইতি ব্যাচখ্যুঃ। অস্মিন্ পক্ষে পূর্ব্বার্দ্ধে অনেকস্মিন্ যথা তথা ভবতীতি পদচতুষ্টয়াধ্যাহারঃ, যাবান্ তাবান্ পদয়োরনুষঙ্গশ্চ দার্ষ্টান্তিকে দ্রষ্টব্যঃ॥ ৪৬॥

বিশ্বনাথ।—হন্ত কিং বক্তব্যং নিষ্কামস্য নির্গুণস্য ভক্তিযোগস্য মাহাত্ম্যং যস্যোবারম্ভণমাত্রেঽপি নাশপ্রত্যবায়ৌ ন স্তঃ। স্বল্পমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ইত্যেকাদশেঽপ্যুদ্ধবায়াপি বক্ষ্যতে। "ন হ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্ম্মস্যোদ্ধবাণ্বপি। ময়া ব্যবসিতঃ সম্যগ্ নির্গুণত্বাদনাশিষঃ" ইতি॥ কিন্তু সকামো ভক্তিযোগোঽপি ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিশব্দেনোচ্যতে ইতি দৃষ্টান্তেন সাধয়তি যাবানিতি। (উদপানে ইতি জাত্যা একবচনং) উদপানেষু কূপেষু যাবানর্থ ইতি। কশ্চিৎ কূপঃ শৌচকর্ম্মার্থকঃ, কশ্চিৎ দন্তধাবনার্থকঃ, কশ্চিদ্বস্ত্রধাবনাদ্যর্থকঃ, কশ্চিৎ কেশাদিমার্জ্জনার্থকঃ, কশ্চিৎ স্নানার্থকঃ, কশ্চিৎ পানার্থকঃ ইত্যেবং সর্ব্বতঃ সর্ব্বেষূদপানেষু যাবানর্থঃ যাবন্তি প্রয়োজনানীত্যর্থঃ। সংপ্লুতোদকে মহাজলাশয়ে সরোবরেঽপি তাবানেবেত্যর্থঃ। তস্মিন্নেকস্মিন্নেব শৌচাদিকর্ম্মসিদ্ধেঃ। কিঞ্চ তত্তৎকূপেষু পৃথক্ পৃথক্ পরিভ্রমণশ্রমেণ সরোবরে তু তং বিনৈব। তথা কূপেষু বিরসজলেন সরোবরেষু স্বরসজলেনৈবেত্যপি বিশেষো দ্রষ্টব্যঃ। এবং সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তদ্দেবতারাধনেন যাবন্তোঽর্থাস্তাবন্ত একস্য ভগবত আরাধনেন বিজানতো বিজ্ঞস্য। ব্রাহ্মণস্যেতি ব্রহ্ম বেদং বেত্তীতি ব্রাহ্মণস্তস্য বিজানতঃ। বেদজ্ঞস্যেঽপি বেদতাৎপর্য্যং ভক্তিং বিশেষতো জানতঃ।

যথা দ্বিতীয়স্কন্ধে, "ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণস্পতিম্। ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্। দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামঃ" ইত্যাদ্যুক্ত্বা, "অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরং" ইতি। মেঘাদ্যামিশ্রস্য সৌরকিরণস্য তীব্রত্বমিব ভক্তিযোগস্য জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রত্বং তীব্রত্বং জ্ঞেয়ম্। অত্র বহুভ্যো দেবেভ্যো বহুকামসিদ্ধিরিতি বহুবুদ্ধিত্বমেব। একস্মাদ্ভগবত এব সর্ব্বকামসিদ্ধিরিত্যংশেনৈকবুদ্ধিত্বাদেকবুদ্ধিত্বমেব বিষয়সাদ্গুণ্যাজ্জ্ঞেয়ম্॥ ৪৬॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্ম সম্পাদনে যে অবশ্যম্ভাবী আনন্দ উপজাত হয় সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে, সে আনন্দ সম্ভোগে বঞ্চিত হইতে হইবে। অর্জ্জুন যদি এরূপ আশঙ্কা করেন, ইহাই মনে করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—ওহে ভ্রান্ত সখে! বসুন্ধরার যে দিকে নেত্রপাত কর, সেই দিকেই সরোবর কূপাদি বিবিধ জলাশয় পরিদৃষ্ট হয় এবং তত্রত্য সলিলে মানবের স্নান-পানাদি নানাপ্রকার প্রয়োজন সংসাধিত হয়। কিন্তু দিগন্তব্যাপী অনন্ত সলিলাধারস্বরূপ মহাহ্রদে—যাহার বিপুল কলেবরে শৈলসানুবাহিনী তরঙ্গিণী সমূহ সম্মিলিতা হইতেছে, যাহার বারিরাশির তুলনায়, তড়াগাদি মুষ্টিমেয় বলিয়া প্রতীত হয়—সেই সাগর-সলিলে অবশ্যই মানবের যাবতীয় জলপ্রয়োজন সহজেই সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। শ্রুতি-বিহিত সামান্য ও সীমাবদ্ধ ফল-প্রসূ বিধিসমূহ ক্ষুদ্র জলাশয় তুল্য। সেই বিধিসমূহের বশবর্ত্তী হইয়া সকাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে আনন্দরূপ ফল-লাভ করিতে পারা যায়, নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ তৎসমস্তই উপভোগ করিয়া থাকেন। তিনি ব্রহ্মানন্দরূপ যে অতুলনীয় আনন্দ নিরন্তর সম্ভোগ করেন, তাহা সমুদ্রের ন্যায় সীমাশূন্য। তাঁহার সেই ব্রহ্মানন্দের বিশাল গহ্বরে অন্যান্য ক্ষুদ্রানন্দ সমূহ বিলীন হইয়া যায়—সেই বিপুল আনন্দবারিধির বক্ষে নগণ্য বৃষ্টিবিন্দুবৎ বেদবিহিত ক্ষুদ্রানন্দ সমূহ অন্তর্ভূত হইয়া থাকে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ভূতসমূহ এই আনন্দে জীবিত থাকে।" নিষ্কাম-কর্ম্ম-জনিত শুদ্ধান্তঃকরণের ফলস্বরূপে পরব্রহ্ম-প্রাপ্তি সঙ্ঘটিত হয়। সেই সর্ব্বানন্দের সমষ্টি ও সারভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তি জনিত ব্রহ্মানন্দ উপস্থিত হইলে, ক্ষুদ্রানন্দের নিমিত্ত অভাব-বোধ বা ব্যাকুলতা তিরোহিত হয়। অতএব হে সখে! তুমি, ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ তত্ত্বপথের পথিক হইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুসরণ কর। তাহা হইলে

পরমানন্দ তোমার করতলস্থ হইবে—তুচ্ছ ক্ষুদ্রানন্দের নিমিত্ত তোমার আর আগ্রহ থাকিবে না ॥ ৪৬ ॥

—:*:—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়।—তে (তব) কর্ম্মণি এব (কর্ম্মমাত্রে) অধিকারঃ ফলেষু (কৃতকর্ম্মণঃ ফলেষু) কদাচন মা [অস্তু] কর্ম্মফলহেতুঃ (ফলকামনয়া প্রবৃত্তঃ) মা ভূঃ তে অকর্ম্মণি (কর্ম্মাকরণে) সঙ্গঃ (নিষ্ঠা) মা অস্তু ॥৪৭ ॥

প্রতিশব্দ।—তোমার কর্ম্মেই অধিকার [আছে] কর্ম্মফলে কখন নাই কর্ম্মফলকামী হইও না; তোমার কর্ম্মাকরণে অনুরাগ না হউক ॥ ৪৭ ॥

ব্যাখ্যা।—কর্ম্মেই তোমার অধিকার আছে; কিন্তু অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলে তোমার কোনই অধিকার নাই; অতএব তুমি ফলকামী হইয়া কখনই কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না; অথচ পাছে ফলপ্রাপ্তি ঘটে এরূপ আশঙ্কা করিয়া কদাপি কর্ম্মবিহীন হইও না ॥ ৪৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তব চ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং তেন তব তত্র চ কর্ম্মকুর্ব্বতো মা ফলেঽধিকারোঽস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মা ভূৎ কদাচন কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলে তৃষ্ণা তে স্যাৎ তদা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুঃ স্যা এবং মা কর্ম্মফলপ্রাপ্তের্হেতুর্ভূঃ, যদা হি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মনো হেতুর্ভবেৎ, যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণ্যকরণে প্রীতির্মা ভূৎ ॥ ৪৭ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি পরম্পরয়া পুরুষার্থসাধনং যোগমার্গং পরিত্যজ্য সাক্ষাদেব পুরুষার্থকারণমাত্মজ্ঞানং তদর্থমুপদেষ্টব্যং তস্মিন্ হি স্পৃহয়তি মনো মদীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ তব চেতি। তর্হি তৎফলাভিলাষোঽপি স্যাদিতি নেত্যাহ মা ফলেষ্বিতি। পূর্ব্বোক্তমেবার্থং প্রপঞ্চয়তি মা কর্ম্মেতি। ফলাভিসন্ধ্যসম্ভবে কর্ম্মাকরণমেব শ্রদ্দধামীত্যাশঙ্ক্যাহ মা ত ইতি। জ্ঞানানধিকারিণোঽপি কর্ম্মত্যাগপ্রসক্তিং নিবারয়তি কর্ম্মণ্যেবেতি। কর্ম্মণ্যেবেত্যেবকারার্থমাহ ন জ্ঞানেতি। ন হি তত্রাব্রাহ্মণস্যাপরিপক্বকষায়স্য মুখ্যোঽধিকারঃ সিদ্ধ ইত্যর্থঃ কর্ম্মণ্যেব তর্হি সম্বন্ধো দুর্ব্বারঃ স্যাদিত্যাহ তত্রেতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ।

ফলেষ্বধিকারাভাবং স্ফোরয়তি কর্ম্মেতি। কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ প্রাগূর্দ্ধং তৎকালে চেত্যেতৎ। কদাচনেতি বিবক্ষিতমিত্যাহ কস্মিংশ্চিদিতি। ফলাভিসন্ধানে দোষমাহ-যদেতি। এবং কর্ম্মফলতৃষ্ণাধারেণেত্যর্থঃ। কর্ম্মফলহেতুত্বং বিবৃণোতি যদা হীতি। তর্হি বিফলং ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি শঙ্কামনুভাব্য দূষয়তি যদীত্যাদিনা। অকর্ম্মণি তে সঙ্গো মাভূদিত্যুক্তমেব স্পষ্টয়তি অকরণ ইতি ॥৪৭॥

রামানুজ।—অতঃ সত্ত্বস্থস্য মুমুক্ষোরেতাবদেবোপাদেয়মিত্যাহ কর্ম্মণীতি। নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে চ কেনচিৎ ফলবিশেষেণ সম্বন্ধিতয়া শ্রূয়মাণে কর্ম্মণি নিত্যসত্ত্বস্থস্য মুমুক্ষোস্তে কর্ম্মমাত্রেঽধিকারঃ। অধিকারানুবন্ধিতয়াবগতেষু ফলেষু ন কদাচিদপ্যধিকারঃ সফলস্য বন্ধরূপত্বাৎ, ফলরহিতস্য কেবলস্য মদারাধনরূপস্য মোক্ষহেতুত্বাৎ মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ত্বয়ানুষ্ঠেয়ে কর্ম্মণি নিত্যসত্ত্বস্থস্য মুমুক্ষোস্তবাকর্ত্তৃত্বমপ্যনুসন্ধেয়ং ফলস্যাপি ক্ষুন্নিবৃত্ত্যাদের্ন ত্বং হেতুরিত্যনুসন্ধেয়ং তদুভয়ং গুণেষু বা সর্ব্বেশ্বরে ময়ি বানুসন্ধেয়মিত্যুত্তরত্র বক্ষ্যতে এবমনুসন্ধায় কর্ম্ম কুরু অকর্ম্মণ্যননুষ্ঠানে ন যোৎস্যামীতি যৎ ত্বয়াভিহিতং ন তত্র তে সঙ্গোঽস্তু উক্তেন প্রকারেণ যুদ্ধাদিকর্ম্মণ্যেব সঙ্গোঽস্ত্বিত্যর্থঃ॥ ৪৭ ॥

হনুমান।—কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ ন জ্ঞাননিষ্ঠায়ামস্তে তত্র তত্র কর্ম্ম কুর্ব্বতো মা ফলেষ্বধিকারোঽস্তু কর্ম্মফলতৃষ্ণা মাভূৎ, কদাচন কস্যাঞ্চিদবস্থায়ামিত্যর্থঃ। যদা কর্ম্মফলতৃষ্ণা স্যাৎ তস্মাৎ মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ, যদাহি কর্ম্মফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তঃ কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তদা কর্ম্মফলস্যৈব জন্মহেতুর্ভবেৎ, যদি কর্ম্মফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণি বহুরূপেণানুষ্ঠিতেনেতি মা তে তব সঙ্গোঽস্তু অকর্ম্মণি অকরণে প্রীতির্মাভূৎ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীধর।—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তেত কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য তদ্বারয়ন্নাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মাস্তু। ননু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং স্যাদেব ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মেতি। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুর্যস্য স তথাভূতো মাভূঃ কাম্যমানস্যৈব স্বর্গাদের্নিয়োজ্য বিশেষণত্বেন ফলত্বাদকামিতং ফলং ন স্যাদিতি ভাবঃ। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি তস্মাৎ ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭ ॥

বলদেব।—নমু কর্ম্মভির্জ্ঞানসিদ্ধির্ভবিষ্যতে চেৎ তর্হি তস্য শমাদীন্যেবাস্তরঙ্গত্বাদনুষ্ঠেয়ানি সন্তু কিং বহুপ্রয়াসৈস্তৈরিতি চেৎ তত্রাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। (জাত্যেকবচনম্।) তে তব স্বধর্ম্মেঽপি যুদ্ধেঽধর্ম্মবুদ্ধেরশুদ্ধচিত্তস্য তাবৎ কর্ম্মস্বেব যুদ্ধাদিষ্বধিকারোঽস্তু মধ্যৈতানি কর্ত্তব্যানীতি তৎফলেষু বন্ধকেষু তবাধিকারো মাস্তু, মধ্যৈতানি ভোক্তব্যানীতি। ননু ফলেচ্ছাবিরহেঽপি তানি স্বফলৈর্যোজয়েয়ুরিতি চেৎ তত্রাহ মা কর্ম্মেতি। কর্ম্মফলানাং হেতুরুৎপাদকত্বং মা ভূঃ কামনয়া কৃতানি তানি স্বফলৈর্যোজয়ন্তি। কামিতানামেব ফলানাং নিয়োজ্য বিশেষণত্বেন ফলত্বাৎ অতএব বন্ধকানি ফলানি আপতিষ্যন্তীতি ভয়াদকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে তব সঙ্গঃ প্রীতির্মাস্তু কিন্তু

বিশেষ এবাভিহিতার্থঃ। নিষ্কামত্বয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি মদ্বিধানানিবন্ধনেন চ জ্ঞাননিষ্ঠাং নিষ্পাদয়ন্ত্যেব। শমাদীনি তু তৎপৃষ্ঠলগ্নান্যেব স্যুরিতি ভাবঃ ॥ ৪৭ ॥

মধুসূদন।—নমু নিষ্কামকর্ম্মভিরাত্মজ্ঞানং সম্পাদ্য পরমানন্দপ্রাপ্তিঃ ক্রিয়তে চেদাত্মজ্ঞানমেব তর্হি সম্পাদ্যং কিং বহুায়াসৈঃ কর্ম্মভির্বহিরঙ্গসাধনভূতৈরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তবাশুদ্ধান্তঃকরণস্য তাদাত্ম্যিকজ্ঞানোৎপত্ত্যযোগাস্ত কর্ম্মণ্যেবান্তঃকরণশোধকে অধিকারো মস্তেদং কর্ত্তব্যং ইতি বোধোঽস্তু ন জ্ঞাননিষ্ঠারূপে বেদান্তবাক্যবিচারাদৌ কর্ম্ম চ কুর্ব্বতস্তব তৎফলেষু স্বর্গাদিষু কদাচন কস্যাঞ্চিদবস্থায়াং কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ প্রাগূর্দ্ধং তৎকালে বা অধিকারো ময়েদং ভোক্তব্যমিতি বোধো মাস্তু। নমু ময়েদং ভোক্তব্যমিতি বুদ্ধ্যভাবেঽপি কর্ম্ম স্বসামর্থ্যাদেব ফলং জনয়িষ্যতীতি চেন্নেত্যাহ মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ফলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি, ত্বন্তু নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্মফলহেতুর্ম্মাভূঃ, ন হি নিষ্কামেণ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং কর্ম্ম ফলায় কল্পত ইত্যুক্তম্। ফলাভাবেঽপি কর্ম্মণা মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি যদি ফলং নেষ্যতে কিং কর্ম্মণা দুঃখরূপেণেতি অকরণে তব প্রীতির্ম্মাভূৎ ॥ ৪৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু মমাপ্যোপনিষদাত্মজ্ঞানার্থিনঃ শম এবেষ্টস্তৎকথং মাং যুধ্যস্বেতি প্রেরয়সীত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। কর্ম্মণ্যেবাধিকারো ন জ্ঞাননিষ্ঠায়াং মা ফলেষু সঙ্গোঽস্থিত্যপকৃষ্যতে, কর্ম্মফলং স্বর্গপশ্বাদি হেতুঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তকং যস্য তাদৃশো মা ভূঃ অকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণেঽপি তব সঙ্গো মাঽস্তু ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বনাথ।—একমেবার্জ্জুনং স্বপ্রিয়সখং লক্ষ্যীকৃত্য জ্ঞানভক্তিকর্ম্মযোগানাচিখ্যাসুর্ভগবান্ জ্ঞানভক্তিযোগৌ প্রোচ্য তয়োরর্জ্জুনস্যানধিকারং বিমৃষ্য নিষ্কামকর্ম্মযোগমাহ কর্ম্মণীতি। মাফলেষিতি ফলাকাঙ্ক্ষিণোঽপি অত্যন্তাশুদ্ধচিত্তা ভবন্তি। ত্বন্তু প্রায়ঃ শুদ্ধচিত্ত ইতি ময়া জ্ঞাত্বৈবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। নমু কর্ম্মণি কৃতে ফলমবশ্যং ভবিষ্যত্যেবেতি তত্রাহ। মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ ফলকামনয়া হি কর্ম্ম কুর্ব্বন্ ফলস্য হেতুরুৎপাদকো ভবতি। ত্বন্তু তাদৃশো মা ভূরিত্যাশীর্ময়া দীয়ত ইত্যর্থঃ। অকর্ম্মণি স্বধর্ম্মাকরণে বিকর্ম্মণি পাপে বা সঙ্গস্তব মাস্তু কিন্তু ত্বেব এবাভিহিতপুনরপ্যাশীর্দীয়ত ইতি। অত্রাগ্রিমাধ্যায়ে "ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে" ইত্যর্জ্জুনোক্তিদর্শনাদত্রাধ্যায়ে পূর্ব্বোক্তবাক্যানাং অবতারিকাভির্নাতীব সঙ্গতিঃ বিবিৎসিতা ইতি জ্ঞেয়ম্। কিন্তু মদাজ্ঞায়াং সারথ্যাদৌ যথাহং তিষ্ঠামি তথা ত্বমপি মদাজ্ঞায়াং তিষ্ঠেতি কৃষ্ণার্জ্জুনয়োর্মনোঽনুলাপোঽয়মত্র দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৪৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে, প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তাহার ফল স্বরূপ ব্রহ্মানন্দরূপ পরমানন্দ প্রাপ্তি হইবে। কিন্তু কর্ম্ম তো বহিরঙ্গ সাধনভূত মাত্র; সুতরাং তাহার অনুকরণ করিবার বিশেষ আবশ্যকতা কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন;—হে অর্জ্জুন! এখনও তোমার চিত্তের

মলিনতা বিদূরিত হয় নাই; সুতরাং তুমি এখনও আত্মজ্ঞান লাভের যোগ্য পাত্র হও নাই। অতএব তোমার ন্যায় অবিশুদ্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অধুনা কর্ম্মের অনুসরণ করাই বিধেয়—তুমি এক্ষণে কর্ম্মেরই অধিকারী, জ্ঞাননিষ্ঠা-রূপ বেদান্তবাক্যাদি বিচারের তুমি এক্ষণে অধিকারী নহ। তুমি কর্ম্মা-নুষ্ঠান করিতে থাক, কিন্তু তাহার ফলস্বরূপ স্বর্গভোগাদি বিষয়ে লক্ষ্য রাখি-বার তোমার কোনই আবশ্যকতা নাই। কর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠান কালে বা তাহার পরিণামে যে ফল-বিশেষের অধিকারী হওয়া যায়, তাহা তুমি বিস্মৃত হও। কর্ম্মের ফলকামী না হইলেও, কর্ম্ম অবশ্যই স্বকীয় সামর্থ্যানুসারে ফলোৎপাদন করিবে; সুতরাং তুমি কৃতকার্য্যের ফল অপরিহার্য্য বলিয়া মনে করিতে পার। কিন্তু ফল-কামনা-বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলোৎপত্তি হয় না। ফল-কামনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মের অনু-সরণ করিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব তুমি নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মের অনুসরণ কর—কোন প্রকার ফল-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিও না। তাহা হইলেই কর্ম্মফল তোমাকে কখনই আশ্রয় করিতে পারিবে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি কোন ফল প্রাপ্তিই না হয়, তাহা হইলে অনর্থক বিবিধ আয়াসসাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কেবল বিড়ম্বনা মনে করিয়া তুমি কর্ম্মে বিরত হইও না। অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহা ফলপ্রদ হইবে মনে করিয়া তুমি কর্ম্মে উদাসীন হইও না। নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলভাগী হইবে না, এ কথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ফলতঃ তুমি কখনও কর্ম্মে অননুরাগী হইও না। কারণ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে আশয়শুদ্ধিজনিত আত্মজ্ঞান লাভ ও তাহার ফলস্বরূপ ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই ॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়!
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।— ধনঞ্জয়! সঙ্গং (অভিনিবেশং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) সিদ্ধি-অসিদ্ধ্যোঃ (জ্ঞানপ্রাপ্তিঃ তদ্বিপরীতশ্চ তয়োঃ) সমঃ (তুল্যঃ)

ভূত্বা যোগস্থঃ [সন্] (কেবলেশ্বরার্থং তস্মৈ সমর্পণং কৃত্বা) কর্ম্মাণি কুরু [যতঃ] সমত্বং (সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ তুল্যজ্ঞানং) যোগঃ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন! কর্তৃত্ব বুদ্ধি ত্যাগ-করিয়া সিদ্ধি-ও-অসিদ্ধিতে সমান থাকিয়া কেবল-ঈশ্বরার্থ-বুদ্ধি বিশিষ্ট [হইয়া] কর্ম্ম সমূহ কর [যেহেতু) তুল্যজ্ঞানকে যোগ বলে ॥ ৪৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! আসক্তি পরিশূন্য ও ফলতৃষ্ণা বিরহিত হইয়া, কর্ম্মজনিত সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভয়ই সমতুল্য বোধে, তৎপ্রতি লক্ষ্যবিহীন থাকিয়া এবং কেবল ঈশ্বরার্পিত-হৃদয় হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন কর; বিজ্ঞগণ এইরূপ সমত্ববোধকেই যোগ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন ॥ ৪৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদি কর্ম্মফলপ্রযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম কথং তর্হি কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে যোগস্থেতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরার্থং তত্রাপীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে কর্ম্মণি সত্ত্বশুদ্ধিজা জ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিঃ তদ্বিপর্য্যয়জা অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি। কোঽসৌ যোগো যত্রস্থঃ কুর্ব্বিত্যুক্তমিদমেব তৎসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

আনন্দগিরি।—আসক্তিরকরণেন যুক্তা চেত্তর্হি ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম কিমুদ্দিশ্য কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্কামনূদ্য শ্লোকান্তরমবতারয়তি যদীত্যাদিনা। বক্ষ্যমাণযোগমুদ্দিশ্য তন্নিষ্ঠো ভূত্বা কর্ম্মাণি ক্লেশাত্মকান্যপি বিহিতত্বাদনুষ্ঠেয়ানীত্যাহ যোগস্থঃ সন্নিতি। কর্ম্মানুষ্ঠানস্যোদ্দেশ্যং দর্শয়তি কেবলমিতি। ফলান্তরাপেক্ষামন্তরেণেশ্বরার্থং তৎপ্রসাদনার্থমনুষ্ঠানমিত্যর্থঃ। তর্হি ঈশ্বরসন্তোষোঽভিলাষগোচরীভূতো ভবিষ্যতি নেত্যাহ তত্রাপীতি। ঈশ্বরপ্রসাদনার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানে স্থিতেঽপীত্যর্থঃ, সঙ্গং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। আকাঙ্ক্ষিতং পূরয়িত্বা সিদ্ধিশব্দার্থমাহ ফলেতি। তদ্বিপর্য্যয়জা সত্ত্বাশুদ্ধিজন্যা জ্ঞানাপ্রাপ্তিলক্ষণেতি যাবৎ। কর্ম্মানুষ্ঠিতিষ্ঠতো যোগমুদ্দিশ্য শেষতয়া প্রকৃতমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কোঽসাবিত্যাদিনা ॥ ৪৮ ॥

রামানুজ।—এতদেব স্পষ্টীকরোতি যোগস্থ ইত্যাদিনা। রাজ্যবন্ধুপ্রভৃতিষু সঙ্গন্ত্যক্ত্বা যুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি যোগস্থঃ কুরু, তদন্তর্ভূতজয়াদিসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কুরু, তদিদং সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোচ্যতে, যোগঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বরূপং চিত্তসমাধানম্ ॥ ৪৮ ॥

হনুমান্।—যদি কর্ম্মফলযুক্তেন ন কর্ত্তব্যং, তর্হি কথং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যত্রোচ্যতে যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন্ কুরু অনুষ্ঠেয়কর্ম্মাণি কেবলমীশ্বরারাধনার্থমীশ্বরো মে তুষ্যত্বিতি

সঙ্গং ত্যক্ত্বা, ধনঞ্জয়, ফলতৃষ্ণাশূন্যেন ক্রিয়মাণে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিলক্ষণা সিদ্ধিস্তদ্বিপর্য্যয়া অসিদ্ধিস্তয়োঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরপি সমস্তুল্যো ভূত্বা কুরু কর্ম্মাণি কোঽসৌ যোগঃ ইদমেব তৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

শ্রীধর।—কিং তর্হি যোগস্থঃ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরাশ্রয়েণৈব কুরু, তৎফলস্ত জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতং সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সদ্ভিশ্চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

বলদেব।—পূর্ব্বোক্তং বিশদয়তি যোগস্থ ইতি। ত্বং সঙ্গং ফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা যোগস্থঃ সন্ কর্ম্মাণি কুরু যুদ্ধাদীনি। আদ্যেন মায়ানিমজ্জনমেব, দ্বিতীয়েন তু স্বাতন্ত্র্যলক্ষণপরেশধর্ম্মচৌর্য্যং তেন তস্মায়াব্যাকোপঃ, অতস্তয়োঃ পরিত্যাগ ইতি ভাবঃ। যোগস্থপদং বিবৃণোতি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোরিতি। তদনুষঙ্গফলানাং জয়াদীনাং সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো ভূত্বা রাগদ্বেষরহিতঃ সন্ কুরু। ইদমেব সমত্বং ময়া যোগস্থ ইত্যত্র যোগশব্দেনোক্তং; চিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বোক্তমেব বিবৃণোতি যোগস্থ ইতি। হে ধনঞ্জয়! ত্বং যোগস্থঃ সন্ সঙ্গফলাভিলাষং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুরু। অত্র বহুবচনাৎ "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যত্র (জাতাবেকবচনং)। সঙ্গত্যাগোপায়মাহ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বেতি। ফলসিদ্ধৌ হর্ষং, ফলাসিদ্ধৌ চ বিষাদং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনবুদ্ধ্যা কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নন্ যোগশব্দেন প্রাক্ কর্ম্মোক্তং, অত্র তু যোগস্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুচ্যতে, অতঃ কথমেতদ্বোদ্ধুং শক্যমিত্যত আহ সমত্বং যোগ উচ্যতে, যদেতৎ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বমিদমেব যোগস্থঃ ইত্যত্র যোগশব্দেনোচ্যতে, নতু কর্ম্মেতি ন কোঽপি বিরোধ ইত্যর্থঃ। অত্র পূর্ব্বার্দ্ধস্যোত্তরার্দ্ধেন ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ইত্যপৌনরুক্ত্যমিতি ভাষ্যকারীয়ঃ পন্থাঃ। "সুখদুঃখে সমে কৃত্বা" ইত্যত্র জয়াজয়সাম্যেন যুদ্ধমাত্রকর্ত্তব্যতা প্রকৃতত্বাদুক্তা, ইহ তু দৃষ্টাদৃষ্টসর্ব্বফলপরিত্যাগেন সর্ব্বকর্ম্ম কর্ত্তব্যতেতি বিশেষঃ ॥ ৪৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব বিবৃণোতি যোগস্থ ইতি। যোগস্থঃ সন্ সঙ্গং ফলতৃষ্ণাং কর্ত্তৃত্বাভিমানঞ্চ ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি জ্ঞানার্থে কুরু, হে ধনঞ্জয়, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ কর্ম্মফলস্য বিবিদিষাদেঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ বা সমো হর্ষবিষাদশূন্যো ভূত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি সুগমং। ইদমেব সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্বং যোগ ইত্যুচ্যতে ॥ ৪৮ ॥

বিশ্বনাথ।—নিষ্কামকর্ম্মণঃ প্রকারং শিক্ষয়তি যোগস্থ ইতি। তেন জয়াজয়য়োস্তুল্যবুদ্ধিঃ সন্ সংগ্রামমেব স্বধর্ম্মং কুর্ব্বিতি ভাবঃ। অয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগএব জ্ঞানযোগত্বেন পরিণমতীতি। জ্ঞানযোগোঽপ্যেবং পূর্ব্বোত্তরগ্রন্থার্থতাৎপর্য্যতো জ্ঞেয়ঃ ॥ ৪৮ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি ফল-প্রাপ্তির আশায় কর্ম্ম করণীয় না হয়, তাহা

হইলে বহুক্লেশসাধ্য কর্ম্ম সম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা কি? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কা অনুমান করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মানুষ্ঠান আয়াসসাধ্য হইলেও কেবল পরমেশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাঁহারই উদ্দেশে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম অবশ্য করণীয়। ঈশ্বর পরিতুষ্ট হইবেন, ইত্যাকার বোধও বিবর্জ্জিত হইয়া, নিরবচ্ছিন্ন নিঃসঙ্গ ও ফলতৃষ্ণা-বিরহিত ভাবে এবং অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি-জনিত জ্ঞানপ্রাপ্তি রূপ সিদ্ধি লাভ বা জ্ঞান-অপ্রাপ্তি জনিত অসিদ্ধি লাভ যাহাই সঙ্ঘটিত হউক উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া আসক্তি পরিশূন্য হৃদয়ে কর্ম্ম সম্পাদন কর। এইরূপ সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ। "সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা" (২য় অধ্যায়। ৩৮ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে এই সমত্ববোধের বিষয় শ্রীভগবান্ বিশেষরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তথায় জয় ও পরাজয় এবং তজ্জনিত সুখ ও দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া অর্জ্জুনকে কেবলমাত্র যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছেন। উপস্থিত শ্লোকে কর্ম্ম ও তাহার ফল উভয়েরই সীমা সম্পূর্ণমাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা-বিবর্জ্জিত ভাবে অবশ্য সম্পাদনীয়, ইহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত করিলেন ॥ ৪৮ ॥

—:*:—

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়!
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।— ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগাৎ (সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ) [অন্যৎ] কর্ম্ম দূরেণ (অতি বিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেব) অবরং (অপকৃষ্টং) হি (যস্মাৎ) বুদ্ধৌ (জ্ঞানে সাংখ্যে) শরণং (আশ্রয়ং) অন্বিচ্ছ (প্রার্থয়স্ব) ফলহেতবঃ (সকামাঃ মানবাঃ) কৃপণাঃ (দীনাঃ) ॥ ৪৯॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন! সমত্ববুদ্ধিযুক্ত-হইতে (ভিন্ন) কর্ম্ম অতিশয় অপকৃষ্ট তজ্জন্য পরমার্থজ্ঞানের আশ্রয় প্রার্থনা-কর কামিগণ দীন ॥৪৯॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যে সকল কর্ম্ম সমত্ববুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত না হয় তৎ সমস্ত নিরতিশয় নিকৃষ্ট; অতএব তুমি জ্ঞানপথাব-

লম্বী হইয়া কর্ম্মের অনুসরণ কর। যাহারা ফলকামী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে জগতে তাহারাই দীন ॥ ৪৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যৎ পুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মোক্তং এতস্মাৎ কর্ম্মণঃ, দূরেণেতি। দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অত্যন্তমেব হ্যবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং, বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণো জন্মমরণাদিহেতুত্বাৎ, হে ধনঞ্জয় যত এবং অতঃ যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপরিপাকজায়াং বা সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোঽবরং কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

আনন্দগিরি।—কিমিতি যোগস্থেন তত্ত্বজ্ঞানমুদ্দিশ্য কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ফলাভিলাষেঽপি তদনুষ্ঠানস্য সুলভত্বাদিত্যাশঙ্ক্য যথোক্তযোগযুক্তং কর্ম্ম স্তুবন্নন্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি যৎ পুনরিতি। অবরং কর্ম্ম বুদ্ধিসম্বন্ধবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। বুদ্ধিযুক্তস্য বুদ্ধিযোগাধীনং প্রকর্ষং সূচয়তি বুদ্ধীতি। বুদ্ধিসম্বন্ধাসম্বন্ধাভ্যাং কর্ম্মণি প্রকর্ষনিকর্ষয়োর্ভাবে কারণীয়ং নিযচ্ছতি বুদ্ধাবিতি। যস্তু ফলেচ্ছয়াপি কর্ম্মানুষ্ঠানং সুকরমিতি তত্রাহ কৃপণেতি। নিকৃষ্টং কর্ম্মৈব বিশিনষ্টি ফলার্থিনেতি। কস্মাৎ প্রতিযোগিনঃ সকাশাদিদং নিকৃষ্টমিত্যাশঙ্ক্য প্রতীকমুপাদায় ব্যাচষ্টে বুদ্ধীত্যাদিনা। ফলাভিলাষেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো নিকৃষ্টত্বে হেতুমাহ জন্মেতি। সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ জঘন্যস্য কর্ম্মণো জন্মাদিহেতুত্বেন নিকৃষ্টত্বে ফলিতমাহ যত ইতি। যোগবিষয়া বুদ্ধিঃ সমত্ববুদ্ধিঃ। বুদ্ধিশব্দস্যার্থান্তরমাহ তৎপরিপাকেতি। তচ্ছব্দেন সমত্ববুদ্ধিসমন্বিতং কর্ম্ম গৃহ্যতে তস্য পরিপাকস্তৎফলভূতা বুদ্ধিশুদ্ধিঃ। শরণশব্দস্য পর্য্যায়ং গৃহীত্বা বিবক্ষিতমর্থমাহ অভয়েতি। সপ্তমীমবিবক্ষিত্বা দ্বিতীয়ং পক্ষং গৃহীত্বা বাক্যার্থমাহ পরমার্থেতি। তথাবিধজ্ঞানশরণত্বে হেতুমাহ যত ইতি। ফলহেতুত্বং বিবৃণোতি ফলেতি। তেন পরমার্থজ্ঞানশরণত্বেন যুক্তেতি শেষঃ। পরমার্থজ্ঞানবহির্ম্মুখানাং কৃপণত্বে শ্রুতিং প্রমাণয়তি যো বা ইতি। অস্থূলাদিবিশেষণমেতদিত্যুচ্যতে ॥ ৪৯ ॥

রামানুজ।—কিমর্থমিদমসকৃদুচ্যতে ইত্যত আহ দূরেণেতি। যোঽয়ং প্রধানফলত্যাগবিষয়োক্তবাস্তবফলসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববিষয়শ্চ বুদ্ধিযোগস্তদযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ ইতরকর্ম্ম দূরেণাবরং মহদেতদ্‌ দ্বয়োরুৎকর্ষাপকর্ষরূপং বৈরূপ্যং উক্তবুদ্ধিযোগযুক্তং কর্ম্ম নিখিলং সাংসারিকং দুঃখং নিবর্ত্ত্য পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষং প্রাপয়তি। ইতরদপরিমিতদুঃখরূপং সংসারমিতি, অতঃ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে উক্তায়াং বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ শরণং বাসস্থানং তস্যামেব বুদ্ধৌ বর্ত্তস্বেত্যর্থঃ কৃপণাঃ, ফলহেতবঃ ফলসঙ্গিনা কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ, কৃপণাঃ সংসারিণো ভবেয়ুঃ ॥ ৪৯ ॥

হনুমান্।—দূরেণেতি। যৎপুনঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম তস্মাৎ কর্ম্মণঃ

দূরেণাত্যন্তমবরমেব অবরমধমং নিকৃষ্টং কর্ম্ম ফলার্থিনা ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাৎ কর্ম্মণঃ জন্মমরণাদিহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। অতএব যোগবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ তৎপাকজায়াং সাংখ্যবুদ্ধৌ শরণমাশ্রয়মভয়প্রাপ্তিকারণমন্বিচ্ছ প্রার্থয় পরমার্থজ্ঞানশরণো ভবেত্যর্থঃ। যতোঽবরং কর্ম্ম চানুষ্ঠিতং যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তস্য কুর্ব্বাণাঃ ফলহেতবঃ ফলতৃষ্ণাপ্রযুক্তাঃ সন্তঃ। "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রয়াতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

শ্রীধর।—কাম্যন্তু কর্ম্মাতিনিকৃষ্টমিত্যাহ দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতঃ কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধিসাধনভূতো বা তস্মাৎ সকামাদন্যৎ সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণাবরমত্যন্তমপকৃষ্টং, হি যস্মাদেবং তস্মাদ্বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ং কর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ অনুতিষ্ঠ। যদ্বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণাঃ দীনাঃ, "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯ ॥

বলদেব।—অথ কাম্যকর্ম্মণো নিকৃষ্টত্বমাহ দূরেণেতি। বুদ্ধিযোগাদবরং কর্ম্ম দূরেণ হে ধনঞ্জয়! আত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিসাধনভূতান্নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অবরং, মত্যপকৃষ্টং জন্মমরণাদ্যনর্থনিমিত্তং কাম্যং কর্ম্মেত্যর্থঃ। হি যস্মাদেবমতস্ত্বং বুদ্ধৌ তদ্যাথাত্ম্যজ্ঞানে নিমিত্তে শরণমাশ্রয়ং নিষ্কামকর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ কুরু। যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা অবরকর্ম্মকারিণস্তে কৃপণাস্তৎফলজন্মকর্ম্মাদিপ্রবাহপরবশা দীনা ইত্যর্থঃ। তথাচ ত্বং কৃপণো মা ভূরিতি। ইহ কৃপণাঃ খলু কষ্টোপার্জ্জিতবিত্তা দৃষ্টসুখলবলুব্ধা বিত্তানি দাতুমসমর্থা মহতা দানসুখেন বঞ্চিতাস্তথা কষ্টেনানুষ্ঠিতকর্ম্মাণস্তুচ্ছতৎফললুব্ধা মহতাত্মসুখেন বঞ্চিতা ভবন্তীতি ব্যজ্যতে ॥ ৪৯ ॥

মধুসূদন।—নন্বু কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং পুরুষার্থঃ যেন নিষ্ফলমেব সদা কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে" ইতি ন্যায়াৎ তদ্বরং ফলকামনয়ৈব কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি চেন্নাহ দূরেণেতি। বুদ্ধিযোগাৎ আত্মবুদ্ধিসাধনভূতাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাৎ দূরেণাতিবিপ্রকর্ষেণ অবরমধমং কর্ম্ম ফলাভিসন্ধিনা ক্রিয়মাণং জন্মমরণহেতুভূতং, অথবা পরমাত্মবুদ্ধিযোগাৎ দূরেণ অবরং সর্ব্বমপি কর্ম্ম হি যস্মাৎ, হে ধনঞ্জয়! তস্মাৎ বুদ্ধৌ পরমাত্মবুদ্ধৌ সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তিকায়াং শরণং প্রতিবন্ধকপাপক্ষয়েণ রক্ষকং নিষ্কামকর্ম্মযোগমন্বিচ্ছ কর্ত্তুমিচ্ছ যে তু ফলহেতবঃ ফলকামা অবরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তে কৃপণাঃ সর্ব্বদা জন্মমরণাদিঘটীযন্ত্রভ্রমণেন পরবশাঃ অত্যন্তদীনাঃ ইত্যর্থঃ। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তথাচ ত্বমপি কৃপণো মা ভূঃ কিন্তু সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তকাত্মজ্ঞানোৎপাদকং নিষ্কামকর্ম্মযোগমেব অনুতিষ্ঠেত্যভি-প্রায়ঃ। তথা হি কৃপণা জনা অতিদুঃখেন কর্ম্মণা ধনমর্জ্জয়ন্তো যৎকিঞ্চিৎ দৃষ্টসুখমাত্রলাভেন কলাদিজনিতং মহৎসুখমনুভবিতুং ন শক্নুবন্তীত্যাত্মানমেব বঞ্চয়ন্তি, তথা মহতা দুঃখেন কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ ক্ষুদ্রফলমাত্রলোভেন পরমানন্দানুভবেন বঞ্চিতা ইত্যাহো দৌর্ভাগ্যং মৌঢ্যঞ্চ তেষামিতি কৃপণপদেন ধ্বনিতম্ ॥ ৪৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইমমেব বুদ্ধিযোগং স্তৌতি দূরেণেতি। কর্ম্মফলকামেন ক্রিয়মাণং বুদ্ধিযোগাৎ পূর্ব্বোক্তান্নিষ্কামাৎ কর্ম্মণঃ দূরেণ হি প্রসিদ্ধমবরং অত্যন্তনিকৃষ্টম্, অতো বুদ্ধৌ যোগরূপায়াং তৎফলভূতায়াং সাঙ্খ্যরূপায়াং বা তন্নিমিত্তং শরণং রক্ষিতারং আশ্রয়ং বা ঈশ্বরং অন্বিচ্ছ প্রার্থয়স্ব তৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যর্থঃ। যতঃ ফলহেতবঃ ফলমেব হেতুঃ প্রবর্ত্তকং যেষাং তাদৃশাঃ ফলতৃষ্ণাবন্তঃ কৃপণা দীনা ভবন্তি। "যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ" ইতি॥ ৪৯॥

তাৎপর্য্য।—তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ ও ঈশ্বরার্পিত-হৃদয় হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তৎসহ অন্য ফললাভের আশা থাকিতে পারে। এইরূপ আশঙ্কায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে,হে অর্জ্জুন! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যে সকল কর্ম্ম সম্পাদিত হয়, তদিতর যাবতীয় ফলকামনা পরিপূর্ণ কর্ম্ম যৎপরোনাস্তি নিকৃষ্ট; কারণ তৎসমস্ত জন্মমরণরূপ সংসার বন্ধনের হেতুভূত। অতএব তুমি তাদৃশ হীন পথের পথিক না হইয়া, পরমার্থবিধায়ক জ্ঞানমার্গে বিচরণ কর এবং সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাহারা ফলকামী, তাহারাই নিকৃষ্ট কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। বসুন্ধরায় তাহারা নিতান্ত দীন। শ্রুতি বলিয়াছেন,—"হে গার্গি! এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এই লোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কৃপণ।" (কৃপণ শব্দের অর্থ ২য় অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়াছে)। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে সকল লোক কৃপণ নামে অভিহিত হইয়াছে, তুমি কর্ম্মদোষে তাহাদের অনুগামী হইয়া তাদৃশ নিন্দনীয় পদবী গ্রহণ করিও না। সকল অনর্থের নিবর্ত্তক, সর্ব্বশান্তিপ্রদ আত্মজ্ঞানের উৎপাদক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠানে তুমি নিরত হও। কৃপণগণ অতি অকিঞ্চিৎকর সুখের লোভে দানাদি সৎকর্ম্ম সাধন জনিত পরমানন্দ উপভোগার্থ ধন ব্যয় না করিয়া প্রতিনিয়ত আত্মবঞ্চনা করে; তদ্রূপ জ্ঞানহীন মানবেরা, নিরতিশয় ক্লেশ সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত অতি তুচ্ছ ফলকামনা বিমিশ্রিত করিয়া, পূর্ণানন্দ সম্ভোগের উপায় প্রতিরুদ্ধ করে। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই এস্থলে কৃপণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে॥ ৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥

অন্বয়।—বুদ্ধিযুক্তঃ (সর্ব্বকর্ম্মণি সমত্বজ্ঞানসম্পন্নঃ জনঃ) ইহ (অস্মিন্ লোকে) উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে (সুকৃতং স্বর্গাদিসাধনং পুণ্যং, দুষ্কৃতং নরকাদিসাধনং পাপং, তে দ্বে এব) জহাতি (ত্যজতি) তস্মাৎ যোগায় (সমত্ববুদ্ধিযুক্তায় কর্ম্মযোগায়) যুজ্যস্ব (ঘটস্ব) কর্ম্মসু (নিষ্কামকর্ম্মসু) কৌশলং (মোক্ষবিধায়কোপায়ঃ) যোগঃ ॥ ৫০ ॥

প্রতিশব্দ।—সমত্বজ্ঞানবিশিষ্ট এই-লোকে উভয় পুণ্য-পাপ ত্যাগ-করে সেই-জন্য কর্ম্মযোগে রত-হও কর্ম্মের মোক্ষবিধায়ক চাতুর্য্য যোগ ॥ ৫০ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বকর্ম্মের সমত্ববুদ্ধির সমুদ্ভব হইয়াছে, তিনি এই লোকেই পাপ ও পুণ্যের অতীত হইয়াছেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি কর্ম্মযোগ-পরতন্ত্র হও। যোগ কর্ম্মমার্গে মোক্ষ-প্রাপ্তির কৌশল ভিন্ন কিছুই নহে ॥ ৫০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সন্ স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু, বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্বকর্ম্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা যুক্তো বুদ্ধিযুক্তঃ সন্ জহাতি পরিত্যজতি ইহাস্মিন্ লোকে উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যতঃ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যোগো হি কর্ম্মসু কৌশলং স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্য যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিত-চেতস্তয়া তৎকৌশলং কুশলভাবস্তদ্ধি কৌশলং বন্ধনস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবাৎ নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বোক্তসমত্ববুদ্ধিযুক্তস্য স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তস্য কিং স্যাদিত্যা-শঙ্ক্যাহ সমত্বেতি। বুদ্ধিযুক্তঃ স্বধর্ম্মাখ্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্নিতি শেষঃ। বুদ্ধিযোগস্য ফলবত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে বুদ্ধীত্যাদিনা। নমু সমত্ববুদ্ধিমাত্রান্ন পুণ্যপাপ-নিবৃত্তির্মুক্তা পরমার্থদর্শনবতস্তন্নিবৃত্তিপ্রসিদ্ধেরিতি তত্রাহ সত্ত্বেতি। উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তস্মাদিতি। স্বধর্ম্মমনুতিষ্ঠতো যথোক্তযোগার্থং কিমর্থং মনোযোজনীয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগো হীতি। তর্হি যথোক্তযোগসামর্থ্যাদেব দর্শিতফলসিদ্ধেরলমাস্থা স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রাপ্তেত্যা-শঙ্ক্যাহ স্বধর্ম্মাখ্যেষ্বিতি। ঈশ্বরার্পিতচেতস্তয়া কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্যানুষ্ঠাননিষ্ঠস্য যা যথোক্তা বুদ্ধিস্তত্ত্বেষু কৌশলমিতি যোজনা। কর্ম্মণাং বন্ধস্বভাবত্বাৎ তদনুষ্ঠানে বন্ধাবন্ধঃ স্যাদিত্যা-

শক্য কৌশলমেব বিশদয়তি তদীতি। সমত্ববুদ্ধেরেবং ফলমে স্থিতে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৫০ ॥

রামানুজ।—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত কর্ম্ম কুর্ব্বাণ উভে সুকৃতদুষ্কৃতেঽনাদিকালসঞ্চিতেঽনন্তে বন্ধহেতুভূতে জহাতি। তস্মাত্বক্তায় বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব, যুজ্যস্ত ইতি যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং কর্ম্মসু ক্রিয়মাণেষয়ং বুদ্ধিযোগঃ কৌশলম্। তদেব অতি সামর্থ্যং অতিসামর্থ্যসাধ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

হনুমান্।—সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ সমানকর্ম্ম চানুতিষ্ঠন্ যৎ ফলং প্রাপ্নোতি তচ্ছৃণু, বুদ্ধিযুক্ত ইতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববুদ্ধ্যা যুক্তঃ জহাতীহ অস্মিন্ লোকে উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং স্বধর্ম্মাখ্যেষু কর্ম্মসু বর্ত্তমানস্ত যা সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিরীশ্বরার্পিতচেতস্তয়া তৎকৌশলং যদ্বন্ধস্বভাবান্যপি কর্ম্মাণি সমত্ববুদ্ধ্যা স্বভাবান্নিবর্ত্তন্তে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তো ভব ত্বম্ ॥ ৫০ ॥

শ্রীধর।—বুদ্ধিযোগযুক্তস্ত শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন ত্যজতি তস্মাৎ তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকানামপি তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপরত্বসম্পাদকচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০ ॥

বলদেব।—উক্তস্ত বুদ্ধিযোগস্য প্রভাবমাহ বুদ্ধীতি। ইহ কর্ম্মসু যো বুদ্ধিযুক্তঃ প্রধানফলত্যাগবিষয়য়ানুষঙ্গফলসিদ্ধ্যসিদ্ধিসমত্ববিষয়য়া চ বুদ্ধ্যা কৃতবানি করোতি স উভে অনাদিকালসঞ্চিতে জ্ঞানপ্রতিবন্ধকে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতি বিনাশয়তীত্যর্থঃ। তস্মাদুক্তায় বুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ত্বং ঘটস্ব। যস্মাৎ কর্ম্মযোগস্তাদৃশবুদ্ধিসম্বন্ধঃ। কৌশলং চাতুর্য্যম্। বন্ধকানামেব বুদ্ধিসম্পর্কাদ্বিশোধিতবিষপারদন্যায়েন মোচকত্বেন পরিণামাৎ ॥ ৫০ ॥

মধুসূদন।—এবং বুদ্ধিযোগাভাবে দোষমুক্ত্বা তদ্ভাবে গুণমাহ বুদ্ধীতি। ইহ কর্ম্মসু বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববুদ্ধ্যাঃ যুক্তো জহাতি পরিত্যজতি উভে সুকৃতদুষ্কৃতে পুণ্যপাপে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যস্মাদেবং তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযোগায় ত্বং যুজ্যস্ব উদ্যুক্তো ভব, যস্মাদীদৃশঃ সমত্ববুদ্ধিযোগ ঈশ্বরার্পিতচেতসঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তমানস্য কৌশলং কুশলভাবঃ বন্ধহেতুনামপি কর্ম্মণাং তদভাবো মোক্ষপর্য্যবসায়িত্বং চ তস্মাৎ কৌশলং সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মযোগঃ কর্ম্মাপ্যপি সন্ দুষ্টকর্ম্মক্ষয়ং করোতীতি মহাকুশলঃ, যস্তু ন কুশলো যতশ্চেতনোঽপি সন্ সজাতীয়দুষ্টক্ষয়ং ন করোতীতি ব্যতিরেকোঽত্র ধ্বনিতঃ অথবা ইহ সমত্ববুদ্ধিযুক্তে কর্ম্মণি কৃতে সতি সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ বুদ্ধিযুক্তঃ পরমাত্মসাক্ষাৎকারবান্ সন্ জহাতুাভে সুকৃতদুষ্কৃতে তস্মাৎ সমত্ববুদ্ধিযুক্তায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব, যস্মাৎ কর্ম্মসু মধ্যে সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মযোগঃ কৌশলং কুশলঃ দুষ্টকর্ম্মনিবারণচতুর ইত্যর্থঃ ॥ ৫০ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ, বুদ্ধীতি। বুদ্ধিযুক্তঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তঃ যোগায় সমত্ববুদ্ধিযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যোগঃ সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমত্ববুদ্ধিঃ কর্ম্মসু বন্ধকেষ্বপি কৌশলং বন্ধনিবর্ত্তকত্বসম্পাদনম্। নন্বু বুদ্ধিযুক্তঃ কর্ম্মভিঃ দুষ্কৃতং ত্যজতু "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতেঃ। সুকৃতন্তু সজাতীয়ত্বাৎ তৈর্দুষ্পরিহরমিতি কথং উভে সুকৃতদুষ্কৃতে জহাতীত্যুচ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেতি প্রাঞ্চঃ, অর্ব্বাঞ্চস্তু দুষ্কৃতত্যাগমুক্তরীত্যাভ্যুপেত্য ফলত্যাগাৎ সুকৃতত্যাগোঽপি কর্ম্মযোগিনো-ভবতি দুষ্কৃতফলবন্মোক্ষপ্রতিবন্ধকতৎফলস্যানুৎপাদাৎ, আপস্তম্বোক্তাম্রবৃক্ষনিদর্শনেন নান্তরীয়কং সুকৃতফলমুক্তং ন তৎফলস্যেনোৎপস্যতে নান্তরীয়কত্বাদেব. তস্মাৎ ফলদ্বারা মোক্ষপ্রতিবন্ধকে ক্রিয়মাণে এব সুকৃতদুষ্কৃতে কর্ম্মযোগী জহাতি, জ্ঞানী তু সঞ্চিতে অপি তে জহাতীতি তয়োর্ব্বিশেষ ইত্যাহুঃ॥ ৫০॥

বিশ্বনাথ।—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। যোগায় উক্তলক্ষণায়। যুজ্যস্ব ঘটস্ব। যতঃ কর্ম্মসু সকামনিষ্কামেষু মধ্যে যোগ এব উদাসীনত্বেন কর্ম্মকরণমেব কৌশলং নৈপুণ্যমিত্যর্থঃ॥ ৫০॥

তাৎপর্য্য।—নিষ্কাম বুদ্ধিযোগের অভাব জনিত দোষের বিষয় উল্লেখ করিয়া,অধুনা শ্রীভগবান্ তাহার সদ্ভাব জনিত গুণের বিষয় বিবৃত করিতেছেন। যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মে সমত্ব বোধ বিশিষ্ট হন, সেই নিষ্কাম পুরুষের নিকট কোন কার্য্যই সুকৃতি বা দুষ্কৃতি রূপে প্রতীত হয় না। সকাম ব্যক্তি কর্ম্ম বিশেষকে স্বর্গাদি পারলৌকিক সুখবিধায়ক সুকৃতি বলিয়া বোধ করে এবং তৎসাধনার্থ ব্যাকুল হয়.অথবা কর্ম্মবিশেষকে নরকাদি অধোগতি বিধায়ক বোধে তৎসাধনে বিমুখ হয়। কিন্তু যিনি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন,সুখ ও দুঃখকে অভিন্নভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এবং ঊর্দ্ধগতি বা অধোগতি উভয়কেই তুল্যজ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, সেই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মহাপুরুষ সুকৃতি দুষ্কৃতি এতদুভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব হে অভিন্নহৃদয় সখে! তুমিও সমত্ববুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বরার্পিত হৃদয়ে সমত্ববুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের যে কৌশল, অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা দ্বারা এই বিষম সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মোক্ষ প্রাপ্তিবিষয়ক যে কর্ম্মরূপ চাতুর্য্য তাহারই নাম যোগ। যে ভাবে কর্ম্ম অনুসরণ করিলে চরমকালে মোক্ষরূপ পরমফলে পর্য্যবসিত হয়, তাহা কৌশলের একশেষ সন্দেহ নাই। সমত্ববুদ্ধি সহকারে কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, সম দুষ্ট কর্ম্মসমূহ ক্ষয়িত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহাও মহাকুশল; তুমি কুশল নহ; যে হেতু চেতন হইয়াও তুমি স্বজাতীয় দুষ্টের ক্ষয় করিতে পারিতেছ না। মূলোক্ত কৌশল শব্দ ব্যতিরেক পক্ষে

উল্লিখিতবৎ ভাব প্রকাশ করিলেও করিতে পারে। কোন কোন আচার্য্য নিম্ন লিখিতভাবে অর্থ করিয়াছেন। এই সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করিলে সত্ত্বশুদ্ধি এবং তদুপায়ে পরমাত্ম সাক্ষাৎকার হইলে, সুকৃতি-দুষ্কৃতি পরিত্যক্ত হইবে। তজ্জন্য সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া যোগে আত্ম-নিয়োজন কর; যেহেতু কর্ম্মের মধ্যে সমত্ববুদ্ধিযুক্ত কর্ম্মযোগই কুশল; অর্থাৎ দুষ্টকর্ম্ম-নিবারণ-চতুর॥ ৫০॥

কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥ ৫১॥

অন্বয়।—বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিসম্পন্নাঃ) মনীষিণঃ (জ্ঞানিনঃ) কর্ম্মজং (কর্ম্মভ্যো জাতং) ফলং (দেহপ্রাপ্তিরূপং পরিণামং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ (জীবন্মুক্তাঃ) [সন্তঃ] অনাময়ং (সর্ব্বসংসারসংস্পর্শশূন্যং উপদ্রবরহিতং) পদং (মোক্ষাখ্যং বিষ্ণোঃ পদং) গচ্ছন্তি (প্রাপ্নুবন্তি)॥ ৫১॥

প্রতিশব্দ।—সমত্ববুদ্ধিবিশিষ্ট জ্ঞানিগণ কর্ম্ম-জনিত সংসার-বন্ধন পরিত্যাগ-করিয়া জীবন্মুক্ত [হইয়া] সর্ব্বোপদ্রবশূন্য বৈষ্ণব-পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫১॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা সমত্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্ম করেন, সেই মহাপুরুষগণের সকামিগণের ন্যায় কর্ম্মজনিত দেহ প্রাপ্তি হয় না। তাঁহারা এই দেহেই জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বাপচ্ছূন্য মোক্ষরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হন॥ ৫১॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাৎ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বেতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইষ্টানিষ্টদেহপ্রাপ্তিঃ কর্ম্মজং ফলং কর্ম্মভ্যো জাতং বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তো হি যস্মাৎ ফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ জন্মৈব বন্ধো জন্মবন্ধস্তেন বিনির্ম্মুক্তাঃ জীবন্ত এব জন্মবন্ধাদ্ বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ পদং পরমং বিষ্ণোর্ম্মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ। অথ বা "বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইত্যারভ্য পরমার্থদর্শনলক্ষণৈব সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়া কর্ম্মযোগজা সত্ত্বশুদ্ধিজনিতা সাক্ষাৎসুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণাদিহেতুত্বশ্রবণাৎ॥ ৫১॥

আনন্দগিরি।—সমত্ববুদ্ধিযুক্তস্য সুকৃতদুষ্কৃতত্যাগেঽপি কথং মোক্ষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। সমত্ববুদ্ধ্যা যস্মাৎ কর্ম্মানুষ্ঠীয়মানং দুরিতাদি ত্যাজয়তি, তস্মাৎ পরম্পরয়াসৌ মুক্তিহেতুরিত্যর্থঃ। মনীষিণো হি জ্ঞানাতিশয়বন্তো বুদ্ধিযুক্তাঃ সন্তঃ স্বধর্ম্মাখ্যং কর্ম্মানুতিষ্ঠন্তস্ততো জাতং ফলং দেহপ্রদং তে হিত্বা জন্মলক্ষণাদ্বন্ধাদ্বিনির্ম্মুক্তা বৈষ্ণবং পদং সর্ব্বসংসারসংস্পর্শশূন্যং প্রাপ্নুবন্তীতি শ্লোকোক্তমর্থং শ্লোকযোজনয়া দর্শয়তি কর্ম্মজমিত্যাদিনা। ইষ্টো দেহো দেবাদিলক্ষণোঽনিষ্টো দেহস্তির্য্যগাদিলক্ষণস্তৎপ্রাপ্তিরেব কর্ম্মণো জাতং ফলং তদ্যথোক্তং বুদ্ধিযুক্তা জ্ঞানিনো ভূত্বা তদ্বলাদেব পরিত্যজ্য বন্ধবিনির্ম্মুক্তিপূর্ব্বকং জীবন্মুক্তাঃ সন্তো বিদেহকৈবল্যভাজো ভবন্তীত্যর্থঃ। বুদ্ধিযোগাদিত্যাদৌ বুদ্ধিশব্দস্য সমত্ববুদ্ধিরর্থো ব্যাখ্যাতঃ সম্প্রতি পরম্পরাং পরিহৃত্য সুকৃতদুষ্কৃতপ্রহাণহেতুত্বস্য সমত্ববুদ্ধাবসিদ্ধেঃ বুদ্ধিশব্দস্য যোগ্যমর্থান্তরং কথয়তি অথ বেতি। অনবচ্ছিন্নবস্তুগোচরত্বেনানবচ্ছিন্নত্বং তস্যা সূচয়ন্ বুদ্ধ্যন্তরাদ্বিশেষং দর্শয়তি সর্ব্বত ইতি। অসাধারণং নিমিত্তং তস্যা নির্দ্দিশতি কর্ম্মেতি। যথোক্তবুদ্ধিশব্দার্থত্বে হেতুমাহ সাক্ষাদিতি। জন্মবন্ধবিনির্ম্মোকাদিরাদিশব্দার্থঃ ॥ ৫১ ॥

রামানুজ।—কর্ম্মজমিতি। জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্। বুদ্ধিযুক্তাঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ। অনাময়ং পদং গচ্ছন্তি হি প্রসিদ্ধমেতৎ সর্ব্বাসূপনিষৎসু ইত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

হনুমান্।—কর্ম্মজমিতি। ইতশ্চ ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মানুষ্ঠেয়কর্ম্মজং কর্ম্মফলমিষ্টদেহাদি প্রাপ্তিলক্ষণং ত্যক্ত্বা বুদ্ধিযুক্তা জ্ঞানিনঃ মনীষিণো মননশীলা জন্মনা বন্ধো জন্মবন্ধস্তেন বিনির্ম্মুক্তা জীবন্ত এব জন্মবন্ধবিনির্ম্মুক্তা সন্তঃ পদং বৈষ্ণবং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্ত্যনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতমিত্যর্থঃ ॥ ৫১ ॥

শ্রীধর।—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

বলদেব।—কর্ম্মজমিতি। বুদ্ধিযুক্তাস্তাদৃশবুদ্ধিমন্তঃ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তো মনীষিণঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মযাথাত্ম্যপ্রজ্ঞাবন্তো ভূত্বা জন্মবন্ধনেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং ক্লেশশূন্যং পদং বৈকুণ্ঠং গচ্ছন্তীতি। তস্মাৎ ত্বমপি শ্রেয়োজিজ্ঞাসুরেবং বিধানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি ভাবঃ। স্বাত্মজ্ঞানস্য পরমাত্মজ্ঞানহেতুত্বাৎ তস্যাপি তৎপদগতিহেতুত্বমুক্তম্ ॥ ৫১ ॥

মধুসূদন।—ননু দুষ্কৃতহানমপেক্ষিতং, নতু সুকৃতহানং পুরুষার্থভ্রংশাপত্তেরিত্যাশঙ্ক্য তুচ্ছফলত্যাগেন পরমপুরুষার্থপ্রাপ্তিং ফলমাহ কর্ম্মজমিতি। সমত্ববুদ্ধিযুক্তা হি যস্মাৎ কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণাঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ মনীষিণস্তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যাত্মমনীষাবন্তো ভবন্তি তাদৃশাশ্চ সন্তো জন্মাত্মকেন বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ বিশেষেণ আত্যন্তি-

কন্মলক্ষণেন নিরবশেষং মুক্তাঃ পদং পদনীয়মাত্মতত্ত্বং আনন্দরূপং ব্রহ্ম অনাময়ং অবিদ্যা-তৎকার্য্যাত্মকরোগরহিতমভয়ং মোক্ষাখ্যং পুরুষার্থং গচ্ছন্তি অভেদেন প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। যস্মাদেবং ফলকামনাং ত্যক্ত্বা সমত্ববুদ্ধ্যা কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠন্তস্তৈঃ কৃতান্তঃকরণশুদ্ধয়স্তত্ত্ব-মস্যাদিবাক্যপ্রমাণোৎপন্নাত্মতত্ত্বজ্ঞানবিনষ্টাজ্ঞানতৎকার্য্যাঃ সন্তঃ সকলানর্থনিবৃত্তিপর-মানন্দপ্রাপ্তিরূপং মোক্ষাখ্যং বিষ্ণোঃ পরমং পদং গচ্ছন্তি তস্মাৎ ত্বমপি "যৎশ্রেয়ঃ স্যান্নি-শ্চিতং ব্রূহি তন্মে" ইত্যুক্তেঃ, শ্রেয়োজিজ্ঞাসুরেবংবিধং কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠেতি ভগবতো-ঽভিপ্রায়ঃ ॥ ৫১ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবাহ কর্ম্মজমিতি। বুদ্ধিযুক্তাঃ সমত্ববুদ্ধিযুক্তাঃ ক্রিয়মাণকর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণো মনোনিগ্রহসমর্থা ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন মুক্তাঃ সন্তোঽনাময়ং নিরুপদ্রবং পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য।—দুষ্কৃতি পরিশূন্য হইলে কোন ক্ষতি না হইতে পারে কিন্তু সুকৃতি বিহীন হইলে পুরুষার্থ ভ্রংশ হইবে, এইরূপ আশঙ্কা পরিহারার্থ অতি নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অতি তুচ্ছ ও নশ্বর ফলের পরিবর্ত্তে পরম পুরুষার্থরূপ অতি প্রার্থনীয় ফলপ্রাপ্তি যে অবশ্যম্ভাবী, শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যাঁহারা কর্ম্মজনিত ফলের আকাজ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া এবং সমত্ব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠানে সক্ষম, তাঁহারাই মনীষী অর্থাৎ জ্ঞানবন্ত। কারণ সত্ত্বশুদ্ধিহেতু ও তত্ত্বমস্যাদি বৈদিক মহা-বাক্যের স্ফূর্ত্তি নিবন্ধন তাঁহাদের হৃদয়স্থ অজ্ঞানান্ধকার অপগত হইয়াছে। তাদৃশ মহাত্মগণ জন্ম-মরণরূপ সংসার-বন্ধন হইতে নিরবশেষ ভাবে বিনি-মুক্ত হইয়া রোগ শোক ও বিপদ বিরহিত মোক্ষরূপ পরমানন্দময় পুরুষার্থের অধিকারী হইয়া থাকেন। সকল উপনিষদেই এই অভিপ্রায় প্রকাশিত আছে। এইরূপ ফলকামনা পরিশূন্য ভাবে, সমত্ববুদ্ধি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তোমার আত্মজ্ঞান সঞ্জাত হইবে। তখন সাংসারিক সর্ব্বানর্থের নিবৃত্তি হইয়া পরমানন্দ স্বরূপ মোক্ষাখ্য বিষ্ণুর পরমপদ তুমি প্রাপ্ত হইবে। অর্জ্জুন পূর্ব্বে "যৎশ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে" (২য় অঃ ৭ম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে যে শ্রেয়ঃপন্থা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে ভগবান্ কর্ম্মযোগই সেই প্রকৃষ্ট পন্থা, এই অভিপ্রায় প্রকটিত করিলেন ॥৫১॥

——(•)——

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

অন্বয়।—যদা (যস্মিন্ কালে) তে (তব) বুদ্ধিঃ মোহঃ (দেহাদিষু আত্মবুদ্ধিঃ ইতি ভ্রান্তিঃ) কলিলং (গহনং কালুষ্যং) ব্যতিতরিষ্যতি (বিশেষরূপেণ অতিক্রমং করিষ্যতি) তদা (তৎকালে) শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্যস্য অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তবিষয়স্য) শ্রুতস্য (অধ্যাত্ম-শাস্ত্রাতিরিক্তস্য শ্রুতবিষয়স্য) চ নির্ব্বেদং (বৈরাগ্যং) গন্তাসি (প্রাপ্স্যসি) ॥ ৫২ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-সময়ে তোমার বুদ্ধি মোহকলুষ বিশেষরূপ অতিক্রম-করিবে সেই-সময়ে শ্রবণযোগ্য-বিষয়ের ও শ্রুত-বিষয়ের বৈরাগ্য পাইবে ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা।—যৎকালে তোমার বুদ্ধি, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ বিষম ভ্রান্তির হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে অব্যাহতি লাভ করিবে, তখন তোমার সকল সন্দেহ তিরোহিত হইবে ; অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্ত জ্ঞাতব্য ও পরিজ্ঞাত সমস্ত শাস্ত্রই নিষ্ফল বলিয়া মনে হইবে এবং তৎসম্বন্ধে কোনই জিজ্ঞাস্য থাকিবে না ॥ ৫২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোগানুষ্ঠানজনিতসত্ত্বশুদ্ধিজা বুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্স্যত ইত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কালুষ্যং যেনাত্মা-নাত্মবিবেকবোধং কলুষীকৃত্য বিষয়ং প্রত্যন্তঃকরণং প্রবর্ত্ততে তৎ তে তব বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি অতিশুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইত্যর্থঃ। তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্স্যসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ তে নিষ্ফলং প্রতিপদ্যতে ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫২ ॥

আনন্দগিরি।—যস্মিন্ কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে পরমার্থলক্ষণা বুদ্ধিরুদ্দেশ্যতয়া যুজ্যতে তস্মাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদিতরৎ কর্ম্ম তথাবিধোদ্দেশ্যভূতবুদ্ধিসম্বন্ধবিধুরমতিশয়েন নিকৃষ্যতে ততশ্চ পরমার্থবুদ্ধিমুদ্দেশ্যত্বেনাশ্রিত্য কর্ম্মানুষ্ঠাতব্যং পরিচ্ছিন্নফলাস্তরমুদ্দিশ্য তদনুষ্ঠানে কার্পণ্যপ্রসঙ্গাৎ। কিঞ্চ পরমার্থবুদ্ধিমুদ্দেশ্য আশ্রিতঃ কর্ম্মানুতিষ্ঠতঃ অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাপর-মার্থদর্শনসিদ্ধৌ জীবত্যেব দেহে সুকৃতাদি হিত্বা মোক্ষমধিগচ্ছতি, তথা চ পরমার্থদর্শনলক্ষণ-যোগার্থং মনো ধারয়িতব্যং যোগশব্দিতং পরমার্থদর্শনমুদ্দেশ্যতয়া কর্ম্মস্বনুনিষ্ঠতো নৈপুণ্য-

মিষ্যতে, যদি চ পরমার্থদর্শনমুদ্দিশ্য তদযুক্তাঃ সন্তঃ সমারভেরন্ কর্ম্মাণি তদা তদনুষ্ঠানজনিত-বুদ্ধিশুদ্ধ্যা জ্ঞানিনো ভূত্বা কর্ম্মজং ফলং পরিত্যজ্য নির্মুক্তবন্ধনা মুক্তিভাজো ভবন্তীত্যেবমস্মিন্ পক্ষে শ্লোকত্রয়াক্ষরাণি ব্যাখ্যাতব্যানি। যথোক্তবুদ্ধপ্রাপ্তকালং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি যোগেতি। শ্রুতং শ্রোতব্যং দৃষ্টং দ্রষ্টব্যমিত্যাদৌ ফলাভিলাষপ্রতিবন্ধান্নোক্তা বুদ্ধিরুদেষ্য-তীত্যাশঙ্ক্যাহ যদেতি। বিবেকপরিপাকাবস্থা কালশব্দেনোচ্যতে। কালুষ্যস্ত দোষপর্য্য-বসায়িত্বং দর্শয়ন্ বিশিনষ্টি যেনেতি। তদনর্থরূপং কালুষ্যং তবেত্যধ্যাহার্থং পুনর্ব্বচনম্ বুদ্ধিশুদ্ধিফলস্ত বিবেকস্ত প্রাপ্ত্যা বৈরাগ্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি তদেতি। অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তং শাস্ত্রং শ্রোতব্যাদিশব্দেন গৃহ্যতে। উক্তং বৈরাগ্যমেব স্ফোরয়তি শ্রোতব্যমিতি। যথোক্ত-বিবেকসিদ্ধৌ সর্ব্বাত্মনানাত্মবিষয়ে নৈষ্ফল্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ॥ ৫২॥

রামানুজ।—উক্তপ্রকারেণ কর্ম্মণি বর্ত্তমানস্ত বৃত্ত্যা নির্দ্ধূতকল্মষস্ত তে বুদ্ধির্যদা মোহকলিলং অত্যল্পফলসঙ্গহেতুভূতং মোহরূপং কলুষং ব্যতিতরিষ্যতি তদাস্তত্ত ইতঃ পূর্ব্বং ত্যাজ্যতয়া শ্রুতস্ত ফলাদেরিতঃ পশ্চাৎ শ্রোতব্যস্ত চ কৃতে স্বয়মেব নির্ব্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি॥ ৫২॥

হনুমান্।—যোগানুষ্ঠানজনিতা সত্ত্বশুদ্ধিঃ কদা প্রাপ্যতে ইত্যত্রাহ যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে তে তব মোহকলিলং মোহাত্মকমবিবেকরূপং কর্দ্দমং তাত্তে নাত্মানাত্মবিবেকং কলুষীকৃত্য বিষয়ান্ প্রত্যন্তঃকরণং প্রার্ত্ততে তত্ বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি শুদ্ধভাবমাপদ্যতে ইত্যর্থঃ, তদা তস্মিন্ কালে গন্তাসি প্রাপ্তাসি নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্ত চ, তদা শ্রোতব্যং শ্রুতং নিষ্ফলং প্রতিভাতীত্যর্থঃ॥ ৫২॥

শ্রীধর।—কদাহং তৎপদং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিষ্বাত্মবুদ্ধিস্তদেব কলিলং গহনং, "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ, তত-শ্চায়মর্থঃ, এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্ত শ্রুতস্ত চার্থস্ত নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যাসি তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং করিষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৫২॥

বলদেব।—ননু নিষ্কামানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতো মে কদাত্মবিষয়া মনীষাভ্যুদিয়াদিতি চেৎ তত্রাহ যদেতি। যদা তে বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং তুচ্ছফলাভিলাষহেতুমজ্ঞান-গহনং ব্যতিতরিষ্যতি পরিত্যক্ষ্যতীর্থঃ। তদা পূর্ব্বং শ্রুতস্যানন্তরং শ্রোতব্যস্ত চ তস্য তুচ্ছফলস্য সম্বন্ধিনং নির্ব্বেদং গন্তাসি গমিষ্যসি "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি শ্রবণাৎ। নির্ব্বেদেন ফলেন তদ্বিষয়াং তাং পরিচেষ্যতি ইতি নাস্ত্যত্র কালনিয়ম ইত্যর্থঃ॥ ৫২॥

মধুসূদন।—এবং কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠতঃ কদা মে চিত্তশুদ্ধিঃ স্যাদিত্যত আহ যদেতি। নহ্যে-তাবতা কালেন সত্ত্বশুদ্ধির্ভবতীতি কালনিয়মোঽস্তি কিন্তু যদা যস্মিন্ কালে তে তব বুদ্ধি-রন্তঃকরণং মোহকলিলং ব্যতিতরিষ্যতি অবিবেকাত্মকং কালুষ্যং অহমিদং মমেদমিত্যাদ্য-

জ্ঞানবিলসিতমতিগহনং ব্যতিক্রমিষ্যতি রজস্তমোমলমপহায় শুদ্ধভাবমাপৎস্যত ইতি যাবৎ, তদা তস্মিন্ কালে শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ কর্ম্মফলস্য নির্ব্বেদং বৈতৃষ্ণ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ" ইতি শ্রুতেঃ; নির্ব্বেদেন ফলেনান্তঃকরণশুদ্ধিং যাস্যসীত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫২॥

নীলকণ্ঠ।—কদা মনীষিণো ভবন্তীত্যত আহ যদেতি। তে তব মোহ ইষ্টানিষ্টবিয়োগ-সংযোগজপরিতাপজন্যং বৈচিত্র্যং তদেব কলিকলমিব কলিলং কালুষ্যং বুদ্ধিগতং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি ব্যতিক্রমিষ্যতি বুদ্ধিঃ প্রসন্না ভবিষ্যতি যদা তদা শ্রোতব্যস্য শাস্ত্রজাতস্য শ্রুতস্য চ নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি। অয়ং ভাবঃ মলিনায়াং বুদ্ধাবসকৃদ্গৃহীতস্যাপি শাস্ত্রার্থস্যাস্ফুরণাৎ শ্রোতব্যং শ্রুতঞ্চ বৃথৈব, তদ্বৎ শুদ্ধায়ামপি বুদ্ধৌ সত্যঃশাস্ত্রার্থস্ফুরণাৎ তয়োর্বৈয়র্থ্যমিত্যুভয়থাপি তত্র নির্ব্বেদ উচিতঃ, প্রসন্না চ বুদ্ধির্নিগ্রহীতুং যোগ্যা ভবতীতি শ্রবণাদিকং ত্যক্ত্বা ধ্যাননিষ্ঠ এবং ভবেদিতি ভাবঃ॥ ৫২॥

বিশ্বনাথ।—এবং পরমেশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মাভ্যাসাৎ তব যোগো ভবিষ্যতীত্যাহ যদেতি। তব বুদ্ধিরন্তঃকরণং মোহকলিলং মোহরূপং গহনং বিশেষতোঽতিশয়েন তরিষ্যতি তদা শ্রোতব্যস্য শ্রোতব্যেষ্বর্থেষু শ্রুতস্য শ্রুতেষ্বপ্যর্থেষু নির্ব্বেদং প্রাপ্স্যসি। অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনয়োর্নষ্টত্বাৎ কিং মে শাস্ত্রোপদেশবাক্যশ্রবণেন? সাম্প্রতং মে সাধনেষ্বেব প্রতিক্ষণমভ্যাসঃ সর্ব্বথোচিত ইতি মংস্যসে ইতি ভাবঃ॥ ৫১। ৫২॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান নিরত থাকিলে কোন্ সময়ে আমার চিত্তশুদ্ধির সঞ্চার হইবে? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,—হে ভ্রাতঃ। এতদিনে সত্ত্বশুদ্ধি সঙ্ঘটিত হইবে, কালবিষয়ক এতাদৃশ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। পূর্ব্বোক্তরূপ সমত্ববুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে যখন তোমার অন্তঃকরণ হইতে'আমি' 'আমার'ইত্যাকার অজ্ঞান-বিলসিত অবিবেকাত্মক কলুষরাশি তিরোহিত হইবে, যখন জ্ঞানরূপ বিমলালোক সাহায্যে মোহ-তিমিরজাল সম্পূর্ণরূপে অপগত হইবে, তখন তোমার অধ্যাত্মতত্ত্বাতিরিক্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য বা পরিজ্ঞাত শাস্ত্র প্রতিপাদিত কর্ম্মফলে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে। যে শাস্ত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব নাই, যে বিদ্যায় আত্মজ্ঞান নাই, যাহা কেবল কর্ম্ম ও তজ্জনিত ফলাফলেরই কীর্ত্তন করে, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল ও সর্ব্বথা অনাবশ্যক বলিয়া তোমার প্রতীতি জন্মিবে। তাদৃশ প্রসঙ্গ একান্ত অনুপাদেয় বোধে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাস্য করিতে তোমার আর প্রয়োজন হইবে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "স্বর্গাদি পরলোককে কর্ম্মের ফল-

স্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মলিপ্সুগণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন।" এইরূপ নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণ-শুদ্ধি অবশ্যই জন্মিবে। অতএব হে সখে! তুমি অবিকৃত চিত্তে বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাক; তাহা হইলে নির্ব্বেদ অবশ্যম্ভাবী। সেই নির্ব্বেদের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার প্রার্থিত চিত্তশুদ্ধি সমুপস্থিত হইবে ॥ ৫২ ॥

———•:•:•———

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—যদা তে শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (অনেক লৌকিকবৈদিক-বিষয়শ্রবণবিক্ষিপ্তা) বুদ্ধিঃ সমাধৌ (পরমেশ্বরবিষয়ে) নিশ্চলা (অন্যাসক্তিবিরহিতা) [অতঃ] অচলা (তদ্বিষয়ে চিরস্থিরা) স্থাস্যতি তদা যোগং (যোগফলং—বিবেকজ্ঞানং) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্স্যসি) ॥৫৩॥

প্রতিশব্দ।—যখন তোমার নানার্থ-শ্রবণ-বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি পরমেশ্বর-বিষয়ে একাগ্রা [অতএব] স্থিরা থাকিবে তখন তত্ত্বজ্ঞান পাইবে ॥৫৩॥

ব্যাখ্যা।—যৎকালে তোমার সাধ্যসাধন স্বরূপ বহুবিধ লৌকিক ও বৈদিক প্রসঙ্গ শ্রবণজনিত নানাপথাভিমুখী বুদ্ধি পরমেশ্বর বিষয়ে একান্তাসক্তা ও অবিচলিতা হইয়া থাকিবে, তখনই তুমি যোগফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইবে ॥ ৫৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মোহকলিলাত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকজপ্রজ্ঞঃ কদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যামীতি চেৎ তচ্ছৃণু, শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্য-সাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না অধ্যাত্মশাস্ত্রাতিরিক্তশাস্ত্রশ্রুতৈরিত্যর্থঃ, শ্রুতি-বিপ্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি স্থিরীভূতা ভবিষ্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা সতী সমাধৌ সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিরাত্মা তস্মিন্নাত্মনীত্যেতদচলা তত্রাপি বিকল্পবর্জ্জিতেত্যেতদ্বুদ্ধিরন্তঃকরণং, তদা তস্মিন্ কালে যোগমবাপ্স্যসি বিবেকপ্রজ্ঞাং সমাধিং প্রাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

আনন্দগিরি।—বুদ্ধিশুদ্ধিবিবেকবৈরাগ্যসিদ্ধাবপি পূর্ব্বোক্তবুদ্ধিপ্রাপ্তিকালো দর্শিতো ন ভবতীতি শঙ্কতে মোহেতি। প্রাগুক্তবিবেকাদিযুক্তবুদ্ধেরাত্মনি স্থৈর্য্যাবস্থানাৎ

প্রকৃতবুদ্ধিসিদ্ধিরিত্যাহ শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। পৃষ্টং কালবিশেষাখ্যং বস্তু তচ্ছব্দেন গৃহ্যতে, বুদ্ধেঃ শ্রুতিবিপ্রতিপন্নত্বং বিপ্রবৃত্তিমনেকেতি। নানাশ্রুতিবিপ্রতিপন্নত্বমেব সংক্ষিপতি বিক্ষিপ্তেতি। উক্তং হেতুদ্বয়মনুরুধ্য বৈরাগ্যপরিপাকাবস্থা কালশব্দার্থঃ, নৈশ্চল্যং বিক্ষেপরাহিত্যং, অচলত্বং বিকল্পশূন্যত্বং, বিক্ষেপো বিপর্য্যয়ো বিকল্পঃ সংশয় ইতি বিবেকঃ, বিবেকদ্বারা জাতা প্রজ্ঞা প্রাগুক্তা বুদ্ধিঃ সমাধিস্তত্রৈব নিষ্ঠা ॥ ৫৩॥

রামানুজ।—যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিত্যাদিনোক্তস্যাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বকস্য বুদ্ধিবিশেষসংস্কৃতকর্ম্মানুষ্ঠানস্য লক্ষণভূতং যোগাখ্যং ফলমাহ শ্রুতীতি। শ্রুতিঃ শ্রবণমস্মত্তঃ শ্রবণেন বিশেষতঃ প্রতিপন্না সকলেতরবিজাতীয়নিত্যনিরতিশয়সূক্ষ্মাত্মবিষয়া স্বয়মচলা একরূপা বুদ্ধিরসঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানেন বিমলীকৃতে মনসি যদা নিশ্চলা স্থাস্যতি তদা যোগমাত্মাবলোকনমবাপ্স্যসি। এতদুক্তং ভবতি, "শাস্ত্রজন্যাত্মজ্ঞানপূর্ব্বককর্ম্মযোগঃ,স্থিতপ্রজ্ঞতাখ্যজ্ঞাননিষ্ঠামাপাদয়তি, জ্ঞাননিষ্ঠারূপস্থিতপ্রজ্ঞতা যোগাখ্যমাত্মাবলোকনং সাধয়তি" ॥ ৫৩ ॥

হনুমান্।—মোহকলিলং প্রত্যয়দ্বারেণ লব্ধাত্মবিবেকপ্রজ্ঞঃ যদা কর্ম্মযোগজং ফলং পরমার্থযোগমবাপ্স্যসি তচ্ছৃণু. শ্রুতিবিপ্রতিপন্নেতি। শ্রুতিবিপ্রতিপন্না অনেকসাধ্যসাধনসম্বন্ধপ্রকাশনশ্রুতিভিঃ শ্রুতৈঃ শ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না ন সম্প্রতিপন্না বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা যস্মিন্ কালে স্থাস্যতি নিশ্চলা বিক্ষেপচলনবর্জ্জিতা, সমাধৌ সমাধীয়তেঽস্মিন্নিতি সমাধিঃ আত্মনীত্যেতৎ তত্রাপি বিকল্পবর্জ্জিতা ইত্যেতদ্বুদ্ধিযুক্তঃ কারণং তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি, সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএবাচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা চ সতী তদা যোগ্যং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩ ॥

বলদেব।—নমু কর্ম্মফলনির্ব্বিণ্ণতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানেন লব্ধবিশুদ্ধেরভ্যুদিতাত্মজ্ঞানস্য মে কদাত্মসাক্ষাৎকৃতিরিতি চেত্তত্রাহ শ্রুতীতি। শ্রুত্যা কর্ম্মণাং জ্ঞানগর্ভতাং প্রবোধয়ন্ত্যা তমেতমিত্যাদিকয়া বিপ্রতিপন্না বিশেষেণ সংসিদ্ধা তে বুদ্ধিরচলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনাভ্যাং বিরহিতা যদা সমাধৌ মনসি নির্ব্বাতদীপশিখেব নিশ্চলা স্থাস্যতি তদা যোগমাত্মানুভবলক্ষণমবাপ্স্যসি। অয়মর্থঃ, ফলাভিলাষশূন্যতয়ানুষ্ঠিতানি কর্ম্মাণি স্থিতপ্রজ্ঞতারূপাং জ্ঞাননিষ্ঠাং সাধয়ন্তি। জ্ঞাননিষ্ঠারূপা স্থিতপ্রজ্ঞতা স্বাত্মানুভবমিতি ॥ ৫৩ ॥

মধুসূদন।—অন্তঃকরণশুদ্ধ্যৈবং জাতনির্ব্বেদস্য কদা জ্ঞানপ্রাপ্তিরিত্যপেক্ষায়ামাহ শ্রুতীতি। তে তব বুদ্ধিঃ শ্রুতিভির্নানাবিধফলশ্রবণৈরবিচারিততাৎপর্য্যৈর্বিপ্রতিপন্না অনেকবিধসংশয়বিপর্য্যাসবত্বেন বিক্ষিপ্তা প্রাক্ যদা যস্মিন্ কালে শুদ্ধজবিবেকজনিতেন দোষদর্শনেন তৎ বিক্ষেপং পরিত্যজ্য সমাধৌ পরমাত্মনি নিশ্চলা জাগ্রৎস্বপ্নদর্শনলক্ষণবিক্ষেপরহিতা অচলা সুষুপ্তিমূর্চ্ছাস্তব্ধীভাবাদিরূপলয়লক্ষণচলনরহিতা সতী স্থাস্যতি লয়বিক্ষেপলক্ষণৌ

দোষৌ পরিত্যজ্য সমাহিতা ভবিষ্যতীতি যাবৎ। অথবা নিশ্চলা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনা-রহিতা অচলা দীর্ঘকালাদরনৈরন্তর্য্যসংকারসেবনৈর্ব্বিজাতীয়প্রত্যয়া দূষিতা সতী নির্ব্বাত-প্রদীপবদাত্মনি স্থাস্যতীতি যোজনা। তদা তস্মিন্ কালে যোগং জীবপরমাত্মৈক্যলক্ষণং তত্ত্বমস্যাদিবাক্যজন্যমখণ্ডসাক্ষাৎকারং সর্ব্বযোগফলমবাপ্স্যসি তদা পুনঃ সাধ্যান্তরাভাবাৎ কৃতকৃত্যঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ভবিষ্যসীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু বুদ্ধিপ্রসাদোঽপি কেন লিঙ্গেন জ্ঞেয় ইত্যাহ শ্রুতীতি। শ্রুতিভি-র্নানাবিধশাস্ত্রশ্রবণৈর্ব্বিপ্রতিপন্না আত্মা নিত্যোঽনিত্যো বা নিত্যোঽপি কর্ত্তা অকর্ত্তা বা অকর্ত্তা-প্যেকোঽনেকো বেত্যেবমাদিসংশয়গ্রস্তা সতী যদা অসম্ভাবনাবিপরীতভাবনানিরাসপূর্ব্বকং শ্রুতিতাৎপর্য্যবিষয়ীভূতো ব্রহ্মাদ্বৈতে নিশ্চলা পুনঃ কুতর্কৈরনাস্কন্দনীয়নির্ব্বিচিকিৎসাপরোক্ষ-নিশ্চয়বতী ভূত্বা সমাধৌ নির্ব্বিকল্পে প্রত্যগাত্মনি অচলা লয়বিক্ষেপশূন্যা স্থাস্যতি স্থিরা ভবিষ্যতি তদা যোগং বিবেকপ্রজ্ঞাং প্রাপস্যসি নিশ্চলসমাধিলাভ এব বুদ্ধিপ্রসাদলিঙ্গমিতি ভাবঃ ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ শ্রুতিষু নানালৌকিকবৈদিকার্থশ্রবণেষু বিপ্রতিপন্না অসম্মতা বিরক্তেতি যাবৎ। তত্র হেতুঃ নিশ্চলা তেষু তেষ্বর্থেষু চলিতুং বিমুখীভূতেত্যর্থঃ। কিন্তু সমাধৌ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে বক্ষ্যমাণলক্ষণে, অচলা স্থৈর্য্যবতী। তদা যোগমপরোক্ষানুভবং প্রাপ্য জীবন্মুক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অন্তঃকরণশুদ্ধ হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলেই যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি না, অর্জ্জুনের এবংবিধ সন্দেহাশঙ্কা করিয়া, শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে সখে। নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ড ঘটিত বিষয়ের বাদানুবাদ শ্রবণে ও তৎসমূহের আলোচনায় তোমার বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও অনেক-সংশয়-কলুষিতা হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত চিত্তশুদ্ধি দ্বারা যখন তুমি বিবেক-বলে বলীয়ান্ হইয়া সেই বহু বিষয়াসক্ত চিত্তকে পরমাত্মরূপ পরমবস্তুতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চলা অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নদর্শন রূপ বিক্ষেপ-বিরহিতা এবং একান্ত অচলা অর্থাৎ সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও স্তব্ধীভাবাদিরূপ অবস্থান্তর পরিশূন্যা করিতে সক্ষম হইবে, তখনই তুমি সমাহিত হইবে। নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় যখন তোমার বুদ্ধি স্থিরভাবে পরমাত্ম-চিন্তন-নিরত হইবে, তখনই তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-প্রতিপাদিত জ্ঞানে তোমার হৃদয় পূর্ণ হইবে এবং পরমাত্মার সহিত অখণ্ড সাক্ষাৎকার-জনিত পরমানন্দের তুমি অধিকারী হইবে। তখন সকল যোগের সকল ফল তোমার আয়ত্ত হইবে এবং তুমি তখন স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ধন্য হইবে॥ ৫৩ ॥

অর্জ্জুন উবাচ।

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব!
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। কেশব স্থিতপ্রজ্ঞস্য (নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য তস্য) সমাধিস্থস্য (ঈশ্বরচিন্তননিরতস্য) কা ভাষা (কিং বচনং লক্ষণং) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) কিং প্রভাষেত (কথং পরৈর্ভাষ্যতে) কিং আসীত (কথং আসনং কুর্য্যাৎ) কিং ব্রজেত (কথং বিষয়ানু প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৪ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ! নিশ্চল-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্রহ্ম-চিন্তা-পরায়ণের কি লক্ষণ স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বলেন কিরূপ আসন-করেন কিরূপে বিষয়-প্রাপ্ত হন ॥ ৫৪ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসিলেন, হে নারায়ণ! কি কি লক্ষণ দেখিয়া একাগ্র-বুদ্ধি ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে জানিতে পারা যায়। ব্যুত্থান কালে সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি কিরূপে স্বকীয় হৃদয়-ভাব পরিব্যক্ত করেন, কিরূপেই বা বহিরিন্দ্রিয়গ্রামের নিগ্রহ করেন এবং কিরূপেই বা বিষয় ব্যাপারে বিচরণ করেন তৎসমস্ত আমাকে বল ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্যার্জ্জুন উবাচ লব্ধসমাধিপ্রজ্ঞস্য লক্ষণবুভুৎসয়া স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞস্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কিং ভাষণং বচনং কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে, সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য, কেশব স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞশ্চ স্বয়ং বা কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিং কিং ভাষণং ব্রজনং বা তস্য কিং কথমিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

আনন্দগিরি।—সংন্যাসিনো জ্ঞাননিষ্ঠাতৎপ্রাপ্তিবচনং প্রশ্নবীজং পৃচ্ছতোঽর্জ্জুনস্যাভিপ্রায়মাহ লব্ধেতি। লব্ধা সমাধাবস্মিন্ সমাধানেন বা প্রজ্ঞা পরমার্থদর্শনলক্ষণা যেন তস্যেতি যাবৎ। নন্বু তস্য ভাষা তৎকার্য্যানুরোধিনী ভবিষ্যতি কিমিত্যসৌ বিজিজ্ঞাস্যতে তত্রাহ কথমিতি। জ্ঞাননিষ্ঠস্য লক্ষণবিবক্ষয়া প্রশ্নমবতারয়ন্ তন্নিষ্ঠাসাধনবুভুৎসয়া বিশিনষ্টি সমাধিস্থস্যেতি। তস্যৈবার্থক্রিয়াং পৃচ্ছতি স্থিতধীরিতি ॥ ৫৪ ॥

রামানুজ।—এবমুক্তে সতি পার্থো নিঃসঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানরূপকর্ম্মযোগসাধ্যস্থিতপ্রজ্ঞতায়া যোগসাধনভূতায়াঃ স্বরূপং স্থিতপ্রজ্ঞস্যানুষ্ঠানপ্রকারঞ্চ পৃচ্ছতি অর্জ্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। সমাধিস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা কো বাচকঃ শব্দঃ তস্য স্বরূপং কীদৃশমিত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিঞ্চ ভাষণাদিকং করোতি ॥ ৫৪ ॥

হনুমান্।—অবাপ্তযোগলক্ষণবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ। স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা প্রতিষ্ঠিতা অহমস্মি পরং ব্রহ্মেতি প্রজ্ঞা যস্য ইতি, কা ভাষা ভাষণং কথমসৌ ভাষ্যতে সমাধিস্থস্য সমাধিস্থিতস্য কেশব, স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ, কিং প্রভাষেত কিমর্থং স্বরূপং ভাষেত কিমাসীত কথং বা আসীত ব্রজেত কিং কথং বা গচ্ছেদিত্যর্থঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছ্যতে, স্থিতপ্রজ্ঞস্যেত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ, স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং সাধনঞ্চ উপদিশ্যতে সর্ব্বত্রাধ্যাত্মশাস্ত্রে লক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ, যানি যত্নসাধ্যানি লক্ষণানি সর্ব্বত্রাধ্যাত্মশাস্ত্রে বিদ্যন্তে ॥ ৫৪ ॥

শ্রীধর।—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসুরর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য তস্য ভাষা কা, ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ, স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যত ইত্যর্থঃ। তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ॥

বলদেব।—এবমুক্তোঽর্জ্জুনঃ পূর্ব্বপদ্যোক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং জ্ঞাতুং পৃচ্ছতি স্থিতেতি। স্থিতপ্রজ্ঞেঽত্র চত্বারঃ প্রশ্নাঃ সমাধিস্থে একঃ। ব্যুত্থিতে তু ত্রয়ঃ। তথাহি স্থিতা স্থিরা প্রজ্ঞা ধীর্যস্য তস্য সমাধিস্থস্য কা ভাষা কিং লক্ষণম্। ভাষ্যতেঽনয়েতি ব্যুৎপত্তেঃ, কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞোঽভিধীয়তে ইত্যর্থঃ। তথা ব্যুত্থিতঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কথং ভাষণাদীনি কুর্য্যাৎ তদীয়ানি তানি পৃথগ্‌জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ। তত্র কিং প্রভাষেত। স্বয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োশ্চ প্রাপ্তয়োর্মুখতঃ স্বগতং বা কিং ব্রূয়াৎ। কিমাসীত বাহ্যবিষয়েষু কথমিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং কুর্য্যাৎ। ব্রজেত কিং তন্নিগ্রহাভাবে চ কথং বিষয়ানবাপ্নুয়াদিত্যর্থঃ। (ত্রিষু সম্ভাবনায়াং লিঙ্)॥ ৫৪ ॥

মধুসূদন।—এবং লব্ধাবসরঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং জ্ঞাতুমর্জ্জুন উবাচ। যান্যেব হি জীবন্মুক্তানাং লক্ষণানি তান্যেব মুমুক্ষূণাং মোক্ষোপায়ভূতানীতি মন্বানঃ অর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা নিশ্চলা অহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞোঽবস্থাদ্বয়বান্ সমাধিস্থো ব্যুত্থিতচিত্তশ্চেতি, অতো বিশিনষ্টি সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য কা ভাষা (কর্ম্মণি ষষ্ঠী) ভাষ্যতেঽনয়েতি ভাষা লক্ষণং সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কেন লক্ষণেনান্যৈর্ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ। স চ ব্যুত্থিতচিত্তঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্বয়ং কিং প্রভাষেত স্তুতিনিন্দাদিষ্বভিনন্দনদ্বেষাদিলক্ষণং কিং কথং প্রভাষেত (সর্ব্বত্র সম্ভাবনায়াং লিঙ্) তথা কিমাসীতেতি ব্যুত্থিত চিত্তনিগ্রহায় কথং বহিরিন্দ্রিয়াণাং নিগ্রহং করোতি তন্নিগ্রহাভাবকালে চ কিং ব্রজেত, কথং বিষয়ান্ প্রাপ্নোতি তৎকর্ত্তৃকভাষণাসনব্রজনানি মূঢ়জনবিলক্ষণানি কীদৃশানীত্যর্থঃ। তদেবং চত্বারঃ প্রশ্নাঃ, সমাধিস্থে স্থিতপ্রজ্ঞে একঃ, ব্যুত্থিতস্থিতপ্রজ্ঞে ত্রয় ইতি। কেশবেতি সম্বোধনন্ সর্ব্বান্তর্য্যামিতয়া ত্বমেবৈতাদৃশং রহস্যং বক্তুং সমর্থোঽসীতি সূচয়তি ॥ ৫৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—লব্ধসমাধেঃ স্থিতপ্রজ্ঞাপরনাম্নো লক্ষণানি বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা প্রত্যগাত্মনি প্রতিষ্ঠিতা প্রজ্ঞা যস্য তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য সমাধিস্থস্য সমাধৌ স্থিতস্য কা ভাষা ভাষণং বচনং কথমসৌ পরৈর্ভাষ্যতে ইত্যেকঃ প্রশ্নঃ, স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ অর্থাদ্ব্যুত্থিতঃ সন্ কিং প্রভাষেত কথং বদতি কথমাস্তে কথং বা ব্রজতি বিষয়ান্ ভুঙ্‌ক্তে ইতি প্রশ্নত্রয়ম্॥ ৫৪॥

বিশ্বনাথ।—সমাধাবচলা বুদ্ধিরিতি শ্রুত্বা তত্ত্বতো যোগিনো লক্ষণং পৃচ্ছতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। স্থিতা স্থিরা অচলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্যেতি। কা ভাষা ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণং কিং লক্ষণমিত্যর্থঃ। কীদৃশস্য সমাধিস্থস্য ইতি সমাধৌ স্থাস্যতীত্যর্থঃ, এবঞ্চ স্থিতপ্রজ্ঞ ইতি সমাধিস্থ ইতি জীবন্মুক্তস্য সংজ্ঞাদ্বয়ম্। কিং প্রভাষেতেতি সুখদুঃখয়োর্মানাপমানয়োঃ স্তুতিনিন্দয়োঃ স্নেহদ্বেষয়োর্বা সমুপস্থিতয়োঃ কিং প্রভাষেত? স্পষ্টং স্বগতং বা কিং বদেদিত্যর্থঃ। কিমাসীত তদিন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনাভাবঃ কীদৃশঃ? ব্রজেত কিং তেষু চলনং বা কীদৃশমিতি॥ ৫৪॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ সমাধিতে অচলা বুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্ন সমূহ উত্থাপন করিতেছেন। "অহং ব্রহ্মাস্মি" অর্থাৎ আমিই ব্রহ্ম ইহাই যাঁহার স্থির বুদ্ধি তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ। তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার দ্বিবিধ অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে; (এক) সমাধিস্থ, (দুই) ব্যুত্থিতচিত্ত। অর্জ্জুন প্রথমতঃ সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! কি লক্ষণের দ্বারা সেই মহাপুরুষ অন্যের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দেও। আর তিনি যখন ব্যুত্থিতচিত্ত হন, তখন স্বয়ং স্তুতি নিন্দা, আদর বা অভিনন্দন, দ্বেষাদিরূপ কি কি ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও আমাকে বল। আর সেই ব্যুত্থিত ব্যক্তি চিত্ত-নিগ্রহের নিমিত্ত কিরূপে স্বকীয় ও বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করেন এবং যখন তাদৃশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না করেন, তখনই বা কি কি বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট থাকেন তাহাও আমাকে বল। সাধারণ ধর্ম্মভ্রষ্ট অজ্ঞ জনগণের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের তত্তদ্বিষয় অবশ্যই সাতিশয় বিভিন্ন; তুমি আমাকে সেই বিভিন্নতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দেও। এই শ্লোকে অর্জ্জুন চারিটী প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে একটী এবং ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে তিনটী। 'কেশব' এই সম্বোধন পদে ইহাই সূচিত

হইতেছে যে, তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী; সুতরাং এতাদৃশ রহস্য ব্যক্ত করিতে নিশ্চয়ই সমর্থ ॥ ৫৪ ॥

——(•)——

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থ যদা সর্ব্বান্ মনোগতান্ (হৃদি স্থিতান্) কামান্ (বাসনাসমূহান্) প্রজহাতি (পরিত্যজতি) তদা আত্মনি (স্বস্মিন্নেব পরমাত্মরূপে) আত্মনা (স্বয়মেব) তুষ্টঃ (আত্মারাম ইতি যাবৎ) স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। পার্থ যখন সকল অন্তরজাত বাসনা পরিত্যাগ করে, তখন পরমাত্ম-স্বরূপে স্বয়ং পরমানন্দিত স্থিত-প্রজ্ঞ কথিত হয় ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়! যখন নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি হৃদয়ের যাবতীয় বাসনার উচ্ছেদ সাধন করিয়া, স্বয়ং পরমার্থ দর্শনামৃত সেবনে অপার আনন্দ উপভোগ করেন, তখন তাদৃশ সংন্যাসীকেই স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় ॥ ৫৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণমনেন শ্লোকেন পৃচ্ছতি, যো হ্যাদিত এব সংন্যস্য কর্ম্মাণি জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যশ্চ কর্ম্মযোগেন তয়োঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি, প্রজহাতীত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তিপর্য্যন্তং স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং সাধনঞ্চোপদিশ্যতে, সর্ব্বত্রৈব হ্যধ্যাত্মশাস্ত্রে কৃতার্থলক্ষণানি যানি তান্যেব সাধনান্যুপদিশ্যন্তে যত্নসাধ্যত্বাৎ, যানি যত্নসাধ্যানি সাধনানি লক্ষণানি ভবন্তি তানি শ্রীভগবানুবাচ, প্রজহাতীতি। প্রজহাতি প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা যস্মিন্ কালে সর্ব্বান্ সমস্তান্ কামান্ ইচ্ছাভেদান্ হে পার্থ মনোগতান্ মনসি প্রবিষ্টান্ হৃদি প্রবিষ্টান্ সর্ব্বকামপরিত্যাগে তুষ্টিকারণাভাবাচ্ছরীরধারণনিমিত্তশেষে চ সত্যুন্মত্তপ্রমত্তস্যেব

প্রবৃত্তিঃ প্রাপ্তেত্যাহ উচ্যতে আত্মনি এব প্রত্যগাত্মস্বরূপ এবাত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ, স্থিতা প্রতিষ্ঠিতাত্মানাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞো বিদ্বাংস্তদোচ্যতে, ত্যক্তপুত্রবিত্তলোকৈষণঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ আত্মক্রীড়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নাক্ষরাণি ব্যাখ্যায় বাক্যার্থমাহ স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি। প্রতিবচনমবতারয়িতুং প্রাতনিকাং করোতি যো হীতি। হিশব্দেন কর্ম্মসংন্যাসকারণীভূতবিরাগতাসম্পত্তিঃ সূচ্যতে, আদিতো ব্রহ্মচর্য্যাবস্থায়ামিতি যাবৎ, জ্ঞানমেব যোগো ব্রহ্মাত্মভাবপ্রাপকত্বাৎ তস্মিন্ নিষ্ঠা পরিসমাপ্তিস্তস্যামিত্যর্থঃ, কর্ম্মৈব যোগস্তেন কর্ম্মাণ্যসন্ন্যস্য তন্নিষ্ঠায়ামেব প্রবৃত্ত ইতি শেষঃ। নম্বু তৎকথমেকেন বাক্যেনার্থদ্বয়মুপদিশ্যতে বৈধার্থে বাক্যভেদাৎ, ন চ লক্ষণমেব সাধনং কৃতার্থলক্ষণস্য তৎস্বরূপত্বেন ফলত্বে সাধনত্বানুপপত্তেরিতি তত্রাহ সর্ব্বত্রৈবেতি। যদ্যপি প্রকৃতার্থস্য জ্ঞানিনো জ্ঞানলক্ষণং তদ্রূপেণ ফলত্বান্ন সাধনত্বমধিগচ্ছতি, তথাপি জিজ্ঞাসোস্তদেব প্রযত্নসাধ্যতয়া সাধনং সম্পদ্যতে, লক্ষণঞ্চাত্রজ্ঞানসামর্থ্যলভ্যমণূদ্যতে, ন বিধীয়তে বিদুষো বিধিনিষেধাগোচরত্বাৎ, তেন জিজ্ঞাসোঃ সাধনানুষ্ঠানায় লক্ষণানুবাদাদেকস্মিন্নেব সাধনানুষ্ঠানে তাৎপর্য্যমিত্যর্থঃ। উক্তেঽর্থে ভগবদ্বাক্যমুত্থাপয়তি যানীতি। লক্ষণানি চ জ্ঞানসামর্থ্যলভ্যানি যত্নসাধ্যানীতি শেষঃ। স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি। কামত্যাগস্য প্রকর্ষো বাসনারাহিত্যং কামানামাত্মনিষ্ঠত্বং কৈশ্চিদিষ্যতে, তদযুক্তং তেষাং মনোনিষ্ঠত্বশ্রুতেরিত্যাশয়বানাহ মনোগতানিতি। আত্মন্যেবাত্মনেত্যাদ্যুত্তরভাগনিরস্যঞ্চোদ্যমনুবদতি সর্ব্বকামেতি। তর্হি প্রবর্ত্তকাভাবাদিতুষঃ সর্ব্বপ্রবৃত্তেরুপশান্তিরিতি নেত্যাহ শরীরেতি। উন্মাদবাদুমত্তো বিবেকবিরহিতো বুদ্ধিভ্রমভাগী প্রকর্ষেণ মদমনুভবন্ বিদ্যমানমপি বিবেকং নিরস্যন্ ভ্রান্তব্যবহরন্ প্রমত্ত ইতি বিভাগঃ। উত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাকরোতি উচ্যত ইতি। আত্মন্যেবেত্যেবকারাদাত্মনেত্যত্রাপি সম্বন্ধং দ্যোতয়তি স্বেনৈবেতি। বাহ্যলাভনিরপেক্ষত্বেন তুষ্টিমেব স্পষ্টয়তি পরমার্থেতি। স্থিতপ্রজ্ঞপদং বিভজতে স্থিতেতি। প্রজ্ঞা প্রতিবন্ধকসর্ব্বকামবিরামাবস্থা তদেতি নির্দ্দিশ্যতে। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি ত্যক্তেতি। আত্মানং জিজ্ঞাসমানো বৈরাগ্যবান্ সর্ব্বৈষণাত্যাগাত্মকং সংন্যাসমাসাদ্য শ্রবণাদ্যাবৃত্ত্যা তজ্জ্ঞানং প্রাপ্য তস্মিন্নেবাসক্ত্যা বিষয়বৈমুখ্যেন তৎফলভূতাং পরিতুষ্টিং তত্রৈব প্রতিলভমানঃ স্থিতপ্রজ্ঞব্যপদেশভাগীত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

রামানুজ।—বৃত্তিবিশেষকথনেন স্বরূপমভিব্যক্তং ভবতীতি বৃত্তিবিশেষ উচ্যতে প্রজহাতীতি। আত্মন্যেবাত্মনা মনসাত্মৈকাবলম্বনেন তুষ্টঃ তেন তোষেণ তদ্ব্যতিরিক্তান্ সর্ব্বান্ মনোগতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি তদায়ং স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে, জ্ঞাননিষ্ঠাকাষ্ঠেয়ম্ ॥ ৫৫ ॥

হনুমান্।—অতস্তাস্তেব সাধনানি ভগবানুবাচ, প্রজহাতীতি। প্রকর্ষেণ জহাতি পরিত্যজতি যদা কামান্ নিষ্ঠাত্মান্ হেয়ার্থমনোগতান্ যদপি প্রতিষ্ঠানাপন্নতেব প্রত্যগাত্মস্বরূপ এব আত্মনা স্বেনৈব বাহ্যলাভনিরপেক্ষস্তুষ্টঃ পরমার্থদর্শনামৃতরসলাভেনান্যস্মাদলং ভবতি ন

প্রত্যয়বান্ স্থিতপ্রজ্ঞঃ স্থিতা প্রজ্ঞা আত্মনাত্মবিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞঃ বিদ্বাংস্তদোচ্যতে, ইত্যুক্তপুত্রবিত্তলাভঃ সংন্যাসী আত্মারাম আত্মক্রীড়াবান্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

শ্রীধর।—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষ্যস্য লক্ষণানি কথয়ন্নেবান্তরঙ্গানি জ্ঞানসাধনান্যাহ যাবদধ্যায়সমাপ্তি, তত্র প্রথম প্রশ্নস্যোত্তরমাহ প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ আত্মনীতি। আত্মন্যেব স্বস্মিন্নেব পরমানন্দরূপ আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষাংস্ত্যজতি তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবান্ ক্রমেণ চতুর্ণামুত্তরমাহ যাবদধ্যায়পূর্ত্তি। তত্র প্রথমস্যাহ প্রজহাতীত্যেকেন। হে পার্থ যদা মনোগতান্ মনসি স্থিতান্ কামান্ সর্ব্বান্ প্রজহাতি সন্ত্যজতি তদা স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে। কামানাং মনোধর্ম্মত্বাৎ পরিত্যাগো যুক্তঃ। আত্মধর্ম্মত্বে দুঃশক্যঃ স স্যাদ্বহ্ন্যুষ্ণ্যাদীনামিবেতি ভাবঃ। নন্বু শুষ্ককাষ্ঠবৎ কথং তিষ্ঠতীতি চেৎ তত্রাহ আত্মন্যেবেতি। আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি ভাসমানেন স্বপ্রকাশানন্দরূপেণাত্মনা স্বরূপেণ তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ সংত্যজ্যাত্মানন্দারামঃ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। "আত্মা পুংসি স্বভাবেঽপি প্রযত্নমনসোরপি। ধৃতাবপি মনীষায়াং শরীরব্রহ্মণোরপি॥" ইতি মেদিনীকারঃ। ব্রহ্ম চাত্র জীবেশ্বরান্যতরদ্গ্রাহ্যম্ ॥ ৫৫ ॥

মধুসূদন।—এতেষাং চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ যাবদধ্যায়সমাপ্তি, প্রজহাতীতি। কামান্ কামসঙ্কল্পাদীন্ মনোবৃত্তিবিশেষান্, প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতি-ভেদেন তন্ত্রান্তরে পঞ্চধাপ্রপঞ্চিতান্ সর্ব্বান্ নিরবশেষান্ প্রকর্ষেণ কারণবাধেন যদা জহাতি পরিত্যজতি সর্ব্ববৃত্তিশূন্য এব যদা ভবতি স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে সমাধিস্থ ইতি শেষঃ। কামনামনাত্মধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগযোগ্যত্বমাহ মনোগতানিতি। যদি হ্যাত্মধর্ম্মাঃ স্যুঃ তদা ন ত্যক্তুং শক্যেরন্ বহ্ন্যৌষ্ণ্যবৎ স্বাভাবিকত্বাৎ মনসস্তু ধর্ম্মা এতে অতস্তৎপরিত্যাগেন পরিত্যক্তুং শক্যা এবেত্যর্থঃ। নন্বু স্থিতপ্রজ্ঞস্য মুখপ্রসাদলিঙ্গগম্যঃ সন্তোষবিশেষঃ, প্রতীয়তে স কথং সর্ব্বকাম-পরিত্যাগে স্যাদিত্যত আহ। আত্মন্যেব পরমানন্দরূপে ন ত্বনাত্মনি তুচ্ছে আত্মনা স্বপ্রকাশ-চিদ্রূপেণ ভাসমানে ন তু বৃত্ত্যা তুষ্টঃ পরিতৃপ্তঃ পরমপুরুষার্থলাভাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ, "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি শ্রিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যো ভবত্যত্র মৃতো ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি। তথাচ সমাধিস্থঃ স্থিতপ্রজ্ঞ এবং বিধৈর্লক্ষণবাচিভিঃ শব্দৈর্ভাষ্যত ইতি প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরম্ ॥ ৫৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতেষাং ক্রমেণোত্তরাণ্যাহ শ্রীভগবান্ প্রজহাতীত্যাদিনা। অত্রযান্যেব কৃতার্থলক্ষণানি তানি জ্ঞানসাধানীতি মযা উপদিশ্যন্তে স্থিতপ্রজ্ঞ লক্ষণানি তেষামকৃতার্থেষু যত্নসাধ্যত্বাৎ কৃতার্থেষু স্বাভাবিকত্বাৎ, যথোক্তং, "উৎপন্নাত্মপ্রবোধস্য ত্বদ্বেষ্টৃত্বাদয়ো গুণাঃ।

তরঙ্গায়মুতত্তত্ত ন তু সাধকরূপিণঃ” ইতি। যদায়ং যোগী সর্ব্বান্ স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরভোগ্যান্ কামান্ কাম্যমানান বিষয়ান্ প্রকর্ষেণ সমূলং জহাতি ত্যজতি, কীদৃশান্ কামান্ মনোগতান্ মনস্যেব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকে স্থিতান্ ন তু বহিঃ। যথোক্তমস্মৎপাদাচার্য্যৈঃ, “দোষনিমিত্তং রূপাদয়ো বিষয়াঃ সঙ্কল্পবিকল্পকৃতাঃ” ইতি তত্র স্থূলানাং কামানাং ত্যাগ একান্তসেবনমাত্রাদ্ভবতীতি স স্বধীয়ানেব বিলীনকরণগ্রামস্য সমনস্কস্য জাগ্রদ্বাসনাময়াঃ স্বপ্নে যে কামাঃ স্ফুরন্তি তেষামপি ত্যাগো ভগবদ্ধ্যানাদিরূপসদ্বাসনাভ্যাসবলেন ভবতি। যেতুপসংহৃতকরণস্য সম্প্রজ্ঞাতসমাধিকালে দিব্যাঃ কামনাঃ সঙ্কল্পমাত্রোপগতা মহরবিন্দাদিষু প্রসিদ্ধাস্তেষামপি ত্যাগোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধ্যভ্যাসবলেন ভবতি এবং ত্রিবিধান্ কামান্ ত্যক্ত্বা আত্মন্যেবাখণ্ডৈকরসে আত্মনা স্বেনৈব স্বরূপানন্দেন তুষ্টো বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষো যদা ভবতি তদায়ং স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৫ ॥

বিশ্বনাথ।—চতুর্ণাং প্রশ্নানাং ক্রমেণোত্তরমাহ প্রজহাতীতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। সর্ব্বানিতি কস্মিন্নপ্যর্থে যস্য কিঞ্চিন্মাত্রোঽপি নাভিলাষ ইত্যর্থঃ। মনোগতানিতি কামানামাত্মধর্ম্মত্বেন পরিত্যাগে যোগ্যতা দর্শিতা। যদি তে হ্যাত্মধর্ম্মাঃ স্যুস্তদা তাংস্ত্যক্তুমশক্যেরন বহ্নেরৌষ্ণ্যবদিতি ভাবঃ। অত্র হেতুঃ আত্মনি প্রত্যাহৃতে মনসি প্রাপ্তো য আত্মা আনন্দরূপস্তেন তুষ্টঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, “যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদি স্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে” ইতি ॥ ৫৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কৃত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন। সঙ্কল্পাদি মনোবৃত্তিবিশেষের নাম কাম; শাস্ত্রান্তরে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা, স্মৃতি* ভেদে কাম পঞ্চবিধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

* বৃত্তয়ঃ পঞ্চতয্যঃ ॥ ৫ ॥ যেরূপ ছাঁচের উপর কোন দ্রবীভূত ধাতু ঢালিয়া দিলে তাহা ছাঁচের ঠিক অনুরূপ আকার গ্রহণ করে, সেইরূপ রূপ রসাদি বাহ্য বিষয়ের সংযোগে জীবের অন্তঃকরণের যে পরিণাম বিশেষ হয়, বা অন্তঃকরণ সেই সংযুক্ত বিষয়ের যে আকারে ঠিক পরিণত হয়, তাহাই সাধারণতঃ পরিণাম জ্ঞান বলিয়া উল্লিখিত হয়; পরন্তু যোগশাস্ত্রে তাহাই “বৃত্তি” বলিয়া অভিহিত হয়। সেই মনোবৃত্তি প্রধানতঃ পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা; প্রমাণ বিপর্য্যয় বিকল্প নিদ্রা স্মৃতয়ঃ ॥৬॥ প্রমাণ বৃত্তি, বিপর্য্যয় বৃত্তি, বিকল্পবৃত্তি, নিদ্রা বৃত্তি, এবং স্মৃতি বৃত্তি। তন্মধ্যে প্রমাণ বৃত্তি যথা; প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ॥ ৭ ॥ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম ত্রিবিধ প্রমাণ বৃত্তি (৩০৭—৩১০।) বিপর্য্যয়। যথা; বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্ ॥৮॥ যাহার যাহা পারমার্থিক রূপ, তাহাই তাহার “তদ্রূপ”। যাহা তদ্রূপে থাকে না তাহারই নাম “অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠিত”। (বস্তু যৎ পারমার্থিকং রূপং তস্মিন্ ন প্রতিতিষ্ঠতীতি অতদ্রূপপ্রতিষ্ঠম্) অতদ্রূপ প্রতিষ্ঠিত এমন যে মিথ্যাজ্ঞান তাহার নাম “বিপর্য্যয়”। অর্থাৎ যাহা বাস্তবিক যে পদার্থ নহে, তাহাকে সেই পদার্থ বলিয়া যে মিথ্যাজ্ঞান সমুদ্ভূত হয়, তাহার নাম “বিপর্য্যয়”;

সাধক এই কাম সমূহকে যখন সম্পূর্ণরূপ নিরবশেষভাবে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বমনোবৃত্তি-বিহীন হন, তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। কামনা কখনই আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা মনেরই ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা পরিত্যাগেরই যোগ্য। যদি কাম আত্মার ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে কখনই পরিত্যাগ করা যাইত না। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য্য। কামনাসমূহ তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে অবশ্যই অপরিহার্য্য হইত। তাহা মনেরই ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা বর্জ্জন করিলে সহজেই বর্জ্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বকামনা পরিত্যক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের বদনমণ্ডল নিরন্তর

যেরূপ রজ্জু সর্প, বারি মরীচিকা, শুক্তি রজত প্রভৃতি। এই বিপর্য্যয়েরই নামান্তর ভ্রম, অধ্যাস প্রভৃতি। বিপর্য্যয় বৃত্তি প্রমাণ বৃত্তির ঠিক বিপরীত বৃত্তি বিশেষ। বিকল্প যথা; শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ ॥ ৯ ॥ বস্তু শূন্য অর্থাৎ বস্তু নাই অথচ শব্দজন্য যে একরূপ মনের বৃত্তি জন্মায়, সেই মনোবৃত্তির নাম "বিকল্প"; যেরূপ কাক-দন্ত, কূর্ম্মরোম, অশ্বডিম্ব, আকাশ-কুসুম, নরবিষাণ, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি। বাস্তবিক কাকদন্তাদি কোন বস্তু না থাকিলেও কেবল শব্দজন্য যে একরূপ মনোবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়, তাহারই নাম "বিকল্প"। পূর্ব্বোক্ত বিপর্য্যয়ের বাধ হইতে পারে, কিন্তু বিকল্পের বাধ হইতে পারে না, সুতরাং বিকল্প বিপর্য্যয় হইতে ভিন্ন। নিদ্রা। যথা; অভাব প্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তিনিদ্রা ॥ ১০ ॥ (কার্য্যং প্রতি অয়তে গচ্ছতীতি প্রত্যয়ঃ কারণম্। অভাবে জাগ্রৎস্বপ্নবৃত্তীনাং প্রাবল্যে কারণং তমঃ, তদেব আলম্বনং বিষয়ো যস্যাঃ সা তথোক্তা বৃত্তিনিদ্রেত্যুচ্যতে।) প্রত্যয় শব্দের অর্থ কারণ; জাগ্রৎ ও স্বপ্নবৃত্তির অভাবে অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ লয়াবস্থার কারণ (প্রত্যয়) কে?—না তমঃ (গুণ)। সেই তমঃ যে বৃত্তির আলম্বন অর্থাৎ বিষয় সেই মনোবৃত্তির নাম "নিদ্রা"। মন নিদ্রাবস্থায় তমঃ বা অজ্ঞানকেই বিষয় করে, অর্থাৎ নিদ্রাবস্থায় মন অজ্ঞানাকারে আকারিত হয়, কারণ নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি বলে যে, "আমি ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই।" তমোগুণ প্রকাশাত্মক সত্ত্বগুণের আবরক বলিয়া নিদ্রাবস্থায় অজ্ঞান ব্যতিরিক্ত কোনরূপ বিষয়ের জ্ঞান হয় না। স্মৃতি। যথা; অনুভূত বিষয়াসম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ ॥ ১১ ॥ যে বিষয় একবার অনুভব করা হইয়াছে, তাহার যে অসম্প্রমোষ (অন্যের চুরি না করা অর্থাৎ সংস্কার দ্বারা যে বুদ্ধিতে উপস্থিতি তাহার নাম "স্মৃতি"। যেরূপ "সেই আমার মা," "আহা সেই মধুর সঙ্গীত" ইত্যাদি। অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায় যে সমস্ত বিষয় অনুভব করা যায়, মনে তাহার সংস্কার বা শক্তি বিশেষ আবদ্ধ থাকে। উদ্বোধক উপস্থিত হইলেই সেই সংস্কার প্রবল হইয়া সেই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের স্বরূপ পুনরায় মনে উদিত করিয়া দেয়। এই পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের পুনরুদিত মনোবৃত্তি বিশেষের নামই স্মৃতি। হস্তিপক (মাহুত) দর্শন হস্তিদর্শনের উদ্বোধক, অর্থাৎ পূর্ব্ব দৃষ্ট হস্তির যে সংস্কার চিত্তে আবদ্ধ থাকে, হস্তি না থাকিলেও কেবল মাত্র মাহুতকে দেখিয়াই সেই সংস্কার প্রবল হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট সেই হস্তীর স্বরূপ চিত্তে পুনরুদিত করিয়া দেয়; হস্তিবিষয়ক এই প্রকার সমুদিত মনোবৃত্তির নামই হস্তি স্মৃতি। সুষুপ্তিকালীন (নিদ্রাকালীন) অজ্ঞানের অনুভবও এই স্মৃতির সাহায্যেই হইয়া থাকে, কারণ পূর্ব্বে অর্থাৎ সুষুপ্ত অবস্থায় অজ্ঞান অনুভূত না হইলে জাগ্রদবস্থায় তাহার স্মৃতি হইত না।

[পাতঞ্জল দর্শন—সমাধিপাদ]—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

পরমানন্দে সমুদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি সর্ব্বকামনা পরিশূন্য হইলে কখনই এরূপ সম্ভব হয় না ; এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহার পরমাত্মজ্ঞান হইয়াছে, তিনিই পরম পুরুষার্থ লাভের অধিকারী হইয়াছেন। পরমার্থ দর্শনামৃত উপভোগ জনিত পরমানন্দে তিনি নিরন্তর আত্মারাম। পরিত্যক্ত পুত্র-কলত্র-বিত্তাদি-বাহ্য সুখ সাধক যাবতীয় পদার্থই তদীয় অলৌকিক প্রসন্নতার তুলনায় নিরতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করে।" এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত মহাত্মাকেই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। এতদ্দ্বারা অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ॥ ৫৫ ॥

——•:•:•——

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—দুঃখেষু (আধ্যাত্মিকাদিষু দুঃখত্রয়েষু) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুভিতচিত্তঃ) সুখেষু (সুখসাধকবস্তুষু প্রাপ্তেষু) বিগতস্পৃহঃ (তৃষ্ণাদিরহিতঃ) বীতরাগভয়ক্রোধঃ (বিগতপ্রীতিভীতিকোপঃ) মুনিঃ (সংন্যাসী) স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

প্রতিশব্দ।—দুঃখসমূহে অনাকুলিত চিত্ত সুখ-সমূহে আকাঙ্ক্ষা-শূন্য প্রীতি-ভীতি-কোপ বিরহিত সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ কথিত হন ॥ ৫৬ ॥

ব্যাখ্যা।—সাংসারিক দুঃখসমূহ যাহার প্রশান্ত হৃদয়কে বিচঞ্চল করিতে পারে না, সুখবিধায়ক বস্তু লাভার্থ যাহার চিত্ত আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত হয় না এবং যিনি আসক্তি ভীতি ও ক্রোধকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, তাদৃশ সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে ॥ ৫৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু প্রাপ্তেষু নোদ্বিগ্নং ন প্রক্ষুভিতং দুঃখপ্রাপ্তৌ মনো যস্য সোঽয়মনুদ্বিগ্নমনাঃ তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে সুখান্যনুবিবর্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ

রাগভয়ক্রোধাঃ, বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধাঃ যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞো মুনিঃ সংন্যাসী তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

আনন্দগিরি।—লক্ষণভেদানুবাদদ্বারা বিবিদিষোরেব কর্ত্তব্যান্তরমুপদিশতি কিঞ্চেতি। জ্বরশিরোরোগাদিকৃতানি দুঃখান্যাধ্যাত্মিকানি আদিশব্দেনাধিভৌতিকানি ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্তান্যাধিদৈবিকানি চাতিবাতবর্ষাদিনিমিত্তানি দুঃখানি গৃহ্যন্তে, তেষুপলব্ধেষপি নোদ্বিগ্নং মনো যস্য স তথেতি সম্বন্ধঃ। নোদ্বিগ্নমিত্যেতদ্ব্যাচষ্টে ন প্রক্ষুভিতমিতি। দুঃখানামুক্তানাং প্রাপ্তৌ পরিহারাক্ষমস্য তদনুভবপরিভাবিতং দুঃখমুদ্বেগস্তেন সহিতং মনো যস্য ন ভবতি স তথেত্যাহ দুঃখপ্রাপ্তাবিতি। মনো যস্য নোদ্বিগ্নমিত পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ সুখান্যপি দুঃখবৎ ত্রিবিধানীতি মত্বা তথেত্যুক্তং তেষু প্রাপ্তেষু সৎসু তেভ্যো বিগতাস্পৃহা তৃষ্ণা যস্য স বিগতস্পৃহ ইতি যোজনা। অজ্ঞস্য হি প্রাপ্তানি সুখান্যনু বিবর্দ্ধতে তৃষ্ণা. বিদুষস্তু নৈবমিত্যত্র বৈধর্ম্ম্যদৃষ্টান্তমাহ নাগ্নিরিবেতি। যথা হি দাহ্যস্যেন্ধনাদেরাধানে বহ্নির্বিবর্দ্ধতে, যথাজ্ঞস্য সুখান্যুপগতান্যনু বিবর্দ্ধমানাপি তৃষ্ণা, বিদুষো ন তান্যনু বিবর্দ্ধতে, ন হি বহ্নিরদাহ্যমুপগতমপি দগ্ধুং বিবৃদ্ধিমধিগচ্ছতি তেন জিজ্ঞাসুনা সুখদুঃখয়োস্তুল্যত্বেন ন কর্ত্তব্যাবিত্যর্থঃ। রাগাদয়স্তু তেন কর্ত্তব্যা ন ভবন্তীত্যাহ বীতেতি। অনুভূতাভিনিবেশে বিষয়েষু রঞ্জনাত্মকতৃষ্ণাভেদো রাগঃ, পরেণাপকৃতস্য গাত্রনেত্রাদিবিকারকারণং ভয়ং, ক্রোধস্তু পরবশীকৃত্যাত্মানং স্বপরাপকারপ্রবৃত্তিহেতুর্বুদ্ধিবৃত্তিবিশেষঃ। অন্যতে ইতি মুনিরাত্মবিদিত্যঙ্গীকৃত্যাহ সংন্যাসীতি। সুখদুঃখাদিবিষয়তৃষ্ণাদেরাগাদেশ্চাভাবাং বস্থা তদেত্যুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

রামানুজ।—অনন্তরং জ্ঞাননিষ্ঠস্য ততোঽর্ব্বাচীনা অদূরবিপ্রকৃষ্টাবস্থোচ্যতে দুঃখেষ্বিতি। প্রিয়বিশ্লেষাদিদুঃখনিমিত্তেষুপস্থিতেষনুদ্বিগ্নমনাঃ ন দুঃখী ভবতি। সুখেষু বিগতস্পৃহঃ প্রিয়েষু সন্নিহিতেষপি নিস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধ অনাগতেষু স্পৃহা রাগস্তদ্রহিতঃ প্রিয়বিশ্লেষাপ্রিয়াগমনহেতুঃ দর্শন নিমিত্তং দুঃখং ভয়ং তদ্রহিতঃ, প্রিয়বিশ্লেষাপ্রিয়াগমন হেতুভূত চেতনান্তরগত দুঃখ হেতুঃ স্বমনোবিকারঃ ক্রোধস্তদ্রহিতঃ এবংভূতো মুনিরাত্মমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষ্বাধ্যাত্মিকাদিষু অনুদ্বিগ্নমপ্রক্ষুভিতং মনো যস্য সোঽনুদ্বিগ্নমনাঃ, তথা সুখেষু প্রাপ্তেষু বিগতা স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য নাগ্নেরিবেন্ধনাদ্যাধানেন সুখান্যনুবর্দ্ধতে স বিগতস্পৃহঃ বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ বিগতা যস্মাৎ স বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ মুনির্মননশীলস্তদোচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষ্বপি অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুর্বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ, অতএব স্থিতধীঃ, স মুনিঃ স্থিতধীরুচ্যতে ॥ ৫৬ ॥

বলদেব।—অথ যুধিষ্ঠিরঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ কিং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ দুঃখেষ্বিতি আধ্যাত্মিকাধিদৈবিকাধিভৌতিকাদিষু দুঃখেষু সমুপস্থিতেষু সৎসু অনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধফলান্যমূনি অবশ্যভোক্

ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তেভ্যো নোদ্বিজত ইত্যর্থঃ। সুখেষু চোত্তমাহারসৎকারাদিনা সমুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহস্তৃষ্ণাশূন্যঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্যমূনি ময়াবশ্যং ভোক্তব্যানীতি কেনচিৎ পৃষ্টঃ স্বগতং বা ব্রুবন্ তৈরুপস্থিতৈঃ প্রহৃষ্টমুখো ন ভবতীত্যর্থঃ। বীতেতি বীতরাগঃ কমনীয়েষু প্রীতিশূন্যঃ, বীতভয়ঃ বিষয়াপহর্ত্তৃষু প্রাপ্তেষু দুর্ব্বলস্য মমৈতানি ধর্ম্মার্থাপহর্ত্তৃণি সন্তু ইতি দৈন্যশূন্যঃ। বীতক্রোধঃ তেষ্বেব প্রবলস্য মমৈতানি তুচ্ছৈর্ভবদ্ভিঃ কথমপহর্ত্তব্যানীতি ক্রোধশূন্যশ্চ। এবংবিধো মুনিরাত্মমননশীলঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। ইত্থং ব্যাহৃতবান্ পরান্ প্রতি স্বগতং বা বদন্নুদ্বেগো নিঃস্পৃহত্বাদিকঞ্চ প্রভাষেত ইত্যুত্তরম্॥ ৫৬॥

মধুসূদন।—ইদানীং ব্যুত্থিতচিত্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভাষণোপবেশনগমনানি মূঢজনবিলক্ষণানি, ব্যাখ্যেয়ানি তত্র কিং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ দ্বাভ্যাং দুঃখেষ্বিতি। দুঃখানি ত্রিবিধানি শোকমোহজ্বরশিরোরোগাদিনিমিত্তান্যাধ্যাত্মিকানি, ব্যাঘ্রসর্পাদিপ্রযুক্তান্যাধিভৌতিকানি, অতিবাতাতিবৃষ্ট্যাদিহেতুকান্যাধিদৈবিকানি, তেষু দুঃখেষু রজঃপরিণামসন্তাপাত্মকচিত্তবৃত্তিবিশেষেষু প্রারব্ধপাপকর্ম্মপ্রাপিতেষু নোদ্বিগ্নং দুঃখপরিহারাক্ষমতয়া ব্যাকুলং ন ভবতি মনো যস্য সোঽনুদ্বিগ্নমনাঃ, অবিবেকিনো হি দুঃখপ্রাপ্তৌ সত্যামহো পাপোঽহং ধিঙ্মাং দুরাত্মানমেতাদৃশদুঃখভাগিনং কো মে দুঃখমীদৃশং নিরাকুর্য্যাদিত্যনুতাপাত্মকো ভ্রান্তিরূপস্তামসশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ উদ্বেগাখ্যো জায়তে, যদ্যয়ং পাপানুষ্ঠানসময়ে স্যাৎ তদা তৎপ্রবৃত্তিপ্রতিবন্ধকত্বেন সফলঃ স্যাৎ, ভোগকালে তু ভবন্ কারণে সতি কার্য্যস্যোচ্ছেত্তুমশক্যত্বান্নিষ্প্রয়োজনো দুঃখকারণে সত্যপি কিমিতি মম দুঃখং জায়তে ইতি অবিবেকভ্রমরূপত্বান্ন বিবেকিনঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সম্ভবতি, দুঃখমাত্রং হি প্রারব্ধকর্ম্মণা প্রাপ্যতে নতু তদুত্তরকালীনো ভ্রমোঽপি। ননু দুঃখান্তঃকরণাৎ সোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মান্তরেণ প্রাপ্যতামিতি চেৎ ন স্থিতপ্রজ্ঞস্য ভ্রমোপাদানাজ্ঞাননাশেন ভ্রমাসম্ভবাৎ তজ্জন্যদুঃখপ্রাপকপ্রারব্ধাভাবাৎ। যথা কথঞ্চিদ্দেহযাত্রামাত্রনির্ব্বাহকপ্রারব্ধকর্ম্মফলস্য ভ্রমাভাসেঽপি বাধিতানুবৃত্ত্যোপপত্তেরিতি বিস্তরেণাগ্রে বক্ষ্যতে। তথা সুখেষু সত্ত্বপরিণামরূপপ্রীত্যাত্মকচিত্তবৃত্তিবিশেষেষু ত্রিবিধেষু প্রারব্ধপুণ্যকর্ম্মপ্রাপিতেষু বিগতস্পৃহঃ আগামিতজ্জাতীয়সুখস্পৃহারহিতঃ। স্পৃহা হি নাম সুখানুভবকালে তজ্জাতীয়সুখস্য কারণং ধর্ম্মমননুষ্ঠায় বৃথৈব তদাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণা তামসী চিত্তবৃত্তিভ্রান্তিরেব, সা চাবিবেকেন এব জায়তে। ন হি কারণাভাবে কার্য্যং ভবিতুমর্হতি. অতো যথা সতি কারণে কার্য্যং মা ভূদিতি বৃথাকাঙ্ক্ষারূপ উদ্বেগো বিবেকিনো ন সম্ভবতি, তথৈবাসতি কারণে কার্য্যং ভূয়াদিতি বৃথাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহাপি নোপপদ্যতে প্রারব্ধকর্ম্মণঃ সুখমাত্রপ্রাপকত্বাৎ, হর্ষাত্মিকা বা চিত্তবৃত্তিঃ স্পৃহাশব্দেনোক্তা, সাপি ভ্রান্তিরেবাহো ধন্যোঽহং, যস্য মমেদৃশং সুখমুপস্থিতং, কো বা ময়া তুল্যোঽস্তি ভুবনে, কেনোপায়েন মমেদৃশং সুখং ন বিচ্ছিদ্যেত ইত্যেবমাত্মিকোৎফুল্লতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তিঃ, অতএবোক্তং ভাষ্যে "নাগ্নিরিবেন্ধনাদ্যাধানে যঃ সুখান্যনুবিবর্দ্ধতে, স বিগতস্পৃহঃ" ইতি। বক্ষ্যতি চ "ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্" ইতি। সাপি ন বিবেকিনঃ সম্ভবতি

প্রাপ্তিত্বাৎ, তথা বীতরাগভয়ক্রোধঃ রাগঃ শোভনাধ্যাসনিবন্ধনো বিষয়েষু রঞ্জনাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষোৎপন্নাভিনিবেশরূপঃ রাগবিষয়ো যস্য বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্নিবারণাসামর্থ্যমাত্মনো মন্যমানস্য দৈন্যাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষো ভয়ং, এবং রাগবিষয়বিনাশকে সমুপস্থিতে তন্নিবারণসামর্থ্যমাত্মনো মন্যমানস্যাভিজ্বলনাত্মকশ্চিত্তবৃত্তিবিশেষঃ ক্রোধঃ, তে সর্ব্বে বিপর্য্যয়রূপত্বাৎ বিগতা যস্মাৎ স তথা, এতাদৃশো মুনির্ম্মননশীলঃ সন্ন্যাসী স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে এবং লক্ষণঃ স্থিতধীঃ স্বানুভবপ্রকটনেন শিষ্যশিক্ষার্থমনুদ্বেগনিস্পৃহত্বাদিবাচঃ প্রভাষতে ইত্যন্বয় উক্তঃ। এবঞ্চান্যোঽপি মুমুক্ষুর্দুঃখেনোদ্বিজেৎ, সুখেন প্রহৃষ্যেৎ রাগভয়ক্রোধরহিতশ্চ ভবেদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৬॥

নীলকণ্ঠ।—দুঃখেষু শস্ত্রপাতাদিষু দুঃখসাধনেষু প্রাপ্তেষপ্যনুদ্বিগ্নমনা অচঞ্চলমনাঃ, বক্ষ্যতি চ, "যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে" ইতি, সুখসাধনেষু স্রক্চন্দনাদিষু প্রাপ্তেষপি বিগতস্পৃহো নিবৃত্তিস্বাস্তবতি, অতএব বীতাঃ রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ স তথা, ন হি তস্যামবস্থায়াং রাগাদয়ো দুঃখাদয়ো বা সম্ভবন্তি, এবংবিধঃ সমাধিস্থঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে॥ ৫৬॥

বিশ্বনাথ।—কিং প্রভাষেতেত্যস্য উত্তরমাহ দুঃখেষ্বিতি দ্বাভ্যাম্। দুঃখেষু ক্ষুৎপিপাসাজ্বরশিরোরোগাদিষ্বাধ্যাত্মিকেষু, সর্পব্যাঘ্রাদ্যুত্থিতেষ্বাধিভৌতিকেষু, অতিবাতবৃষ্ট্যাদ্যুত্থিতেষ্বাধিদৈবিকেষু, উপস্থিতেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ প্রারব্ধং দুঃখমিদং ময়াবশ্যং ভোক্তব্যমিতি স্বগতং কেনচিৎ পৃষ্টঃ সন্ স্পষ্টঞ্চ ব্রুবন্ ন দুঃখে উদ্বিজতে ইত্যর্থঃ। তস্য তাদৃশমুখবিক্রিয়াভাব এবানুদ্বেগলিঙ্গং সুধিয়া গম্যম্। কৃত্রিমানুদ্বেগলিঙ্গবাংস্তু কপটী সুধিয়া পরিচিতো ভ্রষ্ট এবোচ্যতে ইতি ভাবঃ। এবং সুখেষপ্যুপস্থিতেষু বিগতস্পৃহ ইতি প্রারব্ধমিদমবশ্যভোগ্যমিতি স্বগতং স্পষ্টঞ্চ ব্রুবাণস্য তস্য সুখস্পৃহারাহিত্যলিঙ্গং সুধিয়া গম্যমে বেতিভাবঃ। ততল্লিঙ্গমেব স্পষ্টীকৃত্য দর্শয়তি। বীতো বিগতো রাগোঽনুরাগঃ সুখেষু বীতং ভয়ং স্বভোক্তৃত্বাদ্যাঘ্রাদিভ্যঃ বীতঃ ক্রোধঃ স্বহন্তৃষু বন্ধুজনেষু যস্য সঃ। যথৈবাদিভরতস্য দেব্যাঃ পার্শ্বং প্রাপিতস্য স্বচ্ছেদচিকীর্ষোর্বৃষলরাজাৎ ন ভয়ং নাপি তত্র ক্রোধোঽভূদিতি॥ ৫৬॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে শ্রীভগবান্ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গ অবতারিত করিতেছেন। ভাষণ, উপবেশন এবং গমনাগমন সমাধিস্থ যোগীর পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে, তাঁহার ব্যুত্থিত দশাতেই এ সকল ঘটিতে পারে। সুতরাং ব্যুত্থিতযোগীর এই সকল কার্য্য বিষয়ক বিবরণ এক্ষণে বক্তব্য। এই শ্লোক এবং ইহার পরিবর্ত্তী শ্লোকে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

দুঃখ ত্রিবিধ (১৭৫ পৃষ্ঠা দেখ), শোক-মোহাদি জন্য মানসিক এবং জ্বর-শিরোরোগাদি জন্য শারীরিক বিকারকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে, ব্যাঘ্র-সর্পাদি প্রযুক্ত দুঃখকে আধিভৌতিক বলে। এবং অতিবৃষ্ট্যা

অতিবৃষ্ট্যাদি হেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক বলে। রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ সন্তাপপ্রদ দুঃখসমূহ কেবল চিত্তবৃত্তি বিশেষ মাত্র। যাঁহারা জ্ঞানী, তাঁহারা সম্যগ্ রূপে অবগত আছেন যে, প্রারব্ধ পাপ কর্ম্মের ফল স্বরূপে এই দুঃখের ভার মনুষ্যকে বহন করিতে হয়। ইহা পরিহার করিবার ক্ষমতা নাই জানিয়া, তাঁহারা কখনই তজ্জন্য ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হন না। যাহারা অবিবেকী তাহারা দুঃখ উপস্থিত হইলে, আপনাকে দুঃখভাগী জানিয়া, শত শত ধিক্কার প্রদান করিয়া থাকে এবং কে আমার এই দুঃখ নিরাকৃত করিবে ইত্যাদি ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া, উদ্বেগরূপ তামস চিত্ত-বৃত্তির অধীন হয়। বিবেকিগণ মনে করেন, যদি পাপানুষ্ঠানকালে এতাদৃশ চিন্তা উপস্থিত হইত, তাহা হইলে সেই পাপ প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইত। কিন্তু যথাসময়ে অনুতাপ উপস্থিত না হইয়া, অধুনা সেই অনুষ্ঠিত পাপের পরিণাম স্বরূপ দুঃখভোগকালে কৃত কার্য্যের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ অসম্ভব; সুতরাং অবিবেক নিবন্ধন ভ্রমাত্মক উদ্বেগ সর্ব্বথা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখমাত্রই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল স্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ যোগীভ্রমের উপাদান-স্বরূপ অজ্ঞাননাশ-হেতু ভ্রান্তি-সম্ভাবনা-বিরহিত; সুতরাং তজ্জন্য দুঃখ-বিধায়ক প্রারব্ধ-পরিশূন্য। সত্ত্বগুণের পরিণাম স্বরূপ প্রীতিপ্রদ চিত্ত-বৃত্তি-বিশেষকে সুখ বলে, তাহাও ত্রিবিধ। দুঃখ যেমন প্রারব্ধ পাপ কর্ম্মের পরিণাম, সুখও সেইরূপ প্রারব্ধ পুণ্য কর্ম্মের পরিণাম। যোগিগণ সুখ-বিষয়ে স্পৃহা রহিত। সুখ ভোগকালে তজ্জাতীয় সুখ-প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় অবিবেকিগণের হৃদয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইবার নিমিত্ত তৃষ্ণা বা স্পৃহা-রূপা তামসী চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু বিবেকিগণের হৃদয়ে এতাদৃশী সুখাকাঙ্ক্ষারূপা তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহা কখনই স্থান পায় না। অহো আমি ধন্য, আমার এইরূপ অসুলভ সুখ উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিভুবনে আমার সমান আর কে আছে, ইত্যাকারা আত্মোৎফুল্লতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তি কেবল ভ্রান্তিময়ী। এ সকল প্রদীপ্ত পাবকে ইন্ধন সংযোগের ন্যায়, ক্রমশঃ সুখেচ্ছার পরিবর্দ্ধন করে মাত্র। যোগী ব্যক্তি এতাদৃশ সুখ-স্পৃহা-পরিশূন্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "প্রিয়-প্রাপ্তি-জনিত হর্ষ বিরহিত এবং অপ্রিয়-প্রাপ্তি জনিত উদ্বেগ-শূন্য।" যোগী পুরুষ রাগ ভয় বা ক্রোধেরও বশীভূত নহেন। বিষয় বিশেষে রঞ্জনাত্মক চিত্তবৃত্তি জনিত যে অভিনিবেশ তাহারই নাম

রাগ। রাগের বিষয়ীভূত বস্তুর বিনাশকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে আপনার অক্ষমতা-বোধ-জনিত যে দীনতাপূর্ণ চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম ভয়, এবং সেই রাগের বিষয়ীভূত বস্তুর বিনাশ কাল সমুপস্থিত হইলে তন্নিবারণে স্বকীয় সামর্থ্যের সদ্ভাব জ্ঞান-জনিত যে জ্বলনাত্মক চিত্তবৃত্তি বিশেষের উদ্ভব হয়, তাহাই ক্রোধ। যাঁহার রাগেরই কোন পাত্র নাই, তাঁহার ভয় বা ক্রোধ কখনই জন্মিতে পারে না। এইরূপ মননশীল সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত স্থিতধী মহাপুরুষ, শিষ্যকে শিক্ষা-প্রদান-কালে, স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে, অনুদ্বেগ অনিস্পৃহত্বাদি বিষয়ক বাক্যই বলিয়া থাকেন। অতএব হে মুমুক্ষো অর্জ্জুন! দুঃখে উদ্বিগ্ন হইও না, সুখে উৎফুল্ল হইও না, রাগ ভয় ক্রোধ বিরহিত হও, ইহাই ভগবদুক্ত এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥ ৫৬ ॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।— যঃ (মুনিঃ) সর্ব্বত্র (পুত্রকলত্রাদিষ্বপি) অনভিস্নেহঃ (স্নেহরহিতঃ) তত্তৎ শুভাশুভম্, (শুভমনুকূলং, অশুভং প্রতিকূলম্) প্রাপ্য (দৃষ্ট্বা, লব্ধ্বা) ন অভিনন্দতি (প্রশংসতি) ন দ্বেষ্টি (নিন্দতি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (ফলপর্য্যবসায়িনী) ॥ ৫৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি সকল-বস্তুতে স্নেহবিহীন সেই সেই অনুকূল-প্রতিকূল পাইয়া প্রশংসা করেন না, নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা ॥ ৫৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে মুনি দেহ, জীবন, পুত্র, মিত্রাদি সকল বিষয়ে স্নেহ বিরহিত এবং তত্তৎপদার্থ সংক্রান্ত অনুকূল ঘটনা উপস্থিত হইলে হর্ষোৎফুল্ল বা প্রতিকূল ঘটনা দর্শনে বিষাদ-ব্যাকুল হন না, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র দেহজীবিতাদিষ্বপ্যনভিস্নেহঃ অভিস্নেহবর্জ্জিতঃ তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভমশুভং বা লব্ধ্বা নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি

শুভং প্রাপ্য ন তুষ্যতি ন হৃষ্যত্যশুভঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ইত্যর্থঃ ভস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি ॥ ৫৭ ॥

আনন্দগিরি।—লক্ষণভেদানুবাদদ্বারা বিবিদিষোরেব কর্ত্তব্যান্তরমুপদিশতি কিঞ্চেতি। বিবেকবতো বিদুষো বিবেকজন্যা প্রজ্ঞা কথং প্রতিষ্ঠাং প্রতিপদ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যঃ সর্ব্বত্রেতি ? নহু দেহজীবনাদৌ স্পৃহা শুভাশুভপ্রাপ্তৌ হর্ষবিষাদৌ বিদুষো বিবিদিষোশ্চাবর্জ্জনীয়ৌ ইতি প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যাসিদ্ধিস্তত্রাহ যো মুনিরিতি। তত্তদিতি শোভনত্বেনাশোভনত্বেন বা প্রসিদ্ধত্বং প্রতিনির্দ্দিশ্যতে। তদেব শুভমিতি। বিষেষ্টিবিষয়াভাবঃ শুভাদিপ্রাপ্তৌ হর্ষাভাবশ্চ প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যে কারণমিত্যাহ তস্যেতি ॥ ৫৭ ॥

রামানুজ।—ততোঽর্ব্বাচীনদশা প্রোচ্যতে যঃ ইতি। সর্ব্বত্র প্রিয়েষনভিস্নেহঃ উদাসীনঃ প্রিয়সংশ্লেষবিশ্লেষরূপং শুভাশুভং প্রাপ্যাভিনন্দনদ্বেষরহিতঃ সোঽপি স্থিতপ্রজ্ঞঃ ॥ ৫৭ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। যো মুনিঃ সর্ব্বত্র স্বদেহজীবনাদিষ্বনভিস্নেহঃ অভিস্নেহবর্জ্জিতঃ তৎতৎ প্রাপ্য শুভাশুভং তত্তচ্ছুভাশুভং লব্ধ্বা ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টীত্যর্থঃ তস্যৈবং হর্ষবিষাদবর্জ্জিতস্য বিবেকজা প্রজ্ঞা যস্য স স্থিতপ্রজ্ঞস্তদ্যোচ্যতে, ত্যক্তপুত্রবিত্তলাভঃ সন্ন্যাসী আত্মারামঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৫৭ ॥

শ্রীধর।—কথং ভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ য ইতি। যঃ সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন, প্রশংসতি, অশুভং প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাষতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

বলদেব।—য ইতি। সর্ব্বেষু প্রাণিষু অনভিস্নেহ ঔপাধিকস্নেহশূন্যঃ। কারুণিকত্বাদিরুপাধিরীষৎস্নেহস্তস্ত্যেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং শুভমুত্তমভোজনস্রক্চন্দনার্পণরূপং প্রাপ্য নাভিনন্দতি তদর্পকং প্রতি ধর্ম্মিষ্ঠত্বং চিরঞ্জীবেতি ন বদতি। অশুভমপমানং যষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি পাপিষ্ঠত্বং ম্রিয়স্বেতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞেতি। স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অত্র স্তুতিনিন্দারূপং বচো ন ভাষত ইতি ব্যতিরেকেণ তল্লক্ষণম্ ॥ ৫৭ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ যঃ সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বেষু দেহেষু জীবনাদিষ্বপি যো মুনিরনভিস্নেহঃ যস্মিন্ সত্যান্যদীয়ে হানিবৃদ্ধী স্বস্মিন্নারোপ্যেতে স তাদৃশোঽন্যবিষয়ঃ প্রেমাপরপর্য্যায়স্তামসো বৃত্তিবিশেষঃ স্নেহঃ সর্ব্বপ্রকারেণ তদ্রহিতোঽনভিস্নেহঃ ভগবতি পরমাত্মনি তু সর্ব্বথাভিস্নেহবান্ ভবেদেব অনাত্মস্নেহাভাবস্য তদর্থত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। তত্তৎপ্রারব্ধকর্ম্মপরিপ্রাপিতং শুভং সুখহেতুং বিষয়ং প্রাপ্য নাভিনন্দতি অন্তরানুরাগপূর্ব্বকং ন প্রশংসতি, তথা প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাপিতং অশুভং দুঃখহেতুং বিষয়ং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি অন্তরসূয়াপূর্ব্বকং ন নিন্দতি, অজ্ঞস্য হি সুখহেতুঃ স্বকলত্রাদিঃ স শুভো বিষয়ঃ, তদ্গুণকথনাদিপ্রবর্ত্তিকা ধীবৃত্তির্হ্রাভিরূপাভিনন্দঃ, স চ বৃত্তিবিশেষস্তামসঃ, তদ্গুণকথনাদেঃ পরপ্রবোচনার্থত্বাভাবেন ব্যর্থত্বাৎ [illegible] দুঃখহেতুঃ পরকীয়বিদ্যাপ্রকর্ষাদিরেবং প্রত্যশুভো বিষয়ঃ তন্নিন্দাদি প্রবর্ত্তিকা [illegible]

ধীবৃত্তির্দ্বেষঃ, সোঽপি তামসত্বন্নিন্দায়া নিবারণার্থত্বাভাবেন ব্যর্থত্বাৎ তাবভিনন্দদ্বেষৌ ভ্রান্তিরূপৌ তামসৌ কথমভ্রান্তে শুদ্ধসত্ত্বে স্থিতপ্রজ্ঞে সম্ভবেতাং তস্মাদ্বিচালকাভাবাৎ তস্যানভিস্নেহস্য হর্ষবিষাদরহিতস্য মুনেঃ প্রজ্ঞা পরমাত্মতত্ত্ববিষয়া প্রতিষ্ঠিতা ফলপর্য্যবসায়িনী,স স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। এবমন্যোঽপি মুমুক্ষুঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহো ভবেৎ। শুভং প্রাপ্য ন প্রশংসেৎ অশুভং প্রাপ্য ন নিন্দেদিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র চ নিন্দাপ্রশংসাদিরূপা বচো ন প্রভাষেত ইতি ব্যতিরেক উক্তঃ ॥ ৫৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেতেত্যস্যোত্তরমাহ যঃ সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বেষু ধনদারদেহজীবনাদিষু অনভিস্নেহঃ, অভিস্নেহবান্ হি ধনদারাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলোঽস্মীতি দৈন্যদর্পোপেতঃ পূর্ব্বাপরানুসন্ধানরহিতো জল্পতি, অয়ন্তু ন তথেতি ভাবঃ। তথা শুভং প্রাপ্য নাভিনন্দতি সন্তুষ্টো ভূত্বা শুভপ্রাপয়িতারং ন প্রশংসতি তথা অশুভং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি দুঃখীভূত্বা অশুভপ্রাপয়িতারং ন নিন্দতি যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭ ॥

বিশ্বনাথ।—যঃ সর্ব্বত্রে হি। অনভিস্নেহঃ সোপাধি স্নেহশূন্যঃ দয়ালুত্বাদিরূপাধিরীষন্মাত্রস্নেহস্তু তিষ্ঠেদেব। তত্তৎ প্রসিদ্ধং সম্মানভোজনাদিভ্যঃ স্বপরিচরণং শুভং প্রাপ্য অশুভমনাদরণং মুষ্টিপ্রহারাদিকঞ্চ প্রাপ্য ক্রমেণ নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি। ত্বং ধার্ম্মিকঃ পরমহংসসেবী সুখীভবেতি ন ব্রূতে। ন দ্বেষ্টি ত্বং পাপাত্মা নরকে পতেতি নাভিশপতি। তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা সমাধিং প্রতিস্থিতা, স স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অন্যের প্রতি প্রেমাত্মক তামসী বৃত্তি বিশেষের নাম স্নেহ। যে মুনি পরমাত্মরূপ পরম পদার্থে সর্ব্ব প্রকারেই স্নেহবান্ হইয়াছেন, সর্ব্ব-সুখের আস্পদস্বরূপ দেহ ও জীবন, পরম প্রেমের নিকেতনস্বরূপ পুত্র মিত্রাদি যাবতীয় অনাত্মীয় বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর এবং আসক্তির একান্ত অযোগ্য বলিয়া তাঁহার প্রতীত হয়। তত্তৎপদার্থ সমূহের প্রারব্ধকর্ম্ম জনিত সুখের হেতুভূত শুভসংঘটন সন্দর্শনে তিনি প্রীতি-বিকশিত হৃদয়ে হর্ষোচ্ছ্বাস সূচক প্রশংসাবাদ পরিব্যক্ত করেন না,অথবা দুঃখের হেতুভূত অশুভ ঘটনা সমাগমে অবসন্ন হৃদয়ে আন্তরিক অসূয়াব্যঞ্জক নিন্দাবাদ প্রকটিত করেন না। বিবেক-বিহীন জনগণ স্ব স্ব বনিতাদির শুভ বিষয়ক যে গুণবর্ণনাদি করিয়া থাকে, তাহা তাহাদিগের ভ্রান্তিরূপ তামসী বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচায়ক এবং পরকীয় বিদ্যাদিগুণের শ্রেষ্ঠতা অশুভজ্ঞানে তদ্বিষয়ক যে নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হয়, তাহাও তাহাদিগের ভ্রান্তিরূপ তামসী বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচায়ক। এতাদৃশ ভ্রান্তিরূপ তামস হর্ষদ্বেষ অভ্রান্ত শুদ্ধ-সত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের হৃদয়ে কখনই স্থান পাইতে পারে না। অতএব যাঁহার হর্ষ-

বিষাদ অবগত হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি অবিচলিত ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা পরমাত্ম-তত্ত্ববিষয়ে নিশ্চলভাবে সংলগ্ন হইয়াছে। এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বত্র স্নেহশূন্য হইয়া থাকেন। স্থিতধী পুরুষ শুভ উপস্থিত হইলে প্রশংসা এবং অশুভ উপস্থিত হইলে নিন্দা করেন না, ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। ব্যতিরেক পথে এইরূপ অর্থ হইতে পারে যে, স্থিতধী মুনি নিন্দা প্রশংসাদিরূপ বাক্য বলেন না ॥ ৫৭ ॥

——•:•:•——

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—যদা চ অয়ং (জ্ঞাননিষ্ঠানিরতঃ যোগী) কূর্ম্ম (কচ্ছপাভিধেয়ঃ জলজন্তুবিশেষঃ) অঙ্গানি (মুখচরণাদীনি) ইব (যথ) সর্ব্বশঃ ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দরূপরসগন্ধস্পর্শেভ্যঃ বিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুঃকর্ণনাসাচর্ম্মাদীনি) সংহরতে (প্রত্যাহরতি) তস্য বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিতা [ভবতি] ॥ ৫৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যখন আবার যোগীপুরুষ কচ্ছপের অঙ্গ সমূহের ন্যায় ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয়-হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে প্রত্যাহার-করেন, তাঁহার বুদ্ধি ফলপর্য্যবসায়িনী [হয়] ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যেমন কূর্ম্ম নামক প্রাণী সামান্য ভয়প্রাপ্ত হইলে, স্বভাবতঃ আপনার করচরণাদি আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যে জ্ঞানী পুরুষ যাবতীয় বিষয়-ব্যাপার হইতে স্বকীয় ইন্দ্রিয় সমূহকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ যদা সংহরতি ইতি। যদা সংহরতে সম্যক্ উপসংহরতে চায়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো যতিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ, যথা কূর্ম্মো ভয়াৎ স্বান্যঙ্গান্যুপসংহরতি সর্ব্বতঃ, এবং জ্ঞাননিষ্ঠ-ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতে-ত্যুক্তার্থং বাক্যম্ ॥ ৫৮ ॥

আনন্দগিরি।—জিজ্ঞাসোরেব কর্ত্তব্যান্তরং সূচয়তি কিঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়াণাং

বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যস্য প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যকারণত্বাদাদৌ জিজ্ঞাসুনা তৎপৃষ্টৈরমিত্যাহ যদেতি। মুমুক্ষুণা মোক্ষহেতুং প্রজ্ঞাং প্রার্থয়মানেন সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি বিমুখানি কর্ত্তব্যানীতি শ্লোকব্যাখ্যানেন কথয়তি যদেত্যাদিনা। উপসংহারঃ স্ববশস্থাপাদনং, তস্য চ সম্যক্‌ত্বমতি-দৃঢ়ত্বম্। অয়মিতি প্রকৃতস্থিতপ্রজ্ঞগ্রহণং ব্যবর্ত্তয়তি জ্ঞাননিষ্ঠায়ামিতি। ইন্দ্রিয়োপসংহারস্য প্রলয়রূপত্বং ব্যাবর্ত্ত্য সঙ্কোচাত্মকত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়তি কূর্ম্ম ইতি। দৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি যথেতি। দার্ষ্টান্তিকো যোজয়ন্ জ্ঞাননিষ্ঠাপদং তত্র প্রবর্ত্তয়তি এবমিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যকরণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যহেতুরিত্যুক্তমুপসংহরতি তস্যেতি ॥ ৫৮ ॥

রামানুজ।—ততোঽর্ব্বাচীনদশামাহ যদেতি। যদেন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থান্ প্রবৃত্তমুদ্যুক্তানি তদৈব কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশঃ প্রতিসংহৃত্য মন আত্মন্যেব স্থাপয়তি স্থিতঃ প্রজ্ঞঃ ॥ ৫৮ ॥

হনুমান।—কিঞ্চ যদেতি। যদা সংহরতে সম্যগুপসংহরতি অয়ং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং প্রবৃত্তো মুনিঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব যথা কূর্ম্মোঽভ্যাসাৎ স্বাঙ্গানুপসংহরতি সর্ব্বশঃ সর্ব্বতঃ এবং জ্ঞাননিষ্ঠ ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহরতি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তার্থে বাক্যং তত্র বিষয়ানহরণাভ্যাসাৎ কূর্ম্মোঽঙ্গনীন্দ্রিয়ার্থেভ্য উপসংহরতি ॥ ৫৮ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ কূর্ম্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্ম্মো যথা স্বভাবেনৈবাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮ ॥

বলদেব।—অথ কিমাসীতেত্যস্যোত্তরং যদা চেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিরাহ। অয়ং যোগী যদা চেন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ স্বাধীনানীন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীন্যনায়াসেন সংহরতি সমাকর্ষতি তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যন্বয়ঃ। অত্র দৃষ্টান্তঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেতি। মুখকরচরণানি যথানায়াসেন কমঠঃ সংহরতি তদ্বদ্ বিষয়েভ্যঃ সমাকৃষ্টেন্দ্রিয়াণামন্তঃস্থাপনং স্থিত-প্রজ্ঞস্যাসনম্ ॥ ৫৮ ॥

মধুসূদন।—ইদানীং কিমাসীতেতি প্রশ্নস্যোত্তরং বক্তুমারভতে ভগবান্ ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রারব্ধকর্ম্মবশাদব্যুত্থানেন বিক্ষিপ্তানীন্দ্রিয়াণি পুনরুপসংহৃত্য সমাধ্যর্থমেব স্থিতপ্রজ্ঞস্যোপবেশনমিতি দর্শয়িতুমাহ যদেতি। অয়ং ব্যুত্থিতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ চঃ পুনরর্থে। যদা সংহরতে পুনরুপসংহরতি সঙ্কোচয়তি। তত্র দৃষ্টান্তঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানীব তদা তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেতি স্পষ্টং, পূর্ব্বশ্লোকাভ্যাং ব্যুত্থানদশায়ামপি সকলতামসবৃত্ত্যভাব উক্তঃ, অধুনা তু পুনঃ সমাধ্যবস্থায়াং সকলবৃত্ত্যভাব ইতি বিশেষঃ ॥ ৫৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রারব্ধকর্ম্মবশেন ব্যুত্থিতোঽপি যোগী দ্বৈতদর্শনাদুদ্বিগ্নঃ সন নিরোধসংস্কারপ্রাবল্যাৎ প্রীত সমাধিমনুতিষ্ঠন্নেবাস্তে ইত্যর্থঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ৫৮ ॥

বিশ্বনাথ।—কিমাসীতেত্যস্যোত্তরমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি সংহরতে। স্বাধীনানাং ইন্দ্রিয়াণাং বাহ্যবিষয়েষু চলনং নিবিধ্যান্তরেব নিশ্চলতয়া স্থাপনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যাসনমিত্যর্থঃ। তত্র দৃষ্টান্তঃ কূর্ম্মোঽঙ্গানি মুখনেত্রাদীনি যথা স্বান্তরেব স্বেচ্ছয়া স্থাপয়তি ॥ ৫৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কৃত "কিমাসীত" এই প্রশ্নের উত্তরার্থ শ্রীভগবান্ ছয়টি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে ব্যুত্থিতচিত্ত যোগীর বহুবিষয়াসক্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে আকর্ষণ করিবার যে ক্ষমতা, তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের উপবেশন। এই প্রসঙ্গ পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কূর্ম্ম নামক জলজন্তুর অঙ্গ-সঙ্কোচন-বিষয়ক দৃষ্টান্ত সমুত্থিত করিয়াছেন। সকলেই জানেন, কূর্ম্ম ইচ্ছামাত্র অনায়াসে স্বকীয় মুখ-চরণাদি অঙ্গ সম্পূর্ণরূপে সঙ্কোচ করিতে সমর্থ। তদ্রূপ ব্যুত্থিত যোগী ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয় সমূহ হইতে যখন স্বকীয় বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয় সকলকে সহজেই প্রত্যাহার করিতে সক্ষম হন; তখন তাঁহার বুদ্ধি স্থির-ভাবাপন্ন হয়। সর্ব্বপ্রকার তামসবৃত্তির অভাব হেতু যোগী পুরুষকে কখনই কোন বিষয়-ব্যাপারে আকৃষ্টচিত্ত করিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

বিষয়াবিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বানিবর্ত্ততে ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—নিরাহারস্য (ইন্দ্রিয়দ্বারাবিষয়গ্রহণরূপাহাররহিতস্য) দেহিনঃ (দেহাভিমানবতোঽজ্ঞস্য) বিষয়াঃ (শব্দরূপরসগন্ধস্পর্শাঃ) বিনিবর্ত্তন্তে [কিন্তু] রসবর্জ্জং (অভিলষিতং বর্জ্জয়িত্বা অভিলাষং ন নিবর্ত্তন্তে ইতিভাবঃ) অস্য (স্থিতপ্রজ্ঞস্য) পরং (পরমাত্মানং) দৃষ্ট্বা রসঃ (সুখরাগঃ) অপি নিবর্ত্ততে (নশ্যতি) ॥ ৫৯ ॥

প্রতিশব্দ।—ইন্দ্রিয়-দ্বারা-আহার-গ্রহণাশক্তের দেহাভিমানী-অজ্ঞের শব্দাদি নিবৃত্ত হয়। [কিন্তু] অভিলষিত ত্যাগ করিয়া [অভিলাষ নিবৃত্ত হয় না] স্থিতপ্রজ্ঞের পরমাত্মাকে দেখিয়া সুখাভিলাষ ও নিবৃত্ত হয় ॥ ৫৯ ॥

ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয়গণের অক্ষমতা হেতু বিষয়-ভোগাসমর্থ দেহাভিমানী আতুর ব্যক্তির বিষয়ানুভবশক্তি বিনিবৃত্ত হইতে পারে, কিন্তু বিষয় বাসনার অবসান কখনই হয় না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির পরমাত্মসন্দর্শনরূপ পুরুষার্থলাভে অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার সুখাভিলাষ ও বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র বিষয়াননাহরত আতুরস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহ্রিয়তে, ন তু তদ্বিষয়ো রাগঃ, স কথং সংহ্রিয়ত ইত্যুচ্যতে বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণ্যথবা বিষয়া এব নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্য দেহিনঃ কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি নিবর্ত্তন্তে, দেহিনো দেহবতঃ রসবর্জ্জং রসো রাগো বিষয়েষু যঃ তং বর্জ্জয়িত্বা, রসশব্দো রাগে প্রসিদ্ধঃ, "স্বচ্ছন্দতঃ স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞঃ" ইত্যাদিদর্শনাৎ. সোঽপি রসো রঞ্জনরূপঃ সূক্ষ্মোঽস্য যতঃ পরং পরমার্থতত্ত্বং ব্রহ্ম দৃষ্ট্বোপলভ্যাহমেব তদিতি বর্ত্তমানস্য নিবর্ত্ততে নির্বীজং বিষয়বিজ্ঞানং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্দর্শনে রসস্য উচ্ছেদতস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

আনন্দগিরি।—ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো বৈমুখ্যেঽপি তদ্বিষয়রাগানুবৃত্তৌ কথং প্রজ্ঞালাভঃ স্যাদিতি শঙ্কতে তত্রেতি। ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ, বিষয়াননাহরতস্তদুপভোগবিমুখস্যেত্যর্থঃ। রাগশ্চেন্নোপসংহ্রিয়তে ন তর্হি প্রজ্ঞালাভঃ সম্ভবতি, রাগস্য তৎপরিপন্থিত্বাদিতি মত্বাহ স কথমিতি। রাগনিবৃত্ত্যুপায়মুপদিশন্নুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। বিষয়োপভোগপরাঙ্মুখস্য কুতো বিষয়পরাবৃত্তিশ্চাপ্রস্তুতেত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। নিরাহারস্যেত্যস্য ব্যাখ্যানমনাহ্রিয়মাণবিষয়স্যেতি। যো হি বিষয়প্রবণো ন ভবতি তস্যাত্যন্তিকে তপসি ক্লেশাত্মকে ব্যবস্থিতস্য বিদ্যাহীনস্যাপীন্দ্রিয়াণি বিষয়েভ্যঃ সকাশাদ্যদ্যপি সংহ্রিয়ন্তে, তথাপি রাগোঽবশিষ্যতে, স চ তত্ত্বজ্ঞানাদুচ্ছিদ্যত ইত্যর্থঃ। রসশব্দস্য মাধুর্য্যাদিষড়্বিধরসবিষয়ত্বং নিষেধয়তি রসশব্দ ইতি। বৃদ্ধপ্রয়োগমন্তরেণ কথং প্রসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বরসেনেতি। স্বেচ্ছয়েতি যাবৎ, রসিকঃ স্বেচ্ছাবশবর্ত্তী রসজ্ঞো বিবক্ষিতাপেক্ষিতজ্ঞাতেত্যর্থঃ। কথং তর্হি তস্য নিবৃত্তিস্তত্রাহ সোঽপীতি। দৃষ্টিমেবোপলব্ধিপর্য্যায়াং স্পষ্টয়তি অহমেবেতি। রাগাপগমে সিদ্ধমর্থমাহ নির্বীজমিতি। ননু সম্যগ্জ্ঞানমন্তরেণ রাগো নাপগচ্ছতি চেৎ তদপগমাদৃতে রাগবতঃ সম্যগ্জ্ঞানোদয়াযোগাদিতরেতরাশ্রয়ত্বেতি নেত্যাহ নাসতীতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়পারবশ্যে বিবেকজ্ঞানাপরিক্ষতে স্থূলো রাগো ব্যাবর্ত্ততে, ততশ্চ সম্যগ্জ্ঞানোৎপত্ত্যা সূক্ষ্মস্যাপি রাগস্য সর্ব্বাত্মনা নিবৃত্ত্যুপপত্তেনেতরেতরাশ্রয়তেত্যর্থঃ। প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যস্য সকলস্থে হিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৫৯ ॥

রামানুজ।—এবং চতুর্ব্বিধাজ্ঞাননিষ্ঠা পূর্ব্বপূর্ব্বোত্তরোত্তরনিষ্পাদিকা। ইদানীং জ্ঞাননিষ্ঠায়া দুষ্প্রাপতাং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ঞ্চাহ বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়াণামাহারাবিষয়াঃ, নিরাহারস্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতেন্দ্রিয়স্য দেহিনো বিষয়া বিনিবর্ত্তমানা রসবর্জ্জং বিনিবর্ত্তন্তে, রসো রাগঃ বিষয়রাগো ন বিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। রাগোঽপ্যাত্মস্বরূপং বিষয়েভ্যঃ পরং সুখতরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥ ৫৯॥

হনুমান্।—অতস্তস্যাপি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা স্যাদিত্যত আহ বিষয়া ইতি। যদ্যপি বিষয়োপলক্ষিতানি বিষয়শব্দবাচ্যানীন্দ্রিয়াণি নিরাহারস্য অনাহ্রিয়মাণবিষয়স্যাতুরস্য কষ্টে তপসি স্থিতস্য মূর্খস্যাপি ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তন্তে ন ব্যাপ্রীয়ন্তে, দেহিনো দেহবতঃ মূঢ়েনাময়গ্রস্তেন ক্রিয়মাণং তপঃ কষ্টতয়া রসবর্জ্জং রসো রাগঃ, "রসিকো রসজ্ঞঃ" ইতিপ্রয়োগদর্শনাৎ, রাগং বর্জ্জয়িত্বা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণং রাগেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তিরভিমতা, কথং তর্হি বিষয়েভ্যো রাগস্য নিবৃত্তিরিতি চেৎ রসোঽপ্যস্য যতেঃ পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা উপলভ্য অহমেব তদিদমস্মি ইতি নিবর্ত্ততে নির্বীজরাগং সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। নাসতি সম্যগ্দর্শনে রাগস্যোচ্ছেদস্তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং কর্ত্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ৫৯॥

শ্রীধর।—ননু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি অজ্ঞানামাতুরাণামুপবাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়গ্রহণমকুর্ব্বতো দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্ত্তন্তে তদনুভবো নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জ্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বাস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ত্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যদ্বা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্ত্তন্তে ক্ষুধাসন্তপ্তস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জ্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্॥ ৫৯॥

বলদেব।—ননু মূঢ়স্যাময়গ্রস্তস্য বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তির্দৃষ্টা তৎকথমেতৎ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং তত্রাহ বিষয়া ইতি। নিরাহারস্য রোগভয়াদ্ভোজনাদীন্যকুর্ব্বতো মূঢ়স্যাপি দেহিনো জনস্য বিষয়াস্তদনুভবা বিনিবর্ত্তন্তে। কিন্তু রসো রাগস্তৃষ্ণা তদ্বর্জ্জং বিষয়তৃষ্ণা তু ন নিবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু রসোঽপি বিষয়রাগোঽপি বিষয়েভ্যঃ পরং স্বপ্রকাশানন্দমাত্মানং দৃষ্ট্বানুভূয় নিবর্ত্ততে বিনশ্যতীতি সরাগবিষয়নিবৃত্তিস্তস্য লক্ষণমিতি ন ব্যভিচারঃ॥ ৫৯॥

মধুসূদন।—ননু মূঢ়স্যাপি রোগাদিবশাদ্বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণামুপসংহরণং ভবতি তৎকথং তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যুক্তং, অত আহ বিষয়া ইতি। নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানানাহরতো দেহিনো দেহাভিমানবতো মূঢ়স্যাপি রোগিণঃ, কষ্টতপস্বিনো বা বিষয়াঃ শব্দাদয়ো বিনিবর্ত্তন্তে, কিন্তু রসবর্জ্জং রসস্তৃষ্ণা তং বর্জ্জয়িত্বা অজ্ঞস্য বিষয়া নিবর্ত্তন্তে, তদ্বিষয়ো রাগস্তু ন নিবর্ত্তত

ইত্যর্থঃ। অস্য তু স্থিতপ্রজ্ঞস্য পরং পুরুষার্থং দৃষ্ট্বা তদেবাহমস্মীতি সাক্ষাৎকৃত্য স্থিতস্য রসোঽপি ক্ষুদ্রসুখরাগোঽপি নিবর্ত্ততে, অপিশব্দাদ্বিষয়াশ্চ তথাচ যাবানর্থ ইত্যাদৌ ব্যাখ্যাতম্। এবঞ্চ সরাগবিষয়নিবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমিতি ন মূঢ়ে ব্যভিচার ইত্যর্থঃ। যস্মাদ্রাসতি পরমাত্মসম্যগ্দর্শনে সরাগবিষয়োচ্ছেদস্তস্মাৎ সরাগবিষয়োচ্ছেদিকায়াঃ সম্যগ্দর্শনাত্মিকায়াঃ প্রজ্ঞায়াঃ স্থৈর্য্যং মহতা যত্নেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৫৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু বিষয়েভ্য ইন্দ্রিয়াণাং নিবৃত্তিশ্চেৎ স্থিতপ্রজ্ঞতাহেতুস্তর্হি সুপ্তিমূর্চ্ছালয়-প্রভাবেশাদাবপি সাস্তীতি সর্ব্বোঽপি স্থিতপ্রজ্ঞ এবেত্যাশঙ্ক্যাহ বিষয়া ইতি। সত্যং দেহিনো দেহাভিমানবতো মূঢ়স্য সুপ্ত্যাদৌ নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াননাহরতঃ অভুঞ্জানস্য বিষয়াঃ বিনিবর্ত্তন্ত এব তথাপি রসবর্জ্জং রসো রাগস্তদ্বর্জ্জং নিবর্ত্তন্তে তদাপি সূক্ষ্মরূপেণ রাগোঽস্তি রাগমূলস্যাত্মাজ্ঞানস্যাদাহাভাবাদসৌ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। অস্যৈব পুনঃ পরং দৃষ্ট্বা আত্মানং সাক্ষাৎ-কৃত্য নিবাতবস্য শব্দাদীন্ অগৃহ্নতঃ রসোঽপি নিবর্ত্ততে মূলাজ্ঞানদাহাদিতি অতিসুপ্ত্যাদেঃ সমাধিস্থস্য চ মহান্ বিশেষ ইতি ভাবঃ। প্রাঞ্চস্তু রোগিণঃ কষ্টতপস্বিনো বা মূঢ়স্যাপি বিষয়ান-নাহরতো রসবর্জ্জং বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে, তস্যৈব পরং দৃষ্ট্বা স্থিতস্য রসোঽপি নিবর্ত্তত ইতি ব্যাচখ্যুঃ ॥ ৫৯ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু মূঢ়স্যাপ্যুপবাসতো রোগাদিবশাদ্বা ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষ্বচলনং সম্ভবেৎ তত্রাহ বিষয়া ইতি। রসবর্জ্জং রসো রাগঃ অভিলাষস্তং বর্জ্জয়িত্বা অভিলাষস্তু বিষয়েষু ন নিবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা বিষয়েষ্বভিলাষো নিবর্ত্তত ইতি ন লক্ষণব্যভিচারঃ। আত্মসাক্ষাৎকারসমর্থস্য তু সাধকত্বমেব নতু সিদ্ধত্বমিতিভাবঃ ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন, ব্যাধিগ্রস্ত আতুর ব্যক্তির ইন্দ্রিয় সমূহ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় বিষয়-ব্যাপার হইতে প্রত্যাহৃত হয়, সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকেও কি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে? এই আশ-ঙ্কার উত্তর-স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি ব্যাধিবশে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়-ভোগে অসমর্থ, অথবা সাংসারিক বিবিধ ক্লেশপরম্পরা সহমান হওয়া আবশ্যক বোধে, যাহারা তাপস-ব্রতাবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের দেহাভিমান সম্পূর্ণরূপেই বিদ্যমান আছে; তথাবিধ ব্যক্তিবৃন্দ নিরতিশয় মূঢ় সন্দেহ নাই। যদিও রোগের কঠোর আক্রমণে ব্যাধিত ব্যক্তির বিষয়-ভোগ-শক্তি বিদূরিত হইয়া যায়, বা ক্লেশের অপরিহার্য্যতা হেতু কষ্ট তপস্বীর বিষয়-বাসনা নিরস্ত থাকে, তথাপি তাঁহাদের ভোগা-ভিলাষ কখনই নিবৃত্ত হয় না। ব্যাধি-বিমুক্ত হইলে এবং সুখ-সাধন-সামর্থ্য

সম্প্রাপ্ত হইলে তাঁহারা সুধাকাঙ্ক্ষা নিবারণের নিমিত্ত নিরন্তর লোলুপ থাকেন। মূলে যে "রস" শব্দ আছে, তাহা রাগ শব্দের সমার্থ, ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য মহোদয় "স্বচ্ছন্দতঃ স্বরসেন প্রবৃত্তো রসিকো রসজ্ঞঃ" এই দার্শনিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যে ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ, অর্থাৎ পরমার্থ-তত্ত্বরূপ ব্রহ্ম-দর্শনে আমিই তিনি ইত্যাকার জ্ঞান যাঁহার সম্ভূত হইয়াছে, তাঁহার অতি তুচ্ছ সুখানুরাগ নিঃশেষে নির্ম্মূলিত হইয়াছে। মূলস্থিত "অপি" শব্দে বিষয় সমূহও লক্ষিত হইতেছে। এইরূপ বিষয়ানুরাগ নিবৃত্তিরূপ স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণ, দেহাভিমানী মূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কখনই সম্ভবপর নহে। টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধের উল্লিখিত অর্থ ব্যতীত নিম্নলিখিতরূপ অর্থও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। নিরাহারীর অর্থাৎ উপবাস-পর ব্যক্তির ক্ষুধার সন্তাপে স্পর্শাদি শক্তি প্রায়ই বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে। কিন্তু সে ব্যক্তি আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগবিহীন হয় না। তাহার পরিদৃশ্যমান বিষয়ানুরাগ আন্তরিক নহে। টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় উপসংহারে লিখিয়াছেন, যেহেতু সম্যগ্‌রূপ পরমার্থ সন্দর্শন ব্যতীত বিষয়ানুরাগের উচ্ছেদ হয় না, অতএব হে অর্জ্জুন! সযত্নে বিষয়ানুরাগ উচ্ছেদিকা আত্ম-দর্শন-ক্ষমা প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য সম্পাদন কর ॥ ৫৯ ॥

——:•:——

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০ ॥

অন্বয়।—কৌন্তেয় হি যততঃ (মোক্ষার্থং প্রযত্নং কুর্ব্বতঃ) অপি বিপশ্চিতঃ (বিবেকিনঃ) পুরুষস্য প্রমাথীনি (প্রজ্ঞামর্দ্দন-ক্ষমাণি) ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং (সবলং) মনঃ হরন্তি ॥ ৬০ ॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ! যেহেতু মোক্ষার্থ যত্নশীল বিবেকী-পুরুষেরও বিবেক-মর্দ্দনক্ষম ইন্দ্রিয়-সমূহ বলপূর্ব্বক মনকে হরণ করে ॥ ৬০ ॥

ব্যাখ্যা।—হে সখে! যে সকল মহাপুরুষ মোক্ষলাভের নিমিত্ত নিরন্ত প্রযত্নমান এবং যাঁহাদের হৃদয় জ্ঞানের ভাণ্ডারস্বরূপ তাঁহাদের বিবেকী মনকেও সংক্ষোভক ইন্দ্রিয় সমূহ সবলে ধারণ করিয়া স্বকীয়াধিকারে আনয়ন করে ॥ ৬০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সম্যগ্দর্শনলক্ষণং প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা আদাবিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানি, যস্মাৎ তদনবস্থাপনে দোষমাহ যততো হীতি। যততঃ প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপি হি যস্মাৎ হৃপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতো মেধাবিনোঽপীতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ। ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি, বিষয়াভিমুখং হি পুরুষং বিক্ষোভয়ন্ত্যাকুলীকুর্ব্বন্ত্যাকুলীকৃত্য চ হরন্তি প্রসভং প্রসহ্য প্রকাশমেব পশ্যতো বিবেকবিজ্ঞানযুক্তং মনো যস্মাৎ ॥ ৬০ ॥

আনন্দগিরি।—শ্লোকান্তরমবতারয়তি সম্যগ্দর্শনেতি। মনসঃ স্ববশত্বাদেব প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যসম্ভবে কিমর্থমিন্দ্রিয়াণাং স্ববশত্বাপাদনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। নম্বু বিবেকবতো বিষয়দোষদর্শিনো বিষয়েভ্যঃ স্বয়মেবেন্দ্রিয়াণি ব্যাবর্ত্তন্তে কিং তত্র প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যং চিকীর্ষতা কর্ত্তব্যমিতি তত্রাহ যততো হীতি। বিষয়েষু ভূয়ো দোষদর্শনমেব প্রযত্নঃ, হিশব্দস্য যস্মাদর্থস্য সমাপ্তৌ সম্বন্ধং বক্ষ্যতি। অপিশব্দস্য প্রযত্নং কুর্ব্বতোঽপীতি সম্বন্ধং গৃহীত্বা সম্বন্ধান্তরমাহ পুরুষেতি। প্রমথনশীলত্বং প্রকটয়তি বিষয়েতি। বিক্ষোভস্যাকুলীকরণস্য ফলমাহ আকুলীকৃত্যেতি। প্রকাশমেবেত্যুক্তং বিশদয়তি পশ্যত ইতি। বিপশ্চিতো বিদুষোঽপি প্রকাশমেব প্রকাশশব্দিতবিবেকাখ্যবিজ্ঞানং যুক্তমেব মনো হরন্তীন্দ্রিয়াণীতি সম্বন্ধঃ। হিশব্দার্থমনূদ্য তস্মাদিন্দ্রিয়াণি স্ববশে স্থাপয়িতব্যানীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধমভিসন্ধায়াহ যতস্তস্মাদিতি ॥ ৬০ ॥

রামানুজ।—আত্মদর্শনেন বিনা বিষয়রাগো ন নিবর্ত্ততে ইত্যাহ যতত ইতি। অনিবৃত্তে বিষয়রাগে বিপশ্চিতো যতমানস্যাপি পুরুষস্যেন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি বলবন্তি মনঃ প্রসহ্য হরন্তি, এবমিন্দ্রিয়জয় আত্মদর্শনাধীনঃ আত্মদর্শনমিন্দ্রিয়জয়াধীনমিতি জ্ঞাননিষ্ঠা দুষ্প্রাপা ॥ ৬০ ॥

মধুসূদন।—তত্র চ সম্যগ্দর্শনস্থৈর্য্যোপায়মাহ যতত ইতি। যততো যতমানস্যাপি পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ মেধাবিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রসভং হরন্তি ॥ ৬০ ॥

শ্রীধর।—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ যততোঽপীতি সার্দ্ধাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মন ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি যতঃ প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি ক্ষোভকাণীত্যর্থঃ ॥ ৬০ ॥

বলদেব।—অথাত্মজ্ঞাননিষ্ঠায়া দৌর্লভ্যমাহ যততো হীতি। বিপশ্চিতো বিষয়াত্মস্বরূপবিবেকজ্ঞস্য, যতত ইন্দ্রিয়জয়ে প্রযতমানস্যাপি পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি কর্তৃণি মনঃ প্রসভং বলাদিব হরন্তি। হৃত্বা বিষয়প্রবণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। ননু বিরোধিনি বিবেকজ্ঞানে স্থিতে কথং হরন্তি তত্রাহ প্রমাথীনীতি। অতিবলিষ্ঠত্বাৎ তজ্জ্ঞানোপমর্দ্দনক্ষমাণীত্যর্থঃ। তস্মাৎ চৌরেভ্যো মহানিধেরিবেন্দ্রিয়েভ্যো জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সংরক্ষণং স্থিতপ্রজ্ঞাসনমিতি॥ ৬০॥

মধুসূদন।—তত্র প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহো মনোনিগ্রহশ্চাসাধারণং কারণং তদুভয়াভাবে প্রজ্ঞানাশদর্শনাদিতি বক্তুং বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবে প্রথমং দোষমাহ যততো হীতি। হে কৌন্তেয় যততঃ ভূয়োভূয়ো বিষয়দোষদর্শনাত্মকং যত্নং, কুর্ব্বতোহপি (চক্ষি-ঙোঙিত্বকরণাদনুদাত্তেত্ত্বেহনাবশ্যকমাত্মনেপদমিতিজ্ঞাপনাৎ পরস্মৈপদমবিরুদ্ধম্।) বিপশ্চিতঃ অত্যন্তবিবেকিনোহপি পুরুষস্য মনঃ ক্ষণমাত্রং নির্ব্বিকারং, কৃতমপি ইন্দ্রিয়াণি হরন্তি বিকারং প্রাপয়ন্তি। ননু বিরোধিনী বিবেকে সতি কুতো বিকারঃ প্রাপ্তিস্তদাহ প্রমাথীনি, প্রমথনশীলানি অতিবলীয়স্ত্বাদ্বিবেকোপমর্দ্দনে ক্ষমাণি, অতঃ প্রসভং প্রসহ্য বলাৎকারেণ পশ্যত্যেব বিপশ্চিতি স্বামিনি বিবেকে চ রক্ষকে সতি সর্ব্বপ্রমাথিত্বাদেবেন্দ্রিয়াণি বিবেকজপ্রজ্ঞায়াং প্রবিষ্টং মনস্ততঃ প্রচ্যাব্য স্ববিষয়াবিষ্টত্বেন হরন্তীত্যর্থ। হি শব্দ প্রসিদ্ধং দ্যোতয়তি। প্রসিদ্ধো হ্যয়মর্থো লোকে, যথা প্রমাথিনো দস্যবঃ প্রসভমেব ধনিনং ধনরক্ষকং চাভিভূয় তয়োঃ পশ্যতোরেব ধনং হরন্তি, তথেন্দ্রিয়াণ্যপি বিষয়সন্নিধানে মনো হরন্তীতি॥ ৬০॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ সুপ্তাদেরিন্দ্রিয়াণি শ্রান্ত্যা স্বয়মেব লীয়ন্তে সমাহিতেন তু তানি কূর্ম্মোহঙ্গানীব স্বেচ্ছয়া সংহ্রিয়ন্তে এতচ্চাভ্যাসায়াসসাধ্যমিত্যাহ যতত ইতি। বিপশ্চিতঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশবতো যততোহপি সমাধিসিদ্ধ্যর্থং যতমানস্যাপি পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণি কর্তৃণি মনঃ প্রত্যচি স্থিরীক্রিয়মাণং বন্দীভূতং হরন্তি বিষয়প্রবণং কুর্ব্বন্তি যতঃ প্রমাথীনি, যথা বহবশ্চৌরা বনে একং পুরুষং প্রমথ্য তস্য বিত্তং হরন্তি, এবং ইন্দ্রিয়াণি যততো মনো হরন্তি, যতঃ প্রসভম্-অতিশয়েন প্রমথনশীলানি॥ ৬০॥

বিশ্বনাথ।—সাধকাবস্থায়ান্তু যত্ন এব মহান্ ন ত্বিন্দ্রিয়াণি পরাবর্ত্তয়িতুং সর্ব্বথা শক্নুয়াদিত্যাহ যতত ইতি। প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি অতিক্ষোভকরাণীত্যর্থঃ॥ ৬০॥

তাৎপর্য্য।—প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য সাধনার্থ বাহ্যেন্দ্রিয় এবং মনের নিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমতঃ ইন্দ্রিয় সমূহকে আত্মবশে স্থাপিত করা বিশেষ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে যে অতিশয় অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে। হে পার্থ! যে পুরুষপ্রবর পুনঃ পুনঃ বিষয়-ভোগের দোষ দর্শনে বিরক্ত-চিত্ত হইয়া জ্ঞান-মার্গে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত যত্নশীল, তাদৃশ বিবেক-জ্ঞান-

সম্পন্ন ব্যক্তির মনও সামান্য মাত্র অবসর পাইলে, ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাম এতই প্রবল ও প্রমথনশীল যে তাহারা বিবেকিগণের চিত্তকেও সবলে পরাভূত ও আয়ত্তীকৃত করিয়া থাকে; সুতরাং অবিবেকী ব্যক্তিগণের তো কথাই নাই। অতএব এই ইন্দ্রিয়গণকে নিতান্ত বলবান্ বলিয়া জানিবে ॥ ৬০ ॥

—•:*:•—

তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

অন্বয়।—তানি সর্ব্বাণি (ইন্দ্রিয়াণি) সংযম্য (বশীকৃত্য) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) [সন্] মৎপরঃ (একান্তভক্তঃ) আসীত (তিষ্ঠেৎ) হি (যস্মাৎ) যস্য ইন্দ্রিয়াণি বশে (বশবর্ত্তীনি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

প্রতিশব্দ।—সেই সকলকে বশীভূত-করিয়া সমাহিত সন্ন্যাসী আমার একান্ত-ভক্ত [হইয়া] থাকেন। যেহেতু যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বশীভূত তাঁহার বুদ্ধি স্থির। ॥ ৬১ ॥

ব্যাখ্যা।—নিগৃহীতমনা সন্ন্যাসী এই প্রকারে ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিয়া আমাকেই পরম পদার্থ জ্ঞানে একান্ত মদ্ভক্ত ভাবে অবস্থান করেন। যাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ এইরূপ বশীভূত হইয়াছে তাঁহারই বুদ্ধি স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে ॥ ৬১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তানীতি তানি সর্ব্বাণি সংযম্য সংযমনং বশীকরণং কৃত্বা যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ন্যাসী মৎপরোঽহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরো যস্য স মৎপরঃ নান্যোঽহং তস্মাদিত্যাসীতেত্যর্থঃ। এবমাসীনস্য যতের্ব্বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে অভ্যাসবশাৎ তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ ॥

আনন্দগিরি।—ইন্দ্রিয়াণাং স্ববশত্বসম্পাদনানন্তরং কর্ত্তব্যমর্থমাহ তানীতি। কথমাসীনস্য কিং স্যাদিতি তদাহ বশে হীতি। সমাহিতস্য বিক্ষেপবিকলস্য কথমাসনমিত্যাশঙ্ক্যাহ মৎপর ইতি। পরাপরভেদশঙ্কামপাকৃত্যাসনমেব স্ফোরয়তি নান্যোঽহমিতি।

উত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিতি। হিসমর্থং প্রকটয়তি অভ্যাসেতি। পরমাত্মাস্মদো নাহমতোহ-ন্যোঽস্তীতি প্রাপ্তকাম্যমনুসন্ধানতাৎপর্য্যেণ নৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালানুষ্ঠানসামর্থ্যাদিত্যর্থঃ। অথবা বিষয়েষু দোষদর্শনাত্যাগিনাবর্ত্যাবিদ্রিয়াণি সংযতানীত্যর্থঃ॥ ৬১॥

রামানুজ।—সর্ব্বত্র দোষস্ত পরিজিহীর্ষয়া বিষয়ানুরাগযুক্ততয়া দুর্জ্জয়ানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য চেতসঃ শুভাশ্রয়ভূতে ময়ি মনোঽবস্থাপ্য সমাহিত আসীত, মনসি মদ্বিষয়ে স্থিতি নির্দগ্ধাশেষকল্মষতয়া নির্ম্মলীকৃতং নিঃশেষবিষয়ানুরাগমলরহিতং, মন ইন্দ্রিয়াণি বশানি করোতি। ততো বশ্যেন্দ্রিয়ং মন আত্মদর্শনায় ভবতি। উক্তঞ্চ, "যথার্চ্চিষ্মানুদ্ধশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্" ইতি, তদাহ বশে হীতি॥ ৬১॥

হনুমান্।—তানি সর্ব্বাণীতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ তানি সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়াণি বশীকৃত্য যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীত, মৎপরঃ, অহং বাসুদেবঃ সর্ব্বপ্রত্যগাত্মা পরঃ প্রধানং যস্ত স মৎপরঃ, নান্যোঽহং, তস্মাৎ বাসুদেবাদিত্যুপাসীতেত্যর্থঃ। বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি বর্ত্তন্তে, অতঃ অভ্যাসবলাৎ তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬১॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ-সন্নাসীত, যস্ত বশে বশবর্ত্তীনীন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরং ভবতি॥ ৬১॥

বলদেব।—নহু নির্জ্জিতেন্দ্রিয়াণামপ্যাত্মানুভবো ন প্রতীতস্তত্র কোঽভ্যুপায় ইতি চেৎ তত্রাহ তানীতি। তানি সর্ব্বাণি শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরো মন্নিষ্ঠঃ সন্ যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিরাসীত তিষ্ঠেত। মদ্ভক্তিপ্রভাবেণ সর্ব্বেন্দ্রিয়বিজয়পূর্ব্বিকা স্বাত্মদৃষ্টিঃ সুলভেতি-ভাবঃ। এবং স্মরন্তি। "যথার্চ্চিষ্মানুদ্ধশিখঃ কক্ষং দহতি সানিলঃ। তথা চিত্তস্থিতো বিষ্ণুর্যোগিনাং সর্ব্বকিল্বিষম্" ইত্যাদি। বশে হীতি স্পষ্টম্। ইত্থঞ্চ বশীকৃতেন্দ্রিয়তয়াবস্থিতিঃ কিমাসীতেত্যেতস্যোত্তরমুক্তম্॥ ৬১॥

মধুসূদন।—এবং তর্হি তত্র কঃ প্রতীকার ইত্যত আহ তানীতি। তানি ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি জ্ঞানকর্ম্মসাধনভূতানি সংযম্য বশীকৃত্য যুক্তঃ সমাহিতঃ নিগৃহীতমনাঃ সন্ আসীত নির্ব্যাপারস্তিষ্ঠেৎ। প্রমাথিনাং কথং বশীকরণমিতি চেত্তত্রাহ মৎপর ইতি। অহং সর্ব্বাত্মা বাসুদেব এব পর উৎকৃষ্ট উপাদেয়ো যস্য স মৎপরঃ একান্তভক্ত ইত্যর্থঃ। তথাচোক্তং, "ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ" ইতি। যথা হি লোকে বলবন্তং রাজানমাশ্রিত্য দস্যবো নিগৃহ্যন্তে রাজাশ্রিতোঽয়মিতি জ্ঞাত্বা চ তে স্বয়মেব তদ্বশ্যা ভবন্তি, তথৈব ভগবন্তং সর্ব্বান্তর্য্যামিণ-মাশ্রিত্য তৎপ্রভাবেণৈব দুষ্টানীন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাণি, পুনশ্চ ভগবদাশ্রিতোঽয়মিতি মত্বা তানি তদ্বশ্যান্যেব ভবন্তীতি ভাবঃ। যথা চ ভগবদ্ভক্তের্মহাপ্রভাবস্তথা বিস্তরেণাগ্রে ব্যাখ্যাস্যামঃ। ইন্দ্রিয়বশীকারে ফলমাহ বশে হীতি। স্পষ্টম্। তদেতদ্বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেতি কিমাসীতেতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি॥ ৬১॥

নীলকণ্ঠ।—যদ্যপ্যেবং তথাপি তানি নিরন্তরাভ্যাসেনাশ্রণা স্থিতপ্রজ্ঞস্তৈরবাসিদ্ধেরি-ত্যাহ তানীতি। সংযম্য বশীকৃত্য যুক্তঃ সন্নদ্ধঃ মৎপরঃ অহমেব সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মা পরঃ স্ত্র্যাদিভ্যো বাহ্যেভ্যো দেহেন্দ্রিয়াদিভ্য অন্তরেভ্যশ্চ উৎকৃষ্টঃ প্রিয়তমঃ যস্য স মৎপরঃ সন্নাসীত, হি যস্মাৎ বশে আত্মারাং, শেষং স্পষ্টম্॥ ৬১॥

বিশ্বনাথ।—তানীতি। মৎপরো মদ্ভক্ত ইতি মদ্ভক্তিং বিনা নৈবেন্দ্রিয়জয় ইত্যভিপ্রায়েহপি সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্যম্। যদুক্তমুদ্ধবেন; "প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জতো যোগিনো মনঃ। বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনো নিগ্রহকর্ষিতাঃ। অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং হংসাশ্রয়েরন্" ইতি। বশে হীতি স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়াণি বশীভূতানি ভবন্তীতি সাধকাদ্বিশেষ উক্তঃ॥ ৬১॥

তাৎপর্য।—ইন্দ্রিয় সমূহ যখন এইরূপ বলবান্ তখন তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্ম-রক্ষার উপায় কি? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সেই জ্ঞান-কর্ম্ম-সাধনভূত ইন্দ্রিয় সকলকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া যে নিগৃহীতমনা সমাহিত যোগী আমার প্রতি আসক্ত হন, তাঁহার আর ইন্দ্রিয়াধীন হইবার আশঙ্কা থাকে না। যিনি বুঝিয়াছেন, আমিই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্রানুস্যূত বাসুদেব, আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও উপাদেয়তর বস্তু জগতে আর কিছুই নাই; আমার সেই একান্ত ভক্তকে ইন্দ্রিয়গ্রাম তো দূরের কথা, সংসারের কোন বিপদই কখন স্পর্শ করিতে পারে না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "বাসুদেব ভক্তের কুত্রাপি অশুভ নাই।" যেরূপ লোকে প্রবল-পরাক্রান্ত নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুগণকে নিগৃহীত করিয়া থাকে, দস্যুগণও সেই লোককে বল-বিক্রম-সম্পন্ন-রাজাশ্রিত জানিয়া, আপনারাই তাহার বশীভূত হয়, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্যামী ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, তাঁহারই প্রভাবে দুরন্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করা আবশ্যক। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণও পুরুষকে সর্ব্ব-শক্তি-সম্পন্ন ভগবানের আশ্রিত জানিয়া, সহজেই তদীয় বশ্যতা স্বীকার করিবে। ভগবদ্ভক্তের অপরিসীম প্রভাববিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ পরে ব্যখ্যাত হইবে। যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিই স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন। ৬১॥

—•:•:•—

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥

অন্বয়।—বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) ধ্যায়তঃ (পুনঃপুনরালোচয়তঃ) পুংসঃ (পুরুষস্য) তেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) সঙ্গঃ (আসক্তিঃ) উপজায়তে (উৎপদ্যতে) সঙ্গাৎ (আসক্তেঃ) সঞ্জায়তে (সমুৎপদ্যতে) কামঃ (তৃষ্ণা) কামাৎ ক্রোধঃ (অভিজায়তে) ॥ ৬২ ॥

প্রতিশব্দ।—শব্দাদি-বিষয় ধ্যানশীল পুরুষের সেই-সকলে আসক্তি জন্মে, আসক্তি-হইতে তৃষ্ণা-উৎপন্ন হয়, তৃষ্ণা হইতে ক্রোধের উদ্ভব-হয় ॥ ৬২ ॥

ব্যাখ্যা।—যে পুরুষ বারংবার বিষয় বিশেষের অনু-চিন্তা করেন তাঁহার হৃদয়ে স্বতঃ সেই বিষয়ের নিমিত্ত বলবতী আকাঙ্ক্ষা সমুৎপন্ন হয় এবং কোন কারণে সেই আকাঙ্ক্ষা প্রতিরুদ্ধ হইলে ক্রোধের সমুদ্ভব হয় ॥ ৬২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং পরাভবিষ্যতঃ সর্ব্বানর্থমূলমিদমুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তো বিষয়ান্ শব্দাদিবিষয়বিশেষান্ আলোচয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য সঙ্গ আসক্তিঃ প্রীতিঃ তেষু বিষয়েষূপজায়তে উৎপদ্যতে, সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সংজায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ তৃষ্ণা; তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

আনন্দগিরি।—সমনন্তরশ্লোকদ্বয়তাৎপর্য্যমাহ অথেতি। পুরুষার্থোপায়োপদেশানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। তন্নিষ্ঠত্বরাহিত্যানর্থাং দর্শয়তি ইদানীমিতি। পরাভবিষ্যতো মহানর্থং প্রাপ্স্যতো বিবেকবিজ্ঞানবিহীনস্যেতি যাবৎ, সর্ব্বানর্থমূলং বিষয়াভিধ্যানং তস্য তথাত্বমনুভবসিদ্ধমিতি বক্তুমিদমিত্যুক্তং, বিষয়েষু বিশেষত্বমারোপিতরমণীয়ত্বং প্রীতিরাসক্তিরিতিসাধারণাশক্তিমাত্রং গৃহ্যতে তৃষ্ণেত্যুত্রিক্তা সক্তিরুক্তা প্রতিবন্ধেন প্রণাশেন বা প্রতিহতিঃ ॥ ৬২ ॥

রামানুজ।—এবমপ্যনবেশ্য মনঃ স্বকীয়গৌরবেণেন্দ্রিয়জয়ে প্রবৃত্তো বিনষ্টো ভবতী; ত্যাহ ধ্যায়ত ইতি। অনিবৃত্তবিষয়ানুরাগস্য হি মষ্যনিবেশিতমনসঃ ইন্দ্রিয়াণি সংযম্যাবস্থিতস্যাপি অনাদিপাপবাসনয়া বিষয়ধ্যানমবর্জনীয়ং স্যাৎ। ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ পুনরপি সঙ্গোঽতিমাত্রোঽভিপ্রবৃদ্ধো জায়তে, সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ, কামো নাম সঙ্গস্য বিপাকদশা পুরুষো যাং দশামাপন্নো বিষয়ান্ অভুক্ত্বা স্থাতুং ন শক্নোতি স কামঃ, কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে, কামে বর্তমানে বিষয়ে চাসন্নিহিতে সন্নিহিতান্ পুরুষান্ প্রতি, এভিরস্মদিষ্টং বিহতমিতি ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

হনুমান্।—অথেদানীমাত্মনাশস্ত মূলমুচ্যতে ধ্যায়ত ইতি। ধ্যায়তশ্চিন্তয়তঃ শব্দাদিবিষয়ান্ সঙ্গ প্রীতিস্তেষু শব্দাদিষু বিষয়েষূপজায়তে উৎপদ্যতে, সঙ্গাৎ প্রীতেঃ সঞ্জায়তে সমুৎপদ্যতে কামঃ তৃষ্ণা, কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহতাৎ তু ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

শ্রীধর।—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষধিকঃ কামো ভবতি, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২ ॥

বলদেব।—বিজিতেন্দ্রিয়স্তাপি ময্যনিবেশিতমনসঃ পুনরনর্থো দুর্ব্বার ইত্যাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়ান্ শব্দাদীন্ সুখহেতুত্ববুদ্ধ্যা ধ্যায়তঃ পুনঃপুনশ্চিন্তয়তো যোগিনস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি। সঙ্গাদ্ধেতোস্তেষু কামস্তৃষ্ণা জায়তে। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ চিত্তজ্বলত্বৎপ্রতিঘাতকো ভবতি ॥ ৬২ ॥

মধুসূদন।—নম্নু মনসো বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিদ্বারানর্থহেতুত্বং নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্য তুৎখাভাবংস্ত্রৈরগবন্মনস্যানিগৃহীতেঽপি ন কাপি ক্ষতিঃ বাহ্যোদ্যোগাভাবেনৈব কৃতকৃত্যত্বাৎ, অতো যুক্ত আসীতেতি ব্যর্থমুক্তমিত্যাশঙ্ক্য নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্যাপি যুক্তত্বাভাবে সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিমাহ দ্বাভ্যাং ধ্যায়ত ইতি। নিগৃহীতবাহ্যোন্দ্রিয়স্যাপি শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ধ্যায়তো মনসা পুনঃ পুনশ্চিন্তয়তঃ পুংসস্তেষু বিষয়েষু সঙ্গ আসঙ্গঃ মমাত্যন্তসুখহেতব এতে ইত্যেবং শোভনাধ্যাসলক্ষণপ্রীতিবিশেষ উপজায়তে, সঙ্গাৎ সুখহেতুত্বজ্ঞানলক্ষণাৎ সংজায়তে কামঃ মমৈবেতে ভবন্বিতি তৃষ্ণাবিশেষঃ, তস্মাৎ কামাৎ কুতশ্চিৎ প্রতিহন্যমানাৎ প্রতিঘাতকবিষয়ঃ ক্রোধোঽভিজ্বলনাত্মাভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

নীলকণ্ঠ।—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" ইতি শ্রুতৌ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং নিগ্রহে পরমপদপ্রাপ্তিরিত্যুক্তম্, তত্র উপসংহৃতকরণস্ত বাহ্যান্ শব্দাদীনগৃহ্নতো মনোমাত্রেণাবস্থিতস্য যোগিনঃ মনসো অনিগ্রহে কিং ভবিষ্যত্যাহ ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়ান্ শব্দাদীন্ ধ্যায়তশ্চিন্তয়তঃ পুংসঃ পুরুষস্য তেষু শব্দাদিষু সঙ্গঃ সম্বন্ধো জায়তে, বাহ্যার্থেভ্যো নিগৃহীতান্যপি ইন্দ্রিয়াণি মনদোষাৎ পুনর্ব্বাহ্যার্থান্ গৃহ্নীতার্থঃ। ততঃ সঙ্গাৎ কামঃ তস্মিন্ বিষয়ে অভিলাষঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ কুতশ্চিদ্ধেতোঃ প্রতিহতাদভিজ্বলনাত্মা ক্রোধোঽভিজায়তে ॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য্য।—যে যোগী পুরুষ বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার ইন্দ্রিয়গ্রাম ভগ্নদন্ত ভুজঙ্গমের ন্যায়, নিতান্ত শক্তি-শূন্য ও অনিষ্টসাধনে অক্ষম;. অতএব ভগবদুক্ত "যুক্ত আসীত" এই বাক্য অনাবশ্যক বলিয়া যদি অর্জ্জুন আশঙ্কা করেন, এইজন্য শ্রীভগবান্ এ স্থানে দুইটি শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন, যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ-

সাধনে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার অন্তঃকরণও যদি পুনঃ পুনঃ বিষয়-বিশেষের অনুধ্যানে নিয়ত হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষের সেই বিষয় সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ তৎপদার্থ নিরতিশয় সুখের হেতুভূত জ্ঞানে, তৎসম্বন্ধে প্রীতি-বিশেষ সঞ্জাত হয়। তখন সেই অনুরাগের পরিণামস্বরূপে সেই প্রীতি জনক পদার্থ লাভার্থ বলবতী তৃষ্ণা সমুৎপন্ন হয় এবং কারণ বিশেষে সেই বাসনা-সিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলে ক্রোধের আবির্ভাব হয়॥ ৬২॥

——(*)——

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬৩॥

অন্বয়।—ক্রোধাৎ সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ) সম্মোহাৎ স্মৃতি-বিভ্রমঃ (অধীতোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিচলনং) স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (কার্য্যাকার্য্যানির্ব্বাচনাযোগ্যতা) ভবতি বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি (পুরুষার্থাযোগ্যমৃত্যুতুল্যা ভবতি)॥ ৬৩॥

প্রতিশব্দ।—ক্রোধ-হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-বিমূঢ়তা বিবেক-বিমূঢ়তা-হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের-স্মৃতির ধ্বংস স্মৃতি-ধ্বংস-হইতে মনোবৃত্তির নাশ হয় মনোবৃত্তির নাশ হইতে পুরুষার্থের অযোগ্যতা হয়॥ ৬৩॥

ব্যাখ্যা।—অন্তঃকরণে ক্রোধের আবির্ভাব হইলে কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাবরূপ বিভ্রম উপস্থিত হয় এবং তাদৃশ বিভ্রম হইতে শাস্ত্র ও আচার্য্য-উপদেশ-জনিত স্মৃতির বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হয়, তাদৃশ স্মৃতি-নাশ হইতে মনোবৃত্তি সমূহের বিলয় উপস্থিত হয় এবং তাদৃশ মনোবৃত্তি-নাশ হইতে মৃত্যু-তুল্য সর্ব্ব পুরুষার্থের অযোগ্যতা সমুপস্থিত হয়॥ ৬৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ সংমোহোঽবিবেকঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিভ্রমো ভবতীতি সংবধ্যতে, ক্রুদ্ধো হি সংমূঢ়ঃ সন্ গুরুমপ্যাক্রোশতি, সংমোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতেঃ স্যাদ্বিভ্রমো ভ্রংশঃ স্মৃত্যুৎপত্তি-

নিমিত্তপ্রাপ্তৌ অনুৎপত্তিস্ততঃ স্মৃতিভ্রংশাত্ বুদ্ধের্নাশঃ কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকাযোগ্যতা অন্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশ উচ্যতে, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি, তাবদেব হি পুরুষো যাবদন্তঃকরণং তদীয়ং কার্য্যাকার্য্যবিষয়বিবেকযোগ্যং, তদযোগ্যত্বে নষ্ট এব পুরুষো ভবত্যতঃ তস্যান্তঃকরণস্য বুদ্ধের্নাশাৎ প্রণশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৩ ॥

আনন্দগিরি।—ক্রোধস্য সংমোহহেতুত্বমনুভবেন দ্রঢ়য়তি ক্রুদ্ধো হীতি। আক্রোঃ শক্ত্যাদিক্ষিপতি তদযোগ্যত্বমপেরর্থঃ। সংমোহকার্য্যং কথয়তি সংমোহাদিতি। স্মৃতেৰ্নিমিত্তনিবেদনদ্বারা স্বরূপং নিরূপয়তি শাস্ত্রেতি। ক্ষণিকত্বাদেব তস্যাঃ স্বতো নাশসম্ভবাৎ সংমোহাধীনত্বং তস্যোক্ত্যাশঙ্ক্যাহ স্মৃতীতি। স্মৃতিভ্রংশেঽপি কথং বুদ্ধিনাশঃ স্বরূপতঃ সিধ্যেত্তত্রাহ কার্য্যেতি। নহু পুরুষস্য নিত্যসিদ্ধস্য বুদ্ধিন্যাশেঽপি প্রণাশো ন প্রকল্প্যতে তত্রাহ তাবদেবেতি। কার্য্যাকার্য্যবিবেচনযোগ্যান্তঃকরণাভাবে সতোঽপি পুরুষস্য করণাভাবাদপগতত্ত্ববিবেকবিবক্ষয়া নষ্টত্বব্যপদেশঃ। তদেতদাহ পুরুষার্থেতি ॥ ৬৩ ॥

রামানুজ।—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ কৃত্যাকৃত্যবিবেকশূন্যতা তয়া সর্ব্বং করোতীতি। ততশ্চ প্রারব্ধে ইন্দ্রিয়জয়াদিকে প্রযত্নে স্মৃতিভ্রংশো ভবতি, স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশঃ। আত্মজ্ঞানে যো ব্যবসায়ঃ কৃতস্তস্য নাশঃ স্যাৎ, বুদ্ধিনাশাৎ পুনরপি সংসারে নিমগ্নো নষ্টো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

হনুমান।—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি জায়তে সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজাতসংস্কারজনিতায়াঃ স্মৃতির্ভ্রংশ উৎপত্তিনিমিত্তপ্রাপ্তৌ সত্যামনুৎপত্তিঃ, ততশ্চ স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকলক্ষণায়া বুদ্ধের্নাশঃ বুদ্ধিনাশাদ্ধঃ প্রণশ্যতি। এতাবান্ হি পুরুষো যাবৎ কার্য্যাকার্য্যবিবেকস্তন্নাশে নষ্ট এব পুরুষো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতের্বিভ্রমো বিচলনং ভ্রংশঃ ততো বুদ্ধেশ্চেতনায়া নাশঃ বৃক্ষাদিষ্বিবাভিভবঃ, ততঃ প্রণশ্যতি মৃততুল্যো ভবতি ॥ ৬৩ ॥

বলদেব।—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকবিজ্ঞানবিলোপঃ, সংমোহাৎ স্মৃতেরিন্দ্রিয়বিজয়াদিপ্রযত্নানুসন্ধের্বিভ্রমো বিভ্রংশঃ, স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধেরাত্মজ্ঞানার্থকস্যাধ্যবসায়স্য নাশঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি পুনর্বিষয়ভোগনিমগ্নো ভবতি সংসরতীত্যর্থঃ। মদনাশ্রয়ণাদ্দুর্ব্বলং মনস্তানি স্ববিষয়ৈর্যোজয়ন্তীতি ভাবঃ। তথাচ মনোবিজিগীষুণা মদুপাসনং বিধেয়ম্ ॥ ৬৩ ॥

মধুসূদন।—ক্রোধাদিতি। ক্রোধাদ্ভবতি সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবরূপঃ, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ, স্মৃতেঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থানুসন্ধানস্য বিভ্রমো বিচলনং বিভ্রংশঃ, তদাত্মা স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধেরৈকাত্ম্যাকারমনোবৃত্তের্নাশঃ বিপরীতভাবনোপচয়দোষেণ প্রতিবন্ধাৎ উৎপত্তিরুৎপন্নায়াশ্চ ফলাযোগ্যত্বেন বিলয়ঃ, বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি তস্যাশ্চ ফলভূতায়া

বুদ্ধের্বিনাশাৎ প্রণশ্যতি সর্ব্বপুরুষার্থাযোগ্যো ভবতি, যো হি পুরুষার্থাযোগ্যো জাতঃ, স মৃত এবেতি লোকে ব্যবহ্রিয়তে অতঃ প্রণশ্যতীত্যুক্তম্। যস্মাদেবং মনসো নিগ্রহাভাবে নিগৃহীতবাহ্যেন্দ্রিয়স্যাপি পরমানর্থপ্রাপ্তিঃ, তস্মাৎ মহতা প্রযত্নেন মনো নিগৃহ্নীয়াদিত্যভিপ্রায়ঃ। অতো যুক্তমুক্তং "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইতি ॥ ৬৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ক্রোধাদিতি। ততঃ ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবো ভবতি, ততঃ স্মৃতিবিভ্রমঃ শাস্ত্রার্থানুসন্ধানস্য বিভ্রংশরূপং চলনং ভবতি, স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধি-নাশঃ শাস্ত্রার্থস্য নিশ্চিতস্যাপি তিরোধানং ভবতি। তস্মিংশ্চ শাস্ত্রজে পরোক্ষজ্ঞানেঽপি নষ্টে পুরুষো নশ্যতি পুরুষার্থাযোগ্যো ভবতি। যো হি তাদৃশঃ স নষ্ট এবেতি লোকে বদন্তি ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বনাথ।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য মনোবশীকার এব বাহ্যেন্দ্রিয়বশীকারকারণং সর্ব্বথা মনোবশীকারাভাবে তু যৎ স্যাৎ তৎ শৃণ্বিত্যাহ ধ্যায়ত ইতি। সঙ্গ আসক্তিঃ, আসক্ত্যা চ তেম্বধিকঃ কামোঽভিলাষঃ, কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধঃ, ক্রোধাৎ সংমোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ। তস্মাচ্চ শাস্ত্রোপদিষ্টস্যার্থস্য স্মৃতের্নাশঃ, তস্মাচ্চ বুদ্ধেঃ সদ্ব্যবসায়স্য নাশঃ, ততঃ প্রণশ্যতি সংসারকূপে পততি ॥ ৬২ ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে ক্রোধাবির্ভাবের কারণ উক্ত হইয়াছে। সেই ক্রোধ হইতে বিবেকাভাবরূপ সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা ও গুরুমুখ প্রাপ্ত জ্ঞানের বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ অর্থাৎ কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অন্তঃকরণের বিবেকাযোগ্যতা এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুষার্থের অযোগ্যতা জন্মে। অতএব বাহ্যে-ন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ সাধিত হইলেও মনোনিগ্রহাভাবে মহদনর্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে; তজ্জন্য প্রযত্নাতিশয্য সহকারে মনোনিগ্রহ সংসাধিত কর, ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ভগবদুক্ত এই বাক্য যে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, তৎপক্ষে কোনই সংশয় হইতে পারে না। ॥ ৬৩ ॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষরহিতৈঃ) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মনো বশীভূতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈঃ বিষয়ান্ (শব্দাদীন্) চরন্ (ভুঞ্জানঃ) বিধেয়াত্মা (বিধেয়ঃ বশবর্ত্তী আত্মা মনঃ যস্য সঃ) তু প্রসাদং (প্রসন্নতাং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৬৪ ॥

প্রতিশব্দ।—রাগদ্বেষ-পরিশূন্য স্বকীয়-বশীভূত ইন্দ্রিয়গণ-দ্বারা বিষয়ে ভোগশীল বশীকৃত-হৃদয় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৬৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যে বিজিত-হৃদয় মহাপুরুষ অনুরাগ ও বিদ্বেষ বিহীন হইয়া আত্ম-বশীভূত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয়োপভোগ করেন, তিনিই প্রসন্নতা লাভ করেন ॥ ৬৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্বানর্থস্য মূলমুক্তং বিষয়াভিধ্যানম্, অথেদানীং মোক্ষকারণমিদমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি। রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তত্র যো মুমুক্ষুর্ভবতি স তাভ্যাং বিমুক্তৈঃ শ্রোত্রাদিভিরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়ানবর্জ্জনীয়াংশ্চরন্ উপলভমানঃ আত্মবশ্যৈরাত্মনো বশ্যানি বশীভূতানি, তৈরাত্মবশ্যৈর্ব্বিধেয়াত্মেচ্ছাতো বিধেয় আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রসাদমধিগচ্ছতি প্রসাদঃ প্রসন্নতা স্বাস্থ্যম্ ॥ ৬৪ ॥

আনন্দগিরি।—বিষয়াণাং স্মরণমপি চেদনর্থকারণং, সুতরাং তর্হি ভোগস্তেন জীবনার্থং ভুঞ্জানো বিষয়াননর্থং কথং ন প্রতিপদ্যেত ইত্যাশঙ্ক্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ সর্ব্বানর্থস্যেতি। অনর্থমূলকথনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ। পরিহর্ত্তব্যে-নির্ণীতে সতি তৎপরিহারোপায়জিজ্ঞাসাং দর্শয়তি ইদানীমিতি। রাগদ্বেষপূর্ব্বিকা প্রবৃত্তিস্তিষ্ঠত্যাত্মবদর্শনার্থো হিশব্দঃ, শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিব্যাসেধার্থং স্বাভাবিকীত্যুক্তং তত্রেত্যনিরুক্তামনিরুক্ত্য প্রয়োগো বর্জ্জনীয়ানশনপানাদীন্ দেহস্থিতে হেতুনিতি যাবৎ। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু প্রবৃত্তিশ্চেন্নিয়মাদুপপত্না বর্জ্জনীয়েষ্বপি সা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মেতি। অন্তঃকরণাধীনত্বেন্দ্রিয়াণাং তদনিয়মাৎ তেষামপি নিয়মানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিধেয়াত্মেতি ॥ ৬৪ ॥

রামানুজ।—উক্তেন প্রকারেণ ময়ি সর্ব্বেশ্বরে চেতসঃ শুভাশ্রয়ভূতে নিবেশ্য নির্দ্দগ্ধ-দোষকল্মষতয়া রাগদ্বেষবিমুক্তৈরাত্মবশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়াংশ্চরন্। বিষয়াংস্তিরস্কৃত্য সর্ব্বাত্মনো বিধেয়াত্মা বিধেয়মনাঃ প্রসাদমধিগচ্ছতি নির্ম্মলান্তঃকরণো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

হনুমান্।—অথেদানীং মোক্ষকারণমুচ্যতে রাগদ্বেষেতি। রাগশ্চ দ্বেষশ্চ রাগদ্বেষৌ

তৎপুরঃসরা হীন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তাভ্যাং বিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈরাত্মবশ্যৈর্বিষয়ান্ চরন্ উপলভমানো যোগী আত্মবশ্যৈঃ স্বাধীনৈঃবিধেয় আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং বিধেয়াত্মা- প্রসাদং স্বাস্থ্যমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৬৪ ॥

শ্রীধর।—নম্বিন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ঃ দোষো দুষ্পরিহর ইত্ত স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি। রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ আত্মেতি। আত্মনা মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি। অনেনৈব কথং ব্রজেতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ গচ্ছতীত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

বলদেব।—মনসি নির্জ্জিতে শ্রোত্রাদিনির্জ্জয়াভাবোঽপি ন দোষ ইতি ব্রুবন্ ব্রজেত কিমিত্যস্যোত্তরমাহ রাগেত্যাদিভিরষ্টভিঃ। বিজিতিবহিরিন্দ্রিয়োঽপি মদর্পিতমনা পরমার্থাদ্বিচ্যুত ইত্যুক্তম্। যো বিধেয়াত্মা স্বাধীনমনা মদর্পিতমনাস্ততএব নির্দগ্ধরাগাদিমনোমল স আত্মবশ্যৈর্মনোঽধীনৈরতএব রাগদ্বেষাভ্যাং বিমুক্তৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদ্যৈর্বিষয়ান্ নিষিদ্ধান্ শব্দাদীংশ্চরন্ ভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং বিষয়াসক্ত্যাদিমলানাগমাদ্বিমলমনস্ত্বমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

মধুসূদন।—মনসি নিগৃহীতে তু বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহাভাবেঽপি ন দোষঃ ইতি বদন্ কিং ব্রজেতেত্যস্যোত্তরমাহ অষ্টভিঃ রাগেতি। যোঽসমাহিতচেতাঃ স বাহ্যেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্যাপি রাগদ্বেষদুষ্টেন মনসা বিষয়ান্ চিন্তয়ন্ পুরুষার্থভ্রষ্টো ভবতি বিধেয়াত্মা তু তুশব্দঃ পূর্ব্বস্মাদ্ব্যতিরেকার্থঃ। বশীকৃতান্তঃকরণস্ত আত্মবশ্যৈর্মনোঽধীনৈঃ স্বাধীনৈরিতি বা, রাগদ্বেষাভ্যাং বিমুক্তৈর্বিরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রোত্রাদিভির্বিষয়ান্ শব্দাদীন্ অনিষিদ্ধান্ চরন্ উপলভমানঃ প্রসাদং প্রসন্নতাং চিত্তস্য স্বচ্ছতাং পরমাত্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতামধিগচ্ছতি রাগদ্বেষপ্রযুক্তানি ইন্দ্রিয়াণি দোষহেতুতাং প্রতিপদ্যন্তে, মনসি স্ববশে তু ন রাগদ্বেষৌ তয়োরভাবে চ ন তদধীনেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিঃ, অবর্জ্জনীয়তয়া তু বিষয়োপলম্ভো ন দোষমাবহতীতি ন শুদ্ধিব্যাঘাত ইতিঃ ভাবঃ। এতেন বিষয়াণাং স্মরণমপি চেদনর্থকারণং, সুতরাং তর্হি ভোগঃ, তেন জীবনার্থং বিষয়ান্ ভুঞ্জানঃ কথমনর্থং ন প্রপদ্যেত ইতি শঙ্কা নিরস্তা। স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ প্রাপ্নোতীতি চ কিং ব্রজেতেতি প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—নম্বু বিষয়ান্ ধ্যায়তোঽপি যোগিনো ব্যুত্থানে প্রমাণস্বাভাব্যাদিন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু সঙ্গো দুষ্পরিহরস্ততশ্চোক্তরীত্যা তস্যাপি নাশপ্রসক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ রাগদ্বেষেতি। বিধেয়াত্মা কিঙ্করীকৃতমনাস্ত আত্মবশ্যৈর্মনোঽধীনৈরিন্দ্রিয়ৈঃ স্বামিনশ্চিত্তস্য কিঙ্করীকৃতস্য কাবক্রোধহীনত্বং স্বয়মপি রাগদ্বেষবিমুক্তৈর্বিষয়ান্ পথি পতিতভৃণাদীনিবানাদৃত্য চরন্ পশ্যন্নপি পুমান্ তত্র কামাদ্যনুদয়াৎ, প্রসাদং নবয়বিকল্পকলেশশূন্যত্ত্বেন মনসঃ স্বাস্থ্যমধিগচ্ছতি, মনসঃ স্বাস্থ্যমেব প্রত্যগাত্মনঃ স্বাস্থ্যং, তস্য প্রত্যক-

সারত্বাৎ, অজিতমনস্কমিব জিতমনং বিষয়সংযোগো ন বাধতে, অতো মনোজয়োহবশ্যং কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয়-প্রবণ-স্বভাব ইন্দ্রিয় সমূহের নিরোধ করা অসম্ভব; অতএব তাদৃশ দুষ্পরিহার্য্য দোষ সদ্ভাবে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে অধুনা আর দুইটী শ্লোক অবতারিত হইতেছে। পূর্ব্বে বিষয় চিন্তাই সর্ব্বনাশের মূলীভূত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে মোক্ষের কারণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। সম্পূর্ণরূপে মনোনিগ্রহ সংসাধিত হইলে, বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও, দোষ হয় না। যে ব্যক্তি অসমাহিতচিত্ত, সে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেও রাগদ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তির উত্তেজনায়, বিষয়-লালসায় প্রমত্ত হইয়া পুরুষার্থভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্বতোভাবে আপনার বশীভূত হইয়াছে এবং যিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষের অতীত হইয়া স্বকীয় চক্ষু-কর্ণ-নাসা-চর্ম্মাদি ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা শব্দ-স্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় সমূহ সম্ভোগ করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রসন্নতা ও চিত্ত-স্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া পরমাত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখ-লাভের যোগ্য হন। মন বশীভূত থাকিলে তদধীন ইন্দ্রিয় সমূহ মনের অননুমোদিত বিষয়ে কদাচ ব্যাপৃত হইতে পারে না; সুতরাং চিত্ত-শুদ্ধির কোন ব্যাঘাত উপস্থিত করে না। যে বিষয়ের স্মরণ মাত্রই চিত্তের মলিনতা উৎপাদন করে, অনাসক্ত ভাবে সেই বিষয়ের উপভোগও চিত্তকে বিমলিন করিতে পারে না, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। অর্জ্জুনকৃত 'কিংব্রজেত' (২য় অধ্যায় ৫৪ শ্লোক) এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইল ॥ ৬৪ ॥

প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—প্রসাদে (সন্তোষে) [সতি] অস্য (সন্ন্যাসিনঃ) সর্ব্ব-দুঃখানাং (দুঃখত্রয়াণাং) হানিঃ (বিনাশঃ) উপজায়তে প্রসন্নচেতসঃ

(স্বচ্ছান্তঃকরণস্য) হি আশু (শীঘ্রং) বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে (আত্ম-স্বরূপেণৈব স্থিরা ভবতি) ॥ ৬৫ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রসন্নতা [হইলে] সন্ন্যাসীর সকল-দুঃখের-বিনাশ হয়। স্বচ্ছচিত্তের শীঘ্র বুদ্ধি নিশ্চলা হয় ॥ ৬৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যে যোগী পুরুষের হৃদয়ে প্রসন্নতার আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইয়াছে। কারণ প্রসন্নচিত্ত মহা-পুরুষের বুদ্ধি অতি শীঘ্রই আত্মস্বরূপ বিনির্ণয় করিয়া স্থির-ভাবাপন্ন হয় ॥ ৬৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যুচ্যতে প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানা-আধ্যাত্মিকাদীনাং হানির্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে। কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্য হি যস্মাদাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে আকাশমিব পরি সমন্তাৎ অবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ, এবং প্রসন্নচেতসোঽবস্থিতবুদ্ধেঃ কৃতকৃত্যতা যতস্তস্মাদ্রাগদ্বেষবিমুক্তৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ শাস্ত্রাবিরুদ্ধেষবর্জ্জনীয়েষু যুক্তঃ সমাচরেদিতি বাক্যার্থঃ ॥ ৬৫ ॥

আনন্দগিরি।—তথাপি নানাবিধদুঃখাভিভূতত্বান্ন স্বাস্থ্যমাস্থাতুং শক্যমিত্যাশয়েন পৃচ্ছতি প্রসাদ ইতি। শ্লোকার্দ্ধেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। সর্ব্বদুঃখহন্তা বুদ্ধস্বাস্থ্যেঽপি কিমেতি। তস্মাৎ বুদ্ধিপ্রসাদার্থং প্রযতিতব্যমিতি শেষঃ, শ্লোকদ্বয়স্যাক্ষরোত্থমর্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমুপসংহরতি এবমিতি। যুক্তঃ সমাহিতো বিষয়পারবশ্যশূন্যঃ সন্নিতি যাবৎ ॥ ৬৫ ॥

রামানুজ।—অস্য পুরুষস্য মনসঃ প্রসাদে সতি প্রকৃতিসংসর্গপ্রযুক্তসর্ব্বদুঃখানাং হানিরুপজায়তে প্রসন্নচেতসঃ আত্মাবলোকনবিরোধিবিবিধদোষরহিতস্য মনসঃ তদানীমেব হি বিবিক্তাত্মবিষয়া বুদ্ধির্ম্মা়ন্ পর্য্যবতিষ্ঠতে। অতো মনঃপ্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানির্ভবেৎ ॥ ৬৫ ॥

হনুমান্।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যপ্রোচ্যতে প্রসাদ ইতি। প্রসাদে প্রসন্নতায়াং সত্যাং সর্ব্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকানাং হানির্নাশঃ, আধ্যাত্মিকানি জন্মজরা-মরণভয়শুরালোপরিপতিতবাতপিত্তশ্লেষ্মসংক্ষোভজনিতা বিকারাঃ, আধিভৌতিকানি ভূতানা-মিতরেতরং বধ্যঘাতকভাবেন জনিতানি দুঃখানি শস্ত্রপ্রহরণাদীনি, আধিদৈবিকানি বাতাপবর্ষ-তৎপ্রতিবন্ধজনিতানি দুঃখানি, এতেষামাধ্যাত্মিকাদীনাং দুঃখানাং হানির্নাশঃ অস্য যোগিনঃ প্রজায়তে। কিঞ্চ প্রসন্নচেতসঃ স্বচ্ছান্তঃকরণস্যাশু শীঘ্রং বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতি। আকাশ-মিবৈকরূপগ্রাহিণী পরিতঃ সমন্তাদবতিষ্ঠতে আত্মস্বরূপেণৈব নিশ্চলা ভবতি ॥ ৬৫ ॥

শ্রীধর।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত আহ প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্ব্বদুঃখ-নাশস্তত্শ্চ প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

বলদেব।—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যাহ প্রসাদ ইতি। অস্য যোগিনো মনঃপ্রসাদে সতি সর্ব্বেষাং প্রকৃতিসংসর্গকৃতানাং দুঃখানাং হানিরুপজায়তে। প্রসন্নচেতসঃ স্বাত্মযাথাত্ম্যবিষয়া বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি॥ ৬৫॥

মধুসূদন।—প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যুক্তং, তত্র প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যুচ্যতে প্রসাদ ইতি। চিত্তস্য প্রসাদে স্বচ্ছস্বরূপে সতি সর্ব্বদুঃখানামাধ্যাত্মিকাদীনামজ্ঞানবিলসিতানাং হানির্ব্বিনাশোঽস্য যতেরুপজায়তে, হি যস্মাৎ প্রসন্নচেতসো যতেরাশু শীঘ্রমেব বুদ্ধির্ব্রহ্মাত্মৈক্যাকারা পর্য্যবতিষ্ঠতে পরি সমন্তাদবতিষ্ঠতে স্থিরা ভবতি বিপরীতভাবনাদিপ্রতিবন্ধাভাবাৎ, ততশ্চ প্রসাদে সতি বুদ্ধিপর্য্যবস্থানং, ততস্তদ্বিরোধ্যজ্ঞাননিবৃত্তিস্ততঃ তৎকার্য্যসকলদুঃখহানিরিতি ক্রমেঽপি প্রসাদে যত্নাধিক্যায় সর্ব্বদুঃখহানিকরত্বকথনমিতি ন বিরোধঃ॥ ৬৫॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ প্রসাদ ইতি। চিত্তস্য প্রসাদে হি অস্য পুংসঃ সর্ব্বদুঃখানাং কামমূলকানাং কামাভাবাৎ হানিঃ পরিহারো জায়তে, কামানুদয়ে হেতুমাহ প্রসন্নেতি। হি যস্মাৎ প্রসন্নচেতসঃ পুংসো বুদ্ধির্ব্রহ্মাত্মৈক্যনিশ্চয়ঃ আশু শীঘ্রং পর্য্যবতিষ্ঠতে সুদৃঢ়ো ভবতি, তস্মিংশ্চ সতি প্রাপ্যাভাবান্ন কামোদয় ইত্যর্থঃ॥ ৬৫॥

বিশ্বনাথ।—মানসবিষয়গ্রহণাভাবে সতি স্ববশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণেঽপি ন দোষ ইতি বদন্ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রজেত কিং ইত্যস্যোত্তরমাহ রাগেতি। বিধেয়ো বচনে স্থিত আত্মা মনো যস্য সঃ। "বিধেয়ো বিনয়গ্রাহী বচনে স্থিত আশ্রয়ঃ। বশ্যঃ প্রণেয়ো নিভৃতবিনীত-প্রশ্রিতাঃ সমাঃ" ইত্যমরঃ। প্রসাদমধিগচ্ছতীত্যেতাদৃশস্যাধিকারিণো বিষয়গ্রহণমপি ন দোষ ইতি কিং বক্তব্যং প্রত্যুত গুণ এবেতি। স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ত্যাগস্বীকারাবেব আসনব্রজনে, তে উভে অপি তস্য ভদ্রে ইতি ভাবঃ। বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে সর্ব্বতোভাবেন স্বাভীষ্টং প্রতি স্থিরীভবতীতি বিষয়গ্রহণাভাবাদপি সমুচিতবিষয়গ্রহণং তস্য সুখমিতি ভাবঃ। প্রসন্নচেতস ইতি চিত্তপ্রসাদো ভক্ত্যৈবেতি জ্ঞেয়ম্। তয়া বিনা তু ন চিত্তপ্রসাদ ইতি প্রথমস্কন্ধে এব দপঞ্চিতম্। কৃতবেদাস্তশাস্ত্রস্যাপি ব্যাসস্যাপ্রসন্নচিত্তস্য শ্রীনারদোপদিষ্টয়া ভক্ত্যৈব চিত্তপ্রসাদদৃষ্টেঃ॥ ৬৪। ৬৫॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে উক্ত হইয়াছে, যাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত তিনি 'প্রসাদমধিগচ্ছতি' অর্থাৎ প্রসন্নতার অধিকারী হন। অর্জ্জুন যদি জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রসন্নতার অধিকারী হইলে কি লাভ সম্ভাবিত? এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। চিত্তের প্রসন্নতারূপ স্বচ্ছত্ব ও স্বাস্থ্য উপস্থিত হইলে সেই সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। কারণ প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি, ব্রহ্ম ও আত্মাকে অভেদ জ্ঞান করিয়া, আকাশের ন্যায়

অচঞ্চল ভাবে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত অথচ স্থির ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে সাংসারিক বিরুদ্ধ-ভাবনা-প্রবাহ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সুতরাং বুদ্ধি বিচলিত হইবার কোনই কারণ থাকে না। অতএব পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, প্রসন্নতা জন্মিলে বুদ্ধির স্থিরতা হয়, তাহা হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহা হইতে অজ্ঞান-বিলসিত যাবতীয় দুঃখের বিনাশ হয়। সুতরাং প্রসন্নতা লাভের নিমিত্ত যত্নাধিক্য হইলে ক্রমশঃ সর্ব্বদুঃখের নিবৃত্তি হইবে, একথা কখনই অসঙ্গত নহে॥ ৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥ ৬৬॥

অন্বয়।—অযুক্তস্য (অবশীকৃতান্তঃকরণস্য, অসমাহিতস্য) বুদ্ধিঃ (বিচারজন্যা আত্মবিষয়া প্রজ্ঞা) ন অস্তি (বিদ্যতে) অযুক্তস্য ভাবনা (আত্মাভিনিবেশরূপধ্যানং) চ ন [অস্তি] অভাবয়তঃ (আত্মাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ) শান্তিঃ (চিত্তোপরমঃ) চ ন [অস্তি] অশান্তস্য (শান্তিবিরহিতস্য) সুখং (মোক্ষানন্দঃ) কুতঃ (কস্মাৎ সম্ভব ইতি শেষঃ)॥ ৬৬॥

প্রতিশব্দ।—অসমাহিত-চিত্তের প্রজ্ঞা নাই অসমাহিত-চিত্তের আত্মাভিনিবেশরূপ ধ্যান নাই, আত্মাভিনিবেশ-বিরহিতের শান্তি নাই শান্তি-বিহীনের সুখ কোথায়॥ ৬৬॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ বশীভূত হয় নাই, তাহার আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান কখনই থাকিতে পারে না এবং আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার চিত্তও কখন অভিনিবিষ্ট হইতে পারে না। যে ব্যক্তির চিত্ত অভিনিবিষ্ট হয় না তাহার শান্তি অসম্ভব এবং তাদৃশ শান্তি-বিহীন ব্যক্তির মোক্ষানন্দরূপ সুখ কখনই সম্ভব নহে॥ ৬৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—সেয়ং প্রসন্নতা স্তূয়তে নাস্তীতি। নাস্তি ন বিদ্যতে ন ভবতীত্যর্থঃ বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া অযুক্তস্যাসমাহিতান্তঃকরণস্য, ন চাযুক্তস্যেতি ন চাস্য অযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশঃ, তথা চ নাস্য ভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশমকুর্ব্বতঃ শান্তিরুপশমো ন

বিদ্যতে অশান্তস্য কুতঃ সুখম্। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়সেবাতৃষ্ণাতো নিবৃত্তির্যা তৎসুখং, ন বিষয়-বিষয়া তৃষ্ণা, দুঃখমেব হি সা, ন তৃষ্ণায়াং সত্যাং সুখস্য গন্ধমাত্রমপি উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

আনন্দগিরি।—কিং পুনঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যৈব যথোক্তবুদ্ধিঃ সিদ্ধ্যতি নেত্যাহ সেয়মিতি। অসমাহিতস্যাপি বুদ্ধিমাত্রমুৎপদ্যমানং প্রতিভাতীত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি আত্মস্বরূপেতি। ন হি বিক্ষিপ্তচিত্তস্যাত্মস্বরূপবিষয়া বুদ্ধিরুদেতুমর্হতীত্যত্র হেতুমাহ ন চেতি। আত্মজ্ঞানে শব্দাদাপাততো জাতে স্মৃতিসন্তানানুকরণং সাক্ষাৎকারার্থমভিনিবেশো ভাবনেতি চোচ্যতে। ন চাগো বিক্ষিপ্তবুদ্ধেঃ সিধ্যতীতি হেত্বর্থং বিবক্ষিত্বাহ আত্মজ্ঞানেতি। ভাবনাদ্বারা সাক্ষাৎকারাভাবেঽপি কা ক্ষতিরিত্যাশঙ্ক্যাহ তথেতি। অসমাহিতস্য ভাবনাভাবাদিতি যাবৎ। আত্মজ্ঞানাৎঽজ্ঞাতে শ্রবণাদ্যাবৃত্তিরূপাং স্মৃতিমনাতন্বানস্যাপরোক্ষবুদ্ধ্যভাবেনানর্থনিবৃত্তিঃ সিধ্যতীত্যাহ উপশম ইতি। অনিবৃত্তানর্থস্য পরমানন্দসাগরাদ্বিভক্তস্য সংসারবারিধৌ নিমগ্নস্য সুখাবির্ভাবো ন সম্ভবতীত্যাহ অশান্তস্যেতি। তস্যাপি বিষয়সেবিনো বৈষয়িকং সুখং সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়াণাং হীতি। তৃষ্ণাক্ষয়স্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধমানুভবিকসুখত্বাদিতি হিশব্দঃ। বিষয়সেবা তৃষ্ণয়াপি বিষয়োপভোগদ্বারা সুখমুপলব্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ দুঃখমেবেতি। তত্রাপি হিশব্দোঽনুভবাবদ্যোতী। তদেব স্পষ্টয়তি নেত্যাদিনা ॥ ৬৬ ॥

রামানুজ।—ময়ি সংন্যস্তমনোরহিতস্য প্রযত্নেনেন্দ্রিয়দমনে প্রবৃত্তস্য কদাচিদপি বিবিক্তাত্মবিষয়া বুদ্ধির্ন সেৎস্যতি। অতএব তস্য তদ্ভাবনা চ ন সম্ভবতি। বিবিক্তাত্মানমভাবয়তো বিষয়স্পৃহা শান্তির্ন ভবতি। অশান্তস্য বিষয়স্পৃহাযুক্তস্য কুতো নিত্যানিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিঃ ॥ ৬৬ ॥

হনুমান্।—নাস্তীতি। ন বিদ্যতে সেয়ং প্রসন্না বুদ্ধিরাত্মস্বরূপবিষয়া অযুক্তস্যাসমাহিতস্য, ন চাযুক্তস্য ভাবনা আত্মজ্ঞানাভিনিবেশো ভাবনা, নচাভাবয়তঃ শান্তিঃ, অভাবয়তঃ আত্মজ্ঞানাভিনিবেশশূন্যস্য শান্তিরুপশমো ন বিদ্যতে, অশান্তস্যানুপরতেন্দ্রিয়স্য কুতঃ সুখং ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়তৃষ্ণাতো নিবৃত্তিসুখং ন, বিষয়তৃষ্ণা দুঃখমেব হি বিষয়তৃষ্ণায়াং সত্যাং ন সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যুপপদ্যতে ॥ ৬৬ ॥

শ্রীধর।—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞৈব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্ত্তা ইত্যত্রাহ ন চেতি। ন চাযুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি, সা চাযুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিরাত্মনি চিত্তোপরমঃ, অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

বলদেব।—পূর্ব্বোক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেনাহ নাস্তীতি। অযুক্তস্যাযোগিনো মন-

নিবেশিতমনসো বুদ্ধিরুক্তলক্ষণা নাস্তি ন ভবতি। অতএব তস্য ভাবনা তাদৃগাত্মচিন্তাপি নাস্তি। তাদৃশমাত্মানমভাবয়তঃ শান্তির্বিষয়তৃষ্ণানিবৃত্তির্নাস্তি। অশান্তস্য তৎতৃষ্ণাকুলস্য সুখং স্বপ্রকাশানন্দাত্মানুভবলক্ষণং কুতঃ স্যাৎ॥ ৬৬॥

মধুসূদন।—ইমমেবার্থং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি নাস্তি বুদ্ধিরিতি। অযুক্তস্যাজিতচিত্তস্য বুদ্ধিরাত্মবিষয়া শ্রবণমননাখ্যবেদান্তবিচারজন্যা নাস্তি নোৎপদ্যতে তদবুদ্ধ্যভাবে ন চাযুক্তস্য ভাবনা নিদিধ্যাসনাত্মিকা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহরূপা। (সর্ব্বত্র নঞোঽনুষঙ্গোঽনেনান্বয়ঃ।) ন চাভাবয়ত আত্মানং শান্তিঃ সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপা বেদান্তবাক্যজন্যা ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকৃতিঃ অশান্তস্যাত্মসাক্ষাৎকারশূন্যস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ॥ ৬৬॥

নীলকণ্ঠ।—সমনস্কানামিন্দ্রিয়াণামনিগ্রহে দোষ উক্তো বুদ্ধেরপর্য্যবস্থানে কো দোষ ইত্যত আহ নাস্তীতি। অযুক্তস্য শ্রবণমননয়োরনাসক্তস্য বুদ্ধির্ব্রহ্মাত্মৈক্যনিশ্চয়ো নাস্তি প্রমাণবিষয়াসম্ভাবনায়াঃ প্রমেয়বিষয়াসম্ভাবনায়াশ্চানিরাসাৎ, তথা অযুক্তস্য অসমাহিতমনসঃ ভাবনা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণবৃত্তিপ্রবাহো নাস্তি, মনসশ্চাঞ্চল্যেন বুদ্ধেরপি চাঞ্চল্যাৎ, অভাবয়তো ধ্যানমকুর্ব্বতঃ শান্তিঃ সর্ব্বদুঃখোপরমশ্চ নাস্তি চেতসোঽনবস্থিতত্বেন দুঃখাবশ্যম্ভাবাৎ অশান্তস্যানুপরতসর্ব্বদুঃখস্য সুখং প্রত্যগব্রহ্মানন্দাত্মকং কুতঃ ন কুতশ্চিৎ দুঃখিত্বাদেব (আদ্যং অযুক্তস্যেতি পদং বুদ্ধির্যোগে ইত্যস্য রূপং, দ্বিতীয়ে যুক্ত সমাধাবিত্যস্য) তস্মাদ্বুদ্ধেঃ পর্য্যবস্থানমাবশ্যকম্॥৬৬॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থং ব্যতিরেকমুখেন দ্রঢ়য়তি নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতমনসো বুদ্ধিরাত্মবিষয়িণী প্রজ্ঞা নাস্তি। অযুক্তস্য তাদৃশপ্রজ্ঞারহিতস্য ভাবনা পরমেশ্বরধ্যানঞ্চ। অভাবয়তঃ অকৃতধ্যানস্য শান্তির্বিষয়োপরমো নাস্তি। অশান্তস্য সুখং আত্মানন্দো ন॥ ৬৬॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে ব্যতিরেক-মুখে স্থিতপ্রজ্ঞতার সাধনভূত ইন্দ্রিয়-নিগ্রহের বিষয় সমর্থিত হইতেছে। যাহার ইন্দ্রিয় সমূহ বশীকৃত নহে, তাহার শাস্ত্র-লব্ধ বা গুরূপদেশ-প্রাপ্ত শ্রবণ-মনন-রূপ বেদান্ত-বিচার-জনিত আত্ম-বিষয়িণী বুদ্ধি কখনই জন্মে না। এবং তাদৃশ ব্যক্তির নিদিধ্যাসনরূপ ভাবনাও কখন হয় না। এইরূপ ভাবনা দ্বারা মানবের বুদ্ধি ব্রহ্মরূপ আত্ম-বস্তুতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অজিত-চিত্ত ব্যক্তি নিদিধ্যাসনে বঞ্চিত; সুতরাং তাহার আত্ম-জ্ঞান অসম্ভব। আত্ম-ধ্যান-বিমুখ ব্যক্তির চিত্তোপরম শান্তি অর্থাৎ অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ বেদান্ত-বাক্যজনিত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ-বোধরূপ চিত্তস্থৈর্য্য জন্মে না। এইরূপ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার স্বরূপ পরমানন্দ

বিরহিত অশান্ত ব্যক্তির মোক্ষানন্দরূপ পরমধনের অধিকারী হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। বিষয়তৃষ্ণা বিনিবৃত্ত না হইলে কখনই সুখ জন্মিতে পারে না। বিষয়-বিষয়িণী তৃষ্ণাকে অনেকে সুখ বলিয়া মনে করে বটে, কিন্তু তাহা দুঃখেরই কারণ। তাদৃশ বিষয়-তৃষ্ণায় প্রকৃত সুখের লেশ মাত্রও নাই। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না হইলে আত্মজ্ঞানরূপ সুখময়ী শান্তি ও তাহার পরিণাম স্বরূপ অতুলনীয় মোক্ষানন্দ কখনই আয়ত্তীকৃত হইতে পারে না ॥ ৬৬ ॥

—:•:—

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭ ॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) চরতাং (বিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং) ইন্দ্রিয়াণাং যৎ মনঃ অনুবিধীয়তে (অনুপ্রবর্ত্ততে) তৎ (মনঃ) অস্য (সাধকস্য) বায়ুঃ অম্ভসি (জলে) নাবং (নৌকাং) ইব প্রজ্ঞাং (বুদ্ধিং) হরতি (বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি) ॥ ৬৭ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-হেতু বিষয়-বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের যে মন অনুগমন-করে, তাহা সাধক-পুরুষের বায়ু জলে নৌকার ন্যায় বুদ্ধি নাশ করে ॥ ৬৭ ॥

ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয়গণ যখন বিষয়োপভোগে বিনিযুক্ত থাকে, তখন মন তাহাদের অনুগামী থাকে। কিন্তু সেই মন বায়ু যেমন জলমধ্যে নৌকাকে নিমজ্জিত করে, তদ্রূপ সাধন-পথাবলম্বী যতির বুদ্ধিকে বিষয়-বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয় ॥ ৬৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অযুক্তস্য কস্মাদ্বুদ্ধির্নাস্তীত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাৎ চরতাং স্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে অনুপ্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়বিষয়বিকল্পনেন প্রবৃত্তং মনোঽস্য যতের্হরতি প্রজ্ঞামাত্মানাত্মবিবেকজাং নাশয়তি, কথং, বায়ুর্নাবমিবাম্ভস্যুদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্যোন্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়ত্যেবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং করোতি ॥ ৬৭ ॥

আনন্দগিরি।—ব্যাকাঙ্ক্ষাবারা শ্লোকান্তরমুত্থাপয়তি অযুক্তস্যেতি। বিক্ষিপ্তচেতসো

ভাবনাভাবে সাক্ষাৎকারলক্ষণা বুদ্ধির্ন ভবতীতি হেত্বন্তরেণ সাধয়তি ইন্দ্রিয়াণামিতি। যৎপদোপাত্তং মন যৎপদেনাপি গৃহ্যতে, ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং বিষয়াঃ শব্দাদয়স্তেষাং বিকল্পনং মিথো মিশ্রয়া গ্রহণং তেনেতি যাবৎ। দৃষ্টান্তং ব্যাকরোতি উদক ইতি। যস্মাত্তস্মাদযুক্তস্য নোৎপদ্যতে বুদ্ধিরিতি যোজনা ॥ ৬৭ ॥

রামানুজ।—পুনরপ্যুক্তেন প্রকারেণেন্দ্রিয়নিয়মনমকুর্ব্বতোঽনর্থমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং বিষয়েষু চরতাং বিষয়েষু বর্ত্তমানানাং বর্ত্তনমনুবিধীয়তে পুরুষেণানুবর্ত্ত্যতে তন্মনোঽস্য বিবিক্তাত্মপ্রবণতাং প্রজ্ঞাং হরতি। বিষয়প্রবণতাং করোতীত্যর্থঃ, যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকূলো বায়ুর্হরতি ॥ ৬৭ ॥

হনুমান্।—অনুপরতেন্দ্রিয়স্য সুখং নাস্তি কস্মাদিত্যত্রাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণাং হি যস্মাচ্চরতাং বিষয়েষু বর্ত্তমানানাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে অনুবর্ত্ততে, তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং হরতি, তদিন্দ্রিয়ং বিষয়বিকল্পনে প্রবৃত্তং মনঃ অস্য যতের্হরতি প্রজ্ঞাং আত্মানাত্মবিবেকজাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি উদকে জিগমিষতাং মার্গাদুদ্ধৃত্য দুর্মার্গে যথা বায়ুর্নাবং প্রবর্ত্তয়তি ॥ ৬৭ ॥

শ্রীধর।—"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য" ইত্যত্র হেতুমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদেবৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তে অবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি তদেবৈকমিন্দ্রিয়মস্য মনসঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি। কিমু বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্ব্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭ ॥

বলদেব।—সন্নিবেশিতমনস্কস্যেন্দ্রিয়নিয়মনাভাবে দোষমাহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। বিষয়েষু চরতামবিজিতানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদেকং শ্রোত্রং বা চক্ষুর্বানুলক্ষ্যীকৃত্য মনো বিধীয়তে প্রবর্ত্ত্যতে তদেকমেবেন্দ্রিয়ং মনসানুগতস্য প্রবর্ত্তকস্য প্রজ্ঞাং বিবিক্তাত্মবিষয়াং হরত্যপনয়তি মনসস্তদ্বিষয়াকৃষ্টত্বাৎ। কিং পুনঃ সর্ব্বাণি তানীতি, প্রতিকূলো বায়ুর্যথাম্ভসি নীয়মানং নাবং তদ্বৎ ॥ ৬৭ ॥

মধুসূদন।—অযুক্তস্য কুতো নাস্তি বুদ্ধিরিত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণামিতি। চরতাং স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানামবশীকৃতানামিন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদেকমপীন্দ্রিয়মনুলক্ষ্যীকৃত্য মনোঽনুবিধীয়তে প্রের্য্যতে প্রবর্ত্তত ইতি যাবৎ (কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ)। তদিন্দ্রিয়মেকমপি মনসানুসৃতং অস্য সাধকস্য মনসো বা প্রজ্ঞামাত্মবিষয়াং শাস্ত্রীয়াং হরতি অপনয়তি মনসস্তদ্বিষয়াবিষ্টত্বাৎ, যদৈকমপীন্দ্রিয়ং প্রজ্ঞাং হরতি, তদা সর্ব্বাণি হরন্তীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তস্তু স্পষ্টঃ। অম্ভস্যেব বায়োর্নৌকাহরণসামর্থ্যম্ন তু ভুবীতি সূচয়িতুমম্ভসীত্যুক্তং। এবং দার্ষ্টান্তিকেঽপ্যম্ভঃস্থানীয়ে বিক্ষিপ্তচিত্তে সত্যেব প্রজ্ঞাহরণসামর্থ্যমিন্দ্রিয়স্য ন তু ভূস্থানীয়ে মনঃস্থৈর্য্যে ইতি সূচিতম্ ॥ ৬৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—তদভাবে দোষমাহ ইন্দ্রিয়াণাং হীতি। হি যস্মাৎ ইন্দ্রিয়াণাং চরতাং

স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানাং (কর্ম্মণি ষষ্ঠী), যৎ রাগাদিকলুষিতং মনঃ তান্যন্থু লক্ষীকৃত্য বিধীয়তে প্রবর্ত্ত্যতে, (কর্ম্মকর্ত্তরি লকারঃ) প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ, তৎ ইন্দ্রিয়ানুসারি মনঃ অস্য সাধকস্য প্রজ্ঞাং আত্মতত্ত্ববিষয়াং বুদ্ধিং হরতি তস্যা মনোহনুসারিত্বাৎ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টার্থঃ। অন্যে তু ইন্দ্রিয়াণাং মধ্যে যদিন্দ্রিয়মনু লক্ষীকৃত্য মনঃ প্রবর্ত্ততে তদিন্দ্রিয়ং অস্য সাধকস্য মনসো বা প্রজ্ঞাং হরতীতি যোজয়ন্তি। আত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং হৃত্বা মনোবিষয়াং করোতীতি ভাষ্যমপ্যালোচনীয়ম্॥ ৬৭ ॥

বিশ্বনাথ।—অযুক্তস্য বুদ্ধির্নাস্তীত্যুপপাদয়তি নাস্তীতি। ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েষু চরতাং মধ্যে যন্মন একমিন্দ্রিয়ং অনুবিধীয়তে পুংসা সর্ব্বেন্দ্রিয়ানুবর্ত্তী ক্রিয়তে, তদেব মনঃ অস্য প্রজ্ঞাং বুদ্ধিং হরতি। যথাম্ভসি নীয়মানাং নাবং প্রতিকূলো বায়ুঃ॥ ৬৭॥

তাৎপর্য্য।—অজিত-চিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই কেন, তাহারই হেতু প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। অবশীকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ স্বাধীনভাবে ঈপ্সিত বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করে। যদি মন অবশীভূত হইয়া একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগামী হয়, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়োপভুক্ত বিষয়-বিশেষ পরম সুখের নিদান জ্ঞান করিয়া, তাহাতেই অনুরক্ত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সেই উন্নতি-কাম সাধন-পথাবলম্বিত পুরুষের আত্মবিষয়িণী বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। মন ইন্দ্রিয়-বিশেষের সহিত বিষয় ভোগে উন্মত্ত হইলে, অগত্যা প্রজ্ঞা বিষয়-বিক্ষিপ্ত ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। যখন একমাত্র ইন্দ্রিয়ের প্রাবল্যে এতাদৃশ বিষম অনিষ্ট সম্ভাবিত, তখন সকল ইন্দ্রিয় স্বাধীনভাবে বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিতে পাইলে, মানবের সর্ব্বনাশ যে অবশ্যম্ভাবী একথা বলাই বাহুল্য। যেরূপ প্রমত্ত-কর্ণধার-পরিচালিত তরণী প্রভঞ্জন প্রভাবে বিশাল সমুদ্র-বক্ষে আন্দোলিত হইতে হইতে নানাদিকে পরিভ্রমণ করে, তদ্রূপ অজিত-চিত্ত ইন্দ্রিয়-পরায়ণ পুরুষের প্রজ্ঞা কার্য্য-জ্ঞানহীন কাণ্ডারীচালিত নৌকার ন্যায় বিষয় সাগরে পরিভ্রমণ করে। পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় শ্লোকোক্ত নৌকা ও জল-ঘটিত দৃষ্টান্তের উপলক্ষে উল্লেখ করিয়াছেন যে, জলেই বায়ুর নৌকা নিমজ্জনের ক্ষমতা আছে, কিন্তু ভূমিতে নাই। এই কথা বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে 'অম্ভসি' অর্থাৎ জলে এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যেহেতু জল-স্বরূপ মনশ্চাঞ্চল্যে বায়ু-স্বরূপ ইন্দ্রিয়ের প্রজ্ঞারূপ নৌকা-বিনাশ-ক্ষমতা পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু ভূমি-স্বরূপ মনঃ-স্থৈর্য্যে ইন্দ্রিয়রূপ বায়ুর প্রজ্ঞা নৌকা বিনাশের কোনই সম্ভাবনা নাই॥ ৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

অন্বয়।—মহাবাহো! (ভুজবল-সম্পন্ন বীর) তস্মাৎ যস্য ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) নিগৃহীতানি (সংহৃতানি) তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

প্রতিশব্দ।—বাহুবলশালিন্! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়-সমূহ বিষয়-ব্যাপার-হইতে সর্ব্বপ্রকারে প্রত্যাহৃত তাঁহার প্রজ্ঞা স্থিরা॥ ৬৮॥

ব্যাখ্যা।—হে ভুজবল-পরাক্রান্ত সখে! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, যে পুরুষের ইন্দ্রিয় সমূহ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে বিনিবৃত্ত হইয়াছে, সেই জিতেন্দ্রিয় যোগীর বুদ্ধিই স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে॥৬৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—"যততো হি" ইত্যুপন্যস্তস্যার্থস্যানেকধোপপত্তিমুক্ত্বা তঞ্চার্থমুপপাদ্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তৌ দোষ উপপাদিতো যস্মাৎ তস্মাৎ যস্য যতেঃ হে মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈর্মানসাদিভেদৈরিন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৬৮॥

আনন্দগিরি।—"যততো হি" ইত্যাদিশ্লোকাভ্যামুক্তস্যৈবার্থস্য প্রকৃতশ্লোকাভ্যামপি কথ্যমানত্বাদস্তি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি যততো হীত্যাদিনা। "ধ্যায়তো বিষয়ান্" ইত্যাদীনামুপপত্তিবচনমুন্নেয়ম্। তচ্ছব্দাপেক্ষিতার্থোক্তিদ্বারা শ্লোকমবতারয়তি ইন্দ্রিয়াণামিতি। অসংস্থিতেন মনসা যস্মাদনুবিধীয়মানানীন্দ্রিয়াণি প্রগৃহ্য (প্রসহ্য ইতি বা পাঠঃ) প্রজ্ঞামপহরন্তি তস্মাদিতি যোজনা॥ ৬৮॥

রামানুজ।—তস্মাদুক্তেন প্রকারেণ শুভাশ্রয়ে ময়ি নিবিষ্টমনসো যস্যেন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ সর্ব্বশো নিগৃহীতানি, তস্যৈবাত্মনি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতি॥ ৬৮॥

শ্রীধর।—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বেসাধনত্বং লক্ষণত্বঞ্চোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ। লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি॥ ৬৮॥

বলদেব।—তস্মাদিতি। যস্মাৎ মন্নিষ্ঠমনসঃ, প্রতিষ্ঠিতাত্মনিষ্ঠা ভবতি। হে মহাবাহো ইতি যথা রিপূন্ নিগৃহ্লাসি তথেন্দ্রিয়াণি নিগৃহাণেত্যর্থঃ। এভিঃ শ্লোকৈর্ভগবন্নিবিষ্টতয়েন্দ্রিয়বিজয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সিদ্ধস্য স্বাভাবিকঃ। সাধকস্য তু সাধনভূত ইতি বোধ্যম্॥ ৬৮॥

মধুসূদন।—হি যস্মাৎ এবং তস্মাদিতি। সর্ব্বশঃ সর্ব্বাণি সমনস্কানি, হে মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ সর্ব্বশত্রুনিবারণক্ষমত্বাদিন্দ্রিয়শত্রুনিবারণেঽপি ত্বং ক্ষমোঽসীতি সূচয়তি। স্পষ্টমন্যৎ। তস্যেতি সিদ্ধস্য সাধকস্য চ পরামর্শঃ, ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞং প্রতি লক্ষণত্বস্য মুমুক্ষুং প্রতি প্রজ্ঞাসাধনত্বস্য চোপসংহরণীয়ত্বাৎ॥ ৬৮॥

নীলকণ্ঠ।—"যততোহ্যপি" ইত্যাত্রোপক্রান্তমর্থং বহুধা উপপাদ্য উপসংহরতি তস্মাদিতি। যস্মাদিন্দ্রিয়াধীনং মনো মনোঽনুগা চ প্রজ্ঞা, তস্মাৎ হে মহাবাহো যস্য যতেঃ ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রাকারেণ স্বকারণেন মনসা সহিতানীতি যাবৎ, ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যো নিগৃহীতানি ভবন্তি, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেতি বিদ্ধি॥ ৬৮॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাদিতি। যস্য নিগৃহীতমনসঃ, হে মহাবাহো ইতি যথা শত্রূন্ নিগৃহ্লাসি তথা মনোঽপি নিগৃহাণেতি ভাবঃ॥ ৬৮॥

তাৎপর্য্য।—"যততো হ্যপি কৌন্তেয়" ইত্যাদি (২য় অধ্যায় ৬০ শ্লোক) হইতে ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ক বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ কথিত বাক্যের ভাবার্থ সঙ্কলন পূর্ব্বক উপসংহার করিতেছেন। ইন্দ্রিয় সমূহ অবশীভূত ও উচ্ছৃঙ্খল হইলে অশেষ অনর্থপাতের সম্ভাবনা। অতএব হে সখে, যে পুরুষ, সর্ব্বতোভাবে স্বকীয় ইন্দ্রিয় নিচয়কে আয়ত্তীকৃত করিয়া, যাবতীয় ইন্দ্রিয়োপভোগ্য বিষয়-ব্যাপার হইতে তাহাদিগকে নিগ্রহ সহকারে নিবৃত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ কোন ভোগ-লালসাতেই যাঁহার ইন্দ্রিয় সমূহ কখনই বিচলিত হয় না, সেই পুরুষের বুদ্ধিই যথার্থ স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে। মূলোক্ত 'মহাবাহো' এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি সর্ব্ব-শত্রু-নিগ্রহে সমর্থ; ইন্দ্রিয়-রূপ পরম শত্রুগণকেও নিগ্রহ কর। মূলোক্ত "তস্য" অর্থাৎ তাঁহার এই পদ দ্বারা সিদ্ধ এবং সাধক উভয়েই লক্ষিত হইতেছে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধ পুরুষের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়-সংযমরূপ লক্ষণ দ্বারা, তিনি স্বাভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, ইহাই সমর্থিত হইল এবং মুমুক্ষু সাধকের সম্বন্ধে প্রজ্ঞা স্থিরীকরণার্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইল। এইরূপে সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংযমের অপরিহার্য্যতা প্রতিপাদন করিয়া, শ্রীভগবান্ এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলেন॥ ৬৮॥

——•:•:•——

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়।—সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বেষাং অজ্ঞানতমসাবৃতবুদ্ধীনাং) যা নিশা (নিশেব আত্মনিষ্ঠা) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয়ঃ জ্ঞানী) তস্যাং (পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং আত্মনিষ্ঠায়াং) জাগর্ত্তি (প্রবুধ্যতে) যস্যাং (অবিদ্যাবিলসিতায়াং বিষয়নিষ্ঠায়াং) ভূতানি (অনিগৃহীতচিত্তাঃ) জাগ্রতি (নিদ্রাবিহীনভাবেন তিষ্ঠন্তি) সা (অবিদ্যারূপা বিষয়নিষ্ঠা) [পরমার্থতত্ত্বং] পশ্যতঃ মুনেঃ (জিতেন্দ্রিয়স্য যোগিনঃ) নিশা (নিশেব) ॥৬৯॥

প্রতিশব্দ।—সকল-অজ্ঞানাচ্ছন্নচিত্তগণের যাহা রাত্রি স্থিতপ্রজ্ঞ তাহাতে জাগিয়া-থাকেন যাহাতে অজ্ঞানিগণ জাগিয়া-থাকে তাহা [পরমার্থ] দর্শনশীল যোগীগণের রাত্রি ॥ ৬৯ ॥

ব্যাখ্যা।—অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন হৃদয় মানবগণ যে পরমার্থতত্ত্বস্বরূপ আত্মনিষ্ঠাকে রাত্রির ন্যায় বোধ করে, স্থিতপ্রজ্ঞ সন্ন্যাসিগণ তাহাতে জাগরিত থাকেন এবং যাহাতে অজ্ঞগণ জাগরিত থাকে, তাহাকে যোগিগণ রাত্রির ন্যায় অবিদ্যাতমসাচ্ছন্ন বলিয়া মনে করেন ॥ ৬৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোঽয়ং লৌকিকো বৈদিকশ্চ ব্যবহারঃ সমুৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যাবিদ্যাকার্য্যত্বাদবিদ্যানিবৃত্তৌ নিবর্ত্ততেঽবিদ্যায়াশ্চ বিদ্যাবিরোধান্নিবৃত্তিরিত্যেতমর্থং স্ফুটীকুর্ব্বন্নাহ যা নিশেতি। যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককরী তমঃস্বভাবত্বাৎ নিশা সর্ব্বেষাং ভূতানাং সর্ব্বভূতানাং, কিং তৎপরমার্থতত্ত্বং স্থিতপ্রজ্ঞস্য বিষয়ো যথা নক্তঞ্চরাণামহরেব সদন্যেষাং নিশা ভবতি। তদ্বন্নক্তঞ্চরস্থানীয়ানাং অজ্ঞানিনাং সর্ব্বভূতানাং নিশেব নিশা পরমার্থতত্ত্বাগোচরত্বাদতদ্বুদ্ধীনাং, তস্যাং পরমার্থতত্ত্বলক্ষণায়াং অজ্ঞাননিদ্রায়াং প্রবুদ্ধো জাগর্ত্তি সংযমী সংযমবান্ জিতেন্দ্রিয়ো যোগীত্যর্থঃ, যস্যাং গ্রাহ্যগ্রাহকভেদলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতীত্যুচ্যন্তে, যস্যাং নিশায়াং প্রসুপ্তা ইব স্বপ্নদৃশঃ সা নিশা অবিদ্যারূপত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং পশ্যতো মুনেরতঃ কর্ম্মাণ্যবিদ্যাবস্থায়ামেব চোদ্যন্তে ন বিদ্যাবস্থায়াং, বিদ্যায়াং হি সত্যামুদিতে সবিতরি শার্ব্বরমিব তমঃ প্রণাশমুপগচ্ছত্যবিদ্যা প্রাগ্বিদ্যোৎপত্তেরবিদ্যা প্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণা ক্রিয়াকারকফলভেদরূপা সতী সর্ব্বকর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে, নাপ্রমাণবুদ্ধ্যা গৃহ্যমাণায়াঃ কর্ম্মহেতুত্বোপপত্তিঃ প্রমাণভূতেন বেদেন মম চোদিতং কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি হি কর্ম্মণি কর্ত্তা প্রবর্ত্ততে নাবিদ্যামাত্রমিদং সর্ব্বং নিশেবেতি, যস্য তু পুনর্নিশেবাবিদ্যা-

মাত্মবিদং সর্ব্বং ভেদজাতমিতি জ্ঞানং তস্যাত্মজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাস এবাধিকারো ন প্রবৃত্তৌ তথাচ দর্শয়িষ্যতি তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মান ইত্যাদিনা জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেব তস্যাধিকারঃ, তত্রাপি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাভাবে প্রবৃত্তেরনুপপত্তিরিতিচেৎ ন স্বাত্মবিষয়ত্বাদাত্মবিজ্ঞানস্য ন হ্যাত্মনঃ আত্মনি প্রবর্ত্তকপ্রমাণাপেক্ষতা আত্মত্বাদেব তদন্তত্বাচ্চ সর্ব্বপ্রমাণানাং প্রমাণত্বস্য ন হ্যাত্মস্বরূপাধিগমে সতি পুনঃ প্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারঃ সম্ভবতি প্রমাতৃত্বং হ্যাত্মনো নিবর্ত্তয়ত্যন্ত্যং প্রমাণং নিবর্ত্তয়দেব চাপ্রমাণীভবতি স্বপ্নকালপ্রমাণমিব প্রবোধে লোকে চ বস্ত্বধিগমে প্রবৃত্তিহেতুত্বাদর্শনাৎ প্রমাণস্য, তস্মাৎ নাত্মবিদঃ কর্ম্মণ্যধিকার ইতি সিদ্ধম্॥ ৬৯॥

আনন্দগিরি।—আত্মবিদঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগেঽধিকারস্তদ্বিপরীতস্যাজ্ঞস্য কর্ম্মণীত্যেতস্মিন্নর্থে সমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি যোঽয়মিতি। অবিদ্যানিবৃত্তৌ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তি-শ্চেত্তন্নিবৃত্তিরেব কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিদ্যায়াশ্চেতি। স্ফুটীকুর্ব্বন্ বাহ্যাভ্যন্তরকরণানাং পরাক্ প্রত্যক্ প্রবৃত্তিবত্তথাবিধে দর্শনে চ মিথো বিরুধ্যতে পরাগ্দর্শনস্যানাদ্যাত্মাবরণাবিদ্যা-কার্য্যত্বাদাত্মদর্শনস্য চ তন্নিবর্ত্তকত্বাৎ ততশ্চাত্মদর্শনার্থমিন্দ্রিয়াণামর্থেভ্যো নিগৃহ্নীয়াদিত্যাহেতি যোজনা। সর্ব্বপ্রাণিনাং নিশা পদার্থাবিবেককরীত্যত্র হেতুমাহ তমঃস্বভাবত্বাদিতি। সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণীং প্রসিদ্ধাং নিশাং দর্শয়িত্বা তামেব প্রকৃতানুগুণত্বেন প্রশ্নপূর্ব্বকং বিশদয়তি কিং তদিত্যাদিনা। স্থিতপ্রজ্ঞবিষয়স্য পরমার্থতত্ত্বস্য প্রকাশৈকস্বভাবস্য কথমজ্ঞানং প্রতি নিশাত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যথেতি। তত্র হেতুমাহ অগোচরত্বাদিতি। অতদ্বুদ্ধীনাং পরমার্থ-তত্ত্বাতিরিক্তে দ্বৈতপ্রপঞ্চে প্রবৃত্তবুদ্ধীনামপ্রতিপন্নত্বাৎ পরমার্থতত্ত্বং নিশেবাবিদুষামিত্যর্থঃ। তস্যামিত্যাদি ব্যাচষ্টে তস্যামিতি। নিশাবদুক্তায়ামবস্থায়ামিতি যাবৎ, যোগীতি জ্ঞানী কথ্যতে। দ্বিতীয়ার্দ্ধং বিভজতে যস্যামিতি। প্রসুপ্তানাং জাগরণং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রসুপ্তা ইবেতি। পরমার্থতত্ত্বমনুভবতো নিবৃত্তাবিদ্যস্য সংন্যাসিনো দ্বৈতাবস্থা নিশেত্যত্র হেতুমাহ অবিদ্যারূপত্বাদিতি, পরমার্থাবস্থা নিশেত্যবিদুষাং বিদুষাস্তু দ্বৈতাবস্থা তথেতি স্থিতে ফলিতমাহ অত ইতি। অবিদ্যাবস্থায়ামেব ক্রিয়াকারকভেদপ্রতিভানাদিত্যর্থঃ। বিদ্যোদয়েঽপি তৎপ্রতিভানাবিশেষাৎ পূর্ব্বমিব কর্ম্মাণি বিধীয়েরন্নিত্যাশঙ্ক্যাহ বিদ্যায়ামিতি। অবিদ্যানিবৃত্তৌ বাধিতানুবৃত্ত্যা বিভাগভানেঽপি নাস্তি কর্ম্মবিধিরভিমানাভিনিবেশাভাবাদিত্যর্থঃ, অবিদ্যাবস্থায়া-মেব কর্ম্মাণীত্যুক্তং ব্যক্তীকরোতি প্রাগিতি। বিদ্যোদয়াৎ পূর্ব্বং বাধকাভাবাদবাধিতাবিদ্যা ক্রিয়াদিভেদমুপাদায় প্রমাণরূপয়া বুদ্ধ্যা গ্রাহ্যতাং প্রাপ্য কর্ম্মহেতুর্ভবতি ক্রিয়াদিভেদাভিমানস্য তদ্ধেতুত্বাদিত্যর্থঃ। ন বিদ্যাবস্থায়ামিত্যুক্তং প্রপঞ্চয়তি নাপ্রমাণেতি। উৎপন্নায়াঞ্চ বিদ্যায়াং অবিদ্যায়াঃ নিবৃত্তত্বাৎ ক্রিয়াদিভেদভানমপ্রমাণমিতি বুদ্ধিরুৎপদ্যতে তয়া গৃহ্যমাণা যথোক্তবিভাগ-ভাগিন্যপ্যবিদ্যা ন কর্ম্মহেতুত্বং প্রতিপদ্যতে বাধিতত্বেনাভাসতয়া তদ্ধেতুত্বাযোগাদিত্যর্থঃ। বিদ্যাবিদ্যাবিভাগেনোক্তমেব বিশেষং বিবৃণোতি প্রমাণভূতেনেতি। যথোক্তেন বেদেন কামনা-জীবনাদিমতো মম কর্ম্ম বিহিতং তেন ময়া তৎকর্ত্তব্যমিতি মন্বানঃ সন্ কর্ম্মণ্যজ্ঞোঽধিক্রিয়তে তং প্রতি সাধনবিশেষবাধিনো বেদস্য প্রবর্ত্তকত্বাদিত্যর্থঃ। সর্ব্বমেবেদমবিদ্যামাত্রং দ্বৈতং

নিশেষেতি যদ্যপিত্ব ন প্রবর্ত্ততে কর্ম্মণীতি ব্যাবর্ত্ত্যমাহ নাবিদ্যেতি। বিদুষো ন কর্ম্মণ্যধিকার-শ্চেত্তত্ত্বাধিকারস্তর্হি কুত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ যস্তেতি। তস্য আত্মজ্ঞস্য ফলভূতসংন্যাসাধিকারে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি তথা চেতি। প্রবর্ত্তকং প্রমাণং বিধিস্তদভাবে কর্ম্মস্বিব বিদুষো জ্ঞান-নিষ্ঠায়ামপি প্রবৃত্তেরনুপপত্তেরাশ্রয়ণীয়ো জ্ঞানবতোঽপি বিধিরিতি শঙ্কতে তত্রাপীতি। কিমাত্মজ্ঞানং বিধিমপেক্ষতে কিংবাত্মা নাদ্যঃ তস্য স্বরূপবিষয়স্য যথা প্রমাণপ্রমেয়মুৎপত্তে-র্বিধানপেক্ষত্বাদিত্যাহ ন স্বাত্মেতি। ন দ্বিতীয় ইত্যাহ নহীতি। প্রবর্ত্তকপ্রমাণশব্দিতস্য বিধেঃ সাধ্যবিষয়ত্বাদাত্মনশ্চাসাধ্যত্বাদিতি হেতুমাহ আত্মত্বাদেবেতি। আত্মতজ্জ্ঞানয়োর্বিধান-পেক্ষত্বেঽপি জ্ঞানিনো মানমেয়ব্যবহারং প্রতিনিয়মার্থং বিধ্যপেক্ষা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তদন্ত-ত্বাচ্চেতি। সর্ব্বেষাং প্রমাণানাং প্রামাণ্যস্যাত্মজ্ঞানোদয়াবসানত্বাত্তস্মিন্নুৎপন্নে ব্যবহারস্য নিরবকাশত্বান্ন তৎপ্রতিনিয়মায় জ্ঞানিনো বিধিরিত্যর্থঃ। উক্তমেব ব্যক্তীকরোতি ন হীতি। ধর্ম্মাধিগমবদাত্মাধিগমেঽপি কিমিতি যথোক্তো ব্যবহারো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ প্রমাতৃত্বং হীতি। তন্নিবৃত্তৌ কথমদ্বৈতজ্ঞানস্য প্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ নিবর্ত্তয়দেবেতি। নিবর্ত্তয়দদ্বৈত-জ্ঞানং স্বয়ং নিবৃত্তেন প্রমাণমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ স্বপ্নেতি। আত্মজ্ঞানস্য বিধ্যনপেক্ষত্বে হেত্বন্তরমাহ লোকে চেতি। ব্যবহারভূমৌ হি প্রমাণস্য বস্তুনিশ্চয়ফলপর্য্যন্তত্বে সতি প্রবর্ত্তকবিধিসাপেক্ষত্বানুপলম্ভাদদ্বৈতজ্ঞানমপি প্রমাণত্বান্ন বিধিমপেক্ষতে রজ্জ্বাদিজ্ঞানবদিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞানবতস্তন্নিষ্ঠানিধিমন্তরেণ জ্ঞানমাহাত্ম্যেনৈব সিদ্ধত্বাত্তস্য কর্ম্মসংন্যাসেঽধিকারো ন কর্ম্মণীত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৬৯ ॥

রামানুজ।—এবং নিয়তেন্দ্রিয়স্য প্রসন্নমনসঃ সিদ্ধিমাহ যা নিশেতি। যা আত্ম-বিষয়া বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশা নিশেবাপ্রকাশিকা। তস্যামাত্মবিষয়ায়াং বুদ্ধাবিন্দ্রিয়সংযমী প্রসন্নমনা জাগর্ত্তি আত্মানমবলোকয়মাস্ত ইত্যর্থঃ। যস্যাং শব্দাদিবিষয়ায়াং বুদ্ধৌ সর্ব্বাণি ভূতানি জাগ্রতি প্রবুদ্ধানি ভবন্তি, সা শব্দাদিবিষয়া বুদ্ধিরাত্মানং পশ্যতো মুনের্নিশেবাপ্রকাশিকা ভবতি ॥ ৬৯ ॥

হনুমান।—এবমাত্মবিষয়াং প্রজ্ঞাং ইন্দ্রিয়ানুবিধায়ি মনো বিষয়াভিমুখীং করোতি "যততো হ্যপি" ইত্যুপক্রম্যানেকবিধোপপত্তিমুক্ত্বা তস্যার্থমুপপাদ্য উপসংহরতি তস্মাদিতি। তস্যৈব যোগিনঃ পরমাত্মনি নিত্যসিদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবে সর্ব্বগতে অহময়মস্মীতি প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা। যা নিশেতি। সংযমী যোগী যা নিশা রাত্রিঃ সর্ব্বপদার্থানামবিবেককারিণী সর্ব্বভূতানাং নিশেতি সর্ব্বপ্রাণিব্যবহারাগোচরব্রহ্মরূপমুচ্যতে তস্যাং জাগর্ত্তি প্রবুদ্ধবান্ আস্তে, যস্যাং সর্ব্বভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে যস্যাং ব্যবহরন্তি সা অবিদ্যা নিশা পরমার্থস্বরূপং ব্রহ্ম পশ্যতো মুনের্যোগিনঃ ॥ ৬৮ । ৬৯ ॥

শ্রীধর।—নহু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্ব্বাত্মনা নিগৃহীতে-ন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা নিশেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং যা নিশা নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা অজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ

তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্ত্তি প্রবুধ্যতে, যস্যান্তু বিষয়নিষ্ঠায়াং ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনের্নিশা তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা—দিবান্ধানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেব দর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞোন্মীলিতাক্ষস্যাপি ব্রহ্মণ্যেব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯ ॥

বলদেব।—সাধকাবস্থস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেন্দ্রিয়সংযমঃ প্রযত্নসাধ্য ইত্যুক্তম্। সিদ্ধাবস্থস্য তু তস্য তন্নিয়মঃ স্বাভাবিক ইত্যাহ যা নিশেতি। বিবিক্তাত্মনিষ্ঠা বিষয়নিষ্ঠা চেতি বুদ্ধির্দ্বিধা। যাত্মনিষ্ঠা বুদ্ধিঃ সর্ব্বভূতানাং নিশারূপকেণোপমাত্র ব্যজ্যতে রাত্রিতুল্যা তত্ত্বদপ্রকাশিকা। রাত্রাবিবাত্মনিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ স্বপন্তো জনাস্তল্লভ্যমাত্মানং সর্ব্বে নানুভবন্তীত্যর্থঃ। সংযমী জিতেন্দ্রিয়স্তু তস্যাং জাগর্ত্তি ন তু স্বপিতি, তয়া লভ্যমাত্মানমনুভবতীত্যর্থঃ। যস্যাং বিষয়নিষ্ঠায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি বিষয়ভোগানমুভবন্তি ন তু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা, তস্য বিষয়ভোগাপ্রকাশিকেত্যর্থঃ। কীদৃশস্যেত্যাহ পশ্যত ইতি। আত্মানং সাক্ষাদনুভবতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টান্ বিষয়ানপ্যৌদাসীন্যেন ভুঞ্জানস্য চেত্যর্থঃ। নর্ত্তকীমূর্দ্ধঘটাবধানন্যায়েনাত্মদৃষ্টের্ন তদন্যরসগ্রহ ইতি ভাবঃ ॥ ৬৯ ॥

মধুসূদন।—তদেবং মুমুক্ষুণা প্রজ্ঞাস্থৈর্য্যায় প্রযত্নপূর্ব্বকমিন্দ্রিয়সংযমঃ কর্ত্তব্য ইত্যুক্তং, স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃ সিদ্ধ এব সর্ব্বেন্দ্রিয়সংযম ইত্যাহ যা নিশেতি। যা বেদান্তবাক্যজনিতসাক্ষাৎকাররূপাঽহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রজ্ঞা সর্ব্বভূতানামজ্ঞানং নিশেব নিশা, তান্ প্রত্যপ্রকাশরূপত্বাৎ, তস্যাং ব্রহ্মবিদ্যালক্ষণায়াং সর্ব্বভূতনিশায়াং জাগর্ত্তি অজ্ঞাননিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ সাবধানো বর্ত্ততে সংযমী ইন্দ্রিয়সংযমবান স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যস্যান্তু দ্বৈতদর্শনলক্ষণায়ামবিদ্যানিদ্রায়াং প্রসুপ্তান্যেব ভূতানি জাগ্রতি স্বপ্নবৎ ব্যবহরন্তি, সা নিশা ন প্রকাশতে আত্মতত্ত্বং পশ্যতোঽপরোক্ষতয়া মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য যাবদ্ধি ন প্রবুধ্যতে তাবদেব স্বপ্নদর্শনং বাধপর্য্যন্তত্বাভ্রমস্য, তত্ত্বজ্ঞানকালে তু ন ভ্রমনিমিত্তঃ কশ্চিদ্ব্যবহারঃ। তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ, "কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা ॥ কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনোঃ। যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ ॥" ইতি। তথাচ যস্য বিপরীতদর্শনং তস্য ন বস্তুদর্শনং বিপরীতদর্শনস্য বস্তুদর্শনজন্যত্বাৎ, যস্য চ বস্তুদর্শনং তস্য ন বিপরীতদর্শনং বিপরীতদর্শনকারণস্য বস্তুদর্শনস্য বস্তুদর্শনেন বাধিতত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, "যত্র বা অন্যদিব স্যাৎ তত্রান্যোঽন্যৎ পশ্যেৎ যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইতি। বিদ্যাবিদ্যয়োর্ব্যবস্থামাহ, যথা, কাকস্য রাত্র্যন্ধস্য দিনমুলূকস্য দিবান্ধস্য নিশা রাত্রৌ পশ্যতশ্চোলূকস্য যদ্দিনং রাত্রিরেব সা কাকস্য ইতি মহদাশ্চর্য্যমেতৎ। অতত্ত্বদর্শিনঃ কথমাবিষ্ককক্রিয়াকারকাদিব্যবহারঃ স্যাদিতি, স্বতঃ সিদ্ধ এব তস্যেন্দ্রিয়সংযম ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—"যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে" ইত্যুদাহৃতশ্রুতেঃ "তামাহুঃ পরমাং গতিম্" ইত্যোক্তং

তত্তুর্ধং পাদং যাচতেষ্টে বা নিশেতি। " সর্ব্বেবাং ভূতানামজ্ঞানাং যা নিশেব নিশা যস্যাং যথা দিনে উলূকা ইবানন্ধা অপ্যন্ধা এব সর্ব্বে প্রাণিনো ভবন্তি, তস্যাং তস্মিন্ প্রত্যগ্‌জ্যোতিষি সংযমী ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধীনাং নিগ্রহণশীলো যোগী জাগর্ত্তি, ইন্দ্রিয়াদীনাং দৃক্‌শক্তিলোপেঽপি অনুপরত-দৃক্‌শক্তিরেবাস্তে; তথা চ শ্রুতিঃ, "ন হি দ্রষ্টুর্দৃষ্টের্বিপরিলোপো বিদ্যতে বিনাশিত্বাৎ" ইতি যস্যামবিদ্যাখ্যায়াং নিশায়াং ক্রিয়াকারকাদিদ্বৈতস্বপ্নপ্রবর্ত্তিকায়াং সর্ব্বাণি ভূতানি জাগ্রতি নিশীথে উলূকা ইব স্বস্বব্যাপারে প্রবর্ত্তন্তে সা অবিদ্যা পশ্যতো মুনেঃ আত্মদর্শনবতো যোগিনঃ প্রারব্ধ-কর্ম্মণা বিদেহকৈবল্যপ্রতিবন্ধাৎ লেশতোঽনুবর্ত্তমানা ব্যুত্থানকালে ব্যবহরতোঽস্য গাঢ়ান্ধকারবতী নিশেব ক্লেশকরী ভবতি। অতিসুকুমারা হি যোগিনঃ বাহ্যব্যবহারাদুদ্বিজন্তে, নরা ইব গাঢ়ান্ধকারে সঞ্চারাৎ। যথোক্তং যোগভাষ্যে, "অক্ষিমাত্রকল্পো হি বিদ্বানপ্যল্পদুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে" ইতি। অত্র বার্ত্তিকানি, "কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিস্তথা॥ কাকোলূকনিশেবায়ং সংসারোঽজ্ঞাত্মবেদিনোঃ। যা নিশা সর্ব্বভূতানামিত্যবোচৎ স্বয়ং হরিঃ॥" ইতি, "বুদ্ধতত্ত্বস্য লোকোঽয়ং জড়োন্মত্তপিশাচবৎ। বুদ্ধতত্ত্বোঽপি লোকস্য জড়োন্মত্তপিশাচবৎ॥" ইতি, তদেবং "কিমাসীত" ইত্যস্যোত্তরং "যদা সংহরতে চায়ম্" ইত্যাদিনা এতদন্তেন গ্রন্থেন স্থিতপ্রজ্ঞঃ সদা সমাধিমনুতিষ্ঠন্ পরমাং গতিং প্রাপ্নোতি ইত্যুক্তম্॥ ৬৯॥

বিশ্বনাথ।—স্থিতপ্রজ্ঞস্য তু স্বতঃ সিদ্ধএব সর্ব্বেন্দ্রিয়নিগ্রহ ইত্যাহ যেতি। বুদ্ধির্হি দ্বিবিধা ভবতি আত্মপ্রবণা বিষয়প্রবণা চ। তত্র যা আত্মপ্রবণা বুদ্ধিঃ সা সর্ব্বভূতানাং নিশা। নিশায়াং কিং কিং স্যাদিতি তস্যাং স্বপন্তো জনাঃ যথা ন জানন্তি তথৈবাত্ম-প্রবণবুদ্ধৌ প্রাপ্যমানং বস্তু সর্ব্বভূতানি ন জানন্তি। কিন্তু তস্যাং সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞো জাগর্ত্তি নতু স্বপিত্যাতঃ আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠমানন্দং সাক্ষাদনুভবতি। যস্যাং বিষয়প্রবণায়াং বুদ্ধৌ ভূতানি জাগ্রতি তন্নিষ্ঠং বিষয়সুখশোকমোহাদিকং সাক্ষাদনুভবতি নতু তত্র স্বপন্তি, সা মুনেঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিশা তন্নিষ্ঠং কিমপি নানুভবতীত্যর্থঃ। কিন্তু পশ্যতঃ সাংসারিকাণাং সুখদুঃখ-প্রদান্ বিষয়ান্ তত্রৌদাসীন্যেনাবলোকয়তঃ স্বভোগ্যান্ বিষয়ানপি যথোচিতং নির্লেপমাদ-দানস্যেত্যর্থঃ॥ ৬৯॥

তাৎপর্য্য।—আত্মতত্ত্বজ্ঞ বা স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগের অধিকারী এবং তদ্ব্যতীত অজ্ঞ ব্যক্তিই কর্ম্মের অধিকারী, এই অর্থ প্রতি-পাদনোদ্দেশেই বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা। পূর্ব্বে স্থূলতঃ প্রদর্শিত হই-য়াছে যে, অবিদ্যা বিদ্যাবিরোধী, সুতরাং বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যা বিনিবৃত্ত হয়। লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সমূহ আবিদ্যক বা অবিদ্যারই কার্য্য-ভূত। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির অর্থাৎ যাঁহার বিবেক জ্ঞান সম্যক্ উৎপন্ন হইয়াছে

এবংভূত পুরুষের অবিদ্যা বিনিবৃত্ত হইলেই তৎকার্য্যভূত লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার সমূহও বিনিবৃত্ত হয়। এক্ষণে বোধ-সৌকর্য্যার্থে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ই স্ফুটীকৃত হইতেছে। অর্থাৎ সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন যে, আমি এতক্ষণ যে সমস্ত গূঢ়-ভাব-ব্যঞ্জক কথা বলিলাম, সখা আমার সে সমস্ত কথা আদৌ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই, অতএব কিছু স্পষ্ট করিয়া না বলিলে তিনি সমস্ত কথার ভাব সবিশেষ বুঝিতে পারিবেন না। তজ্জন্য ভগবান্ বলিতেছেন, অর্জ্জুন! তুমি একবার তোমার বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়গুলির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাইবে, সকল তত্ত্বই তোমার হৃদয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। একদিকে দেখ চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণ অবিরত পরাক্-প্রবৃত্তি তৎপর, অর্থাৎ রূপ-রসাদি বাহ্য বিষয় গ্রহণেই তৎপর; অপরদিকে দেখ মন প্রভৃতি অন্তরিন্দ্রিয়গণ প্রত্যক্-প্রবৃত্তি তৎপর, অর্থাৎ প্রতি পদার্থে স্থিত সেই আত্মপ্রবৃত্তি তৎপর। অতএব উভয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত। এইরূপ আবার পরাক্ দর্শন এবং প্রত্যক্ দর্শনও পরস্পর বিরোধী। পরাক্দর্শন বা বাহ্য বিষয়াদিগ্রহণ আবার সেই অনাদি আত্মার আবরণ-শক্তিস্বরূপ অবিদ্যার কার্য্যভূত, এবং প্রত্যক্ দর্শন বা আত্মদর্শন বিদ্যারই প্রভাবভূত, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত রীত্যনুসারে আত্ম-দর্শন বা বিদ্যাপ্রভাবে অবিদ্যার সর্ব্ববিধ কার্য্যই নিবৃত্ত হয়। অতএব আত্মদর্শনের নিমিত্ত বাহ্য রূপ-রসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত করা তোমার একান্ত কর্ত্তব্য। কারণ বাহ্য ইন্দ্রিয়গণকে বাহ্য বিষয় হইতে নিগৃহীত করিয়া অন্তর্ম্মুখীন করিলে, তুমি আত্ম-দর্শন-লাভ করিবে এবং আত্ম-দর্শন-লাভ করিলেই অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য সমূহও স্বতঃ নিবৃত্ত হইবে। তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, প্রত্যক্ দর্শন অন্তরিন্দ্রিয় দ্বারাই সংসাধিত হয়, বাহ্য বিষয়ে ব্যাপৃত বাহ্য ইন্দ্রিয় দ্বারা সাধিত হইতে পারে না; সুতরাং বাহ্য বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে বিমুখ করা তোমার মত বুদ্ধিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও দেখ সখে! যে সময় দিঙ্মণ্ডল ঘোর অন্ধকারে সমাবৃত হয়, তমোবাহুল্য-নিবন্ধন যে সময় সর্ব্ববিধ পদার্থই অন্য কোন প্রকাশক পদার্থের সাহায্য ব্যতিরেকে চর্ম্মচক্ষুর অগোচর হয়, কোন্টী কি পদার্থ তাহা আমরা যে সময় ঠিক্ বুঝিতে পারি না, সেই সময়ের নাম "নিশা।" উক্তবিধ লক্ষণাক্রান্ত

সময়ের সম্পূর্ণ বিপরীত-ভাবাক্রান্ত সময়ের নাম "দিবা"। এই নিশা বা দিবা সকলের পক্ষে একরূপ নহে। পেচকাদি প্রাণী অস্মন্নির্দ্ধারিত নিশাতে অস্মন্নির্দ্ধারিত দিবার ন্যায় স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে বলিয়াই, আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলি। আমরা তাহাদিগকে নিশাচর বলিলে কি হইবে? বস্তুতঃ আমাদের পক্ষে যাহা নিশা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই দিবা এবং আমাদিগের পক্ষে যাহা দিবা, পেচকাদির পক্ষে তাহাই নিশা। ইহা আমাদের চর্ম্মচক্ষু দ্বারা পরিদৃশ্যমান জগতের কথা। জ্ঞানলোচনালোকনীয় আধ্যাত্মিক জগতের নিশা দিবাও এইরূপ।

আধ্যাত্মিক জগতে জীব দুই প্রকার। প্রথম জ্ঞানী, দ্বিতীয় অজ্ঞানী। অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা নিশা, জ্ঞানীর পক্ষে তাহা দিবা এবং অজ্ঞানীর পক্ষে যাহা দিবা জ্ঞানীর পক্ষে তাহাই নিশা।

প্রথমতঃ ভাবিয়া দেখ যে, নিশা ও দিবার পার্থক্য কি লইয়া? নিশা দিবার পার্থক্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান ও অজ্ঞান লইয়া। যে কেহ হউক না কেন, সে যে সময় বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ করে, তাহার পক্ষে তাহাই দিবা এবং যে সময় বস্তু বিষয়ক জ্ঞান লাভ না করে, তাহাই তাহার পক্ষে নিশা। সর্ব্বাশ্চর্য্যময় সর্ব্বেশ্বরের রাজ্যে সকলই আশ্চর্য্য। একের পক্ষে যাহা রাত্রি অন্যের পক্ষে তাহা দিবা, একের যাহাতে সুখ অন্যের তাহাতে দুঃখ, একের পক্ষে যাহা ভাল অন্যের পক্ষে তাহাই মন্দ; সকল বিষয়েই এইরূপ। লীলাময়ের ইহাই লীলা-বৈচিত্র! যেরূপ এক নিশাতেই আরোপিত-নিশাত্ব ও আরোপিত-দিবাত্ব অনুস্যূত এবং এক দিবাতে আরোপিত-দিবাত্ব ও আরোপিত-নিশাত্ব এতদুভয় ধর্ম্মই বিদ্যমান, অর্থাৎ নিশা দিবা দুই এক হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জীবের ব্যবহার লইয়া বা অধিকারী ভেদে যে রূপ ভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সেইরূপ একমাত্র পরমার্থ তত্ত্বই জ্ঞানী ও অজ্ঞানীরূপ গৃহীতা ভেদে দুই রূপে বিভক্ত হইয়াছে। যে পরমার্থ তত্ত্ব অজ্ঞানীর নিকট নিশা, সেই পরমার্থ তত্ত্বই আবার জ্ঞানীর নিকট দিবা। অর্থাৎ অজ্ঞানিগণের বুদ্ধি নিয়ত অতদ্বস্তুতে (ন তৎ-অতৎ, তদ্ব্যতিরিক্ত; অর্থাৎ সেই পরমাত্মা ব্যতিরিক্ত—বাহ্য ঘটপটা-দিতে) আসক্ত বলিয়া পরমার্থ তত্ত্ব তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর, সুতরাং পরমার্থতত্ত্ব তাহাদিগের পক্ষে নিশা সদৃশ। আবার অজ্ঞানীর নিশা

সদৃশ সেই পরমার্থতত্ত্ব সংযমীর পক্ষে দিবা সদৃশ। পূর্ব্বে আমি তোমাকে যে ইন্দ্রিয়-সংযম-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি সেই ইন্দ্রিয় সংযম যিনি করিয়াছেন তিনিই সংযমী জিতেন্দ্রিয় বা যোগী অর্থাৎ জ্ঞানী।

যেরূপ প্রাতঃকাল হইলে মরীচিমালী নিজ কিরণ-জাল বিস্তার করিয়া নৈশতমঃ বিদূরিত করিলে, নিশাভাগে সুষুপ্ত পুরুষ প্রবুদ্ধ হইয়া শয্যা-ত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করে বা জাগরিত হয় এবং মিহির-কর-প্রতিভাত প্রকাশিত পদার্থ-নিচয় নয়ন-গোচর করে, ইন্দ্রিয়-সংযমানুষ্ঠান-তৎপর জীবও সেইরূপ মহাবাক্যরূপ সুষুপ্তোত্থাপক বাক্যে প্রতিবুদ্ধ হইয়া, অজ্ঞান-নিদ্রা পরিত্যাগপূর্ব্বক অভিমানরূপ শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে বা জাগরিত হয় ও সেই এক স্বপ্রকাশ কর্ত্তৃক প্রকাশিত চিন্ময় বিশ্বকে জ্ঞান-নয়ন-পথাবলম্বী করে। ইহাই জ্ঞানীর (জিতেন্দ্রিয়ের) দিবা বা জাগরণ এবং সুতরাং ইহাই অজ্ঞানীর (অজিতেন্দ্রিয়ের) নিশা বা নিদ্রা। অজ্ঞান নাশেই জ্ঞানের উদয়, রাত্রি নাশেই দিবার উদয়, নিদ্রা নাশেই জাগরণের আগমন; অজ্ঞানও রাত্রি বা নিদ্রা স্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সেই অজ্ঞান বা নিদ্রা যাহার আছে সেই অজ্ঞানী বা নিদ্রিত এবং অজ্ঞান নাশ, নিদ্রানাশ বা জাগরণ যাহার আছে সেই জ্ঞানী বা জাগরিত। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, অজ্ঞানী পরমার্থতত্ত্ব-লক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রায় নিদ্রিত বা তাহাই অর্থাৎ সেই পরমার্থতত্ত্বই অজ্ঞানীর নিশা সদৃশ, এবং জ্ঞানী সেই পরমার্থতত্ত্ব লক্ষণ অজ্ঞান-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া জাগরিত বা সেই পরমার্থতত্ত্বই জ্ঞানীর দিবা সদৃশ। আরও দেখ, যে নিশায় অর্থাৎ দ্বৈতলক্ষণ অবিদ্যানিদ্রায় প্রসুপ্ত অজ্ঞানিগণ জাগরিত হয়, পরমার্থতত্ত্বদ্রষ্টা মুনির বা জ্ঞানীর পক্ষে তাহাই নিশা। এখানে তোমার এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, নিদ্রিতের আবার জাগরণ কিরূপ? তাহাও বলিতেছি, প্রথমতঃ দেখ যে, এখানে নিশা ও দিবা শব্দ নৈশ তমঃ কার্য্যভূত নিদ্রা এবং দৈবস বস্তু প্রকাশ ও জাগরণ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, অবিদ্যা বা অজ্ঞানই নিদ্রা সদৃশ, অজ্ঞানী জীবনিচয় সেই ঘুমঘোরে নিয়ত অচেতন, সুতরাং চির-নিদ্রিতের জাগরণ অসম্ভব। এস্থলে জাগরণ ও দিবাও যে একার্থ প্রতি-পাদক তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এখন দেখ যে, চির

নিদ্রিতের জাগরণ অসম্ভব হইলেও, নিদ্রার দুইরূপ অবস্থাভেদ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম স্বপ্ন, দ্বিতীয় সুষুপ্তি। এখানে ঐ প্রথমোক্ত স্বপ্নাবস্থাই সুষুপ্তের জাগরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে। তাহা না হইলে সুষুপ্তের বা অবিদ্যানিদ্রাভিভূত জীবের জাগরণ বা দিবা নিতান্ত বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করিত, অর্থাৎ যেরূপ নিতান্ত দীন ও দরিদ্র স্বপ্নদ্রষ্টা, এক শতছিন্ন কন্থার শয়ন করিয়া, নিজ প্রকৃতাবস্থাতিরিক্ত রাজ্যাদি বহুবিধ অতদ্ বিষয়ের স্বপ্ন সন্দর্শন করে, বা তৎসমস্ত জাগ্রদবস্থার তুল্য প্রকৃত বলিয়া মনে করে, নিজের প্রকৃত স্বরূপ একবারও ভাবে না; ঘোর অজ্ঞাননিদ্রাভিভূত জীবনিচয়ও সেইরূপ "তৎ" সেই প্রকৃত পরমাত্মা বা স্বস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া, নিজ স্বরূপাতিরিক্ত বহুবিধ ঘটপটাদি "অতৎ" পদার্থের স্বপ্ন সন্দর্শন করে, নিজের প্রকৃত স্বরূপ একবারও ভাবে না। স্বপ্নাবস্থায় জাগ্রদবস্থার ন্যায় সকল পদার্থ প্রকৃত বলিয়া বোধ হয় বলিয়াই, এস্থলে স্বপ্ন নিদ্রিতের জাগরণ বলিয়া উল্লিখিত হইল। অজ্ঞানীর এবংবিধ জাগ্রদবস্থা বা দিবা মুনির পক্ষে নিশা সদৃশ, অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্বদ্রষ্টার অবিদ্যাবিজৃম্ভিত সর্ব্ববিধ দ্বৈতাবস্থা বিনিবৃত্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার পক্ষে দ্বৈতাবস্থাই নিশা সদৃশ।

এক্ষণে পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যে, বস্তুতঃ অজ্ঞানীর পরমার্থাবস্থাই নিশাসদৃশ এবং জ্ঞানীর দ্বৈতাবস্থাই নিশাসদৃশ; সুতরাং অবিদ্যাবস্থাতেই লোককে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যায়, কারণ অবিদ্যাবস্থাতেই ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদাদি পরিস্ফুরিত হয়। কিন্তু বিদ্যাবস্থায় কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা যায় না; কারণ যেরূপ দিনমণির উদয়ে বিভাবরীর অন্ধকার রাশি দূরে পলায়ন করে, সেইরূপ বিদ্যার আবির্ভাবে অবিদ্যা প্রণষ্ট হয়। অর্থাৎ বিদ্যা উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যা ক্রিয়াদিভেদ প্রাপ্ত হইয়াও প্রমাণরূপ বুদ্ধি দ্বারা গ্রাহ্যত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্ববিধ কর্ম্মের হেতু হয়। কারণ অবিদ্যাই সেই ক্রিয়াকারক ফলাদিগত হেতু। কিন্তু বিদ্যাবস্থায় অপ্রমাণবুদ্ধি দ্বারা গৃহ্যমাণ হয় বলিয়া অবিদ্যা কর্ম্মহেতু হইতে পারে না। ইহার স্থূলার্থ, বিদ্যা অবিদ্যাবিরোধী, বিদ্যার আবির্ভাবে অবিদ্যা নাশ হয়, কিন্তু বিদ্যা উদয়ের পূর্ব্বে অবিদ্যার কোনরূপ বাধক থাকে না বলিয়া, সেই বাধাপরিহীনা অবিদ্যা ক্রিয়াকারক ফলাদিরূপ বহুবিধ ভেদপ্রাপ্ত হয়। সেই অবিদ্যাবিজৃম্ভিত বহুবিধ ভেদের জ্ঞান

তখন প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয়। অথচ এবংবিধ বহুবিধ ভেদাভিমানের হেতুই সেই অবিদ্যা; সুতরাং তাহা বিদ্যোদয়ের পূর্ব্বে কর্ম্মের হেতু হয়। পরন্তু বিদ্যা, অবিদ্যা সমুৎপন্ন হইলে নাশ পায় বলিয়া, তখন এরূপ বুদ্ধি হয় (এরূপ বুঝা যায়) যে ক্রিয়াদিতে ভেদ ভাণ অপ্রমাণ অর্থাৎ কিছুই নহে। এই সময় অবিদ্যা বিদ্যাপ্রভাবে বাধিতা; সুতরাং এই বাধিতা আভাসমাত্রাবশিষ্টা অবিদ্যা, বহুবিধ ক্রিয়াকারকাদি ভেদভাগিনী হইলেও, কর্ম্মহেতু হইতে পারে না। মৃত মার্জ্জার কখনও মূষিক গ্রহণে সমর্থ হয় না।

এ বিষয় আরও বিশদীকৃত হইতেছে, দত্তাবধান হও। অজ্ঞ ব্যক্তি, "আমি মনুষ্য, আমার কামনাদি বর্ত্তমান, প্রামাণভূত বেদ আমার মত কামনাজীবনাদিমান্ জীবের জন্য যে কর্ম্মের বিধান করিয়াছেন, সেই কর্ম্ম আমার অবশ্য কর্ত্তব্য", এইরূপ মনে করিয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয় সুতরাং অজ্ঞ ব্যক্তি কর্ম্মেরই অধিকারী। কিন্তু যে ব্যক্তি (জ্ঞানী) "এই পরিদৃশ্যমান অবিদ্যামাত্র দ্বৈতজাতই নিশার ন্যায় (আঁধারের ন্যায় কিছুই নহে)" এইরূপ মনে করেন, তিনি কখনও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন না; সুতরাং এবংবিধ আত্মজ্ঞানী সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসেরই অধিকারী। তিনি যে কর্ম্মপ্রবৃত্তির অধিকারী নহেন ও কেবল মাত্র জ্ঞান নিষ্ঠার অধিকারী তাহা অগ্রে ("তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানঃ" ইত্যাদি শ্লোকে) প্রদর্শিত হইবে।

এখন যদি তুমি এরূপ আশঙ্কা কর যে, প্রবর্ত্তক প্রমাণই বিধি, সেই প্রবর্ত্তক প্রমাণ না থাকিলে কেহ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। এইরূপ নিয়মানুসারে প্রবর্ত্তক প্রমাণের বা বিধির অভাবে জ্ঞানী জ্ঞাননিষ্ঠায় কিরূপে প্রবর্ত্তিত হইবে? সুতরাং জ্ঞানীরও বিধির আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয়। অর্জ্জুন! তোমার এরূপ আশঙ্কা নিতান্ত অবিচার-প্রণোদিত। এরূপ আশঙ্কা হইতেই পারে না; কারণ, কি আত্মজ্ঞান, কি আত্মা এতদুভয়ের একটিতেও বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। কেন হইতে পারে না, তৎপ্রতি হেতুবাদ সবিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছি। যে বাক্য প্রবর্ত্তিত করে তাহারই নাম প্রবর্ত্তক। প্রমাণ বহুবিধ; তন্মধ্যে শব্দও একটি প্রবর্ত্তক প্রমাণ বা বিধিবাক্য; যেরূপে 'স্বর্গকামী অশ্বমেধেন যজেত' ইত্যাদি। এরূপ স্থলে প্রমাণভূত শব্দই কামী জীবকে কর্ম্মানুষ্ঠানের

বিধি প্রদান করিতেছে বা তাহাকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে। সুতরাং এরূপ স্থলে কর্ম্মে প্রবৃত্তির নিমিত্ত, প্রবর্ত্তক প্রমাণের অপেক্ষা করিতে হয়। আর এক কথা, প্রমাণ শব্দিত যে বিধি তাহা সাধ্য স্বর্গাদিকেই বিষয় করে; কিন্তু আত্মা নিত্য সিদ্ধ, আত্মদর্শনও সেই আত্মাকেই বিষয় করে; সুতরাং কি আত্মা বা আত্মদর্শনে বিধির অপেক্ষা হইতে পারে না। সাধ্যেই বিধি চলিতে পারে, সিদ্ধে পারে না। আপনাকে আপনি জানিতে হইলে বিধির প্রয়োজনই বা কি? এখন যদি বল, স্বীকার করিলাম যে, আত্মা এবং আত্মজ্ঞানে বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না, কিন্তু জ্ঞানীর প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারের নিমিত্ত বিধির অপেক্ষা হওয়া উচিত। তাহাও বলিতে পার না। কারণ আত্মজ্ঞান উদিত হইলে সকল প্রমাণেরই প্রামাণ্যের অবসান হয়, সুতরাং তৎকালে সর্ব্ববিধ ব্যবহারও লোপ পায়; অতএব তাহার প্রতি বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। অধিক কি আত্মস্বরূপ সম্প্রাপ্তি হইলে পুনরায় প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারই হইতে পারে না ("যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" ইত্যাদি শ্রুতি)। তোমার এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, যেরূপ ধর্ম্মাধিগমে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার হয়, সেইরূপ আত্মাধিগমেও প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার কেন না হইবে? তাহাও বলিতেছি। প্রথমতঃ দেখ প্রমাকরণের নামই প্রমাণ অর্থাৎ যাহা দ্বারা প্রমা (সম্যক্ জ্ঞান) সঞ্জাত হয়, তাহারই নাম প্রমাণ। (৩০৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যদ্বিষয়ক প্রমা সঞ্জাত হয়, তাহারই নাম প্রমেয়, এবং যে প্রমাজ্ঞান লাভ করে তাহারই নাম প্রমাতা। প্রমাতা থাকিলেই প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারও হইতে পারে। প্রমাতা না থাকিলে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার কে করিবে? "আমি একটি ঘট দর্শন করিতেছি" এরূপ স্থলে প্রমাতা "আমি" প্রমেয় "ঘট", ও 'প্রমাণ' সন্নিকৃষ্ট চক্ষুরিন্দ্রিয়। কিন্তু প্রমাতা বা আমি যদি না থাকি, তবে আর ঘট, কে কি দিয়া দেখিবে? ফল কথা প্রমাতাকে লইয়াই প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার। প্রমাতা, প্রমেয় ও প্রমাণ এতৎত্রিতয়ই পরস্পরসাপেক্ষ। এখন মনে কর আত্মবস্তু প্রমেয়, প্রমাতা জীব, প্রমাণ শব্দ। কিন্তু অন্ত্য বা চরম প্রমাণ "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাকার জ্ঞান। যখন জীবের "অহং ব্রহ্মাস্মি" এইরূপ জ্ঞান সমুদিত হয়, তখন তাহার অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত অহঙ্কার-বিজড়িত আমিত্ব, প্রকৃত আমি বা আত্মার সহিত এক হইয়া যায়, সুতরাং তৎকালে "অহং ব্রহ্মাস্মি" রূপ এই অন্ত্যপ্রমাণ, জীবের প্রমাতৃত্ব ব্যবহার লোপ করে। আরও দেখ যেরূপ স্বপ্নকালীন প্রমাণ স্বপ্নান্তে বা জাগ্রদবস্থায় স্বয়ং অপ্রমাণীভূত হয়, সেইরূপ "অহংব্রহ্মাস্মি" রূপ অন্ত্য প্রমাণ অজ্ঞানী জীবের প্রমাতৃত্ব নাশ

করিয়া স্বয়ংও অপ্রমাণীভূত হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, প্রমাতৃত্বপদের নাশে প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহারেরও নাশ হয়। নিবৃত্তিই যাহার স্বরূপ সে আবার কাহার প্রমাণ হইবে? যেরূপ স্বপ্ননিবৃত্তিস্বরূপ প্রবোধ কাহারও প্রমাণ নহে, অথবা যেরূপ শার্ব্বর-তিমিরহারী রবি নিজেই নিজের প্রমাণ অন্যের নহে, সেইরূপ অজ্ঞানধ্বান্তের কৃতান্ত বা নিবৃত্তি স্বরূপ অদ্বৈত-জ্ঞানও কাহারও প্রমাণ নহে, অর্থাৎ নিজেই নিজের প্রমাণ। দ্বিতীয়তঃ দেখ, লৌকিক ব্যবহারেও দেখা যায় যে, বস্তু নিশ্চয় পর্য্যন্তই প্রমাণের ফল; সুতরাং প্রমাণে প্রবর্ত্তক বিধি অপেক্ষিত হয় না ও এরূপ ব্যবহার কুত্রাপি পরিলক্ষিতও হয় না। মনে কর কোন ব্যক্তি চক্ষুরিন্দ্রিয়-রূপ-প্রমাণ দ্বারা ঘট দেখিতেছে (ঘটরূপ প্রমেয় বিষয়কে প্রমিতি করিতেছে), এরূপ স্থলে তাহাকে "ঐ ঘট দেখ" বলিয়া আর ঘটদর্শন রূপ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিতে হয় না; তাহাকে ঘটদর্শনের আর বিধি প্রদান করিতে হয় না। এইরূপ অদ্বৈত জ্ঞানও স্বয়ং প্রমাণ বলিয়া তাহাতে বিধি অপেক্ষিত হইতে পারে না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রমেয় বস্তু না পাওয়া যায় ততক্ষণই প্রমাণের প্রবৃত্তি,বস্তু পাইলে (প্রমিতি বিষয়ীভূত হইলে) আর কে প্রমাণে প্রয়াসপর হয় বা তাহাতে প্রবৃত্ত হয়? বিদূরিতাজ্ঞান জীবও স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হইয়া বা ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করিয়া আর কোন প্রমেয় নিরূপণে প্রবৃত্ত হয় না। যাহা পাইবার তাহা পাইলে আবার তাহাতে নূতন করিয়া প্রবৃত্তি হইতেই পারে না। সুতরাং পূর্ব্বাপর সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ যে, আত্মজ্ঞানীর কখনও কর্ম্মে অধিকার হইতে পারে না। জ্ঞানমাহাত্ম্যেই জ্ঞানীর সমস্ত সিদ্ধ হয়,অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানীকে আর কোনরূপ নিষ্ঠাবিধিনিয়মের অধীন হইতে হয় না; সুতরাং সন্ন্যাসেই তাঁহার অধিকার—কর্ম্মে নহে। উল্লিখিত তাৎপর্য্য পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, রামানুজ, হনুমান্, মধুসূদন ও নীলকণ্ঠ সূরির অনুমোদিত।

পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ও বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন যে, বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বা আত্ম প্রবণা বুদ্ধি অজ্ঞান তমসাচ্ছন্নজনগণের পক্ষে নিশা স্বরূপ। নিশায় কি কি ঘটে তাহা যেমন স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি জানিতে পারে না,সেইরূপ আত্ম-প্রবণা বুদ্ধিতে প্রাপ্যমাণ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান অজ্ঞানী ব্যক্তির হইতে পারে না। কিন্তু সংযমী স্থিত-

প্রজ্ঞ ব্যক্তি তাদৃশ বুদ্ধিপ্রভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন না থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা বুদ্ধিসম্পন্ন অজ্ঞগণ বিষয়-ব্যাপারে শোকমোহাদি জনিত সুখদুঃখাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে, কিন্তু তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে নিশাস্বরূপ, সুতরাং তিনি তাহার কিছুই অনুভব করেন না ; সুখদুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয়-ব্যাপার উদাসীনভাবে অবলোকন করিতে করিতে তিনি স্বভোগ্য বিষয়ও নির্লিপ্তভাবে অনুভব করেন ॥ ৬৯ ॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—[বহুভিঃ নদনদীভিঃ] আপূর্য্যমাণং অচলপ্রতিষ্ঠং (সমাবস্থিতং) সমুদ্রং (মহাসাগরং) আপঃ (জলানি) যদ্বৎ প্রবিশন্তি তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ (বিষয়াঃ) যং (কামনাশূন্যং মুনিং স্বয়ং) প্রবিশন্তি (প্রবিশ্য চ ন বিকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ) স শান্তিং (কৈবল্যং) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ন কামকামী (ভোগকামনাশীলঃ) ॥ ৭০ ॥

প্রতিশব্দ।—[বহু নদ নদী কর্ত্তৃক] পরিপূর্য্যমাণ সমভাব-সম্পন্ন সমুদ্রে জল যেরূপ প্রবেশ করে সেইরূপে সর্ব্বপ্রকার বিষয় যে—ইচ্ছা-বিহীন-মুনিতে প্রবেশ করে (প্রবেশ করিয়া বিকৃত করিতে পারে না) তিনি মোক্ষপ্রাপ্ত—হন ভোগ-কামনাযুক্ত নহে ॥ ৭০ ॥

ব্যাখ্যা।—অসংখ্য নদ নদী কর্ত্তৃক পরিপূরিত সমুদ্রে অন্য জল প্রবেশ করিলেও তাহাতে সমভাবত্বের অন্যথা ঘটে না ; সেইরূপ কামনা সমূহ যে মুনির অন্তরে প্রবেশ করিয়াও, তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না, তিনি মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহার হৃদয় ভোগ-কামনা-পরায়ণ তিনি কখনই তাদৃশ পরম ধনের অধিকারী হইতে পারেন না ॥ ৭০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষপ্রাপ্তির্নত্বসংন্যাসিনঃ কামকামিন ইত্যেতমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ আপূর্য্যেতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিরচলপ্রতিষ্ঠং অচলতয়া প্রতিষ্ঠা অবস্থিতির্যস্য তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ সর্ব্বতোগতাঃ প্রবিশন্তি স্বাত্মস্থম-বিক্রিয়মেব সন্তং যদ্বৎ, তদ্বৎ কামা বিষয়সন্নিধাবপি সর্ব্বত ইচ্ছাবিশেষা যং মুনিং সমুদ্রমিবাপোঽ-বিকুর্ব্বন্তঃ প্রবিশন্তি সর্ব্বে আত্মন্যেব প্রলীয়ন্তে, ন স্বাত্মবশং কুর্ব্বন্তি,স শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, নেতরঃ কামকামী, কাম্যন্ত ইতি কামাঃ বিষয়াস্তান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকামী, নৈব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৭০।

আনন্দগিরি।—নম্বসংন্যাসিনাপি বিত্তাবতা বিদ্যাফলস্য মোক্ষস্য লব্ধুং শক্যত্বাৎ কিমিতি বিদুষঃ সংন্যাসো নিয়ম্যতে তত্রাহ বিদুষ ইতি। আপাতজ্ঞানবতো বিবেকবৈরাগ্যাদি-বিশিষ্টস্যৈষণাভ্যঃ সর্ব্বাভ্যোঽভ্যুত্থিতস্য শ্রবণাদিদ্বারা সমুৎপন্নসাক্ষাৎকারবতো মুখ্যস্য সংন্যাসিনো মোক্ষো নান্যস্য বিষয়তৃষ্ণাপরিভূতস্য ইত্যেতদ্দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িতুমিচ্ছন্ রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্ত্বিতি শ্লোকোক্তমেবার্থং পুনরাহেতি যোজনা। অস্তিঃ সমুদ্রস্য সমন্তাৎ পূর্য্যমাণত্বে বৃদ্ধিহ্রাসবতী তদীয়া স্থিতিরাপতেদিত্যাশঙ্ক্যাহ অচলেতি। ন হি সমুদ্রস্যো-দকাত্মকং প্রতিনিয়তং রূপং কদাচিদ্বির্দ্ধতে হ্রসতে বা, তেন তদীয়া স্থিতিরেকরূপৈবেত্যর্থঃ। তত্তন্নাদেয়াশ্চেদাপঃ সমুদ্রান্তর্গচ্ছন্তি তর্হি তস্য বিক্রিয়াবত্ত্বাদপ্রতিষ্ঠা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বাত্মস্থমিতি। ইচ্ছাবিশেষাঃ বিষয়াণামসন্নিধৌ বিদুষি নির্ব্বিকারে প্রবিশন্তোঽপি সন্নিধানে তস্মিন্ প্রবিশন্তো বিকারমাপাদয়েয়ুরিত্যাশঙ্ক্যাহ বিষয়েতি। প্রবেশং বিশদয়তি সর্ব্বত ইতি। যোঽকাম ইত্যাদি শ্রুতের্ব্বিষয়বিমুখস্য নিষ্কামস্য মোক্ষো ন কামকামুকস্যেত্যাহ স শান্তিমিতি॥ ৭০॥

রামানুজ। আপূর্য্যেতি। যথাত্মনৈবাপূর্য্যমাণমেকরূপং সমুদ্রং নাদেয়া আপঃ প্রবিশন্তি। আসামপাং প্রবেশেঽপ্রবেশে চ সমুদ্রো ন কঞ্চন বিশেষমাপদ্যতে, এবং সর্ব্বে কামাঃ শব্দাদিবিষয়া যং সংযমিনং প্রবিশন্তি তদিন্দ্রিয়গোচরতাং প্রাপ্নুবন্তি স শান্তিমাপ্নোতি শব্দাদিষিন্দ্রিয়গোচরতামাপন্নেষনাপন্নেষু চাত্মাবলোকনতৃপ্ত্যৈব যো ন বিকারমাপ্নোতি স এব শান্তিমাপ্নোতীত্যর্থঃ। কামকামী, শব্দাদিভির্যো বিক্রিয়তে স কদাচিদপি ন শান্তিমাপ্নোতি॥ ৭০॥

হনুমান্।—এবমবিদ্যাবিদ্যাভেদাদবিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি, বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিস্বভাবাৎ সকলকর্ম্মসন্ন্যাস এব বিদুষস্ত্যক্তৈষণস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য যতেরেব মোক্ষঃ ন কামকামিন ইত্যেমর্থং দৃষ্টান্তেন প্রতিপাদয়িষ্যন্নাহ আপূর্য্যমাণমিতি। আপূর্য্যমাণমদ্ভিরচলপ্রতিষ্ঠং অচলা প্রতিষ্ঠা যস্য স তমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি, যদ্বৎ যথা, তদ্বৎ তথা কামা প্রবিশন্তি পরমাত্ম-জ্ঞানেনৈব রাগদ্বেষাভ্যাং প্রকাশ্যমানং স শান্তিং মোক্ষলক্ষণাং প্রাপ্নোতি ন কামকামী, কামান্ কাময়তে ইতি কামকামী॥ ৭০॥

শ্রীধর।—নহু বিষয়েষু দৃষ্টাভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্তে ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপূর্য্য-

মাণমিতি। নানানদনদীভিরাপূর্য্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্য্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্যা আপো যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়াঃ যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্ম্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি, ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০ ॥

বলদেব।—উক্তং তাদৃশং স্ফুটয়ন্নাহ আপূর্য্যেতি। স্বরূপেণৈবাপূর্য্যমাণং তথাপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনুল্লঙ্ঘিতবেলং সমুদ্রং যথাপোঽন্যা বর্ষোদ্ভবাঃ নদ্যঃ প্রবিশন্তি, ন তু তত্র কিঞ্চিদ্বিশেষং শক্নুবন্তি কর্ত্তুং, তদ্বৎ সর্ব্বে কামাঃ প্রারব্ধাকৃষ্টা বিষয়া যং প্রবিশন্তি ন তু বিকর্ত্তুং প্রভবন্তি স শান্তিমাপ্নোতি। শব্দাদিষু তদিন্দ্রিয়গোচরেষ্বপি সৎস্বাত্মানন্দানুভবতৃপ্তত্বৈর্বিকারলেশমপ্যাবিন্দন্ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যর্থঃ। যঃ কামকামী বিষয়লিপ্সুঃ স তুক্তলক্ষণাং শান্তিং নাপ্নোতি ॥ ৭০ ॥

মধুসূদন।—এতাদৃশস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য সর্ব্ববিক্ষেপশান্তিরপ্যর্থসিদ্ধেতি সদৃষ্টান্তমাহ আপূর্য্যমাণমিতি। সর্ব্বাভির্নদীভিরাপূর্য্যমাণং সন্তং বৃষ্ট্যাদিপ্রভবা অপি সর্ব্বা আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশং অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদং, অচলানাং মৈনাকাদীনাং প্রতিষ্ঠা যস্মিন্নিতি বা গাম্ভীর্য্যাতিশয় উক্তঃ। যদ্বৎ যেন প্রকারেণ নির্ব্বিকারত্বেন, তদ্বৎ তেনৈব নির্ব্বিকারত্বপ্রকারেণ যং স্থিতপ্রজ্ঞং নির্ব্বিকারমেব সন্তং কামাঃ অজ্ঞৈর্লোকৈঃ কাম্যমানাঃ শব্দাদ্যাঃ সর্ব্বে বিষয়া অবর্জ্জনীয়তয়া প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ প্রবিশন্তি ন তু বিকর্ত্তুং শক্নুবন্তি স মহাসমুদ্রস্থানীয়ঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিং সর্ব্বলৌকিকালৌকিককর্ম্মবিক্ষেপনিবৃত্তিং বাধিতানুবৃত্ত্যাবিদ্যাকার্য্যনিবৃত্তিঞ্চাপ্নোতি জ্ঞানবলেন, ন কামকামী। কাম্যান্ বিষয়ান্ কাময়িতুং শীলং যস্য স কামকাম্যজ্ঞঃ শান্তিং ব্যাখ্যাতাং নাপ্নোতি, অপিতু সর্ব্বদা লৌকিকালৌকিককর্ম্মবিক্ষেপেণ মহতি ক্লেশার্ণবে মগ্নো ভবতীতি বাক্যার্থঃ। এতেন জ্ঞানিনি এব ফলভূতো বিদ্বৎসন্ন্যাসস্তস্যৈব চ সর্ব্ববিক্ষেপনিবৃত্তিরূপা জীবন্মুক্তিঃ দৈবাধীনবিষয়ভোগেঽপি নির্ব্বিকারত্বেত্যাদিকমুক্তং বেদিতব্যম্ ॥ ৭০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু "প্রজহাতি যদা কামান্" "ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যো নিগৃহীতানি" ইত্যাদিনা অসকৃৎ বিষয়াণাং প্রজহাণং তেভ্যশ্চ ইন্দ্রিয়াদীনাং প্রত্যাহরণমুক্তং, তেন তেষামাত্মনঃ পৃথক্ সত্ত্বমস্তীতি সিদ্ধম্। ন চ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদিশ্রুত্যা তেষাং বাধায় ভবন্তীতি বাচ্যম্, ইহেতি প্রতীচ্যেব তন্নিষেধাৎ, ন হি ইহ ভূতলে ঘটো নাস্তীত্যুক্তে ঘটস্য স্বরূপং নিষিধ্যতে কিন্তু তস্য ভূতলসম্বন্ধমাত্রং, তস্মাৎ কামানাং পৃথক্ সত্ত্বমস্ত্যতো নাদ্বৈতসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য সদৃষ্টান্তং পরিহরতি আপূর্য্যমাণমিতি। প্রবিশন্তীভিরদ্ভিরাপূর্য্যমাণমপি অচলপ্রতিষ্ঠং অনুদ্রিক্তং বৃদ্ধিহীনত্বাৎ, এবং নির্গচ্ছন্তীভিরদ্ভিঃ রিচ্যমানমপি অচলপ্রতিষ্ঠং অরিক্তং হ্রাসহীনত্বাদিত্যপি বোধ্যং। এবংবিধং সমুদ্রং যদ্বৎ আত্মপ্রভবা আপঃ প্রবিশন্তি, তদ্বৎ যং পুরুষং কামৈরাপূর্য্যমাণং হীয়মানং বা অচলপ্রতিষ্ঠং নির্ব্বিকারং বৃদ্ধিহ্রাসহীনত্বাৎ, আত্মপ্রভবাঃ সর্ব্বে কামাঃ প্রবিশন্তি স এব শান্তিং মোক্ষমাত্যন্তিকদুঃখোপরমং প্রাপ্নোতি ন তু কামকামী

বিবরার্থী। অয়ম্ভাবঃ; কূটস্থাদাত্মনঃ সর্ব্বস্ত উৎপত্তিস্তত্রৈব চ লয় ইতি সর্ব্বশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং তেন কামানাং প্রহাণং তেভ্যশ্চেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহরণং স্মর্য্যমাণং ন তেষাং পরমার্থতঃ পৃথক্‌সত্ত্বং সাধয়তি বহুপ্রমাণবিরোধাৎ, কিন্তু পামরপ্রসিদ্ধং পৃথকসত্ত্বমভিপ্রেত্য প্রহাণাদিকমুক্তং প্রবিলাপনত্বেনৈব ব্যাখ্যেয়ম্। যথাগ্নয়ে পথিকৃতেঽষ্টাকপালং নির্ব্বপেদিত্যাদৌ নির্ব্বপতিনা যাগ উচ্যতে ন তু শ্রৌতার্থমাত্রং, তদ্বদিহাপি জ্ঞেয়ম্। "নেহ নানাস্তি" ইত্যপি ইহ পরিদৃশ্যমানে প্রপঞ্চে আত্মাতিরিক্তং নানা কিমপি নাস্তীত্যেবং পরতয়া ব্যাখ্যেয়ং, তথা চ "আত্মৈবেদং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদয়ঃ শ্রুতিবাদাঃ সঙ্গচ্ছন্তে, আত্মনি কল্পিতত্বাত্তু তত্রৈব নিষেধে নান্যত্র সত্ত্বানুপপত্তেঃ কামানাং পৃথক্‌সত্ত্বমস্তীতি যুক্ত এব সমুদ্রদৃষ্টান্তঃ। যত্তু সমুদ্রাৎ পৃথগ্‌গঙ্গায়াঃ সত্ত্বমস্তীতি, তন্ন কার্য্যে কারণসত্ত্বাতিরিক্তসত্ত্বায়া অভাবাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়মিতি কার্য্যস্য বাগালম্বনমাত্রত্বশ্রবণাদিত্যন্যত্র বিস্তরঃ॥ ৭০ ॥

বিশ্বনাথ।—বিষয়গ্রহণে ক্ষোভরাহিত্যমেব নির্দ্দিশতেত্যাহ আপূর্য্যমাণমিতি। যথা বর্ষাসু ইতস্ততো নাদেয়া আপঃ সমুদ্রং প্রবিশন্তি, কীদৃশং আ ঈষদপি অপূর্য্যমাণং তাবতীভিরপ্যদ্ভিঃ পূরয়িতুং ন শক্যং, অচলপ্রতিষ্ঠং অনতিক্রান্তমর্য্যাদং তদ্বদেব কামা বিষয়া যং প্রবিশন্তি ভোগ্যত্বেনায়ান্তি। যথা অপাং প্রবেশে অপ্রবেশে বা সমুদ্রো ন কমপি বিশেষমাপদ্যতে, এবমেব যঃ কামানাং ভোগে অভোগে চ ক্ষোভরহিত এব স্যাৎ স স্থিতপ্রজ্ঞঃ। শান্তিং জ্ঞানম্॥ ৭০ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহার হৃদয় হইতে বাসনা সমূহ নির্ম্মূলিত হইয়াছে তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ যতিপুরুষই মোক্ষরূপ পরম ধনের অধিকারী। কিন্তু ভোগ কামনা পরায়ণ সন্ন্যাসী ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য কখনই সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্তসহকারে পরিস্ফুট হইতেছে। বসুন্ধরায় অসংখ্য নদ ও নদী পর্ব্বত-প্রদেশ হইতে প্রবাহিত হইয়া প্রতিনিয়ত বারিনিধির বিপুল কলেবরে বিলীন হইতেছে এবং বারিদ-বিচ্যুত বহুল বৃষ্টি-ধারা সাগর সলিলে সম্মিলিত হইতেছে; কিন্তু সেই সরিৎপতির গুরু গাম্ভীর্য্য কিছুতেই বিদূরিত হয় না, অথবা অবিরত বারি সমাগম হেতু কখনই তাঁহার স্থির ভাবের বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত হয় না। অচল ও অটল সিন্ধুবর অবিকৃত সমভাবে অভ্যাগত বারিরাশিকে বক্ষে ধারণ করেন, কদাপি তজ্জন্য স্ফীত বা উদ্বেলিত হইয়া অধীর বা প্রমত্ত হন না। যে নির্ব্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ কামনার বিষয়ীভূত শব্দাদি ব্যাপারে দৃক্‌পাত করেন না, অজ্ঞগণের কাম্যমান বিষয় সমূহ যাঁহার অন্তর প্রদেশে

প্রবেশ করিলেও তাঁহাকে অণুমাত্র আসক্ত বা বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না, সেই মহাসমুদ্র স্বরূপ জ্ঞানবলে বলীয়ান স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ শান্তিরূপ পরম ধন লাভ করেন। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে বিষয় বর্জ্জন করা অসম্ভব হইলেও সেই জ্ঞান-গৌরবান্বিত পুরুষসিংহ অনাসক্ত ও অবিচলিত ভাবে বিষয়োপ-ভোগ করেন মাত্র। তাহার পঙ্কিল হ্রদে নিমজ্জিত হইয়া কখনই আপনাকে কলঙ্কিত ও বিমলিন করেন না। কিন্তু কাম্য বিষয় সমূহের কামনাই যাঁহার হৃদয়ের নিয়ামক, সেই ভোগবাসনা-পরায়ণ পুরুষ কদাপি মোক্ষ-ধনের অধিকারী হইতে পারে না, অধিকন্তু নিরন্তর লৌকিক ও অলৌকিক ফলকামনাপুর্ণ কর্ম্মসেবায় আত্ম নিয়োজন করিয়া ক্লেশ সাগরে নিমগ্ন হয় ও উত্তরোত্তর অধোগতির পথ নির্ম্মুক্ত করে ॥ ৭০ ॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ ॥

অন্বয়।—যঃ পুমান্ (পুরুষঃ) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ান্) বিহায় (পরিত্যজ্য) নিস্পৃহঃ (অনুরাগবিহীনঃ) [সন্] নির্ম্মমঃ (মমেদ-মিত্যভিমানবর্জ্জিতঃ) নিরহঙ্কারঃ (বিদ্যাদিজনিতাভিমানশূন্যঃ) চরতি (ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে) স (স্থিতপ্রজ্ঞঃ) শান্তিং (মোক্ষং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৭১ ॥

প্রতিশব্দ।—যে পুরুষ সকল বিষয়কে ত্যাগ-করিয়া নিস্পৃহ [হইয়া] মমতাশূন্য অহঙ্কার-বর্জ্জিত বিষয়ভোগ-করেন, তিনি মোক্ষ প্রাপ্ত-হন ॥ ৭১ ॥

ব্যাখ্যা।—যে পুরুষপ্রবর যাবতীয় কাম্য বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া অপ্রাপ্ত বিষয়ে স্পৃহারহিত, অহঙ্কার পরিশূন্য এবং মমতাবিহীন হইয়া বিষয়রাজ্যে বিচরণ করেন, তিনিই কৈবল্যরূপ পরমধনের অধিকারী হন ॥ ৭১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। বিহায় পরিত্যজ্য কামান্ যঃ সন্ন্যাসী সর্ব্বানশেষতঃ কার্ৎস্ন্যেন চরতি জীবনমাত্রচেষ্টাশেষঃ পর্য্যটতীত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি

নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ সন্ নির্ম্মম ইতি মমত্ববর্জ্জিতঃ শরীরজীবনমাত্রাক্ষিপ্তপরিগ্রহেঽপি মমেদমিত্যভিনিবেশবর্জ্জিতঃ নিরহঙ্কারো বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইত্যর্থঃ। স এবম্ভূতঃ স্থিতপ্রজ্ঞো ব্রহ্মবিচ্ছান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপরমলক্ষণাং নির্ব্বাণাখ্যামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ব্রহ্মভূতো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৭১॥

আনন্দগিরি।—যদি গৃহস্থেনাপি মনসা সমস্তাভিমানং হিত্বা কূটস্থং ব্রহ্মাত্মানং পরিভাবয়তা ব্রহ্মনির্ব্বাণমাপ্যতে প্রাপ্তং তর্হি মৌঢ্যাদিবিড়ম্বনমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাদিতি। শব্দাদিবিষয়প্রবণস্য তত্তদিচ্ছাভেদভাগিনো ন মুক্তিরিতি ব্যতিরেকস্য সিদ্ধত্বাৎ পূর্ব্বোক্তমন্বয়ং নিগময়িতুমনন্তরং বাক্যমিত্যর্থঃ। অশেষবিষয়ত্যাগে জীবনমপি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ জীবনেতি। সম্ভবদ্রাগদ্বেষাদিকে দেশে নিবাসব্যাবৃত্ত্যর্থং চরতীত্যেতদ্ব্যাচষ্টে পর্য্যটতীতি। বিহায় কামানিত্যনেন পুনরুক্তিং পরিহরতি শরীরেতি। নিস্পৃহত্বমুক্ত্বা নির্ম্মমত্বং পুনর্ব্বদন্ কথং পুনরুক্তিমার্থিকীং ন পশ্যসীত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরজীবনেতি। সত্যহঙ্কারে মমকারস্যাবশ্যকত্বান্নিরহঙ্কারত্বং ব্যাকরোতি বিদ্যাবত্ত্বাদীতি। স শান্তিমাপ্নোতি ইত্যুক্তমুপসংহরতি স এবম্ভূত ইতি। সংন্যাসিনো মোক্ষমপেক্ষ্যমাণস্য সর্ব্বকামপরিত্যাগাদীনি শ্লোকোক্তানি বিশেষণানি যত্নসাধ্যানি তৎসম্পত্তিফলন্তু কৈবল্যমিত্যর্থঃ॥ ৭১॥

রামানুজ।—বিহায়েতি কাম্যন্ত ইতি কামাঃ। শব্দাদয়ো বিষয়াঃ, যঃ পুমান্ শব্দাদীন্ সর্ব্বান্ বিষয়ান্ বিহায় তত্র নিস্পৃহঃ মমতারহিতশ্চ অনাত্মনি দেহে আত্মাভিমানরহিতশ্চরতি, স আত্মানং দৃষ্ট্বা শান্তিমধিগচ্ছতি॥ ৭১॥

হনুমান্।—যস্মাদেবং তস্মাচ্চরতি শরীরজীবনমাত্রমেব চেষ্টতে বিহায়েতি। নিস্পৃহঃ শরীরজীবনমাত্রেঽপি নির্গতা স্পৃহা যস্য স নিস্পৃহঃ উপেক্ষকঃ, নির্ম্মমঃ শরীরাদৌ মমেদমিতি বুদ্ধিরহিতঃ, নিরহঙ্কারঃ বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তেনাত্মসম্ভাবনারহিতঃ স শান্তিমবিদ্যোপরমলক্ষণামধিগচ্ছতি সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা॥ ৭১॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাৎ বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিস্পৃহঃ যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নন্তর্দৃষ্টির্ভূত্বা যশ্চরতি প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি॥ ৭১॥

বলদেব।—বিহায়েতি। প্রাপ্তানপি কামান্ বিষয়ান্ সর্ব্বান্ বিহায় শরীরোপজীবনমাত্রেঽপি নির্ম্মমো মমতাশূন্যঃ নিরহঙ্কারঃ অনাত্মনি শরীরে আত্মাভিমানশূন্যশ্চরতি তদুপজীবনমাত্রং ভক্ষয়তি যত্র কাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং লভতে। ইতি ব্রজেত কিমিত্যস্যোত্তরম্॥ ৭১॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং, তস্মাৎ প্রাপ্তানপি সর্ব্বান্ বাহ্যান্ গৃহক্ষেত্রাদীন্ আন্তরান্ মনোরাজ্যরূপান্ বাসনামাত্ররূপাংশ্চ পথি গচ্ছত্তৃণস্পর্শতুল্যান্ কামান্ ত্রিবিধান্ বিহায়োপেক্ষ্য শরীরজীবনমাত্রেঽপি নিস্পৃহঃ সন্ যতো নিরহঙ্কারঃ শরীরেন্দ্রিয়াদাবয়মহমিত্যভিমানশূন্যঃ বিদ্যাবত্ত্বাদিনিমিত্তাত্মসম্ভাবনারহিত ইতি বা, অতো নির্ম্মমঃ শরীরযাত্রামাত্রার্থেঽপি প্রারব্ধ-

কর্ম্মাক্ষিপ্তে কৌপীনাচ্ছাদনাদৌ মমেদমিত্যভিমানবর্জ্জিতঃ সন্ যঃ পুমান্ চরতি প্রারব্ধকর্ম্মবশেন ভোগান্ ভুঙ্ক্তে যাদৃচ্ছিকতয়া যত্র কাপি গচ্ছতীতি বা, স এবম্ভূত স্থিতপ্রজ্ঞঃ শান্তিং সর্ব্বসংসারদুঃখোপশমলক্ষণাং অবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিমধিগচ্ছতি জ্ঞানবলেন প্রাপ্নোতি তদেতদীদৃশং ব্রজনং স্থিতপ্রজ্ঞস্যেতি চতুর্থপ্রশ্নস্যোত্তরং পরিসমাপ্তম্॥ ৭১॥

নীলকণ্ঠ।—প্রাসঙ্গিকীমাশঙ্কাং পরিহৃত্য "ব্রজেত কিং" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ বিহায়েতি। পূর্ব্বোক্তান্ ত্রিবিধান্ কামান্ বিহায় যশ্চরতি বিষয়ান্ ভুঙ্ক্তে নিস্পৃহশ্চ যতো নির্ম্মমঃ মমতাবান্ হি ইদং মম ভূয়াদিত্যন্যধনাদ্যর্থং স্পৃহাং করোতি, নির্ম্মমোঽপি কুতঃ যতো নিরহঙ্কারঃ, ন হ্যহঙ্কারশূন্যস্য সুপ্ত্যাদৌ মমতা দৃষ্টা তস্মাদহঙ্কারপ্রবিলয়াৎ শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অত্র যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহ ইতি সর্ব্বত্র যচ্ছব্দদর্শনাৎ সাধনবিধিপর এবায়ং গ্রন্থঃ, অন্যথা স্থিতপ্রজ্ঞস্য প্রকৃতত্বাৎ তদনুবাদার্থো যচ্ছব্দোঽনর্থকঃ প্রাপ্নোতি, লোকেঽপি হি পরস্বভাবকথনে এবং করোতীতি তচ্ছব্দ এব প্রযুজ্যতে ন তু যচ্ছব্দঃ, বিধৌ তু এবং করোতি স ইদং প্রাপ্নোতীতি দ্বয়োরপি প্রয়োগো দৃশ্যতে লক্ষণকথনার্থত্বেঽপি তত্র তাৎপর্য্যাভাবাদ্বিধাবেব পর্য্যবস্যতীতি দিক্॥ ৭১॥

বিশ্বনাথ।—কশ্চিত্তু কামেষ্ববিশ্বসন্ নৈব তান্ ভুঙ্ক্তে ইত্যাহ বিহায়েতি। নিরহঙ্কারো নির্ম্মম ইতি দেহদৈহিকেম্বহন্তা মমতাশূন্যঃ॥ ৭১॥

তাৎপর্য্য।—যে সন্ন্যাসী পুরুষ কামনার বিষয়ীভূত যাবতীয় পদার্থ সমুদ্র-তীরস্থ বালুকারাশির ন্যায় মূল্যবিহীন জ্ঞান করেন, অথবা মানস-পথে সমুদিত বাসনাসমূহকে পর্য্যটন কালে চরণ-সংস্পৃষ্ট দূর্ব্বাদলের ন্যায় তুচ্ছবোধে উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় দেহ ও জীবনেও স্পৃহাশূন্য হইতে পারিয়াছেন এবং স্বকীয় বিদ্যা ও ক্ষমতাদি জনিত অহঙ্কার পরিশূন্য, সুতরাং স্বকীয় জীবন যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী কৌপীনবাস ও তণ্ডুল-কণিকাতেও স্বকীয় স্বামিত্ব বোধবিহীন হইয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞান-বল-সম্পন্ন মহাপুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যে কোন বিষয়ই উপভোগ করুন না কেন, নিশ্চয়ই কৈবল্য বা মুক্তির অধিকারী হন। কারণ অবিদ্যা-বিলসিত ইন্দ্রিয়-ভোগ্য-বিষয়-ভোগ-বিরহিত হইয়া সর্ব্বসংসার দুঃখনির্বৃত্তিরূপা শান্তিকে প্রাপ্ত হইবার তিনিই অধিকারী। এতদ্দ্বারা অর্জ্জুনকৃত চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল॥ ৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্ম-নির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাঙ্খ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—পার্থ! (কৌন্তেয়) এষা (যথোক্তা) ব্রাহ্মী (ব্রহ্মবিষয়া) স্থিতিঃ (নিষ্ঠা) এনাং (স্থিতিং) প্রাপ্য (লব্ধ্বা) ন বিমুহ্যতি (মোহং প্রাপ্নোতি) অন্তকালে (শেষে বয়সি) অপি অস্যাং (ব্রাহ্ম্যাং) স্থিত্ব ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি নির্বৃতিং) ঋচ্ছতি (গচ্ছতি) ॥ ৭২ ॥

প্রতিশব্দ।—কৌন্তেয়! ইহাই পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠা এই-ব্রহ্ম-জ্ঞান পাইয়া মোহ-প্রাপ্ত-হয় না শেষ-বয়সে-ও ব্রহ্মজ্ঞানে স্থিত-হইয়া ব্রহ্মে-বিলয় প্রাপ্ত-হয় ॥ ৭২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পৃথানন্দন! এতক্ষণ যাহা বলিলাম, তাহাই ব্রহ্ম-বিষয়িণী নিষ্ঠা। এই ব্রহ্মজ্ঞান সঞ্জাত হইলে মানব আর কখনই সংসারমোহে বিমোহিত হইতে পারে না এবং জীবনের পরিসমাপ্তি কালেও এই পরম জ্ঞান সমুদিত হইলে, মানব ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী হন ॥ ৭২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সৈষা জ্ঞাননিষ্ঠা স্তূয়তে এষা ব্রাহ্মীতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্ম সংন্যস্য ব্রহ্মরূপেণৈবাবস্থানমিত্যেতৎ, হেপার্থ! নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি, স্থিত্বাস্যাং স্থিতৌ ব্রাহ্ম্যাং যথোক্তায়ামন্তকালেঽপি অন্তে বয়স্যপি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি। কিমু বক্তব্যং ব্রহ্মচর্য্যাদেব সন্ন্যস্য যাবজ্জীবং যো ব্রহ্মণ্যেবাবতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করভাগবতঃ কৃতৌ গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—তত্র তত্র সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং প্রদর্শিতাং জ্ঞাননিষ্ঠাং অধিকারিপ্রবৃত্ত্যর্থত্বেন স্তোতুমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি সৈষেতি। গৃহস্থঃ সংন্যাসীত্যুভাবপি চেন্মুক্তিভাগিনৌ, কিং তর্হি কষ্টেন সর্ব্বথৈব সংন্যাসেনেত্যাশঙ্ক্য সংন্যাসিব্যতিরিক্তানামন্তরায়সম্ভবাদপেক্ষিতঃ সন্ন্যাসো মুমুক্ষোরিত্যাহ এষেতি। স্থিতিমেব ব্যাচষ্টে সর্ব্বমিতি। (ন বিমুহ্যতীতি পুনর্মোহস্যানুকর্ষণমন্বয়ার্থং) সংন্যাসিনো বিমোহাভাবেঽপি গৃহস্থো ধনহান্যাদিনিমিত্তং প্রায়েণ বিমুহ্যতি বিক্ষিপ্তঃ সন্ পরমার্থবিবেকরহিতো ভবতীত্যর্থঃ। যথোক্তা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বিকা ব্রহ্মনিষ্ঠা, তস্যাং স্থিত্বা তামিমামায়ুষশ্চতুর্থেঽপি ভাগে কুর্ব্বেত্যর্থঃ। অপিশব্দসূচিতং কৈমুতিকন্যায়মাহ কিমু বক্তব্যমিতি। তদেবং ত্বংপদার্থো তদৈক্যং বাক্যার্থস্তজ্জ্ঞানাদেকাকিনো মুক্তিস্তদুপায়শ্চেত্যেতেষামেকৈকত্র শ্লোকে প্রাধান্যেন প্রদর্শিতমিতি নিষ্ঠাদ্বয়মুপায়োপেয়ভূতমধ্যায়েন সিদ্ধম্॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—এষেতি। এষা নিত্যাত্মজ্ঞানপূর্ব্বিকাসঙ্গকর্ম্মণি স্থিতিঃ সৈষা স্থিরধীলক্ষণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা ঈদৃশীং কর্ম্মস্থিতিং প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি ন পুনঃ সংসারমাপ্নোতি। অস্যাং স্থিত্যামন্তিমেঽপি বয়সি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি নির্ব্বাণময়ং ব্রহ্ম গচ্ছতি সুখৈকতানমাত্মানমধিগচ্ছতীত্যর্থঃ। এবমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানপূর্ব্বকযুদ্ধাখ্যস্য কর্ম্মণস্তৎপ্রাপ্তিসাধনতামজানতঃ শরীরাত্মজ্ঞানেন মোহিতস্য তেন চ মোহেন যুদ্ধান্নিবৃত্তস্য তন্মোহশান্তয়ে নিত্যাত্মবিষয়া সাঙ্খ্যবুদ্ধিস্তৎপূর্ব্বিকা চাসঙ্গকর্ম্মানুষ্ঠানরূপা কর্ম্মযোগবিষয়া বুদ্ধিঃ স্থিতপ্রজ্ঞতা যোগসাধনভূতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে প্রোক্তা। তদুক্তং "নিত্যাত্মাসঙ্গকর্ম্মেহাগোচরা সাঙ্খ্যযোগধীঃ। দ্বিতীয়ে স্থিরধীলক্ষ্যা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে" ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—এষেতি। এষা যথোক্তা ব্রাহ্মী ব্রহ্মণি ভবেয়ং স্থিতিঃ নৈনাং স্থিতিং প্রাপ্য লব্ধ্বা বিমুহ্যতি ন মোহং প্রাপ্নোতি, স্থিত্বাস্যাং ব্রাহ্ম্যাং স্থিতৌ যথোক্তায়াং অন্তকালেঽপ্যন্তে বয়স্যপি হি ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিং মোক্ষমৃচ্ছতি গচ্ছতি ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুবন্নুপসংহরতি এষেতি। ব্রাহ্মী স্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমেশ্বরারাধনেন বিশুদ্ধান্তকরণঃ পুমান্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি পুনঃ সংসারমোহং ন প্রাপ্নোতি। যতোঽন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি অস্যাং ক্ষণমাত্রং স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি লয়মৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং পুনর্ব্বক্তব্যং বাল্যমারভ্য স্থিত্বা প্রাপ্নোতীতি। শোকপঙ্কনিমগ্নং যঃ সাংখ্যযোগোপদেশতঃ। উজ্জহারার্জ্জুনং ভক্তং স কৃষ্ণঃ শরণং মম ॥ ৭২ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সাঙ্খ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—স্থিতপ্রজ্ঞতাং স্তৌতি এষেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা অন্তকালে

চরমে বয়সি কিং পুনরাকৌমারং ব্রহ্ম ঋচ্ছতি লভতে। নির্ব্বাণমমৃতরূপং তৎপ্রদমিত্যর্থঃ। নমু তস্যাং স্থিতঃ কথং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি? তৎপ্রাপ্তেস্তত্ত্বভক্তিহেতুকত্বাদিতি চেদুচ্যতে। তস্যাস্তত্ত্বভক্তিহেতুকত্বাত্তত্ত্বভক্তিহেতুত্বাচ্চ তৎপ্রাপকত্বেতি॥ ৭২॥

নিষ্কামকর্ম্মভিজ্ঞানী হরিমেব স্মরন্ ভবেৎ। অন্যথা বিঘ্ন এবেতি দ্বিতীয়োঽধ্যায়নির্ণয়ঃ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—তদেবং চতুর্ণাং প্রশ্নানামুত্তরব্যাজেন সর্ব্বাণি স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণানি মুমুক্ষুকর্ত্তব্যতয়া কথিতানি, সম্প্রতি কর্ম্মযোগফলভূতাং সাংখ্যনিষ্ঠাং ফলেন স্তুবন্নুপসংহরতি এবেতি। এষা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণব্যাজেন কথিতা, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইতি চ প্রাগুক্তা স্থিতিঃ, নিষ্ঠা সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসপূর্ব্বকপরমাত্মজ্ঞানলক্ষণা ব্রাহ্মী ব্রহ্মবিষয়া, হে পার্থ! এনাং স্থিতিং প্রাপ্য যঃ কশ্চিদপি পুনর্ন বিমুহ্যতি, ন হি জ্ঞানবাধিতস্যাজ্ঞানস্য পুনঃ সম্ভবোঽস্তি অনাদিত্বেনোৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অস্যাং স্থিতৌ অন্তকালেঽপি অন্ত্যেঽপি বয়সি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণং নির্বৃতিং ব্রহ্মরূপনির্ব্বাণমিতি বা ঋচ্ছতি গচ্ছত্যভেদেন, কিমু বক্তব্যং, যো ব্রহ্মচর্য্যাদেব সন্ন্যস্য যাবজ্জীবমস্যাং ব্রাহ্ম্যাং স্থিতাববতিষ্ঠতে স ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতীত্যপিশব্দার্থঃ। জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্। তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্॥ ৭২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য শ্রীমধুসূদন সরস্বতীবিরচিতায়াং গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং সর্ব্বগীতার্থসূত্রণং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—প্রতিপাদিতাং কর্ম্মযোগপ্রাপ্যাং সাংখ্যযোগনিষ্ঠাং ফলেন স্তুবন্নুপ সংহরতি এবেতি। এষা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণপ্রসঙ্গাৎ কথিতা, ব্রাহ্মী ব্রহ্মশব্দেনাত্র ব্রহ্মবিদুচ্যতে, "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, তস্যেয়ং ব্রাহ্মী স্থিতিঃ নিষ্ঠা। এনাং নিষ্ঠাং প্রাপ্য নরো ন বিমুহ্যতি পুনর্মোহং ন প্রাপ্নোতি, অস্যামন্তকালেঽপি স্থিত্বেতি সকৃজ্জাতাপীয়ং ফলবতী ন তূপাসনাবচ্চিরাভ্যাসসাপেক্ষেত্যুক্তং, ব্রহ্ম ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কিং লোকান্তরবৎ গতিপ্রাপ্যং ব্রহ্ম নেত্যাহ নির্ব্বাণমিতি। নির্গতং বানং গমনং যস্মিন্ প্রাপ্যে ব্রহ্মণি তন্নির্ব্বাণম্, তথা চ শ্রুতিঃ, "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি গতিমন্তরেণ প্রাণরূপোপাধিপ্রবিলয়মাত্রাৎ। ঘটাকাশস্য মহাকাশত্বপ্রাপ্তিবৎ জীবস্য ব্রহ্মপ্রাপ্তিমাহ অন্তকালেঽপীতি। অপিশব্দাৎ যো ব্রহ্মচর্য্যাদারভ্যাত্র প্রতিষ্ঠতি স ব্রহ্মনির্ব্বাণং কৈমুতিকন্যায়েন প্রাপ্নোতীতি গম্যতে। অত্রাধ্যায়ার্থঃ সংগৃহীতো মধুসূদনশ্রীপাদৈঃ। "জ্ঞানং তৎসাধনং কর্ম্ম সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ তৎফলম্। তৎফলং জ্ঞাননিষ্ঠৈবেত্যধ্যায়েঽস্মিন্ প্রকীর্ত্তিতম্"॥ ৭২॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্ধরবংশাবতংস শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—উপসংহরতি এবেতি। ব্রাহ্মী ব্রহ্মপ্রাপিকা। অন্তকালে মৃত্যুসময়েঽপি

'কিং পুনরাবাল্যম্। জ্ঞানং কর্ম্মচ বিস্পষ্টমস্পষ্টং তক্তিমুক্তবান্। অতএবায়মধ্যায়ঃ শ্রীগীতাসূত্র-মুচ্যতে ॥ ৭২ ॥

ইতিসারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। শ্রীগীতাসু দ্বিতীয়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরচ্ছলে শ্রীভগবান্ স্থিত-প্রজ্ঞের সর্ব্ববিধ লক্ষণ এবং মুক্তিকাম পুরুষের কর্ত্তব্য বিবৃত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই সাঙ্খ্যনিষ্ঠা বা জ্ঞাননিষ্ঠার মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন করিয়া প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ-বর্ণন-প্রসঙ্গে যে সকল বিবরণ কথিত হইয়াছে এবং 'এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে' ইত্যাদি শ্লোকে যে বুদ্ধির বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সেই সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক পরমাত্ম-জ্ঞানলক্ষণা নিষ্ঠা অর্থাৎ বুদ্ধিই 'ব্রাহ্মী' অর্থাৎ ব্রহ্ম-বিষয়িণী। হে কৌন্তেয়! যাঁহার বুদ্ধি এইরূপে ব্রহ্ম বিষয়ে স্থির ভাবাপন্ন হইয়াছে, তাঁহার জ্ঞান কখনই অজ্ঞানতিমির-জালে সমাচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তিনি কখনই পুনরায় মোহ-কূপে নিপতিত হন না। যে ব্যক্তি আজীবন চেষ্টা করিয়াও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, জীবন-প্রয়াণের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যদি তাঁহার হৃদয়-কন্দর ব্রহ্ম-জ্ঞানে আলোকিত হয় এবং তাঁহার জ্ঞান ব্রহ্ম-বিষয়ে স্থির ভাব পরিগ্রহ করে, তাহা হইলেও তিনি ব্রহ্মরূপে নির্ব্বাণ পদবী লাভ করিয়া পরম ধন্য হন। যিনি যাবজ্জীবন সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া ব্রহ্ম-বিষয়িণী বুদ্ধিকে স্থির করিয়া রাখিতে পারেন, তাঁহার ব্রহ্মনির্ব্বাণ যে অবশ্যম্ভাবী এ কথা বলাই বাহুল্য। এই অধ্যায়ে কর্ম্মজনিত সত্ত্বশুদ্ধি এবং তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞাননিষ্ঠার বিষয় প্রকীর্ত্তিত হইল। এই অধ্যায়ের নামান্তর সর্ব্বগীতার্থ সূত্র ॥ ৭২ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—অস্থান স্নেহকারুণ্যধর্ম্মাধর্ম্মধিয়াকুলম্। পার্থং প্রপন্নমুদ্দিশ্য শাস্ত্রাবতরণং কৃতম্॥ নিত্যাত্মা সঙ্গকর্ম্মেহা গোচরা সাঙ্খ্যযোগধীঃ। দ্বিতীয়ে স্থিতধী লক্ষ্যা প্রোক্তা তন্মোহশান্তয়ে ॥

ভাবার্থ।—গীতাশাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে, অনুপযুক্ত স্থলে স্নেহ ও কারুণ্য-প্রণোদিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিনির্ণয়ার্থ ব্যাকুলিত-হৃদয় শরণাগত অর্জ্জুনকে উদ্দেশ করিয়া এই শাস্ত্রের অবতারণা করা হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে, অর্জ্জুনের মোহ শান্তির নিমিত্ত, প্রথমতঃ আত্মার নিত্যত্ব এবং নিষ্কাম কর্ম্মরূপ সাঙ্খ্যযোগ, পরে স্থিতধী লক্ষণ প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।



অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন! ।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব! ॥ ১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। জনার্দ্দন চেৎ (যদি) কর্ম্মণঃ (নিষ্কামাদপি কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ) বুদ্ধিঃ (আত্মতত্ত্বজ্ঞানং) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠতরা) তে (তব) মতা (অনুমোদিতা) কেশব! তৎ (তদা) কিং (কিমর্থং) ঘোরে (হিংসাত্মকে আয়াসসাধ্যে চ) কর্ম্মণি মাম্ (মাদৃশং শরণাগতং জনং) নিয়োজয়সি (প্রবর্ত্তয়সি) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। প্রার্থনা-পূরণ-ক্ষম! যদি কর্ম্মাপেক্ষা আত্মবুদ্ধি প্রশস্ততরা তোমার অনুমোদিতা নারায়ণ! তবে কেন নিষ্ঠুর-বিপদ-বহুল কর্ম্মে আমাকে প্রবর্ত্তিত-করিতেছ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে নারায়ণ! আত্মোন্নতির নিমিত্ত যদি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা পরমার্থজ্ঞানই অধিকতর সদুপায় বলিয়া তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে আমাকে সেই হিংসাবহুল কর্ম্মানুষ্ঠানে কেন বিনিয়োজিত করিতেছ ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শাস্ত্রস্য প্রবৃত্তিনিবৃত্তিবিষয়ভূতে দ্বে বুদ্ধী ভগবতা নির্দ্দিষ্টে সাংখ্যবুদ্ধির্যোগবুদ্ধিশ্চ, তত্র "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সাংখ্যবুদ্ধ্যাশ্রিতানাং সন্ন্যাসকর্ত্তব্যতামুক্ত্বা তেষাং তন্নিষ্ঠতয়ৈব চ কৃতার্থতোক্তা "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ" ইত্যর্জ্জুনায় চ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি' ইতি কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যমুক্তবান্ যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য, ন তত এব শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিমুক্তবান্, তদেতদালক্ষ্য পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিরর্জ্জুন উবাচ, কথং

তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থিনে যৎ সাক্ষাৎশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিসাধনং সাংখ্যবুদ্ধিনিষ্ঠাং শ্রাবয়িত্বা মাং কর্ম্মণি দৃষ্টানেকানর্থযুক্তে পারম্পর্য্যেণাপ্যনৈকান্তিকশ্রেয়ঃপ্রাপ্তিফলে নিযুঞ্জ্যাৎ ? ইতি যুক্তঃ পর্য্যাকুলীভাবোঽর্জ্জুনস্য, তদনুরূপশ্চ প্রশ্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদি। প্রশ্নাপাকরণপরঞ্চ ভগবতো যুক্তং, যথোক্তং বিভাগবিষয়ে শাস্ত্রে। কেচিত্ত্বর্জ্জুনস্য প্রশ্নার্থমন্যথা কল্পয়িত্বা তৎপ্রতিকূলং ভগবতঃ প্রতিবচনং বর্ণয়ন্তি। যথা চাত্মনা সম্বন্ধগ্রন্থে গীতার্থো নিরূপিতঃ, তৎপ্রতিকূলঞ্চেহ পুনঃ প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরর্থং নিরূপয়ন্তি। কথং তত্র সম্বন্ধগ্রন্থে তাবৎ সর্ব্বেষামাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিরূপিতোঽর্থ ইত্যুক্তম্, পুনর্বিশেষিতঞ্চ যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রাপ্যতে ইত্যেতদেকান্তেনৈব প্রতিষিদ্ধমিতীহ ত্বাশ্রমবিকল্পং দর্শয়তা যাবজ্জীবং শ্রুতিচোদিতানামেব কর্ম্মণাং পরিত্যাগ উক্তঃ। তৎ কথমীদৃশং বিরুদ্ধমর্থমর্জ্জুনায় ব্রূয়াদ্ভগবান্, শ্রোতা বা কথং বিরুদ্ধমর্থমবধারয়েৎ ? তত্রৈতৎ স্যাৎ গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মপরিত্যাগেন কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে, ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিত্যেতদপি পূর্ব্বোত্তরবিরুদ্ধমেব, কথং সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো গীতাশাস্ত্রে নিশ্চিতোঽর্থ ইতি প্রতিজ্ঞায়েহ কথং তদ্বিরুদ্ধং কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষং ব্রূয়াৎ আশ্রমান্তরাণাং। অথ মতং শ্রৌতকর্ম্মাপেক্ষয়ৈতদ্বচনং কেবলাদেব জ্ঞানাৎ শ্রৌতকর্ম্মরহিতাৎ গৃহস্থানাং মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যত ইতি, তত্র গৃহস্থানাং বিদ্যমানমপি স্মার্ত্তং কর্ম্মাবিদ্যমানবদুপেক্ষ্য জ্ঞানাদেব কেবলাদিত্যুচ্যতে, ইত্যেতদপি বিরুদ্ধং, কথং গৃহস্থস্যৈব স্মার্ত্তকর্ম্মণা সমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষঃ প্রতিষিধ্যতে ন ত্বাশ্রমান্তরাণামিতি কথং বিবেকিভিঃ শক্যমবধারয়িতুং। কিঞ্চ যদি মোক্ষসাধনত্বেন স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণ্যূর্দ্ধরেতসাং সমুচ্চীয়ন্তে, তথা গৃহস্থস্যাপি ইষ্যতাং স্মার্ত্তৈরেব সমুচ্চয়ো ন শ্রৌতৈঃ। অথ শ্রৌতৈঃ স্মার্ত্তৈশ্চ গৃহস্থস্যৈব সমুচ্চয়ো মোক্ষায়োর্দ্ধরেতসাস্তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি, তত্রৈবং সতি গৃহস্থস্যায়াসবাহুল্যাৎ শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ বহুদুঃখরূপং কর্ম্ম শিরস্যারোপিতং স্যাৎ, অথ গৃহস্থস্যৈবায়াসবাহুল্যাৎ তৎকারণান্মোক্ষঃ স্যান্নাশ্রমান্তরাণাং শ্রৌতনিত্যকর্ম্মরহিতত্বাদিতি, তদপ্যসৎ সর্ব্বোপনিষদিতিহাসপুরাণযোগশাস্ত্রেষু চ জ্ঞানাঙ্গত্বেন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাদাশ্রমবিকল্পসমুচ্চয়বিধানাচ্চ, শ্রুতিস্মৃত্যোঃ সিদ্ধস্তর্হি সর্ব্বাশ্রমিণাং জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ো ন মুমুক্ষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধানাৎ, "পুত্রৈষণায়া বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি, তস্মাৎ সংন্যাসমেষাং তপসামতিরিক্তমাহুঃ, ন্যাস এবাত্যরেচয়দিতি, ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুরিতি চ, ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ" ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ, "ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ। যেন ত্যজসি তং ত্যজ। সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ" ইতি বৃহস্পতিঃ।" "পরমাত্মনি যো রক্তো যো রক্তোঽপরমাত্মনি। সর্ব্বৈষণাবিনির্ম্মুক্তঃ স ভৈক্ষ্যং ভোক্তুমর্হতি। কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্বিদ্যয়া চ বিমুচ্যতে। তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ।" ইতি শুকানুশাসনং। ইহাপি চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্য" ইত্যাদি। মোক্ষস্য চাকার্য্যত্বান্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মানর্থক্যং, নিত্যানি প্রত্যবায়-

পরিহারার্থানীতি চেৎ নাসন্ন্যাসিবিষয়ত্বাৎ প্রত্যবায়প্রাপ্তের্ন হ্যগ্নিকার্য্যাত্তকরণাৎ সংন্যাসিনঃ প্রত্যবায়ঃ কল্পয়িতুং শক্যো যথা ব্রহ্মচারিণাং অসন্ন্যাসিনামপি, ন তাবন্নিত্যানাং কর্ম্মণাম-ভাবাদেব ভাবরূপস্য প্রত্যবায়স্যোৎপত্তিঃ কল্পয়িতুং শক্যা, "কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যসতঃ সজ্জন্মাসম্ভবঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যদি বিহিতাকরণাদসম্ভাব্যমপি প্রত্যবায়ং ব্রূয়াদ্বেদস্তদানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমিত্যুক্তং স্যাৎ, বিহিতস্য করণাকরণয়োঃ দুঃখমাত্রফলত্বাৎ, তথা চ কারকং শাস্ত্রং ন জ্ঞাপকমিত্যনুপপন্নার্থং কল্পিতং স্যান্ন চৈতদিষ্টং, তস্মান্ন সন্ন্যাসিনাং কর্ম্মাণ্যতো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ, "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" ইত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নানুপপত্তেশ্চ। যদি হি ভগবতা দ্বিতীয়েঽধ্যায়ে জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চয়েন ত্বয়া একেনানুষ্ঠেয়মিত্যুক্তং স্যাৎ, ততোঽর্জ্জুনস্য প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধিঃ" ইত্যর্জ্জুনায় চেৎ বুদ্ধিকর্ম্মণী ত্বয়ানুষ্ঠেয়ে ইত্যুক্তং যা চ কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিঃ সাপ্যুক্তৈবেতি, "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব" ইতি উপালম্ভো বা প্রশ্নো বা ন কথঞ্চনোপপদ্যতে। ন চার্জ্জুনস্যৈব জ্যায়সী বুদ্ধির্নানুষ্ঠেয়েতি ভগবতোক্তং পূর্ব্বমিতি কল্পয়িতুং যুক্তং, যেন জ্যায়সী চেদিতি বিবেকতঃ প্রশ্নঃ স্যাৎ, যদি পুনরেকস্য পুরুষস্য জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধাৎ যুগপদনুষ্ঠানং ন সম্ভবতীতি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং ভগবতা পূর্ব্বমুক্তং স্যাৎ ততোঽয়ং প্রশ্ন উপপন্নো জ্যায়সী চেদিত্যাদিরবিবেকতঃ প্রশ্নকল্পনায়ামপি ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন ভগবতঃ প্রতিবচনং নোপপদ্যতে। ন চাজ্ঞাননিমিত্তং ভগবৎপ্রতিবচনং কল্পনীয়ং, অস্মাচ্চ ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভগবতঃ প্রতিবচনদর্শনাৎ জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তিঃ, তস্মাৎ কেবলাদেব জ্ঞানান্মোক্ষঃ ইত্যেষোঽর্থো নিশ্চিতো গীতাসু সর্ব্বোপনিষৎসু চ, জ্ঞানকর্ম্মণোরেকং বদ নিশ্চিত্যেতি চৈকবিষয়ৈব প্রার্থনানুপপন্নোভয়োঃ সমুচ্চয়সম্ভবে "কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বম্" ইতি চ জ্ঞাননিষ্ঠা-সম্ভবমর্জ্জুনস্যাবধারণেন দর্শয়িষ্যতি জ্যায়সী চেদিতি। জ্যায়সী শ্রেয়সী চেদ্যদি কর্ম্মণঃ সকাশাৎ তে তব মতা অভিপ্রেতা বুদ্ধির্জ্ঞানং হে জনার্দ্দন! যদি বুদ্ধিকর্ম্মণী সমুচ্চিতে ইষ্টে তদৈকং শ্রেয়ঃ-সাধনমিতি কর্ম্মণো জ্যায়সী বুদ্ধিরিতি কর্ম্মণোঽতিরিক্তং করণং বুদ্ধেরনুপপন্নং অর্জ্জুনেন কৃতং স্যাৎ হি তদেব তস্মাৎ ফলতোঽতিরিক্তং স্যাৎ, তথা চ কর্ম্মণঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা বুদ্ধির-শ্রেয়স্করঞ্চ কর্ম্ম কুর্ব্বিতি মাং প্রতিপাদয়তি তৎ কিন্নু কারণমিতি ভগবত উপালম্ভমিব কুর্ব্বন্ তৎ কিং কস্মাৎ কর্ম্মণি ঘোরে ক্রূরে হিংসালক্ষণে মাং নিযোজয়সি কেশবেতি চ যদাহ তচ্চ নোপ-পদ্যতে ॥ ১॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধং পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে বৃত্তমর্থং সংক্ষিপ্যানুবদতি শাস্ত্রস্যেতি। গীতাশাস্ত্রপ্রারম্ভাপেক্ষিতং হেতুফলভূতং বুদ্ধিদ্বয়ং ভগবতোপদিষ্টমিত্যর্থঃ। এষ্টু-রর্জ্জুনস্যাভিপ্রায়ং নির্দ্দেষ্টুং বৃত্তমর্থান্তরং কথয়তি তত্রেতি। অধ্যায়য়োর্বুদ্ধিদ্বয়নির্দ্ধারণং বা সপ্তম্যর্থঃ, পারমার্থিকে তত্ত্বে তজ্জ্ঞানং তন্নিষ্ঠানামশেষকামত্যাগিনাং কামমূলানাং কর্ম্মণামপি প্রতিপত্তিকর্ম্মবৎ ত্যাগং কর্ত্তব্যত্বেন ভগবানুক্তবানিত্যর্থঃ। তথাপি মোক্ষসাধনে বিকল্পসমুচ্চয়-য়োরন্যতরস্য বিবক্ষিতত্ববুদ্ধ্যা সমনন্তরপ্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তেতি। অর্জ্জুনস্য মনসি ব্যামু

লক্ষং প্রশ্নবীজং দর্শয়িতুমুক্তমর্থান্তরমনুভাবতে অর্জ্জুনায় চেতি। সাঙ্খ্যবুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্মত্যাগ-মুক্ত্বা পুনস্তস্যৈব কর্ত্তব্যত্বং কথং মিথোবিরুদ্ধং ব্রবীতীত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। যথা সাঙ্খ্যবুদ্ধি-মাশ্রিতানাং সংন্যাসদ্বারা তন্নিষ্ঠানাং কৃতার্থতোক্তা, তথা যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্ম কুর্ব্বতোঽপি কৃতার্থত্বমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন তত এবেতি। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ" ইতি শেষঃ বুদ্ধ্যাকুলত্বং প্রশ্নবীজং প্রতিলভ্য প্রশ্নং করোতীত্যাহ ততশ্চেতি। সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং জ্ঞানমস্মেভ্যো দর্শিতং তদিত্যুচ্যতে, তদ্বিপরীতং কর্ম্ম ত্বমনুষ্ঠেয়ত্বেনোক্তমেতদিতি নির্দ্দিশ্যতে ভগবদুক্তেঽর্থে সন্দিহ্যমানস্য নির্ণয়াকাঙ্ক্ষয়া প্রশ্নপ্রবৃত্তেরস্তি পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োরুপোদ্ঘাতপক-লক্ষণাসঙ্গতিরিত্যর্থঃ। অর্জ্জুনস্য প্রশ্ননিমিত্তং পর্য্যাকুলত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রপঞ্চয়তি কথমিত্যাদিনা। যদি সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃসাধনং সাঙ্খ্যশব্দিতং পরমার্থতত্ত্ববিষয়বুদ্ধৌ নিষ্ঠারূপং তদস্মৈ শ্রেয়োঽর্থিনে তর্হ্যায় শ্রাবয়িত্বা মাং পুনরত্যন্তমশ্রেয়োঽর্থিনমিব কর্ম্মণি পূর্ব্বোক্তবিপরীতে কথং ভগবান্ নিয়োক্তুমর্হতি ইত্যর্জ্জুনস্য পর্য্যাকুলীভাবো যুক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। জ্ঞাননিষ্ঠাতো বৈপরীত্যং স্ফোরয়িতুং কর্ম্ম বিশিনষ্টি দৃষ্টেতি। যুদ্ধে হি ক্ষত্রকর্ম্মাণি দৃষ্টোঽনেকোঽনর্থো গুরুভ্রাতৃহিংসাদিস্তেন সম্বন্ধেন বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারাপি বর্ত্তমানে জন্মন্যেব ফলমিত্যনিয়তে মম ভক্তস্য শ্রেয়োঽর্থিনো নিয়োগো ভগবতা যুক্তো ন ভবতীতি শেষঃ। যথোক্তং নিমিত্তং প্রশ্নস্য যুক্তং তদনুগুণত্বাৎ তস্যেতি দ্যোতকমাহ তদনুরূপশ্চেতি জ্ঞাননিষ্ঠানাং কৃতার্থতা কর্ম্মনিষ্ঠানান্তু ন তথেত্যুক্তে বিভাগ-ভাগিশাস্ত্রমিত্যত্র লোকেঽস্মিন্নিত্যাদিবাক্যস্যাপি দ্যোতকত্বং দর্শয়তি প্রশ্নেতি। সাক্ষাদেব শ্রেয়ঃ-সাধনমস্মেভ্যো ভাগবতোক্তং ন তু মহ্যমিতি মত্বা ব্যাকুলীভূতঃ সন্ পৃচ্ছতীতি ব্যক্তিপ্রায়েণ সম্বন্ধ-মুক্ত্বা বৃত্তিকারাভিপ্রায়ং দূষয়তি কেচিত্ত্বিতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়মবধারয়িতুং প্রশ্নাঙ্গীকারে সমুচ্চয়াবধারণেনৈব প্রতিবচনমুচিতং ন তথা ভগবতা প্রতিবচনমুক্তং, তথা চ প্রশ্নস্য সমুচ্চয়-বিষয়ত্বাবগমাৎ প্রত্যুক্তেশ্চাসমুচ্চয়বিষয়ত্বাৎ তয়োর্মিথোবিরোধো বৃত্তিকারমতে স্যাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ কেবলং প্রশ্নপ্রতিবচনয়োরেব পরমতে পরস্পরবিরোধো ন ভবত্যপি তু পরেষাং স্বগ্রন্থেঽপি পূর্ব্বাপরবিরোধোঽস্তীত্যাহ যথা চেতি। আত্মনা বৃত্তিকারৈরিতি যাবৎ, সম্বন্ধগ্রন্থো গীতাশাস্ত্রা-রম্ভোপোদ্ঘাতঃ, ইহেতি তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভং পরামৃশতি। তদেব বিবৃণ্বাকাঙ্ক্ষামাহ কথমিতি। পূর্ব্বাপরবিরোধং স্ফোরয়িতুং সম্বন্ধগ্রন্থোক্তমর্থমনুবদতি তত্রেতি। (পরকীয়া বৃত্তিঃ সপ্তম্যা সমুল্লিখ্যতে) সম্বন্ধগ্রন্থে তাবদয়মর্থ উক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। তমেবার্থং বিশদয়তি সর্ব্বেষামিতি। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞানাদেব কেবলাৎ কৈবল্যমিত্যস্মিন্নর্থে শাস্ত্রস্য পর্য্যবসানায় সমুচ্চয়ো বিবক্ষিতস্তত্রেত্যাশঙ্ক্যাহ পুনরিতি। উক্তো গীতার্থো বৃত্তিকারৈরেব কর্ম্মত্যাগ্যাযোগেন বিশেষিতত্বায়াবিবক্ষিতো ভবিতুমুৎসহতে, তথা চ শ্রৌতানি কর্ম্মাণি ত্যক্ত্বা জ্ঞানাদেব কেবলান্মুক্তির্ভবতীত্যেতন্মতং নিয়মেনৈব যাবজ্জীবশ্রুতিভির্ব্বিপ্রতিষিদ্ধত্বায়াভ্যুপগন্তুমুচিত-মিত্যর্থঃ। তথাপি কথং মিথোবিরোধধীরিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহ ত্বিতি। প্রথমতো হি সম্বন্ধগ্রন্থে সমুচ্চয়ো গীতার্থঃ প্রতিপাদ্যত্বেন বৃত্তিকৃতা প্রতিজ্ঞাতঃ শ্রৌতকর্ম্ম-পরিত্যাগশ্চ শ্রুতিবিরোধাদেব ন সম্ভবতীত্যুক্তং, তৃতীয়াধ্যায়ারম্ভে পুনঃ সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠা

কর্ম্মিণাং কর্ম্মনিষ্ঠৈত্যাশ্রমবিভাগমভিদধতা পূর্ব্বপ্রতিবিদ্ধকর্ম্মত্যাগাভ্যুপগমাম্মিথোবিরোধো দর্শিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্থু যথা ভগবতা প্রতিপাদিতং তথৈব বৃত্তিকৃতা ব্যাখ্যাতমিতি ন তস্যাপরাধোহস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তৎকথমিতি। ন হি ইহ ভগবান্ বিরুদ্ধমর্থমভিধত্তে সর্ব্বজ্ঞস্য পরমাপ্তস্য বিরুদ্ধার্থবাদিত্বাযোগাৎ, কিন্তু তদভিপ্রায়াপরিজ্ঞানাদেব ব্যাখ্যাতুর্ব্বিরুদ্ধার্থবাদিত্বে-ত্যর্থঃ। ভগবতো বিরুদ্ধার্থবাদিত্বাভাবেঽপি শ্রোতুর্ব্বিরুদ্ধার্থপ্রতিপত্তিং প্রতীত্য ব্যাচক্ষাণো বৃত্তিকারো নাপরাধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রোতাবেতি। অর্জ্জুনো হি শ্রোতা, সোঽপি বুদ্ধিপূর্ব্বকারী ভগবদুক্তমেবাবধারয়ন্ন বিরুদ্ধমর্থমবধারয়িতুমর্হতি, তথা চ পরস্যৈব বিরুদ্ধার্থবাদিত্বেত্যর্থঃ। বিরোধং পরিহরন্নাশঙ্কতে তত্রেতি। সম্বন্ধগ্রন্থে হি বৃত্তিকারস্যৈতদভিপ্রেতং গৃহস্থানামেব সতাং পরিপক্কজ্ঞানমন্তরেণ যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতাগ্নিহোত্রাদিত্যাগেন কেবলাদেবাপাতিকাদাত্ম-জ্ঞানান্মোক্ষমবেক্ষ্যমাণানাং যাবজ্জীবাদিশাস্ত্রৈরসৌ নিষিধ্যতে ন তু স্বরূপেণৈব কর্ম্মত্যাগো জ্ঞানান্মোক্ষো বা নিষেদ্ধুমিষ্যতে, তৃতীয়ে পুনরধ্যায়ে কর্ম্মত্যাগিনাং গৃহস্থেভ্যো ব্যতিরিক্তা-নামেব কেবলাদাত্মজ্ঞানান্মোক্ষো বিবক্ষ্যতে, অতো ভিন্নবিষয়ত্বান্নিষেধাভ্যনুজ্ঞানয়োর্ন বিরো-ধাশঙ্কেত্যর্থঃ। বিধান্তরেণ বিরোধং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ এতদপীতি। বিরোধমেবাকাঙ্ক্ষাবান্ সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। শ্রৌতং কর্ম্ম গৃহস্থানামবশ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যনেনাভিপ্রায়েণ তেষাং কেবলাদাত্মজ্ঞানান্মোক্ষো নিষিধ্যতে ন তু গৃহস্থানাং জ্ঞানমাত্রায়ত্তং মোক্ষং প্রতিষিদ্ধ্যন্তেষাং কেবলজ্ঞানাধীনো মোক্ষো বিবক্ষ্যতে, আশ্রমান্তরাণামপি স্মার্ত্তেন কর্ম্মণা সমুচ্চয়াভ্যুপগমাদিতি চোদয়তি অথেতি। এতৎপদপর্য্যামৃষ্টং বচনমেবাভিনয়তি কেবলাদিতি। নন্থু গৃহস্থানাং শ্রৌত-কর্ম্মরাহিত্যেঽপি সতি স্মার্ত্তে কর্ম্মণি কুতো জ্ঞানস্য কেবলত্বং লভ্যতে? যেন নিষেধোক্তি-রর্থবতী তত্রাহ তত্রেতি। প্রকৃতবচনমেব সপ্তম্যার্থঃ, প্রধানং হি শ্রৌতং কর্ম্ম তদ্রাহিত্যে সতি স্মার্ত্তস্য কর্ম্মণঃ সতোঽপ্যসত্ত্বাবমভিপ্রেত্য জ্ঞানস্য কেবলত্বমুক্তমিতি যুক্তা নিষেধোক্তি-রিত্যর্থঃ। গৃহস্থানামেব শ্রৌতকর্ম্মসমুচ্চয়ো নান্যেষাং, অন্যেষান্তু স্মার্ত্তেনেতি পক্ষপাতে হেত্বভাবং মন্বানঃ সন্ পরিহরতি এতদপীতি। তমেব হেত্বভাবং প্রশ্নদ্বারা বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। গৃহস্থানাং শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মসমুচ্চিতং জ্ঞানং মুক্তিহেতুরিত্যভ্যুপগমাৎ কেবল-স্মার্ত্তকর্ম্মসমুচ্চিতাৎ ততো ন মুক্তিরিতি নিষেধো যুজ্যতে, ঊর্দ্ধরেতসান্তু স্মার্ত্তকর্ম্মমাত্রসমুচ্চিতাৎ জ্ঞানান্মুক্তিরিতি বিভাগে নাস্তি হেতুরিত্যর্থঃ। পক্ষপাতে কারণং নাস্তি ইত্যুক্ত্বা পক্ষপাত-পরিত্যাগে কারণমস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। গৃহস্থানামপি ব্রহ্মজ্ঞানং স্মার্ত্তৈরেব কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং মোক্ষসাধনং ব্রহ্মজ্ঞানত্বাদূর্দ্ধরেতঃসু ব্যবস্থিতব্রহ্মজ্ঞানবদিতি পক্ষপাতত্যাগে হেতুং স্ফুটয়তি যদীত্যাদিনা। যদি গৃহস্থানাং ব্রহ্মজ্ঞানং স্মার্ত্তৈরেব কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং তদীয়ং জ্ঞানং মোক্ষস্য হেতুরিতি বিবক্ষিতং তদা তান্ প্রতি যাবজ্জীবশ্রুতির্ব্বিরুধ্যেত, যদি স্মার্ত্তৈরপি কর্ম্মভিঃ সমুচ্চিতং তদীয়ং জ্ঞানং মোক্ষসাধনং বিবক্ষিতং, তদা সিদ্ধসাধ্যতেতি প্রাগুক্তমভিপ্রেত্য চোদয়তি অথেতি। আশ্রমান্তরাণাং তর্হি কেবলাদেব জ্ঞানান্মুক্তিরিতি প্রাগুক্তবিরোধতাদবস্থ্যমিত্যা-শঙ্ক্যাহ ঊর্দ্ধরেতসামিতি। যথোক্তে বিভাগে গার্হস্থ্যং ক্লেশাত্মকং কর্ম্ম বাহুল্যাৎ অনুপাদেয়-

মাপত্তেরেতি দূষয়তি তত্ত্রেতি। সাধনভূয়স্ত্বে ফলভূয়স্ত্বমিতি ন্যায়মাশ্রিত্য শঙ্কতে অথেতি। ক্লেশ-
বাহুল্যোপেতং শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ বহু কর্ম্ম তদনুষ্ঠানাৎ গৃহস্থস্য মোক্ষঃ স্যাদেবেত্যর্থঃ। এবকার-
নিরস্তং দর্শয়তি নাশ্রমান্তরাণামিতি। তেষাং নাস্তি মুক্তিরিত্যত্র যাবজ্জীবাদিশ্রুতিবিহিতা-
বশ্যানুষ্ঠেয়কর্ম্মরাহিত্যং হেতুং সূচয়তি শ্রৌতেতি। শাস্ত্রবিরোধে ন্যায়স্য নিরবকাশত্বমভিপ্রেত্য
দূষয়তি তদপীতি। ঐকাশ্রম্যস্মৃত্যা গার্হস্থ্যস্যৈব প্রাধান্যাদনধিকৃতান্ধাদিবিষয়ং কর্ম্মসংন্যাস-
বিধানমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাদস্ত্যেনেতি। ন খল্বনধিকৃতানামন্ধাদীনাং সংন্যাসং শ্রবণাদ্যাবৃত্তিদ্বারা
জ্ঞানাদং ভবিতুমলং, তেষাং শ্রবণাদ্যভ্যাসসামর্থ্যাদতঃ শ্রুত্যাদীনাং বিরোধে নাস্তি গার্হস্থ্যস্য
প্রাধান্যমিত্যর্থঃ। তস্য প্রাধান্যাভাবে হেত্বন্তরমাহ আশ্রমেতি। "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী
ভবেৎ গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ, যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেৎ গৃহাদ্বা বনাদ্বা" ইতি
শ্রুতৌ তদাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ইতি, "যমিচ্ছেত্তমাবসেৎ" ইত্যাদি স্মৃতৌ চাশ্রমাণাং সমুচ্চয়ে
বিকল্পেন চাশ্রমান্তরমিচ্ছন্তং প্রতিবিধানান্ন গার্হস্থ্যস্য প্রধানত্বমিত্যর্থঃ। যদি সর্ব্বেষামাশ্রমাণাং
শ্রুতিস্মৃতিমূলত্বং, তর্হি তত্তদাশ্রমবিহিতকর্ম্মণাং জ্ঞানেন সমুচ্চয়ঃ সিধ্যতীতি শঙ্কতে সিদ্ধন্তর্হীতি।
যত্তপি জ্ঞানোৎপত্ত্যাবাশ্রমকর্ম্মণাং সাধনত্বং, তথাপি জ্ঞানমুৎপন্নং নৈব ফলে সহকারিত্বেন
তান্যপেক্ষতে, অন্যথা সংন্যাসবিধ্যনুপপত্তেরিতি দূষয়তি ন মুমুক্ষোরিতি। সংন্যাসবিধানমেবানু-
ক্রামতি ব্যাখ্যায়েত্যাদিনা। এষণাভ্যো বৈমুখ্যেনোত্থানং তৎপরিত্যাগঃ আশ্রমসম্পত্ত্যনন্তরং
তত্র বিহিতকর্ম্মকলাপানুষ্ঠানমপি কর্ত্তব্যমিত্যাহ অথেতি। প্রাগুক্তানাং সত্যাদীনামল্প-
ফলত্বাৎ ন্যাসস্য চ জ্ঞানদ্বারা মোক্ষফলত্বাদিত্যাহ তস্মাদিতি। অতিরিক্তমতিশ্রেষ্ঠং মহাফলমিতি
যাবৎ। প্রকৃতকর্ম্মত্যঃ সকাশান্ন্যাস এবাতিশয়বানাসীদিত্যস্মিন্নর্থে বাক্যান্তরং পঠতি ন্যাস-
এবেতি। লোকত্রয়হেতুং সাধনত্রয়ং পরিত্যজ্য সংসারাদ্বিরক্তাঃ সংন্যাসপূর্ব্বকাদাত্মজ্ঞানাদেব
প্রাপ্তবন্তো মোক্ষমিত্যাহ ন কর্ম্মণেতি। সতি বৈরাগ্যে নাস্তি কর্ম্মাপেক্ষা সত্যাং সামগ্র্যাং
কার্য্যাপেক্ষানুপপত্তেরিত্যাহ ব্রহ্মচর্য্যাদেবেতি। ইত্যাদ্যাঃ সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসবিধায়িন্যঃ শ্রুতয়ো
ভবন্তীতি শেষঃ, "আত্মানমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যাদিবাক্যসংগ্রহার্থমাদিপদম্।
তত্রৈব স্মৃতিমুদাহরতি ত্যজেতি। ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ সত্যানৃতয়োশ্চ সংসারারম্ভকত্বান্মুমুক্ষুণা তত্ত্যাগে
প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যর্থঃ। ত্যক্তব্যাভিমানস্যাপি তত্ত্বতঃ স্বরূপসম্বন্ধাভাবাৎ ত্যাজ্যত্বমবিশিষ্টমিত্যাহ
যেনেতি। অনুভবানুসারেণ প্রমাতৃতাপ্রমুখস্য সংসারস্য দুঃখফলত্বমালক্ষ্য মোক্ষহেতুসম্যক্-
জ্ঞানসিদ্ধয়ে ব্রহ্মচর্য্যাদেব পারিব্রাজ্যমনুষ্ঠেয়মিত্যুৎপত্তিবিধিমুপন্যস্যতি সংসারমিতি। তত্ত্বজ্ঞান-
মুদ্দিশ্য ব্রহ্মচর্য্যাদেব কর্ম্মসংন্যাসে সামগ্রীমভিদধানো বিনিয়োগবিধিং সূচয়তি পরমিতি।
জ্ঞানকর্ম্মণোরসমুচ্চয়ার্থ ফলবিভাগং কথয়তি কর্ম্মণেতি। উক্তং ফলবিভাগমনূদ্য জ্ঞাননিষ্ঠানাং
কর্ম্মসংন্যাসস্য কর্ত্তব্যত্বমাহ তস্মাদিতি। বাক্যশেষেঽপি সর্ব্বকর্ম্মসংন্যাসো বিবক্ষিতোঽস্তীত্যাহ
ইহাপীতি। জ্ঞানার্থিনো মুমুক্ষোঃ সংন্যাসবিধ্যনুপপত্তিবাধিতং সমুচ্চয়বিধিবচনমিত্যুক্তমিদানীং
মোক্ষস্বভাবালোচনয়াপি সমুচ্চয়বচনমনুচিতমিত্যাহ মোক্ষস্য চেতি। "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম
নিন্দিতঞ্চ সমাচরন্। প্রসজ্জংশ্চেন্দ্রিয়ার্থেষু নরঃ পতনমৃচ্ছতি" ইতি স্মৃতেঃ, মুমুক্ষুণামপি প্রত্য-

বায়নিবৃত্তয়ে কর্ত্তব্যং নিত্যকর্ম্মেতি শঙ্কতে নিত্যানীতি। যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতস্তস্য তদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতি ন তু কর্ম্মানধিকারিণঃ সন্ন্যাসিনস্তদকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ সম্ভবতীতি দূষয়তি নাসন্ন্যাসীতি। তদেব স্পষ্টয়তি ন হীতি। সমিদ্ধোমাধ্যয়নাদ্যকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ সন্ন্যাসিনো নাস্তীত্যর্থঃ। তত্র ব্যতিরেকোদাহরণমাহ যথেতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়োৎপত্তিমভ্যুপেত্যোক্তং সম্প্রতি প্রতিসিদ্ধকরণাদেব প্রত্যবায়ো ন ত্বকরণাদভাবাৎ ভাবোৎপত্তিলৌকিকবেদবিরুদ্ধত্বাদিত্যাহ ন ত্বিতি। ননু নিত্যকর্ম্মবিধায়ী বেদস্তদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি ব্রবীতি তৎকথমকরণাৎ প্রত্যবায়ো ন ভবতীতি শ্রুতিমাশ্রিত্যোচ্যতে শ্রুত্যন্তরবিরোধাদিতি তত্রাহ যদীতি। বিহিতস্যাকরণে সত্যনর্থপ্রাপ্তের্ন নিত্যকর্ম্মবিধায়ী বেদোঽনর্থকরত্বেনাপ্রমাণমিত্যাশঙ্ক্যাহ বিহিতস্যেতি। ন হি বিহিতস্য করণে পিতৃলোকপ্রাপ্তিলক্ষণং ফলং ভবতেষ্যতে, ধূমাদিনা নয়নপীড়াদিদুঃখস্তু প্রত্যক্ষমেবাকরণে চ প্রত্যবায়োৎপত্তিরুভয়থাপি পুরুষস্যানর্থকরো বেদোঽপ্রমাণমেব স্যাদিত্যর্থঃ। নত্বভাবস্যাপি ভাবোৎপাদনসামর্থ্যং বেদঃ সম্পাদয়িষ্যতি তথা চ বিহিতাকরণপ্রত্যবায়পরিহারো বিহিতকরণে ফলিষ্যতীতি নেত্যাহ তথা চেতি। লোকপ্রসিদ্ধপদার্থশক্ত্যাশ্রয়ণেন শাস্ত্রপ্রবৃত্ত্যঙ্গীকারাদপূর্ব্বশক্ত্যাধানাযোগাৎ জ্ঞাপকমেব শাস্ত্রমিত্যর্থঃ। কারকত্বে চ তস্যাপ্রমাণ্যমপ্রত্যহং স্যাদিত্যাহ কারকমিতি। ভবতু শাস্ত্রস্যাপ্রামাণ্যমিত্যাশঙ্ক্যাপৌরুষেয়তয়া অশেষদোষানাগন্ধিতত্বান্নৈবমিত্যাহ ন চেতি। অনির্ব্বাচ্যানুপলম্ভস্য সংবেদনমভাবজ্ঞানে কারণং সমীহিতসাধনজ্ঞানস্ত চরণন্যাসাদিপ্রবৃত্তিকারণমিত্যঙ্গীকৃত্যোপসংহরতি তস্মাদিতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়োৎপত্ত্যসম্ভবস্তচ্ছব্দার্থঃ। সন্ন্যাসিনাং জ্ঞাননিষ্ঠানাং কর্ম্মসন্ন্যাসিত্বাদেব কর্ম্মাসম্ভবে ফলিতমাহ অত ইতি। সমুচ্চয়ানুপপত্তৌ হেত্বন্তরমাহ জ্যায়সীতি। প্রশ্নানুপপত্তিমেব প্রপঞ্চয়তি যদি হীতি। সমুচ্চয়োপদেশে প্রশ্নৈকদেশানুপপত্তেশ্চ ন তদুপদেশোপপত্তিরিত্যাহ অর্জ্জুনায়েতি। “কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন” ইতি অর্জ্জুনং প্রত্যুপদেশাৎ তং প্রতি জ্যায়সী বুদ্ধির্নোক্তেতি যুক্তং তৎ কিমিত্যাদ্যুপালম্ভবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন চেতি। যেন কল্পনেন জ্যায়সী চেদিত্যারভ্য তৎ কিং কর্ম্মণীত্যুপালম্ভাত্মা প্রশ্নঃ স্যাৎ তথা ন যুক্তং কল্পয়িতুং “এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ” ইতি বচনবিরোধাদিতি যোজনা। কস্মিন্ পক্ষে তর্হি প্রশ্নস্যোপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। ভগবদুক্তেঽর্থে প্রষ্টুর্ব্বিবেকাভাবাৎ প্রশ্নঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমেবাধিকং বিবক্ষয়া স্মারয়তি অবিবেকত ইতি। ভগবতোঽপি প্রতিবচনমজ্ঞাননিমিত্তং প্রশ্নানুরূপত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাধিকং দর্শয়তি ন চেতি। ভগবতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধিবিরোধাদজ্ঞানাধীনপ্রতিবচনাযোগাদিত্যর্থঃ। ইতশ্চ সমুচ্চয়ঃ শাস্ত্রার্থো ন ভবতীত্যাহ অস্মাচ্চেতি। কস্তর্হি শাস্ত্রার্থো বিবক্ষিতস্তত্রাহ কেবলাদিতি। জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তৌ কারণান্তরমাহ জ্ঞানেতি। বাক্যশেষবশাদপি সমুচ্চয়স্যাশাস্ত্রার্থতেত্যাহ কুরু কর্ম্মৈবেতি। প্রাথমিকেন সম্বন্ধগ্রন্থেন সমস্তশাস্ত্রার্থসংগ্রাহকেণ তদ্বিচারণাত্মনোঽস্য সন্দর্ভস্য নাস্তি গৌণত্বমিতি মত্বা প্রতিপদং ব্যাখ্যাতুং প্রশ্নৈকদেশং সমুত্থাপয়তি জ্যায়সী চেদিতি। বেদাশ্চেৎ প্রমাণয়িতি-বচ্ছেদিত্যস্য নিশ্চয়ার্থত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি যদিতি। বুদ্ধিশব্দস্যান্তঃকরণবিষয়ত্বং ব্যবচ্ছিনত্তি জ্ঞানমিতি।

পূর্ব্বার্দ্ধস্থাক্ষরযোজনাং কৃত্বা সমুচ্চয়াভাবে তাৎপর্য্যমাহ যদীতি। ইষ্টে ভগবতেতি শেষঃ, একং জ্ঞানং কর্ম্মাসমুচ্চিতমিতি যাবৎ, জ্ঞানকর্ম্মণোরভীষ্টে সমুচ্চয়ে সমুচ্চিতস্য শ্রেয়ঃসাধনত্বৈকত্বাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ জ্ঞানস্য পৃথক্‌করণমযুক্তমিত্যর্থঃ। একমপি সাধনং ফলতোঽতিরিক্তং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নহীতি। ন চ কেবলাৎ কর্ম্মণো জ্ঞানস্য কেবলস্য ফলতোঽতিরিক্তত্বং বিবক্ষিত্বা পৃথক্‌করণং, সমুচ্চয়পক্ষে প্রত্যেকং শ্রেয়ঃসাধনত্বানভ্যুপগমাদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বার্দ্ধস্যোত্তরার্দ্ধস্যাপি সমুচ্চয়পক্ষে তুল্যানুপপত্তিরিত্যাহ তথেতি। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম" ইত্যত্র কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিঃ শ্রেয়স্করী ভগবতোক্তা কর্ম্ম চ বুদ্ধেঃ সকাশাদশ্রেয়স্করমুক্তং তথাপি তদেব কর্ম্ম "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু" ইতি স্নিগ্ধং শিষ্যং ভক্তঞ্চ মাং প্রতি কুর্ব্বিতি ভগবান্ প্রতিপাদয়তি তত্র কারণানুপলম্ভাদযুক্তমতিক্রূরে কর্ম্মণি ভগবতো মন্নিযোজনমিতি যদর্জ্জুনো ব্রবীতি তচ্চ সমুচ্চয়পক্ষেঽনুপপন্নং স্যাদিত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

রামানুজ।—তদেবং মুমুক্ষূণাং পরমপ্রাপ্যতয়া বেদান্তোদিতনিরস্তনিখিলাবিদ্যাদিদোষগন্ধানবধিকাতিশয়াসংখ্যেয়কল্যাণগুণগণপরব্রহ্মপুরুষোত্তমপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতং বেদনোপাসনধ্যানাদিশব্দবাচ্যং তদৈকান্তিকাত্যন্তিকভক্তিযোগাং বক্তুং তদঙ্গভূতং "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদিপ্রজাপতিবাক্যোদিতং প্রাপ্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যদর্শনং তন্নিত্যতাজ্ঞানপূর্ব্বকাসঙ্গকর্ম্মনিষ্পাদ্যজ্ঞানযোগসাধ্যমুক্তম্। প্রজাপতিবাক্যে হি দহরবিদ্যাবাক্যোদিতপরবিদ্যাশেষতয়া প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপদর্শনং "যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি" ইত্যুক্ত্বা জাগরিতস্বপ্নসুষুপ্ত্যতীতং প্রত্যগাত্মস্বরূপমশরীরং প্রতিপাদ্যৈবমেব "এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরূপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" ইতি দহরবিদ্যাফলেনোপসংহৃতম্। অত্রাপ্য" ধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি" ইত্যেবমাদিষু দেবং মত্বেতি বিধীয়মানপরবিদ্যাঙ্গতয়াধ্যাত্মযোগাধিগমেনেতি প্রত্যগাত্মজ্ঞানমপি বিধায় "ন জায়তে ন ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদিনা প্রত্যগাত্মস্বরূপং বিশোধ্য "অণোরণীয়ান্" ইত্যারভ্য "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি।" "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" ইত্যাদিভিঃ। পরস্বরূপং তদুপাসনমুপাসনস্য চ ভক্তিরূপতাং প্রতিপাদ্যাবসানে "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" ইতি পরবিদ্যাফলেনোপসংহৃতম্। অতঃ পরমধ্যায়চতুষ্টয়েনেদমেব প্রাপ্তুঃ প্রত্যগাত্মনো দর্শনং সসাধনং প্রপঞ্চ্যতে। জ্যায়সীতি। যদি কর্ম্মণো বুদ্ধিরেব জ্যায়সীতি তে মতা, কিমর্থং তর্হি ঘোরে কর্ম্মণি মাং নিযোজয়সি। এতদুক্তং ভবতি, জ্ঞাননিষ্ঠৈবাত্মাবলোকনসাধনম্, কর্ম্মনিষ্ঠা তু তস্যা নিষ্পাদিকা। আত্মাবলোকনসাধনভূতা তু জ্ঞাননিষ্ঠা সকলেন্দ্রিয়মনসাং শব্দাদিবিষয়ব্যাপারোপরতিনিষ্পাদ্যেত্যভিহিতা। ইন্দ্রিয়ব্যাপারোপরতিনিষ্পাদ্যমাত্মাবলোকনঞ্চেৎ সিসাধয়িষিতং সকলকর্ম্মনিবৃত্তিপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠায়ামেবাহং নিযোজয়িতব্যঃ; কিমর্থং ঘোরে কর্ম্মণি সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপে আত্মাবলোকনবিরোধিনি কর্ম্মণি মাং নিযোজয়সীতি ॥ ১ ॥

হনুমান্‌।—অর্জ্জুন উবাচ। জ্যায়সীতি। কর্ম্মণঃ সকাশাৎ হে জনার্দ্দন! বুদ্ধির্জ্যায়সী তব মতা চেৎ তর্হি ঘোরে যুদ্ধাত্মকে কর্ম্মণি মাং কিমর্থং নিযোজয়সি কেশব! ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—এবং তাবৎ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা, তদনন্তরং "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তং, ন চ তয়োর্গুণপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ, তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্ক্রিয়ত্ব-নিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাদ্যভিধানাৎ "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসনমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশান্মোক্ষেঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়সী অধিকতরা শ্রেষ্ঠা চেৎ তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং "তস্মাদ্যুধ্যস্ব" ইতি "তস্মাদুত্তিষ্ঠ" ইতি চ বারং বারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১ ॥

বলদেব।—তৃতীয়ে কর্ম্ম নিষ্কামং বিস্তরেণোপবর্ণিতম্। কামাদের্বিজয়োপায়ে দুর্জ্জয়স্যাপি দর্শিতঃ ॥ পূর্ব্বত্র কৃপালুঃ পার্থসারথিরজ্ঞানকর্দ্দমনিমগ্নং জগৎ স্বাত্মজ্ঞানোপাসনোপদেশেন সমুদ্দিধীর্ষুস্তদঙ্গভূতাং জীবাত্মযাথাত্ম্যবুদ্ধিমুপদিশ্য তদুপায়তয়া নিষ্কামকর্ম্মবুদ্ধিমুপদিষ্টবান্। অয়মেবার্থো বিনিশ্চয়ায় চতুর্ভিরধ্যায়ৈর্বিধ্যন্তরৈর্বর্ণ্যতে। তত্র কর্ম্মবুদ্ধিনিষ্পাদ্যত্বাজ্জীবাত্মবুদ্ধেঃ শ্রৈষ্ঠ্যং স্থিতম্। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি জ্যায়সীতি। কর্ম্মণো নিষ্কামাদপি চেৎ তব তৎসাধ্যত্বাৎ জীবাত্মবুদ্ধির্জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা মতা, তর্হি তৎসিদ্ধয়ে মাং ঘোরে হিংসাদ্যনেকায়াসে কর্ম্মণি কিং নিযোজয়সি "তস্মাদ্যুধ্যস্ব" ইত্যাদিনা কথং প্রেরয়সি। আত্মানুভবহেতুভূতা খলু সা বুদ্ধির্নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিসাধ্যা তদর্থং তৎস্বজাতীয়াঃ শমাদয় এব যুজ্যেরন্, ন তু সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপাণি তদ্বিজাতীয়ানি কর্ম্মাণীতি ভাবঃ। হে জনার্দ্দন! শ্রেয়োঽর্থিজনযাচনীয় হে কেশব বিধিরুদ্রবশকারিন্! "ক ইতি ব্রহ্মণো নাম ঈশোঽহং সর্ব্বদেহিনাম্। আবাং তবাঙ্গসম্ভূতৌ তস্মাৎ কেশবনামভাক্" ইতি হরিবংশে কৃষ্ণং প্রতি রুদ্রোক্তেঃ। ত্বল্লভ্যাজ্জগৎ শ্রেয়োঽর্থিনা ময়াভ্যর্থিতো মম শ্রেয়ো নিশ্চিত্য ব্রূহীতি ভাবঃ ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—এবং তাবৎ প্রথমেনাধ্যায়েনোপোদ্ঘাতিতো দ্বিতীয়েনাধ্যায়েন কৃৎস্নঃ শাস্ত্রার্থঃ সূত্রিতঃ। তথাহি আদৌ নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা, ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধিঃ, ততঃ শমদমাদি-সাধনপুরঃসরঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ, ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা, ততস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা, তস্যাঃ ফলঞ্চ ত্রিগুণাত্মিকাবিদ্যানিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলভোগপর্য্যন্তা, তদন্তে চ বিদেহমুক্তিঃ, জীবন্মুক্তিদশায়াঞ্চ পরমপুরুষার্থালম্বনেন পরমবৈরাগ্যপ্রাপ্তিঃ দৈব-

সম্পদাখ্যা চ শুভবাসনা তদুপকারিণ্যাদেয়া আসুরসম্পদাখ্যা অশুভবাসনা তদ্বিরোধিনী হেয়া, দৈবসম্পদোঽসাধারণং কারণং সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা, আসুরসম্পদস্তু রাজসী তামসী চেতি হেয়োপাদেয়-বিভাগেন কৃৎস্নশাস্ত্রার্থপরিসমাপ্তিঃ। তত্র "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" ইত্যাদিনা সূত্রিতা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতা নিষ্কামকর্ম্মনিষ্ঠা সামান্যবিশেষরূপেণ তৃতীয়চতুর্থাভ্যাং প্রপঞ্চ্যতে, ততঃ শুদ্ধান্তঃকরণস্য শমদমাদিসাধনসম্পত্তিপুরঃসরা "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বাণি" ইত্যাদিনা সূত্রিতা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসনিষ্ঠা সংক্ষেপবিস্তররূপেণ পঞ্চমষষ্ঠাভ্যাং, এতাবতা চ ত্বম্পদার্থোঽপি নিরূপিতঃ, ততো বেদান্তবাক্যবিচারসহিতা "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা সূত্রিতানেকপ্রকারভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা অধ্যায়ষট্কেন প্রতিপাদ্যতে, এতাবতা চ তৎপদার্থোঽপি নিরূপিতঃ। প্রত্যধ্যায়ঞ্চাবান্তরসঙ্গতিমবান্তরপ্রয়োজনভেদঞ্চ তত্র তত্র প্রদর্শয়িষ্যামঃ। ততস্ত্বম্পদার্থৈক্যজ্ঞানরূপা "অবিনাশিনং নিত্যম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠা ত্রয়োদশে প্রকৃতিপুরুষবিবেকদ্বারা প্রপঞ্চিতা, জ্ঞাননিষ্ঠায়াশ্চ ফলং "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইত্যাদিনা সূত্রিতা ত্রৈগুণ্যনিবৃত্তিশ্চতুর্দ্দশে সৈব জীবন্মুক্তিরিতি গুণাতীতলক্ষণকথনেন প্রপঞ্চিতা। "তদা গন্তাসি নির্ব্বেদম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা পরমবৈরাগ্যনিষ্ঠা সংসারবৃক্ষচ্ছেদদ্বারেণ পঞ্চদশে। "দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ" ইত্যাদিস্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণেন সূত্রিতা পরমবৈরাগ্যোপকারিণী দৈবী সম্পদাদেয়া। "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচম্" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিরোধিন্যাসুরীসম্পচ্চ হেয়া ষোড়শে। দৈবসম্পদোঽসাধারণং কারণঞ্চ সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" ইত্যাদিনা সূত্রিতা তদ্বিরোধপরিহারেণ সপ্তদশে, এবং সফলা জ্ঞাননিষ্ঠা অধ্যায়পঞ্চকেন প্রতিপাদিতা। অষ্টাদশেন চ পূর্ব্বোক্তসর্ব্বোপসংহার ইতি কৃৎস্নগীতার্থসঙ্গতিঃ। তত্র পূর্ব্বং দ্বিতীয়াধ্যায়ে সাংখ্যবুদ্ধিমাশ্রিত্য জ্ঞাননিষ্ঠা ভগবতোক্তা, "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" ইতি তথা যোগবুদ্ধিমাশ্রিত্য কর্ম্মনিষ্ঠোক্তা "যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যারভ্য "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" ইত্যন্তেন। ন চানয়োর্নিষ্ঠয়োরধিকারিভেদঃ স্পষ্টমুপদিষ্টো ভগবতা, ন চৈকাধিকারিকত্বমেবোভয়োঃ সমুচ্চয়স্য বিবক্ষিতত্বাদিতি বাচ্যম্। "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" ইতি কর্ম্মনিষ্ঠায়া বুদ্ধিনিষ্ঠাপেক্ষয়া নিকৃষ্টত্বাভিধানাৎ। "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র চ জ্ঞানফলে সর্ব্বকর্ম্মফলান্তর্ভাবস্য দর্শিতত্বাৎ। স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণমুক্ত্বা চ "এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ" ইতি সপ্রশংসং জ্ঞানফলোপসংহারাৎ, "যা নিশা সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদৌ জ্ঞানিনো দ্বৈতদর্শনাভাবেন কর্ম্মানুষ্ঠানাসম্ভবস্য চোক্তত্বাৎ,অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণে মোক্ষফলে জ্ঞানমাত্রস্যৈব লোকানুসারেণ সাধনত্বকল্পনাভাবাৎ, "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতেশ্চ। নমু তর্হি তেজস্তিমিরয়োরিব বিরোধিনোর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ ভিন্নাধিকারিকত্বমেবাস্তু, সত্যমেবং সম্ভবতি, একমর্জ্জুনং প্রত্যুভয়োপদেশো ন যুক্তঃ। নহি কর্ম্মাধিকৃতং প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠোপদেষ্টুমুচিতা, নবা জ্ঞানাধিকারিণং প্রতি কর্ম্মনিষ্ঠা। একমেব প্রতি বিকল্পেনোভয়োপদেশ ইতি চেন্ন, উৎকৃষ্টনিকৃষ্টয়োর্ব্বিকল্পানুপপত্তেঃ, অবিদ্যানিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাত্মস্বরূপে মোক্ষে তারতম্যাসম্ভবাচ্চ, তস্মাৎ জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োর্ভিন্নাধিকারিকত্বে একং প্রত্যুপদেশাযোগাদেকাধিকারিত্বে চ বিকল্পয়োঃ

সমুচ্চয়াসম্ভবাৎ কর্ম্মাপেক্ষয়া জ্ঞানপ্রাশস্ত্যাঙ্গীকারপক্ষেঽপি নিকৃষ্টেব, বিকল্পাভ্যুপগমে চোৎকৃষ্টমনায়াসসাধ্যং জ্ঞানং বিহায় নিকৃষ্টমনেকায়াসবহুলং কর্ম্মানুষ্ঠাতুমযোগ্যমিতি মত্বা পর্য্যাকুলীভূতবুদ্ধিঃ অর্জ্জুন উবাচ, জ্যায়সীচেদিতি। হে জনার্দ্দন! সর্ব্বৈর্জনৈরর্দ্দ্যতে যাচ্যতে স্বাভিলষিতসিদ্ধয়ে ইতি ত্বং তথাভূতো মযাপি শ্রেয়োনিশ্চয়ার্থং যাচ্যস ইতি নৈবানুচিতমিতি সম্বোধনাভিপ্রায়ঃ। কর্ম্মণো নিষ্কামাদপি বুদ্ধিরাত্মতত্ত্ববিষয়া জ্যায়সী প্রশস্ততরা চেদ্ যদি তে তব মতা; তৎ তদা কিং কর্ম্মণি ঘোরে হিংসাত্মকনেকায়াসবহুলে মামতিভক্তং নিযোজয়সি, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদিনা বিশেষেণ প্রেরয়সি। হে কেশব সর্ব্বেশ্বর! সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বেষ্টদায়িনস্তব মাং ভক্তং "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাম্" ইত্যাদিনা তবাস্মি, ত্বদেকশরণতয়োপসন্নং মাং প্রতি প্রতারণা নোচিতেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়ে "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি দ্বে বুদ্ধী প্রদর্শ্য "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ" ইতি শ্লোকেন সাংখ্যনিষ্ঠাবতাং পাতশঙ্কা নাস্তি, কর্ম্মযোগনিষ্ঠাবতাস্তু সাস্তীত্যুক্ত্বা "যাবানর্থ উদপানে" ইতি সাংখ্যনিষ্ঠায়াং সর্ব্বকর্ম্মফলান্তর্ভাবশ্রবণাৎ তামেব প্রশমাত্মিকাং স্বাশয়ানুকূলাং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ জ্যায়সীতি। হে জনার্দ্দন! কর্ম্মণো নিষ্কামকর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বুদ্ধিঃ সাংখ্যনিষ্ঠালক্ষণং জ্ঞানং জ্যায়সী প্রশস্ততরা চেৎ তে তব মতা, তৎ তর্হি মাং ভৈক্ষ্যবৃত্ত্যাপি তুষ্যন্তং ঘোরে বন্ধুবধাখ্যে কর্ম্মণি কিং কুতো হেতোর্নিযোজয়সি পুনঃ পুনর্যুধ্যস্বেতি বদন্॥ ১॥

বিশ্বনাথ।—নিষ্কামমর্পিতং কর্ম্ম তৃতীয়ে তু প্রপঞ্চ্যতে। কামক্রোধজিগীষায়াং বিবেকোঽপি প্রদর্শ্যতে॥ পূর্ব্ববাক্যেষু জ্ঞানযোগাৎ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চ নিস্ত্রৈগুণ্যপ্রাপকস্য গুণাতীতভক্তিযোগস্য উৎকর্ষমাকলয্য তত্রৈব স্বৌৎসুক্যমভিব্যঞ্জয়ন্ স্বধর্ম্মে সংগ্রামে প্রবর্ত্তকং ভগবন্তং সখ্যভাবেনোপালভতে জ্যায়সীতি। জ্যায়সী শ্রেষ্ঠা বুদ্ধির্ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা ভক্তিরিত্যর্থঃ। ঘোরে যুদ্ধরূপে কর্ম্মণি কিং নিযোজয়সি প্রবর্ত্তয়সি। হে জনার্দ্দন, জনান্ স্বজনান্ স্বাজ্ঞয়া পীড়য়সীত্যর্থঃ। নচ তবাজ্ঞা কেনাপ্যন্যথা কর্ত্তুং শক্যত ইত্যাহ হে কেশব! কো ব্রহ্মা ঈশো মহাদেবঃ তাবপি স্বয়ং বশে বশীকরোষি ১

তাৎপর্য্য।—পরাপরদর্শী তত্ত্ববিৎ ভগবান্ বাসুদেব, শোকমোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনের মানস-সন্তাপ সত্বর নিরাস-কামনায়, দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমগ্র গীতা-শাস্ত্রের সার-সঙ্কলন করিয়া, পরম তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শোকাকুল-চিত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন, পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যে সন্দিহান হইয়া, ভাবিতেছেন, হিতোপদেষ্টা পরমগুরু শ্রীভগবান্ নারায়ণ, আমাকে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশই প্রদান করিতেছেন, না বৃথা বাক্য-জাল বিস্তার করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? আমি তো এই জটিল বাক্যের গূঢ়ভাব

কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছি না। তিনি একবার বলিতেছেন, স্বধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত হিংসাজনক যুদ্ধাদি ক্রিয়া ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য। আবার বলিতেছেন, যিনি রাগদ্বেষাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়বর্গকে স্বায়ত্ত করিয়া, সুখদুঃখাদিতে সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তিপথের প্রকৃত অধিকারী। ইত্যাদি বাক্যে কখন কর্ম্মের প্রাধান্য, কখনও বা জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। এইরূপ পুনঃপুনঃ চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে জনার্দ্দন! যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই আপনার অভিপ্রায় হয়, তবে 'তস্মাদ্ যুধ্যস্ব,' 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি বাক্য বার বার বলিয়া, কেন আমাকে হিংসাত্মক ক্রূরকর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন?

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর স্বামী, এই শ্লোকে নিম্নলিখিত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, সমস্ত বেদশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-বিষয়-ভূত কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ মুক্তির উপায়কে এই গীতাশাস্ত্রে যোগবুদ্ধি ও জ্ঞান-বুদ্ধিরূপে বিভক্ত করিয়াছেন। "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদি (২য়। ৫৫) শ্লোকে নিবৃত্তিমার্গগামী সাঙ্খ্যমতাবলম্বী সন্ন্যাসিগণের সন্ন্যাস-কর্ত্তব্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। "এষা ব্রাহ্মীস্থিতিঃ পার্থ" ইত্যাদি (২য়। ৭২ শ্লোক) উপসংহারে সন্ন্যাসগ্রহণের ফল-কীর্ত্তন দ্বারা সাঙ্খ্যবুদ্ধির অর্থাৎ জ্ঞানের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। আবার যোগবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি (২য়। ১১) শ্লোকে, "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইত্যাদি (২য়। ৩৯) শ্লোকে, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি (২য়। ১৭) শ্লোকে কর্ম্মেরই কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রেয়োঽভিলাষী ভগবদ্ভক্ত অর্জ্জুন, এই সকল বাক্যাবলী আলোচনা করিয়া, ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন এবং সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃসাধন সাঙ্খ্যবুদ্ধি ও অনেক অনর্থ-সঙ্কুল যোগবুদ্ধি (কর্ম্ম) এই উভয়ের মধ্যে কোনটী শ্রেষ্ঠ ইহাই জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্দিগ্ধচিত্ত অর্জ্জুন, "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যাদি শ্লোকে ভগবানকে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহা যুক্তিযুক্ত হইয়াছে; যেহেতু, অর্জ্জুন তখন ভগবদ্বাক্যে পর্য্যাকুলচিত্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবানও বিভাগশাস্ত্রে জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়বাদ পরিহারপূর্ব্বক জ্ঞান ও কর্ম্মের যে পৃথক্ পৃথক্ অধিকারী নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত হইয়াছে।

সমুচ্চয়বাদী বৃত্তিকার এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "সাধকগণ মুক্তিকামনায় জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান করিবেন। জ্ঞান ও কর্ম্ম স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির প্রয়োজক নহে।" ইত্যাদি বৃত্তিকারের মত অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে; কারণ যদি এই গীতাশাস্ত্রে ভগবৎ কর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ই নিরূপিত হইয়া থাকে, তবে শ্রুত্যুক্ত ক্রিয়া-কলাপ পরিত্যাগ করিয়া, কেবল জ্ঞান দ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হইবে, ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য কিরূপে সঙ্গত হইবে এবং অধিকারিভেদে যে আশ্রম বিকল্প বিধান করিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে সঙ্গত হইবে? অতএব গীতাশাস্ত্রে সমুচ্চয়বাদ কথনও প্রতিপাদিত হয় নাই। অপিচ সর্ব্বার্থদর্শী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্যের উপদেশ প্রদান করিলেন কেন? বাক্যার্থ-সারবিৎ অর্জ্জুনই বা এইরূপ বিরুদ্ধ বাক্য হৃদয়ে ধারণা করিলেন কেন? শুকদেব বলিয়াছেন, "কর্ম্ম দ্বারা জীবগণ সংসারে বদ্ধ হন, আর জ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ করেন; অতএব তত্ত্বদর্শী যতিগণ কর্ম্ম করিবেন না।" ইত্যাদি শুকদেব কথিত বাক্যে সন্ন্যাসিগণের পক্ষে কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। বৃত্তিকারের মতে তাহাও অসঙ্গত। বিশেষতঃ যদি জ্ঞানকর্ম্মের সমুচ্চয়ই গীতাশাস্ত্রের উদ্দেশ্য হইবে, তবে এই শ্লোকে, 'হিংসাত্মক ক্রূরকর্ম্মে কেন আমাকে নিয়োজিত করিতেছ,' ইত্যাদি উপালম্ভ সহকৃত অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নও উপপন্ন হইতে পারে না। যদি বল একই পুরুষের দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব; অতএব জ্ঞান ও কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠেয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য্য; তাহা হইলে অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন ও উপালম্ভ উভয়ই সুসঙ্গত হয়। তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তাহা হইলে "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি শ্রীভগবানের উত্তর বাক্যে, ভিন্ন ভিন্ন পুরুষ কর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব বিষয়ক বিধান অসঙ্গত হইয়া পড়ে। অতএব বৃত্তিকারের সমুচ্চয়োক্তি অযুক্তিযুক্ত বলিয়া নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। সাধকগণ সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক, কেবল জ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ করেন, ইহাই এই গীতা-শাস্ত্রে ও অন্যান্য সকল উপনিষদে বিনিশ্চিত হইয়াছে। অধুনা জ্ঞান ও কর্ম্ম এই উভয়ের মধ্যে একটী নিশ্চয় করিয়া আমাকে বলুন, ইত্যাদি অর্জ্জুনকৃত প্রার্থনাও উপপন্ন হইল। (জ্ঞান-কর্ম্মের সমুচ্চয়

যাদ সম্বন্ধে আচার্য্যের বিস্তারিত অভিপ্রায় ২য় অধ্যায় ১১শ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।)

পূজ্যপাদ রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। ছান্দোগ্য ও কঠ উপনিষদে আত্মজ্ঞানাদির বিষয় যেরূপ রীতি অবলম্বনপূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে, এই গীতাশাস্ত্রে অর্জ্জুনের প্রতি ভগবদুপদেশও তদনুরূপ। মহাত্মা রামানুজ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা উপলক্ষে উক্ত বিষয়েরই সবিশেষ বিচার করিয়াছেন।

স্থূলদর্শী মুমুক্ষুবর্গের হিতার্থ প্রজাপতি (অথ যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহর পুণ্ডরীকং বেশ্মদহরোঽস্মিন্নন্তরাকাশঃ ইত্যাদি) ছান্দোগ্য উপনিষদ, অষ্টম প্রপাঠক, প্রথম খণ্ড, প্রথম সূত্র হইতে দহর বিদ্যার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। দহর বিদ্যার স্থূল অর্থ হৃদয়-পুণ্ডরীকে সগুণ ব্রহ্মোপাসনা। উক্ত দহর বিদ্যা প্রকরণের উপরস্থিত প্রজাপতির বাক্যসমূহ বিচার পূর্ব্বক নির্ণীত হইয়াছে যে, দহর শব্দেরই অর্থ ব্রহ্ম, বিষ্ণু বা ঈশ্বর। এতদর্থ প্রতিপাদনোদ্দেশেই, ভগবান্ বেদব্যাস স্বকৃত ব্রহ্মসূত্রে "দহর উত্তরেভ্যঃ" (ব্রহ্মসূত্র ১ম অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২১ সূত্র) এই সূত্র সন্নিবেশ করিয়াছেন। এই দহর বিদ্যা উপদেশের ফল স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, "এষ সম্প্রসাদো-ঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে" (ছান্দোগ্য ৮।৩।১) এই সম্প্রসাদ (প্রত্যগাত্মা) এই শরীরের অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরং জ্যোতি প্রাপ্ত হইয়া স্বরূপ সম্প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর "কোন্ স্বরূপ ?" ইহার উত্তররূপে প্রজাপতি বলিয়াছেন যে, "য আত্মা অপহতপাপ্মা, বিজরো, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ, অবিজিঘৎসঃ, অপিপাসঃ, সত্যকামঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, সোঽন্বেষ্টব্যঃ, স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ; স সর্ব্বাংশ্চ লোকানাপ্নোতি সর্ব্বাংশ্চ কামান্, যস্তমাত্মানমনুবিদ্য বিজানাতি।" যে আত্মা অপাপী, অজর, অমর, অশোক, ভোজনেচ্ছা-বিহীন, সত্যকাম (যাঁহার কামনা কখনও বিফল হয় না), সত্যসঙ্কল্প (সুতরাং কাম-হেতু-ভূত সঙ্কল্পও যাঁহার সত্য), সেই আত্মাকে অন্বেষণ করিবে এবং আচার্য্যের নিকট তদ্বিষয়ক কথা জিজ্ঞাসা করিবে। যে ব্যক্তি শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে সেই আত্মাকে নিজ জ্ঞানবিষয়ীভূত করেন, তিনি সকল লোক এবং সর্ব্ববিধ কামনা লাভ করেন, অর্থাৎ তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই

থাকে না। উক্ত দুই শ্রুতির নির্গলিতার্থ বিবৃত হইতেছে। প্রত্যগাত্মার (জীবের) অপহতপাপ্মত্বাদিগুণ স্বাভাবিক হইলেও, সংসার-দশায় উক্ত গুণগণ কর্ম্মাখ্য অবিদ্যার আবরণে আবৃত থাকে; সুতরাং কর্ম্ম-বশে আনন্দাদি গুণগণ আত্মাতে সঙ্কুচিত ভাবে অবস্থান করে; কিন্তু যখন জীব শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশানুসারে আত্মবস্তুকে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এতৎ ত্রিবিধ অবস্থা এবং স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এতৎ ত্রিবিধ শরীর হইতে অতীতরূপে একান্ত নিশ্চয় করিয়া শরীরাদিতে অভিমান পরিত্যাগ করে, তখন সেই পরং জ্যোতিঃ বা পরমাত্মার বিকাশে জীবের অবিদ্যা তিরোহিত হয় এবং অপহতপাপ্মত্বাদি স্বাভাবিক গুণনিচয় আবির্ভূত হয়, অর্থাৎ যাহা আবৃত থাকে তাহাই প্রকাশিত হয়, নূতন করিয়া কিছু উৎপন্ন হয় না। কর্দ্দম-লিপ্ততা প্রযুক্ত তিরোহিত-প্রকাশ মণি প্রক্ষালন করিলে কোন নূতন তেজ প্রকাশ করে না, তাহার যে তেজ পূর্ব্বে ছিল, সেই স্বাভাবিক তেজই প্রকাশিত হয় মাত্র। মৃত্তিকা অপসারণ করতঃ জলাশয় খনন করিলে, তাহা হইতে কিছু নূতন জল সমুদ্ভূত হয় না; সেখানে যে জল সৎরূপে ছিল এবং মৃত্তিকার আবরণে অসৎ বলিয়া প্রতীত হইতে ছিল, তাহাই (সেই সদ্রূপ জলই) প্রকাশিত হয় মাত্র। এইরূপ হেয় গুণগণ ধ্বংস হইলে আত্মার নিত্য গুণগণই প্রকাশিত হয় মাত্র, নূতন গুণ আর কিছুই জন্মে না। প্রজাপতি, এই স্বরূপাবির্ভাবকেই জীবের চরম ফলরূপে নির্দ্দেশ করিয়া, দহর বিদ্যার উপসংহার করিয়াছেন।

বাজশ্রবসের পুত্র নচিকেতাকে যমরাজ যে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ প্রদান করেন, কঠোপনিষদে তাহাই বর্ণিত আছে। উক্ত তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ প্রসঙ্গে যমরাজ নচিকেতাকে বলিলেন, "হে নচিকেতা! অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষ-শোকৌ জহাতি" (কঠ ২। ১২); "সেই দেবতাকে অধ্যাত্মযোগ দ্বারা জ্ঞাত হইয়া, জীব হর্ষশোক পরিত্যাগ করে, অর্থাৎ হর্ষশোকের অধিকার অতিক্রম করে" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্যাবধারণ করিলে দেখা যায় যে, এই দেবতাকে জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। এস্থলে যমরাজ নচিকেতাকে ইঙ্গিতে ইহাই বুঝাইতেছেন, বা বিধি প্রদান করিয়াছেন যে, "এই দেবতাই বিজিজ্ঞাসিতব্য" এবং আমি যে তোমাকে পরম আত্ম-বিদ্যা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, ইহাই (এই দেবকে জানাই)

তাহার প্রধান অঙ্গ। আর "অধ্যাত্ম যোগ দ্বারা" এই কথা বলিয়া যমরাজ প্রত্যগাত্ম জ্ঞানের বিষয়ই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। তদনন্তর "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" (কঠ ২। ১৮) ইত্যাদি শ্রুতিতে যমরাজ নচিকেতাকে ইহাই বলিতেছেন যে, প্রত্যগাত্মার (জীবের) প্রকৃত স্বরূপ শুদ্ধ; কারণ জীবের জন্ম-বিনাশাদি নাই (গীতা দ্বিতীয় অধ্যায় ২০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তদনন্তর "অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মাস্য জন্তোর্নিহিতং গুহায়াং" (কঠ ২। ২০) এই শ্রুতি হইতে আরম্ভ করিয়া "মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি" (কঠ ২। ২২) এবং "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্।" (কঠ ২। ২৩) ইত্যাদি শ্রুতিতে সেই পরমাত্মার উপাসনাই যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ সাধন এবং সেই উপাসনাই যে ভক্তি তাহাও প্রতিপাদিত হইয়াছে; অর্থাৎ সেই আত্মা অণু হইতেও অণু, মহৎ হইতেও মহৎ, তিনি এই প্রাণী সমূহের হৃদয়গুহায় বা পঞ্চকোষপরম্পরারূপ গুহা মধ্যে অবস্থিত; তিনি মহৎ, তিনি বিভু (সর্ব্বব্যাপী), ধীরব্যক্তি তাঁহাকে জানিয়া শোক প্রকাশ করেন না। বেদাধ্যাপন, গ্রন্থার্থাবধারণ-শক্তি, বা বহু শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায় না; এই আত্মা, আত্মস্বরূপ সন্দর্শনার্থ যে ভাগ্যবানকে বরণ করেন, ভগবৎকৃপাপাত্র সেই জীবই তাঁহাকে লাভ করে, এবং এবম্ভূত ব্যক্তির নিকটই তিনি নিজ তনু প্রকাশ করেন; ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ অচিন্ত্যৈশ্বর্য্য ভগবান্ ভক্ত-বৎসল; সুতরাং যিনি তাঁহাকে ভক্তি করেন তিনি তাঁহার প্রতি কৃপা পূর্ব্বক নিজ স্বরূপ দর্শনোপযোগী সামর্থ্য প্রদান করিয়া তাঁহাকে কৃতকৃতার্থ করেন, বা নিজ তনু তাঁহার নিকট প্রকাশিত করেন। ইহাদ্বারা যমরাজ প্রধানতঃ ইহাই দেখাইলেন যে, একমাত্র ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির সাধন। তদনন্তর "বিজ্ঞানসারথির্যস্তু মনঃপ্রগ্রহবান্ নরঃ। সোঽধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" (কঠ ৩।৯) "যাহার বিজ্ঞান সারথি, মন প্রগ্রহ (লাগাম), সেই ব্যক্তি সংসার-মার্গের অবসানস্বরূপ বিষ্ণুর সেই পরম পদ লাভ করে অর্থাৎ আর তাহাকে সংসার-পথের পথিক হইতে হয় না।" এই শ্রুতিতে পরবিদ্যার ফলই বিষ্ণুর পরম-পদ-প্রাপ্তি, ইহাই প্রতিপাদন করিয়া যমরাজ প্রস্তাবিত প্রকরণের উপসংহার করিয়াছেন।

এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রেও পূর্ব্বে (২য় অধ্যায়ে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই নিখিল গুণান্বিত পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম প্রাপ্তির একমাত্র উপায়ভূত যে ঈশ্বরৈকনিষ্ঠ আত্যন্তিক ভক্তিযোগের বিষয় সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদান করিবেন ; এবং বেদন উপাসন ধ্যানাদি যে ভক্তিযোগেরই নামান্তরমাত্র, আত্মযাথাত্ম্য দর্শন সেই ভক্তিযোগেরই অঙ্গভূত। প্রজাপতি ছান্দোগ্যে এই আত্মদর্শনের বিষয়ই "য আত্মাপহতপাপ্মা" ইত্যাদি বাক্যে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। এবং "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ইত্যাদি কঠশ্রুতিতে যমরাজ উক্ত বিষয়েরই উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। (গীতার ২য় অধ্যায় ২০ শ্লোক আদি দ্রষ্টব্য)।

পূর্ব্বে আরও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "আত্মা নিত্য" এইরূপ জ্ঞান পূর্ব্বক নিষ্কামকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যে জ্ঞান স্বতঃ সমুদ্ভূত হইবে, সেই জ্ঞানযোগ দ্বারাই ভক্তি সঞ্জাত হয়। জ্ঞান, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগসাধ্য। ভক্তি জ্ঞানযোগ-সাধ্য। স্থূল কথা, ছান্দোগ্য এবং কঠোপনিষদে প্রজাপতি ও যমরাজ যেরূপ পরবিদ্যোপদেশের প্রারম্ভ করিয়াছেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও মুমুক্ষু অর্জ্জুনকে উপদেশ প্রদানের প্রারম্ভেও সেইরূপই করিয়াছেন এবং উপসংহারাদিও উক্ত রীতিতেই করিবেন। তৎসমূহ যথাস্থানে দ্রষ্টব্য। ("নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ" ইত্যাদি কঠশ্রুতির তাৎপর্য্য গীতার ১০ম অধ্যায় ১০-১১ প্রভৃতি শ্লোকে দ্রষ্টব্য, এবং "বিজ্ঞান সারথির্যস্তু" এই কঠশ্রুতির বা উপসংহার শ্রুতির তাৎপর্য্য গীতার ১৮শ অধ্যায়ে ৬২ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। উপস্থিত চারি অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত সসাধনআত্ম দর্শনের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইবে।)

টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমস্ত গীতা শাস্ত্রার্থ সূত্রিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ের প্রথমে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা, তদনন্তর তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি, তদনন্তর তজ্জনিত শমদমাদি রাজধর্ম্ম সাধন পূর্ব্বক সর্ব্ব ধর্ম্ম সন্ন্যাস, তদনন্তর তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্য বিচারসহকৃত ভগবদ্ভক্তি নিষ্ঠা, তদনন্তর তজ্জনিত তত্ত্ব-জ্ঞাননিষ্ঠা, তাহার ফলস্বরূপ সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী অবিদ্যার নিবৃত্তিজনিত প্রারব্ধ কর্ম্ম-ফল-সম্ভূত ভোগাবসান ও জীবন্মুক্তি, তদনন্তর বিদেহ-মুক্তি অর্থাৎ দেহাবসানসহকৃত ব্রহ্মময়তার প্রসঙ্গ এই

অধ্যায়ে উল্লিখিত হইয়াছে। জীবন্মুক্তি দশায়, পরম পুরুষার্থের আশ্রয়ে, পরবৈরাগ্য প্রাপ্তি সজ্ঘটিত হয়। দৈবসম্পদ প্রাপ্তিরূপ শুভ বাসনা তাহার অনুকূল, আসুর সম্পদরূপ অশুভবাসনা তাহার প্রতিকূল। সত্ত্ব-গুণ-প্রণোদিতা শ্রদ্ধা, দৈব সম্পদ প্রাপ্তির প্রবর্ত্তক এবং আসুরসম্পদরূপ অশুভ-বাসনা রজোগুণ ও তমোগুণের আতিশয্যজনিত। শুভবাসনার উপাদেয়তা এবং অশুভবাসনার হেয়তা বিভাগে এই শাস্ত্রার্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে 'যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি' (২।৪৮) ইত্যাদি শ্লোকে অন্তঃকরণ-শুদ্ধির সাধনভূত যে নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার প্রসঙ্গ সূত্রিত হইয়াছে, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে তাহা বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। তদনন্তর শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির, শমদমাদি সাধন পূর্ব্বক, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসনিষ্ঠার প্রসঙ্গ 'বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্' (২।৭১) ইত্যাদি শ্লোকে সূত্রিত হইয়াছে; পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে, এবং উহাতেই 'তত্ত্বমসি', এই মহাবাক্য মধ্যস্থ 'ত্বম্' পদার্থও নিরূপিত হই-য়াছে। তদনন্তর 'যুক্ত আসীত মৎপরঃ' (২।৬১) ইত্যাদি শ্লোকে বেদান্ত মহাবাক্য বিচারের সহিত বহু প্রকার ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠা সূত্রিত হইয়াছে; সপ্তম, অষ্টম, নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ এই ছয় অধ্যায়ে সেই প্রসঙ্গই বিস্তারিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, উহাতে মহাবাক্য মধ্যস্থ 'তৎ' পদার্থও নিরূপিত হইয়াছে। তদনন্তর 'বেদাবিনাশিনং নিত্যম্' (২।২১) ইত্যাদি শ্লোকে তৎপদার্থের সহিত অভিন্নতা-বোধজনিত যে তত্ত্বজ্ঞান-নিষ্ঠার প্রসঙ্গ সূত্রিত হইয়াছে, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে তাহাই আলোচিত হইয়াছে। "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" (২।৪৫) ইত্যাদি শ্লোকে যে প্রকৃতি ও পুরুষ বিষয়ক বোধের দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠার ফল সূত্রিত হইয়াছে, চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গুণাতীত-লক্ষণের বিবরণ দ্বারা সেই জীবন্মুক্তির বিষয় স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "তদাগন্তাসি নির্ব্বেদং" (২।৫২) ইত্যাদি শ্লোকে যে পরম বৈরাগ্য নিষ্ঠার বিষয় সূত্রিত হইয়াছে, সংসার-রূপ মহীরূপের ছেদন দ্বারা তাহা সাধ্য, ইহাই পঞ্চদশ অধ্যায়ে বিস্তারিত-রূপে আলোচিত হইয়াছে। স্থিতপ্রজ্ঞ-লক্ষণ প্রসঙ্গে 'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ' (২।৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে পরম বৈরাগ্যের শুভসাধিনী দৈবী সম্পদের উপাদেয়ত্ব এবং "যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং" (২।৪২) ইত্যাদি শ্লোকে

তদ্বিরোধী আসুরী সম্পদের হেয়ত্ব সূচিত হইয়াছে,ষোড়শ অধ্যায়ে তাহাই বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। "নির্দ্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থঃ" ইত্যাদি (২।৪৫) শ্লোকে দৈবী সম্পদের সাত্বিকী শ্রদ্ধাই অসাধারণ কারণরূপে সূচিত হইয়াছে, সপ্তদশ অধ্যায়ে বিরোধী রাজসী ও তামসী শ্রদ্ধার পরিহার দ্বারা, তাহারই বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পঞ্চাধ্যায়ে জ্ঞান-নিষ্ঠার সফলতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত প্রসঙ্গ সমূহের উপসংহার করা হইয়াছে। দ্বিতীয়াধ্যায়ে শ্রীভগবান্ সাংখ্য বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধিঃ" (২।৩৯) এই বাক্যে জ্ঞান নিষ্ঠার প্রসঙ্গ প্রকীর্ত্তিত করিয়াছেন এবং যোগ বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "যোগে ত্বিমাং শৃণু" (২। ৩৯) হইতে "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে—মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি" (২। ৪৭) এই পর্য্যন্ত বাক্য দ্বারা কর্ম্ম নিষ্ঠার বিষয় বিবৃত করিয়াছেন। কিন্তু এই উভয় নিষ্ঠার অধিকারিভেদ বিষয়ক ব্যবস্থা ভগবৎ কর্ত্তৃক সুস্পষ্টরূপে উপদিষ্ট হয় নাই, অথবা একই ব্যক্তির উভয় নিষ্ঠার অধিকারিত্বও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই; সুতরাং ইহাতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় সপ্রমাণিত হইতেছে না। কারণ "দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাৎ ধনঞ্জয়" (২। ৪৯) এই শ্লোক আলোচনা করিলে, বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্ম্মনিষ্ঠা নিকৃষ্ট বলিয়াই উপলব্ধ হয়। অপিচ "যাবানর্থ উদপানে" (২। ৪৬ এই শ্লোকে সর্ব্ব কর্ম্ম জনিত ফল, জ্ঞানফলের অন্তর্নিহিত আছে, এই অভিপ্রায় বিন্যস্ত থাকায়, জ্ঞান নিষ্ঠারই প্রাধান্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বিবৃত করিয়া "এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ" (২। ৭২) জ্ঞানফলের এই প্রশংসা-সহকৃত উপসংহার করিয়াছেন। 'যা নিশা সর্ব্বভূতানাং' (২।৬৯) ইত্যাদি শ্লোকে দ্বৈত-দর্শন-বিরহিত জ্ঞানী পুরুষের কর্ম্মানুষ্ঠান-অসম্ভব, এবং অবিদ্যা নিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-ফলের জ্ঞান মাত্রই সাধন, ইহাই সূচিত হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, 'তোমাকে জানিয়া মনুষ্য অতি-মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়, উপায়ান্তর নাই।' অতএব আলোক ও অন্ধকারের ন্যায় বিরোধী জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় যখন অসম্ভব এবং তদুভয়ের ভিন্নাধিকারিকত্ব বাস্তবিকই সম্ভব, তখন একমাত্র অর্জ্জুনকে উভয় নিষ্ঠা বিষয়ক উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত নহে। যদি অর্জ্জুনকে

কর্ম্মাধিকারী বলিয়া স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি জ্ঞাননিষ্ঠার উপদেশ প্রদান করা সমীচীন নহে এবং যদি তাঁহাকে জ্ঞানাধিকারী মনে করা যায়, তাহা হইলে তাঁহাকে কর্ম্মনিষ্ঠা বিষয়ক পদেশ উপ্রদান করা বিধেয় নহে। যদি বল যে, একই ব্যক্তির প্রতি বিকল্পে উভয় উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহাও হইতে পারে না, কারণ উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট এতদুভয়ের বিকল্প অসিদ্ধ এবং অবিদ্যা নিবৃত্তির ফলস্বরূপ আত্ম-জ্ঞান-জনিত মোক্ষের কোন প্রকার তারতম্য কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মনিষ্ঠার অধিকারী যখন ভিন্ন এবং বিরুদ্ধতা হেতু উভয়ের সমুচ্চয় অসম্ভব, কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানই যখন শ্রেষ্ঠতর, তখন সেই উৎকৃষ্ট ও অনায়াস-সাধ্য জ্ঞানকে পরিত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট এবং অনেক আয়াস-সাধ্য কর্ম্মানুষ্ঠান নিতান্ত যুক্তি-বিরহিত। এইরূপ চিন্তায় আকুলিত-চিত্ত অর্জ্জুন বলিতেছেন,—'হে জনার্দ্দন! যদি কর্ম্মাপেক্ষা আত্ম-তত্ত্ব বিষয়িণী বুদ্ধি প্রশস্ততরা বলিয়া তোমার বোধ হয়, তবে কেন তুমি আমার ন্যায় অতি ভক্ত জনকে এই হিংসাত্মক আয়াস-সাধ্য যুদ্ধরূপ ক্রূর কর্ম্মে 'কর্ম্মণ্যে-বাধিকারস্তে' ইত্যাদি আদেশ বাক্যে বিনিয়োজিত করিতেছ?' মূলে 'জনার্দ্দন' ও 'কেশব' এই দুইটী সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহার নিকট সর্ব্বজন অভিলষিত সিদ্ধির প্রার্থনা করে তিনিই জনার্দ্দন। কেশব শব্দ সর্ব্বেশ্বর প্রতিপাদক। যিনি সর্ব্বেশ্বর তিনি অবশ্যই সকল ইষ্ট সাধনে সক্ষম। আমি পূর্ব্বেই "শিষ্যস্তেঽহং" ইত্যাদি বাক্যে বিনীত ও শরণাগত শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমার সহিত প্রতারণা করা তোমার কখনই উচিত হয় না ॥ ১ ॥

—:o:—

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—ব্যামিশ্রেণ (অনিশ্চিতেন কদাচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা কদাচিদ্ বা জ্ঞানপ্রশংসা ইত্যেবংরূপেণ সন্দেহজনকেন) বাক্যেন (উপদেশেন) এব মে (মম) বুদ্ধিং (জ্ঞানং) মোহয়সি (ভ্রমাচ্ছন্নাং করোষি) ইব (ত্বন্তু মোহসম্ভাবনাবিরহিতঃ তথাপি চিত্তশুদ্ধিবিরহিতস্য মম মোহো

ভবতীতি ভাবঃ) তৎ একং (জ্ঞানং বা কর্ম্ম বা উভয়োর্ম্মধ্যে একং) নিশ্চিত্য (অবধার্য্য) বদ (ব্রূহি) যেন (জ্ঞানেন কর্ম্মণা বা) অহং শ্রেয়ঃ (মোক্ষং) আপ্নুয়াম্ (প্রাপ্স্যামি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—অনিশ্চিত বাক্য-দ্বারাই আমার জ্ঞান ভ্রমাচ্ছন্ন করিতেছ যেন তাহার এক স্থির-করিয়া বল যাহা-দ্বারা আমি মোক্ষ পাইতে-পারি ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—তুমি স্বয়ং মোহাতীত হইলেও, কখন কর্ম্মের কখন বা জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া, আমার বুদ্ধিকে যেন সন্দেহ-সমাকুল করিয়া দিতেছ। এক্ষণে জ্ঞান ও কর্ম্ম এতদুভয়ের কোনটির অনুষ্ঠান করিলে আমি মোক্ষ লাভের অধিকারী হইব, তাহা অবধারিতরূপে নির্দ্দেশ কর ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।— অথ স্মার্ত্তেনৈব কর্ম্মণা সমুচ্চয়ঃ সন্ন্যাসিনাং ভগবতোক্তঃ অর্জ্জুনেন চাবধারিতশ্চেৎ "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি" ইত্যাদি কথং যুক্তং বচনং, কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণেতি যদ্যপি বিবিক্তাভিধায়ী ভগবান্ তথাপি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামিশ্রমিব ভগবদ্বাক্যং প্রতিভাতি, তেন মম বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মম মন্দবুদ্ধের্ব্যামোহাপনয়নায় হি প্রবৃত্তস্তু কথং মোহয়স্যতো ব্রবীমি বুদ্ধিং মোহয়সীবেতি মমেতি। ত্বন্তু ভিন্নকর্ত্তৃকয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোরেকপুরুষানুষ্ঠানাসম্ভবং যদি মন্যসে, তত্রৈবং সতি তৎ তয়োরেকং বুদ্ধিং কর্ম্ম বা ইদমেবার্জ্জুনস্য যোগ্যং বুদ্ধিশক্ত্যবস্থানুরূপমিতি নিশ্চিত্য বদ ব্রূহি, যেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা বান্যতরেণ শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়ামিতি যদুক্তং, তদপি নোপপদ্যতে। যদি হি কর্ম্মনিষ্ঠায়াং গুণভূতমপি জ্ঞানং ভগবতোক্তং স্যাৎ তৎ কথং তয়োরেকং বদেতি একবিষয়ৈবার্জ্জুনস্য শুশ্রূষা স্যাৎ নহি ভগবতোক্তমন্যতরদেব জ্ঞানকর্ম্মণোর্বক্ষ্যামি, নৈব দ্বয়মিতি। যেনোভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমান একমেব প্রার্থয়েৎ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—যত্তু বৃত্তিকারৈরুক্তং শ্রৌতেন স্মার্ত্তেন চ কর্ম্মণা সমুচ্চয়ো গৃহস্থানাং শ্রেয়ঃসাধনমিতরেষাং স্মার্ত্তেনৈবেতি ভগবতোক্তমর্জ্জুনেন চ নির্দ্ধারিতমিতি তদেতদনুবদতি অথেতি। তৎ কিমিত্যাদ্যুপালম্ভবচনমনুপপন্নং কর্ম্মমাত্রসমুচ্চয়বাদিনো ভগবতো নিয়োজনাভাবাদিতি দূষয়তি তৎ কিমিতি। ইতশ্চ প্রশ্নসমুচ্চয়ানুসারী ন ভবতীত্যাহ কিঞ্চেতি। ভগবতো বিবিক্তার্থবাদিত্বাদযুক্তং ব্যামিশ্রেণেত্যাদিবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। যদি ভগবদ্বচনং সঙ্কীর্ণমিব তে ভাতি, তর্হি তেন মদীয়বুদ্ধিব্যামোহনমেব তস্য বিবক্ষিতমিতি কিমিতি মোহয়সীবেত্যুচ্যতে

তন্মাহ মমেতি। জ্ঞানকর্ম্মণী মিথোবিরোধাৎ যুগপদেকপুরুষানুষ্ঠেয়তয়া ভিন্নকর্ত্তৃকে কথ্যেতে, তথা চ তয়োরন্যতরস্মিন্নেব ত্বং নিযুক্তো ন তু তে বুদ্ধিব্যামোহনমভিমতমিতি ভগবতো মতমনু-বদতি ত্বমিতি। তদেকমিত্যাদিপ্রশ্নাকাঙ্ক্ষেনোত্তরমাহ তত্রেতি। উক্তং ভাগবতমতং সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে একমিত্যুক্তপ্রকারোক্তিঃ। একমিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি বুদ্ধিমিতি। নিশ্চয়প্রকারং প্রকটয়তি ইদমিতি। যোগ্যত্বং স্পষ্টয়তি বুদ্ধীতি। অস্য হি ক্ষত্রিয়স্য সতোঽন্তঃকরণস্য দেহ-শক্তেঃ সময়সমারম্ভাবস্থায়াশ্চেদমেব জ্ঞানং কর্ম্ম বানুগুণমিতি নির্দ্ধার্য্য ব্রূহি ইত্যর্থঃ। নিশ্চি-ত্যাস্য তয়োক্তৌ তেন শ্রোতুঃ শ্রেয়োঽবাপ্তিফলমাহ যেনেতি। তদেকমিত্যাদিবাক্যসাঙ্কর্য্য-মর্থমুক্ত্বা সমুচ্চয়স্য শাস্ত্রার্থত্বাভাবে তাৎপর্য্যমাহ যদি হীতি। গুণভূতমপি ইত্যাদিনা প্রধানভূত-মপি চেতি বিবক্ষিতং ন তূভয়প্রাপ্ত্যসম্ভবমাত্মনো মন্যমানস্যার্জ্জুনস্যান্যতরবিষয়া শুশ্রূষা ভবিষ্যতি নেত্যাহ ন হীতি। যথোক্তভগবদ্বচনাভাবে দ্বয়প্রাপ্ত্যসম্ভববুদ্ধ্যা নান্যতরপ্রার্থনা সম্ভবতীত্যাহ যেনেতি। ন হি তথাবিধং ভগবদ্বচনং ভবতেষ্টং ভগবতঃ সমুচ্চয়বাদিত্বাঙ্গীকারাদতস্তদভাবাদুক্ত-বুদ্ধ্যা ন যুক্তান্যতরপ্রার্থনেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

রামানুজ।—ব্যামিশ্রেণেতি। অতো ব্যামিশ্রবাক্যেন মাং মোহয়সীবেতি মে প্রতি-ভাতি, তথাহ্যাত্মাবলোকনসাধনভূতায়াঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারোপরতিরূপায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তদ্বিপর্য্যয়-রূপং কর্ম্মসাধনং তদেব কুর্ব্বিতি বাক্যং বিরুদ্ধম্। ব্যামিশ্রমেব তস্মাদেকমসম্মিশ্রং বাক্যং বদ, যেন বাক্যেনাহমনুষ্ঠেয়রূপং নিশ্চিত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণৈব সঙ্কীর্ণেনৈব বুদ্ধিং মোহয়সীব, কদাচিৎ কর্ম্ম শ্রেয় ইতি, কদাচিদ্বুদ্ধিঃ শ্রেয়সীতি চ, সঙ্কীর্ণেনেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মোহং নয়সীব মে, তৎ তস্মাদেকমনুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্য বদ, যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো-ঽহমাপ্নুয়াম্।

শ্রীধর।—নমু "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি। কচিৎ কর্ম্মপ্রশংসা কচিজ্‌জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব যদ্বাক্যং, তেন মে মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্ব্বন্ মোহয়সীব পরমকারুণিকস্য তব মোহকত্বং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতি ইতীবশব্দেনোক্তং, অত উভয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা অহং ইদমেব শ্রেয়ঃসাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

বলদেব।—ব্যামিশ্রেণেতি। সাঙ্খ্যবুদ্ধিযোগবুদ্ধ্যোরিন্দ্রিয়নিবৃত্তিতৎপ্রবৃত্তিরূপয়োঃ সাধ্যসাধকভাববোধি যদ্বাক্যং তদ্ব্যামিশ্রমুচ্যতে তেন মে বুদ্ধিং মোহয়সীব। বস্তুতস্তু সর্ব্বে-শ্বরস্য মৎসখস্য চ তে মন্মোহকতা নাস্ত্যেব মদ্বুদ্ধিদোষাদেবং প্রত্যেম্যহমিতীবশব্দার্থঃ। তৎ তস্মাদেকমব্যামিশ্রং বাক্যং বদ। "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ" ইত্যাদিকং শ্রুতিবৎ। যেনাহমনুষ্ঠেয়ং নিশ্চিত্যাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রাপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—নমু নাহং কঞ্চিদপি প্রতারয়ামি, কিং পুনস্ত্বামতিপ্রিয়ং, অত্র কিং মে প্রতারণাচিহ্নং পশ্যসীতি চেৎ তত্রাহ ব্যামিশ্রেণেবেতি। তব বচনং ব্যামিশ্রং ন ভবত্যেব মম ত্বেকাধিকারিকত্বভিন্নাধিকারিকত্বসন্দেহাদ্ব্যামিশ্রং সঙ্কীর্ণার্থমিব তেঁ যদ্বাক্যং মাং প্রতি জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠাদ্বয়প্রতিপাদকং, তেন বাক্যেন ত্বং মে মম মন্দবুদ্ধের্ব্বাক্যতাৎপর্য্যপরিজ্ঞানাৎ বুদ্ধিমন্তঃকরণং মোহয়সীব ভ্রান্ত্যা যোজয়সীব পরমকারুণিকত্বাৎ ত্বং ন মোহয়স্যেব, মম তু স্বাপরাধদোষান্মোহো ভবতীতি ইবশব্দার্থঃ। একাধিকারিত্বে বিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চয়ানুপপত্তেরেকার্থত্বাভাবেন চ বিকল্পানুপপত্তেঃ প্রাগুক্তের্যদ্যধিকারিভেদং মন্যসে, তদৈকং মাং প্রতিবিরুদ্ধয়োর্নিষ্ঠয়োরুপদেশাযোগাৎ তৎ জ্ঞানং বা একমেবাধিকারং মে নিশ্চিত্য বদ, যেনাধিকারনিশ্চয়পুরঃসরমুক্তেন ত্বয়া ময়া চানুষ্ঠিতেন জ্ঞানেন কর্ম্মণা চৈকেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্নুয়াং যোগ্যঃ স্যাম্। এবং জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োরেকাধিকারিত্বে বিকল্পসমুচ্চয়য়োরসম্ভবাদধিকারিভেদজ্ঞানার্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্ন ইতি স্থিতম্। ইহেত্যন্যেষাং কুমতং সমস্তং শ্রুতিস্মৃতিন্যায়বলান্নিরস্তম্। পুনঃ পুনর্ভাষ্যকৃতাতিযত্নাদতো ন তৎ কর্ত্তুমহং প্রবৃত্তঃ। ভাষ্যকারমতসারদর্শিতা গ্রন্থমাত্রমিহ যোজ্যতে ময়া। আশয়ো ভগবতঃ প্রকাশ্যতে কেবলং স্ববচসো বিশুদ্ধয়ে ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু তব জ্ঞাননিষ্ঠায়ামনধিকারাৎ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিতি মাং ব্রবীষীত্যাশঙ্ক্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি। ব্যামিশ্রেণ অবিবিক্তেন ইব ইবশব্দো বিবিক্তেঽপি বুদ্ধিদোষাদবিবিক্ততাং গৃহ্ণামীতি সূচয়তি, এতেন বাক্যেন "ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" ইতি ক্বচিদ্বেদনিষ্ঠাং ত্যাজয়সি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইতি তামেব চ গ্রাহয়সি, তথা "নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ভব" ইতি চ নিবৃত্তিমার্গং উপদিশসি, "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইতি প্রবৃত্তিমপ্যুপদিশসি, ন হ্যেকেন ময়া যুগপদুভয়ং স্থিতিগতিবদনুষ্ঠাতুং শক্যং, অতো মে মম বুদ্ধিং মোহয়সীব। বস্তুতস্তু মম মোহং নাশয়িতুং প্রবৃত্তোঽসীতি ইবশব্দেনোচ্যতে। তৎ তয়োর্মধ্যে যদেকং প্রধানং মদ্যোগ্যং তৎ নিশ্চিত্য বদ, যেনানুষ্ঠিতেনাহং শ্রেয়ঃ কল্যাণং আপ্নুয়াম্ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—ভো বয়স্য অর্জ্জুন! সত্যং গুণাতীতা ভক্তিঃ সর্ব্বোৎকৃষ্টৈব, কিন্তু সা যাদৃচ্ছিকমদৈকান্তিকমহাভক্তকৃপৈকলভ্যত্বাৎ পুরুষোদ্যমসাধ্যা ন ভবতি। অতএব "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব" গুণাতীতয়া মদ্ভক্ত্যা ত্বং নিস্ত্রৈগুণ্যো ভূয়া ইত্যাশীর্ব্বাদ এব দত্তঃ। সচ যদা ফলিষ্যতি তদা তাদৃশযাদৃচ্ছিকৈকান্তিকভক্তকৃপয়া প্রাপ্তামপি লপ্স্যসে। সাম্প্রতন্তু "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইতি মদুক্তমেবেতি চেৎ সত্যং তর্হি কর্ম্মৈব নিশ্চিত্য কথং ন ব্রূষে কিমিতি সন্দেহসিন্ধৌ মাং ক্ষিপসীত্যাহ ব্যামিশ্রেণেতি। বিশেষত আ সম্যক্ তয়া মিশ্রণং নানাবিধার্থমিলনং যত্র তেন বাক্যেন মে বুদ্ধিং মোহয়সি। তথাহি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যুক্ত্বাপি "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্"। ইতি। "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" যোগশব্দবাচ্যং জ্ঞানমপি

ব্রবীষি। "বলং তে মোহকলিলম্" ইত্যনেন জ্ঞানং কেবলমপি ব্রবীষি। কিন্তাত্রৈবশব্দেন মদ্বাক্যস্য বস্তুতো নাস্তি নানার্থবিমিশ্রিতত্বং নাপি কৃপালোস্তব মন্মোহনেচ্ছা, নাপি মম তত্ত্বার্থানভিজ্ঞত্বং, কিন্তু স্পষ্টীকৃত্য এব তব কথনমুচিতমিতি ভাবঃ। অয়ং গূঢ়োঽভিপ্রায়ঃ রাজসাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাৎ সাত্ত্বিকং কর্ম্ম শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং তচ্চ সাত্ত্বিকমেব। নির্গুণা ভক্তিশ্চ তস্মাদতিশ্রেষ্ঠৈব। তত্র সা যদি ময়ি ন সম্ভবেদিতি ব্রূষে, তদা সাত্ত্বিকং জ্ঞানমেবৈকং মামুপদিশ। ততএব দুঃখময়াৎ সংসারবন্ধনান্মুক্তো ভবেয়মিতি ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। সুখদুঃখময় সংসার-চক্রে ঘূর্ণিত মানবগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ এই গীতা শাস্ত্রে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্মের সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়া গৃহাশ্রমীর প্রতি কর্ম্মের প্রাধান্য ও জ্ঞানের অপ্রাধান্য দেখাইয়াছেন এবং জ্ঞানলোভী অর্জ্জুনও তাহাই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। প্রাচীন টীকাকারগণ গীতার উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। কিন্তু উক্ত ব্যাখ্যা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কারণ, যদি প্রাগুক্ত কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপনই ভগবানের অভিপ্রায় এবং অর্জ্জুনেরও তাহাই স্থিরসিদ্ধান্ত হইয়া থাকে তবে "তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব" ইত্যাদি প্রশ্নে অর্জ্জুন কর্ম্মের নিন্দা করিলেন কেন? আর দেখ, যদ্যপি অধিকারিভেদে জ্ঞান কর্ম্মের পৃথক্ উপাসনা করিবে, ইহাই ভগবান্ বলিয়াছেন স্বীকার করা যায়, তথাপি অর্জ্জুন অতি মন্দমতি বলিয়া বুদ্ধি-দোষে পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্য তাঁহার নিকট যেন সঙ্কীর্ণের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। অতএব তিনি অতি বিনীতভাবে জানাইতেছেন, হে ভগবন্! আপনি শরণাগত অজ্ঞজনের মোহ দূরীকরণার্থ প্রবৃত্ত হইয়া, কখন কর্ম্মের প্রশংসা, কখন বা জ্ঞানের প্রশংসাসূচক সন্দেহজনক ব্যামিশ্র বাক্য দ্বারা আমার চিত্তকে উভয় দিকে দোলায়িত করতঃ অতিশয় মোহিত করিতেছেন। আপনি পরম দয়ালু, কপট-বাক্যে শরণাগত ব্যক্তিকে মোহিত করা আপনার ন্যায় মহাপুরুষের কখনও সম্ভবপর নহে; আমারই বুদ্ধিদোষে এইরূপ ভ্রান্তি বোধ হইতেছে। "ইব" শব্দ দ্বারা ইহা প্রকটিত হইল। আর যদি এক পুরুষ কর্ত্তৃক জ্ঞান ও কর্ম্মের যুগপদনুষ্ঠান অসম্ভব, ইহাই আপনার অভিমত হয়, তবে জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কোন্‌টী প্রশস্ততর আমার ন্যায় দুর্ব্বোধের বুদ্ধিশক্তি ও অবস্থা বিবেচনা করিয়া তাহার উপদেশ প্রদান করুন। সেই তন্নিশ্চিত জ্ঞান বা কর্ম্মের উপাসনা করিয়া

আমি পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইব।" ইত্যাদি বাক্যে অর্জ্জুন যে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা কিরূপে উপপন্ন হইবে? কিংবা যদি প্রাচীন টীকাকারগণের মতে সমুচ্চিত কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, তবে "জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে একটী আমাকে বলুন" ইত্যাদি অর্জ্জুনের এক-বিষয়-শুশ্রূষা কেন হইবে? অতএব অবস্থাভেদে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই মুক্তির প্রযোজক, কেবল কর্ম্ম নহে।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরী মহাশয়ের অভিপ্রায়। অর্জ্জুনোক্ত পূর্ব্বশ্লোকের উত্তর স্বরূপে যদি ভগবান্ বলেন, যে, আমি কখনও কাহারও সহিত প্রতারণা করি না; তুমি তো আমার অতি প্রিয় পাত্র,সুতরাং তোমার সহিত তাদৃশ ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব। তুমি আমার ব্যবহারে কি প্রতারণার চিহ্ন পরিদর্শন করিয়াছ বল। এই আশঙ্কায় অর্জ্জুন বলিতেছেন, তোমার উপদেশ বাক্য সন্দেহ-সম্ভাবনা-বিরহিত হইলেও, মন্দবুদ্ধি আমি, তাহা জ্ঞান-কর্ম্ম-নিষ্ঠাদ্বয় প্রতিপাদক, সুতরাং ব্যামিশ্র বলিয়াই মনে করিতেছি এবং তজ্জন্য আমার অন্তঃকরণ ভ্রমাচ্ছন্ন হইয়াছে। তুমি পরম-করুণা-নিধান, অতএব তুমি যে ইচ্ছাপূর্ব্বক আমার চিত্তকে মোহাচ্ছন্ন করিতেছ, ইহা কদাপি সম্ভব নহে। কেবল আমার চিত্ত-শুদ্ধির অভাব ও ভ্রান্তি হেতু আমার অন্তঃকরণ মোহ-জালে সমাবৃত হইতেছে। মূলোক্ত 'ইব' শব্দে এই অর্থ স্ফুটিত হইতেছে। যদি অধিকারী ভেদে জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান আবশ্যক বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমি কোন্‌টির অধিকারী তাহা স্থিরীকৃত করিয়া বল। তুমি নিশ্চিতরূপে তাহা নির্দ্দেশ করিলে, আমিও সন্দেহশূন্য-হৃদয়ে তাহার অনুষ্ঠান করিব; অতএব যে উপায়ে মুক্তিলাভের যোগ্য হই, তাহারই উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। যুগপৎ জ্ঞান ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান অসম্ভব, সুতরাং তদুভয়ের একাধিকারিত্ব অসম্ভব। এই জন্যই অর্জ্জুন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য ভ্রমাত্মক কুমত সমূহ শ্রুতি, স্মৃতি ও ন্যায়ের বিরোধী।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায়। হে হৃদয়সখে অর্জ্জুন! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ; এই ত্রিগুণাতীতা ভক্তিই * যে

* "ভক্তিরস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনৈবামুষ্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥" (অথর্ব্ববেদীয় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ্, ১৫শ শ্রুতি) ভজ্ + ক্তি = ভক্তি।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহার কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু তাদৃশী ভক্তি আমার কোন একান্ত ভক্তজনের কৃপা হইলেই লব্ধ হইতে পারে; নতুবা পুরুষ স্বকীয় উদ্যম দ্বারা তাঁহা কদাপি লাভ করিতে পারে না। অতএব আমার প্রতি গুণাতীত ভক্তিযুক্ত হইয়া তুমি ত্রিগুণ বিরহিত হও। এই অভিপ্রায়ে

ভজ্ ধাতুর অর্থ ভজন। (এই) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণাদিরূপ ভজনের নামই "ভক্তি," বা শ্রবণাদিরূপ ভক্তির নামই "ভজন"। ভক্তি ও ভজন এতদুভয়ই একপর্য্যায়বাচী। ইহাই ভক্তির সাধারণ লক্ষণ। কিন্তু এই (শ্রবণাদি-লক্ষণা) ভক্তি যদি ইহলোকে ও পরলোকে উপাধি নৈরাস্য-ভাবে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত অন্য ফলাভিলাষরাহিত্যভাবে এই শ্রীকৃষ্ণেই সঞ্জাত হয়, এবংবিধ মানস কল্পন অর্থাৎ শ্রবণাদি হেতুক মানস ভাব বিশেষই উত্তমা বা আত্যন্তিকী ভক্তির লক্ষণ। এই উত্তমা ভক্তিই নৈষ্কর্ম্ম্য, অর্থাৎ আনুষঙ্গিকরূপে মোক্ষ ফল প্রদান করেন; অর্থাৎ ইক্ষুক্ষেত্রে জল সেচন করিলে জল-গমন-মার্গের পার্শ্বস্থিত তৃণাদি যেরূপ স্বতঃ পুষ্ট হয়, তৃণাদি উপলক্ষ করিয়া আর স্বতন্ত্র জল-সেচন করিতে হয় না, সেইরূপ উত্তমা ভক্তি লাভ করিলে, মোক্ষাদি লাভও স্বতঃই সম্পাদিত হয়; তজ্জন্য আর স্বতন্ত্র চেষ্টা করিতে হয় না। এইজন্যই কথিত হয় যে, মুক্তি ভক্তির কিঙ্করী; এবং এইজন্য মুক্তি হইতে উত্তমা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধেও কথিত আছে, "দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্ম্মণাম্। সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী। জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥ নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।" (শ্রীমদ্ভাগবত—৩ স্কন্ধ, ২৫ অধ্যায়, ২৯—৩১ শ্লোক) ইহার স্থূলার্থ, কপিলরূপী ভগবান্, জননী দেবহূতিকে বলিতেছেন, মাতঃ! একমনা-ব্যক্তির সত্ত্বমূর্ত্তি শ্রীহরিতেই অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলাভিসন্ধি শূন্যা এবং স্বাভাবিকী অর্থাৎ অযত্নসিদ্ধ যে বৃত্তি অর্থাৎ প্রীতি, তাহারই নাম "ভক্তি" এবং সেই ভক্তি, সিদ্ধি অপেক্ষা অর্থাৎ সালোক্যাদি মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লিঙ্গশরীর নাশের নামই মুক্তি। সেই মুক্তি, ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। যেরূপ জঠরানল কোনরূপ পুরুষ-প্রযত্ন ব্যতিরেকেই ভুক্ত অন্নকে জীর্ণদশায় উপনীত করে, সেইরূপ ভক্তিও অন্য কোনরূপ সাধনান্তরকে অপেক্ষা না করিয়া, লিঙ্গশরীরকে জীর্ণ করেন; সুতরাং মুক্তি ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। মাতঃ! মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আর এক হেতুবাদও নির্দ্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন;—সংযত-চিত্ত কোন কোন অসাধারণ ভক্তি-রসিক আমার সহিত একাত্মতা (এক হইয়া যাওয়া) অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিও প্রার্থনা করেন না"॥ এই আত্যন্তিকী ভক্তিরই নামান্তর অনন্যা ভক্তি, উত্তমা-ভক্তি, পরা ভক্তি, নির্গুণা ভক্তি, নিষ্কিঞ্চনা ভক্তি ও প্রেমভক্তি প্রভৃতি। এই নির্গুণভক্তি ব্যতীত অন্য সগুণভক্তি ভক্ত্যাভাস। ভগবান্ কপিল দেব (এই তৃতীয় স্কন্ধে) অন্যত্র বলিয়াছেন যে, মাতঃ! "ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভামিনি ভাব্যতে। স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥ অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা। সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ। বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা। অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ। কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্। যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাত্ত্বিকঃ॥ মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥ লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥ সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈক-ত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক

তোমাকে "নিস্ত্রৈগুণ্যো ভব" এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। আমার সেই শুভাশীর্ব্বাদ যখন ফলবান্ হইবে, তখন আমার কোন ঐকান্তিক ভক্তের কৃপায় তুমি ভক্তিধনকে লাভ করিবে।

ভগবদুক্ত এই বাক্যের প্রতিবাক্য স্বরূপে অর্জ্জুন বলিতেছেন যে,

উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণান্মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩ স্কন্ধ, ২৯ অধ্যায়, ৬—১২ শ্লোক) ইহার স্থূলার্থ ; মা ! আমি পূর্ব্বে আপনাকে যে অনন্যনিমিত্তা নির্গুণা আত্যন্তিক-ভক্তির বিষয় বলিয়াছি, সেই ভক্তিই মুখ্য ভক্তি এবং সেই ভক্তিই ভক্তিযোগ-পদবাচ্য। সেই ভক্তির পর অন্য প্রকার ভক্তি নাই বলিয়াই তাহার নাম আত্যন্তিকী। এই আত্যন্তিকী ভক্তি স্বয়ং নিরোধরূপ ও ফলস্বরূপ ; সুতরাং তিনি অন্য কোনরূপ ফল প্রদান করেন না এবং এই নিমিত্তই কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ হইতে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব। দেবর্ষি নারদও বলিয়াছেন যে, ওঁ সা ন কাময়মানা নিরোধরূপত্বাৎ॥ ৭ ॥ ওঁ সা তু কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগেভ্যোঽপ্যধিকতরা॥ ২৫ ॥ ওঁ ফলরূপত্বাৎ॥ ২৬ ॥ (নারদ ভক্তিসূত্র) কোন কোন মতে কর্ম্ম জ্ঞান যোগাদির ফলস্বরূপই ভক্তি (জ্ঞানমিশ্রা)। গীতাশাস্ত্রে "অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥" ইত্যাদি শ্লোকে উক্ত অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। এক হইয়াও, এই নির্গুণা ভক্তিই আবার দাস্যাদি অভিমান ভেদে এবং হিংসাদি গুণভেদে বহুবিধ। অর্থাৎ ফল-সঙ্কল্প-ভেদেই ভক্তিভেদ হয়। যে সমস্ত ব্যক্তি ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত, যাহারা ভিন্নদর্শী অর্থাৎ যাহারা অন্যের সুখদুঃখ নিজের তুল্য বলিয়া মনে করে না, এবম্ভূত নির্দ্দয় জনসমূহ কাহারও বধ-সাধনোদ্দেশে বা ভ্রষ্ট-চরিত্রা, কুলকামিনীর পতিসেবার ন্যায় কেবল লোক দেখাইবার নিমিত্ত, এবং অন্য ব্যক্তিকৃত দেব-পূজন দেখিয়া তদুপরি স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক (অর্থাৎ অমুক এতক্ষণ পূজা করে, আমিও ওর চেয়ে বেশী বেশী পূজা করিব, এইরূপ স্পর্দ্ধা করিয়া) আমার ভজনা করে ; এতৎ ত্রিবিধ ভজনই তামসিক। যে সমস্ত লোক আমাকে চায় না, অথচ বিষয়, যশ এবং ঐশ্বর্য্য উদ্দেশ করিয়া প্রতিমাতে আমার ভজনা করে, তাহাদের এই ত্রিবিধ ভজনই রাজসিক। আর যাহারা মোক্ষকেই ভক্তি হইতে পৃথক্ পরম পুরুষার্থ বলিয়া নিশ্চয় পূর্ব্বক পাপ-ক্ষয়োদ্দেশে ভগবৎ-প্রীত্যুদ্দেশে এবং (শাস্ত্র আমার প্রতি যাহা বিধি প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবশ্য পালনীয়) এইরূপে বিধি-সিদ্ধির উদ্দেশে আমার ভজনা করে, তাহাদের এই ত্রিবিধ ভজনই সাত্ত্বিক। তাহা হইলে এখন দেখুন যে প্রধানতঃ শ্রবণাদি ভেদে ভক্তি নববিধ ; তামসিক ভক্তি তিন, রাজসিক ভক্তি তিন এবং সাত্ত্বিকী ভক্তি তিন। এই নববিধ সগুণা ভক্তি প্রত্যেকেই শ্রবণাদি নবভেদে ভিন্ন। সুতরাং শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি নবগুণিতা হইয়া, মোট একাশীতি প্রকার। মা ! যে নির্গুণা-ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবার নিমিত্ত সগুণ-ভক্তির লক্ষণ গুলি দেখাইলাম, সেইক্ষণ নির্গুণা-ভক্তির আরও বিশেষ লক্ষণ আপনাকে বলিতেছি। যেরূপ জগৎ-পূজনীয়া, পবিত্রীকৃত-বসুন্ধরা, নিখিল-জন-মনঃ-প্রাণ-শীতল-কারিণী জাহ্নবীর সলিলরাশি যোধিক-লহরীগণ তাঁহাকে ফিরাইয়া ফিরাইয়া দিলেও, তাহাদের মানা না মানিয়া, বা বৃক্ষ শৈলাদি কাহারও মানা না মানিয়া, মনের আবেগে তর তর বেগে আনন্দে কুলু কুলু ধ্বনি করিতে করিতে তরঙ্গভঙ্গে নাচিতে নাচিতে ভক্তপ্রদত্ত নানাফুলে সাজিয়া, সাগরের অভিমুখে অবিচ্ছিন্নভাবে (একটানা) ধাবমানা হইতেছেন ; সেইরূপ মদ্গুণ শ্রবণমাত্র যে মনোগতি অন্য ফলের কথা দূরে থাকুক, মৎপ্রদত্ত সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেও অতি তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া

যত দিন তাদৃশ কোন পরম ভক্ত মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তির আলোকে আমার হৃদয়ান্ধকার অপগত না হইবে, তত দিন যদি কর্ম্মই আমার অবশ্য করণীয় হয়, তাঁহা হইলে, হে নারায়ণ! আমাকে তৎসম্বন্ধে নিশ্চিত উপদেশ প্রদান না করিয়া, কেন তুমি সন্দেহ-সাগরে নিমজ্জিত করিয়া

বিষয়ান্তরের আটক না মানিয়া, জগদ্বাসীকে ত্রাণ ও পবিত্র করিতে করিতে, (ওঁ স তরতি স তরতি স লোকাংস্তারয়তি ॥ ৫০ ॥ নারদ ভক্তিসূত্র) এবং উপদেশরূপ শীতল অমৃত বারি সেচনে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর মনঃপ্রাণ শীতল করিতে করিতে, তর তর বেগে আমার প্রতি প্রধাবিত হয়, অহৈতুকী অর্থাৎ ফলানুসন্ধান-শূন্যা এবং অব্যবহিতা অর্থাৎ ভেদদর্শন রহিতা যে মনোগতি বা ভক্তি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। আর দেখ মা! আমার একান্ত ভক্তগণ সালোক্য (আমার সহিত এক লোকে বাস), সার্ষ্টি (আমার সমান ঐশ্বর্য্য), সামীপ্য (আমার সমীপে থাকা), সারূপ্য (আমার সমানরূপত্ব) এবং ঐক্যত্ব (সাযুজ্য) এই পঞ্চবিধ মুক্তিকে অতিশয় ঘৃণা করে এবং আমি দিতে চাহিলেও গ্রহণে অনিচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু যদি কদাচিৎ কেহ কেহ সালোক্যাদি চতুষ্টয়কে গ্রহণ করে, তাহাও সেবাভিলাষে। সাযুজ্যকে কেহই কখনও চাহে না। তথাহি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে ;—"পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। ফল্গু (তুচ্ছ) করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥ (মধ্যলীলা—নবম পরিচ্ছেদ) অন্যত্রাপি ;—"যদ্যপিও মুক্তি হয় এ পঞ্চ প্রকার। সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি, সাযুজ্য আর ॥ সালোক্যাদি চারি যদি হয় সেবাদ্বার। তবে কদাচিৎ ভক্ত করে অঙ্গীকার ॥ সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না লয় ॥ (চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা—ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) অর্থাৎ সেবাসুখে বঞ্চিত হইতে হয় বলিয়া ভক্ত সাযুজ্য মুক্তিকে ঘৃণা করে এবং নরকে ঘোর যাতনা ভোগের সময়ও কদাচিৎ ভগবানের স্মরণ হইলেও হইতে পারে, কিন্তু সাযুজ্যে তাহার সম্ভাবনা নাই বলিয়া ভক্ত, সাযুজ্যমুক্তিকে ভয় করে। এই জন্যই সাধক-প্রবর ভক্তবর্য্য রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন যে ;—"কি হবে সাযুজ্য পেলে জলে জল যাবে মিশি। চিনি হ'তে চাইনে মাগো চিনি খেতে ভালবাসি ॥" ভগবানের একান্ত ভক্ত চিনি খাইতে চায়, জ্ঞানীর মত চিনি হইতে চায় না। ভক্ত চায় সেই আনন্দকন্দ নন্দ-নন্দনের চারু-চরণ-সরোজ-যুগলের সময়োপযোগী সেবা করিতে ; ভক্ত চায় সেই নিত্য নবনব মাধুরীময় নবীন জলধর-শ্যাম মুরলী-ধারীর মধুর হইতেও অতিসুমধুর ভক্ত-মুখবিনিঃসৃত মধুর লীলাগীতি শ্রবণ করিতে, সেই গীতি স্বয়ং কীর্ত্তন করিতে এবং সেই লীলা স্মরণ করিতে ; ভক্ত চায় নব নব তুলসী মঞ্জরী ও বিবিধ সুগন্ধিপুষ্প চন্দন চর্চ্চিত করিয়া তাঁহার চারু চরণে উপহার প্রদান করিতে ; ভক্ত চায় তাঁহাকে ভূম্যবলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিয়া নিজ মস্তকের উত্তমাঙ্গ নাম সার্থক করিতে ; ভক্ত চায় "আমি তব দাস" "আমি তোমার" ইত্যাকার দাস্য ও সখ্য ভাব জানাইতে ; আর ভক্ত চায় দেহাদি সমস্তই তাঁহার রাজীবপদে সর্ব্বতোভাবে অর্পণ করিতে। যে প্রহ্লাদকে ভগবান্ "প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং" বলিয়া (গীতা ১০ম অধ্যায় ৩০ শ্লোকে) উল্লেখ করিয়াছেন, সেই ভক্তকুল-চূড়ামণি, পিতাকে বলিয়াছিলেন যে, হে পিতঃ! শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদ-সেবনং। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্ ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত—৭ স্কন্ধ—৫ম অধ্যায়—১৮ ও ১৯ শ্লোক) ভগবান্ বিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই

দিতেছ ? সত্য বটে তুমি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি বাক্যে আমার প্রতি কর্ম্মের অনুষ্ঠানই নির্দ্দেশ করিয়াছ, তথাপি স্থানান্তরে "বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥" "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।" ইত্যাদি

নব প্রকার ভক্তি যদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানে অর্পণ করতঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকেই উত্তম অধ্যয়ন বোধ করি। সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বলিবার তাৎপর্য্য যে, ভগবান্ ব্যতীত অন্য কামনার অপেক্ষা-শূন্যতা; এবংবিধ আত্যন্তিক ভক্তিই ভক্তিযোগ-পদবাচ্য, এবং এই নির্গুণা-ভক্তিই আনুষঙ্গিকরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকাররূপ নিস্ত্রৈগুণ্য মোক্ষ ফল প্রদান করে। মুক্তি, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষরূপ পুরুষার্থ-চতুষ্টয়ের শীর্ষস্থানীয় হইলেও, উক্ত কারণে ভক্তি হইতে অবর। এই নিমিত্তই পরা ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়া পরিচিত। তথাহি শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে।—শ্রবণ-কীর্ত্তন হইতে কৃষ্ণে হয় প্রেমা। সেই পঞ্চম-পুরুষার্থ পুরুষার্থ সীমা॥ (চৈতন্যচরিতামৃত—৯ম পরিচ্ছেদ, মধ্যলীলা) শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ।—সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥ শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ চ।—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥ (পূর্ব্ববিভাগ—১ম লহরী) শ্রীশাণ্ডিল্যঃ।—ওঁ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে॥ ২॥ (শাণ্ডিল্যভক্তিসূত্র) শ্রীরামানুজঃ।—স্নেহপূর্ব্ব-মনুধ্যানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে। শ্রীনারদঃ।—ওঁ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা॥ ২॥ (শ্রীনারদভক্তিসূত্র)।

উল্লিখিত কারিকা ও সূত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ পূর্ব্বভাবানুযায়ী; সুতরাং স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন; বহুল পুনরুক্তিদোষ-ভয়ে তাহা পরিত্যক্ত হইল। সুবুদ্ধিমান্ পাঠক দেখিয়া লইবেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এই আত্যন্তিকী-ভক্তি বা প্রেমের স্বরূপভাষায় বর্ণনা করা যাইতে পারে না। তথাহি শ্রীনারদভক্তিসূত্রে।—ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্॥ ওঁ মূকাস্বাদনবৎ॥ ৫১-৫২ সূত্র॥ যে দেবর্ষি নারদকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ" (গীতা ১০ম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক) বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই অহরহঃ হরিলীলামৃত-পানোন্মত্ত ভক্তবর্য্য দেবর্ষি নারদ পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবিধ প্রেমের লক্ষণ বলিয়া, বা নিজ স্বভাব-সুলভ করুণাবশে আমাদিগের মত পাষণ্ডদিগকে ইঙ্গিতে প্রেমস্বরূপের কিঞ্চিৎ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়া অবশেষে প্রেমের লক্ষণ বলিলেন যে, "প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়", "প্রেমের স্বরূপ মূকের (বোবার) আস্বাদনের ন্যায়।" যেরূপ বোবাকে কিছু উত্তম ভোজ্য ভোজন করাইয়া দিলে, সে নিজেই তাহার সুস্বাদজনিত আনন্দ উপভোগ করে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারে না, সেইরূপ যে ভাগ্যবান্ সেই পীযূষ-ধারা পান করিয়া পরম চরিতার্থতা লাভ করে, প্রেমের স্বরূপ কিরূপ, প্রেমের আস্বাদন কিরূপ, ভাল কি মন্দ, সে কিছুই বলিতে পারে না। আর বলিবেই বা কে ? যে বলিবে, সে যে তখন, যে মদ খাইলে আর নেশা ছোটে না, সেই মদ খাইয়া নেশায় বিভোর হইয়া আছে ! সুতরাং দেবর্ষি বলিতে বাধ্য হইলেন যে, প্রেমের স্বরূপ "অনির্ব্বচনীয়"। দেবর্ষি নারদই যখন প্রেম-স্বরূপকে অনির্ব্বচনীয় বলিয়া উল্লেখ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না, আজ সেই প্রেমের বা আত্যন্তিকী ভক্তির ব্যাখ্যায় সম্প্রবৃত্ত আমাদের মত স্বল্পমতি কি পাঠক-সমাজে উপহাসাস্পদ হইবে না ? মত ভেদে ভক্তির লক্ষণগত যে সমস্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাহা তত্তৎ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

বাক্যে জ্ঞানেরই মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছ। এবং 'যদা তে মোহ-কলিলং' ইত্যাদি বাক্যে কেবল জ্ঞানের কথাই বলিয়াছ। তোমার ন্যায় কৃপালু পুরুষের আমার ন্যায় ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিবার বাসনা কদাচ সম্ভব নহে এবং তোমার বাক্য বস্তুতঃ কখনই নানার্থ মিশ্রন জন্য জটিল হইতে পারে না; তথাপি আমি যখন তোমার বাক্যের গূঢ়াভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছি, তখন সুস্পষ্টরূপেই উপদেশ প্রদান করা তোমার উচিত। রাজস কর্ম্মের অপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান তাহার অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সাত্ত্বিকগুণাতীতা ভক্তিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ভক্তি-যোগ যদি আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে আমাকে কেবল সাত্ত্বিক জ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান কর। তাহাতেই আমি এই দুঃখময় সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিব ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অনঘ (পাপরহিত) অস্মিন্ লোকে (ইহ জগতি) দ্বিবিধা (দ্বিপ্রকারা) নিষ্ঠা (স্থিতিঃ কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপা) ময়া পুরা (পূর্ব্বাধ্যায়ে) প্রোক্তা (প্রকৃষ্টরূপেণোক্তা) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানমেব যোগস্তেন) সাঙ্খ্যানাং (জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং বেদান্ত-বিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মৈব যোগস্তেন) যোগিনাং (জ্ঞানভূমিকামনারূঢ়ানাং কর্ম্মাধিকারিণাম্) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। অপাপ! এই জগতে দুই-প্রকার-বুদ্ধি মৎ-কর্ত্তৃক পূর্ব্বাধ্যায়ে স্পষ্টোক্ত-হইয়াছে জ্ঞানযোগ-দ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণদিগের কর্ম্মযোগ-দ্বারা কর্ম্মিদিগের ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পাপাতীত সখে! ইহলোকে দুইপ্রকার বুদ্ধির বিষয় আমি পূর্ব্বা-ধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছি; যাঁহারা আত্মজ্ঞান সম্পন্ন, তাঁহা-

দিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ এবং যাঁহারা অশুদ্ধচিত্ত কর্ম্মাধিকারী তাঁহাদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ অবলম্বনীয় ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—প্রশ্নানুরূপমেব প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। লোকে অস্মিন্ শাস্ত্রার্থানুষ্ঠানাধিকৃতানাং ত্রৈবর্ণিকানাং দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা. স্থিতিরনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়মাবিষ্কুর্ব্বতা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ, হে অনঘ! অপাপ! তত্র কা সা দ্বিবিধা নিষ্ঠেত্যাহ জ্ঞানেতি। তত্র জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যোগস্তেন, সাঙ্খ্যানামাত্মানাত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমাদেব কৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পরমহংসপরিব্রাজকানাং ব্রহ্মণ্যেবাবস্থিতানাং নিষ্ঠা প্রোক্তা, কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগঃ কর্ম্মযোগস্তেন কর্ম্মযোগেন যোগিনাং কর্ম্মিণাং নিষ্ঠা প্রোক্তেত্যর্থঃ। যদি চৈকেন পুরুষেণৈকস্মৈ পুরুষার্থায় জ্ঞানং কর্ম্ম চ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠেয়ং ভগবতেষ্টমুক্তং বক্ষ্যমাণং বা গীতাসু বেদেষু চোক্তং কথমিহার্জ্জুনায়োপসন্নায় প্রিয়ায় বিশিষ্টভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকে এব জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠে ব্রূয়াৎ, যদি পুনরর্জ্জুনো জ্ঞানং কর্ম্ম চ দ্বয়ং শ্রুত্বা স্বয়মেবানুষ্ঠাস্যতি, অন্যেষাস্তু ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়তাং বক্ষ্যামীতি মতং ভগবতঃ কল্প্যেত, তদা রাগদ্বেষবানপ্রমাণভূতো ভগবান্ কল্পিতঃ স্যাৎ তচ্চাযুক্তং, তস্মাৎ কয়াপি যুক্ত্যা ন সমুচ্চয়ো জ্ঞানকর্ম্মণোঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—সমুচ্চয়বিরোধিতয়া প্রশ্নং ব্যাখ্যায় তদ্বিরোধিত্বেনৈব প্রতিবচনমুত্থাপয়তি প্রশ্নেতি। যেয়ং ব্যবহারভূমিরুপলভ্যতে, তত্র ত্রৈবর্ণিকা জ্ঞানং কর্ম্ম বা শাস্ত্রীয়মনুষ্ঠাতুমধিক্রিয়ন্তে তেষাং দ্বিধা স্থিতির্ম্ময়া প্রোক্তেতি পূর্ব্বার্দ্ধং যোজয়তি লোকেঽস্মিন্নিতি। স্থিতিমেব ব্যাকরোতি অনুষ্ঠেয়েতি। পূর্ব্বং প্রবচনপ্রসঙ্গং প্রদর্শয়ন্ প্রবক্তারং বিশিনষ্টি সর্গাদাবিতি। প্রবচনস্যাযথার্থত্বশঙ্কাং বারয়তি সর্ব্বজ্ঞেনেতি। অর্জ্জুনস্য ভগবদুপদেশশ্রবণে যোগ্যত্বং সূচয়তি অনঘেতি। নির্দ্ধারণার্থে তত্রেতি সপ্তমী, জ্ঞানং পরমার্থবস্তুবিষয়ং তদেব যোগশব্দিতং যুজ্যতে অনেন ব্রহ্মণেতি ব্যুৎপত্তেস্তেন নিষ্ঠেত্যনুবর্ত্ততে। উক্তজ্ঞানোপায়মুপদিদিক্ষুঃ সাঙ্খ্যশব্দার্থমাহ আত্মেতি। তেষামেব কর্ম্মনিষ্ঠত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি ব্রহ্মচর্য্যেতি। তেষাং জপাদিপারবশ্যেন শ্রবণাদিপরাঙ্মুখত্বং পরাকরোতি বেদান্তেতি। উক্তবিশেষণবতাং মুখ্যসন্ন্যাসিত্বেন কৃতার্থত্বং দর্শয়তি পরমহংসেতি। কর্ম্ম বর্ণাশ্রমবিহিতং ধর্ম্মাখ্যং তদেব যুজ্যতে তেনাভ্যুদয়েনেতি যোগস্তেন নিষ্ঠা কর্ম্মিণাং প্রোক্তেত্যনুষঙ্গং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্মৈবেত্যাদিনা। এবং প্রতিবচনবাক্যাক্ষরাণি ব্যাখ্যায় তস্যৈব তাৎপর্য্যার্থং কথয়তি যদি চেতি। ইষ্টস্যাপি দুর্ব্বোধত্বমাশঙ্ক্যাহ উক্তমিতি, জ্ঞানস্যাপি মূলবিকলতয়া বিভ্রমত্বমাশঙ্ক্যাহ বেদেষ্বিতি। তস্যাপি স্বাবস্থ্যাজ্ঞাপকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ উপসন্নায়েতি। তথাপি তস্মিন্নৌদাসীন্যাদন্যথোক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রিয়ায়েতি। ব্রবীতি চ ভিন্নপুরুষকর্ত্তৃকং নিষ্ঠাদ্বয়ং তেন সমুচ্চয়ো ভগবদভীষ্টঃ শাস্ত্রার্থো ন ভবতীতি শেষঃ। নবর্জ্জুনস্য প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিত্বাজ্ জ্ঞানকর্ম্মশ্রবণাত্তয়োস্তয়নির্দ্দেশাদুপ-

পত্যা নমুচ্চয়ানুষ্ঠানং সম্পৎস্যতে, তদ্ব্যতিরিক্তানান্তু জ্ঞানকর্ম্মণোভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং শ্রুত্বা প্রত্যেকং তদনুষ্ঠানং ভবিষ্যতীতি ভগবতো মতং কল্প্যতে, তস্মার্জ্জুনেহনুরাগাতিরেকাদিতরেষু চ তদভাবা-দিতি তত্রাহ যদি পুনরিতি। অপ্রমাণভূতত্বমনাপ্তত্বম্। ন চ ভগবতো রাগাদিমত্ত্বেনানাপ্তত্বং যুক্তং, সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তমিত্যাদিবিরোধাদিত্যাহ তচ্চেতি। নিষ্ঠাদ্বয়স্য ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বং নির্দ্দেশফলমুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—পুরোক্তং ন সম্যগবধৃতং ত্বয়া, পুরাপ্যস্মিন্ লোকে বিচিত্রাধিকারি-সম্পূর্ণে দ্বিবিধা নিষ্ঠা জ্ঞানকর্ম্মবিষয়া যথাধিকারমসঙ্কীর্ণৈব ময়োক্তা, ন হি সর্ব্বো লৌকিকঃ পুরুষঃ সঞ্জাতমোক্ষাভিলাষস্তদানীমেব জ্ঞানযোগাধিকারে প্রভবতি, অপি ত্বনভিসংহিতফলেন কেবলপরমপুরুষারাধনৈকরূপেণানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা বিধ্বস্তমনোমলোঽব্যাকুলেন্দ্রিয়ো জ্ঞান-নিষ্ঠায়ামধিকরোতি। "যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদংততম্। স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥" ইত্যাদিনা পরমপুরুষারাধনৈকবেষতা কর্ম্মণাং বক্ষ্যতে। ইহাপি "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদিনানভিসংহিতফলং কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং বিধায় তেন বিষয়ব্যাকুলতা-রূপমোহাদুত্তীর্ণবুদ্ধেঃ "প্রজহাতি যদা কামান্":ইত্যাদিনা জ্ঞানযোগ উদিতঃ. অতঃ সাংখ্যানামেব জ্ঞানযোগেন জ্ঞানযোগস্থিতিরুক্তা, যোগিনান্তু কর্ম্মযোগেন কর্ম্মযোগস্থিতিরুক্তা, সংখ্যা বুদ্ধিস্তদ্-যুক্তাঃ সাংখ্যাঃ আত্মৈকবিষয়া বুদ্ধ্যা যুক্তাঃ সাংখ্যাঃ অতদর্হাঃ। কর্ম্মযোগাধিকারিণো যোগিনঃ বিষয়ব্যাকুলবুদ্ধিযুক্তানাং কর্ম্মযোগাধিকারঃ, অব্যাকুলবুদ্ধীনান্তু জ্ঞানযোগাধিকার উক্ত ইতি, ন কিঞ্চিদিহ বিরুদ্ধঃ, নাপি ব্যামিশ্রণমভিহিতম্ ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—শ্রীভগবানুবাচ, লোকে ইতি। লোকেঽস্মিন্ শাস্ত্রানুষ্ঠানাধিকৃতেষু পুরুষেষু দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ অনুষ্ঠেয়তাৎপর্য্যং পুরা পূর্ব্বং সর্গাদৌ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সপ্রাপ্তিসাধনং বেদার্থসম্প্রদায়ং কুর্ব্বতা পুরা প্রোক্তা ময়া সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ। কা নিষ্ঠা দ্বিবিধা ইত্যত আহ জ্ঞানযোগেনেতি। তত্র জ্ঞানমেব যোগস্তেন সাংখ্যানাং আত্মবিষয়বিবেকজ্ঞানবতাং নিষ্ঠা প্রোক্তা, কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যোগস্তেন কর্ম্মিণাং কর্ম্মনিষ্ঠা প্রোক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ যদ্ যদ্ ময়া পরস্পর-নিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্মজ্ঞানযোগরূপং নিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাৎ, তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাৎ তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সঙ্গচ্ছতে, ন তু ময়া তথোক্তং, কিন্তু দ্বাভ্যামেকৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা গুণপ্রধানভূতয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি, অস্মিন্ শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দ্দিশতি, সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা।

সাঙ্খ্যভূমিকামনারূঢ়ানান্ত অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্ম্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব তব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেন দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা "এষা তেহভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি ॥ ৩ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ, লোকেহস্মিন্নিতি। হে অনঘ নির্ম্মলবুদ্ধে পার্থ! "জ্যায়সী চেৎ" ইতি কর্ম্মবুদ্ধিসাঙ্খ্যবুদ্ধ্যোর্গুণপ্রধানভাবং জানন্নপি তমস্তেজসোরিব বিরুদ্ধয়োস্তয়োঃ কথমেকাধিকারিকত্বমিতি শঙ্কয়া প্রেরিতঃ পৃচ্ছসীতি ভাবঃ। অস্মিন্ মুমুক্ষুত্বনাভিমতে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্ততয়া দ্বিবিধে লোকে জনে দ্বিবিধা নিষ্ঠা স্থিতির্ম্ময়া সর্ব্বেশ্বরেণ পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে প্রোক্তা। নিষ্ঠৈক্যোক্তবচনেন একাত্মোদ্দেশ্যত্বাদেকৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধন-দশাদ্বয়ভেদেন দ্বিপ্রকারা ন তু দ্বে নিষ্ঠে ইতি সূচ্যতে। এবমেবাগ্রে বক্ষ্যতি "একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ" ইত্যাদি, তাং নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি জ্ঞানেতি। সাঙ্খ্যং জ্ঞানং ("খর্ণ আস্তচ্") তদ্বতাং জ্ঞানিনাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা, "প্রজহাতি যদা কামান্" ইত্যাদিনা, জ্ঞানমেব যোগো যুজ্যতে আত্মনানেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ। যোগিনাং নিষ্কামকর্ম্মবতাং কর্ম্মযোগেন নিষ্ঠা স্থিতিরুক্তা "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদিনা, কর্ম্মৈব যোগো যুজ্যতে জ্ঞানগর্ভয়া চিত্তশুদ্ধ্যা-নেনেতি ব্যুৎপত্তেঃ। এতদুক্তং ভবতি। ন খলু মুমুক্ষুর্জনস্তদৈব শমাদ্যঙ্গিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং লভতে। কিন্তু সাচারেণ কর্ম্মযোগেন চিত্তমালিন্যং নির্দ্ধূয়ৈবেত্যেতদেব ময়া প্রাগভাণি "এষা তেহভিহিতা সাঙ্খ্যে" ইত্যাদিনা। ততো ন কিঞ্চিদ্ব্যামিশ্রণমস্তি ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—এবমধিকারিভেদেনার্জ্জুনেন পৃষ্টে তদনুরূপং প্রতিবচনং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেহস্মিন্নিতি। অস্মিন্নধিকারিত্বাভিমতে লোকে শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণভেদেন দ্বিবিধে জনে দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা স্থিতিঃ জ্ঞানপরতা কর্ম্মপরতা চ পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া তবাত্যন্ত-হিতকারিণা প্রোক্তা প্রকর্ষেণ স্পষ্টত্বলক্ষণেনোক্তা, তথাচাধিকার্য্যৈক্যশঙ্কয়া মাগ্রাসীরিতি ভাবঃ। হে অনঘ! অপাপ! ইতি সম্বোধয়ন্নুপদেশযোগ্যতামর্জ্জুনস্য সূচয়তি। একৈব নিষ্ঠা সাধ্যসাধনাবস্থাভেদেন দ্বিপ্রকারা ন তু দ্বে এব স্বতন্ত্রে নিষ্ঠে ইতি কথয়িতুং নিষ্ঠৈক্যোক্ত-বচনম্। তথাচ বক্ষ্যতি "একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইতি তামেব নিষ্ঠাং দ্বৈবিধ্যেন দর্শয়তি, সঙ্খ্যা সম্যগাত্মবুদ্ধিস্তাং প্রাপ্তবতাং ব্রহ্মচর্য্যাদেব কৃতসন্ন্যাসানাং বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং জ্ঞানভূমিমারূঢ়ানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং সাঙ্খ্যানাং জ্ঞানযোগেন জ্ঞানমেব যুজ্যতে ব্রহ্মণানেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা যোগস্তেন নিষ্ঠোক্তা "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা অশুদ্ধান্তঃকরণানান্ত জ্ঞানভূমিমনারূঢ়ানাং যোগিনাং কর্ম্মাধিকার-যোগিনাং কর্ম্মযোগেন কর্ম্মৈব যুজ্যতে অন্তঃকরণশুদ্ধ্যানেনেতি ব্যুৎপত্ত্যা যোগঃ তেন নিষ্ঠোক্তান্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারাজ্ঞানভূমিকারোহণার্থং "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োহন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। অতএব জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়া বিকল্পো বা, কিন্তু নিষ্কামকর্ম্মণা

শুদ্ধাশুদ্ধান্তঃকরণানাং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞানমিতি চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধিরূপাবস্থাভেদেনৈকমেব স্বাং প্রতি দ্বিবিধা নিষ্ঠোক্তা, "এষা তেঽভিহিতা সাঙ্খ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" ইতি। অতো ভূমিকাভেদেনৈকমেব প্রত্যুভয়োপযোগান্নাধিকারভেদেঽপ্যুপদেশবৈয়র্থ্যমিত্যভিপ্রায়ঃ। এতদেব দর্শয়িতুমশুদ্ধচিত্তস্য চিত্তশুদ্ধিপর্য্যন্তং কর্ম্মানুষ্ঠানং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিভিঃ, "মোঘং পার্থ স জীবতি" ইত্যন্তৈস্ত্রয়োদশভির্দ্দর্শয়তি। শুদ্ধচিত্তস্য তু জ্ঞানিনো ন কিঞ্চিদপি কর্ম্মাপেক্ষিতমিতি দর্শয়তি "যস্ত্বাত্মরতিঃ" ইতি দ্বাভ্যাং, "তস্মাদশক্তঃ" ইত্যারভ্য তু বন্ধহেতোরপি কর্ম্মণো মোক্ষহেতুত্বং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ সম্ভবতি ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপকৌশলেনেতি দর্শয়িষ্যতি, ততঃ পরন্তু কেনেতি প্রশ্নমুখাপ্য কামদোষেণৈব কাম্যকর্ম্মণঃ শুদ্ধিহেতুত্বং নাস্তি, অতঃ কামরাহিত্যেনৈব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা জ্ঞানাধিকারী ভবিষ্যসি ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি বেদিষ্যতি ভগবান্॥ ৩॥

নীলকণ্ঠ।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, লোকেঽস্মিন্নিতি। পুরা পূর্ব্বাধ্যায়ে ময়া নিষ্ঠা একৈব প্রোক্তা, পরন্তু সা দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা, একস্যা এব ব্রহ্মনিষ্ঠায়াঃ প্রকারদ্বয়মুক্তং অধিকারিভেদেন, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তায় পরস্পরনিরপেক্ষমার্গদ্বয়মুক্তমিতি ভাবঃ, হে অনঘ বিশুদ্ধান্তঃকরণ! মদ্বচনস্যার্থং সম্যগালোচয়েত্যর্থঃ। তদেব প্রকারদ্বয়মাহ জ্ঞানযোগেনেতি। সাঙ্খ্যানাং প্রকৃতিপুরুষয়োর্ব্বিবিক্তত্বং জানতাং আত্মানাত্মবিবেকজ্ঞানবতাং, জ্ঞানার্থং যুজ্যত ইতি জ্ঞানযোগঃ জ্ঞানোপায়ো বেদান্তশ্রবণমননিদিধ্যাসনাত্মকস্তেন জ্ঞানযোগেন ব্রহ্মণি নিষ্ঠাং পরিসমাপ্তিং সাঙ্খ্যাঃ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ, যোগিনাং "সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে" ইতি উক্তলক্ষণযোগবতাং কর্ম্মযোগেন সন্ধ্যোপাসনাদিনির্ব্বিকল্পকসমাধ্যনুষ্ঠানান্তমিহ কর্ম্মযোগপদার্থঃ, তেন যোগিনো ব্রহ্মনিষ্ঠাং প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ, ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা ঈশ্বরপ্রীত্যর্থমনুষ্ঠিতৈঃ কর্ম্মভির্বিশুদ্ধসত্ত্বো বিবেকবৈরাগ্যশমাদিষট্‌কোপেতো মুমুক্ষুঃ প্রত্যক্‌প্রবণচিত্তঃ শ্রবণমননাভ্যামেব কৃতকৃত্যো ভবতি স চেৎ শ্রবণাদেঃ প্রাগসমাহিতচিত্তস্তর্হি নিদিধ্যাসনমস্যাপেক্ষিতত্বং অতএব "সহকার্য্যন্তরবিধিঃ পক্ষেণ" ইতি সূত্রকৃতা নিদিধ্যাসনস্য পাক্ষিকত্বমুক্তং সোঽয়ং সাঙ্খ্যমার্গঃ, তথা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরমগুরাবর্পয়ন্ শ্রবণমননাত্মকং বিচারমন্তরেণৈব কেবলং শ্রদ্ধামাত্রাৎ প্রতীচো নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপত্বং গুরুবাক্যতো নিশ্চিত্যাসম্ভাবনাদিদোষরহিত আচার্য্যাৎ নির্গুণব্রহ্মোপাস্তিপ্রকারমধিগম্য কর্ম্মচ্ছিদ্রেষু সমাধ্যভ্যাসং কুর্ব্বন্ নিষ্কলং প্রত্যগাত্মস্বরূপং সাক্ষাৎ করোতি সোঽয়ং যোগমার্গঃ, তেন উহপোহকৌশলং যেষামস্তি তে সাঙ্খ্যাঃ, যেষাং তন্নাস্তি তে যোগিন ইতি, অত ইয়ং দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা ন তু দ্বে নিষ্ঠে ইতি ভ্রমিতব্যম্। যথোক্তং বশিষ্ঠেন, "দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগো বৃত্তিনিরোধো হি জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্। অসাধ্যঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ো জগতীতলে। প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥" ইতি, চিত্তাদর্শনোপলক্ষিতস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারস্য দ্বৌ ক্রমৌ, চিত্তাদের্ম্মিথ্যাত্বপক্ষে জ্ঞানমেব যথা রজ্জুরগাদি সম্যগবেক্ষণেনৈব নশ্যতি তদ্বৎ, তস্য সত্যত্বপক্ষে যোগ এব, যথা সত্য উরগঃ মন্ত্রাদিনা নিরুদ্ধপ্রচারঃ স্বয়মেব

নশ্যতি তদ্বচ্চিত্তমপি যোগেন নিরুধ্যমানং নশ্যতি, তস্য নিরন্বয়োচ্ছেদস্তু প্রারব্ধকর্ম্মান্তে। পক্ষদ্বয়েঽপি তুল্য ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—অত্রোত্তরং যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষাবেব মোক্ষসাধনত্বেন কর্ম্ম-যোগজ্ঞানযোগাবুক্তৌ স্যাতাং তদা "তদেকং বদ নিশ্চিত্য" ইতি ত্বৎপ্রশ্নো ঘটতে, ময়া তু কর্ম্মনিষ্ঠাজ্ঞাননিষ্ঠাত্বেন যদ্দ্বৈবিধ্যমুক্তং, তৎ খলু পূর্ব্বোত্তরদশাভেদাদেব। নতু বস্তুতো মোক্ষং প্রত্যধিকারিদ্বৈধমিত্যাহ লোকে ইতি দ্বাভ্যাম্। দ্বিবিধা দ্বিপ্রকারা নিষ্ঠা নিতরাং স্থিতিমর্য্যাদা ইত্যর্থঃ। পুরা প্রোক্তা পূর্ব্বাধ্যায়ে কথিতা। তামেবাহ সাঙ্খ্যানাং সাঙ্খ্যং জ্ঞানং তদ্বতাং (অর্শ আদ্যচ্) তেষাং শুদ্ধান্তঃকরণত্বেন জ্ঞানভূমিকামধিরূঢ়ানাং জ্ঞান-যোগেন নিষ্ঠা তেনৈব মর্য্যাদা স্থাপিতা। অত্র লোকে তে জ্ঞানিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ। "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদিনা। তথা শুদ্ধান্তঃকরণত্বাভাবেন জ্ঞানভূমিকামধিরোঢুমসমর্থানাং যোগিনাং তদারোহণার্থমুপায়বতাং কর্ম্মযোগেন মদর্পিত-নিষ্কামকর্ম্মণা নিষ্ঠা মর্য্যাদা স্থাপিতা। তে খলু কর্ম্মিত্বেনৈব খ্যাপিতা ইত্যর্থঃ। "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদিনা। তেন কর্ম্মিণো জ্ঞানিন ইতি নাম-মাত্রেণৈব দ্বৈবিধ্যম্। বস্তুতস্তু কর্ম্মিণ এব কর্ম্মভিঃ শুদ্ধচিত্তা জ্ঞানিনো ভবন্তি, জ্ঞানিন এব ভক্ত্যা মুচ্যন্তে ইতি মদ্বাক্যসমুদায়ার্থ ইতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। বন্ধুস্নেহাকুলমতি অর্জ্জুন, পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে সর্ব্ব-নিয়ন্তা সর্ব্বজ্ঞ শ্রীভগবানের প্রতি দোষারোপ করিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছেন, তাহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অনঘ! হে বিশুদ্ধ-হৃদয় বয়স্য অর্জ্জুন! (ভগবৎকৃপায় সর্ব্বপাপ পরিশূন্য হইয়া অর্জ্জুন বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন, অতএব তিনি ভগবদুপদিষ্ট নিগূঢ় বেদার্থ-তত্ত্ব গ্রহণের যোগ্য-পাত্র, ইহাই "অনঘ" এই সম্বোধন পদের তাৎপর্য্য।) সৃষ্টির প্রাক্কালে সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর আমি প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিয়া এই ব্যবহারিক জগতে তাহাদের অভ্যুদয়-প্রাপ্তি-সাধন বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড প্রকাশের নিমিত্ত, শাস্ত্রানুষ্ঠানের প্রকৃত অধিকারী ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের উপাসনার্থ জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয় অর্থাৎ এক-ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্তির প্রকারদ্বয় বিষয়ক প্রসঙ্গ মাত্র বলিয়াছি; বাস্তবিক ব্রহ্ম প্রাপ্তির প্রকারীভূত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ বা বিরোধী নহে। হে নির্ম্মল-হৃদয় সখে! তুমি আমার পূর্ব্বোক্ত বাক্য সকল উত্তমরূপে পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারিবে, জ্ঞান ও কর্ম্মের পার্থক্য কি। আমি বেদান্তবিৎ আত্মানাত্মবিবেক-

শীল, ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ পরমহংসগণের নিমিত্ত সাঙ্খ্যযোগ বা জ্ঞানযোগ; আর সন্ধ্যোপাসনাদি নির্ব্বিকল্প সমাধির অনুষ্ঠাতা কর্ম্মিগণের নিমিত্ত কর্ম্মযোগের বিধান করিয়াছি। আমি জ্ঞান ও কর্ম্মের নিকৃষ্টত্ব বা উৎকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন করি নাই। কোন ভাগ্যবান্ পুরুষ ইহ জন্মে বা জন্মান্তরে অভিলাষ-শূন্য হইয়া, কেবল ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কর্ম্মকরতঃ চিত্তের বিশুদ্ধিতা লাভ করেন, পরে সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি ভগবৎ কৃপায় বিবেক, বৈরাগ্য ও শমাদিকে সহায় করিয়া, গুরু-প্রদর্শিত পথে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তখন তিনি যাবতীয় ক্রিয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমাহিচিত্তে কেবল তত্ত্বমস্যাদি বেদান্ত বাক্যের শ্রবণ ও মননে নিরত থাকেন। ইহারই নাম জ্ঞাননিষ্ঠা বা জ্ঞানমার্গ। আর পরম গুরু ভগবান্ নারায়ণে সকল ক্রিয়া সমর্পণ পূর্ব্বক, শ্রবণমননাদি বিচার ব্যতীত কেবল শ্রদ্ধাবলে, গুরুর উপদেশ কৌশলে, ব্রহ্মোপাসনার প্রকার সম্যক্ অবগত হইয়া, সমাধি যোগের অভ্যাস করিবে এবং তদ্দ্বারা নিষ্কল প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবে; ইহারই নাম যোগমার্গ বা কর্ম্মযোগ। অতএব যাঁহারা ঊহাপোহ অর্থাৎ তর্ক বিতর্কাদি-রহিত, তাঁহারাই সাঙ্খ্য বা জ্ঞানী, আর যাঁহাদের সন্দেহ স্থলে বিতর্কাদি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে, তাঁহারা যোগী বা কর্ম্মী। বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, "হে রাঘব! চিত্তকে বিনষ্ট বা নিয়মিত করিবার নিমিত্ত যোগ ও জ্ঞানরূপ দুইটী উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে; চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধের নাম যোগ, আর তত্ত্বসাক্ষাৎকারের নাম জ্ঞান। পরম কারুণিক ভগবান্ ভবানীপতি এই প্রকারদ্বয় স্বয়ং বলিয়াছেন। অতএব চিত্ত বিনষ্ট হইলে জগতীতলে তত্ত্বসাক্ষাৎকার কাহার অসাধ্য?" চিত্ত নাশের প্রকার যথা; চিত্তাদির কল্পিতত্ব পক্ষে যেমন রজ্জুতে আরোপিত সর্পবুদ্ধি রজ্জুত্ব-জ্ঞানে স্বয়ং বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ শ্রবণাদি দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হইলে চিত্ত স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। আর সত্যত্ব পক্ষে মন্ত্রৌষধাদি দ্বারা নিরুদ্ধ-বেগ সর্প যেমন স্বয়ংই বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ যোগাদি দ্বারা নিরুদ্ধ বৃত্তি চিত্তও স্বয়ং বিনষ্ট হইবে। অতএব উক্ত জ্ঞান ও কর্ম্মরূপ নিষ্ঠাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির সাধন স্বরূপ; পর্য্যায়ক্রমে উভয়ের উপাসনা করিলে, সাধক ব্রহ্মপদে বিলীন হইবেন। যদি এক পুরুষার্থ লাভের নিমিত্ত, একই সাধক জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ভাবে উপাসনা করিবেন, শ্রীভগবানের এইরূপই

অভিপ্রায় হয়, তবে শ্রীভগবান্ বিনীত সমীপাগত প্রিয় শিষ্য অর্জ্জুনকে, পুরুষ বিশেষ-সাধ্য জ্ঞান ও কর্ম্মের বিভিন্ন উপদেশ করিলেন কেন? অতএব বুঝিতে হইবে যে, উভয়ই বিভিন্ন রূপে মুক্তির প্রয়োজক। অপিচ যদি শ্রীভগবান্ নিরপেক্ষ ভাবে জ্ঞান ও কর্ম্মকে মুক্তির সাধনরূপে ব্যক্ত করিয়া থাকেন, তবে উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ আমাকে নিশ্চয় করিয়া বলুন, ইত্যাদি অর্জ্জুনকৃত প্রশ্ন সঙ্গত হইতে পারে। বাস্তবিক ভগবান্ তাহা বলেন নাই; অর্জ্জুন ভগবদ্বাক্যের অর্থ পরিজ্ঞাত না হইয়া এবংবিধ প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ উপক্রম ও উপসংহারে ভগবদ্বাক্যের কোন বিরোধ নাই।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। অধিকারী নির্ণয়েচ্ছু অর্জ্জুনের প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন; এই লোকরাজ্যে শুদ্ধাশুদ্ধচিত্তভেদে দুই প্রকার নিষ্ঠার বিষয় আমি পূর্ব্বাধ্যায়ে ব্যক্ত করিয়াছি; তথাপি অধিকারীর একত্ব আশঙ্কা করিয়া কেন তুমি আকুলচিত্ত হইতেছ? মূলোক্ত "অনঘ" এই সম্বোধন পদ দ্বারা অর্জ্জুনের পাপ-রাহিত্য, সুতরাং উপদেশ-গ্রহণ-যোগ্যতা সূচিত হইতেছে। নিষ্ঠা একই; কেবল সাধ্য সাধন অবস্থাভেদে দুই প্রকারে পরিলক্ষিত হয় বলিয়া, নিষ্ঠা দুই প্রকার স্বতন্ত্র নহে। ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে নিষ্ঠাশব্দ একবচনান্ত হইয়াছে। যিনি বুঝিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা এবং যোগ অর্থাৎ কর্ম্মনিষ্ঠা একই। নিষ্ঠার দ্বিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইতেছে। যাঁহাদের হৃদয়ে সম্যগ্‌রূপে জ্ঞান উপজাত হইয়াছে এবং যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য কালাবধি সন্ন্যাসব্রত পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেই বেদান্ত-বিজ্ঞানের সুনিশ্চিত মর্ম্মজ্ঞ জ্ঞানভূমিসমারূঢ় শুদ্ধান্তঃকরণ সাঙ্খ্যদিগের পক্ষে জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদিনিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্মপরতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি বাক্যে এই জ্ঞাননিষ্ঠা নিরূপিত আছে। যাঁহারা অশুদ্ধান্তঃকরণ এবং জ্ঞানভূমিতে সমারূঢ় নহেন তাদৃশ কর্ম্মাধিকারী যোগিদিগের পক্ষে কর্ম্মযোগ নিরূপিত হইয়াছে। কর্ম্মনিষ্ঠাই জ্ঞানভূমিতে আরোহণের উপায়ভূত। ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাৎ শ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদি বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে। অতএব জ্ঞানকর্ম্মের

সমুচ্চয় বা বিকল্প নিরূপিত হয় নাই। নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত পুরুষগণের সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ যে জ্ঞানের উদ্ভব হয়, তাহা বস্তুতঃ এক হইলেও, শুদ্ধ্যশুদ্ধি অবস্থাভেদে দ্বিবিধ। "এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু" এই শ্লোকে দ্বিবিধা নিষ্ঠার প্রসঙ্গই উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব ভূমিকাভেদে একের অধিকারীর প্রতি উভয়বিধ উপদেশ যুক্তিযুক্ত; কিন্তু অধিকারিভেদে, এই নিষ্ঠাদ্বয়ের স্বতন্ত্র উল্লেখ আবশ্যক। ইহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" (৩য় অধ্যায় ৪ শ্লোক) ইত্যাদি হইতে "মোঘং পার্থ স জীবতি" (৩য় অধ্যায় ১৬ শ্লোক) পর্য্যন্ত ত্রয়োদশটি শ্লোকে অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধি পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যকতা কীর্ত্তন করিয়াছেন। শুদ্ধচিত্ত জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের কোনই অপেক্ষা নাই। ইহাই প্রদর্শনার্থ 'যস্ত্বাত্মরতিঃ' ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা করিয়াছেন। ফলাভিসন্ধিরাহিত্যরূপ কৌশল দ্বারা চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞানোৎপত্তি হইলে বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্মও মোক্ষের হেতুভূত হয়। ইহাই প্রদর্শনার্থ 'তস্মাদসক্তঃ' ইত্যাদি শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। কাম্য কর্ম্ম মাত্রই কামনাদোষে শুদ্ধিহেতুত্ববিহীন হয়। অতএব কামনা শূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে অন্তঃকরণ শুদ্ধিজনিত জ্ঞানাধিকারী হইবে।' এই কথাই ভগবান্ অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিবৃত করিবেন।

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বয়স্য অর্জ্জুন! যদি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই মোক্ষের সাধন পূর্ব্বাধ্যায়ে উপদিষ্ট হইত, তাহা হইলে "উভয়ের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ" তোমার এই প্রশ্ন সঙ্গত হইত। আমি তো তাহা বলি নাই। পূর্ব্বাধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার যে কীর্ত্তন করিয়াছি, তাহাতে সাধকের সাধ্যসাধনরূপ অবস্থাভেদ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ "তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞানভূমিকা আরূঢ় বিশুদ্ধহৃদয় সাংখ্যগণের নিমিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠা, ও জ্ঞানভূমিকারোহণে অসমর্থ অশুদ্ধ-হৃদয় যোগিগণের নিমিত্ত "ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার কীর্ত্তন করিয়াছি। অতএব জ্ঞানী ও কর্ম্মীর কেবল নামমাত্রই ভেদ। ফলতঃ কর্ম্মিপুরুষই কর্ম্ম দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে লোকে তাহাকে জ্ঞানী বলে। সুতরাং যিনি কর্ম্মী, কালে আবার তিনিই জ্ঞানী;

জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অবস্থারই ভেদ, প্রকৃত ভেদ নাই। সাধকগণ, জন্ম-জন্মান্তরীণ সাধন দ্বারা জ্ঞানভূমি সমারূঢ় হইয়া, ভগবৎকৃপায় একান্ত ভক্তিলাভ করতঃ, সংসার-ক্লেশ হইতে মুক্ত হন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্বাক্যের সারার্থ ॥ ৩ ॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—পুরুষঃ (জনঃ) কর্ম্মণাং (নিষ্কামকর্ম্মণাং) অনারম্ভাৎ (অননুষ্ঠানাৎ) নৈষ্কর্ম্ম্যং (সর্ব্বকর্ম্মশূন্যত্বং) ন অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) চ (চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ) সন্ন্যসনাৎ (সন্ন্যাসগ্রহণাৎ) এব (কেবলং) সিদ্ধিং (মোক্ষং) ন সমধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—মনুষ্য নিষ্কাম-কর্ম্মের অনমুষ্ঠান-হেতু কর্ম্মহীনতা পায় না চিত্তশুদ্ধি-বিনা কেবল সন্ন্যাসগ্রহণে মোক্ষ প্রাপ্ত-হয় না ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়া কোন পুরুষই কর্ম্ম-হীনতারূপ জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না এবং কর্ম্মের ফলভূত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কেহই মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদর্জ্জুনেনোক্তং কর্ম্মণো জ্যায়স্ত্বং বুদ্ধেঃ, তচ্চ স্থিতমনিরাকরণাৎ তস্যাশ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ সন্ন্যাসিনামেবানুষ্ঠেয়ত্বং, ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ববচনাচ্চ ভগবত এবমেবানু-মতমিতি গম্যতে, মাঞ্চ বন্ধকারণে কর্ম্মণ্যেব নিযোজয়সীতি বিষণ্ণমনসং অর্জ্জুনং কর্ম্ম নারভে ইত্যেবং মন্বানমালক্ষ্যাহ ভগবান্, ন কর্ম্মণামনারম্ভাদিতি। অথ বা জ্ঞানকর্ম্মনিষ্ঠয়োঃ পরস্পরবিরোধাদেকেন পুরুষেণ যুগপদনুষ্ঠাতুমশক্যত্বে সতীতরেতরানপেক্ষয়োরেব পুরুষার্থ-হেতুত্বে প্রাপ্তে কর্ম্মনিষ্ঠায়াঃ জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্তিহেতুত্বেন পুরুষার্থহেতুত্বং, ন স্বাতন্ত্র্যেণ, জ্ঞান-নিষ্ঠা তু কর্ম্মনিষ্ঠোপায়লব্ধাত্মিকা সতী স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরন্যানপেক্ষ্যেত্যেতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ভগবান্ ন কর্ম্মণেতি। ন কর্ম্মণামনারম্ভাদপ্রারম্ভাৎ কর্ম্মণাং ক্রিয়াণাং যজ্ঞা-দীনামিহ জন্মনি জন্মান্তরে বানুষ্ঠিতানামুপাত্তদুরিতক্ষয়হেতুত্বেন সত্ত্বশুদ্ধিকারণানাং তৎকারণ-ত্বেন চ জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ জ্ঞাননিষ্ঠাহেতূনাং "জ্ঞানমুৎপদ্যতে পুংসাং ক্ষয়াৎ পাপস্য কর্ম্মণঃ।

যথাদর্শতলপ্রখ্যে পশ্যত্যাত্মানমাত্মনি॥" ইত্যাদিস্মরণাদনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং নিষ্কর্ম্মভাবং কর্ম্মশূন্যতাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপেণৈবাবস্থানমিতি যাবৎ পুরুষো নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি বচনাৎ তদ্বিপর্য্যয়াৎ তেষামারম্ভাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুত ইতি গম্যতে, কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুতে? ইত্যুচ্যতে কর্ম্মারম্ভস্যৈব নৈষ্কর্ম্ম্যোপায়ত্বাৎ, ন হ্যুপায়মন্তরেণোপেয়োৎপত্তিরস্তি, কর্ম্মযোগোপায়ত্বঞ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণস্য জ্ঞানযোগস্য শ্রুতাবিহ চ প্রতিপাদনাৎ। শ্রুতৌ তাবৎ প্রকৃতস্যাত্মলোকস্য বেদ্যস্য বেদনোপায়ত্বেন "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদিনা, কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগোপায়ত্বং প্রতিপাদিতম্, ইহাপি চ "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ। যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম।" ইত্যাদি প্রতিপাদয়িষ্যতি। ননু চ "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইত্যাদৌ কর্ত্তব্যকর্ম্মসন্ন্যাসাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তিং দর্শয়তি, লোকে চ কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি প্রসিদ্ধতরমতশ্চ নৈষ্কর্ম্ম্যার্থিনঃ কিং কর্ম্মারম্ভেণেতি প্রাপ্তমত আহ ন চ সংন্যসনাদেবেতি। নাপি সন্ন্যসনাদেব কেবলাৎ কর্ম্মপরিত্যাগমাত্রাদেব জ্ঞানরহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠাং সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি॥ ৪॥

আনন্দগিরি।—কিমিতি ভগবতা বুদ্ধের্জ্যায়স্ত্বং "জ্যায়সী চেৎ" ইত্যত্রোক্তমুপেক্ষিতমিতি তত্রাহ যদর্জ্জুনেনেতি। কিঞ্চ জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসিনামেবাধিকারো ভগবতোহভিপ্রেতোহন্যথা তদীয়বিভাগবচনবিরোধাদিতি বিভাগবচনসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ তস্যাশ্চেতি। তর্হি বিভাগবচনানুরোধাদর্জ্জুনস্যাপি সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামেবাধিকারো ভবিষ্যতি নেত্যাহ মাঞ্চেতি। বুদ্ধের্জ্যায়স্ত্বমুপেত্যাপীতি চকারার্থঃ, অর্জ্জুনমালক্ষ্য ভগবানাহেতিসম্বন্ধঃ। অন্তরেণাপি কর্ম্মাণি শ্রবণাদিভির্জ্ঞানাবাপ্তির্ভবিষ্যতীতি পরবুদ্ধিমনুরুধ্য বিশিনষ্টি কর্ম্মেতি। বিভাগবচনবশাদসমুচ্চয়শ্চেচ্চুভয়োরপি জ্ঞানকর্ম্মণোঃ স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুত্বমন্যথা কর্ম্মবজ্জ্ঞানমপি ন স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থং সাধয়েদিত্যাশঙ্ক্য সম্বন্ধান্তরমাহ অথবেতি। তর্হি জ্ঞাননিষ্ঠাপি কর্ম্মনিষ্ঠাবৎ নিষ্ঠাত্বাবিশেষান্ন স্বাতন্ত্র্যেণ পুরুষার্থহেতুরিতি সমুচ্চয়সিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠা ত্বিতি। ন হি রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানমুৎপন্নং ফলসিদ্ধৌ সহকারিসাপেক্ষ্যমালক্ষ্যতে, তথেদমপি চোৎপন্নং মোক্ষায় নান্যদপেক্ষ্যতে তদাহ অন্যেতি। যস্য চৈতৎ কর্ম্মেতি শ্রুতাবিব কর্ম্মশব্দস্য ক্রিয়মাণবস্তুবিষয়ত্বমাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে ক্রিয়াণামিতি। তাশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকত্বেন বিভজতে যজ্ঞাদীনামিতি। অস্মিন্নেব জন্মন্যনুষ্ঠিতানাং কর্ম্মণাং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানকারণত্বে ব্রহ্মচারিণাং কুতো জ্ঞানোৎপত্তির্জন্মান্তরকৃতানাং কর্ম্মণাং বা তথাত্বে গৃহস্থাদীনামৈহিকানি কর্ম্মাণি ন জ্ঞানহেতবঃ স্যুরিত্যাশঙ্ক্যানিয়মং দর্শয়তি ইহেতি। নেমানি সত্ত্বশুদ্ধিকারণান্যুপাত্তদুরিতপ্রবন্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ উপাত্তেতি। তর্হি তাবতৈব কৃতার্থানাং কুতো জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুত্বং তত্রাহ তৎকারণত্বেনেতি। কর্ম্মণাং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানহেতুত্বে মানমাহ জ্ঞানমিতি। অনারম্ভশব্দস্যোপক্রমবিপরীতবিষয়ত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি অননুষ্ঠানাদিতি।

নিষ্কর্ম্মণঃ সন্ন্যাসিনঃ কর্ম্ম জ্ঞানং ব্যাচষ্টে নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। কর্ম্মাভাবাবস্থাং ব্যবচ্ছিনত্তি জ্ঞান-যোগেনেতি। তস্যাঃ সাধনপক্ষপাতিত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি নিষ্ক্রিয়েতি। কর্ম্মানুষ্ঠানোপায়লব্ধা জ্ঞাননিষ্ঠা স্বতন্ত্রা পুরুষার্থহেতুরিতি প্রকৃতার্থসমর্থব্যতিরেকবচনস্যাম্বয়ে পর্য্যবসানং মত্বা ব্যাচষ্টে কর্ম্মণামিতি। তদ্বিপর্য্যয়মেব ব্যাচষ্টে তেষামিতি। উক্তেঽর্থে হেতুং পৃচ্ছতি কস্মাদিতি। জিজ্ঞাসিতং হেতুমাহ উচ্যত ইতি। উপায়ত্বেঽপি তদভাবে কুতো ন নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিরিত্যা-শঙ্ক্যাহ ন হীতি। জ্ঞানযোগং প্রতি কর্ম্মযোগস্য উপায়ত্বে শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি কর্ম্মযোগেতি। শ্রৌতমুপায়োপেয়ত্বপ্রতিপাদনং প্রকটয়তি শ্রুতাবিতি। যত্তু গীতাশাস্ত্রে কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানযোগং প্রত্যুপায়ত্বোপপাদনং তদিদানীমুদাহরতি ইহাপি চেতি। ন কর্ম্মণামিত্যাদিনা পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাখ্যায়োত্তরার্দ্ধং ব্যাখ্যাতুমাশঙ্কয়তি নন্বিতি। আদিশব্দেন শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সন্ন্যাসযোগাদ্যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বা ইত্যাদি গৃহ্যতে। তত্রৈব লোকপ্রসিদ্ধিমনুকূলয়তি লোকে চেতি। প্রসিদ্ধতরং "যতো যতো নিবর্ত্ততে ততস্ততো বিমুচ্যতে। নিবর্ত্তনাদ্ধি সর্ব্বতো ন বেত্তি দুঃখমণ্বপি॥" ইত্যাদিদর্শনাদিতি শেষঃ। লৌকিকবৈদিকপ্রসিদ্ধিভ্যাং সিদ্ধমর্থমাহ অতশ্চেতি। তত্রোত্তরত্বেনোত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাকরোতি অত আহেত্যাদিনা। এবকারার্থমাহ কেবলাদিতি। তদেব স্পষ্টয়তি কর্ম্মেতি। উক্তমেব নঞমনুকৃষ্য ক্রিয়াপদেন সঙ্গতিং দর্শয়তি ন প্রাপ্নোতীতি॥ ৪॥

রামানুজ।—সর্ব্বস্য লৌকিকস্য পুরুষস্য মোক্ষেচ্ছায়াং সঞ্জাতায়াং সহসৈব জ্ঞান-যোগো দুষ্কর ইত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। ন শাস্ত্রীয়াণাং কর্ম্মণামনারম্ভাদেব পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞাননিষ্ঠামাপ্নোতি সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাখ্যকর্ম্মোপরতিপূর্ব্বিকাং জ্ঞাননিষ্ঠাং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ন চারব্ধস্য শাস্ত্রীয়স্য কর্ম্মণস্ত্যাগাৎ, যতোঽনভিসংহিতফলস্য পরমপুরুষারাধনবিষয়স্য কর্ম্মণঃ সিদ্ধিরাত্মনিষ্ঠা, ততস্তেন বিনা তাং ন প্রাপ্নোতি। অনভিসংহিতফলৈঃ কর্ম্ম-ভিরনারাধিতগোবিন্দৈরবিনষ্টানাদিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপসঞ্চয়ৈরব্যাকুলেন্দ্রিয়তাপূর্ব্বিকাত্মনিষ্ঠা দুঃ-সম্পাদ্যা॥ ৪॥

হনুমান্।—ঘোরং কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি মন্যমানমর্জ্জুনং প্রতি কর্ম্মাধিকারিণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি প্রতিপাদয়িতুমাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণামনারম্ভাদকরণাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাম-কর্ত্রাত্মজ্ঞানলক্ষণাং সিদ্ধিং পুরুষোঽশ্নুতে, যথাজ্ঞানাধিকারী জ্ঞানেন। তর্হি সকলসন্ন্যাস এব পুরুষার্থত্বমনুতিষ্ঠামীতি চেৎ তদপি ন নিয়তং, ন সন্ন্যসনাদেব কর্ম্মত্যাগমাত্রাদেব সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

শ্রীধর।—অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানোৎপত্তিপর্য্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং অনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। ননু চ "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুত্যা সন্ন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সন্ন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি কিং

কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। ন চ চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সন্ন্যসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং সমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ৪॥

বলদেব।—অশোহশুদ্ধচিত্তেন চিত্তশুদ্ধেঃ স্ববিহিতানি কর্ম্মাণ্যেবানুষ্ঠেয়ানীত্যাহ ন কর্ম্মণামিত্যাদিভিস্ত্রয়োদশভিঃ। কর্ম্মণাং তমেতমিতিবাক্যেন জ্ঞানাঙ্গতয়া বিহিতানাং অনারম্ভাদননুষ্ঠানাদবিশুদ্ধচিত্তঃ পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপকর্ম্মবিরতিং জ্ঞাননিষ্ঠামিতি যাবৎ নাশ্নুতে ন লভতে। ন চ স তেষাং কর্ম্মণাং সন্ন্যসনাৎ পরিত্যাগাৎ সিদ্ধিং মুক্তিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪॥

মধুসূদন।—তত্র কারণাভাবে কার্য্যানুপপত্তেঃ, ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" ইতিশ্রুত্যা আত্মজ্ঞানে বিনিযুক্তানামনারম্ভাদননুষ্ঠানাৎ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানযোগ্যো বহির্ম্মুখঃ পুরুষো নৈষ্কর্ম্ম্যং সর্ব্বকর্ম্মশূন্যত্বং জ্ঞানযোগেন নিষ্ঠামিতি যাবৎ নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নমু "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতিশ্রুতেঃ সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসাদেব জ্ঞাননিষ্ঠোপপত্তেঃ কৃতং কর্ম্মভিরিত্যত আহ নচ সন্ন্যসনাদেব চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সিদ্ধিং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণাং সম্যক্ ফলপর্য্যবসায়িত্বেনাধিগচ্ছতি নৈব প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ। কর্ম্মজন্যাং চিত্তশুদ্ধিমন্তরেণ সন্ন্যাস এব ন সম্ভবতি, যথাকথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেণ কৃতোঽপি ন ফলপর্য্যবসায়ীতিভাবঃ॥ ৪॥

নীলকণ্ঠ।—অনয়োঃ প্রকারয়োরঙ্গাঙ্গিভাবমাহ ন কর্ম্মণামিতি। কর্ম্মণাং যজ্ঞাদীনামনারম্ভাৎ অননুষ্ঠানাৎ নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞাননিষ্ঠাং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি, "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইতি শ্রুত্যা যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাঙ্গত্বেন বিধানাৎ। নমু সন্প্রত্যয়প্রাধান্যাৎ কর্ম্মণাং বিবিদিষাঙ্গত্বমত্র গম্যতে, তেন বিবিদিষায়াং যজ্ঞাদিনা সিদ্ধায়াম্, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইতি শ্রুতেঃ, প্রব্রজ্যারূপমেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিহ জ্ঞাননিষ্ঠাসাধনং গ্রাহ্যং, ন জ্ঞানং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমামিত্যাদাবিবাত্র তদ্গ্রাহকস্য পরমত্ববিশেষণস্যাভাবাৎ। ন চ কর্ম্মযোগজনিতচিত্তশুদ্ধ্যভাবে কেবলাৎ সন্ন্যাসাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি যোজনায়াং বিপ্রকৃষ্টয়োর্জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সমুচ্চয়াসম্ভবস্যাভীষ্টসিদ্ধেঃ কিমিতি নৈষ্কর্ম্মাশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠা গৃহ্যতে? ইতি চেৎ সত্যম্ গুণৈঃ কর্ম্ম কার্য্যত ইতি বাক্যশেষান্নৈর্গুণ্যহেতুকং মুখ্যং জ্ঞানমেবেহ নৈষ্কর্ম্ম্যপদার্থঃ ন তু প্রব্রজ্যাদি, "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যত্রাপি জিগমিষত্যশ্বেন জিঘাংসত্যসিনা ইত্যাদাবিব তৃতীয়ান্তস্য ধাত্বর্থে নৈবান্বয়াৎ অশ্বাদীনাং গমনাদাবিব যজ্ঞাদীনাং বেদন এবান্বয়ো জ্ঞেয়ঃ, এতমেবেতি শ্রুতিস্তু বিবিদিষাসন্ন্যাসাভিপ্রায়েণ প্রবৃত্তা, "এত এবৈতমাত্মানং বিদিত্বা ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইতি জ্ঞানপরিপাকার্থস্য জীবন্মুক্তিসুখার্থস্য বা যাজ্ঞবল্ক্যাদিভিরনুষ্ঠিতস্য বিদ্বৎসন্ন্যাসস্যাপি শাস্ত্রে দর্শনাৎ অসন্ন্যাসিনো জ্ঞানমেব নোৎপদ্যত ইতি প্রাচামাগ্রহো বিক্ষেপকর্ম্মত্যাগরূপসন্ন্যাসবিষয়ঃ ন তু কাষায়পরিধানমাত্রবিষয়ঃ, গর্গব্যাসবশিষ্ঠাদীনামতথাবিধানামপি জ্ঞানোৎপত্ত্যবগমাদিত্যাস্তাং তাবৎ,

কর্ম্মভিরশোধিতচিত্তস্য মন্দবুদ্ধের্রাগদ্বেষাদিগ্রস্তস্য আত্মানাত্মবিবেকদ্বারা বা নৈষ্কর্ম্ম্যপ্রাপ্তির্নাস্তীতি পূর্ব্বার্দ্ধার্থঃ। নন্থ "অভয়ং সর্ব্বভূতেভ্যো দত্বা নৈষ্কর্ম্ম্যমাচরেৎ" ইতি কেবলাৎ কর্ম্মসংযোগাদপি নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ শ্রূয়তে, তৎকথমুচ্যতে, ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যমশ্নুতেতি? তত্রাহ ন চেতি। কর্ম্মজনিতচিত্তশুদ্ধ্যভাবে কৃতাদপি সন্ন্যাসান্ন মোক্ষসিদ্ধিঃ, উদাহৃতস্মৃতিস্তু চিত্তশুদ্ধিপূর্ব্বক-সন্ন্যাসাভিপ্রায়া, ন হি রাগাদিগ্রস্তঃ সর্ব্বভূতেভ্যঃ সর্ব্বাত্মনাভয়ং দাতুমীষ্টে, অতো যুক্তমুক্তং ন চ সন্ন্যসনাদেবেতি ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—চিত্তশুদ্ধ্যভাবে জ্ঞানানুৎপত্তিমাহ ন কর্ম্মণেতি। শাস্ত্রীয়কর্ম্মণামনা-রম্ভাদননুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্ম্যং জ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চাশুদ্ধচিত্তঃ সন্ন্যসনাৎ শাস্ত্রীয়কর্ম্মত্যাগাৎ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" (৩ অ, ১ম) ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্ম হইতে জ্ঞান শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্জ্জুন প্রশ্ন করিয়াছেন এবং প্রকৃতপক্ষেও তাহাই স্থিরীকৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে; যেহেতু শ্রীভগবান্ ঈদৃশ অর্জ্জুনবাক্যের কোন প্রতিবাদ করেন নাই। আরও দেখা যাইতেছে যে, "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্" ইত্যাদি বিভাগশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও কর্ম্মের ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। অতএব কেবল সন্ন্যাসিগণই জ্ঞানের অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। অর্জ্জুন এই বিষয় আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, হে সখে নারায়ণ! যখন কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, ইহাই তোমার সম্পূর্ণ অভিমত, তখন আমাকে জ্ঞানানুষ্ঠানে নিযোজিত না করিয়া, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা, কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে নিযোজিত করিতেছ কেন? অর্জ্জুনকে ইত্যা-কার চিন্তাকুল দেখিয়া ভগবান্ এই শ্লোক অবতারিত করিতেছেন। অপিচ যদি বলা যায়, বিভাগবচন অর্থাৎ "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা". ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা, শ্রীভগবান্ জ্ঞান কর্ম্মের অসমুচ্চয় পক্ষই গ্রহণ করিয়াছেন, তবে জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ই স্বতন্ত্রভাবে মুক্তির প্রযোজক, ইহাও বলিতে হইবে; নতুবা কর্ম্মের ন্যায় জ্ঞানও স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থ সাধনে সমর্থ হইতে পারে না। তাহাও বলিতে পার না, কারণ পরস্পর বিরোধী জ্ঞান ও কর্ম্মের এক পুরুষ কর্ত্তৃক যুগপৎ অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব পরস্পর নিরপেক্ষভাবে উভয়ই মুক্তির প্রযোজক হইলেও, কর্ম্মনিষ্ঠা জ্ঞাননিষ্ঠোৎপত্তির উপায়স্বরূপ, স্থতরাং কর্ম্মনিষ্ঠা স্বতন্ত্রভাবে পুরুষার্থের হেতু নহে। কিন্তু জ্ঞাননিষ্ঠা কর্ম্মনিষ্ঠা দ্বারা সমুৎপন্ন হইলেও, নিরপেক্ষ-

ভাবে সাক্ষাৎ পুরুষার্থের প্রয়োজক। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন,হে বিমুগ্ধসখে অর্জ্জুন! ইহজন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ, পূর্ব্বসঞ্চিত দুরিতরাশি বিদূরিত করিয়া, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদন করে। জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত ঈদৃশ কর্ম্মনিষ্ঠার অনুষ্ঠান না করিলে, নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদিত হইতে পারে না; যেহেতু ক্রিয়ারম্ভই নিষ্ক্রিয়তা লাভের উপায় স্বরূপ। উপায় ব্যতীত উপেয়ভূত বস্তুর উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না। "ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদিক্রিয়া দ্বারা সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানিবার ইচ্ছা করিবেন" ইত্যাদি শ্রুতিও কর্ম্মযোগকে নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণ জ্ঞাননিষ্ঠার উপায়স্বরূপে প্রতিপাদিত করিয়াছেন। এই গীতাশাস্ত্রে (৫।৬,৫।১১,১৮।৫ শ্লোকে) শ্রীভগবান্ কর্ম্মকে জ্ঞানোৎপত্তির উপায়স্বরূপে প্রতিপাদিত করিবেন। যদি বল "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যাদি শ্রুতিবলে সন্ন্যাস হইতেই মোক্ষ হইবে; কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তাহাও বলিতে পার না; কারণ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণ সন্ন্যাস ধর্ম্ম হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সমাসাধিত হইতে পারে না। অতএব প্রথমতঃ যজ্ঞাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত করিবে, তৎপরে সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসাত্মক জ্ঞাননিষ্ঠা আশ্রয় করিবে। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ই পরম্পর মুক্তির প্রয়োজক, কেবল কর্ম্ম নহে।

টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। কারণাভাবে কার্য্য কখনই সম্ভাবিত নহে। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন" এই শ্রৌত (এই শ্রুতি ব্যাক্যের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অধ্যায় ৪০ ও ৪১ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য) শাসনানুসারে আত্মজ্ঞান-প্রণোদক কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে অন্তঃকরণ শুদ্ধি কখনই হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানযোগ অসম্ভব। সুতরাং তাদৃশ অশুদ্ধচিত্ত ও জ্ঞানযোগ-বিহীন পুরুষের সর্ব্ব-কর্ম্ম-বিহীনতারূপ জ্ঞান-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যদি "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যানুসারে আশঙ্কা উত্থিত হয় যে, কেবল সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস দ্বারাই জ্ঞাননিষ্ঠা উপজাত হইবে, তাহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, অগ্রে চিত্ত-শুদ্ধি না হইলে, সন্ন্যাস

গ্রহণে জ্ঞাননিষ্ঠার চরম ফলরূপ মুক্তি কখনই লাভ করা যায় না। কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সন্ন্যাস সম্ভাবিত নহে। যদি কেহ ঔৎসুক্য পরবশ হইয়া, অন্তঃকরণ বিশুদ্ধি বিনা সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি কখনই মোক্ষের অধিকারী হন না ॥ ৪ ॥

—•※•—

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) জাতু (কদাচিৎ) কশ্চিৎ (জিতেন্দ্রিয়ো (জনোঽপি) ক্ষণং অপি (কিঞ্চিৎ কালমপি) ন অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্মাণি অকুর্ব্বাণঃ) তিষ্ঠতি [কস্মাৎ] প্রকৃতিজৈঃ (স্বভাবজাতৈঃ) গুণৈঃ (সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈর্বা রাগদ্বেষাদিভিঃ) সর্ব্বঃ (জনঃ) অবশঃ (অস্বতন্ত্রঃ) [সন্] কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—যেহেতু কখনও কেহ অত্যল্প-কাল-ও কর্ম্ম-বিরত থাকে না [কেননা] স্বভাবসিদ্ধ সত্ত্বরজস্তমগুণ-প্রভাবে সকলে অধীন [হইয়া] কর্ম্মানুষ্ঠান করে ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—জগতে কোন ব্যক্তি অত্যল্প মাত্র কালও কর্ম্মানুষ্ঠান-বিরত হইয়া থাকিতে পারে না। কারণ স্বভাবজাত সত্ত্বরজস্তমগুণ-জনিত রাগদ্বেষাদি সকলকে অধীন করিয়া কর্ম্ম-সেবায় বিনিযুক্ত করে ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসমাত্রাদেব কেবলাৎ জ্ঞান-রহিতাৎ সিদ্ধিং নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণাং পুরুষো নাধিগচ্ছতীতি হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামাহ ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কিঞ্চিৎ কালং জাতু কদাচিদপি কশ্চিৎ তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ সন্ কস্মাৎ? কার্য্যতে হি যস্মাদবশএব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রাকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্গুণৈঃ, অজ্ঞইতি বাক্যশেষঃ, যতো বক্ষ্যতি গুণৈর্যো ন বিচাল্যত ইতি সাঙ্খ্যানাং পৃথক্‌করণাদ-জ্ঞানামেব হি কর্ম্মযোগো ন জ্ঞানিনাং, জ্ঞানিনান্ত গুণৈরচাল্যমানাং স্বতশ্চলনাভাবাৎ কর্ম্মযোগো নোপপদ্যতে; তথা চ ব্যাখ্যাতং "বেদাবিনাশিনম্" ইত্যত্র ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তেঽর্থে বুভুৎসিতং হেতুং বক্তুমুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি কস্মা-

দিতি। কস্মান্ন কর্ম্মসন্ন্যাসাদেব সিদ্ধিমধিগচ্ছতীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। কদাচিৎ ক্ষণমাত্র-মপি ন কশ্চিদকর্ম্মকৃৎ তিষ্ঠতীত্যত্র হেতুত্বেনোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে কস্মাদিতি। সর্ব্বশব্দাৎ জ্ঞানবানপি গুণৈরবশঃ সন্ কর্ম্ম কার্য্যতে, ততশ্চ জ্ঞানবতঃ সন্ন্যাসবচনমনবকাশং স্যাদি-ত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞ ইতীতি। তমেব বাক্যশেষং বাক্যশেষাবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি যত ইতি। আত্ম-জ্ঞানবতো গুণৈরবিচাল্যতয়া গুণাতীতত্ববচনাদজ্ঞস্যৈব সত্ত্বাদিগুণৈরিচ্ছাভেদেন কার্য্যকারণ-সংঘাতং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যস্যাজিতকার্য্যকারণসংঘাতস্য ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তমানত্বমিত্যর্থঃ। জ্ঞান-যোগেনেত্যাদিনা উক্তত্বাচ্চ বাক্যশেষোপপত্তিরিত্যাহ সাংখ্যানামিতি। জ্ঞানিনো গুণপ্রযুক্ত-চলনাভাবেঽপি স্বাভাবিকচলনবলাৎ কর্ম্মযোগো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানিনাস্থিতি। প্রত্যাগাত্মনি স্বারসিকচলনাসম্ভবে প্রাগুক্তং ন্যায়ং স্মারয়তি তথা চেতি॥ ৫॥

রামানুজ।—এতদেবোপপাদয়তি নহীতি। ন হ্যস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ পুরুষঃ কশ্চিৎ কদাচিদপি কর্ম্মাকুর্ব্বাণস্তিষ্ঠতি। ন কিঞ্চিৎ করোমীতি ব্যবসিতোঽপি সর্ব্বঃ প্রকৃতি-সমুদ্ভবৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ প্রাক্তনকর্ম্মানুগুণপ্রবৃদ্ধৈর্গুণৈঃ। স্বোচিতং কর্ম্ম প্রত্যবশঃ কার্য্যতে প্রবুজ্যতে। অত উক্তলক্ষণেন কর্ম্মযোগেন প্রাচীনং পাপসঞ্চয়ং নাশয়িত্বা গুণাংশ্চ সত্ত্বাদীন্ বশে কৃত্বা নির্ম্মলান্তঃকরণেন সম্পাদ্যো জ্ঞানযোগঃ॥ ৫॥

হনুমান্।—কিঞ্চ, যোগানুষ্ঠানপূর্ব্বকাৎ সত্ত্বশুদ্ধিজনিতাদাত্মবিজ্ঞানাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি। তত্র কশ্চিৎ কুতো নৈষ্কর্ম্ম্যং নাশ্নুত ইতি হিত্বা ব্যাখ্যামাহ ন হীতি। ন হি যস্মাৎ ক্ষণমপি জগতি জাতু কদাচিদপি তিষ্ঠতি অকর্ম্মকৃদবিক্রিয়ঃ, কস্মাৎ কার্য্যতে প্রবর্ত্ত্যতে, হি যস্মাৎ অবশ এব কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রাণী প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভি-রবশ ইতি॥ ৫॥

শ্রীধর।—কর্ম্মণাঞ্চ সন্ন্যাসস্তেষনাসক্তিমাত্রং, ন তু স্বরূপেণাশক্যত্বাদিত্যাহ ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাঞ্চিদপ্যবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানী অজ্ঞানী বা অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। অত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈরাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ত্যতে অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্॥ ৫॥

বলদেব।—অবিশুদ্ধচিত্তঃ কৃতবৈদিককর্ম্মসন্ন্যাসো লৌকিকেঽপি কর্ম্মণি নিমজ্জতী-ত্যাহ ন হীতি। নন্বু সন্ন্যাস এব তস্য সর্ব্বকর্ম্মবিরোধীতি চেৎ তত্রাহ কার্য্যত ইতি। প্রকৃ-তিজৈঃ স্বভাবোত্থৈর্গুণৈঃ রাগদ্বেষাদিভিঃ কার্য্যতে প্রবর্ত্ত্যতে। অবশঃ পরাধীনঃ সন্॥ ৫॥

মধুসূদন।—নহীতি। তত্র কর্ম্মজন্যশুদ্ধ্যভাবে বহির্মুখঃ হি যস্মাৎ ক্ষণমপি কালং জাতু কদাচিৎ কশ্চিদপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ অকর্ম্মকৃৎ সন্ ন তিষ্ঠতি, অপি তু লৌকিকবৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানব্যগ্র এব তিষ্ঠতি, তস্মাদশুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসো ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। কস্মাৎ পুনরবি-দ্বান্ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি হি যস্মাৎ সর্ব্বঃ প্রাণী চিত্তশুদ্ধিরহিতঃ অবশঃ অস্বতন্ত্র এব সন্ প্রকৃতিজৈঃ প্রকৃতিতো জাতৈঃ অভিব্যক্তৈঃ কার্য্যাকারেণ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ স্বভাবপ্রভবৈর্ব্বা রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ কর্ম্ম লৌকিকং বৈদিকং বা কার্য্যতে, অতঃ কর্ম্মাণ্য-

কুর্ব্বাণো ন কশ্চিদপি তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যতঃ স্বাভাবিকা গুণাশ্চালকাঃ, অতঃ পরবশতয়া সর্ব্বদা কর্ম্মাণি কুর্ব্বতোঽশুদ্ধবুদ্ধেঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো ন সম্ভবতীতি সন্ন্যাসনিবন্ধনা জ্ঞাননিষ্ঠা সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ ।—এতদেব প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। অবশঃ কর্ম্মজশুদ্ধ্যভাবাৎ অজিতচিত্তঃ কশ্চিদপি জাতু কদাচিৎ সমাধিকালেঽপি অকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মাণি দুর্ম্মনোরথাদীনি অকুর্ব্বন্ হি প্রসিদ্ধং ন তিষ্ঠতি। হি যস্মাৎ সর্ব্বোঽপি লোকঃ প্রকৃতিজৈঃ গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ স্বভাবপ্রভবৈঃ রাগদ্বেষাদিভির্ব্বা কর্ম্ম কায়িকং বাচিকং মানসিকং বা কার্য্যতেঽবশঃং তত্র প্রবর্ত্ত্যতে ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিন্তু অশুদ্ধচিত্তঃ কৃতসন্ন্যাসঃ শাস্ত্রীয়ং কর্ম্ম পরিত্যজ্য ব্যবহারিকে কর্ম্মণি নিমজ্জতীত্যাহ নহীতি। নন্ন সন্ন্যাস এব তস্য বৈদিকলৌকিককর্ম্মপ্রবৃত্তিবিরোধী তত্রাহ কার্য্যত ইতি। অবশঃ অস্বতন্ত্রঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সূরীর অভিপ্রায়। অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, "হে ভগবন্! জ্ঞানযোগ বিরহিত হইয়া কেবল সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস দ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণ মুক্তি কেন হয় না ?" এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "সখে অর্জ্জুন ! জ্ঞানীই হউক বা অজ্ঞানীই হউক, কোন ব্যক্তিই কিঞ্চিৎ কালও কার্য্য পরিত্যাগ করতঃ অবস্থিতি করিতে পারে না ; যেহেতু সত্ত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতির কার্য্যস্বরূপ স্বাভাবিক রাগ-দ্বেষাদি প্রাণীমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত করে। কিন্তু যিনি কর্ম্ম করিতে করিতে বিশুদ্ধ-চিত্ত হইয়াছেন, তিনি স্বাভাবিক গুণ দ্বারা কর্ম্ম করিলেও, তাহাতে আসক্তিশূন্য ; তাঁহার কর্ম্মও অকর্ম্মতুল্য। আর যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, তাদৃশ অজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম অনিবার্য্য ; সুতরাং তাহার কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি এখনও জ্ঞানের প্রকৃত অধিকারী নহ ; সুতরাং এখনও তোমাকে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবেই হইবে।

টীকাকার পূজ্যপাদ মধুসূদন সরস্বতী মহাশয়ের অভিপ্রায়। মনুষ্য জিতেন্দ্রিয় হইলেও, কখনই কিঞ্চিৎ কালও কর্ম্ম-বিমুখ হইয়া থাকে না ; কেবল লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানার্থ ব্যাকুলিত থাকে। সুতরাং এরূপ ফল-কামনা-পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর মানবের চিত্ত-বিশুদ্ধি হইতে পারে না। অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির সন্ন্যাস অসম্ভব। মনুষ্য কর্ম্ম-বিমুখ

হইয়া থাকে না কেন? ইহার উত্তর এই যে, চিত্ত-শুদ্ধি-বিহীন মানবগণ প্রকৃতিজাত সত্ব রজঃ ও তমোগুণের সহিত অভিন্ন ভাবাপন্ন হইয়া অথবা স্বভাব সঞ্জাত রাগ-দ্বেষাদি গুণের পরবশ হইয়া, লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। যখন এই স্বাভাবিক গুণ পরিচালিত, সুতরাং তদধীন হইয়া, অশুদ্ধবুদ্ধি মানবগণ সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান তৎপর থাকে, তখন তাহাদের সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা সন্ন্যাস-নিবন্ধন জ্ঞাননিষ্ঠা কখনই সম্ভব নহে ॥ ৫ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (বাক্‌পাণ্যাদীনি) সংযম্য (নিগৃহ্য) মনসা (অন্তরিন্দ্রিয়েণ) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ভোগ্যান্ শব্দাদীন্ বিষয়ান্) স্মরন্ (চিন্তয়ন্) আস্তে (বর্ত্ততে) বিমূঢ়াত্মা (মূর্খঃ) মিথ্যাচারঃ (কপটাচারঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যেব্যক্তি হস্তপদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহকে নিগ্রহ-করিয়া মনের-দ্বারা ইন্দ্রিয়ভোগ্য-বিষয়—সমূহের চিন্তা করিতে-থাকে সে মূর্খ কপটী কথিত-হয় ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ভণ্ডযোগী, বাহ্যতঃ বাক্‌পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়-নিচয়কে নিরুদ্ধ করিয়া, মনে মনে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-ব্যাপারের আলোচনায় নিমগ্ন থাকে, সেই বিবেক-বিহীন ব্যক্তিকে ভ্রষ্টাচার বা দাম্ভিক বলা যায় ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্ত্বনাত্মজ্ঞচোদিতং কর্ম্ম নারভত ইতি তদসদেবেত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি হস্তাদীনি সংযম্য সংহৃত্য য আস্তে তিষ্ঠতি মনসা স্মরন্নিন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়াস্তঃকরণো মিথ্যাচারো মৃষাচারঃ পাপাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মজ্ঞবদনাত্মজ্ঞস্যাপি তর্হি কর্ম্মাকুর্ব্বতো ন প্রত্যবায়ঃ, শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতং নিয়ম্যমসমর্থস্য মূর্খস্যাপি সন্ন্যাসসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্ত্বিতি। তস্য

চোদিতাকরণং তচ্ছদ্মেন পরামৃশ্যতে তদসদিতি। মিথ্যাচারত্বাদিতিভাবঃ। মিথ্যাচারতামেব বর্ণয়তি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—অন্যথা জ্ঞানযোগায় প্রবৃত্তোঽপি মিথ্যাচারো ভবতীত্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। অবিনষ্টপাপতয়া অজিতবাহ্যান্তঃকরণ আত্মজ্ঞানায় প্রবৃত্তো বিষয়প্রবণতয়াত্মবিমুখীকৃতমনাঃ বিষয়ান্ স্মরন্ য আস্তে অন্যথাসঙ্কল্পোঽন্যথা চরতীতি স মিথ্যাচার উচ্যতে। আত্মজ্ঞানায়োদ্যুক্তো বিপরীতো বিনষ্টো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—কর্ম্মেতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানি সংযম্য নিরুধ্য য আস্তে উপবিশতি। মনসা ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্ বিমূঢ়াত্মা বিমূঢ়ান্তঃকরণঃ মিথ্যাচারঃ পাপাচরঃ স উচ্যতে, নাসৌ সন্ন্যাসী মানসব্যাপারস্যানুপরতত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—অতোঽজ্ঞং কর্ম্মত্যাগিনং নিন্দতি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা ভগবদ্ধ্যানচ্ছলেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তেঽবিশুদ্ধতয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ, স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো দাম্ভিক উচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—নন্থ রাগাদিব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতশ্রোত্রাদিঃ কশ্চিৎ, কশ্চিদ্ যতির্দৃশ্যতে তত্রাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। যো যতিঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি সংযম্য মনসা ধ্যানচ্ছদ্মনা ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দস্পর্শনাদীন্ স্মরন্নাস্তে, স বিমূঢ়াত্মা মূর্খো মিথ্যাচারঃ কথ্যতে। স চ নিরুদ্ধবাগাদেরস্যস্য নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেন মনঃশুদ্ধেরনুদয়াৎ শ্রোত্রাদ্যপ্রসারেঽপ্যবিশুদ্ধত্বান্মনসা তদ্বিষয়াণাং স্মরণাজ্‌জ্ঞানায়োদ্যতস্যাপি তস্য জ্ঞানালাভাৎ মিথ্যাচারো ব্যর্থবাগাদিনিয়মনক্রিয়ো দাম্ভিক ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—যথা কথঞ্চিদৌৎসুক্যমাত্রেণ কৃতসন্ন্যাসস্তশুদ্ধচিত্তস্তৎফলাভাগ্ ন ভবতি, যতঃ যো বিমূঢ়াত্মা রাগদ্বেষাদিদূষিতান্তঃকরণ ঔৎসুক্যমাত্রেণ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি সংযম্য নিগৃহ্য বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মাণ্যকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ, মনসা রাগাদিপ্রেরিতেন ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ ন ত্বাত্মতত্ত্বং স্মরন্নাস্তে কৃতসন্ন্যাসোঽহং ইত্যভিমানেন কর্ম্মশূন্যস্তিষ্ঠতি, স মিথ্যাচারঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যভাবেন ফলাযোগ্যত্বাৎ পাপাচার উচ্যতে। "ত্বম্পদার্থবিবেকায় সন্ন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যেহ বিহিতো যস্মাৎ তত্ত্যাগী পতিতো ভবেৎ ॥" ইত্যাদিধর্ম্মশাস্ত্রেণ, অত উপপন্নং ন চ সন্ন্যাসনাদেবাশুদ্ধান্তঃকরণঃ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতীতি ॥ ৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ সন্ন্যাসপূর্ব্বকং ধ্যানেনৈব চিত্তশুদ্ধিমপি সম্পাদয়িষ্যামি কিং কর্ম্মভিরিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। যো বিমূঢ়াত্মা রাগাদ্যাক্রান্তচিত্তঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি বাগাদীনি সংযম্য নিগৃহ্য আস্তে একান্তে ধ্যানাপদেশেনোপবিশতি স মিথ্যাচারঃ তস্য তদাসনাদিকং আচরণং মিথ্যা অলীকমেব নিষ্ফলত্বাৎ। তত্র হেতুঃ ইন্দ্রিয়ার্থান্মনসা স্মরন্নিতি।

যতঃ ইন্দ্রিয়ার্থান্ শব্দাদীন্ শ্রোত্রাদিভির্গৃহ্ণাতি মনসা চ স্মরতি অতো মিথ্যাচারঃ স বিষয়ান্ চিন্তয়ন্ যোগনিষ্ঠামাত্মনো লোকেহভিব্যনক্তি অতঃ কপটীত্যর্থঃ, তস্মাৎ কর্ম্মব্যতিরিক্তশ্চিত্তশুদ্ধ্যুপায়ো নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু তাদৃশোহপি সন্ন্যাসী কশ্চিদিন্দ্রিয়ব্যাপারশূন্যো মুদ্রিতাক্ষো দৃশ্যতে তত্রাহ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি নিগৃহ্য যো মনসা ধ্যানচ্ছলেন বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে স মিথ্যাচারো দাম্ভিকঃ ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্য।—যদি অর্জ্জুন এরূপ আশঙ্কা করেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিব, সুতরাং অনর্থক কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি ? এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, রাগাদি মনোবৃত্তি-নিচয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত-হৃদয় পুরুষ বাক্-পাণি-পাদ-পায়ু-উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় * পঞ্চকের নিগ্রহ করিয়া একান্তে সন্ন্যাসীর ন্যায় ধ্যানোপবিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার যাবতীয় আচরণ ভণ্ড ও কপটরূপে প্রকীর্ত্তিত হয়। কারণ তাহার অন্তরিন্দ্রিয়-সমূহ, বল্‌গা-বিহীন অশ্বের ন্যায়,স্বাধীন ভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-ব্যাপারে বিচরণ করে। সুতরাং তাদৃশ ছদ্মবেশধর অসংযত-চিত্ত পুরুষ বিহিত বিধানে আসনাদি সন্ন্যাসীর করণীয় যাবতীয় অনুষ্ঠানের সাধন করিলেও, তৎসমস্ত অনুষ্ঠান নিষ্ফলতা হেতু অলীকরূপে প্রতীত হয়। অতএব কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই, কেবল ঔৎসুক্য পরবশ হইয়া সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিলে কখনও তাহার ফলভাগী হওয়া যায় না। "আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি," এই অহঙ্কারে স্ফীত-হৃদয় অথচ বাহ্যতঃ কর্ম্মশূন্য ব্যক্তি কপটাচারীরূপে সর্ব্বত্র নিন্দিত ও ধিক্‌কৃত হইয়া থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "শ্রুতিবিধান করিয়াছেন, তৎপদার্থ বিবেকের অর্থাৎ আত্ম-জ্ঞানের নিমিত্ত, সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, যিনি তত্ত্যাগী তিনি

* বেদান্ত শাস্ত্রানুসারে ইন্দ্রিয় চতুর্দ্দশটি। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ও নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই ৫টী কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত এই চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়। এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা মন। কর্ণেন্দ্রিয়ের দেবতা দিক্, ত্বকের বায়ু, চক্ষুর সূর্য্য, জিহ্বার প্রচেতা, ঘ্রাণের অশ্বিনী, বাকের বহ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের বিষ্ণু, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের শঙ্কর এবং চিত্তের অচ্যুত। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের বিষয় শব্দ, ত্বকের স্পর্শ, চক্ষুর রূপ, রসনার রস, নাসিকার গন্ধ। এই সকল জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবীর অংশ সমুদ্ভূত।

পতিত।" অতএব কেবল সন্ন্যাসমাত্র অবলম্বন করিয়া অশুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তি কখনও সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ফলতঃ জ্ঞানবলে যাহার হৃদয় বলীয়ান্ হয় নাই, যাহার অন্তঃকরণ, ব্রণ-লোলুপ মক্ষিকার ন্যায়, সাংসারিক বিষয়-মলে বিচরণ করিতেছে এবং যে ব্যক্তির হৃদয় অসীম বাসনা রূপ তামসজালে অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, তাদৃশ অবিশুদ্ধ-হৃদয় পাপ পঙ্কিল মানব, জনসমাজে গৌরব লাভের বাসনায় বা ঔৎসুক্য অথবা অর্থলাভ-লালসা পরবশ হইয়া, যদি বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক নিমীলিতনেত্রে ধ্যান-নিমগ্ন সন্ন্যাসী হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসের ফলস্বরূপ মোক্ষরূপ ধনের কদাচ অধিকারী হইতে পারে না। সেই পাপাত্মা যখন পরম পুণ্যশীল যতি-কুল-চূড়ামণি মহাপুরুষের ন্যায় মুদ্রিত নয়নে বিহিত আসনে নগ্নবেশে উপবিষ্ট থাকে, তখন হয়ত তাহার চিরদুষ্ক্রিয়াসক্ত হৃদয় কোন পূর্ব্বদৃষ্টা রূপসী যুবতীর সঙ্গ-সুখ-সম্ভোগ-লালসায় নিতান্ত ব্যাকুল থাকে। অথবা কোন ভাগ্যবান্ জনের অসামান্য সুখ-সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইতে থাকে। ইত্যাকার ভোগ বাসনাসক্ত অথচ বাহ্য নিগৃহীতেন্দ্রিয় যোগী স্বকীয় কপট ব্যবহারে জনসমাজে কিয়ৎকাল প্রতিষ্ঠাভাজন ও গুরুতুল্য সম্মানিত হইলেও কালে তাহার ভণ্ড ব্যবহার সমস্ত নিশ্চয়ই মানবগণের গোচরীভূত হইবে এবং পারলৌকিক উন্নতি ত দূরের কথা, জনসমাজে অনন্ত নিগ্রহ ও বিজাতীয় কলঙ্ক তাহার পুরস্কার হইবে ॥ ৬ ॥

—০:*:০—

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন যঃ তু ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি) মনসা (বিবেকবলেন) নিয়ম্য (বশীকৃত্য) অসক্তঃ (ফলাভিলাষ-বর্জ্জিতঃ) [সন্] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ) কর্ম্মযোগং (কর্ম্ম-রূপং যোগং) আরভতে (করোতি) স বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠো ভবতি) ॥৭॥

প্রতিশব্দ।—ফাল্গুনি যিনি কিন্তু ইন্দ্রিয়-সমূহকে মনের দ্বারা বশীভূত-করিয়া ফলকামনা-পরিশূন্য [হইয়া] হস্তপদাদির-দ্বারা কর্ম্মযোগ করিতে-থাকেন, তিনি শ্রেষ্ঠ হন ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যিনি মনের সাহায্যে ইন্দ্রিয় নিচয়কে আয়ত্তীকৃত করিয়া নিষ্কামভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা কর্ম্মরূপ যোগের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, তিনিই শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হন ॥৭॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্ত্বিতি। যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতোঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতেঽর্জ্জুন কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ, কিমারভতে ইত্যাহ কর্ম্মযোগমসক্তঃ সন্ ফলাভিসন্ধিবর্জ্জিতঃ স বিশিষ্যতে ইতরস্মান্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—অনাত্মজ্ঞস্ত চোদিতমকুর্ব্বতো জাগ্রতো বিষয়ান্তরদর্শনধ্রৌব্যাৎ মিথ্যাচারত্বেন প্রত্যবায়িত্বমুক্ত্বা বিহিতমনুতিষ্ঠতস্তস্যৈব ফলাভিলাষবিকলস্ত সদাচারত্বেন বৈশিষ্ট্যমাচষ্টে যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। বিহিতমনুতিষ্ঠতো মূর্থাৎ কর্ম্ম ত্যজতো বৈশিষ্ট্যমক্ষরযোজনয়া স্পষ্টয়তি যস্তু পুনরিতি ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—অতঃ পূর্ব্বাভ্যস্তবিষয়সজাতীয়ে শাস্ত্রীয়ে কর্ম্মণীন্দ্রিয়াণ্যাত্মাবলোকন-প্রবৃত্তেন মনসা নিয়ম্য তৈঃ স্বতএব কর্ম্মপ্রবণৈরিন্দ্রিয়ৈরসঙ্গপূর্ব্বকং যঃ কর্ম্মযোগমারভতে সোঽসম্ভাব্যমানপ্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্যতে ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—যস্ত্বিতি। তস্মান্মিথ্যাচারাৎ যতএবমতঃ যস্তু পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতো-ঽজ্ঞো বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য আরভতে, অর্জ্জুন! কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ, কিমারভত ইত্যত্রাহ, কর্ম্মযোগং কর্ম্ম চ যোগ আরাধ্যারাধকসম্বন্ধরূপকত্বাৎ অসক্তঃ অফলাকাঙ্ক্ষী স বিশিষ্যতে তস্মান্মিথ্যাচারাৎ ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্তু জ্ঞানে-ন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—এতদ্বৈপরীত্যেন স্ববিহিতকর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিতি। আত্মানুভবপ্রবৃত্তেন মনসেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্যাসক্তঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন্ যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতেঽনুতিষ্ঠতি স বিশিষ্যতে। সম্ভাব্যমানজ্ঞানত্বাৎ পূর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—ঔৎসুক্যমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাণ্যসংন্যস্য চিত্তশুদ্ধয়ে নিষ্কামকর্ম্মাণ্যেব যথা-শাস্ত্রং কুর্য্যাৎ যস্মাৎ তদশোধিতান্তঃকরণসংন্যাসিব্যতিরেকার্থঃ। ইন্দ্রিয়াণি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি মনসা সহ নিয়ম্য পাপহেতুশব্দাদিবিষয়াসক্তের্নিবর্ত্ত্য [মনসা বিবেকযুক্তেন নিয়ম্যেতি বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাক্‌পাণ্যাদিভিঃ কর্ম্মযোগং শুদ্ধিহেতুতয়া] বিহিতং কর্ম্মারভতে করোত্যসক্তঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন্ যো বিবেকী, স ইতরস্মান্মিথ্যাচারাদ্বিশিষ্যতে পরিশ্রম-সাম্যেঽপি ফলাতিশয়ভাক্ত্বেন শ্রেষ্ঠো ভবতি। হে অর্জ্জুন! আশ্চর্য্যমিদং পশ্য, যদেকঃ

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্নন্ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্ পুরুষার্থশূন্যোঽপরস্তু জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ব্যাপারয়ন্ পরমপুরুষার্থভাগ্ ভবতীতি ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্তু পূর্ব্বস্মান্মিথ্যাচারাৎ বিলক্ষণঃ ইন্দ্রিয়াণি মনসা সহ নিয়ম্য রাগদ্বেষবিযুক্তানি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগং আরভতে হে অর্জ্জুন! স কর্ম্মফলে স্বর্গাদৌ ঐহিকে বা শব্দাদৌ অসক্তোঽনাসক্তোঽতো বিশিষ্যতে পূর্ব্বস্মাদধিকোভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—এতদ্বিপরীতঃ শাস্ত্রীয়কর্ম্মকর্ত্তা গৃহস্থস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যস্ত্বিতি। কর্ম্মযোগং শাস্ত্রবিহিতম্। অসক্তোঽফলাকাঙ্ক্ষী বিশিষ্যতে। "অসম্ভাবিতপ্রমাদত্বেন জ্ঞাননিষ্ঠাদপি পুরুষাদ্বিশিষ্টঃ" ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে বাহ্যতঃ বিষয়-ব্যাপারে উদাসীন, অথচ অন্তরে বিষয়-চিন্তা-পরায়ণ ভণ্ডদিগের কথা উল্লেখ করিয়া, অধুনা শ্রীভগবান্ তদ্বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত মহাত্মদিগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যে মহাপুরুষ আপনার আন্তরিক শক্তি প্রভাবে, শ্রোত্র নেত্র নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া, ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হৃদয়ে, বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, সেই বিবেকী মহাত্মাই শ্রেষ্ঠ। চিত্ত-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মযোগ আবশ্যক; সুতরাং ঘৃণিত ভোগাভিলাষ বা পরিণামে সুখলাভের প্রত্যাশা তাহার প্রণোদক হওয়া উচিত নহে। যিনি, অশেষ সুখ-সৌভাগ্য-পরিবৃত এবং ভোগ-বিলাস-সাগরে ভাসমান হইয়াও, চিত্তকে কদাচ তাহাতে লিপ্ত বা মগ্ন হইতে দেন না, যিনি বাহ্যতঃ বিষয়-রাজ্যে বিচরণশীল হইলেও, অন্তরে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ উদাসীন সেই সাধু পুরুষ মিথ্যাচার-নিরত, ভ্রষ্টমতি পুরুষদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। দেখ সখে! কি আশ্চর্য্যের বিষয়, একদিকে এক ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে নিগ্রহ করিয়া, অথচ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকারে বিষয়-পরায়ণ হইয়া, পুরুষার্থভ্রষ্ট হইতেছে; অপরদিকে আর এক ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া, কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে বিষয় ভোগ করিয়া পুরুষার্থের অধিকারী হইতেছে ॥ ৭ ॥

———•:•:•———

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—ত্বং নিয়তং (নিত্যবিহিতং) কর্ম্ম (শ্রুতিস্মৃত্যনুমোদিতং) কুরু হি (যস্মাৎ) অকর্ম্মণঃ (নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ) কর্ম্ম জ্যায় (প্রশস্যতরং) অপিচ অকর্ম্মণঃ (বিহিতকর্ম্মরহিতস্য) তে (তব) শরীরযাত্রা (জীবিকা-নির্ব্বাহঃ) ন প্রসিধ্যেৎ (প্রকৃষ্টরূপেণ সিদ্ধা ভবেৎ) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—তুমি বিহিত কর্ম্ম কর যেহেতু কর্ম্মহীনতার অপেক্ষা কর্ম্ম প্রশস্যতর আরও সর্ব্ব-কর্ম্ম-হীন তোমার জীবন যাত্রা সুসিদ্ধ হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যখন কর্ম্ম-হীনতার অপেক্ষা কর্ম্মানুষ্ঠানই অধিক শ্রেয়স্কর, তখন বেদাদি-ধর্ম্ম-শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই উচিত; আরও দেখ, তুমি সর্ব্ব-কর্ম্ম-পরিশূন্য হইলে, তোমার জীবন-যাত্রা কখনই সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে না ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবমতো নিয়তং নিত্যং শাস্ত্রোপদিষ্টং যো যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ ফলায় চাশ্রুতং তন্নিয়তং কর্ম্ম, তৎ কুরু ত্বং, হে অর্জ্জুন! যতঃ কর্ম্ম জ্যায়োঽধিকতরং ফলতো হি যস্মাদকর্ম্মণোঽকরণাদনারম্ভাৎ, কথং? শরীরযাত্রা শরীরস্থিতিরপি চ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ প্রসিদ্ধিং ন গচ্ছেদকর্ম্মণোঽকরণাৎ, অতো দৃষ্টঃ কর্ম্মাকর্ম্মণোরর্থবিশেষো লোকে ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মানুষ্ঠায়িনো বৈশিষ্ট্যমুপদিষ্টমনূদ্য তদনুষ্ঠানমধিকৃতেন কর্ত্তব্যমিতি নিগময়তি যত ইতি। উক্তমেব হেতুং ভগবদনুমতিকথনেন স্ফুটয়তি কর্ম্মেতি। ইতশ্চ ত্বয়া কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাহ শরীরেতি। তন্নিয়তং তস্যাধিকৃতস্যেতি সম্বন্ধঃ। স্বর্গাদিফলে দর্শপূর্ণমাসাদাবধিকৃতস্য তস্য তদপি নিত্যং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি ফলায়েতি। নিত্যং কর্ম্মেতি নিয়মেন কর্ত্তব্যমিত্যত্র হেতুমাহ যত ইতি। হিশব্দোপাত্তমুক্তমেব হেতুমনুবদতি যস্মাদিতি। করণস্যাকরণাজ্জ্যায়স্ত্বং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। সত্যেব কর্ম্মণি দেহাদিচেষ্টাদ্বারা শরীরং স্থাতুং পারয়তি তদভাবে জীবনমেব দুর্লভং ভবেদিতি ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—নিয়তং ব্যাপ্তং প্রকৃতিসংসৃষ্টেন হি ব্যাপ্তং কর্ম্ম প্রকৃতিসংসৃষ্টত্বমনাদিবাসনয়া নিয়তত্বেন সশকত্বাদসম্ভাবিতপ্রমাদত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ, কর্ম্মৈব কুরু! অক-

র্ম্মণো হি জ্ঞাননিষ্ঠায়া অপি কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ। "নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ইতি প্রক্রমাৎ, অকর্ম্মশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠৈবোচ্যতে। জ্ঞাননিষ্ঠাধিকারিণোঽপ্যনত্যন্তপূর্ব্বতয়া চানিয়তত্বেন দুঃশকত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ, জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ কর্ম্মনিষ্ঠৈব জ্যায়সী। কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে আত্মযাথাত্ম্য-জ্ঞানেনাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বানুসন্ধানমনন্তরমেব বক্ষ্যতে, অত আত্মজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মযোগান্তর্গতত্বাৎ স এব জ্যায়ানিত্যর্থঃ। কর্ম্মণো জ্ঞাননিষ্ঠায়া জ্যায়স্ত্বমবগতং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামধিকারে সত্যেবোপ-পদ্যতে। যদি সর্ব্বং কর্ম্ম পরিত্যজ্য কেবলং জ্ঞাননিষ্ঠায়ামধিকরোষি, তর্হ্যকর্ম্মণস্তে জ্ঞাননিষ্ঠস্য জ্ঞাননিষ্ঠোপকারিণী শরীরযাত্রাপি ন সেৎস্যতি। যাবৎ সাধনসমাপ্তি শরীর-ধারণঞ্চাবশ্যং কার্য্যং, ন্যায়ার্জ্জিতধনেন মহাযজ্ঞাদিকং কৃত্বা তচ্ছিষ্টাশনেনৈব শরীরধারণং কার্য্যম্। "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ" ইতিশ্রুতেঃ, "তে ত্বঘং ভুঞ্জতে পাপাঃ" ইতি চ বক্ষ্যতে। অতো জ্ঞাননিষ্ঠস্যাপি কর্ম্মাকুর্ব্বতো দেহযাত্রা ন সেৎস্যতি, যতো জ্ঞাননিষ্ঠ-স্যাপি ধ্রিয়মাণশরীরস্য যাবৎসাধনসমাপ্তি মহাযজ্ঞাদি নিত্যনৈমিত্তিকর্ম্মাবশ্যং কার্য্যম্। যতশ্চ কর্ম্মযোগেঽপ্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বভাবনয়াত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানমন্তর্ভূতং, যতশ্চ প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য কর্ম্মযোগঃ সুশকোঽপ্রমাদশ্চ, অতো জ্ঞাননিষ্ঠাযোগস্যাপি জ্ঞানযোগাৎ কর্ম্মযোগো জ্যায়ান্, তস্মাৎ ত্বং কর্ম্মযোগমেব কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—নিয়তমিতি। যত এবমতস্তস্মাৎ নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম ত্বং কুরু, যত কর্ম্ম জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠং ফলকরত্বাৎ, অকর্ম্মণঃ অনারম্ভাৎ ইতশ্চ জ্যায়ঃ শরীরযাত্রা শরীর-স্থিতিরপি চেৎ তে তব ন প্রসিধ্যেৎ ন প্রসিধ্যতি, অকর্ম্মণ অকরণাৎ তস্মাৎ কর্ত্তব্য-মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং কর্ম্ম সন্ধ্যোপাসনাদি কুরু, হি যস্মাদকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যশ্চ তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন ভবেৎ ॥ ৮ ॥

বলদেব।—নিয়তমিতি। তস্মাৎ ত্বমবিশুদ্ধচিত্তো নিয়তমাবশ্যকং কর্ম্ম কুরু চিত্ত-বিশুদ্ধয়ে নিষ্কামতয়া স্ববিহিতং কর্ম্মাচরেত্যর্থঃ। অকর্ম্মণঃ ঔৎসুক্যমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস-সকাশাৎ কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং ক্রমসোপানন্যায়েন জ্ঞানোৎপাদকত্বাৎ। ঔৎসুক্যমাত্রেণ কর্ম্ম ত্যজতো মলিনে হৃদি জ্ঞানপ্রকাশাৎ। কিঞ্চাকর্ম্মণঃ সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীরযাত্রা দেহনির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ। যাবৎসাধনপূর্ত্তি দেহধারণস্যাবশ্যকত্বাৎ তদর্থং জ্ঞানী ভিক্ষাটনাদি-কর্ম্মানুতিষ্ঠতি। তচ্চ ক্ষত্রিয়স্য তবানুচিতম্। তস্মাৎ স্ববিহিতেন যুদ্ধপ্রজাপালনাদিকর্ম্মণা শুক্লানি বিত্তান্যুপার্জ্জ্য তৈর্নির্ব্যূঢদেহযাত্রঃ স্বাত্মানমনুসন্ধেহীতি ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্মনসা জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ ত্বং প্রাগনুষ্ঠিতশুদ্ধিহেতুকর্ম্মা নিয়তং বিধ্যুদ্দেশে ফলসম্বন্ধশূন্যতয়া নিয়তং নিমিত্তেন বিহিতং কর্ম্ম শ্রৌতং স্মার্ত্তঞ্চ নিত্যমিতি প্রসিদ্ধং কুরু। (কুর্ব্বিতি মধ্যমপুরুষপ্রয়োগেণৈব

স্বমিত্তিলব্ধে স্বমিত্তিপদমর্থান্তরে সংক্রমিতম্।) কস্মাদশুদ্ধান্তঃকরণেন কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যং ? হি যস্মাৎ অকর্ম্মণোঽকরণাৎ কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরম্। ন কেবলং কর্ম্মাভাবে তবান্তঃকরণ-শুদ্ধিরেবং ন সিধ্যেৎ, কিন্তু অকর্ম্মণো যুদ্ধাদিকর্ম্মরহিতস্ত তে তব শরীরযাত্রা শরীরস্থিতি-রপি ন প্রকর্ষেণ ক্ষাত্রবৃত্তিকৃতত্বলক্ষণেন সিধ্যেৎ, তথা প্রাগুক্তম্। অপিচেত্যন্তঃকরণশুদ্ধি-সমুচ্চয়ার্থঃ ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বং নিয়তং সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্মৈব কুরু, যদ্বা নিয়তং নিয়মেন ত্বং কর্ম্ম নিত্যকাম্যসাধারণং যৎ পাপবিনিবর্ত্তকস্বভাবং তদেব কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সকলকর্ম্মেন্দ্রিয়নিগ্রহেণ তদকরণাৎ চিত্তজয়শূন্যাৎ কর্ম্মৈব জ্যায়ঃ প্রশস্ততরং, অপি চ তে তব ক্ষত্রিয়স্য অকর্ম্মণঃ সত্যামপি চিত্তশুদ্ধৌ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনঃ শরীরযাত্রা দেহব্যবহারঃ ন প্রসিধ্যেৎ ভৈক্ষ্যচর্য্যায়ামনধিকারাৎ। "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইতি সন্ন্যাসবিধায়কে বাক্যে "রাজা রাজসূয়েন স্বরাজ্যকামো যজেত" ইত্যত্র রাজপদবৎ ব্রাহ্মণপদস্য বিবক্ষিতস্বার্থত্বাৎ "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য, ত্রয়ো রাজন্যস্য, দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি স্মৃতেশ্চ, অন্যত্রাপ্যুক্তং পারিব্রাজ্যং প্রকৃত্য, "মুখজানাময়ং ধর্ম্মো বৈষ্ণবং লিঙ্গধারণম্। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে" ইতি ॥ ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—নিয়তমিতি। তস্মাৎ ত্বং নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি অকর্ম্মণঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ জ্যায়ঃ শ্রেষ্ঠম্। সন্ন্যস্তসর্ব্বকর্ম্মণস্তব শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন সিধ্যেৎ ॥ ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মবিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করা বিধেয়; তুমি, ফল-কামনা-বিরহিত হইয়া এবং মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া, শ্রুতিঃ-স্মৃতি-অনুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। তোমার চিত্ত-শুদ্ধির অভাব না থাকিলেও, কর্ম্ম অবশ্য করণীয়; কেননা, কর্ম্ম-হীনতার অপেক্ষা কর্ম্মই প্রশস্ততর। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কেবল যে তোমার চিত্ত-শুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে, এমন নহে। বুঝিয়া দেখ, যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে, তোমার জীবনযাত্রাও সুনির্ব্বাহিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে বয়স্য অর্জ্জুন! চিত্ত-শুদ্ধি পর্য্যন্ত তোমাকে আবশ্যক কর্ম্ম সকল সর্ব্বদা করিতে হইবে। কর্ম্ম সকল বহু-আয়াস-সাধ্য ও অনর্থ-বহুল হইলেও, তৎসম্পাদনে, অনাদি বাসনা বশতঃ, অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মান্তরীণাভ্যাসবশতঃ, কোন প্রমাদ ঘটিবে না।

(অনায়াসে তাহা সুসম্পন্ন হইবে); কারণ এই বুভুক্ষিত জীব নিচয় প্রাকৃতিক বন্ধনে বদ্ধ; সুতরাং প্রকৃতির গুণ অতিক্রম করা জীববৃন্দের সাধ্যাতীত; যতকাল জীবগণ আপনাকে জানিতে না পারিবে, ততকাল প্রকৃতির গুণে বিমোহিত থাকিবে। ভগবৎকৃপায় সদ্‌গুরুর উপদেশে যখন চিত্তশুদ্ধি সঞ্জাত হইবে, তখন আর প্রকৃতির প্রভুত্ব থাকিবে না, জীবগণও অহঙ্কারশূন্য হইবে এবং সুখ-দুঃখময় সংসারে লিপ্ত হইবে না। অতএব বলিতেছি, কামনাশূন্য হইয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত,সর্ব্বদা স্বধর্ম্মবিহিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান কর। অকর্ম্ম অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠা অবলম্বন করার অপেক্ষা, স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ; যেহেতু (৩য় অধ্যায়ে ৪ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে, "কর্ম্ম আরম্ভ না করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।" অপিচ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারবশতঃ জীবগণের কর্ম্ম সকল অতিশয় অভ্যস্ত আছে, কিন্তু জ্ঞান বিষয়ে তো এই প্রথম শিক্ষা, সুতরাং জ্ঞান পূর্ব্ব-সংস্কার-রহিত। অতএব পূর্ব্ব অনভ্যস্ত জ্ঞান-নিষ্ঠায় প্রবৃত্ত সাধকের জ্ঞানসাধন অসম্ভব, এবং বহু যত্নে জ্ঞান-নিষ্ঠার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে প্রমাদ অর্থাৎ চিত্ত-ব্যামোহ ঘটিবার সম্ভব। কর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা আত্ম-যাথাত্ম্য-জ্ঞান উৎপন্ন হইলে আত্মার কর্ত্তৃত্বাভিমানও দূরীভূত হইবে। অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ, আত্ম-জ্ঞানও কর্ম্মযোগের অধীন; সুতরাং জ্ঞাননিষ্ঠাপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। যদি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল জ্ঞাননিষ্ঠাই আশ্রয় কর, তবে তোমার দেহ যাত্রাই নির্ব্বাহ হইবে না এবং দেহধারণ ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠাও সম্পন্ন হইতে পারিবে না। অতএব যতকাল আত্মজ্ঞান সাধনের চেষ্টা থাকিবে ততকাল দেহধারণও অবশ্য করিতে হইবে। ন্যায়োপার্জ্জিত* ধন দ্বারা মহাযজ্ঞাদি সম্পন্ন করিয়া যজ্ঞ-শেষ ভোজন করতঃ শরীর ধারণ করিবে। "আহারের বিশুদ্ধতা হেতু চিত্তের বিশুদ্ধি, এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে পূর্ব্বানুভূত বস্তুর স্মৃতি হয়।" ইহাই শ্রুতিসম্মত ব্যবস্থা। অতএব

* যর্জ্জেত ব্রাহ্মণো বিপ্রো রাজন্যো রক্ষয়া ভুবঃ। বৈশ্যস্তু বার্ত্তয়া জীবেৎ শূদ্রস্তু দ্বিজসেবয়া॥ কৃষি-বাণিজ্য-গোরক্ষা-কুসীদং তুর্য্যমেব চ। বার্ত্তা চতুর্ব্বিধা তত্র বয়ং গোবৃত্তয়োঽনিশম্॥ ইন্দ্রযাগে প্রবৃত্ত পিতা নন্দকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন; ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যাপনাদি দ্বারা, রাজন্যবর্গ পৃথিবী পালন দ্বারা, বৈশ্যগণ চতুর্ব্বিধ বার্ত্তা দ্বারা, শূদ্রগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতির সেবা দ্বারা ধনোপার্জ্জন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে। কৃষি, বাণিজ্য, গোরক্ষা ও কুসীদ, এই চতুর্ব্বিধ বার্ত্তা; বৈশ্যগণ এই চতুর্ব্বিধ বার্ত্তা দ্বারা ধন উপার্জ্জন করিবে।

জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী পুরুষের কর্ম্ম না করিলে দেহযাত্রা সিদ্ধ হইবে না ; সুতরাং শরীরধারী জ্ঞাননিষ্ঠাবলম্বী পুরুষের শমদমাদি সাধন সম্পাদন পর্য্যন্ত, মহাযজ্ঞাদি নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম সকল অবশ্যকরণীয়। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ প্রকৃতি-সংসৃষ্ট হইলেও, আত্ম-কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায়, তাহা আত্ম-জ্ঞানের অন্তর্ভুত ; ঈদৃশ কর্ম্মযোগে কোন বিঘ্ন বা প্রমাদের সম্ভব নাই। জ্ঞান-নিষ্ঠার যোগ্য হইলেও তাহার পক্ষে জ্ঞানযোগাপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। অতএব তুমি স্বধর্ম্মবিহিত যুদ্ধ ও প্রজাপালনাদি দ্বারা, বিশুদ্ধ বিত্ত উপার্জ্জন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ পূর্ব্বক আত্ম-তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও।

পূজ্যপাদ শ্রীমন্নীলকণ্ঠ সুরির অভিপ্রায়। যেহেতু কর্ম্ম পরিত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ,অতএব পাপ বিনিবৃত্তির নিমিত্ত সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য ও কাম্য সাধারণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রামকে নিগ্রহ না করিয়া কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে চিত্তকে স্বায়ত্ত করিতে পারা যায় না এবং চিত্তজয় ব্যতীত জ্ঞান-নিষ্ঠাও সিদ্ধ হইবে না ; অতএব কর্ম্মই প্রশস্ত-তর। অপিচ হে অর্জ্জুন ! চিত্তশুদ্ধি হইলেও তুমি কর্ম্ম ত্যাগ করিতে পার না, কেন না কর্ম্ম ত্যাগ করিলে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। ব্রাহ্মণগণই ভিক্ষাশ্রমের অধিকারী ; তুমি ক্ষত্রিয়, তোমার সন্ন্যাসে অধিকার নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণের ন্যায় ভিক্ষা দ্বারা তুমি জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে না। "রাজা রাজসূয়েন স্বারাজ্যকামো যজেত" এই শ্রুতি বাক্যে রাজ পদ যেমন ক্ষত্রিয়ার্থ ভিন্ন অন্যার্থের প্রতিপাদক নহে, তদ্রূপ "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়া বিত্তৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তি" ইত্যাদি সন্ন্যাস বিধায়ক শ্রুতি বাক্যে ব্রাহ্মণপদ,কেবল মুখজাত ব্রাহ্মণার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য, ত্রয়ো ক্ষত্রিয়স্য, দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি স্মৃতি বাক্যেও ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর বর্ণের সন্ন্যাসাধিকার উক্ত হয় নাই। সন্ন্যাস প্রস্তাবে শাস্ত্রান্তরেও লিখিত আছে, "মুখজানাময়ং ধর্ম্মো বৈষ্ণবং

আমরাও বৈশ্য, কিন্তু গো-পালনই আমাদের বৃত্তি, এই জন্য আমরা গোপজাতি বলিয়া লোক-প্রসিদ্ধ। (শ্রীমদ্ভাগবত। ১০। ২৪। ২০—২১) উক্ত নিয়মানুসারে যে ধন অর্জ্জিত হয়, তাহাই ন্যায়ার্জ্জিত ধন, স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণাদি বর্ণ সকল, এই নিয়মে দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিলে কোন পাপ হইবে না ; বিশুদ্ধ ধন আহারে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত হইয়া জ্ঞান-নিষ্ঠার অধিকার জন্মে।

লিঙ্গ ধারণম্। বাহু জাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে" ইতি, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জাতিরই বৈষ্ণব চিহ্ন সন্ন্যাস ধর্ম্ম, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতির নিমিত্ত এই ধর্ম্ম বিহিত হয় নাই। অতএব তুমি সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিবে না। স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সুতরাং কর্ম্ম করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর ॥ ৮ ॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—যজ্ঞার্থাৎ (পরমেশ্বরারাধনার্থাৎ) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (তদতিরিক্তে স্থলে) অয়ং লোকঃ (কর্ম্মাধিকারী মানবঃ) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মভিঃ বধ্যতে) কৌন্তেয় তদর্থং (যজ্ঞার্থং) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কামঃ) [সন্] কর্ম্ম সমাচর (সম্যগাচর সম্পাদয়) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—বিষ্ণু-আরাধনা-হইতে কর্ম্মের অন্য-স্থলে তাহা মনুষ্যের কর্ম্ম-বন্ধন হয় পার্থ যজ্ঞোদ্দেশে নিষ্কাম [হইয়া] কর্ম্মের প্রকৃষ্ট-অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—পরমেশ্বরের আরাধনা ব্যতীত অন্য যে কোন উদ্দেশেই কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হউক না কেন তাহা মনুষ্যের সংসারবন্ধনের হেতুভূত হয়। অতএব হে পার্থ! তুমি কামনা বিহীন হইয়া, কেবল ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাক ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যচ্চ মন্যসে বন্ধার্থত্বাৎ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি তদপাসৎ, কথং? যজ্ঞার্থাদিতি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতের্যজ্ঞ ঈশ্বরস্তদর্থং যৎ ক্রিয়তে, তদ্যজ্ঞার্থং কর্ম্ম, তস্মাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রানেন কর্ম্মণা লোকোঽয়মধিকৃতঃ কর্ম্মকৃৎ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্ম বন্ধনঃ যস্য সোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনো লোকো ন তু যজ্ঞার্থাদতস্তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ কর্ম্মফলসঙ্গবর্জ্জিতঃ সন্ সমাচর নির্ব্বর্ত্তয় ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু" ইতি স্মৃতের্বন্ধার্থং কর্ম্ম তৎ ন শ্রেয়োঽর্থিনা কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্কামনূদ্য দূষয়তি যচ্চেত্যাদিনা। কর্ম্মাধিকৃতস্য তদকরণমযুক্তমিতি প্রতিজ্ঞাতং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি কথমিত্যাদিনা। ফলাভিসন্ধিমন্তরেণ যজ্ঞার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্য

বন্ধাভাবাৎ তাদর্থ্যেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ তদর্থমিতি। যজ্ঞার্থং কর্ম্মেত্যমুক্তং, ন হি কর্ম্মার্থমেব কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিতি। কথং তর্হি "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি স্মৃতিস্তত্রাহ তস্মাদিতি। ঈশ্বরার্পণবুদ্ধ্যা কৃতস্য কর্ম্মণো বন্ধার্থত্বাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৯॥

রামানুজ।—এবং তর্হি দ্রব্যার্জ্জনাদিকর্ম্মণোঽহঙ্কারমমকারাদি সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাকুলতা-গর্ভত্বেনাস্য পুরুষস্য কর্ম্ম বাসনয়া বন্ধনং ভবিষ্যতীত্যত আহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞাদিশাস্ত্রীয় কর্ম্মশেষভূতাৎ দ্রব্যার্জ্জনাদেঃ কর্ম্মণোঽন্যত্রাত্মীয়প্রয়োজনশেষভূতে কর্ম্মণি ক্রিয়মাণেঽয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনো ভবতি। অতস্ত্বং যজ্ঞাদ্যর্থং দ্রব্যার্জ্জনাদিকং কর্ম্ম সমাচর। তত্র আত্মপ্রয়োজনসাধনতয়া যঃ সঙ্গস্তস্মাৎ সঙ্গান্মুক্তঃ সন্ সমাচর, এবং মুক্তসঙ্গেন যজ্ঞাদ্যর্থতয়া কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে যজ্ঞাদিভিঃ কর্ম্মভিরারাধিতঃ পরমপুরুষোঽস্যানাদিকালপ্রবৃত্তকর্ম্মবাসনামুচ্ছিদ্যা-ব্যাকুলাত্মাবলোকনং দদাতীত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—যত্তু মন্যসে বন্ধহেতুত্বাৎ কর্ম্মাকর্ত্তব্যমিতি তদসৎ, কথং? যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽপি বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণু" ইতিশ্রুতেঃ সোঽর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তদযজ্ঞার্থং বিষ্ণ্বা-রাধনার্থং, তস্মাৎ বিষ্ণ্বারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্রায়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনস্তদর্থং বিষ্ণোরারাধনার্থং যজ্ঞাদিকর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গো মুক্তঃ সঙ্গো যেন স মুক্ততৃষ্ণঃ সমাচর অনুতিষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—সাংখ্যাস্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ যজ্ঞার্থাদিতি। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতেঃ তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা, লোকেঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা, অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সম্যগাচর ॥ ৯ ॥

বলদেব।—নমু কর্ম্মণি কৃতে বন্ধো ভবেৎ। নমু "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইত্যাদি স্মরণাচ্চেতি চেৎ তত্রাহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতিশ্রুতেঃ। তদর্থাৎ তত্তোষফলাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র স্বসুখফলকে কর্ম্মণি ক্রিয়মাণেঽয়ং লোকঃ প্রাণী কর্ম্ম-বন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে। তস্মাৎ তদর্থং বিষ্ণুতোষণার্থং কর্ম্ম সমাচর। হে কৌন্তেয়! মুক্ত-সঙ্গস্ত্যক্তসুখাভিলাষঃ সন্ ন্যায়োপার্জ্জিতদ্রব্যসিদ্ধেন যজ্ঞাদিনা বিষ্ণুমারাধ্য তচ্ছেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বন্ ন বধ্যস ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—"কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি স্মৃতেঃ, সর্ব্বং কর্ম্ম বন্ধাত্মকত্বান্মুমুক্ষুণা ন কর্ত্তব্যমিতি মন্বা তস্যোত্তরমাহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, তদারাধনার্থং যৎ ক্রিয়তে কর্ম্ম তদযজ্ঞার্থং, তস্মাৎ কর্ম্মণঃ অন্যত্র কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽয়ং লোকঃ কর্ম্মাধিকারী কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে, নত্বীশ্বরারাধনার্থেন, অতস্তদর্থং যজ্ঞার্থং কর্ম্ম হে কৌন্তেয়! ত্বং কর্ম্মণ্যধিকৃতো মুক্তসঙ্গঃ সন্ সমাচর সম্যক্ শ্রদ্ধাদিপুরঃসরং আচর ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি কর্ম্মণাং বন্ধকত্বস্মৃতেঃ কথং মুমুক্ষুং মাং তত্র নিযোজয়সীত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞঃ পরমেশ্বরারাধনং, "যজ দেবপূজায়াম্" ইতি ধাত্বর্থানুগমাৎ, তদর্থং "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেবিষ্ণুর্ব্বা, তদারাধনার্থং যৎ কর্ম্ম ততোঽ-

তত্র কর্ম্মণি স্বর্গাদ্যর্থে প্রবৃত্তোঽয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যতে ন ত্বীশ্বরারাধনার্থেন, অতস্তদর্থং ঈশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম বর্ণাশ্রমোচিতং, হে কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ ফলাভিলাষশূন্যঃ সন্ সমাচর সম্যক্ কুরু ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বু তর্হি "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" ইতি স্মৃতেঃ, কর্ম্মণি বন্ধঃ স্যাদিতি চেন্ন, পরমেশ্বরার্পিতং কর্ম্ম ন বন্ধকমিত্যাহ যজ্ঞার্থাদিতি। বিষ্ণ্বর্পিতো নিষ্কামো ধর্ম্মএব যজ্ঞ উচ্যতে। তদর্থং যৎ কর্ম্ম ততোঽন্যত্রৈব অয়ং লোকঃ কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মণা বধ্যমানো ভবতি। তস্মাৎ ত্বং তদর্থং তাদৃশধর্ম্মসিদ্ধ্যর্থং কর্ম্ম সমাচর। নন্বু বিষ্ণ্বর্পিতোঽপি ধর্ম্মঃ কামনামুদ্দিশ্য কৃতশ্চেদ্ বন্ধকো ভবত্যেব ইত্যাহ মুক্তসঙ্গঃ, ফলাকাঙ্ক্ষা রহিতঃ। এবমেবোদ্ধবং প্রত্যপি শ্রীভগবতোক্তং, "স্বধর্ম্মস্থো যজন্ যজ্ঞৈরনাশীঃকাম উদ্ধব। ন যাতি স্বর্গনরকৌ যদ্যন্যৎ ন সমাচরেৎ। অস্মিন্ লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ। জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি" ইতি ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে, সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই অননুষ্ঠেয় অথবা যদি "কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ" এই স্মার্ত্ত বচন স্মরণ করিয়া সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতুভূত, সুতরাং মুমুক্ষুগণের অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন, এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যজ্ঞই পরমেশ্বর; শ্রুতিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। সেই যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণু প্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় কামনা-মূলক কর্ম্ম, লোকের সংসার-বন্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের অধোগতির পথই উত্তরোত্তর প্রশস্ততর হয়; কিন্তু ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মানবের মোক্ষ বিধান করে। কেননা নিষ্কাম ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের লক্ষ্যীভূত ঈশ্বর সাধকের অনাদিকাল-প্রবৃত্ত কর্ম্মবাসনার উচ্ছেদ করিয়া, তাঁহাকে আত্ম-দর্শনে সক্ষম করেন। অতএব হে সখে! তুমি আসক্তি ও কামনা বিরহিত হইয়া, বিহিত শ্রদ্ধাদি সহকারে, ভগবদারাধনার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥ ৯ ॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—পুরা (কল্পাদৌ) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (যজ্ঞসহিতাঃ যজ্ঞাধিকৃতাঃ) প্রজাঃ (ব্রাহ্মণাদি বর্ণান্) সৃষ্ট্বা (উৎপাদ্য) উবাচ (কথয়ামাস) অনেন (যজ্ঞেন) প্রসবিষ্যধ্বং (উত্তরোত্তরাং বৃদ্ধিং লভধ্বং) এষঃ (যজ্ঞঃ) বঃ (যুষ্মাকং) ইষ্টকামধুক্ (ইষ্টান্ অভিমতান্, কামান্ ফলানি, দোগ্ধি পূরয়তি, অভীষ্ট ভোগপ্রদ ইতি যাবৎ) অস্তু (ভবতু) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—আদি-কালে ব্রহ্মা যজ্ঞের সহিত লোক সৃষ্টি-করিয়া বলিয়াছিলেন এই যজ্ঞের-দ্বারা বৃদ্ধি-প্রাপ্ত-হও ইহা তোমাদিগের অভীষ্ট-ফলপ্রদ হউক ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা যজ্ঞ সহকৃত ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণাত্মক প্রজা উৎপাদন করিয়া বলিয়াছিলেন যে, এই যজ্ঞের অনুসরণ ক্রমে তোমরা উত্তরোত্তর অতি-বৃদ্ধি লাভ কর; কেন না এই যজ্ঞ ক্রিয়া তোমাদিগের পক্ষে কামধেনুর ন্যায় অভিলষিত ভোগপ্রদ ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, সহেতি। সহযজ্ঞা যজ্ঞসহিতাঃ প্রজাস্ত্রয়ো বর্ণাস্তা সৃষ্ট্বোৎপাদ্য পুরা পূর্ব্বং সর্গাদাবুবাচোক্তবান্ প্রজাপতিঃ প্রজানাং স্রষ্টা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিরুৎপত্তিস্তাং কুরুধ্বম্, এষ বো যজ্ঞঃ যুষ্মাকমস্তু ভবতু, ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানভিপ্রেতান্ কামান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতীষ্টকামধুক্ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—নিত্যস্য কর্ম্মণো নৈমিত্তিকসহিতস্যাধিকৃতেন কর্ত্তব্যত্বে হেত্বন্তরপরত্বেনানন্তরশ্লোকমবতারয়তি ইতশ্চেতি। কথং পুনরনেন যজ্ঞেন বৃদ্ধিরস্মাভিঃ শক্যা কর্ত্তুমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—যজ্ঞশিষ্টেনৈব সর্ব্বপুরুষার্থসাধননিষ্ঠানাং শরীরধারণং কর্ত্তব্যং, অযজ্ঞশিষ্টেন শরীরধারণং কুর্ব্বতাং দোষমাহ সহেতি। "পতিং বিশ্বস্য" ইত্যাদি শ্রুতের্নিরুপাধিকঃ প্রজাপতিশব্দঃ সর্ব্বেশ্বরং বিশ্বস্রষ্টারং বিশ্বাত্মানং পরায়ণং নারায়ণমাহ, পুরা সর্গকালে স ভগবান্ প্রজাপতিরনাদিকালপ্রবৃত্তাচিৎসংসর্গবিবশা উপসংহৃতনামরূপবিভাগাঃ স্বস্মিন্ প্রলীনাঃ সকলপুরুষার্থানর্হাশ্চেতনেতরকল্পাঃ প্রজাঃ সমীক্ষ্য পরমকারুণিকঃ স্বস্বজ্জীবেবয়া

স্বারাধনভূত জ্ঞাননির্বৃতয়ে যজ্ঞৈঃ সহ তাঃ সৃষ্ট্বেবমুবাচ। অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং আত্মনো বৃদ্ধিং কুরুধ্বং, এষ বো যজ্ঞঃ পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষাখ্যস্য কামস্য তদনুগুণানাঞ্চ কামানাং প্রপূরয়িতা ভবত্বিত্যর্থঃ॥ ১০॥

হনুমান্।—সহযজ্ঞা ইতি। ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্ম, সহেতি। সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞসহিতাঃ, প্রজাঃ প্রাণিনঃ ব্রাহ্মণাদ্যা ধ্যানযজ্ঞাধিকারিণঃ সৃষ্ট্বা পুরা পূর্ব্বসর্গাদৌ উবাচ প্রজাপতিঃ, প্রজাসৃষ্টেরনন্তরং কথমুবাচ, অনেন যজ্ঞেনোৎপাদয়ধ্বম্, এষ যজ্ঞঃ বো যুষ্মাকমস্তু ভবতু ইষ্টকামধুক্ ইষ্টকামানভিমতান্ ফলবিশেষান্ দোগ্ধীতি ইষ্টকামধুক্॥ ১০॥

শ্রীধর।—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ। যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞা যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পুরা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্মশ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ॥ ১০॥

বলদেব।—অযজ্ঞশেষেণ দেহযাত্রাং কুর্ব্বতো দোষমাহ সহেতি। প্রজাপতিঃ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ "পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, "ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ" ইত্যাদিস্মরণাচ্চ। পুরা আদিসর্গে সহযজ্ঞা যজ্ঞৈঃ সহিতা দেবমানবাদিরূপাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা নামরূপবিভাগশূন্যাঃ প্রকৃতিশক্তিকে স্বস্মিন্ বিলীনাঃ পুরুষার্থাযোগ্যাস্তাস্তৎসম্পাদকনামরূপ-ভাজো বিধায় যজ্ঞং তন্নিরূপকং বেদঞ্চ প্রকাশ্যেত্যর্থঃ। তাঃ প্রতীদমুবাচ কারুণিকঃ। অনেন বেদোক্তেন মদর্পিতেন যজ্ঞেন যূয়ং প্রসবিষ্যধ্বং, প্রসবো বৃদ্ধিং স্ববৃদ্ধিং ভজধ্বমিত্যর্থঃ। এষ মদর্পিতো যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্ হৃদ্বিশুদ্ধ্যাত্মজ্ঞানদেহযাত্রাসম্পাদনদ্বারা বাঞ্ছিতমোক্ষ-প্রদোঽস্তু॥ ১০॥

মধুসূদন।—প্রজাপতিবচনাদপ্যধিকৃতেন কর্ম্মকর্ত্তব্যমিত্যাহ সহযজ্ঞা ইত্যাদিচতুর্ভিঃ। সহযজ্ঞেন স্বাশ্রমোচিতবিহিতকর্ম্মকলাপেন বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ কর্ম্মাধিকৃতা ইতি যাবৎ। (বোপসর্জ্জনস্যেতি পক্ষে সাদেশাভাবঃ) প্রজাস্ত্রীন্ বর্ণান্ পুরা কল্পাদৌ কৃপয়া সৃষ্ট্বোবাচ প্রজানাং পতিঃ স্রষ্টা। কিমুবাচেত্যাহ অনেন যজ্ঞেন স্বাশ্রমোচিতধর্ম্মেণ প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। কথমনেন বৃদ্ধিঃ স্যাদত আহ এষ যজ্ঞাখ্যো ধর্ম্মঃ বো যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ ইষ্টানভিমতান্ কামান্ কাম্যানি ফলানি দোগ্ধি জ্ঞাপয়তীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র যদ্যপি যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যক কর্ম্মোপলক্ষণার্থম-করণে প্রত্যবায়স্যাগ্রে কথনাৎ, কাম্যকর্ম্মণাঞ্চ প্রকৃতে প্রস্তাবো নাস্ত্যেব "মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ" ইত্যনেন নিরাকৃতত্বাৎ, তথাপি নিত্যকর্ম্মণামপ্যানুসঙ্গিকফলসদ্ভাবাদেষ, বোঽস্ত্বিষ্টকামধুগিত্যুপ-পদ্যতে। তথাচাপস্তম্বঃ স্মরতি তদ্যথা "আম্রে ফলার্থে নিমিত্তে (নির্ম্মিতে) ছায়া গন্ধ ইত্যনুৎপদ্যতে এবং ধর্ম্মকর্ম্মচর্য্যমাণমর্থা অনুৎপদ্যন্তে, নো চেদনুৎপদ্যন্তে ন ধর্ম্মহানির্ভবতি"

ইতি ফলসদ্ভাবেঽপি তদভিসন্ধ্যনভিসন্ধিভ্যাং কাম্যনিত্যয়োর্ব্বিশেষঃ, অনভিসংহিতস্যাপি বস্তুস্বভাবাদুৎপত্তৌ ন বিশেষঃ। বিস্তরেণ চাগ্রে প্রতিপাদয়িষ্যতে ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবার্থবাদেন দ্রঢ়য়তি সহেতি। যজ্ঞৈঃ সহেতি সহযজ্ঞাঃ ("বোপসর্জ্জনস্য" ইতি পক্ষে সাদেশাভাবঃ) কর্ম্মাধিকৃতা ইতি যাবৎ, প্রজাস্ত্রৈবর্ণিকাঃ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবো বৃদ্ধিস্তাং লভধ্বং, এষ যজ্ঞঃ বঃ যুষ্মাকং ইষ্টকামধুক্ ইষ্টার্থপূরকোঽস্তু ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবমশুদ্ধচিত্তো নিষ্কামং কর্ম্মৈব কুর্য্যাৎ নতু সন্ন্যাসং ইত্যুক্তম্। ইদানীং যদি চ নিষ্কামোঽপি ভবিতুং ন শক্নুয়াৎ তদা সকামমপি ধর্ম্মং বিষ্ণ্বর্পিতং কুর্য্যাৎ নতু কর্ম্মত্যাগমিত্যাহ সহেতি সপ্তভিঃ। যজ্ঞেন সহিতাঃ (বোপসর্জ্জনস্যেতি সহস্য সাদেশাভাবঃ।) পুরা বিষ্ণ্বর্পিতধর্ম্মকারিণীঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা ব্রহ্মা উবাচ, অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসবো বৃদ্ধিঃ উত্তরোত্তরামতিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তাসাং সকামত্বমভিলক্ষ্যাহ এষযজ্ঞো ব ইষ্টকামধুক্ অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা প্রজাপতির বাক্য দ্বারা সমর্থনার্থ এই স্থলে চারিটি শ্লোক অবতারিত হইতেছে। স্ব স্ব আশ্রমোচিত ক্রিয়াকলাপ সহকৃত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়াত্মক প্রজা সমূহ সৃষ্টি করিয়া, কল্পারম্ভ কালে * প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, তোমরা সকলে স্ব স্ব আশ্রমোচিত ধর্ম্মের অনুসরণ করিয়া,ক্রমশঃ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হইতে থাক। যদি বল, ইহাতে কিরূপে বৃদ্ধি লাভ করিব? তাহার উত্তর এই যে, এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্ম † তোমাদিগের সর্ব্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগ প্রদানে সমর্থ। যদিও এখানে যজ্ঞ আবশ্যক কর্ম্মরূপেই কীর্ত্তিত হইল, কেন না তাহার অকরণে প্রত্যবায়ের প্রসঙ্গও পরে কথিত হইয়াছে; এবং "মা কর্ম্মফল-

* মানবীয় পরিণামানুসারে চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন কথিত হয়। তাহাই কল্প। তাহাতে চতুর্দ্দশ মনু আবির্ভূত হন। যথা; চতুর্যুগ সহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে। স কল্পো যত্র মনবশ্চতুর্দ্দশ বিশাম্পতে। শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১২। ৪। ২ ॥

† বরাহের শরীর হইতে যজ্ঞের উৎপত্তি হইয়াছে। তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নোদ্ধৃত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন। "স যজ্ঞোঽভূদ্বরাহস্য কায়াৎ শম্ভুবিদারিতাৎ। যথাঽহং কথয়ে তদ্বঃ শৃণুধ্বং বহিতা দ্বিজাঃ ॥ বিদারিতে বরাহস্য কায়ে ভর্গেণ তৎক্ষণাৎ। ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবা দেবাঃ সর্ব্বৈশ্চ প্রমথৈঃ সহ ॥ নিম্মার্জনাৎ সমুদ্ভূতাত্তচ্ছরীরং নভঃ প্রতি। তবিভেজুঃ শরীরন্তে বিষ্ণোশ্চক্রেণ খণ্ডশঃ ॥ তস্যাঙ্গসন্ধয়ো যজ্ঞা জাতাস্তে বৈ পৃথক্ পৃথক্। যস্মাদ্ যস্মাচ্চ যে যজ্ঞাস্তৎ শৃণুষ্ব মহর্ষয়ঃ ॥ ভ্রূ-নাসা-সন্ধিনা জাতো জ্যোতিষ্টোমো মহাধ্বরঃ। হনুশ্রবণসন্ধ্যোস্তু বহ্নিষ্টোমো ব্যজায়ত ॥ চক্ষুর্ভ্রুবোঃ সন্ধিনা তু ব্রাত্যষ্টোমো ব্যজায়ত। রাজঃ পৌনর্ভবষ্টোমস্তস্য পোত্রোষ্ঠ-সন্ধিনা ॥ বৃদ্ধষ্টোমবৃহট্টোমৌ জিহ্বামূলাদ্ব্যজায়ত। অতিরাত্রং সবৈরাজমধোজিহ্বান্তরাদভূৎ ॥ অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্॥

হেতুর্ভূঃ” ইত্যাদি বাক্যে কাম্য কর্ম্মের অবৈধতা উক্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহার সহিত বর্ত্তমান প্রসঙ্গের কোনই সম্বন্ধ নাই; তথাপি নিত্য ক্রিয়া-কলাপ, অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্মরূপে ফলকামনা-পরিশূন্য হৃদয়ে অনুষ্ঠিত হইলেও, তাহার অবশ্যম্ভাবী আনুষঙ্গিক ফল কখনই অপগত হইবে না। তাহা স্বতঃই কামধেনুর ন্যায় মানবকুলের সর্ব্বাভীষ্ট ফল প্রদান করিবে। ইহাই প্রজাপতি বাক্যের তাৎপর্য্য। আপস্তম্ব উল্লেখ করিয়াছেন, “ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত আম্রবৃক্ষ রোপিত হইলেও, ছায়া ও গন্ধ আনুষঙ্গিক লাভ এবং ধর্ম্মের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কার্য্যের অর্থও আনুষঙ্গিক লাভ, তাহাতে

স্নানং তর্পণপর্য্যন্তং নিত্যযজ্ঞাশ্চ সর্ব্বশঃ। কণ্ঠসন্ধে সমুৎপন্না জিহ্বাতো বিধয়স্তথা॥ বাজি-মেধো মহামেধো নরমেধস্তথৈব চ। প্রাণিহিংসাকরা যেঽন্যে তে জাতাঃ পাদসন্ধিতঃ॥ রাজ-সূয়োঽথ কারীষো বাজপেয়স্তথৈব চ। পৃষ্ঠসন্ধৌ সমুৎপন্না গ্রহযজ্ঞাস্তথৈব চ॥ প্রতিষ্ঠোৎসর্গযজ্ঞাশ্চ দানশ্রাদ্ধাদয়স্তথা। হৃৎসন্ধিতঃ সমুৎপন্নাঃ সাবিত্রীযজ্ঞ এব চ॥ সর্ব্বেষাং সাধকা যজ্ঞাঃ প্রায়শ্চিত্তকরাশ্চ যে। তে মেঢ্রসন্ধিতো জাতা যজ্ঞাস্তস্য মহাত্মনঃ॥ রক্ষঃসত্রং সর্পসত্রং সর্ব্বশ্চৈবাভিচারিকম্। গোমেধো বৃক্ষজাপশ্চ খুরেভ্যো হ্যভবন্মম॥ মায়েষ্টিঃ পরমেষ্টিশ্চ গীষ্পতির্ভোগসম্ভবঃ। লাঙ্গুলসন্ধৌ সংজাতা অগ্নিষ্টোমস্তথৈবচ॥ নৈমিত্তিকাশ্চ যে যজ্ঞাঃ সংক্রান্ত্যাদৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ। লাঙ্গুলসন্ধৌ তে জাতাস্তথা দ্বাদশবার্ষিকম্॥ তীর্থপ্রয়োগসাযোজ-যজুঃসঙ্কর্ষণস্তথা। আর্কমাথর্ব্বণশ্চৈব নাভিসন্ধেঃ সমুদ্গতাঃ॥ ঋচোৎকর্ষঃ ক্ষেত্রযজ্ঞঃ পঞ্চমার্গোঽতিযোজনঃ। লিঙ্গসংস্থানহৈরম্বযজ্ঞা জাতাশ্চ জানুনি॥ এবমষ্টাধিকং জাতং সহস্রং দ্বিজসত্তমাঃ। যজ্ঞানাং সততং লোকা যৈর্ভাব্যন্তেঽধুনাপি চ॥ স্রুগস্য পোত্রাৎ সংজাতা নাসিকায়াঃ স্রুবোঽভবৎ। অন্যে স্রুক্স্রুবভেদা যে তে জাতাঃ পোত্রনাসয়োঃ॥ গ্রীবা-ভাগেন তস্যাভূৎ প্রাগ্বংশো মুনিসত্তমাঃ। ইষ্টাপূর্ত্তং যজুর্ধর্ম্মো জাতাঃ শ্রবণরন্ধ্রতঃ॥ দংষ্ট্রাভ্যো হ্যভবন্ যূপাঃ কুশ রোমণি চাভবন্। উদ্গাতা চ তথাধ্বর্য্যুর্হোতা সমিধ এব চ॥ অগ্রদক্ষিণবামাঙ্গপশ্চাৎপাদেষু সঙ্গতাঃ। পুরোডাশাঃ সচরবো জাতা মস্তিষ্কসঞ্চয়াৎ॥ কর্ণনেত্র-যুগাজ্জাতা যজ্ঞকেতুস্তথা খুরাৎ। মধ্যভাগোঽভবদ্বেদী মেঢ্রাৎ কুণ্ডমজায়ত॥ রেতোধারাস্তথৈ-বাজ্যং স্বরাস্মন্ত্রাঃ সমুদ্গতাঃ। যজ্ঞালয়ঃ পৃষ্ঠভাগাৎ হৃৎপদ্মাৎ যজ্ঞ এব চ। তদাত্মা যজ্ঞপুরুষো মুখাঃ কক্ষাৎ সমুদ্গতাঃ। এবং যাবন্তি যজ্ঞানাং ভাণ্ডানি চ হবীংষি চ॥ তানি যজ্ঞ বরাহস্য শরীরাদেব চাভবন্। এবং যজ্ঞবরাহস্য শরীরং যজ্ঞতামগাৎ॥ যজ্ঞরূপেণ সকলমাপ্যায়িতুমিদং জগৎ। এবং বিধায় যজ্ঞন্তু ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরাঃ॥ সুবৃত্তং কনকং ঘোরমাসেতুর্যজ্ঞতৎপরাঃ। ততস্তেষাং শরীরাণি পিণ্ডীকৃত্য পৃথক্ পৃথক্॥ ত্রিদেবাস্ত্রিশরীরাণি ব্যধমন্মুখবায়ুভিঃ। সুবৃত্তস্য শরীরন্তু ব্যধমন্মুখবায়ুনা॥ স্বয়মেব জগৎ স্রষ্টা দক্ষিণাগ্নিস্ততোঽভবৎ॥ কনকস্য শরীরন্তু স্থাপয়ামাস কেশবঃ। ততোঽভূদ্গার্হপত্যাগ্নিঃ পঞ্চ বৈতানভোজনঃ॥ ঘোরস্য তু বপুঃ শম্ভুর্স্থাপয়ামাস বৈ স্বয়ম্। তত আহবনীয়োঽগ্নিস্তৎক্ষণাৎ সমজায়ত॥ এতৈস্ত্রিভির্জগদ্ব্যাপ্তং ত্রিমূলং সকলং জগৎ। এতদ্ যত্র ত্রয়ং নিত্যং তিষ্ঠন্তি দ্বিজসত্তমাঃ। সমস্তা দেবতাস্তত্র বসন্তেঽ-মুচরৈঃ সহ॥ এতত্ত্রয়মিদং নিত্যমেতদেব ত্রয়াত্মকম্। এতৎ ত্রয়ীবিধির্নানমেতৎ পুণ্যকরং পরম্॥ যস্মিন্ জনপদে চৈতে তিষ্ঠন্তে অগ্নয়স্ত্রয়ঃ। তস্মিন্ জনপদে নিত্যং চতুর্ব্বর্গো বিবর্দ্ধতে॥

—কালিকাপুরাণ।

ধর্ম্মহানি হয় না।" নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি আনুষঙ্গিক ফল লাভ হয়, তাহাতে হানি নাই; কেন না সে অনুষ্ঠানের সহিত কোনই ফল প্রাপ্তির কামনা নাই। ফলপ্রদানে উভয়ের যোগ্যতা থাকিলেও ফলাভিসন্ধান সহকৃত কর্ম্মই কাম্য এবং ফলাভিসন্ধান বিবর্জ্জিত কর্ম্ম নিত্য; কাম্য ও নিত্যের ইহাই প্রভেদ। এই প্রসঙ্গ পরে আরও বিস্তারিত রূপে বিবৃত হইবে। আর যদি এই ব্রহ্মবাক্যকে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসা স্বরূপই মনে করা হয়, তাহা হইলেও এস্থলে অসঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিবার কোন কারণ নাই। কেন না কর্ম্মহীনতার অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ, একথা ভগবান্ বিশেষ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং এস্থলে কাম্য কর্ম্মের প্রশংসাও দোষাবহ বলা যায় না। (এতদ্বিষয়ক বিস্তারিত বিবরণ ২অ, ৪০ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য।)

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিপ্রায়। "প্রজাপতিঃ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ","পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং "ব্রহ্ম প্রজানাং পতিরচ্যুতোঽসৌ" ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেই সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, অখিল বিশ্বের পরমাশ্রয় নারায়ণই প্রজাপতি। সেই পরমকারুণিক ভগবান্ প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে, অনাদিকাল প্রবৃত্ত দেব-মানবাদি প্রজাসমূহ, চৈতন্যস্বরূপ স্বস্বরূপে বিলীন্ হইয়া বিবশভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহাদের নাম-রূপ-আদি বিভাগ উপসংহৃত হইয়াছে,অতএব তাহারা সর্ব্ববিধ পুরুষার্থ সাধনে নিতান্ত অক্ষম হইয়া অচেতনবৎ অবস্থান করিতেছে। অনন্তর তাহা-দিগকে পুনরায় পুরুষার্থ-সাধনে সক্ষম করিবার নিমিত্ত পুরুষার্থ-সম্পাদক নাম-রূপাদি প্রদান করিলেন, অর্থাৎ তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। নাম ও রূপের উদ্ভবের নামই সৃষ্টি এবং নাম ও রূপের কারণ রূপে স্থিতি বা উপসংহৃতির নাম প্রলয়। প্রজাপতি যে কেবলমাত্র প্রজাবর্গকেই সৃষ্টি করিলেন তাহাই নহে, পরন্তু তাহাদিগের পুরুষার্থ-সাধক যে আরাধনরূপ যজ্ঞ এবং তন্নিরূপক যে বেদ তাহাও আদৌ প্রকাশিত করিলেন ও প্রজাবর্গকে বলিলেন যে, এই মদীয়ারাধনরূপ যজ্ঞ, তোমাদিগের পরমপুরুষার্থরূপ মোক্ষ এবং তদানুষঙ্গিক সর্ব্ববিধ কামনাপূরণ করুক ॥ ১০ ॥

☞ "সহ যজ্ঞৈঃ" ইতি বা পাঠঃ।

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—অনেন (যজ্ঞেন) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্ অমরান্) ভাবয়ত (সংবর্দ্ধয়ত) তে দেবা বঃ (যুষ্মান্) ভাবয়ন্তু (সংবর্দ্ধয়ন্তু) পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ঃ (মোক্ষরূপং) অবাপ্স্যথ (প্রাপ্স্যথ) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে সংবর্দ্ধনা-কর সেই দেবতারা তোমাদিগকে আপ্যায়িত-করুন। পরস্পর সংবর্দ্ধিত-হইয়া পরম মঙ্গল পাইবে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—বিহিত যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা তোমরা দেবতাদিগকে সন্তুষ্ট ও সম্মানিত করিলে তাঁহারাও তোমাদিগের হিত সাধন করিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন। এইরূপে পরস্পর সংবর্দ্ধিত করিতে থাকিলে, পরিণামে তোমরা মোক্ষরূপ পরম মঙ্গলের অধিকারী হইবে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং? দেবানিতি। দেবানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়তানেন যজ্ঞেন তে দেবা ভাবয়ন্তু আপ্যায়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা বো যুষ্মানেবং পরস্পরমন্যোন্যং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমপি মোক্ষলক্ষণং জ্ঞানপ্রাপ্তিং ক্রমেণাবাপ্স্যথ স্বর্গং বা পরং শ্রেয়োঽবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—কথং পুনরভীষ্টফলবিশেষহেতুত্বং যজ্ঞস্য বিজ্ঞায়তে। ন হি দেবতাপ্রসাদাদৃতে স্বর্গাদিরভ্যুদয়ো লভ্যতে নাপি সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ নিঃশ্রেয়সং সেদ্ধুং পারয়তীতি শঙ্কতে কথমিতি। তত্র শ্লোকেনোত্তরমাহ দেবানিতি। মুমুক্ষুত্ববুভুক্ষুত্ববিভাগেন শ্রেয়সি বিকল্পঃ ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—দেবানিতি। অনেন দেবতারাধনভূতেন দেবান্ মচ্ছরীরভূতান্ মদাত্মকানারাধয়ত। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" ইতি হি বক্ষ্যতে। যজ্ঞেনারাধিতাস্তে দেবা মদাত্মকাঃ স্বারাধিতা অপেক্ষিতান্নপানাদ্যৈর্যুষ্মান্ পুষ্ণন্তু এবং পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ পরং শ্রেয়ো মোক্ষাখ্যমবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

হনুমান্।—কথমিষ্টকামধুক্ যজ্ঞ ইত্যত্রাহ দেবান্ ভাবয়তানেনেত্যাদি। দেবান্ ইন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত বর্দ্ধয়ত, অনেন যজ্ঞেন তে দেবা বর্দ্ধিতা যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরং বিজ্ঞানং প্রাপ্তিক্রমেণাবাপ্স্যথ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—কথমিষ্টকামদোগ্ধা যজ্ঞোভবেদিত্যত্রাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং

দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনান্নোৎপত্তি-দ্বারেণ, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽভীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ॥ ১১॥

বলদেব।—দেবানিতি। ইদঞ্চ প্রজাঃ প্রত্যুক্তং, অনেন যজ্ঞেন মদঙ্গভূতানিন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত তত্তদ্ধবির্দানেন প্রীতান্ যূয়ং কুরুত, তে দেবা বো যুষ্মাংস্তত্তদ্বরদানেন ভাবয়ন্তু প্রীতান্ কুর্ব্বন্তু। ইত্থং শুদ্ধাহারেণ মিথো ভাবিতাস্তে চ যূয়ং পরং মোক্ষলক্ষণং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথ। তত্রাহারশুদ্ধির্হি জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গম্। তত্র "আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১১॥

মধুসূদন।—কথমিষ্টকামদোগ্ধৃত্বং যজ্ঞস্যেতি তদাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং যজমানাঃ দেবানীন্দ্রাদীন্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত তর্পয়তেত্যর্থঃ, তে দেবা যুষ্মাভির্ভাবিতাঃ সন্তো বো যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ সংবর্দ্ধয়ন্তু, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরং শ্রেয়োঽভিমতমর্থং প্রাপ্স্যথ দেবাস্তৃপ্তিং প্রাপ্স্যন্তি যূয়ঞ্চ স্বর্গাখ্যং পরং শ্রেয়ঃ প্রাপ্স্যথেত্যর্থঃ॥ ১১॥

নীলকণ্ঠ।—ইষ্টার্থপূরকত্বমেবাহ দেবানিতি। ভাবয়ত তর্পয়ত, অনেন দেবতাপূজাত্মকেন যজ্ঞেন বঃ যুষ্মান্ ভাবয়ন্তু তুষ্ট্যাদিদানেন পরস্পরং ভাবয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ শ্রেয়ঃ পরং প্রাপ্স্যথ॥ ১১॥

বিশ্বনাথ।—কথমিষ্টকামপ্রদো যজ্ঞো ভবেৎ? তত্রাহ দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন দেবান্ ভাবয়ত ভাবযুক্তান্ কুরুত। ভাবঃ প্রীতিস্তদ্যুক্তান্ কুরুত প্রীণয়ত ইত্যর্থঃ। তে দেবা অপি বঃ প্রীণয়ন্তু॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা কিরূপে মনুষ্যের হিত সাধিত হইতে পারে এবং কেনই বা প্রজাপতি যজ্ঞ কার্য্যকে কামধুক্ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই এই স্থানে বিবৃত হইতেছে। বেদ-বিহিত যজ্ঞ-ক্রিয়ায় যজমান হবিঃ ও সোমরসাদির দ্বারা ইন্দ্র, মরুৎ, অশ্বিনীকুমার, সবিতা প্রভৃতি দেবগণকে সংবর্দ্ধিত ও পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া, দেবগণ প্রার্থনানুরূপ বৃষ্ট্যাদি দ্বারা বসুন্ধরাকে শস্য-শালিনী করিয়া, মানব কুলের প্রভূত কল্যাণ-সাধন করিয়া থাকেন *। যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা ইত্যাকার দেব ও মানব পরস্পরের সংবর্দ্ধন-সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিলে, কালক্রমে মনুষ্য সকল মঙ্গলের সারভূত মোক্ষ লাভের উপায়

---

* কালিকা পুরাণের নিম্নলিখিত মার্কণ্ডের উক্তিতে মূলের ভাব স্পষ্টীকৃত হইয়াছে। "যজ্ঞেষু দেবাস্তিষ্ঠন্তি যজ্ঞে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতম্। যজ্ঞেন ধ্রিয়তে পৃথ্বী যজ্ঞস্তারয়তি প্রজাঃ॥ অন্নেন ভূতা জীবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ। পর্জ্জন্যো জায়তে যজ্ঞাৎ সর্ব্বং যজ্ঞময়ং ততঃ॥"

স্বরূপ জ্ঞান-ধনের অধিকারী হইতে পারিবে ; অথবা অভীষ্ট লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে * ॥ ১১ ॥

—— •:*:• ——

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২॥

অন্বয়।—দেবাঃ যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞৈঃ সংবর্দ্ধিতাঃ) ইষ্টান্ (অভিলষিতান্) ভোগান্ (ভোগ্যপদার্থান্) বঃ (যুষ্মভ্যং) দাস্যন্তে (বিতরিষ্যন্তি) হি (যস্মাৎ) তৈঃ (দেবৈঃ) দত্তান্ (অন্নাদীন্ ভোগ্যান্) এভ্যঃ (দেবেভ্যঃ) অপ্রদায় (যজ্ঞেষু অদত্ত্বা) যঃ (পুরুষঃ) ভুঙ্‌ক্তে (অশ্নাতি) স স্তেনঃ (তস্করঃ) এব ॥ ১২ ॥

প্রতিশব্দ।—দেবতারা যজ্ঞ দ্বারা পরিতৃপ্ত-হইয়া অভিলষিত ভোগ্য-বস্তু-সকল তোমাদিগকে দিবেন যেহেতু তজ্জন্য তাঁহাদিগের প্রদত্ত তাঁহাদিগকে না দিয়া যে ভোগ-করে সে চৌর-ই ॥ ১২ ॥

---

* দেবতাদিগের প্রীতির নিমিত্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় এবং দেবতারাও প্রীত হইয়া যজমানের কল্যাণসাধন ও প্রার্থনা পূরণ করেন। বৈদিক যে কোন যজ্ঞের মন্ত্রাদি আলোচনা করিলেই এ কথা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। যথা, "আজ্যেন হবিষাভুৎ স্বাহা" (যজুর্ব্বেদ সংহিতা, ২য় অধ্যায়, ৯ কণ্ডিকা।) অর্থাৎ "আজ্যমিশ্রিত এই হবি দেবগণের তুষ্টি সাধনার্থ ই প্রস্তুত হইয়াছে। তাঁহারা এতৎ প্রাপ্তে তুষ্ট হইয়া আমাদের ইষ্টসিদ্ধ করুন – এই আহুতি স্বাহুত হউক।" (শ্রীযুক্ত আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী) অন্যত্র যথা, "অগ্নেরদব্ধায়োহশীতমপাহি মাদিদ্যোঃ পাহি প্রসিত্যৈ পাহি দুরিষ্টৈ পাহি দুরদ্মন্যা অবিষন্তঃ পিতুঙ্কৃণুসুষদায়োনৌ স্বাহা।" (যজুর্ব্বেদ ২য় অধ্যায় ২০ কণ্ডিকা।) অর্থাৎ "যজমানের মঙ্গলকারী, বহুভোজী হে গার্হপত্য অগ্নে! তুমি আমাদিগকে বজ্রপাত হইতে রক্ষা কর। আমাদিগকে দুর্ভোজন হইতে রক্ষা কর। আমাদের ভক্ষণীয় অন্ন জল নির্ব্বিষ কর। আমাদিগকে সুখ-শয্যায় শয়ান কর। এই আহুতি সুন্দররূপে গৃহীত হইবে।" (আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী) ঋগ্বেদেও ইহার প্রচুর প্রমাণ রহিয়াছে। যথা ; "অগ্নিনা রয়িমশ্নবৎপোষমেব দিবে দিবে। যশসং বীরবত্তমম্॥" অর্থাৎ যজমান অগ্নিদ্বারা ধন প্রাপ্ত হন, তাহা দিনে দিনে বর্দ্ধিত হয়। তাহাতে অনেক বীর নিযুক্ত করা যায়। (১ মণ্ডল, ১ সূক্ত, ৩ ঋক।) অন্যদ্ যথা ; "ইন্দ্রবায়ূ ইমে সুতা উপ প্রয়োভির্‌আ গতম্। ইন্দবো বামুশন্তি হি।" হে ইন্দ্র বায়ু! সোমরস অভিষুত হইয়াছে। তোমরা অন্ন লইয়া আইস। সোমরস তোমাকে কামনা করিতেছে। ইত্যাদি দৃষ্টান্ত সকল বেদের সর্ব্বত্রই পরিদৃষ্ট হয়।

ব্যাখ্যা।—যজ্ঞদ্বারা সেবিত ও পরিতুষ্ট দেবগণ, তোমাদিগকে বিবিধ বাসনারূপ ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। যে ব্যক্তি সেই দেবদত্ত ভোগ্য বস্তুসমূহ যজ্ঞাদি দ্বারা দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত না করিয়া স্বয়ং উপভোগ করে, সে তস্কর-তুল্য ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য—কিঞ্চ ইষ্টান্ ভোগানিতি। ইষ্টানভিপ্রেতান্ ভোগান্ হি বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি স্ত্রীপশুপুত্রাদীন্ যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞৈর্বর্দ্ধিতাস্তোষিতা ইত্যর্থঃ, তৈর্দেবৈর্দত্তান্ ভোগানপ্রদায়াদত্ত্বা আনৃণ্যমকৃত্বেত্যর্থঃ, এভ্যো দেবেভ্যো যো ভুঙ্ক্তে স্বদেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি স্তেন এব তস্কর এব স দেবাদিস্বাপহারী ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। কথমস্মাভির্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা ভাবয়িষ্যন্তি অস্মানিতি তদাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞানুষ্ঠানেন পূর্ব্বোক্তরীত্যা স্বর্গাপবর্গয়োর্ভাবেঽপি কথং স্ত্রীপশুপুত্রাদিসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাকরোতি ইষ্টানভিপ্রেতানিতি। পশ্বাদিভিশ্চ যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা ভোগো নিবর্ত্তনীয়োঽন্যথা প্রত্যবায়প্রসঙ্গাদিত্যুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে তৈরিতি। আনৃণ্যমকৃত্বেত্যয়মর্থঃ, দেবানাংমৃষীণাং পিতৄণাঞ্চ যজ্ঞেন ব্রহ্মচর্য্যেণ প্রজয়া চ সন্তোষমনাপাদ্য স্বকীয়ং কার্য্যকারণসংঘাতমেব পোষ্টুং ভুঞ্জানস্তস্করো ভবতীতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—ইষ্টানিতি। যজ্ঞভাবিতা যজ্ঞেনারাধিতা মদাত্মকা দেবাঃ। ইষ্টান্ ভোগান্ বো দাস্যন্তে, পরমপুরুষার্থলক্ষণং মোক্ষং সাধয়তাং য ইষ্টা ভোগাস্তান্ পূর্ব্বপূর্ব্বযজ্ঞভাবিতা দেবা দাস্যন্তে, উত্তরোত্তরারাধনাপেক্ষিতান্ সর্ব্বান্ ভোগান্ বা দাস্যন্তীত্যর্থঃ। আরাধনার্থতয়া তৈর্দত্তান্ ভোগাংস্তেভ্যো ন প্রদায় যো ভুঙ্ক্তে চোর এব সঃ। চৌর্য্যং হি নামান্যদীয়ে তৎপ্রয়োজনায়ৈব ক্লৃপ্তে বস্তুনি স্বকীয়তাবুদ্ধিং কৃত্বা তেন স্বাত্মপোষণম্। অতোঽস্য ন পরমপুরুষার্থানর্হতামাত্রমপি তু নিরয়গামিত্বঞ্চ ভবিষ্যতীত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ ইষ্টানিতি। ইষ্টান্ ভোগান্ অভিমতান্ স্বর্গপুত্রাদীন্ বঃ যুষ্মভ্যং দেবা ইন্দ্রাদয়ঃ দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ, অতস্তৈর্দেবৈর্দত্তান্ পরিগৃহ্য অপ্রদায় চরুপুরোডাশাদিরূপেণ অদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে স স্তেন এব, স আনৃণ্যমকৃত্বা তৈর্দত্তোপভোগাদীনামিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতা দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তে, হি অতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্ক্তে স তু চোর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২ ॥

বলদেব।—এতদেব বিশদয়ন্ কর্ম্মানুষ্ঠানে দোষমাহ ইষ্টানিতি। পূর্ব্বভাবিতা মদঙ্গভূতা দেবা বো যুষ্মভ্যমিষ্টান্ মুমুক্ষকাম্যানুত্তরোত্তরযজ্ঞাপেক্ষান্ ভোগান্ দাস্যন্তি বৃষ্ট্যাদিদ্বারা ব্রীহ্যাদীনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। স্বার্চ্চনার্থং তৈর্দেবৈর্দত্তাংস্তান্ ভোগানেভ্যঃ পঞ্চ-

যজ্ঞাদিভিরপ্রদায় কেবলাত্মতৃপ্তিকরো যো ভুঙ্‌ক্তে স স্তেনশ্চৌর এব। দেবস্বাপহর্তৃত্বাত্তৈরাত্মনঃ পোষাৎ। চৌরো ভূপাদিব স যমাদ্দণ্ডমর্হতি পুনর্থানর্হঃ॥ ১২॥

মধুসূদন।—ন কেবলং পারত্রিকমেব ফলং যজ্ঞাৎ, কিন্ত্বৈহিকমপীত্যাহ ইষ্টানিতি। ইষ্টান্ অভিলষিতান্ ভোগান্ পশ্বন্নহিরণ্যাদীন্ বো যুষ্মভ্যং দেবা দাস্যন্তে বিতরিষ্যন্তি। হি যস্মাৎ যজ্ঞৈর্ভাবিতাস্তোষিতাস্তে, যস্মাৎ তৈঋর্ণবৎ ভবদ্ভ্যো দত্তা ভোগাস্তস্মাৎ তৈর্দেবৈর্দত্তান্ ভোগানেভ্যো দেবেভ্যোঽপ্রদায় যজ্ঞেষু দেবোদ্দেশেনাহুতীরসম্পাদ্য যে ভুঙ্‌ক্তে দেহেন্দ্রিয়াণ্যেব তর্পয়তি, স্তেন এব তস্কর এব স দেবস্বাপহারী দেবর্ণানাপাকরণাৎ॥ ১২॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ ইষ্টানিতি। ইষ্টান্ পুত্রপশ্বাদীংশ্চ বঃ যুষ্মভ্যং এভ্যো দেবেভ্যঃ তদ্দত্তানেব ব্রীহিপশ্বাজ্যাদীন্ অপ্রদায় অদত্ত্বা দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগাত্মকং যাগং নিত্যনৈমিত্তিকরূপং বৈশ্বদেবাগ্নিহোত্রদর্শপূর্ণমাসেষ্টাদিরূপং অকৃত্বেত্যর্থঃ, অদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স স্তেনঃ শ্চৌর এব॥ ১২॥

বিশ্বনাথ।—এতদেব স্পষ্টীকুর্ব্বন্ কর্ম্মাকরণে দোষমাহ ইষ্টানিতি। তৈর্দত্তান্ বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণান্নাদীন্ উৎপাদ্য ইত্যর্থঃ। এভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চমহাযজ্ঞাদিভিরদত্ত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে স তু চৌর এব॥ ১২॥

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে যে দোষ ঘটে তাহাই এই স্থলে বিবৃত হইতেছে। যজ্ঞীয় হবিঃ, সোমরস ও স্তুতি বাক্যাদির দ্বারা পরিতুষ্ট দেবগণ তোমাদিগকে স্ত্রী, পশু, অন্ন, পুত্রাদি বহুবিধ ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন। তজ্জন্য তোমরা দেবতাগণের নিকট ঋণী *। যে ব্যক্তি দেবতাদিগের অনুগ্রহ প্রদত্ত ভোগ্য পদার্থ সমূহ পুনরায় পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি বিহিত ক্রিয়া দ্বারা দেবোদ্দেশে আহুতি প্রদান না করিয়া, স্বকীয় পদার্থ বোধে তৎসমস্ত দ্বারা আত্ম-দেহেন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্তি সাধন করে, সেই ব্যক্তি দেবস্বাপহারী তস্কর। চোরেরা যেরূপ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তদ্রূপ এই সকল লোকও যম দণ্ড ভোগ করিবে, অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ না করিয়া নিরয়গামী হইবে॥ ১২॥

* "দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ ঋষীণাঞ্চ তথা নরঃ। ঋণবান্ জায়তে যস্মাৎ তন্মোক্ষে প্রযতেৎ সদা॥ দেবানামনৃণো জন্তুর্যজ্ঞৈর্ভবতি মানবঃ। তৎপরিশোধন মাহ। অন্নবিত্তশ্চ পূজাভিরুপবাসব্রতৈস্তথা। শ্রাদ্ধেন প্রজয়া চৈব পিতৃণামনৃণো ভবেৎ। ঋষীণাং ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রুতেন তপসা তথা।" ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরং।

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ॥ ১৩॥

অন্বয়।—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (দেবযজ্ঞাবশিষ্টভোজিনঃ) সন্তঃ (শিষ্টাঃ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্ববিধৈঃ পাতকৈঃ) মুচ্যন্তে (বিমুক্তা ভবন্তি) যে তু আত্মকারণাৎ (আত্মনঃ ভোজনার্থং) পচন্তি (পাকং কুর্ব্বন্তি) তে পাপাঃ (দুরাচারাঃ) অঘং (পাপং) ভুঞ্জতে (ভোগং কুর্ব্বন্তে)॥ ১৩॥

প্রতিশব্দ।—যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সকল-পাপ-হইতে মুক্ত-হন কিন্তু যাহারা আপনার-ভোজনের-নিমিত্ত পাক-করে সেই দুরাচারেরা পাপ ভোজন-করে॥ ১৩॥

ব্যাখ্যা।—যে সাধু পুরুষেরা দেব-যজ্ঞাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করেন তাঁহারা সর্ব্ববিধ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু যে দুর্ব্বৃত্তেরা কেবল আত্মোদর পূরণার্থ ভোজ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই ভোজন করে॥ ১৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। যে পুনঃ দেবযজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলং যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈশ্চুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতহিংসাদিজনিতৈশ্চান্যৈর্যে ত্বাত্মম্ভরয়ো ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপং, স্বয়মপি পাপাঃ যে পচন্তি পাকং নির্ব্বর্ত্তয়ন্তি আত্মকারণাদাত্মহেতোঃ॥ ১৩॥

আনন্দগিরি।—দেবাদিভ্যঃ সংবিভাগমকৃত্বা ভুঞ্জানানাং প্রত্যবায়িত্বমুক্ত্বা তদন্যেষাং সর্ব্বদোষরাহিত্যং দর্শয়তি যে পুনরিতি। যজ্ঞশিষ্টাশিনো যে পুনস্তে তাদৃশাঃ সন্তঃ সর্ব্বকিল্বিষৈর্মুচ্যন্ত ইতি যোজনা। তৈর্দত্তানিত্যাদিনোক্তং নিগময়তি ভুঞ্জত ইতি। দেবযজ্ঞাদীনিত্যাদিশব্দেন পিতৃযজ্ঞো মনুষ্যযজ্ঞো ভূতযজ্ঞ ব্রহ্মযজ্ঞশ্চেতি চত্বারো যজ্ঞাঃ গৃহ্যন্তে, চুল্লীশব্দেন পিঠরধারণার্থক্রিয়াং কুর্ব্বতো বিন্যাসবিশেষবন্তস্ত্রয়ো গ্রাবাণো বিবক্ষন্তে। আদিশব্দেন কণ্ডনী পেষণী মার্জ্জন্যুদককুম্ভশ্চেত্যেতে হিংসাহেতবো গৃহীতাস্তান্যেতানি পঞ্চপ্রাণিনাং সূনাস্থানানি হিংসাকারণানি, তৎপ্রযুক্তৈঃ সর্ব্বৈরপি বুদ্ধিপূর্ব্বকৈর্দুরিতৈর্মুচ্যন্ত ইতি সম্বন্ধঃ, প্রমাদো বিচারব্যতিরেকেণাবুদ্ধিপূর্ব্বকমুপনতং পাদপাতাদিকার্য্যং তেন প্রাণিনাং হিংসা সম্ভাব্যতে, আদিশব্দেনাশুচিসংস্পর্শাদি গৃহীতং, তদুত্থৈশ্চ পাপৈর্মহাযজ্ঞকারিণো মুচ্যন্তে। উক্তং হি, "কণ্ডনং পেষণং চুল্লী উদকুম্ভশ্চ মার্জ্জনম্। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য পঞ্চযজ্ঞাৎ প্রণশ্যতি॥" ইতি।

"পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য চুল্লী পেষণ্যবস্করঃ। কণ্ডনী চৈব কুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥" ইতি চ। অস্যায়মর্থঃ, যা যথোক্তাঃ পঞ্চসংখ্যকা গৃহস্থস্য সূনাস্তা যো বাহয়ন্নাপাদয়ন্ বর্ত্ততে, তেন প্রাণিনো বুদ্ধিপূর্ব্বকঞ্চ বধ্যন্তে তৎপ্রযুক্তং সর্ব্বমপি পাপং মহাযজ্ঞানুষ্ঠানাৎ প্রণশ্যতীতি মহাযজ্ঞানুষ্ঠান-স্তুত্যর্থম্। তদনুষ্ঠানবিমুখান্ নিন্দতি যে ত্বিতি। আত্মম্ভরিত্বমেব স্ফোরয়তি যে পচন্তীতি। স্বদেহেন্দ্রিয়পোষণার্থমেব পাকং কুর্ব্বতাং দেবযজ্ঞাদিপরাঙ্মুখাণাং পাপভূয়স্ত্বং দর্শয়তি ভুঞ্জত ইতি। পাঠক্রমস্ত্বর্থক্রমাদপবাধনীয়ঃ॥ ১৩॥

রামানুজ।—তদেব বিবৃণোতি যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। ইন্দ্রাদ্যাত্মনাবস্থিতপরম-পুরুষারাধনার্থতয়ৈব দ্রব্যাণ্যুপাদায় বিমুচ্য তৈর্যথাবস্থিতং পরমপুরুষমারাধ্য তচ্ছিষ্টাশনেন যে শরীরযাত্রাং কুর্ব্বতে তে ত্বনাদিকালোপচিতকিল্বিষৈরুপার্জ্জিতকিল্বিষৈরাত্মযাথাত্ম্যাবলোকন-বিরোধিভিঃ সর্ব্বৈর্ব্বিমুচ্যন্তে। যে তু পরমপুরুষেণেন্দ্রাদ্যাত্মনা স্বারাধনায়দত্তানাত্মার্থতয়োপাদায় বিপচ্যাশ্নন্তি তে পাপাত্মানোঽঘমেব ভুঞ্জতে, অঘপরিণামিত্বাদঘমিত্যুচ্যতে। আত্মাবলোকন-বিমুখা নরকায়ৈব পচ্যন্তে॥ ১৩॥

হনুমান্।—যজ্ঞেতি। যজ্ঞাঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ দেবযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞো ভূতযজ্ঞো মনুষ্য-যজ্ঞো ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি, এতে পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ তেষাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং দেবযজ্ঞাদীন্ নির্ব্বর্ত্ত্য তচ্ছিষ্টমশনমমৃতাখ্যমশিতুং শীলো যেষাং তে যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সর্ব্বকিল্বিষৈঃ সর্ব্বপাপৈর্মুচ্যন্তে, শিষ্টাশিনঃ, চুল্লীপেষণ্যবস্করকণ্ডনীকুম্ভলক্ষণাচুল্ল্যাদিপঞ্চসূনাকৃতৈঃ প্রমাদকৃতৈঃ প্রমাদকৃত-হিংসাজনিতৈশ্চ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। যে স্বাত্মকারণাৎ পচন্তি তে তু পাপাঃ পাপস্বরূপা অঘং পাপমেব ভুঞ্জতে। তস্মাদবশ্যং পঞ্চমহাযজ্ঞাঃ কর্ত্তব্যাঃ॥ ১৩॥

শ্রীধর।—ইতশ্চ যজ্ঞস্য এব শ্রেষ্ঠা নেতর ইত্যাহ যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদি-যজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে, পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ, "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন গচ্ছতি॥" ইতি যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে॥ ১৩॥

বলদেব।—যে ইন্দ্রাদ্যঙ্গতয়াবস্থিতং যজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিষ্ণুমভ্যর্চ্চ্য তচ্ছেষমশ্নন্তি তেন তদ্দেহযাত্রাং সম্পাদয়ন্তি তে সন্তঃ সর্ব্বেশ্বরস্য যজ্ঞপুরুষস্য ভক্তাঃ সর্ব্বকিল্বিষৈ-রনাদিকালবিবৃদ্ধৈরাত্মানুভবপ্রতিবন্ধকৈর্নিখিলৈঃ পাপৈর্ব্বিমুচ্যন্তে তে তু পাপাঃ পাপগ্রস্তাঃ অঘমেব ভুঞ্জতে। যে তত্তদ্দেবতাঙ্গতয়াবস্থিতেন যজ্ঞপুরুষেণ স্বার্চ্চনায় দত্তং ব্রীহ্যাদ্যাত্মকারণাৎ পচন্তি তদ্বিপচ্যাত্মপোষণং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। পকস্য ব্রীহ্যাদেরঘরূপেণ পরিণামাদঘত্বমুক্তম্॥ ১৩॥

মধুসূদন।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। যে তু বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টমমৃতমশ্নন্তি তে সন্তঃ শিষ্টা বেদোক্তকারিত্বেন দেবার্পণকরণাৎ, অতস্তে মুচ্যন্তে. সর্ব্বৈর্বিহিতাকরণানিমিত্তৈঃ পূর্ব্বকৃতৈশ্চ পঞ্চসূনানিমিত্তৈঃ কিল্বিষৈঃ ভূতভাবিপাতকাসংসর্গিণস্তে ভবন্তীত্যর্থঃ। এবমন্বয়ে ভূতভাবিপাপাভাবমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ ভুঞ্জতে ইতি। তে বৈশ্বদেবাদ্যকারিণোঽঘং

পাপমেব। ভুঞ্জতেহবধারণে। "যে, পাপাঃ পঞ্চসূনানিমিত্তং প্রমাদকৃতহিংসানিমিত্তঞ্চ কৃতপাপাঃ সন্তঃ আত্মকারণাদেব পচন্তি ন তু বৈশ্বদেবাত্যর্থম্। তথাচ পঞ্চসূনাদিকৃতপাপে বিদ্যমানে এব বৈশ্বদেবাদিনিত্যকর্ম্মাকরণনিমিত্তপরং পাপমাপ্নুবন্তীতি, ভুঞ্জতে তে স্বয়ং পাপা ইত্যুক্তম্, তথাচ স্মৃতিঃ, "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি॥" ইতি। "পঞ্চসূনা কৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" ইতি চ। শ্রুতিশ্চ "ইদমেবাস্য তৎ সাধারণমন্নং যদি মদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ" ইতি মন্ত্রবর্ণোহপি "মোঘমন্নং বিন্দতেহপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস তস্য নার্য্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাৎ" ইতি। ইদঞ্চোপলক্ষণং পঞ্চমহাযজ্ঞানাং স্মার্ত্তানাং শ্রৌতানাঞ্চ নিত্যকর্ম্মণামধিকৃতেন নিত্যানি কর্ম্মণ্যবশ্যমনুষ্ঠেয়ানীতি চ প্রজাপতিবচনার্থঃ॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। যে তু যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ বৈশ্বদেবাদিশেষান্নভোজনশীলাঃ সন্তঃ ঋণাপাকরণাৎ তে মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ প্রমাদকৃতৈঃ বিহিতাকরণনিমিত্তৈঃ পঞ্চসূনা-নিমিত্তৈর্ব্বা, যে চাত্মকারণাৎ স্বার্থমেব পচন্তি ন তু পঞ্চমহাযজ্ঞার্থং, তে পাপাঃ স্বয়ং পাপরূপা এব সন্তঃ, পাপমেব ভুঞ্জতে। তথা চ স্মৃতিঃ "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি।" ইতি "পঞ্চসূনাকৃতং পাপং পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্যপোহতি" ইতি চ। শ্রুতিশ্চ, "ইদমেবাস্য তৎসাধারণমন্নং যদিদমদ্যতে স য এতদুপাস্তে ন স পাপ্মনো ব্যাবর্ত্ততে মিশ্রং হ্যেতৎ" ইতি। মন্ত্রবর্ণোহপি "মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি বধ ইৎস্য তস্য নার্য্যমণং পুষ্যতি নোসখায়ং কেবলাঘো ভবতি কেবলাৎ" ইতি॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বিশ্বেদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টমন্নং যেহশ্নন্তি তে পঞ্চসূনা-কৃতৈঃ সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃত্যুক্তাঃ "কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জ্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন বিন্দতি"॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত মানবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এই শ্লোকের উদ্দেশ্য। যাঁহারা প্রতিদিন অবশ্যকরণীয় বৈশ্বদেবাদি * যজ্ঞ দ্বারা ভোজ্য পদার্থ সমূহ দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়া, তৎশেষ ভোজন দ্বারা দেহযাত্রা সম্পাদন করেন, তাঁহারাই সাধু পুরুষ এবং সেই

* বিশ্বেদেবাঃ যথা; "বসুসত্যো ক্রতুদক্ষৌ কালকামৌ ধৃতিঃ কুরুঃ। পুরূরবা মাদ্রবাশ্চ বিশ্বেদেবা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" (ভরত)। অপিচ, "বিশ্বদেবৌ ক্রতুদক্ষৌ সর্ব্বাস্বিষ্টিষু বিশ্রুতৌ। নিত্যং নান্দীমুখশ্রাদ্ধে বসুসত্যৌ চ পৈতৃকে। নবান্নালম্ভনে দেবৌ কামকালৌ সদৈব হি। অপি কন্যাগতে সূর্য্যে শ্রাদ্ধে চ ধ্বনিরোচকৌ। পুরূরবাশ্চাদ্রবাশ্চ বিশ্বদেবৌ চ পর্ব্বণি।" (বাহ্নিপুরাণ) বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় যজ্ঞ হোমাদিকে বৈশ্বদেব বলে। শ্রীমৎরঘুনন্দনকৃত আহ্নিকতত্ত্বে ইহার বিস্তারিত বিবরণ বর্ণিত আছে।

সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞপুরুষের ভক্ত। কারণ তাঁহারা বেদোক্ত বিধানের অনুগামী। তাদৃশ ব্যক্তি বিহিত কর্ম্মের অকরণ নিমিত্ত, অথবা পঞ্চসূনা জনিত, আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ যাবতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। ব্যতিরেক মুখে এই কথা আরও স্পষ্টীকৃত হইতেছে। যাহারা দেবোদ্দেশে ভোজ্যায়োজন না করিয়া কেবল আত্মোদর পূরণার্থ ভক্ষ্য প্রস্তুত করে, তাহারা পাপই উদরস্থ করিয়া থাকে *। স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "উদুখল, জাঁতা, চুল্লী, জল-কলস এবং সম্মার্জ্জনী গৃহস্থের গৃহে এই পঞ্চসূনা, অর্থাৎ প্রাণিহিংসার স্থান, বিদ্যমান আছে, তাহার জন্য স্বর্গ লাভের ব্যাঘাত হয়।" এই পঞ্চসূনাকৃত পাপের খণ্ডনার্থ স্মৃতি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "পঞ্চ যজ্ঞ † দ্বারা পঞ্চসূনাকৃত পাপের বিনাশ হয়।" শ্রুতিও বলিয়াছেন, "অন্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার, যে মানব দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ইহা আপনি ভোগ করে সে পাপভাগী হয়।" মন্ত্রবর্ণেও এই বাক্যের সমর্থন পরিদৃষ্ট হয় ॥ ১৩ ॥

—•:•:•—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—ভূতানি (প্রাণিনঃ) অন্নাৎ (ভুক্তপদার্থাৎ শুক্রশোণিতরূপেণ) ভবন্তি (জায়ন্তে) পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টেঃ) অন্নসম্ভবঃ (অন্নস্যোৎপত্তিঃ) যজ্ঞাৎ (অগ্নিহোত্রাদেঃ) পর্জ্জন্যঃ ভবতি (উৎপদ্যতে) যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্মপরিণামভূতঃ) ॥ ১৪ ॥

* পঞ্চসূনা জনিত পাপ পঞ্চযজ্ঞ দ্বারা বিনষ্ট হয়। পঞ্চযজ্ঞ যথা; অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃযজ্ঞোঽতিথিপূজনম্ ॥ (গরুড় পুরাণ) অধ্যাপনা অর্থাৎ শিষ্যকে শাস্ত্রোপদেশ প্রদান ব্রহ্মযজ্ঞ, পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ, হোমাদি দৈবযজ্ঞ, বলি প্রভৃতি ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথি সৎকার নৃযজ্ঞ নামে অভিহিত।

† বিষ্ণুপুরাণের মূল শ্লোকের নিম্নলিখিত সমর্থন পরিদৃষ্ট হয়। দেবতাপিতৃভূতানি তথাভ্যর্চ্চ্য যোঽতিথীন্। ভুঙ্‌ক্তে স পাতকং ভুঙ্‌ক্তে নিষ্কৃতিস্তস্য কীদৃশী ॥ যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ এবং অতিথিগণের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে পাতক ভোজন করে, তাহার নিষ্কৃতি কিরূপে হইবে? (বিষ্ণুপুরাণ। ৩য়াংশ ১৮ অধ্যায়, ৪৫ শ্লোক)

প্রতিশব্দ।—প্রাণিগণ অন্ন-হইতে জন্মে বৃষ্টি-হইতে অন্নের উৎপত্তি-হয় যজ্ঞ-হইতে বৃষ্টির উদ্ভব-হয় যজ্ঞ কর্ম্ম-হইতে উৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা —অন্ন রূপান্তরিত হইয়া প্রাণী সমূহের উদ্ভব করে। সেই অন্ন বৃষ্টি হইতে সমুদ্ভূত, সেই বৃষ্টি যজ্ঞ ক্রিয়ার পরিণাম স্বরূপ এবং সেই যজ্ঞ, কর্ম্ম হইতে সমুৎপন্ন ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতশ্চাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুর্হি কর্ম্ম, কথমিত্যুচ্যতে অন্নাদ্ভবন্তীতি। অন্নাদ্ভুক্তাল্লোহিতরেতঃপরিণতাৎ প্রত্যক্ষং ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি, পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেরন্নস্য সম্ভবঃ অন্নসম্ভবঃ। যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি। যজ্ঞোঽপূর্ব্বং স চ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগযজমানয়োশ্চ ব্যাপারঃ কর্ম্ম ততঃ সমুদ্ভবো যস্য যজ্ঞস্যাপূর্ব্বস্য, স যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—দেবযজ্ঞাদিকং কর্ম্মাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমিত্যত্র হেত্বন্তরমিতঃশব্দোপাত্তমেব দর্শয়তি জগদিতি। নমু ভুক্তমন্নং রেতোলোহিতপরিণতিক্রমেণ প্রজারূপেণ জায়তে তচ্চান্নং বৃষ্টিসম্ভবং প্রত্যক্ষদৃষ্টং তৎ কথং কর্ম্মণো জগচ্চক্রপ্রবর্ত্তকত্বমিতি শঙ্কতে কথমিতি। পারম্পর্য্যেণ কর্ম্মণস্তদ্ধেতুত্বং সাধয়তি উচ্যত ইতি। উক্তেঽর্থে স্মৃত্যন্তরং সংবাদয়তি অগ্নাবিতি। তত্র হি দেবতাভিধ্যানপূর্ব্বকং তদুদ্দেশেন প্রহিতাহুতিরপূর্ব্বতাং গতা রশ্মিদ্বারেণাদিত্যমারুহ্য বৃষ্ট্যাত্মনা পৃথিবীং প্রাপ্য ব্রীহিযবাদ্যন্নভাবমাপদ্য সংস্কৃতো ভূত্বা শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতা প্রজাভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভব ইত্যযুক্তং স্বস্যৈব স্বোদ্ভবে কারণত্বাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ঋত্বিগিতি। দ্রব্যদেবতয়োঃ সংগ্রাহকশ্চকারঃ ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—পুনরপি লোকদৃষ্ট্যা শাস্ত্রদৃষ্ট্যা চ সর্ব্বস্য যজ্ঞমূলত্বং দর্শয়িত্বা যজ্ঞানুবর্ত্তনস্যাবশ্যকার্য্যতামননুবর্ত্তনে চ দোষমাহ অন্নাদিতি। "অন্নাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ভবন্তি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ" ইতি, "সর্ব্বলোকসাক্ষিকং যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যো ভবতি" ইতি শাস্ত্রেণাবগম্যতে। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইত্যাদিনা যজ্ঞশ্চ দ্রব্যার্জ্জনাদিকর্ত্তৃপুরুষব্যাপাররূপকর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—অন্নাদিতি। অন্নাদ্ভবন্তি জায়ন্তে ভূতানি কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকানি, পর্জ্জন্যাৎ বৃষ্টেরন্নসম্ভবঃ, যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি শ্রুতেঃ। যজ্ঞো যাগক্রিয়াসমুদ্ভবাদ্ যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ, যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ, যাগক্রিয়াসমুদ্ভবো ধর্ম্মকর্ম্মসমুদ্ভবঃ, কর্ম্ম ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপারাত্মকো যাগঃ সমুদ্ভবঃ কারণং যস্যাসৌ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ যাগক্রিয়াসমুদ্ভবঃ ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতান্যুৎপদ্যন্তে, অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ, স চ পর্জ্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, সচ যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ কর্ম্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যতে ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নন্ততঃ প্রজা" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—প্রজাপতিনা পরেশেন প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তদুপজীবনায় তদৈব যজ্ঞঃ সৃষ্টস্ততঃ পরেশানুবর্ত্তিনাবশ্যং স কার্য্য ইত্যাহ অন্নাদিতি দ্বাভ্যাম্। ভূতানি প্রাণিনোঽন্নাদ্ব্রীহ্যাদের্ভবন্তি। শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাত্তস্মাৎ তদ্দেহানাং সিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য সম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টের্ভবতি, পর্জ্জন্যশ্চ যজ্ঞাদ্ভবতি, যজ্ঞশ্চ ঋত্বিগ্যজমানাদিব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ সমুদ্ভবতি সিধ্যতীত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি মনুস্মৃতেঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—ন কেবলং প্রজাপতিবচনাদেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং অপি তু জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপীত্যাহ অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাদ্ভুক্তাদ্রেতো লোহিতরূপেণ পরিণতাদ্ভূতানি প্রাণিশরীরাণি ভবন্তি জায়ন্তে, অন্নস্য সম্ভবো জন্ম অন্নসম্ভবঃ পর্জ্জন্যাদ্বৃষ্টেঃ প্রত্যক্ষসিদ্ধমেবৈতৎ। অত্র কর্ম্মোপযোগমাহ যজ্ঞাৎ কারীর্য্যাদেরগ্নিহোত্রাদেশ্চাপূর্ব্বাখ্যাদ্ধর্ম্মাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ। যথাচাগ্নিহোত্রাহুতের্বৃষ্টিজনকত্বং তথা ব্যাখ্যাতমষ্টাধ্যায়ীকাণ্ডে জনকযাজ্ঞবল্ক্যসংবাদরূপায়াং ষট্‌প্রশ্ন্যাং, মনুনা চোক্তং, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তেবৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।" ইতি। স চ যজ্ঞো ধর্ম্মাখ্যঃ সূক্ষ্মঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ঋত্বিগ্যজমানব্যাপারসাধ্যঃ, যজ্ঞস্য হি অপূর্ব্বস্য বিহিতং কর্ম্ম কারণম্॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ অন্নাদিতি। অন্নাৎ রেতোরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতানি প্রাণিশরীরাণি ভবন্তি, অন্নঞ্চ পর্জ্জন্যাৎ, এতৎ প্রসিদ্ধমেব, যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যঃ, "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা" ইতি স্মৃতেঃ। যজ্ঞো দেবতারাধনজো ধর্ম্মঃ কর্ম্মতো যাগহোমদানাদিভ্যঃ সমুদ্ভবতীতি কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কেবল প্রজাপতির আদেশানুসারেই যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং শ্রুতিস্মৃতির শাসনানুসারেই যে পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় এমন নহে। এই জগতে জীবসঙ্ঘ সাপেক্ষ ভাবে চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে। সেই ঘূর্ণ্যমান জগচ্চক্রের গতি অব্যাহত রাখিবার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে এই সত্য প্রতিপাদিত হইতেছে। জীবের ভুক্ত দ্রব্য শুক্র-শোণিতে রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত উপায়ে অদ্ভুতপ্রায় শরীর সংগঠিত করে, সেই ভোজ্য অন্ন, বৃষ্টির সাহায্যে সমুৎপন্ন হয়,

ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হেতু পৃথিবী রস-শালিনী হয়, ইহা সকলেই অবগত আছেন। অগ্নিহোত্র যজ্ঞ ক্রিয়ার ফল স্বরূপে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্র যজ্ঞের আহুতিই যে বিষ্টির কারণ, তাহা জনক যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে ষট্ প্রশ্নাকারে অষ্টাধ্যায়ী কাণ্ডে বিবৃত আছে। ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন, "আদিত্য দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হয়। আদিত্য হইতে বৃষ্টি জন্মে, বৃষ্টি হইতে অন্ন, তাহা হইতে প্রজা।" ঋত্বিক * ও যজমানের অনুষ্ঠিত কর্ম্মই অগ্নিহোত্রাদি † যজ্ঞ। অতএব পরম্পরা সূত্রে বিহিত কর্ম্মই যজ্ঞের কারণ স্বরূপ ॥ ১৪ ॥

---

* ঋত্বিক।—যজ্ঞকার্য্যে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা, এবং ব্রহ্মা এই চারি জন ঋত্বিকের প্রয়োজন। প্রত্যেক ঋত্বিকের তিন জন করিয়া সহকারী থাকেন। অধ্বর্য্যুর প্রথম সহকারীর নাম প্রতিপ্রস্থাতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম নেষ্টা এবং তৃতীয় সহকারীর নাম উন্নেতা। হোতার প্রথম সহকারীর নাম মৈত্রাবরুণ, দ্বিতীয় সহকারীর নাম অচ্ছাবাক্ এবং তৃতীয় সহকারীর নাম গ্রাবস্তুৎ। উদ্গাতার প্রথম সহকারীর নাম প্রস্তোতা, দ্বিতীয় সহকারীর নাম প্রতিহর্ত্তা এবং তৃতীয় সহকারীর নাম সুব্রহ্মণ্য। ব্রহ্মার প্রথম সহকারীর নাম ব্রাহ্মণাচ্ছাংসি, দ্বিতীয় সহকারীর নাম আগ্নীধ্র এবং তৃতীয় সহকারীর নাম পোতা। যজ্ঞীয় বেদীনির্ম্মাণ প্রভৃতি যজ্ঞ-শরীর সম্পাদন অধ্বর্য্যুর কর্ম্ম; এই কর্ম্মের নাম অধ্বর ক্রিয়া। নির্ম্মিত বেদীতে হোমাদি যজ্ঞালঙ্কার সম্পাদন হোতার কর্ম্ম; এই কর্ম্মের নাম হোতৃক্রিয়া। হোমাদির সমসময়ে বিষ্ণুস্মরণাদি উদ্গাতার কর্ম্ম; এই কর্ম্মের নাম উদ্গান ক্রিয়া। উল্লিখিত কর্ম্ম সমূহের ত্রুটি সংশোধন ও পর্য্যবেক্ষণ সর্ব্ববেদ-পারদর্শী ব্রহ্মার কর্ম্ম। অধ্বর্য্যুর কার্য্য যজুর্ব্বেদীয়, হোতার কার্য্য ঋগ্বেদীয় এবং উদ্গাতার কার্য্য সামবেদীয়; সুতরাং যজ্ঞক্রিয়ায় বেদত্রয়েরই প্রয়োজন। ব্রহ্মা যজ্ঞের পরিদর্শক ও পরীক্ষক স্বরূপ। সুতরাং বেদত্রয়ে সম্পূর্ণ অধিকার তাঁহারই আবশ্যক।

† অগ্নিহোত্র।—অগ্নি-দেবতার উদ্দেশে অনুষ্ঠেয় বৈদিক যজ্ঞবিশেষ। তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইতেছে। সমিধাগ্নিন্দুবস্যত ঘৃতৈর্ব্বোধয়তাতিথিম্। আস্মিন্হব্যাজুহোতন ॥ ১ ॥ হে ঋত্বিকগণ! তোমরা অগ্নি-দেবতার পরিচর্য্যা কর, এই অতিথিকে ঘৃতে উদ্বোধিত কর, এই অগ্নিকুণ্ডে হব্য সকল আহুতি কর। ১। সুসমিদ্ধায়শোচিষেঘৃতন্তীব্রঞ্জুহোতন; অগ্নয়ে জাতবেদসে ॥ ২ ॥ হে ঋত্বিকগণ তোমরা দীপ্তিমান্, জাতপ্রজ্ঞ, সম্যক্ দীপ্ত অগ্নিতে সুস্বাদু ঘৃতাহুতি প্রদান কর। ২। তন্ত্বাসমিদ্ভিরঙ্গিরোঘৃতেন বর্দ্ধয়ামসি। বৃহচ্ছোচায়বিষ্ঠ্য ॥ ৩ ॥ হে কম্পনস্বভাব অগ্নে! সেই প্রসিদ্ধ তোমাকে ঘৃতের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত করিতেছি। হে চিরতরুণ! দীপ্তি প্রভাবে অতি বৃহৎ হও। ৩। উপত্বাগ্নে হবিষ্মতীর্ঘৃতাচীর্যন্ত হর্য্যত। জুষস্বসমিধোমম ॥ ৪ ॥ হে অগ্নে! হবি সমুত্থিত ঘৃতাক্ত এই সমিধগুলি তোমাতে উপাস্থ হউক। হে কান্তিমৎ মদীয় সমিধগুলি গ্রহণ কর। ৪। ভূর্ভুবঃস্বদ্যৌরিবভূম্না পৃথিবীববরিমণা। তস্যাস্তে পৃথিবী দেবযজনিপৃষ্ঠেগ্নিমন্নাদমন্নাদ্যায়াদধে ॥ ৫ ॥ অগ্নে! তুমি ভূলোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক এই লোকত্রয়ের সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছ। হে দেবযজনি পৃথিবী! সেই প্রসিদ্ধ তোমার পৃষ্ঠে অন্নাদি লাভ কামনায় অন্ন ভক্ষক এই অগ্নি স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নে! দ্যুলোক যেরূপ বহুতর তারকায় মণ্ডিত আমিও যেন সেইরূপ বহুপ্রজা সমন্বিত হই, এই পৃথিবী যেরূপ বহ্বাশ্রয় আমিও যেন

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়।—কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবম্ (বেদাৎ প্রবৃত্তম্) বিদ্ধি (বিজানীহি) ব্রহ্ম (বেদঃ) অক্ষর-সমুদ্ভবম্ (অক্ষরাৎ পরমাত্মনঃ সমুদ্ভবং জাতম্) তস্মাৎ সর্ব্বগতং (সর্ব্বপ্রকাশকম্ নিত্যং (অবিনাশি) ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ (সংস্থিতম্) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—কর্ম্ম বেদ-হইতে উদ্ভূত বেদ পরব্রহ্ম হইতে-সঞ্জাত অতএব সর্ব্বার্থ প্রকাশক সৎস্বরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞে অবস্থিত-আছেন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—ঋত্বিক ও যজমান সাধ্য কর্ম্ম বেদ হইতে সমুৎপন্ন, সেই বেদ পরব্রহ্ম হইতে সমুদ্ভূত। সুতরাং সর্ব্ব প্রকাশক অবিনাশী বেদরূপ ব্রহ্ম যজ্ঞ-কর্ম্মে সতত বিরাজমান আছেন ॥ ১৫ ॥

সেইরূপ বহুবাশ্রয় হউ ॥ ৫ ॥ আয়ংগৌ পৃশ্নিরক্রমীদসদন্মাতরম্পুর। পিতরঞ্চ প্রযন্ৎস্বঃ ॥ ৬ ॥ এই সর্ব্বত্রগামী প্রাণবর্ণ অগ্নিই তেজঃপুঞ্জ সূর্য্যরূপে পূর্ব্ব দিকে উদিত হইয়া থাকেন, উদিত হইয়াই ভূত সমস্তের নির্ম্মাণ-ভূমি মাতৃরূপা এই পৃথিবীকে প্রাপ্ত করেন এবং পিতৃরূপে সমস্ত প্রাণিবর্গের পালয়িতা দ্যুলোকেরও প্রকাশক হইয়া থাকেন ॥ ৬॥ অন্তশ্চরতি রোচনাস্য প্রাণাদপানতী। ব্যখ্যন্মহিষোদিবম্ ॥ ৭ ॥ এই দেবতারই দীপ্তি, সমস্ত শরীরে প্রাণাপানাদি বায়ু সঞ্চালন হেতু জাঠর রূপে বিচরণ করিতেছে। ইনিই দ্যুলোকে মহান্ প্রবুদ্ধ বিদ্যুদ্রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ ত্রিংশদ্ধামবিরাজতি বাক্ পতঙ্গায় ধীয়তে। প্রতিবস্তোরহদ্যুভিঃ ॥ ৮ ॥ এই দেবতা ত্রিংশৎ দিবসই প্রত্যহ প্রতি গৃহে বাক্যের ন্যায় চির বিরাজমান আছেন, ইনি অরণীদ্বয় হইতে প্রথম পতিত হইয়া গার্হপত্যে পরে আহবনীয়ে অনন্তর দক্ষিণ রূপে স্থাপিত হইয়া থাকেন সুতরাং পতঙ্গ ॥ ৮ ॥ অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা সূর্য্যোজ্যোতির্জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ স্বাহা। অগ্নির্ব্বর্চ্চোজ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা সূর্য্যোবর্চ্চো জ্যোতির্ব্বর্চ্চঃ স্বাহা। জ্যোতিঃ সূর্য্যঃ সূর্য্যো জ্যোতিঃ স্বাহা ॥ ৯ ॥ এই অগ্নি জ্যোতিঃ স্বরূপ, এই দৃশ্যমান্ জ্যোতিই অগ্নি। অগ্নি দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত এই আহুত স্বাহুতি হউক ॥ ৯ ॥ সজুর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূরাত্র্যেন্দ্রবত্যা। জুষাণো অগ্নির্বেতু স্বাহা সজূর্দ্দেবেন সবিত্রা সজূরুষসেন্দ্রবত্যা। জুষাণঃ সূর্য্যোবেতু স্বাহাঃ ॥ ১০ ॥ সবিতৃ দেবতার প্রভাবে ঐশ্বর্য্যবতী রাত্রির সহিত বর্ত্তমান প্রীত অগ্নি আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন। সবিতৃ দেবতার প্রভাবে ঐশ্বর্য্যবতী উষার সহিত বর্ত্তমান প্রীত সূর্য্য আমাদের প্রদত্ত হবি ভক্ষণ করুন ॥ ১০ ॥ উপপ্রযন্তোঅধ্বরং মন্ত্রংবোচে মাগ্নয়ে। আরেঅস্মেচ শৃণ্বতে ॥ ১১ ॥ অগ্নি দূরে বা নিকটে থাকুন তাঁহার প্রীতি সাধনার্থ যাগকার্য্যে প্রবৃত্ত আমরা কতিপয় মন্ত্র উচ্চারণ করিতেছি তিনি সমস্তই শ্রবণ করুন ॥ ১১ ॥ অগ্নির্মূর্দ্ধাদিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাংরেতাংসিজিন্বতি ॥ ১২ ॥ অগ্নি দ্যুলোকে মস্তক স্বরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। পৃথিবী লোকে ককুৎ সদৃশ উচ্ছ্রিত ও সর্ব্বত্রই আধিপত্য লাভ করিয়াছেন, অন্তরীক্ষ লোকেও ইনিই বৃষ্টির কারণ মেঘের পোষক ॥ ১২ ॥ উভাবামিন্দ্রাগ্নী আহুবধ্যা উভারাধসঃ সহমাদয়ধ্যৈ উভাদাতারাবিষং রয়ীণামুভাবাজস্য সাতয়ে হুবেবাম্ ॥ ১৩ ॥ হে ইন্দ্রাগ্নী দেবদ্বয়! তোমাদিগকে

শঙ্করাচার্য্য।—তচ্চ এবংবিধং কর্ম্ম কুতো জাতমিত্যাহ কর্ম্মেতি। তচ্চ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং, ব্রহ্ম বেদ স উদ্ভবো যস্য তৎ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি বিজানীহি, ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবং অক্ষরং ব্রহ্ম পরমাত্মা সমুদ্ভবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং ব্রহ্ম বেদ ইত্যর্থঃ। যস্মাৎ সাক্ষাৎ-পরমাত্মাখ্যাদক্ষরাৎ তৎপুরুষনিশ্বাসবৎ সমুদ্ভবং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতমপি সৎ নিত্যং সদা যজ্ঞবিধিপ্রধানত্বাদ্যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

আনন্দগিরি।—যদপূর্ব্বহেতুত্বেন কর্ম্মোক্তং তৎ কিং চৈত্যবন্দনাদি কিংবাগ্নিহোত্রাদি, ইতি সন্দিহানং প্রত্যাহ কর্ম্মেতি। কিমিতি কর্ম্মণো ব্রহ্মোদ্ভবত্বমুচ্যতে সর্ব্বস্য তদুদ্ভবত্বাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্ম বেদ ইতি। ব্রহ্ম তর্হি বেদাখ্যমনাদিনিধনমিতি তত্রাহ ব্রহ্ম পুনরিতি।

উভয়কেই আহ্বান করিতে ইচ্ছা করি; তোমরা উভয়ে একত্র মৎ প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে পরিতৃপ্ত হও; তোমরা উভয়েই অন্ন পানীয় দানে সমর্থ অতএব তোমাদিগকে উভয়কেই অন্ন লাভের জন্য আহ্বান করি॥ ১৩॥ অয়ন্তেযোনি ঋত্বিয়োয়তোজাতো অরোচথাঃ। তঞ্জানন্নগ্ন আরোহাথানোবর্দ্ধয়ারয়িম্॥ ১৪॥ হে আহবনীয় অগ্নে! এই ঋতু বিশেষে লব্ধ গার্হপত্যাগ্নি তোমার উৎপত্তির স্থান, যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি এক্ষণে ঈদৃশ প্রদীপ্ত হইয়াছ, হে আহবনীয়াগ্নে! তাহা জানিয়া কর্ম্মান্তর সাধনার্থ দক্ষিণ কুণ্ডে আরোহণ কর, আমাদের ধন বর্দ্ধক হও॥ ১৪॥ অয়মিহ প্রথমোধায়িধাতৃভির্হোতায় জিষ্ঠো অধ্বরেষীড্যঃ। যমপ্নবানোভৃগবোবিরুরুচুর্ব্বনেষু চিত্রং বিভ্বংবিশেবিশে॥ ১৫॥ ভৃগু বংশোৎপন্ন অপ্নবান্ প্রভৃতি ঋষিগণ যে বহু ব্যাপী, বিচিত্ররূপ অগ্নিকে প্রতি যাগে প্রতি মনুষ্যের মঙ্গল কামনায় প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন—যিনি যজ্ঞের মধ্যে প্রধান হোতা—যিনি সকল প্রকার যজ্ঞেই স্তবনীয়, সেই এই আহবনীয় নামক প্রধান অগ্নি ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছেন॥ ১৫॥ অস্য প্রত্নামনুদ্যুতং শুক্রন্দুদুহ্রে অহ্রয়ঃ॥ পয়ঃ সহস্রসামৃষিম্॥ ১৬॥ এই অগ্নিরই চিরন্তন দ্যুতি অনুসরণ করতঃ লজ্জাশূন্য ঋত্বিক্‌গণ গাভী হইতে সহস্র সহস্র কার্য্যের উপযোগী পবিত্র দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকেন॥ ১৬॥ তনূপা অগ্নেসিতন্বম্মেপাহ্যায়ুর্দা অগ্নেস্যায়ুর্ম্মেদেহিবর্চ্চোদা অগ্নেসিবর্চ্চোমেদেহি। অগ্নেয়ন্মেতন্বাউনন্তন্মে আপৃণঃ॥ ১৮॥ হে অগ্নে! তুমি জাঠর রূপে শরীর রক্ষক হইতেছ, আমার শরীর নীরোগে রক্ষা কর। হে অগ্নে! তুমি পাচকরূপে আয়ুঃপ্রদ হইতেছ, আমাকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান কর। হে অগ্নে! তুমি সূর্য্যরূপে তেজঃ পুঞ্জ হইতেছ, আমাকে তেজস্বী কর। হে অগ্নে! তুমি বিদ্যুৎরূপী সর্ব্বত্রগ হইতেছ, আমার শরীরে যে কোন স্থানে বিদ্যুদংশ ন্যূন আছে তাহা পূরণ কর॥ ১৭॥ ইন্ধানাস্বা শতংহিমাদ্যুমন্তং সমিধীমহি। বয়স্বন্তোবয়স্কৃতং সহস্বন্তঃ সহস্কৃতম্॥ অগ্নেসপত্নদম্ভনম দব্ধাসোঽ অদাভ্যম্। চিত্রাবসোস্বস্তি তে পারমশায়॥ ১৮॥ হে অগ্নে! দ্যুতিমান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা দ্যুতিমান্ হইতেছি। অগ্নে! অন্নবান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে আমরা অন্নবান্ হইতেছি। অগ্নে! বলবান্ তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে আমরা বলবান্ হইতেছি। অগ্নে! শত্রুদমনক তোমাকে চির সন্দীপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি ইহাতে আমরা শত্রু দমনকারী হইতেছি। হে চিত্রাবসো! তোমার কল্যাণে আরব্ধ যজ্ঞ পার প্রাপ্ত হউক॥ ১৮॥ সন্ত্বমগ্নে সূর্য্যস্য বর্চ্চসাগথাঃ সমৃষীণাংস্তুতেন। সম্প্রিয়েণধাম্নাস মহমায়ুষাসং বর্চসাসপ্রজয়াসংরায় স্পোষেণগ্মিষীয়॥ ১৯॥ হে অগ্নে! তুমি যেমন সূর্য্যের বর্চ্চঃ সমন্বিত, ঋষিগণের স্তুতি সমন্বিত এবং প্রিয় হব্যাদি সমন্বিত;—আমিও যেন সেইরূপ তোমার প্রসাদে নীরোগ আয়ুঃ সমন্বিত, পুত্র পৌত্রাদি সমন্বিত এবং প্রভূত ধন সম্পন্ন হই॥ ১৯॥

অক্ষরাত্মনো বেদস্য পুনরক্ষরেভ্যঃ সকাশাদেব সমুদ্ভবো ন সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ অক্ষরমিতি। ব্রহ্মেত্যক্ষরমেবোক্তং, তৎ কথং তস্মাদেবোদ্ভবতীত্যাশঙ্ক্য ব্রহ্মশব্দার্থমুক্তমেব স্মারয়তি ব্রহ্ম বেদ ইতি। নন্বু ব্রহ্মশব্দিতস্য বেদস্যাপি পৌরুষেয়ত্বাৎ প্রামাণ্যসন্দেহাৎ কথং তদুক্তমগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম নির্দ্ধারয়িতুং শক্যতে তত্রাহ যস্মাদিতি। কথং তর্হি তস্য যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতত্বং সর্ব্বগতত্বে বিশেষাযোগাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বগতমপীতি॥ ১৫॥

রামানুজ।—কর্ম্মেতি। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবমত্র ব্রহ্মশব্দনির্দ্দিষ্টং প্রকৃতিপরিণামরূপং শরীরং "তদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ইতি ব্রহ্মশব্দেন প্রকৃতির্নির্দ্দিষ্টা। ইহাপি "মম যোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম" ইত্যুচ্যতে, অতঃ কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবমিতি প্রকৃতিপরিণামরূপশরীরোদ্ভবং কর্ম্মেত্যুক্তং

অন্ধস্থান্ধোবোভক্ষীয়মহস্থমহোবোভক্ষীয়োর্জস্থোর্জং বোভক্ষীয়রায় স্পোষস্থরায় স্পোষং বোভক্ষীয়॥ ২০॥ হে গাভী সকল! তোমরা প্রশস্ত অদনীয় বস্তুর আধার, তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন ঐরূপ প্রশস্ত বস্তুর উপভোগে সমর্থ হই! তোমরা প্রশস্ত পূজনীয়, তোমাদের প্রসাদে আমরাও যেন পূজনীয় হই! তোমরা বীর্য্যবৎ বস্তুর প্রসূতি, আমরাও যেন তোমাদের প্রসাদে বীর্য্যবান্ পুত্রাদি লাভ করি! তোমরা অনেকের পক্ষে প্রভূত ধনের আধার, আমরাও যেন তোমাদের প্রসাদে প্রভূত ধন ভোগ করিতে সমর্থ হই॥ ২০॥ রেবতীরমধ্বমস্মিন্ যোনাবস্মিন্ গোষ্ঠেস্মিঁ ল্লোকেহস্মিন্ক্ষয়ে। ইহৈবস্তমাপগাত॥ ২১॥ হে রেবতী গাভী সকল। তোমরা এই যজ্ঞযোনি অগ্নিহোত্র মণ্ডপে সম্প্রতি বিরাজমান থাক, পশ্চাৎ দোহনানন্তর এই সমীপবর্ত্তী লোকদ্বয়ে এই দৃষ্ট প্রায় গোষ্ঠে সঞ্চরণ কর, অনন্তর যজমানের গৃহে পুনরাগমন করতঃ রাত্রিযাপন কর—এই যজমানের গৃহেই চিরদিন বসতি কর, অন্যত্র কুত্রাপি গমন করিও না॥ ২১॥ সংহিতাসিবিশ্বরূপ্যূর্জামাবিশ গৌপত্যেন। উপত্বাগ্নেদিবেদিবেদোষাবস্তর্দ্ধিয়াবয়ম্। নমোভরন্ত এমসি॥ ২২॥ হে গৌ! তুমি অতি নিকটস্থ, তুমি বিচিত্রবর্ণা, তুমি এই যজ্ঞে প্রচুর রস দান কর, এবং আমার গো-স্বামিত্ব অবিচলিত রাখ। রাত্রিকালে দেদীপ্ত হে গার্হপত্যাগ্নে! আমরা যেন চিরদিনই শ্রদ্ধা বুদ্ধি সহকারে হবি লইয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হই॥ ২২॥ রাজন্তমধ্বরাণাঙ্গোপামৃতস্য দীদিবিম্। বর্দ্ধমানং স্বেদমে॥ ২৩॥ সমস্ত যজ্ঞে রক্ষকরূপে বিরাজমান, সত্যের উদ্দীপক ও অস্মদীয় গৃহে বর্দ্ধমান এই গার্হপত্য অগ্নিকে নমস্কার॥ ২৩॥ সনঃ পিতে বসূনবেগ্নে সুপায়নোভব। সচস্বানঃ স্বস্তয়ে॥ ২৪॥ হে গার্হপত্যাগ্নে! পুত্রগণ পিতাকে যেরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হয়, আমিও যেন তোমায় সেইরূপ সহজে ও নির্ভয়ে প্রাপ্ত হই। আমাদিগের কল্যাণের চেষ্টা কর॥ ২৪॥ অগ্নেত্বন্নোঅন্তমুত্তত্রাতা শিবোভবাবরূথ্যঃ। বসুরগ্নি র্বসুশ্রবা অচ্ছানক্ষদ্যুমত্তমং রয়িন্দাঃ॥২৫॥ হে গার্হপত্যাগ্নে। বরণীয় তুমি আমাদিগের সমীপস্থায়ী হও, ত্রাতা হও এবং কল্যাণকর হও। বসুনামে প্রসিদ্ধ অগ্নি বসু-বর্ষকরূপে আমাদিগকে ব্যাপ্ত হও এবং দ্যুতিমান ধন প্রদান কর॥ ২৫॥ তংত্বাশোচিষ্ঠদীদিবঃসুম্নায়নূনমীমহে সখিভ্যঃ। সনোবোধিশ্রুধীহবমুরুষ্যাণোঅঘায়তঃ সমস্মাৎ॥ ২৬॥ হে প্রদীপ্ত সর্ব্বদীপক, গার্হপত্যাগ্নে! এই ঋত্বিক্‌গণের জন্য তোমার নিকটে নিত্য সুখ প্রার্থনা করি। তুমি আমাদের প্রতি লক্ষ্য কর! আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর, সমস্ত পাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ২৬॥ ইড় এহ্যদিত এহি কাম্যাএত। ময়িবঃ কামধরণম্ভূয়াৎ॥ ২৭॥ হে ইড়ে! আগমন কর, হে অদিতে! আগমন কর। হে গৌ! তুমি সর্ব্ব সাধারণের স্পৃহনী, এস্থানে আগমন কর। আমাদিগকে প্রদান করণার্থ যে ফল ধারণ

ভবতি। ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবমিত্যত্রাক্ষরশব্দনির্দ্দিষ্টো জীবাত্মা অন্নপানাদিনা তৃপ্তাক্ষরাধিষ্ঠিতং শরীরং কর্ম্মণি প্রভবতি, কর্ম্মসাধনভূতং শরীরমক্ষরসমুদ্ভবম্। তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম সর্ব্বাধিকারিগতং শরীরং নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞমূলমিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

হনুমান্।—কর্ম্মেতি। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ব্রহ্ম বেদঃ প্রকাশকো যস্য তৎকর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি বিজানীহি, ব্রহ্ম পুনর্বেদাখ্যমক্ষরসমুদ্ভবং বিদ্ধি, অক্ষরঃ পরমাত্মা সমুদ্ভবঃ কারণং যস্য ব্রহ্মণঃ তদক্ষরসমুদ্ভবং, অক্ষরাৎ তু পুরুষনিশ্বাসবৎ সমুদ্ভূতং ব্রহ্ম, তস্মাৎ সর্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম বেদঃ যজ্ঞপ্রকাশকত্বাৎ যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥ ১৫॥

শ্রীধর।—কর্ম্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং জানীহি,

করিয়াছ, তাহা আমাদিগকে প্রদান কর॥ ২৭॥ সোমানং স্বরণং কৃণুহি ব্রহ্মণস্পতে। কক্ষীবন্তং য ঔশিজঃ॥ ২৮॥ হে ব্রহ্মণস্পতে! উশিক্-প্রসূত কাক্ষীবান্ নামক আমাকে সোমের অভিষব কার্য্যে অধিকারী কর॥ ২৮॥ যোরেবান্যো অমীবহাবসুবিৎ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। সনঃ সিষক্তু যস্তুরঃ॥ ২৯॥ যিনি ধনবান্, যিনি রোগহন্তা, ধন বেত্তা, পুষ্টিবর্দ্ধক, যিনি অদীর্ঘসূত্রী, তিনিই আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করুন॥ ২৯॥ মানঃ শংসো অররুষো ধূর্ত্তিঃ প্রণঙমর্ত্ত্যস্য। রক্ষাণো ব্রহ্মণস্পতে॥ ৩০॥ যাহারা যাগবিমুখ—কখনই দেবোদ্দেশে বা পিতৃগণোদ্দেশে কিছুমাত্র ব্যয় করে না, সেই নাস্তিক মনুষ্যের নৃশংস বুদ্ধি ও ধূর্ত্ততা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে। হে ব্রহ্মণস্পতে! আমাদিগকে রক্ষা কর॥ ৩০॥ মহিত্রীণামবোস্তদ্যুক্ষমিত্রস্যার্যম্ণঃ। দুরাধর্ষং বরুণস্য॥ ৩১॥ মিত্র দেবতা অর্য্যমা দেবতা এবং বরুণ দেবতা এই দেবত্রয়েরই মহৎ দ্যুতিমান অভিস্মরণীয় পালন শক্তি আমাদিগের প্রতি কার্য্যকর হউক॥ ৩১॥ নহি তেষামমাচননাধ্বসু বারণেষু। ঈশেরিপুরঘশংসঃ॥ ৩২॥ এই দেবত্রয়ের রক্ষিত ব্যক্তির কি গৃহে কি পথিমধ্যে কি দুর্গম গহন কাননে কোন স্থলেই পাপকর্ম্মা নৃশংস রিপুগণ কিছুই করিতে পারে না॥ ৩২॥ তেহি পুত্রাসো অদিতেঃ প্রজীবসে মর্ত্ত্যায়। জ্যোতির্যচ্ছন্ত্যজস্রম্॥ ৩৩॥ সেই অদিতি পুত্র, দেবত্রয় আশ্রিত ব্যক্তির জীবন রক্ষণার্থ, তাহার প্রতি অজস্র জ্যোতিঃ বিতরণ করিতে থাকেন॥ ৩৩॥ কদাচন স্তরীরসি নেন্দ্র সশ্চসি দাশুষে। উপোপেন্নু মঘবন্ভূয় ইন্নু তে দানন্দেবস্য পৃচ্যতে॥ ৩৪॥ হে ঐশ্বর্য্যবন্! তুমি আশ্রিত ব্যক্তির প্রতি কখনই কুপিত হও না প্রত্যুত তাহাকে শোধিত কর। মঘবন্! আশ্রিতগণ তোমার দান বার বার প্রাপ্ত হইতে থাকেন॥ ৩৪॥ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যম্ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ॥ ৩৫॥ আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি, যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই॥ ৩৫॥ পরিতেদূড় ভোরথোস্মাং। অশ্নোতু বিশ্বতঃ। যেন রক্ষসিদাশুষঃ॥ ৩৬॥ হে অগ্নে! যাহার দ্বারা তুমি সমস্ত যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক সেই অপ্রতিহত গতি রথে আমাদিগকে সর্ব্ব প্রকারে আবৃত করত রক্ষা কর॥ ৩৬॥ ভূর্ভুবঃস্বঃ সু প্রজাঃ প্রজাভিঃ স্যাং সুবীরোবীরৈঃ সুপোষংপোষৈঃ নর্য্য প্রজাম্মে পাহি শংস্য পশূন্ম পাহ্যথর্য্যপিতুম্মেপাহি॥ ৩৭॥ ভূলোক ভুবর্লোক ও দ্যুলোক এই লোকত্রয়ান্তর্ব্যাপী হে অগ্নে! তোমার প্রসাদে আমি যেন ঈদৃশ সাধু পরিজন লাভ করি, যাহাতে প্রশংসিত প্রজাবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি। আমি যেন ঈদৃশ সর্ব্বগুণালঙ্কৃত পুত্র লাভ করি, যাহা দ্বারা প্রশংসিত পুত্রবান্ বলিয়া বিখ্যাত হইতে পারি। আমি যেন ঈদৃশ উৎকৃষ্ট সমধিক সম্পত্তি লাভ করি, যাহাতে প্রশংসিত সম্পত্তি-

"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদঃ" ইতিশ্রুতেঃ, যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরত্যন্তমভিপ্রেতো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত্ত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি, "উদ্যমস্য সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম্ম, তস্মাৎ সর্ব্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্ব্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু ভূতার্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্ব্বদা যজ্ঞে তাৎপর্য্যেণ প্রতিষ্ঠিতং, অতো যজ্ঞাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ॥ ১৫॥

বলদেব।—কর্ম্মেতি। তচ্চ ঋত্বিগাদিব্যাপাররূপং কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি। ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ তৎপ্রবৃত্তিং জানীহীত্যর্থঃ। তচ্চ বেদরূপং ব্রহ্ম অক্ষরাৎ পরেশাৎ সমুদ্ভবং প্রকটং বিদ্ধি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বোঽঙ্গিরসঃ"

বান্ বলিয়া বিখ্যাত হই। হে মনুজ হিতসাধক গার্হপত্য অগ্নে! আমার পুত্রাদি প্রজাগুলিকে রক্ষা কর। হে ভূয়োভূয় প্রশংসা সহ দত্ত আহুতি ভুক্ (আহবনীয়) অগ্নে! আমার গোবৎস প্রভৃতি পশুপাল রক্ষা কর। হে সতত গমনশীল! (দক্ষিণাগ্নে!) আমার অন্ন সকল রক্ষা কর॥ ৩৭॥ আগন্মবিশ্ববেদ সমস্মভ্যংবসুবিত্তমম্। অগ্নেসম্রাডভিদ্যুম্নমভি সহ আয়চ্ছস্ব॥ ৩৮॥ হে সম্যক্ প্রদীপ্ত অগ্নে! প্রধানতঃ তোমাকে লক্ষ্য করিয়াই প্রকাশ হইতে আসিতেছি, তুমি আমার গৃহের সমস্ত সংবাদই অবগত আছ, তুমি প্রভূত ঐশ্বর্য্যবান্ আমাকে যশঃ ও বল প্রদান কর॥ ৩৮॥ অয়মগ্নির্গৃহপতির্গার্হপত্যঃ প্রজায়াবসুবিত্তমঃ। অগ্নে গৃহপতেভিদ্যুম্নমভিসহ আয়চ্ছস্ব॥ ৩৯॥ এই গার্হপত্য অগ্নিই আমাদের গৃহের অধিপতি ইনি প্রভূত ঐশ্বর্য্যশালী,—হে গৃহস্বামিন্! পুত্র কলত্রাদির রক্ষণার্থ আমাকে যশঃ ও বল প্রদান কর॥ ৩৯॥ অয়মগ্নিঃ পুরীষ্যোরয়িমান্ পুষ্টিবর্দ্ধনঃ। অগ্নে পুরীষ্যাভিদ্যুম্নমভি সহ আয়চ্ছস্ব॥ ৪০॥ এই অগ্নি পশুগণের হিতৈষী ইনি ধনবান্ ও পুষ্টিবর্দ্ধন,—হে পশুহিত অগ্নে! আমাকে পশু রক্ষণার্থ ই যশঃ ও বল প্রদান কর॥ ৪০॥ গৃহামাবিভীত মাবেপধ্বমূর্জ্জম্বিভ্রত এমসি। উর্জ্জম্বিভ্রদ্বঃ সুমনাসমনায় সুমেধাগৃহানৈমি মনসা মোদমানঃ॥ ৪১॥ হে গৃহ সকল! তোমাদের অধিবাসী উপস্থিত নাই বিবেচনায় ভীত হইও না, আমি প্রবাস হইতে সমধিক তেজস্বী হইয়া প্রত্যাগত হইলাম, আমি যেন তোমাদিগকেও তেজস্বী করতঃ প্রবেশ করিতেছি, এ সময়ে আমার মন বিশুদ্ধ আছে এবং মেধাও সচেত রহিয়াছে, আমি আন্তরিক আনন্দ সহকারে এই গৃহ সকলে প্রবেশ করিতেছি॥ ৪১॥ যেষামধ্যেতি প্রবসন্ যেযুসৌমনসোবহুঃ। গৃহানুপহ্বয়ামহে তেনোজানন্তু জানতঃ॥ ৪২॥ আমি যখন প্রবাসে ছিলাম তখন যে গৃহ সকলকে স্মরণ করিতাম, যে গৃহ গুলিতে অতিশয় প্রীতি প্রকাশ করিতাম সেই গৃহ সকলকে অদ্য আহ্বান করিতেছি—আমি কৃতঘ্ন নহি ইহা তাঁহারা অবগত হউন॥ ৪২॥ উপহূতাইহগাব উপহূতা অজাবয়ঃ। অথো অন্নস্য কীলাল উপহূতো গৃহেষুনঃ। ক্ষেমায়বঃ শান্ত্যৈপ্রপদ্যেশিবং শগ্মং শংযোঃ॥ ৪৩॥ আমি এই গৃহ হইতে যাত্রাকালে গোধনগণের সুখস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম মেষ ও ছাগাদিরও সুখস্থিতি প্রার্থনা করিয়াছিলাম, এবং আমাদের এই গৃহে অন্ন রস সুরক্ষিত থাকুক এরূপও প্রার্থনা করিয়াছিলাম; অদ্য শান্তি কামনায় কল্যাণ কামনায় সেই এই গৃহ সকল পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছি, আমি নিতান্ত কল্যাণপ্রার্থী, আমার এই গৃহেই যেন ঐহিক ও পারলৌকিক উভয়বিধ কল্যাণই সাধিত হয়॥ ৪৩॥—আচার্য্য সত্যব্রত সামশ্রমী।

ইত্যাদি শ্রবণাৎ। যস্মাৎ সসৃষ্টপ্রজোপজীবনাত্তপ্রিয়ো যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্ব্বগতং নিখিলব্যাপকমপি ব্রহ্ম নিত্যং সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তেনৈব তৎপ্রাপ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

মধুসূদন।—তচ্চাপূর্ব্বোৎপাদক কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং, ব্রহ্ম বেদঃ স এবোদ্ভবঃ প্রমাণং যস্য তত্তথা, বেদবিহিতমেব কর্ম্মাপূর্ব্বসাধনং জানীহি, নত্বন্যৎ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। নমু পাষণ্ডশাস্ত্রাপেক্ষয়া বেদস্য কিং বৈলক্ষণ্যং, যতো বেদপ্রতিপাদিত এব ধর্ম্মো নান্য ইত্যত আহ। ব্রহ্ম বেদাখ্যং অক্ষরসমুদ্ভবং অক্ষরাৎ পরমাত্মনো নির্দ্দোষাৎ পুরুষনিশ্বাসন্যায়েনাবুদ্ধিপূর্ব্বং সমুদ্ভব আবির্ভাবো যস্য তদক্ষরসমুদ্ভবং, তথাচাপৌরুষেয়ত্বেন নিরস্তসমস্তদোষাসঙ্ক বেদবাক্যং প্রমিতিজনকতয়া প্রমাণমতীন্দ্রিয়েঽর্থে নতু ভ্রমপ্রমাদ-করণাপাটববিপ্রলিপ্সাদিদোষবৎ প্রণীতং পাষণ্ডবাক্যং প্রমিতিজনকমিতি ভাবঃ। তথাচ শ্রুতিঃ। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্যদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি ব্যাখ্যানান্যস্যৈবৈতানি নিশ্বাসিতানি" ইতি। তস্মাৎ সাক্ষাৎ পরমাত্মসমুদ্ভবতয়া সর্ব্বগতং সর্ব্বপ্রকাশকং নিত্যমবিনাশি চ ব্রহ্মবেদাখ্যং যজ্ঞে ধর্ম্মাখ্যেঽতীন্দ্রিয়ে প্রতিষ্ঠিতং তাৎপর্য্যেণ, অতঃ পাষণ্ডপ্রতিপাদিতোপধর্ম্মপরিত্যাগেন বেদবোধিতএব ধর্ম্মোঽনুষ্ঠেয় ইত্যর্থঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—কর্ম্মেতি। কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বেদোদ্ভবং বেদ এব ধর্ম্মে প্রমাণং, ন তু পাষণ্ডাদিপ্রণীতাগমঃ, ব্রহ্ম বেদোঽপি অক্ষরসমুদ্ভবং, "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরাদেব উৎপন্নঃ অতো ন তত্র ভ্রমবিপ্রলম্ভকত্বাদিদোষাক্রান্তপাষণ্ডাদিবাক্যবদপ্রামাণ্যশঙ্কাস্তীতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তস্মাৎ তস্মিন্ দেশে কালে চ বর্ত্তমানং ব্রহ্ম বেদঃ, এতেন বেদস্য নিত্যত্বং শব্দস্য বিভুত্বঞ্চ দর্শিতং, নিত্যং নিয়মেন যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং তাৎপর্য্যেণ পর্য্যবসন্নম্॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি যজ্ঞং কুর্য্যাদেবেত্যাহ অন্নাদিতি। অন্নাদ্ভূতানি প্রাণিনো ভবন্তীতি ভূতানাং হেতুরন্নম্। অন্নাদেব শুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাৎ প্রাণিশরীরসিদ্ধেঃ। তস্যান্নস্য হেতুঃ পর্জ্জন্যঃ বৃষ্টিভিরেবান্নসিদ্ধেঃ। তস্য পর্জ্জন্যস্য হেতুর্যজ্ঞঃ, লোকৈঃ কৃতেন যজ্ঞেনৈব সমুচিতবৃষ্টিপ্রদমেঘসিদ্ধেঃ। তস্য যজ্ঞস্য হেতুঃ কর্ম্ম ঋত্বিগ্‌যজমানব্যাপারাত্মকত্বাৎ কর্ম্মণএব যজ্ঞসিদ্ধেঃ। তস্য কর্ম্মণো হেতুর্ব্রহ্ম বেদঃ। বেদোক্তবিধিবাক্যশ্রবণাদেব যজ্ঞং প্রতি ব্যাপারোৎপত্তেঃ। তস্য বেদস্য হেতুরক্ষরং ব্রহ্ম ব্রহ্মতএব বেদোৎপত্তেঃ। তথাচশ্রুতিঃ—"অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদৃগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথাঙ্গিরসঃ" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বগতং সর্ব্বব্যাপকং ব্রহ্ম যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমিতি যজ্ঞেন ব্রহ্মাপি প্রাপ্যত ইতি ভাবঃ। অত্র যদ্যপি কার্য্যকারণভাবেনাম্নাতা ব্রহ্মপর্য্যন্তাঃ পদার্থা উক্তাস্তদপি তেষু মধ্যে যজ্ঞ এব বিধেয়ত্বেন শাস্ত্রেণোচ্যতে ইতি। স এব প্রস্তুতঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি স্মৃতেঃ॥ ১৪। ১৫॥

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বকামনা-সিদ্ধি-ফলপ্রদ কর্ম্ম কোথা হইতে আবির্ভূত হইল, তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। ব্রহ্ম শব্দে বেদকে বুঝায়; ঋত্বিক্ ও যজমানাদি-সাধ্য কর্ম্মকাণ্ড সেই বেদ দ্বারা প্রবর্ত্তিত ও তাহারই অনুমোদিত; সুতরাং কর্ম্ম অপূর্ব্ব-সাধন—ভ্রষ্টমতি ব্যক্তি বিশেষ কর্ত্তৃক প্রতিপাদিত নহে। যদি বল কর্ম্ম বেদবিহিত হইলেই বা তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবার কারণ কি? এই কথার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত, অপৌরুষেয় এবং সমস্ত দোষসঙ্গ-বিবর্জ্জিত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই মহাভূতের (পরব্রহ্মের) নিশ্বাসে ঋক্, যজু, সামবেদ ইত্যাদির উৎপত্তি হইয়াছে।" লৌকিক শাস্ত্রে বা পাষণ্ড * বাক্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রালিপ্সাদি (ইহার বৃত্তান্ত ২৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য) দোষ দৃষ্ট হইতে পারে, বেদে তাহার কোনই সম্ভাবনা নাই। সেই সাক্ষাৎ পরমাত্ম সমুদ্ভূত, সর্ব্বপ্রকাশক, অবিনাশী, বেদাখ্য ব্রহ্মপুরুষ যজ্ঞরূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব পাষণ্ড-প্রতিপাদিত অপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তুমি বেদ-প্রতিপাদিত কর্ম্মরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর।

* পাষণ্ড।—যাহার আচারাদি বেদবিরোধী সেই পাষণ্ড। বৌদ্ধ, ক্ষপণক, নগ্নাদি পাষণ্ড নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। পদ্মপুরাণে সদাচারভ্রষ্ট ব্যক্তি মাত্রকেই পাষণ্ড বলা হইয়াছে। তদ্যথা; "সদাশিব উবাচ। যেঽন্যদেবং পরত্বেন বদন্ত্যজ্ঞানমোহিতাঃ। নারায়ণাজ্জগদ্বন্দ্যং তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥ কপালভস্মাস্থিধরা যে হ্যবৈদিকলিঙ্গিনঃ। ঋতে বনস্থাশ্রমাশ্চ জটাবল্কলধারিণঃ। অবৈদিকক্রিয়োপেতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা॥ শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ। রহিতা যে দ্বিজা দেবি তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥ শ্রুতিস্মৃত্যুক্তমাচারং যস্তু নাচরতি দ্বিজঃ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বলোকেষু গর্হিতঃ। সমস্তযজ্ঞভোক্তারং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতম্। উদ্দিশ্য দেবতাশ্চৈব জুহোতি চ দদাতি চ। স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ স্বতন্ত্রো বাপি কর্ম্মসু॥ স্বাতন্ত্র্যাৎ ক্রিয়তে যৈস্তু কর্ম্ম বেদোদিতং মহৎ। বিনা বৈ ভগবৎপ্রীত্যা তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥ যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা॥ অনাস্থা ক্রিয়তে যৈস্তু মনোবাক্কায়কর্ম্মভিঃ। বাসুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী ভবেদ্ দ্বিজঃ॥ হরের্নামকমন্ত্রাভ্যাং লোকাঃ সদ্ভির্ব্বিবর্জ্জিতাঃ। যদি বর্ণাশ্রমাদ্যা যে তে বৈ পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥ বর্ণানাং গুরবো নিত্যং শিবে যদ্যপ্যবৈষ্ণবাঃ। ভগবদ্ধর্ম্মরহিতা বৈষ্ণবাদিবিনিন্দকাঃ॥ রজস্তমোময়া জীবহিংসকা জীবভক্ষকাঃ। অসৎপ্রতিগ্রহরতা দেবলা গ্রামযাজকাঃ॥ ভ্রষ্টাচারাস্তথা ব্রাত্যা নানাবিবুধপূজকাঃ। দেবতোচ্ছিষ্টশ্রাদ্ধাদিভোজিনঃ শূদ্রবৎক্রিয়াঃ। বিবিধাসৎকর্ম্মরতা ভক্ষণাদ্যবিচারিণঃ। লোভ-মোহ-মদ-ক্রোধ-কামাহঙ্কারিণঃ সদা॥ এবংবিধাঃ পারদারিকাদ্যা যেঽত্র শুভাননে। অন্যেষাং কা কথা তত্র পাষণ্ডা ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ॥ বর্ণাশ্রমাস্তা যে সর্ব্বে স্বস্বধর্ম্মবিবর্জ্জিতাঃ। তেবৈ পাষণ্ডিনো দেবি নারায়ণবহির্মুখাঃ॥

পূজ্যপাদ ভাষ্যকার শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, "কর্তৃপুরুষ-সাধ্য দ্রব্যার্জ্জনাদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তাহা হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়াছে।" উক্ত যজ্ঞ ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন। এইস্থলে ব্রহ্ম শব্দে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির পরিণামরূপ শরীর সমূহই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ, তস্মাদেতদ্ ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে।" অর্থাৎ যিনি সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট, তাঁহা হইতে ব্রহ্ম অর্থাৎ মহদহঙ্কারাদি বিকার সমূহের কারণ স্বরূপ প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণাম শরীর ও নাম, রূপ এবং অন্ন উৎপন্ন হইয়াছে।" "ব্রহ্মই, বা প্রকৃতিই আমার যোনি অর্থাৎ উৎপত্তির কারণ" ইত্যাদি বাক্যে গীতাশাস্ত্রে (১৪ অ, ৩ শ্লোকে) এই বিষয় বিশেষ বিবৃত হইবে। অতএব ব্রহ্ম অর্থাৎ প্রকৃতি বা প্রকৃতির পরিণাম স্বরূপ শরীর হইতে কর্ম্ম সমুৎপন্ন ইহা বলা হইল। ব্রহ্ম, (প্রকৃতি বা তৎপরিণাম শরীর) অক্ষর সঞ্জাত, অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে সমুৎপন্ন। অন্নপানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত জীবাধিষ্ঠিত শরীর কর্ম্ম দ্বারা সঞ্জাত হয়; অতএব সর্ব্বগত (সর্ব্বাধিকারিগণের আবশ্যকীভূত) শরীর সমূহ সর্ব্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিত, শরীরই যজ্ঞ ক্রিয়ার মূলস্বরূপ, শরীর ব্যতীত উক্ত যজ্ঞক্রিয়া কখনও সম্পন্ন হইতে পারে না॥ ১৫ ॥

সর্ব্বাশিনো দ্বিজা যেহপি সর্ব্ববিক্রয়িণস্তথা। যচ্চ বেদাচাররহিতাস্তে বৈ পাষণ্ডিনো মতাঃ॥ যে ত্বসন্তর্পণাদরতা লোকা নিরন্তরম্। শিবে পাষণ্ডিনো জ্ঞেয়া ইতি তে নাত্র সংশয়ঃ॥ বিষ্ণু-বৈষ্ণব গোভূমি-দেবাদিষু বিশেষতঃ। অশ্বত্থ তুলসী-তীর্থ-ক্ষেত্রাদিষু মহাগুরৌ॥ লক্ষ্মী-সরস্বতী-গঙ্গা-যমুনাসু বরাননে। স্মৃতা পাষণ্ডিনস্তেহপি যে ন সেবা-পরায়ণাঃ॥ রুদ্রাক্ষেন্দ্রাক্ষভদ্রাক্ষ-স্ফাটিকাক্ষাদিধারিণঃ। জটিলাভস্ম-লিপ্তাঙ্গাস্তে বৈ পাষণ্ডিনঃ প্রিয়ে॥ অগ্নিজীবী মসীজীবী ধাবকঃ পাচকস্তথা। এতে পাষণ্ডিনো বিপ্রা মাদকদ্রব্যভোজিনঃ॥ দেবি কার্য্যাদয়ো ভক্তা অনন্যশরণাশ্চ যে। পাষণ্ডসঙ্গং ন কুর্য্যুস্তদ্গেহে পানভোজনে। যদি দৈববশাল্লোভান্মোহাত্তস্যান্নভোজনম্। তৎস্পর্শজলপানঞ্চ চক্রুস্তৎসঙ্গমাদিকং॥ তৎপানভোজনালাপসঙ্গালিঙ্গনতোহচিরাৎ। পাষণ্ডিনো বৈষ্ণবাঃ স্যুরন্যেষামপি কা কথা॥ কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ। অসদাচরণাশ্চেৎ স্যুস্তদা পাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ॥ এতদ্ভোজনপানাদিকর্ম্মভির্বৈষ্ণবা জনাঃ। পাষণ্ডিনস্তথা স্যুর্বৈ জটাভস্মাদিধারিণঃ॥"—পদ্মপুরাণ।

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ! স জীবতি ॥১৬॥

অন্বয়।—এবং (পূর্ব্বোক্তরূপম্) প্রবর্ত্তিতং (ব্রহ্মণা প্রতিষ্ঠিতম্) চক্রং (জগচ্চক্রম্) যঃ (পুরুষঃ) ন ইহ (সংসারে) অনুবর্ত্তয়তি (অনুতিষ্ঠতি) হে পার্থ! সঃ অঘায়ুঃ (পাপজীবনঃ) ইন্দ্রিয়ারামঃ (বিষয়োপভোগপরায়ণঃ) মোঘং (ব্যর্থং) জীবতি (শরীরভারং বহতি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—এই-প্রকার ব্রহ্ম-স্থাপিত জগচ্চক্রের যে সংসারে অনুবর্ত্তন না করে হে পার্থ! সে পাপজীবন ভোগাসক্ত বৃথা জীবন-ধারণ-করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি ইহ সংসারে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত উল্লিখিত রূপ জগচ্চক্রের অনুগামী না হয়, হে পার্থ! সেই পাপায়ুঃ বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তি অনর্থক দেহভার বহন করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবমিতি। এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতং নানুবর্ত্তয়তীহ লোকে যঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতঃ সন্নঘায়ুরঘং পাপমায়ুর্জীবনং যস্য সোহঘায়ুঃ পাপজীবন ইতি যাবৎ, ইন্দ্রিয়ারাম ইন্দ্রিয়ৈরারমণমাক্রীড়া বিষয়েষু যস্য স ইন্দ্রিয়ারামো মোঘং বৃথা হে পার্থ! স জীবতি, তস্মাদজ্ঞেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেতি প্রকরণার্থঃ। প্রাগাত্মজ্ঞাননিষ্ঠা-যোগ্যতাপ্রাপ্তেস্তাদর্থ্যেন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানমধিকৃতেনানাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যমিত্যেতৎ "ন কর্ম্মণা-মনারম্ভাৎ" ইত্যত আরভ্য "শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" ইত্যেবমন্তেন প্রতিপাদ্য "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র" ইত্যাদিনা "মোঘং পার্থ স জীবতি" ইত্যেবমন্তেনাপি গ্রন্থেন প্রাসঙ্গিকমধিকৃতস্যানাত্মবিদঃ কর্ম্মানুষ্ঠানে বহুকারণমুক্তম্, তদকরণে চ দোষ-সংকীর্ত্তনং কৃতম্ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—অধিকৃতেনাধ্যয়নাদিদ্বারা জগচ্চক্রমনুবর্ত্তনীয়মন্যথেশ্বরাজ্ঞাতি লঙ্ঘনস্য প্রত্যবায়ঃ স্যাদিত্যাহ এবমিতি। "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্তমুপসংহরতি তস্মাদিতি। জগচ্চক্রস্য প্রাগুক্তপ্রকারেণানুবর্ত্তনে বৃথাজীবনমঘসাধনং যস্মাৎ, তস্মাজ্জীবতা নিয়তং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। যত্তধিকৃতেন কর্ত্তব্যমেব কর্ম্ম, তর্হি কিমিত্যজ্ঞেনেতি বিশিষ্যতে, জ্ঞাননিষ্ঠেনাপি তৎ কর্ত্তব্যমেবাধিকৃতত্বাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্য পূর্ব্বোক্তমনুবদতি প্রাগিতি। ন হি জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিরোধাৎ জ্ঞাননিষ্ঠেন কর্ম্ম কর্ত্তুং শক্যতে, তথা চানাত্মজ্ঞেনৈব চিত্তশুদ্ধি-পরম্পরয়া জ্ঞানার্থং কর্ম্মানুষ্ঠেয়মিতি প্রতিপাদিতমিত্যর্থঃ। তর্হি "যজ্ঞার্থাৎ" ইত্যাদি কিমর্থং

ন হি তত্র জ্ঞাননিষ্ঠা প্রতিপাদ্যতে, কর্ম্মনিষ্ঠা তু পূর্ব্বমেবোক্তত্বান্নাত্র বক্তব্যেত্যাশঙ্ক্য বৃত্তমর্থান্তর-মনুবদতি প্রতিপাদ্যতেতি। প্রাসঙ্গিকমজ্ঞস্য কর্ম্মকর্ত্তব্যতোক্তিপ্রসঙ্গাগতমিতি যাবৎ বহু-কারণমীশ্বরপ্রসাদো দেবতাপ্রীতিশ্চেত্যাদিদোষসংকীর্ত্তনম্, "তৈর্দ্দত্তানপ্রদায়" ইত্যাদি ॥১৬॥

রামানুজ।—এবমিতি। এবং পরমপুরুষেণ প্রবর্ত্তিতমিদং চক্রং অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানীতি। অত্র ভূতশব্দনির্দ্দিষ্টানি সজীবানি শরীরাণি, পর্জ্জন্যাদন্নং, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ, যজ্ঞশ্চ কর্ত্তৃব্যাপাররূপাৎ কর্ম্মণঃ কর্ম্ম চ সজীবাচ্ছরীরাৎ, সজীবং শরীরঞ্চ পুনরপ্যন্নাদিত্যন্যোন্য-কার্য্যকারণভাবেন চক্রবৎ পরিবর্ত্তমানমিহ সাধনে বর্ত্তমানো যঃ কর্ম্মযোগাধিকারী জ্ঞান-যোগাধিকারী বা নানুবর্ত্তয়তি ন প্রবর্ত্তয়তি স যজ্ঞশিষ্টেন দেহধারণমকুর্ব্বন্ সোঽঘায়ুর্ভবতি। অঘারম্ভায়ৈবাস্যায়ুরঘপরিণতং বা উভয়রূপং বা সোঽঘায়ু অতএবেন্দ্রিয়ারামো ভবতি নাত্মারামঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাস্যোদ্যানানি ভবন্তি অযজ্ঞশিষ্টবর্দ্ধিতদেহমনস্ত্বেনোদ্রিক্তরজস্তমস্ক আত্মাবলোকবিমুখতয়া বিষয়ভোগৈকরতির্ভবতি। অতো জ্ঞানযোগাদৌ যতমানোঽপি নিষ্ফল-প্রযত্নতয়া "মোঘং পার্থ স জীবতি" ॥ ১৬ ॥

হনুমান।—এবমিতি। এবমনুপূর্ব্বকং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নিষ্পাদিতং ক্রমেণ নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি, যঃ অঘায়ুঃ অঘমাত্মন ইচ্ছতি ইত্যঘায়ুঃ ইন্দ্রিয়াণামারাম ইন্দ্রিয়ক্রীড়াস্থানং মোঘং বৃথা হে পার্থ স জীবতি স প্রাণং ধারয়তি, তস্মাদজ্ঞেন কর্ম্মণ্যধিকৃতেন যজ্ঞঃ কর্ত্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্ম্মাদিচক্রং প্রবর্ত্তিতং, তস্মাৎ তদকুর্ব্বতো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যভূতাদ্বেদাখ্যব্রহ্মণঃ পুরুষাণাং কর্ম্মণি প্রবৃত্তিঃ, ততঃ কর্ম্মনিষ্পত্তিঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততো ভূতানি, ভূতানাং পুনস্তথৈব কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি স অঘায়ু অঘং পাপরূপমায়ুর্যস্য স, যত ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়েষ্বেবারমতি ন ত্বীশ্বরারাধনার্থে কর্ম্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—যজ্ঞাকরণে দোষমাহৈবমিতি। পরস্মাদ্ব্রহ্মণো বেদাবির্ভাবস্তস্মাৎ ব্রহ্মপ্রতিবোধকাদ্ যজ্ঞস্ততঃ পর্জ্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্ম্ম-প্রবৃত্তিরিত্যেবং নিখিলজগন্নির্ব্বাহকং পরেশেন প্রজাপতিনা প্রবর্ত্তিতং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি স জনঃ পরেশবিমুখোঽঘায়ুঃ পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব জীবতি। হে পার্থ! যদসাবিন্দ্রিয়ৈ-র্বিষয়েষ্বেব রমতে ন তু পরব্রহ্মাভিমতে যজ্ঞে তচ্ছেষাশনে চ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—ভবত্বেবং ততঃ কিং ফলিতমিত্যাহ এবমিতি। আদৌ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বাভাসকান্নিত্যানির্দ্দোষবেদাবির্ভাবঃ, ততঃ কর্ম্মপরিজ্ঞানং, ততোঽনুষ্ঠানাৎ ধর্ম্মোৎপাদঃ, ততঃ পর্জ্জন্যঃ, ততোঽন্নং ততো ভূতানি, পুনস্তথৈব ভূতানাং কর্ম্মপ্রবৃত্তিরিত্যেবং পরমেশ্বরেণ প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বজগন্নির্ব্বাহকং যো নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি স অঘায়ুঃ পাপজীবনো মোঘং ব্যর্থমেব

জীবতি। হে পার্থ! তস্য জীবনাৎ মরণমেব বরং জন্মান্তরে ধর্ম্মানুষ্ঠানসম্ভবাদিত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, "অথোঽয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যদ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণানথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতে তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদাবয়াংস্যপি পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ" ইতি ব্রহ্মবিদং ব্যাবর্ত্তয়তি ইন্দ্রিয়ারাম ইতি যতইন্দ্রিয়ৈর্ব্বিষয়েষ্বারমতি অতঃ কর্ম্মাধিকারী সন্ তদকরণাৎ পাপমেবাচিন্বন্ ব্যর্থমেব জীবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ভবত্বেবং ততঃ কিং ফলিতমিত্যত আহ এবমিতি। ভূতানামাদৌ বেদাধিগমস্ততঃ কর্ম্মজ্ঞানং, ততঃ কর্ম্মানুষ্ঠানং, ততো দেবানাং তৃপ্তিঃ, ততো বৃষ্টিস্ততোঽন্নং, ততো ভূতানি, তেষাং বেদাধিগম ইত্যেবং রূপং চক্রমিব চক্রং নিরন্তরমাবর্ত্তমানং জগদ্‌যন্ত্র নির্ব্বাহকং নানুবর্ত্তয়তি নানুতিষ্ঠতি যঃ সঃ অঘায়ুঃ পাপজীবনঃ ইন্দ্রিয়ারামো ন তু ধর্ম্মারাম আত্মারামো বা মোঽবং ব্যর্থং দংশমশকাদিবৎ জীবতি, যস্ত্বেতদনুবর্ত্তয়তি স জগদুপকারকো ধন্য ইতি ভাবঃ। তথা চ শ্রুতিঃ, "অথো অয়ং বা আত্মা সর্ব্বেষাং ভূতানাং লোকঃ স যজ্জুহোতি যদ্‌যজতে তেন দেবানাং লোকোঽথ যদনুব্রূতে তেন ঋষীণামথ যৎ পিতৃভ্যো নিপৃণাতি যৎ প্রজামিচ্ছতি তেন পিতৃণামথ যন্মনুষ্যান্ বাসয়তে যদেভ্যোঽশনং দদাতি তেন মনুষ্যাণামথ যৎ পশুভ্যস্তৃণোদকং বিন্দতি তেন পশূনাং যদস্য গৃহেষু শ্বাপদা বয়াংস্যপি পিপীলিকাভ্য উপজীবন্তি তেন তেষাং লোকঃ" ইতি ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—এতদনুষ্ঠানে প্রত্যবায়মাহ এবমিতি। চক্রং পূর্ব্বপশ্চাদ্ভাগেন প্রবর্ত্তিতম্, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্যঃ, পর্জ্জন্যাদন্নং, অন্নাৎ পুরুষঃ, পুরুষাৎ পুনর্যজ্ঞঃ, যজ্ঞাৎ পর্জ্জন্য ইত্যেবং চক্রং যো নানুবর্ত্তয়তি যজ্ঞানুষ্ঠানেন ন পরিবর্ত্তয়তি স অঘায়ুঃ পাপব্যাপ্তায়ুষ্কো নরকে নিমজ্জ্যতি ইতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রাণিগণের পুরুষার্থসিদ্ধির নিমিত্ত পরমেশ্বর কর্ম্মাদি-চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। প্রথমতঃ ব্রহ্ম হইতে সর্ব্বাবভাসক নিত্য ও নির্দ্দোষ বেদের উদ্ভব; বেদ হইতে কর্ম্ম-পরিজ্ঞান, কর্ম্ম-পরিজ্ঞান হইতে ধর্ম্ম, ধর্ম্ম হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব, পুনরায় জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি, এবংবিধ ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত জগচ্চক্রের যে ব্যক্তি অনুবর্ত্তন না করে, অর্থাৎ এতদ্বিহিত প্রণালীক্রমে কর্ম্মানুষ্ঠান না করে, তাহার জীবন নিরবচ্ছিন্ন পাপময়। সেই বিষয়-ভোগ-পরায়ণ ব্যক্তির দংশমশকাদির ন্যায় জীবন-ধারণ অনর্থক। তাহার মরণই মঙ্গল; কেন না মৃত্যু হইলে জন্মান্তরে পুনরায় তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে। আত্মজ্ঞান নিষ্ঠার

যোগ্যতা প্রাপ্তির নিমিত্ত, প্রথমে কর্ম্ম-যোগানুষ্ঠানের বৈধতা প্রতিপাদনার্থ "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, "শরীর যাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ" ইত্যাদি শ্লোক অবতারিত করিয়াছেন। তদনন্তর "যজ্ঞার্থং কর্ম্মণোঽন্যত্র" ইত্যাদি শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া, "মোঘং পার্থ স জীবতি" ইত্যাদি শ্লোক পর্য্যন্ত অংশে অনাত্মবিৎ ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক বহু হেতুবাদ প্রদর্শিত এবং তাহার অকরণে দোষের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

—— •:•:• ——

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যঃ তু মানবঃ আত্মরতিঃ (আত্মনি এব প্রীতির্যস্য সঃ) আত্মতৃপ্তঃ (আত্মনি এব তৃপ্তঃ) চ আত্মনি এব সন্তুষ্টঃ (আনন্দিতঃ) চ স্যাৎ তস্য (তাদৃশ পুরুষস্য) কার্য্যং (কর্ত্তব্যং কর্ম্ম) ন বিদ্যতে (অস্তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু যে মানব আত্মপ্রীত ও আত্মপরিতৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট-হন, তাঁহার কর্ত্তব্য নাই ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—কিন্তু যে মনুষ্যের কেবল আত্ম-বিষয়েই প্রীতি, তৃপ্তি এবং সন্তোষ সীমাবদ্ধ, তাঁহার পক্ষে আর কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজনীয়তা নাই ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং স্থিতে কিমেবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং সর্ব্বেণানুবর্ত্তনীয়মাহোস্বিৎ পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগানুষ্ঠানোপায়প্রাপ্যামাত্মবিদো জ্ঞানযোগেনৈব নিষ্ঠামাত্মবিদ্ভিঃ সাঙ্খ্যৈরনুষ্ঠেয়ামপ্রাপ্তে নৈবেত্যেবমর্থমর্জ্জুনস্য প্রশ্নমাশঙ্ক্য স্বয়মেব বা শাস্ত্রার্থস্য বিবেকপ্রতিপত্ত্যর্থমেব চৈতমাত্মানং বিদিত্বা নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানাঃ সন্তো ব্রাহ্মণা মিথ্যাজ্ঞানবদ্ভিরবশ্যং কর্ত্তব্যেভ্যঃ পুত্রৈষণাদিভ্যো ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তং চরন্তি ন তেষামাত্মজ্ঞাননিষ্ঠাব্যতিরেকেণান্যকার্য্যমস্তি ইত্যেবং শ্রুত্যর্থমিহ গীতাশাস্ত্রে প্রতিপাদয়িষিতমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ ভগবান্ যস্থিতি। যস্তু সাঙ্খ্য আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ আত্মরতি আত্মনি এব রতির্ন বিষয়েষু যস্য স আত্মরতিরেব স্যাদ্ভবেৎ। আত্মতৃপ্তশ্চ আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নরসাদিনা স মানবো মনুষ্যঃ সন্ন্যাসী আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টঃ সন্তোষো হি বাহ্যার্থলাভেন সর্ব্বস্য ভবতি, তমনপেক্ষ্যাত্মন্যেব

চ সন্তুষ্টঃ সর্ব্বতো বিগততৃষ্ণ ইত্যেতৎ। য ঈদৃশ আত্মবিত্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আনন্দগিরি।—বৃত্তমর্থমেবং বিভজ্যানুব্যানন্তরশ্লোকমাশঙ্কোত্তরত্বেনাবতারয়তি এবমিতি। অর্জ্জুনস্য প্রশ্নমিত্যেবমর্থমাশঙ্ক্যাহ ভগবানিতি সম্বন্ধঃ। নন্বেষা শঙ্কা নাবকাশমাসাদয়ত্যনাত্মজ্ঞেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি বহুশো বিশেষিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বয়মেবেতি। কিমর্থং শ্রুত্যর্থং স্বয়মেব ভগবানত্র প্রতিপাদয়তি ইত্যাশঙ্ক্যাহ শাস্ত্রার্থসেতি। গীতাশাস্ত্রস্য সসন্ন্যাসং জ্ঞানমেব মুক্তিসাধনমর্থো নার্থান্তরমিতি বিবেকার্থমিহ শ্রুত্যর্থং সংক্ষিপতি কীর্ত্তয়তীত্যর্থঃ। তমেব শ্রুত্যর্থং সংক্ষিপতি এতামিতি। সিদ্ধশ্চেদাত্মবেদনমনর্থকং তর্হি ব্যুত্থানাদীত্যাশঙ্ক্যাপাতিকবিজ্ঞানফলমাহ নিবৃত্তেতি। ব্রাহ্মণগ্রহণং তেষামেব ব্যুত্থানে মুখ্যমধিকারিত্বমিতি জ্ঞাপনার্থম্। ক্লেশাত্মকত্বাদীষণানাং তাভ্যোব্যুত্থানং সর্ব্বেষাং স্বাভাবিকত্বাদবিধিৎসিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ মিথ্যেতি। ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তীতি বচনং বুত্থানবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। তর্হি তদ্বদেব তেষামগ্নিহোত্রাদ্যপি কর্ত্তব্যমাপদ্যেতেত্যাশঙ্ক্য ব্যুত্থায়িনামাশ্রমধর্ম্মবদগ্নিহোত্রাদেরনুষ্ঠাপকত্বাবাম্নৈবমিত্যাহ ন তেষামিতি। যথোক্তং শ্রুত্যর্থমস্মিন্ গীতাশাস্ত্রে পৌর্ব্বাপর্য্যেণ পর্য্যালোচ্যমানে প্রতিপাদয়িতুমিষ্টং প্রকটীকুর্ব্বন্ কর্ত্তব্যমেব কর্ম্ম জীবতেতি নিয়মে "জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্" ইতি চোদ্যপরিহারমুপদর্শয়তি ইত্যেবমিতি। আত্মনিষ্ঠস্য বিষয়সঙ্গরাহিত্যং দৃষ্টং তদনাত্মজ্ঞেন জিজ্ঞাসুনা কর্ত্তব্যমিতি মত্বাহ যস্ত সাংখ্য ইতি। কিঞ্চ আত্মজ্ঞস্য জ্ঞানেনাত্মনৈব পরিতৃপ্তত্বান্নান্নপানাদিনা সাধ্যা তৃপ্তিরিষ্টা, তেন বিত্তার্থিনা সন্ন্যাসিনাপি নান্নরসাদাবাসক্তির্যুক্তা কর্ত্তুমিত্যাহ আত্মতৃপ্ত ইতি। কিঞ্চ আত্মবিদঃ সর্ব্বতো বৈতৃষ্ণ্যং দৃষ্টং তদনাত্মবিদা বিত্তার্থিনা কর্ত্তব্যমিত্যাহ আত্মন্যেবেতি। রতিতৃপ্তিসন্তোষাণাং মোদপ্রমোদানন্দবদবান্তরভেদঃ, অথবা রতির্ব্বিষয়বিশেষসম্পর্কজং সুখং সন্তোষোহভীষ্টবিষয়মাত্রলাভাধীনং সুখসামান্যমিতি ভেদঃ। নন্বাত্মরতেরাত্মতৃপ্তস্যাত্মন্যেব সন্তুষ্টস্যাপি কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যং মুক্তয়ে ভবিষ্যতীতি নেত্যাহ য ঈদৃশ ইতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—অসাধনায়ত্তাত্মদর্শনস্য মুক্তস্যৈব মহাযজ্ঞাদিবর্ণাশ্রমোচিতকর্ম্মণ্যনারম্ভ ইত্যাহ যস্ত্বিতি। যস্ত জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগসাধননিরপেক্ষঃ স এবাত্মরতিরাত্মাভিমুখঃ আত্মনৈব তৃপ্তো নান্নপানাদিভিরাত্মব্যতিরিক্তৈরাত্মন্যেব সন্তুষ্টো নোদ্যানস্রক্চন্দনগীতবাদিত্রনৃত্যাদৌ ধারণপোষণভোগ্যাদিকং সর্ব্বমাত্মৈব যস্য, তস্যাত্মদর্শনায় কর্ত্তব্যং ন বিদ্যতে স্বতএব সর্ব্বদা দৃষ্টাত্মস্বরূপত্বাৎ॥ ১৭॥

হনুমান্।—যস্ত্বিতি। কর্ম্মণ্যধিকৃতস্য জ্ঞানিনঃ আত্মন্যেবচ সন্তুষ্টঃ বাহ্যার্থলাভে ভবতি তমনপেক্ষ্য আত্মন্যেবচ সন্তুষ্ট আত্মবিদস্তস্য কার্য্যং করণীয়ং ন বিদ্যতে॥ ১৭॥

শ্রীধর।—তদেবং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা অজ্ঞস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্ম্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানুপযোগমাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ,

ততশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ স্বানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো বস্তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্ম নাস্তীতি ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—যস্তু মদুক্তেন নিষ্কামকর্ম্মণা মদুপাসনেন চ বিমৃষ্টে চিত্তদর্পণে সংজাতেন ধর্ম্মভূতজ্ঞানেনাত্মানমদর্শৎ তস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্য-পহতপাপ্মত্বাদিগুণাষ্টকবিশিষ্টে স্বস্বরূপেঽবলোকিতে রতির্যস্য সঃ। আত্মনা স্বপ্রকাশানন্দে-নাবলোকিতেন তৃপ্তো ন অন্নপানাদিনা। আত্মন্যেব চ তাদৃশে সন্তুষ্টো ন তু নৃত্যগীতাদৌ। তস্যৈবম্ভূতস্য তদবলোকনায় কিঞ্চিৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন বিদ্যতে সর্ব্বদাবলোকিতাত্ম-স্বরূপত্বাৎ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—যস্ত্বিন্দ্রিয়ারামো ন ভবতি পরমার্থদর্শী স এবং জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুভূতং কর্ম্মানমুতিষ্ঠন্নপি ন প্রত্যবৈতি কৃতকৃত্যত্বাদিত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং। ইন্দ্রিয়ারামোহি স্রক্-চন্দনবনিতাদিষু রতিমনুভবতি মনোজ্ঞান্নপানাদিষু তৃপ্তিং পশুপুত্রহিরণ্যাদিলাভেন রোগাদ্য-ভাবেন চ তুষ্টিং উক্ত বিষয়াভাবে রাগিণামরত্যতৃপ্ত্যতুষ্টিদর্শনাৎ, রতিতৃপ্তিতুষ্টয়ো মনোবৃত্তিবিশেষাঃ সাক্ষিসিদ্ধাঃ, লব্ধ পরমানন্দস্তু দ্বৈতদর্শনাভাবাদতিফল্গুত্বাচ্চ বিষয়সুখং ন কাময়ত ইত্যুক্তং "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র। অতোঽনাত্মবিষয়করতিতৃপ্তিতুষ্টাভাবাদাত্মানং পরমানন্দমদ্বয়ং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্নুপচারাদেবমুচ্যতে আত্মরতিরাত্মতৃপ্ত আত্মসন্তুষ্ট ইতি। আত্মতৃপ্তশ্চেতি চকারএবকারানুকর্ষণার্থঃ। মানব ইতি যঃ কশ্চিদপি মনুষ্য এবম্ভূতঃ, স এব কৃতকৃত্যো ন তু ব্রাহ্মণত্বাদি প্রকর্ষেণেতি কথয়িতুং আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট ইত্যত্র চকারঃ সমুচ্চয়ার্থঃ। য এবম্ভূত-স্তস্যাধিকারহেত্বভাবাৎ কিমপি কার্য্যং বৈদিকং লৌকিকং বা ন বিদ্যতে ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমীশ্বরেণ বেদযজ্ঞপূর্ব্বকং জগচ্চক্রং প্রবর্ত্তিতমজ্ঞৈরধিকৃতৈরনুবর্ত্তিত-ব্যমিত্যুক্তং, অস্যানমুবর্ত্তনে যঃ মহান্ প্রত্যবায় উক্তঃ, স ব্রহ্মবিদমপি স্পৃশেদিতি সম্ভাবিতা-মাশঙ্কাং পরিহরতি যস্ত্বিতি। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য ন তু স্ত্র্যাদৌ স তথা, নন্বাত্মনি প্রীতিঃ প্রাণিমাত্রস্যানৌপাধিকী অস্তি প্রত্যুত তদর্থত্বেনৈব স্ত্র্যাদিষ্বপি প্রীতির্ভবতীত্যত উক্তং আত্ম-তৃপ্ত ইতি। আত্মনৈব পরমানন্দরূপেণ তৃপ্তো ন মিষ্টান্নাদিনা। নন্থু মন্দাগ্নিরপি স্ত্র্যাদৌ ন রমতে নাপি মিষ্টান্নেন তৃপ্যতি, অত উক্তং আত্মন্যেব চ সন্তুষ্ট ইতি। মন্দাগ্নির্হি ধাতুবৃদ্ধিং জাঠরোদ্দীপনঞ্চ কাময়মান ঔষধাদ্যর্থমিতস্ততো ধাবতি। নতু আত্মন্যেব তুষ্যতি, বিদ্বাংস্তু রতিতৃপ্তিতুষ্টীরাত্মন্যেবানুভবতি ন স্ত্র্যন্নপানাদিভিরিতি, তস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যং কিমপি নাস্তি, ক্রিয়াপ্রাপ্যস্য কস্যচিদপ্যর্থস্যাভাবাৎ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং নিষ্কামত্বাসামর্থ্যে সকামোঽপি কর্ম্ম কুর্য্যাদেবেত্যুক্তং। যস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বাৎ জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ঃ স তু নিত্যং কাম্যঞ্চ ন করোতীত্যাহ যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাং আত্মরতিঃ আত্মারামঃ অত আত্মানন্দানুভবেন নির্বৃতঃ। নন্বাত্মনি নির্বৃতো বহির্বিষয়-ভোগেঽপি কিঞ্চিন্নির্বৃতো ভবতু, তত্র নৈবেত্যাহ আত্মন্যেব নতু বহির্বিষয়ভোগে, তস্য কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্ম নাস্তি ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞ ও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্মযোগের অনুষ্ঠেয়ত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দুই শ্লোকে শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মের অনাবশ্যকতা কীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ারাম নহেন, সেই পরমার্থদর্শী কৃতকৃত্য পুরুষেরা পূর্ব্বোক্তরূপ জগচ্চক্রের হেতুভূত কর্ম্মের অনুসরণ করিলেও, কখনই বিষয়-বিলাসী হন না। ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিগণ স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয়ে রতি, মনোজ্ঞ অন্ন-পানাদিতে তৃপ্তি, পশু-পুত্র-স্বর্ণ-স্বাস্থ্যাদিলাভ হেতু তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা বিষয়ানুরাগী, এই সকল বিষয়ের অভাব ঘটিলে, তাহাদের অতৃপ্তি ও অতুষ্টি অপরিসীম হইয়া উঠে; কিন্তু যাঁহারা পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন, দ্বৈতদর্শনের অভাব হেতু, বিষয়-সুখকে তাঁহারা অতি তুচ্ছ বলিয়া বোধ করিয়াছেন; তাদৃশ মহাত্মগণ বিষয় সুখের কামনা করেন না। জ্ঞানাধিকারীর হৃদয়ই যে সকল সুখের সমষ্টি ও সারভূত পরম সুখের আধার স্বরূপ, "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যাদি (২য় অ, ৪৬) শ্লোকে তাহা বিবৃত হইয়াছে। যিনি আত্মাকেই পরমানন্দস্বরূপ এবং অদ্বয়রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার সকল রতি, সকল তৃপ্তি এবং সকল সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, আত্মাতেই যাঁহার ক্রীড়া, আত্মাতেই যাঁহার রতি, যিনি আত্মাতেই ক্রিয়াবান্, তিনি ব্রহ্মবিদ্গণের শ্রেষ্ঠ।" মূলে 'মানব' শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে কোন বর্ণোদ্ভব ব্যক্তি যদি আত্ম-সন্তোষ লাভ করে, সেই পরম ধন্য ও কৃতকৃত্য হয়; কেবল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই যে এইরূপ অসুলভ সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইবে, এমন নহে। যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত স্থানের অধিকারী হইয়াছেন, কি লৌকিক কি বৈদিক কোন কার্য্যেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। যাহার তৃষ্ণা নাই, জলে তাহার কি আবশ্যক? ॥ ১৭ ॥

——০:০:০——

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—ইহ (জগতি) কৃতেন (কর্ম্মণা) তস্য (পরমাত্মরতেঃ জনস্য) অর্থঃ (নিঃশ্রেয়সলক্ষণং প্রয়োজনম্, ন এব অকৃতেন (অকরণেন কর্ম্মণা) চ কশ্চন (কোঽপি প্রত্যবায়ঃ) ন চ অস্য (আত্মতুষ্টস্য পুরুষস্য) সর্ব্বভূতেষু (দেবাদিস্থাবরপর্য্যন্তেষু) কশ্চিৎ অর্থ-ব্যপাশ্রয়ঃ (প্রয়োজন-সম্বন্ধঃ) ন [অস্তি] ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—জগতে অনুষ্ঠিত-ক্রিয়া-দ্বারা জ্ঞানীজনের প্রয়োজন নাই কর্ম্মের-অকরণে-ও কোনও প্রত্যবায় না আত্মজ্ঞ-ব্যক্তির সকল জীবে কোন আলম্বনীয়-সম্বন্ধ না [আছে] ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার আর এই জগতে কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজনীয়তা বা কর্ম্মের অননুষ্ঠান হেতু কোন প্রত্যবায়েরও আশঙ্কা নাই। তাদৃশ জ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের পক্ষে দেবতা হইতে বৃক্ষলতাদি পর্য্যন্ত, কাহারও আশ্রয়ে সিদ্ধকাম হইবার আবশ্যকতা নাই ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ নৈবেতি। নৈব তস্য পরমাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণার্থঃ প্রয়োজনমস্তি, অস্তু তর্হ্যকৃতেন অকরণেন প্রত্যবায়াখ্যোঽনর্থো নাকৃতেনেহ লোকে কশ্চন কশ্চিদপি প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপঃ আত্মহানিলক্ষণো বা নৈবাস্তি, ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজননিমিত্তক্রিয়াসাধ্যো ব্যপাশ্রয়ঃ, ব্যপাশ্রয়ণং আলম্বনং কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য ন সাধ্যঃ কশ্চিদর্থোঽস্তি, যেন তদর্থা ক্রিয়ানুষ্ঠেয়া স্যাৎ ন ত্বমেতস্মিন্ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে সম্যগ্দর্শনে বর্ত্তসে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চাত্মবিদো ন কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সয়োরন্যতরৎ প্রয়োজনং কৃতেন সুকৃতেনাত্মবিদো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবেতি। প্রত্যবায়নিবৃত্তয়ে স্বরূপ প্রচ্যুতিপ্রত্যাখ্যানায় বা কর্ম্ম স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেত্যাদিনা। ব্রহ্মাদিষু স্থাবরান্তেষু ভূতেষু কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য কশ্চিদর্থো বিদুষঃ সাধ্যো ভবিষ্যতি তদর্থং তেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি। তত্রাদ্যং পদমাদত্তে নৈবেতি। তং ব্যাচষ্টে তস্যেতি। আত্মবিদঃ স্বর্গাভ্যুদয়ানর্থিত্বং নিঃশ্রেয়সস্য চ প্রাপ্তত্বান্ন কৃতং কর্ম্মার্থবদিত্যর্থঃ। আত্মবিদা চেৎ কর্ম্ম ন ক্রিয়তে, তর্হি তেনাকৃতেন তস্যানর্থো ভবিষ্যতীতি তং প্রত্যাখ্যানার্থং তস্য কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি

কর্ম্মেতি শঙ্কতে তর্হীতি। দ্বিতীয়পাদেনোত্তরমাহ নেত্যাদিনা। অতো ন তন্নিবৃত্ত্যর্থং কৃতমর্থবদিতি শেষঃ। দ্বিতীয়ং ভাগং বিভজতে ন চাস্তেতি। ব্যপাশ্রয়ণমালম্বনং সেতি সম্বন্ধঃ। পদার্থমুক্ত্বা বাক্যার্থমাহ কিঞ্চিদিতি। ভূতবিশেষমাশ্রিত্যাপি ক্রিয়য়া প্রয়োজনপ্রসবহেতুত্বমিতি মত্বাহ বেনেতি। তর্হি ময়াপি যথোক্তং তত্ত্বমাশ্রিত্য ত্যাজ্যমেব কর্ম্মেত্যর্জ্জুনস্য মমতাশঙ্ক্যাহ ন ত্বমিতি॥ ১৮॥

রামানুজ।—নৈবেতি। অতএব তস্যাত্মদর্শনায় কৃতেন তৎসাধনেনার্থো ন কিঞ্চিৎ প্রয়োজনং অকৃতেনাত্মদর্শনসাধনেন ন কশ্চিদনর্থঃ। অসাধনায়ত্তাত্মদর্শনত্বাৎ স্বতএবাত্মব্যতিরিক্তসকলাচিদ্বস্তুবিমুখস্য অস্য সর্ব্বেষু প্রকৃতিপরিণামবিশেষেষ্বাকাশাদিভূতেষু সকার্য্যেষু ন কশ্চিৎ প্রয়োজনতয়া সাধনতয়া বা ব্যপাশ্রয়ঃ. যতস্তদ্বিমুখীকরণায় সাধনারম্ভঃ, স. হি মুক্ত এব॥ ১৮॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ নৈবেতি। কৃতেন কর্ম্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি নিরহঙ্কারত্বেন বিধিনিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মোক্ষে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাত্তৎপরিহারার্থং কর্ম্মভির্দেবাঃ সেব্যা ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদপ্যর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয় এব ব্যপাশ্রয়ঃ অর্থে মোক্ষে আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ বিঘ্নাভাবস্য শ্রুত্যৈবোক্তত্বাৎ। তথা চ শ্রুতিঃ, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি, হনেত্যব্যয়মপ্যর্থে,দেবা অপি তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতাস্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্‌জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবৈষাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্যা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ॥ ১৮॥

বলদেব।—কৃতেন তদবলোকনায়ানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণার্থঃ ফলং নৈবাস্তি। অকৃতেন তদবলোকনাসাধনেন কর্ম্মণা কশ্চনানর্থশ্চ তদবলোকনক্ষতিলক্ষণ ইহ ন ভবতি, স্বাভাবিকাত্মাবলোকনত্বাৎ। ন হীদৃশোঽপি দেবকৃতাদ্বিঘ্নাৎ বিভ্যৎ তত্তোষায় তৎপূজাত্মকং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। শ্রুতিশ্চ, "দেবান্ জ্ঞানদ্বিষঃ প্রাহ। তস্মাৎ তদেষাং ন প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ" ইতি। তত্রাহ ন চেতি। অস্য লব্ধাত্মাবলোকস্য বিদুষঃ সর্ব্বভূতেষু দেবেষু মানবেষু চ মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায়াত্মরতিকৈর্ব্বিঘ্নায় ব্যপাশ্রয়ঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যো ন ভবতি। জ্ঞানোদয়াৎ পূর্ব্বমেব দেবকৃতা বিঘ্নাঃ, তেনাত্মরতৌ সত্যান্তু ন তৎকৃতাস্তে তৎপ্রভাবেণ সম্ভবন্তি, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতিশ্রবণাৎ। হনেত্যপ্যর্থে নিপাতঃ। দেবা অপি তস্যাত্মাভবিনোঽভূত্যৈ আত্মরতিক্ষয়ে নেশতে। হি যস্মাদেষাং স আত্মা তদ্বৎ প্রেষ্ঠো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

মধুসূদন।—নন্বাত্মবিদোঽপি অভ্যুদয়ার্থং নিঃশ্রেয়সার্থং প্রত্যবায়পরিহারার্থং বা কর্ম্ম স্যাদিত্যত আহ নৈবেতি। তস্যাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণাভ্যুদয়লক্ষণো নিঃশ্রেয়সলক্ষণো

বার্থঃ প্রয়োজনং নৈবাস্তি, তস্য স্বর্গাদ্যভ্যুদয়ানর্থিত্বাৎ নিঃশ্রেয়সস্য চ কর্ম্মাসাধ্যত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি, অকৃতো নিত্যো মোক্ষঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তীত্যর্থঃ। জ্ঞানসাধ্যস্যাপি ব্যাবৃত্তিরেবকারেণ সূচিতা। আত্মরূপস্য হি নিঃশ্রেয়সস্য নিত্যপ্রাপ্তস্যাজ্ঞানমাত্রমপ্রাপ্তিঃ, তচ্চ তত্ত্বজ্ঞানমাত্রাপনোদ্যং, তস্মিংস্তত্ত্বজ্ঞানেনাপনুন্নে তত্ত্বাত্মবিদো ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মসাধ্যং জ্ঞানসাধ্যং বা প্রয়োজনমস্তীত্যর্থঃ। এবম্ভূতেনাপি প্রত্যবায়পরিহারার্থং কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ান্যেবেত্যত আহ নাকৃতেনেতি (ভাবে নিষ্ঠা)। নিত্যকর্ম্মাকরণেন ইহ লোকে গর্হিতত্বরূপো বা প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপো বা কশ্চনার্থো নাস্তি সর্ব্বত্রোপপত্তিমাহ উত্তরার্দ্ধেন। চো হেতৌ। যস্মাদস্যাত্মবিদঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কোঽপি অর্থব্যপাশ্রয়ঃ প্রয়োজনসম্বন্ধো নাস্তি কঞ্চিদ্ভূতবিশেষমাশ্রিত্য কোঽপি ক্রিয়াসাধ্যোঽর্থো নাস্তীতি বাক্যার্থঃ. অতোঽস্য কৃতাকৃতে নিষ্প্রয়োজনে "নৈনং কৃতাকৃতে তপতঃ" ইতি শ্রুতেঃ, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, দেবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় ন সমর্থা ইত্যুক্তের্ন বিনাভাবার্থমপি দেবারাধনরূপকর্ম্মানুষ্ঠানমিত্যভিপ্রায়ঃ। এতাদৃশো ব্রহ্মবিৎ ভূমিকাসপ্তকভেদেন নিরূপিতো বশিষ্ঠেন, "জ্ঞানভূমিঃ শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা পরিকীর্ত্তিতা। বিচারণা দ্বিতীয়া স্যাৎ তৃতীয়া তনুমানসা॥ সত্ত্বাপত্তিশ্চতুর্থী স্যাত্ততোঽসংসক্তিনামিকা। পদার্থাভাবনী ষষ্ঠী সপ্তমী তুর্য্যগা স্মৃতা॥" ইতি। তত্র নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদিপুরঃসরা ফলপর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা প্রথমা, ততো গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারঃ শ্রবণমননাত্মকো দ্বিতীয়া, ততো নিদিধ্যাসনাভ্যাসেন মনস একাগ্রতয়া সূক্ষ্মবস্তুগ্রহণযোগ্যত্বং তৃতীয়া, এতদ্ভূমিকাত্রয়ং সাধনরূপং জাগ্রদবস্থোচ্যতে যোগিভিঃ ভেদেন জগতো ভানাৎ। তদুক্তং, "ভূমিকা ত্রিতয়ং ত্বেতদ্রাম জাগ্রদিতি স্থিতম্। যথাবদ্ভেদবুদ্ধ্যেদং জগৎ জাগ্রতি দৃশ্যতে॥" ইতি। ততো বেদান্তবাক্যান্নির্ব্বিকল্পকো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারশ্চতুর্থী ভূমিকা ফলরূপা সত্ত্বাপত্তিঃ স্বপ্নাবস্থোচ্যতে সর্ব্বস্যাপি জগতো মিথ্যাত্বেন স্ফুরণাৎ। তদুক্তং "অদ্বৈতে স্থৈর্য্যমায়াতে দ্বৈতে প্রশমমাগতে। পশ্যন্তি স্বপ্নবল্লোকং চতুর্থীং ভূমিকামিতা॥" ইতি। সোঽয়ং চতুর্থভূমিং প্রাপ্তো যোগী ব্রহ্মবিদিত্যুচ্যতে। পঞ্চমী-ষষ্ঠী-সপ্তম্যস্তু ভূমিকা জীবন্মুক্তেরবান্তরভেদাস্তত্র সবিকল্পসমাধ্যভ্যাসেন নিরুদ্ধে মনসি যা নির্ব্বিকল্পকসমাধ্যবস্থা সাসংসক্তিরিতি সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মেব ব্যুত্থানাৎ সোঽয়ং যোগী ব্রহ্মবিদ্বরঃ। ততস্তদভ্যাসপরিপাকেণ যা চিরকালাবস্থায়িনী সা পদার্থাভাবনীতি গাঢ়সুষুপ্তিরিতি চোচ্যতে, ততঃ স্বয়মনুত্থিতস্য যোগিনঃ পরপ্রযত্নেনৈব ব্যুত্থানাৎ সোঽয়ং ব্রহ্মবিদ্বরীয়ান্। উক্তং হি "পঞ্চমীং ভূমিকামেত্য সুষুপ্তিপদনামিকাম্। ষষ্ঠীং গাঢ়সুষুপ্ত্যাখ্যাং ক্রমাৎ পততি ভূমিকাম্॥" ইতি। যস্যাস্তু সমাধ্যবস্থায়াং ন স্বতো বা পরতো ব্যুত্থিতো ভবতি সর্ব্বথা ভেদদর্শনাভাবাৎ, কিন্তু সর্ব্বদা তন্ময় এব স্বপ্রযত্নমন্তরেণৈব পরমেশ্বরপ্রেরিতপ্রাণবায়ুবশাৎ অন্যৈর্নির্ব্বাহ্যমানদৈহিকব্যবহারঃ পরিপূর্ণপরমানন্দঘন এব সর্ব্বতস্তিষ্ঠতি, সা সপ্তমী তুরীয়াবস্থা, তাং প্রাপ্তো ব্রহ্মবিদ্বরিষ্ঠ ইত্যুচ্যতে। উক্তং হি, "ষষ্ঠ্যাং ভূম্যামসৌ স্থিত্বা সপ্তমীং ভূমিমাপ্নুয়াৎ। কিঞ্চিদে-

নৈব সম্প্রবর্ত্তৈব ন কিঞ্চন॥ বিদেহমুক্ততা তুক্তা সপ্তমী যোগভূমিকা। অগম্যা বচসাং শান্তা সা সীমা যোগভূমিষু॥ ইতি। যামধিকৃত্য শ্রীমদ্ভাগবতে স্মর্য্যতে, "দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতং বা সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোঽধ্যগমৎ স্বরূপম্। দৈবাদুপেতমথ দৈববশাদপেতং বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ॥ দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম্ম যাবৎ স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ। তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ স্বাপ্নং পুনর্ন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।" ইতি। শ্রুতিশ্চ, "তদ্যথা হি নির্ব্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রত্যস্তা শয়ীতৈবমেবেদং শরীরং শেতেঽথায়মশরীরো মৃতঃ প্রাণো ব্রহ্মৈব তেজ এব" ইতি। তত্রায়ং সংগ্রহঃ "চতুর্থী ভূমিকাজ্ঞানং তিস্রঃ স্যুঃ সাধনং পুরা। জীবন্মুক্তেরবস্থাস্তু পরাস্তিস্রঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" অত্র প্রথমভূমিত্রয়মারূঢ়োঽজ্ঞোঽপি ন কর্ম্মাধিকারী, কিং পুনস্তত্ত্বজ্ঞানী তদ্বিশিষ্টো জীবন্মুক্তো বেত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৮॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবাহ নৈবেতি। তস্যাত্মরতেঃ কৃতেন কর্ম্মণা অর্থঃ প্রয়োজনং নাস্তি স্বর্গাদৌ লিপ্সাভাবাৎ, মোক্ষস্য চাক্রিয়াসাধ্যত্বাৎ "নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইতি শ্রুতেঃ, অকৃতো মোক্ষঃ কৃতেন কর্ম্মণা নাস্তীতি শ্রুত্যর্থঃ। অকৃতেন বিরুদ্ধকর্ম্মণাপি অনর্থো নরকাদিরস্ত নাস্তি, অত্র কৃতাকৃতশব্দৌ মিত্রামিত্রপদবৎ পরস্পরবিরুদ্ধার্থবাচিতয়া পুণ্যপাপবচনৌ। যে তু অকৃতেনেতি (ভাবে নিষ্ঠা) নিত্যাকরণাৎ গর্হিতত্বরূপো বা প্রত্যবায়প্রাপ্তিরূপো বা কশ্চনার্থো বিদুষো নাস্তীতি ব্যাচক্ষতে, তেষামপ্যভাবাত্তাবোৎপত্তেরনভ্যুপগমাৎ নিত্যানাং কালে যদন্যদবিহিতং ক্রিয়তে তত এব প্রত্যবায়োৎপাদো বক্তব্য ইতি (ঘট্যা কুট্যাং প্রভাতবৃত্তা আপদ্যতে? কুট্যাং প্রভাত ইতি বৃত্তান্ত আপদ্যতে?) অত্রোপপত্তিমাহ ন চেতি। চো হেতৌ। যস্মাৎ অস্য আত্মরতেঃ সর্ব্বভূতেষু চেতনাচেতনেষু উত্তমমধ্যমাধমেষু কশ্চিদপি অর্থঃ ব্যপাশ্রয়ঃ সুখভোগাত্মকপ্রয়োজনাভিসম্বন্ধো নাস্তি আত্মরতিত্বাদেব নিষ্কামত্বাদিদুষঃ পুণ্যপাপফলসম্বন্ধো নাস্তীত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—নৈবেতি। কৃতেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা নার্থঃ ন ফলম্। অকৃতেন কশ্চন প্রত্যবায়োঽপি ন। যস্মাদস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরাদিষু মধ্যে কশ্চিদপ্যর্থায় স্বপ্রয়োজনার্থ ব্যপাশ্রয় আশ্রয়ণীয়ো ন ভবতি। পুরাণাদিষু ব্যপাশ্রয়শব্দেন তথৈবোচ্যতে। যথা "বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিমুদ্বহতাং নৃণাম্। জ্ঞানবৈরাগ্যবীর্য্যাণাং নেহ কশ্চিদ্ব্যপাশ্রয়ঃ॥" ইতি। তথা যদপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তীতি সংস্থাহেতুরপাশ্রয় ইত্যাদাবপ্যস্তাধিকার্থবং দৃষ্টম্॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকে আত্মতুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাঁহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মজ্ঞ পুরুষও পারলৌকিক মঙ্গলকামনায় প্রত্যবায় পরিহারার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। বর্ত্তমান শ্লোকে এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।

আত্মরত পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্ম দ্বারা মুক্তিরূপ সদ্গতি লাভের প্রয়োজন নাই; কারণ তিনি স্বর্গাদিলাভরূপ অভ্যুদয়-আকাঙ্ক্ষা বিবর্জ্জিত এবং তাঁহার নিঃশ্রেয়স্-সাধন কর্ম্মের সাধ্যাতীত। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ম্মলভ্য স্বর্গাদিলোকের মায়াময়তা পরীক্ষা করিয়া, কর্ম্ম-সাধনে অনাসক্ত হইয়া থাকেন।" কর্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মোক্ষ স্থিরীকৃত আছে, কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা লভ্য নহে। আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তির, অজ্ঞানই একমাত্র প্রতিবন্ধক। তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, সেই অজ্ঞান বিদূরিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞান সমুদিত হইয়াছে, তাঁহার আর কর্ম্মসাধ্য বা জ্ঞানসাধ্য কোন ফলেরই প্রয়োজন নাই। এতাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে প্রত্যবায় পরিহারার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই। নিত্য কর্ম্ম না করিলে ইহলোকে গর্হিতত্বরূপ প্রত্যবায় হয় বটে, কিন্তু কর্ম্মাতীত জ্ঞানী পুরুষের পক্ষে তাদৃশ কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না। যেহেতু আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদি পর্য্যন্ত কোন পদার্থের সহিত কোনই প্রয়োজন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ কোন ভূতবিশেষকে আশ্রয় করিয়া কোন ক্রিয়াসাধ্য পুণ্যসঞ্চয় করিবার আবশ্যকতা নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এইরূপ প্রয়োজনবিহীন মহাত্মার মোক্ষের প্রতিকূলাচরণে দেবতারাও সমর্থ নহেন।" সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্নসম্ভাবনাশূন্যতা-হেতু দেবারাধনা-রূপ কর্ম্মও তাঁহার অনুষ্ঠেয় নহে। ভগবান্ বসিষ্টদেব কর্ত্তৃক উল্লিখিত ব্রহ্মবিদগণ সপ্তভূমিকাভেদে বিভক্ত হইয়াছেন। "শুভেচ্ছানাম্নী জ্ঞানভূমি প্রথমারূপে পরিকীর্ত্তিতা, বিচারণা দ্বিতীয়া, তনুমানসা তৃতীয়া, সত্ত্বাপত্তি চতুর্থী, অসংসক্তি পঞ্চমী।" নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক পূর্ব্বক যে ফল-পর্য্যবসায়িনী মোক্ষেচ্ছা, তাহাই শুভেচ্ছা নাম্নী প্রথমা জ্ঞানভূমি; তদনন্তর গুরুসমীপে সমুপস্থিত হইয়া শ্রবণমননাত্মক বেদান্তবিচারই, বিচারণা নাম্নী দ্বিতীয়া জ্ঞানভূমি; তদনন্তর নিদিধ্যাসন অভ্যাসবলে মনের একাগ্রতা হেতু সূক্ষ্মবস্তু ধারণায় ক্ষমতাই, তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া জ্ঞানভূমি। যোগিগণ এই ভূমিকাত্রয়কে সাধনরূপ জাগ্রদবস্থা বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। তদনন্তর বেদান্ত মহাবাক্য বিষয়ক জ্ঞানজনিত ব্রহ্মাত্মার নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকার, সত্ত্বাপত্তি নাম্নী চতুর্থী ভূমিকা; জগতের সকল ব্যাপারই তদবস্থায় মিথ্যারূপে স্ফুরিত হয় বলিয়া, তাহাকে স্বপ্নাবস্থা বলা

যায়। যে যোগী পুরুষ চতুর্থ ভূমিকায় সমারূঢ় হইয়াছেন,তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্ বলে। পঞ্চমী, ষষ্ঠী এবং সপ্তমী ভূমিকা জীবন্মুক্তাবস্থার অবান্তর ভেদ মাত্র। সেই অবস্থায় সবিকল্প সমাধির অভ্যাস বলে মন নিরুদ্ধ হয়, অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প সমাধি উপস্থিত হয়; এইরূপ অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। এই অবস্থায় ব্রহ্মবিদ্বর যোগীর আপনিই ব্যুত্থান হয়। তদনন্তর অভ্যাসের পরিপক্কতা হেতু যে চিরকালাবস্থায়িনী সমাধির উদ্ভব হয়, তাহাকে গাঢ় সুষুপ্তি বলে। সে সময়ে স্বয়ং অনুত্থিত যোগিপুরুষের অপর ব্যক্তির প্রযত্নে ব্যুত্থান সঙ্ঘটিত হয় বলিয়া, তিনি ব্রহ্মবিদের শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার পরিপূর্ণ আনন্দঘনরূপ তুরীয়াবস্থায় যোগী বিদেহমুক্ততা প্রাপ্ত হন। শ্রীমদ্ভাগবতেও এই কথার সমর্থন আছে। শ্রুতিও ইহার পরিপোষণ করিয়াছেন। চতুর্থী ভূমিকা হইতেই জ্ঞানের উদ্ভব হয়,প্রথম তিনটি তাহার সাধন। জীবন্মুক্তাবস্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। প্রথম ভূমিকাত্রয়ারূঢ় অজ্ঞজনও যখন কর্ম্মাতীত অর্থাৎ কর্ম্মের অনধিকারী, তখন তত্ত্বজ্ঞানী ও তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ যে সর্ব্বথা কর্ম্মাতীত এ কথা বলাই বাহুল্য ॥ ১৮ ॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (যস্মাৎ এবং) অসক্তঃ (ফলাসক্তিবিরহিতঃ) [সন্] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং (কর্ত্তব্যতয়াবশ্যকরণীয়ম্) কর্ম্ম (নিত্যনৈমিত্তিকমিতিযাবৎ) সমাচর (শাস্ত্রোপদেশমনুসরন্ নির্ব্বর্ত্তয়) হি (যস্মাৎ) অসক্তঃ কর্ম্ম আচরন্ (পরমেশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্) পূরুষঃ পরং (মোক্ষং) আপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—তদ্ধেতু ফলকামনাশূন্য [হইয়া] নিয়ত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম নির্ব্বাহ-কর যেহেতু আকাঙ্ক্ষাশূন্য কর্ম্মশীল পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত-হন ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—অতএব ফলকামনাবিবর্জ্জিত হৃদয়ে প্রতিনিয়ত অবশ্য-

করণীয় নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহ সম্পাদন কর; কারণ আসক্তিবিরহিত-ভাবে কর্ম্মপরায়ণ মানব পরিণামে মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন॥ ১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাদসক্তঃ সংসর্গবর্জ্জিতঃ সততং সর্ব্বদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম সমাচর নির্ব্বর্ত্তয়, অসক্তো হি যস্মাৎ সমাচরন্নীশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ পরমাপ্নোতি পুরুষঃ মোক্ষমাপ্নোতি পুরুষঃ সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণেত্যর্থঃ॥ ১৯॥

আনন্দগিরি।—সম্যগ্‌জ্ঞাননিষ্ঠত্বাভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানমাবশ্যকমিত্যাহ যত ইতি। তস্মাৎ জ্ঞাননিষ্ঠারাহিত্যাদিতি যাবৎ। মোক্ষমেবাপেক্ষমাণস্য কথং কর্ম্মণি ফলান্তরবতি নিয়োগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ অসক্তো হীতি॥ ১৯॥

রামানুজ।—তস্মাদিতি। যস্মাদসাধনায়ত্তাত্মদর্শনস্যৈব সাধনাপ্রবৃত্তিঃ, যস্মাচ্চ তৎসাধনে প্রবৃত্তস্যাপি সুশক্যত্বাদপ্রমাদত্বাৎ তদন্তর্গতাত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানত্বাচ্চ জ্ঞানযোগিনোঽপি দেহযাত্রায়াঃ কর্ম্মানুবৃত্ত্যপেক্ষত্বাচ্চ কর্ম্মযোগ এবাত্মদর্শননিবৃত্তৌ শ্রেয়ান্, তস্মাদসঙ্গপূর্ব্বকং কার্য্যমিত্যেব সততং যাবদাত্মপ্রাপ্তি কর্ম্মৈব সমাচর, অসক্তঃ কর্ম্ম কার্য্যমিতি বক্ষ্যমাণাকর্তৃত্বানুসন্ধানপূর্ব্বকঞ্চ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ কর্ম্মযোগেনৈব পরমাপ্নোত্যাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ১৯॥

হনুমান্।—কিঞ্চ নৈবেতি। তস্যাত্মরতেঃ কৃতেন করণেন নার্থঃ প্রয়োজনং এবং নাপ্যকৃতেনাকরণেন কশ্চিৎ প্রত্যবায়ঃ। নচাস্য বিদুষঃ কশ্চিৎ ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষর্থব্যপাশ্রয়ঃ কার্য্যার্থমাশ্রয়ণম্। ত্বন্তু কর্ম্মণ্যধিকৃৎ, তস্মাদসক্তঃ ফলসঙ্গবর্জ্জিতস্তৎতৎ সদা কার্য্যং কর্ত্তব্যং কর্ম্ম যুদ্ধাদি সমাচর অনুতিষ্ঠ। কিন্ততঃ? ইতি চেৎ, অসক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ হি যস্মাৎ আচরন্ অনুতিষ্ঠন্ কর্ম্ম পরমাত্মানমাপ্নোতি পুরুষঃ, তস্মান্নিত্যং কর্ম্ম কুর্ব্বিতি সম্বন্ধঃ॥ ১৮। ১৯॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবম্ভূতস্য জ্ঞানিন এব কর্ম্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাৎ ত্বং কর্ম্ম কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম্ম সম্যগাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্নোতি॥ ১৯॥

বলদেব।—তস্মাদিতি যস্মাজ্জ্ঞাত্মাবলোকনস্যৈব কর্ম্মানুপযোগস্তস্মাদতাদৃক্ত্বং কার্য্যং কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তঃ ফলেচ্ছাশূন্যঃ সন্ পরং দেহাদিভিন্নমাত্মানমাপ্নোত্যবলোকতে যাথাত্ম্যেন॥ ১৯॥

মধুসূদন।—তস্মাদিতি। যস্মান্ন ত্বমেবম্ভূতো জ্ঞানী, কিন্তু কর্ম্মাধিকৃত এব মুমুক্ষুঃ, তস্মাৎ অসক্তঃ ফলাসক্তিশূন্যঃ সততং সর্ব্বদা ন তু কদাচিৎ কার্য্যং অবশ্যকর্ত্তব্যং যাবজ্জীবাদি শ্রুতিচোদিতং, "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা নাশকেন"

ইতি শ্রুত্যা জ্ঞানেন বিনিযুক্তং কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণং সমাচর যথাশাস্ত্রং নির্ব্বর্ত্তয়, অসক্তো হি যস্মাদাচরন্ ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ মোক্ষমাপ্নোতি পূরুষঃ পুরুষঃ স এব সৎপুরুষো নান্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মান্নিষ্কামস্য কর্ম্মলেপো নাস্তি তস্মাৎ ত্বমপি অসক্তঃ ফলাসক্তিশূন্যঃ সততং সর্ব্বদা কার্য্যং অবশ্যকর্ত্তব্যং কর্ম্ম নিত্যনৈমিত্তিকং সমাচর। হি যস্মাৎ অসক্তঃ কর্ম্মাচরন্ পরং মোক্ষং সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণাপ্নোতি ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ তব জ্ঞানভূমিকারোহণে নাস্তি যোগ্যতা কাম্যকর্ম্মণি তু সদ্বিবেকবতস্তব নৈবাধিকারঃ, অতো নিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ তস্মাদিতি। কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন বিহিতম্, পরং মোক্ষম্ ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা উল্লিখিতরূপ জ্ঞানী তাঁহাদেরই পক্ষে কর্ম্মের প্রয়োজনীতা নাই; তুমি তাদৃশ জ্ঞানী নহ—কর্ম্মাধিকারী মুমুক্ষু মাত্র; অতএব ফলকামনাশূন্য হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। কর্ম্ম অবশ্যকরণীয় বোধে প্রতিনিয়ত তাহার অনুসরণ করিতে হইবে; ইচ্ছানুসারে কখন কখন তাহার অনুষ্ঠান করিলে চলিবে না। "তমেতং বেদানুবচনেন" ইত্যাদি শ্রুতির (ইহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ২য় অধ্যায় ৪০ ও ৪১ শ্লোকের তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য) মর্ম্মানুসারে জ্ঞানের সাধনভূত নিত্যনৈমিত্তিকলক্ষণ কর্ম্মের শাস্ত্রবিহিত পদ্ধতিক্রমে অনুষ্ঠান কর। ফলাকাঙ্ক্ষাবিরহিত ভাবে, কেবল ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে, ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও তজ্জনিত জ্ঞান লাভ হইলে, পুরুষ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ কর্ম্মপরায়ণ পুরুষই সাধু পুরুষ ॥ ১৯ ॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—জনকাদয়ঃ কর্ম্মণা (নিষ্কামভাবেনানুষ্ঠিতেন কর্ম্মণা) এব হি সংসিদ্ধিম্ (জ্ঞানরূপং মোক্ষম্) আস্থিতাঃ (প্রাপ্তাঃ) লোকসংগ্রহম্ (লোকানাং স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং উন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবর্ত্তনঞ্চ) এব অপি সম্পশ্যন্ (আলোচয়নিতি ভাবঃ) [কর্ম্ম] কর্ত্তুং অর্হসি (যোগ্যোভবসি) ॥২০॥

প্রতিশব্দ।—জনকাদি কর্ম্মদ্বারা-ই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন মনুষ্যের হিত-সাধন দেখিয়া [কর্ম্ম] করিবার-নিমিত্ত যোগ্য-হও ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—রাজর্ষি জনকাদি মহাত্মগণ কেবল নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াই জ্ঞানরূপ মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুকরণে এবং মানবকুলকে স্বধর্ম্ম-প্রণোদিত করিবার অভিপ্রায়ে তোমারও কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাচ্চ কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব হি তস্মাৎ পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ বিদ্বাংসঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং গন্তমাস্থিতাঃ প্রবৃত্তা জনকাদয়ো জনকাশ্বপতিপ্রভৃতয়ো যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাস্ততো লোকসংগ্রহার্থং প্রারব্ধকর্ম্মত্বাৎ কর্ম্মণা সহৈবাসন্ন্যস্যৈব কর্ম্ম সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইত্যর্থঃ। অথাপ্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনা জনকাদয়স্তদা কর্ম্মণা সত্ত্বশুদ্ধিসাধনভূতেন ক্রমেণ সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি ব্যাখ্যেয়ঃ শ্লোকোঽয়ং মন্যতে, পূর্ব্বৈরপি জনকাদিভিরপ্যজানদ্ভিরেব কর্ত্তব্যং কৃতং কর্ম্ম তাবতা নাবশ্যমন্যেন কর্ত্তব্যং সম্যগ্‌দর্শনবতা কৃতার্থেনেতি। তথাপি প্রারব্ধকর্ম্মায়ত্তত্বং লোকসংগ্রহমেবাপি লোকস্যোন্মার্গপ্রবৃত্তিনিবারণং লোকসংগ্রহস্তমেবাপি প্রয়োজনং সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যপি জিতেন্দ্রিয়োঽপি বিবেকী শ্রবণাদিভিরজস্রং ব্রহ্মণি নিষ্ঠাতুং শক্নোতি তথাপি ক্ষত্রিয়েন ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিত্যাহ যস্মাচ্চেতি। তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসীতি সম্বন্ধঃ। ইতোঽপি ত্বয়া বিহিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ লোকেতি। পূর্ব্বার্দ্ধং বিভজতে কর্ম্মণৈবেতি। কথং জনকাদীনাং কর্ম্মণা সংসিদ্ধিপ্রাপ্তিরুচ্যতে কর্ম্মত্যাজাং হি সম্যগ্‌দর্শনবতাং প্রসিদ্ধা সংসিদ্ধিরিতি তৎ কিং জনকাদয়োঽপি প্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনাঃ স্যুঃ উত অপ্রাপ্তসম্যগ্‌দর্শনা ভবেয়ুরিতি বিকল্প্য, প্রথমং প্রত্যাহ যদীতি। লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মণা সহৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতা ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণা সহৈবেত্যেতৎ ব্যাকরোতি অসন্ন্যস্যৈব কর্ম্মেতি। তত্র হেতুমাহ প্রারব্ধেতি। জনকাদীনাং সত্যপি জ্ঞানিত্বে প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ কর্ম্মাপরিত্যজ্যৈব লোকসংগ্রহার্থং প্রবর্ত্তমানানাং জ্ঞানমাহাত্ম্যাদুপপন্না সংসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়মনূদ্য পূর্ব্বার্দ্ধেনোত্তরমাহ অথেত্যাদিনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কামুত্থাপয়তি অথেতি। অজ্ঞেনাকৃতার্থেন কৃতং কর্ম্মেত্যেতাবতা জ্ঞানবতা কৃতকৃত্যেন ন তৎ কর্ত্তব্যমিত্যুক্তমঙ্গীকরোতি তথাপীতি। তর্হি ময়াপি জ্ঞানবতা কৃতার্থেন কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যার্জ্জুনস্য কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেত্যুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যানেন কথয়তি প্রারব্ধেতি ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—কর্ম্মণেতি। যতো জ্ঞানযোগাধিকারিণোঽপি কর্ম্মযোগ এবাত্মদর্শনে শ্রেয়ান্, অতশ্চ জনকাদয়ো রাজর্ষয়ো জ্ঞানিনামগ্রেসরাঃ কর্ম্মযোগেনৈব সংসিদ্ধিমাস্থিতাঃ। আত্মানং প্রাপ্তবন্তঃ, এবং প্রথমং মুমুক্ষোর্নিয়োগানর্হতয়া কর্ম্মযোগাধিকারিণঃ কর্ম্মযোগ

এব কার্য্য ইত্যুক্তাঃ জ্ঞানযোগাধিকারিণোঽপি জ্ঞানযোগাৎ কর্ম্মযোগ এব শ্রেয়ানিতি সহেতুকমুক্তম্। ইদানীং বিশিষ্টতয়া ব্যপদেশস্য সর্ব্বথা কর্ম্মযোগ এব কার্য্য ইত্যুচ্যতে। লোকসংগ্রহং পশ্যন্নপি কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—কর্ম্মণেতি। ইতশ্চ কর্ম্মণৈবহি পূর্ব্বে ক্ষত্রিয়াঃ জনকপ্রভৃতয়ঃ সংসিদ্ধিং মোক্ষং প্রাপ্তুং প্রবৃত্তাঃ। যদি তে প্রাপ্তসম্যগ্দর্শনাঃ কেবলং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মণি প্রবৃত্তাস্তর্হি ত্বমপি লোকসংগ্রহং লোকস্য ধর্ম্মপরিসংগ্রহং পশ্যন্ প্রথমমেব কর্ত্তুমর্হসি ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্জ্ঞানং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্ম্মাচরণং ভদ্রমেবেত্যাহ লোকসংগ্রহমিত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং ময়া কর্ম্মণি কৃতে জনঃ সর্ব্বোঽপি করিষ্যতি অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্ম্মং নিত্যং কর্ম্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেবং লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম্ম কর্ত্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—সদাচারমত্র প্রমাণয়তি কর্ম্মণৈবেতি। কর্ম্মণৈবোপায়েন বিশুদ্ধচিত্তাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং স্বাত্মাবলোকনলক্ষণামাস্থিতাঃ প্রাপুঃ, কর্ম্মণৈবেতি বিশেষণসম্বন্ধ এবকারস্তস্যাযোগং ব্যবচ্ছিনত্তি শঙ্খপাণ্ডুর এবেতিবৎ, তেন শ্রবণাদের্ন ব্যুদাসঃ কর্ম্মণা যজ্ঞাদীনা সহৈব শ্রবণাদিনেতি কেচিৎ। ননু সনিষ্ঠস্যাত্মাবলোকনে সতি কর্ম্মানুষ্ঠানং নাস্তীত্যুক্তং মম পরিনিষ্ঠিতস্যাবলোকিতস্বপরাত্মনঃ কর্ম্মোপদেশঃ কুত ইতি চেত্তত্রাহ লোকেতি। সত্যং ত্বমীদৃশ এব, তথাপি লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বিতি। অর্জ্জুনে ময়ি কর্ম্ম কুর্ব্বাণে সর্ব্বলোকঃ কর্ম্ম করিষ্যতি, ইতরথা মদ্দৃষ্টান্তেনাজ্ঞোঽপি লোকঃ কর্ম্ম ত্যজন্ পতিষ্যতীতি লোকসংরক্ষণং তৎফলম্ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—নহু বিবিদিষোরপি জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রাপ্ত্যর্থং শ্রবণ-মননিদিধ্যাসনানুষ্ঠানায় সর্ব্বকর্ম্মত্যাগলক্ষণঃ সন্ন্যাসো বিহিতঃ, তথাচ কেবলং জ্ঞানিন এব ন কর্ম্মানধিকারঃ, কিন্তু জ্ঞানার্থিনোঽপি বিরক্তস্য, তথাচ ময়াপি বিরক্তেন জ্ঞানার্থিনা কর্ম্মাণি হেয়ান্যেবেত্যর্জ্জুনাশঙ্কাং ক্ষত্রিয়স্য সন্ন্যাসানধিকারঃ প্রতিপাদনেনাপনুদতি ভগবান্ কর্ম্মণৈব হীতি। জনকাদয়ো জনকাজাতশত্রুপ্রভৃতয়ঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণপ্রসিদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়া বিদ্বাংসোঽপি কর্ম্মণৈব সহ নতু কর্ম্মত্যাগেন সহ সংসিদ্ধিং শ্রবণাদিসাধ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠামাশ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ, হি যস্মাদেবং, তস্মাৎ ত্বমপি ক্ষত্রিয়ো বিবিদিষুর্বিদ্বান্ বা কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসীত্যনুষঙ্গঃ। "ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যঞ্চরন্তি" ইতি সন্ন্যাসবিধায়কে বাক্যে ব্রাহ্মণত্বস্য বিবক্ষিতত্বাৎ, "স্বরাজ্যকামো রাজা রাজসূয়েন যজেত" ইত্যত্র ক্ষত্রিয়ত্ববৎ "চত্বার আশ্রমা ব্রাহ্মণস্য ত্রয়ো রাজন্যস্য দ্বৌ বৈশ্যস্য" ইতি চ স্মৃতেঃ। পুরাণেঽপি "মুখজানাময়ং ধর্ম্মো যদ্বিষ্ণোর্লিঙ্গধারণম্। বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মঃ প্রশস্যতে ॥" ইতি ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োঃ সন্ন্যাসাভাব উক্তঃ। তস্মাদ্যুক্তমেবোক্তং ভগবতা, "কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়" ইতি। "সর্ব্বে রাজাশ্রিতা ধর্ম্মা রাজা ধর্ম্মস্য ধারকঃ।" ইত্যাদি

স্বতেৰ্ব্বর্ণাশ্রমধর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বেনাপি ক্ষত্রিয়োঽবশ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাদিত্যাহ লোকেতি। লোকানাং যে যে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তনমুন্মার্গান্নিবর্ত্তনঞ্চ লোকসংগ্রহস্তং পশ্যন অপিশব্দাজ্জনকাদিশিষ্টাচারমপি পশ্যান্ কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হস্যেবেত্যন্বয়ঃ। ক্ষত্রিয়জন্মপ্রাপকেন কর্ম্মণারব্ধশরীরস্ত্বং বিদ্বানপি জনকাদিবৎ প্রারব্ধকর্ম্মবশেন লোকগ্রসংহার্থং কর্ম্ম কর্ত্তুং যোগ্যো ভবসি নতু ত্যক্তুং ব্রাহ্মণজন্মালাভাদিত্যভিপ্রায়ঃ। এতাদৃশভগবদভিপ্রায়বিদা ভাষ্যকৃতা ব্রাহ্মণস্যৈব সন্ন্যাসো নান্যস্যেতি নির্ণীতং। বার্ত্তিককৃতা তু প্রৌঢ়িবাদমাত্রেণ ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরপি সন্ন্যাসোঽস্তীত্যুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২০॥

বিশ্বনাথ।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণেতি। যদি বা ত্বমাত্মানং জ্ঞানাধিকারিণং মন্যসে তদপি লোকে শিক্ষাগ্রহণার্থং কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ লোকেতি॥ ২০॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞান-রাজ্যে অগ্রসর হইবার অভিলাষ-পরতন্ত্র ব্যক্তিবৃন্দের জ্ঞাননিষ্ঠা প্রাপ্তির নিমিত্ত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন (৩৮৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) পূর্ব্বক সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাস বিধেয়। প্রকৃত জ্ঞানী পুরুষগণই যে কেবল কর্ম্মের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন, এমন নহে। যাঁহারা বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত, অথচ জ্ঞান লাভেচ্ছুক তাঁহারাও কর্ম্মাতীত। অর্জ্জুন যদি এরূপই বিচার করিয়া মনে করেন যে,আমিও বিষয়-বিরক্ত এবং জ্ঞানার্থী; সুতরাং কর্ম্মের অনুষ্ঠান আমার পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে প্রতিপন্ন করিতেছেন যে,ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। রাজর্ষি জনক *, অজাতশত্রু † প্রভৃতি, শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় প্রবরগণ কেবল কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা শ্রবণাদি-সাধ্য জ্ঞাননিষ্ঠা ও সিদ্ধি‡ লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই কর্ম্ম ত্যাগ করেন নাই। তুমিও মুক্তিকামী এবং সুপণ্ডিত ক্ষত্রিয়; সুতরাং তোমারও কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। (ক্ষত্রিয়ের সন্ন্যাসে অনধিকার সম্বন্ধীয় প্রমাণাদি ৬২০ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্যে দ্রষ্টব্য।) অপিচ "সকল ধর্ম্মই রাজার আশ্রিত, রাজা ধর্ম্মের

---

* রামায়ণে বর্ণিত আছে যে, মিথিলাধিপতি রাজর্ষি জনক, ঋষিশাপে বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। "অতোমিথিরিতি খ্যাতো জননাজ্জনকোঽভবৎ। বিদেহশ্চাভবদ্যস্মান্ মহাত্মা ন মহাতপাঃ॥ তস্মাদ্বিদেহাঃ প্রোচ্যন্তে সর্ব্বে তদ্বংশজা নৃপাঃ। এবং বিদেহরাজস্ত পূর্ব্বকো জনকোঽভবৎ। মিথির্নাম মহাবীর্য্যো যেন সা মিথিলাভবৎ।"—রামায়ণ। এই জনক রাজা দশাননারি ত্রেতাবতার রামচন্দ্রের শ্বশুর।

† রাজা যুধিষ্ঠিরের নামান্তর।

‡ শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে, ১৫শ অধ্যায়ে সিদ্ধি ও তল্লাভের বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে ২৪১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দেখুন।

ধারক।" ইত্যাদি স্মার্ত্ত প্রমাণানুসারেও রাজ্য মধ্যে ধর্ম্মের পরিরক্ষণার্থ রাজজাতি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। লোকদিগকে স্বস্ব ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার এবং তাহাদিগের উন্মার্গগামিনী প্রবৃত্তি নিবর্ত্তিত করিবার নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। যখন ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং ইহাও জানিয়াছ যে, প্রারব্ধ * কর্ম্ম-বশেই এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ,তখন জনকাদি মহাত্মগণের দৃষ্টান্তানুসরণে মানব-সমাজের হিতার্থ কর্ম্ম করাই তোমার পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। সন্ন্যাসাধিকারী ব্রাহ্মণজন্ম যখন লাভ কর নাই, তখন কর্ম্ম ত্যাগ করা কখনই বিধেয় নহে †। তুমি যদি আপনাকে সম্যক্ জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলেও লোক-হিতার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার আবশ্যক ॥ ২০ ॥

—(•)—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—শ্রেষ্ঠঃ (প্রধানো জনঃ) যৎ যৎ (কর্ম্ম) আচরতি (করোতি) ইতরঃ (অনুগতঃ প্রাকৃতঃ জনঃ) তৎ তৎ এব [আচরতি] সঃ (শ্রেষ্ঠো জনঃ) যৎ (শাস্ত্রং) প্রমাণং (প্রামাণ্যরূপেণ অবলম্বনং) কুরুতে লোকঃ তৎ অনুবর্ত্ততে (অনুসরতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রধান যাহা যাহা আচরণ-করেন অনুগত-লোক-ও তাহা তাহা-ই [আচরণ-করে] তিনি যাহা প্রমাণ-করেন লোক তাহার অনুসরণ-করে ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—সমাজে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,

* যে অলক্ষিত সূত্র অবলম্বনে আদিতে দেহ প্রাপ্তি সঙ্ঘটিত হয়, যে নিয়মাধীনতায় দেহের পারম্পর্য্য রক্ষিত হয়, এবং মুক্তিলাভ পূর্ব্বক জন্ম মরণের অবসান পর্য্যন্ত যে শাসন শরীরস্বামীর সঙ্গত্যাগ করে না তাহাই প্রারব্ধ।

† ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের পক্ষে ভিক্ষাশ্রম বিহিত নহে, একথা শ্রীমদ্ভাগবতেও নির্দ্দিষ্ট আছে। তদ্‌যথা; "ইজ্যাধ্যয়নদানানি সর্ব্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্। প্রতিগ্রহোঽধ্যাপনঞ্চ ব্রাহ্মণস্যৈব যাজনম্॥" শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ১১। ১৭। ৩৪ ॥ সকল দ্বিজেরই, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের যজ্ঞ অধ্যয়ন এবং দানই ধর্ম্ম, প্রতিগ্রহ অর্থাৎ অনুগ্রহ স্বীকার, অধ্যাপন ও যাজন ব্রাহ্মণেরই ধর্ম্ম।

তাঁহার অনুগত লোকেরাও সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে শাস্ত্রকে প্রামাণ্যস্বরূপে অবলম্বন করেন, ইতর লোকেরাও সেই শাস্ত্রেরই অনুসরণ করে ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—লোকসংগ্রহঃ কিমর্থং উচ্যতে যদ্যদিতি। যদ্যৎ কর্ম্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তত্তদেব কর্ম্মাচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ। কিঞ্চ শ্রেষ্ঠো যৎ প্রমাণং কুরুতে লৌকিকং বৈদিকং বা, লোকস্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানবতা কৃতার্থেন লোকসংগ্রহার্থমপি ন প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যাশঙ্কামুখাপ্য পরিহরতি লোকেত্যাদিনা। শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নত্বেনাভিমতো যদ্বদ্বিহিতং প্রতিষিদ্ধং বা কর্ম্মানুতিষ্ঠতি তত্তদেব প্রাকৃতো জনোঽনুবর্ত্ততে, তেন বিদ্বাবতাপি লোকমর্য্যাদাস্থাপনার্থং বিহিতং কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। শ্রেষ্ঠানুসারিত্বমিতরেষামাচারে দর্শয়িত্বা প্রতিপত্তাবপি দর্শয়তি কিঞ্চেতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ।—যদ্যদিতি। শ্রেষ্ঠঃ কৃৎস্নশাস্ত্রজ্ঞাতৃতয়ানুষ্ঠাতৃতয়া চ প্রথিতো যদ্যদাচরতি তত্তদেবাকৃৎস্নবিজ্জনোঽপ্যাচরতি। অনুষ্ঠীয়মানমপি কর্ম্ম শ্রেষ্ঠো যৎপ্রমাণং যদঙ্গযুক্তমনুতিষ্ঠতি তদঙ্গযুক্তমেবাকৃৎস্নবিল্লোকোঽনুতিষ্ঠতি, অতো লোকরক্ষার্থং শিষ্টতয়া প্রথিতেন স্ববর্ণাশ্রমোচিতং কর্ম্মসকলং সর্ব্বদানুষ্ঠেয়ম্। অন্যথা লোকনাশজনিতং পাপং জ্ঞানযোগাদপ্যেনং প্রচ্যাবয়েৎ ॥ ২১ ॥

হনুমান্।—লোকসংগ্রহার্থং কিং কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে যদ্যদিতি। যদ্ যৎ কর্ম্ম আচরতি শ্রেষ্ঠঃ প্রধানস্তৎ তদেব কর্ম্ম আচরতি ইতরো জনস্তদনুগতঃ। কিন্তু স শ্রেষ্ঠঃ যৎ লৌকিকং বৈদিকং বা প্রমাণং কুরুতে প্রত্যেতি, লোকস্তদনুবর্ত্ততে তদেব প্রমাণীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—কর্ম্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তদাহ যদ্যদিতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্ম্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং মন্যতে তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১ ॥

বলদেব।—লোকসংগ্রহপ্রকারমাহ যদ্যদিতি। শ্রেষ্ঠো মহত্তমো যৎ কর্ম্ম যথাচরতি তৎ কর্ম্ম তথৈবেতরঃ কনিষ্ঠোঽপ্যাচরতি। স শ্রেষ্ঠস্তস্মিন্ কর্ম্মণি যচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, লোকঃ কনিষ্ঠোঽপি তদনুযায়ী তদেবানুবর্ত্ততেঽনুসরতি। শাস্ত্রোপেতং শ্রেষ্ঠাচরণং কল্যাণলিপ্সুনা কনিষ্ঠেনানুষ্ঠেয়মিত্যর্থঃ। ইত্থঞ্চ তেজস্বিনঃ শ্রেষ্ঠস্য চ যৎ কচিৎ স্বৈরাচরণং তত্ত্বাবৃত্তং তস্য শ্রেষ্ঠকৃতত্বেঽপি শাস্ত্রোপেতত্বাভাবাৎ ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—নন্বন্যা কর্ম্মণি ক্রিয়মাণেঽপি লোকঃ কিমিতি তৎ সংগৃহ্নীয়াদিত্যাশঙ্ক্য শ্রেষ্ঠাচারানুবিধায়িত্বাদিত্যাহ যদিতি। শ্রেষ্ঠঃ প্রধানভূতো রাজাদির্যদ্যৎ কর্ম্মাচরতি শুভমশুভং বা তত্তদেবাচরতীতরঃ প্রাকৃতস্তদনুগতো জনো ন ত্বন্যৎ স্বাতন্ত্র্যেণেত্যর্থঃ। নন্ু শাস্ত্রমবলোক্য-

শাস্ত্রীয়ং শ্রেষ্ঠাচারং পরিত্যজ্য শাস্ত্রীয়মেব কুতো নাচরতি লোক ইত্যাশঙ্ক্যাচারবৎ শাস্ত্রপ্রতিপত্তাবপি শ্রেষ্ঠানুসারিতামিতরস্য দর্শয়তি স যদিতি। স শ্রেষ্ঠো যল্লৌকিকং বৈদিকং বা প্রমাণং কুরুতে প্রমাণত্বেন মন্যতে, তদেবং লোকোঽপ্যনুবর্ত্ততে প্রমাণং কুরুতে ন তু স্বাতন্ত্র্যেণ কিঞ্চিদিত্যর্থঃ। তথাচ প্রধানভূতেন ত্বয়া রাজ্ঞা লোকসংরক্ষণার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেব "প্রধানানুযায়িনো জনব্যবহারা ভবন্তি" ইতি ন্যায়াদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ ।—অত্র শিষ্টাচারং প্রমাণয়তি কর্ম্মণেতি। কর্ম্মণৈব সহ সংসিদ্ধিং শ্রবণাদিসাধ্যাং জ্ঞাননিষ্ঠাং গন্তুং আস্থিতাঃ প্রবৃত্তাঃ জনকাদয়স্ত্বাদৃশাঃ ক্ষত্রিয়া ন তু সন্ন্যাসেন। নমু শুদ্ধচিত্তস্য মম নাস্তি কর্ম্মাপেক্ষেত্যাশঙ্ক্যাহ লোকেতি। লোকস্য সংগ্রহঃ স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তনং। নমু স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি কেবলং লোকসংগ্রহর্থং চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তদা বিদুষাং ব্রাহ্মণানামপি সন্ন্যাসো ন স্যাৎ, যতীনেব সন্ন্যাসধর্ম্মান্ গ্রাহয়িতুং তেষাং সন্ন্যাস ইতি চেৎ, অর্জ্জুনেঽপি ন তদ্দণ্ডবারিতমস্তি। নমু ক্ষত্রিয়স্য সন্ন্যাসেঽধিকারো নাস্তীতি চেৎ, লিঙ্গধারণেঽধিকারাভাবেঽপি ভরতজ্ঞষভাদিবদ্বিক্ষেপকর্ম্মত্যাগমাত্রেঽধিকারাৎ, বার্ত্তিকে "সর্ব্বাধিকারবিচ্ছেদি জ্ঞানঞ্চেদভ্যুপেয়তে। কুতোঽধিকারনিয়মো ব্যুত্থানে ক্রিয়তে বলা"দিতি বিদ্বৎসন্ন্যাসে ক্ষত্রিয়াদেরপি অধিকারস্য সাধিতত্বাৎ, অতো লোকসংগ্রহো ন মুখ্যং কর্ম্মপ্রয়োজনমিতি চেৎ সত্যং ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যমিতি স্বদৃষ্টান্তেন আধিকারিকত্বাদর্জ্জুনং এবৈবং নিযোজ্যতে, ন ক্ষত্রিয়মাত্রমিতি তুষ্যতু ভবান্ ॥ ২০। ২১ ॥

বিশ্বনাথ ।—লোকসংগ্রহপ্রকারমেবাহ যদ্ যদিতি ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য ।—অর্জ্জুন যদি মনে করেন, আমি নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে জনসমাজের কিরূপে কল্যাণ সাধিত হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সমাজ মধ্যে রাজাদি পদ-প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্মাচরণই কেন করুন না, তদনুগত প্রাকৃত জনেরা সেই সেই ব্যবহারের অনুকরণে কর্ম্মাচরণ করে; স্বতন্ত্র ভাবে নূতনবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কখনই করে না। যদি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, প্রকৃষ্ট শাস্ত্র-সম্মত ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া, অশাস্ত্রীয় ব্যবহারের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে হিতাহিত-বোধ-বিরহিত প্রকৃতিপুঞ্জ সেই বিগর্হিত ব্যবহারেরই অনুকরণ করিয়া থাকে। তিনি লৌকিক বা বৈদিক যে কোন শাস্ত্রকে প্রামাণ্যরূপে পরিগ্রহ করেন, লোকেরাও তাহাই প্রমাণ স্বরূপ জ্ঞান করে। তিনি যদি কর্ম্ম শাস্ত্র অথবা তদ্বিরোধী কর্ম্মহীনতাপ্রতিপাদক জ্ঞান শাস্ত্রকে অবলম্বন করেন, লোকেরাও নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে

তাহাই গ্রহণ করে। তুমিও রাজা এবং সমাজে প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি। অতএব লোক সমক্ষে যথাবিহিত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন ও তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ২১ ॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—পার্থ! মে (মম) কর্ত্তব্যং (কার্য্যং) ন অস্তি [যতঃ] ত্রিষু লোকেষু অনবাপ্তং (অপ্রাপ্তং) অবাপ্তব্যং (প্রাপ্যং) কিঞ্চন (কিঞ্চিৎ) ন [অস্তি] [তথাপি অহং] কর্ম্মণি (কর্ম্মানুষ্ঠানে) বর্ত্তে (করোমি) এবচ ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—কৌন্তেয় আমার করণীয় নাই [যে-হেতু] তিন লোকে অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য কিছু না [আছে] [তথাপি আমি] কর্ম্মেই প্রবৃত্ত-আছি ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! সংসারে আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম কিছুই নাই। কারণ ত্রিলোকে আমার অলব্ধ বা লব্ধনীয় কোন পদার্থই নাই, তথাপি আমি নিরন্তর কর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত রহিয়াছি ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদ্যত্র লোকসংগ্রহকর্ত্তব্যতায়াং বিপ্রতিপত্তিস্তর্হি মাং কিং ন পশ্যসি নেতি। ন মে মম পার্থ নাস্তি ন বিদ্যতে কর্ত্তব্যং ত্রিষপি লোকেষু কিঞ্চন কিঞ্চিদপি, কস্মাৎ অনবাপ্তমপ্রাপ্তমবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং, তথাপি বর্ত্তে এব চ কর্ম্মণ্যহম্ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—কৃতার্থস্যাপি লোকসংগ্রহার্থং বিহিতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুক্ত্বা তত্রৈব ভাগবতমতমুদাহরণত্বেনোপন্যস্যতি যদিত্যাদিনা। অপ্রাপ্তস্য প্রাপ্তয়ে তথাপি কর্ত্তৃত্বসম্ভবাৎ ন কিঞ্চিদপি বিদ্যতে কর্ত্তব্যমিতি কথমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ নানবাপ্তমিতি। অন্বয়ার্থং পুনর্শ্লোকা-হনুবাদঃ। ভগবতো মে নাস্তি কর্ত্তব্যমিত্যেতদাকাঙ্ক্ষাদ্বারা স্ফোরয়তি কস্মাদিত্যাদিনা। প্রয়োজনাভাবে ত্বয়াপি নানুষ্ঠেয়ং কর্ম্মেত্যাশঙ্ক্য লোকসংগ্রহার্থং মমাপি কর্ম্মানুষ্ঠানমিতি মত্বাহ তথাপীতি ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—নমে ইতি। ন মে সর্ব্বেশ্বরস্যাবাপ্তসমস্তকামস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসঙ্কল্পস্য

ত্রিষু লোকেষু দেবমনুষ্যাদিরূপেণ স্বচ্ছন্দতো বর্ত্তমানস্ত কিঞ্চিদপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমস্তি। অতো-ঽনবাপ্তং কর্ম্মণাবাপ্তব্যং ন কিঞ্চিদপ্যস্তি, অতোঽপি লোকরক্ষার্থং কর্ম্মণ্যেব বর্ত্তে॥ ২২॥

হনুমান্।—তদ্দর্শয়তি ন মে ইতি। মে মম পার্থ! কর্ত্তব্যমনুষ্ঠেয়ং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন কিমপি ন, কুত ইতি চেৎ, ন মে অনবাপ্তং অপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপণীয়ং নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণ্যেব বর্ত্তে॥ ২২॥

শ্রীধর।—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইতি ত্রিভিঃ। হে পার্থ! মে কর্ত্তব্যং নাস্তি যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষ্বনবাপ্তমপ্রাপ্তং অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি, তথাপি কর্ম্মণি বর্ত্তএব কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ॥ ২২॥

বলদেব।—শ্রেষ্ঠঃ কর্ম্মফলনিরপেক্ষোঽপি লোকসংগ্রহায় শাস্ত্রোদিতানি কর্ম্মাণ্যাচরে-দিত্যর্থে স্বং দৃষ্টান্তমাহ ন মে পার্থেতি ত্রিভিঃ। সর্ব্বেশস্ত সত্যসংকল্পস্ত সত্যকামস্য মে কর্ত্তব্যং নাস্তি, ফলার্থিনা খলু কর্ম্মানুষ্ঠেয়ম্। ন চ নিখিলফলাশ্রয়স্য স্বয়ং পরমফলাত্মনো মে কর্ম্মাপেক্ষ্য-মিত্যর্থঃ। এতদ্দর্শয়তি ত্রিম্বিতি, যতঃ সর্ব্বেষু লোকেষু কর্ম্মণা যৎফলমবাপ্তব্যং তদনবাপ্তমলব্ধং মম নাস্তি সর্ব্বং তন্মদীয়মেবেত্যর্থঃ, তথাপি শাস্ত্রোক্তং কর্ম্মাহং করোম্যেবেত্যাহ বর্ত্ত ইতি॥ ২২॥

মধুসূদন।— অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ন মে ইত্যাদি ত্রিভিঃ। হে পার্থ! মে মম পরমেশ্বরস্য ত্রিষ্বপি লোকেষু কিমপি কর্ত্তব্যং নাস্তি যতোঽনবাপ্তং ফলং কিঞ্চিন্মমাবাপ্তব্যং নাস্তি, তথাপি বর্ত্তএব কর্ম্মণ্যহং কর্ম্ম করোমেবেত্যর্থঃ। পার্থেতি সম্বোধয়ন্ বিশুদ্ধক্ষত্রিয়বংশোদ্ভবত্বং শুরাপত্যাপত্যত্বেন চাত্যন্তং মৎসমঃ অহমিব বর্ত্তিতুমর্হসীতি দর্শয়তি॥ ২২॥

নীলকণ্ঠ।—নেতি। কর্ম্মণি বর্ত্তেএব অহং কর্ম্ম করোম্যেবেত্যর্থঃ॥ ২২॥

বিশ্বনাথ।—অত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ নেতি ত্রিভিঃ॥ ২২॥

*

তাৎপর্য্য।—কেবল যে জনকাদিই দৃষ্টান্ত স্থলীভূত এমন নহে। সেই ভব-সিন্ধুর কর্ণধার ভক্তাভীষ্টফলপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মানুষ্ঠানের অদ্বিতীয় উদাহরণ। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। হে পার্থ! বিবেচনা করিয়া দেখ, আমি জগন্নাথ এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বেশ্বর। ত্রিলোকে * আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বিষয় কিছুই নাই। সুতরাং আমার কোন বিষয়েই কোন কর্ত্তব্য নাই। তথাপি আমি অবিরত বিহিত বিধানে কর্ম্ম-পরতন্ত্র হইয়া কাল-যাপন করিতেছি। "পার্থ" এই সম্বোধন

* ত্রিলোক।—"ভূর্লোকো ভুবঃ স্বর্লোকস্ত্রৈলোক্যমিদমুচ্যতে। মহর্জনস্তপঃ সত্যঃ সপ্তলোকাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥" দেবীপুরাণ।

পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত, বীরস্তনয়ার গর্ভ-প্রসূত এবং দেবৌরসসম্ভূত। সুতরাং তুমিও আমার সমতুল্য ব্যক্তি। অতএব আমার ব্যবহারের অনুকরণ করাই তোমার আবশ্যক ॥ ২২ ॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ! সর্ব্বশঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—পার্থ! যদি অহং জাতু (কদাচিৎ) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ) [সন্] কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (অনুতিষ্ঠেয়ং) [তদা] হি (নিশ্চিতং) মনুষ্যাঃ মম বর্ত্ম (মার্গং) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণং কুর্ব্বতে) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—কৌন্তেয় যদি আমি কখন অনলস [হইয়া] কর্ম্মে না থাকি [তাহা হইলে] নিশ্চিত মানবেরা আমার পথ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ-করিবে ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যদি আমি ক্ষণমাত্রও আলস্য-বিহীন হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে মানবকুল আমার পরিগৃহীত পন্থার অনুসরণ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান বর্জ্জন করিবে ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদি হি পুনরহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কদাচিৎ কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ. হে পার্থ! সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—লোকসংগ্রহোঽপি ন তে কর্ত্তব্যো বিকলত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—যদীতি। অহং সর্ব্বেশ্বরঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সঙ্কল্পকৃতজগদুদয়বিভবলয়লীলঃ স্বচ্ছন্দতো জগদুপকৃতয়ে মর্ত্ত্যো জাতোঽপি মনুষ্যেষু শিষ্টজনাগ্রেসরবসুদেবগৃহে অবতীর্ণস্তৎ-কুলোচিতকর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ সর্ব্বদা যদি ন বর্ত্তেয়ং মম শিষ্টজনাগ্রেসরবসুদেবসুনোর্বর্ত্মা কৃৎস্নবিদঃ শিষ্টাঃ সর্ব্বপ্রকারেণাস্মাকমেব ধর্ম্ম ইত্যনুবর্ত্তন্তে, তে চ স্বকর্ত্তব্যানুষ্ঠানেনাত্মানমনুপলভ্য নিরয়-গামিনো ভবেয়ুঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—যদীতি। যদি পুনরয়মিথঃ কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদস্তো বা তত্ত্বাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যাঃ ভাবেঽপি পরানুগ্রহঃ কর্ত্তব্য ইত্যাশয়সম্ভেদ উচ্যতে ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতো-ঽনলসঃ সন্ যদি কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং কর্ম্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং মনুষ্যা অনুবর্ত্তন্তে-ঽনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—যদীতি॥ অহং সর্ব্বেশ্বরঃ সিদ্ধসর্ব্বার্থোঽপি যদুকুলাবতীর্ণো জাতু কদাচিৎ তৎকুলোচিতে শাস্ত্রোক্তে কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং তন্ন কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ সাবধানঃ সন্, তর্হি মাং দৃষ্টান্তং কৃত্বা মনুষ্যাঃ শ্রেষ্ঠস্য মম বর্ত্ম কুলবিহিতাচারত্যাগরূপমনুবর্ত্তেরন্ ততো ভ্রংশেরন্নি-ত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—লোকসংগ্রহোঽপি ন তে কর্ত্তব্যো বিফলত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদীতি। যদি পুনরহমতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ কর্ম্মণি জাতু কদাচিন্ন বর্ত্তেয়ং নানুতিষ্ঠেয়ং কর্ম্মাণি, তদা মম শ্রেষ্ঠস্য সতো বর্ত্ম মার্গং হে পার্থ! মনুষ্যাঃ কর্ম্মাধিকারিণঃ সন্তঃ অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—যদীতি। যদ্যহং কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং, তর্হি মনুষ্যা মমৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্ কর্ম্ম ন কুর্ব্বীরন্নিত্যর্থঃ। অতন্দ্রিতোঽনলসঃ, সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—যদীতি। অনুবর্ত্তন্তে অনুবর্ত্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—হে সখে! যদিও আমি ত্রিলোকেশ্বর, সর্ব্ববিধ পদার্থের অদ্বিতীয় অধিকারী, আমার বাসনায় বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সঙ্ঘটিত হয়, এবং যদিও আমি লোকহিতার্থ নররূপ পরিগ্রহ করিয়া অবনীমণ্ডলে শিষ্টজনচূড়ামণি বসুদেব-গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি, তথাপি আমারও মানবো-চিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন সময়েই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। কারণ যদি আমি কখনও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অবহেলা করি, তাহা হইলে বসুন্ধরার কর্ম্মাধিকারী মানবগণ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে। আমি সর্ব্বার্থসিদ্ধ ও অতি সম্মানিত যদুবংশে অবতীর্ণ। জনসমাজ আমাকে সর্ব্ব প্রধান ও সতের শিরোমণি বলিয়া পরিজ্ঞাত আছে। সুতরাং আমার অবলম্বিত ব্যবহারের অনুসরণ ক্রমে, কুলোচিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিতে, তাহাদের স্বতঃই বাসনা জন্মিবে ॥ ২৩ ॥

———:•:———

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—চেৎ (যদি) অহং কর্ম্ম ন কুর্য্যাম্, [তদা] ইমে লোকাঃ উৎসীদেয়ুঃ (কর্ম্মলোপেন বিনশ্যেয়ুঃ) [অহং] চ সঙ্করস্য (বর্ণ-সঙ্করস্য) কর্ত্তা স্যাং (ভবেয়ং) [এবং অহং] ইমাঃ প্রজা উপ-হন্যাং (বিনাশয়েয়ং)

প্রতিশব্দ।—যদি আমি কর্ম্ম না করি [তবে] এই লোক-সকল উৎসন্ন-হইবে এবং [আমি] বর্ণ-সঙ্করের প্রবর্ত্তক হইব [এইরূপে আমি] এই প্রজা-সকলকে বিনষ্ট-করিব ॥ ২৪ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি যদি কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হই তাহা হইলে মানব-সমাজ কর্ম্ম-লোপ-হেতু উচ্ছৃঙ্খল দশায় উপনীত হইবে এবং আমিই তাদৃশ ধর্ম্ম-বিহীন সমাজের অবশ্যম্ভাবী পরিণামস্বরূপ বর্ণ-সঙ্করের প্রবর্ত্তক রূপে পরিগণিত হইব। এইরূপে আমার দ্বারাই প্রজাগণ হীন-দশাপন্ন হইবে ॥ ২৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তথাচ কো দোষ ইত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুরিমে সর্ব্বে লোকাঃ লোকস্থিতিনিমিত্তস্য কর্ম্মণোঽভাবাৎ ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্। কিঞ্চ সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাং, তেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তস্তদুপহতিং উপহননং কুর্য্যামিত্যর্থঃ। মমেশ্বরস্যাননুরূপমাপদ্যেত যদি পুনরহমিব ত্বং কৃতার্থবুদ্ধিরাত্মবিদন্যো বা তস্যাপ্যাত্মনঃ কর্ত্তব্যাভাবেঽপি পরানুগ্রহএব কর্ত্তব্য ইতি ॥ ২৪ ॥

আনন্দগিরি।—শ্রেষ্ঠস্য তব মার্গানুবর্ত্তিত্বং মনুষ্যাণামুচিতমেবেত্যাশঙ্ক্য দূষয়তি তথাচেত্যাদিনা। ঈশ্বরস্য কর্ম্মণ্যপ্রবৃত্তৌ তদনুবর্ত্তিনামপি কর্ম্মানুপপত্তেরিতি হেতুমাহ লোকস্থিতীতি। ইতশ্চেশ্বরেণ কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যামিতি শেষঃ। সঙ্করকরণস্য কার্য্যং কথয়তি তেনেতি। প্রজোপহতিরপি প্রাপ্যতে চেৎ কিং তয়া তব স্যাদিতি তত্রাহ প্রজানামিতি। যামনাচরন্তমনুবর্ত্তমানানাং সর্ব্বেষাং কো দোষঃ স্যাদিত্যপেক্ষায়ামীশ্বরস্য কৃতার্থতয়া কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে তদনুবর্ত্তিনামপি তদভাবাদেবা স্থিতিহেত্বভাবাৎ পৃথিব্যাদিভূতানাং বিনাশপ্রসঙ্গাদ্বর্ণাশ্রমধর্ম্মব্যবস্থানুপপত্তেশ্চাধিকৃতানাং প্রাণভৃতাং পাপোপহতত্বপ্রসঙ্গাৎ, পরানু-গ্রহার্থং প্রবৃত্তিরীশ্বরস্যেত্যুক্তং। সম্প্রতি লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বাণস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবে প্রাপ্তে প্রত্যাহ যদি পুনরিতি। কৃতার্থবুদ্ধিত্বে হেতুমাহ আত্মবিদিতি। যথা-

বদাত্মানমবগচ্ছন্ কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানাভাবাৎ কৃতার্থো ভবত্যেবেত্যর্থঃ। অর্জ্জুনাদন্যত্রাপি জ্ঞানবতি কৃতার্থবুদ্ধিত্বং কর্ত্তব্যত্বাদ্যভিমানহীনে তুল্যমিত্যাহ অন্যো বেতি। তস্য তর্হি কর্ম্মানুষ্ঠানমফলত্বাদনবকাশমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যাপীতি। কর্ত্তব্য ইত্যাত্মবিদাপি পরানুগ্রহায় কর্ত্তব্যমেব কর্ম্মেত্যাহেতি শেষঃ॥ ২৪॥

রামানুজ।—উৎসীদেয়ুরিতি। অহং কুলোচিতং কর্ম্ম নচেৎ কুর্য্যাং এবমেব সর্ব্বে শিষ্টজনা লোকা মদাচারায়ত্ত ধর্ম্মনিশ্চয়াঃ অকরণাদেবোৎসীদেয়ুঃ নষ্টা ভবেয়ুঃ শাস্ত্রীয়াচারাণামপালনাৎ সর্ব্বেষাং শিষ্টানাং সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যাং অতএবেমাঃ প্রজা উপহন্যাং, এবমেব ত্বমপি শিষ্টজনাগ্রেসরপাণ্ডুতনয়ো যুধিষ্ঠিরানুজঃ সন্ শিষ্টতয়া যদি জ্ঞাননিষ্ঠায়ামধিকরোষি ততস্ত্বদাচারানুবর্ত্তিনোঽকৃৎস্নবিদঃ শিষ্টাশ্চ মুমুক্ষবঃ স্বাধিকারমজানন্তঃ কর্ম্মনিষ্ঠায়ামনধিকুর্ব্বন্তো বিনশ্যেয়ুঃ। অতোঽত্যন্তব্যপদেশ্যেন বিদুষা কর্ম্মৈব কর্ত্তব্যম্॥ ২৪॥

হনুমান্।—ততশ্চ কো দোষ ইত্যত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। অনেন কারণেনোপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ প্রজানামনুগ্রহায় প্রবৃত্তঃ কর্ম্মোপহন্তি কুর্য্যামিতি ততশ্চ মমেশ্বরত্বানমুরূপমাপদ্যেত॥ ২৪॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ ধর্ম্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং ভবেয়ং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি॥ ২৪॥

বলদেব।—ততঃ কিং স্যাদিত্যাহ উৎসীদেয়ুরিতি। অহং সর্ব্বশ্রেষ্ঠশ্চেৎ শাস্ত্রোক্তং কর্ম্ম ন কুর্য্যাং তর্হি মে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিভ্রষ্টমর্য্যাদাঃ স্যুঃ। তদ্বিভ্রংশে সতি যঃ সঙ্করঃ স্যাৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাম্। এবঞ্চ প্রজাপতিরহমিমাঃ প্রজা সাঙ্কর্য্যদোষেণোপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্। তথাচ "এষ সেতুর্বিধারণ এষাং লোকানাং অসংভেদায়" ইতি শ্রুত্যা লোকমর্য্যাদাবিধারকেত্বেন পরিগীতস্য মে তন্মর্য্যাদাভেদকত্বং স্যাদিতি। এবং উপদিশতোঽপি হরের্যৎ কিঞ্চিৎ স্বভক্তসুখেচ্ছাঃ স্বৈরাচরিতং দৃষ্টং তৎ খলু বিধায়কেন তদ্বচসানুপেতত্বাদীশ্বরীয়ত্বাচ্চাবরৈর্নৈবাচরণীয়ম্। যদুক্তং শ্রীমতা শুকেন। "ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ। তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥ নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥" ইতি॥ ২৪॥

মধুসূদন।—শ্রেষ্ঠস্য তব মার্গানুবর্ত্তিত্বং মনুষ্যাণামুচিতমেব অনুবর্ত্তিষ্যে কো দোষ ইত্যত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। অহমীশ্বরশ্চেৎ যদি কর্ম্ম ন কুর্য্যাং তদা মদনুবর্ত্তিনাং মন্বাদীনামপি কর্ম্মানুপপত্তের্লোকস্থিতিহেতোঃ কর্ম্মণো লোপেন ইমে সর্ব্বে লোকা উৎসীদেয়ুর্বিনশ্যেয়ুস্ততশ্চ বর্ণসঙ্করস্য চ কর্ত্তাহমেব স্যাং তেন চেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অহমেবোপহন্যাং ধর্ম্মলোপেন বিনাশয়েয়ম্। কথঞ্চ প্রজানামনুগ্রহার্থং প্রবৃত্ত ঈশ্বরোঽহং তাঃ সর্ব্বা বিনাশয়েয়মিত্যভিপ্রায়ঃ যদ্যদাচরতীত্যাদেরয়মর্থো যোজনা, ন কেবলং লোকসংগ্রহং পশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচার-

যাদপীত্যাহ যদযদীতি। তথাচ মম শ্রেষ্ঠস্য যাদৃশ আচারস্তাদৃশ এব মদনুবর্ত্তিনা ত্বয়াপ্যনুষ্ঠেয়ো ন স্বাতন্ত্র্যেণাস্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্তবাচারো যো ময়ানুবর্ত্তনীয় ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ন মে পার্থেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈস্তৎপ্রদর্শনমিতি ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—ততশ্চ কিমিত্যত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। "যদ্যদাচরতি" ইত্যাদেরপরা যোজনা, কেবলং লোকসংগ্রহং পশ্যন্ন কর্ত্তুমর্হসি, অপিতু শ্রেষ্ঠাচারত্বাদপীত্যাহ যদযদতি। তথা চ মম শ্রেষ্ঠস্য যাদৃশ আচারস্তাদৃশ এব মদনুবর্ত্তিনা ত্বয়া অনুষ্ঠেয়ঃ, ন স্বাতন্ত্র্যেণাস্য ইত্যর্থঃ। কীদৃশস্তবাচারো যো ময়ানুবর্ত্তনীয়? ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং ন মে পার্থেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ শ্লোকৈস্তৎ-প্রদর্শনমিতি মধুসূদন শ্রীপাদাঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুর্ম্মাং দৃষ্টান্তীকৃত্য ধর্ম্মমকুর্ব্বাণা ভ্রংশেয়ুঃ, ততশ্চ বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্ত্তা স্যাং, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনাঃ কুর্য্যাম্ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি বলেন যে, "হে শ্রীকৃষ্ণ। তুমি সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম। সুতরাং তোমার ব্যবহারের অনুকরণ করাই মনুষ্যগণের পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। অতএব যদি তাহারা তোমার অনুসরণ ক্রমেই কর্ম্মে বিরত হয়, তাহাতে দোষের সম্ভাবনা কি আছে?" এই শ্লোকে উল্লিখিত আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—আমিই ঈশ্বর বটি, কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে বাধ্য। কেননা যদি আমি কর্ম্মে বিরত হই, তাহা হইলে মদনুবর্ত্তি মনু প্রভৃতি সমাজসংস্থাপক শাস্ত্রকারবর্গ আর কর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না। সুতরাং জগতীতল হইতে যজ্ঞ ব্রত নিয়মাদি ধর্ম্ম কর্ম্মসমূহ বিলুপ্ত হইবে। তখন বসুন্ধরায় মানবকুল উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে এবং ধর্ম্ম ও নিয়ম বিহীনতা হেতু, ব্যভিচার-স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে প্রবাহিত হইয়া সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব করিবে।' আমারই কর্ম্ম ত্যাগজনিত এই অশুভ পরিণাম সমুপস্থিত হওয়ায়, আমি সেই অনিষ্টের মূলীভূত রূপে পরিগণিত হইব এবং বসুন্ধরার প্রজাপুঞ্জের উচ্ছেদকরূপে কলঙ্কিত হইব। আমি ঈশ্বর, জীবকুলের কল্যাণ সাধনে প্রবৃত্ত; তাহাদের বিনাশের উপায় বিধান করা কদাচ আমার পক্ষে বিধেয় নহে। এই শ্লোকত্রয়ে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে এমন নহে, কর্ম্মানুষ্ঠানের শ্রেষ্ঠাচারত্ব হেতু তাহার অনুসরণ করা বিধেয়। এই

শ্লোকত্রয়ে ইহাও প্রতিপাদিত হইল যে, আমিই শ্রেষ্ঠ পুরুষ, আমার যেরূপ আচার আমার অনুবর্ত্তী তোমারও তদনুরূপ আচার হওয়া আবশ্যক। অন্য স্বতন্ত্ররূপ ব্যবহার কখনই তোমার পক্ষে বিধেয় নহে ॥ ২৪ ॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—ভারত! কর্ম্মণি সক্তাঃ (অভিনিবিষ্টাঃ) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞাঃ) যথা কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ [সন্] লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ (কর্ত্তুমিচ্ছুঃ) বিদ্বান্ (আত্মবিৎ) তথা কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ —ভরত বংশোদ্ভব! কর্ম্মে আসক্ত অজ্ঞেরা যেরূপ করে অনাসক্ত [হইয়া] লোক-হিত সাধনাভিলাষী আত্ম-জ্ঞান-সম্পন্ন সেইরূপ করিবেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরত-বংশাবতংস অর্জ্জুন! অজ্ঞানী জনগণ সকাম ভাবে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, আত্ম-তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মগণেরও লোকের হিতসাধনার্থ ফলকামনা বিবর্জ্জিত হৃদয়ে তাদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা বিধেয় ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সক্তাইতি। সক্তাঃ কর্ম্মণ্যস্য কর্ম্মণঃ ফলং মম ভবিষ্যতীতি কেচিদবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি, ভারত! কুর্য্যাদ্বিদ্বানাত্মবিৎ তথা অসক্তঃ সন্ তদ্বৎ, কিমর্থং করোতি? তচ্ছৃণু চিকীর্ষুর্যথা কর্ত্তুমিচ্ছুঃ লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—দৃষ্টান্তদার্ষ্টান্তিকরূপং শ্লোকং ব্যাকরোতি সক্তা ইত্যাদিনা। অসক্তঃ সন্ কর্ত্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং বাকুর্ব্বন্নিতি যাবৎ ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—সক্তা ইতি। অবিদ্বাংসঃ আত্মন্যকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মণ্যাসক্তাঃ কর্ম্মণ্যবর্জ্জনীয়সম্বন্ধা আত্মন্যকৃৎস্নবিত্তয়া তদভ্যাসরূপজ্ঞানযোগেঽনধিকৃতাঃ কর্ম্মযোগাধিকারিণঃ কর্ম্মযোগমেব যথাত্মদর্শনায় কুর্ব্বতে। তথাত্মনি কৃৎস্নবিত্তয়া কর্ম্মণ্যসক্তো জ্ঞানযোগাধিকারযোগ্যোঽপি ব্যপদেশ্যঃ। শিষ্টো লোকরক্ষণার্থং স্বাচারেণ শিষ্টলোকানাং ধর্ম্মনিশ্চয়ং চিকীর্ষুঃ কর্ম্মযোগমেব কুর্য্যাৎ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—সক্তা ইতি। ততশ্চ সক্তাঃ ফলাভিসন্ধৌ বিদ্বান্ জ্ঞানী, তথা তেন প্রকারেণ অসক্তঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ চিকীর্ষুঃ কর্ত্তুমিচ্ছুর্লোকসংগ্রহং লোকস্য ইদং কর্ত্তব্যং ধর্ম্মোৎপাদনম্॥ ২৫॥

শ্রীধর।—তস্মাদাত্মবিদপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তাঃ অভিনিবিষ্টাঃ সন্তো যথাজ্ঞাঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি অসক্তঃ বিদ্বানপি তথৈব কুর্য্যাল্লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ॥ ২৫॥

বলদেব।—তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতোঽপি ত্বং লোকহিতায় বেদোক্তং স্বকর্ম্ম প্রকুর্ব্বিত্যা-শয়েনাহ সক্তা ইতি। অজ্ঞা যথা কর্ম্মণি সক্তাঃ ফললিপ্সয়াভিনিবিষ্টাস্তৎ কুর্ব্বন্ত্যেবং বিদ্বানপি কুর্য্যাৎ, কিন্তসক্তঃ ফললিপ্সাশূন্যঃ সন্। স্ফুটমন্যৎ॥ ২৫॥

মধুসূদন।—ননু তবেশ্বরস্য লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্যাপি কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাৎ ন কাপি ক্ষতিঃ, মমতু জীবস্য লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বাণস্য কর্ত্তৃত্বাভিমানেন জ্ঞানাভিভবঃ স্যাদিত্যত আহ সক্তা ইতি। সক্তাঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কর্ম্মণ্যভিনিবিষ্টা অবিদ্বাংসোঽজ্ঞা যথা কুর্ব্বন্তি কর্ম্ম লোকসংগ্রহং কর্ত্তুমিচ্ছুঃ বিদ্বানাত্মবিদপি তথৈব কুর্য্যাৎ, কিন্তু অসক্তঃ সন্ কর্ত্তৃত্বাভিমানং ফলাভিসন্ধিং চাকুর্ব্বন্ ইত্যর্থঃ। ভারতেতি ভরতবংশোদ্ভবত্বেন ভা জ্ঞানং তস্যাং রতত্বেন বা ত্বং যথোক্তশাস্ত্রার্থবোধযোগ্যোঽসীতি দর্শয়তি॥ ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—যদি মাদৃশ এব ত্বং কৃতার্থোঽপি তথাপি পরানুগ্রহার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যাহ সক্তা ইতি। কর্ম্মণি কর্ম্মফলে, কুর্ব্বন্তি কর্ম্মাণীতি শেষঃ। অসক্ত ইতি চ্ছেদঃ॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ প্রতিষ্ঠিতেন জ্ঞানিনাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুপসংহরতি সক্তা ইতি॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন বলিতে পারেন, তুমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্; লোক সংগ্রহের নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিহীনতা হেতু তোমার কোনই ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার ন্যায় জীবের তাদৃশ অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, কর্ত্তৃত্বাভিমানের প্রাবল্য হেতু জ্ঞানের বিনাশ হইবে। এই আশঙ্কার উত্তর যথা; অজ্ঞ জনগণ কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রণোদিত হইয়া ফলাভিসন্ধি সহকারে যে যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, মানব সমাজের কল্যাণ সাধন অভিলাষী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণেরও সেই সেইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদের কর্ম্মানুষ্ঠান কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি বিবর্জ্জিত হৃদয়ে সাধিত হওয়া বিধেয়। "ভারত" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি সুপ্রতিষ্ঠিত ভরত রাজার বংশে

জন্মলাভ করিয়াছ, অথবা তুমি "ভা" অর্থাৎ জ্ঞানে "রত" অর্থাৎ অনুরক্ত, এই জন্যই তুমি যথা বিহিত শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানের যোগ্য পাত্র ॥ ২৫ ॥

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।
योजयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥

অন্বয়।—কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্তানাং) অজ্ঞানাং (অবিবেকানাং) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিবিচালনং) ন জনয়েৎ (উৎপাদয়েৎ) [অপিতু] বিদ্বান্ (বিবেকী) যুক্তঃ (অবহিতঃ) [সন্] সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ (স্বয়মনুতিষ্ঠন্) যোজয়েৎ (অবিদুষাং কর্ম্মণি প্রযোজয়েৎ ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—কর্ম্মাসক্ত অবিবেকিগণের বুদ্ধির অস্থৈর্য্য জন্মাইবে না [বরং] জ্ঞানী-ব্যক্তি অবহিত [হইয়া] সকল কর্ম্ম আচরণ-করিয়া নিয়োজন-করিবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—কর্ম্ম-পরায়ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন জনগণের বুদ্ধির বিপর্য্যয় সঙ্ঘটিত করা অবিধেয়, বরং স্বয়ং, বিহিত বিধানে সর্ব্ব প্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্মে বিনিযুক্ত করাই বিদ্বান্ ব্যক্তির কর্ত্তব্য ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষোর্মমাত্মবিদঃ কর্ত্তব্যমস্ত্যন্যস্য বা লোকসংগ্রহমুক্‌ত্বা ততস্তস্যাত্মবিদেদমুপদিশ্যতে নেতি। বুদ্ধের্ভেদো বুদ্ধেভেদঃ ময়া ইদং কর্ত্তব্যং ভোক্তব্যঞ্চাস্য কর্ম্মণঃ ফলমতি নিশ্চয়রূপায়া বুদ্ধের্ভেদনং চালনং বুদ্ধিভেদস্তম্ন জনয়েন্নোৎপাদয়েদজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যাসক্তানাং আসঙ্গবতাং। কিন্তু কুর্য্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্ম যুক্তোঽভিযুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—বৃত্তমনূদ্যোত্তরশ্লোকমবতারয়তি এবমিতি। কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি শেষঃ। পূর্ব্বার্দ্ধমেবং ব্যাখ্যায় উত্তরার্দ্ধং প্রশ্নপূর্ব্বকং অবতার্য্য ব্যাচষ্টে কিন্ত কুর্য্যাদিতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েত্তেষু প্রীতিং কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। কথং কারয়েদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ তদেবেতি ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—নেতি ॥ অজ্ঞানামাত্মকৃৎস্নবিত্তয়া জ্ঞানযোগোপপাদানাসক্তানাং মুমুক্ষূণাং কর্ম্মসঙ্গিনামনাদিকর্ম্মবাসনয়া কর্ম্মণ্যেব নিরতত্বেন কর্ম্মযোগাধিকারিণাং কর্ম্মযোগাদন্য-

থাত্মাবলোকনমস্তীতি ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ, কিং তর্হি আত্মনি কৃৎস্নবিত্তয়া জ্ঞানযোগেশক্তোঽপি পূর্ব্বোক্তরীত্যা কর্ম্মযোগ এব জ্ঞানযোগনিরপেক্ষ আত্মাবলোকনসাধনমিতি বুদ্ধ্যা যুক্তঃ কর্ম্মৈবাচরন্ সর্ব্বকর্ম্মস্বকৃৎস্নবিদাং প্রীতিং জনয়েৎ ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ ন বুদ্ধিভেদমিতি। তত্ত্বদ্বীতি সমাচরন্ কর্ম্ম ন কর্ত্তব্যমিতি বুদ্ধেরন্যথাভাবং ন জনয়েৎ নোৎপাদয়েৎ, কেষামজ্ঞানিনামবিবেকিনাং কর্ম্মসঙ্গিনামিদং বিশিষ্টফলসাধনমিতি কর্ম্মসঙ্গিনাং কিন্তু কুর্য্যাৎ যোজয়েৎ কারয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি বিদ্বান্ স্বয়ং তদেবাবিদুষাং কর্ম্মাণি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—নন্থ কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদ্বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু যোজয়েৎ সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথং যুক্তোঽবহিতো ভূত্বা স্বয়মাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—কিঞ্চ লোকহিতেচ্ছুর্জ্ঞানী সাবহিতঃ স্যাদিত্যাহ ন বুদ্ধীতি। বিদ্বান্ পরিনিষ্ঠিতোঽপি কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মশ্রদ্ধাজাড্যভাজামজ্ঞানাং বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ। কিং কর্ম্মভিরস্মিব জ্ঞানেনৈব কৃতার্থো ভবেতি কর্ম্মনিষ্ঠাতস্তদ্বুদ্ধিং নাপনয়েদিত্যর্থঃ। কিন্তু স্বয়ং কর্ম্মসু যুক্তঃ সাবধানস্তানি সম্যক্ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরন্ সর্ব্বাণি বিহিতানি কর্ম্মাণি যোজয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। বুদ্ধিভেদে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুদয়াদুভয়বিভ্রষ্টাস্তে স্যুরিতিভাবঃ। "স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতিরোগিণোঽপথ্যং বাঞ্ছতো হি ভিষক্তমঃ" ॥ ইত্যজিতোক্তিস্তু কর্ম্মসঙ্গীতপরতয়া নেয়া ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—নন্থ কর্ম্মানুষ্ঠানেনৈব লোকসংগ্রহঃ ন তু তত্ত্বজ্ঞানোপদেশেন ইতি কো হেতুরত আহ ন বুদ্ধীতি। অজ্ঞানামবিবেকিনাং কর্তৃত্বাভিমানেন ফলাভিসন্ধিনা চ কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মণ্যভিনিবিষ্টানাং যা বুদ্ধিরহমেতৎ কর্ম্ম করিষ্যে এতৎফলঞ্চ ভোক্ষ্যে ইতি তস্যা ভেদং বিচালনং অকর্ত্রাত্মোপদেশেন ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু যুক্তোঽবহিতঃ সন্ বিদ্বান্ লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুঃ অবিদ্বদধিকারিকাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সমাচরন্ তেষাং শ্রদ্ধামুৎপাদ্য যোজয়েৎ প্রীত্যা সেবয়েৎ, অনধিকারিণামুপদেশেন বুদ্ধিবিচালনে "কৃতে কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেরুভয়ভ্রষ্টত্বং স্যাৎ। তথাচোক্তং "অজ্ঞস্যার্দ্ধপ্রবুদ্ধস্য সর্ব্বং ব্রহ্মেতি যো বদেৎ। মহানিরয়জালেষু স তেন বিনিয়োজিতঃ ॥" ইতি ॥ ২৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন বুদ্ধীতি। বিদ্বান্ অজ্ঞানাং কর্ম্মস্বাসক্তানাং বুদ্ধিভেদং বুদ্ধেশ্চালনং ন জনয়েৎ নোৎপাদয়েৎ, কিন্তু তান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি যোজয়েৎ সেবয়েৎ। কথম্? যুক্ত আদৃতো ভূত্বা সমাচরন্ ॥ ২৬ ॥

বিশ্বনাথ।—অহং কর্ম্মজড়িমা স্বং কর্ম্মসংন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানাভ্যাসেনাহমিব কৃতার্থী-

ভবেতি বুদ্ধিভেদং ন জনয়েৎ কর্ম্মসঙ্গিনামশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন কর্ম্মস্বেবাসক্তিমতাম্। কিন্তু স্বং কৃতার্থীভবিষ্যন্ নিষ্কামকর্ম্মৈব কুর্ব্বিতি কর্ম্মাণ্যেব যোজয়েৎ কারয়েৎ। অত্র কর্ম্মাণি সমাচরন্ স্বয়মেব দৃষ্টান্তীভবেৎ। নমু "স্বয়ং নিশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি। ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপি ভিষক্তমঃ॥" ইত্যজিতবাক্যেনৈতদ্বিরুধ্যতে, সত্যং। তৎখলু ভক্ত্যুপদেষ্টৃকবিষয়ং, ইদন্তু জ্ঞানোপদেষ্টৃকবিষয়মিত্যবিরোধঃ। জ্ঞানস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যধীনত্বাৎ তচ্ছুদ্ধেস্তু নিষ্কামকর্ম্মাধীনত্বাৎ, ভক্তেস্তু স্বতঃপ্রাবল্যাদন্তঃকরণশুদ্ধিপর্য্যন্তানপেক্ষত্বাৎ। যদি ভক্তৌ শ্রদ্ধামুৎপাদয়িতুং শক্নুয়াৎ তদা কর্ম্মিণাং বুদ্ধিভেদমপি জনয়েৎ, ভক্তৌ শ্রদ্ধাবতাং কর্ম্মানধিকারাৎ। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥" ইতি। "ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ।" ইতি। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি। "ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্বোঽথ পতেৎ ততো যদি" ইত্যাদি বচনেভ্য ইতি বিবেচনীয়ম্॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—লোক-সংহার্থ কেবল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে কেন? তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ দ্বারাও তো সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবিবেকীগণ ফলাভিসন্ধি ও কর্তৃত্বাভিমান সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়; তাহারা জানে, আমারই ইহা কর্ত্তব্য,আমি ইহা করিব,এই কর্ম্মের ফল আমারই ভোক্তব্য ইত্যাদি। শাস্ত্রীয় উপদেশাদিদ্বারা তাহাদের এইরূপ ধ্রুব বিশ্বাস মূলক বুদ্ধির ভেদ অর্থাৎ বিচালন বা বিরোধ সংঘটিত করা, লোক হিতকাম জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। কর্ম্মাধিকারীগণের অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম সমূহের, স্বয়ং বিহিত বিধানে ও আগ্রহান্বিত প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে অনুষ্ঠান পূর্ব্বক, তদ্বিষয়ে অজ্ঞান জনগণের শ্রদ্ধা সমুৎপাদন করিয়া, তাহাদিগকে কর্ম্ম সেবায় অভিনিবিষ্ট ও অনুরক্ত করিবে। তত্ত্বজ্ঞান ও উপদেশ দ্বারা অনধিকারী অজ্ঞান ব্যক্তির বুদ্ধি বিচালিত করিলে তাহার উভয়ই ভ্রষ্ট হয়। কারণ কর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা বিনিবৃত্ত হওয়ায়,সে কর্ম্ম সাধনে বঞ্চিত হয় এবং জ্ঞানের অনুৎপত্তি হেতু জ্ঞানমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। এই জন্যই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "যে ব্যক্তি অজ্ঞ এবং অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ মোহরূপ নিদ্রায় সমাচ্ছন্ন-প্রায় মানবকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করে যে, পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থই ব্রহ্ম, সে তাহাকে ঘোর নরকে নিমজ্জিত করে।" ॥ ২৬॥

—(॰)—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—প্রকৃতেঃ (সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকায়াঃ মায়ায়াঃ) গুণৈঃ (কার্য্যকারণরূপৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ) ক্রিয়মাণানি (সেব্যমানানি) কর্ম্মাণি (লৌকিকানি বৈদিকানি) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারেণ) অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (আত্মাভিমানী) অহং কর্ত্তা (অহমেব করোমি) ইতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—মায়ার বিকাররূপ-ইন্দ্রিয়-দ্বারা সম্পাদিত কর্ম্ম-সকল সর্ব্বতোভাবে আত্মাভিমানী আমি করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—মানবের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহ প্রকৃতি নাম্নী ঐশ্বরিক শক্তি প্রসূত ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু অহঙ্কারে কলুষিত-হৃদয় মানবগণ আপনাকে সেই কর্ম্ম সমূহের সম্পাদক বলিয়া জ্ঞান করে ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অবিদ্বান্ অজ্ঞঃ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইত্যাহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ প্রকৃতিঃ প্রধানং সত্ত্বরজস্তমসাং গুণানাং সাম্যাবস্থা, তস্যাঃ প্রকৃতেগু´ণৈর্ব্বিকারৈঃ কার্য্যকারণ-রূপৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কার্য্যকরণসংঘাতাত্মপ্রত্যয়োঽহঙ্কারস্তেন বিবিধং নানাবিধং মূঢ়ঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং কার্য্যকরণধর্ম্মা কার্য্যকরণাভিমাত্মবিদ্যয়া কর্ম্মাণ্যাত্মনি মন্যমানস্তত্তৎ কর্ম্মণামহং কর্ত্তেতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—অজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনামিত্যুক্তং তেনোত্তরশ্লোকস্য সঙ্গতিমাহ অবিদ্বানিতি। কর্তৃত্বমাত্মনো বাস্তবমিত্যভ্যুপগমাদ্বিদ্বান্ কথং কুর্ব্বন্নেব তস্যাভাবং পশ্যতী-ত্যাশঙ্কাহ প্রকৃতেরিতি। কর্ম্মস্বভিক্তুষঃ শক্তিপ্রকারং প্রকটয়ন্ ব্যাকরোতি প্রকৃতেরিত্যাদিনা। প্রধানশব্দেন মায়াশক্তিরুচ্যতে, অবিদ্যয়েতুভয়তঃ সম্বধ্যতে ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—অথ কর্ম্মযোগমনুতিষ্ঠতো বিদুষোঽবিদুষশ্চ বিশেষং দর্শয়ন্ কর্ম্মযোগা-পেক্ষিতমাত্মনোঽকর্তৃত্বানুসন্ধানপ্রকারমুপদিশতি প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেগু´ণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ, স্বানুরূপক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মাঽহং কর্ত্তেতি মন্যতে। অহঙ্কারেণ বিমূঢ় আত্মা যস্যাসৌ অহঙ্কারোনামাহমর্থে প্রকৃত্যাবহমিত্যভিমানস্তেনাজ্ঞাতাত্মস্বরূপো গুণকর্ম্মস্বহং কর্ত্তেতি মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হনুমান্।—প্রকৃতেরিতি। লৌকিকানি শাস্ত্রীয়াণি চ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারাণি, অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমেবাং কর্ম্মণামিতি কর্ত্তব্যমিতি মন্যতে ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—নমু বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যো-ভয়োর্বিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুর্ণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। তত্র হেতুঃ অহমিতি। অহং-কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—কর্ম্মিত্বসাম্যেঽপি বিজ্ঞাজ্ঞয়োর্বিশেষমাহ প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাং। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা জনোঽহং কর্ম্মাণি কর্ত্তেতি মন্যতে। (ন লোকাব্যয়নিষ্ঠেতি সূত্রাৎ ষষ্ঠীনিষেধঃ।°) কর্ম্মানি লৌকিকানি বৈদিকানি চ, তানি কীদৃশানীত্যাহ, প্রকৃতেরীশমায়ায়া গুণৈস্তৎকার্য্যৈঃ শরীরেন্দ্রিয়প্রাণৈরীশ্বরপ্রবর্ত্তিতৈঃ ক্রিয়মাণানীতি। ইদমত্র বেদিতব্যম্, উপক্রমবিনির্ণয়াৎ সংবিদ্বিবপুর্জীবাত্মাস্মদর্থঃ কর্ত্তা চানাদিকালবিষয়ভোগবাসনাক্রান্তস্তদ্ভোগার্থিকাং স্বসন্নিহিতাং প্রকৃতিমাশ্লিষ্টস্তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ বিমূঢ়াত্মা তাদৃশস্ববিজ্ঞানশূন্যঃ শরীরাদ্যহংভাববান্ প্রাকৃতৈঃ শরীরাদিভিরীশেন চ সিদ্ধানি কর্ম্মাণি ময়ৈবৈকেন কৃতানীতি মন্যতে। কর্ত্তুরাত্মনো যৎ কর্ত্তৃত্বং তৎ কিল দেহাদিভিস্ত্রিভিঃ পরমাত্মনা চ সর্ব্বপ্রবর্ত্তকেন চ সিধ্যতি ন ত্বেকেন জীবেনৈব। তচ্চ ময়ৈব সিধ্যতীতি জীবো যন্মন্যতে তদহঙ্কারবিমৌঢ্যাদেব। অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তেত্যাদিকাচ্চর-মাধ্যায়বাক্যত্রয়াৎ। কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যত ইত্যত্র শরীরেন্দ্রিয়াদিকর্ত্তৃত্বং প্রকৃতে-রিতি যদ্বর্ণয়িষ্যতে, তত্রাপি কেবলায়াস্তস্যাস্তন্ন শক্যং মন্তুম্। পুরুষসংসর্গেণৈব তৎপ্রবৃত্তে-রঙ্গীকারাৎ। ততশ্চ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বমবর্জ্জনীয়মিতি ব্যাখ্যাস্যতে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—বিদ্বদবিদুষোঃ কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেঽপি কর্ত্তৃত্বাভিমানতদভাবাভ্যাং বিশেষং দর্শয়ন্ "সক্তাঃ কর্ম্মণি" ইতি শ্লোকার্থং বিবৃণোতি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতির্মায়া সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী মিথ্যাজ্ঞানাত্মিকা পারমেশ্বরী শক্তিঃ,"মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ,তস্যাঃ প্রকৃতেগুর্ণৈর্ব্বিকারৈ কার্য্যকারণরূপৈঃ ক্রিয়মাণানি লৌকিকানি বৈদিকানি চ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ অহঙ্কারেণ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মপ্রত্যয়েন বিমূঢ়ঃ স্বরূপবিবেকাস-মর্থঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা অনাত্মন্যাত্মাভিমানি তানি কর্ম্মাণি কর্ত্তাহমিতি করোম্যহমিতি মন্যতে কর্ত্তৃধ্যাসেন (কর্ত্তাহমিতি তৃন্ প্রত্যয়ঃ। তেন ন লোকাব্যয়নিষ্ঠা-খলর্থতৃণামিতি ষষ্ঠীপ্রতিষেধঃ) ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—অবিদ্বান্ কথং কর্ম্মসু সজ্জত ইত্যত আহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ পারমেশ্বর্য্যাঃ সত্ত্বরজস্তমগুণাত্মিকায়াঃ, "দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধায়াঃ শক্তেঃ গুণৈঃ কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাত্মকৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্ম্মাণি অহঙ্কারেণ স্বস্মিন্নধ্যস্তেন বিমূঢ়ঃ ভ্রান্তঃ কর্ত্তৃত্বাদীনাত্মধর্ম্মত্বেন পশ্যন্ আত্মনশ্চ অসঙ্গানন্দসংবিদ্রূপতামপশ্যন্ আত্মা (অহঙ্কারেণ বিমূঢ়শ্চাসৌ আত্মেতি বিগ্রহঃ) অহং কর্ম্মাণি কর্ম্মণাং কর্ত্তেতি মন্যতে, কর্ত্রধ্যাসেন (কর্ত্তাহ-

মিতি তৃন্ প্রত্যয়ঃ, তেন ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃণামিতি ষষ্ঠীনিষেধঃ, অন্যথা তৃচ্ প্রত্যয়ে কর্ম্মণাং কর্ত্তাহমিতি ষষ্ঠ্যা ভাব্যম্) ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্থ "যদি বিদ্বানপি কর্ম্মকুর্য্যাৎ তর্হি বিদ্বদবিদুষোঃ কো বিশেষঃ? ইত্যাশঙ্ক্য তয়োবিশেষং দর্শয়তি প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতেগুণৈর্গুণকার্য্যৈরিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মানি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি অবিদ্বান্ মন্যতে ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—অজ্ঞগণ কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত হয় কেন? ইহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। হে অর্জ্জুন! অজ্ঞ ও বিদ্বানের কর্ম্মানুষ্ঠানে তুল্যতা দৃষ্ট হইলেও, তাহাদের পরস্পর কি ভেদ, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি (২০১ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সেই গুণময়ী পারমেশ্বরী শক্তিরূপা প্রকৃতির গুণ দ্বারা (ইন্দ্রিয় দ্বারা) লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়া সকল সমুৎপন্ন হইতেছে। অজ্ঞপুরুষ অহঙ্কারে বিমূঢ় হইয়া অর্থাৎ প্রকৃতি-গুণ-সঞ্জাত ক্রিয়া কলাপে আত্মকর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়া এবং স্বীয় শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাবের বিষয় বিস্মৃত হইয়া, উক্ত প্রাকৃতিক গুণ সমুৎপন্ন কর্ম্মের আমিই কর্ত্তা এরূপ বিবেচনা করে। অতএব অহঙ্কারে অভিভূত আত্ম-বিস্মৃত অজ্ঞ পুরুষ কি লৌকিক কি বৈদিক যাবতীয় কর্ম্মেই অতিশয় আসক্ত হয়। অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে তাহাদের হৃদয়-দৌর্ব্বল্য ও নানারূপ আশঙ্কা উপস্থিত হয়। অতএব তাহারা কর্ম্মকে সর্ব্বাঙ্গীনরূপে সুসম্পন্ন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা যত্ন করে ॥ ২৭ ॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—তু (কিন্তু) মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ (গুণেভ্য আত্মনঃ পার্থক্যং কর্ম্মেভ্য আত্মনঃ পার্থক্যং তয়োঃ) তত্ত্ববিৎ (পরিজ্ঞাতা) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়াণি) গুণেষু (বিষয়েষু) বর্ত্তন্তে (নাহং) ইতি মত্বা (জ্ঞাত্বা) ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং করোতি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু দীর্ঘভুজ গুণ-ও-কর্ম্ম-বিভাগের নির্ণয়ক্ষম-

ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-সমূহ বিষয়ে রহিয়াছে ইহা জানিয়া কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না॥ ২৮॥

ব্যাখ্যা।—হে ভুজবলশালিন্ সখে! যাঁহারা গুণ ও কর্ম্মের স্বাতন্ত্র্য বিনির্ণয়ে সক্ষম তাঁহারা ইন্দ্রিয়সমূহকেই বিষয়ে বিচরণশীল এবং আত্মাকে বিষয় ব্যাপারে নিঃসঙ্গ জানিয়া কোন কর্ম্মেই কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না॥ ২৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং (যঃ) পুনর্মন্যতে বিদ্বান্ তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো! কস্য তত্ত্ববিৎ গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিত্যর্থঃ। গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়াত্মকেষু বর্ত্তন্তে নাত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং ন করোতি॥ ২৮॥

আনন্দগিরি।—অজ্ঞস্য কর্ম্মসু সক্তিমুক্ত্বা বিদুষস্তদভাবমভিদধাতি কিং (যঃ) পুনরিতি। তত্ত্বং যাথাত্ম্যং বেত্তীতি ব্যুৎপত্ত্যা তত্ত্ববিদিতি। তুশব্দেনাজ্ঞাদ্বিশিষ্টো নির্দ্দিষ্টঃ। প্রশ্নপূর্ব্বকং দ্বিতীয়পাদমবতার্য্য ব্যাচষ্টে কস্যেত্যাদিনা। গুণানামেব গুণেষু বর্ত্তমানত্বমযুক্তং নির্গুণত্বাত্তেষামিত্যাশঙ্ক্য বিভজতে গুণা ইতি। কার্য্যকারণানামেব বিষয়েষু প্রবৃত্তিরাত্মনস্তু কূটস্থত্বান্নৈবমিতি জ্ঞাত্বা তত্ত্ববিৎ কর্ম্মসু দৃঢ়তরং কর্ত্তব্যাভিমানং ন করোতীত্যর্থঃ॥ ২৮॥

রামানুজ।—গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ সত্ত্বাদিগুণবিভাগে তত্তৎকর্ম্মবিভাগে চ তত্ত্ববিৎ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ স্বগুণেষু স্বেষু কার্য্যেষু চ বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা গুণকর্ম্মস্বহং কর্ত্তেতি ন সজ্জতে॥ ২৮॥

হনুমান্।—তত্ত্ববিত্ত্বিতি। তত্ত্ববিদকর্ত্তা স্বরূপবিদ্ গুণাঃ সত্ত্বাদয়ঃ গুণানাং কর্ত্তৃভূতানাং কর্ম্মণাঞ্চ কার্য্যভূতানাং বিভাগয়োঃ সতোঃ গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি, গুণেষু তৎকার্য্যেষু গমনাগমনাদিকর্ম্মসু কর্ত্তৃত্বেন বর্ত্তত ইতি সুমন্যমানঃ ন সজ্জতে নাহং কর্ত্তেতি মন্যত ইত্যর্থঃ॥ ২৮॥

শ্রীধর।—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্যঃ আত্মনো বিভাগঃ, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো বিভাগঃ, তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োর্যস্তত্ত্বং বেত্তি সতু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ গুণাইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে নাহমিতি মত্বা॥ ২৮॥

বলদেব।—বিজ্ঞস্তু ন তথেত্যাহ তত্ত্ববিত্ত্বিতি। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিৎ গুণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ কর্ম্মভ্যশ্চ তৎকৃতেভ্যো যঃ যস্য বিভাগো ভেদস্তস্য তত্ত্বং স্বরূপং তত্তদ্বৈধর্ম্ম্যপর্য্যালোচনয়া যো নাহং গুণকর্ম্মবপুরিতি বেত্তীত্যর্থঃ। স হি গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু শব্দাদিষু বিষয়েষু তত্তদ্দেবতাপ্রেরিতানি প্রবর্ত্তন্তে তান্ প্রকাশয়ন্তি। অহংত্বসঙ্গবিজ্ঞানানন্দত্বাৎ তদ্ভিন্নো ন তেষু তাদ্রূপ্যেণ বর্ত্তে, ন চ তান্ প্রকাশয়ামীতি মত্বা তেষু ন সজ্জতে, কিন্ত্বাত্মন্যেব সজ্জতে। অত্রাপি মত্বেত্যনেন কর্ত্তৃত্বং জীবস্যোক্তং বোধ্যম্॥ ২৮॥

মধুসূদন।—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যতে ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। তত্ত্বং যাথাত্ম্যং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ, তুশব্দেন তস্মাজ্ঞাদ বৈশিষ্ট্যমাহ। কস্য তত্ত্বমিত্যত আহ, গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ, গুণা দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি, অহঙ্কারাস্পদানি কর্ম্মাণি চ তেষাং ব্যাপারভূতানি মমকারাস্পদানি ইতি (গুণকর্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ, বিভজ্যতে সর্ব্বেষাং জড়ানাং বিকারিণাং ভাসকত্বেন পৃথগ্ ভবতীতি বিভাগঃ, স্বপ্রকাশ জ্ঞানরূপোঽসঙ্গ আত্মা গুণকর্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ) তয়োর্গুণ-কর্ম্মবিভাগয়োর্ভাস্যভাসকয়োর্জ্জড়চৈতন্যয়োর্ব্বিকারিনির্ব্বিকারয়োস্তত্ত্বং যাথাত্ম্যং যো বেত্তি সঃ, গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে বিকারিত্বাৎ, ন তু নির্ব্বিকার আত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে সক্তিং কর্তৃত্বাভিনিবেশমতত্ত্ববিদিব ন করোতি। হে মহাবাহো! ইতি সম্বোধয়ন্ সামুদ্রিকোক্তসৎপুরুষলক্ষণযোগিত্বান্ন পৃথগ্জনসাধারণ্যেন ত্বমবিবেকী ভবিতুমর্হসীতি সূচয়তি। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতি, বা অস্মিন্ পক্ষে গুণকর্ম্মণোরিত্যেতাবতৈব নির্ব্বাহে বিভাগপদস্য প্রয়োজনং চিন্ত্যম্॥ ২৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সক্তস্য কর্ম্মাচরণং প্রদর্শ্যাসক্তস্য তত্ত্বদর্শয়তি তত্ত্ববিদিতি। গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতি ভাষ্যম্। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগঃ, নাহং কর্ম্মাত্মক ইতি কর্ম্মভ্যশ্চাত্মনো বিভাগঃ, তয়োর্গুণকর্ম্মবিভাগয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি শ্রীধরঃ। মধুসূদনস্তু গুণাঃ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানি অহঙ্কারাস্পদানি, কর্ম্মাণি তু তেষাং ব্যাপারভূতানি মমকারাস্পদানি, (গুণকর্ম্মেতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ,) বিভজ্যতে, সর্ব্বেষাং জড়ানাং ভাসকত্বেন পৃথগ্ভবতীতি বিভাগঃ স্বপ্রকাশজ্ঞানরূপঃ অসঙ্গ আত্মা, (গুণঃ কর্ম্ম চ বিভাগশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ) তয়োর্জ্জড়াজড়য়োস্তত্ত্বং যো বেত্তি সঃ, গুণাঃ করণাত্মকাঃ গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে কর্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতীত্যর্থঃ। গুণবিভাগস্য কর্ম্মবিভাগস্য চ তত্ত্ববিদিতি পক্ষে গুণকর্ম্মণোরিত্যেবসিদ্ধে বিভাগপদং ব্যর্থমিতি। যদ্বা, যস্তত্ত্ববিৎ সঃ "গুণাঃ গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইতি মত্বা গুণবিভাগে কর্ম্মবিভাগে চ ন সজ্জত ইতি যোজনা। গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং বিভাগঃ বুদ্ধ্যহঙ্কারজ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়রূপেণ বিভজ্যাবস্থানং, তস্মিন ন সজ্জতে ইদমহমিতি ন মন্যতে। তথাহি, শরীরে গৌরোঽহং গৌরোঽস্মি, হস্তাভ্যামাত্তে ময়েদমাত্তমিতি, চক্ষুষা দৃষ্টে ময়েদং দৃষ্টমিতি, অহঙ্কারেণাভিমতে মমেদমিত্যভিমন্যতে, বুদ্ধৌ বিক্রিয়মাণায়ামহং সুখীতি চ সর্ব্বেষু বুদ্ধ্যাদিষু বিভজ্য গৃহ্যমাণেষ্বপি প্রত্যেকং প্রত্যক্তমধ্যস্যাহমিদমিতি মমেদং কর্ম্মেতি চ মন্যতে। এতেনকর্ম্মবিভাগোঽপ্যাবশ্যকত্বেন ব্যাখ্যাতঃ, অন্যথা চিদাত্মন্যেব আদানাদিকর্তৃত্বং দুঃখাদি মত্বঞ্চাপততি। অয়ঞ্চ কর্ম্মবিভাগঃ শ্রুত্যাপি দর্শিতঃ,"অন্ধো মণিমবিন্দৎ তমনঙ্গুলিরাবয়ৎ, অগ্রীবঃ প্রত্যমুঞ্চৎ তমজিহ্বোঽভ্যসচ্চ" ইতি, অন্ধঃ, স্বয়ং প্রকাশহীনোঽপি চক্ষুরাদির্ম্মণিং রূপাদিকং বিষয়ং অবিন্দৎ প্রকাশয়তি, অনঙ্গুলিঃ কাষ্ঠলোষ্ট্রাদিবৎ জড়ত্বাৎ স্বয়ং কর্ম্মকর্ত্তুম শক্তোঽপি পাণ্যাদিঃ আবয়ৎ আসীব্যৎ বিষয়ং উপাদত্তে, অগ্রীবঃ ছিন্নশিরস্কন্ধবন্নির্জীবোঽহঙ্কারস্তং প্রত্যমুঞ্চৎ গ্রীবায়াং ধারয়তি ময়েদং লব্ধমিতি মন্যতে, অজিহ্বো ধীধাতুঃ জড়ত্বাৎ স্বগতসুখ-দুঃখয়োঃ পট ইব স্বগতরূপাদেঃ প্রকাশনে অসমর্থোঽপি অগ্রসৎ অদ্য়ৎ সুখদুঃখীতি চাস্বাদয়তি।

তথা চ আত্মানাত্মনোর্যাথাত্ম্যজ্ঞঃ ব্যাবৃত্তেষহঙ্কারাদিষু তৎকর্ম্মসু চাভিমানাদিষু কুসুমেষু সূত্রমিবানুবর্ত্তমানং আত্মানং তেভ্যঃ পৃথক্‌ভূতং জানন গুণাঃ ধীচক্ষুরাদয়ঃ গুণেষু দুঃখরূপাদিষু বর্ত্তন্তে, ন ত্বাত্মেতি মত্বা ন সজ্জতে, অহমেব হস্তাদিসঙ্ঘাতরূপো মমৈবেদমাদানাদিকং কর্ম্মেতি ন সক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্ত্ববিত্ত্বিতি। গুণকর্ম্মণোর্যৌ বিভাগৌ তয়োস্তত্ত্বং বেত্তীতি সঃ। তত্র গুণবিভাগঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি কর্ম্মবিভাগঃ সত্ত্বাদিকার্য্যভেদা দেবতেন্দ্রিয়বিষয়াঃ, তয়োস্তত্ত্বং স্বরূপং তজ্জ্ঞস্তু গুণাঃ দেবতাপ্রযোজ্যানীন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি গুণেষু রূপাদিষু বিষয়েষু বর্ত্তন্তে। অহন্তু ন গুণঃ নাপি গুণকার্য্যঃ কোঽপি নাপি, গুণেষু গুণকার্য্যেষু তেষু কোঽপি ন মে সম্বন্ধঃ ইতি মত্বা বিদ্বাংস্তু ন সজ্জতে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—বিবেকী ব্যক্তিগণ আপনাকে কোন কার্য্যেরই কর্ত্তা মনে করেন না। দেহ ইন্দ্রিয় অন্তঃকরণাদি অহঙ্কারের আস্পদ স্বরূপ গুণ সমূহ এবং সেই ইন্দ্রিয় সমূহের ব্যাপার ভূত কর্ম্ম সমূহ যিনি যথার্থরূপ পর্য্যবেক্ষণ ও বিনির্ণয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন, সেই তত্ত্ববিৎ মহাপুরুষ বুঝিয়াছেন যে. আত্মা স্বপ্রকাশ, জ্ঞানরূপ এবং অসঙ্গ। জড় ও চৈতন্যের পরস্পর ভাস্য-ভাসক সম্বন্ধ। জড় বিকারী অর্থাৎ পরিণাম-ধর্ম্মশীল এবং চৈতন্য স্বরূপ আত্মা নির্ব্বিকার, অর্থাৎ নিত্য ও অবিনাশী। প্রকৃতির বিকার স্বরূপ ইন্দ্রিয় দ্বারা কার্য্য কারণরূপ রূপ রসাদির পরিজ্ঞান হয়। কিন্তু নির্ব্বিকার আত্মা সেই বিষয় ব্যাপার হইতে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন ভাবে অবস্থান করেন। যাঁহারা এইরূপ জ্ঞান-সম্পন্ন তাঁহারা আপনাকে কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা জ্ঞান করেন না। মূলে অজ্ঞ ও বিজ্ঞের পার্থক্য প্রদর্শনার্থ "তু" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "মহাবাহো" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, সামুদ্রিক * শাস্ত্রে সৎপুরুষের যে যে লক্ষণ

---

* সামুদ্রিকশাস্ত্রে স্ত্রী ও পুরুষের শারীরিক চিহ্নাদির বিচার নির্ণীত আছে। নিম্নে পুরুষ ও স্ত্রীজাতির লক্ষণবিচার উদ্ধৃত হইল। পঞ্চদীর্ঘং চতুর্হ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতম্। সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশস্যতে ॥ বাহুনেত্রদ্বয়ং কুক্ষী দ্বৌ তু নাসা তথৈব চ। স্তনয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চদীর্ঘং প্রশস্যতে ॥ গ্রীবাথ কর্ণৌ পৃষ্ঠঞ্চ হ্রস্বে জঙ্ঘে সুপূজিতে। চত্বারি যস্য হ্রস্বানি পূজাং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥ সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্ব্বাণি দন্তকেশনখত্বচঃ। পঞ্চসূক্ষ্মাণি যেষাং হি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ॥ নাসা নেত্রঞ্চ দন্তাশ্চ ললাটঞ্চ শিরস্তথা। হৃদয়ঞ্চৈব বিজ্ঞেয়মুন্নতং ষট্ প্রশস্যতে ॥ পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তর নখানি চ। তালুকোঽধরজিহ্বা চ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে ॥ স্বরো বুদ্ধিশ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীরমুদাহৃতং। উরঃশিরো ললাটঞ্চ ত্রিবিস্তীর্ণং প্রশস্যতে ॥ কটির্বিশালো বহুপুত্রভাগী বিশালহস্তো নরপুঙ্গবঃ স্যাৎ। উরো বিশালং ধনধান্যভাগী শিরো বিশালং নরপুঙ্গবঃ স্যাৎ ॥ ন ভ্রাজতি মরুদঙ্গং নার্থঃ কনকপিঙ্গলম্। দীর্ঘবাহুং ন চৈশ্বর্য্যং

নির্দ্দিষ্ট আছে, অর্জ্জুনের শরীরে তাহা বিদ্যমান থাকায়, সাধারণ মানবের স্থায় অবিবেকী হওয়া তাঁহার পক্ষে কখনই উচিত নহে; অথবা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তাঁহার স্থায় লক্ষণাক্রান্ত পুরুষ অবশ্যই গুণ বিভাগ ও কর্ম্ম বিভাগের তত্ত্ববেত্তা। আমি গুণাত্মক নহি, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই গুণ হইতে আত্মার বিভাগ এবং কর্ম্ম সকল আমার নহে, এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি কর্ম্ম হইতে আত্মার বিভাগ। হে অর্জ্জুন! তুমি এইরূপ বিভাগবিৎ হইয়া আত্মার নিষ্ক্রিয়ত্ব উপলব্ধি কর এবং সকল বিষয়েই আসক্তিশূন্য হও ॥ ২৮ ॥

— — ০:*:০ ——

প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্নবিচালয়েৎ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—প্রকৃতে গুণ-সংমূঢ়াঃ (সত্বাদিভিঃ আচ্ছন্নচিত্তাঃ) [যে জনাঃ] গুণ কর্ম্মসু (ইন্দ্রিয়াদিষু তৎকর্ম্মসু চ) সজ্জন্তে (আসক্তাঃ ভবন্তি) কৃৎস্নবিৎ (পূর্ণাত্মজ্ঞঃ) তান্ অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞান্) মন্দান্ (মন্দমতীন্) ন বিচালয়েৎ (চালনং বুদ্ধিভেদং কুর্যাৎ) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—মাহার সত্ত্বাদিগুণাচ্ছন্নচিত্ত [যে লোকেরা] ইন্দ্রিয় তৎকার্য্যে আসক্ত-হয় বিবেকী-ব্যক্তি সেই অজ্ঞ মন্দমতিদিগকে বিচালিত করিবেন না ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণ প্রভাবে বিমোহিত হইয়া যাহারা ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের কার্য্য সমূহে আসক্ত হয়, সেই অজ্ঞান ও হীনবুদ্ধি মানবগণের বুদ্ধির বিপর্য্যয় সঙ্ঘটন করা কখনই সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তির বিধেয় নহে ॥ ২৯ ॥

ন মাংসোপচিতাংসকম্ ॥ কদাচিন্দোত্তরো মূর্খঃ কদাচিৎ লোমশঃ সুখী। কদাচিৎ তুন্দিলো দুঃখী কদাচিৎ চঞ্চলা সতী ॥ নেত্রস্নেহেন সৌভাগ্যং দন্তস্নেহেন ভোজনম্। হস্তস্নেহেন ঐশ্বর্য্যং পাদস্নেহেন বাহনং ॥ অকর্ম্মকঠিনৌ হস্তৌ পাদাবধ্বনি কোমলৌ। যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ তস্য রাজ্যং বিনির্দ্দিশেৎ ॥ দীর্ঘলিঙ্গেন দারিদ্র্যং, স্থূললিঙ্গেন নির্ধনঃ। কৃশলিঙ্গেন সৌভাগ্যং হ্রস্বলিঙ্গেন ভূপতিঃ ॥ রেখাভির্বহুভিদুর্খং স্বল্প ভির্ধনহীনতা। রক্তাভিঃ প্রিয়মাপ্নোতি কৃষ্ণাভিঃ প্রেষ্যতাং ব্রজেৎ ॥ অঙ্গুষ্ঠোদর মধ্যেতু যবোযস্য বিরাজিতঃ। উত্তমং ভোজনং তস্য শশ্বৎ জীবতি মানবঃ ॥ অঙ্কুশং কুলিশং ছত্রং যস্য পাণিতলে

শঙ্করাচার্য্য।—প্রকৃতেরিতি। যে পুনঃ প্রকৃতেগুণৈঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ সংমোহিতাঃ সন্তঃ সজ্জন্তে গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি, তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোঽকৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনো মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান কৃৎস্নবিদাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনং, তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—বিদ্বানবিদ্বানিত্যুভাবপি প্রকৃত্য বিদ্বান্ নাবিদুষো বুদ্ধিভেদং কুর্য্যাদিত্যুপসংহরতি যে পুনরিতি। প্রকৃতেরুক্তায়াঃ গুণৈর্দেহাদিভির্ব্বিকারৈঃ সংমূঢ়াস্তানেবাত্মত্বেন মন্যমানা যে তে গুণানাং তেষামেব দেহাদীনাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে সক্তিং দৃঢ়তরামাত্মীয়বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তীত্যাহ প্রকৃতেরিত্যাদিনা। তেষামনাত্মবিদাং স্বয়মাত্মবিদ্বুদ্ধিভেদং নাপাদয়েদিত্যাহ তানিত্যাদিনা ॥ ২৯ ॥

ভবেৎ। তস্যৈশ্বর্য্যং বিনির্দ্দিষ্টং অশীত্যায়ুর্ভবেদ্ধ্রুবম্॥ ধনুর্যস্য ভবেৎ পাণৌ পঙ্কজং বাথ তোরণম্। তস্যৈশ্বর্য্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ অশীত্যায়ুর্ভবেৎ ধ্রুবম্॥ কনিষ্ঠাতর্জ্জনীং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা। বিংশত্যব্দাধিকশতং নরো জীবত্যনাময়ঃ॥ কনিষ্ঠা মধ্যমাং যাবদ্রেখা ভবতি চাক্ষতা। শতাব্দং বাথ বাশীতিং নরো জীবেন্ন সংশয়ঃ॥ কনিষ্ঠানামিকায়াঞ্চেৎ রেখা ভবতি চাক্ষতা। ষষ্টিং পঞ্চাশদব্দং বা নরা জীবন্ত্যসংশয়ম্। রেখয়া ভিদ্যতে রেখা স্বল্পায়ুশ্চ ভবেন্নরঃ। কনিষ্ঠাধঃ স্থিতা রেখাঃ সন্ত্যা যাবতিকাঃ স্মৃতাঃ। তাবতী পুরুষাণাস্তু নারী ভবতি নিশ্চিতম্॥ করমধ্যগতারেখা ধ্রুবাউর্দ্ধং ভবেদ্ যদি। নৃপো বা নৃপতুল্যো বা চিরং খ্যাতোঽর্থবান্ ভবেৎ ॥ মৎস্যপুচ্ছপ্রকীর্ণেন বিদ্যাবিত্তসমন্বিতঃ। পিতামহস্য বা কিঞ্চিদ্ধনঞ্চ লভতে ধ্রুবম্॥ মধ্যমায়াং যদি যবা দৃশ্যন্তেঽত্যন্তশোভনাঃ। তদাত্মসঞ্চিতং বিত্তং প্রাপ্নোত্যঙ্গুষ্ঠকে যবে॥ যস্যাথ চক্রমঙ্গুষ্ঠে যব পূর্ণশ্চ দৃশ্যতে। তদা পিতামহাদীনাং মর্জ্জিতং ধনমাপ্নুয়াৎ॥ তর্জ্জন্যামথ চক্রঞ্চ মিত্রদ্বারা ধনং ভবেৎ। তেনৈব বিপরীপস্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ মধ্যমায়াং স্থিতে চক্রে দেবদ্বারা ধনং লভেৎ। তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্। অনামিকায়াং ভবেচ্চক্রং সর্ব্বদ্বারা ভবেদ্ধনম্। তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ কনিষ্ঠায়াং ভবেচ্চক্রং বাণিজ্যেন ধনং ভবেৎ। তেনৈব বিপরীতস্তু ব্যয়ো ভবতি নিশ্চিতম্॥ ললাটে দৃশ্যতে যস্য চক্ররেখা চতুষ্টয়ম্। অশীত্যায়ুঃ সমাপ্নোতি পঞ্চরেখা শতং সমাঃ॥ যস্যোন্নতং ললাটঞ্চ তাম্রবর্ণঞ্চ দৃশ্যতে। রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চস চোন্মত্তো মহীং ভ্রমেৎ॥ যস্য জিহ্বা ভবেদ্দীর্ঘা নাসাগ্রং লেঢ়ি সর্ব্বদা। যোগী ভবতি নির্ব্বাণঃ পৃথ্বীং ভ্রমতি সর্ব্বদা॥ দন্তাশ্চ বিরলা যস্য গণ্ডে কূপোঽপি জায়তে। পরস্ত্রীরমণো নিত্যং পরবিত্তেন বিত্তবান্॥ কর্কশৈঃ কঠিনৈর্লিঙ্গৈঃ প্রমাণান্নির্গতৈঃ সদা। রমন্তে চ সদা দাসীং নির্দ্ধনো ভবতি ধ্রুবম্॥ কৃশলিঙ্গেন স্থূলেন রক্তবর্ণেন ভূপতিঃ। বহুস্ত্রীরমণো নিত্যং নারীণাং বল্লভো ভবেৎ॥ যস্য পাদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণং। অঙ্কুশং কুলিশং বাপি স রাজা ভবতি ধ্রুবম্॥ কৃশাতিলোমশা যে স্যুঃ কেকরাক্ষাঃ কুচেলকাঃ। কাতরং ব্যালজিহ্বাশ্চ তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ॥ কপিলা মলিনাঙ্গাশ্চ হ্রস্বাশ্চৈব বৃহন্নখাঃ। কৃশাতিদীর্ঘা মনুজাস্তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ॥ চিবুকে শ্মশ্রুশূন্যা যে নির্লোমহৃদয়াশ্চ যে। তে ধূর্ত্তা নৈব সন্দেহঃ সমুদ্রবচনং যথা॥ সূচীমুখা ভগ্নপৃষ্ঠাঃ কৃষ্ণদন্তা কুচেলকাঃ। বক্রনাসা বক্রনাসাস্তে নরা দুষ্টমানসাঃ॥ দয়ালবশ্চ দাতারো রূপবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ। পরোপকারিণশ্চৈব তেঽপূর্ব্বমানবাঃ স্মৃতাঃ॥

পুরুষ লক্ষণ পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। অধুনা স্ত্রীজাতির লক্ষণ উদ্ধৃত হইতেছে। যস্যা পাদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতিপাঙ্গনা। ভবেদথণ্ডভোগা চ যা মধ্যাঙ্গুলিসঙ্গতা॥ উন্নতো

রামানুজ।—অকৃৎস্নবিদঃ স্বাত্মদর্শনায়প্রবৃত্তাঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টতয়া প্রকৃতের্গুণৈর্যথাবস্থিতাত্মনি সংমূঢ়াঃ গুণকর্ম্মক্রিয়াস্বেব সজ্জন্তে ন তদ্বিবিক্তাত্মস্বরূপে, অতস্তে জ্ঞানযোগায় ন প্রভবন্তীতি কর্ম্মযোগএব তেষামধিকারঃ। এবম্ভূতাস্তান্ মন্দান্ অকৃৎস্নবিদঃ কৃৎস্নবিৎ স্বয়ং জ্ঞানযোগস্থো ন বিচালয়েৎ, তে কিল মন্দাঃ শ্রেষ্ঠজনাচারানুবর্ত্তিনঃ কর্ম্মযোগাদুত্থিতমেনং দৃষ্টা কর্ম্মযোগাৎ প্রচলিতমনসো ভবেয়ুঃ। অতঃ শ্রেষ্ঠঃ স্বয়মপি কর্ম্মযোগে তিষ্ঠন্নাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানেনাত্মনোঽকর্তৃত্বমনুসন্দধানঃ কর্ম্মযোগ এবাত্মাবলোকনেঽতিনিরপেক্ষমোক্ষসাধনমিতি দর্শয়িত্বা তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ যোজয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

হনুমান্।—প্রকৃতেরেতি। যে পুনঃ প্রকৃতের্গুণৈর্বিমূঢ়ং কর্ত্তার ইতি সম্মূঢ়াঃ সন্তঃ সজ্জন্তে-গুণানাং কর্ম্মসু গুণকর্ম্মসু বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মঃ ফলায়েতি সজ্জন্তে মন্যন্তে তানকৃৎস্নবিদঃ

মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুলভোগদঃ। বক্রোহ্রস্বশ্চ চিবিটঃ সুখসৌভাগ্যভঞ্জকঃ ॥ দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভিরতিনির্দ্ধনা। হ্রস্বাভি স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুঃ ভগ্নাভির্ভগ্নবর্ত্তিনী ॥ চিবিটাভির্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী। পরস্পরং সমারূঢ়া যদাঙ্গুল্যো ভবন্তি হি ॥ হত্বা বহূনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ। স্নিগ্ধা সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ ॥ রাজ্ঞীত্বসূচকং স্ত্রীণাং পাদপৃষ্ঠং সমুন্নতম্। সমপার্ষ্ণী শুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণী সুদুর্ভগা ॥ কুলটোন্নতপার্ষ্ণী স্যাৎ দীর্ঘপার্ষ্ণী চ দুঃখভাক্। রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে ॥ সা রাজপত্নী ভবতি-বিশিরে সুমনোহরে। বৃত্তং পিশিতসংলগ্নং জানুযুগং প্রশস্ততে ॥ নির্ম্মাংসং স্বৈরচারিণ্যা দরিদ্রায়াশ্চ বিশ্লথম্। বিশিরৈঃ করভাকারৈরূরুভির্মসৃণৈর্ঘনৈঃ। সুবৃত্তৈ রোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপবল্লভাঃ ॥ চতুর্ভির্যুরঙ্গলৈঃ শস্তা কটির্বিংশতি সংযুতৈঃ। সমুন্নতনিতম্বাঢ্যা চতুরস্রা মৃগীদৃশাম্ ॥ নিতম্ববিম্বো নারীণামুন্নতো মাংসল পৃথুঃ ॥ মহাভোগায় সংপ্রোক্তস্তদন্যোঽশর্ম্মায় চ ॥ গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখসম্পদে। বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা ॥ উদরে নাভিতুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা। যোষিদ্ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্যমিষ্টান্ন সেবিনী ॥ কুম্ভাকারং দরিদ্রায়া জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ। কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুস্পূরং জায়তে স্ত্রীয়াঃ। নির্লোমহৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ববর্জ্জিতম্। ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয়প্রেমা চ সা ভবেৎ ॥ ঘনৌ বৃত্তৌ দৃঢ়ৌ পীনৌ সমৌ শস্তৌ পয়োধরৌ। স্থূলাগ্রৌ বিরলৌ শুষ্কৌ বামোরূণাং ন শর্ম্মদৌ ॥ দক্ষিণোন্নতবক্ষোজা পুত্রিণিষ্বগ্রণীর্মতা। বামোন্নতকুচা সূতে কন্যাং সৌভাগ্যসুন্দরীং ॥ মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ। সুখদৌ বালাকালে তু পশ্চাদত্যন্তদুঃখদৌ ॥ অম্ভোজমুকুলাকারমঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিসম্মুখম্। হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে ॥ মৃদু মধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্। প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যমল্পরেখং শুভপ্রদম্ ॥ বিধবা বহুরেখেণ বিরেখেণ দরিদ্রিণী। ভিক্ষুকি সুশিরাঢ্যেন নারীকরতলেন বৈ ॥ মৎস্যেন সুভগা নারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজা। পদ্মেন ভূপতেঃ পত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতং। চক্রবর্ত্তিস্ত্রিয়াঃ পাণৌ নন্দাবর্ত্তপ্রদক্ষিণঃ। শঙ্খাতপত্রকমঠা রাজমাতৃত্বসূচকাঃ ॥ কৃষীবলস্য পত্নী স্যাচ্ছকটেন যুগেন বা চামরাঙ্কুশকোদণ্ডৈঃ রাজপত্নী ভবেৎ ধ্রুবম্ ॥ অঙ্গুষ্ঠমূলান্নির্গত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাম্ যদি স্যাৎ পতিহন্ত্রী সা দূরতস্তাং ত্যজেৎ সুধীঃ। ত্রিশূলাসিগদাশক্তিদুন্দুভ্যাকৃতিরেখয়া। নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী করেণ পৃথিবীতলে ॥ পাটলো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখাভূষিতমধ্যভূঃ সীমন্তিনীনামধরো রাজ্ঞাঙ্কৈব প্রিয়ো ভবেৎ ॥ শ্যামঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃ স্যাৎ বৈধব্যকলহপ্রদঃ মসৃণো মস্তকাশিখাশ্চোত্তরোষ্ঠসুভোগদঃ ॥ পীতা শ্যামাশ্চ দশনাঃ স্থূলাদীর্ঘাদ্বিপঙ্ক্তয়ঃ শুক্ত্যাকারাশ্চ বিরলা দুঃখ দৌর্ভাগ্যকারণং ॥ অধস্তাদধিকৈর্দন্তৈর্মাতরং ভক্ষয়েৎ স্ফুটম্

কর্ম্মফলমাত্রদর্শিনঃ মন্দান্ মন্দপ্রজ্ঞান্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্ববিৎ ব্রহ্মবিৎ ন বিচালয়েৎ। বুদ্ধিভেদকরণমেব চালনং তন্ন কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ২৯॥

শ্রীধর।—"ন বুদ্ধিভেদম্" ইত্যুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতেগুর্ণৈঃ শব্দাদিভিঃ সংমূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ॥ ২৯॥

বলদেব।—"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েৎ" ইত্যেতদুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেগুর্ণেন তৎকার্য্যেণাহঙ্কারেণ মূঢ়া ভূতাবেশন্যায়েন দেহাদিকমেবাত্মানং মন্যানা জনাগুণানাং দেহেন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদোঽল্পজ্ঞান্ মন্দানাত্মতত্ত্বগ্রহণালসান্ কৃৎস্নবিৎ পূর্ণাত্মজ্ঞানো ন বিচালয়েৎ গুণকর্ম্মাত্মো বিশুদ্ধচৈতন্যানন্দ-

---

পতিহীনা চ বিকটৈঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ। সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা॥ স্থূলাগ্রা মধ্যনম্রা চ ন প্রশস্তা সমুন্নতা। ললনালোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণতারকে॥ গোক্ষীরবর্ণবিশদে সুস্নিগ্ধে কৃষ্ণপক্ষ্মিণী। উন্নতাক্ষী ন দীর্ঘায়ুঃ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ॥ মেষাক্ষী মহিষাক্ষীচ কেকরাক্ষী ন শোভনা। কামগৃধীলা নিতরাং গোপিঙ্গাক্ষী সুদুর্ম্মদা॥ পারাবতাক্ষী দুঃশীলা রক্তাক্ষী ভর্ত্তৃঘাতিনী। কোটরাননয়না দুষ্টা গজনেত্রা ন শোভনা॥ পুংশ্চলী বামকাণাক্ষী বন্ধ্যা দক্ষিণকাণিকা। মধুপিঙ্গাক্ষী রমণী ধনধান্যসমৃদ্ধিভাক্॥ প্রলম্ববলিকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবম্। রোমশেন শিরালেন প্রাংশুনা রোগিণী মতা॥ স্থূলমূর্দ্ধা চ বিধবা দীর্ঘশীর্ষা চ বন্ধকী। বিশালেনাপি শিরসা ভবেদ্দৌর্ভাগ্যভাজনম্॥ কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুকোমলা। কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতিশোভনাঃ॥ ভ্রুবোরন্তে ললাটে বা মশকো রাজ্যসূচকঃ। বামে কপোলে মশকঃ শোনো মিষ্টান্নদঃ শুভঃ॥ তিলকং লাঞ্ছনং বাপি হৃদি সৌভাগ্যকারণম্। যস্যা দক্ষিণবক্ষোজে ভবেৎ তিলকলাঞ্ছনম্॥ কন্যা চতুষ্টয়ং সূতে সূতে সা চ সুতত্রয়ম্। তিলকং লাঞ্ছনং শোণং যস্যা বামকুচে ভবেৎ॥ একং পুত্রং প্রসূয়াদৌ অন্তে চ বিধবা ভবেৎ। গুহ্যস্য দক্ষিণে ভাগে তিলকং যদি যোষিতঃ॥ তদা ক্ষিতিপতেঃ পত্নী সূতে চ ক্ষিতিপং সুতম্। নাসাগ্রে মশকঃ শোণো মহিষ্যা এব জায়তে॥ কৃষ্ণঃ স এব ভর্ত্তৃঘ্নাঃ পুংশ্চল্যা বা প্রকীর্ত্তিতঃ। নাভেরধস্তাৎ তিলকং মশক্কো লাঞ্ছনং শুভম্॥ মশকস্তিলকং চিহ্নং গুল্ফদেশে দরিদ্রকৃৎ। সুলক্ষণাপি দুঃশীলা কুলক্ষণশিরোমণিঃ॥ কুলক্ষণাপি যা সাধ্বী সর্ব্বলক্ষণভূক্ত সা। কৃষ্ণা কপিলকেশী চ মিলিতভ্রূকুটিস্তথা॥ গমনং সত্বরঞ্চৈব ত্যক্তব্যা স্যাৎ সদা বুধৈঃ। যস্যা গমনমাত্রেণ ভূমৌ কম্পঃ প্রজায়তে। বহ্বাশিণীং প্রলোভঞ্চ তাং নারীং পরিবর্জ্জয়েৎ॥ বিরলা দশনা যস্যাঃ কৃষ্ণোষ্ঠী কৃষ্ণজিহ্বিকা। ভর্ত্তারং প্রথমং হন্তি দ্বিতীয়ঞ্চৈব বিন্দতি॥ অঙ্গুলী বিরলা যস্যাঃ সলোমা গাত্রকর্কশা। ভেকা ভেকস্তনী ক্ষুদ্রা দূরতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ। ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাটং উদরং ভগং। ত্রীণি সা ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥ ললাটে শ্বশুরং হন্যাৎ জঠরে দেবরং তথা। ভগঞ্চ হন্যাদ্ভর্ত্তারং মহাদোষাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ। যস্যা অত্যুৎকটং নার্য্যা বক্ষশ্চ বিস্তৃতং ভবেৎ। উত্তরোষ্ঠে চ লোমানি শীঘ্রং সা ভক্ষয়েৎ পতিং॥ চরণানামিকা যস্যাঃ ক্ষিতিং ন স্পৃশতে যদি। দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া বা সা কন্যা সুখবর্জ্জিতাঃ॥ নাসাগ্রে দৃশ্যতে যস্যাঃ তিলকং মশকোঽপি চ। কৃষ্ণদন্তা কৃষ্ণজিহ্বা দশাহেন পতিং হরেৎ॥ সূক্ষ্মকেশা তু যা কন্যা গৌরবর্ণাচ যা ভবেৎ। অষ্টৌ জনয়তে পুত্রান্ প্রাপ্নোতি বিপুলং সুখম্॥ ইতি সামুদ্রিকশাস্ত্রম্।

ত্বমিতি তত্ত্বং গ্রাহয়িতু নেচ্ছেৎ। কিন্তু তত্ত্রুচিমনুস্থগ্য বৈদিককর্ম্মাণি শ্রেণ্যাক্রমাদাত্মতত্ত্বশ্রবণং চিকীর্ষেদিতি ভাবঃ॥ ২৯॥

মধুসূদন।—তদেবং বিদ্বদবিদুষোঃ কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেন বিদ্বান্ অবিদুষো বুদ্ধিভেদং ন কুর্য্যাদিত্যুক্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতেঃ পূর্ব্বোক্তায়া মায়ায়া গুণৈঃ কার্য্যতয়া ধর্ম্মৈর্দ্দেহাদিভির্ব্বিকারৈঃ সংমূঢ়াঃ সম্যক্ মূঢ়াঃ স্বরূপাস্ফুরণেন তানেবাত্মত্বেন মন্যমানাস্তেষামেব গুণানাং দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণানাং কর্ম্মসু ব্যাপারেষু সজ্জন্তে সক্তিং বয়ং কর্ম্ম কুর্ম্মস্তৎফলায়েতি দৃঢ়তরামাত্মীয়বুদ্ধিং কুর্ব্বন্তি যে তান্ কর্ম্মসঙ্গিনোহকৃৎস্নবিদোহনাত্মাভিমানিনো মন্দান্ অশুদ্ধচিত্তত্বেন জ্ঞানাধিকারমপ্রাপ্তান্ কৃৎস্নবিৎ পরিপূর্ণাত্মবিৎ স্বয়ং ন বিচালয়েৎ কর্ম্মশ্রদ্ধাতো ন প্রচ্যাবয়েদিত্যর্থঃ। যে ত্বমন্দাঃ শুদ্ধান্তঃকরণাস্তে স্বয়মেব বিবেকোদয়ে ন বিচলন্তি জ্ঞানাধিকারং প্রাপ্তা ইত্যভিপ্রায়ঃ। কৃৎস্নাকৃৎস্নশব্দৌ আত্মানাত্মপরতয়া শ্রুত্যর্থানুসারেণ বার্ত্তিককৃদ্ভির্ব্যাখ্যাতৌ। "সদেবেত্যাদিবাক্যেভ্যঃ কৃৎস্নং বস্তু যতোহদ্বয়ম্। সম্ভবস্তদ্বিরুদ্ধস্য কুতোহকৃৎস্নস্য বস্তুনঃ॥ যস্মিন্ দৃষ্টেহপ্যদৃষ্টোহর্থঃ স তদন্যশ্চ শিষ্যতে। তথা দৃষ্টেহপি দৃষ্টঃ স্যাদকৃৎস্নস্তাদৃগুচ্যতে॥" ইতি, অনাত্মনঃ সাবয়বত্বাদনেকধর্ম্মবত্ত্বাচ্চ কেনচিদ্ধর্ম্মেণ কেনচিদবয়বেন বা বিশিষ্টে তস্মিন্নেকস্মিন্ ঘটাদৌ জ্ঞাতেহপি ধর্ম্মান্তরেণাবয়বান্তরেণ বা বিশিষ্টঃ স এবাজ্ঞাতোহবশিষ্যতে তদন্যশ্চ পটাদিরজ্ঞাতোহবশিষ্যত এব, তথা তস্মিন্ ঘটাবজ্ঞাতেহপি পটাদির্জ্ঞাতঃ স্যাদিতি তজ্জ্ঞানেহপি তজ্জ্ঞানান্যস্য চাজ্ঞানাৎ তদজ্ঞানেহপ্যন্যজ্ঞানাচ্চ সোহকৃৎস্ন ইতি উচ্যতে, কৃৎস্ন ইতি কৃৎস্নস্ত্বদ্বয় আত্মৈব তজ্জ্ঞানে কস্যচিদবশেষস্যাভাবাদিতি শ্লোকদ্বয়ার্থঃ॥ ২৯॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সক্তাসক্তয়োঃ কর্ম্মাণি বিভজ্য সক্তকর্ম্মানুবাদপূর্ব্বকং "ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাম্" ইত্যুপক্রান্তমুপসংহরতি প্রকৃতেরিতি। গুণৈরহঙ্কারাদিভিঃ স্বস্মিন্নধ্যস্তৈঃ সংমূঢ়াঃ একীভাবেন অভেদাধ্যাসেন মূঢ়াস্তু প্রকৃতেঃ প্রকৃতিসম্বন্ধিষু গুণেষু দেহাদিষু কর্ম্মসু গমনাদিষু চ সজ্জন্তে, অহময়ং ব্রাহ্মণো মমৈবেদং যজ্ঞাদিকং কর্ম্মেতি সজ্জন্তে সক্তা ভবন্তি। তান্ মূঢ়ত্বাৎ অকৃৎস্নবিদঃ আত্মজ্ঞানহীনত্বাৎ আত্মবিদ্ধি কৃৎস্নবিৎ। "আত্মনো বা অরে দর্শনেন শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্ব্বং বিদিতম্" ইতি শ্রুতেঃ। মন্দান্ শাস্ত্রার্থগ্রহণাসমর্থান্ কৃৎস্নবিৎ আত্মবিন্ন বিচালয়েৎ কর্ম্মনিষ্ঠাতো ন প্রচ্যাবয়েৎ তেষামুভয়ভ্রষ্টত্বাপত্তেঃ। প্রকৃতের্গুণৈঃ সংমূঢ়াঃ গুণানাং কর্ম্মসু সজ্জন্ত ইতি প্রাচাং যোজনা॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ।—নমু যদি জীবা গুণেভ্যো গুণকার্য্যেভ্যশ্চ পৃথগ্ভূতাস্তদসম্বন্ধাস্তর্হি কথং তে বিষয়েষু সজ্জন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ প্রকৃতেরিতি। প্রকৃতের্গুণৈঃ সংমূঢ়াস্তদাবেশাৎ প্রাপ্তসংমোহাঃ যথা ভূতাবিষ্টো মনুষ্য আত্মানং ভূতমেব মন্যতে, তথৈব প্রকৃতিগুণাবিষ্টাঃ জীবাঃ স্বান্ গুণানেব মন্যন্তে। অতো গুণকর্ম্মসু গুণকার্য্যেষু বিষয়েষু সজ্জন্তে। তানকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞঃ ন বিচালয়েৎ। ত্বং গুণেভ্য পৃথগ্ভূতো জীবঃ নতু গুণ ইতি বিচারং

প্রাপয়িতুং ন যততে। কিন্তু গুণাবেশনিবর্ত্তকং নিষ্কামকর্ম্মৈব কারয়েৎ। নহি ভূতাবিষ্টো মনুষ্যত্বং ন ভূতঃ কিন্তু মনুষ্য এবেতি শতকৃত্বোঽপ্যুপদেশেন স্বাস্থ্যমাপদ্যতে, কিন্তু তন্নির্বর্ত্তকৌষধমণিমন্ত্রাদিপ্রয়োগেণৈবেতি ভাবঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠান সমান হইলেও, বিদ্বান ব্যক্তির অবিদ্বানের বুদ্ধি-ভেদ-সজ্ঘটন করা বিধেয় নহে। ইহাই ব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন। যাহাদের হৃদয়ে প্রকৃত জ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাহারা দেহাদি ধ্বংসশীল পদার্থকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে এবং দেহেন্দ্রিয়াদির কর্ম্মভূত বিষয়-ব্যাপারে আসক্ত হইয়া, আমরা কর্ম্ম করিতেছি, ফল ভোগ করিতেছি ইত্যাকার দৃঢ়তর আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হয়। তাদৃশ কর্ম্মাসক্ত অনভিজ্ঞ আত্মাভিমানপূর্ণ অশুদ্ধ-চিত্ত জ্ঞানাধিকার-বিরহিত ব্যক্তিবর্গকে কর্ম্ম-বিষয়িণী শ্রদ্ধা হইতে বিপথগামী করা আত্মজ্ঞ পুরুষের কখনই উচিত নহে। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ, অন্তরজাত বিবেক-প্রভাবে জ্ঞানাধিকারিত্ব হেতু তাঁহাদের বুদ্ধি কখনই বিচলিত হওয়া সম্ভাবিত নহে। সুতরাং কেবল অজ্ঞজনগণের নিমিত্ত এইরূপ সতর্কতা বিধান আবশ্যক। মূলের "কৃৎস্ন ও অকৃৎস্ন" এই শব্দদ্বয় শ্রুত্যর্থ সঙ্গত ও বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যানুমোদিত ॥ ২৯ ॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি (বাসুদেবে) সন্ন্যস্য (সমর্প্য) অধ্যাত্মচেতসা (অন্তর্য্যাম্যধীনঃ কর্ম্ম করোম্যহং ইতি বুদ্ধ্যা) নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্যঃ) ভূত্বা বিগতজ্বরঃ (শোকবিরহিতঃ) [সন্] যুধ্যস্ব (যুদ্ধং কুরুষ্ব) ॥ ৩০ ॥

প্রতিশব্দ।—সকল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ-করিয়া ঈশ্বরাধীন-কর্ম্ম-করিতেছি-এই-বুদ্ধি-সহকারে কামনা-শূন্য মমতা-রহিত হইয়া ত্যক্ত-শোক [হইয়া] যুদ্ধ কর ॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—শুভাশুভ যাবতীয় কর্ম্ম আমাতে অর্পণ করিয়া অন্তর্য্যা-

মীর কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছি, এই বুদ্ধি হৃদয়ে পোষণ করিয়া এবং কামনা-শূন্য, মমতা-শূন্য ও শোক-শূন্য হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং পুনঃ কর্ম্মণ্যধিকৃতেনাজ্ঞেন মুমুক্ষুণা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যুচ্যতে ময়ীতি। ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য নিক্ষিপ্যাধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যাহং কর্ত্তেশ্বরায় ভৃত্যবৎ করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা, কিঞ্চ নিরাশীঃ ত্যক্তাশীঃ নির্ম্মমো মমভাবশ্চ নির্গতো যস্য তব স ত্বং নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরো বিগতসন্তাপো বিগতশোকঃ সন্নিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যপি কর্ম্মণ্যোজ্ঞঽধিক্রিয়তে, তথাপি মোক্ষ্যমাণেন তেন কর্ম্ম ত্যক্তব্যং মোক্ষস্য কর্ম্মাসাধ্যাত্বাত্ তু তেন কর্ত্তুং শক্যং কর্ম্মণঃ সাপেক্ষিতবিরোধিত্বাদিতি শঙ্কতে কথমিতি। শ্লোকেনোত্তরমাহ উচ্যত ইতি। যথোক্তে পরস্মিন্নাত্মনি সর্ব্বকর্ম্মাণাং সমর্পণে কারণমাহ অধ্যাত্মেতি। বিবেকবুদ্ধিমেব ব্যাকরোতি অহমিতি। দর্শিতরীত্যা কর্ম্মসু প্রবৃত্তস্য কর্ত্তব্যান্তরমাহ কিঞ্চেতি। ত্যক্তাশীঃ ফলপ্রার্থনাহীনঃ সন্নিত্যর্থঃ। নির্ম্মমো ভূত্বা পুত্রাভ্রাত্রাদিষ্বিতি শেষঃ। *নন্থ যুদ্ধে নিয়োগো নোপপদ্যতে পুত্রভ্রাত্রাদিহিংসাত্মনস্তস্য সন্তাপহেতোর্নিয়োগ-*বিষয়ত্বাযোগাদিতি তত্রাহ বিগতেতি ॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানযোগাধিকারিণোঽপি জ্ঞানাযোগাদস্যৈব কর্ম্মযোগস্য যায়ত্বং পূর্ব্বমেবোক্তম্। অতো ব্যপদেশ্যো লোকসংগ্রহায় ত্বমেবং (কর্ম্ম) কুর্য্যাঃ। প্রকৃতিবিবিক্তাত্মস্বভাবনিরূপণেন গুণেষু কর্ত্তৃত্বমারোপ্য কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রকার উক্ত, গুণেষু কর্ত্তৃত্বানুসন্ধানঞ্চেদমেব। আত্মনো ন স্বরূপপ্রযুক্তমিদং কর্ত্তৃত্বমপি তু গুণসম্বন্ধকৃতমিতি প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন গুণকৃতমিত্যনুসন্ধানম্। ইদানীমাত্মনাং পরমপুরুষশরীরতয়া তন্নিয়াম্যত্বস্বরূপনিরূপণেন ভগবতি পুরুষোত্তমে সর্ব্বাত্মভূতে গুণকৃতঞ্চ কর্ত্তৃত্বমারোপ্য কর্ম্মকর্ত্তব্যতোচ্যতে ময়ীতি ময়ি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বভূতান্তরাত্মভূতে সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি অধ্যাত্মচেতসা সন্ন্যস্য নিরাশীর্নির্ম্মমো বিগতজ্বরো যুদ্ধাদিকং সর্ব্বমেবেদানীং (চোদিতং) কর্ম্ম কুরুষ। আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তৎ তেন আত্মস্বরূপবিষয়েণ শ্রুতিশতসিদ্ধেন জ্ঞানেনেত্যর্থঃ। "অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা অন্তঃপ্রবিষ্টং কর্ত্তারমেতং য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানোঽন্তরোঽয়মাত্মা ন বেদ, যস্যাত্মা শরীরং য আত্মানমন্তরোঽয়ময়তি স ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইত্যেবমাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ,পরমপুরুষপ্রবর্ত্ত্যত্বঃশরীরভূতমেনমাত্মানং পরমপুরুষঞ্চ প্রবর্ত্তয়িতারমাচক্ষতে। স্মৃতয়শ্চ "প্রশাসিতারং সর্ব্বেষামিত্যাদ্যাঃ।" "সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" ইতি চ বক্ষ্যতে। অতো মচ্ছরীরতয়া মৎপ্রবর্ত্ত্যাত্মস্বরূপানুসন্ধানেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ৈব ক্রিয়মাণানীতি ময়ি পরমপুরুষে সন্ন্যস্য তানি চ কেবলং মদারাধনানীতি কৃত্বা তৎফলে নিরাশীস্তত এব তত্র কর্ম্মণি মমতারহিতো ভূত্বা বিগতজ্বরো যুদ্ধাদিকং কুরুষ। স্বকীয়েনাত্মনা কর্ত্রা স্বকীয়েরেব করণৈঃ স্বারাধনৈকপ্রয়োজনায় পরমপুরুষঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশেষঃ, স্বয়মেব স্বকর্ম্মাণি

কারয়িতিত্যহংভাবং কর্ম্মসু মমতারহিতঃ। প্রাচীনেনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপসঙ্কবেন কথমহং ভবিষ্যামীত্যেবং দুঃখান্তরবিনির্ম্মুক্তঃ পরমপুরুষ এব কর্ম্মভিরারাধিতো বন্ধান্মোচয়তীতি স্মরণসুখেন কর্ম্মযোগমেব কুরুষেত্যর্থঃ॥ ৩০॥

হনুমান্।—ময়ীতি। ত্বঞ্চ কর্ম্মাধিকারী ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বভোক্তরি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য, আধ্যাত্মচেতসা বিবেকবুদ্ধ্যা নিরাশীঃ নির্ম্মমঃ কর্ম্মাণি তৎফলং বা মমত্ববর্জ্জিতঃ যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ বিগতসন্তাপঃ॥ ৩০॥

শ্রীধর।—তবেদং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ত্বন্তু নাদ্যাপি তত্ত্ববিদতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্যাধ্যাত্মচেতসান্তর্য্যাম্যধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নিষ্কামঃ অত এব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেত্যেবং মমতাশূন্যশ্চ ভূত্বা বিগতজ্বরস্তক্ত-শোকশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব॥ ৩০॥

বলদেব।—ময়ীতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ পরিনিষ্ঠিতস্ত্বমধ্যাত্মচেতঃস্বাত্মতত্ত্ববিষয়কজ্ঞানেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি রাজ্ঞি ভৃত্য ইব ময়ি পরেশে সন্ন্যস্যার্পয়িত্বা যুধ্যস্ব কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশশূন্যঃ। যথা রাজতন্ত্রো ভৃত্যস্তদাজ্ঞয়া কর্ম্মাণি করোতি তথা মত্তন্ত্রস্ত্বং মদাজ্ঞয়া তানি কুরু লোকান্ সংজিঘৃক্ষুঃ। আত্মনি বক্ষ্যেতত্তদধ্যাত্মচেতস্তেন। (বিভক্ত্যর্থেঽব্যয়ীভাবঃ) নিরাশীঃ স্বাম্যাজ্ঞয়া করোমীতি তৎফলেচ্ছাশূন্যঃ। অত এব মৎফলসাধনানি মদর্থমমুনি কর্ম্মাণীত্যেবং মমত্ববর্জ্জিতঃ। বিগত-জ্বরস্ত্যক্তবন্ধুবধনিমিত্তকসন্তাপশ্চ ভূত্বেতি অর্জ্জুনস্য ক্ষত্রিয়ত্বাদ্যুধ্যস্বেত্যুক্তম্। স্বাশ্রমবিহিতানি কর্ম্মাণি মুমুক্ষুভিঃ কার্য্যাণীতি বাক্যার্থঃ॥ ৩০॥

মধুসূদন।—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানসাম্যেঽপ্যজ্ঞবিজ্ঞয়োঃ কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ-তদভাবাভ্যাং বিশেষ উক্তঃ। ইদানীমজ্ঞস্যাপি মুমুক্ষোরমুমুক্ষুপেক্ষয়া ভগবদর্পণং ফলাপিসন্ধ্যাভাবঞ্চ বিশেষং বদন্ অজ্ঞতয়ার্জ্জুনস্য কর্ম্মাধিকারং দ্রঢ়য়তি ময়ীতি। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে সর্ব্বনিয়ন্তরি সর্ব্বাত্মনি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ সর্ব্বপ্রকারাণি অধ্যাত্মচেতসা অহং কর্ত্তা অন্তর্য্যাম্যধীনস্তস্মা এবেশ্বরায় রাজ্ঞ ইব ভৃত্যঃ কর্ম্মাণি করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা সন্ন্যস্য সমর্প্য নিরাশীর্নিষ্কামঃ নির্ম্মমো দেহপুত্রভ্রাত্রাদিষু স্বীয়েষু মমতাশূন্যঃ বিগতজ্বরঃ সন্তাপহেতুত্বাৎ শোকএব জ্বরশব্দেনোক্তঃ ঐহিকপারত্রিক দুর্য্যশোনরকপাতাদিনিমিত্তশোকরহিতশ্চ ভূত্বা ত্বং মুমুক্ষুর্যুধ্যস্ব বিহিতানি কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ। অত্র ভগবদর্পণং নিষ্কামত্বঞ্চ সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণং মুমুক্ষোঃ নির্ম্মমত্বং ত্যক্তশোকত্বঞ্চ যুদ্ধমাত্রে প্রকৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্। অন্যত্র মমতাশোকয়োর-প্রসক্তত্বাৎ॥ ৩০॥

নীলকণ্ঠ।—ময়ীতি। ত্বঞ্চ অজ্ঞো মুমুক্ষুশ্চ ময়ি সর্ব্বান্তর্য্যামিণি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা আত্মানমধিকৃত্য প্রবৃত্তং শাস্ত্রং অধ্যাত্মং তত্র প্রবণেন চেতসা, (শাকপার্থিবাদিবন্মধ্যমপদলোপী সমাসঃ) আত্মানাত্মবিবেকবতেত্যর্থঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতোঽহং করোমীত্যনয়া বুদ্ধ্যা নিরাশীঃ ফলমনিচ্ছন্ নির্ম্মমো লব্ধে মমত্বাভিমানশূন্যশ্চ ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরো বিশোকঃ সন্॥ ৩০॥

বিশ্বনাথ।—ময়ীতি। তস্মাৎ ত্বং ময়ি অধ্যাত্মচেতসা আত্মনীত্যর্থঃ। (এবমধ্যাত্মমিত্যব্যয়ীভাবসমাসাৎ) ততশ্চ আত্মনি যচ্চেতস্তদধ্যাত্মচেতস্তেন আত্মনিষ্ঠেনৈব চেতসা নতু বিষয়নিষ্ঠেনেত্যর্থঃ। ময়ি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য সমর্প্য নিরাশীর্নিষ্কামঃ নির্ম্মমঃ সর্ব্বত্র মমতাশূন্যো যুধ্যস্ব॥ ৩০॥

তাৎপর্য্য।—পূজ্যপাদ শঙ্করাচর্য্য, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী ও নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের কর্ম্মানুষ্ঠানের সাম্য থাকিলেও, কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের সদ্ভাব ও অসদ্ভাব হেতু তদুভয় পরস্পর বিভিন্ন। মুমুক্ষু অর্থাৎ মুক্তিকাম অজ্ঞব্যক্তির কর্ম্ম, ফলাভিসন্ধিশূন্য ভাবে ভগবানে অর্পিত হওয়ায়, অমুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ম্মানুষ্ঠান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অধুনা প্রতিপাদিত করিয়া, শ্রীভগবান্ অজ্ঞান অর্জ্জুনের কর্ম্মাধিকারিত্ব নির্দ্দেশ করিতেছেন। ভগবান্ পূর্ব্বেই দেখাইয়াছেন যে, তত্ত্ববিদ্ব্যক্তিরও কর্ম্ম কর্ত্তব্য; কিন্তু অর্জ্জুন অদ্যাপি তত্ত্ববিৎ হইতে পারেন নাই; সুতরাং তাঁহার যে কর্ম্ম অবশ্য করণীয় তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কর্ম্মাধিকারী অজ্ঞজনেরও কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। লৌকিক ও বৈদিক যাবতীয় প্রকার কর্ম্ম আমাতে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বনিয়ন্তা, পরমেশ্বর, ভগবান্ বাসুদেবে সমর্পণ করিয়া এবং আপনাকে সেই অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের ভৃত্যবৎ অধীন জ্ঞান করিয়া, অনুষ্ঠিত কার্য্য সমূহ সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীনতায় সম্পন্ন হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। এই কর্ম্ম আমার ফল বিধায়ক অথবা ইহা আমারই নিমিত্ত অনুষ্ঠিত ইত্যাদি রূপ কার্য্যাকার্য্য-বিচার-বিবর্জ্জিত, দেহ, পুত্র, ভ্রাতাদিতে মমতাশূন্য এবং শোকবিরহিত ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করা বিধেয়। সন্তাপ জনিত শোক মূলোক্ত"জ্বর"শব্দের লক্ষিত। বিহিত কর্ম্মের অননুষ্ঠানে ইহলোকে অযশ এবং পরকালে ঘোরনরকনিপাত ঘটে। হে অর্জ্জুন! তুমি মুমুক্ষু, যুদ্ধরূপ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদনে বীতস্পৃহ হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। মুমুক্ষু মাত্রেরই কর্ম্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি ও কামনাশূন্যতা আবশ্যক এবং মমতাশূন্যতা ও শোকরাহিত্য যুদ্ধকার্য্যে আবশ্যক, ইহা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইল।

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য,বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর

অভিপ্রায়। যিনি শাস্তি বিধাতা-স্বরূপে মানবকুলের অন্তর-প্রদেশে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, যিনি কর্তৃস্বরূপে মানবের অন্তরে নিরন্তর বিদ্যমান আছেন, এবং যিনি আত্মায় বিরাজমান থাকিলেও আত্মা তাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি অন্তর্য্যামী রূপে আত্মার অন্তরে অবস্থান করেন, সেই শ্রুতিসঙ্গত পরম পুরুষ এ স্থলে "ময়ি" শব্দে লক্ষিত হইয়াছেন। স্মৃতি শাস্ত্রে এই কথার নিম্ন উদ্ধৃত সমর্থন পরিদৃষ্ট হয়। "আমিই ঈশ্বর সকলের অন্তরে সন্নিবিষ্ট এবং সকলের হৃদ্দেশে বিরাজমান থাকিয়া সকলকে মায়ার দ্বারা ভ্রাম্যমাণ করিতেছি।" অতএব মৎপ্রবর্ত্তিত আত্ম স্বরূপের পরিজ্ঞান পূর্ব্বক, সংসারের সকল কর্ম্মই মৎকৃত, এইরূপ বিবেচনা করিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম আমাতে সমর্পণ কর। কেবল আমার আরাধনা সম্বন্ধে ফল-কামনা-শূন্য হইলেই নিষ্কামতার শেষ হইল, এমন নহে; কর্ম্মমাত্রেই মমতা-রহিত এবং সন্তাপ-শূন্য হইয়া যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান কর। আপনাকে বা আপনার ইন্দ্রিয়নিচয়কে কোন কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না। যদি বল, অনাদি প্রাচীনকাল হইতে আমার বহু পাপ সঞ্চিত হইয়া আছে, আমি সহসা কিরূপে এরূপ নির্লিপ্ততা লাভ করিব? জীবসকল পরমপুরুষের কৃপায় পাপজনিত সন্তাপ-জ্বর বিনির্ম্মুক্ত হয়। কর্ম্মদ্বারা আরাধিত ভগবান্ পাপক্ষয় করিয়া তাহা-দিগের ভব-বন্ধন বিমোচন করেন। এই কথা স্মরণ করিয়া কর্ম্মযোগে বিনিযুক্ত হও ॥ ৩০ ॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

অন্বয়।—শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধধানাঃ) অনসূয়ন্তঃ (কর্ম্মনিয়োজন-জনিতং দোষদর্শনং অকুর্ব্বন্তঃ) যে মানবাঃ মে (মম) ইদং (পূর্ব্বোক্ত-রূপং) মতং (অভিপ্রায়ং) নিত্যং (সততং) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) তে অপি কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মবন্ধনৈঃ) মুচ্যন্তে (মুক্তা ভবন্তি) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রদ্ধাবান্ দোষদর্শনবিমুখ যে মানবেরা উল্লিখিতরূপ আমার অভিপ্রায় সর্ব্বদা পালন-করেন তাঁহারাও কর্ম্ম-সমূহ-হইতে-মুক্ত-হন ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সকল ব্যক্তি আমার বাক্যে শ্রদ্ধাবান্ এবং কর্ম্ম-নিয়োজন-জনিত দোষ দর্শন-বিরহিত-হৃদয়ে আমার পূর্ব্বোক্ত অভি-প্রায়ানুসারে সতত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, কর্ম্মাধিকারী হইলেও তাঁহারা কর্ম্ম-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হন ॥ ৩১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তৎ তথা যে মে ইতি। যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে মানবা মনুষ্যাঃ শ্রদ্ধাবন্তঃ শ্রদ্দধানাঃ অনসূয়ন্তোঽসূয়াঞ্চ ময়ি পরমগুরৌ বাসুদেবেঽকুর্ব্বন্তো মুচ্যন্তে তেঽপ্যেবম্ভূতাঃ কর্ম্মভির্ধর্ম্মা-ধর্ম্মাখ্যৈঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতং ভগবতো মতমুক্তপ্রকারমনুসৃত্যৈবানুতিষ্ঠতাং ক্রমমুক্তিফলং কথয়তি যদেতদিতি। শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টে অদৃষ্টার্থে বিশ্বাসবত্ত্বং শ্রদ্দধানত্বং, গুণেষু দোষাবিষ্করণ-মসূয়া, অপি যথোক্তায়া মুক্তেরমুখ্যত্বদ্যোতনার্থঃ ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং পতিং বিশ্বস্য" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধং হি সর্ব্বেশ্বরত্বং সর্ব্বশেষিত্বং ঈশ্বরত্বং নিয়ন্তৃত্বং সশেষিত্বং পতিত্বঞ্চ। অয়মেব সাক্ষাদুপনিষৎসু সারভূতোঽর্থ ইত্যাহ যে মে মতমিতি। যে মানবা আত্মনিষ্ঠাঃ শাস্ত্রাধিকারিণঃ। অয়মেব শাস্ত্রার্থ ইত্যেতন্মতং নিশ্চিত্য তথানুতিষ্ঠন্তি, যে চানুতিষ্ঠন্তোঽপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে শ্রদ্দধানা ভবন্তি যে চাশ্রদ্দধানা অপ্যেবং শাস্ত্রার্থো ন সম্ভবতীতি নাভ্যসূয়ন্তি। অস্মিন্ মহাগুণে শাস্ত্রার্থে দোষদর্শিনো ন ভবন্তীত্যর্থঃ। তে সর্ব্বে বন্ধহেতুভিরনাদিকালপ্রারব্ধৈঃ সর্ব্বৈঃ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে, তেঽপি কর্ম্মভিরিত্যপিশব্দাদেষাং পৃথক্করণম্। ইদানীমননুতিষ্ঠন্তোঽপি অস্মিন্ শাস্ত্রার্থে শ্রদ্দধানা অনভ্যসূয়বশ্চ শ্রদ্ধয়া চানসূয়য়া চ ক্ষীণপাপা অচিরেণৈব তমেব শাস্ত্রার্থমনুষ্ঠায় মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হনুমান্।—যে মে ইতি। যদেতন্মম মতং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি সপ্রমাণমুক্তং তথা যে অধিকারিণঃ যে মম মতমিদমুক্তস্বরূপং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তো অনসূয়ন্তোঽপি বাসুদেবে উপদিষ্টরি অসূয়ারহিতা স্তেঽপি কর্ম্মভিঃ সকলকিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ যে মে ইতি। মদ্বাক্যে শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ যে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ্জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—শ্রুতিরহস্যে স্বমতেঽনুবর্ত্তিনাং ফলং বদন্ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যং ব্যঞ্জয়তি যে মে ইতি। নিত্যং সর্ব্বদা শ্রুতিবোধিতত্বেনানাদিপ্রাপ্তং বা, শ্রদ্ধাবন্তো দৃঢ়বিশ্বস্তাঃ অনসূয়ন্তো দোষকত্বগুণবতি তস্মিন্ কিয়ন্মূলা প্রযত্নবহুলেন নিষ্ফলেন কর্ম্মণেত্যেবং দোষারোপশূন্যাঃ তেঽপি মুক্তা ভবন্তি, অপিরবধারণে। যথা তে মমেদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, যে চানুষ্ঠাতুমশক্নুবন্তো [illegible]

যে চ শ্রদ্ধালবোঽপি তন্নাসূয়ন্তে তেঽপীত্যর্থঃ। সাম্প্রতাননুষ্ঠানাভাবেঽপি তস্মিন্ শ্রদ্ধানসূয়া চ ক্ষীণদোষাস্তে কিঞ্চিৎ প্রাক্তে তদনুষ্ঠানমুচ্যন্তে ইতি ভাবঃ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন।—ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ মুক্তিফলমিত্যাহ যে মে ইতি। ইদং ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন বিহিতকর্ম্মাচরণরূপং মম মতং নিত্যং নিত্যবেদবোধিতত্বেন অনাদিপরম্পরাগতং, আবশ্যকমিতি বা, সর্ব্বদেতি বা মানবাঃ মনুষ্যা যে কেচিন্মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ কর্ম্মণাং শ্রদ্ধাবন্তঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টেঽর্থেঽননুভূতেঽপ্যেবমেবৈতদিতি বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বন্তঃ অনসূয়ন্তঃ গুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া, সা চ দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি মাং প্রবর্ত্তয়ন্ন কারুণিকোঽয়মিত্যেবং রূপা, প্রকৃতে প্রসক্তাং তামসূয়ামপি গুরৌ বাসুদেবে সর্ব্বসুহৃদি অকুর্ব্বন্তো যেঽনুতিষ্ঠন্তি তেঽপি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ সম্যগ্জ্ঞানিবন্মুচ্যন্তে কর্ম্মভিঃ ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈঃ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ।—যে মে ইতি। যেঽশক্তেঽপি তাদৃশাঃ যে মম মতং অসক্ত্যা কর্ম্মানুষ্ঠানং অনুতিষ্ঠন্তি অনুবর্ত্তন্তে, মানবাঃ শ্রদ্ধাবন্তং অনসূয়ন্তঃ অত্র দোষমপশ্যন্তঃ তেঽপি স্বকর্ম্মভির্ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যৈর্মুচ্যন্তে॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ।—স্বকৃতোপদেশে তে প্রবর্ত্তয়িতুমাহ যে মে ইতি॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—ফলাভিসন্ধি-পরিশূন্য হইয়া এবং ভগবানে অর্পণ বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহারা বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, সত্ত্ব-শুদ্ধি-জনিত জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহারা মুক্তি-ফলের অধিকারী হয়েন। নিষ্কাম ভাবে বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই আমার অভিপ্রায়সম্মত। কর্ম্ম নিত্য, কারণ তাহা বেদ প্রতিপাদিত, সুতরাং অনাদি পরম্পরাগত। যে সকল কর্ম্মাধিকারী মনুষ্য, তৎসম্বন্ধে শাস্ত্রাচার্য্য প্রদত্ত উপদেশ সম্যগ্রূপে প্রণিধান করিতে না পারিলেও, তাহাতে বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা বিহীন হন না এবং দোষ-বিহীন গুণ-প্রধান কার্য্যের দোষ আবিষ্কার করিয়া বিকল-হৃদয় হন না, তাঁহারাই সাধু পুরুষ। কর্ম্ম পরিণাম-মধুর কিন্তু আপাত-ক্লেশকর। এইরূপ-দুঃখাত্মক কর্ম্মের ব্যবস্থা আমিই প্রবর্ত্তিত করিয়াছি এবং তাহাতে মানবগণকে নিযোজিত করিতেছি বলিয়া, যাঁহারা বিশ্বসুহৃদ্, সর্ব্বগুরু, বাসুদেব রূপ আমার নিন্দাবাদ করিয়া বিদ্বেষ প্রকাশ করেন না, তাঁহারাই চিত্তশুদ্ধি জনিত জ্ঞান লাভ করিয়া, সম্যগ্জ্ঞানী পুরুষের ন্যায়, ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ কর্ম্ম-বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "তিনিই ঈশ্বরেরও শ্রেষ্ঠ মহেশ্বর এবং বিশ্বের পতি।" অতএব

[illegible] এবং পতিত্ব বেদোপনিষৎ

আত্মনিষ্ঠ এবং শাস্ত্রাধিকারী মানব, যথার্থ শাস্ত্র-সঙ্গত বোধে, আমার অনুমোদিত অভিপ্রায়ের অনুরূপ অনুষ্ঠান করে, কিংবা যাহারা, তাহার অনুষ্ঠান না করিলেও, তাহাতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া থাকে, কিংবা যাহারা তাহাতে অশ্রদ্ধাবান্ হইলেও, এই সর্ব্ব গুণাশ্রিত শাস্ত্রার্থে দোষ দর্শন করে না, তাহারা সকলেই অনাদি প্রারব্ধ-প্রবর্ত্তিত বন্ধনের হেতু-ভুত সকল কর্ম্ম হইতে মুক্তি লাভ করে। যাহারা এক্ষণে আমার অনুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান করে না, কিন্তু মৎপ্রতিপাদিত শাস্ত্রার্থে অশ্রদ্ধাবান্ বা বিদ্বেষ-পরবশ নহে, তাহারা অনতিকাল মধ্যে শ্রদ্ধা ও অবিদ্বেষ হেতু ক্ষীণ-পাপ হইবে। তুমিও এইরূপ শাস্ত্রার্থ-সঙ্গত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে ॥ ৩১ ॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—যে তু অভ্যসূয়ন্তঃ (দোষদর্শনং নিন্দাং বা কুর্ব্বন্তঃ) মে (মম) এতৎ মতং ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন্তে) তান্ অচেতসঃ (ভ্রষ্টমতীন্ অবিবেকিনঃ) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সকলবোধবিহীনান্) নষ্টান্ (যাবতীয়পুরুষার্থবিরহিতান্) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—যাহারা কিন্তু দোষ-দর্শনে-বিরক্ত-হইয়া আমার এই মত অনুষ্ঠান-করে না সেই বিবেকবিহীনদিগকে অধোগতি-প্রাপ্ত জানিবে ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—যে দুর্ব্বুদ্ধি মানবগণ কেবল দোষ-কল্পনা করিয়া আমার এই মতের অনুগামী না হয়, সেই বিবেকবিহীন হিতাহিত-বোধ-শূন্য ব্যক্তিগণকে যাবতীয় পুরুষার্থ-পরিভ্রষ্ট বলিয়া জ্ঞান করিবে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যে ত্বিতি। যে তু তদ্বিপরীতা এতৎ মম মতং অভ্যসূয়ন্তো নিন্দন্তো নানুতিষ্ঠন্তি নানুবর্ত্তন্তে মে মতং সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিবিধং মূঢ়াস্তে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াস্তান্ বিনষ্টান্ নাশং গতানচেতসোঽবিবেকিনঃ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবন্মতাননুবর্ত্তিনা প্রত্যবায়িত্বং প্রত্যায়য়তি যে ত্বিতি। তদ্বিপরীতত্বং ভগবন্মতানুবর্ত্তিভ্যো বৈপরীত্যং, তদেব দর্শয়তি এতদিত্যাদিনা। অভ্যসূয়ন্তস্তত্রাসন্তমপি

দোষমুক্তাবয়স্ত ইত্যর্থঃ, সর্ব্বজ্ঞানানি সগুণনির্গুণবিষয়াণি, প্রমাণপ্রমেয়প্রয়োজনবিভাগতো বিবিধত্বম্॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—ভগবদভিমতমৌপনিষদর্থমননুতিষ্ঠতামশ্রদ্দধানানামভ্যসূয়তাঞ্চ দোষমাহ যে ত্বিতি। যে ত্বেতৎ সর্ব্বমাত্মবস্তু মচ্ছরীরতয়া মদারাধনভূতং মদেকপ্রবর্ত্ত্যমিতি মে মতং নানুতিষ্ঠন্তি নৈবমনুসন্ধায় সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি কুর্ব্বতে, যে ন শ্রদ্দধতে যে চাভ্যসূয়ন্তো বর্ত্তন্তে, তান্ সর্ব্বেষু জ্ঞানেষু বিশেষেণ মূঢ়াংস্তত এব নষ্টানচেতসো বিদ্ধি। চেতঃ কার্য্যং হি বস্তুযাথাত্ম্য-নিশ্চয়ঃ তদভাবাদচেতসঃ বিপরীতজ্ঞানাঃ সর্ব্বত্র মূঢ়াঃ॥ ৩২ ॥

হনুমান্।—যেত্বিতি। যে ত্বেতন্মম মতমভ্যসূয়ন্ত ঈর্ষন্তঃ নানুতিষ্ঠন্তি ন কুর্ব্বন্তি, মে মম ঈশ্বরস্য মতং সর্ব্বাণি বচনানি জ্ঞাতানি তেষু বিমূঢ়া ন পরমার্থবিদঃ, সিদ্ধি জানীহি নষ্টান-চেতসঃ অবিবেকিনঃ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। যে তু মে মতং ঈশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্য-মিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো দ্বিষন্তো নানুতিষ্ঠন্তি তানচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি॥ ৩২ ॥

বলদেব।—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিতি। যে তু মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বসুহৃদ এতচ্ছ্রুতি-রহস্যভূতং মতমশ্রদ্দধানাঃ সন্তো নানুতিষ্ঠন্তি কিন্তুসূয়ন্তি তান্ সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মজ্ঞানে স্বাত্মজ্ঞানে পরমাত্মজ্ঞানে চ বিমূঢ়ানত এব বিচেতসশ্চিত্তশূন্যানতএব নষ্টান্ পুরুষার্থবিভ্রষ্টান্ বিদ্ধি॥ ৩২ ॥

মধুসূদন।—এবমন্বয়ে গুণমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ যে ত্বেতদিতি। তুশব্দঃ শ্রদ্ধাবদ্বৈধর্ম্ম্যমশ্রদ্ধাং সূচয়তি যেত্বিতি। তেন যে নাস্তিক্যাদশ্রদ্দধানা অভ্যসূয়ন্তো দোষমুক্তাবয়স্তঃ এতন্মম মতং নানুবর্ত্তন্তে, তানচেতসো দুষ্টচিত্তান্ অতএব সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ সর্ব্বত্র কর্ম্মণি ব্রহ্মণি সগুণে নির্গুণে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিবিধং প্রমাণতঃ প্রমেয়তঃ প্রয়োজনতশ্চ মূঢ়ান্ সর্ব্বপ্রকারেণা-যোগ্যান্ নষ্টান্ সর্ব্বপুরুষার্থভ্রষ্টান্ বিদ্ধি জানীহি॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিতি। সর্ব্বশব্দ ঈশ্বরবাচী "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোহসি সর্ব্বঃ" ইতি নির্ব্বচনাৎ, তস্য জ্ঞানে বিষয়ে বিশেষেণ মূঢ়ান্ পারোক্ষ্যেণাপি তে ঈশ্বর-মজানন্তো দেহমাত্রনিষ্ঠাস্তান্ নষ্টান্ স্বর্গাপবর্গভ্রষ্টান্ অচেতসঃ জড়চেতসঃ বিবেকশূন্যান্॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—বিপক্ষে দোষমাহ যে ত্বিতি॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের মতানুবর্ত্তী না হইলে যে প্রত্যবায় ঘটে, তাহাই এ স্থলে বিবৃত হইতেছে। শ্রীভগবানের অভিপ্রায়-সম্মত কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে যে অসুলভ সৌভাগ্য সমুপস্থিত হয়, তাহা পূর্ব্ব শ্লোকে অন্বয়-মুখে প্রদর্শিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্যতিরেক-মুখে তদ্বিরোধী হইলে যে দোষ সঙ্ঘটিত

হয়, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। কোন কোন ব্যক্তি, নাস্তিক্য বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া, উপনিষৎ সম্মত ভগবানের উদার অভিপ্রায়ের অনুসরণ করা দূরে থাকুক, নিরন্তর অশ্রদ্ধা সহকারে তদ্বিষয়ক নানা প্রকার দোষ উদ্ভাবন ও উদ্ঘোষণ করে, এবং সেই সনাতন পুরুষানুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত হইয়া আপনাদের স্বৈরাচার ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-শূন্যতার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সেই মূঢ়মতি হতভাগ্যেরা কর্ম্ম ও ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব বিষয়ক বোধ বিরহিত হয় এবং প্রমাণ,প্রমেয় ও প্রয়োজন সম্বন্ধে জ্ঞানহীন হইয়া সম্যক্ প্রকারে পুরুষার্থ-ভ্রষ্ট ও অধঃপতিত হইয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—জ্ঞানবান্ (ব্রহ্মবিৎ) অপি স্বস্যাঃ (স্বকীয়ায়াঃ) প্রকৃতেঃ (পূর্ব্বজন্মকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজনিতসংস্কারঃ প্রকৃতিঃ তস্যাঃ) সদৃশম্ (অনুরূপম্) চেষ্টতে (যততে) [যতঃ] ভূতানি (সর্ব্বে প্রাণিনঃ) প্রকৃতিং যান্তি (অনুবর্ত্তন্তে) [অতঃ] নিগ্রহঃ (প্রতিষেধঃ) কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞানবান্-ও স্বকীয় আপনার পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত-সংস্কারের অনুরূপ ব্যবহার-করে [যেহেতু] প্রাণিগণ প্রকৃতির অনুগমন করে [অতএব] ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষও পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সংস্কারের অধীন হইয়া কার্য্য করাই প্রাণিগণের ধর্ম্ম; সুতরাং তাহারা কিরূপে তাহার প্রতিবিধান করিবে ? ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ ত্বদীয়ং মতং নানুতিষ্ঠন্তি [illegible] স্বধর্ম্মং নানুবর্ত্তন্তে তৎপ্রতিকূলাঃ কথং ন বিভ্যতি [illegible]

সদৃশমিতি। সদৃশমনুরূপং চেষ্টতে চেষ্টাং করোতি, কস্যাঃ? স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ, প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবানপি চেষ্টতে, কিং পুনর্মূর্খঃ, তস্মাৎ প্রকৃতিং যান্তি অনুগচ্ছন্তি ভূতানি. নিগ্রহঃ নিষেধরূপঃ কিং করিষ্যতি মম চান্যস্য বা॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—ভগবন্মতানুবর্ত্তনমন্তরেণ পরধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বধর্ম্মাননুষ্ঠানে চ কাংশং পৃচ্ছতি কস্মাদিতি। ভগবৎপ্রতিকূলত্বমেব তত্র কারণমিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎপ্রতিকূলা ইতি। রাজানুশাসনাতিক্রমে দোষদর্শনাৎ ভগবদনুশাসনাতিক্রমেঽপি দোষসম্ভবাৎ তৎপ্রতিকূলত্বং ভয়কারণমিত্যর্থঃ। উত্তরত্বেন শ্লোকমবতারয়তি সদৃশমিতি। সর্ব্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে কৈমুতিকন্যায়ং সূচয়তি জ্ঞানবানপীতি। সর্ব্বাণ্যপি ভূতান্যনিচ্ছন্ত্যপি প্রকৃতিসদৃশীং চেষ্টাং গচ্ছন্তীতি নিগময়তি প্রকৃতিমিতি। ভূতানাং প্রকৃতেরধীনত্বেঽপি প্রকৃতির্ভগবতা নিগ্রাহ্যেত্যাশঙ্ক্যাহ নিগ্রহ ইতি। কা পুনরিয়ং প্রকৃতির্যদনুসারিণী ভূতানাং চেষ্টেতি পৃচ্ছতি প্রকৃতির্নামেতি। ভগবদভিপ্রেতাং প্রকৃতিং প্রকটয়তি পূর্ব্বেতি। আদিশব্দেন জ্ঞানেচ্ছাদি সংগৃহ্যতে। যথোক্তঃ সংস্কারঃ স্বসত্ত্বয়া প্রবর্ত্তকশ্চেৎ প্রলয়েঽপি প্রবৃত্তিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি বর্ত্তমানেতি। সর্ব্বো জন্তুরিত্যুক্তং বিবেকিপ্রবৃত্তেরতথাত্বাদিভিক্ষাবিশেষাদিতি ন্যায়মনুস্মরন্নাহ জ্ঞানবানিতি। জ্ঞানবতামজ্ঞানবতাঞ্চ প্রকৃত্যধীনত্বাবিশেষে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। প্রকৃতিং যান্তি প্রকৃতিসদৃশীং চেষ্টাং গচ্ছন্ত্যনিচ্ছন্ত্যপি সর্ব্বাণি ভূতানি ইত্যর্থঃ। প্রকৃতের্ভগবতা তত্তুল্যেন বা কেনচিৎ নিগ্রহমাশঙ্ক্যাবতারিত চতুর্থপাদস্যার্থাপেক্ষিতং পূরয়তি মম চেতি॥ ৩৩॥

রামানুজ।—এবং প্রকৃতিসংসর্গিণস্তদ্গুণোদ্রেককৃতঞ্চ কর্ত্তৃত্বং, তচ্চ পরমপুরুষায়ত্তমিত্যনুসন্ধায় কর্ম্মযোগযোগ্যেন জ্ঞানযোগযোগ্যেন চ কর্ম্মযোগস্য সুশকত্বাদপ্রমাদত্বাদন্তর্গতাত্মজ্ঞানতয়া নিরপেক্ষত্বাদিতরস্য দুঃশকত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্ছরীরধারণার্থতয়া কর্ম্মাপেক্ষত্বাৎ কর্ম্মযোগ এব কর্ত্তব্যঃ, ব্যপদেশস্য তু বিশেষতঃ স এব কর্ত্তব্য ইতি চোক্তম্। অতঃ পরমধ্যায়শেষেণ জ্ঞানযোগস্য দুঃশকতয়া সপ্রমাদতোচ্যতে সদৃশমিতি। প্রকৃতিবিবিক্তমীদৃশমাত্মস্বরূপং তদেব সর্ব্বদানুসন্ধেয়মিতি শাস্ত্রাণি প্রতিপাদয়ন্তীতি জ্ঞানবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ প্রাচীনবাসনায়াঃ সদৃশং প্রাকৃতবিষয়েষ্বেব চেষ্টতে। কুতঃ? প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি অচিৎসংসৃষ্টা জন্তবোঽনাদিকালপ্রবৃত্তবাসনামেব যান্তি, তানি বাসনানুযায়ীনি ভূতানি শাস্ত্রকৃতো নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি?॥৩৩॥

হনুমান্।—সদৃশমিতি। তথাহি সদৃশমনুরূপং চেষ্টতে, স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ, প্রকৃতির্নাম পূর্ব্বকৃতধর্ম্মাধর্ম্মাদিসংস্কারঃ বর্ত্তমানজন্মাদাবভিব্যক্তো যঃ সা প্রকৃতিস্তস্যাঃ সদৃশমেব সর্ব্বজন্তুঃ জ্ঞানবানপি, কিমুত ভূতানি। নিগ্রহো নিরোধঃ কিং করিষ্যতি মম বান্যস্য বা॥ ৩৩॥

শ্রীধর।—নন্বু তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি? তত্রাহ সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীনঃ স্বভাবঃ, স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্বক্তব্যমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি।

যস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩ ॥

বলদেব।—ননু সর্ব্বেশ্বরস্য তে মতমতিক্রমতাং দণ্ডঃ শাস্ত্রেণোচ্যতে, তস্মাৎ তে কিমু ন বিভ্যতি ইত্যাহ সদৃশমিতি। প্রকৃতিরনাদিকালপ্রবৃত্তা স্বদুর্ব্বাসনা তস্যাঃ স্বীয়ায়াঃ সদৃশ-মনুরূপমেব জ্ঞানবান্ শাস্ত্রোক্তং দণ্ডং জানন্নপি জনশ্চেষ্টতে প্রবর্ত্ততে কিমুতাজ্ঞঃ। ততো ভূতানি সর্ব্বে জনাঃ প্রকৃতিং পুরুষার্থবিভ্রংশহেতুভূতামপি তাং যান্ত্যনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রজ্ঞাতোঽপি দণ্ডঃ সৎপ্রসঙ্গশূন্যস্য কিং করিষ্যতি? দুর্ব্বাসনায়াঃ প্রাবল্যাৎ নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্যাতীত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গসহিতস্য তু তাং প্রবলামপি নিহন্তি, "সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যঃ ॥ ৩৩ ॥

মধুসূদন।—ননু রাজ্ঞ ইব তব শাসনাতিক্রমে ভয়ং পশ্যন্তঃ কথমস্যস্তস্তব মতং নানুবর্ত্তন্তে, কথং বা সর্ব্বপুরুষার্থসাধনে প্রতিকূলা ভবন্তীত্যত আহ সদৃশমিতি। প্রকৃতির্নাম প্রাগ্‌জন্মকৃতধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছাদিজন্যসংস্কারো বর্ত্তমানজন্মন্যভিব্যক্তঃ সর্ব্বতো বলবান্ "তং বিদ্যা-কর্ম্মণী সমন্বারভেতে পূর্ব্বপ্রজ্ঞা চ" ইতি শ্রুতিপ্রমাণকঃ তস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ সদৃশমনুরূপ-মেব সর্ব্বো জন্তুর্জ্ঞানবান্ ব্রহ্মবিদপি "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি ন্যায়াৎ গুণদোষজ্ঞানবান বা চেষ্টতে, কিং পুনর্মূর্খঃ? তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বে প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, পুরুষার্থভ্রংশ-হেতুভূতামপি তত্র মম বা রাজ্ঞো বা নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি রাগোৎকটেন দুরিতান্নিবর্ত্তয়িতুং ন শক্নোতীত্যর্থঃ। মহানরকসাধনত্বং জ্ঞাত্বাপি দুর্ব্বাসনাপ্রাবল্যাৎ পাপেষু প্রবর্ত্তমানা ন মচ্ছাসনা-তিক্রমদোষাদ্বিভ্যতীতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু তে চেৎ তব মতং নানুতিষ্ঠন্তি তর্হি কথং তবান্তর্য্যামিত্বমিত্যত আহ সদৃশমিতি। স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ স্বকীয়স্য প্রাগ্‌ভবীয়ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কারস্য সদৃশমনুরূপং জ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিমু মূর্খঃ। "পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাৎ" ইতি ন্যায়াৎ তস্মাৎ। প্রকৃতিংযান্তি অনুসরন্তি ভূতানি প্রাণিনঃ, তত্র মম বান্যস্য বা নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ন কিমপ্যহমপি. পূর্ব্বকর্ম্মাপেক্ষয়ৈব তান্ প্রবর্ত্তয়ামীতিভাবঃ ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু রাজ্ঞ ইব তব পরমেশ্বরস্য মতমনুতিষ্ঠন্তঃ রাজকৃতাদিব ত্বৎকৃতাৎ নিগ্রহাৎ কিং ন বিভ্যতি, সত্যং যে খল্বিন্দ্রিয়াণি চারয়ন্তো বর্ত্তন্তে তে বিবেকিনোঽপি রাজ্ঞঃ পরমেশ্বরস্য চ শাসনং মন্তুং ন শক্নুবন্তি। তথৈব তেষাং স্বভাবোঽভূদিত্যাহ সদৃশমিতি। জ্ঞানবানপ্যেবং পাপে কৃতে সত্যেবং নরকো ভবিষ্যতি, এবং রাজদণ্ডো ভবিষ্যতি এবং দুর্যশশ্চ ভবিষ্যতীতি বিবেকবানপি স্বস্যাঃ প্রকৃতেশ্চিরন্তনপাপাভ্যাসোত্থ-দুঃখভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব চেষ্টতে, তস্মাৎ প্রকৃতিং স্বভাবং যান্তি অনুসরন্তি। তত্র নিগ্রহঃ শাস্ত্রদ্বারা মৎকৃতো রাজকৃতো বা তেনাশুদ্ধচিত্তান্ উক্তলক্ষণো নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ, শুদ্ধচিত্তান্ জ্ঞানযোগশ্চ সংকর্ত্তুং প্রবোধয়িতুঞ্চ শক্নোতি নত্বত্যন্তাশুদ্ধচিত্তান্। কিন্তু, জ্ঞানপি পাপিষ্ঠস্বভাবান

যাদৃচ্ছিকমৎকৃপোত্থভক্তিযোগ এব উদ্ধর্তুং প্রভবেৎ। যদুক্তং স্কান্দে—"অহো ধন্যোঽসি দেবর্ষে কৃপয়া যস্য তে ক্ষণাৎ। নীচোঽপ্যুৎপুলকো লেভে লুব্ধকো রতিমচ্যুতে" ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞাধীন এবং প্রজাগণ যেরূপ ভূপতির আদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া সভয়ে কার্য্য সম্পাদন করে, মানবগণ সেই ভাবে তোমার অপ্রতিহত শাসনের ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। এরূপ স্থলে তাহারা বিদ্বেষ-বুদ্ধির প্রাবল্যে দোষোদ্ভাবন পূর্ব্বক এবং শাস্ত্রীয় শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া তোমার মতের অনুবর্ত্তন করিবে না, অথবা স্বেচ্ছায় সর্ব্ব পুরুষার্থ লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রতিকূল হইবে, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞানেচ্ছা-জনিত যে সংস্কার, বর্ত্তমান জন্মেও মনুষ্যের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহার নাম প্রকৃতি। (এ স্থলে প্রকৃতি শব্দের অর্থ মায়া নহে,ইহা সকলে লক্ষ্য করিবেন।) এই প্রাকৃতিক সংস্কার অতিশয় বলবান্। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞান ও কর্ম্ম সমূহ পূর্ব্ব প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কারের অনুগমন করে।" শাস্ত্রান্তরেও দৃষ্ট হয় যে, "পূর্ব্বজন্মনি যা বিদ্যা পূর্ব্বজন্মনি যদ্ধনম্। পূর্ব্বজন্মনি যা নারী অগ্রে ধাবতি ধাবতি ॥" এইরূপ অতি প্রবলা প্রকৃতি অর্থাৎ স্বকীয় দুর্ব্বাসনার অধীন হইয়া, জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষও অনুরূপ কর্ম্মান্বেষণ করেন এবং তদনুষ্ঠানেই আত্ম-নিয়োজন করেন। যখন ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণও এই পুরুষার্থ-ভ্রংশের কারণীভূতা প্রাচীনসংস্কাররূপা প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারেন না,তখন মূর্খ জন-সাধারণ যে সর্ব্বতোভাবে তাহার অধীন থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? যখন সকল প্রাণিই এইরূপ প্রকৃতির অনুবর্ত্তী, তখন তাহাদের নিবারণ বা নিষেধ করিবার সাধ্যই বা কি? ধর্ম্মশাসন বা রাজ-শাসন কিছুই এরূপ চিরন্তন স্বভাবানুযায়ী কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তির নিরোধ করিতে পারে না। অনুরাগের আতিশয্য হেতু তজ্জনিত দুরিত-রাশি বিদূরিত করা সকলেরই সাধ্যাতীত। কেবল একমাত্র সৎসঙ্গ বা ভগবৎ-কৃপালব্ধ ভক্তিযোগই এই অতি প্রবলা প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের অমোঘ উপায়। স্কন্দ পুরাণে দৃষ্ট হয় যে, "হে দেবর্ষে! অহো তুমি ধন্য! তোমার কৃপায় নীচজনও প্রেমে পুলকিতকায় হয় এবং ঘৃণিত ব্যাধও মুক্তিলাভ করে।" নরহন্তা ও দুরন্ত দস্যু রত্নাকর এইরূপ সৎসঙ্গ জনিত

ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া, চিরন্তন সংস্কারের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়াছিলেন এবং ভক্তচূড়ামণি বাল্মীকি নামে জগতে চিরসম্পূজিত হইয়া রহিয়াছেন। এরূপ সৎসঙ্গ না ঘটিলে, এই দুর্ব্বাসনার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের উপায়ান্তর নাই। প্রকৃতির প্রাবল্যে পাপানুষ্ঠান হেতু, শাস্ত্রীয় শাসনানুসারে পরিণামে নরক-ভোগ ও লৌকিক শাসনানুসারে বর্ত্তমান কালে রাজদণ্ড ভোগ করিতে হয়। তথাপি ইহা এতই প্রবল ও মানবকে এতই অধীন করিয়া রাখে যে, তাহারা ফলাফল জানিয়াও এবং ইহকাল ও পরকাল ভয়েও প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না॥ ৩৩॥

——:(০):——

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥ ৩৪॥

অন্বয়।—ইন্দ্রিয়স্য-ইন্দ্রিয়স্য (চক্ষু-কর্ণ-নাসাদেঃ) অর্থে (শব্দাদৌ স্বস্ববিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুকুলবিষয়ে অনুরাগঃ প্রতিকূল-বিষয়ে বিদ্বেষঃ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবিনৌ) [অতএব] তয়োঃ (রাগ-দ্বেষয়োঃ) বশং (বশবর্ত্তিতাং) ন আগচ্ছেৎ (প্রাপ্নুয়াৎ) তৌ (রাগ-দ্বেষৌ) অস্য (মুমুক্ষোঃ) পরিপন্থিনৌ (প্রতিপক্ষৌ)॥ ৩৪॥

প্রতিশব্দ।—ইন্দ্রিয়ের-ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরাগ-বিদ্বেষ অবশ্যম্ভাবী [অতএব] তাহার বশবর্ত্তী হইও না রাগদ্বেষ মুক্তিকামের বিরোধী॥ ৩৪॥

ব্যাখ্যা।—প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই তাহার বিষয়ভূত পদার্থে অনুকূল ও প্রতিকূল-ভেদে অবশ্যই অনুরাগ বা বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। কিন্তু অনুরাগ ও দ্বেষ মুক্তির বিরোধী; অতএব কদাচ তদুভয়ের বশীভূত হইও না॥ ৩৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদি সর্ব্বো জন্তুরাত্মানঃ প্রকৃতিসদৃশমেব চেষ্টতে, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, ততঃ পুরুষকারস্য বিষয়ানুপপত্তেঃ শাস্ত্রানর্থক্যপ্রাপ্তাবিদমুচ্যতে ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে শব্দাদিবিষয়ে ইষ্টে শব্দাদৌ রাগোঽনিষ্টে দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থে রাগদ্বেষাববশ্যম্ভাবিনৌ, তত্রায়ং পুরুষকারস্য শাস্ত্রার্থস্য বিষয় উচ্যতে, শাস্ত্রার্থে

প্রবৃত্তেঃ পূর্ব্বমেব রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ, যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা রাগদ্বেষপুরঃসরৈব স্বকার্য্যে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি যদা, তদা স্বধর্ম্মপরিত্যাগঃ পরধর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ ভবতি। যদা পুনঃ রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষেণ নিয়ময়তি তদা শাস্ত্রদৃষ্টিরেব পুরুষো ভবতি ন প্রকৃতিবশঃ তস্মাৎ তয়ো রাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেদ্যতস্তৌ হ্যস্য পুরুষস্য পরিপন্থিনৌ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ তস্করাবিবেত্যর্থঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—সর্ব্বস্য ভূতবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে লৌকিকবৈদিকপুরুষাকার-বিষয়াভাবাদ্বিধিনিষেধানর্থক্যমিতি শঙ্কতে যদীতি। ননু যস্য ন প্রকৃতিরস্তি তস্য পুরুষকার-সম্ভবাদর্থবত্ত্বং তদ্বিষয়ে বিধিনিষেধয়োর্ভবিষ্যতি নেত্যাহ নচেতি। শঙ্কিতদোষং শ্লোকেন পরিহরতি ইদমিত্যাদিনা। বীপ্সায়াঃ সর্ব্বকরণগোচরত্বং দর্শয়তি সর্ব্বেতি। প্রত্যর্থং রাগ-দ্বেষয়োরব্যবস্থায়াং প্রাপ্তৌ প্রত্যাদিশতি ইষ্ট ইতি। প্রতিবিষয়ং বিভাগেন তয়োরন্যতরস্যা-বশ্যকত্বেঽপি পুরুষকারবিষয়াভাবপ্রযুক্ত্যা প্রাগুক্তং দূষণং কথং সমাধেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রেতি। তয়োরিত্যাদ্যবতারিতং ভাগং বিভজতে শাস্ত্রার্থস্যেতি। প্রকৃতিবশত্বাদ্‌জন্তোর্নৈব নিয়োজ্যত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ যা হীতি। রাগদ্বেষদ্বারা প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে স্বধর্ম্মত্যাগাদি দুর্ব্বারমিত্যুক্ত-মিদানীং বিবেকবিজ্ঞানেন রাগাদিনিবারণে শাস্ত্রীয়দৃষ্ট্যা প্রকৃতিপারবশ্যং পরিহর্ত্তুং শক্যমিত্যাহ যদেতি। মিথ্যাজ্ঞাননিবন্ধনৌ হি রাগদ্বেষৌ তৎপ্রতিপক্ষত্বং বিবেকবিজ্ঞানস্য মিথ্যাজ্ঞান-বিরোধিত্বাদবধেয়ম্। রাগদ্বেষয়োর্মূলনিবৃত্ত্যা নিবৃত্তৌ প্রতিবন্ধধ্বংসে কার্য্যসিদ্ধিমভিসন্ধায়োক্তং তদেতি। এবকারস্যান্যযোগব্যবচ্ছেদকত্বং দর্শয়তি নেতি। পূর্ব্বোক্তং নিয়োগমুপসংহরতি তস্মাদিতি। তত্র হেতুমাহ যত ইতি। হিশব্দোপাত্তো হেতুর্যত ইতি প্রকটিতঃ, স চ পূর্ব্বেণ তচ্ছব্দেন সম্বন্ধনীয়ঃ।পুরুষপরিপন্থিত্বমেব তয়োঃ সোদাহরণং স্ফোরয়তি শ্রেয়োমার্গস্যেতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ।—প্রকৃত্যনুসারিত্বপ্রকারমাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। শ্রোত্রাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়স্যার্থে শব্দাদৌ, রাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়স্যার্থে বচনাদৌ প্রাচীনবাসনাজনিততত্তদনুবুভূষারূপো রাগো বর্জনীয়ো ব্যবস্থিতঃ, তদনুভবে প্রতিহতে চাবর্জনীয়ো দ্বেষো ব্যবস্থিতঃ, তৌ হি জ্ঞানযোগায় যতমানং নিয়মিতসর্ব্বেন্দ্রিয়ং স্ববশে কৃত্বা প্রসহ্য স্বকার্য্যেষু নিয়োজয়তঃ। ততশ্চায়মাত্মস্বরূপানুভববিমুখো বিনষ্টো ভবতি তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ। জ্ঞানযোগারম্ভেণ রাগদ্বেষবশমাগম্য ন বিনশ্যেৎ। তৌ রাগদ্বেষৌ (হ্যস্য) সর্ব্বস্য দুর্জয়ৌ শত্রূ আত্মজ্ঞানাভ্যাসং বারয়তঃ ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—অতঃ শাস্ত্রানর্থক্যমিতি চেৎ তত্রাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে ইষ্টে রাগঃ, অনিষ্টে দ্বেষঃ ইত্যেবং, ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ। যদ্যপি প্রকৃত্যাখ্যঃ স্বভাবঃ প্রবৃত্তিনিবৃত্তীতি, তথাপি তয়ো রাগদ্বেষপূর্ব্বকত্বং প্রত্যক্ষং, রাগাৎ প্রবৃত্তিঃ দ্বেষান্নিবৃত্তিঃ ইত্যতো রাগদ্বেষৌ নিয়ম্যৌ যথাশাস্ত্রং প্রবর্ত্ততে, যতস্তৌ রাগদ্বেষৌ পরিপন্থিনৌ পুরুষার্থপ্রতিবন্ধকৌ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর।—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনৈব চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যে

ইত্যুক্তং) অথে স্বস্ববিষয়ে অনুকূলে অনুরাগঃ, প্রতিকূলে দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে, হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ, বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষাবুৎপাদ্যানবহিতং পুরুষমনর্থেঽতিগম্ভীরে স্রোতসীব প্রকৃতের্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রন্তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু রাগদ্বেষপ্রতিবন্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ তং প্রবর্ত্তয়তি, ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাশ্রিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতি। তদেবং স্বাভাবিকীং পশ্বাদিসদৃশীং প্রবৃত্তিং ত্যক্ত্বা ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্ ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—নম্নু প্রকৃত্যধীনা চেৎ পুংসাং প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রে ব্যর্থে ইতি চেৎ তত্রাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। বীপ্সয়া সর্ব্বেষাং ইত্যুক্তম্। ততশ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনামর্থে বিষয়ে শব্দাদৌ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বাগাদীনামর্থে বচনাদৌ, অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদার-সম্ভাষণতৎস্পর্শনতত্তোষণাদৌ রাগঃ, প্রতিকূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি সৎসম্ভাষণসৎসেবনসত্তীর্থা-গমনাদৌ দ্বেষ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ চানুকূল্যপ্রাতিকূল্যে ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ভবতো ন ত্বনিয়মেনেত্যর্থঃ। যদ্যপি তদনুগুণা প্রাণিনাং প্রবৃত্তিস্তথাপি শ্রেয়োলিপ্সুর্জনস্তয়ো রাগ-দ্বেষয়োর্বশং নাগচ্ছেৎ। হি যস্মাৎ তাবস্য পরিপন্থিনৌ বিঘ্নকর্ত্তারৌ ভবতঃ পান্থস্যেব দস্যুঃ। এতদুক্তং ভবতি। অনাদিকালপ্রবৃত্তা হি বাসনা নিষ্ঠানুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাবসহকৃতেনেষ্টসাধনত্ব-জ্ঞানেন নিষিদ্ধেঽপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগমুৎপাদ্য পুংসঃ প্রবর্ত্তয়তি। তথেষ্টসাধনত্বজ্ঞানা-ভাবসহকৃতেনানিষ্টসাধনত্বজ্ঞানেন বিহিতেঽপি সৎসম্ভাষণাদৌ দ্বেষমুৎপাদ্য ততস্তান্ নিবর্ত্তয়তি। শাস্ত্রং কিল সৎপ্রসঙ্গশ্রুতমনিষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন নিষিদ্ধান্মনোঽনুকূলাদপি নিবর্ত্তয়তি দ্বেষমুৎ-পাদ্য। ইষ্টানুবন্ধিত্ববোধনেন বিহিতে মনঃপ্রতিকূলেঽপি রাগমুৎপাদ্য প্রবর্ত্তয়তীতি ন বিধিনিষেধ-শাস্ত্রয়োর্বৈয়র্থমিতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—নম্নু সর্ব্বস্য প্রাণিবর্গস্য প্রকৃতিবশবর্ত্তিত্বে লৌকিকবৈদিকপুরুষকারবিষ-য়াভাবাদ্বিধিনিষেধানর্থক্যং প্রাপ্তম্, ন চ প্রকৃতিশূন্যঃ কশ্চিদস্তি, যং প্রতি তদর্থবত্ত্বং স্যাদিত্যত আহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণামর্থে বিষয়ে শব্দে স্পর্শে রূপে রসে গন্ধে চ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়েঽপি বচনাদৌ অনুকূলে শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ, প্রতি-কূলে শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষ ইত্যেবং প্রতীন্দ্রিয়ার্থং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবানুকূল্য-প্রতিকূল-ব্যবস্থয়া স্থিতৌ ন ত্বনিয়মেন সর্ব্বত্র তৌ ভবতঃ। তত্র পুরুষকারস্য শাস্ত্রস্য চায়ং বিষয়ো যৎ তয়োর্বশং নাগচ্ছেদিতি। কথং যা হি পুরুষস্য প্রকৃতিঃ সা বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বজ্ঞানাভাব-সহকৃতেষ্টসাধনত্বজ্ঞাননিবন্ধনং রাগং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রনিষিদ্ধে কলঞ্জভক্ষণাদৌ প্রবর্ত্তয়তি তথা বলবদিষ্টসাধনতাজ্ঞানাভাবসহকৃতানিষ্টসাধনত্বজ্ঞাননিবন্ধনং দ্বেষং পুরস্কৃত্যৈব শাস্ত্রবিহিতাদপি সন্ধ্যাবন্দনাদের্নিবর্ত্তয়তি, তত্র শাস্ত্রেণ প্রতিবিদ্ধস্য বলবদনিষ্টানুবন্ধিত্বে জ্ঞাপিতে সহকার্য্যভাবাৎ কেবলং দৃষ্টেষ্টসাধনতাজ্ঞানং মধুবিষসম্পৃক্তান্নভোজন ইব তত্র ন রাগং জনয়িতুং শক্নোতি, এবং

বিহিতস্য শাস্ত্রেণ বলবদিষ্টানুবন্ধিত্বে বোধিতে সহকার্যাভাবাৎ কেবলমনিষ্টসাধনত্বজ্ঞানং ভোজনাদাবিব তত্র ন দ্বেষং জনয়িতুং শক্নোতি। ততশ্চাপ্রতিবদ্ধং শাস্ত্রং বিহিতে পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি। নিষিদ্ধাচ্চ নিবর্ত্তয়তীতি শাস্ত্রীয়বিবেকবিজ্ঞানপ্রাবল্যেন স্বাভাবিকরাগদ্বেষয়োঃ কারণোপমর্দ্দনাৎ ন প্রকৃতির্বিপরীতমার্গে পুরুষং শাস্ত্রদৃষ্টিং প্রবর্ত্তয়িতুং শক্নোতীতি ন শাস্ত্রস্য পুরুষ-কা স্য চ বৈয়র্থপ্রসঙ্গঃ, তয়োরাগদ্বেষয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেৎ তদধীনো ন প্রবর্ত্তেত ন নিবর্ত্তেত বা, কিন্তু শাস্ত্রীয়তদ্বিপক্ষজ্ঞানেন তৎকারণবিঘটনদ্বারা তৌ নাশয়েৎ। হি যস্মাৎ তৌ রাগদ্বেষৌ স্বাভাবিকদোষপ্রযুক্তৌ অস্য পুরুষস্য শ্রেয়োঽর্থিনঃ পরিপন্থিনৌ শত্রূ শ্রেয়োমার্গস্য বিঘ্নকর্ত্তারৌ, দস্যু ইব পথিকস্য। ইদঞ্চ "দ্বয়েহ প্রাজাপত্যাদেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষু অস্পর্দ্ধন্ত" ইত্যাদিশ্রুতৌ স্বাভাবিকরাগদ্বেষনিমিত্তশাস্ত্রবিপরীতপ্রবৃত্তি-মসুরত্বেন, শাস্ত্রীয়প্রবৃত্তিঞ্চ দেবত্বেন নিরূপ্য ব্যাখ্যাতমিতিবিস্তরেণেত্যুপরম্যতে ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং তর্হি পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্যাভাবাদ্বিধিনিষেধশাস্ত্রং ব্যর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইন্দ্রিয়স্য ইতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি দ্বির্ব্বচনং বীপ্সায়াং) প্রতীন্দ্রিয়ং স্বে স্বেঽর্থে শব্দাদৌ বচনাদৌ চ বিষয়ে রাগদ্বেষৌ, অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ব্যবস্থিতৌ নিত্যসম্বদ্ধৌ, তত্র তয়োর্ব্বশং নাগচ্ছেদিতি শাস্ত্রস্যাভ্যনুজ্ঞা, পুরুষস্য চ তদনুষ্ঠানে স্বাতন্ত্র্যমস্তি, হি যতঃ তৌ রাগদ্বেষাবেবাস্য প্রাণিনঃ পরিপন্থিনৌ বিরোধিনৌ অদৃষ্টদ্বারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ, ন তু প্রকৃত্যনুসারী ঈশ্বরোঽস্য পরিপন্থী, তস্য বৈষম্যাদিদোষাপত্তেঃ। অয়ং ভাবঃ, যথা স্বস্তৈনব স্বাজ্ঞোল্লঙ্ঘনজেনাপরাধেন কুপিতো রাজা অপরাধিনং হি নিগড়াদৌ নিগৃহিতুং স্বীয়ান্ ভটান্ প্রবর্ত্তয়তি, স এবাদ্যতনেনৈব দানমানেন প্রসাদিত এনং তেষামেব ভটানামাধিপত্যে নিযুঙ্ক্তে, এবং পূর্ব্বকর্ম্মানুসারী ঈশ্বরো রাগাদিদ্বারা পুরুষং বাধমানোঽপি বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রানুসারিণা তেনৈব ভক্তিধ্যানপ্রণিধানেন অর্জ্জিতঃ এনং রাগাদিজয়ে নিযুঙ্ক্তে। তস্মাদ্বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রস্য নানর্থক্যং, পুরুষস্য স্বাতন্ত্র্য-সত্ত্বাৎ নাপীশ্বরে বৈষম্যাদিকং প্রাণিকর্ম্মায়ত্তত্বাদিতি ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ।—যস্মাদ্দুঃস্বভাবেষু লোকেষু বিধিনিষেধশাস্ত্রং ন প্রভবতি, তস্মাৎ যাবৎ পাপাভ্যাসোত্থদুঃস্বভাবো নাভূৎ তাবদ্ যথেষ্টমিন্দ্রিয়াণি ন চারয়েদিত্যাহ ইন্দ্রিয়স্যেতি। (ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সা) প্রত্যেকং সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামর্থে স্বস্ববিষয়ে পরস্ত্রীমাত্রগাত্রদর্শন-স্পর্শনতৎপরিচরণতৎসম্প্রদানকদ্রব্যদানাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি রাগঃ, তথা গুরুবিপ্রতীর্থাতিথি-দর্শনস্পর্শনপরিচরণতৎসম্প্রদানকধনবিতরণাদৌ শাস্ত্রবিহিতেঽপি দ্বেষঃ, ইত্যেতৌ বিশেষণা-বস্থিতৌ বর্ত্তেতে, তয়োর্বশমধীনত্বং ন প্রাপ্নুয়াৎ। যদ্বা ইন্দ্রিয়ার্থে স্ত্রীদর্শনাদৌ রাগঃ, তৎ-প্রতিঘাতে কেনচিৎ কৃতে সতি দ্বেষ ইতি, অস্য পুরুষার্থসাধকস্য, কচিত্তু মনোঽনু-কূলেঽর্থে সুরসস্নিগ্ধান্নাদৌ রাগঃ, মনঃ প্রতিকূলেঽর্থে বিরসরুক্ষান্নাদৌ দ্বেষঃ। তথা স্বপুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ রাগঃ, বৈরি-পুত্রাদিদর্শনশ্রবণাদৌ দ্বেষঃ। তয়োর্বশং ন গচ্ছেদিতি ব্যাচক্ষতে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।—যখন মনুষ্যমাত্রই প্রকৃতির বশবর্ত্তী এবং তাহাদের চেষ্টা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মান্তরীণ সংস্কারের অনুগামী, তখন মনুষ্যের পুরুষকারের আর কোনই সার্থকতা থাকিতেছে এবং না বিধিনিষেধ প্রতিপাদক শাস্ত্রও বৃথা হইয়া পড়িতেছে। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের স্ব স্ব বিষয়ে, অর্থাৎ চক্ষুর রূপে, কর্ণের শব্দে, ত্বকের স্পর্শে, রসনার রসে, নাসিকার ঘ্রাণে, হস্তের গ্রহণে, পদের গমনে, বাক্যের বচনে, পায়ুর মলত্যাগে এবং উপস্থের আনন্দে স্বভাবতঃ অনুরাগ ও বিদ্বেষ জন্মিয়া থাকে। যদি বিষয় ইন্দ্রিয়ের বাসনানুযায়ী হয়, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধে প্রবল অনুরাগ জন্মে এবং যদি তাহা বাসনার বিরোধী হয় তাহা হইলে তদ্বিষয়ে নিরতিশয় বিদ্বেষ সমুৎপন্ন হয়। যদি অনুরাগজনক বিষয়ের অনুসরণ করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ হয়, তাহা হইলেও মনুষ্য নিরস্ত হইতে পারে না। অথবা যদি দ্বেষজনক বিষয় শাস্ত্রবিহিত হয়, তাহা হইলেও তৎসম্বন্ধে বিদ্বেষ বুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিষয় সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের অনুরাগ ও বিদ্বেষ কোন নিয়মেরই অধীন নহে এবং পুরুষকার বা শাস্ত্রীয় শাসনের বশবর্ত্তী নহে। কলঞ্জ * ভক্ষণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ হইলেও, অনেকের তদ্বিষয়ে অতিশয় অনুরাগ দৃষ্ট হয় এবং সন্ধ্যাবন্দনাদি কার্য্য শাস্ত্র-বিহিত হইলেও, অনেকের তদ্বিষয়ে নিতান্ত দ্বেষ দৃষ্ট হয়। রাগদ্বেষকে সম্মুখীন করিয়া, প্রকৃতি মনুষ্যকে হিতাহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান দৃঢ়তর হইলে প্রকৃতি কখনই মনুষ্যকে আপাত-মনোহর ও পরিণাম-ক্লেশকর বিষয়ে অনুরাগী করিতে পারে না। মধু ও বিষ সংমিশ্রিত অন্ন আপাততঃ অতিশয় মধুর হইলেও, যাঁহাদের হৃদয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন নহে, তাঁহারা কখনই তাহা ভোজন করিতে অনুরক্ত হন না। যাহারা জ্ঞানহীন ও শাস্ত্রার্থানভিজ্ঞ তাহারা পরিণাম চিন্তা করে না, এবং শাস্ত্রীয় নিষেধ উপেক্ষা করিয়া আশু প্রীতিপ্রদ কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত করে। অতএব রাগদ্বেষই যাবতীয় অনিষ্টের মূলীভূত জানিয়া, কদাচ তাহার বশীভূত হইবে না। যখন প্রকৃতি তদুভয়কে অবলম্বন করিয়া ও তাহাদিগকেই পুরোবর্ত্তী রাখিয়া মানবের

* কলঞ্জ।—বিষাক্ত-অস্ত্র-বিদ্ধ পশুপক্ষীর মাংস। "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" এই বিধিবাক্যানুসারে কলঞ্জ ভক্ষণ শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এই কলঞ্জ শব্দের 'তাম্রকূট' এই অর্থও প্রচলিত আছে। কোন কোন পণ্ডিত তাম্রকূট-সেবনই শাস্ত্রনিষিদ্ধ বলিয়া মনে করেন।

বুদ্ধিকে বিপথগামিনী করে এবং তাহাদের মুক্তি কামনার প্রতিকূলতা সাধন করে, তখন রাগদ্বেষকে পরিত্যাগ করিলেই বলবতী প্রকৃতির হস্ত হইতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বানর্থের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। অতি বলশালিনী প্রকৃতি, মনুষ্যের হৃদয়ে রাগদ্বেষ সমুৎপন্ন করিয়া, তাহাদিগকে সবলে বিষয়ের ঘনাবর্ত্তে নিক্ষেপ করে; কেবল শাস্ত্রার্থ জ্ঞান-রূপ নৌকাই তাহাদিগকে সেই বিপদ-সঙ্কুল তরঙ্গাবর্ত্ত হইতে উদ্ধার করিতে সমর্থ। পরনারীর সৌন্দর্য্য সম্ভোগবাসনা, অথবা পরস্বাপহরণ-প্রবৃত্তি, অথবা দেহেন্দ্রিয়ের বিবিধ ভোজ্যায়োজন-স্পৃহা পশুদিগেরও পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং নিরন্তর তৎসাধন করিলে কেবল পশুবৃত্তিরই অনুষ্ঠান করা হয়। রাগদ্বেষ এই প্রবৃত্তিদ্বয়ের সাহায্যেই প্রকৃতি মনুষ্যকে এইরূপ পশুভাবাপন্ন করে। অতএব মুক্তিকাম পুরুষের পক্ষে রাগদ্বেষ লগুড়ধারী পথমধ্যবর্ত্তী দস্যুর ন্যায় সর্ব্বনাশ-সাধক ও শ্রেয়ঃসাধনের বলবান্ প্রতি-বন্ধক। শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ সৎসঙ্গী ও সহায় না পাইলে এই দারুণ দুর্ব্বিপাক নিবারণের উপায়ান্তর নাই। শাস্ত্রীয় জ্ঞান জন্মিলে মনুষ্য হিতাহিত বোধ-সম্পন্ন হয় ও রাগদ্বেষের বিষয় সমূহে নিস্পৃহ ও আকাঙ্ক্ষা শূন্য হয়। আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত কুপিত রাজা যেমন অপরাধী প্রজাকে একদা ধৃত করিয়া, নানাবিধ শাস্তি-প্রয়োগে তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিবার অভিপ্রায়ে স্বকীয় অনুচরগণকে বিনিযুক্ত করেন, এবং অন্যদিন সেই প্রজা-রই শিষ্টাচার ও সাধু ব্যবহার দর্শনে, তাহাকে দানমানাদি সৎকারে সমাদৃত করিয়া অনুচরগণকে তদীয় অধীনতায় নিযুক্ত করেন; সেইরূপ পক্ষপাত বিবর্জ্জিত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্, মানবের প্রারব্ধ কর্ম্মানুযায়ী দুষ্কৃতির যথোচিত দণ্ড-বিধানার্থ রাগদ্বেষরূপ সৈন্য বিনিযুক্ত করেন। ঐ সৈন্যদ্বয় তাহাকে হিতাহিত বোধ-শূন্য করিয়া এবং ক্রমশঃ তাহার বিবিধ অনিষ্ট সাধন করিয়া অবশেষে সর্ব্বনাশ সংসাধিত করে। কিন্তু যদি সেই অপ-রাধী মানব, ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাদিদ্বারা বিধি-নিষেধ শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া, স্বীয় সাধু ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে, তখন সেই সর্ব্বেশ্বর দয়াময় পরমেশ্বর পরিতুষ্ট হইয়া রাগদ্বেষকে তা[illegible]র অধীনতায় পরিস্থাপিত করেন। অতএব শাস্ত্রার্থ পরিদর্শী হই[illegible] রাগদ্বেষকে বিজিত ও অধীন করিলে প্রকৃতির অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া, মানব পুরুষকারের সাহায্যে

অব্যাহত ভাবে মোক্ষপথে অগ্রসর হইয়া থাকে। এই রাগদ্বেষ অসুর স্বরূপ এবং শাস্ত্রীয় বুদ্ধি দেবতা স্বরূপ। দুষ্ট অসুর চিরকালই দেবগণের প্রতিকূলতাচরণে নিযুক্ত। শাস্ত্রজ্ঞানরূপ দেবতার সাহায্যে, রাগদ্বেষ স্বরূপ অসুরকে বিজিত ও নির্জ্জিত করাই একমাত্র সুব্যবস্থা। শাস্ত্র ও পুরুষকার অনর্থক বলিয়া যে আশঙ্কা করা হইয়াছিল, তাহা অমূলক। শাস্ত্র-জ্ঞান-বলে রাগদ্বেষ জয় করিয়া প্রকৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় এবং তখন পুরুষকারের সাহায্যেই ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া উত্তরোত্তর আত্মোন্নতি ও জ্ঞানার্জ্জন দ্বারা মুক্তি স্বরূপ পরম মঙ্গল লাভ করা যায়। প্রতি ইন্দ্রিয় বুঝাইবার নিমিত্ত মূলে ইন্দ্রিয় শব্দের বীপ্সা অর্থাৎ পুনরুক্তি করা হইয়াছে ॥ ৩৪ ॥

——:(০):——

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সু-অনুষ্ঠিতাৎ (সর্ব্বাঙ্গপূর্ত্ত্যা কৃতাৎ), পরধর্ম্মাৎ (বর্ণান্তরধর্ম্মাৎ) বিগুণঃ (অঙ্গহীনঃ) [অপি] স্বধর্ম্মঃ (স্বকীয়বর্ণাশ্রমোচিতঃ ধর্ম্মঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্যতরঃ) স্বধর্ম্মে [স্থিতস্য] নিধনং (মরণং) শ্রেয়ঃ (অধিকতরং প্রার্থিতং) পরধর্ম্মঃ ভয়াবহঃ (ভীতিজনকঃ) ॥৩৫॥

প্রতিশব্দ।—সর্ব্বাঙ্গসম্পাদিত বর্ণান্তর-ধর্ম্ম-অপেক্ষা অঙ্গহীন স্বধর্ম্ম [ও] শ্রেষ্ঠ, স্বধর্ম্ম [অনুষ্ঠানকারীর] মরণ ভাল পরধর্ম্ম ভয়ানক ॥ ৩৫॥

ব্যাখ্যা।—স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি কোন অঙ্গহীন ঘটে, তথাপি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পরধর্ম্ম অপেক্ষা তাহাই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠানে যদি মরণ হয়, তাহাও বরং শ্রেয়ঃ; কারণ পরধর্ম্ম নিতান্ত ভয়সঙ্কুল ॥৩৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র রাগদ্বেষপ্রযুক্তো মন্যতে, শাস্ত্রার্থমপ্যন্যথা পরধর্ম্মোঽপি ধর্ম্মত্বাদনুষ্ঠেয় এবেতি তদসৎ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বকীয়ধর্ম্মো বিগুণোঽপি বিগতগুণোঽপি অনুষ্ঠীয়মানঃ, পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাদ্গুণ্যেন সম্পাদিতাদপি স্বধর্ম্মে

স্থিতস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মে স্থিতস্য জীবিতাৎ, কস্মাৎ? পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ নরকাদিলক্ষণং ভয়মাবহতি যতঃ ॥ ৩৫ ॥

আনন্দগিরি।—রাগদ্বেষয়োঃ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষত্বং প্রকটয়িতুং পরমতোপন্যাসদ্বারা সমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি তত্রেত্যাদিনা। (ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ) শাস্ত্রার্থস্যান্যথা প্রতিপত্তিমেব প্রত্যায়য়তি পরধর্ম্মোঽপীতি। স্বধর্ম্মবদিত্যপেরর্থঃ। অনুমানং দূষয়ন্নুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি তদসদিতি। ক্ষত্রধর্ম্মাদ্যুদ্ধাদ্দুরনুষ্ঠানাৎ পরিব্রাড়্ধর্ম্মস্য ভিক্ষাশনাদিলক্ষণস্য স্বানুষ্ঠেয়তয়া মমাপি কর্ত্তব্যত্বং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্য ব্যাচষ্টে শ্রেয়ানিতি। উক্তেঽর্থে প্রশ্নপূর্ব্বকং হেতুমাহ কস্মাদিত্যাদিনা। স্বধর্ম্মমবধূয় পরধর্ম্মমনুতিষ্ঠতঃ স্বধর্ম্মাতিক্রমকৃতদোষস্য দুষ্পরিহারত্বাৎ তত্ত্যাগঃ সাধীয়ানিত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ।—শ্রেয়ানিতি। অতঃ সুশকতয়া স্বধর্ম্মভূতঃ কর্ম্মযোগো বিগুণোঽপ্যপ্রমাদগর্ভঃ প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য দুঃশকতা পরধর্ম্মভূতাৎ জ্ঞানযোগাৎ সগুণাদপি কিঞ্চিৎকালমনুষ্ঠিতাৎ সপ্রমাদাচ্ছ্রেয়ান্ স্বেনৈবোপাদাতুং যোগ্যতয়া স্বধর্ম্মভূতে কর্ম্মণি বর্ত্তমানস্যৈকস্মিন্ জন্মন্যপ্রাপ্তফলতয়া নিধনমপি শ্রেয়ঃ। অন্তরায়াহততয়ানন্তরজন্মন্যপ্যব্যাকুলকর্ম্মযোগারম্ভসম্ভবাৎ, প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য স্বেনৈবোপাদাতুমশক্যতয়া পরধর্ম্মভূতো জ্ঞানযোগঃ প্রমাদগর্ভতয়া ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ ॥

হনুমান্।—শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ, কিঞ্চান্যৎ যতঃ স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ান্, পরধর্ম্মঃ, স্বধর্ম্মো বিগুণঃ কতিপয়াঙ্গৈ রহিতঃ, পরস্য ধর্ম্মঃ পরধর্ম্মস্তস্মাৎ পরধর্ম্মাৎ স্বগুণমনুষ্ঠিতাদ্বিনা যতঃ শ্রেয়ঃ পরস্য ধর্ম্মঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ভয়মাবহতীত্যর্থঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বকারিপুরুষেষু প্রসিদ্ধমিত্যর্থঃ, বুদ্ধিপূর্ব্বকারিপুরুষেষু প্রসিদ্ধনিষ্ঠাদর্শনাৎ (?) ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর।—তর্হি স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদের্দুঃখরূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদ্ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ, তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেষ্ঠং স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্তু পরস্য ভয়াবহো নিষিদ্ধত্বেন নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫ ॥

বলদেব।—নন্বু স্বপ্রকৃতিনির্ম্মিতাং রাগদ্বেষময়ীং পশ্বাদিসাধারণীং প্রবৃত্তিং বিহায় শাস্ত্রোক্তেষু ধর্ম্মেষু বর্ত্তিতব্যমিত্যুক্তম্। ধর্ম্মজ্ঞদিদৃক্ষৌ তাদৃশপ্রবৃত্তিনির্বর্ত্তেত। ধর্ম্মাশ্চ যুদ্ধাদিবদহিংসাদয়োঽপি শাস্ত্রেণোক্তাঃ, তস্মাদ্রাগদ্বেষরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যাদ্যুদ্ধাদেরহিংসাশিলোঞ্ছবৃত্তিলক্ষণো ধর্ম্ম উত্তম ইতি চেত্তত্রাহ শ্রেয়ানিতি। যস্য বর্ণস্যাশ্রমস্য চ যো ধর্ম্মঃ বেদেন বিহিতঃ স চ বিগুণঃ কিঞ্চিদঙ্গবিকলোঽপি স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণাচরিতাদপি পরধর্ম্মাৎ শ্রেয়ান্। যথা ব্রাহ্মণস্যাহিংসাদিঃ স্বধর্ম্মঃ ক্ষত্রিয়স্য যুদ্ধাদিঃ। ন হি ধর্ম্মো বেদাতিরিক্তেন প্রমাণেন গম্যতে। চক্ষুর্ব্বিনেন্দ্রিয়েণেব রূপম্। যথাহ জৈমিনিঃ। "চোদনালক্ষণো ধর্ম্মঃ" ইতি। তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্মে নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রত্যবায়াভাবাৎ, পরজন্মনি ধর্ম্মাচরণসম্ভবাচ্চেষ্টসাধক-

মিত্যর্থঃ। পরধর্ম্মস্তু ভয়াবহোঽনিষ্টজনকঃ। তং প্রত্যবিহিতত্বেন প্রত্যবায়সম্ভবাৎ। ন চ পরশুরামে বিশ্বামিত্রে চ ব্যভিচারঃ, তয়োস্তত্তৎকুলোৎপন্নাবপি তত্তচ্চোক্তমহিম্না তৎকর্ম্মোদয়াৎ। তথাপি বিগানং কষ্টঞ্চ তয়োঃ স্মর্য্যতে। অতএব দ্রোণাদেঃ ক্ষাত্রধর্ম্মোঽসকৃদ্বিগীতঃ। নমু দৈবরাত্যাদেঃ ক্ষত্রিয়স্য পারিব্রাজ্যং শ্রূয়তে ততঃ কথমহিংসাদেঃ পরধর্ম্মত্বমিতি চেৎ সত্যং পূর্ব্বপূর্ব্বাশ্রমধর্ম্মৈঃ ক্ষীণবাসনয়া পারিব্রাজ্যাধিকারে সতি তং প্রত্যহিংসাদেঃ স্বধর্ম্মত্বেন বিহিতত্বাৎ অতএব স্বধর্ম্মে স্থিতস্যেতি যোজ্যতে॥ ৩৫॥

মধুসূদন।—নমু স্বাভাবিকরাগদ্বেষপ্রযুক্তপশ্বাদিসাধারণপ্রবৃত্তিপ্রহাণেন শাস্ত্রীয়মেব কর্ম্ম কর্ত্তব্যং চেৎ তর্হি এবং সুকরং ভিক্ষাশনাদি তদেব ক্রিয়তাং কিমতিদুঃখাবহেন যুদ্ধেনেত্যত আহ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ স্বধর্ম্মঃ যং বর্ণমাশ্রমং প্রতি যো বিহিতঃ স তস্য স্বধর্ম্মঃ, বিগুণোঽপি সর্ব্বাঙ্গোপসংহারমন্তরেণ কৃতোঽপি পরধর্ম্মাৎ স্বং প্রত্যবিহিতাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্পাদিতাদপি, ন হি বেদাতিরিক্তমানগম্যো ধর্ম্মঃ, যেন পরধর্ম্মোঽপ্যনুষ্ঠেয়ঃ ধর্ম্মত্বাৎ স্বধর্ম্মবদিত্যনুমানং, তত্র মানং স্যাৎ "চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ইতি ন্যায়াৎ, অতঃ স্বধর্ম্মে কিঞ্চিদঙ্গহীনেঽপি স্থিতস্য নিধনং, মরণমপি শ্রেয়ঃ প্রশস্যতরং, পরধর্ম্মস্থস্য জীবিতাদপি স্বধর্ম্মস্থস্য নিধনং, হি ইহ লোকে কীর্ত্ত্যাবহং পরলোকে চ স্বর্গাদিপ্রাপকং, পরধর্ম্মস্তু ইহাকীর্ত্তিকরত্বেন পরত্র নরকপ্রদত্বেন চ ভয়াবহো যতঃ, অতো রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্তস্বাভাবিকপ্রবৃত্তিবৎ পরধর্ম্মোঽপি হেয় এবেত্যর্থঃ। এবং তাবদ্ভগবন্মতাঙ্গীকারিণাং শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিস্তদনঙ্গীকারিণাঞ্চ শ্রেয়োমার্গভ্রষ্টত্বমুক্তং শ্রেয়োমার্গভ্রংশেন ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বককাম্যকর্ম্মাচরণে চ কেবলপাপমাত্রাচরণে চ বহুনি কারণানি কথিতানি, "যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তঃ" ইত্যাদিনা, তত্রায়ং সংগ্রহঃ শ্লোকঃ। "শ্রদ্ধাহানিস্তথাসূয়া দুষ্টচিত্তত্বমূঢ়তে। প্রকৃতের্ব্বশবর্ত্তিত্বং রাগদ্বেষৌ চ পুষ্কলৌ। পরধর্ম্মরুচিত্বঞ্চেত্যুক্তা দুর্ম্মার্গবাহকাঃ" ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—শ্রেয়ানিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ স্বধর্ম্মঃ স্বস্য বর্ণাশ্রমানুরূপেণ ঈশ্বরেণ বিহিতত্বাৎ, বিগুণো হিংসাদিমিশ্রোঽপি কিঞ্চিদঙ্গহীনোঽপি পরধর্ম্মাৎ হিংসাদিদোষরহিতধর্ম্মাপেক্ষয়া স্বনুষ্ঠিতাৎ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি স এব শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ নিধনং মরণমপি শ্রেয়ঃ বিহিতত্বাৎ, পরস্য ধর্ম্মো মোক্ষচর্য্যাদির্ভয়াবহঃ ক্ষত্রিয়স্য তব নিষিদ্ধত্বাৎ, তস্মাৎ স্বতন্ত্রেণ ত্বয়া স্বধর্ম্ম এবানুষ্ঠেয় ইতি ভাবঃ॥ ৩৫॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ যুদ্ধরূপস্য ধর্ম্মস্য যথাবদ্রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাৎ ধর্ম্মত্বাবিশেষাচ্চ তত্রপ্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ শ্রেয়ানিতি। বিগুণঃ কিঞ্চিদ্দোষবিশিষ্টোঽপি সম্যগনুষ্ঠাতুমশক্যোঽপি পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ সাধ্বেবানুষ্ঠাতুং শক্যাদপি সর্ব্বগুণপূর্ণাদপি সকাশাৎ শ্রেয়ান্, তত্র হেতুঃ স্বধর্ম্ম ইত্যাদি। "বিধর্ম্মঃ পরধর্ম্মশ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ। অধর্ম্মশাখাঃ পঞ্চেমা ধর্ম্মজ্ঞোঽধর্ম্মবত্ত্যজেৎ॥" ইতি সপ্তমোক্তেঃ॥ ৩৫॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন, যখন শাস্ত্রজ্ঞান সহকারে স্বাভাবিক অনুরাগ ও দ্বেষ পরিবর্জ্জনপূর্ব্বক পাশব প্রবৃত্তি পরিহার করাই আবশ্যক, তখন অতি দুঃখপ্রদ হিংসাত্মক যুদ্ধাদি কর্ম্ম না করিয়া, ভিক্ষাশনাদি অতি সহজ-সাধ্য কর্ম্ম দ্বারা জীবিকাপাত করাই শ্রেয়স্কর। এই আশঙ্কা নিরসনের নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। যে বর্ণ ও যে আশ্রমের প্রতি যে ধর্ম্ম বিহিত হইয়াছে, তাহাই তাহার স্বধর্ম্ম। (৬২০ এবং ৬৩৬ পৃষ্ঠার তাৎপর্য্য এবং ৬৬৭ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে ক্ষত্রিয়াদির স্বধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে।) যুদ্ধ, প্রজাপালন ও রাজ্য রক্ষা প্রভৃতি কার্য্যই ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম। ভিক্ষাশন, যজন, যাজন ও অধ্যাপন ব্রাহ্মণের স্বধর্ম্ম। গোপালন, বণিগ্‌বৃত্তি প্রভৃতি বৈশ্যের স্বধর্ম্ম। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের পরিচর্য্যা শূদ্রের স্বধর্ম্ম। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ এবং ভিক্ষা এই আশ্রম চতুষ্টয় এবং উল্লিখিত বর্ণ চতুষ্টয় সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কর্ম্মের বিধান আছে। বিহিত বিধানে তত্তৎ বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানই স্বধর্ম্ম পালন। যদি স্বধর্ম্মপালনে কোন ত্রুটি বা অঙ্গহানিজনিত বৈগুণ্য ঘটে, তাহাও শ্রেয়ঃ; তথাপি সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন পরধর্ম্ম অর্থাৎ বর্ণান্তরের বা আশ্রমান্তরের অনুষ্ঠেয় ধর্ম্ম কখনই অবলম্বন করা বিধেয় নহে। যদি পরধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে সুদীর্ঘকাল জীবিত থাকার উপায় হয় এবং স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠান করিলে অচিরে মৃত্যু উপস্থিত হয়, তথাপি পরধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া, স্বধর্ম্মেরই অনুগমন করিবে। কারণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে নিধন ঘটিলেও ইহলোকে সুনির্ম্মল কীর্ত্তি এবং পরলোকে স্বর্গাদি সুখ-সৌভাগ্য লাভের পথ প্রশস্ত হইবে। পরধর্ম্মানুষ্ঠান অবনীমণ্ডলে অকীর্ত্তি সমুৎপাদন করে; সুতরাং পরলোকে নরকভোগের কারণস্বরূপ হয়। অতএব পরধর্ম্ম নিরতিশয় ভয়াবহ। রাগদ্বেষাদিপ্রযুক্ত প্রাকৃতিক প্রবৃত্তি যেমন পরিত্যাজ্য, পরধর্ম্মও তদ্রূপ পরিহার্য্য। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধাদি তোমার স্বধর্ম্ম। তুমি যদি এক্ষণে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাশনাদি ব্রাহ্মণবৃত্তি অবলম্বন কর, তাহাতে তোমার কোনই শ্রেয়োলাভ হইবে না। তাহা হইলে তুমি ইহলোকে অযশভাগী এবং পরলোকে নরকভাগী হইবে। ভগবান্ কর্ম্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে যে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন, যাহারা তাহাই অবলম্বন করে, তাহাদেরই শ্রেয়ঃ লাভ হয়। যাহারা তাহা অবলম্বন না করে, তাহারা শ্রেয়ঃমার্গ-ভ্রষ্ট হইয়া

থাকে। ভগবদ্বাক্যের বিরোধী, ফলাভিসন্ধি সহকৃত কর্ম্মপরায়ণ মানবের নানাপ্রকার পাপাচরণের বহুবিধ কারণ পরিব্যক্ত হইল। "যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তঃ" ইত্যাদি (৩ অঃ। ৩২ শ্লোক) হইতে ভগবদ্বিরোধী ব্যক্তিবর্গের অশুভ পরিণামের কারণ সমূহ আলোচিত হইল।

ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের অভিপ্রায়। যদি বল, হিংসাত্মক যুদ্ধাদির অপেক্ষা শিলোঞ্ছবৃত্তির * দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করা শ্রেয়স্কর, এ কথাও অসঙ্গত। কেন না স্বধর্ম্ম ত্যাগ কখনই বিধেয় নহে। পরশুরাম ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বৎ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অপরিসীম শক্তি ও তেজঃপ্রভাবে তাঁহারা তাদৃশ কার্য্য সাধনে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট অপযশ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ব্যবহার সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়া থাকে। দৈবরাতি প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজার সন্ন্যাস গ্রহণের প্রসঙ্গ শ্রুত হওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব আশ্রম-ধর্ম্মের বিহিত পরিপালন জনিত ক্ষীণপাপ হইয়া; তাঁহারা পারিব্রাজ্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। অতএব স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে পাপক্ষয় হয়, তাহারই উপায় কর ॥ ৩৫ ॥

---

* শিলোঞ্ছবৃত্তি।—মানব ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে যে, "অদ্রোহেণৈব ভূতানামল্পদ্রোহেণ বা পুনঃ। যা বৃত্তিস্তাং সমাস্থায় বিপ্রো জীবেদনাপদি ॥ যাত্রামাত্রং প্রসিদ্ধ্যর্থং স্বৈঃ কর্ম্মভিরগর্হিতৈঃ। অক্লেশেন শরীরস্য কুর্ব্বীত ধনসঞ্চয়ম্ ॥ ঋতামৃতাভ্যাং জীবেৎ তু মৃতেন প্রমৃতেন বা। সত্যানৃতাভ্যাম্ অপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কদাচন ॥ ঋতমুঞ্ছশিলং জ্ঞেয়মমৃতং স্যাদযাচিতম্। মৃতন্তু যাচিতং ভৈক্ষ্যং প্রমৃতং কর্ষণং স্মৃতম্ ॥ সত্যানৃতন্তু বাণিজ্যং তেন চৈবাপি জীব্যতে। সেবা শ্ববৃত্তিরাখ্যাতা তস্মাৎ তাং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥" অর্থাৎ বিপ্র, আপদ না ঘটিলে, যে বৃত্তিতে প্রাণিগণের কোন অনিষ্ট না হয়, অথবা অল্পমাত্র অনিষ্ট হয়, তাহার দ্বারা জীবিকাপাত করিবে। শাস্ত্রসঙ্গত কুটুম্ব সংবর্দ্ধন ও নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক, কেবল প্রাণধারণের নিমিত্ত, শরীরকে ক্লেশ না দিয়া, অনিন্দিত উপায়ে ধনসঞ্চয় করিবে। ঋত ও অমৃত বৃত্তি দ্বারা, বা মৃত ও প্রমৃত বৃত্তি দ্বারা, অথবা সত্যানৃত বৃত্তি দ্বারা জীবনপাত করিবে, কখনই কুক্কুর বৃত্তি অর্থাৎ দাসত্ব করিবে না। পথে বা অবারিত স্থানে পতিত ধান্য এক একটী করিয়া সংগ্রহ করার নাম উঞ্ছ বৃত্তি এবং মঞ্জরী সহকৃত অনেক ধান্য সংগ্রহের নাম শিল বৃত্তি; এতদুভয়ই ঋত; অযাচিত ভাবে উপস্থিত বস্তু অমৃত; ভিক্ষালব্ধ বস্তু মৃত; কৃষি বৃত্তি প্রমৃত; সত্যমিথ্যাত্মক বাণিজ্য বৃত্তি সত্যানৃত; বরং তাহার দ্বারাও জীবিকাপাত করিবে; তথাপি কুক্কুরকুল্য সেবাবৃত্তি পরিবর্জ্জন করিবে। (মনুসংহিতা। ৪ অধ্যায়। ২।৩।৪।৫।৬) বিপ্রের যে যে বৃত্তির দ্বারা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তন্মধ্যে উঞ্ছ ও শিল ঋতবৃত্তি অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত।

অর্জ্জুন উবাচ।

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয়! বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। অথ (অনন্তরম্) বার্ষ্ণেয়! (বৃষ্ণিবংশ-সম্ভূত কৃষ্ণ!) [পাপং কর্ত্তুম্] অনিচ্ছন্ (অনভিলষন্) অপি অয়ং পূরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ (প্রেরিতঃ) বলাৎ নিযোজিতঃ ইব [সন্] পাপং চরতি ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ [পাপ করিতে] ইচ্ছা না-থাকিলে-ও এই মানব কাহা-কর্ত্তৃক প্রেরিত বল-দ্বারা নিযুক্ত যেন [হইয়া] পাপ করে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! পাপাচরণে বাসনা না থাকিলেও, মানব যেন কাহার দ্বারা বলপূর্ব্বক পাপে নিযোজিত হয়। কাহার শক্তিতে এরূপ ঘটে? ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদ্যপ্যনর্থমূলং "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" "রাগদ্বেষৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ" ইতি চোক্তং, বিক্ষিপ্তমনবধারিতঞ্চ যদুক্তং, তৎসংক্ষিপ্তং নিশ্চিতঞ্চেদমেবেতি জ্ঞাতুমিচ্ছন্নর্জ্জুন উবাচ, জ্ঞাতে হি তস্মিন্ তদুচ্ছেদায় যত্নং কুর্য্যামিতি অথেতি। অথ কেন হেতুভূতেন যুক্তঃ সন্ রাজ্ঞেব ভৃত্যোঽয়ং পাপং কর্ম্ম চরত্যাচরতি পুরুষঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিকুলপ্রসূত! বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেবেত্যুক্তো দৃষ্টান্তঃ ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি।—প্রাগেবানর্থমূলস্যোক্তত্বাৎ পুনস্তজ্জিজ্ঞাসয়া প্রশ্নানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যদ্যপীতি। বিক্ষিপ্তং বিবিধেষু প্রদেশেষু ক্ষিপ্তং দর্শিতমিতি যাবৎ, অনবধারিতমনেকত্রোক্তত্বাদনেকধা বা বিবেককামাদিভির্ব্বিকল্পিতত্বাদিত্যর্থঃ। নম্বনর্থমূলং পরিহর্ত্তব্যং, তৎ কিমিতি জ্ঞাতুমিষ্যতে তত্রাহ জ্ঞাতে হীতি। কুর্য্যামিতি তজ্জ্ঞানমর্থবদিতি শেষঃ। বাক্যারম্ভার্থত্বমথশব্দস্য গৃহীত্বা প্রশ্নবাক্যং ব্যাকরোতি অথেত্যাদিনা। অনিচ্ছতোঽপি বলাদেব দুশ্চরিতে প্রেরিতত্বে দৃষ্টান্তমাচষ্টে রাজ্ঞেবেতি। বিনিযোজ্যত্বস্যেচ্ছাসাপেক্ষত্বাৎ তদভাবে তদসিদ্ধিমাশঙ্ক্য প্রাগুক্তং স্মারয়তি রাজ্ঞেবেত্যুক্ত ইতি ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ।—অথেতি। অথায়ং জ্ঞানযোগায় প্রবৃত্তঃ পুরুষঃ স্বয়ং বিষয়াননুভবিতুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তো বিষয়ানুভবরূপং পাপং বলাৎ নিয়োজিত ইবাচরতি ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—তস্য কারণবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ, অথেতি। নিয়োজিত ইব ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধর।—"তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ" ইত্যুক্তং, তদেতদশক্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ অথেতি। বৃষ্ণিবংশেঽবতীর্ণো বার্ষ্ণেয়ঃ হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি, কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরুদ্ধতোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ, অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনয়া প্রশ্নঃ ॥ ৩৬ ॥

বলদেব —"ইন্দ্রিয়স্য" ইত্যাদৌ শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপি পরদারসম্ভাষণাদৌ রাগো ব্যবস্থিত ইতি যদুক্তং, তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি অথ কেনেতি। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিবংশোদ্ভব! শুভাদিত্য-শ্চেতি চক্ (অয়ং জ্ঞানযোগায়োদ্যতঃ পুরুষো জীবঃ কেন প্রযোজকেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতঃ পাপং চরতি। নিষেধশাস্ত্রার্থজ্ঞানাৎ তচ্চরিতুমনিচ্ছন্নপি, বলাদেবেতি। প্রযোজকেচ্ছাপন্নতয়া প্রযোজ্যোঽপীচ্ছা প্রজায়তে, স কিমীশ্বরঃ পূর্ব্বসংস্কারো বা, তত্রাদ্যঃ সাক্ষিত্বাৎ কারুণিকত্বাচ্চ ন পাপে প্রেরকঃ। ন চ পরো জড়ত্বাদিতি প্রশ্নার্থঃ ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—তত্র কাম্যপ্রতিষিদ্ধকর্ম্মপ্রবৃত্তিকারণমপনুদ্য ভগবন্মতমনুবর্ত্তিতুং তৎ-কারণাবধারণায় শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ, অথ কেনেতি। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদিনা পূর্ব্বমনর্থমূলমুক্তং, সাম্প্রতঞ্চ "প্রকৃতেগুর্ণসংমূঢ়াঃ" ইত্যাদিনা বহুবিস্তরং কথিতং, তত্র কিং সর্ব্বাণ্যপি সমপ্রাধান্যেন কারণানি, অথৈকমেব মুখ্যং কারণমিতরাণি তু তৎসহকারীণি। কেবলং তত্রাদ্যে সর্ব্বেষাং পৃথক্ পৃথক্ নিবারণে মহান্ প্রয়াসঃ স্যাৎ অন্ত্যে ত্বেকস্মিন্নেব নিরাকৃতে কৃতকৃত্যতা স্যাদিত্যতো ব্রূহি. মে কেন হেতুনা প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং ত্বন্মতানুবর্ত্তী সবজ্ঞানবিমূঢ়ঃ পুরুষঃ পাপমনর্থানুবন্ধি সদা ফলাভিসন্ধিপুরঃসরং কাম্যং চিত্রাদি শত্রুবধসাধনঞ্চ শ্যেনাদিপ্রতিষিদ্ধঞ্চ কলঞ্জভক্ষণাদি বহুবিধং কর্ম্মাচরতি। স্বয়ং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি ন তু নিবৃত্তি-লক্ষণং পরমপুরুষার্থানুবন্ধি ত্বদুপদিষ্টং কর্ম্মেচ্ছন্নপি করোতি। ন চ পারতন্ত্র্যং বিনেত্থং সম্ভবতি অতো যেন বলাদিব নিয়োজিতো রাজ্ঞেব ভৃত্যস্ত্বন্মতবিরুদ্ধং সর্ব্বানর্থানুবন্ধিত্বং জানন্নপি তাদৃশং কর্ম্মাচরতি, তমনর্থমার্গপ্রবর্ত্তকং মাং প্রতি ব্রূহি জ্ঞাত্বা সমুচ্ছেদায়েত্যর্থঃ। হে বার্ষ্ণেয় বৃষ্ণিবংশে মন্মাতামহকুলে কৃপয়াবতীর্ণ! ইতি সম্বোধনেন বার্ষ্ণেয়ীসুতোঽহং ত্বয়া নোপেক্ষণীয় ইতি সূচয়তি ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—ঈশ্বরো ধর্ম্মাধর্ম্মৌ রাগদ্বেষৌ বা পুরুষস্য প্রবর্ত্তকৌ ভবত ইতি আত্ম-নোঽস্বাতন্ত্র্যং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ। অথ কেনেতি। কেন ঈশ্বরাদীনামন্যতমেনান্যেন বা প্রযুক্তঃ প্রবর্ত্তিতঃ সন্নয়ং পুরুষঃ পাপমনিষ্টং চরতি করোতি। অনিচ্ছন্নিত্যনেন রাগদ্বেষয়োঃ প্রবর্ত্তকত্বং নিরস্তং, সতি হি রাগে ইচ্ছা ভবতি অতঃ ইচ্ছায়া অভাবাদ্রাগাভাবঃ রাগস্যা-প্রবর্ত্তকত্বেন তন্মূলভূতসংস্কারহেত্বোর্ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরপ্রবর্ত্তকত্বং, ততশ্চ তৎসাপেক্ষস্য ঈশ্বরস্যাপীতি সর্ব্বেষামাক্ষেপঃ, তস্মাৎ মুখ্যং প্রবর্ত্তকং যৎ তদ্বাচ্যমিত্যর্থঃ, বলাদিব নিযোজিতঃ বিশিষ্টগৃহীত ইবেত্যর্থঃ ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ।—যদুক্তং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতাবিত্যত্র শাস্ত্রনিষিদ্ধেঽপীন্দ্রিয়ার্থে পরস্ত্রী-

সম্ভোগাদৌ রাগ ইত্যত্র পৃচ্ছ্যতে অথেতি। কেন:প্রযোজককর্ত্রা অনিচ্ছন্নপি বিধিনিষেধশাস্ত্রার্থ-জ্ঞানবত্ত্বাৎ পাপে প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছারহিতোঽপি বলাদিবেতি প্রযোজকপ্রেরণবশাৎ প্রযোজ্যস্যাপি ইচ্ছা সম্যগুৎপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৩৬॥

তাৎপর্য্য।—কাম্যকর্ম্ম অশেষ অনিষ্টের মূলীভূত, ইহা শ্রীকৃষ্ণ বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। মানবেরা তাহার অনিষ্ট-কারিতা জানিতে পারিয়াও কেন তাহার অধীনতাপাশে বদ্ধ হয়, ইহাই সংক্ষেপে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন। "ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ" ইত্যাদি (২ অঃ। ৬২ শ্লোক) এবং "প্রকৃতেগুর্ণ-সংমূঢ়াঃ" ইত্যাদি (৩ অঃ। ২৯) শ্লোকে ভগবান্ বিষয়াসক্তির বিস্তর দোষ কীর্ত্তন এবং তদ্বিষয়ে নানা কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই সকল কারণের সকল গুলিই সমপ্রধান বা একটিমাত্র মুখ্য; অন্যগুলি তাহার সহকারিমাত্র, ইহাই অর্জ্জুনের জিজ্ঞাস্য। যদি একটিমাত্র কারণ বিদূরিত করিলে কর্ম্মাসক্তি নিবারিত হয়, তাহা হইলে বহু আয়াসে পৃথক্ পৃথক্ বহু কারণ বিদূরিত করিবার চেষ্টা অনাবশ্যক। অতএব একটিমাত্র কারণ নিবারণ করিলে,যদি বিষয়াসক্তি অপগত হওয়ায় কৃতকৃত্যতা লাভ করিতে পারি, তাহা হইলে অনর্থক বহু কারণ উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত আয়াস-ভোগ কেন করিব? এই অভিপ্রায়েই অর্জ্জুন এই প্রশ্ন অবতারিত করিতে-ছেন। কোন্ অপরিজ্ঞাত শক্তিপ্রভাবে সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ় মনুষ্য তোমার কল্যাণময় অভিপ্রায়ের বিরোধী হইয়া এবং পাপময় স্বার্থসিদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া বহুবিধ ফলাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে শত্রু-নিপাতাভিলাষে ঘৃণিত অভিচার ক্রিয়ামূলক শ্যেন যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান অথবা কলঞ্জভক্ষণাদি অতি বিগর্হিত কর্ম্মাচরণ করে? তাহাদের পাপানুষ্ঠানে বাসনা না থাকিলেও এবং তোমার উপদেশমূলক পুরুষার্থ-সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মাচরণে অভিলাষী হইলেও, তাহারা পাপসাগরে কেন নিমগ্ন হয়? তাহাদের বাসনার স্বাধীনতা থাকিলে কখনই এরূপ ঘটিত না; নিশ্চয়ই তাহারা কাহারও ইচ্ছা-পরতন্ত্র হইয়া, এবং রাজাদিষ্ট ভৃত্যের ন্যায় বলাকৃষ্ট হইয়া তোমার মত-বিরুদ্ধ সর্ব্বানর্থের হেতুভূত পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। যে কারণে মানব কর্ম্মসম্বন্ধে এইরূপে স্বকীয় স্বাধীনতা-ভ্রষ্ট হয়, যাহার প্রতাপে অনিচ্ছাতেও পাপ-প্রবৃত্ত হইয়া মানব স্বকীয় সর্ব্বনাশ সংসাধিত করে, আমাকে বিশেষরূপে

তাহার পরিচয় প্রদান কর। তাহার বৃত্তান্ত পরিজ্ঞাত হইলে আমিও অবধানতা সহকারে তাহার সমুচ্ছেদ সাধনে সমর্থ হইব। "বার্ষ্ণেয়" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, নারায়ণ ! তুমি কৃপা সহকারে আমার মাতামহকুলে অবতীর্ণ হইয়াছ। আমি তোমার পরমাত্মীয়, কারণ আমিও বৃষ্ণিবংশীয় মহিলার গর্ভজাত ; সুতরাং আমি কদাপি তোমার উপেক্ষণীয় নহি ॥ ৩৬ ॥

—••—

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। রজঃ-গুণ-সমুদ্ভবঃ মহাশনঃ (মহৎ অশনং যস্য সঃ দুষ্পূরঃ) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্রঃ) এষঃ কামঃ এষঃ ক্রোধঃ ইহ (মোক্ষমার্গে) এনং (কামং) বৈরিণং (শত্রুং) বিদ্ধি (জানীহি) ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন। রজঃ-গুণ-হইতে-সমুৎপন্ন দুষ্পুর অতি-কঠিন এই কাম এই ক্রোধ মোক্ষপথে কামকে শত্রু জানিবে ॥ ৩৭॥

ব্যাখ্যা। অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরার্থ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বলিলেন, রজোগুণ হইতে সমুদ্ভূত কামের তৃপ্তি সংবিধান করা সুকঠিন, কারণ তাহা অতীব উগ্র ; ক্রোধ কামেরই পরিণামস্বরূপ। অতএব এই কামকে মোক্ষ লাভের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—শৃণু ত্বং তং বৈরিণং সর্ব্বানর্থকরং যং ত্বং পৃচ্ছসি, শ্রীভগবানুবাচ। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য ধর্ম্মস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। বৈরাগ্যস্যাথ মোক্ষস্য ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গণা" ঐশ্বর্য্যাদি ষট্কং যস্মিন্ বাসুদেবে নিত্যমপ্রতিবন্ধত্বেন সামগ্র্যেন চ বর্ত্ততে "উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চৈব ভূতানামাগতিং গতিম্। বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো ভগবানিতি ॥" উৎপত্ত্যাদিবিষয়ঞ্চ বিজ্ঞানং যস্য স বাসুদেবো বাচ্যো ভগবানিতি। কাম ইতি। কাম এষ সর্ব্বলোকবশং কুর্ব্বন্ শত্রুর্যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাং, স এষ কামঃ প্রতিহতঃ কেনচিৎ ক্রোধত্বেন পরিণমতেঽতঃ ক্রোধোঽপ্যেষ এব রজোগুণোসমুদ্ভবো রজশ্চ তদ্‌গুণশ্চ রজোগুণঃ সমুদ্ভবো যস্য স কামো রজোগুণসমুদ্ভবো রজোগুণস্য বা সমুদ্ভবঃ, কামো হ্যুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং প্রবর্ত্তয়তি তৃষ্ণয়া হ্যহঙ্কারিতঃ ইতি গুণদুঃখিনাং রজঃকার্য্যে সেবাদৌ প্রবৃত্তানাং প্রলাপঃ

শ্রূয়তে। মহাশনো মহদশনমস্যেতি মহাশনোঽতএব মহাপাপ্মা কামেন প্রেরিতো জন্তুঃ পাপং করোতি, অতো বিদ্ধ্যেনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্॥ ৩৭॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতিপ্রতিবচনং প্রস্তৌতি শৃণ্বিতি। তস্য বৈপরীত্যং স্ফোরয়তি সর্ব্বেতি। অপ্রস্তুতং কিমিতি প্রস্তূয়তে তত্রাহ যং ত্বমিতি। ভগবচ্ছব্দার্থং নির্দ্ধারয়িতুং পৌরাণিকং বচনমুদাহরতি ঐশ্বর্য্যস্যেতি। সমগ্রস্যেত্যেতৎ প্রত্যেকং বিশেষণৈঃ সম্বধ্যতে, অথ শব্দস্তথাশব্দপর্য্যায়ঃ সমুচ্চয়ার্থঃ, মোক্ষশব্দেন তদুপায়ো জ্ঞানং বিবক্ষ্যতে। উদাহৃতবচসস্তাৎপর্য্যমাহ ঐশ্বর্য্যাদীতি। স বাচ্যো ভগবানিতি সম্বন্ধঃ। তত্রৈব পৌরাণিকং বাক্যান্তরং পঠতি উৎপত্তিমিতি। ভূতানামিতি প্রত্যেকমুৎপত্ত্যাদিভিঃ সম্বধ্যতে, কারণাথৌ চোৎপত্তিপ্রলয়শব্দৌ ক্রিয়ামাত্রস্য পুরুষান্তরগোচরত্বসম্ভবাদাগতির্গতিশ্চেত্যাগামিন্যৌ সম্পদ্বিপদৌ সূচ্যেতে। বাক্যান্তরস্যাপি তাৎপর্য্যমাহ উৎপত্ত্যাদীতি। বেত্তীত্যুক্তঃ সাক্ষাৎকারো বিজ্ঞানমিত্যুচ্যতে, সমগ্রৈশ্বর্য্যাদিসম্পত্তিসমুচ্চয়ার্থশ্চকারঃ। উক্তলক্ষণো ভগবান্ কিমুক্তবানিতি তদাহ কাম ইতি। কামস্য সর্ব্বলোকশত্রুত্বং বিশদয়তি যন্নিমিত্তেতি। তথাপি কথং তস্যৈব ক্রোধত্বং তদাহ স এষ ইতি। কামক্রোধয়োরেব হেয়ত্বদ্যোতনার্থং কারণং কথয়তি রজোগুণ ইতি। কারণদ্বারা কামাদেরেব হেয়ত্বমুক্ত্বা কার্য্যদ্বারাপি তস্য হেয়ত্বং সূচয়তি রজোগুণস্যেতি। কামস্য পুরুষপ্রবর্ত্তকত্বমেব ন রজোগুণজনকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামো হীতি। তত্রৈবানুভবানুসারিণীং লোকপ্রসিদ্ধিং প্রমাণয়তি তৃষ্ণয়া হীতি। তস্য যোগ্যাযোগ্যবিভাগমন্তরেণ বহুবিষয়ত্বং দর্শয়তি মহাশন ইতি। বহুবিষয়ত্বপ্রযুক্তং কর্ম্ম নির্দ্দিশতি অত ইতি। সর্ব্ববিষয়ত্বেঽপি কুতোঽস্য পাপত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ কামেনেতি। কামস্যোক্তবিশেষণবত্ত্বে ফলিতমাহ অত ইতি॥ ৩৭॥

রামানুজ।—অস্যোদ্ভবাভিভবরূপেণ বর্ত্তমানগুণময়প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য প্রারব্ধজ্ঞানযোগস্য রজোগুণসমুদ্ভবঃ। প্রাচীনবাসনাজনিতশব্দাদিবিষয়োঽয়ং কামো মহাশনঃ শত্রুঃ সর্ব্ববিষয়েষ্বেনমাকর্ষতি, এষ এব প্রতিহতগতিঃ প্রতিহতিহেতুভূতচেতনান্ প্রতিক্রোধরূপেণ পরিণতো মহাপাপ্মা পরহিংসাদিষু প্রবর্ত্তয়তি। এনং রজোগুণসমুদ্ভবং সহজং জ্ঞানযোগবিরোধিনং বৈরিণং বিদ্ধি॥ ৩৭॥

হনুমান্।—অস্যপ্রবৃত্তিকারণং শ্রীভগবানুবাচ কাম ইতি। এষ কামঃ ক্রোধশ্চ রজোগুণসমুদ্ভবঃ, মহদশনং যস্য স মহাশনঃ বিষয়সেবানুপরতঃ, অতএব মহাপাপ্মা মহান্ পাপ্মা পাপং যস্মাৎ ভবতি স মহাপাপ্মা এনং কামং ক্রোধমিহ অধিকারিপুরুষাণাং বিষয়ে বৈরিণং বিদ্ধি॥ ৩৭॥

শ্রীধর।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ, কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যস্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব। নমু ক্রোধোঽপি পূর্ব্বং ত্বয়োক্তঃ, "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র, সত্যং নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপ্যেষ কাম এব হি কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে, পূর্ব্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এবেত্যভিপ্রায়েণৈকীকৃত্যোচ্যতে।

রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি ক্ষয়ং নীতে সতি কামো ন জায়ত ইতি সূচিতম্, এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি, অয়ঞ্চ বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্ধাতুং শক্য ইত্যাহ, মহাশনো মহদশনং যস্য দুষ্পূর ইত্যর্থঃ। ন চ সাম্না সন্ধাতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ॥ ৩৭॥

বলদেব।—তত্রাহ ভগবান্ কাম ইতি। কামঃ প্রাক্তনবাসনাহেতুকঃ শব্দাদিবিষয়-কোঽভিলাষঃ পুরুষং পাপে প্রেরয়তি তদনিচ্ছুমপি সোঽস্য প্রেরকঃ ইত্যর্থঃ। নব্বভিচারাদৌ ক্রোধোঽপি প্রেরকো দৃষ্টঃ। স কো[illegible]ত্যাদৌ ভবতাপি পৃথগুক্ত ইতি চেৎ, সত্যং, ন স তস্মাৎ পৃথক্, [illegible] কাম এব কেনচিচ্চেতনেন প্রতিহতঃ ক্রোধো ভবতি। দুগ্ধমিবাম্লেন যুক্তং দধি। কামজয় এব ক্রোধজয় ইতি ভাবঃ। কীদৃশঃ কাম ইত্যাহ রজোগুণেতি। সত্ত্ববৃদ্ধ্যা রজসি নির্জ্জিতে কামো নির্জ্জিতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। ন চাপেক্ষিতপ্রদানেন কামস্য নিবৃত্তিরিত্যাহ মহাশন ইতি। "যং পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥" ইতি স্মরণাৎ। ন চ সাম্না ভেদেন বা স বশীভবেদিত্যাহ মহাপাপ্মেতি। যোঽত্যুগ্রো বিবেকজ্ঞানবিলোপেন নিষিদ্ধেঽপি প্রবর্ত্তয়তি। তস্মাদিহ জ্ঞানযোগে এনং বৈরিণং বিদ্ধি, তথা চ দানাদিভিস্ত্রিভিরুপায়ৈঃ সন্ধাতুমশক্যত্বাদ্বক্ষ্যমাণেন দণ্ডেন স হন্তব্য ইতি ভাবঃ। ঈশ্বরঃ কর্ম্মানুরিতঃ পর্জ্জন্যবৎ সর্ব্বত্র প্রেরকঃ। কামস্তু স্বয়মেব পাপ্মাগ্রো ইতি তথোক্তম্॥ ৩৭॥

মধুসূদন।—এবমর্জ্জুনেন পৃষ্টে "অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইতি "আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয়াথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধমুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ইতি। যত্ত্বয়া পৃষ্টো হেতুরনাদনর্থমার্গে প্রবর্ত্তকঃ স এষ কাম এব মহান্ শত্রুঃ, যন্নিমিত্তা সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিঃ প্রাণিনাম্। নন্বু ক্রোধোঽপ্যভি-চারাদৌ প্রবর্ত্তকো দৃষ্ট ইত্যত আহ ক্রোধ এষ কাম এব, কেনচিদ্ধেতুনা প্রতিহতঃ ক্রোধত্বেন পরিণমতেঽতঃ ক্রোধোঽপ্যেষঃ কাম এব, এতস্মিন্নেব মহাবৈরিণি নিবারিতে সর্ব্বপুরুষার্থ-প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ। তন্নিবারণোপায়জ্ঞানায় তৎকারণমাহ রজোগুণসমুদ্ভবঃ দুঃখপ্রবৃত্তিবলাত্মকো রজোগুণ এব সমুদ্ভবঃ কারণং যস্য, অতঃ কারণানুবিধায়িত্বং কার্য্যস্য সোঽপি তথা, যদ্যপি তমোগুণোঽপি তস্য কারণং, তথাপি দুঃখে প্রবৃত্তৌ চ রজস এব প্রাধান্যাৎ তস্যৈব নির্দ্দেশঃ এতেন সাত্ত্বিক্যা বৃত্ত্যা রজসি ক্ষীণে সোঽপি ক্ষীয়ত ইত্যুক্তম্। অথবা তস্য কথমনর্থমার্গে প্রবর্ত্তকত্বমিত্যত আহ, রজোগুণস্য প্রবৃত্ত্যাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যস্মাৎ, কামো হি বিষয়াভি-লাষাত্মকঃ স্বয়মুদ্ভূতো রজঃ প্রবর্ত্তয়ন্ পুরুষং দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তি তেনায়মবশ্যং হন্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ। নন্বু সাম-দান-ভেদ-দণ্ডাশ্চত্বার উপায়াস্তত্র প্রথমত্রিকস্যাসম্ভবে চ চতুর্থো দণ্ডঃ প্রয়োক্তব্যো ন তু হঠাদেবেত্যাশঙ্ক্য ত্রয়াণামসম্ভবং বক্তুং বিশিনষ্টি মহাশনো মহাপাপ্মেতি। মহদশনমস্যেতি মহাশনঃ "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ॥" ইতি স্মৃতেঃ, অতো ন দানেন সন্ধাতুং শক্যঃ, নাপি সাম-ভেদাভ্যাং, যতো মহাপাপ্মাত্যুগ্রঃ, তেন হি বলাৎ প্রেরিতোঽনিষ্টফলমপি জানন্ পাপং করোতি, অতো বিদ্ধি

জানীহি এনং কামমিহ সংসারে বৈরিণম্। তদেতৎ সর্ব্বং বিবৃতং বার্ত্তিককারৈঃ "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতিব্যাখ্যানে। "প্রবৃত্তৌ চ নিবৃত্তৌ চ যথোক্তস্যাধিকারিণঃ। স্বাতন্ত্র্যে সতি সংসারস্মৃতৌ কস্মাৎ প্রবর্ত্ততে॥ ১॥ ন তু নিঃশেষবিধ্বস্তসংসারানর্থবর্ত্মনি। নিবৃত্তিলক্ষণে বাচ্যং কেনায়ং প্রের্য্যতেঽবশঃ॥ ২॥ অনর্থপরিপাকত্বমপি জানন্ প্রবর্ত্ততে। পারতন্ত্র্যমৃতে দৃষ্টা প্রবৃত্তির্নেদৃশী কচিৎ॥ ৩॥ তস্মাচ্ছ্রেয়োঽর্থিনঃ পুংসঃ প্রেরকোঽনিষ্টকর্ম্মণি। বক্তব্যস্তন্নিরাসার্থমিত্যর্থো স্যাৎ পরাশ্রুতিঃ॥ ৪॥ অনাপ্তপুরুষার্থোঽয়ং নিঃশেষানর্থসঙ্কুলঃ। ইত্যকাময়তানাপ্তান্ পুমর্থান্ সাধনৈর্জড়ঃ॥ ৫॥ জিহাসতি তথানর্থানবিদ্বানাত্মনি শ্রিতান্। অবিদ্যোদ্ভূতকামঃ সন্নথো খল্বিতি চ শ্রুতিঃ॥৬॥ অকামতঃ ক্রিয়াঃ কাশ্চিৎ দৃশ্যন্তে নেহ কস্যচিৎ। যদ্যদ্ধি কুরুতে জন্তুস্তত্তৎকামস্য চেষ্টিতম্॥ ৭॥ কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদিবচনং স্মৃতেঃ। প্রবর্ত্তকো নাপরোঽতঃ কামাদন্যঃ প্রতীয়তে॥ ৮॥" ইতি অকাময়ত ইতি মনুবচনং অন্যৎ স্পষ্টম্॥ ৩৭॥

নীলকণ্ঠ।—অত্রোত্তরং "কামময় এবায়ং পুরুষঃ" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং শ্রীভগবানুবাচ কাম এষ ইতি। এষ প্রসিদ্ধঃ কামঃ, "সোঽকাময়ত জায়া মে স্যাদথ প্রজায়েয় অথ বিত্তং মে স্যাদথ কর্ম্ম কুর্ব্বীয়" ইতি শ্রুতেরিদং মে ভূয়াদিদং মে ভূয়াদিতি তীব্রাভিলাষহেতুভূতশ্চেতসোঽনবস্থিতত্বাপাদকো বৃত্তিবিশেষঃ, স চ চেতোরূপ এব, কামঃ সঙ্কল্প ইত্যুপক্রম্য এতৎ সর্ব্বং মন এব ইত্যুপসংহারাৎ, স এষ কামঃ কেনচিন্নিমিত্তেন প্রতিহতঃ ক্রোধরূপেণ পরিণমতে, অতঃ ক্রোধোঽভিজ্বলনাত্মাপ্যেষ এব, তমেনমিহ শরীরে অন্তঃস্থিতং বৈরিণং বিদ্ধি, কুতো বৈরী? যতঃ রজোগুণসমুদ্ভবঃ রজো রঞ্জনাত্মকঃ প্রাকৃতো গুণঃ তস্য গুণৌ কার্য্যভূতৌ তৃষ্ণাসঙ্গৌ তাবেব উদ্ভবো যস্য সঃ, রজঃকার্য্যত্বাদ্দুঃখৈকফলোঽয়মতো বৈরী। যদ্বা রজোগুণস্য লোভপ্রবৃত্ত্যাদিলক্ষণস্য সমুদ্ভবো যস্মাৎ। নন্বু বিষয়াভিলাষাত্মকঃ কামো বিষয়ার্পণেন শাম্যতি বিষয়স্য দৌর্লভ্যনিশ্চয়ে স্বত এব বা নিবর্ত্ততে, অন্ধ ইব রূপদর্শনাভিলাষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মহাশনো মহাপাপ্মেতি। মহৎ দাতুমপরাণীয়মশনমস্য স তথা। যথোক্তং, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইতি। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালমেকস্য তৎ সর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ।" ইতি। যথা মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ স হি সহস্রশঃ প্রবোধিতোঽপি ন নিবর্ত্ততে তদ্বদয়মপি দুশ্চিকিৎস্যঃ মহাশনত্বান্নায়ং বৈরী দানসাধ্যঃ, নাপি সামভেদসাধ্যঃ অত্যুগ্রত্বাৎ, অতো হন্তব্য এবেতি॥ ৩৭॥

বিশ্বনাথ।—কাম এষ ইতি। এষ কাম এব বিষয়াভিলাষাত্মকঃ পুরুষং পাপে প্রবর্ত্তয়তি, তেনৈব প্রযুক্তঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ। এষ কাম এব পৃথকত্বেন দৃশ্যমান এষ প্রত্যক্ষঃ ক্রোধো ভবতি। কাম এব কেনচিৎ প্রতিহতো ভূত্বা ক্রোধাকারেণ পরিণমতীত্যর্থঃ। কামো রজোগুণসমুদ্ভব ইতি। রাজসাৎ কামাদেব তামসঃ ক্রোধো জায়ত ইত্যর্থঃ। কামস্যাভিলষিতপূরণেন নিবৃত্তিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ, মহাশনঃ মহদশনং যস্য সঃ। "যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ। নালং কামস্য তৎসর্ব্বমিতি মত্বা শমং ব্রজেৎ" ইতি স্মৃতেঃ কামস্যা-

পেক্ষিতং পূরয়িতুমশক্যমেব। নন্বু দানেন সন্ধাতুমশক্যশ্চেৎ সামভেদাভ্যাং স স্ববশীকর্ত্তব্যঃ তত্রাহ মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ॥ ৩৭॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ নিম্নলিখিত শ্রুতি-সম্মত উত্তর প্রদান করিলেন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই পুরুষ কামময়" এবং অন্যত্র, "অগ্রে আত্মাই ছিলেন, তিনি জায়া-কামনা করিলেন; পরে প্রজা, পরে বিত্ত, পরে কর্ম্ম করিবার কামনা করিলেন।" কে বলপুর্ব্বক পাপমার্গে মনুষ্যকে পরিচালিত করে? তুমি যে এই প্রশ্ন করিয়াছ, তাহার উত্তরস্বরূপে বলিতেছি যে, কামই প্রাণিগণের প্রবল শত্রু, তাহারই জন্য সর্ব্বপ্রকার অনর্থ সংঘটিত হয়। ক্রোধকেও অনেক সময়ে প্রাণির সর্ব্বনাশ সাধন-ক্ষম দেখা যায় সত্য; কিন্তু ক্রোধ কামেরই পরিণামমাত্র। কোন কারণে কাম প্রতিহত হইলে, অর্থাৎ অভিলষিত বিষয়লাভে ব্যাঘাত উপস্থিত হইলে, কামই ক্রোধরূপে পরিণত হয়। ইহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলে সকল পুরুষার্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাম দুঃখপ্রবর্ত্তক রজোগুণ হইতে সমুদ্ভুত। কার্য্য কারণেরই অনুবর্ত্তী হইয়া থাকে; দুঃখজনক রজোগুণ সমুৎপন্ন কামও দুঃখজনক। দুঃখপ্রবৃত্তি সম্বন্ধে রজোগুণেরই প্রাধান্য আছে; তজ্জন্য কামকে তমোগুণোদ্ভব না বলিয়া, রজোগুণোদ্ভব রূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সাত্ত্বিকী বৃত্তি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে কাম ক্ষয়িত হইয়া থাকে। অথবা, কাম কিরূপে প্রাণিকে অনর্থপথে পরিচালিত করে, তাহার আলোচনা করিলেও অন্য সদর্থ নিষ্কাশিত হইতে পারে। যাহার দ্বারা রজোগুণের প্রবৃত্তিসমূহ উদ্ভূত হয়, সেই বিষয়াভিলাষাত্মক কাম, স্বয়ং উদ্ভূত হইয়া রজোগুণকে প্রবর্ত্তিত করে এবং পুরুষকে দুঃখাত্মক কর্ম্মে বিনিযুক্ত করে; সুতরাং এই কাম অবশ্য হন্তব্য। শত্রু-দমনার্থ সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারি প্রকার উপায় বিহিত আছে। প্রথম তিনটী অসম্ভব হইলে অথবা নিষ্ফল হইলে, দণ্ডনামক চতুর্থ উপায় প্রযোজ্য। এই কাম-প্রবৃত্তি এতই প্রবল, যে কিছুতেই ইহার তৃপ্তি হয় না; কারণ কামনার উপভোগের দ্বারা কাম প্রবৃত্তি কখনই শান্ত হয় না। ঘৃতদ্বারা অগ্নি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। "বসুন্ধরার যাবতীয় ব্রীহি, যব, স্বর্ণ, পশু ও স্ত্রী লাভ করিয়াও এক কাম প্রবৃত্তির পর্য্যাপ্ত হয় না বুঝিয়া শান্তিকে

অবলম্বন কর।" অতএব এই বিশালোদর কাম কিছুতেই তৃপ্ত হয় না; এবং তাহার অত্যুগ্রতা কিছুতেই নিবারিত হয় না। সুতরাং এরূপ কঠিন স্থলে সাম, দান ও ভেদ প্রয়োগে কোনই ফললাভের সম্ভাবনা নাই। এই সংসারে শত্রুস্বরূপ এই কামকর্ত্তৃক মনুষ্যগণ পাপকার্য্যে সবলে নিযোজিত হয় এবং পাপের অনিষ্টকারিতা জানিয়াও তাহা হইতে নিরস্ত হইতে পারে না। এই সকল প্রসঙ্গ বার্ত্তিককার "আত্মৈবেদমগ্রে আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যা কালে বিবৃত করিয়াছেন। এই শ্রুতির অর্থ এই তাৎপর্য্যের প্রারম্ভে লিখিত হইয়াছে। বার্ত্তিককারের এতদ্বিষয়ক বচন সমূহ শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় টীকার শেষে উদ্ধৃত করিয়াছেন ॥ ৩৭ ॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—যথা বহ্নিঃ (অগ্নিঃ) ধূমেন আব্রিয়তে (আচ্ছাদ্যতে) যথা আদর্শঃ (দর্পণঃ) মলেন চ (ধূলিপ্রভৃতিনা) যথা গর্ভঃ উল্বেন (জরায়ুণা) আবৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ) তথা তেন (কামেন) ইদম্ (আত্মজ্ঞানম্) আবৃতম্ (আচ্ছাদিতম্) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যেরূপ অগ্নি ধূমদ্বারা আবৃত যেরূপ দর্পণ মলদ্বারা এবং যেরূপ গর্ভ জরায়ু-দ্বারা সমাচ্ছন্ন সেইরূপ কামদ্বারা এই জ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—ধূমের দ্বারা অগ্নি যেমন আচ্ছাদিত থাকে, মলসঞ্চয়ে দর্পণ যেমন সমাচ্ছন্ন হয় এবং গর্ভ যেমন জরায়ু সংবেষ্টিত থাকে, তদ্রূপ কামের দ্বারা আত্মজ্ঞান সমাবৃত রহিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং বৈরীতি দৃষ্টান্তৈঃ প্রত্যায়য়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ প্রকাশাত্মকোঽপ্রকাশকেন, যথা বাদর্শো মলেন চ, যথোল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা আবৃত আচ্ছাদিতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকমবতারয়তি কথমিতি। অনেক দৃষ্টান্তোপাদানং প্রতিপত্তিসৌকর্য্যার্থম্। সহজস্য ধূমস্য প্রকাশাত্মকবহ্নিং প্রতি আবরকত্বসিদ্ধ্যর্থং বিশিনষ্টি অপ্রকাশাত্মকেনেতি ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ।—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন বহ্নিরাব্রিয়তে যথা চাদর্শো মলেন, যথোল্বেণ গর্ভস্তথা তেন কামেনেদং জন্তুজ্ঞানমাবৃতম্ ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্।—কথং সর্ব্বৈরিত্যাহ ধূমেনেতি। যথা ধূমেনাব্রিয়তে বিলীয়তে বহ্নির্যথা চাদর্শো দর্পণঃ মলেন চ কালিমাখ্যেন বিধীয়তে, যথা চ উল্বেন জরায়ুদ্বারেণ গর্ভঃ, তথা তেনেদমিতি কামঃ ক্রোধশ্চ বৈরীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর।—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি ধূমেনেতি। ধূমেন সহজেন যথা বহ্নিরাব্রিয়তে আচ্ছাদ্যতে, যথা চাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা গর্ভঃ সর্ব্বতো নিরুদ্ধ আবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব।—মৃদুমধ্যতীব্রভাবেন ত্রিবিধস্য কামস্য ধূমমলোল্বেনেতি ক্রমেণ দৃষ্টান্তানাহ ধূমেনেতি। যথা ধূমেনাবৃতোঽপ্যুজ্জ্বলোঽপি বহ্নিরৌষ্ণ্যাদিকং কিঞ্চিৎ করোতি, মলেনাবৃতো দর্পণঃ স্বচ্ছতাতিরোধনাৎ প্রতিবিম্বং ন শক্নোতি গ্রহীতুং, উল্বেন জরায়ুণাবৃতো গর্ভস্তু পাদাদিপ্রসারং ন শক্নোতি কর্ত্তুং, ন চোপলভ্যতে। তথা মৃদুনা কামেনাবৃতং জ্ঞানং কথঞ্চিৎ তত্ত্বার্থং গ্রহীতুং শক্নোতি মধ্যেনাবৃতং ন শক্নোতি। তীব্রেণাবৃতস্তু প্রসর্ত্তুমপি ন শক্নোতি ন চ প্রতীয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন।—তস্য মহাপাপ্মত্বেন বৈরিত্বমেব দৃষ্টান্তৈঃ স্পষ্টয়তি ধূমেনেতি। তত্র শরীরারম্ভাৎ প্রাগন্তঃকরণস্যালব্ধবৃত্তিকত্বাৎ সূক্ষ্মঃ কামঃ শরীরারম্ভকেন কর্ম্মণা স্থূলশরীরাবচ্ছিন্নে লব্ধবৃত্তিকেঽন্তঃকরণে কৃতাভিব্যক্তিঃ সন্ স্থূলো ভবতি, স এব বিষয়স্য চিন্ত্যমানাবস্থায়াং পুনরুদ্রিচ্যমানঃ স্থূলতরো ভবতি, স এব পুনর্বিষয়স্য ভুজ্যমানতাবস্থায়ামত্যন্তোদ্রেকং প্রাপ্তঃ স্থূলতমো ভবতি। তত্র প্রথমাবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ যথা ধূমেন সহজেনাপ্রকাশাত্মকেন প্রকাশাত্মকো বহ্নিরাব্রিয়তে। দ্বিতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ যথা দর্শো মলেনাসহজেন আদর্শোৎপত্ত্যনন্তরমুদ্রিক্তেন, চকারোঽবান্তরবৈধর্ম্ম্যসূচনার্থঃ, আব্রিয়তে ইতি ক্রিয়ানুকর্ষণার্থশ্চ। তৃতীয়াবস্থায়াং দৃষ্টান্তঃ যথোল্বেন জরায়ুণা গর্ভবেষ্টনচর্ম্মণা অতিস্থূলেন সর্ব্বতো নিরুধ্যাবৃতো গর্ভঃ, তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনেদমাবৃতম্। অত্র ধূমেনাবৃতোঽপি বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যং করোতি, মলেনাবৃতস্ত্বাদর্শঃ প্রতিবিম্বগ্রহণলক্ষণং স্বকার্য্যং ন করোতি, স্বচ্ছতাধর্ম্মমাত্রাতিরোধনাৎ স্বরূপতস্তূপলভ্যত এব, উল্বেনাবৃতস্তু গর্ভো ন হস্তপদাদিপ্রসারণরূপং স্বকার্য্যং করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি বিশেষঃ ॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্য বৈরিত্বমেব বিবৃণোতি ধূমেনেত্যাদিনা। উল্বেন গর্ভবেষ্টনেন জরায়ুণা তেন কামেন ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞানং আবৃতম্, আবরণীয়স্য ত্রৈবিধ্যাৎ তদনুগুণং দৃষ্টান্তত্রয়ং জ্ঞেয়ম্ ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ।—নচ কস্যচিদেবায়ং বৈরী অপিতু সর্ব্বস্যৈবেতি সদৃষ্টান্তমাহ ধূমেনেতি। কামস্যাগাঢ়ত্বে গাঢ়ত্বেঽতিগাঢ়ত্বে চ ক্রমেণ দৃষ্টান্তাঃ। ধূমেনাবৃতোঽপি মলিনো বহ্নির্দাহাদিলক্ষণং স্বকার্য্যন্তু করোতি। মলেনাবৃতো দর্পণস্তু স্বচ্ছতাধর্ম্মতিরোধানাৎ বিম্বগ্রহণং স্বকার্য্যং ন করোতি স্বরূপতস্তু উপলভ্যতে। উল্বেন জরায়ুণা আবৃতো গর্ভস্তু স্বকার্য্যং করচরণাদিপ্রসারণং ন করোতি, ন বা স্বরূপত উপলভ্যত ইতি। এবং কামস্যাগাঢ়ত্বে পরমার্থস্মরণং কর্ত্তুং শক্নোতি, গাঢ়ত্বেন শক্নোতি অতিগাঢ়ত্বে অচেতনমেব স্যাদিদং জগদেব ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—কামের প্রবল শত্রুতার বিষয় দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। শরীরের প্রারম্ভ কালে অন্তঃকরণের অপূর্ণ অবস্থায় কাম সূক্ষ্ম-রূপে দেহাশ্রয় করিয়া, শরীরের পরিপুষ্টি ও অন্তঃকরণের পূর্ণতার সহিত ক্রমশঃ স্থূলতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। বিষয়চিন্তাকালে ভোগোত্তেজনা হেতু সেই কাম ক্রমশঃ স্থূলতর হইতে থাকে; এবং বিষয় ভোগ কালে পুনঃ পুনঃ ভোগোৎসাহে স্থূলতম হইয়া উঠে। অপ্রকাশরূপ সহজাত ধূম প্রকাশ স্বরূপ বহ্নিকে আবরণ করিয়া রাখে, ইহাই উল্লিখিত প্রথমাবস্থার উদাহরণ। দর্পণ আগন্তুক ধূলি প্রভৃতি মলিন পদার্থে সমাচ্ছন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তজ্জন্য তাহার আন্তরিক ধর্ম্মের বিলোপ হয় না; ইহাই দ্বিতীয়াবস্থার উদাহরণ। অতি স্থূল জরায়ু অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম দ্বারা গর্ভস্থ শিশু সর্ব্বতোভাবে নিরুদ্ধ থাকে, ইহাই তৃতীয়াবস্থার দৃষ্টান্ত। এই ত্রিবিধ প্রণালীতে মায়া দ্বারা জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। ধূম দ্বারা আবৃত হইলেও বহ্নির দাহাদি লক্ষণ স্বকার্য্য সাধনের ব্যাঘাত হয় না; মলিনতা সমাচ্ছন্ন দর্পণের স্বচ্ছতা ধর্ম্মের অভাবে প্রতিবিম্ব গ্রহণ রূপ স্বকার্য্য সাধন ক্ষমতা তিরোহিত হয়; কিন্তু তাহার স্বরূপের অন্যথা হয় না। জরায়ু দ্বারা আবৃত ভ্রূণ হস্ত পদাদি প্রসারণরূপ স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম থাকে এবং আপনার স্বরূপও উপলব্ধি করিতে পারে না। এই তিন দৃষ্টান্তের দ্বারা ত্রিবিধ অবস্থা প্রদর্শিত হইল ॥ ৩৮ ॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয়! দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯॥

অন্বয়।—কৌন্তেয়! (পার্থ) জ্ঞানিনঃ (বিবেকিনঃ) এতেন নিত্য-বৈরিণা (চিরশত্রুণা) কামরূপেণ (কাম ইচ্ছা স এব রূপং যস্য তেন) দুষ্পূরেণ (দুঃখেন পূরণং যস্য তেন) অনলেন (দুঃখতাপহেতুত্বাৎ অনলতুল্যেন) চ জ্ঞানম্ আবৃতম্ (সমাচ্ছাদিতম্) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—পার্থ জ্ঞানীর চিরশত্রু এই কাম-স্বরূপ অপূরণীয় অগ্নিদ্বারা জ্ঞান আবৃত ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কৌন্তেয়! জ্ঞানীজনের চিরশত্রু ক্লেশ-পূরণীয় অনলোপম এই কাম জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখে ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং পুনস্তদিদংশব্দবাচ্যং যৎ কামেনাবৃতমিত্যুচ্যতে আবৃতমিতি। আবৃতমেতেন জ্ঞানং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, জ্ঞানী হি জানাত্যনেন অহমনর্থে প্রযুক্তঃ পূর্ব্বমেবাতঃ দুঃখী চ ভবতি নিত্যমেব অতোহসৌ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরী, ন তু মূর্খস্য, স হি কামং তৃষ্ণাকালে মিত্রমিব পশ্যংস্তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে জানাতি তৃষ্ণয়াহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি ন পূর্ব্বমেবাতো জ্ঞানিনো এব নিত্যবৈরী। কিংরূপেণ কামরূপেণ কাম ইচ্ছৈব রূপমস্যেতি কাম-রূপস্তেন দুষ্পূরেণ দুঃখেন পূরণমস্যেতি দুষ্পূরোঽতস্তেনানলেন নাস্যালং পর্য্যাপ্তির্বিদ্যত ইত্যনলস্তেন ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—সামান্যতো নির্দ্দিষ্টং বিশেষতো নির্দ্দেষ্টুং আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমনন্তর-শ্লোকমবতারয়তি কিং পুনরিতি। কামস্য জ্ঞানং প্রত্যাবরণসিদ্ধ্যর্থং জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণে-ত্যাদিবিশেষণম্। প্রতীকমাদায় ব্যাচষ্টে আবৃতমিত্যাদিনা। জ্ঞানিনাং প্রতি বৈরিত্বেঽপি নিত্যবৈরিত্বং কামস্য কথমিত্যাহ জ্ঞানী হীতি। অনর্থপ্রাপ্তিমন্তরেণ কামস্য প্রসঙ্গাবস্থা পূর্ব্বমেবেত্যুচ্যতে, অতঃ শব্দেন কামপ্রসক্তিরেব পরামৃশ্যতে, নিত্যমেবেত্যুৎপত্ত্যবস্থা কার্য্যাবস্থা চ কামস্য কথ্যতে। ননু সর্ব্বস্যাপি কামাত্মতা ন প্রশস্তেতি, কামো নিত্যবৈরী ভবতি, ততঃ কুতো জ্ঞানিবিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বিতি অজ্ঞস্য নাসৌ নিত্যবৈরীত্যেতদুপপাদয়তি সহীতি। কার্য্যপ্রাপ্তিপ্রাগবস্থা পূর্ব্বমিত্যুক্তা, অজ্ঞং প্রতি বৈরিত্বে সত্যপি কামস্য নিত্যবৈরিত্বাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি। স্বরূপতো নিত্যবৈরিত্বাবিশেষেঽপি জ্ঞানাজ্ঞানাভ্যামবান্তরভেদসিদ্ধি-রিত্যর্থঃ। আকাঙ্ক্ষাদ্বারা প্রকৃতং বৈরিণমেব স্ফোরয়তি কিং রূপেণেত্যাদিনা ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ।—আবরণপ্রকারমাহ আবৃতমিতি। অস্য জন্তোর্জ্ঞানিনো জ্ঞানস্বভাব-

স্বাত্মবিষয়ং জ্ঞানং এতেন কামাকারেণ বিষয়ব্যামোহজনকেন নিত্যবৈরিণাবৃতম্। দুষ্পূরেণ প্রাপ্তানৰ্হবিষয়েণানলেন চ পর্য্যাপ্তিরহিতেন ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্।—আবৃতমিতি। আবৃতং পিহিতং বিবেকজ্ঞানমেতেন কামেন ক্রোধেন চ জ্ঞানিনোঽপি কিমুত মূর্খস্য, নিত্যং বৈরিণা নিত্যবৈরিণা তেন নিত্যবৈরিত্বেন (জ্ঞানমপিধানং তদ্বারকং ?) কামরূপেণ দুষ্পূরেণানলেন চ, দুঃখেন পূর্য্যত ইতি দুষ্পূরঃ ন বিদ্যতে অলং পর্য্যাপ্তিরস্যেত্যনলঃ ভূয়ো ভূয়ো বিষয়সেবয়া বর্দ্ধমানেন প্রত্যুক্তঃ শ্রেয়োঽর্থঃ পুরুষঃ পাপং চরতীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি আবৃতমিতি। ইদং বিবেকজ্ঞানং এতেনাবৃতং, অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব, পরিণামে তু বৈরিত্বং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্য্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরঃ অপূর্য্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্ব্বান্ প্রতি বৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯ ॥

বলদেব।—উক্তমর্থং স্ফুটয়তি আবৃতমিতি। অনেন কামরূপেণ নিত্যবৈরিণা জ্ঞানিনো জীবস্য জ্ঞানমাবৃতমিতি সম্বন্ধঃ। অজ্ঞস্তু বিষয়ভোগসময়ে সুখহেতুত্বাৎ সুহৃদপি কামস্তৎকার্য্যে দুঃখে সতি বৈরী স্যাৎ, বিজ্ঞস্য তু তৎসময়েঽপি দুঃখানুসন্ধানাদ্দুঃখহেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তঃ, তস্মাৎ সর্ব্বথা হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কিঞ্চ দুষ্পূরেণেতি চশব্দ ইবার্থঃ। অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা ভোগেন কাম ইত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চৈবমাহ। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥" ইতি। তস্মাৎ সর্ব্বেষাং স নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন।—তথা তেনেদমাবৃতমিতি সংগ্রহবাক্যং বিবৃণোতি আবৃতমিতি। জ্ঞায়তেঽনেনেতি জ্ঞানমন্তঃকরণং বিবেকবিজ্ঞানং বা ইদংশব্দনির্দ্দিষ্টং, এতেন কামেনাবৃতং, তথাপ্যাপাতসুখহেতুত্বাদুপাদেয়ঃ স্যাদিত্যত আহ জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা, অজ্ঞো হি বিষয়ভোগকালে কামং মিত্রমিব পশ্যন্ তৎকার্য্যে দুঃখে প্রাপ্তে বৈরিত্বং জানাতি কামেনাহং দুঃখিত্বমাপাদিত ইতি, জ্ঞানী তু ভোগকালেঽপি জানাত্যনেনাহমনর্থে প্রবেশিত ইতি, অতো বিবেকী দুঃখী ভবতি ভোগকালে চ তৎপরিণামে চানেনেতি জ্ঞানিনোঽসৌ নিত্যবৈরীতি সর্ব্বথা তেন হন্তব্য এবেত্যর্থঃ। তর্হি কিং স্বরূপোঽসাবিত্যত আহ, কামরূপেণ কামিতমিচ্ছা তৃষ্ণা সৈব রূপং যস্য তেন। হে কৌন্তেয়েতি সম্বন্ধাবিষ্কারেণ প্রমাণং সূচয়তি। নন্বু বিবেকিনা হাতব্যোঽপ্যবিবেকিন উপাদেয়ঃ স্যাদিত্যত আহ, দুষ্পূরেণানলেন চ চকার উপমার্থঃ। ন বিদ্যতেঽলং পর্য্যাপ্তির্যস্যেত্যনলো বহ্নিঃ, স যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথায়মপি ভোগেনেত্যর্থঃ। অতো নরন্তরং সন্তাপহেতুত্বাদ্ বিবেকিন ইবাবিবেকিনোঽপি হেয় এবাসৌ। তথাচ স্মৃতিঃ, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে ॥" ইতি।

অথবা ইচ্ছায়া বিষয়সিদ্ধিনিবর্ত্যত্বাদিচ্ছারূপঃ কামো বিষয়ভোগেন স্বয়মেব নিবার্ত্তিষ্যতে, কিং তন্নাশিতিনির্ব্বন্ধেনেত্যত উক্তং দুষ্পূরেণানলেন চেতি। বিষয়সিদ্ধ্যা তৎকালমিচ্ছাতিরোধানেঽপি পুনঃ প্রাদুর্ভাবায় বিষয়সিদ্ধিরিচ্ছা নিবর্ত্তিকা, কিন্তু বিষয়দোষদৃষ্টিরের তথেতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ ।—আবৃতমিতি। জ্ঞানং অন্তঃকরণসত্ত্বং "হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি শ্রুতেঃ। এতেন কামেন রজোগুণাত্মকেন আবৃতম্, জ্ঞানিনঃ অন্তঃকরণবিশিষ্টস্য প্রমাতুঃ নিত্যবৈরিণা কামরূপেণ দুষ্পূরেণ পূরয়িতুমযোগ্যেন, অয়ং হি পূর্য্যমাণোঽনর্থানেব পসবেৎ অনলেন, অথাপি পূর্য্যতে চেৎ অনলঃ নাস্ত্যলং পর্য্যাপ্তির্যস্য স তথা তেনানলেন, ন হ্যনলঃ কৈশ্চিৎ পূরয়িতুং শক্যঃ, কিন্তু বর্দ্ধত এব তদ্বদয়মপীত্যর্থঃ। অয়ং ভাবঃ, অন্তঃকরণসত্ত্বং হি প্রকাশাত্মকং তৎ সহজেন কামেন বহ্নিরিব ধূমেন আবৃতং চেৎ প্রমাতারং অনর্থে পাতয়তি অন্যথা তদেব স্বভাবশুদ্ধত্বাৎ বিবেকবৈরাগ্যোপগং ভূত্বা তদুদ্ধরেৎ অতোঽয়ং কামো জ্ঞানিনো নিত্যবৈরীতি ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ ।—কাম এব হি জীবস্যাবিদ্যা ইত্যাহ আবৃতমিতি। নিত্যবৈরিণা ইত্যতোঽসৌ সর্ব্বপ্রকারেণ হন্তব্য ইতি ভাবঃ। কামরূপেণ কামাকারেণাজ্ঞানেনেত্যর্থঃ। চকার ইবার্থে। অনলো যথা হবিষা পূরয়িতুমশক্যস্তথা কামোঽপি ভোগেনেত্যর্থঃ। যদুক্তং—"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে" ইতি ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্ব শ্লোকে যে 'ইদং' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, এই শ্লোকে তাহার অর্থ পরিস্ফুট হইতেছে এবং কামের শত্রুতা অধিকতর স্ফুটীকৃত হইতেছে। অন্তঃকরণ বা বিবেক-বিজ্ঞানই 'ইদং' শব্দে লক্ষিত এবং তাহাই কামের দ্বারা সমাচ্ছন্ন। জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয়েই কামের অধীনতায় দুঃখ ভোগ করে। অজ্ঞ জনেরা আপাতমনোহর বিষয়ভোগকালে কামকে পরম মিত্র-তুল্য বোধ করিয়া থাকে; কিন্তু পরিণামে যখন তৎকার্য্যের ফল স্বরূপে দারুণ দুঃখ সমুপস্থিত হয়, তখন তাহাকে নিদারুণ বৈরী বলিয়া উপলব্ধি করে এবং কামের প্ররোচনায় তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছে জানিয়া, বার বার কামের নিন্দাবাদ করিতে থাকে। সুতরাং কাম তাহার নিত্য বৈরী বা চিরশত্রু নহে; কারণ ভোগ কালে অজ্ঞানী কামকে মিত্র ব্যতীত শত্রু বোধ করে না। জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে কাম চিরশত্রু; কেননা ভোগ কালেও জ্ঞানীজনের মনে হয় যে, পরম শত্রু কামের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়াই তিনি এই অনর্থ-সঙ্কুল বিষয়-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন। ভোগ পরিণামেও তজ্জনিত, অনুতাপে নিরন্তর দগ্ধীভূত হইয়া,

তিনি কামের কুৎসা কীর্ত্তন করেন। অতএব কাম, বিবেকী ব্যক্তির কি ভোগ কালে কি ভোগাবসানে, সকল সময়েই শত্রুবৎ। এই কাম ইচ্ছাময় কলেবর ধারণ করিয়া; অর্থাৎ বিষয় ভোগার্থ দারুণ তৃষ্ণা স্বরূপে সমুপস্থিত হইয়া, মানবের সর্ব্বনাশ সাধন করে। এই ইচ্ছা বা তৃষ্ণা এতই অসীম যে, অত্যায়াসে ও বিপুলায়োজনেও তাহার নিবৃত্তি হয় না; অর্থাৎ সেই ভোগ-পিপাসা শান্তির নিমিত্ত বিষয়ের পর নূতন বিষয়,এইরূপে অবিশ্রান্ত ভাবে বিষয়-শ্রেণী তাহার আয়ত্তগত হইলেও, বাসনার অবসান জনিত পরিতৃপ্তি লাভ হয় না; বরং ইন্ধন সংযুক্ত অনলের ন্যায় নিরন্তর সেই দুর্নিবার বাসনা সংবর্দ্ধিত হইয়া মানবকে অধিকতর দুঃখাচ্ছন্ন করে। এই কামের অধীনতা-পাশে বদ্ধ হইলে শোক ও সন্তাপ ক্রমশঃ মানবকে দগ্ধীভূত করিতে থাকে। এই জন্যই কাম অনলোপম। অপিচ যাহার অল অর্থাৎ পর্য্যাপ্তি নাই তাহাই অনল অর্থাৎ অগ্নি। অগ্নি সর্ব্ব-দাহনকারী এবং তাহার বুভুক্ষা সীমাশূন্য, কামও তদনুরূপ। ইহাই হৃদ্গত করাইবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অনল তুল্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। চ শব্দ উপমা জ্ঞানার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। নিরন্তর বিষয়ভোগ দ্বারা বীতস্পৃহ হইয়া ভোগেচ্ছা নিবৃত্তি হইলেও, কামের শাসন অতিক্রম করিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ ভোগেচ্ছার শান্তি ও নিবৃত্তি কিছুতেই হয় না। এক ভোগের অবসানে, অন্য ভোগের নিমিত্ত কাম মানবকে সমুত্তেজিত করিতে থাকে এবং মানব, সেই নূতন ভোগের নিমিত্ত উন্মত্ত ও অধীর হইয়া উঠে। বিষয় ভোগ দ্বারা কামের নিবৃত্তি হয় না,কেবল বিষয়ের দোষ-দর্শন-জনিত তৎসম্বন্ধে বিদ্বেষই কাম নিবৃত্তির একমাত্র সদুপায়॥ ৩৯॥

—:(•):—

ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্॥ ৪০॥

অন্বয়।—ইন্দ্রিয়াণি (শ্রোত্রাদীনি) মনঃ বুদ্ধিঃ অস্য (কামস্য) অধিষ্ঠানং (আশ্রয়ঃ) উচ্যতে (কথ্যতে) এষঃ কামঃ এতৈঃ (ইন্দ্রিয়া-দিভিঃ) জ্ঞানম্ (বিবেকম্) আবৃত্য (সমাচ্ছাদ্য) দেহিনম্ (শরী-

রিণম্) বিমোহয়তি (বিবিধং মোহং জনয়তি, আত্মজ্ঞানবিমুখং করোতীতি ভাবঃ) ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—ইন্দ্রিয়-সকল মন বুদ্ধি ইহার আশ্রয় কথিত-হয় এই কাম ইহাদিগের-দ্বারা জ্ঞানকে আচ্ছন্ন-করিয়া প্রাণিগণকে বিমোহিত-করে ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয় সমূহ, মন এবং বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্বরূপ; ইহাদিগকেই অবলম্বন করিয়া কাম প্রাণিগণের জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করে ও তাহাদিগকে মোহাচ্ছন্ন করিয়া ফেলে ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিমধিষ্ঠানঃ পুনঃ কামো জ্ঞানস্যাবরণত্বেন বৈরী সর্ব্বস্যেত্যপেক্ষায়ামাহ, জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন নিবর্হণং কর্ত্তুং শক্যমিতি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চাস্য কামস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়ত্যেষ কামো জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং শরীরিণম্ ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—কামস্য নিরাশ্রয়স্য কার্য্যকরত্বাভাবং মত্বা প্রশ্নপূর্ব্বকমাশ্রয়ং দর্শয়তি কিমধিষ্ঠান ইতি। কামস্য নিত্যবৈরিত্বেন পরিজিহীর্ষিতস্য কিমিত্যধিষ্ঠানং জ্ঞাপ্যতে তত্রাহ জ্ঞাতে হীতি। ইন্দ্রিয়াদীনাং কামাধিষ্ঠানত্বং প্রকটয়তি এতৈরিতি। নম্বেতাভিরিতি বক্তব্যে কথমেতৈরিত্যুচ্যতে তত্রাহ ইন্দ্রিয়াদিভিরিতি ॥ ৪০ ॥

রামানুজ।—কৈরুপকরণৈরয়ং কাম আত্মানমধিতিষ্ঠতীত্যত্রাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। অধিতিষ্ঠত্যেভিরয়ং কাম আত্মানমিন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানং এতৈরিন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিভিঃ কামাধিষ্ঠানভূতৈর্ব্বিষয়প্রবণৈর্দেহিনং প্রকৃতিসংসৃষ্টং জ্ঞানমাবৃত্য বিমোহয়তি আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়ানুভবপরং করোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ অস্য কামস্য কারণমুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি লোচনানি চক্ষুরাদীনি মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা, অস্য কামস্যাধিষ্ঠানং কারণমুচ্যতে, ইন্দ্রিয়েণ পিহিতং প্রথমং মদনীঢ়ং বিষয়মালোচ্য মনসা তস্য সুখহেতুত্বং সঙ্কল্প্যাহমনেনেন্দ্রিয়েণৈনং বিষয়ং সেবে ইতি বুদ্ধ্যাধ্যবস্য পুরুষঃ কাময়তে, তস্মাদিন্দ্রিয়াদীনি কামস্যাধিষ্ঠানং কারণং, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ কারণৈরেনং দেহিনং বিমোহয়তি ভোক্তৃত্বপ্রতিপত্তৌ হি কারণং ভবতীতি জ্ঞানং সম্যক্ জ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য যত এবমত ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ জয়োপায়মাহ ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যন্তে এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০ ॥

বলদেব।—বৈরিণঃ কামস্য দুর্গেষু নির্জ্জিতেষু তস্য জয়ঃ সুকর ইতি তান্যাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। বিষয়শ্রবণাদিনা সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাভিব্যক্তেঃ শ্রোত্রাদীনি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চ তস্যাধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধানীরূপং ভবতি, বিষয়াস্তু তস্য তস্য জনপদা বোধ্যাঃ। এতৈর্বিষয়সঞ্চারিভিরিন্দ্রিয়াদিভির্দেহিনং প্রকৃতিস্থদেহবন্তং জীবমাত্মজ্ঞানেনাবৃত্যৈব কামো বিমোহয়তি। আত্মজ্ঞানবিমুখং বিষয়রসপ্রবণঞ্চ করোতীত্যর্থঃ॥ ৪০॥

মধুসূদন।—জ্ঞাতে হি শত্রোরধিষ্ঠানে সুখেন জেতুং শক্য ইতি তদধিষ্ঠানমাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধগ্রাহকাণি শ্রোত্রাদীনি, বচনাদানগমনবিসর্গানন্দজনকানি বাগাদীনি চ, মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা চ, অস্য কামস্যাধিষ্ঠানমাশ্রয় উচ্যতে। যত এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ স্বস্বব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ৈর্বিমোহয়তি বিবিধং মোহয়তি, এষ কামঃ জ্ঞানং বিবেকজ্ঞানমাবৃত্যাচ্ছাদ্য দেহিনং দেহাভিমানিনম্॥ ৪০॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ, ইন্দ্রিয়াণীতি। অয়মর্থঃ, ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো হি কামেনাধিষ্ঠিতাঃ বাহ্যার্থপ্রবণা ভবন্তি, তৈশ্চ তথাভূতৈরয়ং কামঃ জ্ঞানং চিদাকাশরূপম্ আদর্শতলপ্রখ্যং যত্র যোগিনো ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টমতীতমনাগতং বা পশ্যন্তি, যথোক্তমাচার্য্যৈঃ বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং পশ্যন্ত্যাত্মনীতি নিজান্তর্গতং শরীরান্তর্গতম্ আত্মনি হার্দ্দাকাশাখ্যে ব্রহ্মণি তৎ মলেন আদর্শমিব আবৃত্য দেহিনং দেহাভিমানিনং বিশেষেণ মোহয়তি, বিশব্দাৎ দেহাভিমানশূন্যং যোগিনমপি ব্যুত্থানাবস্থায়াং কিঞ্চিন্মোহয়তীতি গম্যত ইতি, অক্ষরযোজনা তু স্পষ্টা॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ।—কাসৌ তিষ্ঠত্যত আহ ইন্দ্রিয়াণীতি। অস্য বৈরিণঃ কামস্য অধিষ্ঠানং মহাদুর্গরাজধান্যঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তু তস্য রাজ্যো দেশা ইতিভাবঃ। এতৈরিন্দ্রিয়াদিভিঃ দেহিনং জীবম্॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য।—শত্রুর আশ্রয় ও অবলম্বন সমূহ পরিজ্ঞাত হইলে তাহাকে পরাভূত করা অনায়াস-সাধ্য হইবে বিবেচনায়, অতঃপর সেই দুর্ব্বার বৈরী কামের অধিষ্ঠান সমূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক স্বরূপ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহ (৬১২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ও বচন.আদান,গমন, বিসর্গ এবং আনন্দজনক কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহ; সঙ্কল্পাত্মক মন; এবং অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।* এই কামের অধিষ্ঠান অর্থাৎ আশ্রয়স্বরূপ। অর্থাৎ কাম এই ইন্দ্রিয় গ্রামের এবং মন ও বুদ্ধির সাহায্যে দেহা-

* বেদান্ত শাস্ত্রে নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি, বুদ্ধি শব্দে নির্দ্দিষ্ট। বুদ্ধি সম্বন্ধে বিস্তারিত বৃত্তান্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক পরে বিবৃত হইবে। দ্বিতীয় অধ্যায় ৪১-শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন।

ভিমানী মানবের জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে মোহ সমাকুলিত করে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়গ্রাম, মন এবং বুদ্ধির দ্বারা বিষয়গ্রহ ও ভোগানুভব করে বলিয়া, তাহাদের সহায়তা ব্যতীত, কাম কখনই মানব-হৃদয়ের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিত না। অতএব তাহাদিগকে কামের অধিষ্ঠান বলিয়া উল্লেখ করাই সঙ্গত। মানবের জ্ঞান বলবান্ ও সতেজ থাকিলে,তাহার পাপ প্রবৃত্তি জন্মে না; এই জন্যই ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ে কাম প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, মানবকে সম্পূর্ণরূপে অধীন, স্বায়ত্ত, আত্মজ্ঞান-বিমুখ ও বিষয়-রস-প্রবণ করে।

কোন কোন ভাষ্য ও টীকাকার উপমাস্থলে কামকে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সেই ভূপতির প্রাকার ও পরিখা সমন্বিত মহাদুর্গ সংবেষ্টিত রাজধানী স্বরূপ এবং বিষয় সমূহের প্রত্যেকটি সেই ভুজবল-পরাক্রান্ত ভূপতির শাসনাধীন ও কর্ত্তৃত্বাধীন এক একটী জনপদ স্বরূপ ॥ ৪০ ॥

—(০)×(০)—

তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ!।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞাননাশনম্ ॥৪১॥

অন্বয়:—ভরতর্ষভ (ভরতরাজবংশোদ্ভবানাং শ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন) তস্মাৎ ত্বম্ আদৌ (পূর্ব্বং) ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্য (বশীকৃত্য) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টং আত্মবোধং জ্ঞানম্, নিদিধ্যাসনজনিতং অনুভবং বিজ্ঞানং তয়োর্নাশনম্) পাপ্মানং (পাপরূপং) এনং (কামং) প্রজহি (পরিত্যজ) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ।—ভারত অতএব্ তুমি সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়-সকলকে বশীভূত-করিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান-বিনাশক পাপরূপ এই কামকে পরিত্যাগ-কর ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! তুমি প্রথমতঃ স্বকীয় ইন্দ্রিয় সমূহকে বশতাপন্ন করিয়া আত্মার জ্ঞান ও অনুভবের বিনাশকারী পাপের কারণীভূত এই কামকে বিজিত কর ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবং তস্মাদিতি। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ পূর্ব্বং নিয়ম্য বশীকৃত্য, ভরতর্ষভ! পাপ্মানং পাপাচারং কামং প্রজহি পরিত্যজ! হি, যস্মাৎ এনং প্রকৃতং বৈরিণং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্, জ্ঞানং শাস্ত্রত আচার্য্যতশ্চ আত্মাদীনামববোধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতস্তদনুভবস্তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্নাশনং নাশকরণং প্রজহি আত্মনঃ পরিত্যজেত্যর্থঃ॥ ৪১॥

আনন্দগিরি।—তেষাং কামাশ্রয়ত্বে সিদ্ধে সাশ্রয়স্য তস্য পরিহর্ত্তব্যত্বমাহ যত ইতি। তস্মাদিন্দ্রিয়াদীনামাশ্রয়ত্বাদিতি যাবৎ, পূর্ব্বং কামনিরোধাৎ প্রাগবস্থায়ামিত্যর্থঃ। তেষু নিয়মিতেষু মনোবুদ্ধ্যোর্নিয়মঃ সিধ্যতি তৎপ্রবৃত্তেরিতরপ্রবৃত্তিব্যতিরেকেণাফলত্বাদিতি ভাবঃ। পাপমূলতয়া কামস্য তচ্ছব্দবাচ্যত্বমুন্নেয়ম্। কামস্য পরিত্যাজ্যত্বে বৈরিত্বং হেতুঃ, তমেব হেতুং সাধয়তি জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানশব্দয়োরর্থভেদমাবেদয়তি জ্ঞানমিত্যাদিনা॥ ৪১॥

রামানুজ।—যস্মাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারোপরতিরূপে জ্ঞানযোগে প্রবৃত্তস্যায়ং কামরূপশত্রুর্বিষয়াভিমুখ্যকরণেনাত্মবৈমুখ্যং করোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসংসৃষ্টতয়েন্দ্রিয়ব্যাপারপ্রবণত্বমাদৌ মোক্ষোপায়ারম্ভসময় এবেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপে কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্যৈনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্। আত্মস্বরূপবিষয়স্য জ্ঞানস্য তদ্বিবেকবিষয়স্য চ নাশনং পাপ্মানং কামরূপং শত্রুং প্রজহি নাশয়॥ ৪১॥

হনুমান্।—ইন্দ্রিয়াণীতি। স যস্মাদিন্দ্রিয়াণি রাগদ্বেষমূলে তস্মাৎ তান্যাদৌ প্রথমং নিয়ম্য নিরূপ্য এনং প্রকৃতং বৈরিণং পাপ্মানং স কথং পাপহেতুং কামং প্রজহীতি জ্ঞানমাত্মশাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতং বিজ্ঞানং প্রত্যগাত্মানুভবস্তয়োর্নাশনং প্রজহি॥ ৪১॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্ব্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ঘাতয়। যদ্বা প্রজহি পরিত্যজ, জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তয়োর্নাশনং, যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত" ইতিশ্রুতেঃ॥ ৪১॥

বলদেব।—তস্মাদিতি। যস্মাদয়ং কামরূপো বৈরী নিখিলেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপাত্মজ্ঞানায়োদ্যতস্য বিষয়রসপ্রবণৈরিন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানমাবৃণোতি, তস্মাৎ প্রকৃতিসৃষ্টদেহাদিমাংস্ত্বমাদাবাত্মজ্ঞানোদয়ায়ারম্ভকাল এবেন্দ্রিয়াণি সর্ব্বাণি তদ্ব্যাপাররূপে নিষ্কামে কর্ম্মযোগে নিয়ম্য প্রবণানি কৃত্বা এনং পাপ্মানং কামং শত্রুং প্রজহি বিনাশয়। যস্মাজ্জ্ঞানস্য শাস্ত্রীয়স্য দেহাদিবিবিক্তাত্মবিষয়কস্য বিজ্ঞানস্য চ তাদৃগাত্মানুভবস্য নাশনমাবরকম্॥ ৪১॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ! যস্মাদিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানঃ কামো দেহিনং মোহয়তি, তস্মাৎ ত্বমাদৌ মোহনাৎ পূর্ব্বং কামনিরোধাৎ পূর্ব্বমিতি বা, ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি নিয়ম্য বশীকৃত্য তেষু হি বশীকৃতেষু মনোবুদ্ধ্যোরপি বশীকরণং সিধ্যতি সঙ্কল্পাধ্যবসায়য়োর্বাহ্যেন্দ্রিয়প্রবৃত্তিদ্বারৈবানর্থহেতুত্বাৎ, অত ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরিতি পূর্ব্বং পৃথক্ নির্দ্দিষ্টাপি ইহেন্দ্রিয়াণীত্যেতাবন্মাত্রোক্তং ইন্দ্রিয়ত্বেন তয়োরপি সংগ্রহো

র্থী। হে ভরতর্ষভ! মহাবংশপ্রসূত্বেন সমর্থোঽসি পাপ্মানং সর্ব্বপাপমূলভূতমেনং কামং বৈরিণং প্রজহি পরিত্যজ। হি স্ফুটং প্রজহি প্রকর্ষেণ মারয়েতি বা, জহি শত্রুমিত্যুপসংহারাচ্চ, জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং পরোক্ষং, বিজ্ঞানমপরোক্ষং, তৎফলং তয়োর্জ্ঞানবিজ্ঞানয়োঃ শ্রেয়ঃপ্রাপ্তিহেত্বোর্ণাশনম্॥ ৪১॥

নীলকণ্ঠ।—তস্মাদিতি। যস্মাদিন্দ্রিয়াণ্যস্যাধিষ্ঠানং সামন্তস্যেব গিরিদুর্গাদিকং, তস্মাৎ তান্যেব নিয়ম্য বশীকৃত্য এনং কামং হি নিশ্চয়েন প্রজহি প্রকর্ষেণ নাশয়। গিরিদুর্গাদীন্ স্বায়ত্তীকৃত্যৈব তৎস্থং সামন্তং ঘ্নন্তি রাজানস্তদ্বৎ, হন্তব্যত্বে হেতুঃ পাপ্মানং অত্যুগ্রং, তত্রাপি হেতুঃ, জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনমিতি, জ্ঞানস্য শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজস্য পরোক্ষস্য বিজ্ঞানস্য নিদিধ্যাসনপরিপাকজস্যাপরোক্ষস্য চ নাশনম্॥ ৪১॥

বিশ্বনাথ।—বৈরিণঃ স্বাশ্রয়ে জিতে সতি বৈরী জীয়তে ইতি নীতিয়তঃ কামস্যাশ্রয়েষু ইন্দ্রিয়াদিষু যথোত্তরং দুর্জ্জয়ত্বাধিক্যম্। অতঃ প্রথমপ্রাপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি দুর্জ্জয়ান্যপি উত্তরাপেক্ষয়া সুজেয়ানি, প্রথমং তে জীয়ন্তামিত্যাহ তস্মাদিতি। ইন্দ্রিয়াণি নিয়ম্যেতি। যদ্যপি পরস্ত্রীপরদ্রব্যাস্থপহরণে দুর্নিবারং মনো গচ্ছত্যেব, তদপি তত্র তত্র নেত্রশ্রোত্রকরচরণাদীন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগনমনাৎ, ইন্দ্রিয়াণি ন গময় ইত্যর্থঃ। পাপ্মানমত্যুগ্রং কামং জহীতি ইন্দ্রিয়ব্যাপারস্থগনাভ্যাসে সতি কালেন মনোঽপি কামাদ্বিচ্যুতং ভবতীতি ভাবঃ॥ ৪১॥

তাৎপর্য্য।—কাম যখন এইরূপ অতি প্রবল ও দুদ্ধর্ষ শত্রু, তখন সর্ব্বাগ্রে তাহাকে বিজিত ও বিনষ্ট করাই শ্রেয়ঃ। অধুনা তাহারই উপায় কথিত হইতেছে। ইন্দ্রিয়সমূহকে আশ্রয় করিয়া কাম প্রাণিবর্গকে মোহজালে বিজড়িত করে। সেই মোহ-পাশে বদ্ধ হইবার অথবা কামকে নিরুদ্ধ ও প্রতিহত করিবার পূর্ব্বেই প্রথমতঃ চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়সকলকে বশীভূত করিয়া স্বকীয় আয়ত্তাধীন কর। ইন্দ্রিয় বশবর্ত্তী হইলেই মন ও বুদ্ধিও বশতাপন্ন হইবে; কারণ সঙ্কল্পাত্মক মন ও নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি বাহ্যেন্দ্রিয়ের দ্বারাই অনর্থোৎপাদনের হেতুভূত হইয়া থাকে, সুতরাং বাহ্যেন্দ্রিয় জয় করিলে সঙ্গে-সঙ্গে তাহাদিগকেও বিজিত করা হইবে। পূর্ব্বশ্লোকে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্বতন্ত্ররূপে উল্লিখিত হইলেও, কেবল ইন্দ্রিয় জয়ে তদুভয়ের বিজয় সাধিত হইবে, এইজন্য বর্ত্তমান শ্লোকে কেবল ইন্দ্রিয় শব্দ প্রয়োগ করা হইল। "ভরতর্ষভ" এই সম্বোধন পদদ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে, মহদ্বংশে তোমার জন্ম; অরাতিনিপাত কার্য্য এই সম্মানিত বংশের চিরব্রত, অতএব কামরূপ প্রবল রিপুকে নির্জ্জিত করিতে তুমি অবশ্যই সমর্থ। সর্ব্বপাপের মূলীভূত এই

কামকে তুমি পরিত্যাগ কর অথবা তাহাকে নিঃশেষে নিপাত কর। প্রজহি শব্দ উল্লিখিত উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইতে পারে। এই কাম, জ্ঞান ও বিজ্ঞান বিনাশক। শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশলব্ধ পরোক্ষ আত্মবোধের নাম জ্ঞান এবং নিদিধ্যাসন দ্বারা বিশেষরূপে তদ্বিষয়ক অপরোক্ষ অনুভবের নাম বিজ্ঞান। এই জ্ঞান ও বিজ্ঞান শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির হেতুভূত। ইহাদিগকেই কাম যখন ধ্বংস করে, তখন কামের ন্যায় প্রবল শত্রু আর কে আছে? প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিবার হেতু এই যে, পরস্ত্রী বা পরদ্রব্য হরণের নিমিত্ত যদি মন নিরতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে, তথাপি তত্তৎ-বিষয়ের নিমিত্ত চক্ষু কর্ণ হস্তপদাদি ইন্দ্রিয় সমূহ যেন ব্যাকুল না হয় এবং মনের কোনই সহায়তা না করে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয় সমূহকে শান্ত ও বশতাপন্ন করাই কামকে বিজিত করার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান ॥ ৪১ ॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয় —ইন্দ্রিয়াণি (সূক্ষ্মত্বাৎ জড়ং স্থূলং বাহ্যদেহং অপেক্ষ্য ইতি ভাবঃ) পরাণি (শ্রেষ্ঠানি) আহুঃ (পণ্ডিতাঃ ইতি শেষঃ) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ মনঃ (ইন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকত্বাৎ) পরং (শ্রেষ্ঠং) মনসঃ তু বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ) পরা (শ্রেষ্ঠা) যঃ তু বুদ্ধেঃ পরতঃ (তৎসাক্ষিত্বেন অবস্থিতঃ) সঃ [এষ আত্মা] ॥ ৪২ ॥

প্রতিশব্দ ।—ইন্দ্রিয়গণকে শ্রেষ্ঠ বলে ইন্দ্রিয়ের-অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ কিন্তু মনের-অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ যিনি কিন্তু বুদ্ধির-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনি [সেই আত্মা] ॥ ৪২ ॥

ব্যাখ্যা।—জড় দেহাদির অপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকে পণ্ডিতগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যক্ত করেন, ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক মন শ্রেষ্ঠ, মনের অপেক্ষা নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই আত্মা ॥ ৪২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইন্দ্রিয়াণি আদৌ নিয়ম্য কামং শত্রুং জহি ইত্যুক্তং, তত্র কিমাশ্রয়ঃ কামং জহ্যাদিত্যুচ্যতে ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পঞ্চ, দেহং স্থূলং বাহ্যং পরিচ্ছিন্নং চাপেক্ষ্য সৌক্ষ্ম্যান্তরত্বব্যাপিত্বাদ্যপেক্ষ্য পরাণি প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাস্তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং, তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা, তথা যঃ সর্ব্বদৃশ্যেভ্যো বুদ্ধ্যন্তেভ্যোঽভ্যন্তরোঽয়ং দেহিনং ইন্দ্রিয়াদিভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং, বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ, স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পরমাত্মা ॥ ৪২ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বোক্তমনূদ্য কামত্যাগস্য দুষ্করত্বং মন্বানো "রসোপ্যস্য" ইত্যত্রোক্তমেব স্পষ্টীকর্ত্তুং প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি ইন্দ্রিয়াণীত্যাদিনা। পঞ্চেতি জ্ঞানেন্দ্রিয়বৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যপি বাগাদীনি গৃহ্যন্তে। কিমপেক্ষয়া তেষাং পরত্বং তত্রাহ দেহমিতি। তথাপি কেন প্রকারেণ পরত্বং তদাহ সৌক্ষ্ম্যেতি। আদিশব্দেন কারণত্বাদি গৃহ্যতে। ইন্দ্রিয়াপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাদিনা মনসঃ স্বরূপোক্তিপূর্ব্বকং পরত্বং কথয়তি তথেতি। মনসি দর্শিতং ন্যায়ং বুদ্ধাবতিদিশতি তথা মনসস্ত্বিতি। বুদ্ধের্য ইত্যাদি ব্যাচষ্টে তথেত্যাদিনা। আত্মনো যথোক্তবিশেষণস্য প্রকৃতিত্বমাশঙ্ক্যাহ যং দেহিনমিতি ॥ ৪২ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানবিরোধিষু প্রধানমাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। জ্ঞানবিরোধিনাং প্রধানানীন্দ্রিয়াণ্যাহুঃ, যত ইন্দ্রিয়েষু বিষয়ব্যাবৃত্তেষু আত্মনি জ্ঞানং ন প্রবর্ত্ততে, ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ ইন্দ্রিয়েষু পরতেষ্বপি মনসি বিষয়প্রবণে, আত্মজ্ঞানং ন ভবতি। মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ মনসি বিষয়ান্তরবিমুখেঽপি বিপরীতাধ্যবসায়প্রবৃত্তায়াং বুদ্ধৌ নাত্মজ্ঞানং প্রবর্ত্ততে। সর্ব্বেষু বুদ্ধিপর্য্যন্তেষূপরতেষ্বপীচ্ছাপর্য্যায়ঃ যঃ কামো রজঃসমুদ্ভবো বর্ত্ততে চেৎ, স এবৈতানীন্দ্রিয়াদীন্যপি স্ববিষয়ে বর্ত্তয়িত্বাত্মজ্ঞানং নিরুণদ্ধি তদিদমুচ্যতে, যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু ইতি বুদ্ধেরপি যঃ পরঃ স কাম ইত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

হনুমান্।—যং জ্ঞানরূপমাত্মানং কাম আবৃণোতি তস্য স্বরূপমাহ ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি শ্রোত্রাদীনি পরাণি প্রকৃষ্টানি সূক্ষ্মত্বাৎ সকলদেহব্যাপিত্বাচ্চ আহুঃ কথয়ন্তি। তেভ্যোঽপি ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং প্রকৃষ্টং মন আহুস্তৎপূর্ব্বকাদিন্দ্রিয়াণাং প্রবৃত্তের্মনসোঽপি পরা বুদ্ধিঃ, বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা তদর্থত্বাৎ, মনসঃ যো বুদ্ধেঃ পরতো যো স কামেনাবৃত ইত্যতিপ্রায়ঃ ॥ ৪২ ॥

শ্রীধর।—যত্র চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো গ্রাহ্যেভ্যঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ সূক্ষ্মত্বাৎ, প্রকাশকত্বাচ্চ অতএব তদ্ব্যতিরিক্তত্বমপ্যর্থাদুক্তং ভবতি, ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সংকল্পাত্মক মনঃ পরং তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সঙ্কল্পস্য, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্ব্বান্তরঃ স আত্মা তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি। দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

বলদেব।—নম্বু মুক্তিতব্রাভূক্তায়েন নিষ্কামকর্ম্মপ্রবণতয়েন্দ্রিয়নিয়মনে কামক্ষতিস্থিতি যয়া প্রদর্শিতম্। অথ দৈহিককর্ম্মকালে মুক্তবত্রাভূর্তায়েনেন্দ্রিয়বৃত্তিপ্রসারে কামস্য

পুনরুজ্জীবতাপত্তিঃ স্যাদিতি তত্র "রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা" ইতি পূর্ব্বোপদিষ্টেন বিবিক্তাত্মানুভবেন নিঃশেষং তস্য ক্ষতিঃ স্যাদিতি দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। পাঞ্চভৌতিকাদ্দেহাদিন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ। তচ্চালকত্বাৎ ততোহতিসূক্ষ্মত্বাৎ তদ্বিনাশেহবিনাশাচ্চ। ইন্দ্রিয়েভ্যো মনঃ পরং জাগরে তেষাং প্রবর্ত্তকত্বাৎ স্বপ্নে তেষু স্বস্মিন্ বিলীনেষু রাজ্যকর্ত্তৃত্বেন স্থিতত্বাচ্চ। মনসস্তু বুদ্ধিঃ পরা নিশ্চয়াত্মকবুদ্ধিবৃত্ত্যৈব সঙ্কল্পাত্মকমনোবৃত্তেঃ প্রসরাৎ। যস্তু বুদ্ধেরপি পরতোঽস্তি স দেহী জীবাত্মা চিৎস্বরূপো দেহাদিবুদ্ধ্যন্তবিবিক্ততয়ানুভূতঃ সন্নিঃশেষকামক্ষতিহেতুর্ভবতীতি। কঠাশ্চৈবং পঠন্তি, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥" ইত্যাদি। অস্যার্থঃ, ইন্দ্রিয়েভ্যোহর্থা বিষয়াস্তদাকর্ষিত্বাৎ পরাঃ প্রধানভূতাঃ। বিষয়েন্দ্রিয়ব্যবহারস্য মনোমূলত্বাদর্থেভ্যো মনঃ পরং বিষয়ভোগস্য নিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ সংশয়াত্মকান্মনসো নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা বুদ্ধের্ভোগোপকরণত্বাৎ, তস্যাঃ সকাশাদ্ভোক্তাত্মা জীবঃ পরঃ, স চাত্মা মহান্ দেহেন্দ্রিয়ান্তঃকরণস্বামীতি দৈহিকং কর্ম্ম তু পূর্ব্বাভ্যাসবশাচ্চক্রভ্রমিবৎ সেৎস্যতি॥ ৪২॥

মধুসূদন।—নন্থ যথা কথঞ্চিদ্বাহেন্দ্রিয়নিয়মসম্ভবেহপ্যান্তরতৃষ্ণাত্যাগোঽতিদুষ্কর ইতি চেন্ন "রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইত্যত্র পরদর্শনস্য রসাভিধানীয়কতৃষ্ণাত্যাগসাধনস্য প্রাগুক্তেঃ, তর্হি কোহসৌ পরো যদ্দর্শনাৎ তৃষ্ণানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য শুদ্ধমাত্মানং পরশব্দবাচ্যং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, স্থূলং জড়ং পরিচ্ছিন্নং বাহ্যঞ্চ দেহমপেক্ষ্য পরাণি সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাদব্যাপকত্বাদন্তঃস্থত্বাচ্চ প্রকৃষ্টান্যাহুঃ পণ্ডিতাঃ শ্রুতয়ো বা, তথেন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকম্, তৎপ্রবর্ত্তকত্বাৎ, তথা মনসস্তু পরা বুদ্ধিরধ্যবসায়াত্মিকা, অধ্যবসায়ো হি নিশ্চয়স্তৎপূর্ব্বক এব সঙ্কল্পাদির্মনোধর্ম্মঃ, যস্তু বুদ্ধেঃ পরতস্তদ্দাভাসকত্বেনাবস্থিতঃ যং দেহিনমিন্দ্রিয়াদিভিঃ স্বস্বব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ৈর্যুক্তঃ কামো জ্ঞানাবরণদ্বারেণ মোহয়তীত্যুক্তং, স বুদ্ধের্দ্রষ্টা পর আত্মা স এব ইহ প্রবিষ্ট ইতি বদব্যবহিতস্যাপি দেহিনস্তদা পরামর্শঃ। অত্রার্থে শ্রুতিঃ, "ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ॥ ১॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ॥ ২॥" ইতি অত্রাত্মনঃ পরত্বস্যৈব বাক্যতাৎপর্য্যবিষয়ত্বাদিন্দ্রিয়াদিপরত্বস্যাবিবক্ষিতত্বাদিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা অর্থা ইতি স্থানেহর্থেভ্যঃ পরাণীন্দ্রিয়াণীতি বিবক্ষাভেদেন ভগবদুক্তং ন বিরুদ্ধ্যতে বুদ্ধেরস্মদাদিব্যষ্টিবুদ্ধেঃ সকাশান্মহানাত্মা সমষ্টিবুদ্ধিরূপঃ পরঃ "মনো মহান্ মতির্ব্রহ্মা পূর্ব্বুদ্ধিঃ খ্যাতিরীশ্বরঃ" ইতি বায়ুপুরাণবচনাৎ। মহতো হৈরণ্যগর্ভবুদ্ধেঃ পরমব্যক্তমব্যাকৃতং সর্ব্বজগদ্বীজং মায়াখ্যং "মায়াং তাং প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইতি শ্রুতেঃ, "তদ্বেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ" ইতি চ অব্যক্তাৎ সকাশাৎ সকলজড়বর্গপ্রকাশকঃ পুরুষঃ পূর্ণ আত্মা পরঃ, তস্মাদপি কশ্চিদন্যঃ পরঃ স্যাদিত্যত আহ পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিদিতি কুত এব, যস্মাৎ সা কাষ্ঠা সমাপ্তিঃ সর্ব্বাধিষ্ঠানত্বাৎ সা পরাগতিঃ। "সোহধ্বনঃ পরমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্"

ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধা পরা গতিরপি সৈবেত্যর্থঃ। তদেতৎ সর্ব্বং যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু স ইত্যনেনোক্তম্ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন কেবলং বাহেন্দ্রিয়জয়েনৈব কৃতার্থত্বং, কিন্তু মনোবুদ্ধ্যোরপি জয়ঃ কর্ত্তব্যঃ কামস্য সমূলোচ্ছেদায় ত্রিপ্রকারদুর্গস্থস্য সামস্তস্যেবাভ্যন্তরপ্রকারদ্বয়জয়েন, অতো মনোবুদ্ধ্যোর্জয়ার্থং যোগং দর্শয়তি ইন্দ্রিয়াণীতি। অত্র পরত্বং সূক্ষ্মত্বেন কারণত্বেন বা বোধ্যম্, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি পরাণি স্ববিষয়েভ্যঃ পৃথিব্যাদিস্বাশ্রয়সহিতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো বিত্তপুত্র-শরীরেভ্যশ্চ তেষাং তৎকারণত্বাৎ, তথা চ কৌষীতকিনঃ সমামনন্তি, "প্রাণেভ্যো দেবা দেবেভ্যো লোকাঃ" ইতি, বৃহচ্ছরন্তীতান্যুপজাতে, প্রাণেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ দেবশব্দনিষ্ঠাত্রো দেবতা উৎপদ্যন্তে দেবেভ্যশ্চ লোকাঃ ভূতভৌতিকা উৎপদ্যন্ত ইতি শ্রুত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ মনসা হ্যেব পশ্যতি মনসা শৃণোতি" ইতি শ্রুতেরিন্দ্রিয়াণাং মনোবিকারত্বাৎ, তেন বাহ্যার্থেভ্য ইন্দ্রিয়াণ্যাকৃষ্য মনসি প্রবিলাপনীয়ানীতি দর্শিতম্, কেবলং পরত্বমাত্রপ্রতিপাদনে প্রয়োজনাভাবাৎ, মনসস্তু পরা বুদ্ধিঃ, "তস্মাদ্বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ" ইতি শ্রুতেঃ, মনসঃ প্রবিলাপনং তৎকারণে বুদ্ধৌ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ। সমষ্টিবুদ্ধেরপ্যত্রৈবান্তর্ভাবঃ, যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ তুশব্দো ভাস্বর্গাদ্‌বুদ্ধ্যাদের্ভাসকস্য জ্ঞানস্য বৈলক্ষণ্যং গময়তি, যো বুদ্ধেরপি পরতঃ স জ্ঞানপদাভিধেয়ঃ কামেন আবৃত ইতি ব্যবহিতেন সম্বন্ধঃ, তথাচ শ্রুতিঃ "য চ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি, জ্ঞানমাত্মনি মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি" ইতি এতদুক্তং ভবতি, বাগাদিবাহেন্দ্রিয়-ব্যাপারমুৎসৃজ্য মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠেত মনোঽপি বিষয়বিকল্পবিমুখং জ্ঞানাত্মশব্দোদিতায়াং বুদ্ধৌ ধারয়েৎ, তামপি মহত্যাত্মনি সমষ্টিবুদ্ধৌ ধারয়েৎ, "তমেতং মহান্তমাত্মানং শান্তে নিষ্কলে পরস্মিন্ জ্যোতিষি প্রত্যগাত্মনি ধারয়েৎ" ইতি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ।—নচ প্রথমমেব মনোবুদ্ধিজয়ে যতনীয়মশক্যত্বাদিত্যাহ ইন্দ্রিয়াণি পরাণীতি। দশদিগ্বিজয়িভিরপি বীরৈর্দুর্জয়ত্বাবতিবলত্বেন শ্রেষ্ঠানীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়েভ্যঃ সকাশাদপি প্রবলত্বান্মনঃ পরং স্বপ্নে খল্বিন্দ্রিয়েষ্বপি নষ্টেষ্বনশ্বরত্বাদিতিভাবঃ। মনসঃ সকাশাদপি পরা প্রবলা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপা। সুষুপ্তৌ মনস্যপি নষ্টে তস্যাঃ সামান্যাকারায়া অনশ্বরত্বাদিতিভাবঃ। তস্যা বুদ্ধেঃ সকাশাদপি পরতো বলাধিক্যেন যো বর্ত্ততে তস্যামপি জ্ঞানাভ্যাসেন নষ্টায়াং সত্যাং যো বিরাজতে ইত্যর্থঃ। স তু প্রসিদ্ধো জীবাত্মা কামস্য জেতা। তেন বস্তুতঃ সর্ব্বতোঽপ্যতি-প্রবলেন জীবাত্মনঃ ইন্দ্রিয়াদীন্ বিজিত্য কামো বিজেতুং শক্য এবেতি নাত্র সম্ভাবনা কার্য্যেতিভাবঃ ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করিলে কামরূপ প্রবল শত্রুকে জয় করা যায়; কিন্তু বাহেন্দ্রিয় বশীভূত হইলেও, অন্তরের তৃষ্ণা বিদূরিত করা সুকঠিন ও অতি দুষ্কর। এরূপ আশঙ্কা অমূলক, কারণ পূর্ব্বেই প্রদ-

শিত হইয়াছে যে, পর দর্শন দ্বারা তৃষ্ণা নিবারিত হয়। (২অ। ৫৯ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) যাঁহাকে দর্শন করিলে অর্থাৎ যদ্বিষয়ক জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, তৃষ্ণা নিবারিত হয়, সেই পর অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ কে? ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে, সেই-পরাখ্য পরম পুরুষ যে শুদ্ধাত্ম স্বরূপ এবং তিনি যে দেহাদ্রিয়াদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় পঞ্চ, স্থূল ও জড় বাহ্য দেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহাই পণ্ডিত-গণের অভিমত এবং বেদাদি শাস্ত্র-সম্মত। কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ সূক্ষ্ম, প্রকাশক, ব্যাপক এবং অন্তরস্থ; অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সকলের কারণ সমুহ পরিদৃষ্ট হইলেও, তাহাদের কার্য্য সূক্ষ্ম ও চক্ষুরগোচর; ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সকল বস্তু উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হইয়া আমদের উদ্বোধন করে। সন্নিহিত পদার্থ বা দূরবর্ত্তী পদার্থ সকলই ইন্দ্রিয়-বিশেষের বিষয়ীভূত হইতে পারে; এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দেহে নিবিষ্ট থাকিলেও, আভ্যন্তরিক শক্তি-প্রভাবে স্বকার্য্য সাধন করে। এই সকল কারণে জড় ও স্থূল দেহাপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণকেই বিজ্ঞ জনগণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন। মন ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, কেন না মন সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক, অর্থাৎ কোন বিষয় অবলম্বন করা না করা মনেরই কার্য্য এবং মন ইন্দ্রিয় সমূহের প্রবর্ত্তক। এই সকল কারণে পণ্ডিতগণ মনকে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া ব্যক্ত করেন। মনের অপেক্ষা বুদ্ধিই পরা অর্থাৎ শ্রেষ্ঠা। কারণ বুদ্ধি অধ্যবসায়াত্মিকা, অর্থাৎ নিশ্চয়তা সিদ্ধ করিয়া বিষয় বা কার্য্যবিশেষ অবধারণ করা বুদ্ধির কার্য্য; সেইরূপ নিশ্চয়তা সিদ্ধ হইলে মনের সঙ্কল্প জন্মে। সুতরাং পণ্ডিত-গণ বুদ্ধিকে মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। (২ অ। ৪১ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) যিনি বুদ্ধিরও পর অর্থাৎ তদপেক্ষাও প্রধান, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী ও দ্রষ্টাস্বরূপে অবস্থিত, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া মনুষ্যের ইন্দ্রিয়াদি স্ব স্ব ব্যাপারে বিনিযুক্ত হয়, তিনিই আত্মা। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা অর্থ পর, অর্থের অপেক্ষা মন পর, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি পরা এবং বুদ্ধির অপেক্ষা আত্মা মহান্ পর, পুরুষের অপেক্ষা পর আর কিছুই নাই, তিনিই শেষস্থান ও তিনিই পরা গতি।" এস্থলে অর্থ অর্থাৎ বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু আত্মা যে ইন্দ্রিয় ও বিষয় উভয়ের অপেক্ষাই পর তৎপক্ষে কোনই সংশয় নাই।

আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শনই ভগবানের অভিপ্রায়, সুতরাং এই স্থানে অর্থের বিষয় উল্লেখ না করায় শ্রৌত বাক্যের সহিত কোনই বিরোধ ঘটে নাই। আমাদিগের বুদ্ধি ব্যষ্টিস্বরূপ এবং মহান্ আত্মা সমষ্টি বুদ্ধিস্বরূপ; সুতরাং আত্মা যে বুদ্ধি অপেক্ষাও প্রধান তাহার সন্দেহ নাই। বায়ুপুরাণেও এই কথার সমর্থন দৃষ্ট হয়।

ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ ও টীকাকার শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের অভিপ্রায়। এই পাঞ্চভৌতিক দেহের অপেক্ষা ইন্দ্রিয় সমূহ পর; কারণ তদপেক্ষা ইন্দ্রিয়গণ অতি সূক্ষ্ম, তাহার পরিচালক এবং তদ্বিনাশেও বিনাশবিহীন। ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর, কারণ জাগরণ কালে মন ইন্দ্রিয়গণের পরিচালনা করে এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয়গণ নিষ্ক্রিয় হইলেও মন স্বপ্নস্রষ্টারূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মনের অপেক্ষাও বুদ্ধি প্রবলা। কারণ মনের অপেক্ষা তাহার কার্য্যক্ষেত্র সমধিক বিস্তৃত এবং সুষুপ্তিকালে মন ক্রিয়াশূন্য ও নষ্টপ্রায় হইলেও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞাশূন্য বা বিনষ্ট হয়না। বুদ্ধির অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনিই জীবাত্মা। সেই জীবাত্মা চিৎস্বরূপ এবং দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সহিত নিতান্ত নির্লিপ্ত। সুতরাং সেই প্রসিদ্ধ জীবাত্মাই কামজয়ে সমর্থ।

কঠোপনিষদের তৃতীয়া বল্লীর ১০ দশম মন্ত্র এই শ্লোকের অনুরূপ। কোন কোন টীকাকার উক্ত মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, এজন্য তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল না। তাহার তাৎপর্য্যার্থ পূর্ব্বেই প্রকটিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বিষয়কে ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা প্রধানভূত বলা হইয়াছে। বিষয় ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে বলিয়াই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। বিষয়ের প্রধানত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এই হেতুবাদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তৎসম্বন্ধে শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায় পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছে। কঠোপনিষদ ভাষ্যে পূজ্যপাদ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য তৎসম্বন্ধে এই অভিপ্রায় বিন্যস্ত করিয়াছেন যে, "তেভ্য ইন্দ্রিয়েভ্যঃ স্বকার্য্যেভ্যস্তে পরা হ্যর্থাঃ সূক্ষ্মা মহান্তশ্চ প্রত্যগাত্মভূতাশ্চ" ॥ ৪২ ॥

——:(•):——

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা ।
জহি শত্রুং মহাবাহো ! কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩ ॥

—•:+:•—

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

অন্বয় ।—মহাবাহো ! এবং বুদ্ধেঃ পরং (আত্মানং) বুদ্ধা (জ্ঞাত্বা) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) আত্মানং (মনঃ) সংস্তভ্য (স্থিরীকৃত্য) কামরূপং দুরাসদং (দুর্ব্বিজ্ঞেয়ং) শত্রুং জহি (মারয়) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ ।—বিশালবাহো এইরূপে বুদ্ধির-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকে জানিয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির-দ্বারা মনকে স্থির-করিয়া কামরূপ দুর্ব্বিজ্ঞেয় শত্রুকে নিপাত-কর ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা —হে ভুজবলশালিন্ ! আত্মার সর্ব্বপ্রধানত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া এবং বুদ্ধির সাহায্যে মনকে নিশ্চল করিয়া এই দুরবগম্য প্রবল শত্রু কামকে বিজিত কর ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—ততঃ কিং এবমিতি । এবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা সংস্তভ্য সম্যক্ স্তম্ভনং কৃত্বা স্বেনৈবাত্মনা সংস্কৃতেন মনসা সম্যক্ সমাধায়েত্যর্থঃ, জহ্যেনং শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং দুঃখেনাসদঃ আসাদনং প্রাপ্তির্যস্য তং দুরাসদং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি ॥ ৪৩ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদ-শিষ্যপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-
শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

আনন্দগিরি ।—ইন্দ্রিয়াদিসমাধানপূর্ব্বকমাত্মজ্ঞানাৎ কামজয়ো ভবতীত্যুপসংহরতি এবমিত্যাদিনা । সংস্কৃতং মনো মনঃসমাধানে হেতুরিতি সূচয়তি সংস্তভ্যেতি । প্রকৃতং শত্রুমেব বিশিনষ্টি কামরূপমিতি । তস্য দুরাসদত্বে হেতুমাহ দুর্ব্বিজ্ঞেয়েতি । অনেকো-

বিশেষস্তাদৃশো মহাশনত্বাদিস্তদনেনোপায়ভূতা কর্ম্মনিষ্ঠা প্রাধান্তেনোক্তা উপেয়া তু জ্ঞাননিষ্ঠা গুণত্বেনেতি বিবেক্তব্যম্॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদ-শিষ্য ভগবদানন্দ-গিরিবিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্যবিবেচনে

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—এবং বুদ্ধেরপি পরং কামং জ্ঞানবিরোধিনং বৈরিণং বুদ্ধা আত্মানং মন আত্মনা বুদ্ধ্যা কর্ম্মযোগেঽবস্থাপ্যৈনং কামরূপং দুরাসদং শত্রুং জহি নাশয়েতি॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—এবং বুদ্ধেঃ সম্ভবো যতঃ বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্যা পরমাত্মানং বুদ্ধা জ্ঞাত্বা এনং কারণমাত্মনৈব সংস্তভ্য কামরূপং শত্রুং জহি, দুরাসদং দুঃখেন আসাদ্যতে বিনাশ্যতে ইতি দুরাসদম্॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ আত্মা তু নির্ব্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয় দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ। স্বধর্ম্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ। তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মভিঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং কর্ম্মযোগো নাম

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—এবমিতি। এবং মদুপদেশবিধয়া বুদ্ধেশ্চ পরং দেহাদিনিখিলজড়বর্গ-প্রবর্ত্তকত্বাৎ তদ্বিবিক্তং সুখচিদ্ঘনং জীবাত্মানং বুদ্ধ্বানুভূয়েত্যর্থঃ। আত্মনা ঈদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যাত্মানং মনঃ সংস্তভ্য তাদৃশ্যাত্মনি স্থিরং কৃত্বা কামরূপং শত্রুং জহি নাশয় দুরাসদং দুর্দ্ধর্ষমপি। ইতি প্রাগ্বৎ মহাবাহো। নিষ্কামং কর্ম্মমুখ্যং স্যাদ্গৌণং জ্ঞানং তদুত্থম্। জীবাত্মদৃষ্টাবিত্যেবি তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ নির্ণয়ঃ॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে গীতোপনিষদ্ভাষ্যে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ফলিতমাহ এবমিতি। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" ইত্যত্র যঃ পরশব্দেনোক্তস্তমেবম্ভূতং পূর্ণমাত্মানং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সাক্ষাৎকৃত্য সংস্তভ্য স্থিরীকৃত্যাত্মানং মনঃ আত্মনা এতাদৃশনিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা জহি মারয় শত্রুং সর্ব্বপুরুষার্থ-সাধনম্। হে মহাবাহো! মহাবাহোর্হি শত্রুমারণং সুকরমিতি যোগ্যং সম্বোধনম্, কামরূপং তৃষ্ণারূপং দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ানেকবিশেষমিতি যত্নাধিক্যায়

বিশেষণম্। উপায়ঃ কর্ম্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা। উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্‌গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-বিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদন-সরস্বতীবিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়াং জ্ঞাননিষ্ঠাবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—যোগফলমাহ এবমিতি। আত্মানং মনঃ হার্দ্দাকাশেঽপি তৎস্থান্নিত্যান্ কামান্ কাময়ানম্, শ্রূয়ন্তে হি দহরবিদ্যায়াং হার্দ্দাকাশং প্রকৃত্য, "যচ্চাস্যেহাস্তি যচ্চ নাস্তি সর্ব্বং তদত্র গত্বা বিন্দতে" ইতি, "তত্রত্যানাং কামানাং সত্ত্বং তেষাঞ্চ সত্যত্বং ত ইমে সত্যাঃ কামাঃ" ইতি শ্রুতেঃ, আত্মানং মনঃ আত্মনা মনসৈব বুদ্ধ্যৈব বা সংস্তভ্য নির্বৃত্তিকং কৃত্বা বুদ্ধেঃ পরং পরমাত্মানং বুদ্ধা সমূলঘাতং কামরূপং শত্রুং শাতয়িতারং জহি নাশয়, হে মহাবাহো ইতি সম্বোধয়ন্ তন্নাশে তব সামর্থ্যমস্তীতি দর্শয়তি। অয়মর্থঃ, যাবৎ কামমূলস্য অজ্ঞানস্যোচ্ছেদঃ আত্মতত্ত্বজ্ঞানেন ক্রিয়তে, তাবৎ পর্য্যন্তং কামস্য নির্মূলোচ্ছেদো ন ভবতীতি বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা কামো নাশনীয়ঃ, তস্মিংশ্চ নষ্টে সংসারানর্থোচ্ছেদো ভবতীতি, দুরাসদং পরং বোধং বিনা দুঃখেনাপি নাশয়িতুমশক্যম্। উপায়ঃ কর্ম্মনিষ্ঠাত্র প্রাধান্যেনোপসংহৃতা। উপেয়া জ্ঞাননিষ্ঠা তু তদ্‌গুণত্বেন কীর্ত্তিতা॥ ৪৩॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর-চতুর্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—উপসংহরতি এবমিতি। বুদ্ধেঃ পরং জীবাত্মানং বুদ্ধা সর্ব্বোপাধিভ্যঃ পৃথক্‌ভূতং জ্ঞাত্বা আত্মনা স্বেনৈব আত্মানং স্বং সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা দুর্জ্জয়মপি কামং জহি নাশয়॥ ৪৩॥

অধ্যায়েঽস্মিন্ সাধনস্য নিষ্কামস্যৈব কর্ম্মণঃ। প্রাধান্যমূচে তৎসাধ্যজ্ঞানস্য গুণতাং বদন্॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। তৃতীয়ঃ খলু গীতাসু সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে ফলিতার্থ ব্যক্ত করিয়া উপসংহার করিতেছেন। "রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে" (২ অ ৫৯) শ্লোকে পর শব্দে যিনি লক্ষিত তাদৃশ পূর্ণ আত্মাকে উপলব্ধি করিয়া, তাঁহাকেই সর্ব্বপ্রধান জানিয়া এবং মনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বুদ্ধির দ্বারা মনকে স্থির করিয়া কামের উচ্ছেদ সাধন কর। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের জন্য বুদ্ধির কামাদিরূপ বিকার উপস্থিত হয়। আত্মা কিন্তু নির্ব্বিকার এবং সাক্ষীরূপে অবস্থিত। আত্মার এই প্রভেদ ও প্রাধান্য সুস্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এইরূপ আত্মজ্ঞান

হইলে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক মনকে স্তম্ভিত অর্থাৎ নিশ্চল করিতে হইবে। এইরূপ প্রণালীর অনুসরণ করিলে এই কামরূপী দুরন্ত শত্রুকে জয় করা সহজ হইবে। এই কামরূপ শত্রু নিতান্ত দুরাসদ, অর্থাৎ ইহার প্রাপ্তি অতিশয় সুকঠিন। এই শত্রুকে ধৃত করা ও আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য, সুতরাং তজ্জন্য যত্নাতিশয্যের প্রয়োজন। যিনি মহাবাহু তিনি অবশ্যই শত্রুসংহারে সমর্থ। সুতরাং অর্জ্জুনের প্রতি এই বৈরবিনাশ ব্যপদেশে মহাবাহো এই সম্বোধন পদ প্রয়োগ যথোপযুক্ত হইয়াছে। শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহাশয় তৃতীয় অধ্যায়ের জ্ঞাননিষ্ঠা এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন; অন্যত্র কর্ম্মযোগ নামই পরিদৃষ্ট হয়। শ্রীমন্মধুসূদন ও শ্রীমন্নীল-কণ্ঠ এই অধ্যায়ের উপসংহারকালে শ্লোক-মুখে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। "তৃতীয়াধ্যায়ে জ্ঞাননিষ্ঠার উপায় স্বরূপ কর্ম্মনিষ্ঠাকে প্রধানরূপে বিবৃত করিয়া প্রসঙ্গতঃ উপেয়ভূত জ্ঞান-নিষ্ঠার কীর্ত্তন করিয়াছেন।" শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ অধ্যায় সমাপ্তিকালে এবংবিধ শ্লোক রচনা করিয়াছেন। "এই অধ্যায়ে নিষ্কাম-কর্ম্ম মুখ্যরূপে এবং তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান গৌণরূপে নির্ণীত ও জীবে আত্ম-দৃষ্টির প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে।"

অতঃপর আমরা শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর বাক্যে অধ্যায়ের উপসংহারকালে ভগবচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হইতেছি। "ভক্তিসহকারে স্বধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া যাঁহার আরাধনায় পণ্ডিতগণ মুক্তিলাভ করেন, সেই পরমানন্দময় শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা পরিতুষ্ট করা বিধেয়।" ॥ ৪৩ ॥

তৃতীয় অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—অসক্ত্যা লোকরক্ষায়ৈ গুণেষ্বারোপ্য কর্ত্তৃতাম্। সর্ব্বেশ্বরে বান্যস্তোক্তা তৃতীয়ে কর্ম্মকার্য্যতা।

ভাবার্থ।—আসক্তিশূন্য হইয়া লোকসংগ্রহের নিমিত্ত সত্বাদিগুণে অথবা সর্ব্বেশ্বর নারায়ণে কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করিয়া কর্ম্ম করিবে। ঈদৃশ কর্ম্ম-যোগের বিষয় তৃতীয়াধ্যায়ে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়াছে।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

——:(০):——

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। অহং বিবস্বতে (সূর্য্যায়) ইমং অব্যয়ং (অব্যয়ফলত্বাৎ অক্ষয়ং) যোগং প্রোক্তবান্ (প্রকর্ষেণ কথিতবান্) বিবস্বান্ (সূর্য্যঃ) মনবে (মনুনামকায় স্বপুত্রায়) প্রাহ মনুঃ ইক্ষ্বাকবে (ইক্ষ্বাকুনামধেয়ায় স্বপুত্রায়) অব্রবীৎ॥ ১॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। আমি সূর্য্যকে এই অক্ষয়-ফলপ্রদ যোগ বিশেষ-রূপে বলিয়াছিলাম সূর্য্য মনুকে বলিয়াছিলেন মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন॥ ১॥

ব্যাখ্যা।—আমি আদিকালে সূর্য্য দেবকে এই যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম; সূর্য্য স্বকীয় পুত্র মনুকে এবং মনু নিজ নন্দন ইক্ষ্বাকুকে এই যোগ-বিষয়ক শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন॥ ১॥

শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীভগবানুবাচ। যোঽয়ং যোগোঽধ্যায়দ্বয়েনোক্তো জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণঃ স সন্ন্যাসঃ স কর্ম্মযোগোপায়ঃ, যস্মিন্ বেদার্থঃ পরিসমাপ্তঃ প্রবৃত্তিলক্ষণো নিবৃত্তিলক্ষণশ্চ গীতাসু চ সর্ব্বাস্বয়মেব যোগো বিবক্ষিতো ভগবতা, অতঃ পরিসমাপ্তং বেদার্থং মত্বানন্তং বংশকথনেন স্তৌতি শ্রীভগবান্ ইমমিতি। ইমং অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং বিবস্বতে আদিত্যায় সর্গাদৌ প্রোক্তবান্, অহং জগৎপরিপালয়িতৃণাং ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানায়, তেন যোগবলেন যুক্তা হি সমর্থা ভবন্তি ব্রহ্ম পরিরক্ষিতুং, ব্রহ্মক্ষত্রে পরিপালিতে জগৎপরিপালয়িতুমলম্। অব্যয়মব্যয়ফলত্বাৎ অস্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠালক্ষণস্য মোক্ষাখ্যং ফলং নব্যেতি, সচ বিবস্বান্ মনবে প্রাহ, মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ॥ ১॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বাভ্যামধ্যায়াভ্যাং নিষ্ঠাদ্বয়াত্মনো যোগস্য গীতত্বাৎ বেদার্থস্য চ সমাপ্তত্বাৎ বক্তব্যাশেষাভাবাৎ উক্তযোগস্য কৃতিত্বশঙ্কানিবৃত্তয়ে বংশকথনপূর্ব্বিকাং স্তুতিং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি। তদেতদ্ভগবদ্বচনং বৃত্তানুবাদদ্বারেণ প্রস্তৌতি যোঽয়মিতি। উক্তমেব যোগং বিভজ্যানুবদতি জ্ঞানেতি। সন্ন্যাসেনেতিকর্ত্তব্যতয়া সহিতস্য জ্ঞানাত্মনো যোগস্য কর্ম্মাখ্যো যোগো হেতুরতশ্চোপায়োপেয়ভূতং নিষ্ঠাদ্বয়ং প্রতিষ্ঠাপিতমিত্যর্থঃ। উক্তে যোগদ্বয়ে প্রমাণমুপন্যস্যতি যস্মিন্নিতি। অথবা জ্ঞানযোগস্য কর্ম্মযোগোপায়ত্বমেব স্ফুটয়তি যস্মিন্নিতি। প্রবৃত্ত্যা লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে কর্ম্মযোগো নিবৃত্ত্যা চ লক্ষ্যতে জ্ঞানযোগ ইতি বিভাগঃ। যদ্যপি পূর্ব্বস্মিন্নধ্যায়দ্বয়ে যথোক্তনিষ্ঠাদ্বয়ং ব্যাখ্যাতং, তথাপি বক্ষ্যমাণাধ্যায়েষু বক্তব্যান্তরমস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ গীতাসু চেতি। কথং তর্হি সমনন্তরাধ্যায়স্য প্রবৃত্তিরত আহ অত ইতি। বংশকথনং সম্প্রদায়োপদেশশ্চ অকৃত্রিমত্বাশঙ্কানিবৃত্ত্যা যোগঃ স্তৌতি পর্য্যবস্যতি। গুরুশিষ্যপরম্পরোপন্যাসমেবানুক্রামতি ইমমিতি। ইমমিত্যস্য সন্নিহিতং বিষয়ং দর্শয়তি অধ্যায়েতি। যোগং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং কর্ম্মযোগোপায়লভ্যমিত্যর্থঃ। স্বয়মকৃতার্থানাং প্রয়োজনব্যগ্রাণাং পরার্থপ্রবৃত্ত্যসম্ভবাদ্ভগবতস্তথাবিধপ্রবৃত্তিদর্শনাৎ কৃতার্থতা কল্পনীয়েত্যাহ বিবস্বত ইতি। অব্যয়বেদমূলত্বাদব্যয়ত্বং যোগস্য গময়িতব্যং কিমিতি ভগবতা কৃতার্থেনাপি যোগপ্রবচনং কৃতমিতি তদাহ জগদিতি। কথং যথোক্তেন যোগেন ক্ষত্রিয়াণাং বলাধানং তদাহ তেনেতি যুক্তাঃ ক্ষত্রিয়া ইতি শেষঃ। ব্রহ্মশব্দেন ব্রাহ্মণত্বজাতিরুচ্যতে। যদ্যপি যোগপ্রবচনেন ক্ষত্রং রক্ষিতং তেন চ ব্রাহ্মণত্বম্ তথাপি কথং রক্ষণীয়ং জগদশেষং রক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মেতি। তাভ্যাং হি কর্ম্মফলভূতং জগদনুষ্ঠানদ্বারা রক্ষিতুং শক্যমিত্যর্থঃ। যোগস্যাব্যয়ত্বে হেত্বন্তরমাহ অব্যয়ফলত্বাদিতি। ননু কর্ম্মফলবদুক্তযোগফলস্যাপি সাধ্যত্বেন ক্ষয়িষ্ণুত্বমনুমীয়তে নেত্যাহ ন হীতি। অপুনরাবৃত্তিশ্রুতিপ্রতিহতমনুমানং ন প্রমাণীভবতীতি ভাবঃ। ভগবতা বিবস্বতে প্রোক্তো যোগস্তত্রৈব পর্য্যবস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ সচেতি। স্বপুত্রায়েত্যুভয়ত্র সম্বধ্যতে, আদিরাজায়েতীক্ষ্বাকোঃ সূর্য্যবংশপ্রবর্ত্তকত্বেন বৈশিষ্ট্যমুচ্যতে॥ ১ ॥

হনুমান্।—পূর্ব্বোক্তযোগমনেকশিষ্টপরিগ্রহেণ চ স্তৌতি প্ররোচনার্থং শ্রীভগবানুবাচ ইমমিতি। ইমং পূর্ব্বোক্তং, বিবস্বতে প্রোক্তবানহং অব্যয়ং অবিনাশিনং, স চ বিবস্বান্ মনবে স্বপুত্রায় প্রাহ, স মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীদিতি॥ ১ ॥

শ্রীধর।—আবির্ভাবতিরোভাবাবাবিষ্কর্ত্তুং স্বয়ং হরিঃ। তত্ত্বম্পদবিবেকার্থং কর্ম্মযোগং প্রশংসতি॥ এবং তাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্ম্মযোগোপায়কজ্ঞানযোগো মোক্ষসাধনত্বেনো ক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বম্পদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তুবন্ শ্রীভগবানুবাচ, ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ং ইমং যোগং পুরাহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ, স চ মনুঃ স্বপুত্রায়েক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ॥ ১ ॥

বলদেব।—ভূয়ো স্বাভিব্যক্তিহেতুং স্বলীলানিত্যত্বং, সৎ কর্ম্মসু জ্ঞানযোগম্।

জ্ঞানস্যাপি প্রাগ্জন্ম মহাত্মসুচ্চৈঃ প্রাথ্যদ্দেবো দেবকীনন্দনোঽসৌ॥ পূর্ব্বাধ্যায়াভ্যামুক্তং জ্ঞানযোগং কর্ম্মযোগঞ্চৈকফলত্বাদেকীকৃত্য তদ্বংশং কীর্ত্তয়ন্ স্তৌতি ভগবানুবাচ, ইমমিতি। ইমং ত্বাং প্রত্যুক্তং যোগং পুরা ভক্তায় সর্ব্বক্ষত্রিয়াম্বয়বীজায় বিবস্বতে সূর্য্যায়াহং প্রোক্তবান্। অব্যয়ং নিত্যং বেদার্থত্বাদ্ব্যেতি স্বফলাদিত্যব্যভিচারিফলত্বাচ্চ। স চ মচ্ছিষ্যো বিবস্বান্ স্বপুত্রায় মনবে বৈবস্বতায় প্রাহ। স চ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াব্রবীৎ॥ ১॥

মধুসূদন।— যদ্যপি পূর্ব্বমুপেয়ত্বেন জ্ঞানযোগস্তদুপায়ত্বেন চ কর্ম্মযোগ ইতি দ্বৌ যোগৌ কথিতৌ তথা"প্যেকং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি" ইত্যনয়া দিশা সাধ্যসাধনয়োঃ ফলৈক্যাদৈকামুপচর্য্য সাধনভূতং কর্ম্মযোগং সাধ্যভূতঞ্চ জ্ঞানযোগমনেকবিধগুণবিধানায় স্তৌতি বংশকথনেন ভগবান্ ইমমিতি। ইমমধ্যায়দ্বয়েনোক্তং যোগং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং কর্ম্মনিষ্ঠা-পায়লভ্যং বিবস্বতে সর্ব্বক্ষত্রিয়বংশবীজভূতায়াদিত্যায় প্রোক্তবান্ প্রকর্ষেণ সর্ব্বসন্দেহোচ্ছেদাদি-রূপেণোক্তবান্, অহং ভগবান্ বাসুদেবঃ সর্ব্বজগৎপরিচালকঃ, সর্গাদিকালে রাজ্ঞাং বলাধানেন তদধীনং সর্ব্বং জগৎ পালয়িতুম্। কথমনেন বলাধানমিতি বিশেষণেন দর্শয়তি, অব্যয়ং অব্যয়বেদমূলত্বাং অব্যয়মোক্ষফলত্বাচ্চ নব্যেতি স্বফলাদিত্যব্যয়ং অব্যভিচারিফলং, তথাচৈ-তাদৃশেন বলাধানং শক্যমিতি ভাবঃ। স চ মম শিষ্যো বিবস্বান্ মনবে বৈবস্বতায় স্বপুত্রায় প্রাহ, স চ মনুরিক্ষ্বাকবে স্বপুত্রায়াদিরাজায়াব্রবীৎ। যদ্যপি প্রতিমন্বন্তরং স্বায়ম্ভুবমন্বাদিসাধা-রণোঽয়ং ভগবদুপদেশস্তথাপি সাম্প্রতিকবৈবস্বতমন্বন্তরাভিপ্রায়েণাদিত্যমারভ্য সম্প্রদায়ো গণিতঃ॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—অধ্যায়দ্বয়োক্তেঽর্থেঽপ্রামাণ্যশঙ্কা মাভূদিতি বিদ্যাবংশসম্প্রদায়ম্ আত্মনশ্চ ভ্রমবিপ্রলম্ভকত্বাদিনিরাসায়েশ্বরত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বঞ্চ দর্শয়তি ইমমিত্যাদিনা। ইমং সাঙ্খ্যযোগং কর্ম্ম-যোগরূপোপায়সহিতং সন্ন্যাসমিতি ভাবম্, ইমং সন্ধ্যোপাসনাদি নির্ব্বিকল্পকসমাধ্যনুষ্ঠানান্তং কর্ম্মযোগং জ্ঞাননিষ্ঠোপসর্জ্জনং পারিব্রাজ্যানধিকারিণাং রাজ্ঞামেব যোগ্যং বিবস্বতে সূর্য্যায় মণ্ডলাভিমানিনে সর্ব্বেষাং ক্ষত্রিয়াণামাদিভূতায়াহম্, "আদিত্যান্তর্যামী য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণস্তস্য যথাকপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী তস্যোদিতি নাম" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধঃ প্রোক্তবান্ পুরা অব্যয়ম অবিচ্ছিন্ন-সম্প্রদায়ং তেনানাদিত্বমপি, মনবে স্বপুত্রায় বিবস্বান্ ইক্ষ্বাকবে মনুঃ স্বপুত্রায়াঽব্রবীৎ॥ ১॥

বিশ্বনাথ।— তুর্য্যে স্বাবির্ভাবহেতোর্নিত্যত্বং জন্মকর্ম্মণোঃ। স্বস্তোক্তং ব্রহ্মযজ্ঞাদি জ্ঞানোৎকর্ষপ্রপঞ্চনম্॥ অধ্যায়দ্বয়েনোক্তং নিষ্কামকর্ম্মসাধ্যং জ্ঞানযোগং স্তৌতি ইমমিতি॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বালোচিত অধ্যায়দ্বয়ে উপেয়ভূত জ্ঞানযোগ এবং উপায়-ভূত কর্ম্ম-যোগের বিষয় কথিত হইয়াছে। এই যোগদ্বয় যে পরম্পরা-ক্রমে প্রচলিত আছে, তাহাই প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্

এক্ষণে বংশ-কীর্ত্তন করিতেছেন। চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম তিন শ্লোক এই যোগ-মহিমা প্রতিপাদক। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, এই যে জ্ঞাননিষ্ঠা লক্ষণ এবং কর্ম্মনিষ্ঠা লক্ষণ, সাধ্য ও সাধনভূত যোগদ্বয়ের বৃত্তান্ত তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, হে সখে! তাহা অদ্য তোমার বিনোদনার্থ কল্পিত হয় নাই, সৃষ্টির আদি কালে ক্ষত্রিয়বংশের বীজস্বরূপ * আদি পুরুষ বিবস্বৎ দেবকে † অর্থাৎ দিবাকর দেবতাকে আমি ভগবান্ বাসুদেব তাঁহার যাবতীয় সন্দেহ উচ্ছেদ করিয়া, এই যোগের বিষয় বলিয়াছিলাম। ভগবান্ আদিত্যকে এই যোগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করার অভিপ্রায় এই যে, এতদুপায়ে তদীয় বংশাবলী শক্তি-সম্পন্ন হইয়া প্রকৃষ্ট রূপে রাজ-কার্য্য পরিচালনে সক্ষম হইবেন। এই যোগ অব্যয়, কারণ ইহা বেদমূলক, ধ্রুব মোক্ষপ্রদ এবং অব্যভিচারী ফলদায়ক। আমার সেই শিষ্য সূর্য্য স্বকীয় পুত্র বৈবস্বত মনুকে ‡ এই যোগ বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন। মনু পুনরায় নিজপুত্র ইক্ষ্বাকুকে § এই যোগ সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করেন।

---

* ক্ষত্রিয় সূর্য্যবংশ। সূর্য্যপুত্র মনু সত্যযুগে রাজা ছিলেন। সেই বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু ত্রেতাযুগে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

† সূর্য্য।—সূর্য্যের বহুনামের অন্যতম নাম বিবস্বান্। "নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্ম্মদায়িনে নমঃ।" ইত্যাদি সূর্য্যার্ঘ-মন্ত্রে সূর্য্যের বিবস্বান্ নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত আছে।

‡ মনু।—প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের বিবরণ যথা; "আদ্যো মনুর্ব্রহ্মপুত্রঃ শতরূপাপতিব্র্রতী। ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ গরিষ্ঠো মনুবু প্রভুঃ॥ স্বায়ম্ভুবঃ শম্ভুশিষ্যো বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ। জীবন্মুক্তো মহাজ্ঞানী ভরতঃ প্রপিতামহঃ॥ সংপ্রাপ কৃষ্ণদাস্যঞ্চ গোলকঞ্চ জগাম সঃ। দৃষ্ট্বা মুক্তং স্বপুত্রঞ্চ প্রহৃষ্টঞ্চ প্রজাপতিঃ॥ তুষ্টাব শঙ্করং তুষ্টং সম্ভজে মনুমন্যকম্। স চ স্বয়ম্ভুপুত্রশ্চ পুরঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ॥ স্বারোচিষো মনুশ্চৈব দ্বিতীয়ো বহ্নিনন্দনঃ। রাজা বদান্যো ধর্ম্মিষ্ঠঃ স্বায়ম্ভুবসমো মহান্॥ প্রিয়ব্রতসুতাবন্যৌ দ্বৌ মনুধর্ম্মিণাং বরৌ। তৌ তৃতীয়-চতুর্থৌ চ বৈষ্ণবৌ তাপসোত্তমৌ॥ তৌ চ শঙ্করশিষ্যৌ চ কৃষ্ণভক্তিপরায়ণৌ। ধর্ম্মিষ্ঠানাং বরিষ্ঠশ্চ রৈবতঃ পঞ্চমো মনুঃ॥ ষষ্ঠশ্চ চাক্ষুষো জ্ঞেয়ো বিষ্ণুভক্তিপরায়ণঃ। শ্রাদ্ধদেবঃ সূর্য্যসুতো বৈষ্ণবঃ সপ্তমো মনুঃ॥ সাবর্ণিঃ সূর্য্যতনয়ো বৈষ্ণবো মনুরষ্টমঃ। নবমো দক্ষ-সাবর্ণির্বিষ্ণুব্রতপরায়ণঃ॥ দশমো ব্রহ্মসাবর্ণির্ব্রহ্মজ্ঞানবিশারদঃ। ততশ্চ ধর্ম্মসাবর্ণির্মনুরেকাদশ স্মৃতঃ। ধর্ম্মিষ্ঠশ্চ বরিষ্ঠশ্চ বৈষ্ণবানাং সদাব্রতী। জ্ঞানী চ রুদ্রসাবর্ণির্মনুশ্চ দ্বাদশ স্মৃতঃ॥ ধর্ম্মাত্মা দেবসাবর্ণির্মনুরেব ত্রয়োদশঃ। চতুর্দ্দশো মহাজ্ঞানী চেন্দ্রসাবর্ণিরেব চ॥"—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ। বিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত আছে। ইহার মধ্যে ছয়জন মনু অতীত হইয়াছেন। বৈবস্বত নামক সপ্তম মনু এক্ষণে বর্ত্তমান।

§ ইক্ষ্বাকু।—সূর্য্যনন্দন বৈবস্বত মনুর পুত্র। ইনি সত্যযুগে অযোধ্যায় রাজত্ব করিয়াছিলেন। ইনিই সূর্য্যবংশীয় রাজগণের প্রবর্ত্তকরূপে খ্যাত।

যদিও প্রতি মন্বন্তরে * স্বায়ম্ভুবাদি মনুর আবির্ভাব হয়, তথাপি ইদানীন্তন কালে বৈবস্বত মন্বন্তর বলিয়া, তজ্জনক সূর্য্য এই যোগতত্ত্বের প্রথম উপদেশ পাত্র, ইহাই কীর্ত্তিত হইল। এতদ্বারা ইহাই সপ্রমাণিত হইতেছে যে, এই যোগ নবোদ্ভাবিত বা আধুনিক অনুষ্ঠান নহে; ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে; সুতরাং ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কাহাকেও কোন অপরিজ্ঞাত বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিতে হইলে, তদ্বিষয়ের প্রাচীনত্ব, স্থায়িত্ব ও মহত্ত্বাদি বিষয়ক সমর্থন সূচক প্রমাণ-প্রয়োগ করিলে, সেই বিষয়ে সেই ব্যক্তির ভক্তি ও শ্রদ্ধা সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জন্যই এস্থলে এতৎ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইয়াছে। আরও, এই অক্ষয়-ফল-প্রদ যোগোপদেশের বীজ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়-কুলের আদি-পুরুষ ভগবান্ ভাস্করের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল এবং বংশ-পরম্পরা-ক্রমে ইহা ক্ষত্রিয়-কুলে প্রবর্ত্তিত ছিল, জানিতে পারিলে, নিশ্চয়ই অর্জ্জুন তৎসম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান্ হইবেন ॥ ১ ॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ !॥ ২ ॥

অন্বয়।—এবং (এবং প্রকারেণ) পরম্পরাপ্রাপ্তম্, (পিত্রাদেঃ পুত্রেণ একস্মাৎ অপরেণ ইত্যাকারেণ লব্ধম্) ইমং (যোগং) রাজর্ষয়ঃ (রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ নিমিপ্রমুখাঃ) বিদুঃ (জানন্তি স্ম) পরন্তপ!

* মন্বন্তর।—মনুষ্যপরিমাণের চারি সহস্র যুগে ব্রহ্মার এক দিন হয়; তাহার নাম কল্প। (৬২৫।৬৩০ পৃষ্ঠায় টিপ্পনি দ্রষ্টব্য) সেই কল্পের মধ্যে চতুর্দ্দশ মনুর আবির্ভাব হয়। এক এক মনুর যতকাল অধিকার থাকে, তাহাকে এক এক মন্বন্তর বলে। সেই মনুগণের নাম অচিরপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। প্রত্যেক মন্বন্তরে ভগবানের অবতার, ইন্দ্র, দেবগণ, সপ্তর্ষি, মনু, মনুপুত্র, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়া থাকেন। দেব পরিমাণের একসপ্ততি যুগে এক মন্বন্তর হয়। "মন্বন্তরং মনোঃ কালো যাবৎ পালয়তে প্রজাঃ। একো মনুঃ স কালস্তু মন্বন্তরমিতি শ্রুতম্। তদেকসপ্ততিযুগৈর্দেবানামিহ জায়তে। তৈশ্চতুর্দ্দশভিঃ কল্পো দিনমেকন্তু বেধসঃ ॥"—কালিকাপুরাণ।

(শত্রুতাপন) ইহ (লোকে) স যোগঃ মহতা (দীর্ঘেণ) কালেন (কালাত্যয়েন) নষ্টঃ (বিচ্ছিন্নঃ) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—এইরূপ পরম্পরাগত ইহা রাজর্ষিগণ জানিতেন অরিসূদন এই লোকে সেই যোগ সুদীর্ঘ কালে বিচ্ছিন্ন ॥ ২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন! রাজর্ষিগণ এইরূপ পরম্পরা ক্রমে এই যোগ পরিজ্ঞাত ছিলেন; কিন্তু কালসহকারে ইহলোকে সেই যোগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চ রাজর্ষয়ো বিদুরিমং যোগং, স যোগঃ কালেনেহ মহতা দীর্ঘেণ নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ, হে পরন্তপ! আত্মনো বিপক্ষভূতাঃ পরে উচ্যন্তে, তান্, শৌর্য্যতেজোগর্ভস্তিভির্ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপন ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তে যোগে পরম্পরাগতে বিশিষ্টজনসম্মতিমুদাহরতি এবমিতি। তস্য কথং সম্প্রতি বক্তব্যত্বং তত্রাহ স কালেনিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাকরোতি এবমিত্যাদিনা। ঐশ্বর্য্যসম্পত্তিমত্ত্বং রাজত্বং তেষামেব সূক্ষ্মার্থনিরীক্ষণক্ষমত্বমৃষিত্বমিহেতি ভগবতোঽর্জ্জুনেন সহ ব্যবহারকালো গৃহ্যতে। পরন্তপেতি সম্বোধনং বিভজতে আত্মন ইতি ॥ ২ ॥

রামানুজ।—তৃতীয়েঽধ্যায়ে প্রকৃতিসংসৃষ্টস্য মুমুক্ষোঃ সহসা জ্ঞানযোগানধিকারাৎ কর্ম্মযোগ এব কার্য্যঃ, জ্ঞানযোগাধিকারিণোঽপ্যকর্তৃত্বানুসন্ধানপূর্ব্বককর্ম্মযোগ এব শ্রেয়ানিতি সহেতুকমুক্তং বিশিষ্টতয়া ব্যপদেশ্যস্য তু বিশেষতঃ কর্ম্মযোগ এব কার্য্য ইতি চোক্তং, চতুর্থ ত্বিদানীমস্যৈব কর্ম্মযোগস্য নিখিলজগদুদ্ধরণায় মন্বন্তরাদাবেবোপদিষ্টতয়া কর্ত্তব্যতাং দৃঢ়য়িত্বান্তর্গত-জ্ঞানতয়াস্যৈব জ্ঞানযোগাকারতাং কর্ম্মযোগস্য প্রদর্শ্য কর্ম্মযোগস্বরূপং তদ্ভেদাঃ কর্ম্মযোগে জ্ঞানাংশস্যৈব প্রাধান্যং প্রোচ্যতে। প্রসঙ্গাচ্চ ভগবদবতারযাথাত্ম্যমুচ্যতে। ভগবানুবাচ ইমমিতি। সোঽয়ং তবোদিতো যোগঃ স কেবলং যুদ্ধপ্রোৎসাহনায় ইদানীমুদিত ইতি ন মন্তব্যঃ, মন্বন্তরাদাবেব নিখিলজগদুদ্ধরণায় পরমপুরুষার্থলক্ষণমোক্ষসাধনতয়েমং যোগমহমেব বিবস্বতে প্রোক্তবান্, বিবস্বাংশ্চ মনবে মনুরিক্ষ্বাকবে। ইত্যেবং সম্প্রদায়পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং যোগং পূর্ব্বে রাজর্ষয়ো বিদুঃ। স মহতা কালেন তত্তচ্ছ্রোতৃবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বিনষ্টপ্রায়োঽভূৎ ॥১।২॥

হনুমান্।—এবমিতি। এবং ক্ষত্রিয়পরম্পরাপ্রাপ্তং প্রোক্তমিমং রাজর্ষয়ো মনু-প্রভৃতয়ো বিদুর্জানন্তি স যোগো মহতা কালেন নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ সংবৃত্তঃ। পরন্তপ! পরাংস্তাপয়তীতি পরন্তপ শত্রুন্তপ ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি, অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমি-প্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্জানন্তি স্ম। অদ্যতনানামজ্ঞানে কারণমাহ, হে পরন্তপ শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ॥ ২॥

বলদেব।—এবং বিবস্বন্তমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগং রাজর্ষয়ঃ স্বপিত্রাদিভিরিক্ষ্বাকুপ্রভৃতিভিরুপদিষ্টং, বিদুঃ। ইহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ॥ ২॥

মধুসূদন।—এবমাদিত্যমারভ্য গুরুশিষ্যপরম্পরয়া প্রাপ্তমিমং যোগং রাজানশ্চ তে ঋষয়শ্চেতি রাজর্ষয়ঃ, প্রভুত্বে সতি সূক্ষ্মার্থনিরীক্ষণক্ষমা নিমিপ্রমুখাঃ স্বপিত্রাদিপ্রোক্তং বিদুঃ, তস্মাদনাদিবেদমূলত্বেনানাদিগুরুশিষ্যপরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন চ কৃত্রিমত্বশঙ্কানাস্পদত্বান্মহাপ্রভাবোঽয়ং যোগ ইতি শ্রদ্ধাতিশয়ায় স্তূয়তে। স এবং মহাপ্রয়োজনোঽপি যোগঃ কালেন মহতা দীর্ঘেণ ধর্ম্মহ্রাসকরেণ ইহ ইদানীমাবয়োর্ব্যবহারকালে দ্বাপরান্তে দুর্ব্বলানজিতেন্দ্রিয়াননধিকারিণঃ প্রাপ্য কামক্রোধাদিভিরভিভূয়মানো নষ্টঃ বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ো জাতঃ। তং বিনা পুরুষার্থাপ্রাপ্তেঃ, অহো দৌর্ভাগ্যং লোকস্যেতি শোচতি ভগবান্। হে পরন্তপ! পরং কামক্রোধাদিরূপং শত্রুগণং শৌর্য্যেণ বলবত্তা বিবেকেন তপসা চ ভানুরিব তাপয়তীতি পরন্তপঃ শত্রুতাপনো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। উর্দ্ধশুদ্ব্যপেক্ষণাদ্ভূতকর্ম্মদর্শনাৎ, তস্মাৎ ত্বং জিতেন্দ্রিয়ত্বাদত্রাধিকারীতি সূচয়তি॥ ২॥

নীলকণ্ঠ।—এবমিতি এবং পরম্পরাপ্রাপ্তং ইক্ষ্বাকুনিমিনাভাগাদিক্রমেণ রাজর্ষয়ঃ জনকাজাতশত্রুকৈকেয়প্রভৃতয়ো রাজানঃ, ঋষয়শ্চ সনকবশিষ্ঠাদ্যাঃ, সূক্ষ্মার্থদর্শিনস্তে রাজান এবং ঋষয় ইতি বা অবিদুঃ জ্ঞাতবন্তঃ (সিজভ্যস্ত বিদিভ্যশ্চেতি লুঙ্ভোর্জুস্) নষ্টঃ অদর্শনং গতঃ॥ ২॥

তাৎপর্য্য।—আদিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু-শিষ্য-ক্রমে নিমি* প্রভৃতি সূক্ষ্ম-দর্শন-ক্ষম রাজর্ষিগণ † স্বপিত্রাদির নিকট হইতে এই পরম যোগ জানিয়া আসিতেছেন। অতএব অনাদি বেদমূলত্ব হেতু, অনন্ত ফলপ্রদায়িত্ব হেতু, অনাদিকাল প্রবর্ত্তিত গুরু-শিষ্য-ক্রমে পরম্পরা প্রাপ্ত, সুতরাং কৃত্রিমতা সম্ভাবনা বিরহ হেতু এই যোগ সাতিশয় প্রভাবশালী। মহাপ্রয়োজনীয় হইলেও, ধর্ম্ম-হ্রাস-কারী সুদীর্ঘ কালাত্যয় হেতু, আমাদের

---

* নিমি।—ইক্ষ্বাকুর পুত্র। নিমি রাজা মহর্ষি বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া বিদেহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (৬৬৬ পৃষ্ঠায় টিপ্পনী দেখুন)।

† রাজর্ষি।—রাজ-সিংহাসনে আসীন হইয়া এবং অতুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও যিনি নিষ্কাম কার্য্য দ্বারা ঋষিবৎ অনাসক্ত ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করেন, তিনিই রাজর্ষি। রাজর্ষি জনক ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত (৬৬৬ পৃষ্ঠায় তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

সময়সময়ে এই যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। দ্বাপর যুগের অবসানে * লোক সকল দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়পরায়ণ ও অনধিকারী হইয়া কামক্রোধাভিভূত ও বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়াছে, সুতরাং এ সকল বিধেয় কর্ম্মে তাহারা আস্থাহীন ও অধিকারবিহীন হইয়া পড়িয়াছে। পুরুষার্থ প্রাপ্তির সাধনভূত

* দ্বাপর যুগের অবসানে কলিযুগের প্রবৃত্তি হইয়াছে। এই কলিযুগে ধর্ম্মের অভাব নিবন্ধন, মানবেরা ভ্রষ্টমতি ও অধর্ম্মচারী হইবে; সুতরাং বেদবিহিত কর্ম্মকাণ্ডে তাহাদের অধিকার থাকিবে না, ধর্ম্মশাস্ত্রে এই কথাই লিখিত আছে। যথা; "কলৌ তু ধর্ম্মপাদানাং তুর্য্যাংশোঽধর্ম্মহেতুভিঃ। এধমানৈঃ ক্ষীয়মাণো হ্যন্তে সোঽপি বিনঙ্ক্ষ্যতি॥ তস্মিন্ লুব্ধা দুরাচারা নির্দ্দয়া শুষ্কবৈরিণঃ। দুর্ভগা ভূরিতর্ষাশ্চ শূদ্রা দাসোত্তরাঃ প্রজাঃ॥ যস্মাৎ ক্ষুদ্রদৃশো মর্ত্ত্যাঃ ক্ষুদ্রভাগ্যা মহাশনাঃ। কামিনো বিত্তহীনাশ্চ স্বৈরিণ্যশ্চ স্ত্রিয়োঽসতীঃ॥ দস্যূৎকৃষ্টা জনপদা বেদাঃ পাষণ্ডদূষিতাঃ। রাজানশ্চ প্রজাভক্ষ্যাঃ শিশ্নোদরপরা দ্বিজাঃ॥ অব্রতা বটবোঽশৌচা ভিক্ষবশ্চ কুটুম্বিনঃ। তপস্বিনো গ্রামবাসা ন্যাসিনোঽত্যর্থলোলুপাঃ॥ হ্রস্বকায়া মহাহারা ভূর্য্যপত্যা গতহ্রিয়ঃ। শশ্বৎকটুকভাষিণ্যশ্চৌর্য্যমায়োরুসাহসাঃ। পণয়িষ্যন্তি বৈ ক্ষুদ্রাঃ কিরাটাঃ কূটকারিণঃ। অনাপদ্যপি মংস্যন্তে বার্ত্তাং সাধুজুগুপ্সিতাম্॥ পতিং ত্যক্ষ্যন্তি নির্দ্রব্যং ভৃত্যা অপ্যখিলোত্তমম্॥ ভৃত্যং বিপন্নং পতয়ঃ কৌলং গাশ্চাপয়স্বিনীঃ। পিতৄন্ ভ্রাতৄন্ সুহৃদ্‌জ্ঞাতীন্ হিত্বা সৌরতসৌহৃদাঃ। ননান্দৃ-শ্যালসংবাদা দীনাঃ স্ত্রৈণাঃ কলৌ নরাঃ॥ শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীষ্যন্তি তপোবেশোপজীবিনঃ। ধর্ম্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্ম্মজ্ঞা অধিরুহ্যোত্তমাসনম্॥ নিত্যমুদ্বিগ্নমনসো দুর্ভিক্ষকরকর্ষিতাঃ। নিরন্নে ভূতলে রাজন্ননাবৃষ্টিভয়াতুরাঃ॥ বাসোঽন্নপানশয়নব্যবায়স্নানভূষণৈঃ। হীনাঃ পিশাচসন্দর্শা ভবিষ্যন্তি কলৌ প্রজাঃ॥ কলৌ কাকিণিকেঽপ্যর্থে বিগ্রহ্য ত্যক্তসৌহৃদাঃ। ত্যক্ষ্যন্তি হি প্রিয়ান্ প্রাণান্ হনিষ্যন্তি স্বকানপি॥ ন রক্ষিষ্যন্তি মনুজাঃ স্থবিরৌ পিতরাবপি। পুত্রান্ ভার্য্যাঞ্চ কুলজাং ক্ষুদ্রাঃ শিশ্নোদরম্ভরাঃ॥ কলৌ ন রাজন্ জগতাং পরং গুরুং ত্রিলোকনাথানতপাদপঙ্কজম্। প্রায়েণ মর্ত্ত্যা ভগবন্তমচ্যুতং যক্ষ্যন্তি পাষণ্ডবিভিন্নচেতসঃ॥ যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্। বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥"—(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩) অর্থাৎ কলিকালে অধর্ম্ম হেতু ধর্ম্মের তিন পাদ ক্ষয়িত হইয়া এক পাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে; কলিশেষে তাহাও ক্ষীয়মাণ হইয়া বিনষ্ট হইবে। তখন লোকেরা লোভী, দুরাচার, নির্দ্দয়, কঠিনহৃদয়, দুর্ভাগ্য, বহু আকাঙ্ক্ষা সমন্বিত হইবে এবং শূদ্র ও অধম জাতি প্রধান হইবে। তৎকালে লোকসকল কামী, বিত্তহীন হইবে এবং স্ত্রীগণ অসতী ও ব্যাভিচারিণী হইবে। জনপদ সমূহ দস্যুময়, বেদ সকল পাষণ্ডগণ কর্ত্তৃক বিনিন্দিত হইবে, রাজারা প্রজাভক্ষক হইবেন, কুটুম্বশালী গৃহস্থেরা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিবে, তপস্বী বনাশ্রম ত্যাগ করিয়া গ্রামবাসী হইবেন এবং যতিগণ অতিলোভী হইবেন। স্ত্রীগণ ক্ষুদ্র কায়া, বহুভোজিনী, বহুসন্তান প্রসবিনী, নির্লজ্জা, সর্ব্বদা অপ্রিয়বাদিনী, চৌর্য্য ও মায়ায় অতি সাহসশালিনী হইবে। সামান্য ধূর্ত্তবুদ্ধি বণিকেরা ক্রয় বিক্রয়ের ব্যবসা করিবে এবং সাধারণে নিরাপদ সময়েও, নিন্দিত ব্যবহারকে উত্তম বলিয়া জ্ঞান করিবে। ভৃত্যেরা সর্ব্বোত্তম প্রভুকে সম্পত্তিহীন দেখিলেই পরিত্যাগ করিবে, প্রভুরা রোগাদি জনিত অক্ষম বংশ-পরম্পরাগত ভৃত্যকে এবং দুগ্ধহীনা গাভীকে ত্যাগ করিবে। পিতা, ভ্রাতা,

এই অমোঘ উপায় ভ্রষ্ট হইয়া মানবকুলের নিরতিশয় শোচনীয় দুর্দ্দশা ও দুর্ভাগ্য সমুপস্থিত হইয়াছে। "পরন্তপ" এই সম্বোধন বাক্যে ইহাই প্রকটিত হইতেছে যে, সূর্য্য যেমন প্রচণ্ড তাপে সকল পদার্থ প্রতপ্ত করেন, তদ্রূপ তুমিও স্বকীয় শৌর্য্য শক্তি বিবেক এবং তপস্যা দ্বারা কামক্রোধাদি দুর্জ্জয় শত্রুকুলকে বিজিত ও নির্জ্জিত করিয়াছ। সুরপুরে সুরসুন্দরী শিরোমণি স্বরূপা উর্ব্বশী অপ্সরার প্রণয় প্রসঙ্গে * অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া

সুহৃদ, জ্ঞাতি সকলকে পরিত্যাগ করিয়া লোকেরা কেবল ইন্দ্রিয় ভোগের সম্বন্ধ বিশিষ্ট জনগণকেই সুহৃদ্ জ্ঞান করিবে এবং স্ত্রীর ভ্রাতা ও ভগিনীর সহিত মন্ত্রণাদি করিবে। শূদ্রেরা তপস্বীর বেশ ধারণ করিয়া প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবন পাত করিবে এবং ধর্ম্মজ্ঞানহীন ব্যক্তিরা উচ্চ আসন গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিবে। লোক সকল দুর্ভিক্ষ ও করভারে প্রপীড়িত অনাবৃষ্টির ভয়ে ব্যাকুল ও সর্ব্বদা উদ্বিগ্নচিত্ত থাকিবে। কলিতে প্রজারা বসন, অন্ন, পান, শয়ন, স্ত্রীসংসর্গ, স্নান এবং ভূষণদ্বারা হীন হইয়া পিশাচের ন্যায় কুৎসিত দর্শন হইবে। কলিতে কুড়িটী কপর্দ্দকের নিমিত্তও বিরোধ করিয়া সৌহৃদ্য ত্যাগ করিয়া, প্রিয়জনকে ত্যাগ করিবে এবং আত্মীয় সংহার করিবে। বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও পালন করিবে না এবং ইন্দ্রিয়োদর পরায়ণ হইয়া পুত্র ও কুল-লক্ষ্মী ভার্য্যাকেও ত্যাগ করিবে। পাষণ্ড কর্ত্তৃক ভিন্ন মত বিশিষ্ট হইয়া কলির লোকেরা প্রায় জগতের শ্রেষ্ঠ-গুরু ত্রিলোকনাথ ভগবান্ অচ্যুতের পাদপদ্ম পূজা করিবে না। যাঁহার নাম স্মরণ করিলে, ম্রিয়মাণ, আতুর, পতনোন্মুখ, স্খলিত, বিবশ পুরুষও কর্ম্মবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া উত্তম গতি লাভ করে, কলির লোকেরা সে নামও করিবে না।" অন্যথা যথা ; "ন বেদাঃ প্রভবন্তত্র স্মৃতীনাং স্মরণং কুতঃ। নানেতিহাসযুক্তানাং নানামার্গপ্রদর্শিনাম্॥ বহুলানাং পুরাণানাং বিনাশো ভবতি বিভো। তদা লোকা ভবিষ্যন্তি ধর্ম্মকর্ম্মবহির্ম্মুখাঃ॥ উচ্ছৃঙ্খলা মদোন্মত্তাঃ পাপকর্ম্মরতাঃ সদা। কামুকা লোলুপাঃ ক্রূরা নিষ্ঠুরা দুর্ম্মুখাঃ শঠাঃ॥ স্বল্পায়ুর্ম্মন্দমতয়ো রোগশোকসমাকুলাঃ। নিঃশ্রীকা নির্ব্বলা নীচা নীচাচারপরায়ণাঃ॥ নীচসংসর্গ-নিরতাঃ পরবিত্তাপহারকাঃ। পরনিন্দা পরদ্রোহপরীবাদপরাঃ খলাঃ॥ পরস্ত্রীহরণে পাপাঃ শঙ্কাভয়বিবর্জ্জিতাঃ। নির্দ্ধনা মলিনা দীনা দরিদ্রাশ্চিররোগিণঃ॥ বিপ্রাঃ শূদ্রসমাচারাঃ সন্ধ্যাবন্দনবর্জ্জিতাঃ। অযাজ্যযাজকা লুব্ধা দুর্ব্বৃত্তাঃ পাপকারিণঃ॥ অসত্যভাষিণো মূর্খা দাম্ভিকা দুষ্প্রপঞ্চকাঃ। কন্যাবিক্রয়িণো ব্রাত্যাস্তপোব্রতপরাঙ্মুখাঃ॥ লোকপ্রতারণার্থায় জপপূজাপরায়ণাঃ। পাষণ্ডাঃ পতিতম্মন্যাঃ শ্রদ্ধাভক্তিবিবর্জ্জিতাঃ॥ কদাহারাঃ কদাচারা ভৃতকাঃ শূদ্রসেবকাঃ। শূদ্রান্নভোজিনঃ ক্রূরা বৃষলীরতিকামুকাঃ॥ দাস্যন্তি ধনলোভেন স্বদারান্ নীচজাতিষু। ব্রাহ্মণ্যচিহ্নমেতাবৎ কেবলং সূত্রধারণম্॥ নৈব পানাদিনিয়মো ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিবেচনম্। ধর্ম্মশাস্ত্রে সদানিন্দা সাধুদ্রোহো নিরন্তরম্॥"—মহানির্ব্বাণতন্ত্র ১ম উল্লাস। অর্থাৎ কলিযুগে বেদের প্রভাব নাই, স্মৃতিশাস্ত্রের আলোচনাও নাই। এই কালে নানা ইতিহাস সংবলিত বহুবিধ পথ-প্রদর্শক নানাপ্রকার পুরাণের বিনাশ হইবে ; অতএব লোকেরা ধর্ম্মকর্ম্মবিমুখ হইবে। তাহারা উচ্ছৃঙ্খল, মদোন্মত্ত, সর্ব্বদা পাপকর্ম্ম-রত, কামুক, লোভী, ক্রূর, নিষ্ঠুর, দুর্ম্মুখ, শঠ, অল্পায়ু, মন্দমতি, রোগ-শোকাকুল, শ্রীহীন, দুর্ব্বল, নীচ, ঘৃণিত-আচারপরায়ণ, নীচসংসর্গরত, পরস্বাপহারী, পরনিন্দারত, পরানিষ্টকারী, খলস্বভাব, পরস্ত্রীহরণে পাপের আশঙ্কাবিহীন, নির্দ্ধন, মলিন, দীন, দরিদ্র এবং চিররোগী হইবে। ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের ন্যায় আচার-

তুমি স্বকীয় জিতেন্দ্রিয়ত্বের অবিসংবাদিত প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ। সুতরাং ইন্দ্রিয়বিজয় হেতু তুমি এই যোগের যোগ্যাধিকারী ব্যক্তি ইহাই সূচিত হইতেছে।

পূর্ব্বশ্লোকে, বংশ বিবেচনায় তুমি ইহার যোগ্যপাত্র ও অধিকারী, অতএব এ যোগ তোমার অবলম্বনীয় ইহাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইয়াছে। পদপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন অথচ ঋষিবৎ মহদ্ব্যক্তিগণ ইহার চিরন্তন অনুষ্ঠাতা, তদনুসারেও ইহা তোমার অবলম্বনীয়, কারণ অলৌকিক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু তুমিও বিশিষ্টগণের শিরোভূষণ এবং ইন্দ্রিয় বিজয় বিষয়ে ঋষিদিগেরও বরণীয়। দ্বিতীয় শ্লোকে ইঙ্গিতে এই ভাব বিজ্ঞাপিত হইল॥ ২॥

সম্পন্ন, সন্ধ্যাবন্দনবিরহিত, নীচযাজক, লোভী, দুর্ব্বৃত্ত, পাপকারী, মিথ্যাবাদী, মূর্খ, দাম্ভিক, মন্দকর্ম্ম-রত, কন্যাবিক্রয়ী, পতিত, তপো-ব্রত-পরাঙ্মুখ হইবে। তাহারা লোককে প্রতারিত করিবার অভিপ্রায়ে জপ পূজা করিবে এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তি পরিশূন্য হইয়া পাষণ্ড ও পতিততুল্য হইবে। ইহারা কুৎসিতভোজী, কদাচারসম্পন্ন, শূদ্র-সেবক ও শূদ্রপালিত, ক্রূরকর্ম্মা, নীচ জাতীয় স্ত্রীগমনকারী এবং ইন্দ্রিয়-পরায়ণ হইবে। ধনলোভে স্বকীয় স্ত্রীকেও ইহারা নীচ জাতিকে প্রদান করিবে এবং ব্রাহ্মণের চিহ্নস্বরূপে যজ্ঞসূত্র ধারণ করিবে। তাহাদের ভক্ষ্যাভক্ষ্যের কোন বিচার থাকিবে না এবং পানেরও কোন নিয়ম থাকিবে না। তাহারা সর্ব্বদা ধর্ম্মশাস্ত্রের নিন্দাবাদ করিবে এবং সাধু ব্যক্তির বিদ্বেষী হইবে। ইত্যাদি। অধ্যাত্ম রামায়ণাদি অন্যান্য ধর্ম্মগ্রন্থেও কলির এইরূপ বিবরণ আছে।

* অর্জ্জুন অমরপুর গমন করিলে সুরপতি ইন্দ্রের নির্দেশানুসারে একদা উর্ব্বশী প্রভৃতি স্বর্গীয়া নর্ত্তকীগণ ধনঞ্জয়কে বিনোদিত করিবার অভিপ্রায়ে বিবিধ বিলাসলীলা সহকারে নৃত্য করেন। অর্জ্জুন তৎকালে পুনঃপুনঃ উর্ব্বশীর প্রতি দৃষ্টিপাত করায়, ইন্দ্র বিবেচনা করেন যে, তাহার তনয় সেই সুরসুন্দরীর প্রতি আসক্ত হইয়াছেন। এই বিবেচনার বশবর্ত্তী শচীনাথ, উর্ব্বশীকে বিবিধ বিধানে অর্জ্জুনের বিনোদন করিতে আদেশ করেন। অনন্তর সমুচিত সময়ে স্বকীয় সৌন্দর্য্যসার কলেবর সজ্জীভূত করিয়া, মদনোন্মত্তা উর্ব্বশী অভিসারিকা বেশে অর্জ্জুন-সকাশে উপস্থিত হইয়া স্বকীয় বাসনা বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রণয়-লীলায় প্রার্থনা করিলে, অর্জ্জুন নিতান্ত সঙ্কুচিতভাবে অবনত মস্তকে তাঁহাকে গুরুপত্নী বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন এবং কুন্তী, মাদ্রী ও ইন্দ্রাণীর ন্যায় মাতৃস্থানীয়া বলিয়া অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। অপমানিতা ও মর্ম্মাহতা উর্ব্বশী তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান করিলেন যে, "তোমাকে এই অপরাধে ক্লীবরূপে বিখ্যাত হইয়া নারীমণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতে হইবে।" বলা বাহুল্য যে, অজ্ঞাতবাসকালে ক্লীব নর্ত্তক বেশে বিরাট-ভবনে উত্তরার নৃত্য-গুরুরূপে অর্জ্জুনকে এক বৎসর অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল।—(মহাভারত বনপর্ব্ব।)

সএবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—[ত্বং] মে (মম) ভক্তঃ সখা চ অসি ইতি (হেতোঃ) অয়ং সঃ পুরাতনঃ (সনাতনঃ) যোগঃ (জ্ঞানকর্ম্মরূপঃ) অদ্য ময়া তে (তুভ্যং) এব প্রোক্তঃ হি (যস্মাৎ) এতৎ উত্তমং রহস্যম্ (অতি-গোপ্যম্) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—[তুমি] আমার ভক্ত এবং সখা হও এই জন্য এই সেই প্রাচীন জ্ঞানকর্ম্মযোগ আমার-দ্বারা তোমাকে-ই কথিত-হইল যেহেতু ইহা অতীব গূঢ়তত্ত্ব ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! তুমি আমার ভক্ত এবং সখা; এজন্য সেই পরম্পরাগত প্রাচীন জ্ঞান ও কর্ম্মযোগ-তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যক্ত করিলাম। এই যোগ অতিশয় রহস্য-জালে জড়িত ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দুর্ব্বলান্ অজিতেন্দ্রিয়ান্ প্রাপ্য নষ্টং যোগমিমমুপলভ্য লোকঞ্চা-পুরুষসম্বন্ধিনং, সএবায়মিতি। সএবায়ং ময়া তে তুভ্যমদ্যেদানীং যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ ভক্তোঽসি মে সখা চাসীতি রহস্যং হি যস্মাদেতদুত্তমং যোগং জ্ঞানমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—কিমিতি বর্ত্তমানে কালে প্রকৃতো যোগঃ সম্প্রদায়রহিতোঽভূ-দিত্যাশঙ্কাধিকার্য্যভাবাদিত্যাহ দুর্ব্বলানিতি। তদেব দৌর্ব্বল্যং প্রকৃতোপযোগিত্বেন ব্যাকরোতি অজিতেন্দ্রিয়ানিতি। যদ্যপি কামক্রোধাদিপ্রধানান্ পুরুষান্ প্রতিলভ্য কামক্রোধাদিভিরভি-ভূয়মানো যোগো নষ্টো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ঃ সঞ্জাতস্তথাপি যোগাদৃতে পুরুষার্থো লোকস্য লভ্যতে চেৎ, কিমনেন যোগোপদেশেনেত্যাশঙ্ক্য যথোক্তযোগাভাবে পরমপুরুষার্থাপ্রাপ্তের্মৈবমিত্যাহ লোকঞ্চেতি। পূর্ব্বো যোগো বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়োঽধুনা স্বস্থযোগো মদর্থমুচ্যতে ভগবতেত্যাশঙ্ক্যাহ স এবেতি। কস্মাদন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ পুরাতনো যোগো নোক্তো ভগবতেত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তোঽসীতি। উক্তমধিকারিণং প্রতি যোগস্য বক্তব্যত্বে হেতুমাহ রহস্যং হীতি। অনাদিবেদমূলত্বাৎ যোগস্য পুরাতনত্বং, ভক্তিশরণবুদ্ধ্যা প্রীতিত্বয়া যুক্তো নিজরূপমবেক্ষ্য ভক্তো বিবক্ষিতঃ, সমানবয়াঃ স্নিগ্ধঃ সহায়ঃ সখেত্যুচ্যতে। এতদিতি কথং যোগো বিশেষ্যতে তত্রাহ জ্ঞানমিতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—স ইতি। সএবায়মস্খলিতস্বরূপঃ পুরাতনো যোগঃ সখ্যেনাতিমাত্র

ভক্ত্যা চ মমেব প্রপন্নায় তে ময়া প্রোক্তঃ, সপরিকরঃ সবিস্তরমুক্ত ইত্যর্থঃ। মদন্যেন কেনাপি জ্ঞাতুং বক্তুং বা ন শক্যং যত ইদং বেদান্তোদিতমুত্তমং রহস্যং জ্ঞানম্ ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—স এবায়মিতি। স এব বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়ো যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ তে তব, রহস্যং গুপ্তপ্রকাশ্যং উত্তমং নিরুপমম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগো হ্রস্ববিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তো যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চ অন্যস্মৈ ময়া নোচ্যতে, যস্মাদেতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩ ॥

বলদেব।—স ইতি। স এব তদানুপূর্ব্বিকবচনবাচ্যো যোগঃ ময়া ত্বৎসখেনাতিস্নিগ্ধেন তে তুভ্যং মৎসখায়েতি স্নিগ্ধায় প্রোক্তঃ, ত্বং মে ভক্তঃ প্রপন্নঃ সখা চাসীতি হেতোঃ ন ত্বন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ। তত্র হেতুঃ রহস্যমিতি, হি যস্মাদুত্তমং রহস্যমিতি গোপ্যমেতৎ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—স ইতি। স এবং পূর্ব্বমুপদিষ্টোঽপ্যধিকার্য্যভাবাদ্বিচ্ছিন্নসম্প্রদায়োঽভূৎ যং বিনা চ পুরুষার্থো ন লভ্যতে, স এবায়ং পুরাতনোঽনাদিপরম্পরাগতো যোগোঽদ্য সম্প্রদায়-বিচ্ছেদকালে ময়াতিস্নিগ্ধেন তে তুভ্যং প্রকর্ষেণোক্তঃ, ন ত্বন্যস্মৈ কস্মৈচিৎ। কস্মাৎ? ভক্তোঽসি মে সখা চেতি ইতিশব্দো হেতৌ। যস্মাৎ ত্বং মম ভক্তঃ শরণাগতত্বে সত্যত্যন্তপ্রীতিমান্ সখা চ সমানবয়াঃ স্নিগ্ধঃ সহায়োঽসি সর্ব্বদা ভবসি, অতস্তুভ্যমুক্ত ইত্যর্থঃ। অন্যস্মৈ কুতো নোচ্যতে? তত্রাহ, হি যস্মাদেতজ্জ্ঞানমুত্তমং রহস্যং অতিগোপ্যম্ ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—স ইতি। অদ্য সম্প্রদায়বিচ্ছেদে সতি ভক্তঃ শরণাগতঃ সখা প্রীতিবিষয়ঃ রহস্যং গোপ্যং অভক্তাদিভ্যো ন দেয়ম্ অন্যথা নির্বীর্য্যা বিদ্যা ভবেদিত্যর্থঃ। তথা চ মন্ত্রবর্ণঃ, "বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মা শেবধিষ্টেঽহমস্মি অসূয়কায়ানৃজবেঽযতায় ন মাং ব্রূয়া বীর্য্যবতী চ তথা স্যাম্" ইতি ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—স ইতি। ত্বাং প্রত্যেবাস্য প্রোক্তত্বে হেতুঃ, ভক্তো দাসঃ সখা চেতি ভাবদ্বয়ং অন্যস্মৈর্বাচীনং প্রত্যেবাবক্তব্যত্বে হেতুঃ, রহস্যমিতি ॥ ২। ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—যদিও এই যোগ প্রথমে আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া, পুরুষপরম্পরা ক্রমে সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তথাপি কালসহকারে উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এবং মানব-কুলের পাপ-প্রবৃত্তির প্রাবল্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়া নষ্ট-প্রায় হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা পুরুষার্থ-কামী, তাঁহাদিগের পক্ষে এতদ্ব্যতীত উপায়ান্তর নাই; কারণ এই যোগ পুরুষার্থ সাধনের একমাত্র অমোঘ উপায়। সেই অনাদি কাল-প্রবর্ত্তিত পরম-যোগ-তত্ত্ব অদ্য, এই সম্প্রদায়-বিচ্ছেদ কালে, আমি স্নেহাতিষিক্ত হৃদয় হইয়া, তোমার নিকট পরিব্যক্ত করিলাম। তুমি আমার পরম ভক্ত,

আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বিপদ ও সম্পদে আমারই অনুগত এবং সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত। আর তুমি আমার অকৃত্রিম সখা, আমার সমবয়স্ক, আমার সহিত সমানাকার, সর্ব্বদা আমার স্নেহময় সহায় এবং আমার নিত্য সহচর। তোমাকে যথাযোগ্য পাত্র বিবেচনায়, এই পরম তত্ত্বের দ্বার অদ্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার নিকট উদ্ঘাটন করিলাম। এই যোগ এতই গূঢ় ও এতই রহস্য-জালে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃষ্ট পাত্র ও সুযোগ্য অধিকারী ব্যতীত আর কাহারও নিকট ইহা ব্যক্ত করা বিধেয় নহে ॥ ৩ ॥

——:(॰):——

অর্জ্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। ভবতঃ জন্মঃ অপরং (অল্পকালীনং) বিবস্বতঃ (সূর্য্যস্য) জন্ম পরং (বহুকালীনং) [তস্মাৎ] ত্বম্ আদৌ (সৃষ্টিপ্রারম্ভকালে) ইতি (ইমং যোগং) প্রোক্তবান্ (কথিতবান্) এতৎ কথং বিজানীয়াম্ (জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—তোমার জন্ম পরবর্ত্তী সূর্য্যের জন্ম বহুপূর্ব্ববর্ত্তী [অতএব] তুমি প্রথম-কালে এই-যোগ বলিয়াছিলে ইহা কিরূপে জানিব ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—তোমার আবির্ভাবের বহুকাল পূর্ব্বে সূর্য্য দেব আবির্ভূত হইয়াছেন। তুমি যে এই যোগ-তত্ত্ব প্রথমে সূর্য্যের নিকট পরিব্যক্ত করিয়াছিলে, একথা কিরূপে বুঝিব ; ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ভগবতা বিপ্রতিষিদ্ধমুক্তমিতি মা ভূৎ কস্যচিদ্ বুদ্ধিরিতি পরিহারার্থং চোদ্যমিব কুর্ব্বন্ অর্জ্জুন উবাচ, অপরমিতি। অপরমর্ব্বাক্ বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম, পরং পূর্ব্বং সর্গাদৌ জন্মোৎপত্তির্বিবস্বত আদিত্যস্য তৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া যস্ত্বমেবাদৌ প্রোক্তবানিমং যোগং স এব ত্বমিদানীং মহ্যং প্রোক্তবানসীতি ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতি লোকস্যানীশ্বরত্বশঙ্কাং নিবর্ত্তয়িতুং চোদ্যমুত্থাপয়তি অপরমিতি। পরিহারার্থং ভগবতো মনুষ্যাদবস্থিতস্যানীশ্বরত্বমুপেত্য তদ্বচনে শঙ্কিত বিপ্রতি-ষেধস্যেতি শেষঃ, ভগবতো নিজরূপমুপেত্য নেদং চোদ্যং, কিন্তু লীলাবিগ্রহং গৃহীত্বেতি বক্তুং চোদ্যমিত্যুক্তম্। এতচ্ছব্দার্থমেব স্ফুটয়তি যত্বমিতি ॥ ৪ ॥

রামানুজ।—অস্মিন্ প্রসঙ্গে ভগবদবতারযাথাত্ম্যং যথাবজ্জ্ঞাতুমর্জ্জুন উবাচ, অপর-মিতি। কালসংখ্যয়া অপরমস্মজ্জন্মসমকালং হি ভবতো জন্ম বিবস্বতশ্চ কালসংখ্যয়া পরমষ্টা-বিংশতিচতুর্যুগসংখ্যাসংখ্যাতং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি। কথমেতদসম্ভাবনীয়ং বিশেষেণ যথার্থং জানীয়াম্। ননু জন্মান্তরেণাপি বক্তুং শক্যতে জন্মান্তরকৃতস্য মহতাং স্মৃতিশ্চ যুজ্যতে ইতি নাত্র কশ্চিদ্বিরোধঃ, নচাসৌ বক্তারমেনং বসুদেবতনয়ং সর্ব্বেশ্বরং ন জানাতি য এবং বক্ষ্যতি, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা। অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে॥" ইতি যুধিষ্ঠিররাজসূয়াদিষু ভীষ্মাদিভ্যশ্চাসকৃৎ শ্রুতং, "কৃষ্ণ এব হি লোকানামুৎপত্তিপ্রভবাপ্যয়ঃ। কৃষ্ণস্য হি কৃতে ভূতমিদং বিশ্বং চরাচরম্॥" ইত্যেবমাদিষু কৃষ্ণস্য হি কৃতে কৃষ্ণস্য শেষভূতং কৃৎস্নং জগদিত্যর্থঃ। অত্রোচ্যতে জানাত্যেবায়ং ভগবন্তং বসুদেবতনয়ং পার্থঃ। জানতো-ঽপ্যজানত ইব পৃচ্ছতোঽয়মাশয়ঃ। নিখিলহেয়প্রত্যনীককল্যাণৈকতানস্য সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য সত্যসঙ্কল্পস্য চাবাপ্তসমস্তকামস্য কামকর্ম্মপরবশাদেব মনুষ্যাদি সজাতীয়ং জন্ম, কিমিন্দ্রজালমিব, মিথ্যা কিং বা সত্যং বসত্যত্বে চ কথং জন্মপ্রকারঃ? কিমাত্মকোঽয়ং দেহঃ? কশ্চ জন্ম হেতুঃ? কদাচ জন্ম কিমর্থং বা জন্মেতি পরিহারপ্রকারেণ প্রশ্নার্থো জ্ঞায়তে ॥ ৪ ॥

হনুমান্।—এবং শ্রুত্বা অর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম, পরং পূর্ব্বং বিবস্বত আদিত্যস্য জন্ম স্বর্গদৈবতঃ কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ বিবস্বতে প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—ভগবতো বিবস্বন্তং প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাচীনং তব জন্ম পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম তস্মাৎ তবাধুনাতনত্বাচ্চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগং প্রোক্তবানিত্যেতৎ কথমহং জানীয়াং জ্ঞাতুং শক্নুয়াম্ ॥ ৪ ॥

বলদেব—কৃষ্ণস্য সনাতনত্বে সার্ব্বজ্ঞে চ শঙ্কমানানন্যজ্জ্ঞান্ নিরাকর্ত্তুমর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরমর্ব্বাচীনং পরং পরাচীনং তস্মাদাধুনিকস্ত্বং প্রাচীনায় বিবস্বতে যোগমুক্তবানিত্যেতৎ কথমহং বিজানীয়াং প্রতীয়াম্? অয়মর্থঃ ন খলু সর্ব্বেশ্বরত্বেন কৃষ্ণমর্জ্জুনো ন বেত্তি তস্য নরাখ্যতদবতারত্বেন তাদ্রূপ্যাৎ, "পরং ব্রহ্ম পরং ধাম" ইত্যাদি তদুক্তেশ্চ। কিন্তু দেবক্যাং জাতত্বেন মনুষ্যভাবেন চাতুদিতাং তৎসনাতনত্বতৎ-সার্ব্বজ্ঞবিষয়ামজ্ঞশঙ্কামপাকর্ত্তুমপরমিত্যাদি পৃচ্ছতি। সর্ব্বেশ্বরঃ স যথা স্বতত্ত্বং বেত্তি ন

তথাপ্যজ্ঞঃ। ততস্তন্মুখাদেব তজ্জন্মাদিপ্রকাশনীয়ং লোকমঙ্গলায়, তদর্থং স্বমহিমানং প্রবদন্ বিকত্থনতয়া স নাক্ষেপ্যঃ, কিন্তু স্তবনীয় এব কৃপালুতয়া। তচ্চ মনুষ্যাকৃতিপরব্রহ্মণস্তব রূপং জন্মাদি চ লোকবিলক্ষণং কিংবিধং কিমর্থকং কিংকালকমিতি বিজ্ঞাপ্যজ্ঞবৎ প্রশ্নো-হয়মজ্ঞশঙ্কানিরাসকপ্রতিবচনার্থঃ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—যা ভগবতি বাসুদেবে মনুষ্যত্বেনাসর্ব্বজ্ঞত্বানিত্যত্বাশঙ্কা মূর্খাণাং তামপনেতুমনুবদন্ অর্জ্জুন আশঙ্কতে অর্জ্জুন উবাচ, অপরমিতি। অপরমল্পকালীনমিদানীন্তনং বসুদেবগৃহে ভবতো জন্ম শরীরগ্রহণং বিলীনঞ্চ মনুষ্যত্বাৎ, পরং বহুকালীনং সর্গাদিভবং উৎকৃষ্টঞ্চ দেবত্বাৎ বিবস্বতো জন্ম অত্রাত্মনো জন্মাভাবস্য প্রাগ্ব্যুৎপাদিতত্বাদ্দেহাভিপ্রায়েণৈবার্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ অতঃ কথমেতদ্বিজানীয়ামবিরুদ্ধার্থতয়া এতচ্ছব্দার্থমেব বৃণোতি ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি। ত্বমিদানীন্তনো মনুষ্যোহসর্ব্বজ্ঞঃ সর্গাদৌ পূর্ব্বতনায় সর্ব্বজ্ঞায়াদিত্যায় প্রোক্তবানিতি বিরুদ্ধার্থমেতদিতি ভাবঃ। তত্রায়ং নির্গলিতোহর্থঃ এতদ্দেহাবচ্ছিন্নস্য তব দেহান্তরাবচ্ছেদেন বা আদিত্যং প্রত্যুপদেষ্টৃত্বং এতদ্দেহেন বা, নাদ্যঃ জন্মান্তরানুভূতস্যাসর্ব্বজ্ঞেন স্মর্ত্তুমশক্যত্বাৎ, অন্যথা মমাপি জন্মান্তরানুভূতস্মরণপ্রসঙ্গঃ, তব মম চ মনুষ্যত্বেনাসর্ব্বজ্ঞত্বাবিশেষাৎ। তদুক্তমভিযুক্তৈঃ "জন্মান্তরানুভূতঞ্চ ন স্মর্য্যতে" ইতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ সর্গাদাবিদানীন্তনস্য দেহস্যাসত্ত্বাৎ তদেবং দেহান্তরেণ সর্গাদৌ সদ্ভাবসম্ভবেহপীদানীন্তনস্মরণানুপপত্তিঃ, অনেন দেহেন স্মরণোপপত্তাবপি সর্গাদৌ সদ্ভাবানুপপত্তিরিত্যসর্ব্বজ্ঞত্বানিত্যত্বাভ্যাং দ্বাবর্জ্জুনস্য পূর্ব্বপক্ষৌ ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—ভগবদ্দেহস্য বসুদেবাদুৎপত্তিং মন্বানোহর্জ্জুন উবাচ অপরমিতি। অপরং অর্ব্বাকালিকম্ পরং বহুকালিকং বিজানীয়াম্। যদ্যপি শব্দাদয়মর্থো জ্ঞাতঃ, তথাপি বিরুদ্ধার্থস্য বাক্যস্যাবোধকত্বাৎ কথমেতদ্বিজানীয়ামিত্যুক্তং, পদযোজনা স্পষ্টা ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থমসম্ভবং মত্বা পৃচ্ছতি অপরমিতি। অপরমিদানীন্তনম্, পরং পুরাতনম্। অতঃ কথমেতৎ প্রত্যেমীতি ভাবঃ ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদ্বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনের আশঙ্কা উপস্থিত হইল যে, শ্রীকৃষ্ণ আমার সমসাময়িক মনুষ্য, আর ভগবান্ ভাস্কর সৃষ্টির প্রারম্ভ কাল হইতে বিরাজমান। সুতরাং সেই সূর্য্যদেবকে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করা শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না। এই অসঙ্গত উক্তি মীমাংসিত করিবার অভিপ্রায়ে অর্জ্জুন এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। তুমি ইদানীন্তন কালে, কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, বসুদেব গৃহে মনুষ্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছ; কিন্তু সেই সূর্য্যদেব সৃষ্টি-প্রারম্ভ কাল হইতে দেবদেহে আবির্ভূত হইয়া রহিয়াছেন। আত্মা জন্ম-মরণ-বিরহিত এবং দেহই জন্ম-মরণ-ধর্ম্ম-শীল, একথা পূর্ব্বে ভগবান্ বিবিধ বাক্য দ্বারা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। সূর্য্য ও শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের

শরীরাবির্ভাব কালের সমতা না থাকায়, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা সমুপস্থিত হইয়াছে। অর্জ্জুনের এই প্রশ্ন সহসা অসঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে; কেননা ভগবানের পূর্ব্বোপদেশ সমস্ত সাগ্রহে গ্রহণ করিয়া, অধুনা আত্মার অজরত্ব ও অমরত্ব সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ হওয়া সম্ভব নহে। শরীরের বিনাশ ও জন্ম আছে। শ্রীকৃষ্ণের যে শরীর তৎকালে বর্ত্তমান থাকিয়া সারথিরূপে অর্জ্জুনের রথ-সম্মুখে সমুপস্থিত, তাহা নিতান্ত আধুনিক; এবং সূর্য্যের যে শরীর দেবতারূপে চিরকাল নভঃ-প্রদেশে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা অনাদি কাল হইতে বিরাজিত। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই সূর্য্য দেবকে উপদেশ প্রদান নিতান্ত অসম্ভব। এই জন্য এই প্রশ্ন মধ্যে কোন বিরুদ্ধার্থ ঘটে নাই। শ্রীকৃষ্ণ এই দেহেই অথবা দেহান্তরে আদিত্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া ছিলেন, তাহাই পরিজ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে, অর্জ্জুন এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ কোন পূর্ব্ব জন্মে, এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন, অসর্ব্বজ্ঞ মনুষ্য-শরীর পরিগ্রহ করিয়া, তৎপূর্ব্ব-জন্ম-জনিত ঘটনা স্মরণ করা এক্ষণে তাঁহার অসম্ভব। যদি তাহা সম্ভব হইত, তাহা হইলে আমিও মনুষ্য, আমারও অবশ্য পূর্ব্ব জন্মগত বৃত্তান্ত স্মরণ-পথে সমুদিত হইত। আর যদি এই শরীরেই শ্রীকৃষ্ণ সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে সূর্য্যকে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, তাহাও সুসঙ্গত নহে; কারণ শ্রীকৃষ্ণের ইদানীন্তন কাল-জাত দেহ সৃষ্টির আরম্ভ কালে বর্ত্তমান থাকা কখনই সম্ভবপর নহে। শরীরান্তর সহকারে সৃষ্টির প্রারম্ভকালে উপদেশ প্রদান সম্ভব হইলেও, বর্ত্তমান কালে তাহার স্মরণ অসম্ভব। আর এই শরীরেই উপদেশ প্রদান সম্ভব হইলেও, সৃষ্টির প্রারম্ভ কালে তাহার সদ্ভাব কখনই সম্ভবপর নহে। অর্জ্জুন এই প্রশ্ন দ্বারা উল্লিখিত দুইটি প্রতিপক্ষ উপস্থিত করিলেন।

শ্রীমধুসূদনের অভিপ্রায়। অর্জ্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব জানিতেন না, ইহা কখনই সম্ভব নহে। তাঁহারা নর-নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া একত্র বহুবিধ লীলা করিয়াছিলেন; সুতরাং সেই পরব্রহ্মের বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা অসঙ্গত। কিন্তু সম্প্রতি যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যরূপে বিরাজমান, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সনাতনত্ব কিরূপে সঙ্গত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া, অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়া-

ছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর স্বকীয় তত্ত্ব স্বয়ং যেমন জ্ঞাত আছেন, অপর কেহই সেরূপ জ্ঞাত থাকিতে পারেন না। তাঁহার সেই শ্রীমুখ-পঙ্কজ হইতে তদীয় জন্ম ও রূপাদির প্রসঙ্গ শ্রুত হইলে জগতের জীবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। এই জন্য পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ নিজ-মুখে নিজ-মহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের অনন্ত স্তবের পাত্র হইয়াছেন। বিজ্ঞ অর্জ্জুনের এই অজ্ঞবৎ প্রশ্ন জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইয়াছে ॥ ৪ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন !।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পরন্তপ অর্জ্জুন ! মে (মম) তব চ বহূনি জন্মানি ব্যতীতানি (অতিক্রান্তানি) অহং তানি সর্ব্বাণি বেদ (জানামি) ত্বং (অবিদ্যাপ্রতিবদ্ধজ্ঞানাৎ ন বেত্থ (জানাসি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। শত্রুতাপন অর্জ্জুন আমার এবং তোমার অনেক জন্ম অতীত-হইয়াছে. আমি সে সকল জানি তুমি জান না ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অরিন্দম অর্জ্জুন ! আমাদের এই জন্মের পূর্ব্বেও অনেকবার জন্ম হইয়া গিয়াছে। আমি তৎ সমস্তের বৃত্তান্ত সম্যক্ অবগত আছি ; কিন্তু তুমি তাহা জান না ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যা বাসুদেবেহনীশ্বরাসর্ব্বজ্ঞাশঙ্কা মূর্খাণাং, তাং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ যদর্থো হ্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ, বহূনীতি। বহূনি মে মম ব্যতীতানি অতিক্রান্তানি জন্মানি তব চ, হে অর্জ্জুন ! তান্যহং বেদ জানে সর্ব্বাণি, ন ত্বং বেত্থ ন জানীষে, পরন্তপ ! ধর্ম্মাধর্ম্মাদি প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ; অহং পুনর্নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবত্বাদনাবরণজ্ঞানশক্তিরিতি বেদাহং, হে পরন্তপ ! ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—ভগবতোহজ্ঞানং মনুষ্যত্বশঙ্কাং বারয়িতুং প্রতিবচনমবতারয়তি যা বাসুদেব ইতি। অন্যথা প্রশ্নে কথমাশঙ্কান্তরং পরিহর্ত্তুং ভগবদ্বচনমিত্যাশঙ্ক্য প্রাক্-

বচনয়োরেকার্থত্বমাহ যদর্থো হীতি। যস্ত শঙ্কিতস্ত বিয়োগস্ত পরিহারার্থং তস্ত প্রশ্নস্তমেব পরিহারং বক্তুং ভগবদ্বচনমিত্যর্থঃ। অতীতানেকজন্মবত্বং মমৈব নানাধারণং, কিন্তু সর্ব্বপ্রাণি-সাধারণমিত্যাহ তব চেতি। তানি প্রমাণাভাবান্ন প্রতিভাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ তানীতি। ঈশ্বরস্তানাবৃতজ্ঞানত্বাদিত্যর্থঃ। কিমিতি তর্হি তানি মম ন প্রতীয়ন্তে তবাবৃতজ্ঞানত্বাদিত্যাহ ন ত্বমিতি। পরান্ পরিকল্প্য তৎপরিভবার্থং প্রবৃত্তত্বাৎ তব জ্ঞানাবরণং বিজ্ঞেয়মিত্যাহ পরন্তপেতি। অর্জ্জুনস্ত ভগবতা সহাতীতানেকজন্মবত্ত্বে তুল্যেঽপি জ্ঞানবৈষম্যে হেতুমাহ ধর্ম্মেতি। আদিশব্দেন রাগলোভাদয়ো গৃহ্যন্তে ঈশ্বরস্তাতীতানাগতবর্ত্তমানসর্ব্বার্থবিষয়জ্ঞানত্বে হেতুমাহ অহর্ম্মিতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—পরিহরতি বহূনীতি। অনেন জন্মনঃ সত্যত্বমুক্তং বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানীতি বচনাৎ, তব চেতি দৃষ্টান্তত্বয়োপাদানাচ্চ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—আত্মনো নিরীশ্বরতাং মূর্খবুদ্ধিপরিকল্পিতাং পরিহরন্ ভগবানুবাচ বহূনীতি। তান্যহং বেদ বিজানামি অনাবরণজ্ঞানত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ ন জানাসি অবিদ্যা-কামকর্ম্মাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—রূপান্তরেণোপদিষ্টবানিত্যভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। তান্যহং বেদ বেদ্মি অলুপ্তবিদ্যাশক্তিত্বাৎ, ত্বন্তু ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যাবৃতত্বাৎ ॥ ৫ ॥

বলদেব।—"এক এবাহমেকোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইত্যাদিশ্রুত্যুক্তানি নিত্যসিদ্ধানি বহূনি রূপাণি বৈদূর্য্যবদাত্মনি দধানঃ পুরা রূপান্তরেণ তং প্রত্যুপদিষ্টবান্ ইতি ভাবেনাহ ভগবান্ বহূনীতি। তব চেতি মৎসখত্বাৎ তাবন্তি জন্মানি তবাপ্যভূবন্নিত্যর্থঃ। ন ত্বং বেত্থেতি, ইদানীং ময়ৈবাচিন্ত্যশক্তিনা স্বলীলাসিদ্ধয়ে ত্বজ্জ্ঞানাচ্ছাদনাদিতি ভাবঃ এতেন সার্ব্বজ্ঞ্যং স্বস্ত দর্শিতম্। অত্র ভগবজ্জন্মনাং বাস্তবত্বং বোধ্যং, বহূনীত্যাদি শ্রীমুখোক্তেস্তব চেতি দৃষ্টান্তাচ্চ। ন চ জন্মাখ্যো বিকারঃ, তস্তাগ্রিমব্যাখ্যয়া প্রত্যাখ্যানাৎ ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—তত্র সর্ব্বজ্ঞত্বেন প্রথমস্ত পরিহারং জন্মানি লীলাদেহগ্রহণানি লোক-দৃষ্ট্যাভিপ্রায়েণাদিত্যস্যোদয়বত্ত্বো মম বহূনি ব্যতীতানি তব চাজ্ঞানিনঃ কর্ম্মার্জ্জিতানি দেহগ্রহণানি তব চেত্যুপলক্ষণমিতরেষামপি জীবানাং জীবৈক্যাভিপ্রায়েণ বা, হে অর্জ্জুন! শ্লেষেণ অর্জ্জুনবৃক্ষনাম্না সম্বোধয়ন্ আবৃতজ্ঞানত্বং সূচয়তি। তানি জন্মান্যহং সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ব-শক্তিরীশ্বরো বেদ জানামি সর্ব্বাণি মদীয়ানি ত্বদীয়াত্মদীয়ানি চ, ন ত্বমজ্ঞো জীবস্তিরোহিত-জ্ঞানশক্তির্বেত্থ ন জানাসি স্বীয়ান্যপি কিং পুনঃ পরকীয়াণি। হে পরন্তপ! পরং শত্রুং ভেদবুদ্ধ্যা পরিকল্প্য তন্ত্বং প্রবৃত্তোঽসীতি বিপরীতদর্শিত্বাৎ ভ্রান্তোঽসীতি সূচয়তি অনেন সম্বোধনদ্বয়েনাবরণবিক্ষেপৌ দ্বাবপ্যজ্ঞানধর্ম্মৌ দর্শিতৌ ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—অনেকজন্মবত্ত্বং সাধয়িতুং স্বস্ত সর্ব্বজ্ঞত্বং তাবদাহ বহূনীতি। স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—অবতারান্তরেণোপদিষ্টবান্ ইত্যভিপ্রায়েণাহ বহূনীতি। তব চেতি, যদা যদৈব মমাবতারস্তদা মৎপার্ষদত্বাৎ তবাপ্যাবির্ভাবোঽভূদেবেত্যর্থঃ। বেদ বেদ্মি সর্ব্বেশ্বরত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাৎ। ত্বং ন বেত্থ মদিচ্ছয়ৈব স্বলীলাসিদ্ধ্যর্থং ত্বজ্জ্ঞানাবরণাদিতি ভাবঃ। অতএব হে পরন্তপ! সম্প্রতি কুন্তীপুত্রত্বাভিমানমাত্রেণৈব পরান্ শত্রূংস্তাপয়সি ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—স্বকীয় সর্ব্বজ্ঞত্বের সমর্থন করিয়া শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষ দ্বয়ের প্রথমটির পরিহার করিতেছেন। প্রতিদিন উষা সমাগমে আকাশ পথে আদিত্যকে সমুদিত হইতে দেখিয়া এবং সায়ং-কালে তাঁহার সেই জ্যোতির্ম্ময় কলেবর লোক-লোচনের অন্তরিত হইতে দেখিয়া, মানব তাঁহার উদয়াস্ত অনুমান করে। সেই রূপ লৌকিক দর্শনে আমারও বহুবার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। লীলা প্রদর্শনার্থ আমি জগতে পুনঃ পুনঃ বিভিন্ন শরীর পরিগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়া । তুমি অজ্ঞানাচ্ছন্ন হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্মবশে তোমা-রও বহুবার বহুশরীর ধারণ করিয়া জন্মগ্রহণ হইয়া গিয়াছে। যাবতীয় প্রাণীই এইরূপ জন্ম মরণের অধীন; সুতরাং সকলেই পুনঃ পুনঃ এইরূপ জন্মপরিগ্রহ করিয়াছে ও করিতেছে। হে অর্জ্জুন! এই শ্লেষপূর্ণ সম্বোধন বাক্য দ্বারা ভগবান্ অর্জ্জুন বৃক্ষের সহিত তাঁহার নামের সমতা বিজ্ঞাপিত করিয়া, তিনিও যে বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থের ন্যায় অজ্ঞানাচ্ছন্ন ইহাই ইঙ্গিত করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন পরমেশ্বর; এইজন্য তিনি স্বকীয় ও অন্যান্য সকলেরই ভূত জন্মঘটিত বৃত্তান্ত জ্ঞাত আছেন। কিন্তু অর্জ্জুন জ্ঞানশক্তি বিরহিত অজ্ঞ জীব মাত্র; এইজন্য স্বীয় জন্ম বৃত্তান্তই জানেন না, অন্যের জন্ম-বৃত্তান্ত জ্ঞান তাঁহার পক্ষে সুদূর-পরাহত। পরন্তপ শব্দ-দ্বারা এস্থলে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, ভেদদৃষ্টি বশতঃ তুমি পর অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীত দর্শন হেতু তাহাদিগকে হনন করিতে আসিয়াও ভ্রান্ত হইতেছ। অর্জ্জুন ও পরন্তপ এই দুই সম্বোধন দ্বারা অর্জ্জুনের অজ্ঞানা-চ্ছন্নতা কথিত হইল ॥ ৫ ॥

——:(•):——

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—অজঃ (জন্মরহিতঃ) সন্ অপি অব্যয়াত্মা (অবিনশ্বরস্বভাবঃ) ভূতানাং (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং সর্ব্বেষাং) ঈশ্বরঃ (কর্ম্মাধীনভাববিরহিতঃ) অপি সন্ [অহং] স্বাং প্রকৃতিং (বৈষ্ণবীং মায়াং) অধিষ্ঠায় (বশীকৃত্য) আত্মমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) সম্ভবামি (অবতরামি) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ—জন্মরহিত হইয়া ও বিনাশ-বিহীন সকল-ভূতের ঈশ্বর-হইয়া [আমি-] স্বকীয় প্রকৃতিকে বশীভূত-করিয়া নিজমায়া-দ্বারা আবির্ভূত হই ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি জন্মমরণবিরহিত হইলেও, স্বকীয় প্রকৃতিকে বশতাপন্ন করিয়া স্বেচ্ছানুসারে নানারূপ শরীর ধারণ করি ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবেঽপি জন্ম? ইত্যুচ্যতে অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সংস্তথাব্যয়াত্মা অক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং ঈশ্বর ঈশনশীলোঽপি সন্, প্রকৃতিং মায়াং মম বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং, যস্যা বশে সর্ব্বং জগৎ বর্ত্ততে, যয়া মোহিতঃ সন্ স্বমাত্মানং বাসুদেবং ন জানাতি, তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় বশীকৃত্য সম্ভবামি দেহবানিব ভবামি জাত ইবাত্মমায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরস্য কারণাভাবাৎ জন্মৈবানুক্তমতীতানেকজন্মবত্ত্বং দুরোৎসারিতমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বস্তুতো জন্মাভাবেঽপি মায়াবশাজ্জন্ম সম্ভবতীত্যুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। পারমার্থিকজন্মাযোগে কারণং পূর্ব্বার্দ্ধেনানূদ্য প্রাতিভাসিকজন্মসম্ভবে কারণমাহ প্রকৃতিমিতি। প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপবিষয়ত্বং প্রত্যাদেষ্টুমাত্মমায়য়েত্যুক্তম্। বস্তুতো জন্মাভাবে কারণানুবাদভাগং বিবৃণোতি অজোঽপীত্যাদিনা। প্রাতিভাসিকজন্মসম্ভবে কারণকথনপরমুত্তরার্দ্ধং বিভজতে প্রকৃতিমিত্যাদিনা। প্রকৃতিশব্দস্য স্বরূপশব্দপর্য্যায়ত্বং বারয়তি মায়ামিতি। তস্যাঃ স্বাতন্ত্র্যং নিরাকৃত্য ভগবদধীনত্বমাহ মমেতি। তস্যাশ্চ অধিকরণদ্বারেণাবচ্ছিন্নত্বং সূচয়তি বৈষ্ণবীমিতি। মায়াশব্দস্যাপি প্রজ্ঞানামসু পাঠাদ্বিজ্ঞানশক্তিবিষয়ত্বমাশঙ্ক্যাহ ত্রিগুণাত্মিকামিতি। তস্যাঃ কার্য্যলিঙ্গকমনুমানং সূচয়তি যস্যা ইতি। জগতো মায়াবশবর্ত্তিত্বমেব স্ফুটয়তি যয়েতি। যথা লোকে কশ্চিজ্জাতো দেহবানালক্ষ্যতে, এবমহমপি মায়াশ্রিতো জাত।

স্ববশয়া সম্ভবামি তেন মায়াময়মীশ্বরস্য জন্মেত্যাহ স্বাং প্রকৃতিমিত্যাদিনা। সম্ভবামি ইত্যাক্তমেব বিভজতে দেহবানিতি। অস্মদাদেরিব তথাপি পারমার্থিকাভিমানো জন্মাদিনি যে সাপি হ্যাশঙ্কা প্রাগুক্তস্বরূপপরিজ্ঞানবত্বাদীশ্বরস্য নৈবমিত্যাহ ন পরমার্থত ইতি। আবৃতজ্ঞানত্বতো লোকস্য জন্মাদিবিষয়ে পরমার্থত্বাভিমানঃ সম্ভবতীত্যাহ লোকবদিতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—আত্মনোহবতারপ্রকারং দেহযাথাত্ম্যং জন্মহেতুঞ্চাহ অজোহপীতি। অজত্বাব্যয়ত্বসর্বেশ্বরত্বাদিসর্ব্বপারমৈশ্বর্য্যপ্রকারমজহদেব স্বাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায়াত্মমায়য়া সম্ভবামি, প্রকৃতিঃ স্বভাবঃ স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বেনৈব রূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ। স্বরূপন্তু "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ক্ষয়ং তমস্যবস্থসঃ পরাকর এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ পুরুষো মনোময়োহমৃতো হিরণ্ময়ঃ। সর্ব্বে নিমেষা জজ্ঞিরে বিদ্যুতঃ পুরুষাদধিভাবরূপঃ, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ আকাশাত্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ তমসঃ রজসঃ পরস্তাৎ তত্বাস:" ইত্যাদি শ্রুতিসিদ্ধং আত্মমায়য়া আত্মীয়য়া মায়য়া মায়া বয়ুনং জ্ঞানমিতি জ্ঞানপর্য্যায়োহত্র মায়াশব্দঃ, তথাচাভিযুক্ত-প্রয়োগঃ "মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনঞ্চ শুভাশুভম্" ইত্যাদি মায়য়া আত্মীয়েন জ্ঞানেনাত্ম-সঙ্কল্পেনেত্যর্থঃ। অতোহপহতপাপ্মত্বাদি সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মকত্বং সর্ব্বমৈশ্বর্য্যস্বভাবমজহদেব স্বমেব রূপং দেবমনুষ্যাদিসজাতীয়সংস্থানং কুর্ব্বন্নাত্মসংকল্পেন দেবাদিরূপঃ সম্ভবামি তদিদমাহ। "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি শ্রুতিঃ, ইতরপুরুষসাধারণং জন্মাকুর্ব্বন্ দেবাদিরূপেণ স্বসঙ্কল্পেনোক্তপ্রক্রিয়য়া জায়ত ইত্যর্থঃ। "বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি, তদাত্মানং সৃজাম্যহং, জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ" ইতি পূর্ব্বাপরাবিরোধাচ্চ ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—কথং তর্হি তব নিত্যেশ্বরস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাভাবে জন্মেত্যর্জ্জুনস্য প্রশ্নে সতি ভগবান্ অজোহপি জন্মরহিতোহপি সন্ অব্যয়াত্মা অনুপক্ষীণজ্ঞানশক্তিস্বভাবঃ, ভূতানা-মাব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বরঃ ঈশনশীলোহপি প্রকৃতিং মম বৈষ্ণবীং মায়াং ত্রিগুণাত্মিকাং যস্যা বশে সর্ব্বং জগদ্বর্ত্ততে, যয়া মোহিতং স্বমাত্মানং বাসুদেবং মাং ন জানাতি তাং প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য ভবামি দেহবানিব জাত ইব চ তথাত্মমায়য়া আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—ননু অনাদেস্তব কুতো জন্ম অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জন্ম যেন "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যুচ্যতে ঈশ্বরস্য তব পুণ্যাপাপবিহীনস্য কথং বা জীববজ্জন্মেত্যত আহ অজোহ-পীতি। সত্যমেবং তথাপি অজোহপি জন্মশূন্যোহপি সন্নহং তথাব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোহপি সন্, তথা ঈশ্বরোহপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোহপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞান-বলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। ননু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যত উক্তং স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় স্বীকৃত্য বিশুদ্ধোর্জ্জিতসত্ত্বমূর্ত্ত্যা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

বলদেব।—লোকবিলক্ষণতয়া স্বরূপং স্বজন্ম চ বদন্ সনাতনত্বং স্বস্যাহ অজোঽপীতি। অত্র স্বরূপস্বভাবপর্য্যায়ঃ প্রকৃতিশব্দঃ স্বাং প্রকৃতিং স্বং স্বরূপং অধিষ্ঠায়ালম্ব্য সম্ভবামি আবির্ভবামি। "সংসিদ্ধিপ্রকৃতীত্বিমে, স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যমরঃ। স্বরূপেণৈব সম্ভবামীতি। এতমর্থং বিবরিতুং বিশিনষ্টি অজোঽপীত্যাদিনা। অপি অবধারণে। অপূর্ব্বদেহযোগো জন্ম তদ্রহিত এব সন্। অব্যয়াত্মাপি সন্ অব্যয়ঃ পরিণামশূন্য আত্মা বুদ্ধ্যাদির্যস্য তাদৃশ এব সন্। আত্মা পুংসীত্যাদ্যুক্তেঃ। ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ সেতরেষাং জীবানাং নিয়ন্তৈব সন্ ইত্যর্থঃ। অজত্বাদিগুণকং যদ্বিভুজ্ঞানসুখঘনং রূপং তেনৈবাবতরামীতি স্বরূপেণৈব সম্ভবামীত্যস্য বিবরণং তাদৃশস্য সর্ব্বরূপস্য রবেরিবাভিব্যক্তিমাত্রমেব জন্মেতি তৎস্বরূপস্য তজ্জন্মনশ্চ লোকবিলক্ষণত্বং তেন সনাতনত্বঞ্চ ব্যক্তম্। কর্ম্মতন্ত্রত্বং নিরস্তম্। শ্রুতিশ্চৈবমাহ "অজায়মানো বহুধা বিজায়তে" ইতি। স্মৃতিশ্চ "প্রত্যক্ষঞ্চ হরের্জন্ম ন বিকারঃ কথঞ্চন" ইত্যাদ্যা। অতএব সূতিকাগৃহে দিব্যায়ুধভূষণস্য দিব্যরূপস্য ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্নস্য তস্য বীক্ষণং স্মর্য্যতে। প্রয়োজনমাহাত্মমায়য়েতি। ভক্তজীবানুকম্পয়া হেতুনা তদুদ্ধারায়েত্যর্থঃ। "মায়া দম্ভে কৃপায়াঞ্চ" ইতি বিশ্বঃ। আত্মমায়য়া স্বসার্ব্বজ্ঞেন স্বসঙ্কল্পেনেতি কেচিৎ। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানঞ্চে"তি নির্ঘণ্টকোষাৎ। লোকঃ খলু রাজাদিঃ পূর্ব্বদেহাদীনি বিহায়াপূর্ব্বদেহাদীনি ভজন্নিয়ন্তুসন্ধিরজো জন্মী ভবতি ইতি তদ্বৈলক্ষণ্যং হরের্জন্মনঃ প্রস্ফুটম্। ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্নিত্যনেন লব্ধসিদ্ধয়ো যোগিপ্রভৃতয়োঽপি ব্যাবৃত্তাঃ। সুখচিদ্ঘনো হরির্দেহদেহিভেদেন গুণগুণিভেদেন চ শূন্যোঽপি বিশেষবলাৎ তদ্ভ্রানেন বিদ্বৎ প্রতীতিরাসীদিতি ॥ ৬ ॥

মধুসূদন।—নম্বতীতানেকজন্মবত্ত্বমাত্মনঃ স্মরসি চেৎ, তর্হি জাতিস্মরো জীবত্বং পরজন্মজ্ঞানমপি যোগিনঃ সর্ব্বাত্ম্যাভিমানেন "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" ইতিন্যায়েন সম্ভবতি, তথাচাহ বামদেবো জীবোঽপি, "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চাহং কক্ষীবানৃষিরস্মি বিপ্র" ইত্যাদি দাশতয্যাং, অতএব ন মুখ্যং সর্ব্বজ্ঞত্বং, তথাচ কথমাদিত্যং সর্ব্বজ্ঞমুপদিষ্টবানসি অনীশ্বরঃ সন্, নহি জীবস্য মুখ্যং সার্ব্বজ্ঞ্যং সম্ভবতি ব্যষ্ট্যুপাধেঃ পরিচ্ছিন্নত্বেন সর্ব্বসম্বন্ধিত্বাভাবাৎ সমষ্ট্যুপাধেরপি বিরাজঃ স্থূলভূতোপাধিত্বেন সূক্ষ্মভূতপরিণামবিষয়ং মায়াপরিণামবিষয়ঞ্চ জ্ঞানং ন সম্ভবতি, এবং সূক্ষ্মভূতোপাধেরপি হিরণ্যগর্ভস্য তৎকারণমায়াপরিণামাকাশাদিসর্গক্রমাদিবিষয়জ্ঞানাভাবঃ সিদ্ধ এব। তস্মাদীশ্বরএব কারণোপাধিত্বাদতীতানাগতবর্ত্তমানসর্ব্বার্থবিষয়জ্ঞানবান্ মুখ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ, অতীতানাগতবর্ত্তমানবিষয়ং মায়াবৃত্তিত্রয়মেকৈব বা সর্ব্ববিষয়া মায়াবৃত্তিরিত্যন্যৎ, তস্য চ নিত্যেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য ধর্ম্মাধর্ম্মাদ্যভাবেন জন্মৈবানুপপন্নমতীতানেকজন্মবত্ত্বন্তু দূরোৎসারিতমেব, তথাচ জীবত্বে সার্ব্বজ্ঞ্যানুপপত্তিঃ, ঈশ্বরত্বে চ দেহগ্রহণানুপপত্তিরিতি শঙ্কাদ্বয়ং পরিহরন্ নিত্যত্বপক্ষস্যাপি পরিহারমাহ অজ ইতি। অপূর্ব্বদেহেন্দ্রিয়াদিগ্রহণং জন্ম, পূর্ব্বগৃহীতদেহেন্দ্রিয়াদি বিয়োগো ব্যয়ঃ তদুভয়ং তার্কিকৈঃ প্রেত্যভাব ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" ইতি, তদুভয়

ধর্ম্মাধর্ম্মবশাত্তবতি, ধর্ম্মাধর্ম্মপরবশস্তু জীবস্য দেহাভিমানিনঃ কর্ম্মাদিকারিত্বাত্তবতি, তত্র যদুচ্যতে সর্ব্বজ্ঞস্যেশ্বরস্য সর্ব্বকারণস্যেদৃগ্দেহগ্রহণং নোপপদ্যতে ইতি, তত্রৈব কথং? যদি তস্য শরীরং স্থূলভূতকার্য্যং স্যাৎ তদা ব্যষ্টিরূপত্বে জাগ্রদবস্থাস্মদাদিতুল্যত্বং, সমষ্টিরূপত্বে চ বিরাড্‌জীবত্বং, তস্য তদুপাধিত্বাৎ। অথ সূক্ষ্মভূতকার্য্যং তদা ব্যষ্টিরূপত্বে স্বপ্নাবস্থাস্মদাদিতুল্যত্বং, সমষ্টিরূপত্বে চ হিরণ্যগর্ভজীবত্বং তস্য তদুপাধিত্বাৎ। তথাচ ভৌতিকং শরীরং জীবানাবিষ্টং পরমেশ্বরস্য ন সম্ভবত্যেবেতি সিদ্ধম্। ন চ জীবাবিষ্টে এতাদৃশে শরীরে তস্য ভূতাবেশবৎ প্রবেশ ইতি বাচ্যং, তচ্ছরীরাবচ্ছেদেন তজ্জীবস্য ভোগাভ্যুপগমেঽন্তর্য্যামিরূপেণ সর্ব্বশরীর-প্রবেশস্য বিদ্যমানত্বেন শরীরবিশেষাভ্যুপগমবৈফল্যাৎ। ভোগাভাবে চ জীবশরীরত্বানুপপত্তেঃ, অতো ন ভৌতিকং শরীরমীশ্বরস্যেতি পূর্ব্বার্দ্ধেনাঙ্গীকরোতি। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্নিতি অজোঽপি সন্নিত্যপূর্ব্বদেহগ্রহণং অব্যয়াত্মাপি সন্নিতি পূর্ব্বদেহ-বিচ্ছেদং ভূতানাং ভবনধর্ম্মাণাং সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানামীশ্বরোঽপি সন্নিতি ধর্ম্মাধর্ম্মবশত্বং নিবারয়তি, কথং তর্হি দেহগ্রহণমিত্যুত্তরার্দ্ধেনাহ, প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি, প্রকৃতিং মায়াখ্যাং বিচিত্রানেকশক্তিমঘটমানঘটনাপটীয়সীং স্বাং স্বোপাধিভূতামধিষ্ঠায় চিদাভাসেন বশীকৃত্য সম্ভবামি তৎপরিণামবিশেষৈরেব দেহবানিব জাতইব চ ভবামি। অনাদিমায়ৈব মদুপাধিভূতা যাবৎকালস্থায়িত্বেন চ নিত্যা জগৎকারণত্বসম্পাদিকা মদিচ্ছয়ৈব প্রবর্ত্তমানা বিশুদ্ধসত্ত্বময়ত্বেন মম মূর্ত্তিস্তদ্বিশিষ্টস্য চাজত্বমব্যয়ত্বমীশ্বরত্বঞ্চোপপন্নম্। অতোঽনেন নিত্যেনৈব দেহেন বিবস্বতশ্চ মমশ্চ প্রতীমং যোগমুপদিষ্টবানহমিত্যুপপন্নম্। তথাচ শ্রুতিঃ, "আকাশশরীরং ব্রহ্মেতি আকাশোঽত্রাব্যাকৃতং আকাশ এব তদোতঞ্চ প্রোতঞ্চ" ইত্যাদৌ তথা দর্শনাৎ, "আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ" ইতি (তদেযোগাদিতি) ন্যায়াচ্চ। তর্হি ভৌতিকবিগ্রহাভাবাত্তদ্ধর্ম্মমনুষ্যত্বাদি-প্রতীতিঃ কথমিতি চেৎ তত্রাহ আত্মমায়য়েতি। মন্মায়য়ৈব ময়ি মনুষ্যত্বাদিপ্রতীতির্লোকানু-গ্রহায়, ন তু বস্তুবৃত্ত্যেতিভাবঃ। তথাচোক্তং মোক্ষধর্ম্মে, "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি" ইতি সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং কারণোপাধিং মাং চর্ম্মচক্ষুষা দ্রষ্টুং নার্হসীত্যর্থঃ। উক্তঞ্চ ভগবতা ভাষ্যকারেণ, "স চ ভগবান্ জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তি-বলবীর্য্যতেজোভিঃ সদাসম্পন্নস্ত্রিগুণাত্মিকাং বৈষ্ণবীং স্বাং মায়াং প্রকৃতিং বশীকৃত্যাজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাতইব চ লোকানুগ্রহং কুর্ব্বন্ লক্ষ্যতে স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি ভূতানুজিঘৃক্ষয়া" ইতি। ব্যাখ্যাতৃভিশ্চোক্তং স্বেচ্ছাবিনি-র্ম্মিতেন মায়াময়েন দিব্যেন রূপেণ সম্বভূবেতি নিত্যো যঃ কারণোপাধির্মায়াখ্যোঽনেকশক্তিমান্ সএব ভগবদ্দেহ ইতি ভাষ্যকৃতাং মতম্। অন্যেতু পরমেশ্বরে দেহদেহিভাবং ন মন্যন্তে, কিন্তু যশ্চ নিত্যো বিভুঃ সচ্চিদানন্দঘনো ভগবান্ বাসুদেবঃ পরিপূর্ণো নির্গুণঃ পরমাত্মা সএব তদ্বি-গ্রহো নান্যঃ কশ্চিদ্ভৌতিকো মায়িকোবেতি। অস্মিন্ পক্ষে যোজনা আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ "অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মাঽনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা" ইত্যাদি শ্রুতেঃ, অসতশ্চ সত্তোঽনুপপত্তেঃ, নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ইত্যাদি ন্যায়াচ্চ, বস্তুগত্যা জন্মনাশরহিতঃ সর্ব্বভাসকঃ সর্ব্ব-

কারণমায়াধিষ্ঠানত্বেন সর্ব্বভূতেশ্বরোঽপি সন্নহং প্রকৃতিং স্বভাবং সচ্চিদানন্দঘনৈকরূপং আত্মাং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি। নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। "স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ স্বে মহিম্নি" ইতি শ্রুতেঃ, স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সন্ সম্ভবামি দেহদেহিভাবমন্তরেণৈব দেহিবদ্ব্যবহরামি,কথং তর্হি অদেহে সচ্চিদানন্দঘনে দেহত্বপ্রতীতিরত আহ আত্মমায়য়েতি। নির্গুণে শুদ্ধে সচ্চিদানন্দরসঘনে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতির্মায়ামাত্রমিত্যর্থঃ। তদুক্তং "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঽপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া" ইতি। "অহো ভাগ্যমহো ভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্। যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্" ইতি চ। কেচিত্তু নিত্যস্য নিরবয়বস্য নির্ব্বিকারস্যাপি পরমানন্দস্যাবয়বাবয়বিভাবং বাস্তবমেবেচ্ছন্তি তে নির্যুক্তিকং ব্রুবাণাস্তু নাস্মাভির্ব্বিনিবার্য্যন্তে ইতি ন্যায়েন নাপবাদ্যাঃ। যদি সম্ভবেৎ তথৈবাস্তু কিমতিপল্লবিতেনেত্যুপরম্যতে॥ ৬॥

নীলকণ্ঠ।—কিন্তু হি যোগীনাং সর্ব্বজ্ঞত্বপ্রসিদ্ধেস্ত্বং জাতিস্মরো জীবোঽসীত্যাশঙ্ক্যাহ অজ ইতি। দেহাশ্লিষ্টস্যাজত্বাব্যয়ত্বে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্" ইত্যত্র সাধিতে, ইহ তু দেহবিশিষ্টস্যৈব তে উচ্যেতে, ঈশ্বরোঽপীত্যনেন দেহাশ্লিষ্টস্যাস্মদাদেরপীশ্বরত্বং "তত্ত্বমস্যহংব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদিশ্রুতিসিদ্ধমতো দেহবিশিষ্টস্যৈব অজত্বনিত্যত্বে দৃঢ়ীক্রিয়েতেঽন্যথা অনীশ্বরত্বপ্রসঙ্গাৎ, ন হ্যক্লিত্যাস্তর্য্যামিণঃ পরমেশ্বরস্য হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিবিশিষ্টো দেহো জন্মব্যয়বানিতি বক্তুং শক্যম্, অকর্ম্মজত্বাৎ, কর্ম্মফলস্য হি পরাকাষ্ঠা হৈরণ্যগর্ভশরীরপ্রাপ্তিঃ, ন চ "পুরুষো হ বৈ নারায়ণোঽকাময়ত অত্যতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতানি অহমেবেদং সর্ব্বং স্যামিতি স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ" ইত্যাদিনা শতপথে, নারায়ণাখ্যস্য পরমাত্মনঃ "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্" ইতি "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি চ পুরুষসূক্তপ্রতিপাদ্যস্য সর্ব্বাণি ভূতান্যতিক্রম্য স্থিতস্যেশ্বরস্যাপি শরীরং পঞ্চরাত্রাখ্যকর্ম্মবিশেষফলমিতি শ্রূয়তে ইতি বাচ্যম্, তত্র নারায়ণশব্দেন হিরণ্যগর্ভস্যৈব বিবক্ষিতত্বাৎ, ন হি পরমেশ্বরস্য পূর্ণকামস্য সর্ব্বানতিক্রম্য স্থিতস্য পুনরত্যতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতানীতি কামনা ভবতি। নন্থ পরমেশ্বরেঽপি কামনা দৃষ্টা "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়েত" ইতি চেৎ শ্রাবণীয়প্রজোদেবানাং প্রিয়োযত আপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি শ্রুতেলোকবত্তু লীলাকৈবল্যমিতি ন্যায়াচ্চ নিস্পৃহস্য লীলয়ৈব ব্রহ্মাণ্ডকোটীঃ সৃজতো ভগবতো রাজগোপালস্য কর্ম্মকিঙ্করেণ কর্ম্মণা সার্ব্বাত্ম্যং প্রার্থয়তা সাধ্যমাপাদয়তি, তস্মান্নকর্ম্মফলং ভগবতঃ শরীরম্, অতএব ন ভৌতিকং বিরাট্সূত্রাত্মাতিরিক্তস্য ভৌতিকস্যাভাবাৎ, তস্মাদ্যুক্তং অজোঽপি সন্নিতি। নন্থ তর্হি তচ্ছরীরস্য কিমুপাদানম্? অবিদ্যেতি চেৎ ন পরমেশ্বরে তদভাবাৎ, জীবাবিদ্যা চেৎ ন শুক্তিরজতাদেরিব তুচ্ছত্বাপত্তেঃ,চিন্মাত্রং চেন্ন চিতঃ সাকারাত্বাযোগাৎ,তথাত্বে বা তস্যানিত্যত্বাপত্তেঃ, তস্মাৎ কিমালম্বনোঽয়ং ভগবদ্দেহো দেবকীগর্ভপ্রবেশজননবাল্যকৌমারপৌগণ্ডযৌবনাদিপ্রতীতিবিষয় ইতি চেৎ শৃণু, "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া" ইতি, অয়মর্থঃ জীবাত্মানো হি অনাত্মভূতাং প্রকৃতিং তেজোঽবন্নাত্মিকাং পঞ্চভূতাত্মিকাং বা অধিষ্ঠায় সম্ভবন্তি জন্মানি তু

লভন্তে, অহন্তু স্বাং প্রত্যগনন্যাং প্রকৃতিং প্রত্যক্চৈতন্যমেবেত্যর্থঃ, তদেবাধিষ্ঠায় ন তূপাদানান্তরম্, আত্মমায়য়া মায়য়া ভবামি, যথা কশ্চিন্মায়াবী স্বয়ং স্বস্থানাদপ্রচ্যুতস্বভাবোঽপি অদৃশ্যো ভূত্বা স্থূলসূক্ষ্মভূতান্যনুপাদায়ৈব কেবলয়া মায়য়া দ্বিতীয়ং মায়াবিনং স্বসদৃশমেব সূত্রমার্গেণ গগনমারোহন্তং সৃজতি, এবমহং কূটস্থচিন্মাত্রো প্রাহুঃ স্বমায়য়া চিন্ময়মাত্মনঃ শরীরং সৃজামি, তস্য বাল্যাদ্যবস্থাশ্চ সূত্রারোহণবদ্দর্শয়ামি, এতাবাংস্তু বিশেষঃ, লৌকিকমায়াবী মায়ামুপসংহরন্ দ্বিতীয়ং মায়াবিনমপ্যুপসংহরতি, অহন্তু তামনুপসংহরন্ সবিগ্রহমপি নোপসংহরামীতি। এবং হি সতি হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিলক্ষণবিগ্রহযোগিনশ্চৈতন্যস্য অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাদিত্যাদিন্যায়সিদ্ধং বিশ্বাদ্যুপাদানত্বলক্ষণং সর্ব্বেশ্বরত্বং যুজ্যতে নান্যথেতি, তস্মাৎ সিদ্ধং পরমেশ্বরস্য মায়াময়শরীরং নিত্যমিতি। একেনৈব দেহেন বিবস্বন্তমুপদিশ্য ত্বামপ্যুপদিশামীতি। অন্যত্রাপি, "নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিঃ" ইতি সাবধারণং প্রতিজ্ঞায়তে। "দেবানাং কার্য্যসিদ্ধ্যর্থমাবির্ভবতি সা যদা। উৎপন্নেতি তদা লোকে সা নিত্যাপ্যভিধীয়তে"॥ ইতি, নিত্যায়া অপ্যাবির্ভাবাপেক্ষযা সূর্য্যস্যেব বাল্যাদিকম্ উৎপত্ত্যাদ্যুপগম্যতে। ভাষ্যেতু "স্বাং প্রকৃতিং বৈষ্ণবীং ত্রিগুণাত্মিকাং মায়াং অধিষ্ঠায় বশীকৃত্য আত্মমায়য়া সম্ভবামি দেহবান্ জাত ইব আত্মনো মায়য়া ন পরমার্থতো লোকবৎ" ইতি ব্যাখ্যাতম্॥ ৬॥

বিশ্বনাথ।—স্বস্য জন্মপ্রকারমাহ অজোঽপীতি। অজোঽপি জন্মরহিতোঽপি সন্ সম্ভবামি, দেবমনুষ্যতির্য্যগাদিষু আবির্ভবামি। ননু কিমত্র চিত্রং জীবোঽপি বস্তুতোঽজ এব স্থূলদেহনাশান্তরং জাত এব তত্রাত্র অব্যয়াত্মা অনশ্বরশরীরঃ। কিঞ্চ জীবস্য স্বদেহভিন্নস্বস্বরূপেণ অজত্বমেব আবিদ্যকেন দেহসম্বন্ধেনৈব তস্য জন্মবত্ত্বং, মমতু ঈশ্বরত্বাৎ স্বদেহভিন্নস্য অজত্বং জন্মবত্ত্বং ইত্যুভয়মপি স্বরূপসিদ্ধম্। তচ্চ দুর্ঘটত্বাৎ চিত্রং অতর্ক্যমেব। অতঃ পুণ্যপাপাদিমতো জীবস্যেব সদসদ্যোনিষু ন মে জন্মাশক্যমিত্যাহ। ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্ কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি ভূত্বা ইত্যর্থঃ। ননু জীবো হি লিঙ্গশরীরেণ স্ববদ্ধকেন কর্ম্মপ্রাপ্যান্ দেবাদিদেহান্ প্রাপ্নোতি, ত্বং পরমেশ্বরো লিঙ্গরহিতঃ সর্ব্বব্যাপকঃ কর্ম্মকালাদিনিয়ন্তা। "বহুস্যাম্" ইতিশ্রুতেঃ সর্ব্বজগদ্রূপো ভবস্যেব তদপি যদ্বিশেষত এবম্ভূতোঽপ্যহং সম্ভবামীতি ব্রূষে, তন্মন্যে সর্ব্বজগদ্বিলক্ষণান্ দেহবিশেষান্ নিত্যানেব লোকে প্রকাশয়িতুং ত্বজ্জন্ম ইত্যবগম্যতে। তৎ খলু কথমিত্যত আহ প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায়েতি। অত্র প্রকৃতিশব্দেন যদি বহিরঙ্গা মায়াশক্তিরুচ্যতে, তদা তদধিষ্ঠাতা পরমেশ্বরস্তদ্দ্বারা জগদ্রূপো ভবত্যেবেতি ন বিশেষোপলব্ধিঃ। তস্মাৎ "সংসিদ্ধিপ্রকৃতীত্বিমে, স্বরূপঞ্চ স্বভাবশ্চ" ইত্যভিধানাৎ, অত্র প্রকৃতিশব্দেন স্বরূপমেবোচ্যতে। ন ত্বং স্বরূপভূতা মায়াশক্তিঃ, স্বরূপঞ্চ তস্য সচ্চিদানন্দ এব। অতএব স্বাং শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকাং প্রকৃতিমিতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বভাবং স্বমেব স্বভাবমধিষ্ঠায় স্বরূপেণ স্বেচ্ছয়া সম্ভবামীত্যর্থঃ। ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। প্রকৃতিং স্বকীয়ং সচ্চিদানন্দৈকরূপং মায়াং ব্যাবর্ত্তয়তি স্বামিতি নিজস্বরূপমিত্যর্থঃ। স ভগবতঃ কস্মিন্ প্রাকৃতিকঃ সম্বন্ধ ইতি বাক্যঃ। স্বস্বরূপমধিষ্ঠায় স্বরূপাবস্থিত এব সম্ভবামি দেহদেহিত্ব্যব-

'মত্ত্বেণ এব দেহিবদ্‌ব্যবহারামীতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ। নহু মৎস্যরাম্মা অজস্বরূপসত্ত্বেন কূর্ম্মাদিস্বরূপ এব ভবসি, তর্হি তব প্রাদুর্ভবৎ স্বরূপং পূর্ব্বপ্রাদুর্ভূতস্বরূপাণি চ যুগপদেব কিং নোপলভ্যন্তে হত্রাহ, আত্মভূতা বা মায়া তয়া। স্বস্বরূপাবরণপ্রকাশনকর্ম্ম চ যয়া চিচ্ছক্তিবৃত্ত্যা যোগমায়য়েত্যর্থঃ। তয়া হি পূর্ব্বকালাবতীর্ণস্বরূপাণি পূর্ব্বমেব আবৃত্য বর্ত্তমানস্বরূপং প্রকাশ্য সম্ভবামি আত্মমায়য়া, সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামীতি স্বামিচরণাঃ। আত্মমায়য়া আত্মজ্ঞানেন। "মায়া বয়ুনং জ্ঞানম্" ইতি জ্ঞানপর্য্যায়োহত্র মায়াশব্দঃ। তথাচাভিযুক্তপ্রয়োগঃ। "মায়য়া সততং বেত্তি প্রাচীনানাং শুভাশুভম্" ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। ময়ি ভগবতি বাসুদেবে দেহদেহিভাবশূন্যে তদ্রূপেণ প্রতীতিঃ মায়ামাত্রমিতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহারা বর্ত্তমান জন্মে বিগত জন্মের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে সক্ষম, তাঁহাদিগকে জাতিস্মর বলে। অনেক যোগী সর্ব্বজ্ঞ। অর্জ্জুন আশঙ্কা করিতেছেন, তবে কি শ্রীকৃষ্ণও একজন জাতিস্মর জীব। এই আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। যিনি বিরাট পুরুষরূপে (এই গীতার ১১শ অধ্যায়ে বিশেষ বৃত্তান্ত দেখিবেন) সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যাঁহার পক্ষে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষৎ তিনই সমান, যাঁহার ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি স্থিতি সংঘটিত হয়, তাঁহার জন্ম ও মরণ কখনই সম্ভব নহে; তবে যে তাঁহার দেবকীদেবীর গর্ভবাস পূর্ব্বক মানবাকারে আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হইতেছে, তাহা কেবল সেই পরম পুরুষের স্বকীয় মায়ার প্রভাবে এবং তাঁহার বাসনা বশেই সিদ্ধ হইতেছে। ঐন্দ্রজালিক যেমন স্বয়ং স্থির থাকিয়াও যাদুবিদ্যা-প্রভাবে কতই রূপান্তর ও অবস্থান্তর প্রদর্শন করে, ভগবানও তদ্রূপ চিরস্থির ও অবিচলিত থাকিয়া, স্বকীয় মায়ার দ্বারা নানা সময়ে নানা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে যেরূপে দর্শন করিতেছ, আমার এইরূপ ইদানীন্তন নহে। আমার এই রূপও অনন্ত, অস্তিত্বও অনন্ত। সুতরাং আমি এই শরীরেই, যে যোগের বিষয় সূর্য্যকে উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তোমাকেও তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই।

শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। যাঁহার সখা শ্রীকৃষ্ণ সেই অর্জ্জুন যে মূঢ় জনোচিত বৃথা আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইবেন, তাহা কখনও সম্ভবপর নহে; কিন্তু মূর্খ জনের যে সমস্ত আশঙ্কা স্বয়ং ভগবান্ বা তাঁহার একান্ত কৃপাপাত্র ব্যতীত অন্য ব্যক্তির পক্ষে অপনেয় নহে, সেই সমস্ত আশঙ্কা অপনোদনের ইচ্ছায়, অর্জ্জুন ভগবানকে মূর্খ জন-সুলভ বহুবিধ প্রশ্ন করিয়াছেন ও

যথাযথ সদুত্তরও পাইয়াছেন। উপস্থিত (৪র্থ অধ্যায় ৪র্থ শ্লোকে) এই দুইটি পূর্ব্বপক্ষ স্থাপন করিয়াছেন যে,"যেহেতু তুমি মনুষ্য, সুতরাং সর্ব্বজ্ঞও হইতে পার না, এবং নিত্যও হইতে পার না।" বাস্তবিক মূর্খগণ ভগবান্ বাসুদেবকে মনুষ্য জ্ঞানে উক্তবিধ শঙ্কা করিয়া থাকে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ৫ম শ্লোকে প্রথম পূর্ব্ব পক্ষের উত্তর প্রদান করিয়াছেন, অর্থাৎ নিজের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে স্বকীয় অভিপ্রায় বিশদীকৃত না হওয়ায়, বর্ত্তমান শ্লোকে ভগবান্ নিম্নলিখিত রূপে অর্জ্জুনোদ্ভাবিত সর্ব্ববিধ আশঙ্কার সমূলোচ্ছেদক সদুত্তর এবং চতুর্থ শ্লোকে উত্থাপিত দ্বিতীয় পূর্ব্ব পক্ষের (অর্থাৎ ভগবান্ বাসুদেব মনুষ্য বলিয়া নিত্য হইতে পারেন না) মীমাংসা করিতেছেন।

যদি অর্জ্জুন এরূপ আশঙ্কা করেন যে, "হে মনুষ্য-দেহ-ধারিন্ শ্রীকৃষ্ণ! যদি তোমার অনেক অতীত জন্ম-বৃত্তান্ত আজিও স্মরণ থাকে, তাহা হইলে তোমাকে জাতিস্মর জীবের মধ্যে পরিগণিত করিতে প্রস্তুত আছি। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ॥" (ব্যাসসূত্র ১।১।৩০) ইত্যাদি শাস্ত্রের নিম্নলিখিত অভিপ্রায় দেখা যায়। ইন্দ্র যে, "আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা আমাকেই জান" ইত্যাদি বলিয়াছিলেন, তাহা বামদেব ঋষির ন্যায় শাস্ত্র-জ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছিলেন। বামদেব ঋষি জীব হইয়াও বলিয়াছেন যে, "আমিই মনু ছিলাম, আমি সূর্য্য ছিলাম" (বৃহদারণ্যক ১।৪।১০) ইত্যাদি। সুতরাং যোগী বা আত্ম-তত্ত্বজ্ঞানী সর্ব্বত্র আত্মাভিমান করে বলিয়া, তাহারও পর-জন্ম-জ্ঞান সম্ভবপর। কিন্তু তাই বলিয়া যে তাহাকে বা তোমাকে মুখ্য সর্ব্বজ্ঞের শ্রেণীভুক্ত করিব, তাহা কখনও হইতেই পারে না। আর তুমি ঈশ্বর না হইয়াও সেই সর্ব্বজ্ঞ আদিত্য দেবকে, কিরূপেই বা উপদেশ প্রদান করিলে? মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব কখনও জীবের হইতে পারে না। কারণ জীব ব্যষ্ট্যুপাধি, সুতরাং পরিচ্ছিন্ন; অতএব সকলের সহিত তাহার সম্বন্ধ হইতেই পারে না। মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব বিরাটেরও হইতে পারে না; কারণ বিরাট্ সমষ্ট্যুপাধি এবং স্থূল ভূতোপাধি বলিয়া তাঁহার সূক্ষ্ম ভূত সমূহের পরিণাম-বিষয়ক এবং মায়া-পরিণাম-বিষয়ক জ্ঞান কখনও সম্ভাবিত হইতেই পারে না। আর হিরণ্য-গর্ভেরও মুখ্য সর্ব্বজ্ঞত্ব হইতে পারে না; কারণ, যদিও হিরণ্যগর্ভ সূক্ষ্ম

ভূতোপাধি, তথাপি সেই সূক্ষ্ম ভূতের কারণ স্বরূপ মায়ার পরিণাম যে আকাশাদি সৃষ্টি তাহার ক্রমাদি বিষয় জ্ঞান তাঁহার নাই, অতএব একমাত্র ঈশ্বরই মুখ্য সর্ব্বজ্ঞ। ঈশ্বর কারণোপাধি (মায়োপাধি), সুতরাং অতীত অনাগত বর্ত্তমান সর্ব্বার্থ বিষয়ক জ্ঞান তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ। ঈশ্বরের কাছে অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান এই তিনই সমান, কারণ অতীতাদি ভেদ সমূহ মায়ার লীলা। তিনি মায়াতীত, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ; তাঁহার ধর্ম্ম নাই অধর্ম্মও নাই, সুতরাং কোন জন্মই হইতে পারে না, অনেক জন্মের কথা ত দূরে থাকুক। শ্রীকৃষ্ণ! তবে এখন দেখ, তোমার কথায় তুমি দোষী হইয়াছ কি না, এবং "বহূনি মে ব্যতীতানি" ইত্যাদি তোমার এই বাক্য উপহাসাস্পদ কি না। তুমি ঈশ্বর হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার বটে, কিন্তু তোমার বহু জন্মের কথা দূরে থাকুক, কোন জন্মই হইতে পারে না; আর জীব হইলে তোমার জন্ম হইতে পারে বটে, কিন্তু তুমি সর্ব্বজ্ঞ হইতে পার না।

ভগবান্ বাসুদেব বহির্ম্মুখ জনগণোদ্দেশে ঈদৃশ অনন্য-মীমাংস্য প্রশ্ন-শ্রবণে তৎপর সখা অর্জ্জুনের উল্লিখিত প্রশ্ন ও চতুর্থ শ্লোকোল্লিখিত দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষের উত্তর স্বরূপে বলিতে লাগিলেন। হে হৃদয়-সখে! যাহা পূর্ব্বে ছিল না এমন যে দেহেন্দ্রিয়াদি গ্রহণ তাহারই নাম জন্ম এবং পূর্ব্বগৃহীত যে দেহেন্দ্রিয়াদি তাহার যে বিয়োগ তাহারই নাম ব্যয় বা মৃত্যু; তার্কিকগণ এতদুভয়কে প্রেত্যভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। আমি পূর্ব্বে "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"(২অঃ ২৭) এই শ্লোকে এবংবিধ জন্ম মৃত্যুর কথাই বলিয়াছি। এইরূপ জন্ম ও মৃত্যু, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বশীভূত হয়। সর্ব্বকারণ স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের অবশীভূত সুতরাং জন্ম মৃত্যুর অনধীন; ইহা তুমি সম্পূর্ণ সত্যই বলিতেছ। কেন না, যদি তাঁহার শরীর স্থূলভূতের কার্য্যই হইত, তাহা হইলে ব্যষ্টিরূপত্ব হেতু তাঁহার জাগ্রদবস্থা আমাদেরই মত হইত; আর সমষ্টিরূপত্ব হইলেও বিরাট্ জীব হইতেন, কারণ বিরাট সমষ্ট্যুপাধি। আর যদি সূক্ষ্মভূতের কার্য্য হইত, তাহা হইলে ব্যষ্টিরূপত্ব হেতু তাঁহার স্বপ্নাবস্থা আমাদেরই মত হইত, আর সমষ্টিরূপত্ব হইলেও হিরণ্যগর্ভজীবত্ব হইত, কারণ হিরণ্যগর্ভ সমষ্ট্যুপাধি। তাহা হইলে সিদ্ধ হইল যে, পরমেশ্বরে জীবনাবিষ্ট (প্রাণযুক্ত) ভৌতিক

শরীর হইতেই পারে না। আর একথাও বলিতে পার না যে, ঈশ্বর তাদৃশ প্রাণযুক্ত ভৌতিক শরীরে ভূতাবেশের ন্যায় প্রবেশ করেন; কারণ যে ঈশ্বর সর্ব্বশরীরান্তর্য্যামী সেই ঈশ্বরসম্বন্ধে একটি শরীর-বিশেষ স্বীকার করা নিতান্ত বিফল। আর যে শরীর-বিশেষে ঈশ্বরের প্রবেশ বলিবে, সেই ভৌতিক শরীরাবচ্ছেদে স্থিত যে জীব, সেই জীবের ভোক্তৃত্ব তোমাকে স্বীকার করিতেই হইবে; কারণ ভোগাভাব হইলে জীব শরীরত্বই অনুপপাদিত হয়; সুতরাং ঈশ্বরের ভৌতিক শরীর হইতে পারে না। বর্ত্তমান শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধে উক্ত বিষয়ই ভগবান অঙ্গীকার করিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! আমি অজ, সুতরাং অপূর্ব্ব দেহ গ্রহণ করি না। আমি অব্যয়াত্মা অর্থাৎ আমার আত্মা বা স্বরূপের ব্যয় নাই, সুতরাং পূর্ব্বদেহ বিচ্ছেদও আমার নাই, অর্থাৎ আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত উৎপত্তিশীল সকল জীবেরই ঈশ্বর, সুতরাং আমি ধর্ম্মেরও বশীভূত নহি, বা অধর্ম্মের বশীভূত নহি।

এখন যদি অর্জ্জুন বলেন যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি তুমি জন্ম মৃত্যু, ধর্ম্ম অধর্ম্ম প্রভৃতির অতীত বা ঈশ্বরই হইলে, তবে তোমার সাধারণ জনবৎ দেহগ্রহণ কিরূপে উপপাদিত হইতে পারে? এই অর্জ্জুন-বাক্যের উত্তরস্বরূপে ভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকের উত্তরার্দ্ধের অবতারণা করিতেছেন। "প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবামি"। হে অর্জ্জুন! প্রকৃতি আমার উপাধি অর্থাৎ সেই প্রকৃতি আমার জগৎ কারণত্ব সম্পাদন করেন। সেই প্রকৃতির নাম মায়া। মায়ার শক্তি বিচিত্র ও অনেক; এবং সেই মায়া অঘটন ঘটন বিষয়ে নিরতিশয় পটীয়সী। আমি নিজোপাধিস্তে সেই প্রকৃতি বা মায়াকে চিদাভাসদ্বারা বশীভূত করিয়া সম্ভূত হই, অর্থাৎ সেই মায়ার পরিণাম বিশেষ দ্বারাই যেন দেহবিশিষ্টের মত ও গৃহীত-জন্মের মত হই। আমিও যতদিন ছিলাম আছি বা থাকিব, মদুপাধিভূতা সেই মায়াও ততদিন ছিল আছে বা থাকিবে, সুতরাং সে নিত্যা। সেই মায়া আমার ইচ্ছানুসারেই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয় এবং সে শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা, সুতরাং আমারই মূর্ত্তিস্বরূপা। অতএব সেই মায়াবিশিষ্ট যে আমি সেই আমার অজত্ব, অব্যয়ত্ব ও ঈশ্বরত্বের কোন রূপই ব্যাঘাত হইতে পারে না; সুতরাং আমি এই নিত্য দেহেই

যে আদিত্য দেব ও তোমার প্রতি এই যোগবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা স্বতঃ উপপাদিত হইতেছে। এখন যদি অর্জ্জুন বলেন যে, "শ্রীকৃষ্ণ! তোমার দেহ যদি ভৌতিকই নহে, তবে তোমাতে মনুষ্যত্বাদি ভৌতিক ধর্ম্মের প্রতীতি কিরূপে হইতেছে?" তাহারই উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন "আত্মমায়য়া" অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! আমার মায়ার দ্বারাই আমাতে মনুষ্যত্বাদি বুদ্ধি হইয়া থাকে। আর আমি লোকের প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্তই এইরূপে প্রতীত হই। যখন আমি জননী দেবকী দেবীর গর্ভ হইতে প্রসূত হইয়াছিলাম, তখন আমার স্নেহময় পিতা-মাতা আমার সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্ন শঙ্খচক্র-গদা-পদ্মধারী ও দিব্যকলেবর * সংযুক্ত রূপই দর্শন করিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের অনুরোধ-পরতন্ত্র হইয়া সেই দিব্যকলেবর উপসংহার পূর্ব্বক পরিদৃশ্যমান্ শরীর পরিগ্রহ করিয়াছি। মোক্ষ ধর্ম্মে কথিত আছে, "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ। সর্ব্বভূতগুণৈর্যুক্তং ন তু মাং দ্রষ্টুমর্হসি।" হে নারদ! তুমি যেরূপে আমাকে দেখিতেছ, ইহা আমার সৃষ্টা মায়া অর্থাৎ এই রূপ মায়িক; কিন্তু মায়োপাধি আমার যে রূপ, সে রূপ তুমি এই চর্ম্মচক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইবে না।" ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও এই গীতা ভাষ্যাবতারণোপক্রমে (১৬ পৃষ্ঠা দেখুন) উক্ত বিষয়ই বলিয়াছেন ॥ ৬ ॥

* শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে বসুদেব বলিলেন,—"জ্ঞাতোঽসি দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধর। দিব্যরূপমিদং দেব প্রসাদেনোপসংহর ॥ অদ্যৈব দেব কংসোঽয়ং কুরুতে মম যাতনম্। অবতীর্ণমিতি জ্ঞাত্বা ত্বামস্মিন্ মম মন্দিরে ॥" অর্থাৎ হে দেবতাদিগেরও দেবেশ আমি তোমাকে জানিতে পারিয়াছি। তুমি প্রসন্ন হইয়া এই শঙ্খচক্রগদাধারী স্বগীয়রূপ উপসংহার কর। তুমি আমার এই গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছ, একথা কংস জানিতে পারিলে এখনই আমাকে উৎপীড়িত করিবে। দেবকী বলিলেন,—"যোঽনন্তরূপোঽখিল বিশ্বরূপো গর্ভেঽপি লোকান্ বপুষা বিভর্ত্তি। প্রসীদতামেষ স দেবদেবঃ স্বমায়য়াবিষ্কৃতবালরূপঃ ॥ উপসংহর সর্ব্বাত্মন্ রূপমেতচ্চতুর্ভুজম্। জানাতু অবতারং তে কংসোঽয়ং দিত্যুদ্ভবঃ ॥" অর্থাৎ যিনি অনন্ত স্বরূপ, যিনি লোক সকলকে স্বকীয় গর্ভে ধারণ করেন, তুমি সেই দেবদেব, নিজ মায়া প্রভাবে বালরূপ ধারণ করিয়াছ—প্রসন্ন হও। তোমার এই চতুর্ভুজ মূর্ত্তি উপসংহার কর। দৈত্যাধম কংস যেন তোমাকে অবতার বলিয়া জানিতে না পারে। অতঃপর ভগবান্ স্বকীয় দিব্য রূপের প্রতিসংহার করিয়া মানুষ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। (বিষ্ণুপুরাণ ৫।৩) শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ দেখ।

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—ভারত! যদা যদা হি ধর্ম্মস্য (বর্ণাশ্রমলক্ষণস্য বেদবিহিতস্য ধর্ম্মস্য) গ্লানিঃ (হানিঃ) অধর্ম্মস্য চ অভ্যুত্থানং (সমুদ্ভবঃ) ভবতি তদা অহং আত্মানং সৃজামি (মায়য়া দেহবিশিষ্টমিব দর্শয়ামি) ॥৭॥

প্রতিশব্দ।—ভরতবংশোদ্ভব! যখন ধর্ম্মের হানি হয় এবং অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন আমি আপনাকে সৃষ্টি করি ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভরতবংশোদ্ভব অর্জ্জুন! যে যে সময়ে জগতে ধর্ম্মের হীনদশা এবং সঙ্গে সঙ্গে অধর্ম্মের অভ্যুদয় উপস্থিত হয়, তখনই আমি শরীর পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হই ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থং বেত্যুচ্যতে যদেতি। যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানির্বর্ণাশ্রমাদিলক্ষণস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য অভাবো ভবতি ভারত! অভ্যুত্থানং সমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য তদা তদাত্মানং সৃজাম্যহং মায়য়া ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরস্য মায়ানিবন্ধনং জন্মেত্যুক্তং তস্য প্রশ্নপূর্ব্বকং কালং কথয়তি তচ্চেত্যাদিনা। চাতুর্ব্বর্ণ্যে চাতুরাশ্রম্যে চ যথাবদনুষ্ঠীয়মানে নাস্তি ধর্ম্মহানিরিতি মত্বাঽসৌ বিশিনষ্টি বর্ণেতি। বর্ণৈরাশ্রমৈস্তদাচারৈশ্চ লক্ষ্যতে জ্ঞায়তে যো ধর্ম্মঃ তস্যেতি যাবৎ। ধর্ম্মহানৌ সমস্তপুরুষার্থভঙ্গো ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ প্রাণিনামিতি। ন চ যথোক্তসর্ব্বধর্ম্মস্য হানিং সোঢ়ুং শক্তো ভবানিত্যাহ ভারতেতি। ন কেবলং প্রাণিনাং ধর্ম্মহানিরেব ভগবতো মায়াবিগ্রহস্য পরিগ্রহে হেতুরপি তু তেষামধর্ম্মপ্রবৃত্তিরপীত্যাহ অভ্যুত্থানমিতি। যদা যদেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—জন্মকালমাহ যদা যদা হীতি। ন কালনিয়মোঽস্মৎসম্ভবস্য, যদা যদা হি ধর্ম্মস্য বেদোদিতস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যচাতুরাশ্রম্যব্যবস্থয়াবস্থিতস্য কর্ত্তব্যস্য গ্লানির্ভবতি, যদা যদা চ তদ্বিপর্য্যয়স্যাধর্ম্মস্যাভ্যুত্থানং তদাহমেব স্বসঙ্কল্পেনোক্তপ্রকারেণাত্মানং সৃজামি ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—তচ্চ জন্ম কদা কিমর্থঞ্চেত্যত্রোচ্যতে যদেতি। যদা যদা যস্মিন্ কালে ধর্ম্মস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য গ্লানির্ভবতি, অধর্ম্মস্য যদা অভ্যুত্থানমুদ্ভবো ভবতি তদাহমাত্মানং সৃজামি উৎপৎস্যামি ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—কদা সম্ভবামীত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদেতি। গ্লানির্হানিঃ অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭ ॥

বলদেব।—অথ সম্ভবকালমাহ যদেতি। ধর্ম্মস্য বেদোক্তস্য গ্লানির্বিনাশঃ অধর্ম্মস্য তদ্বিরুদ্ধস্যাভ্যুত্থানমভ্যুদয়ঃ তদাহমাত্মানং সৃজামি প্রকটয়ামি ন তু নির্ম্মমে তস্য পূর্ব্বসিদ্ধত্বাদিতি নাস্তি মৎসম্ভবকালনিয়মঃ ॥ ৭ ॥

মধুসূদন।—এবং সচ্চিদানন্দঘনস্য তব কদা কিমর্থং বা দেহিবদ্ব্যবহার ইত্যপেক্ষায়ামাহ যদা যদা ইতি। ধর্ম্মস্য বেদবিহিতস্য প্রাণিনামভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসাধনস্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিলক্ষণস্য বর্ণাশ্রমতদাচারব্যঙ্গ্যস্য যদা যদা গ্লানির্ভবতি। হে ভারত! ভরতবংশোদ্ভবত্বেন ভা জ্ঞানং তত্র রতত্বেন বা, ত্বং ন ধর্ম্মহানিং সোঢ়ুং শক্নোষীতি সম্বোধনার্থঃ। এবং যদা অভ্যুত্থানমুদ্ভবোঽধর্ম্মস্য বেদনিষিদ্ধস্য নানাবিধদুঃখসাধনস্য ধর্ম্মবিরোধিনঃ তদা তদাত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেব সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়া ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। গ্লানির্হ্রাসঃ, অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—কদা সম্ভবামি ইত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। ধর্ম্মস্য গ্লানির্হানিরধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানং বৃদ্ধিস্তে দ্বে সোঢ়ুমশক্নুবন্ তয়োর্বৈপরীত্যং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ। আত্মানং দেহং সৃজামি নিত্যসিদ্ধমেবং সৃষ্টমিব দর্শয়ামি মায়য়েতি শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—তুমি সচ্চিদানন্দঘন পরম পুরুষ; তথাপি তোমাকে দেহীর ন্যায় ব্যবহার কেন করিতে হয়, এবং কিরূপ সময়েই বা তোমাকে আবির্ভূত হইতে হয়, অর্জ্জুন এরূপ জিজ্ঞাসু হইতে পারেন মনে করিয়া, এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। যখন জগতে বেদবিহিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিপ্লব উপস্থিত হয়, যখন মানবগণ নিঃশ্রেয়সাধন প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-লক্ষণ সদাচার-বিরহিত হইয়া উঠে, যখন বর্ণাশ্রম বিহিত আচার-ব্যবহার-পরিভ্রষ্ট হইয়া মনুষ্যেরা উন্মার্গগামী হয় এবং যখন অনাদর ও অপরিপালন হেতু ধর্ম্ম ক্ষীণকায় ও পরিম্লান হইতে থাকেন, অথচ অপর দিকে যখন বেদ-বিরুদ্ধ বিবিধ অসদনুষ্ঠান প্রবল হইয়া উঠে, যখন মানবেরা নানাপ্রকার দুঃখ-দুর্গতি বিধায়ক অধর্ম্ম কর্ম্মের সেবক হয় এবং যখন অধর্ম্ম স্বকীয় নিন্দিত ও কুৎসিত কলেবর স্ফীত করিয়া সগর্ব্বে মস্তকোত্তোলন করে, তখনই হে অর্জ্জুন! আমি স্বীয় মায়াপ্রভাবে আত্ম সৃষ্টি করিয়া অবতাররূপে প্রাদুর্ভূত হই। তুমি ভরতবংশজাত অথবা তুমি ভা অর্থাৎ জ্ঞানরত; সুতরাং ধর্ম্মরক্ষণার্থ সমরোদ্যত হইয়া এবং অধর্ম্মকে নির্জ্জিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, অনর্থক নিরস্ত হওয়া তোমার পক্ষে বিধেয় নহে। তুমি আমার সখা; আমার যাহা প্রিয়ব্রত তোমারও তাহাই অবলম্বন করা আবশ্যক। জগ-

বদাবির্ভাবের কোন নির্দ্ধারিত সময় নাই ; সমুচিত প্রয়োজন উপস্থিত হইলে তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বকীয় সঙ্কল্প দ্বারা আত্মসৃষ্টি করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

—:০:—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—সাধূনাং (বেদমার্গস্থিতানাং স্বধর্ম্মনিরতানাং) পরিত্রাণায় (পরিরক্ষণায়) দুষ্কৃতাং (বেদমার্গবিরোধিনাং স্বধর্ম্মভ্রষ্টানাং) বিনাশায় (বধায়) ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় (বেদবিহিতকর্ম্মপ্রবর্ত্তনরূপধর্ম্মস্থাপনং কর্ত্তুম্) চ যুগে যুগে (প্রতিযুগম্) সম্ভবামি (স্বসঙ্কল্পেন উৎপদ্যে) ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—ধর্ম্মনিষ্ঠগণের রক্ষার-জন্য ধর্ম্মভ্রষ্টগণের বধের-জন্য এবং ধর্ম্ম-স্থাপনের জন্য যুগে যুগে জন্ম-গ্রহণ-করি ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—ধর্ম্মপরায়ণ জনগণের পরিরক্ষণ, ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট পাষণ্ডগণের উচ্ছেদ সাধন এবং বেদ-বিহিত ধর্ম্ম-সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে আমি প্রতিযুগে আবির্ভূত হইয়া থাকি ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিমর্থং পরিত্রাণায়েতি। পরিত্রাণায় পরিরক্ষণায় সাধূনাং সন্মার্গস্থানাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং পাপকারিণাং, কিঞ্চ ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায় সম্যক্ স্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি, যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—যথোক্তে কালে কৃতকৃত্যস্য ভগবতো মায়াকৃতে জন্মনি প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রয়োজনমাহ কিমর্থমিত্যাদিনা। যথা সাধূনাং রক্ষণমসাধূনাং নিগ্রহশ্চ ভগবদবতারফলং তথা ফলান্তরমপি তস্যাস্তীত্যাহ কিঞ্চেতি। ধর্ম্মে হি স্থাপিতে জগদেব স্থাপিতং ভবত্যন্যথা ভিন্নমর্য্যাদং জগদসমঞ্জসমাপদ্যেতেত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—পুনর্জন্মনঃ প্রয়োজনমাহ পরীতি। সাধবঃ উক্তলক্ষণধর্ম্মশীলা বৈষ্ণবাগ্রেসরাঃ মৎসমাশ্রয়ণে প্রবৃত্তা মন্নামকর্ম্মস্বরূপাণামবাঙ্মনসগোচরতয়া মদ্দর্শনাদৃতে স্বাত্মধারণপোষণাদিকমলভমানা অণুমাত্রকালমপি যুগসহস্রং মন্বানাঃ প্রশিথিলসর্ব্বগাত্রা ভবেয়ুরিতি মৎস্বরূপচেষ্টিতাবলোকনালাপাদিদানেন তেষাং পরিত্রাণায় তদ্বিপরীতানাং বিনাশায় চ ক্ষীণস্য বৈদিকস্য ধর্ম্মস্য মদারাধনরূপস্য আরাধ্যস্বরূপপ্রদর্শনেন স্থাপনায় চ দেবমনুষ্যাদিরূপেণ যুগে যুগে সম্ভবামি, কৃতত্রেতাদিযুগেষু বিশেষনিয়মোঽপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—কিমর্থমিত্যাহ পরিত্রাণায়েতি। যুগে যুগে প্রতিযুগম্ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায় দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে সম্ভবামীত্যর্থঃ। নচৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্ব্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ং। যথাহুঃ, "লালনে তাড়নে মাতুর্নাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ॥" ইতি॥ ৮॥

বলদেব।—নমু ত্বদ্ভক্তা রাজর্ষয়োঽপি ধর্ম্মগ্লানিমধর্ম্মাভ্যুত্থানঞ্চাপনেতুং প্রভবন্তি তাবতেঽর্থায় কিং সম্ভবসীতি চেদস্তি মদন্যদুষ্করং কার্য্যং তদর্থং সম্ভবামীতি আহ পরীতি। সাধূনাং মদ্রূপগুণনিরতানাং মৎসাক্ষাৎকারমাকাঙ্ক্ষতাং তেন বিনাতিব্যগ্রাণাং তদ্বৈরাগ্যরূপাৎ দুঃখাৎ পরিত্রাণায়াতিমনোজ্ঞস্বরূপসাক্ষাৎকারেণ, তথা দুষ্কৃতাং দুষ্টকর্ম্মকারিণাং মদন্যৈরবধ্যানাং দশগ্রীবকংসাদীনাং তাদৃগ্‌ভক্তদ্রোহিণাং বিনাশায় ধর্ম্মস্য মদেকার্চ্চনধ্যানাদিলক্ষণস্য শুদ্ধভক্তিযোগস্য বৈদিকস্যাপি মদিতরৈঃ প্রচারয়িতুমশক্যস্য সংস্থাপনায় সম্প্রচারায়েত্যেতৎ ত্রয়ং মৎসম্ভবস্য কারণমিতি। যুগে যুগে তত্তৎসময়ে, ন চ দুষ্টবধেন হরৌ বৈষম্যং, তেন দুষ্টানাং মোক্ষানন্দলাভে সতি তস্যানুগ্রহরূপত্বেন পরিণামাৎ॥ ৮॥

মধুসূদন।—তৎ কিং ধর্ম্মস্য হানিরধর্ম্মস্য চ বৃদ্ধিস্তব পরিতোষকারণং, যেন তস্মিন্নেব কাল আবির্ভবসীতি, তথাচানর্থাবহ এব তবাবতারঃ স্যাদিতি নেত্যাহ পরীতি। ধর্ম্মহান্যা হীয়মানানাং সাধূনাং পুণ্যকারিণাং বেদমার্গস্থানাং পরিত্রাণায় পরিতঃ সর্ব্বতো রক্ষণায়, তথা ধর্ম্মহান্যা বর্দ্ধমানানাং দুষ্কৃতাং পাপকারিণাং বেদমার্গবিরোধিনাং বিনাশায় চ তদুভয়ং কথং স্যাদিতি তদাহ, ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ধর্ম্মস্য সম্যগধর্ম্মনিবারণেন স্থাপনং বেদমার্গপরিরক্ষণং ধর্ম্মসংস্থাপনং তদর্থং সম্ভবামি পূর্ব্ববৎ, যুগে যুগে প্রতিযুগম্॥৮॥

নীলকণ্ঠ।—কিমর্থমাত্মানং মায়য়া সৃজসীত্যত আহ পরিত্রাণায়েতি। দুষ্কৃতাং দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বতাং পাপিনাং নাশায় চ সম্ভবামি আবির্ভবামি॥ ৮॥

বিশ্বনাথ।—নমু ত্বদ্ভক্তা রাজর্ষয়ো ব্রহ্মর্ষয়োঽপি বা ধর্ম্মহান্যধর্ম্মবৃদ্ধী দূরীকর্ত্তুং শক্নুবন্ত্যেব এতাবদর্থমেব কিং তবাবতারেণ ইতি চেৎ, সত্যং অন্যদপি অন্যদুষ্করং কর্ম্ম কর্ত্তুং সম্ভবামীত্যাহ পরীতি। সাধূনাং পরিত্রাণায় মদেকান্তভক্তানাং মদ্দর্শনোৎকণ্ঠাস্ফুটচিত্তানাং যদ্বৈয়গ্র্য (বৈবশ্য) রূপং দুঃখং তস্মাৎ ত্রাণায়। তথা দুষ্কৃতাং মদ্ভক্তলোকদুঃখদায়িনাং মদন্যৈরবধ্যানাং রাবণ-কংস-কেশ্যাদিনাং বিনাশায়, তথা ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় মদীয়ধ্যানযজনপরিচর্য্যা-সংকীর্ত্তনলক্ষণং পরমধর্ম্মং মদন্যৈঃ প্রবর্ত্তয়িতুমশক্যং সম্যক্ প্রকারেণ স্থাপয়িতুমিত্যর্থঃ। যুগে যুগে প্রতিযুগং প্রতিকল্পং বা। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহকর্ত্তো ভগবতো বৈষম্যমাশঙ্কনীয়ং, দুষ্টানামপি অসুরাণাং স্বকর্ত্তৃকবধেন বিবিধদুষ্কৃতফলায়ঙ্কসহস্রপ্রাপিকাৎ সংসারাচ্চ পরিত্রাণতস্তস্য স খলু নিগ্রহোঽপ্যনুগ্রহ এব নির্ণীতঃ॥ ৮॥

তাৎপর্য্য।—তবে কি ধর্ম্মের হানি এবং অধর্ম্মের বৃদ্ধি তোমার

বিশেষ পরিতোষজনক বলিয়াই তুমি তৎকালে আবির্ভূত হইয়া থাক? তাহা হইলে তোমার অবতার * অশেষ অনর্থের হেতুভূত বলিয়া মনে করিতে হইবে। এইরূপ আশঙ্কার অমূলকত্ব প্রতিপাদনার্থ ভগবদবতারের উদ্দেশ্য স্পষ্টীকৃত হইতেছে। সমাজমধ্যে ধর্ম্মহানিরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হইলে, ধর্ম্মনিষ্ঠ বেদবিহিত কর্ম্মপরায়ণ, পুণ্যশীল সাধুপুরুষদিগের স্বতঃ হীন ভাব ও ক্ষয় সংঘটিত হইয়া থাকে। তাদৃশ ব্যক্তিবর্গকে সেই দারুণ দুর্দ্দৈব হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা আমার অবতারের একটি উদ্দেশ্য। সেরূপ ধর্ম্মহানির সময়ে বেদনির্দ্দিষ্ট পন্থা পরিভ্রষ্ট, বিরুদ্ধ কর্ম্ম-নিরত, পাপ-পরায়ণ জনগণের স্ফীত ও সংবর্দ্ধিত ভাব উপজাত হইয়া থাকে। তাদৃশ হতভাগ্যগণের উচ্ছেদ সাধন আমার অবতারের আর একটি

* অব+তৃ+ঘঞ্ = অবতার। অব পূর্ব্বক তৃ ধাতুর অর্থ অবতারণ বা নামিয়া আসা। অবতার শব্দের অর্থও অবতরণ। এক্ষণে ভগবানের অবতার বলিতে গেলে স্বতঃই এইরূপ প্রশ্ন আসিয়া চিত্তকে আকুলীভূত করে যে, যদি অবতরণ বা নামিয়া আসাই অবতার শব্দের অর্থ হয়, তবে ভগবানের আবার অবতার কি? বা তিনি কোথা হইতে নামিয়া আইসেন? উক্ত প্রশ্নের সদুত্তর স্বরূপে লঘু ভাগবতামৃত গ্রন্থের মূল ও টীকা হইতে কিঞ্চিৎ অংশ সমুদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি যে, ভগবানের অবতার কি বা ভগবান্ কোথা হইতে নামিয়া আইসেন।

"স্বয়ং রূপস্তদেকাত্মরূপ আবেশনামকঃ। ইত্যসৌ ত্রিবিধো ভাতি প্রপঞ্চাতীতধামসু॥ অনন্যাপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ংরূপঃ স উচ্যতে। যদ্রূপং তদভেদেন স্বরূপেণ বিরাজতে॥ আকৃত্যাদিভিরন্যাদৃক্ স তদেকাত্মরূপকঃ। জ্ঞানশক্ত্যাদিকলয়া যত্রাবিষ্টো জনার্দ্দনঃ॥ ত আবেশা নিগদ্যন্তে জীবা এব মহত্তমাঃ। পূর্ব্বোক্তা বিশ্বকার্য্যার্থমপূর্ব্বা ইব চেৎ স্বয়ম্। দ্বারান্তরেণ বাবিঃ স্যুরবতারাস্তদা স্মৃতাঃ॥" অস্য টীকায়াঞ্চ—পূর্ব্বোক্তকৃতলক্ষণাঃ স্বয়ংরূপাদয়শ্চেদ্ যদি স্বয়ং অদ্বারকতয়া (বসুদেবাদি) দ্বারান্তরেণ বা জগতি আবিঃ স্যুঃ তদা অবতারাঃ স্মৃতাঃ। অপ্রপঞ্চাৎ প্রপঞ্চে অবতরণং অবতারঃ॥ যথা মৎস্যঃ অদ্বারকতয়া আবির্ভূতঃ স্বর্গাতে ভারতাদিষু। সদ্বারকস্তু যথা বসুদেবাৎ কৃষ্ণঃ, যথা চ দশরথাৎ রামঃ। প্রয়োজনমাহ বিশ্বেতি। বিশ্বরূপং যস্মিন্ বা যৎ কার্য্যং পঙ্ক্তিকাশ্চ ভক্তবাঞ্ছাসম্পাদনং, দুষ্টবিমর্দ্দনং, দেবাদীনাং সুখবর্দ্ধনং, সমুৎকণ্ঠিতানাং সাধকানাং স্বসাক্ষাৎকারেণ প্রেমানন্দবিতরণং, বিশুদ্ধভক্তিপ্রচারণঞ্চ তদর্থমিত্যর্থঃ। অপূর্ব্বা ইব নূতনা ইব, অন্যথা শর্ব্বাঙ্গং তেষাম্॥ ইহার স্থূলার্থ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপঞ্চাতীত পরব্যোমাখ্য ধামসমূহে স্বয়ংরূপ, তদেকাত্মরূপ ও আবেশ, এই ত্রিরূপে অবস্থিত হন, কিন্তু যে সময়ে তিনি ভক্ত দুঃখ দূরীকরণ, বৈদিক ধর্ম্ম সংরক্ষণ, অসুরনিধনাদি প্রয়োজন উপলক্ষে সেই প্রপঞ্চাতীত ধাম হইতে এই পরিদৃশ্যমান প্রপঞ্চে অবতরণ করেন বা নামিয়া আইসেন, সে সময়ে তাঁহার উক্তবিধ অবতরণ বা নামিয়া আসার নামই তাঁহার "অবতার"। ভগবানের অবতার অসংখ্য; স্বয়ংরূপাদির ভেদ ও বিশেষ বিশেষ লক্ষণ লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থের মধ্যলীলা বিংশতি পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। বাহুল্যভয়ে এস্থানে উদ্ধৃত হইল না।—শ্রীঅতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।

উদ্দেশ্য। এইরূপ দুষ্টনিগ্রহ এবং শিষ্টপালন ও বেদ-বিহিত কর্ম্মের প্রবর্ত্তন দ্বারা সম্যক্‌রূপে ধর্ম্ম সংস্থাপন আমার অবতারের আর একটি উদ্দেশ্য। এই সকল উদ্দেশ্য সংসাধিত করিবার অভিপ্রায়ে আমি যথাযোগ্য সময়ে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে অবতীর্ণ হইয়া থাকি।

যখন দুর্দ্দান্ত হিরণ্যকশিপুর দৌরাত্ম্যে বসুন্ধরা পাপ-পরিপ্লাবিত-প্রায়া হইয়া উঠিলেন, তখন সেই দৈত্যাধমের নিধন-সাধনার্থ এবং ভক্তোত্তম ও সাধুচূড়ামণি প্রহ্লাদের পরিরক্ষণার্থ ভগবান্ শ্রীহরি নর-সিংহরূপ ধারণ করিয়া ভূতলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যখন বলগর্ব্বিত ও তেজোন্মত্ত দশানন নিরন্তর পাপানুষ্ঠানে অবনীমণ্ডলকে নিরতিশয় উৎপীড়িত করিতেছিল, তখন সেই রাক্ষসাধমকে সবংশে বিনষ্ট করিয়া, ধার্ম্মিক-শিরোমণি

---

* ভগবান্ হরি নানা উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত নানা সময়ে নানা মূর্ত্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। নারায়ণ-পরিগৃহীত সেই সকল মূর্ত্তি তাঁহার অবতার নামে খ্যাত। অবতার অসংখ্য ও তাঁহাদের কার্য্যও অনন্ত। কোন অবতারে ভগবান্ পূর্ণ স্বরূপে বিরাজিত, কোন অবতারে তাঁহার অংশমাত্র পরিস্ফুট, এবং কোন অবতারে তাঁহার আবেশমাত্র প্রতিফলিত। ভগবানের অবতার সম্বন্ধে নানাশাস্ত্রে নানাবিধ বর্ণনা আছে। সাধারণতঃ তাঁহার দশাবতারের কথা সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে ও শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে অনেক অবতারের উল্লেখ আছে। নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবতের অবতার প্রসঙ্গ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা;—"স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ। চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্য্যমখণ্ডিতম্॥ দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্। উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ। তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ। তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্ম্মণাং যতঃ॥ তুর্য্যে ধর্ম্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী। ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ॥ পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্। প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্॥ ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনসূয়য়া। আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্॥ ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত। স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্॥ অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ। দর্শয়ন্ বর্ত্ম ধীরাণাং সর্ব্বাশ্রমনমস্কৃতম্॥ ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ। দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ। রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে। নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্॥ সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্। দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ॥ ধান্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ। অপায়য়ৎ সুরানন্যান্ মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া॥ চতুর্দ্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জ্জিতম্। দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্যথা॥ পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ। পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্॥ অবতারে ষোড়শমে পশ্যন্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্। ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্॥ ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥ নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্য্যচিকীর্ষয়া। সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্য্যাণ্যতঃ পরম্॥ একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু প্রাপ্য জন্মনী। রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্॥ ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাম্। বুদ্ধো-

বিভীষণাদির রক্ষাবিধানের নিমিত্ত গোলকবিহারী শ্রীহরি শ্রীরামরূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যখন দুরাচার কংস, মন্দমতি জরাসন্ধ, হীনচেতা শিশুপাল প্রভৃতির অত্যাচারে ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ যৎপরোনাস্তি অবসন্ন হইয়া পড়িলেন এবং পাপভারে ধরাধাম নরকতুল্য হইয়া উঠিল, তখন বসুদেব, দেবকী, রুক্মিণী, ক্ষত্রিয় রাজগণ ও অন্যান্য সাধুগণের রক্ষা বিধানার্থ সেই বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ রূপ ধারণ করিয়া জগতে জন্মগ্রহণ করিলেন। এইরূপে অনন্ত ভাবে ও অনন্ত উদ্দেশ্যে সেই অনন্ত পুরুষ অনন্ত কাল জগতে দেব ও মানবরূপে লীলা বিস্তার করিয়া ভক্তবৃন্দকে দর্শন দানে চরিতার্থ ও ধন্য করিতেছেন। যাঁহারা সেই সনাতন পুরুষের নামমাত্র শ্রবণে প্রেমে পুলকিত-তনু হইয়া থাকেন এবং

নাম্না জিনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু। জনিতা বিষ্ণু-যশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ ॥ অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাশিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ ॥" —(শ্রীমদ্ভাগবত ১ স্কন্ধ ৩ অধ্যায়।)

অর্থাৎ তিনি প্রথমে কৌমার নামক সর্গ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রূপে অব্যাহত ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এই মহীমণ্ডল রসাতলগতা হইলে তাহার উদ্ধারের নিমিত্ত সেই যজ্ঞ পুরুষ শূকর রূপ ধারণ করেন, ইহাই তাঁহার দ্বিতীয় অবতার। তৃতীয় বারে তিনি নারদরূপ দেবর্ষির পরিগ্রহ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মোপদেশের মূল স্বরূপ পঞ্চরাত্র নামক বৈষ্ণবাগম পরিব্যক্ত করেন। চতুর্থ বারে তিনি ধর্ম্মের ভার্য্যা মূর্ত্তি দেবীর গর্ভে নরনারায়ণ নামক দুই ঋষিরূপে আবির্ভূত হইয়া দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন। পঞ্চম বারে তিনি কপিল নামে সিদ্ধগণের অধীশ্বর হইয়া কালধর্ম্মে বিনষ্ট তত্ত্ব-বিনির্ণায়ক সাংখ্যযোগ পরিব্যক্ত করেন। ষষ্ঠবারে তিনি অত্রিপত্নী অনসূয়ার গর্ভে দত্তাত্রেয় রূপে জন্মগ্রহণ করিয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদকে আন্বীক্ষিকী অর্থাৎ আত্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করেন। সপ্তম বারে তিনি রুচির ঔরসে আকুতির গর্ভে যজ্ঞরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মপুত্র যামনামক দেবতাগণের সহিত স্বয়ং ইন্দ্ররূপে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন। অষ্টম বারে তিনি মেরু দেবীর গর্ভে নাভির ঔরসে ঋষভ নামে জন্মগ্রহণ করিয়া ধীর-জনগণকে অত্যাশ্রমস্বরূপ পরমহংসপথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। নবমে তিনি পৃথু নামক পার্থিব শরীর ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে দোহন করেন এবং ওষধি প্রভৃতি সকল বস্তু নিষ্কাশিত করেন; এই অবতার সেই জন্য অতি কমনীয়। দশমে তিনি, মৎস্য শরীর পরিগ্রহ করিয়া চাক্ষুষ মন্বন্তরে জলপ্লাবনকালে মহীকে নৌকারূপা করিয়া বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করেন। একাদশ বারে তিনি কমঠরূপ গ্রহণ করিয়া দেবাসুরের সমুদ্র মন্থনকালে মন্দর পর্ব্বতকে পৃষ্ঠে ধারণ করেন। দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ বারে, ধন্বন্তরীরূপে অমৃত সংগ্রহ করিয়া মোহিনী স্ত্রীরূপে অসুরগণকে বিমোহিত এবং দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বারে তিনি, নরসিংহরূপ পরিগ্রহ করিয়া অদ্ভুত দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে উরুতে স্থাপন করিয়া, কটকৃতের কটতৃণ বিদারের ন্যায় অনায়াসে বিদীর্ণ করেন। পঞ্চদশে তিনি, বামনরূপ ধারণ করিয়া বলি রাজার যজ্ঞে গমন করেন এবং তাঁহার নিকট ত্রিপাদ ভূমি প্রার্থনা করেন।

তাঁহার গুণানুকীর্ত্তনে যাঁহাদের নয়ন হইতে অজস্র ধারে প্রেমাশ্রু বিনিঃসৃত হয়, সেই ভক্তোত্তমগণকে ধর্ম্ম বিপ্লব কালে, সেই ভক্তাভীষ্ট-ফলপ্রদ ভগবান্ যদি রক্ষা না করেন, তবে আর কে রক্ষা করিবে ?

মূলোক্ত "যুগে যুগে" শব্দে প্রত্যেক যুগে একটি মাত্র অবতারের আবির্ভাব হয়, এরূপ অর্থ নহে। ভগবানের অবতার অনন্ত এবং একই যুগে বহুবার প্রয়োজন হইলে, বহুবারই সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

টীকাকার শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন যে, পুনঃ পুনঃ সেই পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টগণকে বিনষ্ট করেন ; কিন্তু ইহাতে তাঁহার উপর নিষ্কারুণ্য রূপ নিন্দা কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। স্নেহময় জনক জননী সন্তানের হিতার্থ কখন বা তাহাকে আদর সহকারে ক্রোড়ে ধারণ করেন, কখন বা তাহার কঠোর তাড়না বা প্রহাররূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সন্তানের প্রতি এবংবিধ ব্যবহারে পিতামাতার স্নেহহীনতা বা নির্দ্দয়তা কখনই প্রতিপন্ন হয় না। তদ্রূপ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কোন কার্য্যেই গুণদোষের সম্ভাবনা নাই ॥ ৮ ॥

ষোড়শবারে, ক্ষত্রিয়গণের ব্রাহ্মণ-বিরোধ দর্শনে কুপিত হইয়া এক বিংশতিবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। সপ্তদশবারে, পরাশরের ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া অল্পবুদ্ধি মানবের হিতার্থ বেদরূপ পাদপের শাখাবিভাগ করেন। অষ্টাদশবারে, দেবগণের মঙ্গলাভিলাষে রামরূপে নরদেহ ধারণ করিয়া স্বকীয় শক্তি দ্বারা সমুদ্র নিগ্রহ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করেন। একোনবিংশ এবং বিংশ বারে, ভগবান্ শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। একবিংশ বারে, কলি সঞ্জাত হইলে, তিনি কীকট, অর্থাৎ গয়া প্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে আবির্ভূত হইবেন। তদনন্তর দ্বাবিংশ বারে, ভূমণ্ডলের ভূপতিগণ দস্যুপ্রায় হইলে সেই জগৎপতি বিষ্ণুযশা ব্রাহ্মণের ঔরসে কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইবেন। সত্ত্বগুণের সমুদ্রস্বরূপ শ্রীহরির অবতার সংখ্যাতীত। যেমন উপক্ষয়শূন্য বিশাল বারিধি হইতে সহস্র সহস্র প্রবাহ বিনির্গত হয়, তদ্রূপ ভগবান্ হইতে বহুবিধ অবতার আবির্ভূত হইয়া থাকেন।

—:•:—

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন! যঃ মে এবং (স্বেচ্ছয়াগৃহীতং) জন্ম দিব্যং (ধর্ম্ম-স্থাপনেন জগৎপালনরূপং অলৌকিকম্) কর্ম্ম চ তত্ত্বতঃ (ভ্রমাভাবেন যথাবৎ) বেত্তি (জানাতি) সঃ দেহং ত্যক্ত্বা (দেহাভিমানং বিসৃজ্য) পুনঃ জন্ম (দেহধারণরূপং পুনরুদ্ভবম্) ন এতি (প্রাপ্নোতি। [কিন্তু] মাম্ এব এতি (ভগবচ্ছকাশং গচ্ছতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন যিনি এইরূপ জন্ম এবং অলৌকিক কর্ম্ম প্রকৃতরূপ জানেন তিনি দেহত্যাগ-করিয়া পুনর্জ্জন্ম পান না [কিন্তু] আমাকে-ই লাভ-করেন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার এইরূপ স্বেচ্ছা পরিগৃহীত জন্ম এবং ধর্ম্মস্থাপনরূপ অলৌকিক কর্ম্মের মর্ম্ম নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এই বর্ত্তমান দেহ নাশের পর তাঁহাকে আর দেহ ধারণ করিতে হয় না; তিনি স্বচ্ছন্দে ভগবান্ বাসুদেবের সমীপস্থ হন ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জন্মেতি। তদ্ জন্ম মায়ারূপং কর্ম্ম চ সাধূনাং পরিত্রাণাদি মে মম দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বরমেবং যথোক্তং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ তত্ত্বেন যথাবৎ ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম পুনরুৎপত্তিং নৈতি ন প্রাপ্নোতি মামেত্যাগচ্ছতি স মুচ্যতে অর্জ্জুন! ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—মায়াময়মীশ্বরস্য জন্ম ন বাস্তবং তথৈব চ জগৎপরিপালনং কর্ম্ম মান্যস্যেতি জানতঃ শ্রেয়োঽবাপ্তিং দর্শয়ন্ বিপক্ষে প্রত্যবায়ং সূচয়তি জন্মেত্যাদিনা। যথোক্তং মায়াময়ং কল্পিতমিতি যাবৎ, বেদনস্য যথাবত্ত্বং বেদ্যস্য জন্মাদেরুক্তরূপানতিবর্ত্তিত্বং যদি পুনর্ভগবতো বাস্তবং জন্ম সাধুজনপরিপালনাদি চান্যস্যৈব কর্ম্ম তৎক্রিয়স্যেতি বিবক্ষ্যতে তদা তত্ত্বাপরিজ্ঞানপ্রযুক্তো জন্মাদিঃ সংসারো দুর্ব্বারঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—জন্মেতি। এবং কর্ম্মমূলহেয়ত্রিগুণপ্রকৃতিসংসর্গরূপজন্মরহিতস্য সর্ব্বেশ্বরত্বসর্ব্বজ্ঞত্বসত্যসঙ্কল্পত্বাদিসমস্তকল্যাণগুণোপেতস্য সাধুপরিত্রাণায় মৎসমাশ্রয়ণৈকপ্রয়োজনং দিব্যমপ্রাকৃতং মদসাধারণং মম জন্ম চেষ্টিতঞ্চ তত্ত্বতো যো বেত্তি স বর্ত্তমানং দেহং পরিত্যজ্য পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেব প্রাপ্নোতি। মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথাত্ম্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্তমৎসমাশ্রয়ণবিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি যথোদিতপ্রকারেণ মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মদেকচিত্তো মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—জন্মেতি। জন্ম মায়ারূপং কর্ম্ম চ ধর্ম্মসংস্থাপনায় কংসবধাদিরূপং দিব্যমপ্রাকৃতমৈশ্বর্য্যং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ যথাবৎ দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম ন গচ্ছতি। কিন্তু মামেবৈতি প্রাপ্নোতি মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৯॥

শ্রীধর।—জন্মেতি। এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্ম্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম কর্ম্ম চ ধর্ম্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম সংসারং নৈতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি॥ ৯॥

বলদেব।—বহুলায়াসৈঃ সাধনসহস্রৈরপি দুর্লভো মোক্ষো মজ্জন্মচরিতশ্রবণেন মদেকান্তিপথানুবর্ত্তিনাং সুলভোঽস্ত্বিত্যেতদর্থঞ্চ সম্ভবামীত্যাশয়া ভগবানাহ জন্মেতি। মম সর্ব্বেশ্বরস্য সত্যেচ্ছস্য বৈদূর্য্যবন্নিত্যসিদ্ধনৃসিংহরঘুনাথাদিবহুরূপস্য তত্র তত্রোক্তলক্ষণং জন্ম তথা কর্ম্ম চ ভক্তরক্ষাসম্বন্ধঃ চরিতং তদুভয়ং দিব্যমপ্রাকৃতং নিত্যং ভবতীত্যেবমেবৈতদিতি বস্তুতো বেত্তি "যদগতং ভবচ্চ ভবিষ্যচ্চ একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি শ্রুত্যা দিব্যমিতি মদুক্ত্যা চ দৃঢ়শ্রদ্ধো যুক্তিনিরপেক্ষঃ সন্ হে অর্জ্জুন! স বর্ত্তমানং দেহং ত্যক্ত্বা পুনঃ প্রাপঞ্চিকং জন্ম নৈতি। কিন্তু মামেব তত্তৎকর্ম্মমনোজ্ঞমেতি মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। যথা মোচকত্বলিঙ্গেন "তত্ত্বমসি" ইতি শ্রুতেশ্চ, যে জন্মকর্ম্মণা তত্ত্বতো ব্রহ্মাত্মেন যো বেত্তীতি ব্যাখ্যেয়ম্। ইতরথা "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়" ইতি শ্রুতির্ব্যাকুপ্যেৎ। সমানমন্যৎ। জন্মাদিনিত্যতাঞ্চাস্ত যুক্তয়স্তন্ত্র বিস্তৃতা দ্রষ্টব্যাঃ॥ ৯॥

মধুসূদন।—জন্মেতি। জন্ম নিত্যসিদ্ধস্যৈব মম সচ্চিদানন্দঘনস্য লীলয়া তথানুকরণং, কর্ম্ম চ ধর্ম্মসংস্থাপনেন জগৎপরিপালনং, মে মম নিত্যসিদ্ধেশ্বরস্য দিব্যমপ্রাকৃতম্। অন্যৈঃ কর্ত্তুমশক্যমীশ্বরস্যৈব সাধারণং এবম্ "অজোঽপি সন্" ইত্যাদিনা প্রতিপাদিতং যো বেত্তি তত্ত্বতো ভ্রমনিবর্ত্তনেন মূঢ়ৈর্হি মনুষ্যত্বভ্রান্ত্যা ভগবতোঽপি গর্ভবাসাদিরূপমেব জন্ম স্বভোগার্থমেব কর্ম্মেত্যারোপিতং, পরমার্থতঃ শুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনরূপত্বজ্ঞানেন তদপনুদ্য অজস্যাপি মায়য়া জন্মানুকরণমকর্ত্তুরপি পরানুগ্রহায় কর্ম্মানুকরণমিত্যেবং যো বেত্তি স আত্মনোঽপি তত্ত্বস্ফুরণাৎ ত্যক্ত্বা দেহমিমং পুনর্জ্জন্ম নৈতি, কিন্তু মাং ভগবন্তং বাসুদেবমেব সচ্চিদানন্দঘনমেতি সংসারান্মুচ্যত ইত্যর্থঃ। হে অর্জ্জুন!॥ ৯॥

নীলকণ্ঠ।—জন্মেতি। জন্ম মায়াময়ং কর্ম্ম সাধুত্রাণং দিব্যং অপ্রাকৃতং যো বেত্তি স ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম ন প্রাপ্নোতি কিন্তু মামেতি প্রাপ্নোতি, এতেন ভগবতো জন্মানি কর্ম্মাণি চ ভগবৎপ্রাপ্তিকামেন গেয়ানীতি দর্শিতম্॥ ৯॥

বিশ্বনাথ।—উক্তলক্ষণস্য মজ্জন্মনঃ, তথা জন্মানন্তরং মৎকর্ম্মণশ্চ তত্ত্বতো জ্ঞানমাত্রেণৈব কৃতার্থঃ স্যাদিত্যাহ জন্মেতি। দিব্যং অপ্রাকৃতমিতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ, শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদাশ্চ। দিব্যমলৌকিকমিতি স্বামিচরণাঃ। লোকানাং প্রকৃতিসৃষ্টত্বাৎ অলৌকিকং শব্দতাপ্রাকৃতত্বমেবার্থত্বেনাপ্যভিপ্রেতঃ। অতএব অপ্রাকৃতত্বেন গুণাতীতত্বাদ্ভগবজ্জন্মকর্ম্মণো নিত্যত্বম্। তচ্চ ভগবৎসন্দর্ভে "ন বিদ্যতে যস্য চ জন্ম কর্ম্ম বা" ইত্যত্র শ্লোকে

শ্রীজীবরূপ গোস্বামিচরণৈরুপপাদিতম্। যথা যুক্ত্যা অনুপপন্নমিতি শ্রুতি স্মৃতিবাক্যবলাদেতৎ তর্ক্যমেবেদং মন্তব্যম্। তত্র পিপ্পলাদিশাখায়াং পুরুষবোধনী শ্রুতিঃ। "একো দেবো নিত্যলীলানুরক্তো ভক্তব্যাপী ভক্তহৃদ্যন্তরাত্মা" ইতি। তথা জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং শ্রীভাগবতামৃতে বহুধ এব প্রপঞ্চিতম্। এবং যো বেত্তি তত্ত্বত ইতি, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইতি, অস্মিংস্তথা জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমিত্যস্মিংশ্চ মদ্বাক্যমেবাস্তিকতয়া মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বমেব যো জানাতি নতু তয়োর্নিত্যত্বে কাঞ্চিদ্যুক্তিমপ্যপেক্ষমাণো তবতীত্যর্থঃ। যথা তত্ত্বতঃ "ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" ইত্যত্রিমোক্তেস্তচ্ছব্দেন ব্রহ্মোচ্যতে। তস্য ভাবস্তত্ত্বং তেন ব্রহ্মস্বরূপত্বেন যো বেত্তীত্যর্থঃ। স বর্ত্তমানদেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম নৈতি কিন্তু মামেবৈতি। অত্র দেহং ত্যক্ত্বা ইত্যস্য আধিক্যাদেবং ব্যাচক্ষতে স্ম। স দেহং ত্যক্ত্বা পুনর্জ্জন্ম নৈতি, কিন্তু দেহমত্যক্ত্বৈব মামেতি, মদীয়দিব্যজন্মচেষ্টিতযাথার্থ্যজ্ঞানেন বিধ্বস্তসমস্তমৎসমাশ্রয়ণ-বিরোধিপাপ্মা অস্মিন্নেব জন্মনি মামাশ্রিত্য মদেকপ্রিয়ো মামেব প্রাপ্নোতি ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের এবংবিধ জন্মকর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিলে কি লাভের সম্ভাবনা, তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইতেছে। নিত্যসিদ্ধ আনন্দ-ঘন ভগবানের জন্ম কেবল লীলা প্রকাশের নিমিত্ত। ধর্ম্মসংস্থাপন রূপ জগৎ পরিপালনই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার এই কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব ; তিনি ভিন্ন আর কাহারও তৎসম্পাদনে সাধ্য নাই। অথচ তিনি অজ, সৎ এবং নিত্যস্বরূপ। যাহারা মূঢ় ও ঈশ্বর-মহিমা জ্ঞানে বঞ্চিত তাহারা মনে করে যে, শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছুই নহেন ; তাঁহার সাধারণ মানবের ন্যায় গর্ভবাসাদি স্বীকার করিয়া, কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি রাগদ্বেষাদির বশী-ভূত হইয়া লঘুচেতা মনুষ্যের ন্যায়, কাহারও সহিত শত্রুতা ঘটাইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেছেন. বা কাহারও সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহার প্রভূত মঙ্গল সাধন করিতেছেন। সেই হতভাগ্য নরাধমেরা অজ্ঞের একশেষ ; তাঁহাদের দুঃখ-দুর্গতি অবচ্ছিন্ন ভাবে তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করিবে এবং তাহাদিগকে বারবার জন্মমরণ রূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের জন্ম ও কর্ম্ম ঘটিত উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিঃসন্দিগ্ধ রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহারা তাঁহার লীলা ও মহিমা সম্যক্‌রূপে হৃৎপ্রদেশে প্রণিধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা এই দেহনাশের পর পুনরায় শরীরধারণ রূপ সংসারাধীন কখনই হইবেন

না। সেই ভাগ্যবানেরা ভগবান্ বাসুদেবকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন এবং নিকটাবস্থান আদি অসুলভ সুখ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া জন্ম মরণ রূপ সংসার-বন্ধন হইতে চির-মুক্তি লাভ পূর্ব্বক চরিতার্থ হইবেন। ভগবানের দিব্য জন্ম ও কার্য্যাদির যাথাত্ম্য পরিজ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হওয়ায় এই জন্মেই তাঁহারা বিহিত বিধানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকেই একমাত্র পরম প্রিয় জ্ঞানে তাঁহাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

বীতরাগ-ভয়-ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—বীতরাগ-ভয়-ক্রোধাঃ (বিগতা রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ যেভ্যঃ তে) মন্ময়া (মদেকচিত্তাঃ) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (শরণং গতাঃ) [সন্তঃ] জ্ঞানতপসা (জ্ঞানমেব তপঃ তেন) পূতাঃ (পবিত্রাঃ) বহবঃ সুকৃতিশালিনঃ (মদ্ভাবং (মদ্রূপত্বং মোক্ষং) আগতাঃ (প্রাপ্তাঃ) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—অনুরাগ-ভীতি-ক্রোধ-শূন্য মদেকচিত্ত আমার শরণাগত [হইয়া] জ্ঞানরূপ-তপস্যা-দ্বারা পবিত্রীকৃত অনেকে আমার ভাব পাইয়াছেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—বিষয়াসক্তি ভয় এবং ক্রোধ বিরহিত হৃদয়ে সর্ব্বতোভাবে আমাতে চিত্তসমর্পণ, সম্পূর্ণরূপে আমার আশ্রয় গ্রহণ এবং জ্ঞানরূপ তপস্যা দ্বারা পবিত্র চিত্ত হইয়া, বহু ব্যক্তি আমার স্বরূপ লাভ করিয়াছেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নৈষ মোক্ষমার্গ ইদানীং প্রবৃত্তঃ, কিং তর্হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি ॥ (বীতরাগভয়ক্রোধা রাগশ্চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ রাগভয়ক্রোধাঃ বীতা বিগতা যেভ্যস্তে) বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া ব্রহ্মবিদ ঈশ্বরাভেদদর্শিনো মামেবচ পরমেশ্বরমুপাশ্রিতাঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যর্থঃ। বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব চ পরমাত্মবিষয়ং তপস্তেন জ্ঞানতপসা

পূতাঃ পরাং শুদ্ধিং গতাঃ সন্তো মদ্ভাবমীশ্বরভাবং মোক্ষমাগতাঃ সমনুপ্রাপ্তাঃ ইতরতপোনিরপেক্ষ্য জ্ঞাননিষ্ঠা ইত্যস্য লিঙ্গং জ্ঞানতপসেতি বিশেষণম্ ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—সম্প্রতি প্রবৃত্তমোক্ষমার্গস্য নূতনত্বেনানাশ্বাসিতত্বমাশঙ্ক্য পরিহরতি নৈষ ইতি। মন্ময়ত্বস্য মদ্ভাবগমনেনাপৌনরুক্ত্যং দর্শয়তি ব্রহ্মবিদ ইতি। আত্মনো ভিন্নত্বেন ভিন্নাভিন্নত্বেন বা ব্রহ্মণো বেদনং ব্যাবর্ত্তয়তি ঈশ্বরেতি। অভেদদর্শনেন সমুচ্চিত্য কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রত্যাচষ্টে মামেবেতি। তদুপাশ্রয়ত্বমেব বিশদয়তি কেবলেতি। মামুপাশ্রিতা ইতি কেবলজ্ঞাননিষ্ঠত্বমুক্ত্বা জ্ঞানতপসা পূতা ইতি কিমর্থং পুনরুচ্যতে তত্রাহ ইতরেতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—বীতরাগভয়ক্রোধা ইতি। তদাহ মদীয়জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানাখ্যেন তপসা পূতা বহব এবং সংবৃত্তাঃ। তথাচ শ্রুতিঃ, "তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিম্" ইতি ধীরাঃ স ধীমতাগ্রেসরা এব তস্য জন্মপ্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্।—নৈষ মোক্ষমার্গঃ ইদানীং প্রবৃত্তঃ কিং তর্হি পূর্ব্বমপি বীতরাগেতি। মন্ময়া ব্রহ্মবিদঃ মামুপাশ্রিতাঃ মামেব পরমেশ্বরমাশ্রিতাঃ, জ্ঞানমেব তপস্তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা মদ্ভাবমীশ্বরভাবমাগতা মুক্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর।—কথং জন্মকর্ম্মজ্ঞানে ত্বৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈর্দ্ধর্ম্মপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা (বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে) চিত্তবিক্ষেপাভাবান্মন্ময়া মদেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানঞ্চ তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ স্বধর্ম্মঃ (ঘটৈশ্বকবত্তাবঃ) তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধা নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলা মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বধুনৈব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ, তদেবং তান্যহং বেদ সর্ব্বাণীত্যাদিনা বিদ্যাবিদ্যোপাধিভ্যাং তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধত্বাজ্জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০ ॥

বলদেব।—ইদানীমিব পুরাপি মজ্জন্মাদিনিত্যজ্ঞানেন বহূনাং বিমুক্তিরভূদিতি তন্নিত্যতাং দ্রঢ়য়িতুমাহ বীতেতি। বহবো জনা জ্ঞানতপসা পূতাঃ সন্তঃ পুরা মদ্ভাবমাগতা ইত্যন্বয়ঃ। মজ্জন্মাদিনিত্যত্ববিষয়কং যজ্জ্ঞানং তদেব দুরধিগমশ্রুতিযুক্তিসম্পাদ্যত্বাৎ তপস্তস্মিন্ জ্ঞানে বা যদ্বিবিধকুমতকুতর্কাদিনিবারণরূপং তপস্তেন পূতা নির্দ্ধূতাবিদ্যা ইত্যর্থঃ। মদ্ভাবং প্রমাণং বিস্ময়মানতাং বা মৎসাক্ষাৎকৃতিম্। কীদৃশাস্তে ইত্যাহ বীতেতি। বীতাঃ পরিত্যক্তাস্তন্নিত্যত্ববিরোধিষু রাগাদয়ো যৈস্তে, ন তেষু রাগং ন ভয়ং ন চ ক্রোধং প্রকাশয়ন্তীত্যর্থঃ তত্র হেতুঃ মন্ময়াঃ মদেকনিষ্ঠাঃ উপাশ্রিতাঃ সংসেবমানাঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—মামেতি সোঽর্জ্জুনেত্যুক্তং, তত্র যস্য সর্ব্বপুরুষপ্রাপ্যতয়া পুরুষার্থত্বমস্য মোক্ষমার্গস্যানাদিপরম্পরাগতত্বং দর্শয়তি বীতরাগেতি। রাগস্তৎফলং তৃষ্ণা সর্ব্বান্ বিষয়ান্ পরিত্যজ্য জ্ঞানমার্গে কথং জীবিতব্যমিতি ত্রাসো ভয়ং সর্ব্ববিষয়োচ্ছেদকোঽয়ং জ্ঞানমার্গঃ কথং হিতঃ স্যাদিতি দ্বেষঃ ক্রোধঃ, (ত এতে রাগভয়ক্রোধা বীতা বিবেকেন নিগৃহীতা যেভ্যস্তে

বীতরাগভয়ক্রোধাঃ) তদ্গতাঃ মন্ময়াঃ মাং পরমাত্মানং তৎপদার্থত্বং পদার্থাভেদেন সাক্ষাৎ কৃতবন্তঃ মদেকচিত্তা বা মামুপাশ্রিতাঃ একান্তপ্রেমভক্ত্যা মামীশ্বরং শরণং গতাঃ বহবোঽনেকে জ্ঞানতপসা জ্ঞানমেব তপঃ সর্ব্বকর্ম্মক্ষয়হেতুত্বাৎ, "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" ইতি হি বক্ষ্যতি, তেন পূতাঃ ক্ষীণসর্ব্বপাপাঃ সন্তো নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্য্যমলাঃ মদ্ভাবং মদ্রূপত্বং বিশুদ্ধসচ্চিদানন্দঘনং মোক্ষমাগতাঃ অজ্ঞানমাত্রাপনয়নেন প্রাপ্তাঃ, জ্ঞানতপসা পূতা জীবন্মুক্তাঃ সন্তো মদ্ভাবং মদ্বিষয়ং ভাবং রত্যাখ্যং প্রেমাণমাগতা ইতি বা। "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্ব্বিশিষ্যতে" ইতি হি বক্ষ্যতি ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতস্যাপি ভগবৎপ্রাপ্তের্দ্বারমাহ বীতেতি। রাগো বিষয়েষু প্রীতিঃ ভয়ং খোচ্ছেদশঙ্কা, ক্রোধঃ স্বপরপীড়াহেতুরভিজ্বলনং, (তে ত্রয়ো বীতাঃ যেভ্যস্তে) বীতরাগভয়ক্রোধাঃ, অতএব মন্ময়াঃ মদেকপ্রধানাঃ কিং জারিণী যথা জারমপি ভর্ত্তারঞ্চাশ্রিতা যোগক্ষেমার্থং তদ্বয়েত্যাহ, মামুপাশ্রিতাঃ জ্ঞানতপসা জ্ঞানময়ং তপ আলোচনং মম জন্মকর্ম্মণোঃ স্বরূপস্য চ নিরন্তরং চিন্তনং যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতিপ্রসিদ্ধং জ্ঞানতপঃ তেন পূতাঃ সন্তো মদ্ভাবং মত্তাদাত্ম্যং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—ন কেবলমেক এব আধুনিকএব মজ্জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানমাত্রেণৈব মাং প্রাপ্নোতি, অপিতু প্রাক্তনা অপি পূর্ব্বপূর্ব্বকল্পাবতীর্ণস্য মম জন্মকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানবন্তো মাং আপুরেব ইত্যাহ বীতেতি। জ্ঞানং উক্তলক্ষণং মজ্জন্মকর্ম্মণোস্তত্ত্বতোঽনুভবরূপমেব তপস্তেন পূতা ইতি শ্রীরামানুজাচার্য্যচরণাঃ। যদ্বা জ্ঞানে জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বনিশ্চয়ানুভবে যন্নানাকুমতকুতর্ককুযুক্তিসর্পী-বিষদাহসহনরূপং তপস্তেন পূতাঃ। তথাচ রামানুজভাষ্যধৃতা শ্রুতিঃ—"তস্য ধীরাঃ পরিজানন্তি যোনিমিতি।" ধীরাঃ ধীমন্ত এব তস্য যোনিং জন্মপ্রকারং জানন্তীত্যর্থঃ। বীতাস্ত্যক্তাঃ কুমতপ্রজল্পিতেষু জনেষু রাগাস্তা যৈস্তেন তেষু রাগঃ প্রীতির্নাপি তেভ্যো ভয়ং নাপি তেষু ক্রোধো মদ্ভক্তানামিত্যর্থঃ। কুতো মন্ময়া মজ্জন্মকর্ম্মানুধ্যানমনন-শ্রবণকীর্ত্তনাদিপ্রচুরাঃ। মদ্ভাবং মদি প্রেমাণম্ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানের জন্ম কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞান হইলেই কিপ্রকারে তাঁহাকে লাভ করা যায় তাহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। বিষয়ে অনুরাগ জন্মিলে তাহার ফল স্বরূপে তৃষ্ণা সমুৎপন্ন হয়। যাবতীয় বিষয় সম্ভোগ বাসনা পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবিত থাকিব, ইহা মনে করিলে ভয় জন্মে। জ্ঞানমার্গ বিষয়-ভোগের কণ্টক স্বরূপ, অতএব তাহাতে কিরূপে কল্যাণ সাধিত হইতে পারে, ইহা মনে করিয়া জ্ঞানের প্রতি দ্বেষ-সূচক ক্রোধ জন্মে। যিনি বিবেকবলে এই রাগ, ভয় এবং ক্রোধকে পরিহার করিতে পারেন, তিনিই শুদ্ধ-চিত্ত সাধু পুরুষ। তাদৃশ পুরুষ বেদান্ত মহাবাক্য প্রতিপাদিত তৎ এবং ত্বং পদার্থের অভেদ-বোধ-

জনিত পরমাত্ম স্বরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সম্পূর্ণরূপ মদ্ভাব-চিত্ত হন এবং একান্ত প্রেম ও ভক্তি সহকারে আমার শরণাগত হইয়া থাকেন। তদ্রূপ বহু ব্যক্তি সর্ব্ব কর্ম্মের ক্ষয় নিবন্ধন এবংবিধ জ্ঞান স্বরূপ তপঃপ্রভাবে ক্ষীণ-পাপ ও পবিত্র হইয়া এবং জ্ঞান ও তাহার ফল স্বরূপ মলিনতা বিরহিত হইয়া বিশুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন স্বরূপ মদ্ভাব প্রাপ্ত হন এবং মোক্ষ লাভ করেন। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, জ্ঞানের সদৃশ পবিত্র আর কিছুই নাই। যাঁহারা এই পরম পবিত্র জ্ঞানরূপ তপঃপ্রভাবে পবিত্রীকৃত হইয়াছেন, তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া সর্ব্বতোভাবে আমার প্রতি রত হইয়াছেন এবং আমার প্রেম-সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমার জন্ম কর্ম্ম বিষয়ক জ্ঞানই তপঃ। শ্রুতি বলিয়াছেন, যাঁহারা ধীর অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহারাই জন্মের প্রকার পরিজ্ঞাত আছেন।

শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। আমি বিশুদ্ধ চিত্তে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকি। যিনি তজ্জন্য আমার পরম কারুণিকত্ব উপলব্ধি করিয়া অনুরাগ ভয় এবং ক্রোধকে হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দেন এবং সর্ব্বপ্রকার চিত্ত-বিক্ষোভকারী প্রতিকূল কারণের অসদ্ভাব হেতু সর্ব্বতোভাবে আমাতেই চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমারই শরণাগত হন, তাদৃশ সাধুজনেরা আমার অনুগ্রহে আত্মজ্ঞান এবং তপঃ সম্পন্ন হইয়া শুদ্ধ-চিত্ত হইয়া থাকেন। অনেকানেক সাধু ব্যক্তি এইরূপ জ্ঞান-তপঃ-সম্পন্ন হইয়া অজ্ঞান জনিত মলিনতা বিরহ হেতু, আমার সাযুজ্যরূপ মুক্তি লাভ করিয়াছেন। অতএব এই মদ্ভক্তিরূপ মোক্ষ-মার্গ আধুনিক নহে, ইহা অনাদি পরম্পরাগত, ইহাই প্রদর্শিত হইল। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি" (৪র্থ অ। ৫ শ্লোক) অর্থাৎ আমি সে সকলই জানি। এক্ষণে "তৎ" এবং "ত্বং" পদার্থ প্রতিপাদ্য ঈশ্বর এবং জীবের বিভিন্নতা প্রদর্শন করিয়া ইহাই প্রতিপাদন করিতেছেন যে, ঈশ্বর অবিদ্যা বিহীনতা হেতু নিত্য শুদ্ধ এবং জীব ঈশ্বরানুগ্রহ-প্রাপ্ত জ্ঞান প্রভাবে অজ্ঞান বিদূরিত হইলে শুদ্ধচিত্ত হইয়া স্বতঃ চিদংশের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত ঐক্যরূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ১০ ॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—যে (মনুষ্যাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা) মাং (সর্ব্বাভীষ্টফলদাতারং) প্রপদ্যন্তে (ভজন্তি) তান্ অহং তথা এব (তদাকাঙ্ক্ষিতফলপ্রদানেনৈব) ভজামি (অনুগৃহ্লামি) পার্থ মনুষ্যাঃ সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারৈঃ) মম বর্ত্ম (ভজনমার্গং) অনুবর্ত্তন্তে (ইন্দ্রাদিরূপেণ মামেব সেবন্তে) ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—যাহারা যে-প্রকারে আমার ভজনা-করে তাহাদিগকে আমি সেই-প্রকারে-ই অনুগ্রহ-করি। কৌন্তেয় মানবেরা সর্ব্বপ্রকারে আমার পথ অনুসরণ-করে ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—মনুষ্যেরা যেরূপ প্রয়োজনে ও অভিপ্রায়ে আমার সেবা করে আমি তাহাদিগকে তদনুরূপ ফল প্রদান করি। হে পার্থ! মানবেরা সর্ব্বথা আমারই ভজন-মার্গের অনুসরণ করিয়া থাকে ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তব তর্হি রাগদ্বেষৌ স্তঃ, যেন কেভ্যশ্চিদেবাত্মভাবং প্রযচ্ছসি ন সর্ব্বেভ্য ইত্যুচ্যতে যে যথেতি। যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন যৎফলার্থিতয়া মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব তৎফলদানেন ভজাম্যহমনুগৃহ্লাম্যহং, ইত্যতঃ তেষাং মোক্ষং প্রত্যক্ষং প্রত্যনর্থিত্বাৎ। ন হ্যেকস্য মুমুক্ষুত্বং ফলার্থিত্বঞ্চ যুগপৎ সম্ভবতি, অতো যে যৎফলার্থিনঃ তান্ তৎফলপ্রদানেন, যে যথোক্তকারিণস্তৎফলার্থিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ জ্ঞানপ্রদানেন, যে জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসিনো মুমুক্ষবশ্চ তান্ মোক্ষপ্রদানেন, তথা আর্ত্তানার্ত্তিহরণেনেত্যেবং যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে যে, তাংস্তথৈব ভজামীত্যর্থঃ। ন পুনঃ রাগদ্বেষনিমিত্তং মোহনিমিত্তং বা কিঞ্চিদ্ভজামি সর্ব্বথাপি সর্ব্বাবস্থস্য মমেশ্বরস্য বর্ত্ম মার্গমনুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ, যৎ ফলার্থিতয়া যস্মিন্ কর্ম্মণ্যধিকৃতাঃ যে প্রযতন্তে, তে মনুষ্যা অত্র উচ্যন্তে, হে পার্থ! সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরঃ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যো মোক্ষং প্রযচ্ছতি চেৎ প্রাগুক্তবিশেষণবৈয়র্থ্যং, যদি তু কেভ্যশ্চিদেব মোক্ষং প্রযচ্ছেৎ তর্হি তস্য রাগাদিমত্ত্বাদনীশ্বরত্বাপত্তিরিতি শঙ্কতে তব তর্হীতি। যে মুমুক্ষবস্তেভ্যো মোক্ষমীশ্বরো জ্ঞানসম্পাদনদ্বারা প্রযচ্ছতি ফলান্তরার্থিভ্যস্তু তত্তদুপায়ানুষ্ঠানেন তত্তদেব দদাতীতি নাস্য রাগদ্বেষাবিতি পরিহরতি উচ্যতে ইতি। মুমুক্ষূণামীশ্বরানুসারিত্বেঽপি ফলান্তরার্থিনাং কুতস্তদনুসারিত্বমিত্যাশঙ্ক্য ফলার্থং উপাস্তেরিতি ন্যায়েন তৎফলস্যেশ্বরাধীনত্বাৎ তদনুবর্ত্তিত্ববশ্যকমিত্যাহ যস্মেতি।

ভগবদ্বচনভাগিনাং সর্বেষামেব কৈবল্যাখ্যফলং কিমিতি নানুগৃহ্ণাসি তত্রাহ যে যথেতি। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সার্থিত্বং প্রার্থনাবৈচিত্র্যাদেকস্তৈব কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য পর্য্যায়েণ তদুভয়প্রাপ্তিং সাধয়তি ন হীতি। মুমুক্ষূণাং ফলার্থিনাঞ্চ বিভাগে স্থিতে সত্যনুগ্রহবিভাগং ফলিতমাহ অত ইতি। ফলপ্রদানেনানুগৃহ্ণামীতি সম্বন্ধঃ। নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠায়িনামেব ফলার্থিত্বাভাবে সতি মুমুক্ষুত্বে কথং কেবলগ্রহঃ স্যাদিতি তত্রাহ যে যথোক্তেতি। জ্ঞানপ্রদানেন জ্ঞানিনোহনুগৃহ্ণামীতি সম্বন্ধঃ। সন্তি, কেচিত্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মাণো জ্ঞানিনো মোক্ষমেবাপেক্ষমাণাস্তেষামনুগ্রহপ্রকারং প্রকটয়তি যে জ্ঞানিন ইতি। কেচিদার্ত্তাঃ সন্তো জ্ঞানাদিসাধনান্তররহিতা ভগবন্তমেবার্ত্তিমপকর্ষন্তমনুবর্ত্তন্তে, তেষু ভগবতোহনুগ্রহবিশেষং দর্শয়তি তথেতি। পূর্ব্বার্দ্ধব্যাখ্যানমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। ভগবতোহনুগ্রহে নিমিত্তান্তরং নিবারয়তি ন পুনরিতি। ফলার্থিত্বে মুমুক্ষুত্বে চ জন্তূনাং ভগবদনুসরণমাবশ্যকমিত্যুত্তরার্দ্ধং বিভজতে সর্ব্বথাপীতি। সর্ব্বাবস্থং তেন তেনাত্মনা পরমেশ্বরস্যাবস্থানং, মার্গো জ্ঞানকর্ম্মলক্ষণঃ মনুষ্যগ্রহণাদিতরেষামীশ্বরমার্গানুবর্ত্তিত্বমপ্যুদাসঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মনুষ্যা ইতি। সর্ব্বপ্রকারৈর্মম মার্গমনুবর্ত্তন্তে ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ॥ ১১॥

রামানুজ।—যে যথা মামিতি। ন কেবলং দেবমনুষ্যাদিরূপেণাবতীর্য্য মৎসমাশ্রয়ণাপেক্ষাণাং পরিত্রাণং করোমি, অপি তু মৎসমাশ্রয়ণাপেক্ষা যথা যেন প্রকারেণ স্বাপেক্ষানুরূপং মাং সঙ্কল্প্য প্রপদ্যন্তে সমাশ্রয়ন্তে, তান্ প্রতি তথৈব তন্মনীষিতপ্রকারেণ ভজামি মাং দর্শয়ামি। কিমত্র বহুনা, সর্ব্বে মনুষ্যা মদনুবর্ত্তনৈকমনোরথা মম বর্ত্ম মৎস্বভাবং সর্ব্বযোগিনামবাঙ্মনসগোচরমপি স্বকীয়ৈশ্চক্ষুরাদিকরণৈঃ সর্ব্বশঃ স্বাপেক্ষিতৈঃ সর্ব্বপ্রকারৈরনুভূয়ানুবর্ত্তন্তে॥ ১১॥

হনুমান্।—মদ্ভাবমাগতা ইত্যনেনাস্য মোক্ষমেব প্রযচ্ছতি ভগবান্ ভক্তানাং ন ত্বৈশ্বর্য্যাদিফলমিত্যর্জ্জুনস্য বচনমাশঙ্ক্যাহ যে যথেতি। যে যৎফলপ্রার্থিনঃ পুরুষা যথা যেন প্রকারেণ সাত্ত্বিকরাজসতামসভাবেন মাং প্রপদ্যন্তে, তানহং তথৈব তৎফলদানেনৈবৈশ্বর্য্যাদিফলার্থিনঃ তত্তদ্দানেনৈবেত্যভিপ্রায়ঃ। মমেশ্বরস্য মন্মার্গং যথাভিলষিতফলপ্রদমনুবর্ত্তন্তে অনুসরন্তি। যৎ যৎফলমভিলষিতং তদেব মাং প্রার্থয়ন্ত্বিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১১॥

শ্রীধর।—ননু তর্হি কিং ত্বয়াপি বৈষম্যমস্তি যস্মাদেবং ত্বদেকশরণানামেবাত্মভাবং দদাসি নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্ণামি ন তু সকামা মাং বিহায়েন্দ্রাদীনেব যে ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদিসেবকা অপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্ত্তন্তে ইন্দ্রাদিরূপেণাপি মমৈব সেব্যত্বাৎ॥ ১১॥

বলদেব।—ননু নিত্যজন্মাদিমনোজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরস্ত্বং মহাবশকঃ কতিচিদ্ভক্তমাত্রার্দ্রচিত্তঃ পরো জন্মাদিশূন্যঃ প্রাদুর্ভবসি তৎ কিং তব স্বগ্রহণেনস্য চ বৈষম্যং ভবেদিতি চেত্তত্রাহ

যে যথেতি। যে ভক্তা মামেকং নৈর্দুর্য্যমেব বহুরূপং সর্ব্বেশ্বরং যথা যেন প্রকারেণ ভাবেনেতি যাবৎ প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তানহং তাদৃশস্তথৈব তদ্ভাবানুসারিণা রূপেণ ভাবেন চ ভজামি সাক্ষাৎ ভবন্নুগৃহ্লামি। ন্যূনতামেবকারো নিবর্ত্তয়তি। অতো ময়ৈকস্যৈব বহুরূপস্য বর্ত্ম বহুবিধমুপাসনমার্গমনাদি প্রবৃত্ত তদুপাসকপরম্পরানুকম্পিতা মনুষ্যাঃ সর্ব্বেঽনুবর্ত্তন্তেঽনুসরন্তি ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—ননু যে জ্ঞানতপসা পূতা নিষ্কামাস্তে ত্বদ্ভাবং গচ্ছন্তি, যে ত্বপূতাঃ সকামাস্তে ন গচ্ছন্তীতি ফলদাতুস্তব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্যাতামিতি নেত্যাহ যে যথেতি। যে আর্ত্তা অর্থার্থিনো জিজ্ঞাসবো জ্ঞানিনশ্চ যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া চ মামীশ্বরং সর্ব্বফলদাতারং প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তাংস্তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেনৈব ভজাম্যনুগৃহ্লাম্যহং, ন বিপর্য্যয়েণ, তত্রামুমুক্ষূনার্ত্তানর্থার্থিনশ্চার্ত্তিহরণেনার্থদানেন চানুগৃহ্লামি, জিজ্ঞাসূন্ "বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন" ইত্যাদি বিহিতনিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাতৄন্ জ্ঞানদানেন জ্ঞানিনশ্চ মুমুক্ষূন্ মোক্ষদানেন নত্বন্যকামায়ান্যৎ দদামীত্যর্থঃ। ননু তথাপি স্বভক্তানামেব ফলং দদাসি নত্বন্যদেবভক্তানামিতি বৈষম্যং স্থিতমেবেতি নেত্যাহ, মম সর্ব্বাত্মনো বাসুদেবস্য বর্ত্ম ভজনমার্গং কর্ম্মজ্ঞানলক্ষণমনুবর্ত্তন্তে, হে পার্থ! সর্ব্বশঃ সর্ব্বপ্রকারৈরিন্দ্রাদীনপ্যনুবর্ত্তমানা মনুষ্যা ইতি কর্ম্মাধিকারিণঃ, "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুঃ" ইত্যাদিমন্ত্রবর্ণাৎ "ফলমত উপপত্তেঃ" ইতি ন্যায়াচ্চ, সর্ব্বরূপেণাপি ফলদাতা ভগবান্ এক এবেত্যর্থঃ। তথাচ বক্ষ্যতি "যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তাঃ" ইত্যাদি ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু সাধ্বসাধ্বোস্ত্রাণবিনাশৌ কুর্ব্বতস্তব বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্তোঽতঃ কিং ত্বয়াস্মদাদিতুল্যস্য জন্মকর্ম্মস্বরূপাণাং বিচিন্তনেনেত্যাশঙ্ক্যাহ যে যথেতি। যে মনুষ্যাঃ মাং সর্ব্বশরীরস্থং যথা যেন প্রকারেণ শত্রুত্বেন মিত্রত্বেন বা প্রপদ্যন্তে প্রাপ্নুবন্তি, তান্ তেনৈব প্রকারেণাহমপি ভজামি অনুসরামি। যে তু মম বর্ত্ম ভক্তিধ্যানপ্রণিধানাত্মকমনুবর্ত্তন্তে তান্ মদাত্মভূতান্ তথৈব সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরনুবর্ত্তেঽহমিতি যোজনা। অতশ্চ মদ্বিম্বভূতে প্রাণিজাতে যো যথা প্রীতিং দ্বেষং বা করোতি তস্মিন্ মৎপ্রতিবিম্বভূতেঽহমপি তথৈব প্রীতিং দ্বেষঞ্চ করোমি বিম্বপূজাপরিভবৌ প্রতিবিম্বে এব সংক্রামতোঽতো ন মম বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে স্তঃ, তস্মাৎ শ্রেয়োঽর্থিনা সর্ব্বস্য কল্যাণায়ৈব বর্ত্তিতব্যমিতি ভাবঃ। ভাষ্যে তু যে যথা যেন প্রকারেণ যেন প্রয়োজনেন আর্ত্তা জিজ্ঞাসবোঽর্থার্থিনো জ্ঞানার্থিনো বা প্রতিপদ্যন্তে তাংস্তথৈব পীড়াপরিহারেণ জ্ঞানদানেন অর্থদানেন মোক্ষদানেন বা অনুগৃহ্লামি সর্ব্বথা তে মমৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্ত ইতি অন্যদেবতাভক্তা অপি মমৈব ভক্তা ইতি চৈতদ্ব্যাচখ্যাতে ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু ত্বদেকান্তভক্তাঃ কিল ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং মন্যন্ত এব, কেচিত্তু জ্ঞানাদিসিদ্ধ্যর্থং ত্বাং প্রপন্নাঃ জ্ঞানিপ্রভৃতয়ঃ ত্বজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং নাপি মন্যন্তে ইতি তত্রাহ যে যথেতি। যথা যেন প্রকারেণ মাং প্রপদ্যন্তে ভজন্তে অহমপি তাংস্তথৈব

প্রকারেণ ভজামি ভজনফলং দদামি। অয়মর্থঃ, যে মৎপ্রভোর্জ্জন্মকর্ম্মণী নিত্যে এবেতি মনসি কুর্ব্বাণাস্তত্তল্লীলায়ামেব কৃতমনোরথবিশেষাঃ মাং ভজন্তঃ সুখয়ন্তি অহমপি ঈশ্বরত্বাৎ কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুমপি সমর্থস্তেষামপি জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং কর্ত্তুং তান্ স্বপার্ষদীকৃত্য তৈঃ সার্দ্ধং এব যথাসময়মবতরন্নন্তর্দ্ধানশ্চ তান্ প্রতিক্ষণমনুগৃহ্ণন্নেব তদ্ভজনফলং প্রেমাণমেব দদামি। যে জ্ঞানিপ্রভৃতয়ো মজ্জন্মকর্ম্মণোরনশ্বরত্বং মদ্বিগ্রহস্য মায়াময়ত্বঞ্চ মন্যমানাঃ মাং প্রপদ্যন্তে অহমপি তান্ পুনঃ পুনর্নশ্বরজন্মকর্ম্মবতো মায়াপাশপতিতানেব কুর্ব্বাণঃ তৎপ্রতিফলং জন্মমৃত্যুদুঃখমেব দদামি। যে তু মজ্জন্মকর্ম্মণোর্নিত্যত্বং মদ্বিগ্রহস্য চ সচ্চিদানন্দত্বং মন্যমানা জ্ঞানিনঃ স্বজ্ঞানসিদ্ধ্যর্থং মাং প্রপদ্যন্তে তেষাং স্বদেহবদনশ্বরমেবেচ্ছতাং মুমুক্ষূণামনশ্বরং ব্রহ্মানন্দমেব সম্পাদয়ন্ তজনফলমাবিদ্যক-জন্মমৃত্যুধ্বংসমেব দদামি। তস্মান্ন কেবলং মদ্ভক্তা এব মাং প্রপদ্যন্তে, অপিতু সর্ব্বশঃ সর্ব্বেঽপি মনুষ্যাঃ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মিণঃ যোগিনশ্চ দেবতান্তরোপাসকাশ্চ মম বর্ত্ম অনুবর্ত্তন্তে। মম সর্ব্বস্বরূপত্বাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদিকং সর্ব্বং মামকমেব বর্ত্মেতিভাবঃ॥ ১১॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানেরও কি তবে রাগ দ্বেষ আছে? তিনি কি তবে পাত্র বিনির্ণয় করিয়া এবং জ্ঞান-তপঃ-প্রভাবে পবিত্রীকৃত নিষ্কাম ব্যক্তি নির্ব্বাচন করিয়া স্বকীয় ভাব বা সাযুজ্যরূপ মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন? যাহারা অপবিত্র ও সকাম, তাদৃশ অধম জনেরা কি সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধুর করুণা-কণিকা লাভে বঞ্চিত থাকিবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে। যিনি যে ভাবে, যে রূপ ফলাভিসন্ধিৎসু হৃদয়ে, অথবা যাদৃশ প্রয়োজনানুরোধে, সর্ব্বফল-বিধাতা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করেন, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, সকাম বা নিষ্কাম কোন ব্যক্তিই সেই মঙ্গলময় বিশ্ব-বিধাতার করুণা-পূর্ণ চরণোপান্তে স্বকীয় বাসনা নিবেদিত করিয়া বিফল-মনোরথ হন না। সেই পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত সেবক-বৎসল বিশ্ব-পতির পরিমাণাতীত কৃপা-ভাণ্ডারের সম্মুখীন হইলে, কোন যাচককেই রিক্ত হস্তে বা ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। যে যে ভাবে ও যে বাসনায় তাঁহার শরণাগত হয়, সেই মুক্ত-হস্ত পূর্ণ পুরুষ তৎক্ষণাৎ তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করেন। সেই সুশীতল সলিল রাশির উৎসস্বরূপ সর্ব্বেশ্বরের সমীপগত হইলে, সকলের সকল পিপাসাই প্রশমিত হইয়া যায়। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু রূপে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান্ তাঁহাকে জ্ঞানরূপ অমৃত পান করাইয়া তাঁহার

হৃদয়-তৃষ্ণা নিবারিত করেন। যে জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষে ভগবানের শরণ অবলম্বন করেন, করুণাময় ভগবান্ মোক্ষরূপ পরম সুধা পান করাইয়া তাঁহার পিপাসা বিদূরিত করেন। এক্ষণে যদি এরূপ আশঙ্কা উত্থাপিত হয় যে, ভগবান্ কেবল স্বকীয় ভক্ত ও শরণাগত সেবকগণকেই অভীষ্টফল প্রদান করিয়া থাকেন; তবে কি অন্য দেবতাভক্তের প্রতি তাঁহার কৃপা নাই? তবে কি অন্য দেব-সেবকেরা চিরদিন সেই জগৎপতির করুণা-সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিবে? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ কথিত হইতেছে, "হে পার্থ! সকল কর্ম্মাধিকারী মনুষ্যই সর্ব্বাত্মা বাসুদেবরূপ আমার জ্ঞান-কর্ম্ম লক্ষণ ভজনমার্গ সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়া থাকে। লোক সমাজে যত প্রকার দেবতার উপাসনা-পদ্ধতি প্রচলিত আছে এবং সম্প্রদায়-ভেদে * ইহলোকে

* অনেক দেবতার উপাসনার নিমত্ত অনেক সম্প্রদায় প্রচলিত আছে; কিন্তু তন্মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, সৌর ও গাণপত্য এই পাঁচ সম্প্রদায় প্রধানরূপে পরিচিত; অন্যান্য যত ধর্ম্ম সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়, তাহা প্রায় এই পাঁচ সম্প্রদায়ের অবান্তর ভাগ মাত্র। নিম্নে এই সম্প্রদায়পঞ্চের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

বৈষ্ণব।—বিষ্ণু দেবতাই এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য।—নানারূপ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া এবং নানাবিধ মত পার্থক্য জনিত অবান্তর সম্প্রদায়ে পরিগণিত হইয়া, বৈষ্ণবেরা বহু বিস্তৃত হইয়াছেন। রামানুজ, বিষ্ণুস্বামী, মাধ্বাচার্য্য এবং নিম্বাদিত্য এই চারিজন বৈষ্ণব ধর্ম্মের চারিটী সম্প্রদায় প্রবর্ত্তকরূপে প্রসিদ্ধ। তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত বচন প্রমাণস্বরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। "রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মাধ্বাচার্য্যং চতুর্ম্মুখঃ। শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রো নিম্বাদিত্যং চতুঃসনঃ॥" অর্থাৎ লক্ষ্মী রামানুজকে স্বীকার করিলেন, চতুর্ম্মুখ মাধ্বাচার্য্যকে, রুদ্র শ্রীবিষ্ণুস্বামীকে, চারিজন সন (অর্থাৎ সনক, সনন্দ, সনাতন, ও সনৎকুমার এই সনাদ্য চতুষ্টয়) নিম্বাদিত্যকে। এই রামানুজ সম্প্রদায়ের অন্য এক নাম শ্রীসম্প্রদায়। এই সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল বলিয়া বোধ হয়। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পর হইতে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ সমুন্নত হইয়াছে এবং নানাবিধ ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের উদ্ভব হওয়ায় বিশেষ পল্লবিত হইয়াছে। শ্রীবিষ্ণু, লক্ষ্মী, নারায়ণ, তুলসী, রামচন্দ্র, সীতাদেবী, শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা, রুক্মিণী, শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি দেবদেবীগণকে বৈষ্ণব সম্প্রদায়াবলম্বী ব্যক্তিরা, কেহবা স্বতন্ত্রভাবে, কেহবা যুগলভাবে আরাধনা করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা-সূচক রাধিকা সংযুক্ত শ্রীমূর্ত্তির উপাসনা এ সম্প্রদায় মধ্যে বাহুল্যরূপে প্রচলিত। বিষ্ণুর অন্যান্য অবতারও বৈষ্ণবগণের আরাধ্য। নানাস্থানে নৃসিংহাদি অবতারেরও প্রতিমা পূজিত হয়।

শৈব।—শিব এই সম্প্রদায়ের আরাধ্য। শৈব সম্প্রদায়ের মধ্যে গৃহীর অপেক্ষা সন্ন্যাসীর ভাগ অধিক দেখা যায়। প্রদেশ-বিশেষে সকল গৃহস্থই শৈব দৃষ্ট হইলেও তাহার সংখ্যা অধিক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু শৈব সন্ন্যাসী বিপুল। শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, "যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ" অর্থাৎ সন্ন্যাসীদিগের মহেশ্বরই দেবতা। শঙ্করাচার্য্য শৈব সম্প্রদায়ের প্রকৃত পরিপুষ্টি সাধন করেন। ইনি শৃঙ্গগিরি, দ্বারকা, শ্রীক্ষেত্র প্রভৃতি কয় স্থানে মঠ স্থাপন করেন।

বত প্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত আছে এক মাত্র আমিই তৎসমস্তের ফল বিধাতা।" বেদাদি শাস্ত্রে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, সূর্য্য, শিব, শক্তি, গণেশাদি বিভিন্ন দেবতা-পূজার ব্যবস্থা আছে। মনুষ্যেরা বিভিন্ন বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, বিভিন্ন ভাবে এবং নানাবিধ কামনায়, বিভিন্নসম্প্রদায়ের অনুসরণ-ক্রমে নানা দেবোপাসনা করিয়া থাকে। কিন্তু যে যে ভাবে যাহাই কেন করুক না, কাহারও সেই সর্ব্বেশ্বরের পথ অতিক্রম করিয়া গমন করিবার সম্ভাবনা নাই। মানব, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায়, যে পথ কেন অবলম্বন করুক না, সকলই সেই পরম-পুরুষের বিশাল সার্ব্বজনীন পদ্ধতির অন্তর্ব্বর্ত্তী।

তাঁহার দশজন প্রধান শিষ্য ছিলেন। কাল সহকারে সেই শিষ্য-পরম্পরাক্রমে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় সাতিশয় পল্লবিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী,দণ্ডী, পরমহংস হংস, যোগী প্রভৃতি শৈব সন্ন্যাসিগণের অনেক শ্রেণী আছে। মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তি গঠিত করিয়া পূজার পদ্ধতি শৈবগণের মধ্যে বিশেষ প্রচলিত নাই। লিঙ্গরূপ মহাদেবের মূর্ত্তি ভারতবর্ষীয় প্রায় সকল শৈব-মন্দিরেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। নিম্নবর্ত্তী যে পীঠের উপর লিঙ্গ সংস্থাপিত, তাহার নাম যোনিপট্ট; তদূর্দ্ধে মহেশ্বরের লিঙ্গ সংস্থাপিত। শিব লিঙ্গ দুই প্রকার; স্বয়ম্ভু ও বাণলিঙ্গ। কোন কোন স্থানে যে শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছেন, তাহা বাণলিঙ্গ অর্থাৎ কৃত্রিম নহে; আর সমস্ত প্রায় মনুষ্য হস্ত নির্ম্মিত। স্বয়ম্ভু লিঙ্গাদি বিনির্ণয়ের শাস্ত্রসম্মত ব্যবস্থা আছে। শিবপুরাণে দ্বাদশটী লিঙ্গ জ্যোতির্লিঙ্গ নামে অভিহিত হইয়াছেন, ঐ কয় লিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়। যথা; সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্। উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারমমরেশ্বরম্॥ কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্। বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে॥ বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে। সেতুবন্ধে তু রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে॥—(শিবপুরাণ)। অর্থাৎ "সৌরাষ্ট্রে সোমনাথ, শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুন,উজ্জয়িনীতে ওঙ্কার মহাকাল নামক মহাদেব, হিমালয়ের পৃষ্ঠে কেদার, ডাকিনীতে ভীমশঙ্কর, বারাণসীতে বিশ্বেশ্বর, গৌতমীতীরে ত্র্যম্বক, চিতাভূমিতে (দেওঘরে) বৈদ্যনাথ, দারুকাবনে নাগেশ, সেতুবন্ধে রামেশ এবং শিবালয়ে ঘুশ্মেশ।" শিবপূজায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র চারি বর্ণের স্ত্রী এবং পুরুষ সকলেরই অধিকার আছে।

শাক্ত।—কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা প্রভৃতি শিবানীগণের নাম শক্তি। শক্তি দেবীর বহু রূপ ও বহু লীলা-কাহিনী পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে কীর্ত্তিত আছে। সেই শক্তি যাঁহাদের আরাধ্য, তাঁহারাই শাক্ত। শাক্তগণ কুলাগত পদ্ধতিক্রমে একই দেবীর আরাধনা করিয়া থাকেন, ইহাঁদের পূজায় বলিদান প্রভৃতির বিশেষ ব্যবস্থা আছে। ইদানীন্তনকালে যাঁহাদিগকে তান্ত্রিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তাঁহারাও শাক্ত। তান্ত্রিকেরা পশ্বাচার ও বীরাচার প্রভৃতি নানাবিধ বিভিন্ন প্রকার অনুষ্ঠান পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে সুরাপানাদিরও বিশেষ ব্যবস্থা আছে। "মদ্যং মাংসঞ্চ মৎস্যঞ্চ মুদ্রা মৈথুনমেব চ। মকারপঞ্চকঞ্চৈব মহাপাতকনাশনম্॥" এই শাস্ত্রীয় বচনানুসারে মদ্যমাংসাদি প্রচুররূপে তান্ত্রিক সম্প্রদায়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেহ কেহ ঐ পঞ্চমকারের অনুকল্প অর্পণও করেন। ঐ সকল দেবীর মৃণ্ময়ী বা পাষাণময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া সাময়িক পূজা বা তাহা স্থাপিত করিয়া নিয়মিতরূপে পূজা করার পদ্ধতি আছে।

মনুষ্য ইন্দ্রাদি যে দেবতারাই কেন উপাসনা করুক না, তাহাতে তাঁহারই ভজনা করা হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আমি যে কেবল দেব-মনুষ্যাদি আকারে অবতীর্ণ হইয়া আমার শরণাগত জনগণের পরিত্রাণ সাধন করি এমন নহে। যে যে প্রকারে এবং যেরূপ সংকল্প করিয়া আমার শরণাগত হয়, আমি তাহাকে সেইরূপ ভাবেই দর্শন দিয়া থাকি। সকল মনুষ্যই আমার অনুবর্ত্তন করে। আমার স্বভাব বাঙ্মনসাগোচর হইলেও, যোগিগণ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে আমাকে অনুভব করিয়া থাকেন ॥ ১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—কর্ম্মণাং সিদ্ধিং (কর্ম্মফলং) কাঙ্ক্ষন্তঃ (অভিলষন্তঃ) ইহ মানুষে লোকে (নরলোকে) দেবতাঃ (ইন্দ্রাদীন্) যজন্তে (পূজয়ন্তি) হি (যস্মাৎ) কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ (কর্ম্মজন্যং ফলং) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রং) ভবতি ॥১২॥

সৌর।—সূর্য্যের উপাসকেরা সৌর। সৌরের সংখ্যা অধিক নহে। শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে, সূর্য্য চতুর্ভুজ, অভয় ও পদ্মধারী, ত্রিনেত্র এবং অরুণ বর্ণ। কিন্তু সূর্য্যের এরূপ প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করার প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায় না। ব্রাহ্মণেরা প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা অহঙ্কারে সূর্য্যার্ঘ্য প্রদান করিয়া সূর্য্যপ্রণামান্তে নিত্যক্রিয়ার সমাপ্তি করেন। স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে সূর্য্য পূজা করিয়া জল গ্রহণ করেন। অনেক ইতর সম্প্রদায় কেবল সূর্য্যদেবকে প্রণাম ও তদুদ্দেশে জলদান করিয়াই পরিতৃপ্ত হয়। কিন্তু এসকল লোকেরা কেহই নিরবচ্ছিন্ন সৌর নহে। সৌরেরা কোন দিনই সূর্য্যদর্শন না করিয়া অন্নপানাদি গ্রহণ করেন না এবং রবিবারে ও সংক্রান্তিতে অলবণ আহার করেন। পশ্চিমোত্তর প্রদেশবাসীরা ছট্‌নামক এক ব্রতের অনুষ্ঠান করে। উহাও সূর্য্যপূজা ও তদুদ্দেশে অনুষ্ঠিত ব্রতমাত্র।

গাণপত্য।—গণেশের উপাসকেরা গাণপত্য নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ইহাঁদেরও সংখ্যা নিতান্ত অল্প। নিরবচ্ছিন্ন গণেশপূজক বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায় না। হিন্দুমাত্রেই সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজা করিয়া থাকেন এবং তাঁহার স্মরণ করেন। বক্রতুণ্ড ও ঢুণ্ঢিরাজ এই দুই প্রকার গণেশের পূজা ভারতবর্ষের নানাস্থানে প্রচলিত আছে। কাশীতে ঢুণ্ঢিরাজ গণেশ বিশেষ সম্মানিত। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে গমন-পথেই সেই গণেশ-মন্দির প্রতিষ্ঠিত এবং তিনি সর্ব্বাগ্রে পূজ্য। গণেশদেব শিবশক্তির সন্তান।

প্রতিশব্দ।—কর্ম্মের ফল-অভিলাষীগণ এই নরলোকে দেবতা-দিগের পূজা-করে যেহেতু কর্ম্মজনিত ফল শীঘ্র হয় ॥ ১২ ॥

ব্যাখ্যা।—যাহারা মানবজন্ম লাভ করিয়া ফল কামনা করে, তাহারা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার উপাসনা না করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করে; কারণ ইহ লোকে কর্ম্মজনিত ফলপ্রাপ্তি অতি শীঘ্রই সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদি তবেশ্বরস্য রাগাদিদোষাভাবঃ, তদা সর্ব্বপ্রাণিষু অনুজিঘৃক্ষায়াং তুল্যায়াং সর্ব্বফলপ্রদানসমর্থে চ ত্বয়ি সতি বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি জ্ঞানেনৈব মুমুক্ষবঃ সন্তঃ কস্মাৎ ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রতিপদ্যন্তে' ইতি, শৃণু তত্র কারণং কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। অভিলষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং প্রার্থয়ন্তো যজন্তে, ইহাস্মিন্ লোকে দেবতা ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যাঃ। "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেবং স দেবানাম্" ইতি শ্রুতেঃ, তেষাং হি ভিন্নদেবতাযাজিনাং ফলাকাঙ্ক্ষিণাং ক্ষিপ্রং শীঘ্রং হি যস্মান্মানুষে লোকে মনুষ্যলোকে হি শাস্ত্রাধিকারঃ। ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে ইতি বিশেষণাদন্যেষ্বপি কর্ম্মফলসিদ্ধিং দর্শয়তি ভগবান্ মানুষে লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাণীতি বিশেষঃ, তেষাঞ্চ বর্ণাশ্রমাদ্যধিকারিণাং কর্ম্মণাং ফলসিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি কর্ম্মজা কর্ম্মণো জাতা ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—অনুগ্রাহ্যাণাং জ্ঞানকর্ম্মানুসারেণ ভগবতা তেষ্বনুগ্রহবিধানাৎ তস্য রাগদ্বেষৌ যদি ন ভবতস্তর্হি তস্য রাগাদ্যভাবাদেব সর্ব্বেষু প্রাণিষ্বনুগ্রহেচ্ছা তুল্যা প্রাপ্তা, ন চ তস্যাং সত্যামেব ফলস্যাল্পীয়সঃ সম্পাদনে সামর্থ্যং ন তু ভগবতো মহতো মোক্ষাখ্যস্য ফলস্য প্রদানেঽশক্তিরিতি যুক্তম্ প্রতিহতজ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমত্তয়ৈব সর্ব্বফলপ্রদান-সামর্থ্যাৎ, তথা চ যথোক্তানুজিঘৃক্ষায়াং সত্যাং ত্বয়ি চ যথোক্তসামর্থ্যবতি সতি সর্ব্বে কল্পকলাদভ্যুদয়াৎ বিমুখা মোক্ষমেবাপেক্ষমাণা জ্ঞানেন ত্বামেব কিমিতি ন প্রতিপদ্যেরন্নিতি চোদয়তি যদীতি। মোক্ষাপেক্ষাভাবাৎ তদুপায়ভূতজ্ঞানাদপি বৈমুখ্যাদ্ভগবৎপ্রাপ্ত্যভাবে হেতুমভিদধানঃ সমাধত্তে শৃণ্বিতি। কর্ম্মফলসিদ্ধিমিচ্ছতা কিমিতি মানুষে লোকে দেবতা-পূজনমিষ্যতে তত্রাহ ক্ষিপ্রং হীতি। কর্ম্মফলসম্পত্ত্যর্থিনাং যষ্টৃযষ্টব্যবিভাগদর্শিনাং তদ্দর্শনে কারণমাত্মাজ্ঞানমিত্যত্র বৃহদারণ্যকশ্রুতিমুদাহরতি অথেতি। অবিদ্যাপ্রকরণোপক্রমার্থমথে-ত্যুক্তম্। উপাসনং ভেদদর্শনমিত্যনূদ্য কারণমাত্মাজ্ঞানং ন তদ্বেদেতি দর্শয়তি নেতি। যথাশ্বা-দীনাং হলবহনাদিনা পশুরূপকরোত্যেবমজ্ঞো দেবাদীনাং যাগাদিভিরুপকরোতীত্যাহ যথেতি। কিমিতি তে ফলাকাঙ্ক্ষিণো ভিন্নদেবতাযাজিনো জ্ঞানমার্গং নাপেক্ষন্তে তত্রোত্তরার্দ্ধমুত্তরত্বেন যোজয়তি তেষামিত্যাদিনা। যথাযথোক্তানামধিকারিণাং কর্ম্মপ্রযুক্তং ফলং লোকবিশেষে

ষাটীতি সিধ্যতি, তস্মাৎ তেষাং মোক্ষমার্গাদস্তি বৈমুখ্যমিত্যর্থঃ। মানুষলোকবিশেষণং কিমর্থমিত্যাশঙ্ক্যাহ মনুষ্যলোকে হীতি। লোকান্তরেষু তর্হি কর্ম্মফলসিদ্ধির্নাস্তীত্যাশঙ্ক্য ক্ষিপ্রবিশেষণস্য তাৎপর্য্যমাহ ক্ষিপ্রমিতি। ক্বচিৎ কর্ম্মফলসিদ্ধিরবিলম্বেন ভবত্যন্যত্র তু বিলম্বেনেতি বিভাগে কো হেতুরিত্যাশঙ্ক্য সামগ্রীভাবাভাবাভ্যামিত্যাহ মানুষ ইতি। মনুষ্যলোকে কর্ম্মফলসিদ্ধেঃ শৈঘ্র্যাৎ তদভিমুখানাং জ্ঞানমার্গবৈমুখ্যং প্রাসঙ্গিকমিত্যুপসংহরতি তেষামিতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—ইদানীং প্রাসঙ্গিকং পরিসমাপ্য প্রকৃতস্য কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানাকারতা-প্রকারং বক্তুং তথাবিধকর্ম্মযোগাধিকারিণো দুর্লভত্বমাহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। সর্ব্ব এব পুরুষাঃ কর্ম্মণাং ফলং কাঙ্ক্ষমাণা ইন্দ্রাদিদেবতা যথাশাস্ত্রং যজন্তে আরাধয়ন্তি। ন হি কেচিদনভিসংহিতফলমিন্দ্রাদিদেবতাত্মভূতং সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তারং মাং যজন্তে, কুত এতৎ, যতঃ ক্ষিপ্রমস্মিন্নেব মানুষে লোকে কর্ম্মজা পশুপুত্রান্নাদ্যা সিদ্ধির্ভবতি। মানুষলোকশব্দঃ স্বর্গাদিলোকপ্রদর্শনার্থঃ সর্ব্ব এব হি লৌকিকাঃ। পুরুষা অক্ষীণানাদিকালপ্রবৃত্তানন্তপাপসঞ্চয়-তয়াবিবেকিনঃ ক্ষিপ্রফলাভিকাঙ্ক্ষিণঃ পুত্রপশ্বন্নাদ্যস্বর্গাদ্যর্থতয়া সর্ব্বাণি কর্ম্মাণীন্দ্রাদিদেবতারাধন-মাত্রাণি কুর্ব্বতে ন তু কশ্চিৎ সংসারোদ্বিগ্নহৃদয়ো মুমুক্ষুক্তলক্ষণকর্ম্মযোগং মদারাধনভূতমারভত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ।

হনুমান্।—কিঞ্চ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কাময়মানা কর্ম্মণাং যজ্ঞাদীনাং সিদ্ধিং স্বর্গাদিফলং যজন্তে পূজয়ন্তি, ইহ লোকে দেবতা ইন্দ্রাদ্যাঃ যৎ ক্ষিপ্রং শীঘ্রং মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মফলং ভবতি জায়তে, ন লোকান্তরে বর্ণাশ্রমাদিবিশেষালাভাৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—তর্হি মোক্ষার্থমেব কিমিতি সর্ব্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং কর্ম্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রায়েণেহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে ন তু সাক্ষান্মামেবেতি যস্মাৎ কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি ন তু জ্ঞানফলং কৈবল্যং দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্জ্ঞানস্য ॥ ১২ ॥

বলদেব।—এবং প্রাসঙ্গিকং প্রোচ্য প্রকৃতস্য নিষ্কামকর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বং বক্ষ্যন্-তদনুষ্ঠাতুর্বিরলত্বমাহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। ইহ লোকেঽনাদিভোগবাসনানিবদ্ধচিত্তাঃ প্রাণিনঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং পশুপুত্রাদিফলনিষ্পত্তিং কাঙ্ক্ষন্তোঽনিত্যাল্পফলদানপীন্দ্রাদিদেবান্ যজন্তে সকামৈঃ কর্ম্মভির্ন তু সর্ব্বদেবেশ্বরং নিত্যানন্তফলপ্রদমপি মাং নিষ্কামৈস্তৈর্যজন্তে। হি যস্মাদস্মিন্মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ ক্ষিপ্রং ভবতি। নিষ্কামকর্ম্মারাধিতান্মত্তো জ্ঞানতো মোক্ষলক্ষণা সিদ্ধিস্তু চিরেণৈব ভবতীতি। সর্ব্বে লোকা ভোগবাসনাগ্রস্তসদসদবিবেকাঃ (সদসদ্বিবেকিনঃ) শীঘ্রভোগেচ্ছবস্তদর্থং ক্ষুদ্রান্ দেবান্ ভজন্তি, ন তু কশ্চিৎ সদসদ্বিবেকী সংসারদুঃখবিদগ্ধহৃদয়ঃ খনিবৃত্তয়ে নিষ্কামকর্ম্মভিঃ সর্ব্বদেবেশং মাং ভজতীতি বিরলত্বমধি-কারীতি ভাবঃ ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—নন্বন্ত্বামেব ভগবন্তং বাসুদেবং কিমিতি সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্ত ইতি তত্রাহ

কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলনিষ্পত্তিং কাঙ্ক্ষন্ত ইহ লোকে দেবতাঃ দেবান্ ইন্দ্রাগ্ন্যাদ্যান্ যজন্তে পূজয়ন্তি অজ্ঞানপ্রতিহতত্বাৎ ন তু নিষ্কামাঃ সন্তো মাং ভগবন্তং বাসুদেবমিতিশেষঃ, কস্মাৎ ? হি যস্মাৎ ইন্দ্রাদিদেবতাযাজিনাং তৎফলকাঙ্ক্ষিণাং কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কর্ম্মজন্যং ফলং ক্ষিপ্রং শীঘ্রমেব ভবতি মানুষে লোকে জ্ঞানফলমন্তঃকরণশুদ্ধিসাপেক্ষত্বান্ন ক্ষিপ্রং ভবতি মানুষে লোকে কর্ম্মফলং শীঘ্রং ভবতীতি বিশেষণাদন্যলোকেঽপি বর্ণাশ্রমধর্ম্মব্যতিরিক্তকর্ম্মফলসিদ্ধির্ভগবতা সূচিতা, যতস্তত্তৎক্ষুদ্রফলসিদ্ধ্যর্থং সকামা মোক্ষবিমুখা অন্যা দেবতা যজন্তেঽতো ন মুমুক্ষব ইব মাং বাসুদেবং সাক্ষাৎ তে প্রপদ্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। হি যস্মাৎ মানুষে লোকে কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ কাম্যকর্ম্মফলং পুত্রপশ্বাদিকং ক্ষিপ্রং ভবতি ন তু নিষ্কামকর্ম্মজা চিত্তশুদ্ধিঃ, অতো যে কর্ম্মণাং সিদ্ধিং ফলং ইহৈব ক্ষিপ্রং কাঙ্ক্ষন্তঃ কাঙ্ক্ষমাণাঃ দেবতাঃ ইন্দ্রাদীন্ যজন্তে তেঽপি মমৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্ত ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ। বক্ষ্যতি চ "যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তাঃ" ইত্যাদি ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্রাপি মনুষ্যেষু মধ্যে কামিনস্তু মম সাক্ষাদ্ভূতমপি ভক্তিমার্গং পরিহায় শীঘ্রফলসাধকং কর্ম্মবর্ত্ম এবানুবর্ত্তন্তে ইত্যাহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্ম্মজা সিদ্ধিঃ স্বর্গাদিময়ী ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—তুমি যখন রাগাদিদোষ বিরহিত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ এবং সকল জীবের প্রতি কৃপা সহকারে তুল্য ফল প্রদান করাই তোমার ব্যবস্থা, তখন সকলে তোমার উপাসনা করে না কেন ? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং এই লোকে তদর্থে ইন্দ্রাদি দেবগণের আরাধনা করে, তাহারা অতিসত্বর কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে নানা ফল লাভার্থ নানা দেবতা পূজার ব্যবস্থা আছে। মনুষ্য-লোকেই সেই শাস্ত্র-সম্মত ব্যবহার প্রচলিত আছে, এই জন্যই মূলে "মানুষে লোকে" এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। ভগবানের এই বাক্য দ্বারা ইহাও সূচিত হইতেছে যে, অন্য লোকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মাতীত কর্ম্মেরও ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে। মনুষ্য লোকেই ফল লাভার্থ বর্ণাশ্রমাদি লক্ষণ কর্ম্মের আবশ্যক। কর্ম্মের ফলই ত্বরিত লাভ করা যায়, কিন্তু জ্ঞানজনিত কৈবল্যরূপ ফল তাদৃশ শীঘ্র লভ্য নহে ; তাহা দুষ্প্রাপ্য। মনুষ্যেরা যে সকল ফললোভে অন্যান্য দেবতার ভজনা করে, মোক্ষরূপ পরম ধনের তুলনায় তৎসমস্ত নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অত্যল্পকালস্থায়ী। কেহ বা ধন-কামনায়, কেহ বা পুত্রলাভার্থ, কেহ স্বর্গলাভবাসনায়, কেহ বা তাদৃশ অন্য কোন ফল প্রার্থনায়, ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য্য, বরুণাদি দেবতার অর্চ্চনা করে।

সেই সকল ফল সহজ লভ্য হইলেও, জ্ঞান-ফলরূপ মোক্ষের সহিত কখনই সমতুল্য হইতে পারে না। তাহারা, সেই সকল তুচ্ছ ফলের লোভে মোহাচ্ছন্ন হইয়া, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার উপাসনা না করিয়া, অন্যান্য দেবতার সাধনা করে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যকোপনিষৎ হইতে এই উপলক্ষে একটি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার ভাবার্থ এইরূপ; "যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে, এবং আমাকে ও অন্য দেবতাকে বিভিন্ন জ্ঞান করে, তাহারা জানে না যে, তাহারা সেই দেবতাদিগের পশুস্বরূপ।" বলীবর্দ্দ হলবহনাদি নানা কার্য্য দ্বারা কৃষিজীবি মনুষ্যগণের বিবিধ উপকার করে, অজ্ঞজনেরা তদ্রূপ নানা প্রকার কাম্য যজ্ঞ-পূজা প্রভৃতির দ্বারা দেবগণের সেবা ও পরিচর্য্যা করে। মনুষ্য যেমন পরমোপকারী পশুগণকে যৎসামান্য তৃণ জল মাত্র প্রদান করে, দেবতারাও মনুষ্যগণকে তদ্রূপ যৎসামান্য ফল প্রদান করেন মাত্র। মানব-প্রদত্ত তৃণজল, পশু-প্রদত্ত উপকারের তুলনায় অতীব সামান্য। দেবতা-প্রদত্ত ধন-পুত্রাদি ফলও মানব-প্রদত্ত যজ্ঞাদির তুলনায় অতীব সামান্য। ফলতঃ নিষ্কাম কর্ম্ম-পরায়ণ ভগবদ্ভক্তের সঙ্খ্যা সংসারে নিতান্ত বিরল। ভোগবাসনাগ্রস্ত মানবেরা, অতি শীঘ্র ফললাভের বাসনায়, সদসদ্বিবেক বিরহিত হইয়া, মদ্ভৃত্যস্বরূপ দেবতাদিগের ভজনা করে; কিন্তু সংসারের অশেষ দুঃখ সন্দর্শনে বিধ্বস্ত-হৃদয় হইয়া, সেই অনর্থরাশির হস্ত হইতে চিরনিষ্কৃতি লাভ বাসনায়, সদসৎ বিবেক সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সর্ব্বদেবের একেশ্বর স্বরূপ আমার ভজনা কেহই করিতে চাহে না॥ ১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্॥১৩॥

অন্বয়।—ময়া (ভগবতা) গুণকর্ম্ম-বিভাগশঃ (গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং, কর্ম্মণাং শমদমশৌর্য্যতেজঃশুশ্রূষাদীনাং বিভাগৈঃ) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (ব্রাহ্মণাদিবর্ণ-চতুষ্টয়ম্) সৃষ্টং তস্য (বর্ণাদিসৃষ্টিব্যাপারস্য) কর্ত্তারং (স্রষ্টারং) অপি [ফলতঃ] অকর্ত্তারং (আসক্তিরাহিত্যেন কর্ত্তৃত্ব-বিহীনম্) অব্যয়ং (শ্রমরহিতম্) মাং বিদ্ধি (জানীহি)॥ ১৩॥

প্রতিশব্দ।—আমার-দ্বারা গুণ-কর্ম্মের বিভাগ-ক্রমে বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট তাহার কর্ত্তা-ও [বস্তুতঃ] কর্ত্তৃত্বহীন শ্রমহীন আমাকে জানিবে ॥ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা।—যদিও সত্ত্বাদি গুণ ও শমদমশৌর্য্যবীর্য্যাদি কর্ম্মানুসারে আমিই ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছি, তথাপি আসক্তি-বিহীনতা-হেতু আমাকে সেই কার্য্যের কর্ত্তৃত্ববিহীন এবং তজ্জন্য আয়াসশূন্য জ্ঞান করিবে ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—মানুষ এব লোকে বর্ণাশ্রমাদিকর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেম্বিতি নিয়মঃ কিং নিমিত্ত ইতি। অথবা বর্ণাশ্রমাদিপ্রবিভাগোপেতাঃ মনুষ্যা মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে সর্ব্বশঃ ইত্যুক্তং, কস্মাৎ পুনঃ করণাৎ নিয়মেন তথৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে নান্যস্য ? ইত্যুচ্যতে চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্ব্বর্ণ্যং চত্বার এব বর্ণাশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং "ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ, গুণাঃ সত্ত্বরজ-স্তমাংসি তত্র সাত্ত্বিকস্য সত্ত্বপ্রধানস্য ব্রাহ্মণস্য শমোদমস্তপ ইত্যাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জন রজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি। তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্ম্মাণি, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্ম্মেত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তচ্চেদং চাতুর্ব্বর্ণ্যং নান্যেষু লোকেষু, অতো মানুষে লোকে ইতি বিশেষণম্। হন্ত তর্হি চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য সর্গাদেঃ কর্ম্মণঃ কর্ত্তৃত্বাৎ তৎফলেষু যুজ্যাসে অতো ন ত্বং নিত্যমুক্তো নিত্যেশ্বর ইত্যুচ্যতে, যদ্যপি মায়াসংব্যবহারেণ তস্য কর্ম্মণঃ কর্ত্তারমপি সন্তং তথাপি মাং পরমার্থতো বিদ্ধ্যকর্ত্তারমতএবাব্যয়মসংসারিণঞ্চ মাং বিদ্ধি ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—মনুষ্যলোকে চাতুর্ব্বর্ণ্যং চাতুরাশ্রম্যমিত্যনেন দ্বারেণ কর্ম্মাধিকারে নিয়মে কারণং পৃচ্ছতি মানুষএবেতি। আদিশব্দেনাবস্থাবিশেষা বিবক্ষ্যন্তে। প্রকারান্তরেণ বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকঞ্চোদ্যমুত্থাপয়তি অথ বেত্যাদিনা। প্রশ্নদ্বয়ং পরিহরতি উচ্যত ইতি। তর্হি তব কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসম্ভবাদস্মদাদিতুল্যত্বেনানীশ্বরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। ঈশ্বরস্য বিষমসৃষ্টিং বিদধানস্য সৃষ্টিবৈষম্যনির্ব্বাহকং কথয়তি গুণেতি। গুণবিভাগেন কর্ম্মবিভাগস্তেন চাতুর্ব্বর্ণস্য সৃষ্টিমেবোপদিষ্টাং স্পষ্টয়তি তত্রেত্যাদিনা। প্রশ্নদ্বয়প্রতিবিধানং প্রকৃতমুপসংহরতি তচ্চেদমিতি। মনুষ্যলোকে পরং বর্ণাশ্রমাদিপূর্ব্বকে কর্ম্মণ্যধিকারঃ তত্রৈব বর্ণাদেরীশ্বরেণ সৃষ্টত্বাম্ন লোকান্তরেষু তত্র বর্ণাদ্যভাবাদীশ্বরমেব চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমাদিবিভাগভাগিনোঽধিকারিণোঽনুবর্ত্তন্তে, তেনৈব বর্ণাদেস্তদ্ব্যাপারস্য চ সৃষ্টত্বাৎ তদনুবর্ত্তনস্য যুক্তত্বাদিত্যর্থঃ। তস্যেত্যাদি দ্বিতীয়ভাগাপোদ্যং চোদ্যমনুবদতি হন্তেতি। যদি চাতুর্ব্বর্ণ্যাদিকর্ত্তৃত্বাদীশ্বরস্য প্রাগুক্তো নিয়মোঽভিমতস্তর্হি তদ্বিষয়সৃষ্ট্যাদেস্তন্নিষ্ঠব্যাপারস্য চ ধর্ম্মাদেনির্বর্ত্তকত্বাত্তৎফলস্য কর্ত্তৃগামিত্বাৎ 'কর্ত্তৃত্বভোক্তৃ-

ষ্কয়োত্বয়ি প্রসঙ্গাৎ নিত্যমুক্তত্বাদি তে ন স্যাদিত্যর্থঃ। মায়য়া কর্তৃত্বং পরমার্থতশ্চাকর্তৃত্বমিত্যভ্যুপগমান্নিত্যমুক্তত্বাদি সিধ্যতীত্যুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। মায়াপ্রবৃত্তেন (সৎ) সংব্যবহারেণ চাতুর্বর্ণ্যাদেস্তৎকর্মণশ্চ যদ্যপি কর্তাহং তথাপি তথাবিধং মাং পরমার্থতোঽকর্তারং বিদ্ধীতি যোজনা। অকর্তৃত্বাদেবাভোক্তৃত্বসিদ্ধিরিত্যাহ অতএবেতি॥ ১৩॥

রামানুজ।—অথোক্তকর্মারম্ভবিরোধিপাপক্ষয়হেতুমাহ চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চাতুর্বর্ণ্যপ্রমুখং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তং কৃৎস্নং জগৎ সত্ত্বাদিগুণবিভাগেন তদনুগুণশমাদিকর্মবিভাগেন চ প্রবিভক্তং ময়া সৃষ্টম্। সৃষ্টিগ্রহণং প্রদর্শনার্থং ময়ৈব রক্ষ্যতে ময়ৈবোপসংহ্রিয়তে। তস্য বিচিত্রসৃষ্ট্যাদেঃ কর্তারমপ্যকর্তারং মাং বিদ্ধি॥ ১৩॥

হনুমান্।—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। অতএব চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়েশ্বরেণ সৃষ্টম্, গুণাঃ সত্ত্বাদয়স্তদ্বিভাগেন চ। তত্র সাত্ত্বিকস্য ব্রাহ্মণস্য শমো দমস্তপ ইত্যাদীনি কর্মাণি, সত্ত্বোপসর্জনস্য রজঃপ্রধানস্য ক্ষত্রিয়স্য শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্মাণি, তমউপসর্জনস্য রজঃপ্রধানস্য বৈশ্যস্য কৃষ্যাদীনি কর্মাণি, তামসস্য শূদ্রস্য শুশ্রূষৈব কর্মেত্যেবং গুণকর্মবিভাগশঃ চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টমিত্যর্থঃ। তস্য চাতুর্বর্ণ্যস্য কর্মণঃ শমপ্রভৃতেঃ কর্তারং মামীশ্বরং বিদ্ধি জানীহি। বস্তুতো কর্তারমপি মামব্যয়মবিকারিণম্॥ ১৩॥

শ্রীধর।—নমু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্মবৈচিত্র্যাং তৎকর্তৄণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ চাতুর্বর্ণ্যমিতি। (চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্ প্রত্যয়ঃ।) অয়মর্থঃ সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্মাণি রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেবং তস্য কর্তারমপি ফলতোঽকর্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ং আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতম্॥ ১৩॥

বলদেব।—অথ নিষ্কামকর্মানুষ্ঠানবিরোধিভোগবাসনাবিনাশহেতুমাহ চাতুর্বর্ণ্যমিতি দ্বাভ্যাম্। (চত্বারো বর্ণাশ্চাতুর্বর্ণ্যং স্বার্থিকঃ ষ্যঞ্।) সত্ত্বপ্রধানা বিপ্রাস্তেষাং শমাদীনি কর্মাণি, রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং যুদ্ধাদীনি, তমোরজঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাং কৃষ্যাদীনি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং বিপ্রাদিত্রিকপরিচর্য্যাদীনীতি গুণবিভাগৈঃ কর্মবিভাগৈশ্চ বিভক্তাশ্চত্বারো বর্ণাঃ সর্বেশ্বরেণ ময়া সৃষ্টাঃ স্থিতিসংহৃত্যোরুপলক্ষণমেতৎ। ব্রহ্মাদিস্তম্বান্তস্য প্রপঞ্চস্যাহমেব সর্গাদিকর্ত্তেতি। যদাহ সূত্রকারঃ, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি। তস্য স্বর্গাদেঃ কর্তারমপি মাং তত্তৎকর্মান্তরিতত্বাদকর্তারং বিদ্ধীতি স্বস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পরিহৃতম্, এতৎ প্রাহাব্যয়মিতি। স্রষ্টৃত্বেঽপি সাম্যান্ন ব্যেমীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

মধুসূদন।—শরীরারম্ভকগুণবৈষম্যাদপি ন সর্বে সমানস্বভাবা ইত্যাহ চাতুর্বর্ণ্য-

মিতি। (চত্বারো বর্ণাএব চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্) ময়েশ্বরেণ সৃষ্টমুৎপাদিতং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশশ্চ, তথাহি সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাঞ্চ সাত্ত্বিকানি শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাঞ্চ তাদৃশানি শৌর্য্যতেজঃপ্রভৃতীনি কর্ম্মাণি, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষ্যাদীনি তাদৃশানি কর্ম্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ তাদৃশানি তামসানি ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষাদীনি কর্ম্মাণীতি মানুষে লোকে ব্যবস্থিতানি, এবং তর্হি বিষমস্বভাবচাতুর্ব্বর্ণ্যস্রষ্টৃত্বেন তব বৈষম্যং দুর্ব্বারমিত্যাশঙ্ক্য নেত্যাহ তস্য বিষমস্বভাবস্য চাতুর্ব্বর্ণ্যস্য ব্যবহারদৃষ্ট্যা কর্ত্তারমপি মাং পরমার্থদৃষ্ট্যা বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ং নিরহঙ্কারত্বেনাক্ষীণমহিমানম্॥ ১৩॥

নীলকণ্ঠ।—অন্যদেবতা ভক্তা অপি কস্মাৎ পুনঃ কারণাৎ তবৈব বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে নান্যস্যেত্যত আহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। চতুর্ণাং বর্ণানাং হিতং চাতুর্ব্বর্ণ্যং, (গুণাশ্চ কর্ম্মাণি চেতি গুণকর্ম্ম দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবঃ,) কর্ম্মাণি অগ্নিহোত্রাদীনি, গুণাশ্চ দ্রব্যদেবতাদিরূপাঃ, বিভাগশঃ সাধারণাসাধারণবিভাগেন, তথাহি দানদয়াদিকং সর্ব্বসাধারণম্ অগ্নিহোত্রাদিকং ত্রৈবর্ণিকস্যৈব ন শূদ্রস্য, রাজসূয়াদিকং রাজ্ঞ এব নেতরেষামিতি বিভাগো দৃশ্যতে, যতশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যং গুণকর্ম্ম ময়া সৃষ্টং, ততঃ অন্যদেবতানামপি মদুত্থত্বাৎ পুত্রপ্রীত্যা পিতুরিব তৎপ্রীত্যা মমৈব তৃপ্তিরস্তীত্যর্থঃ। যদ্বা গুণবিভাগশঃ কর্ম্মবিভাগশঃ ইতি যোজ্যম্। তথাহি সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাঃ তেষাং কর্ম্ম শমাদিকম্, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং কর্ম্ম শৌর্য্যাদি, তমউপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাং কর্ম্ম কৃষ্যাদি, রজউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং কর্ম্ম শুশ্রূষৈবেতি গুণকর্ম্মবিভাগো দৃশ্যতে, তদা (চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি স্বার্থে ষ্যঞ্) চত্বারো বর্ণাঃ গুণকর্ম্মবিভাগশো ময়া সৃষ্টা ইত্যর্থঃ। অন্যদেবতাভক্তা অপি মদুক্তকর্ম্মকারিত্বান্মদ্ভক্তা এবেতি ভাবঃ। নমু যদ্যেবং ত্বং স্বসন্ততিতর্পণেন স্বাজ্ঞাকরণেন প্রীয়সে তদর্থঞ্চ ত্বয়া চাতুর্ব্বর্ণ্যং সৃষ্টং, তর্হি মহান্ সংসারী ত্বমসীত্যাশঙ্ক্যাহ তস্যেতি। কর্ত্তারং মায়াযোগাৎ বস্তুতোঽকর্ত্তারম্, অতএবাব্যয়ং অবিকারিণম্॥ ১৩॥

বিশ্বনাথ।—নমু ভক্তিজ্ঞানমার্গৌ মোচকৌ কর্ম্মমার্গস্তু বন্ধক ইতি সর্ব্বমার্গস্রষ্টরি ত্বয়ি পরমেশ্বরে বৈষম্যং প্রসক্তং, তত্র নহি নহীত্যাহ চাতুর্ব্বর্ণ্যমিতি। (চত্বারো বর্ণাএব চাতুর্ব্বর্ণ্যং স্বার্থে ষ্যঞ্)। অত্র সত্ত্বপ্রধানাঃ ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্ম্মাণি, রজঃসত্ত্বপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্য্যযুদ্ধাদীনি কর্ম্মাণি, তমোরজঃপ্রধানাঃ বৈশ্যাস্তেষাং কৃষিগোরক্ষাদীনি কর্ম্মাণি। তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাং পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম ইত্যেবং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ গুণানাং কর্ম্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চত্বারো বর্ণাঃ ময়া কর্ম্মমার্গাশ্রিতত্বেন সৃষ্টাঃ। কিন্তু তেষাং কর্ত্তারং স্রষ্টারমপি মাং অকর্ত্তারং অস্রষ্টারং এব বিদ্ধি। তেষাং প্রকৃতিগুণসৃষ্টত্বাৎ প্রকৃতেশ্চ মচ্ছক্তিত্বাৎ স্রষ্টারমপি মাং বস্তুতস্ত্বস্রষ্টারং মমপ্রকৃতিগুণাতীতস্বরূপত্বাদিতি ভাবঃ। অতএব অব্যয়ং স্রষ্টৃত্বেঽপি ন মে সাম্যং কিঞ্চিদ্ব্যেতীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

তাৎপর্য্য।—বর্ণাশ্রমাদি কর্ম্মাধিকার কেবল মনুষ্যলোকেই প্রচলিত

আছে। অন্যান্য লোকে এরূপ নিয়ম কেন প্রবর্ত্তিত নাই? শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "মনুষ্যেরা সর্ব্ব প্রকারে আমারই ভজন-মার্গের অনুসরণ করে; কেনই বা তাহারা অন্য কাহারও অনুগামী না হইয়া, কেবল আমারই ভজনমার্গের অনুসরণ করে?" এই শ্লোকে এই সকল আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ চতুর্ব্বর্ণাত্মক মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দেহ-প্রাপ্তির আরম্ভকালে, বর্ণগত বৈষম্য হেতু, মনুষ্যেরা সমানস্বভাবসম্পন্ন হয় নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই গুণত্রয়ের বিভাগানুসারে এবং শম, দম, শৌর্য্য, বীর্য্য, শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা ইত্যাদি কর্ম্ম বিভাগ-ক্রমে, মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উত্তম, মধ্যমাদি বিভাগ যেমন স্বাভাবিক, সকাম ভাবে ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সৃষ্ট বর্ণসমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণপ্রধান এবং শম, দম, তপঃ প্রভৃতি তাঁহাদের কর্ম্ম। সত্ত্বসহকৃত রজোগুণপ্রধান ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য, তেজঃ প্রভৃতিই কর্ম্ম। তমঃসহকৃত রজোগুণপ্রধান বৈশ্যদিগের গোপালন, কৃষি, বাণিজ্যাদিই কর্ম্ম। তমোগুণপ্রধান শূদ্রগণের উল্লিখিত বর্ণগণের শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যাই কর্ম্ম। এই রূপ গুণ ও কর্ম্ম বিভাগক্রমে ভগবানের দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কোন লোকেই এরূপ চাতুর্ব্বর্ণ্যের ব্যবস্থা নাই; সুতরাং কেবল মনুষ্য লোকেই বর্ণাশ্রম বিধানানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। এক্ষণে আশঙ্কা হইতে পারে, যখন এই চাতুর্ব্বর্ণ্য ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট, তখন অবশ্যই তজ্জন্য তাঁহারই উপর কর্ত্তৃত্বের ও তজ্জনিত ফলের আরোপ করিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, "কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে"। কারণ, তিনি অহঙ্কার ও আসক্তিবিরহিত। সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায়, কোন কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে আরোপিত হইতে পারে না। তিনি নির্ব্বিকার ও নির্লিপ্ত। অতএব কর্ত্তা হইলেও, তিনি অকর্ত্তা এবং মূল হইলেও তিনি সম্বন্ধশূন্য ॥ ১৩ ॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে॥ ১৪॥

অন্বয়।—কর্ম্মাণি (বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি) মাং ন লিম্পন্তি (আসক্তং কুর্ব্বন্তি) কর্ম্মফলে মে স্পৃহা (তৃষ্ণা) ন ইতি (ইত্যেবং) যঃ মাং অভিজানাতি সঃ কর্ম্মভিঃ ন বধ্যতে (সোঽপি অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন অহঙ্কারাদিরাহিত্যাৎ সংসারবন্ধনবিরহরূপং মোক্ষং লভতে)॥ ১৪॥

প্রতিশব্দ।—কর্ম্ম সকল আমাকে আসক্ত করে না, কর্ম্মফলে আমার স্পৃহা নাই, এরূপ যিনি আমাকে জানেন, তিনি কর্ম্মে বদ্ধ হন না॥ ১৪॥

ব্যাখ্যা।—আমি বিশ্বরচনা প্রভৃতি যাবতীয় কর্ম্মের কর্ত্তা হইলেও কোন কর্ম্মেই আসক্ত নহি এবং কোনই কর্ম্মফল লাভার্থ আমার অন্তরের ব্যাকুলতা নাই; এই তত্ত্ব যিনিসম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহার আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না॥ ১৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেষান্তু কর্ম্মণাং কর্ত্তারং মাং মন্যসে পরমার্থতস্তেষামকর্ত্তৈবাহং যতঃ ন মামিতি। ন মাং তানি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেনাহঙ্কারাভাবাৎ, ন চ তেষাং কর্ম্মণাং ফলেষু মে স্পৃহা তৃষ্ণা, যেষান্তু সংসারিণাং অহং কর্ত্তেত্যভিমানঃ কর্ম্মসু স্পৃহা তৎফলেষু চ তান্ কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি যুক্তং, তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীত্যেবং যোঽন্যোঽপি মামাত্মত্বেনাভিজানাতি নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি স কর্ম্মভির্ন বধ্যতে তস্যাপি ন দেহাদ্যারম্ভকাণি কর্ম্মাণি ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

আনন্দগিরি।—ঈশ্বরস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বয়োর্ব্বস্তুতোঽভাবে কর্ম্মতৎফলসম্বন্ধবৈধুর্য্যং কলতীত্যাহ যেষাং ত্বিতি। কর্ম্মতৎফলসংস্পর্শশূন্যমীশ্বরং মাং পশ্যতো দর্শনানুরূপং ফলং দর্শয়তি ন মামিতি, তানি কর্ম্মাণীতি। যেষাং কর্ম্মণামহং কর্ত্তা ত্বয়াভিমতস্তানীতি যাবৎ। দেহেন্দ্রিয়াদ্যারম্ভকত্বেন তেষাং কর্ম্মণামীশ্বরে সংস্পর্শাভাবে তত্র তৎকারণাবস্থায়ামহঙ্কারাভাবং হেতুং করোতি অহঙ্কারাভাবাদিতি। কর্ম্মফলতৃষ্ণাভাবাচ্চেশ্বরং কর্ম্মাণি ন লিম্পন্তীত্যাহ ন চেতি। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি যেষাং ত্বিতি। তদভাবাৎ কর্ম্মস্বহং কর্ত্তেত্যভিমানস্য তৎফলেষু স্পৃহায়াশ্চাভাবাদিত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য কর্ম্মণি নির্লেপেঽপি ক্ষেত্রজ্ঞস্য কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যোত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে ইত্যেবমিতি। অভিজ্ঞানপ্রকারমভিনয়তি নাহমিতি। জ্ঞানফলং কথয়তি স কর্ম্মভিরিতি। কর্ম্মাসম্বন্ধং বিদুষি প্রদর্শয়তি তস্যাপীতি॥ ১৪॥

রামানুজ।—কথমিত্যত্রাহ ন মামিতি। যত ইমানি বিচিত্রসৃষ্ট্যাদীনি কর্ম্মাণি ন মাং লিম্পন্তি ন মাং সংবধ্নন্তি ন মৎপ্রযুক্তানীমানি দেবমনুষ্যাদি বৈচিত্র্যাণি সৃজ্যানাং পুণ্যপাপরূপকর্ম্মবিশেষ প্রযুক্তানীত্যর্থঃ। অত্র প্রাপ্তাপ্রাপ্তবিবেকেন বিচিত্রসৃষ্ট্যাদের্নাহং কর্ত্তা, যতশ্চ সৃষ্টাঃ ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সৃষ্টলব্ধকরণকলেবরাঃ সৃষ্টিলব্ধং ভোগ্যজাতং ফলসঙ্গাদিহেতুভিঃ স্বকর্ম্মানুগুণং ভুঞ্জতে, সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মফলেন চ তেষামেবং স্যাদিতি, ন মে স্পৃহা। তথাহি সূত্রকারঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ" ইতি। তথাহ ভগবান্ পরাশরঃ, "নিমিত্তমাত্রমেবায়ং সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারিণী ভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥ নিমিত্তমাত্রমুক্তেদং নান্যৎ কিঞ্চিদপেক্ষতে। নীয়তে তপতাং শ্রেষ্ঠ! স্বশক্ত্যা বস্তুবস্তুতাম্॥" ইতি সৃজ্যানাং দেবাদীনাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সৃষ্টেঃ কারণমাত্রমেবায়ং পরমপুরুষঃ, দেবাদিবৈচিত্র্যে তু প্রধানং কারণং, সৃজ্যভূতক্ষেত্রজ্ঞানাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তয় এব। অতো নিমিত্তমাত্রমুক্তা সৃষ্টেঃ কর্ত্তারং পরমপুরুষমুক্তা ইদং ক্ষেত্রজ্ঞবস্তু দেবাদিবিচিত্রভাবেনান্যদপেক্ষতে, স্বগতপ্রাচীনকর্ম্মশক্ত্যৈব হি দেবাদিবস্তুভাবমুপনীয়ত ইত্যর্থঃ। এবমুক্তেন প্রকারেণ সৃষ্ট্যাদেঃ কর্ত্তারমপ্যকর্ত্তারং সৃষ্ট্যাদিকর্ম্মফলসঙ্গরহিতঞ্চ যো মামভিজানাতি স কর্ম্মযোগারম্ভবিরোধিভিঃ ফলসঙ্গাদিহেতুভিঃ প্রাচীনকর্ম্মভির্ন বধ্যতে মুচ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ১৪॥

হনুমান্।—কর্ত্তৃত্বং কর্ম্মফলসম্বন্ধাৎ তবানীশ্বরত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন মামিতি। ন মাং কর্ম্মাণি যজ্ঞাদীনি লিম্পন্তি উপশ্লিষ্যন্তি দেহাদ্যারম্ভকত্বেন অহঙ্কারাভাবাৎ ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা অতো হেতোরকর্ত্তা আত্মজ্ঞানাদহং কর্ম্মভিরলিপ্ত ইত্যতোঽপি মাং পরমাত্মানং যোঽভিজানাত্যেব গচ্ছতি কর্ম্মভির্ন সম্বধ্যতে ন লিপ্যতে॥ ১৪॥

শ্রীধর।—তদেব দর্শয়ন্নাহ ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি নিরহঙ্কারত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্ম্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ, মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যং, যতঃ কর্ম্মলেপরাহিত্যেন মাং যোঽভিজানাতি সোঽপি কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিস্পৃহত্বাদিকং জানতস্তস্যাপ্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ॥ ১৪॥

বলদেব।—এতদ্বিশদয়তি ন মামিতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসর্গাদীনি মাং ন লিম্পন্তি বৈষম্যাদিদোষেণ জীবমেব লিপ্তং ন কুর্ব্বন্তি যত্তানি সৃজ্যজীবকর্ম্মপ্রযুক্তানি ন চ মৎপ্রযুক্তানি, ন চ সর্গাদিকর্ম্মফলে মম স্পৃহাস্ত্যতো ন লিম্পন্তীতি। ফলস্পৃহয়া যঃ কর্ম্মাণি করোতি স তৎফলৈর্লিপ্যতে। অহন্তু স্বরূপানন্দপূর্ণঃ প্রকৃতিবিলীনক্ষেত্রজ্ঞবুভুক্ষাভ্যুদিতদয়ঃ পর্জন্যবন্নিমিত্তমাত্রঃ সন্ তৎকর্ম্মাণি প্রবর্ত্তয়ামীতি। স্মৃতিশ্চ, "নিমিত্তমাত্রমেবাসৌ সৃজ্যানাং সর্গকর্ম্মণি। প্রধানকারণীভূতা যতো বৈ সৃজ্যশক্তয়ঃ॥" ইত্যাদ্যাঃ। সৃজ্যানাং দেবমানবাদিভাবভাজাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং সর্গক্রিয়ায়ামসৌ পরেশো নিমিত্তমাত্রমেব দেবাদিভাববৈচিত্র্যাং কারণীভূতাস্তু সৃজ্যানাং তেষাং প্রাচীনকর্ম্মশক্তয় এব ভবন্তীতি তদর্থঃ। এবমাহ সূত্রকৃৎ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন" ইত্যাদিনা। এবং জানন্তু

ফলমাহেতি মামিতি। ইত্থম্ভূতং মাং যোঽভিজানাতি স তদ্বিরোধিভিস্তৈঃকর্তুভিঃ প্রাচীনকর্ম্মভির্ন বধ্যতে তৈর্বিমুচ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—ন মামেতি। কর্ম্মাণি বিশ্বসর্গাদীনি মাং নিরহঙ্কারত্বেন কর্তৃত্বাভিমানহীনং ভগবন্তং ন লিম্পন্তি দেহারম্ভকত্বেন ন বধ্নন্তি এবং কর্তৃত্বং নিরাকৃত্য ভোক্তৃত্বং নিরাকরোতি ন মে মম আপ্তকামস্য কর্ম্মফলে স্পৃহা তৃষ্ণা"আপ্তকামস্য কা স্পৃহা"ইতি শ্রুতেঃ, কর্তৃত্বাভিমানফলস্পৃহাভ্যাং হি কর্ম্মাণি লিম্পন্তি তদভাবান্ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তীতি। এবং যোঽন্যোঽপি মামকর্ত্তারমভোক্তারঞ্চাত্মত্বেনাভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে, অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন মুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু কর্ত্তুরপি কথমকর্তৃত্বমিতি আহ ন মামিতি। কর্ম্মলেপোঽপি কুতো নাস্তীত্যত আহ ন মে ইতি। যঃ কর্তৃত্বাভিমানী স লিপ্যতে, যস্ত ফলেচ্ছুঃ স এবাত্মনঃ কর্তৃত্বং মন্যত ইতি ফলেচ্ছাভাবাদকর্ত্তা অকর্তৃত্বাচ্চ ন লিপ্যতেঽহং ইতি মাং যোঽভিজানাতি স কর্ম্মফলস্পৃহাত্যাগাৎ কর্ম্মভির্ন নিবধ্যতে ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নন্বেতত্তাবদাস্তাং সম্প্রতি ত্বং ক্ষত্রিয়কুলেঽবতীর্ণঃ ক্ষত্রিয়জাত্যুচিতানি কর্ম্মাণি প্রত্যহং করোষ্যেব তত্র কা বার্ত্তেত্যত আহ ন মামিতি। ন লিম্পন্তি জীবমিব ন লিপ্তীকুর্ব্বন্তি। নাপি জীবস্যেব কর্ম্মফলে স্বর্গাদৌ স্পৃহা, পরমেশ্বরত্বেন স্বানন্দপূর্ণত্বেঽপি লোকপ্রবর্ত্তনার্থমেব মে কর্ম্মাদিকরণমিতিভাবঃ। ইতি মামিতি যস্ত ন জানাতি স কর্ম্মভির্বধ্যতে ইতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকের ভাব এই শ্লোকে আরও বিশদীকৃত হইতেছে। ভগবান্ কর্তৃত্বাভিমানবিহীন, এজন্য কোন কর্ম্মেই তিনি আসক্ত নহেন। তাঁহার কর্ম্মজনিত ফললাভে কখনই লালসা নাই। যাঁহার অহঙ্কার ও অভিমান নাই, তাঁহার কোন কর্ম্মে আসক্তি বা তাহার ফলভোগার্থ স্পৃহা কখনই থাকিতে পারে না। তৈল ও জল একপাত্রস্থ হইলেও, উভয়েই যেমন স্বতন্ত্র থাকে, ভগবান্‌ও কর্ম্মের সহিত তদ্রূপ সংযুক্ত থাকিলেও, তিনি কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র জলে ভাসমান থাকিলেও, তাহা যেমন জলের প্রলেপযুক্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ হইলেও, তিনি কর্ম্ম-লেপ-রহিত। এই জন্যই তিনি বিশ্বের স্রষ্টা হইলেও, তদ্বিষয়ে উদাসীন; সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও, কর্তৃত্ববিহীন; সকল ব্যাপারের মূলস্বরূপ হইলেও, নিঃসম্পর্কিত। এই কারণেই ভগবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই ভাব সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছে, তাহার আর কর্ম্মবন্ধন থাকে না। যে মানব আমার এই অকর্তৃত্ব অভোক্তৃত্বাদি স্বভাব বিহিতরূপে

পরিজ্ঞাত হইয়াছে, সেও অহঙ্কার ও স্পৃহা শূন্য হইয়া জন্মমরণরূপ ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হয়। আমার প্রকৃতি উপলব্ধি করায় তাহারও আত্মজ্ঞান জন্মে, এবং আত্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তি তাহার আয়ত্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই যে বিচিত্র সৃষ্টি-ব্যাপার বিশ্বের চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। জীবগণ কৃত কার্য্যের ফলাফলে যেরূপ লিপ্ত হয়, সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মে কোনই স্পৃহা না থাকায়, আমাকে তাহা সেরূপ প্রলেপিত করিতে পারে না। এই দেবমনুষ্যাদি বৈচিত্র্য আমার দ্বারা সঙ্ঘটিত হয় নাই। স্ব স্ব পাপ ও পুণ্যানুসারে কেহ বা দেবতা, কেহ বা মনুষ্যরূপে জন্মলাভ করিতেছে। মনুষ্যের বিবেকের তারতম্যই তাহাদের উন্নতি বা অবনতির হেতুভূত; আমি তাহার কর্ত্তা নহি। সৃষ্ট ক্ষেত্রজ্ঞেরা অর্থাৎ দেহধারিগণ (ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের বিশেষ বৃত্তান্ত ত্রয়োদশ অধ্যায়ে থাকিবে) ইন্দ্রিয়যুক্ত কলেবর লাভ করিয়া, স্ব স্ব গুণকর্ম্মানুসারে আসক্তি সহকারে সৃষ্টিলব্ধ ভোগ্য সমুহ উপভোগ করে। আমি স্বরূপানন্দ পূর্ণ; সুতরাং স্পৃহা-বিবর্জ্জিত ভাবেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। মেঘ যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে অবনীমণ্ডল হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বারিবর্ষণ করে এবং সেই কার্য্যে মেঘ যেমন ইচ্ছা সহকারে বা কোন ফলকামনায় প্রবৃত্ত হয় না, আমিও তদ্রূপে এই বিশ্বরচনা ব্যাপারে নির্লিপ্তভাবে বিনিযুক্ত রহিয়াছি। জগতে যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, আমি তাহার কারণ নহি। আমার একের প্রতি দয়া, অপরের প্রতি ঘৃণা নাই। ভগবান্ বেদব্যাসও এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ পরাশরও বলিয়াছেন, সৃজ্যগণের সৃষ্টিব্যাপারে আমি কেবল নিমিত্তকারণ মাত্র। সকলেই স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে উন্নতি ও অবনতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব সৃজ্যগণের দেব-মনুষ্যাদি বিচিত্রতা বিষয়ে তাহাদের প্রাচীন কর্ম্মই একমাত্র কারণ; আমি পরমপুরুষ ও পরেশ, কেবল সৃষ্টিবিষয়ে নিমিত্তমাত্র; আমি সৃষ্টিব্যাপারের কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ তৎসম্বন্ধে অকর্ত্তা এবং কর্ম্মফলে সঙ্গহীন; এই রহস্য যিনি প্রণিধান করিতে সক্ষম, তিনি ফলাকাঙ্ক্ষাবিহীন এবং কর্ম্মযোগের প্রতিকূল ফলকামনাশূন্য হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্ম-ফলাদি নির্ম্মুক্ত হন এবং মোক্ষ লাভ করেন॥ ১৪॥

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

অন্বয়।—এবং (অহং ন কর্ম্মকর্ত্তা ন চ মে কর্ম্মফলে স্পৃহা অপিচ নিরহঙ্কারিত্ব-নিস্পৃহত্বভাবেনানুষ্ঠিতং কর্ম্মবন্ধকং ন ভবতীতি) জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বকালীনৈঃ জনকাদিভিরিত্তি যাবৎ) মুমুক্ষুভিঃ (মোক্ষার্থিভিঃ) অপি কর্ম্ম কৃতং তস্মাৎ (তদ্ধেতুনা) ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং (যুগান্তরেষ্বপি) কৃতং কর্ম্ম এব কুরু ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—এইরূপ জানিয়া পূর্ব্বকালীন মুক্তিকামীগণও কর্ম্ম করিয়াছেন; অতএব তুমি অতীতকালজাতগণের যুগান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কর ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আমি কর্ম্মের কর্ত্তা নহি এবং আমার কর্ম্মফলে স্পৃহাও নাই, এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জনকাদি পূর্ব্বকালীন মুক্তিলাভার্থিগণ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন; অতএব তুমিও সেই পূর্ব্বতন পুরুষগণের যুগান্তরে অনুষ্ঠিত কর্ম্মমার্গের অনুগামী হও ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহেতি এবমিতি। এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপাতিক্রান্তৈর্ম্মুমুক্ষুভিঃ কুরু তেন কর্ম্মৈব ত্বং ন তূষ্ণীমাসনং, নাপি সন্ন্যাসঃ কর্ত্তব্যস্তস্মাৎ ত্বং পূর্ব্বৈরপ্যনুষ্ঠিতত্বাদ্যদ্যনাত্মজ্ঞস্ত্বং তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্ববিচ্চেল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্বৈর্জ্জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং কৃতং নাধুনাতনং কৃতং নির্ব্বর্ত্তিতম্॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—তব কর্ম্মতৎফলসম্বন্ধাভাবে তথা জ্ঞানবতশ্চ তদসম্বন্ধে মমাপি কিং কর্ম্মণেত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণি কর্ত্তৃত্বাভিমানং তৎফলে স্পৃহাঞ্চাকৃত্বা মুমুক্ষুবৎ ত্বয়া কর্ম্ম কর্ত্তব্যমেবেত্যাহ নাহমিত্যাদিনা। এবমিতি নাহং কর্ত্তেত্যেবমাদি পরামৃশ্যতে, তেন পূর্ব্বৈর্ম্মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠিতত্বেন হেতুনেত্যর্থঃ। কর্ম্মৈবেত্যেবকারার্থমাহ নেত্যাদিনা। (ত্বংশব্দস্য ক্রিয়াপদেন সম্বন্ধঃ) তস্মাদিত্যুক্তমেব স্ফুটয়তি পূর্ব্বৈরিতি। যদুক্তং কিং মম কর্ম্মণেতি, তত্র ত্বমজ্ঞো বা তত্ত্ববিদ্বা যদ্যজ্ঞস্তদা চিত্তশুদ্ধ্যর্থং কুরু কর্ম্মেত্যাহ যদীতি দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। কুরু কর্ম্মেতি সম্বন্ধঃ। পূর্ব্বৈর্য্যৈরাচরিতমিত্যেতাবতা কিমিতি বিবেকবতা ময়া তৎকর্ত্তব্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ জনকাদিভিরিতি। তে তদৈব সম্পাদ্য কর্ম্ম কৃতবন্তো ন তদিদানীমপ্রামাণিকত্বাদনুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বতরমিতি ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—এবমিতি। এবং মাং জ্ঞাত্বাপি বিমুক্তপাপৈঃ পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিরুক্ত

লক্ষণং কর্ম্ম কৃতং, তস্মাৎ ত্বমুক্তপ্রকারঃ মদ্বিষয়জ্ঞানবিধূতপাপঃ। পূর্ব্বৈর্ব্বিবস্বন্মন্বাদিভিঃ কৃতং পূর্ব্বতরং পুরাতনং তদানীমেব ময়োক্তং বক্ষ্যমাণাকারং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

হনূমান্।—এবং জ্ঞাত্বেতি। অহমেবেশ্বরঃ কর্ম্মণঃ স্রষ্টা অহমেব চ কর্ত্তেতি জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বপুরুষৈঃ পূর্ব্বতরমেব কৃতং কর্ম্ম ত্বং তস্মাদেব হেতোঃ কুরু ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—"যে যথা মাম্" ইত্যাদিচতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিকমীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্ব্বোক্তমেব কর্ম্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহিত্যেন কৃতং কর্ম্মবন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈর্জ্জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং পূর্ব্বতরং যুগান্তরেষপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্ম্মৈব কুরু ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—এবমিতি। মামেবং জ্ঞাত্বা তদনুসারিভির্মচ্ছিষ্যৈঃ পূর্ব্বৈর্বিবস্বদাদিভি-র্মুমুক্ষুভির্নিষ্কামং কর্ম্ম কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্মৈব তৎ কুরু ন তু কর্ম্মসন্ন্যাসম্। অশুদ্ধ-চিত্তশ্চেজ্জ্ঞানগর্ভায়ৈ চিত্তশুদ্ধ্যৈ শুদ্ধচিত্তশ্চেল্লোকসংগ্রহায়েত্যর্থঃ। কীদৃশং পূর্ব্বৈস্তৈঃ কৃতং পূর্ব্বতরমতিপ্রাচীনম্ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—এবমিতি। যতো নাহং কর্ত্তা ন মে কর্ম্মফলস্পৃহেতি জ্ঞানাৎ কর্ম্মভির্ন বধ্যতে, অত এবমাত্মনোঽকর্ত্তৃঃ কর্ম্মালেপং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরতিক্রান্তৈরপি অস্মিন্ যুগে যযাতিযদুপ্রভৃতিভির্মুমুক্ষুভিঃ, তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্মৈব কুরু ন তূষ্ণীমাসনং নাপি সন্ন্যাসম্, যদি অতত্ত্ববিৎ তদাত্মশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্ববিৎ চেল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্বৈঃ জনকাদিভিঃ পূর্ব্বতরং অতি-পূর্ব্বং যুগান্তরেঽপি কৃতং, এতেনাস্মিন্ যুগে অন্যযুগে চ পূর্ব্বপূর্ব্বতরৈঃ কৃতত্বাদবশ্যং ত্বয়া কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি দর্শয়তি ॥ ১৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেব শিষ্টাচারপ্রদর্শনপূর্ব্বকং গ্রাহয়তি এবং জ্ঞাত্বেতি। পূর্ব্বতরং বেদোক্তত্বাৎ, নত্বধুনা কেনচিৎ কল্পিতমিত্যর্থঃ, পূর্ব্বতরং প্রথমতরং কৃতং অত্যাবশ্য-কত্বাদিতি বার্থঃ ॥ ১৫ ॥

বিশ্বনাথ।—এবমিতি। এবং এবম্ভূতমেব মাং জ্ঞাত্বা পূর্ব্বৈ জনকাদিভিরপি লোক-প্রবর্ত্তনার্থমেব কর্ম্ম কৃতম্ ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব দুই শ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, তিনি কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা এবং তাঁহার কর্ম্ম-ফল লাভার্থ কোনই স্পৃহা নাই। আর একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ এই শ্লোকচতুষ্টয়ে ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তাঁহার বিচার-বৈষম্য নাই এবং তাঁহার কোথায় অনুগ্রহ বা কোথায় নিগ্রহ নাই। তাঁহার এই ভাব সম্যক্‌রূপে হৃদ্গত করিলে যে প্রভূত কল্যাণ নিশ্চয়ই সাধিত হইয়া থাকে, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শন-ব্যপদেশে, প্রসঙ্গতঃ পূর্ব্বকথিত কর্ম্মযোগের মাহাত্ম্য পুনরায় কীর্ত্তন করিতেছেন এবং অর্জ্জুনের স্মৃতিপথে তাহা সমুদিত করাইয়া দিতে-

ছেন। এইরূপে আত্মাকে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ববিহীন এবং কর্ম্ম-প্রলেপ-বিরহিত জানিয়া এই দ্বাপর যুগে যযাতি (২৪৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য), যদু প্রভৃতি রাজগণ এবং তৎপূর্ব্বেও জনকাদি মুক্তিলাভেচ্ছুগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাঁহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া, তোমারও কর্ম্ম সম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা বা নিষ্ক্রিয় ও নির্ব্বাক্ হওয়া, অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কখনই শোভা পায় না। অতত্ত্ববিদেরা চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত এবং তত্ত্ববিদেরা লোকহিতার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। এইরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি ইদানীন্তন কালে প্রবর্ত্তিত হয় নাই; ইহা যুগ-যুগান্তর অতিক্রম করিয়া সৃষ্টির আদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। অতএব তোমার পক্ষেও প্রথমে এইরূপ কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। এইরূপে আমাকে জানিয়া এবং তজ্জন্য পাপ-পরিহীন হইয়া পূর্ব্বকালেও মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বোক্ত লক্ষণ কর্ম্মানুষ্ঠিত হইয়াছে। অতএব তুমি উক্ত প্রকার মদ্বিষয়-পরিজ্ঞান-জনিত বিধৌত-পাপ হইয়া বৈবস্বত মনু প্রভৃতির অনুষ্ঠিত এবং তদানীন্তন কালে মদ্বিবৃত বক্ষ্যমাণরূপ কর্ম্মই কর ॥ ১৫ ॥



কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

অন্বয়।— কিং কর্ম্ম (কর্ত্তব্যং) কিং অকর্ম্ম (অকর্ত্তব্যং) ইতি অত্র (অস্মিন্ অর্থে) কবয়ঃ (মেধাবিনঃ) অপি মোহিতাঃ (দুরবগম্যত্বাৎ নির্ণয়িতুং মোহং গতাঃ) তৎ (তস্মাৎ) তে (তুভ্যং) কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি (সন্দেহোচ্ছেদেন কথয়িষ্যামি) যৎ জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) অশুভাৎ (সংসারাৎ) মোক্ষ্যসে (মুক্তঃ ভবিষ্যসি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এই বিষয়ে বিবেকীগণও মোহাচ্ছন্ন হন; তজ্জন্য তোমাকে কর্ম্ম বলিব, যাহা জানিয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—কোন্‌টী কর্ম্মপদবাচ্য এবং কোন্‌টী অকর্ম্মপদবাচ্য

ইহা নির্ণয় করা এতই সুকঠিন যে, বিবেকসম্পন্ন জনেরাও তদ্বিষয়ে মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। অতএব আমি তোমার নিকট কর্ম্ম-সম্বন্ধে এরূপ নিঃসন্দিগ্ধ উপদেশ প্রদান করিব যে, তাহার পরিজ্ঞান হইলে তুমি অকল্যাণ-জনক সংসার-বন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করিবে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র কর্ম্ম চেৎ কর্ত্তব্যং ত্বদ্বচনাদেব করোম্যহং কিং বিশেষিতেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যুচ্যতে যস্মান্মহদ্বৈষম্যং কর্ম্মাকর্ম্মণি কথং কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কিঞ্চাকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপি, অত্রাস্মিন্ কর্ম্মাদিবিষয়ে মোহিতাঃ মোহং গতাঃ, অতস্তে তুভ্যমহং কর্ম্মাকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি যৎ জ্ঞাত্বা বিদিত্বা কর্ম্মাদি, মোক্ষ্যসে অশুভাৎ সংসারাৎ। ন চৈবং ত্বয়া মন্তব্যং কর্ম্ম নাম দেহাদিচেষ্টা, লোকপ্রসিদ্ধমকর্ম্ম নাম তদক্রিয়া তূষ্ণীমাসনং কিং তত্র বোদ্ধব্যমিতি ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মবিশেষণমাক্ষিপতি তত্রেতি। মনুষ্যলোকঃ সপ্তম্যর্থঃ। কর্ম্মণি মহতো বৈষম্যস্য বিদ্যমানত্বাৎ তস্য পূর্ব্বৈরনুষ্ঠিতত্বেন পূর্ব্বতনত্বেন চ বিশেষিতত্বে তস্মিন্ প্রবৃত্তিস্তব সুকরেতি যুক্তং বিশেষণমিতি পরিহরতি উচ্যত ইতি। কর্ম্মণি দেহাদিচেষ্টারূপে লোকপ্রসিদ্ধে নাস্তি বৈষম্যমিতি শঙ্কতে কথমিতি। বিজ্ঞানবতামপি কর্ম্মাদিবিষয়ে ব্যামোহোপপত্তেঃ সুতরামেব তব তদ্বিষয়ে ব্যামোহসম্ভবাত্তদপোহার্থমাপ্ত বাক্যাপেক্ষণাদস্তি কর্ম্মণি বৈষম্যমিত্যুত্তরমাহ কিং কর্ম্মেতি। (ততে কর্ম্মেত্যত্রাকারানু-বন্ধেনাপি পদং ছেত্তব্যম্) কর্ম্মাদিপ্রবচনস্য প্রয়োজনমাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি। তৎকর্ম্মাকর্ম্ম চেতি সম্বন্ধঃ, অতো মেধাবিনোঽপি যথোক্তে বিষয়ে ব্যামোহস্য সত্ত্বাদিত্যর্থঃ। কর্ম্মণো-ঽকর্ম্মণশ্চ প্রসিদ্ধত্বাৎ তদ্বিষয়ে ন কিঞ্চিদ্বোদ্ধব্যমিতি চোদ্যমনূদ্য নিরস্যতি ন চেতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—বক্ষ্যমাণস্য কর্ম্মণো দুর্জ্ঞানতামাহ কিং কর্ম্মেতি। মুমুক্ষুণামনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিং স্বরূপং. অকর্ম্ম চ কিং ফলাভিসন্ধিরহিতং ভগবদারাধনরূপং কর্ম্ম, অকর্ম্মেতি কর্ত্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যজ্ঞানমুচ্যতে। অনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিং স্বরূপমিত্যর্থঃ, অত্র কবয়ো বিদ্বাংসোঽপি মোহিতা যথার্থতয়া ন জানন্তি। এবমন্তর্গতজ্ঞানং যৎ কর্ম্ম তৎ তে প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বানুষ্ঠায়াশুভাৎ সংসারবন্ধান্মোক্ষ্যসে ॥ ১৬ ॥

হনূমান্।—অধ্যাত্মজ্ঞানেন কর্ম্মফলং প্রাপ্তং মন্যমানঃ স্বয়মেব কর্ম্মণ আধ্যাত্মিক-স্বরূপাবিষ্করণার্থমাহ কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি। কর্ম্মাকর্ম্মস্বরূপমজানন্তঃ কবয়োঽপি মোহিতা মূঢ়াঃ তত্তত্তৎ তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যৎ কর্ম্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারাৎ বিমোক্ষ্যসে ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—তচ্চ তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্য্য কর্ত্তব্যং ন লোকপরম্পরামাত্রেণেত্যাহ

কিং কর্ম্মেতি। কিং কর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্ম করণং কিমকর্ম্ম কীদৃশং কর্ম্মাকরণং, ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, যতো যজ্জ্ঞাত্বা যদনুষ্ঠায়াশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্ম্মাকর্ম্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি তচ্ছৃণু॥ ১৬॥

বলদেব।—নন্থ কিংকর্ম্মবিষয়কঃ কশ্চিৎ সন্দেহোঽপ্যস্তি যতঃ পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যতিনির্ব্বন্ধাদ্‌ব্রবীষীতি চেদস্ত্যেবেত্যাহ কিং কর্ম্মেতি। মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠেয়ং কর্ম্ম কিং রূপং স্যাদকর্ম্ম চ কর্ম্মান্যৎ তদন্তর্গতং জ্ঞানঞ্চ কিংরূপমিত্যর্থঃ, তদন্যত্বে এনঞ্চ। অত্রার্থে কবয়ো ধীমন্তোঽপি মোহিতাস্তদ্‌ যাথাত্ম্যনির্ণয়াসামর্থ্যান্মোহং প্রাপুঃ। অহং সর্ব্বেশঃ সর্ব্বজ্ঞস্তে তুভ্যং তৎ কর্ম্ম অকারপ্রশ্লেষাদকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বানুষ্ঠায় প্রাপ্য চাশুভাৎ সংসারাৎ মোক্ষ্যসে॥ ১৬॥

মধুসূদন।—নন্থ কর্ম্মবিষয়ে কিং কশ্চিৎ সংশয়োঽপ্যস্তি, যেন পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতমিত্যতিনির্ব্বধ্নাসি অস্ত্যেবেত্যাহ কর্ম্মেতি। নৌস্থস্য নিষ্ক্রিয়েষ্বপি তটস্থবৃক্ষেষু গমনভ্রম-দর্শনাৎ, তথাদূরাচ্চক্ষুঃ (র) সন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎস্বপি পুরুষেষ্বগমনভ্রমদর্শনাৎ পরমার্থতঃ কিং কর্ম্ম কিংবা পরমার্থতোঽকর্ম্মেতি কবয়ো মেধাবিনোঽপ্যত্রাস্মিন্‌ বিষয়ে মোহিতা মোহং নির্ণয়াসামর্থ্যং প্রাপ্তাঃ অত্যন্তদুর্নিরূপ্যত্বাদিত্যর্থঃ, তত্তস্মাৎ তে তুভ্যমহং কর্ম্ম অকার-প্রশ্লেষেণ চ্ছেদাদকর্ম্ম চ প্রবক্ষ্যামি প্রকর্ষেণ সন্দেহোচ্ছেদেন বক্ষ্যামি, যৎকর্ম্মাকর্ম্মস্বরূপং জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসে মুক্তো ভবিষ্যস্যশুভাৎ সংসারাৎ॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—আবশ্যকত্বেঽপি কর্ম্মণো ন গতানুগতিকতয়ানুষ্ঠানং কর্ত্তব্যং, কিন্তু জ্ঞাত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি বচনাৎ কর্ম্মাশ্রিতং কিঞ্চিদ্বিশেষং জ্ঞাপয়িতুম্‌ উপোদ্ঘাতয়তি কিং কর্ম্মেতি। যতঃ কর্ম্মাকর্ম্মণী কবীনামপি দুর্নিরূপ্যে তৎ তস্মাৎ তে তুভ্যং কর্ম্ম অকর্ম্ম চ অকারপ্রশ্লেষেণ গ্রাহ্যম্‌, উভে প্রবক্ষ্যামি যৎ স্বয়ং জ্ঞাত্বা অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষ্যসে॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ কর্ম্মাপি ন গতানুগতিকন্যায়েনৈব কেবলং বিবেকিনা কর্ত্তব্যং কিন্তু তস্য প্রকারবিশেষং জ্ঞাত্বৈব ইত্যতস্তস্য প্রথমং দুর্জ্জ্ঞেয়ত্বমাহ॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন যদি আশঙ্কা করেন যে, কর্ম্ম-বিষয়ে হয়ত কোন-প্রকার সংশয় আছে; নচেৎ তাহার প্রাচীনত্ব ও সনাতনত্ব বিষয়ে ভগবান্‌ "পূর্ব্বৈঃ, পূর্ব্বতরং কৃতম্‌" প্রভৃতি বাক্যে সমর্থন কেন করিতেছেন? বস্তুতঃই কর্ম্মতত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্জ্ঞেয়। অতঃপর সেই দুরবগম্য কর্ম্মবৃত্তান্ত শ্লোকত্রয়ে বিবৃত হইতেছে। অর্জ্জুন এরূপও বলিতে পারেন যে, "হে পুরুষোত্তম! কর্ম্ম অবশ্যকরণীয় বলিয়া যখন তুমি নির্দ্দেশ করিতেছ, তখন তোমার বাক্যই যথেষ্ট জ্ঞান করিয়া, আমি অবশ্যই তাহার অনুষ্ঠান করিব। এরূপ স্থলে তোমার "পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্‌" এই বাক্য শ্রবণে আমার আশঙ্কা হইতেছে যে, হয়ত কর্ম্ম ও অকর্ম্ম-সম্বন্ধে অতিশয় মতবৈষম্য আছে। কৃপা করিয়া আমার

নিকট সেই বৈষম্য ব্যক্ত করুন।" এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কর্ম্মনির্ণয় যে নিরতিশয় সুকঠিন ব্যাপার তাহাই প্রথমে সমর্থিত হইতেছে।

কেবল যে লোক-পরম্পরাক্রমে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে এবং বৈবস্বত মনু প্রভৃতি মহাজনেরা ভগবানের উপদেশক্রমে কর্ম্ম-যোগ পরিপালন করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার দুরবগম্য তত্ত্ব হৃদ্‌গত হইবে এমন নহে। যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ ও কর্ম্ম-যোগের মর্ম্মজ্ঞ, তাঁহাদের সহিত বিচার করিয়া ও তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মাকর্ম্ম বিনির্ণয় করা আবশ্যক। মনুষ্য নিতান্ত ভ্রম-পরায়ণ। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লৌকিক ব্যাপারে তাহাদের বিজাতীয় ভ্রম ঘটিয়া থাকে। নৌকারূঢ় ব্যক্তিগণ জানে যে, তীরস্থিত বৃক্ষাদি অচল ও নিষ্ক্রিয়; তথাপি তাহাদের ভ্রম হয় যে, সেই বৃক্ষাদি গমন করিতেছে, এবং আপনারা অগ্রসর হইলেও, ভ্রমপ্রযুক্ত বোধ হয়, যেন একস্থানেই স্থির হইয়া রহিয়াছে। চির-পরিজ্ঞাত বিষয়েও মনুষ্যের এতাদৃশ ভ্রম যখন সাধারণ, তখন এরূপ দুরবগম্য রহস্যজালে বিজড়িত কর্ম্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ে যে তাহারা ভ্রমাচ্ছন্ন হইবে, তাহাতে কিছুই বিচিত্রতা নাই। প্রত্যুত যাঁহাদের হৃদয় বিবেকবলে বলীয়ান্, যাঁহারা মেধাবী, তাঁহারাও কর্ম্মবিনির্ণয়ে অক্ষমতা হেতু মোহাচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। অতএব হে অর্জ্জুন! আমি এক্ষণে তোমার যাবতীয় সন্দেহ অপনোদিত করিয়া, এই কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে পরিব্যক্ত করিতেছি; তুমি অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর। এই কর্ম্মাকর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলে, তুমি সংসাররূপ দারুণ অশুভ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিবে। বারবার ইহ-সংসারে শরীর ধারণ করিয়া গমনাগমন যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণার হেতুভূত। শ্রীভগবানের শ্রীবদনবিনিঃসৃত উপদেশ শ্রবণে শত জন্মের পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও যদি কর্ম্মাকর্ম্মজ্ঞানসম্পন্ন হইয়া বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে, সেও সংসারবন্ধনবিনির্ম্মুক্ত হইয়া এবং মোক্ষপদ লাভ করিয়া ধন্য ও চরিতার্থ হয়। সাধারণতঃ লোক-সমাজে দেহাদি চেষ্টাকে কর্ম্ম এবং তদ্বিরোধী তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থিতিকে অকর্ম্ম বলে; কর্ম্মাকর্ম্মের এই প্রসিদ্ধার্থ ভ্রমাচ্ছন্ন; তোমার ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত মহদ্ব্যক্তির তাদৃশ অলীক অর্থ গ্রহণ করা কখনই বিধেয় নহে। এইরূপ বিবেচনায় শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে নর্ম্ম-সখার সন্দেহ-ছেদনে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১৬ ॥

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥ ১৭॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) কর্ম্মণঃ (শাস্ত্রবিহিতস্য ব্যাপারস্য) অপি বোদ্ধব্যং বিকর্ম্মণঃ (শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধাবিহিতব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যং অকর্ম্মণঃ (তূষ্ণীম্ভাবরূপাবিহিতব্যাপারস্য) চ বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যম্) [তত্ত্বং অস্তি] কর্ম্মণঃ (কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাম্) গতিঃ (স্বরূপতত্ত্বম্) গহনা (দুর্জ্ঞেয়া)॥ ১৭॥

প্রতিশব্দ।—যেহেতু কর্ম্মেরও বেদিতব্য বিকর্ম্মেরও বেদিতব্য এবং অকর্ম্মের বেদিতব্য [তত্ত্ব আছে] কর্ম্মসমূহের যথার্থতত্ত্ব দুর্ব্বিজ্ঞেয়॥ ১৭॥

ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম, শাস্ত্রনিষিদ্ধ বিকর্ম্ম এবং তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্ম এই তিনেরই সম্যক্ তত্ত্ব অবশ্য জ্ঞাতব্য; কারণ তৎসমস্তের নিগূঢ় ভাব নিরতিশয় দুর্জ্ঞেয়॥ ১৭॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ? উচ্যতে কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য হি যস্মাৎ অপ্যস্তি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চাস্ত্যেব বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য, তথা অকর্ম্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য বোদ্ধব্যমস্তীতি ত্রিষপ্যধ্যাহারঃ কর্ত্তব্যো যস্মাৎ গহনা বিষমা দুর্জ্ঞেয়া, কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাদীনাং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতির্যাথাত্ম্যং তত্ত্বমিত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আনন্দগিরি।—তত্র হেত্বাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমনন্তরং শ্লোকমবতারয়তি কস্মাদিতি। ত্রিষপি কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মসু বোদ্ধব্যমস্তীতি যস্মাদধ্যাহারস্তস্মাদস্মদীয়ং প্রবচনমর্থবদিতি যোজনা। বোদ্ধব্যসদ্ভাবে হেতুমাহ যস্মাদিতি। ত্রিতয়ং প্রকৃত্যান্যতমস্য গহনত্ববচনম-যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যান্যতমগহনত্বোপলক্ষণার্থত্বমুপেত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ কর্ম্মাদীনামিতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—কর্ত্তব্যং কর্ম্মজ্ঞানং হ্যনুষ্ঠানফলং কুতোঽস্য দুর্জ্ঞানতেত্যত আহ কর্ম্মণ ইতি। যস্মান্মোক্ষসাধনভূতে কর্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমস্তি বিকর্ম্মণি চ নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মরূপেণ তৎসাধনদ্রব্যার্জ্জনাদ্যাকারেণ বিবিধতামাপন্নং কর্ম্ম বিকর্ম্ম অকর্ম্ম তস্মিন্নকর্ম্মণি জ্ঞানে চ বোদ্ধব্যমস্তি। গহনা দুর্জ্ঞানা মুমুক্ষোঃ কর্ম্মণো গতিঃ, বিকর্ম্মণি চ বোদ্ধব্যং নিত্যনৈমিত্তিককাম্যদ্রব্যার্জ্জনাদৌ কর্ম্মণি ফলভেদকৃতং ত্রৈবিধ্যং, পরিত্যজ্য মোক্ষৈকফলতয়ৈকশাস্ত্রার্থত্বানুসন্ধানং তদেতদ্ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেত্য-ত্রৈবোক্তমিতি নেহ প্রপঞ্চ্যতে॥ ১৭॥

হনুমান্‌।—কর্ম্ম নাম শরীরেন্দ্রিয়ব্যাপারঃ তদভাবশ্চাকর্ম্ম, কথমত্র কবয়োঽপি মোহিতা ইতি চেদুচ্যতে কর্ম্মণো হীতি। কর্ম্মণোঽপি বোদ্ধব্যং শরীরেন্দ্রিয়ব্যাপার (স্য) নিরত্যয়ং বোদ্ধব্যং কিঞ্চিদস্তি, তথা বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্যাপি বোদ্ধব্যং প্রতিষেধ্যরূপমস্তু, তথা অকর্ম্মণঃ কর্ম্মাভাবস্যাপি বোদ্ধব্যং রূপমস্তি যত্তৎকর্ম্মণো গতির্গহনা দুর্ব্বোধা ॥ ১৭ ॥

শ্রীধর।—নহু লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম্ম দেহাদিব্যাপারাত্মকং, অকর্ম্ম চ তদব্যাপারাত্মকং অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি তত্রাহ কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব, অকর্ম্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্ম্মণো নিষিদ্ধব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্ম্মণো গতির্গহনা, কর্ম্ম ইত্যুপলক্ষণার্থং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং তত্ত্বং দুর্ব্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

বলদেব।—নহু কবয়োঽপি কথং মোহং প্রাপুরিতি চেত্তত্রাহ কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণো নিষ্কামস্য মুমুক্ষুভিরনুষ্ঠাতব্যস্য স্বরূপং বোদ্ধব্যম্, বিকর্ম্মণো জ্ঞানবিরুদ্ধস্য কাম্যকর্ম্মণঃ স্বরূপং বোদ্ধব্যম্, অকর্ম্মণশ্চ কর্ম্মভিন্নস্যাজ্ঞানস্য চ স্বরূপং বোদ্ধব্যম্। তত্তৎস্বরূপবিদ্ভিঃ সার্দ্ধং বিচার্য্যমিত্যর্থঃ। কর্ম্মণোঽকর্ম্মণশ্চ গতির্গহনা দুর্গমা, অতঃ কবয়োঽপি তত্র মোহিতাঃ ॥ ১৭ ॥

মধুসূদন।—নহু সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বাদহমেবৈতজ্জানামি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারঃ কর্ম্ম, তূষ্ণীমাসনমকর্ম্মেতি, তত্র কিন্ত্বয়া বক্তব্যমিতি তত্রাহ কর্ম্মণো হীতি। হি যস্মাৎ কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য অকর্ম্মণশ্চ তূষ্ণীম্ভাবস্য অত্র বাক্যত্রয়েঽপি তত্ত্বমস্তীত্যধ্যাহারঃ, যস্মাৎ গহনা দুর্জ্ঞানা কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতিস্তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতজ্জ্ঞানমাবশ্যকমিত্যাহ কর্ম্মণ ইতি। তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তীতি স্থলত্রয়েঽপি তত্ত্বমস্তীতি পদদ্বয়াধ্যাহারঃ। কর্ম্মণঃ শাস্ত্রবিহিতস্য, বিকর্ম্মণঃ প্রতিষিদ্ধস্য, অকর্ম্মণস্তূষ্ণীম্ভাবস্য। গহনা কর্ম্মণ ইত্যত্র কর্ম্মণ ইতি ত্রিতয়োপলক্ষণং কর্ম্মবিকর্ম্মাকর্ম্মণাং গতির্যাথাত্ম্যতত্ত্বং গহনম্ ॥ ১৭ ॥

বিশ্বনাথ।—নহু বন্ধকত্বাৎ নিকৃষ্টস্য কর্ম্মণো জ্ঞানেন কবীনাং কিং প্রয়োজনং তত্রাহ কর্ম্মণ ইতি। কর্ম্মণস্তত্ত্বং কীদৃশং কর্ম্মবন্ধকং ভবতীতি বোদ্ধব্যং বোদ্ধুমর্হমেব, তথৈব বিকর্ম্মণো নিষিদ্ধাচরণস্যাপি কীদৃশং নিষিদ্ধাচরণং দুর্গতিপ্রাপকমিতি তত্ত্বম্, তথা অকর্ম্মণঃ কর্ম্মাকরণস্যাপি সন্ন্যাসিনঃ কীদৃশং কর্ম্মাকরণং শুভদমিতি অন্যথা নিশ্রেয়সং কথং হস্তগতং স্যাদিতি ভাবঃ। কর্ম্মণ ইত্যুপলক্ষণং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং গতিস্তত্ত্বং গহনা দুর্গমা ॥১৭॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মাকর্ম্মের লোকপ্রসিদ্ধ অর্থ কেন গ্রহণীয় নহে এবং কেনই বা মেধাবী জনেরাও কর্ম্মতত্ত্ব বিনির্ণয়ে অক্ষম, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। লোকে যে দেহেন্দ্রিয়াদির চেষ্টাকেই কর্ম্ম বলে,

বাস্তবিক তাহা কর্ম্ম নহে, শাস্ত্রবিহিত ব্যাপারই কর্ম্ম, শাস্ত্রবিরোধী ব্যাপারই বিকর্ম্ম; এবং তূষ্ণীম্ভাবরূপ কর্ম্মসন্ন্যাসই অকর্ম্ম; অতএব কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিনেরই প্রকৃততথ্য প্রকৃষ্টরূপেই পরিজ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কর্ম্মাকর্ম্মের তত্ত্ব অবগত না হইলে, বিহিত ব্যাপারের অনুষ্ঠান কখনই সম্ভব নহে। এই কর্ম্মাকর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়, অতএব সবিশেষ সাবধানতা সহকারে কর্ম্মাকর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদ্গত করা আবশ্যক। সাধারণের স্থূল বিচারে কর্ম্মাকর্ম্ম সম্বন্ধে যে মীমাংসা স্থিরীকৃত রহিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমাত্মক। যে তত্ত্ব বিনির্ণয়ে মেধাবীগণও অকৃতকার্য্য হন, অজ্ঞ জনসাধারণ যে, সহজে তাহার তত্ত্ব-পরিজ্ঞানে সমর্থ হইবে, ইহা কখনই সম্ভব নহে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কর্ম্মের তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়; এই জন্যই মুমুক্ষুগণের পক্ষে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের তত্ত্ব নির্ণয় করা নিতান্ত আবশ্যক। শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মই মোক্ষের হেতুভূত; শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বিকর্ম্ম দুর্গতি-বিধায়ক, এবং সর্ব্ব-কর্ম্ম সন্ন্যাসরূপ অকর্ম্মও নিঃশ্রেয়স সাধনের প্রতিকূল। কর্ম্মের এই বিভাগত্রয়ের উল্লিখিতরূপ স্বরূপ পরিজ্ঞানই তাহার তত্ত্ব-জ্ঞান। কর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যভেদে ত্রিবিধ। এতত্ত্রয়ের মধ্যে যাহা মোক্ষ-বিধায়ক, শাস্ত্রার্থ-পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক কেবল তাহারই যে অনুসন্ধান প্রবৃত্তি তাহাই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। সেই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একা, ইহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে (২ অ, ৪১ শ্লোক দেখুন) মূলে "কর্ম্মণো গহণা গতিঃ" এই বাক্য মধ্যস্থ 'কর্ম্মণঃ' শব্দে কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই তিনই উপলক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। নিষ্কামভাবে মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই কর্ম্ম। যাহা জ্ঞানবিরুদ্ধ ও কামনা সহকারে অনুষ্ঠিত, তাহাই বিকর্ম্ম এবং কর্ম্মবিহীন যে জ্ঞান তাহাই অকর্ম্ম। এ তিনেরই স্বরূপ বোদ্ধব্য। যাঁহারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্বরূপবিৎ, তাঁহাদের সহিত বিচার দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাদের স্বরূপ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই কবিজনেরাও তন্নিরূপণে অক্ষম হন॥ ১৭॥

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥১৮॥

অন্বয়।—যঃ কর্ম্মণি (দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে) অকর্ম্ম (কর্ম্মাভাবং) অকর্ম্মণি (কর্ম্মসন্ন্যাসে) চ কর্ম্ম (কর্ম্মবৎ) পশ্যেৎ মনুষ্যেষু সঃ বুদ্ধিমান্ (পণ্ডিতঃ) সঃ কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ (সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠাতা) যুক্তঃ (সমাধিস্থঃ যোগী এবেত্যর্থঃ) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।— যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, মানবমধ্যে তিনি পণ্ডিত, তিনি সর্ব্বকর্ম্মনিরত যোগী ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি দেহাদি চেষ্টা রূপ কর্ম্মমধ্যেও কর্ম্মহীনতা এবং কর্ম্মাভাবেও কর্ম্মের বিদ্যমানতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম, মানবজাতির মধ্যে তিনিই পণ্ডিত; তাদৃশ ব্যক্তি আহার বিহারাদি যাবতীয় সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিলেও, বস্তুতঃ যোগী পুরুষের ন্যায় সর্ব্বব্যাপারে নির্লিপ্ত ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিং পুনস্তত্ত্বং কর্ম্মাদের্যদ্বোদ্ধব্যং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতমুচ্যতে কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি কর্ম্ম ক্রিয়ত ইতি ব্যাপারমাত্রং তস্মিন্ কর্ম্মণি, অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্মাভাবে কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাৎ প্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যোর্ব্বস্তুপ্রাপ্যৈব হি সর্ব্ব এব ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারোঽবিদ্যাভূমাবেব কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ যঃ পশ্যতি স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তোযোগী চ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সমস্তকর্ম্মকৃচ্চ, স ইতি স্তূয়তে, কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরেতরদর্শী। নন্ু কিমিদং বিরুদ্ধমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যকর্ম্মণি চ কর্ম্মেতি, ন হি কর্ম্মাকর্ম্ম স্যাদকর্ম্ম বা কর্ম্ম, তত্র বিরুদ্ধং কথং পশ্যেৎ দ্রষ্টা। নন্বকর্ম্মৈব পরমার্থতঃ সৎকর্ম্মবদবভাসতে মূঢ়দৃষ্টের্লোকস্য, তথা কর্ম্মৈবাকর্ম্মবৎ, তত্র যথাভূতদর্শনার্থমাহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি, অতো ন বিরুদ্ধং বুদ্ধিমত্ত্বাদ্যুপপত্তেশ্চ, বোদ্ধব্যমিতি চ যথাভূতং দর্শনমুচ্যতে, ন চ বিপরীতজ্ঞানাদশুভামোক্ষণং স্যাৎ, যৎ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি চোক্তং, তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণী বিপর্য্যয়েণ গৃহীতে প্রাণিভিস্তদ্বিপর্য্যয় গ্রহণনিবৃত্ত্যর্থং ভগবতো বচনং কর্ম্মণ্যকর্ম্ম য ইত্যাদি, ন চাত্র কর্ম্মাধিকরণমকর্ম্মাস্তি কুণ্ডে বদরাণীব, নাপ্যকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্মাস্তি কর্ম্মাভাবত্বাদকর্ম্মণোঽতো বিপরীতে গৃহীতে এব কর্ম্মাকর্ম্মণী লৌকিকৈঃ, যথা মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকং শুক্তিকায়াং বা রজতম্। নন্ু কর্ম্ম কর্ম্মৈব সর্ব্বেষাং ন কচিৎ ব্যভিচরতি, তত্র নৌস্থস্য নাবি গচ্ছন্ত্যাং তটস্থেষগতিকেষু নগেষু প্রতিকূলগতিদর্শনাৎ দূরেষু চক্ষুষোঽসন্নিকৃষ্টেষু গচ্ছৎসু" গত্যভাবদর্শনাদেবমিহাপ্য-

কর্ম্মণি অহং করোমীতি কর্ম্মদর্শনং কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং বিপরীতদর্শনং যেন তন্নিরাকরণার্থমুচ্যতে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। তদেতদুক্তপ্রতিবচনমপ্যসকৃদত্যন্তবিপরীতদর্শনভাবিতয়া মোমুহ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপ্যসকৃৎ তত্ত্বং বিস্মৃত্য মিথ্যাপ্রসঙ্গমবতার্য্যাবতার্য্য চোদয়তীতি পুনঃ পুনরুত্তরমাহ ভগবান্, দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বঞ্চালক্ষ্যবস্তুনঃ "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং, ন জায়তে ম্রিয়তে" ইত্যাদিনাত্মনি কর্ম্মাভাবঃ শ্রুতিস্মৃতিন্যায়প্রসিদ্ধ উক্তো বক্ষ্যমাণশ্চ তস্মিন্নাত্মনি কর্ম্মাভাবে অকর্ম্মণি কর্ম্মবিপরীতদর্শনমত্যন্তনিরূঢ়ং, যতঃ "কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" দেহাদ্যাশ্রয়ং কর্ম্মাত্মন্যধ্যারোপ্যাহং কর্ত্তা, মমৈতৎ কর্ম্ম ময়াস্য কর্ম্মণঃ ফলং ভোক্তব্যমিতি চ, তথাহং তূষ্ণীং ভবামি যেনাহং নিরায়াসোঽকর্ম্মা সুখী স্যামিতি কার্য্যকরণাশ্রয়ব্যাপারোপরমং কর্ম্মৈব তৎকৃতঞ্চ সুখিত্বমাত্মন্যধ্যারোপ্য ন করোমি। কিঞ্চ তূষ্ণীং সুখমাসমিত্যভিমন্যতে লোকস্তত্রেদং লোকস্য বিপরীতদর্শনাপনয়নায়াহ ভগবান্ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি। অত্র চ কর্ম্ম কর্ম্মৈব সৎকার্য্যকরণাশ্রয়ং কর্ম্মরহিতেঽবিক্রিয়ে আত্মনি সর্ব্বৈরধ্যস্তং, যতঃ পণ্ডিতোঽপ্যহং করোমীতি মন্যতে অত আত্মসমবেততয়া সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মণি নদীকূলস্থেম্বিব বৃক্ষেষু গতিঃ প্রাতিলোম্যেনাতোঽকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং যথাভূতং গত্যভাবমিব বৃক্ষেষু যঃ পশ্যেৎ অকর্ম্মণি চ কার্য্যকরণব্যাপারোপরমে কর্ম্মবৎ আত্মন্যধ্যারোপিতে তূষ্ণীমকুর্ব্বন্ সুখমাসে ইত্যহঙ্কারাভিসন্ধিহেতুত্বাৎ তস্মিন্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ য এবং কর্ম্মাকর্ম্মবিভাগজ্ঞঃ স বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতো মনুষ্যেষু স যুক্তো যোগী কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ সোঽশুভান্মোক্ষিতঃ কৃতকৃত্যো ভবতীত্যর্থঃ।

অয়ং শ্লোকোঽন্যথা ব্যাখ্যাতঃ কৈশ্চিৎ। কথং নিত্যানাং কিল কর্ম্মণামীশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানানাং তৎফলাভাবাদকর্ম্মাণি তান্যুচ্যন্তে গৌণ্যা বৃত্ত্যা তেষাঞ্চাকরণমকর্ম্ম তচ্চ প্রত্যবায়ফলত্বাৎ কর্ম্মোচ্যতে গৌণ্যৈব বৃত্ত্যা তত্র নিত্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ফলাভাবাৎ যথা ধেনুরপি গৌরগৌরুচ্যতে ক্ষীরাখ্যং ফলং ন প্রযচ্ছতীতি তদ্বৎ, তথা নিত্যাকরণে ত্বকর্ম্মণি কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ নরকাদিপ্রত্যবায়ফলং প্রযচ্ছতীতি, নৈতৎ যুক্তং ব্যাখ্যানমেবং জ্ঞানাদশুভান্মোক্ষানুপপত্তের্যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি ভগবতোক্তং বচনং বাধ্যেত, কথং নিত্যানামনুষ্ঠানাদশুভাৎ স্যান্নাম মোক্ষণং, ন তু তেষাং ফলাভাবজ্ঞানাৎ ন হি নিত্যানাং ফলাভাবজ্ঞানমশুভমুক্তিফলত্বেন চোদিতং নিত্যকর্ম্মজ্ঞানং বা, ন চ ভগবতৈবেহোক্তং এতেনাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং প্রত্যুক্তং, ন হ্যকর্ম্মণি কর্ম্মেতি দর্শনং কর্ত্তব্যতয়েহ চোদ্যতে, নিত্যস্য তু কর্ত্তব্যতামাত্রং, ন চাকরণান্নিত্যস্য প্রত্যবায়ো ভবতীতি বিজ্ঞানাৎ কিঞ্চিৎ ফলং স্যান্নাপি নিত্যাকরণং জ্ঞেয়ত্বেন চোদিতং, নাপি কর্ম্মাকর্ম্মেতি মিথ্যাদর্শনাদশুভান্মোক্ষণং, ন চ বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্ততা কৃৎস্নকর্ম্মকৃদিত্যাদি চ ফলমুপপদ্যতে স্তুতির্ব্বা মিথ্যাজ্ঞানমেব হি সাক্ষাদশুভরূপং কুতোঽন্যস্মাদশুভান্মোক্ষণং, ন হি তমস্তমসো নিবর্ত্তকং ভবতি। নতু কর্ম্মণি চাকর্ম্মদর্শনং অকর্ম্মণি বা কর্ম্মদর্শনং ন তৎ মিথ্যাজ্ঞানং কিং তর্হি গৌণং ফলাভাবাভাবনিমিত্তং, ন কর্ম্মাকর্ম্মবিজ্ঞানাদপি গৌণাৎ, ফলস্যাশ্রবণাল্লাপি

শ্রুতহান্যশ্রুতপরিকল্পনয়া কশ্চিদ্বিশেষো লভ্যতে স্বশব্দেনাপি শক্যং বক্তুং নিত্যকর্ম্মণাং ফলং নাস্ত্যকরণাচ্চ তেষাং নরকপাতঃ স্যাদিতি, তত্র ব্যাজেন পরব্যামোহরূপেণ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদিনা কিং তত্রৈবং ব্যাচক্ষাণেন ভগবতোক্তং বাক্যং লোক ব্যামোহার্থমিতি ব্যক্তং কল্পিতং স্যান্ন চৈতচ্ছদ্মস্বরূপেণ বাক্যেন রক্ষণীয়ং বস্তু, নাপি শব্দান্তরেণ পুনঃ পুনরুচ্যমানং বস্তুত্বং সুবোধ্যং স্যাদিত্যেবং বক্তুং যুক্তং, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যত্র হি স্ফুটতর উক্তোঽর্থো ন পুনর্ব্বক্তব্যো ভবতি সর্ব্বত্র চ প্রশস্তং সুবোদ্ধব্যঞ্চ কর্ত্তব্যমেব, ন নিষ্প্রয়োজনং বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে, ন চ মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং ভবতি, তৎপ্রত্যুপস্থাপিতঞ্চাবস্বাভাসং, নাপি নিত্যানামকরণাদভাবাৎ প্রত্যবায়োৎপত্তিঃ, "না সতো বিদ্যতে ভাবঃ" ইতি বচনাৎ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি চ দর্শিতং, অসতঃ সজ্জন্মপ্রতিষেধাৎ অসতঃ সদুৎপত্তিং ব্রুবতা অসদেব সদ্ভবেৎ সচ্চাপ্যসদ্ভবেদিত্যুক্তং স্যাৎ, তচ্চাপ্যযুক্তং সর্ব্বপ্রমাণবিরোধান্ন চ নিষ্ফলং বিদধ্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রং দুঃখরূপত্বাৎ, দুঃখস্য চ বুদ্ধিপূর্ব্বকতয়া কার্য্যত্বানুপপত্তেঃ, তদকরণে চ নরকপাতাভ্যুপগমে অনর্থায়ৈবোভয়থাপি করণে অকরণে চ শাস্ত্রং নিষ্ফলং কল্পিতং স্যাৎ স্বাভ্যুপগমবিরোধশ্চ নিত্যং নিষ্ফলং কর্ম্মেত্যভ্যুপগম্যতে মোক্ষফলায়েতি ব্রুবতঃ তস্মাদ্যথাশ্রুত এবার্থঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্ম ইত্যাদেস্তথা চ ব্যাখ্যাতোঽস্মাভিঃ শ্লোকঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুপাদত্তে কিং পুনরিতি। প্রথমপাদস্যাক্ষরোত্থমর্থং কথয়তি কর্ম্মণীত্যাদিনা। দ্বিতীয়পাদস্যাপি শব্দপ্রকাশিতমর্থং নির্দ্দিশতি অকর্ম্মণি চেতি। কর্ম্মাভাবে যঃ কর্ম্ম পশ্যতীতি সম্বন্ধঃ। প্রবৃত্তেরেব কর্ম্মত্বান্নিবৃত্তেস্তদভাবত্বাৎ তত্র কথং কর্ম্মদর্শনমিত্যাশঙ্ক্য দ্বয়োরপি কারকাধীনত্বেনাবিশেষমভিপ্রেত্যাহ কর্ত্তৃতন্ত্রত্বাদিতি। প্রবৃত্তাবিব নিবৃত্তাবপি কর্ম্মদর্শনমবিরুদ্ধমিতি শেষঃ। নন্ু নিবৃত্তের্ব্বস্ত্বধীনত্বাৎ কারকনিবন্ধনাভাবান্ন তত্র কর্ম্মদর্শনং যুজ্যতে তত্রাহ বস্ত্বিতি। ক্রিয়াকারকফলব্যবহারস্য সর্ব্বস্যাবিদ্যাবস্থায়ামেব প্রবৃত্তত্বাদ্বস্তুসংস্পর্শশূন্যত্বাৎ প্রবৃত্তিবন্নিবৃত্তাবপি যঃ কর্ম্ম পশ্যতি স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ। কর্ম্মণ্যকর্ম্ম অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম পশ্যতো বুদ্ধিমত্ত্বং যুক্তত্বং সমস্তকর্ম্মকর্ত্তৃত্বঞ্চ কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইতি স্তূয়ত ইতি। শ্লোকস্য শব্দোত্থেঽর্থে দর্শিতে তাৎপর্য্যার্থাপরিজ্ঞানান্মিথোবিরোধং শঙ্কতে নন্বিতি। কথমিদং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণীতি। বিষয়সপ্তমী বা স্যাদধিকরণসপ্তমী বেতি বিকল্প্যাদ্যেঽন্যাকারং জ্ঞানমন্যালম্বনমিতি স্পষ্টো বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ ন হীতি। অন্যস্যান্যাত্মতাযোগাৎ কর্ম্মাকর্ম্মণোরভেদাসম্ভবাদকর্ম্মাকারং কর্ম্মাবলম্বনং জ্ঞানময়ুক্তমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং দূষয়তি তত্রেতি। কর্ম্মণ্যধিকরণে ততো বিরুদ্ধমকর্ম্ম কথমাধেয়ং দ্রষ্টা দ্রষ্টুমীষ্টে, ন হি কর্ম্মাকর্ম্মণোর্মিথোবিরুদ্ধয়োরাধারাধেয়ভাবঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। বিষয়সপ্তমীমুপেত্য সিদ্ধান্তী পরিহরতি নন্বকর্ম্মৈবেতি। লোকস্য মূঢ়দৃষ্টের্ব্বিবেকবর্জ্জিতস্য পরমার্থতো ব্রহ্মাকর্ম্মাক্রিয়মেব সৎ, ভ্রান্ত্যা কর্ম্মসহিতং ক্রিয়াবদিব প্রতিভাতীত্যক্ষরার্থঃ। পরম্পরাধ্যাসমুপেত্যোক্তং তথেতি। যথা খল্বকর্ম্মব্রহ্মবদুপলভ্যতে তথা কর্ম্ম সক্রিয়মেব বৈতঃ অক্রিয়ে ব্রহ্মণ্যধি-

ষ্ঠানে সংসৃষ্টং তদ্বত্তাতীত্যক্ষরযোজনা। কর্ম্মাকর্ম্মণোরিতরেতরাধ্যাসে সিদ্ধে সম্যগ্‌দর্শন-সিদ্ধ্যর্থং ভগবতো বচনমুচিতমিত্যাহ তত্রেতি। যথা যদিদং রজতমিতি প্রতিপন্নং তদিদানীং শুক্তিশকলং পশ্যেতি ভ্রমসিদ্ধরজতরূপবিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং শুক্তিমাত্রমুপদিশ্যতে, তথা ভ্রমসিদ্ধকর্ম্মাদ্যাত্মকবিষয়ানুবাদেন তদধিষ্ঠানং কর্ম্মাদিরহিতং কূটস্থং ব্রহ্ম ভগবতা ব্যপদিশ্যতে, তথা চ ভগবদ্বচনমবিরুদ্ধমিত্যাহ অত ইতি। ইতশ্চাধ্যারোপিতকর্ম্মাদ্যনুবাদ-পূর্ব্বকং তদধিষ্ঠানস্য কর্ম্মাদিরহিতস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণো ভগবতা বোধ্যমানত্বান্ন তত্র বিরোধাশঙ্কাবকাশো ভবতীত্যাহ বুদ্ধিমত্ত্বাদিতি। কূটস্থাৎ ব্রহ্মণোঽন্যস্য সর্ব্বস্য মায়ামাত্রত্বাৎ। অন্যজ্ঞানাদ্বুদ্ধিমত্ত্বযুক্তত্বসর্ব্বকর্ম্মকৃত্ত্বানামনুপপত্তেরত্র চ বুদ্ধিমানিত্যাদিনা। বুদ্ধিমত্ত্বাদিনির্দ্দে-শাৎ ব্রহ্মজ্ঞানাদেব তদুপপত্তেঃ সর্ব্বাবক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মজ্ঞানমেব বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। বোধশব্দস্য সম্যগ্‌জ্ঞানে প্রসিদ্ধত্বাৎ কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং স্বরূপং বোদ্ধব্যমস্তীতি বদতা সম্যগ্‌জ্ঞানোপদেশস্য বিবক্ষিতত্বাদপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্রাভিপ্রেতমিত্যাহ বোদ্ধব্যমিতি। ফলবচনপর্য্যালোচনায়ামপি কূটস্থং ব্রহ্মাত্রাভিপ্রেতং প্রতিভাতীত্যাহ ন চেতি। সম্যগ্‌-জ্ঞানাধীনফলমত্র ন শ্রুতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি। অধ্যারোপাপবাদার্থং ভগ-বদ্বচনমবিরুদ্ধমিত্যুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। তদ্বিপর্য্যয়েত্যত্র তচ্ছব্দেন প্রাণিনো গৃহ্যন্তে। বিষয়সপ্তমীপরিগ্রহেণ পরিহারমভিধায়াধিকরণ সপ্তমীপক্ষে দর্শিতং দূষণমঙ্গীকারেণ পরিহরতি ন চেতি। ব্যবহারভূমিরত্রেত্যুচ্যতে, যোগ্যত্বে সত্যনুপলব্ধে-রিত্যর্থঃ। অকর্ম্মাধিকরণং কর্ম্ম ন সম্ভবতীত্যত্র হেত্বন্তরমাহ কর্ম্মাভাবত্বাদিতি। ন হি তুচ্ছস্যাধিকরণত্বং কচ্চিদ্দৃষ্টমিষ্টং বেত্যর্থঃ। নিরূপ্যমাণে কর্ম্মাকর্ম্মণোরধিকরণাধি-কর্ত্তব্যভাবাসম্ভবে ফলিতমাহ অত ইতি। শাস্ত্রপরিচয়বিরহিণামধ্যারোপমুদাহরতি যথেতি। কর্ম্মাকর্ম্মণোরারোপিতত্বমুক্তমমৃষ্যমানঃ শঙ্কতে নম্বিতি। কর্ম্ম কর্ম্মৈবেত্যত্রাকর্ম্ম-চাকর্ম্মৈবেতি দ্রষ্টব্যং, বিমতং সত্যমব্যভিচারিত্বাৎ ব্রহ্মবদিত্যর্থঃ। তত্র কর্ম্ম-তত্ত্বতো নাব্যভিচারিকর্ম্মত্বান্নৌস্থস্য তটস্থবৃক্ষগমনবদিত্যব্যভিচারিত্বং কর্ম্মণ্যসিদ্ধ-মিতি পরিহরতি তত্রেতি। অকর্ম্ম চ তত্ত্বতো নাব্যভিচারি কর্ম্মাভাবত্বাৎ, দূরপ্রদেশে চৈত্রমৈত্রাদিষু গচ্ছৎস্বেব চক্ষুষা সন্নিধানবিধুরেষু দৃশ্যমানগত্যভাবাদিত্যাহ দূর ইতি। দূরত্বাদেব বিশেষতঃ সন্নিকর্ষবিরহিতেষু তেষু স্বরূপেণ চক্ষুঃসন্নিকৃষ্টেষু চক্ষুষা গত্যভাবদর্শ-নাদিতি যোজনা। গতিরহিতেষু তরুষু গতিদর্শনবৎ প্রকৃতে ব্রহ্মণ্যবিক্রিয়ে কর্ম্মদর্শনং সক্রিয়ে চ দ্বৈতপ্রপঞ্চে চিতিমৎসু চৈত্রাদিষু গত্যভাবদর্শনবৎ কর্ম্মাভাবস্য বিপরীতদর্শনং যেন হেতুনা সম্ভবতি তেন তস্য বিপরীতদর্শনস্য নিরসনার্থং ভগবদ্বচনমিতি দার্ষ্টান্তিকং নিগময়তি এবমিত্যাদিনা। নমু কর্ম্ম তদভাবয়োরারোপিতত্বাদবিক্রিয়স্য ব্রহ্মণো জ্ঞান-মাত্রমভিপ্রেতং চেৎ অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদিনা পৌনরুক্ত্যং প্রাপ্তং তত্রৈব ব্রহ্মাত্মনো নির্ব্বিকারত্বস্যোক্তত্বাদিতি তত্রাহ তদেতদিতি। তদেতদাত্মনি শঙ্কিতং সক্রিয়ত্বমসকৃদুক্তং প্রতিবচনমপি নির্ব্বিকারাত্মবস্ত্বপেক্ষয়াত্যন্তবিপরীতদর্শনং

মিথ্যাজ্ঞানং তেন ভাবিত্বং তৎসংস্কারপ্রচয়বত্বং ততোঽতিশয়েন মোহমাপদ্যমানো লোকঃ শ্রুতমপি তত্ত্বং বিস্মৃত্য পুনর্যৎকিঞ্চিৎ প্রসঙ্গমাপাদ্য সক্রিয়ত্বমেবাত্মনশ্চোদয়তীতি পুনঃ পুনস্তত্ত্বভূতমুত্তরং ভগবানভিধত্তে, বস্তুনশ্চ দুর্বিজ্ঞেয়ত্বাৎ পুনঃপুনঃ প্রতিপাদনং তত্তদ্ভ্রমনিরাকরণার্থমুপযুজ্যতে। তথা চ নাস্তি পুনরুক্তিরিত্যর্থঃ। অসকৃদুক্তপ্রতিবচনমেবানুবদতি অব্যক্তোঽয়মিতি। কর্ম্মাভাব উক্ত ইতি সম্বন্ধঃ। উক্তস্য "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ' ইত্যাদিশ্রুতৌ প্রকৃতস্মৃতাবসঙ্গত্বাদিন্যায়েন চ প্রসিদ্ধত্বমস্তীত্যাহ শ্রুতীতি। ন কেবলমুক্তঃ কর্ম্মাভাবঃ কিন্তু সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যেত্যাদৌ বক্ষ্যমাণশ্চেত্যাহ বক্ষ্যমাণশ্চেতি। নমু কর্ম্মণাং দেহাদিনির্ব্বর্ত্তকত্বেন ত্রৈবিধ্যাৎ কূটস্থস্বভাবস্যাত্মনোঽসঙ্গত্বাৎ তদ্ব্যাপাররূপস্য কর্ম্মণোঽপ্রসিদ্ধত্বাৎ। ন তস্মিন্নকর্ম্মণি বিপরীতস্য কর্ম্মণো দর্শনং সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মিন্নিতি। কর্ম্মৈব বিপরীতং তস্য দর্শনমিতি যাবৎ অহং কর্ত্তেত্যাত্মসমানাধিকরণস্য ব্যাপারস্যানুভবাৎ কর্ম্মভ্রমস্তাবদাত্মন্যত্যন্তরূঢ়োঽস্তীত্যর্থঃ। আত্মনি কর্ম্মবিভ্রমোঽস্তীত্যত্র হেতুমাহ যত ইতি। আত্মনো নিষ্ক্রিয়ত্বে কুতস্তস্মিন্ যথোক্তো বিভ্রমঃ সম্ভবেদিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহেতি। ইদানীমাত্মন্যকর্ম্মভ্রমমুদাহরতি তথেত্যাদিনা। যথা শুক্তৌ স্বাভাবিকমরূপ্যত্বং রূপ্যত্বমারোপিতং তদভাবোঽপ্যারোপ্যাভাবত্বাদারোপপক্ষপাতী তথাত্মনোঽপি স্বাভাবিকমবিক্রিয়ত্বং পুনরধ্যস্তং তদভাবত্বাৎ কর্ম্মাভাবোঽপ্যধ্যস্ত এবেতি মন্বানঃ সমুপসংহরতি তত্রেদমিতি। আত্মনি কর্ম্মাদিবিভ্রমে লৌকিকে সিদ্ধে সতি এবং কর্ম্মণীত্যাদিবচনং তৎপরিহারার্থং ভগবানুক্তবানিত্যর্থঃ। সম্প্রত্যুক্তেঽর্থে শ্লোকাক্ষরসমন্বয়ং দর্শয়িতুং কর্ম্মণীত্যাদিব্যাচিখ্যাসুঃ ভূমিকাং করোতি অত্র চেতি। ব্যবহারভূমৌ কার্য্যকারণাধিকরণং কর্ম্ম স্বেনৈব রূপেণ ব্যবস্থিতং সদাত্মন্যবিক্রিয়ে কার্য্যকরণারোপণদ্বারেণ সর্ব্বৈরারোপিতমিত্যত্র হেতুমাহ যত ইতি। অবিবেকিনাস্তু কর্ত্তৃত্বাভিমানঃ সুতরামিতি বক্তুমপিশব্দঃ। আত্মনি কর্ম্মরহিতে কর্ম্মারোপে দৃষ্টান্তমাহ নদীতি। এবমাত্মনি কর্ম্মারোপমুপপাদ্য প্রথমপাদং ব্যাচষ্টে অত ইতি। আরোপবশাদাত্মনিষ্ঠত্বেন কর্ম্মণি সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধে কর্ম্মাভাবং যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানিতি সম্বন্ধঃ, অকর্ম্মদর্শনস্য যথাভূতত্বং সম্যক্ত্বম্। তত্র দৃষ্টান্তমাহ গত্যভাবমিবেতি। দ্বিতীয়পাদং ব্যাকরোতি অকর্ম্মণি চেতি। অধ্যারোপমভিনয়তি তূষ্ণীমিতি। অকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনে যুক্তিমাহ অহঙ্কারেতি। পূর্ব্বার্দ্ধেনোক্তমনূদ্যোত্তরার্দ্ধং বিভজতে য এবমিতি।

আত্মনি কার্য্যকরণসংঘাতসমারোপদ্বারেণ তদ্ব্যাপারমাত্রে কর্ম্মণি শুক্তিকায়ামিব রজতমারোপিতে বিষয়ে তদভাবমকর্ম্ম বস্তুতো যো রজতাভাববদনুভবতি অকর্ম্মণি চ সংঘাতব্যাপারোপরমে তদ্দ্বারা স্বাত্মন্যহং তূষ্ণীমাসে সুখমিত্যারোপিতে গোচরে কর্ম্মাহঙ্কারহেতুকং যস্তত্ত্বতো মন্যতে সরূপ্যতদভাববিভাগহীনশুক্তিমাত্রবদাত্মমাত্রং কর্ম্মতদ্ভাববিভাগশূন্যং কূটস্থং পরমার্থতোঽবগচ্ছন্ বুদ্ধিমানিত্যাদিস্তুতিযোগ্যতাং গচ্ছতীত্যেবং

স্বাভিপ্রায়েণ শ্লোকং ব্যাখ্যায় অত্র বৃত্তিকারব্যাখ্যানমুত্থাপয়তি অয়মিতি। অন্যথা ব্যাখ্যানমেব প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। ঈশ্বরার্থেনানুষ্ঠানে ফলাভাববচনং ব্যাহতমিতি মত্বাহ কিলেতি। নিত্যানামকর্ম্মত্বমপ্রসিদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য ফলরাহিত্যগুণ-যোগাৎ তেষকর্ম্মত্বব্যবহারঃ সিধ্যতীত্যাহ গৌণ্যেতি। নিত্যানামকরণং মুখ্যবৃত্ত্যেবা-কর্ম্মশব্দবাচ্যমিত্যাহ তেষাঞ্চেতি। তত্র কর্ম্মশব্দস্য প্রত্যবায়াখ্যফলহেতুত্বগুণযোগাৎ গৌণ্যেব বৃত্ত্যা প্রবৃত্তিরিত্যাহ তচ্চেতি। পাতনিকামেবং কৃত্বা শ্লোকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে তত্রেত্যাদিনা। অকর্ম্মণি চেত্যাদি ব্যাকরোতি তথেতি। সবুদ্ধিমানিত্যাদি পূর্ব্ববৎ। পরকীয়ং ব্যাখ্যানং বুদস্যতি নৈতদিতি। নিত্যং কর্ম্মাকর্ম্ম নিত্যাকরণং কর্ম্মেতি জ্ঞানাৎ দুরিতনিবৃত্ত্যনুপপত্তের্ভগবদ্বচনং বৃত্তিকারমতে বাধিতং স্যাদিত্যর্থঃ। "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি শ্রুতের্নিত্যানুষ্ঠানাৎ দুরিতনিবর্হণপ্রসিদ্ধেস্তদনুষ্ঠানস্য ফলান্তরাভাবাৎ তদকর্ম্মেতি জ্ঞাত্বানুষ্ঠানে ক্রিয়মাণে কথমশুভক্ষয়ো নেতি শঙ্কতে কথমিতি। "ক্ষেত্রজ্ঞস্যেশ্বর-জ্ঞানাদ্বিশুদ্ধিঃ পরমা মতা" ইতি স্মরণাৎ কর্ম্মণাত্যন্তিকাশুভক্ষয়াভাবেঽপ্যঙ্গীকৃত্য পরিহরতি নিত্যানামিতি। নিত্যানুষ্ঠানাদশুভক্ষয়েঽপি নাস্মিন্ প্রকরণে তদ্বিবক্ষিতং, যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাদিতি জ্ঞানাদশুভক্ষয়স্য প্রতিজ্ঞাতত্বাৎ, ন চ তজ্জ্ঞানফলাভাববিষয়মেবিতব্য-মিত্যাহ ন ত্বিতি। অশুভস্য ফলাভাবাজ্ঞানকার্য্যত্বাভাবাৎ ন ফলাভাবজ্ঞানা (দশুভ) ক্ষয়ঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। কিঞ্চাতীন্দ্রিয়োঽর্থঃ শাস্ত্রান্নিশ্চীয়তে, ন চ নিত্যকর্ম্মণাং ফলাভাব-জ্ঞানাদশুভনিবৃত্তিরিত্যত্র শাস্ত্রমস্তীত্যাহ ন হীতি। নিত্যাকরণং কর্ম্মেতি জ্ঞানমপি নাশুভনিবৃত্তিফলত্বেন চোদিতমস্তীত্যাহ নিত্যকর্ম্মেতি। ভগবদ্বচনমেবাত্র প্রমাণমিত্যা-শঙ্ক্যাহ ন চেতি। সাধারণমেব যৎ জ্ঞাত্বেত্যাদি ভগবতো বচনং ন তু নিত্যানাং ফলাভাবং জ্ঞাত্বেতি বিশেষবিষয়মিত্যর্থঃ। অশুভমোক্ষণাসম্ভবপ্রদর্শনেন কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শননিরাকরণ-ন্যায়েনাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং নিরাকরোতি এতেনেতি। নামাদিষু ফলায় ব্রহ্মদৃষ্টিবদকর্ম্মণ্যপি ফলার্থং কর্ম্মদৃষ্টিবিধানাচ্চাশুভমোক্ষণানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। অত্র হি শ্লোকে নিত্যস্য কর্ত্তব্যতামাত্রং পরমতে বিবক্ষিতমতশ্চাকর্ম্মণি কর্ম্মদর্শনং বিধীয়তে, তৎফলায়েতি কল্পনাপরস্য সিদ্ধান্তবিরুদ্ধেত্যাহ নিত্যস্য ত্বিতি। পরমতেঽপি নিত্যস্য কর্ত্তব্যতামাত্রমত্র শ্লোকে ন বিবক্ষিতং কিন্তু নিত্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্তিসিদ্ধ্যর্থং নিত্যকারণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি জ্ঞানমপি কর্ত্তব্যত্বেনাত্র বিবক্ষিতমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ নচেতি। ন তাবৎ প্রবৃত্তিরস্য বিজ্ঞানস্য ফলং নিয়োগাদেব তদুপপত্তের্নাপি ফলান্তরমনুপলম্ভাদতোঽফলত্বাদকরণাৎ প্রত্যবায়ো ভবতীতি জ্ঞানং, নাত্র কর্ত্তব্যত্বেন বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। কিঞ্চাকরণে কর্ম্মদৃষ্টিঃ বিধায়করণস্যালম্বনত্বেন প্রধানত্বাৎ জ্ঞেয়ত্বং বক্তব্যং, তচ্চ তুচ্ছত্বাদনুপপন্নমিত্যাহ নাপীতি। অকরণস্যাসতো নামাদিবদাশ্রয়ত্বেন দর্শনাসম্ভবেঽপি সামানাধিকরণ্যেনেদং রজতমিতিবদ্দর্শনং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নাপি কর্ম্মেতি। আদিশব্দেন সর্ব্বোৎকর্ষাদি গৃহ্যতে, ফলবত্ত্বং স্তুতির্ব্বা সম্যগ্জ্ঞানস্য যুক্তং ন মিথ্যাজ্ঞানস্যানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। স্বপ্নে মিথ্যাজ্ঞানমপি ফলবদুপলব্ধ-

মিত্যাশঙ্ক্য মিথ্যাজ্ঞানস্যাশুভাবিরোধিত্বান্ন তস্মাত্তন্নিবৃত্তিরিত্যাহ মিথ্যাজ্ঞানমেবেতি। অশুভাদেবাশুভানিবৃত্তৌ দৃষ্টান্তমাহ ন হীতি। অবিবেকপূর্ব্বকমিদং রজতমিতি সদসতোঃ সামানাধিকরণ্যান্মিথ্যাজ্ঞানং যুক্তং কর্ম্মাকর্ম্মণোস্তু বিবেকেন ভাসতোঃ সামানাধিকরণ্যাধীনং জ্ঞানং সিংহদেবদত্তয়োরিব গৌণং ন মিথ্যাজ্ঞানং ইতি শঙ্কতে নন্বিতি। কর্ম্মাকর্ম্মেতি দর্শনে ফলাভাবো গুণঃ, অকর্ম্মকর্ম্মেতি দর্শনে তু ফলাভাবো গুণস্তন্নিমিত্তমিদং জ্ঞানং গৌণমিত্যাহ ফলেতি। যথোক্তজ্ঞানস্য গৌণত্বেঽপি প্রামাণিকফলাভাবান্ন তদ্গৌণতোচিতেতি দূষয়তি নেত্যাদিনা। কর্ম্মাকর্ম্মেত্যাদিগৌণবিজ্ঞানোপন্যাসব্যাজেন নিত্যকর্ম্মকর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাদ্গৌণজ্ঞানস্যাফলত্বমদূষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ নাপীতি। জ্ঞানাদশুভমোক্ষণস্য শ্রুতস্য হানিরশ্রুতস্য নিত্যানুষ্ঠানস্য কল্পনেত্যনেন ব্যাপারগৌরবেণ ন কশ্চিদ্বিশেষঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। উক্তমেব প্রপঞ্চয়তি স্বশব্দেনেতি। নরকপাতঃ স্যাদতো বিধেরেবানুষ্ঠেয়ানি তানীতি শেষঃ। যথোক্তবাচকশব্দপ্রয়োগাদেবাপেক্ষিতার্থসিদ্ধিসম্ভবে ভগবতো ব্যাজবচনকল্পনমনুচিতমিত্যাহ তত্রেতি। প্রকৃতে শ্লোকে বৃত্তিকৃতাং ব্যাখ্যানেন পরমাপ্তস্যৈব ভগবতো বিপ্রলম্ভকত্বমাপাদিতমিতি তদীয়ং ব্যাখ্যানমুপেক্ষিতব্যমিতি ফলিতমাহ তত্রৈবমিতি। নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানসিদ্ধ্যর্থং ব্যাজরূপমিতি ভগবদ্বচমুচিতমিত্যাশঙ্ক্য স্বশব্দেনাপীত্যাদি প্রাগুক্তপরিপাট্যাপি তদনুষ্ঠানবোধনসম্ভবান্নৈবমিত্যাহ ন চৈতদিতি। বস্তুশব্দেন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানমুচ্যতে। যথাত্মপ্রতিপাদনং সুবোধত্বসিদ্ধ্যর্থং পৌনঃপুন্যেন ক্রিয়তে, তথা নিত্যানামপি কর্ম্মণাং অনুষ্ঠানং কর্ম্মণ্যকর্ম্মেত্যাদি। শব্দান্তরেণোচ্যমানং সুবোধং স্যাদিতি ভগবতঃ শব্দান্তরং যুক্তমিত্যাশঙ্ক্য তস্য নিত্যানুষ্ঠানবাচকত্বাভাবান্নৈবমিত্যাহ নাপীতি। কিঞ্চ পূর্ব্বমেব নিত্যানুষ্ঠানস্য স্পষ্টমুপদিষ্টত্বান্ন তস্য সুবোধনার্থং শব্দান্তরমপেক্ষিতমিত্যাহ কর্ম্মণ্যেবেতি। কর্ম্মাকর্ম্মাদিবিজ্ঞানব্যাজেন নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তব্যতায়াং তাৎপর্য্যমিত্যেতন্নিরাকৃত্য কর্ম্মাকর্ম্মাদিদর্শনং গৌণমিতি পক্ষে দূষণান্তরমাহ সর্ব্বত্র চেতি। লোকে বেদে চ যথা প্রশস্তং দেবতাদিতত্ত্বং যচ্চ কর্ত্তব্যমনুষ্ঠানার্হমগ্নিহোত্রাদি তদেব বোদ্ধব্যমিত্যুচ্যতে, ন নিষ্ফলং কাকদন্তাদি। কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনং অকর্ম্মণি চ কর্ম্মদর্শনং গৌণত্বাদেবাপ্রশস্তমকর্ত্তব্যঞ্চনাতস্তদ্বোদ্ধব্যমিতি বচনমর্হতীত্যর্থঃ। কিঞ্চ কর্ম্মাদের্মায়ামাত্রত্বাদ্গৌণমপি তদ্বিষয়ং জ্ঞানং মিথ্যাজ্ঞানমিতি ন তস্য বোদ্ধব্যত্বসিদ্ধিরিত্যাহ ন চেতি। মিথ্যাজ্ঞানস্য বোদ্ধব্যত্বাভাবেঽপি তদ্বিষয়স্য বোদ্ধব্যতা সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্য বস্ত্বাভাসত্বান্নৈবমিত্যাহ তৎপ্রত্যুপস্থাপিতঞ্চেতি। যৎপুনরকরণস্য প্রত্যবায়হেতুত্বং অকরণে গৌণ্যা বৃত্ত্যা কর্ম্মশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমিতি তদ্দূষয়তি নাপীতি। অকরণাৎ প্রত্যবায়োভবতীত্যত্র শ্রুতিস্মৃতিবিরোধমভিধায় যুক্তিবিরোধমভিদধাতি অসত ইতি। অসতঃ সদ্রূপেণ ভবনমভবনঞ্চ নিঃস্বরূপত্বাদনুপপন্নং নিরস্তসমস্ততত্ত্বস্য কিঞ্চিত্তত্ত্বাভ্যুপগমে সর্ব্বপ্রমাণানামপ্রামাণ্যপ্রসঙ্গাদিত্যাহ তচ্চেতি। যত্তু নিত্যানাং ফলরাহিত্যং তত্রাকর্ম্মশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমিতি তন্নিরস্যতি ন চেতি। ন কেবলং বিধ্যুদ্দেশে স্বফলা-

ভাবান্নিত্যানাং বিধানুপপত্তিরপি তু ধাত্বর্থস্য ক্লেশাত্মকত্বাৎ তত্র শ্রুতফলাভাবেনৈব বিধিরবকাশমাসাদয়েদিত্যাহ দুঃখেতি। দুঃখরূপস্যাপি ধাত্বর্থস্য সাধ্যত্বেন কার্য্যত্বাত্তদ্বিষয়ো বিধিঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ দুঃখস্য চেতি। স্বর্গাদিফলাভাবেঽপি নিত্যানামকরণনিমিত্ত-নিরয়নিবারণার্থং দুঃখরূপাণামপি স্যাদনুষ্ঠেয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ তদকরণে চেতি। ফলান্ত-রাভাবেঽপি মোক্ষসাধনত্বাৎ মুমুক্ষুণা নিত্যানি কর্ম্মাণি অনুষ্ঠেয়ানি ইত্যাশঙ্ক্যাহ স্বাভ্যুপ-গমেতি। বৃত্তিকারব্যাখ্যানাসম্ভবে ফলিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। কোঽসৌ যথাশ্রুতোঽর্থঃ শ্লোকস্যেত্যাশঙ্ক্যাহ তথা চেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।— কর্ম্মাকর্ম্মণোর্বোদ্ধব্যমাহ কর্ম্মণীতি। অকর্ম্মশব্দেনাত্র কর্ম্মেতরৎ প্রস্তুতমাত্মজ্ঞানমুচ্যতে কর্ম্মণি ক্রিয়মাণে এবাত্মজ্ঞানং যঃ পশ্যেৎ। অকর্ম্মণি চাত্মজ্ঞানে বর্ত্তমান এব যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ কিমুক্তং ভবতি ক্রিয়মাণমেব কর্ম্মাত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানেন জ্ঞানাকারং যঃ পশ্যেৎ তচ্চ জ্ঞানং কর্ম্মণ্যন্তর্গততয়া কর্ম্মাকারং যঃ পশ্যেদিত্যুক্তং ভবতি, ক্রিয়মাণে হি কর্ম্মণি কর্ত্তৃভূতাত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানে সতি তদুভয়ং সম্পন্নং ভবতি এবমাত্মযাথা-ত্ম্যানুসন্ধানগর্ভং কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমান্ কৃৎস্নশাস্ত্রার্থবিৎ মনুষ্যেষু যুক্তঃ মোক্ষার্হঃ স এব কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ কৃৎস্নশাস্ত্রার্থকৃৎ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—তদেব কর্ম্মাদীনাং দুর্ব্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ কর্ম্মণীতি। পরমেশ্বরারাধন-লক্ষণে কর্ম্মণি কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্ম কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধ-কত্বাভাবাৎ অকর্ম্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ, মনুষ্যেষু কর্ম্ম কুর্ব্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাচ্ছ্রেষ্ঠঃ, তং প্রস্তৌতি স যুক্তো যোগী তেন কর্ম্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ, স এব কৃৎস্নকর্ম্মকর্ত্তা চ সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্ম্মণি সর্ব্বকর্ম্মফলানামন্তর্ভাবাৎ, তদেবমারুরুক্ষোঃ কর্ম্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এব কর্ম্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপত্বাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যা-দিনা যঃ কর্ম্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চঃ কৃতো বেদিতব্যঃ, যদারুরুক্ষোরপি কর্ম্মবন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদ্বা, কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্ত্তমানেঽপ্যাত্মনো দেহাদিব্যতিরেকানুভবেন অকর্ম্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্ম্মণাং ত্যাগে কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ তস্য প্রযত্নসাধ্যত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং, "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা। য এবম্ভূতঃ স তু সর্ব্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতুর্যতঃ কৃৎস্নানি সর্ব্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্ত্রাত্মজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ, অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্ম্মণোঽপি তত্ত্বং নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—কর্ম্মাকর্ম্মণোর্বোদ্ধব্যং স্বরূপমাহ কর্ম্মণীতি। অনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কামে

কর্ম্মণি যোঽকর্ম্ম প্রস্তুতত্বাৎ কর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানং পশ্যেৎ, অকর্ম্মণ্যাত্মজ্ঞানে যঃ কর্ম্ম পশ্যেৎ। এতদুক্তং ভবতি, যো মুমুক্ষুর্ব্বিশুদ্ধয়ে ক্রিয়মাণং কর্ম্মাত্মজ্ঞানানুসন্ধিগর্ভত্বাজ্জ্ঞানাকারং পশ্যেৎ তচ্চ জ্ঞানং কর্ম্মদ্বারকত্বাৎ কর্ম্মাকারং পশ্যেৎ। উভয়োরেকাম্মোদ্দেশ্যত্বাদুভয়মেকং বিদ্যাদিত্যর্থঃ। এবমেব বক্ষ্যতে, "সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ" ইত্যাদিনেতি। এবমনুষ্ঠীয়মানে কর্ম্মণি আত্মযাথাত্ম্যং যোঽনুসন্ধত্তে স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ। যুক্তো মোক্ষযোগ্যঃ। কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বেষাং কর্ম্মফলানামাত্মজ্ঞানসুখান্তর্ভূতত্বাৎ ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—কীদৃশং তর্হি কর্ম্মাদীনাং তত্ত্বমিতি তদাহ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বিহিতে প্রতিষিদ্ধে চ অহং করোমীতি ধর্ম্মাধ্যাসেনাত্মন্যারোপিতে নৌস্থেনাচলৎসু তটস্থবৃক্ষাদিষু সমারোপিতে চলন ইব অকর্ত্তাত্মস্বরূপালোচনেন বস্তুতঃ কর্ম্মাভাবং তটস্থবৃক্ষাদিম্বিব যঃ পশ্যেৎ পশ্যতি, তথা দেহেন্দ্রিয়াদিষু ত্রিগুণমায়াপরিণামত্বেন সর্ব্বদা সব্যাপারেষু নির্ব্যাপারস্তূষ্ণীং সুখমাস ইত্যভিমানেন সমারোপিতেঽকর্ম্মণি ব্যাপারোপরমে দূরস্থচক্ষুঃসন্নিকৃষ্টপুরুষেষু গচ্ছৎস্বপ্যগমন ইব সর্ব্বদা সব্যাপারদেহেন্দ্রিয়াদিস্বরূপপর্য্যালোচনেন বস্তুগত্যা কর্ম্মনিবৃত্ত্যাখ্যপ্রযত্নরূপং ব্যাপারং যঃ পশ্যেদ্দূরাস্থতপুরুষেষু গমনমিব ঔদাসীন্যাবস্থায়ামপ্যুদাসীনোঽহমাস ইত্যভিমান এব কর্ম্ম, এতাদৃশঃ পরমার্থদর্শী স বুদ্ধিমানিত্যাদিনা বুদ্ধিমত্ত্ব-যোগযুক্তত্ব-সর্ব্বধর্ম্মকৃত্ত্বৈস্ত্রিভির্ধর্ম্মৈঃ স্তূয়তে। অত্র প্রথমপাদেন কর্ম্মবিকর্ম্মণোস্তত্ত্বং কর্ম্মশব্দস্য বিহিতপ্রতিষিদ্ধপরত্বাৎ, দ্বিতীয়পাদেন চাকর্ম্মণস্তত্ত্বং দর্শিতমিতি দ্রষ্টব্যম্। তত্র যৎ ত্বং মন্যসে কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ তূষ্ণীমেব ময়া সুখেন স্থাতব্যমিতি তন্ন, যা অসতি কর্ত্তৃত্বাভিমানে বিহিতস্য প্রতিষিদ্ধস্য বা কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাভাবাৎ। তথাচ ব্যাখ্যাতং "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি" ইত্যাদিনা, সতি চ কর্ত্তৃত্বাভিমানে তূষ্ণীমহমাস ইত্যৌদাসীন্যাভিমানাত্মকং যৎ কর্ম্ম তদপি বন্ধহেতুরেব বস্তুতত্ত্বাপরিজ্ঞানাৎ, তস্মাৎ কর্ম্মবিকর্ম্মাকর্ম্মণাং তত্ত্বমীদৃশং জ্ঞাত্বা বিকর্ম্মাকর্ম্মণী পরিত্যজ্য কর্ত্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিহানেন বিহিতং কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যভিপ্রায়ঃ। অপরা ব্যাখ্যা, কর্ম্মণি জ্ঞানকর্ম্মণি দৃশ্যে জড়ে সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চানুস্যূতং সর্ব্বভ্রমাধিষ্ঠানমকর্ম্ম অবেদ্যং স্বপ্রকাশচৈতন্যং পরমার্থদৃষ্ট্যা যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ স্বপ্রকাশে দৃগ্বস্তুনি কল্পিতং কর্ম্ম দৃশ্যং মায়াময়ং ন পরমার্থং সৎ দৃগ্দৃশ্যয়োঃ সম্বন্ধানুপপত্তেঃ, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥" ইতি শ্রুতেঃ, এবং পরম্পরাধ্যাসেঽপি শুদ্ধং বস্তু যঃ পশ্যতি মনুষ্যেষু মধ্যে স এব বুদ্ধিমান্ নান্যঃ, অস্য পরমার্থদর্শিত্বাদন্যস্য চাপরমার্থদর্শিত্বাৎ, স চ বুদ্ধিসাধনযোগযুক্তঃ অন্তঃকরণশুদ্ধ্যা একাগ্রচিত্তঃ, অতঃ সএবান্তঃকরণশুদ্ধিসাধনকৃৎস্নকর্ম্মকৃদিতি বাস্তবধর্ম্মৈরেব স্তূয়তে। যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি পরমার্থদর্শী ভব, তাবতৈব কৃৎস্নকর্ম্ম কারিত্বোপপত্তেরিত্যভিপ্রায়ঃ। অতো যদুক্তং "যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ" ইতি যচ্চোক্তং কর্ম্মাদীনাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যম-

স্তীতি স বুদ্ধিমানিত্যাদি, স্তুতিশ্চ তৎসর্ব্বং পরমার্থদর্শনে সঙ্গচ্ছতে অজ্ঞজ্ঞানাদশুভাৎ সংসারান্মোক্ষঃস্বরূপপত্তেঃ, অতত্ত্বজ্ঞাস্তৎ ন বোদ্ধব্যমস্তীতি, ন বা তজ্জ্ঞানে বুদ্ধিমত্ত্বমিতি যুক্তৈব পরমার্থদর্শিনাং ব্যাখ্যা। যত্তু ব্যাখ্যানং কর্ম্মণি নিত্যে পরমেশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানে বন্ধহেতুত্বাভাবাদকর্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি চ নিত্যকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়-হেতুত্বেন কর্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, স বুদ্ধিমানিত্যাদি তদসঙ্গতমেব, নিত্যকর্ম্মণ্যকর্ম্মেদ-মিতি জ্ঞানস্যাশুভমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তস্মৈবাশুভত্বাচ্চ। ন চৈতাদৃশং মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং তত্ত্বং নাপ্যেতাদৃশজ্ঞানে বুদ্ধিমত্ত্বাদিস্তুত্যুপপত্তির্ভ্রান্তত্বাৎ, নিত্য-কর্ম্মানুষ্ঠানং হি স্বরূপতোঽন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারোপযুজ্যতে, ন তত্রাকর্ম্মবুদ্ধিঃ কুত্রাপ্যুপ-যুজ্যতে শাস্ত্রেণ নামাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিবদবিহিতত্বাৎ। নাপীদমেব বাক্যং তদ্বিধায়কং উপক্রমাদি-বিরোধস্যোক্তেঃ, এবং নিত্যকর্ম্মাকরণমপি স্বরূপতো নিত্যকর্ম্মবিরুদ্ধকর্ম্মলক্ষক-তয়োপযুজ্যতে, ন তু তত্র কর্ম্মদৃষ্টিঃ কাপ্যুপযুজ্যতে, নাপি নিত্যকর্ম্মাকরণাৎ প্রত্যবায়ঃ অভাবাদ্ভাবোৎপত্ত্যযোগাৎ, অন্যথা তদবিশেষেণ সর্ব্বদা কার্য্যোৎপত্তিপ্রসঙ্গাৎ। ভাবার্থাঃ কর্ম্মশব্দাস্তেভ্যঃ ক্রিয়া প্রতীয়েতৈষ স হ্যর্থো বিধীয়ত ইতি ন্যায়েন ভাবার্থস্যৈবাপূর্ব্বজন-কত্বাৎ, "অতিরাত্রে ষোড়শিনং ন গৃহ্লাতি" ইত্যাদাবপি সঙ্কল্পবিশেষস্যৈবাপূর্ব্বজনক ত্বাভ্যুপগমাৎ, "নেক্ষেতোদ্যন্তমাদিত্যম্ "ইত্যাদি, প্রজাপতিব্রতবৎ, অতো নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানার্হে কালে তদ্বিরুদ্ধতয়া যদুপবেশনাদি কর্ম্ম তদেব নিত্যকর্ম্মাকরণোপলক্ষিতং প্রত্যবায়-হেতুরিতি বৈদিকানাং সিদ্ধান্তঃ। অত এব "অকুর্ব্বন্ বিহিতং কর্ম্ম" ইত্যত্র লক্ষণার্থেন শতাঃ (?) ব্যাখ্যাতাঃ। লক্ষণহেত্বোঃ ক্রিয়ায়াঃ ইত্যবিশেষস্মরণেঽপ্যত্র হেতুত্বানুপপত্তেঃ, তস্মান্মিথ্যাদর্শনাপনোদে প্রস্তুতে মিথ্যাদর্শনব্যাখ্যানং ন শোভতেতরাং, নাপি নিত্যানুষ্ঠান-পরমেবৈতদ্বাক্যং, নিত্যানি কুর্য্যাদিত্যর্থে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদিত্যাদি তদবোধক-বাক্যং প্রযুঞ্জানস্য ভগবতঃ প্রতারকত্বাপত্তেরিত্যাদি ভাষ্য এব বিস্তরেণ ব্যাখ্যাতমিত্যু-পরম্যতে ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—যৎ কর্ম্মাদেস্তত্ত্বং বক্ষ্যামীতি প্রতিজ্ঞাতং তদাহ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মাত্মকে দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে অবিদ্যয়া প্রত্যগাত্মনি আরোপিতে সতি, তত্র অকর্ম্ম কর্ম্মাভাবং নৌস্থেন তীরতরৌ চলনে আরোপিতে সতি তত্ত্ববুদ্ধ্যা তত্র চলনা-ভাবমিব যঃ পশ্যেৎ, তথা চলং গুণবৃত্তমিতি ন্যায়েন ত্রিগুণাত্মকেষু দেহেন্দ্রিয়াদিষু নিত্যকর্ম্ম-বৎসু যশ্চন্দ্রতারকাদৌ গত্যভাবমিব তূষ্ণীম্ভূতোঽহমস্মি ন কিঞ্চিৎ করোমীত্যধ্যস্তে, অকর্ম্মণি কর্ম্মাভাবে কর্ম্ম তন্নিগ্রহাখ্যপ্রযত্নরূপং যঃ পশ্যতি, স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ তত্ত্বদর্শী, আত্মনি ভ্রান্তিজনিতব্যাপারস্য অনাত্মনি চ তাদৃশনির্ব্যাপারত্বস্য বাধাৎ স এব চ যুক্তো যোগী, কৃৎস্নকর্ম্মকৃচ্চ কর্ম্মযোগফলস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য প্রাপ্তত্বাৎ ; ইতি স্তুতিমাত্রং। আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বং সত্ত্বাতস্যৈব কর্ত্তৃত্বমিতি ভাবয়তা কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানীত্যর্থঃ। যদ্যপ্যেতদ্বহুধা প্রপঞ্চিতং "অব্যক্তোঽয়ম্" ইত্যাদৌ, তথাপি তত্ত্বস্য দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ পুনঃ পুনরুচ্যত ইতি প্রাঞ্চঃ। যত্তু কর্ম্মণি

নিত্যে পরমেশ্বরার্থেঽনুষ্ঠীয়মানে বন্ধহেতুত্বাভাবাদকর্ম্মেদমিতি যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি নিত্যকর্ম্মাকরণে প্রত্যবায়হেতুত্বেন কর্ম্মেদমিতি চ যঃ পশ্যেৎ স বুদ্ধিমানিতি, তদসঙ্গতমেব। নিত্যকর্ম্মণি অকর্ম্মেদমিতি জ্ঞানস্যাশুভমোক্ষহেতুত্বাভাবাৎ মিথ্যাজ্ঞানত্বেন তস্যৈবাশুভত্বাচ্চ, ন চৈতাদৃশং মিথ্যাজ্ঞানং বোদ্ধব্যং তত্ত্বং, নাপ্যেতাদৃশজ্ঞানে বুদ্ধিমত্ত্বাদিস্তুত্যুপপত্তিরিতি দিক্। যে তু, কর্ম্মণি জ্ঞানকর্ম্মণি দৃশ্যে জড়ে সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ বানুস্যূতং সর্ব্বভ্রমাধিষ্ঠানং অকর্ম্ম অবেদ্যং স্বপ্রকাশচৈতন্যং পরমার্থদৃষ্ট্যা যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্ম্মণি স্বপ্রকাশে দৃগ্বস্তুনি কল্পিতং কর্ম্ম দৃশ্যং মায়াময়ং ন পরমার্থং সদিতি যঃ পশ্যতি, স বুদ্ধিমানিতি পরমার্থদর্শিত্বা-দ্বান্তবৈরেব গুণৈস্তূয়ত ইত্যপি ব্যাচখ্যুঃ, তদপ্যসঙ্গতমেব। কর্ম্ম কুরু, কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামীত্যাদ্যুচ্চৈর-কর্ম্ম প্রস্তাবে তত্ত্বজ্ঞানানবসরাৎ। নাপি ("কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" ইতি পারিভাষিক্যা কর্ম্ম-সংজ্ঞয়া দৃশ্যস্য কর্ম্মশব্দার্থত্বং গ্রহীতুং শক্যং" তস্যা ঘু-টি ভাদিসংজ্ঞানামিবাগমার্থনির্ণয়ানর্হত্বা-দিতি সঙ্ক্ষেপঃ,)বস্তুতস্তু "কর্ম্মণো হি" ইতি শ্লোকে কর্ম্মবিকর্ম্মাকর্ম্মণাং গতি-শব্দিতং পর্য্যবসানং গহনত্বাদ্বোদ্ধব্যং ইত্যুপক্ষিপ্তং; তদ্ব্যাখ্যানম্, কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ স মনুষ্যেষু বুদ্ধিমানিতি। তথাহি, কর্ম্মণি কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মরূপে অকর্ম্ম তদ্বৈপরীত্যং শাস্ত্রতো দৃশ্যতে, যথা ক্রতুঃ কর্ম্মণি শ্রদ্ধাহীনস্য কৃতোঽপ্যকৃত এব ভবতীত্যকর্ম্মণি পর্য্যবস্যতি, দাম্ভিকস্য তু বিকর্ম্মণি পর্য্যবস্যতি। যথোক্তং, "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ। অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥" ইতি, "চত্বারি কর্ম্মাণ্যভয়ঙ্করাণি ভয়ং প্রযচ্ছন্ত্যযথাকৃতানি। মানাগ্নিহোত্রমুত মানমৌনং মানেনাধীতমুত মানযজ্ঞঃ॥" ইতি চ। এবমৌদাসীন্যমকর্ম্মাপি শক্তস্যার্ত্তপরিত্রাণাভাবাদ্বি কর্ম্মণি পর্য্যবস্যতি, দীক্ষিতস্য ভগবদ্ধ্যানাসক্তস্য বা স্বকালে পঞ্চযজ্ঞাদ্যকরণম্ "দীক্ষিতো ন দদাতি" ইত্যাদিবচনাৎ, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য" ইত্যাদিবচনাচ্চ কর্ম্মণ্যেব পর্য্যবস্যতি, নিত্য-কর্ম্মকালে প্রত্যবায়হেতোরন্যস্যাবিহিতস্যাকরণাৎ। এবং বিকর্ম্মাপি হিংসা "অগ্নিষোমীয়ং পশুমালভেত" ইতিবচনাৎ যজ্ঞে কর্ম্মৈব ভবতি,সৈব বৃথা নষ্টে পশৌ ন কর্ম্ম বিধ্যর্থানিষ্পত্তেঃ, নাপি বিকর্ম্মকামকারেণাকৃতত্বাৎ, কিন্তু পরিশেষাৎ কৃতাপ্যকৃতৈবেত্যকর্ম্মণি পর্য্যবস্যতি। এবং স্তেনপ্রমোচনং তৎসমুত্থানাং কর্ম্মাপি রাজ্ঞো বিকর্ম্ম, "স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি পাপং মার্ষ্টি" ইতি বচনাৎ তদেব যতীনামুপেক্ষণীয়ত্বাদকর্ম্ম। এবং হিংসাফলকে সত্যাদৌ দানফলকে অনৃতাদৌ চ, বিকর্ম্মত্বকর্ম্মত্বে বোধ্যে; তস্মাৎ কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মাখ্যে কর্ম্মণি অকর্ম্ম তদ্বৈপরীত্যং যঃ পশ্যেৎ স কার্য্যাকার্য্যবিভাগজ্ঞো বোদ্ধব্যানামেষাং প্রবোধাৎ বুদ্ধিমানিত্যুচ্যতে। তথা "কিং কর্ম্ম" ইতি শ্লোকে যত্র কবীনামপি মোহোঽস্তি যয়োশ্চ জ্ঞানমশুভমোক্ষহেতুঃ, তে কর্ম্মাকর্ম্মণী প্রবক্ষ্যামীত্যুপক্ষিপ্তং; তদ্ব্যাখ্যানম্ অকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ স যুক্ত ইতি। চকারো দর্শনদ্বয়সমুচ্চয়ার্থঃ, তেন যো বুদ্ধিমান্ যুক্তশ্চ স এব কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নত্বেকৈক ইত্যপি জ্ঞেয়ম্। তথাহি, অকর্ম্মণি স্পন্দশূন্যে কূটস্থে বস্তুনি কর্ম্ম সস্পন্দং বাহ্যং বিহারাদি, আভ্যন্তরং প্রমাত্রাদিকঞ্চ, আধারাধেয়ভাবেন বা উপাদানোপাদেয়ভাবেন বা অধিষ্ঠানা-ধ্যস্তভাবেন বা পশ্যন্তঃ শাস্ত্রবিদঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি। তত্রাদ্যঃ সাংখ্যাঃ, অসঙ্গে ময়ি সঙ্ঘাতধর্ম্ম

এব সন্ কর্ত্ত্রাদিরবিবেকাৎ স্ফটিকে লৌহিত্যমিব ভাতীতি মন্যতে। দ্বিতীয়স্তু, কনককুণ্ডলবৎ ব্রহ্মোদ্ভবং সর্ব্বং ব্রহ্মৈবেতি, কর্ম্ম-তৎসাধনাদিকং-অহঞ্চ ব্রহ্মৈবেতি ভাবয়ন্ করোতি। এতৌ যুক্তাবপ্যতিবুদ্ধিমানপি "অযুক্তঃ করোতি তস্য সর্ব্বং অসদৈব ভবতি নত্বশুভমোক্ষায়," "যে বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মিন্ লোকে যজতি দদাতি তপস্তপ্যতেঽপি বহূনি বর্ষ-সহস্রাণ্যন্তবদেবাস্য তদ্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। যস্তু যুক্তোঽপি নির্ব্বুদ্ধিত্বাদকার্য্যমপি করোতি স প্রত্যবেতি, পাপাশ্লেষনিমিত্তস্যাপরোক্ষজ্ঞানস্যাভাবাৎ। অনয়োশ্চাবিদ্যাবিদ্যাশব্দিতয়োঃ কর্ম্মপরোক্ষজ্ঞানয়োঃসমুচ্চয়ঃ শ্রূয়তে, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ" ইতি মন্ত্রে। যদ্বা, দ্বিবিধং কর্ম্মণি কর্ম্ম দর্শনং, পরোক্ষমপরোক্ষঞ্চ। তত্রাদ্যবান্, জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ানুষ্ঠাতা বুদ্ধিমানুচ্যতে। অপরোক্ষ-মপি দ্বিবিধং, উপাস্যসাক্ষাৎকাররূপং তত্ত্বসাক্ষাৎকাররূপঞ্চ। তত্রাদ্যমপি ব্যাকৃতাব্যাকৃতা-রূপেপাস্যভেদেন দ্বিবিধং। তত্রাপি ব্যাকৃতং সূত্রং কার্য্যং, তদ্দর্শী বিগতদেহাহঙ্কারত্বাৎ যোগশাস্ত্রে বিদেহ উচ্যতে। অব্যাকৃতং কারণং, তদ্দর্শী প্রকৃতিলয় উচ্যতে। অনয়ো-রুপাসনয়োঃ সম্ভবাসম্ভবসংজ্ঞয়োঃ সমুচ্চয়ো বিধীয়তে, অন্যদেবাহুঃ সম্ভবাদিত্যাদিনা। সোঽয়ং যুক্ত ইত্যুচ্যতে। অস্যাপ্যগ্রে কর্ত্তব্যমবশিষ্টমস্তীতি নায়মপি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। কিন্তু যস্য কর্ম্মবাধেনাকর্ম্মদর্শনং মুখ্যমস্তি, স এব কৃতকৃত্যত্বাৎ মুখ্যঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ইতি। এতেষ্বাদ্যৌ, মনুষ্যেষু দেহাভিমানিষেব বুদ্ধিমান্ ইত্যক্রান্তদর্শিত্বাদকবিরেব, মধ্যমৌ, ক্রান্তদর্শিনাবপি তত্ত্ববিষয়ে মূঢ়ত্বাৎ কবয়োঽপ্যত্র মোহিতা ইত্যুক্তৌ, এতয়োর্ব্যবধানেনা শুভান্মুক্তিঃ; উত্তমস্তু, জীবন্নেবাশুভান্মুক্ত ইতি শ্লোকার্থঃ প্রতিভাতি। "ব্যাখ্যাতুরপি মে নাস্তি ভাষ্যকারেণ তুল্যতা। গুহাবদ্যোতিনোঽপ্যস্তি কিংদীপস্যার্কতুল্যতা॥" যদ্বা, কর্ম্মাকর্ম্মণী বক্তব্যত্বেন বোদ্ধব্যত্বেন চোপক্ষিপ্যাত্রতয়োর্লক্ষণপ্রদর্শনমুচিতম্, অতো যদকর্ম্মণা বিশেষিতং তদেব কর্ম্ম নান্যদিতি কর্ম্মলক্ষণং, যচ্চ কর্ম্মণা বিশেষিতং তদেবাকর্ম্মেত্যকর্ম্মলক্ষণমিতি ব্যাখ্যেয়ম্। অক্ষরার্থস্তু, কর্ম্ম যজ্ঞাদিকং সসাধনং, তত্রাকর্ম্ম স্পন্দশূন্যং কূটস্থং ব্রহ্ম, যঃ পশ্যেৎ, কর্ম্ম তদঙ্গেষু ব্রহ্মদৃষ্টিমধ্যস্যেৎ, "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্। মন্ত্রোঽহমহমে-বাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্॥" ইত্যুক্তপ্রকারেণ, অন্যথা যৎ কৃতং তদবৃথাচেষ্টারূপমেবাতো গহনা কর্ম্মণো গতিঃ। কিং তদকর্ম্ম যৎ কর্ম্মণ্যধ্যস্যত ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াং যত্রৈতৎ কর্ম্ম পুণ্যপাপাত্মকং দৃশ্যতে, "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি পাপঃ পাপেন" ইতি তৎফলঞ্চ সুখদুঃখাদিকং অহং সুখী অহং দুঃখীতি, স প্রত্যক্চেতনোঽকর্ম্ম, তত্রৈবেদং কর্ম্ম অস্পন্দে স্পন্দাত্মকমসর্পে সর্প ইবাধ্যস্তমিতি যঃ পশ্যেদিতি। অয়ং ভাবঃ, যথা রজ্জ্বামধ্যস্তং সর্পং পশ্যন্ নায়ং সর্পো রজ্জুরিয়মিতি বাক্যাৎ তস্য রজ্জুত্বং বিক্ষেপপ্রাবল্যাদপ্রতিপদ্যমানো নরঃ সর্পমিমং রজ্জুদৃষ্ট্যোপাস্বেতি নিযোজ্যতে, স চোপাসনাদার্ঢ্যে সর্পং বিস্মৃত্য রজ্জুত্বমেব বিন্দতি। যস্তু বাক্যাদেব রজ্জুতত্ত্বং বিন্দতি, ন তস্য প্রত্যয়াবৃত্তিলক্ষণয়া উপাস্ত্যা প্রয়োজনমস্তি, এবং কর্ম্মণ্যধ্যস্তং কর্ত্ত্রাদি, তত্ত্বমসীতিবাক্যাদ্বাধিত্বা, অকর্ম্মপ্রতিপত্তির্ভবতি। শুদ্ধসত্ত্বস্য অন্যস্য তু কর্ত্ত্রাদিনেবাকর্ম্মদৃষ্ট্যা উপাসীনস্য ভাবনাদার্ঢ্যাৎ কর্ত্ত্রাদিরূপতিরোধানেনাকর্ম্মতত্ত্ব-

প্রতিপত্তিরিতি। যদ্বা কর্ম্মণীব অকর্ম্মণ্যপি বিকর্ম্মসহিতে অকর্ম্মদৃষ্টির্ম্মাভূদিত্যাশঙ্ক্যাহ কর্ম্মণীতি। বিহিতাকরণে প্রতিষিদ্ধাচরণে চ কর্ম্মদৃষ্টিরেব ভবেৎ। অকর্ম্মতো বিত্যৎ কর্ম্ম ব্রহ্মদৃষ্ট্যা কুর্য্যান্ন ত্বকর্ম্মাপি তাদৃশদৃষ্ট্যা কুর্য্যাদিত্যর্থঃ॥ ১৮॥

বিশ্বনাথ।—তত্র কর্ম্মাকর্ম্মণোস্তত্ত্ববোধমাহ কর্ম্মণীতি। শুদ্ধান্তঃকরণস্য জ্ঞানবত্ত্বেঽপি জনকাদেরিবাকৃতসন্ন্যাসস্য কর্ম্মণ্যনুষ্ঠীয়মানে নিষ্কামকর্ম্মযোগে অকর্ম্ম, কর্ম্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেৎ তৎকর্ম্মণো বন্ধকত্বাভাবাদিতি ভাবঃ। তথা অশুদ্ধান্তঃ-করণস্য জ্ঞানাভাবেঽপি শাস্ত্রজ্ঞত্বাৎ জ্ঞানবাবদূকস্য সন্ন্যাসিনোঽকর্ম্মণি কর্ম্মাকরণে কর্ম্ম পশ্যেৎ দুর্গতিপ্রাপকং কর্ম্মবন্ধমেবোপলভতে স এব বুদ্ধিমান্ স তু কৃৎস্নকর্ম্মাণ্যেব করোতি। নতু তস্য জ্ঞানবাবদূকস্য জ্ঞানিমানিনঃ সঙ্গেনাপি তদ্বচসাপি সন্ন্যাসং করোতীতি ভাবঃ। তথাচ ভগবদ্বাক্যং—"যস্ত্বসংযতষড়্বর্গঃ প্রচণ্ডেন্দ্রিয়সারথিঃ। জ্ঞানবৈরাগ্য-রহিতস্ত্রিদণ্ডমুপজীবতি। সুরানাত্মানমাত্মস্থং নিহ্নুতে মাঞ্চ ধর্ম্মহা। অবিপক্ককষায়োঽ-স্মাদমুষ্মাচ্চ বিহীয়তে॥" ইতি॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি এবং শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে (১৬ ও ১৭ শ্লোকে) অর্জ্জুনকে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক বলিয়াছেন যে, "সখে! তুমি এরূপ মনে করিও না যে, সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ (গমন, ভোজন, চিন্তনাদি) দেহাদি চেষ্টাই কর্ম্ম এবং কোন দেহাদি চেষ্টা না করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকাই অকর্ম্ম। কর্ম্মের যাথাত্ম্য তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়। অতি সূক্ষ্ম-বুদ্ধি-সম্পন্ন জনগণও কর্ম্মাকর্ম্ম বিনির্ণয়ে মোহপ্রাপ্ত হন। সুতরাং কি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম, কি শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম, কি তূষ্ণীম্ভাব (চুপ করিয়া থাকা) রূপ অকর্ম্ম, এই তিনের ভিতরই যথেষ্ট বুঝিবার বিষয় বা গূঢ় তত্ত্ব আছে। অর্জ্জুন! তুমি যদি এই কর্ম্মা-দির তত্ত্ব জানিতে পার, তাহা হইলে অমঙ্গলময় সংসার হইতে মুক্তি লাভ করিবে। সেই তত্ত্বের বিষয় আমি তোমাকে বলিতেছি।" এই প্রতিজ্ঞা পালনের নিমিত্ত ভগবান্ বলিতেছেন, "বান্ধব! যাহা করা যায় তাহারই অর্থাৎ সেই দেহাদির ব্যাপার বা চেষ্টা টুকুরই নাম কর্ম্ম। যে ব্যক্তি সেই কর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাভাব এবং কর্ম্মাভাবে কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান, সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তি সমস্ত কর্ম্মই সাধন করিয়াছেন।" ভগবদুক্ত বর্ত্তমান শ্লোকটিকে আপাততঃ একটি প্রহেলিকা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক, কর্ম্মে কর্ম্মাভাব এবং কর্ম্মাভাবে কর্ম্ম দেখাকে প্রহেলিকা ব্যতীত আর কি বলিয়া নির্দ্দেশ করিব,

কিছুই বুঝিতে পারি না। শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন উভয়েই সুদৃঢ় সখ্যতা-সূত্রে আবদ্ধ; সুতরাং উপহাসাদিচ্ছলে তাঁহাদিগের মধ্যে দুই একটা হেঁয়ালি লইয়া আমোদ চলিলেও চলিতে পারে; কিন্তু সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে এইরূপ বিপক্ষবর্গ-পরিবৃত, শোক-মোহে অভিভূত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, শিষ্যভাবে প্রকৃত কর্ত্তব্য-জিজ্ঞাসু অর্জ্জুনের হৃদয়কে, অস্থানে প্রযুক্ত, প্রহেলিকা দ্বারা ব্যথিত করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর নহে।

বর্ত্তমান শ্লোকের অক্ষরগত স্থূল অর্থ আপাততঃ প্রহেলিকাবৎ প্রতীত হইলেও, ইহার যে কোন গূঢ় হইতেও গূঢ়তম অর্থ আছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এখন দেখা যাউক যে, সেই ভগবদভিপ্রেত প্রকৃত অর্থ কি? যদি কাহাকে পন্থাবিহীন নিবিড় অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রথমতঃ বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া গমনোপযোগী পথ পরিষ্কার করিতে হয়; আর তাহাকে সেই অরণ্য মধ্যে যে সতত সাবধানভাবে যাইতে হয়, একথা বলাই বাহুল্য। অধুনা আমাদেরও সেই নীতির অনুগমন করিতে হইবে; অর্থাৎ প্রথমতঃ শ্লোকের বহিরাবরণ স্বরূপ দুই চারিটা কথা আলোচনা করিয়া বুঝিবার পথ একটু পরিষ্কার করিতে হইবে। যে বাক্যের বক্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে অর্জ্জুনের মত শ্রোতাই সক্ষম ও উপযুক্ত; সেই কথা আমাদের কিছু বুঝিতে হইলে, বিশেষ মনোযোগী হইতে হইবে এবং উপায়ান্তরেরও আশ্রয় লইতে হইবে। মহারণ্য প্রবেশের নিমিত্ত পশুরাজ সিংহকে কোনরূপ আয়োজন করিতে হয় না, কিন্তু অন্যের বিবিধ আয়োজনের প্রয়োজন হয়। ভাষ্যাদির সৃষ্টি অর্জ্জুনের জন্য হয় নাই; তাহা আমাদিগের ন্যায় জ্ঞানদরিদ্রদিগের জন্যই বিরচিত হইয়াছে। সমালোচ্য শ্লোকটির অক্ষরগত অর্থ শুনিলেই প্রথমতঃ এইরূপ আশঙ্কা হইয়া থাকে যে, যদি দেহাদিচেষ্টা, ব্যাপার বা প্রবৃত্তি-মাত্রেরই নাম কর্ম্ম ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের যে অভাব তাহা নিবৃত্তি স্বরূপ; সেই নিবৃত্তিতে কিরূপে কর্ম্ম-দর্শন হইতে পারে? অর্থাৎ কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অকর্ম্মে বা কর্ম্মাভাবে কিরূপে কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে? প্র অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপ যে বৃত্তি বা ব্যাপার তাহার নাম প্রবৃত্তি এবং নি অর্থাৎ নাই যে ব্যাপার বা ব্যাপারাভাব তাহারই নাম নিবৃত্তি। ব্যাপার মাত্রই কর্ম্মের

স্বরূপ ; সুতরাং কর্ম্মই প্রবৃত্তি এবং অব্যাপার মাত্রই অকর্ম্মের বা কর্ম্মাভাবের স্বরূপ ; সুতরাং অকর্ম্ম বা কর্ম্মাভাবই নিবৃত্তি স্বরূপ বলিয়া এস্থলে উল্লিখিত হইল। এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। যেহেতু প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে যে, যাহা কর্ত্তার অধীন তাহারই নাম কর্ম্ম ; কর্ত্তা না হইলে কোনরূপ দেহাদি-ব্যাপার হইতেই পারে না। বর্ত্তমান শ্লোকে কি কর্ম্ম কি অকর্ম্ম এতদুভয়ই কর্ত্তার অধীনরূপে উল্লিখিত হইয়াছে। "পশ্যেৎ" এই ক্রিয়ার কর্ত্তা "যঃ" এবং কর্ম্ম হইতেছে "কর্ম্ম" ও "অকর্ম্ম"। দ্বিতীয়তঃ, যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এতদুভয়ই অবিশেষ রূপে কারকের অধীন ; সুতরাং কি প্রবৃত্তি কি নিবৃত্তি এতদুভয়েই যে কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যাইবে, এ বিষয়ে কোনরূপ বিরোধ হইতে পারে না। দ্বিতীয় আশঙ্কা এই যে, যেহেতু নিবৃত্তি মাত্রই বস্তুর অধীন এবং যাহা যাহা বস্তুর অধীন, তাহা তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে না ; সুতরাং তাহাতে কর্ম্ম-দর্শন হইতে পারে না। যাহা বস্তু তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে, কিন্তু যাহা বস্তুর অধীন তাহাতে কারক নিবন্ধন হইতে পারে না। ইহার নিষ্কর্ষার্থ এই যে, যাহা বস্তু তাহারই উপর কর্ত্তা কর্ম্মাদি কারকের আরোপ হইতে পারে ; কিন্তু যাহা অবস্তু অর্থাৎ কিছুই নহে, কারক তাহাকে কি সূত্রে বাঁধিবে ? এস্থলে নিবৃত্তিকে বস্তুর অধীন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপ মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা হইতে পারে না ; সুতরাং ব্যথা মাথার অধীন, সেইরূপ বস্তু না থাকিলে তাহার নিবৃত্তি হইতে পারে না বলিয়া, নিবৃত্তি বস্তুরই অধীন। নিবৃত্তি স্বয়ং অভাব স্বরূপ ; সুতরাং তাহা অবস্তু। অবস্তুতে বস্তুর ন্যায় কোনরূপ কারক চলিতে পারে না ; কেননা, যাহা অবস্তু, অর্থাৎ বস্তু নহে, তাহা বস্তু হইতে পারে না। সুতরাং যাহা কর্ম্মা-ভাব তাহা কর্ম্মই বা কিরূপে হইবে, আর তাহাতে কর্ম্মোচিত কারকই বা কিরূপে আরোপিত হইবে ? কিছু থাকিলে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা কিছুই নহে তাহার আর কি দেখিতে পাওয়া যাইবে ? এরূপ শঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্মের মধ্যে কর্ম্ম দেখিতে তো সকল লোকেই পায়, কিন্তু সেই সকল লোকের মধ্যে যে মহাপুরুষ অকর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম দেখিতে পান, তিনি বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী ও তিনিই যথার্থ সকল কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিয়া-ছেন। সুতরাং সেই মহাপুরুষই এরূপ (বুদ্ধিমানাদি) স্তুতিবাদের অধিকারী,

তাঁহার সহিত সাধারণ জনগণের পার্থক্য যে অনেক, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য। এই পার্থক্যের হেতু অনুসন্ধান করিলেই উক্ত শঙ্কা স্বতঃই নিরস্ত হইবে। এই জগতী-তল-বাসী প্রায় সকলে, অবিদ্যার করাল কবলে নিপতিত। কেহ ভূতাবিষ্ট হইলে যেরূপ তাহাকে সেই ভূতের বশেই সমস্ত কার্য্য করিতে হয়, সে মানুষ হইলেও তখন তাহার ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই ভূতের অধীন হইয়া যায়; সুতরাং সে তখন সকল বিষয়ই মানুষের চক্ষে না দেখিয়া ভূতের চক্ষে দেখে, মানুষের খাওয়া না খাইয়া ভূতের খাওয়া খায় এবং সকল কার্য্যই সে ভূতের অনুরূপ ভাবেই করিয়া থাকে। এইরূপে ব্রহ্মাভিন্ন হইয়াও সেই অবিদ্যাভিভূত জীব যাহা কিছু করে, তাহা সমস্তই অবিদ্যার বশেই করিয়া থাকে ও যাহা কিছু দেখে, তাহাও সেই অবিদ্যারই লীলা। ভূতাবেশ অপগত হইলে যেরূপ মানুষ মানুষই হয়, সেইরূপ অবিদ্যার আবেশ ছাড়িলেও ব্রহ্মাভিন্ন জীব ব্রহ্মই হইয়া থাকে। ভূতাবিষ্ট মনুষ্যের সমস্ত কাণ্ডই ভূতুড়ে, অবিদ্যাবিষ্ট জীবেরও সমস্ত কাণ্ডই আবিদ্যক। বেদ-বেদান্তাদি শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে, একমাত্র পরং ব্রহ্মই বস্তু, তদ্ব্যতীত সমস্তই অবস্তু। সেই ব্রহ্মবস্তু নিষ্ক্রিয় ও সর্ব্ববিধ কারকেরই অধিকারাতীত। ক্রিয়া-কারকাদি সমস্ত ব্যবহার অবিদ্যাবস্থাতেই প্রবৃত্ত হয়। অবিদ্যাবিষ্ট জীব, ভূতাবিষ্টের ন্যায়, সেই বস্তুসংস্পর্শ-পরিহীন অবিদ্যাবস্থা তদবস্থোচিত ক্রিয়া-কারকাদি ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু এই জীবসঙ্ঘের মধ্যে যে জীব, প্রবৃত্তির ন্যায় নিবৃত্তিতেও কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, অর্থাৎ এতদুভয়কে সমান চক্ষে দেখিয়া থাকেন, তিনিই বাস্তবিক বুদ্ধিমান্, যোগী ও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। অবিদ্যাবস্থাতেই ইহা কর্ম্ম, ইহা অকর্ম্ম এইরূপ দুই দুই ভাব বা দ্বৈতভাব হইয়া থাকে; কিন্তু কর্ম্মাকর্ম্মের যথার্থ বিচার করিয়া দেখিলে, অবিদ্যার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; তখন আর ইহা কর্ম্ম, ইহা অকর্ম্ম এরূপ দ্বৈতজ্ঞান থাকে না। তখন কারকাদি ব্যাপারই থাকে না, সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম ভেদজ্ঞানও থাকে না। তাই আজি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এইরূপ মনুষ্যকে উদ্দেশ করিয়া, সপ্রগল্‌ভে স্তুতিবাদ করিতেছেন যে, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, তিনিই যোগী ও তিনিই সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অসমদর্শী সাধারণ জন ও এবম্ভূত সমদর্শীজনের পরস্পরগত পার্থক্য প্রভূত পরিমাণে অধিক। ভাবে ইহাও বলা হইল যে, মনুষ্যের মধ্যে যিনি সকলকে সমান-চক্ষে না

দেখেন, তিনি যোগী নহেন—ভণ্ড ও তদনুষ্ঠিত কর্ম্ম সমূহই অকর্ম্ম অর্থাৎ কিছুই নহে; সে কর্ম্ম করা না করা দুই সমান; সে কর্ম্ম মুক্তির কারণ নহে, বন্ধনের কারণ। বোধ হয়, এতক্ষণে এই শ্লোকের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথ কথঞ্চিৎ পরিষ্কৃত হইয়াছে; এক্ষণে ইহার অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়া তাৎপর্য্যার্থ পর্য্যালোচনা করা যাউক।

আপত্তি স্থলে যদি কেহ বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ (যে ব্যক্তি কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকে এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিয়া থাকে) এইরূপ পরস্পর বিরুদ্ধ কথা কি নিমিত্ত বলিতেছেন? আর এক কথা, "কর্ম্মন্" শব্দের সপ্তমীর একবচনে "কর্ম্মণি" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে এবং "অকর্ম্মন্" শব্দের সপ্তমীর একবচনে "অকর্ম্মণি" এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। "কর্ম্মণি" এই পদের অর্থ কর্ম্মেতে এবং অকর্ম্মণি এই পদের অর্থ কর্ম্মাভাবেতে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, কর্ম্মণি বা অকর্ম্মণি এই উভয় পদ কিসে সপ্তম্যন্ত হইল—বিষয়ে সপ্তমী, বা অধিকরণে সপ্তমী? অর্থাৎ কর্ম্মণি এই পদের অর্থ কর্ম্ম-বিষয়ে না কর্ম্মাধিকরণে, এবং অকর্ম্মণি এই পদের অর্থ কর্ম্মাভাব বিষয়ে বা কর্ম্মাভাবাধিকরণে? যদি বল, বিষয়ে সপ্তমী; তাহা হইতে পারে না; কারণ, অন্যাকার জ্ঞান কখনও অন্যের অবলম্বন হইতে পারে না। কর্ম্ম কখনও অকর্ম্ম হইতে পারে না, আর অকর্ম্ম কখনও কর্ম্ম হইতে পারে না; কর্ম্ম ও অকর্ম্মের অভেদত্ব কখনই সম্ভবপর নহে। অকর্ম্মাকার জ্ঞান কখনও কর্ম্মাবলম্বন হইতে পারে না, এবং কর্ম্মাকার জ্ঞান কখনও অকর্ম্মাবলম্বন হইতে পারে না। কর্ম্মবিষয়ে কর্ম্মাকার জ্ঞানই হইয়া থাকে এবং অকর্ম্ম-বিষয়ে অকর্ম্মাকার জ্ঞানই হইয়া থাকে ও এবংবিধ হওয়াই যুক্তিযুক্ত। ঘট বিষয়ে পটাকার জ্ঞান হইতে পারে না এবং পট বিষয়ে ঘটাকার জ্ঞান হইতে পারে না; কারণ, ঘট ও পট এতদুভয়ই ভিন্ন পদার্থ। কর্ম্ম এবং অকর্ম্মও সেইরূপ পরস্পর ভিন্ন; সুতরাং তাহারাও উক্ত নিয়মের অধীন। আর যদি বল যে, অধিকরণে সপ্তমী; তাহাও হইতে পারে না। কারণ, দ্রষ্টা অর্থাৎ যে ব্যক্তি কর্ম্ম বা অকর্ম্ম দেখিবে, সে কখনও কর্ম্মাধিকরণে বিরুদ্ধ আধেয়-স্বরূপ অকর্ম্ম দেখিতে ইচ্ছা করে না এবং অকর্ম্মাধিকরণে বিরুদ্ধ আধেয়-স্বরূপ কর্ম্মকে দেখিতে ইচ্ছা করে না। যাহারা পরস্পর বিরুদ্ধ, তাহাদের পরস্পর আধার ও আধেয় ভাব কিরূপে হইবে? সুতরাং কর্ম্ম ও অকর্ম্ম

এতদুভয়েরও পরস্পর আধার ও আধেয় ভাব হইতেই পারে না। পরস্পর বিরুদ্ধ-ধর্ম্মাক্রান্ত অগ্নি এবং জল কখনও পরস্পর আধার ও আধেয় ভাব সম্প্রাপ্ত হইতে পারে না? অর্জ্জুনের এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে ভগবান্ বলিতেছেন যে, সখে! বিবেকবিহীন ব্যক্তিগণ যেরূপ ভ্রান্তিক্রমে পরমার্থতঃ নিষ্ক্রিয় (অকর্ম্ম) ব্রহ্মকে সক্রিয়ের ন্যায় (কর্ম্মবৎ) দেখিয়া থাকে, সেইরূপ সক্রিয় প্রপঞ্চরূপ যে কর্ম্ম, তাহা অক্রিয় অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মে সংস্থষ্ট বলিয়া তাহাকে অক্রিয়ের ন্যায় (অকর্ম্মবৎ) দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ অজ্ঞানাভিভূত জীব ভ্রান্তিক্রমে কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে। এইরূপ অন্যের উপর অন্যের আরোপ হওয়ার নাম অধ্যাস। অধ্যাস ভ্রান্তি-বশতঃই হইয়া থাকে। যেরূপ শুক্তিকায় (ঝিনুকে) রজতের অধ্যাস কিংবা রজতে শুক্তিকার অধ্যাস। এস্থলেও দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম অকর্ম্ম এতদুভয়েরও পরস্পরগত অধ্যাস রহিয়াছে। সম্যক্ বিচার পূর্ব্বক দর্শন দ্বারা অধ্যাস বিনিবৃত্ত হয়; সুতরাং সম্যক্ দর্শন সিদ্ধির নিমিত্ত তোমার কর্ম্মাকর্ম্ম বিচার করা অবশ্য কর্ত্তব্য এবং এতদুদ্দেশ্য সাধনোদ্দেশেই আমি তোমাকে পূর্ব্বোক্ত রূপ "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যাদি উপদেশ প্রদান করিয়াছি। আমি তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদক কথা বলি নাই; কারণ, যদি কেহ বলে যে, তুমি যাহাকে রজত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলে, এক্ষণে দেখ তাহা শুক্তিকাখণ্ড ব্যতীত আর কিছুই নহে; এরূপস্থলে যেরূপ শুক্তিকায় ভ্রান্তিবশতঃ আরোপিত রজতরূপ বিষয়ের অপবাদ পূর্ব্বক কেবল মাত্র ভ্রান্তি-কল্পিত রজতের অধিষ্ঠান স্বরূপ সেই শুক্তিকা খণ্ডই উপদিষ্ট হইয়া থাকে, আমিও সেইরূপ ভ্রমসিদ্ধ কর্ম্মাকর্ম্মাদি রূপ বিষয়ের অপবাদ পূর্ব্বক সেই ভ্রমাধিষ্ঠান স্বরূপ কর্ম্মাদি-রহিত কূটস্থ ব্রহ্মের বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিয়াছি; সুতরাং আমি তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধ বলি নাই। আর এক কথা, সেই কূটস্থ ব্রহ্ম ব্যতীত সমস্তই কেবল মাত্র মায়াময়; সুতরাং ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যের জ্ঞানে কখনও কেহ প্রকৃত বুদ্ধিমান্, যোগী বা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারে না। অতএব আমি যে তোমাকে কোনরূপ বিরুদ্ধ কথা না বলিয়া, সেই সর্ব্ববিধ বিক্রিয়া-রহিত ব্রহ্মজ্ঞানের কথাই বলিতেছি, তাহাও পূর্ব্বোক্ত (স বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি) কয়টি কথাতে পরিস্ফুট আছে। আর ইতি-পূর্ব্বেও (১৭ শ্লোকে) তোমাকে বলিয়াছি যে, "কর্[illegible]কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই

তিনেরই স্বরূপ বোদ্ধব্য আছে।” এই কথাতেই বলা হইয়াছে যে, আমি তোমাকে সম্যক্ জ্ঞানের বিষয়েই উপদেশ প্রদান করিব। ভাবিয়া দেখ, ‘বোধ’ শব্দের অর্থ কি? বোধ শব্দের অর্থ সম্যক্ জ্ঞান, বা যথাভূত দর্শন। আরও ভাবিয়া দেখ, আমি তোমাকে কর্ম্মাদি-বিচার-জনিত যে ফলের কথা বলিয়াছি (১৭ শ্লোকে) অর্থাৎ তুমি যদি কর্ম্মাদির যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পার, তাহা হইলে অমঙ্গলময় সংসার হইতে মুক্ত হইবে। এই অশুভ-বিনাশ-সাধক পূর্ব্বোক্ত বচনটি পর্য্যালোচনা করিলেও তুমি দেখিতে পাইবে যে, আমি তোমাকে সেই কূটস্থ ব্রহ্ম-বিষয়ক উপদেশই প্রদান করিতে সমুদ্যত হইয়াছি, কোনরূপ বিরুদ্ধ বাক্য-ব্যয় করা আমার অভিপ্রেত নহে। বিপরীত জ্ঞান দ্বারা কখনও সংসারমোচন রূপ ফললাভ হইতে পারে না; ফললাভ সম্যক্ জ্ঞানেরই অধীন। তবে এখন বুঝিয়া দেখ, আমার উক্ত বাক্য, কেবল মাত্র অধ্যারোপের অপবাদের নিমিত্ত; অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধ জীব ভ্রান্তিবশতঃ অকর্ম্ম বিষয়ে যে কর্ম্মের আরোপ করে এবং কর্ম্মবিষয়ে যে অকর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে, তাহার সেই ভ্রান্তি (যাহা যাহা নহে তাহাকে সেই বস্তু গ্রহণরূপ ভ্রম) নিবারণ করিবার ইচ্ছায় আমি পূর্ব্বোক্ত রূপ (কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ ইত্যাদি) কথাই বলিয়াছি। আর পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অকর্ম্ম বলিতে ব্রহ্মকেই বুঝাইবে; ব্রহ্মে কোনও রূপ ক্রিয়া নাই, অর্থাৎ তিনি নিষ্ক্রিয় বলিয়া অকর্ম্ম এবং ব্রহ্ম ব্যতীত মায়াবিজৃম্ভিত দ্বৈতজাতই মায়ার প্রভাবে সক্রিয় বলিয়া কর্ম্ম-পদবাচ্য, এ কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

আর এক কথা, বাস্তবিক এক বিষয়ে অন্যাকার জ্ঞান হইতে পারে না, কিন্তু ভ্রান্তিবশতঃ সমস্তই সম্ভাবিত। লোকে ভ্রান্তিবশতঃই শুক্তিকায় রজত দেখিয়া থাকে। জীবেরও সেইরূপ ভ্রান্তিবশতঃ কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্মাকার জ্ঞান এবং অকর্ম্ম বিষয়ে কর্ম্মাকার জ্ঞান সঞ্জাত হয়; সুতরাং মদুক্তিগত কর্ম্মণি ও অকর্ম্মণি এতদুভয় পদই বিষয়ে সপ্তমী, অধিকরণে সপ্তমী নহে। অধিকরণে সপ্তমী উপলক্ষ করিয়া তুমি পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ দেখাইয়াছ, তাহা আমার সম্পূর্ণ অনুমোদিত। কারণ, কুণ্ডে বদর ফল আছে (হাঁড়িতে কুল আছে), এরূপ স্থলে কুণ্ড অধিকরণ বা আধার এবং বদর আধেয়, সুতরাং “কুণ্ডে” এই পদ অধিকরণে সপ্তমী; ইহাতে কোনরূপ আপত্তিও সমুত্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু এই

ব্যবহার ভূমির মধ্যে কোন স্থলেই এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না যে, কর্ম্মাধিকরণে অকর্ম্ম আছে এবং অকর্ম্মাধিকরণে কর্ম্ম আছে; বিশেষতঃ যাহা অকর্ম্ম (কর্ম্মাভাব) তাহা আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় তুচ্ছ অর্থাৎ কিছুই নহে; কেবল কল্পিত নামমাত্র। এবম্ভূত কর্ম্মাভাব কাহারও অধিকরণ হইতেই পারে না, বা কোথাও এরূপ হইতে দেখা যায় না; সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কর্ম্ম ও অকর্ম্ম এই দুইয়েরই পরস্পর অধিকরণ, অধিকর্ত্তব্য বা আধার-আধেয় ভাব সম্ভবপর নহে, ইহাই নিরূপিত হইল; অতএব লোকে মৃগতৃষ্ণিকায় বারি বা শুক্তিকায় রজতের ন্যায়, কর্ম্ম ও অকর্ম্মকে বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়া থাকে। অর্থাৎ লোকে দেখে যে, কর্ম্মাধিকরণে অকর্ম্ম থাকিতে পারে না এবং অকর্ম্মাধিকরণে কর্ম্ম থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহারা যে কর্ম্মবিষয়ে অকর্ম্মের এবং অকর্ম্মবিষয়ে কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে, ইহা অবশ্য স্বীকর্ত্তব্য; অতএব কর্ম্মণি বা অকর্ম্মণি এতদুভয় পদই বিষয়ে সপ্তমী। এখন যদি বল যে, যাহা কর্ম্ম, তাহা সকলের কাছে কর্ম্মই হইয়া থাকে; তাহার ব্যভিচার কখনও হয় না, অর্থাৎ কর্ম্ম কখনও অকর্ম্মরূপে প্রতীত হইতে পারে না এবং যাহা অকর্ম্ম, তাহাও সকলের কাছে অকর্ম্মরূপেই প্রতীত হয়; তাহার ব্যভিচার কখনও হয় না, অর্থাৎ অকর্ম্ম কখনও কর্ম্মরূপে প্রতীতি-বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ইহা যে একান্ত নিয়ম, তাহা বলিতে পার না; কারণ দেখ, যখন কোন ব্যক্তি দ্রুতগামী নৌকায় আরোহণ-পূর্ব্বক গমন করে, তখন সে দেখে যে, তীরস্থিত বৃক্ষপর্ব্বতাদি সমূহ যেন নৌকার প্রতিকূল দিকে (পশ্চাৎদিকে গমন করিতেছে। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, বৃক্ষাদি কি বাস্তবিকই পশ্চাৎদিকে গমন করে? না, তাহা কখনই নহে। বৃক্ষ যেখানকার সেইখানেই থাকে, পর্ব্বতও যেখান-কার, সেইখানেই থাকে; কিন্তু এইরূপ বোধ হয় মাত্র। উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ অকর্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়াহীন বৃক্ষাদি জড় পদার্থেও কর্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। আরও দেখ, একজন মনুষ্য বহুদূরস্থিত পথ দিয়া বাস্তবিক গমন করিতেছে; সেই মনুষ্য এত দূরে রহিয়াছে যে, তত্তদূরে দৃষ্টিশক্তি উপনীত হইতে পারে না; তখন দেখা যায়, সেই মনুষ্যটি যেন

দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এস্থলেও জিজ্ঞাস্য এই যে, বাস্তবিক কি সেই মনুষ্য গতিবিহীন? না, তাহা কখনই নহে; সেই মনুষ্যের গতিক্রিয়া যেরূপ হইবার তখনও তাহাই হইতেছে; তাহার চরণচালনের বিশ্রাম নাই, কিন্তু সে বহুদূরে আছে বলিয়াই এইরূপ বোধ হয় মাত্র। উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, কর্ম্মেও অকর্ম্ম দেখিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ কর্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়াবিশিষ্ট মনুষ্যেও অকর্ম্ম-লক্ষণ গতিক্রিয়া-রাহিত্য দেখিতে পাওয়া যায়। তবে এখন দেখ, যেরূপ প্রকৃত গতি-রহিত জড় তরু প্রভৃতিতে গতি দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জীব অবিক্রিয় ব্রহ্মেও কর্ম্ম দেখিয়া থাকে; এবং যেরূপ প্রকৃত গতিবিশিষ্ট সচেতন মনুষ্যে গতিবিহীনতা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ জীব সক্রিয় দ্বৈতপ্রপঞ্চে কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকে। অর্থাৎ যিনি সেই প্রকৃত আত্মা বা 'আমি,' তিনি নিষ্ক্রিয় এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চ সক্রিয়, কিন্তু অজ্ঞানাভিভূত জীব সেই নিষ্ক্রিয় আমির উপর কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে, এবং যাহা আমি নহে, তাহার উপর অকর্ম্মের অর্থাৎ প্রকৃত আমির আরোপ করিয়া থাকে। ইহার স্পষ্টার্থ বলিতে হইলে ইহাই বলিতে হয় যে, অজ্ঞানান্ধ জীব বলিয়া থাকে যে, "আমি করিতেছি, আমি করিতেছি" কিন্তু যাহা 'আমি' তাহা তো নিষ্ক্রিয়: সুতরাং অকর্ম্মের উপর কর্ম্মের বা ক্রিয়ার আরোপ হইতেছে। আর সক্রিয় যে দ্বৈতপ্রপঞ্চ, তাহাতে অকর্ম্ম সন্দর্শন বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, প্রকৃত আত্মা বা আমি নিষ্ক্রিয়; সুতরাং তদ্ব্যতীত সমস্তই সক্রিয়। ক্রিয়া ব্রহ্মে নাই; ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত কল্পিত দ্বৈতপ্রপঞ্চেই ক্রিয়া আছে। অজ্ঞানান্ধ জীব সেই কল্পিত সক্রিয় দ্বৈতপ্রপঞ্চে অক্রিয় 'আমিকে' দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ যাহা আমি, তাহা একই, আমি কখনও দুই বা তদধিক হইতে পারে না; কিন্তু জীব দেখে কি? "আমি গমন করিতেছি", এখানে তাহার চরণযুগল আমি; "আমি গ্রহণ করিতেছি", এখানে তাহার কর দুইটি আমি; "আমি দেখি-তেছি", এখানে তাহার নয়নযুগল আমি; এইরূপ প্রত্যেক কর্ম্মেই জীব অসখ্য অসখ্য অকর্ম্ম আমিকে দেখিয়া থাকে। সুতরাং ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, অজ্ঞানান্ধ জীব প্রকৃত অকর্ম্মে কর্ম্ম ও কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখিয়া থাকে। জীবের কাছে যাহা অকর্ম্ম, বস্তুতঃ তাহা কর্ম্ম, এবং জীবের কাছে

যাহা কর্ম্ম, তাহা বস্তুতঃ অকর্ম্ম। জীবের এবংবিধ বিপরীত জ্ঞান নিবারিত না হইলে তাহার সংসার-মোচনের আশা সুদূর-পরাহত; আর সম্যক্ জ্ঞান ব্যতীত যে সংসার-মোচন হইতেই পারে না, তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। অতএব আমার পূর্ব্বোক্ত (কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ ইত্যাদি) উপদেশ জীবের এই ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া সম্যক্ জ্ঞানলাভের উদ্দেশেই প্রযুক্ত হইয়াছে। আমি কোনরূপ বিরুদ্ধ কথা বলি নাই।

এখন যদি বল যে, হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি কর্ম্ম ও অকর্ম্মের পরস্পরগত আরোপের অপবাদপূর্ব্বক সেই এক অবিক্রিয় ব্রহ্মজ্ঞানের বিষয় উপদেশ প্রদান করাই তোমার অভিপ্রেত হয়, তাহাও তো কিছু নূতন উপদেশ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না; পূর্ব্বে "ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ" ইত্যাদি স্থলে (২ অ, ২০ শ্লোকে) তো এ সমস্ত কথা অনেকবার বলা হইয়াছে; ব্রহ্ম যে নির্ব্বিকার, তাহাও পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে; সুতরাং তোমার সেই এক পুরাতন কথা বারবার বলিবার প্রয়োজন কি? পুনরুক্তি দোষ পরিহার পূর্ব্বক যদি নূতন কথা কিছু থাকে, তাহা বল, আমি শুনিতে প্রস্তুত আছি। অর্জ্জুন! তাহাও বলিতে পার না; কারণ, তুমি প্রথমতঃ, বিবেচনা করিয়া দেখ যে, যে সংস্কারটি যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, সে সহজে তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, যে বিষয় অতিশয় কঠিন, তাহা যদি কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতে হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়টি বারংবার তাহাকে বলিতে হয়; নচেৎ সে বিষয় কখনই তাহার মস্তিষ্কে স্থান পাইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। বারংবার বিপরীত দর্শন করিয়া মিথ্যাজ্ঞানের সংস্কার জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া থাকে, সুতরাং সে মোহবশতঃ প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় পুনঃপুনঃ শ্রবণ করিয়াও সে কথা ভুলিয়া যায় এবং পুনরায় সংস্কারবশে মিথ্যাপ্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া, সেই মিথ্যা বিষয়েরই (আত্মা সক্রিয় ইত্যাদি বিষয়ক) প্রশ্ন করিয়া থাকে। তোমারও দশা ঠিক তাহাই হইয়াছে; সেই নিমিত্ত আমাকে তদ্বিষয়ক উপদেশ বারংবার প্রদান করিতে হইতেছে। আর এই আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ বিষয়ও বড়ই গহন অর্থাৎ অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়; সুতরাং তোমায় এই একই কথা অর্থাৎ আত্মবস্তু যে নিষ্ক্রিয় তাহা "অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্" (২ অ, ২৫ শ্লোক), "ন জায়তে ম্রিয়তে বা" ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বে বারবার বলিয়াছি এবং অগ্রে (সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য ইত্যাদি স্থলে) আরও বলিব।

এখন যদি আশঙ্কা কর যে, দেহাদির নির্ব্বর্ত্তক কর্ম্ম তিন প্রকার; কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম। কূটস্থস্বভাব যে আত্মা তিনি অসঙ্গ, সুতরাং তাঁহার ব্যাপাররূপ যে কোন প্রকার কর্ম্ম আছে তাহা নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ; অতএব অকর্ম্ম ব্রহ্মে কর্ম্মের দর্শন কখনও সিদ্ধ হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কিত-বাক্যের বিহিত উত্তর শ্রবণ কর। আত্মা অকর্ম্ম, তাহাতে কোনরূপ ক্রিয়ার সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই অকর্ম্মে বিপরীত দর্শনের নামই কর্ম্ম। বস্তুতঃ ইহা কর্ম্ম নহে, কিন্তু কর্ম্মভ্রম। আর "আমি কর্ত্তা", "আমি ভোক্তা" ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মের সহিত আত্মাকে একাসনেই উপবিষ্ট বা কর্ম্ম ও আত্মার পরস্পর সমানাধিকরণ পরিদৃষ্ট হয়। "আমি কর্ত্তা" ইত্যাদি স্থলে ক্রিয়ারূপ ব্যাপারের আরোপ আমার উপরেই দেখা যাইতেছে, সুতরাং এস্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, অকর্ম্ম স্বরূপ ব্রহ্মে দেহাত্মাশ্রয় কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মভ্রম নিতান্ত বদ্ধমূলভাবে অবস্থান করিতেছে। অতএব কর্ম্ম কি এবং অকর্ম্মই বা কি, কবিগণও ইহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া মোহপ্রাপ্ত হন (কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ)। আর যদি এরূপ আশঙ্কা হয় যে, আত্মা যদি নিষ্ক্রিয়ই হইলেন, তবে আবার কর্ম্মভ্রম তাঁহার উপর কিরূপে আরোপিত হইতে পারে? তাহাও বলিতেছি। দেহকে আশ্রয় করিয়া কর্ম্মের উদ্ভব হয়; লোক সেই কর্ম্ম শুক্তিকায় রজতের ন্যায় আত্মার উপর অধ্যারোপ করিয়া "আমি কর্ত্তা," "আমার এই কর্ম্ম," "আমি এই কর্ম্মের ফলভোগ করিব", এরূপ অভিমান করিয়া থাকে। ইত্যাকার অভিমানের নামই বিপরীত জ্ঞান বা ভ্রম। ১৭শ শ্লোকে বর্ণিত। অকর্ম্ম অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবও (চুপ করিয়া থাকা, কিছু না করা) আত্মার উপর অধ্যারোপিত; সুতরাং তাহাও ভ্রমমাত্র। কারণ, যেরূপ আমি বলিলাম যে, "কিছু না করিয়া চুপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে কোন কষ্টও হইবে না, অথচ আমি সুখী হইব," এরূপ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহেন্দ্রিয়াশ্রয় ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, সেই কর্ম্মের যে উপরম অর্থাৎ সেই কর্ম্ম হইতে উপরত হওয়া, তাহাও কর্ম্ম, কারণ তাহাও ব্যাপার বিশেষ। সেই কর্ম্মোপরমরূপ কর্ম্মকৃত যে সুখীত্ব, তাহা আত্মাতে আরোপ করিয়াই, আমি কিছু করি না, তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া থাকি; সুতরাং সেই অকর্ম্ম বা তূষ্ণীম্ভাব অবস্থাতেও "আমি সুখী" এইরূপ অভিমান বা অহঙ্কার হয় বলিয়া, তাহাও যে আত্মার উপর

ভ্রমপূর্ব্বক অধ্যারোপিত হইয়াছে, ইহাও বিচার পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখা উচিত। কর্ম্মাভাব বা তূষ্ণীম্ভাবকেও কি কারণে আরোপিত বলিয়া উল্লেখ করিলাম, তাহা একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন পূর্ব্বক সবিশেষ বুঝাইয়া দিতেছি। বিবেচনা করিয়া দেখ, শুক্তিকাতে স্বভাবতঃ রূপ্যত্ব নাই; রূপ্যত্ব তাহাতে আরোপিত-মাত্র, এবং সেই শুক্তিকায় যখন রূপ্যত্ব আরোপিত, তখন সুতরাং তাহাতে রূপ্যত্বাভাবও আরোপের পক্ষপাতী। এইরূপ আত্মাতে স্বভাবতঃ বিক্রিয়া নাই, কিন্তু কর্ম্ম তাহাতে অধ্যস্ত বা আরোপিত মাত্র এবং সেই ব্রহ্মে কর্ম্মাভাবও সুতরাং আরোপিত বা অধ্যস্ত। এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে, সকল লোকেরই আত্মার উপর কর্ম্মাদি বিভ্রম হইয়া থাকে এবং তোমারও সেই দশাই সমুপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং সেই বিপরীত জ্ঞান অপনীত না হইলে, তোমার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় বা মুক্তির আশা নাই। সুতরাং সেই বিপরীত দর্শন অপনয়নার্থ, আমি যে পূর্ব্বাভিহিত বাক্য (কর্ম্মণ্যকর্ম্মেত্যাদি) বলিয়াছি, বোধ হয় এতক্ষণে তুমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। অর্জ্জুন! আমার কথার প্রকৃত অর্থ বুঝাইবার জন্য তোমার নিকট প্রয়োজনের অধিক অনেক কথা বলিতে হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কথা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত ভাবে রহিয়াছে; সুতরাং এক্ষণে সেই সমস্ত কথার সারমর্ম্ম তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই অবিদ্যার লীলাভূমি দ্বৈত প্রপঞ্চে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেহা-ন্দ্রিয়াশ্রয় যে কর্ম্ম, তাহা স্বস্বরূপে অবস্থিত হইলেও সকল লোকেই কর্ম্মরহিত অবিক্রিয় ব্রহ্মে তাহার অধ্যাস করিয়া থাকে। কারণ, অবিবেকীর কথা দূরে থাকুক, বিবেকীরাও আত্মার উপর "আমি কর্ত্তা", "আমি করিতেছি" ইত্যাদি রূপ কর্ম্মের আরোপ বা কর্ত্তৃত্বাভিমান করে। অতএব যে ব্যক্তি আত্ম-সমবেত (আমির সঙ্গে মিশ্রিত, আত্মাভিমানে মাখান) লোক-প্রসিদ্ধ কর্ম্মে, দ্রুতগামী নৌকায় আরূঢ় ব্যক্তির তীরস্থ বৃক্ষে পশ্চাৎগমনরূপ কর্ম্মে, গত্যভাবরূপ অকর্ম্ম দর্শনের ন্যায়, অকর্ম্ম অর্থাৎ ক্রিয়ারাহিত্য দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ নৌকারোহী ব্যক্তি যে তীরস্থ বৃক্ষের গতি প্রাতিলোম্য (বিপরীত গতি) অনুভব করে, তাহা ভ্রান্তিমাত্র; কারণ বৃক্ষের গতি নাই। নৌকারোহীর পক্ষে তীরস্থ বৃক্ষের গতি প্রাতিলোম্য আপাততঃ প্রতিভাত হইলেও, সে যখন বিচার করিয়া দেখে যে, বৃক্ষের ত গতি নাই, সুতরাং তাহার গতি-

প্রাতিলোম্য হওয়া অসম্ভব ; অতএব আমি যাহাকে গতি বলিয়া বুঝিতেছি তাহা প্রকৃত গতি নহে—আমাকর্ত্তৃক আরোপিত ও ভ্রমমাত্র। তখন তাহার অকর্ম্মে কর্ম্ম-জ্ঞানরূপ ভ্রম বিদূরিত হয়, বা তখনই তাহার যথার্থ জ্ঞান সিদ্ধ হয়। এইরূপ যে ব্যক্তি আত্মাধিষ্ঠানে আরোপিত সুতরাং আত্মনিষ্ঠ যে লোক-প্রসিদ্ধ কর্ম্ম তাহাতে অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্ সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। ইহার স্থূলার্থ, যেরূপ বৃক্ষ বাস্তবিক ক্রিয়ারহিত, আত্মাও সেইরূপ ক্রিয়ারহিত। যেরূপ ক্রিয়ারহিত বৃক্ষেই ভ্রমপূর্ব্বক ক্রিয়া আরোপিত, সেইরূপ ক্রিয়ারহিত ব্রহ্মেও ভ্রমপূর্ব্বক ক্রিয়া আরোপিত হয়। যেরূপ নৌকারোহী, বিচার-দৃষ্টিতে নিজ ভ্রম অপাকৃত করিয়া, সেই আরোপিত-ক্রিয় বৃক্ষেই ক্রিয়ারাহিত্য দেখিয়া থাকে বা বৃক্ষবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানলাভ করে ; যদি কোন ব্যক্তি সেইরূপ আরোপবশে আত্মনিষ্ঠ কর্ম্মে কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকে, অর্থাৎ যদি কোন ব্যক্তি বিচার-দৃষ্টিতে নিজভ্রম অপাকৃত করিয়া আরোপিতক্রিয় নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেই ক্রিয়ারাহিত্য (অকর্ম্ম) দেখিয়া থাকে, বা ব্রহ্মবিষয়ক সম্যক্ জ্ঞানলাভ করে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তিই যোগী ও সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। আর যে ব্যক্তি কর্ম্মের ন্যায় আত্মায় আরোপিত লোকপ্রসিদ্ধ অকর্ম্মে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপারের উপরমাবস্থাতেও (তূষ্ণীম্ভাবে) কর্ম্ম দেখিয়া থাকে, মনুষ্যের মধ্যে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট অর্থাৎ অজ্ঞানাচ্ছন্ন-দৃষ্টি লোক-সকল সাধারণতঃ দেহাদিচেষ্টাকেই কর্ম্ম বলিয়া বুঝিয়া থাকে, আর কিছু না করিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকা বা তূষ্ণীম্ভাবকেই অকর্ম্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে। অথচ, বিচার করিলে দেখা যায় যে, ঐ লৌকিক অকর্ম্মাবস্থাতে অর্থাৎ তূষ্ণীম্ভাবাবস্থাতেও কর্ম্ম বা ব্যাপার সমরূপই চলিতেছে ; কারণ, মনুষ্য মনে করে যে, 'আমি কিছু কর্ম্ম না করিয়া চুপ করিয়া বেশ সুখে আছি।' এই "আমি সুখে আছি" রূপ ব্যাপার ক্রিয়া বা চেষ্টা তখন পূর্ণ-মাত্রায় বিরাজিত ; কারণ, প্রকৃত আমির উপর ত কোনরূপ ক্রিয়ার আরোপ নাই। সুতরাং এই "আমি সুখে আছি" রূপ অভিমান বা অহঙ্কারই লোকপ্রসিদ্ধ অকর্ম্মাবস্থাতেও কর্ম্মের অস্তিত্ব দেখাইয়া দেয়। আর যে ব্যক্তি এই লোকপ্রসিদ্ধ অকর্ম্মেও কর্ম্ম দেখিয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই

বুদ্ধিমান্, সেই ব্যক্তিই যোগী, সেই ব্যক্তিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। আর যে ব্যক্তি লোকপ্রসিদ্ধ অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখিতে পায়, সে যে কর্ম্মে পূর্ব্বোক্তরূপ অকর্ম্ম দেখিবে তাহা বলাই বাহুল্য। ফলতঃ যে ব্যক্তি এইরূপ কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিভাগ জ্ঞাত আছেন, সেই ব্যক্তির নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই নিশ্চয় নিশ্চয়াত্মিকা; সুতরাং তিনি বুদ্ধিমান্। সেই ব্যক্তিরই যথার্থ সমজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্যক্তিরই যথার্থ চিত্তবৃত্তির নিরোধ হইয়াছে, সুতরাং তিনি যোগী এবং তিনি সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহার আর কোনরূপ কর্ম্ম করিতে বাকি নাই; অর্থাৎ যে ব্যক্তি সম্যক্ জ্ঞানলাভ করেন, জ্ঞানানলে তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই ভস্মীভূত হয়, সুতরাং জ্ঞানীকে আর নূতন করিয়া কোনরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয় না। এই নিমিত্তই বলা হইল যে, তাহার আর কোনরূপ কর্ম্ম করিতে বাকি নাই; সুতরাং সে কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। এইরূপ ব্যক্তিই অশুভ সংসার হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক কৃতকৃত্য হয়।

পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য স্বাভিমত পরিব্যক্ত করিয়া, বৃত্তিকারের মত সমুত্থাপন পূর্ব্বক খণ্ডন করিতেছেন। বৃত্তিকারের মতে, ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়মান যে নিত্যকর্ম্ম, তাহা ফলপ্রদ নহে; সুতরাং গৌণীবৃত্তিতে তাহাই (নিত্যকর্ম্মই) অকর্ম্ম। অর্থাৎ যেরূপ লোকে দুগ্ধরূপফলহীন গাভীকে, অগাভী (এ গরুটা গরুই নহে, এইরূপ) বলিয়া থাকে; বাস্তবিক তাহাতে গাভীর মুখ্যার্থ অর্থাৎ প্রকৃত গাভীত্ব নষ্ট হয় না বটে, গুণাংশ লইয়া গাভীত্ব নষ্ট হয় মাত্র; সুতরাং এইরূপ প্রয়োগ মুখ্যবৃত্তিতে না হইয়া গৌণীবৃত্তিতে হইয়া থাকে। সেইরূপ নিত্যকর্ম্মও স্বর্গাদি কোন ফল প্রসব করে না বলিয়াই অকর্ম্ম। আর সেই নিত্যকর্ম্মের অকরণ রূপ যে মুখ্য অকর্ম্ম, তাহাই আবার গৌণী (অপ্রধান) বৃত্তিতে 'কর্ম্ম'। নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে বিঘ্নভূত নরকাদি ফললাভ হয় বলিয়াই, নিত্যকর্ম্মের অকরণরূপ অকর্ম্মই 'কর্ম্ম'। যাহা ফলপ্রসব করে তাহাই কর্ম্ম, এবং যাহা ফলপ্রসব না করে তাহাই অকর্ম্ম। এই নিয়মানুসারে বৃত্তিকারের মতে, নিত্যকর্ম্মই "অকর্ম্ম" এবং নিত্যকর্ম্মের অননুষ্ঠান রূপ অকর্ম্মই কর্ম্ম। যে ব্যক্তি, কর্ম্মে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ ফলাভাব হেতু কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকেন এবং যে ব্যক্তি, অকর্ম্মে অর্থাৎ নিত্যকর্ম্মের অকরণরূপ অকর্ম্মে, (নরকাদি ফলপ্রদ বলিয়া) কর্ম্ম দেখিয়া থাকেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য, বহুবিধ শ্রুতিযুক্ত্যাদির সহায়তায় বৃত্তিকারের উক্ত মত যেরূপে নিরাকৃত করিয়াছেন, তাহার স্থূল মর্ম্ম এই যে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (১৭ শ্লোকে) বলিয়াছেন, "যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ" অর্থাৎ "তুমি যে বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া অশুভসংসার হইতে মুক্তিলাভ করিবে।" ভগবানের উক্ত বাক্য স্পস্ট বলিয়া দিতেছে যে, নিত্যকর্ম্মবিষয়ক জ্ঞান বা নিত্যকর্ম্মের ফলাভাব জ্ঞান, ভগবদভিপ্রেত জ্ঞান নহে। কারণ, নিত্যকর্ম্ম-জ্ঞান বা নিত্যকর্ম্মের ফলাভাব-জ্ঞান কোন স্থলেই মুক্তিফলপ্রদরূপে উল্লিখিত হয় নাই। অথচ, ভগবদুল্লিখিত জ্ঞানের ফল অশুভমুক্তি; সুতরাং বৃত্তিকারের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা, ভগবদ্বাক্যের পরস্পর সামঞ্জস্য সংরক্ষিত না করিয়া বিরুদ্ধার্থ প্রতিপাদন করে বলিয়া হেয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এই শ্লোকে কর্ম্মাকর্ম্মের স্বরূপ পরিজ্ঞানের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এস্থলে কর্ম্ম শব্দে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম এবং অকর্ম্ম শব্দে ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞান সূচিত হইতেছে। ক্রিয়মাণ কর্ম্মে যিনি আত্মজ্ঞানই দর্শন করেন এবং আত্মজ্ঞান রূপ অকর্ম্মে যিনি কর্ম্মই বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া বোধ করেন, অর্থাৎ যে মুক্তিলাভার্থী ব্যক্তি হৃদ্‌বিশুদ্ধি হেতু, কর্ম্মের যাথাত্ম্য অনুসন্ধানের দ্বারা অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মে অকর্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। জ্ঞান কর্ম্মেরই অনুগত; কর্ম্ম দ্বারাই জ্ঞান উপজাত হয়। জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়েরই উদ্দেশ্য আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি। এই বোধের বশবর্ত্তী হইয়া বুদ্ধিমান্ জনেরা কর্ম্মকে জ্ঞানাকার এবং জ্ঞানকে কর্ম্মাকার বোধ করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্ পঞ্চম অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, অজ্ঞান জনেরাই জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের পার্থক্য অনুভব করে; পণ্ডিতেরা তাহা করেন না। ক্রিয়মাণ কর্ম্মে তৎকর্ত্তৃকস্বরূপ আত্মার যাথাত্ম্য অনুসন্ধানে সম্প্রবৃত্ত হইলে যুগপৎ উভয় ফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞান লাভও ঘটিয়া থাকে। এইরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে যিনি আত্মযাথাত্ম্য অনুসন্ধান করেন, মনুষ্যের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ 'সকল শাস্ত্রের মর্ম্মজ্ঞ', মোক্ষলাভের যোগ্য এবং যাবতীয় শাস্ত্রানুগত কর্ম্মানুষ্ঠাতা। সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা যে সুখ লাভ করা যায়, একমাত্র আত্মজ্ঞান রূপ পরম সুখে তৎসমস্তই অন্তর্নিহিত আছে (২ অ, ৪৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য

দেখুন); এই জন্যই আত্মজ্ঞানীকে "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" বলা হইয়াছে। আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা না করুন, সকল কর্ম্মের ফলই তিনি উপভোগ করিয়া থাকেন, ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের দুর্জ্ঞেয়ত্ব প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ তাহাই স্ফুটীকৃত করিতেছেন। পরমেশ্বর আরাধনারূপ কর্ম্মবিষয়েও যে ব্যক্তি অকর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ তাহা জ্ঞানের হেতুভূত, সুতরাং বন্ধনের কারণ নহে জানিয়া, ভগবদারাধনারূপ কর্ম্মও কর্ম্ম নহে বলিয়া যিনি উপলব্ধি করেন; এবং শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানরূপ অকর্ম্মেও যিনি কর্ম্ম দর্শন করেন, অর্থাৎ তাহা প্রত্যবায়ের উৎপাদক, সুতরাং বন্ধনের হেতুভূত বলিয়া বিহিত কর্ম্মের অপরিপালনরূপ অকর্ম্মও যিনি কর্ম্মরূপে উপলব্ধি করেন, কর্ম্মানুষ্ঠানকারী মনুষ্যগণের মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমান্, তাঁহারই বুদ্ধি ব্যবসায়াত্মিকা, এইজন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ। তাদৃশ ব্যক্তির প্রশংসার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তিনিই যোগী, কারণ উল্লিখিত বুদ্ধি সহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা তিনি জ্ঞানযোগের অধিকারী হইয়াছেন। যাবতীয় কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত ফল তাঁহার বিশাল বারিধিতুল্য কর্ম্মফলের অন্তর্ভূত, এজন্য তিনিই সর্ব্ব কর্ম্মের অনুষ্ঠাতা। পূর্ব্বে "ন কর্ম্মনামনারম্ভাৎ" (৩ অ, ১ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে, কর্ম্মযোগের অধিকারাবস্থায়, জ্ঞানভূমিতে আরোহণাভিলাষী ব্যক্তিবৃন্দের নিমিত্ত যে কর্ম্মযোগের ব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই স্পষ্টীকৃত হইল; সেই প্রকরণই এস্থলে বিস্তারিতরূপে প্রপঞ্চিত হইয়াছে; এজন্য পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই। পূর্ব্বে "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" (৩ অ, ১৭ শ্লোক ইত্যাদি বচন দ্বারা জ্ঞানভূমিকা সমারূঢ় ব্যক্তিবৃন্দের পক্ষে কর্ম্মবিহীনতা কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহারও তাৎপর্য্য বিশদীকৃত হইল। যখন জ্ঞানভূমিকা আরোহণাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্ম বন্ধক স্বরূপ হয় না, তখন জ্ঞানভূমিকা সমারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে যে কর্ম্ম বন্ধক হইতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব সেই শ্লোকের সহিত সমালোচ্য শ্লোকের সামঞ্জস্য সুরক্ষিত হইয়াছে। অতঃপর অন্য প্রকারে এই শ্লোকের ব্যাখ্যা উত্থাপিত হইতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপাররূপ কর্ম্মে বর্ত্তমান থাকিলেও আত্মা দেহাদি হইতে স্বতন্ত্র; এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যিনি স্বভাবতঃ ক্রিয়াহীন আত্মায় অকর্ম্ম দর্শন করেন, এবং

জ্ঞানবলে ত্যাগ না করিয়া, কেবল কর্ম্মের অশেষ ক্লেশ দর্শনে কর্ম্ম ত্যাগরূপ অকর্ম্ম প্রযত্ন সাধ্য সুতরাং মিথ্যাচার বোধে, যিনি তাহাতে কর্ম্মই দর্শন করেন, তিনিই পণ্ডিত। পূর্ব্বে "কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" (৩ অ, ৮) ইত্যাদি শ্লোকে অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম পরিপালনের যে ব্যবস্থা আছে, তাহা এবং তাহার অননুষ্ঠানে যে প্রত্যবায় সম্ভাবিত, তাহা স্মরণ করিয়া যে ব্যক্তি কর্ম্মকে বন্ধনস্বরূপ জ্ঞান করেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণই মনুষ্যের মধ্যে বুদ্ধিমান্; কারণ, যদৃচ্ছালব্ধ সর্ব্ববিধ আহারাদি কার্য্য সম্পন্ন করিলেও, তাঁহারা আত্মার অকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান হেতু সমাধিস্থ যোগীর তুল্য। এতদ্দ্বারা বিকর্ম্মের তত্ত্বও প্রতিপাদিত হইল, যেহেতু জ্ঞানিজনের স্বয়মাগত কলঞ্জ (৭১০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ভক্ষণাদিরূপ শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধ বিকর্ম্মও দোষাবহ হয় না, কিন্তু অজ্ঞ ব্যক্তির অনুরাগ সহকারে তদনুষ্ঠান দোষাবহ হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় যে শুদ্ধান্তঃকরণ ও জ্ঞানবান্ পুরুষ কর্ম্মত্যাগী না হইয়াও, নিষ্কামভাবে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক হইবে না জানিয়া, কর্ম্ম করা হইতেছে না বলিয়াই বোধ করেন; আর যিনি জ্ঞানবিহীন ও অশুদ্ধান্তঃকরণ হইলেও, জ্ঞানাভিমানী ভণ্ড সন্ন্যাসীগণের ন্যায় কর্ম্মত্যাগ করাকে শাস্ত্রজ্ঞানপ্রভাবে, দুর্গতিপ্রাপক বন্ধনরূপ কর্ম্ম বলিয়াই উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই বুদ্ধিমান্ এবং তাঁহারাই যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাঁহারা সেই জ্ঞানবাচাল জ্ঞানাভিমানীর সঙ্গে থাকিয়াও এবং তাহার বাক্যানুরোধ শ্রবণ করিয়াও কখনই সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম ত্যাগ করেন না, ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তির ষড়িন্দ্রিয় অসংযত এবং ইন্দ্রিয়গণের সারার্থস্বরূপ মনও যাহার প্রচণ্ড, সেই জ্ঞানবৈরাগ্য-রহিত ব্যক্তির ত্রিদণ্ড (বাগ্দণ্ড, মনোদণ্ড এবং কায়দণ্ড) অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম কেবল জীবনোপায় স্বরূপ। সেই ধর্ম্মঘাতী ব্যক্তি দেবতাদিগকে এবং আপনার আত্মাকে এবং আমাকেও বঞ্চনা করে। তাহার অকালধৃত সন্ন্যাসীবেশ তাহাকে ইহলোক ও পরলোক পরিভ্রষ্ট করে মাত্র।"

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি কোন কোন টীকাকার এই শ্লোকের শেষাংশের অন্বয় স্থলে "বুদ্ধিমান্" এই পদের পর "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" এই পদ স্থাপন করিয়াছেন, এবং তদনন্তর "অপি" এই পদ উহ্য করিয়াছেন। এরূপ ভাবে অন্বয় করিলে

তাৎপর্য্যার্থ এইরূপ হয়। যথা; তিনিই বুদ্ধিমান্, কারণ তিনি যদৃচ্ছালব্ধ আহারাদি সর্ব্ব কর্ম্ম করিলেও যোগীর তুল্য। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি কোন কোন মহাত্মা "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" শব্দ শেষেই স্থাপিত করিয়াছেন এবং কোন শব্দ উহ্যরূপেও গ্রহণ করেন নাই। তদনুসারে যে অর্থ হয় তাহা পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়াছে; সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এই শ্লোকের অন্বয় প্রতিশব্দ ও ব্যাখ্যা স্থলে শ্রীধরস্বামীর অনুকরণ করা হইয়াছে। "কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎ" শব্দের অর্থ সম্বন্ধেও সামান্য মতভেদ আছে। কেহ কেহ "সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থানুযায়ী কর্ম্মতৎপর" এবং কেহ "যাবতীয় কর্ম্মতৎপর" এইরূপ অর্থ করিয়া থাকেন।

পূজ্যপাদ নীলকণ্ঠ সূরির অভিপ্রায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বে (১৬ শ্লোকে) অর্জ্জুনের নিকটে "তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি" রূপ যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, অধুনা তাহারই উত্তর স্বরূপে বলিতেছেন। অসেচনক অর্জ্জুন! তোমাকে পূর্ব্বেই (১৭ শ্লোকে) বলিয়াছি যে, কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্মভেদে দেহেন্দ্রিয়াদি-ব্যাপার রূপ কর্ম্ম ত্রিবিধ। তন্মধ্যে, শাস্ত্রবিহিত যে দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার, তাহার নাম "কর্ম্ম"। শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ যে দেহেন্দ্রিয়াদি চেষ্টা, তাহার নাম বিকর্ম্ম, এবং তূষ্ণীম্ভাবের নাম অকর্ম্ম। এই কর্ম্মের গতি বা যথাযথ তত্ত্ব অতি গহন অর্থাৎ দুরবগম্য। এই দুরবগম্য-গতি কর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্মরূপ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার, সেই অবিক্রিয় নিষ্ক্রিয়, প্রতিশরীরস্থ, আত্মায় অনাদি অবিদ্যা কর্ত্তৃক সমারোপিত। নৌকাস্থিত ব্যক্তি, গতিহীন তীর-তরুতে ভ্রান্তিবশতঃ গতির আরোপ করিয়া থাকেন; কিন্তু তত্ত্ববুদ্ধি দ্বারা তিনি, সেই তীরস্থপাদপে যেরূপ গত্যভাব দেখিয়া থাকেন, সেইরূপ যে ব্যক্তি নিষ্ক্রিয় আত্মায় অবিদ্যাকর্ত্তৃক কর্ম্মাকর্ম্ম বিকর্ম্মাত্মক কর্ম্ম সমারো-পিত হইলে, তাহাতে অকর্ম্ম অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকেন, মনুষ্য মধ্যে তিনিই বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট। আর এক কথা, সত্ত্ব রজ তম এই ত্রিবিধ গুণের সংমিশ্রণে সঞ্জাত বস্তুজাতই চঞ্চলস্বভাব। দেহ-ইন্দ্রিয়া-দিও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহারাও চঞ্চলস্বভাব বা নিয়ত কর্ম্মবিশিষ্ট। ত্রিগুণাত্মক দেহেন্দ্রিয়াদি এক মুহূর্ত্তও কর্ম্মবিহীনভাবে অবস্থিতি করিতে পারে না। আত্মার দেহও নাই, আর ইন্দ্রিয়াদিও নাই, সুতরাং তিনি নিষ্ক্রিয়। অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা, কিন্তু আত্মা ত্রিগুণাতীত। এই নিমিত্ত

ত্রিগুণের সহিত যাহার সম্বন্ধ অবিদ্যার সহিতই তাহার সম্বন্ধ, অতএব ত্রিবিধ কর্ম্মই অবিদ্যারোপিত। আত্মা অবিদ্যাতীত বা ত্রিগুণাতীত বলিয়াই নিষ্ক্রিয়। কাজেকাজেই বলিতে হয় যে, সেই ত্রিগুণাতীত নিষ্ক্রিয় আত্মায় কর্ম্ম বা ক্রিয়া, অবিদ্যা কর্ত্তৃক আরোপিত।

বীজাঙ্কুর ন্যায় (২৩২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) সৃষ্টি অনাদি, অবিদ্যাও অনাদি; সুতরাং জীবের কর্ম্মবন্ধনও অনাদি। অবিদ্যা অনাদি হইয়াও সান্ত, (অর্থাৎ তাহার নাশ আছে), আর আত্মা অনাদি ও অনন্ত; অবিদ্যা এবং পরমাত্মার প্রভেদ এই পর্য্যন্ত। জীব অসংখ্য বলিয়া একের অবিদ্যা নাশ হইলে অপরের অবিদ্যা নষ্ট হয় না। যে আত্মাভিন্ন জীব অবিদ্যার হস্ত হইতে মুক্তিলাভ না করিয়াছে, সেই জীবই আত্মাতে বা আপনাতে কর্ম্মের আরোপ করিয়া থাকে। কিন্তু যে জীব বহুজন্মান্তরীণ অনির্ব্বচনীয় সুকৃতি-ফলে সেই অবিদ্যার স্বরূপ সমবগত হইতে পারে, তাহারই অবিদ্যা বিনিবৃত্তি হয়, বা সেই ব্যক্তি শোক-বারিধি বা অপার সংসারের পরপারে গমন করিতে পারে, সুতরাং সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট। যে ব্যক্তি অবিদ্যাকে চিনিতে পারে, অবিদ্যা তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, প্রতারক অপরের সহিত প্রতারণা কতক্ষণ করিতে পারে?—না, যতক্ষণ সেই প্রতারিত ব্যক্তি আপনাকে প্রতারিত বলিয়া মনে না করে, বা তাহাকে প্রতারক বলিয়া চিনিতে না পারে। প্রতারক যখন বুঝে যে, এ ব্যক্তি আমায় চিনিয়া ফেলিয়াছে, সে তখনই তাহার নিকট হইতে দূরে পলায়ন করে। অবিদ্যার দশাও এইরূপ। প্রতারককে চিনিতে পারা বুদ্ধিমানেরই কার্য্য; সুতরাং অবিদ্যাকে যে চিনে, সে যে বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণ-বিশিষ্ট, তাহা বলাই বাহুল্য। অবিদ্যা কখনও আত্মার সম্মুখীন হইতে পারে না। অবিদ্যা-মুক্ত জীবও আত্মাভিন্ন; সুতরাং অবিদ্যা লজ্জায় আর তাহার সম্মুখে আসিতে পারে না। ফলতঃ, এককে আর বুঝার নামই অবিদ্যা; বা এককে আর বুঝানই অবিদ্যার স্বভাব। যে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, বিচার পূর্ব্বক তাহা অবগত হইলে, অপরটি যে তাহাতে আরোপিত হইয়াছিল, তখনই তাহা বুঝিতে পারা যায়। আর যখনই এইটি আরোপিত বলিয়া ধরা পড়ে, সেই আরোপিত বস্তুটি তখনই সে স্থান পরিত্যাগ করে, আর সে স্থানে আসিতে সাহসী হয় না। এইরূপ জীব যখনই সবিচার দৃঢ়রূপে বুঝিতে

পারে যে আত্মা বা-আমাতে কোনও ক্রিয়া নাই, ক্রিয়া আমার উপর আরোপিত হইয়াছে, একে আর ঘটিয়াছে, আমি প্রতারিত হইয়াছি; অবিদ্যা তখনই নিজের আরোপিত বহুবিধ কর্ম্মাদি-জাল প্রতিসংহৃত করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করে, আর পুনরায় সে স্থানে আইসে না। ইহারই নাম অবিদ্যা বিনিবৃত্তি বা সংসারমোচন।

সখে অর্জ্জুন! এস্থলে যদি তোমার এরূপ আশঙ্কা হয় যে, শাস্ত্রবিহিত ও নিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারকে না হয় কর্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত করিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু অকর্ম্ম বা তূষ্ণীম্ভাবকে কিরূপে কর্ম্মশ্রেণীভুক্ত করি'? কিছু না করিয়া নিষ্ক্রিয়ভাবে বসিয়া থাকার নামই তো তূষ্ণীম্ভাব? সেই তূষ্ণীম্ভাব, কিরূপে কর্ম্মশ্রেণীর অন্তর্গত হইবে? তাহাও বলিতেছি। চন্দ্র-তারকাদি নিয়ত চলনশীল হইলেও, মূঢ়জনে অর্থাৎ যাহারা চন্দ্রতারকাদির যথার্থতত্ত্ব সমবগত নহে, তাহারা দেখে যে, চন্দ্রতারকাদি চলনবিহীন। যাঁহারা সূক্ষ্মবুদ্ধি পূর্ব্বক বিচার করিয়া থাকেন, তাঁহারাই চন্দ্রতারকাদির গতি দেখিতে পান। এইরূপ যাহারা মূঢ়, তাহারাই মনে করে যে, তূষ্ণীম্ভাবই অকর্ম্ম বা কর্ম্মশ্রেণীর বহির্ভূত; কিন্তু বুদ্ধিমান্ তাহা মনে করেন না। তিনি দেখেন যে, তূষ্ণীম্ভাবের ভিতরেও পূর্ণমাত্রায় কর্ম্ম বিরাজিত। ভ্রান্তজন ভাবে, আমি কিছু করিতেছি না, আমি চুপ করিয়া আছি, সুতরাং আমি যখন করিতেছি না বা নিষ্ক্রিয়ভাবে অবস্থান করিতেছি, তবে আবার ইহার ভিতর কর্ম্ম কেমন করিয়া আসিবে? কিন্তু সখে! একবার স্থিরবুদ্ধিতে ভাবিয়া দেখ, তূষ্ণীম্ভাবের ভিতরেও কর্ম্ম দেখিতে পাও কি না। তুমি বলিতেছ যে, "আমি কিছু করিতেছি না"; কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি যে, সেই নিষ্ক্রিয় আত্মা বা আমির উপর আবার "আমি কিছু করিতেছি না" এরূপ একটা বালকোচিত উক্তি কোথা হইতে আসিল? তখনও তোমার অহঙ্কার পূর্ণমাত্রায় বিরাজিত; আর তুমি সেই নরকমূলক অহঙ্কারের রাজ্যকে পবিত্র আত্মার রাজত্বে পরিণত করিতে চাও। অহঙ্কারও ত্রিগুণাত্মক, সুতরাং তাহাও সক্রিয়। অহঙ্কার যতক্ষণ, কর্ম্মও ততক্ষণ। অহঙ্কার জীবকে অঙ্গুলিনির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইয়া দেয়, ঐ ক্রিয়া—ঐ ক্রিয়া। কারকের রাজ-প্রাসাদ অহঙ্কার কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অহঙ্কারাভিভূত জীবই বলিয়া থাকে যে, "আমি করিতেছি, আমি করিতেছি", "ইহা আমার, উহা আমার",

কিন্তু যিনি এইরূপে দেখেন যে, তূষ্ণীম্ভাবরূপ অকর্ম্মেও কর্ম্ম রহিয়াছে, তিনিই বুদ্ধিমত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট। রোগ ধরা পড়িলে আর তাহাকে অপাকৃত করিতে বিলম্ব হয় না। এইরূপ কর্ম্ম ধরা পড়িলে, তাহাকে বিদূরিত করিতে তত্ত্বজ্ঞানীর বিলম্ব হয় না। বুদ্ধিমান্ দেখেন যে, অকর্ম্ম বা তূষ্ণীম্ভাবও কর্ম্ম এবং বিকর্ম্মের ন্যায় কর্ম্ম-শ্রেণীর অন্তর্গত; সুতরাং ইহাও অবিদ্যা-কর্ত্তৃক অক্রিয় আত্মায় আরোপিত হইয়াছে। আত্মার ক্রিয়া নাই; সুতরাং কর্ম্ম তাঁহাতে আরোপিত। একে আর বুঝার নামই অবিদ্যা; সুতরাং এই নিষ্ক্রিয় আত্মাকে সক্রিয় বুঝাই অবিদ্যা বা অবিদ্যার লীলাবিলসিত। এইরূপ বুঝিয়া অবিদ্যার স্বরূপ অবগত হইলেই, অবিদ্যা সেস্থান পরিত্যাগ করে, সুতরাং জীব সংসারমুক্ত হয়। যে মনুষ্য এইরূপ কর্ম্মের যাথাত্ম্যতত্ত্ব সমবগত হইতে পারেন, মনুষ্য মধ্যে সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ তত্ত্বদর্শী, সেই মনুষ্যই যোগী এবং সেই মনুষ্যই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্ব্বিধ চেতনের মধ্যে মনুষ্যই তত্ত্বজ্ঞানলাভোপযোগী। মনুষ্যে বিচার-শক্তি সন্নিহিত আছে বলিয়াই এস্থলে "স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু" এই কথা বলিলাম। এবংবিধ মনুষ্য, ভ্রান্তিক্রমে নিষ্ক্রিয় আত্মায় আরোপিত ব্যাপারকে এবং সক্রিয় অনাত্মবস্তুতে আরোপিত নির্ব্ব্যাপারকে বাধিত করিয়াছেন বলিয়া "যোগী"। আর তিনি কর্ম্মযোগের ফল স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন বলিয়াই "কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ"। এবংবিধ মনুষ্য এরূপ স্তুতিরই উপযুক্ত পাত্র। অতএব সখে! তোমার এইরূপ ভাবিয়া কর্ম্ম করা উচিত যে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই; কর্ত্তৃত্ব দেহেন্দ্রিয়াদি সমূহের। "আত্মার কর্ত্তৃত্ব নাই" এই কথা যদিও পূর্ব্বে (অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ম্ ইত্যাদি স্থলে) অনেক বার বলা হইয়াছে, তথাপি বিষয়ের দুর্জ্ঞেয়ত্ব হেতু পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিতে হইতেছে। (শঙ্করাচার্য্যের এই মতকে, টীকাকার অলঙ্কৃত করিয়া স্বাভিমত পরিব্যক্ত করিয়াছেন) যদি বল যে, ঈশ্বরার্থে অনুষ্ঠীয়মান যে নিত্যকর্ম্ম তাহা সংসারবন্ধনের হেতুভূত নহে, সুতরাং যে ব্যক্তি সেই নিত্যকর্ম্মে অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মাভাব দেখিয়া থাকে এবং সেই নিত্যকর্ম্মের অকরণরূপ অকর্ম্ম, বিঘ্নের হেতু বলিয়া, যে ব্যক্তি তাহাতে কর্ম্ম দেখিয়া থাকে; সেই ব্যক্তি বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি স্তুতির অধিকারী। (ইহাই বৃত্তিকারের মত, অতঃপর ইহার খণ্ডন) তাহা বলিতে

পার না; কারণ, নিত্যকর্ম্মকে অকর্ম্ম বলিয়া জানা রূপ যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান দ্বারা কখনও অশুভসংসার হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। আর এই নিত্যকর্ম্মে যে অকর্ম্ম জ্ঞান, তাহা নিজেই মিথ্যাজ্ঞান স্বরূপ, সুতরাং তাহা অশুভ। অশুভপদার্থ দ্বারা কখনও অশুভের নাশ হইতে পারে না; অন্ধকার দ্বারা কখনও অন্ধকার বিদূরিত হইতে পারে না; যে তত্ত্ব বোদ্ধব্য, তাহা কখনও এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না। আর এইরূপ মিথ্যাজ্ঞানীও কখনও বুদ্ধিমান্ আদি স্তুতির অধিকারী হইতে পারেন না। সুতরাং তোমার উক্ত আশঙ্কা নিতান্ত অসঙ্গত। এতদ্দ্বারা বৃত্তিকারের মত খণ্ডিত হইল।

আর যদি বল যে, জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ দৃশ্য জড়বস্তু সমূহই কর্ম্ম। যে ব্যক্তি এবংবিধ জ্ঞানকর্ম্মে সর্ব্বভ্রমাধিষ্ঠান সদ্রূপে বা স্ফুরণরূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত, অকর্ম্ম অর্থাৎ অবেদ্য স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন; এইরূপ আবার অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্য স্বরূপ বস্তুতে কল্পিত কর্ম্ম অর্থাৎ অখিল দৃশ্যজাতই মায়াময়, বাস্তবিক তাহার কোনরূপ সত্তা নাই, এইরূপে দেখিয়া থাকেন; এবংবিধ ব্যক্তিই পরমার্থদর্শী; সুতরাং তিনি নিজগুণে বুদ্ধিমান্ প্রভৃতি স্তুতির উপযুক্ত পাত্র। অর্জ্জুন! তোমার এরূপ আশঙ্কাও অসঙ্গত। তুমি মদুক্তির পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ, আমি তোমাকে যে কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, সে কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। "কর্ম্ম কুরু" কর্ম্ম কর, "কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি" কর্ম্মের বিষয় বলিব, ইত্যাদি স্থলে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই প্রস্তাবিত হইয়াছে; সুতরাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রস্তাবে কখনও তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ সমুত্থাপিত হইতে পারে না। একরূপ উপক্রম করিয়া অন্যরূপে উপসংহার করা নিতান্ত অযুক্তিযুক্ত। আর যদি এরূপ বল যে, "কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম" অর্থাৎ কর্ত্তার যাহা অত্যন্ত অভিলষিত তাহাই কর্ম্ম। এইরূপ পারিভাষিক কর্ম্মসংজ্ঞা দ্বারা দৃশ্যজাত কর্ম্মশব্দের অর্থরূপে পরিগণিত হইতে পারে; অর্থাৎ যাহা কর্ত্তার অত্যন্ত অভিলষিত যদি তাহাই কর্ম্ম হইল, অথচ কর্ত্তৃত্বদেহেন্দ্রিয়াদি সংঘাতেরই হইল, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইতেছে যে, কখনও চক্ষু ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঈপ্সিততম রূপ, কখনও কর্ণ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঈপ্সিততম শব্দ, কখনও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দ্বারা কর্ত্তার ঈপ্সিততম গন্ধ, কখনও বা রসনেন্দ্রি-

য়ের দ্বারা কর্ত্তার ঈপ্সিততম রস, ইত্যাদিরূপ দৃশ্যজাতই দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ কর্ত্তার অত্যন্ত ঈপ্সিত; সুতরাং দৃশ্যজাতই কর্ম্ম। আর পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মশব্দের অর্থ জ্ঞানকর্ম্ম অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়; সুতরাং কর্ম্মপ্রস্তাবেও জ্ঞানের অবসর আছে। অর্জ্জুন! তোমার এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে না। কারণ, "অনিয়মে নিয়মকারিণী পরিভাষা' অর্থাৎ যাহা অনিয়মে নিয়মের বিধান করে, তাহার নাম পরিভাষা। যেরূপ, ঘু, টি, ভ, প্রভৃতি সংজ্ঞা। ঘু, টি, ভ, ইত্যাদি নামে প্রচলিত কোন শব্দ না থাকিলেও, বা তাহার সমীচীন প্রসিদ্ধ কোনরূপ নিয়মিত অর্থ না থাকিলেও, বৈয়াকরণিক সেই অনিয়মের ভিতরও নিয়ম বাঁধিয়া লইলেন। এই ঘু, টি, ভ আদি সংজ্ঞা লইয়া ব্যাকরণে অর্থ নির্ণয়রূপ ইষ্টলাভ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা কখনও আগমার্থ নির্ণয় হইতে পারে না। এইরূপ পারিভাষিক কর্ম্ম সংজ্ঞা দ্বারা কখনও আগমার্থ বিনির্ণয় হইতে পারে না। যে নিয়ম যেখানকার সে নিয়ম সেইখানেই চলিতে পারে, অন্যত্র চলিতে পারে না। এক রাজার রাজ্যের ব্যবহার কখনও অন্য রাজার রাজ্যে চলিতে পারে না। অতএব এখন তুমি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক বুঝিয়া দেখ যে, আমি তোমাকে যে কর্ম্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়াছি, তাহা অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম; জ্ঞানকর্ম্ম বা জড়দৃশ্যজাত নহে। বাস্তবিক ভাবিয়া দেখ, আমি পূর্ব্বে তোমাকে বলিয়াছি যে, কর্ম্ম অকর্ম্ম বিকর্ম্মরূপ কর্ম্মের গতি বা যাথাত্ম্যতত্ত্ব অর্থাৎ চরম্ সীমা অতীব গহন; সুতরাং তাহাও বোদ্ধব্য। অধুনা তোমার সহিত যে প্রসঙ্গের আলোচনা হইতেছে ও তোমাকে যে কথা বলিতেছি, (যে কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখে, মনুষ্য-মধ্যে সেই মনুষ্যই বুদ্ধিমান্) তাহা পূর্ব্ব-প্রস্তাবিত বাক্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ব্যতীত, কিছুই নহে। সখে! তুমি অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, আমি তোমাকে শাস্ত্র-দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছি যে, কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মরূপ কর্ম্মে, অকর্ম্ম অর্থাৎ তাহার বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। এখানে তোমার স্মৃত্যর্থ পুনরুল্লেখ করিতেছি যে, কর্ম্ম শব্দের অর্থ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপার। সেই কর্ম্ম ত্রিবিধ; কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম। শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম কর্ম্ম; শাস্ত্র-নিষিদ্ধ দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারের নাম বিকর্ম্ম এবং যাহা কর্ম্মও নহে বা বিকর্ম্মও নহে, তাহারই নাম অকর্ম্ম। এই অকর্ম্মই পূর্ব্বে তুষ্ণীম্ভাব বলিয়া

বহুশঃ অভিহিত হইয়াছে। এখন দেখ, শাস্ত্রতঃ কিরূপে কর্ম্মে (দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারে) অকর্ম্ম (তদ্বৈপরীত্য) দেখিতে পাওয়া যায়। যেরূপ যজ্ঞ একটি কর্ম্ম বা শাস্ত্রবিহিত দেহেন্দ্রিয়াদি ব্যাপারবিশেষ; কিন্তু সেই যজ্ঞ যদি বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সেই কর্ম্মরূপ যজ্ঞ, কৃত অর্থাৎ অনুষ্ঠিত হইয়াও, অকৃত হইয়া পড়ে, অর্থাৎ সেই যজ্ঞ করা, না করার তুল্য হইয়া থাকে; সুতরাং তাহা অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয়, অর্থাৎ ঠিক বিপরীত হইয়া যায়। অগ্রে (গীতা ১৭ অধ্যায় ২৮ শ্লোকে) এ সমস্ত কথা সবিশেষ বলিব। (পূজ্যপাদ টীকাকার এস্থলে এই গীতাশাস্ত্রের সপ্তদশ অধ্যায়স্থ অষ্টাবিংশতি সংখ্যক "অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং" ইত্যাদি শ্লোকটীকে প্রমাণরূপে সমুদ্ধৃত করিয়াছেন।) আরও দেখ, দাম্ভিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত এই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মই আবার বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। কারণ, দাম্ভিক যাহা কিছু করে, তাহা কেবল বাহিরে লোক দেখাইবার নিমিত্ত। ঠিক্ প্রমাণানুযায়ী কোন কর্ম্মই দাম্ভিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না; সুতরাং তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে, "নিত্যানুষ্ঠেয় অগ্নিহোত্র যজ্ঞ, মৌনব্রত, বেদাধ্যয়ন ও অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, এই কর্ম্মচতুষ্টয় যদি শাস্ত্র-প্রমাণানুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে ভয়রাশি বিদূরিত করে; নচেৎ ভয়রাশি প্রদান করে।" বিকর্ম্মও ভয়রাশি প্রদান করে, সুতরাং দাম্ভিককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। এইরূপ আবার শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মও বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। যেরূপ, এক ব্যক্তি উদাসীন, সুতরাং তিনি বিধি-নিষেধের বা কর্ম্ম-বিকর্ম্মের অতীত; তাঁহার ঔদাসীন্যই অকর্ম্ম। সেই উদাসীন নিষ্কর্ম্মভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় হয়তো এক ব্যক্তি দস্যু-হস্ত হইতে মুক্তিলাভার্থ তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল ও কাতরভাবে তাঁহার শরণাপন্ন হইল। এখন সেই উদাসীন, যদি সমর্থ হইয়াও তাহাকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই অকর্ম্মরূপ ঔদাসীন্যই বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। "আর্ত্তকে ত্রাণ করিবে" এই শাস্ত্রের বিধি। উদাসীন বিধি-নিষেধের অতীত বলিয়াই, অক্লেশে এই শাস্ত্রের মর্য্যাদা উল্লঙ্ঘন করে। সুতরাং শাস্ত্রতঃ প্রতিপাদিত হইতেছে যে, উদাসীনের ঔদাসীন্যরূপ অকর্ম্ম, আর্ত্তত্রাণরূপ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মকে অতিক্রম করে বলিয়া, আত্মদৃষ্টিতে কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। আবার, কোনরূপ ব্রতে

দীক্ষিত অথবা ভগবানের ধ্যানাদিতে আসক্ত কোন ব্যক্তি, যদি উপযুক্ত সময়ে নিত্যানুষ্ঠেয় পঞ্চযজ্ঞাদি দানের অনুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে সেই দীক্ষিত বা ভগবদ্ধ্যানাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণরূপ যে অকর্ম্ম, তাহা বিকর্ম্ম-শ্রেণীভুক্ত না হইয়া, বরং কর্ম্ম-শ্রেণীভুক্তই হইয়া থাকে। নিত্যকর্ম্ম-কালে কোনরূপ অবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতে পারে না; কারণ, তাহা প্রত্যবায়জনক। অথচ শাস্ত্র বলিতেছেন যে, "দীক্ষিতো ন দদাতি" অর্থাৎ কোনরূপ ব্রতাদিতে দীক্ষিত ব্যক্তি, পঞ্চযজ্ঞাদি দানের উপযুক্ত সময় সমুপস্থিত হইলেও, দান করিবেন না; সুতরাং উপযুক্তকালে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণ আমাদের দৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও শাস্ত্র-দৃষ্টিতে তাহা কর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। ভগবদ্ধ্যানাসক্তেরও উপযুক্ত সময়ে পঞ্চযজ্ঞাদির অকরণ দোষাবহ নহে; কারণ, তিনি সর্ব্ব-ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবচ্চরণ-সরোজে নিজ-চিত্ত সমর্পণ করিয়া, তাঁহারই শরণাগত হইয়াছেন; সুতরাং তাঁহার কোনরূপ বিঘ্ন সঙ্ঘটিত হইতে পারে না। এ কথাও তোমাকে অগ্রে ("সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥" গীতা ৮ অধ্যায় ৬৬ শ্লোকে) বলিব। অতএব ভগবদ্ধ্যানাসক্তের পক্ষে উপযুক্তকালে পঞ্চ-যজ্ঞাদির অকরণ আমাদিগের দৃষ্টিতে অকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহা কর্ম্ম; কারণ, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত। (টীকাকার গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরি-ত্যজ্য" ইত্যাদি উক্ত শ্লোকই শাস্ত্রীয় প্রমাণরূপে এস্থলে উদ্ধৃত করিয়াছেন।) এইরূপ আবার হিংসা অস্মদ্দৃষ্টিতে বিকর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হইলেও, "অগ্নীষো-মীয়ং পশুমালভেত" এই শাস্ত্রানুশাসন বলে, যজ্ঞে কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত হয়। সেই হিংসাই আবার স্থলবিশেষে কর্ম্মে ও বিকর্ম্মে পর্য্যবসিত না হইয়া অকর্ম্মে পর্য্যবসিত হয়। বৃথা নষ্ট পশুই ইহার দৃষ্টান্তস্থল। বৃথা নষ্ট পশুতে বিধ্যর্থের নিষ্পত্তি হয় না, কারণ তাহা অবিহিত; সুতরাং তাহা কর্ম্ম নহে। অবৈধ নষ্টও বৃথা নষ্ট, আর হঠাৎ নষ্টও বৃথা নষ্ট। সুতরাং এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না যে, যদি বৃথা নাশ অবৈধই হইল, তবে তাহা কর্ম্ম না হউক, বিকর্ম্ম হইতে আপত্তি কি? কারণ, যাহা অবৈধ তাহাই বিকর্ম্ম বলিয়া পরিচিত। হঠাৎ নাশও বৃথা নাশ বলিয়া, তাহা (অর্থাৎ উক্ত হিংসা) বিকর্ম্ম শ্রেণীতেও পরিগণিত হইতে পারে না। অতএব

যখন এবংবিধ হিংসা, কর্ম্মও হইল না বা বিকর্ম্মও হইল না, তখন সুতরাং তাহা অকর্ম্ম শ্রেণীভুক্ত হইবে। কারণ, তাহা কৃত হইয়াও অকৃতস্বরূপ! এইরূপ আবার চৌরবিমোচন (মুক্ত) চৌরের সহচরদিগের পক্ষে কর্ম্ম হইলেও নৃপতির নিকট বিকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। কারণ, শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন যে, "স্তেনঃ প্রমুক্তো রাজনি পাপং মাষ্টি" অর্থাৎ নৃপতি কর্ত্তৃক মুক্ত হইলে, চৌর নিজ পাপসমূহ প্রক্ষালিত করিয়া নৃপতিকে প্রদান করে"। এই চৌর-বিমোচনই আবার যতির পক্ষে অকর্ম্ম; কারণ, তাহা যতির উপেক্ষণীয়। এইরূপ আবার হিংসা-ফলক সত্য, কর্ম্ম হইয়াও বিকর্ম্মত্বে পরিগণিত হয়। অর্থাৎ সাধারণতঃ সত্য শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম। কিন্তু সেই সত্যের ফল যদি হিংসা হয়, তাহা হইলে তাহা বিকর্ম্মত্বে পর্য্যবসিত হয়। হিংসা-ফলক সত্য যথা; "আমি গৃহদ্বারে বসিয়া আছি, এমন সময়ে দস্যু-বিতাড়িত এক ব্যক্তি আসিয়া আমার গৃহে প্রবেশপূর্ব্বক লুক্কায়িত রহিল; এমন সময় সেই দস্যু আসিয়া যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, 'মহাশয়! এই পথ দিয়া এইরূপ একজন মনুষ্য গিয়াছে বা কোথায় আছে, জানেন কি?' এখন আমি যদি সত্যের অনুরোধে বলি যে, হাঁ, এইরূপ এক ব্যক্তি অল্লক্ষণ হইল আসিয়াছে ও আমার গৃহে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করিতেছে। দস্যু আমার এই কথা শুনিয়াই তাহাকে গৃহাভ্যন্তর হইতে বাহিরে লইয়া আসিল ও কিঞ্চিৎ দূরে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বধ করিয়া, যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করিল। এইরূপ স্থলে, আমি দস্যুকে সত্য কথা বলিলাম বটে, কিন্তু আমার এবংবিধ সত্যের ফল হইল হিংসা; সুতরাং এবংবিধ হিংসাফলক সত্য বিকর্ম্ম।" শাস্ত্রেও অভিহিত আছে যে, "কাহারও জীবনরক্ষার্থ বা দরিদ্রকে দানার্থ মিথ্যা প্রত্যবায়জনক নহে।" এইরূপ আবার দানফলক মিথ্যা বিকর্ম্ম হইয়াও কর্ম্মত্বে পর্য্যবসিত হয়। সাধারণতঃ মিথ্যা, শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কর্ম্ম বা বিকর্ম্ম; কিন্তু যদি তাহা দানফলক হয়, তাহা হইলে সেই মিথ্যা কর্ম্মত্বে পর্য্যবসিত হয়। দানফলক মিথ্যা যথা; আমি এক ধনীর মন্ত্রিত্বাদি পদে অধিষ্ঠিত আছি, এমন সময়ে একজন দানের যথোপযুক্ত পাত্র দরিদ্র দ্বিজ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কিন্তু সে ব্যক্তি ধনীর নিকট হইতে কিরূপে ধন আদায় করিতে হয়, তাহা আদৌ জানেন না; সুতরাং তাঁহার ধন-

প্রাপ্তি-সম্ভাবনা অতি অল্প। এখন আমি যদি তাঁহার হইয়া, তাঁহার যে গুণ নাই, সেই গুণ সমুল্লেখ করি, এবং সে ব্যক্তি আমার অপরিচিত হইলেও আমার পরিচিত বলিয়া ধনীকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করি, তাহা হইলে আমার মিথ্যা কথা বলা হইল, সন্দেহ নাই। কিন্তু এইরূপ মিথ্যা কথার ফল হইল কি? না,—দান। ধনী আমার এই কথা শুনিয়াই তাঁহাকে কিছু দান করিলেন, নচেৎ করিতেন না। সুতরাং এরূপ স্থলে, মিথ্যা দানফলক। এই দানফলক মিথ্যা কর্ম্মত্বে পর্য্যবসিত। তবে এখন দেখ, এই কর্ম্ম-অকর্ম্ম-বিকর্ম্মাখ্য যে কর্ম্ম, তাহাতে যে ব্যক্তি অকর্ম্ম অর্থাৎ তাহার বৈপরীত্য দেখিয়া থাকেন, তাদৃশ ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্যের বিভাগ সমবগত হইয়াছেন; সুতরাং কর্ম্মাকর্ম্ম-বিকর্ম্মের ভিতর যাহা বোদ্ধব্য, তাহাও তিনি সমস্ত সবিশেষ বুঝিয়াছেন। অতএব তিনি বুদ্ধিমান্!

অর্জ্জুন! আরও ভাবিয়া দেখ, আমি পূর্ব্বে (১৬ শ্লোকে) তোমাকে বলিয়াছি যে, যাহাতে কবিগণও বিমোহিত হন, যাহার জ্ঞান সংসারমোচনের হেতু, আমি তোমাকে সেই কর্ম্ম ও অকর্ম্মের বিষয় বলিব। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে অবতারিত অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শনরূপ যে বিষয়, তাহা বাস্তবিক সেই পূর্ব্বোক্ত (১৬ শ্লোকে উপক্ষিপ্ত) বাক্যেরই বিস্তৃত ব্যাখ্যা। যে ব্যক্তি এবংবিধ অকর্ম্মে কর্ম্মদর্শন করেন, তিনিই যুক্ত। এখানে একটা কথা বলিয়া রাখা ভাল যে, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যিনি কর্ম্মে অকর্ম্মসন্দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান্। আর এখানে বলা হইল যে, যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই যুক্ত; সুতরাং এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, যিনি কেবলমাত্র কর্ম্মে অকর্ম্ম দেখেন, তিনি বুদ্ধিমান্ হইলেও, যোগী বা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নহেন; আর যিনি অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন, তিনি যোগী হইলেও, বুদ্ধিমান্ বা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নহেন। কিন্তু যিনি যুগপৎ উভয়রূপই সন্দর্শন করেন অর্থাৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনিই বুদ্ধিমান, তিনিই যুক্ত ও তিনিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। (মূল শ্লোকস্থিত 'চ' কার, উক্ত অর্থই ব্যক্তীকৃত করিতেছে।) তোমাকে এই বিষয়টি শাস্ত্রসঙ্গতরূপে বুঝাইয়া দিতেছি। তুমি তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, কেবল বুদ্ধিমান্ হইলেও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারা যায় না; আর কেবল

যোগী হইলেও কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারা যায় না; কিন্তু যিনি বুদ্ধিমান্ ও যোগী, তিনিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। শাস্ত্র-বিচক্ষণ জনসমূহ অকর্ম্ম অর্থাৎ স্পন্দশূন্য (নিষ্ক্রিয়) কূটস্থ বস্তুতে কর্ম্ম অর্থাৎ সস্পন্দ (সক্রিয়) বাহ্য আকাশাদি এবং আভ্যন্তর অন্তঃকরণাদিকে নানারূপে দেখিয়া থাকেন। কেহ দেখেন, আধার আধেয় ভাবে; কেহ দেখেন, উপাদান উপাদেয় ভাবে; আর কেহ বা দেখেন, অধিষ্ঠানাধ্যস্ত ভাবে। শাস্ত্রবেত্তৃগণ এই-রূপ দেখিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে প্রথম, অর্থাৎ যিনি আধার আধেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি। এই প্রথম শাস্ত্র-বেত্তা সাঙ্খ্য নামে সুপরিচিত। তিনি মনে করেন যে, আমি (অর্থাৎ পুরুষ) অসঙ্গ অর্থাৎ কমল-দলস্থিত জলের ন্যায় নির্লিপ্ত। দেহেন্দ্রিয়াদি-সঙ্ঘাত ধর্ম্ম আধাররূপ আমার উপর আহিত হইয়াছে। পুরুষ উদাসীন; সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই, কর্ত্তৃত্ব সঙ্ঘাতেরই। এই নিমিত্ত আমার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলেও, সঙ্ঘাত-ধর্ম্ম কর্ত্তৃত্বাদি অবিবেকবশতঃ আমাতে অবভাত হইতেছে। অর্থাৎ যেরূপ একটী স্ফটিক-নির্ম্মিত বস্তুর সন্নি-কটে কেহ যদি জবা-কুসুম রাখিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই জবা-কুসুমের লৌহিত্যে স্ফাটিক পদার্থটীও অনুরঞ্জিত হয়। স্ফটিক লৌহিত্য-গুণবিশিস্ট না হইলেও, লোকে অজ্ঞানতঃ দেখে যে, স্ফাটিক পদার্থটী লোহিত। এইরূপ আমাতে (পুরুষে) কোনরূপ ক্রিয়া না থাকিলেও, লোকে অবিবেকবশতঃ, আমার উপর প্রকৃতি-সম্ভূত ধর্ম্মনিচয় দেখিয়া থাকে। এক্ষণে দ্বিতীয়, অর্থাৎ যিনি উপাদান উপাদেয় ভাবে দেখেন, তাঁহার কথা বলিতেছি। এই দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা বেদান্তী; কিন্তু তিনি বেদান্তের একদেশ-মতাবলম্বী; সুতরাং একদেশী বেদান্তী বলিয়াই পরিচিত। তিনি মনে করেন যে, যেরূপ বলয়কুণ্ডলাদি সুবর্ণ হইতে রূপান্তরিত হইয়া বিরচিত হইলেও, উপাদানস্বরূপ সুবর্ণ হইতে ব্যতিরিক্ত নহে; সেইরূপ উপাদানকারণীভূত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন যে সমস্ত প্রপঞ্চ, তাহা কখনও ব্রহ্ম-ব্যতিরিক্ত নহে। সুতরাং কর্ম্মও ব্রহ্ম, কর্ম্মের সাধনাদিও ব্রহ্ম এবং আমিও ব্রহ্ম। তিনি এইরূপ ভাবিয়াই সর্ব্ববিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এখন তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তা, বা যিনি অধিষ্ঠানাধ্যস্ত ভাবে কর্ম্ম দেখেন, তাঁহার বিষয় বলিতেছি। এই তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তাই যথার্থ বেদান্ত-

তত্ত্বদর্শী। তিনি মনে করেন যে, যেরূপ রজ্জু-অধিষ্ঠানে ভ্রমপূর্ব্বক সর্প অধ্যস্ত হয়, এবং ভ্রম বিদূরিত হইলে সর্পের অধ্যাস বিনষ্ট হয় ও রজ্জু প্রকৃত রজ্জুত্ব সম্প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ বাহ্যাভ্যন্তর প্রপঞ্চ সমূহই অজ্ঞানতঃ সেই কূটস্থবস্তুরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যস্ত হইয়াছে। সেই একমাত্র অকর্ম্ম (নিষ্ক্রিয়) ব্রহ্মবস্তুই সত্য, তদ্ব্যতীত কর্ম্ম (সক্রিয়) দ্বৈতজাতই রজ্জুতে ভুজঙ্গের ন্যায় তাহাতে অজ্ঞানতঃ অধ্যস্ত, সুতরাং মিথ্যা। এই তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তাই যথার্থ শাস্ত্রার্থবেত্তা, এবং ইনিই বুদ্ধিমান্, ইনিই যুক্ত ও ইনিই কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ।

দ্বিতীয়ও বেদান্তী আর তৃতীয়ও বেদান্তী বটেন, কিন্তু দ্বিতীয়ের উপাদান-উপাদেয় ভাবে আবিদ্যক উপাধি কল্পনা করিতে হয়, আর তৃতীয়ের তাহা হয় না; উভয়গত পার্থক্য এই পর্য্যন্ত। ব্রহ্মবস্তুকে যে জগতের উপাদান কারণ বলা হয়, তাহা কল্পিত কথা। যদি সমস্তই তিনি হইলেন, তবে আর সামান্য উপাদানের সীমায় তাঁহাকে আবদ্ধ করা যুক্তিযুক্ত নহে। অধিষ্ঠান ও অধ্যস্তভাবে কোনরূপ কল্পনাদির অধিকার নাই; অবিদ্যার লীলা-বিলাসের তাহাই উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থল। এককে আর দেখানই অবিদ্যার লীলা। এই প্রথম বা দ্বিতীয় শাস্ত্রবেত্তা অকর্ম্মে কর্ম্ম দেখেন বলিয়া, যদিও তাঁহারা যুক্ত, তথাপি বুদ্ধিমান্ নহেন; সুতরাং কৃৎস্ন-কর্ম্মকৃৎও নহেন। এ বিষয়ে শাস্ত্র কি বলিতেছেন, শ্রবণ কর। শাস্ত্রে অভিহিত আছে যে, যদি কেহ অতিশয় বুদ্ধিমান্ হইয়াও অযুক্ত-ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্ম অসৎই (অর্থাৎ করা না করার সমান) হইয়া থাকে। সেই কর্ম্ম দ্বারা অশুভ-মোচন হইতে পারে না। শাস্ত্রে আরও কথিত আছে যে, "যে ব্যক্তি ইহলোকেই এই অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) না জানিয়া বহুবর্ষ পর্য্যন্তও যজ্ঞ, দান, তপস্যাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশপ্রাপ্ত হয়।" আরও অভিহিত আছে যে, "যে ব্যক্তি যোগানুষ্ঠানকারী হইয়াও বুদ্ধিহীনতা প্রযুক্ত অকার্য্যানু-ষ্ঠান করেন, তিনি প্রত্যবায়ভাগী হইয়া থাকেন। কারণ, পাপ-সম্বন্ধ-হেতু তিনি অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই।" প্রথম ও দ্বিতীয় শাস্ত্র-বাক্যে দেখা গেল যে, যিনি বুদ্ধিমান্, অথচ যোগী নহেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই নাশ প্রাপ্ত হয়, বা তাঁহার সমস্ত কর্ম্মই করা আর না করা দুই সমান হইয়া পড়ে; সুতরাং তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে

পারেন না। তৃতীয় শাস্ত্র-বাক্যেও ইহা প্রদর্শিত হইল যে, যে ব্যক্তি যোগী অথচ বুদ্ধিমান্ নহেন, তিনি বুদ্ধিদোষে অকার্য্যানুষ্ঠান করিলেও করিতে পারেন; সুতরাং তিনি কৃৎস্নকৃৎ হইতে পারেন না। অতএব ইহাই সিদ্ধান্তীকৃত হইল যে, যিনি যুগপৎ কর্ম্মে অকর্ম্ম এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম সন্দর্শন করেন, তিনি বুদ্ধিমান্ ও যোগী; সুতরাং তাঁহার বুদ্ধিমত্ত্ব ও যুক্তত্ব আছে বলিয়া তিনিই কৃৎস্নকৃৎ।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন যে, "বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে। (ঈশোপনিষৎ, ১১ মন্ত্র) অর্থাৎ "যিনি বিদ্যা অর্থাৎ দেবতাজ্ঞান এবং অবিদ্যা অর্থাৎ কর্ম্ম এতদুভয়কে এক ব্যক্তিরই অনুষ্ঠেয়রূপে অবগত হন, তিনি কর্ম্ম দ্বারা মৃত্যু, অর্থাৎ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইয়া, দেবতা-জ্ঞান-দ্বারা অমৃত অর্থাৎ দেবত্ব লাভ করেন।" এই শ্রুতি-দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, কেবল কর্ম্ম বা অবিদ্যাকে জানিলে হইবে না, আর কেবল অকর্ম্ম বা তদ্বিপরীত বিদ্যাকে জানিলেও হইবে না; কিন্তু কৃতকৃত্য বা কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ হইতে পারিলে উভয়কেই জানিতে হইবে।

এই বিষয় অন্যরূপে প্রতিপাদন করিতে পারা যায়। যেরূপ, কর্ম্মে কর্ম্মদর্শন দুই প্রকার: পরোক্ষ এবং অপরোক্ষ। তন্মধ্যে যিনি কর্ম্মে পরোক্ষ কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনি জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়ানুষ্ঠাতা, সুতরাং কেবলমাত্র বুদ্ধিমান্ বলিয়া অভিহিত হন। দ্বিতীয় অপরোক্ষ আবার দুই প্রকার; উপাস্যের (যাঁহার উপাসনা করা যায়) সাক্ষাৎকাররূপ এবং তত্ত্ব সাক্ষাৎকাররূপ। এই উপাস্যসাক্ষাৎকার আবার ব্যাকৃত ও অব্যাকৃতরূপ উপাস্য ভেদে দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা ব্যাকৃত তাহা সূত্র অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ বা কার্য্যব্রহ্ম। এই ব্যাকৃতদর্শীর দেহস্থ (আমি, আমার ইত্যাদি) অহঙ্কার দূরীভূত হয়। এই নিমিত্ত এবংবিধ ব্যাকৃতদর্শীই যোগশাস্ত্রে "বিদেহ" বলিয়া অভিহিত। আর যাহা অব্যাকৃত তাহা কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি। এই অব্যাকৃতদর্শীও যোগশাস্ত্রে "প্রকৃতিলয়" বলিয়া অভিহিত। যিনি এই ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত এতদুভয়দর্শী তিনিই যথার্থ যোগী। ব্যাকৃত ও অব্যাকৃত এতদুভয় সম্ভব ও অসম্ভব নামেও পরিচিত। শ্রুতিও বলিয়াছেন যে, "অন্য দেবাহু সম্ভবাদন্যদাহুরসম্ভবাৎ। ইতি শুশ্রুমধীরাণাং যে নস্তদ্বিচচ-

শ্নুতে॥ সম্ভূতিঞ্চ বিনাশঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ। বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ত্বা সম্ভূত্যামৃতমশ্নুতে।" অর্থাৎ জ্ঞানিগণ কার্য্যব্রহ্ম এবং প্রকৃতির উপাসনার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ফল বলিয়াছেন। কার্য্যব্রহ্মোপাসনার ফল অণিমাদি (২৪৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) ঐশ্বর্য্যলাভ, এবং প্রকৃত্যুপাসনার ফল প্রকৃতিতে লয়। যে ব্যক্তি এই হিরণ্যগর্ভ ও প্রকৃতির উপাসনাকে একই ব্যক্তির অনুষ্ঠেয় বলিয়া অবগত হন, তিনি হিরণ্যগর্ভোপাসনা দ্বারা অনৈশ্বর্য্য ও অহঙ্কারাদিরূপ মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃতির উপাসনার দ্বারা অমৃতত্ব বা দেবত্ব লাভ করেন। এই যোগীরও অগ্রে কর্ত্তব্য অবশিষ্ট আছে বলিয়া, তিনি কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ নহেন। কিন্তু অবিদ্যাখ্য কর্ম্মকে বাধা দিয়া অকর্ম্মস্বরূপ ব্রহ্মসন্দর্শনই যাঁহার মুখ্য অবলম্বন, তিনিই কৃতকৃত্য হন, সুতরাং তিনি যথার্থ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ। পূর্ব্বোক্ত বাক্য দ্বারা ইহাই সংসূচিত হইল যে, যিনি জ্ঞানকর্ম্ম সমুচ্চয়ের অনুষ্ঠাতা, যদিও তিনি দেহাভিমানী মনুষ্যবর্গের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তথাপি তাঁহার যথাযথ দর্শন-শক্তি না থাকায়, তিনি অকবি বলিয়াই পরিচিত। আর ব্যক্তাব্যক্তোপাসকদ্বয় যদিও দর্শনশক্তিবিশিষ্ট, সুতরাং কবি বটেন, কিন্তু তাঁহারা তত্ত্ববিষয়ে মূঢ় বলিয়া, "কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ", এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এই দ্বিবিধ উপাসক মুক্তিলাভ করেন বটে, কিন্তু বিলম্বে। আর যিনি উত্তম (তৃতীয় শাস্ত্রবেত্তা) তিনি ইহলোকে জীবিত থাকিয়াই অশুভ হইতে মুক্ত হন। ইনিই জীবন্মুক্ত॥ ১৮॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥১৯॥

অন্বয়।—যস্য (যথোক্ত পরমার্থদর্শিনঃ) সর্ব্বে (বৈদিকা লৌকিকা যাবন্তঃ) সমারম্ভাঃ (কর্ম্মাণি) কাম-সঙ্কল্প-বর্জ্জিতাঃ (ফলকামনা-কর্ত্তৃত্বাভিমানাভ্যাং বিরহিতাঃ, প্রাণধারণার্থং লোকসংগ্রহার্থং; বা অনুষ্ঠিতা ইতি ভাবঃ) বুধাঃ (ব্রহ্মবিদঃ) জ্ঞানাগ্নি-দগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞানরূপেণ অগ্নিনা অকর্ম্মতাং নীতানি শুভাশুভ লক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য) তং পণ্ডিতং (সম্যগ্দর্শী) আহুঃ (ব্রুবন্তি)॥ ১৯॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহার সকল কর্ম্ম তৃষ্ণা-সংকল্প-বিবর্জ্জিত ব্রহ্মজ্ঞেরা জ্ঞান-পাবক-ভস্মীকৃত-কর্ম্ম তাঁহাকে পণ্ডিত বলেন॥ ১৯॥

ব্যাখ্যা।—যিনি যাবতীয় কর্ম্ম ফলাকাঙ্ক্ষা ও কর্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিত ভাবে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহার জ্ঞানানলে শুভাশুভ লক্ষণ কর্ম্ম সমস্ত ভস্মীভূত হইয়া থাকে; ব্রহ্মবিদ্গণ তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করেন॥ ১৯॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদেতৎ কর্ম্মণ্যকর্ম্মাদিদর্শনং স্তূয়তে যস্যেতি। যস্য যথোক্ত-দর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তঃ সমারম্ভাঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সমারভ্যন্তে ইতি সমারম্ভাঃ, কামসঙ্কল্প-বর্জিতাঃ কামৈস্তৎকারণৈশ্চ সঙ্কল্পৈর্ব্বর্জ্জিতাঃ মুধৈব চেষ্টামাত্রা অনুষ্ঠীয়ন্তে প্রবৃত্তেন চেল্লোক-সংগ্রহার্থং নিবৃত্তেন চেৎ জীবনযাত্রার্থং তং জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তমাহুঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ॥ ১৯॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনং পূর্ব্বোক্তং স্তোতুমুত্তরশ্লোকং প্রস্তৌতি তদেত-দিতি। যথোক্তদর্শিত্বম্ পূর্ব্বোক্তদর্শনসম্পন্নত্বম্। সমারম্ভশব্দস্য কর্ম্মবিষয়ত্বং ন রূঢ্যা কিন্তু ব্যুৎপত্ত্যেত্যাহ সমারভ্যন্ত ইতীতি। কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতত্বে কথং কর্ম্মণামনুষ্ঠানমিত্যা-শঙ্ক্যাহ মুধৈবেতি। উদ্দেশফলাভাবে তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্যাদিত্যাশঙ্ক্য প্রবৃত্তেন নিবৃত্তেন বা তেষামনুষ্ঠানং যাদৃচ্ছিকং স্যাদিতি বিকল্প্য ক্রমেণ নিরস্যতি প্রবৃত্তেনেত্যাদিনা। জ্ঞানাগ্নীত্যাদি বিভজতে কর্ম্মাদাবিতি। যথোক্তজ্ঞানং যোগ্যমেব দহতি নাযোগ্যমিতি বিবক্ষিতত্বাৎ তস্মিন্নগ্নিপদম্। যথোক্তবিজ্ঞানবিরহিণামপি বৈশেষিকাদীনাং পণ্ডিতত্বপ্রসিদ্ধি-মাশঙ্ক্য তেষাং পণ্ডিতাভাসত্বং বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি পরমার্থত ইতি॥ ১৯॥

রামানুজ।—প্রত্যক্ষেণ ক্রিয়মাণস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতা কথমুপপদ্যত ইত্যত আহ যস্যেতি। যস্য মুমুক্ষোঃ সর্ব্বে দ্রব্যার্জ্জনাদি লৌকিককর্ম্মপূর্ব্বকনিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যরূপকর্ম্মসমারম্ভাঃ কামবর্জ্জিতাঃ ফলসঙ্গরহিতাঃ সঙ্কল্পবর্জিতাশ্চ প্রকৃত্যা তদ্গুণৈশ্চাত্মা-নমেকীকৃত্যানুসন্ধানং সঙ্কল্পঃ প্রকৃতিবিযুক্তাত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ততয়া তদ্রহিতাঃ। তমেবং কর্ম্ম কুর্ব্বাণং পণ্ডিতং কর্ম্মান্তর্গতাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধপ্রাচীনকর্ম্মাণমাহুঃ তত্ত্বজ্ঞা। অতঃ কর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমুপপদ্যতে॥ ১৯॥

হনূমান্।—ইদানীং কর্ম্মাকর্ম্মবিকর্ম্মণাং বোদ্ধব্যং রূপং দর্শয়িতুমাহ কর্ম্মণীতি। কর্ম্মণি শরীরেন্দ্রিয়ব্যাপারে লক্ষণে কর্ম্মণ্যকর্ম্ম নিত্যসিদ্ধত্বাৎ আত্মস্বরূপং দ্রষ্টব্যমিতি শেষঃ। যথামরীচ্যুদকে উদকস্য স্বরূপভূতা মরীচয়ঃ তদভাবে উদকস্য নৈবাত্মপ্রসঙ্গঃ, এবং কর্ম্মণি অকর্ত্রাত্মস্বরূপমস্তি, তথা অকর্ম্মকে বস্তুনি নিশ্চলে কর্ম্মরূপং দ্রষ্টব্যম্। যথা নাবি স্থিতস্য নিশ্চলে তটনগে ভ্রমেণ কর্ম্মদর্শনম্ অতএব যঃ কর্ম্মণ্যকর্ম্মরূপম্ অকর্ম্মণি কর্ম্মরূপং

পশ্যতি, স মনুষ্যেষ্বধিকারিষু পুরুষেষু বুদ্ধিমান্, স চ যুক্তো যোগী, স চ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ সকল কর্ম্মকৃদিত্যর্থঃ। তস্মাৎ ত্বমপি কর্ম্মাকর্ম্মণোর্যথাবৎ স্বরূপপরিজ্ঞানেন কৃৎস্নকর্ম্মকৃদিতিভাবঃ। কর্ম্মাকর্ম্মতত্ত্বজ্ঞানমেব জ্ঞানাগ্নিস্তেন দগ্ধকর্ম্মাণং বুধাঃ ব্রহ্মবিদঃ পণ্ডিতমাহুঃ ॥ ১৮ । ১৯ ॥

শ্রীধর।—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যনেন শ্রুত্যর্থার্থাপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং তদেব স্পষ্টয়তি যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যত ইতি কামঃ ফলং তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতা যস্য ভবন্তি তং পণ্ডিতমাহুঃ, অত্র হেতুর্যতস্তৈ সমারম্ভৈঃ শুদ্ধে চিত্তে সতি জাতেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্ম্মতাং নীতানি কর্ম্মাণি যস্য তং, আরূঢ়াবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুবিষয়ঃ, তদর্থমিদং কর্ত্তব্যমিতি কর্ত্তব্যবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥১৯॥

বলদেব।—কর্ম্মণো জ্ঞানাকারমাহ যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কাম্যন্ত ইতি কামাঃ ফলানি তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ শূন্যা যস্য কর্ম্মভিরাত্মোদ্দেশিনো ভবন্তি তং বুধাঃ পণ্ডিতমাত্মজ্ঞমাহুঃ। তত্র হেতুর্জ্ঞানেতি, তৈঃ সমারম্ভৈঃ হৃদ্বিশুদ্ধে সত্যামাবির্ভূতেনাত্মজ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি সঞ্চিতানি কর্ম্মাণি যস্য তম্ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—তদেতৎ পরমার্থদর্শিনঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবেন কর্ম্মালিপ্তত্বং প্রপঞ্চ্যতে, "ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধিনা" ইত্যন্তেন যস্যেতি। যস্য পূর্ব্বোক্তপরমার্থদর্শিনঃ সর্ব্বে যাবন্তো বৈদিকা লৌকিকা বা সমারম্ভাঃ সমারভ্যন্ত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কর্ম্মাণি কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ, কামঃ ফলতৃষ্ণা, সঙ্কল্পোঽহং করোমীতি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তাভ্যাং বর্জ্জিতাঃ, লোকসংগ্রহার্থং বা জীবনযাত্রার্থং বা প্রারব্ধকর্ম্মবেগাদ্বৃথাচেষ্টারূপাঃ সম্ভবন্তি, তথা কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনং জ্ঞানং তদেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি শুভাশুভলক্ষণানি কর্ম্মাণি যস্য তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘ (ঘ-)-য়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাদিতি ন্যায়াৎ জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং তং বুধা ব্রহ্মবিদঃ পরমার্থতঃ পণ্ডিতং আহুঃ, সম্যগ্দর্শী হি পণ্ডিত উচ্যতে ন তু ভ্রান্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—অবিদুষাং কর্ম্মণ্যকর্ম্মভাবনাং দ্রঢ়য়িতুং বিদুষাং কর্ম্মদর্শনং স্তৌতি যস্য সর্ব্বে সমারম্ভা ইত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ। যস্য বিদুষঃ সর্ব্বে সমারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি কামেন ফলেচ্ছয়া সঙ্কল্পেন অহমিদং করোমীত্যভিমানেন চ বর্জ্জিতাঃ, তং জ্ঞানাগ্নিনা কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনেন দগ্ধানি অঙ্কুরীভাবাৎ চ্যাবিতানি কর্ম্মাণি শুভানি যেন, তং পণ্ডিতং বুধা আহুঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থং বিবৃণোতি যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্ম্মাণি। কামং ফলঃ তৎসঙ্কল্পেন বর্জ্জিতাঃ। জ্ঞানমেবাগ্নিস্তেন দগ্ধানি কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি বিহিতানি নিষিদ্ধানি চ যস্য সঃ। এতেন বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যমিত্যপি বিবৃতম্। এতাদৃশাধিকারিণি কর্ম্ম যথা অকর্ম্ম পশ্যেৎ, তথৈব বিকর্ম্মাপি অকর্ম্মৈব পশ্যেদিতি পূর্ব্বশ্লোকার্থস্যৈব সঙ্গতিঃ, যদগ্রে বক্ষ্যতে। "অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ। সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি। যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥" ইতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমন্মধুসূদন, শ্রীমন্নীলকণ্ঠ ও শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। এক্ষণে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের প্রশংসা ব্যক্ত করিতেছেন এবং বর্ত্তমান শ্লোক হইতে চতুর্বিংশ পর্য্যন্ত শ্লোক পঞ্চে বিশদ-রূপে প্রদর্শন করিতেছেন যে, যে সকল পরমার্থদর্শী পুরুষ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাদিগকে কখনই কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হয় না। পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত যে পরমার্থদর্শী পুরুষ, যাবতীয় বৈদিক ও লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ফলতৃষ্ণা এবং আমি করিতেছি, ইত্যাকার কর্ত্তৃত্বাভিমান বিবর্জ্জিত ভাবে, অথবা কেবল লোকসমাজের হিতসাধনোদ্দেশে, বা কেবলমাত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে, সম্পাদন করেন, তাঁহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মবশে কর্ম্মসাধন করিতে হইলেও, তাঁহার সে কর্ম্ম উদ্দেশ্য ও কামনাবিহীন, সুতরাং বৃথা চেষ্টা রূপে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। তাঁহার কর্ম্মে অকর্ম্ম-দর্শন এবং অকর্ম্মে কর্ম্ম-দর্শন রূপ জ্ঞান, প্রদীপ্ত পাবকস্বরূপ হইয়া, শুভাশুভ লক্ষণ যাবতীয় কর্ম্মকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। কর্ম্মবিশেষের শুভত্ব অথবা কর্ম্মান্তরের অশুভত্ব তাঁহার জ্ঞানচক্ষে সমরূপে প্রতীয়মান হয়। যে কার্য্য অজ্ঞজনেরা অশেষ কল্যাণের হেতুভূত বলিয়া মনে করে, তিনি তদনুষ্ঠান কালে শুভফলের প্রত্যাশা করিয়া উৎফুল্ল হন না; আর যে কার্য্য সাধারণ জনগণের চক্ষে অপরিসীম ক্লেশের নিদানরূপে প্রতীত হয়, তিনি তদনুষ্ঠান কালে আপৎপাত কল্পনা করিয়া মুহ্যমান হন না। তাঁহার জ্ঞানরূপ তুলাদণ্ডে কর্ম্মাকর্ম্ম সমভার। কর্ম্মের বিচারও তদ্বিষয়ে আসক্তি তাঁহার হৃদয় হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করে। তাঁহার বিচারে কর্ম্মাকর্ম্ম পার্থক্যবিহীন ও নিরর্থক মাত্র। ব্রহ্মবিদ্‌গণ এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষকেই পণ্ডিত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। কেবল রাশি রাশি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই পণ্ডিত হওয়া যায়, এমন নহে। জ্ঞানবলে সম্যগ্দর্শিতা অর্জ্জন করিয়া ভ্রান্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেই পণ্ডিত নামের উপযুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মগণ, উল্লিখিত লক্ষণাক্রান্ত মহাজনকেই, পণ্ডিতরূপ গৌরবদ্যোতক নামের অধিকারী স্থির করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর-স্বামীর অভিপ্রায়। পূর্ব্বশ্লোকে শ্রুত্যর্থ ও আর্থাপত্তি (৩০৯ পৃঃ টিঃ দেখ) এতদুভয়ই প্রতিপাদিত হইয়াছে। অধুনা সমালোচ্য শ্লোক হইতে পঞ্চ শ্লোকে তাহাই স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। সম্যগ্রূপে যাহার আরম্ভ হয়,

তাহাই সমারম্ভ অর্থাৎ কর্ম্ম। যাঁহার কর্ম্মসমূহ ফলাকাঙ্ক্ষা ও তৎসঙ্কল্প বর্জ্জিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা যায়। কারণ, তাদৃশ সমারম্ভ সহকারে শুদ্ধচিত্ত হইলে সঞ্জাত জ্ঞানানল দ্বারা, তদীয় কর্ম্মসমূহ অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হয়। ফলহেতুরূপ বিষয়কে অর্থাৎ কর্ম্মফলকেই কাম বলে; তল্লাভার্থ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিচাররূপ বিষয়কে সঙ্কল্প বলে। জ্ঞানমার্গে সমারূঢ় ব্যক্তির কাম বা সঙ্কল্প কিছুই থাকে না। শ্লোকের শেষভাগ স্পষ্টার্থ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রত্যক্ষরূপে অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্মের জ্ঞানাকারতা কিরূপে সিদ্ধ হইবে, এই আশঙ্কার উত্তর বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। প্রকৃতিবশে প্রাকৃতিক গুণ ও আত্মাকে অভিন্নরূপে অনুসন্ধানের নাম সঙ্কল্প। মুমুক্ষু ব্যক্তির দ্রব্যার্জ্জনাদি সর্ব্বপ্রকার লৌকিক কর্ম্ম এবং নিত্যনৈমিত্তিক কাম্যরূপ কর্ম্ম সমূহ কামবর্জ্জিত ও সঙ্কল্পবর্জ্জিত, অর্থাৎ প্রকৃতির প্রভাব অতিক্রম করিয়া আত্মানুসন্ধানযুক্ত; সুতরাং সঙ্কল্প-রহিত। এইরূপ কর্ম্ম-পরায়ণ পণ্ডিতের কর্ম্মান্তর্গত আত্ম-যাথাত্ম্য জ্ঞান-রূপ অগ্নি-দ্বারা প্রাচীন কর্ম্ম সমূহ দগ্ধীভূত হইয়া যায়। তত্ত্বজ্ঞেরা তাদৃশ ব্যক্তিকেই পণ্ডিত শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। অতএব কর্ম্মের জ্ঞানাকারত্ব উপপন্ন হইল।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যাঁহার কর্ম্ম-সমূহ আত্মোদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়, তাঁহাকেই বুধগণ পণ্ডিত অর্থাৎ আত্মজ্ঞ বলিয়া থাকেন। সেইরূপ কাম সঙ্কল্পবিবর্জ্জিত ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্ম দ্বারা আবির্ভূত জ্ঞানাগ্নিতে তাঁহার সঞ্চিত কর্ম্মরাশি দগ্ধ হইয়া যায়।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্ত বাক্য এক্ষণে পঞ্চ শ্লোক দ্বারা বিশদীকৃত হইতেছে। (অন্যান্য শব্দার্থ ও ভাবার্থ পূর্ব্ববৎ) যাঁহার জ্ঞান-রূপ অগ্নি দ্বারা ক্রিয়মাণ বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম সমূহ দগ্ধ হইয়াছে, তিনিই পণ্ডিত-পদ-বাচ্য। এতদ্দ্বারা, বিকর্ম্মের তত্ত্বও বোদ্ধব্য, ইহাই বিবৃত হইল। এতাদৃশ জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তি যেমন কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শন করেন, সেইরূপ বিকর্ম্মেও অকর্ম্ম দর্শন করিয়া থাকেন। পূর্ব্ব-শ্লোকের সহিত সমালোচ্য শ্লোকের এইরূপ সঙ্গতি দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ষট্ত্রিংশ ও সপ্তত্রিংশ শ্লোকদ্বয়ে এই বাক্য ব্যক্ত হইবে। (টীকাকার মহাত্মা এস্থলে উক্ত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন।)

["জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং" এই বাক্যস্থিত "কর্ম্মাণং" শব্দের অর্থোপলক্ষে ভাষ্য ও টীকাকারগণ যে বিভিন্ন অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন, পাঠকগণ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিবেন।] ॥ ১৯ ॥

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

অন্বয়।—সঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলতৃষ্ণাং) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) নিত্যতৃপ্তঃ (নিরাকাঙ্ক্ষঃ) নিরাশ্রয়ঃ (আশ্রয়রহিতঃ, দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানশূন্যঃ) [সন্] কর্ম্মণি অভিপ্রবৃত্তঃ (সমুদ্যুক্তঃ) অপি কিঞ্চিৎ এব ন করোতি ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—তিনি কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া আকাঙ্ক্ষাবিহীন অবলম্বন-বিরহিত [হইয়া] কর্ম্মে সমুদ্যত হইয়াও কিছুই করেন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—সেই পণ্ডিত ব্যক্তি, কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তি পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক, আকাঙ্ক্ষা-বিহীনতা হেতু, পরিতুষ্ট এবং দেহেন্দ্রিয়াদির অভিমান-বিহীনতা হেতু, নিরবলম্ব তিনি তাদৃশ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত হইলেও, বাস্তবিক কোন কর্ম্মই করেন না ॥ ২০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্ত্বকর্ম্মাদিদর্শী সোঽকর্ম্মাদিদর্শনাদেব নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসী জীবনমাত্রার্থচেষ্টঃ সন্ কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে, যদ্যপি প্রাগ্‌বিবেকতঃ প্রবৃত্তঃ যস্তু প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ উত্তরকালমুৎপন্নাত্মসম্যগ্‌দর্শনঃ স্যাৎ স কর্ম্মণি প্রয়োজনমপশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যজতেব স কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ কর্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গরহিততয়া স্বপ্রয়োজনাভাবাল্লোকসংগ্রহার্থং পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাৎ তদীয়ং কর্ম্মাকর্ম্মৈব সম্পদ্যত ইত্যেতদর্থং দর্শয়িষ্যন্নাহ ত্যক্ত্বেতি। ত্যক্ত্বা কর্ম্মস্বভিমানং ফলাসঙ্গঞ্চ যথোক্তে জ্ঞানে নিত্যতৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষো বিষয়েষ্বিত্যর্থো নিরাশ্রয় আশ্রয়রহিতঃ, আশ্রয়ো নাম যদাশ্রিত্য পুরুষার্থং সিসাধয়িষতি, দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টফলসাধনাশ্রয়রহিত ইত্যর্থঃ। তেনৈবম্ভূতেন স্বপ্রয়োজনাভাবাৎ সসাধনং কর্ম্ম পরিত্যক্তব্যমেবেতি

প্রাপ্তে ততো নির্গমাসম্ভবাৎ লোকসংগ্রহচিকীর্ষয়া শিষ্টবিগর্হণাপরিজিহীর্ষয়া বা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনসম্পন্নত্বান্নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০ ॥

আনন্দগিরি।—বিবেকাৎ পূর্ব্বং কর্ম্মণি প্রবৃত্তাবপি সতি বিবেকে তত্র ন প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাঙ্গীকরোতি যস্ত্বিতি। বিবেকাৎ পূর্ব্বমভিনিবেশেন প্রবৃত্তস্য বিবেকানন্তরমভিনিবেশাভাবাৎ প্রবৃত্ত্যসম্ভবেঽপি জীবনমাত্রমুদ্দিশ্য প্রবৃত্ত্যাভাসঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। সত্যপি বিবেকে তত্ত্বসাক্ষাৎকারানুদয়াৎ কর্ম্মণি প্রবৃত্তস্য কথং তত্ত্যাগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্য প্রারব্ধেতি। ত্যক্ত্বেত্যাদি সমনন্তরশ্লোকমবতারয়িতুং ভূমিকাং কৃত্বা তদবতারণপ্রকারং দর্শয়তি স কুতশ্চিদিতি। লোকসংগ্রহাদিনিমিত্তং বিবক্ষিতং কর্ম্মপরিত্যাগাসম্ভবে সতি তস্মিন্ প্রবৃত্তোঽপি নৈব করোতি কিঞ্চিদিতিসম্বন্ধঃ। কর্ম্মণি প্রবৃত্তো ন করোতি কর্ম্মেতি কথমুচ্যতে তত্রাহ স্বপ্রয়োজনাভাবাদিতি। কথং তর্হি কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে তত্রাহ লোকেতি। প্রবৃত্তেরর্থক্রিয়াকারিত্বাভাবং পশ্বাদিভিশ্চাবিশেষাদিতি ন্যায়েন ব্যাবর্ত্তয়তি পূর্ব্ববদিতি। কথং তর্হি বিবেকিনামবিবেকিনাঞ্চ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মাদৌ সঙ্গাসঙ্গাভ্যামিত্যাহ কর্ম্মণীতি। উক্তেঽর্থে সমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি জ্ঞানাগ্নীতি। এতমর্থং দর্শয়িষ্যন্নিমং শ্লোকমাহেতি যোজনা। যথোক্তং জ্ঞানং কূটস্থাত্মদর্শনং তেন স্বরূপভূতং সুখং সাক্ষাদনুভূয় কর্ম্মণি তৎফলে চ সঙ্গমপাস্য বিষয়েষু নিরপেক্ষশ্চেষ্টতে বিদ্বানিত্যাহ ত্যক্ত্বেত্যাদিনা। ইষ্টসাধনমপেক্ষস্য কুতো নিরপেক্ষত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি নিরাশ্রয় ইতি। যদাশ্রিত্যেতি যচ্ছব্দেন ফলসাধনমুচ্যতে আশ্রয়রহিতং ইত্যস্যার্থং স্পষ্টয়তি দৃষ্টেতি। তেন জ্ঞানবতা পুরুষেণৈবম্ভূতেন "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদিনা বিশেষিতেনেত্যর্থঃ। ততঃ সমাধানাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদিতি যাবৎ। নির্গমাসম্ভবে হেতুমাহ লোকেত্যাদিনা। পূর্ব্ববৎ জ্ঞানোদয়াৎ প্রাগবস্থায়ামিবেত্যর্থঃ। অভিপ্রবৃত্তোঽপি লোকদৃষ্ট্যেতি শেষঃ। নৈব করোতি কিঞ্চিদিতি স্বদৃষ্ট্যেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২০ ॥

রামানুজ।—এতদ্বিবৃণোতি ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যতৃপ্তো নিত্যে স্বাত্মন্যেব তৃপ্তঃ। নিরাশ্রয়ঃ অস্থিরপ্রকৃতাবাশ্রয়বুদ্ধিরহিতো যঃ কর্ম্মাণি করোতি স কর্ম্মণ্যাভিমুখ্যেন প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি, কর্ম্মাপদেশেন জ্ঞানাভ্যাসমেব করোতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—ত্যক্ত্বেতি। স পণ্ডিতঃ কর্ম্মফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিরাশ্রয়ঃ আশ্রিতব্যবর্জ্জিতঃ কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ, কর্ম্মণাং তস্য বন্ধকত্বাভাবাদিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিজানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ সঃ স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্ম্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি তস্য কর্ম্ম অকর্ম্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—উক্তমর্থং বিশদয়তি ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা নিত্যে-

নাত্মনাত্মভূতেন তৃপ্তঃ, নিরাশ্রয়ঃ যোগক্ষেমার্থমপ্যাশ্রয়রহিতঃ, ঈদৃশো যোঽধিকারী স কর্ম্মণ্যভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি কর্ম্মানুষ্ঠানাপদেশেন জ্ঞাননিষ্ঠামেব সম্পাদয়তীত্যারুরুক্ষোর্দশেয়ম্। এতেন বিকর্ম্মণঃ স্বরূপং বন্ধকত্বং বোদ্ধব্যমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—ভবতু জ্ঞানাগ্নিনাপ্রক্তনানামপ্রারব্ধকর্ম্মণাং দাহঃ, আগামিনাঞ্চানুৎপত্তিঃ, জ্ঞানোৎপত্তিকালে ক্রিয়মাণস্ত পূর্ব্বোত্তরয়োরনন্তর্ভাবাৎ ফলায় ভবেদিতি, ভবেৎ কস্যচিদাশঙ্কা তামপনুদতি ত্যক্ত্বেতি। কর্ম্মণি ফলে চাসঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিমানং ভোগাভিলাষঞ্চ ত্যক্ত্বা অকর্ত্ত্রভোক্ত্রাত্মসম্যগ্দর্শনেন বাধিত্বান্নিত্যতৃপ্তঃ পরমানন্দস্বরূপলাভেন সর্ব্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষঃ নিরাশ্রয়ঃ আশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদিরদ্বৈতদর্শনেন নির্গতো যস্মাৎ স নিরাশ্রয়ো দেহেন্দ্রিয়াদ্যভিমানশূন্যঃ ফলকামনায়াঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানস্য চ নিবৃত্তৌ হেতুগর্ভং ক্রমেণ বিশেষণদ্বয়ং, এবম্ভূতো জীবন্মুক্তো ব্যুত্থানদশায়াং কর্ম্মণি বৈদিকে লৌকিকে বা অভিপ্রবৃত্তোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাল্লোকদৃষ্ট্যাভিতঃ সাঙ্গোপাঙ্গানুষ্ঠানায় প্রবৃত্তোঽপি স্বদৃষ্ট্যা নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ নিষ্ক্রিয়াত্মদর্শনেন বাধিতত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্ন প্রায়শ্চিত্তেনেব জ্ঞানাগ্নিনা পূর্ব্বকর্ম্মদাহেঽপি ক্রিয়মাণং তৎ ফলায় ভবেদিত্যত আহ ত্যক্ত্বেতি। আত্মলাভেন নিত্যতৃপ্তত্বাৎ ফলাসঙ্গং ত্যক্ত্বা নিরাশ্রয়ত্বাৎ অহঙ্কারাদ্যাশ্রয়েণ হি কর্ম্ম ক্রিয়তে, নিরাশ্রয়ে নিরহঙ্কারো যস্মাৎ ততঃ কর্ম্মসঙ্গং অহং করোমীত্যভিমানঞ্চ ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি লৌকিকে বৈদিকে বা অভিতঃ সর্ব্বাঙ্গোপসংহারেণ প্রবৃত্তোঽপি স নৈব কিঞ্চিৎ করোতি অতোঽস্য ক্রিয়মাণমপি কর্ম্ম ন ফলায় প্রভবতীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—ত্যক্ত্বেতি। নিত্যতৃপ্তঃ নিত্যং নিজানন্দেন তৃপ্তঃ নিরাশ্রয়ঃ স্বযোগক্ষেমার্থং ন কমপ্যাশ্রয়তে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী ও শ্রীমদ্ধনুমানের অভিপ্রায়। অবিবেকিগণ বিবেকোদয়ের পূর্ব্বে বাসনা সহকারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু বিবেক উৎপন্ন হইলে তাঁহাদের কর্ম্মে আর প্রবৃত্তি হয় না; তখন তাঁহারা কর্ম্মকে অকর্ম্মরূপে দর্শন করেন। কারণ, বিবেকজনিত ফল-কামনা-বিরহিত হইলে তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি অসম্ভব; তখন কেবল জীবনধারণার্থই তাঁহাদের চেষ্টা সঞ্জাত হয়; সুতরাং নিষ্কর্ম্মা সন্ন্যাসীগণের জীবনযাত্রার্থ অনুষ্ঠিত যে কর্ম্ম, তাহা কর্ম্ম নহে। যদ্দ্বারা জীবগণ জন্মমৃত্যুরূপ বন্ধনপ্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম কর্ম্ম। আত্মদর্শী যোগিগণের প্রাক্তন সংস্কারবশতঃ কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু জ্ঞানোদয় হইলে, তাঁহারা কর্ম্মকে নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, তাহা হইতে বিরত হন।

তখন তাঁহারা কোন কারণবশতঃ দৈবাৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তাহাতে স্বপ্রয়োজন না থাকায়, সে কর্ম্ম অকর্ম্মত্বেই পরিগণিত। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! কর্ম্মে অভিমান, অর্থাৎ আমি এই কর্ম্ম করিতেছি ইত্যাকার অহঙ্কার, ও তৎফল-কামনা পরিত্যাগ করিয়া যথোক্ত-জ্ঞানে পরিতৃপ্ত হও, অর্থাৎ কাঙ্ক্ষিত বিষয়ে নিরাকাঙ্ক্ষ হইয়া নিত্য-আনন্দময় পরব্রহ্মে পরমানন্দ অনুভব কর। এইরূপ হইলে যোগ ও ক্ষেমের (অলব্ধ লাভের নাম যোগ, লব্ধ বস্তুর রক্ষার নাম ক্ষেম। ২ অ। ৪৫ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন) নিমিত্ত তাদৃশ ব্যক্তির কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না। যাহাকে অবলম্বন করিয়া লোক সকল পুরুষার্থ-সাধনে ইচ্ছুক হয়, তাহারই নাম আশ্রয়। যিনি সর্ব্ব-পুরুষার্থ-সম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মানন্দে লীন হইয়াছেন, তিনি আর কি নিমিত্ত আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? সুতরাং তিনিও নিরাশ্রয়। অতএব তোমার ন্যায় আত্মদর্শী যোগী পুরুষের কর্ম্মে প্রয়োজন না থাকায়, কর্ম্ম অবশ্য পরিত্যজ্য। কিন্তু কর্ম্মজালে আবদ্ধ জীবের কর্ম্ম হইতে নির্গম অসম্ভব; তিনি লোকসংগ্রহের নিমিত্ত বা শিষ্টাচার পরিরক্ষণার্থ, পূর্ব্বের অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বাবস্থার ন্যায়, কর্ম্ম ও তৎফলে আসক্তিশূন্য এবং অবলম্বন-রহিত ভাবে, কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও, তাদৃশ কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে কর্ম্মরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। যেহেতু তিনি আত্ম-জ্ঞানসম্পন্ন; আত্মজ্ঞানীর অনুষ্ঠিত কর্ম্ম অকর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যিনি ফলাসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করেন, তিনিই প্রকৃতপ্রস্তাবে মুক্তির অধিকারী এবং তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ও অকর্ম্মস্বরূপ; অর্থাৎ তিনি কর্ম্মানুষ্ঠানের ছলে জ্ঞাননিষ্ঠাই সম্পাদিত করেন। এতদ্দ্বারা "বিকর্ম্ম অর্থাৎ কাম্যকর্ম্ম বন্ধকস্বরূপ ইহা বোদ্ধব্য," এই গূঢ়ার্থ পরিস্ফুট হইল।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। বিবেকিগণের জ্ঞানাগ্নি দ্বারা প্রাক্তন কর্ম্ম সকল দগ্ধীভূত হয়, এবং ভবিষ্যতেও তাঁহাদের আর কর্ম্মোৎপত্তি হয় না; কিন্তু জ্ঞানোৎপত্তি কালে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহার ফল কেন না হইবে? তাহা তো পূর্ব্বতন কর্ম্মও নহে, তবে তাহা জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইবে কেন? ঈদৃশ মূঢ়জনোচিত আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। কর্ম্মফলে ভোগাভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া যিনি পরমানন্দ লাভে নিত্যতৃপ্ত

বা সর্ব্বত্র নিরাকাঙ্ক্ষ, এবং নিরাশ্রয় অর্থাৎ দেহাদ্যভিমানশূন্য হইয়াছেন, তাদৃশ জীবন্মুক্ত পুরুষের, দেহেন্দ্রিয়াদি দ্বৈতদর্শন বিরহ-হেতু, ব্যুত্থানদশাতেও অনুষ্ঠিত বৈদিক বা লৌকিক কর্ম্ম সকল নিষ্কর্ম্মত্ব প্রাপ্ত হয় ॥ ২০ ॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

অন্বয়।—নিরাশীঃ (নিষ্কামঃ) যতচিত্তাত্মা (নিগৃহীতান্তঃকরণাত্মা) ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ (যাবতীয়ভোগোপকরণবিবর্জ্জিতঃ) কেবলং শারীরং (শরীরযাত্রামাত্রার্থং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং (সংসাররূপং বন্ধম্) ন আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২১ ॥

প্রতিশব্দ।—কামনা-বিহীন বশীকৃতান্তঃকরণ-দেহেন্দ্রিয়াদি সকল-ভোগোপকরণ-পরিত্যক্ত কেবল দেহধারণ-মাত্র-প্রয়োজনে কর্ম্ম করিলে পাপ পায় না ॥ ২১ ॥

ব্যাখ্যা।—ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য-হৃদয়ে অন্তঃকরণ ও আত্মাকে সংযত এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগসাধন-সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া, কেবল-মাত্র শরীরযাত্রা নির্ব্বাহিত করিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ভব-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত হওয়া যায় ॥ ২১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যঃ পুনঃ পূর্ব্বোক্তবিপরীতঃ প্রাগেব কর্ম্মরম্ভাদ্ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তরে প্রত্যগাত্মনি নিষ্ক্রিয়ে সঞ্জাতাত্মদর্শনঃ স দৃষ্টাদৃষ্টেষ্টবিষয়াশীর্ব্বিবর্জ্জিততয়া দৃষ্টাদৃষ্টার্থে কর্ম্মণি প্রয়োজনমপ্যশ্যন্ সসাধনং কর্ম্ম সন্ন্যস্য শরীরযাত্রামাত্রচেষ্টো যতির্জ্ঞাননিষ্ঠো মুচ্যত ইত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ নিরিতি। নিরাশীর্নির্গতাঃ আশিষো যস্মাৎ স নিরাশীঃ, যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা বাহ্যঃ কার্য্যকরণসঙ্ঘাতস্তাবুভাবপি যতৌ সংযতৌ যেন স যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ত্যক্তঃ সর্ব্ব পরিগ্রহো যেন স ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ শরীরং শরীরস্থিতিমাত্র-প্রয়োজনং কেবলং কর্ম্ম তত্রাপ্যভিমানবর্জ্জিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষ-মনিষ্টরূপং পাপং ধর্ম্মঞ্চ, ধর্ম্মোঽপি মুমুক্ষোরনিষ্টরূপত্বাৎ কিল্বিষমেব বন্ধাপাদকত্বাৎ। কিঞ্চ শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যত্র কিং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতমাহোস্বিচ্ছরীরস্থিতি-মাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মেতি। কিঞ্চাতো যদি শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং কর্ম্ম, যদি বা শরীর-

স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরমিত্যুচ্যতে, যদা শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিপ্রেতং স্যাৎ, তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম প্রতিষিদ্ধমপি শরীরেণ কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি ব্রুবতো বিরুদ্ধাভিধানং প্রসজ্যেত, শাস্ত্রীয়ঞ্চ কর্ম্ম দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং শরীরেণ কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপি ব্রুবতোঽপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গঃ। শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি বিশেষণাৎ কেবলশব্দপ্রয়োগাচ্চ বাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধবিষয়ং ধর্ম্মাধর্ম্মশব্দবাচ্যং কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যুক্তং স্যাৎ, তত্রাপি বাঙ্মনসাভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানপক্ষে কিল্বিষপ্রাপ্তিবচনং বিরুদ্ধমাপদ্যেত, প্রতিষিদ্ধসেবাপক্ষেঽপি ভূতার্থানুবাদমাত্রমনর্থকং স্যাৎ। যদা তু শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরং কর্ম্মাভিপ্রেতং ভবেৎ, তদা দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনং কর্ম্ম বিধিপ্রতিষেধশাস্ত্রগম্যং শরীরবাঙ্মনসনির্ব্বর্ত্ত্যং অন্যদকুর্ব্বংস্তৈরেব শরীরাদিভিঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কেবলশব্দপ্রয়োগাদহং করোমীত্যভিমানবর্জ্জিতঃ শরীরাদিচেষ্টামাত্রং লোকদৃষ্ট্যা কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমেবম্ভূতস্য পাপশব্দবাচ্যকিল্বিষপ্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি জ্ঞানাগ্নিদগ্ধসর্ব্বকর্ম্মত্বাদপ্রতিবন্ধেন মুচ্যতে এবেতি পূর্ব্বোক্তসম্যগ্‌দর্শনফলানুবাদএবৈষঃ, এবং শারীরং কেবলং কর্ম্মেত্যস্যার্থস্য পরিগ্রহে নিরবদ্যং ভবতি ॥ ২১ ॥

আনন্দগিরি।—সত্যপি বিক্ষেপকে কর্ম্মণি কূটস্থাত্মানুসন্ধানস্য সিদ্ধে কৈবল্যহেতুত্বে বিক্ষেপাভাবে সুতরাং তস্য তদ্ধেতুত্বসিদ্ধিরিত্যভিপ্রেত্যাহ যঃ পুনরিতি। পূর্ব্বোক্তবিপরীতত্বং লোকসংগ্রহাদিনিরপেক্ষত্বং, তদেব বৈপরীত্যং স্ফোরয়তি প্রাগেবেতি। সসাধনসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসে শরীরস্থিতিরপি কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরেতি। তর্হি তথাবিধচেষ্টানিবিষ্টচেতস্তয়া সম্যগ্‌জ্ঞানবহির্ম্মুখস্য কুতো মুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য যথোপদিষ্টচেষ্টায়ামনাদরাদ্মৈবমিত্যাহ জ্ঞাননিষ্ঠ ইতি। ইতি দর্শয়িতুমিমং শ্লোকং প্রাহেতি পূর্ব্ববৎ। আশিষঃ প্রার্থনাভেদাস্তৃষ্ণাবিশেষাঃ। আশিষাং বিদুষো নির্গতত্বে হেতুমাহ যতেতি। চিত্তবদাত্মনঃ সংযমনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মা বাহ্য ইতি। দ্বয়োঃ সংযমনে সত্যর্থসিদ্ধমর্থমাহ ত্যক্তেতি। সর্ব্বপরিগ্রহপরিত্যাগে দেহস্থিতিরপি দুঃস্থা স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরমিতি। মাত্রশব্দেন পৌনরুক্ত্যাদনর্থকং কেবলং পদমিত্যাশঙ্ক্যাহ তত্রাপীতি। শরীরং কেবলমিত্যাদৌ শরীরপদার্থং স্ফুটীকর্ত্তুমুভয়থা সম্ভাবনয়া বিকল্পয়তি শারীরমিতি। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে কিং দূষণং শরীরস্থিতিমাত্রং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে কিং ফলমিতি পূর্ব্ববাদী পৃচ্ছতি কিঞ্চাত ইতি। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিত্যস্মিন্ পক্ষে সিদ্ধান্তী দূষণমাহ উচ্যত ইতি। শরীরেণ যন্নির্ব্বর্ত্ত্যং তৎ কিং প্রতিষিদ্ধং বিহিতং বা, প্রথমে বিরোধঃ স্যাদিত্যাহ যদেতি। প্রতিষিদ্ধাচরণেঽপি নানিষ্টপ্রাপ্তিরিত্যুক্তে প্রতিষেধশাস্ত্রবিরোধঃ স্যাদিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ে বিহিতকরণে সত্যনিষ্টপ্রাপ্ত্যভাবাদপ্রাপ্তপ্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাহ শাস্ত্রীয়ঞ্চেতি। দৃষ্টপ্রয়োজনং শারীর্য্যাদিকং কর্ম্মাদৃষ্টপ্রয়োজনং স্বর্গসাধনং জ্যোতিষ্টোমাদিকং কর্ম্মেতি বিভাগঃ। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমভিমতমিতি পক্ষে দূষণান্তরমাহ শারীরমিতি। বাচা মনসা চাকর্ম্মণোঽনুষ্ঠানে সন্ন্যাসিনো ভবত্যেব কিল্বিষপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ যত্রাপীতি।

বাঙ্মনোভ্যাং বিহিতানুষ্ঠানে বা প্রতিষিদ্ধকরণে বা কিল্বিষপ্রাপ্তিঃ সন্ন্যাসিনঃ স্যাদিতি বিকল্প্যান্তে জপধ্যানবিধিবিরোধঃ স্যাদিত্যুক্ত্বা দ্বিতীয়ং দূষয়তি প্রতিষিদ্ধেতি। শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ম্ম শারীরমিতি পক্ষমেবং প্রতিক্ষিপ্য দ্বিতীয়পক্ষে লাভং দর্শয়তি যদা ত্বিতি। অন্যদেহ-স্থিতিপ্রয়োজনাৎ কর্ম্মণঃ সকাশাদিতি শেষঃ। তত্রাপি বিদুষঃ স্বদৃষ্ট্যা ন প্রবৃত্তিরিতি সূচয়তি লোকেতি। বিদ্বানুক্তয়া রীত্যা বর্ত্তমানো নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ এবম্ভূতস্যেতি। বিধিনিষেধগম্যং কর্ম্ম দেহস্থিতিহেতুব্যতিরিক্তমকুর্ব্বত ইত্যর্থঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যস্যোক্তেন প্রকারেণ পরিগ্রহে শারীরং কেবলমিতি বিশেষণদ্বয়ং নির্দ্দোষং সিধ্যতীতি ফলিতমাহ এবমিতি ॥ ২১ ॥

রামানুজ।—পুনরপি কর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমত্রৈব বিশোধ্যতে নিরাশীরিতি। নিরাশীর্নির্গতফলাভিসন্ধিঃ যতচিত্তাত্মা যতচিত্তমনাঃ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ আত্মৈকপ্রয়োজনতয়া প্রকৃতিপ্রাকৃতবস্তুনি মমতারহিতো যাবজ্জীবং কেবলং শারীরমেব কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং সংসারং নাপ্নোতি জ্ঞাননিষ্ঠাব্যবধানরহিতকেবলকর্ম্মযোগেনৈবংরূপেণাত্মানং পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

হনূমান্।—নিরাশীরিতি। নিরাশীঃ প্রার্থনারহিতঃ যতচিত্তাত্মা সংযতান্তঃকরণস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ শারীরং কেবলং কর্ম্ম শরীরস্থিতিসাধনং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষং পাপম্ ॥ ২১ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ নিরাশীরিতি। নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতং নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্ত্যাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্ব্বর্ত্ত্যং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্ব্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২০ ॥

বলদেব।—অথারূঢ়স্য দশামাহ নিরাশীরিতি ত্রিভিঃ। নির্গতা আশীঃ ফলেচ্ছা যস্মাৎ সঃ, যতচিত্তাত্মা বশীকৃতচিত্তদেহঃ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ আত্মৈকাবলোকনার্থত্বাৎ প্রাকৃতেষু বস্তুষু মমত্ববর্জ্জিতঃ। শারীরং কর্ম্ম শরীরনির্ব্বাহার্থং কর্ম্মাসৎপ্রতিগ্রহাদি কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ॥ ২১ ॥

মধুসূদন।—যদাত্যন্তাবিক্ষেপহেতোরপি জ্যোতিষ্টোমাদেঃ সম্যগ্‌জ্ঞানবশাৎ তৎফলাজনকত্বং, তদা শরীরাবস্থিতিমাত্রহেতোরবিক্ষেপকস্য ভিক্ষাটনাদের্নাস্ত্যেব বন্ধহেতুত্বমিতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ নিরাশীরিতি। নিরাশীর্গততৃষ্ণঃ যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণং, আত্মা বাহ্যেন্দ্রিয়সহিতো দেহস্তৌ সংযতৌ প্রত্যাহারেণ নিগৃহীতৌ যেন সঃ, যতো জিতেন্দ্রিয়োঽতো বিগততৃষ্ণত্বাৎ ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ ত্যক্তাঃ সর্ব্বে পরিগ্রহা ভোগোপকরণানি যেন সঃ, এতাদৃশোঽপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কৌপীনাচ্ছাদনাদিগ্রহণভিক্ষাটনাদিরূপং যতিং প্রতি শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতং কর্ম্ম কায়িকং বাচিকং মানসঞ্চ

'তদপি কেবলং কর্তৃত্বাভিমানশূন্যং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বেন কুর্ব্বন্ পরমার্থতোঽকর্ত্রাত্ম-দর্শনান্নাপ্নোতি ন প্রাপ্নোতি কিল্বিষং ধর্ম্মাধর্ম্মফলভূতমনিষ্টং সংসারং পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টফলেন কিল্বিষত্বাৎ। যে তু শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরমিতি ব্যাচক্ষতে, তন্মতে কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিত্যাতোঽধিকার্থলাভাদব্যাবর্ত্তকত্বেন শারীরপদস্য বৈয়র্থ্যং, অথ বাচিকমানসিকব্যাবর্ত্তনার্থমিতি ব্রূয়াৎ তদা কর্ম্মপদস্য বিহিতমাত্রপরত্বে শারীরং বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিত্যপ্রশক্তপ্রতিষেধোঽনর্থকঃ, বাচিকং মানসঞ্চ বিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষমিতি চ শাস্ত্রবিরুদ্ধমুক্তং স্যাৎ বিহিতপ্রতিষিদ্ধ-সাধারণপরত্বেঽপ্যেবমেব ব্যাঘাত ইতি ভাষ্য এব বিস্তরঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—নম্বেতস্মাদ্গৌণাৎ কর্ম্মকরণাদকরণং মুখ্যমেব তদ্বরমিত্যাশঙ্ক্য গৃহস্থস্য তৎপ্রত্যবায়াবহমিতি ব্যতিরেকমুখেনাহ নিরাশীরিতি। যো নিষ্পরিগ্রহঃ স্ত্র্যাদিপরিগ্রহরহিতঃ সন্ন্যাসী স চেৎ নিরাশীঃ যোগৈশ্বর্য্যমপ্যনিচ্ছন্ যতং চিত্তং বুদ্ধিঃ আত্মা চ দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতো যেন স যতচিত্তাত্মা সমাধিকালে নিরুদ্ধবাহ্যাভ্যন্তরবৃত্তিরিত্যর্থঃ, স ব্যুত্থানকালে শারীরং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদি তদপি কেবলং কর্তৃত্বাভি-মানশূন্যং পরাধ্যারোপিতকর্তৃত্বেন কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াদিতি" যাবজ্জীবাধিকারচোদিতাগ্নিহোত্রাদ্যকরণজং প্রত্যবায়ং নাপ্নোতি বিধিতস্তেষাং ত্যাগাৎ। যস্তু সপরিগ্রহঃ স নিরাশীরপি যতচিত্তাত্মাপি কেবলমপি শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ বিহিতাকরণাৎ কিল্বিষং প্রাপ্নোত্যেবেত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমন্মধুসূদনের অভি-প্রায়। যিনি পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার বিপরীত ব্যবহার সম্পন্ন, অর্থাৎ লোক-সংগ্রহার্থ কর্ম্ম করিতে অনিচ্ছুক, কিন্তু সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মরূপ নিষ্ক্রিয় প্রত্য-গাত্মাতে (জীবাত্মাতে) আত্মসন্দর্শন করেন, তিনি ঐহিক ও পারত্রিক যাবতীয় বিষয়-বাসনা-বিবর্জ্জিত হওয়ায়, দৃষ্টাদৃষ্টার্থ কর্ম্মে অর্থাৎ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক ফল-সাধন ক্রিয়ার প্রয়োজনবিহীনতা উপলব্ধি করিয়া সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগ ও জ্ঞাননিষ্ঠা অবলম্বন পূর্ব্বক মুক্ত হন। এই অর্থ পরিব্যক্ত করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, "যিনি অন্তঃকরণ ও দেহেন্দ্রিয়াদিকে বশীভূত করিয়া, সর্ব্ববিধ কামনা ও সর্ব্বপরিগ্রহ (ভোগ্য বস্তু) পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি প্রারব্ধ কর্ম্মানুসারে কেবল শরীর-স্থিতিমাত্র প্রয়োজনে কৌপীনাচ্ছাদনাদি গ্রহণপূর্ব্বক ভিক্ষাটনাদিরূপ যতিধর্ম্মানুমোদিত কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপ ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও পাপ ও পুণ্যভাগী হইবেন না। কারণ, তিনি কর্ম্মে অভিমানবিবর্জ্জিত অর্থাৎ স্বয়ং কর্ম্ম করিয়াও সর্ব্বনিয়ন্তা ভগবানের কর্ম্মের

কর্ত্তৃত্ব আরোপিত করেন। সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়কেই বন্ধনের হেতুভূত কল্পনা করিয়া, পাপবৎ পুণ্যবিষয়েও নিস্পৃহ। তাঁহারা মনে করেন, পাপভোগার্থ যেমন শরীর পরিগ্রহণ করিতে হয়, পুণ্য-ভোগার্থও তদ্রূপ শরীর গ্রহণ করিতে হয়; উভয়ই জন্মমৃত্যুপ্রদ; সুতরাং পাপ পুণ্য উভয়ই সমান। অতএব মুমুক্ষুগণ উভয়কে কিল্বিষরূপে গণনা করেন। এই অভিপ্রায়ে মূলে কিল্বিষ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অপিচ "কেবলং শারীরং কর্ম্ম কুর্ব্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি" এই বাক্যে "শারীরং" এই পদের অর্থবিষয়ে সন্দিগ্ধ হইয়া, কেহ কেহ এইরূপ আশঙ্কা করেন যে, "শারীর" এই পদটী কর্ম্ম পদের বিশেষণ। শারীর পদের দ্বিবিধ যৌগিক অর্থ প্রতীত হয়; প্রথম অর্থ, "শরীরেণ নির্ব্বর্ত্ত্যং শারীরং" অর্থাৎ শরীরের দ্বারা যাহা নিস্পাদ্য হয়, তাহাই শারীর (শরীর-নিষ্পন্ন)। দ্বিতীয়, "শরীর-স্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং শারীরম্" অর্থাৎ কেবল শরীর রক্ষার নিমিত্ত যাহা করা হয়, তাহাই "শারীর"। এই দ্বিবিধ অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থটী মনে করিয়া শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে শারীর শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন? যদি বল, শরীর নিষ্পন্ন কর্ম্মই শারীর, এই অর্থেই শারীর শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাও বলিতে পার না; কারণ, শরীর দ্বারা শাস্ত্রবিহিত স্বর্গাদি-সাধন অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞাদির ন্যায়, শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরক-সাধন ব্রহ্ম-হত্যাদি কর্ম্মও নিষ্পন্ন হয়। বিহিতাবিহিতরূপ উভয়বিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও মানবগণ পাপপঙ্কে প্রলিপ্ত হইতে পারে না; যেহেতু, ভগবান্ বলিয়াছেন, "কেবল শারীর-কর্ম্ম করিলে লোক সকল পাপভাগী হয় না।" আর শাস্ত্রীয় কর্ম্মই শারীর কর্ম্ম, যদি ইহাই ভগবদভিপ্রায় হয়, তাহা হইলেও, শাস্ত্রোক্ত শারীরকর্ম্ম করিয়া পাপভাগী হইবে না, এই নিষেধ বাক্যটী বৃথা হইয়া যায়; কারণ, শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম করিলেও পাপ হয়, এইরূপ উক্তি শাস্ত্রের কোথাও দৃষ্ট হয় নাই। আর যদি বল, কর্ম্ম ত্রিবিধ; কায়িক, বাচিক ও মানস; তন্মধ্যে বাচিক ও মানস কর্ম্ম নিবৃত্তির নিমিত্ত মূলে শারীর পদটি প্রযুক্ত হইয়াছে; তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত দোষই সমুপস্থিত হয়। অতএব শরীর স্থিতির নিমিত্ত যাহা করা হয়, তাহাই শারীর কর্ম্ম। এই অভিপ্রায়েই মূলে শারীর শব্দের উল্লেখ হইয়াছে। এক্ষণে ইহাই নিষ্কাশিত হইল যে, সর্ব্বোপরত মুমুক্ষু যতিগণ আমি করিতেছি, ইত্যাকার

অভিমানশূন্য হইয়া, লৌকিক প্রথানুসারে কেবল শরীরস্থিতির নিমিত্ত দৃষ্টাদৃষ্ট-ফলপ্রদ, অর্থাৎ দৃষ্টফলপ্রদ ভিক্ষাটনাদি, অদৃষ্ট-ফলপ্রদ জ্যোতিষ্টোমাদি (১৭৬ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও কিল্বিষ (সংসার) প্রাপ্ত হন না, বরং তাঁহারা জ্ঞানানল দ্বারা যাবতীয় কর্ম্মফলকে দগ্ধীভূত করিয়া মুক্তিকেই প্রাপ্ত হন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। আবারও কর্ম্মের জ্ঞানাকারতা বিশদ করিতেছেন। "নিরাশীঃ" অর্থাৎ নির্গত ফলাভিসন্ধি, "যতচিত্তাত্মা" অর্থাৎ যতচিত্তমনা, "ত্যক্ত সর্ব্বপরিগ্রহাঃ" অর্থাৎ একমাত্র আত্মার প্রয়োজনে সমস্ত কর্ম্ম লক্ষিত হওয়ায় প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বস্তু সমূহে মমতারহিতভাবে যাবজ্জীবন কেবল শারীর কর্ম্ম করিলেও, সংসারকে প্রাপ্ত হয় না। জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যবধান থাকিলেও, তাঁহারা এইরূপ কর্ম্মযোগ দ্বারা আত্ম-সন্দর্শন করেন, ইহাই ভাবার্থ।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। যাঁহার হৃদয় হইতে সকল কামনা বিনির্গত হইয়াছে, যাঁহার অন্তঃকরণ ও শরীর সংযত অর্থাৎ বশীভূত হইয়াছে, এবং যিনি সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি শরীর নির্ব্বাহমাত্র উদ্দেশে, কর্তৃত্বাভিনিবেশ-বিরহিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তাহা বন্ধরূপ হয় না। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কেবল শরীর নির্ব্বাহোপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, ক্রিয়াবিহীনতারূপ অবস্থোচিত বিহিত-কর্ম্মের অকরণ জন্য দোষ সঙ্ঘটিত হয় না।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এক্ষণে যোগারূঢ় ব্যক্তির অবস্থা বিবৃত হইতেছে। (অন্যান্য অংশ শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অনুরূপ) সেই ব্যক্তি শরীর নির্ব্বাহার্থ অসৎ প্রতিগ্রহাদি করিলেও পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অন্বয়।—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিতাগতেন বস্তুনা পরিতৃপ্তঃ) দ্বন্দ্বাতীতঃ (ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণাদীনি অতিক্রান্তঃ তৎসহনশীলঃ) বিমৎসরঃ (নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ) সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ (অভীষ্টফললাভঃ সিদ্ধিঃ

তদ্বিপরীতা অসিদ্ধিঃ তয়োঃ) চ সমঃ (তুল্যবোধঃ) [এবম্ভূতঃ জনঃ] কৃত্বা (ভিক্ষাটনাদিরূপং শরীরযাত্রার্থং স্বাভাবিকং কর্ম্ম সম্পাদ্য) অপি ন নিবধ্যতে (বন্ধং প্রাপ্নোতি) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—অযাচিতলাভে পরিতুষ্ট শীতোষ্ণাদি-সহনশীল বৈর-বুদ্ধিবিহীন সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে তুল্যজ্ঞান [এতাদৃশ ব্যক্তি] কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হয় না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—অপ্রার্থিতভাবে স্বয়মুপস্থিত সামগ্রী প্রাপ্ত হইয়াই যিনি পরিতৃপ্ত, যিনি ক্ষুধা-তৃষ্ণা, শীত-উষ্ণাদির অতীত, যাঁহার হৃদয়ে হিংসা বা বিদ্বেষবুদ্ধির স্থান নাই, সিদ্ধি ও অসিদ্ধি উভয়-কেই যিনি সমজ্ঞান করেন; তাদৃশ পুরুষ শরীরধারণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহা তাঁহার সংসার-বন্ধনের হেতুভূত হয় না ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেরন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ পরিগ্রহস্যা-ভাবাৎ যাচনাদিনা শরীরস্থিতৌ কর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তায়ামযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং "যদৃচ্ছয়া" ইত্যাদিনা বচনেনানুজ্ঞাতং যতেঃ শরীরস্থিতিহেতোরন্নাদেঃ প্রাপ্তিদ্বারমাবিষ্কুর্ব্বন্নাহ যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টোঽপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ সংজাতালম্প্রত্যয়ঃ দ্বন্দ্বাতীতো দ্বন্দ্বৈর্হি শীতোষ্ণাদিভিঃ হন্যমানোঽপ্যবিষণ্ণচিত্তো দ্বন্দ্বাতীত উচ্যতে, বিমৎসরো বিগতমৎসরো নির্ব্বৈরবুদ্ধিঃ, সমস্তুল্যো যদৃচ্ছয়া লাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ য এবম্ভূতো যতি-রন্নাদেঃ শরীরস্থিতিহেতোঃ লাভালাভয়োঃ সমোঽপি হর্ষবিষাদবর্জ্জিতঃ কর্ম্মাদৌ অকর্ম্মাদিদর্শী যথা ভূতাত্মদর্শননিষ্ঠঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিকর্ম্মণি শরীরাদিনির্ব্বর্ত্ত্যে "নৈব কিঞ্চিৎ করোম্যহং, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে" ইত্যেবং সদা সম্পরিচক্ষাণ আত্মনঃ কর্তৃত্বাভাবং পশ্যন্ নৈব কিঞ্চিদ্ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম করোতি লোকব্যবহারসামান্যদর্শনেন তু লৌকি-কৈরারোপিতকর্তৃত্বে ভিক্ষাটনাদৌ কর্ম্মণি কর্ত্তা ভবতি, ভিক্ষাটনাদিচেষ্টাস্বপি অকর্তৃত্বা-নুসন্ধানমেব বিদুষঃ স্বানুভবেন তু শাস্ত্রপ্রমাণাদিজনিতেনাকর্ত্তৈব স এবং পরাধ্যারোপিত-কর্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং ভিক্ষাটনাদিকং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ কর্ম্মণঃ সহেতুকস্য জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিত্যনুবাদ এবৈষঃ ॥ ২২ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বশ্লোকেন সঙ্গতিং দর্শয়ন্নুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি ত্যক্তেতি। অন্নাদেরিত্যাদিশব্দেন পাদুকাচ্ছাদনাদি গৃহ্যতে, যাচনাদিনেত্যাদিপদেন সেবাকৃষ্যাদ্যুপা-দীয়তে, ভিক্ষাটনার্থমুদ্যোগাৎ প্রাক্কালে কেনাপি যোগ্যেন নিবেদিতং ভৈক্ষ্যমযাচিতং অভিশপ্তং পতিতঞ্চ বর্জ্জয়িত্বা সপ্তমস্তরেণ পঞ্চভ্যঃ সপ্তভ্যো বা গৃহেভ্যঃ সমানীতং ভৈক্ষ্যমসংক্লৃপ্তং সিদ্ধময়ং ভক্তজনৈঃ স্বসমীপমুপানীতমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া স্বকীয়প্রযত্নব্যতি-

রেকেণেতি যাবৎ, আদিশব্দেন "মাধুকরমসংক৯প্তং প্রাক্প্রণীতমযাচিতম্। তাৎকালিকোপপন্নঞ্চ ভৈক্ষ্যং পঞ্চবিধং স্মৃতম্" ইত্যাদি গৃহ্যতে, আবিষ্কুর্ব্বন্নিদং বাক্যমাহেতি যোজনীয়ম্। পরোৎকর্ষামর্ষপূর্ব্বিকা স্বস্যোৎকর্ষা বাঞ্ছা বিগতা যস্মাদিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্য বিবক্ষিতমর্থমাহ নির্ব্বৈরেতি। সংক্ষেপতো দর্শিতমর্থং বিশদয়তি য এবম্ভূত ইতি। তথাপি প্রকৃতস্য যতের্ভিক্ষাটনাদৌ কর্তৃত্বং প্রতিভাতি তদভাবে ভিক্ষাটনাস্যভাবে ন জীবনাভাবপ্রসঙ্গাদিত্যাশঙ্ক্যাহ লোকেতি। লৌকিকৈরবিবেকিভিঃ সহ ব্যবহারস্য স্নানাচমনভোজনাদিলক্ষণস্য বিদুষ্যপি সামান্যেন দর্শনাৎ তদনুসারেণ লৌকিকৈরধ্যারোপিতকর্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানপি লোকদৃষ্ট্যা ভিক্ষাটনাদৌ কর্তৃত্বমনুভবতীত্যর্থঃ। কথং তর্হি তস্যাকর্তৃত্বং তত্রাহ স্বানুভবেনেতি। যদৃচ্ছেত্যাদিপাদত্রয়ং ব্যাখ্যায় কৃত্বাপীত্যাদিচতুর্থপাদং ব্যাচষ্টে স এবমিতি। ভিক্ষাটনাদিনা প্রতিভাসিকেন কর্ম্মণা বিদুষো বদ্ধত্বাভাবেঽপি কর্ম্মান্তরেণ নিবদ্ধত্বং ভবিষ্যতীত্যাশঙ্কাহ বন্ধেতি। জ্ঞানাগ্নিদগ্ধত্বাদিত্যেবং শারীরং কেবলমিত্যাদাবুক্তস্যায়মনুবাদ ইতি যোজনা। যথোক্তস্য কর্ম্মণো যুক্ত্যা মহাবিরোধাভ্যুপগমসূচনার্থোঽপিশব্দঃ॥ ২২ ॥

রামানুজ।—যদৃচ্ছালাভেতি। যদৃচ্ছাপ্রাপ্তশরীরধারণহেতুবস্তুসন্তুষ্টঃ,দ্বন্দ্বাতীতঃ যাবৎসাধনসমাপ্তবর্জ্জনীয়শীতোষ্ণাদিসহঃ। বিমৎসরঃ অন্যকৃতোপদ্রবপরিপাত (অনিষ্টোপনিপাত) হেতুভূতস্বকর্ম্মনিরূপণেন পরেষু বিগতমৎসরঃ, সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ যুদ্ধাদিকর্ম্মসু জয়াদিসিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমচিত্তঃ, কর্ম্মৈব কৃত্বাপি জ্ঞাননিষ্ঠাং বিনাপি ন নিবধ্যতে ন সংসারং প্রতিপদ্যতে॥ ২২ ॥

হনুমান্।—যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ অপ্রার্থিতলাভসন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বাতীতঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিরহিতঃ, কিঞ্চ বিমৎসরঃ ক্রোধবর্জ্জিতঃ কর্ম্মণাং ফলভাবাভবয়োঃ সমচিত্তঃ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ন কর্ম্মফলশরীরাদি প্রাপ্নোতি॥ ২২ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতোঽতিক্রান্তস্তৎসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্ব্বৈরঃ, যদৃচ্ছালাভস্যাপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, য এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কৃত্বা বন্ধং ন প্রাপ্নোতি॥ ২২ ॥

বলদেব।—অথ শরীরনির্ব্বাহার্থমন্নাচ্ছাদনাদিকং স্বপ্রযত্নেন ন সম্পাদ্যমিত্যাহ যদৃচ্ছয়েতি। যাচ্ঞাং বিনৈব লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তৃপ্তঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীন্যতীতস্তৎসহিষ্ণুঃ, বিমৎসরোঽন্যৈরুপক্রতোঽপি তৈঃ সহ বৈরমকুর্ব্বন্ যদৃচ্ছালাভসিদ্ধৌ হর্ষস্য তদসিদ্ধৌ বিষাদস্য চাভাবাৎ সমঃ, এবম্ভূতঃ শারীরং কর্ম্ম কৃত্বাপি তেন তেন ন বধ্যতে, জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রভাবান্ন লিপ্যতে॥ ২২ ॥

মধুসূদন।—ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যতেঃ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়োজনং কর্ম্মাভ্যনুজ্ঞাতং তত্রান্নাচ্ছাদনাদিব্যতিরেকেণ শরীরস্থিতেরসম্ভবাদ্যাচ্ঞাদিনাপি স্বপ্রযত্নেনান্নাদিকং

সম্পাদ্যমিতি প্রাপ্তে নিয়মমাহ যদৃচ্ছেতি। শাস্ত্রাননুমতপ্রযত্নব্যতিরেকো যদৃচ্ছা তয়ৈব চ যো লাভোঽন্নাচ্ছাদনাদেঃ শাস্ত্রানুমতস্য স যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টস্তদধিকতৃষ্ণারহিতঃ, তথাচ শাস্ত্রং "ভৈক্ষঞ্চরেদিতি" প্রকৃত্য "অযাচিতমসংক্লৃপ্তমুপপন্নং যদৃচ্ছয়া" ইতি যাজ্ঞাসঙ্কল্পাদি-প্রযত্নং বারয়তি। মনুরপি "ন চোৎপাতনিমিত্তাভ্যাং ন নক্ষত্রাঙ্গবিদ্যয়া। নানুশাসন-বাদাভ্যাং ভিক্ষাং লিপ্সেত কর্হিচিৎ॥" ইতি যতয়ো ভিক্ষার্থং গ্রামং প্রবিশন্তি ইত্যাদি-শাস্ত্রানুমতস্তু প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য এব, এবং লব্ধব্যমপি শাস্ত্রনিয়তমেব "কৌপীনযুগলং বাসঃ কন্থাং শীতনিবারণীম্। পাদুকে চাপি গৃহ্লীয়াৎ কুর্য্যান্নান্যস্য সংগ্রহম্॥" ইত্যাদি, এবমন্যদপি বিধিনিষেধরূপং শাস্ত্রমূহ্যম্। নন্বু স্বপ্রযত্নমন্তরেণালাভে শীতোষ্ণাদিপীড়িতঃ কথং জীবেদত আহ, দ্বন্দ্বাতীতঃ দ্বন্দ্বানি ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণবর্ষাদীনি অতীতোঽতিক্রান্তঃ সমাধিদশায়াং তেষামস্ফুরণাৎ ব্যুত্থানদশায়াং স্ফুরণেঽপি পরমানন্দাদ্বিতীয়াকর্ত্তৃ-ভোক্ত্রাত্মপ্রত্যয়েন বাধাৎ তৈর্দ্বন্দ্বৈরুপহন্যমানোঽপ্যক্ষুভিতচিত্তঃ, অতএব পরস্য লাভে স্বস্যালাভে চ বিমৎসরঃ পরোৎকর্ষাসহনপূর্ব্বিকা স্বোৎকর্ষবাঞ্ছা মৎসরস্তদ্রহিতঃ অদ্বিতীয়াত্ম-দর্শনেন নির্বৈরবুদ্ধিঃ, অতএব সমস্তুল্যো যদৃচ্ছালাভস্য সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সিদ্ধৌ ন হৃষ্টঃ নাপ্যসিদ্ধৌ বিষণ্ণঃ স স্বানুভবেনাকর্ত্তৈব পরৈরারোপিতকর্ত্তৃত্বং শরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়ো-জনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে, বন্ধহেতোঃ সহেতুকস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধত্বাদিতি পূর্ব্বোক্তানুবাদঃ॥ ২২॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বু সপরিগ্রহঃ কুটুম্বভরণব্যগ্রতয়া কথং বিত্তব্যয়ায়াসসাধ্যান্যগ্নি-হোত্রাদীন্যনুতিষ্ঠেদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৃচ্ছেতি। যদৃচ্ছয়া অপ্রার্থিতোপনতো লাভো যদৃচ্ছা-লাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, তথাহি ঋতামৃতাভ্যাং জীবনং ব্রাহ্মণস্য বিধায় ব্যাখ্যাতং "ঋতমুঞ্ছশিলং প্রোক্তমমৃতং স্যাদযাচিতম্" ইতি, দ্বন্দ্বাতীতঃ বহুলাভে অলাভে বা সুখদুঃখাদ্যতীতঃ, বিমৎসরঃ পরস্য লাভং দৃষ্ট্বা সন্তাপহীনঃ, সমঃ যদৃচ্ছলাভেনৈব ইষ্টিপশুচাতুর্মাস্যাদের্নিত্যাৎ কর্ম্মণঃ সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ বা সমো নির্ব্বিকার এবম্ভূত ইষ্টাদীনি কৃত্বাপি তৎফলেন স্বর্গাদিনা ন নিবধ্যতে, অপি শব্দাৎ তদ্ভঙ্গেন প্রত্যবায়েন ন নিবধ্যতে বন্ধহেতোঃ কর্ম্মণস্তত্ত্বজ্ঞানেনৈব দাহাৎ। তথা চ স্মৃতিঃ, "ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ। শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥" ইতি, ভাষ্যে ত্বয়ং শ্লোকঃ সন্ন্যাসিপরত্বেনৈব ব্যাখ্যাতঃ॥ ২২॥

বিশ্বনাথ।—নিরাশীরিতি। আত্মা স্থূলদেহঃ। শারীরং শরীরনির্ব্বাহার্থং কর্ম্ম অসৎ-প্রতিগ্রহাদিকম্। কুর্ব্বন্নপি কিল্বিষং পাপং নাপ্নোতি ইত্যেতদপি বিকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং ইত্যস্য বিবরণম্॥ ২১। ২২॥

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বপরিগ্রহরহিত যতি ব্যক্তির কেবল শরীর ধারণার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান অনুমোদিত, অন্নাচ্ছাদনাদি ব্যতীত শরীর ধারণ কখনই সম্ভবপর নহে। অতএব ভিক্ষাদি প্রযত্নসাধ্য কর্ম্ম-দ্বারা অন্নাচ্ছাদন

নির্ব্বাহিত করার ব্যবস্থা কথিত হইতেছে। প্রযত্ন ব্যতিরেকে যে অন্নাচ্ছাদনাদি লাভ করা যায়, তাহাই শাস্ত্রসম্মত যদৃচ্ছালাভ। সেই যদৃচ্ছালব্ধ সামগ্রীতে যিনি পরিতৃপ্ত, অর্থাৎ অধিকতর অন্নাচ্ছাদনাদি লাভের নিমিত্ত যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয় না, তিনিই যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট। শাস্ত্র ব্যবস্থা প্রদান করিতেছেন যে, "ভিক্ষালব্ধ পদার্থে জীবনপাত কর।" কিন্তু তজ্জন্য যাচমান বা প্রয়াসবান্ হওয়া অনাবশ্যক। মূলস্থিত "যদৃচ্ছয়া" শব্দ দ্বারা যাচ্ঞা বা সঙ্কল্পাদি প্রযত্ন নিবারিত হইতেছে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন, "ভূকম্পনাদি উৎপাত এবং অঙ্গস্পন্দনাদি অশুভ চিহ্ন, এতদুভয়ের ব্যাখ্যা করিয়া, অথবা জ্যোতিষ বা সামুদ্রিক বিদ্যা দ্বারা মনুষ্যের অদৃষ্ট পরীক্ষা করিয়া, অথবা শাস্ত্রানুসারে মনুষ্যের ঈদৃশ নীতিমার্গের অনুসরণ করিতে হইবে, বা এইরূপ প্রণালীক্রমে কালপাত করিতে হইবে, ইত্যাকার অনুশাসন বাক্য দ্বারা, কোথাও ভিক্ষালাভের কামনা করিবেন না। (মনু ৬ অ। ৫০) "যতিগণ ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করিতেছেন," ইত্যাকার শাস্ত্রীয় বাক্য দ্বারা তজ্জন্য প্রযত্নের আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। এইরূপ প্রযত্ন সহকারে লব্ধব্য বস্তু কি, তাহাও শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ হইয়াছে। যথা; "পরিধানার্থ কৌপীনদ্বয়, শীতনিবারণার্থ কন্থা, এবং পাদুকাও গ্রহণ করিবে, কিন্তু অন্য কোন পদার্থ সঞ্চয় করিবে না।" শাস্ত্রে এইরূপ বিধিনিষেধ প্রতিপাদক শাসন পরিদৃষ্ট হয়; কিন্তু প্রযত্ন ব্যতীত কোন পদার্থই লাভ হইতে পারে না। তাহা না হইলে ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শীতোষ্ণাদি সহ্য করিয়া মনুষ্য কিরূপে জীবিত থাকিবে? এই অশঙ্কার উত্তরস্বরূপে কথিত হইয়াছে যে, তাঁহাকে দ্বন্দ্বাতীত হইতে হইবে, অর্থাৎ শীত, উষ্ণ, ক্ষুৎ, পিপাসা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব সমূহের সহিষ্ণু হইতে হইবে। সেই যতি পুরুষ যখন সমাধিস্থ থাকিবেন, তখন শীতোষ্ণাদি কোন ব্যাপারই তাঁহার গোচরীভূত হইবে না, আর ব্যুত্থান দশায় তৎসমস্ত গোচরীভূত হইলেও, পরমানন্দস্বরূপ আত্মাই একমাত্র কর্ত্তা ও ভোক্তা এই ধ্রুব বিশ্বাস হেতু, কিছুই তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারিবে না। উল্লিখিত দ্বন্দ্ব সমূহ বিবিধ প্রকারে তাঁহাকে আক্রমণ করিলেও, তিনি ক্ষুভিতচিত্ত হন না। পরের লাভে এবং স্বকীয় অলাভেও তিনি মৎসরশূন্য। পরকীয় শ্রেষ্ঠতা বা উৎকর্ষ দর্শনে অসহিষ্ণুতা সহকৃত তদ্বিষয় লাভার্থ বাসনাকে মৎসর বলে। একমাত্র আত্মা বিশ্বব্যাপারের

সর্ব্বত্র অনুস্যূত; এইরূপ আত্ম-দর্শন হেতু তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বৈর-বুদ্ধিবিহীন হইয়া থাকেন। সিদ্ধি অর্থাৎ অভীষ্ট ফলপ্রাপ্তি হইলে তিনি হৃষ্ট, বা অসিদ্ধি ঘটিলে বিষণ্ণ হন না। এইরূপে আপনাকে অকর্ত্তৃজ্ঞানে, শরীর ধারণমাত্র প্রয়োজনে ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম্ম করিলেও বদ্ধ হন না। কারণ, তাঁহার জ্ঞানাগ্নি-প্রভাবে সহেতুক কর্ম্ম সমূহ বিদগ্ধ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের ইহাই অনুবাদ।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়া উপসংহারকালে লিখিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যক্তি পূর্ব্বাবস্থা অর্থাৎ যোগে অনারূঢ় দশা, অথবা উত্তর ভূমিকাবস্থা অর্থাৎ যোগারূঢ় দশা, এতদুভয়-কালেই বিহিত বা স্বাভাবিক যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলেও বদ্ধ প্রাপ্ত হন না ॥ ২২ ॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—গতসঙ্গস্য (নিষ্কামস্য) মুক্তস্য (নিবৃত্তকর্ত্তৃত্বাদ্যধ্যাসস্য) জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্যবোধে অবস্থিতং প্রতিষ্ঠিতং চিত্তং যস্য তস্য) যজ্ঞায় (যজ্ঞার্থং) আচরতঃ (নির্ব্বর্ত্তয়তঃ) সমগ্রং (কর্ম্মফলেন সহ) কর্ম্ম প্রবিলীয়তে (অকর্ম্মতামাপদ্যতে বিনশ্যতীত্যর্থঃ) ॥ ২৩ ॥

প্রতিশব্দ।—কামনা-বিহীন বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মাত্মাভেদ-চিত্ত ব্যক্তির যজ্ঞ-রক্ষণার্থ অনুষ্ঠীয়মান ফল-সহকৃত কর্ম্ম বিলয়-প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩ ॥

ব্যাখ্যা।—যে কামনা-বর্জ্জিত, ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বন্ধন-বিনির্ম্মুক্ত আত্মা ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞান-সম্পন্ন পুরুষ যজ্ঞ-সংরক্ষণোদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহার তত্তাবৎ কর্ম্ম, ফলের সহিত বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যনেন শ্লোকেন যঃ প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যদা নিষ্ক্রিয়ব্রহ্মাত্মদর্শনসম্পন্নঃ স্যাৎ তদাত্মনঃ কর্ত্তৃকর্ম্মপ্রয়োজনাভাবদর্শিনঃ কর্ম-

পরিত্যাগে প্রাপ্তে কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ তদসম্ভবে সতি পূর্ব্ববৎ তস্মিন্ "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" ইতি চ কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতঃ, যস্যৈবং কর্ম্মাভাবো দর্শিতস্তস্যৈব গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য সর্ব্বতো নিবৃত্তাসক্তের্ম্মুক্তস্য নিবৃত্তধর্ম্মাদিবন্ধনস্য জ্ঞানাবস্থিত-চেতসো জ্ঞানে এব অবস্থিতং চেতো যস্য সোঽয়ং জ্ঞানাবস্থিতচেতাস্তস্য যজ্ঞায় যজ্ঞনির্ব্বৃ-ত্যর্থমাচরতো নির্ব্বর্ত্তয়তঃ, কর্ম্ম সমগ্রং সহাগ্রেণ কর্ম্মফলেন বর্ত্ততে ইতি সমগ্রং কর্ম্ম তৎসমগ্রং প্রবিলীয়তে বিনশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—গতসঙ্গস্যেত্যাদিশ্লোকস্য ব্যবহিতেন সম্বন্ধং বক্তুং বৃত্তং কীর্ত্তয়তি ত্যক্তেতি। অনেন শ্লোকেন "নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ" ইত্যত্র কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিত ইতি সম্বন্ধঃ। কস্য কর্ম্মাভাবপ্রদর্শনমিত্যাশঙ্কায়ামাহ যঃ প্রারব্ধেতি। প্রারব্ধকর্ম্মা সন্ যোঽবতিষ্ঠতে তস্য কর্ম্মাভাবঃ প্রদর্শিতশ্চেদ্বিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাবস্থাবিশেষে তৎ-প্রদর্শনান্নৈবমিত্যাহ যদেতি। নমু জ্ঞানবতঃ ক্রিয়াকারকফলাভাবদর্শিনঃ কর্ম্মপরিত্যাগ-ধ্রৌব্যাৎ কর্ম্মাভাববচনমপ্রাপ্তপ্রতিষেধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মন ইতি। লোকসংগ্রহাদি-নিমিত্তং প্রাগেবোক্তমবিস্থাবস্থায়ামিব পূর্ব্ববদিত্যুক্তম্। এবং বৃত্তমনূদ্যোত্তরশ্লোক-মবতারয়তি যস্যেতি। যথোক্তস্যাপি বিদ্যাবতো মুক্তস্য ভগবৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্মানুষ্ঠানো-পলম্ভাৎ ততো বন্ধারম্ভঃ সম্ভাব্যেতেত্যাশঙ্ক্যাহ যজ্ঞায়েতি। ধর্ম্মাধর্ম্মাদীত্যাদিশব্দেন রাগ-দ্বেষাদিসংগ্রহঃ, তস্য বন্ধনত্বং করণব্যুৎপত্ত্যা প্রতিপত্তব্যং, যজ্ঞনির্ব্বৃত্যর্থং যজ্ঞশব্দিতস্য ভগবতো বিষ্ণোর্নারায়ণস্য প্রীতিসম্পত্ত্যর্থমিতি যাবৎ। জ্ঞানমেব বাহ্যতো জ্ঞানস্য প্রতি-বন্ধকং কর্ম্ম পরিশঙ্কিতং পরিহরতি কর্ম্মেতি। সমগ্রেণেত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে সহেত্যাদিনা ॥২৩॥

রামানুজ।—গতসঙ্গস্যেতি। আত্মবিষয়জ্ঞানাবস্থিতমনস্ত্বেন বিগততদিতরসঙ্গস্য তত এব নিখিলপরিগ্রহবিমুক্তস্যোক্তলক্ষণযজ্ঞাদিকর্ম্মনির্বৃত্তয়ে বর্ত্তমানস্য পুরুষস্য বন্ধহেতুভূতং প্রাচীনং কর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে নিঃশেষং ক্ষীয়তে ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য ফলসঙ্কল্পরহিতস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ পরমাত্মনি ব্যবস্থিতবুদ্ধেঃ যজ্ঞায় ঈশ্বরারাধনার্থমাচরতঃ কর্ম্মানুতিষ্ঠতস্তৎকর্ম্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে অফলপ্রদং ভবেৎ অবন্ধকং ভবতি ॥ ২৩ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগাদিভির্ম্মুক্তস্য জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম্ম চরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম্ম প্রবিলীয়তে অকর্ম্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায় যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থং কর্ম্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

বলদেব।—গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্ম্মুক্তস্য স্বাত্মবিষয়ক-জ্ঞাননিবিষ্টমনসঃ যজ্ঞায় বিষ্ণুং প্রসাদয়িতুং তচ্চিন্তনমাচরতঃ প্রাচীনং বন্ধকং কর্ম্ম সমগ্রং কৃৎস্নং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩ ॥

মধুসূদন।—ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্য যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টস্য যতের্যচ্ছরীরস্থিতিমাত্রপ্রয়ো-

জনং ভিক্ষাটনাদিরূপং কর্ম্ম তৎ কৃত্বা ন নিবধ্যতে ইত্যুক্তেগৃ'হস্থস্থ ব্রহ্মবিদো জনকাদের্যজ্ঞাদিরূপং যৎ কর্ম্ম তদ্বন্ধহেতুঃ স্যাদিতি ভবেৎ কস্যচিদাশঙ্কা, তামপনেতুং "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদিনোক্তং বিবৃণোতি গতসঙ্গস্যেতি। গতসঙ্গস্য ফলাসঙ্গশূন্যস্য মুক্তস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যধ্যাসশূন্যস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ নির্ব্বিকল্পব্রহ্মাত্মৈক্যবোধ এব স্থিতং চিত্তং যস্য তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্যেত্যর্থঃ, উত্তরোত্তরবিশেষণস্য পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বেনান্বয়ো দ্রষ্টব্যঃ। গতসঙ্গত্বং কুতঃ যতোঽধ্যাসহীনত্বং, তৎ কুতো যতঃ স্থিতপ্রজ্ঞত্বমিতি, ঈদৃশস্যাপি প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ যজ্ঞায় যজ্ঞসংরক্ষণার্থং জ্যোতিষ্টোমাদিযজ্ঞে শ্রেষ্ঠাচারত্বেন লোকপ্রবৃত্ত্যর্থং যজ্ঞায় বিষ্ণবে তৎপ্রীত্যর্থমিতি বা আচরতঃ কর্ম্ম যজ্ঞদানাদিকং সমগ্রং সহাগ্রেণ ফলেন বিদ্যত ইতি সমগ্রং প্রবিলীয়তে প্রকর্ষেণ কারণোচ্ছেদেন তত্ত্বদর্শনাদ্বিলীয়তে বিনশ্যতি ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—"ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গম্" ইত্যাদিনা শ্লোকত্রয়েণ বিদ্বান্ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি ন করোতি অতো ন লিপ্যতে লেপাভাবাচ্চ ন বধ্যতে ইত্যুক্তম্। তৎকিং কর্ম্মণঃ ফলদানশক্তিপ্রতিবন্ধো বা জ্ঞানেন ক্রিয়তে, উত নিরন্বয়োচ্ছেদ এবেত্যাশঙ্ক্যাদ্যে মুক্তস্যাপি পুনঃ সংসারপ্রসক্তিং পশ্যন্ দ্বিতীয়মভ্যুপগচ্ছতি গতসঙ্গস্যেতি। যতঃ বিদ্বান্ গতসঙ্গঃ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্যোঽতো ন করোতীত্যুক্তং, যতো মুক্তঃ ফলকামতঃ অতো ন লিপ্যত ইত্যুক্তং, যতো যজ্ঞায়ৈব যজ্ঞার্থমেবাচরতি ন ফলান্তরার্থং প্রাপ্যাভাবাৎ অতস্তমেবোৎপাদ্য কৃতার্থৈঃ কর্ম্মভির্ন বধ্যতে ইত্যুক্তং, যতোঽয়ং জ্ঞানে সম্যগ্দর্শনেঽবস্থিতচেতাঃ প্রতিষ্ঠিতপ্রজ্ঞঃ, অত ঈশ্বরপ্রীতিফলস্য জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রতিরূপস্য অপি প্রাগেব লাভাৎ গতসঙ্গস্য মুক্তস্য অস্য যজ্ঞায়ৈব কর্ম্মাচরতো জ্ঞানাবস্থিতস্য সর্ব্বং কর্ম্ম ক্রিয়মাণাদিকং সর্ব্বপ্রকারেণ নিষ্প্রয়োজনং সৎ সমগ্রং অগ্রেণ ফলেন বাসনয়া বা সহ সমগ্রং প্রকর্ষেণ নিরন্বয়ং বিলীয়তে নশ্যত্যতো ন কদাচিদপি প্রাদুর্ভবতি, অয়ঞ্চ ক্রিয়মাণকর্ম্মপ্রলয়ো বিদ্বদ্দৃষ্ট্যৈব স্বাভাবিকস্য তেষাং ফলজননসামর্থ্যস্য বহ্ন্যৌষ্ণ্যবদপ্রত্যাখ্যেয়ত্বাৎ, অতএব জ্ঞানেন পূর্ব্বকর্ম্মণাং দাহঃ উত্তরেষামশ্লেষশ্চ শ্রূয়তে ন তূত্তরেষামপি দাহঃ তদ্যথৈষীকাতূলমগ্নৌ (?) প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্ত ইতি, তং বিদিত্বা ন কর্ম্মণা লিপ্যতে পাপকেনেতি চ, তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যামিতি বিদুষো ধনস্যেব কর্ম্মণামপ্যন্যত্র গমনদর্শনাৎ ন তেষাং বস্তুবৃত্ত্যা প্রলয়োঽস্তীতি ধ্যেয়ম্ ॥ ২৩ ॥

বিশ্বনাথ।—গতসঙ্গস্যেতি। যজ্ঞো বক্ষ্যমাণলক্ষণস্তদর্থং কর্ম্মাচরতস্তৎ কর্ম্ম প্রবিলীয়তে। অকর্ম্মভাবমাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

তাৎপর্য্য।—সর্ব্ব-পরিগ্রহবিহীন, যদৃচ্ছালাভ পরিতৃপ্ত যতি পুরুষের শরীর ধারণমাত্র প্রয়োজনার্থ ভিক্ষাটনাদি কর্ম্ম, বন্ধনের হেতুভূত হয় না। এস্থলে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় ব্রহ্মবিদ্

গৃহী ব্যক্তির অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম অবশ্যই বন্ধনের কারণস্বরূপ হইবে। তাদৃশ আশঙ্কার উত্তর এস্থলে অবতারিত হইতেছে। অপিচ, "ত্যক্ত্বা কর্ম্ম-ফলাসঙ্গং" ইত্যাদি (৪ অঃ। ২০) শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে কর্ম্মপরায়ণ মনুষ্য যখন নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মাত্ম-দর্শন-সম্পন্ন হয়, তখন আত্মার কর্ত্তৃকর্ম্ম-প্রয়োজনাভাবদর্শী সেই ব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও, যদি কোন কারণে কর্ম্মানুষ্ঠান তাঁহার পক্ষে আবশ্যক হয়, তাহা হইলে তাদৃশ ব্যক্তি তাদৃশভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেও তাহা তাঁহার পক্ষে কর্ম্মই নহে; ইত্যাদি বাক্যে তাঁহার কর্ম্মহীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কর্ম্মবিহীন ব্যক্তির অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়, ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কর্ম্মজনিত ফল-প্রাপ্তিশূন্য ব্যক্তিই গতসঙ্গ। কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমান যিনি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই মুক্ত। নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের সহিত আত্মার অভিন্নতা বোধজনিত যাঁহার চিত্ত দৃঢ় হইয়াছে, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিই জ্ঞানাবস্থিত-চেতা। মূলে যতিজনের বিশেষণ স্বরূপে এই যে তিনটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহার দ্বিতীয়টি প্রথমটির হেতুস্বরূপ এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির হেতুস্বরূপ। অর্থাৎ তাঁহার গতসঙ্গত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতেছে? তিনি মুক্ত অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অধ্যাস বিরহিত বলিয়া। আবার তাঁহার মুক্তত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতেছে? তিনি জ্ঞানাবস্থিতচেতা অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া। ঈদৃশ ব্যক্তি প্রারব্ধ-কর্ম্মবশে যজ্ঞ সংরক্ষণার্থ জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে লোক সমূহের প্রবৃত্তি ও অনুরাগ সমুত্তেজিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা যজ্ঞরূপ বিষ্ণুর প্রীতি-বিধানার্থ যে যজ্ঞ-দান-পূজা প্রভৃতি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তৎসমস্ত কর্ম্ম পরিণামভূত ফলের সহিত এবং কারণের উচ্ছেদপূর্ব্বক বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বদর্শিত্ব হেতু তৎসমস্ত বিলয় হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যাঁহার আত্মবিষয়ে জ্ঞান অবস্থিত হওয়ায় আত্মেতর সমস্ত বস্তুতে সঙ্গহীনতা জন্মিয়াছে, তিনিই বিগতসঙ্গ। যিনি নিখিল বিশ্বের যাবতীয় পরিগ্রহ বিমুক্ত তিনিই মুক্ত। তাদৃশ ব্যক্তি উক্ত লক্ষণ সহকারে যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিয়া, স্বকীয় বর্ত্তমান বন্ধনের হেতুভূত সমস্ত প্রাচীন অর্থাৎ জন্মান্তরীণ কর্ম্মপাশ বিনির্ম্মুক্ত হন। তাঁহার কর্ম্মসমূহ নিঃশেষে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী যজ্ঞ শব্দের পরমেশ্বরারাধনা এই অর্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র শব্দের বাসনা সহিত এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে যজ্ঞরক্ষণ ও লোকসংগ্রহ এইরূপ অর্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। গতসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম, মুক্ত অর্থাৎ রাগদ্বেষবিহীন, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত পুরুষ যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণু প্রসাদলাভার্থ তচ্চিন্তনাদি আচরণ করিলেও বন্ধনরূপ প্রাচীন কর্ম্মসমূহ বিলয় হয়॥ ২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা॥ ২৪॥

অন্বয়।—অর্পণং (অর্প্যতে অনেন ইতি অর্পণং জুহ্বাদি) ব্রহ্ম, হবিঃ (ঘৃতাদিকং ত্যজ্যমানং দ্রব্যম্) ব্রহ্ম, ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মৈব অগ্নিঃ তস্মিন্) ব্রহ্মণা (কর্ত্তা) হুতং তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা (এবংব্রহ্মরূপে কর্ম্মণি চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন) ব্রহ্মৈব গন্তব্যং (প্রাপ্তব্যম্)॥ ২৪॥

প্রতিশব্দ।—অর্পণ-পাত্র ব্রহ্ম ঘৃত ব্রহ্ম ব্রহ্মানলে ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হোম সেই ব্রহ্মরূপ-কর্ম্মে একাগ্রচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন॥ ২৪॥

ব্যাখ্যা।—স্রুব জুহ্বাদি যজ্ঞীয় পাত্র সমূহে যাঁহার ব্রহ্ম-জ্ঞান, আহুতি প্রদানার্থ ঘৃতাদিতেও যাঁহার ব্রহ্মবোধ, ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ যজমান হোমানুষ্ঠান করেন ইহাই যাঁহার ধারণা, তাদৃশ ব্রহ্মৈকচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মই পাইয়া থাকেন॥ ২৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ পুনঃ করণাৎ ক্রিয়মাণং কর্ম্ম স্বকার্য্যারম্ভমকুর্ব্বন্ সমগ্রং প্রবিলীয়তে? ইত্যুচ্যতে যতঃ ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মার্পণং যেন করণেন প্রকারেণ ব্রহ্মবিদ্ধবিরগ্নাবর্পয়তি তদ্ব্রহ্মৈবেতি পশ্যতি, তস্যাত্মব্যতিরেকেণাভাবং পশ্যতি, যথা শুক্তিকায়াং রজতাভাবং পশ্যতি তদ্বদুচ্যতে। ব্রহ্মৈবার্পণমিতি যথা যদ্রজতং তচ্ছুক্তিকৈবেতি, ব্রহ্ম অর্পণমিত্যসমস্তে পদে যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে লোকে তদস্য ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। ব্রহ্ম হবিস্তথা যদ্ধবির্ব্বুদ্ধ্যা

গৃহ্যমাণং তদ্ব্রহ্মৈবাস্তু, তথা ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব যত্র হূয়তে ব্রহ্মণা কর্ত্রা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম কর্ত্তেত্যর্থঃ, যৎ তেন হুতং হবনক্রিয়াপি তদ্ব্রহ্মৈব, যৎ তেন গন্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব কর্ম্ম ব্রহ্মকর্ম্ম তস্মিন্ সমাধির্যস্য স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিস্তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যম্, এবং লোকসংগ্রহং চিকীর্ষুণাপি ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরমার্থতোঽকর্ম্ম ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতত্বাৎ তদেবং সতি নিবৃত্তকর্ম্মণোঽপি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনঃ সম্যগ্দর্শনস্তুত্যর্থং যজ্ঞত্বসম্পাদনং জ্ঞানস্য সুতরামুপপদ্যতে, যদর্পণাদ্যধিযজ্ঞে প্রসিদ্ধং তদস্যাধ্যাত্মব্রহ্মৈব পরমার্থদর্শিন ইতি, অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ, তস্মাদ্ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যভিজানতো বিদুষঃ সর্ব্বকর্ম্মাভাবঃ কারকবুদ্ধ্যভাবাচ্চ। ন হি কারকবুদ্ধিরহিতং যজ্ঞাখ্যং কর্ম্ম দৃষ্টং, সর্ব্বমেবাগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্মশব্দসমর্পিতদেবতাবিশেষসম্প্রদানাদিকারকবুদ্ধিমৎ কর্ত্রভিমানফলাভিসন্ধিমচ্চ দৃষ্টং, নোপমৃদিতক্রিয়াকারককর্ম্মফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্তৃত্বাভিমানফলাভিসন্ধিরহিতঞ্চ, ইদন্তু ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধিমৎ কর্ম্মাতোঽকর্ম্মৈব তৎ। তথা চ দর্শিতং "কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ", "গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে", "নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদিভিস্তথা চ দর্শয়ন্ তত্র তত্র ক্রিয়াকারকফলভেদবুদ্ধ্যুপমর্দ্দং করোতি, দৃষ্টা চ কাম্যাগ্নিহোত্রাদৌ কামোপমর্দ্দেন কাম্যাদগ্নিহোত্রাদিহানিস্তথা মতিপূর্ব্বকামতিপূর্ব্বত্বাদীনাং এবংবিধেন কারকাত্মনাং কর্ম্মণাং কার্য্যবিশেষস্যারব্ধত্বং দৃষ্টং তথেহাপি ব্রহ্মবুদ্ধ্যুপমৃদিতার্পণাদিকারকক্রিয়াফলভেদবুদ্ধের্ব্বাহ্যচেষ্টামাত্রেণ কর্ম্মাপি বিদুষোঽকর্ম্ম সম্পদ্যতেঽত উক্তং "সমগ্রং প্রবিলীয়তে" ইতি। অত্র কেচিদাহুর্যদ্ব্রহ্ম তদর্পণাদীনি ব্রহ্মৈব কিলার্পণাদিনা পঞ্চবিধেন কারকাত্মনা ব্যবস্থিতং সৎ তদেব কর্ম্ম করোতি তত্র নার্পণাদিবুদ্ধির্নিবর্ত্ত্যতে কিন্ত্বর্পণাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাধীয়তে, যথা প্রতিমাদৌ বিষ্ণ্বাদিবুদ্ধির্যথা চ নামাদৌ ব্রহ্মবুদ্ধিরেবং, সত্যমেবমপি স্যাদ্যদি জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং প্রকরণং ন স্যাৎ, অত্র তু সম্যগ্দর্শনং জ্ঞানযজ্ঞশব্দিতমনেকান্ যজ্ঞশব্দিতান্ ক্রিয়াবিশেষানুপন্যস্য "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ" ইতি জ্ঞানং স্তৌতি, অত্র চ সমর্থমিদং বচনং ব্রহ্মার্পণমিত্যাদি জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনে, অন্যথা সর্ব্বস্য ব্রহ্মত্বেঽর্পণাদীনামেব বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানমনর্থকং স্যাৎ। যে ত্বর্পণাদিষু প্রতিমায়াং বিষ্ণুদৃষ্টিবৎ ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে নামাদিষ্বিব চেতি ব্রুবতে, ন তেষাং ব্রহ্মবিদ্যোক্তেহ বিবক্ষিতা স্যাদর্পণাদিবিষয়ত্বাৎ জ্ঞানস্য, ন চ দৃষ্টিসম্পাদনজ্ঞানেন মোক্ষফলং প্রাপ্যতে, ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যমিতি চোচ্যতে, বিরুদ্ধঞ্চ সম্যগ্দর্শনমন্তরেণ মোক্ষফলং প্রাপ্যত ইতি প্রকৃতবিরোধশ্চ, সম্যগ্দর্শনঞ্চ প্রকৃতং "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যত্রান্তে চ সম্যগ্দর্শনং তস্যৈবোপসংহারাৎ। "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ। জ্ঞানং লব্ধা পরং শান্তিম্" ইত্যাদিনা সম্যগ্দর্শনস্তুতিমেব কুর্ব্বন্ন্ পক্ষীণোঽধ্যায়ঃ, তত্রাকস্মাদর্পণাদৌ ব্রহ্মদৃষ্টিরপ্রকরণেঽপ্রতিমায়ামিব বিষ্ণুদৃষ্টিরুচ্যত ইত্যনুপপন্নম্, তস্মাদ্যথাব্যাখ্যাতার্থ এবায়ং শ্লোকঃ॥ ২৪॥

আনন্দগিরি।—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" ইতি স্মৃতিমাশ্রিত্য শঙ্কতে কর্ম্মাদিতি। সমস্তস্য ক্রিয়াকারকফলাত্মকস্য দ্বৈতস্য ব্রহ্মমাত্রত্বেন বাধিতত্বাৎ ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মমাত্রস্য কর্ম্ম প্রবিলীয়তে সর্ব্বমিতি যুক্তমিত্যাহ উচ্যত ইতি। ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈব সর্ব্বক্রিয়াকারক-ফলজাতং দ্বৈতমিত্যত্র হেতুত্বেনানন্তরশ্লোকমবতারয়তি যত ইতি। অর্পণশব্দস্য করণ-বিষয়ত্বং দর্শয়ন্ অর্পণং ব্রহ্মেতি পদদ্বয়পক্ষে সামানাধিকরণ্যং সাধয়তি যেনেতি। যদ্রজতং সা শুক্তিরিতিবৎ বাধায়ামিদং সামানাধিকরণ্যমিত্যাহ তস্যেতি। তত্র দৃষ্টান্তমাহ যথেতি। উক্তেঽর্থে পদদ্বয়মবতারয়তি তদ্বদুচ্যত ইতি। উক্তমেবার্থং স্পষ্টয়তি যথা যদিতি। সমাসসম্ভাবনাং ব্যাবর্ত্তয়তি ব্রহ্মেতি। পদদ্বয়পক্ষে বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি যদর্পণেতি। ব্রহ্মহবিরিতি পদদ্বয়মবতার্য্য ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেত্যাদিনা। যদর্পণবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে তদ্ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মৈবেতি যথোক্তং তথেহাপীত্যাহ তথেতি। অস্যেতি ষষ্ঠী ব্রহ্মবিদমধিকরোতি। পূর্ব্ববদসমাসমাশঙ্ক্য ব্যাবর্ত্তয়ন্ পদান্তরমবতার্য্য ব্যাকরোতি তথেতি। প্রাগুক্তাসমাস-বদিতি ব্যতিরেকঃ। তত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ অগ্নিরপীতি। ব্রহ্মণেতি পদস্যাভিমত-মর্থমাহ ব্রহ্মণেতি। কর্ত্রা হুয়ত ইতি সম্বন্ধঃ। কর্ত্তা ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ব্যতিরিক্তো নাস্তীত্যেতদভিমতমিত্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। হুতমিত্যস্য বিবক্ষিতমর্থমাহ যত্তেনেতি। ব্রহ্মৈব তেনেত্যাদিভাগং বিভজতে ব্রহ্মৈবেত্যাদিনা। ব্রহ্মকর্ম্মেত্যাদ্যবতার্য্য ব্যাকরোতি ব্রহ্মেতি। কর্ম্মত্বং ব্রহ্মণো জ্ঞেয়ত্বাৎ প্রাপ্যত্বাচ্চ প্রতিপত্তব্যম্। এবং ব্রহ্মার্পণমন্ত্রস্য অক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্য্যার্থমাহ এবমিতি। নিবৃত্তকর্ম্মাণং সন্ন্যাসিনং প্রতি কথমস্য মন্ত্রস্য প্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নিবৃত্তেতি। যথা বাহ্যযজ্ঞানুষ্ঠানাসমর্থস্যাজ্ঞস্য সঙ্কল্পাত্মকযজ্ঞে দৃষ্টস্তথা জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনং স্তুত্যর্থং সুতরামুপপদ্যতে তেন স্তুতিলাভাৎ কল্পনায়াঃ স্বাধী-নত্বাদ্বেত্যর্থঃ জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনমভিনয়তি যদর্পণাদীতি। কেন প্রমাণেনাত্র যজ্ঞত্বসম্পা-দনমবগতমিত্যাশঙ্ক্য অর্পণাদীনাং বিশেষতো ব্রহ্মত্বাভিধানানুপপত্তেরিত্যাহ অন্যথেতি। জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বে সম্পাদিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। আত্মৈবেদং সর্ব্বমিত্যাত্মব্যতিরেকেণ সর্ব্বস্যাবস্তুত্বং প্রতিপাদ্যমানস্য কর্ম্মাভাবে হেত্বন্তরমাহ কারকেতি। কারকবুদ্ধেস্তেঽর্থভি-মানস্যাভাববত্যপি কিমিতি কর্ম্ম ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। উক্তমেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রপঞ্চয়তি সর্ব্বমেবেতি। ইন্দ্রায়েত্যাদিনা শব্দেন সমর্পিতো দেবতাবিশেষঃ সম্প্রদানং কারকমাদিশব্দাদ্ব্রীহ্যাদিকরণকারকং তদ্বিষয়বুদ্ধিমৎকর্ত্তাস্মীত্যভিমানপূর্ব্বকে মোক্ষফল-মস্তেতি ফলাভিসন্ধিমচ্চ কর্ম্মদৃষ্টমিতি যোজনা। অন্বয়মুক্ত্বা ব্যতিরেকমাহ নেত্যাদিনা। উপমৃদিতা ক্রিয়াদিভেদবিষয়া বুদ্ধির্যস্য তৎ কর্ম্ম, তথা কর্ত্তৃত্বাভিমানপূর্ব্বকো মোক্ষ ফলমস্তেতি যোঽভিসন্ধিস্তেন রহিতঞ্চ ন কর্ম্ম দৃষ্টমিত্যন্বয়ঃ। তথাপি ব্রহ্মবিদো ভাসমান-কর্ম্মাভাবে কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইদমিতি। যদিদং ব্রহ্মবিদো দৃশ্যমানং কর্ম্ম তদস্মিন্ ব্রহ্মেতি বুদ্ধ্যা নিরাকৃতকারকাদিভেদবিষয়বুদ্ধিমদতশ্চ কর্ম্মৈব ন ভবতি, তত্ত্বজ্ঞানে সতি ব্যাপকং কারকাদিব্যাবর্ত্তমানং ব্যাপ্যং কর্ম্মাপি ব্যাবর্ত্তয়তি, তত্ত্ববিদঃ শরীরাদিচেষ্টা কর্ম্মা-

ভাবঃ কর্ম্মব্যাপকরহিতত্বাৎ সুষুপ্তচেষ্টাবদিত্যর্থঃ। জ্ঞানবতো দৃশ্যমানং কর্ম্মাকর্ম্মৈবেত্যত্র ভগবদনুমতিমাহ তথাচেতি। ব্রহ্মবিদো দৃষ্টং কর্ম্ম নাস্তীত্যুক্তেঽপি তৎকারণানুপমর্দ্দাৎ পুনর্ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ তথা চ দর্শয়ন্নিতি। অবিদ্বানিব বিদ্বানপি কর্ম্মণি প্রবর্ত্তমানো দৃশ্যতে, তথাপি তস্য কর্ম্মাকর্ম্মৈবেত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ দৃষ্টা চেতি। বিদ্বৎকর্ম্মাপি কর্ম্মত্বা-বিশেষাদিতরকর্ম্মবৎ ফলারম্ভকমিত্যপি শঙ্কা ন যুক্তেত্যাহ তথেতি। ইদং কর্ম্মৈব কর্ত্তব্য-মস্য চ ফলং ভোক্তব্যমিতি মতিস্তৎপূর্ব্বকাণ্যতৎপূর্ব্বকাণি চ কর্ম্মাণি তেষামবান্তরভেদ-সংগ্রহার্থমাদিপদম্। দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি। (সপ্তম্যা বিদ্বৎপ্রকরণং পরামৃষ্টং ষষ্ঠ্যৌ সমানাধিকরণে।) উক্তেঽর্থে পূর্ব্ববাক্যমনুকূলয়তি অত ইতি। ব্রহ্মার্পণমন্ত্রস্য স্বব্যাখ্যান-মুক্ত্বা স্বযূথ্যব্যাখ্যানমনুবদতি অত্রেতি। প্রসিদ্ধোদ্দেশেনাপ্রসিদ্ধবিধানস্য ন্যায্যত্বাদ-প্রসিদ্ধোদ্দেশেন প্রসিদ্ধবিধানং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। কিমেত্যস্মিন্ ব্যাখ্যানে সিদ্ধান্তিনোঽসংপ্রতিপত্তিং সূচয়তি কর্ত্তৃকর্ম্মকরণসম্প্রদানাধিকরণরূপেণ পঞ্চবিধেন ব্রহ্মৈব ব্যবস্থিতং কর্ম্ম করোতীত্যঙ্গীকারাৎ তদপ্রসিদ্ধাভাবাৎ তদনুবাদেনার্পণাদিষবিরুদ্ধস্তদ্দৃষ্টিবিধি-রিত্যর্থঃ। দৃষ্টিবিধিপক্ষে সিদ্ধান্তাদ্বিশেষং দর্শয়তি তত্রেতি। অর্পণাদিষু কর্ত্তব্যাং ব্রহ্মবুদ্ধিং দৃষ্টান্তাভ্যাং স্পষ্টয়তি যথেত্যাদিনা। দৃষ্টিবিধানে বিধেয়দৃষ্টে মানসক্রিয়াত্বেন সম্যগ্জ্ঞানত্বাভাবাৎ প্রকরণভঙ্গঃ স্যাদিত্যভিপ্রেত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি। বিধিৎ-সিতদৃষ্টিস্তুতিপরমেব প্রকরণং ন জ্ঞানস্তুতিপরমিত্যাশঙ্ক্য প্রকরণপর্য্যালোচনয়া জ্ঞানস্তুতি-রেবাত্র প্রতিভাতীতি প্রতিপাদয়তি অত্র ত্বিতি। কিঞ্চ ব্রহ্মার্পণমন্ত্রস্যাপি সম্যগ্-জ্ঞানস্তুতৌ সামর্থ্যং প্রতিভাতীত্যাহ অত্র চেতি। নন্বর্পণাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিং কুর্ব্বতামপি ব্রহ্মবিদ্যৈবাত্র বিবক্ষিতেতি পক্ষভেদাসিদ্ধিরিতি চেৎ তত্রাহ যে ত্বিতি। যথা ব্রহ্মদৃষ্ট্যা নামাদিকমুপাস্যং তথার্পণাদিষু ব্রহ্মদৃষ্টিকরণে সত্যর্পণাদিকমেব প্রাধান্যেন জ্ঞেয়মিতি ব্রহ্মবিদ্যা যথোক্তেন বাক্যেন বিবক্ষিতা ন স্যাদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ "ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যম্" ইতি ব্রহ্মপ্রাপ্তিফলাভিধানাদপি দৃষ্টিবিধানমশ্লিষ্টমিত্যাহ ন চেতি। ন চার্পণাদ্যালম্বনা দৃষ্টি-র্ব্রহ্ম প্রাপয়ত্যপ্রতীকালম্বনান্নয়তীতি ন্যায়বিরোধাদিতি ভাবঃ। দৃষ্টিবিধানেঽপি নিয়োগবলাদেব স্বর্গবদদৃষ্টো মোক্ষো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ বিরুদ্ধঞ্চেতি। জ্ঞানাদেব কৈবল্যমুক্ত্বা মার্গান্তরাপবাদিন্যা শ্রুত্যা বিরুদ্ধং মোক্ষস্য অবিদ্যানিবৃত্তিলক্ষণস্য দৃষ্টস্য নৈয়োগিকত্ব-বচনমিত্যর্থঃ। দৃষ্টিনিয়োগান্মোক্ষো ভবতি ইত্যেতৎ করণাবিরুদ্ধঞ্চেত্যাহ প্রকৃতেতি। তদেব প্রপঞ্চয়তি সম্যগ্দর্শনঞ্চেতি। অন্তে চ সম্যগ্দর্শনং প্রকৃতমিতি সম্বন্ধঃ। তত্র হেতুঃ তস্মৈবেতি। সম্যগ্জ্ঞানেনোপক্রম্য তেনৈবোপসংহারেঽপি মধ্যে কিঞ্চিদন্যদুক্ত-মিতি প্রকরণস্যাতদ্বিষয়ত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রেয়ানিতি। প্রকরণে সম্যগ্জ্ঞানবিষয়ে সত্য-নুপপন্নো দর্শনবিধিরিতি ফলিতমাহ তত্রেতি। ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে পরকীয়ব্যাখ্যানাসম্ভবে স্বকীয়ব্যাখ্যানং ব্যবস্থিতমিত্যুপসংহরতি তস্মাদিতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—প্রকৃতিনিযুক্তাত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ততয়া কর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমুক্তম্,

ইদানীং সর্ব্বস্য সপরিকরস্য কর্ম্মণঃ পরব্রহ্মরূপপুরুষাত্মকত্বানুসন্ধানযুক্ততয়া জ্ঞানাত্মকত্বমাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। হবির্বিশিষ্যতে অর্প্যতে অনেনেত্যর্প্যণং স্রুগাদি বস্তু তদ্ব্রহ্মকার্য্যত্বাদ্‌ব্রহ্ম ব্রহ্ম, যস্য হবিষোঽর্পণং তদ্ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাত্মকং হবিঃ স্বয়ঞ্চ ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মভূতেঽগ্নৌ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতমিতি সর্ব্বং ব্রহ্মাত্মকত্বাদ্ ব্রহ্মময়মিতি যঃ সমাধত্তে স ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিঃ তেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং ব্রহ্মাত্মকতয়া ব্রহ্মভূতমাত্মস্বরূপং গন্তব্যং মুমুক্ষূণাং ক্রিয়মাণং কর্ম্ম পরব্রহ্মাত্মকমেবেত্যনুসন্ধানযুক্ততয়া জ্ঞানাকারং সাক্ষাদাত্মাবলোকনসাধনং ন জ্ঞাননিষ্ঠা ব্যবধানেনেত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—ব্রহ্মার্পণমিতি। অয়মপরো যোগঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা অর্প্যতে হূয়তেঽনেনেতি অর্পণং স্রুবাদি তদেব ব্রহ্ম তদেব হূয়তে ইতি হবিঃ চরুপুরোডাশাদিকং, তথা (স্রুবে) ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তত্র ব্রহ্মণা হুতং প্রক্ষিপ্তং যস্য এতৎ সর্ব্বং তেন পুরুষেণ ব্রহ্মৈব তদা গন্তব্যং, কথম্ভূতেন ব্রহ্মকর্ম্মসমাধিনা ব্রহ্মণা কর্ম্মণি সমাধিং প্রতিপর্য্যবস্যতে, অতঃ শ্লোকে বিদুষোঽর্পণাদিপঞ্চকে ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যতয়োপদিশ্যতে, বিদুষামাত্মৈবেদং সর্ব্বমিতি পরমার্থরূপত্বং বিদ্যমানমুপদিশ্যতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্ম্মৈব, আরূঢ়াবস্থায়াস্তু অকর্ত্রাত্মজ্ঞানবাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম্ম অকর্ম্মৈবেতি "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ ইত্যনেনোক্তঃ কর্ম্মপ্রবিলয়ঃ প্রপঞ্চিতঃ, ইদানীং কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবানুস্যূতং পশ্যতঃ কর্ম্মপ্রবিলয়মাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং জুহ্বাদি, তদপি ব্রহ্মৈব অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিকং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতঃ, হোমোঽগ্নিশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ, এবং ব্রহ্মণ্যেব কর্ম্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—এবং বিবিক্তজীবাত্মানুসন্ধিগর্ভতয়া স্ববিহিতস্য কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতামভিধায় সাঙ্গস্য তস্য পরমাত্মরূপতানুসন্ধিনা তদাকারতামাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনাস্মৈ বেতি ব্যুৎপত্তেরর্পণং স্রুবং মন্ত্রাদিদৈবতং চেন্দ্রাদি তত্তচ্চ ব্রহ্মৈব। অর্প্যমাণং হবিশ্চাজ্যাদি তদপি ব্রহ্মৈব। তচ্চ হবির্হোমাধারেঽগ্নৌ ব্রহ্মণি যজমানেনাধ্বর্য্যুণা চ ব্রহ্মণা হুতং ত্যক্তং প্রক্ষিপ্তঞ্চ। অগ্নির্যজমানোঽধ্বর্য্যুশ্চ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। (ব্রহ্মাগ্নাবিত্যত্র ণিকারলোপশ্ছান্দসঃ। ন চ সমস্তং পদং ইতি বাচ্যং, অগ্নৌ ব্রহ্মদৃষ্টের্বিধেয়ত্বাৎ।) ইত্থঞ্চ ব্রহ্মরূপে সাঙ্গে কর্ম্মণি সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন মুমুক্ষুণা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং স্বস্বরূপং পরস্বরূপঞ্চ লভ্যমবলোক্যমিত্যর্থঃ। "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ" ইত্যাদৌ জীবে ব্রহ্মশব্দঃ। "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদৌ পরমাত্মনি চ। ব্রহ্মার্পণত্বাদিগুণযোগান্নাস্য প্রকরণস্য পৌনরুক্ত্যম্। স্রুবাদীনাং ব্রহ্মত্বং তদায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ তদ্ব্যাপ্যত্বাচ্চেতি ব্যাখ্যাতারঃ। তাদৃশতয়ানুসন্ধিতং কর্ম্ম জ্ঞানাকারং সৎ তদবলোকনায় কল্প্যতে ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—নন্ধু ক্রিয়মাণং কর্ম্ম ফলমজনয়িত্বৈব কুতো নশ্যতি ব্রহ্মবোধেন তৎ-

কারণোচ্ছেদাদিত্যাহ ব্রহ্মেতি। অনেককারকসাধ্যা হি যজ্ঞাদিক্রিয়া ভবতি, দেবতো-দ্দেশেন হি দ্রব্যত্যাগো যাগঃ, স এব ত্যজ্যমানদ্রবস্যাগ্নৌ প্রক্ষেপাদ্ধোম ইত্যুচ্যতে, তত্রো-দ্দেশ্যা দেবতা সম্প্রদানম্, ত্যজ্যমানং দ্রব্যং হবিঃশব্দবাচ্যং সাক্ষাদ্ধাত্বর্থং কর্ম্ম, তৎফলন্তু স্বর্গাদিব্যবহিতং ভাবনাকর্ম্ম, এবং ধারকত্বেন হবিষোঽগ্নৌ প্রক্ষেপে সাধকতমতয়া জুহ্বাদিকরণং প্রকাশকতয়া মন্ত্রাদিকরণমপি কারকজ্ঞাপকভেদেন দ্বিবিধম্, এবং ত্যাগোঽগ্নৌ প্রক্ষেপশ্চ দ্বে ক্রিয়ে, তত্রাদ্যায়াং যজমানঃ কর্ত্তা, প্রক্ষেপে তু যজমান-পরিক্রীতোঽধ্বর্য্যুঃ, প্রক্ষেপাধিকরণঞ্চাগ্নিঃ এবং দেশকালাদিকমপ্যধিকরণম্, সর্ব্বক্রিয়া-সাধারণং দ্রষ্টব্যম্, তদেবং সর্ব্বেষাং ক্রিয়াকারকব্যবহারাণাং ব্রহ্মাজ্ঞানকল্পিতানাং রজ্জ্বজ্ঞানকল্পিতানাং সর্পধারাদণ্ডাদীনাং রজ্জুতত্ত্বজ্ঞানেনেব ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানেন বাধে বাধিতানু-বৃত্ত্যা ক্রিয়াকারকাদিব্যবহারাভাসো দৃশ্যমানোঽপি দগ্ধপটন্যায়েন ন ফলায় কল্পত ইত্যনেন শ্লোকেন প্রতিপাদ্যতে, ব্রহ্মদৃষ্টিরেব চ সর্ব্বযজ্ঞাত্মিকেতি স্তূয়তে। তথাহি অর্প্যতেঽনেনেতি করণব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং জুহ্বাদি মন্ত্রাদি চ, এবমর্প্যতেঽস্মৈ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণং দেবতা-রূপং সম্প্রদানং, এবমর্প্যতেঽস্মিন্নিতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণমধিকরণং দেশকালাদি, তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মণি কল্পিতত্বাৎ ব্রহ্মৈব, রজ্জুকল্পিতভুজঙ্গবদধিষ্ঠানব্যতিরেকেণাসদিত্যর্থঃ, এবং হবিস্ত্যাগপ্রক্ষেপক্রিয়য়োঃ সাক্ষাৎকর্ম্মকারকং তদপি ব্রহ্মৈব, এবং যত্র প্রক্ষি-প্যতে অগ্নৌ সোঽপি ব্রহ্মৈব ব্রহ্মাগ্নাবিতি সমস্তং পদম্। তথা যেন কর্ত্রা যজমানে-নাধ্বর্য্যুণা চ ত্যজ্যতে প্রক্ষিপ্যতে চ, তদুভয়মপি কর্ত্তৃকারকম্, কর্ত্তরি বিহিতয়া-তৃতীয়য়ানূদ্য ব্রহ্মেতি বিধীয়তে ব্রহ্মণেতি। এবং হুতমিতি হবনং ত্যাগক্রিয়া প্রক্ষেপ ক্রিয়া চ তদপি ব্রহ্মৈব, তথা তেন হবনেন যদ্গন্তব্যং স্বর্গাদিব্যবহিতং কর্ম্ম তদপি ব্রহ্মৈব। (অত্রত্য এবকারঃ সর্ব্বত্র সংবধ্যতে, হুতমিত্যত্রাপি, ইত এব ব্রহ্মেত্যনুষজ্যতে ব্যবধানাভাবাৎ সাকাঙ্ক্ষত্বাচ্চ)। "চিৎপতিস্ত্বা পুনাত্বিত্যাদাবচ্ছিদ্রেণেত্যাদিপরবাক্য-শেষবৎ", অনেন রূপেণ কর্ম্মণি সমাধিঃ ব্রহ্মজ্ঞানং যস্য স কর্ম্মসমাধিস্তেন ব্রহ্মবিদা কর্ম্মানুষ্ঠাত্রাপি ব্রহ্ম পরমানন্দাদ্বয়ং গন্তব্যমিত্যনুষজ্যতে সাকাঙ্ক্ষত্বাদব্যবধানাচ্চ, "যা তে অগ্নেরজাশয়েত্যাদৌ তনুর্বর্ষিষ্ঠ" ইত্যাদি পূর্ব্ববাক্যশেষবৎ। তথবা অর্প্যতেঽস্মৈ ফলায়েতি ব্যুৎপত্ত্যা অর্পণপদেনৈব স্বর্গাদিফলমপি গ্রাহ্যম্। তথাচ ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্ম-কর্ম্মসমাধিনেত্যুত্তরার্দ্ধং জ্ঞানফলকথনায়ৈবেতি সমঞ্জসম্। (অস্মিন্ পক্ষে ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি-নেত্যেকং বা পদম্, পূর্ব্বং ব্রহ্মপদং হুতমিত্যনেন সম্বধ্যতে, চরমং গন্তব্যপদেনেতি ভিন্নং বা পদং, এবঞ্চ নানুষঙ্গদ্বয়ক্লেশ ইতি দ্রষ্টব্যম্। (ব্রহ্ম গন্তব্যমিত্যভেদেনৈব তৎপ্রাপ্তি-রূপচারাৎ, অতএব ন স্বর্গাদি তুচ্ছফলং তেন গন্তব্যং বিদ্যয়া আবিদ্যককারক-ব্যবহারোচ্ছেদাৎ, তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ, "কারকব্যবহারে হি শুদ্ধং বস্তু ন বীক্ষ্যতে। শুদ্ধে বস্তুনি সিদ্ধে চ কারকব্যাপৃতিঃ কুতঃ॥" ইত্যর্পণাদি কারকস্বরূপানুপমর্দ্দেনৈব তত্র নামাদাবিব ব্রহ্মদৃষ্টিঃ ক্ষিপ্যতে সম্পন্মাত্রেণ ফলবিশেষায়েতি কেষাঞ্চিদ্ব্যাখ্যানং

ভাষ্যাকৃদ্ভিরেব নিরাকৃতং উপক্রমাদিবিরোধাদ্ব্রহ্মবিদ্যাপ্রকরণে সম্পন্নম (ন্না) ব্রহ্মাপ্রসক্তত্বাদিত্যাদিযুক্তিভিঃ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—কুতো বিদুষাং কর্ম্মাণি প্রবিলীয়ন্ত ইত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। যতস্তে বিদ্বাংসঃ সবিকল্পসমাধৌ সর্ব্বং জগৎ প্রত্যক্‌চিতিশক্তিনির্ম্মিতং পশ্যন্তি, তথাচ শ্রুতিঃ, কিং কারণমিত্যুপক্রম্য "কালঃ স্বভাব ইতি কালাদীনি লোকদৃষ্ট্যানেকানি কারণান্যুপক্ষিপ্য কারণং নির্ণীয় তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্" ইতি সমাধিনা দর্শয়তি। তথা চ সমাধিনা সর্ব্বস্য ব্রহ্মণি কল্পিতত্বং পশ্যতাং তেষাং যদর্পণসাধনং মন্ত্রজুহ্বাদি তৎ ব্রহ্মৈব, এবশব্দঃ সর্ব্বত্রানুষঞ্জনীয়ঃ, যদর্পণীয়ং হবিস্তদপি ব্রহ্মৈব, যৎ হুতং হবনক্রিয়া হুতং তর্পিতং দেবব্রাহ্মণাদি বা তদপি ব্রহ্মৈব, যৎ অগ্নৌ হুতং তদপি ব্রহ্মণ্যেব হুতম্, (অত্র ব্রহ্মণীতি পদমধ্যাহর্ত্তব্যম্) যৎ যজমানেন হুতং তদ্ব্রহ্মণৈব হুতম্, যৎ তেন কর্ম্মণা গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং ফলং তদপি ব্রহ্মৈব, কিং বহুনা, যৎ কিঞ্চিৎ তস্য কর্ম্ম শয়নাসনাদিকং তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব। তত্র কারণং সমাধিনা সমাধিজেনাত্মসাক্ষাৎকারেণ, যতঃ সর্ব্বমস্য ব্রহ্মাত্মকম্, ব্রহ্ম চ প্রত্যগনন্যৎ, অতঃ প্রদেয়স্য ফলস্যাভাবাৎ কর্ম্মাণি প্রবিলীয়ন্তে, দাহ্যাভাবাদ্দহন ইবেতি ভাবঃ। যত্তু কর্ম্মণি তদঙ্গেষু চ নামাদিম্বিব ব্রহ্মদৃষ্টিরত্র বিধীয়ত ইতি ব্যাখ্যানম্, তত্তু উপক্রমাদিবিরোধাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ প্রকৃতত্বাচ্চাসঙ্গতমিতি ভাষ্যে এব নিরস্তম্। যা হি ব্রহ্মবিদা কর্ম্মাঙ্গেষু তাত্ত্বিকী ব্রহ্মদৃষ্টিঃ কীর্ত্তিতা সা স্থিতপ্রজ্ঞলক্ষণবৎ অব্রহ্মবিদামনুষ্ঠানায়ৈব ফলতো ভবতীতি ন তত্র তস্যাস্তাৎপর্য্যং বর্ণনীয়মিতি দিক্॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—"যজ্ঞায়াচরতঃ" ইত্যুক্তং স যজ্ঞ এব কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ ব্রহ্মেতি। অর্প্যতে অনেন ইত্যর্পণঃ জুহ্বাদি তদপি ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মাগ্নাবিতি হবনাধিকরণমগ্নিরপি ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মণেতি হবনকর্ত্তাপি ব্রহ্মৈব। এবং বিবেকবতা পুংসা ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্তব্যং নতু ফলান্তরমিত্যর্থঃ। কুতঃ ব্রহ্মাত্মকং যৎকর্ম্ম তত্রৈব সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমৎশ্রীধর ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম" অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম, ফলভোগ ব্যতীত যুগযুগান্তরেও ক্ষয় হয় না, স্মৃতিশাস্ত্রে ইত্যাদি নির্দ্দেশ থাকায়, যতিগণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল ফল প্রদান না করিয়া, কি কারণে সমগ্র বিলীন হইবে? ইহার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ভ্রাতঃ বয়স্য অর্জ্জুন! শাস্ত্রে লৌকিক ক্রিয়া নিষ্পত্তির নিমিত্ত, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণরূপ ষড়্‌বিধ কারক উক্ত হইয়াছে। কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী অজ্ঞগণ, সংসার-দশায় পার্থক্য-বুদ্ধি-হেতু, উক্ত কর্ত্তাদি কারক অর্থাৎ ঘৃত, কাষ্ঠ, অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া যজ্ঞক্রিয়া সম্পাদন

করে; সুতরাং তাহাদের কর্ম্ম ফলপ্রদ; ফলভোগ ব্যতীত তাদৃশ কর্ম্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। যাঁহারা সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র ভগবদুদ্দেশে আত্ম-সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাদের ক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত কর্ত্তাদি কারক অর্থাৎ ঘৃত সমিধ্ কুশ বহ্নি প্রভৃতি লৌকিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয় না; তাঁহারা ব্রহ্মকেই যজ্ঞাদি-বস্তুজাতরূপে বিবেচনা করেন। যথা; যদ্দারা অগ্নিতে ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হয়, তাহার নাম অর্পণ বা স্রুব। ব্রহ্মবিদ্‌গণ উক্ত অর্পণ বা স্রুবকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন; কারণ, তাঁহারা ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বৈতপ্রপঞ্চকে মিথ্যা রূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। তখন ব্রহ্মবিদ্‌গণ ক্রিয়া সিদ্ধির নিমিত্ত অলীক লৌকিক করণ (স্রুবাদি) আর কেন গ্রহণ করিবেন? যিনি জানেন, এইটী শুক্তিকা, রজত নহে, তিনি রৌপ্যাভিলাষী হইয়া কখনও শুক্তিকা গ্রহণ করেন না। অতএব জ্ঞানিগণ আধ্যাত্মিকযাগে মিথ্যাভূত বাহ্য স্রুব প্রভৃতি করণাদি কারক পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত ব্রহ্মকে অর্পণ অর্থাৎ স্রুবরূপে গ্রহণ করেন। হবন ক্রিয়ার কর্ম্মরূপ হবি, অধিকরণরূপ অগ্নি, যজমানরূপ কর্ত্তা ও হবনরূপ ক্রিয়া, এই সমস্তই ব্রহ্ম। ঈদৃশ ব্রহ্মরূপ কর্ম্মে, যিনি সমাহিত হইয়াছেন, তিনি উক্ত কর্ম্মের ফলস্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইবেন। অধিক বলা বাহুল্য; ব্রহ্মবিৎ সন্ন্যাসিগণ শয়নভোজনাদিরূপ যে কিছু কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তৎসমস্তই ব্রহ্ম; কারণ, তখন তাঁহারা সকল দ্বৈতবোধ বিহীন হইয়া একমাত্র ব্রহ্মেই সমাহিত হন। অতএব সন্ন্যাস-দশায় লোকসংগ্রহের নিমিত্ত ব্রহ্মবিদ্‌গণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল পরমার্থতঃ অকর্ম্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ; কারণ, তাঁহারা সকল পদার্থকে ব্রহ্মরূপে জানিয়াছেন এবং তাঁহাদের কর্ত্তাদিকারক-বুদ্ধিও তিরোহিত হইয়াছে। যেমন দাহ্য কাষ্ঠাদি না থাকিকে অগ্নি স্বয়ং নির্ব্বাণ হয়, তদ্রূপ নিরভিমানী সন্ন্যাসিগণের কর্ম্মও অহঙ্কারশূন্য হওয়ায়, স্বয়ংই লয় প্রাপ্ত হয়। অগ্নিহোত্রাদি যাবতীয় যজ্ঞক্রিয়ায় কারকাদি ব্যবহার সম্যক্‌রূপে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তত্তৎ কর্ম্মে উদ্দিষ্ট দেবতা প্রভৃতিতে সম্প্রদানাদি কারক-বুদ্ধি সহকারে কর্ত্তৃত্বাভিমানযুক্ত ফলাভিসন্ধি পরিদৃষ্ট হয়। অতএব এই আশঙ্কা সমুপস্থিত হইতেছে যে, যজ্ঞাদি ক্রিয়া কখনই কারক-বুদ্ধিবিরহিত ও কর্ত্তৃত্বাভিমান এবং ফলাভিসন্ধিবিবর্জ্জিত নহে। এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, তত্তৎ কর্ম্মে

অর্পণাদি কারক-ক্রিয়া-ফল-ভেদ-বুদ্ধি থাকিলেও, সকলই ব্রহ্ম-বুদ্ধি কর্ত্তৃক উপমর্দ্দিত হইয়া বস্তুতঃ অকর্ম্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া যায়। এই স্থলে প্রমাণস্বরূপে পূজ্যপাদ ভাষ্যকার গীতা শাস্ত্রের চতুর্থাধ্যায়স্থ বিংশ প্রভৃতি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং প্রদর্শন করিয়াছেন যে, তত্তৎ স্থলে জ্ঞান দ্বারা ক্রিয়া-কারক-ফল-ভেদ-বুদ্ধি উপমর্দ্দিত হইয়া থাকে এবং ইহাও উপলব্ধি হইতেছে যে, কামের বিনাশ হইলে কাম্য অগ্নিহোত্রাদিরও হানি হয়। উল্লিখিতরূপ কারকাত্মক কর্ম্মে ব্রহ্ম-বুদ্ধি-প্রভাবে, কারক-ক্রিয়া-ফল-ভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হইলে, তত্তৎ কর্ম্ম সমাধানার্থ বাহ্য চেষ্টা সমূহ ব্রহ্মবিদ্‌গণের নিকট অকর্ম্মরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব তাহা সমগ্ররূপে বিলয় প্রাপ্ত হয়। কেহ কেহ বলেন, ব্রহ্মোদ্দেশে অর্পণাদি পঞ্চবিধ কারকরূপে অবস্থিত থাকিলেও এবং তত্তৎ কার্য্যে ব্রহ্মবোধ হইলেও, অর্পণাদি বুদ্ধি নিবৃত্তি হয় না, কিন্তু অর্পণাদি কারকে ব্রহ্মবুদ্ধি অধিষ্ঠিত হইয়া থাকে। মনুষ্য পাষাণ বা ধাতু বা মৃত্তিকাদি উপকরণ সমাহারপূর্ব্বক প্রতিমা বিনির্ম্মাণ করিয়া, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতা-বুদ্ধি সহকারে পূজাদি করিয়া পরিতৃপ্ত হয় এবং নারায়ণ বাসুদেব প্রভৃতি নাম, ব্রহ্মবুদ্ধি সহকারে স্মরণ, মনন ও কীর্ত্তন করিয়া, বিশুদ্ধানন্দ উপভোগ করে। প্রতিমা ও নামাদির সহিত ব্রহ্মের পার্থক্য উপলব্ধি হইলেও, তাহা ব্রহ্মরূপেই অনুভব করে। তদ্রূপ অর্পণাদিতে ক্রিয়াকারক-ভেদবুদ্ধি থাকিলেও, তৎসমূহে ব্রহ্মভাব উপজাত হওয়ার কোন বাধা নাই। ইত্যাকার প্রসঙ্গ জ্ঞানযজ্ঞের পক্ষে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। এই প্রকরণ জ্ঞানযজ্ঞের উপলক্ষে অবতারিত হইয়াছে। বর্ত্তমান অধ্যায়ের ত্রয়স্ত্রিংশ শ্লোকে "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ" ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানযজ্ঞেরই মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদি শ্লোকে যদি জ্ঞানেরই যজ্ঞত্ব সমর্থিত না হইত, তাহা হইলে অর্পণাদি ব্যাপার সমূহে ব্রহ্মত্বের আরোপ ও ব্রহ্মরূপে উল্লেখ অনর্থকরূপে পর্য্যবসিত হইত। প্রতিমাদিতে বিষ্ণু-দৃষ্টির ন্যায় যদি অর্পণাদিতে ব্রহ্ম-দৃষ্টির আরোপ কর, তাহা হইলে অর্পণাদি জ্ঞানের বিষয়ীভূত থাকিবে; সুতরাং তত্তৎ-পদার্থের প্রাধান্য হেতু ব্রহ্ম-বিদ্যা লাভে ব্যাঘাত ঘটিবে এবং মোক্ষরূপ পরম-ফল লাভ হইবে না।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। যজ্ঞাদি ক্রিয়া অনেক কারক-সাধ্য ব্যাপার। দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগস্বরূপ কার্য্যের নাম যাগ; অগ্নিতে ত্যজ্যমান দ্রব্য প্রক্ষেপের নাম হোম; হোমের জন্য দেবতার উদ্দেশে যে সামগ্রী অর্পণ করা যায়, তাহার নাম হবিঃ; সমস্ত কার্য্যটীর নাম কর্ম্ম এবং স্বর্গাদিপ্রাপ্তি তাহার ফল। এই কার্য্যে জ্ঞাপকাদিভেদে দ্বিবিধ কারকের ব্যবহার দেখা যাইতেছে। যজ্ঞকার্য্যে যে পাত্র দ্বারা অগ্নিতে ঘৃতাদি অর্পিত হয়, সেই জুহূ ও স্রুবাদি * করণ কারক, আর যে বৈদিক মন্ত্রাদি দ্বারা তাহা প্রকাশিত হয়, তাহাও করণ কারক; অগ্নিতে হবিত্যাগ ও প্রক্ষেপ এই দ্বিবিধ ক্রিয়া। প্রথম ক্রিয়ার অর্থাৎ ত্যাগের কর্ত্তা যজমান (যাগকর্ত্তা), দ্বিতীয় ক্রিয়া অর্থাৎ প্রক্ষেপের কর্ত্তা অধ্বর্য্যু (৬৪০ পৃষ্ঠায় ঋত্বিক্ শব্দের টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। প্রক্ষেপ ক্রিয়ার অধিকরণ অগ্নি এবং দেশ-কালাদি। কিন্তু যজ্ঞ ক্রিয়ার সর্ব্বত্র এইরূপ ক্রিয়া-কারকাদির আভাস দৃষ্ট হইলেও, রজ্জুতে সর্পজ্ঞানের ন্যায় সকলই অলীক। দগ্ধ পট দেখিতে পূর্ব্ববৎ থাকিলেও, তাহা কার্য্যকালে অকর্ম্মণ্য। সর্ব্ব-যজ্ঞাদি ব্রহ্মদৃষ্টিবশতঃ ব্রহ্মাত্মক; সুতরাং তদিতর স্বর্গাদি সামান্য ফল-প্রসূ নহে। যাহার দ্বারা অর্পণ করা যায়, সেই জুহ্বাদি ও মন্ত্রাদি করণ; যে দেবতাকে অর্পণ করা যায়, তিনি সম্প্রদান; যাহাতে অর্পণ করা যায় এবং যে দেশ-কালাদিতে অর্পণ ঘটে, তদুভয় অধিকরণ, তৎসমস্তই ব্রহ্মে কল্পিত; সুতরাং ব্রহ্ম। ত্যাগ ও প্রক্ষেপ ক্রিয়ার সাক্ষাৎ কর্ম্ম-কারকস্বরূপ হবিও ব্রহ্ম এবং যে অগ্নিতে সেই হবি প্রক্ষিপ্ত হয়, তাহাও ব্রহ্ম। যে যজমান ও অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃদ্বয় হবি ত্যাগ ও প্রক্ষেপ করেন, তাঁহা-রাও ব্রহ্ম। ত্যাগ ও প্রক্ষেপ-ক্রিয়ারূপ হবনও ব্রহ্ম, আর সেই হবন ক্রিয়া দ্বারা স্বর্গাদি যে স্থানে গন্তব্য, তাহাও ব্রহ্ম। কর্ম্মে যাঁহার এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, সেই ব্রহ্মবিদ্ কর্ম্মানুষ্ঠাতাও ব্রহ্ম এবং তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সেই পরমানন্দস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্ম লাভ করেন। কারক ব্যবহার কেবল অবিদ্যারই কার্য্য। কিন্তু সেই ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহাত্মার অবিদ্যা

---

* স্রুব, যজ্ঞীয় পাত্র বিশেষ। ধ্রুবা, উপভৃৎ, জুহূ ভেদে স্রুব ত্রিবিধ। ধ্রুবা বট-পত্রাকার এবং বৈকঙ্কত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত, উপভৃৎ চক্রাকার এবং অশ্বত্থ-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত ও জুহূ অর্দ্ধচক্রাকার এবং পলাশকাষ্ঠ-নির্ম্মিত। স্রুব মানব-হস্তের এক হস্ত পরিমাণ হওয়া আবশ্যক।

তিরোহিত হওয়ায়, কারক-ব্যবহারও তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। স্বর্গাদি তুচ্ছ ফল তিনি কামনা করেন না। বার্ত্তিককারও বলিয়াছেন, "কারক-ব্যবহারে বস্তুর স্বরূপ পরিদৃষ্ট হয় না। বস্তুর যথার্থ ভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে, কারক-ব্যবহারের কোনই প্রয়োজন থাকে না।"

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যে কর্ম্ম প্রকৃতি-বিযুক্ত এবং আত্মস্বরূপানুসন্ধানযুক্ত, তাহার জ্ঞানাকারকত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গ সহকৃত কর্ম্ম পরব্রহ্মভূত পরম-পুরুষের অনুসন্ধানযুক্ততা হেতু জ্ঞানাকার, ইহাই কথিত হইতেছে। হবি অর্পণরূপ স্রুবাদি ব্রহ্ম হইতে জাত, এজন্য তাহাও ব্রহ্ম; যে হবি অর্পিত হয়, তাহা ব্রহ্ম হইতে সঞ্জাত হয় বলিয়া, তাহাও ব্রহ্ম। কৃতীও স্বয়ং ব্রহ্মভূত। ব্রহ্মভূত অগ্নিতে ব্রহ্মরূপ কর্ত্তা দ্বারা হোম কার্য্য নিষ্পন্ন হয়; সকল কর্ম্মই ব্রহ্মাত্মক বোধে যিনি অখিল পদার্থ ব্রহ্মময় দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মকর্ম্মসমাধি ব্যক্তি ব্রহ্মেই গমন করেন, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মকতা হেতু ব্রহ্মভূত স্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন। মুমুক্ষুগণের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম পরব্রহ্মাত্মক। ইত্যাকার অনুসন্ধান-যুক্ততা হেতু জ্ঞানাকার। তাঁহার কর্ম্মে জ্ঞাননিষ্ঠার ব্যবধান নাই, তাহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে আত্মাবলোকনের সাধনভূত; সুতরাং তাহা জ্ঞানাকার ॥ ২৪ ॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—অপরে (অন্যে) যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিনঃ) দৈবং এব যজ্ঞং পর্য্যুপাসতে (সর্ব্বদা অনুতিষ্ঠন্তি) অপরে (জ্ঞানযোগিনঃ) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপে অগ্নৌ) যজ্ঞেন এব যজ্ঞং উপজুহ্বতি (তৎস্বরূপং পশ্যন্তি) ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্য কর্ম্মযোগিগণ দেবোদ্দেশেই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন, অন্যেরা ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মার দ্বারা আত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—কোন কোন কর্ম্মযোগী উল্লিখিত প্রণালীতে ইন্দ্রাদি-দেবোদ্দেশে যজ্ঞ-সম্পন্ন করিয়া থাকেন, আর কোন কোন জ্ঞান-যোগী ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে আত্মাহুতি প্রদান করিয়া আত্ম-যজ্ঞ সম্পাদন করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র অধুনা সম্যগ্‌দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থমন্যেঽপি যজ্ঞা উপক্ষিপ্যন্তে দৈবমেবেত্যাদিনা। দৈবমেব দেবা ইজ্যন্তে যেন যজ্ঞেনাসৌ দৈবো যজ্ঞস্তমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ পর্য্যুপাসতে কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, ব্রহ্মাগ্নৌ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং-ব্রহ্ম, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাদ্‌ব্রহ্ম য আত্মা সর্ব্বান্তরঃ" ইত্যাদিবচনোক্তমশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতং "নেতি নেতি" ইতি নিরস্তাশেষবিশেষং ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে, ব্রহ্ম চ তদগ্নিশ্চ সহোমাদিকরণত্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নাবপরেঽন্যে ব্রহ্মবিদো যজ্ঞং যজ্ঞশব্দবাচ্য আত্মা, আত্মনামসু যজ্ঞশব্দস্য পাঠাৎ, তমাত্মানং যজ্ঞং পরমার্থতঃ পরমেব ব্রহ্ম সন্তং বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিসংযুক্তমধ্যস্তসর্ব্বোপাধিধর্ম্মকমাহুতিরূপং যজ্ঞেনৈবাত্মনৈবোক্তলক্ষণেনোপজুহ্বতি প্রতিক্ষিপন্তি সোপাধিকস্যাত্মনো নিরুপাধিকেন পরব্রহ্মস্বরূপেণৈব যদ্দর্শনং স তস্মিন্ হোমস্তং কুর্ব্বন্তি ব্রহ্মাত্মৈকত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য পূর্ব্বশ্লোকে স্থিতে সত্যধুনা তস্যৈব জ্ঞানস্য স্তুত্যর্থং যজ্ঞান্তরনির্দ্দেশার্থমুত্তরগ্রন্থপ্রবৃত্তিরিত্যাহ তত্রেতি। সর্ব্বস্য শ্রেয়ঃসাধনস্য মুখ্যগৌণবৃত্তিভ্যাং যজ্ঞত্বং দর্শয়ন্ আদৌ যজ্ঞদ্বয়মাদর্শয়তি দৈবমেবেতি। প্রতীকমাদায় দৈবযজ্ঞং ব্যাচষ্টে দেবা ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানাখ্যং যজ্ঞং বিভজতে ব্রহ্মাগ্নাবিতি। তত্র ব্রহ্মশব্দার্থং শ্রুত্যবষ্টম্ভেন স্পষ্টয়তি সত্যমিতি। যদজমনৃতবিপরীতমপরিচ্ছিন্নং ব্রহ্ম তস্য পরমানন্দত্বেন পরমপুরুষার্থত্বমাহ বিজ্ঞানমিতি। তস্য জ্ঞানাধিকরণত্বেন জ্ঞানত্বমৌপচারিকমিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ সাক্ষাদিতি। জীবব্রহ্মবিভাগে কথমপরিচ্ছিন্নত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিশিনষ্টি য আত্মেতি। পরস্যৈবাত্মত্বং সর্ব্বস্মাদ্দেহাদেরব্যাকৃতান্তাদান্তরত্বেন সাধয়তি সর্ব্বান্তর ইতি। বিধিমুখং সর্ব্বমেবোপনিষদ্বাক্যং ব্রহ্মবিষয়মাদিশব্দার্থঃ। নিষেধমুখং ব্রহ্মবিষয়মুপনিষদ্বাক্যমশেষমেবার্থতো নিবধ্নাতি অশনায়েতি। ব্রহ্মণ্যগ্নিশব্দপ্রয়োগে নিমিত্তমাহ সহোমেতি। বুদ্ধ্যারূঢ়তয়া সর্ব্বস্য দাহকত্বাদ্বিলয়স্য বা হেতুত্বাদিতি দ্রষ্টব্যম্। যজ্ঞশব্দস্যাত্মনি স্বপদার্থে প্রয়োগে হেতুমাহ আত্মনামস্বিতি। আধারাধেয়ভাবেন বাস্তবভেদং ব্রহ্মাত্মনোর্ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থত ইতি। কথং তর্হি হোমো ন হি তস্যৈব তত্র হোমঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ বুদ্ধ্যাদীতি। উপাধিসংযোগফলং কথয়তি অধ্যস্তেতি। উপাধ্যধ্যাসদ্বারা তদ্ধর্ম্মাধ্যাসে প্রাপ্তমর্থং নির্দ্দিশতি আহুতীতি। ইত্থম্ভূতলক্ষণাং তৃতীয়ামেব ব্যাকরোতি উক্তেতি। অশনায়াদিসর্ব্বসংসারধর্ম্মবর্জ্জিতেন নির্ব্বিশেষেণ স্বরূপেণেতি যাবৎ। আত্মনো-ব্রহ্মণি হোমমেব প্রকটয়তি সোপাধিকস্যেতি। পর ইত্যস্যার্থং স্ফোরয়তি ব্রহ্মেতি ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—এবং কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং প্রতিপাদ্য কর্ম্মযোগভেদানাহ দৈবমিতি। দৈবং দেবার্চ্চনরূপং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে সেবন্তে, তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। অপরে ব্রহ্মাগ্নৌ যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি। যজ্ঞং যজ্ঞরূপং ব্রহ্মাত্মকমাজ্যাদিদ্রব্যং যজ্ঞেন যজ্ঞসাধনভূতেন স্রুগাদিনা জুহ্বতি, [অপরে হোমএব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীতার্থঃ।] অত্র যজ্ঞশব্দো হবিঃস্রুগাদিযজ্ঞসাধনে বর্ত্ততে। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" ইতি ন্যায়েন হোমএব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

হনুমান্।—ইদানীং ব্রহ্মোপাসনপ্রসঙ্গেনোপাসনান্তরাণি সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমবিদুষামাহ দৈবমিতি। দেবা ইন্দ্রাদয়স্তেষাং ইদং দৈবং সোমযাগাদি, অপরে যোগিনঃ অনুষ্ঠানঃ মন্তরেণাপি দৈবমেব যজ্ঞং ধ্যানেন নিষ্পাদয়ন্তি, সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মৈবাগ্নিরূপেণোপাস্যং. ব্রহ্মাগ্নিস্তস্মিন্ ব্রহ্মাগ্নৌ, অপরে তু যজ্ঞং পরমাত্মানং তেন সোমযাগাদিনা উপজুহ্বতি ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তি হোমমিত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীধর।—তদেবং যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্ব্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ব্বযজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্, এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতং, তদেবং যজ্ঞমপরে কর্ম্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি, অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি, যজ্ঞাদিসর্ব্বকর্ম্মাণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞঃ ॥ ২৫ ॥

বলদেব।—এবং ব্রহ্মানুসন্ধিগর্ভতয়া চ কর্ম্মণো জ্ঞানাকারতাং নিরূপ্য কর্ম্মযোগভেদানাহ দৈবমিতি। দৈবমিন্দ্রাদিদেবার্চ্চনরূপং যজ্ঞমপরে যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে তত্রৈব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি। অপরে "ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদিন্যায়েন ব্রহ্মভূতেঽগ্নৌ যজ্ঞেন স্রুবাদিনা যজ্ঞং ঘৃতাদি হবীরূপং জুহ্বতি হোমএব নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তীতার্থঃ ॥ ২৫ ॥

মধুসূদন।—অধুনা সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞরূপত্বেন স্তাবকতয়া ব্রহ্মার্পণমন্ত্রে স্থিতে পুনরপি তস্য স্তুত্যর্থমিতরান্ যজ্ঞানুপন্যস্যতি দৈবমিতি। দেবা ইন্দ্রাগ্ন্যাদয় ইজ্যন্তে যেন স দৈবস্তমেব যজ্ঞং দর্শপূর্ণমাসজ্যোতিষ্টোমাদিরূপং, অপরে যোগিনঃ কর্ম্মিণি পর্য্যুপাসতে সর্ব্বদা কুর্ব্বন্তি ন জ্ঞানযজ্ঞং, এবং কর্ম্মযজ্ঞমুক্ত্বান্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারেণ তৎফলভূতং জ্ঞানযজ্ঞমাহ। ব্রহ্মাগ্নৌ সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপং নিরস্তসমস্তবিশেষং ব্রহ্ম তৎপদার্থস্তস্মিন্নগ্নৌ যজ্ঞং প্রত্যগাত্মানং ত্বম্পদার্থং যজ্ঞেনৈব যজ্ঞশব্দ আত্মনামসু যাস্কেন পঠিতঃ, (ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া, এবকারো ভেদাভেদব্যাবৃত্ত্যর্থঃ) ত্বম্পদার্থাভেদেনৈব উপজুহ্বতি তৎস্বরূপতয়া পশ্যন্তীত্যর্থঃ, অপরে পূর্ব্ববিলক্ষণাস্তত্ত্বদর্শননিষ্ঠাঃ সন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ জীবব্রহ্মাভেদদর্শনং যজ্ঞত্বেন সম্পাদ্য তৎসাধনযজ্ঞমধ্যে পঠ্যতে, "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ" ইত্যাদিনা স্তোতুম্ ॥ ২৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সম্যগ্দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদ্য তৎস্তুত্যর্থং যজ্ঞান্তরাণ্যুপক্ষিপতি

দৈবমিত্যাদিনা। দৈবং দেবতাপ্রধানমেব দর্শপূর্ণমাসাদিযজ্ঞং নান্যং, একে যোগিনঃ কর্ম্ম-যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে, অপরে তু ব্রহ্মৈব সত্যজ্ঞানানন্তানন্দাত্মকমখণ্ডৈকরসং বস্তু, তদেব জ্ঞাতং সৎ সর্ব্বকর্ম্মদগ্ধৃত্বাদগ্নিরিবাগ্নির্ব্রহ্মাগ্নিস্তত্র যজ্ঞং জীবং, যজ্ঞশব্দস্যাত্মনামসু পাঠাৎ সোপাধিং, যজ্ঞেনৈব আত্মনৈব নিরুপাধিকেন রূপেণ জুহ্বতি ঘটাকাশমিব মহাকাশে উপাধিপ্রহাণেন প্রবিলাপয়ন্তি, সোঽয়ং জ্ঞানযজ্ঞো মুখ্যঃ ॥ ২৫ ॥

বিশ্বনাথ।—যজ্ঞাঃ খলু ভেদেনান্যেঽপি বহবো বর্ত্তন্তে তাংস্তং শৃণ্বিত্যাহ দৈব-মেবেত্যষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্ তং দৈবমিতি। ইন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। (সাস্য দেবতেত্যণ্।) যোগিনঃ কর্ম্মযোগিনঃ। অপরে জ্ঞানযোগিনস্তু ব্রহ্ম পরমাত্মৈবাগ্নিস্তস্মিংস্তৎপদার্থে, যজ্ঞং হবিঃস্থানীয়ং ত্বম্পদার্থং জীবং, যজ্ঞেন প্রণবরূপেণ মন্ত্রেণৈব জুহ্বতি। অয়মেব জ্ঞানযজ্ঞোঽগ্রে স্তোষ্যতে। (অত্র যজ্ঞং যজ্ঞেন ইতি শব্দৌ কর্ম্মকরণসাধনৌ প্রথমাতিশয়োক্ত্যা শুদ্ধজীবপ্রণবা-বাহতুঃ)॥ ২৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমন্মধুসূদন, শ্রীমন্নীল-কণ্ঠ ও শ্রীমৎশ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। এইরূপ যজ্ঞ দ্বারা ব্রহ্মদর্শনরূপ জ্ঞানলাভ সঙ্ঘটিত হয়। অধিকারীভেদে জ্ঞানলাভের উপায়ভূত বহুবিধ যজ্ঞের বিবরণ অধুনা আট শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। তন্মধ্যে সর্ব্ব যজ্ঞাপেক্ষা ব্রহ্মদর্শনাত্মক জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। ইন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে দর্শপূর্ণমাস (১৯২ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) জ্যোতি-ষ্টোম (১৭৬ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) আদি যে সকল যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই দৈব। যাঁহারা কর্ম্মী অর্থাৎ কর্ম্মযোগপরায়ণ, তাঁহারা সর্ব্বদা উল্লিখিত দৈবযজ্ঞই সম্পাদন করেন এবং জ্ঞানযজ্ঞ সম্পাদন না করিলেও, কেবল কর্ম্মযজ্ঞ দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া, তাহার ফলস্বরূপ জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হন। ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ও বিজ্ঞানস্বরূপ। তিনি যাবতীয় সংসার-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত। সমস্ত পদার্থ তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলে, যে স্থলে বিচার নিরস্ত হয় ও যাহা অবশেষ অর্থাৎ তৎপদার্থরূপে উপলব্ধ হয়, তাহাই ব্রহ্ম। সেই তৎপদার্থস্বরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম্পদার্থস্বরূপ প্রত্যগাত্মার সমর্পণরূপ যজ্ঞের নাম জ্ঞানযজ্ঞ। পরমার্থতঃ সেই ব্রহ্মানলে সোপাধিক আত্মাহুতি প্রদানই আত্মযজ্ঞ বা জ্ঞানযজ্ঞ। যাঁহারা সোপাধিক আত্মায় নিরুপাধিক পরব্রহ্মদর্শনরূপ হোমানুষ্ঠান করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহারাই ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শন-নিষ্ঠ সন্ন্যাসী। এইরূপ জীব-ব্রহ্মাভেদ দর্শনরূপ জ্ঞানযজ্ঞ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যজ্ঞ নানাপ্রকার। অধুনা অষ্ট শ্লোকে তাহার বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে। ইন্দ্র-বরুণাদি দেবতার অর্চ্চনাই দৈবযজ্ঞ; তাদৃশ যজ্ঞ-নিরত ব্যক্তিগণ কর্ম্ম-যোগী। তৎপদার্থরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম্পদার্থরূপ জীব-হবিঃ প্রণব * রূপ মন্ত্র দ্বারা হোম করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। পরে এই জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা সবিশেষ কীর্ত্তিত হইবে ॥ ২৫ ॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—অন্যে (নৈষ্ঠিকাঃ ব্রহ্মচারিণঃ) সংযমাগ্নিষু (ইন্দ্রিয়-সংযমা এবাগ্নয়ঃ তেষু) শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি (ইন্দ্রিয়সংযমং কুর্ব্বন্তি, প্রবিলাপয়ন্তি) অন্যে (গৃহস্থাঃ) শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়াএবাগ্নয়ঃ তেষু) জুহ্বতি (স্পৃহাশূন্যত্বাৎ শব্দাদি-বিষয়গ্রহণং ন কুর্ব্বন্তি) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—নৈষ্ঠিক যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমরূপ অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সকলকে হোম করেন, অন্যেরা শব্দ-স্পর্শনাদি বিষয় সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—নিষ্ঠাচারসম্পন্ন যোগিগণ ইন্দ্রিয়সংযমস্বরূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে হবিরূপে প্রক্ষেপ করিয়া জিতেন্দ্রিয় হন, আর অন্যেরা ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য-বিষয় সমূহ প্রক্ষেপ করেন, অর্থাৎ স্পৃহাহীনতা হেতু বিষয়-গ্রহণে বিরত হন ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সোঽয়ং সম্যগ্দর্শনলক্ষণো যজ্ঞো দৈবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু প্রক্ষিপ্যতে ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈঃ "শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপঃ" ইত্যাদিনা স্তুত্যর্থং শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে যোগিনঃ সংযমাগ্নিষু "প্রতীন্দ্রিয়ং সংযমো ভিদ্যতে" ইতি বহুবচনং, সংযমা এবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতীন্দ্রিয়সংযমমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্যে

---

* প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার। প্রণবের বিশেষ বৃত্তান্ত গীতার অষ্টমাধ্যায়ে বিবৃত হইবে।

ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষ্বিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং হোমং মন্যন্তে ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তস্য জ্ঞানযজ্ঞস্য দেবযজ্ঞাদিষু যজ্ঞেষু ব্রহ্মার্পণমিত্যাদিশ্লোকৈরুপক্ষিপ্যমাণত্বং দর্শয়তি সোঽয়মিতি। উপক্ষেপপ্রয়োজনমাহ শ্রেয়ানিতি। সম্প্রতি যজ্ঞদ্বয়মুপন্যস্যতি শ্রোত্রাদীনীতি। বাহ্যানাং করণানাং মনসি সংযমস্যৈকত্বাৎ কথং সংযমাগ্নিষ্বিতি বহুবচনমিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রতীন্দ্রিয়মিতি। সংযমানাং প্রত্যাহারাধিকরণত্বেন ব্যবস্থিতানাং মনোরূপাণাং হোমাধারত্বাদগ্নিত্বং ব্যপদিশতি সংযমা ইতি। বিষয়েভ্যোঽন্তর্ব্বাহ্যানীন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহরন্তীতি সংযমযজ্ঞং সংক্ষিপ্য দর্শয়তি ইন্দ্রিয়েতি। শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়াগ্নিষু শব্দাদিবিষয়হোমস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈস্তত্তদ্বিষয়োপভোগলক্ষণস্য সর্ব্বসাধারণত্বমাশঙ্ক্য প্রতিষিদ্ধান্ বর্জ্জয়িত্বা রাগদ্বেষরহিতো ভূত্বা প্রাপ্তান্ বিষয়ান্ ভুঞ্জতে। তৈস্তৈরিন্দ্রিয়ৈরিতি বিবক্ষিতং হোমং বিশদয়তি শ্রোত্রাদিভিরিতি ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে শ্রোত্রাদীনামিন্দ্রিয়াণাং সংযমনে বর্ত্তন্তে। অন্যে যোগিনঃ ইন্দ্রিয়াণাং শব্দাদিবিষয়প্রবণতানিবারণে প্রযতন্তে ॥ ২৬ ॥

হনুমান্।—শ্রোত্রাদীনীতি। শ্রোত্রমাদির্যেষাং তানি শ্রোত্রাদীনি ইন্দ্রিয়াণি অন্যে ব্রহ্মবিদঃ সংযমাদিষু চিত্তনিরোধাগ্নিষু জুহ্বতি ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তি, অন্যে যোগিনঃ শব্দাদীন্ শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাদীন্ বিষয়ানিন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬ ॥

শ্রীধর।—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ। ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনন্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ভোগসময়েঽপ্যনাসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিত্বেন ভাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্ট্বেন ভাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

বলদেব।—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণঃ সংযমাগ্নিষু তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি তানি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তি। অন্যে গৃহিণ ইন্দ্রিয়াগ্নিষ্বগ্নিত্বেন ভাবিতেষু শ্রোত্রাদিষু শব্দাদীনুপজুহ্বতি অনাসক্ত্যা তান্ ভুঞ্জানাস্তানি তৎপ্রবণানি কুর্ব্বন্তি ॥ ২৬ ॥

মধুসূদন।—তদনেন মুখ্যগৌণৌ দ্বৌ যজ্ঞভেদৌ দর্শিতৌ, যাবদ্ধি কিঞ্চিদ্বৈদিকং শ্রেয়ঃসাধনং তৎ সর্ব্বং যজ্ঞত্বেন সম্পাদ্যতে। তত্র শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি তানি শব্দাদিবিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য অন্যে প্রত্যাহারপরাঃ সংযমাগ্নিষু ধারণা ধ্যানং সমাধিরিতি ত্রয়মেকবিষয়ং সংযমশব্দেনোচ্যতে। তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ "ত্রয়মেকত্র সংযমঃ" ইতি। তত্র হৃৎপুণ্ডরীকাদৌ মনসশ্চিরকালস্থাপনং ধারণা, এবমেকত্র ধৃতস্য চিত্তস্য ভগবদাকারবৃত্তিপ্রবাহোঽন্তরান্যাকারপ্রত্যয়াব্যবহিতো ধ্যানং, সর্ব্বথা বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতঃ সজাতীয়প্রত্যয়প্রবাহঃ সমাধিঃ, স তু চিত্তভূমিভেদেন দ্বিবিধঃ সম্প্রজ্ঞাতোঽসম্প্রজ্ঞাতশ্চ। চিত্তস্য হি পঞ্চভূময়ো ভবন্তি, ক্ষিপ্তং মূঢ়ং বিক্ষিপ্তমেকাগ্রং নিরুদ্ধমিতি, তত্র রাগদ্বেষাদিবশাৎ

বিষয়েষ্বভিনিবিষ্টং ক্ষিপ্তং, তন্দ্রাদিগ্রস্তং মূঢ়ং, সর্ব্বদা বিষয়াসক্তমপি কদাচিৎ ধ্যাননিষ্ঠং ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তম্। তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিশঙ্কৈব নাস্তি, বিক্ষিপ্তে তু চেতসি কদাচিৎ কঃ সমাধিঃ বিক্ষেপপ্রাধান্যাদ্যোগপক্ষে ন বর্ত্ততে, কিন্তু তীব্রপবনবিক্ষিপ্তপ্রদীপবৎ স্বয়মেব নশ্যতি, একাগ্রস্তু একবিষয়কধারাবাহিকবৃত্তিসমর্থং সত্ত্বোদ্রেকেণ তমোগুণকৃত-তন্দ্রাদিরূপলয়াভাবাদাত্মাকারবৃত্তিঃ, সা চ রজোগুণকৃতচাঞ্চল্যরূপবিক্ষেপাভাবাদেক-বিষয়ৈবেতি শুদ্ধে সত্ত্বে ভগবতি চিত্তমেকাগ্রং অস্যাং ভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ, তত্র ধ্যেয়া-কারা বৃত্তিরপি ভাসতে, তস্যা অপি নিরোধে নিরুদ্ধং চিত্তমসম্প্রজ্ঞাতসমাধিভূমিঃ। তদুক্তং, "তস্যা অপি নিরোধে সর্ব্ববৃত্তিনিরোধান্নির্ব্বীজঃ সমাধিঃ" ইতি। অয়মেব সর্ব্বতো বিরক্তস্য সমাধিফলমপি সুখমনপেক্ষমাণস্য যোগিনো দৃঢ়ভূমিঃ সন্ ধর্ম্মমেঘ ইত্যুচ্যতে। তদুক্তং, "প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ। ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ" ইতি। অনেন রূপেণ সংযমানাং ভেদাদগ্নিষ্বিতি বহুবচনম্ তেষু ইন্দ্রিয়াণি জুহ্বতি ধারণা-ধ্যানসমাধিসিদ্ধ্যর্থং সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং "স্বস্ববিষয়া সম্প্রযোগে চিত্তরূপানুকরণমেবেন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহারঃ" ইতি। বিষয়েভ্যো নিগৃহীতানীন্দ্রি-য়াণি চিত্তরূপাণ্যেব ভবন্তি। ততশ্চ বিক্ষেপাভাবাচ্চিত্তধারণাদিকং নির্ব্বহতীত্যর্থঃ। তদনেন প্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরূপং যোগাঙ্গচতুষ্টয়মুক্তম্, তদেবং সমাধ্যবস্থায়াং সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তি-নিরোধো যজ্ঞত্বেনোক্তঃ, ইদানীং ব্যুত্থানাবস্থায়াং রাগদ্বেষরাহিত্যেন বিষয়ভোগো যঃ সোঽপ্যপরো যজ্ঞ ইত্যাহ, শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি, অন্যে ব্যুত্থিতাবস্থাঃ শ্রোত্রাদিভিরবিরুদ্ধবিষয়গ্রহণং স্পৃহাশূন্যত্বেনানন্যসাধারণং কুর্ব্বন্তি, স এব তেষাং হোমঃ॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—যজ্ঞান্তরমাহ শ্রোত্রাদীনীতি। তত্র কিঞ্চিদ্বাহ্যং আভ্যন্তরং বা বিশেষমুপাদায় তত্র চেতসো নিয়মনং ক্রিয়তে, তে চ সংযমাঃ অনেকবিষয়ত্বাদনেকে পৃথক্‌ফলাশ্চ। তথা চ যোগসূত্রকৃতা প্রোক্তম্, "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ, চন্দ্রে তারাব্যূহ-জ্ঞানম্, কণ্ঠকূপে ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তিরিত্যাদি," তে এবাগ্নয় ইন্দ্রিয়েন্ধনসংহারহেতুত্বাৎ, তেষু সংযমাগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি, তত্র শ্রোত্রম্ অনাহতধ্বনৌ সন্নিয়ম্য হংসোপ-নিষদুক্তরীত্যা ঘণ্টানাদাদীন্ দশ নাদাননুভবন্তি, ন হি তত্র সন্নিয়তে চেতসি শব্দান্তরগ্রহণং তদা ভবতি, সোঽয়ং শ্রোত্রস্য সংযমাগ্নৌ হোমো বোধ্যঃ, এবমন্যত্রাপি, তদ্দ্বারা চ নিষ্কলং তত্ত্বং প্রতিপদ্যন্তে, তথান্যে বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃতকরণাঃ ধারণাধ্যানসমাধ্যাত্মকং মনসঃ সংযমম্ একত্র মূলাধারাদ্যন্যতমচক্রে কর্ত্তুমশক্তাঃ সমনস্কেন্দ্রিয়েষু বিষয়বিয়োগাদ্দগ্ধেন্ধনা-নলবৎ স্বয়ং বিলীনেষু যেষাং সমাধিবুদ্ধিস্তৈরিন্দ্রিয়েষু বিষয়া এবোপসংহৃতাঃ নত্বিন্দ্রিয়া-দীনি মন আদিষু পূর্ব্বোক্তরীত্যা উপসংহৃতানি, তানেতানিন্দ্রিয়চিন্তকান্ প্রকৃত্যোক্তং. বায়বীয়ে, "দশ মন্বন্তরাণীহ তিষ্ঠন্তীন্দ্রিয়চিন্তকা" ইতি॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—অন্যে নৈষ্ঠিকাঃ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণি, সংযমঃ সংযতঃ মন এব

অগ্নিষ্বেষু জুহ্বতি, শুদ্ধে মনসি ইন্দ্রিয়াণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অন্যে ততো ন্যূনা ব্রহ্মচারিণঃ শব্দাদীন্ বিষয়ান্ ইন্দ্রিয়াগ্নিষু ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু জুহ্বতি। শব্দাদীনিন্দ্রিয়েষু প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। দৈব ও জ্ঞান যজ্ঞের গৌণ ও মুখ্যরূপ প্রভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শ্রেয়ঃ কার্য্যই যজ্ঞ দ্বারা সাধ্য। এই জন্য যজ্ঞের মুখ্য-গৌণত্ব বিনির্ণয় করা আবশ্যক। যাঁহারা শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকে শব্দাদি বিষয়পঞ্চ হইতে প্রত্যাহার করেন, তাঁহারা প্রত্যাহারী যোগী। ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এতত্ত্রয়কে এক বিষয়ে সংলগ্ন করার নাম সংযম। ভগবান্ পতঞ্জলি (২৭৯ পৃঃ টিঃ দ্রঃ বলিয়াছেন, তিন একত্র হইলে সংযম হয়। প্রথমতঃ মনকে হৃদয়পদ্মে চিরকালের নিমিত্ত সংস্থাপনের নাম ধারণা (৪৪ ও ৩৮৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য); এইরূপ একস্থানে স্থাপিত চিত্তের ভগবদাকার প্রত্যয়-ব্যবহিত যে বৃত্তি-প্রবাহ, তাহার নাম ধ্যান। সর্ব্বপ্রকার বিজাতীয় প্রত্যয় পরিশূন্য যে সজাতীয় প্রত্যয়-প্রবাহ, তাহাই সমাধি (৪৪ ও ৩৮৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য)। চিত্তের ভূমি অর্থাৎ অবস্থা ভেদে সমাধি দ্বিবিধ; সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। চিত্তের পাঁচ প্রকার ভূমি অর্থাৎ অবস্থা আছে। যথা; ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র এবং নিরুদ্ধ। রাগদ্বেষাদির বশবর্ত্তিতা হেতু বিষয়ে অভিনিবেশই চিত্তের ক্ষিপ্তাবস্থা। তন্দ্রাদি সমাচ্ছন্নতাই চিত্তের মূঢ়াবস্থা। সর্ব্বদা বিষয়াসক্ত থাকিয়াও, কখন কখন চিত্ত ধ্যাননিষ্ঠ হইলে, ক্ষিপ্তাবস্থা হইতে বিশিষ্টতা হেতু, তাহাই বিক্ষিপ্তাবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্ত ও মূঢ়াবস্থায় সমাধির কোনই সম্ভাবনা নাই। চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থায় কদাচিৎ সমাধি সম্ভব হইলেও, বিক্ষেপের প্রাধান্য হেতু, তাহা যোগপক্ষে স্থায়ী হয় না; প্রচণ্ড পবন-পরিচালিত প্রদীপের ন্যায় তাহা আপনিই নাশ প্রাপ্ত হয়। এক বিষয়ে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তির নাম একাগ্রতা। এই অবস্থায় সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায়, তমোগুণ-জনিত তন্দ্রাদির অভাব হইয়া আত্মাকার বৃত্তি উপজাত হয়; এবং রজোগুণ-জনিত বিক্ষেপের অভাব হওয়ায়, চিত্ত এক-বিষয়-লগ্ন হইয়া অন্তঃকরণ শুদ্ধি জন্মে; এইরূপ অবস্থার নাম সম্প্রজ্ঞাত সমাধি। এই অবস্থায় ধ্যেয় বস্তুর আকার বিষয়ক বৃত্তি বিদ্যমান থাকে। যখন সে বৃত্তিরও নিরোধ হয়, তখনই চিত্তের অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি ভূমি উপস্থিত হয়। পাতঞ্জলে কথিত আছে, "তাহারও

নিরোধে সকল বৃত্তির নিরোধ হওয়ায় নির্বীজ সমাধি হয়।" এই অবস্থা সম্পূর্ণ-বিরক্ত এবং সমাধিফলরূপ-সুখাকাঙ্ক্ষাবিহীন যোগিগণের দৃঢ়ভূমি। এই অবস্থায় কর্ম্মের নিবৃত্তি হয়। ইত্যাকার সংযমরূপ অগ্নিতে কোন কোন যোগী ইন্দ্রিয়গণের হোম করেন; অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সমাধি সিদ্ধির নিমিত্ত সমস্ত ইন্দ্রিয়কে তাহাদের বিষয় হইতে প্রত্যাহার করেন। ইন্দ্রিয়সমূহের স্বস্ববিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক চিত্তের রূপানুকরণের নামই প্রত্যাহার। তদবস্থায় বিষয় হইতে নিগৃহীত ইন্দ্রিয়সমূহ চিত্তের সরূপতা প্রাপ্ত হয় এবং বিক্ষেপবিহীন হইয়া চিত্তও ধারণাদি কার্য্যে অগ্রসর হয়। এতদ্দ্বারা প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, যোগের এই অঙ্গচতুষ্টয় কীর্ত্তিত হইল। এই প্রকার সমাধি অবস্থায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের নিরোধকেই এস্থলে যজ্ঞরূপে কথিত হইয়াছে। ব্যুত্থানাবস্থায় রাগদ্বেষ-বিমুক্ত ভাবে যে বিষয়-ভোগ, তাহাও অন্যরূপ যজ্ঞ নামে অভিহিত। ব্যুত্থিতাবস্থাতেও স্পৃহাহীনতা হেতু ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় গ্রহণে অননুরাগ দৃষ্ট হয়। এইরূপ সংযমানলে ইন্দ্রিয়াহুতি এবং ইন্দ্রিয়ানলে বিষয়াহুতি প্রদানই যোগিগণের হোম।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। বাহ্য ও আভ্যন্তর কোন বিষয়-বিশেষকে আশ্রয় করিয়া চিত্ত-সংযম করিতে হয়। বিষয়-শূন্য হইয়া চিত্ত কখনও থাকিতে পারে না; যখন যে বিষয়ে চিত্ত সংযত বা লীন হয়, তখন তদ্বিষয়ের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দাদি অনুভব করে। বিষয়ভেদে চিত্ত-সংযম অনেক প্রকার এবং তৎফলও বহুবিধ। পাতঞ্জল দর্শনে এই বিষয়ের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত আছে। উক্ত চিত্তসংযমই অগ্নিস্বরূপ, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-গণ ইন্ধনস্বরূপ; যোগিগণ বিবেক-বলে ইন্দ্রিয়রূপ ইন্ধনরাশিকে চিত্তসংযমানলে আহুতি প্রদান করেন। যথা: অনাহত ধ্বনিতে শ্রোত্র সংযত হইলে, ঘণ্টানাদাদি দশবিধ নাদেরই অনুভব হয়; কিন্তু চিত্ত সংযত হইলে শব্দান্তরের অনুভব হয় না। ইহাকেই যোগিগণ সংযমানলে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের হোম-রূপে জ্ঞান করেন; অন্যান্য ইন্দ্রিয়-হোমও এইরূপ জানিবে। প্রতি-নিয়ত হংসোপনিষদুক্ত প্রণালীক্রমে এইরূপ হোম করিতে করিতে যিনি ইন্দ্রিয়নিচয়কে বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া, ধ্যান, ধারণা, সমাধিরূপ চিত্ত-সংযম করেন, তাঁহার মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকল, অনলার্পিত কাষ্ঠের ন্যায়, স্বয়ং বিনষ্ট হয়, এবং তিনি অজর ও অমর হইয়া

দীর্ঘকাল ধরাধামে অবস্থিতি করেন। বায়ু পুরাণে উক্ত হইয়াছে, "ইন্দ্রিয়-চিন্তনশীল ব্যক্তি দশ মন্বন্তর পর্য্যন্ত ইহলোকে বর্ত্তমান থাকেন"। চরম-দশায় তাদৃশ সাধকের হৃদয়-পুণ্ডরীকে জ্যোতির্ম্ময় নিষ্কল ব্রহ্ম-তত্ত্ব প্রদীপ্ত হইয়া, তাঁহাকে পরমানন্দ-পদে প্রতিষ্ঠিত করে।

[এই স্থানে কয়টি বচন দ্বারা শ্রীভগবান্ যজ্ঞের আধ্যাত্মিক ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। সকল বিষয়েই লৌকিক ও আধ্যাত্মিক দ্বিবিধ ভাব আছে। অল্পজ্ঞানবিশিষ্ট জনসাধারণ লৌকিক ভাব গ্রহণ করিয়াই কর্ম্ম সম্পাদন করেন; কিন্তু যাঁহারা সৌভাগ্যবলে জ্ঞানমার্গে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা সকল কর্ম্মেরই আধ্যাত্মিক ভাব গ্রহণ করেন। এই কারণে তত্ত্বদর্শী মহাত্ম-গণ যজ্ঞরূপ কর্ম্মের প্রত্যেক ব্যাপারেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মদর্শন করেন এবং লৌকিক যজ্ঞের পরিবর্ত্তে আধ্যাত্মিকতাপূর্ণ জ্ঞানযজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন। সেই আধ্যাত্মিক যজ্ঞে চরুর প্রয়োজন হয় না, যজ্ঞীয় পাত্রের আবশ্যকতা হয় না, আজ্যাদির অভাব হয় না, হুতাশনকে উপস্থিত হইতে হয় না, ঋত্বিকাদিকে আহ্বান করিতে হয় না। অথচ সে যজ্ঞ অঙ্গহীন নহে; তাহাতে সকলই আছে। পূর্ণায়োজনে ও পূর্ণভাবে সেই আধ্যাত্মিক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, আত্মা পূর্ণ-পরিতৃপ্তি উপভোগ করেন। পূজ্যপাদ সরস্বতী মহাশয় এস্থলে উপর্য্যুপরি কয়টি শ্লোকে যোগের বিস্তর তত্ত্ব সুন্দর, বিশদ ও প্রকৃষ্টরূপে আলোচনা করিয়াছেন।] ॥ ২৬ ॥

সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—অপরে (ধ্যাননিষ্ঠাঃ) জ্ঞানদীপিতে (ব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকারেণ প্রজ্বলিতে) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (আত্মসংযমরূপঃ যোগঃ স এবাগ্নিঃ তস্মিন্) সর্ব্বাণি ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি (শ্রবণদর্শনবচনাদীনি) প্রাণকর্ম্মাণি (বায়োরাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি) চ জুহ্বতি (প্রবিলা-পয়ন্তি)॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্যেরা জীব-ব্রহ্মাভেদ-দর্শনজনিত-জ্ঞান-প্রজ্বলিত-আত্ম-সংযমরূপ-যোগাগ্নিতে সকল শ্রবণ-দর্শনাদি-ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও প্রাণাদি বায়ুর আকুঞ্চন-প্রসারণাদি প্রাণ-কর্ম্ম হোম করেন ॥ ২৭ ॥

ব্যাখ্যা।—অন্য একপ্রকার যোগিপুরুষেরা ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ উপলব্ধিরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সমুজ্জ্বলিত আত্ম-সংযমরূপ যোগানলে ইন্দ্রিয় ও প্রাণের কর্ম্মসমূহ আহুতি প্রদান করেন ॥ ২৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি,তথা প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণো বায়ুরাধ্যাত্মিকস্তৎকর্ম্মাণ্যাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি তানি চাপরে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ আত্মনি সংযম আত্মসংযমঃ সএব যোগাগ্নিস্তস্মিন্নাত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি জ্ঞানাগ্নিদীপিতে স্নেহেনেব প্রদীপিতে বিবেকবিজ্ঞানেনোজ্জ্বলভাবমাপাদিতে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

আনন্দগিরি।—যজ্ঞান্তরং কথয়তি কিঞ্চেতি। ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি শ্রবণবদনাদীনি আত্মনি সংযমো ধারণাধ্যানসমাধিলক্ষণঃ। সর্ব্বমপি ব্যাপারং নিরুধ্য আত্মনি চিত্তসমাধানং কুর্ব্বন্তীত্যাহ বিবেকেতি ॥ ২৭ ॥

রামানুজ।—সর্ব্বাণীতি। অন্যে জ্ঞানদীপিতে আত্মসংযমযোগাগ্নৌ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ জুহ্বতি। মনসা ইন্দ্রিয়প্রাণানাং কর্ম্মপ্রবণতানিবারণে প্রযতন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বাণীতি। ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি প্রেক্ষণাদীনি, তথা প্রাণকর্ম্মাণি উচ্ছ্বাসাদীনি, অপরে যোগিনঃ আত্মনোঽন্তঃকরণস্য সংযমঃ য এব যোগঃ সএবাগ্নিঃ আত্মসংযমযোগাগ্নিঃ তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে বিবেকজ্ঞানেন প্রজ্বলিতে জুহ্বতি এবং হোমং সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্ম্মাণি বচনোপাদানাদীনি, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্ম্মাণি, প্রাণস্য বহির্গমনং, অপানস্যাধোগমনং, ব্যানস্য ব্যাম্নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমুন্নয়নং, উদানস্যোর্দ্ধনয়নং, "উদ্‌গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরো জ্ঞেয়ো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি, আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যং সএব যোগঃ সএবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে ধ্যেয়ং সম্যগ্‌জ্ঞাত্বা তস্মিন্ মনঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭ ॥

বলদেব।—সর্ব্বাণীতি। অপরে ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি প্রাণকর্ম্মাণি চ আত্মসংযমযোগাগ্নৌ চ জুহ্বতি, আত্মনো মনসঃ সংযমঃ স এব যোগস্তস্মিন্নগ্নিত্বেন ভাবিতে জুহ্বতি।

মনসা ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণানাঞ্চ কর্ম্মপ্রবণতাং নিবারয়িতুং প্রবৃত্তস্তে। ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শব্দগ্রহণাদীনি, প্রাণকর্ম্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনং কর্ম্ম, অপানস্যাধোগমনম্, ব্যানস্য নিখিলদেহব্যাপনমাকুঞ্চনপ্রসারণাদি, সমানস্যাশিতপীতাদিসমীকরণম্, উদানস্যোর্দ্ধনয়নমেবং বোধ্যানি সর্ব্বাণি সামস্ত্যেন জ্ঞানদীপিতে আত্মানুসন্ধানোজ্জ্বলিতে ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—তদেবং পাতঞ্জলমতানুসারেণ লয়পূর্ব্বকসমাধিং ততো ব্যুত্থানঞ্চ যজ্ঞদ্বয়মুক্ত্বা ব্রহ্মবাদিমতানুসারেণ বাধপূর্ব্বকং সমাধিং কারণোচ্ছেদেন ব্যুত্থানশূন্যং সর্ব্বফলভূতং যজ্ঞান্তরমাহ সর্ব্বাণীতি। দ্বিবিধো সমাধির্ভবতি লয়পূর্ব্বকো বাধপূর্ব্বকশ্চ, তত্র “তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” ইতি ন্যায়েন কারণব্যতিরেকেণ কার্য্যস্যাসত্ত্বাৎ পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতকার্য্যং ব্যষ্টিরূপং সমষ্টিরূপবিরাট্‌কার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, তথা সমষ্টিরূপমপি পঞ্চীকৃতপঞ্চভূতাত্মকং কার্য্যমপঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, তত্রাপি পৃথিবী শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাখ্যপঞ্চগুণা গন্ধেতরচতুর্গুণাপ্‌কার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, তাশ্চতুর্গুণা আপো গন্ধরসেতরত্রিগুণাত্মকতেজঃকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ ন সন্তি, তদপি ত্রিগুণাত্মকং তেজো গন্ধরসরূপেতরদ্বিগুণবায়ুকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, সোঽপি দ্বিগুণাত্মকো বায়ু শব্দমাত্রগুণাকাশকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, স চ শব্দগুণাকাশো বহু স্যামিতি পরমেশ্বরসঙ্কল্পাত্মকাহঙ্কারকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, সোঽপি সঙ্কল্পাত্মকোঽহঙ্কারো মায়েক্ষণরূপমহত্তত্ত্বকার্য্যত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, তদপি ঈক্ষণরূপং মহত্তত্ত্বং মায়াপরিণামত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তি, তদপি মায়াখ্যং কারণং জড়ত্বেন চৈতন্যেঽধ্যস্তত্বাৎ তদ্ব্যতিরেকেণ নাস্তীত্যনুসন্ধানেন বিদ্যমানেঽপি কার্য্যকারণাত্মকে প্রপঞ্চে চৈতন্যমাত্রগোচরো যঃ সমাধিঃ স লয়পূর্ব্বক উচ্যতে, তত্র তত্ত্বমস্যাদিবেদান্তমহাবাক্যার্থজ্ঞানাভাবেনাবিদ্যাতৎকার্য্যস্যাক্ষীণত্বাৎ, এবং চিন্তনেঽপি কারণসত্ত্বেন পুনঃ কৃৎস্নপ্রপঞ্চোত্থানাদয়ং সুষুপ্তিবৎ সবীজঃ সমাধির্ন মুখ্যঃ, মুখ্যস্তু তত্ত্বমস্যাদিমহাবাক্যার্থসাক্ষাৎকারেণাবিদ্যায়া নিবৃত্তৌ সর্গক্রমেণ তৎকার্য্যনিবৃত্তেরনাদ্যবিদ্যায়াশ্চ পুনরুত্থানাভাবেন তৎকার্য্যস্যাপি পুনরুত্থানাভাবান্নির্বীজো বাধপূর্ব্বকঃ সমাধিঃ, স এবানেন শ্লোকেন প্রদর্শ্যতে, তথাহি সর্ব্বাণ্যখিলানি স্থূলরূপাণি সংস্কাররূপাণি চ ইন্দ্রিয়কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুরসনঘ্রাণাখ্যানাং পঞ্চানাং বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানাঞ্চ পঞ্চানাং বাহ্যানামিন্দ্রিয়াণাং আন্তরয়োশ্চ মনোবুদ্ধ্যোঃ কর্ম্মাণি শব্দশ্রবণস্পর্শগ্রহণরূপদর্শনরসগ্রহণগন্ধগ্রহণাণি, বচনাদানবিহরণোৎসর্গানন্দাখ্যানি চ সঙ্কল্পাধ্যবসায়ৌ চ,এবং প্রাণকর্ম্মাণি চ প্রাণানাং প্রাণাপানব্যানোদানসমানখ্যানাং পঞ্চানাং কর্ম্মাণি, বহির্নয়নং, অধোনয়নং, আকুঞ্চনপ্রসারণাদি, অশিতপীতসমনয়নং,ঊর্দ্ধনয়নমিত্যাদীনি, অনেন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, পঞ্চ প্রাণাঃ, মনো বুদ্ধিশ্চেতি সপ্তদশাত্মকং লিঙ্গমুক্তম্, তচ্চ সূক্ষ্মভূতসমষ্টিরূপং হিরণ্যগর্ভাখ্যমিহ বিবক্ষিতমিতি বদিতুং সর্ব্বাণীতি বিশেষণম্, আত্মসংযমযোগাগ্নৌ আত্মবিষয়ঃ সংযমো

ধারণাধ্যানসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপস্তৎপরিপাকে সতি যোগো নিরোধসমাধিঃ, যং পতঞ্জলিঃ সূত্রয়ামাস, "ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিভবপ্রাদুর্ভাবৌ নিরোধক্ষণচিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণামঃ" ইতি। ব্যুত্থানং ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যং ভূমিত্রয়ং তৎসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনস্তে যোগিনা প্রযত্নেন প্রতিদিনং প্রতিক্ষণঞ্চাভিভূয়ন্তে তদ্বিরোধিনশ্চ নিরোধসংস্কারাঃ প্রাদুর্ভবন্তি,ততশ্চ নিরোধমাত্রক্ষণেন চিত্তান্বয়ো নিরোধপরিণাম ইতি। তস্য ফলমাহ,"ততঃ প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ" ইতি তমোরজসোঃ ক্ষয়াল্লয়বিক্ষেপশূন্যত্বেন শুদ্ধসত্ত্বরূপং চিত্তং প্রশান্তমিত্যুচ্যতে, পূর্ব্বপূর্ব্বপ্রশমসংস্কারপাটবেন তদাধিক্যং প্রশান্তবাহিতেতি। তৎকারণঞ্চ সূত্রয়ামাস, "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" ইতি। বিরামো বৃত্ত্যুপরমস্তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং বৃত্ত্যুপরমার্থঃ পুরুষপ্রযত্নস্তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুণ্যেন সম্পাদনং তৎপূর্ব্বকস্তজ্জন্যোঽন্যঃ সম্প্রজ্ঞাতাদ্বিলক্ষণোঽসম্প্রজ্ঞাত ইত্যর্থঃ। এতাদৃশো য আত্মসংযমরূপো যোগঃ স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানদীপিতে জ্ঞানং বেদান্তবাক্যজন্যো ব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকারস্তেনাবিদ্যাতৎকার্য্যনাশদ্বারা দীপিতে অত্যন্তোজ্জ্বলিতে বাধপূর্ব্বকে সমাধৌ সমষ্টিলিঙ্গশরীরমপরে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। অত্র চ সর্ব্বাণীতি আত্মেতি জ্ঞানদীপিত ইতি বিশেষণৈরগ্নাবিত্যেকবচনেন চ পূর্ব্ববৈলক্ষণ্যং সূচিতমিতি ন পৌনরুক্ত্যম্॥ ২৭॥

নীলকণ্ঠ।—ইতো বিশিষ্টং যোগান্তরমাহ সর্ব্বাণীতি। ইন্দ্রিয়াণাং কর্ম্মাণি শব্দাদিগ্রহণানি, প্রাণকর্ম্মাণি আকুঞ্চনপ্রসারণশ্বাসপ্রশ্বাসাদীনি, অপরে যোগিনঃ আত্মনি বুদ্ধৌ সংযমঃ স এব যোগোঽগ্নিশ্চ তস্মিন্ জ্ঞানেন দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানেন দীপিতে প্রকাশিতে জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্রিয়যোগিনাং হি সুপ্তাবিব প্রাণোঽনুপসংহৃত এবাস্তে তৎসহচরস্য মনসোঽনুপসংহারাৎ, বুদ্ধিযোগিনান্তু মনসোঽপ্যুপসংহারাৎ তদায়ত্তস্য প্রাণস্যাপ্যুপসংহারো ভবতীতি বিশেষঃ। এতেষামপি বুদ্ধৌ বোদ্ধব্যাভাবাৎ পূর্ব্ববল্লীনায়াং সমাধির্বুদ্ধিরস্তি র্ন ত্বেতৈর্বুদ্ধেরন্যত্বেন আত্মা জ্ঞাতঃ নাপি তস্মিন্ বুদ্ধিরূপসংহৃতা, অত এবৈতান্ প্রকৃত্যোক্তং বায়বীয়ে, "বৌদ্ধা দশ সহস্রাণি তিষ্ঠন্তি বিগতজ্বরাঃ" ইতি বৌদ্ধাঃ বুদ্ধৌ লীনাঃ দশসহস্রাণি মন্বন্তরাণীত্যনুষঙ্গঃ॥ ২৭॥

বিশ্বনাথ।—অপরে শুদ্ধত্বম্পদার্থবিজ্ঞাঃ, সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি তৎকর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি চ, প্রাণকর্ম্মাণি দশপ্রাণাঃ তৎকর্ম্মাণি চ, প্রাণস্য বহির্গমনং অপানস্যাধোগমনং, সমানস্য ভুক্তপীতাদীনাং সমাকরণং, উদানস্যোচ্চৈর্নয়নং, ব্যানস্য বিশ্বক্নয়নং "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ, কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরস্তু ক্ষুতি জ্ঞেয়োঃ দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ॥" ইত্যেবং দশপ্রাণাঃ তৎ কর্ম্মাণি। আত্মনস্ত্বম্পদার্থস্য সংযমঃ শুদ্ধিরেবাগ্নিস্তস্মিন্ জুহ্বতি। মনোবুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয়াণি দশ প্রাণাশ্চ প্রবিলাপয়ন্তি। একঃ প্রত্যগাত্মৈবাস্তি, নান্যে মনআদায় ইতি ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ॥ ২৭॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। পূর্ব্ব শ্লোকে পাতঞ্জলসম্মত লয়পূর্ব্বক সমাধি ও ব্যুত্থানরূপ যজ্ঞদ্বয়ের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে

ব্রহ্মবাদিগণের মতানুযায়ী ব্যুত্থানবিরহিত সর্ব্বফলপ্রদ বাধপূর্ব্বক সমাধির বিষয় কথিত হইতেছে। সমাধি দুই প্রকার; লয়পূর্ব্বক এবং বাধপূর্ব্বক। কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের সত্তা অসিদ্ধ। ব্যষ্টিরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত (১৪ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) সমষ্টিরূপ বিরাট্ হইতে সঞ্জাত; সুতরাং কারণস্বরূপ বিরাট্ ব্যতিরেকে কার্য্যস্বরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত অসিদ্ধ। তদ্রূপ সমষ্টিরূপ হইলেও, পঞ্চীকৃত পঞ্চভূতাত্মক কার্য্য অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সঞ্জাত; সুতরাং কারণস্বরূপ অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত ব্যতীত, কার্য্যস্বরূপ পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত অসিদ্ধ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ পৃথিবীর এই পঞ্চগুণ। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চভূতের প্রথমটিতে অর্থাৎ পৃথিবীতে পঞ্চ গুণই আছে, কিন্তু অপ্ অর্থাৎ জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই গুণচতুষ্টয় আছে; তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই গুণত্রয় আছে। মরুতে অর্থাৎ বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই গুণদ্বয় আছে এবং ব্যোম অর্থাৎ আকাশে শব্দমাত্র গুণ আছে। এইরূপে একটীর অভাবে অপরটী অসিদ্ধ। ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবী জলের কার্য্যরূপ; অতএব জল ব্যতীত পৃথিবী থাকে না। কারণ-স্বরূপ তেজ ব্যতিরেকে কার্য্যস্বরূপ জল অসিদ্ধ; কার্য্যরূপ তেজ কারণরূপ বায়ু ব্যতীত থাকে না। কার্য্যরূপ বায়ু কারণস্বরূপ আকাশ ব্যতিরেকে থাকে না; সেই শব্দগুণাত্মক আকাশরূপ কার্য্যের, পরমেশ্বরের 'আমি বহু হইব' ইত্যাকার সঙ্কল্পরূপ অহঙ্কারই কারণ (৩৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য); সুতরাং অহঙ্কাররূপ কারণ ব্যতিরেকে কার্য্যরূপ আকাশ অসিদ্ধ। অহঙ্কাররূপ কার্য্য মায়ার ঈক্ষণরূপ মহত্তত্ত্বসম্ভূত (৩৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য); সুতরাং কারণস্বরূপ মহত্তত্ত্ব অভাবে কার্য্যস্বরূপ অহঙ্কার অসিদ্ধ *। ঈক্ষণরূপ মহত্তত্ত্ব মায়ার (২০১ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য)

* সৃষ্টিসম্বন্ধে মনুসংহিতায় নিম্নলিখিত বিবরণ দেখা যায়। উর্দ্ধবর্হাত্মনশ্চৈব মনঃ সদসদাত্মকম্। মনসশ্চাপ্যহঙ্কারমভিমন্তারমীশ্বরম্॥ মহান্তমেব চাত্মানং সর্ব্বাণি ত্রিগুণানি চ। বিষয়াণাং গ্রহীতৃণি শনৈঃ পঞ্চেন্দ্রিয়াণি চ॥ তেষান্ত্ববয়বান্ সূক্ষ্মান্ ষণ্ণামপ্যমিতৌজসাম্। সন্নিবেশ্যাত্মমাত্রাসু সর্ব্বভূতানি নির্ম্মমে॥ যন্মূর্ত্ত্যবয়বাঃ সূক্ষ্মাস্তস্যেমান্যাশ্রয়ন্তি ষট্। তস্মাচ্ছরীরমিত্যাহুস্তস্য মূর্ত্তিং মনীষিণঃ॥ তদা বিশন্তি ভূতানি মহান্তি সহ কর্ম্মভিঃ। মনশ্চাবয়বৈঃ সূক্ষ্মৈঃ সর্ব্বভূতকৃদব্যয়ম্। তেষামিদন্তু সপ্তানাং পুরুষাণাং মহৌজসাম্। সূক্ষ্মাভ্যো মূর্ত্তিমাত্রাভ্যঃ সম্ভবত্যব্যয়াব্যয়ম্॥ আদ্যাদ্যস্য গুণন্ত্বেষামবাপ্নোতি পরঃ পরঃ। যো যো যাবতিথশ্চৈষাং স স তাবদ্গুণঃ স্মৃতঃ॥ (মনুসংহিতা, ১ম অধ্যায়, ১৪-২০ শ্লোক) ব্রহ্মা পরমাত্মা হইতে, তাঁহার স্বরূপ মনের উদ্ধার করিলেন; এই মন সৎ এবং অসৎ উভয় ধর্ম্মাত্মক

পরিণামস্বরূপ। সুতরাং কারণস্বরূপ মায়া ব্যতিরেকে কার্য্যরূপ মহত্তত্ত্ব অসিদ্ধ। সেই মায়ারূপ কারণ জড়তা হেতু চৈতন্যে অধ্যস্ত; সুতরাং চৈতন্য ব্যতিরেকে মায়াও অসিদ্ধ। এইরূপ কার্য্যকারণ অনুসন্ধানের দ্বারা একমাত্র সৎকারণস্বরূপ চৈতন্য উপলব্ধ হয়, এবং কার্য্যস্বরূপ সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যারূপে অবভাসিত হয়। এতাদৃশ উপায়ে চৈতন্যমাত্র গোচরজনিত যে সমাধি, তাহারই নাম লয়পূর্ব্বক সমাধি; কিন্তু তাদৃশ সমাধিতে তত্ত্বমস্যাদি (৪২ ও ৩৯০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) বেদান্ত মহাবাক্য বিচারজনিত জ্ঞানের উদ্ভব হয় না; সুতরাং অবিদ্যা ও তাহার কার্য্যও ক্ষীণ হয় না। সুষুপ্ত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ যে কোন সময়েই হইতে পারে, সেইরূপ লয় সমাধিতেও যে কোন সময়ে নিদ্রভঙ্গরূপ ব্যুত্থান ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব এতাদৃশ সবীজ সমাধি মুখ্য নহে। তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য-বিবেক-জনিত জ্ঞানদ্বারা অনাদি অবিদ্যার নিঃশেষ নিবৃত্তি হইলে, সেই অবিদ্যা ও তাহার কার্য্য-সমূহের আর উত্থান সম্ভাবনা থাকে না। সেইরূপ বাধপূর্ব্বক নির্বীজ

মনের সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বর অহঙ্কারের সৃষ্টি করিলেন। অহঙ্কার-তত্ত্বের পূর্ব্বে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি করিলেন। আত্মা হইতে মহত্তত্ত্বের উদ্ভব হয় বলিয়া তাহা আত্মা নামেও কথিত। তদনন্তর সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মক যাবতীয় পদার্থ সৃষ্টি করিলেন। বিষয়ের গ্রহীতা পঞ্চ ইন্দ্রিয়েরও ক্রমশঃ সৃষ্টি করিলেন। পঞ্চ-তন্মাত্র অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অহঙ্কারের বিকার ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্রের বিকার পঞ্চভূত। তন্মাত্র ও অহঙ্কারের যোজনা করিয়া মনুষ্য, তির্য্যক্, স্থাবরাদি সমস্ত ভূতের নির্ম্মাণ করিলেন। শরীর-সম্পাদক পঞ্চতন্মাত্র সূক্ষ্ম পদার্থ এবং অহঙ্কার এই ছয়টী সপ্রকৃতিক ব্রহ্ম কার্য্যরূপ পূর্ব্বোক্ত ভূত ও ইন্দ্রিয় সমূহকে আশ্রয় করে। তন্মাত্র হইতে ভূতের এবং অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয়। যাহা ছয়ের আশ্রয়, তাহাই শরীর। পঞ্চতন্মাত্র হইতে ভূত সকলের স্ব স্ব কর্ম্ম উদ্ভূত হয়। আকাশের কর্ম্ম অবকাশদান, বায়ুর কর্ম্ম সন্নিবেশ, তেজের কর্ম্ম পাক, জলের কর্ম্ম সংগ্রহ, পৃথিবীর কর্ম্ম ধারণ। অহঙ্কারাবস্থিতাত্ম ব্রহ্ম হইতে মন উদ্ভূত হয়। সেই মন অব্যয় ও অবিনাশী। মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব ও পঞ্চতন্মাত্র পরম পুরুষের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া, পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাহাদিগকেও পুরুষ বলে। তাহাদিগের সূক্ষ্ম অবয়ব হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হয়, এই জন্য জগৎ নশ্বর। পঞ্চভূত আকাশাদিক্রমে উৎপন্ন, অর্থাৎ প্রথমে আকাশ, তাহার পরিণামস্বরূপ বায়ু, তাহার পরিণাম তেজ, তাহার পরিণাম জল, তাহার পরিণাম পৃথিবী। তাহার আদ্য অর্থাৎ আকাশাদির শব্দাদি গুণ পর পর ভূত প্রাপ্ত হয়। আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ স্পর্শ, তেজের গুণ রূপ, জলের গুণ রস, পৃথিবীর গুণ গন্ধ। ক্রমশঃ একের গুণ অপরে পায়, অর্থাৎ আকাশের গুণ শব্দ, বায়ুর গুণ শব্দ ও স্পর্শ, তেজের গুণ, শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, জলের গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং ক্ষিতির গুণ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ। অন্যান্য নানা শাস্ত্রেও সৃষ্টির ইত্যাকার বিবরণ আছে। তৎসমস্ত সংগ্রহ করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা অনাবশ্যক।

সমাধির মুখ্যত্ব এই শ্লোকে প্রকাশিত হইতেছে। শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এইগুলি বাহ্যেন্দ্রিয়। মন ও বুদ্ধি অন্তরেন্দ্রিয় (৬১২ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য)। নিখিল ব্যাপারের স্থূলরূপ ও সংস্কাররূপ কার্য্য-সমূহ বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়সাধ্য। শব্দ শ্রবণ, স্পর্শ গ্রহণ, রূপ দর্শন, রস গ্রহণ, গন্ধ গ্রহণ; বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ, আনন্দ; এবং সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় উল্লিখিত ইন্দ্রিয় সমূহের কার্য্য। মনুষ্যের শরীরে প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান নামধেয় পঞ্চপ্রাণ অধিষ্ঠিত আছে। বায়ুকে বহির্নয়ন, অধোনয়ন, আকুঞ্চন, প্রসারণাদি প্রাণকর্ম্ম। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এবং মন ও বুদ্ধি লিঙ্গ শরীর এই সপ্তদশাত্মক (২৪৫ ও ২১৪ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য)। তাহা সূক্ষ্মভূত ও সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ নামধেয়। ইহাই পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে "সর্ব্বাণি" এই বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। আত্মবিষয়ক সংযম অর্থাৎ ধারণা, ধ্যান ও সম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক হইলেই, যোগ-নিরোধ সমাধি উপস্থিত হয়। তাদৃশ আত্ম-সংযম অগ্নি-স্বরূপ। ক্ষিপ্ত, মূঢ় ও বিক্ষিপ্ত নামধেয় ব্যুত্থানাবস্থাবিধায়ক ভূমিত্রয়, বিষয় সংস্কার সহকৃত থাকায়, সমাধির বিরোধী। এইজন্য যোগিগণ প্রতিদিন ও প্রতিক্ষণ তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া, তদ্বিরোধি সংস্কারেরই প্রাদুর্ভাব করেন। তমঃ ও রজোগুণের ক্ষয় হইলে চিত্তের যে লয় ও বিক্ষেপ শূন্য অবস্থার উদ্ভব হয়, তাহারই নাম প্রশান্ত অবস্থা। বিরাম, প্রত্যয় ও অভ্যাসের দ্বারা ক্রমশঃ সংস্কার সমূহ তিরোহিত হয়। চিত্তবৃত্তির উপরমকে বিরাম বলে, প্রত্যয় তাহার কারণ; বৃত্তির উপরমসাধনার্থ পুরুষের যে প্রযত্ন, তাহাই অভ্যাস। এইরূপ আত্মসংযমরূপ যোগ, অগ্নিস্বরূপ। সেই অগ্নি বেদান্ত-বাক্য-সম্ভূত ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদ-দর্শন-জনিত অবিদ্যা ও তৎকার্য্য-নাশ-রূপ-জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত। এক শ্রেণীর যোগী এইরূপ বাধপূর্ব্বক সমাধিতে সমষ্টিস্বরূপ লিঙ্গশরীর আহুতি প্রদান করেন।

পূর্ব্ব শ্লোকের সহিত বর্ত্তমান শ্লোকের বৈলক্ষণ্য প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্ব শ্লোকে 'সংযমাগ্নিষু' এই বহুবচনান্ত বাক্য আছে। বর্ত্তমান শ্লোকে উল্লিখিত 'সংযমাগ্নিষু' শব্দের পূর্ব্বে 'আত্ম' শব্দ ও 'জ্ঞানদীপিত' এই বিশেষণ পদ স্থাপনা করায় এবং অগ্নি শব্দ একবচনান্ত করায় বিশেষ বৈলক্ষণ্য সংরক্ষিত হইয়াছে। অতএব এস্থলে পুনরুক্তি দোষ ঘটে নাই।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামী ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম শ্রবণ, দর্শনাদি; বাক্, পাণি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কর্ম্ম বচন, গ্রহণ ইত্যাদি; প্রাণাদি দশ বায়ুর কর্ম্ম;—প্রাণের কর্ম্ম বহির্নয়ন, অপানের কর্ম্ম অধোনয়ন, ব্যানের কর্ম্ম আকুঞ্চন ও প্রসারণ, সমানের কর্ম্ম ভুক্ত ও পীত পদার্থের পরিপাক করণ, উদানের কর্ম্ম ঊর্দ্ধনয়ন, নাগ বায়ুর কর্ম্ম উদ্গার, কূর্ম্মবায়ুর কর্ম্ম উন্মীলন, কৃকর বায়ুর কর্ম্ম ক্ষুদুৎপাদন, দেবদত্ত বায়ুর কর্ম্ম বিজৃম্ভণ (হাই তুলা), ধনঞ্জয় বায়ু সর্ব্বব্যাপী, মরণান্তেও তাহা দেহত্যাগ করে না। ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের উল্লিখিতরূপ কর্ম্মসমূহকে হোম করেন। আত্মার সংযম অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা একাগ্রতা সমুৎপাদিত হইলে যোগ বলা যায়। তাদৃশ আত্মসংযম অগ্নিস্বরূপ। যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্বলিত সেই আত্ম-সংযমাগ্নিতে সকল কর্ম্ম সমর্পণ করেন। ধ্যেয় পদার্থকে সম্পূর্ণ-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা সংযতচিত্ত হন এবং সমস্ত কর্ম্মের উপরম করেন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। প্রাণের সহচরস্বরূপ মনের উপসংহার না হওয়ায়, ইন্দ্রিয়-যোগিগণের প্রাণের উপসংহার হয় না এবং তাহা সুপ্তবৎ থাকে। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান-যোগিগণের মন উপসংহৃত ও আয়ত্ত হওয়ায়, প্রাণের উপসংহার হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়-যোগির ও জ্ঞান-যোগির ইহাই প্রভেদ। এতাদৃশ বুদ্ধি সঞ্জাত হইলে আর বোদ্ধব্য কিছুই থাকে না। এইরূপ লীন ব্যক্তির সমাধি-বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। বায়ুপুরাণে কথিত আছে, "বুদ্ধি-যোগিগণ দশ সহস্র মন্বন্তর স্বচ্ছন্দে থাকেন।"

[অন্যান্য টীকা ও ভাষ্যকৃদ্গণ উল্লিখিত ভাবেরই অনুরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন।] ॥ ২৭ ॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়।—[কেচিৎ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (তীর্থস্থানেষু যজ্ঞবুদ্ধ্যা দ্রব্যদানং কুর্ব্বন্তি যে তে) [কেচিৎ] তপোযজ্ঞাঃ (কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপ এব যজ্ঞো যেষাং তে) [কেচিৎ] যোগযজ্ঞাঃ (যমনিয়মাদিলক্ষণযোগ এব যজ্ঞো যেষাং তে) তথা অপরে (অন্যে চ) যতয়ঃ (প্রযত্নশীলাঃ) সংশিতব্রতাঃ (দৃঢ়ব্রতাঃ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ (বেদাভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, শাস্ত্রার্থজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ) চ ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—[কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞপরায়ণ, [কেহ কেহ] তপোযজ্ঞ অনুষ্ঠাতা [কেহ কেহ] যোগযজ্ঞনিরত, সেইরূপ অন্য যত্নশীল দৃঢ়সঙ্কল্পগণ স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞ-পরায়ণ ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা—অনেকে দ্রব্য-দানাদিরূপ দ্রব্য-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, অনেকে যজ্ঞজ্ঞানে চান্দ্রায়ণাদি তপের দ্বারা তপোযজ্ঞ-সাধন করেন, অনেক যত্নশীল দৃঢ়-ব্রত-ব্যক্তি ঋগাদি বেদালোচনাকেই যজ্ঞ-বোধে তদ্দ্বারা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ-সম্পাদন করেন এবং শাস্ত্রার্থ অবধারণরূপ জ্ঞানকেই যজ্ঞ মনে করিয়া জ্ঞান-যজ্ঞ সম্পন্ন করেন ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—দ্রব্যেতি। দ্রব্যযজ্ঞাস্তীর্থেষু দ্রব্যবিনিয়োগং যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যে তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপোযজ্ঞাস্তপো যজ্ঞো যেষাং তপস্বিনাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগযজ্ঞাঃ প্রাণায়ামপ্রত্যাহারাদিলক্ষণো যোগো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, তথাপরে স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ স্বাধ্যায়ো যথাবিধি ঋগাদ্যভ্যাসো যজ্ঞো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, জ্ঞানযজ্ঞাঃ শাস্ত্রার্থপরিজ্ঞানং যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়যজ্ঞা জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ, যতয়ো যতনশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্শিতানি তনূকৃতানি তীক্ষ্ণীকৃতানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—যজ্ঞষট্‌কমবতারয়তি দ্রব্যেতীতি। তত্র দ্রব্যযজ্ঞান্ পুরুষানুপাদায় বিভজতে তীর্থেম্বিতি। তপস্বিনাং যজ্ঞবুদ্ধ্যা তপোঽনুতিষ্ঠতাং নিয়মবতাং ইত্যর্থঃ। প্রত্যাহারাদীত্যাদিশব্দেন যমনিয়মাসনধ্যানধারণাসমাধয়ো গৃহ্যন্তে, যথাবিধি প্রাঙ্মুখত্বপবিত্রপাণিত্বাদ্যঙ্গবিধিমনতিক্রম্যেতি যাবৎ, ব্রতানাং তীক্ষ্ণীকরণমিতি দৃঢ়ত্বম্ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—দ্রব্যযজ্ঞা ইতি। কেচিৎ কর্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞা ন্যায়তো দ্রব্যার্জ্জনাদায় দেবার্চ্চনে প্রযতন্তে। কেচিচ্চ দানেষু কেচিচ্চ যাগেষু কেচিচ্চ হোমেষু, এতে সর্ব্বে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কেচিচ্চ তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণোপবাসাদিষু নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি। যোগযজ্ঞাশ্চাপরে পুণ্যতীর্থপুণ্যস্থানপ্রাপ্তিষ্বিহ নিষ্ঠাং কুর্ব্বন্তি। ইহ যোগশব্দঃ কর্ম্মনিষ্ঠাভেদপ্রকরণাৎ তদ্বিষয়ঃ। কেচিৎ স্বাধ্যায়পরাঃ, স্বাধ্যায়াভ্যাসপরাঃ, কেচিৎ তদর্থজ্ঞানাভ্যাসপরাঃ, যতয়ো যত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ দৃঢ়সঙ্কল্পাঃ॥ ২৮॥

হনূমান্।—দ্রব্যেতি। দ্রব্যাদীনাং হিরণ্যগবাদীনাং দানামেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ দানমেব যজ্ঞমুপাসত ইত্যর্থঃ। অপরে তু তপোযজ্ঞা, তপঃ কৃচ্ছ্রাদিচান্দ্রায়ণাদিকং তদেব যজ্ঞবুদ্ধ্যা কুর্ব্বন্তি যোগযজ্ঞাঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, যজ্ঞবুদ্ধ্যা চিত্তবৃত্তিনিরোধমেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ, যজ্ঞশব্দঃ প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে, স্বাধ্যায়ো বেদপাঠঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে তথা, জ্ঞানং শাস্ত্রপরিজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে জ্ঞানযজ্ঞাঃ যজ্ঞবুদ্ধ্যা জ্ঞানং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। সর্ব্ব এব যতয়ঃ যত্নশীলাঃ, সংশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে সংশিতব্রতাঃ॥ ২৮॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণসমাধিঃ সএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যত্তদর্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে, যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা, যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্‌শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে॥ ২৮॥

বলদেব।—দ্রব্যেতি। কেচিৎ কর্ম্মযোগিনো দ্রব্যযজ্ঞাঃ অন্নাদিদানপরাঃ, কেচিৎ তপোযজ্ঞাঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিব্রতপরাঃ, কেচিদ্‌যোগযজ্ঞাঃ পুণ্যতীর্থাদিসঙ্গমপরাঃ, কেচিৎ স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ বেদাভ্যাসপরাস্তদর্থাভ্যাসপরাশ্চ, যতয়স্তত্র প্রযত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাস্তীক্ষ্ণতত্তদাচরণাঃ॥ ২৮॥

মধুসূদন।—এবং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চযজ্ঞানুক্ত্বাধুনৈকেন শ্লোকেন ষড়্‌যজ্ঞানাহ দ্রব্যেতি। দ্রব্যত্যাগ এব যথাশাস্ত্রং যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ পূর্ত্তদত্তাখ্যস্মার্ত্তকর্ম্মপরাঃ। তথাচ স্মৃতিঃ, "বাপী-কূপ-তড়াগাদি-দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়তে॥ শরণাগতসন্ত্রাণং ভূতানাঞ্চাপ্যহিংসনম্। বহির্ব্বেদি চ যদ্দানং দত্তমিত্যভিধীয়তে॥"ইতি। ইষ্টাখ্যং শ্রৌতং কর্ম্ম তু "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" ইত্যত্রোক্তম্, অন্তর্ব্বেদিদানমপি তত্রৈবান্তর্ভূতম্, তথা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাস্তপস্বিনঃ, তথা যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধোঽষ্টাঙ্গো যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ যমনিয়মাসনাদিযোগাঙ্গানুষ্ঠানপরাঃ, যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধয়ো হি যোগস্যাষ্টাবঙ্গানি, তত্র প্রত্যাহারঃ "শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে" ইত্যত্রোক্তঃ, ধারণাধ্যান-সমাধয়ঃ "আত্মসংযমযোগাগ্নৌ" ইত্যত্রোক্তাঃ, প্রাণায়ামঃ "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্" ইত্যনন্তরশ্লোকে

বক্ষ্যতে, যমনিয়মাসনান্তত্রোচ্যন্তে, অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ পঞ্চ, শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ পঞ্চ, স্থিরসুখমাসনং পদ্মকস্বস্তিকাদ্যনেকবিধম্। অশাস্ত্রীয়প্রাণিবধো হিংসা সাচ কৃতকারিতানুমোদিতভেদেন ত্রিবিধা, এবমযথার্থভাষণমবধ্যহিংসানুবন্ধি যথার্থভাষণঞ্চানৃতং, স্তেয়মশাস্ত্রীয়মার্গেণ পরদ্রব্যস্বীকরণং, অশাস্ত্রীয়ঃ স্ত্রীপুংসব্যতিরেকো মৈথুনং, শাস্ত্রনিষিদ্ধমার্গেণ দেহযাত্রানির্ব্বাহকভোগসাধনস্বীকারঃ পরিগ্রহঃ, এতন্নিবৃত্তিলক্ষণা উপরমা যমাঃ "যম উপরমঃ" ইতি স্মরণাৎ। তথা শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, মৃজ্জলাদিভিঃ কায়াদিক্ষালনং হিতমিতমেধ্যাশনাদি চ বাহ্যং, মৈত্রীমুদিতাদিভির্মদমানাদিচিত্তমলক্ষালনমাভ্যন্তরং, সন্তোষো বিদ্যমানভোগোপকরণাদধিকস্যানুপাদিৎসারূপা চিত্তবৃত্তিঃ, তপঃ ক্ষুৎপিপাসাশীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনম্, কাষ্ঠমৌনাকারমৌনাদিব্রতানি চ ইঙ্গিতেনাপি স্বাভিপ্রায়াপ্রকাশনং কাষ্ঠমৌনম্, অবচনমাত্রমাকারমৌনমিতি ভেদঃ। স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণাং অধ্যয়নং প্রণবজপো বা, ঈশ্বরপ্রণিধানং সর্ব্বকর্ম্মণাং তস্মিন্ পরমগুরৌ ফলনিরপেক্ষতয়ার্পণং, এতে বিধিরূপা নিয়মাঃ পুরাণেষু যেঽধিকা উক্তাস্ত এষ্বেব যমনিয়মেষন্তর্ভাব্যাঃ, এতাদৃশযমনিয়মাভ্যাসপরা যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যথাবিধি বেদাভ্যাসপরাঃ স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ, ন্যায়েনবেদার্থনিশ্চয়পরা জ্ঞানযজ্ঞাঃ। যজ্ঞান্তরমাহ, যতয়ো যত্নশীলাঃ, সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শীতানি তীক্ষ্ণীকৃতান্যতিদৃঢ়ানি ব্রতানি যেষাং তে সংশিতব্রতযজ্ঞা ইত্যর্থঃ। তথাচ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, "তে জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্" ইতি। যে পূর্ব্বমহিংসাদ্যাঃ পঞ্চ যমা উক্তাস্ত এব জাত্যাদ্যবচ্ছেদেন দৃঢ়ভূময়ো মহাব্রতশব্দবাচ্যাঃ, তত্রাহিংসা জাত্যবচ্ছিন্না যথা মৃগয়োর্মৃগাতিরিক্তান্ন হনিষ্যামীতি, দেশাবচ্ছিন্না যথা ন তীর্থে হনিষ্যামীতি, সৈব কালাবচ্ছিন্না যথা ন চতুর্দ্দশ্যাং ন পুণ্যেঽহহনীতি, সৈব প্রয়োজনবিশেষরূপসময়াবচ্ছিন্না যথা ক্ষত্রিয়স্য দেবব্রাহ্মণপ্রয়োজনব্যতিরেকেণ ন হনীষ্যামীতি যুদ্ধং বিনা ন হনিষ্যামীতি চ, এবং বিবাহাদিপ্রয়োজনব্যতিরেকেণানৃতং ন বদিষ্যামীতি, এবমাপৎকালব্যতিরেকেণ ন ক্ষুদ্রয়াদ্যতিরিক্তস্তেয়ং ন করিষ্যামীতি, এবমৃতুব্যতিরিক্তকালে পত্নীং ন গমীষ্যামীতি, এবং গুর্ব্বাদিপ্রয়োজনমন্তরেণ ন পরিগ্রহীষ্যামীতি যথা যোগ্যমবচ্ছেদো দ্রষ্টব্যঃ। এতাদৃগবচ্ছেদপরিহারেণ যদা সর্ব্বজাতিসর্ব্বদেশসর্ব্বকালসর্ব্বপ্রয়োজনেষু ভবাঃ সার্ব্বভৌমা অহিংসাদয়ো ভবন্তি মহতা প্রযত্নেন পরিপাল্যমানত্বাৎ তদা তে মহাব্রতশব্দেনোচ্যন্তে, এবং কাষ্ঠমৌনাদিব্রতমপি দ্রষ্টব্যম্, এতাদৃশব্রতদার্ঢ্যে চ কামক্রোধলোভমোহানাং চতুর্ণামপি নরকদ্বারভূতানাং নিবৃত্তিঃ, তত্রাহিংসয়া ক্ষময়া ক্রোধস্য, ব্রহ্মচর্য্যেণ বস্তুবিচারেণ চ কামস্য, অস্তেয়াপরিগ্রহরূপেণ সন্তোষেণ লোভস্য, সত্যেন যথার্থজ্ঞানরূপেণ বিবেকেন মোহস্য, তন্মূলানাঞ্চ সর্ব্বেষাং নিবৃত্তিরিতি দ্রষ্টব্যম্, ইতরাণি চ ফলানি সকামানাং যোগশাস্ত্রে কথিতানি ॥ ২৮॥

নীলকণ্ঠ।—এবং যজ্ঞপঞ্চকং শ্লোকত্রয়েণোক্তং, অথৈকেনৈব শ্লোকেন পঞ্চযজ্ঞানাহ দ্রব্যেতি। দ্রব্যসাধ্যাঃ বাপীকূপারামাঃ তীর্থে বহির্ব্বেদিকাদানং শ্রৌতযজ্ঞানাং প্রাগেব

গ্রহণাৎ ত এব যজ্ঞা যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তথা তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণমাসোপবাসাদি তদেব যজ্ঞস্থানীয়ং যেষাং তেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, তথা যোগযজ্ঞাঃ সঙ্গফলত্যাগপূর্ব্বকং সন্ধ্যোপাসনাদিনির্বিকল্পসমাধ্যন্তানাং কর্ম্মণামনুষ্ঠানং তৃতীয়াধ্যায়োক্তং যোগঃ, স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, যদ্বা যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারধারণাধ্যানসমাধিরূপোঽষ্টাঙ্গোপেতো "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি সূত্রিতো যোগ এব যজ্ঞো যেষাং ত ইতি, তথা স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ যে নিত্যং বেদাধ্যয়নরতাঃ তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ জ্ঞানং স্বাধ্যায়ার্থস্য পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাবিচারঃ স এব যোগো যেষাং তে স্বাধ্যায়যজ্ঞাঃ তে চ জ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞা ইতি সমাসঃ, যতয়ঃ যত্নশীলাঃ সংশিতব্রতাঃ সম্যক্ শিতং তৈক্ষ্ণ্যং ব্রতমহিংসাদিকং যেষাং তে ইতি সর্ব্বেষাং বিশেষণম্ ॥ ২৮ ॥

বিশ্বনাথ।—দ্রব্যেতি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ, তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গএব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ, স্বাধ্যায়ো বেদস্য পাঠঃ তদর্থস্য জ্ঞানঞ্চ যজ্ঞোঃ যেষাং তে, যতয়ো যত্নপরাঃ, সর্ব্বএতে সম্যক্ শিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥ ২৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। বিগত শ্লোকত্রয়ে পাঁচ প্রকার যজ্ঞের বিবরণ ব্যক্ত করিয়া, এক্ষণে এক শ্লোকে ছয় প্রকার যজ্ঞের বিবরণ বিবৃত করিতেছেন। শাস্ত্রসঙ্গত প্রণালীক্রমে দ্রব্য-ত্যাগই যাঁহাদের যজ্ঞ, তাঁহারাই দ্রব্যযজ্ঞ, অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পূর্ত্ত ও দত্ত কর্ম্ম-পরায়ণ। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত আছে, "বাপী কূপ তড়াগাদি খনন, দেব-মন্দির প্রতিষ্ঠা, অন্নদান ও উদ্যান স্থাপন প্রভৃতি কার্য্য পূর্ত্ত নামে অভিহিত। শরণাগত জনের রক্ষাবিধান, সর্ব্বভূতের অহিংসা এবং বহির্ব্বেদি * দানকার্য্য দত্ত নামে অভিহিত। শ্রুতিসঙ্গত ইষ্টাখ্য কর্ম্মের ভাব "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" (৪ অ, ২৫) ইত্যাদি শ্লোক ব্যাখ্যানকালে বিন্যস্ত হইয়াছে। অন্তর্ব্বেদি দান

* অন্তর্ব্বেদি ও বহির্ব্বেদি। "নবৈতান্ স্নাতকান্ বিদ্যান্ ব্রাহ্মণান্ ধর্ম্মভিক্ষুকান্। নিঃস্বেভ্যো দেয়মেতেভ্যো দানং বিদ্যাবিশেষতঃ॥ এতেভ্যো হি দ্বিজাগ্রেভ্যো দেয়মন্নং সদক্ষিণম্। ইতরেভ্যো বহির্ব্বেদি কৃতান্নং দেয়মুচ্যতে॥ (মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়, ২।৩ শ্লোক)। শেষ শ্লোকের কুলুকভট্টের টীকা যথা; এতেভ্যো নবেভ্যো ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠেভ্যোঽন্তর্ব্বেদি সদক্ষিণমন্নং দাতব্যং এতদ্ব্যতিরিক্তেভ্যঃ পুনঃ সিদ্ধান্নং বহির্ব্বেদি দেয়ত্বেনোপদিশ্যতে ধনদানে ত্বনিয়মঃ। ইহার ভাবার্থ যথা; নব প্রকার ব্রাহ্মণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহাদিগকে অন্তর্ব্বেদি অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদীর মধ্যে দক্ষিণা সহকারে অন্ন প্রদান করিবে। তদিতর সকলকে বহির্ব্বেদিতে অর্থাৎ যজ্ঞীয় বেদীর বহির্ভাগে সিদ্ধান্ন ভোজন করাইবে। অন্তর্ব্বেদি দান ও বহির্ব্বেদি দানের ইহাই প্রভেদ।

আহারই অন্তর্ভূত। যে সকল তপস্বী কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি † তপকেই যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা তপোযজ্ঞ। চিত্তবৃত্তিনিরোধের নাম যোগ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান এবং সমাধি, যোগের এই অষ্টাঙ্গ। "শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে" ইত্যাদি (৪ অধ্যায়। ২৬) শ্লোক ব্যাখ্যানকালে প্রত্যাহারের বিষয় কথিত হইয়াছে। "আত্মসংযম-যোগাগ্নৌ" ইত্যাদি (৪ অধ্যায়। ২৭ শ্লোকের শেষভাগ) স্থলে ধ্যান, ধারণা ও সমাধির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। "অপানে জুহ্বতি প্রাণম্" ইত্যাদি পরবর্ত্তী (৪ অধ্যায়। ২৯) শ্লোকের ব্যাখ্যানকালে প্রাণায়ামের বিষয় বিবৃত হইবে। যম, নিয়ম, ও আসনের বিষয় এই স্থানে কথিত হইতেছে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ এই পঞ্চকে যম বলে। শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর-প্রণিধান এই পঞ্চকে নিয়ম বলে। পদ্ম, স্বস্তিকাদি স্থিরভাবে সুখসহকারে উপবেশনপ্রণালীকে আসন বলে। এক্ষণে একে একে প্রত্যেকের বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে। শাস্ত্র-বিগর্হিত প্রাণিবধকে হিংসা বলে; যে প্রাণী বধ করে, যাহার উদ্যোগে প্রাণিবধ হয়, এবং যাহার অনুমোদনক্রমে তাহা অনুষ্ঠিত হয়, এই ভেদক্রমে হিংসা ত্রিবিধ। যথার্থ-ভাষণই সত্য। শাস্ত্র-বিরুদ্ধ উপায়ে পরদ্রব্য গ্রহণ স্তেয়। অশাস্ত্রীয় মৈথুন ব্যবহারকে অব্রহ্মচর্য্য বলে। শাস্ত্রনিষিদ্ধ উপায়ে ভোগসাধন সামগ্রী গ্রহণের নাম পরিগ্রহ। এই সকলের নিবৃত্তিকে স্মৃতি-

† কৃচ্ছ্র ব্রত। একৈকং গ্রাসমশ্নীয়াৎ ত্র্যহাণি ত্রীণি পূর্ব্ববৎ। ত্র্যহঞ্চোপবসেদন্ত্যমতিকৃচ্ছ্রং চরন্ দ্বিজঃ॥ (মনুসংহিতা, ১১শ অধ্যায়। ২১৪ শ্লোক) প্রথমে তিন দিন দিবাভাগে এক এক গ্রাস, পরে তিন দিন সায়ংকালে এক এক গ্রাস, তদনন্তর তিন দিন অযাচিতভাবে পূর্ব্ববৎ এক এক গ্রাস ভোজন করিবে। শেষ তিন দিন উপবাস করিতে হইবে, ইহা অতিকৃচ্ছ্র ব্রত। কৃচ্ছ্র সান্তপন, অতি-কৃচ্ছ্র, তপ্তকৃচ্ছ্র ভেদে কৃচ্ছ্র ব্রত অনেক প্রকার।

চান্দ্রায়ণ। একৈকং হ্রাসয়েৎ পিণ্ডং কৃষ্ণে শুক্লে চ বর্দ্ধয়েৎ। উপস্পৃশংস্ত্রিষবণমেতচ্চান্দ্রায়ণং স্মৃতম্॥ (মনুসংহিতা ১১শ অধ্যায়। ২১৭ শ্লোক)। সায়ং, প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নে স্নান করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাসমাত্র ভোজন করিতে হয়। তদনন্তর প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক গ্রাস হ্রাস করিয়া, চতুর্দ্দশীতে এক গ্রাসমাত্র ভোজন এবং অমাবস্যায় উপবাস করিতে হয়। পুনরায় শুক্ল প্রতিপদাদি তিথিক্রমে এক এক গ্রাস বৃদ্ধি করিয়া, পূর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস আহার করিবে। এইরূপ হইলে তাহা পিপীলিকামধ্য চান্দ্রায়ণ নামে অভিহিত হয়। যবমধ্য চান্দ্রায়ণ, যতিমধ্য চান্দ্রায়ণ, শিশুচান্দ্রায়ণ ইত্যাদি ভেদে চান্দ্রায়ণ নানাপ্রকার। চন্দ্রলোক-গমন ইহার ফল।

শাস্ত্রে যম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। শৌচ দ্বিবিধ; বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, শিলা, জল প্রভৃতির দ্বারা দেহকে পরিষ্কার করা ও হিতকর পরিমিত আহারাদি বাহ্য-শৌচ। মৈত্রী, করুণা ও মুদিতাদি দর্শন-শাস্ত্রোক্ত এই ভাবনাত্রয় দ্বারা চিত্ত বলবান্ হয়। এতদ্দ্বারা চিত্তের মলিনতা প্রক্ষালন করার নাম আভ্যন্তর শৌচ। বিদ্যমান ভোগোপকরণে পরিতৃপ্তি এবং অধিক লাভের আকাঙ্ক্ষাহীনতার নাম সন্তোষ; ক্ষুৎপিপাসা, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা এবং মৌনাদি ব্রতের নাম তপ; মৌনব্রত দ্বিবিধ; ইঙ্গিতেও স্বকীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত না করার নাম কাষ্ঠমৌন এবং কেবল বাক্যমাত্র ত্যাগ করার নাম মৌন। মোক্ষবিধায়ক শাস্ত্রাধ্যয়ন অথবা প্রণব মন্ত্রের জপকে স্বাধ্যায় বলে। ফল-নিরপেক্ষ-ভাবে কর্ম্ম সকল সেই পরম গুরু ভগবান্‌কে সমর্পণ করার নাম ঈশ্বর-প্রণিধান। পুরাণে যম ও নিয়মের কিছু আধিক্য পরিদৃষ্ট হয়, কিন্তু তৎসমস্তই উল্লিখিতরূপ যমনিয়মের অন্তর্ভূ'ত। যাঁহারা এতাদৃশ যমনিয়ম-পরায়ণ, তাঁহারাই যোগযজ্ঞ। যথাবিধি বেদাভ্যাসপরায়ণতার নাম স্বাধ্যায়-যজ্ঞ। যুক্তি দ্বারা বেদার্থ নিশ্চয় করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। উল্লিখিতরূপ যত্নশীল দৃঢ়ব্রত মহাত্মগণ ব্রতযজ্ঞ নামে অভিহিত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "এই পঞ্চবিধ যম, জাতি, দেশ, কাল ও প্রয়োজন বিশেষ দ্বারা বিচ্ছিন্ন না হইলে, সার্ব্বভৌম মহাব্রতরূপে পরিগণিত হয়।" (পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ৩১ সূত্র।) মৃগয়াকালে মৃগ ব্যতীত অন্য কোন পশু-হিংসা না করা, হিংসা-বিষয়ে জাত্যবচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত। তীর্থস্থানে হনন না করা, দেশাবচ্ছিন্নতার উদাহরণ। চতুর্দ্দশী তিথি বা পুণ্যদিনে প্রাণি-হিংসা না করা, কালাবচ্ছিন্নতার দৃষ্টান্ত। ক্ষত্রিয়ের দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রয়োজনে হত্যা, বা যুদ্ধে হত্যা প্রয়োজনাবচ্ছিন্নতার উদাহরণ। এইরূপ বিবাহ উপলক্ষে মিথ্যা ভাষণ, আপৎকালে বা ক্ষুৎপীড়িত হইলে চৌর্য্য, ঋতুকালে পত্নীগমন, গুরুপ্রয়োজনে প্রতিগ্রহ ইত্যাদি সকল স্থলেই অবচ্ছিন্নতা দৃষ্ট হয়। এইরূপ অবচ্ছেদ থাকিলে, যমাদির পূর্ণানুষ্ঠান হয় না। সর্ব্বজাতি, সর্ব্বদেশ, সর্ব্বকাল ও সর্ব্বপ্রয়োজনে অব্যাহতভাবে নিরন্তর যমাদির অনুষ্ঠান করিলে, তবেই তাহা সার্ব্বভৌম হয়। সকল অবস্থাতেই তৎসমুহ প্রকৃষ্ট যত্নসহকারে পরিপালন করিলে, মহাব্রতরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। এইরূপ দৃঢ়ব্রত হইলে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ

রূপ নরকদ্বারভূত প্রবৃত্তিচতুষ্টয়ের নিবৃত্তি হইবে। অহিংসা ও ক্ষমার দ্বারা ক্রোধের নিবৃত্তি, ব্রহ্মচর্য্যরূপ বস্তুবিচারের দ্বারা কামের নিবৃত্তি, অপরিগ্রহ ও অস্তেয় দ্বারা লোভের নিবৃত্তি, সত্যসম্ভূত যথার্থ জ্ঞানরূপ বিবেক দ্বারা মোহের নিবৃত্তি হইয়া থাকে। সঙ্গে সঙ্গে মূলীভূত সকল দুষ্প্রবৃত্তিই ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। কোন কোন কর্ম্মযোগী ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য দ্বারা দেবার্চ্চনার প্রযত্ন করেন; কেহবা যোগাদির, কেহবা হোমের অনুষ্ঠান করেন; এই সকল ব্যক্তিই দেবযজ্ঞ। কেহ কেহ কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করেন; তাহাদিগকে তপোযজ্ঞ বলে। পুণ্যস্থান ও তীর্থক্ষেত্রপ্রাপ্তি এস্থলে যোগশব্দের লক্ষিত; যাঁহারা তীর্থাদি সঙ্গম-পরায়ণ, তাঁহারাই তপোযজ্ঞ। কেহ কেহ স্বাধ্যায়-পরায়ণ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়াভ্যাস-পরায়ণ, কেহ কেহ তদর্থ জ্ঞানাভ্যাস-পরায়ণ ॥ ২৮ ॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

অন্বয়।—তথা অপরে অপানে (অধোবৃত্তৌ) প্রাণং (ঊর্দ্ধবৃত্তিং) জুহ্বতি (প্রক্ষিপন্তি) তথা প্রাণাপানগতী (ঊর্দ্ধাধোগতী) রুদ্ধ্বা (কুম্ভকেন নিরুধ্য) প্রাণে অপানং জুহ্বতি (কুম্ভকং কুর্ব্বন্তি) প্রাণায়াম-পরায়ণাঃ (রেচকপূরককুম্ভকাখ্য প্রাণায়ামতৎপরাঃ) অপরে নিয়তা-হারাঃ (মিতভোজিনঃ) প্রাণেষু প্রাণান্ জুহ্বতি (সর্ব্বে প্রাণা একী-কুর্ব্বন্তি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—অন্যেরা অপানে প্রাণবায়ু নিক্ষেপ করেন, সেইরূপ প্রাণ-অপানের-গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়ামনিরত অপরে আহার-সংযমী প্রাণসমূহকে প্রাণসমূহে হোম করেন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—কোন কোন ব্যক্তি পূরক দ্বারা অপানে প্রাণকে,

কেহ কেহ বা রেচক দ্বারা প্রাণে অপানকে আহুতি দিয়া থাকেন; কেহ কেহ বা প্রাণ ও অপানের গতি নিরোধ করিয়া প্রাণায়ামানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অপরে মিতাহারী হইয়া প্রাণাদি পঞ্চ বায়ুতে ইন্দ্রিয় সকল সমর্পণ করেন ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য —কিঞ্চ অপান ইতি। অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি প্রাণং প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি রেচকাখ্যঞ্চ প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যেতৎ, প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা মুখনাসিকাভ্যাং বায়োর্নির্গমনং প্রাণস্য গতিস্তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনমপানস্য, তে প্রাণাপানগতী এতে রুদ্ধ্বা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপর ইতি অপরে নিয়তাহারা নিয়তঃ পরিমিত আহারো যেষাং তে নিয়তাহারাঃ সন্তঃ প্রাণান্ বায়ুভেদান্ প্রাণভেদেষেব জুহ্বতি, যস্য যস্য বায়োর্জয়ঃ ক্রিয়তে ইতরান্ বায়ুভেদাংস্তস্মিন্ জুহ্বতি তে তত্র প্রবিষ্টা ইব ভবন্তি ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—প্রাণায়ামাখ্যং যজ্ঞমুদাহরতি কিঞ্চেতি। প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তো রেচকং পূরকঞ্চ কৃত্বা কুম্ভকং কুর্ব্বন্তীত্যাহ প্রাণেতি। প্রাণাপানয়োর্গতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ নিরুধ্য কিং কুর্ব্বন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ কিঞ্চেতি। প্রাণাপানগতিনিরোধরূপং কুম্ভকং কৃত্বা পুনঃ পুনর্ব্বায়ুজয়ং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। আহারস্য পরিমিতত্বং হিতত্বমেধ্যত্বোপলক্ষণার্থম্। প্রাণানাং প্রাণেষু হোমমেব বিভজতে যস্যেতি। জিতেষু বায়ুভেদেষজিতানাং তেষাং হোমপ্রকারং প্রকটয়তি তে তত্রেতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—অপান ইতি। অপরে কর্ম্মযোগিনঃ প্রাণায়ামেষনুষ্ঠানং কুর্ব্বন্তি তে চ ত্রিবিধাঃ পূরক-রেচক-কুম্ভকভেদেন, অপানে জুহ্বতি প্রাণমিতি পূরকঃ প্রাণেঽপানমিতি রেচকঃ প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতীতি কুম্ভকঃ। প্রাণায়ামপরেষু ত্রিষপ্যনুষজ্যতে নিয়তাহারা ইতি ॥ ২৯ ॥

হনুমান্।—অপান ইতি। অপানে অপানবায়ৌ প্রাণং জুহ্বতি উপাসনয়া প্রাণহোমং সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ, প্রাণবায়ৌ অপানং জুহ্বতি, যথাগ্নৌ ঘৃতাদিকং, তথা হোমং ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তি। কথং ভূতাঃ সন্তঃ প্রাণশ্চাপানশ্চ তয়োর্গতী প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামঃ পরময়নং স্থিতির্যেষাং তে প্রাণায়ামপরায়ণাঃ, অপরে যোগিনঃ নিয়তঃ সঙ্কুচিতঃ আহারো ভোজনং যেষাং যে নিয়তাহারা অনশনলক্ষণেন তপসি ব্যবস্থিতা ইত্যর্থঃ। প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি প্রাণহোমং ধ্যানেন সম্পাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধ্বা

রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি, এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপরে ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে ত্বাহারসঙ্কোচমভ্যস্যন্তঃ স্বয়মেব জীর্য্যমাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। যদ্বা অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপর ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্ত্যমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানেনাজপামন্ত্রেণ তত্ত্বম্পদার্থৈক্যং ব্যতীহারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র সএবাহমহং স ইতি [হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ] চিন্তয়েৎ "ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরে কথ্যন্তে, তত্রায়মর্থঃ, "দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈর্জলেনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়ত আহারো যেষাং তে কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি, কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণা একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়মানেম্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে "যথা যথা সদাভ্যাসান্মনসঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুবাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা॥" ইতি॥ ২৯॥

বলদেব।—কিঞ্চাপানে ইতি। তথাপরে প্রাণায়ামপরায়ণাস্তে ত্রিধা অধোবৃত্তাবপানে প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং জুহ্বতি। পূরকেণ প্রাণমপানেন সহৈকীকুর্ব্বন্তি। তথা প্রাণেঽপানং জুহ্বতি রেচকেনাপানং প্রাণেন সহৈকীকৃত্য বহির্নির্গময়ন্তি। যথা প্রাণাপানয়োর্গতী শ্বাসপ্রশ্বাসৌ কুম্ভকেন রুদ্ধা বর্ত্তন্ত ইতি। আন্তরস্য বায়োর্নাসাস্যেন বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য গতিঃ, বিনির্গতস্য তস্যান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসঃ অপানস্য গতিঃ, তয়োর্নিরোধঃ কুম্ভকঃ। স দ্বিবিধঃ, বায়ুমাপূর্য্য শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্নিরোধোঽন্তঃকুম্ভকঃ, বায়ুং বিরেচ্য তয়োর্নিরোধো বহিঃকুম্ভকঃ, অপরে নিয়তাহারা ভোজনসঙ্কোচমভ্যসন্তঃ প্রাণান্ ইন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি। তেম্বল্পাহারেণ জীর্য্যমাণেষু তদায়ত্তবৃত্তিকানি তানি বিষয়গ্রহণাক্ষমাণি তপ্তায়োনিষিক্তোদবিন্দুবৎ তেম্বেব বিলীয়ন্তে॥ ২৯॥

মধুসূদন।—প্রাণায়ামযজ্ঞমাহ অপান ইত্যাদি সার্দ্ধেন। অপানেঽপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি, প্রাণং প্রাণবৃত্তিং বাহ্যবায়োঃ শরীরাভ্যন্তরপ্রবেশেন পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। প্রাণেঽপানং তথাপরে জুহ্বতি শরীরবায়োর্ব্বহির্নির্গমনেন রেচকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। পূরকরেচককথনেন চ তদবিনাভূতো দ্বিবিধঃ কুম্ভকোঽপি কথিত এব, যথাশক্তি বায়ুমাপূর্য্যানন্তরং শ্বাসপ্রশ্বাসনিরোধঃ ক্রিয়মাণোঽন্তঃকুম্ভকঃ, যথাশক্তি সর্ব্বং বায়ুং বিরেচ্যানন্তরং ক্রিয়মাণো বহিঃকুম্ভকঃ, এতৎপ্রাণায়ামত্রয়ানুবাদপূর্ব্বকং চতুর্থং কুম্ভকমাহ প্রাণাপানগতী মুখনাসিকাভ্যামান্তরস্য বায়োর্বহির্নির্গমঃ শ্বাসঃ প্রাণস্য গতিঃ, বহির্নির্গতস্যান্তঃপ্রবেশঃ প্রশ্বাসোঽপানস্য গতিঃ, তত্র পূরকে প্রাণগতিনিরোধঃ, রেচকেঽপানগতিনিরোধঃ, কুম্ভকে তূভয়গতিনিরোধ ইতি ক্রমেণ যুগপচ্চ শ্বাসপ্রশ্বাসাখ্যো প্রাণপানাগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ সন্তোঽপরে পূর্ব্ববিলক্ষণাঃ নিয়তাহারাঃ আহারনিয়মাদিযোগসাধন-

বিশিষ্টাঃ, প্রাণেষু বাহ্যাভ্যন্তরকুম্ভকাভ্যাসনিগৃহীতেষু প্রাণান্ জ্ঞানেন্দ্রিয়কর্ম্মেন্দ্রিয়রূপান্ জুহ্বতি, চতুর্থকুম্ভকাভ্যাসেন বিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ। তদেতৎ সর্ব্বং ভগবতা পতঞ্জলিনা সংক্ষেপবিস্তরাভ্যাং সূত্রিতং, তত্র সংক্ষেপসূত্রং "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ প্রাণায়ামঃ" ইতি। তস্মিন্নাসনে স্থিরে সতি প্রাণায়ামোঽনুষ্ঠেয়ঃ, কীদৃশঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদলক্ষণঃ, শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ প্রাণাপানধর্ম্ময়োর্যা গতিঃ পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ স্বাভাবিকপ্রবহণং ক্রমেণ যুগপচ্চ পুরুষপ্রযত্নবিশেষণং তস্য বিচ্ছেদো নিরোধ এব লক্ষণং স্বরূপং যস্য স তথেতি। এতদেব বিবৃণোতি "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসঙ্খ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘসূক্ষ্মঃ" ইতি। বাহ্যগতিনিরোধরূপত্বাৎ বাহ্যবৃত্তিঃ পূরকঃ, আন্তরগতিনিরোধরূপত্বাদান্তরবৃত্তী রেচকঃ। কৈশ্চিত্তু বাহ্যশব্দেন রেচক আন্তরশব্দেন চ পূরকো ব্যাখ্যাতঃ, যুগপদুভয়গতিনিরোধঃ স্তম্ভস্তদ্বৃত্তিঃ কুম্ভকঃ। তদুক্তং, "যত্রোভয়োঃ শ্বাসপ্রশ্বাসয়োঃ সকৃদেব বিধারকাৎ প্রযত্নাদভাবো ভবতি ন পুনঃ পূর্ব্ববদাপূরণপ্রযত্নৌঘবিধারণং, নাপি রেচকপ্রযত্নৌঘবিধারণং, কিন্তু যথা তপ্ত উপলে নিহিতং জলং পরিশুষ্যৎ সর্ব্বতঃ সঙ্কোচমাপদ্যতে এবময়মপি মারুতো বহনশীলো বলবদ্বিধারকপ্রযত্নাবরুদ্ধক্রিয়ঃ শরীরএব সূক্ষ্মভূতোঽবতিষ্ঠতে, ন তু পূরয়তি যেন পূরকঃ ন তু রেচয়তি যেন রেচক ইতি ত্রিবিধোঽয়ং প্রাণায়ামো দেশেন কালেন সংখ্যয়া চ পরীক্ষিতো দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞো ভবতি, যথা ঘনীভূতস্তূলপিণ্ডঃ প্রসার্য্যমাণো বিরলতয়া দীর্ঘঃ সূক্ষ্মশ্চ ভবতি,তথা প্রাণোঽপি দেশকালসঙ্খ্যাধিক্যেনাভ্যস্যমানো দীর্ঘো দুর্লক্ষ তয়া সূক্ষ্মোঽপি সম্পদ্যতে। তথাহি হৃদয়ান্নির্গত্য নাসাগ্রসম্মুখে দ্বাদশাঙ্গুলপর্য্যন্তে দেশে শ্বাসঃ সমাপ্যতে, তত এব চ পরাবৃত্য হৃদয়পর্য্যন্তং প্রবিশতীতি স্বাভাবিকী প্রাণাপানয়োর্গতিঃ, অভ্যাসেন তু ক্রমেণ নাভেরাধারাদ্বারা নির্গচ্ছতি নাসাতশ্চতুর্ব্বিংশত্যঙ্গুলপর্য্যন্তে ষট্‌ত্রিংশদঙ্গুলপর্য্যন্তে বা দেশে সমাপ্যতে, এবং প্রবেশোঽপি তাবানবগন্তব্যঃ, তত্র বাহ্যদেশব্যাপ্তির্নির্ব্বাতে দেশে ঈষীকাদিসূক্ষ্মতুলক্রিয়য়ানুমাতব্যা, আন্তরমপি পিপীলিকাস্পর্শসদৃশেন স্পর্শেনানুমাতব্যা, সেয়ং দেশপরীক্ষা, তথা নিমেষক্রিয়াবচ্ছিন্নস্য কালস্য চতুর্থো ভাগঃ ক্ষণস্তেষামিয়ত্তাবধারণীয়া, স্বজানুমণ্ডলং পাণিনা ত্রি পরামৃষ্য ছোটিকাবচ্ছিন্নঃ কালো মাত্রা তাভিঃ ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রাভিঃ প্রথম উদ্‌ঘাতো মন্দঃ, সএব দ্বিগুণীকৃতো দ্বিতীয়ো মধ্যঃ, সএব ত্রিগুণীকৃতস্তৃতীয়স্তীব্র ইতি নাভিমূলাৎ প্রেরিতস্য বায়োর্ব্বিরিচ্যমানস্য শিরস্যভিহননমুদ্‌ঘাত ইত্যুচ্যতে, সেয়ং কালপরীক্ষা, সঙ্খ্যাপরীক্ষা চ প্রণবজপাবৃত্তিভেদেন বা, সঙ্খ্যাপরীক্ষা শ্বাসপ্রবেশগণনয়া বা, কালসঙ্খ্যয়োঃ কথঞ্চিদ্ভেদবিবক্ষয়া পৃথগুপন্যাসঃ। যদ্যপি কুম্ভকে দেশব্যাপ্তির্নাবগম্যতে তথাপি কালসঙ্খ্যাব্যাপ্তিরবগম্যত এব, স খল্বয়ং প্রত্যহমভ্যস্তো দিবসপক্ষমাসাদিক্রমেণ দেশকালপ্রচয়ব্যাপ্তিতয়া দীর্ঘঃ পরমনৈপুণ্যসমাধিগমনীয়তয়া চ সূক্ষ্ম ইতি নিরূপিতস্ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ।" চতুর্থং ফলভূতং সূত্রয়তি স্ম "বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ" ইতি. বাহ্যবিষয়ঃ শ্বাসো রেচকঃ অভ্যন্তরবিষয়ঃ প্রশ্বাসঃ পূরকঃ বৈপরীত্যং তাবুভাবপেক্ষ্য

সকৃদ্বলবদ্বিধারকপ্রযত্নবশাদ্ভবতি, বাহ্যাভ্যন্তরভেদেন দ্বিবিধস্তৃতীয় কুম্ভকঃ, তাবুভাবনপেক্ষ্যৈব কেবল কুম্ভকাভ্যাসপাটবেনাসকৃত্তত্তৎ প্রযত্নবশাদ্ভবতি চতুর্থঃ কুম্ভকঃ, তথাচ বাহ্যাভ্যন্তর-বিষয়াক্ষেপীতি তদনপেক্ষ ইত্যর্থঃ। অন্যা ব্যাখ্যা বাহ্যো বিষয়ো দ্বাদশান্তাদিরাভ্যন্তরো বিষয়ো হৃদয়নাভিচক্রাদিঃ, তৌ দ্বৌ বিষয়াবাক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়াম ইতি। তৃতীয়স্তু বাহ্যাভ্যন্তরৌ বিষয়াবপর্য্যালোচ্যৈব সহসা ভবতি ইতি বিশেষঃ। এতাদৃশশ্চতুর্ব্বিধঃ প্রাণায়ামোঽপানে জুহ্বতি প্রাণমিত্যাদিনা সার্দ্ধেন শ্লোকেন দর্শিতঃ ॥ ২৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—একাদশং যজ্ঞমাহ অপানে ইতি। অপরে অপানে অপানবৃত্তৌ জুহ্বতি প্রক্ষিপন্তি, প্রাণং প্রাণবৃত্তিং পূরকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, তথা প্রাণে চ অপানং প্রক্ষিপন্তি রেচকাখ্যং প্রাণায়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ, প্রাণাপানগতী রুদ্ধা মুখনাসি-কাভ্যাং বায়োনির্গমনং প্রাণস্য গতিঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণাধোগমনং অপানস্য গতিঃ, তে প্রাণাপানগতী, এতে রুদ্ধা নিরুধ্য প্রাণায়ামপরায়ণাঃ প্রাণায়ামতৎপরাঃ কুম্ভকাখ্যং প্রাণা-য়ামং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। দ্বাদশং যজ্ঞমাহ অপর ইতি। নিয়তো নিগৃহীত আহারো বিষয়ভোগো-যৈস্তে নিয়তাহারাঃ বৈরাগ্যাদিমন্তঃ প্রাণান্ (অত্র সমনস্কানীন্দ্রিয়াণি প্রাণশব্দেন গৃহ্যন্তে দ্বিতীয়াস্তপ্রাণশব্দেন শ্রোত্রাদীনি বাগাদীনি চ গৃহ্যন্তে)। তান্ প্রাণান্ প্রাণেষু মনশ্চিত্তাহ-ঙ্কারেষ্বন্তঃকরণবৃত্তিভেদেষু বুদ্ধেঃ প্রাক্ গৃহীতত্বাৎ অগ্রহণম্ জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি, ইন্দ্রিয়াণি সঙ্কল্পাত্মকে মনসি সংহৃত্য মনোঽপি স্মরণাত্মকে চিত্তে সংহৃত্য তদপি অহঙ্কারে সংহরন্তি, স চাভিমানরূপোঽহঙ্কারোঽভিমন্তব্যাভাবাৎ স্বয়মেব দগ্ধেন্ধনানলবদ্বিলীয়তে। তত্র যেষাং সমাধিবুদ্ধিরস্তি তে আভিমানিকাঃ বুদ্ধিযোগিভ্যঃ পূর্ব্বোক্তেভ্যো নিকৃষ্টাঃ, অত-এব এতান্ প্রকৃত্যোক্তং বায়বীয়ে, "সহস্রন্ত্বাভিমানিকাঃ" ইতি সহস্রং মন্বন্তরাণীত্যনুষঙ্গঃ। ভৌতিকস্তু যোগোঽত্র নোক্তঃ, যদনুষ্ঠাতৄন্ প্রকৃত্য তত্রৈবোক্তং, "ভৌতিকাস্তু শতং পূর্ণম্" ইতি, অত্রাপি শতং মন্বন্তরাণীত্যনুষঞ্জনীয়ম্ ॥ ২৯ ॥

বিশ্বনাথ।—অপান ইতি। অপরে প্রাণায়ামনিষ্ঠাঃ, অপানে অধোবৃত্তৌ প্রাণং ঊর্দ্ধবৃত্তং জুহ্বতি, পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি, তথা রেচককালে অপানং প্রাণে জুহ্বতি, কুম্ভককালে প্রাণাপানয়োর্গতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণা ভবন্তি। অপরে ইন্দ্রিয়জয়কামাঃ, নিয়তাহারাঃ অল্পাহারাঃ, প্রাণেষু আহারসঙ্কোচনেনৈব জীর্য্যমাণেষু প্রাণান্ ইন্দ্রিয়ানি জুহ্বতি, ইন্দ্রিয়াণাং প্রাণাধীনবৃত্তিত্বাৎ প্রাণদৌর্ব্বল্যে সতি স্বয়মেব স্বস্ববিষয়গ্রহণাসমর্থানীন্দ্রিয়াণি প্রাণেষ্বেব লীয়ন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায়। কেহ কেহ অধোগামী অপান বায়ুতে ঊর্দ্ধগামী প্রাণবায়ুর পূরকদ্বারা হোম করেন; অর্থাৎ পূরককালে অপান ও প্রাণ উভয়কেই এক করেন। কেহ বা কুম্ভকদ্বারা

প্রাণ ও অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ ও অধোগতি রোধ করিয়া, রেচককালে প্রাণ বায়ুতে অপান বায়ুর হোম করেন; অর্থাৎ কেহ কেহ এইরূপ পূরক, কুম্ভক ও রেচকদ্বারা প্রাণায়াম * তৎপর হন। কেহ কেহ আহার সংযম অভ্যাস করিয়া, স্বয়ং জীর্ণ ও শক্তিবিহীন ইন্দ্রিয়গণের তত্তৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি লয়রূপ হোমের ভাবনা করেন। অথবা অপানে প্রাণের হোম, এবং প্রাণে অপানের হোম, এতদনুসারে পূরক ও রেচকের আবর্ত্তনদ্বারা, অনুলোম ও বিলোমক্রমে, হংসরূপে প্রকাশমান অজপা মন্ত্রের জপ করেন। পূরককালে 'হং' এবং রেচককালে 'সঃ' এই মন্ত্র স্বতঃ নিঃসৃত হয়, তাহারই বিপরীত অর্থাৎ রেচককালে 'সঃ' এবং পূরককালে 'হং' হইলে "সোঽহং" হয়। এই মন্ত্র ইচ্ছাপূর্ব্বক জপ না করিলেও মনুষ্যের শ্বাসপ্রশ্বাসের দ্বারা স্বয়ং নিঃসৃত হয় বলিয়া, ইহার নাম অজপা মন্ত্র। এতদুপায়ে তত্ত্বমসি নামক মহাবাক্যস্থ তৎ ও ত্বম্পদার্থের অভেদ ভাব তাঁহারা ব্যতীহার দ্বারা ভাবনা করেন; অর্থাৎ একবার আমিই ব্রহ্ম ও আর একবার সেই ব্রহ্মই আমি ইত্যাকার চিন্তা করেন। যোগশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "সকারের দ্বারা বহির্গমন করে এবং হকারের দ্বারা পুনরাগমন করে।" প্রাণাপানের গতিরোধ দ্বারা প্রাণায়াম যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়। "উদরের দুইভাগ অন্নদ্বারা পূর্ণ করিবে, একভাগ জলের দ্বারা পূরণ করিবে, এবং অবশিষ্ট একভাগ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত পদার্থান্তরে অনধিকৃত রাখিবে।" ইত্যাদি বচনানুসারে

* প্রাণায়াম।—প্রাণায়াম স্বধর্ম্ম-নিষ্ঠ দ্বিজগণের সর্ব্বস্বধন ও সর্ব্বশাস্ত্রের সারস্বরূপ। প্রাণায়ামের প্রকৃত সাধন সদ্গুরুর নিকট হইতে শিখিতে হয়; তাহা লিখিয়া বুঝাইতে পারা যায় না। তথাপি উপনিষদ্ আদি শাস্ত্র, প্রাণায়ামের বিষয় যেরূপ বলিয়াছেন, তাহা যথাযথ নিম্নে লিখিত হইতেছে। প্রাণায়াম এই শব্দটির অর্থ পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, প্রথমতঃ দেখা যায় যে, প্রাণ+আয়াম=প্রাণায়াম। প্রাণ শব্দের অর্থ বায়ুবিশেষ; আর আয়াম শব্দের অর্থ বিস্তৃতি। সেই প্রাণের যে আয়াম অর্থাৎ বিস্তৃতি করণ, (অর্থাৎ আনখাগ্র কেশ পর্য্যন্ত নিরোধ করণ) তাহারই নাম প্রাণায়াম। এই বিষয় একটু ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে, পঞ্চপ্রাণ বা পঞ্চবিধ বায়ুর বিষয় অগ্রে জানা উচিত। প্রধানতঃ বায়ু পঞ্চবিধ; প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান। (মতান্তরে নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নাম ভেদে আরও পাঁচটী বায়ু প্রসিদ্ধ আছে)। "প্রাণ আদ্যো হৃদিস্থানে অপানস্তু পুনর্গুদে। সমানো নাভিদেশে তু উদানঃ কণ্ঠমাশ্রিতঃ॥ ৩৪॥ ব্যানঃ সর্ব্বেষু চাঙ্গেষু সদা ব্যাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ৩৪॥ (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ)। অন্যত্র চ। হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশে চ ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥ অন্নপ্রবেশনং মূত্রাদ্যুৎসর্গোঽন্নবিচালনম্। শ্রাবণাদিনিমেষাদি তদ্ব্যাপারাঃ

যাঁহারা পরিমিতাহার করেন, তাঁহারা কুম্ভকদ্বারা প্রাণ ও অপান বায়ুর গতিরোধ করিয়া প্রাণসংযম-পরায়ণ হইয়া থাকেন। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়রূপ প্রাণসমূহকে প্রাণরূপ বায়ুসমূহে হোম করেন। কুম্ভকদ্বারা সকল প্রাণ একাকার হইয়া যায় এবং তাহাতেই ইন্দ্রিয়গণও লীয়মান হইয়া থাকে। এই ব্যাপারকেই তাঁহারা হোমরূপে ভাবনা করেন। যোগশাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে, "সদাভ্যাস হেতু যেমন যেমন যোগী ব্যক্তির মনের স্থিরতা জন্মিবে, বায়ু, বাক্য, দেহ ও দৃষ্টিরও সেই সেইরূপ স্থিরতা হইবে।"

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। কর্ম্মযোগিগণ প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। প্রাণায়াম পূরক, রেচক ও কুম্ভকভেদে ত্রিবিধ। 'অপানে জুহ্বতি প্রাণম্' ইহাই পূরক, 'প্রাণে অপানম্' ইহাই রেচক, প্রাণাপানের গতিরোধ করিয়া প্রাণাপানের হোমই কুম্ভক।

শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। এক্ষণে সার্দ্ধ শ্লোক দ্বারা প্রাণায়াম যজ্ঞের বিবরণ কথিত হইতেছে। অপান বৃত্তিতে প্রাণবৃত্তির প্রক্ষেপ অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরে বাহ্যবায়ু প্রবেশ করাইলে পূরক নামক প্রাণায়াম হয়। প্রাণ বৃত্তিতে অপান বৃত্তির প্রক্ষেপ অর্থাৎ শরীর বায়ু নির্গমন করাইলে, রেচক নামক প্রাণায়াম হয়। আর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতিনিরোধ করিয়া বায়ুর ধারণার নাম কুম্ভক। (শ্রীমৎ টীকাকার মহোদয় অতঃপর ভগবান্ পতঞ্জলিকৃত যোগশাস্ত্র হইতে প্রমাণাদি সমুদ্ধৃত করিয়া প্রাণায়ামতত্ত্ব বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। নিম্নে টিপ্পনী মধ্যে পাতঞ্জল দর্শনের সেই অংশ উদ্ধৃত ও যথেষ্টরূপে আলোচিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন) ॥ ২৯ ॥

ক্রমাদমী॥ (ভরতঃ)। অর্থাৎ হৃদিস্থিত বায়ুই প্রাণ: অন্নাদি ভোজন এই প্রাণ-বায়ু দ্বারাই সংসাধিত হয়। মূত্রপুরীষাদির উৎসর্গ-দ্বারে স্থিত বায়ুই অপান; মূত্রাদি ত্যাগই এই বায়ুর কার্য্য। নাভিদেশস্থিত বায়ুর নাম সমান; ভুক্ত অন্নাদির পরিপাক সাধন এই বায়ুর দ্বারাই হয়। উদান বায়ুর স্থান কণ্ঠদেশ; উৎক্রমণ (ঢেঁকুর তোলা), ভাষণ (কথা কওয়া) প্রভৃতি এই বায়ুর কার্য্য। ব্যান বায়ু সর্ব্বশরীরেই অবস্থিত; নিমেষ (চক্ষের পাতা পড়া) প্রভৃতি এই বায়ুরই কার্য্য। এই পঞ্চ বায়ুর মধ্যে প্রাণ ও অপান বায়ুই শ্রেষ্ঠ। যথা; "প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানো ব্যানশ্চ পঞ্চমঃ। নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ॥ ৪॥ দশ নামানি মুখ্যানি ময়োক্তানীহ শাস্ত্রকে। কুর্ব্বন্তি তেঽত্র কার্য্যাণি প্রেরিতানি স্বকর্ম্মভিঃ॥ ৫॥ অত্রাপি বায়বঃ পঞ্চ মুখ্যাঃ স্যুর্দ্দশতঃ পুনঃ। তত্রাপি শ্রেষ্ঠকর্ত্তারৌ প্রাণাপানৌ ময়ো-

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩০ ॥
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃকুরুসত্তম ॥৩১॥

অন্বয়।—এতে সর্ব্বে (পূর্ব্বোক্তপ্রকারাঃ) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞজ্ঞাঃ) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং পাপং যেষাং তে) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (যজ্ঞাবশেষরূপং অমৃতশব্দবাচ্যং অন্নং ভুঞ্জতে যে তে) সনাতনং (নিত্যং) ব্রহ্ম যান্তি (গচ্ছতি, প্রাপ্নুবন্তি) ॥ ৩০॥ কুরুসত্তম (কৌরবশ্রেষ্ঠ) অযজ্ঞস্য (উক্তানাং যজ্ঞানাং একোঽপি নাস্তি যস্য সঃ অযজ্ঞঃ তস্য) অয়ং লোকঃ (সামান্যসুখসাধনঃ মনুষ্যলোকঃ) ন অস্তি কুতঃ অন্যঃ (বহুসুখসাধনঃ পরলোকঃ ইতি ভাবঃ) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—এই সকল যজ্ঞজ্ঞাতা যজ্ঞ-বিনষ্ট-পাপ যজ্ঞাবশেষ-রূপ-অমৃতভোজী নিত্য ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ॥ ৩০ ॥ কুরুকুলশ্রেষ্ঠ, যজ্ঞবিরহিতের এই লোক নাই কোথায় অপর ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা—যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর, যজ্ঞানুষ্ঠান-জনিত ক্ষয়িত-পাপ এবং অমৃতস্বরূপ যজ্ঞাবশেষ ভোজন রত, তাঁহারা নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মকেই লাভ করেন। যাঁহারা কোন যজ্ঞেরই অনুষ্ঠান করেন না, তাঁহারা যৎসামান্য সুখবিধায়ক এই মনুষ্যলোক হইতেই পরিভ্রষ্ট, সুতরাং তাঁহাদের বহুসুখাত্মক পরলোক লাভের কোনই সম্ভাবনা নাই ॥ ৩০ ॥

দ্বিতৌ ॥ ৬ ॥ (শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল)। মার্কণ্ডেয় ঋষির মতে, এই প্রাণ ও অপানের যে নিরোধ, তাহারই নাম প্রাণায়াম। যথা ; প্রাণাপাননিরোধস্তু প্রাণায়াম ইতি স্মৃতঃ" ॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ)। গরুড়পুরাণেও অভিহিত আছে, প্রাণায়াম শব্দের অর্থ "মরুজ্জয়" অর্থাৎ বায়ুকে জয় করা। যথা ; "আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ ॥" (গরুড় পুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়)। বিষ্ণুপুরাণে অভিহিত আছে যে, "অভ্যাস দ্বারা প্রাণবায়ুকে যে বশীভূত করা, তাহার নাম প্রাণায়াম।" যথা ; প্রাণাখ্যমনিলং বশ্যমভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ * * * (বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়)। এইরূপে সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে, বাক্য ভিন্ন ভিন্ন হইলেও, অর্থতঃ প্রাণায়াম বলিতে, বায়ু-নিরোধ বা বায়ু-জয়কে বুঝায়। এখন দেখা যাউক যে, প্রাণকে নিরোধ বা জয় করিবার প্রয়োজন

শঙ্করাচার্য্য।—সর্ব্ব ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ যজ্ঞৈর্যথোক্তৈঃ ক্ষপিতো নাশিতো কল্মষো যেষাং তে যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ, এবং যথোক্তান্ যজ্ঞান্ নির্ব্বর্ত্ত্য যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যজ্ঞানাং শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞশিষ্টঞ্চ তদমৃতঞ্চ যজ্ঞশিষ্টামৃতং তৎ ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যথোক্তান্ যজ্ঞান্ কৃত্বা তচ্ছিষ্টেন কালেন যথা বিধিচোদিতমন্নমমৃতাখ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং চিরন্তনম্, মুমুক্ষবশ্চেৎ কালাতিক্রমাপেক্ষয়েতি শব্দসামর্থ্যাৎ গম্যতে। নায়মিতি। নায়ং লোকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণোঽপ্যস্তি, যথোক্তানাং যজ্ঞানামেকোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ কুরুসত্তম! ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—প্রকৃতান্ যজ্ঞানুপসংহরতি সর্ব্বেঽপীতি। যথোক্তযজ্ঞনির্ব্বর্ত্তনানন্তরং ক্ষীণে কল্মষে কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ এবমিতি। যথোক্তানাং যজ্ঞানাং মধ্যে কেনচিদপি যজ্ঞেনাবিশেষিতস্য পুরুষস্য প্রত্যবায়ং দর্শয়তি নায়মিতি পাদান্তরেণ। কথং যথোক্তযজ্ঞানুষ্ঠায়িনামবশিষ্টেন কালেন বিহিতান্নভুজাং ব্রহ্মপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্য মুমুক্ষুত্বে সতি চিত্তশুদ্ধিদ্বারেত্যাহ মুমুক্ষবশ্চেদিতি। তৎ কিমিদানীং সাক্ষাদেব মোক্ষো বিবক্ষিতঃ, তথা চ গতিশ্রুতিবিরোধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য গতিনির্দ্দেশসামর্থ্যাৎ ক্রমমুক্তিরত্রাভিপ্রেতেত্যাহ কালাতীতি। তৃতীয়ং পাদং ব্যাচষ্টে নায়মিতি। বিবক্ষিতং কৈমুতিকন্যায়মাহ কুত ইতি। সাধারণলোকাভাবে পুনরসাধারণলোকপ্রাপ্তির্দূরনিরস্তেত্যর্থঃ। যথোক্তেঽর্থে বুদ্ধিসমাধানং কুরুকুলপ্রধানস্যার্জ্জুনস্য অনায়াসলভ্যমিতি বক্তুং কুরুসত্তমেত্যুক্তম্ ॥৩০॥৩১॥

রামানুজ।—সর্ব্বে ইতি। দ্রব্যযজ্ঞপ্রভৃতিপ্রাণায়ামপর্য্যন্তেষু কর্ম্মযোগভেদেষু স্বসমীহিতেষু প্রবৃত্তা এতে সর্ব্বে "সহযজ্ঞৈঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বাঃ" ইত্যভিহিতমহাযজ্ঞপূর্ব্বকনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মরূপযজ্ঞবিদস্তন্নিষ্ঠাস্তত এব ক্ষপিতকল্মষাঃ। যজ্ঞশিষ্টামৃতেন শরীরধারণং কুর্ব্বন্ত এব কর্ম্মযোগে ব্যাপৃতাঃ সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি। নায়মিতি। অযজ্ঞস্য মহাযজ্ঞাদিপূর্ব্বকনিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মরহিতস্য নায়ং লোকঃ ন [প্রাকৃতলোকঃ প্রকৃতলোকসম্বন্ধিধর্ম্মাধর্ম্মার্থকামাখ্যঃ পুরুষার্থঃ স ন সিধ্যতি] প্রাকৃতলোকসম্বন্ধী প্রাকৃতেষ্বস্তি যো ধর্ম্মার্থকামাখ্যঃ পুরুষার্থঃ সন্ বিদ্যতে, কুত ইতোঽন্যো মোক্ষাখ্যঃ পুরুষার্থঃ পরমপুরুষার্থতয়া মোক্ষস্য প্রস্তুতত্বাদিতরপুরুষার্থোঽয়ং লোক ইতি নির্দ্দিশ্যতে স হি প্রাকৃতঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

কি, আর উদ্দেশ্যই বা কি। এরূপ প্রশ্নের উত্তরে যোগশাস্ত্র বলেন যে, "বায়ু চঞ্চল থাকিলে চিত্তও চঞ্চল থাকে, বায়ু নিশ্চল হইলে চিত্তও নিশ্চল হয়। যাঁহার চিত্ত এইরূপ নিশ্চল হয়, তিনি দীর্ঘ-জীবন ও ঈশিত্বাদি সিদ্ধি লাভ করেন; সুতরাং সকলেরই অভ্যাস দ্বারা বায়ু-নিরোধ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আরও বলিয়াছেন যে, প্রাণ-বায়ু যতক্ষণ দেহে অবস্থিতি করে, ততক্ষণেরই নাম জীবন। আর সেই প্রাণ-বায়ুর নিষ্ক্রমণের নামই মরণ; সুতরাং সেই প্রাণ-বায়ুকে নিরোধ করা কর্ত্তব্য।" যথা; 'চলে বাতে চলং চিত্তং নিশ্চলে নিশ্চলং ভবেৎ। যোগী স্থাণুত্বমাপ্নোতি ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ ২ ॥

হনুমান্।—সর্ব্বে ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞোপাসকাঃ, যজ্ঞস্য শিষ্টং যজ্ঞশিষ্টমেবামৃতং "যজ্ঞশিষ্টং তথামৃতম্" ইতিশ্রূয়তে। অতো যজ্ঞবিদো যজ্ঞোপরিশাস্তাঃ সন্তঃ শরীরযাত্রার্থে যদ্ভুঞ্জতে তৎযজ্ঞশিষ্টামৃতভুঞ্জানা ইত্যর্থঃ। যান্তি গচ্ছন্তি ব্রহ্ম সনাতনং নিত্যম্, অযজ্ঞস্য পুংসঃ অয়মপি লোকো নাস্তি বিশিষ্টযজ্ঞাবমানত্বাৎ, কুতোঽন্যঃ পরলোকোঽনেকসাধনসাধ্যযজ্ঞাদিসাধ্যত্বাৎ, যজ্ঞঃ প্রযত্নতঃ কার্য্য ইত্যর্থঃ ॥৩০॥৩১॥

শ্রীধর।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বেঽপ্যেতে ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দতি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞজ্ঞা ইতি বা যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধমন্নমমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি, তথা যে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ, অতো যজ্ঞাঃ সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বলদেব।—এতে খল্বিন্দ্রিয়বিজয়কামাঃ সর্ব্বেঽপীতি। যজ্ঞবিদঃ পূর্ব্বোক্তান্ দৈবাদিযজ্ঞান্ বিন্দমানা তৈরেব যজ্ঞৈঃ ক্ষয়িতকল্মষাঃ। অনমুসংহিতং ফলমাহ যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞশিষ্টং যদমৃতমন্নাদি ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যাদি চ তদ্ভুঞ্জানাঃ। অনুসংহিতং ফলমাহ যান্তীতি। তৎসাধ্যেন জ্ঞানেন ব্রহ্মেতি প্রাপ্যৎ। তদকরণে দোষমাহ নায়মিতি। অযজ্ঞস্যোক্তযজ্ঞাননুষ্ঠাতুরয়ং প্রাকৃতো লোকস্তত্রত্যস্ত্রিবর্গো নাস্তি, অন্যো মোক্ষলভ্যো লোকঃ কুতঃ স্যাৎ ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

মধুসূদন।—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশধা যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বে ইতি। যজ্ঞান্ বিদন্তি জানন্তি বিন্দন্তি লভন্তে বেতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞানাং জ্ঞাতারঃ কর্ত্তারশ্চ, যজ্ঞৈঃ পূর্ব্বোক্তৈঃ ক্ষয়িতং নাশিতং কল্মষং যেষাং তে যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽন্নমমৃতশব্দবাচ্যং ভুঞ্জত ইতি যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ তে সর্ব্বেঽপি সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ যান্তি

যাবদ্বায়ুঃ স্থিতো দেহে তাবজ্জীবনমুচ্যতে। মরণং তস্য নিষ্ক্রান্তিস্ততো বায়ুং নিরোধয়েৎ ॥ ৩ ॥ (হঠযোগপ্রদীপিকা—দ্বিতীয় উপদেশ)। গোরক্ষসংহিতায় অভিহিত আছে যে, প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তি অল্পকালমধ্যেই প্রকৃত জ্ঞান লাভ করেন। যথা; "অল্পকালে ভবেৎ প্রাজ্ঞঃ প্রাণায়ামপরায়ণঃ ॥" ২৩২ ॥ (গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ) ঘেরণ্ডসংহিতাগ্রন্থের ৫ম উপদেশ ৫৬ শ্লোকে প্রাণায়ামের অশেষবিধ খেচরত্বাদি গুণ বর্ণিত আছে। ফলতঃ প্রাণায়াম বা অনিল জয় দ্বারা সর্ব্ববিধ সিদ্ধিই লাভ করিতে পারা যায়। আর এক কথা, ঘেরণ্ডসংহিতায় অভিহিত আছে যে, "হংকারেণ বহির্যাতি সকারেণ বিশেৎ পুনঃ। ষট্শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেব বিংশতিঃ। অজপানাম গায়ত্রীং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥ ৮৩ ॥ মূলাধারে যথা হংসস্তথা হি হৃদিপঙ্কজে। তথা নাসাপুটদ্বন্দ্বে ত্রিবিধং সঙ্গমাগমম্ ॥ ৮৪ ॥ ষন্নবত্যঙ্গুলীমানং শরীরং কর্ম্মরূপকম্। দেহাদ্বহির্গতো বায়ুঃ স্বভাবো দ্বাদশাঙ্গুলিঃ ॥ ৮৫ ॥ শয়নে ষোড়শাঙ্গুল্যো ভোজনে বিংশতিস্তথা। চতুর্ব্বিংশাঙ্গুলীঃ পান্থঃ নিদ্রায়াং ত্রিংশদঙ্গুলিঃ। মৈথুনে ষট্ত্রিংশদুক্তং ব্যায়ামে চ ততোঽধিকম্ ॥ ৮৬ ॥ স্বভাবেঽস্য গতে ন্যূনে পরমায়ুঃ প্রবর্দ্ধতে। আয়ুক্ষয়েঽধিকে প্রোক্তো মারুতে চান্তরাদ্-

ব্রহ্ম সনাতনং নিত্যং সংসারান্মুচ্যন্ত ইত্যর্থঃ। এবমন্বয়ে গুণমুক্ত্বা ব্যতিরেকে দোষমাহ নায়মিত্যর্দ্ধেন। উক্তানাং যজ্ঞানাং মধ্যেঽন্যতমোঽপি যজ্ঞো যস্য নাস্তি সোঽযজ্ঞস্তস্য অয়মল্পসুখো মনুষ্যলোকো নাস্তি সর্ব্বনিন্দ্যত্বাৎ, কুতোঽন্যো বিশিষ্টসাধনসাধ্যঃ পরলোকঃ হে কুরুসত্তম! ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

নীলকণ্ঠ।—সর্ব্বে ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞলব্ধারো যজ্ঞেন ক্ষয়িতং কল্মষং যেষাং তে তথাবিধা ভবন্তি, সর্ব্বে যজ্ঞাঃ কল্মষক্ষয়ায়ৈব ভবন্তি ন পুনঃ সাক্ষান্মোক্ষায়েত্যর্থঃ। সর্ব্বেষামেতেষাং মধ্যেঽন্যতমমপ্যনুষ্ঠাতুমশক্তং প্রতি প্রাহ যজ্ঞেতি। যজ্ঞাঃ পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ তেভ্যঃ শিষ্টমবশিষ্টমন্নমমৃতাখ্যং যে ভুঞ্জতে তেঽপি চিত্তশুদ্ধিদ্বারা সনাতনং ব্রহ্ম যান্তি প্রাপ্নুবন্তি, অযজ্ঞস্য পূর্ব্বোক্তেষু দ্বাদশস্বন্যতমো বা নিত্যাঃ পঞ্চ বা যস্য যজ্ঞা ন সন্তি স অযজ্ঞঃ, তস্য অয়মপি লোকো নাস্তি পরলোকঃ আত্মলোকো বা কুতো ভবেন্ন কুতশ্চিদিত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

বিশ্বনাথ।—বিষয়গ্রহণাদ্যজ্ঞবিদাং ফলমাহ সর্ব্বে ইতি। সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদঃ উক্তলক্ষণান্ যজ্ঞান্ বিন্দমানাঃ সন্তঃ জ্ঞানদ্বারা ব্রহ্ম যান্তি। অত্রাননুসংহিতং ফলমাহ যজ্ঞশিষ্টং যজ্ঞাবশিষ্টং যদমৃতং ভোগৈশ্বর্য্যসিদ্ধ্যাদিকং তদ্ভুঞ্জীতেতি। তথা অনুসংহিতং ফলমাহ ব্রহ্ম যান্তীতি। তদকরণে প্রত্যবায়মাহ নায়মিতি। অয়মল্পসুখো মনুষ্যলোকোঽপি নাস্তি কুতোঽন্যো দেবাদিলোকস্তেন প্রাপ্তব্য ইত্যর্থঃ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে ক্রমান্বয়ে দ্বাদশ প্রকার যজ্ঞের বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে; এক্ষণে তাহার ফল বর্ণিত হইতেছে। যাঁহারা যজ্ঞের মহিমা জ্ঞাত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান-তৎপর হইয়াছেন, যজ্ঞানুষ্ঠান হেতু যাঁহাদের পাপ-সমূহ বিদূরিত হইয়াছে এবং যাঁহারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া অবশিষ্ট কালে অমৃত-রূপ অনিষিদ্ধ অন্নভোজন করেন, তাঁহারা সকলেই সত্ত্বশুদ্ধিজনিত জ্ঞানলাভ দ্বারা সংসারবন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হন এবং চরমে সেই সনাতন পরম পুরুষ ব্রহ্মকে লাভ করেন। এইরূপে অন্বয়ে যজ্ঞপরায়ণগণের শুভ কীর্ত্তন করিয়া

পতে। ৮৭। তস্মাৎ প্রাণে স্থিতে দেশে মরণং নৈব জায়তে॥ ৭৮। (ঘেরণ্ডসংহিতা, পঞ্চম উপদেশ) ইহার স্থূলার্থ, মনুষ্য দিবারাত্র একুশ হাজার ছয় শত বার হংসমন্ত্র বা অজপা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকে। বায়ুর বহির্গমন (শ্বাস) কালে "হং" এই শব্দ এবং অভ্যন্তরে প্রবেশ (প্রশ্বাস) কালে "সঃ" এই শব্দ সমুচ্চারিত হয়। এই "হংস" মূলাধার ও হৃদয়মধ্যস্থিত অনাহত চক্রে ও নাসারন্ধ্রদ্বয়ে গমনাগমন করে। স্বভাবতঃ এই বায়ু শ্বাসকালে নাসাগ্রভাগ হইতে দ্বাদশ অঙ্গুলি দূরে গমন করে। মৈথুনাদি কর্ম্মে উক্ত বায়ু দ্বাদশ অঙ্গুলি পরিমিত স্থান হইতে দূরতর প্রদেশে গমন করে। বায়ু যত দূরে গমন করে, আয়ুও সেই পরিমাণে ক্ষীণ হইয়া থাকে। আর অভ্যাস দ্বারা বায়ুর স্বাভাবিক গতির (দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত স্থান পর্য্যন্ত গমনের) মাত্রা হ্রাস করিয়া দিলে, পরমায়ু প্রবর্দ্ধিত হয়। এইরূপ

এক্ষণে ব্যতিরেকে তদ্বিরহিত ব্যক্তিগণের দোষ সংঘোষিত করিতেছেন। উল্লিখিত যজ্ঞসমূহের মধ্যে কোন যজ্ঞই যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, হে কৌরবশ্রেষ্ঠ! সেই সর্ব্বত্র নিন্দাভাজন অধমব্যক্তি এই অকিঞ্চিৎকর সুখসম্পদপূর্ণ মনুষ্যলোকেই বঞ্চিত। এই নরলোকে যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এতাদৃশ যজ্ঞ যাহার পক্ষে নাই, তাহার পক্ষে এ লোকও নাই। এইরূপ সুখস্বরূপ যজ্ঞ বিমুখ হইয়া, এই নরলোকেই যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়, বিশিষ্ট সাধন-সাধ্য পরলোকপ্রাপ্তির আশা তাহার আর কোথায় আছে? অতএব এই নরলোকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক। "কুরুসত্তম" এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, উল্লিখিত বিষয়ে বুদ্ধি সমাধানপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য সম্পাদন করা কুরু-কুল-প্রধান অর্জ্জুনের পক্ষে কখনই কঠিন নহে ॥ ৩০ ॥ ৩১ ॥

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ॥৩২॥

অন্বয়।—ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) মুখে (দ্বারে) এবং (পূর্ব্বোক্তাঃ) বহুবিধাঃ যজ্ঞাঃ বিততাঃ (বিস্তৃতরূপেণ বিহিতাঃ) তান্ সর্ব্বান্ (যজ্ঞান্) কর্ম্মজান্ (কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মজনিতান্) বিদ্ধি (জানীহি) এবং (ইত্যাকাররূপং) জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে (সংসারবন্ধনাৎ বিমুক্তো ভবিষ্যসি) ॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—বেদের মুখে পূর্ব্বোক্তরূপ অনেক প্রকার যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে, সে সকল কর্ম্মজনিত জানিবে; এইরূপ জানিয়া মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

বায়ুর স্বাভাবিক গতিরোধের নামই প্রাণরোধ বা প্রাণায়াম। এই প্রাণায়াম সাধন দ্বারা প্রাণ-বায়ু দেহেই থাকিয়া যায়; সুতরাং প্রাণায়াম সাধকের দেহ মৃত্যুমুখে নিপতিত হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, "যিনি শ্বাস অর্থাৎ বহির্গমনশীল বায়ুকে জয় করিয়াছেন, এবম্ভূত যোগী অচিরে সিদ্ধি লাভ করেন।" যথা; "জিতেন্দ্রিয়স্য যুক্তস্য জিতশ্বাসস্য যোগিনঃ। ময়ি ধারয়তশ্চেতঃ উপতিষ্ঠন্তি সিদ্ধয়ঃ॥" এইরূপে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রেই প্রাণায়ামের উপকারিতাবিষয়ক ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক

☞ ৩০ শ্লোক পাঠান্তর।—যজ্ঞক্ষপিত কল্মষাঃ।

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবিধ যজ্ঞের বৃত্তান্ত ব্রহ্মরূপী বেদ দ্বারা বিস্তৃতরূপে বিধিবদ্ধ হইয়াছে ; তৎসমস্তই বাঙ্মনঃকায়-কর্ম্ম-জনিত। যজ্ঞ-সমূহের এতাদৃশ স্বরূপ পরিজ্ঞান-হেতু জ্ঞান-নিষ্ঠ হইলে সংসার-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইতে পারিবে ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততা বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণাবগম্যমানাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততা উচ্যন্তে, তদ্যথা "বাচি হি প্রাণং জুহুমঃ" ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মজান্ কায়িকবাচিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বাননাত্মজান্ নির্ব্ব্যাপারো হ্যাত্মা অতএবং জ্ঞাত্বা মোক্ষসেঽশুভাৎ ন মদ্ব্যাপারা ইমে নির্ব্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বাস্মাৎ সম্যগ্দর্শনাৎ মোক্ষ্যসে সংসারবন্ধনাদিত্যর্থ ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তানাং যজ্ঞানাং বেদমূলত্বেনোৎপ্রেক্ষানিবন্ধনত্বং নিরস্যতি এবমিতি। আত্মব্যাপারসাধ্যত্বমুক্তকর্ম্মণামাশঙ্ক্য দূষয়তি কর্ম্মজানিতি। আত্মনো নির্ব্ব্যাপারত্বজ্ঞানে ফলমাহ এবমিতি। কথং যথোক্তানাং যজ্ঞানাং বেদস্য মুখে বিস্তীর্ণত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ বেদদ্বারেণেতি। আত্মনোঽবগম্যমানত্বমেবোদাহরতি তদ্যথেতি। "এতদ্ধস্ম বৈ তৎপূর্ব্বে বিদ্বাংস আহুঃ" ইত্যুপক্রম্যাধ্যয়নাদ্যাক্ষিপ্য হেত্বাকাঙ্ক্ষায়ামুক্তং বাচি হীতি। জ্ঞানশক্তিমদ্বিষয়ে ক্রিয়াশক্তিমদুপসংহারোঽত্র বিবক্ষিতঃ, "প্রাণে বা বাচং যো হ্যেব প্রভবঃ সএবাপ্যয়ঃ" ইতি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ, জ্ঞানশক্তিমতাং ক্রিয়াশক্তিমতাং বাহ্যোন্যোৎপত্তিপ্রলয়ত্বাৎ তদভাবেনাধ্যয়নাসিদ্ধিরিত্যর্থঃ। কর্ম্মণামাত্মব্যাপারজন্যত্বাভাবে হেতুমাহ নির্ব্ব্যাপারো হীতি। তস্য চ নির্ব্ব্যাপারত্বং ফলবত্বাজ্জ্ঞাতব্যমিত্যাহ অত ইতি। এবং জ্ঞানমেব জ্ঞাপয়ন্ উক্তং ব্যনক্তি নেত্যাদিনা ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—এবমিতি। এবং হি বহুপ্রকারাঃ কর্ম্মযোগাঃ ব্রহ্মণো মুখে বিততা আত্ম্যাথাত্ম্যাবাপ্তিসাধনতয়া স্থিতাস্তানুক্তলক্ষণানুক্তভেদান্ কর্ম্মযোগান্ সর্ব্বান্ কর্ম্মজান্ বিদ্ধি অহরহরনুষ্ঠীয়মাননিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মসক্তান্ বিদ্ধি, এবং জ্ঞাত্বা যথোক্ত প্রকারেণানুষ্ঠায় বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

যে, প্রাণ-বায়ুকে কিরূপে নিরোধ বা জয় করিতে পারা যায়। অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে যে, "প্রাণায়ামৈর্দ্দহেদ্দোষান্ ধারণাভিশ্চ কিল্বিষম্। কিল্বিষঞ্চ ক্ষয়ং নীত্বা রুচিরঞ্চৈব চিন্তয়েৎ ॥ ৮ ॥ রুচিরে রেচকঞ্চৈব বায়োরাকর্ষণং তথা। প্রাণায়ামাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তা রেচক-পূরক-কুম্ভকাঃ ॥ ৯ ॥ সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং শিরসা সহ। ত্রিঃ পঠেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১০ ॥ এতেষাং নারায়ণবিরচিতা দীপিকা চ। মনোহরং রুচিরং গুরূপদিষ্টং রূপং। চিন্তয়েৎ ধ্যায়েৎ। রুচিরে চিন্ত্যমানে সতি রেচকং কুর্য্যাৎ, চ-কারাৎ কুম্ভকম্, তথা বায়োঃ আবর্ষণম্ অন্তর্নয়নং কুর্য্যাৎ। প্রাণায়ামাঃ নিরোধাঃ, ত্রয়ঃ ত্রিবিধাঃ। প্রাণায়াম মন্ত্রমাহ সব্যাহৃতিমিতি। ব্যাহৃতিশিরসোপি সপ্রণবত্বং বোদ্ধব্যম্; তদুক্তম্। "এতা এতাং সহৈতেন তথৈভির্দশভিঃ সহ। ত্রিজপেদায়তপ্রাণঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ইতি। এতাঃ সপ্তব্যাহৃতীঃ,

হনুমান্ ।—এবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞা বিততা বিস্তীর্ণা ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ মুখে আস্তে, এতে যজ্ঞাঃ পরমাত্মানং প্রত্যসন্নারাধনা ব্রতা ইত্যর্থঃ। তাংশ্চ যজ্ঞান্ কর্ম্মজান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মাত্মনঃ স্বলয়ভূতাত্মনঃ শুদ্ধকূটস্থরূপত্বাৎ ॥ ৩২ ॥

শ্রীধর।—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ, তথাপি তান্ সর্ব্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি, আত্মনঃ কর্ম্মণোঽগোচরত্বাৎ। এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্বিমুক্তো ভবিষ্যসি ॥ ৩২ ॥

বলদেব।—এবমিতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততাঃ বিবিক্তাত্মপ্রাপ্ত্যুপায়তয়া স্বমুখেনৈব তেন স্ফুটমুক্তাঃ। কর্ম্মজানিতি বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতানিত্যর্থঃ। এবং জ্ঞাত্বা তদুপায়তয়া তেনোক্তান্ তানববুধ্যানুষ্ঠায় তদুৎপন্নবিজ্ঞানেনাবলোকিতাত্মস্বরূপঃ সংসারাদ্বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ ॥

মধুসূদন।—কিন্ত্বয়া স্বোৎপ্রেক্ষামাত্রেণৈবমুচ্যতে, ন হি বেদ এবাত্র প্রমাণমিত্যাহ এবমিতি। এবং যথোক্তা বহুবিধা বহুপ্রকারা যজ্ঞাঃ সর্ব্ববৈদিকশ্রেয়ঃসাধনরূপা বিততা বিস্তৃতা ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণৈব তেঽবগতা ইত্যর্থঃ। বেদবাক্যানি তু প্রত্যেকং বিস্তরভয়ান্নোদাহ্রিয়ন্তে, কর্ম্মজান্ কায়িকবাচনিকমানসকর্ম্মোদ্ভবান্ বিদ্ধি জানীহি, তান্ সর্ব্বান্ যজ্ঞানাত্মজান্ নির্ব্যাপারো হ্যাত্মা ন তদ্ব্যাপারা এতে, কিন্তু নির্ব্যাপারোঽহমুদাসীন ইত্যেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসেঽস্মাৎ সংসারবন্ধনাদিতি শেষঃ ॥ ৩২ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমিতি, ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে দ্বারে বেদদ্বারেণৈব বিততাঃ বিস্তারিতা গুরুভিরুপদিষ্টা ইত্যর্থঃ, কর্ম্মজান্ কায়িকমানসিককর্ম্মজান্ ন তু নৈষ্কর্ম্ম্যরূপান্ এবং জ্ঞাত্বা অস্মাদশুভাৎ মোক্ষ্যসে তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণেত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—এবমিতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বেদেন স্বমুখেনৈব স্পষ্টমুক্তা ইত্যর্থঃ। কর্ম্মজান্ বাঙ্মনঃকায়কর্ম্মজনিতান্ ॥ ৩২ ॥

এতাং গায়ত্রীং ; এতেন শিরসা, এভিঃ প্রণবৈঃ ; শক্তৌ সত্যাং ত্রিঃ পঠেৎ, অশক্তৌ তু সকৃৎ পঠেৎ ॥"

ইহার স্থূলার্থ, প্রাণায়াম তিন প্রকার, রেচক, পূরক ও কুম্ভক। প্রথমতঃ গুরূপদিষ্ট মনোহর রূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রণব ও সপ্ত ব্যাহৃতির সহিত সম্যক্‌রূপে গায়ত্রী মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ পূরক করিবে, পরে ঐরূপে কুম্ভক করিবে এবং তদনন্তর রেচক করিবে। পূরক, কুম্ভক ও রেচক, এই তিনটী অনুষ্ঠিত হইলেই একটী পূর্ণ প্রাণায়াম হয়। ব্রাহ্মণগণ বৈদিক সন্ধ্যা করিবার সময় যে প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করেন, তাহা এই প্রাণায়ামের অন্তর্গত। কি বৈদিক, কি যোগী, কি তান্ত্রিক, সকলেরই প্রাণায়ামে এই ত্রিবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, কিন্তু বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগের কিছু কিছু ভেদ আছে মাত্র। সর্ব্বশাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রাণায়াম দ্বারা প্রথমতঃ নাড়ীশুদ্ধি সম্পন্ন হয়। হঠযোগপ্রদীপিকা দ্বিতীয় উপদেশ সমস্ত শ্লোক হইতে এবংবিধ প্রাণায়ামের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এইরূপ প্রাণায়াম করিতে

তাৎপর্য্য।—যজ্ঞ সমূহের প্রশংসা কেবল যে আমিই উৎপ্রেক্ষা সহকারে কীর্ত্তন করিতেছি, এমন নহে; বেদেও এতদ্বিষয়ক যথেষ্ট প্রামাণিক নিদর্শন আছে। পূর্ব্বোক্তরূপ বহুবিধ যজ্ঞ সর্ব্বপ্রকার বৈদিক শ্রেয়োলাভের হেতুভূত। তৎসমূহের বিস্তারিত বিবরণ বেদশাস্ত্রে বিধিবদ্ধ আছে; তদ্দ্বারা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞান হয় বলিয়া, ব্রহ্মা স্বয়ং তাহা স্ফুটীকৃত করিয়াছেন। বেদের দ্বারাই যজ্ঞের তত্ত্ব সমস্ত পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ব্রহ্মরূপ বেদ-মুখে (বেদ ও ব্রহ্ম সমানার্থ, কোষশাস্ত্রে ইহা নির্দ্দিষ্ট আছে) পরিজ্ঞান হয় যে, যজ্ঞ সমূহ কর্ম্মজ অর্থাৎ কায়িক, বাচনিক ও মানসিক বিবিধ কর্ম্মের দ্বারা উদ্ভূত। বেদে এতদ্বিষয়ক বিস্তর প্রমাণ আছে। কোন যজ্ঞই আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না; কারণ, আত্মা নির্ব্যাপার। সুতরাং আত্মা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত; এইরূপ জ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপিত করিলে, সম্যগ্দর্শন সিদ্ধ হইবে এবং অশুভ সংসার-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে ॥ ৩২ ॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—পরন্তপ (শত্রুতাপন) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ) যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ (জ্ঞানরূপো যজ্ঞঃ) শ্রেয়ান্ (প্রশস্যতরঃ) পার্থ সর্ব্বং অখিলং (নিঃশেষং) কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে (পর্য্যবস্যতি) ॥ ৩৩॥

প্রতিশব্দ।—শত্রু-নাশন দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞের অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ; কৌন্তেয়, যাবতীয় নিরবশেষ কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত ॥ ৩৩ ॥

করিতে প্রকৃত প্রাণায়াম আপনা আপনিই হইয়া থাকে। যোগশাস্ত্র অষ্টবিধ কুম্ভককেই বিশেষতঃ কেবলীকুম্ভককে প্রকৃত প্রাণায়াম শব্দে শব্দিত করেন। এখন দেখা যাউক, কোন্ শাস্ত্র প্রাণায়ামের কিরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। "যমৈশ্চ নিয়মৈশ্চৈব আসনৈশ্চ সুসংযতঃ। নাড়িশুদ্ধিঞ্চ তৎকৃত্বা প্রাণায়ামং ততঃ কুরু ॥ (যাজ্ঞবল্ক্য)। ততশ্চ দক্ষাঙ্গুষ্ঠেন নিরুধ্য পিঙ্গলাং সুধীঃ। ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ২৪ ॥ ততস্ত্যক্ত্বা পিঙ্গলয়া শনৈরেব ন বেগতঃ। পুনঃ পিঙ্গলয়াপূর্য্য যথাশক্ত্যা তু কুম্ভয়েৎ ॥ ইড়য়া রেচয়েদ্বায়ুং ন বেগেন শনৈঃ শনৈঃ। (শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল) মায়াবীজং ষোড়শধা জপ্ত্বা বামেন বায়ুনা। পূরয়েদাত্মনো দেহং চতুঃষষ্ঠ্যাতু কুম্ভয়েৎ ॥ কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ধৃত্বা ন্যাসাদ্বয়ং সুধীঃ। দ্বাত্রিংশতা জপন্ বীজং বায়ুং দক্ষেণ রেচয়েৎ ॥ ১—৯-১২০ ॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্

ব্যাখ্যা।—হে অরাতি-দলন অর্জ্জুন! পূর্ব্বোক্ত সকলই দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞ। এরূপ যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ; কারণ, যাবতীয় ফল-সহকৃত কর্ম্ম নিঃশেষরূপে জ্ঞানেরই অন্তর্নিহিত॥ ৩৩॥

শঙ্করাচার্য্য।—"ব্রহ্মার্পণম্" ইত্যাদিশ্লোকেন সম্যগ্‌দর্শনস্য যজ্ঞত্বং সম্পাদিতম্, যজ্ঞাশ্চ অনেকবিধা উপদিষ্টাস্তৈঃ সিদ্ধপুরুষার্থপ্রয়োজনৈর্জ্ঞানং স্তূয়তে কথং শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াৎ দ্রব্যসাধনসাধ্যাৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ হে পরন্তপঃ! দ্রব্যময়ো হি যজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকো ন জ্ঞানযজ্ঞঃ ফলস্যারম্ভকোঽতঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ, কথং? যতঃ সর্ব্বং কর্ম্ম সমস্তমখিলং অপ্রতিবদ্ধং পার্থ! জ্ঞানে মোক্ষসাধনে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে পরিসমাপ্যতেঽন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "যথা কৃতায় বিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎপ্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মযোগেঽনেকধাভিহিতে সর্ব্বস্য শ্রেয়ঃসাধনস্য কর্ম্মাত্মকত্ব-প্রতিপত্ত্যা কেবলং জ্ঞানমনাদ্রিয়মাণমর্জ্জুনমালক্ষ্য বৃত্তানুবাদপূর্ব্বক মুত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যমাহ ব্রহ্মেত্যাদিনা। সিদ্ধেতি, সিদ্ধং পুরুষার্থভূতং পুরুষাপেক্ষিতলক্ষণং প্রয়োজনং যেষাং যজ্ঞানাং তৈরনন্তরোপদিষ্টৈরিতি যাবৎ। প্রশ্নপূর্ব্বকং স্তুতিপ্রকারং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। জ্ঞানযজ্ঞস্য দ্রব্যযজ্ঞাৎ প্রশস্যতরত্বে হেতুমাহ শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যসাধনসাধ্যাদিত্যুপলক্ষণং স্বাধ্যায়াদেরপি। ততোঽপি জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেয়স্ত্বাবিশেষাৎ দ্রব্য-ময়াদিযজ্ঞেভ্যো জ্ঞানযজ্ঞস্য প্রশস্যতরত্বং প্রপঞ্চয়তি দ্রব্যময়ো হীতি। ফলস্যাভ্যুদয়স্যে-ত্যর্থঃ, ন ফলারম্ভকো ন কস্যচিৎ ফলস্যোৎপাদকঃ, কিন্তু নিত্যসিদ্ধস্য মোক্ষস্য অভিব্যঞ্জকইত্যর্থঃ। তস্য প্রশস্যতরত্বে হেত্বন্তরমাহ যত ইতি। সমস্তং কর্ম্মেত্যগ্নি-হোত্রাদিকমুচ্যতে অখিলমবিদ্যমানং খিলং শেষোঽস্যেত্যনল্পং মহত্তরমিতি যাবৎ, সর্ব্বমখিলমিতি পদদ্বয়োপাদানমসঙ্কোচার্থম্। সর্ব্বং কর্ম্ম জ্ঞানেঽন্তর্ভবতীত্যত্র ছান্দোগ্যশ্রুতিং প্রমাণয়তি যথেতি। চতুরায়কেহি দ্যূতে কশ্চিদায়ঃ চতুরঙ্কঃ সন্ কৃতশব্দেনোচ্যতে, তস্মৈ বিজিতায় কৃতায় তাদর্থ্যেনাধরেয়াস্তস্মাদধস্তাদ্ভাবিনস্ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কাস্ত্রেতাদ্বাপরকলিনামানঃ

পঞ্চমোল্লাসঃ।) চন্দ্রেণ পূরয়েদ্বায়ুং বীজং ষোড়শকৈঃ সুধীঃ। চতুঃষষ্ট্যা মাত্রয়া চ কুম্ভকেনৈব ধারয়েৎ॥ ৩৮॥ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া বায়ুং সূর্য্যনাড্যা চ রেচয়েৎ॥ ৩৯॥ ইত্যাদি (ঘেরণ্ডসংহিতা, পঞ্চম উপদেশ) এবংবিধাং নাড়িশুদ্ধিং কৃত্বা নাড়ীং বিশোধয়েৎ। দৃঢ়ো ভূত্বাসনং কৃত্বা প্রাণায়ামং সমাচরেৎ॥ ১২৪॥ সহিতঃ সূর্য্যভেদশ্চ, উজ্জায়ী, শীতলী তথা।, ভস্ত্রিকা, ভ্রামরী, মূর্চ্ছা, কেবলীচাষ্টকুম্ভিকাঃ॥ ১২৫॥ ইত্যাদি (গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ।) প্রাণায়ামস্ত্রিধা প্রোক্তা রেচপূরককুম্ভকৈঃ। সহিতঃ কেবলশ্চেতি কুম্ভকো দ্বিবিধো মতঃ। রেচশ্চাপূরকৈঃ কার্য্যঃ স বৈ সহিতকুম্ভকঃ। যাবৎ কেবলসিদ্ধিঃ স্যাৎ সহিতং তাবদভ্যসেৎ। রেচকং পূরকং ত্যক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্। প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ॥ ইত্যাদি (স্বরোদয়ান্তর্গত, যোগাভ্যাসাধ্যায়ঃ) প্রাণাপানমনিলং বধ্নং অভ্যাসাৎ কুরুতে তু যৎ। প্রাণায়ামঃ স বিজ্ঞেয়ঃ

সংযস্ত্যায়াঃ সঙ্গচ্ছন্তি চতুরঙ্কে খল্বায়ে ত্রিদ্ব্যেকাঙ্কায়ানামন্তর্ভাবো ভবতি মহাসঙ্খ্যায়ামবান্তরসংখ্যান্তর্ভাবাবশ্যম্ভাবাদেবমেনং বিদ্বাবন্তং পুরুষং সর্ব্বং তদাভিমুখ্যেন সমেতি সঙ্গচ্ছতি, কিং তৎ সর্ব্ব যদ্বিহ্বি পুরুষেহন্তর্ভবতি তদাহ যৎকিঞ্চিদিতি। প্রজাঃ সর্ব্বা যৎ কিমপি সাধু কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বমিত্যর্থঃ। এনমভিসমেতীত্যুক্তং তমেব বিদ্বাবন্তং পুরুষং বিশিনষ্টি যস্তদিতি। কিং তদিত্যুক্তং তদেব বিশদয়তি যৎ স ইতি। স রৈক্যো যৎ তত্ত্বং বেদ তৎ তত্ত্বং যোহন্যোহপি জানাতি তমেনং সর্ব্বং সাধু কর্ম্মাভিসমেতীতি যোজনা॥ ৩৩॥

রামানুজ।—অ [ন্তর্গ] সুগতজ্ঞানতয়া কর্ম্মণো জ্ঞানাকারত্বমুক্তম্। তত্রান্তর্গতজ্ঞানে কর্ম্মণি জ্ঞানাংশস্যৈব প্রাধান্যমাহ শ্রেয়ানিতি। উভয়াকারে কর্ম্মণি দ্রব্যময়াদংশাজ্জ্ঞানময়োহংশঃ শ্রেয়ান্ সর্ব্বস্য কর্ম্মণস্তদিতরস্য চাখিলস্যোপাদেয়স্য জ্ঞানে পরিসমাপ্তেঃ, তদেবং সর্ব্বৈঃ সাধনৈঃ প্রাপ্যভূতং জ্ঞানং কর্ম্মান্তর্গত [ত্বেন] ভেদেনাভ্যস্যতে তদেব হ্যভ্যস্যমানং ক্রমেণ প্রাপ্য দশাং প্রতিপদ্যতে॥ ৩৩॥

হনুমান্।—শ্রেয়ানিতি। জ্ঞাননির্ব্বর্ত্ত্যো যজ্ঞো জ্ঞানযজ্ঞো মনোনিয়মরূপত্বেন পরমাত্মসম্বোধস্য প্রত্যাসন্নরূপত্বাৎ, ক্রিয়ানুরূপমুপাসনানুরূপঞ্চ জ্ঞানে পরমাত্মসম্বোধে পরিসমাপ্যতে বিলীয়তে বিলয়ং গচ্ছতীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

শ্রীধর।—কর্ম্মযজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারজন্যাদ্দৈবাদিযজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেষ্ঠঃ, যদ্যপি জ্ঞানস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য মনঃপরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যত্বমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুঃ সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৩॥

বলদেব।—উক্তাঃ কর্ম্মযোগা বিবিক্তাত্মানুসন্ধিগর্ভত্বাদরণ্যাদিব উভয়রূপাস্তেষু জ্ঞানরূপং সংস্তৌতি শ্রেয়ানিতি। দ্বিরূপে কর্ম্মণি কর্ম্মদ্রব্যময়াদংশাজ্জ্ঞানময়োহংশঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ। দ্রব্যময়াদিত্যুপলক্ষণানামিন্দ্রিয়সংযমাদীনাং তেষাং তদুপায়ত্বাৎ। এতদ্বিবৃণোতি, হে পার্থ! জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং সাঙ্গং পরিসমাপ্যতে নিবৃত্তিমেতি ফলে জাতে সাধননিবৃত্তের্দর্শনাৎ॥ ৩৩॥

সবীজোহবীজ এবচ॥ পরস্পরেণাভিভবং প্রাণাপানৌ যদানিলৌ। কুরুতঃ সদ্বিধানেন তৃতীয়ঃ সংযমাৎ তয়োঃ। তস্য চালম্বনবতঃ স্থূল রূপং দ্বিজোত্তম। আলম্বনমনন্তস্য যোগিনোহভ্যাসতঃ স্মৃতম্। ইত্যাদি (বিষ্ণুপুরাণ, ৬ অংশ, ৭ অধ্যায়) এতেষাং টীকা—প্রাণায়ামমাহ প্রাণাখ্যমিতি। সবীজঃ সালম্বনঃ ভগবন্মূর্ত্তিধ্যানমন্ত্রজপসহিতঃ। দ্বিবিধস্যাপি তস্য পুনস্ত্রৈবিধ্যমাহ পরস্পরেণেতি। উচ্ছ্বাসেন মুখনাসিকাভ্যাং বহির্নির্গচ্ছতি বায়ুঃ সঃ প্রাণঃ। নিশ্বাসেনান্তঃ প্রবিশতি যঃ সোহপানঃ। তত্র প্রাণবৃত্ত্যাপানবৃত্তেরভিভবো নিরোধো রেচকাখ্যঃ প্রাণায়ামঃ। এবমপানবৃত্ত্যা প্রাণবৃত্তেরভিভবঃ পূরকাখ্যঃ। এবমনেন পরস্পরাভিভবপ্রকারদ্বয়েন স প্রাণায়ামো দ্বিধা। তয়োর্যুগপৎ সংযমাৎ কুম্ভকাখ্যঃ তৃতীয়ঃ প্রাণা-

মধুসূদন।—সর্ব্বেষাস্তু তুল্যবন্নির্দ্দেশাৎ কর্ম্মজ্ঞানয়োঃ সাম্যপ্রাপ্তাবাহ শ্রেয়ানিতি। শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ সাক্ষান্মোক্ষফলত্বাৎ দ্রব্যময়াৎ তদুপলক্ষিতাৎ জ্ঞানশূন্যাৎ সর্ব্বস্মাদপি যজ্ঞাৎ সংসারফলাৎ জ্ঞানযজ্ঞ একএব হে পরন্তপ। কস্মাদেবং যস্মাৎ সর্ব্বং কর্ম্ম ইষ্টিপশুসোম-চয়নরূপং শ্রৌতং অখিলং নিরবশেষং স্মার্ত্তমুপাসনাদিরূপঞ্চ যৎ কর্ম্ম তজ্জ্ঞানে ব্রহ্মাত্মৈক্য-সাক্ষাৎকারে পরিসমাপ্যতে প্রতিবন্ধক্ষয়দ্বারেণ পর্য্যবস্যতি "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন ইতি, ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইতি চ শ্রুতেঃ, সর্ব্বাপেক্ষা চ যজ্ঞাদিশ্রুতিরশ্ববদিতি ন্যায়াচ্চেত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—যদর্থমেতে যজ্ঞা উপন্যস্তাস্তং জ্ঞানযজ্ঞং স্তৌতি শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ দেহেন্দ্রিয়াদিতৎসাধ্যাৎ দ্রব্যময়াৎ যজ্ঞাৎ জ্ঞানযজ্ঞঃ নিঃশেষবাঙ্মনঃ-কায়প্রবৃত্ত্যুপরমাত্মকঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্ততরঃ (ঈয়সুন্ প্রত্যয়েন তেষামপি প্রশস্ততরত্বং স্তোত্যতে), তত্র হেতুঃ সর্ব্বমিতি। কর্ম্মফলং সর্ব্বমখিলং সর্ব্বাঙ্গোপসংহারযুক্তং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতি। "যথা কৃতায়াবিজিতায়াধরেয়াঃ সংযন্ত্যেবমেবৈনং সর্ব্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চ প্রজাঃ সাধু কুর্ব্বন্তি যস্তদ্বেদ যৎ স বেদ" ইতি॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ।—শ্রেয়ানিতি। তেষ্বপি মধ্যে "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" ইত্যুক্তলক্ষণাদপি দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাদ্ব্রহ্মাগ্নাবিত্যনেনোক্তঃ জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্। কুতঃ জ্ঞানে সতি সর্ব্বং কর্ম্ম অখিলং অব্যর্থং সৎ পরিসমাপ্যতে সমাপ্তীভবতি জ্ঞানানন্তরং কর্ম্ম ন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—"ব্রহ্মার্পণং" ইত্যাদি (৪ অধ্যায়, ২৪) শ্লোক হইতে নানাপ্রকার যজ্ঞের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা পুরুষার্থ-সিদ্ধির হেতুভূত ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সেই জ্ঞান-যজ্ঞের বিষয় পরিকীর্ত্তিত হইতেছে। বেদে যে সকল যজ্ঞের বিধি আছে, তৎসমস্ত কর্ম্মজ; সুতরাং দ্রব্য-সাধ্য। তাহাতে জ্ঞানের প্রয়োজন নাই; কেবল বাক্য, কায় ও মনের দ্বারাই তাহা

যামঃ। যথা, সন্নিধানেন (অর্থাৎ সদ্গুরূপদিষ্টমার্গেণ রেচকপূরকাভ্যাং যৎ পরস্পরাভিভূতং দ্বয়ং, যশ্চ কুম্ভকেন উভয়োঃ সহাভিভবঃ, এবমভিভব ত্রয়েণৈব প্রাণায়ামঃ॥"

উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বচনগুলির পৃথক্ পৃথক্ ব্যাখ্যা করিতে হইলে একখানি বৃহদাকার গ্রন্থ হইয়া পড়ে; সুতরাং তাহা করা হইল না। স্থূলতঃ বচনগুলির ভাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রেচক, পূরক ও কুম্ভক ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। এই প্রাণায়াম দুই প্রকার; সবীজ বা সগর্ভ এবং নির্বীজ বা নির্গর্ভ। ভগবন্-মূর্ত্তিধ্যান বা মন্ত্রজপ সহিত যে প্রাণায়াম, তাহার নাম সবীজ এবং ধ্যান বা মন্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মাত্রা সংখ্যা দ্বারা যে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই নাম নির্বীজ প্রাণায়াম। যথা; "সগর্ভো মন্ত্রজালেন নির্গর্ভো মাত্রয়া ভবেৎ॥" মাত্রা শব্দের অর্থ নাসা-

সম্পন্ন হয়; এজন্য তাহা জ্ঞানশূন্য। যদিও জ্ঞান মানসিক ব্যাপারের অধীন স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও আত্মস্বরূপ জ্ঞান মনের অভিব্যক্তি-মাত্র; তদুভয়ের জন্য-জনক সম্বন্ধ নাই। অতএব দ্রব্য-সাধ্য যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। দ্রব্যময় যজ্ঞমাত্রই ফলের আরম্ভক, কিন্তু জ্ঞানযজ্ঞে ফলারম্ভ নাই। শ্রৌত যাবতীয় যজ্ঞীয় কর্ম্ম এবং স্মার্ত্ত উপাসনাদিরূপ সমস্ত অনুষ্ঠান, সকলই জ্ঞানের অন্তর্নিবিষ্ট। কেননা, জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনজনিত সকল প্রতিবন্ধেরই ক্ষয় হয় (ইহার শ্রৌত প্রমাণ ২য় অধ্যায়, ৪১ শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে)। এই জ্ঞান "সংপ্লুতোদক" স্থানীয় (২ অঃ, ৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য); সুতরাং যাবতীয় যজ্ঞাদির ফল জ্ঞানেরই অন্তর্ভূত। এই সকল কারণেই দ্রব্য-সাধ্য যাবতীয় যজ্ঞাপেক্ষা জ্ঞান-যজ্ঞই বিশেষ শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৩ ॥

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—প্রণিপাতেন (দীর্ঘনমস্কারেণ) পরিপ্রশ্নেন (বিবিধ-বিজ্ঞানবাদেন) সেবয়া (গুরুশুশ্রূষয়া) তৎ জ্ঞানং বিদ্ধি (জানীহি) জ্ঞানিনঃ (আত্মবোধসম্পন্নাঃ) তত্ত্বদর্শিনঃ (পরোক্ষানুভববিশিষ্টাঃ) তে (তুভ্যং) জ্ঞানং উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশচ্ছলেন কথয়িষ্যন্তি) ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—প্রণাম দ্বারা, জিজ্ঞাসা-বাদ দ্বারা, শুশ্রূষা দ্বারা সেই

রূপে ব্যাখ্যাত আছে। কেহ বলেন, এক ছোটিকা (মধ্যম অঙ্গুলির নিম্নে বৃদ্ধাঙ্গুলির উপরিভাগ রাখিয়া শীঘ্র শীঘ্র ঘর্ষণপূর্ব্বক উপরে উঠাইয়া লওয়ার নাম ছোটিকা) পরিমিত কালই মাত্রা; কেহ (যাজ্ঞবল্ক্য) বলেন, তিন ছোটিকা পরিমিত সময়ই এক মাত্রা, ইত্যাদি। (হঠযোগপ্রদীপিকা দ্বিতীয় উপদেশ, দ্বাদশ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত বচনসমূহের কোন কোনটিতে সবীজ এবং কোনটিতে নির্বীজ প্রাণায়ামের বিষয় আছে। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের উল্লিখিত বচনটিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কেবলমাত্র একবার রেচক, একবার পূরক ও একবার কুম্ভকে প্রাণায়াম হয় না। এই রেচক, পূরক, কুম্ভক, অনুলোম ও বিলোম ক্রমে তিনবার করিলে, তবে একটী প্রাণায়াম শেষ হইবে। যেরূপ, প্রথমে দক্ষিণ নাসাপুট দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দিয়া চাপিয়া ধরিতে হইবে, পরে বাম নাসাপুট দিয়া শনৈঃ শনৈঃ বায়ু গ্রহণ (পূরক) করিতে হইবে; এই পূরকের সময় ষোড়শবার মন্ত্র সমুচ্চারণ করিতে হইবে।

জ্ঞান জানিবে; আত্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট সম্যগ্‌দর্শিগণ তোমাকে জ্ঞান উপদেশ দিবেন ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা।—জ্ঞান-সম্পন্ন সম্যগ্‌দর্শী মহাত্মগণকে বিনীত প্রণাম, বিবিধ প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা এবং বিহিতবিধানে শুশ্রূষা করিয়া সেই জ্ঞান জানিয়া লইবে; তাঁহারা প্রীত হইয়া তোমাকে জ্ঞান-বিষয়ক সমুচিত উপদেশ প্রদান করিবেন ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তদেতদ্বিশিষ্টং জ্ঞানং তর্হি কেন প্রাপ্যতে? ইত্যুচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। তদ্বিদ্ধি বিজানীহি যেন বিধিনা প্রাপ্যত ইত্যাচার্য্যানভিগম্য প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ প্রপতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন, কথং বন্ধঃ কথং মোক্ষঃ কা বিদ্যা কা চাবিদ্যেতি পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়ৈবমাদিনা প্রশ্রয়েণাবর্জ্জিতা আচার্য্যা উপদেক্ষ্যন্তি কথয়িষ্যন্তি তে জ্ঞানং, যথোক্তবিশেষণং জ্ঞানিনো জ্ঞানবন্তোঽপি কেচিদ্‌যথাবৎ তত্ত্বদর্শনশীলাশ্চ ন ভবন্তি, অপরে তু ভবন্ত্যতো বিশিনষ্টি তত্ত্বদর্শিন ইতি, যে সম্যগ্‌দর্শিনস্তৈরুপদিষ্টং জ্ঞানং কার্য্যক্ষমং ভবতি নেতরদিতি ভগবতো মতম্ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যেবং প্রশস্ততরমিদং জ্ঞানং তর্হি কেনোপায়েন তৎপ্রাপ্তিরিতি পৃচ্ছতি তদেতদিতি। জ্ঞানপ্রাপ্তৌ প্রত্যাসন্নমুপায়মুপদিশতি উচ্যত ইতি। তদ্বিজ্ঞানং গুরুভ্যো বিদ্ধি গুরবশ্চ প্রণিপাতাদিভিরুপায়ৈরাবর্জ্জিতচেতসো বদিষ্যন্তীত্যাহ তদ্বিদ্ধীতি। উপদেষ্টৃত্বমুপদেশকর্তৃত্বম্। পরোক্ষজ্ঞানমাত্রেণ ন ভবতীত্যাহ উপদেক্ষ্যন্তীতি। তদিতি প্রেক্ষিতং জ্ঞানসাধনং গৃহ্যতে যেন বিধিনেতি বিশেষদর্শনাৎ, যদ্বা যেনাচার্য্যাবর্জ্জনপ্রকারেণ তদুপদেশবশাদপেক্ষিতং জ্ঞানং লভতে, তথা তজ্জ্ঞানমাচার্য্যেভ্যো লভস্বেত্যর্থঃ। তদেবস্ফোটয়তি আচার্য্যানিতি। এবমাদিনেত্যাদিশব্দেন শমাদয়ো গৃহ্যন্তে, এবমাদিনা বিদ্ধীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। উত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে প্রশ্রয়েণেতি। প্রশ্রয়ো ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বকো নিরতিশয়োঽবনতিবিশেষঃ, যথোক্তবিশেষণং পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ প্রশস্তমমিত্যর্থঃ। বিশেষণস্য

পরে বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ হইলে, কুম্ভক করিয়া ঐ মন্ত্র চতুঃষষ্টিবার জপ করিতে হইবে। কুম্ভক করিবার সময় দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা এবং অনামিকা নামক দুইটী অঙ্গুলি দিয়া বাম নাসাপুট ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসাপুট রোধ করিতে হইবে। পরে, দক্ষিণ নাসাপুট হইতে বৃদ্ধাঙ্গুলি পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাত্রিংশৎ বার ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া রুদ্ধ বায়ু শনৈঃ শনৈঃ পরিত্যাগ করিতে হইবে। তদনন্তর দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা ও অনামিকা দ্বারা বাম নাসাপুট রোধপূর্ব্বক ষোড়শবার মন্ত্র (মায়াবীজ) জপ করিতে করিতে, দক্ষিণ নাসপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ করিয়া, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসারন্ধ্র রোধ করিতে হইবে। পরে কুম্ভক করিয়া চতুঃষষ্টিবার ঐ মন্ত্র জপ করিতে হইবে। তদনন্তর বাম নাসাপুট হইতে কনিষ্ঠা ও অনামিকা অঙ্গুলি উঠাইয়া, দ্বাত্রিংশৎ বার ঐ মন্ত্র জপ করিতে করিতে

পৌনরুক্তিপরিহারার্থমর্থভেদং কথয়তি জ্ঞানবন্তোঽপীতি। জ্ঞানিন ইত্যুক্ত্বা পুনস্তত্ত্বদর্শিন ইতি ব্রুবতো ভগবতোঽভিপ্রায়মাহ যে সম্যগিতি। বহুবচনঞ্চৈতদাচার্য্যবিষয়ং বহুভ্যঃ শ্রোতব্যং বহুধা চেতি সামান্যন্যায়াভ্যনুজ্ঞানার্থং ন ত্বাত্মজ্ঞানমধিকৃত্য আচার্য্যবহুত্বং বিবক্ষিতং, তস্য তত্ত্বসাক্ষাৎকারবদাচার্য্যমাত্রোপদেশাদেবোদয়সম্ভবাৎ ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—তদ্বিদ্ধীতি। তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানম্ "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যারভ্য "এষা তেঽভিহিতা" ইত্যন্তেন ময়োপদিষ্টং মদুক্তকর্ম্মণি বর্ত্তমানস্বং বিপাকানুগুণং কালে প্রণিপাতপরিপ্রশ্নসেবাভির্বিশদাকারং জ্ঞানিভ্যো বিদ্ধি, সাক্ষাৎ কৃতাত্মস্বরূপাস্তু জ্ঞানিনঃ প্রণিপাতাদিভিঃ সেবিতাঃ জ্ঞানবুভুৎসয়া পরিতঃ পৃচ্ছতস্তবাশয়মালক্ষ্য জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

হনুমান্।—এবম্ভূতং পরমাত্মানং কথমহং জানীয়ামিত্যাহ তদ্বিদ্ধীতি। তজ্জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম বিদ্ধি বিজানীহি, প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈর্দণ্ডবৎ পতনং প্রণিপাতঃ নমস্কারবিশেষস্তেন, পরিপ্রশ্নেন পরিতঃ সর্ব্বতোঽবলোক্য গুরোশ্চিত্তে প্রসাদাবগত্যা প্রশ্নস্তেন চ, সেবয়া ইচ্ছয়া [অনুবর্ত্ততে ন ?] এবং সত্যুপদেক্ষ্যন্তি তে তব জ্ঞানং পরমার্থসম্বোধনরূপং ব্রহ্মজ্ঞানিনঃ জ্ঞানবন্তস্তত্ত্বদর্শিনঃ সাক্ষাৎকৃতপরমার্থাঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর।—এবং ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ তদিতি। তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন কুতোঽয়ং মম সংসারঃ কথং বা নিবর্ত্ততে ইতি পরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ, জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাস্তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে তুভ্যং জ্ঞানমুপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি ॥ ৩৪ ॥

বলদেব।—এবং জীবস্বরূপজ্ঞানং তৎসাধনঞ্চ সাঙ্গমুপদিশ্য পরস্বরূপোপাসনজ্ঞানমুপদিশন্ সৎপ্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্যাহ তদিতি। যদর্থং তদুভয়ং ময়া তবোপদিষ্টম্ "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" ইত্যাদিনা তৎ পরাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সন্তাস্বমবগতস্বস্বরূপো বিদ্ধি প্রাপ্নুহি। তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎ প্রণতিঃ সেবা ভৃত্যবৎ তেষাং পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্নঃ তৎস্বরূপতদ্গুণতদ্বিভূতিবিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ। ননূদাসীনাস্তে ন বক্ষ্যন্তীতি চেৎ তত্রাহ উপেতি। তে জ্ঞানিনোঽধিগতস্বপরাত্মানঃ প্রণিপাতাদিনা তজ্জিজ্ঞা-

শনৈঃ শনৈঃ রুদ্ধ বায়ু বাম নাসারন্ধ্র দিয়া ত্যাগ করিতে হইবে। আবার পূর্ব্বের ন্যায় বাম নাসাপুট দিয়া বায়ু গ্রহণ করতঃ কুম্ভক করিয়া, দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দিয়া পূর্ব্ববর্ণনানুযায়ী মন্ত্র জপ করিতে করিতে বায়ু পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহারই নাম সম্পূর্ণ প্রাণায়াম ; কিন্তু বৈদিক প্রাণায়ামে এরূপ বিধি দেখিতে পাওয়া যায় না। বৈদিক ও তান্ত্রিক প্রাণায়ামের পরস্পরগত ভেদও এই পর্য্যন্ত। এতদ্ব্যতীত ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্র জপের ভিন্ন ভিন্ন প্রাণায়ামের বিধি তন্ত্রশাস্ত্রে পরিলক্ষিত হয়। যেরূপ ব্রহ্মমন্ত্রের প্রাণায়ামে রেচক ও পূরক উভয়ই এক নাসারন্ধ্র দিয়া করিতে হয়। যথা ; মধ্যমানামিকাভ্যাঞ্চ দক্ষহস্তস্য পার্ব্বতি। বামনাসাপুটং ধৃত্বা দক্ষনাসাপুটেন চ। পূরয়েৎ পবনং মন্ত্রী মূলমষ্টমিতং জপন্॥ অঙ্গুষ্ঠেন দক্ষনাসাং ধৃত্বা কুম্ভকযোগতঃ। জপেদ্দ্বাত্রিংশতাবৃত্ত্যা ততো দক্ষিণনাসয়া। শনৈঃ শনৈস্ত্যজেদ্বায়ুং

স্তামালক্ষ্য তে তুভ্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি তত্ত্বদর্শিনস্তজ্জ্ঞানপ্রচারকাঃ কারুণিকা ইতি যাবৎ। নন্বত্র তদিতি জীবজ্ঞানং বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন "ন ত্বেবাহং জাতু নাসম্", "যুক্ত আসীত মৎপরঃ", "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" ইত্যাদিনা পরাত্মনোঽপি প্রকৃতত্বাৎ তজ্জ্ঞানায়ৈব জীবজ্ঞানস্যাপ্যুপদেশ্যত্বাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ,"অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ" ইতি। অন্যথা শ্রুতিসূত্রার্থসংবাদিনোঽগ্রিমস্য জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ স্যাৎ উক্তমেব সুষ্ঠু॥ ৩৪॥

মধুসূদন।—এতাদৃশজ্ঞানপ্রাপ্তৌ কোঽতিপ্রত্যাসন্ন উপায়ঃ? ইত্যুচ্যতে তদ্বিদ্ধীতি। তৎ সর্ব্বকর্ম্মফলভূতং জ্ঞানং বিদ্ধি লভস্ব, আচার্য্যান্ অভিগম্য তেষাং প্রণিপাতেন প্রকর্ষেণ নীচৈঃ পতনং প্রণিপাতো দীর্ঘনমস্কারস্তেন,কোঽহং,কথং বদ্ধোঽস্মি, কেনোপায়েন মুচ্যেয়মি-ত্যাদিপরিপ্রশ্নেন বহুবিষয়েণ প্রশ্নেন, সেবয়া সর্ব্বভাবেন তদনুকূলকারিতয়া, এবং ভক্তিশ্রদ্ধা-তিশয়পূর্ব্বকেণাবনতিবিশেষেণাভিমুখাঃ সন্তঃ উপদেক্ষ্যন্তি উপদেশেন সম্পাদয়িষ্যন্তি তে তুভ্যং জ্ঞানং পরমাত্মবিষয়ং সাক্ষান্মোক্ষফলং জ্ঞানিনঃ পদবাক্যন্যায়াদিমাননিপুণাঃ তত্ত্ব-দর্শিনঃ কৃতসাক্ষাৎকারাঃ, সাক্ষাৎকারবদ্ভিরুপদিষ্টমেব জ্ঞানং ফলপর্য্যবসায়ি ন তু তদ্রহিতৈঃ পদবাক্যমাননিপুণৈরপীতি ভগবতো মতম্, তদ্বিজ্ঞানার্থং "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতি, শ্রুতিসংবাদি তত্রাপি শ্রোত্রিয়মধীতবেদং ব্রহ্মনিষ্ঠং কৃতব্রহ্ম-সাক্ষাৎকারমিতি ব্যাখ্যানাৎ। (বহুবচনঞ্চেদমাচার্য্যবিষয়মেকস্মিন্নপি গৌরবাতিশয়ার্থং ন তু বহুত্ববিবক্ষয়া) একস্মাদেব তত্ত্বসাক্ষাৎকারবত আচার্য্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয়ে সত্যাচার্য্যান্তর-গমনস্য তদর্থমযোগাদিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৩৪॥

নীলকণ্ঠ।—তদ্বিদ্ধীতি। জ্ঞানিনঃ গ্রন্থজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনঃ অনুভববন্তঃ জ্ঞানং ব্রহ্ম, স্পষ্টার্থঃ শ্লোকঃ॥ ৩৪॥

বিশ্বনাথ।—তজ্জ্ঞানপ্রাপ্তয়ে প্রকারমাহ তদিতি। প্রণিপাতেন জ্ঞানোপদেষ্টরি গুরৌ দণ্ডবন্নমস্কারেণ, ভগবন্! কুতোঽয়ং মে সংসারঃ কথং নিবর্ত্তিষ্যত ইতি পরিপ্রশ্নেন চ, সেবয়া তৎ পরিচর্য্যয়া চ তদ্বিজ্ঞানার্থং "স্বগুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" ইতিশ্রুতেঃ॥ ৩৪॥

জপন্ ষোড়শধা মনুম্। বামনাসাপুটেঽপ্যেবং পূরককুম্ভকরেচকম্। পুনর্দক্ষিণতঃ কুর্য্যাৎ পূর্ব্ববৎ সুরপূজিতে। প্রাণায়ামবিধিঃ প্রোক্তো ব্রহ্মমন্ত্রস্য সাধনে॥ ৪৪-৪৮॥ (মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্, তৃতীয়োল্লাসঃ)। গোপালমন্ত্রাদিরও ঐরূপ ভেদ পরিলক্ষিত হয়। (শব্দকল্পদ্রুম, প্রাণায়াম শব্দ দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্ত নির্বীজ প্রাণায়াম, মাত্রার তারতম্য অনুসারে ত্রিবিধ; লঘু, মধ্য ও শ্রেষ্ঠ। যথা; "আসনং পদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামো মরুজ্জয়ঃ। মন্ত্রধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতো হ্যগর্ভকঃ। অগর্ভাত্তু সগর্ভস্থঃ প্রাণায়ামস্ততোঽধিকঃ। এবং দ্বিধা ত্রিধাপ্যুক্তঃ পূরণাৎ পূরকঃ স চ॥ কুম্ভকো নিশ্চলত্বাৎ স রেচনাদ্রেচকস্ত্রিধা। লঘুর্দ্বাদশমাত্রঃ স্যাৎ চতু-র্ব্বিংশতিকঃ পরঃ। ষট্ত্রিংশন্মাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চ রোধনম্॥ (গরুড়পুরাণ, ৪৯ অধ্যায়)। এ বিষয় হঠযোগপ্রদীপিকাদি যোগগ্রন্থে বিস্তৃতরূপে লিখিত আছে। (হঠযোগপ্রদীপিকা, দ্বিতীয় উপদেশ, ১২ শ্লোকের টীকা অবশ্য দ্রষ্টব্য; বাহুল্য ভয়ে উদ্ধৃত হইল না।)

তাৎপর্য্য ।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। এই পরম ধন জ্ঞান কি উপায়ে লাভ করা যাইতে পারে, তাহাই কথিত হইতেছে। আচার্য্যের সমীপগত হইয়া, ভক্তিভাবে তাঁহাদের চরণারবিন্দে প্রণিপাত করিবে, তাহার পর 'কে আমি, কেন এই ঘোর সংসার-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি, কি উপায়ে এই সংসার-বন্ধনবিনির্ম্মুক্ত হইব' এবংবিধ বিবিধ প্রশ্ন করিবে। তদনন্তর বহুপ্রকার শুশ্রূষার দ্বারা তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করিবে। তখন সেই জ্ঞানগৌরবসম্পন্ন ব্রহ্মবোধবিশিষ্ট মহাপুরুষেরা, তোমার বিনয়, শিষ্টাচার, ভক্তিশ্রদ্ধাতিশয্য দর্শনে তোমার হিতসাধনার্থ পরমাত্মবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিবেন। কেবল জ্ঞানী হইয়াও অনেকের অপরোক্ষ দর্শনশক্তি জন্মে না; জীবব্রহ্মের অভেদদর্শনজনিত যাঁহারা সম্যগ্‌দর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিই মোহচ্ছেদপূর্ব্বক মোক্ষফলবিধায়ক জ্ঞানোপদেশ প্রদানে সমর্থ, এই জন্যই এস্থলে জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী এই দুইটি পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। গৌরবার্থে ঐ পদদ্বয় বহুবচন হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর সমীপে সমিৎপাণি হইয়া গমন করিবে।" (১৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। আচার্য্যের সমীপগত হইয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম, ভৃত্যবৎ সেবা করিবে। আত্ম-বস্তুর স্বরূপ, তাঁহার গুণ ও বিভূতি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। যাঁহার জ্ঞানবিষয়ে আগ্রহ নাই, তাহাকে তাঁহারা কোনই উপদেশ প্রদান করেন না। তোমাকে প্রণিপাত শুশ্রূষাদি পরায়ণ দেখিলে, তাঁহারা জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানাচার্য্যগণ করুণাপ্রবণ হৃদয়; এখানে 'তৎ' পদ দ্বারা জীবজ্ঞান কথিত

এখন দেখা যাউক, রেচক, পূরক, কুম্ভক কাহাকে বলে। "নাসিকোৎকৃষ্ট উচ্ছ্বাসো ধ্মাতঃ পূরক উচ্যতে। কুম্ভকো নিশ্চলশ্বাসো মুচ্যমানস্তু রেচকঃ ॥" (যোগিযাজ্ঞবল্ক্যঃ)। অর্থাৎ নাসিকা দ্বারা বায়ুর আকর্ষণের নাম পূরক, বায়ু পরিত্যাগের নাম রেচক এবং বায়ুর নিশ্চলভাবে স্থিতির নাম কুম্ভক। অমৃতবিন্দু উপনিষদে লিখিত আছে যে, বায়ুকে ঊর্দ্ধে লইয়া উদরকে প্রাণ-রহিত করতঃ প্রাণবায়ুকে শূন্যে যোজিত করণেরই নাম রেচক। যথা; "উৎক্ষিপ্য বায়ুমাকাশং শূন্যং কৃত্বা নিরাত্মকম্। শূন্যভাবেন যুঞ্জীয়াৎ রেচকস্যেতি লক্ষণম্ ॥ (১১ শ্রুতি)। স্বাভাবিক শ্বাসপ্রশ্বাস ও গাত্র-সঞ্চালন পরিত্যাগপূর্ব্বক নিগরণ (গিলে ফেলা) লক্ষণ যে অনুচ্ছ্বাস করা বা বায়ু গ্রহণ, তাহারই নাম পূরক। যথা; "ন চোচ্ছসেন্নানুচ্ছসেন্নৈব গাত্রাণি চালয়েৎ। এবং বায়ুর্গ্রহীতব্যঃ পূরকস্যেতি লক্ষণম্ ।" (১২ শ্রুতি,

হইয়াছে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কারণ, তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সূত্রকারও 'তৎ' শব্দে পরমাত্মা-জ্ঞান এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাবানুসারে জীবজ্ঞান সঙ্গত মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বহু শ্লোকেই পরমাত্মবিষয়ক প্রস্তাবও বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহা প্রস্তাববহির্ভূত নহে॥ ৩৪ ॥

যজ্‌জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষাণি দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—পাণ্ডব যৎ (জ্ঞানং) জ্ঞাত্বা (প্রাপ্য) পুনঃ এবং মোহং (বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং) ন যাস্যসি (প্রাপ্স্যসি) যেন (জ্ঞানেন) অশেষাণি (ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি) অথ (অনন্তরম্) আত্মনি ময়ি (পরমাত্মনি ভগবতি বাসুদেবে) দ্রক্ষ্যসি (অভেদবোধং করিষ্যসি ইতি ভাবঃ)॥ ৩৫ ॥

প্রতিশব্দ।—পাণ্ডুনন্দন যাহা জানিয়া পুনরায় এরূপ ভ্রম পাইবে না যাহার দ্বারা যাবতীয় ভূতে অতঃপর পরমাত্মা আমাতে দেখিবে॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পাণ্ডুতনয়! সেই জ্ঞান লাভ করিলে আর কখনই তোমার বন্ধুবধাদি হেতু মোহ উপস্থিত হইবে না। তখন তোমার পুত্রপিত্রাদি যাবতীয় জীবাত্মাকে বাসুদেবরূপ পরমাত্মার সহিত অভিন্ন বলিয়া বোধ হইবে॥ ৩৫ ॥

অমৃতবিন্দু উপনিষৎ) এই অমৃতবিন্দু উপনিষদে দুই প্রকার কুম্ভকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পদ্মনালের অভ্যন্তরস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া যেরূপ বায়ু সঞ্চারিত হয়, মুখকে সেইরূপ সূক্ষ্মরূপে বায়ুসঞ্চারোপযোগী করতঃ সেই মুখ দিয়া বায়ুকে বাহিরে নির্গত করিয়া যে অবস্থান, ইহাই প্রথম কুম্ভক। আর, উক্তরূপে বায়ু গ্রহণপূর্ব্বক তাহাকে রুদ্ধ করিয়া যে অবস্থান, ইহা দ্বিতীয় কুম্ভক। যথা; "বক্ত্রেণোৎপলনালেন বায়ুং কৃত্বা নিরাশ্রয়ম্। এবং বায়ুর্গৃহীতব্যঃ কুম্ভকস্যেতিলক্ষণম্॥" (১৩ শ্রুতি; ইহার দীপিকা দ্রষ্টব্য)। উক্ত উপনিষদের দীপিকাকার নারায়ণাচার্য্য বলেন যে, প্রথমোক্ত কুম্ভক বা প্রকৃত প্রাণায়াম তান্ত্রিক এবং দ্বিতীয়োক্ত কুম্ভক বা প্রকৃত প্রাণায়ামটী বৈদিক। যথা; "পূরণাদি রেচনান্তঃ প্রাণায়ামস্তু বৈদিকঃ। রেচনাদিপূরণান্তঃ প্রাণায়ামস্তু তান্ত্রিকঃ॥" (অমৃতবিন্দু উপনিষদ্দীপিকা)। মুক্তিকোপনিষদেও অভি-

শঙ্করাচার্য্য।—তথা চ সতীদমপি সমর্থং বচনং যদিতি। যজ্জ্ঞাত্বা যজ্জ্ঞানং তৈরুপদিষ্টমধিগম্য প্রাপ্য পুনর্ভূয়ো মোহমেবং যথেদানীং মোহং গতোহসি পুনরেবং ন যাস্যসি হে পাণ্ডব! কিঞ্চ যেন জ্ঞানেন ভূতান্যশেষেণ ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি দ্রক্ষ্যসি সাক্ষাদাত্মনি প্রত্যগাত্মনি মৎসংস্থানীমানি ভূতানীতি, অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চেমানীতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎপ্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

আনন্দগিরি।—বিশিষ্টৈরাচার্য্যৈরুপদিষ্টে জ্ঞানে কার্য্যক্ষমে প্রাপ্তে সতি সমনন্তর-বচনমপি যোগ্যবিষয়মর্থবদ্ভবতীত্যাহ তথা চেতি। অতস্তস্মিন্ বিশিষ্টে জ্ঞানে ত্বদীয়মোহা-পোহহেতৌ নিষ্ঠাবতা ভবতা ভবিতব্যমিতি শেষঃ। তত্র নিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠায়ৈ তদেব জ্ঞানং পুনর্ব্বিশিনষ্টি যেনেতি। যজ্জ্ঞাত্বেত্যযুক্তং জ্ঞানাযোগাদিত্যাশঙ্ক্য প্রাপ্ত্যর্থত্বমধিপূর্ব্বস্য গমেরঙ্গীকৃত্য ব্যাকরোতি অধিগম্যেতি। ইতশ্চাচার্য্যোপদেশলভ্যে জ্ঞানে ফলবতি প্রতিষ্ঠাবতা ভবিতব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি। জীবে চেশ্বরে চোভয়ত্র ভূতানাং প্রতিষ্ঠিতত্ব-প্রতিনির্দ্দেশে ভেদবাদানুমতিঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ক্ষেত্রজ্ঞেতি। মূলপ্রমাণাভাবে কথং তদেকত্বদর্শনং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি॥ ৩৫॥

রামানুজ।—আত্মযাথাত্ম্যবিষয়স্য জ্ঞানস্য সাক্ষাৎকাররূপস্য লক্ষণমাহ যজ্-জ্ঞাত্বেতি। যজ্জ্ঞানং জ্ঞাত্বা পুনরেবং দেহদ্যাত্মাভিমানরূপং তৎকৃতং মমতাস্পদঞ্চ মোহং ন যাস্যসি যেন দেবমনুষ্যাদ্যাকারেণানুসংহিতানি সর্ব্বাণি ভূতানি স্বাত্মন্যেব দ্রক্ষ্যসি, যত-স্তবাত্মনোঽন্যেষাঞ্চ জীবানাং [ভূতানাম্ প্রকৃতিবিযুক্তানাং জ্ঞানৈকাকারতয়া সাম্যং প্রকৃতি-সংসর্গদোষবিমুক্তাত্মস্বরূপং সর্ব্বং সমমিতি চ বক্ষ্যতে, "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" ইতি। অথো ময়ি সর্ব্বাণি ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যসি মৎস্বরূপসাম্যাচ্চ। পরিশুদ্ধস্য সর্ব্বস্যাত্মবস্তুনঃ "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" ইতি বক্ষ্যতে। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যেবমাদিষু নামরূপবিনির্ম্মুক্তস্যাত্মনঃ বস্তুনঃ। পরং স্বরূপসাম্যমবগম্যতে। অতঃ প্রকৃতিবিনির্ম্মুক্তং সর্ব্বমাত্মবস্তু পরস্পরং সমং সর্ব্বেশ্বরেণ চ সমম্॥ ৩৫॥

হনুমান্। তজ্জ্ঞানং বিশিনষ্টি যজ্জ্ঞাত্বেতি। যজ্জ্ঞানরূপং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা পুনঃ পশ্চাদেবং মোহং ব্যামোহনং ন যাস্যসি ন গন্তাসি তজ্জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তীত্যর্থঃ। পুন-

হিত আছে যে, কুম্ভক দুই প্রকার। যথা; "অপানেঽস্তং গতে প্রাণো যাবন্নাভ্যুদিতো হৃদি। তাবৎ সা কুম্ভকাবস্থা যোগিভির্যানুভূয়তে॥ বহিরস্তং গতে প্রাণে যাবন্নাপান উদ্গতঃ। তাবৎ পূর্ণাং সমাবস্থাং বহিষ্ঠং কুম্ভকং বিদুঃ॥" (৪৯, ৫০ শ্রুতি)। অর্থাৎ বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে কুম্ভক দ্বিবিধ। তন্মধ্যে পূরক দ্বারা অপান বায়ু অস্তমিত হইলে যতক্ষণ না প্রাণ-বায়ু সমুদিত হয়, সেই অবস্থার নাম আভ্যন্তর কুম্ভক; আর রেচক দ্বারা প্রাণবায়ু অস্তমিত হইলে যতক্ষণ না অপান বায়ু সমুদিত হয়, সেই অবস্থার নাম বহিস্থ কুম্ভক। বিচার করিলে, অমৃতবিন্দু উপনিষৎ ও মুক্তিকোপনিষদে বর্ণিত কুম্ভকদ্বয়ই এক-রূপ, কেবল ভাষা ভিন্ন মাত্র। যোগতত্ত্বোপনিষদে বর্ণিত আছে যে, "নিরিদ্ধে তু নবদ্বারে উচ্ছসন্নিশ্বসং তথা। ঘটমধ্যে যথা দীপং নির্ব্বাণং কুম্ভকং বিদু॥" (১৩ শ্রুতি)। অন্য দীপিকা—এবং সোঽস্ত্রয়ে মনসি শিরসি

বিশিনষ্টি যেন জ্ঞানেন ভূতানি কার্য্যকারণসঙ্ঘাতানি ভূতানি অশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যুপলক্ষ্যসে আত্মনি প্রত্যগাত্মনি ময়ি ঈশ্বরে বাসুদেবাত্মনি ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর।—জ্ঞানফলমাহ যজ্জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্ব্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি। তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অথো অনন্তরং আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

বলদেব।—উক্তজ্ঞানফলমাহ যদিতি। যজ্জীবজ্ঞানপূর্ব্বকং পরমাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং জ্ঞাত্বোপলভ্য পুনরেবং বন্ধুবধাদিহেতুকং মোহং ন যাস্যসি। কথং ন যাস্যামীত্যত্রাহ যেনেতি। যেন জ্ঞানেন ভূতানি দেবমানবাদিশরীরাণি অশেষেণ সামস্ত্যেন সর্ব্বাণীত্যর্থঃ। আত্মনি স্বস্বরূপে উপাধিত্বেন স্থিতানি তানি পৃথক্ দ্রক্ষ্যসি। অথো ময়ি সর্ব্বেশ্বরে সর্ব্বহেতৌ কার্য্যত্বেন স্থিতানি তানি দ্রক্ষ্যসীতি। এতদুক্তং ভবতি, "দেহদ্বয়বিবিক্তা জীবাত্মানস্তেষাং হরিবিমুখানাং হরিমায়য়ৈব দেহেষু দৈহিকেষু চ মমত্বানি রচিতানি হস্তৃহন্তব্যভাবাবভাসশ্চ তয়ৈব। শুদ্ধস্বরূপাণাং ন তত্তৎসম্বন্ধঃ, পরমাত্মা খলু সর্ব্বেশ্বরঃ স্বাশ্রিতানাং জীবানাং তত্তৎকর্ম্মানুগুণতয়া তত্তদ্দেহেন্দ্রিয়াণি তত্তদ্দেহযাত্রাং লোকান্তরেষু তত্তৎসুখভোগাংশ্চ সম্পাদয়ত্যুপাসিতস্তু মুক্তিমিত্যেব জ্ঞানিনো ন মোহাবকাশ ইতি ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন।—এবমতিনির্ব্বন্ধেন জ্ঞানোৎপাদনে কিং স্যাদত আহ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি। যৎ পূর্ব্বোক্তং জ্ঞানমাচার্য্যৈরুপদিষ্টং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য (ওদনপাকং পচতীতিবৎ তস্যৈব ধাতোঃ সামান্যবিবক্ষয়া প্রয়োগঃ) ন পুনর্ম্মোহমেবং বন্ধুবধাদিনিমিত্তং ভ্রমং যাস্যসি হে পাণ্ডব! কস্মাদেবম্? যস্মাৎ যেন জ্ঞানেন ভূতানি পিতৃপুত্রাদীনি অশেষাণি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি স্বাবিদ্যাবিজৃম্ভিতানি আত্মনি ত্বয়ি ত্বম্পদার্থেঽথোঽপি ময়ি ভগবতি বাসুদেবে তৎপদার্থে পরমার্থতো ভেদরহিতেঽধিষ্ঠানভূতে দ্রক্ষ্যসি অভেদেনৈব অধিষ্ঠানাতিরেকেণ কল্পিতস্যাভাবাৎ, মাং ভগবন্তং বাসুদেবমাত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য সর্ব্বজ্ঞাননাশেন তৎকার্য্যাণি ভূতানি ন স্থাস্যন্তীতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—যজ্‌জ্ঞাত্বেতি। যৎ চিন্মাত্রস্বরূপং ব্রহ্ম জ্ঞাত্বা এবং ইদানীমিব পুনর্ম্মোহং ন যাস্যসি, অথো অপি চ যেন জ্ঞানেন ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি আত্মনি ময়ি

নীতে, ততো বায়ু পূর্ণে উদরে সতি নবদ্বাররোধঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ নবদ্বার ইতি। নবদ্বারে নিষিদ্ধে সতি অন্তরেব উচ্ছসন্ নিশ্বসং স্থিত্বৈত, ইমং কুম্ভকং নির্ব্বাণং মোক্ষদং বিদুঃ ঘটনিক্ষিপ্তদীপোপমম্ ॥ অয়ং কেবলকুম্ভকঃ। তদুক্তং, "রেচকং পূরকং মুক্ত্বা সুখং যদ্বায়ুধারণম্। প্রাণায়ামোঽয়মিত্যুক্তঃ স বৈ কেবলকুম্ভকঃ। কেবলে কুম্ভকে সিদ্ধে রেচ-পূরক-বর্জ্জিতে। ন তস্য দুর্লভং কিঞ্চিৎ ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে।" অয়মষ্টবিধকুম্ভকানামন্ত্যো মুখ্যঃ তদুক্তং,—"সূর্য্যভেদনমুজ্জায়ী সীৎকারি শীতলী তথা। ভস্ত্রিকা ভ্রমরী মূর্চ্ছা কেবলশ্চাষ্টকুম্ভকাঃ।" গোরক্ষোঽপি,—"দ্বারাণাং নবকং নিরুধ্য মরুতং পীত্বোদরে ধারিতং, নীত্বাকাশমপান-বহ্নি-সহিতং শক্ত্যা সমুচ্ছালিতম্। আত্মধ্যানযুতস্ত্বনেন বিধিনা মূর্দ্ধি ধ্রুবং

ত্বম্পদলক্ষ্যার্থাদনন্তভূতে পরমেশ্বরে দ্রক্ষ্যসি নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টেতি প্রতীচোঽন্যস্য দ্রষ্টৃনিষেধাৎ। ভাষ্যে তু সাক্ষাদাত্মনি মৎস্থানীমানীতি দ্রক্ষ্যসি, অথো অপি ময়ি বাসুদেবে পরমেশ্বরে চাত্মনীতি ক্ষেত্রজ্ঞেশ্বরৈকত্বং সর্ব্বোপনিষৎ প্রসিদ্ধং দ্রক্ষ্যসীত্যর্থ ইতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানস্য ফলমাহ যজ্‌জ্ঞাত্বেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যজ্‌জ্ঞানং দেহাদতিরিক্ত এবাত্মেতি লক্ষণং জ্ঞাত্বা এবং মোহমন্তঃকরণধর্ম্মং ন প্রাপ্স্যসি। যেন চ মোহবিগমেন স্বাভাবিকনিত্যসিদ্ধাত্মজ্ঞানলাভাৎ অশেষাণি ভূতানি মনুষ্যতির্য্যগাদীনি আত্মনি জীবাত্মনি উপাধিত্বেন স্থিতানি পৃথগ্ দ্রক্ষ্যসি। অথো ময়ি পরমকারণে চ কার্য্যত্বেন স্থিতানি দ্রক্ষ্যসি ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। উল্লিখিতরূপ নির্ব্বন্ধাতিশয্যসহকারে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়া কি লাভ হইবে, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্তরূপে আচার্য্যের নিকট হইতে উপদেশ দ্বারা জ্ঞান লাভ করিলে, বহ্নি যেমন ভক্ষ্য পদার্থকে জীর্ণ করে, তদ্রূপ তোমার মোহ অপাকৃত হইবে। বন্ধুবধাদি নিমিত্ত তুমি অধুনা যে মোহে অভিভূত হইতেছ, জ্ঞান দ্বারা তোমার হৃদয় আলোকিত হইলে, সে মোহ বিদূরিত হইবে। তখন ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত অবিদ্যাবিজৃম্ভিত পিতৃ-পুত্রাদি যাবতীয় ভূতাত্মরূপ ত্বম্পদার্থে, পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবরূপ তৎপদার্থ-নির্ব্বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবে। তখন পরমার্থদর্শনশক্তি উন্মুক্ত হওয়ায়, অভিন্নভাবে আমাকে দর্শন করিয়া, যাবতীয় অজ্ঞান ও তাহার কার্য্যস্বরূপ ভূতসমূহ আর বিভিন্নভাবে উপলব্ধ হইবে না।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। জীবজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মাসম্বন্ধি জ্ঞান উপজাত হইলে, বন্ধুবধাদিজনিত মোহ আর উপস্থিত হইবে না। সেই জ্ঞান দ্বারা দেবমানবাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর, উপাধিরূপে অবস্থিত বোধে, তৎসমস্ত পৃথগ্‌রূপে দর্শন করিবে, এবং আমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্

বিন্যসেৎ, যাবত্তিষ্ঠেতি তাবদেব মহতাং সজ্বেন সংস্তুয়তে॥" অর্থাৎ নবদ্বার নিষিদ্ধ (নিরোধ) হইলে শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি ভিতরেই হইতে থাকে; এই অবস্থায় স্থিতির নামই নির্ব্বাণ (অর্থাৎ মোক্ষপ্রদ) কুম্ভক। যোগশাস্ত্রে এই কুম্ভকই কেবল কুম্ভক নামে পরিচিত। আজকাল অনেকেই সোঁ সোঁ করিয়া বায়ুর টানা ও ছাড়া করিয়াই প্রাণায়াম সাধন করেন, তাঁহাদের প্রাণায়ামে কুম্ভক নাই। এরূপ প্রাণায়ামের ব্যবস্থা যে কোন্ শাস্ত্রে আছে, তাহা তো কৈ দেখিতে পাইলাম না! আর এরূপ টানাছাড়াতে প্রণায়াম কথার সার্থকতাও তো কৈ দেখা যায় না। কেবল রেচক ও পূরকে বায়ু নিরোধ হইতে পারে না। [পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।]

সকলের হেতুস্বরূপে অবস্থিত, এইরূপ উপলব্ধি করিবে। শ্রীহরির মায়াস্বরূপ দেহ ও দেহীতে তখন আর মমতা থাকিবে না এবং মৎস্তুত্বব্যভাবও আর থাকিবে না ॥ ৩৫ ॥

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপিভ্যঃ চেৎ (যদি) [ত্বম্] পাপকৃত্তমঃ (অতিশয়েন পাপকারী) অসি (ভবসি) [তথাপি] জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপেণ পোতেন এব) সর্ব্বং বৃজিনং (অখিলং পাপরূপং সমুদ্রম্) সন্তরিষ্যসি (অতিক্রমিষ্যসি) ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—সকল পাপী অপেক্ষাও যদি [তুমি] অতিশয় পাপ-কারী হও, [তথাপি] জ্ঞানরূপ পোত দ্বারাই সকল পাপার্ণব অতিক্রম করিবে ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যদি তুমি যাবতীয় পাপীর অপেক্ষাও অধিকতর পাপী হও, তাহা হইলেও জ্ঞানরূপ নৌকারোহণপূর্ব্বক, অনায়াসেই সেই সমস্ত পাপ-পারাবার অতিক্রম করিতে পারিবে ॥ ৩৬ ॥

ভগবান্ পতঞ্জলি প্রণীত যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইতেছে। "তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ।" (সাধনপাদ, ৪৯ সূত্র)। প্রাণায়াম কি? না, শ্বাসপ্রশ্বাসের স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, তাহাকে শাস্ত্রোক্ত নিয়মের অধীন করা বা স্থানবিশেষে বিধৃত করা। আসন সিদ্ধ হইলেই এই দুঃসাধ্য কার্য্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, নচেৎ বড়ই দুষ্কর। "বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দ্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘঃ সূক্ষ্মঃ।" (সাধনপাদ, ৫০ সূত্র)। প্রাণায়াম তিন প্রকার; এক বাহ্যবৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তরবৃত্তি, তৃতীয় স্তম্ভবৃত্তি। এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল ও সংখ্যা দ্বারা দীর্ঘ ও সূক্ষ্মরূপে সিদ্ধ হইতে দেখা যায়। এই অত্যল্প কথা দ্বারা প্রাণায়াম-তত্ত্বটী ঠিক্ বুঝা গেল না। সুতরাং ইহাকে বিস্তৃতরূপে বলা আবশ্যক হইতেছে। তদ্‌যথা; যোগশাস্ত্রে ইহার কৌশল ও ব্যবস্থা বিষয়ক উপদেশ ও ফলাফল সকল বিশেষরূপে লিখিত আছে। সে সকল লিপির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে এইরূপ প্রতীতি হয় যে, প্রাণায়াম এক প্রকার প্রাণবায়ুর শিল্প, অর্থাৎ প্রাণ-বায়ু যে বিনা প্রযত্নে অর্থাৎ স্বাভাবিকরূপে সদা সর্ব্বদা অন্তরে ও বাহিরে গমনাগমন করিতেছে, প্রযত্ন বিশেষ অবলম্বন করিয়া, তাহার সেই স্বাভাবিক গতি

☞ পাঠান্তর ৩৫ শ্লোক।—ভূতান্যশেষেণ।

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চৈতস্য জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং অপীতি। অপি চেদসি পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ যদসি ভবসি সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানমেব প্লবং জ্ঞানপ্লবং কৃত্বা বৃজিনং বৃজিনার্ণবং পাপং সন্তরিষ্যসি ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানস্য প্রকারান্তরেণ প্রশংসাং প্রস্তৌতি কিঞ্চেতি। পাপকারিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ সকাশাদতিশয়েন পাপকারিত্বমেকস্মিন্নসম্ভাবিতমপি জ্ঞানমাহাত্ম্যপ্রসিদ্ধ্যর্থমঙ্গীকৃত্য ব্রবীতি অপিচেদিতি। ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানস্য সর্ব্বপাপনিবর্ত্তকত্বেন মাহাত্ম্যমিদানীং প্রকটয়তি সর্ব্বমিতি। অধর্ম্মে নিবৃত্তেঽপি ধর্ম্মরূপ প্রতিবন্ধান্ন জ্ঞানবতোঽপি মোক্ষঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ধর্ম্মোঽপীতি। ইহেত্যধ্যাত্মশাস্ত্রং গৃহ্যতে ॥ ৩৬ ॥

রামানুজ।—অপি চেদিতি। যদ্যপি সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ পাপকৃত্তমোঽসি সর্ব্বং পূর্ব্বার্জ্জিতং বৃজিনরূপং সমুদ্রমাত্মবিষয়জ্ঞানরূপপ্লবেনৈব সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

হনুমান্।—আত্মনি চ জ্ঞানফলমাহ অপি চেদিতি। অপি চেদসি ভবসি সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ অতিশয়েন পাপকৃৎ পাপকৃত্তমঃ, সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব প্লবতেঽনেনেতি প্লবঃ জলতরণং জ্ঞানমেব প্লবো জ্ঞানপ্লবস্তেনৈব বৃজিনং পাপং তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

ভঙ্গ করিয়া দিয়া, অন্য এক প্রকার নূতন ভাবের অধীন করা। এই প্রাণায়ামরূপ প্রাণ-শিল্প আয়ত্ত হইলে, চিত্ত যে কতদূর বেগশালী ও ক্ষমতাপন্ন হয়, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। প্রাণ-বায়ুর চিরাভ্যস্ত বা স্বাভাবিক গতি ভঙ্গ করিয়া দিয়া, নূতন নিয়মের অধীনে স্থাপন করার নাম প্রাণায়াম বটে, পরন্তু তন্মধ্যে কিছু বিশেষ ব্যবস্থা আছে। সে ব্যবস্থা কি, তাহা বলা যাইতেছে; প্রাণায়াম প্রথমতঃ তিনপ্রকার; এক বাহ্য-বৃত্তি, দ্বিতীয় অভ্যন্তর-বৃত্তি এবং তৃতীয় স্তম্ভ-বৃত্তি। ঔদর্য্য বায়ুকে বাহির করিয়া দিয়া অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত নিয়মে শ্বাস পরিত্যাগ করিয়া, তাহাকে বাহিরে স্থাপন করার নাম বাহ্য-বৃত্তি। এই বাহ্য-বৃত্তির অপর নাম রেচক। বাহিরের বায়ু আকর্ষণ করিয়া, শরীরের মধ্যে পূর্ণ করার নাম অভ্যন্তর-বৃত্তি। ইহার অন্য নাম পূরক। রেচক-পূরক কিছুই না করিয়া, প্রপূরিত বায়ুরাশিকে অভ্যন্তরে রুদ্ধ করার নাম স্তম্ভ-বৃত্তি। এই স্তম্ভ-বৃত্তির অন্য নাম কুম্ভক। কুম্ভ মধ্যে জল পূর্ণ হইলে তাহা যেমন নিশ্চল থাকে, চক্ চক্ করিয়া নড়ে না, সেইরূপ শরীরও বায়ু-পূর্ণ হইলে, তন্মধ্যস্থ পরিপূর্ণ বায়ুও নিশ্চল হয়, নড়ে না। এই জন্যই স্তম্ভ-বৃত্তির নাম কুম্ভক। শরীরের শিরা ও প্রশিরা প্রভৃতি সমস্ত ছিদ্র যদি বায়ু-পূর্ণ না হয়, তাহা হইলেই তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ উপস্থিত হইয়া, শরীরকে বিকল করিয়া ফেলে, পরন্তু যদি সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া যায়, তাহা হইলে আর তরঙ্গ, আন্দোলন বা বেগ জন্মে না। সুতরাং শরীরও নির্বিকল, লঘু, স্ফীতপ্রায় হয়। তপ্তশিলায় জল-বিন্দু স্থাপন করিলে, তাহা যেমন সঙ্কুচিত বা শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ সন্নিরুদ্ধ বায়ুও ক্রমে, শরীরে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়া, সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ উদ্বেগজনক বেগের হ্রাস হইয়া গিয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়। এতদ্রূপ লক্ষণাক্রান্ত প্রাণায়াম-ত্রয় আবার দ্বিবিধ; দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম। প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কেবল স্থান, কাল ও সংখ্যা বিশেষের দ্বারা জানা যায়। রেচক প্রাণায়ামের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা বোধক স্থান কিরূপ? তাহা শুন; প্রথমতঃ দেখিবে যে, রিচ্যমান বায়ু কতদূর যায়; প্রাদেশ পরিমিত বাহিরে যায়? কি বিতস্তি

শ্রীধর।—কিঞ্চ অপি চেদিতি। সর্ব্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি তথাপি সর্ব্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

বলদেব।—জ্ঞানপ্রভাবমাহ অপি চেদিতি। যদ্যপি সর্ব্বেভ্যঃ পাপকর্ত্তৃভ্যস্ত্বমতিশয়েন পাপকৃদসি তথাপি সর্ব্বং বৃজিনং নিখিলং পাপং দুস্তরত্বেনার্ণবতুল্যমুক্তলক্ষণজ্ঞানপ্লবেন সন্তরিষ্যসি ॥ ৩৬ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ শৃণু জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যম্ অপিচেদিতি। (অপিচেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থৌ নিপাতৌ) যদ্যপি অয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানফলকথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে। যদ্যপি ত্বং পাপকারিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপ্যতিশয়েন পাপকারী পাপকৃত্তমস্তথাপি সর্ব্বং বৃজিনং পাপং অতিদুস্তরত্বেনার্ণবসদৃশং জ্ঞানপ্লবেনৈব নান্যেন, জ্ঞানমেব প্লবং পোতং

পরিমিত যায়? কি হস্ত পরিমিত যায়? কি তদপেক্ষা অধিক দূরে যায়? যদি অল্পদূর যায়, তবে সূক্ষ্ম; নচেৎ দীর্ঘ। হস্তে নিষ্পিষ্ট তূলা কি শক্তু (ছাতু) রাখিয়া রেচন করিলেই বায়ুর বহির্গতির পরিমাণ জানা যাইবে। পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থানিক দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা কি? তাহাও শুন; পূরক ও কুম্ভক প্রাণায়ামের স্থান অভ্যন্তর। পূরককালে ও কুম্ভককালে যদি শরীরাভ্যন্তরের সর্ব্বস্থান বায়ুপরিপূর্ণ হইয়াছে বলিয়া অনুভব হয়, তবে তাহা দীর্ঘ; নচেৎ সূক্ষ্ম। পূরক ও কুম্ভকের দীর্ঘই ভাল। পূরককালে ও কুম্ভককালে যদি আপাদ-মস্তক সর্ব্বত্রই পিপীলিকা সঞ্চরণ স্পর্শের ন্যায় স্পর্শ কি অন্য কোন বায়ুক্রিয়া অনুভূত হয়, তবেই জানিবে যে, প্রপূরিত বায়ু তোমার শরীরের সর্ব্বস্থানেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ কালের দ্বারাও উক্ত প্রাণায়াম-ত্রয়ের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় করিবে। রেচক হউক, পূরক হউক, আর কুম্ভক হউক, দেখিবে যে, কি পরিমাণ বা কি পরিমিত কাল স্থায়ী হইতেছে। যত অধিক কাল উহা স্থায়ী হইবে, ততই তাহা দীর্ঘ এবং ততই তাহা ভাল অর্থাৎ ভবিষ্যৎ-যোগের উপকারী। এইরূপ সংখ্যা গণনা দ্বারাও উহার দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা জানা যায়। প্রাণায়ামের এতদ্রূপ দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা সহজে সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত যোগীরা মন্ত্রের সৃষ্টি করিয়াছেন। মনে মনে বিধি-বিধানক্রমে ১৬।৬৪।৩২ বার মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে রেচক, পূরক ও কুম্ভক করিতে পারিলেই, লিখিত প্রকারের দীর্ঘতা ও সূক্ষ্মতা নির্ণয় হয়। যোগীরা প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিকে অথবা মন্ত্র-জপের সংখ্যাগুলিকে এরূপ সুকৌশলে বিধিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, মন্ত্রগুলি যথাবিধি উচ্চারণ শেষ হইলেই প্রাণ-নিরোধের কালাদি পরিমাণ আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়। বাদ্যের বোল্ যেমন তাল-মাত্রার সংখ্যানুসারে রচিত, প্রাণায়াম-মন্ত্রগুলিও সেইরূপ কাল-মাত্রার নিয়মানুসারে রচিত। "বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ॥" (সাধনপাদ, ৫১ সূত্র) উক্ত ত্রিবিধ প্রাণায়াম যদি বাহিরের দ্বাদশাঙ্গুলাদি পরিমিত স্থান ও হৃদয়, নাভি, মস্তকাভ্যন্তর, কি সর্ব্ব-শরীর-ব্যাপ্ত শিরা-প্রশিরা প্রভৃতির অভ্যন্তর স্থান পর্য্যালোচন বা অনুসন্ধানপূর্ব্বক কৃত হয়, তবে তাহা চতুর্থ বলিয়া গণ্য। প্রথম অভ্যাসের সময় এই চতুর্থ প্রাণায়ামই অবলম্বনীয়। কিন্তু অভ্যাস দৃঢ় হইয়া আসিলে, তখন আর স্থানের কি কালের পরিমাণাদির প্রতি লক্ষ্য থাকে না, অনুসন্ধানও থাকে না। অনুসন্ধান বা লক্ষ্য না থাকিলেও তাহা সুদৃঢ় অভ্যাসের বলে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়; ইহাই বলা বাহুল্য।—শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।

কৃত্বা সন্তরিষ্যসি সম্যগনায়াসেন পুনরাবৃত্তিবর্জ্জিতত্বেন চ তরিষ্যসি অতিক্রমিষ্যসি। বৃজিনশব্দেনাত্র ধর্ম্মাধর্ম্মরূপং কর্ম্ম সংসারফলমভিপ্রেতম্, মুমুক্ষোঃ পাপবৎ পুণ্যস্যাপ্যনিষ্টত্বাৎ ॥ ৩৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—অপি চেদিতি। বৃজিনং বৃজিনার্ণবং ধর্ম্মোঽপীহ মুমুক্ষোঃ পাপমিত্যুচ্যতে ॥ ৩৬ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানস্য মাহাত্ম্যমাহ অপি চেদিতি। পাপিভ্যঃ পাপকৃদ্ভ্যঃ অপি সকাশাৎ যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ত্বমসি, তথাপি অত্রৈতাবৎপাপসত্ত্বে কথমন্তঃকরণশুদ্ধিঃ? তদভাবেচ কথং জ্ঞানোৎপত্তিঃ? নাপ্যুৎপন্নজ্ঞানস্যৈতদ্দুরাচারত্বং সম্ভবেদতোঽত্র ব্যাখ্যা শ্রীমধুসূদনসরস্বতীপাদানাম্, (অপিচেদিত্যসম্ভাবিতাভ্যুপগমপ্রদর্শনার্থৌ নিপাতৌ) যদ্যপ্যয়মর্থো ন সম্ভবত্যেব তথাপি জ্ঞানফলকথনায়াভ্যুপেত্যোচ্যতে ইত্যেষা ॥ ৩৬ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানের আরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। তোমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইলেও, যদি তুমি বিশ্বের যাবতীয় পাপ-পরায়ণগণের অগ্রগণ্য হও, তথাপি অতি দুস্তর সমুদ্রোপম পাপরাশি, জ্ঞানরূপ তরণির সহায়তায় অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিবে। পাপ অতীব দুস্তর, এই জন্যই তাহার সমুদ্রের সহিত সাদৃশ্য স্থাপিত হইল। জ্ঞানপোতের দ্বারা পাপপারাবারের পরপারে গমন করিলে, আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকিবে না। বৃজিন শব্দ দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম সংসারফল-ভূত সমস্ত কর্ম্মই লক্ষিত হইল। পাপ যেমন সর্ব্বজনেরই অনিষ্টকারক, মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে ধর্ম্মও সেইরূপ অনিষ্টজনক; অতএব তাহাও পাপবৎ বর্জ্জনীয়। যাঁহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার পক্ষে সামান্য পাপেও লীন হওয়া কখনই সম্ভাবিত নহে; তথাপি এস্থলে জ্ঞানের মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থই, অসম্ভব বিষয়কেও সম্ভবরূপে উল্লেখ করা হইল ॥ ৩৬ ॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন, যথা সমিদ্ধঃ (সম্যক্ দীপ্তঃ) অগ্নিঃ এধাংসি (কাষ্ঠানি) ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন, যেরূপ প্রজ্বলিত পাবক কাষ্ঠসমূহকে ভস্মীভূত করে, সেইরূপ জ্ঞানরূপ অগ্নি যাবতীয় কর্ম্ম ভস্মীভূত করে ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রদীপ্ত পাবক যেরূপ কাষ্ঠরাশিকে ভস্মাবশেষে পরিণত করে, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানস্বরূপ অনলও কর্ম্মসমূহকে তদ্রূপ ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জ্ঞানং কথং নাশয়তি পাপমিতি সদৃষ্টান্তমুচ্যতে যথেতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ সম্যক্ ইদ্ধো দীপ্তোঽগ্নির্ভস্মসাৎ ভস্মীভাবং কুরুতেঽর্জ্জুন! এবং জ্ঞানমেব অগ্নির্জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা নির্বীজং করোতীত্যর্থঃ। ন হি সাক্ষাদেব জ্ঞানাগ্নিঃ তানি কর্ম্মাণীন্ধনবদ্ভস্মীকর্ত্তুং শক্নোতি, তস্মাৎ সম্যগ্দর্শনং সর্ব্বকর্ম্মণাং নির্বীজত্বে কারণমিত্যভিপ্রায়ঃ সামর্থ্যাৎ, যেন কর্ম্মণা শরীরমারব্ধং তৎ প্রবৃত্তফলত্বাদুপভোগেনৈব ক্ষীয়তেঽতো যান্যপ্রবৃত্তফলানি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানি জ্ঞানসহভাবীনি চাতীতানেকজন্মকৃতানি চ তান্যেব সর্ব্বাণি ভস্মসাৎ কুরুতে ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানে সত্যপি ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরুপলম্ভাৎ কুতস্তয়োস্ততো নিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানস্য ধর্ম্মাধর্ম্মনিবর্ত্তকত্বং দৃষ্টান্তেন দর্শয়িতুমনন্তরশ্লোকমবতারয়তি জ্ঞানমিতি। যোগ্যাযোগ্যবিভাগেন নিবর্ত্তকত্বানিবর্ত্তকত্ববিভাগমুদাহরতি যথেতি। দৃষ্টান্তানুরূপং দার্ষ্টান্তিকমাচষ্টে জ্ঞানাগ্নিরিতি। যোগ্যবিষয়েঽপি দাহকত্বমগ্নেরপ্রতিবন্ধাপেক্ষমিতি বিবক্ষিত্বা বিশিনষ্টি সম্যগিতি। দার্ষ্টান্তিকং ব্যাচষ্টে জ্ঞানমেবেতি। ননু জ্ঞানং সাক্ষাদেব কর্ম্মদাহকং কিমিতি নোচ্যতে, নির্বীজং করোতি কর্ম্মেতি কিমিতি ব্যাখ্যানমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি। জ্ঞানস্য স্বপ্রমেয়াবরণাজ্ঞানাপাকরণে সামর্থ্যস্য লোকে দৃষ্টত্বাদবিক্রিয়ব্রহ্মাত্মজ্ঞানমপি তদজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ন্ তজ্জন্যকর্ত্তৃত্বভ্রমং কর্ম্মবীজভূতং নিবর্ত্তয়তি, তন্নিবৃত্তৌ চ কর্ম্মাণি ন স্থাতুং পারয়ন্তি ন তু সাক্ষাৎ কর্ম্মণাং নিবর্ত্তকং জ্ঞানং অজ্ঞানস্যৈব নিবর্ত্তকমিতি ব্যাপ্তেস্তদনিবৃত্তৌ তু পুনরপি কর্ম্মোদ্ভবসম্ভবাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানস্য সাক্ষাৎ কর্ম্মনিবর্ত্তকত্বাভাবে ফলিতমাহ তস্মাদিতি। সম্যগ্জ্ঞানং মূলভূতাজ্ঞাননিবর্ত্তনেন কর্ম্মনিবর্ত্তকমিষ্টঞ্চেদারব্ধফলস্যাপি কর্ম্মণো নিবৃত্তিপ্রসঙ্গাৎ জ্ঞানোদয়সমকালমেব শরীরপাতঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সামর্থ্যাদিতি। জ্ঞানোদয়সমসময়মেব দেহাপোহে তত্ত্বদর্শিভিরুপদিষ্টং জ্ঞানং ফলবদিতি ভগবদভিপ্রায়স্য বাধিতত্বপ্রসঙ্গাদাচার্য্যলাভান্যথানুপপত্ত্যা প্রবৃত্তফলকর্ম্মসম্পাদকমজ্ঞানলেশং ন নাশয়তি জ্ঞানমিত্যর্থঃ। কথং তর্হি প্রারব্ধফলং কর্ম্ম নশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ যেনেতি। তর্হি কথং জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ করোতীত্যুক্তং তত্রাহ অত ইতি। জ্ঞানাদারব্ধফলানাং কর্ম্মণাং নিবৃত্ত্যনুপপত্তেরনারব্ধফলানি যানি কর্ম্মাণি পূর্ব্বং জ্ঞানোদয়াদস্মিন্নেব জন্মনি কৃতানি জ্ঞানেন চ সহ

বর্ত্তমানানি প্রাচীনেষু চানেকেষু জন্মস্বর্জ্জিতানি তানি সর্ব্বাণি জ্ঞানং কারণনিবর্ত্তনেন নিবর্ত্তয়তীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

রামানুজ।—যথেতি। সম্যক্ প্রবৃদ্ধোঽগ্নিরিন্ধনসমুচ্চয়মিবাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানরূপোঽগ্নি-র্জীবাত্মগতমনাদিকালপ্রবৃত্তানেককর্ম্মসঞ্চয়ান্ ভস্মীকরোতি॥ ৩৭॥

হনূমান্।—ব্রহ্মজ্ঞানস্য সকলবৃজিনতরণত্বমাহ যথেতি। যথা অয়ং দৃষ্টান্তঃ এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ জ্বলিতঃ অগ্নির্ভস্মসাৎ সর্ব্বং কুরুতে অর্জ্জুন! তথা জ্ঞানমেবাগ্নিঃ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধরূপাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৩৭॥

শ্রীধর।—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তিং দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্ম্মফলব্যতিরিক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভস্মীকরো-তীত্যর্থঃ॥ ৩৭॥

বলদেব।—ব্রহ্মবিদ্যয়া পাপকর্ম্মাণি নশ্যন্তীত্যুক্তম্, ইদানীং পুণ্যকর্ম্মাণ্যপি নশ্যন্তীত্যাহ যথেতি। এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্যথা ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ স্বপরাত্মানুভববহ্নিঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুণ্যানি পাপানি চ প্রারব্ধেতরাণি ভস্মসাৎ কুরুতে। তত্র সঞ্চিতানি প্রারব্ধেতরাণীষীকতূলবন্নির্দ্দহতি, ক্রিয়মাণানি পদ্মপত্রাম্বুবিন্দুবদ্বি-শ্লেষয়তি, প্রারব্ধানি তু তৎপ্রভাবেণাতিজীর্ণান্যপি সৎপথপ্রচারার্থয়া হরেরিচ্ছয়ৈবাত্মানু-ভবিন্যবস্থাপয়তীতি। শ্রুতিশ্চ "উভে উহৈবৈষ এতে তরত্যমৃতঃ সাধ্বসাধুনী" ইতি। এষ ব্রহ্মানুভবী উভে সঞ্চিতক্রিয়মাণে এতে সাধ্বসাধুনী পুণ্যপাপে কর্ম্মণী তরতি ক্রামতী-ত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাদ্যয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইত্যাদিভিঃ॥ ৩৭॥

মধুসূদন।—ননু সমুদ্রবত্তরণে কর্ম্মণাং নাশো ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তন্তরমাহ যথেতি। যথা এধাংসি কাষ্ঠানি সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতে ভস্মীভাবং নয়তি, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি পাপানি পুণ্যানি চাবিশেষেণ প্রারব্ধফলভিন্নানি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা তৎকারণাজ্ঞানবিনাশেন বিনাশয়তীত্যর্থঃ। তথাচ শ্রুতিঃ; "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" ইতি"তদধিগম উত্তরপূর্ব্বাঘয়োর-শ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ। ইতরস্যাপ্যেবমসংশ্লেষঃ পাতেতু" ইতি চ সূত্রে অনারব্ধে পুণ্যপাপে নশ্যত এবেত্যত্র সূত্রং "অনারব্ধকার্য্যে এব তু পূর্ব্বে তদবধেরিতি, জ্ঞানোৎপাদক-দেহারম্ভকাণাস্ত তদ্দেহান্ত এব বিনাশঃ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্যে" ইতি শ্রুতেঃ, "ভোগেন ত্বিতরে ক্ষপয়িত্বা সম্পদ্যতে" ইতি সূত্রাচ্চ আধিকারিকাণান্ত যান্যেব জ্ঞানোৎপাদকদেহারম্ভকাণি তান্যেব দেহান্তরারম্ভকাণ্যপি যথা বশিষ্ঠাপান্তরতমঃ-প্রভৃতীনাম্। তথাচ সূত্রং; "যাবদধিকারমবস্থিতিরাধিকারিকাণাম্" ইতি অধিকারোঽ-নৈকদেহারম্ভং বলবৎ প্রারব্ধফলং কর্ম্ম তচ্চোপাসকানামেব নান্যেষাং অনারব্ধফলানি নশ্যন্তি,

আরব্ধফলানি তু যাবদ্ভোগসমাপ্তি তিষ্ঠন্তি, ভোগশ্চৈকেন দেহেনানেকেন বেতি [ন] বিশেষঃ, বিস্তরস্ত্বাকরে দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—যথেতি। এধাংসি কাষ্ঠাণি কর্ম্মাণি প্রারব্ধাদন্যানি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—শুদ্ধান্তঃকরণস্যোৎপন্নং জ্ঞানন্তু প্রারব্ধভিন্নং কর্ম্মমাত্রং বিনাশয়তীতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। সমিদ্ধঃ প্রজ্বলিতঃ ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-প্রভৃতির অভিপ্রায়। সমুদ্রবৎ পাপ অতিক্রম করিলেও, তাহার নাশ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরার্থ এস্থলে দৃষ্টান্ত দ্বারা জ্ঞানের পাপনাশকত্ব শক্তির বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। হে অর্জ্জুন! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ পাপপুণ্যনির্ব্বিশেষে সমস্ত কর্ম্ম ভস্মীভূত করে, অর্থাৎ তাহার কারণস্বরূপ অজ্ঞানের বিনাশ করিয়া, কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই বিনস্ট করে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সেই পরমাত্ম বস্তু দৃষ্ট হইলে সাধকের হৃদয়-গ্রন্থি সকলের ভেদ, সংশয় সকলের উচ্ছেদ ও তাহার কর্ম্ম সকলের ক্ষয় হয়।" বেদান্ত শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "তদ্দ্বারা পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী পাপসমূহ নিঃশেষে বিনষ্ট হয়।" ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, জ্ঞানদ্বারা অনারব্ধ পুণ্য-পাপের ক্ষয় হয় বটে, কিন্তু প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না। শ্রুতি বলিয়াছেন, "জ্ঞানোৎপাদক যে দেহ, তাহার প্রারব্ধ অর্থাৎ তদ্দেহ প্রাপ্তির সমসময়ে যে ফলাফলের সূচনা হইয়াছে, দেহ বিনাশ না হইলে তাহার বিনাশ হয় না।" বেদান্ত সূত্রেও কথিত হইয়াছে যে, "ভোগ ব্যতীত প্রারব্ধের ক্ষয় হয় না।" অতএব যে কর্ম্ম দ্বারা শরীর আরম্ভ হইয়াছে, তাহার প্রবৃত্ত কর্ম্মফল উপভোগ ব্যতীত ক্ষয় হয় না; কিন্তু অপ্রবৃত্ত ফলসমূহ এবং অনেক অতীত-জন্মকৃত কর্ম্মাকর্ম্ম জ্ঞান দ্বারা নিঃশেষে ও নির্বীজরূপে বিনষ্ট হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়, একথা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে তদ্দারা পুণ্যকর্ম্মও বিনষ্ট হয়, ইহাই কথিত হইতেছে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে, জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত পাপ-পুণ্যের বিনাশ করে। প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য যত সঞ্চিত কর্ম্ম, ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা তৎসমস্ত তৃণ ও তুলার ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়; ব্রহ্মবিদ্‌ব্যক্তি কর্ম্মে লীন হইলেও, ব্রহ্মবিদ্যা পদ্মপত্রে জল-বিন্দুর ন্যায়, তাঁহাকে ক্রিয়মাণ কর্ম্মসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে। প্রারব্ধও ব্রহ্মবিদ্যাপ্রভাবে: শ্রীহরির ইচ্ছাক্রমে. জীর্ণ হইয়া ব্রহ্মানুভবাবস্থায়

অবস্থিতি করে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মানুভব দ্বারা সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ উভয় প্রকার কর্ম্ম-জনিত পুণ্য পাপ হইতে ত্রাণ পায়" ॥ ৩৭ ॥

নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

অন্বয়।—হি (যস্মাৎ) ইহ (বৈদিকলৌকিকব্যবহারে, তপোযোগাদিষু বা) জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং (পূতং) ন বিদ্যতে কালেন যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগেন যোগ্যতামাপন্নঃ সন্) আত্মনি স্বয়ং তৎ (আত্মবিষয়ং জ্ঞানং) বিন্দতি (লভতে) ॥ ৩৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যেহেতু এই যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র নাই, কালক্রমে কর্ম্মযোগ সিদ্ধ হইয়া আপনাতে আত্মজ্ঞান স্বয়ং লাভ করে ॥ ৩৮ ॥

ব্যাখ্যা।—পূর্ব্বোক্ত তপোযোগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পবিত্র বস্তু আর কিছুই নাই। কালসহকারে কর্ম্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, এই জ্ঞান স্বয়ংই অন্তঃকরণে সমুদিত হইয়া থাকে।

শঙ্করাচার্য্য।—যত এবমতঃ ন ইতি। ন হি জ্ঞানেন সদৃশং তুল্যং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমিহ বিদ্যতে, হি যস্মাৎ তৎ জ্ঞানং স্বয়মেব যোগসংসিদ্ধো যোগেন কর্ম্ম-যোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নো মুমুক্ষুঃ কালেন মহতা আত্মনি বিন্দতি লভত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

আনন্দগিরি।—নম্বস্তেনৈব পরমপরিশুদ্ধিকরেণ কেনচিদশ্বমেধাদিনা পরমপুরুষার্থ-সিদ্ধেরলমাত্মজ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্যাহ যত ইতি। পূর্ব্বোক্তেন প্রকারেণ জ্ঞানমাহাত্ম্যং যতঃ সিদ্ধমতস্তেন জ্ঞানেন তুল্যং পরিশুদ্ধিকরং পরমপুরুষার্থৌপয়িকমিহ ব্যবহারভূমৌ নাস্তী-ত্যর্থঃ। তৎপুনরাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ঝটিতি নোৎপদ্যতে তত্রাহ তজ্জ্ঞানং স্বয়মিতি। মহতা কালেন যথোক্তেন সাধনেন যোগ্যতামাপন্নঃ তদধিকৃতঃ স্বয়ং তদাত্মনি জ্ঞানং বিন্দতীতি যোজনা। সর্ব্বেষাং ঝটিতি জ্ঞানানুদয়ো যোগ্যতাবৈধুর্য্যাদিতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

রামানুজ।—ন হীতি। যস্মাদাত্মজ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরমিহ জগতি বস্ত্বন্তরং ন বিদ্যতে, তস্মাদাত্মজ্ঞানং সর্ব্বং পাপং নাশয়তীত্যর্থঃ, তৎ তথাবিধং জ্ঞানং

যথোপদেশমহরহ [রনুষ্ঠীয়মানং] রূপচীয়মানং জ্ঞানাকারকর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধঃ কালেন স্বাত্মনি স্বয়মেব লভতে ॥ ৩৮ ॥

হনুমান্।—নহীতি। অতএবং যতো জ্ঞানেন তত্ত্বাববোধেন সদৃশং পবিত্রং পাবনমিহলোকে ন বিদ্যতে তজ্জ্ঞানং, যোগসংসিদ্ধঃ যোগানুষ্ঠানেন সংস্কৃতান্তঃকরণঃ কালেন পরিপাকেণ আত্মনি অন্তঃকরণে বিন্দতি লভতে স্বয়মেব ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধর।—তত্র হেতুমাহ ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরং ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব, তর্হি সর্ব্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যস্যন্তীত্যত আহ তৎ স্বয়মিতি সার্দ্ধেন। তদাত্মবিষয়ে জ্ঞানং কালেন মহতা কর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্ম্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

বলদেব।—ন হীতি। হি যতো জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং শুদ্ধিকরং তপস্তীর্থাটনাদিকং নাস্তি অতস্তৎ সর্ব্বপাপনাশকম্ তজ্জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং, কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্ম্মণা সংসিদ্ধঃ পরিপক এব কালেনৈব ন তু সদ্যঃ। আত্মবিৎ স্বস্মিন্ স্বয়ং লব্ধং বিন্দতি। ন তু পারিব্রজ্যগ্রহণমাত্রেণেতি ॥ ৩৮ ॥

মধুসূদন।—যস্মাদেবং তস্মাৎ, ন হীতি। নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং পাবনং শুদ্ধিকরমন্যদিহ বেদে লোকব্যবহারে বা বিদ্যতে জ্ঞানভিন্নস্যাজ্ঞানানিবর্ত্তকত্বেন সমূলপাপ নিবর্ত্তকত্বাভাবাৎ কারণসদ্ভাবেন পুনঃপাপোদয়াচ্চ জ্ঞানেন ত্বজ্ঞাননিবৃত্ত্যা সমূলপাপনিবৃত্তিরিতি তৎসমমন্যন্নবিদ্যতে, তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং সর্ব্বেষাং কিমিতি ঝটিতি নোৎপদ্যতে তত্রাহ, তজ্জ্ঞানং, কালেন মহতা যোগসংসিদ্ধঃ যোগেন পূর্ব্বোক্তকর্ম্মযোগেন সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নঃ স্বয়মাত্মন্যন্তঃকরণে বিন্দতি লভতে ন তু যোগ্যতামনাপন্নোঽন্যদত্তং স্বনিষ্ঠতয়া ন বা পরনিষ্ঠং স্বীয়তয়া বিন্দতীত্যর্থঃ ॥ ৩৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন হীতি। যোগেন নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানেন সমাধিযোগেন বা সংসিদ্ধঃ সংস্কৃতো যোগ্যতামাপন্নঃ। কালেনেতি চিরপ্রযত্নসাধ্যত্বং জ্ঞানস্যোচ্যতে ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বনাথ।—ইহ তপোযোগাদিযুক্তেষু মধ্যে জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রং নাস্তি। তজ্জ্ঞানং ন সর্ব্বসুলভং কিন্তু যোগেন নিষ্কামকর্ম্মযোগেন সম্যক্ সিদ্ধএব, ন ত্বপরিপক্কঃ, সোঽপি কালেনৈব, ন তু সদ্যঃ। আত্মনি স্বস্মিন্ স্বয়ং প্রাপ্তং বিন্দতি। ন তু সন্ন্যাসগ্রহণমাত্রেণৈবেতি ভাবঃ ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। যাবতীয় বৈদিক ও লৌকিক ব্যবহারে অথবা পূর্ব্ববিবৃত তপোযোগাদির মধ্যে জ্ঞানের তুল্য পাবন পদার্থ আর কিছুই নাই। জ্ঞান অজ্ঞান নিবারণ করিয়া সমূলে পাপের নিবৃত্তি করে; অন্য কোন উপায়েই তাহা সংসিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই; এই জন্যই জ্ঞানকে সর্ব্বাপেক্ষা শুদ্ধিকর বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল।

আত্মবিষয়ক জ্ঞান সহসা সমুৎপন্ন হয় না ; কাল-সহকারে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম-যোগের দ্বারা সংসিদ্ধি লাভ করিলে, এই জ্ঞান আপনিই অন্তঃকরণে সঞ্জাত হয়। কর্ম্মযোগে সিদ্ধি লাভ ব্যতীত জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়ান্তর নাই।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। তীর্থ-পর্য্যটনাদি কোন কার্য্যই জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর নহে। কিন্তু এই জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগ দ্বারা, বহুকালে পরিপক্ব হইলেই ইহা লাভ করা যায় ; সদ্যপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল পারিব্রজ্য গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই জ্ঞান হয় না ; ইহা কালে নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আত্মাতে স্বয়ং সমুদিত হয় ॥ ৩৮ ॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

অন্বয়।—শ্রদ্ধাবান্ (গুরুবেদান্তবাক্যে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্) তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠঃ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সংযতানি বিষয়েভ্যঃ নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যস্য সঃ) জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং (চরমাং) শান্তিং (মোক্ষং) অচিরেণ (শীঘ্রং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রদ্ধাযুক্ত তন্নিষ্ঠ জিতেন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করিয়া চরম মোক্ষ শীঘ্র প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—গুরু-বেদান্ত-বাক্যে বিশ্বাসযুক্ত, তাহাতেই নিষ্ঠাবান্ এবং জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করিয়া, অত্যল্প কাল মধ্যেই চরম মোক্ষ প্রাপ্ত হন ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায় উপদিশ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্ধালুর্লভতে জ্ঞানম্, শ্রদ্ধালুত্বেঽপি ভবতি কশ্চিন্মন্দপ্রস্থানোঽত আহ, তৎপরঃ, গুরূপাসনাদাবভিযুক্তো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ে শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদিত্যত আহ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি যস্যেন্দ্রিয়াণি স সংযতেন্দ্রিয়ো যোগী, য এবম্ভূতঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে, প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যোঽনৈকান্তিকোঽপি ভবতি মায়াবিত্বাদিসম্ভবাৎ ন তু তথা তচ্ছ্রদ্ধাবত্ত্বাদাবিত্যেকান্ততো জ্ঞানলব্ধ্যুপায়ঃ কিং পুনর্জ্ঞানলাভাৎ স্যাদিত্যুচ্যতে জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং মোক্ষাখ্যাং

শান্তিমুপরতিমচিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি সম্যগ্দর্শনাৎ ক্ষিপ্রমেব মোক্ষো ভবতীতি সর্ব্বশাস্ত্রন্যায়প্রসিদ্ধঃ সুনিশ্চিতোঽর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সম্পন্নস্য জ্ঞানোৎপত্তাবন্তরঙ্গসাধনমুপদিশতি যেনেতি। জ্ঞানলাভে প্রয়োজনমাহ জ্ঞানমিতি। ন কেবলং শ্রদ্ধালুত্বমেব সহায়ং জ্ঞানলাভে হেতুরপি তু তাৎপর্য্যমপীত্যাহ শ্রদ্ধালুত্বেঽপীতি। মন্দপ্রস্থানত্বং তাৎপর্য্যবিধুরত্বং, ন চ তস্যোপদিষ্টমপি জ্ঞানমুৎপত্তুমীষ্টে তেন তাৎপর্য্যমপি তত্র কারণং ভবতীত্যাহ অত আহেতি। অভিযুক্তো নিষ্ঠাবান্, উপাসনাদাবিত্যাদিশব্দেন শ্রবণাদি গৃহ্যতে। ন কেবলং শ্রদ্ধা তাৎপর্য্যঞ্চেত্যুভয়মেব জ্ঞানকারণং, কিন্তু সংযতেন্দ্রিয়ত্বমপি তদভাবে শ্রদ্ধাদেরকিঞ্চিৎকরত্বাদিত্যাশয়েনাহ শ্রদ্ধাবানিতি। উক্তসাধনানাং জ্ঞানেন সহৈকান্তিকত্বমাহ য এবম্ভূত ইতি। তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেনেত্যাদৌ প্রাগেব প্রণিপাতাদের্জ্ঞানহেতোরুক্তত্বাৎ কিমিতীদানীং হেত্বন্তরমুচ্যতে তত্রাহ প্রণিপাতাদিস্ত্বিতি। তদ্ধি বহিরঙ্গমিদং পুনরন্তরঙ্গং, ন চ তত্র জ্ঞানেন প্রতিনিয়মো মনস্যন্যথা কৃত্বা বহিরন্যথা প্রদর্শনাত্মনো মায়াবিত্বস্য সম্ভবাদ্বিপ্রলম্ভকত্বাদেরপি সম্ভাবনোপনীতত্বাদিত্যর্থঃ। মায়াবিত্বাদেঃ শ্রদ্ধাবত্ত্বতাৎপর্য্যাদাবপি সম্ভবাদনৈকান্তিকত্বমবিশিষ্টমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন ত্বিতি। ন হি মায়য়া বিপ্রলম্ভেন বা শ্রদ্ধাতাৎপর্য্যসংযমান্ যোগতো নিষ্ঠাতুমর্হতীত্যর্থঃ। উত্তরার্দ্ধং প্রশ্নপূর্ব্বকমবতার্য্য ব্যাকরোতি কিং পুনরিত্যাদিনা। সম্যগ্জ্ঞানাদভ্যাসাদিসাধনানপেক্ষান্মোক্ষো ভবতীত্যত্র প্রমাণমাহ সম্যগ্দর্শনাদিতি। শাস্ত্রশব্দেন তমেব বিদিত্বা জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিত্যাদি বিবক্ষিতম্, ন্যায়স্তু জ্ঞানাদজ্ঞাননিবৃত্তেঃ রজ্জ্বাদৌ প্রসিদ্ধত্বাৎ আত্মজ্ঞানাদপি নিরপেক্ষাদজ্ঞানতৎকার্য্যপ্রক্ষয়লক্ষণো মোক্ষঃ স্যাদিত্যেবং লক্ষণম্ ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ।—তদেব স্পষ্টমাহ শ্রদ্ধাবানিতি। এবমুপদেশাজ্জ্ঞানং লব্ধা চোপদিষ্টজ্ঞানবৃদ্ধৌ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরস্তত্রৈব নিয়মিতমনাস্তদিতরবিষয়াৎ সংযতেন্দ্রিয়োঽচিরেণ কালেনোক্তলক্ষণবিপাকদশাপন্নং জ্ঞানং লভতে, তথাবিধং জ্ঞানং লব্ধা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি পরং নির্ব্বাণং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

হনুমান্।—ইদানীং জ্ঞানস্যোপায় উচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্দধানো লভতে প্রাপ্নোতি, তৎ পরং প্রধানং যস্য তৎপরঃ জ্ঞাননিষ্ঠ ইত্যর্থঃ, সংযতেন্দ্রিয়ঃ সংযতানি নিরুদ্ধানি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি যেন স সংযতেন্দ্রিয়ঃ অনেনোপায়েন জ্ঞানপ্রাপ্তৌ কিং লভতে ইত্যত্রাহ জ্ঞানমেকত্বাববোধং লব্ধা প্রাপ্য পরাং মোক্ষলক্ষণাং শান্তিমচিরেণাল্পকালেনাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ, জ্ঞানলাভানন্তরস্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্ত্তব্যমিত্যাহ জ্ঞানং লব্ধা তু মোক্ষমচিরেণ প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯ ॥

বলদেব।—কীদৃশঃ সন্ কদা বিন্দতীত্যাহ শ্রদ্ধাবানিতি। নিষ্কামেণ কর্ম্মণা হৃদ্বিশুদ্ধৌ জ্ঞানং স্যাদিতি। দৃঢ়বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা তদ্বান্ তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ তাদৃগপি যদা সংযতেন্দ্রিয়স্তদা পরাং শান্তিং মুক্তিম্ ॥ ৩৯ ॥

মধুসূদন।—যেনৈকান্তেন জ্ঞানপ্রাপ্তির্ভবতি স উপায়ঃ পূর্ব্বোক্তপ্রণিপাতাদ্যপেক্ষয়াপ্যাসন্নতর উচ্যতে শ্রদ্ধাবানিতি। গুরুবেদান্তবাক্যার্থেষ্বিদমিত্থমেবেতি প্রমারূপাস্তিক্যবুদ্ধিঃ শ্রদ্ধা তদ্বান্ পুরুষো লভতে জ্ঞানং, এতাদৃশোঽপি কশ্চিদলসঃ স্যাৎ তত্রাহ তৎপরো গুরূপাসনাদৌ জ্ঞানোপায়েঽত্যন্তাভিযুক্তঃ শ্রদ্ধাবাংস্তৎপরোঽপি কশ্চিদজিতেন্দ্রিয়ঃ স্যাদত আহ সংযতানি বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তিতানি ইন্দ্রিয়াণি যেন স সংযতেন্দ্রিয়ঃ,যএবং বিশেষণত্রয়যুক্তঃ সোঽবশ্যং জ্ঞানং লভতে, প্রণিপাতাদিস্তু বাহ্যো মায়াবিত্বাদিসম্ভবাদনৈকান্তিকোঽপি শ্রদ্ধাবত্বাদিস্ত্বৈকান্তিক উপায় ইত্যর্থঃ। ঈদৃশেনোপায়েন জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং চরমাং শান্তিমবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্তিরূপাং মুক্তিমচিরেণ তদ্ব্যবধানেনৈবাধিগচ্ছতি লভতে, যথা হি দীপঃ স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবান্ধকারনিবৃত্তিং করোতি ন তু কঞ্চিৎ সহকারিণমপেক্ষতে, তথা জ্ঞানমপি স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিং করোতি ন তু কিঞ্চিৎ প্রসঙ্খ্যানাদিকমপেক্ষত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ জ্ঞানং লভতে শ্রদ্ধাবানপি মন্দপ্রযত্নো মাভূদত আহ তৎপর ইতি। তৎপরোঽপ্যজিতেন্দ্রিয়ো মাভূদত আহ সংযতেন্দ্রিয় ইতি। পরাং শান্তিং বিদেহকৈবল্যম্, অচিরেণ প্রারব্ধকর্ম্মসমাপ্তৌ সত্যাম্ ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কীদৃশঃ সন্ কদা প্রাপ্নোতীত্যত আহ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধা নিষ্কামকর্ম্মণৈবান্তঃকরণশুদ্ধ্যৈব জ্ঞানং স্যাদিতি শাস্ত্রার্থে আস্তিক্যবুদ্ধিস্তদ্বান্এব। তৎপরস্তদনুষ্ঠাননিষ্ঠঃ। তাদৃশোঽপি যদা সংযতেন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ তদা পরাং শান্তিং সংসার-নাশনম্ ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানলাভার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রণিপাতাদি অপেক্ষা আসন্নতর উপায় কথিত হইতেছে। গুরুপ্রদত্ত উপদেশ ও বেদান্ত মহাকাব্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস ও তাহাতেই প্রমারূপ (৫০৮ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) আস্তিক্য বুদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এতাদৃশ শ্রদ্ধালু হইলেও, কেহ হয়ত আলস্যপরবশ হইয়া বিপথ-গামী ও ভ্রষ্টাচার হইতে পারে। এই জন্যই 'তৎপর' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরুবাক্য-সঙ্গত উপাসনাদি ও শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত নিবিষ্ট ও একান্ত নিষ্ঠাবান্ হইতে হইবে। কিন্তু এরূপ শ্রদ্ধাবান্ ও তৎপর হইলেও হয়ত কেহ অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে। এই জন্যই "সংযতেন্দ্রিয়" এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ যাবতীয় বিষয়-ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয়সমূহকে নিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, তৎপর, সংযতেন্দ্রিয় এই বিশেষণত্রয়-

যুক্ত, তিনি অবশ্যই জ্ঞানলাভের অধিকারী। পূর্ব্বকথিত প্রণিপাতাদি বাহ্য মায়াবিদ্যাদির পরিচায়ক কার্য্যে যিনি ঐকান্তিক নহেন, তাঁহার পক্ষে শ্রদ্ধা-বত্বাদি ঐকান্তিক উপায় বিহিত হইল। এইরূপ উপায়ে জ্ঞান লাভ করিয়া, পুরুষ অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সমূহের নিবৃত্তিরূপ চরম মুক্তি, অনতিকালমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইবামাত্র অন্ধকার বিদূরিত করে, তজ্জন্য সহকারী পদার্থান্তরের অপেক্ষা করে না; তদ্রূপ জ্ঞান উৎপত্তি মাত্রই অজ্ঞানকে দূরীভূত করে; তজ্জন্য আর কোন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। জ্ঞানের এতাদৃশ মোক্ষ-প্রদান-ক্ষমতা সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত ও সুনিশ্চিত ॥ ৩৯ ॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—অজ্ঞঃ (অনভিজ্ঞঃ অনাত্মজ্ঞঃ) অশ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাবিহীনঃ) সংশয়াত্মা (সন্দেহাকুলচিত্তঃ) চ বিনশ্যতি (স্বার্থনাশাৎ মৃত্যুতুল্যো ভবতি) সংশয়াত্মনঃ অয়ং লোকঃ ন অস্তি ন পরঃ (পরলোক ইতি যাবৎ) ন সুখং [অস্তি] ॥ ৪০ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মজ্ঞান-বিহীন শ্রদ্ধা-বিরহিত সন্দেহসমাকুলচিত্ত বিনষ্ট হয়; সন্দেহাচ্ছন্ন মনের এই লোক না আছে পরলোক না সুখ না [আছে] ॥ ৪০ ॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তির হৃদয় আত্মজ্ঞান-পরিশূন্য, যাহার হৃদয়ে শ্রদ্ধাও নাই এবং অন্তঃকরণ নিরন্তর সন্দেহে দোলায়মান, সে ব্যক্তি মুক্তিরূপ স্বার্থ-লাভে বঞ্চিত হয়। সন্দেহাকুল ব্যক্তির এই নরলোক, পরলোক এবং কোনই সুখ নাই ॥ ৪০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অত্র সংশয়ো হি ন কর্ত্তব্যঃ পাপিষ্ঠো হি সংশয়ঃ, কথম্? ইত্যুচ্যতে, অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞশ্চানাত্মজ্ঞোঽশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা চ বিনশ্যতি, অজ্ঞাশ্রদ্দধানৌ যদ্যপি বিনশ্যতঃ,তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা স তু পাপিষ্ঠঃ সর্ব্বেষাম্, কথম্? নায়ং সাধারণোঽপি

লোকোঽস্তি, তথা ন পরলোকো ন সুখং তত্রাপি সংশয়োপপত্তেঃ সংশয়াত্মনঃ সংশয়চিত্তস্য, তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৪০ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকস্য পাতনিকাং করোতি অত্রেতি। যথোক্তসাধনবানুপদেশমপেক্ষ্যাচিরেণ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করোতি সাক্ষাৎকৃতব্রহ্মত্বেঽচিরেণৈব মোক্ষং প্রাপ্নোতীত্যেষোঽর্থঃ সপ্তম্যা পরামৃশ্যতে। সংশয়স্যাকর্ত্তব্যত্বে হেতুমাহ পাপিষ্ঠো হীতি। উক্তং হেতুং প্রশ্নপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকেন সাধয়তি কথমিত্যাদিনা। অজ্ঞাদশ্রদ্দধানাচ্চ সংশয়চিত্তস্য বিশেষমাদর্শয়তি নায়মিতি। দ্বিতীয়ভাগবিভজনার্থং ভূমিকাং করোতি অজ্ঞেতি। অজ্ঞাদীনাং মধ্যে সংশয়াত্মনো যৎ পাপিষ্ঠত্বং তৎ প্রশ্নদ্বারা প্রকটয়তি কথমিতি। লোকদ্বয়স্য তৎপ্রযুক্তসুখস্য চাভাবে হেতুমাহ তত্রাপীতি। সংশয়চিত্তস্য সর্ব্বত্র সংশয়প্রবৃত্তের্দুর্নিবারত্বাদিত্যর্থঃ। সংশয়স্যানর্থমূলত্বে স্থিতে ফলিতমাহ তস্মাদিতি॥ ৪০ ॥

রামানুজ।—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞএবমুপদেশলব্ধজ্ঞানরহিতঃ উপদিষ্টজ্ঞানবৃদ্ধ্যুপায়ে চাশ্রদ্দধানঃ অত্বরমাণঃ। উপদিষ্টে চ জ্ঞানে সংশয়াত্মা সংশয়িতমনা বিনশ্যতি নষ্টো ভবতি। অস্মিন্নুপদিষ্টে আত্মযাথাত্ম্যবিষয়ে জ্ঞানে সংশয়াত্মনোঽয়মপি প্রাকৃতলোকো নাস্তি, ন চ পরঃ ধর্ম্মার্থকামাদিপুরুষার্থাশ্চ ন সিধ্যন্তি, কুতো মোক্ষ ইত্যর্থঃ, শাস্ত্রীয়কর্ম্মসিদ্ধিরূপত্বাৎ সর্ব্বেষাং পুরুষার্থানাং শাস্ত্রীয়কর্ম্মজন্যসিদ্ধেশ্চ দেহাতিরিক্তাত্মনিশ্চয়পূর্ব্বকত্বাৎ। অতঃ সুখলবভাগিত্বমাত্মনি সংশয়াত্মনো ন সম্ভবতি॥ ৪০ ॥

হনুমান্।—ইদানীং জ্ঞানপ্রাপ্তৌ বাধকমাহ অজ্ঞ ইতি। অজ্ঞঃ প্রজ্ঞানপ্রাপ্তের্বিমুখোঽশ্রদ্দধানঃ শ্রদ্ধাশূন্যশ্চ সংশয়াত্মা (সংশয় ইতি পচাদ্যচ্) সংশয়ঃ সর্ব্বত্র সন্দেহবানাত্মা বিনশ্যতি জ্ঞানলক্ষণাৎ পুরুষার্থাৎ ভ্রংশত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চান্যৎ সংশয়াত্মনস্তস্য অয়ং সর্ব্বসাধারণোঽপি লোকো নাস্তি, ন চ পরঃ স্বর্গাখ্যঃ, নাপ্যন্নপানাদিকমপি সুখমস্তি॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্রাশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি স্বার্থাদ্ভ্রশ্যতি, এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্ব্বথা নশ্যতি যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জ্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ, ন চ পরলোকো ধর্ম্মস্যানিষ্পত্তেঃ, ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ॥ ৪০ ॥

বলদেব।—জ্ঞানাধিকারিণং তৎফলঞ্চাভিধায় তদ্বিপরীতং তৎফলঞ্চাহ অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞঃ পশ্বাদিবচ্ছাস্ত্রজ্ঞানহীনঃ, অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানে সত্যপি বিবাদিপ্রতিপত্তিভির্ন কাপি বিশ্বস্তঃ, শ্রদ্দধানত্বেঽপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যেন্ন বেতি সন্দিহানমনাঃ, বিনশ্যতি স্বার্থাদ্বিচ্যবতে। তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিনিন্দতি নায়মিতি। অয়ং প্রাকৃতো লোকঃ পরোঽপ্রাকৃতঃ সংশয়াত্মনঃ কিঞ্চিদপি সুখং নাস্তি। শাস্ত্রীয়কর্ম্মজন্যং হি সুখং তচ্চ কর্ম্ম বিবিক্তাত্মজ্ঞানপূর্ব্বকম্ তত্র সন্দিহানস্য কুতস্তদিত্যর্থঃ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন।—অজ্ঞশ্চেতি। অত্র চ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ, কস্মাৎ? অজ্ঞোঽনধীত-শাস্ত্রত্বেনাত্মজ্ঞানশূন্যঃ গুরুবেদান্তবাক্যার্থে ইদমেবং ন ভবত্যেবেতি বিপর্য্যয়রূপা নাস্তিক্য-বুদ্ধিরশ্রদ্ধা তদ্বানশ্রদ্দধানঃ, ইদমেবং ভবতি নবেতি সর্ব্বত্র সংশয়াক্রান্তচিত্তঃ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি স্বার্থাদ্‌ভ্রষ্টো ভবতি, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ বিনশ্যতীতি সংশয়াত্মাপেক্ষয়া ন্যূনত্ব-কথনার্থং চকারাভ্যাং তয়োঃ প্রয়োগঃ উক্তঃ। কুতঃ? সংশয়াত্মা হি সর্ব্বতঃ পাপীয়ান্, যতো নায়ং মনুষ্যলোকোঽস্তি বিত্তার্জ্জনাদ্যভাবাৎ ন পরলোকঃ স্বর্গমোক্ষাদিঃ ধর্ম্মজ্ঞানাদ্য-ভাবাৎ, ন সুখং ভোজনাদিকৃতং, সংশয়াত্মনঃ সর্ব্বত্র সন্দেহাক্রান্তচিত্তস্য, অজ্ঞস্যাশ্রদ্দধানস্য চ পরলোকো নাস্তি মনুষ্যলোকো ভোজনাদিসুখঞ্চ বর্ত্ততে, সংশয়াত্মা তু ত্রিতয়হীনত্বেন সর্ব্বতঃ পাপীয়ানিত্যর্থঃ॥ ৪০॥

নীলকণ্ঠ।—অজ্ঞ ইতি। অজ্ঞঃ সুখেন চিকিৎসিতুং শক্যঃ, অশ্রদ্দধানো যত্নেন সংশয়াত্মা ত্বসাধ্য এব, যতঃ মিত্রাদিষ্বপি সংশয়ং কুর্ব্বতোঽস্য অয়ং লোকোঽপি নাস্তি, নাপি পরঃ বেদবাক্যেঽপি সংশয়াৎ, অতএব সর্ব্বদা সংশয়াকুলত্বাৎ সুখমপি তস্য নাস্তি, তস্মাৎ সংশয়ো ন কর্ত্তব্যঃ॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতাধিকারিণমাহ নহীতি। অজ্ঞঃ পশ্বাদিবন্মূঢ়, অশ্রদ্দধানঃ শাস্ত্রজ্ঞানবত্ত্বেঽপি নানাবাদিনাং পরস্পরাং বিপ্রতিপত্তিং দৃষ্ট্বা ন ক্বাপি বিশ্বস্তঃ। শ্রদ্ধাবত্ত্বেঽপি সংশয়াত্মা মমৈতৎ সিধ্যেন্নবেতি সন্দেহাক্রান্তমতিঃ। তেষ্বপি মধ্যে সংশয়াত্মানং বিশেষতো নিন্দতি নায়মিতি॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য।—কথিত বিষয়ে সন্দেহ করা নিতান্ত অবিধেয়: কারণ, সন্দেহ সর্ব্বনাশের মূলীভূত। কেন সন্দেহ এরূপ দোষাবহ, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যে ব্যক্তি শাস্ত্রাদির অনধ্যয়ন হেতু, অথবা গুরূপদিষ্ট বাক্যের অপরিজ্ঞান হেতু, আত্মজ্ঞানবিহীন; গুরুপ্রদত্ত উপদেশে ও বেদান্তবাক্যার্থে যাহার শ্রদ্ধা নাই; ইহাই হইবে, বা এরূপ হইবে না, ইত্যাকার সন্দেহে যাহার চিত্ত সতত আক্রান্ত, তাদৃশ ব্যক্তি বিনষ্ট অর্থাৎ স্বার্থ-ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু এই তিনের মধ্যে সংশয়াত্ম ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ; সর্ব্বপ্রকারেই তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণভোগ্য এই মনুষ্যলোকও তাহার পক্ষে নাই; কারণ, তাদৃশ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধনোপার্জ্জনবিবাহাদি করিয়া মানবোচিত কোন ব্যবহারই করিতে পারে না। তাহার পক্ষে পরলোকও নাই; কারণ, আজীবন সন্দেহপ্রযুক্ত সে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইয়া তদনুষ্ঠানে অক্ষম। তাহার সুখও নাই; কারণ, ধনোপার্জ্জন করিয়া ও পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত হইয়া লোকে ঐহিক সুখভোগ

করে, তাহার অদৃষ্টে সে সুখ ঘটে নাই; অপিচ, অবিরত সন্দেহপ্রযুক্ত নিরুদ্বিগ্নমনে ভোজনাদি কোন ভোগোপভোগ করিতে পারে না। যাহারা অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান, তাহাদের পক্ষে পরলোক না থাকিলেও, মনুষ্য-লোকের ভোগ্য-সুখ সমস্তই আছে। কিন্তু হতভাগ্য সংশয়াত্মার কোন দিক্ই নাই। অতএব সংশয়ী ব্যক্তি সকলের অপেক্ষাই পাপিষ্ঠ; এই জন্যই সংশয় করা কদাপি বিধেয় নহে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। যে ব্যক্তি পশু প্রভৃতির ন্যায় শাস্ত্রজ্ঞানহীন, সেই অজ্ঞ। শাস্ত্রীয় কর্ম্ম সম্পাদনজনিত আত্মজ্ঞান-হেতুই সুখ হয়। সন্দিহান ব্যক্তি বিশ্বাসসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তই হয় না; সুতরাং তাহার সুখের আশা কোথায়? ॥ ৪০ ॥

যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—ধনঞ্জয়, যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং (যোগেন পরমার্থদর্শনলক্ষ-ণেন সমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্ন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং) জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং (ব্রহ্মাত্মৈক্যদর্শনরূপেণ জ্ঞানেন সংছিন্নঃ বিদূরিতঃ সংশয়ো যেন তং) আত্মবন্তং (অপ্রমাদিনং) ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি (ফলং ন আরভন্তে ইতি ভাবঃ) ॥ ৪১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন, সমত্ব-বুদ্ধি-হেতু যাঁহার কর্ম্ম ভগবানে সমর্পিত, অদ্বৈত-দর্শন-জনিত যিনি সন্দেহ-হীন, যিনি ভ্রান্তি-বিরহিত, কর্ম্ম-সমূহ তাঁহাকে বদ্ধ করে না ॥ ৪১ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পার্থ! যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া কর্ম্মাকর্ম্ম সমস্তই ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, ব্রহ্মাত্মের অভেদ বোধ হওয়ায় যাঁহার হৃদয় সন্দেহ-পরিশূন্য হইয়াছে এবং যিনি নিশ্চয়-জ্ঞান-হেতু প্রমাদ-বিহীন হইয়াছেন, তিনি আর কোনপ্রকার কর্ম্ম-পাশেই বদ্ধ হন না ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাৎ? যোগেতি। যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্ন্যস্তানি কর্ম্মাণি যেন পরমার্থদর্শিনা ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যানি তং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণম্, কথং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মেত্যাহ জ্ঞানেনাত্মেশ্বরৈকত্বদর্শনলক্ষণেন সংছিন্নঃ সংশয়ো যস্য স জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ঃ, য এবং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মা তমাত্মবন্তমপ্রমত্তং গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি অনিষ্টাদিরূপং ফলং নারভন্তে হে ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি।—যদ্যপি সংশয়ঃ সর্ব্বানর্থহেতুত্বাৎ কর্ত্তব্যো ন ভবতি, তথাপি নিবর্ত্তকাভাবে তদকরণমস্বাধীনমিতি শঙ্কতে কস্মাদিতি। শ্রুতিযুক্তিপ্রযুক্তমৈক্যজ্ঞানং তন্নিবর্ত্তকমিত্যুত্তরমাহ জ্ঞানেনেতি। সংশয়রহিতস্যাপি কর্ম্মণামনর্থহেতুনি ভবন্তীত্যাশঙ্ক্যাহ যোগেতি। বিষয়পরবশস্য পুংসো যোগাযোগাৎ কুতো যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবন্তমিতি। পরমার্থদর্শনতঃ সংশয়োচ্ছিত্তৌ তদুচ্ছেদকজ্ঞানমাহাত্ম্যাদেব কর্ম্মণাঞ্চ নিবৃত্তাবপ্রমত্তস্য প্রাতিভাসিকানি কর্ম্মাণি বন্ধহেতবো ন ভবন্তীত্যাহ ন কর্ম্মাণীতি। কর্ম্মযোগাদেব কর্ম্মসন্ন্যাসস্যানুপপত্তিমাশঙ্ক্য আদ্যং পাদং বিভজতে পরমার্থেতি। তচ্চ বৈধসন্ন্যাসপক্ষে পরোক্ষং ফলসন্ন্যাসপক্ষে ত্বপরোক্ষমিতি বিবেকঃ। যথোক্তজ্ঞানেন সন্ন্যস্তকর্ম্মত্বমেব সতি সংশয়ে ন সিধ্যতি সংশয়বতস্তদযোগাদিতি শঙ্কতে কথমিতি। দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাকুর্ব্বন্ পরিহরতি আহেত্যাদিনা। পাঠক্রমাদর্থক্রমস্য বলীয়স্ত্বাদাদৌ দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যায় পশ্চাদাদ্যং পাদং ব্যাচক্ষীতেত্যাহ এবমিতি। সর্ব্বমিদং প্রমাদবতো বিষয়পরবশস্য ন সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় আত্মবন্তং ব্যাকরোতি অপ্রমত্তমিতি। ন কর্ম্মাণীত্যাদিফলোক্তিং ব্যাচষ্টে গুণচেষ্টেতি। অনিষ্টাদীত্যাদিশব্দেন ইষ্টং মিশ্রঞ্চ গৃহ্যতে ॥ ৪১ ॥

রামানুজ।—যোগেতি। যথোপদিষ্টযোগেন সন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানাকারতাপন্নকর্ম্মাণং যথোপদিষ্টেন চাত্মজ্ঞানেনাত্মনি সংছিন্নসংশয়ং আত্মবন্তং মনস্বিনমুপদিষ্টার্থে দৃঢ়াবস্থিতমনসম্বন্ধহেতুভূতপ্রাচীনানন্তকর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

হনুমান্।—যোগেতি। [অসংশয়ানন্ত] যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং যোগেন ফলত্যাগেন সন্ন্যস্তানি ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যেন তম্, জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ং জ্ঞানং পরমাত্মাববোধস্তেন সংছিন্নাঃ সংশয়া যস্য তমাত্মবন্তং জিতেন্দ্রিয়ং কর্ম্মাণি বন্ধকান্যপি ন নিবধ্নন্তি ইষ্টানিষ্টানি শরীরেন্দ্রিয়বিষয়প্রাপকাণি ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর।—অধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সন্ন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন তং পুরুষং কর্ম্মাণি স্বফলৈর্ন নিবধ্নন্তি, ততশ্চ জ্ঞানেনাকর্ত্রাত্মবোধেন সঞ্ছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

বলদেব।—ঈদৃশস্য নৈষ্কর্ম্ম্যলক্ষণা সিদ্ধিঃ স্যাদিত্যাহ যোগেতি। যোগেন "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি" ইত্যত্রোক্তেন সন্ন্যস্তানি জ্ঞানাকারতাপন্নানি কর্ম্মাণি যস্য তম্, মদুপদিষ্টেন

জ্ঞানেন ছিন্নসংশয়ো যস্য তম্, আত্মবন্তমবলোকিত্বাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি, তেষাং জ্ঞানেন বিগমাৎ ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন।—এতাদৃশস্য সর্ব্বানর্থমূলস্য সংশয়স্য নিরাকরণায়াত্মনিশ্চয়মুপায়ং বদন্ন-ধ্যায়দ্বয়োক্তাং পূর্ব্বাপরভূমিকাভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ীং দ্বিবিধাং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি যোগেতি। যোগেন ভগবদারাধনলক্ষণসমত্ববুদ্ধিরূপেণ সন্ন্যস্তানি ভগবতি সমর্পিতানি কর্ম্মাণি যেন, যদ্বা পরমার্থদর্শনলক্ষণেন যোগেন সন্ন্যস্তানি ত্যক্তানি কর্ম্মাণি যেন তং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণম্, সংশয়ে সতি কথং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মত্বমত আহ জ্ঞানসং ছিন্নসংশয়ং জ্ঞানেনাত্মনিশ্চয়লক্ষণেন ছিন্ন সংশয়ো যেন তম্, বিষয়পরবশত্বরূপপ্রমাদে সতি কুতো জ্ঞানোৎপত্তিরিত্যত আহ আত্মবন্তং অপ্রমাদিনং সর্ব্বদা সাবধানম্, এতাদৃশমপ্রমাদিত্বেন জ্ঞানবন্তং জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়ত্বেন যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি বৃথা চেষ্টারূপাণি বা ন নিবধ্নন্তি অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং বা শরীরং নারভন্তে হে ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ যোগেতি। যোগেন কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনাত্মকেন সন্ন্যস্তানি ফলতঃ স্বরূপতো বা ত্যক্তানি কর্ম্মাণি তেন তং যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণম্, জ্ঞানেন সম্যগ্দর্শনেন সম্যক্ ছিন্নাঃ সংশয়াঃ আত্মা দেহোঽন্যো বা, অন্যোঽপি বিভুরবিভুর্ব্বা, অবিভুরপি কর্ত্তাকর্ত্তা বা, অকর্ত্তাপ্যেকোঽনেকো বা, একোঽপি সগুণো নির্গুণো বেত্যেবমাদয়ঃ যস্য স জ্ঞানসঞ্ছিন্ন-সংশয়স্তং আত্মবন্তং শমদমাদিপরং কর্ম্মাণি কৃতানি ন নিবধ্নন্তি হে ধনঞ্জয়! ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ।—নৈষ্কর্ম্ম্যস্ত্বেতাদৃশস্য স্যাদিত্যাহ যোগেতি। যোগান্নিষ্কামকর্ম্মযোগানন্তর-মেব সন্ন্যস্তকর্ম্মাণং সন্ন্যাসেন ত্যক্তকর্ম্মাণম্, ততশ্চ জ্ঞানাভ্যাসানন্তরং ছিন্নসংশয়ম্, সংশয়-চ্ছেদানন্তরং আত্মবন্তং প্রাপ্তং প্রত্যগাত্মানং কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—সর্ব্বানর্থের মূলীভূত সংশয়ের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার উপায় কথিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অতঃপর দুই শ্লোকে পূর্ব্ব-বর্ত্তী অধ্যায়দ্বয়ে বিবৃত যোগের প্রথম ও পরিপক্ক এতৎ অবস্থাদ্বয় ভেদে জ্ঞান ও কর্ম্ম-নিষ্ঠার প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায়ের উপসংহার করা হইতেছে। ভগবদারাধন-লক্ষণ সমত্ববুদ্ধিরূপ যোগ দ্বারা যিনি ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাখ্য কর্ম্ম সমূহ ভগবানে সমর্পণ করিয়াছেন, অথবা পরমার্থ-দর্শনরূপ যোগের দ্বারা যিনি কর্ম্মাকর্ম্ম সকলই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যোগ-সন্ন্যস্তকর্ম্মা। জীব ব্রহ্মের অভেদ বোধরূপ জ্ঞানের দ্বারা যাঁহার সন্দেহ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তিনিই জ্ঞানসংছিন্ন-সংশয়। বিষয়াসক্তিরূপ ভ্রান্তি পরিহার করিয়া যিনি আপনাকে স্থির করিয়াছেন, তিনিই আত্মবন্ত। এতাদৃশ মহাত্মাকে কোন কর্ম্মেই বদ্ধ করিতে পারে না। যিনি বিষয়ানু-রাগরূপ প্রমাদ-পরিশূন্য, তিনিই আত্মবন্ত; যিনি জ্ঞানবান্, তিনিই

সন্দেহ-বিহীন; যিনি সন্দেহশূন্য, তিনিই যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মা। পরস্পরের এইরূপ কার্য্যকারণ সম্বন্ধ। এবম্ভূত পুরুষ লোক-সংগ্রহার্থ হিতকর বা শরীর-রক্ষার্থ স্বাভাবিক ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রদ কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না॥ ৪১॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ॥
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত॥ ৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে জ্ঞানকর্ম্মন্যাসা-যোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—তস্মাৎ আত্মনঃ অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানাজ্জাতং) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিতং) এনং সংশয়ং জ্ঞান-অসিনা (সম্যগ্দর্শনরূপেণ খড়্গেন) ছিত্ত্বা যোগং আতিষ্ঠ (কুরু) ভারত উত্তিষ্ঠ (প্রস্তুতায় যুদ্ধায় উদ্যমং কুরু)॥ ৪২॥

প্রতিশব্দ।—অতএব আত্মার অজ্ঞানতা-জনিত হৃদয়স্থ এই সংশয়কে জ্ঞান-রূপ খড়্গ-দ্বারা ছেদন করিয়া যোগ আশ্রয় কর, ভরত বংশ-ধর যুদ্ধোদ্যম কর॥ ৪২॥

ব্যাখ্যা।—আত্মার অজ্ঞানতা-হেতু হৃদয়-মধ্যে সংশয়ের সমুদ্ভব হয়। হে ভরতাত্মজ! জ্ঞানস্বরূপ কৃপাণসহকারে সেই সংশয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া, নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত এবং উপস্থিত যুদ্ধার্থ বদ্ধ-পরিকর হও॥ ৪২॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাৎ কর্ম্মযোগানুষ্ঠানাৎ অশুদ্ধিক্ষয়হেতুকজ্ঞানসংছিন্নসংশয়ো ন নিবধ্যতে কর্ম্মভির্জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মত্বাদেব, যস্মাচ্চ জ্ঞানকর্ম্মানুষ্ঠানবিষয়ে সংশয়বান্ বিনশ্যতি তস্মাদিতি। তস্মাৎ পাপিষ্ঠমজ্ঞানসম্ভূতং অজ্ঞানাদবিবেকাজ্জাতং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ

স্থিতং জ্ঞানাসিনা শোকমোহাদিদোষহরং সম্যক্ দর্শনং জ্ঞানং তদেবাসিঃ খড়্গস্তেন জ্ঞানাসিনাত্মনঃ স্বস্য আত্মবিষয়ত্বাৎ সংশয়স্য ন হি পরস্য সংশয়োঽপরেণ ছেত্তব্যতাং প্রাপ্তো যেন স্বস্যেতি বিশেষ্যতেঽত আত্মবিষয়োঽপি স্বস্যৈব ভবতি জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং স্ববিনাশহেতুভূতং যোগং সম্যক্ দর্শনোপায়ং কর্ম্মানুষ্ঠানমাতিষ্ঠ কুর্ব্বিত্যর্থঃ, উত্তিষ্ঠ চেদানীং যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—তস্মাদিত্যাদিসমনন্তরশ্লোকগতং তৎপদাপেক্ষিতমর্থমাহ যস্মাদিতি। সতাং কর্ম্মণামস্মদাদিষু ফলারম্ভকত্বোপলম্ভাৎ বিদুষ্যপি তেষাং তদ্ভাবমনপবাধমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাগ্নীতি। নমু সন্দিহানস্য তৎপ্রতিবন্ধান্ন কর্ম্মযোগানুষ্ঠানং নাপি তদ্ধেতুকজ্ঞানং, তত্রাপি সংশয়াবতারাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্মাচ্চেতি। শ্লোকাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে তস্মাদিত্যাদিনা। পাপিষ্ঠমিতি সংশয়স্য সর্ব্বানর্থমূলত্বেন ত্যাজ্যত্বং সূচ্যতে। বিবেকাগ্রহপ্রসূতত্বাদপি তস্য হেয়ত্বমবিবেকস্যানর্থকরত্বপ্রসিদ্ধেরিত্যাহ অবিবেকাদিতি। ন চ তস্য চৈতন্যবদাত্মনিষ্ঠত্বাদত্যাজ্যত্বং শঙ্কিতব্যমিত্যাহ হৃদ্দীতি। শোকমোহাভ্যামভিভূতস্য পুংসো মনসি প্রাদুর্ভবতঃ সংশয়স্য প্রবলপ্রতিবন্ধকাভাবেনৈব প্রধ্বংসঃ সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানাসিনেতি। স্বাশ্রয়স্য সংশয়স্য স্বাশ্রয়েণৈব জ্ঞানেন সমুচ্ছেদসম্ভবাৎ কিমিতি স্বস্যেতি বিশেষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মবিষয়ত্বাদিতি। স্থাণ্বাদিবিষয়ঃ সংশয়ঃ তদ্বিষয়েণ জ্ঞানেন দেবদত্তনিষ্ঠেন তন্নিষ্ঠো ব্যাবর্ত্ত্যতে, প্রকৃতে স্বাত্মবিষয়স্তদাশ্রয়শ্চ সংশয়স্তথাবিধেন জ্ঞানেন অপনীয়তে তেন বিশেষণমর্থবদিত্যর্থঃ। তদেব প্রপঞ্চয়তি ন হীতি। আত্মাশ্রয়ত্বস্য প্রকৃতে সংশয়ে সিদ্ধত্বেনাবিবক্ষিতত্বাৎ তদ্বিষয়স্য তদ্বিষয়েণৈব তস্য তেন নিবৃত্তির্বিবক্ষিতেত্যুপসংহরতি অত ইতি। সংশয়সমুচ্ছিত্ত্যনন্তরং কর্ত্তব্যমুপদিশতি ছিত্ত্বৈনমিতি। অগ্নিহোত্রাদিকং কর্ম্ম ভগবদাজ্ঞয়া ক্রমেণ করিষ্যামি যুদ্ধাৎ পুনরুপরিরংসৈবেত্যাশঙ্ক্যাহ উত্তিষ্ঠেতি। ভরতান্বয়ে মহতি ক্ষত্রিয়বংশে প্রসূতস্য সমুপস্থিতসমরবিমুখত্বমনুচিতমিতি মন্বানঃ সন্নাহ ভারতেতি। তদনেন যোগস্য কৃত্রিমত্বং ভগবতোঽনীশ্বরত্বঞ্চ নিরাকৃত্য কর্ম্মাদাবকর্ম্মাদিদর্শনাদাত্মনঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাৎ প্রণিপাতাদের্ব্বহিরঙ্গাদন্তরঙ্গাচ্চ শ্রদ্ধাদেরুদ্ভূতাদশেষানর্থনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মভাবমভিদধতা স্বস্মাদুৎকৃষ্টে তস্মিন্নসংশয়ানস্যাধিকারাদশেষদোষবন্তং সংশয়ং হিত্বোত্তমস্য জ্ঞাননিষ্ঠাপরস্য কর্ম্মনিষ্ঠেতি স্থাপিতম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দগিরি বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—তস্মাদিতি। তস্মাদনাত্মজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থমাত্মবিষয়ং সংশয়ং ময়োপদিষ্টেনাত্মজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা ময়োপদিষ্টং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ তদর্থমুত্তিষ্ঠ ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্গীতাভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—অত উপসংহরতি তস্মাদিতি। যস্মাৎ সর্ব্বানর্থহেতুঃ সংশয়ঃ, তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতমবিদ্যাপ্রভবং হৃৎস্থং হৃদি তিষ্ঠতি হৃৎস্থং জ্ঞানপ্রতিপক্ষতয়া জ্ঞানাবকাশং হৃদয়দেশমধিষ্ঠায় বর্ত্তমান, জ্ঞানমেবাসিস্তর্নানিস্তেন ভূয়োভূয়ঃ উৎপদ্যমানং ছিত্ত্বা বিনাশ্য এনং পূর্ব্বোক্তসংশয়ং, যোগং ফলসঙ্গরহিতং কর্ম্ম আতিষ্ঠ সেবস্ব, উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় ভারতেতি ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—তস্মাদজ্ঞানেতি। যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদিস্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারতেতি ক্ষত্রিয়ত্বেন যুদ্ধস্য ধর্ম্মত্বং দর্শিতম্। পূর্ব্বাবস্থাদি-ভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা। নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়সংছিদম্ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতমাত্মবিষয়কং সংশয়ং মদুপদিষ্টেন জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা যোগং নিষ্কামং কর্ম্ম ময়োপদিষ্টমাতিষ্ঠ তদর্থমুত্তিষ্ঠেতি। দ্ব্যংশকং ধান্যবৎ কর্ম্ম তুষাংশাদিব তণ্ডুলঃ। শ্রেষ্ঠং দ্রব্যাংশতো জ্ঞানমিতি তুর্য্যস্য নির্ণয়ঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্বলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—যস্মাদেবং অজ্ঞানাদবিবেকাৎ সমুদ্ভূতমুৎপন্নং হৃৎস্থং হৃদি বুদ্ধৌ স্থিতং কারণস্যাশ্রয়স্য চ জ্ঞানে শত্রুঃ সুখেন হন্তুং শক্যতে ইত্যুভয়োপন্যাসঃ, এনং সর্ব্বানর্থমূলভূতং সংশয়ং আত্মনো জ্ঞানাসিনা আত্মবিষয়কনিশ্চয়খড়্গেন ছিত্ত্বা যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়ং, নিষ্কামকর্ম্ম আতিষ্ঠ কুরু। অত ইদানীমুত্তিষ্ঠ যুদ্ধায় হে ভারত! ভরতবংশে জাতস্য যুদ্ধোদ্যমো ন নিষ্ফল ইতিভাবঃ। স্বস্থানীশত্ববাধেন ভক্তিশ্রদ্ধে দৃঢ়ীকৃতে। ধীহেতুঃ কর্ম্মনিষ্ঠা চ হরিণেহোপসংহৃতা ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং গীতার্থগূঢ়দীপিকায়াং ব্রহ্মার্পণযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—তস্মাদিতি। হৃৎস্থং বুদ্ধিস্থং জ্ঞানাসিনা জ্ঞানখড়্গেন যোগং সম্যগ্দর্শনোপায়ং নিষ্কামকর্ম্ম আতিষ্ঠ কুরু। উত্তিষ্ঠ যুদ্ধায়েতি শেষঃ ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—উপসংহরতি তস্মাদিতি। হৃৎস্থং হৃদ্গতং সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগং নিষ্কাম-কর্ম্মযোগং আতিষ্ঠ আশ্রয়। উত্তিষ্ঠ যুদ্ধং কর্ত্তুমিতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

উক্তেষু মুক্ত্যুপায়েষু জ্ঞানমত্র প্রশস্যতে। জ্ঞানোপায়স্তু কর্ম্মৈবেত্যধ্যায়ার্থো নিরূপিতঃ ॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাস্বয়ং চতুর্থো হি সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মযোগানুষ্ঠান দ্বারা অন্তঃ

করণশুদ্ধি হেতু জ্ঞানের উদ্ভব হয়; সেই জ্ঞান দ্বারা যাঁহার সংশয় অপাকৃত হইয়াছে, তাঁহার আর কর্ম্ম-বন্ধন থাকে না এবং ইহাও কথিত হইয়াছে, কর্ম্ম-যোগ ও জ্ঞানযোগসম্বন্ধে যাহার সংশয় থাকে, সে বিনষ্ট হয়। অতএব এই পাপস্বরূপ অজ্ঞান দ্বারা সমুৎপন্ন বুদ্ধি-ভ্রংশকর হৃদয়স্থিত সংশয়কে নির্ম্মূল করাই আবশ্যক। তদভিপ্রায়ে শোক-মোহাদিনাশক জ্ঞানরূপ শাণিত তরবার দ্বারা অবিবেকজনিত স্বকীয় সংশয় ছেদন কর। একের সংশয় অপরে ছেদন করিতে পারে না। স্বকীয় সংশয় স্বয়ং ছেদন করাই বিধেয়। এইরূপে বিনাশের হেতুভূত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া, সম্যগ্দর্শনের উপায়স্বরূপ মোক্ষপ্রদ নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও এবং হে ভরত-কুল-প্রদীপ! যে যুদ্ধার্থ অধুনা সমরক্ষেত্রে সমাগত হইয়াছ, তাহাতে সম্যগ্রূপ উদ্যুক্ত হও। "ভারত" এই সম্বোধন পদ দ্বারা ইহাই দর্শিত হইল যে, ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম, অথবা ভরত-বংশ সম্ভূত বীরের যুদ্ধোদ্যম কখনই নিষ্ফল হইবে না। এই স্থানে চতুর্থাধ্যায়ের পরিসমাপ্তি হইল। কেহ কেহ এই অধ্যায়ের "ব্রহ্মার্পণ" এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৪২ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য। মানবের অবস্থা ভেদে কর্ম্ম ও জ্ঞানরূপা নিষ্ঠাদ্বয়ের বিবরণ যিনি পরিব্যক্ত করিয়াছেন, সেই সংশয়-বিনাশক শৌরিকে বন্দনা করি।—শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণের উপসংহার বাক্য। ধান্যের যেমন তুষ ও তণ্ডুল এই দুই অংশ, কর্ম্মেরও তদ্রূপ দুই ভাগ; তন্মধ্যে দ্রব্য-কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞান-কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, ইহাই চতুর্থ অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে।—শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর উপসংহার বাক্য। স্বকীয় অনীশত্ব প্রতিপাদনপূর্ব্বক ভক্তি ও শ্রদ্ধা দৃঢ়ীকৃত করিয়া, শ্রীহরি-জ্ঞান-লাভার্থ কর্ম্ম-নিষ্ঠার কীর্ত্তন দ্বারা উপসংহার করিলেন।—শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর উপসংহার বাক্য। বিবৃত মুক্তির উপায় সমূহের মধ্যে এই অধ্যায়ে জ্ঞানেরই শ্রেষ্ঠতা সমর্থিত হইল, এবং ইহাও নিরূপিত হইল যে, কর্ম্মানুষ্ঠান কেবল জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ।

চতুর্থ অধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুন মুনি।—প্রসঙ্গাৎ স্বস্বভাবোক্তিঃ কর্ম্মণোঽকর্ম্মতাস্য চ। ভেদাজ্ঞানস্য মাহাত্ম্যং চতুর্থাধ্যায় উচ্যতে॥

তাৎপর্য্য।—চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ প্রসঙ্গতঃ স্বকীয় স্বভাব, কর্ম্মের অকর্ম্মতা, ভেদ-বিষয়ক-অজ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

অর্জ্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১ ॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। কৃষ্ণ কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং (ত্যাগরূপং) [কথয়িত্বা] পুনঃ যোগং (কর্ম্মযোগং) চ শংসসি (কথয়সি) এতয়োঃ (এতদুভয়োঃ) যৎ মে শ্রেয়ঃ (মঙ্গলদায়কম্) তৎ একং সুনিশ্চিতং (ধ্রুবরূপেণ) ব্রূহি (কথয়) ॥ ১ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। শ্রীহরি কর্ম্ম-সমূহের ত্যাগ [বলিয়া] পুনরায় কর্ম্ম যোগও বলিতেছ, এতদুভয়ের যাহা আমার শুভকর, তাহা এক স্থিররূপে বল ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে নারায়ণ! তুমি প্রথমতঃ কর্ম্ম-ত্যাগ-বিষয়ক উপদেশ প্রদান করিয়া, পুনর্ব্বার কর্ম্মযোগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিতেছ। এক্ষণে কর্ম্মসংন্যাস ও কর্ম্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার পক্ষে কল্যাণ-জনক, তাহাই অবধারিত করিয়া নির্দ্দেশ কর ॥ ১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—"কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যারভ্য "স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ" "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণম্" "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্" "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ" "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ" "কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বান্" "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" "যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণম্" ইত্যন্তৈর্বচনৈঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসমবোচদ্ভগবান্, "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ" ইত্যনেন বচনেন পুনর্যোগঞ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমনুতিষ্ঠেত্যুক্তবান্, তয়োরুভয়োশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসন্ন্যাসয়োঃ স্থিতিগতিবৎ পরস্পরবিরোধাদেকেন সহ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ কালভেদেন চানুষ্ঠানবিধানাভাবাদর্থাদেতয়োরন্যতরকর্ত্তব্যতায়াং প্রাপ্তৌ সত্যাং

যৎ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসন্ন্যাসয়োঃ তৎ কর্ত্তব্যং নেতরদিত্যেবং মন্যমানঃ প্রশস্ততরবুভুৎসয়ার্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ ইত্যাদিনা। নমু চাত্মবিদো জ্ঞান-যোগেন নিষ্ঠাং প্রতিপাদয়িষ্যন্ পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবান্ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসমবোচন্ন-ত্বনাত্মজ্ঞস্যাতশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসন্ন্যাসয়োর্ভিন্নপুরুষবিষয়ত্বাদন্যতরস্য প্রশস্ততরত্ববুভুৎসয়া প্রশ্নোঽনুপপন্নঃ, সত্যমেবং ত্বদভিপ্রায়েণ প্রশ্নো নোপপদ্যতে প্রষ্টুঃ স্বাভিপ্রায়েণ পুনঃ প্রশ্নো যুজ্যত এবেতি বদামঃ, কথম্? পূর্ব্বোদাহৃতৈর্ব্বচনৈর্ভগবতা কর্ম্মসন্ন্যাসস্য কর্ত্তব্যতয়া বিবক্ষিতত্বাৎ প্রাধান্যমন্তরেণ চ কর্ত্তারং তস্য কর্ত্তব্যত্বাসম্ভবাদনাত্মবি-দপি কর্ত্তা পক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যত ইতি ন পুনরাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সন্ন্যাসস্য বিবক্ষিত-মিত্যেবং মন্বানস্যার্জ্জুনস্য কর্ম্মানুষ্ঠানকর্ম্মসন্ন্যাসয়োরবিদ্বৎপুরুষকর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীতি পূর্ব্বো-ক্তেন প্রকারেণ তয়োঃ পরস্পরবিরোধাদন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে প্রাপ্তে প্রশস্ততরঞ্চ কর্ত্তব্যং নেতরদিতি প্রশস্ততরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্নঃ প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণে-নাপি প্রষ্টুরভিপ্রায় এবমেবেতি গম্যতে, কথম্? সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগোবিশিষ্যতে ইতি প্রতিবচনমেতন্নিরূপ্যম্, কিমনেনাত্মবিৎ-কর্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং প্রয়োজনমুক্ত্বা তয়োরেব কুতশ্চি-দ্বিশেষাৎ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে, আহোস্বিদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ তদুভয়মুচ্যত ইতি, কিঞ্চাতো যথাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্ম-যোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বং তয়োস্তু কর্ম্মসংন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বমুচ্যতে, যদি বানাত্মবিৎ কর্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োস্তদুভয়মুচ্যত ইতি। অত্রোচ্যতে আত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাৎ তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মনুপপন্নম্, যদ্যনাত্মবিদঃ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ তৎপ্রতিকূলশ্চ কর্ম্মানুষ্ঠান-লক্ষণঃ কর্ম্মযোগঃ সম্ভবেতাং তদা তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিঃ কর্ম্মযোগস্য চ কর্ম্ম-সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেতদুভয়মুপপদ্যেত, আত্মবিদস্তু সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবাৎ তয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বাভিধানং কর্ম্মসন্ন্যাসাচ্চ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি চানুপপন্নম্, অত্রাহ কিমাত্মবিদঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরপ্যসম্ভব আহোস্বিদন্যতরস্যাসম্ভবঃ, যদা চান্যতরস্যাসম্ভব-স্তদা কিং কর্ম্মসন্ন্যাসস্যোত কর্ম্মযোগস্যেত্যসম্ভবে কারণঞ্চ বক্তব্যমিতি, অত্রোচ্যতে আত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বাদ্বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলস্য কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাজ্জন্মাদিসর্ব্ববিক্রিয়া-রহিতত্বেন নিষ্ক্রিয়মাত্মানমাত্মত্বেন যো বেত্তি তস্যাত্মবিদঃ সম্যগ্দর্শনেনাপাস্তমিথ্যাজ্ঞানস্য নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসমুক্ত্বা তদ্বিপরীতস্য মিথ্যাজ্ঞানমূলক-কর্ত্তৃত্বাভিমানপুরঃসরস্য সক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানরূপস্য কর্ম্মযোগস্যেহ শাস্ত্রে তত্র তত্রাত্ম-স্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সম্যগ্জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাদভাবঃ প্রতিপাদ্যতে, যস্মাৎ তস্মাদাত্মবিদো নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানস্য বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলঃ কর্ম্মযোগো ন সম্ভবতীতি যুক্তমুক্তং স্যাৎ। "কেষু কেষু পুনরাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষ্বাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইত্য-

ত্রোচ্যতে "অবিনাশি তু তৎ" ইতি প্রকৃত্য "য এনং বেত্তি হন্তারম্" "বেদাবিনাশিনং নিত্যম্" ইত্যাদৌ, তত্র তত্রাত্মবিদঃ কর্ম্মাভাব উচ্যতে। নমু চ কর্ম্মযোগোঽপ্যাত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু তত্র তত্র প্রতিপাদ্যত এব তদ্‌যথা "তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত" "স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য" "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" ইত্যাদাবতশ্চ কথমাত্মবিদঃ কর্ম্মযোগস্যাসম্ভবঃ স্যাদিতি, অত্রোচ্যতে সম্যগ্‌জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানতৎকার্য্যবিরোধাৎ "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাম্" ইত্যনেন সাঙ্খ্যানামাত্মতত্ত্ববিদামনাত্মবিৎকর্ত্তৃককর্ম্মযোগনিষ্ঠাতো নিষ্ক্রিয়াত্মস্বরূপাবস্থানলক্ষণায়া জ্ঞানযোগনিষ্ঠায়াঃ পৃথক্‌করণাৎ কৃতকৃত্যত্বেনাত্মবিদঃ প্রয়োজনান্তরাভাবাৎ "তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে" ইতি কর্ত্তব্যান্তরাভাববচনাচ্চ, "ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ" "সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো" "দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ" ইত্যাদিবচনাচ্চাত্মজ্ঞানাঙ্গত্বেন কর্ম্মযোগস্য বিধানাৎ যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতইত্যনেন চোৎপন্নসম্যগ্‌দর্শনস্য কর্ম্মযোগাভাববচনাৎ "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" ইতি চ শরীরস্থিতিকারণাতিরিক্তস্য কর্ম্মণো বারণাৎ "নৈব কিঞ্চিৎ করোমি" ইতি "যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যনেন চ শরীরস্থিতিমাত্রপ্রযুক্তেষ্বপি দর্শনশ্রবণাদিকর্ম্মস্বাত্মযাথাত্ম্যবিদঃ করোমীতি প্রত্যয়স্য সমাহিতচেতস্তয়া সদা কর্ত্তব্যত্বোপদেশাদাত্মতত্ত্ববিদঃ সম্যগ্‌দর্শনেন বিরুদ্ধো মিথ্যাজ্ঞানহেতুকঃ কর্ম্মযোগঃ স্বপ্নেঽপি ন সম্ভাবয়িতুং শক্যতে, যস্মাৎ তস্মাদনাত্মবিৎকর্ত্তৃকয়োরেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্ববচনং তদীয়াচ্চ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ পূর্ব্বোক্তাত্মবিৎকর্ত্তৃকসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবিলক্ষণাৎ সত্যেককর্ত্তৃত্ববিজ্ঞানে কর্ম্মৈকদেশবিষয়ত্বাৎ যমনিয়মাদিসহিতত্বেন চ দুরনুষ্ঠেয়ত্বাৎ, সুকরত্বেন চ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিত্যেবং প্রতিবচনবাক্যার্থনিরূপণেনাপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রষ্টুরভিপ্রায়ো নিশ্চীয়ত ইতি স্থিতম্, "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যত্র জ্ঞানকর্ম্মণোঃ সহাসম্ভবে যচ্ছ্রেয় এতয়োস্তন্মে ব্রূহি ইত্যেবং পৃষ্টোঽর্জ্জুনেন ভগবান্ জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং নিষ্ঠা পুনঃ কর্ম্মযোগেন যোগিনাং নিষ্ঠা প্রোক্তেতি, নির্ণয়ং চকার, "ন চ সন্ন্যাসনাদেব কেবলাৎ সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" ইতি বচনাৎ জ্ঞানসহিতস্য তস্য সিদ্ধিসাধনত্বমিষ্টং কর্ম্মযোগস্য চ বিধানাৎ জ্ঞানরহিতস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেয়ান্ কিংবা কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যেতয়োর্বিশেষবুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ। সন্ন্যাসং পরিত্যাগং কর্ম্মণাং শাস্ত্রীয়াণামনুষ্ঠানবিশেষাণাং শংসসি প্রশংসসি কথয়সীত্যেতৎ পুনর্যোগঞ্চ তেষামেবানুষ্ঠানমবশ্যং কর্ত্তব্যং শংসতো মে কতরৎ শ্রেয়ঃ ইতি সংশয়ঃ, কিং কর্ম্মানুষ্ঠানং শ্রেয়ঃ কিংবা তদ্ধানমিতি প্রশস্ততরঞ্চানুষ্ঠেয়মতশ্চ যচ্ছ্রেয়ঃ প্রশস্যতরমেতয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদনুষ্ঠানাৎ শ্রেয়োঽবাপ্তির্ম্মম স্যাদিতি মন্যসে তদেকমন্যতরং সহৈকপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবাম্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতমভিপ্রেতং তবেতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সম্বন্ধমভিদধানো বৃত্তানুবাদপূর্ব্বকমর্জ্জুনপ্রশ্নস্যাভিপ্রায়ং প্রদর্শয়িতুং প্রক্রমতে কর্ম্মণীত্যাদিনা। ইত্যারভ্য কর্ম্মণ্যকর্ম্মদর্শনমুক্ত্বা তৎপ্রশংসা প্রসারিতেত্যাহ সযুক্তইতি। জ্ঞানবন্তং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি লোকসংগ্রহার্থং কুর্ব্বন্তং জ্ঞানলক্ষণেনাগ্নিনা দগ্ধসর্ব্বকর্ম্মাণং কর্ম্মপ্রযুক্তফলসম্বন্ধবিধুরং বিবেকবন্তো বদন্তীতি।

জ্ঞানবতো জ্ঞানফলভূতং সন্ন্যাসং বিবক্ষন্ বিবিদিষোঃ সাধনরূপমপি সন্ন্যাসং ভগবান্ বিবক্ষিতবানিত্যাহ জ্ঞানাগ্নীতি। নিরাশিরিত্যারভ্য শরীরস্থিতিমাত্রকারণং কর্ম্ম শরীরস্থিতাবপি সঙ্গরহিতঃ সন্ সমাচরন্ ধর্ম্মাধর্ম্মফলভাগী ন ভবতীত্যপি পূর্ব্বোক্তরাভ্যামধ্যাষাভ্যাং দ্বিবিধং সন্ন্যাসং সূচিতবানিত্যাহ শারীরমিতি। যদৃচ্ছেত্যাদাবপি সন্ন্যাসঃ সূচিতঃ তদ্ধর্ম্মফলায়োপদেশাদিত্যাহ যদৃচ্ছেতি। জ্ঞানস্য যজ্ঞত্বসম্পাদনপূর্ব্বকং প্রশংসাবচনাদপি কর্ম্মসন্ন্যাসো দর্শিতো জ্ঞাননিষ্ঠস্যেত্যাহ ব্রহ্মার্পণমিতি। জ্ঞানযজ্ঞস্তুত্যর্থং বিহিতান্ নানাবিধান্ যজ্ঞাননূদ্য তেষাং দেহাদিব্যাপারজন্যত্ববচনেনাত্মনো নির্ব্যাপারত্ববিজ্ঞানফলাভিলাপাদপি যথোক্তমাত্মানং বিবিদিষোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেঽধিকারো ধ্বনিত ইত্যাহ কর্ম্মজানিতি। সমস্তস্যৈবাবশেষবর্জ্জিতস্য কর্ম্মণো জ্ঞানে পর্য্যবসানাভিধানাচ্চ জিজ্ঞাসোঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সূচিত ইত্যাহ সর্ব্বমিতি। তদ্বিদ্ধীত্যাদিনা জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ং প্রণিপাতাদি প্রদর্শ্য প্রাপ্তেন জ্ঞানেনাতিশয়মাহাত্ম্যবতা সর্ব্বকর্ম্মণাং নিবৃত্তিরেবেতি বদতা চ জ্ঞানার্থিনঃ সন্ন্যাসেঽধিকারো দর্শিতো ভগবতেত্যাহ জ্ঞানাগ্নিরিতি। জ্ঞানেন সমুচ্ছিন্নসংশয়ং তস্মাদেব জ্ঞানাৎ কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্যবস্থিতমপ্রমত্তং বশীকৃতকার্য্যকরণসংঘাতবন্তং প্রতিভাসিকানি কর্ম্মাণি ন নিবধ্নন্তি ইত্যপি দ্বিবিধঃ সন্ন্যাসো ভগবতোক্ত ইত্যাহ যোগেতি। কর্ম্মণীত্যারভ্য যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণমিত্যন্তৈরুদাহৃতৈর্ব্বচনৈরুক্তং সন্ন্যাসমুপসংহরতি ইত্যন্তৈরিতি। তর্হি কর্ম্মসন্ন্যাসস্যৈব জিজ্ঞাসুনা জ্ঞানবতা চাদরণীয়ত্বাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানমনাদেয়মাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যোক্তমর্থান্তরমনুবদতি ছিত্ত্বৈনমিতি। কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরুক্তয়োরেকেনৈব পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বসম্ভবান্ন বিরোধোঽস্তীত্যাশঙ্ক্য যুগপদ্বা ক্রমেণ বানুষ্ঠানমিতি বিকল্প্যাদ্যং দূষয়তি উভয়োশ্চেতি। দ্বিতীয়ং প্রত্যাহ কালভেদেনেতি। উক্তয়োর্দ্বয়োরেকেন পুরুষেণানুষ্ঠেয়ত্বাসম্ভবে কথং কর্ত্তব্যত্বসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অর্থাদিতি। দ্বয়োরুক্তয়োরেকেন যুগপৎক্রমাভ্যাং অনুষ্ঠানানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। অন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বে কতরস্যেতি কুতো নির্ণয়োর্দ্বয়োঃ সন্নিধানাবিশেষাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যৎ প্রশস্যতরমিতি। ভগবতা কর্ম্মণাং সন্ন্যাসো যোগশ্চোক্তো ন চ তয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং তেনান্যতরস্য শ্রেষ্ঠস্যানুষ্ঠেয়ত্বে তদ্বুভুৎসয়া প্রশ্নোপপত্তিরিত্যুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। নায়ং প্রষ্টুরভিপ্রায়ঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বস্যোক্তত্বাদেকস্মিন্ পুরুষে প্রাপ্ত্যভাবাদিতি শঙ্কতে নন্বিতি। চোদ্যমঙ্গীকৃত্য পরিহরতি সত্যমেবমিতি। কীদৃশস্তর্হি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যেন প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। এতস্মিন্ পুরুষে কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরস্তি প্রাপ্তিরিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ং প্রতিনির্দ্দেষ্টুং প্রারভতে পূর্ব্বোদাহৃতৈরিতি। যথা "স্বর্গকামো যজেত" ইতি স্বর্গকামোদ্দেশেন যাগো বিধীয়তে ন তু তস্যৈবাধিকারো নাস্যস্যেত্যপি প্রতিপাদ্যতে বাক্যভেদপ্রসঙ্গাৎ, তথানাত্মবিৎকর্ত্তা সন্ন্যাসপক্ষে প্রাপ্তোঽনূদ্যতে, নচাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেব সন্ন্যাসস্য নিয়ম্যতে বৈরাগ্যমাত্রেণাজ্ঞস্যাপি সন্ন্যাসবিধিদর্শনাৎ, তস্মাৎ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরবিদ্বৎকর্ত্তৃকত্বমস্তীতি মন্বানস্যার্জ্জুনস্য প্রশ্নঃ সম্ভবতীতি ভাবঃ। ভবতু সন্ন্যাসস্য কর্ত্তব্যত্ববিবক্ষা তথাপি কথং প্রশস্যতরবুভুৎসয়া প্রশ্নপ্রবৃত্তি-

রিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রাধান্যমিতি। তথাপি কথমেকস্মিন্ পুরুষে তয়োরপ্রাপ্তাবুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নবচনং প্রকল্পাতে তত্রাহ অনাত্মবিদিতি। আত্মবিদো বিদ্যাসামর্থ্যাৎ কর্ম্মত্যাগধ্রৌব্যবদিতরস্যাপি সতি বৈরাগ্যে তত্ত্যাগস্যাবশ্যকত্বাৎ তত্র কর্ত্তাসৌ প্রাপ্তোঽত্রানূদ্যতে, তথা চ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরেকস্মিন্ বিদুষি প্রাপ্তের্ব্যাকৃতত্বাদুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরবিরুদ্ধেত্যর্থঃ। সন্ন্যাসস্যাত্মবিৎকর্ত্তৃকত্বমেবাত্র বিবিক্ষতং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃন্তরপর্য্যুদাসঃ সন্ন্যাসবিধিশ্চেত্যর্থভেদে বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্নৈবমিত্যাহ ন পুনরিতি। ইতিশব্দো বাক্যভেদপ্রসঙ্গহেতুদ্যোতনার্থঃ। ততঃ কিমিত্যাশঙ্ক্য ফলিতমাহ এবমিতি। কর্ম্মানুষ্ঠান-কর্ম্মসন্ন্যাসয়োরবিদ্বৎকর্ত্তৃকত্বমপ্যস্তীত্যেবং মন্বানস্যার্জ্জুনস্য প্রশস্যতরবিবিদিষয়া প্রশ্নো নানুপপন্ন ইতি সম্বন্ধঃ। তয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানসম্ভবে কথং প্রশস্যতরবিবিদিষেত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বোক্তেনেতি। উভয়োশ্চেত্যাদাবুক্তপ্রকারেণ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মিথোবিরোধান্ন সমুচ্চিত্যানুষ্ঠানং সাবকাশমিত্যর্থঃ। ভবতু তর্হি যস্য কস্যচিদন্যতরস্যানুষ্ঠেয়ত্বমিতি কুতো যথোক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নপ্রবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ অন্যতরস্যেতি। উভয়প্রাপ্তৌ সমুচ্চয়ানুপপত্তাবন্যতরপরিগ্রহে বিশেষস্যাম্বেষ্যত্বাদুক্তাভিপ্রায়েণ প্রশ্নোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চাবিদ্বৎকর্ত্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কতরঃ শ্রেয়ানিতি প্রষ্টুরভিপ্রায়ো ভাতীত্যাহ প্রতিবচনেতি। কিং তৎ প্রতিবচনং কথং বা তন্নিরূপণমিতি পৃচ্ছতি কথমিতি। অত্র প্রতিবচনং দর্শয়তি সন্ন্যাসেতি। তন্নিরূপণং কথয়তি এতদিতি। তদুভয়ং নিঃশ্রেয়সকরত্বং কর্ম্মযোগস্য শ্রেষ্ঠত্বঞ্চেত্যর্থঃ। গুণদোষবিভাগবিবেকার্থং পৃচ্ছতি কিঞ্চেতি। অতোঽস্মিন্নাদ্যে পক্ষে কিং দূষণং অস্মিন্ বা দ্বিতীয়ে পক্ষে কিং ফলমিতি প্রশ্নার্থঃ। তত্র সিদ্ধান্তী প্রথমপক্ষে দোষমাদর্শয়তি অত্রেত্যাদিনা। তদেবানুপপন্নত্বং ব্যতিরেকদ্বারা বিবৃণোতি যদীত্যাদিনা। নিঃশ্রেয়সকরত্বোক্তিরিত্যত্র পারম্পর্য্যেণেতি দ্রষ্টব্যম্, বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি প্রতিযোগিনোঽসহায়ত্বাদস্য চ শুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানার্থত্বাদিত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞস্য কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরসম্ভবে দর্শিতে চোদয়তি অত্রাহেতি। চোদয়িতা নির্দ্ধারণার্থং বিমৃশতি কিমিত্যাদিনা। অন্যতরাসম্ভবেঽপি সন্দেহাৎ প্রশ্নোঽবতরতীত্যাহ যদা চেতি। যস্য কস্যচিদন্যতরস্যাসম্ভবো ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য কারণমন্তরেণাসম্ভবো ভবন্তিপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি মন্বানঃ সন্নাহ অসম্ভব ইতি। আত্মবিদঃ সকারণং কর্ম্মযোগাসম্ভবং সিদ্ধান্তী দর্শয়তি অত্রেতি। সংগ্রহবাক্যং বিবৃণ্বন্নাত্মবিত্বং বিবৃণোতি জন্মাদীতি। তস্য যদুক্তং নিবৃত্তমিথ্যাজ্ঞানত্বং তদিদানীং ব্যনক্তি সম্যগিতি। বিপর্য্যয়জ্ঞানমূলত্বেত্যাদিনোক্তং প্রপঞ্চয়তি নিষ্ক্রিয়েতি। যথোক্তসন্ন্যাসমুক্ত্বা ততো বিপরীতস্য কর্ম্মযোগস্যাভাবঃ প্রতিপাদ্যত ইতি সম্বন্ধঃ। বৈপরীত্যং স্ফোরয়ন্ কর্ম্মযোগমেব বিশিনষ্টি মিথ্যাজ্ঞানেতি। মিথ্যা চ তদজ্ঞানঞ্চেত্যনাদ্যনির্ব্বাচ্যমজ্ঞানং তন্মূলোঽহং কর্ত্তেত্যাত্মনি কর্ত্তৃত্বাভিমানস্তজ্জন্যস্তস্যেতি যাবৎ। যথোক্তং সন্ন্যাসমুক্ত্বা যথোক্তকর্ম্মযোগস্যাসম্ভবপ্রতিপাদনে হেতুমাহ সম্যগ্জ্ঞানেতি। কুত্র তদভাবপ্রতিপাদনং তদাহ ইহেতি। উক্তং হেতুং কৃত্বাত্মজ্ঞস্য কর্ম্মযোগাসম্ভবে ফলিতমাহ যস্মাদিতি। ইহ শাস্ত্রে। তত্র তত্রেত্যাদাবুক্তমেব ব্যক্তীকর্ত্তুং পৃচ্ছতি

কেষু কেম্বিতি। তানেব প্রদেশান্ দর্শয়তি অত্রেতি। আত্মস্বরূপনিরূপণপ্রদেশেষু সন্ন্যাস-প্রতিপাদনাদাত্মবিদঃ সন্ন্যাসো বিবিক্ষিতশ্চেত্তর্হি কর্ম্মযোগোঽপি তস্য কস্মান্ন ভবতি প্রকরণাবিশেষাদিতি শঙ্কতে নম্ন চেতি। আত্মবিদ্যাপ্রকরণে কর্ম্মযোগপ্রতিপাদনমুদাহরতি তদ্ যথেতি। প্রকরণাদাত্মবিদোঽপি কর্ম্মযোগস্য সম্ভবে ফলিতমাহ অতশ্চেতি। আত্মজ্ঞানোপায়ত্বেনাপি প্রকরণপাঠসিদ্ধৌ জ্ঞানাদূর্দ্ধং ন্যায়বিরুদ্ধং কর্ম্ম কল্পয়িতুমশক্যমিতি পরিহরতি অত্রোচ্যত ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানমিথ্যাজ্ঞানয়োস্তৎকার্য্যয়োশ্চ ভ্রমনিবৃত্তিভ্রমসদ্ভাবয়োর্মিথোবিরোধাৎ কর্তৃত্বাদিভ্রমমূলং কর্ম্ম সম্যগ্‌জ্ঞানাদূর্দ্ধং ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। আত্মজ্ঞস্য কর্ম্মযোগাসম্ভবে হেত্বন্তরমাহ জ্ঞানযোগেনেতি। ইতশ্চাত্মবিদো জ্ঞানাদূর্দ্ধং কর্ম্মযোগো ন যুক্তিমানিত্যাহ কৃতকৃত্যত্বেনেতি। জ্ঞানবতো নাস্তি কর্ম্মেত্যত্র কারণান্তরমাহ তস্যেতি। তর্হি জ্ঞানবতা কর্ম্মযোগস্য হেয়ত্ববজ্জিজ্ঞাসুনাপি তস্য ত্যাজ্যত্বং জ্ঞানপ্রাপ্ত্যা তস্যাপি পুরুষার্থসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্য জিজ্ঞাসোরস্তি কর্ম্মযোগাপেক্ষা ইত্যাহ ন কর্ম্মণামিতি। স্বরূপোপকার্য্যঙ্গমন্তরেণাঙ্গিস্বরূপানিষ্পত্তের্জ্ঞানার্থিনা কর্ম্মযোগস্য শুদ্ধ্যাদিদ্বারা জ্ঞানহেতোরাদেয়ত্বমিত্যর্থঃ। তর্হি জ্ঞানবতামপি জ্ঞানফলোপকারিত্বেন কর্ম্মযোগো মৃগ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়স্যেতি। উৎপন্নসম্যগ্‌জ্ঞানস্য কর্ম্মাভাবে শরীরস্থিতিহেতোরপি কর্ম্মণোঽসম্ভবান্ন তস্য শরীরস্থিতিস্তদস্থিতৌ চ কুতো জীবন্মুক্তিস্তদভাবে চ কস্যোপদেষ্টৃত্বং উপদেশাভাবে চ কুতো জ্ঞানোদয়ঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ শরীরমিতি। বিদুষোঽপি শরীরস্থিতিরাস্থিতা চেন্মাত্রপ্রযুক্তেষু দর্শনশ্রবণাদিষু কর্তৃত্বাভিধানোঽপি তস্য স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈবেতি। তত্ত্ববিদিত্যনেন চ সমাহিত চেতস্তয়া করোমীতি প্রত্যয়স্য সদৈবাকর্তৃত্বোপদেশাদিতি সম্বন্ধঃ। যত্তু বিদুষঃ শরীরস্থিতিনিমিত্তকর্ম্মাভ্যনুজ্ঞানে তস্মিন্ কর্তৃত্বাভিমানোঽপি স্যাদিতি তত্রাহ শরীরেতি। আত্মযাথাত্ম্যবিদঃ তেষপি নাহঙ্করোমীতি প্রত্যয়স্য নৈব কিঞ্চিৎ করোমীত্যাদাবকর্তৃত্বোপদেশান্ন কর্তৃত্বাভিমানসম্ভাবনেত্যর্থঃ। যথোক্তোপদেশানুসন্ধানাভাবে বিদুষোঽপি করোমীতি স্বাভাবিকপ্রত্যয়দ্বারা কর্ম্মযোগঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ আত্মতত্ত্বেতি। যদ্যপি বিদ্বান্ যথোক্তমুপদেশং কদাচিন্নানুসন্ধত্তে তথাপি তত্ত্ববিদ্যাবিরোধান্মিথ্যাজ্ঞানং তন্নিমিত্তং কর্ম্ম বা তস্য সম্ভাবয়িতুমশক্যমিত্যর্থঃ। আত্মবিৎকর্তৃকয়োঃ সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরযোগাৎ তয়োর্নিশ্রেয়সকরত্বমন্যতরস্য বিশিষ্টত্বমিত্যেতদযুক্তমিতি সিদ্ধত্বাদ্‌দ্বিতীয়ং পক্ষমঙ্গীকরোতি যস্মাদিত্যাদিনা। তদীয়াচ্চ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বাভিধানমিতি সম্বন্ধঃ। নম্ন কর্ম্মযোগেন শুদ্ধবুদ্ধেঃ সন্ন্যাসো জায়মানস্তস্মাদুৎকৃষ্যতে কথং তস্মাৎ কর্ম্মযোগস্যোৎকৃষ্টত্বাচো যুক্তির্যুক্তেতি তত্রাহ পূর্ব্বোক্তেতি। বৈলক্ষণ্যমেব স্পষ্টয়তি সত্যেবেতি। স্বাশ্রমবিহিতশ্রবণাদৌ কর্তৃত্ববিজ্ঞানে সত্যেব পূর্ব্বাশ্রমোপাত্তকর্ম্মৈকদেশবিষয়সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য শ্রেয়স্ত্ববচনং নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তমিত্যাদিস্মৃতিবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ যমনিয়মাদিতি।

"আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যমহিংসাদম আর্জ্জবম্। প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমক্রোধশ্চ যমা দশ॥
দানমিজ্যা তপো ধ্যানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহৌ। ব্রতোপবাসৌ মৌনঞ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥"

ইত্যাক্তৈর্যমনিয়মৈরন্তৈশ্চাশ্রমধর্ম্মৈর্বিশিষ্টত্বেনানুষ্ঠাতুমশক্যত্বাদুক্তসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্বোক্তির্যুক্তেত্যর্থঃ। নহি কশ্চিদিতি ন্যায়েন কর্ম্মযোগস্যেতরাপেক্ষয়া সুকরত্বাচ্চ তস্য বিশিষ্টত্ববচনং শিষ্টমিত্যাহ সুকরত্বেন চেতি। প্রতিবচনবাক্যার্থালোচনাৎ সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি ইত্যেবমিতি। সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্মিথোবিরুদ্ধয়োঃ সমুচ্চিত্যানুষ্ঠাতুমশক্যয়োরন্যতরস্য কর্ত্তব্যত্বেপ্রশস্যতরস্য তদ্ভাবাভাবস্য চানির্দ্ধারিতত্বাৎ তন্নির্দ্ধারয়িষয়া প্রশ্নঃ স্যাদিতি প্রশ্নবাক্যার্থপর্য্যালোচনয়া প্রষ্টুরভিপ্রায়ো যথাপূর্ব্বমুপদিষ্টস্তথা প্রতিবচনার্থনিরূপণেনাপি তস্য নিশ্চিতত্বাৎ প্রশ্নোপপত্তিঃ সিদ্ধেত্যর্থঃ। নমু তৃতীয়ে যথোক্তপ্রশ্নস্য ভগবতা নির্ণীতত্বন্মাত্র প্রশ্ন প্রতিবচনয়োঃ সাবকাশত্বমিত্যাশঙ্ক্য বিস্তরেণোক্তমেব সম্বন্ধং পুনঃ সংক্ষেপতো দর্শয়তি জ্যায়সী চেদিতি। সাঙ্খ্যযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়ত্বেন নির্ণীতত্বান্ন পুনঃ প্রশ্নযোগ্যত্বমিত্যর্থঃ। ইতোঽপি ন তয়োঃ প্রশ্নবিষয়ত্বমিত্যাহ ন চেতি। এবকারবিশেষণজ্ঞানসহিতসন্ন্যাসস্য সিদ্ধিসাধনত্বং ভগবতোঽভিমতম্ "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ" ইতি চ কর্ম্ম যোগস্য বিধানাৎ তস্যাপি সাধ্যসাধনত্বমিষ্টং ততশ্চ নির্ণীতত্বান্ন প্রশ্নস্তদ্বিষয়ঃ সিধ্যতীত্যর্থঃ। কেনাভিপ্রায়েণ তর্হি প্রশ্নঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য জ্ঞানরহিতসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগস্য প্রশস্যতরত্ববুভুৎসয়েত্যাহ জ্ঞানরহিত ইতি। প্রষ্টুরভিপ্রায়মেবং প্রদর্শ্য প্রশ্নোপপত্তিমুক্ত্বা প্রশ্নমুত্থাপয়তি সংন্যাসমিতি। তর্হি দ্বয়ং ত্বয়ানুষ্ঠেয়মিত্যাশঙ্ক্য তদশক্তেরুক্তত্বাৎ প্রশস্যতরস্যানুষ্ঠানার্থং তদিদমিতি নিশ্চিত্য বক্তব্যমিত্যাহ যচ্ছ্রেয় ইতি। কাম্যানাং প্রতিবিদ্ধানাঞ্চ কর্ম্মণাঃ পরিত্যাগো ময়োচ্যতে, ন সর্ব্বেষামিত্যাশঙ্ক্য কর্ম্মণ্যকর্ম্মেত্যাদৌ বিশেষদর্শনান্মৈবমিত্যাহ শাস্ত্রীয়াণামিতি। অস্তু তর্হি শাস্ত্রীয়াশাস্ত্রীয়য়োরশেষয়োরপি কর্ম্মণোস্ত্যাগো নেত্যাহ পুনরিতি। তর্হি কর্ম্মত্যাগস্তদ্যোগশ্চেত্যুভয়মাদর্শিতব্যমিত্যাশঙ্ক্য বিরোধান্মৈবমিত্যভিপ্রেত্যাহ অত ইতি। দ্বয়োরেকেনানুষ্ঠানাযোগস্যোক্তত্বাৎ কর্ত্তব্যত্বোক্তেশ্চ সংশয়ো জায়তে তমেব সংশয়ং বিশদয়তি কিং কর্ম্মেতি। প্রশস্যতরবুভুৎসা কিমর্থেত্যাশঙ্ক্যাহ প্রশস্যতরঞ্চেতি। তস্যৈবানুষ্ঠেয়ত্বে প্রশ্নসাবকাশত্বমাহ অতশ্চেতি। তদেব প্রশস্যতরং বিশিনষ্টি যদনুষ্ঠানাদিতি তদেকমন্যতরমস্মৈ ব্রূহীতি সম্বন্ধঃ। উভয়োরুক্তত্বে সতি কিমিত্যেকং বক্তব্যমিতি নিযুজ্যতে, তত্রাহ সহেতি। কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মিথোবিরোধাদিতর্থঃ। ১।

রামানুজ।—চতুর্থেঽধ্যায়ে কর্ম্মযোগস্য জ্ঞানাকারতাপূর্ব্বকস্বরূপভেদো জ্ঞানাংশস্য চ প্রাধান্যমুক্তম্, জ্ঞানযোগাধিকারিণোঽপি কর্ম্মযোগস্য [ন্তর্গতা] সুগতাত্মজ্ঞানত্বাদপ্রমাদত্বাৎ সুকরত্বান্নিরপেক্ষত্বাৎ জ্যায়স্ত্বং তৃতীয়ে এবোক্তম্, ইদানীং কর্ম্মযোগস্যাত্ম প্রাপ্তিসাধনত্বে জ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ শ্রৈষ্ঠ্যং কর্ম্মযোগান্তর্গতাকর্ত্তৃত্বানুসন্ধানপ্রকারঞ্চ প্রতিপাদ্য তন্মূলং জ্ঞানঞ্চ পরিশোধ্যতে সন্ন্যাসমিতি। কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং জ্ঞানযোগং পুনঃ কর্ম্মযোগঞ্চ শংসসি। এতদুক্তং ভবতি দ্বিতীয়েঽধ্যায়েমুমুক্ষোঃ প্রথমং কর্ম্মযোগ এব কার্য্যঃ, কর্ম্মযোগেন [শুদ্ধিতা] মৃদিতান্তঃকরণকষায়স্য জ্ঞানযোগেনাত্মদর্শনং কার্য্যমিতি প্রতিপাদ্য পুনস্তৃতীয়চতুর্থয়োর্জ্ঞানযোগাধিকারদশামাপন্নস্যাপি কর্ম্মনিষ্ঠৈব জ্যায়সী সৈব জ্ঞাননিষ্ঠা নিরপেক্ষাত্মপ্রাপ্ত্যেকসাধনমিতি

কর্ম্মানিষ্ঠাং প্রশংসসীতি, তত্রৈব জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগয়োরাত্মপ্রাপ্তিসাধনভাবে যদেকং সৌকর্য্যাচ্ছ্রেষ্ঠ্যাচ্চ শ্রেয়ঃ শ্রেষ্ঠমিতি সুনিশ্চিতং তন্মে ব্রূহি ॥ ১ ॥

হনুমান্।—অর্জ্জুন উবাচ। সকলকর্ম্মসন্ন্যাসেন শমদমাদিসাধনানুষ্ঠানেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসমানস্য ব্রহ্মাববোধঃ স্যাদেব, তথা মুমুক্ষোঃ সকলকামপ্রতিবিদ্ধকর্ম্মসন্ন্যাসেন বাসুদেবার্চ্চনবুদ্ধ্যা কর্ম্মণ্যনুষ্ঠিতসত্ত্বশুদ্ধেনার্থস্য কালেন সম্বোধঃ স্যাদেবেত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—নিবার্য্যসংশয়ং জিষ্ণোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ। জিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ॥ অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তম্, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি। "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসন্ন্যাসং কথয়সি, জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠেতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি, ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকস্যৈকদৈবা-সম্ভবতোঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োর্ম্মধ্যে একস্মিন্ননুষ্ঠাতব্যে সতি মম যচ্ছ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥ ১ ॥

বলদেব।—জ্ঞানতঃ কর্ম্মণঃ শ্রৈষ্ঠ্যং সুকরত্বাদিনা হরিঃ। শুদ্ধস্য তদকর্ত্তৃত্বঞ্চেত্যাদি প্রাহ পঞ্চমে॥ দ্বিতীয়ে মুমুক্ষুং প্রত্যাত্মবিজ্ঞানং মোচকমভিধায় তদুপায়তয়া নিষ্কামং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমভ্যধাৎ, লব্ধবিজ্ঞানস্য ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মাস্তীতি "যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইতি তৃতীয়ে "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইতি চতুর্থে চাবাদীৎ। অন্তে তু তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতমিত্যাদিনা তস্যৈব পুনঃ কর্ম্মযোগং প্রাবোচৎ। তত্রার্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি। হে কৃষ্ণ কর্ম্মণাং সন্ন্যাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিরতিরূপং জ্ঞানযোগমিত্যর্থঃ। পুনর্যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানঞ্চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপাররূপং শংসসি। ন চৈকস্য যুগপৎ তৌ সম্ভবেতাং স্থিতিগতিবৎ তম-স্তেজোবচ্চ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ। তস্মাল্লব্ধজ্ঞানঃ কর্ম্ম সন্ন্যসেদনুতিষ্ঠেদ্বেতি ভবদভিমতং বেত্তুমশক্তোঽহং পৃচ্ছামি, এতয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মানুষ্ঠানয়োর্যদেকং শ্রেয়স্ত্বয়া সুনিশ্চিতং তৎ ত্বং মে ব্রূহি ইতি ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—অধ্যায়াভ্যাং কৃতো দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ কর্ম্মবোধয়োঃ। কর্ম্মতত্ত্যাগয়ো-র্দ্বাভ্যাং নির্ণয়ঃ ক্রিয়তেঽধুনা॥ তৃতীয়েঽধ্যায়ে "জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে" ইত্যাদিনার্জ্জুনেন পৃষ্টো ভগবান্ জ্ঞানকর্ম্মণোর্ব্বিকল্পসমুচ্চয়াসম্ভবেনাধিকারিভেদব্যবস্থয়া "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়া" ইত্যাদিনা নির্ণয়ং কৃতবান্, তথাচাজ্ঞাধিকারিকং কর্ম্ম ন জ্ঞানেন সহ সমুচ্চীয়তে তেজস্তিমিরয়োরিব যুগপদসম্ভবাৎ কর্ম্মাধিকারহেতুভেদবুদ্ধ্যাপনোদকত্বেন জ্ঞানস্য তদ্বিরোধিত্বাৎ, নাপি বিকল্প্যতে একার্থত্বাভাবাৎ জ্ঞানকার্য্যস্যাজ্ঞাননাশস্য কর্ম্মণা কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানে জাতে তু কর্ম্ম কার্য্যং নাপেক্ষত এবেত্যুক্তং, "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যত্র, তথাচ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মানধিকারে নিশ্চিতে প্রারব্ধকর্ম্মবশাদ্‌যথাচেষ্টারূপেণ তদনুষ্ঠানং বা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসো বেতি নির্ব্বিবাদং চতুর্থে নির্ণীতম্, অজ্ঞেন ত্বন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা জ্ঞানোৎপত্তয়ে কর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানি

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইতি শ্রুতেঃ। "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে" ইতি ভগবদ্বচনাচ্চ, এবং সর্ব্বাকর্ম্মাণি জ্ঞানার্থানি, তথা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসোঽপি জ্ঞানার্থঃ শ্রূয়তে, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ, ত্যজতৈব হি তজ্জ্ঞেয়ং ত্যক্তুঃ প্রত্যক্ পরং পদম্। সত্যানৃতে সুখদুঃখে বেদানিমং লোকমমুঞ্চ পরিত্যজ্যাত্মানমন্বিচ্ছেৎ" ইত্যাদৌ তত্র কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরারাদুপকারকসন্নিপত্যোপকারকয়োঃ প্রযাজাবঘাতয়োরিব ন সমুচ্চয়ঃ সম্ভবতি বিরুদ্ধত্বেন যৌগপদ্যাভাবাৎ, নাপি কর্ম্মতত্ত্যাগয়োরাত্মজ্ঞানমাত্রফলত্বেনৈকার্থত্বাদতিরাত্রয়োঃ ষোড়শিগ্রহণাগ্রহণয়োরিব বিকল্পঃ স্যাৎ দ্বারভেদেনৈকার্থত্বাভাবাৎ, কর্ম্মণো হি পাপক্ষয়রূপমদৃষ্টমেব দ্বারং, সন্ন্যাসস্য তু সর্ব্ববিক্ষেপাভাবেন বিচারাবসরদানরূপং দৃষ্টমেব দ্বারম্, নিয়মাপূর্ব্বস্তু দৃষ্টসমবায়িত্বাদবঘাতাদাবিব ন প্রয়োজকং, তথাচাদৃষ্টার্থদৃষ্টার্থয়োরারাদুপকারকসন্নিপত্যোপকারকয়োরেকপ্রধানার্থত্বেঽপি বিকল্পো নাস্ত্যেব প্রযাজাবঘাতাদীনামপি তৎপ্রসঙ্গাৎ, তস্মাৎ ক্রমেণোভয়মপ্যনুষ্ঠেয়ং, তত্রাপি সন্ন্যাসানন্তরং কর্ম্মানুষ্ঠানং চেৎ তদা পরিত্যক্তপূর্ব্বাশ্রমস্বীকারেণারূঢ়পতিতত্বাৎ কর্ম্মানধিকারিত্বং প্রাক্তনসন্ন্যাসবৈয়র্থ্যঞ্চ তস্মাদদৃষ্টার্থত্বাভাবাৎ প্রথমকৃতসন্ন্যাসেনৈব জ্ঞানাধিকারলাভে তদুত্তরকালে কর্ম্মানুষ্ঠানবৈয়র্থ্যঞ্চ, তস্মাদাদৌ ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানাদন্তঃকরণশুদ্ধৌ তীব্রেণ বৈরাগ্যেণ বিবিদিষায়াং দৃঢ়ায়াং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ শ্রবণমননাদিরূপবেদান্তবাক্যবিচারায় কর্ত্তব্য ইতি ভগবতো মতম্, তথাচোক্তং, "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ইতি। বক্ষ্যতে চ, "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" ইতি চ। যোগোঽত্র তীব্রবৈরাগ্যপূর্ব্বিকা বিবিদিষা। তদুক্তং বার্ত্তিককারৈঃ, "প্রত্যগ্বিবিদিষাসিদ্ধ্যৈ বেদানুবচনাদয়ঃ। ব্রহ্মাবাপ্ত্যৈ তু তত্ত্যাগ ঈপ্সন্তীতি শ্রুতের্ব্বলাৎ॥" ইতি। স্মৃতিশ্চ, "কষায়পক্তিঃ কর্ম্মভ্যো জ্ঞানন্তু পরমা গতিঃ। কষায়ে কর্ম্মভিঃ পক্বে ততো জ্ঞানং প্রবর্ত্ততে॥" ইতি। মোক্ষধর্ম্মে চ, "কষায়ং পাচয়িত্বা চ শ্রেণী স্থানেষু চ ত্রিষু। প্রব্রজেচ্চ পরং স্থানং পারিব্রাজ্যমনুত্তমম্॥ ভাবিতৈঃ কারণৈশ্চায়ং বহুসংসারযোনিষু। আসাদয়তি শুদ্ধাত্মা মোক্ষং বৈ প্রথমাশ্রমে॥ তমাসাদ্য তু মুক্তস্য দৃষ্টার্থস্য বিপশ্চিতঃ। ত্রিষ্বাশ্রমেষু কোঽন্বর্থো ভবেৎ পরমভীপ্সিতঃ॥" ইতি। মোক্ষং বৈরাগ্যং এতেন ক্রমাক্রমসন্ন্যাসৌ দ্বাবপি দর্শিতৌ। তথাচ শ্রুতিঃ, "ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেদ্গৃহাদ্বনী ভূত্বা প্রব্রজেদ্যদিবেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ" ইতি। তস্মাদজ্ঞস্যাবিরক্ততাদশায়াং কর্ম্মানুষ্ঠানমেব তস্যৈব বিরক্ততাদশায়াং সন্ন্যাসঃ শ্রবণাদ্যবসরদানেন জ্ঞানার্থ ইতি দশাভেদেনাজ্ঞমধিকৃত্যৈব কর্ম্মতত্ত্যাগৌ ব্যাখ্যাতুং পঞ্চমষষ্ঠাবধ্যায়াবারভ্যেতি। বিদ্বৎসন্ন্যাসস্তু জ্ঞানবলাদর্থসিদ্ধ এবেতি সন্দেহাভাবাৎ নাত্র বিচার্য্যতে, তত্রৈকমেব জিজ্ঞাসুমজ্ঞং প্রতি জ্ঞানার্থত্বেন কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্ব্বিধানাৎ তয়োশ্চ বিরুদ্ধয়োর্যুগপদনুষ্ঠানাসম্ভবাময়া জিজ্ঞাসুনা কিমিদানী-

মনুষ্ঠেয়মিতি সন্দিহানঃ অর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি। হে কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরূপ! ভক্তদুঃখকর্ষণেতি বা, কর্ম্মাণাং যাবজ্জীবাদিশ্রুতিবিহিতানাং নিত্যানাং নৈমিত্তিকানাঞ্চ সন্ন্যাসং ত্যাগং জিজ্ঞাসুমজ্ঞং প্রতি কথয়সি, বেদমুখেন পুনস্তদ্বিরুদ্ধং যোগঞ্চ কর্ম্মানুষ্ঠানরূপং শংসসি "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইত্যাদিনা বাক্যদ্বয়েন "নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ। শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতিকিল্বিষম্॥" "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত।" ইতি গীতাবাক্যদ্বয়েন বা তত্ত্রৈকমজ্ঞং প্রতি কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্ব্বিধানাদযুগপদুভয়ানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ, এতয়োঃ কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং মন্যসে কর্ম্ম বা তত্ত্যাগং বা তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতং তব মতমনুষ্ঠানায়॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—তৃতীয়েঽধ্যায়ে "লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা" ইতি বিভিন্নাধিকারিকং নিষ্ঠাদ্বয়ং প্রস্তুত্য "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে" ইত্যাদিনা কর্ম্মনিষ্ঠায়া জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন ভূয়সা নির্ব্বন্ধেনানুষ্ঠেয়ত্বমুক্তম্, "কর্ম্মণে বাধিকারস্তে" ইত্যাদিনা চতুর্থে তূৎপন্নসম্যগ্দর্শনৈঃ কৃতমপি কর্ম্মাকৃতমেব ভবতি জ্ঞানেন কর্ত্তৃত্বাদিবাধাৎ অতস্তৈর্ব্বৃথাচেষ্টাবৎ কর্ম্ম বা কর্ত্তব্যং সন্ন্যাসো বা কর্ত্তব্য ইত্যনাস্থয়া প্রোক্তম্। অথেদানীং পঞ্চমষষ্ঠয়োরজ্ঞানিনা জ্ঞানার্থিনা বৈরাগ্যোৎপত্তেঃ প্রাক্কর্ম্মৈবানুষ্ঠেয়ং সম্পন্নে তু বৈরাগ্যে দৃষ্টবিক্ষেপনিবৃত্ত্যর্থং কর্ম্মসন্ন্যাসং কৃত্বা জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থং যোগোঽনুষ্ঠেয় ইত্যুচ্যতে, তত্র চতুর্থে "ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ" ইতি সন্ন্যাসঃ "যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ" ইতি কর্ম্মযোগশ্চৈকং মাং প্রতি বিহিতঃ, ন চৈতয়োঃ স্থিতিগতিবদ্যুগপদেকেন ময়ানুষ্ঠানং কর্ত্তুং শক্যতে পরস্পরবিরুদ্ধত্বাদিতি মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ সন্ন্যাসমিতি। হে কৃষ্ণ! পাপকর্ষণ মে মহ্যং জ্ঞানার্থিনে সন্ন্যাসং কর্ম্মযোগং চেতি দ্বয়ং পরস্পরবিরুদ্ধং কথং শংসসি কথয়সি, পুনরিত্যনেন প্রাগপি ত্বয়া বেদকর্ত্রা ইদং দ্বয়ং বিহিতমস্তীতি গম্যতে, তথা চ শ্রুতিস্মৃতী ভবতঃ, "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" "সংসারমেবং নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া। প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাস্থিতাঃ" ইতি চ, তথা "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" ইতি, "মহাযজ্ঞৈশ্চ যজ্ঞৈশ্চ ব্রাহ্মীয়ং ক্রিয়তে তনুঃ" ইতি চ, ব্রাহ্মী ব্রহ্মদর্শনযোগ্যা অত এতয়োঃ শ্রুতিবিহিতত্বেন প্রশস্তয়োর্ম্মধ্যে একং শ্রেয়ঃ প্রশস্ততরং যৎ তৎ মে সুনিশ্চিতং ব্রূহীতি প্রশ্নঃ॥ ১॥

বিশ্বনাথ।—প্রোক্তং জ্ঞানাদপি শ্রেষ্ঠং কর্ম্ম তদ্দার্ঢ্যসিদ্ধয়ে। তৎপদার্থস্য চ জ্ঞানং সাম্যাদ্যা অপি পঞ্চমে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে শ্রুতেন বাক্যদ্বয়েন বিরোধমাশঙ্কমানঃ পৃচ্ছতি সন্ন্যাসমিতি। "যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্। আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়॥" ইতি বাক্যেন ত্বং কর্ম্মযোগেনোৎপন্নজ্ঞানস্য কর্ম্মসন্ন্যাসং ব্রূষে। "তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ। ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত!॥" ইত্যনেন পুনস্তস্যৈব কর্ম্মযোগঞ্চ ব্রূষে। নচ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ একস্যৈকদৈব সম্ভবতঃ,

স্থিতিগতিবদ্বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাজ্জ্ঞানী কর্ম্মসন্ন্যাসং কুর্য্যাৎ কর্ম্মযোগং বা কুর্য্যাদিতি ত্বদভিপ্রায়োঽনবগতোঽহং পৃচ্ছামি এতয়োর্মধ্যে যদেকং শ্রেয়স্ত্বয়া সুনিশ্চিতং তন্মে ব্রূহি ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য ও শ্রীমদানন্দগিরির অভিপ্রায়। অর্জ্জুনের প্রশ্ন সহকারে অধ্যায়ের আরম্ভ হইতেছে। প্রথমতঃ পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী অধ্যায় সকলের সহিত সম্বন্ধ নিরূপণপূর্ব্বক অর্জ্জুনাবতারিত প্রশ্নের অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইতেছে। "কর্ম্মণি অকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" (৪ অধ্যায়। ১৮) ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মে অকর্ম্ম দর্শনের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া, 'সঃ যুক্তঃ' অর্থাৎ তিনিই ব্রহ্মপরায়ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। জ্ঞানবান্ জনেরা লোকসংগ্রহার্থ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন; তাঁহাদের জ্ঞানানলে সমস্ত কর্ম্ম ও তাহার ফলাফল দগ্ধীভূত হইয়াছে; "জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণাং" (৪ অধ্যায়। ১৯) ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন। "নিরাশী" ইত্যাদি (৪ অধ্যায়। ২১) শ্লোকে ভগবান্ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, কেবল শরীর-ধারণের নিমিত্ত কামনা-বিরহিতভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ফলভাগী হইতে হয় না। এইরূপে "যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ" (৪ অধ্যায়। ২২) ইত্যাদি শ্লোকে, "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ" (৪ অধ্যায়। ২৪) শ্লোকে, "কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্" (৪ অধ্যায়। ৩২), "জ্ঞানাগ্নি সর্ব্বকর্ম্মাণি" (৪ অধ্যায়। ৩৭) ইত্যাদি বাক্যে এবং "যোগসন্ন্যস্তকর্ম্মাণাং" (৪ অধ্যায়। ৪১) শ্লোকে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের মাহাত্ম্য বারংবার পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এইরূপে বিবিধ-বিধানে কর্ম্মকেই জ্ঞান-প্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রতিপাদন করিয়া এবং কর্ম্ম-সন্ন্যাসের বিধেয়তা উপপন্ন করিয়া, চতুর্থ অধ্যায়ের উপসংহারকালে শ্রীভগবান্, "ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠ" (৪ অধ্যায়। ৪২) অর্থাৎ কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান কর, ইত্যাকার উপদেশ সংবলিত আদেশ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু কর্ম্ম-ত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয়ই একই ব্যক্তি কর্তৃক এক সময়ে কখনই অনুষ্ঠিত হইতে পারে না। স্থির হইয়া থাকা ও গমন করা উভয়ই এক সময়ে কখন সাধিত হইতে পারে না; কর্ম্মানুষ্ঠান ও কর্ম্মসন্ন্যাসও তদ্রূপ এককালে এক ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। তদুভয় যুগপৎ অনুষ্ঠেয়, বা ক্রমে ক্রমে অনুষ্ঠেয়, ইহা নির্ণয় করিবার জন্য আগ্রহ হওয়াই সুসঙ্গত। তদুভয় এক ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত না

হইলে, কর্ত্তব্য-সাধনের ব্যাঘাত হইবে কি না, ইহা জানিবার বাসনাও অনুচিত নহে। যদি তদুভয় সমসময়েই অনুষ্ঠেয় না হয়, যদি একটিকে ত্যাগ করিয়া অপরটির অনুষ্ঠানে হানির সম্ভাবনা না থাকে, যদি একটির অপেক্ষা অপরটি অধিকতর ফলপ্রদ হয়, এতাদৃশ বিষয়ের মীমাংসার জন্য অর্জ্জুনের হৃদয় ব্যাকুল হইয়াছে। তিনি তদ্বিষয়ক সদুত্তর লাভার্থ এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, শ্রীভগবান্ কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্ম-যোগ এতদুভয়ই ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; সুতরাং অর্জ্জুনের প্রশ্নের কোনই সার্থকতা নাই। এরূপ অনুমান অমূলক। কারণ, পূর্ব্বোদাহৃত বচন সমূহে শ্রীভগবান্ কর্ম্ম সমূহের কর্ত্তব্যতা নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র, তাহার অধিকারী নির্দ্দেশ করেন নাই। যদি কেহ বলেন যে, "স্বর্গকামো যজেত" ইত্যাদি বাক্যে স্বর্গকামী ভিন্ন অন্যের যজনের আবশ্যকতা নাই; তদ্রূপ পূর্ব্ব-উদ্ধৃত ভগবদ্বাক্য দ্বারা ইহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, অনাত্মজ্ঞ জনেরই কর্ম্মসংন্যাস আবশ্যক। এস্থলে একথা সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না; কারণ, বৈরাগ্য ব্যতীত কর্ম্মসন্ন্যাস অসম্ভব। অজ্ঞ ব্যক্তির সহসা তাদৃশ বৈরাগ্যোদয় হইতেই পারে না। অতএব অর্জ্জুনের মনে হইতে পারে যে, হয়ত আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই কর্ম্মসন্ন্যাসের অধিকারী। ফলতঃ আত্মজ্ঞ ও অনাত্মজ্ঞ এতদুভয়ের কে অধিকারী, তাহা নির্ণয় করিতে অক্ষম হইয়া, কর্ম্মযোগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস এতদ্দ্বয়ের যেটী শ্রেষ্ঠ, তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন, এইরূপ অভিপ্রায়েই অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপ ভগবদ্বচন আলোচনা করিলেও, বর্ত্তমান প্রশ্নের অভিপ্রায় সুস্পষ্ট হইবে। কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ, শ্রীভগবানের এই উত্তর বাক্য দ্বারা অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্নের সুসঙ্গতি নিরূপিত হইল। কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের নিঃশ্রেয়স্করত্ব রূপ প্রয়োজনের উল্লেখ করিয়া, কোন অভিপ্রায় বিশেষ লক্ষ্য পূর্ব্বক, ভগবান্ কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব ব্যক্ত করিয়াছেন; আত্মবিদ্গণ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কিংবা অনাত্মবিদ্গণের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা, কর্ম্মযোগের সেই শ্রেষ্ঠতা লক্ষিত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। আত্মবিদ্গণের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই অসম্ভব, সুতরাং তদীয় কর্ম্মযোগের বিশিষ্টত্বাভিধান কিরূপে সম্ভবপর হইবে? অতএব

অনাত্মবিদ্গণের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠ। আত্মবিদ্গণেরও, মিথ্যাজ্ঞানের অভাব হেতু, অজ্ঞানমূলক কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান নিতান্ত অসম্ভব। "অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি" (২অ। ১৭ শ্লোক), "য এনং বেত্তি হন্তারম্" (২অ। ১৯ শ্লোক), "বেদাবিনাশিনম্ নিত্যম্" (২অ। ২১) ইত্যাদি স্থলে আত্মবিদ্গণের কর্ম্মাভাব অর্থাৎ সন্ন্যাসের বিষয় উক্ত হইয়াছে। "স্বধর্ম্মমপিচাবেক্ষ্য" (২অ। ৩১), "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে" (২অ। ৪৭) ইত্যাদি আত্মস্বরূপ নিরূপণ স্থলে কর্ম্মযোগের কথাও উক্ত হইয়াছে। তবে আত্মবিদ্গণের পক্ষে কর্ম্মযোগ কিরূপে অসম্ভব হইতে পারে? তাহা বলিতেছি, অবহিতচিত্ত হও। যথার্থ জ্ঞান ও মিথ্যা-জ্ঞান এতদুভয়ের কার্য্য ক্রমান্বয়ে ভ্রমনিরাশ ও ভ্রম; এই দুইয়ের পরস্পর বিরোধ হেতু, "জ্ঞানযোগেন সাঙ্খ্যানাং" ইত্যাদি (৩অ। ৩) শ্লোকে আত্মবিদ্গণের জ্ঞাননিষ্ঠা ও "তস্যকার্য্যং ন বিদ্যতে" (৩অ। ১৭) ইত্যাদি শ্লোকে প্রয়োজনাভাব হেতু কর্ম্মাভাব এবং "শারীরং কেবলং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্" (৪অ। ২১) ইত্যাদি বাক্যে শরীর-রক্ষণার্থ কর্ম্মের উল্লেখ করা হইয়াছে। মিথ্যাজ্ঞানভূত কর্ম্মযোগ আত্মবিদ্গণের পক্ষে অসম্ভব। অতএব অনাত্মবিদ্গণের পক্ষেই কর্ম্মসন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়সকর। কর্ম্মসন্ন্যাসাপেক্ষা সুখকর বলিয়া, তাহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগের শ্রেষ্ঠত্ব উক্ত হইয়াছে। ইত্যাদি ভগবানের উত্তর দ্বারা অর্জ্জুনের অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইল।

শ্রীমন্মধুসূদন ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথমে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া, শ্রীভগবান্ জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগের অধিকার-বিষয়ক ভেদ ব্যবস্থা দ্বারা, তদুভয়ের বিকল্প ও সমুচ্চয় অসম্ভব, ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। যুগপৎ আলোক ও অন্ধকার যেমন এক স্থানে থাকিতে পারে না, সেইরূপ অজ্ঞ অধিকারীর পক্ষে যুগপৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানানুষ্ঠান অসম্ভব। কারণ, জ্ঞান ভেদবুদ্ধির বিরোধী, কিন্তু কর্ম্মাধিকারীর ভেদ-বুদ্ধি স্বাভাবিক; অতএব তদুভয়ের সমুচ্চয় কখনই সম্ভব নহে। তাহাদের বিকল্প অর্থাৎ একের পরিবর্ত্তে অন্যের অনুষ্ঠানও অসম্ভব। যে স্থানে উভয় পক্ষই একার্থ প্রতিপাদন করে, তথায় বিকল্প হইতে পারে। এস্থলে উভয়ই বিরোধী; অজ্ঞাননাশই জ্ঞানের কার্য্য; কর্ম্মদ্বারা তাহা কখনই সংসিদ্ধ হয় না; অতএব তদুভয়ের বিকল্পও হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিয়াছেন, " ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অতি-মৃত্যু, অর্থাৎ

মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তদ্বিষয়ে অন্য পন্থা নাই ।" "যাবানর্থ উদপানে" ইত্যাদি (২অ। ৪৬) শ্লোকে শ্রীভগবান্ও এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে, যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই। চতুর্থ অধ্যায়ে ইহা নিঃসংশয়িতরূপে নির্ণীত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ প্রারব্ধ কর্ম্মবশে বৃথা চেষ্টারূপে কর্ম্মের অনুসন্ধান করেন, অথবা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন; আর অজ্ঞেরা কর্ম্মানুষ্ঠানজনিত অন্তঃকরণশুদ্ধির ফলভূত জ্ঞান-লাভার্থ কর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া থাকে। এস্থলে প্রমাণস্বরূপে যে শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। চতুর্থাধ্যায়ের সপ্তত্রিংশ শ্লোকে শ্রীভগবান্ও বলিয়াছেন যে, একমাত্র জ্ঞানেই যাবতীয় কর্ম্ম পর্য্যবসিত। সকল কর্ম্মই জ্ঞানার্থ অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্ব্ব কর্ম্ম ত্যাগও জ্ঞান দ্বারা সাধিত হয়। কর্ম্ম ও তত্ত্যাগ, এতদ্দ্বয় এতই বিরোধী যে, তাহাদের সমুচ্চয় ও যুগপৎ অনুষ্ঠান কখনই সম্ভবপর নহে। কোন কোন বৈদিকানুষ্ঠানে ষোড়শি অর্থাৎ সোমরসপান-পাত্র গ্রহণ বিষয়ে বিকল্পের ব্যবস্থা আছে। কর্ম্ম-যোগ ও সন্ন্যাস এতদুভয়ের মধ্যে তাদৃশ বিকল্পও হইতে পারে না; কারণ, উভয়ের সম্পূর্ণরূপ দ্বারভেদ ও একার্থাভাব পরি-দৃষ্ট হয়। কর্ম্মের দ্বার পাপক্ষয়রূপ অদৃষ্ট, আর সন্ন্যাসের দ্বার সর্ব্ববিক্ষেপের অভাবজনিত বিচারের অবসর দানরূপ দৃষ্ট। অতএব এতদুভয়ের সমুচ্চয় ও বিকল্প হইতে পারে না। এক্ষণে উভয়ই ক্রমশঃ অনুষ্ঠেয় ইহাই স্বীকার করিয়া, কেহ বলিতে পারেন যে, অগ্রে সন্ন্যাস সাধন করিয়া, পরে কর্ম্মানুষ্ঠান বিধেয়। কিন্তু একথা সহজেই অসঙ্গত বলিয়া উপলব্ধ হয়। শাস্ত্রে যাহার জন্য যে আশ্রম বিহিত হইয়াছে, তাহার তাহাই পরিপালন করা আবশ্যক। সন্ন্যা-সাশ্রম (১৫ পৃষ্ঠা টিঃ দ্রষ্টব্য) সকলের শেষ; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আশ্রমত্রয় কর্ম্মসাপেক্ষ। যাহা হউক, যদি কেহ পূর্ব্বাশ্রম ত্যাগ করিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শেষাশ্রমে আরোহণ করেন, তাহা হইলে সেই অবস্থা হইতে পুনরায় কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার পতন হইবে এবং তাঁহার সন্ন্যাস ব্যর্থ হইবে। অপিচ, প্রথমানুষ্ঠিত সন্ন্যাস দ্বারা জ্ঞানাধিকার জন্মে, কিন্তু পরে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, সকলই অনর্থক হয়। অতএব প্রথমতঃ ভগদর্পণ বুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত তীব্র বৈরাগ্য ও দৃঢ়ীভূতা জ্ঞানেচ্ছা জন্মিলে, শ্রবণ মনন্নাদি রূপ (৩৮৮পৃঃ টিঃ দ্রঃ) বেদান্ত বাক্যের বিচার দ্বারা (৩৯০ পৃঃ টিঃ দ্রঃ)

সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস কর্ত্তব্য। ভগবান্ বলিয়াছেন, কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, কেহই নিষ্কর্ম্মতা প্রাপ্ত হয় না (৩অ। ৪ শ্লোক।), ইহাও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, "যোগমার্গে আরোহণেচ্ছু মুনির কর্ম্মই তদ্বিষয়ে কারণস্বরূপে কথিত হয়। যোগে আরূঢ় হইলে শমই তদ্বিষয়ে কারণস্বরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।" এখানে যোগ শব্দে তীব্র বৈরাগ্য-সহকৃতা জ্ঞানেচ্ছাই লক্ষিত। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, জীবাত্মার বেদ-বচনাদির দ্বারা জ্ঞানেচ্ছা সিদ্ধ হইলে, ব্রহ্ম-প্রাপ্তির দ্বারা বিষয়-ত্যাগের ইচ্ছা হয়। স্মৃতি শাস্ত্রেও কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং কর্ম্মের পরিপক্কাবস্থায় জ্ঞানের উদ্ভব হয়, ইহাই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মোক্ষধর্ম্মেও মোক্ষরূপ ক্রম সন্ন্যাস এবং বৈরাগ্যরূপ অক্রম সন্ন্যাস প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে, গৃহ হইতে বনী হইয়া সন্ন্যাসী হইবে।" জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মচর্য্য হইতে একেবারেই বৈরাগ্যজনিত প্রব্রজ্যাধর্ম্মের ব্যবস্থাও আছে। কিন্তু অজ্ঞ জনের অবিরক্ত দশায় কর্ম্মই অনুষ্ঠেয় এবং বিরক্ত দশায় জ্ঞানার্থ সন্ন্যাসই তাঁহার পক্ষে বিধি-সঙ্গত। গীতা শাস্ত্রের পঞ্চম ও ষষ্ঠাধ্যায়ে অজ্ঞ অধিকারীর দশাভেদে কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাস-যোগের বিধেয়তা-বিষয়ক ব্যাখ্যার সূত্রপাত করা হইয়াছে। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনই বিচার্য্য নাই। অজ্ঞ জনেরই জ্ঞানলাভার্থ কর্ম্ম ও সন্ন্যাসের ব্যবস্থা নির্দ্দিস্ট হইয়াছে। কিন্তু তদুভয় বিরুদ্ধ ও তাহাদের যুগপদনুষ্ঠান অসম্ভব। এই জন্য সন্দেহাকুল অর্জ্জুন, তদুভয়ের কোন্‌টি অগ্রে অনুষ্ঠেয়, ইহাই জানিবার অভিপ্রায়ে, এই প্রশ্নের অবতারণা করিলেন। হে কৃষ্ণ! হে পরমানন্দরূপ পরমপুরুষ (১০৯ পৃঃ টিঃ দ্রষ্টব্য) তুমি কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ এতদুভয়েরই উপদেশ কীর্ত্তন করিয়াছ। কিন্তু এককালে তদুভয় কদাপি অনুষ্ঠান করা যায় না। অতএব কৃপা করিয়া, এতদুভয়ের মধ্যে যাহা শ্রেয়স্কর বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, আমাকে নিশ্চিতরূপে তাহারই ব্যবস্থা বলিয়া দেও।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমুদ্বলদেবের অভিপ্রায়। দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রত্যেক আত্মার পার্থক্য বোধরূপ অজ্ঞান বিনাশের উপায় স্বরূপ জ্ঞান লাভার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা বিহিত হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই। কারণ, কর্ম্মযোগ জ্ঞান-

যোগের অন্তর্ভূত, তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া, জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষয়ক ভেদবুদ্ধি কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য, ইহাই সমর্থিত হইয়াছে; এবং উপসংহার কালে পুনরায় আত্ম-প্রাপ্তির সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠা-লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে। সুতরাং অর্জ্জুন সন্দিহান হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! সকল ইন্দ্রিয়ের বিরতিরূপ কর্ম্মসন্ন্যাস অর্থাৎ জ্ঞানযোগের বিষয় তুমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছ। পুনরায় সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ কর্ম্মযোগের বিধেয়তা নির্দ্দেশ করিতেছ। স্থিরাবস্থান ও গমন এবং তেজ ও তিমিরের ন্যায় তদুভয়ই বিরুদ্ধস্বভাব। সুতরাং এক সময়ে উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব এতদুভয়ের যেটি শ্রেয়ঃ বলিয়া তুমি বিবেচনা কর, তাহাই আমাকে বল ॥ ১ ॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য। ভগবান্ জিষ্ণু, কর্ম্মযোগ ও সন্ন্যাসযোগ বিষয়ক সন্দেহ নিবারিত করিয়া, জিতেন্দ্রিয় যতি পুরুষের মুক্তির বিষয় পঞ্চমাধ্যায়ে সমর্থন করিতেছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য। শ্রীহরি পঞ্চম অধ্যায়ে জ্ঞানাপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব ও সুকরত্ব এবং শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির তদ্বিষয়ে অধিকারিত্বাদি বিষয়ের কীর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মধুসূদনের প্রারম্ভ বাক্য। পূর্ব্ব দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম ও জ্ঞানের নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে দুই অধ্যায়ে কর্ম্ম ও তত্ত্যাগের নিরূপণ করিতেছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য। জ্ঞানের অপেক্ষা তাহার দৃঢ়তা বিধায়ক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা, এবং তৎপদার্থের জ্ঞান ও সাম্যবিষয়ক উপদেশ পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগঃ চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ (মোক্ষবিধায়কৌ) তয়োঃ (তাবুভয়োঃ) তু কর্ম্ম-সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ২ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মানুষ্ঠান উভয় মোক্ষপ্রদ, তদুভয়ের কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ হয় ॥২॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে শ্রীভগবান্ কহিলেন, কর্ম্ম-সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই জ্ঞানোৎপাদন পূর্ব্বক মোক্ষ বিধান করিয়া থাকে; কিন্তু তদুভয়ের মধ্যে কর্ম্ম-সন্ন্যাসের অপেক্ষা কর্ম্মযোগই শ্রেষ্ঠরূপে নির্দ্দেশ করিতেছি ॥ ২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—স্বাভিপ্রায়মাচক্ষাণো নির্ণয়ায় শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণাং পরিত্যাগঃ কর্ম্মযোগশ্চ তেষামনুষ্ঠানং তাবুভাবপি নিঃশ্রেয়সকরৌ নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্ব্বাতে, জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন, উভৌ যদ্যপি নিঃশ্রেয়সকরৌ তথাপি তয়োস্তু নিঃশ্রেয়সহেত্বোঃ কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কেবলাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি কর্ম্মযোগং স্তৌতি ॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নমেবমুত্থাপ্য প্রতিবচনমুত্থাপয়তি স্বাভিপ্রায়মিতি। নির্ণয়ায় তদ্দ্বারেণ পরস্য সংশয়নিবৃত্ত্যর্থমিত্যর্থঃ। এবং প্রশ্নে প্রবৃত্তে কর্ম্মযোগস্য সৌকর্য্যমভিপ্রেত্য প্রশস্যতরত্বমভিধিৎসুর্ভগবান্ প্রতিবচনং কিমুক্তবানিত্যাশঙ্ক্যাহ সন্ন্যাস ইতি। উভয়োরপি তুল্যত্বশঙ্কাং বারয়তি তয়োস্তিতি। কথং তর্হি জ্ঞানস্যৈব মোক্ষোপায়ত্বং বিবক্ষ্যতে তত্রাহ জ্ঞানোৎপত্তীতি। তর্হি দ্বয়োরপি প্রশস্যত্বমপ্রশস্যত্বং বা তুল্যমিত্যাশঙ্ক্যাহ উভাবিতি। জ্ঞানসহায়স্য কর্ম্মসন্ন্যাসস্য কর্ম্মযোগাপেক্ষয়া বিশিষ্টত্ববিবক্ষয়া বিশিনষ্টি কেবলাদিতি ॥ ॥ ২ ॥

রামানুজ।—সন্ন্যাসঃ জ্ঞানযোগঃ কর্ম্মযোগশ্চ জ্ঞানযোগশক্তস্যাপ্যুভৌ নিরপেক্ষৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ, তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাজ্জ্ঞানযোগাৎ কর্ম্মযোগ এব বিশিষ্যতে ॥ ২ ॥

হনুমান।—ভগবান্ অর্জ্জুনস্যাভিপ্রায়ং বিদিতবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ উভৌ নিঃশ্রেয়সকরৌ মোক্ষকরাবেব, তর্হি তয়োঃ কো বিশেষঃ ইতি চেৎ,

তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মত্যাগাৎ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্ কর্ম্মণাং জ্ঞানফলত্বেন বিশেষবিধানাৎ, "তৎকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি" ইতি ॥ ২ ॥

শ্রীধর।—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। অয়ম্ভাবঃ, ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং ত্বাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি, কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎ পরিপাকার্থং জ্ঞাননিষ্ঠাঙ্গত্বেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ, এবঞ্চ সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্ব্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিতাবেব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ, তথাপি তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্টো ভবতীতি ॥ ২ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো ভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ মুক্তিহেতুকর্ম্মসন্ন্যাসাজ্জ্ঞানযোগাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। অয়ং ভাবঃ, ন খলু লব্ধজ্ঞানস্যাপি কর্ম্মযোগো দোষাবহঃ কিন্তু জ্ঞানগর্ভত্বাজ্জ্ঞানদার্ঢ্যকৃদেব। জ্ঞাননিষ্ঠতয়া কর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু চিত্তদোষে সতি তদ্দোষবিনাশায় কর্ম্মানুষ্ঠেয়ং প্রতিষেধকশাস্ত্রাৎ। কর্ম্মত্যাগবাক্যানি ত্বাত্মনি রতৌ সত্যাং কর্ম্মাণি তৎ স্বয়ং ত্যজন্তীত্যাহুঃ। তস্মাৎ সুকরত্বাদপ্রমাদত্বাজ্জ্ঞানগর্ভত্বাচ্চ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি ॥ ২ ॥

মধুসূদন।—এবমর্জ্জুনস্য প্রশ্নে তদুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুত্বেন মোক্ষোপযোগিনৌ তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাদনধিকারিত্বাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে শ্রেয়ান্ অধিকারসম্পাদকত্বেন ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যোত্তরং ভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। নিঃশ্রেয়সকরৌ জ্ঞানোৎপত্তিহেতুতয়া তথাপি কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ অবিরক্তকৃতাৎ কর্ম্মযোগ এব বিশিষ্যতে, চিত্তশুদ্ধিদ্বারা বৈরাগ্যাদিহেতুত্বাৎ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—ভগবানুবাচ সন্ন্যাস ইতি। কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানিনঃ কর্ম্মকরণে ন কোঽপি দোষঃ, প্রত্যুত নিষ্কামকর্ম্মণা চ চিত্তশুদ্ধিদার্ঢ্যাৎ জ্ঞানদার্ঢ্যমেব স্যাৎ, সন্ন্যাসিনস্তু কদাচিৎ চিত্তবৈগুণ্যে সতি তদুপশমনার্থং কিং কর্ম্মনিষিদ্ধং জ্ঞানাভ্যাসপ্রতিবন্ধকন্তু চিত্তবৈগুণ্যমেব বিষয়গ্রহণে তু বান্তাশিত্বমেব স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন কৃত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ কহিতে লাগিলেন যে, হে সখে! বেদান্ত পরিজ্ঞানে যাঁহাদের হৃদয়ে আত্মজ্ঞানের সমুদ্ভব হইয়াছে, আমি তাঁহাদের সম্বন্ধে কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধেয়তা ব্যবস্থা করি নাই; সুতরাং তাদৃশ আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষদিগের অবলম্বিত কর্ম্মসন্ন্যাসের সহিত মৎপ্রতিপাদিত কর্ম্মযোগের কোনই বিরোধ-সম্ভাবনা

নাই। দেহাত্মাভিমান-হেতু বন্ধুবধাদি-নিমিত্ত শোক-মোহে তোমার হৃদয় সংশয়-সমাকুল হইয়াছে। অতএব তুমি দেহাত্ম-বিবেক-জনিত জ্ঞান-খড়্গে এই ভ্রান্তি-পাশ ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, ইহাই আমার বক্তব্য। কর্ম্মযোগ দ্বারা শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির আত্মজ্ঞান জন্মিলে, তাহার পরিপাকার্থ জ্ঞাননিষ্ঠার অঙ্গস্বরূপ সন্ন্যাসের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভূমিকাভেদে উভয়ই মুক্তিদায়ক; তথাপি কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগই বিশিষ্ট। অনধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা, অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ শ্রেয়স্কর ॥ ২ ॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—যঃ ন দ্বেষ্টি (বিষয়বিশেষে দ্বেষং অনুরাগং বা ন করোতি) ন কাঙ্ক্ষতি (দুঃখং বা সুখং বা ন প্রার্থয়তি ইতি ভাবঃ) সঃ নিত্য-সন্ন্যাসী (কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীতুল্যঃ) জ্ঞেয়ঃ হি (যস্মাৎ) মহাবাহো নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগদ্বেষসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বরহিতঃ) সুখং (অনায়াসেন) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধনাৎ) প্রমুচ্যতে (মুক্তো ভবতি) ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি দ্বেষ করেন না, আকাঙ্ক্ষা করেন না, তিনি অব্যাহত-সন্ন্যাসী জানিবে; যেহেতু ভুজ-বলশালিন্ রাগ-দ্বেষাদি-শূন্য অনায়াসে সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার হৃদয়ে কোন বিষয়েই রাগ-দ্বেষ নাই, কোন বিষয় লাভার্থ যাঁহার আকাঙ্ক্ষা নাই, কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিলেও তাদৃশ পুরুষকে সন্ন্যাসী বলিয়া জানিবে। কারণ, হে বিপুলবাহু-বল-শালিন্! সুখদুঃখাদিরূপ দ্বন্দ্বাতীত পুরুষ অনায়াসেই সংসার-বন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কস্মাদিত্যাহ জ্ঞেয় ইতি। জ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ স কর্ম্মযোগী নিত্য সন্ন্যাসীতি যো ন দ্বেষ্টি কিঞ্চিন্ন কাঙ্ক্ষতি দুঃখসুখে তৎসাধনে চৈবংবিধো যঃ কর্ম্মণি বর্ত্ত

মানোঽপি স নিত্যসন্ন্যাসীতি জ্ঞাতব্য ইত্যর্থঃ, নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্ববর্জ্জিতো হি যস্মাৎ মহাবাহো! সুখং বন্ধাদনায়াসেন প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি ।—কর্ম্ম হি বন্ধকারণং প্রসিদ্ধং তৎ কথং নিঃশ্রেয়সকরং স্যাদিতি শঙ্কতে কর্ম্মাদিতি। অকর্ত্ত্রাত্মবিজ্ঞানাৎ প্রাগপি সর্ব্বদাসৌ সন্ন্যাসী জ্ঞেয়ো যো রাগদ্বেষৌ ক্বচিদপি ন করোতীত্যাহ ইত্যাহেতি। যথানুষ্ঠীয়মানানি কর্ম্মাণি সন্ন্যাসিনং ন নিবধ্নন্তি কৃতানি চ বৈরাগ্যেন্দ্রিয়সংযমাদীনি ফলাভিসন্ধিরহিতানি তথৈবানভিসংহিত-ফলানি নিত্যনৈমিত্তিকানি যোগিনমপি ন নিবধ্নন্তি নিবর্ত্তয়ন্তি চ সঞ্চিতং দুরিতমিত্যভি-প্রেত্যাহ নির্দ্বন্দ্বো হীতি। কর্ম্মযোগিনো নিত্যসন্ন্যাসিত্বজ্ঞানমন্যথাজ্ঞানত্বান্মিথ্যাজ্ঞানমিত্যা-শঙ্ক্যাহ এবংবিধ ইতি। কর্ম্মিণোঽপি রাগদ্বেষাভাবেন সন্ন্যাসিত্বং জ্ঞাতুমুচিতমিত্যর্থঃ। রাগদ্বেষরহিতস্যানায়াসেন বন্ধপ্রধ্বংসসিদ্ধেশ্চ যুক্তং তস্য সন্ন্যাসিত্বমিত্যাহ নির্দ্বন্দ্ব ইতি ॥ ৩ ॥

রামানুজ ।—কুত ইত্যত আহ জ্ঞেয় ইতি। যঃ কর্ম্মযোগী তদন্তর্গতাত্মানুভবতৃপ্ত-স্তদ্ব্যতিরিক্তং কিমপি ন কাঙ্ক্ষতি। তত এব কিমপি ন দ্বেষ্টি তত এব দ্বন্দ্বসহশ্চ স নিত্য-সন্ন্যাসী নিত্যজ্ঞাননিষ্ঠশ্চেতি জ্ঞেয়ঃ। স হি সুকরকর্ম্মযোগনিষ্ঠয়া সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

হনুমান্ ।—জ্ঞেয় ইতি। কথং শ্রেয়ানিতি চেৎ তয়োর্বোদ্ধব্যঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি, কথমিতি চেৎ কামক্রোধাদয়ো দ্বন্দ্বাস্তদ্রহিতো নির্দ্বন্দ্বঃ হি যস্মাৎ মহাবাহো! সুখমক্লেশেন বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে মুক্তো ভবতি কর্ম্মযোগী কৃতসকলকর্ম্মসন্ন্যাস এবেত্যভিপ্রায়ঃ রাগদ্বেষবিয়োগাৎ ॥ ৩ ॥

শ্রীধর ।—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিত্বেন কর্ম্মযোগিনং স্তুবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি স নিত্যং কর্ম্মানু-ষ্ঠানকালেঽপি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো হি শুদ্ধ-চিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বলদেব ।—কুতো বিশিষ্যতে তত্রাহ জ্ঞেয় ইতি। স বিশুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মযোগী নিত্যসন্ন্যাসী স সর্ব্বদা জ্ঞানযোগনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ যঃ কর্ম্মান্তর্গতাত্মানুভবানন্দপরিতৃপ্ত-স্ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ ন কাঙ্ক্ষতি ন চ দ্বেষ্টি নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্বসহিষ্ণুঃ সুখমনায়াসেন সুকরকর্ম্মনিষ্ঠয়েত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন ।—তমেব কর্ম্মযোগং স্তৌতি জ্ঞেয় ইতি ত্রিভিঃ। স কর্ম্মণি প্রবৃত্তোঽপি নিত্যং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ, কোঽসৌ? যো ন দ্বেষ্টি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ক্রিয়মাণং কর্ম্ম নিষ্ফলশঙ্কয়া ন কাঙ্ক্ষতি স্বর্গাদিকং হি যস্মাৎ নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিরহিতস্তস্মাৎ সুখ-মনায়াসেন বন্ধাদন্তঃকরণাশুদ্ধিরূপাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধাৎ প্রমুচ্যতে নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকাদি প্রকর্ষেণ মুক্তো ভবতি হে মহাবাহো! ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ ।—নন্থ প্রত্যক্ষঃ কর্ম্মযোগিনাং বিক্ষেপঃ সন্ন্যাসিনাস্তু স নাস্তীতি

কথমুচ্যতে কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞেয় ইতি যো রাগদ্বেষরহিতঃ স কর্ম্মসু স্বরূপতস্ত্যক্তেষ্বত্যক্তেষু বা নিত্যং সন্ন্যাস্যৈব এতেন সাধনভূতয়োঃ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ রাগদ্বেষরাহিত্যকৃতং সাম্যমুক্তম্, ফলভূতয়োস্তু সর্ব্ববিকল্পরাহিত্যসাম্যরূপং অনন্তর-শ্লোকাভ্যামুচ্যতে, তথাপি চিত্তস্বাভাব্যাৎ কদাচিৎ সন্ন্যাসিনো রাগোদয়ে পাতাশঙ্কাস্তি নেতরস্যেতি স এব শ্রেয়ানিতি ভাবঃ। যদ্যপ্যেবং তথাপি হি প্রসিদ্ধং নির্দ্বন্দ্বঃ দ্বন্দ্বং সত্যানৃতয়োরাত্মানাত্মনোর্মিথুনং পরস্পরাধ্যাসস্তদ্রহিতঃ সাঙ্খ্যো রাগাদ্যুদয়হেতোর-জ্ঞানস্যাত্যন্তোচ্ছেদাৎ সুখং কর্ম্মকরণায়াসং বিনাপি বন্ধাৎ সংসারাৎ কেবলেন জ্ঞানেনৈব মুচ্যতে ন কর্ম্মাণ্যপেক্ষতে। যদ্বা নির্দ্বন্দ্বো দ্বন্দ্বং বৈ মিথুনং "তস্মাদ্দ্বন্দ্বাৎ মিথুনং প্রজায়তে" ইতি শ্রুতের্দ্বন্দ্বঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনং তদ্রহিতঃ স্ত্র্যাদিত্যাগী সন্ন্যাসী অনায়াসেন মুচ্যতে রাগাদিজয়স্যোভয়ত্র তুল্যত্বাৎ, অত্র চ কুটুম্বভরণবৈয়গ্র্যাভাবাৎ সুখং মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩॥

বিশ্বনাথ।—নচ সন্ন্যাসপ্রাপ্যো মোক্ষঃ অকৃতসন্ন্যাসেনৈব তেন ন প্রাপ্য ইতি বাচ্যং ইত্যাহ জ্ঞেয় ইতি। স তু শুদ্ধচিত্তঃ কর্ম্মী নিত্যসন্ন্যাসী এব জ্ঞেয়ঃ। হে মহাবাহো! ইতি মুক্তিনগরীং জেতুং স এব মহাবীর ইতি ভাবঃ॥ ৩॥

তাৎপর্য্য।—অতঃপর তিন শ্লোকে কর্ম্মযোগের প্রশংসা পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। যাঁহার কোন বিষয়েই দ্বেষ নাই, অর্থাৎ বিষয়-বিশেষে অনু-রাগাধিক্য থাকিলেই প্রতিকূল বিষয়ে স্বভাবতঃ দ্বেষ জন্মে। যাঁহার কোন বিষয়ে দ্বেষ নাই, তাঁহার কোন বিষয়েই অনুরাগও নাই। যাঁহার কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই, অর্থাৎ ভগবদর্পণ-বুদ্ধি-সহকারে যাঁহার সমস্ত কর্ম্মসমূহ অনুষ্ঠিত হওয়ায়, স্বর্গাদি কোন ফলেরই কামনা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিই নিত্য-সন্ন্যাসী, অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত থাকিলেও তাঁহার হৃদয়গত সন্ন্যাসের কখনই ব্যাঘাত হয় না। তাঁহার ইন্দ্রিয়-সংযম ও ফলাভিসন্ধি-রাহিত্য হেতু অনুষ্ঠীয়মান নিত্য-নৈমিত্তিক কোন কর্ম্মই তাঁহাকে বদ্ধ করে না। তাঁহার রাগ-দ্বেষ-শূন্যতা ও কামনাবিহীনতাই তাঁহার সন্ন্যাসিত্বের পরিচায়ক। তাদৃশ বিশুদ্ধ-চিত্ত পুরুষ কর্ম্মযোগ-পরায়ণ হইলেও, বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। এবংবিধ সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষ-বিহীন পুরুষ নিত্যানিত্য বস্তুর সম্যক্ পরিজ্ঞান হেতু, সংসার-পাশ ছিন্ন করিয়া মুক্তিলাভ করেন॥ ৩॥

সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪॥

অন্বয়।—বালাঃ (শাস্ত্রার্থাজ্ঞাঃ) সাঙ্খ্যযোগৌ (সাঙ্খ্যং জ্ঞানং যোগং কর্ম্মযোগং তৌ) পৃথক্ (স্বতন্ত্রফলৌ) প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিনঃ) একং অপি (তয়োঃ অন্যতরমপি) সম্যগাস্থিতঃ (শাস্ত্রানুসারেণানুষ্ঠিতবান্) উভয়োঃ (সাঙ্খ্যযোগকর্ম্মযোগয়োঃ) ফলং (নিঃশ্রেয়সরূপং) বিন্দতে (লভতে) ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—শাস্ত্রার্থজ্ঞানহীনেরা জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগকে বিরুদ্ধ-বলে শাস্ত্রজ্ঞেরা না একটি-ও শাস্ত্রানুসারে অনুষ্ঠান-করিলে উভয়ের ফল-লাভ-হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—মূর্খজনেরা জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া মনে করে, কিন্তু পণ্ডিতেরা সেরূপ মনে করেন না। শাস্ত্র-সঙ্গত প্রণালীক্রমে তদুভয়ের একটীও অনুষ্ঠিত হইলে, কৈবল্যরূপ ফল লাভ করা যায় ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নন্বু সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োর্ভিন্নপুরুষানুষ্ঠেয়য়োর্বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধো যুক্তো ন তূভয়োর্নিঃশ্রেয়সকরত্বমেবেতি প্রাপ্ত ইদমুচ্যতে সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্য-যোগৌ পৃথক্ বিরুদ্ধভিন্নফলৌ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ, পণ্ডিতাশ্চ, জ্ঞানিন একং ফলমবিরুদ্ধমিচ্ছন্তি, কথম্? একমপি সাঙ্খ্যযোগয়োঃ সম্যগাস্থিতঃ সম্যগনুষ্ঠিতবানিত্যর্থঃ, উভয়োর্বিন্দতে ফলমুভয়োস্তদেব হি নিঃশ্রেয়সং ফলমতো ন ফলে বিরোধোঽস্তি। নন্বু সন্ন্যাসকর্ম্মযোগশব্দেন প্রস্তুত্য সাঙ্খ্যযোগশব্দয়োঃ ফলৈকত্বং কথমিহাপ্রকৃতং ব্রবীতি? নৈষ দোষঃ যদ্যপ্যর্জ্জুনেন সন্ন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চ কেবলমভিপ্রেত্য প্রশ্নঃ কৃতো ভগবাংস্তু তদপরিত্যাগেনৈব স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্য শব্দান্তরবাচ্যতয়া প্রতিবচনং দদৌ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। তাবেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ জ্ঞানতদুপায়সমবুদ্ধিত্বাদিসংযুক্তৌ সাঙ্খ্য-যোগশব্দবাচ্যাবিতি ভগবতো মতামতো নাপ্রকৃতপ্রক্রিয়েতি ॥ ৪ ॥

আনন্দগিরি।—যদুক্তং সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ নিঃশ্রেয়সকরত্বং তদাক্ষিপতি নন্বু সন্ন্যাসেতি। তত্রোত্তরত্বেনোত্তরশ্লোকমবতারয়তি ইতি প্রাপ্ত ইতি। বিবেকিনস্তর্হি বদন্তীত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ একমিতি। সাঙ্খ্যামাত্মসমীক্ষামর্হতীতি সাঙ্খ্যং সন্ন্যাসো যোগস্তু কর্ম্মযোগস্তাবুভাবপি পৃথগিত্যস্যার্থমাহ বিরুদ্ধেতি। শাস্ত্রার্থবিবেকশূন্যত্বং বালত্বম্।

উত্তরার্দ্ধমবতারয়িতুং ভূমিকাং করোতি পণ্ডিতাস্থিতি। জ্ঞানিনো যোগিনশ্চেতি শেষঃ। দ্বয়োরবিরুদ্ধফলত্বমেব প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি কথমিত্যাদিনা। একং সাধনমনুষ্ঠিতবতো দ্বয়োরপি ফলং ভবতীতি বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ উভয়োরিতি। সাঙ্খ্যযোগয়োঃ সন্ন্যাস-কর্ম্মানুষ্ঠানয়োস্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিঃশ্রেয়সফলত্বান্ন বিরুদ্ধফলত্বশঙ্কা ইত্যর্থঃ। সাঙ্খ্যযোগ-য়োরেকফলত্ববচনং প্রকরণাননুগুণমিতি শঙ্কতে নন্বিতি। অপ্রকৃতত্বমসিদ্ধমিতি পরি-হরতি নৈষ দোষ ইতি। সন্ন্যাসং কর্ম্মণামিত্যাদিনা সংন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাঙ্গীকৃত্য প্রশ্নে সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যাদিনা তথৈব প্রতিবচনে চ কথং সাঙ্খ্যযোগয়োরেক-ফলত্বমপ্রকৃতং ন ভবতীত্যুচ্যতে তত্রাহ যদ্যপীতি। প্রতিবচনমপি তদনুরূপমেব ভগবতা নিরূপিতমিতি বিশেষানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ ভগবাংস্ত্বিতি। তদপরিত্যাগে-নেত্যত্র তৎপদেন প্রষ্টা প্রতিনির্দ্দিষ্টৌ কর্ম্মসন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবুচ্যেতে সাঙ্খ্যযোগা-বিতি। শব্দান্তরবাচ্যতয়া তয়োরেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরত্যাগেন স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্য ভগবান্ প্রতিবচনং সন্দদাবিতি যোজনা। যদুক্তং স্বাভিপ্রেতঞ্চ বিশেষং সংযোজ্যেতি তদেব ব্যক্তীকরোতি তাবেবেতি। সমবুদ্ধিত্বাদীত্যাদিশব্দেন জ্ঞানোপায়ভূতং শমাদিরানীয়তে। প্রকৃতয়োরেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োরুপাদানে ফলিত-মাহ অত ইতি। সাঙ্খ্যযোগাবিত্যাদিশ্লোকব্যাখ্যানসমাপ্তিরিতি শব্দার্থঃ॥ ৪॥

রামানুজ।—জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগয়োরাত্মপ্রাপ্তিসাধনভাবেঽন্যোন্যনৈরপেক্ষ্যমাহ সা-ঙ্খ্যযোগাবিতি। জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ ফলভেদাৎ পৃথগ্‌ভূতৌ যে প্রবদন্তি তে বালাঃ অনিষ্পন্নজ্ঞানাঃ, ন পণ্ডিতাঃ ন তু কৃৎস্নবিদঃ কর্ম্মযোগো জ্ঞানযোগমেব সাধয়তি, জ্ঞানযোগ-স্ত্বাত্মাবলোকনং সাধয়তি ইতি তয়োঃ ফলভেদেন পৃথক্ত্বং বদন্তো ন পণ্ডিতা ইত্যর্থঃ। উভয়োরাত্মাবলোকনৈকফলয়োরেকফলত্বেনৈকমপ্যাস্থিতস্তদেব ফলং লভতে॥ ৪॥

হনুমান।—ইদানীং যোগস্য সন্ন্যাসযোগত্বাৎ স্বরূপৈক্যেন ফলৈক্যং দর্শয়িতু-মাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যযোগৌ পৃথক্ ভিন্নৌ বালাঃ মন্দাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ বুদ্ধিমন্তঃ। যস্মাদেকমপ্যাস্থিতঃ সেবমানঃ সম্যক্ যাবদুভয়োঃ সাঙ্খ্যযোগয়োঃ ফলং বিন্দতে লভতে॥ ৪॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানত্বেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়োঽতো বিকল্পমঙ্গী-কৃত্যোভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নোঽজ্ঞানামেবোচিতঃ ন বিবেকিনামিত্যাহ সাঙ্খ্যযোগা-বিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি, সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। তত্র হেতুঃ অনয়োরেক-মপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি, সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া যৎ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ॥ ৪॥

বলদেব।—যঃ শ্রেয় এতয়োরেকমিতি ত্বদ্বাক্যঞ্চ ন ঘটেত ইত্যাহ সাঙ্খ্যেতি। জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগৌ ফলভেদাৎ পৃথগ্ভূতাবিতি বালাঃ প্রবদন্তি, ন তু পণ্ডিতাঃ। অতএব একমিত্যাদিফলমাত্মাবলোকলক্ষণম্॥ ৪।

মধুসূদন।—নমু যঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্তঃ স কথং সন্ন্যাসীতি জ্ঞেয়ঃ? কর্ম্মতত্ত্যাযয়োঃ স্বরূপতো বিরোধাৎ, ফলৈক্যাৎ তথেতি চেৎ ন, স্বরূপতো বিরুদ্ধয়োঃ ফলেঽপি বিরোধস্যৌচিত্যাৎ, তথাচ নিঃশ্রেয়সকরাবুভাবিতস্যুপপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সঙ্খ্যা সম্যগাত্মবুদ্ধিস্তাং বহতীতি জ্ঞানান্তরঙ্গসাধনতয়া সাঙ্খ্যঃ সন্ন্যাসঃ, যোগঃ পূর্ব্বোক্তঃ কর্ম্মযোগঃ তৌ পৃথক্ বিরুদ্ধফলৌ বালাঃ বালিশাঃ শাস্ত্রার্থবিবেকজ্ঞানশূন্যাঃ প্রবদন্তি, ন পণ্ডিতাঃ। কিং স্যাৎ তর্হি পণ্ডিতানাং মতম্? উচ্যতে, একমপি সন্ন্যাসকর্ম্মণোর্ম্মধ্যে সম্যগাস্থিতঃ স্বাধিকারানুরূপেণ সম্যক্ যথাশাস্ত্রং কৃতবান্ সন্নুভয়োঃ ফলং বিন্দতে জ্ঞানোৎপত্তিদ্বারেণ নিঃশ্রেয়সমেকমেব॥ ৪॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বেকত্র পাতাশঙ্কা একত্র কর্ম্মশ্রমস্তদনয়োঃ পথোঃ কতরঃ শ্রেয়ানিত্যাশঙ্ক্য দ্বয়োরপি ফলতঃ সাম্যমিত্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যং সমিত্যেকীভাবে ইতি যাস্কঃ, একীভাবেনাত্মানমন্বয়েন খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুস্বরূপমনয়েতি সঙ্খ্যা স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চস্য নির্বিকল্পে প্রত্যগাত্মনি প্রবিলাপনেন উদিতা চেতোবৃত্তিঃ তৎসাধনভূতোঽয়ং সাঙ্খ্যঃ সন্ন্যাসঃ, স চ দারাদিবুধ্যন্তানাং পদার্থানামাত্মন্যেকীভাবেন ন্যসনং ত্যাগঃ প্রবিলাপনম্, তথা যোগোঽপি অগ্নিহোত্রসন্ধ্যোপাসনাদিনির্বিকল্পসমাধ্যন্তমনুষ্ঠানম্, তত্র মুখ্যস্য যোগস্য লক্ষণং "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি, "বৃত্তয়শ্চ প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ ইতি পঞ্চ, তত্র "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি" তেষু প্রত্যক্ষং ইন্দ্রিয়ং তজ্জা বৃত্তিঃ শুক্ত্যাদিবিষয়ং যাথার্থ্যেন জ্ঞানম্, বিপর্য্যয়স্তু তত্রৈব রাজতাদিবিষয়ং ভ্রান্তিরূপং জ্ঞানম্, সংশয়োঽপি ইয়ং শুক্তির্ব্বা রজতং বেতি অনির্দ্ধারিতান্যতরকোটিকং জ্ঞানম্, স বিপর্য্যয়ে এবান্তর্ভবতি, বিকল্পস্তু শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যঃ, যথা পুরুষস্য চৈতন্যং বন্ধ্যাপুত্র ইতি, ন হি পুরুষচৈতন্য তৎসম্বন্ধানাং পৃথক্ত্বমস্তি কিন্তু চৈতন্যমেব হি শব্দদ্বয়েণোচ্যতে, নাপি বন্ধ্যাসুতস্য স্বরূপমস্তি অথাপি শব্দেনাভিলপ্যতে সোঽয়ং বিকল্পঃ, শব্দজ্ঞানানুপাতী, বস্তুশূন্যঃ একস্মিন্নেকবুদ্ধিরসতি চ সদ্বুদ্ধিরিতি নিদ্রা স্মৃতী লোকপ্রসিদ্ধে, এতাসাং নিরোধেঽপি নির্ব্বিকল্পঃ প্রত্যগাত্মৈবাবশিষ্যতে, তাবেতৌ ফলভূতৌ সাঙ্খ্যযোগৌ সাধনভূতৌ তাবেব সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাখ্যৌ তত্রাস্তয়োঃ সাম্যম্, "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইত্যনেন সূচিতম্, আস্তয়োরৈক্যমত্রোচ্যতে, আস্থিতঃ অনুতিষ্ঠন্ ফলং নির্বিকল্পাত্মনাবস্থিতিরূপম্॥ ৪॥

বিশ্বনাথ।—তস্মাৎ যচ্ছ্রেয় এতয়োরিতি ত্বদুক্তমপি বস্তুতো ন ঘটেত বিবেকিভিরুভয়োঃ পার্থক্যাভাবস্য দৃষ্টত্বাদিত্যাহ সাঙ্খ্যযোগাবিতি। সাঙ্খ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠারাচিনা তদঙ্গঃ সন্ন্যাসো লক্ষ্যতে। সন্ন্যাসকর্ম্মযোগৌ পৃথক্ স্বতন্ত্রাবিতি বালা বদন্তি, ন তু বিজ্ঞাঃ "জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ অত একমপীত্যাদি॥ ৪॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, অবস্থাবিশেষে কর্ম্মযোগ-পরায়ণ ব্যক্তিকেও সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে হইবে। কিন্তু কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর নিতান্ত বিরুদ্ধ; সুতরাং তাহাদের ফলও বিরুদ্ধ হওয়াই সঙ্গত। অতএব উভয়ের নিঃশ্রেয়সকরত্ব কখনই উপপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাহার শাস্ত্রার্থ-পরিজ্ঞান-জনিত তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাদৃশ জনেরাই সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ এবং কর্ম্মযোগ এতদুভয়কে বিরুদ্ধ-ফলপ্রসূ বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শাস্ত্রদর্শী ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত জনেরা কখনই সেরূপ মনে করেন না। পণ্ডিতগণের মত এই যে, সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞান-জনিত সন্ন্যাস ও কর্ম্ম এই দুইটির যেটি হউক, বিহিতবিধানে অনুষ্ঠান করিলে, অর্থাৎ স্বকীয় অধিকারানুসারে সম্পাদন করিলে, নিঃশ্রেয়সরূপ ফল লাভ করা যায়। বিহিতবিধানে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করিলে, অন্তঃকরণ শুদ্ধি-জনিত জ্ঞানোদয় দ্বারা কৈবল্য লাভ হয় এবং সন্ন্যাসাবলম্বিত ব্যক্তিরও পূর্ব্বানুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ এবং তদানীন্তন জ্ঞানযোগ উভয়ের দ্বারা কৈবল্যরূপ ফল লব্ধ হয়। ভগবান্ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, এবং সন্ন্যাস শব্দে প্রস্তাব আরব্ধ করিয়া, সহসা সাঙ্খ্যযোগ শব্দ ব্যবহার করায় কোনই দোষ হয় নাই। অর্জ্জুন-কৃত প্রশ্নের অভিপ্রায় স্থির রাখিয়া, অধিকন্তু স্বকীয় অভিপ্রায় যুক্ত করিয়া, ভগবান্ সন্ন্যাসের ও কর্ম্মের প্রতিবাক্য-স্বরূপে সাঙ্খ্যযোগ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন॥ ৪ ॥

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদযোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—সাঙ্খ্যৈঃ (সম্যগাত্মজ্ঞৈঃ) যৎ (মোক্ষাখ্যং) স্থানং প্রাপ্যতে যোগৈঃ (নিষ্কামকর্ম্মযোগিভিঃ) অপি তৎ (মোক্ষাখ্যং) গম্যতে যঃ সাঙ্খ্যং চ যোগং চ একং (একফলং) পশ্যতি সঃ পশ্যতি (সম্যক্ পশ্যতি) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞান-নিষ্ঠা দ্বারা যে স্থান পাওয়া যায়, নিষ্কাম-কর্ম্ম যোগিগণও তথায় যান; যিনি জ্ঞান ও কর্ম্মযোগকেও সম-ফল দর্শন করেন, তিনি দর্শন করেন ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—আত্ম-জ্ঞানরূপ সাঙ্খ্যযোগ অবলম্বন করিয়া যেরূপ মুক্তি লাভ করা যায়, নিষ্কাম-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা সেইরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগকে সম-ফলদায়ক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সম্যগ্‌দর্শী ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—একস্যাপি সম্যগনুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দত ইত্যুচ্যতে যদিতি। যৎ সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্যোগৈরপি জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেনেশ্বরে সমর্প্য কর্ম্মাণি আত্মনঃ ফলমনভিসন্ধায়ানুতিষ্ঠন্তি যে তে যোগিনঃ তৈরপি পরমার্থজ্ঞানসন্ন্যাসপ্রাপ্তিদ্বারেণ গম্যত ইত্যভিপ্রায়োঽত একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ফলৈকত্বাৎ সম্যক্ পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি একস্যাপীতি। কেচিদেব তয়োরেকফলত্বং পশ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য তেষামেব সম্যগ্দর্শিত্বং নেতরেষামিত্যাহ একমিতি। তিষ্ঠত্যস্মিন্ন চ্যবতে পুনরিতি ব্যুৎপত্তিমাশ্রিত্যাহ মোক্ষাখ্যমিতি। যোগশব্দার্থমাহ জ্ঞানপ্রাপ্তীতি। যে হি জিজ্ঞাসবঃ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ভগবৎপ্রীত্যর্থত্বেন তেষাং ফলাভিলাষমকৃত্বা জ্ঞানপ্রাপ্তৌ বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণোপায়ত্বেনানুতিষ্ঠন্তি তেঽত্র যোগা বিবক্ষ্যন্তে। অচ্প্রত্যয়স্তু মত্বর্থত্বং গৃহীত্বোক্তং যোগিন ইতি। সর্ব্বোঽপি দ্বৈতপ্রপঞ্চো ন বস্তুভূতো- মায়াবিলাসত্বাদাত্মা ত্ববিক্রিয়োঽদ্বিতীয়ো বস্তু সন্নিতি প্রযোজকজ্ঞানং পরমার্থজ্ঞানং তৎপূর্ব্বকসন্ন্যাসদ্বারেণ কর্ম্মিভিরপি তদেব স্থানং প্রাপ্যমিত্যেকফলত্বং সন্ন্যাসকর্ম্ম- যোগয়োরবিরুদ্ধমিত্যাহ তৈরপীতি। ফলৈকত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—এতদেব বিবৃণোতি যদিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈর্যদাত্মাবলোকনরূপং ফলং প্রাপ্যতে, তদেব কর্ম্মযোগনিষ্ঠৈরপি প্রাপ্যতে এবমেকফলত্বেনৈকং বৈকল্পিকং সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি সএব পণ্ডিত ইত্যর্থঃ ॥ ৯।

হনুমান্।—যদিতি। যৎ সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং তদ্যোগৈঃ কর্ম্মিভিরপি গম্যতে অতএবাভিন্নং সাঙ্খ্যং যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স সম্যক্ দর্শীত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—এতদেব স্ফুটয়তি যৎ সাঙ্খ্যৈরিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিঃ যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে। (যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽৎ- প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যঃ) তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যত ইত্যর্থঃ, অতঃ সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি সএব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫ ॥

বলদেব।—এতদ্বিশদয়তি যদিতি। সাঙ্খ্যৈর্জ্ঞানযোগিভির্যোগৈঃ নিষ্কামকর্ম্মভিঃ

(অর্শ আদ্যচ্) স্থানমাত্মাবলোকলক্ষণম্ তিষ্ঠন্ত্যস্মিন্ ন তু কদাচিৎ প্রচ্যবন্তে ইতি ব্যুৎপত্তেঃ। অতএব তদ্দ্বয়ং নিবৃত্তিপ্রবৃত্তিরূপতয়া ভিন্নরূপমপি ফলৈক্যাদেকং যঃ পশ্যতি বেত্তি স পশ্যতি, স চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

মধুসূদন।—একস্যানুষ্ঠানাৎ কথমুভয়োঃ ফলং বিন্দতে তত্রাহ যদিতি। সাঙ্খ্যৈ-র্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভিরৈহিককর্ম্মানুষ্ঠানশূন্যত্বেঽপি প্রাগ্ভবীয়কর্ম্মভিরেব সংস্কৃতান্তঃকরণৈঃ শ্রবণাদিপূর্ব্বিকয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া যৎ প্রসিদ্ধং স্থানং তিষ্ঠত্যেবাস্মিন্ ন তু কদাচিদপি চ্যবতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মোক্ষাখ্যং প্রাপ্যতে আবরণাভাবমাত্রেণ লভ্যত ইব নিত্য-প্রাপ্তত্বাৎ। যোগৈরপি ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা ফলাভিসন্ধিরাহিত্যেন কৃতানি কর্ম্মাণি শাস্ত্রীয়াণি যোগাস্তে যেষাং সন্তি তেঽপি যোগাঃ (অর্শ-আদিত্বান্মত্বর্থীয়োঽচ্প্রত্যয়ঃ) তৈর্যো-গিভিরপি সত্ত্বশুদ্ধ্যা সন্ন্যাসপূর্ব্বকশ্রবণাদিপুরঃসরয়া জ্ঞাননিষ্ঠয়া বর্ত্তমানে ভবিষ্যতি বা জন্মনি সম্পৎস্যমানয়া তৎস্থানং গম্যতে অত একফলত্বাৎ, একং সাঙ্খ্যঞ্চ যঃ পশ্যতি স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্যঃ।° অয়ম্ভাবঃ, যেষাং সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব লিঙ্গেন প্রাগ্জন্মসু ভগবদর্পিতকর্ম্ম নিষ্ঠানুমীয়তে, কারণমন্তরেণ কার্য্যোৎপত্ত্যযোগাৎ। তদুক্তং "যান্যতোঽন্যানি জন্মানি তেষু নূনং কৃত্যং ভবেৎ। সৎ কৃতং পুরুষেণেহ নান্যথা ব্রহ্মণি স্থিতিঃ॥" ইতি এবং যেষাং ভগবদর্পিতকর্ম্মনিষ্ঠা দৃশ্যতে তেষাং তয়ৈব লিঙ্গেন ভাবিনী সন্ন্যাসপূর্ব্বকজ্ঞাননিষ্ঠানুমীয়তে সামগ্র্যাঃ কার্য্যাব্যভিচারিত্বাৎ তস্মাদজ্ঞেন মুমুক্ষুণান্তঃকরণশুদ্ধয়ে প্রথমং কর্ম্মযোগোঽনুষ্ঠেয়ো ন তু সন্ন্যাসঃ স তু বৈরাগ্যতীব্রতায়াং স্বয়মেব ভবিষ্যতীতি॥ ৫

নীলকণ্ঠ।—যদিতি। যোগৈর্যোগিভিঃ, (অর্শ আদ্যচ্ প্রত্যয়ান্তোঽয়ং যোগ-শব্দঃ,) স্থানং মোক্ষাখ্যম্ একং অভিন্নম্। স্পষ্টা যোজনা শ্লোকদ্বয়স্য॥ ৫॥

বিশ্বনাথ।—এতদেব স্পষ্টয়তি যদিতি। সাঙ্খ্যৈঃ সন্ন্যাসেন যোগৈর্নিষ্কাম কর্ম্মণা (বহুবচনং গৌরবেণ), অতএব তদ্দ্বয়ং পৃথগ্ভূতমপি যো বিবেকেন একমেব পশ্যতি স পশ্যতি; চক্ষুষ্মান্ পণ্ডিত ইত্যর্থঃ॥ ৫॥

তাৎপর্য্য।—উভয় যোগের অন্যতর অনুষ্ঠান করিলে কিরূপে উভয়ের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এস্থলে স্পষ্টীকৃত হইতেছে। সাঙ্খ্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ, ঐহিক কর্ম্মের অবসান হইলেও, জন্মান্তরীণ কর্ম্ম-দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি উপায়ে জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ করিয়া থাকেন এবং তজ্জন্য যে প্রসিদ্ধ স্থানে তাঁহারা অধি-ষ্ঠিত হন, তাহা হইতে আর কখনই ভ্রষ্ট হন না। অর্থাৎ তাঁহারা মোক্ষা-ভিধেয় চিরস্থায়ী ফলের অধিকারী হন। যাঁহারা শাস্ত্রসঙ্গত প্রণালী-ক্রমে, ভগ-বদর্পণ বুদ্ধি সহকারে, ফলাভিসন্ধি রহিত ভাবে, কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহারাই

কর্ম্মযোগী। তাদৃশ কর্ম্মযোগিগণও কর্ম্ম দ্বারা সত্বশুদ্ধি লাভ করিয়া কালে সন্ন্যাস আশ্রয় করিবেন এবং শ্রবণ মননাদি দ্বারা সমুৎপন্ন জ্ঞান-নিষ্ঠা লাভ করিয়া, এই জন্মেই হউক, বা ভবিষ্যৎ জন্মেই হউক, নিশ্চয়ই সেই মোক্ষের অধিকারী হইবেন। অতএব একফলত্ব হেতু যিনি সাঙ্খ্য এবং কর্ম্মযোগ উভয়কে একরূপে দর্শন করেন, তিনি ভিন্ন আর কেহই সম্যক্‌দর্শী নহেন। ইহার ভাবার্থ এই যে, যাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মে সন্ন্যাসজনিত জ্ঞাননিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পূর্ব্বজন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন, ইহাই অনুমান করিতে হইবে; যেহেতু, কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। আর যাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকৃত নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা দৃস্ট হয়, তাঁহাদের সন্ন্যাস-জনিত জ্ঞাননিষ্ঠা পরে সমুৎপন্ন হইবে, ইহাই অনুমান করা আবশ্যক। অতএব মুক্তিকাম অজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমেই কর্ম্মযোগানুষ্ঠান করা বিধেয়; সন্ন্যাস তাঁহার অবলম্বনীয় নহে। তীব্র বৈরাগ্য প্রভাবে আপনিই সন্ন্যাস উপজাত হইবে॥ ৫॥

সংন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি॥ ৬॥

অন্বয়।—মহাবাহো অযোগতঃ (কর্ম্মযোগং বিনা) সন্ন্যাসঃ দুঃখং আপ্তুং (প্রাপ্তুং) [ভবতি] (অসাধ্যত্বাৎ দুঃখপ্রদঃ ইতিভাবঃ) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানপরায়ণঃ) মুনিঃ (সন্ন্যাসী) ন চিরেণ (শীঘ্রমেব) ব্রহ্ম অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ৬॥

প্রতিশব্দ।—বীরশ্রেষ্ঠ! কর্ম্ম-যোগ-ব্যতীত সন্ন্যাস প্রাপ্ত হওয়া সাধ্যাতীত, কিন্তু কর্ম্ম-যোগ-তৎপর সন্ন্যাসী অবিলম্বে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥৬॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! কর্ম্ম-যোগ ব্যতীত সন্ন্যাস লাভ নিতান্ত সঙ্কটজনক; নিষ্কাম কর্ম্মপরায়ণ হইয়া, ক্রমশঃ সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে, অনতিকাল মধ্যে পরমাত্ম লাভ করা যায়॥ ৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং তর্হি যোগাৎ সন্ন্যাস এব বিশিষ্যতে, কথং তর্হি এবমুক্তং তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে? ইতি শৃণু, তত্র কারণং ত্বয়া পৃষ্টং কেবলং

কর্ম্মসন্ন্যাসং কর্ম্মযোগঞ্চাভিপ্রেত্য তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি, তদনুরূপং প্রতিবচনং ময়োক্তং কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি জ্ঞানমনপেক্ষ্য, জ্ঞানাপেক্ষস্তু সন্ন্যাসঃ সাঙ্খ্যমিতি ময়াভিপ্রেতঃ, পরমার্থযোগস্তু স এব, যস্তু কর্ম্মযোগো বৈদিকঃ সচ তাদর্থ্যাদ্যোগঃ সন্ন্যাস ইতি চোপচর্য্যতে, কথং তাদর্থ্যম্? ইত্যুচ্যতে সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসস্তু পারমার্থিকো হে মহাবাহো! দুঃখমাপ্তুং প্রাপ্তুমযোগতঃ যোগেন বিনা যোগযুক্তো বৈদিকেন কর্ম্মযোগেন ঈশ্বরসমর্পিতরূপেণ ফলনিরপেক্ষেণ তেন যুক্তো মুনির্মননাদীশ্বরস্বরূপস্য মুনির্ব্রহ্ম পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণত্বাৎ প্রকৃতঃ সন্ন্যাসো ব্রহ্মোচ্যতে, "ন্যাস ইতি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হি পরঃ" ইতি শ্রুতেঃ, ব্রহ্ম পরমার্থসন্ন্যাসং পরমাত্মজ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং ন চিরেণ ক্ষিপ্রমেবাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোত্যতো ময়োক্তং কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইতি ॥ ৬ ॥

আনন্দগিরি।—যদি যথোক্তজ্ঞানপূর্ব্বকসন্ন্যাসদ্বারা কর্ম্মিণামপি শ্রেয়োঽবাপ্তিরিষ্টা তর্হি সন্ন্যাসস্যৈব শ্রেয়স্ত্বং প্রাপ্তমিতি চোদয়তি এবং তর্হীতি। সন্ন্যাসস্য শ্রেষ্ঠত্বে কর্ম্মযোগস্য প্রশস্যত্ববচনমনুচিতমিত্যাহ কথং তর্হীতি। পূর্ব্বোক্তমেবাভিপ্রায়ং স্মারয়ন্ পরিহরতি শৃণ্বিতি। কর্ম্মযোগস্য বিশিষ্টত্ববচনং তত্রেতি পরামৃষ্টম্। তদেব কারণং কথয়তি ত্বয়েত্যাদিনা। কেবলং বিজ্ঞানরহিতমিতি যাবৎ, তয়োরন্যতরঃ কঃ শ্রেয়ানিতি ইতিশব্দোঽধ্যাহর্ত্তব্যঃ। ত্বদীয়ং প্রশ্নমনুসৃত্য তদনুগুণং প্রতিবচনং জ্ঞানমনপেক্ষ্য তদ্রহিতাৎ কেবলাদেব সন্ন্যাসাৎ যোগস্য বিশিষ্টত্বমিতি যথোক্তমিত্যাহ তদনুরূপমিতি। জ্ঞানাপেক্ষঃ সন্ন্যাসস্তর্হি কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি। তর্হি কর্ম্মযোগে কথং যোগশব্দঃ সন্ন্যাসশব্দো বা প্রযুজ্যতে তত্রাহ যস্ত্বিতি। তাদর্থ্যাৎ পরমার্থজ্ঞানশেষত্বাদিতি যাবৎ। তদেব তাদর্থ্যং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রসাধয়তি কথমিত্যাদিনা। কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবে বুদ্ধিশুদ্ধ্যভাবাৎ পরমার্থসন্ন্যাসস্য সম্যগ্‌জ্ঞানাত্মনো ন প্রাপ্তিরিতি ব্যতিরেকমুপন্যস্যান্বয়মুপন্যস্যতি যোগেতি। পারমার্থিকঃ সম্যগ্‌জ্ঞানাত্মকঃ সামগ্র্যভাবে কার্য্যপ্রাপ্তিরযুক্তেতি মত্বাহ দুঃখমিতি। যোগযুক্তত্বং ব্যাচষ্টে বৈদিকেনেতি। ঈশ্বরস্বরূপস্য সবিশেষস্যেতি-শেষঃ। ব্রহ্মেতি ব্যাখ্যেয়ং পদমুপাদায় ব্যাচষ্টে প্রকৃত ইতি। তত্র ব্রহ্মশব্দপ্রয়োগে হেতুমাহ পরমাত্মেতি। লক্ষণশব্দো গমকবিষয়ঃ। সন্ন্যাসে ব্রহ্মশব্দ-প্রয়োগে তৈত্তিরীয়ক-শ্রুতিং প্রমাণয়তি ন্যাস ইতি। কথং সন্ন্যাসে হিরণ্যগর্ভবাচী ব্রহ্মশব্দঃ প্রযুজ্যতে দ্বয়োরপি পরত্বাবিশেষাদিত্যাহ ব্রহ্ম হীতি। ব্রহ্মশব্দস্য সন্ন্যাসবিষয়ত্বে ফলিতং বাক্যার্থমাহ ব্রহ্মেত্যাদিনা। নদ্যাঃ স্রোতাংসীব নিম্নপ্রবণানি কর্ম্মভিরতিতরাং পরিপক্ককষায়স্য করণানি সর্ব্বতো ব্যাপৃতানি নিরস্তাশেষকূটস্থপ্রত্যগাত্মান্বেষণপ্রবণানি ভবন্তীতি। কর্ম্মযোগস্য পরমার্থসন্ন্যাসপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—ইয়াংস্তু বিশেষঃ ইত্যাহ সন্ন্যাসস্ত্বিতি। সন্ন্যাসো জ্ঞানযোগস্তু কর্ম্মযোগাদৃতে প্রাপ্তুমশক্যঃ। যোগযুক্তঃ কর্ম্মযোগযুক্তঃ স্বয়মেব মুনিরাত্মমননশীল ইতি। সুখেন কর্ম্মযোগং সাধয়িত্বাচিরেণৈবাল্পকালেনৈব ব্রহ্মাধিগচ্ছত্যাত্মানং প্রাপ্নোতি, জ্ঞান-

যোগযুক্তস্তু মহতা দুঃখেন জ্ঞানযোগং সাধয়তি দুঃখসাধ্যত্বাৎ দুঃখপ্রাপ্যত্বাদাত্মানং চিরেণ প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৬॥

হনুমান।—কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্ট ইত্যুক্তঃ, কথং বিশিষ্ট ইত্যত্রাহ সন্ন্যাস ইতি। সন্ন্যাসো জ্ঞাননিষ্ঠা মহাবাহো! অযোগিভিঃ দুঃখেন প্রাপ্যতে, কর্ম্মভিস্তু সুখেন সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রাপ্যতে অতঃ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যুক্তম্, যতঃ যোগযুক্তো মুনির্জ্ঞানী ব্রহ্মাচিরেণাধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ৬॥

শ্রীধর।—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা তর্হি আদিতএব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সন্ন্যাসঃ দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ, যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধং, তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ "প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসন্দূষিতাশয়াঃ॥" ইতি॥ ৬॥

বলদেব।—জ্ঞানযোগস্য দুষ্করত্বাৎ সুকরকর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিত্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি। সন্ন্যাসঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারবিনিবৃত্তিরূপো জ্ঞানযোগঃ, অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা দুঃখং প্রাপ্তুং ভবতি, দুষ্করত্বাৎ সপ্রমাদত্বাচ্চ দুঃখহেতুরেব স্যাদিত্যর্থঃ। যোগযুক্তনিষ্কামকর্ম্মী তু মুনিরাত্মমননশীলঃ সন্নচিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ৩॥

মধুসূদন।—অশুদ্ধান্তঃকরণেনাপি সন্ন্যাস এব প্রথমং কুতো ন ক্রিয়তে? জ্ঞাননিষ্ঠাহেতুত্বেন তস্যাবশ্যকত্বাদিতি চেৎ তত্রাহ সন্ন্যাসস্থিতি। অযোগতঃ যোগমন্তঃকরণশোধকং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মান্তরেণ হঠাদেব যঃ কৃতঃ সন্ন্যাসঃ স তু দুঃখমাপ্তুমেব ভবতি, অশুদ্ধান্তঃকরণত্বেন তৎফলস্য জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ, শোধকত্বে চ কর্ম্মণ্যনধিকারাৎ কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টত্বেন পরমশঙ্কটাপত্তেঃ, কর্ম্মযোগযুক্তস্তু শুদ্ধান্তঃকরণত্বান্মুনির্মননশীলঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা ব্রহ্মসত্যজ্ঞানাদিলক্ষণমাত্মানং নচিরেণ শীঘ্রমেবাধিগচ্ছতি সাক্ষাৎ করোতি প্রতিবন্ধকাভাবাৎ, এতচ্চোক্তং প্রাগেব "ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে। ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥" ইতি অত একফলত্বেঽপি কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদুপপন্নম্॥ ৬॥

নীলকণ্ঠ।—নম্বেবং নির্ব্বিকল্পস্থানপ্রাপ্ত্যর্থে দ্বৌ মার্গাবুক্তৌ স্যাতাম্ তচ্চ "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ সন্ন্যাসস্থিতি। সন্ন্যাসো নৈষ্কর্ম্ম্যং অযোগতো যোগং বিনা অবাপ্তুং দুঃখং, হে মহাবাহো! অয়মর্থঃ, নির্ব্বিকল্পকসমাধিরপি তত্ত্বমসীত্যেতদ্বাক্যার্থপ্রতিপত্ত্যুপায়ভূত এব ন স্বতঃ পুরুষার্থ ইতি দ্বিতীয়মার্গস্যাভাবান্নোক্তাহত শ্রুতিবিরোধঃ, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতি শ্রুত্যৈব শমাদিবৎ সমাধেরপ্যাত্মদর্শনার্থত্বস্য দর্শিতত্বাৎ, তথাচ সমাহিতপদং বার্ত্তিক-

কারৈর্ব্যাখ্যাতম্। "স্বাতন্ত্র্যং যেষু কর্ত্তুঃ স্যাৎ করণাকরণং প্রতি। তান্যেব তু নিষিদ্ধানি কর্ম্মাণীহ শমাদিভিঃ॥" শমাদিশ্রুত্যা "অস্বাতন্ত্র্যান্তু যেষু স্যাৎ করণাকরণং প্রতি সমাহিতো-স্ত্যাথেদানীং তন্নিরোধোঽভিধীয়তে॥" অস্বাতন্ত্র্যং গুরূপদেশাপেক্ষত্বং, যেষু মানমেয়ব্যবহারনিরোধেষু। "পিণ্ডীকৃত্যেন্দ্রিয়গ্রামং বুদ্ধাবারোপ্য নিশ্চলম্। বিষয়াংস্তৎস্বতীত্যাত্মা তিষ্ঠেচ্চিদনুরোধতঃ॥ এষোঽভ্যুপায়ঃ সর্ব্বত্র বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতঃ। তত্ত্বমস্যাদিবাক্যার্থ-জ্ঞানোৎপত্ত্যর্থমাদরাৎ" ইতি, এবং ব্যতিরেকমুক্ত্বান্বয়মাহ যোগযুক্ত ইতি মুনিঃ সন্ন্যাসী ন চিরেণ শীঘ্রমেব ব্রহ্মাধিগচ্ছতি বাক্যশ্রবণমাত্রেণ ন তু কেবলসন্ন্যাসী, যথোক্তম্, "ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি" ইতি॥ ৬॥

বিশ্বনাথ।—কিন্তু সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধিমনির্দ্ধারয়তো জ্ঞানিনঃ সন্ন্যাসো দুঃখদঃ, কর্ম্ম-যোগস্তু সুখদ এবেতি পূর্ব্বব্যঞ্জিতমর্থং স্পষ্টমেবাহ সন্ন্যাসস্ত্বিতি। চিত্তবৈগুণ্যে সতীতি শেষঃ, অযোগতঃ কর্ম্মযোগাভাবাৎ চিত্তবৈগুণ্যপ্রশমককর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসিন্যভাবাৎ তত্রানধিকারাদিত্যর্থঃ। সন্ন্যাসো দুঃখমেব প্রাপ্তুং ভবতি। তদুক্তং বার্ত্তিককৃদ্ভিঃ, "প্রমাদিনো বহিশ্চিত্তাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংদূষিতা-শয়াঃ॥" ইতি। শ্রুতিরপি, "যদি ন সমুদ্ধরন্তি যতয়ো হৃদি কামজটাঃ" ইতি। ভগবতাপি "যস্তং সংযতষড়্‌বর্গঃ" ইত্যাদ্যুক্তম্। তস্মাৎ যোগযুক্তঃ নিষ্কামকর্ম্মবান্ মুনির্জ্ঞানী সন্ ব্রহ্ম শীঘ্রং প্রাপ্নোতি॥ ৬

তাৎপর্য্য।—অশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ প্রথমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কখনই সফল-মনোরথ হন না; কারণ, সন্ন্যাসে জ্ঞাননিষ্ঠার আবশ্যক; অবিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই অগ্রে কর্ম্ম-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তদনন্তর সন্ন্যাস পরিগ্রহ করাই প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা। অতএব কর্ম্মযোগ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, কেবল অনর্থক বিড়ম্বনাই ভোগ করিতে হয়। সন্ন্যাস-সৌধে আরোহণ করিতে হইলে, কর্ম্মরূপ সোপান-পরম্পরা অতিক্রম করা নিতান্ত আবশ্যক। বর্ত্তমান শ্লোকে এই অভিপ্রায় প্রদর্শিত হইতেছে। অন্তঃকরণের শুদ্ধিকারক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া, সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে, তাঁহা দুঃখেরই কারণীভূত হইয়া থাকে। তাদৃশ সন্ন্যাসীর উভয় কুলই ভ্রষ্ট হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান না করায়, তাঁহার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয় না; সুতরাং সে অবস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠালাভের কোনই সম্ভাবনা থাকে না। আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কর্ম্মাধিকার-বিরহিত হওয়ায়, ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভেরও কোনই আশা থাকে না। সুতরাং তিনি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয়-পরিভ্রষ্ট হইয়া সঙ্কট-সঙ্কুল বিষম দশায় সংস্থাপিত হন। যিনি কর্ম্মযোগের সুবিহিত পন্থা

অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের প্রয়াস করেন, তিনি কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া, শ্রবণ-মননাদি সহকারে, সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হন এবং সর্ব্ব-প্রকার প্রতিবন্ধক-পরিশূন্য হইয়া, অনতিকালমধ্যে সত্যজ্ঞানাদি লক্ষণাত্মক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়াছেন ॥ ৬ ॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগপরায়ণঃ) বিশুদ্ধাত্মা (নির্ম্মলচিত্তঃ) বিজিতাত্মা (স্বায়ত্তশরীরঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্ব-ভূত-আত্ম-ভূত-আত্মা (সর্ব্বত্র সমদর্শী) কুর্ব্বন্ অপি ন লিপ্যতে ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—কর্ম্মযোগী, শুদ্ধান্তঃকরণ, বশীভূত-দেহ, ইন্দ্রিয়জয়ী, সম্যগ্দর্শী কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যে কর্ম্মযোগ-পরায়ণ ব্যক্তির চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, যাঁহার দেহ সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হইয়াছে, যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ নিগৃহীত হইয়াছে এবং সর্ব্বভূতে যাঁহার আত্মদৃষ্টি হইয়াছে, তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হন না ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদা পুনরয়ং সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যোগেতি। যোগেন যুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধচিত্তো বিজিতাত্মা বিজিতদেহো জিতেন্দ্রিয়শ্চ সর্ব্বভূতাত্মা সর্ব্বেষাং ব্রহ্মাদীনাং স্তম্বপর্য্যন্তানাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা প্রত্যক্ চেতনো যস্য স সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মা সম্যগ্দর্শীত্যর্থঃ, স তত্রৈব বর্ত্তমানো লোকসংগ্রহায় কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে যোগযুক্তো ন কর্ম্মভির্ব্বধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—নম্ব পারিব্রাজ্যং পরিগৃহ্য শ্রবণাদিসাধনমসকৃদনুতিষ্ঠতো লব্ধ-সম্যগ্বোধস্যাপি যথাপূর্ব্বং কর্ম্মাণ্যুপলভ্যন্তে তানি চ বন্ধহেতূনি ভবিষ্যন্তীত্যাশঙ্ক্য শ্লোকান্তরমবতারয়তি যদা পুনরিতি। সম্যগ্দর্শনপ্রাপ্ত্যুপায়ত্বেন যদা পুনরয়ং পুরুষো যোগযুক্তত্বাদিবিশেষণঃ সম্যগ্দর্শী সম্পদ্যতে তদা প্রাতিভাসিকীং প্রবৃত্তিমনুসৃত্য কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যত ইতি যোজনা, যোগেন নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মানুষ্ঠানেনেতি যাবৎ।

আদৌ নিত্যানুষ্ঠানবতো রজস্তমোমলাভ্যামকলুষিতং সত্ত্বং শুধ্যতীত্যাহ বিশুদ্ধেতি। বুদ্ধিশুদ্ধৌ কার্য্যকরণসংঘাতস্যাপি স্বাধীনত্বং ভবতীত্যাহ বিজিতেতি। তস্য যথোক্তবিশেষণবতো জায়তে সম্যগ্দর্শিত্বমিত্যাহ সর্ব্বভূতেতি। সম্যগ্দর্শিনস্তর্হি কর্ম্মানুষ্ঠানং কুত্র ত্যং তদনুষ্ঠানে বা কুতো বন্ধবিশ্লেষসিদ্ধিরিত্যাশঙ্ক্যাহ স তত্রেতি। সম্যগ্দর্শনং সপ্তম্যর্থঃ॥ ৭॥

রামানুজ।—যোগযুক্ত ইতি। কর্ম্মযোগযুক্তস্তু শাস্ত্রীয়পরমপুরুষারাধনরূপে বিশুদ্ধে কর্ম্মণি বর্ত্তমানত্বেন বিশুদ্ধমনা বিজিতাত্মা স্বাভ্যস্তে কর্ম্মণি ব্যাপৃতমনস্ত্বেন সুখেন বিজিতমনাস্তত এব বিজিতেন্দ্রিয়শ্চাকর্ত্তুরাত্মনো যাথাত্ম্যানুসন্ধাননিষ্ঠতয়া সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষাং দেবাদিভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্যাসৌ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা আত্মযাথাত্ম্যমনুসন্ধানস্য হি দেবাদীনাং স্বস্য চৈকাকারত্বাদ্দেবাদিভেদানাং প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপতয়াত্মাকারত্বাসম্ভবাৎ প্রকৃতিবিযুক্তঃ সর্ব্বত্র দেবাদিদেহেষু জ্ঞানৈকাকারতয়া সমানাকার ইতি নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্মেত্যনন্তরং বক্ষ্যতে স এবম্ভূতঃ কর্ম্মকুর্ব্বন্নপ্যনাত্মন্যাত্মাভিমানে ন লিপ্যতে সম্বধ্যতে অতো ন চিরেণাত্মানমাপ্নোতীত্যর্থঃ, যতঃ সৌকর্য্যাৎ শ্রৈষ্ঠ্যাচ্চ কর্ম্মযোগ এব শ্রেয়ান্॥ ৭॥

হনুমান্।—যোগযুক্ত ইতি। অতো যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা প্রাপ্তসত্ত্বশুদ্ধিঃ বিজিতাত্মা রাগদ্বেষাভ্যামনাক্রম্যমাণো জিতেন্দ্রিয়ঃ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মৈকঃ তদ্দর্শী কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি তৎফলৈর্ন লিপ্যতে ন সম্বধ্যতে॥ ৭॥

শ্রীধর।—কর্ম্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্ম্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, ততশ্চ সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭॥

বলদেব।—ঈদৃশো মুমুক্ষুঃ সর্ব্বেষাং শ্রেয়ানিত্যাহ যোগেতি। যোগে নিষ্কামে কর্ম্মণি যুক্তো নিরতঃ, অতএব বিশুদ্ধাত্মা নির্ম্মলবুদ্ধিঃ, অতএব বিজিতাত্মা বশীকৃতমনাঃ, অতএব জিতেন্দ্রিয়ঃ শব্দাদিবিষয়রাগশূন্যঃ, অতএব সর্ব্বেষাং ভূতানাং জীবানামাত্মভূতঃ প্রেমাস্পদতাং গত আত্মা দেহো যস্য সঃ। ন চাত্র পার্থসারথিনা সর্ব্বাত্মৈক্যমভিমতং ন ত্বেবাহমিত্যাদিনা সর্ব্বাত্মনাং মিথো ভেদস্য তেনাভিধানাৎ। তত্ত্বাদিনাপি বিজ্ঞাজ্ঞাভেদস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ। এবম্ভূতঃ কুর্ব্বন্নপি বিবিক্তাত্মানুসন্ধানাদনাত্মন্যাত্মাভিমানেন ন লিপ্যতে অচিরেণাত্মানমধিগচ্ছতি। অতঃ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ান্॥ ৭॥

মধুসূদন।—ননু কর্ম্মণো বন্ধহেতুত্বাৎ যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্মাধিগচ্ছতীত্যনুপপন্নমিত্যত আহ যোগযুক্ত ইতি। ভগবদর্পণফলাভিসন্ধিরাহিত্যাদিগুণযুক্তং শাস্ত্রীয়ং কর্ম্মযোগ ইত্যুচ্যতে তেন যোগেন যুক্তঃ পুরুষঃ প্রথমং বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধো রজস্তমোভ্যামকলুষিত আত্মান্তঃকরণরূপং সত্ত্বং যস্য সঃ, তথা নির্ম্মলান্তঃকরণঃ সন্ বিজিতাত্মা স্ববশীকৃতদেহঃ ততো জিতেন্দ্রিয়ঃ স্ববশীকৃতসর্ব্ববাহ্যেন্দ্রিয়ঃ, এতেন মনুক্তত্রিদণ্ডী কথিতঃ, "বাগ্দণ্ডোহথ

মনোদণ্ডঃ কায়দণ্ডস্তথৈব চ। যস্যৈতে নিয়তা দণ্ডাঃ স ত্রিদণ্ডীতি কথ্যতে॥" ইতি বাগিতি বাহ্যেন্দ্রিয়োপলক্ষণং এতাদৃশস্য তত্ত্বজ্ঞানমবশ্যম্ভবীত্যাহ সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা সর্ব্বভূত আত্মভূতশ্চাত্মা স্বরূপং যস্য স তথা, জড়াজড়াত্মাকং সর্ব্বমাত্মমাত্রং পশ্যন্নিত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্যেতি ব্যাখ্যানে তু সর্ব্বভূতাত্মেত্যেতাবতৈবার্থলা-ভাদাত্মভূতেত্যধিকং স্যাৎ সর্ব্বাত্মপদয়োর্জড়াজড়পরত্বে তু সমগ্রসম্, এতাদৃশঃ পরমার্থদর্শী কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মাণি পরদৃষ্ট্যা ন লিপ্যতে তৈঃ কর্ম্মভিঃ স্বদৃষ্ট্যা তদভাবাদিত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—যোগেতি। যোগেন নির্ব্বিকল্পসমাধিনা যুক্তো যোগযুক্তঃ অতএব বিশুদ্ধাত্মা বৃত্তিসারূপ্যদোষেণ হীনঃ আত্মা প্রত্যক্চেতনো যস্য নির্ব্বিকল্পাবস্থায়াং কেবল এব চেতনোঽস্তি নান্যদেত্যুক্তম্, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানং, বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইতি, তদা বৃত্ত্যভাবে ইতরত্র বৃত্তিকালে ইতি সৌত্রপদদ্বয়ার্থঃ। অত্র হেতুঃ যতোঽয়ং বিজিতাত্মা বিজিতচিত্তো জিতেন্দ্রিয়শ্চ, এবং শুদ্ধঃ ত্বম্পদার্থ উক্তঃ, তস্য তৎপদার্থাভেদমাহ সর্ব্বভূতাত্ম-ভূতাত্মেতি। সর্ব্বেষাং ভূতানাং ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানাং বিয়দাদীনাঞ্চ চেতনাচেতনানাং আত্মভূতঃ উপাদানত্বেন স্বরূপভূতঃ কনকমিব কুণ্ডলাদীনাং স্বরূপভূতং কারণানন্যত্বাৎ কার্য্যস্য, সর্ব্বভূতাত্মভূতং আত্মা প্রত্যক্চেতনোযস্য স সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা। যত্তু সর্ব্বেষাং ভূতানাং আত্মভূত আত্মা যস্যেতি ভাষ্যং সর্ব্বভূতাত্মেত্যেতাবতৈবার্থলাভাদাত্মভূত ইত্যধিক-মিতি দূষিতং, স্বয়ঞ্চ সর্ব্বভূত আত্মভূতশ্চাসৌ আত্মা যস্যেতি বিগ্রহো দর্শিতঃ, তত্র সঙ্কোচে কারণাভাবাৎ সর্ব্বপদেনৈব চিজ্জড়য়োর্গ্রহে পরস্যাপি আত্মভূতেত্যধিকমেব, সর্ব্বভূতঃ চেতনাচেতনপ্রপঞ্চভূত আত্মা যস্যেতি তত্রাপীষ্টার্থলাভাৎ সর্ব্বঞ্চ আত্মানশ্চ তদ্ভূত আত্মা যস্যেতি বিগৃহ্য সর্ব্বাত্মভূতাত্মেত্যেতাবতৈব সিদ্ধে প্রথমভূতপদস্য বৈয়র্থ্যঞ্চ, ভাষ্যমতে ব্রহ্মাদীনাং প্রত্যগ্ভূত আত্মা যস্যেতি শ্রুত্যৈব জীবেশাভেদ উচ্যতে, পরস্য তু উপাদানত্বলিঙ্গেন জড়সাধারণ্যেন জীবস্য ব্রহ্মাভেদোগম্যত ইতি বিদ্বদ্ভিরবিনয়ঃ ক্ষন্তব্যঃ, যতোঽয়ং সর্ব্বেষাং প্রত্যগাত্মাতোঽহমিব সোঽপি কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে অসঙ্গাত্মজ্ঞানাৎ কর্ত্রাদের্ব্বাধিতত্বাচ্চ ব্যাখানে তৎপ্রতীতাবপি উৎখাতদংষ্ট্রোরগবদবাধকত্বাচ্চেত্যর্থঃ ॥ ৭ ॥

বিশ্বনাথ।—কৃতেনাপি কর্ম্মণা জ্ঞানিনস্তস্য ন লেপ ইত্যাহ যোগেতি। যোগযুক্তো জ্ঞানী ত্রিবিধঃ; বিশুদ্ধাত্মা বিজিতবুদ্ধিরেকঃ, বিজিতাত্মা বিশুদ্ধচিত্তঃ দ্বিতীয়ঃ, জিতেন্দ্রিয়স্তৃতীয়ঃ। ইতি পূর্ব্বপূর্ব্বেষাং সাধনতারতম্যাদুৎকর্ষঃ। এতাদৃশে গৃহস্থে তু সর্ব্বেঽপি জীবা অনুরজ্যন্তীত্যাহ, সর্ব্বেষামপি ভূতানাং আত্মভূতঃ প্রেমাস্পদীভূত আত্মা দেহো যস্য সঃ ॥ ৭ ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্ম বন্ধনের হেতুভূত; অতএব কর্ম্মপরায়ণ মুনি ব্রহ্মলাভ করেন, একথা সহসা অসঙ্গত বলিয়াই মনে হইতে পারে। এই আশঙ্কা নির-সনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। 'ভগবদর্পণবুদ্ধি সহকারে, নিষ্কাম-

ভাবে ও শাস্ত্রবিহিত প্রণালী-ক্রমে অনুষ্ঠিত কর্ম্মই কর্ম্মযোগ। তাদৃশ কর্ম্ম-যোগ-পরায়ণ হইলে প্রথমেই চিত্তশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ অন্তঃকরণ রজঃ ও তমো-গুণ বর্জ্জিত হইয়া কেবল সাত্ত্বিক-গুণ-পূর্ণ হইয়া থাকে। সেইরূপ নির্ম্মলচিত্ত হইলে শরীর সম্পূর্ণরূপ আয়ত্তাধীন হয়; দেহ বশীভূত হইলে বাহেন্দ্রিয় সমূহ নিগৃহীত হইয়া বিষয়-বিমুখ হয়। এইরূপ ব্যক্তিকে ভগবান্ মনু ত্রিদণ্ডী শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। এতাদৃশ ব্যক্তির নিশ্চয়ই তত্ত্বজ্ঞানপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত জড় বা অজড় যাবতীয় পদার্থকে তিনি আত্ম-স্বরূপে পরিদর্শন করেন। এইরূপ পরমার্থদর্শী পুরুষ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও, তাহাতে কখনই লিপ্ত হন না। তিনি স্বার্থ-প্রণোদিত হইয়া কোন কর্ম্মই সম্পাদন করেন না; তাঁহার কর্ম্ম কেবল লোক-সংগ্রহার্থ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অতএব তাদৃশ ব্যক্তিকে কর্ম্ম দ্বারা কখনই বদ্ধ হইতে হয় না ॥ ৭ ॥

নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮ ॥
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেন সমাহিতঃ) তত্ত্ববিৎ (সম্যগ্‌জ্ঞানী) পশ্যন্ শৃণ্বন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ উন্মিষন্ নিমিষন্ (দর্শনশ্রবণাদীনি ইন্দ্রিয় প্রাণাদিকর্ম্মাণি কুর্ব্বন্) অপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ (নিশ্চিন্বন্) [অহং] ন কিঞ্চিৎ এব করোমি ইতি মন্যেত (মন্যতে) ॥ ৮। ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—সমাহিত জ্ঞানী দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, ভাষণ, ত্যাগ, গ্রহণ, উন্মিষণ ও নিমিষণ করিয়াও ইন্দ্রিয় সমূহ ইন্দ্রিয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত আছে ইহা স্থির করিয়া কিছু-ই করি না, ইহা মনে করেন ॥ ৮। ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—ব্রহ্মনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, দর্শন, শ্রবণ, গন্ধগ্রহণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাসপ্রশ্বাস, বচন, বিসর্জ্জন, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ এই সকল কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকিলেও, কখনই তাহাতে লিপ্ত হন না; কারণ, তিনি সুনিশ্চিতরূপে জ্ঞাত আছেন যে, ইন্দ্রিয়সমূহই স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে বিনিযুক্ত রহিয়াছে, তিনি তাহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্লিপ্ত ॥ ৮। ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ন চাসৌ পরমার্থতঃ করোতীত্যেতন্নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি। যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ মন্যেত চিন্তয়েত তত্ত্ববিদাত্মনো যাথাত্ম্যং তত্ত্বং বেত্তীতি তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শীত্যর্থঃ। কদা কথং বা তত্ত্বমবধারয়ন্ মন্যেতেত্যুচ্যতে পশ্যন্নিতি। মন্যেতেতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। যস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকরণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনস্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এবাধিকারঃ কর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় প্রবৃত্ত উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৮। ৯ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মাণ্যঙ্গীকৃত্য তৈরস্য বিদুষো বন্ধো নাস্তীত্যুক্তমিদানীং বস্তুতস্তস্য কর্ম্মাণ্যেব ন সন্তীত্যাহ ন চেতি। লোকদৃষ্ট্যা বিদুষোঽপি কর্ম্মাণি সন্তীত্যাশঙ্ক্য স্বদৃষ্ট্যা তদভাবমভিপ্রেত্যাহ নৈবেতি সার্দ্ধম্। সমনন্তরশ্লোকমাকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্থাপয়তি কদেত্যাদিনা। চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈর্ব্বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণাদিবায়ুভেদৈরন্তঃকরণচতুষ্টয়েন চ তত্তচ্চেষ্টানির্ব্বর্ত্তনাবস্থায়াং তত্তদর্থেষু সর্ব্বা প্রবৃত্তিরিন্দ্রিয়াণামেবেত্যনুসন্দধানো নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি বিদ্বান্ প্রতিপদ্যতে ইত্যর্থঃ। যথোক্তস্য বিদুষো বিধ্যভাবেঽপি বিদ্যাসামর্থ্যাৎ প্রতিপত্তিকর্ম্মভূতং কর্ম্মসন্ন্যাসং ফলাত্মকমভিলপলি যস্যেতি। অজ্ঞস্যেব বিদুষোঽপি কর্ম্মসু প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ কুতঃ সন্ন্যাসেঽধিকারঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি ॥ ৮। ৯ ॥

রামানুজ।—অতস্তদপেক্ষিতং শৃণু নৈবেতি। এবমাত্মতত্ত্ববিৎ শ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, বাগাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি, প্রাণাশ্চ স্ববিষয়েষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ননুসন্দধানো নাহং কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত, জ্ঞানৈকস্বভাবস্য মম কর্ম্মমূলেন্দ্রিয়প্রাণসম্বন্ধকৃতমীদৃশং কর্ত্তৃত্বং ন স্বরূপপ্রযুক্তমিতি মন্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৮। ৯ ॥

হনুমান্।—নৈবেতি। যত এবমতঃ আত্মনোঽকর্ত্তৃত্বান্নৈব কিঞ্চিদহং করোমীতি মন্যেত, তদ্দর্শনাদিষু কর্ত্তৃত্বস্যাবিদ্যাতঃ। প্রতিভাসে সত্যপি পশ্যন্ রূপমালোচয়ন্, শৃণ্বন্ শব্দং শৃণ্বন্, জিঘ্রন্ গন্ধানুপাদদানঃ, অশ্নন্ ওদনান্ ভুঞ্জানঃ, গচ্ছন্ পন্থাং বিহরন্, স্বপন্ শয়ানঃ, শ্বসন্ শ্বাসং বিসৃজন্নপি, তথা প্রলপন্ প্রভাষমাণঃ, বিসৃজন্ মূত্রপুরীষে বিসৃজন্, গৃহ্ণন্ হস্তেনোপাদদানঃ, উন্মিষন্ নিমিষন্ উন্মীলয়ন্, নিমীলয়ন্নপি, ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বিষয়াভিমুখং বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ মন্যমানো নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি

যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্যৈবং তত্ত্ববিদঃ সর্ব্বকার্য্যকারণচেষ্টাসু কর্ম্মসু অকর্ম্মৈব সম্পশ্যতঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এবাধিকারস্তত্তৎকর্ম্মণোঽভাবদর্শনাৎ। ন হি মৃগতৃষ্ণিকায়ামুদকবুদ্ধ্যা পানায় লোকঃ প্রবৃত্তঃ উদকাভাবজ্ঞানেঽপি তত্রৈব পানপ্রয়োজনায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৮। ৯ ॥

শ্রীধর।—কর্ম্ম কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ইত্যেতদ্বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্য কর্ত্তৃত্বাভিমানাভাবাদেতদাহ নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্ব্বন্নপীন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যতে। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনাবঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ, এতানি সর্ব্বাণি কুর্ব্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে, তথাচ পারমর্ষং সূত্রং "তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮। ৯ ॥

বলদেব।—শুদ্ধস্যাত্মনোঽধিষ্ঠানাদিপঞ্চাপেক্ষিতকর্ম্মকর্ত্তৃত্বং নাস্তীতি উপদিশতি নৈবেতি। যুক্তো নিষ্কামকর্ম্মী প্রাধানিকদেহেন্দ্রিয়াদিসংসর্গাদ্দর্শনাদীনি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি তত্ত্ববিৎ বিবিক্তমাত্মতত্ত্বমনুভবন্ ইন্দ্রিয়ার্থেষু রূপাদিষু ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি মদ্বাসনানুগুণপরমাত্মপ্রেরিতানি বর্ত্তন্তে ইতি ধারয়ন্ নিশ্চিন্বন্নহং কিঞ্চিদপি ন করোমীতি মন্যতে। পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্নিতি। চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্ঘ্রাণরসনানাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনাদি ব্যাপারাঃ; গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ ইতি গমনাদয়ঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ; তত্র গমনং পাদয়োঃ, প্রলাপো বাচঃ, বিসর্গানন্দঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ ইতি বোধ্যম্। শ্বসন্নিতি প্রাণাদীনাম্, উন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগাদীনাং প্রাণভেদানাম্, স্বপন্নিত্যন্তঃকরণানামিত্যর্থঃ, ক্রমাদ্ব্যাখ্যেয়ম্। বিজ্ঞানসুখৈকরসস্য মমানাদিবাসনাহেতুকপ্রাধানিকদেহাদিসম্বন্ধনির্ম্মিতং তদীদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বম্। ন তু স্বরূপৈকনির্ম্মিতমিতি মন্যত ইত্যর্থঃ। ন চ স্বরূপপ্রযুক্তমাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং কিঞ্চিদপি নাস্তীতি শক্যমভিধাতুং নির্দ্ধারণে মননে চ তস্যাভিধানাৎ। ততশ্চ জ্ঞানমেব তস্যাত্মনো নিত্যং "ন হি বিজ্ঞাতুর্বিজ্ঞাতেবিপরিলোপো বিদ্যতে" ইতি শ্রুতেঃ। তৎসিদ্ধশ্চ হরিণা ধর্ম্মভূতেন জ্ঞানেন চেত্যাহঃ ॥ ৮। ৯ ॥

মধুসূদন।—এতদেব বিবৃণোতি নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ৈঃ বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ, প্রাণাদিবায়ুভেদৈরন্তঃকরণচতুষ্টয়েন চ তত্তচ্চেষ্টাসু ক্রিয়মাণাসু ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়াদীন্যেব ইন্দ্রিয়ার্থেষু স্বস্ববিষয়েষু বর্ত্তন্তে প্রবর্ত্তন্তে নত্বহমিতি ধারয়ন্ অবধারয়ন্ নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত মন্যতে, তত্ত্ববিৎ পরমার্থদর্শী যুক্তঃ সমাহিতচিত্তঃ। অথবা আদৌ যুক্তঃ কর্ম্মযোগেন তত্ত্ববিৎ পশ্চাদন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারেণ তত্ত্ববিদ্ভূত্বা নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যতে ইতি সম্বন্ধঃ। তত্র দর্শনশ্রবণস্পর্শনঘ্রাণাশনানি চক্ষুঃশ্রোত্রত্বগ্ঘ্রাণরসনানাং পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ, পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্ অশ্নন্ ইত্যুক্তাঃ, গতিঃ পাদয়োঃ,

প্রলাপো বাচঃ, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োরিতি, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ, গচ্ছন্ প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নিত্যুক্তাঃ, শ্বসন্নিতি প্রাণাদিপঞ্চকস্য চ ব্যাপারোপলক্ষণম্, উন্মিষন্নিমিষন্নিতি নাগকূর্ম্মাদিপঞ্চকস্য চ, স্বপন্নিত্যন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য, অর্থক্রমবশাৎ পাঠক্রমং ভঙ্‌ক্ত্বা ব্যাখ্যাতোঽয়ং শ্লোকঃ। যস্মাৎ সর্ব্বব্যাপারেষপ্যাত্মনোঽকর্ত্তৃত্বমেব পশ্যতি, অতঃ "কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে" ইতি যুক্তমেবোক্তমিতি ভাবঃ॥ ৮। ৯॥

নীলকণ্ঠ।—"ন লিপ্যতে" ইত্যেতদুপপাদয়তি নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। তত্ত্ববিৎ অহং নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র হেতুঃ ইন্দ্রিয়াণি, উপলক্ষণমিদং প্রাণাদেরপি, ইন্দ্রিয়াদয়ঃ ইন্দ্রিয়ার্থেষু স্বেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ নিশ্চিন্বন্ ন তু অহং বিষয়েষু বর্ত্তে ইতি মন্যতে। (ধারয়ন্নিতি হেতৌ শতৃপ্রত্যয়ঃ) অত্র দর্শনাদয়ঃ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণাং ব্যাপারাঃ, গমনবিসর্গপ্রলপনগ্রহণানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং, তানি চ আনন্দস্য উপলক্ষণানি। শ্বসন্নিতি প্রাণস্য, স্বপন্নিতি বুদ্ধেঃ, উন্মেষণনিমেষণে কূর্ম্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিভাগঃ। ক্রমস্ত্ববিবক্ষিতঃ, এতানি কুর্ব্বন্নপ্যভিমানাভাবান্ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ৮। ৯॥

বিশ্বনাথ।—যেন কর্ম্মণা লেপস্তং প্রকারং শিক্ষয়তি নৈবেতি। যুক্তঃ কর্ম্মযোগী দর্শনাদীনি কুর্ব্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ নিরভিমানঃ কিঞ্চিদপ্যহং নৈব করোমীতি মন্যতে॥ ৮। ৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বশ্লোকোক্ত বিষয় এই শ্লোকে আরও বিশদীকৃত হইতেছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি সহস্র কর্ম্ম সম্পাদন করিলেও, পরমার্থতঃ কোন কর্ম্মই করেন না; ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। কর্ম্মযোগ দ্বারা যিনি সমাহিত হইয়াছেন এবং আত্মযাথাত্ম্য পরিজ্ঞান হেতু যিনি পরমার্থদর্শী হইয়াছেন, অথবা যিনি প্রথমে সমাহিতচিত্ত হইয়া, পরে অন্তঃকরণ-শুদ্ধিজনিত পরমার্থদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তি চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয় (৬১২ পৃঃ টিঃ দ্রঃ), বাগাদিকর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি বায়ু (২৩ পৃঃ টিঃ দ্রঃ), এবং মন প্রভৃতি অন্তরেন্দ্রিয় সমূহের অনুষ্ঠীয়মান কর্ম্ম-সমূহ স্বয়ং সম্পন্ন করিতেছি বলিয়া কখনই মনে করেন না। ইন্দ্রিয়সমূহই স্ব স্ব বিষয়-ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত থাকিয়া স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে এবং সে কার্য্যের সহিত তাঁহার কোনই সম্পর্ক নাই, ইহাই স্থির বিশ্বাস করিয়া, তিনি উদাসীন থাকেন। এই শ্লোকে যে যে কর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার কোন্‌টি কাহার কার্য্য তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসার ঘ্রাণ, ত্বকের স্পর্শ, রসনার স্বাদগ্রহণ, পদের গমন, বুদ্ধির নিদ্রা, প্রাণবায়ুর শ্বাস, বাগেন্দ্রিয়ের বচন, পায়ু ও উপস্থের ত্যাগ, হস্তের গ্রহণ, নাগকূর্ম্মাদির বায়ুর উন্মেষণ ও নিমেষণ। এই সকল কার্য্যের কোনটিতেই ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির আমি করিতেছি,

এরূপ অভিমান নাই; এই জন্যই কোন কর্ম্ম তাঁহাকে বদ্ধ করিতে পারে না। ব্রহ্মসূত্রেও কথিত হইয়াছে, "ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল কর্ম্মেরই ক্ষয় হয়।" (ব্রহ্মসূত্র ৪অ, ১ম পাদ, ১৩ সূত্র)। কর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার কোনই পিপাসা নাই, সুতরাং তাঁহার কর্ম্মরূপ মৃগতৃষ্ণিকার অভিমুখে, বাসনারূপ জল-ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া, প্রধাবিত হইবার কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ৮। ৯ ॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—যঃ ব্রহ্মণি (ভগবতি) আধায় (সমর্প্য) সঙ্গং (ফলাভিসন্ধিং) ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি করোতি সঃ অম্ভসা (জলেন) পদ্মপত্রং ইব পাপেন ন লিপ্যতে ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফলাভিলায ত্যাগ করিয়া কর্ম্মসমূহ করেন তিনি জলদ্বারা পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া ফল-কামনা-বিবর্জ্জিত-ভাবে যাবতীয় কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলে পদ্মপত্রের ন্যায় কখনই পাপ প্রলিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্তু পুনরতত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণীশ্বরে আধায় নিক্ষিপ্য তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি লিপ্যতে ন স পাপেন সম্বধ্যতে পদ্মপত্রমিবাম্ভসোদকেন ॥ ১০ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি বিদ্বানিবাবিদ্বানপি কর্ম্মণি ন প্রবর্ত্ততে পাপোপহতিসম্ভবাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যস্ত্বিতি। যথা ভৃত্যঃ স্বাম্যর্থং কর্ম্মাণি করোতি ন স্বফলমপেক্ষতে তথৈব যো বিদ্বান্ মোক্ষেঽপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ভগবদর্থমেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি করোতি ন স্বকর্ম্মণা বধ্যতে, ন হি পদ্মপত্রমম্ভসা সম্বধ্যতে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

রামানুজ।—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মশব্দেন প্রকৃতিরিহোচ্যতে, "মম যোনির্ম্মহদ্‌ব্রহ্ম" ইতি বক্ষ্যতে, ইন্দ্রিয়াণাং প্রকৃতিপরিণামবিশেষরূপত্বেনেন্দ্রিয়াকারেণাবস্থিতায়াং প্রকৃতৌ "পশ্যন্

শৃণ্বন্” ইত্যাদিনোক্তপ্রকারেণ কর্ম্মাণ্যাধায় ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যঃ কর্ম্মাণি করোতি স প্রকৃতিসংসৃষ্টতয়া বর্ত্তমানোঽপি প্রকৃত্যাত্মাভিমানরূপেণ সম্বন্ধহেতুনা পাপেন ন লিপ্যতে, পদ্মপত্রমিবাম্ভসা যথা পদ্মপত্রমম্ভসা সংসৃষ্টমপি ন লিপ্যতে তথা ন লিপ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।—ব্রহ্মণীতি। যস্ত পুনস্তত্ত্ববিৎ প্রবৃত্তশ্চ কর্ম্মযোগে ভবতি কর্ম্মাণি ব্রহ্মণি ঈশ্বরে আধায় তদর্থং করোমীতি ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং মোক্ষেঽপি ফলে সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ কর্ম্মাণি লিপ্যতে ন স পাপেন সম্বধ্যতে পদ্মপত্রমিবাম্ভসা উদকেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—তর্হি যস্ত করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্ম্মলেপো দুর্ব্বারঃ, তথা অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্ম্মাণি করোতি অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্ম্মণা ন লিপ্যতে, যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০ ॥

বলদেব ।—উক্তং বিশদয়ন্নাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মশব্দেনাত্র ত্রিগুণাবস্থং প্রধানমুক্তম্। “তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে” ইতি শ্রবণাৎ “মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম” ইতি বক্ষ্যমাণাচ্চ। দেহেন্দ্রিয়াদীনি প্রধানপরিমাণামবিশেষাণি ভবন্তি তদ্রূপতয়া পরিণতে প্রধানে দর্শনাদীনি কর্ম্মাণ্যাধায় তস্মৈবৈতানি ন তু তদ্বিবিক্তস্য শুদ্ধস্য মমেতি নির্দ্ধার্য্যেত্যর্থঃ। সঙ্গং তৎফলাভিলাষং তৎকর্তৃত্বাভিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্বা যস্তানি করোতি স তাদৃগ্দেহাদিমত্তয়া সন্নপি দেহাত্মাত্মাভিমানেন পাপেন ন লিপ্যতে, যথোপরিনিক্ষিপ্তেনাম্ভসা স্পৃষ্টমপি পদ্মপত্রং তদ্বৎ। ন চ “ময়ি সন্ন্যস্য কর্ম্মাণি” ইতি পূর্ব্বস্মারস্যাদ্ব্রহ্মণি পরমাত্মনীতি ব্যাখ্যেয়ম্। প্রাধানিকদেহাদিসংসৃষ্টস্যৈব জীবস্য দর্শনাদিকর্ম্মকর্তৃত্বং ন তু তদ্বিবিক্তস্যেত্যর্থস্য প্রকৃতত্বাৎ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন ।—তর্হ্যবিদ্বান্ কর্তৃত্বাভিমানাৎ লিপ্যেতৈব তথাচ কথং তস্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকা জ্ঞাননিষ্ঠা স্যাদিতি তত্রাহ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে আধায় সমর্প্য সঙ্গং ফলাভিলাষং ত্যক্ত্বা ঈশ্বরার্থং ভৃত্য ইব স্বাম্যর্থং স্বফলনিরপেক্ষতয়া করোমীত্যভিপ্রায়েণ কর্ম্মাণি লৌকিকানি বৈদিকানি চ করোতি যঃ লিপ্যতে ন স পাপেন পাপপুণ্যাত্মকেন কর্ম্মণেতি যাবৎ, যথা পদ্মপত্রমুপরি প্রক্ষিপ্তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে, তদ্বদ্ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা অনুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধিফলমেব স্যাৎ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ ।—ব্রহ্মণীতি। যতো বিদ্বান্ অসঙ্গত্বাৎ কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে তস্মাদবিদ্বানপি ব্রহ্মণি সর্ব্বান্তর্যামিণি কর্ম্মাণি আধায় অয়মেব কারয়িতা ন ত্বহং কর্ত্তেতি সমর্প্য যঃ কর্ম্মাণি করোতি সঃ পাপেন ন লিপ্যতেঽম্ভসা পদ্মপত্রমিব ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ ।—কিঞ্চ ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণি পরমেশ্বরে ময়ি কর্ম্মাণি সমর্প্য সঙ্গং ত্যক্ত্বা সাভিমানোঽপি কর্ম্মাসক্তিং বিহায় যঃ কর্ম্মাণি করোতি। পাপেনেত্যুপলক্ষণম্। সোঽপি কর্ম্মমাত্রেণৈব ন লিপ্যতে।

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মসমূহ আমি করিতেছি, যাহার হৃদয়ে এই অভিমান আছে, তাহার কর্ম্ম-লেপ দুর্নিবার্য্য; কর্ম্মজনিত বিশুদ্ধচিত্ততার অভাবে তাহার সন্ন্যাসও অসম্ভব। সুতরাং সে মহৎ সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সংস্থাপিত হয়। এই জন্য শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মার্পণ করিয়া, কর্ম্মজনিত ফলকামনা হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিয়া, দাস যেমন প্রভুর কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করে এবং তজ্জন্য ফলাফলের প্রত্যাশা করে না, তদ্রূপে ভগবানের নিমিত্ত লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করেন, তিনি পাপে প্রলিপ্ত হন না; অর্থাৎ পাপ-পুণ্যাত্মক কোন কর্ম্মই তাঁহাকে স্পর্শ করে না। যেমন জলোপরি ভাসমান পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, অথবা তাহাতে জল প্রক্ষেপ করিলেও তাহা নির্লিপ্তভাবেই থাকে, তদ্রূপ ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠাতাকে কখনই লিপ্ত করিতে পারে না; সুতরাং তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু, হৃদ্বিশুদ্ধিরূপ শুভ ফল ভিন্ন কখনই অশুভ ফল সমুৎপন্ন হয় না ॥ ১০ ॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—কায়েন (শরীরেণ) মনসা (অন্তঃকরণেন) বুদ্ধ্যা কেবলৈঃ (মমত্ববর্জ্জিতৈঃ) ইন্দ্রিয়ৈ অপি যোগিনঃ সঙ্গং ত্যক্ত্বা আত্মশুদ্ধয়ে (সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং) কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

প্রতিশব্দ।—শরীর দ্বারা মনের দ্বারা বুদ্ধির দ্বারা অভিনিবেশবিহীন ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা যোগিগণ ফলাভিসন্ধি ত্যাগ করিয়া চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করেন ॥ ১১ ॥

ব্যাখ্যা।—কর্ম্মযোগিগণ মমত্বভাব বর্জ্জন করিয়া শরীর মন বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা, ফলকামনা বিবর্জ্জিত ভাবে কেবল অন্তঃকরণ-শুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন ॥ ১১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিমাত্রফলমেব তস্মৈব কর্ম্মণঃ স্যাৎ যস্মাৎ কায়ে-

নেতি। কায়েন দেহেন মনসা বুদ্ধ্যা চ কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈর্মমত্ববর্জ্জিতৈরপি ঈশ্বরায়ৈব কর্ম্ম করোমীতি ন ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈরিন্দ্রিয়ৈরপি (কেবলশব্দঃ কায়াদিভিরপি প্রত্যেকং সম্বধ্যতে) সর্ব্বব্যাপারেষু মমতাবর্জ্জনায় যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়মাত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয় ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

আনন্দগিরি।—অবিদুষস্তর্হি কৃতেন কর্ম্মণা কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ কেবলমিতি। অজ্ঞস্যেশ্বরার্পণবুদ্ধ্যানুষ্ঠিতং কর্ম্ম বুদ্ধিশুদ্ধিফলমিত্যত্রৈব হেতুমাহ যস্মাদিতি। কেবলশব্দস্য প্রত্যেকসম্বন্ধে প্রয়োজনমাহ সর্ব্বব্যাপারেষ্বিতি ॥ ১১ ॥

রামানুজ।—কায়েনেতি। কায়মনোবুদ্ধীন্দ্রিয়সাধ্যং কর্ম্ম স্বর্গাদিফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা যোগিন আত্মবিশুদ্ধয়ে কুর্ব্বন্তি আত্মগতপ্রাচীনকর্ম্মবন্ধনবিনাশায় কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

হনুমান।—কায়েনেতি। কেবলং সত্ত্বশুদ্ধিফলমাত্রমেব স্যাৎ কেবলৈর্মমত্ব-বর্জিতৈঃ ঈশ্বরায় করোমি ন কর্ম্ম ফলায়েতি মমত্ববুদ্ধিশূন্যৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ কেবলশব্দঃ কায়া-দিভিরপি প্রত্যেকমভিসম্বধ্যতে সর্ব্বব্যাপারাদিষু মমতাবর্জ্জনায় যোগিনঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলবিষয়ম্, আত্মশুদ্ধয়ে সত্ত্বশুদ্ধয়ে ইত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

শ্রীধর।—বন্ধকত্বাভাবমুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্ম্মাভিনিবেশরহিতৈরি-ন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্ত্তনাদিলক্ষণং কর্ম্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্ম্ম যোগিনঃ কুর্ব্বন্তি ॥ ১১ ॥

বলদেব।—সদাচারং প্রমাণয়ন্নেতদ্বিবৃণোতি কায়েনেতি। কায়াদিভিঃ সাধ্যং কর্ম্ম কায়াদ্যহন্তাবশূন্যা যোগিনঃ কুর্ব্বন্তি কেবলৈর্বিশুদ্ধৈঃ, সঙ্গং ত্যক্ত্বেতি প্রাগ্বৎ। আত্মশুদ্ধয়ে অনাদিদেহাত্মাভিমাননিবৃত্তয়ে ॥ ১১ ॥

মধুসূদন।—তদেব বিবৃণোতি কায়েনেতি। কায়েন মনসা বুদ্ধ্যেন্দ্রিয়ৈরপি যোগিনঃ কর্ম্মিণঃ ফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি, কায়াদীনাং সর্ব্বেষাং বিশেষণং কেবলৈ-রিতি, ঈশ্বরায়ৈব করোমি ন মম ফলায়েতি মমতাশূন্যৈরিত্যর্থঃ। আত্মশুদ্ধয়ে চিত্তসত্ত্বশুদ্ধ্যর্থম্ ॥ ১১ ॥

নীলকণ্ঠ।—কায়েনেতি। কেবলৈরিতি বিপরিণামেন সর্ব্বত্র সম্বন্ধনীয়ম্, কেবলেন কায়েন অহময়ং ব্রাহ্মণো যুবেত্যাত্মাধ্যাসশূন্যেন এবমন্যত্রাপি সঙ্গং ত্যক্ত্বা দেহাদিভ্যো বিবিক্তেঽপি আত্মনি তার্কিকাদিবদহং করোমীত্যভিনিবেশং ত্যক্ত্বা যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি আত্মশুদ্ধয়ে চিত্তশুদ্ধ্যর্থম্, তস্মাৎ ত্বযাপি তত্রৈবাধিকারোঽস্তীতি তদেব ত্বং কুরু ॥ ১১ ॥

বিশ্বনাথ।—কায়েনেতি। কেবলৈরপি ইন্দ্রিয়ৈরিতি ইন্দ্রায় স্বাহেত্যাদিনা হবি-রার্পণকালে যদ্যপি মনঃ ক্বাপ্যন্যত্র তদপীত্যর্থঃ। আত্মশুদ্ধয়ে মনঃশুদ্ধ্যর্থম্ ॥ ১১ ॥

তাৎপর্য্য।—ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠিত কর্ম্মদ্বারা কেবল চিত্ত-শুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোনই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শিত

হইতেছে। কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধি-লাভার্থ শরীর, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় দ্বারা মমতাশূন্যভাবে, কেবল ভগবানের উদ্দেশ ভিন্ন অন্য ফল-কামনা-বিহীন হইয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। তাদৃশ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। "কেবল" শব্দ কায়াদি প্রত্যেকেরই বিশেষণ। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি বুদ্ধিসাধ্য, কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল ব্যাপারেই মমতা-হীনতা প্রদর্শনার্থ 'কেবল' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, কর্ম্মযোগিগণ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত ফল-কামনা-বিহীন হইয়া, দেহাদির দ্বারা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, ধারণাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন॥ ১১॥

যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে॥ ১২॥

অন্বয়।—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগেন সমাহিতঃ) কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা নৈষ্ঠিকীং (নিষ্ঠা-ক্রমেণ জাতাং) শান্তিং (মোক্ষরূপাম্) আপ্নোতি (প্রাপ্নোতি) অযুক্তঃ (সকামকর্ম্মশীলঃ) কামকারেণ (কামতঃ প্রবৃত্ত্যা) ফলে সক্তঃ (অনুরক্তঃ) নিবধ্যতে (বন্ধং ভবতি)॥ ১২॥

প্রতিশব্দ।—সমাহিত-ব্যক্তি কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া নিষ্ঠাজাত মোক্ষ প্রাপ্ত হন; সকাম-ব্যক্তি কামদ্বারাপ্রবৃত্ত ফলে অনুরাগী বদ্ধ হয়॥ ১২॥

ব্যাখ্যা।—কর্ম্মযোগ-পরায়ণ পুরুষ, কর্ম্মফল-প্রাপ্তির কামনা পরিত্যাগ করিয়া, চিত্তশুদ্ধি ও জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বারা মোক্ষলাভ করেন; কিন্তু কামনা-পরায়ণ ব্যক্তি কামপ্রেরিত হইয়া ফলকামনায় কর্ম্মানুষ্ঠান করে; সুতরাং সংসার-বন্ধন প্রাপ্ত হয়॥ ১২॥

শঙ্করাচার্য্য।—তস্মাৎ তত্রৈব তবাধিকার ইতি কুরু কর্ম্মৈব যস্মাচ্চ যুক্ত ইতি। যুক্ত ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি করোমি ন মম ফলায়েতি এবং সমাহিতঃ সন্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবাং সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণেতি বাক্যশেষঃ, যস্তু পুনরযুক্তোঽসমাহিতঃ কামকারেণ করণং

কারঃ কামস্ত কারঃ কামকারস্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ, মম লাভায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলে সক্তো নিবধ্যতে অতস্ত্বং যুক্তো ভব ইত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

আনন্দগিরি।—কর্ম্মণশ্চিত্তশুদ্ধিফলত্বে তাদর্থ্যেন কর্ম্মানুষ্ঠানমেব তব কর্ত্তব্যমিতি যস্মাদিত্যস্যাপেক্ষিতং বদন্ ফলিতমাহ তস্মাদিতি। ইতশ্চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্মানুষ্ঠানং ত্বয়া কর্ত্তব্যমিত্যাহ যস্মাচ্চেতি। যুক্তঃ সন্ ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কুর্ব্বন্ মোক্ষাখ্যাং শান্তিং যস্মাদাপ্নোতি তস্মাচ্চ ত্বয়া সঙ্গং ত্যক্ত্বা কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি যোজনা। বিপক্ষে দোষমাহ অযুক্ত ইতি। যুক্তত্বং ব্যাকরোতি ঈশ্বরায়েতি। ফলং পরিত্যজ্য কর্ম্ম কুর্ব্বন্নিতি শেষঃ। নৈষ্ঠিকীং শান্তিমিত্যেতদেব বিশদয়তি সত্ত্বেতি। দ্বিতীয়মর্দ্ধং বিভজতে যস্থিতি। অসমাধানে দোষাদর্জুনস্য নিয়োগং দর্শয়তি অতস্ত্বমিতি ॥ ১২ ॥

রামানুজ।—যুক্ত ইতি। যুক্ত আত্মব্যতিরিক্তফলেষচপলঃ আত্মৈকপ্রবণঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কেবলাত্মশুদ্ধয়ে কর্ম্মানুষ্ঠানান্নৈষ্ঠিকীং শান্তিমাপ্নোতি স্থিরাত্মানুভবরূপাং নির্বৃতিং প্রাপ্নোতি। অযুক্ত আত্মব্যতিরিক্তফলেষু চপলঃ আত্মাবলোকনবিমুখঃ কামকারেণ ফলে সক্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ নিত্যং কর্ম্মভির্বধ্যতে নিত্যসংসারী ভবতি, অতঃ ফলসঙ্গরহিতঃ ইন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতায়াং প্রকৃতৌ কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাত্মনো বন্ধনমোচনায়ৈব কর্ম্মাণি কুর্ব্বিত্যুক্তং ভবতি ॥ ১২ ॥

হনুমান্।—যুক্ত ইতি। তস্মাৎ তত্রৈবাধিকার ইতি কর্ম্মৈব কুরু, যস্মাচ্চ যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা যুক্ত ঈশ্বরায় কর্ম্মাণি ন কর্ম্মফলায় ইতি। এবং সমাহিতস্য কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠায়াং ভবামিতি, সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ ইতি বাক্যশেষঃ। যস্তু পুনরযুক্তঃ অসমাহিতঃ কামেন করণং কামকারস্তেন কামকারেণ কামপ্রেরিততয়েত্যর্থঃ, মম ফলায়েদং করোমি কর্ম্মেত্যেবং ফলাসক্তো নিবধ্যতে ন মুক্তো ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীধর।—নমু কথং তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যত ইতি ব্যবস্থা অত আহ যুক্ত ইতি। যুক্তঃ পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অযুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বন্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২ ॥

বলদেব।—যুক্ত ইতি। যুক্ত আত্মার্পিতমনাঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কুর্ব্বন্ নৈষ্ঠিকীং স্থিরাং শান্তিমাত্মাবলোকলক্ষণামাপ্নোতি। অযুক্ত আত্মানর্পিতমনাঃ কর্ম্মফলে সক্তঃ কামকারেণ কামতঃ কর্ম্মণি প্রবৃত্ত্যা নিবধ্যতে সংসরতি ॥ ১২ ॥

মধুসূদন।—কর্ত্তৃত্বাভিমানসাম্যেঽপি তেনৈব কর্ম্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিত্তু বধ্যতে ইতি বৈষম্যে কো হেতুরিতি তত্রাহ যুক্ত ইতি। যুক্তঃ ঈশ্বরায়ৈবৈতানি কর্ম্মাণি ন মম ফলায়েত্যেবমভিপ্রায়বান্ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ শান্তিং মোক্ষাখ্যামাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীং সত্ত্বশুদ্ধিনিত্যানিত্য-বস্তুবিবেকসন্ন্যাসজ্ঞাননিষ্ঠাক্রমেণ জাতামিতি যাবৎ।

যস্তু পুনরযুক্তঃ ঈশ্বারৈবৈতানি কর্ম্মাণি ন মম ফলায়েত্যভিপ্রায়শূন্যঃ স কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা মম ফলায়ৈবেদং কর্ম্ম করোমীতি ফলে সক্তো নিবধ্যতে কর্ম্মভির্নিতরাং সংসারবন্ধং প্রাপ্নোতি, যস্মাদেবং তস্মাৎ ত্বমপি যুক্তঃ সন্ কর্ম্মাণি কুর্ব্বিতি বাক্যশেষঃ ॥ ১২ ॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ যুক্ত ইতি। যুক্তঃ "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি" ইত্যাদিনা উক্তলক্ষণঃ কর্ম্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা ঈশ্বরে সমর্প্য শান্তিং কৈবল্যং নৈষ্ঠিকীং সত্ত্বশুদ্ধ্যাদিক্রমপ্রাপ্তব্রহ্মনিষ্ঠাফলভূতাং প্রাপ্নোতি, অযুক্তঃ তদ্বিপরীতঃ কামকারেণ স্বৈরবৃত্ত্যা ফলে সক্তঃ সন্ নিতরাং বধ্যতে ॥ ১২ ॥

বিশ্বনাথ।—কর্ম্মকরণে অনাসক্ত্যাসক্তী এব মোক্ষবন্ধহেতু ইত্যাহ যুক্ত ইতি। যুক্তো যোগী নিষ্কামকর্ম্মীত্যর্থঃ। নৈষ্ঠিকীং নিষ্ঠাপ্রাপ্তাং শান্তিং মোক্ষমিত্যর্থঃ। অযুক্তঃ সকামকর্ম্মীত্যর্থঃ। কামকারেণ কামপ্রবৃত্ত্যা ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ত্তৃত্ব এক হইলেও, কর্ম্ম কাহারও বা মুক্তির কারণস্বরূপ হয়, আবার কাহাকেও বা সংসার-বন্ধনে বদ্ধ করে; কেবল কামই এই বৈষম্যের হেতু, ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া, স্বয়ং কোনই ফলপ্রাপ্তির কামনা করেন না, তিনি চিত্তশুদ্ধি, নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক, সন্ন্যাস এবং জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা সঞ্জাত মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি, কর্ম্মসমূহ স্বকীয় ফললাভের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া, ফলাকাঙ্ক্ষাসহকারে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি তাদৃশ কর্ম্মজনিত সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমিও নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-পরায়ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥ ১২ ॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—বশী (যতচিত্তঃ জিতেন্দ্রিয়ো বা) দেহী মনসা (বিবেকবুদ্ধ্যা) সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্য (পরিত্যজ্য) সুখং (সুখেন সহ) নবদ্বারে পুরে (যস্মিন্ পুরে শরীরে নেত্রনাসিকাদীনি নবানি দ্বারানি) ন কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্ এব আস্তে (বর্ত্ততে) ॥ ১৩ ॥

প্রতিশব্দ।—জিতেন্দ্রিয় শরীরী মনের দ্বারা সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া নবদ্বারযুক্ত শরীরে সুখ না করিয়া না করাইয়াই থাকেন ॥১৩॥

ব্যাখ্যা।—যিনি চিত্তকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তিনি মনের দ্বারা যাবতীয় কর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই নবদ্বার-যুক্ত দেহরূপ গৃহে স্বয়ং কোন কর্ম্মই করিতেছি না, বা কাহার দ্বারা সম্পন্ন করাইতেছি না জানিয়া, পরম সুখে অবস্থিতি করেন ॥ ১৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্তু পরমার্থদর্শী স সর্ব্বেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্ত পরিত্যজ্য নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চ তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা বিবেকবুদ্ধ্যা কর্ম্মাদৌ অকর্ম্মসন্দর্শনেন সন্ত্যজ্যেত্যর্থঃ, আস্তে তিষ্ঠতি সুখং ত্যক্তবাঙ্মনঃকায়চেষ্টো যতিঃ নিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ আত্মনোহন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্তে ইত্যুচ্যতে, বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। কাস্তে ইত্যাহ নবদ্বারে পুরে সপ্তশীর্ষণ্যান্যাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণ্যর্ব্বাগ্দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারং পুরমুচ্যতে, শরীরং পুরমিব পুরমাত্মৈকস্বামিকং তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈরনেকফলবিজ্ঞানস্যোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতং তস্মিন্ নবদ্বারে পুরে দেহী সর্ব্বং কর্ম্ম সন্ন্যস্যাস্তে ইতি কিং বিশেষণেন সর্ব্বো হি দেহী সন্ন্যস্ত সন্ন্যাসীব দেহএবাস্তে তত্রানর্থকং বিশেষণমুচ্যতে, যস্ত্বজ্ঞো দেহী দেহেন্দ্রিয়সংঘাতমাত্রাত্মদর্শী স সর্ব্বোহপি গেহে ভূমাবাসনে বাসে ইতি মন্যতে। ন হি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো দেহ ইব দেহ আস ইতি প্রত্যয়ঃ সম্ভবতি, দেহাদিসংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শিনস্তু দেহ আস ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে, পরকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়াধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সন্ন্যাস উপপদ্যতে উৎপন্নবিবেকবিজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনোহপি গেহ ইব দেহ এব নবদ্বারে পুরে আসনং প্রারব্ধফলকর্ম্মসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহএব বিশেষবিজ্ঞানোৎপত্তের্দেহ এবাস্ত ইত্যস্ত্যেব বিশেষণফলং বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাদ্যদ্যপি কার্য্যকরণকর্ম্মাণ্যবিদ্যয়াত্মন্যধ্যারোপিতানি সন্ন্যস্যাস্তে ইত্যুক্তং তথাপ্যাত্মসমবায়ি তু কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং ন চ কার্য্যকরণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্ কিং যৎ তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সন্ন্যাসান্ন সম্ভবতি, যথা গচ্ছতো গতিঃ গমনব্যাপারপরিত্যাগে ন স্যাৎ তদ্বৎ, কিং বা স্বতএবাত্মনো নাস্তীত্যুচ্যতে, নাস্ত্যাত্মনঃ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ। উক্তং হি "অবিকার্য্যোহয়মুচ্যতে" "শরীরস্থোহপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি। "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৩ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি কণে সক্তিং ত্যক্ত্বা সর্ব্বৈরপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি কর্ম্মসন্ন্যাসস্য নিরবকাশত্বমিত্যাশঙ্ক্যাবিদুষঃ সকাশাদ্বিদুষো বিশেষং দর্শয়তি যস্ত্বিতি। সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগে প্রাপ্তং মরণং ব্যাবর্ত্তয়তি আস্তে ইতি। বৃত্তিং লভমানোহপি শরীরতাপেনাধ্যাত্মিকাদিনা তপ্যমানস্তিষ্ঠতীতি চেন্নেত্যাহ সুখমিতি। কার্য্যকরণসংঘাতপারবশ্যং পর্য্যস্যতি

বশীতি। আসনস্থাপেক্ষিতমধিকরণং :নির্দ্দিশতি নবেতি। দেহসম্বন্ধাভিমানাভাসবত্ত্বমাত্র দেহীতি। মনসা সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেঽপি লোকসংগ্রহার্থং বহিঃ সর্ব্বং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি প্রাপ্তং প্রত্যাহ নৈবেতি। তান্যেব সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্যানি বিশিনষ্টি নিত্যমিতি। তেষাং পরিত্যাগে হেতুমাহ তানীতি। যদুক্তং সুখমাস্ত ইতি তদুপপাদয়তি ত্যক্ত্বেতি। জিতেন্দ্রিয়ত্বং কায়বশীকারস্যাপ্যুপলক্ষণম্, দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে নাসিকে বাগেকেতি সপ্ত শীর্ষণ্যানি শিরোগতানি শব্দাদ্যুপলব্ধিদ্বারাণি। অথাপি কথং নবদ্বারত্বমযোগিতাভ্যাং পায়ূপস্থাভ্যাং সহেত্যাহ অর্ব্বাগিতি। শরীরস্য পুরসাম্যং স্বামিনা পৌরৈশ্চাধিষ্ঠিতত্বেন দর্শয়তি আত্মেত্যাদিনা। যদ্যপি দেহে জীবনত্বাদ্দেহসম্বন্ধাভিমানাভাসবানবতিষ্ঠতে তথাপি প্রবাসীব পরগেহে তৎপূজাপরিভবাদিভিরপ্রহৃষ্যন্ন বিষীদন্ ব্যামোহাদিরহিতশ্চ তিষ্ঠতীতি মত্বাহ তস্মিন্নিতি। বিশেষণমাক্ষিপতি কিমিতি। তদনুপপত্তিমেবা দর্শয়তি সর্ব্বো হীতি। সর্ব্বসাধারণে দেহাবস্থানে সন্ন্যস্য দেহে তিষ্ঠতি বিদ্বানিতি বিশেষণমকিঞ্চিৎকরমিতি ফলিতমাহ তত্রেতি। বিশেষণফলং দর্শয়ন্নুত্তরমাহ উচ্যত ইতি। কিং অবিবেকিনং প্রতি বিশেষণানর্থক্যং চোদ্যতে কিংবা বিবেকিনং প্রতীতি বিকল্প্যাদ্যমঙ্গীকরোতি যদ্যিতি। অজ্ঞত্বং দেহিত্বে হেতুঃ। তদেব দেহিত্বং স্ফুটয়তি দেহেতি। সংঘাতাত্মদর্শিনোঽপি দেহে স্থিতিপ্রতিভাসঃ স্যাদিতি চেন্নেত্যাহ ন হীতি। দ্বিতীয়ং দূষয়তি দেহাদীতি। গৃহাদিষু দেহস্যাবস্থানেনাত্মাবস্থানভ্রমব্যাবৃত্ত্যর্থং দেহে বিদ্বানাস্ত ইতি বিশেষণমুপপদ্যতে, বিবেকবতো দেহেঽবস্থানপ্রতিভাসসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নমু বিবেকিনো দেহাবস্থানপ্রতিভানেঽপি বাঙ্মনোদেহব্যাপারাত্মনাং কর্ম্মণাং তস্মিন্ প্রসঙ্গাভাবাৎ তত্ত্যাগেন কৃতত্বস্য দেহেঽবস্থানমুচ্যতে তত্রাহ পরকর্ম্মণাঞ্চেতি। নমু বিবেকিনো দিগাদ্যনবচ্ছিন্নবাহ্যাভ্যন্তরাবিক্রিয়ব্রহ্মাত্মতাং মন্যমানস্য কুতো দেহেঽবস্থানমাস্থাতুং শক্যতে তত্রাহ উৎপন্নেতি। তত্র হেতুমাহ প্রারব্ধেতি। যদ্বি প্রারব্ধফলং ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মকং কর্ম্ম তস্যোপভুক্তস্য শেষাদনুপভুক্তাদ্দেহাদিসংস্কারোঽনুবর্ত্ততে তদনুবৃত্ত্যা চ তত্রৈব দেহে বিশেষবিজ্ঞানমবস্থানবিষয়মুপপদ্যতে অতো বিবেকবতঃ সন্ন্যাসিনো দেহেঽবস্থানব্যপদেশঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ। অবিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণাসম্ভবেঽপি বিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণমর্থবদিত্যুপসংহরতি দেহ এবেতি। দেহে স্বাবস্থানবিষয়ো বিদ্বৎপ্রত্যয়স্তদবিষয়শ্চাবিদ্বৎপ্রত্যয়স্তয়োরেবং ভেদে বিদ্বৎপ্রত্যয়াপেক্ষয়া বিশেষণমর্থবদিত্যুপসংহরন্নেব হেতুং বিশদয়তি বিদ্বদিতি। আরোপিতকর্ত্তৃত্বাদ্যভাবেঽপি স্বগতকর্ত্তৃত্বাদিদুর্ব্বারমিত্যাশঙ্কামনূদ্য দূষয়তি যদ্যপীত্যাদিনা। ক্রিয়াসু প্রবর্ত্তয়ন্নাস্ত ইতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ পূর্ব্বত্রাপি শতুরেবমেব সম্বন্ধঃ। কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চাত্মনো নেত্যত্র বিচারয়তি কিমিতি। যৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ তৎ কিং দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সদেব সন্ন্যাসায় ভবতীত্যুচ্যতে, যথা গচ্ছতো দেবদত্তস্য স্বগতৈব গতিঃ তৎস্থিত্যা ত্যাগায় ভবতি, অথবা স্বারস্যেন কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চাত্মনো নাস্তীতি বক্তব্যমাদ্যে সক্রিয়ত্বং দ্বিতীয়ে কূটস্থত্বমিত্যর্থঃ। দ্বিতীয়ং পক্ষমাশ্রিত্যোত্তরমাহ অত্রেতি। উক্তেঽর্থে বাক্যোপক্রমমনুকূলয়তি উক্তং হীতি। তত্রৈব বাক্যশেষমপি

সংবাদয়তি শরীরস্থোঽপীতি। স্বত্বাক্তেঽর্থে শ্রুতিমপি দর্শয়তি ধ্যায়তীবেতি। উপাধিগতৈব সর্ব্বা বিক্রিয়া নাত্মনি স্বতোঽস্তীত্যর্থঃ॥ ১৩॥

রামানুজ।—অতো দেহাকারেণ পরিণতায়াং প্রকৃতৌ কর্ত্তৃত্বসন্ন্যাস উচ্যতে সর্ব্বেতি। আত্মনঃ প্রাচীনকর্ম্মমূলদেহসম্বন্ধপ্রযুক্তমিদং কর্ম্মণাং কর্ত্তৃত্বং ন স্বরূপপ্রযুক্তমিতি বিবেকবিষয়েণ মনসা সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি নবদ্বারে পুরে সন্ন্যস্য বশী দেহী স্বয়ং দেহাধিষ্ঠান [প্রযত্ন] মর্মত্বমকুর্ব্বন্ দেহেনৈব কারয়ন্ সুখমাস্তে॥ ১৩॥

হনুমান্।—সর্ব্বেতি। যস্ত পরমার্থদর্শী স নিত্যনৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চ সর্ব্বাণি তানি মনসা বিবেকব্রহ্মাত্মকর্ম্মদর্শনেন সন্ত্যজেদিত্যর্থঃ। আস্তে তিষ্ঠতি সুখমিত্যর্থঃ। বাঙ্মনঃকায়চেষ্টানিরায়াসঃ প্রসন্নচিত্তঃ, আত্মনোঽন্যত্র নিবৃত্তবাহ্যসর্ব্বপ্রয়োজন ইতি সুখমাস্তে ইত্যুচ্যতে, বশী জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ। ক্বাস্তে? ইত্যত্রাহ নবদ্বারে, সপ্ত শীর্ষণ্যান্যাত্মন উপলব্ধিদ্বারাণি, অধো দ্বে মূত্রপুরীষবিসর্গার্থে ইতি তৈর্দ্বারৈর্নবদ্বারৈঃ, পুরমুচ্যতে, শরীরং পুরমিব পুরমথৈকস্বামিকং বা তদর্থপ্রয়োজনৈশ্চেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিবিষয়ৈঃ অনেকফলবিজ্ঞানোৎপাদকৈঃ পৌরৈরিবাধিষ্ঠিতে দেহে দেহী সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্যাস্তে, কিং বিশেষণেন সর্ব্বোঽপি দেহী সন্ন্যস্য সন্ন্যাসীব দেহে এবাস্তে ইতি চেদুচ্যতে, যস্তৈতদ্দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতমাত্রার্থদর্শিনঃ স সর্ব্বোঽপি দেহে ভূমাবাসনে বা আস ইতি মন্যতঃ, নহি দেহমাত্রাত্মদর্শিনো দেহ ইব আস্তে ইতি প্রত্যয় উপপদ্যতে, পরমকর্ম্মণাঞ্চ পরস্মিন্নাত্মন্যবিদ্যয়া অধ্যারোপিতানাং বিদ্যয়া বিবেকজ্ঞানেন মনসা সন্ন্যাস উপপদ্যতে, উৎপন্নবিবেকজ্ঞানস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনোঽপি দেহএব নবদ্বারে আসনপ্রবৃত্তং আরব্ধকর্ম্মাদিসংস্কারশেষানুবৃত্ত্যা দেহ এব বিশেষ জ্ঞানোৎপত্তের্দেহএব আস্তে ইত্যস্ত্যেবং বিশেষণফলং বিদ্বদবিদ্বৎপ্রত্যয়ভেদাপেক্ষত্বাৎ, যদ্যপি কর্ম্মাণ্যবিদ্যয়া অধ্যারোপিতানি সন্ন্যস্যেত্যুক্তং তথাপ্যাত্মসমবায়ি কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নৈব কুর্ব্বন্ স্বয়ং ন চ কার্য্যকারণানি কারয়ন্ ক্রিয়াসু ন প্রবর্ত্তয়তি, কিন্তৎ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ দেহিনঃ স্বাত্মসমবায়ি সৎ সন্ন্যাসাৎ ন ভবতি। যথা গচ্ছতো গতিঃ গমন ব্যাপার পরিত্যাগে ন সম্ভবতি তদ্বৎ কিংবা স্বতএবাত্মনো নাস্তি, অত্রোচ্যতে নাস্তি স্বাত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং কারয়িতৃত্বং বা, উক্তং হি "অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে" ইতি, "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ইতি চ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১৩॥

শ্রীধর।—এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিশূন্যস্য সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যত ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্, ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সন্ন্যস্য সুখং যথা ভবত্যেবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্নাস্তে। ক্বাস্তে? ইত্যত আহ নবদ্বারে নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখঞ্চেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নবদ্বারাণি যস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবতিষ্ঠতে অহঙ্কারাভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্ব্বন্ মমকারাভাবাৎ ন কারয়ন্নিতি

অশুদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সন্ন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ ন ত্বয়ং তথা অতঃ সুখমাস্তে ইত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

বলদেব।—সর্ব্বেতি। বিবেকবতা মনসা তাদৃশি প্রধানে সর্ব্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্যার্পয়িত্বা দেহাদিনা বহিস্তানি কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। নবদ্বারে পুরে পুরবদহন্তাববর্জ্জিতে দেহে দ্বে নেত্রে দ্বে নাসিকে দ্বে শ্রোত্রে মুখঞ্চেতি শিরসি সপ্ত দ্বারাণি, অধস্তাত্তু পায়ূপস্থাখ্যে দ্বে ইতি নবদ্বারাণি দেহী লব্ধজ্ঞানো জীবঃ। নৈবেতি। দেহাদিবিবিক্তস্যাত্মনঃ কর্ম্মসু কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ নাস্তীতি বিজানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

মধুসূদন।—অশুদ্ধচিত্তস্য কেবলাৎ সন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগঃ শ্রেয়ানিতি পূর্ব্বোক্তঃ প্রপঞ্চ্য অধুনা শুদ্ধচিত্তস্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এব শ্রেয়ানিত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রতিষিদ্ধঞ্চেতি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি মনসা "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যত্রোক্তেনাকর্ত্রাত্মস্বরূপসম্যগ্দর্শনেন সন্ন্যস্য পরিত্যজ্য প্রারব্ধকর্ম্মবশাদাস্তে তিষ্ঠত্যেব, কিং দুঃখেনেত্যাহ সুখং অনায়াসেন আয়াসহেতুকায়বাঙ্মনোব্যাপারশূন্যত্বাৎ, কায়বাঙ্মনাংসি স্বচ্ছন্দানি কুতো ন ব্যাপ্রিয়ন্তে? তত্রাহ বশী স্ববশীকৃতকার্য্যকরণসংঘাতঃ। কাস্তে? নবদ্বারে পুরে দ্বে শ্রোত্রে দ্বে চক্ষুষী দ্বে নাসিকে বাগেকেতি শিরসি সপ্ত দ্বে পায়ূপস্থাখ্যে অধ ইতি নবদ্বারবিশিষ্টে দেহে দেহী দেহভিন্নাত্মদর্শী প্রবাসীব পরগেহে তৎ পূজাপরিভবাদিভিরপ্রহৃষ্যন্নবিষীদন্নহংকারমমকারশূন্যস্তিষ্ঠতি। অজ্ঞো হি দেহতাদাত্ম্যাভিমানাৎ দেহ এব ন তু দেহী স চ দেহাধিকরণামেবাত্মনোঽধিকরণং মন্যমানো গৃহে ভূমাবাসনে বাহমাস ইত্যভিমন্যতে ন তু দেহেঽহমাস ইতি ভেদদর্শনাভাবাৎ, সংঘাতব্যতিরিক্তাত্মদর্শী তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী ভেদদর্শনাদ্দেহেঽহমাস ইতি প্রতিপদ্যতে, অতএব দেহাদিব্যাপারাণামবিদ্যয়াত্মন্যবিক্রিয়েসমারোপিতানাং বিদ্যয়া বাধ এব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস ইত্যুচ্যতে, এতস্মাদেবাজ্ঞবৈলক্ষণ্যাদযুক্তং বিশেষণং নবদ্বারে পুরে আস্তে ইতি। নমু দেহাদিব্যাপারাণামাত্মন্যারোপিতানাং নৌব্যাপারাণাং তীরস্থবৃক্ষ ইব বিদ্যয়া বাধেঽপি স্বব্যাপারেষু আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বং দেহাদিব্যাপারেষু কারয়িতৃত্বঞ্চ স্যাদিতি নেত্যাহ নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্, আস্তে ইতি সম্বন্ধঃ॥ ১৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমবিদ্বান্ ফলাসক্ত্যনাসক্তিবশাৎ কর্ম্মভির্বধ্যতে ন বধ্যতে চেত্যুক্তম্, বিদ্বাংস্তু তদ্বিপরীত ইত্যাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। বশী জিতচিত্তঃ সমাধিস্থো যোগী নবদ্বারে নবৈব পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি, ষষ্ঠঃ প্রাণস্তেনৈব তৎপ্রবর্ত্ত্যানাং কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং সংগ্রহঃ, বুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তানীতি নব, এতানি দ্বারাণীব পুরপতের্জ্জীবস্য ভোগার্থং বিষয়প্রবেশস্থানানি, যস্মিন্ নবদ্বারে শরীরাখ্যে পুরে বিচিত্রবাসনাকল্পিতানন্তবিষয়বতি অনেকৈঃ কর্ম্মসচিবৈরধিষ্ঠিতে সুখদুঃখাদিনানাপুণ্যবতি মনসা সর্ব্বদ্বারোদ্ঘাটনকুঞ্চিকয়া সহ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পুরপতিরিব রাজকার্য্যাণি সন্ন্যস্য সুখং নির্বিকল্পকসংবিন্মাত্ররূপেণাস্তে কর্ম্মাণি ক্ষেত্রস্যৈব ধর্ম্মঃ নাত্মন ইতি ক্ষেত্রেত্যুক্তং শক্যান্তেব, তথা চ শ্রুতিঃ, "শরীরে পাপ্মনো হিত্বেতি যত্র

সৌহার্দ্দিঃ সুকৃত্তো মদস্তে বিহায় রোগং তস্মাৎ স্বামাম্" ইতি চ। দেহী সন্ দেহাভিমানকালে ব্যুত্থানেঽপীত্যর্থঃ, তদাপি নৈব কুর্ব্বন্নাস্তে নাপি কারয়ন্নাস্তে, রাজেবামাত্যেষু নিহিতভারঃ সমাধৌ ক্ষেত্রেণ মহাত্মনঃ সম্বন্ধাভাবদর্শনাৎ। যদ্বা নবদ্বারাণি চক্ষুঃশ্রোত্রনাসাবিলদ্বন্দ্বানি ষট্ সপ্তমং মুখম্ অধস্তনে দ্বে ইতি, অস্মিন্ পক্ষে ইন্দ্রিয়ানি পরিচারিকাঃ বুদ্ধিরমাত্যঃ অহঙ্কারো যুবরাজ ইত্যাদিকমূহ্যম্, বিদুষঃ কর্ম্মসম্বন্ধ এব নাস্তি দূরে তৎফলাসক্তানাসক্তী ইতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥

বিশ্বনাথ।—অতোঽনাসক্তঃ কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি "জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী" ইতি পূর্ব্বোক্তবৎ বস্তুতঃ সন্ন্যাসী এবোচ্যতে ইত্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য কায়াদিব্যাপারেণ বহিষ্কুর্ব্বন্নপি বশী জিতেন্দ্রিয়ঃ সুখমাস্তে। কুত্র? নবদ্বারে পুরে পুরবদহন্তাবশূন্যে দেহে দেহী উৎপন্নজ্ঞানো জীবঃ নৈব কুর্ব্বন্নিতি কর্ম্মসুখস্য বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্বং নৈবাস্তীতি জানন্ ন কারয়ন্নিতি নাপি তেষু স্বস্য প্রয়োজনকত্বমিত্যপি জানন্নিত্যর্থঃ ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সন্ন্যাসের অপেক্ষা কর্ম্মযোগের বিধেয়তা ও বিশিষ্টতা এতক্ষণে বিশেষরূপে আলোচিত হইল; এক্ষণে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগ অপেক্ষা সন্ন্যাসের বিশিষ্টতা ও আবশ্যকতা প্রতিপাদিত হইতেছে। জ্ঞানীজনেরা নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধরূপ যাবতীয় কর্ম্ম বিবেকবুদ্ধি-সহকারে পরিত্যাগ করেন। আত্মা কোন কর্ম্মেরই কর্ত্তা নহেন জানিয়া, "কর্ম্মণ্যকর্ম্ম" (৪ অ। ১৮ শ্লোক) ইত্যাদি বচনের মর্ম্মানুসারে তাঁহারা কর্ম্মে অকর্ম্ম সন্দর্শন করেন। এইরূপ যতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় যতি, বাক্য, মন ও শরীরের চেষ্টা সমূহ পরিহার করিয়া, অনায়াসে প্রসন্নচিত্তে এই দেহরূপ নবদ্বারসমন্বিত আবাস-গৃহে বসতি করেন। এই শরীররূপ সৌধের শীর্ষদেশে দুইটি চক্ষু, দুইটি কর্ণ, দুইটি নাসিকা ও একটি মুখগহ্বর এই সাতটি দ্বার এবং অধোভাগে মূত্রপূরীষনির্গমনার্থ পায়ু ও উপস্থ এই দুই দ্বার, সর্ব্বসমেত নয়টি দ্বার রহিয়াছে। পান্থশালানিবাসী প্রবাসীর ন্যায় এই নবদ্বারসংযুক্ত দেহপুরে আত্মা কিয়ৎকালের নিমিত্ত বাস করেন মাত্র। পরকীয় ভবনের শোভা ও সমৃদ্ধি, ক্রিয়াকাণ্ড ও সমারোহ সন্দর্শনে যেমন কাহারও মনে অহঙ্কার বা মমত্ব বুদ্ধির আবির্ভাব হয় না, দেহরূপ গৃহের ব্যবস্থা ও কার্য্যকলাপ দর্শনে আত্মারও তদ্রূপ কোনরূপ অহঙ্কার বা মমত্ববোধের সমুদ্ভব হয় না। অজ্ঞজনেরা এই কার্য্যকারণ-সংঘাত

দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করে এবং দেহের যাবতীয় ইন্দ্রিয়-চেষ্টাদি কার্য্যকে আত্মারই কার্য্য বলিয়া মনে করে। নৌকারূঢ় ব্যক্তি যেমন ভ্রমপর-বশ হইয়া তীরস্থ নিশ্চল বৃক্ষাদিকে গমনশীল বলিয়া মনে করে, অজ্ঞ দেহাত্মা-ভিমানী ব্যক্তিও তদ্রূপ নিষ্ক্রিয় ও উদাসীন আত্মাকে সকল কর্ম্মের কর্ত্তা জ্ঞান করিয়া ভ্রমকূপে নিমজ্জিত হয়। তাদৃশ ব্যক্তি ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমিই সকল কর্ম্ম করিতেছি, অথবা আমিই সকল কর্ম্ম করাইতেছি, ইত্যাকার অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া থাকে। কিন্তু জ্ঞানবান্ ব্যক্তি, দেহের অনু-ষ্ঠিত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া, অহঙ্কার ও মমত্বশূন্য হৃদয়ে, এই দেহরূপ আবাসে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসীর ন্যায় অবস্থান করেন। দেহানু-ষ্ঠিত কোন কর্ম্মই তিনি স্বয়ং সম্পন্ন করিতেছেন, বা তাঁহার বাসনাক্রমে সম্পাদিত হইতেছে, ইহা তিনি ভ্রমেও মনে করেন না। তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব কিছুই থাকা সম্ভব নহে। গীতাশাস্ত্রে এই তত্ত্ব পুনঃপুনঃ প্রতি-পাদিত হইতেছে; শ্রুতিও ইহার সমর্থন করিয়াছেন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। মহাত্মা নীলকণ্ঠ এই অধ্যায়ের চতুর্থশ্লোক হইতে যোগ শব্দের অর্থালোচনা প্রসঙ্গে পাতঞ্জল সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ২ সূত্র) চিত্তের বৃত্তি সমূহকে নিরোধ করার নাম যোগ। চিত্তের বৃত্তি কি কি না জানিলে যোগের লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করা সুকঠিন। "প্রমাণ-বিপর্য্যয়-বিকল্প-নিদ্রা-স্মৃতয়ঃ॥" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৬ সূত্র)। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি, চিত্তের এই পাঁচ বৃত্তি। প্রমাণ বৃত্তি তিন প্রকার। "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি।" প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, প্রমাণ বৃত্তি এই তিন প্রকার। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্যবস্তু দর্শনাদি করিবামাত্র যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষ বলে। কোন পদার্থ প্রত্যক্ষ করিয়া সম্ভাবিত পদার্থান্তর সম্বন্ধে যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়, তাহাকে অনুমান বলে। শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া এবং গুরূপদেশাদি শ্রবণ করিয়া প্রতিপাদ্য পদার্থ সম্বন্ধে যে জ্ঞানরূপ চিত্তবৃত্তি জন্মে, তাহাকে আগম বলে। (৩০৮ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে প্রমাণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে)। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানমতদ্রূপপ্রতিষ্ঠিতম্।" (পাতঞ্জল, সমাধি-পাদ, ৮ সূত্র)। যে মিথ্যাজ্ঞান তদ্রূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না, তাহাই বিপর্য্যয়

বৃত্তি। শুক্তি দর্শনে রজতরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্মে; কিন্তু সেই ভ্রান্তি অপগত হইবামাত্র, পূর্ব্বের মিথ্যা-জ্ঞান বিদূরিত হইয়া যায়; তাহা স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত থাকে না বলিয়াই তাহার নাম বিপর্য্যয়। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো-বিকল্পঃ।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৯ সূত্র)। বস্তু না থাকিলেও কেবল শব্দ দ্বারা তৎসম্বন্ধে যে জ্ঞান তাহাই বিকল্প বৃত্তি। যেমন, বন্ধ্যাপুত্র। বস্তুতঃ বন্ধ্যার পুত্র ও তাহার অস্তিত্ব অসম্ভব হইলেও, কেবল বন্ধ্যার পুত্র এই শব্দমাত্র শ্রবণে মনের একটী বিশেষ ভাব হয়। পুরুষ অর্থাৎ আত্মার চৈতন্য বলিলে দুইটি পদার্থের উপলব্ধি হয়, কিন্তু আত্মা ও চৈতন্য একই পদার্থ। এইরূপ কল্পনা-সম্ভূত মিথ্যা-জ্ঞানকে বিকল্প বলে। "অভাবপ্রত্যয়া-লম্বনাবৃত্তির্নিদ্রা।" (পাতঞ্জল দর্শন, সমাধিপাদ, ১০ সূত্র)। অভাবকে অবলম্বন করিয়া যে বৃত্তি থাকে, তাহাই নিদ্রা। নিদ্রাকালে সমস্ত মনোবৃত্তির অভাব হইলেও, অভাবকে আশ্রয় করিয়া একটি জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে। লোকে বলে "আমি অনেকক্ষণ সুখে নিদ্রিত ছিলাম।" কোনরূপ জ্ঞান না থাকিলে ইহার কোন কথাই সার্থক হয় না। নিদ্রাকালের ইত্যাকারা স্মৃতি জাগরূক থাকে বলিয়াই নিদ্রাও একটী চিত্তবৃত্তিরূপে পরিগণিত। "অনুভূতবিষয়সম্প্রমোষঃ স্মৃতিঃ।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ১১ সূত্র)। বস্তু সম্বন্ধে স্থির জ্ঞান জন্মিলে, সময়ান্তরে সেই অনুভূত বিষয়ের পুনরায় চিত্তে আবির্ভূত হওয়ার নাম স্মৃতি। (চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে ৫০০ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। সাঙ্খ্যযোগ অর্থাৎ জ্ঞানযোগ-লাভার্থ চিত্তের উল্লিখিতরূপ বৃত্তি সমূহের নিরোধ করা আবশ্যক। সন্ন্যাস এবং কর্ম্মযোগ উভয়ই তাহার সাধনভূত; সুতরাং উভয়ই ফলতঃ সমান। এইরূপ ভাবে যিনি চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিয়াছেন, তিনিই জিতচিত্ত ও সমাধিস্থ যোগী। তাদৃশ যোগী এই শরীর নামক নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে পুরপতির ন্যায় অবস্থান করেন। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, ষষ্ঠ প্রাণ, সপ্তম কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ, অষ্টম বুদ্ধি এবং নবম অহঙ্কার, এই শরীরে বিষয়প্রবেশের নিমিত্ত এই কয়টী দ্বারস্বরূপ। এই শরীররূপ পুরের বিচিত্র-বাসনা-কল্পিত অনন্ত বিষয় আছে; তাহার কার্য্য সমাধানার্থ কর্ম্মসচিব যথেষ্ট; তাহার সুখদুঃখাদি বিবিধ-পণ্য-সামগ্রীও বিপুল। মন এই পুরের দ্বারসমূহ উদ্ঘাটনের কুঞ্চিকা। অমাত্যগণের উপর যথা-যোগ্য কর্ম্মভার সমর্পণ করিয়া, পুরপতির ন্যায় দেহী নির্লিপ্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে

এই শরীরপুরে অবস্থান করেন। তিনি স্বয়ং কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করেন না এবং কাহার দ্বারা কোন কর্ম্ম সম্পাদন করান না। সকলে নিয়মানুসারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য পালন করে, দেহী স্বয়ং উদাসীনবৎ অবস্থান করেন। অন্য পক্ষে ইন্দ্রিয় সমূহ দেহীর পরিচারক, বুদ্ধি তাঁহার অমাত্য, অহঙ্কার যুবরাজস্বরূপ। যিনি তত্বজ্ঞ, কর্ম্মেরই সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ নাই; সুতরাং তৎফলাসক্তি তাঁহার কখনই থাকিতে পারে না।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। প্রাচীন কর্ম্ম হেতু, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম বশেই, আত্মার এই দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপ নহে। বিবেকবলে এইরূপ স্থির করিয়া সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, দেহী এই নবদ্বারসমন্বিত পুরে, স্বয়ং সর্ব্ব-প্রযত্ন-বিরহিত-ভাবে, সুখে অবস্থান করেন ॥ ১৩ ॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—প্রভুঃ (আত্মা, ঈশ্বরঃ) লোকস্য (জীবস্য) কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি ন কর্ম্ম-ফল-সংযোগং (কর্ম্মণা সহ তৎফলসম্বন্ধম্) ন সৃজতি স্বভাবঃ (প্রকৃতিঃ) তু প্রবর্ত্ততে (কর্ত্তৃত্বাদিরূপেণ ইতি শেষঃ) ॥ ১৪ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মা লোকের কর্ত্তৃত্ব কর্ম্ম-সকল কর্ম্মফল-সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন না; মায়া-ই প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪ ॥

ব্যাখ্যা—আত্মরূপ ব্রহ্ম কোন ব্যক্তির কর্ত্তৃত্ব, কর্ম্ম ও তাহার ফলাফলের সহিত সম্বন্ধ সৃষ্টি করেন না; মনুষ্যের প্রকৃতিই তাহার প্রবর্ত্তক ॥ ১৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ ন কর্ত্তৃত্বমিতি। ন কর্ত্তৃত্বং স্বতঃ কুর্ব্বিতি নাপি কর্ম্মাণি রথঘটপ্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্য সৃজত্যুৎপাদয়তি প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং ন কর্ম্মফলসংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়তি চ দেহী, কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্ততে? ইত্যুচ্যতে স্বভাবস্তু স্বো ভাবঃ স্বভাবোঽবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ত্ততে "দৈবী হীত্যাদি" ইতি বক্ষ্যমাণা ॥ ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—আত্মনো যদুক্তং কারয়িতৃত্বং নাস্তীতি তৎ প্রপঞ্চয়তি নেত্যাদিনা। যদ্যপি লোকস্য কর্তৃত্বং ন সৃজতীতি নাস্তীতি কারয়িতৃত্বং তথাপি রথশকটাদীনি কুর্ব্বন্ ভবতি কর্ত্তেত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ম্মাণীতি। তথাপি ভোজয়িতৃত্বেন বিক্রিয়াবত্ত্বং দুষ্পরিহারমিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্ম্মেতি। কস্য তর্হি প্রবর্ত্তকত্বং তদাহ স্বভাবস্ত্বিতি। কুর্ব্বিতি কর্তৃত্বং লোকস্য ন সৃজত্যাত্মেতি সম্বন্ধঃ। রথাদীনাং কর্ম্মত্বং সাধয়তি ঈপ্সিতেতি। আত্মনো দেহাদিস্বামিত্বেন প্রভুত্বং রথাদিকৃতবতো লোকস্য রথাদিফলেন সম্বন্ধমপি ন সৃজত্যাত্মেত্যাত্মনো ভোজয়িতৃত্বং প্রত্যাচষ্টে নাপীতি। চতুর্থপাদং শঙ্কোত্তরত্বেনাবতারয়তি। স্বভাববাদস্তর্হীত্যাশঙ্ক্য ব্যাকরোতি অবিদ্যালক্ষণেতি। প্রকৃতের্ব্বিদ্যাভাবত্বং ব্যুদসিতুং মায়েত্যুক্তং সা চ সপ্তমে, তেন প্রধানবিলক্ষণেত্যাহ দৈবী হীতি ॥ ১৪ ॥

রামানুজ।—সাক্ষাদাত্মনঃ স্বাভাবিকং রূপমাহ ন কর্তৃত্বমিতি। অস্য দেবতির্য্যঙ্মনুষ্যস্থাবরাত্মনা প্রকৃতিসংসর্গেন বর্ত্তমানস্য লোকস্য দেবাদ্যসাধারণং কর্তৃত্বং দেবাদ্যসাধারণানি কর্ম্মাণি তত্তৎকর্ম্মজন্যদেবাদিফলসংযোগঞ্চায়ং প্রভুরকর্ম্ম [বশ্যঃ] বশ্যঃ স্বাভাবিকস্বরূপেণাবস্থিত আত্মা ন সৃজতি নোৎপাদয়তি। কস্তর্হি? স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে, স্বভাবঃ প্রকৃতির্বাসনা অনাদিকালপ্রবৃত্তপূর্ব্বকর্ম্মজনিতদেবাদ্যাকারপ্রকৃতিসংসর্গকৃত তত্তদাত্মাভিমানজনিতবাসনাকৃতমীদৃশং কর্তৃত্বাদিকং ন স্বরূপপ্রযুক্তমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

হনুমান্।—ন কর্তৃত্বমিতি। ন কর্তৃত্বং স্বতঃ নচ কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মাণি রথপ্রাসাদাদীনি ঈপ্সিততমানি লোকস্য সৃজতি উৎপাদয়তি, প্রভুরাত্মা নাপি রথাদিকৃতবতস্তৎফলেন সংযোগং কর্ম্মসংযোগং যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন করোতি ন কারয়িতি চ দেহী, কস্তর্হি কুর্ব্বন্ কারয়ংশ্চ প্রবর্ত্তত ইত্যুচ্যতে স্বভাবস্তু স্বভাবঃ অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতিঃ মায়া প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধর।—ননু "এষ এব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ, পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্ম্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্ম্মাণি ত্যজেৎ ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভান্যশুভানি চ ত্যক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রযোজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যাপাপসম্বন্ধং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ত্ততে অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ, প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্ম্মসু নিযুঙ্‌ক্তে ন তু স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥

বলদেব।—এতদ্দ্বয়ং শুদ্ধস্য নাস্তীতি বিশদয়তি নেতি। প্রভুর্দেহেন্দ্রিয়াদীনাং স্বামী জীবঃ লোকস্য জনস্য কর্তৃত্বং ন সৃজতীতি ত্বং কুর্ব্বিতি কারয়িতা ভবতি। নাপি তস্যেপ্সিততমানি কর্ম্মাণি মাল্যাম্বরাদীনি সৃজতীতি স্বয়ং কর্ত্তাপি ন ভবতি। ন চ কর্ম্মফলেন সুখেন দুঃখেন চ সংযোগং সম্বন্ধং সৃজতীতি ভোজয়িতা ভোক্তা চ

ন ভবতীত্যর্থঃ। যদ্যেবং তর্হি কঃ কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ প্রতীয়তে তত্রাহ স্বভাবস্থিতি। অনাদিপ্রবৃত্ত্যা প্রধানবাসনাত্র স্বভাবশব্দেনোক্তপ্রাধানিকদেহাদিনান্ জীবঃ কারয়িতা কর্ত্তা চেতি ন বিবিক্তস্য তত্ত্বমিতি। শুদ্ধেঽপি কিঞ্চিৎকর্তৃত্বমস্ত্যেব পূর্ব্বত্র সুখাসনে তত্ত্বস্যোক্তেঃ ভানাদাবিবৈতদবোধাং ধাত্বর্থঃ খলু ক্রিয়া তন্মুখ্যত্বং হি কর্তৃত্বমুক্তম্ ॥ ১৪ ॥

মধুসূদন।—দেবদত্তস্য স্বগতৈব গতির্যথা স্থিতৌ সত্যাং ন ভবতি এবমাত্মনোঽপি কর্তৃত্বং কারয়িতৃত্বঞ্চ স্বগতমেব সৎ সন্ন্যাসে সতি ন ভবতি, অথবা নভসি তলমলিনতাদিবদ্বস্তুবৃত্ত্যা তত্র নাস্ত্যেবেতি সন্দেহাপোহায়াহ নাদত্ত ইতি। লোকস্য দেহাদেঃ কর্তৃত্বং প্রভুরাত্মা স্বামী ন সৃজতি ত্বং কুর্ব্বিতি নিয়োগেন তস্য কারয়িতা ন ভবতীত্যর্থঃ। নাপি লোকস্য কর্ম্মাণি ঈপ্সিততমানি ঘটাদীনি স্বয়ং সৃজতি কর্ত্তা ন ভবতীত্যর্থঃ। নাপি লোকস্য কর্ম্মকৃতবতস্তৎফলসম্বন্ধং সৃজতি ভোজয়িতাপি ভোক্তাপি ন ভবতীত্যর্থঃ। "সমান সন্ উভৌ লোকৌ অনুসঞ্চরতি ধ্যায়তীব লেলায়তীব সুধীঃ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ অত্রাপি "শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে" ইত্যুক্তেঃ, যদি কিঞ্চিদপি স্বতো ন কারয়তি ন করোতি চাত্মা কস্তর্হি কারয়ন্ কুর্ব্বংশ্চ প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ স্বভাবস্তু অজ্ঞানাত্মিকা দৈবী মায়া প্রকৃতিঃ প্রবর্ত্ততে ॥ ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—নন্বেবং ভৃত্যবৎ কর্তৃত্বং স্বামিবৎ কারয়িতৃত্বং বাস্তু মাস্তু, অয়স্কান্তবদবিকারস্যৈব সতঃ কর্ত্রাদিধর্ম্মকাহঙ্কারাদিপ্রবর্ত্তকত্বমস্তিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি। কর্তৃত্বমহঙ্কারস্য কর্ম্মাণি ইন্দ্রিয়াণাং বচনাদানাদীনি শ্রবণদর্শনাদীনি চ, লোকস্য লোক্যতে প্রকাশ্যত ইতি লোকা জড়বর্গঃ প্রভুশ্চিদাত্মা সূর্য্য ইবাস্মদাদীনাং প্রকাশকোঽপি ন কর্ম্মাদৌ প্রবর্ত্তকস্তদ্বৎ অস্য কর্ম্মফলসংযোগং বা ন সৃজতি কিন্তু যো যাদৃক্ যস্য স্বভাবঃ স তথা প্রবর্ত্ততে যথা সূর্য্যোঽভ্যুদিতে কমলানাং বিকসনং কুমুদানামুন্মুদ্রণঞ্চেতি তদ্বৎ এবমাত্মনি প্রকাশমানে ঘটাদয়ো ন চেষ্টন্তে মনুষ্যাদয়স্তু চেষ্টন্তে ন ত্বাত্মা কস্যচিৎ প্রবর্ত্তকো নিবর্ত্তকো বা লোহায়স্কান্তয়োরিব সত্যানৃতয়োরাত্মানাত্মনোঃ সম্বন্ধাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু চ যদি জীবস্য বস্তুতঃ কর্তৃত্বাদিকং নৈবাস্তি, তর্হি পরমেশ্বরসৃষ্টে জগতি সর্ব্বত্র জীবস্য কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদিদর্শনান্নন্যে পরমেশ্বরেণৈব বলাৎ তস্য কর্তৃত্বাদিকং সৃষ্টম্। তথা সতি তস্মিন্ বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে প্রসক্তে তত্র ন হীত্যাহ ন কর্তৃত্বমিতি। নাপি তৎকর্ত্তব্যত্বেন কর্ম্মাণ্যপি। ন চ কর্ম্মফলৈর্ভোগৈঃ সংযোগমপি। কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽনাদ্যবিদ্যৈব প্রবর্ত্ততে। তং জীবং কর্তৃত্বাদ্যভিমানমারোহয়িতুমিতি ভাবঃ ॥ ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রুতি বলিয়াছেন, ঈশ্বর যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাহাকে সাধু কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া ঊর্দ্ধে লইয়া যান; অথবা অসাধু-কর্ম্ম সম্পাদন করাইয়া তাহার অধোগতি করেন। পরমেশ্বরই জীবকে শুভাশুভ ফলপ্রসূ বিবিধ কর্ম্মে প্রযুক্ত করিয়া থাকেন। মানবের কর্তৃত্ব বিষয়ের তিনিই প্রযোজক।

তথাপি অনেকেই তাঁহার প্রদর্শিত পন্থা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অশুভকর পন্থায় বিচরণ করিয়া, স্বকীয় সর্ব্বনাশ সংসাধিত করে কেন? মনুষ্যকে এইরূপ বিসদৃশ পুণ্যপাপাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করা ঈশ্বরেরই কার্য্য। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে দুইটি শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্ম বিষয়ের, কর্ত্তৃত্ব স্বামীস্বরূপ ও ব্রহ্মস্বরূপ আত্মা সৃষ্টি করেন নাই; "তুমি এই কার্য্য কর" এইরূপ নির্দ্দেশ সহকারে তিনি কর্ত্তৃত্ব বিধানের কারণ স্বরূপও নহেন। অথবা লোকের যান, রথ, ঘট, প্রাসাদাদি সুখসৌকর্য্য-সাধক স্পৃহনীয় পদার্থ বিনির্ম্মাণরূপ কর্ম্মেরও তিনি স্রষ্টা নহেন। অথবা লোকে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের সহিত যে শুভাশুভ পরিণাম প্রাপ্তির সম্বন্ধ রাখিয়া থাকে, সে ফলসংযোগেরও কর্ত্তা তিনি নহেন। এই শরীররূপ আগারে বাস করিলেও, তিনি কোন কর্ম্মই সম্পাদন করেন না, এবং কোন ব্যাপারে প্রলিপ্ত হন না। যদি আত্মা স্বয়ং কোন কাজ করেন না, বা অপরকেও করান না, তবে মানব কাহার নিয়ম-পরতন্ত্র হইয়া কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব ও কারয়িতৃত্ব নির্ব্বাহ করে? স্বভাব অর্থাৎ অবিদ্যা-লক্ষণা প্রকৃতি বা মায়াই মনুষ্যকে কর্ম্ম-সেবায় নিযুক্ত করে। জীব অজ্ঞানরূপা দৈবী মায়ার অধীনতাপাশে বদ্ধ হইয়াই কর্ম্ম-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হয়।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। জগতের যাবতীয় দেব, তির্য্যক্, মনুষ্য, ও স্থাবর পদার্থে, প্রকৃতির সংসর্গক্রমে, আত্মা বর্ত্তমান আছেন। এতাবতের দেবাদিরূপ অসাধারণ কর্ত্তৃত্ব, অসাধারণ কর্ম্মসমূহ এবং সেই কর্ম্মজন্য দেবাদিরূপ অসাধারণ ফলসংযোগ, কর্ম্মের অনধীন, স্বাভাবিক স্বরূপে অবস্থিত আত্মা উৎপাদন করেন না। তৎসমস্ত প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত। অনাদিকাল প্রবৃত্ত, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মজনিত দেবাদিরূপ আকার ও তত্তৎ অবস্থোচিত কর্ম্মাদি আত্মাভিমান জনিত প্রকৃতিরূপা বাসনার দ্বারা কৃত। অতএব এই কর্ত্তৃত্বাদি ব্যাপার সমূহ কখনই স্বরূপ প্রযুক্ত নহে।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। জীবাত্মাই এই দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী। সেই জীবাত্মা মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, অথবা তাহার লোচনানন্দদায়ক বসন-ভূষণাদিরও সৃষ্টি করেন না। অথবা সেই কর্ম্মজনিত ফলের সহিত সুখদুঃখরূপ সম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই এই সমস্তের প্রবর্ত্তক। অনাদিপ্রবৃত্ত প্রধান বাসনা এস্থলে স্বভাব শব্দে লক্ষিত।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পরিদৃশ্যমান্ জড়বর্গ লোকশব্দ বাচ্য। চিদাত্মা প্রভু শব্দে লক্ষিত। সূর্য্যের ন্যায় চিদাত্মা আমাদের প্রকাশক হইলেও, আমাদিগকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করেন না, অথবা তাহার সহিত কর্ম্মফলের সংযোগও করেন না। সকলেই স্ব স্ব স্বভাবানুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। আকাশ প্রদেশে দিবাকর সমুদিত হইলে স্ব স্ব স্বভাবানুসারে সরোবরে কমলিনী বিকসিতা ও কুমুদিনী মুদ্রিতা হয়। সেইরূপ আত্মা প্রকাশমান থাকিলেও, ঘটাদি পদার্থ কোনই চেষ্টা করে না, কিন্তু মনুষ্যাদি বিবিধ চেষ্টায় নিযুক্ত হয়। আত্মা এইরূপ চেষ্টা বিষয়ে কাহাকেও প্রবর্ত্তিত বা নিবর্ত্তিত করেন না। অয়স্কান্ত নামক লৌহাকর্ষক মণি, স্বকীয় স্বভাব-প্রভাবেই লৌহকে স্বাভিমুখে আকর্ষণ করে; লৌহও স্বতঃ তদভিমুখে প্রধাবিত হয়। তদ্বিষয়ে কাহারও প্রবর্ত্তন বা প্রবর্ত্তনের অপেক্ষা করে না। লোকের কর্ম্মকর্ম্ম-বিষয়ে কর্ত্তৃত্বও তদ্রূপ ॥ ১৪ ॥

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—বিভুঃ (পরমেশ্বরঃ) কস্যচিৎ পাপং ন সুকৃতং (পুণ্যং) ন চ এব আদত্তে অজ্ঞানেন (মায়াখ্যেন তমসা) জ্ঞানং আবৃতং (আচ্ছাদিতং) তেন (তদ্ধেতুনা) জন্তবঃ (সংসারিণঃ) মুহ্যন্তি (মোহং গচ্ছন্তি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ।—পরমেশ্বর কাহারও পাপ না এবং পুণ্য-ও প্রদান করেন না মায়ার দ্বারা জ্ঞান আচ্ছাদিত সেই-কারণে জীবসকল মোহ-প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা।—পরমেশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য কিছুই প্রদান করেন না; মায়াপ্রভাবে মানবের জ্ঞান আচ্ছন্ন থাকায় তাহারা ভ্রমপরবশ হয় ও স্বাভিমত কর্ম্মানুষ্ঠান করে ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—পরমার্থতস্তু নেতি। নাদত্তে ন চ গৃহ্লাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপং ন চৈবাদত্তে সুকৃতং বিভুঃ ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ, কিমর্থং তর্হি ভক্তৈঃ পূজাদি-লক্ষণং যাগদানহোমাদিকঞ্চ সুকৃতং প্রযুজ্যত ইত্যাহ অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং বিবেক-বিজ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামীত্যেবং মোহং গচ্ছন্ত্যবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি।—কর্তৃত্বভোক্তৃত্বৈশ্বর্য্যাণ্যাত্মনোঽবিদ্যা কৃতানীত্যুক্তমিদানীমীশ্বরে সন্ন্যস্তসমস্তব্যাপারস্য তদেকশরণস্য দুরিতং সুকৃতং বা তদনুগ্রহার্থং ভগবানাদত্তে মদেক-শরণো মৎপ্রীত্যর্থং কর্ম্ম কুর্ব্বাণো দুষ্কৃতাদ্যনুমোদনেনানুগ্রাহ্যো ময়েতি প্রত্যয়ভাক্ত্বাদিত্যা-শঙ্ক্য সোঽপি পরমার্থতো নাস্যাস্ত্যবিক্রিয়ত্বাদিত্যাহ পরমার্থতস্ত্বিতি। কথং তর্হি ভক্তানামনুগ্রাহ্যত্বমীশ্বরস্যানুগ্রহীতৃত্বমিতি প্রসিদ্ধস্তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি। পূর্ব্বার্দ্ধগতান্য-ক্ষরাণি ব্যাখ্যায় আকাঙ্ক্ষাপূর্ব্বকমুত্তরার্দ্ধমবতার্য্য ব্যাচষ্টে কিমর্থমিত্যাদিনা ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—কস্যচিৎ সম্বন্ধিতয়াভিমতস্য পুত্রাদেঃ পাপং দুঃখং নাদত্তে নাপনুদতি কস্যচিৎ প্রতিকূলতয়াভিমতস্য সুকৃতং সুখং নাদত্তে নাপনুদতি। যতোঽয়ং বিভুঃ ন কাচিৎ কঃ ন দেবাদিদেহেন সাধারণদেশঃ, অতএব ন কস্যচিৎ সম্বন্ধী, ন কস্যচিৎ প্রতিকূলশ্চ, সর্ব্বমিদং বাসনাকৃতং এবং স্বভাবস্য কথমিয়ং বিপরীতবাসনোপপদ্যতে। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং জ্ঞানবিরোধিনা পূর্ব্বকর্ম্মণা স্বফলানুভবযোগ্যত্বায়াস্য জ্ঞান-মাবৃতং সঙ্কুচিতং তেন জ্ঞানাবরণরূপেণ কর্ম্মণা দেবাদিদেহসংযোগস্তত্তদাত্মাভিমানরূপ-মোহশ্চ জায়তে তদাত্মাভিমানবাসনা তদুচিতকর্ম্মবাসনা চ বাসনাতো বিপরীতাত্মাভিমানঃ কর্ম্মারম্ভশ্চোপপদ্যতে ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—নাদত্ত ইতি। পরমার্থতস্তু নাদত্তে ন গৃহ্লাতি ভক্তস্যাপি কস্যচিৎ পাপং নৈবাদত্তে সুকৃতং, ভক্তৈঃ প্রযুক্তং বিভুঃ। কথং তর্হি পূজালক্ষণযাগদানাদিসুকৃতং প্রযুজ্যতে ইত্যত্রাহ। অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং, তেন মুহ্যন্তি করোমি কারয়ামি ভোক্ষ্যে ভোজয়ামি ইত্যেবং মোহং গচ্ছন্তি অবিবেকিনঃ সংসারিণো জন্তবঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাৎ নাদত্ত ইতি। প্রয়োজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে, তত্র হেতুঃ বিভুঃ পরিপূর্ণঃ আপ্তকাম ইত্যর্থঃ, যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েৎ তর্হি তথা স্যাৎ ন ত্বেতদস্তি আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজ-মায়য়া তত্তৎপূর্ব্বকর্ম্মানুসারেণ প্রবর্ত্তকত্বাৎ। নমু ভক্তাননুগৃহ্লতোঽভক্তান্ নিগৃহ্লতশ্চ বৈষ-ম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি দণ্ডরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্ব্বত্র সমঃ পরমেশ্বরইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—নমু যদি বিশুদ্ধস্য জীবস্য তাদৃশকর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদি নাস্তীতি ব্রূষে, তর্হি কৌতুকাক্রান্তঃ পরমাত্মা প্রধানং তদগলে নিপাত্য তৎপরিণামদেহেন্দ্রিয়াদিমতস্তস্য

তত্রচিতবানিত্যাপদ্যতে। যুক্তঞ্চৈতৎ, অন্যথা "এষ উ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে। এষ উ এবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে" ইতি শ্রুতিঃ। "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব চ॥" ইতি স্মৃতিশ্চ ব্যাকুপ্যেৎ। তথাচ পাপপুণ্যময়ীমবস্থাং নয়তি। প্রয়োজকে তস্মিন্ বৈষম্যাদিকং পাপাদিভাগিত্বঞ্চ স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ নাদত্ত ইতি। বিভুরপরিমিতবিজ্ঞানানন্দোঽনন্তশক্তিপূর্ণঃ স্বানন্দৈকরসিকস্ততোঽন্যত্রোদাসীনঃ পরমাত্মানাদি প্রধানবাসনানিবন্ধং বুভুক্ষুং স্বসন্নিধিমাত্রপরিণত প্রধানময়দেহাদিমন্তং জীবং তদ্বাসনানুসারেণ কর্ম্মাণি কারয়ন্ কস্যচিজ্জীবস্য পাপং সুকৃতঞ্চ নাদত্তে ন গৃহ্লাতি। এবমুক্তং শ্রীবৈষ্ণবে, "যথা সন্নিধিমাত্রেণ গন্ধঃ ক্ষোভায় জায়তে। মনসো নোপকর্ত্তৃত্বাৎ তথাসৌ পরমেশ্বরঃ॥ সন্নিধানাদ্যথাকাশকালাদ্যাঃ কারণং তরোঃ। তথৈবাপরিণামেন বিশ্বস্য ভগবান্ হরিঃ॥" ইতি। ঔদাসীন্যমাত্রেঽয়ং গন্ধাদিদৃষ্টান্তো ন ত্বিচ্ছায়া অভাবে তস্যাঃ সোঽকাময়তেতি শ্রুতত্বাৎ। তর্হি জীবাস্তং বিষমং কুতো বদন্তি তত্রাহ অজ্ঞানেনেতি। অনাদিতদ্বৈমুখ্যেনাজ্ঞানেন জীবানাং নিত্যমপি জ্ঞানমাবৃতং তিরোহিতং তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। সমমপি তং বিমূঢ়া বিষমং বদন্তি ন বিজ্ঞা ইত্যর্থঃ। আহ চৈবং সূত্রকারঃ, "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি।" (১ম পাদ। ২অ। ৩৪ সূত্র), "ন কর্ম্মবিভাগাৎ ইতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ইতি। (১ম পাদ। ২ অ। ৩৫ সূত্র) ॥১৫॥

মধুসূদন।—নত্বীশ্বরঃ কারয়িতা জীবঃ কর্ত্তা, তথাচ শ্রুতিঃ, "এষ উ হ্যেব সাধুকর্ম্ম কারয়তি তং যমুন্নিনীষতে এষ উবাঽসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে" ইত্যাদিঃ। স্মৃতিশ্চ "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ। ঈশ্বরঃ প্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥" ইতি। তথাচ জীবেশ্বরয়োঃ কর্ত্তৃত্বকারয়িতৃত্বাভ্যাং ভোক্তৃত্বভোজয়িতৃত্বাভ্যাঞ্চ পাপপুণ্যলেপসম্ভবাৎ, কথমুক্তং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ নাদত্ত ইতি। পরমার্থতঃ বিভুঃ পরমেশ্বরঃ কস্যচিৎ জীবস্য পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে পরমার্থতো জীবস্য কর্ত্তৃত্বাভাবাৎ, পরমেশ্বরস্য চ কারয়িতৃত্বাভাবাৎ, কথং তর্হি শ্রুতিঃ স্মৃতির্লোকব্যবহারশ্চ, তত্রাহ অজ্ঞানেনাবরণবিক্ষেপশক্তিমতা মায়াখ্যেনানৃতেন তমসা আবৃতমাচ্ছাদিতং জ্ঞানং জীবেশ্বরজগদ্ভেদভ্রমাধিষ্ঠানভূতং নিত্যং স্বপ্রকাশং সচ্চিদানন্দরূপমদ্বিতীয়ং পরমার্থসত্যং তেন স্বরূপাবরণেন মুহ্যন্তি প্রমাতৃপ্রমেয়প্রমাণকর্ত্তৃকর্ম্মকরণভোক্তৃভোগ্যভোগাদ্যনবিধসংসাররূপং মোহমতস্মিংস্তদ্বত্তারূপং বিক্ষেপং গচ্ছন্তি জন্তবো জননশীলাঃ সংসারিণো বস্তুস্বরূপাদর্শিনঃ অকর্ত্তৃভোক্তৃপরমানন্দাদ্বিতীয়াত্মস্বরূপাদর্শননিবন্ধনোঽয়ং জীবেশ্বরজগদ্ভেদভ্রমঃ প্রতীয়মানো বর্ত্ততে, মূঢ়ানাং তস্যাঞ্চাবস্থায়াং মূঢ়প্রত্যয়ানুবাদিত্বাবেতে শ্রুতিস্মৃতী বাস্তবাদ্বৈতবোধিবাক্যশেষভূতে ইতি ন দোষঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—নহু "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষতে এষ হ্যেবাসাধু কর্ম্ম কারয়তি তং যমধো নিনীষতে" ইতি শ্রুত্যা পরমেশ্বরে কারয়িতৃত্বং

বোধ্যতে তৎকথমুচ্যতে স্বভাবস্তু প্রবর্ত্তত ইতি তত্রাহ নাদত্ত ইতি। কস্যচিৎ কর্ত্তুঃ পাপং অয়ং নাদত্তে নাপি সুকৃতং আদত্তে কারয়িতৃত্বাভাবাৎ যতো বিভুঃ ব্যাপকঃ নিষ্ক্রিয় ইতি যাবৎ, সক্রিয়ো হ্যন্যং প্রবর্ত্তয়তি তদীয়ং পাপং পুণ্যং বা লভতে, অয়ন্তু ন তথা কিন্তু সূর্য্যবৎ প্রকাশত এব ন তু স্বপ্রকাশ্যানাং কর্ত্ত্রাদীনাং কর্ম্মণা সম্বধ্যত ইতি ভাবঃ। কারয়িতৃত্বমপ্যস্য সত্তামাত্রেণ সূর্য্যবৎ, যথা ঘটঃ প্রকাশতে সবিতা প্রকাশয়তীতি নোদাহৃতশ্রুতিবিরোধঃ। কথং তর্হীশ্বরারাধনার্থং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি তদকরণাচ্চ বিভ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ অজ্ঞানেনেতি। যথা হি মহারাজস্য সার্ব্বভৌমস্য অহং সর্ব্বেশ্বরো নির্বৃতোঽস্মীতি জ্ঞানং অজ্ঞানেন সৌষুপ্তেনাবৃতং সৎ স তত্র বিবিধানি পরচক্রাদীনি মহান্তি সঙ্কটশতানি পশ্যতি অহো অহং দীনোঽস্মি দুঃখ্যস্মীতি চ মুহ্যতি তদ্বদেতে জন্তবঃ স্বস্যাহং ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণেন ব্রহ্মভাবমজানন্ত ঈশ্বরাদাত্মানং পৃথক্ মন্যমানাঃ ঈশাত্মনোঃ সেব্যসেবকভাবঞ্চ পশ্যন্তো মুহ্যন্তি, তথা চ শ্রুতিঃ, "অথ যোঽন্যাং দেবতামুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি ন স বেদ যথা পশুরেব স দেবানাম্" ইতি, "এষ হ্যেব" ইতি শ্রুতিরপি ভ্রান্তজনব্যবহারবিষয়ৈবেতি ভাবঃ॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—যস্মাদসাধুসাধুকর্ম্মণাং ঈশ্বরো ন কারয়িতা, তস্মাদেব ন তস্য পাপপুণ্যভাগিত্বমিত্যাহ নাদত্ত ইতি। নাদত্তে ন গৃহ্নাতি, কিন্তু তদীয়া খলু যা শক্তিরবিদ্যা সৈব জীবজ্ঞানমাবৃণোতীত্যাহ অজ্ঞানেতি। অজ্ঞানেনাবিদ্যয়া জ্ঞানং জীবস্য স্বাভাবিকং, তেন হেতুনা॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—জীব কার্য্যের কর্ত্তা বটে, কিন্তু ঈশ্বরই তাহার প্রবর্ত্তক। এ সম্বন্ধে শ্রৌত প্রমাণ পূর্ব্ব শ্লোকে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন, অজ্ঞ জীবেরা স্ব স্ব সুখদুঃখ বিষয়ে কর্ত্তৃত্ববিহীন। পরমেশ্বর কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই তাহারা স্বর্গ বা নরকে গমন করে। যখন শ্রুতি-স্মৃতি সমস্বরে ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব সংঘোষিত করিতেছেন, তখন জীবের কর্ত্তৃত্ব বা ভোক্তৃত্ব নাই এবং ঈশ্বরের কারয়িতৃত্ব বা ভোজয়িতৃত্ব কিছুই নাই; সুতরাং তজ্জন্য পাপ-পুণ্যও আত্মাকে স্পর্শ করে না, এরূপ অভিপ্রায় কেন সমর্থিত হইতেছে এবং স্বভাবের স্কন্ধেই বা সমস্ত নিয়ন্তৃত্ব কেন আরোপিত হইতেছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, ঈশ্বর বস্তুতঃ কোন জীবকে পাপ বা পুণ্যে প্রণোদিত করেন না। আবরণবিক্ষেপশালিনী মায়ার অজ্ঞানান্ধকারে জীব-ব্রহ্মের অভেদ-বোধরূপ নিত্য ও পরমার্থ সত্যস্বরূপ জ্ঞান সমাচ্ছন্ন হইয়া যায়। এইরূপে স্বরূপ সমাবৃত হয় বলিয়া, জীবগণ সংসাররূপ * মোহগ্রস্ত হয়। যাহাদের জন্ম

* অজ্ঞানজনিত সংসারপ্রাপ্তিসম্বন্ধে কূর্ম্মপুরাণীয় ঈশ্বরগীতা ২য় অধ্যায়ে একটি সুন্দর উক্তি দৃষ্ট

ও মরণ আছে, তাহারাই মায়ার প্ররোচনা-পরতন্ত্র এবং ভেদ-জ্ঞানরূপ, ভ্রম-সাগরে নিপতিত হইয়া, প্রমাতৃ, প্রমেয়, প্রমাণ, কর্ত্তৃ, কর্ম্ম, করণ, ভোক্তৃ, ভোগ্য, ভোগ নামধেয় নববিধ সংসার-দশা প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি-স্মৃতিতে যে অভিপ্রায় পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহার সহিত সমালোচ্য মতের কোনই বিরোধ হইতে পারে না। তাহাতে জীব ও ঈশ্বর সম্বন্ধে যে বিভিন্ন বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহা অদ্বৈত-প্রতিপাদক; সুতরাং ফলতঃ তদভিপ্রায়ও বর্ত্তমান অভিপ্রায়ের সমর্থক।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য ও শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যদি বিশুদ্ধচিত্ত জীবের কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বাদি নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি পরমাত্মা কৌতূহল-পরবশ হইয়া প্রকৃতির স্কন্ধে দায়িত্ব নিক্ষেপকরতঃ প্রকৃতির পরিণাম-ভূত এই দেহেন্দ্রিয়াদিবিশিষ্ট জীবগণের বিনির্ম্মাণ করিয়াছেন? শ্রুতি-স্মৃতি সকলেই বলিতেছেন, ঈশ্বরই পাপ-পুণ্যের প্রযোজক। তিনি যখন এই বৈষম্যের প্রযোজক, তখন অবশ্যই তজ্জন্য তাঁহাকেও পাপ-পুণ্য-ভাগী হইতে হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা অপনোদিত হইতেছে। ঈশ্বর অপরিমিত, বিজ্ঞানানন্দপূর্ণ ও অনন্ত-শক্তিসম্পন্ন। তিনি নিরন্তর স্বকীয় পূর্ণানন্দ-সাগরে ভাসমান, সুতরাং অন্যত্র উদাসীন। জীবগণ অনাদি প্রকৃতি হইতে দেহ লাভ করিয়া তদীয় বাসনা-ক্রমেই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর কোন জীবেরই পাপ-পুণ্য বিধান করেন না। তিনি কাহারও প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া তাহাকে পুত্র-সুখৈশ্বর্য্যাদি প্রদান করেন না, বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করেন না। জীবের অধোগতি-বিধায়ক পাপ এবং ঊর্দ্ধগতি-বিধায়ক পুণ্য কিছুরই তিনি বিধান করেন না। সকলই জীবের প্রাচীন বাসনা-সম্ভূত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবের এই বিষম অবস্থা

হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। অস্মাদ্বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে। অমায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধাস্তনূঃ॥ ন চাপ্যয়ং সংসরতি ন চ সংসারয়েৎ প্রভুঃ। নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো ন তৎ॥ ন প্রাণো ন মনো ব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ। ন রূপ-রস-গন্ধাশ্চ নাহং কর্ত্তা ন বাগপি। ন পাণিপাদৌ নো পায়ুর্নচোপস্থো দ্বিজোত্তমাঃ॥ ন কর্ত্তা ন চ ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপুরুষৌ। ন মায়া নৈব চ প্রাণশ্চৈতন্যং পরমার্থতঃ॥ অহং কর্ত্তা সুখী দুঃখী কৃশঃ স্থূলেতি যা মতিঃ। সা চাহঙ্কারকর্তৃত্বাদাত্মন্যারোপ্যতে জনৈঃ॥ বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণং প্রকৃতেঃ পরম্॥ ভোক্তা-রমক্ষরং শুদ্ধং সর্ব্বত্র সমবস্থিতম্। তস্মাদজ্ঞানমূলোঽয়ং সংসারঃ সর্ব্বদেহিনাম্॥

কি কারণে ঘটিয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে, অজ্ঞানের দ্বারা জীবের নিত্য-জ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় এবং আত্মাভিমানরূপ মোহ সমুৎপন্ন হয়; সঙ্গে সঙ্গে পাপপুণ্যাত্মক কর্ম্মেরও আরম্ভ হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণ সেই সমদর্শী ভগবানের উপর বৈষম্য-দোষ সমারোপিত করিয়া তাঁহার ব্যবস্থার নিন্দাবাদ করে।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। যেরূপ প্রবলপরাক্রান্ত সার্ব্বভৌম নরপতি আপনাকে সর্ব্বপ্রকারে সুখী বলিয়া জানিলেও, নিদ্রাবেশে আপনাকে অশেষ সঙ্কট-জালে জড়ীভূত বোধ করিয়া নিরতিশয় দীনতা ও দুঃখানুভব করেন, তদ্রূপ জীবগণ "আমি ব্রহ্ম" এই প্রামাণিক বাক্য দ্বারা ব্রহ্মভাব উপলব্ধি না করিয়া, আত্মা ও ঈশ্বরকে পৃথক্‌রূপে উপলব্ধি করে এবং এই অজ্ঞানতা হেতু ঈশ্বরের সহিত আত্মার সেব্য-সেবক ভাব সংস্থাপন করিয়া মোহাচ্ছন্ন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যাহারা অন্য দেবতার উপাসনা করে এবং আমাকে ও অন্য দেবকে পৃথক্ জ্ঞান করে, তাহারা সেই সেই দেবতার পশুতুল্য। (৪অ। ১২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ॥ ১৫ ॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎ পরম্ ॥১৬॥

অন্বয়।—তু আত্মনঃ জ্ঞানেন (আত্মসাক্ষাৎকাররূপেণ) যেষাং (জীবানাং) অজ্ঞানং নাশিতং আদিত্যবৎ (সূর্য্যইব) তেষাং তৎ জ্ঞানং পরং (ব্রহ্মস্বরূপং পরমার্থতত্ত্বম্) প্রকাশয়তি (অবভাসয়তি) ॥ ১৬ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু আত্মবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা যাহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সূর্য্যের ন্যায় তাহাদিগের সেই জ্ঞান ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ করে ॥ ১৬ ॥

ব্যাখ্যা।—সূর্য্য যেমন সকল বস্তু প্রকাশ করেন, আত্ম-সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের দ্বারা যে সকল জীবের অজ্ঞান বিদূরিত হইয়াছে, তাহাদের সেই ভগবদ্‌জ্ঞানও, তদ্রূপে পরমার্থ-তত্ত্ব প্রকাশিত করিয়া থাকে ॥ ১৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জ্ঞানেন ইতি। জ্ঞানেন তু যেন অজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবঃ তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষাং জন্তূনামাদিত্যবৎ যথাদিত্যঃ সমস্তং রূপজাতং অবভাসয়তি তদ্বৎ জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি তৎ পরমার্থতত্ত্বম্ ॥ ১৬ ॥

আনন্দগিরি।—তর্হি সর্ব্বেষামনাদ্যজ্ঞানাবৃতজ্ঞানত্বাৎ ব্যামোহাভাবাচ্চ কুতঃ সংসারনিবৃত্তিরিতি তত্রাহ জ্ঞানেনেতি। সর্ব্বমিতি পূর্ণত্বমুচ্যতে, জ্ঞেয়স্যৈব বস্তুনস্তৎ-পরিমিতিবিশেষণম্। তদ্ব্যাচষ্টে পরমার্থতত্ত্বমিতি ॥ ১৬ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানেনেতি। "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি।" "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" তথা "ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রম্" ইতি পূর্ব্বোক্তং স্বকালে সঙ্গময়তি জ্ঞানেনেতি। এবং বর্ত্তমানেষু সর্ব্বাত্মসু যেষামাত্মনামুক্তলক্ষণে নাত্মযাথাত্ম্যো-পদেশজনিতেনাত্মবিষয়েণাহরহরভ্যাসাধেয়াতিশয়েণ নিরতিশয়পবিত্রেন জ্ঞানেন তজ্জ্ঞানা-বরণমনাদিকালপ্রবৃত্তানন্তকর্ম্মসঞ্চয় [সংশয়] রূপমজ্ঞানং নাশিতং তেষাং তৎস্বাভাবিকং পরং জ্ঞানমপরিমিতমসঙ্কুচিতমাদিত্যবৎ সর্ব্বং যথাবস্থিতং প্রকাশয়তি। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানমিতি বিনষ্টাজ্ঞানানাং বহুত্বাভিধানাদাত্মস্বরূপবহুত্বং "নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে" ইত্যুপক্রমাবগতমত্র স্পষ্টতরমুক্তম্, ন চেদং বহুত্বমুপাধিকৃতং বিনষ্টাজ্ঞানানামুপাধিগন্ধা-ভাবাৎ। তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানমিতি ব্যতিরেকনির্দ্দেশাজ্জ্ঞানস্য স্বরূপানুবন্ধিধর্ম্মত্বমুক্তম্। আদিত্যদৃষ্টান্তেন চ জ্ঞাতৃজ্ঞানয়োঃ প্রভাপ্রভাবতোরিবাবস্থানঞ্চ, তত এব চ সংসার-দশায়াং জ্ঞানস্য কর্ম্মণা সঙ্কোচঃ, মোক্ষদশায়াং বিকাশশ্চোপপদ্যতে ॥ ১৬ ॥

হনুমান্।—জ্ঞানেনেতি। জ্ঞানেন তু যেনাজ্ঞানেনাবৃতা মুহ্যন্তি জন্তবস্তদজ্ঞানং যেষাং জন্তূনাং বিবেকজ্ঞানেনাত্মবিষয়েণ নাশিতমাত্মনো ভবতি তেষাং জন্তূনামাদিত্য-বৎ, যথাদিত্যস্তমঃস্বরূপাদিজাতমবভাসয়তি তদ্বজ্জ্ঞানং জ্ঞেয়বস্তু সর্ব্বং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬ ॥

শ্রীধর।—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈমুখ্যোপলক্ষকমজ্ঞানং নাশিতং তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎ পরং পরি-পূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি যদাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬ ॥

বলদেব।—বিজ্ঞা ন মুহ্যন্তীত্যেতদাহ জ্ঞানেনেতি। "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেন" ইতি "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি" ইতি "ন হি জ্ঞানেন সদৃশম্" ইতি চোক্তমহিম্নাসদ্গুরুপ্রসাদলব্ধেন স্বপরাত্মবিষয়কেণ জ্ঞানেন যেষাং সৎপ্রসঙ্গিনাং তদ্বৈমুখ্যমজ্ঞানং নাশিতং প্রধ্বংসিতং তেষাং তজ্জ্ঞানং কর্ত্তৃ পরং প্রকাশয়তি। দেহাদেঃ পরং জীবং বৈষম্যাদিদোষাৎ পরমীশ্বরঞ্চ বোধ-য়তি। আদিত্যবৎ যথা রবিরুদিত এব তমো নিরস্যন্ যথাবস্তু প্রদর্শয়তি তথা সদ্গুরূপদেশ-লব্ধাত্মজ্ঞানং যথাবদাত্মবস্থিতি। অত্র বিনষ্টাজ্ঞানানাং জীবানাং বহুত্বং নিগদতা

পার্থসারথিনা মোক্ষে তেষাং তদ্দর্শিতং ঔপাধিকত্বং তস্য প্রত্যুক্তং নেমে জনাধিপা ইত্যুপক্রমোক্তঞ্চ তৎ সোপপত্তিকমভূৎ ॥ ১৬ ॥

মধুসূদন।—তর্হি সর্ব্বেষামনাত্মজ্ঞানাবৃতত্বাৎ কথং সংসারনিবৃত্তিঃ স্যাদত আহ-জ্ঞানেনেতি। তদাবরণবিক্ষেপশক্তিমদনাত্মনির্ব্বাচ্যমনৃতমনর্থব্রাতমূলাশ্রয়জ্ঞানমাত্মবিষয়মবিদ্যামায়াদিশব্দবাচ্যং আত্মনো জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং গুরূপদিষ্টবেদান্তমহাবাক্যজন্যেন শ্রবণমননিদিধ্যাসনপরিপাকনির্ম্মলান্তঃকরণবৃত্তিরূপেণ নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকারেণ শোধিততত্ত্বম্পদার্থাভেদরূপশুদ্ধসচ্চিদানন্দাখণ্ডৈকরসবস্তুমাত্রবিষয়েণ নাশিতং বাধিতং কালত্রয়েঽপ্যসদেবাসত্তয়াজ্ঞানমধিষ্ঠানচৈতন্যমাত্রতাং প্রাপিতং শুক্তাবিব রজতং শুক্তিজ্ঞানেন যেষাং শ্রবণমননাদিসাধনসম্পন্নানাং ভগবদনুগৃহীতানাং মুমুক্ষূণাং তেষাং তজ্জ্ঞানং কর্তৃ আদিত্যবৎ যথাদিত্যঃ স্বোদয়মাত্রেণৈব তমো নিরবশেষং নিবর্ত্তয়তি নতু কিঞ্চিৎ সহায়মপেক্ষতে, তথা ব্রহ্মজ্ঞানমপি শুদ্ধসত্ত্বপরিণামত্বাদ্ব্যাপকপ্রকাশরূপং স্বোৎপত্তিমাত্রেণৈব সহ কার্য্যান্তরনিরপেক্ষতয়া সকার্য্যমজ্ঞানং নিবর্ত্তয়ৎ পরং সত্যজ্ঞানানন্তানন্দরূপমেকমেবাদ্বিতীয়ং পরমাত্মতত্ত্বং প্রকাশয়তি প্রতিচ্ছায়াগ্রহণমাত্রেণৈব কর্ম্মান্তরেণাভিব্যনক্তি। অত্রাজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানেন নাশিতমিত্যজ্ঞানস্যাবরণত্বজ্ঞাননাশ্যত্বাভ্যাং জ্ঞানাভাবরূপত্বং ব্যাবর্ত্তিতম্, নহ্যভাবঃ কিঞ্চিদাবৃণোতি ন বা জ্ঞানাভাবো জ্ঞানেন নাশ্যতে স্বভাবনাশরূপত্বাৎ তস্য তস্মাদহমজ্ঞো মামন্যঞ্চ ন জানামীত্যাদি সাক্ষিপ্রত্যক্ষসিদ্ধং ভাবরূপমেবাজ্ঞানমিতি ভগবতো মতম্, বিস্তারস্ত্বদ্বৈতসিদ্ধৌ দ্রষ্টব্যঃ। যেষামিতি বহুবচনেনানিয়মো দর্শিতঃ। তথাচ শ্রুতিঃ "তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" ইত্যাদিঃ। "যদ্বিষয়ং যদাশ্রয়মজ্ঞানং তদ্বিষয়তদাশ্রয়প্রমাণজ্ঞানাৎ তন্নিবৃত্তিঃ" ইতি ন্যায়প্রাপ্তনিয়মং দর্শয়তি তত্রাজ্ঞানগতমাবরণং দ্বিবিধম্, একং সতোঽপ্যসত্ত্বাপাদকং, অন্যত্তু ভাতমপ্যভানাপাদকং তত্রাদ্যং পরোক্ষাপরোক্ষসাধারণপ্রমাণজ্ঞানমাত্রান্নিবর্ত্ততে, অনুমিতেঽপি বহ্ন্যাদৌ পর্ব্বতে বহ্নির্নাস্তীত্যাদি ভ্রমাদর্শনাৎ। তথা "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি" ইতি বাক্যাৎ পরোক্ষনিশ্চয়েঽপি ব্রহ্ম নাস্তীতি ভ্রমো নিবর্ত্তত এব, অস্ত্যেব ব্রহ্ম কিন্তু মম ন ভাতীত্যেকং ভ্রমজনকং দ্বিতীয়মভানাবরণং সাক্ষাৎকারাদেব নিবর্ত্ততে স চ সাক্ষাৎকারো বেদান্তবাক্যেনৈব জন্যতে নির্ব্বিকল্পক ইত্যাদ্যদ্বৈতসিদ্ধাবনুসন্ধেয়ম্ ॥ ১৬ ॥

নীলকণ্ঠ।—জ্ঞানেনেতি। তৎ আত্মন আবরকমজ্ঞানং যেষাং জ্ঞানেন ব্রহ্মাস্মীতি প্রমাণজেন নাশিতং তেষাং তৎ জ্ঞানং কর্তৃ আদিত্যবৎ আদিত্যো যথা কৃৎস্নং দৃশ্যং প্রকাশয়তি তদ্বৎ পরং পরমাত্মতত্ত্বং। পরমার্থবস্তু প্রকাশয়তি অজ্ঞানজানর্থনিবৃত্ত্যর্থং জ্ঞানমেবেষ্টব্যমিতি ভাবঃ ॥ ১৬ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানেনেতি। যথা অবিদ্যা তস্য জ্ঞানমাবৃণোতি, তথৈবাপরা তস্য বিদ্যাশক্তিরবিদ্যাং বিনাশ্য জ্ঞানং প্রকাশয়তীত্যর্থঃ। জ্ঞানেন বিদ্যাশক্ত্যা অজ্ঞানমবিদ্যাং তেষাং

জীবানাং জ্ঞানমেব কর্ত্তৃ, আদিত্যবদিতি। আদিত্যপ্রভা যথা অন্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদিকং প্রকাশয়তি, তথৈব বিদ্যৈবাবিদ্যাং বিনাশ্য তজ্জীবনিষ্ঠং জ্ঞানং পরং অপ্রাকৃতং প্রকাশয়তি। তেন পরমেশ্বরো ন কমপি বধ্নাতি, নাপি কমপি মোচয়তি। কিন্তু অজ্ঞানজ্ঞানে প্রকৃতেরেব ধর্ম্মে ক্রমেণ বধ্নাতি মোচয়তি চ; কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বতৎপ্রয়োজকত্বাদয়ো বন্ধকাঃ; অনাসক্তিশাস্ত্যাদয়ো মোচকাশ্চ প্রকৃতেরেব ধর্ম্মাঃ। কিন্তু পরমেশ্বরস্যান্তর্যামিত্বে এব প্রকৃতেস্তে তে ধর্ম্মা উদ্বুধ্যন্তে ইত্যেতদংশেনৈব তস্য প্রয়োজকত্বমিতি ন তস্য বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতীর অভিপ্রায়। জীবগণের জ্ঞান যদি অনাদি অজ্ঞান দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকিল, তবে তাহাদের সংসার-নিবৃত্তির উপায় কি? এই প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহাদের মোহ উপস্থিত হয় না, সুতরাং তাঁহাদিগকে সংসারেও বদ্ধ হইতে হয় না। গুরুর উপদেশক্রমে, বেদান্ত মহাবাক্যাদির পর্য্যালোচনা হেতু, শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন দ্বারা যাঁহাদের অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়, তাঁহাদেরই যথার্থ আত্মজ্ঞান জন্মে। নির্ব্বিকল্প সংক্ষাৎকার দ্বারা তাঁহাদের তৎপদার্থ-স্বরূপ ব্রহ্ম এবং ত্বম্পদার্থ স্বরূপ জীব এতদুভয়ের প্রভেদ-বুদ্ধি তিরোহিত হওয়ায়, তাঁহারা সচ্চিদানন্দরূপ আত্ম-জ্ঞানের অধিকারী হন। তাঁহাদের সেই আত্ম-জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তিরূপ অজ্ঞান নিঃশেষে বিদূরিত হয়। শুক্তিজ্ঞান জন্মিলেই যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম নিবারিত হয়, সেইরূপ শ্রবণমননাদি সাধন-সম্পন্ন ভগবদনুগৃহীত মুমুক্ষুগণের আত্মজ্ঞান অজ্ঞানের নাশ করে। সূর্য্য যেমন উদয় মাত্র নিঃশেষে তমোরাশি বিদূরিত করেন, এবং তদ্বিষয়ে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা করেন না, তদ্রূপ হৃদয়াকাশে চিত্তশুদ্ধির পরিণামভূত প্রকাশকরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে, অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নিঃশেষে নাশ করেন এবং সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয় পরমাত্ম-তত্ত্বের প্রকাশ করেন। নৈয়ায়িকদিগের মতে জ্ঞানের অভাবই অজ্ঞান বলিয়া সমর্থিত হয়। কিন্তু এস্থলে অজ্ঞানকে জ্ঞানের আবরক এবং জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হয়, এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা অজ্ঞানেও পৃথগস্তিত্ব স্বীকৃত হইল এবং অজ্ঞান যে কেবল জ্ঞানের অভাবই নহে, ইহাও প্রতিপাদিত হইল। অভাব পদার্থ পদার্থান্তরকে আবরণ করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে; সুতরাং জ্ঞানদ্বারা জ্ঞানের অভাবরূপ

অজ্ঞান বিনষ্ট হওয়া, কখনই সম্ভব নহে। বস্তুতঃ অজ্ঞানেরও ভাব অর্থাৎ অস্তিত্ব আছে। বৈদান্তিকেরা অজ্ঞানের পৃথগস্তিত্ব স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকের মত এস্থলে খণ্ডিত হইল। মূলস্থিত "যেষাং" এই বহুবচন যুক্ত পদ প্রয়োগে ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে যে, যে কেহ জ্ঞানবলে অজ্ঞান নাশ করিতে সক্ষম, তাঁহারই মোহ অসম্ভব; এ সম্বন্ধে নিয়মান্তর নাই। অজ্ঞানকৃত আবরণ দ্বিবিধ; প্রথম, সৎ হইলেও সৎ নহে বলিয়া ভ্রম; দ্বিতীয় ভাত হইলেও, ভাত নহে বলিয়া ভ্রম। প্রথম ভ্রম পরোক্ষ অপরোক্ষ প্রমাণজনিত জ্ঞানের দ্বারা নিবার্য্য। ধূমদর্শনে পর্ব্বতে বহ্নি আছে বলিয়া অনুমান হয়; তথায় বহ্নি নাই, ইহা না বুঝিলে সে ভ্রম অপগত হয় না। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মাস্তি" অর্থাৎ সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম আছেন। এই বাক্যদ্বারা পরোক্ষ নিশ্চয় হইলে ব্রহ্ম নাই বলিয়া যে ভ্রম ছিল তাহা অপগত হয়। কিন্তু ব্রহ্ম থাকিলেও, হৃদয়ে তাঁহার স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় যে দ্বিতীয় প্রকার ভ্রমের উদ্ভব হয়, তাহা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার দ্বারা নিবৃত্ত হয়। বেদান্তবাক্যজনিত জ্ঞানবলে নির্ব্বিকল্প সাক্ষাৎকার দ্বারা ব্রহ্মাত্মৈক্য বোধ জন্মে। অতএব অজ্ঞান যেরূপেই জ্ঞানকে আবৃত করুক না কেন, জ্ঞান বলবান্ হইলেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" (৪ অ। ৩৬), "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" (৪ অ। ৩৭), "নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে" (৪ অ। ৩৮) ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানের মহিমা কীর্ত্তিত করিয়াছেন। এক্ষণে আবার তাহারই সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতেছেন। অতিশয় পবিত্র জ্ঞানের দ্বারা যাঁহাদের অনাদিকাল প্রবৃত্ত, অনন্ত কর্ম্ম-সংশয়রূপ অজ্ঞানাবরণ নাশিত হয়, তাঁহারই পরজ্ঞান, অপরিমিত, অসঙ্কুচিত সূর্য্যের ন্যায়, যথাবস্থিত সর্ব্ব বস্তুর প্রকাশ করে। বিনষ্টাজ্ঞানদিগের বহুত্ব বিজ্ঞাপনার্থ "তেষাং" এই বহুবচনযুক্ত পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। "নত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ" (২। ১২) ইত্যাদি শ্লোকের ভাব এতদ্দ্বারা স্পষ্টীকৃত হইল। বহুত্বরূপ উপাধি থাকিলেও যাঁহাদিগের অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, তাঁহাদিগের উপাধি-গন্ধও থাকে না। আদিত্যের দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

যে, জ্ঞান ও অজ্ঞান, প্রভা ও প্রভাবানের ন্যায় অবস্থিত। অর্থাৎ সংসারদশায় কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞানের সংকোচ এবং মোক্ষদশায় বিকাশ প্রতিপাদিত হইল ॥ ১৬ ॥

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—তৎ বুদ্ধয়ঃ (তস্মিন্ পরমাত্মতত্ত্বে বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকান্তঃ-করণবৃত্তিঃ যেষাং তে) তৎ-আত্মানঃ (তৎ পরংব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে) তৎ-নিষ্ঠাঃ (তস্মিন্ ব্রহ্মণি নিষ্ঠা স্থিতিঃ যেষাং তে) তৎ-পরায়ণাঃ (তং ব্রহ্মৈব পরময়নং আশ্রয়ঃ যেষাং তে) জ্ঞান-নির্দ্ধূত-কল্মষাঃ (জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং উন্মূলিতং কল্মষং পুণ্যপাপরূপং যেষাং তে) অপু-নরাবৃত্তিং (পুনর্দেহাপ্রাপ্তিরূপাং মুক্তিম্ গচ্ছন্তি (যান্তি) ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—পরমাত্মাতে যাহাদের স্থিরা-বুদ্ধি, পরব্রহ্মই যাহাদের আত্ম-স্বরূপ, ব্রহ্মেই যাহাদের স্থিতি, ব্রহ্মই যাহাদের শ্রেষ্ঠ-আশ্রম, জ্ঞান-দ্বারা যাহাদের পাপ-পুণ্য-নিবৃত্ত পুনর্জন্মাভাবরূপ-মোক্ষে গমন করেন ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—পরমাত্মাতে যাঁহাদের বুদ্ধি নিশ্চয়রূপে অধিষ্ঠিত, যাঁহারা পরব্রহ্মকেই আত্মস্বরূপে উপলব্ধি করেন, ব্রহ্মেই যাঁহাদের সর্ব্বকর্ম্ম পর্য্যবসিত, ব্রহ্মই যাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন, পুণ্য-পাপ পরিবর্জ্জিত হইয়া সেই মহাত্মারা বারবার গমনাগমনের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করেন ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তদ্বুদ্ধয় ইতি। তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদাত্মানস্তদেব পরং ব্রহ্ম আত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ, তন্নিষ্ঠা ইতি তন্নিষ্ঠা নিষ্ঠাভিনিবেশস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, তৎপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তে তৎপরায়ণাঃ কেবলাত্মরতয় ইত্যর্থঃ, তে গচ্ছন্ত্যেবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং পুনর্দ্দেহসম্বন্ধং ন গৃহ্নন্তি, জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ

যথোক্তেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতো নিরস্তো নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ যতয় ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আনন্দগিরি।—বিদুষাং বিবিদিষূণাঞ্চান্তরঙ্গাণি বিদ্যাপরিপাকসাধনানি ইত্যুপদিদিক্ষুরুত্তরশ্লোকস্যাপেক্ষিতং পূরয়তি যৎ পরমিতি। তস্মিন্ পরমার্থতত্ত্বে পরস্মিন্ ব্রহ্মণি বাহ্যং বিষয়মপোহ্য গতা প্রবৃত্তা শ্রবণমননিদিধ্যাসনৈরসকৃদনুষ্ঠিতৈর্বুদ্ধিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণা যেষাং তে তথেতি। প্রথমবিশেষণং বিভজতে তস্মিন্নিতি। তর্হি, বোদ্ধা জীবো বোদ্ধব্যং ব্রহ্মেতি জীবব্রহ্মভেদাভ্যুপগমো নেত্যাহ তদাত্মান ইতি। কল্পিতবোদ্ধৃবোদ্ধব্যত্বং বস্তুতস্তু ন ভেদোঽস্তীত্যঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে তদেবেতি। নহু দেহাদাবাত্মাভিমানমপনীয় ব্রহ্মণ্যেবাহমস্মীত্যবস্থানং তত্তদনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মপ্রতিবন্ধান্ন সিধ্যতীত্যাশঙ্ক্য বিশেষণান্তরমাদত্তে তন্নিষ্ঠা ইতি। তত্র নিষ্ঠাশব্দার্থং দর্শয়ন্ বিবক্ষিতমর্থমাহ নিষ্ঠেত্যাদিনা। তথাপি পুরুষার্থান্তরাপেক্ষাপ্রতিবন্ধাৎ কথং যথোক্তে ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং সেদ্ধুং পারয়তি তত্রাহ তৎপরায়ণাশ্চেতি। যথোক্তানামধিকারিণাং পরমপুরুষার্থত্বোক্তব্রহ্মানতিরেকান্নান্যত্রাসক্তিরিতি তাৎপর্য্যার্থমাহ কেবলেতি। নহু যথোক্তবিশেষণবতাং বর্ত্তমানদেহপাতেঽপি দেহান্তরপরিগ্রহব্যগ্রতয়া কুতো যথোক্তে ব্রহ্মণ্যবস্থানমাস্থাতুং শক্যতে তত্রাহ তে গচ্ছন্তীতি। সতি সংসারকারণে দুরিতাদৌ সংসারপ্রসরস্য দুর্ব্বারত্বান্নাপুনরাবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানেতি। উক্তবিশেষসম্পত্ত্যা দর্শিতফলশালিত্বমাশ্রমান্তরেষসম্ভাবিতমিতি মন্বানো বিশিনষ্টি যতয় ইতি॥ ১৭॥

রামানুজ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি। তদ্বুদ্ধয়স্তথাবিধাত্মদর্শনাধ্যবসায়াঃ। তদাত্মানস্তদ্বিষয়মনসঃ তন্নিষ্ঠাস্তদভ্যাসনিরতাঃ তৎপরায়ণাস্তদেব পরময়নং যেষাং তে এবমভ্যস্যমানেন জ্ঞানেন নির্দ্ধূতপ্রাচীনকল্মষাঃ। তথাবিধমাত্মানমপুনরাবৃত্তিং গচ্ছন্তি। যদবস্থাত্মনঃ পুনরাবৃত্তির্ন বিদ্যতে স আত্মা অপুনরাবৃত্তিঃ স্বেন স্বরূপেণাবস্থিতস্তমাত্মানং গচ্ছন্তীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

হনুমান্।—তদ্বুদ্ধয় ইতি। আত্মতত্ত্বং যৎ পরং জ্ঞানং প্রকাশিতং তস্মিন্ গতা বুদ্ধির্যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়স্তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তদাত্মানঃ তন্নিষ্ঠা তস্মিন্ নিষ্ঠা অভিনিবেশস্তাৎপর্য্যং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্য ব্রহ্মণ্যেবাবস্থানং যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ তৎপরায়ণাশ্চ তদেব পরময়নং পরা গতির্যেষাং ভবতি তৎপরায়ণাঃ কেবলাত্মরতা ইত্যর্থঃ। তে গচ্ছন্তি এবংবিধা অপুনরাবৃত্তিং ন পুনর্দেহসম্বন্ধং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ যথোক্তজ্ঞানেন নির্দ্ধূতা নাশিতঃ কল্মষঃ পাপাদিসংসারকারণদোষো যেষাং তে জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষা যতয় ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধর।—এবং ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্, তস্মিন্নেব আত্মা প্রযত্নো যেষাম্, তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্, তদেব পরময়নাশ্রয়ো যেষাম্, ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্দ্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং যান্তি॥ ১৭॥

বলদেব।—পরমাত্মন্তবৈষম্যাদি ধ্যায়তাং ফলমাহ তদিতি। তস্মিংস্তদবৈষম্যাদিকে গুণগণে বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা যেষাং তে। তদাত্মানস্তস্মিন্ নিবিষ্টমনসঃ তন্নিষ্ঠাস্তত্তাৎপর্য্যবন্তঃ তৎপরায়ণাস্তৎসমাশ্রয়াঃ এবমভ্যাস্তেন তদবৈষম্যাদিগুণজ্ঞানেন নির্দ্ধূতকল্মষা বিনষ্টতবৈমুখ্যাঃ সন্তঃ অপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীতি॥ ১৭॥

মধুসূদন।—তদ্বুদ্ধয় ইতি। জ্ঞানেন পরমাত্মতত্ত্বপ্রকাশে সতি তস্মিন্ জ্ঞানপ্রকাশিতে পরমাত্মতত্ত্বে সচ্চিদানন্দঘন এব বাহ্যসর্ব্ববিষয়পরিত্যাগেন সাধনপরিপাকাৎ পর্য্যবসিতা বুদ্ধিরন্তঃকরণবৃত্তিঃ সাক্ষাৎকারলক্ষণা যেষাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ সর্ব্বদা নির্বীজসমাধিভাজ ইত্যর্থঃ। তৎ কিং বোদ্ধারো জীবাঃ বোদ্ধব্যং ব্রহ্মতত্ত্বমিতি বোদ্ধৃবোদ্ধব্যলক্ষণভেদোঽস্তি নেত্যাহ। তদাত্মানঃ তদেব পরং ব্রহ্মাত্মা যেষাং তে তথা, বোদ্ধৃবোদ্ধব্যভেদো হি মায়াবিজৃম্ভিতো ন বাস্তবাভেদবিরোধীতি ভাবঃ। নন্বু তদাত্মান ইতি বিশেষণং ব্যর্থং অবিদ্বদ্ব্যাবৃত্তয়ে হি বিদ্বদ্বিশেষণম্, অজ্ঞা অপি হি বস্তুগত্যা তদাত্মান ইতি কথং তদ্ব্যাবৃত্তিরিতি চেৎ ন ইতরাত্মত্বব্যাবৃত্তৌ তাৎপর্য্যাৎ, অজ্ঞা হি অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মাভিমানিন ইতি ন তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্তে, বিজ্ঞাস্ত নিবৃত্তদেহাদ্যভিমানা ইতি বিরোধিনিবৃত্ত্যা তদাত্মান ইতি ব্যপদিশ্যন্ত ইতি যুক্তং বিশেষণম্। নন্বু কর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপে সতি কথং দেহাদ্যভিমাননিবৃত্তিরিতি তত্রাহ তন্নিষ্ঠাঃ তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানবিক্ষেপনিবৃত্ত্যা নিষ্ঠা স্থিতির্যেষাং তে তন্নিষ্ঠাঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসেন তদেকবিচারপরা ইত্যর্থঃ। ফলরাগে সতি কথং তৎসাধনভূতকর্ম্মত্যাগ ইতি তত্রাহ তৎপরায়ণাঃ তদেব পরময়নং প্রাপ্তব্যং যেষাং তে তৎপরায়ণাঃ সর্ব্বতো বিরক্তা ইত্যর্থঃ। অত্র তদ্বুদ্ধয় ইত্যনেন সাক্ষাৎকার উক্তঃ, তদাত্মান ইত্যানাত্মাভিমানরূপবিপরীতভাবনানিবৃত্তিফলকো নিদিধ্যাসনপরিপাকঃ, তন্নিষ্ঠা ইত্যনেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ প্রমাণপ্রমেয়গতাসম্ভাবনানিবৃত্তিফলকো বেদান্তবিচারঃ শ্রবণমননপরিপাকরূপঃ, তৎপরায়ণা ইত্যনেন বৈরাগ্যপ্রকর্ষ ইত্যুত্তরোত্তরস্য পূর্ব্বপূর্ব্বহেতুত্বং দ্রষ্টব্যম্। উক্তবিশেষণাঃ যতয়ো গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং পুনর্দ্দেহসম্বন্ধাভাবরূপাং মুক্তিং প্রাপ্নুবন্তি। সকৃন্মুক্তানামপি পুনর্দ্দেহসম্বন্ধঃ কুতো ন স্যাদিতি তত্রাহ জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং সমূলমুন্মূলিতং পুনর্দ্দেহসম্বন্ধকারণং কল্মষং পুণ্যপাপাত্মকং কর্ম্ম যেষাং তে তথা, জ্ঞানেন অনাত্মজ্ঞাননিবৃত্ত্যা তৎকার্য্যকর্ম্মক্ষয়ে তন্মূলকং পুনর্দ্দেহগ্রহণং কথং ভবেদিতি ভাবঃ॥ ১৭॥

নীলকণ্ঠ।—তদ্বুদ্ধয় ইতি। যৎ পরং ব্রহ্ম প্রশান্তং তত্রৈব বুদ্ধিঃ অস্তি ব্রহ্মেতি নিশ্চয়ো যেষামাপাততঃ শ্রুত্যর্থবিত্ত্বাং তে তদ্বুদ্ধয়ঃ, তদেব আত্মা প্রত্যকৃতত্বং যেষাং শ্রবণমননাত্মকবিচারেণ প্রমাণপ্রমেয়গতাসম্ভাবনাবিহীনানাং তে তদাত্মানঃ, তত্রৈব নিষ্ঠা বিজাতীয়বৃত্ত্যনন্তরিতসজাতীয়বৃত্তিপ্রবাহো যেষাং দেহাদাবনাত্মনি আত্মধীরূপবিপরীতভাবনারহিতানাং তে তন্নিষ্ঠাঃ, তদেব পরং অয়নং অজ্ঞানরূপোপাধিনিরাসেন প্রাপ্যং যেষাং অখণ্ডানন্দমগ্নানাং তে তৎপরায়ণাঃ, অপুনরাবৃত্তিং মোক্ষং গচ্ছন্তি, যতঃ জ্ঞানেন নির্দ্ধূতং কল্মষং মূলাজ্ঞানং সংসারবীজভূতং যেষাং তে জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ —তদ্বুদ্ধয় ইতি। কিন্তু বিদ্যা জীবাত্মজ্ঞানমেব প্রকাশয়তি, নতু পরমাত্মানং "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। তস্মাৎ পরমাত্মজ্ঞানার্থং জ্ঞানিভিরপি পুনর্বিশেষতো ভক্তিঃ কার্য্যা ইত্যত আহ তদ্বুদ্ধয় ইতি। তৎপদেন পূর্ব্বপ্রক্রান্তো বিভুঃ পরামৃশ্যতে। তস্মিন্ পরমেশ্বর এব বুদ্ধির্যেষাং তে, তন্মননপরা ইত্যর্থঃ। তদাত্মানস্তমনস্কাস্তমেব ধ্যায়স্ত ইত্যর্থঃ। তন্নিষ্ঠাঃ "জ্ঞানঞ্চ ময়ি সন্ন্যসেৎ" ইতি ভগবদুক্তেঃ। দেহাতিরিক্তাত্মজ্ঞানেঽপি সাত্ত্বিকে নিষ্ঠাং পরিত্যজ্য তদেকনিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাস্তদীয়শ্রবণকীর্ত্তনপরাঃ। যদ্বক্ষ্যতে,—"ভক্ত্যামামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥" ইতি। জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ জ্ঞানেন বিদ্যয়ৈব পূর্ব্বমেব ধ্বস্তসমস্তাবিদ্যাঃ॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। এইরূপ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের যে শুভ পরিণাম ঘটে, তাহাই কথিত হইতেছে। সেই জ্ঞান-দ্বারা প্রকাশিত, সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মতত্ত্বে, বাহ্য সর্ব্ব বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যাহাদের অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপা বুদ্ধি পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাঁহারাই "তদ্বুদ্ধয়ঃ"; অর্থাৎ তাঁহারা সাধনের পরিপাক হেতু, ক্রমশঃ নির্ব্বীজ সমাধি-সম্পন্ন হইয়াছেন। জীবই বোদ্ধা এবং ব্রহ্মতত্ত্বই বোদ্ধব্য, ইত্যাকার বোদ্ধৃবোদ্ধব্যবিষয়ক ভেদবুদ্ধি সে অবস্থায় আর থাকে না; পরবর্ত্তী বিশেষণবাক্যে ইহাই স্ফুটীকৃত হইতেছে। সেই পরব্রহ্মই যাঁহাদের আত্মা, তাঁহারাই "তদাত্মানঃ"। অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম ব্যতীত জীব-দেহগত আত্মার স্বাতন্ত্র্য-বোধ তাঁহাদের অপগত হইয়াছে; সুতরাং সে অবস্থায় ব্রহ্মকে তাঁহারা অভিন্ন বলিয়াই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। তাদৃশ অবস্থায় মায়াবিজৃম্ভিত বোদ্ধৃবোদ্ধব্যবিষয়ক ভেদ-বুদ্ধি কখনই থাকিতে পারে না। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠান নিবৃত্ত না হইলে, দেহাদি-বিষয়ে অভিমান শূন্য হওয়া যায় না; এই জন্যই পরবর্ত্তী সার্থক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মেই যাঁহাদের সকল কর্ম্ম সংস্থিত তাঁহারাই "তন্নিষ্ঠাঃ"। অর্থাৎ তাঁহারা সকল কর্ম্ম ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কেবল ব্রহ্মতত্ত্ব পর্য্যালোচনা ব্যাপারেই চিত্ত সংযম করিয়াছেন। কিন্তু ফলবিষয়ে আসক্তি থাকিলে কর্ম্মত্যাগ কখনই সম্ভব হয় না; এই জন্যই পদে আর একটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। সেই ব্রহ্মই যাঁহাদের একমাত্র লক্ষিত ও প্রাপ্তব্য, আশ্রয় ও অবলম্বন, তাঁহারাই "তৎপরায়ণাঃ"। অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যতীত বিশ্বের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁহারা বিরক্ত ও কামনা-শূন্য। এস্থলে উল্লিখিত কয়টি বিশেষণ বাক্য দ্বারা যোগমার্গের সোপান-পরম্পরা প্রদর্শিত

হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী বাক্য পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যের হেতুস্বরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। "তদ্বুদ্ধয়ঃ" এই বাক্য দ্বারা ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার সূচিত হইয়াছে। তদাত্মানঃ" শব্দ দ্বারা নিদিধ্যাসনের পরিপাকাবস্থা প্রকটিত হইয়াছে। "তন্নিষ্ঠাঃ" এই বাক্য দ্বারা শ্রবণমননের পরিপাকাবস্থা লক্ষিত হইয়াছে। "তৎপরায়ণাঃ" এই বাক্যে বৈরাগ্য সূচিত হইয়াছে। উল্লিখিত বিশেষণ সমূহের আস্পদীভূত যতিগণ পুনরায় দেহপ্রাপ্তিসম্ভাবনার অভাবরূপা মুক্তি লাভ করেন; অর্থাৎ দেহ ধারণ করিয়া তাঁহাদের পুনরায় জন্ম-মরণের অধীন হইতে হয় না। একবার মুক্ত হইলেই পুনরায় দেহসম্বন্ধ না ঘটিবে কেন? তাহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, যাঁহাদের জ্ঞানদ্বারা দেহ সম্বন্ধের কারণস্বরূপ পুণ্য-পাপাত্মক কর্ম্ম-সমূহ সমূলে উন্মূলিত হইয়াছে, তাঁহাদের পুনরায় শরীর-ধারণের সম্ভাবনা নাই; কারণ, জ্ঞান দ্বারা তাঁহাদের অনাদি অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়; সুতরাং তাহার কার্য্যস্বরূপ কর্ম্মেরও ক্ষয় হইয়া যায়। কর্ম্ম-জন্যই জীবের এই দেহ-সম্বন্ধ হয়; কর্ম্ম ক্ষয় হইলে আর দেহসম্বন্ধ কেন হইবে?

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। বিদ্যা দ্বারা জীবাত্মজ্ঞানই সমুদ্ভাসিত হয়; পরমাত্ম-জ্ঞান তো তাহাতে প্রকাশিত হয় না। ভক্তিই ভগবজ্জ্ঞানের একমাত্র সম্বল। অতএব পরমার্থ-জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানীজনেরও সবিশেষরূপে ভক্তিপথের পথিক হওয়া আবশ্যক, ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। এই শ্লোকস্থ "তৎ" পদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিভুই লক্ষিত। তাঁহাতে যাঁহাদের বুদ্ধি সংস্থিত এবং যাঁহারা তন্মনন-পরায়ণ, কেবল তাঁহারই ধ্যানে যাঁহারা নিমগ্ন, যাঁহাদের জ্ঞানও সেই ব্রহ্মে পর্য্যবসিত, যাঁহারা কেবল তাঁহারই শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরায়ণ, তাঁহাদের জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বকালীন যাবতীয় অবিদ্যা বিনষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ ব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হয় না॥ ১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে (বিদ্যা বেদার্থপরিজ্ঞানং বিনয়ঃ অনৌদ্ধত্যং তাভ্যাং সম্পন্নে বিশিষ্টে) ব্রাহ্মণে (ব্রহ্মমুখ-সমুৎপন্নে বর্ণশ্রেষ্ঠে) শ্বপাকে (সর্ব্বাধমে চণ্ডালে) চ এব গবি হস্তিনি শুনি (কুক্কুরে) চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ (সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে) ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞান-নিরহঙ্কার-যুক্ত ব্রাহ্মণে এবং চণ্ডালে-ও গাভীতে, হস্তীতে, কুক্কুরে জ্ঞানীগণ ব্রহ্মবৎ-দৃষ্টি-যুক্ত ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—পণ্ডিতগণ জ্ঞান ও বিনয় সমন্বিত বর্ণ-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও অধম চণ্ডাল এবং গাভী, হস্তী ও কুক্কুর সকলকেই ব্রহ্ম-বোধে সমভাবে দর্শন করেন ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ কথং তত্ত্বং পশ্যন্তীত্যুচ্যতে বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে বিদ্যা চ বিনয়শ্চ বিদ্যাবিনয়ৌ বিদ্যা আত্মনো বোধো বিনয়শ্চ উপশমঃ, তাভ্যাং বিদ্যাবিনয়াভ্যাং সম্পন্নো বিদ্যাবিনয়সম্পন্নো বিদ্বান্ বিনীতশ্চ যো ব্রাহ্মণস্তস্মিন্ ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াঞ্চ রাজস্যাং গবি, সংস্কার-হীনায়ামত্যন্তমেব কেবলতামসে হস্ত্যাদৌ চ সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈস্তথারাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেকমবিক্রিয়ং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—যদপুনরাবৃত্তিসাধনং তত্ত্বজ্ঞানং তদেব প্রশ্নদ্বারেণ বিবৃণোতি যেষামিত্যাদিনা। বিদ্যা বেদার্থবিজ্ঞানমিত্যঙ্গীকৃত্য বিনয়ং ব্যাচষ্টে বিনয় ইতি। উপশমে নিরহঙ্কারত্বমনৌদ্ধত্যম্। পদার্থমেবমুক্ত্বা বাক্যার্থং দর্শয়তি বিদ্বানিতি। গবীত্যাদ্যনুক্ত্ব বাক্যার্থং কথয়তি বিদ্যেতি। হস্ত্যাদৌ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিন ইত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। তত্র তত্র প্রাণিপ্রভেদেষু তত্তদ্গুণৈস্তত্তন্নিমিত্তসংস্কারৈশ্চ সংস্পৃষ্টত্বসম্ভবান্ন ব্রহ্মণঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ সত্ত্বাদীতি। তজ্জৈশ্চেত্যত্র তচ্ছব্দেন সত্ত্বমেব গৃহ্যতে সাত্ত্বিকসংস্কারৈরিব রাজসসংস্কারৈ-রপি সর্ব্বথৈবাসংস্পৃষ্টং ব্রহ্মেত্যাহ তথেতি। রাজসৈরিব তামসৈরপি সংস্কারৈর্ব্রহ্মাত্যন্ত-মেবাস্পৃষ্টমিত্যাহ তথা তামসৈরিতি। ব্রহ্মণোঽদ্বিতীয়ত্বং কূটস্থত্বমসঙ্গত্বঞ্চোক্তেঽর্থে

হেতুরিতি মত্বা সমশব্দার্থমাহ সমমিতি। সমদর্শিত্বমেব পাণ্ডিত্যং তদ্ব্যাচষ্টে ব্রহ্মেতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।— বিদ্যাবিনয়সম্পন্ন ইতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গোহস্তি-শ্বপাকাদিষু অত্যন্তবিষমাকারতয়া প্রতীয়মানেষু চাত্মসু পণ্ডিতা আত্মযাথাত্ম্যবিদো জ্ঞানৈকাকারতয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ বিষমাকারস্তু প্রকৃতের্নাত্মনঃ, আত্মা তু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকারতয়া সম ইতি পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—যেষাং জ্ঞানেন নাশিতমাত্মনোঽজ্ঞানং তে পণ্ডিতাঃ, কথং তে পণ্ডিতাঃ তত্ত্বং পশ্যন্তি ? অত্রোচ্যতে বিদ্যেতি। বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে উত্তমসংস্কারবতি ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে মধ্যমায়াং রাজস্যাং গবি সংস্কারহীনায়াং কেবল তামসে হস্ত্যাদৌ চ সত্ত্বাদিসংস্কারৈস্তথা রাজসৈস্তথা তামসৈশ্চ সংস্কারৈরত্যন্তমেবাস্পৃষ্টং সমমেবাবিক্রিয়ং সমং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতাঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ॥ ১৮ ॥

শ্রীধর।—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিন ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ শুনো যঃ পচতি তস্মিংশ্চেতি কর্ম্মণো বৈষম্যং, গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮ ॥

বলদেব।—তান্ স্তৌতি বিদ্যেতি। তাদৃশে ব্রাহ্মণে শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণৈতৌ বিষমৌ গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাত্যৈতে বিষমাঃ এবং বিষমতয়া সৃষ্টেষু ব্রাহ্মণাদিষু যে পরমাত্মানং সমং পশ্যন্তি ত এব পণ্ডিতাঃ। তৎকর্ম্মানুসারিণী তেন তেষাং তথা তথা সৃষ্টিঃ ন তু রাগদ্বেষানুসারিণীতি। পর্জ্জন্যবৎ সর্ব্বত্র সমঃ পরমাত্মেতি ॥ ১৮ ॥

মধুসূদন।—দেহপাতাদূর্দ্ধং বিদেহকৈবল্যরূপং জ্ঞানফলমুক্ত্বা প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ সত্যপি দেহে জীবন্মুক্তিরূপং তৎফলমাহ বিদ্যেতি। বিদ্যা বেদার্থপরিজ্ঞানং ব্রহ্মবিদ্যা বা, বিনয়ো নিরহঙ্কারত্বমনৌদ্ধত্যমিতি যাবৎ, তাভ্যাং সম্পন্নে ব্রহ্মবিদি বিনীতে চ ব্রাহ্মণে সাত্ত্বিকে সর্ব্বোত্তমে, তথা গবি সংস্কারহীনায়াং রাজস্যাং মধ্যমায়াং, তথা হস্তিনি শুনি শ্বপাকে চাত্যন্ততামসে সর্ব্বাধমেঽপি সত্ত্বাদিগুণৈস্তজ্জৈশ্চ সংস্কারৈরস্পৃষ্টমেব সমং ব্রহ্ম দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ জ্ঞানিনঃ। যথা গঙ্গাতোয়ে তড়াগে সুরায়াং মূত্রে বা প্রতিবিম্বিতস্যাদিত্যস্য ন তদ্গুণদোষসম্বন্ধস্তথা ব্রহ্মণোঽপি চিদাভাসদ্বারা প্রতিবিম্বিতস্য নোপাধিগতগুণদোষসম্বন্ধ ইতি প্রতিসন্দধানাঃ সর্ব্বত্র সমদৃষ্ট্যৈব রাগদ্বেষরাহিত্যেন পরমানন্দস্ফূর্ত্ত্যা জীবন্মুক্তিমনুভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতেষাং জগতি দৃষ্টিমাহ বিদ্যেতি। উত্তমব্রাহ্মণে চণ্ডালাদৌ বা সমং ব্রহ্মৈব সদ্রূপেণ স্ফুরণরূপেণ চ ভাসমানং দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে সমদর্শিনঃ, যথোক্তং, "অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যংশপঞ্চকম্। আদ্যং ত্রয়ং ব্রহ্মরূপং ততো দ্বয়ম্ ॥" ইতি, চরাচরং জগদ্ব্রহ্মদৃষ্ট্যৈব পশ্যন্তীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ গুণাতীতানাং তেষাং গুণসময়ে বস্তুমাত্র এব তারতম্যময়ং বিশেষমজিঘৃক্ষূণাং সমবুদ্ধিরেব স্যাদিত্যাহ বিদ্যেতি। ব্রাহ্মণে গবি ইতি সাত্ত্বিকজাতিত্বাৎ, হস্তিনি মধ্যমে শুনি চ শ্বপাকে চেতি তামসজাতিত্বাদধমেঽপি তত্তদবিশেষাগ্রহণাৎ সমদর্শিনঃ পণ্ডিতাঃ গুণাতীতাঃ বিশেষাগ্রহণমেব সমং গুণাতীতং ব্রহ্ম, তদ্দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে॥ ১৮॥

তাৎপর্য্য।—জ্ঞানের ফলস্বরূপে এই দেহনাশের পর বিদেহকৈবল্যরূপ মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহপ্রাপ্তি হইলেও, জ্ঞানদ্বারা জীবন্মুক্তি লাভ হইতে পারে, ইহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। বেদার্থ-পরিজ্ঞান-জনিত ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত এবং মনের নিরহঙ্কৃত ও ঔদ্ধত্য-ভাব-শূন্য সত্ত্বগুণ-সম্পন্ন মানবশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ও তমোগুণের আধার স্বরূপ মানবাধম চণ্ডাল উভয়কেই জ্ঞানিগণ সমভাবে দর্শন করেন। তাঁহাদের জ্ঞান-প্রদীপ্ত লোচনে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, গাভী, হস্তী ও কুক্কুর সকলই সমান। সকলকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান থাকায় তাঁহারা বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা সম্পূজিত করিবার নিমিত্ত অগ্রসর হন না, এবং হীনবৃত্তি-পরায়ণ নিষাদকে ঘৃণার্হ ও অশুচি মনে করিয়া অবজ্ঞা করেন না। পয়স্বিনী পরমহিতৈষিণী গাভী, বলগর্ব্বিত অতিকায় মাতঙ্গ, প্রসাদলোলুপ অতিহীন সারমেয় সকলই ব্রহ্ম জানিয়া, তাঁহারা সকল-কেই সমচক্ষে সন্দর্শন করেন। পরম পবিত্র জাহ্নবী-জলে, সীমাবদ্ধ সরসী-সলিলে, পূতিগন্ধ ও ক্লেদপূর্ণ পয়ঃপ্রণালীতে ভগবান্ ভাস্করের প্রতিবিম্ব প্রকটিত হয়, কিন্তু তজ্জন্য তত্তৎপদার্থের গুণ বা দোষ দিবাকরকে স্পর্শ করে না। তদ্রূপ ব্রহ্মও, চিদাভাসরূপে সকল জীবে প্রতিবিম্বিত হইলেও, তত্তৎ জীবের উপাধি-গত গুণ ও দোষের সহিত সম্বন্ধহীন। সর্ব্বত্র এইরূপ সমদর্শন ও রাগ-দ্বেষ-বিরহ-হেতু পণ্ডিতগণ পরমানন্দ-স্ফুরণ-জনিত জীবন্মুক্তি অনুভব করেন। এস্থলে দৃষ্টান্তস্বরূপে, সাত্ত্বিক-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, রজোগুণসমন্বিতা গাভী এবং কেবল তমোগুণ সমন্বিত হস্তী প্রভৃতির উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রাবৃট্ কালের বারি-ধারা যেমন ব্যক্তি-বিশেষ বা পাত্র-বিশেষ নির্ব্বাচন করিয়া নিপতিত হয় না, পরমাত্মাও সেইরূপ জীব-বিশেষ বা গুণবিশেষ লক্ষ্য করিয়া অবভাসিত হন না। সর্ব্বত্রই তিনি সমভাবে বিরাজমান। এইরূপ জ্ঞানই সমদর্শন॥ ১৮॥

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

অন্বয়।—যেষাং মনঃ সাম্যে (সমত্বে) স্থিতং ইহ এব (জীবনদশায়ামেব) তৈঃ (সমদর্শিভিঃ) সর্গঃ (দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপঃ সংসারঃ) জিতঃ (অতিক্রান্তঃ, নিরস্তঃ) হি (যস্মাৎ) ব্রহ্ম নির্দ্দোষং (বিকাররহিতং) সমং (নিত্যমেকং) চ তস্মাৎ তে (সমদর্শিনঃ) ব্রহ্মণি স্থিতাঃ (ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তাঃ) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহাদের চিত্ত সমতায় অবস্থিত, এই জীবদ্দশাতেই তাঁহাদের সংসার নিরস্ত; যেহেতু ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ও সমভাব অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই স্থিত ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যে সমদর্শিদিগের মনে সমজ্ঞান স্থিরভাবে বদ্ধমূল হইয়াছে, তাঁহারা এই জীবনেই সংসার-পাশ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন; কারণ, ব্রহ্ম সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন ও বিকার-রহিত; অতএব তাদৃশ ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—নন্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি স্মৃতের্ন তে দোষবন্তঃ, কথম্? ইহেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জ্জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণি সমভাবে স্থিতং নিশ্চলীভূতং মনোঽন্তঃকরণং নির্দ্দোষম্ যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষৈর্দোষবদিব বিভাসতে তথাপি তদ্দোষৈরসংস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং হি দোষবর্জ্জিতং হি যস্মান্নাপি স্বগুণভেদভিন্নং নির্গুণত্বাচ্চৈতন্যস্য; বক্ষ্যতি চ ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিতি চ, নাপ্যন্ত্যাদিবিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেষাং সত্ত্বে প্রমাণানুপপত্তেঃ, অতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মৈকঞ্চ তস্মাদ্ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাঃ, তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানাভাবাৎ, তেষাং দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্বিষয়ন্তু তৎ সূত্রং "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি পূজাবিষয়ত্ববিশেষণাৎ, দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিৎ চতুর্ব্বেদবিৎ ইতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণং ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষসম্বন্ধবর্জ্জিতমিত্যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—সাত্ত্বিকেষু রাজসেষু তামসেষু চাসত্ত্বেষু সমত্বদর্শনমনুচিতমিতি

শঙ্কতে নম্বিতি। সর্ব্বত্র সমদর্শিনঃ তচ্ছব্দেন পরামৃশ্যন্তে তেষাং দোষবত্ত্বাদভোজ্যান্নত্ব-মিত্যত্র প্রমাণমাহ সমাসমাভ্যামিতি। সমানামধ্যয়নাদিভিঃ সমানধর্ম্মকাণাং বস্ত্রালঙ্কারাদি-পূজয়া বিষমে প্রতিপত্তিবিশেষে ক্রিয়মাণে সত্যসমানাঞ্চাসমানধর্ম্মকাণাং কস্যচিদেক-বেদত্বমপরস্য দ্বিবেদত্বমিত্যাদিধর্ম্মবতাং প্রাগুক্তয়া পূজয়া সমে অপ্রতিপত্তিবিশেষে পূজয়িতা পুরুষবিশেষণং জ্ঞাত্বা প্রতিপত্তিমকুর্ব্বন্ ধনাদ্ধর্ম্মাচ্চ হীয়তে, তেন সাত্ত্বিকে রাজসতামসয়োশ্চ সমবুদ্ধিং কুর্ব্বন্ প্রত্যবৈতীত্যর্থঃ। উত্তরত্বেনোত্তরশ্লোকমবতারয়তি ন তে দোষবন্ত ইতি। স্বত্যাবষ্টম্ভেন সর্ব্বসত্ত্বেষু সমত্বদর্শিনাং দোষবত্ত্বমুক্তং কথং নাস্তীতি প্রতিজ্ঞামাত্রেণ সিধ্যতীতি শঙ্কতে কথমিতি। স্মৃতের্গতিমগ্রে বদিষ্যন্ নির্দ্দোষত্বং সমত্বদর্শিনাং বিশদয়তি ইহৈবেতি। সর্ব্বেষাং চেতনানাং সাম্যে প্রবণমনসাং ব্রহ্মলোকগমনমন্তরেণ তস্মিন্নেব দেহে পরিভূতজন্মনামশেষদোষরাহিত্যে হেতুমাহ নির্দ্দোষং হীতি। বর্ত্তমানো দেহঃ সপ্তম্যা পরিগৃহ্যতে। তানেব সমদর্শিনো বিশিনষ্টি যেষামিতি। নমু ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বমসিদ্ধং দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু তদ্দোষৈ-র্দ্দোষবত্ত্বোপলম্ভসম্ভবাৎ তত্রাহ যদ্যপীতি। যস্মাৎ তন্নির্দ্দোষং তস্মাৎ তস্মিন্ ব্রহ্মণি স্থিতৈ-র্নির্দ্দোষৈঃ সর্গো জিত ইতি সম্বন্ধঃ। ব্রহ্মণো গুণভূয়স্ত্বাদল্পীয়ান্ দোষোঽপি স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নাপীতি। চেতনস্য গুণবিশেষে বিশিষ্টত্বমনিষ্টং নির্গুণত্বশ্রবণাদিত্যযুক্তং বুদ্ধিসুখাদীনাং পরিশেষাদাত্মধর্ম্মত্বস্য কৈশ্চিন্নিশ্চিতত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বক্ষ্যতি চেতি। আত্মনো নির্গুণত্বে বাক্যশেষং প্রমাণয়তি অনাদিত্বাদিতি। চকারো বক্ষ্যতীত্যনেন সম্বন্ধার্থঃ। গুণদোষ-রূপাদাত্মনো ভেদাভাবেঽপি ভেদোঽস্ত্যবিশেষেভ্যো ভবিষ্যতীতি প্রসঙ্গাদাশঙ্ক্য দূষয়তি নাপীতি। প্রতিশরীরমাত্মভেদসিদ্ধৌ তদ্ধেতুত্বেন তেষাং সত্ত্বং তেষাঞ্চ সত্ত্বে প্রতিশরীর-মাত্মনো ভেদসিদ্ধিরিতি পরস্পরাশ্রয়ত্বমভিপ্রেত্য হেতুমাহ প্রতিশরীরমিতি। আত্মনো ভেদকাভাবে ফলিতমাহ অত ইতি। সমত্বমেব ব্যাকরোতি একঞ্চেতি। ব্রহ্মণো নির্ব্বিশেষত্বেনৈকত্বাজ্জীবানাঞ্চ ভেদকাভাবেনৈকত্বস্যোক্তত্বাদেকলক্ষণত্বাদেকত্বং জীবব্রহ্মণো-রৈষ্টব্যমিত্যাহ তস্মাদিতি। জীবব্রহ্মণোরেকত্বে জীবানাং ব্রহ্মবন্নির্দ্দোষত্বং সিধ্যতীত্যাহ তস্মাদ্যেতি। তচ্ছব্দার্থমেব স্ফোরয়তি দেহাদীতি। যদি সর্ব্বসত্ত্বেষু সমত্বদর্শনমদুষ্টমিষ্টং তর্হি কথং গৌতমসূত্রমিত্যাশঙ্ক্যাহ দেহাদিসংঘাতেতি। সূত্রস্য যথোক্তাভিমানবদ্বিষয়ত্বে গমকমাহ পূজেতি। যদি চতুর্ব্বেদানামেব সতাং পূজয়া বৈষম্যং যদি বা চতুর্ব্বেদানাং ষড়ঙ্গবিদাং ব্রহ্মবিদাঞ্চ পূজয়া সাম্যং তদা তেষামুক্তপূজাবিষয়াণাং কেষাঞ্চিন্মনোবিকার-সম্ভবে কর্ত্তা প্রত্যবৈতীত্যবিদ্বদ্বিষয়ত্বং সূত্রস্য প্রতিভাতীত্যর্থঃ। তত্রৈব চানুভবমনু-কূলত্বেনোদাহরতি দৃশ্যতে হীতি। দেহাদিসংঘাতাভিমানবতাং গুণদোষসম্বন্ধসম্ভবাৎ তদ্বিষয়ং সূত্রমিত্যুক্তমিদানীং ব্রহ্মাত্মদর্শনাভিমানবতাং গুণদোষাসম্বন্ধান্ন তদ্বিষয়ং সূত্রমিত্যভিপ্রেত্যাহ ব্রহ্মবিদিতি ॥ ১৯ ॥

রামানুজ ।—ইহৈবেতি। ইহৈব সাধনানুষ্ঠানদশায়ামেব তৈঃ সর্গো জিতঃ সংসারো

জিতঃ যেষামুক্তরীত্যা সর্ব্বেষাত্মসু সাম্যে স্থিতং মনঃ, নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম প্রকৃতিসংসর্গ-দোষাবিমুক্ততয়া, সমমাত্মবস্তু হি ব্রহ্ম আত্মসু সাম্যে স্থিতাশ্চেদ্‌ব্রহ্মণি স্থিতা এব তে। ব্রহ্মণি স্থিতিরেব হি সংসারজয়ঃ। আত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া সাম্যমেবানুসন্দধানা মুক্তা এবেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—নম্বভোজ্যান্নাস্তে দোষবন্তঃ "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি স্মৃতেঃ ন দোষবন্তঃ কথং ইহেতি। ইহৈব জীবদ্ভিঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈর্জিতো বশীকৃতঃ সর্গো জন্ম যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মণঃ সমভাবে স্থিতং মনঃ অন্তঃকরণং নির্দ্দোষম্, যদ্যপি দোষবৎসু শ্বপাকাদিষু মূঢ়ৈস্তদ্দোষবদিব বিভাব্যতে, তথাপি তদ্দোষৈরস্পৃষ্টমিতি নির্দ্দোষং দোষবর্জ্জিতম্, হি যস্মান্নাপি স্বগুণভেদাভিন্নং নির্গুণত্বৈচ্চৈতন্যস্য বক্ষ্যতি ভগবানিচ্ছাদীনাং ক্ষেত্রধর্ম্মত্বমনাদিত্বান্নির্গুণত্বাদিতি চ, নাপ্যন্তে বিশেষা আত্মনো ভেদকাঃ সন্তি প্রতিশরীরং তেষাং সত্ত্বে প্রমাণানুপপত্তেঃ, অতঃ সমঞ্চ ব্রহ্মৈক্যং স্যাৎ, ব্রহ্মণ্যেব তে স্থিতাঃ তস্মান্ন দোষগন্ধমাত্রমপি তান্ স্পৃশতি দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানাভাবাৎ, তেষাং দেহাদিসংঘাতাত্মদর্শনাভিমানবদ্বিষয়ন্তু তৎ সূত্রং "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি, পূজাবিষয়ত্বেন বিশেষণাৎ, দৃশ্যতে হি ব্রহ্মবিৎ ষড়ঙ্গবিৎ চতুর্ব্বেদবিদিতি পূজাদানাদৌ গুণবিশেষসম্বন্ধঃ কারণম্ ব্রহ্ম তু সর্ব্বগুণদোষবর্জ্জিতমিত্যতো ব্রহ্মণি তে স্থিতা ইতি যুক্তম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—নমু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ, যথাহ গোতমঃ, "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি, অস্যার্থঃ সমায় পূজায়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায় চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি তত্রাহ ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ সৃজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতং, তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্‌ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ, তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গোতমোক্তস্তু দোষো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—ইহেতি। ইহ সাধনদশায়ামেব তৈঃ সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যেঽবৈষম্যাখ্যে ব্রহ্মধর্ম্মে স্থিতং নিবিষ্টম্। কুতো ব্রহ্মাবিষমং তত্রাহ নির্দ্দোষং হীতি। হি যতো ব্রহ্ম নির্দ্দোষং রাগদ্বেষশূন্যমতঃ সমমবিষমমিত্যর্থঃ। যতো ব্রহ্মণ্যবৈষম্যাদিকং নিশ্চিক্যুস্তস্মাৎ প্রপঞ্চে তিষ্ঠন্তোঽপি তে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতা মুক্তিস্তেষাং সুলভেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—নমু সাত্ত্বিকরাজসতামসেষু স্বভাববিষমেষু প্রাণিষু সমত্বদর্শনং ধর্ম্ম-শাস্ত্রনিষিদ্ধম্, তথাচ তস্যান্নমভোজ্যমিত্যুপক্রম্য গোতমঃ স্মরতি, "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি (সমাসমাভ্যামিতি চতুর্থীদ্বিবচনম্. বিষমসম ইতি দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন সপ্তম্যেকবচনম্।) চতুর্ব্বেদপারগাণাং সত্যাস্তসদাচারাণাং যাদৃশো বস্ত্রালঙ্কারান্নজলাদিদানপুরঃ-

সরঃ পূজাবিশেষঃ ক্রিয়তে তৎসমায়ৈবাস্মৈ চতুর্ব্বেদপারগায় সদাচারায় বিষমে তদপেক্ষয়া ন্যূনে পূজাপ্রকারে কৃতে তথাল্পবেদানাং হীনাচারাণাং যাদৃশো হীনসাধনঃ পূজাপ্রকারঃ ক্রিয়তে তাদৃশায়ৈবাসমায় পূর্ব্বোক্তবেদপারগসদাচারব্রাহ্মণাপেক্ষয়া হীনায় তাদৃশহীনায় তাদৃশহীনপূজাধিকে মুখ্যপূজাসমে পূজাপ্রকারে কৃতে উত্তমস্য হীনতয়া হীনস্যোত্তমতয়া পূজাতো হেতোস্তস্য পূজয়িতুরন্নমভোজ্যং ভবতীত্যর্থঃ। পূজয়িতা প্রতিপত্তিবিশেষমকুর্ব্বন্ ধনাৎ ধর্ম্মাচ্চ হীয়ত ইতি চ দোষান্তরম্। যদ্যপি যতীনাং নিষ্পরিগ্রহাণাং পাকাভাবাদ্ধনাভাবাচ্চাভোজ্যান্নত্বঞ্চ ধনহীনত্বঞ্চ স্বতএব বিদ্যতে, তথাপি ধর্ম্মহানির্দোষো ভবত্যেব অভোজ্যান্নত্বঞ্চাশুচিত্বেন পাপোৎপত্ত্যুপলক্ষণম্, তপোধনানাঞ্চ তপ এব ধনমিতি তদ্ধানিরপি দূষণং ভবত্যেবেতি, কথং সমদর্শিনঃ পণ্ডিতা জীবন্মুক্তা ইত্যাহ ইহেতি। তৈঃ সমদর্শিভিঃ পণ্ডিতৈঃ ইহৈব জীবনদশায়ামেব জিতোঽতিক্রান্তঃ সর্গঃ সৃজ্যত ইতি ব্যুৎপত্ত্যা দ্বৈতপ্রপঞ্চঃ দেহপাতাদূর্দ্ধমতিক্রমিতব্য ইতি কিমুবক্তব্যম্, কৈর্যেষাং সাম্যে সর্ব্বভূতেষু বিষমেষ্বপি বর্ত্তমানস্য ব্রহ্মণঃ সমভাবে স্থিতং নিশ্চলং মনঃ, হি যস্মাৎ নির্দ্দোষং সমং সর্ব্ববিকারশূন্যং কূটস্থনিত্যমেকঞ্চ ব্রহ্ম তস্মাৎ তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ। অয়ং ভাবঃ দুষ্টত্বং হি দ্বেধা ভবতি অদুষ্টস্যাপিদুষ্টসম্বন্ধাদ্বা, যথা গঙ্গোদকস্য মূত্রগর্ত্তপাতাৎ স্বত এব বা যথা মূত্রাদেঃ, তত্র দোষবৎসু, শ্বপাকাদিষু স্থিতং তদ্দোষৈর্দুষ্যতি ব্রহ্মেতি মূঢ়ৈর্বিভাব্যমানমপি সর্ব্বদোষাসংস্পৃষ্টমেব ব্রহ্ম ব্যোমবদসঙ্গত্বাৎ "অসঙ্গো হ্যয়ং পুরুষঃ, সূর্য্যো যথা সর্ব্বলোকস্য চক্ষুর্ন লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্ব্বাহ্যদোষৈঃ। একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্য" ইতিশ্রুতেঃ নাপি কামাদিধর্ম্মবত্তয়া স্বত এব কলুষিতং কামাদেরন্তঃকরণধর্ম্মত্বস্য শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধত্বাৎ, তস্মান্নির্দ্দোষব্রহ্মরূপায় এতয়োর্জীবন্মুক্তা অভোজ্যান্নাদিদোষদুষ্টাশ্চেতি ব্যাহতম্, স্মৃতিস্তু অবিদ্বদগৃহস্থবিষয়ৈব তস্মান্ন ভোজ্যমিত্যুপক্রমাৎ পূজাত ইতি মধ্যে নির্দ্দোষাৎ ধনাদ্ধর্ম্মাচ্চহীয়ত ইত্যুপসংহারাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১৯॥

নীলকণ্ঠ।—নন্থ "সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি তুল্যশ্রুতশীলায় ব্রাহ্মণদ্বয়ায় বিষমাং পূজাং প্রযুক্তবতঃ, তথা অতুল্যশ্রুতশীলায় ব্রাহ্মণদ্বয়ায় চ সমাং পূজাং প্রযুক্তবতশ্চাভোজ্যান্নত্বং গৌতমেন স্মর্য্যতে, তৎ কথং ব্রাহ্মণচণ্ডালয়োঃ, সমদর্শিত্বং যুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ ইহৈবেতি। যেষাং মনঃ সর্ব্বভূতেষু সাম্যে ব্রহ্মভাবে স্থিতং নিশ্চলং তৈঃ ইহৈব জীবদ্ভিরেব সর্গো জন্ম জিতো বশীকৃতঃ, হি যস্মাৎ নির্দ্দোষং সমং সর্ব্বত্রাবিষমং ব্রহ্মাস্তি। যথা হিরণ্ময়য়োর্দ্দেবতাতৎপীঠয়োঃ স্বর্ণদৃক্ সাম্যং পশ্যতি, পূজকস্তু আকারদৃক্ তারতম্যং পশ্যতি, তদ্বৎ পূজাস্মৃতিঃ ভ্রান্তিকৃততারতম্যবিষয়া, সাম্যদৃষ্টিস্তু তত্ত্ববিষয়েতি ভাবঃ। যস্মাদেবং তে সাম্যং পশ্যন্তি তস্মাৎ ব্রহ্মণি অখণ্ডৈকরসে তে দ্রষ্টারঃ স্থিতাঃ একীভাবেন সমাপ্তিং গতাঃ॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে সাত্ত্বিক, রাজসিক বা তামসিক ধর্ম্মাক্রান্ত সকল জীবকেই সমভাবে দর্শন করার প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু

বিষম স্বভাব ও বিষম গুণধর্ম্মী জীববৃন্দকে সমভাবে দর্শন করা ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ। মহর্ষি গৌতম বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি সম ব্যক্তির পূজায় বিষম ব্যবহার করে এবং বিষম ব্যক্তির পূজায় সম ব্যবহার করে, সেই পূজক ইহলোক ও পরলোক-ভ্রষ্ট হয়।" চতুর্ব্বেদ-পরায়ণ অত্যন্ত সদাচার-সম্পন্ন ব্রাহ্মণকে যেরূপ বস্ত্র, অলঙ্কার, অন্নাদি দান করিয়া সম্পূজিত করা হয়, তাঁহার সমতুল্য গুণসমন্বিত অন্য ব্রাহ্মণকে বিষম অর্থাৎ তদপেক্ষা ন্যূন দানাদি দ্বারা সম্পূজিত করিলে, অথবা সামান্য বেদাদি-শাস্ত্র-জ্ঞান-সম্পন্ন হীনাচার ব্রাহ্মণকে যেরূপ সামান্য উপচার সহকারে সম্পূজিত করা হয়, তাঁহার অপেক্ষা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্ ও সদাচার-নিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে তদ্বৎ দানাদি দ্বারা পূজিত করিলে, অথবা হীন জনকে শ্রেষ্ঠ জনাপেক্ষা অধিকতর সৎকৃত করিলে, সেই পূজকের অন্ন অভোজ্য হয়। আরও শাস্ত্রীয় শাসন দৃষ্ট হয় যে, যে পূজক যথাযোগ্য ব্যক্তির যথাযোগ্য সম্মানের ইতর-বিশেষ করেন, তিনি ধন ও ধর্ম্ম-ভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। যতিগণ পরিগ্রহ করেন না, পাক করেন না এবং ধন-সঞ্চয়ও করেন না। সুতরাং তাঁহারা এই শাসনের ব্যভিচার করিলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি নাই; যেহেতু, যাঁহাদের অন্ন ও ধনই নাই, তাঁহাদের অভোজ্যান্নত্ব ও ধনহীনতা চিরদিনই বর্ত্তমান। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের ধর্ম্মহানিত্ব দোষ অবশ্যই ঘটিবে। অভোজ্যান্নতা অশুচিত্বের ফল। পাপ হইতেই অশুচিত্ব সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। তপোধনদিগের তপই ধন; সুতরাং তাঁহাদের তপোরূপ ধনহানি অবশ্যই ঘটিবে। অতএব সমদর্শী পণ্ডিতগণকে যে জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা কখনই সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করা যায় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। সমদর্শী পণ্ডিতগণ জীবদ্দশাতেই এই দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ সংসার অতিক্রম করেন; সুতরাং দেহনাশের পরে তাঁহারা যে সংসার-পাশ-বিমুক্ত হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। বিষয় হইলেও সকল ভূতে ব্রহ্ম সমভাবেই বিরাজমান আছেন; ইহাই যাঁহাদের ঐকান্তিক বিশ্বাস, তাঁহারাই সমদর্শী। তাঁহারা জানেন যে, ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম, অর্থাৎ তিনি সর্ব্বপ্রকার বিকার-বিরহিত, কূটস্থ, নিত্য এবং এক। দুষ্টত্ব দ্বিবিধ; স্বতঃ দুষ্টত্ব ও দুষ্ট-সম্বন্ধজনিত দুষ্টত্ব; মূত্রাদি স্বতঃই দুষ্ট। গঙ্গাজল অদুষ্ট হইলেও, মূত্রগর্ত্তপাত-স্বরূপ দুষ্ট-সংস্পর্শ-জনিত

দুষ্ট হয়। মূঢ় জনেরা মনে করে যে, চণ্ডালাদিতে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মও দোষযুক্ত হইয়া থাকেন। এ সিদ্ধান্ত নিতান্ত ভ্রমাত্মক। ব্রহ্ম কোন দোষেরই সহিত সংস্পৃষ্ট নহেন; কারণ, তিনি আকাশের ন্যায় সঙ্গশূন্য। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই পরব্রহ্ম অসঙ্গ, সূর্য্য যেমন লোকের বাহ্যদোষ দ্বারা লিপ্ত হন না, সর্ব্বব্যাপী অদ্বিতীয় অন্তরাত্মাও তদ্রূপ লোকের বাহ্য-ব্যাপারে লিপ্ত হন না।" অতএব চণ্ডাল-কুক্কুরাদির সহিত সম্বন্ধ-হেতু পরমাত্মা কখনই দোষ-ভাগী হইতে পারেন না। পরমাত্মাতে কামাদি ধর্ম্মের আরোপ করিয়া তাঁহাকে স্বতঃই কলুষিত বলা যায় না; কারণ, শ্রুতি-স্মৃতির মতানুসারে কামাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম বলিয়া অবিসংবাদিতরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব নির্দ্দোষ ব্রহ্মস্বরূপ যতিগণ জীবন্মুক্ত। স্মার্ত্ত-শাসনানুসারে অভোজ্যান্নত্বাদি দোষে আত্মা কখনই স্পৃষ্ট নহেন; বিশেষতঃ স্মৃতির উল্লিখিত বচন জ্ঞান-বিরহিত গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই প্রযোজ্য; জ্ঞান-সম্পন্ন যতিগণ তাহার লক্ষ্যীভূত নহেন।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠ এই উপলক্ষে একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বর্ণ-বেদিকা ও তদুপরি সমাসীনা সুবর্ণময়ী দেবী-প্রতিমা স্বর্ণদ্রষ্টা এক স্বর্ণরূপেই দর্শন করেন, এবং পূজকাদি জনগণ দেবীমূর্ত্তি ও পীঠ-ভেদে তারতম্য সন্দর্শন করেন। এ সকলই ভ্রান্তিকৃত তারতম্য মাত্র ॥ ১৯ ॥

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়।—ব্রহ্মবিৎ (আত্মদর্শী) ব্রহ্মণি স্থিতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ (ব্রহ্মণি স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য সঃ) অসংমূঢ়ঃ (মোহরহিতঃ) প্রিয়ং (স্বাভিমত-বিষয়ম্) প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ (হর্ষযুক্তঃ স্যাৎ) চ অপ্রিয়ং (বাসনা-বিরুদ্ধবিষয়ং) প্রাপ্য ন উদ্বিজেৎ (বিষীদতি) ॥ ২০ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মদর্শী ব্রহ্মাবস্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ মোহশূন্য ইষ্ট লাভ করিয়া হৃষ্ট হন না এবং অনিষ্ট পাইয়া উদ্বিগ্ন হন না ॥ ২০ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি আত্মসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মে নিশ্চল বুদ্ধি-সম্পন্ন ও মোহাতীত হইয়াছেন, তিনি অভিপ্রেত বিষয়লাভ করিয়া আনন্দিত ও অনভিপ্রেত ব্যাপার সংঘটন হেতু বিষণ্ণ হন না॥ ২০॥

শঙ্করাচার্য্য।—কর্ম্মিবিষয়ঞ্চ সমাসমাভ্যামিত্যাদি, ইদন্তু 'সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিবিষয়ং প্রস্তুতং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা" ইত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ, যস্মান্নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ নেতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন হর্ষং কুর্য্যাৎ প্রিয়মিষ্টং প্রাপ্য লব্ধ্বা, নোদ্বিজেৎ প্রাপ্যৈব চাপ্রিয়মনিষ্টং লব্ধ্বা, দেহমাত্রাত্মদর্শিনাং হি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে ন কেবলাত্মদর্শিনঃ তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ, সর্ব্বভূতেষেকঃ সমো নির্দ্দোষ আত্মেতি, স্থিরা নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জ্জিতশ্চ স্যাদ্‌যথোক্তব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মণি স্থিতোঽকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ॥ ২০॥

আনন্দগিরি।—ইতশ্চ নেদং সূত্রং ব্রহ্মবিদ্বিষয়মিত্যাহ কর্ম্মীতি। তত্রৈব পূজাপরিভবসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নন্থু যত্র সমত্বদর্শনং তত্রৈব স্বিদং সূত্রং ন তু কর্ম্মিণ্যকর্ম্মিণি বেতি বিভাগোঽস্তি তত্রাহ ইদন্ত্বিতি। সমত্বদর্শনস্য সন্ন্যাসিবিষয়ত্বেন প্রস্তুতত্বে হেতুমাহ সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। অধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যারভ্য তত্র তত্র সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাভিধানাৎ তদ্বিষয়মিদং সমত্বদর্শনং গম্যতে, তত্র চ নিরহঙ্কারে নিরবকাশং সূত্রমিত্যর্থঃ। নন্থু ইষ্টানিষ্টপ্রাপ্তিভ্যাং হর্ষবিষাদৌ বিদ্বানপি কুর্ব্বন্ নির্দ্দোষে ব্রহ্মণি কথং স্থিতিং লভেতেত্যাশঙ্ক্যাকাঙ্ক্ষিতং পূরয়ন্নুত্তরশ্লোকমুত্থাপয়তি যস্মাদিতি। আত্মজ্ঞাননিষ্ঠাবতো বিদুষো হর্ষবিষাদনিমিত্তাভাবান্ন তাবুচিতাবিত্যাহ স্থিরবুদ্ধিরিতি। নন্থু হর্ষবিষাদনিমিত্তত্বং প্রিয়াপ্রিয়য়োঃ সিদ্ধমিতি কথং তৎপ্রাপ্ত্যা হর্ষোদ্বেগৌ ন কর্ত্তব্যাবিতি নিযুজ্যতে তত্রাহ দেহেতি। বিদুষোঽপি প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তিসামর্থ্যাদেব হর্ষবিষাদৌ দুর্ব্বারাবিত্যাশঙ্ক্যাহ ন কেবলেতি। অদ্বিতীয়দর্শনশীলস্য ব্যতিরিক্তপ্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগান্ন তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিষাদাবিত্যর্থঃ। ইত্যপি, বিদুষো হর্ষবিষাদাবসম্ভাবিতাবিত্যাহ কিঞ্চেতি। নির্দ্দোষে ব্রহ্মণি প্রাগুক্তে দৃঢ়প্রতিপত্তিঃ সম্মোহেন হর্ষাদিহেতুনা রহিতো যথোক্তে সর্ব্বদোষরহিতে ব্রহ্মণ্যহমস্মীতি বিদ্যাবানশেষদোষশূন্যে তস্মিন্নেব ব্রহ্মণি স্থিতস্তদনুরোধাৎ কর্ম্মাণ্যমুষ্যমাণো নৈব হর্ষবিষাদভাগী ভবিতুমলমিত্যর্থঃ॥ ২০॥

রামানুজ।—যেন প্রকারেণাবস্থিতস্য কর্ম্মযোগিনঃ সমদর্শনরূপো জ্ঞানবিপাকো ভবতি তং প্রকারমুপদিশতি ন প্রহৃষ্যেদিতি। যাদৃশদেহস্থস্য প্রাচীনকর্ম্মবাসনয়া যৎ প্রিয়ং যচ্চাপ্রিয়ং তদুভয়ং প্রাপ্য হর্ষোদ্বেগৌ ন কুর্য্যাৎ। কথম্? স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরে আত্মনি বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ অস্থিরেণ শরীরেণ স্থিরমাত্মানমেকীকৃত্য মোহঃ সংমোহস্তদ্রহিতঃ সংমোহং ন প্রাপ্তঃ। তচ্চ কথং ব্রহ্ম ব্রহ্মণি স্থিতঃ উপদেশেন ব্রহ্মবিৎ

সংস্তস্মিন্ ব্রহ্মণ্যভ্যাসযুক্তঃ। এতদুক্তং ভবতি, তত্ত্ববিদামুপদেশেনাত্মযাথাত্ম্যবিদ্ভূত্বা তত্রৈব যতমানো দেহাত্মাভিমানং পরিত্যজ্য স্থিরব্রহ্মপাত্মাবলোকনপ্রিয়ানুভবে ব্যবস্থিতঃ অস্থিরে প্রাকৃতপ্রিয়াপ্রিয়ে প্রাপ্য হর্ষোদ্বেগৌ ন কুর্য্যাদিতি ॥ ২০ ॥

হনুমান্।—ন প্রহৃষ্যেদিতি। কর্ম্মিবিষয়স্ত সমাসমাভ্যামিত্যাদি, ইদন্তু সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসবিষয়ং প্রস্তুতং "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" ইত্যারভ্যাধ্যায়পরিসমাপ্তেঃ, যস্মাদেবং সমং ব্রহ্মাত্মা তস্মাৎ ন প্রহৃষ্যেৎ প্রহর্ষণং কুর্য্যাৎ। প্রিয়মভীষ্টং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়মনভীষ্টং লব্ধ্বা দেহমাত্রাত্মদর্শিনো হি প্রিয়াপ্রিয়ত্বপ্রাপ্তী হর্ষবিষাদৌ কুর্ব্বাতে, নকেবলাত্মদর্শিনস্তস্য প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যসম্ভবাৎ। কিঞ্চ সর্ব্বভূতেষু একঃ সমো নির্দ্দোষ আত্মনি স্থিতির্নির্ব্বিচিকিৎসা বুদ্ধির্যস্য স স্থিরবুদ্ধিঃ, অসংমূঢ়ঃ সংমোহবর্জিতশ্চ স্যাৎ। যথোক্তং ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ অকর্ম্মকৃৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধর।—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ, অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য, তৎ কুতঃ যতোঽসংমূঢ়ঃ নিবৃত্ত-মোহঃ ॥ ২০ ॥

বলদেব।—ব্রহ্মণি স্থিতস্য লক্ষণমাহ নেতি। বর্ত্তমানে দেহে স্থিতঃ প্রারব্ধাকৃষ্টং প্রিয়মপ্রিয়ঞ্চ প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেন্ন চোদ্বিজেৎ। কুতঃ? স্থিরা স্বাত্মনি বুদ্ধির্যস্য সঃ। অসং-মূঢ়ঃ অনিত্যেন দেহেন নিত্যমাত্মানমেকীকৃত্য মোহং ন লব্ধঃ, ব্রহ্মবিৎ তাদৃশং ব্রহ্মানুভবন্, এবং লক্ষণো ব্রহ্মণি স্থিতো বোধ্যঃ ॥ ২০ ॥

মধুসূদন।—যস্মান্নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ তদ্রূপমাত্মানং সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্ "দুঃখেষ্বনু-দ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ"ইত্যত্র ব্যাখ্যাতং পূর্ব্বার্দ্ধং জীবন্মুক্তানাং স্বাভাবিকঞ্চরিতমেব মুমুক্ষুভিঃ (প্রযত্নপূর্ব্বকমনুষ্ঠেয়মিতি বদিতুং, লিংপ্রত্যয়ৌ) অদ্বিতীয়াত্মদর্শনশীলস্য ব্যতিরিক্ত-প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্ত্যযোগাৎ ন তন্নিমিত্তৌ হর্ষবিষাদাবিত্যর্থঃ, অদ্বিতীয়াত্মদর্শনমেব বিবৃণোতি স্থিরবুদ্ধিরিতি। স্থিরা নিশ্চলা সন্ন্যাসপূর্ব্বকবেদান্তবাক্যবিচারপরিপাকেণ সর্ব্বসংশয়শূন্যত্বেন নির্ব্বিচিকিৎসা নিশ্চিতা ব্রহ্মণি বুদ্ধির্যস্য স তথা, লব্ধশ্রবণমননফল ইতি যাবৎ, এতাদৃশস্য সর্ব্বাসম্ভাবনাশূন্যত্বেঽপি বিপরীতভাবনাপ্রতিবন্ধাৎ সাক্ষাৎকারো নোদেতীতি নিদিধ্যাসনমাহ অসংমূঢ়ঃ, নিদিধ্যাসনস্য বিজাতীয়প্রত্যয়ানন্তরিতসজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহস্য পরিপাকেণ বিপরীতভাবনাখ্যসংমোহরহিতঃ, ততঃ সর্ব্বপ্রতিবন্ধাপগমাৎ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ ততশ্চ সমাধিপরিপাকেণ নির্দ্দোষে সমে ব্রহ্মণ্যেব স্থিতো নান্য-ত্রেতি ব্রহ্মণি স্থিতো জীবন্মুক্তঃ স্থিতপ্রজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ। এতাদৃশস্য দ্বৈতদর্শনাভাবাৎ প্রহর্ষো-দ্বেগৌ ন ভবত ইত্যুচিতমেব সাধকে ন তু দ্বৈতদর্শনে বিদ্যমানেঽপিবিষয়দোষদর্শনাৎ প্রহর্ষবিষাদৌত্যাজবিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২০ ॥

নীলকণ্ঠ।—ন প্রহৃষ্যেদিতি। যস্মাৎ নির্দ্দোষং সমং ব্রহ্ম তস্মাৎ প্রিয়ং পুত্রাদিকং

প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ অপ্রিয়ং শত্রুং দুঃখদং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ (বুদ্ধিস্থিতিরবুদ্ধেনানুষ্ঠেয়েতি জ্ঞাপয়িতুমুভয়ত্র লিঙ্ প্রয়োগঃ), স্থিরবুদ্ধিঃ প্রত্যগদ্বৈতে শ্রুতিযুক্তিভ্যাং স্থিরীকৃতপ্রজ্ঞঃ অসংমূঢ় ধ্যানজসাক্ষাৎকারেণ নির্গতমোহঃ অতএব ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মভাবস্ত লব্ধা ব্রহ্মভাবং গত ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মণ্যেব প্রত্যগদ্বয়ে ব্যুত্থানাবস্থায়ামপি স্থিতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মেত্যেব পশ্যন্নিত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

বিশ্বনাথ।—সমদৃষ্টিত্বং স্তৌতি ইহৈবেতি। ইহৈব ইহ লোক এব, স্বর্গ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতঃ পরাভূতঃ। এবং লৌকিকপ্রিয়াপ্রিয়য়োরপি তেষাং সাম্যমাহ ন প্রহৃষ্যেদিতি। ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্যতি, নোদ্বিজেৎ নোদ্বিজতে (সাধনদশায়ামেব-মভ্যসেদিতি। বিবক্ষয়া বা লিঙ্)। অসংমূঢ়ঃ হর্ষশোকাদীনাং অভিমাননিবন্ধনত্বেন সংমোহমাত্রত্বাৎ ॥ ১৯। ২০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্ম নির্দ্দোষ ও সম। আত্মাকে এইরূপে উপলব্ধি করিয়া দুঃখে ও সুখে অবিচলিত-চিত্ত থাকাই জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের লক্ষণ। "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" (২অ। ৫৬) ইত্যাদি শ্লোকে এই তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা মুক্তিলাভের বাসনা করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার সহকারে ইষ্টানিষ্ট বিষয়ে সমভাব থাকাই বিধেয়, ইহাই এক্ষণে সমর্থিত হইতেছে। বেদান্তবাক্য-বিচারের পরিপাক হেতু, সর্ব্বপ্রকার সংশয় বিরহিত হইয়া, যিনি শ্রবণমননাদির ফলস্বরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহার নিদিধ্যাসনের পরিপাক হওয়ায় বিপরীত ভাবনারূপ সম্মোহ বিদূরিত হইয়াছে, এইরূপে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধ-পরিশূন্য হইয়া যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এবং সমাধির পরিপাক হেতু যিনি সম ও নির্দ্দোষ ব্রহ্মেই অবস্থিত হইয়া জীবন্মুক্ত হইয়াছেন; দ্বৈতদর্শন না থাকায় তাঁহার কোন কারণেই হর্ষ বা বিষাদ জন্মে না। দ্বৈতদর্শন বিদ্যমান থাকিলেও, বিষয়ের দোষ দর্শন করিয়া হর্ষ-বিষাদ ত্যাগ করাই আবশ্যক। যাঁহারা দেহকেই আত্মা বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারাই ইষ্ট বস্তু লাভ করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া থাকেন, অথবা অনিষ্টজনক ব্যাপার ঘটিলে, বিষাদে আকুলিত হন। কিন্তু যাঁহার আত্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তাঁহার প্রিয়াপ্রিয়প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। সর্ব্বভূতে সম ও নির্দ্দোষ ব্রহ্ম বিরাজিত জানিয়া, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। মোহ বিদূরিত হওয়ায়, তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হইয়াছেন ॥ ২০ ॥

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে॥ ২১॥

অন্বয়।—বাহ্য-স্পর্শেষু (শব্দাদিবিষয়েষু) অসক্তাত্মা (অভিনিবেশ বিরহিতঃ) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ সুখং [তৎ] বিন্দতি (লভতে) সঃ ব্রহ্ম-যোগ-যুক্ত-আত্মা (পরমাত্মনি সমাধিনা স্থিতং অন্তঃকরণং যস্য) অক্ষয়ং (অনন্তং) সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি)॥ ২১॥

প্রতিশব্দ।—বাহ্যেন্দ্রিয়-বিষয়ে তৃষ্ণারহিতচিত্ত অন্তঃকরণে যে সুখ [তাহা] লাভ করেন তিনি পরমাত্মাতে সমাধি-যুক্ত অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হন॥ ২১॥

ব্যাখ্যা।—ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বাহ্য বিষয় উপভোগে যাঁহার কোনই আসক্তি নাই, তিনি অন্তঃকরণে শান্তিজনিত সুখভোগ করেন; যাঁহার আত্মা পরমাত্মায় সমাধিযুক্ত, তিনি অনন্ত সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন॥ ২১॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যেতি। বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ বাহ্যস্পর্শাঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহ্যস্পর্শেষু আসক্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসক্তাত্মা বিষয়েষু প্রীতিবর্জিতঃ, স বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ সুখং তদ্বিন্দতীত্যেতৎ স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধির্ব্রহ্মযোগস্তেন ব্রহ্মযোগেন যুক্তঃ সমাহিতস্তস্মিন্ ব্যাপৃতঃ আত্মা অন্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে প্রাপ্নোতি, তস্মাদ্বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদাত্মন্যক্ষয়সুখার্থীত্যর্থঃ॥ ২১॥

আনন্দগিরি।—শব্দাদিবিষয়প্রীতিপ্রতিবন্ধান্ন কস্যচিদপি ব্রহ্মণি স্থিতিঃ সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্যাহ কিঞ্চেতি। ন কেবলং পূর্ব্বোক্তরীত্যা ব্রহ্মণি স্থিতো হর্ষবিষাদরহিতঃ, কিন্তু বিশ্বান্তরেণাপীত্যর্থঃ। যাবদ্যাবদ্বিষয়েষু রাগরূপমাবরণং নিবর্ত্ততে তাবত্তাবদাত্মস্বরূপসুখমভিব্যক্তং ভবতীত্যাহ বাহ্যেতি। ন কেবলমসক্তাত্মা শমবশাদেব সুখং বিন্দতে, কিন্তু ব্রহ্মসমাধিনা সমাহিতান্তঃকরণঃ সুখমনন্তং ব্যাপ্নোতীত্যাহ স ব্রহ্মেতি। তত্র পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে বাহ্যাশ্চেতি। সমাধানাধীনসম্যগ্জ্ঞানদ্বারা নিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিমুত্তরার্দ্ধব্যাখ্যানেন কথয়তি ব্রহ্মণীত্যাদিনা। শব্দাদিবিষয়বিমুখস্যানন্তসুখাপ্তিসম্ভবাৎ তদর্থিনা প্রযত্নেন বিষয়বৈমুখ্যং কর্ত্তব্যমিতি শিষ্যশিক্ষার্থমাহ তস্মাদিতি॥ ২১॥

রামানুজ।—বাহ্যস্পর্শেষ্বিতি। এবমুক্তেন প্রকারেণ বাহ্যস্পর্শেষ্বাত্মব্যতিরিক্ত-বিষয়ানুভবেষসক্তমনা অন্তরাত্মন্যেব যঃ সুখং বিন্দতি লভতে স প্রকৃত্যভ্যাসং বিহায় ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাভ্যাসযুক্তমনা ব্রহ্মানুভবরূপমক্ষয়ং নিবৃত্তসুখং প্রাপ্নোতি॥ ২১॥

হনুমান্।—কিঞ্চ বাহ্যেতি। ব্রহ্মণি স্থিতঃ বাহ্যস্পর্শেষু বাহ্যাশ্চ তে স্পর্শাশ্চ তে বাহ্যস্পর্শাঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তেষু বাহ্যস্পর্শেষু অসক্তাত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসক্তাত্মা, বিষয়েষু প্রীতিবর্জ্জিতঃ স বিন্দতি লভতে আত্মনি যৎ সুখং তদ্ বিন্দতি স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিঃ ব্রহ্মযোগস্তেন যুক্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি, তস্মাদ্বাহ্যবিষয়েষু প্রীতেঃ ক্ষণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ॥ ২১॥

শ্রীধর।—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধিস্থৈর্য্যে হেতুমাহ বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শা বিষয়া বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ আত্মন্যন্তঃকরণে যদুপশমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে, স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥ ২১॥

বলদেব।—পৌর্ব্বোত্তর্য্যেণ স্বপরাত্মানাবনুভবতীত্যাহ বাহ্যেতি। বাহ্যস্পর্শেষু শব্দাদিবিষয়ানুভবেষসক্তাত্মা সন্ যদাত্মনি স্বস্বরূপেঽনুভূয়মানে সুখং তদাদৌ বিন্দতি, তদুত্তরং ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তদ্যুক্তাত্মা সন্ যদক্ষয়ং মহদনুভবলক্ষণং সুখং তদশ্নুতে লভতে॥ ২১॥

মধুসূদন।—নন্বু বাহ্যবিষয়প্রীতেরনেকজন্মানুভূতত্বেনাতিপ্রবলত্বাৎ তদাসক্তচিত্তস্য কথমলৌকিকে ব্রহ্মণি দৃষ্টসর্ব্বসুখরহিতে স্থিতিঃস্যাৎ, পরমানন্দরূপত্বাদিতি চেৎ ন তদানন্দস্যা-নমুভূতচরত্বেন চিত্তস্থিতহেতুত্বাভাবাৎ। তদুক্তং বার্ত্তিকে,“অপ্যানন্দঃ শ্রুতঃ সাক্ষাৎ মানেনা-বিষয়ীকৃতঃ। দৃষ্টানন্দাভিলাষং স ন মন্দীকর্ত্তুমপ্যলম্॥” ইতি তত্রাহ বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃশ্যন্ত ইতি স্পর্শাঃ শব্দাদয়ঃ তে চ বাহ্যা অনাত্মধর্ম্মত্বাৎ তেষসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ তৃষ্ণা-শূন্যতয়া বিরক্তঃ সন্ আত্মনি অন্তঃকরণ এব বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষং যদুপশমাত্মকং সুখং তদ্বি-ন্দতি লভতে নির্ম্মলসত্ত্ববৃত্ত্যা। তদুক্তং ভারতে, “যচ্চ কামসুখং লোকে যচ্চ দিব্যং মহৎ সুখম্। তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম॥” ইতি। অথবা প্রত্যগাত্মনি ত্বম্পদার্থে যৎ সুখং স্বরূপভূতং সুষুপ্তাবনুভূয়মানং বাহ্যবিষয়াসক্তিপ্রতিবন্ধাদলভ্যমানং তদেব তদভাবাল্লভতে ন কেবলং ত্বম্পদার্থসুখমেব লভতে, কিন্তু তৎপদার্থৈক্যানুভবেন পূর্ণসুখ-মপীত্যাহ। স তৃষ্ণাশূন্যঃ ব্রহ্মণি পরমাত্মনি যোগঃ সমাধিস্তেন যুক্তঃ তস্মিন্ ব্যাপৃত আত্মান্তঃকরণং যস্য স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা, অথবা ব্রহ্মণি তৎপার্থে যোগেন বাক্যার্থানু-ভবরূপেণ সমাধিনা যুক্ত ঐক্যং প্রাপ্তমাত্মা ত্বম্পদার্থস্বরূপং যস্য স তথা, সুখমক্ষয়মনন্তং স্বস্বরূপভূতমশ্নুতে ব্যাপ্নোতি প্রাপ্নোতি সুখানুভবরূপএব সর্ব্বদা ভবতীত্যর্থঃ। নিত্যোঽপি বস্তুতবিদ্যানিবৃত্ত্যভিপ্রায়েণ ধাত্বর্থযোগ ঔপচারিকঃ, তস্মাদাত্মক্ষয়সুখানুভবার্থী সন্

বাহ্যবিষয়প্রীতেঃ ক্ষণিকায়াঃ মহানরকানুবন্ধিন্যাঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ তাবতৈব চ ব্রহ্মণি স্থিতির্ভবতীত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ২১ ॥

নীলকণ্ঠ।—নয়নভূতাত্মসুখেপ্সয়া প্রসিদ্ধং বাহ্যসুখং ত্যক্তুমশক্যমতো ন প্রহৃষ্যেদিত্যসঙ্গতমত আহ বাহ্যেতি। বহির্ভবাঃ বাহ্যাঃ স্পর্শাঃ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাস্তেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ সন্ আত্মনি প্রত্যগদ্বয়ানন্দে সুষুপ্তিকালে স্থিত্বা যৎ সুখং বিন্দতি লভতে, স তদেব সুখং (বিধেয়াপেক্ষং পুংস্ত্বম্), কস্তৎ সুখং যো ব্রহ্মযোগে ব্রহ্মণি যোগঃ সমাধিস্তত্র যুক্তো যোজিত আত্মা বুদ্ধির্যেন স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মবিদিত্যর্থঃ। "ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মৈব ভবতি" ইতিশ্রুতেঃ, ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা তদেব সুখং বিন্দতীতি বক্তব্যে ব্রহ্মবিদেব তৎসুখমিতি তস্য সুখাভিন্নত্ববিবক্ষয়া ইদমুক্তম্। ননূভয়ত্র একমেব সুখং চেৎ কঃ সুপ্তসমাধিস্থয়োর্বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যাহ সুখমিতি। অক্ষয্যং সুখং মোক্ষঃ তং অশ্নুতে ব্যাপ্নোতি দ্বৈতাদর্শনস্য তুল্যত্বাদুভয়ত্রৈকমেব সুখং, তথাপি যোগী মূলাবিদ্যায়া নষ্টত্বাদক্ষয্যং সুখমশ্নুতে ন সুপ্তঃ অবিদ্যানুচ্ছেদাৎ, তথা চ মোক্ষসুখস্য মুখ্যস্যাপি অনুভূতত্বাত্তদর্থং বাহ্যসুখং সুত্যজমিত্যর্থঃ ॥ ২১ ॥

বিশ্বনাথ।—বাহ্যেতি। স চ বাহ্যস্পর্শেষু বিষয়সুখেষু অসক্তাত্মা অনাসক্তমনাঃ, অত্র হেতুঃ আত্মনি জীবাত্মনি পরমাত্মানং বিন্দতি, সতি প্রাপ্তে যৎ সুখং তৎ অক্ষয়ং সুখং সএব অশ্নুতে প্রাপ্নোতি। নহি নিরন্তরমমৃতাস্বাদিনে মৃত্তিকা রোচতে ইতি ভাবঃ ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—জন্মে জন্মে নিরন্তর বাহ্যবিষয় উপভোগ করিয়া তৎসম্বন্ধে হৃদয়ে অতিপ্রবলা প্রীতি বদ্ধমূল হইয়া থাকে। ব্রহ্মে স্থিতচিত্ত হইলে আপাততঃ কোন প্রত্যক্ষ সুখেরই সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হয় না। ব্রহ্ম পরমানন্দরূপ হইলেও, সে আনন্দ অনুভূত হয় না; সুতরাং বিষয়াসক্ত ব্যক্তির বিষয়তৃষ্ণা পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ব্রহ্মে চিত্ত স্থির করা অসম্ভব। বার্ত্তিককারও বলিয়াছেন, "ব্রহ্মানন্দের বিষয় শ্রুত হইলেও, মনের দ্বারা সাক্ষাৎসম্বন্ধে কখনই উপভুক্ত হয় না; সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ আনন্দভোগাভিলাষকে খর্ব্বীকৃত করিতে অশক্ত।" এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। শব্দাদি বাহ্য ব্যাপার সমূহ কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই অনুভূত হয়, তাহারা আত্মার ধর্ম্ম নহে। তত্তদ্বিষয়োপভোগে তৃষ্ণাশূন্য হইয়া যাঁহারা অনাসক্তচিত্ত ও বিষয়-বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা অন্তঃকরণে বাহ্য-বিষয়-নিরপেক্ষ উপ্রশমরূপ সুখ সম্ভোগ করেন। মহাভারতে কথিত হইয়াছে; "মনুষ্যলোকে কামজনিত যে সুখ এবং স্বর্গলোকে যে মহৎ সুখ, তৃষ্ণাক্ষয়জনিত সুখের সহিত তুলনায় তৎসমস্ত ষোড়শভাগের একভাগ হইবারও যোগ্য নহে।" সেই তৃষ্ণাশূন্য যোগী সমাধির দ্বারা তৎপদার্থরূপ পরমাত্মাতে তম্পদার্থরূপ

প্রত্যগাত্মা যোগ করিয়া ব্রহ্মযোগ-পরায়ণ হন। এইরূপে তৎ ও ত্বম্পদার্থের যোগ হইলে তিনি নিরন্তর অনন্ত সুখ সম্ভোগ করেন। অতএব বাহ্যবিষয়োপভোগজনিত ক্ষণিক সুখের লোভ সংবরণ করিয়া ইন্দ্রিয়বর্গকে বিষয় হইতে প্রত্যাহার কর এবং অনন্ত সুখ-সম্ভোগ-বাসনা-পরতন্ত্র হইয়া ব্রহ্মে আত্ম-সংযোগ কর ॥ ২১ ॥

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—যে সংস্পর্শজাঃ (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজনিতাঃ) ভোগাঃ (সুখানি) তে হি দুঃখ-যোনয়ঃ (দুঃখহেতবঃ) এব আদি-অন্তবন্তঃ (প্রারম্ভাবসানবিশিষ্টত্বাৎ অনিত্যাঃ) কৌন্তেয় বুধঃ (পণ্ডিতঃ) তেষু (ভোগেষু) ন রমতে (অনুরাগেণ সহ প্রবর্ত্ততে) ॥ ২২ ॥

প্রতিশব্দ।—যে সকল বিষয়েন্দ্রিয়জনিত সুখ, সে সকল নিশ্চয় দুঃখের কারণভূতই এবং অনিত্য; পার্থ পণ্ডিত তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

ব্যাখ্যা।—বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ-হেতু যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহা কেবল দুঃখেরই কারণস্বরূপ এবং ক্ষণবিধ্বংসী; অতএব হে পার্থ! পণ্ডিতগণ কখনই তাহাতে অনুরক্ত হন না ॥ ২২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইতশ্চ নিবর্ত্তয়েৎ যে হীতি। যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগা ভুক্তয়ো দুঃখযোনয় এব তেঽবিদ্যাকৃতত্বাৎ দৃশ্যন্তে হ্যাধ্যাত্মিকাদীনি দুঃখানি তন্নিমিত্তান্যেব, যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপীতি গম্যতে, এবশব্দান্ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়া ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ ন কেবলং দুঃখযোনয় আদ্যন্তবন্তশ্চ আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগো ভোগানামন্তশ্চ তদ্বিয়োগএবাত আদ্যন্তবন্তোঽনিত্যা মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধো ভোগেষু বিবেকী, অবগতপরমার্থতত্ত্বেঽত্যন্তমূঢ়ানামেব হি বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাম্ ॥ ২২ ॥

☞ পাঠান্তর, ২১ শ্লোক।—অক্ষয্যম্।

আনন্দগিরি।—তত্রৈব হেত্বন্তরপরত্বেনোত্তরশ্লোকমুদাহরতি ইতশ্চেতি। বিষয়েভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। বৈরাগ্যার্থমেব বৈষয়িকাণি সুখানি দূষয়তি যে হীতি। নমু বিষয়েন্দ্রিয়সংপ্রয়োগসম্ভূতেষু ভোগেষু জন্তূনামভিরুচিদর্শনাৎ .কুতস্তেষাং দুঃখযোনিত্বমিত্যাশঙ্ক্যাবিবেকিনাং তেষাসঙ্গেঽপি ন বিবেকিনামিত্যাহ আগ্বন্তবন্ত ইতি। যস্মাদাধিব্যাধিজরামরণাদিসহিতেভ্যঃ সমাগমনাদিক্লেশরূপভাগিভ্যশ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধেভ্যো ভোগাঃ সুখলবানুভবা জায়ন্তে, তস্মাত্তে দুঃখহেতবো ভবন্তীতি যোজনা। অবিদ্যাকার্য্যত্বাদ্দুঃখানাং কুতো ভোগজন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য ভোগানামবিদ্যাপ্রযুক্তত্বাত্তন্নিবন্ধনত্বং দুঃখানাং যুক্তমিত্যভিপ্রেত্যাহ অবিদ্যেতি। ভোগানাং দুঃখযোনিত্বে মানমনুভবমুপন্যস্যতি দৃশ্যন্তে হীতি। ঐহিকানাং ভোগানাং দুঃখনিমিত্তত্বেঽপি নামুষ্মিকাণাং তথাত্বমনুভবাভাবাদিত্যাশঙ্ক্যাবধারণসামর্থ্যসিদ্ধমর্থমাহ যথেতি। পূর্ব্বার্দ্ধস্যাক্ষরার্থমুক্ত্বা তাৎপর্যার্থমাহ নেত্যাদিনা। ইতশ্চ বিষয়েভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়িতব্যানীত্যাহ ন কেবলমিতি। আগ্বন্তবত্ত্বে মধ্যক্ষণবর্ত্তিত্বেন ক্ষণভঙ্গুরত্বাদুপেক্ষণীয়ত্বং ভোগানাং সিধ্যতি। অস্তি হি তেষাং ক্ষণভঙ্গুরত্বং ক্ষণিকবিষয়াকারমনোবৃত্তিব্যঙ্গ্যত্বাদিতি মন্বানঃ সন্নাহ অত ইতি। বুদ্ধিপূর্ব্বকারিণাং বিবেকবতাং ভোগেষূপেক্ষোপলব্ধেশ্চ তেষামাভাসত্বং প্রতিভাতীত্যাহ ন তেম্বিতি। প্রতিকোপাদানমাত্মমিদং পুনর্ব্যাখ্যানমিতি ন পুনরুক্তিঃ। নমু কেষাঞ্চিত্তাগেষভিরুচিরূপলভ্যতে তত্রাহ অত্যন্তেত্যি॥ ২২॥

রামানুজ।—প্রাকৃতস্য বাহ্যসুখস্য সুত্যজতামাহ যে হীতি। বিষয়েন্দ্রিয়স্পর্শজা যে ভোগা দুঃখযোনয়স্তে দুঃখোদর্কা আগ্বন্তবন্তঃ অল্পকালবর্ত্তিন উপলভ্যন্তে। ন তেষধ্যাত্মবিদ্রমতে॥ ২২॥

হনুমান্।—যে হীতি। যে হি যস্মাৎ সংস্পর্শা বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতা ভোগা ভুক্তয়ঃ দুঃখযোনয় এব তে অবিদ্যাকৃতত্বাৎ দৃশ্যন্তে আধ্যাত্মিকানি দুঃখানি বিষয়েন্দ্রিয়সংস্পর্শেভ্যো জাতান্যেব যথেহ লোকে তথা পরলোকেঽপীতি মন্যতে, এবশব্দান্ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধা বিষয়মৃগতৃষ্ণিকায়াং ইন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েৎ, ন কেবলং দুঃখযোনয়ঃ আগ্বন্তবন্তশ্চ আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগভোগানামন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এবাতঃ আগ্বন্তবন্তঃ অনিত্যা মধ্যক্ষণভাবিত্বাদিত্যর্থঃ। কৌন্তেয়! ন তেষু রমতে বুধঃ বিবেকী অবগতপরমার্থতত্ত্বঃ॥ ২২॥

শ্রীধর।—নমু প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাৎ তত্রাহ যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্দ্ধাসূয়াদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে॥ ২২॥

বলদেব।—অদৃষ্টাকৃষ্টৈষু বিষয়ভোগেষু অনিত্যত্বাবিনিশ্চয়ান্ন সজ্জতীত্যাহ যে হীতি। সংস্পর্শজা বিষয়জন্যা ভোগাঃ সুখানি, স্ফুটমন্যৎ॥ ২২॥

মধুসূদন।—নমু বাহ্যবিষয়প্রীতিনিবৃত্তাবাত্মস্থক্ষয়সুখানুভবস্তস্মিংশ্চ সতি তৎপ্রসাদাদেব বাহ্যবিষয়প্রীতিনিবৃত্তিরিতি ইতরেতরাশ্রয়বশান্নৈকমপি সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্য বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসেনৈব তৎপ্রীতিনিবৃত্তির্ভবতীতি পরিহারমাহ যে হীতি। হি যস্মাৎ যে সংস্পর্শজা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধজাঃ ভোগাঃ ক্ষুদ্রসুখলবানুবভাঃ ইহ বা পরত্র বা রাগদ্বেষাদিব্যাপ্তত্বেন দুঃখযোনয় এব তে, তে সর্ব্বেঽপি ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তং দুঃখহেতব এব। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে, "যাবতঃ কুরুতে যন্ত [জন্তু] সম্বন্ধান্ মনসঃ প্রিয়ান্। তাবন্তোঽস্য নিখন্যন্তে হৃদয়ে শোকশঙ্কবঃ॥" ইতি এতাদৃশা অপি ন স্থিরাঃ, কিন্তু আদ্যন্তবন্তঃ, আদির্বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগোঽন্তশ্চ তদ্বিয়োগ এব তৌ বিদ্যেতে যেষাং তে পূর্ব্বাপরয়োরসত্ত্বান্মধ্যে স্বপ্নবদাবির্ভূতাঃ ক্ষণিকাঃ মিথ্যাভূতাঃ। তদুক্তং গৌড়পাদাচার্য্যৈঃ "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা" ইতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ তেষু বুধো বিবেকী ন রমতে প্রতিকূলবেদনীয়ত্বান্ন প্রীতিমনুভবতি। তদুক্তং ভগবতা পতঞ্জলিনা, "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ" ইতি। সর্ব্বমপি বিষয়সুখং দৃষ্টমানুশ্রবিকঞ্চ দুঃখমেব প্রতিকূলবেদনীয়ত্বাৎ বিবেকিনঃ পরিজ্ঞাতক্লেশাদিস্বরূপস্য ন ত্ববিবেকিনঃ অক্ষিপাত্রকল্পো হি বিদ্বানত্যল্পদুঃখলেশেনাপ্যুদ্বিজতে, যথোর্ণাতন্তুরতিসুকুমারোঽপ্যক্ষিপাত্রে ন্যস্তঃ স্পর্শেন দুঃখয়তি নেতরেষ্বঙ্গেষু, তদ্বদ্বিবেকিন এব মধুবিষসম্পৃক্তান্নভোজনবৎ সর্ব্বমপি ভোগসাধনং কালত্রয়েঽপি ক্লেশানুবিদ্ধত্বাৎ দুঃখম্, ন মূঢ়স্য বহুবিধদুঃখসহিষ্ণোরিত্যর্থঃ। তত্র পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈরিতি ভূতবর্ত্তমানভবিষ্যৎকালেঽপি দুঃখানুবিদ্ধত্বাদৌপাধিকং দুঃখত্বং বিষয়সুখস্যোক্তম্, গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চেত্যনেন স্বরূপতোঽপি দুঃখত্বম্, তত্র পরিণামশ্চ তাপশ্চ সংস্কারশ্চ ত এব দুঃখানি তৈরিত্যর্থঃ (ইত্থম্ভূতলক্ষণে তৃতীয়া)। তথাহি রাগানুবিদ্ধ এব সর্ব্বোঽপি সুখানুভবঃ, ন হি যত্র ন রজ্যতে তেন সুখী চেতি সম্ভবতি রাগ এব চ পূর্ব্বমুদ্ভূতঃ সন্ বিষয়প্রাপ্ত্যা সুখরূপেণ পরিণমতে, তস্য চ প্রতিক্ষণং বর্দ্ধমানত্বেন স্ববিষয়াপ্রাপ্তিনিবন্ধনদুঃখস্যাপরিহার্য্যত্বাৎ দুঃখরূপতৈব, যা হি ভোগেষু ইন্দ্রিয়াণামুপশান্তিঃ পরিতৃপ্তত্বাৎ তৎ সুখং যা লৌল্যাদনুপশান্তিঃ তৎ দুঃখম্, ন চেন্দ্রিয়াণাং ভোগাভ্যাসেন বৈতৃষ্ণং কর্ত্তুং শক্যম্ যতো ভোগাভ্যাসমনুবিবর্দ্ধন্তে রাগাঃ কৌশলানি চ ইন্দ্রিয়াণাম্। স্মৃতিশ্চ, "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥" ইত্যাদি, তস্মাদ্দুঃখাত্মকরাগপরিণামত্বাদ্বিষয়সুখমপি দুঃখমেব, কার্য্যকারণয়োরভেদাদিতি পরিণামদুঃখত্বং, তথা সুখানুভবকালে তৎপ্রতিকূলানি দুঃখসাধনানি দ্বেষ্টি নানুপহত্য ভূতান্যুপভোগঃ সম্ভবতীতি, ভূতানি চ হিনস্তি দ্বেষশ্চ সর্ব্বাণি দুঃখসাধনানি মে মাভূবন্নিতি সঙ্কল্পবিশেষঃ, ন চ তানি সর্ব্বাণি কশ্চিদপি পরিহর্ত্তুং শক্নোতি, অতঃ সুখানুভবকালেঽপি তৎপরিপন্থিনং প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবাবস্থিতত্বাৎ তাপদুঃখং দুষ্পরিহরমেব, তাপো হি দ্বেষঃ, এবঞ্চ দুঃখসাধনানি পরিহর্ত্তুমশক্তো মুহ্যতি চেতি মোহদুঃখতাপি ব্যাখ্যেয়া। তথাচোক্তং যোগভাষ্যকারৈঃ, "সর্ব্বস্য দ্বেষানুবিদ্ধশ্চেতনাচেতনসাধনাধীনস্তাপানুভবঃ" ইতি। তত্রাস্তি

দ্বেষজঃ কর্ম্মাশয়ঃ দুঃখসাধনানি চ প্রার্থয়মানঃ কায়েন বাচা মনসা চ পরিস্পন্দতে, ততঃ পরমনুগৃহ্নাত্যুপহন্তি চেতি পরানুগ্রহপীড়াভ্যাং ধর্ম্মাধর্ম্মাবুপচিনোতি স কর্ম্মাশয়ো লোভান্মোহাচ্চ ভবতীত্যেষা তাপদুঃখতোচ্যতে, যথাচ বর্ত্তমানঃ সুখানুভবঃ স্ববিনাশকালে সংস্কারমাধত্তে, স চ সুখস্মরণম্, তচ্চ রাগম্, স চ মনঃকায়বচনচেষ্টাম্, সা চ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়ৌ, তৌ চ জন্মাদীনীতি সংস্কারদুঃখতা, এবং তাপমোহয়োরপি সংস্কারৌ ব্যাখ্যেয়ৌ। এবং কালত্রয়েঽপি দুঃখানুবেধাদ্বিষয়সুখং দুঃখমেবেত্যুক্ত্বা স্বরূপতোঽপি দুঃখতামাহ গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চেতি। গুণাঃ সত্ত্বরজস্তমাংসি সুখদুঃখমোহাত্মকাঃ পরস্পরবিরুদ্ধস্বভাবা অপি তৈল-বর্ত্ত্যগ্নয় ইব দীপং পুরুষভোগপ্রযুক্তত্বেন ত্র্যাত্মকমেকং কার্য্যমারভন্তে, তত্রৈকস্য প্রাধান্যে-ঽন্যয়োর্গুণভাবাৎ প্রধানমাত্রব্যপদেশেন সাত্ত্বিকং রাজসং তামসমিতি ত্রিগুণমপি কার্য্যমেকেন গুণেন ব্যপদিশ্যতে, তত্র সুখোপভোগরূপোঽপি প্রত্যয় উদ্ভূতসত্ত্বকার্য্যত্বেঽপ্যনুদ্ভূত-রজস্তমঃকার্য্যত্বাৎ ত্রিগুণাত্মকএব। তথাচ সুখাত্মকত্ববৎ দুঃখাত্মকত্বং বিষাদাত্মকত্বঞ্চ তস্য ধ্রুব-মিতি দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ। ন চৈতাদৃশোঽপি প্রত্যয়ঃ স্থিরঃ, যস্মাৎ চলঞ্চ গুণবৃত্তমিতি ক্ষিপ্রপরিণামি চিত্তমুক্তম্। নম্বেকঃ প্রত্যয়ঃ কথং পরস্পরবিরুদ্ধসুখদুঃখমোহত্বান্যেকদা প্রতিপদ্যত ইতি চেৎ ন উদ্ভূতানুদ্ভূতয়োর্ব্বিরোধাভাবাৎ সমবৃত্তিকানামেব হি গুণানাং যুগপদ্বিরোধঃ ন বিষমবৃত্তিকানাং যথা ধর্ম্মজ্ঞানবৈরাগ্যৈশ্বর্য্যাণি লব্ধবৃত্তিকানি লব্ধবৃত্তিকৈরে-বাধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যৈঃ সহ বিরুদ্ধ্যন্তে ন তু স্বরূপসদ্ভিঃ প্রধানস্য প্রধানেন সহ বিরোধো ন তু দুর্ব্বলেনেতি হি ন্যায়ঃ, এবং সত্ত্বরজস্তমাংস্যপি পরস্পরং প্রাধান্যমাত্রং যুগপন্ন সহন্তে ন তু সদ্ভাবমপি, এতেন পরিণামতাপসংস্কারদুঃখেষ্বপি রাগদ্বেষমোহানাং যুগপৎ সদ্ভাবো ব্যাখ্যাতঃ, প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদাররূপেণ ক্লেশানাং চতুরবস্থত্বাৎ। তথাহি "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।", "অবিদ্যা ক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ত-তনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।", "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।", "দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।", "সুখানুশয়ী রাগঃ।", "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।", "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢ়োঽভিনিবেশঃ।", "তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।", "ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।", "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।", "সতি মূলে তদ্বিপাকাজ্জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" ইতি পাতঞ্জলানি সূত্রাণি। তত্রাতস্মিংস্তদ্বুদ্ধির্ব্বিপর্য্যয়ো মোহোঽজ্ঞানমবিদ্যেতি পর্য্যায়াঃ, তস্যা বিশেষঃ সংসারনিদানম্, তত্রানিত্যে নিত্য-বুদ্ধির্যথা ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবা সচন্দ্রতারকাঃ দ্যৌঃ, অমৃতাদিবৌকস ইতি, অশুচৌ পরমবীভৎসে কায়ে শুচিবুদ্ধির্যথা নবেব শশাঙ্কলেখা কমনীয়েয়ং কন্যা মধ্বমৃতাবয়ব-নির্ম্মিতেব চন্দ্রং ভিত্ত্বা নিঃসৃতেব জ্ঞায়তে নীলোৎপলপত্রায়তাক্ষী হাবগর্ভাভ্যাং লোচ-নাভ্যাং জীবলোকমাশ্বাসয়তীবেতি কস্য কেন সম্বন্ধঃ। "স্থানাদ্বীজাদুপষ্টম্ভান্নিস্পন্দান্নিধ-নাদপি। কায়মাধেয়শৌচত্বাৎ পণ্ডিতা হ্যশুচিং বিদুঃ॥" ইতি চ বৈয়াসিকঃ। এতেনাপুণ্যে পুণ্যপ্রত্যয়োঽনর্থে চার্থপ্রত্যয়ো ব্যাখ্যাতঃ। দুঃখে সুখখ্যাতিরুদাহৃতা। "পরিণামতাপ-

সংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ” ইতি। অনাত্মন্যাত্মখ্যাতিঃ যথা, শরীরে মনুষ্যোঽহমিত্যাদিঃ। ইয়ঞ্চাবিদ্যা সর্ব্বক্লেশমূলভূতা তম ইত্যুচ্যতে। বুদ্ধি-পুরুষয়োরভেদাভিমানোঽস্মিতা মোহঃ। সাধনরহিতস্যাপি সর্ব্বং সুখজাতীয়ং মে ভূয়াদিতি-বিপর্য্যয়বিশেষো রাগঃ স এব মহামোহঃ। দুঃখসাধনে বিদ্যমানেঽপি কিমপি দুঃখং মে মাভূ-দিতি বিপর্য্যয়বিশেষো দ্বেষঃ স তামিস্রঃ। আয়ুরভাবেঽপ্যেতৈঃ শরীরেন্দ্রিয়াদিভিরনিত্যৈ-রপি বিয়োগো মে মা ভূদিত্যাবিদ্বদঙ্গনাবালঃ স্বাভাবিকঃ সর্ব্বপ্রাণিসাধারণো মরণত্রাসরূপো বিপর্য্যয়বিশেষোঽভিনিবেশঃ সোঽন্ধতামিস্রঃ। তদুক্তং পুরাণে, “তমোমোহো মহামোহস্তা-মিস্রোহ্যন্ধসংজ্ঞিতঃ। অবিদ্যা পঞ্চপর্ব্বৈষা প্রাদুর্ভূ তা মহাত্মনঃ॥”ইতি। এতেচ ক্লেশাশ্চতুরবস্থা ভবন্তি ; ত াসতোঽনুৎপন্তেরনভিব্যক্তরূপেণাবস্থানং প্রসুপ্তাবস্থা। অভিব্যক্তস্যাপি সহকার্য্য-লাভভাবাৎ কার্য্যাজনকত্বং তনবস্থা। অভিব্যক্তস্যাপি জনিতকার্য্যস্য কেনচিদ্বলবতা-ভিভবো বিচ্ছেদাবস্থা। অভিব্যক্তস্য প্রাপ্তসহকারিসম্পত্তেরপ্রতিবন্ধেন স্বকার্য্যকরত্ব-মুদারাবস্থা। এতাদৃগবস্থাচতুষ্টয়বিশিষ্টানামস্মিতাদীনাং চতুর্ণাং বিপর্য্যয়রূপাণাং ক্লেশানা-মবিদ্যৈব সামান্যরূপা ক্ষেত্রং প্রসবভূমিঃ সর্ব্বেষামপি বিপর্য্যয়রূপত্বস্য দর্শিতত্বাৎ, তেনা-বিদ্যানিবৃত্ত্যৈব ক্লেশানাং নিবৃত্তিরিত্যর্থঃ। তে চ ক্লেশাঃ প্রসুপ্তা যথা প্রকৃতিলীনানাং তনবঃ, প্রতিপক্ষভাবনয়া তনূকৃতা যথা যোগিনাং তে উভয়েঽপি সূক্ষ্মাঃ প্রতিপ্রসবেন মনো-নিরোধেনৈব নির্বীজসমাধিনা হেয়াঃ। যে তু সূক্ষ্মবৃত্তয়স্তৎকার্য্যভূতাঃ স্থূলা বিচ্ছিন্না উদারাশ্চ বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য তেন তেনাত্মনা পুনঃ প্রাদুর্ভবন্তি। বিচ্ছিন্নাঃ যথা রাগকালে ক্রোধো বিদ্য-মানোঽপি ন প্রাদুর্ভূত ইতি বিচ্ছিন্ন উচ্যতে। এবমেকস্যাং স্ত্রিয়াং চৈত্রো রক্ত ইতি নান্যাসু বিরক্তঃ কিন্ত্বেকস্যাং রাগো লব্ধবৃত্তিরন্যাসু চ ভবিষ্যদ্বৃত্তিরিতি, স তদা বিচ্ছিন্ন উচ্যতে। যে যদা বিষয়েষু লব্ধবৃত্তয়স্তে তদা সর্ব্বাত্মনা প্রাদুর্ভূ তা উদারা উচ্যন্তে। তত উভয়েঽপ্যতিস্থূলত্বাৎ শুদ্ধসত্ত্বময়েন ভগবদ্ধ্যানেন হেয়াঃ ন মনোনিরোধমপেক্ষন্তে। নিরোধহেয়াস্তু সূক্ষ্মাএব। তথাচ পরিণামতাপসংস্কারদুঃখেষু প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নরূপেণ সর্ব্বে ক্লেশাঃ সর্ব্বদা সন্তি, উদারতা তু কদাচিৎ কস্য বিশেষঃ। এতে চ বাধনালক্ষণং দুঃখমুপজনয়ন্তঃ ক্লেশশব্দবাচ্যা ভবন্তি। যতঃ কর্ম্মাশয়ো ধর্ম্মাধর্ম্মাখ্যঃ ক্লেশমূলকএব সতি চ মূলভূতে ক্লেশে তস্য কর্ম্মা-শয়স্য বিপাকঃ ফলং জন্মায়ুর্ভোগশ্চেতি, স চ কর্ম্মাশয় ইহ পরত্র চ স্ববিপাকারম্ভকত্বেন দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। এবং ক্লেশসন্ততির্ঘটীযন্ত্রবদনিশমাবর্ত্ততে, অতঃ সমীচীনমুক্তম্। যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয়এব তে আদ্যন্তবন্ত ইতি দুঃখযোনিত্বং পরিণামাদিভির্গুণবৃত্তি-বিরোধাচ্চ। আদ্যন্তবত্বং গুণবৃত্তস্য চলত্বাদিতি যোগমতে ব্যাখ্যা। ঔপনিষদানান্তু “অনাদিভাবরূপমজ্ঞানমবিদ্যা। অহঙ্কারধর্ম্মাধ্যাসো হস্মিতা রাগদ্বেষাভিনিবেশাস্তদ্বৃত্তি-বিশেষাঃ” ইত্যবিদ্যামূলত্বাৎ সর্ব্বেঽপ্যবিদ্যাত্মকত্বেন মিথ্যাভূতা রজ্জুভুজগাধ্যাসবৎ মিথ্যা-ভূতত্বেঽপি দুঃখযোনয়ঃ স্বপ্নাদিবৎ দৃষ্টিসৃষ্টিমাত্রত্বেনাদ্যন্তবত্ত্বশ্চেতি বুধোঽধিষ্ঠানসাক্ষাৎ-কারেণ নিবৃত্তভ্রমস্তেষু ন রমতে নহি শুক্তিকা স্বরূপজ্ঞানবানিব তদ্রোপ্যার্থী ন

প্রবর্ত্ততে। ন সংসারে সুখস্য গন্ধমাত্রমপ্যস্তীতি বুদ্ধ্বা ততঃ সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি নিবর্ত্তয়েদিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

নীলকণ্ঠ।—ননু সুষুপ্তিতুল্যস্য মোক্ষসুখস্যার্থে কঃ প্রাপ্তমেব বাহ্যং দিব্যস্ত্র্যন্নপানগীতবাদ্যাদিসুখং ত্যজেদিত্যাশঙ্ক্য বাহ্যসুখং অনিত্যত্বাৎ নিন্দতি যে হীতি। সংস্পর্শজাঃ বিষয়সম্বন্ধজাঃ। দুঃখযোনিত্বে হেতুঃ আদ্যন্তবন্ত ইতি। জাতে পুত্রে যৎ সুখং তৎ তস্মিন্ নষ্টে নশ্যতি দুঃখঞ্চ মহৎ প্রযচ্ছতীতি তেষু ভোগেষু বুধঃ পরিপাকদর্শী ন রমতে ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ।—বিবেকবানেব বস্তুতো বিষয়সুখেনৈব সজ্জতীত্যাহ যে হীতি ॥ ২২ ॥

তাৎপর্য্য।—বিষয় এবং ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হেতু যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখানুভব সমুদ্ভূত হয়, তাহার সহিত রাগদ্বেষের সংস্রব আছে; সুতরাং তৎসমস্ত দুঃখের কারণস্বরূপ। বিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে, "জীব, প্রিয় বস্তুর সহিত যতদিন মনের সম্বন্ধ স্থাপন করে, ততদিন শোক-শলাকা তাহার হৃদয়দেশ বিদ্ধ করিতে থাকে।" অতএব এই বাহ্য-বিষয়-প্রীতি যতদিন পরিত্যাগ করিতে না পারা যায়, ততদিনই তাহা দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে। তাহার সর্ব্বনাশ-সাধিনী শক্তি এত প্রবল হইলেও, সে কিন্তু স্থির নহে; তাহার উদ্ভব ও লয় আছে। বিষয়ের সহিত যখন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়, তখনই সেই সুখের আরম্ভ হয়; এবং বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়-সংযোগের অবসান হইলেই সে সুখের বিয়োগ হয়। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ও তদভাব, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তীকালে সেই মিথ্যাভূত সুখ, স্বপ্নবৎ আবির্ভূত হইয়া ক্ষণকাল মাত্র অবস্থিতি করে। শ্রীমদ্গৌড়াচার্য্য লিখিয়াছেন, "আদিতে যাহা নাই, অন্তেও যাহা নাই, বর্ত্তমানেও তাহা নাই।" এই সুখ ক্ষণিক, মিথ্যাভূত এবং ক্লেশেরই কারণস্বরূপ জানিয়া, বিবেকী ব্যক্তি কখনই তাহাতে প্রীতি অনুভব করেন না। ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন, "পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্ব্বমেব দুঃখং বিবেকিনঃ।" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ১৫ সূত্র)। পরিণামে তাপ, ভোগকালেও দুঃখ, পশ্চাতেও দুঃখপ্রদ এবং সত্বাদিগুণের বিরোধ হয় বলিয়া, বিবেকিগণ সকলই দুঃখরূপে মনে করেন। অর্থাৎ বিষয়ভোগের পরিণাম নিতান্ত ক্লেশজনক, ভোগকালেও তাহা ক্লেশপ্রদ এবং ভোগাবসানেও তাহার স্মরণ ক্লেশকর। এই জন্যই পণ্ডিতগণ তাহাতে আসক্ত হন না। কিন্তু যাহারা অবিবেকী, তাহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া, তদভিমুখে প্রধাবিত হয়। অতি সুকুমার ঊর্ণাতন্তু যদি চক্ষু মধ্যে নিপতিত হয়, তাহা হইলেও যন্ত্রণাদায়ক হয়; কিন্তু চক্ষু ভিন্ন অন্য

অঙ্গে তাহা পড়িলে কোন ক্লেশ জন্মে না। সেইরূপ চক্ষুঃস্বরূপ বিবেকিগণই বিষয়ভোগরূপ লূতাতন্তুপাত ক্লেশকর বলিয়া জ্ঞান করেন, অন্য অঙ্গরূপ অবিবেকিগণ তাহা বোধ করেন না। মধু-সম্পৃক্ত বিষান্নভোজন যেমন যন্ত্রণারই হেতুভূত, সেইরূপ সর্ব্ববিধ ভোগসাধন সকল সময়েই দুঃখজনক। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়েই বিষয়সুখ দুঃখ প্রদান করে; এজন্য তাহা ঔপাধিক দুঃখরূপে কথিত হয়। বিষয়সুখ গুণবৃত্তির বিরোধী; অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয় বিষয়ভোগকালে পরস্পর বিরুদ্ধ হয়; অতএব বিষয়-সুখের দুঃখত্ব স্বরূপ অর্থাৎ স্বাভাবিক। সর্ব্বপ্রকার সুখানুভব অনুরাগ-সংশ্লিষ্ট; যে বিষয়ের জন্য অনুরাগ জন্মে না, তাহার দ্বারা কাহারও সুখও জন্মে না। প্রথমেই অনুরাগ সমুদ্ভূত হইয়া, বিষয়-লাভ-রূপ সুখে পরিণত হয়। সেই অনুরাগ প্রতিক্ষণেই প্রবর্দ্ধিত হয় এবং যদি অভিলষিত বিষয়-লাভের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে মানব অপরিহার্য্য দুঃখের অধীন হইয়া উঠে। ভোগ-পরিতৃপ্তি-হেতু ইন্দ্রিয়-প্রবৃত্তির উপশান্তিই সুখ; ভোগের নিমিত্ত আকাঙ্ক্ষা ও লোভজনিত যে অনুপশান্তি, তাহাই দুঃখ। কিন্তু বিবেচনা করিলেই দেখা যায় যে, নিরন্তর বিষয়ভোগ করিলেও তজ্জন্য তৃষ্ণা কখনই নিবারিত হয় না; বরং অনুরাগ ও কৌশল বৃদ্ধি সহকারে বিষয়-ভোগাভ্যাসও সংবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। "ন জাতু কামঃ কামানামুপ-ভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়োঽপ্যেবাভিবর্দ্ধতে॥" কামিদিগের কামপ্রবৃত্তি ভোগ দ্বারা কখনই উপশমিত হয় না; বরং ঘৃতসংযুক্ত অগ্নির ন্যায় তাহা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে। অতএব অনুরাগের পরিণাম কেবলই দুঃখময়। কার্য্য ও কারণ অভেদ। সুতরাং কারণস্বরূপ অনুরাগ যখন পরিণাম-দুঃখজনক, তখন তাহার কার্য্যস্বরূপ বিষয়ভোগও পরিণাম-দুঃখজনক। অপিচ, বিষয়-ভোগ-কালে তজ্জনিত সুখের বিরোধী ও প্রতিকূল বিষয়ের সম্বন্ধে মনে বিরাগ থাকে এবং কখন যেন সেই সুখের অপচয় হইয়া দুঃখের আবির্ভাব না হয়, এজন্য মনের ব্যগ্রতা থাকে। সুখানুভবকালে তৎপ্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে যে দ্বেষ নিরন্তর মনুষ্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তাহা অপরিহার্য্য এবং তাহাই তাপ বা দুঃখ। যোগভাষ্যকার মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন, সকল তাপই দ্বেষজনিত। লোভ এবং মোহ সুখ-সাধনস্বরূপ পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মাশয়ের প্রবর্ত্তক। দুরন্ত লোভ ও

মোহ যাহার প্রবর্ত্তক তাহা যে দুঃখ ও তাপজনক, একথা বলাই বাহুল্য। বর্ত্তমান কালের সুখানুভব সমাপ্তি অর্থাৎ বিনাশকালে সংস্কাররূপে পরিণত হয়। সেই সংস্কার সুখের স্মরণরূপে, সুখের স্মরণ রাগরূপে, সেই রাগ মন শরীর ও বাক্যের চেষ্টারূপে, সেই চেষ্টা পুণ্যাপুণ্য কর্ম্মাশয়রূপে, সেই পুণ্যাপুণ্য জন্মান্তরীণ সংস্কাররূপে আবর্ত্তিত হয়। এইরূপ কালত্রয়ে বিষয়সুখের সহিত দুঃখের সম্বন্ধ; এই জন্যই তাহা দুঃখ নামেই অভিহিত হয়। তাহার দুঃখজনকতা স্বাভাবিক, ঔপাধিক নহে। বিষয়সুখ গুণবৃত্তির বিরুদ্ধ; এজন্য দুঃখময়। সুখ দুঃখ ও মোহ স্বরূপ সত্ত্ব ও রজঃ এবং তমোগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব হইলেও, তৈল, বর্ত্তিকা ও অগ্নি-সংযুক্ত দীপের ন্যায় তিনে এক হইয়া মনুষ্যের কার্য্য সম্পাদন করে। কোন কার্য্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য, কোন কার্য্যে বা রজোগুণের এবং কোন কার্য্যে বা তমোগুণের প্রাধান্য পরিদৃষ্ট হয়। তদনুসারে কর্ম্মসমূহ সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক নামে অভিহিত হইলেও, প্রধানীভূত গুণের কার্য্য উদ্ভূত ও অপ্রধানীভূত গুণদ্বয়ের কার্য্য অনুদ্ভূত থাকে। এইরূপ সুখাত্মক, দুঃখাত্মক ও বিষাদাত্মক, কার্য্যসমূহ ত্রিগুণ সম্মিলিত; সুতরাং নিশ্চয়ই পরিণামদুঃখাত্মক। এই সকল কারণে বিবেকিগণ সকল কার্য্যই দুঃখস্বরূপ বলিয়াই জানেন। চিত্ত ক্ষিপ্র-পরিণামি, অর্থাৎ চিত্তে এখনই যে প্রত্যয় আছে, অনতিকাল মধ্যে তাহা পরিবর্ত্তিত হইয়া অভিনব প্রত্যয়ের সমুদ্ভব হইতে পারে; আবার অচিরে তাহাও বিদূরিত হইয়া নূতন প্রত্যয়ান্তরের আবির্ভাব হইতে পারে। এই জন্যই চিত্তকে ক্ষিপ্র-পরিণামি বলা যায়। চিত্তে প্রত্যয়ের স্থায়িত্ব এরূপ অনিশ্চিত হইলেও, রাগ, দ্বেষ ও মোহ চিত্তে একসময়েই বিদ্যমান থাকে। "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩ সূত্র)। অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ এই পাঁচ প্রকার ক্লেশ। যোগশাস্ত্রোক্ত এই পঞ্চবিধ ক্লেশের বৃত্তান্ত নিম্নে সবিশেষরূপে ব্যাখ্যাত হইতেছে। "অবিদ্যাক্ষেত্রমুত্তরেষাং প্রসুপ্ততনুবিচ্ছিন্নোদারাণাম্।" (পা, সা, ৪ সূ)। অবিদ্যা পরবর্ত্তী ক্লেশসমূহের ক্ষেত্রস্বরূপ। উল্লিখিত ক্লেশসমূহ প্রসুপ্ত, তনু অর্থাৎ সূক্ষ্ম, বিচ্ছিন্ন অথবা উদারভাবে থাকে। বীজে বৃক্ষজনন শক্তি আছে; কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। এইরূপ ভাবের নাম প্রসুপ্তাবস্থা। অতি সূক্ষ্মরূপে চিত্ত

মধ্যে ক্লেশের অবস্থানকে তনুভাব বলে। একটি প্রবৃত্তি প্রবল হইলে প্রতি-কূলটি বিচ্ছিন্ন হয়। ক্রোধের উদয় হইলে অনুরাগ বিচ্ছিন্ন হয়; কিন্তু এককালে অন্তরিত হয় না। এইরূপ ভাবের নাম বিচ্ছিন্নাবস্থা। ক্লেশ কখন কখন অতি প্রবল হইয়া পূর্ণ ও বিস্পষ্ট হয়; তখনই তাহার উদারাবস্থা। এইরূপ চারি ভাবে মনুষ্যের চিত্তে ক্লেশ অবস্থান করে। "অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা।" (পা, সা, ৫ সূ)। অনিত্যকে নিত্য, অশুচিকে শুচি, দুঃখকে সুখ, অনাত্ম পদার্থকে আত্মজ্ঞান করার নাম অবিদ্যা। অমর অর্থাৎ দেবতারা অনিত্য; কিন্তু তাঁহাদিগকে নিত্য বলিয়া মনুষ্যের যে ভ্রম দৃষ্ট হয়, তাহা অবিদ্যার কার্য্য। ভগবান্ ব্যাস বলিয়াছেন, শরীর নিতান্ত অশুচি পদার্থ; তাহার জন্মস্থান, বীজ, পোষক পদার্থ, নিঃসরণদ্বার সকলই অশুচি। এইরূপ অশুচি স্ত্রীদেহ দর্শনে মানবেরা ভ্রমান্ধ হইয়া পরম সুন্দর ও অতি পবিত্র বলিয়া জ্ঞান করে; ইহা অবিদ্যারই কার্য্য। বিষয়ভোগ পরিণামে দুঃখজনক; কিন্তু মানবেরা ভ্রান্তিক্রমে তাহা পরম সুখেরই কারণ বলিয়া জ্ঞান করে; ইহাই অবিদ্যা। দেহাদি নশ্বর পদার্থ কখনই নিত্য আত্মা নহে; কিন্তু অবিদ্যান্ধ মানব এই ভঙ্গুর দেহকেই আত্মজ্ঞান করিয়া চরিতার্থ হয়। "দৃক্‌দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতৈবাস্মিতা।" (পা, সা, ৬ সূ)। দৃক্‌শক্তি অর্থাৎ আত্মা ও দর্শনশক্তি উভয়েরই একভাবে অনুভব হওয়ার নাম অস্মিতা। চেতন-পুরুষই দৃক্‌শক্তি, সাত্ত্বিক অন্তঃকরণ দর্শনশক্তি; তদুভয়ের একাগ্রতা বোধ-রূপ ভ্রমের নাম অস্মিতা। লৌহিত্য স্ফটিকের গুণ নহে; কিন্তু লোহিত পদার্থ-সন্নিধানে স্ফটিক লোহিতবর্ণ দৃষ্ট হয়। তদ্দর্শনে স্ফটিক ও লোহিত-বর্ণ একীভূত জ্ঞান করা ভ্রম মাত্র। আত্মা নিরভিমান-স্বভাব; তথাপি আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাকার যে অভিমান তাহাই অস্মিতা নামক ক্লেশ। "সুখানুশয়ী রাগঃ।" (পা, সা, ৭ সূ)। সুখের অনুশয়কে রাগ বলে। পূর্ব্বানুভূত সুখের স্মৃতিহেতু তদনুরূপ সুখলাভের নিমিত্ত যে তৃষ্ণা উপস্থিত হয়, তাহারই নাম রাগ। "দুঃখানুশয়ী দ্বেষঃ।" (পা, সা, ৮ সূ)। দুঃখের অনুশয়কে দ্বেষ বলে। যে কখন দুঃখ ভোগ করিয়াছে, অনুভূত দুঃখ স্মরণ পূর্ব্বক, দুঃখজনক বিষয় সম্বন্ধে তাহার যে নিন্দাগর্ভ অনভিলাষ তাহাই দ্বেষ। "স্বরসবাহী বিদুষোঽপি তথারূঢোঽভিনিবেশঃ।" (পা,

পা, ৯ সূ)। বারংবার মরণ-দুঃখ অনুভব জনিত যে ভীতি-জনক-বাসনা সঞ্চিত থাকে, তাহাই স্বরস। সেই স্বরস যাহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তাহারাই স্বরসবাহী। সেই মরণ-স্মৃতি জনিত ত্রাসকে অভিনিবেশ বলে। জ্ঞানী ও মূর্খ সকলেরই চিত্তে এই ক্লেশ সাধারণ। জাত-মাত্রেই জীবমাত্রেরই এই মরণ-ভীতি দৃষ্ট হয়। পূর্ব্ব-মরণ-জনিত ভীতি ব্যতীত ইহা জন্মিতে পারে না। "তে প্রতিপ্রসবহেয়াঃ সূক্ষ্মাঃ।" (পা, সা, ১০ সূ) তাহারা সূক্ষ্ম হইলে প্রতিলোম-পরিণামের দ্বারা ত্যাগ করা আবশ্যক। উল্লিখিত পাঁচ প্রকার ক্লেশ তপস্যাদির দ্বারা সংস্কার মাত্রাবশেষ ও তনূকৃত হইলে চিত্তের লয় হয়। সুতরাং তৎসমস্ত ত্যাগ করা বিধেয়। ধর্ম্মিনাশে ধর্ম্মেরও নাশ হয়। চিত্তের নাশ হইলে সংস্কার সমূহেও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। "ধ্যানহেয়াস্তদ্বৃত্তয়ঃ।" (পা, সা, ১১ সূ)। সেই বৃত্তি সকল ধ্যান দ্বারা বর্জ্জনীয়। সেই পঞ্চবিধ ক্লেশের সুখ-দুঃখাদি-রূপ যে বৃত্তি অর্থাৎ স্থূলরূপ তাহা চিত্তের একাগ্রতালক্ষণ ধ্যান দ্বারা ত্যাজ্য। "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ।" (পা, সা, ১২ সূ) ক্লেশমূলক কর্ম্মাশয় দৃষ্ট জন্মবেদনীয় ও অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় ভেদে দুই প্রকার। পূর্ব্বোক্তরূপ ক্লেশসমূহ যাহার কারণস্বরূপ, সেই ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ সংস্কার-বিশেষের নাম কর্ম্মাশয়। যে দেহে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেহেই তাহার বিপাক ঘটিলে তাহাকে দৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় বলে; আর জন্মান্তরীণ কর্ম্ম জন্য যে ফল তাহাই অদৃষ্ট জন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয়। "সতিমূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।" (পা, সা, ১৩ সূ)। মূলে কর্ম্মাশয় থাকিলে সেই সেই কর্ম্মের জাতি, আয়ু, ভোগরূপ বিপাক অর্থাৎ ফল নিষ্পত্তি হয়। জাতি অর্থাৎ জন্ম বা দেবত্বাদি, আয়ু অর্থাৎ জীবন, ভোগ অর্থাৎ বিষয়াসক্তি। ভগবান্ পতঞ্জলি কৃত যোগ-শাস্ত্রোক্ত এই সকল সূত্র আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয় যে, অবিদ্যা যাবতীয় অনর্থের একমাত্র কারণ; অবিদ্যাই উল্লিখিত চতুর্বিবধ ক্লেশের প্রসবভূমি; অতএব এই অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে সকল ক্লেশেরই নিবৃত্তি হয়। এই ক্লেশসমূহ ঘটিকাযন্ত্রের ন্যায় অবিরত পরিক্রমণ করিতেছে। তাহার প্রকার, প্রকৃতি, উৎপত্তি ও নিবারণোপায় সকলই পূর্ব্বোদ্ধৃত যোগশাস্ত্রীয় বচন-পরম্পরা দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসমস্ত সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিলে উপলব্ধি হইবে

যে, বাস্তবিক ভোগসমূহ সংস্পর্শজনিত, দুঃখের কারণস্বরূপ এবং অচিরস্থায়ী। যোগশাস্ত্রানুসারে ক্লেশের মর্ম্ম সমীচীনরূপে ব্যাখ্যাত হইল। উপনিষদেও কথিত হইয়াছে যে, "অনাদি ভাবরূপ অজ্ঞানই অবিদ্যা; অহঙ্কারের অধ্যাসকে অস্মিতা বলে। রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ তাহার বৃত্তি।" অতএব মিথ্যারূপ অবিদ্যা যখন সকলেরই মূল, তখন রজ্জুতে ভুজঙ্গ অধ্যাসের ন্যায় সকলই মিথ্যাভূত হইলেও, তাহা দুঃখের কারণস্বরূপ এবং স্বপ্নবৎ ক্ষণস্থায়ী। ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হেতু যাঁহাদের ভ্রম নিবৃত্ত হইয়াছে, তাদৃশ বুধগণ এই অলীক বিষয়-ব্যাপারে অনুরক্ত হন না। মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকার স্বরূপ পরিজ্ঞান হেতু, তাঁহারা পিপাসা শান্তির নিমিত্ত, তথায় জলান্বেষণ করেন না। এই সংসারে সুখের লেশমাত্র নাই, বিষয়-ব্যাপারে প্রীতির গন্ধমাত্রও নাই জানিয়া, তাঁহারা যাবতীয় ইন্দ্রিয়কে তাহা হইতে নিবর্ত্তিত করেন।

মনুষ্যেরা জ্ঞানরূপ পরমধন লাভ করিয়া পশ্বাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভোগ করিতেছেন। পশুগণ আহার, নিদ্রা, মৈথুনাদি সকল ব্যাপারই নির্ব্বাহিত করে। কিন্তু জ্ঞানবলে যে পরমতত্ত্ব আয়ত্ত করা যায়, তাহা লাভ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা পরমার্থ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, কেবল বাহ্য বিষয়ভোগে উন্মত্ত থাকিয়া, এই জ্ঞানময় মানবজীবন কখনই বৃথা অতিবাহিত করেন না॥ ২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ॥ ২৩॥

অন্বয়।—যঃ শরীরবিমোক্ষণাৎ (দেহনাশাৎ) প্রাক্ (পূর্ব্বং) ইহ (বর্ত্তমানে জন্মনি) কাম-ক্রোধ-উদ্ভবং (কামেন তৃষ্ণয়া ক্রোধেন মন্যুনা চ জাতং) বেগং (প্রবলাং গতিং) সোঢ়ুং (সহিতুং) শক্নোতি (শক্তো ভবতি) সঃ যুক্তঃ (যোগী) সঃ নরঃ সুখী॥ ২৩॥

প্রতিশব্দ।—যিনি মরণের পূর্ব্বে কাম-ক্রোধ-জনিত উত্তেজনা সহ্য করিতে পারেন তিনি যোগী তিনি সুখী মনুষ্য॥ ২৩॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি জীবনান্ত হইবার পূর্ব্বেই কাম ক্রোধের প্রবল শাসন অতিক্রম করিতে পারেন, তিনিই যোগী পুরুষ এবং পরমসুখী ॥ ২৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অয়ঞ্চ শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষী কষ্টতমো দোষঃ সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতু-দুর্নিবার্য্যশ্চেতি তৎপরিহারে যত্নাধিক্যং কর্ত্তব্যমিত্যাহ ভগবান্ শক্নোতীতি। শক্নোত্যুৎ-সহতে ইহৈব জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুং প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরবিমোক্ষণাৎ আমরণা-দিত্যর্থঃ। মরণসীমাকরণং জীবতোঽবশ্যম্ভাবী হি কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ অনন্তনিমিত্তবান্ হি স ইতি যাবন্মরণং তাবন্ন বিশ্রম্ভণীয় ইত্যর্থঃ, কাম ইন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্তে ইষ্টে বিষয়ে শ্রূয়মাণে স্মর্য্যমাণে চানুভূতে সুখহেতৌ যা গৃধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ, ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা যো দ্বেষঃ স ক্রোধস্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবো যস্য বেগস্য স কামক্রোধোদ্ভবো বেগঃ, রোমাঞ্চনহৃষ্টনেত্রবদনাদিলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগস্তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং য উৎসহতে সোঢ়ুং সহিতুং শক্তঃ স যুক্তো যোগী সুখী চেহ লোকে নরঃ ॥ ২৩ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যমাহ অয়ঞ্চেতি। শ্রেয়োমার্গপ্রতিপক্ষত্বং কষ্টতমত্বে হেতুস্তত্রৈব হেত্বন্তরমাহ সর্ব্বেতি। প্রযত্নাধিক্যস্য কর্ত্তব্যত্বে হেতুং সূচয়তি দুর্নিবার্য্য ইতি। প্রসিদ্ধং হি কামক্রোধোদ্ভবস্য বেগস্য দুর্নিবার্য্যত্বং যেন মাতরমপি চাধিরো-হতি পিতরমপি হন্তি তমবশ্যং পরিহর্ত্তব্যং দর্শয়তি শক্নোতীতি। যথোক্তং বেগং বহিরনর্থ-রূপেণ পরিণামাৎ প্রাগেব দেহান্তরোৎপন্নং যঃ সোঢ়ুং ক্ষমতে তং স্তৌতি স যুক্ত ইতি। মরণসীমাকরণস্য তাৎপর্য্যমাহ মরণেতি। প্রসিদ্ধৌ হিশব্দঃ। তত্র হেতুমাহ অনন্তেতি। ব্যাধ্যুপহতানাং বৃদ্ধানাঞ্চ কামাদিবেগেন ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ইতি যাবদিতি। কামক্রোধো-দ্ভবং বেগং ব্যাখ্যাতুমাদৌ কামং মনোবিকারবিশেষত্বেন ব্যাচষ্টে কাম ইতি। কথমস্য মনোবিকারবিশেষত্বং তদাহ ইন্দ্রিয়েতি। কামো গৃধিস্তৃষ্ণেতি পর্য্যায়াঃ সন্তঃ শব্দা মনো-বিকারবিশেষে পর্য্যবস্যন্তীত্যর্থঃ। ক্রোধশ্চ মনোবিকারবিশেষস্তদ্বদিত্যাহ ক্রোধশ্চেতি। তমেব ক্রোধং স্পষ্টয়তি আত্মন ইতি। এবং কামক্রোধৌ ব্যাখ্যায় তয়োরুৎকটত্বাবস্থায়ামো বেগস্য তাভ্যামুৎপত্তিমুপলক্ষয়তি তাবিতি। যথোক্তবেগাবগমোপায়মুপদিশতি রোমাঞ্চন-হৃষ্টনেত্রেত্যাদিনা। উভয়বিধবেগং যো জীবন্নেব সোঢ়ুং শক্নোতি তং পুরুষধৌরেয়ত্বেন স্তৌতি তমিত্যাদিনা ॥ ২৩ ॥

রামানুজ।—শক্নোতীতি। শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগিহৈব সাধনদশায়ামেবাত্মানুভব-প্রীত্যা কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং নিরোদ্ধুং যঃ শক্নোতি স যুক্তঃ। আত্মানুভবায়ার্হঃ, স এব শরীরবিমোক্ষণোত্তরকালমাত্মানুভবসুখং সম্পৎস্যতে ॥ ২৩ ॥

হনুমান্।—অত্যন্তমূঢ়ানামেব বিষয়েষু রতির্দৃশ্যতে যথা পশুপ্রভৃতীনাম্, অতঃ

শ্রেয়োমার্গপরিপন্থী কষ্টতমো দুর্ব্বারশ্চ অতস্তৎপরিহারে যত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ ভগবান্ শক্নোতীতি। শক্নোতি সহতে, ইহৈব জীবন্নেব যঃ সোঢ়ুং প্রসহিতুম্, প্রাক্ পূর্ব্বং শরীরমোক্ষণাৎ মরণাৎ মরণসীমাকরণং জীবতো জনস্য হি কামক্রোধোদ্ভবা বেগা অনন্ত নিমিত্তবন্তঃ সর্ব্ব ইতি ন হি যাবৎ মরণং তাবৎ সংবিশ্রম্ভণীয়া ইত্যর্থঃ। কামশ্চেন্দ্রিয়গোচরপ্রাপ্ত ইষ্টবিষয়ে দৃশ্যমানে শ্রূয়মাণে বানুভূতে সুখহেতৌ যো গৃধিঃ তৃষ্ণা স কামঃ, ক্রোধশ্চাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু উপশ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা, যো দ্বেষঃ স ক্রোধস্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবৌ যস্য স কামক্রোধোদ্ভবঃ, রোমাঞ্চপ্রহৃষ্টবদননেত্রলিঙ্গান্তঃকরণ প্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটবক্রনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগস্তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং যঃ প্রসহতে সোঢ়ুম্ স যুক্তো যোগী সুখী চ ইহ লোকে নরঃ॥ ২৩॥

শ্রীধর।—তস্মান্মোক্ষএব পরমঃ পুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থএব মোক্ষভাগিত্যাহ শক্নোতীহৈবেতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তমিহৈব তদুদ্ভবসময়এব যো নরঃ সোঢ়ুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রম্, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাগ্দেহপাতাদিত্যর্থঃ। য এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নান্যঃ। যদ্বা মরণাদূর্দ্ধং বিলসন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে সএব যুক্তঃ, সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" ইতি॥ ২৩॥

বলদেব।—কামাদিবেগো হি জ্ঞাননিষ্ঠাপ্রতিকূলোঽতস্তস্য সহনে প্রযত্নবতা ভাব্যমিত্যাহ শক্নোতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগো মনোনেত্রক্ষোভাদিবপুস্তং ইহ তদুদ্ভবকাল এবমাত্মানুভবপ্রীত্যা যঃ সোঢ়ুং নিরোদ্ধুং শক্নোতি, শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবচ্ছরীরত্যাগম্, স এব যুক্তঃ কৃতাত্মসমাধিঃ স এব সুখী আত্মানুভবানন্দবান্, তথা তদ্বেগসহনে তীব্রপ্রযত্নো যোগ্যঃ॥ ২৩॥

মধুসূদন।—সর্ব্বানর্থপ্রাপ্তিহেতুর্দুর্নিবারোঽয়ং শ্রেয়োমার্গঃ প্রতিপক্ষঃ কষ্টতমো দোষো মহতা যত্নেন মুমুক্ষুণা নিবারণীয় ইতি যত্নাধিক্যবিধানায় পুনরাহ শক্নোতীতি। আত্মনোঽনুকূলেষু সুখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মানেষু স্মর্য্যমাণেষু বা তদ্গুণানুসন্ধানাভ্যাসেন যো রত্যাত্মকো গর্দ্ধোঽভিলাষস্তৃষ্ণা লোভঃ স কামঃ স্ত্রীপুংসয়োঃ পরস্পরব্যতিকরাভিলাষে ত্বত্যন্তনিরূঢ়কামশব্দঃ, এতদভিপ্রায়েণ "কামক্রোধস্তথা লোভঃ" ইত্যত্র ধনতৃষ্ণালোভঃ স্ত্রীপুংসব্যতিকরতৃষ্ণা কাম ইতি কামলোভৌ পৃথগুক্তৌ, ইহতু তৃষ্ণাসামান্যাভিপ্রায়েণ কামশব্দঃ প্রযুক্ত ইতি লোভঃ পৃথঙ্নোক্তঃ। এবমাত্মনঃ প্রতিকূলেষু দুঃখহেতুষু দৃশ্যমানেষু শ্রূয়মাণেষু স্মর্য্যমাণেষু বা তত্তদ্দোষানুসন্ধানাভ্যাসেন যঃ প্রজ্বলনাত্মকো দ্বেষো মন্যুঃ স ক্রোধঃ তয়োরুৎকটাবস্থালোকবেদবিরোধ প্রতিসন্ধানেঽপ্যপ্রতিবন্ধকতয়া লোকবেদবিরুদ্ধপ্রবৃত্ত্য-

সুখস্বরূপানদীবেগসাম্যেন বেগ ইত্যুচ্যতে। যথা হি নদ্যা বেগো বর্ষাস্বতিপ্রবলতয়া লোক-বেদবিরোধপ্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি গর্ত্তে পাতয়িত্বা মজ্জয়তি চাধো নয়তি চ, তথা কাম-ক্রোধয়োরপি বেগো বিষয়াভিধ্যানাভ্যাসেন বর্ষাকালস্থানীয়েনাতিপ্রবলো লোকবেদবিরোধ-প্রতিসন্ধানেনানিচ্ছন্তমপি বিষয়গর্ত্তে পাতয়িত্বা সংসারসমুদ্রে মজ্জয়তি চাধো মহানরকান্ নয়তি চেতি বেগপদপ্রয়োগেণ সূচিতম্। এতচ্চ "অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্" ইত্যত্র বিবৃতম্। তমেতাদৃশং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং অন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপং স্তম্ভস্বেদাদ্যনেকবাহ্যবিকারলিঙ্গং আশরীরবিমোক্ষণাৎ শরীরবিমোক্ষণপর্য্যন্তমনেকনিমিত্তবশাৎ সর্ব্বদা সম্ভাব্যমানত্বেনাবিস্র-ম্ভণীয়মন্তরুৎপন্নমাত্রং ইহৈব বহিরিন্দ্রিয়স্য ব্যাপারারূপাৎ গর্ত্তপাতনাৎ প্রাগেব যো যতির্ধীরস্তি-মিঙ্গিল ইব নদীবেগং বিষয়দোষদর্শনাভ্যাসজেন বশীকারসংজ্ঞকবৈরাগ্যেণ সোঢ়ুং তদনুরূপ-কার্য্যসংপাদনেনানার্থকং কর্ত্তুং শক্নোতি সমর্থো ভবতি স এব যুক্তো যোগী, স এব সুখী, স এব নরঃ পুমান্ পুরুষার্থসম্পাদনাৎ। তদিতরস্বাহারনিদ্রাভয়মৈথুনাদিপশুধর্ম্মমাত্ররতত্বেন-মনুষ্যাকারঃ পশুরেবেতি ভাবঃ। আশরীরবিমোক্ষণাদিত্যত্রান্যদ্ব্যাখ্যানং যথা, মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্যুবতিভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্দহ্যমানোঽপি প্রাণশূন্যত্বাৎ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে স যুক্ত ইত্যাদি। অত্র যদি মরণ-বজ্জীবনেঽপি কামক্রোধানুৎপত্তিমাত্রং ব্রূয়াৎ তদৈতদ্যুজ্যেত। যথোক্তং বশিষ্ঠেন, "প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখদুঃখে ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ॥" ইতি। ইহ তুৎপন্নয়োঃ কামক্রোধয়োর্ব্বেগসহনে প্রস্তুতে ন তয়োরনুৎপত্তিমাত্রং ন দৃষ্টান্ত ইতি কিমতিনির্ব্বন্ধেন॥ ২৩॥

নীলকণ্ঠ।—কঃ পুনর্মুখ্যঃ সুখী? ইত্যাহ শক্নোতীতি। ইহৈব জীবত্যেব দেহে প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ যাবদ্দেহপাতং ময়া কামক্রোধৌ জিতাবিতি বিস্রম্ভো ন কর্ত্তব্য ইত্যর্থঃ। শ্রুতে দৃষ্টেঽনুমিতে বা বিষয়ে যো গর্দ্ধস্তৃষ্ণারূপা অতৃপ্তিশ্চ স কামঃ, ক্রোধস্তাদৃশে এব বিষয়ে দ্বেষস্তৌ কামক্রোধৌ উদ্ভবৌ যস্য বেগস্য স রোমাঞ্চহৃষ্টনেত্রবক্ত্রলিঙ্গোঽন্তঃকরণপ্রক্ষোভরূপঃ কামোদ্ভবো বেগঃ, গাত্রপ্রকম্পপ্রস্বেদসন্দষ্টৌষ্ঠপুটরক্তনেত্রাদিলিঙ্গঃ ক্রোধোদ্ভবো বেগস্তং কামক্রোধোদ্ভবং বেগং সোঢ়ুং যঃ শক্নোতি স এব যুক্তো যোগী মুখ্যঃ সুখী চ নান্যঃ॥ ২৩॥

বিশ্বনাথ।—সংসারসিন্ধৌ পতিতোঽপ্যেষ এব যোগী এষ এব সুখীত্যাহ শক্নোতীতি॥ ২৩॥

তাৎপর্য্য।—ভোগানুরক্তি যাবতীয় অনর্থের হেতুভূত এবং মুক্তিরূপ পরম মঙ্গল-সাধনের পরিপন্থী। অতএব নিরতিশয় যত্ন সহকারে তাহা পরিহার করা মুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক। স্নেহের হেতুভূত অনুকূল বিষয়-লাভার্থ অনুরাগাত্মক অভিলাধ বা তৃষ্ণার নাম লোভ বা কাম। নর এবং নারীর পরস্পর সংমিশ্রণ-জনিত সুখলাভ-বাসনা কাম শব্দের নিগূঢ়

অর্থ। এস্থলে সর্ব্বপ্রকার বাসনা লক্ষ্য করিয়াই কাম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দুঃখের হেতুভূত প্রতিকূল বিষয় সম্বন্ধে মনের নিরতিশয় দ্বেষকে ক্রোধ বলে। এতদুভয় যখন উৎকট হইয়া সমাজ, ধর্ম্ম ও শাস্ত্রীয়-শাসন উপেক্ষা করিতে করিতে অগ্রসর হয়, তখনই তাহাদিগকে বেগবান্ বলা যায়। যেমন বর্ষা কালের স্রোতস্বতী, প্রবল ও উদ্দাম গতি সহকারে কূল প্লাবিত করিয়া অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হয় এবং তন্মধ্যে নিপতিত মানবকে হীনবল ও অধীন করিয়া, কখন বা নিমজ্জিত ও কখন বা ঘোরাবর্ত্তে নিপাতিত করে; তদ্রূপ কাম-ক্রোধের প্রবল ও প্রখর প্রবাহ বিষয়লোভরূপ বর্ষা-সমাগমে নিরতিশয় বিশালকায় ও বলবান্ হইয়া, অভিলষিত বিষয়াভিমুখে প্রবাহিত হয় এবং স্বকীয় আয়ত্তগত মানবকে সংসার-সলিলে মজ্জমান ও বিষয়াবর্ত্তে ঘূর্ণ্যমান করিতে করিতে, অবশেষে মহা-নরকরূপ সাগরে সংস্থাপিত করে। "অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ম্" (৩ অ। ৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে এই ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। যতদিন পর্য্যন্ত মানবের জীবনান্ত না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত বিষয়-ব্যাপারের দোষ-দর্শনে মানব তৎসম্বন্ধে বীতস্পৃহ ও বিদ্বেষ-বুদ্ধি-পরবশ না হয়, যতদিন পর্য্যন্ত অশেষ ক্লেশ-সঙ্কুল, তিমি-নক্র-কুম্ভীর-সমাকীর্ণ কাম-ক্রোধ-তরঙ্গিণীর উত্তাল তরঙ্গমালা সন্দর্শনে এবং বিষয়াবর্ত্তের দুর্নিবার বিপদ্-পরম্পরা স্মরণ করিয়া, সে সভয়ে সঙ্কুচিত না হয়, ততদিন তাহার পদে পদে এই দারুণ দূরিত-পাতের সম্ভাবনা থাকে। অতএব সময় থাকিতে, বিষয়-বৈরাগ্য-রূপ বলবান্ বান্ধবের সহায়তায়, সাবধান হইয়া বিষয়াকর্ষণ হইতে বিদূরিত ভাবে অবস্থান করাই বিহিত ব্যবস্থা। যিনি দেহনাশের পূর্ব্বেই সাবধানতা সহকারে বিষয়ের আক্রমণ অতিক্রম করিয়াছেন, তিনিই সমাহিত যোগী পুরুষ, তিনিই সুখী এবং পুরুষার্থ সম্পাদন হেতু, মানবকুলে তিনিই ধন্য। এই দেহ হইতে প্রাণবায়ু প্রয়াণ করিলে, দেহের সকল চেষ্টাই তিরোহিত হয়। তখন হাবভাব-শালিনী, লীলা, লালসা ও লাবণ্যময়ী দিব্যাঙ্গনার আলিঙ্গন; চিরন্তন শত্রুর তিরস্কার বা নিন্দাবাদ; পুত্র-ভ্রাতা-জ্ঞাতি-কুটুম্বাদি আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক জ্বলন্ত চিতানলে প্রক্ষেপ, কিছুই মনুষ্যকে বিচলিত করিতে পারে না। মরণের পূর্ব্বেই যিনি, চিত্তকে বৈরাগ্যসহকারে এতদ্রূপে পরিণত করিয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগী ও হৃদয়বেগ সংযত করিতে সক্ষম, তিনিই যোগী ও মুক্ত পুরুষ। মহর্ষি,

বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "প্রাণ বিগত হইলে মনুষ্য যেমন সুখ ও দুঃখ কিছুই অনুভব করে না, যিনি প্রাণযুক্ত অবস্থাতেই সেইরূপ হইতে পারেন, তিনি কৈবল্যাশ্রম লাভ করেন।" "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্যমেতৎ পশুভির্নরাণাম্। জ্ঞানং নরাণামধিকো বিশেষো জ্ঞানেন হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥" আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন এই সকল প্রবৃত্তি পশু ও মানবে সমভাবেই বিদ্যমান আছে। কেবল একমাত্র জ্ঞানই মানবদিগকে পশু হইতে বিশেষ করে। জ্ঞান না থাকিলে মানব পশুরই সমান হয়॥ ২৩॥

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি॥ ২৪॥

অন্বয়।—যঃ অন্তঃ-সুখঃ (আত্মনি সুখং যস্য সঃ) অন্তরারামঃ (আত্মনি আরামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ) তথা যঃ অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মনি জ্যোতিঃ দৃষ্টির্যস্য সঃ) সঃ যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মণি নির্ব্বৃতিরূপং মোক্ষং) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥ ২৪॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহার আত্মায় সুখ আত্মায় যাঁহার আনন্দ তদ্রূপ যাঁহার আত্মাতেই দৃষ্টি তিনি যোগী ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হন॥ ২৪॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার সকল সুখ অন্তরাত্মায় সীমাবদ্ধ, যাঁহার সকল আনন্দ আত্মাতেই নিহিত এবং যাঁহার আত্মাতেই দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেই যোগী পুরুষ পরব্রহ্মেই নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ করেন॥ ২৪॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথম্ভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি? ইত্যাহ ভগবান্ য ইতি। যোঽন্তরাত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখস্তথান্তরেবাত্মন্যারামঃ ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামস্তথৈবান্তরাত্মৈব জ্যোতিঃ প্রকাশো যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিরেব, য ঈদৃশঃ স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মণি নির্ব্বৃতিং মোক্ষমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্নধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি॥ ২৪॥

আনন্দগিরি।—জ্ঞানস্যাভ্যন্তরমাত্রমাত্মনিষ্ঠত্বং দর্শয়ন্ প্রকৃতং ব্রহ্মবিদমেব বিশিনষ্টি কথম্ভূতশ্চেতি। যথান্তরেব সুখং ন বাহ্যৈর্বিষয়ৈস্তথান্তরেব জ্যোতির্ন শ্রোত্রাদিভিরতো বিষয়ান্তরবিজ্ঞানরহিত ইত্যাহ তথেতি। যথোক্তবিশেষণসমাধিমান

জীবন্নেব মুক্তিমধিগচ্ছতীত্যাহ স যোগীতি। আত্মন্যন্তরেব সুখমিতি বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষত্বং বিবক্ষিতমন্তরারামত্বঞ্চ ইন্দ্রিয়াদিবিষয়াপেক্ষামন্তরেণ ক্রীড়াপ্রযুক্তফলভাক্ত্বমভিমতমিন্দ্রিয়াদিজন্য প্রকাশশূন্যত্বমাত্মজ্যোতিষ্ট্বমিষ্টং যথোক্তবিশেষণসম্পন্নঃ সমাহিতশ্চ জীবন্নেব ব্রহ্মভাবং প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণি পরিপূর্ণে নির্বৃতিং সর্ব্বানর্থনিবৃত্ত্যুপলক্ষিতাং স্থিতিমনতিশয়ানন্দাবির্ভাবলক্ষণাং প্রাপ্নোতীত্যাহ য ঈদৃশ ইতি ॥ ২৪ ॥

রামানুজ।—য ইতি। যো বাহ্যবিষয়ানুভবং সর্ব্বং বিহায়ান্তঃসুখ আত্মানুভবৈকসুখঃ অন্তরারামঃ আত্মৈকাধীনঃ স্বগুণৈরাত্মৈব সুখবর্দ্ধকো যস্য স তথোক্তঃ, তথান্তর্জ্যোতিরাত্মৈকজ্ঞানো যো বর্ত্ততে স ব্রহ্মভূতো যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমাত্মানুভবসুখং প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

হনুমান্।—কথম্ভূতশ্চ ব্রহ্মণি স্থিতো ব্রহ্মণি প্রাপ্নোতি ইত্যত্রাহ ভগবান্ য ইতি। যঃ অন্তঃ আত্মনি সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখস্তস্যান্তরাত্মনি আরামঃ ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামঃ, তথান্তরাত্মৈকজ্যোতিঃ, য ঈদৃশো যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মনির্বৃতিমিহ জীবন্নেব ব্রহ্মভূতঃ সন্ অধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

শ্রীধর।—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংবরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি অপিতু যোঽন্তরিতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন গীতনৃত্যাদিষু, স এবং ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪ ॥

বলদেব।—যৎপ্রীত্যা তং সোঢ়ুং শক্তস্তমাহ যোঽন্তরিতি। অন্তর্ব্বর্ত্তিনাত্মভূতেনাত্মনা সুখং যস্য সঃ, তেনৈবারামঃ ক্রীড়া যস্য সঃ, তস্মিন্নেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য সঃ। ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী ব্রহ্মভূতো লব্ধশুদ্ধজৈবস্বরূপো ব্রহ্মাধিগচ্ছতি পরমাত্মানং লভতে নির্ব্বাণং মোক্ষরূপং তেনৈব তল্লাভাৎ ॥ ২৪ ॥

মধুসূদন।—কামক্রোধবেগসহনমাত্রেণৈব মুচ্যতে ইতি ন কিন্তু অন্তর্ব্বাহ্যবিষয়নিরপেক্ষমেব স্বরূপভূতং সুখং যস্য সোঽন্তঃসুখো বাহ্যবিষয়জনিতসুখশূন্য ইত্যর্থঃ। কুতোবাহ্যবিষয়সুখাভাবঃ? তত্রাহ য ইতি। অন্তঃ আত্মন্যেব ন তু স্ত্র্যাদিবিষয়ে বাহ্যসুখসাধনে আরামঃ আরমণং ক্রীড়া যস্য সোঽন্তরারামস্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহত্বেন বাহ্যসুখসাধনশূন্য ইত্যর্থঃ। নন্ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহস্যাপি যতের্যদৃচ্ছোপনতৈঃ কোকিলাদিমধুরশব্দশ্রবণমন্দপবনসংস্পর্শনবচন্দ্রোদয়ময়ূরনৃত্যাদিদর্শনাতিমধুরশীতলগঙ্গোদকপানকেতকীকুসুমসৌরভাঘ্রাণাদিভির্গ্রাম্যৈঃ সুখোৎপত্তিসম্ভবাৎ কথং বাহ্যসুখতৎসাধনশূন্যত্বমিতি? তত্রাহ। তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ যথান্তরেব সুখং ন বাহ্যৈর্ব্বিষয়ৈস্তথান্তরেবাত্মনি জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানং ন বাহ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্যস্য সোঽন্তর্জ্যোতিঃ শ্রোত্রাদিজন্যশব্দাদিবিষয়বিজ্ঞানরহিতঃ। এবকারো বিশেষণত্রয়েঽপি সম্বধ্যতে। সমাধিকালে শব্দাদিপ্রতিভাসাভাবাৎ, ব্যুত্থানকালে তৎপ্রতিভাসেঽপি মিথ্যাত্বনিশ্চয়াৎ, ন বাহ্যবিষয়ৈস্তস্য সুখোৎপত্তিসম্ভব ইত্যর্থঃ। য এবং যথোক্তবিশেষণসম্পন্নঃ স যোগী সমাহিতঃ, ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্ম পরমানন্দরূপং কল্পিতদ্বৈতোপশমরূপত্বেন

নির্ব্বাণং তদেব কল্পিতভাবস্যাধিষ্ঠানকত্বাৎ অবিদ্যাবরণনিবৃত্ত্যাধিগচ্ছতি, নিত্যপ্রাপ্তমেব প্রাপ্নোতি। যতঃ সর্ব্বদৈব ব্রহ্মভূতো নান্যঃ। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" ইতি শ্রুতেঃ। অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্ন ইতি ন্যায়াচ্চ ॥ ২৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—কোঽসৌ যোগী যো মুখ্যঃ সুখীত্যুক্তং তত্রাহ য ইতি। সুখং বিষয়সঙ্গজা প্রীতিঃ আরামঃ প্রীতিহেতুঃ স্ত্র্যাদিভিঃ সহ ক্রীড়া, জ্যোতিঃ ক্রীড়োপকরণানাং প্রকাশঃ, তদেতৎ ত্রয়ং যস্য অন্তরেব সোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামোঽন্তর্জ্যোতিশ্চ ন ত্বিন্দ্রিয়দ্বারকমিতি এবশব্দার্থঃ, য এবম্ভূতঃ স যোগী কিমতো যন্ত্বেবং ব্রহ্মনির্ব্বাণং গত্বা প্রাপ্য পরমানন্দং ব্রহ্ম ইহৈবাধিগচ্ছতি, যতো ব্রহ্মভূতো জীবন্নেব ব্রহ্মদর্শনে ন ব্রহ্মভাবং গতঃ ॥ ২৪ ॥

বিশ্বনাথ।—যস্ত সংসারাতীতস্তস্য তু ব্রহ্মানুভব এব সুখমিত্যাহ য ইতি। অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য সঃ। যতোঽন্তরাত্মন্যেব রমতে, অতোঽন্তরাত্মন্যেব জ্যোতিদৃষ্টির্যস্য সঃ ॥ ২৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কেবল কাম-ক্রোধের বেগ সংবরণ করিলেই যে মোক্ষ লাভ করা যায়, এমন নহে। বাহ্য-বিষয়-জনিত সুখ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মানন্দ ও আত্মসুখেই যিনি মগ্ন, তিনিই মুক্তি লাভের অধিকারী। সেই আত্মানন্দ কিরূপ তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বাহ্য-বিষয়-জনিত সুখ অকিঞ্চিৎকর জানিয়া যিনি নিরন্তর স্বরূপভূত ব্রহ্মেই সুখানুভব করেন; স্ত্রী প্রভৃতি বাহ্য আরাম-জনক পদার্থ অতি তুচ্ছ বোধে যিনি আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেই রমণ করেন; কোকিলকণ্ঠোত্থিত সুমধুর কাকলী, বীণাসপ্তস্বরা প্রভৃতি বাদিত্রসমূহের শ্রবণ-বিনোদন নিক্কণ, কলকণ্ঠ কামিনীর কোমল গীত-ধ্বনি, সুরভি-সার প্রসূন-পুঞ্জের প্রীতিপ্রদ ঘ্রাণ, মৃদুমন্দ মলয় মারুতের সুখময় হিল্লোল, সুনীল নভস্তলে শারদ শশধরের কমনীয়া কান্তি, বিলাসিনী বরবর্ণিনীর বিলোল কটাক্ষ, নব জলধর সন্দর্শনে শিখিনীর সানন্দ নর্ত্তন প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার বাহ্য-সুখ-সাধন সামগ্রী নিতান্ত সামান্য ও ইতর বোধে যিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সমাহিত। আত্মানন্দরূপ অতুলনীয় সুখ ও আমোদে তিনি পরিপূর্ণ; সে আনন্দের শেষ নাই। তাদৃশ বিমলানন্দের সহিত ক্ষণবিধ্বংসী, তুচ্ছ বাহ্য বিষয়-ভোগ-জনিত আনন্দের কখনই বিনিময় হইতে পারে না। এইরূপ বোধ হেতু তাঁহার জ্ঞান ও দৃষ্টি কেবল ব্রহ্মেই সংলগ্ন হইয়াছে; কর্ণাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে তাঁহার চিত্ত সর্ব্বথা উদাসীন। এইরূপ যোগী পুরুষ যখন সমাধিমগ্ন থাকেন, তখন শব্দাদি বাহ্য ব্যাপার তাঁহার চিত্তে প্রবেশ করিতে

পায় না; আর যখন তাঁহার ব্যুত্থান হয়, তখন তৎসমস্ত নিতান্ত হেয় ও মিথ্যা বোধে তিনি তাহাতে সুখানুভব করেন না। এইরূপ ব্যক্তিই প্রকৃত যোগী। তিনি এই জীবনেই ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মেই লয় প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "সর্ব্ববিষয়ে ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য চিন্তা-বিরহিত ব্যক্তি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন" ॥ ২৪ ॥

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—ক্ষীণকল্মষাঃ (ক্ষয়িতপাপাদিদোষাঃ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (নিবৃত্ত-সংশয়াঃ) যতাত্মানঃ (সংযতচিত্তাঃ) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বেষাং ভূতানাং আনুকূল্যে প্রবৃত্তাঃ) ঋষয়ঃ (সম্যগ্‌দর্শিনঃ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে ॥ ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—ক্ষীণপাপ, নিবৃত্ত-সন্দেহ, জিতেন্দ্রিয় সকল প্রাণীর মঙ্গল-সাধনে অনুরক্ত সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্ম-লয় লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহাদের পাপাদি দোষ ক্ষীণ হইয়াছে সন্দেহ তিরোহিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়াদি বশীভূত হইয়াছে এবং যাঁহারা সকল প্রাণীর মঙ্গল-সাধনে নিয়োজিত, তাদৃশ সম্যগ্‌দর্শিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ-রূপ মোক্ষ লাভ করেন ॥ ২৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষম্, ঋষয়ঃ সম্যগ্‌দর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে আনুকূল্যে রতা অহিংসকা ইত্যর্থঃ ॥ ২৫ ॥

আনন্দগিরি।—মুক্তিহেতোর্জ্ঞানস্য সাধনান্তরমাহ কিঞ্চেতি। যজ্ঞাদিনিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাৎ পাপাদিলক্ষণং কল্মষং ক্ষীয়তে ততশ্চ শ্রবণাদ্যাবৃত্তেঃ সম্যক্ দর্শনং জায়তে, ততো মুক্তিরপ্রযত্নেন ভবতীত্যাহ লভন্ত ইতি। জ্ঞানপ্রাপ্ত্যুপায়ান্তরং দর্শয়তি ছিন্নেতি। শ্রবণাদিনা সংশয়নিরসনং কার্য্যকারণনিয়মনঞ্চ দয়ালুত্বেনাহিংসকত্বমিত্যেতদপি সম্যগ্‌জ্ঞানপ্রাপ্তৌ কারণমিত্যর্থঃ। অক্ষরব্যাখ্যানাং স্পষ্টত্বান্ন ব্যাখ্যায়তে ॥ ২৫ ॥

রামানুজ।—ছিন্নদ্বৈধাঃ শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বৈর্ব্বিমুক্তা যতাত্মানঃ। আত্মন্যেব নিয়মিত-মনসঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ আত্মবৎ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতেষ্বেব নিরতাঃ ঋষয়ঃ দ্রষ্টারঃ। আত্মাবলোকনপরাঃ, যে এবম্ভূতাস্তে ক্ষীণাশেষাত্মপ্রাপ্তিবিরোধিকল্মষা ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে॥ ২৫॥

হনুমান্।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষম্, ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ সন্ন্যাসিনঃ ক্ষীণকল্মষাঃ ক্ষীণপাপাদিদোষাঃ ছিন্নসংশয়া যতাত্মানঃ সংযতেন্দ্রিয়াঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে অনুকূলে রতাঃ অহিংসকা ইত্যর্থঃ॥ ২৫॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাম্, সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিতে রতাঃ যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে॥ ২৫॥

বলদেব।—এবং সাধনসিদ্ধা বহবো ভবন্তীত্যাহ লভন্ত ইতি। ঋষয়স্তত্ত্বদ্রষ্টারঃ। ছিন্নদ্বৈধা বিনষ্টসংশয়াঃ। স্ফুটমন্যৎ॥ ২৫॥

মধুসূদন।—মুক্তিহেতোর্জ্ঞানস্য সাধনান্তরাণি বিবৃণ্বন্নাহ লভন্ত ইতি। প্রথমং যজ্ঞাদিভিঃ ক্ষীণকল্মষাস্ততোঽন্তঃকরণশুদ্ধ্যা ঋষয়ঃ সূক্ষ্মবস্তুবিবেচনসমর্থাঃ সন্ন্যাসিনঃ, ততঃ শ্রবণাদিপরিপাকেণ ছিন্নদ্বৈধা নিবৃত্তসর্ব্বসংশয়াঃ, ততো নিদিধ্যাসনপরিপাকেণ যতাত্মানঃ পরমাত্মন্যেবৈকাগ্রচিত্তাঃ, এতাদৃশাশ্চ দ্বৈতাদর্শনেন সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ হিংসাশূন্যা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্মনির্ব্বাণং লভন্তে। "যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মৈবাভূদ্বিজানতঃ। কো মোহস্তত্র কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥" ইতিশ্রুতেঃ। (বহুবচনম্ তদ্যো যো দেবানামিত্যাদিশ্রুত্যুক্ত-নিয়মপ্রদর্শনার্থম্)॥ ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—লভন্ত ইতি। ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ছিন্নদ্বৈধাঃ ছিন্নসংশয়াঃ যতাত্মানো জিতচিত্তাঃ॥ ২৫॥

বিশ্বনাথ।—এবং বহব এব সাধনসিদ্ধা ভবন্তীত্যাহ লভন্ত ইতি॥ ২৫॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। মুক্তির আরও উপায় বিবৃত হইতেছে। প্রথমতঃ যজ্ঞাদির দ্বারা পাপাদি ক্ষয় হইলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি জন্মে; তদনন্তর শ্রবণ-মননাদির দ্বারা সর্ব্বপ্রকার সংশয়ের নিবৃত্তি হয়। তদনন্তর নিদিধ্যাসন দ্বারা পরমাত্মসম্বন্ধে চিত্তের একাগ্রতা জন্মে। এইরূপ অবস্থায় আর দ্বৈত-দর্শন থাকে না এবং সকল ভূতে সমদর্শন হেতু হিংসা-দ্বেষ তিরোহিত হইয়া যায়। এতাদৃশ সম্যগ্দর্শী সন্ন্যাসিগণ ব্রহ্মে নির্ব্বাণ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যে অবস্থায় সকল ভূতকেই আত্ম বলিয়া জ্ঞান জন্মে, তখন এক স্বরূপ দ্রষ্টার কোথায় বা মোহ কোথায় বা শোক থাকে?"

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। যাঁহারা দ্বন্দ্বাতীত, তাঁহারাই "ছিন্নদ্বৈধাঃ।" অর্থাৎ তাঁহারা শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ ইত্যাদি রূপ দ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্ত হইয়াছেন; যাঁহারা মনকে আত্মাতেই নিয়মিত করিয়াছেন; তাঁহারাই "যতাত্মানঃ।" যাঁহারা আত্মবৎ ভূত-সমূহের হিত-সাধনেই রত, তাঁহারাই "সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।" তাদৃশ ঋষি অর্থাৎ আত্মা-বলোকন-পরায়ণ ঋষিগণের আত্ম-প্রাপ্তির বিরোধী কল্মষের শেষ হওয়ায় ব্রহ্মনির্ব্বাণ-প্রাপ্তি ঘটে ॥ ২৫ ॥

কাম-ক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

অন্বয়।—কামক্রোধবিমুক্তানাং (কাম-ক্রোধভ্যাং বিযুক্তানাং) বিদিতাত্মনাং (জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানাং) যতীনাং (যতচেতসাং) অভিতঃ (উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (মোক্ষঃ) বর্ত্ততে ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—কামক্রোধবিমুক্ত আত্মতত্ত্বজ্ঞ সংযত-চিত্ত সন্ন্যাসি-গণের উভয়ত্র মোক্ষ আছে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—কামক্রোধ-বিরহিত, সংযতান্তঃকরণ, ব্রহ্মসাক্ষাৎ-কারবান্ সন্ন্যাসিদিগের জীবন ও মরণ উভয় অবস্থাতেই মোক্ষ-লাভ ঘটিয়া থাকে ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ কামেতি। কামক্রোধবিমুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ কাম-ক্রোধৌ তাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাং অভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো বর্ত্ততে। বিদিতাত্মনাং বিদিতো জ্ঞাত আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানস্তেষাং বিদিতাত্মনাং সম্যগ্দর্শিনা-মিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—পূর্ব্বং কামক্রোধয়োর্বেগঃ সোঢ়ব্যো দর্শিতঃ, সম্প্রতি তাবেব ত্যাজ্যাবিত্যাহ কিঞ্চেতি। নন্বু দর্শিতবিশেষবতাং মৃতানামেব মোক্ষো ন তু জীবতামিতি চেন্নেত্যাহ অভিত ইতি। অস্মদাদীনামপি তর্হি প্রভূতকামাদিপ্রভাববিধুরাণাং কিমিতি মোক্ষো ন ভবতীত্যাশঙ্ক্য সম্যগ্জ্ঞানবৈশেষ্যাভাবাদিত্যাহ বিদিতেতি। উক্তেঽর্থে শ্লোকাক্ষরাণামন্বয়মাচষ্টে কামক্রোধেত্যাদিনা ॥ ২৬ ॥

রামানুজ।—উক্তগুণানাং ব্রহ্মাত্যন্তসুলভমিত্যাহ কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানা-মিতি, যতীনাং যত্নশীলানাং যতচেতসাং নিয়মিতমনসাং জিতাত্মনাং বিজিতমনসাং ব্রহ্মনির্ব্বাণমভিতো বর্ত্ততে। এবম্ভূতানাং হস্তস্থং ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যর্থঃ॥ ২৬॥

হনুমান্।—কামেতি। কামক্রোধবিযুক্তানাং কামশ্চ ক্রোধশ্চ তৌ কামক্রোধৌ তাভ্যাং বিযুক্তানাং যতচেতসাং সংযতান্তঃকরণানাং অভিতঃ উভয়তঃ জীবতাং মৃতানাঞ্চ ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো' বর্ত্ততে। বিদিতাত্মনাং বিদিতো জ্ঞাতঃ আত্মা যেষাং তে বিদিতাত্মানঃ, তেষাং সম্যগ্দর্শিনাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সদ্যো মুক্তিঃ। অতঃ কর্ম্মযোগ-শ্চেশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধ্যায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারেণ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ ক্রমেণ মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদে ব্রবীতীহ বক্ষ্যতি চ॥ ২৬॥

শ্রীধর।—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিমুক্তানাং যতীনাং সন্ন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিত উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ ন দেহান্তএব তেষাং ব্রহ্মণি লয়োঽপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ॥ ২৬॥'

বলদেব।—ঈদৃশান্ পরমাত্মাপ্যনুবর্ত্ততে ইত্যাহ কামেতি। যতীনাং প্রযত্নবতাং তানভিতো ব্রহ্ম বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। যদুক্তম্, "দর্শনধ্যানসংস্পর্শৈর্মৎস্যকূর্ম্মবিহঙ্গমাঃ। স্বান্য-পত্যানি পুষ্ণন্তি তথাহমপি পদ্মজ॥" ইতি॥ ২৬॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বং কামক্রোধয়োরুৎপন্নয়োরপি বেগঃ সোঢ়ব্য ইত্যুক্তমধুনা তু তয়োরুৎপত্তিপ্রতিবন্ধ এব কর্ত্তব্য ইত্যাহ কাম ইতি। কামক্রোধয়োর্ব্বিয়োগস্তদনুৎপত্তিরেব তদ্যুক্তানাং কামক্রোধবিযুক্তানাং অতএব যতচেতসাং সংযতচিত্তানাং যতীনাং যত্নশীলানাং সন্ন্যাসিনাং বিদিতাত্মনাং সাক্ষাৎকৃতপরমাত্মনাং অভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ তেষাং ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষো বর্ত্ততে নিত্যত্বাৎ ন তু ভবিষ্যতি সাধ্যত্বাভাবাৎ॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—কিঞ্চ কামেতি। অভিতো জীবতাং মৃতানাঞ্চ বিদিতাত্মনাং জ্ঞাতাত্ম-তত্ত্বানাম্॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞাতত্বম্পদার্থানাং অপ্রাপ্তপরমাত্মজ্ঞানানাং কিয়তা কালেন ব্রহ্ম-নির্ব্বাণসুখং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ কামেতি। যতচেতসাং উপরতমনসাং" ক্ষীণলিঙ্গ-শরীরাণামিতি যাবৎ। অভিতঃ সর্ব্বতো ভাবেনৈব বর্ত্ততে এবেতি ব্রহ্মনির্ব্বাণে তস্য নৈবাতিবিলম্বমিতি ভাবঃ॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—কাম-ক্রোধের বেগ দমন করা আবশ্যক; এই তত্ত্ব পূর্ব্বে পরিব্যক্ত হইয়াছে। হৃদয়ে এককালে কাম-ক্রোধের উৎপত্তি না হওয়াই, যে পরম মঙ্গলজনক, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। যাঁহাদের হৃদয় কাম-ক্রোধের উৎপত্তি পরিশূন্য, তাঁহারা সতত তদুভয়ের শাসন-সম্ভাবনা বিরহিত এবং সংযতচিত্ত। তাদৃশ পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ সন্ন্যাসিগণের

জীবন ও মৃত্যু উভয় দশাতেই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণরূপ মোক্ষ লাভ হয়। তাঁহাদের মোক্ষ নিত্য ; ক্রিয়া দ্বারা ভবিষ্যৎকালে তাহা লভ্য নহে এবং উপায়ান্তরের সাপেক্ষ নহে ॥ ২৬ ॥

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥
যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৭।২৮॥

অন্বয়।—বাহ্যান্ স্পর্শান্ (রূপরসগন্ধাদীন্) বহিঃ কৃত্বা চক্ষুঃ চ ভ্রুবোঃ অন্তরে এব [কৃত্বা] নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ (কুম্ভকেন) কৃত্বা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ (যতাঃ সংযতাঃ ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য সঃ) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য) বিগত-ভয়-ইচ্ছা-ক্রোধঃ যঃ মুনিঃ সঃ সদা মুক্ত এব ॥ ২৭। ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—বাহ্য-বিষয়-সমূহ বহিষ্কৃত করিয়া এবং নয়ন ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে-ই [করিয়া] নাসিকা-মধ্য-প্রবাহী প্রাণ-অপান-বায়ুকে সমান করিয়া ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-সংযমী মোক্ষ-পরায়ণ বাসনা-ভীতি-ক্রোধ-বিরহিত যে সন্ন্যাসী, তিনি সর্ব্বদা মুক্ত-ই ॥ ২৭। ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি হৃদয় হইতে বিষয়-বাসনা বিদূরিত করিয়া, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যপ্রদেশে দৃষ্টি সংস্থাপিত করিয়া এবং কুম্ভক দ্বারা বায়ুকে স্থির করিয়া, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে সংযত করিয়াছেন, যাঁহার মোক্ষই একমাত্র গতি, যিনি বাসনা, ভয় ও ক্রোধ পরিশূন্য, তাদৃশ সন্ন্যাসী পুরুষ সতত মুক্তির অধিকারী ॥ ২৭। ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং সন্ন্যাসিনাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা কর্ম্মযোগশ্চ ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবেনেশ্বরে ব্রহ্মণ্যাধায় ক্রিয়মাণঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসক্রমেণ

☞ ২৬ শ্লোক পাঠান্তর।—"বিযুক্তানাম্ ॥ ১ ॥ বিজিতাত্মনাম্ ॥ ২ ॥

মোক্ষায়েতি ভগবান্ পদে পদেঽব্রবীদ্বক্ষ্যতি চ। অথ ইদানীং ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তস্য সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্ম ভগবান্ বাসুদেবঃ স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যান্ শ্রোত্রাদিদ্বারেণান্তর্ব্বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তানচিন্তয়তঃ শব্দাদয়ো বাহ্যা বহিরেব কৃতা ভবন্তি, তানেবং বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চৈব-বান্তরে ভ্রুবোঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে, তথা প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তরচারিণৌ সমৌ কৃত্বা। যতেন্দ্রিয় ইতি। যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ যতানি সংযতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য স যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মননাৎ মুনিঃ সন্ন্যাসী মোক্ষপরায়ণঃ, এবং দেহসংস্থানো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষএব পরময়নং পরা গতির্যস্য সোঽয়ং মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইচ্ছা চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধাস্তে বিগতা যস্মাৎ স বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ, য এবং বর্ত্ততে সদা সন্ন্যাসী মুক্ত এব স ন তস্য মোক্ষেঽন্যঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি॥ ২৭। ২৮॥

আনন্দগিরি।—বৃত্তমনূদ্যোত্তরশ্লোকত্রয়স্য তাৎপর্য্যার্থমাহ সম্যগ্দর্শনেতি। ঈশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবেনেতি। ভগবতি পরস্মিন্নীশ্বরে সমর্পিতঃ সর্ব্বেষাং দেহেন্দ্রিয়মনসাং ভাবশ্চেষ্টাবিশেষো ন কচিদপি বহিস্তেষাং ব্যাপারস্তেনেত্যর্থঃ। কর্ম্মযোগস্য তৎফলস্য চাভিধানানন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ। অতো বাহ্যানাং বিষয়াণাং কুতো বহিষ্করণমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রোত্রাদীতি। তেষাং বহিষ্করণং কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ তানিতি। বিষয়প্রাবল্যং পরিত্যজ্য চক্ষুরপি ভ্রুবোর্মধ্যে বিক্ষেপপরিহারার্থং কৃত্বা প্রাণাপানৌ নাসাভ্যন্তরচরণশীলৌ সমৌ ন্যূনাধিকবর্জ্জিতৌ কুম্ভকেন নিরুদ্ধৌ কৃত্বা করণানি সর্ব্বাণ্যেবং সংযম্য প্রাণায়ামপরো ভূত্বা কিং কুর্য্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ যতেন্দ্রিয়েতি। ইন্দ্রিয়াদিসংযমং কৃত্বা মোক্ষমেবাপেক্ষমাণো মননশীলঃ স্যাদিত্যর্থঃ। জ্ঞানাতিশয়নিষ্ঠস্য সর্ব্বদেচ্ছাদিশূন্যস্য সন্ন্যাসিনো মুক্তেরনায়াসসিদ্ধত্বান্ন তস্য কিঞ্চিদপি কর্ত্তব্যমস্তীত্যাহ বিগতেতি। পূর্ব্বার্দ্ধাক্ষরাণি ব্যাকরোতি যতেত্যাদিনা। দ্বিতীয়ার্দ্ধাক্ষরাণি ব্যাচষ্টে বিগতেত্যাদিনা॥ ২৭। ২৮॥

রামানুজ।—উক্তং কর্ম্মযোগং স্বলক্ষ্যভূতযোগশিরস্কমুপসংহরতি স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যান্ বিষয়স্পর্শান্ বহিঃ কৃত্বা বাহ্যেন্দ্রিয়ব্যাপারং সর্ব্বমুপসংহৃত্য যোগযোগ্যাসন ঋজুকায় উপবিশ্য চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে নাসাগ্রে বিন্যস্য নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা উচ্ছ্বাসনিশ্বাসৌ সমগতী কৃত্বাত্মাবলোকনাদন্যত্র অপ্রবৃত্যনর্হেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ। অতএব বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনো মুনিরাত্মাবলোকনশীলো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ সাধ্যদশায়ামিব সাধনদশায়ামপি মুক্ত এব স ইত্যর্থঃ॥ ২৭। ২৮॥

হনুমান্।—অথেদানীং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গং ধ্যানযোগং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি, তত্র সূত্রস্থানীয়ান্ শ্লোকানুপদিশতি স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ বহিঃ কৃত্বা বাহ্যান্ শ্রোত্রাদিদ্বারেণান্তরে বুদ্ধৌ প্রবেশিতাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তানচিন্তয়তো বাহ্যা বহিরেব কৃতা ভবন্তি, তানেব বহিঃ কৃত্বা চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ কৃত্বেত্যনুষজ্যতে। তথা যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ যতানি ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিশ্চ যস্য সঃ যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিঃ, মননান্মুনিঃ সন্ন্যাসী মোক্ষ-

পরায়ণো মোক্ষ এব পরময়নং পরা গতির্যস্য স মোক্ষপরায়ণো মুনির্ভবেৎ। বিগতেচ্ছা-ভয়ক্রোধঃ ইচ্ছা চ ভয়ঞ্চ ক্রোধশ্চ ইচ্ছাভয়ক্রোধাঃ বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য সঃ, য এবং বর্ত্ততে স সন্ন্যাসী সদামুক্ত এব নাস্য মোক্ষাদন্যঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি ॥ ২৭। ২৮ ॥

শ্রীধর।—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমবাপ্নোতীত্যুক্তং তমেব যোগং সংক্ষেপেণাহ স্পর্শানিতি দ্বাভ্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি তাংস্তচ্চিন্তাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রুবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে, উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসরতি তদুভয়-দোষপরিহারার্থমর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসি-কয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽয়ং যথা ন বহির্নির্যাতি যথা বাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি কিন্তু নাসামধ্য এব দ্বাবপি যথা চরতস্তথা মন্দাভ্যামুচ্ছ্বাসনিশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যতেতি। অনেনো-পায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য, এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্তএবেত্যর্থঃ ॥ ২৭। ২৮ ॥

বলদেব।—অথ কর্ম্মণা নিষ্কামেণ বিশুদ্ধমনাঃ সমুদিতাত্মজ্ঞানস্তদ্দর্শনায় সমাধিং কুর্য্যাদিতি সাঙ্গং যোগং সূচয়ন্নাহ স্পর্শানিতি। স্পর্শাঃ শব্দাদয়ো বিষয়াস্তে বাহ্যা এব স্মৃতাঃ সন্তো মনসি প্রবিশন্তি তাংস্তৎস্মৃতিপরিত্যাগেন বহিষ্কৃত্য বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্যেত্যর্থঃ। ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে চক্ষুশ্চ কৃত্বা নেত্রয়োঃ সন্নিমীলনে নিদ্রয়া মনসো লয়ঃ, প্রোন্মীলনে চ বহিস্তস্য প্রসারঃ স্যাৎ, তদুভয়বিনিবৃত্তয়েঽর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায়েত্যর্থঃ। তথা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ প্রাণাপানাবূর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ তুল্যৌ কৃত্বা কুম্ভয়িত্বেত্যর্থঃ। যতেতি। এতেনোপায়েন যতা আত্মাবলোকনায় স্থাপিতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন স মুনিরাত্মমননশীলঃ মোক্ষপরায়ণো মোক্ষৈকপ্রয়োজনঃ, অতো বিগতেচ্ছাদিঃ। ঈদৃশো যঃ সর্ব্বদা ফলকালবৎ সাধনকালেঽপি মুক্ত এব ॥ ২৭। ২৮ ॥

মধুসূদন।—পূর্ব্বমীশ্বরার্পিতসর্ব্বভাবস্য কর্ম্মযোগেনান্তঃকরণশুদ্ধিস্ততঃ সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসঃ, ততঃ শ্রবণাদিপরস্য তত্ত্বজ্ঞানং মোক্ষসাধনমুদেতীত্যুক্তং, অধুনা স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যত্র সূচিতম্, ধ্যানযোগং সম্যগ্দর্শনস্যান্তরঙ্গসাধনং বিস্তরেণ বক্তুং সূত্রস্থানীয়ান্ ত্রীন্ শ্লোকানাহ ভগবান্। এতেষামেব বৃত্তিস্থানীয়ঃ কৃৎস্নঃ ষষ্ঠোঽধ্যায়ো ভবিষ্যতি। তত্রাপি দ্বাভ্যাং সংক্ষেপেণ যোগ উচ্যতে, তৃতীয়েন তু তৎফলং পরমাত্মজ্ঞান-মিতি বিবেকঃ। স্পর্শানিতি। স্পর্শান্ শব্দাদীন্ বাহ্যান্ বহির্ভাবানপি শ্রোত্রাদিদ্বারা তত্তদা-কারান্তঃকরণবৃত্তিভিরন্তঃপ্রবিষ্টান্ পুনর্ব্বহিরেব কৃত্বা পরবৈরাগ্যবশেন তত্তদাকারাং বৃত্তিমনুৎপাদ্যেত্যর্থঃ। যদ্যেতে আন্তরা ভবেয়ুস্তদোপায়সহস্রেণাপি বহির্ন স্যুঃ স্বভাব-ভঙ্গপ্রসঙ্গাৎ। বাহ্যনান্তু রাগবশাদন্তঃপ্রবিষ্টানাং বৈরাগ্যেণ বহির্গমনং সম্ভবতীতি বদিতুং বাহ্যানিতি বিশেষণম্। তদনেন বৈরাগ্যমুক্ত্বা অভ্যাসমাহ, চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ

ষ্বেত্যনুষজ্যতে, অত্যন্তনিমীলনে হি নিদ্রাখ্যালয়াত্মিকা বৃত্তিরেকা ভবেৎ, প্রসারণে তু প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতয়শ্চতস্রো বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তয়ো ভবেয়ুঃ, পঞ্চাপি তু বৃত্তয়ো নিরোদ্ধব্যা ইতি অর্দ্ধনিমীলনেন ভ্রুবোর্মধ্যে চক্ষুষো নিধানম্। তথা প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যাবূর্দ্ধাধোগতিবিচ্ছেদেন নাসাভ্যন্তরচারিণৌ কুম্ভকেন কৃত্বা। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য স তথা, মোক্ষপরায়ণঃ সর্ব্ববিষয়বিরক্তো মুনির্মননশীলো ভবেৎ। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধইতি বীতরাগভয়ক্রোধ ইত্যত্র ব্যাখ্যাতম্। এতাদৃশো যঃ সন্ন্যাসী সদা ভবতি মুক্ত এব সঃ ন তু তস্য মোক্ষঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি। অথবা য এতাদৃশঃ স সদাজীবন্নপি মুক্ত এব॥ ২৭। ২৮॥

নীলকণ্ঠ।—এবং সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠানাং সদ্যোমুক্তিরুক্তা, কর্ম্মযোগশ্চ সঙ্গফলত্যাগেন ঈশ্বরপ্রীত্যর্থমনুষ্ঠিতঃ সত্ত্বশুদ্ধিজ্ঞানপ্রাপ্তিদ্বারেণ মোক্ষায় ভবতীত্যপ্যুক্তম্। অথেদানীং সম্যগ্‌দর্শনস্যান্তরঙ্গসাধনং ধ্যানযোগং বিস্তরেণ বক্ষ্যামীতি তৎসূত্রভূতান্ ত্রীন্ শ্লোকানুপদিশতি স্পর্শানিতি। অত্র উত্তরার্দ্ধেন প্রাণায়াম উক্তঃ, স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যানিতি প্রত্যাহার উক্তঃ, ভ্রুবোরন্তরে চক্ষুঃ কৃত্বেতি ধারণা উক্তা, বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইতি সাধনভূতা ফলভূতাশ্চ দ্বিবিধা যমা নিয়মাশ্চ উক্তাঃ, যতেন্দ্রিয় ইতি বিতর্কাখ্যঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ, যতমন ইতি বিচারাখ্যঃ, যতবুদ্ধিরিত্যানন্দাস্মিতাখ্যৌ, মোক্ষপরায়ণ ইত্যসম্প্রজ্ঞাত উক্তঃ, শেষেণ যোগফলমিতি বিভাগঃ। পাঠক্রমমনমুরুধ্যার্থক্রমেণাক্ষরার্থঃ স্পষ্টীক্রিয়তে। তত্র বিগতেচ্ছো বিগতভয়ো বিগতক্রোধ ইতি সম্বন্ধঃ, যো হি ইচ্ছাবান্ স ইষ্টসিদ্ধ্যর্থং হিংসানৃতস্তেয়স্ত্রীপরিগ্রহানিচ্ছেৎ, অতো বিগতেচ্ছপদেন তদ্বিপর্য্যয়ান্ "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" ইতি সূত্রোক্তান্ যমান্ লক্ষয়তি, তথা ভয়ং স্বোচ্ছেদশঙ্কা তয়া হ্যুদ্বিগ্নো ন "শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" ইতি সূত্রোক্তান্ নিয়মান্ স্বীকর্ত্তুমিচ্ছেদতো বিগতভয় ইত্যনেন তেষাং গ্রহণং, তথা ক্রোধাক্রান্তো মৈত্র্যাদীন্ ভাবয়িতুমশক্তশ্চিত্তপ্রসাধনং কর্ত্তুং ন শক্নোতি, "তচ্চ মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাধনম্" ইতি সূত্রিতম্, তত্র বিগতক্রোধঃ শান্তপ্রকৃতিত্বাৎ সুখিতেষু মৈত্রীং পরস্যেষ্টৈন মমৈবেষ্টমিদং জাতমিতি ভাবয়েৎ, তথা দুঃখিতেষু করুণাং, পুণ্যবৎসু মুদিতাং, পাপবৎসুপেক্ষাঞ্চ ভাবয়েৎ, ন চৈতেন প্রসাধনেন বিনা চিত্তাদর্শস্য নৈর্ম্মল্যং ভবতি, এবং সাধনাবস্থায়াং যমনিয়মচিত্তপ্রসাধনানাং সিদ্ধ্যর্থং বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধত্বমীপ্সিতং, এবং ফলাবস্থায়ামপি তদীপ্সিতং, তথাহি সম্প্রজ্ঞাতসমাধিফলভূতায়াং মধুমত্যাং যোগভূমৌ স্থিতং যোগিনং প্রতি দিব্যাঃ কামা উপতিষ্ঠন্তে, তত্রাপি বিগতেচ্ছত্বমিষ্টং, তথাহি "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ" ইতি সূত্রিতং, স্থানিনো দেবাঃ তৈঃ উপনিমন্ত্রণে ইহাস্যতামিমে রম্যাবসথা ইয়া রম্যা রামা ইমানি জরামরণহরাণি রসায়নানি ইমে বয়ং কিঙ্করাঃ স্বপুণ্যার্জ্জিতমিদং স্থানং ত্বয়া ভুজ্যতামিতি প্রার্থনায়াং ক্রিয়মাণায়াং সঙ্গো লিপ্সা তত্র ন কর্ত্তব্যা, নাপি তল্লাভেনাত্মনো মহাভাগত্বং দেবপ্রার্থ্যত্বং

মত্বা সর্ব্বো পি কর্ত্তব্যঃ, তয়োঃ সঙ্গস্ময়য়োঃ ভ্রংশহেতুত্বাদিতি সূত্রার্থঃ, তথা ভয়মপি দ্বিবিধং যোগান্তরায়জং বিতর্কজঞ্চ তত্রাদ্যং "ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ," "দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসাবিক্ষেপসহভুবঃ" ইতি সূত্রাভ্যামুক্তং, স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা, অবিরতিরবৈরাগ্যং, অঙ্গমেজয়ত্বং কম্পবায়ুঃ, বিতর্কা হিংসাদয়স্তজ্জঞ্চ ভয়ং, আদ্যস্য নিবারণং ঈশ্বরপ্রণিধানেন, তথা চ সূত্রিতং, "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽন্তরায়াভাবশ্চ" ইতি,তত ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ,দ্বিতীয়স্য প্রতিপক্ষভাবনেন, তথা চ সূত্রিতং"বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্"ইতি,"বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতালোভক্রোধমোহমূলা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্" ইতি চ, আদিপদাদনৃতস্তেয়াদয়ঃ, হিংসাদয়ঃ প্রত্যেকং কৃতকারিতানুমোদিতভেদেন ত্রিবিধাঃ, তেঽপি প্রত্যেকং লোভাদিমূলকত্বেন ত্রিবিধাঃ, তেঽপি মৃদুমধ্যমাধিমাত্রভেদেন প্রত্যেকং ত্রিবিধাঃ, তে চ মূলভূতা বিতর্কাঃ ত্রয়ঃ চত্বারঃ পঞ্চ অধিকা বা ত্রিস্ত্রিগুণিতা একাশীতিরষ্টোত্তরশতং পঞ্চত্রিংশদধিকং শতং অধিকা বা ভবন্তি, শাখাপ্রশাখাভেদেনানন্তাশ্চ দুঃখরূপমজ্ঞানরূপঞ্চানন্তফলং যেষাং তে দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইত্যনয়া প্রতিপক্ষভাবনয়া তে নিবর্ত্তনীয়া ইতি এবং যমনিয়মচিত্তপ্রসাধনপ্রতিপক্ষভাবনৈর্নিরন্তরায়ং মৃদুকৃতচিত্তো যোগী বিবিক্তদেশে আসীনঃ সম্ভবাদিতি ন্যায়েন স্থিরসুখমাসনমধ্যাসীত তত্র দেশাসনে শ্রূয়তে, "সমে শুচৌ শর্করবহ্নিবালুকাবিবর্জ্জিতে শব্দজলাশ্রয়াদিভিঃ। মনোঽনুকূলে ন তু চক্ষুপীড়নে গুহানিবাতাশ্রয়ণে প্রযোজয়েৎ। ত্রিরুন্নতং স্থাপ্য সমং শরীরং হৃদীন্দ্রিয়াণি মনসা সন্নিরুধ্য। ব্রহ্মোড়ুপেন প্রতরেত বিদ্বান্ স্রোতাংসি সর্ব্বাণি ভয়াবহানি॥" ইতি, (চক্ষুরিত্যত্র বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ), ত্রিরুন্নতং কটিবক্ষঃকন্ধরাপ্রদেশেষূন্নতং ততো জিতাসনঃ প্রাণায়ামমভ্যসেৎ, তেন হি মন্দগতৌ প্রাণে সতি তদনুসারি মনোঽপি চাঞ্চল্যং ত্যজতি, নো চেদ্বায়ুবিক্ষেপেন বিক্ষিপ্যতে। তত্র প্রাণজয়প্রমাণম্, "প্রাণান্ প্রপীড্যেহ সংযুক্তচেষ্টঃ ক্ষীণে প্রাণে নাসিকয়োচ্ছ্বসীত" ইতি শ্রুত্যুক্তমেব সংগৃহ্লাতি। প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণাবিতি। প্রাণাপানৌ সমৌ তুল্যৌ উর্দ্ধাধোগতিবিচ্ছেদেন নাসাভ্যন্তরচারিণৌ কুম্ভকেন কৃত্বা ততো বাহ্যান্ বহির্ভবান্ স্পর্শান্ বিষয়সম্বন্ধান্ ইন্দ্রিয়দ্বারা নিত্যং অন্তর্বুদ্ধৌ ক্রিয়মাণান্ যোগী ইন্দ্রিয়াণাং প্রত্যাহরণেন তান্ বহিরেব কুর্য্যাৎ, ততো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্তেষু করণেষু স্বপ্নকালে ইবান্তর্ম্মনোমাত্রেণাবতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ। ইমং প্রত্যাহারং কর্ত্তুমশক্তস্যাবিরক্তস্য কা গতিরিত্যত আহ চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোরিতি। চশব্দো বার্থে, চক্ষুরেব বা ভ্রুবোরন্তরে কুর্য্যাৎ খেচরী মুদ্রামভ্যসেদিত্যর্থঃ। সা চোক্তা যোগসারে, "লম্বিকোর্দ্ধস্থিতে গর্ত্তে জিহ্বাং ব্যাবৃত্য ধারয়েৎ। দৃঢ়াসনশ্চিরং তিষ্ঠেৎ মুদ্রৈষা খেচরী মতা। ভ্রূমধ্যদৃষ্টিরপ্যেষা মহাদেবেন কীর্তিতা॥" ইতি। য এবং সর্ব্বোঽপি বাহ্যে বিষয়ে সূর্য্যাদৌ সংযমো যথোক্তং প্রত্যাহারমনুষ্ঠাতুমশক্তান্ প্রত্যেবোপদিশ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। যতেন্দ্রিয় ইতি। যস্মিন্ কস্মিংশ্চিৎ স্থূলে বিষয়ে সূর্য্যে তদ্রশ্মিষু বা বিষ্ণুপ্রতিমায়াং

বা অনাহতধ্বনৌ বা অন্যত্র বা চক্ষুরাদ্যন্যতমদ্বারা মনো ধারয়েৎ, তচ্চ মনস্তদ্বিষয়াকারতাং প্রাপ্তং তত্রৈব স্থিরাভ্যাসেন বিশ্রান্তং স্বদেহমপি ন পশ্যতি, সেয়ং মহাবিদিহা নাম ধারণা, অস্যাং সিদ্ধায়ামিন্দ্রিয়গণঃ স্বং স্বং বিষয়ং ন তু গৃহ্লাতি, সোঽয়ং বহির্বিষয়ঃ প্রত্যাহারঃ পূর্ব্বোক্তস্ত্বান্তর ইতি ভেদঃ। অতএব তয়োস্তুল্যফলত্বং সূত্রিতম্, "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্" ইতি। ততঃ অভ্যন্তরপ্রত্যাহারাৎ, তথা বহিরকল্পিতা বৃত্তির্মহাবিদেহা তৎসংযমাৎ প্রকাশাবরণক্ষয় ইতি, যদা চিত্তং দেহমবিস্মৃত্যৈব হঠেন পুরস্থিতমূর্ত্ত্যাদ্যাকারং ক্রিয়তে তদা সা চিত্তস্য মূর্ত্ত্যাকারতারূপা বৃত্তিঃ কল্পিতা, যদা তু নিরবশেষেণ দেহং বিস্মৃত্য চেতঃ কেবলং ধ্যেয়াকারমাত্রং ভবতি তদা সা মহাবিদেহা নাম ধারণা, তস্যা অপি ফলং তদেব তৎসংযমাৎ, তস্যাং চেতসো নিগ্রহাৎ প্রকাশাবরণক্ষয়ো ভবতি, সোঽয়ং বাহ্যবিষয়ঃ সমাধিঃ। বিতর্কাখ্যো দ্বিবিধঃ সবিতর্কনির্ব্বিতর্কভেদাৎ, তত্রাদ্যস্য লক্ষণং সূত্রিতং, "শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা" ইতি, সবিতর্কা নাম সমাপত্তিঃ সমাধিরিত্যর্থঃ। যদা বিষ্ণুপ্রতিমাদৌ পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখেন চ ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ, অস্মিন্নেবালম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখনমন্তরেণ ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কা নাম সমাপত্তিঃ। তথা চ সূত্রং, "স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে বার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা"। স্মৃতেঃ, শব্দার্থস্মরণস্য পরিশুদ্ধৌ বর্জ্জনে সতি ভাবয়িতুঃ স্বরূপেণ শূন্যা তদাহমিদং ভাবয়ামীত্যেবমাকারা বৃত্তিরপি ভাবয়িতুর্নাস্তীবেতি ভাতি, যতোঽর্থমাত্রনির্ভাসা ধ্যেয়ার্থমাত্রমস্যাং ভাসতে নত্বন্যদিতি সূত্রার্থঃ, অস্যাং সিদ্ধায়াং যোগী জিতেন্দ্রিয় ইত্যুচ্যতে। জিতমনা ইতি অভ্যন্তরপ্রত্যাহারপূর্ব্বকং যদা মনঃ কল্পিতে সূক্ষ্মে বিষয়ে পূর্ব্ববচ্ছব্দার্থোল্লেখপূর্ব্বকং তদ্বর্জ্জঞ্চ মনসো ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা তে উভে সমাপত্তী সবিচারনির্ব্বিচারাখ্যে ভবতঃ, তথা চ সূত্রম্, "এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা" ইতি, অত্র সূক্ষ্মবিষয়েতি গ্রহণাৎ পূর্ব্বস্যাং, স্থূলবিষয়ত্বং গম্যতে, এতয়ৈব দ্বিবিধবিতর্কসমাপত্ত্যৈব নির্ব্বিচারসমাপত্তৌ দৃঢ়ায়াং যোগী জিতমনা ইত্যুচ্যতে, যদা পুনশ্চেতসো মূর্ত্ত্যাকারতাং পরিত্যজ্য সত্ত্বোদ্রেকাৎ সমষ্টিমনোময়বিষয়া অহমেবেদং সর্ব্বোঽস্মীত্যেবমাকারা ভাবনা প্রবর্ত্ততে সোঽয়ং সানন্দঃ সমাধিঃ, যদা তু তামপি ভাবনাং পরিত্যজ্য বিষয়বেদনমন্তরেণাস্মীত্যেতাবন্মাত্রাকারা ভাবনা প্রবর্ত্ততে সা অস্মিতা, অস্মিতাহঙ্কারয়োর্ভেদস্তু ক্রমেণ বিষয়বৈমুখ্যতদাভিমুখ্যমাত্রকৃতঃ, যথৈক এব পূর্ব্বাভিমুখঃ পশ্চিমাভিমুখশ্চেতি তদ্বৎ, অস্যামবস্থায়াং যোগী বুদ্ধিতো বিবিক্তস্য ত্বম্পদার্থস্য সাক্ষাৎকারাৎ জিতবুদ্ধিরিত্যুচ্যতে, তদেতদুক্তং জিতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিরিতি। এতান্যেব প্রসাধনানি গুণপর্ব্বাণ্যুচ্যন্তে। তথা চ সূত্রম্, "বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রা লিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি" ইতি, তত্র বিশেষাঃ স্থূলভূতানি একাদশেন্দ্রিয়াণি চ অবিশেষাঃ পঞ্চ তন্মাত্রাণি অহঙ্কারশ্চ লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বং অলিঙ্গং প্রধানং তত্র বিশেষাদবিশেষং প্রবিবিক্ষতো যোগিনো দৈনন্দিনলয়াভ্যাসাৎ সমনস্কানীন্দ্রিয়াণি লীয়ন্তে, স লয়ঃ বাহ্যমুখান্যেব বা ভবন্তি ন বিক্ষেপঃ, এবমবিশেষেভ্যো

লিঙ্গমাত্রং প্রবিবিক্ষতোঽপি লয়বিক্ষেপৌ স্তঃ, লিঙ্গমাত্রাৎ পরং পুরুষং প্রবিবিক্ষতোঽপি তৌ স্তঃ, তাবেতৌ লয়বিক্ষেপৌ হেয়ৌ শ্রূয়েতে, "লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা সুনিশ্চলম্। যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্" ইতি। এতেষু ত্রিষু লীনেষাদ্যঃ সুপ্ত এব দ্বিতীয়ো বিগলিতদেহাহঙ্কারত্বাদ্বিদেহসংজ্ঞঃ, তৃতীয়ঃ প্রকৃতিলয় ইতি, এতয়োঃ সমাধির্গৌণঃ। অতএব সূত্রিতং, "ভবপ্রত্যয়োবিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" ইতি। ভবপ্রত্যয়ো জন্মান্তরহেতুরেষাং সমাধির্ভবতি, যদ্বা জন্মান্তরে এতেষাং জন্মনৈব সমাধিসিদ্ধিঃ পক্ষিণামাকাশগমনসিদ্ধিবদ্ভবতীতি সূত্রার্থঃ। সর্ব্বথাপি তেষাং সদ্যোমুক্তির্নাস্তীতি সিদ্ধম্। যদা তু অস্মিতামাত্রস্যাপি নির্ব্বিকল্পে চিন্মাত্রে লয়ো ভবতি তদা অয়ং বিদ্বান্ কৈবল্যং ধর্ম্মমেঘসমাধ্যাখ্যমনুভবতি। যমধিকৃত্য শ্রূয়তে, "ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্য চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি" ইতি, অয়মেব মোক্ষাখ্যঃ পরং অয়নং প্রাপ্যং স্থানং যস্য স মুনির্মোক্ষপরায়ণ ইত্যুচ্যতে, যতোঽস্যামেবাবস্থায়াং যোগী জীবন্মুক্ত ইত্যুচ্যতে। বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ ইতি পাদঃ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ। য এবম্ভূতঃ স সদা মুক্তঃ বন্ধপ্রতীতিকালেঽপি স মুক্ত এবাস্তি, অজ্ঞানমাত্রব্যবধানান্মুক্তেঃ, এতেনাহঙ্কারাদের্ব্বন্ধস্য কালত্রয়েঽপি অসত্ত্বোক্ত্যা মিথ্যাত্বং দর্শিতম্॥ ২৭। ২৮॥

বিশ্বনাথ।—তদেবমীশ্বরার্পিতনিষ্কামকর্ম্মযোগেনান্তঃকরণশুদ্ধি, ততো জ্ঞানং ত্বম্পদার্থবিষয়কম্, ততস্তৎপদার্থজ্ঞানার্থং ভক্তিঃ, তদুত্থজ্ঞানেন গুণাতীতেন ব্রহ্মানুভব ইত্যুক্তম্। ইদানীং নিষ্কামকর্ম্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণস্যাষ্টাঙ্গযোগং ব্রহ্মানুভবসাধনং জ্ঞানযোগাদপ্যুৎকৃষ্টত্বেন ষষ্ঠাধ্যায়ে এব বক্তুং তৎসূত্ররূপং শ্লোকত্রয়মাহ স্পর্শানিতি। বাহ্যা এব শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ স্পর্শশব্দবাচ্যাঃ। মনসি প্রবিশ্য যে বর্ত্তন্তে তান্, তস্মান্মনসঃ সকাশাৎ বহিষ্কৃত্বা বিষয়েভ্যো মনঃ প্রত্যাহৃত্য ইত্যর্থঃ। চক্ষুশ্চ ভ্রুবোরন্তরে মধ্যে কৃত্বা নেত্রয়োঃ সম্পূর্ণনিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে উন্মীলনেন বহিঃ প্রসরতি তদুভয়দোষপরিহারার্থং অর্দ্ধনিমীলনে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিধায় উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানৌ ঊর্দ্ধাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা যতা বশীকৃতা ইন্দ্রিয়াদয়ো যেন সঃ॥ ২৭। ২৮॥

তাৎপর্য্য।—ভগবানে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তাঁহারই উদ্দেশে নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হয়। তদনন্তর সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ রূপ সন্ন্যাস জন্মে এবং তদনন্তর শ্রবণমননাদি দ্বারা মোক্ষের সাধনস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানের সমুদ্ভব হয়। এই সকল তত্ত্ব শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পরিব্যক্ত করিয়াছেন। পরে "ব্রহ্মনির্ব্বাণম্" এই বাক্যে (৫অ। ৪ শ্লোক) সম্যগ্দর্শিদিগের অন্তরঙ্গ-সাধনস্বরূপ যে ধ্যানযোগের প্রসঙ্গ সূচিত করিয়াছেন, অধুনা তাহাই 'বিস্তারিতরূপে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে

তিনটী শ্লোক অবতারিত করিয়াছেন। এই শ্লোক তিনটী যোগের সূত্র-স্বরূপ এবং সমগ্র ষষ্ঠাধ্যায় এই শ্লোকত্রয়ের বৃত্তিস্বরূপ। প্রথম শ্লোকদ্বয়ে (২৭। ২৮) সংক্ষেপে যোগের তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে এবং তৃতীয়ে (২৯) সেই যোগের ফলস্বরূপ আত্মজ্ঞানের তত্ত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সকলই বাহ্যব্যাপার; কর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তঃকরণকে অবলম্বন করিয়া তাহারা মনুষ্যের অন্তরে প্রবেশলাভ করে; বৈরাগ্য সহকারে অন্তঃকরণকে বশীভূত করিলে, বাহ্য-বিষয় সমূহ মানব-হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না; এইরূপে অন্তর-সঞ্চিত বিষয়-জ্ঞানও বিদূরিত হইয়া যায়। বাহ্যবিষয়ের প্রবেশাধিকার নিরোধ করাই বৈরাগ্য। তদনন্তর ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে চক্ষুর্দ্বয়ের দৃষ্টি স্থিরভাবে সংস্থাপনরূপ অভ্যাসের প্রয়োজন। তৎকালে নেত্রদ্বয় অত্যন্ত নিমীলিত করিলে নিদ্রানাম্নী লয়াত্মিকা বৃত্তির সমুদ্ভব হয় এবং অতি প্রসারণ করিলে প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প এবং স্মৃতিরূপা বিক্ষেপিকা বৃত্তির সমুদ্ভব হইতে পারে (৫ অ। ১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখ)। এইরূপে বৃত্তিপঞ্চকের নিরোধ করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-ভাবে, ভ্রূদ্বয়ের সন্ধিস্থলে নয়ন-দৃষ্টি-সংযত করা আবশ্যক এবং কুম্ভক দ্বারা প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঊর্দ্ধ এবং অধোগতি নিরোধ করিয়া শ্বাস-প্রশ্বাস রহিত করা বিধেয়। এইরূপ উপায় দ্বারা যাঁহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সংযত হইয়াছে এবং মোক্ষই যিনি একমাত্র আশ্রয় ও প্রাপ্তব্য স্থানরূপে সুনিশ্চিত করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে বাসনা, ভয় এবং ক্রোধ কখনই থাকিতে পারে না (২ অ। ৫৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। যে মননশীল মহাপুরুষ এইরূপে সর্ব্ববিষয়বিরক্ত, তিনি প্রতিনিয়তই মুক্তপুরুষ হইয়াছেন। মুক্তিলাভার্থ তাঁহার আর কোনই কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। এতাদৃশ মহাত্মা এই জীবনকালেই মুক্তিরূপ পরম-ধনের অধিকারী।

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, উল্লিখিতরূপ সম্যগ্দর্শিগণ সদ্যঃ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে, কর্ম্মজনিত ফলপ্রত্যাশাবিরহিত, কেবল ভগবৎপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগও, অন্তঃকরণ-শুদ্ধি সংসাধিত করিয়া, মোক্ষের হেতুভূত হইয়া থাকে। অধুনা সম্যগ্দর্শনের অন্তঃরঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগের বিস্তারিত বিবরণ বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, তাহার সূত্রস্বরূপ তিনটি শ্লোক অবতারিত

হইতেছে। ইহার প্রথমাংশে প্রাণায়ামের বিষয় কীর্ত্তিত হইয়াছে, দ্বিতীয়াংশে প্রত্যাহার, তৃতীয়াংশে ধারণা, চতুর্থাংশে যম ও নিয়ম, পঞ্চমাংশে বিতর্ক নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, ষষ্ঠাংশে বিচার নামক সম্প্রজ্ঞাত সমাধি, সপ্তমাংশে অস্মিতা, অষ্টমাংশে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি এবং শেষভাগে যোগের ফল কীর্ত্তিত হইয়াছে। মূলস্থিত বিগত-ইচ্ছা-ভয়-ক্রোধ এই পদমধ্যস্থ বিগত পদের সহিত প্রত্যেক পদের সম্বন্ধ আছে। যে ব্যক্তি ইচ্ছাবান্, সে ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত হিংসা, অনৃত, স্তেয়, স্ত্রীপরিগ্রহ ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম-সম্পাদনে ইচ্ছুক হয়। সুতরাং মূলের বিগতেচ্ছ এই পদদ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" (পাতঞ্জল দর্শন, সাধনপাদ, ৩০ সূত্র), এই সূত্র-সঙ্গত যমের বিষয় কথিত হইয়াছে; বিগতভয় এই পদদ্বারা যোগশাস্ত্রোক্ত "শৌচসন্তোষস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ" (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩২ সূত্র), এই সূত্রবিহিত নিয়ম লক্ষিত হইয়াছে; অর্থাৎ এতাদৃশ নিয়মের অধীন ব্যক্তির স্বকীয় উচ্ছেদ সম্বন্ধে কোনই ভয় থাকিতে পারে না; সুতরাং যিনি নিয়ম-পরায়ণ তিনিই বিগতভয়, ইহাই পরিব্যক্ত হইয়াছে (যমনিয়ম বিষয়ে ৪অ। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিত্ত ক্রোধাক্রান্ত সুতরাং মৈত্র্যাদি ভাবনায় অশক্ত হইলে, তাদৃশ চিত্তের মলিনতা অপগত হয় না। যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, "মৈত্রীকরুণা-মুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৩৩ সূত্র)। পরের দুঃখদর্শনে সুখ বোধ করার নাম মৈত্রী, কাহারও দুঃখদর্শনে কিরূপে তাহার দুঃখ-বিমোচন হয় তদ্বিষয়িণী চিন্তার নাম করুণা, পুণ্যবানের পুণ্যের অনুমোদনজনিত হর্ষের নাম মুদিতা, অপুণ্যবানের প্রতি ঔদাসীন্যের নাম উপেক্ষা; এইরূপ ভাবনা দ্বারা চিত্তের প্রসাদন অর্থাৎ মলিনতা বিদূরিত হইয়া থাকে। যিনি বিগতক্রোধ সুতরাং শান্তস্বভাব তাঁহার পক্ষেই এ সকল ভাবনা সম্ভব। তাদৃশ ব্যক্তির চিত্তরূপ দর্পণ মলিনতাপরিশূন্য হইয়া থাকে। সাধনাবস্থায় যম, নিয়ম, চিত্তপ্রসাদন-লাভার্থ বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধ হওয়া আবশ্যক; সফলাবস্থাতেও তাহা আবশ্যক। সম্প্রজ্ঞাত সমাধির (৪অ। ২৬ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য) ফলস্বরূপ মধুমতি * যোগভূমিতে অবস্থিত যোগিদিগেরও বিগতেচ্ছত্ব মঙ্গল-

* যোগের চারিটী অবস্থা আছে। (১) কল্পিক, (২) মধুভূমিক, (৩) প্রজ্ঞাজ্যোতি ও (৪) অতিক্রান্ত

জনক ; কারণ, তখনও তাঁহাদের স্বর্গীয় ভোগসুখে প্রলুব্ধ ও আকৃষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।" (পাতঞ্জল, বিভূতিপাদ, ৫২ সূত্র)। অর্থাৎ তাদৃশ সিদ্ধাবস্থায় স্বর্গাদি স্থানের অধিপতিগণ, 'এই স্থানে থাক, এই স্থানে রমণ কর' ইত্যাদিরূপ বাক্যে আহ্বান বা প্রার্থনা করিয়া যোগীকে বিপথগামী করেন। অতএব তাহার অনিষ্টজনকত্ব আলোচনা করিয়া যোগিগণের তাহাতে আকাঙ্ক্ষিত, বা আমার কি যোগপ্রভাব মনে করিয়া বিস্ময়াবিষ্ট বা গর্ব্বিত হওয়া উচিত নহে। ভয় দুই প্রকার, অন্তরায়জ ও বিতর্কজ। যোগশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "ব্যাধিস্ত্যান-সংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।" (পাতঞ্জল, সমাধিপাদ, ৩০ সূত্র)। ব্যাধি অর্থাৎ পীড়া, স্ত্যান অর্থাৎ চিত্তের অকর্ম্মণ্যতা, সংশয় অর্থাৎ যোগসাধ্য কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ, প্রমাদ অর্থাৎ চিত্তের অনুত্থানশীলতা বা ঔদাসীন্য, আলস্য অর্থাৎ দেহ ও চিত্তের গুরুত্ব, অবিরতি অর্থাৎ বিষয়তৃষ্ণা, ভ্রান্তিদর্শন অর্থাৎ বিপরীত বুদ্ধি, অলব্ধভূমিকত্ব অর্থাৎ কোন কারণে সমাধিভূমির অলাভ, অনবস্থিতত্ব অর্থাৎ চিত্তের অস্থিরতা। এই সকল কারণে চিত্তের বিক্ষেপ উপস্থিত হয় ; এইজন্য এই বিঘ্ন সমস্ত যোগের অন্তরায় বলিয়া গণ্য। যোগপক্ষে এইরূপ অন্তরায় বিশেষ ভয়ের কারণ সন্দেহ নাই। অপিচ "দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ।" (পা, স, ৩১ সূ)। দুঃখ, দৌর্ম্মনস্য অর্থাৎ ইচ্ছার ব্যাঘাতজনিত মনের ক্ষোভ, অঙ্গমেজয়ত্ব অর্থাৎ দেহের কম্পন এবং শ্বাসপ্রশ্বাস, চিত্তের বিক্ষেপ জন্মিলেই, উপস্থিত হয়। এজন্য এগুলিও পূর্ব্বোক্ত অন্তরায় সমূহের সহচর। হিংসাদি জন্য যে ভয়ের উদ্ভব হয়, তাহার নাম বিতর্কজ। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ অন্তরায়জ ভয় নিবারণের উপায় যথা ; "ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (পা, স, ২৯ সূ)। ততঃ অর্থাৎ ঈশ্বর ভাবনা ও প্রণব জপদ্বারা

ভাবনীয়। যাঁহাদের যোগ-প্রভাবে কেবল অত্যল্পমাত্র জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাঁহারাই কল্পিক। যাঁহাদের যোগ দ্বারা ইন্দ্রিয় জয় ও ভূত জয় হইয়াছে তাঁহারা মধুমতী অবস্থাপন্ন মধুভূমিক যোগী। যাঁহারা যোগপ্রভাবে দেবতাদিগেরও প্রলোভন অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা প্রজ্ঞাজ্যোতি যোগী। যাঁহাদের বিবেকজ্ঞান সাতিশয় বৰ্দ্ধিত হইয়াছে এবং যাঁহাদের যোগের কোন বিঘ্ন সম্ভাবনা নাই, তাঁহারাই অতিক্রান্তভাবনীয় যোগী।

আত্মজ্ঞান জন্মিলে সকল অন্তরায়ের অভাব হইয়া যায়। দ্বিতীয় প্রকার ভয় নিবারণের উপায় যথা; "বিতর্কবাধনে প্রতিপক্ষভাবনম্।" (পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ৩৩ সূ)। হিংসা দ্বেষ প্রভৃতি যোগের শত্রু সমূহের নাম বিতর্ক। প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারা তাহা নষ্ট হয়। অব্যবহিত পরবর্ত্তী সূত্রে ইহার ব্যাখ্যা আছে। যথা; "বিতর্কাহিংসাদয়ঃ কারিতানুমোদিতা লোভমোহ-ক্রোধ-পূর্ব্বিকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতিপক্ষভাবনম্।" (পা, সা, ৩৪ সূ)। বিতর্কসমূহ কৃত, অকৃত ও অনুমোদিত ভেদে তিন প্রকার। যাহা স্বয়ং সম্পন্ন করা যায় তাহাই কৃত, অন্যের নিয়োজনক্রমে সম্পন্ন কারিত, এবং কাহারও অনুমোদনক্রমে অনুষ্ঠিত অনুমোদিত। বিতর্কসমূহ লোভ, মোহ ও ক্রোধ দ্বারা উৎপন্ন হয়; তদনুসারে ইহারা আবার তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। তৎসমূহ আবার মৃদু, মধ্য ও অধিমাত্র ভেদে তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে বিতর্কসমূহ শাখা-প্রশাখা-ভেদে অনন্ত হইয়া উঠে এবং অনন্ত দুঃখ ও অজ্ঞানের কারণ-স্বরূপ হয়। প্রতিপক্ষ ভাবনা দ্বারাই তাহা নিবারণ করা আবশ্যক। অর্থাৎ যম, নিয়ম, চিত্ত-প্রসাদন ইত্যাদি উপায়ে যোগীর চিত্তকে মৃদুভাবাপন্ন করিয়া, নির্ব্বিঘ্ন প্রদেশে স্থির সুখাসনে উপবেশন করা বিধেয়। কটি, বক্ষ এবং গ্রীবা সমুন্নত করিয়া, জিতাসন হইয়া প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে, ইহাই শ্রৌত ব্যবস্থা। এইরূপে প্রাণাদি বায়ু জয় হইলে তদনুযায়ী মনও চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিবে। বায়ুর বিক্ষেপ থাকিলে চিত্তের বিক্ষেপ অপরিহার্য্য। এক্ষণে মূল শ্লোকের "প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ" এই অংশের আলোচনা করা যাউক। প্রাণ এবং অপান বায়ুর ঊর্দ্ধাধোগতি কুম্ভক দ্বারা নিরুদ্ধ করিলে তাহারা সমান হইবে। প্রতিনিয়ত বাহ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্তরস্থ হয়। ইন্দ্রিয় সমূহের প্রত্যাহার হইলে বাহ্য বিষয়ের সম্বন্ধও বহিষ্কৃত হইয়া যায় এবং বাহ্য-বিষয়-বিনিবৃত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ স্বপ্নের ন্যায় কেবল মনের মধ্যেই অবস্থিতি করে। যাহাদের বিষয়-বৈরাগ্য হয় নাই, এবং যাহারা ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহার করিতে অশক্ত, তাহাদের নিমিত্ত ভ্রূদ্বয়ের মধ্য-প্রদেশে চক্ষুদৃ্ষ্টি স্থাপন করিয়া খেচরী মুদ্রার * অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যোগসারে কথিত হইয়াছে যে, "মুখ-

* বিশেষ বিশেষ দেবতার আরাধনায় ও যোগাদি ক্রিয়ায় যে বিশেষ বিশেষ অঙ্গুলী ও হস্তাদির

গহ্বরের ঊর্দ্ধভাগে যে বিস্তৃত ছিদ্র আছে, জিহ্বা ব্যাবৃত করিয়া তাহার মধ্যে ধারণ করিবে এবং দৃঢ়াসন হইয়া চিরকাল স্থির থাকিবে, ইহারই নাম খেচরী মুদ্রা। ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি সংস্থাপন ও ইহার ব্যবস্থা মহাদেব কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছে।" যাঁহারা যাবতীয় বাহ্য বিষয় হইতে চিত্তসংযম করিতে অশক্ত, তাঁহাদের নিমিত্ত এই ব্যবস্থা হইল। যে ব্যক্তি সূর্য্য, বা সূর্য্য-রশ্মি, বা বিষ্ণু-প্রতিমা বা অন্য কোন স্থূল পদার্থে চক্ষু স্থির করিয়া মনেতে ধারণা করেন, তাঁহার মন সেই সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই স্থিরভাবে অবস্থিত হয় এবং স্বকীয় শরীর পর্য্যন্তও আর দর্শন করে না। তাদৃশ অবস্থানকে মহাবিদেহ ধারণা বলে। এইরূপ অবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ আর স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করে না : সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যাহার ও এইরূপ প্রত্যাহার উভয়ই তুল্যফল। এইরূপ প্রত্যাহার শিক্ষা হইলে পাপ বা ক্লেশরূপ বহিরাবরণ ক্ষয় হয়। যথা : "ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণম্।" (পা, সা, ৫২ সূ)। যে সময়ে যোগী স্বীয় দেহের বিষয়ও প্রায় ভুলিয়া সম্মুখস্থ প্রতিমাদিতেই সংযত হন, তখন তাঁহার চিত্তের মূর্ত্ত্যাকারতারূপ বৃত্তি হয়। কিন্তু যখন তিনি সম্পূর্ণরূপে স্বকীয় দেহের বিষয় ভুলিয়া যান এবং চিত্ত সম্পূর্ণভাবে ধ্যেয় বস্তুর আকার পরিগ্রহ করে, তখনই মহাবিদেহা ধারণা বলা যায়। চিত্তনিগ্রহ হেতু তখন প্রকাশাবরণের ক্ষয় হয়। তাহাই বাহ্য বিষয় সমাধি। সবিতর্ক ও নির্ব্বিতর্ক ভেদে বিতর্ক দ্বিবিধ। "তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সংকীর্ণা সবিতর্কা।" (পা, সা, ৪২ সূ)। যে সময় বিষ্ণু-প্রতিমাদিতে শব্দ বা অর্থ জ্ঞান দ্বারা ভাবনার সংকীর্ণতা উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে সবিতর্ক সমাধি

সন্নিবেশ প্রয়োজন হয়, তাহার নাম মুদ্রা। নিম্নে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সংগৃহীত হইল। উদ্দেশানুক্রমাদাসামুচ্যন্তে লক্ষণান্যথ। হস্তাভ্যামঞ্জলিং বদ্ধানামিকামূলপর্ব্বণোঃ। অঙ্গুষ্ঠে নিক্ষিপেৎ সেয়ং মুদ্রা ত্বাবাহনী স্মৃতা। অধোমুখী ত্বিয়ং চেৎ স্যাৎ স্থাপনী মুদ্রিকা স্মৃতা॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠ মুষ্ট্যোস্তু সংযোগাৎ সন্নিধাপনী। অন্তঃপ্রবেশিতাঙ্গুষ্ঠা সৈব সম্বোধনী মতা॥ উত্তানমুষ্টিযুগলা সংমুখী করণীমতা। দেবতাঙ্গে ষড়ঙ্গানাং ন্যাসঃ স্যাৎ সকলীকৃতিঃ॥ সব্যহস্তকৃতা মুষ্টির্দীর্ঘাধোমুখতর্জ্জনী। অবগুণ্ঠনমুদ্রেয়মভিতো ভ্রামিতা মতা। অন্যোন্যাভিমুখাশ্লিষ্টা কনিষ্ঠানামিকা পুনঃ। তথৈব তর্জ্জনী মধ্যা ধেনুমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা। অমৃতীকরণং কুর্য্যাৎ তয়া সাধকসত্তমঃ। অন্যোন্যগ্রথিতাঙ্গুষ্ঠা প্রসারিতপরাঙ্গুলী। মহামুদ্রেয়মুদিতা পরমীকরণে বুধৈঃ। প্রযোজয়েদিমাং মুদ্রাং দেবতাবাহ্বানকর্ম্মণি॥ বৈষ্ণবীনান্তু মুদ্রাণাং কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ। বামাঙ্গুষ্ঠন্তু সংগৃহ্য দক্ষিণেন তু মুষ্টিনা। কৃত্বোত্তানং ততো মুষ্টিমঙ্গুষ্ঠন্তু প্রসারয়েৎ। বামাঙ্গুল্যস্তথাশ্লিষ্টাঃ সংযুক্তাঃ সুঃ প্রসারিতাঃ। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংস্পৃষ্টা জ্ঞেয়ৈষা শঙ্খমুদ্রিকা॥ হস্তৌ তু সংমুখৌ কৃত্বা সন্নতপ্রোথিতাঙ্গুলী। তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ সুভুগ্নৌ সুপ্রসারিতৌ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ লগ্নৌ

বলে। "স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যেবার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা।" (পা, সা, ৪১ সূ)। স্মৃতি শব্দ ও অর্থের জ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত এবং স্বকীয় রূপও মনে না থাকিলে নির্ব্বিকল্প সমাধি হয়। এইরূপ সিদ্ধ হইলে সেই যোগীকে জিতেন্দ্রিয় বলা যায়। উল্লিখিত উভয়বিধ সমাধির দ্বারা সূক্ষ্ম বিষয় গ্রহণে মনের ভাবনা প্রবর্ত্তিত হইবে, তখন সবিচার ও নির্ব্বিচার সমাধি হইবে। "এতয়ৈব সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" (পা, সা, ৪৪ সূ)। এই দ্বিবিধ সমাধির মধ্যে নির্ব্বিচার সমাধিতে সুদৃঢ়াধিষ্ঠিত যোগী জিতমনাশব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। যখন আবার চিত্ত মূর্ত্ত্যাকারতা পরিত্যাগ করে, এবং সত্ত্বগুণের উদ্রেকহেতু "আমিই সকল" এইরূপ ভাবনায় প্রবৃত্ত হয়, তখন যোগীর সানন্দসমাধি উপস্থিত হয়। যখন আবার বিষয়ান্তরের বোধও বিলুপ্ত হইয়া কেবল মাত্র "আমি আছি" এইরূপ ভাবনা প্রবৃত্ত হয়, তখনই অস্মিতা হয়। সেই সময়ে যোগী ত্বম্পদার্থ সাক্ষাৎকার হেতু জিতবুদ্ধি শব্দে অভিহিত হন। (এই স্থলে পাতঞ্জল, সাধনপাদ, ২৯ সূত্র বিবৃত হইয়াছে) সেই সময়ে যোগীর দৈনন্দিন লয়াভ্যাস হেতু ইন্দ্রিয়াদি সকলেরই লয় হয়। কিন্তু এ সকলের কোন সমাধিই জন্মান্তর

মুদ্রৈষা চক্রসংজ্ঞিকা। অন্যোন্যাভিমুখৌ হস্তৌ কৃত্বা তু গ্রথিতাঙ্গুলী॥ অঙ্গুল্যৌ মধ্যমে ভূয়ঃ সুলগ্নে সুপ্রসারিতে। গদামুদ্রেয়মুদিতা বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ হস্তৌ তু সংমুখৌ কৃত্বা সন্নতপ্রোথিতাঙ্গুলী। তলান্তর্মিলিতাঙ্গুষ্ঠৌ কুর্য্যাদেষা পদ্মমুদ্রিকা॥ ওষ্ঠে বামকরাঙ্গুষ্ঠো লগ্নস্তস্য কনিষ্ঠকা। দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠসংযুক্তা তৎকনিষ্ঠা প্রসারিতা। তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচ্য চালিতাঃ। বেণুমুদ্রা ভবেত্যেষা সুগুপ্তা প্রেয়সী হরেঃ। অন্যোন্যপৃষ্ঠকরয়োর্মধ্যমানামিকাঙ্গুলী। অঙ্গুষ্ঠেন তু বধ্নীয়াৎ কনিষ্ঠামূলসংস্থিতে। তর্জ্জন্যৌ-কারয়েদেষা মুদ্রা শ্রীবৎসসংজ্ঞিকা॥ অনামাপৃষ্ঠসংলগ্না দক্ষিণস্য কনিষ্ঠিকা। কনিষ্ঠয়ান্যয়া বদ্ধা তর্জ্জন্যা দক্ষয়া তথা। বামনাসাঞ্চ বধ্নীয়াৎ দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠমূলকে। অঙ্গুষ্ঠমধ্যমে বামে সংযোজ্য সরলাঃ পরাঃ। চতস্রোঽপ্যগ্রসংলগ্না মুদ্রা কৌস্তুভসংজ্ঞিকা॥ স্পৃশেৎ কণ্ঠাদিপাদান্তং তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠয়া তথা। করদ্বয়েন মালাবৎ মুদ্রেয়ং বনমালিকা॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তাবগ্রতো বিন্যসেৎ হৃদি। বামহস্তাম্বুজং বামজানুমূর্দ্ধনি বিন্যসেৎ। জ্ঞানমুদ্রা ভবেদেষা রামচন্দ্রস্য প্রেয়সী॥ অঙ্গুষ্ঠং বামমুদ্দণ্ডিতমিতরকরাঙ্গুষ্ঠকেনাপি বদ্ধা তস্যাগ্রং পীড়যিত্বাঙ্গুলিভিরপি চ তা বামহস্তাঙ্গুলীভিঃ। বদ্ধা গাঢ়ং হৃদি স্থাপয়তু বিমলধীর্ব্যাহরন্ মারবীজং বিল্বাখ্যা মুদ্রিকৈষা স্ফুটমিহ গদিতা গোপনীয়া বিবিক্তৈঃ॥ হস্তৌ তু বিমুখৌ কৃত্বা গ্রথয়িত্বা কনিষ্ঠিকে। মিথস্তর্জ্জনিকে শ্লিষ্টে শ্লিষ্টাবঙ্গুষ্ঠকৌ তথা। মধ্যমানামিকে দ্বে তু দ্বৌ পক্ষাবিব চালয়েৎ। এষা গরুড়মুদ্রা স্যাদ্বিষ্ণোঃ সন্তোষবর্দ্ধিনী॥ জানুমধ্যে করৌ কৃত্বা চিবুকৌষ্ঠৌ সমাবুভৌ। হস্তৌ তু ভূমিসংলগ্নৌ কম্পমানঃ পুনঃপুনঃ। মুখং বিবৃতকং কুর্য্যাৎ লেলিহানাঞ্চ জিহ্বিকাম্। নারসিংহী ভবেদেষা মুদ্রা তৎপ্রীতিবর্দ্ধিনী॥ অথবা। অঙ্গুষ্ঠাভ্যাস্তু করয়োস্তথাক্রম্য কনিষ্ঠিকে। অধোমুখীভিঃ সর্ব্বাভির্মুদ্রেয়ং

নিবারণে সক্ষম নহে। প্রথমোক্ত সমাধি সুপ্ত, দ্বিতীয় বিদেহ, এবং তৃতীয় কৈবল্য। এ সকলই গৌণ সমাধি, ও জন্মান্তক-প্রাপক। "ভবপ্রত্যবিদেহ-প্রকৃতিলয়ানাম্।" (পাতঞ্জল সমাধিপাদ, ১৯ সূত্র)। জন্মান্তরে এই সকল সমাধিসম্পন্ন যোগী জন্মমাত্র সমাধিসিদ্ধি লাভ করেন। পক্ষী যেমন আকাশপথে গমন করে, তদ্রূপ যোগিগণের সমাধি সিদ্ধি হয়। কিন্তু উল্লিখিত কোন সমাধিতেই সদ্যমুক্তি হয় না। যখন অস্মিতাবোধও থাকে না, তখনই যোগী কৈবল্য লাভ করেন। যোগীর এইরূপ অবস্থায় ধর্ম্মমেঘ শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। "ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ। বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥" (পঞ্চদশী, তত্ত্ববিবেক প্রকরণ, ৬০)। এই অবস্থায় ধর্ম্মরূপ অমৃত অজস্রধারে নিপতিত হয় বলিয়া সাধকশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে ধর্ম্মমেঘ শব্দে অভিহিত করিয়া থাকেন। এইরূপ যোগীরা প্রতিক্ষণেই প্রভূত ফলের অধিকারী হন। এইরূপ ফলস্বরূপে পরম স্থান যাঁহার প্রাপ্য তিনিই মোক্ষপরায়ণ। এইরূপ যোগীই জীবন্মুক্ত ॥ ২৭ ॥ ২৮ ॥

নৃহরের্মতা॥ দেবোপরি করং বামং কৃত্বোত্তানমধঃ সুধীঃ। নময়েদিতি সংপ্রোক্তা মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা॥ যদ্বা। দক্ষহস্তঞ্চোর্দ্ধমুখং বামহস্তমধোমুখম্। অঙ্গুল্যগ্রস্তু সংযুক্তং মুদ্রা বারাহসংজ্ঞিকা॥ বামহস্ততলে দক্ষা অঙ্গুলীস্তাস্ত্বধোমুখীঃ। সংরোপ্য মধ্যমাং তাসামুন্নম্যাধো বিকুঞ্চয়েৎ। হয়গ্রীবপ্রিয়া মুদ্রা তন্মূর্ত্তে-রনুকারিণী। বামস্য মধ্যমাগ্রস্তু তর্জ্জন্যগ্রেণ যোজয়েৎ। অনামিকাং কনিষ্ঠাঞ্চ তস্যাঙ্গুষ্ঠেন পীড়য়েৎ। দর্শয়েদ্বামকে স্কন্ধে ধনুর্ম্মুদ্রেয়মীরিতা॥ দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দীর্ঘৈষা বাণমুদ্রিকা॥ যদ্বা জ্ঞানার্ণবে। যথাহস্তগতং চাপং তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। চাপমুদ্রেয়মাখ্যাতা বামহস্তে ব্যবস্থিতা॥ যথাহস্তগতা বাণা-স্তথা হস্তং কুরু প্রিয়ে। বাণমুদ্রেয়মাখ্যাতা রিপুবর্গনিকৃন্তনী॥ তলে তলন্তু করয়োস্তির্য্যক্‌সংযোজ্য চাঙ্গুলীঃ। সংহতাঃ প্রসৃতাঃ কুর্য্যাৎ মুদ্রা পরশুসংজ্ঞিকা॥ উচ্ছ্রিতাঙ্গুষ্ঠমুষ্টী দ্বে মুদ্রা ত্রৈলোক্যমোহিনী। হস্তৌ তু সম্পুটৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ তথা। তর্জ্জন্যৌ মধ্যমাপৃষ্ঠে অঙ্গুষ্ঠে মধ্যমাশ্রিতৌ। কামমুদ্রেয়মুদিতা সর্ব্বদেবপ্রিয়ঙ্করী॥ মহাদেবপ্রিয়াণাস্তু কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ। উচ্ছ্রিতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামাঙ্গুষ্ঠেন বেষ্টয়েৎ॥ বামাঙ্গুলীর্দক্ষিণাভিরঙ্গুলীভিশ্চ বন্ধয়েৎ। লিঙ্গমুদ্রেয়মাখ্যাতা শিবসান্নিধ্যকারিণী॥ মিথঃ কনিষ্ঠিকে বদ্ধা তর্জ্জনীভ্যামনামিকে। অনামিকোর্দ্ধসংশ্লিষ্টদীর্ঘমধ্যময়োরধঃ। অঙ্গুষ্ঠাগ্রদ্বয়ং ন্যস্যেৎ যোনিমুদ্রেয়-মীরিতা॥ অঙ্গুষ্ঠেন কনিষ্ঠান্তু বদ্ধা শিষ্টাঙ্গুলীত্রয়ম্। প্রসারয়েৎ ত্রিশূলাখ্যা মুদ্রৈষা পরিকীর্ত্তিতা॥ অঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যগ্রে তু গ্রথয়িত্বাঙ্গুলিত্রয়ম্। প্রসারয়েদক্ষমালা মুদ্রেয়ং পরিকীর্ত্তিতা॥ অধঃস্থিতো দক্ষহস্তঃ প্রসৃতো বরমুদ্রিকা॥ ঊর্দ্ধীকৃতো বামহস্তঃ প্রসৃতোঽভয়মুদ্রিকা॥ মিলিতানামিকাঙ্গুষ্ঠং মধ্যমাগ্রে নিযোজয়েৎ। শ্লিষ্টাঙ্গুল্যুচ্ছ্রিতে কুর্য্যাৎ মৃগমুদ্রেয়মীরিতা। পঞ্চাঙ্গুলো দক্ষিণাস্তু মিলিতা হ্যর্দ্ধমুন্নতাঃ। খট্বাঙ্গমুদ্রা বিখ্যাতা শিবস্যাতিপ্রিয়া মতা॥ পাত্রবদ্বামহস্তন্তু কৃত্বাঙ্গে বামকে তথা। নিধায়োচ্ছ্রিতবৎ কুর্য্যাৎ মুদ্রা কাপালিকী মতা॥ মুষ্টিঞ্চ শিথিলাং বদ্ধা ঈষদুচ্ছ্রিতমধ্যমাম্। দক্ষিণামূর্দ্ধমুন্নম্য কর্ণদেশে

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ) ভোক্তারং (ভোগকর্ত্তারং) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বেষাং লোকানাং নিয়ামকং) সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং (প্রত্যুপকারনিরপেক্ষোপকারিণম্) মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং (মোক্ষং) ঋচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যজ্ঞ ও তপস্যার ভোগকর্ত্তা সকল লোকের মহান্ পরিপালক-সকল-জীবের প্রত্যুপকার নিরপেক্ষোপকারী আমাকে জানিয়া মোক্ষ-প্রাপ্ত-হন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—মুনিগণ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোকের অদ্বিতীয় বিধাতা, যাবতীয় প্রাণীর হিতৈষী বন্ধুরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া মুক্তিলাভ করেন ॥ ২৯ ॥

প্রচালয়েৎ। এষা মুদ্রা ডমরুকা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী। তথা গণেশমুদ্রাণামুচ্যন্তে লক্ষণান্যথ। উত্তানোর্দ্ধমুখী মধ্যা সরলা বদ্ধমুষ্টিকা। দন্তমুদ্রা সমাখ্যাতা সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ। বামমুষ্টেস্তু তর্জ্জন্যা দক্ষমুষ্টেস্তু তর্জ্জনীম্। সংযোজ্যাঙ্গুষ্ঠকাগ্রাভ্যাং তর্জ্জন্যগ্রে স্বকে ক্ষিপেৎ। এষা পাশাহ্বয়া মুদ্রা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা॥ ঋজ্বীঞ্চ মধ্যমাং কৃত্বা তর্জ্জনীমধ্যপর্ব্বণি। সংযোজ্যাকুঞ্চয়েৎ কিঞ্চিন্মুদ্রৈষাঙ্কুশসংজ্ঞিকা॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাকনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ মুষ্টিকা। অধোমুখী দীর্ঘরূপা মধ্যমাবিঘ্নমুদ্রিকা॥ পরশুমুদ্রা নিগদিতা প্রসিদ্ধা লড্ডুমুদ্রিকা। বীজপূরাহ্বয়া মুদ্রা প্রসিদ্ধত্বাদুপেক্ষিতা॥ শাক্তেয়ীনাঞ্চ মুদ্রাণাং কথ্যন্তে লক্ষণান্যথ। পাশাঙ্কুশবরাভীতিধনুর্ব্বাণাঃ সমীরিতাঃ॥ কনিষ্ঠানামিকে বদ্ধা সাঙ্গুষ্ঠেনৈব দক্ষতঃ। শ্লিষ্টাঙ্গুলী তু প্রসৃতে সংশ্লিষ্টে খড়্গমুদ্রিকা॥ বামহস্তং তথা তির্য্যক্ কৃত্বা চৈব প্রসার্য্য চ। আকুঞ্চিতাঙ্গুলীঃ কুর্য্যাৎ চর্ম্মমুদ্রেয়মীরিতা॥ মুষ্টিং কৃত্বা তু হস্তাভ্যাং বামস্যোপরি দক্ষিণম্। কুর্য্যান্মুষলমুদ্রেয়ং সর্ব্ববিঘ্নবিনাশিনী॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিতি চোচ্যতে ভোক্তারমিতি। ভোক্তারং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বভূতানাং হৃদয়েশয়ং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং মাং নারায়ণং জ্ঞাত্বা শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীগোবিন্দভগবদ্‌পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভাগবত-
কৃতৌ গীতাভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—অধিকারিণো যথোক্তস্য কর্ত্তব্যাভাবে জ্ঞাতব্যমপি নাস্তীত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি এবমিত্যাদিনা। প্রসিদ্ধং ভোক্তারং ব্যবচ্ছিনত্তি সর্ব্বলোকেতি। ততো হৃস্য বন্ধবিপর্য্যয়াবিতি ন্যায়েন সর্ব্বফলদাতৃত্বং দর্শয়তি সুহৃদমিতি। উক্তেশ্বরজ্ঞানে ফলং কথয়তি জ্ঞাত্বেতি। যজ্ঞেষু তপঃসু চ দ্বিধা ভোক্তৃত্বং ব্যনক্তি কর্ত্তৃরূপেণেতি। হিরণ্যগর্ভাদি-ব্যবচ্ছেদার্থং বিশিনষ্টি মহান্তমিতি। স্বপরিকরোপকারিণং রাজানং ব্যাবর্ত্তয়তি প্রত্যুপ-কারেতি। ঈশ্বরস্য তাটস্থ্যং ব্যুদস্যতি সর্ব্বভূতানামিতি। তর্হি তত্র তত্র ব্যবস্থিতকর্ম্ম-তৎফলসংসর্গিত্বং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বকর্ম্মেতি। ন চ তস্য বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসম্বন্ধোঽপি বস্তু-তোঽস্তীত্যাহ সর্ব্বপ্রত্যয়েতি। যথোক্তেশ্বরপরিজ্ঞানফলমভিদধাতি মাং নারায়ণমিতি। তদেবং কর্ম্মযোগস্যামুখ্যসন্ন্যাসাপেক্ষয়া প্রশস্তত্বেঽপি ততো মুখ্যসন্ন্যাসস্যাধিক্যাৎ তদ্বতো বুদ্ধিশুদ্ধ্যাদিযুক্তস্য কামক্রোধোদ্ভবং বেগমিহৈব সোঢ়ুং শক্তস্য শমদমাদিমতো যোগাধি-কৃতস্য ত্বম্পদার্থাভিজ্ঞস্য পরমাত্মানং প্রত্যক্ত্বেন জানতো মুক্তিরিতি সিদ্ধম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দ-পূজ্যপাদশিষ্য-
ভগবদানন্দগিরি-বিরচিতে শ্রীগীতাভাষ্য-
বিবেচনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মুষ্টিং কৃত্বা করাভ্যাঞ্চ বামস্যোপরিদক্ষিণম্। কৃত্বা শিরসি সংযোজ্য দুর্গা মুদ্রেয়মীরিতা ॥ চক্রমুদ্রাং তথা বদ্ধা মধ্যমে দ্বে প্রসার্য্য চ। কনিষ্ঠিকে তথানীয় তদগ্রেঽঙ্গুষ্ঠকৌ ক্ষিপেৎ ॥ লক্ষ্মীমুদ্রা পরাহ্যেষা সর্ব্বসম্পৎপ্রদায়িনী ॥ বীণাবাদনবদ্ধস্তৌ কৃত্বা সঞ্চালয়েচ্ছিরঃ। বীণামুদ্রেয়মাখ্যাতা সরস্বত্যাঃ প্রিয়ঙ্করী ॥ বামমুষ্টিং স্বাভিমুখীং কৃত্বা পুস্তকমুদ্রিকা দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠতর্জ্জন্যাবগ্রলগ্নে পরাঙ্গুলীঃ। প্রসার্য্য সংহতোত্তানা এষা ব্যাখ্যানমুদ্রিকা। শ্রীরামস্য সরস্বত্যা অত্যন্তপ্রেয়সী মতা ॥ মণিবন্ধস্থিতৌ কৃত্বা প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ করৌ। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠযুগলে মিলিত্বান্তঃ প্রসারয়েৎ। সপ্তজিহ্বা-খ্যমুদ্রেয়ং বৈশ্বানরপ্রিয়ঙ্করী ॥ কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠকৌ শক্তৌ করয়োরিতরেতরম্। তর্জ্জনীমধ্যমানামা সংহতা-ভুগ্নবর্জ্জিতা। মুদ্রেষা গালিনী প্রোক্তা শঙ্খস্যোপরি চালিতা ॥ দক্ষাঙ্গুষ্ঠং পরাঙ্গুষ্ঠে ক্ষিপ্ত্বা হস্ত-দ্বয়েন তু। সাবকাশামেকমুষ্টিং কুর্য্যাৎ সা কুম্ভমুদ্রিকা। মুষ্টৌ চোর্দ্ধ্বীকৃতাঙ্গুষ্ঠৌ তর্জ্জন্যগ্রে তু বিন্যসেৎ। সর্ব্বরক্ষাকরী হ্যেষা দন্তমুদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥ প্রসৃতাঙ্গুলিকৌ হস্তৌ মিথঃশ্লিষ্টৌ চ সংমুখৌ। কুর্য্যাৎ স্বে

রামানুজ ।—উক্তস্য নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মেতিকর্ত্তব্যতাকস্য কর্ম্মযোগস্য যোগশিরস্কস্য সুশক্যতামাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞতপসাং ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিমৃচ্ছতি কর্ম্মযোগকরণ এব সুখমৃচ্ছতি, সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বেষাং লোকেশ্বরেশ্বরাণামপীশ্বরম্। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইতি শ্রুতেঃ। মাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বসুহৃদং জ্ঞাত্বা মদারাধনরূপঃ কর্ম্মযোগ এব সুখেন তত্র প্রবর্ত্তত ইত্যর্থঃ। সুহৃদামারাধনায় সর্ব্বে প্রবর্ত্তন্তে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে গীতাভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্ ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং ধ্যেয়মুচ্যতে ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ ভোক্তারং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বলোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং সর্ব্বপ্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বভূতহৃদয়েশং সর্ব্বকর্ম্মফলাধ্যক্ষ্যং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং সকললোকবীজমূলং সদাসুখরূপমত্যন্তবিমলং জ্যোতিষং পরমাত্মানং নারায়ণং মাং জ্ঞাত্বা শান্তিং সংসারোপরতিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর ।—নম্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ ন তাবন্মাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব মম ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্য্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি। বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং যোগসাংখ্যয়োঃ। সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্ব্বজ্ঞং নৌমি তং গুরুম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং সন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

হৃদয়ে সেয়ং মুদ্রা প্রার্থনসংজ্ঞিকা ॥ অঙ্গুল্যঞ্জলিমুদ্রা স্যাদ্বাসুদেবাহ্বয়া চ সা ॥ অঙ্গুষ্ঠাবুন্নতৌ কৃত্বা-মুষ্ট্যোসংলগ্নয়োর্দ্বয়োঃ। তাবেবাভিমুখৌ কুর্য্যাৎ মুদ্রৈষা কালকর্ণিকা ॥ দক্ষিণা নিবিড়া মুষ্টির্নাসিকার্পিত তর্জ্জনী। মুদ্রা বিস্ময়সংজ্ঞা স্যাৎ বিস্ময়াবেশকারিণী। মুষ্টিরূর্দ্ধীকৃতাঙ্গুষ্ঠা দক্ষিণা নাদমুদ্রিকা ॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাদগ্রতো বিন্দুমুদ্রিকা ॥ অধোমুখে বামহস্তে উর্দ্ধাস্যং দক্ষহস্তকম্। ক্ষিপ্ত্বাঙ্গুলীরঙ্গুলীভিঃ সংগ্রথ্য পরিবর্ত্তয়েৎ। এষা সংহারমুদ্রা স্যাৎ বিসর্জ্জনবিধৌ স্মৃতা ॥ দক্ষপাণিপৃষ্ঠদেশে বামপাণিতলং ন্যসেৎ। অঙ্গুষ্ঠৌ চালয়েৎ সম্যক্ মুদ্রেয়ং মৎস্যরূপিণী ॥ বামহস্তস্য তর্জ্জন্যাং দক্ষিণস্য কনিষ্ঠয়া। তথা দক্ষিণতর্জ্জন্যাং বামাঙ্গুষ্ঠেন যোজয়েৎ। উন্নতং দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠং বামস্য মধ্যমাদিকাঃ। অঙ্গুলীর্যোজয়েৎ পৃষ্ঠে দক্ষিণস্য করস্য চ। বামস্য পিতৃতীর্থেন মধ্যমানামিকে তথা। অধোমুখে চ তে কুর্য্যাৎ দক্ষিণস্য করস্য চ। কূর্ম্মপৃষ্ঠসমং কুর্য্যাৎ দক্ষপাণিঞ্চ সর্ব্বতঃ। কূর্ম্মমুদ্রেয়মাখ্যাতা দেবতা-

বলদেব।—এবং সমাধিস্থঃ কৃতস্বাত্মাবলোকনঃ পরমাত্মানমুপাস্য মুচ্যত ইত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ ভোক্তারং পালকম্, সর্ব্বেষাং লোকানাং বিধিরুদ্রাদীনামপি মহেশ্বরম্। "তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" ইত্যাদিশ্রবণাৎ। সর্ব্বভূতানাং সুহৃদনিরপেক্ষোপকারকম্। ঈদৃশং মাং জ্ঞাত্বা স্বারাধ্যতয়ানুভূয় শান্তিং সংসারনিবৃত্তিমৃচ্ছতি লভতে। সর্ব্বেশ্বরস্য সুহৃদশ্চ সমারাধনং খলু সুখাবহং সুখসাধনমিতি। নিষ্কামকর্ম্মণা যোগশিরস্কেন বিমুচ্যতে। সনিষ্ঠো জ্ঞানগর্ভেণৈত্যেব পঞ্চমনির্ণয়ঃ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে গীতোপনিষদ্ভাষ্যে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—এবং যোগযুক্তঃ কিং জ্ঞাত্বা মুচ্যত ইতি তত্রাহ ভোক্তারমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্ত্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ ভোক্তারং ভোগকর্ত্তারং পালকমিতি বা (ভুজ্ পালনাভ্যবহারয়োরিতি ধাতুঃ)। সর্ব্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং হিরণ্যগর্ভাদীনামপি নিয়ন্তারং সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সুহৃদং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়োপকারিণং সর্ব্বান্তর্য্যামিণং সর্ব্বভাসকং পরিপূর্ণং সচ্চিদানন্দৈকরসং পরমার্থসত্যং সর্ব্বাত্মানং নারায়ণং মাং জ্ঞাত্বা আত্মত্বেন সাক্ষাৎকৃত্য শান্তিং সর্ব্বসংসারোপরতিং মুক্তিমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ত্বাং পশ্যন্নপি কথং নাহং মুক্ত ইত্যাশঙ্কানিরাকরণায় বিশেষণানি উক্তরূপেণৈব মম জ্ঞানং মুক্তিকারণমিতিভাবঃ। অনেকসাধনাভ্যাসনিষ্পন্নং হরিণেরিতম্। স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং সর্ব্বেষাং মুক্তিসাধনম্ ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-
শ্রীমধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থ-
দীপিকায়াং স্বস্বরূপপরিজ্ঞানং নাম
পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

ধ্যানকর্ম্মণি ॥ অন্তরাঙ্গুষ্ঠমুষ্টিস্তু কৃত্বা বামকরস্য চ। মধ্যমাগ্রং দক্ষিণস্য তথালম্ব্য প্রযত্নতঃ ॥ মধ্যমেনাথ তর্জ্জন্যামঙ্গুষ্ঠাগ্রেণ যোজয়েৎ। দক্ষিণং যোজয়েৎ পাণিং বামমুদ্রো তু সাধকঃ ॥ দর্শয়েদ্দক্ষিণে ভাগে মুণ্ডমুদ্রেয়মুচ্যতে ॥ তর্জ্জনীমধ্যমানামাঃ সমং কুর্য্যাদধোমুখম্। অনামায়াং ক্ষিপেদ্বৃদ্ধাং ঋজ্বীং কৃত্বা কনিষ্ঠিকাম্। লেলিহা নাম মুদ্রেয়ং জীবন্যাসে প্রকীর্ত্তিতা ॥ তর্জ্জন্যনামিকামধ্যাকনিষ্ঠাক্রমযোগতঃ। করয়োর্যোজয়ত্যেব কনিষ্ঠামূলযোগতঃ। অঙ্গুলাগ্রে তু নিঃক্ষিপ্য মহাযোনিঃ প্রকীর্ত্তিতা ॥ তারায়া যোন্যাদি মুদ্রা যথা।—যোনি মুদ্রা চ বক্তব্যা ভূতিনী বক্তব্যা বীজাখ্যাপি। পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টৌ কনিষ্ঠাকৃষ্টমধ্যমে। অনামাযুগলঞ্চাধস্তর্জ্জনীযুগলং পৃথক্। অন্যোন্যং নিবিড়ং বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠাগ্রেঽনামিকে ততঃ। দানবধূমকেত্বাখ্যা মুদ্রৈষা কথিতা প্রিয়ে ॥ অন্যান্ত বন্ধনাম্নত্রী বন্ধনামুচ্যতে ধ্রুবম্। বক্ত্রং বিস্তারিতং কৃত্বাপ্যধো জিহ্বাঞ্চ চালয়েৎ। পার্শ্বস্থং মুষ্টিযুগলং লেলিহানেতি কীর্ত্তিতা ॥ এষা তারারাধনেঽন্যা লেলিহানা বক্তব্যা। যোনির্মায়াধরঃ সেন্দুর্বধূঃ কূর্চ্চঃ ক্রমাদিন্দুঃ। বীজাসি চোচ্চরন্মন্ত্রীমুদ্রা বন্ধনমাচরেৎ ॥ তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠসংযোগাদগ্রতো বিন্দুমুদ্রিকা। বামকেশ্বরতন্ত্রোক্তাঃ প্রকাশ্যন্তেঽথ

নীলকণ্ঠ।—এবং সমাহিতচিত্তেন কিং বিজ্ঞেয়মিত্যুচ্যতে ভোক্তারমিতি সোপাধিকেন রূপেণ যজ্ঞানাং তপসাঞ্চ কর্তৃরূপেণ দেবতারূপেণ চ ভোক্তারং তথা সর্ব্বেষাং ভূতানাং হিরণ্যগর্ভাদীনামপি মহান্তং ব্যাপকং ঈশ্বরং ঈশিতারমন্তর্য্যামিণং সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং প্রাণিনাং প্রত্যুপকারনিরপেক্ষতয়া উপকারিণং সর্ব্বপ্রত্যয়সাক্ষিণং নারায়ণং মাং প্রত্যগভেন জ্ঞাত্বা সাক্ষাৎকৃত্য মদ্ভাবং প্রাপ্য শান্তিমনুপাধ্যবস্থাং নিরূপাখ্যাং কৈবল্যসংজ্ঞাং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি। এবঞ্চ সোপাধিব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিপূর্ব্বিকৈব নিরুপাধিপ্রাপ্তিরিতি গম্যতে। যথোক্তং বার্ত্তিকসারে, "সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরূপাখ্যোঽনুপাধিকঃ। জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ ইতি। সোপাধিকস্য তু, ছান্দোগ্যে সর্ব্বকামাপ্তিঃ সর্ব্বাত্ম্যাৎ স্পষ্টমীরিতা। অহমন্নং তথান্নাদঃ শ্লোককার্য্যপ্যহো অহম্। ইতি তত্ত্ববিদঃ সামগানে সর্ব্বাত্মতা শ্রুতা। অত্রাপি চক্রদৃষ্টান্তাৎ সোপাধিত্বব-বিচ্ছুতঃ। অপূর্ব্বানপরাদ্যুক্ত্যা শ্রাব্যতে নিরুপাধিকঃ॥" ইতি॥ ২৯॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধর-চতুর্দ্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ শ্রীনীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থ-প্রকাশে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বনাথ।—এবম্ভূতস্য যোগিনোঽপি জ্ঞানিন ইব ভক্ত্যুত্থেন পরমাত্মজ্ঞানেনৈব মোক্ষ ইত্যাহ ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং কর্ম্মিকৃতানাং, তপসাঞ্চ জ্ঞানিকৃতানাং, ভোক্তারং, পালয়িতারমিতি কর্ম্মিণাং জ্ঞানিনাং চোপাস্যম্, সর্ব্বলোকানাং মহেশ্বরং মহানিয়ন্তারং অন্তর্য্যামিণং যোগিনামুপাস্যং, সর্ব্বভূতানাং সুহৃদং কৃপয়া স্বভক্তদ্বারা স্বভক্ত্যুপদেশেন হিতকারিণমিতি ভক্তানামুপাস্যং মাং জ্ঞাত্বেতি সত্ত্বগুণময়জ্ঞানেন নির্গুণস্য মমানুভবা-

মুদ্রিকাঃ॥ শৃণু দেবী প্রবক্ষ্যামি মুদ্রাঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাঃ। যাভির্বিরচিতাভিস্তু সান্নিধ্যং ত্রৈপুরং ভবেৎ। পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পষ্টাবঙ্গুষ্ঠৌ কারয়েৎ সমৌ। অনামান্তর্গতে কৃত্বা তর্জ্জন্যৌ কুটিলাকৃতী॥ কনিষ্ঠিকে নিযুঞ্জীত নিজস্থানে মহেশ্বরি। ত্রিখণ্ডেয়ং সমাখ্যাতা ত্রিপুরাধ্যানকর্ম্মণি॥ মধ্যমা মধ্যগে কৃত্বা কনিষ্ঠেঽঙ্গুষ্ঠরোধিতে। তর্জ্জন্যৌ দণ্ডবৎ কৃত্বা মধ্যমোপর্য্যনামিকে। এষা চ প্রথমা মুদ্রা সর্ব্বসংক্ষোভ-কারিণী॥ এতস্যা এব মুদ্রায়া মধ্যমে সরলে যদা। ক্রিয়তে পরমেশানি সর্ব্ববিদ্রাবিণী তদা॥ মধ্যমা তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ কনিষ্ঠা নামিকে সমে। অঙ্কুশাকাররূপাভ্যাং মধ্যমে পরমেশ্বরি। অঙ্গুষ্ঠৌ তু নিযুঞ্জীত কনিষ্ঠানামিকোপরি। ইয়মাকর্ষিণী মুদ্রা ত্রৈলোক্যাকর্ষিণী পরা॥ পুটাকারৌ করৌ কৃত্বা তর্জ্জন্যাব-ঙ্কুশাকৃতী। পরিবর্ত্তক্রমেণৈব মধ্যমে তদধোগতে। ক্রমেণ দেবি তেনৈব কনিষ্ঠানামিকে তথা। সংযোজ্য নিবিড়াঃ সর্ব্বা অঙ্গুষ্ঠাবগ্রদেশতঃ। মুদ্রেয়ং পরমেশানি সর্ব্ববশ্যকরী মতা। সম্মুখে তু করৌ কৃত্বা মধ্যমাধ্যগেঽঙ্গুল্যজে॥ অনামিকে তু সরলে তদ্বহিস্তর্জ্জনীদ্বয়ম্। দণ্ডাকারৌ তদঙ্গুষ্ঠৌ মধ্যমা-নখদেশগৌ। মুদ্রৈষোন্মাদিনী নাম্না কর্ষিণী সর্ব্বযোষিতাম্॥ অস্যাস্ত্বনামিকা যুগ্মমধঃ কৃত্বাঙ্কুশাকৃতী॥ তর্জ্জন্যাবপি তেনৈব ক্রমেণ বিনিয়োজয়েৎ। ইয়ং মহাঙ্কুশামুদ্রা সর্ব্বকামার্থসাধিনী॥ সব্যং দক্ষিণদেশে

সম্ভবাৎ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইতি মদুক্তেঃ। নির্গুণয়া ভক্ত্যৈব যোগী স্বোপাস্যং পরমাত্মানং মাং অপরোক্ষানুভবগোচরীকৃত্য শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৯ ॥

নিষ্কামকর্ম্মণা জ্ঞানী যোগী চাত্র বিমুচ্যতে। জ্ঞাত্বাত্মপরমাত্মানাবিত্যধ্যায়ার্থ ঈরিতঃ ॥

ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাসু পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্ ॥

তাৎপর্য্য :—শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। এইরূপে ইন্দ্রিয়াদির সংযম করিলে কি প্রকারে মুক্তি হইতে পারে, অথবা উল্লিখিতরূপে যোগযুক্ত হইয়া কোন্ জ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। যিনি উল্লিখিতরূপে চিত্তসংযম করেন, তিনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বাবভাসক, সচ্চিদানন্দ নারায়ণরূপ আমাকেই যাবতীয় যজ্ঞ ও তপস্যার কর্ত্তা ও দেবতারূপে ভোগকর্ত্তা বা পালক, সকল লোকের মহান্ নিয়ন্তা, সকল জীবের প্রত্যুপকার-প্রত্যাশা-পরিশূন্য পরম-শুভানুধ্যায়ী সুহৃদ্-রূপে, সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন এবং আত্মস্বরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, সর্ব্বসংসারোপরমরূপ শান্তিলাভ করেন। অর্জ্জুন যদি বলেন, "হে নারায়ণ! তুমি সশরীরে আমার এই মর নয়নযুগলের সমক্ষে বিরাজমান রহিয়াছ এবং আমি তোমাকে নিরন্তর সন্দর্শন-জনিত সুখ-সম্ভোগ করিতেছি, তথাপি আমি মুক্ত হইতেছি না কেন?" এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে সেই ভক্তবৎসল ভগবান্ এই শ্লোকে ইহাই পরিব্যক্ত করিলেন যে, উল্লিখিত প্রকারে চিত্তজয়, বাসনা-নিবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়-নিরোধ করিয়া, যোগমার্গাবলম্বনে জ্ঞান দ্বারা আত্মরূপে আমার সাক্ষাৎকার লাভ না করিলে, মুক্তিলাভ করা যায় না। অতএব মুক্তিকাম ব্যক্তির এই পথ অবলম্বন করাই বিধেয়।

তু সর্ব্বদেশেষু দক্ষিণম্। বাহুং কৃত্বা মহাদেবি হস্তৌ সংপরিবর্ত্ত্য চ। কনিষ্ঠেঽনামিকে দেবি যুক্তে তেন ক্রমেণ চ। তর্জ্জনীভ্যাং সমাক্রান্তে সর্ব্বোর্দ্ধমপি মধ্যমে ॥ অঙ্গুষ্ঠৌ তু মহেশানি সরলাবপি কারয়েৎ। ইয়ং সা খেচরী নাম্না পার্থিবস্থানযোজিতা ॥ পরিবর্ত্ত্য করৌ স্পৃষ্টাবর্দ্ধচন্দ্রাকৃতী প্রিয়ে। তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠযুগলং যুগপৎ কারয়েৎ ততঃ ॥ অধঃকনিষ্ঠাবষ্টব্ধে মধ্যমে খিতি যোজয়েৎ। তথৈব কুটিলে যোজ্যে সর্ব্বাধস্তাদনামিকে ॥ বীজমুদ্রেয়মচিরাৎ সর্ব্বসিদ্ধিবিবর্দ্ধিনী। মধ্যমে কুটিলে কৃত্বা তর্জ্জন্যুপরিসংস্থিতে। অনামিকে মধ্যমতে তথৈব হি কনিষ্ঠিকে। সর্ব্বা একত্র সংযোজ্যা অঙ্গুষ্ঠপরিপীড়িতাঃ। এষা তু পরমা মুদ্রা যোনিমুদ্রেয়মীরিতা ॥ এতা মুদ্রা মহেশানি ত্রিপুরায়া ময়োদিতা। পূজাকালে প্রয়োক্তব্যা যথানুক্রম যোগতঃ ॥ বামহস্তেন মুষ্টিন্তু বদ্ধা কর্ণপ্রদেশকে। তর্জ্জনীং সরলাং কৃত্বা ভ্রাময়েন্মনুবিত্তমঃ ॥ সৌভাগ্যাদণ্ডিনী মুদ্রা স্নানকালেঽপি সূচিতা। অস্তরঙ্গুষ্ঠমুষ্ট্যা তু নিরুধ্য তর্জ্জনীমিমাং। রিপুজিহ্বাগ্রহা মুদ্রা স্নানকালে তু সূচিতা ॥ বদ্ধা তু যোনিমুদ্রাং বৈ মধ্যমে কুটিলে কুরু। অঙ্গুষ্ঠৈর্ব তদগ্রে মুদ্রেয়ং ভূতিনী মতা ॥

শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। শ্রীমন্নারায়ণ যজ্ঞ ও তপস্যার সোপাধিক-রূপে ভোক্তা ও কর্ত্তা। হিরণ্যগর্ভাদি যাবতীয় ভূতের তিনি ব্যাপক ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামী। সর্ব্বপ্রাণীর তিনি প্রত্যুপকার-নিরপেক্ষ উপকারী সুহৃদ্। যোগীগণ এইভাবে নারায়ণরূপী আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ও সম্ভাব প্রাপ্ত হইয়া অনুপাধিক অবস্থারূপ শান্তি প্রাপ্ত হন। নিরুপাধিক ব্রহ্ম-লাভের পূর্ব্বে সোপাধিক ব্রহ্মপ্রাপ্তি আবশ্যক। বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্‌গণ ব্রহ্মের সোপাধিক ও নিরুপাধিক এই দুই ভাবের উল্লেখ করিয়া-ছেন। যেভাবে ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মরূপে বিরাজিত, তাহাই সোপাধিক। আর নিরূপ নামে তাঁহার যে ভাব তাহাই অনুপাধিক। ভোজন, নর্ত্তন, রমণ ইত্যাদি সোপাধিক ব্রহ্মেরই কার্য্য। সর্ব্বকামনার সমাপ্তি নিরুপাধিক ব্রহ্মের লক্ষণ। বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেও ইহা সমর্থিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সোপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতীত নিরুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব। ব্রহ্মকে মাতা বা পিতা, ভ্রাতা বা সুহৃদ্, প্রভু বা সর্ব্বেশ্বর, প্রেমিক বা সখা, ইত্যাদিরূপে উপলব্ধ করিয়া, পুষ্পচন্দনাদি সহকারে তাঁহার অর্চ্চনা ও আরাধনা, অথবা বিবিধ ভোজ্যপানীয় সহকারে তাঁহার বিনোদন, অথবা তদ্গতচিত্তে বিবিধ বিধানে তাঁহার সেবা ও পরিচর্য্যা করা আবশ্যক। এইরূপে সগুণ ব্রহ্ম-নিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বতোভাবে তন্ময় হইলে নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান স্বতঃই উপজাত হয়। নতুবা বিনা সাধনায় সহসা নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান কখনই সম্ভব নহে; ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিপ্রায়। এই জন্যই অগ্রে ব্রহ্মকে যজ্ঞ তপস্যাদি ব্যাপারের কর্ত্তা, দেবতা, সর্ব্বলোকের মহেশ্বর, সর্ব্বপ্রাণীর পরম-হিতৈষী সুহৃদ্ স্বরূপে পরিজ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। এ সকলই সগুণ অর্থাৎ সোপাধিক ব্রহ্মের লক্ষণ। এইরূপ জ্ঞান হইলে শান্তিস্বরূপ নির্গুণ অর্থাৎ অনুপাধিক ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিবে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। উল্লিখিতরূপ যোগাশ্রয় করিয়া জ্ঞানলাভ করিলেও, কেবলমাত্র ভক্তিজাত পরমাত্ম-জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষলাভ করা যায়, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে। কর্ম্মিদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি এবং জ্ঞানিদিগের অনুষ্ঠিত তপস্যাদি উভয়েরই আমি ভোক্তা ও পালয়িতা; সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই আমি উপাস্য। সর্ব্বলোকের আমি মহানিয়ন্তা ও অন্তর্যামী, সুতরাং যোগীদিগেরও আমি উপাস্য। সকল

ভূতকে আমি কৃপা সহকারে স্বকীয় ভক্তদ্বারা স্বকীয় ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাহাদের হিতসাধন করি; সুতরাং আমি ভক্তদিগেরও উপাস্য। সাধকেরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞানের দ্বারা ভক্তের ভগবান্‌স্বরূপ আমাকে জানিয়া ও অপরোক্ষানুভব দ্বারা গোচরীভূত করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন ॥ ২৯ ॥

এই অধ্যায়ের নাম "কর্ম্মসন্ন্যাসযোগ"। কেহ কেহ এতদধ্যায়ের স্বস্বরূপ-পরিজ্ঞান" এই নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর উপসংহার বাক্য।—যিনি কর্ম্মযোগ ও সাংখ্যযোগ এতদুভয়ের বিকল্প-শঙ্কা বিদূরিত করিয়া তাহার ক্রম সহকৃত সমুচ্চয় প্রতিপাদন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বজ্ঞ গুরুকে নমস্কার করি।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য।—নিষ্ঠাসহকৃত জ্ঞানগর্ভ নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা যোগিগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, ইহাই পঞ্চম অধ্যায়ে নির্ণীত হইল।

শ্রীমন্মধুসূদনের উপসংহার বাক্য।—শ্রীহরি ইহাই পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, সকলের মুক্তির সাধনস্বরূপ স্বস্বরূপ-পরিজ্ঞান অনেক সাধনা-সহকৃত অভ্যাসের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য।—এই অধ্যায়ে ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে, নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞানলাভ করিয়া যোগী ও জ্ঞানিগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পঞ্চমাধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

যামুনমুনি।—কর্ম্মযোগস্য সৌকর্য্যং শৈঘ্র্যং কাশ্চন তদ্বিধাং। ব্রহ্মজ্ঞান-প্রকারশ্চ পঞ্চমাধ্যায় উচ্যতে ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মযোগের সহজসাধ্যতা শীঘ্র-ফলপ্রদায়িত্ব এবং ব্রহ্মজ্ঞানের প্রকার পঞ্চমাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। যঃ কর্ম্মফলং অনাশ্রিতঃ (অনপেক্ষমাণঃ) [সন্] কার্য্যং (শাস্ত্রবিহিতং কর্ত্তব্যং) কর্ম্ম করোতি, সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ [যদ্যপি] ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিসাধ্যশ্রৌতকর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অগ্নিরহিতস্মার্ত্তকর্ম্মত্যাগী)॥ ১॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। যিনি কর্ম্মফলে নিরপেক্ষ [হইয়া], কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী ও [যদিও] অগ্নিসাধ্য-কর্ম্মত্যাগী নহেন এবং অগ্নিনিরপেক্ষকর্ম্মত্যাগী ও নহেন॥ ১॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, যে ব্যক্তি কর্ম্মজনিত ফলের কামনা না করিয়া শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য-কর্ম্ম-পরিপালন করেন, তিনি শ্রৌত বা স্মার্ত্তকর্ম্মত্যাগী না হইলেও, সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দবাচ্য॥ ১॥

শঙ্করাচার্য্য।—অতীতানন্তরাধ্যায়ান্তে ধ্যানযোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ "স্পর্শান্ কৃত্বা বহিঃ" ইত্যাদয় উপদিষ্টাস্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে, অত্র ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবদ্ধ্যানযোগারোহণাসমর্থস্তাবদ্গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ত্তব্যং কর্ম্মেতি অতস্তৎ স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি। নন্বু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণসীমাকরণং যাবতানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবং, ন "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে" ইতি বিশেষাদারূঢ়স্য চ শমেনৈব সম্বন্ধকরণাদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতঞ্চেৎ স্যাৎ তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্যেতি শমকর্ম্মবিষয়ভেদেন বিশেষণং বিভাগকরণঞ্চানর্থকং স্যাৎ, তত্রাশ্রমিণাং কশ্চিৎ যোগমারুরুক্ষুর্ভবত্যারূঢ়শ্চ কশ্চিদন্যে নারুরুক্ষবঃ, ন চারূঢ়াস্তানপেক্ষ্যারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগ-

করণঞ্চোপপন্নত এবেতি চেন্ন "তস্যৈব" ইতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ। যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বং যোগমারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শমএব কর্ত্তব্যং কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইত্যতো ন যাবজ্জীবং কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিঃ কস্যচিদপি কর্ম্মণঃ, যোগবিভ্রষ্টবচনাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মিণো যোগো বিহিতঃ ষষ্ঠেঽধ্যায়ে স যোগবিভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি তস্য নাশাশঙ্কানুপপন্না স্যাদবশ্যং হি কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেঽপি স্বং ফলমারভতএব নিত্যস্য চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচাম, অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি, ন চ কর্ম্মণি সত্যুভয়বিভ্রষ্টবচনমর্থবৎ কর্ম্মিণো বিভ্রংশকারণানুপপত্তেঃ কর্ম্মকৃতমীশ্বরে সন্ন্যস্যেত্যতঃ কর্ত্তরি কর্ম্মফলং নারভত ইতি চেন্নেশ্বরে সন্ন্যাসস্যাধিকতরফলহেতুত্বোপপত্তের্মোক্ষায়ৈবেতি চেৎ স্বকর্ম্মণাং কৃতানামীশ্বরে ন্যাসো মোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায় যোগসহিতঃ যোগাচ্চ বিভ্রষ্ট ইত্যতস্তং প্রতি নাশাশঙ্কা যুক্তৈবেতি চেন্ন "একাকী যতচিত্তাত্মা, নিরাশীরপরিগ্রহো ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ" ইতি কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানাৎ, ন চাত্র ধ্যানকালে স্ত্রীসহায়ত্বাশঙ্কা, যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে, ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইত্যাদিবচনমনুকূলমুভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নানুপপত্তেশ্চ, অনাশ্রিত ইত্যনেন কর্ম্মিণএব সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চোক্তং প্রতিষিদ্ধঞ্চ নিরগ্নেরক্রিয়স্য চ সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি চেন্ন ধ্যানযোগং প্রতি বহিরঙ্গস্য সতঃ কর্ম্মণঃ ফলাকাঙ্ক্ষা সন্ন্যাসস্তুতিপরত্বান্ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয় এব সন্ন্যাসী যোগী চ, কিং তর্হি কর্ম্ম্যপি কর্ম্মফলাসঙ্গং সন্ন্যস্য কর্ম্ম যোগমনুতিষ্ঠন্ সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়তে, ন চৈকেন বাক্যেন কর্ম্মফলাসঙ্গসন্ন্যাসস্তুতিশ্চতুর্থাশ্রম প্রতিষেধশ্চোপপদ্যতে, ন চ প্রসিদ্ধং নিরগ্নেরক্রিয়স্য পরমার্থসন্ন্যাসিনঃ শ্রুতিস্মৃতিপুরাণেতিহাসযোগশাস্ত্রেষু বিহিতং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রতিষেধতি ভগবান্ স্ববচনবিরোধাচ্চ,"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য, নৈব কুর্ব্বন্ ন কারয়ন্নাস্তে," "মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিদনিকেতঃ স্থিরমতিঃ,""বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ," সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী" ইতি চ, তত্র তত্র ভগবতা স্ববচনানি দর্শিতানি, তৈর্বিরুধ্যতে চতুর্থাশ্রমবিপ্রতিষেধস্তস্মাৎ মুনের্যোগমারুরুক্ষোঃ প্রতিপন্নগার্হস্থ্যস্যাগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মফলনিরপেক্ষমনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণসাধনত্বং বুদ্ধিশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপদ্যত ইতি। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ইতি স্তূয়তে অনাশ্রিত ইতি। অনাশ্রিতো ন আশ্রিতোঽনাশ্রিতঃ, কিং কর্ম্মফলং কর্ম্মণঃ ফলং কর্ম্মফলং যৎ তদনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণারহিত ইত্যর্থঃ, যো হি কর্ম্মফলে তৃষ্ণাবান্ স কর্ম্মফলমাশ্রিতো ভবতি, অয়ন্তু তদ্বিপরীতোঽতোঽনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলম্, এবম্ভূতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যং নিত্যং কাম্যবিপরীতমগ্নিহোত্রাদিকং করোতি নির্ব্বর্ত্তয়তি যঃ কশ্চিৎ, য ঈদৃশঃ কর্ম্মী স কর্ম্মান্তরেভ্যো বিশিষ্যত ইত্যেবমর্থমাহ, স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি। সন্ন্যাসঃ পরিত্যাগঃ স যস্যাস্তি স সন্ন্যাসী, যোগী চ যোগশ্চিত্তসমাধানং স যস্যাস্তি স যোগী চেত্যেবং গুণসম্পন্নোঽয়ং মন্তব্যঃ, ন কেবলং নিরগ্নিরক্রিয়এব সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ, নির্গতা অগ্নয়ঃ কর্ম্মাঙ্গভূতা যস্মাৎ স নিরগ্নিঃ, অক্রিয়শ্চ অনগ্নিসাধনা অপবিশ্র

...স্য ক্রিয়াস্তপোদানাদিকা যস্যাসাবক্রিয়ঃ। নমু চ নিরগ্নেরক্রিয়স্যৈব শ্রুতিস্মৃতিযোগশাস্ত্রেষু সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধম্, কথমিহ সাগ্নেঃ সক্রিয়স্য সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চাপ্রসিদ্ধমুচ্যতে ইতি, নৈষ দোষঃ, কস্যাচিদ্গুণবৃত্ত্যোভয়স্য সম্পিপাদায়িষিতত্বাৎ তৎকথং কর্ম্মফলসঙ্কল্পসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসিত্বং যোগাঙ্গত্বেন চ কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফলসঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদ্যোগিত্বঞ্চেতি ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি।—ধ্যানযোগপ্রস্তাবানন্তরং তদ্যোগ্যতাহেতুকর্ম্মণঃ স্তুতিং ভগবানুক্তবানিত্যাহ শ্রীভগবানিতি। পূর্ব্বোত্তরাধ্যায়য়োঃ সঙ্গতিমভিদধানো বৃত্তমনূদ্যাধ্যায়ান্তরমবতারয়তি অতীতেতি। সম্যগ্দর্শনপ্রকরণে ধ্যানযোগস্য প্রসঙ্গাভাবং ব্যুদস্যতি সম্যগিতি। সংগ্রহবিবরণয়োরতীতানন্তরাধ্যায়য়োর্যুক্তং হেতুহেতুমত্ত্বমিতি ভাবঃ। অধ্যায়সম্বন্ধমভিধায়ানাশ্রিতঃ কর্ম্মফলমিত্যাদিশ্লোকদ্বয়স্য তাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি। কর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসহেতোর্ম্মর্য্যাদাং দর্শয়িতুং সাঙ্গঞ্চ যোগং বিচারয়িতুমধ্যায়ে প্রবৃত্তে সতীতি সপ্তম্যর্থঃ। সন্ন্যাসিনা কর্ত্তব্যং কর্ম্মেত্যেবং প্রতিভাসং ব্যুদস্যতি গৃহস্থেনেতি। কর্ত্তব্যত্বং স্তুতিযোগ্যত্বমতঃ শব্দার্থঃ। সমুচ্চয়বাদী সীমাকরণমাক্ষিপতি নম্বিতি। যাবজ্জীবশ্রুতিবশাৎ ধ্যানারোহণসামর্থ্যে সত্যপি কর্ম্মানুষ্ঠানস্য দুর্ব্বারত্বাদিতি হেতুমাহ যাবতেতি। ভার্য্যাবিয়োগাদিপ্রতিবন্ধাদ্যাবজ্জীবশ্রুতিচোদিতকর্ম্মাননুষ্ঠানবৎ বৈরাগ্যপ্রতিবন্ধাদপি তদননুষ্ঠানসম্ভবাদ্ভগবতো বিশেষবচনাচ্চ ন যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানপ্রসক্তিরিতি পরিহরতি নারুরুক্ষোরিতি। উক্তমেবার্থং ব্যতিরেকদ্বারেণ বিবৃণোতি আরুরুক্ষোরিত্যাদিনা। আরোঢ়ুমিচ্ছতীত্যারুরুক্ষুরিত্যত্রারোহণেচ্ছাবিশেষণমারোহণং কৃতবানিত্যত্র পুনরিচ্ছাবিষয়ভূতমারোহণং বিশেষণমেবং শমকর্ম্মবিষয়য়োর্ভেদেন বিশেষণং মর্য্যাদাকরণানঙ্গীকরণে বিরুদ্ধমাপদ্যেত, তয়োরেবং বিভাগকরণঞ্চ ভাগবতসীমানঙ্গীকারেণ যুজ্যেতেত্যর্থঃ। বিশেষণবিভাগকরণয়োরন্যথোপপত্তিমাশঙ্কতে তত্রেতি। (ব্যবহারভূমিঃ সপ্তম্যর্থঃ, ষষ্ঠী নির্দ্ধারণে)। ভবত্বধিকারিণাং ত্রৈবিধ্যং তথাপি প্রকৃতে বিশেষণাদৌ কিমায়াতমিত্যাশঙ্ক্য তৃতীয়াপেক্ষয়া তদুপপত্তিরিত্যাহ তানপেক্ষ্যেতি। আরুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ ভেদে তস্যৈবেতি প্রকৃতপরামর্শানুপপত্তিরিতি দূষয়তি ন তস্যেতি। যস্যনারুরুক্ষুং পুরুষমপেক্ষ্যারুরুক্ষোরিতি :বিশেষণং, তস্য চ কর্ম্মারোহণকারণমনারূঢ়ঞ্চ পুরুষমপেক্ষ্যারূঢ়স্যেতি বিশেষণং তস্য চ শমঃ সন্ন্যাসো যোগফলপ্রাপ্তৌ কারণমিতি বিশেষণবিভাগকরণয়োরুপপত্তিস্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চ ভিন্নত্বাৎ প্রকৃতপরামর্শিনঃ তচ্ছব্দস্যানুপপত্তের্ন যুক্তমিত্থং বিশেষণাদ্যুপপাদনমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ যোগমারুরুক্ষোস্তদারোহণে কারণং কর্ম্মেত্যুক্ত্বা পুনর্যোগারূঢ়স্যেতি যোগশব্দপ্রয়োগাৎ যে যোগং পূর্ব্বমারুরুক্ষুরাসীৎ তস্যৈবাপেক্ষিতং যোগমারূঢ়স্য তৎফলপ্রাপ্তৌ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ শমশব্দবাচ্যো হেতুত্বেন কর্ত্তব্য ইতি বচনাদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চাভিন্নত্বপ্রত্যভিজ্ঞানান্ন তয়োর্ভিন্নত্বং শঙ্কিতুং শক্যমিত্যাহ পুনরিতি। যত্তু যাবজ্জীবশ্রুতিবিরোধাৎ যোগারোহণসীমাকরণং কর্ম্মণোঽনুচিতমিতি :তত্রাহ উচ্যত ইতি। পূর্ব্বোক্তরীত্যা কর্ম্মতত্ত্যাগয়োর্বিভাগোপপত্তৌ

শ্রুতেরন্যবিষয়ত্বাৎ :যোগমারূঢ়স্য মুমুক্ষোর্জিজ্ঞাসমানস্য নিত্যনৈমিত্তিককর্ম্মস্বপি পরিত্যাগ-সিদ্ধিরিত্যর্থঃ। ইতশ্চ যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং ন ভবতীত্যাহ যোগেতি। সন্ন্যাসিনো যোগভ্রষ্টস্য বিনাশশঙ্কাবচনান্ন যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং প্রতিভাতীত্যর্থঃ। নন্থ যোগভ্রষ্ট-শব্দেন গৃহস্থস্যৈবাভিধানাৎ তস্যৈবাস্মিন্নধ্যায়ে যোগবিধানাদ্যোগারোহণযোগ্যত্বে সত্যপি যাবজ্জীবং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিতি নেত্যাহ গৃহস্থস্যেতি। তেনাপি মুমুক্ষুণা কৃতস্য কর্ম্মণো মোক্ষা-তিরিক্তফলানারম্ভকত্বাদ্যোগভ্রষ্টোঽসৌ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতীতি শঙ্কা সাবকাশেত্যাশঙ্ক্যাহ অবশ্যং হীতি। অপৌরুষেয়ান্নির্দ্দোষাদ্বেদাৎ ফলদায়িনী কর্ম্মণঃ স্বাভাবিকী শক্তিরবরা ব্রহ্মভাবস্য চ স্বতঃসিদ্ধত্বান্ন কর্ম্মফলত্বমতো মোক্ষাতিরিক্তস্যৈব ফলস্য কর্ম্মারম্ভকমিতি কর্ম্মিণি যোগভ্রষ্টেঽপি কর্ম্মগতিং গচ্ছতীতি নিরবকাশা শঙ্কেত্যর্থঃ। নন্থ মুমুক্ষুণা কাম্য-প্রতিষিদ্ধয়োরকরণাৎ কৃতয়োশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বাৎ কথং তদীয়স্য কর্ম্মণো নিয়মেন ফলারম্ভকত্বং তত্রাহ নিত্যস্য চেতি। চকারেণ নৈমিত্তিকং কর্ম্মানুকৃষ্যতে। বেদপ্রমাণ-কত্বেঽপি নিত্যনৈমিত্তিকয়োরফলত্বে দোষমাহ অন্যথেতি। কর্ম্মণোঽনুষ্ঠিতস্য ফলারম্ভকত্ব-ধ্রৌব্যাৎ গৃহস্থো যোগভ্রষ্টোঽপি কর্ম্মগতিং গচ্ছতীতি ন তস্য নাশাশঙ্কেতি শেষঃ। ইতোঽপি গৃহস্থো যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যো ন ভবতীত্যাহ ন চেতি। জ্ঞানং কর্ম্ম চেত্যুভয়ং ততোঽভ্রষ্টোঽয়ং নশ্যতীতি বচনং গৃহস্থে কর্ম্মণি সতি সতি নার্থবত্তবিতুমলং তস্য কর্ম্মনিষ্ঠস্য কর্ম্মণো বিভ্রংশে হেত্বাভাবাৎ তৎফলস্যাবশ্যকত্বাদিত্যর্থঃ। কৃতস্য কর্ম্মণো মুমুক্ষুণা ভগবতি সমর্পণাৎ কর্ত্তরি ফলানারম্ভকত্বাদস্তি বিভ্রংশকারণমিতি শঙ্কতে কর্ম্মেতি। রাজারাধনবুদ্ধ্যা ধনধান্যাদি-সমর্পণস্যাধিকফলহেতুত্বোপলম্ভাদীশ্বরে সমর্পণং ন ভ্রংশকারণমিতি দূষয়তি নেত্যাদিনা। অধিকফলহেতুত্বেঽপি মোক্ষহেতুত্বমিষ্যতামিতি শঙ্কতে মোক্ষায়েতি। তদেব চোদ্যং বিবৃণোতি স্বকর্ম্মণামিতি। সহকারিসামর্থ্যাৎ তস্য ফলান্তরং প্রত্যুপায়ত্বাসিদ্ধিরিতি হেতুং সূচয়তি যোগেতি। ধ্যানসহিতস্য সন্ন্যাসস্য মোক্ষোপয়িকত্বে কুতো যোগভ্রষ্টমধিকৃত্য নাশাশঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাচ্চেতি। সহকার্য্যভাবে সামগ্র্যভাবাৎ ফলানুপপত্তের্যুক্তা নাশা-শঙ্কেত্যর্থঃ। ধ্যানসহিতমীশ্বরে কর্ম্মসমর্পণং মোক্ষায়েত্যত্র প্রমাণাভাবাৎ গৃহস্থো যোগভ্রষ্ট-শব্দবাচ্যো ন ভবতীতি দূষয়তি নেতি। গৃহস্থস্য যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যত্বাভাবে হেত্বন্তরমাহ একাকীতি। ন খল্বেতানি বিশেষণানি গৃহস্থসমবায়িনি সম্ভবন্তি তেন তস্য ধ্যানযোগবিধ্য-ভাবাৎ ন তং প্রতি যোগভ্রষ্টশব্দবচনমুচিতমিত্যর্থঃ। একাকিত্ববচনং গৃহস্থস্যাপি ধ্যান-কালে স্ত্রীসহায়ত্বাভাবাভিপ্রায়েণ ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্য অগ্নিহোত্রাদিবৎ ধ্যানস্য পত্নীসাধ্যত্বা-ভাবাদপ্রাপ্তপ্রতিষেধপ্রসঙ্গান্মৈবমিত্যাহ ন চাত্রেতি। বিশেষণান্তরপর্য্যালোচনয়াপি নায়মেকাকিশব্দো গৃহস্থপরো ভবিতুমর্হতীত্যাহ ন চেতি। কিঞ্চ গৃহস্থস্যৈবৈকাকিত্বাদি বিবক্ষিত্বা ধ্যানযোগবিধৌ তং প্রত্যুভয়ভ্রষ্টপ্রশ্নো নোপপদ্যত ইত্যাহ উভয়েতি। ন হি গৃহস্থং প্রতি উভয়স্মাজ্জ্ঞানাৎ কর্ম্মণশ্চ বিভ্রষ্টত্বমুপেত্য প্রষ্টুং যুজ্যতে তস্য জ্ঞানভ্রংশেঽপি কর্ম্মণস্তদভাবাদনুষ্ঠীয়মানকর্ম্মভ্রংশেঽপি প্রাগনুষ্ঠিতকর্ম্মবশাৎ ফলপ্রতিলম্ভাদাতো যথোক্ত-

প্রণালোচনয়া ন গৃহস্থং প্রতিধ্যানবিধানোপপত্তিরিত্যর্থঃ। ননু ভগবতা সন্ন্যাসস্য প্রতিষিদ্ধত্বাদ্‌গৃহস্থস্যৈব যোগবিধানাৎ তস্যৈব যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যত্বমিতি শঙ্কতে অনাশ্রিত ইত্যনেনেতি। ভগবদ্বাক্যং ন প্রতিষেধপরমিতি পরিহরতি ন ধ্যানেতি। স্তুতিপরত্বমেব স্ফোরয়তি ন কেবলমিতি। সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থমনুতিষ্ঠন্নিতি সম্বন্ধঃ। বাক্যস্যোভয়পরত্বমাশঙ্ক্য বাক্যভেদপ্রসঙ্গান্মৈবমিত্যাহ ন চেতি। ইতোঽপি ভগবতঃ সন্ন্যাসাশ্রমপ্রতিষেধোঽভিপ্রেতো ন ভবতীত্যাহ ন চ প্রসিদ্ধমিতি। তস্য প্রসিদ্ধং সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চেতি সম্বন্ধঃ। প্রসিদ্ধত্বমেব ব্যাকরোতি শ্রুতীতি। ইতোঽপি সন্ন্যাসাশ্রমং ভগবান্ প্রতিষেধতীত্যাহ স্ববচনেতি। বিরোধমেব সাধয়তি সর্ব্বকর্ম্মাণীত্যাদিনা। অনাশ্রিত ইত্যাদিবাক্যস্য যথাশ্রুতার্থত্বানুপপত্তেঃ স্তুতিপরত্বমুপপাদিতমুপসংহরতি তস্মাদিতি। কর্ম্মফলসন্ন্যাসিত্বমত্র মুনিশব্দার্থঃ। স্তুতিপরং বাক্যমক্ষরযোজনার্থমুদাহরতি অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলেঽভিলাষো নাস্তীত্যেতাবতা কথং তদনাশ্রিতত্ববাচো যুক্তিরিত্যাশঙ্ক্য ব্যতিরেকমুখেন বিশদয়তি যো হীতি। কার্য্যমিত্যাদি ব্যাকরোতি এবম্ভূতঃ সন্নিতি। কথং কর্ম্মিণঃ সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ কর্ম্মিত্ববিরোধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ য ঈদৃশ ইতি। স্তুতেরত্র বিবক্ষিতত্বান্নানুপপত্তিশ্চোদনীয়েতি মন্বানঃ সন্নাহ ইত্যেবমিতি। ন নিরগ্নিরিত্যাদেরর্থমাহ ন কেবলমিতি। অগ্নয়ো গার্হপত্যাহবনীয়ান্বাহার্য্যপচনপ্রভৃতয়ঃ। নন্বনগ্নিত্বে সিদ্ধমক্রিয়ত্বমগ্নিসাধ্যত্বাক্রিয়াণাং তথা চ ন নিরগ্নিরিত্যেতাবতৈবাপেক্ষিতসিদ্ধের্ন চাক্রিয়ইত্যনর্থকমর্থপুনরুক্তেরিতি তত্রাহ অনগ্নীতি। উত্তরশ্লোকস্য তাৎপর্য্যং দর্শয়িতুং ব্যাবর্ত্ত্যামাশঙ্কাং দর্শয়তি নমু চেতি। প্রসিদ্ধং পরিত্যজ্যাপ্রসিদ্ধিরূপাদীয়মানা প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধেতি চোদ্যং দূষয়তি নৈষ দোষ ইতি। উভয়স্য সাগ্নৌ সক্রিয়ে চ সন্ন্যাসিত্বস্য যোগিত্বস্য চেত্যর্থঃ। গুণবৃত্ত্যোভয়সম্পাদনং প্রশ্নপূর্ব্বকং প্রকটয়তি তৎ কথমিত্যাদিনা ॥ ১ ॥

রামানুজ।—উক্তঃ কর্ম্মযোগঃ সপরিকরঃ, ইদানীং জ্ঞানযোগকর্ম্মযোগসাধ্যাত্মাবলোকনরূপযোগাভ্যাসবিধিরুচ্যতে, তত্র কর্ম্মযোগস্য নিরপেক্ষযোগসাধনত্বং দ্রঢ়য়িতুং জ্ঞানাকারঃ কর্ম্মযোগো যোগশিরস্কঃ প্রদর্শ্যতে [অনূদ্যতে] অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকমনাশ্রিতঃ কার্য্যকর্ম্মানুষ্ঠানমেব কার্য্যং সর্ব্বাত্মনাস্মৎসুহৃদ্ভূতপরমপুরুষারাধনরূপতয়া কর্ম্মৈব মম প্রয়োজনং ন তৎসাধ্যং কিঞ্চিদিতি যঃ কর্ম্ম করোতি স সন্ন্যাসী চ জ্ঞানযোগনিষ্ঠশ্চ, যোগী চ কর্ম্মযোগনিষ্ঠশ্চ আত্মাবলোকনরূপযোগসাধনভূতোভয়নিষ্ঠশ্চ ইত্যর্থঃ। ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ, ন চোদিতযজ্ঞাদিকর্ম্মস্বপ্রবৃত্তঃ কেবলজ্ঞাননিষ্ঠস্তস্য হি জ্ঞাননিষ্ঠৈব কর্ম্মযোগনিষ্ঠস্য তূভয়মিত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ১ ॥

হনুমান্।—অতীতধ্যায়ান্তে যোগস্য সম্যগ্দর্শনং প্রত্যন্তরঙ্গস্যাধিষ্ঠানস্য সূত্রভূতাঃ শ্লোকাঃ "স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যান্" ইত্যাদয়ঃ উপদিষ্টাস্তেষাং বৃত্তিস্থানীয়োঽয়ং ষষ্ঠোঽধ্যায় আরভ্যতে শ্রীভগবানুবাচ, অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলমিত্যাদি। স সন্ন্যাসী যোগী বানাশ্রিতঃ নাশ্রিতঃ, কর্ম্মফলতৃষ্ণয়া ন প্রযুজ্যতে ইত্যর্থঃ। কার্য্যং কর্ম্ম কর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্মাগ্নিহোত্রাদি

করোতি যঃ স সন্ন্যাসী চ যোগী চ সর্ব্বফলসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ যোগী যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ, আত্মনঃ ন কেবলমনগ্নিরক্রিয় এব, পরমার্থতঃ সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ ॥ ১ ॥

শ্রীধর।—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ। মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥ পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভস্তত্র তাবৎ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যেণাভিধানাদ্দুঃখরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেষ্ঠত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ সন্নবশ্যং কার্য্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরগ্নিসাধ্যেষ্ট্যাখ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তাখ্যকর্ম্মত্যাগী চ ॥ ১ ॥

বলদেব।—ষষ্ঠে যোগবিধিঃ কর্ম্মশুদ্ধস্য বিজিতাত্মনঃ। স্থৈর্য্যোপায়শ্চ মনসোঽস্থিরস্যাপীতি কীর্ত্ত্যতে॥ প্রোক্তং কর্ম্মযোগমষ্টাঙ্গযোগশিরস্কমুপদেক্ষ্যন্নাদৌ তৌ তদুপায়ত্বাৎ তং কর্ম্মযোগং স্তৌতি ভগবাননাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলং পশ্বন্নপুত্রস্বর্গাদিকামনাশ্রিতোঽনিচ্ছন্ কার্য্যমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগনিষ্ঠঃ যোগী চাষ্টাঙ্গযোগনিষ্ঠঃ স এব। কর্ম্মযোগেনৈব তয়োঃ সিদ্ধিরিতি ভাবঃ। ন নিরগ্নিরগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মত্যাগী যতিবেশঃ সন্ন্যাসী, ন চাক্রিয়ঃ শারীরকর্ম্মত্যাগী অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রো যোগী। অত্র যোগমষ্টাঙ্গং চিকীর্ষূণাং সহসা কর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি মতম্ ॥ ১ ॥

মধুসূদন।—যোগসূত্রং ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ পঞ্চমান্তে যদীরিতম্। ষষ্ঠ আরভ্যতেঽধ্যায়স্তদ্ব্যাখ্যানায় বিস্তরাৎ॥ তত্র সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন যোগং বিধাস্যন্ ত্যাজ্যত্বেন হীনত্বমাশঙ্ক্য কর্ম্মযোগং স্তৌতি দ্বাভ্যাম্, অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মণাং ফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ ফলাভিসন্ধিরহিতঃ সন্ কার্য্যং কর্ত্তব্যতয়া শাস্ত্রেণ বিহিতং নিত্যমগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করোতি যঃ, স কর্ম্ম্যপি সন্ সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি স্তূয়তে। সন্ন্যাসো হি ত্যাগঃ, চিত্তগতবিক্ষেপাভাবশ্চ যোগঃ, তৌ চাস্য বিদ্যেতে ফলত্যাগাৎ ফলতৃষ্ণারূপচিত্তবিক্ষেপাভাবাচ্চ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগএবাত্র গৌণ্যা বৃত্ত্যা সন্ন্যাসযোগশব্দাভ্যামভিধীয়তে। সকামানপেক্ষ্য প্রাশস্ত্যকথনায় অবশ্যং ভাবিনৌ হি নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাতুর্মুখ্যৌ সন্ন্যাসযোগৌ, তস্মাদয়ং যদ্যপি ন নিরগ্নিঃ অগ্নিসাধ্যশ্রৌতকর্ম্মত্যাগী ন ভবতি। ন চাক্রিয়ঃ অগ্নিনিরপেক্ষস্মার্ত্তক্রিয়াত্যাগী চ ন ভবতি, তথাপি সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ। অথবা ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্যঃ, কিন্তু সাগ্নিঃ সক্রিয়শ্চ নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠায়ী সন্ন্যাসী যোগী চেতি মন্তব্য ইতি স্তূয়তে। "অপশবো বা অন্যে গোঽশ্বেভ্যঃ পশবো গোঽশ্বান্" ইত্যত্রৈব প্রশংসালক্ষণয়া নঞা অন্বয়োপপত্তিঃ। অত্র চাক্রিয় ইত্যনেনৈব সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসীতি লব্ধে নিরগ্নিরিতি ব্যর্থং স্যাদিত্যগ্নিশব্দেন সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপলক্ষ্য নিরগ্নিরিতি সন্ন্যাসী ক্রিয়াশব্দেন চিত্তবৃত্তীরুপলক্ষ্য অক্রিয় ইতি নিরুদ্ধচিত্তবৃত্তির্যোগী চ কথ্যতে।

ধ্বস্তন.. ন নিরগ্নিঃ সন্ন্যাসী মন্তব্যঃ, ন চাক্রিয়ো যোগী মন্তব্য ইতি যথাসঙ্খ্যমুভয়-ব্যতিরেকো দর্শনীয়ঃ, এবং সতি নঞ্দ্বয়মপ্যুপপন্নমিতি দ্রষ্টব্যম্॥ ১॥

নীলকণ্ঠ।—পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে সূত্রিতং ধ্যানযোগং বিবরীতুমিচ্ছন্ তত্রাধিকারহেতুত্বাৎ কর্ম্মযোগং তাবৎ স্তৌতি দ্বাভ্যাম্, অনাশ্রিত ইতি। যঃ কর্ম্মণাং ফলম্ অনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ কার্য্যং অবশ্যকর্ত্তব্যং নিত্যং কর্ম্ম করোতি স এব ফলসঙ্কল্পত্যাগাৎ সন্ন্যাসী চ যোগী চ ভবতি ন তু নিরগ্নিঃ যো বিধিতঃ শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মত্যাগী, স এব সন্ন্যাসী নাপি অক্রিয়স্ত্যক্ত-বাঙ্মনঃকায়ক্রিয় এব বা যোগীতি॥ ১॥

বিশ্বনাথ।—ষষ্ঠে তু যোগিনো যোগপ্রকারো বিজিতাত্মনঃ। মনসশ্চঞ্চলস্যাপি নৈশ্চল্যোপায় উচ্যতে॥ অষ্টাঙ্গযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তেনাপি চিত্তশোধকং নিষ্কামকর্ম্ম সহসা ন ত্যাজ্যমিত্যাহ অনাশ্রিত ইতি। কর্ম্মফলমনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলমনপেক্ষমাণঃ কার্য্যং অবশ্যকর্ত্তব্যত্বেন শাস্ত্রবিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি, স এব কর্ম্মফলসন্ন্যাসাৎ সন্ন্যাসী, স এব বিষয়ভোগেষু চিত্তাভাবাৎ যোগী চোচ্যতে। ন চ নিরগ্নিঃ অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মমাত্র-ত্যাগবানেব সন্ন্যাস্যুচ্যতে, ন চাক্রিয়ঃ দৈহিকচেষ্টাশূন্যঃ অর্দ্ধনিমীলিতনেত্র এব যোগী চোচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ১॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষভাগে ধ্যানযোগের অন্তরঙ্গ সাধনভূত সম্যগ্দর্শন-বিষয়ক সূত্রস্বরূপ যে তিনটি শ্লোক উপদিষ্ট হইয়াছে, অধুনা তাহার বৃত্তিস্বরূপ এই ষষ্ঠ অধ্যায় আরব্ধ হইতেছে। যতদিন পর্য্যন্ত গৃহী ব্যক্তি ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গস্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানই কর্ত্তব্য, ইহাই প্রথমতঃ কীর্ত্তিত হইতেছে। ধ্যানযোগের এইরূপ সীমা নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, সমুচ্চয়বাদী প্রতিবাদ-স্বরূপে বলিতে পারেন যে, শ্রৌত শাসন অনুসারে ধ্যানযোগে আরোহণ করিবার সামর্থ্য না থাকিলেও, যাবজ্জীবন কর্ম্মানুষ্ঠান একান্ত কর্ত্তব্য। অতএব আরূঢ় ও অনারূঢ় এতদুভয়ের প্রভেদ করা কখনই বিধেয় নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন, "আরোহণেচ্ছু মুনির পক্ষেই কর্ম্মযোগই সাধনস্বরূপে কথিত হয়।" (গীতা ৬অ। ৩)। এইস্থলে আরোহণেচ্ছু সুতরাং অনারূঢ় এই পদপ্রযুক্ত থাকায়, আরূঢ় ও অনারূঢ় এতদবস্থাদ্বয়ের প্রভেদ সমর্থিত হইয়াছে। কোন সাধক যোগ-মার্গে আরোহণ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, তাহাতে কৃতকার্য্য হন নাই, কেহ বা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইলেও, পুনরায় কারণবিশেষে পশ্চাৎপদ হইয়াছেন; সুতরাং সকলের পক্ষে সকল অবস্থাতেই কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। গৃহস্থাবস্থায় যখন ধ্যানযোগে

আরোহণে সামর্থ্য না থাকে তখনই কর্ম্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব, আরূঢ় অবস্থায় যোগীর পক্ষে কর্ম্মের কখনই সার্থকতা নাই। অতএব যাবজ্জীবন বহিরঙ্গ সাধনস্বরূপ কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়, একথা কখনই সিদ্ধ হইতে পারে না। আর গৃহস্থের পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগও অনুষ্ঠেয় হইতে পারে না। "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" (গীতা ৬অ। ১০ শ্লোক) এই বাক্যে শ্রীভগবান্ যোগের যে সকল ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতে সহজেই উপলব্ধ হয় যে, গৃহী ব্যক্তি কখনই তাহার লক্ষ্যীভূত নহেন। কারণ, স্ত্রীর সহায়তা প্রয়োজন থাকিলে তদ্বিষয়ে একাকী শব্দ প্রযুক্ত হইত না; এবং নিরাশী ও অপরিগ্রহ এ দুই বাক্যও কখনই গৃহস্থের পক্ষে সঙ্গত হয় না। অতএব যোগে অনারূঢ় ব্যক্তির পক্ষেই বহিরঙ্গ সাধনভূত কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধেয়তা কথিত হইল। এইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠাতাই সন্ন্যাসী ও যোগী পদবাচ্য। কেবল যে নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী শব্দের লক্ষিত, এমন নহে। ফলাসঙ্গ-বিরহিত সত্ত্বশুদ্ধি-লাভার্থ কর্ম্মানুষ্ঠাতাও সন্ন্যাসী ও যোগী, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে। এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে যে, যদি সর্ব্বত্যাগী না হইয়া, গৃহে বসিয়াই, কেবল নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই, সন্ন্যাসী হওয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্ব-বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক শেষাশ্রম গ্রহণ করিবার প্রয়োজন কি? "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সন্ন্যস্য" (৫অ। ১৩) ইত্যাদি বহুশ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও সন্ন্যাসের কথাই বলিয়াছেন। বর্ত্তমান স্থলেও তাহার কোন বিরোধ নাই। সন্ন্যাসের প্রয়োজনীয়তা নাই, অথবা তাহা না করিলেও হানি নাই, এরূপ কথা এস্থলে কথিত হয় নাই; যোগশৈলে আরোহণেচ্ছু গৃহীর বুদ্ধিশুদ্ধি-বিধায়ক ধ্যানযোগের সাধনস্বরূপ কর্ম্মফল-নিরপেক্ষ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করা আবশ্যক, ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য। কর্ম্মফলে লক্ষ্য রাখিয়া যিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না, তিনি অনাশ্রিত অর্থাৎ তৃষ্ণারহিত। কর্ম্মফলে যাঁহার তৃষ্ণা আছে, তাঁহাকে কর্ম্মফলাশ্রিত বলা যায়। তদ্বিপরীত অর্থাৎ অনাশ্রিত-কর্ম্মফল হইয়া কার্য্য সম্পাদন করা আবশ্যক। এইরূপ ভাবে কাম্যবিরোধী নিত্যানুষ্ঠেয় ক্রিয়াকলাপ যিনি সম্পন্ন করেন, তিনিই সন্ন্যাসী ও যোগী। যিনি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই সন্ন্যাসী; যিনি চিত্তনিরোধ করিয়াছেন, তিনিই যোগী। নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও যোগীর ন্যায় গুণসম্পন্ন, সুতরাং তদুভয়শব্দবাচ্য। কেবল যে নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিরাই

সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দবাচ্য এমন নহে। গার্হপত্য, আহবনীয় প্রভৃতি অগ্নি-সমূহ * যাঁহার কর্ম্মাঙ্গভূত নহে, অর্থাৎ যিনি অগ্নিসাধ্য-ক্রিয়া-কলাপ-বিবর্জ্জিত তিনিই নিরগ্নি; আর অগ্নিসাধ্য না হইলেও, তপোদানাদি ক্রিয়াকলাপও যাঁহার নাই, তিনিই অক্রিয়। এইরূপ শ্রুতি-স্মৃতি-শাস্ত্র-সঙ্গত ক্রিয়া-বর্জ্জিত ব্যক্তিই সন্ন্যাসী ও যোগী নামে প্রসিদ্ধ। তবে এক্ষণে শ্রুতি-স্মৃতি-সঙ্গত, ক্রিয়াপরায়ণ, সুতরাং সাগ্নি ও সক্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধে, কেন সন্ন্যাসী ও যোগী এই অপ্রসিদ্ধ শব্দদ্বয় প্রয়োগ করা হইতেছে? তাহাতে কোনই দোষ হয় নাই; কারণ কর্ম্ম-ফলসঙ্গ-ত্যাগই সন্ন্যাস এবং তাহাই যোগের অঙ্গ। কর্ম্মফল-সঙ্কল্পই চিত্তবিক্ষেপের হেতু। তাহা যাঁহার নাই, তিনি অবশ্যই সন্ন্যাসী ও যোগী শব্দে অভিহিত হইবার যোগ্য।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। অষ্টাঙ্গ যোগ সমন্বিত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে, শ্রীভগবান্ প্রথমে দুই শ্লোকে তাহার উপায়স্বরূপ কর্ম্মযোগের প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেছেন। কর্ম্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র, স্বর্গ প্রভৃতি কোন বিষয়েই যাঁহার কামনা নাই, কার্য্য অবশ্যকর্ত্তব্য জানিয়া, যিনি ফলাসঙ্গরহিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন, তিনিই জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং অষ্টাঙ্গ-যোগনিষ্ঠ যোগী। কেবল কর্ম্মযোগ দ্বারাই তাঁহার উভয় ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি অগ্নি-সাধ্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া যতি-বেশ পরিগ্রহ করিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় এমন নহে, এবং শারীরিক চেষ্টাদিরূপ ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া, অর্দ্ধনিমীলিত-নেত্রে উপবিষ্ট থাকিলেই যে যোগী হওয়া যায়, এমনও নহে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, যাঁহারা যোগমার্গে আরোহণ করিবার অভিলাষী, সহসা কর্ম্মত্যাগ করা তাঁহাদের পক্ষে বিধেয় নহে।

শ্রীমন্মধুসূদন ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়।—সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসের বিধি পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্ম যখন ত্যাজ্য তখন অবশ্যই তাহা হীন; অনেকে এরূপ মনে করিলেও করিতে পারেন। সেই

* বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডে নানা নামে অগ্নির ব্যবহার আছে। যজ্ঞস্থলের পশ্চিম দ্বারে যে অগ্নি স্থাপিত থাকে এবং প্রস্তোতা নামক ঋত্বিক্ যাহাতে কার্য্য করেন, তাহারই নাম গার্হপত্য অগ্নি। উক্ত গার্হপত্য অগ্নির পূর্ব্বে প্রাচীনবর্হিনামক বেদী সংস্থাপিত থাকে। তাহার পূর্ব্বে যে অগ্নি থাকে, তাহারই নাম আহবনীয় অগ্নি ইত্যাদি।

ভ্রম দূর করিবার বাসনায়, অগ্রে শ্রীভগবান্ দুই শ্লোকে কর্ম্ম-যোগের স্তুতি-বাদ করিতেছেন। কর্ম্মের ফলসম্বন্ধে স্পৃহা-শূন্য হইয়া এবং শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে সুতরাং অবশ্য কর্ত্তব্য মনে করিয়া, যিনি অগ্নিহোত্রাদি নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি কর্ম্মী হইলেও, সন্ন্যাসী এবং যোগী। ত্যাগের নামই সন্ন্যাস এবং চিত্তগত বিক্ষেপ-নিরোধের নামই যোগ। ফলতৃষ্ণারূপ চিত্ত-বিক্ষেপের অভাব হওয়ায়, এবং কর্ম্ম-ফল তৃষ্ণা-ত্যাগ গৌণরূপে সন্ন্যাসার্থ প্রতিপাদক হওয়ায়, ফলাভিসন্ধি বিরহিত কর্ম্মী ব্যক্তি তদুভয় নামেরই যোগ্য। তাদৃশ ব্যক্তি যদি নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিসাধ্য শ্রৌত কর্ম্মত্যাগী না হন, অথবা যদি অক্রিয় অর্থাৎ অগ্নিনিরপেক্ষ স্মার্ত্ত কর্ম্মত্যাগী না হন, তথাপি তিনি সন্ন্যাসী ও যোগী। ইহার অন্যরূপ ব্যাখ্যা যথা; নিরগ্নি ও অক্রিয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী ও যোগী নহেন; কিন্তু নিষ্কাম কর্ম্ম-পরায়ণ সাগ্নি ও সক্রিয় ব্যক্তিই সন্ন্যাসী ও যোগী। মূলস্থিত অক্রিয় এই শব্দ দ্বারা সর্ব্ব-কর্ম্ম-সন্ন্যাস উপলব্ধ হইতেছে; সুতরাং কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, নিরগ্নি পদ প্রয়োগ করা ব্যর্থ হইয়াছে। যেহেতু যিনি অক্রিয় অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত, তিনি যে অগ্নিক্রিয়াও ত্যাগ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টতঃই উপলব্ধ হয়। এইরূপ আশঙ্কা নিবারণার্থ কথিত হইতেছে যে, অগ্নি-শব্দদ্বারা যাবতীয় ক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে এবং নিরগ্নি শব্দ সন্ন্যাসার্থ প্রতি-পাদনার্থ প্রযুক্ত হইয়াছে। আর ক্রিয়া শব্দে চিত্তবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে এবং অক্রিয় শব্দে নিরুদ্ধচিত্ত যোগীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে॥ ১॥

শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর প্রারম্ভ বাক্য।—চিত্ত শুদ্ধ হইলেও, ধ্যান বিনা কেবল সন্ন্যাসের দ্বারা মুক্তি হয় না; এই জন্য ষষ্ঠাধ্যায়ে ধ্যানযোগের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্বলদেবের প্রারম্ভ বাক্য।—যাঁহারা ইন্দ্রিয়াদি জয় করিয়া কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের জন্য যোগের বিধি এবং যাঁহা-দের মন স্থির হয় নাই, তাঁহাদের চিত্তস্থৈর্য্যের উপায় ষষ্ঠাধ্যায়ে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

শ্রীমন্মধুসূদনের প্রারম্ভ বাক্য।—পঞ্চমাধ্যায়ের শেষভাগে যোগসূত্রস্বরূপ যে তিনটি শ্লোক উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই বিস্তারিত ব্যাখ্যানার্থ ষষ্ঠাধ্যায় আরব্ধ হইতেছে।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের প্রারম্ভ বাক্য।—ষষ্ঠাধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যোগীদিগের যোগের প্রকার এবং চঞ্চলচিত্তগণের অচঞ্চলতা লাভের উপায় কথিত হইতেছে।

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২॥

অন্বয়।—পাণ্ডব যং সন্ন্যাসং (সর্ব্বকর্ম্মণঃ তৎফলস্য চ পরিত্যাগ-রূপম্) ইতি প্রাহুঃ (শ্রুতয় ইতি শেষঃ) তং যোগং (নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠানম্) বিদ্ধি (জানীহি) হি (যস্মাৎ) অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ (অত্যক্ত-ফলাভিসন্ধিঃ) কশ্চন (কশ্চিদপি) যোগী ন ভবতি॥ ২॥

প্রতিশব্দ।—পাণ্ডুনন্দন যাহা সন্ন্যাস ইহা বলেন তাহা কর্ম্মযোগ জানিবে যেহেতু অফলাভিসন্ধি-পরিশূন্য কেহই যোগী হন না॥ ২॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র যাহাকে সন্ন্যাস নামে অভিহিত করেন, তাহাকেই যোগ বলিয়া জানিবে; কারণ, হৃদয় হইতে ফলতৃষ্ণা পরিবর্জ্জন করিতে না পারিলে, কেহই কখন যোগী হইতে পারেন না॥ ২॥

শঙ্করাচার্য্য।—গৌণমুভয়ং ন পুনর্মুখ্যসন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চাভিমতমিত্যেতমর্থং দর্শয়িতুমাহ যং সন্ন্যাসমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগলক্ষণং পরমার্থসন্ন্যাসং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতিস্মৃতিবিদঃ, যোগং কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণম্, তং পরমার্থসন্ন্যাসং বিদ্ধি জানীহি হে পাণ্ডব! কর্ম্মযোগস্য প্রবৃত্তিলক্ষণস্য তদ্বিপরীতেন নিবৃত্তিলক্ষণেন পরমার্থসন্ন্যাসেন কীদৃশং সামান্যমঙ্গীকৃত্য তদ্ভাব উচ্যতে? ইত্যপেক্ষায়ামিদমুচ্যতে, অস্তি পরমার্থসন্ন্যাসেন সাদৃশ্যং কর্ত্তৃদ্বারকং কর্ম্মযোগস্য, যো হি পরমার্থসন্ন্যাসী স ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মসাধনতয়া সর্ব্বকর্ম্ম-তৎফলবিষয়ং সঙ্কল্পং প্রবৃত্তিহেতুকামকারণং সন্ন্যস্যতি, অয়মপি কর্ম্মযোগী কর্ম্ম কুর্ব্বাণ এব ফলবিষয়ং সঙ্কল্পং সন্ন্যস্যতীত্যেতমর্থং দর্শয়ন্নাহ, ন হি যস্মাদসন্ন্যস্তসঙ্কল্পোঽসন্ন্যস্তোঽপরিত্যক্তঃ ফলবিষয়সঙ্কল্পোঽভিসন্ধির্যেন সোঽসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি কর্ম্মী যোগী সমাধানবান্ ভবতি ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ফলসঙ্কল্পস্য চিত্তবিক্ষেপহেতুত্বাৎ, তস্মাদ্ যঃ কশ্চন যোগী কর্ম্মী সন্ন্যস্তফলসঙ্কল্পো ভবেৎ, স যোগী সমাধানবান্ ভবতি, ন বিক্ষিপ্তচিত্তো ভবতি চিত্ত-বিক্ষেপহেতোঃ ফলসঙ্কল্পস্য সন্ন্যস্তত্বাদিত্যভিপ্রায়ঃ। যোগাঙ্গত্বেন কর্ম্মানুষ্ঠানাৎ কর্ম্মফল-

সঙ্কল্পস্য বা চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ পরিত্যাগাদেব।গিত্বঞ্চেতি সন্ন্যাসিত্বঞ্চেত্যভিপ্রেত্যচোক্তে, এবং পরমার্থসন্ন্যাসকর্ম্মযোগয়োঃ কর্ত্তৃদ্বারকং সন্ন্যাসসামান্যমপেক্ষ্য "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব!" ইতি কর্ম্মযোগস্য স্তুত্যর্থং সন্ন্যাসত্বমুক্তম্॥ ২ ॥

আনন্দগিরি।—সম্ভবতি মুখ্যে সন্ন্যাসিত্বাদৌ কিমিতি গৌণমুভয়মভীষ্টমিত্যাশঙ্ক্য মুখ্যস্য কর্ম্মণ্যসম্ভবাদ্গৌণমেব স্তুতিসিদ্ধ্যর্থং তদিষ্টমিত্যভিপ্রেত্যাহ ন পুনরিতি। চিত্ত-ব্যাকুলত্বহেতুকামনাত্যাগাচ্চিত্তসমাধানসিদ্ধের্যোগিত্বং কর্ম্মিণোঽপি যুক্তম্, সন্ন্যাসিত্বন্তু তস্য বিরুদ্ধমিতি শঙ্কমানং প্রত্যুক্তেঽর্থে শ্লোকমবতারয়তি ইত্যেতমিতি। পরমার্থসন্ন্যাসং প্রাহুরিতি সম্বন্ধঃ, ইতীত্থং সন্ন্যাসস্য প্রামাণিকাভ্যুপগতত্বাদিতীতি শব্দো যোজ্যো। যোগং ফলতৃষ্ণাং পরিত্যজ্য সমাহিতচেতস্তয়েতি শেষঃ। যদুক্তম্, "সন্ন্যাসিত্বং যোগিত্বঞ্চ গৃহস্থস্য গৌণম্" ইতি তদুত্তরার্দ্ধযোজনয়া প্রকটয়িতুমুত্তরার্দ্ধমুত্থাপয়তি কর্ম্মযোগস্যেতি। কর্ম্মযোগস্য পরমার্থসন্ন্যাসেন কর্ত্তৃদ্বারকং সাম্যমুক্তং ব্যক্তং করোতি যো হীতি। ত্যক্তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সাধনানি চ যেন স তথোক্তস্তস্য ভাবস্তত্তা তয়া সর্ব্বকর্ম্মবিষয়ং তৎফলবিষয়ঞ্চ সঙ্কল্পং ত্যজতীত্যর্থঃ। সঙ্কল্পত্যাগে তৎকার্য্যকামত্যাগঃ তত্ত্যাগে তজ্জন্যপ্রবৃত্তিত্যাগশ্চ সিধ্যতীত্যভিসন্ধায় বিশিনষ্টি প্রবৃত্তীতি। কর্ম্মিণ্যপি যথোক্তসঙ্কল্পসন্ন্যাসিত্বমস্তীত্যাহ অয়মপীতি। তদপরিত্যাগে ব্যাকুলচেতস্তয়া কর্ম্মানুষ্ঠানস্যৈব দুঃশকত্বাদিত্যর্থঃ। উক্তমেব সাম্যং ব্যক্তীকুর্ব্বন্ ব্যতিরেকং দর্শয়তি ইত্যেতমিতি। ফলসঙ্কল্পাপরিত্যাগে কিমিতি সমাধান-বত্তাভাবস্তত্রাহ ফলেতি। ব্যতিরেকমুখেনোক্তমর্থমন্বয়মুখেনোপসংহরতি তস্মাদিতি। হিশব্দার্থস্য যস্মাদিত্যুক্তস্য তস্মাদিত্যনেন সম্বন্ধঃ। কর্ম্মিণং প্রতি যথোক্তবিধৌ হেতু-হেতুমদ্ভাবমভিপ্রেত্য দ্বিতীয়বিধৌ হেতুমাহ চিত্তবিক্ষেপেতি। পূর্ব্বশ্লোকে পূর্ব্বোত্তরার্দ্ধা-ভ্যামুক্তমনুবদতি এবমিতি॥ ২ ॥

রামানুজ।—উক্তলক্ষণে কর্ম্মযোগে জ্ঞানমপ্যস্তীত্যাহ যং সন্ন্যাসমিতি। জ্ঞানযোগ ইতি আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানমিতি প্রাহুঃ, তং কর্ম্মযোগমেব বিদ্ধি তদুপপাদয়তি, নহ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি। কশ্চনেতি আত্মযাথাত্ম্যানুসন্ধানেনাত্মনি প্রকৃতাবাত্মসঙ্কল্পঃ সন্ন্যস্তঃ পরিত্যক্তো যেন স সন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ অনেবম্ভূতো যঃ সোঽসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ, নহ্যক্তেষু কর্ম্মযোগেষ্ব-নেবম্ভূতঃ কশ্চন কর্ম্মযোগী ভবতি॥ ২ ॥

হনুমান্।—কর্ম্মকারণাৎ কর্ম্মযোগিত্বং তাবৎ সিদ্ধং সন্ন্যাসিত্বন্তু সাগ্নৌ সক্রিয়ে-নৈব সিদ্ধং লোকে ইতি, তৎ সম্পাদয়তি ভগবান্ যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুরিতি। লৌকিকাঃ প্রাহুঃ, যোগং কর্ম্মযোগং তং বিদ্ধি বিজানীহি, অস্তি হি তস্মিন্ নিরগ্নিনা অক্রিয়েণ পরমার্থ-সন্ন্যাসিনা সাম্যং কিং তদিত্যত্রাহ পরমার্থসন্ন্যাসী ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানেষু সর্ব্ববিষয়সঙ্কল্পঃ সন্ পশ্যতি। অতি চ কর্ম্মিণঃ হ্যসন্ন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি, কর্ম্মী চ স উচ্যতে কশ্চন কশ্চিদপি সন্ন্যাসী নোচ্যতে॥ ২ ॥

শ্রীধর।—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ যমিতি। যং

সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ, "সন্ন্যাসএবেত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতয় ইতি। কেবলাৎ ফলসন্ন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি, কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শব্দোক্তো হেতুর্যোগেঽপ্যস্তীত্যাহ ন হীতি। ন সন্ন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥ ২॥

বলদেব।—নমু সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিরতিরূপায়াং জ্ঞাননিষ্ঠায়াং সন্ন্যাসশব্দশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধে যোগশব্দশ্চ পঠ্যতে। স চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ব্যাপারাত্মকে কর্ম্মযোগে স সন্ন্যাসী চ যোগী চেতি ব্রুবতা ভবতা কয়া বৃত্ত্যা নীয়ত ইতি চেৎ তত্রাহ যমিতি। যং কর্ম্মযোগং অর্থতাৎপর্য্যজ্ঞাঃ সন্ন্যাসং প্রাহুস্তমেব ত্বং যোগমষ্টাঙ্গং বিদ্ধি হে পাণ্ডব! নমু সিংহো মানবক ইত্যাদৌ শৌর্য্যাদিগুণসাদৃশ্যেন তথা প্রয়োগঃ, প্রকৃতে কিং সাদৃশ্যমিতি চেৎ তত্রাহ ন হীতি। অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ কশ্চন কশ্চিদপি জ্ঞানযোগ্যষ্টাঙ্গযোগী চ ন ভবত্যপি তু সন্ন্যস্তসঙ্কল্প এব ভবতীত্যর্থঃ। সন্ন্যস্তঃ পরিত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলেচ্ছা ভোগেচ্ছা চ যেন সঃ, তথা ফলত্যাগসাদৃশ্যাৎ তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাদৃশ্যাচ্চ কর্ম্মযোগিনস্তদুভয়ত্বেন প্রয়োগো গৌণবৃত্ত্যেতি।

মধুসূদন।—অসন্ন্যাসেঽপি সন্ন্যাসপদপ্রয়োগে নিমিত্তভূতং গুণযোগং দর্শয়িতুমাহ যমিতি। যং সর্ব্বকর্ম্মতৎফলপরিত্যাগং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুঃ শ্রুতয়ঃ, "সন্ন্যাস এবাতিরেচয়তীতি ব্রাহ্মণাঃ পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যাং চরন্তি" ইত্যাদ্যাঃ। যোগং ফলতৃষ্ণাকর্ত্তৃত্বাভিমানয়োঃ পরিত্যাগেন বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানং তং সন্ন্যাসং বিদ্ধি হে পাণ্ডব! "অব্রহ্মদত্তং ব্রহ্মদত্তমিত্যাহ তং বয়ং মন্যামহে ব্রহ্মদত্তসদৃশোঽয়ম্" ইতি ন্যায়াৎ পরশব্দঃ পরত্র প্রযুজ্যমানঃ সাদৃশ্যং বোধয়তি গৌণ্যা বৃত্ত্যা তদ্ভাবারোপেণ বা, প্রকৃতে তু কিং সাদৃশ্যমিতি তদাহ নহীতি। যস্মাৎ অসন্ন্যস্তসঙ্কল্পঃ অত্যক্তফলসঙ্কল্প কশ্চন কশ্চিদপি যোগী ন ভবতি, অপিতু সর্ব্বো যোগী ত্যক্তফলসঙ্কল্প এব ভবতীতি ফলত্যাগসাম্যাৎ তৃষ্ণারূপচিত্তবৃত্তিনিরোধসাম্যাচ্চ, গৌণ্যা বৃত্ত্যা কর্ম্ম্যেব সন্ন্যাসী চ যোগী চ ভবতীত্যর্থঃ। তথাহি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ", "প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতয়ঃ" ইতি বৃত্তয়ঃ পঞ্চবিধাঃ, "তত্র প্রত্যক্ষানুমানশাব্দোপমানার্থাপত্ত্যভাবাখ্যানি প্রমাণানি ষট্" ইতি বৈদিকাঃ। "প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ প্রমাণানি ত্রীণি" ইতি যোগাঃ। অন্তর্ভাববহির্ভাবাভ্যাং সঙ্কোচবিকাশৌ দ্রষ্টব্যৌ। অতএব তার্কিকাদীনাং মতভেদাঃ। বিপর্য্যয়ো মিথ্যাজ্ঞানম্, তস্য পঞ্চভেদাঃ, "অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ" ত এব চ ক্লেশাঃ। "শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ"। প্রমা ভ্রমবিলক্ষণোঽসদর্থব্যবহারঃ, শশবিষাণমসৎপুরুষস্য চৈতন্যমিত্যাদিঃ। "অভাবপ্রত্যয়ালম্বনা বৃত্তির্নিদ্রা"। চতসৃণাং বৃত্তীনাং অভাবস্য প্রত্যয়ঃ কারণং তমোগুণঃ তদালম্বনা বৃত্তিরেব নিদ্রা, ন তু জ্ঞানাদ্যভাবমাত্রমিত্যর্থঃ। "অনুভূতবিষয়াসম্প্রমোষঃ প্রত্যয়ঃ স্মৃতিঃ"। পূর্ব্বানুভূতসংস্কারজং জ্ঞানমিত্যর্থঃ। সর্ব্ববৃত্তিজন্যত্বাদন্তে কথনম্। লজ্জাদিবৃত্তীনামপি পঞ্চস্বেবান্তর্ভাবো দ্রষ্টব্যঃ। এতাদৃশাং সর্ব্বাসাং

চিত্তবৃত্তীনাং নিরোধো যোগ ইতি চ সমাধিরিতি চ কথ্যতে, ফলসঙ্কল্পস্ত রাগাখ্যস্তত্তায়ো বিপর্য্যয়ভেদস্তন্নিরোধমাত্রমপি গৌণ্যা বৃত্ত্যা যোগ ইতি সন্ন্যাস ইতি চোচ্যত ইতি ন বিরোধঃ ॥ ২ ॥

নীলকণ্ঠ।—কেন সাম্যেনায়ং সন্ন্যাসী যোগী চেতি স্তূয়তে অত আহ যমিতি। যো হি ত্যক্তসর্ব্বসঙ্কল্পঃ স সন্ন্যাসী তাদৃশশ্চ ধ্যানযোগী অতো ন তয়োর্ভেদঃ, "নিঃসঙ্কল্পস্তটস্থস্তিষ্ঠেদেতন্মোক্ষস্য লক্ষণম্" ইতি, মৈত্রায়ণীয়োপনিষচ্ছ্রুতস্য মোক্ষলক্ষণস্য নিঃসঙ্কল্পত্বস্যোভয়ত্রাপি তুল্যত্বাৎ, অতোঽয়মপি কর্ম্মযোগী ফলসঙ্কল্পত্যাগাৎ নিঃসঙ্কল্পত্বসাম্যাৎ সন্ন্যাসী যোগী চ ভবতীতি স্তূয়ত ইত্যর্থঃ। যোগাধিকারসিদ্ধয়ে নিষ্কামকর্ম্মাণ্যনুষ্ঠেয়ানীতি শ্লোকদ্বয়তাৎপর্য্যার্থঃ ॥ ২ ॥

বিশ্বনাথ।—কর্ম্মফলত্যাগ এব সন্ন্যাসশব্দার্থঃ, বস্তুতস্তথা বিষয়েভ্যশ্চিত্তনৈশ্চল্যমেব যোগশব্দার্থঃ। তস্মাৎ সন্ন্যাসযোগশব্দয়োরৈকার্থ্যমেবাগতমিত্যাহ যমিতি। অসন্ন্যস্তঃ ন সন্ন্যস্তস্ত্যক্তঃ সঙ্কল্পঃ ফলাকাঙ্ক্ষা বিষয়ভোগস্পৃহা যেন সঃ ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মযোগ-পরায়ণ অসন্ন্যাসী ব্যক্তিকেও কেন সন্ন্যাসী শব্দে অভিহিত করা হইল, তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। সকল কর্ম্ম ও তাহার ফলত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলায, স্বর্গাদি স্থান প্রাপ্তির অভিলায পরিবর্জ্জন পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করাই সন্ন্যাস।" ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে কর্ম্মযোগ বলে। হে পাণ্ডুকুলপ্রদীপ! এতাদৃশ কর্ম্মযোগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানিবে। যিনি সঙ্কল্পের সন্ন্যাস করিতে অর্থাৎ কর্ম্মসম্বন্ধে ফলসঙ্কল্প পরিহার করিতে পারেন নাই, তিনি কখনই যোগী শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। যোগী হইলেই তাঁহাকে ফল-সঙ্কল্প-পরিশূন্য হইতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। সুতরাং যিনি তৃষ্ণারূপা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হেতু কর্ম্ম-বিষয়ে ফলতৃষ্ণা ও কর্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য, তিনিই গৌণবৃত্তির দ্বারা সন্ন্যাসী শব্দবাচ্য। ফলতঃ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই একার্থবাচক। কারণ, উভয় অবস্থাতেই ফলত্যাগ ও তৃষ্ণারূপা চিত্তবৃত্তির নিরোধবিষয়ক সমতা থাকায়, কর্ম্মযোগীকে গৌণবৃত্তির দ্বারা উভয় শব্দে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে ॥ ২ ॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—যোগং (ধ্যানযোগং) আরুরুক্ষোঃ (আরোঢ়ুমিচ্ছতঃ প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ) মুনেঃ কর্ম্ম কারণং (সাধনং) উচ্যতে যোগারূঢ়স্য (ধ্যান-পরায়ণস্য) তস্য এব শমঃ (উপশমরূপঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ) কারণং উচ্যতে ॥ ৩ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছুক সন্ন্যাসিগণের কর্ম্ম সাধন-রূপে কথিত হয় জ্ঞানযোগ-সম্পন্ন তাঁহারই কর্ম্ম সন্ন্যাস কারণরূপে কথিত হয় ॥ ৩ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহারা জ্ঞানযোগে আরূঢ় হইবার অভিলাষ করেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই সাধনস্বরূপ; আর যাঁহারা জ্ঞানযোগে সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মসন্ন্যাসই সাধন স্বরূপ ॥ ৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ধ্যানযোগস্য ফলনিরপেক্ষঃ কর্ম্মযোগো বহিরঙ্গসাধনমিতি তং সন্ন্যাসত্বেন স্তুত্বাধুনা কর্ম্মযোগস্য ধ্যানযোগসাধনত্বং দর্শয়তি আরুরুক্ষোরিতি। আরুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছতঃ অনারূঢ়স্য ধ্যানযোগেঽবস্থাতুমশক্তস্যৈবেত্যর্থঃ। কস্য? তস্যারুরুক্ষোর্মুনেঃ কর্ম্মফলসন্ন্যাসিন ইত্যর্থঃ। কিমারুরুক্ষোর্যোগং কর্ম্মকারণং সাধনমুচ্যতে, যোগারূঢ়স্য পুনস্তস্যৈব শম উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিঃ কারণং যোগারূঢ়ত্বস্য সাধনমুচ্যতে ইত্যর্থঃ। যাবদ্যাবৎ কর্ম্মভ্য উপরমতে তাবৎ তাবন্নিরায়াসস্য জিতেন্দ্রিয়স্য চিত্তং সমাধীয়তে, তথা সতি স ঝটিতি যোগারূঢ়ো ভবতি। তথা চোক্তং ব্যাসেন, "নৈতাদৃশং ব্রাহ্মণস্যাস্তি বিত্তং যথৈকতা শমতা সত্যতা চ। শীলং স্থিতি-র্দণ্ডনিধানমার্জবং ততস্ততশ্চোপরমঃ ক্রিয়াভ্যঃ"। ইতি ॥ ৩ ॥

আনন্দগিরি।—পরমার্থসন্ন্যাসস্য কর্ম্মযোগান্তর্ভাবে কর্ম্মযোগস্যৈব সদা কর্ত্তব্যত্ব-মাপদ্যেত, তেনেতরস্যাপি কৃতত্বসিদ্ধেরিত্যাশঙ্ক্যোক্তানুবাদপূর্ব্বকমুত্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ ধ্যানযোগস্যেতি। ভাবিন্যা বৃত্ত্যা মুনের্যোগমারোঢ়ুমিচ্ছোরিষ্যমাণস্য যোগারোহণস্য কর্ম্মহেতুশ্চেদপেক্ষিতং যোগমারূঢ়স্যাপি তৎফলপ্রাপ্তৌ তদেব কারণং ভবিষ্যতি তস্য কারণত্বে কৢপ্তশক্তিত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়স্যেতি। অনারূঢ়স্যেত্যেতস্যৈবার্থং স্ফুটয়তি ধ্যানেতি। মুনিত্বং কর্ম্মফলসন্ন্যাসিন্যৌপচারিকমিত্যাহ কর্ম্মফলেতি সাধনং চিত্তশুদ্ধিদ্বারা ধ্যানযোগপ্রাপ্তীচ্ছায়ামিতি শেষঃ, তস্যেতি প্রকৃতস্য কর্ম্মিণো গ্রহণম্,

এবকারো ভিন্নক্রমঃ শমশব্দেন সম্বধ্যতে। কস্যান্যযোগব্যবচ্ছেদেন শমো হেতুরিতি তত্রাহ যোগারূঢ়স্যৈতি। সর্ব্বব্যাপারোপশমরূপোপশমস্য যোগারূঢ়ত্বে কারণত্বং বিবৃণোতি যাবদ্যাবদিতি। সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তাবায়াসাভাবাদ্বশীকৃতস্যেন্দ্রিয়গ্রামস্য চিত্তসমাধানে যোগারূঢ়ত্বং সিধ্যতীত্যর্থঃ। সর্ব্বকর্ম্মোপরমস্য পুরুষার্থসাধনত্বে পৌরাণিকীং সম্মতিমাহ তথা চেতি। একতা সর্ব্বেষু ভূতেষু বস্তুনো দ্বৈতাভাবোপলক্ষিতত্বমিতি প্রতিপত্তিঃ, শমতা তেষ্বেবৌপাধিকবিশেষেঽপি স্বতো নির্ব্বিশেষত্বধীঃ, সত্যতা তেষামেব হিতবচনং, শীলং স্বভাবসম্পত্তিঃ, স্থিতিঃ স্থৈর্য্যং, দণ্ডনিধানমহিংসনম্, আর্জ্জবমবক্রত্বং ক্রিয়াভ্যঃ সর্ব্বাভ্যঃ সকাশাদুপরতিশ্চেত্যেতদুক্তং সর্ব্বং যথা যাদৃশমেতাদৃশং নান্যদ্ব্রাহ্মণস্য বিত্তং পুমর্থসাধনমস্তি, তস্মাদেতদেবাস্য নিরতিশয়ং পুরুষার্থসাধনমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

রামানুজ।—"যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জ্জিতাঃ" ইত্যুক্তং হি কর্ম্মযোগ এবাপ্রমাদেন যোগং সাধয়তি ইত্যাহ আরুরুক্ষোরিতি। যোগমাত্মাবলোকনং প্রাপ্তুমিচ্ছোর্মুমুক্ষোঃ কর্ম্মযোগ এব কারণমুচ্যতে। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য প্রতিষ্ঠিতযোগস্য শমঃ কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কারণমুচ্যতে যাবদাত্মাবলোকনরূপমোক্ষপ্রাপ্তিস্তাবৎ কর্ম্মকার্য্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

হনুমান্।—ধ্যানযোগস্য বহিরঙ্গং কর্ম্মেতি যাবৎ, ধ্যানযোগারোহণসমর্থত্বাবান্ গৃহস্থেনাধিকৃতেন কর্ম্ম কর্ত্তব্যমতঃ স্তৌতি ভগবান্ আরুরুক্ষোরিতি। নন্বু কিমর্থং ধ্যানযোগারোহণং সীমাকরণং যত্রানুষ্ঠেয়মেব বিহিতং কর্ম্ম যাবজ্জীবত্বেনৈতদারুহ্যতে যোগমারুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছোর্মুনেঃ কর্ম্ম কারণং সাধ্যসাধনমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব কর্ম্মণঃ শমঃ উপশমঃ সর্ব্বকর্ম্মভ্যো নিবৃত্তিকারণং যোগারূঢ়স্য চ শমঃ কর্ম্ম চোভয়ং কর্ত্তব্যত্বেনাভিপ্রেতং চেৎ পুনস্তদারুরুক্ষোরারূঢ়স্য চেতি বিশেষণং বিভাগকরণং চোপপদ্যতে এবেতি চেন্ন, তস্যৈবেতি বচনাৎ পুনর্যোগগ্রহণাচ্চ যোগারূঢ়স্যেতি য আসীৎ পূর্ব্বমেবারুরুক্ষুস্তস্যৈবারূঢ়স্য শমএব কর্ত্তব্যঃ কারণং যোগফলং প্রত্যুচ্যত ইতি। অতো ন যাবৎ জ্ঞানে কর্ত্তব্যত্বপ্রাপ্তিস্তস্যাপি কর্ম্মিণো যোগবঞ্চনাদি ভ্রষ্টাচ্চ গৃহস্থস্য চেৎ কর্ম্মযোগো বিহিতঃ ষষ্ঠাধ্যায়ে স যোগভ্রংশঃ কর্ম্মগতিং কর্ম্মফলং প্রাপ্নোতীতি। তস্য নাশাশঙ্কানুপপত্তেঃ স্যাদবশ্যং কৃতং কর্ম্ম কাম্যং নিত্যং বা মোক্ষস্য নিত্যত্বাদনারভ্যত্বেন স্বং ফলমারভ্যতে, এবং নিঃসঙ্গস্য চ কর্ম্মণো বেদপ্রমাণাববুদ্ধত্বাৎ ফলেন ভবিতব্যমিত্যবোচামঃ; অন্যথা বেদস্যানর্থক্যপ্রসঙ্গাদিতি। ন চ কর্ম্মণি সত্যুভয়ভ্রষ্টবচনমনর্থবৎ কর্ম্মনো বিভ্রংশকরানুপপত্তেঃ কর্ম্মফলমীশ্বরে সন্ন্যাসী মোক্ষায়ৈব ন ফলান্তরায় যোগসহিতঃ যোগাচ্চ ভ্রষ্ট ইতি অতস্তং প্রতিনাসৌ যুক্ত এবেতি চেন্ন "একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ" "ব্রহ্মচারি ব্রতে স্থিতঃ" ইতি চ গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ কর্ম্মসন্ন্যাসবিধানান্ন চাত্রধ্যানকালে স্ত্রীসহায়শঙ্কা, যেনৈকাকিত্বং বিধীয়তে, ন চ গৃহস্থস্য নিরাশীরপরিগ্রহ ইতি বচনমনুকূলং "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগাৎ" ইতি তত্র তত্র বচনানি দর্শিতানি তৈর্বিরুধ্যতে চতুর্থাশ্রমপ্রতিষেধস্তস্মাৎ পুনর্যোগমারুরুক্ষোপপন্নগার্হস্থ্যাগ্নি-

হোত্রাদিফলনিরপেক্ষমনুষ্ঠীয়মানং ধ্যানযোগারোহণং সাধনবলেন সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারেণ প্রতিপন্নত ইতি সন্ন্যাসী যোগী চেতি শ্রূয়তে ॥ ৩ ॥

শ্রীধর।—তর্হি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগএব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষো-রিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্মোচ্যতে চিত্তশুদ্ধি-করত্বাৎ, জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব জ্ঞাননিষ্ঠস্য শমো বিক্ষেপককর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরি-পাকে কারণমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

বলদেব।—নন্বেবমষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবং কর্ম্মানুষ্ঠানং প্রাপ্তমিতি চেৎ তত্রাহ আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং ধ্যাননিষ্ঠামারুরুক্ষোস্তদারোহে কর্ম্ম কারণং হৃদ্বিশুদ্ধিকৃত্বাৎ। তস্যৈব যোগারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠস্য তদ্দার্ঢ্যে শমো বিক্ষেপককর্ম্মো-পরতিঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

মধুসূদন।—তৎ কিং প্রশস্তত্বাৎ কর্ম্মযোগএব যাবজ্জীবমনুষ্ঠেয়? ইতি নেত্যাহ আরুরুক্ষোরিতি। যোগমন্তঃকরণশুদ্ধিরূপং বৈরাগ্যমারুরুক্ষোরারোঢ়ুমিচ্ছোর্ন ত্বারূঢ়স্য মুনের্ভবিষ্যতঃ কর্ম্মফলতৃষ্ণাত্যাগিনঃ কর্ম্মশাস্ত্রবিহিতমগ্নিহোত্রাদিনিত্যং ভগবদর্পণবুদ্ধ্যা কৃতং কারণং যোগারোহণে সাধনমনুষ্ঠেয়মুচ্যতে বেদমুখেন ময়া, যোগারূঢ়স্য যোগমন্তঃ-করণশুদ্ধিরূপং বৈরাগ্যং প্রাপ্তবতস্তু তস্যৈব পূর্ব্বং কর্ম্মিণোঽপি সতঃ শমঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস এব কারণমনুষ্ঠেয়তয়া জ্ঞানপরিপাকসাধনমুচ্যতে ॥ ৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—তত্র কর্ম্মানুষ্ঠানস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। যাবদ্ধি যোগং যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গোপেতমত্যোৎকণ্ঠ্যাদারোঢ়ুমিচ্ছতি তাবৎ কর্ম্মাণ্যনুতিষ্ঠেৎ তস্য আরুরুক্ষো-র্মুনেরারুরুক্ষাকারণং তীব্রবৈরাগ্যোৎপাদনদ্বারা কর্ম্ম ভবতি, তস্যৈব যোগারূঢ়স্য যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্তস্য বিক্ষেপাসহস্য যোগারোহে কর্ম্মণাং শমঃ সন্ন্যাসঃ কারণমুচ্যতে, নহি কর্ম্মসু ব্যাপৃতোঽনন্যচিত্ততয়া যোগমনুষ্ঠাতুমীষ্টে ॥ ৩ ॥

বিশ্বনাথ।—ননু তর্হ্যষ্টাঙ্গযোগিনো যাবজ্জীবমেব নিষ্কামকর্ম্মযোগঃ প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। মুনের্যোগাভ্যাসিনো যোগং নিশ্চলধ্যান-যোগং আরোঢ়ুমিচ্ছোঃ তদারোহে কারণং কর্ম্ম চোচ্যতে চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। ততস্তস্য যোগং ধ্যানযোগমারূঢ়স্য ধ্যাননিষ্ঠাপ্রাপ্তঃ শমঃ বিক্ষেপকসর্ব্বকর্ম্মোপরমঃ কারণম্ ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—কর্ম্মযোগই যখন সন্ন্যাসের তুল্য, তখন কি যাবজ্জীবন কর্ম্মযোগেরই অনুষ্ঠান করিতে হইবে? ইহার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে কর্ম্মযোগানুষ্ঠানের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছেন। যিনি অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া বৈরাগ্যসহকারে ধ্যানযোগে আরোহণ করিতে অভিলাষ করেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে নিষ্কামভাবে শাস্ত্র-বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠানই সাধনস্বরূপ। আমি বেদমুখে তাহাই

পরিব্যক্ত করিয়াছি। আর যিনি অন্তঃকরণ-শুদ্ধি লাভ করিয়া ধ্যানযোগে সমারূঢ় হইয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষেই সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস সাধনস্বরূপ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জ্ঞানযোগের অবস্থা উপস্থিত না হয়, ততক্ষণই শাস্ত্রসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠেয়। জ্ঞানযোগের অবস্থা উপস্থিত হইলে সর্ব্ব-কর্ম্মের বিরতিই প্রয়োজন, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। মহর্ষি বেদব্যাস বলিয়াছেন, "শমতা, দ্বৈতদর্শনের অভাব; সত্যতা, সকলের প্রতি হিতভাষণ; শীল, স্বভাবরূপ সম্পত্তি; স্থিতি, স্থৈর্য্য; দণ্ডনিধান, অহিংসা; আর্জ্জব, সরলতা; উপরম, সকল কর্ম্মত্যাগ; ব্রাহ্মণের এই কয় সম্পত্তির তুল্য আর কোন বিত্তই নাই ॥ ৩ ॥

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—যদা হি ইন্দ্রিয়ার্থেষু (শব্দাদীন্দ্রিয়বিষয়েষু) কর্ম্মসু ন অনুষজ্জতে (আসক্তিং ন করোতি) তদা সর্ব্ব-সঙ্কল্প-সন্ন্যাসী (সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং তৎফলানাঞ্চ ত্যাগশীলঃ) যোগারূঢ়ঃ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

প্রতিশব্দ।—যখনই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে কর্ম্মে আসক্তি-করে না তখন সকল কর্ম্ম ও তৎ-ফল-ত্যাগশীল যোগারূঢ় কথিত হয় ॥ ৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যখন শব্দস্পর্শনাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কোন বিষয়ে এবং তজ্জন্য কোন কর্ম্মে আসক্তি থাকে না, তখনই সেই কর্ত্তৃত্ববোধ-বিহীন, বাসনা-বিরহিত ব্যক্তি যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা সমাধীয়মানচিত্তো ভবতি যোগী হীন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়স্তেষ্বিন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ। সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকামহেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলং অস্যেতি স সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ "তদা তস্মিন্ কালে যোগারূঢ় উচ্যতে "সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ, সর্ব্বাংশ্চ কামান্ কামাত্মকান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি সন্ন্যসেদিত্যর্থঃ।

সঙ্কল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ। "সঙ্কল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ। কামং জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ ত্বং হি জায়সে। ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি তেন মে ন ভবিষ্যসি॥" ইত্যাদি-স্মৃতেঃ। সর্ব্বকামপরিত্যাগে চ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসঃ সিদ্ধো ভবতি "স যথা কামো ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইত্যাদিস্মৃতিভ্যশ্চ, ন্যায়াচ্চ। ন হি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তস্তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যাজয়তি ভগবান্॥ ৪॥

আনন্দগিরি।—যোগপ্রাপ্তৌ কারণকথনানন্তরং তৎপ্রাপ্তিকালং দর্শয়িতুং শ্লোকান্তরমবতারয়তি অথেতি। সমাধানাবস্থা যদেত্যুচ্যতে, অতএবোক্তং সমাধীয়মান-চিত্তো যোগীতি, শব্দাদিষু কর্ম্মসু চানুষঙ্গস্য যোগারোহণপ্রতিবন্ধকত্বাৎ তদভাবস্য তদুপায়ত্বং প্রসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং হীত্যুক্তম্। সর্ব্বেষামপি সঙ্কল্পানাং যোগারোহণপ্রতিবন্ধকত্বমভি-প্রেত্য সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীত্যত্র বিবক্ষিতমর্থমাহ সর্ব্বানিতি। সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসেঽপি সর্ব্বেষাং কামানাং কর্ম্মণাঞ্চ প্রতিবন্ধকত্বসম্ভবে কুতো যোগপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বসঙ্কল্প-পরিত্যাগে যথোক্তবিধ্যনুষ্ঠানমযত্নসিদ্ধমিতি মন্বানঃ সন্নাহ সঙ্কল্পেতি। মূলোন্মূলনে চ তৎকার্য্যনিবৃত্তিরযত্নসুলভেতি ভাবঃ। তত্র প্রমাণমাহ সঙ্কল্পমূল ইতি। তত্রান্বয়ব্যতি-রেকাবভিপ্রেত্যোক্তমুপপাদয়তি কামেতি। সর্ব্বসঙ্কল্পাভাবে কামাভাববৎ কর্ম্মাভাবস্য সিদ্ধত্বেঽপি কর্ম্মণাং কামকার্য্যত্বাৎ তন্নিবৃত্তিপ্রযুক্তামপি নিবৃত্তিমুপন্যস্যতি সর্ব্বকামেতি। যদুক্তং কর্ম্মণাং কামকার্য্যত্বং তত্র শ্রুতিস্মৃতী প্রমাণয়তি স যথেতি। স পুরুষঃ স্বরূপমজানন্ যৎফলকামো ভবতি তৎসাধনমনুষ্ঠেয়তয়া বুদ্ধৌ ধারয়তীতি তৎক্রতুর্ভবতি যচ্চানুষ্ঠেয়তয়া গৃহ্লাতি তদেব কর্ম্ম বহিরপি করোতীতি কামাধীনং কর্ম্মোক্তমিতি শ্রুত্যর্থঃ। কামজন্যং কর্ম্মেত্যন্বয়ব্যতিরেকসিদ্ধমিতি দ্যোতয়িতুং স্মৃতৌ হি শব্দঃ। ন্যায়মেব দর্শয়তি ন হি সর্ব্বসঙ্কল্পেতি। স্বাপাদাবদর্শনাদিত্যর্থঃ। নিত্যনৈমিত্তককর্ম্মানুষ্ঠানং দূরনিরস্তমিতি বক্তুমপিশব্দঃ। শ্রুতিস্মৃতিন্যায়সিদ্ধমর্থমুপসংহরতি তস্মাদিতি॥ ৪॥

রামানুজ।—কদা প্রতিষ্ঠিতযোগো ভবতীত্যত্রাহ যদা হীতি। যদায়ং কর্ম্মযোগী আত্মৈকানুভবস্বভাবতয়া ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বাত্মব্যতিরিক্তপ্রাকৃতবিষয়েষু তৎসম্বন্ধিষু কর্ম্মসু চ নানু-ষজ্জতে ন সঙ্গমর্হতি, তদা হি সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে। তস্মাদারু-রুক্ষোর্বিষয়ানুভবার্হতয়া তদনমুষঙ্গাভ্যাসরূপঃ কর্ম্মযোগএব নিষ্পত্তিকারণম্, অতো বিষয়া-ননুষঙ্গাভ্যাসরূপং কর্ম্মযোগমেবারুরুক্ষুঃ কুর্য্যাৎ॥ ৪॥

হনুমান্।—অথ কদা যোগী যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা সমাধানচিত্তো যোগী, হি যস্মাদিন্দ্রিয়ার্থেষু ইন্দ্রিয়াণামর্থাঃ শব্দাদয়স্তেষু ইন্দ্রিয়ার্থেষু কর্ম্মসু নিত্যনৈমিত্তক-কাম্যপ্রতিষিদ্ধেষু প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যা নানুষজ্জতে অনুষঙ্গং কর্ত্তব্যতাবুদ্ধিং ন করোতীত্যর্থঃ। সকলসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বান্ সঙ্কল্পানিহামুত্রার্থকামমহেতূন্ সন্ন্যসিতুং শীলং যস্য স সর্ব্ব-

সঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়ঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যেতৎ তদা তস্মিন্ কালে উচ্যতে স সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি ভগবদ্বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ করোতি কর্ম্মাণি চ সন্ন্যস্যেত্যর্থঃ। সঙ্কল্পমূলা হি সর্ব্বে কামাঃ। "সঙ্কল্পমূলাঃ কামা বৈ যজ্ঞাঃ সঙ্কল্পসম্ভবাঃ। কামং জানামি তে মূলং সঙ্কল্পাৎ কিল জায়সে। ন ত্বাং সঙ্কল্পয়িষ্যামি সমূলো হি বিনঙ্ক্ষ্যতি," ইতি স্মৃতেঃ, সর্ব্বসঙ্কল্পপরিত্যাগে সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগঃ সিদ্ধো ভবতি। "স যথা কামো, ভবতি তৎ ক্রতুর্ভবতি যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে" ইত্যাদিশ্রুতিভ্যঃ, "যদ্যদ্ধি কুরুতে কর্ম্ম তত্তৎ কামস্য চেষ্টিতম্" ইতি স্মৃতিভ্যশ্চ ন্যায়াচ্চ। সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসে ন হি কশ্চিৎ স্পন্দিতুমপি শক্তস্তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসীতি বচনাৎ সর্ব্বান্ কামান্ সর্ব্বাণি চ কর্ম্মাণি ত্যাজয়তি চ ভগবান্ ॥ ৪ ॥

শ্রীধর।—কীদৃশোঽয়ং যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণমুচ্যত ইত্যত্রাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষ্বিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি, তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য স তদা যোগারূঢ় উচ্যতে ॥ ৪ ॥

বলদেব।—যোগারূঢ়াত্বজ্ঞাপকং চিহ্নমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু কর্ম্মসু চ যদাত্মানন্দরসিকঃ সন্ ন সজ্জতে, তত্র হেতুঃ সর্ব্বেতি। সর্ব্বান্ ভোগবিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পানাসক্তিমূলভূতান্ সন্ন্যসিতুং পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ ॥ ৪ ॥

মধুসূদন।—কদা যোগারূঢ়ো ভবতীত্যুচ্যতে যদা হীতি। যদা যস্মিন্ চিত্তসমাধানকালে ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু কর্ম্মসু চ নিত্যনৈমিত্তিককাম্যলৌকিকপ্রতিষিদ্ধেষু নানুষজ্যতে তেষাং মিথ্যাত্বদর্শনেনাত্মনোঽকর্ত্রভোক্তৃপরমানন্দাদ্বয়স্বরূপদর্শনেন চ প্রয়োজনাভাববুদ্ধ্যাহমেতেষাং কর্ত্তা মমৈতে ভোগ্যা ইত্যভিনিবেশরূপমনুষঙ্গং করোতি, হি যস্মাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী সর্ব্বেষাং সঙ্কল্পানামিদং ময়া কর্ত্তব্যমেতৎ ফলং ভোক্তব্যমিত্যেবংরূপাণাং মনোবৃত্তিবিশেষাণাং তদ্বিষয়াণাঞ্চ কামানাং তৎসাধনানাঞ্চ কর্ম্মণাং যোগশীলঃ, তদা শব্দাদিষু কর্ম্মসু চানুষঙ্গস্য তদ্ধেতোশ্চ সঙ্কল্পস্য যোগারোহণপ্রতিবন্ধকস্যাভাবাদ্‌যোগং সমাধিমারূঢ়ো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—নমু যোগপদেন মুখ্যয়া বৃত্ত্যা নির্ব্বীজঃ সমাধিরুচ্যতে তমারূঢ়স্য কর্ম্মণাং ত্যাগঃ স্বতঃসিদ্ধত্বাদবিধেয় ইত্যাশঙ্ক্য প্রকৃতে যোগারূঢ়পদস্যার্থমাহ যদা হীতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু রমণীয়েষু কর্ম্মসু চ তৎপ্রাপ্তিসাধনেষু তদ্দর্শনমনু ন সজ্জতে বৈরাগ্যদার্ঢ্যাৎ সক্তো ন ভবতি নাপি মনসা ইদং মে ভূয়াৎ এতদর্থমহমিদং কর্ম্ম কুর্য্যামিতি সঙ্কল্পয়তি, তাদৃশশ্চ সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যদা ভবতি তদা যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে, যথা তীব্রবুভুক্ষয়োপেতোঽন্যত্র নীরাগো ব্যাসঙ্গান্তরং ত্যক্ত্বা ভোজনারূঢ় এব ভবতি, তথা তীব্রারুরুক্ষাবান্ সর্ব্বত্র বীতরাগস্ত্যক্তসর্ব্বকর্ম্মা যোগারূঢ় এব ভবতি. তাবৎ কর্ম্মাণি কর্ত্তব্যানি ততঃ পরং ত্যাজ্যানীত্যর্থঃ ॥ ৪ ॥

বিশ্বনাথ।—তদেবং সম্যক্‌চিত্তশুদ্ধিরহিতো যোগারুরুক্ষুঃ, সম্যক্‌শুদ্ধচিত্তস্তু যোগারূঢ়ঃ, তজ্জ্ঞাপকং লক্ষণমাহ যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষু শব্দাদিষু. কর্ম্মসু তৎসাধনেষু॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—কিরূপ অবস্থা হইলে সাধক যোগারূঢ় নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। চিত্ত সমাধান কালে শব্দাদি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়ে এবং নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মে যখন আর আসক্তি থাকে না, অর্থাৎ তৎসমস্তের মিথ্যাত্ব দর্শনে, এবং আত্মার অকর্ত্তৃত্ব, অভোক্তৃত্ব, পরমানন্দত্ব, অদ্বয়ত্ব স্বরূপ উপলব্ধি হেতু; বিষয় ও কর্ম্মের আর কোনই প্রয়োজন বোধ থাকে না, তখন আমি এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা, এ সকল বিষয় আমার ভোগ্য, ইত্যাকার আসক্তি তিরোহিত হয়। সুতরাং কর্ম্ম সম্পাদনার্থ অভিলাষ ও তাহার ফলভোগে স্পৃহা হৃদয় হইতে প্রস্থান করে। সাধকের যখন এইরূপ অবস্থা হয়, তখনই তাঁহাকে যোগারূঢ় বলা যায়। বস্তুতঃ সঙ্কল্পই সকল কামের মূলীভূত। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "সঙ্কল্প কামের মূল; যজ্ঞাদি কাম্য কর্ম্ম সঙ্কল্প হইতেই জন্মে। অতএব সঙ্কল্প ত্যাগ করিলে কামনা উদ্ভূত হইবে না।" সর্ব্ব কাম পরিত্যাগ করিতে পারিলেই সর্ব্ব কর্ম্ম-সন্ন্যাস হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পুরুষ আপনার স্বরূপ না জানিয়া যেরূপ ফল কামনা করেন, সেইরূপ কর্ম্মেই প্রবৃত্ত হন; কারণ, কর্ম্ম কামের অধীন।" স্মৃতিশাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে যে, "মানব যে কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমস্ত কামেরই চেষ্টাজনিত।" কেহ যদি এরূপ আপত্তি করেন যে, সকল সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলে কেহই তো আর হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করিতে পারিবে না। এই জন্য কথিত হইতেছে যে, সকল কামনা ও তজ্জনিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করাই ভগবানের অভিপ্রেত॥ ৪ ॥

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—আত্মনা (বিবেকযুক্তেন মনসা) আত্মানং (স্বং জীবং) উদ্ধরেৎ (উদ্ধারং কুর্য্যাৎ) ন আত্মানং অবসাদয়েৎ (অধো নয়েৎ)

হি (যস্মাৎ) আত্মা এব আত্মনঃ বন্ধুঃ; আত্মা এব আত্মনঃ রিপুঃ (শত্রুঃ) ॥ ৫ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মার-দ্বারা আত্মার উদ্ধার করিবে আত্মার অধোগতি করিবে না যেহেতু আত্মাই আত্মার বন্ধু আত্মাই আত্মার শত্রু ॥ ৫ ॥

ব্যাখ্যা।—বিবেকবুদ্ধির দ্বারা আপনিই জীবাত্মার উদ্ধার সাধন করিবে, কখনও তাঁহার অধোগতির বিধান করিবে না। আত্মাই আত্মার একমাত্র বন্ধু ও শত্রু ॥ ৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যদৈবং যোগারূঢ়স্তদা তেনাত্মনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থব্রাতাৎ, অতঃ উদ্ধরেদিতি। উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনাত্মানং তত উৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ উদ্ধরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, নাত্মানমবসাদয়েন্নাধো নয়েৎ নাধো গময়েৎ, আত্মৈব হি যস্মাদাত্মনো বন্ধুর্ন হ্যন্যঃ কশ্চিদ্বন্ধুঃ, যঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি, বন্ধুরপি তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূলএব স্নেহাদিবন্ধনায়তনত্বাৎ তস্মাদ্যুক্তমবধারণমাত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিতি। আত্মৈব রিপুঃ শত্রুর্যোঽন্যোঽপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ, সোঽপ্যাত্মপ্রযুক্তএবেতি যুক্তমেবাবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

আনন্দগিরি।—যোগারূঢ়স্য কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যদৈবমিতি। যোগারোহস্য দৃষ্টাদৃষ্টোপায়ৈরবশ্যকর্ত্তব্যতায়ৈ মুক্তিহেতুত্বং তদ্বিপর্য্যয়স্যাধঃপতনহেতুত্বঞ্চ দর্শয়তি অত ইতি। তত্র হেতুমাহ আত্মৈব হীতি। উদ্ধরণাপেক্ষামাত্মনঃ সূচয়তি সংসারেতি। সংসারাদূর্দ্ধং হরণং কীদৃগিত্যাশঙ্ক্যাহ যোগারূঢ়তামিতি। যোগপ্রাপ্তাবনাস্থা তু ন কর্ত্তব্যেত্যাহ নাত্মানমিতি। যোগপ্রাপ্ত্যুপায়শ্চেন্নানুষ্ঠীয়তে তদা যোগাভাবে সংসারপরিহারাসম্ভবাদাত্মাধো নাতঃ স্যাদিত্যর্থঃ। নন্বাত্মানং সংসারে নিমগ্নং তদা যো বন্ধুস্তস্মাদুদ্ধরিষ্যতি নেত্যাহ আত্মৈব হীতি। কুতোঽবধারণমন্যস্যাপি প্রাসঙ্গস্য বন্ধোঃ সম্ভবাৎ তত্রাহ ন হীতি। অন্যো বন্ধুঃ সন্নপি সংসারমুক্তয়ে ন ভবত্যত্যেতদুপপাদয়তি বন্ধুরপীতি। স্নেহাদীত্যাদিশব্দাৎ তদনুগুণপ্রবৃত্তিবিষয়ত্বং গৃহ্যতে। আত্মাতিরিক্তস্যাপি শত্রোরপকারিণঃ সুপ্রসিদ্ধত্বাদবধারণমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ যোঽন্য ইতি ॥ ৫ ॥

রামানুজ।—তদেবাহ উদ্ধরেতি। আত্মনা মনসা বিষয়াননুষক্তেন মনসাত্মানমুদ্ধরেৎ তদ্বিপরীতেন মনসা আত্মানং নাবসাদয়েৎ। আত্মৈব মন এব হ্যাত্মনো বন্ধুস্তদেবেহ্যাত্মনো রিপুঃ ॥ ৫ ॥

হনুমান্।—যদৈব যোগারূঢ়স্তদাত্মনোদ্ধৃতো ভবতি সংসারদানর্থপ্রদাদয়ং উদ্ধরেৎ সংসারসাগরে নিমগ্নমাত্মনা আত্মানং তত উদ্ধরেৎ যোগারূঢ়তামাপাদয়েদিত্যর্থঃ, নাত্মানমবসাদয়েৎ নাধো নয়েৎ আত্মৈব যদি যস্মাদাত্মনো বন্ধুঃ সংসারমুক্তয়ে ভবতি বন্ধুরপি, তাবন্মোক্ষং প্রতি প্রতিকূলভাবং স্নেহনির্ব্বন্ধনায়তনত্বাৎ তস্মাৎ যুক্তমেবধারণ-

মাত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরিত্যাত্মৈব রিপুঃ শত্রুঃ যোঽন্যাপকারী বাহ্যঃ শত্রুঃ সোঽপ্যাত্মনি যুক্ত এবেতি যুক্তমবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইত্যুক্তম্ ॥ ৫ ॥

শ্রীধর।—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদি-স্বভাবং ত্যজেদিত্যাহ উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মনং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন ত্ববসাদয়েদধো ন নয়েৎ, হি যত আত্মৈব মনসঃ সঙ্গাদুপরত আত্মনঃ স্বস্য বন্ধুরুপকারকঃ. রিপুরপকারকঃ ॥ ৫ ॥

বলদেব।—ইন্দ্রিয়ার্থাস্বনাসক্তৌ হেতুভাবেনাহ উদ্ধরেদিতি। বিষয়াস্বসক্ত-মনস্কতয়া সংসারকূপে নিমগ্নমাত্মানং জীবমাত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা তস্মাদুদ্ধরেৎ ঊর্দ্ধং হরেৎ। বিষয়াসক্তেন মনসাত্মানং নাবসাদয়েৎ তত্র ন নিমজ্জয়েৎ। হি নিশ্চয়েনৈবমাত্মৈব মন এবাত্মনঃ স্বস্য বন্ধুঃ, তদেব রিপুঃ। স্মৃতিশ্চ, "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গো মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং মনঃ ॥" ইতি ॥ ৫ ॥

মধুসূদন।—যো যদৈবং যোগারূঢ়ো ভবতি তদা তেনাত্মনৈবাত্মোদ্ধৃতো ভবতি সংসারাদনর্থব্রাতাৎ, অত উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেন মনসা আত্মানং স্বং জীবং সংসারসমুদ্রে নিমগ্নং তত উদ্ধরেৎ উৎ ঊর্দ্ধং হরেদ্বিষয়াসঙ্গপরিত্যাগেন যোগারূঢ়তামা-পাদয়েদিত্যর্থঃ, নতু বিষয়াসঙ্গেনাত্মানমবসাদয়েৎ সংসারে সমুদ্রে মজ্জয়েৎ, হি যস্মাদাত্মৈ-বাত্মনো বন্ধুহিতকারী সংসারবন্ধনান্মোচনহেতুর্নান্যঃ কশ্চিল্লৌকিকস্য বন্ধোরপি স্নেহানুবন্ধেন বন্ধহেতুত্বাৎ আত্মৈব নান্যঃ কশ্চিদ্রিপুঃ শত্রুরহিতকারী বিষয়বন্ধনাগার প্রবেশাৎ কোশকার ইবাত্মনঃ স্বস্য বাহ্যস্যাপি রিপোরাত্মপ্রযুক্তত্বাদ্যুক্তমবধারণমাত্মৈব রিপুরাত্মন ইতি ॥ ৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—উদ্ধরেদিতি। এবং ক্রমেণ কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধিং সম্পাদ্য যোগারূঢ়ো-ঽভ্যাসবৈরাগ্যবলেন আত্মানং উদ্ধরেৎ, হি যস্মাৎ আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুর্ন পুত্রাদয় উদ্ধর্ত্তুং ক্ষমাঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ন ত্বন্যে শত্রবঃ সংসারে মজ্জয়িতুমেনং ক্ষমা ইত্যর্থঃ ॥ ৫ ॥

বিশ্বনাথ।—যস্মাদিন্দ্রিয়ার্থাসক্ত্যা এবাত্মা সংসারকূপে পাতিতস্তং যত্নেনোদ্ধরে-দিতি। আত্মনা বিষয়াসক্তিরহিতেন মনসা, আত্মানং জীবং উদ্ধরেৎ বিষয়াসক্তি-সহিতেন মনসা তু আত্মানং নাবসাদয়েৎ ন সংসারকূপে পাতয়েৎ। তস্মাদাত্মা মনএব বন্ধুর্মন এব রিপুঃ ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—এইরূপ যোগারূঢ় হইলেই আত্মার উদ্ধার হইয়া থাকে। অতএব এই অশেষ অনর্থ-সঙ্কুল সংসার হইতে আত্মার উদ্ধার সাধনের উপায় বিহিত হইতেছে। এই সংসার-সাগরে নিমগ্ন আত্মাকে স্বকীয় বিবেক সম্পন্ন মনের দ্বারাই উদ্ধার করিতে হয়; বিষয়াসক্তির দ্বারা তাহাকে সংসার-সমুদ্রে নিমজ্জিত করা কখনই বিধেয় নহে। যাহাতে আত্মার ঊর্দ্ধগতি হয়,

তাহারই অনুষ্ঠান করা আবশ্যক; যাহাতে আত্মার অধোগতি হয়, তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান কখনই শ্রেয়স্কর নহে। এ সংসারে যে লোকের সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত করি, তাহার কেহই আত্মার সংসার-বন্ধন নিবারণের সহায় নহে। আপনার উদ্ধারার্থ আপনাকে একাকী প্রযত্নবান্ হইতে হইবে। পরম প্রেমাস্পদ পুত্র, চিরপ্রেমময়ী প্রণয়িনী, অভিন্ন-হৃদয় বান্ধব ইত্যাদিকে আমরা পরমাত্মীয় ও পরমহিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করি এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ধনবান্‌কে, বিরুদ্ধস্বভাব জ্ঞাতিকে, গ্লানিকারী দুষ্ট ও খলকে আমরা একান্ত শত্রু বলিয়া মনে করি। কিন্তু এ সকলই মিথ্যাবোধ মাত্র। আপনার প্রকৃত শত্রু বা মিত্র দূরে বাস করে না; অবিচ্ছিন্নভাবে সে শত্রু-মিত্র নিত্যসহচররূপে সঙ্গেই ফিরিতেছে। আপনিই আপনার পরম মিত্র এবং আপনিই আপনার নিরতিশয় শত্রু। বহিস্থ শত্রু আমাদের যে অনিষ্টসাধন করে, তাহা অকিঞ্চিৎকর, মিথ্যা ও ক্ষণবিধ্বংসী। বহিস্থ মিত্র আমাদের যে প্রীতিবিবর্দ্ধন করে, তাহাও ক্ষণিক, কল্পিত ও যৎসামান্য মাত্র। কিন্তু আপনি আপনার যে ইষ্টানিষ্ট সংসাধিত করা যায়, তাহা অমেয়, স্থায়ী ও সবিশেষ ফলপ্রসূ। বিবেকবলে আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যোগরূপ সুখময় স্থানে সংস্থাপিত করা আত্মারই সাধ্য; অথবা আত্মাকে সবলে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়কূপে নিমজ্জিত করাও আত্মারই ক্ষমতাধীন। অতএব এরূপ আত্মার অপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু বা মিত্র আর কে হইতে পারে? ॥ ৫ ॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—যেন আত্মনা এব আত্মা (কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপঃ) জিতঃ (বশীকৃতঃ) তস্য আত্মনঃ আত্মা বন্ধুঃ অনাত্মনঃ তু আত্মা এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে (শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত) ॥ ৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যাঁহার আত্মা-দ্বারাই আত্মা বশীভূত তাঁহার আত্মা

আত্মার বন্ধু কিন্তু অবশীকৃতাত্মার আত্মা শত্রুর ন্যায় শত্রুতা সাধনে প্রবৃত্ত থাকে ॥ ৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি বিবেকবলে আত্মার দ্বারাই স্বকীয় আত্মাকে বশীভূত করিয়াছেন, তাঁহার আত্মাই আত্মার বন্ধু পদবাচ্য ; কিন্তু যিনি বিবেক বলে আত্মজয় করিতে পারেন নাই, তাঁহার আত্মা আত্মার শত্রুস্বরূপে অনিষ্টসাধনে ব্যাপৃত থাকে ॥ ৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ" ইত্যুক্তম্, তত্র কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণো বা আত্মাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য তস্যাত্মনঃ স আত্মা বন্ধুর্যেনাত্মনাত্মৈব জিতঃ আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতো যেন জিতো বশীকৃতো জিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ. অনাত্মনস্তু অজিতাত্মনস্তু শত্রুত্বে শত্রুভাবে বর্ত্তেত আত্মৈব শত্রুবদ্‌যথানাত্মা শত্রুরাত্মনোঽপকারী, তথাত্মাত্মনোঽপকারে বর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

আনন্দ গিরি।—উক্তমনূদ্য প্রশ্নপূর্ব্বকং শ্লোকান্তরমবতারয়তি আত্মৈবেত্যাদিনা। একস্যৈবাত্মনো মিথোবিরুদ্ধং বন্ধুত্বং রিপুত্বঞ্চ লক্ষণভেদমন্তরেণাযুক্তমিতি চোদিতে বশীকৃতসংঘাতাস্যাত্মানং প্রতিবন্ধুত্বমিতরস্য শত্রুত্বমিত্যবিরোধং দর্শয়তি বন্ধুরিত্যাদিনা। বশীকৃতসংঘাতস্য বিক্ষেপাভাবাদাত্মনি সমাধানসম্ভবাদুপপন্নমাত্মানং প্রতি বন্ধুত্বমিতি সাধয়তি তস্যেতি। অবশীকৃস্যসংঘাতস্য পুনর্ব্বিক্ষেপোপপত্তেরাত্মনি সমাধানাযোগাদাত্মানং প্রতি শত্রুভাবে প্রসিদ্ধশত্রুবৎ আত্মৈব শত্রুত্বেন বর্ত্তেতেত্যুত্তরার্দ্ধং ব্যাকরোতি অনাত্মন ইতি। দৃষ্টান্তং ব্যাচষ্টে যথেতি। উক্তদৃষ্টান্তবশাদবশীকৃতসংঘাতঃ স্বস্য হিতানাচরণাদাত্মানং প্রতি শত্রুরেবেতি দার্ষ্টান্তিকমাহ তথেতি ॥ ৬ ॥

রামানুজ।—যেন পুরুষেন স্বেনৈব স্বমনো বিষয়েভ্যো জিতং তন্মনস্তস্য বন্ধুঃ অনাত্মনঃ অজিতমনসঃ স্বকীয়মেব মন স্বস্য শত্রুবৎ শত্রুত্বে চ বর্ত্তেত স্বনিঃশ্রেয়সবিপরীতে বর্ত্তেতেত্যর্থঃ। যথোক্তং ভগবতা পরাশরেণাপি, "মনএব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ। বন্ধায় বিষয়াসঙ্গী মুক্ত্যৈ নির্ব্বিষয়ং মনঃ ॥" ইতি ॥ ৬ ॥

হনুমান্।—তত্র কিংযুক্তলক্ষণ আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণো বা রিপুরাত্মন ইত্যত্রোচ্যতে বন্ধুরিতি। বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য আত্মা তস্যাত্মনো বন্ধুঃ যেনৈবাত্মানা জিতঃ, আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতঃ কার্য্যং শরীরং কারণানীন্দ্রিয়াণি যেনাস্বীকৃতজিতেন্দ্রিয় ইত্যর্থঃ, অনাত্মনস্তু শত্রুভাবে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ যথা শত্রুরাত্মনোঽপকারী তথাত্মনোঽপকারী অযত্নতঃ ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধর।—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসংঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্ত্তেত ॥ ৬ ॥

বলদেব।—কীদৃশস্য স বন্ধুঃ কীদৃশস্য চ রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেনাত্মা মন এব জিতস্তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধুস্তদ্বদুপকারী। অনাত্মনোঽজিতমনসস্তু জীবস্যাত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বেঽপকারকত্বে বর্ত্ততে॥ ৬॥

মধুসূদন।—ইদানীং কিংলক্ষণ আত্মা আত্মনো বন্ধুঃ, কিংলক্ষণোবাত্মনো রিপুরিত্যুচ্যতে বন্ধুরিতি। আত্মা কার্য্যকারণসংঘাতো যেন জিতঃ স্ববশীকৃত আত্মনৈব বিবেক যুক্তেন মনসৈব নতু শস্ত্রাদিনা তস্যাত্মতাস্বরূপমাত্মনো বন্ধুরুচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্ত্যভাবেন স্বহিত করণাৎ। অনাত্মনস্তু অজিতাত্মন ইত্যেতৎ শত্রুতে শত্রুভাবে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবদ্বাহ্যশত্রুরিবোচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্ত্যা স্বস্য স্বেনানিষ্টাচরণাৎ॥ ৬॥

নীলকণ্ঠ।—বন্ধুরিতি। আত্মা মনঃ আত্মনা মনসা আত্মাত্মনঃ অজিতচেতস আত্মামন এব শত্রুঃ॥ ৬॥

বিশ্বনাথ।—কস্য স বন্ধুঃ কস্য স রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ বন্ধুরিতি। যেনাত্মনা জীবেন আত্মা মনো জিতঃ তস্য জীবস্য স আত্মা মনো বন্ধুঃ। অনাত্মনো অজিতমনসস্তু আত্মৈব মন এব শত্রুবৎ শত্রুত্বে অপকারকত্বে বর্ত্তেত॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মার শত্রু। কি লক্ষণ হইলে আত্মা আত্মার বন্ধু এবং কি লক্ষণ হইলে আত্মা আত্মার শত্রুরূপে নির্ণীত হইবে, তাহাই এক্ষণে নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। কার্য্যকারণসংঘাত আত্মা যাঁহার আত্মার দ্বারা বশীভূত হইয়াছে, অর্থাৎ যিনি বিবেক সহকারে আত্মজয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়াছেন, সেই স্বহিতপরায়ণ আত্মা, উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির অভাব হেতু, আত্মার বন্ধুরূপে গণ্য। কিন্তু যাঁহার আত্মাদ্বারা আত্মজয় সংসাধিত হয় নাই, তাঁহারই আত্মা আত্মার শত্রুভাবে অহিতসাধনে নিযুক্ত। বাহ্যশত্রু যেমন শত্রুকে আক্রমণ করিয়া তাহার সর্ব্বনাশ সংসাধিত করে, তদ্রূপে আত্মাও স্বকীয় উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দ্বারা অবিরত আপনার অশেষ অনিষ্ট সংসাধিত করিয়া থাকে। অতএব এরূপ অবস্থাপন্ন আত্মা যে আত্মার শত্রুরূপে পরিগণিত তাহার সন্দেহ কি? ॥ ৬॥

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ ॥

অন্বয়।—জিতাত্মনঃ (জিত আত্মা যেন তস্য) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদিরহিতস্য) পরম্ (কেবলম্) আত্মা শীত উষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু, তথা মান-অপমানয়োঃ সমাহিতঃ (আত্মনিষ্ঠঃ) [ভবতি] ॥ ৭ ॥

প্রতিশব্দ।—আত্মবিজেতার রাগদ্বেষাদি-রহিতের কেবল আত্মা শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখে এবং মানাপমানে আত্মনিষ্ঠঃ [হয়] ॥ ৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি আত্মাকে বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন এবং যাঁহার রাগদ্বেষাদি নাই, কেবল তাঁহারই আত্মা শীত ও উষ্ণ, সুখ ও দুঃখ এবং মান ও অপমান ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহনশীল হইয়া অবিচলিতভাবে অবস্থান করে ॥ ৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ কার্য্যকারণাদিসংঘাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা তস্য জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানেঽবমানে চ মানাবমানয়োঃ পূজাপরিভবয়োঃ সমঃ স্যাদিত্যাধ্যাহারঃ ॥ ৭ ॥

আনন্দগিরি।—কথং সংযতকার্য্যকরণস্য বন্ধুরাত্মেতি তত্রাহ জিতাত্মন ইতি। জিতকার্য্যকরণসংঘাতস্য প্রকর্ষেণোপরতবাহ্যাভ্যন্তরকরণস্য পরামাত্মা বিক্ষেপেণ পুনঃ পুনরনভিভূয়মানো নিরন্তরং চিত্তে প্রথত ইত্যর্থঃ। জিতাত্মানং সন্ন্যস্তসমস্তকর্ম্মাণমধিকারিণং প্রদর্শ্য যোগাঙ্গানি দর্শয়তি শীতেতি। সমঃ স্যাদিত্যধ্যাহারঃ। পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাচষ্টে জিতেত্যাদিনা। ন কেবলং তস্য পরমাত্মা সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্ততে, কিন্তু শীতোষ্ণাদিভিরপি নাসৌচাল্যতে তত্ত্বজ্ঞানাদিত্যুত্তরার্দ্ধং বিভজতে কিঞ্চেতি। তেষু সমঃ সাদিতী সম্বন্ধঃ ॥ ৭ ॥

রামানুজ।—যোগারম্ভযোগাবস্থোচ্যতে জিতাত্মন ইতি। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু মানাপমানয়োশ্চ জিতাত্মনঃ জিতমনসঃ বিকাররহিতমনসঃ। প্রশান্তস্য মনসি পরমাত্মা সমাহিতঃ সম্যগাহিতঃ স্বরূপেণাবস্থিতঃ। প্রাত্যগাত্মাত্র পরমাত্মোচ্যতে তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ, তস্যাপি পূর্ব্বপূর্ব্বাবস্থাপেক্ষয়া পরমার্থত্বাৎ আত্মা পরং সমাহিত ইতি বা সম্বন্ধ ॥ ৭ ॥

হনুমান্।—জিতাত্মন ইতি। জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য কার্য্যকারণসঙ্ঘাত আত্মা জিতো যেন স জিতাত্মা তস্য জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মসমাহিতঃ সাক্ষাদাত্মভাবেন বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ পূজাপরাভবয়োঃ সমঃ ॥ ৭ ॥

শ্রীধর।—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুত্বং স্পষ্টয়তি জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সৎস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি নান্যস্য। যদ্বা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি॥ ৭॥

বলদেব।—যোগারম্ভযোগ্যামবস্থামাহ জিতেতি ত্রিভিঃ। শীতোষ্ণাদিষু মানাপমানয়োশ্চ জিতাত্মনোঽবিকৃতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিশূন্যস্যাত্মা পরমত্যর্থং সমাহিতঃ সমাধিস্থো ভবতি॥ ৭॥

মধুসূদন।—জিতাত্মনঃ স্ববন্ধুত্বং বিবৃণোতি জিতাত্মন ইতি। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু চিত্তবিক্ষেপকরেষু সৎস্বপি তথা মানাপমানয়োঃ পূজা পরিভবয়োঃ চিত্তবিক্ষেপহেতোঃ সতোরপি তেষু সমত্বেনেতি বা জিতাত্মনঃ প্রাগুক্তস্য জিতেন্দ্রিয়স্য প্রশান্তস্য সর্ব্বত্র সমবুদ্ধ্যা রাগদ্বেশশূন্যস্য পরমাত্মা স্বপ্রকাশজ্ঞানস্বভাব আত্মা সমাহিতঃ সমাধিবিষয়ো যোগারূঢ়ো ভবতি। পরমিতি বা চ্ছেদঃ। জিতাত্মন প্রশান্তস্যৈব পরং কেবলমাত্মা সমাহিতো ভবতি নান্যস্য, তস্মাজ্জিতাত্মা প্রশান্তশ্চ ভবেদিত্যর্থঃ॥ ৭॥

নীলকণ্ঠ।—মনসো জয়ে ফলমাহ জিতাত্মন ইতি। শীতোষ্ণাদিষু প্রাপ্তেষু জিতাত্মনঃ নির্ব্বিকারচিত্তস্য আত্মা চিত্তং পরং উৎকর্ষেণ সমাহিতঃ সমাধিং প্রাপ্তো ভবতি, অতঃ সমাধিসিদ্ধ্যর্থং মনো জেতব্যমেবেত্যর্থঃ॥ ৭॥

বিশ্বনাথ।—অথ যোগারূঢ়স্য চিহ্নানি দর্শয়তি জিতাত্মন ইতি ত্রিভিঃ। জিতাত্মনো জিতমনসঃ প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্য যোগিনঃ পরমতিশয়েন সমাহিতঃ সমাধিস্থ আত্মা ভবেৎ। শীতাদিষু সৎস্বপি মানাপমানয়োঃ প্রাপ্তয়োরপি॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—জিতাত্মা ব্যক্তির আত্মা কিরূপ ভাবে স্বকীয় বন্ধুত্ব সংসাধিত করে, তাহাই স্ফুটীকৃত হইতেছে। যিনি আত্মাকে জয় করিয়াছেন তিনিই প্রশান্ততা লাভ করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বত্র সমত্ব বুদ্ধি জন্মিয়াছে। শীত বা উষ্ণ, সুখ বা দুঃখ এবং মান বা অপমান অন্যের চিত্তবিক্ষেপ সমুৎপাদন করে বটে, কিন্তু জিতাত্মা ব্যক্তিকে একটুও বিচলিত করিতে পারে না। কেবল তাদৃশ ব্যক্তিরই আত্মা আত্মনিষ্ঠ হইয়া যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষেই এরূপ শুভসংঘটন হইবার সম্ভাবনা নাই; এইজন্য এরূপ ব্যক্তির আত্মা আত্মার বন্ধু বলিয়া অভিহিত হয়। মূলস্থিত "পরমাত্মা" এই পদের শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী, শ্রীমদ্বলদেব, শ্রীমদ্বিশ্বনাথ প্রভৃতি মহাত্মগণ "পরম্ আত্মা" এইরূপ ছেদ করিয়াছেন। শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী পরং শব্দের 'কেবল' এই অর্থ নিরূপণ করিয়াছেন; শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ ঐ শব্দ অতিশয়ার্থক বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি মাহাত্মগণ পরমাত্মা শব্দের কোন বিভাগ করেন নাই এবং তাহার প্রচলিত অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ত্রিবিধ অর্থই সুসঙ্গত ॥ ৭ ॥

——৩৪৩——

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—জ্ঞান-বিজ্ঞান-তৃপ্তাত্মা (জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং ঔপদেশিকং পরিজ্ঞানম্, বিজ্ঞানং তেষাং তথৈব অপরোক্ষানুভবকরণং তাভ্যাং তৃপ্তঃ নিরাকাঙ্ক্ষঃ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ) [অতঃ] কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ) [অতএব] বিজিতেন্দ্রিয়ঃ [অতএব] সমালোষ্ট-অশ্ম-কাঞ্চনঃ (সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণকাঞ্চনানি যস্য সঃ) যোগী (আত্মনিষ্ঠঃ) যুক্তঃ (যোগারূঢ়ঃ) ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

প্রতিশব্দ।—জ্ঞান-বিজ্ঞান-হেতু যাঁহার-আত্মা-আকাঙ্ক্ষা-হীন [তদ্ধেতু] বিকারবিরহিত [অতএব] জিতেন্দ্রিয় [অতএব] মৃৎপিণ্ডপাষাণসুবর্ণে-সমদৃষ্টি-সম্পন্ন যোগী যোগারূঢ় ইহা কথিত হয় ॥ ৮ ॥

ব্যাখ্যা।—শাস্ত্রোক্ত-পদার্থ বিষয়ক-উপদেশ-জনিত জ্ঞান ও সেই পদার্থের যাথার্থ্য অনুভবরূপ বিজ্ঞান দ্বারা যাঁহার হৃদয় আকাঙ্ক্ষাপরিশূন্য, যিনি ইন্দ্রিয়সমূহকে অধীন করিয়াছেন, মৃত্তিকা প্রস্তরখণ্ড ও সুবর্ণে যাঁহার সমজ্ঞান হইয়াছে, তাদৃশ যোগী ব্যক্তিই যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন ॥ ৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্, বিজ্ঞানন্ত শাস্ত্রতো জ্ঞাতানাং তথৈব স্বানুভবকরণং, তাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয়ঃ আত্মান্তঃকরণং যস্য স জ্ঞান বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থোঽপ্রকম্পো ভবতি ইত্যর্থঃ। বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ য ঈদৃশো যুক্তঃ সমাহিত ইতি স উচ্যতে কথ্যতে, স যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি সমানি যস্য স সমালোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

আনন্দগিরি।—চিত্তসমাধানমেব বিশিষ্টফলঞ্চেদিষ্টং তর্হি কথম্ভূতঃ সমাহিতো ব্যবহ্রিয়তে তত্রাহ জ্ঞানেতি। পরোক্ষাপরোক্ষাভ্যাং জ্ঞানবিজ্ঞানাভ্যাং সঞ্জাতোঽলম্প্রত্যয়োঽক্রিয়ো হর্ষবিষাদকামক্রোধাদিরহিতো যোগী যুক্তঃ সমাহিত ইতি ব্যবহারভাক্

ভবতীতি পাদত্রয়ব্যাখ্যানেন দর্শয়তি জ্ঞানমিত্যাদিনা। স চ যোগী পরমহংসপরিব্রাজকঃ সর্ব্বত্রোপেক্ষাবুদ্ধিরনতিশয়বৈরাগ্যভাগীতি কথয়তি স যোগীতি ॥ ৮ ॥

রামানুজ।—জ্ঞানেতি। জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা আত্মস্বরূপবিষয়েণ জ্ঞানেন তস্য চ প্রকৃতিবিসজাতীয়াকারবিষয়েণ চ বিজ্ঞানেন তৃপ্তমনাঃ, কূটস্থঃ দেবাদ্যবস্থাস্বনুবর্ত্তমান সর্ব্বসাধারণজ্ঞানৈকাকারাত্মনি স্থিতস্ততএব বিজিতেন্দ্রিয়ঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ প্রকৃতিবিবিক্তস্বরূপনিষ্ঠতয়া প্রাকৃতবস্তুবিশেষেষু ভোগ্যত্বাভাবাৎ লোষ্টাশ্মকাঞ্চনেষু সমপ্রয়োজনো যঃ কর্ম্মযোগী স যুক্ত ইত্যুচ্যতে আত্মাবলোকনরূপযোগাভ্যাসার্হ উচ্যতে ॥ ৮ ॥

হনুমান্।—জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তপদার্থানাং পরিজ্ঞানম্ বিজ্ঞানং বিশেষতো জ্ঞানঃ স্বানুভবকরণং তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা, কূটস্থঃ অপ্রকম্প্যো ভবতীত্যর্থঃ জিতেন্দ্রিয়শ্চ ঈদৃশঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ স উচ্যতে সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীধর।—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রেষ্ঠাঞ্চোক্তমুপসংহরতি জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্ব্বাকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য মৃৎখণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ স যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

বলদেব।—জ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রজং বিজ্ঞানং বিবিক্তাত্মানুভবস্তাভ্যাং তৃপ্তাত্মা পূর্ণমনাঃ, কূটস্থ একস্বভাবতয়া সর্ব্বকালং স্থিতঃ, অতো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ প্রকৃতিবিবিক্তাত্মমাত্রনিষ্ঠত্বাৎ। প্রাকৃতেষু লোষ্ট্রাদিষু সমস্তুল্যদৃষ্টিঃ লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ, ঈদৃশো যোগী নিষ্কামকর্ম্মী যুক্ত আত্মদর্শনরূপযোগাভ্যাসযোগ্য উচ্যতে ॥ ৮ ॥

মধুসূদন।—কিঞ্চ জ্ঞানং শাস্ত্রোক্তানাং পদার্থানামৌপদেশিকং জ্ঞানং, বিজ্ঞানং তদপ্রামাণ্যশঙ্কানিরাকরণফলেন বিচারেণ তথৈব তেষাং স্বানুভবেনাপরোক্ষীকরণং তাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয় আত্মা চিত্তং যস্য স তথা। কূটস্থো বিষয়সন্নিধাবপি বিকারশূন্যঃ, এতএব বিজিতানি রাগদ্বেষপূর্ব্বকাদ্বিষয়গ্রহণাদ্ব্যাবর্ত্তিতানীন্দ্রিয়াণি যেন সঃ, অতএব হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যত্বেন সমানি মৃৎপিণ্ডপাষাণকাঞ্চনানি যস্য স যোগী পরমহংসপরিব্রাজকঃ পরমবৈরাগ্যযুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮ ॥

নীলকণ্ঠ।—সমাধিসিদ্ধেরপি কিং ফলমত আহ জ্ঞানেতি। জ্ঞানং শাস্ত্রোপদেশজা বুদ্ধিঃ বিজ্ঞানং শাস্ত্রার্থধ্যানজঃ প্রমারূপোঽনুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তঃ সঞ্জাতালম্প্রত্যয়ঃ স আত্মা চিত্তং যস্য স জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা যতস্তৃপ্তাত্মা অতঃ কূটস্থোঽপ্রকম্প্যঃ সংসারতাপানাস্কন্দিতো ভবতীতি সমাধিফলং, অস্য লোকপ্রসিদ্ধং লক্ষণমাহ বিজিতেন্দ্রিয় ইতি। সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন ইতি। এবম্বিধো যোগী স যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে বিদ্বদ্ভিঃ। ৮ ॥

বিশ্বনাথ।—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকং বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ তাভ্যাং তৃপ্তো

নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য সঃ। কূটস্থঃ একেনৈব স্বভাবেন সর্ব্বকালং ব্যাপ্য স্থিতঃ, সর্ব্ববস্তুষ্বনাসক্তত্বাৎ, সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য সঃ, লোষ্ট্রং মৃৎপিণ্ডঃ॥ ৮॥

তাৎপর্য্য।—যোগারূঢ় ব্যক্তির লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ-লব্ধ যে অনুভব তাহারই নাম জ্ঞান; বিচার দ্বারা শাস্ত্রোক্ত পদার্থ বিষয়ক অপ্রামাণিকতা সম্বন্ধীয় আশঙ্কা বিদূরিত করিয়া, তৎসম্বন্ধে যে অপরোক্ষ অনুভব, তাহারই নাম বিজ্ঞান। এইরূপ জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দ্বারা আত্মার পূর্ণ-পরিতৃপ্তি হইয়া থাকে; তখন স্বকীয় জ্ঞানকেই যথেষ্ট মনে হয়; নূতন অনুভবের আর আবশ্যকতা থাকে না। এইরূপ অবস্থায় বিষয়-সন্নিধানে অবস্থান করিলে এবং বিষয়-ব্যাপারে সংঘর্ষিত হইতে থাকিলেও, কিছুই তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে না। ইন্দ্রিয় সমূহই রাগদ্বেষ-সহকারে বিষয়-ব্যাপারে প্রলুব্ধ ও সমাকৃষ্ট হয়; কিন্তু যিনি বিষয়-বিরাগী তিনি ইন্দ্রিয়-গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে অধীন করিয়া বিষয়-গ্রহণ হইতে প্রত্যাহৃত করিয়া রাখেন। এরূপ ব্যক্তির চক্ষে বসুন্ধরার সমস্ত পদার্থই তুল্যমূল্য বলিয়া উপলব্ধ হয়। সমুদ্রতীরস্থ বালুকাপুঞ্জ ভগ্নমৃতভাণ্ডের খর্পর-খণ্ড, হিমালয়ের পার্শ্বচ্যুত পাষাণকণা, শ্মশানভূমির অঙ্গার ও ভস্মরাশি, প্রদীপ্ত সমুজ্জ্বল হীরকখণ্ড ও নয়ন-স্নিগ্ধকর স্বর্ণগোলক সকলই তাঁহার নিকট সমান। যে মহাপুরুষ এই সকল গুণ-সম্পন্ন, তিনিই পরমহংস * পরিব্রাজক এবং যোগারূঢ় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন॥ ৮॥

* পরমহংস।—সন্ন্যাসী নানা প্রকার; তাহার মধ্যে এক শ্রেণীর নাম পরমহংস। নিম্নলিখিত লক্ষণ দ্বারা পরমহংস নির্ণয় করিতে হয়। যথা; "জাতরূপাধরো নির্দ্বন্দ্বো নিষ্পরিগ্রহস্তত্ত্ব ব্রহ্মমার্গে সম্যক্‌সম্পন্নঃ শুদ্ধমানসঃ প্রাণসংধারণার্থং যথোক্তকালে ভৈক্ষমাচরন্ লাভালাভৌ সমৌ কৃত্বা শূন্যাগার-দেবগৃহতৃণকূটবল্মীকবৃক্ষমূলকুলালশালাগ্নিহোত্রনদীপুলিনগিরিকুহরকন্দরকোটরনিকরস্থণ্ডিলেম্বনিকেতবাসী নিষ্প্রযত্নো নির্ম্মমঃ শুক্লধ্যানপরায়ণঃ অধ্যাত্মনিষ্ঠঃ শুভাশুভকর্ম্মনির্মূলনায় সন্ন্যাসেন দেহত্যাগং করোতি যঃ স এব পরমহংসো নামেতি॥" (জীবন্মুক্তিবিবেক)। পরমহংসের পরিচ্ছদ ও অঙ্গাভরণাদি যথা; "পরমহংস স্ত্রিদণ্ডঞ্চ রজ্জুং গোবালমিশ্রিতম্। শিক্যং জলপবিত্রঞ্চ পবিত্রঞ্চ কমণ্ডলুম্॥ পক্ষিণীমজিনং সূচীং মৃৎমনিত্রীং কৃপানিকাম্। শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ নিত্যকর্ম্ম পরিত্যজেৎ॥ কৌপীনং ছাদনং বস্ত্রং কন্থাং শীতনিবারিকাম্। যোগপট্টং বহির্বস্ত্রং পাদুকাং ছত্রমদ্ভূতম্॥ অক্ষমালাঞ্চ গৃহ্ণীয়াৎ বৈণবং দণ্ডমব্রণম্।' অগ্নিরিত্যাদির্ভিম ন্ত্রৈঃ কুর্য্যামুদ্ধূলনন্ মুদা॥ ওমিতি চ ত্রিভিঃ প্রোচ্য পরমহংসস্ত্রিপুণ্ড্রকম্॥" (সূতসংহিতা)। এই প্রমাণে পরমহংসদিগের দণ্ড ও আচ্ছাদন ধারণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু শাস্ত্রান্তরে অন্য ব্যবস্থাও দৃষ্ট হয়। যথা; ন দণ্ডং ন শিখাং নাচ্ছাদনং চরতি পরমহংসঃ।" (নির্ণয়সিন্ধু)।

সুহৃন্মিত্রায্যু'দাসীন-মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বি'শিষ্যতে ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—সুহৃৎ-মিত্র-অরি উদাসীন মধ্যস্থ-দ্বেষ্য-বন্ধুষু (সুহৃৎ, প্রত্যুপকারনিরপেক্ষ্যোপকর্ত্তা ; মিত্রং, স্নেহহেতুনোপকারকঃ ; অরিঃ, শত্রুঃ ; উদাসীনঃ, বিবদমানয়োঃ কস্যচিৎ পক্ষং যঃ ন ভজতে ; মধ্যস্থঃ, বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতৈষী ; দ্বেষ্যঃ, আত্মনোঽপ্রিয়ঃ ; বন্ধুঃ, সম্বন্ধহেতুনোপকর্ত্তা ; এতেষু) সাধুষু (শাস্ত্রানুবর্ত্তিষু) অপি পাপেষু (শাস্ত্রবিরোধিষু) চ সমবুদ্ধিঃ (রাগদ্বেষশূন্যবুদ্ধিঃ) বিশিষ্যতে (বিশিষ্টো ভবতি) ॥ ৯ ॥

প্রতিশব্দ।—হিতৈষী-স্নেহবান্-শত্রু পক্ষপাতহীন মীমাংসাকারী স্বকীয়াপ্রিয়-সম্বন্ধপকারী সকলে শাস্ত্রবিহিত-কর্ম্ম-নিরত-জনেও এবং শাস্ত্রবিগর্হিত-কর্ম্ম রত-ব্যক্তিতে সমবুদ্ধিযুক্ত-ব্যক্তি বিশিষ্ট হন ॥ ৯ ॥

ব্যাখ্যা।—প্রত্যুপকার প্রত্যাশা বিরহিত উপকারী সুহৃৎ স্নেহবশে উপকারক মিত্র, বিনাশোদ্যত শত্রু, বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোন পক্ষই অনাশ্রয়ী উদাসীন. বিবাদভঞ্জনকারী মধ্যস্থ, অনুপকারী জনের হিতৈষী দ্বেষ্য, সম্বন্ধ হেতু উপকারক বন্ধু, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠাতা সাধু, ও শাস্ত্রবিগর্হিত আচার পরতন্ত্র পাপাত্মা ইত্যাদি সকলের প্রতিই যাঁহার সমান দৃষ্টি তিনিই শ্রেষ্ঠ ॥ ৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চ সুহৃদিতি। সুহৃদিত্যাদিশ্লোকার্দ্ধমেকপদম। সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্যোপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রু, উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং

এই আধ্যাত্মিক যোগীদিগের আহারাদি সম্বন্ধেও অতি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়। যথা ; "মাধুকরমথৈকান্নং পরমহংসঃ সমাচরেৎ। নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ ॥ তস্মাদ্যোগানুগুণ্যেন ভুঞ্জীত পরমহংসকঃ। অতিশস্তং সমুৎসৃজ্য সার্ব্ববর্ণিকমাচরেৎ ॥ (সূত-সংহিতা) প্রণবমন্ত্রই ইহাঁদের জপ্য এবং বেদান্ত মহাবাক্যবিচার পূর্ব্বক জীবব্রহ্মের অভেদ দর্শন ইহাঁদের সাধনা। মরণের পর পরমহংসের দেহ ভূমধ্যে প্রোথিত করা আবশ্যক ॥ "মৃতে ন দহনং কার্য্যং পরমহংসস্য সর্ব্বদা। কর্ত্তব্যং খননং তস্য নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥ অশ্বত্থস্থাপনং কার্য্যং তদ্দেশেঽধ্বয্য'ণা মুনে। অশ্বত্থে স্থাপিত তেন স্থাপিতো হি মহেশ্বর ॥"

ভজতে, মধ্যস্থো যো বিরুদ্ধয়োরুভয়োর্হিতৈষী, দ্বেষ্যঃ আত্মনোঽপ্রিয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধীত্যেতেষু সাধুষু শাস্ত্রানুবর্ত্তিষ্বপি চ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ কঃ কিং কর্ম্মেত্য-ব্যাপৃতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ। বিশিষ্যতে, বিমুচ্যত ইতি বা পাঠান্তরম্। যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাময়-মুত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

আনন্দগিরি।—যোগারূঢ়স্য প্রশস্তত্বমভ্যুপেত্য যোগস্যাঙ্গান্তরং দর্শয়তি কিঞ্চেতি। "পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিঃ" ইতি ব্যাখ্যানাঙ্গং সম্পাদয়তি সুহৃদিতীতি। অরির্নাম পরোক্ষমপ-কারকঃ প্রত্যক্ষমপ্রিয়ো দ্বেষ্য ইতি বিভাগঃ। সমবুদ্ধিরিতি ব্যাচষ্টে কঃ কিমিতি। প্রথমো হি প্রশ্নো জাতিগোত্রাদিবিষয়ঃ দ্বিতীয়ো ব্যাপারবিষয়ঃ। উক্তপ্রকারেণাব্যাপৃতবুদ্ধিত্বে সর্ব্বোৎকর্ষো বা সর্ব্বোপায়বিমোক্ষো বা সিধ্যতীত্যাহ বিশিষ্যত ইতি। পাঠদ্বয়েঽপি সিদ্ধমর্থং সংগৃহ্য কথয়তি যোগারূঢ়ানামিতি ॥ ৯ ॥

রামানুজ।—তথাচ সুহৃদিতি। বয়োবিশেষানঙ্গীকারেণ স্বহিতৈষিণঃ সুহৃদঃ। স বয়সো হিতৈষিণো মিত্রাণি অরয়ো নিমিত্ততোঽনর্থেচ্ছবঃ উভয়হেতুত্বাভাবাদুভয়রহিতা উদাসীনাঃ, জন্মত এবোভয়রহিতা মধ্যস্থাঃ, জন্মত এবানিষ্টেচ্ছবো দ্বেষ্যাঃ, জন্মত এব হিতৈষিণো বন্ধবঃ, সাধবো ধর্ম্মশীলাঃ পাপাঃ পাপশীলা। আত্মৈকপ্রয়োজনতয়া সুহৃন্মিত্রা-দিভিঃ প্রয়োজনাভাবাদ্বিরোধাভাবাচ্চ তেষু সমবুদ্ধির্যোগাভ্যাসার্হত্বে বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

হনুমান্।—কিঞ্চ শ্লোকাদ্যমেকং পদম্, সুহৃদিতি। প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনো ন কস্যচিৎ পক্ষং ভজতে, মধ্যস্থো বিরুদ্ধয়োর্হিতৈষী, দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী ইত্যেতেষু সাধুষু শাস্ত্রার্থানুবর্ত্তিষু অপিচ পাপেষু প্রতিষিদ্ধকারিষু সর্ব্বেষ্বেতেষু সমবুদ্ধিঃ, কঃ কিং কর্ম্ম ইত্যব্যাহতবুদ্ধিরিত্যর্থঃ, বিশেষ্যতে যোগারূঢ়ানাং সর্ব্বেষাং যুক্ততম ইত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯ ॥

শ্রীধর।—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্তু ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী, মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ, অরির্ঘাতুকঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতাশংসী, দ্বেষ্যো দ্বেষবিষয়ঃ, বন্ধুঃ সম্বন্ধী, সাধবঃ সদাচারাঃ, পাপা দুরাচারাঃ এতেষু সমা রাগদ্বেষশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯ ॥

বলদেব।—সুহৃদিতি। যঃ সুহৃদাদিষু সমবুদ্ধিঃ সঃসমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাদপি যোগিনঃ সকাশাদ্বিশিষ্যতে শ্রেষ্ঠো ভবতি। তত্র সুহৃৎ স্বভাবেন হিতেচ্ছুঃ, মিত্রং কেনাপি স্নেহেন হিতকৃৎ, অরির্নির্ম্মিত্রতোঽনর্থেচ্ছুঃ, উদাসীনো বিবদমানয়োরন পেক্ষকঃ, মধ্যস্থস্তয়োর্বিবাদাপহারার্থী, দ্বেষ্যোঽপকারকারিত্বাৎ দ্বেষার্হঃ বন্ধুঃ সুখন্ধেন হিতেচ্ছুঃ সাধবো ধার্ম্মিকাঃ, পাপা অধার্ম্মিকাঃ ॥ ৯ ॥

মধুসূদন।—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিস্তু সর্ব্বোযোগিশ্রেষ্ঠ ইত্যাহ সুহৃদিতি। সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য পূর্ব্বস্নেহং সম্বন্ধং বিনৈব উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহেনোপকারকঃ

অরিঃ স্বকৃতাপকারমনপেক্ষ্য স্বভাবক্রৌর্য্যেণ অপকর্ত্তা, উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থো বিবদমানয়োরুভয়োরপি হিতৈষী, দ্বেষ্যঃ স্বকৃতাপকারমনপেক্ষ্যাপকর্ত্তা, বন্ধুঃ সম্বন্ধেনোপকর্ত্তা, এতেষু সাধুষু শাস্ত্রবিহিতকারিষু পাপেষু শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধকারিষপি চকারাদন্যেষপি সর্ব্বেষু সমবুদ্ধিঃ, কঃ কীদৃক্ কর্ম্মেত্যব্যাপৃতবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র রাগদ্বেষশূন্যঃ বিশিষ্যতে সর্ব্বত উৎকৃষ্টো ভবতি। বিমুচ্যত ইতি বা পাঠঃ ॥ ৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—সমত্বমেব স্তৌতি সুহৃদিতি। সুহৃৎ প্রত্যুপকারমনপেক্ষ্য উপকর্ত্তা, মিত্রং স্নেহবান্, অরিঃ শত্রুঃ, উদাসীনঃ উভয়ত্র পক্ষপাতশূন্যঃ, মধ্যস্থঃ উভয়ত্রহিতৈষী, দ্বেষ্য আত্মনোঽপ্রিয়ঃ বন্ধুঃ সম্বন্ধী, তেষু সাধুষু পুণ্যকৃৎসু পাপেষু পাপাচারেষু কস্য কিং কর্ম্মেত্যনালোচয়ন্ তেষু সর্ব্বেষু যঃ সমবুদ্ধিঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৯ ॥

বিশ্বনাথ।—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেন হিতাশংসী, মিত্রং কেনাপি স্নেহেন্ হিতকারী, অরির্ঘাতকঃ, উদাসীনঃ বিবদমানয়োরুপেক্ষকঃ, মধ্যস্থঃ বিবদমানয়োর্বিবাদাপহারার্থী, দ্বেষ্যঃ অপকারকত্বাৎ দ্বেষার্হঃ, সম্বন্ধী বন্ধুঃ, সাধবো ধার্ম্মিকাঃ, পাপাঃ অধার্ম্মিকাঃ, এতেষু সমবুদ্ধিস্তু বিশিষ্যতে, সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনাৎ সকাশাদপি শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্য।—যাঁহার শত্রুমিত্র সকলকেই সমজ্ঞান, তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি, ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। কে কি কর্ম্ম করিতেছে, কাহার কি উদ্দেশ্য, তৎসম্বন্ধে কোনই লক্ষ না করিয়া মহোপকারী সুহৃৎ, প্রাণ গ্রহণোৎসুক শত্রু স্নেহবদ্ধ হিতৈষী, পক্ষপাতবিবর্জ্জিত নির্লিপ্ত ব্যক্তি, শুভানুধ্যায়ী মধ্যস্থ, প্রত্যক্ষভাবে অহিতকাম, সম্বন্ধ-বদ্ধ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, শাস্ত্রসঙ্গত সদাচার সম্পন্ন সাধু এবং শাস্ত্র বিরুদ্ধ কর্ম্ম নিরত পাপী সকলকেই যিনি নির্ব্বিশেষ ভাবে দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। সকল যোগারূঢ়দিগের মধ্যে তিনিই উত্তম ॥ ৯ ॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—যোগী (যোগারূঢ়ঃ) সততং (নিরন্তরং) রহসি (একান্তে) স্থিতঃ একাকী (সঙ্গশূন্যঃ) যত চিত্ত আত্মা (চিত্তং অন্তঃকরণং আত্মা

☞ পাঠান্তর, ৯ শ্লোক।— বিমুচ্যতে।

দেহশ্চ সংযতো যস্য সঃ) নিরাশীঃ (বীতভৃষ্ণঃ) অপরিগ্রহঃ [সন্] আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জীত (সমাহিতং কুর্য্যাৎ) ॥ ১০ ॥

প্রতিশব্দ ।— যোগারূঢ় নিয়ত নির্জ্জন প্রদেশে নিঃসহায় সংযতান্তঃকরণদেহ নিরাকাঙ্ক্ষ পরিগ্রহশূন্য [হইয়া] মনকে সমাহিত করিবেন ॥ ১০ ॥

ব্যাখ্যা ।—যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তিনি অবিরত জনশূন্য স্থানে একাকী অন্তঃকরণ ও দেহের সংযম করিয়া আকাঙ্ক্ষা-বিহীন এবং পরিগ্রহ-পরিশূন্য হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥ ১০ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।— অতএবমুত্তমফলপ্রাপ্তয়ে যোগীতি। যোগী ধ্যায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ সততং সর্ব্বদাত্মানমন্তঃকরণং রহস্যেকান্তে যোগী গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্নেকাকী অসহায়ো রহসি স্থিত একাকী চেতি বিশেষণাৎ সন্ন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ, যতচিত্তাত্মা চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতো যস্য স যতচিত্তাত্মা নিরাশীর্বীতভৃষ্ণোঽপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিত ইত্যর্থঃ। সন্ন্যাসিত্বেঽপি সতি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১ ॥

আনন্দগিরি ।— যথোক্তবিশেষণবতো যোগারূঢ়েষ্বন্তমস্ত যোগানুষ্ঠানে প্রযতিতব্যমিত্যঙ্গাভিধানানন্তরং প্রধানমভিদধাতি অতএবমিতি। আদরনৈরন্তর্য্যদীর্ঘকালত্বং বিশেষণত্রয়ং যোগস্য সূচয়তি সততমিতি। তস্যৈব পঞ্চাঙ্গানুপঙ্ক্তিস্তি রহসীত্যাদিনা। সর্ব্বদেত্যাদরদীর্ঘকালয়োরুপলক্ষণম্। প্রত্যগাত্মানং ব্যাবর্ত্তয়তি অ ঃকরণমিতি। গিরিগুহাদাবিত্যাদিশব্দেন যোগ প্রতিবন্ধকদুর্জ্জনাদিবিধুরো দেশো গৃহ্যতে। বিশেষণদ্বয়স্য তাৎপর্য্যমাহ রহসীতি। যোগং যুঞ্জানস্য সন্ন্যাসিনো বিশেষণান্তরাণি দর্শয়তি যতেতি। সতি সন্ন্যাসিত্বে কিমিত্যপরিগ্রহণমর্থপুনরুক্তেরিত্যাশঙ্ক্য কৌপীনাচ্ছাদনাদিষ্বপি শক্তিনিবৃত্ত্যর্থমিত্যাহ সন্ন্যাসিত্বেঽপীতি ॥ ১০ ॥

রামানুজ ।— যোগীতি। যোগী উক্তপ্রকারকর্ম্মযোগনিষ্ঠঃ সততমহরহর্য্যোগকালে আত্মানং যুঞ্জীত যুক্তং কুর্ব্বীত স্বদর্শননিষ্ঠং কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। রহসি জনবর্জ্জিতে নিঃশব্দে দেশে স্থিত একাকী তত্রাপি ন সদ্বিতীয়ঃ, তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতচিত্তমনস্কঃ নিরাশীঃ আত্মাভ্যাসাতিরিক্তে কৃৎস্নে বস্তুনি নিরপেক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ তদ্ব্যতিরিক্তে কস্মিংশ্চিদপি মমতারহিতঃ ॥ ১০ ॥

হনুমান্ ।— অতএবাযমুক্তিফলপ্রাপ্তয়ে যোগীতি। যোগী স্বধায়ী যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ সততমাত্মানমন্তকরণং রহসি স্থিতঃ একান্তে গিরিগুহাদৌ স্থিতঃ সন্ একাকী অসহায়ঃ। একাকীতিবিশেষণাৎ সন্যাসং কৃত্বেত্যর্থঃ, যতচিতাত্মা নিরাশীঃ বিতৃষ্ণঃ অপরিগ্রহশ্চ পরিগ্রহরহিতঃ সন্যাসী অপি ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ সন্ যুঞ্জীতেত্যর্থঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধর ।—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণমুক্তেদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যা-

দিনা, "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্তেন গ্রন্থেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানাং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ, সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ, যতং সংযতঃ চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষঃ, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০ ॥

বলদেব।—অথ তস্য সাঙ্গং যোগমুপদিশতি যোগীত্যাদিত্রয়োবিংশত্যা। যোগী নিষ্কামকর্ম্মী, আত্মানং মনঃ সততমহরহর্যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ। রহসি নির্জ্জনে নিঃশব্দে দেশে স্থিতঃ, তত্রাপ্যেকাকী দ্বিতীয়শূন্যঃ, তত্রাপি যতচিত্তাত্মা যতৌ যোগপ্রতিকূলব্যাপারবর্জ্জিতৌ চিত্তদেহৌ যস্য সঃ, যতো নিরাশীদৃঢ়বৈরাগ্যাত্তদ্যেতরত্র নিস্পৃহঃ, অপরিগ্রহো নিরাহারঃ ॥ ১০ ॥

মধুসূদন।—এবং যোগারূঢ়স্য লক্ষণং ফলঞ্চোক্ত্বা তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিভিঃ "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্তৈস্ত্রয়োবিংশত্যা শ্লোকৈঃ। তত্রৈবমুক্তফল-প্রাপ্তয়ে, যোগী যোগারূঢ় আত্মানং চিত্তং সততং নিরন্তরং যুঞ্জীত ক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্ত ভূমিপরিত্যাগেনৈকাগ্রনিরোধভূমিভ্যাং সমাহিতং কুর্য্যাৎ। রহসি গিরিগুহাদৌ যোগ প্রতিবন্ধকদুর্জ্জনাদিবর্জ্জিতে দেশে স্থিতঃ, একাকী ত্যক্তসর্ব্বগৃহপরিজনঃ, সন্যাসী চিত্তমন্তঃকরণমাত্মা দেহশ্চ সংযতৌ যোগপ্রতিবন্ধকব্যাপারশূন্যৌ যস্য স, যতচিত্তাত্মা, যতো নিরাশীর্বৈরাগ্যদার্ঢ্যেন বিগততৃষ্ণঃ, অতএব চাপরিগ্রহঃ শাস্ত্রাভ্যনুজ্ঞাতেনাপি যোগপ্রতিবন্ধকেন পরিগ্রহেণ শূন্যঃ ॥ ১০ ॥

নীলকণ্ঠ।—যোগীতি। যোগী যোগাভ্যাসপরঃ রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্ আত্মানং বুদ্ধিং যুঞ্জীত সমাদধ্যাৎ। সততমিতি নৈরন্তর্য্যমুক্তং নিরাশীঃ যোগসিদ্ধেরন্যদ প্রার্থয়ানঃ তদেকনিষ্ঠ ইতি যাবৎ, তেন সংস্কার উক্তঃ, একাকী অসহায়ঃ সন্ন্যাসীত্যর্থঃ, যতো স্থিরীকৃতৌ চিত্তং মনঃ আত্মা চ সেন্দ্রিয়ং শরীরং যেন স যতচিত্তাত্মা, তথা অপরিগ্রহঃ একাকিত্বেহপি বস্ত্রাপুস্তকাদিবহুপরিগ্রহশূন্যঃ ॥ ১০ ॥

বিশ্বনাথ।—অথ সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদিনা "স যোগী পরমো মতঃ" ইত্যন্তেন। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাধিযুক্তং কুর্য্যাৎ ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। পূর্ব্বে যোগারূঢ় পুরুষের লক্ষণ ও তাহার ফল কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে এই শ্লোক হইতে উপস্থিত অধ্যায়ের দ্বাত্রিংশ পর্য্যন্ত ত্রয়োবিংশ শ্লোকে সাঙ্গ যোগের বিধান বিনির্দ্দিষ্ট করিতেছেন। যোগারূঢ় ব্যক্তি অবিরত গিরিগুহা প্রভৃতি জনশূন্য স্থানে অবস্থান করিবেন; কারণ, তাদৃশ স্থানে যোগের কোন প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবার সম্ভবনা নাই। তাঁহাকে স্ত্রী পুত্র পরিজনাদির সঙ্গশূন্য, সুতরাং সন্ন্যাসী হইতে হইবে। তাঁহার পক্ষে অন্তঃকরণ ও শরীরকে সংযত করিয়া স্থির হওয়া আবশ্যক। অন্তর হইতে বিষয়ভোগ-তৃষ্ণা

এককালে বিদূরিত করিতে হইবে এবং সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য হইতে হইবে। এইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া ধ্যানপরায়ণ যোগী ব্যক্তি স্বকীয় মনকে সমাধিস্থ করিবেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য প্রভৃতির অভিপ্রায়। উক্তপ্রকার নিষ্কামকর্ম্মানুষ্ঠাতা কর্ম্ম-নিষ্ঠ যোগী অহরহঃ আত্মাকে স্বদর্শননিষ্ঠ করিবেন। নিঃশব্দজনবর্জ্জিত দেশে থাকিয়া, একাকী অর্থাৎ সদ্বিতীয় না হইয়া, চিত্ত ও দেহকে যোগ প্রতিকূল ব্যাপার বর্জ্জিত করিয়া আত্ম ব্যতিরিক্ত সমস্ত বস্তু নিরপেক্ষ মমতারহিত হইয়া নিষ্কামকর্ম্মী মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন॥ ১০॥

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীনীচং চে (চৈ) লাজিনকুশোত্তরম্।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্‌যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে॥ ১১।১২॥

অন্বয়।—শুচৌ (শুদ্ধে) দেশে (স্থানে) আত্মনঃ (স্বস্য) স্থিরং (নিশ্চলং) ন অতি উচ্ছ্রিতং (অত্যুচ্চং) ন অতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তর (চেলং) মৃদুবস্ত্রং, অজিনং ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম, কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্) আসনং প্রতিষ্ঠাপ্য (স্থাপয়িত্বা) তত্র আসনে উপবিশ্য মনঃ একাগ্রং (বিক্ষেপ রহিতং) কৃত্বা যত চিত্ত ইন্দ্রিয় ক্রিয়ঃ (চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়ানি তেষাং ক্রিয়া যতা সংযতা যস্য সঃ) আত্মবিশুদ্ধয়ে (অন্তঃকরণস্য শুদ্ধ্যর্থম্) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (অভ্যাসেৎ)॥ ১১॥ ১২॥

প্রতিশব্দ।—পরিশুদ্ধ স্থানে আপনার অচঞ্চল অনতিউচ্চ অনতিনীচ কুশ ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম মৃদুবস্ত্র ক্রম পাতিত আসন স্থাপন করিয়া সেই আসনে উপবেশন করিয়া মন বিক্ষেপ রহিত করিয়া সংযত চিত্ত ইন্দ্রিয়ও তৎকার্য্য পুরুষ অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত যোগ অভ্যাস করিবেন॥ ১১। ১২॥

ব্যাখ্যা।—পরিশুদ্ধ প্রদেশে প্রথমে কুশ, তদুপরি ব্যাঘ্রাদি চর্ম্ম এবং তদুপরি মৃদুবস্ত্র পাতিত করিয়া অনতি উচ্চ ও অনতি নীচ নিশ্চল

আসন স্থাপিত করিবে। অদনন্তর চিত্ত ইন্দ্রিয় ও তাহার কার্য্য সংযমকারী সাধক সেই আসনে সমুপবিষ্ট হইয়া এবং মনকে বিক্ষেপ শূন্য করিয়া, অন্তঃকরণ শুদ্ধি লাভ করিবার নিমিত্ত, যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১। ১২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথেদানীং যোগং যুঞ্জীত আসনাহারবিহারাদিনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ, প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং তৎফলাদি চেত্যত আরভ্যতে, তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে শুচাবিতি। শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলনমাত্মনঃ আসনং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতীবোচ্ছ্রিতং নাপ্যতিনীচম্, তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাশ্চ উত্তরে যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরম্। পাঠক্রমাৎ বিপরিতোঽত্র অনুক্রমশ্চেলাদীনাম্। প্রতিষ্ঠাপ্য কিং? তত্রেতি। তত্র *অস্মিন্নাসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ, কথং? সর্ব্ববিষয়েভ্য উপসংহৃত্যৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ, স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিত্যাহাত্মবিশুদ্ধয়ে* অন্তঃকরণস্য শুদ্ধ্যর্থমিত্যেতৎ ॥ ১১। ১২ ॥

আনন্দগিরি।— *যোগং যোগাঙ্গানি চোপদিশ্যোত্তরসন্দর্ভস্য* তাৎপর্য্যমাহ অথেতি *যোগস্বরূপকতিপয়তদঙ্গপ্রদর্শনানন্তর্য্যমথশব্দার্থঃ* বিহারাদীনামিত্যাদিশব্দেন যথোক্তাসনাদি গতাবান্তরভেদগ্রহনং তৎফলাদি চেত্যাদিশব্দেন যোগফলং সম্যগ্‌জ্ঞানঞ্চ তৎফলং কৈবল্যং ততো ভ্রষ্টস্যাত্যন্তিকাবিনষ্টত্বমিত্যাদি গৃহ্যতে। এবংসমুদায়তাৎপর্য্যে দর্শিতে কিমাসীনঃ শয়ানস্তিষ্ঠন্ গচ্ছন্ কুর্ব্বন্ বা যুঞ্জীতেত্যপেক্ষায়ামনন্তরশ্লোকতাৎপর্য্যমাহ তত্রেতি (নির্দ্ধারণে সপ্তমী)। প্রথমং যোগানুষ্ঠানস্য প্রধানমাসীনঃ সম্ভাবাদি ন্যায়াদিতি যাবৎ। বিবিক্তত্বং দ্বেধা বিভজতে স্বাভাবত ইতি। আসনস্যাস্থৈর্য্যে তত্রোপবিশ্য যোগমনুতিষ্ঠতঃ সমাধানাযোগাৎ যোগাসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধায় বিশিনষ্টি অচলনমিতি। আস্যতেঽস্মিন্নিতি ব্যপত্তিমনুশ্রিত্যাহ আসনমিতি। আত্মন ইতি পরকীয়াসনব্যাদাসার্থং পতনভয়পরিহারার্থং নাত্যুচ্চমিত্যুক্তম্, নাপ্যতিনীচমিতি ভূতলপাষাণাদিসংশ্লেষে বাতক্ষোভাগ্নিমান্দ্যাদিসম্ভাবিতদেশনিরাসার্থম চেলং বস্ত্রমজিনং চর্ম্ম পশূনাম্, তচ্চ মৃগস্য কুশা দর্ভাস্ত চোত্তরে যস্মিন্নুপমিষ্টাদারভ্য তত্তথোক্তম্। প্রথমং চেলং ততোঽজিনং ততশ্চ কুশা ইতি প্রতিপন্নক্রমমাপাতিকং ক্রমমতিক্রম্যাদৌ কুশাস্ততোঽজিনং ততশ্চেলমিতি ক্রমং বিবিক্তিত্বাহ বিপরিতোঽত্রেতি। যথোক্তমাসনং সম্পাদ্য কিং কর্ত্তব্যমিতি প্রশ্নপূর্ব্বকং কর্ত্তব্যং তন্নির্দ্দিশতি প্রতিষ্ঠাপ্যেতি। যোগং যুঞ্জানস্যেতি কর্ত্তব্যতাকলাপং পৃচ্ছতি কথমিতি। সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যঃ, সকাশাৎ প্রত্যাহৃত্য মনসো যদৈকস্মিন্নেব ধ্যেয়ে বিষয়ে সমাধানং, যচ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ বাহ্যক্রিয়ানাং সংযমনং তদুভয়ং কৃত্বা যোগমনুতিষ্ঠেদিত্যাহ সর্ব্বেতি।

আসনে যথোক্তে স্থিত্বা যথোক্তয়া রীত্যা যোগানুষ্ঠানস্য প্রশ্নপূর্ব্বকং ফলমাহ স কিমর্থমিত্যাদিনা ॥ ১১ । ১ ॥

রামানুজ ;—শুচাবিতি। শুচৌ দেশে অশুচিভিঃ পুরুষৈরনধিষ্ঠিতেঽপরিগৃহীতে চাশুচিবস্তুভিরস্পৃষ্টে চ পবিত্রভূতে দেশে দার্ব্বাদিনির্ম্মিতং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং কুশাজিনচেলোত্তরমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য। তত্রেতি। তস্মিন্ মনঃপ্রসাদকরে সেবাশ্রয়ে উপবিশ্যাব্যাকুলমেকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সর্ব্বাত্মনোপসংহৃতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয় আত্মবিশুদ্ধয়ে বন্ধবিমুক্তয়ে যোগং যুঞ্জ্যাৎ আত্মবলোকনং কুর্ব্বীত ॥ ১১ ১২ ॥

হনুমান্ ।—অথেদানীং যোগযুঞ্জানস্যাহারাদীনাং যোগসাধনত্বেন নিয়মো বক্তব্যঃ প্রাপ্তযোগস্য লক্ষণং ফলঞ্চেত্যাদিবক্তব্যমিত্যেতদারভ্যতে, তত্রাসনমেব তাবৎ প্রথমমুচ্যতে শুচাবিতি। শুচৌ বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমচলমাত্মনঃ আসনং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং তচ্চ চেলাজিনকুশোত্তরং চেলমজিনং কুশাশ্চোত্তরা যস্মিন্নাসনে তদাসনং চেলাজিনকুশোত্তরং বিপরীতক্রমঃ। চেলাজিনকুশোত্তরং প্রতিষ্ঠাপ্য কিং ? তত্রেতি। তস্মিন আসনে উপবিশ্য যোগং যুঞ্জ্যাৎ, কথম্ ? সর্ব্বং বিষয়েভ্যঃ উপসংহৃত্য একাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ, স কিমর্থং যোগং যুঞ্জ্যাদিত্যত আহ আত্মবিশুদ্ধয়ে অন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিত্যেতদ্বাহ্যমাসনমুক্তম্ ॥ ১১ । ১২ ॥

শ্রীধর ।—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্যাসনং স্থাপয়িত্বা, কীদৃশং ? স্থিরম চঞ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং ন চাতিনীচং চৈলং বস্ত্রং অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যস্য, কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাদভ্যসেৎ। যতা সংযতা চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ॥ ১১ । ১২ ॥

বলদেব ।—আসনমাহ শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুচৌ স্বতঃ সংস্কারতশ্চ শুদ্ধে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে স্থিরং নিশ্চলম্, নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চম্, নাতিনীচং, দার্ব্বাদি নির্ম্মিতমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য সংস্থাপ্য চৈলাজিনে কুশেভ্য উত্তরে যত্র তৎ চৈলং মৃদুবস্ত্রং অজিনঞ্চ মৃদুমৃগাদিচর্ম্ম কুশোপরি বস্ত্রমাস্তীর্য্যেত্যর্থঃ। আত্মন ইতি পরাসনস্য ব্যাবৃত্তয়ে, পরেচ্ছায়া অনিয়তত্বেন তস্য যোগপ্রতিকূলত্বাৎ। তত্রেতি, তস্মিন্ প্রতিষ্ঠাপিতে আসনে উপবিশ্য, ন তু তিষ্ঠন্ শয়ানো বেত্যর্থঃ। এবমাহ সূত্রকারঃ, "আসীনঃ সম্ভবাৎ" ইতি। যতা নিরুদ্ধাশ্চিত্তাদক্রিয়া যস্য সঃ, মন একাগ্রমব্যাকুলং কৃত্বা যোগং যুঞ্জীত সমাধিমভ্যসেৎ, আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে, অতিনৈর্ম্মল্যেন সৌক্ষ্ম্যেণাত্মদর্শনযোগ্যতায়ৈ। 'দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি শ্রবণাৎ ॥ ১১ । ১২ ॥

মধুসূদন ।—তত্রাসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ দ্বাভ্যাং শুচাবিতি। শুচৌ স্বভাবতঃ

সংস্কারতো বা শুদ্ধে জনসমুদায়রহিতে নির্ভয়ে গঙ্গাতটগিরিগুহাদৌ দেশে সমস্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরং নিশ্চলং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চং নাপ্যতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তরং চেলং মৃদু-বস্ত্রং অজিনং মৃদুব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম তে কুশেভ্য উত্তরে উপরিতনে যস্মিন্ তদাস্যতেঽস্মিন্নিত্যাসনম্ কুশময়বিষ্টরোপরি মৃদুচর্ম্ম তদুপরি মৃদুবস্ত্ররূপমিত্যর্থঃ। তথাচাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ, 'স্থিরসুখ মাসনম্" ইতি। আত্মন ইতি পরাসনব্যাবৃত্ত্যর্থম্। তস্যাপি পরেচ্ছায়া নিয়মাভাবেন যোগ বিক্ষেপকরত্বাৎ। এবমাসনং প্রতিষ্ঠাপ্য কিং কুর্য্যাদিতি তত্রাহ তত্রৈকাগ্রমিতি। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্যৈব ন তু শয়ানস্তিষ্ঠন্ বা আসীনঃ সম্ভবাদিতি স্থায়াৎ, যতা সংযতা উপরতাশ্চিত্তস্যেন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া বৃত্তয়া যেন স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ সন্ যোগং সমাধিং যুঞ্জ্যাৎ যুঞ্জীতাভ্যসেৎ। কিমর্থম্? আত্মবিশুদ্ধয়ে আত্মনোঽন্তঃকরণস্য সর্ব্ববিক্ষেপ শূন্যত্বেনাতিসূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ, 'দৃশ্যতে ত্বগ্রয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ ইতিশ্রুতেঃ। কিং কৃত্বা যোগমভ্যসেদিতি? তত্রাহ একাগ্রং রাজসতামসব্যুত্থানাখ্য-প্রাগুক্তভূমিত্রয়পরিত্যাগেনৈকবিষয়কধারাবাহিকাণেকবৃত্তিযুক্তমুদ্রিক্ত [তত্ত্বং] সত্ত্বং মনঃ কৃত্বা দৃঢ়ভূমিকেন প্রযত্নেন সম্পাদ্য একাগ্রতাবিবৃদ্ধ্যর্থং যোগং সংপ্রজ্ঞাতসমাধিমভ্যসেৎ স চ ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহ এব নিদিধ্যাসনাখ্যঃ। তদুক্তম্ 'ব্রহ্মাকারমনোবৃত্তিপ্রবাহোঽহং-কৃতিং বিনা। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ স্যাদ্ধ্যানাভ্যাস প্রকর্ষতঃ॥" ইতি। এতদেবাভিপ্রেত্য ধ্যানাভ্যাসপ্রকর্ষং বিদধে ভগবান্ "যোগী যুঞ্জীত সততম্", "যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে", "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" ইত্যাদি বহুকৃত্বঃ॥ ১১। ১২॥

নীলকণ্ঠ।—"যোগং যুঞ্জীত" ইত্যুক্তম্। তং কথমিত্যাকাঙ্ক্ষায়াং তদঙ্গান্যাসনা-দীন্যাহ শুচৌ দেশে ইত্যাদিনা। শুচৌ স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা পুণ্যে দেশে স্থানে প্রতিষ্ঠাপ্য সুস্থিতং কৃত্বা স্থিরং নিশ্চলং; আস্তেঽস্মিন্নিত্যাসনং স্থণ্ডিলং, নিশ্চলমিত্যনেনে মৃণ্ময়মেব স্থণ্ডিলং নতু কাষ্ঠময়ং পীঠম্। আসনমিতি পরাসনব্যাবৃত্ত্যর্থম্, নাত্যুচ্ছ্রিতং নাত্যুচ্চং, নাতীনীচং চৈলাজিনকুশাঃ উত্তরে উপর্য্যুপরি যস্য তচ্চৈলাজিনকুশোত্তরম্, অজিনাদুপরি-চৈলং কুশেভ্য উপরি অজিনং স্থণ্ডিলস্যোপরি কুশা ইত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠাপ্য কিং কুর্য্যাদিতি তত্রাহ তত্রেতি। তত্রাসনে পদ্মস্বস্তিকাদান্যতমেনাসনেনোপবিশ্য যতাঃ নিগৃহীতাঃ চিত্তস্য ক্রিয়াঃ বিষয়াণাং স্মরণানি ইন্দ্রিয়ক্রিয়াস্তেষাং গ্রহণং যেনাসৌ যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ অতএব মনো বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়োপরক্ততয়া একং ধ্যেয়মেব প্রতক্তব্যং অগ্রে যস্য স্ফুরতি নান্যং তদেকাগ্রং বৃত্ত্যান্তরানন্তরিতব্রহ্মৈকাকারবৃত্তিপ্রবাহি কৃত্বা আত্মবিশুদ্ধয়ে চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যোগং বৃত্তিপ্রবাহস্যাপি নিরোধং যুঞ্জ্যাৎ অনুতিষ্ঠেৎ চিত্তস্য স্থৈর্য্যতাপাদনেন॥ ১১। ১২॥

বিশ্বনাথ।—শুচাবিতি। প্রতিষ্ঠাপ্য স্থাপয়িত্বা। চেলাজিনকুশোত্তরমিতি কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসনং, তদুপরি বস্ত্রাসনং নিধায়েত্যর্থঃ। আত্মনোঽন্তঃকরণস্য বিশুদ্ধয়ে বিক্ষেপশূন্যত্বেনাতিসূক্ষ্মতয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকারযোগ্যতায়ৈ। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা" ইতি শ্রুতেঃ॥ ১১। ১২॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে দুই শ্লোকে আসনের নিয়ম প্রদর্শিত হইতেছে। প্রথমতঃ স্বভাবতঃ পরিশুদ্ধ অথবা সংস্কার দ্বারা বিশুদ্ধ, গঙ্গাতট বা গিরি-গুহাদি নির্জ্জন ও ভীতিশূন্য প্রদেশ বিনির্ণয় করা আবশ্যক। তথায় সমস্থানে নাতি উচ্চ বা নাতি নীচ অচঞ্চল আসন * পাতিত করা বিধেয়। আদৌ কুশ, তদুপরি মৃদু ব্যাঘ্রাদি-চর্ম্ম, তদুপরি কোমল বস্ত্র দ্বারা আসন বিনির্ম্মাণ করা সুসঙ্গত। ভগবান্ পতঞ্জলিও আসন সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, "স্থিরসুখ-মাসনম্" (সমাধিপাদ, ৪৬ সূত্র); অর্থাৎ আসন নিশ্চল ও অনুদ্বেজনীয় হওয়াই বিধিসঙ্গত। এইরূপে আসন প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া, তাহাতে উপবেশন করা আবশ্যক—তাহাতে শয়ন করিয়া বা অর্দ্ধোপবিস্ট ভাবে অবস্থান করা বিধেয় নহে। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তি সমূহ যিনি সংযম করিয়াছেন, সেই জিতচিত্তাত্মা মহাত্মা যোগাসনে আসীন হইয়া, অন্তঃকরণের বিক্ষেপ-শূন্যতা ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার-যোগ্যতা লাভার্থ যোগাভ্যাস করিবেন। রাজস, তামস ও ব্যুত্থান নামধেয় ভূমিত্রয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক মনকে ধারাবাহিক রূপে একই বিষয়ে সংলগ্ন করা আবশ্যক। এইরূপ একাগ্রতাবৃদ্ধির নিমিত্ত প্রযত্ন সহকারে সংপ্রজ্ঞাত সমাধির অভ্যাস করিবে। তাহা হইলেই নিদিধ্যাসন দ্বারা মনোবৃত্তিপ্রবাহ ব্রহ্মাকার প্রাপ্ত হইবে॥ ১১। ১২॥

* আসন।—আস্ ধাতুর অর্থ উপবেশন। আস্ ধাতুর অধিকরণ অর্থে অনট্ প্রত্যয় করিলে 'আসন' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। তাহা হইলে 'আসন' শব্দের অর্থ হইল—যাহাতে বা যাহাকে অধিকার পূর্ব্বক উপবেশন করা যায়। আসন শব্দের এইরূপ অর্থে প্রায়শঃ কম্বলাসন, কুশাসন, মৃগচর্ম্মাসন প্রভৃতিকেই বুঝায়; পরন্তু বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, আমরা প্রতিনিয়ত যে কোনরূপ অঙ্গ-সন্নিবেশ পূর্ব্বক অবস্থান করি, তাহার প্রত্যেকটিই এক একটি আসন। কারণ, আমরা তাহাকে অধিকার পূর্ব্বক অবস্থান করি। যোগশাস্ত্র এইরূপ বিবিধ অঙ্গ-সন্নি-বেশকেই আসন শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু যেরূপ অঙ্গ-সন্নিবেশ করিলে শরীর স্থির হয় ও সুখ অনুভব করা যায়, সেইরূপ আসনই প্রকৃত আসন বা সেইরূপ আসনই যোগসংসিদ্ধির দ্বারস্বরূপ। শরীর ও মন স্থির না হইলে চিত্তবৃত্তির নিরোধ করিতে বা যোগী হইতে পারা যায় না। এই যোগ-শাস্ত্র-বিহিত আসন সমূহের প্রধান ফল শরীরের (চিত্তবিক্ষেপ রূপ) রোগ-শূন্যতা এবং অঙ্গের লঘুতা (শারীরিক গুরুতারূপ তমোধর্ম্মনাশকত্ব)। হঠযোগপ্রদীপি-কায় অভিহিত আছে যে, "হঠস্য প্রথমাঙ্গত্বাদাসনং পূর্ব্বমুচ্যতে। কুর্য্যাৎ তদাসনস্থৈর্য্যমারোগ্যঞ্চাঙ্গলাঘবম্॥১৭॥ (প্রথম উপদেশ)। সর্ব্ববিধ শাস্ত্রই একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এই আসন-সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইতেই পারে না। দৈহিক অস্থিরাবস্থায় প্রাণায়াম অনুষ্ঠিত হইলে অস্বাভাবিক বায়ুরোধ জনিত বহুবিধ (শ্বাস-কাশাদি) পীড়া সঞ্জাত হইতে পারে। আসনের অসন্দেহ্যত্বের বিষয় বিবিধ যোগশাস্ত্রে বিবিধরূপে বর্ণিত আছে। যথা;—

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্॥
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ॥১৩।১৪॥

অন্বয়।—কায়শিরোগ্রীবং (কায়ঃ শরীরমধ্যং, শিরঃ মস্তকঞ্চ, গ্রীবা কণ্ঠদেশশ্চ) সমং (অবক্রম্) অচলং (নিশ্চলম্) ধারয়ন্ (অঙ্গমেজয়ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্) স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্ন ভূত্বা) স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য দিশঃ চ অনবলোকয়ন্ (অপশ্যন্) প্রশান্তাত্মা (দোষরহিতান্তঃকরণঃ) বিগতভীঃ (আশঙ্কাপরিশূন্যঃ) ব্রহ্মচারিব্রতে (ব্রহ্মচর্য্যে) স্থিতঃ মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তঃ (ব্রহ্মণি ন্যস্তমনাঃ) মৎপরঃ (বাসুদেবঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) আসীত (উপবিশেৎ)॥ ১৩। ১৪॥

প্রতিশব্দ।—দেহমস্তকগ্রীবা সরল নিশ্চল ধারণ-করিয়া দৃঢ়প্রযত্নসহকারে আপনার নাসাগ্র দেখিতে-দেখিতে এবং দিক্‌সমূহ না দেখিয়া নির্দ্দোষহৃদয় ভীতিশূন্য ব্রহ্মচর্য্যে রত-থাকিয়া মন সংযম করিয়া মদ্গতচিত্ত, মদেকনিষ্ঠ সমাহিত-হইয়া উপবেশন-করিবেন॥ ১৩। ১৪॥

ব্যাখ্যা।—দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সরল ও নিষ্পন্দরূপে স্থির রাখিয়া, এবং অন্য কোন দিকে দৃষ্টি না করিয়া কেবল স্বকীয় নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংযত করিবেন। এইরূপে স্থিরচিত্ত সর্ব্বশঙ্কাশূন্য ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ এবং মদ্গতচিত্ত হইয়া ও আমাকেই সর্ব্বপুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া সমাধিযুক্তভাবে উপবেশন করিবেন॥১৩।১৪॥

"আসনানি চ তাবন্তি যাবন্তো জীবজন্তবঃ। এতেষামখিলান্ ভেদান্ বিজানাতি মহেশ্বরঃ॥ ৬॥ চতুরশীতিলক্ষাণামেকৈকং সমুদাহৃতম্। ততঃ শীর্ষেণ পীঠানাং ষোড়শোনং শতং কৃতম্॥ ৭॥ (গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ)। "চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ॥ ১০॥ (শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল)। ঘেরণ্ড উবাচ।—"আসনানি সমস্তানি যাবন্তো জীবজন্তবঃ। চতুরশীতিলক্ষাণি শিবেন কথিতং পুরা॥ ১॥ তেষাং মধ্যে বিশিষ্টানি ষোড়শোনং শতং কৃতম্। তেষাং মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে দ্বাত্রিংশদাসনং শুভম্॥ ২॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা, দ্বিতীয় উপদেশ)। "বশিষ্ঠাদ্যৈশ্চ

শঙ্করাচার্য্য।—বাহ্যসাধনমানসমুক্তম্, অধুনা শরীরস্য ধারণং কথমং ইত্যুচ্যতে সমমিতি। সমঃ কায়শিরোগ্রীবং কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং তৎ সমং ধারয়ন্ অচঞ্চল সমঃ ধারয়তশ্চলনং ন সম্ভবত্যতো বিশিনষ্টি অচলমিতি, স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ। স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতীবশব্দো লুপ্তো দ্রষ্টব্যঃ, ন হি স্বনাসিকাগ্র-সম্প্রেক্ষণমিহ বিধিৎসিতম্, কিং তর্হি চক্ষুষোর্দৃষ্টিসন্নিপাতঃ, স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমেব চেদ্বিবক্ষিতং মনস্তত্রৈব সমাধীয়েত নাত্মনি, আত্মনি হি মনসঃ সমাধানং বক্ষ্যতি, "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" ইতি, তস্মাদিবশব্দলোপেনাক্ষ্ণোর্দৃষ্টি-সন্নিপাত এব সম্প্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে দিশশ্চানবলোকয়ন্ দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্ব্বন্নিত্যেবমন্তরা কুর্ব্বন্নিত্যেতৎ। কিঞ্চ প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ শান্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য সোঽয়ং প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্বিগতভয়ঃ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণো ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষা-ভিক্ষাভুক্ত্যাদি তস্মিন্ স্থিতস্তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসো বৃত্তিরূপসংহৃত্যেত্যেতৎ, মচ্চিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তো যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীতোপবিশেৎ, মৎপরেঽহং পরো যস্য সোঽয়ং মৎপরঃ, ভবতি কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তো ন তু স্ত্রিয়মেব পরত্বেন গৃহ্ণাতিঃ কিং তর্হি রাজানং মহাদেবং বা, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৩। ১৪ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তমনুষ্ঠানন্তরশ্লোকস্যাপুনরুক্তমর্থমাহ বাহ্যেতি। সমত্বমৃজুত্বং কায়ঃ শরীরমধ্যম্। অচলমিতি বিশেষণমবতার্য্য তস্য তাৎপর্য্যমাহ সমমিতি। কার্য্যকরণয়ো-র্ব্বিষয়পারবশ্যশূন্যত্বমচলত্বং স্থৈর্য্যম্। কিমিতীবশব্দলোপোঽত্র কল্প্যতে, স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণ-মেব যোগাঙ্গত্বেনাত্র বিধিৎসিতং কিং ন স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন হীতি॥ তর্হি কিমত্র বিবক্ষিত-মিতি প্রশ্নপূর্ব্বকমাহ কিং তর্হীতি। দৃষ্টিসন্নিপাতো দৃষ্টেশ্চক্ষুষো রূপাদিবিষয়প্রবৃত্তিরা-হিত্যম্। কথমসাবনায়াসেন সিধ্যতি তত্রাহ সচেতি। সমাধানস্য প্রাধান্যেনাত্র বিবক্ষিতত্বা-দ্দৃষ্টের্বহির্ব্বিষয়ত্বেন তত্তদ্গ্রসঙ্গাৎ তস্যাবিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ত্যান্তরে চ সন্নিপাতো বিবক্ষিতো ভবতীত্যর্থঃ। তথাপি কথং স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমত্র শ্রুতমবিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ স্বনাসিকেতি। তত্রৈব মনঃসমাধানে কা হানিরিত্যাশঙ্ক্য বাক্যশেষবিরোধান্নৈবমিত্যাহ আত্মনি হীতি। কিং তর্হি সম্প্রেক্ষ্যেত্যাদৌ বিবক্ষিতমিত্যাশঙ্ক্যাহ তস্মাদিতি। দক্ষিণো-

মুনিভিঃ মৎস্যেন্দ্রাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ। অঙ্গীকৃতান্যাসনানি কথ্যন্তে কানিচিন্ময়া ॥ ৮ ॥" অস্য টীকায়ামপি, "অঙ্গীকৃতানি চতুরশীত্যাসনানি। তন্মধ্যে কানিচিৎ শ্রেষ্ঠানি ময়া কথ্যন্তে * * * ॥ (হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম উপদেশ)। উপরি উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বাক্যগুলি বিচার করিলে দেখা যায় যে, সকল আসনগুলি কেহই বর্ণনা করিতে পারেন না। একমাত্র শঙ্করই তাহা জানেন। শাস্ত্রকারগণ চুরাশি লক্ষ (৮৪০০০০০) পর্য্যন্ত আসনের সঙ্খ্যা নিরূপণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে চুরাশিটি (৮৪) আসনই শ্রেষ্ঠকল্পরূপে সকলেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরন্তু শ্রেষ্ঠতম কল্পে দুইটি বা চারিটি আসনের অধিক প্রায় কেহই বর্ণনা করেন নাই। এস্থলে

চক্ষুষোর্যা দৃষ্টিস্তস্যা বাহ্যাদ্বিষয়াদ্বৈমুখ্যেনান্তরেব সন্নিপাতনমত্র স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং নাসিকান্তং সম্প্রেক্ষ্যেতি বিবক্ষিতমিত্যর্থঃ। তত্রৈবোত্তরমপি বিশেষণমনুকূলমিত্যাহ দিশশ্চেতি। অনবলোকয়ন্নাসীদিত্যাহবত সম্বন্ধঃ, অন্যথা দিশামবলোকনমপি যোগ পরিবন্ধকমিতি তৎপরিহারঃ। যোগং সম্পাদয়িতুং বিশেষণান্তরাণি দর্শয়তি কিঞ্চেতি। অন্তঃকরণস্য প্রশান্তিঃ রাগদ্বেষাদিদোষরাহিত্যং তস্যাশ্চ প্রকর্ষো রাগাদিহেতোরপি নিবৃত্তিঃ, বিগতভয়ত্বং সর্ব্বকর্মপরিত্যাগে শাস্ত্রীয়নিশ্চয়বশান্নিঃসন্দিগ্ধবুদ্ধিত্বম্, ভিক্ষাভুক্ত্যাদীত্যাদি-শব্দেন ত্রিষবণস্নানশৌচাচমনাদি গৃহ্যতে। বিশেষণান্তরমাহ কিঞ্চেতি। উপসংহৃত্য যোগনিষ্ঠো ভবেদিতি শেষঃ। মনোবৃত্ত্যুপসংহারে ধ্যানমপি ন সিধ্যেৎ তস্য তদ্বৃত্ত্যাবৃত্তি-রূপত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ মচ্চিত্ত ইতি। বিষয়ান্তরবিষয়মনোবৃত্ত্যুপসংহারেণাত্মন্যেব তান্নয়মনান্ন ধ্যানানুপপত্তিরিত্যর্থঃ। মচ্চিত্তত্বেনৈব মৎপরত্বসিদ্ধত্বাৎ মৎপর ইতি পৃথক্ বিশেষণ-মনর্থকমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভবতীতি। অন্তঃকরণশুদ্ধির্যোগস্যাবান্তরফলম্॥ ১৩। ১৪॥

রামানুজ।—সমমিতি। কায়শিরোগ্রীবং সমমচলং সমাশ্রয়তয়া স্থিরং ধারয়ন্ দিশশ্চানবলোকয়ন স্বং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য। প্রশান্তাত্মেতি। প্রশান্তাত্মাত্যন্তনির্বৃতমনাঃ বিগতভীঃ, ব্রহ্মচর্য্যযুক্তো মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্তঃ অবহিতাত্মা মৎপর আসীত মামেব চিন্তয়ন্নাসীত॥ ১৩। ১৪॥

হনুমান্।—অধুনা শরীরধারণমুচ্যতে সমং কায়শিরোগ্রীবমিতি। কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্, কায়শিরোগ্রীবং সমং ধারয়ন, অচলং সমং ধারয়তোঽপি চলনং ভবতীত্যতো বিশিনষ্টি অচলমিতি; স্থিরঃ স্থিরো ভূত্বেত্যর্থঃ। সম্প্রেক্ষ্য সম্যক্ প্রেক্ষণং দর্শনং কৃত্বেবেতি ইবশব্দো লুপ্ত দ্রষ্টব্যঃ, স্বনাসিকাগ্রসম্প্রেক্ষণমিহ ন বিধীয়তে, কিং তর্হি চক্ষুষোর্দৃষ্টিসন্নিপাতঃ, স চান্তঃকরণসমাধানাপেক্ষো বিবক্ষিতঃ, সম্প্রেক্ষণমেব চেহ বিব-ক্ষিতম্, তর্হি মনস্তত্রৈব সমাপদ্যেত, আত্মনি হি মনঃ সমাধানং বক্ষ্যতি "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" ইতি, তস্মাদিবশব্দোপলোপনেনেহ দৃষ্টিপাত এব সম্প্রেক্ষ্যেত্যুচ্যতে, স্বয়ং দিশ-শ্চানবলোকয়ন স্বয়ং দিশাঞ্চাবলোকনমকুর্ব্বন্নিত্যেতৎ। প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ বিগতভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ব্রহ্মচারিণাং ব্রতং ব্রহ্মচর্য্যং গুরুশুশ্রূষণভিক্ষা-ভুক্ত্যাদি, তস্মিন্ স্থিতঃ তদনুষ্ঠাতা ভবেদিত্যর্থঃ। কিঞ্চ মনঃ সংযম্য মনসো বৃত্তিমুপসংহৃত্য

আসন সম্বন্ধীয় বৈদিক ব্যবস্থা বিস্তৃতরূপে সমুদ্ধৃত হইয়াছে। যথা;—"ত্রয়াসনেন প্রশ্ব-সিতব্যম্।" (তৈত্তিরীয় উপনিষৎ, শিক্ষাধ্যায়, প্রথমা বল্লী, ১১ অনুবাক্, ৩ শ্রুতি)। "নিঃশব্দং দেশমাস্থায় তত্রাসনমবস্থিতঃ॥" (ক্ষুরিকো উপনিষৎ ২ শ্রুতি)। "যদা তু ধ্যায়তে মন্ত্রং গাত্রকম্পোঽভিজায়তে। আসনং পদ্মকং বদ্ধা যচ্চান্যদপি রোচতে॥ কুর্য্যান্নাসাগ্রদৃষ্টিঞ্চ হস্তৌ পাদৌ চ সংযতৌ॥" (১—২ শ্রুতি, যোগশিখোপনিষৎ)। "ভূতাদিকং শোধয়েদ্দ্বারপূজাং কৃত্বা পদ্মাদ্যাসনস্থঃ প্রসন্নঃ।" (রামপূর্ব্বতাপনী উপনিষৎ, ৮৫ শ্রুতি)। "পদ্মকং স্বস্তিকং বাপি ভদ্রাসনমথাপি বা। বদ্ধা যোগাসনং সম্যগুত্তরাভিমুখঃ স্থিতঃ॥" (অমৃতবিন্দু উপনিষৎ,

মচ্চিত্তো ময়ি পরমেশ্বরে চিত্তং যস্য সোঽয়ং মচ্চিত্তঃ যুক্তঃ সমাহিতঃ সন্ আসীত উপবিশেৎ আত্মনঃ পরঃ কশ্চিৎ রাগী স্ত্রীচিত্তোঽপি ন স্ত্রীয়মেব পরত্বেন গৃহ্লাতি, কিং তর্হি রাজানং মহাদেবম্, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ ॥ ১৩। ১৪ ॥

শ্রীধর।—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদি ধারণাং দর্শয়ন্নাহ সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রং নিশ্চল ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বেত্যর্থঃ, স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ, ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নাসীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি। প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য ময্যেব চিত্তং যস্য, অহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩। ১৪ ॥

বলদেব।—আসনে তস্মিন্নুপবিষ্টস্য শরীরধারণবিধিমাহ সমমিতি। কায়ো দেহমধ্যভাগঃ (কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ তেষাং সমাহারঃ প্রাণ্যঙ্গত্বাৎ) সমমবক্রং অচলমকম্পং ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা স্বনাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য সংপশ্যন্ মনোলয়বিক্ষেপনিবৃত্তয়ে ভ্রূমধ্যদৃষ্টিঃ সন্নিত্যর্থঃ। অন্তরান্তরা দিশশ্চানবলোকয়ন্। এবম্ভূতঃ সন্নাসীতেত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। প্রশান্তেতি। প্রশান্তাত্মা অক্ষুব্ধমনাঃ, বিগতভীর্নির্ভয়ঃ, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ, মনঃ সংযম্য বিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহৃত্য, মচ্চিত্তঃ চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং মাং চিন্তয়ন্, মৎপরো মদেকপুরুষার্থঃ যুক্তো যোগী ॥ ১৩। ১৪ ॥

মধুসূদন।—তদর্থং বাহ্যমাসনমুক্ত্বাধুনা তত্র কথং শরীরধারণম্? ইত্যুচ্যতে সমমিতি। কায়ঃ শরীরমধ্যম্, স চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধান্তপর্য্যন্তং সমমবক্রং অচলমকম্পং ধারয়ন্নেকতত্ত্বাভ্যাসেন বিক্ষেপসহভাব্যঙ্গমেজয়ত্বাভাবং সম্পাদয়ন্ স্থিরঃ দৃঢ়প্রযত্নো ভূত্বা কিঞ্চ স্বং স্বীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্যেব লয়বিক্ষেপরাহিত্যায় বিষয়প্রবৃত্তিরহিতোঽর্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। দিশশ্চানবলোকয়ন্ অন্তরান্তরা দিশশ্চাবলোকনমকুর্ব্বন্ যোগপ্রতিবন্ধকত্বাৎ। তস্য এবম্ভূতঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরেণ সম্বন্ধঃ। কিঞ্চ প্রশান্তেতি। নিদাননিবৃত্তিরূপেণ প্রকর্ষেণ শান্তঃ রাগাদিদোষরহিত আত্মান্তঃকরণং যস্য সঃ প্রশান্তাত্মা শাস্ত্রীয়নিশ্চয়দার্ঢ্যাদ্বিগতা ভীঃ সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগেন যুক্তত্বাযুক্তত্ব-

---

১৮ শ্রুতি)। কূর্ম্মবৎ পাণিপাদাভ্যাং শিরস্তাত্মনি ধারয়েৎ। এবং সর্ব্বেষু দ্বারেষু বায়ুং পূরত পূরত ॥" (যোগতত্ত্বোপনিষৎ, ২২ শ্রুতি, দীপিকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বোক্তরূপ আসন বিষয়ে শ্রুতিসম্মত ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। শিবসংহিতা প্রভৃতিতেও আছে। এখন দেখা যাউক, কোন্ গ্রন্থ আসনের কিরূপ ভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অথ আসনানাং ভেদাঃ। সিদ্ধং পদ্মং তথা ভদ্রং মুক্তং বজ্রঞ্চ স্বস্তিকম্। সিংহঞ্চ গোমুখং বীরং ধনুরাসনমেব চ ॥ মৃতং গুপ্তং তথা মাৎস্যং মৎস্যেন্দ্রাসনমেব চ। গোরক্ষং পশ্চিমোত্তানং উৎকটং সঙ্কটং তথা ॥ ময়ূরং কুক্কুটং কূর্ম্মং তথা চোত্তানকূর্ম্মকম্। উত্তানমণ্ডুকং বৃক্ষং মণ্ডুকং গরুড়ং বৃষম্। সলভং মকরং উষ্ট্রং ভুজঙ্গঞ্চ যোগাসনম্। দ্বাত্রিংশদাসনানি তু মর্ত্ত্যলোকে চ সিদ্ধিদম্ ॥" (৩—৬ ঘেরণ্ডসংহিতা,

শঙ্কা যস্য স বিগতভীঃ ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে গুরুশুশ্রূষাদিভিক্ষাভোজনাদৌ স্থিতঃ সন্, মনঃ সংযম্য বিষয়াকারবৃত্তিশূন্যং কৃত্বা ময়ি পরমেশ্বরে প্রত্যক্চিতি সগুণে নির্গুণে বা চিত্তং যস্য স মচ্চিত্তো মদ্বিষয়কধারাবাহিকচিত্তবৃত্তিমান্, পুত্রাদৌ প্রিয়ে চিন্তনীয়ে সতি কথমেবং স্যাৎ ? অত আহ মৎপরঃ, অহমেব পরমানন্দরূপত্বাৎ পরঃ পুরুষার্থঃ প্রিয়ো যস্য স তথা। "তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদন্তরতরো যদয়মাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। এবং বিষয়াকারসর্ব্ববৃত্তিনিরোধেন ভগবদেকাকারচিত্তবৃত্তিযুক্তঃ সম্প্রজ্ঞাত-সমাধিমানাসীতোপবিশেদ্যথাশক্তি ন তু স্বেচ্ছয়া ব্যুত্তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ। "ভবতি কশ্চিদ্রাগী স্ত্রীচিত্তো নতু স্ত্রিয়মেব পরত্বেনারাধ্যত্বেন গৃহ্লাতি, কিং তর্হি রাজানং বা দেবং বা, অয়ন্তু মচ্চিত্তো মৎপরশ্চ" সর্ব্বারাধ্যত্বেন মামেব মন্যত ইতিভাষ্যকৃতাং ব্যাখ্যা। ব্যাখ্যাতৃত্বেঽপি মে নাত্র ভাষ্যকারণে তুল্যতা। গুঞ্জায়াঃ কিন্নু হেম্নৈকতুলারোহেঽপি তুল্যতা ॥ ১৩। ১৪ ॥

নীলকণ্ঠ :—আসনে উপবিশ্যেত্যুক্তং তৎকথম্? ইত্যত আহ সমমিতি। কায়ঃ শরীরমধ্যং শিরঃ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবং সমং মূলাধারমারভ্য মূর্দ্ধান্তমবক্রং অচলং নিষ্কম্পং ধারয়ন্ স্থিরো ভূত্বা সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বমিতি নাসিকাগ্রাবেক্ষণং ন বিধীয়তে, কিন্তু নিমীলনে লয়ভয়ং উন্মীলনে বিক্ষেপভয়মতো দিশোঽপি স্ত্র্যাদিবিক্ষেপকবিষয়দর্শন-ভয়াদনবলোকয়ন্নর্দ্ধোন্মীলিতনেত্র আসীতেতি উত্তরেণান্বয়ঃ। এবমাসনে উপবিষ্টেন যৎ কর্ত্তব্যং তদাহ প্রশান্তাত্মেতি। যোগ যুক্তো যোগী ব্রহ্মচারিব্রতে ভৈক্ষ্যাচর্য্যায়াং স্থিতঃ সন্নাসীতেত্যর্থঃ মচ্চিত্তো ময়ি পরমে চিত্তং যস্য স এবম্ভূতো ময্যেব মনঃ সংযম্য মৎপর আসীত, স প্রশান্তাত্মা ভূত্বা বিগতভীর্ভবতীতি যোজনা, ভবতি হি কশ্চিদাত্মনোঽ-ন্যমীশ্বরং মত্বা তচ্চিত্তস্তমেবারাধ্যত্বেনাভিগতঃ তত্রৈব চ মনসঃ সংযমং করোতি ন তু স তৎপরঃ, তমেব পরমপুরুষার্থতয়া প্রাপ্যত্বেন মন্যতে, কিন্তু তৎপ্রীত্যান্যদেব ফলং কাময়তে, অয়ন্তু মচ্চিত্তো ময্যেব মনঃ সংযম্য মৎপরো মামেব সর্ব্বান্তরং প্রত্যগদ্বয়ং কাময়ত ইতি, যতো মৎপরোঽতএব প্রশান্তাত্মা প্রকর্ষেণ বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়ত্যাগেন সমাধিসুখাস্বাদ-ত্যাগেন চ শান্ত উপরত আত্মা চিত্তং যস্য সোঽস্মিতামাত্রাবশেষো বিগতভীর্ভবতি, ইয়মেবাবস্থা সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিরিতি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ইতি চ বিকল্প্যতে, সর্ব্বথা তস্যাং সিদ্ধায়াং পুরুষঃ পরমপুরুষার্থভাগ ভবতি ॥ ১৩। ১৪ ॥

দ্বিতীয় উপদেশ)। "চতুরশীত্যাসনানি সন্তি নানাবিধানি চ। তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় ময়োক্তানি ব্রবীম্যহম্ ॥ সিদ্ধাসনং তথা পদ্মাসনঞ্চোগ্রঞ্চ স্বাস্তিকম্ ॥ (১০০—১০১, শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল)। "আসনেভ্যঃ সমস্তেভ্যঃ দ্বয়মেতদুদাহৃতম্। একং সিদ্ধাসনং প্রোক্তং দ্বিতীয়ং কমলাসনম্ ॥ ৮ ॥ (গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ)। "চতুরশীত্যাসনানি শিবেন কথিতানি চ। তেভ্যশ্চতুষ্কমাদায় সারভূতং ব্রবীম্যহম্ ॥ সিদ্ধং পদ্মং তথা সিংহং ভদ্রং চেতি চতুষ্টয়ম্। শ্রেষ্ঠং তত্রাপি চ সুখে তিষ্ঠেৎ সিদ্ধাসনে সদা ॥ (৩৩—৩৪, হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম উপদেশ)। পূর্ব্বোক্তরূপ আসন-গুলির বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত গ্রন্থের নিম্ন নির্দ্দিষ্টস্থলে দ্রষ্টব্য ।:১ম ।-হঠযোগপ্রদীপিকা, প্রথম

বিশ্বনাথ।—সমমিতি। কায়ো দেহমধ্যভাগঃ, সমং অবক্রম্, অচলং নিশ্চলম্ ধারয়ন্ কুর্ব্বন্, মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য মচ্চিত্তো মাং চতুর্ভুজং সুন্দরাকারং চিন্তয়ন্, মৎপরঃ মদ্ভক্তিপরায়ণঃ ॥ ১৩। ১৪ ॥

তাৎপর্য্য।—ধ্যানযোগের বাহ্যসাধন স্বরূপ আসনাদির বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া, এক্ষণে শ্রীভগবান্ কিরূপে শরীর ধারণ করিতে হইবে, তাহারই ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতেছেন। মলদ্বার ও লিঙ্গমূল এতদ্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের নাম মূলাধার: সেই মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত দেহাংশ, কণ্ঠদেশ ও শিরোদেশ সমস্ত সরল ও কম্পন-শূন্য করা আবশ্যক। মনের একাগ্রতা হইলে চিত্তের বিক্ষেপ তিরোহিত হয়; তখনই অঙ্গের স্পন্দনশূন্যতা উপস্থিত হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থায় সাধককে দৃঢ় প্রযত্ন সহকারে বিষয়-প্রবৃত্তি-পরিহীন হইয়া, চিত্তের লয়-বিক্ষেপ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত, অর্দ্ধনিমীলিত নয়নে স্বকীয় নাসাগ্রভাগে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিতে হইবে। নাসাগ্র দর্শনই তাহার উদ্দেশ্য নহে, আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত দৃষ্টি সংযত করাই এই উপদেশের লক্ষিত। এই জন্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য মূলস্থিত 'সম্প্রেক্ষ্য' শব্দের পর "ইব" এই শব্দ উহ্য করিয়াছেন। তৎকালে যোগের প্রতিবন্ধকস্বরূপ ইতস্ততঃ কোনদিকেই দৃষ্টিসঞ্চালন করা বিধেয় নহে, বা অন্তঃকরণেও কোন বিরুদ্ধ চিন্তা সমুপস্থিত হইতে দেওয়া উচিত নহে। এইরূপে অন্তঃকরণকে একান্ত শান্ত ও রাগাদি দোষ-পরিশূন্য করিয়া, শাস্ত্রীয় নির্দ্দেশে সুদৃঢ় প্রতীতি-জনিত যোগসম্বন্ধে বিফলমনোরথ হইবার আশঙ্কা পরিহীন হইয়া, গুরুশুশ্রূষা, ভিক্ষান্ন-ভোজন, শাস্ত্র-পর্য্যালোচনা ইত্যাদি ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ থাকিয়া এবং মনকে বিষয়াকারবৃত্তিশূন্য করিয়া, পরমেশ্বরস্বরূপ আমার সগুণ বা নির্গুণ ভাব-চিন্তনে চিত্তের ধারাবাহিক বৃত্তি-প্রবাহ পরিচালিত

উপদেশ, ১৭ শ্লোক হইতে ৫৫ শ্লোক পর্য্যন্ত। ২য়। -গোরক্ষসংহিতা, প্রথমাংশ, ৭ শ্লোক হইতে ১০ শ্লোক পর্য্যন্ত। ৩য়।—ভৃগুসংহিতা, দ্বিতীয় উপদেশ সমস্ত। ৪র্থ।—শিবসংহিতা, তৃতীয় পটল, ১০০ হইতে ১২০ শ্লোক পর্য্যন্ত॥ বাহুল্য ভয়ে এস্থলে সমস্ত প্রমাণগুলি সমুদ্ধৃত হইল না। যোগশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়, "পীঠ" শব্দও আসনার্থবাচী। যথা; "চতুরশীতিপীঠেষু সিদ্ধমেব সদাভ্যসেৎ।" পিঠ ধাতুর অর্থ হিংসা। সেই পিঠ ধাতুর উত্তর ক প্রত্যয় করিয়া "পীঠ" শব্দ নিষ্পন্ন হয়। (পিঠতি হিনস্তি শ্রমং=পীঠঃ; পিঠ হিংসায়াং ইক্ষুং গুবাৎ কঃ, নিপাতনাদ্দীর্ঘঃ)। পীঠ শব্দের অর্থ হইতেছে;—যাহা শ্রমের হিংসা করে অর্থাৎ শ্রম অপনোদন

করিবে। সংসারের আর কোন বিষয়েই চিন্তা সংলগ্ন করিবে না। পুত্র বা কলত্র সর্ব্বাপেক্ষা, আমাকে শ্রেষ্ঠতম প্রিয়পদার্থ এবং পরমানন্দ ও পরম পুরুষার্থ স্বরূপ জ্ঞানে, আমাতেই সর্ব্বতোভাবে চিত্তসংলগ্ন করিবে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "এই আত্মা পুত্রের অপেক্ষা প্রিয়, বিত্তের অপেক্ষা প্রিয়, অন্য সকলের অপেক্ষাই প্রিয় এবং সকলের অন্তরতর পদার্থ-স্বরূপ।" এইরূপে চিত্তের বিষয়াকার বৃত্তি নিরোধ করিয়া এবং একমাত্র ভগবদাকার চিত্ত-বৃত্তিযুক্ত হইয়া, যথাসাধ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীমচ্ছঙ্করা-চার্য্য লিখিয়াছেন, কোন কোন ব্যক্তি স্ত্রীবিশেষের প্রতি নিরতিশয় অনু-রাগান্ধ হইয়া একান্ত স্ত্রীচিত্ত হয়, কিন্তু তাই বলিয়া সে সেই নারীকে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ আরাধ্যরূপে কখনই গ্রহণ করে না ; কারণ, প্রবৃত্তি বিশেষের উত্তেজনা-তেই তাহার অনুরাগ সমুদ্ভূত হয়। সুতরাং সেই স্ত্রীবিষয়ে সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠতা কখনই তাহার উপলব্ধি হয় না! কোন কামনার বশবর্ত্তী হইয়া, রাজা বা দেবতা-বিশেষের সম্বন্ধেও, মানব নিরতিশয় ভক্তিমান্ হইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তদ্গতচিত্ত কখনই হয় না। ধ্যানযোগপরায়ণ ব্যক্তির সেরূপ ভাব হইলে কোনই ফল হইবে না। তাঁহাকে কামনা-শূন্য হইয়া এবং চিত্ত বিষয়ান্তর হইতে প্রত্যাহার করিয়া, সর্ব্বথা মচ্চিত্ত ও মৎপর হইতে হইবে এবং আমাকেই সর্ব্বারাধ্য জ্ঞান করিতে হইবে। ভগবন্ শঙ্করাচার্য্যের সহিত শ্রীমন্মধুসূদন সরস্বতী মহোদয়ের ব্যাখ্যার এই অংশে একতা নাই। এই স্থলে সরস্বতী মহোদয় বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনার্থ বলিয়াছেন যে, এক তুলায় আরোপিত হইলেও গুঞ্জা অর্থাৎ কুঁচ কখনই স্বর্ণের সমতুল্য হইতে পারে না॥ ১৩। ১৪॥

করে। যোগশাস্ত্র-বিহিত আসনের অনুষ্ঠানেও শ্রম বিদূরিত হয় ; সুতরাং পীঠ শব্দেও আসন শব্দের ব্যুৎপত্তিগত তারতম্য থাকিলেও অর্থগত কোন পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায় না।

মুদ্রা।—মুদ্রা আসনের উপসংহারস্বরূপ। পূর্ব্বে তান্ত্রিক মুদ্রা সমস্তের সবিস্তার বিবরণ সংগৃহীত হইয়াছে ; এক্ষণে যোগশাস্ত্রোক্ত মুদ্রার বিবরণ সংকলিত হইতেছে। শেষনাগ যেরূপ অশেষবিধ পর্ব্বতাদি সমন্বিত ধরার আধারস্বরূপ, কুণ্ডলিনী-শক্তি সেইরূপ সর্ব্ববিধ যোগো-পায়ের আশ্রয়স্বরূপ। এই কুণ্ডলিনী জাগরিতা না হইলে সর্ব্ববিধ যোগোপায়ই বৃথা। আর তিনি জাগরিতা হইলে দেহস্থ ছয়টি কমল (চক্র) আপনা আপনি প্রস্ফুটিত (ভেদপ্রাপ্ত) হইয়া উঠে এবং (নাভিস্থ) ব্রহ্মগ্রন্থি, (হৃদিস্থ) বিষ্ণুগ্রন্থি ও (ললাটস্থ) রুদ্র-গ্রন্থি এই তিনটি গ্রন্থিই ভেদপ্রাপ্ত হয়। তখন প্রাণবায়ু সুষুম্না পথ দিয়া স্বচ্ছন্দে গমনাগমন করিতে সমর্থ হয় ; তখন চিত্ত বিষয়াকার পরিত্যাগ করে ; সুতরাং সাধকেরা মরণকে অনায়াসে জয় করিতে

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

অন্বয় ।—এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (সমাহিতং কুর্ব্বন্) নিয়তমানসঃ (নিয়তং সংযতং মানসং চিত্তং যস্য সঃ) যোগী নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণং মোক্ষঃ তৎ পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং) মৎসংস্থাং (মদ্রূপেণাবস্থিতিম্) শান্তিং অধিগচ্ছতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ১৫ ॥

প্রতিশব্দ ।—পূর্ব্বোক্তরূপে সর্ব্বদা মনকে সংযোগ-করিতে-করিতে সংযতচিত্ত-যোগী চরমমোক্ষবিধায়িকা আমাতে অবস্থিতিরূপা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা ।—পূর্ব্ব কথিত প্রণালীতে মনের সংযম করিতে করিতে ক্রমশঃ যোগী পুরুষ সংযত-চিত্ত হন এবং পরিণামে মোক্ষপ্রদ আমার সারূপ্যরূপা মুক্তি লাভ করেন ॥ ১৫ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জন্নিতি । যুঞ্জন্ সমাধানং কুর্ব্বন্নেবং যথোক্তেন বিধানেন সদা যোগী নিয়তমানসঃ নিয়তং সংযতং মানসং মনো যস্য সোঽয়ং নিয়তমানসঃ স শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষস্তৎপরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ সা নির্ব্বাণপরমা তাং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনতামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

আনন্দগিরি ।—সম্প্রতি পরমফলকথনপরত্বেনানন্তরশ্লোকমাদত্তে অথেতি । যোগস্বরূপং তদঙ্গমাসনমপি তৎকর্ত্তৃবিশেষণমিত্যস্যার্থস্য প্রকথনানন্তরমিত্যথশব্দার্থঃ, আত্মানং যুঞ্জন্নিতি সম্বন্ধঃ, আত্মশব্দো মনোবিষয়ঃ, যথোক্তো বিধিরাসনাদিঃ উক্তবিশেষণ-ত্রয়স্যোতনার্থং সদেত্যুক্তম্, যোগী ধ্যায়ী সন্ন্যাসীত্যর্থঃ । মনঃসংযমস্য যোগং প্রত্যসাধা-

সক্ষম হন। ভগবতী কুণ্ডলিনীর আকার ঠিক কুণ্ডলিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায়, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ সুষুম্না মার্গেরই (এই সুষুম্নামার্গেরই নামান্তর ব্রহ্ম মার্গ, মহামার্গ, মধ্যমার্গ প্রভৃতি) দ্বার অবরোধ করিয়া নিদ্রিতা থাকেন। সুতরাং তাঁহাকে না জাগাইলে যোগসিদ্ধির কোনরূপ উপায়ই নাই। যোগশাস্ত্রে ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রে এই কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগাইবার বা ব্রহ্মরন্ধ্র গমনের পথ প্রশস্ত করিবার যে একমাত্র উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, অস্মদালোচ্য 'মুদ্রা' সাধনই সেই উপায়। কোন কোন যোগগ্রন্থে মুদ্রার সংখ্যা পঁচিশটি (২৫) আর কোন কোন গ্রন্থে দশটি (১০) নিরূপিত হইয়াছে। যথা—"মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী। উড্ডানংমূলবন্ধশ্চ বন্ধো জালন্ধরাভিধঃ ॥

রূপত্বং দর্শয়তি নিয়তেতি। শান্তিশব্দোপরতেঃ সংসারনিবৃত্তিপর্য্যবসায়িত্বং মত্বা বিশিনষ্টি নির্ব্বাণেতি। যথোক্তায়া মুক্তের্ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানাদর্থান্তরত্বমাহ মৎসংস্থামিতি। মদধীনাং মদাশ্রিকামিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥

রামানুজ।—যুঞ্জন্নিতি। এবমপি পরস্মিন্ ব্রহ্মণি পুরুষোত্তমে মনসঃ শুভাশ্রয়ভূতে সদাত্মানং মনো যুঞ্জন নিয়তমানসঃ নিশ্চলমানসঃ মৎস্পর্শপবিত্রীকৃতমানসতয়া নিশ্চলমানসঃ মৎসংস্থাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি নির্ব্বাণকাষ্ঠারূপাং মৎসংস্থামপি সংস্থিতাং শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ১৫ ॥

হনুমান্।—অথেদানীং যোগফলমুচ্যতে যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন মনঃ সমাধানং কুর্ব্বন্ এবং প্রকারেণ যোগী নিয়তমানসঃ যথোক্তেন নিয়তং সংযতং মানসং যস্য স শান্তিমুপরতিং নির্ব্বাণপরমাং নির্ব্বাণং মোক্ষঃ পরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ তাং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থাং মদধীনামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৫ ॥

শ্রীধর।—যোগাভ্যাসফলমাহ যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্ নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য স শান্তিং সংসারোপরমং প্রাপ্নোতি, কথম্ভূতাং নির্ব্বাণং পরং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদ্রূপেণাবস্থিতিম্ ॥ ১৫ ॥

বলদেব।—এবমাসীনস্য কিং স্যাৎ? তদাহ যুঞ্জন্নিতি। যোগী সদা প্রতিদিনমাত্মানং যুঞ্জন্নর্পয়ন্, নিয়তমানসঃ মৎস্পর্শপরিশুদ্ধতয়া নিয়তং নিশ্চলং মানসং চিত্তং যস্য সঃ, মৎসংস্থাং মদধীনাং নির্ব্বাণপরমাং শান্তিমধিগচ্ছতি লভতে। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" ইত্যাদি শ্রবণাৎ, নির্ব্বাণপরমাং মোক্ষাবধিকামিতি সিদ্ধয়োঽপি যোগফলানীত্যুক্তম্ ॥ ১৫ ॥

মধুসূদন।—এবং সম্প্রজ্ঞাতসমাধিনা আসীনস্য কিং স্যাৎ? ইত্যুচ্যতে যুঞ্জন্নেবমিতি। এবং রহোঽবস্থানাদিপূর্ব্বোক্তনিয়মেনাত্মানং মনো যুঞ্জন্ অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং সমাহিতং কুর্ব্বন্ যোগী সদা যোগাভ্যাসপরঃ অভ্যাসাতিশয়েন নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং মনো যেন, নিয়তা নিরুদ্ধা মানসা মনোবৃত্তিরূপা বিকারা যেন ইতি বা। নিয়তমানসঃ সন্

করণী বিপরীতাখ্যা বজ্রোলী শক্তিচালনম্। ইদং হি মুদ্রাদশকং জরা-মরণনাশনম্ ॥ আদিনাথোদিতং দিব্যমষ্টৈশ্বর্য্যপ্রদায়কম্। বল্লভং সর্ব্বসিদ্ধানাং দুর্ল্লভং মরুতামপি ॥ গোপনীয়ং প্রযত্নেন যথা রত্ন-করণ্ডকম্। কস্যচিন্নৈব বক্তব্যং কুলস্ত্রী সুরতং যথা ॥৬-৯॥ (হঠযোগ প্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ)। "মহামুদ্রা মহাবন্ধো মহাবেধশ্চ খেচরী। জালন্ধরো মূলবন্ধো বিপরীতকৃতিস্তথা ॥ উড্ডানঞ্চৈব বজ্রোলী দশমং শক্তিচালনম্। ইদং হি মুদ্রাদশমং মুদ্রাণামুত্তমোত্তমম্ ॥ ২৩২৪ ॥ (শিবসংহিতা চতুর্থপটল)। "মহামুদ্রা নভোমুদ্রা উড্ডীযানং জলন্ধরম্। মূলবন্ধং মহাবন্ধং মহাবেধশ্চ খেচরী ॥ বিপরীতকরী যোনির্বজ্রোলী শক্তিচালনী। তাড়াগী মাণ্ডবী মুদ্রা শাম্ভবী পঞ্চধারণা ॥ অশ্বিনী পাশিনী কাকী মাতঙ্গী চ ভুজঙ্গিনী। পঞ্চবিংশতি মুদ্রাণি, সিদ্ধিদানীহ যোগিনাম্ ॥ ১-৩ ॥ (ঘেরণ্ডসংহিতা তৃতীয় উপদেশ)। গোরক্ষসংহিতাপ্রথমাংশ—৫০-৬২ শ্লোক পর্য্যন্ত, উক্ত শ্লোক কয়টিই সন্নিবেশিত আছে) উক্ত মুদ্রাসমূহের সাধনাদিপ্রণালী নিম্নলিখিত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। ১ম।–হঠযোগপ্রদীপিকা তৃতীয় উপদেশ সম্পূর্ণ ॥ ২য়।—শিবসংহিতা, চতুর্থ পটল সম্পূর্ণ ॥ ৩য়।—ঘেরণ্ডসংহিতা, তৃতীয় উপদেশ সম্পূর্ণ। ৪র্থ।—গোরক্ষসংহিতা,

শান্তিং সর্ব্ববৃত্ত্যুপরতিরূপাং প্রশান্তবাহিতাং নির্ব্বাণপরমাং তত্ত্বসাক্ষাৎকারোৎপত্তিদ্বারেণ সকার্য্যাবিদ্যানিবৃত্তিরূপমুক্তিপর্য্যবসায়িনীং মৎসংস্থাং মৎস্বরূপপরমানন্দরূপাং, শান্তিং নিষ্ঠামধিগচ্ছতি, নতু সাংসারিকাণ্যৈশ্বর্য্যাণি অনাত্মবিষয়সমাধিফলান্যধিগচ্ছতি তেষামপবর্গোপযোগিসমাধ্যুপসর্গত্বাৎ। তথাচ তত্তৎসমাধিফলান্যুক্ত্বাহ ভগবান্ পতঞ্জলিঃ। "তে সমাধাবুপসর্গাব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ" ইতি। "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ" ইতি চ। স্থানিনো দেবাঃ। তথাচোদ্দালকো দেবৈরামন্ত্রিতোঽপি তত্র সঙ্গমাদরং স্ময়ং গর্ব্বঞ্চ কৃত্বা দেবানবজ্ঞায় পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গনিবারণায় নির্ব্বিকল্পকমেব সমাধিমকরোদিতি বশিষ্ঠেনোপাখ্যায়তে। মুমুক্ষুভির্হেয়শ্চ সমাধিঃ, সূত্রিতঃ পতঞ্জলিনা। "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" সম্যক্সংশয়বিপর্য্যয়ানধ্যবসায়রহিতত্বেন প্রজ্ঞায়তে প্রকর্ষেণ বিশেষরূপেন জ্ঞায়তে ভাব্যস্বরূপং যেন স সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভাবনাবিশেষঃ। ভাবনা হি ভাব্যস্য বিষয়ান্তরপরিহারেণ চেতসি পুনঃপুনর্নিবেশনম্। ভাব্যঞ্চ ত্রিবিধং গ্রাহ্যগ্রহণগ্রহীতৃভেদাৎ, গ্রাহ্যমপি দ্বিবিধং স্থূলসূক্ষ্মভেদাৎ। তদুক্তম্, "ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতবাসনাপত্তিঃ।" ক্ষীণা রাজসতামসবৃত্তয়ো যস্য তস্য চিত্তস্য গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতা তত্রৈবৈকাগ্রতা তদঞ্জনতা তন্ময়তা ন্যগ্‌ভূতে চিত্তে ভাব্যমানস্যোৎকর্ষ ইতি যাবৎ। তথাবিধাসমাপত্তিস্তদ্রূপঃ পরিণামো ভবতি। যথাভিজাতস্য নির্ম্মলস্য স্ফটিকমণেস্তত্তদুপাধ্যাশ্রয়বশাৎ তত্তদ্রূপাপত্তিঃ, এবং নির্ম্মলস্য চিত্তস্য তত্তদ্ভাবনীয়বস্তূপরাগাৎ তত্তদ্রূপাপত্তিঃ সমাপত্তিঃ সমাধিরিতি চ পর্য্যায়ঃ। যদ্যপি গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষ্বিত্যুক্তং তথাপি ভূমিকাক্রমবশাদ্গ্রাহ্যগ্রহণগৃহীতৃষ্বিতি বোদ্ধব্যম্। যতঃ প্রথমং গ্রাহ্যনিষ্ঠ এব সমাধির্ভবতি, ততো গ্রহণনিষ্ঠস্ততো গ্রহীতৃনিষ্ঠ ইতি। গ্রহীত্রাদি ক্রমোঽপ্যগ্রে ব্যাখ্যাস্যতে। তত্র যদা স্থূলং মহাভূতেন্দ্রিয়াত্মকষোড়শবিকাররূপং বিষয়মাদায় পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখেন ভাবনা ক্রিয়তে, তদা সবিতর্কঃ সমাধিঃ। অস্মিন্নেবালম্বনে পূর্ব্বাপরানুসন্ধানেন শব্দার্থোল্লেখ-

প্রথমাংশ '৫০ শ্লোক হইতে ১৫২ শ্লোক পর্য্যন্ত অন্যান্য বহু স্থলে ও প্রায় প্রত্যেক তন্ত্রে এ বিষয় বর্ণিত আছে। মুদ্রাসাধন অতি কঠিন। সাধন প্রণালী সদ্গুরুর নিকট হইতে শিখিতে হয়।' উপনিষৎ শাস্ত্রে উল্লিখিত মুদ্রাসমূহের মধ্যে একটিরও নামের উল্লেখ (যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে) দেখিতে পাই নাই; তবে বেদ-বিহিত যৌগিক প্রয়োগ গুলির সহিত মুদ্রাগুলির অনুষ্ঠানের অনেক মিল দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহার কিঞ্চিৎ আভাসও প্রদান করিতেছি। অতএব অনুমান হয় যে, মহানুভব যোগিগণ ও মহর্ষিগণ লোকসমূহের বোধসৌকর্য্যার্থে বৈদিক প্রক্রিয়াগুলির এক একটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নাম নির্দ্দেশ করিয়া স্ব স্ব গ্রন্থে তাহা উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত অঙ্গুলি-সন্নিবেশ সম্পাদিত মুদ্রার মধ্যে দুই একটি মুদ্রার উল্লেখ উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। যথা।—"মুদ্রাং জ্ঞানময়ীং যাম্যে বামে তেজঃপ্রকাশকম্। ধৃত্বা ব্যাখ্যান-নিরতশ্চিন্ময়ঃ পরমেশ্বরঃ ॥" ('৪৯ শ্রুতি-রাম পূর্ব্ব তাপনী উপনিষৎ) শ্রীমদ্ভাগবত-

শূন্যত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিতর্কঃ, এতাবুভাবপ্যত্র বিতর্কশব্দেনোক্তৌ তত্রান্তঃ-করণলক্ষণং সূক্ষ্মং বিষয়মালম্ব্য তস্য দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা সবিচারঃ। অস্মিন্নেবালম্বনে দেশকালধর্ম্মাবচ্ছেদং বিনা ধর্ম্মিমাত্রাবভাসিত্বেন যদা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তদা নির্ব্বিচারঃ এতাবুভাবপ্যত্র বিচারশব্দেনোক্তৌ। তথাচ ভাষ্যম্, "বিতর্কশ্চিত্তস্য স্থূল আলম্বনে, অভোগঃ সূক্ষ্মে বিচারঃ" ইতি। ইয়ং গ্রাহ্য সমাপত্তিরিতি ব্যপদিশ্যতে। যদা রজস্তমোলেশানুবিদ্ধমন্তঃকরণসত্ত্বং ভাব্যতে, তদা গুণভাবাচ্চিচ্ছক্তেঃ সুখপ্রকাশময়স্য সত্ত্বস্য ভাব্যমানস্যোদ্রেকাৎ সানন্দঃ সমাধির্ভবতি, অস্মিন্নেব সমাধৌ যে বদ্ধধৃতয়স্তত্ত্বান্তরং প্রধানপুরুষরূপং ন পশ্যন্তি তে বিগতদেহাদহঙ্কারত্বাদ্বিদেহশব্দেনোচ্যন্তে, ইয়ং গ্রহণসমাপত্তিঃ। ততঃ পরং রজস্তমোলেশানভিভূতং শুদ্ধং সত্ত্বমালম্বনীকৃত্য যা ভাবনা প্রবর্ত্ততে তস্যাং গ্রাহ্যস্য সত্ত্বস্য ন্যগ্ভাবাচ্চিতিশক্তেরুদ্রেকাৎ সত্ত্বামাত্রাবশেষত্বেন সমাধিঃ সাস্মিতা ইত্যুচ্যতে। ন চাহঙ্কারাস্মিতয়োরভেদঃ শঙ্কনীয়ঃ, যতো যত্রান্তঃকরণমহমিত্যুল্লেখেন বিষয়ান্ বেদয়তে সোঽহঙ্কারঃ, যত্র অন্তর্ম্মুখতয়া প্রতিলোমপরিণামেন প্রকৃতিলীনে চেতসি সত্ত্বামাত্রমবভাতি সাস্মিতা। অস্মিন্নেব সমাধৌ যে কৃতপরিতোষাস্তে পরং পুরুষমপশ্যন্তশ্চেতসঃ প্রকৃতৌ লীনত্বাৎ প্রকৃতিলয়া ইত্যুচ্যন্তে, সেয়ং গ্রহীতৃসমাপত্তিরস্মিতামাত্ররূপগ্রহীতৃনিষ্ঠত্বাৎ। যে তু পরং পুরুষং বিবিচ্য ভাবনায়াং প্রবর্ত্তন্তে তেষামপি কেবলপুরুষবিষয়া বিবেকখ্যাতির্গ্রহীতৃসমাপত্তিরপি ন সাস্মিতঃ সমাধির্ব্বিবেকেসাস্মিতায়াস্ত্যাগাৎ। তত্র গ্রহীতৃভাণ পূর্ব্বকমেব গ্রহণভাণং তৎ পূর্ব্বকঞ্চ সূক্ষ্মগ্রাহ্যভাণং তৎপূর্ব্বকঞ্চ স্থূলগ্রাহ্যমিতি স্থূলবিষয়ো দ্বিবিধোঽপি বিতর্কশ্চতুষ্টয়ানুগতঃ। দ্বিতীয়ো বিতর্কবিকলস্ত্রিতয়ানুগতঃ। তৃতীয়ো বিতর্কবিচারাভ্যাং বিকলো দ্বিতীয়ানুগতশ্চতুর্থো বিতর্কবিচারানন্দৈর্বিকলোঽস্মিতামাত্র ইতি, চতুরবস্থোঽয়ং সম্প্রজ্ঞাত ইতি। এবং সবিতর্কঃ সবিচারঃ সানন্দঃ সাস্মিতশ্চ সমাধিরন্তর্দ্ধানাদিসিদ্ধিহেতুত্বয়া মুক্তিহেতুসমাধিবিরোধিত্বাদ্ধেয় এব মুমুক্ষুভিঃ। গ্রহীতৃগ্রহণয়োরপি চিত্তবৃত্তিবিষয়তাদশায়াং গ্রাহ্যকাটৌ নিক্ষে-

---

পুরাণে এইরূপ একটি মুদ্রার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—কৃত্বারৌ দক্ষিণে সব্যং পাদপদ্মঞ্চ জানুনি। বাহুং প্রকোষ্ঠেঽক্ষমালামাসীনং তর্কমুদ্রয়া॥ (শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্থস্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় ৩৭ শ্লোক) উক্ত বর্ণনাটি কৈলাসশিখরে বীরাসনে সমাসীন শঙ্করের। এক্ষণে উপনিষদোক্ত যোগসাধনের সহিত প্রস্তাবিত মুদ্রা সাধনের দুই একটি সাদৃশ্য দেখাইয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব। "কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সংহৃত্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। মাত্রা-দ্বাদশ-যোগেন প্রণবেন শনৈঃ শনৈঃ পূরয়েৎ সর্ব্বমাত্মানং সর্ব্বদ্বারান্ নিরুধ্য চ। উরো-মুখ-কটি-গ্রীবং কিঞ্চিদ্ধৃদয়মুন্নতম্॥ (ক্ষুরিকোপনিষৎ-৩-৪ শ্রুতি)। এই উপনিষদের দীপিকায় উক্ত শ্রুতি দুইটির অর্থের সহিত যোগশাস্ত্রোক্ত মুদ্রার সামঞ্জস্য আছে। যথা—'কূর্ম্মোঽঙ্গানীবেতি প্রত্যাহার উক্তঃ, অত্র ইন্দ্রিয়াণীতি শেষঃ। তদুক্তম্, ইন্দ্রিয়াণাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ। বলাদাহরণং তেষাং প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে। * * *। উরোমুখ কটিগ্রীবমুন্নতং ধারয়েদিতি শেষঃ। তদুক্তং গীতাসু—সমং কায়-শিরো-গ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ॥" ইতি॥ হৃদয়ং কিঞ্চিদুন্নতং ধারয়েৎ, অনেন জালন্ধরবন্ধঃ সূচিতঃ স যথা—

পাদেয়োপাদেয়বিভাগকথনায় গ্রাহ্যসমাপত্তিরেব বিবৃতা সূত্রকারেণ। চতুর্বিধা হি গ্রাহ্যসমাপত্তিঃ স্থূলগ্রাহ্যগোচরা দ্বিবিধা সবিতর্কা নির্ব্বিতর্কা চ সূক্ষ্মগ্রাহ্যগোচরাপি দ্বিবিধা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ। তত্র শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পৈঃ সঙ্কীর্ণা সবিতর্কা শব্দার্থ-জ্ঞানবিকল্পসম্ভিন্না স্থূলার্থাভাসরূপা সবিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থূলগোচরা সবিকল্পকবৃত্তি-রিত্যর্থঃ। "স্মৃতিপরিশুদ্ধৌ স্বরূপশূন্যে চার্থমাত্রনির্ভাসা নির্ব্বিতর্কা।" তস্মিন্নেব স্থূল আলম্বনে শব্দার্থস্মৃতিপ্রবিলয়ে প্রত্যুদিতস্পষ্টগ্রাহ্যাকারপ্রতিভাসিতয়া ন্যগ্ভূতজ্ঞানাংশত্বেন স্বরূপশূন্যেব নির্ব্বিতর্কা সমাপত্তিঃ স্থূলগোচরা নির্ব্বিকল্পকবৃত্তিরিত্যর্থঃ। "এতয়ৈব চ সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সূক্ষ্মবিষয়া ব্যাখ্যাতা।" সূক্ষ্মতন্মাত্রাদিবিষয়ো যস্যাঃ সা সূক্ষ্মবিষয়া সমাপত্তিঃ, দ্বিবিধা সবিচারা নির্ব্বিচারা চ সবিকল্পকনির্ব্বিকল্পকভেদেন, এত-য়ৈব সবিতর্কয়া নির্ব্বিতর্কয়া চ স্থূলবিষয়া সমাপত্ত্যা ব্যাখ্যাতা। শব্দার্থজ্ঞানবিকল্প-সহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যবচ্ছিন্নঃ সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা সবিচারা। শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পরহিতত্বেন দেশকালধর্ম্মাদ্যনবচ্ছিন্নত্বেন চ ধর্ম্মিমাত্রতয়া সূক্ষ্মোঽর্থঃ প্রতিভাতি যস্যাং সা নির্ব্বিচারা। সবিচারনির্ব্বিচারয়োঃ সূক্ষ্মবিষয়ত্ববিশেষণাৎ সবিতর্কনির্ব্বিতর্কয়োঃ স্থূলবিষয়ত্বমর্থাদ্ব্যাখ্যাতম্, "সূক্ষ্মবিষয়ত্বঞ্চালিঙ্গপর্য্যবসানম্" সবি-চারায়া নির্বিচারায়াশ্চ সমাপত্তেঃ যৎ সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তং তদলিঙ্গপর্য্যন্তং দ্রষ্টব্যম্, তেন সানন্দসাস্মিতয়োর্গ্রহীতৃগ্রহণসমাপত্ত্যোরপি গ্রাহ্যসমাপত্তাবেবান্তর্ভাব ইত্যর্থঃ। তথাহি পার্থিবস্যাণোর্গন্ধতন্মাত্রং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ, আপ্যস্যাপি রসতন্মাত্রম্, তৈজসস্য রূপতন্মাত্রম্, বায়বীয়স্য স্পর্শতন্মাত্রম্, নভসঃ শব্দতন্মাত্রং বিষয়ঃ, তেষামহঙ্কারঃ, তস্য লিঙ্গমাত্রং মহত্তত্ত্বম্, তস্যাপ্যলিঙ্গং প্রধানং সূক্ষ্মো বিষয়ঃ। সপ্তানামপি প্রকৃতীনাং প্রধান এব সূক্ষ্মতাবিশ্রান্তেস্তৎপর্য্যন্তমেব সূক্ষ্মবিষয়ত্বমুক্তম্। যদ্যপি প্রধানাদপি পুরুষঃ সূক্ষ্মোঽস্তি তথাপ্যন্বয়িকারণত্বাভাবাৎ তস্য সর্ব্বান্বয়িকারণে প্রধান এব নিরতিশয়ং সৌক্ষ্ম্যং ব্যাখ্যাতম্, পুরুষস্তু নিমিত্তকারণং সদপি নান্বয়িকারণত্বেন সূক্ষ্মতামর্হতি।

কণ্ঠমাকুঞ্চ্য হৃদয়ে স্থাপয়েচ্চিবুকং দৃঢ়ম্। বন্ধো জালন্ধরাখ্যোঽয়মমৃতাক্ষয়কারকঃ॥ ইতি। (ইত্যাদি স্থল দ্রষ্টব্য) উক্ত ক্ষুরিকোপনিষদের নবম শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, "অতিসূক্ষ্মাঞ্চ তন্বীঞ্চ শুক্লাং নাড়ীং সমাশ্রয়েৎ। ততঃ সঞ্চারয়েৎ প্রাণানূর্ণনাভী চ তন্তুনা। (ক্ষুরিকোপনিষদ ৯ শ্রুতি) অস্যাঃ দীপিকা চ, এবং কেবলকুম্ভকে সিদ্ধে প্রাণমনসোঃ স্থানবিশেষেষু প্রত্যাহারমভ্যস্য ধারণসিদ্ধয়ে সুষুম্নায়াং প্রাণ-মনসোঃ প্রবেশঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্রোপায়ঃ—মূলোড্ডিয়াণজালন্ধরবন্ধৈঃ শক্তিচালনেন অপানমূর্দ্ধমাকুঞ্চ্য তেন দেহমধ্যে অগ্নিং প্রজ্বাল্য তজ্জ্বলয়া কুণ্ডলীং প্রতাপ্য উদ্বোধ্য ব্রহ্মনাড়ীদ্বারা মধ্যস্থ-তন্মুখ প্রসারণেন বায়ুমনোবহ্নীন্ প্রবেশয়েৎ ইত্যাশয়েনাহ—অতিসূক্ষ্মামিতি॥ (ইত্যাদি দ্রষ্টব্য)। অমৃতবিন্দু উপনিষদেও অভিহিত আছে যে,—তির্য্যগূর্দ্ধমধো দৃষ্টিং বিনিধার্য্য মহামতিঃ। স্থিরস্থায়ী বিনিষ্কম্প সদা যোগং সমভ্যসেৎ॥ ২২ শ্রুতি অমৃতবিন্দুপনিষৎ। অস্যাঃ দীপিকা চ যথা—তির্য্যগিতি। তির্য্যক্ অগ্রে ধৃবিস্তীম্, ঊর্দ্ধম্ আকাশগামিনীম্, অধঃ বা চরণন্যস্তাম্, দৃষ্টিং

'অন্বয়িকারণত্বাবিবক্ষায়ান্তু পুরুষোঽপি সূক্ষ্মো ভবত্যেবেতি দ্রষ্টব্যম্। "তা এব সবীজঃ সমাধিঃ।" তাশ্চতস্রঃ সমাপত্তয়ো গ্রাহ্যেণ বীজেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সবীজঃ সমাধিঃ "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ" ইতি প্রাগুক্তম্। স্থূলেঽর্থে সবিতর্কো নির্ব্বিতর্কঃ সূক্ষ্মেঽর্থে সবিচারো নির্ব্বিচার ইতি। তত্রান্তিমস্য ফলমুচ্যতে "নির্ব্বিচার বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ" স্থূলবিষয়ত্বে তুল্যেঽপি সবিতর্কঃ শব্দার্থজ্ঞানবিকল্পসংকীর্ণমপেক্ষ্য তদ্রহিতস্য নির্ব্বিকল্পরূপস্য নির্ব্বিতর্কস্য প্রাধান্যম্, ততঃ সূক্ষ্মবিষয়স্য সবিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্য সবিচারস্য ততোঽপি সূক্ষ্মবিষয়স্য নির্ব্বিকল্পকপ্রতিভাসরূপস্য নির্ব্বিচারস্য প্রাধান্যম্, তত্র পূর্ব্বেষাং ত্রয়াণাং নির্ব্বিচারার্থত্বান্নির্বিচারফলেনৈব ফলবত্ত্বং নির্ব্বিচারস্য তু প্রকৃষ্টাভ্যাস-বলাদ্বৈশারদ্যে রজস্তমোঽনভিভূতসত্ত্বোদ্রেকে সত্যধ্যাত্মপ্রসাদঃ ক্লেশবাসনারহিতস্য চিত্তস্য ভূতার্থবিষয়ঃ ক্রমাননুরোধী স্ফুটঃ প্রজ্ঞালোকঃ প্রাদুর্ভবতি। তথাচ ভাষ্যম্, "প্রজ্ঞাপ্রসাদমারুহ্য অশোচ্যঃ শোচতো জনান্। ভূমিষ্ঠানিব শৈলস্থঃ সর্ব্বান্ প্রাজ্ঞোঽনুপশ্যতি॥" ইতি "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা"। তত্র তস্মিন্ প্রজ্ঞাপ্রসাদে সতি সমাহিত-চিত্তস্য যোগিনো যা প্রজ্ঞা জায়তে সা ঋতম্ভরা। ঋতং সত্যমেব বিভর্ত্তি ন তত্র বিপর্য্যাস-গন্ধোঽপ্যস্তীতি যৌগিক্যেবেয়ং সমাখ্যা, সা চোত্তমো যোগঃ। তথাচ ভাষ্যম্, "আগমেনানু-মানেন ধ্যানাভ্যাসরসেন চ। ত্রিধা প্রকল্পয়ন্ প্রজ্ঞাং লভতে যোগমুত্তমম্॥" ইতি। সা তু "শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষার্থত্বাৎ।" শ্রুতমাগমবিজ্ঞানং তৎসামান্যবিষয়মেব। ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিৎ শব্দস্য সঙ্গতিগ্রহীতুং শক্যতে, তথানুমানং সামান্যবিষয়মেব। ন হি বিশেষেণ সহ কস্যচিদ্ব্যাপ্তিগ্রহীতুং শক্যতে। তস্মাৎ শ্রুতানুমানবিষয়ো ন বিশেষঃ কশ্চিদস্তি, নচাস্য সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টস্য বস্তুনো লোকপ্রত্যক্ষেণ গ্রহণমস্তি, কিন্তু সমাধি-প্রজ্ঞানিগ্রাহ্যএব চ বিশেষো ভবতি ভূতসূক্ষ্মগতো বা পুরুষগতো বা তস্মান্নির্ব্বিচারবৈশারদ্য-সমুদ্ভবায়াং শ্রুতানুমানবিলক্ষণায়াং সূক্ষ্মব্যবহিতবিপ্রকৃষ্টসর্ব্ববিশেষবিষয়ায়ামৃতম্ভরায়ামেব প্রজ্ঞায়াং যোগিনা মহান্ প্রযত্নত আস্থেয় ইত্যর্থঃ। নন্বুক্ষিপ্তমূঢ়বিক্ষিপ্তাখ্যব্যুত্থানসংস্কারাণা-

নেত্রকান্তিম্, বিনিধার্য্য ধৃত্বা, মহামতিঃ স্থূললক্ষ্যঃ স্থিরচিত্তেন স্থায়ী দৃঢ়াসনঃ। দৃষ্টেস্তির্য্যগূর্দ্ধ্মুক্তম্। -- অন্তর্লক্ষ-বহির্দৃষ্টিনিমেষোন্মেষবর্জ্জিতা। এষা হি সাম্ভবীমুদ্রা সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতা। ইতি॥ ঊর্দ্ধত্বমপ্যুক্তম্। ভ্রুবোরন্তর্গতা দৃষ্টির্মুদ্রা ভবতি খেচরী॥ ইতি॥ অধস্তমপ্যুক্তম্। দৃষ্ট্যা নিশ্চল-তারয়া বহিরধঃ পশ্যন্॥ ইতি। বিনিষ্কম্পম্ বিশেষেণ নিষ্কম্পম্। যোগম্ উত্তমং যোগং তদা অভ্যসেৎ। নিষ্কম্পোপ্যুত্তমো যোগঃ সকম্পো মধ্যমঃ, সংবেদঃ কনীয়ান্, তদুক্তম্।—কনীয়সি ভবেৎ স্বেদঃ কম্পো ভবতি মধ্যমে। উত্তিষ্ঠত্যুত্তমে প্রাণরোধে পদ্মাসনং মুহুঃ॥ ইতি। কম্পাৎ নিষ্ক্রান্তঃ অগ্রে গতঃ নিষ্কম্পঃ উত্তমঃ, বিশেষেণ নিষ্কম্পঃ অত্যুত্তমঃ, তং সমভ্যসেৎ॥ বাহুল্যভয়ে অধিক প্রমাণ উল্লিখিত হইল না। — (শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী)।

৩২ প্রকার আসন আছে। তন্মধ্যে পদ্মাসন ও সিদ্ধাসনই প্রসিদ্ধ, সহজ ও যোগের বিশেষ সাহায্যকারী। অন্যান্য আসন কেবল শক্তিচালন ও কায়স্থৈর্য্যের উদ্দেশেই সাধিত হইত; পরন্তু

মেকাগ্রতায়ামপি সবিতর্কনির্ব্বিতর্কসবিচারজ্ঞানাং সংস্কারাণাঞ্চ সদ্ভাবাৎ তৈশ্চাল্যমানস্য চিত্তস্য কথং নির্ব্বিচারবৈশারদ্যপূর্ব্বকাধ্যাত্মপ্রসাদলভ্যা ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা স্যাদত আহ। "তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।" তথা ঋতম্ভরয়া প্রজ্ঞয়া জনিতো যঃ সংস্কারঃ সতত্ত্ববিষয়া প্রজ্ঞয়া জনিতত্বেন বলবত্ত্বাদন্যান্ ব্যুত্থানজান্ সমাধিজাংশ্চ সংস্কারান্ অতত্ত্ববিষয়-প্রজ্ঞাজনিতত্বেন দুর্ব্বলান্ প্রতিবধাতি স্বকার্য্যাক্ষমান্ করোতি নাশয়তীতি বা। তেষাং সংস্কারাণামভিভবাৎ তৎপ্রভবাঃ প্রত্যয়া ন ভবন্তি, ততঃ সমাধিরুপতিষ্ঠতে ততঃ সমাধিজা প্রজ্ঞা ততঃ প্রজ্ঞাকৃতঃ সংস্কারা ইতি নবো নবঃ সংস্কারাশয়ো বর্দ্ধতে ততশ্চ প্রজ্ঞা ততশ্চ সংস্কারা ইতি। ননু ভবতু ব্যুত্থানসংস্কারাণামতত্ত্ববিষয়প্রজ্ঞাজনিতানাং তত্ত্বমাত্রবিষয়-সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপ্রজ্ঞাপ্রভবৈঃ সংস্কারৈঃ প্রতিবন্ধস্তেষান্তু সংস্কারাণাং প্রতিবন্ধকাভাবাদেকাগ্রভূমাবেব সবীজঃ সমাধিঃ স্যান্নতু নির্ব্বীজো নিরোধভূমাবিতি। তত্রাহ "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ"। তস্য সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরেকাগ্রভূমিজস্য অপিশব্দাৎ ক্ষিপ্ত-মূঢবিক্ষিপ্তানামপি নিরোধে যোগিপ্রযত্নবিশেষেণ বিলয়ে সতি সর্ব্বনিরোধাৎ সমাধেঃ সমাধিজস্য সংস্কারস্যাপি নিরোধান্নির্ব্বীজো নিরালম্বনোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধির্ভবতি, স চ সোপায়প্রাক্সূত্রিতঃ, "বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ" ইতি। বিরম্যতেঽনেনেতি বিরামো বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতাদিরূপচিন্তাত্যাগঃ, তস্য প্রত্যয়ঃ কারণং পরং বৈরাগ্যমিতি যাবৎ। বিরামশ্চাসৌ প্রত্যয়শ্চিত্তবৃত্তিবিশেষ ইতি বা, তস্যাভ্যাসঃ পৌনঃপুন্যেন চেতসি নিবেশনং তদেব পূর্ব্বং কারণং যস্য স তথা, সংস্কারমাত্রশেষঃ সর্ব্ববৃত্তিরূপানিবৃত্তিকোঽন্যঃ পূর্ব্বোক্তাৎ সবীজাদ্বিলক্ষণো নির্বীজোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যর্থঃ। সম্প্রজ্ঞাতস্য হি সমাধেরুপায়াবুক্তাবভ্যাসবৈরাগ্যঞ্চ। তত্র সালম্বনত্বাদভ্যাসস্য ন নিরালম্বনসমাধিহেতুত্বং ঘটত ইতি নিরালম্বং পরং বৈরাগ্যমেব হেতুত্বেনোচ্যতে, অভ্যাসস্তু সম্প্রজ্ঞাতসমাধিদ্বারা পরম্পরয়োপযুজ্যতে তদুক্তম্ 'ত্রয়মন্তরঙ্গং পূর্ব্বেভ্যঃ।" ধারণাধ্যানসমাধিরূপং সাধনত্রয়ম্, যমনিয়মাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহাররূপসাধনপঞ্চকা-

সমাহিত হওয়ার জন্য পদ্মাসন, অর্দ্ধাসন, (অর্দ্ধচন্দ্রাসন) ও সিদ্ধাসন এই তিন আসনই গ্রাহ্য, অথবা উক্ত আসনত্রয়ের অন্যতম অভ্যস্ত হইলেই যথেষ্ট হয়।" সুতরাং এস্থলে অন্যান্য আসনের বর্ণনা পরিত্যাগ করিয়া উল্লিখিত আসনত্রয়ের বর্ণনা করিলাম। পদ্মমর্দ্ধাসনঞ্চাপি তথা সিদ্ধা-সনাদিকম্। আস্থায় যোগং যুঞ্জীত কৃত্বা চ প্রণবং হৃদি॥ সমঃ সমাসনো ভূত্বা সংহৃত্য চরণাবুভৌ। সংবৃতাস্যস্তদাচম্য সম্যগ্বিষ্টভ্য চাগ্রতঃ॥ পাণিভ্যাং লিঙ্গবৃষণাবস্পৃশন্ প্রযতঃ স্থিরঃ। কিঞ্চিদুন্নামিতশিরো দন্তৈর্দন্তানসংস্পৃশন্॥ সংপশ্যন্ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন। কর্ষ্যাদ্দৃষ্টিঃ পৃষ্ঠবংশমুড্ডীয়ানং তথোদরে॥ উত্তানৌ চরণৌ কৃত্বা উরুসংস্থৌ প্রযত্নতঃ দক্ষিণোরুতলে বামং পদ্মং ন্যস্য তু দক্ষিণম্॥ উরুমধ্যে তথোত্তানৌ পাণী পদ্মাসনন্ত্বিদম্। দক্ষিণোরুতলে বামং পাদং ন্যস্য তু দক্ষিণম। বামোরূপরি সংস্থাপয়েতদর্দ্ধাসনং মতম॥ পার্ষ্ণিন্তু বামপাদস্য যোনিস্থানে নিযোজয়েৎ। বামোরোরূপরি স্থাপ্য দক্ষিণং সৈদ্ধমাসনম॥" পদ্মাসন অর্দ্ধাসন, অথবা সিদ্ধাসন আশ্রয় করিয়া প্রণবধ্যানপূর্ব্বক যোগযুক্ত হইবে। (সমকায় শরীর নত ও বক্র না হয় এরূপভাবে)

পেক্ষয়া সবীজস্য সমাধেঃ অন্তরঙ্গং সাধনং সাধনকোটৌ চ সমাধিশব্দেনাভ্যাস এবোচ্যতে, মুখ্যস্য সমাধেঃ সাধ্যত্বাৎ। "তদপি বহিরঙ্গং নির্বীজস্য", অনির্বীজস্য তু সমাধেস্তদপি ত্রয়ং বহিরঙ্গং পরম্পরয়োপকারি, তস্য তু পরমবৈরাগ্যমেবান্তরঙ্গমিত্যর্থঃ। অয়মপি দ্বিবিধঃ ভবপ্রত্যয় উপায়প্রত্যয়শ্চ "ভবপ্রত্যয়ো বিদেহপ্রকৃতিলয়ানাম্" বিদেহানাং সানন্দানাং প্রকৃতিলয়ানাঞ্চ সাস্মিতানাং দেবানাং প্রাগ্ব্যাখ্যাতানাঞ্চ জন্মবিশেষাদৌষধিবিশেষান্মন্ত্রবিশেষাৎ তপোবিশেষাদ্বা যঃ সমাধিঃ স ভবপ্রত্যয়ঃ, ভবঃ সংসার আত্মানাত্মবিবেকাভাবরূপঃ প্রত্যয়ঃ কারণং যস্য স তথা জন্মমাত্রহেতুকো বা পক্ষিণামাকাশগমনবৎ পুনঃসংস্কারহেতুত্বান্মুমুক্ষুভির্হেয় ইত্যর্থঃ। "শ্রদ্ধাবীর্য্যস্মৃতিসমাধিপ্রজ্ঞাপূর্ব্বক ইতরেষাম্," জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃসিদ্ধব্যতিরিক্তানামাত্মানাত্মবিবেকদর্শিনান্ত যঃ সমাধিঃ" স শ্রদ্ধাদি পূর্ব্বকঃ শ্রদ্ধাদয়ঃ পূর্ব্বে উপায়া যস্য স তথা, উপায়প্রত্যয় ইত্যর্থঃ। তেষু শ্রদ্ধা-যোগবিষয়ে চেতসঃ প্রসাদঃ, সা হি জননীব যোগিনং পাতি, ততঃ শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনো বীর্য্যমুৎসাহমুপজায়তে, সমুপজাতবীর্য্যস্য পাশ্চাত্যাসু ভূমিষু স্মৃতিরুৎপদ্যতে, তৎস্মরণাচ্চ চিত্তমনাকুলং সৎ সমাধীয়তে, সমাধিরত্রৈকাগ্রতা, সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাভাব্যগোচরা বিবেকেন জায়তে, তদভ্যাসাৎ পরাচ্চ বৈরাগ্যাদ্ভবত্যসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধির্মুমুক্ষূণামিত্যর্থঃ। প্রতিক্ষণপরিণামিনো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তেরিতি ন্যায়েন তস্যামপি সর্ব্ববৃত্তিনিরোধাবস্থায়াং চিত্তপরিণামপ্রবাহঃ তজ্জন্যসংস্কারপ্রবাহশ্চ ভবত্যেবেত্যভিপ্রেত্য সংস্কারশেষ ইত্যুক্তম্, তস্য চ সংস্কারস্য প্রয়োজনমুক্তম্, ততঃ "প্রশান্তবাহিতা সংস্কারাৎ" ইতি। প্রশান্তবাহিতানামাবৃত্তিকস্য চিত্তস্য নিরিন্ধনাগ্নিবৎ প্রতিলোমপরিণামে উপশমঃ। যথা সমিদাজ্যাদ্যাহুতিপ্রক্ষেপে বহ্নিরুত্তোরোত্তরবৃদ্ধ্যা প্রজ্বলতি সমিদাদিক্ষয়ে তু প্রথমক্ষণে কিঞ্চিচ্ছাম্যতি, উত্তরোত্তরক্ষণেষু ত্বধিকমধিকং শাম্যতীতি ক্রমেণ শান্তিবর্দ্ধতে, তথা নিরুদ্ধচিত্তস্য উত্তরোত্তরাধিকঃ প্রশমঃ প্রবর্ত্ততি, তত্র পূর্ব্বপ্রশমজনিতঃ সংস্কার এবোত্তরপ্রশমস্য কারণম্, তদা চ নিরিন্ধনাগ্নিবচ্চিত্তং ক্রমেণোপশাম্যদ্ব্যুত্থানসমাধিনিরোধসংস্কারৈঃ সহ স্বস্যাং প্রকৃতৌ লীয়তে, তদা চ সমাধিপরিপাকপ্রভবেণ বেদান্তবাক্য-

---

ও সমাসন হইয়া চরণদ্বয় সংহত করিয়া, (গুটাইয়া) মুখবিবর সংবৃত করিয়া (মুখবুজিয়া) মুখচ্ছদ (ওষ্ঠ) স্তব্ধ করিয়া লিঙ্গ ও মুখ স্পর্শ না করিয়া (ক্রোড়ের এরূপ স্থানে হাত রাখিবেক যে, যে স্থানে রাখিলে লিঙ্গস্থান স্পৃষ্ট না হয়) প্রযত ও স্থির হইয়া অর্থাৎ আন্তরিক যোগচেষ্টা উত্তেজিত করিয়া, মস্তক কিঞ্চিৎ উন্নত করিয়া, দন্তের দ্বারা দন্তস্পর্শ না করিয়াও কোন দিক না দেখিয়া স্বীয় নাসাগ্রমাত্রে দৃষ্টি রাখিয়া, পৃষ্ঠবংশ উড্ডীয়ান্ করিয়া পদ্মাসনে, অর্দ্ধাসনে কি সিদ্ধাসনে উপবিষ্ট হইবে। দুই পা চিৎ করিয়া উঠাইয়া দুই উরুতে এবং হস্তদ্বয় উত্তান অর্থাৎ চিৎ করিয়া উরুমধ্যে স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত প্রকারে উপবিষ্ট হইলে তাহা "পদ্মাসন" হইবেক। দক্ষিণ উরুতে বাম পা এবং বাম উরুতে দক্ষিণ পা রাখিয়া কথিত প্রকারে বসিলে তাহা "অর্দ্ধাসন" হইবেক॥ বাঁ-পায়ের পার্ষ্ণি (গোড়্) মলদ্বারে রাখিয়া দক্ষিণ পা বাম উরুতে স্থাপনপূর্ব্বক শ্লোকোক্ত প্রকারে বসিলে তাহা "সিদ্ধাসন" হইবেক॥ অন্য একপ্রকার সিদ্ধাসন আছে তাহাও প্রায় এইরূপ।—(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ)।

জ্ঞেন সম্যগ্দর্শনেনাবিদ্যায়াং নিবৃত্তায়াং তদ্ধেতুকদৃগ্দৃশ্যসংযোগাভাবাৎ বৃত্তৌ পঞ্চবিধায়ামপি নিবৃত্তায়াং স্বরূপঃ প্রতিষ্ঠঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ কেবলো মুক্ত ইত্যুচ্যতে। তদুক্তম্, "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেণাবস্থানম্" ইতি। তদা সর্ব্ববৃত্তিনিরোধে বৃত্তিদশায়ান্তু নিত্যাপরিণামিচৈতন্যরূপত্বেন তস্য সর্ব্বদাসুদ্ধত্বেঽপ্যনাদিনা দৃশ্যসংযোগেনাবিদ্যকেনান্তঃকরণতাদাত্ম্যাধ্যাসাদন্তঃকরণবৃত্তিসারূপ্যং প্রাপ্নুবন্নভোক্তাপি ভোক্তেব দুঃখানাং ভবতি। তদুক্তম্, "বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র" ইতরত্র বৃত্তিপ্রাদুর্ভাবে এতদেব বিবৃতম্, "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্" চিত্তমেব দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং বিষয়িবিষয়নির্ভাসং চেতনাচেতনস্বরূপাপন্নং বিষয়াত্মকমপ্যবিষয়াত্মকমিবাচেতনমপি চেতনমিব স্ফটিকমণিকল্পং সর্ব্বার্থমিত্যুচ্যতে, তদনেন চিত্তসারূপ্যেণ ভ্রান্তাঃ কেচিৎ তদেব চেতনমিত্যাহুঃ। "তদসংখ্যেয়বাসনাভিশ্চিত্তমপি পরার্থং সংহত্য কারিত্বাৎ" যস্য ভোগাপবর্গার্থং তৎ সএব পরশ্চেতনোঽসংহতঃ পুরুষো ন তু ঘটাদিবৎ সংহত্যকারি চিত্তং চেতনমিত্যর্থঃ। এবঞ্চ "বিশেষদর্শিনঃ আত্মভাবভাবনানিবৃত্তিঃ" এবং যোঽন্তঃকরণপুরুষয়োর্বিশেষদর্শী তস্য যান্তঃকরণে প্রাগ্‌বিবেকবশাদাত্মভাবভাবনাসীৎ সা নিবর্ত্ততে ভেদদর্শনে সত্যভেদভ্রমানুপপত্তেঃ, সত্ত্বপুরুষয়োর্ব্বিশেষদর্শনঞ্চ ভগবতদর্পিতনিষ্কামকর্ম্মসাধ্যম্, তল্লিঙ্গঞ্চ যোগভাষ্যে দর্শিতম্। যথা, "প্রাবৃষি তৃণাঙ্কুরস্যোদ্ভেদেন তদ্বীজসত্তানুমীয়তে, তথা মোক্ষমার্গশ্রবণেন সিদ্ধান্তরুচিবশাৎ যস্য লোমহর্ষাশ্রুপাতৌ দৃশ্যেতে তত্রাপ্যস্তি বিশেষদর্শন বীজমপবর্গভাগীয়ং কর্ম্মাভিনির্ব্বর্ত্তিতমিত্যনুমীয়তে, যস্য তু তাদৃশং কর্ম্মবীজং নাস্তি, তস্য মোক্ষমার্গশ্রবণে পূর্ব্বপক্ষযুক্তিষু রুচির্ভবত্যরুচিশ্চ, সিদ্ধান্তযুক্তিষু তস্য কোঽহমাসং কথমহমাসমিত্যাদিরাত্মভাবভাবনা স্বাভাবিকী প্রবর্ত্ততে, সা তু বিশেষদর্শিনো নিবর্ত্তত" ইতি। এবং সতি কিং স্যাদিতি তদাহ। "তদাবিবেকনিম্নং কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারং চিত্তম্।" নিম্নং জলপ্রবহণযোগ্যনীচদেশঃ প্রাগ্‌ভারঃ তদযোগ্য উচ্চপ্রদেশঃ, চিত্তঞ্চ সর্ব্বদা প্রবর্ত্তমানবৃত্তিপ্রবাহেণ প্রবহজ্জলতুল্যং তৎ প্রাগাত্মানাত্মবিবেকরূপবিমার্গবাহিবিষয়ভোষপর্য্যন্তমস্যাসীদধুনাত্মানাত্মবিবেকমার্গবাহিকৈবল্যপর্য্যন্তং সম্পন্নত ইতি। অস্মিংশ্চ বিবেকবাহিনি চিত্তে যে অন্তরায়াস্তে সহেতুকা নিবর্ত্তনীয়া ইত্যাহ সূত্রাভ্যাং, "তচ্ছিদ্রেষু প্রত্যয়ান্তরাণি সংস্কারেভ্যঃ। "হানমেষাং ক্লেশবদুক্তম্।" তস্মিন্ বিবেকবাহিনি চিত্তে ছিদ্রেষন্তরালেষু প্রত্যয়ান্তরাণি ব্যুত্থানরূপাণ্যহং মমেত্যেবংরূপাণি ব্যুত্থানানুভাবজেভ্যঃ সংস্কারেভ্যঃ ক্ষীয়মাণেভ্যোঽপি প্রাদুর্ভবন্তি, এষাঞ্চ সংস্কারাণাং ক্লেশানামিব হানমুক্তম্, যথা "ক্লেশা অবিদ্যাদয়ো জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবা ন পুনশ্চিত্তভূমৌ প্ররোহং প্রাপ্নুবন্তি, তথা জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধবীজভাবাঃ সংস্কারাঃ প্রত্যয়ান্তরাণি ন প্ররোহমর্হন্তি, জ্ঞানাগ্নিসংস্কারাস্ত যাবচ্চিত্তমনুশেরতে ইতি।" এবঞ্চ প্রত্যয়ান্তরানুদয়েন বিবেকবাহিনি চিত্তে স্থিরীভূতে সতি "প্রসঙ্খ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ।" প্রসঙ্খ্যানং সত্ত্বপুরুষাণ্যতাখ্যাতিঃ শুদ্ধাত্মজ্ঞানমিতি যাবৎ। তত্র শুদ্ধঃ সাত্ত্বিকে পরিণামে

কৃতসংযমস্ত সর্ব্বেষাং গুণপরিণামানাং স্বামিবদাক্রমণং সর্ব্বাধিষ্ঠাতৃত্বম্, তেষামেব চ শান্তোদিতাব্যপদেশ্যধর্ম্মিত্বেন স্থিতানাং যথাবদ্বিবেকজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ বিশোকা নাম সিদ্ধিঃ ফলম্ তদ্বৈরাগ্যাচ্চ কৈবল্যমুক্তম্। সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রস্য সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বং সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বঞ্চ, তদ্বৈরাগ্যাদপি দোষবীজক্ষয়ে কৈবল্যমিতি।" সূত্রাভ্যাং তদেতদুচ্যতে, তস্মিন্ প্রসঙ্খ্যানে সত্যপ্যকুসীদস্য ফলমলিপ্সোঃ প্রত্যয়ান্তরাণামনুদয়ে সর্ব্বপ্রকারং বিবেকখ্যাতেঃ পরিপোষাদ্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধির্ভবতি। "ইজ্যাচারদমাহিংসাদানস্বাধ্যায়কর্ম্মণাম্। অয়ন্তু পরমো ধর্ম্মো যদ্‌যোগেনাত্মদর্শনম্॥" ইতি স্মৃতেঃ। ধর্ম্মং প্রত্যগ্‌ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারং মেহতি সিঞ্চতীতি ধর্ম্মমেঘঃ তত্ত্বসাক্ষাৎকারহেতুরিত্যর্থঃ। "ততঃ ক্লেশকর্ম্মনিবৃত্তিঃ।" ততো ধর্ম্মমেঘাৎ সমাধের্ধর্ম্মাদ্বা ক্লেশানাং পঞ্চবিধানাং অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশানাং কর্ম্মণাঞ্চ রক্তকৃষ্ণশুক্লভেদেন ত্রিবিধানাং অবিদ্যামূলানামবিদ্যাক্ষয়ে বীজক্ষয়াদাত্যন্তিকী নিবৃত্তিঃ কৈবল্যং ভবতি, কারণনিবৃত্ত্যা কার্য্যনিবৃত্তেরাত্যন্তিক্যা উচিতত্বাদিত্যর্থঃ। এবং স্থিতে যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানমিত্যনেন সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিরেকাগ্রভূমাবুক্তঃ। নিয়তমানস ইত্যনেন তৎফলভূতোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধির্নিরোধভূমাবুক্তঃ। শান্তিমিতি নিরোধসমাধিজসংস্কার ফলভূতা প্রশান্তবাহিতা নির্ব্বাণপরমামিতি ধর্ম্মমেঘস্য সমাধেস্তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা কৈবল্যহেতুত্বম্, মৎসংস্থামিত্যনেনোপনিষদাভিমতং কৈবল্যং দর্শিতম্। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ তং মহতা প্রযত্নেন সম্পাদয়েদিত্যভিপ্রায়ঃ॥ ১৫॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যাঃ ফলমাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সদা নিরন্তরং দীর্ঘকালঞ্চ আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাদধানো যোগী নিয়তং খ্যাতিফলাদপি নিগৃহীতং মানসং যেন স নিয়তমানসঃ শান্তিং পরমবৈরাগ্যবলাৎ খ্যাতিমপি নিরুধ্য নির্ব্বিকল্পঃ পদং নির্ব্বাণং মোক্ষস্তদেব পরমা নিষ্ঠা যস্যাঃ শান্তেঃ তাং মৎসংস্থাং ময্যেব সংস্থা একীভাবেনাবস্থানং সমাপ্তির্ব্বা যস্যাস্তামধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি। খ্যাতিফলঞ্চ সূত্রকৃতা দর্শিতম্, "প্রসঙ্খ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতের্ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ" ইতি। "তৎপরং পুরুষখ্যাতের্গুণবৈতৃষ্ণ্যম্" ইতি, সত্ত্বপুরুষান্যতাখ্যাতিমাত্রাৎ সর্ব্বজ্ঞাতৃত্বং সর্ব্বভাবাধিষ্ঠাতৃত্বঞ্চেতি সূত্রত্রয়েণ, প্রসঙ্খ্যানে ধ্যানে অকুসীদস্য বণিজ ইব ফলানিচ্ছোঃ সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিরেব ভবতি, তস্যাশ্চ ফলং ধর্ম্মমেঘঃ সমাধিঃ, স চ প্রাগেব ব্যাখ্যাতঃ, ততো বৈরাগ্যং পরম্পরসংজ্ঞং পুরুষখ্যাতেঃ ফলং তস্য লক্ষণং গুণেষু দিব্যাদিব্যবিষয়েষু বৈতৃষ্ণ্যম্, এতস্যৈব হি নান্তরীয়কং ফলং কৈবল্যমিতি যোগা বদন্তি, তৃতীয়সূত্রোক্তং ফল সার্ব্বজ্ঞ্যাদিকন্ত্বভিপ্রেত্য শ্রূয়তে, "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি" ইতি। "সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতি" ইত্যাদিকম্॥ ১৫॥

বিশ্বনাথ।—যুঞ্জন্নিতি। আত্মানং মনো যুঞ্জন্ ধ্যানযোগযুক্তং কুর্ব্বন্, যতো নিয়তমানসঃ বিষয়োপরতচিত্তঃ। নির্ব্বাণো মোক্ষএব পরমঃ প্রাপ্যো যস্যাং ময্যেব নির্ব্বিশেষে ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থা স্থিতির্যস্যাং তাং শান্তিং সংসারোপরতিং প্রাপ্নোতি॥ ১৫॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে উল্লিখিতরূপ যোগের ফল কীর্ত্তিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে সতত মনকে সমাহিত করিতে করিতে, যখন চিত্তবৃত্তির নিরোধ ঘটে, তখন সেই যোগী পুরুষ সংসারোপরমরূপ শান্তির অধিকারী হন। চরমে নির্ব্বাণ লাভই সে শান্তির ফল এবং আমার স্বরূপতা লাভই সে শান্তির স্বরূপ। শ্রীমদ্বলদেব প্রভৃতি বলেন, সে শান্তি সম্পূর্ণরূপে ভগবানেরই অধীন এবং শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলেন যে, সে শান্তি নির্ব্বিশেষভাবে ব্রহ্মেই সংস্থিত।

শ্রীমন্মধুসূদন-সরস্বতী মহোদয়ের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্তরূপে একাকী নির্জ্জনস্থানে সমাসীন হইয়া যোগীপুরুষ, অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে, মনকে সমাহিত করিতে থাকিবেন। এইরূপে অভ্যাসের আতিশয্য হইলে মনোবৃত্তিরূপ বিকার সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া যাইবে। তখন যোগী অবিদ্যা-নিবৃত্তিরূপ-মুক্তি-পর্য্যবসায়িনী এবং আমার স্বরূপানুভব-জনিতা পরমানন্দময়ী শান্তির অধিকারী হইবেন; সমাধির ফলস্বরূপে ঐশ্বর্য্যসিদ্ধিরূপ তুচ্ছ ফল তিনি কখনই লাভ করিবেন না; কারণ তৎসমূহ সমাধির উপসর্গ স্বরূপ এবং অধোগতির হেতুভূত। ভগবান্ পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "তে সমাধাবুপসর্গা ব্যুত্থানে সিদ্ধয়ঃ।" (পাতঞ্জল, বিভূতিপাদ, ৩৮ সূত্র)। প্রতিভাদি ক্ষমতা সমূহ সমাধি সময়ে উৎপদ্যমান হইলে, সমাধির উপসর্গস্বরূপ হয় এবং মোক্ষের বিঘ্ন সমুৎপাদন করে। ব্যুত্থান কালে অর্থাৎ ব্যবহার-দশায় তৎসমস্ত উৎপদ্যমান হইলে বিশিষ্ট ফলপ্রদান করিয়া থাকে। "স্থান্যুপনিমন্ত্রণে সঙ্গস্ময়াকরণং পুনরনিষ্টপ্রসঙ্গাৎ।" (পা, বি, ৫২)। দেবতাদিগের আহ্বানে প্রলুব্ধ ও গর্ব্বিত হইলেও যোগের বিঘ্ন উপস্থিত হয়। (৫ অধ্যায়, ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন)। মহর্ষি বশিষ্ঠ লিখিয়াছেন যে, উদ্দালক নামক ঋষির যোগভঙ্গ করিবার নিমিত্ত, দেবতারা তাঁহাকে বিবিধ প্রলোভন বাক্যে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কিন্তু উদ্দালক, তৎসমস্ত বাক্য উপেক্ষা করিয়া ও দেবতাদিগের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, পুনরায় যাহাতে যোগের বিরোধী কোন প্রসঙ্গ উপস্থিত হইতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে নির্ব্বিকল্পক সমাধিতে প্রবৃত্ত হইলেন পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "বিতর্কবিচারানন্দাস্মিতানুগমাৎ সম্প্রজ্ঞাতঃ।" (পা, স, ১৭)। যখন সর্ব্বপ্রকার সংশয়শূন্য হইয়া ভাব্য পদার্থের স্বরূপ উপলব্ধ

হয়, তখনই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলা যায়। (৫ অধ্যায়, ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। এই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি চিত্তের ভাবনা বিশেষ মাত্র। বিষয়ান্তর পরিত্যাগ পূর্ব্বক, চিত্তে পুনঃ পুনঃ ভাব্য বিষয়ের সন্নিবেশকেই ভাবনা বলে। গ্রাহ্য, গ্রহণ ও গৃহীতৃ ভেদে ভাব্য ত্রিবিধ। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে গ্রাহ্য আবার দ্বিবিধ। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "ক্ষীণবৃত্তেরভিজাতস্যেব মণের্গ্রহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যেষু তৎস্থতদঞ্জনতাসমাপত্তিঃ।" (পা, স, ৪১)। যাঁহার রাজস ও তামস চিত্তবৃত্তি ক্ষীণা হইয়াছে, তাঁহারই চিত্ত একাগ্রতা ও তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়াছে। যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিক মণি যখন যে বর্ণের সমীপস্থ থাকে, তখন সেই বর্ণই গ্রহণ করে; তদ্রূপ নির্ম্মল চিত্তও যখন যে ভাব্য পদার্থের ভাবনায় সংলগ্ন হয়, তখন তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হয়। প্রথমে গ্রাহ্য পদার্থ সম্বন্ধে নিষ্ঠা, তদনন্তর গ্রহণনিষ্ঠা এবং তদনন্তর গ্রহীতৃনিষ্ঠারূপ সমাধি হয়। যেমন ভূমিকাভেদে সোপান পরম্পরা নির্দ্দিষ্ট আছে, সমাধিরও সেইরূপ গৃহীতৃ, গ্রহণ ও গ্রাহ্যরূপ ক্রম বিহিত হইয়াছে। প্রথমে যখন স্থূল বিষয় গ্রহণ করিয়া ভাবনা চলিতে থাকে, সেই সময়ে সবিতর্ক সমাধি বলা যায়। যখন শব্দ ও অর্থেরও উল্লেখশূন্য ভাবে ভাবনা প্রবাহিত হয়, তখনই নির্ব্বিতর্ক সমাধি ঘটে। যোগশাস্ত্রে এতদুভয় অবস্থা বিতর্ক নামে উল্লিখিত হইয়াছে। যখন দেশ কাল ও ধর্ম্মের অবচ্ছেদ সহকারে সূক্ষ্ম বিষয় অবলম্বন করিয়া ভাবনা প্রবর্ত্তিত হয়, তখন সবিচার সমাধি বলা যায়। যখন দেশকালের অবচ্ছেদও থাকে না তখন নির্ব্বিচার সমাধি বলে। যোগশাস্ত্রে এই অবস্থাদ্বয় বিচার নামে কথিত হইয়াছে। (৫ অ। ২৭।২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যে এবং অন্যান্য স্থলে এই সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন)। এইরূপে ক্রমশঃ নির্ব্বিচার সমাধির পরিপাকে যোগীর চিত্তে প্রজ্ঞার আলোক প্রাদুর্ভূত হয়। "তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা।" (পা, স, ৪৮) এই অবস্থায় ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। অবিকল্পিত সত্যের নাম ঋত; যে প্রজ্ঞার দ্বারা তাদৃশ সত্য প্রকাশিত হয়, তাহাই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা; এবং তাহাই উত্তম যোগ। "শ্রুত্যনুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়া বিশেষত্বাৎ।" (পা, স, ৪৯) শ্রুতি অর্থাৎ আগম জনিত এবং অনুমান জনিত প্রজ্ঞা সামান্য-বিষয়া অর্থাৎ পদার্থের সামান্য আকার মাত্রই গ্রহণ করে; বিশেষ

গ্রহণে তাহার সামর্থ্য নাই। তাদৃশী প্রজ্ঞার সূক্ষ্ম বস্তু, ব্যবহিত বস্তু, বা বিপ্রকৃষ্ট বস্তু গ্রহণের শক্তি নাই; কিন্তু নির্ব্বিচার সমাধির ফলস্বরূপ প্রজ্ঞার সে ক্ষমতা আছে। এই জন্যই সমাধি-জনিতা প্রজ্ঞাই শ্রেষ্ঠা। নির্ব্বিচার-সমাধি-প্রজ্ঞা-জনিত সংস্কার, ব্যুত্থান-জনিত সংস্কারের প্রতিবন্ধক। "তজ্জঃ সংস্কারোঽন্যসংস্কারপ্রতিবন্ধী।" (পা, স, ৫০)। ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাজনিত যে সংস্কার তাহা এতই বলবান্ যে, তাহা ব্যুত্থানজনিত দুর্ব্বল সংস্কার সমূহকে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম করে, অর্থাৎ তৎপ্রভাবে পূর্ব্ব-কালের সমস্ত সংস্কার বিনষ্ট হইয়া যায়। "তস্যাপি নিরোধে সর্ব্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ।" (পা, স, ৫১) যখন সেই সম্প্রজ্ঞাত অবস্থারও নিরোধ হয় তখনই নির্বীজ সমাধি হয়। অর্থাৎ নিরালম্বন অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি উপস্থিত হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মমেঘ অবস্থা সমাগত হয় এবং যোগীবর তখন পরমা শান্তি লাভ করেন। তখন ভগবৎ-সংস্থারূপ কৈবল্য তাঁহার আয়ত্ত হয় এবং যাবতীয় অনর্থ ও ক্লেশরাশির হস্ত হইতে তিনি চিরদিনের নিমিত্ত অব্যাহতি লাভ করেন। যোগের পরিণাম ফল এইরূপ সুমহৎ; অতএব প্রযত্নাতিশয্য সহকারে তুমি যোগসাধনে প্রবৃত্ত হও॥ ১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥ ১৬॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন অতি-অশ্নতঃ (অধিকং ভুঞ্জানস্য) ন যোগঃ অস্তি ন চ একান্তং অনশ্নতঃ (অভুঞ্জানস্য) ন চ অতিস্বপ্নশীলস্য (অতিনিদ্রাশীলস্য) ন-চ-এব জাগ্রতঃ (নিদ্রাহীনস্য)॥ ১৬॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন অধিকভোজীর যোগ নাই এবং নিতান্ত অনাহারীর না, এবং অতি-নিদ্রা-পরায়ণের না, এবং নিদ্রাহীনেরও না॥১৬॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি অতিরিক্ত আহার করে, অথবা যে ব্যক্তি নিতান্ত আহার বিমুখ, তাহাদের যোগ হয় না; যে ব্যক্তি নিতান্ত নিতান্ত নিদ্রাশীল অথবা যে ব্যক্তি জাগরণশীল, তাহারাও যোগের অধিকারী নহে॥ ১৬॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইদানীং যোগিন আহারাদিনিয়ম উচ্যতে নাত্যশ্নত ইতি। ন অত্যশ্নত আত্মসংমিতমন্নপরিমাণমতীত্যাশ্নতঃ অত্যশ্নতো ন যোগোঽস্তি, ন চ একান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি "যদু হ বা আত্মসংমিতমন্নং তদবতি তন্ন হিনস্তি, যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্যৎ কণীয়ো ন তদবতি" ইতি শ্রুতেঃ, "তস্মাৎ যোগী নাত্মসংমিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াৎ" অথ বা যোগিনো যোগশাস্ত্রে পরিপঠিতাদন্নপরিমাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাস্তি। উক্তং হি, "অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদি-পরিমাণম্। তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি, নৈব চাতিমাত্রং জাগ্রতো যোগো ভবতি চার্জ্জুন!॥ ১৬॥

আনন্দগিরি।—আহারাদীত্যাদিশব্দেন বিহারজাগরিতাদি চোচ্যতে, আত্মসংমিত-মন্নপরিমাণমষ্টগ্রাসাদি আহারনিয়মে শতপথশ্রুতিং প্রমাণয়তি যদিতি। তদন্নং ভুজ্যমানং যদুহ বা ইতি প্রসিদ্ধ্যা শ্রুত্যানূদিতমবত্যনুষ্ঠানযোগ্যতামাপাদ্যানুষ্ঠানদ্বারেণ ভোক্তারং রক্ষতি ন পুনস্তদন্নমস্যানর্থায় ভবতীত্যর্থঃ, যৎ পুনরাত্মসংমিতাৎ ভূয়োঽধিকতরং শাস্ত্র-মতিক্রম্য ভুজ্যতে তদাত্মনং হিনস্তি ভোক্তুরনর্থায় ভবতি যচ্চান্নং কণীয়োঽল্পতরং শাস্ত্রনিশ্চয়াভাবাদশ্যতে তদন্নমনুষ্ঠানযোগ্যতাদিদ্বারা ন রক্ষিতুং ক্ষমতে, তস্মাদত্যধিকমত্যল্প-ঞ্চান্নং যোগমারুরুক্ষতা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ। শ্রুতিসিদ্ধমর্থং নিগময়তি তস্মাদিতি। নেত্যাদের্ব্যাখ্যানান্তরমাহ অথ বেতি। কিং তদন্নপরিমাণং যোগশাস্ত্রোক্তং যদধিকং ন্যূনং বাভিব্যবহারতো যোগানুপপত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ উক্তং হীতি। "পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়-মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইতি বাক্যমাদিশব্দার্থঃ। যথা নাত্যন্তমশ্নতোঽনশ্নতশ্চ যোগো ন সম্ভবতি তথা অত্যন্তং স্বপতো জাগ্রতশ্চ ন যোগোঃ সম্ভবতীত্যাহ তথেতি॥ ১৬॥

রামানুজ।—এবমাত্মযোগমারভমাণস্য মনোনৈর্ম্মল্যহেতুভূতাং মনসো ভগবতি শুভাশ্রয়ে স্থিতিমভিধায়ান্যদপি যোগোপকরণমাহ নাত্যশ্নত ইতি। অত্যশনানশনে যোগ বিরোধিনী অতিবিহারাবিহারৌ চ তথাতিমাত্রস্বপ্নজাগর্য্যে তথাচাত্যায়া সানায়াসৌ॥ ১৬॥

হনুমান্।—যোগিন আহারনিয়ম উচ্যতে নেতি। নাত্যশ্নতঃ আত্মসম্মিত-মন্নমতীত্যান্নমশ্নতঃ "অত্যশনাদতীপানাচ্চ উগ্রা প্রতিগ্রহাৎ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদযোগী নাত্মসম্মিতাদধিকং ন্যূনঞ্চাশ্নীয়াৎ। অথবা যোগিনো যোগশাস্ত্রপরিমিতাদন্নপরি-মাণাদতিমাত্রমশ্নতো যোগো নাস্তীতি, উক্তঞ্চ "অর্দ্ধমন্নস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরনার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদিপরিমাণম্। তথা ন চাতিস্বপ্নশীলস্য যোগো ভবতি চার্জ্জুন!॥ ১৬॥

শ্রীধর।—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যন্ত-মধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধির্ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীল-স্যাতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি॥ ১৬॥

বলদেব।—যোগমভ্যসতো ভোজনাদিনিয়মমাহ নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যশনমনত্যশনঞ্চ অতিস্বাপোঽতিজাগরশ্চ যোগবিরোধি অতিবিহারাদি চোত্তরাৎ॥ ১৬॥

মধুসূদন।—এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাত্যশ্নত ইতি। যদ্ভুক্তং স জীর্য্যতি শরীরস্য চ কার্য্যক্ষমতাং সম্পাদয়তি তদাত্মসম্মিতমন্নং তনতিক্রম্য লোভেনাধিকমশ্নতো ন যোগোঽস্তি অজীর্ণদোষেণ ব্যাধিপীড়িতত্বাৎ, ন চৈকান্তমনশ্নতো যোগোঽস্তি অনাহারাদত্যল্পাহারাদ্বা রসপোষণাভাবেন শরীরস্য কার্য্যাক্ষমত্বাৎ। "যদুহ বা আত্মসম্মিতমন্নং তদবতি, তন্ন হিনস্তি যদ্ভূয়ো হিনস্তি তদ্বৎ কণীয়োন তদবতি" ইতি শতপথশ্রুতেঃ। তস্মাদ্‌যোগী নাত্মসম্মিতাদন্নাদধিকং ন্যূনং বাশ্নীয়াদিত্যর্থঃ। অথবা "পুরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদিযোগশাস্ত্রোক্তপরিমাণাদধিকং ন্যূনং বাশ্নতো যোগো ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি হে অর্জ্জুন! সাবধানো ভবেত্যভিপ্রায়ঃ। একশ্চকার উক্তাহারাতিক্রমসমুচ্চয়ার্থঃ, অপরোঽত্রানুক্তদোষসমুচ্চয়ার্থঃ। যথা মার্কণ্ডেয়পুরাণে, "নাধ্মাতঃ ক্ষুধিতঃ শ্রান্তো ন চ ব্যাকুলচেতনঃ। যুঞ্জীত যোগং রাজেন্দ্র! যোগী সিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥ নাতিশীতে ন চৈবোষ্ণে ন দ্বন্দ্বে নানিলান্বিতে। কালেষ্বেতেষু যুঞ্জীত ন যোগং ধ্যানতৎপর" ইত্যাদি॥ ১৬॥

নীলকণ্ঠ।—এবং যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারাদিনিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাত্যশ্নত ইতি। একান্তমতিশয়েন অতিজাগ্রত ইত্যত্রাপ্যতিশব্দো যোজ্যঃ॥ ১৬॥

বিশ্বনাথ।—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্য নিয়মমাহ দ্বাভ্যাং নাত্যশ্নত ইতি। অতশ্নতঃ। অধিকং ভুঞ্জানস্য। যদুক্তম "পুরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইতি॥ ১৬॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে দুই শ্লোকে যোগনিষ্ঠ ব্যক্তির আহারাদি বিষয়ক নিয়ম কথিত হইতেছে। যে পরিমাণে আহার সহজে পরিপাক হয়, এবং শরীরকে কার্য্যক্ষম করিয়া রক্ষা করে, লোভ-প্রযুক্ত তদধিক ভোজ্য উদরসাৎ করা যোগীর পক্ষে কখনই বিধেয় নহে। কারণ তাহাতে অজীর্ণদোষ উপস্থিত হয় এবং ক্রমশঃ শরীর ব্যাধি-বিকলিত হওয়ায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। আবার নিতান্ত আহার-হীনতা, অথবা স্বল্পাহারও যোগী ব্যক্তির পক্ষে যুক্তিযুক্ত নহে। কারণ তাহাতে শরীর পোশণকারী রসের অভাব হওয়ায়, ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয় এবং শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। শতপথ শ্রুতি বলিতেছেন; "সেই ভুজ্যমান অন্ন, শ্রুতিসঙ্গত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানোপযোগী ক্ষমতা প্রদান করিয়া ভোক্তাকে রক্ষা করে; তাহা কখনই ভোক্তার অনর্থ-সাধন করে না। যিনি শাস্ত্রীয় শাসন অতিক্রম করিয়া অধিক ভোজন

করেন, সেই আহার তাহার অনর্থোৎপাদন করে। যিনি শাস্ত্রসঙ্গত ব্যবস্থার অপেক্ষা অল্প অন্ন গ্রহণ করেন, কর্ম্মানুষ্ঠান ক্ষমতার অভাব হওয়ায়, সে অন্ন তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারে না।" যোগী ব্যক্তির আহার সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধি আছে যে, "ভোজ্যবস্তুর দ্বারা উদর-গহ্বরের অর্দ্ধাংশ পূরণ করিবে এবং পানীয় দ্বারা তৃতীয়াংশ পরিপূরিত করিবে। অবশিষ্ট চতুর্থাংশ বায়ু সঞ্চারের নিমিত্ত অনধিকৃত রাখিবে।" এইরূপ যোগশাস্ত্রোক্ত বিধি অবহেলন পূর্ব্বক যিনি অতি ভোজন করেন, অথবা উপবাস-পরায়ণ, বা অল্পভোজী হন, তাঁহার পক্ষে যোগ সম্ভবপর নহে। সেইরূপ আবার অতি নিদ্রাশীল অথবা অতি জাগ্রত ব্যক্তির পক্ষেও যোগ সম্ভব নহে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, "হে রাজশ্রেষ্ঠ! সিদ্ধিলাভার্থ যোগী কখনই ক্ষুধাকাতর, শ্রমাবসন্ন ও ব্যাকুলচিত্ত অবস্থায় যোগ করিবেন না। ধ্যানতৎপর যোগী অতি শীত বা অতি উষ্ণ অথবা ঝটিকা সমন্বিত কালে যোগানুষ্ঠান করিবেন না।" 'অর্জ্জুন' এই সম্বোধন পদ দ্বারা, তুমিও যোগ বিষয়ে সাবধান হও, ইহাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করা হইল ॥ ১৬ ॥



যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—যুক্ত-আহার-বিহারস্য (পরিমিতে ভোজনবিচরণে যস্য সঃ) কর্ম্মসু (কার্য্যেষু) যুক্ত-চেষ্টস্য (যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য সঃ) যুক্ত-স্বপ্ন-অববোধস্য (পরিমিত-নিদ্রাজাগরণস্য) যোগঃ দুঃখহা (সর্ব্ব-সংসার-দুঃখক্ষয়কৃৎ) ভবতি ॥ ১৭ ॥

প্রতিশব্দ।—পরিমিত-আহার-বিহার-পরায়ণ কার্য্যে নিয়মিত চেষ্টা-সম্পন্ন বিহিত-নিদ্রা-জাগরণ-শীলের যোগ ক্লেশ-নিবারক হয় ॥ ১৭ ॥

ব্যাখ্যা।—যিনি নিয়মিতরূপ আহার-বিহার করেন, কর্ম্মসম্বন্ধে সমুচিত চেষ্টা করেন, এবং পরিমিতরূপ নিদ্রা ও জাগরণ করেন, তাঁহার যোগ সর্ব্ব-সংসার-ক্লেশ নিবারণের হেতু স্বরূপ ॥ ১৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথং পুনর্যোগো ভবতি ? ইত্যুচ্যতে যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমস্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স যুক্তাহারাবিহারস্তস্য যুক্তচেষ্টস্য তথাস্য চ যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য কর্ম্মসু তথা যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যুক্তৌ স্বপ্নশ্চাববোধশ্চ তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যুক্তাহারবিহারস্য কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনো যোগো ভবতি দুঃখহা, দুঃখানি সর্ব্বাণি হন্তীতি দুঃখহা সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃদ্‌যোগো ভবতি ইত্যর্থঃ॥ ১৭॥

আনন্দগিরি।—আহারনিদ্রাদিনিয়মবিরহিণো যোগব্যতিরেকমুক্ত্বা তন্নিয়মবতো যোগান্বয়ং ব্যাচষ্টে কথং পুনরিত্যাদিনা। অন্নস্য নিয়তত্বমর্দ্ধমশনস্যেত্যাদি, বিহারস্য নিয়তত্বং "যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ" ইত্যাদি, কর্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তত্বং বাঙ্‌নিয়মাদি, রাত্রৌ প্রথমতো দশঘটিকাপরিমিতে কালে জাগরণং, মধ্যতঃ স্বপনং পুনরপি দশঘটিকাপরিমিতে জাগরণমিতি স্বপ্নাববোধয়োর্নিয়তকালত্বমেবং প্রযতমানস্য যোগিনো যোগো ভবতি। যোগস্য ফলমাহ দুঃখহেতি। সর্ব্বাণীত্যাধ্যাত্মিকাদিভেদভিন্নানীত্যর্থঃ। যথোক্তযোগমন্তরেণাপি স্বপ্নাদৌ দুঃখনিবৃত্তিরস্তীতি বিশিনষ্টি সর্ব্বেতি। বিশুদ্ধবিজ্ঞানদ্বারেতি শেষঃ॥ ১৭॥

রামানুজ।—যুক্তেতি। মিতাহারবিহারস্য মিতায়াসস্য মিতস্বপ্নাববোধস্য সকলদুঃখহাবন্ধনাশো যোগঃ সম্পন্নো ভবতি॥ ১৭॥

হনুমান্।—কথং পুনর্যোগো ভবতি ? ইত্যুচ্যতে যুক্তেতি। যুক্তাহারবিহারস্য আহ্রিয়তে ইত্যাহারোঽন্নম্, বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমস্তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ আহারবিহারৌ যস্য, তথা নিয়তা চেষ্টা যস্য, কর্ম্মসু যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগিনঃ যোগো ভবতি দুঃখহা, সর্ব্বসংসারদুঃখক্ষয়কৃৎ যোগো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১৭॥

শ্রীধর।—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারশ্চ গতির্যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি॥ ১৭॥

বলদেব।—যুক্তেতি। মিতাহারবিহারস্য কর্ম্মসু লৌকিকপারমার্থিককৃত্যেষু মিতবাগাদিব্যাপারস্য মিতস্বাপজাগরস্য চ সর্ব্বদুঃখনাশকো যোগো ভবতি, তস্মাদ্যোগী তথা তথা বর্ত্ততে॥ ১৭॥

মধুসূদন।—এবমাহারাদিনিয়মবিরহিণো যোগব্যতিরেকমুক্ত্বা তন্নিয়মবতো যোগান্বয়মাহ যুক্তাহারেতি। আহ্রিয়ত ইত্যাহারোঽন্নং বিহরণং বিহারঃ পাদক্রমঃ তৌ যুক্তৌ নিয়তপরিমাণৌ যস্য স তথা, অন্যেষ্বপি প্রণবজপোপনিষদাবর্ত্তনাদিষু কর্ম্মসু যুক্তা নিয়তকালা চেষ্টা যস্য স তথা, স্বপ্নো নিদ্রা অববোধো জাগরণং তৌ যুক্তৌ নিয়তকালৌ যস্য তস্য যোগো ভবতি সাধনপাটবাৎ সমাধিঃ সিধ্যতি নান্যস্য। এবং প্রযত্নবিশেষেণ সম্পাদিতো যোগঃ কিম্ফলঃ ? ইতি তত্রাহ 'দুঃখহেতি। সর্ব্বসংসারদুঃখকারণাবিদ্যোন্মূলনহেতুব্রহ্মবিদ্যোৎপাদকত্বাৎ সমূলসর্ব্বদুঃখনিবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। অত্রাহারস্য

নিয়তত্বম্, "অর্দ্ধমশনস্য সব্যঞ্জনস্য তৃতীয়মুদকস্য তু। বায়োঃ সঞ্চরণার্থন্তু চতুর্থমবশেষয়েৎ॥" ইত্যাদিপ্রাগুক্তম্। বিহারস্য নিয়তত্বম্, "যোজনান্ন পরং গচ্ছেৎ" ইত্যাদি। কর্ম্মসু চেষ্টায়া নিয়তত্বং বাগাদিচাপল্যপরিত্যাগঃ। রাত্রেৰ্বিভাগত্রয়ং কৃত্বা প্রথমান্ত্যয়োর্জাগরণং মধ্যে স্বপ্নমিতি স্বপ্নাববোধয়োর্নিয়তকালত্বম্, এবমন্যেহপি যোগশাস্ত্রোক্তা নিয়মা দ্রষ্টব্যাঃ॥ ১৭॥

নীলকণ্ঠ।—যুক্তেতি। যুক্তাঃ পরিমিতাঃ আহারাদয়ো যস্য স তথা॥ ১৭॥

বিশ্বনাথ।—যুক্তেতি। যুক্তো নিয়তএব আহারো ভোজনং বিহারো গমনঞ্চ যস্য তস্য কর্ম্মসু ব্যবহারিকপারমার্থিককৃত্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা বাগ্ব্যাপারাদ্যা যস্য তস্য॥ ১৭॥

তাৎপর্য্য।—যে অবস্থা যোগের প্রতিকূল তাহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে যোগের অনুকূল বিষয় সমূহ কীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহার ভোজন ও গমনাগমন নিয়ত-পরিমাণ, নিয়তকালই যাঁহার শাস্ত্র-সঙ্গত কার্য্যানুষ্ঠানে চেষ্টা, এবং যাঁহার নিদ্রা ও জাগরণ নিয়মিত, তিনিই সমাধি-সম্পন্ন যোগী হইয়া থাকেন। তাদৃশ যোগীর অনুষ্ঠিত যোগ যাবতীয় সংসার-দুঃখের মূলীভূতা অবিদ্যার উচ্ছেদ করে; সুতরাং সর্ব্বপ্রকার ক্লেশের বীজ বিনষ্ট করিয়া দেয়। আহার * সম্বন্ধে, উদরের চারিভাগের দুইভাগ অন্ন-ব্যঞ্জনে, একভাগ জলে এবং একভাগ বায়ু সঞ্চালনের নিমিত্ত অবশিষ্ট রাখিবার ব্যবস্থা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যোগিগণের পক্ষে আহার-বিষয়ে ইহাই শাস্ত্র-সঙ্গত নিয়ম। যোগশাস্ত্রানুসারে যোগী ব্যক্তির এক যোজনের অধিক দূরে গমন করা অবিধেয়। ইহাই বিহার-বিষয়ক নিয়ম। বাক্যাদি সর্ব্বকার্য্যে চাপল্য পরিত্যাগ করাই যোগিদিগের ব্যবস্থা। এইরূপ হইলেই তাঁহাকে কর্ম্মে যুক্ত-চেষ্ট বলা যায়। রাত্রিকে তিনভাগে বিভাগ করিয়া প্রথম ও শেষভাগে জাগরণ এবং মধ্যভাগে নিদ্রা-মগ্ন হওয়াই যোগিদিগের ব্যবস্থা। যাঁহারা এই সকল নিয়ম সম্যক্‌রূপে পরিপালন করেন, তাঁহাদের আহার, বিহার, চেষ্টা, নিদ্রা, জাগরণ সকলই নিয়মিত। তাদৃশ ব্যক্তির যোগ সকল দুঃখ-বিনাশেই সক্ষম॥ ১৭॥

* আহার।—যোগাভ্যাস কালে যোগশাস্ত্রোক্ত আহার-নিয়ম অবলম্বন করা অতীব কর্ত্তব্য। তাহা না করিলে আহারের দোষে অনেক অনিষ্ট ঘটিতে পারে। কিরূপ আহার করা উচিত তাহা বলা যাইতেছে। "মিতাহারং বিনা যস্তু যোগারম্ভঞ্চ কারয়েৎ। নানারোগো ভবেৎ তস্য কিঞ্চিৎ যোগো ন সিধ্যতি।" যোগাভ্যাস কালে হিত, মিত ও মেধ্য অর্থাৎ পবিত্র দ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। হিত অর্থাৎ সুপথ্য, যাহা ভোজন করিলে ব্যাধি হয় না, তাদৃশ আহারের নাম "পথ্যাহার।" যে পরিমিত ভোজন করিলে শরীর ও মন প্রসন্ন থাকে, কোন প্রকার গ্লানি জন্মে না, তাদৃশ আহারের নাম "মিতাহার।" যে সকল

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—যদা বিনিয়তং (বিশেষেণ নিরুদ্ধং) চিত্তং আত্মনি এব অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলং স্থিতিং লভতে) তদা সর্ব্বকামেভ্যঃ নিস্পৃহঃ (নির্গততৃষ্ণঃ) যুক্তঃ (সমাহিতঃ) ইতি উচ্যতে ॥ ১৮ ॥

প্রতিশব্দ।—যখন বিনিরুদ্ধ চিত্ত আত্মাতে-ই স্থিত-হয় তখন সকল-বাসনা-হইতে বিগততৃষ্ণ-ব্যক্তি সমাহিত কথিত-হন ॥ ১৮ ॥

ব্যাখ্যা।—যখন চিত্ত সম্পূর্ণরূপে নিরুদ্ধ হইয়া স্বকীয় আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখনই যোগী সংসারের সকল কামনায় বিগততৃষ্ণ হইয়া সমাহিত নাম প্রাপ্ত হন ॥ ১৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীত্যুচ্যতে যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যং চিত্তমাত্মন্যেব কেবলেঽবতিষ্ঠতে

দ্রব্য ভক্ষণ করিলে শরীরের ও মনের সত্ত্বগুণ বাড়ে, সেই দ্রব্যই "মেধ্য" অর্থাৎ পবিত্র। এই ত্রিবিধ আহারের মধ্যে "মিতাহার" নিয়মটী সর্ব্বতোভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। মিতাহার করিবে না, অথচ যোগ করিবে, এরূপ হইলে কোন একটী সামান্য যোগও সিদ্ধ হইবে না, প্রত্যুত বিবিধ ব্যাধি আসিয়া আশ্রয় করিবেক। তৎকালে কোন্ দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক এবং কোন্ দ্রব্যই বা বর্জ্জন করিবেক, তাহা ঘেরণ্ডসংহিতা ও শিবসংহিতা, এই দুই গ্রন্থে লিখিত আছে। "শাল্যন্নং যবপিণ্ডং বা গোধূমপিণ্ডকং তথা। মুদ্গমাসঃ কালকাদি শুভ্রঞ্চ তুষবর্জ্জিতম্॥ পটোলং পনসঞ্চৈব কক্কোলঞ্চ সুকাশকম্। দ্রাঢ়িকা কর্কটী রম্ভা ডুম্বুরঞ্চ সুকণ্টকম্॥ আমরম্ভা বালরম্ভা রম্ভাদণ্ডঞ্চ মূলকম্। প্রয়োমূলং তথা ঝিঙ্গি যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥ বালশাকং কালশাকং তথা পটলপত্রকম্। পঞ্চশাকং প্রশংসীয়াৎ বাস্তকং হিলমোচিকা। নবনীতং ঘৃতং ক্ষীরং গুড়ং শর্করাদি চৈক্ষবম্। পক্করম্ভা নারিকেলং দাড়িম্বং বিষমায়সম্ (?)॥ দ্রাক্ষা তু লবনী ধাত্রী কটুকাম্লবিবর্জ্জিতম্॥ এলাং জাতিং লবঙ্গঞ্চ পৌরুষং জম্বু জাম্বুলম্ (?)॥ হরীতকীং খর্জ্জুরঞ্চ যোগী ভক্ষণমাচরেৎ॥" "ক্ষীরং ঘৃতঞ্চ মিষ্টান্নং তাম্বূলং চূর্ণবর্জ্জিতম্। কর্পূরং বিষ্টূরং (?) মিষ্টং সুমঠং সূক্ষ্মবস্তকম্ (?)॥" "লঘুপাকং প্রিয়ং স্নিগ্ধং যথা বা ধাতুপোষণম্। মনোঽভিলষিতং যোগী দিব্যং ভোজনমাচরেৎ॥" শালিতণ্ডুলের অন্ন, যব, গম, মুগের যূষ, শুভ্র ও নিস্তুষ কালকা প্রভৃতি শস্য (?), পটোল, কাঁঠাল, কক্কোল (?), (সুকাশ (?), দ্রাঢ়িকা (?), কর্কটী (কাকুড় ও ফুটি), রম্ভা, কাঁচকলা, কচিকলা কিম্বা কলার মোচা, ডোম্বুর, সুকণ্টক, রম্ভাদণ্ড (থোড়), মূলক (মূলা), আলু প্রভৃতি মূল, ঝিঙ্গে, কচি কচি শাক, পল্তা শাক, বাস্তুশাক (বেতো), হিঞ্চেশাক, নবনীত, ঘৃত, দুগ্ধ, ইক্ষুগুড় ও ইক্ষুচিনি, পাকা কাঁঠাল, কলা, নারিকেল, দাড়িম (বেদানা), বিষমায়স বা বিষনাশক (?), কিস্মিস্ ও আঙুর, লোনাফল, আমলকী, অম্লবর্জ্জিত অন্যান্য ফল, এলাচি,

স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো নির্গতা দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে, তদা তস্মিন্ কালে ॥ ১৮ ॥

আনন্দগিরি।—সফলস্য সাঙ্গস্য যোগস্যোক্ত্যনন্তরং যদা হীত্যাদাবুক্তকালানুবাদেন যুক্তং লক্ষয়িতুমনন্তরশ্লোকপ্রবৃত্তিং দর্শয়তি অথাধুনেতি। বিশেষণসংযতত্বমেব সংক্ষিপতি একাগ্রতামিতি। আত্মন্যেবেত্যেবকারার্থং কথয়তি হিত্বেতি। কেবলত্বমদ্বিতীয়ত্বম্। তস্যাত্মস্থিতিং বিবৃণোতি স্বাত্মনীতি। চিত্তস্য হি কল্পিতস্যাত্মৈব তত্ত্বং তৎ পুনরন্যতঃ সর্ব্বতো নিবারিতমধিষ্ঠানে নিমগ্নং তিষ্ঠতীতি ভাবঃ। তস্যামবস্থায়াং সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো ব্যাবৃত্ততৃষ্ণো যুক্তো ব্যবহ্রিয়ত ইত্যাহ নিস্পৃহ ইতি ॥ ১৮ ॥

রামানুজ।—যদেতি। যদাত্মপ্রয়োজনবিষয়ং চিত্তমাত্মন্যেব বিনিয়তং বিশেষেণ নিয়তং নিরতিশয়প্রয়োজনতয়া তত্রৈব নিয়তং নিশ্চলমবতিষ্ঠতে তদা সর্ব্বকামেভ্যো নিস্পৃহঃ সন্ যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগা (র্হঃ) রূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ১৮ ॥

হনুমান্।—অথাধুনা কদা যুক্তো ভবতীত্যত্রোচ্যতে যদেতি। যদা বিনিয়তং চিত্তং বিশেষেণ নিয়তং সংযতমেকাগ্রতামাপন্নং চিত্তং হিত্বা বাহ্যমাত্মন্যেব কেবলে ভবতি স্বাত্মনি স্থিতিং লভত ইত্যর্থঃ। নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো নির্গতা স্পৃহা যস্য দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যো স্পৃহা তৃষ্ণা যস্য যোগিনঃ স যুক্তঃ সমাহিত ইত্যুচ্যতে তদা ॥ ১৮ ॥

জাতিফল, লবঙ্গ, জাম, ক্ষুদেজাম, হরীতকী, পিণ্ড খর্জ্জুর, ক্ষীর (ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, চূর্ণবর্জ্জিত তাম্বূল, কর্পূর, বিঠুর, (?), সুমঠ, জামরুল, এই সকল দ্রব্য ভক্ষণ করিবেন। লঘুপাক, প্রিয়, স্নিগ্ধ এবং ধাতুপোষক ও মনঃপ্রফুল্লকারক দ্রব্যই যোগীদিগের ভক্ষ্য। এরূপ আহারের নাম 'পথ্যাহার। "দিব্য" শব্দের অর্থ দেবদেয়, সুতরাং দেবতার উদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া ভক্ষণ করাই বিধেয়। এক্ষণে মিতাহার সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। "শুদ্ধং সুমধুরং স্নিগ্ধং উদরাধ্মানবর্জ্জিতম্। ভুজ্যতে সুরসং প্রীত্যা মিতাহারমিমং বিদুঃ ॥" "অন্নেন পূরয়েদর্দ্ধং তোয়েন তু তৃতীয়কম্। উদরস্য তুরীয়াংশং সংরক্ষেৎ বায়ুচালনে ॥" শুদ্ধ অর্থাৎ সুপরিষ্কৃত, মধুররস বিশিষ্ট, স্নিগ্ধ অর্থাৎ ঘৃতসিক্ত বা অতীক্ষ্ণ, এরূপ অন্ন-ব্যঞ্জন এবং যাহা খাইলে বা যে পরিমাণ খাইলে পেটফুলা প্রভৃতি কষ্টকর অবস্থা উপস্থিত না হয়, প্রীতিপূর্ব্বক তাদৃশ অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি আহার করার নাম "মিতাহার।" মিতাহার ব্রতের অন্য নিয়ম এই যে, উদরের অর্থাৎ ক্ষুধার পরিমাণকে চারিভাগ করিয়া, তাহার অর্দ্ধভাগ অন্ন-ব্যঞ্জনাদির দ্বারা এবং একভাগ জল কি দুগ্ধাদি তরল পদার্থের দ্বারা পরিপূর্ণ করিবেক, অন্য একভাগ বায়ুসঞ্চরণের জন্য খালি রাখিবেক। তাৎপর্য্য এই যে, যোগী ভাল লাগে বলিয়া গণ্ডে পিণ্ডে আহার করিবেন না। নিত্য নিত্য এইরূপ আহার করার নাম "মিতাহার"। এক্ষণে "মেধ্যাহার" সম্বন্ধে দুই একটী উপদেশ উক্ত হইতেছে। "মেধ্যং হবিষ্যমিত্যুক্তং প্রশস্তং, সাত্ত্বিকং, লঘু।" শাস্ত্রে যাহা হবিষ্যান্ন বলিয়া, সত্ত্বগুণের বর্দ্ধক বলিয়া এবং লঘু ও প্রশস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, সেই সকল দ্রব্য আহার করিলে তাহা "মেধ্যাহার" বলিয়া গণ্য হইবে। এই উপদেশের দ্বারা ইহাই নিশ্চয় হইতেছে যে, যোগাভ্যাসকালে মৎস্য-মাংসাদি ভক্ষণ নিষেধ। যোগাভ্যাসকালে যাহা যাহা বর্জ্জন করা আবশ্যক তাহা, নিম্নলিখিত শ্লোকে সংকলিত আছে, যথা "অথ বর্জ্জ্যং প্রবক্ষ্যামি যোগবিঘ্নকরং পরম্। অম্লং রূক্ষং তথাতীক্ষ্ণং

শ্রীধর।—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং বিশেষণে নিরুদ্ধং সচ্চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ, সর্ব্বকামেভ্যঃ, ঐহিকামুষ্মিক-ভোগেভ্যঃ বিগততৃষ্ণো ভবতি, তদা প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে ॥১৮॥

বলদেব।—যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ যদেতি। যোগমভ্যসতো যোগিনশ্চিত্তং যদা বিনিয়তং নিরুদ্ধং সদাত্মন্যেব স্বস্মিন্নেবাবস্থিতং স্থিরং ভবতি তদাত্মেতরসর্ব্বস্পৃহাশূন্যো যুক্তো নিষ্পন্নযোগঃ কথ্যতে ॥১৮॥

মধুসূদন।—এবমেকাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতং সমাধিমভিধায় নিরোধভূমাবসম্প্রজ্ঞাতং সমাধিং বক্তুমুপক্রমতে যদেতি। যদা যস্মিন্ কালে পরবৈরাগ্যবশান্নিয়তং বিশেষেণ নিয়তং সর্ব্ববৃত্তিশূন্যতামাপাদিতং চিত্তং বিগতরজস্তমস্কমন্তঃকরণসত্ত্বং স্বচ্ছত্বাৎ সর্ব্ব-বিষয়াকারগ্রহণসমর্থমপি সর্ব্বতো নিরুদ্ধবৃত্তিকত্বাদাত্মন্যেব প্রত্যক্‌চিতি অনাত্মমুপরক্তে বৃত্তিরাহিত্যেঽপি স্বতঃসিদ্ধস্যাত্মাকারস্য বারয়িতুমশক্যত্বাৎ চিতেরেব প্রাধান্যাৎ ন্যগ্‌ভূতং সদবতিষ্ঠতে নিশ্চলং ভবতি, তদা তস্মিন্ সর্ব্ববৃত্তিনিরোধকালে যুক্ত সমাহিত ইত্যু-চ্যতে। কঃ? যঃ সর্ব্বকামেভ্যো নিস্পৃহঃ নির্গতা দোষদর্শনেন সর্ব্বেভ্যো দৃষ্টাদৃষ্টবিষয়েভ্যঃ কামেভ্যঃ স্পৃহা তৃষ্ণা যস্যেতি পরং বৈরাগ্যমসম্প্রজ্ঞাতসমাধেরন্তরঙ্গং সাধনমুক্তম্। তথাচ ব্যাখ্যাতং প্রাক্ ॥১৮॥

লবণং সর্ষপং কটু। বাহুল্যং ভ্রমণং প্রাতঃস্নানং তৈলং বিদাহকম্। স্তেয়ং হিংসা পরদ্বেষং চাহঙ্কার মনার্জবম্। উপবাসমসত্যঞ্চ মোহঞ্চ প্রাণিপীড়নম্॥" স্ত্রীসঙ্গমগ্নিসেবাঞ্চ বহ্বালাপং প্রিয়া-প্রিয়ম্। অতীবভোজনং যোগী ত্যজেদেতানি নিশ্চিতম্। "কট্বম্লং লবণং তিক্তং ভ্রষ্টঞ্চ দধি তক্রকম্। শাকোৎকটং তথা মদ্যং তালঞ্চ পনসং তথা॥ কুলোত্থং মুসুরং পাণ্ডুং কুষ্মাণ্ডং শাক-দণ্ডকম্। তুম্বীং কোলং কপিত্থঞ্চ কণ্টবিল্বং পলাশকম্॥ বিল্বং কদম্বজম্বীরং ..কুচং লশুনং বিষম্॥ কামরঙ্গং পিয়ালঞ্চ হিঙ্গুং বা মণিকেতকম্। যোগারম্ভে বর্জ্জয়েচ্চ পরস্ত্রীবহ্নিসেবনম্॥ কাঠিনাং দুরিতঞ্চৈব শুষ্কং পর্য্যুসিতং তথা। অতিশীতং চাতিচোগ্রং ভক্ষ্যং যোগী বিবর্জ্জয়েৎ॥ প্রাতঃ-স্নানোপবাসাদিকায়ক্লেশবিধং তথা। একাহারং নিরাহারং প্রাণান্তেঽপি ন কারয়েৎ॥" যোগি-দিগের বর্জ্জনীয় আহার ও ব্যবহার বর্ণন করিতেছি। অম্ল, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ, লবণ ও কটুদ্রব্য পরিত্যাগ করা উচিত। অধিক ভ্রমণ করা, প্রাতঃস্নান, তৈলমাখা, বিদাহক (ঝাল) দ্রব্য ভক্ষণ, হিংসা, পরবিদ্বেষ, অহঙ্কার, কৌটিল্য, উপবাস, মিথ্যা আচার ও মিথ্যা ব্যবহার, মুগ্ধতা, প্রাণিপীড়ন, পরস্ত্রীসঙ্গ, অগ্নিসেবন, অনেককথা (বাচালতা), অত্যাসক্তি ও অপ্রিয়াচরণ, বহুভোজন—এসমস্তই, যোগীদিগের অবশ্য ত্যাজ্য। ঘেরণ্ডসংহিতা গ্রন্থেও এইরূপ উপদেশ আছে। যথা,—কটু, অম্ল, লবণ, তিক্ত, ভ্রষ্ট অর্থাৎ ভাজা দ্রব্য, দধি, তক্র (ঘোল) ও কঠিন শাক ভক্ষণ কিংবা অধিক পরিমাণে শাক-ভোজন, মদ্য, তাল, কাঁচা কাঁঠাল (ইচোড়), কুলোথ (?), মুসুর, পলাণ্ডু, কুমড়ো, শাকদণ্ড অর্থাৎ শাকের ডাঁটা, লাউ, কুল, কৎবেল, কণ্টবিল্ব, (?) (কাঁচাবেল), পদ্মপত্র, (?) পাকাবেল, কদম্ব, নেবু, ডেওফল, লশুন, পদ্মবীজ, কামরাঙ্গা, পিয়াল, হিঙ্, মণিকেতন (?), পরস্ত্রী, অগ্নিসেবা, কর্কশ ব্যবহার, পাপকার্য্য, অতি উষ্ণ, পর্য্যুসিত দ্রব্য, অতিশীতল, অতিউগ্র অর্থাৎ তীক্ষ্ণখাদ্য, যোগী এসমস্তই বর্জ্জন করিবেন। যোগাভ্যাসকালে যোগী প্রাণান্তেও প্রাতঃস্নান, উপবাস ও অন্যান্য প্রকার কায়ক্লেশ, একাহর ও অত্যল্পাহার করিবেন না।

নীলকণ্ঠ।—নির্ব্বাণপরমাং শান্তিং প্রাপ্তস্য লক্ষণান্যাহ যদেত্যাদিভিঃ ষড়্ভিঃ। বিনিয়তং বিশেষেণ একাগ্রতাভূমেরপি নিয়তং নিরুদ্ধমাত্মনি প্রত্যগাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে ন স্বস্থিত্যাদিরূপেণ উদ্রিচ্যতে যদা তদা যোগী সর্ব্বেভ্যঃ জাগ্রৎস্বপ্নবীজসমাধিসুপস্থিতেভ্যঃ (ল্যব্লোপে পঞ্চমী), সার্ব্বাত্ম্যপ্রাপ্ত্যৈব তান্ প্রাপ্য তেষু নিস্পৃহো ভবতি যদা তদা যুক্তো নির্বিকল্প ইত্যুচ্যতে ॥১৮॥

বিশ্বনাথ।— যোগী নিষ্পন্নযোগঃ কদা ভবেদিত্যাকাঙ্ক্ষায়ামাহ যদেতি। বিনিয়তং নিরুদ্ধং চিত্তং আত্মনি স্বস্মিন্নেব অবতিষ্ঠতে নিশ্চলীভবতীত্যর্থঃ ॥১৮॥

তাৎপর্য্য।—পুরুষ কোন্ সময়ে যুক্ত হইয়া থাকেন, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। যে সময়ে বৈরাগ্য প্রভাবে অন্তঃকরণ সবিশেষরূপে সর্ব্ববৃত্তি পরিশূন্য হয় এবং রজস্তমগুণবিহীনতা হেতু স্বচ্ছতা ও নির্ম্মলতা লাভ করিয়া, সর্ব্ববিষয়াকার গ্রহণে সমর্থ হয়; যখন অনাত্ম-বিষয়ানুরক্তি পরিহারপূর্ব্বক অন্তঃকরণ স্বতঃই আত্মাকার বৃত্তি পরিগ্রহ না করিয়া এবং তাহাতে স্থিরভাবে সমবস্থিত না হইয়া থাকিতে পারে না, তখনই সেই

একাহার, অল্পাহার, উপবাস ও লঙ্ঘন প্রভৃতি বর্জ্জন করা, হঠযোগ ও প্রাণায়াম শিক্ষা কালেরই উপযুক্ত। ধ্যানযোগ বা সমাধিযোগ অভ্যাসের সময় এই সকল অনুষ্ঠানের নিষেধ নাই; বরং বিধিই আছে। যথা—"আহারান্ কীদৃশান্ কৃত্বা কানি জিত্বা চ ভারত। যোগী বলমবাপ্নোতি তদ্ভবান্ বক্তুমর্হতি॥ ভীষ্ম উবাচ। কণানাং ভক্ষণে যুক্তঃ পিণ্যাকস্য চ ভারত। স্নেহানাং বর্জ্জনে যুক্তো যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ ভুঞ্জানো যাবকং রূক্ষং দীর্ঘকালমরিন্দম। একাহারো বিশুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ পক্ষান্ মাসান্ ঋতুংশ্চৈব সংবৎসরানহস্তথা। অপঃ পীত্বা পয়োমিশ্রং যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ অখণ্ডমপি বা মাসং সততং মনুজেশ্বর। উপোষ্য সম্যক্ শুদ্ধাত্মা যোগী বলমবাপ্নুয়াৎ॥ কামং জিত্বা তথা ক্রোধং শীতোষ্ণবর্ষমেব চ। ভয়ং শোকং তথা শ্বাসং পৌরুষান্ বিষয়ান্ তথা। অরতিং দুর্জ্জয়াঞ্চৈব ঘোরাং তৃষ্ণাঞ্চ পার্থিব। স্পর্শং নিদ্রাং তথা তন্দ্রাং দুর্জ্জয়াং নৃপসত্তম॥ দীপয়ন্তি মহাত্মানঃ সূক্ষ্মমাত্মানমাত্মনা।" যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভরতর্ষভ! যোগিগণ কিরূপ আহার করিয়া এবং কি কি জয় করিয়া যোগবল লাভ করেন, তাহা আপনি বলুন। ভীষ্ম বলিলেন, যুধিষ্ঠির! যোগিগণ শস্যের কণা (শালিচূর্ণ ও গোধূম চূর্ণ) ভক্ষণ, তিলকল্ক ভক্ষণ ও তৈল প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য বর্জ্জন করিয়া বল বা যোগশক্তি লাভ করেন। হে শত্রুদমন যুধিষ্ঠির! তাঁহারা যাবক (একপ্রকার ধান্য) ও নিঃস্নেহ দ্রব্য ভক্ষণ করিতে করিতে দীর্ঘকাল পরে বল-সম্পন্ন (ক্ষমতাপন্ন) হন। শুদ্ধমনে ও একাহারী হইয়া এবং কোন কোন যোগী পক্ষ, মাস, ঋতু ও বৎসর পরিমিত কাল ও নিত্য নিত্য বা প্রতিদিন জলমিশ্রিত দুগ্ধ পান করিয়া বলপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া পূর্ণ একমাস উপবাসী থাকিয়াও কেহ কেহ বলপ্রাপ্ত হন। তাঁহারা কাম, ক্রোধ, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, ভয়, শোক, শ্বাস, প্রশ্বাস, পুরুষ-ভোগ্যবিষয় (রূপ-রসাদি), অরতি, উদ্যমহীনতা, বিষয়তৃষ্ণা, স্পর্শ-সুখ, নিদ্রা, তন্দ্রা, এই সকল জয় করিয়া যোগবল প্রাপ্ত হন এবং আপনাআপনি আপনার আত্মাকে উদ্দীপিত করেন।—(শ্রীযুক্ত পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ।)

সর্ব্বকামনা-বিহীন ও বিষয়দোষ-দর্শনে বিরক্তচিত্ত বিগততৃষ্ণ পুরুষ সমাহিত নাম প্রাপ্ত হন। সর্ব্ববৃত্তির নিরোধ হেতু তখন তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন। এইরূপ বৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ স্বরূপ ॥ ১৮ ॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—যথা নির্ব্বাতে (বায়ুবিহীনে স্থানে) দীপ ন ইঙ্গতে (চলতি) আত্মনঃ যোগং যুঞ্জতঃ (অনুতিষ্ঠতঃ) যতচিত্তস্য যোগিনঃ সা উপমা স্মৃতা (চিন্তিতা) ॥ ১৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যেরূপ বায়ুবিহীন-স্থানে প্রদীপ বিকম্পিত হয় না আত্মার যোগে নিবিষ্ট সংযতান্তঃকরণ যোগীর তাহা উপমাস্বরূপে চিন্তিত ॥ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা।—বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ দীপকলিকা অণুমাত্রও আন্দোলিত হয় না; যোগজ্ঞেরা যোগপরায়ণ সংযতমনা যোগিদিগের আত্মার অবস্থাও তদ্রূপ বলিয়া বিবেচনা করেন ॥ ১৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোগিনঃ সমাহিতং যচ্চিত্তং তস্যোপমোচ্যতে যথেতি। যথা দীপঃ প্রদীপো নিবাতস্থো নিবাতে বাতবর্জ্জিতে স্থানে স্থিতো নেঙ্গতে নৈজতি ন চলতি সা উপমা, উপমীয়তেঽনয়েত্যুপমা যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রচারদর্শিভিঃ স্মৃতা চিন্তিতা যোগিনোঽযতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগমনুতিষ্ঠত আত্মনঃ সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

আনন্দগিরি।—উপমা যোগিনশ্চিত্তস্থৈর্য্যস্যোদাহরণমিত্যর্থঃ। উপমাশব্দস্য প্রদীপবিষয়ত্বসিদ্ধ্যর্থং করণব্যুৎপত্তিং দর্শয়তি উপমীয়ত ইতি। যোগিনো যথোক্তবিশেষণবতশ্চিত্তস্থৈর্য্যস্যেতি শেষঃ ॥ ১৯ ॥

রামানুজ।—যথেতি। নিবাতস্থো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, অচলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি যতচিত্তস্য নিবৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তের্যোগিনঃ। আত্মনি যোগং যুঞ্জত আত্মস্বরূপস্য সোপমা নিবাতস্থতয়া নিশ্চলসপ্রভদীপবন্নিবৃত্তসকলেতরমনোবৃত্তিতয়া নিশ্চলো জ্ঞানপ্রভঃ আত্মা তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

হনুমান্।—যোগিনঃ সমাহিতস্যোপমোচ্যতে যথেতি। যথা দীপো নিবাতস্থো নিবাতে বাতবর্জ্জিতে দেশে স্থিতঃ নেঙ্গতে ন চলতি সোপমা উপমীয়তেহনয়েত্যুপমা স্মৃতা যোগজ্ঞৈশ্চিত্তপ্রকারদর্শিভিঃ চিন্তিতা, যোগিনো যতচিত্তস্য সংযতান্তঃকরণস্য যুঞ্জতো যোগং সমাধিমনুতিষ্ঠত ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধর।—আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য? আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যস্যতো যোগিনো যতং নিয়তং চিত্তং যস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশতয়া চাচঞ্চলং তচ্চিত্তং তদ্বৎ তিষ্ঠতি ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

বলদেব।—তদা যোগী কীদৃশো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ যথেতি। নির্ব্বাতদেশস্থে দীপো নেঙ্গতে ন চলতি নিশ্চলঃ সপ্রভস্তিষ্ঠতি স দীপো যথা যথাবদুপমা যোগজ্ঞৈঃ স্মৃতা চিন্তিতা। (সোপমেত্যত্র সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সূত্রাৎ সন্ধিঃ)। উপমাশব্দেনোপমানং বোধ্যম্। কস্যেত্যাহ যোগিন ইতি। যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্ত-বৃত্তেরাত্মনো যোগং ধ্যানং যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতঃ। নিবৃত্তসকলেতরচিত্তবৃত্তিরভ্যুদিতজ্ঞানযোগী নিশ্চলসপ্রভদীপসদৃশো ভবতীতি ॥ ১৯ ॥

মধুসূদন।—সমাধৌ নিবৃত্তিকস্য চিত্তস্যোপমানমাহ যথেতি। দীপচলনহেতুনা বাতেন রহিতে দেশে স্থিতো দীপো যথা চলনহেত্বভাবান্নেঙ্গতে ন চলতি সোপমা স্মৃতা, স দৃষ্টান্তশ্চিন্তিতো যোগজ্ঞৈঃ। কস্য? যোগিনঃ একাগ্রভূমৌ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিমতোঽভ্যাস-পাটবাৎ যতচিত্তস্য নিরুদ্ধসর্ব্বচিত্তবৃত্তেরসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপং যোগং নিরোধভূমৌ যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতো য আত্মান্তঃকরণং তস্য নিশ্চলতয়া সত্ত্বোদ্রেকেন প্রকাশকতয়া চ নিশ্চলো দীপো দৃষ্টান্ত ইত্যর্থঃ। আত্মনো যোগং যুঞ্জত ইতি ব্যাখ্যানে দার্ষ্টান্তিকালাভঃ সর্ব্বাবস্থস্যাপি চিত্তস্য সর্ব্বদাত্মাকারতয়াত্মপদবৈয়র্থ্যঞ্চ। ন হি যোগেনাত্মাকারতা চিত্তস্য সম্পাদ্যতে, কিন্তু স্বত এবাত্মাকারস্য স্বতো নাত্মাকারতা নিবর্ত্তেত ইতি তস্মাদ্দার্ষ্টান্তিকপ্রতিপাদনার্থমেবাত্মপদম্। (যতচিত্তস্যেতি বা ভাবপরো নির্দ্দেশঃ কর্ম্মধারয়ো বা), যতস্য চিত্তস্যেত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

নীলকণ্ঠ।—একাগ্রতাবস্থায়াং যোগিচিত্তস্যোপমামাহ যথেতি। নেঙ্গতে ন চলতি তদ্বৎ যতঞ্চ তচ্চিত্তঞ্চ যতচিত্তং তস্য একাগ্রতাং প্রাপ্তং চিত্তং নিবাতপ্রদীপবন্ন চলতীত্যর্থঃ, আত্মনো যোগং সমাধিং যুঞ্জতোঽনুতিষ্ঠতঃ ॥ ১৯ ॥

বিশ্বনাথ।—যথেতি। নিবাতস্থো নির্ব্বাতদেশস্থিতো দীপো নেঙ্গতে ন চলতি যঃ সএব দীপ উপমা যথা যথাবদিত্যর্থঃ। (সোঽচি লোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সন্ধিঃ)। কস্যোপমা? ইত্যত আহ যোগিন ইতি ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে শ্রীভগবান্ একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দ্বারা সমাহিত চিত্তের অবস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। বায়ুপ্রভাবেই দীপশিখা আন্দোলিত

ও বিকম্পিত হইয়া থাকে। যে স্থানে বায়ুপ্রবাহ নাই সে স্থানের প্রদীপ-কলিকা বিচলিত হয় না। যোগবিশারদ মহাত্মগণ এই ঘটনা যোগনিরত পুরুষের আন্তরিক অবস্থার তুলনা স্থূল বলিয়া বিবেচনা করেন। যাঁহারা অভ্যাস সহকারে চিত্তের সমস্ত বৃত্তি নিরোধ করিয়া, সত্ত্বগুণের উদ্রেক হেতু অন্তঃকরণকে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল করিতে সক্ষম হইয়াছেন, বাহ্যবিষয়-রূপ বাতাঘাতে তাঁহাদের অন্তঃকরণরূপ দীপ কখনই বিন্দুমাত্র বিচলিত হওয়া সম্ভবপর নহে ॥ ১৯ ॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০ ॥
সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১ ॥
যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২ ॥
তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩ ॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪ ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—যত্র (যস্মিন্ কালে অবস্থাবিশেষে বা) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসেন) নিরুদ্ধং (সংযতং) চিত্তং উপরমতে (উপরতং ভবতি যত্র চ আত্মনা (শুদ্ধেন মনসা) আত্মানং (সচ্চিদানন্দঘনাদ্বিতীয়ং) পশ্যন্ (সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্) আত্মনি এব (পরমানন্দস্বরূপে) তুষ্যতি।

(তুষ্টিং ভজতে)। যত্র যৎ-তৎ (কিমপি) বুদ্ধিগ্রাহ্যং (ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া বুদ্ধ্যা অনুভবনীয়ম্) অতীন্দ্রিয়ং (বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং) আত্যন্তিকং (অনন্তম্) সুখং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং) বেত্তি (জানাতি, অনুভবতি যোগী ইতি শেষঃ) চ স্থিতঃ (তিষ্ঠন্) [সন্] তত্বঃ (আত্মস্বরূপাৎ) অয়ং (বিদ্বান্) ন চলতি (প্রচ্যবতে)। যং (আত্মস্বরূপজ্ঞানরূপাং সুখাবস্থাম্) লব্ধ্বা (প্রাপ্য) অপরং (তদিতরং অন্যম্) লাভং ততঃ (তদপেক্ষয়া) অধিকং ন মন্যতে (চিন্তয়তি) যস্মিন্ আত্মস্বরূপজ্ঞান-রূপে সুখময়ে অবস্থাবিশেষে) স্থিতঃ গুরুণাপি (মহতাপি) দুঃখেন (শস্ত্রপাতাদিনা ক্লেশেন) ন বিচাল্যতে (অভিভূয়তে)। তং (এবংভূতং অবস্থাবিশেষং) দুঃখসংযোগবিয়োগং (দুঃখৈঃ সংযোগঃ দুঃখসংযোগঃ তেন বিয়োগং বিরহিতং) যোগসংজ্ঞিতং (যোগশব্দবাচ্যম্) বিদ্যাৎ (বিজানীয়াৎ) স যোগঃ নিশ্চয়েন (শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন অধ্য-বসায়েন) অনির্ব্বিণ্ণচেতসা (নির্ব্বেদরহিতেন চিত্তেন) যোক্তব্যঃ (অভ্যসনীয়ঃ)। সঙ্কল্প-প্রভবান্ (সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-প্রতিকূলান্) সর্ব্বান্ কামান্ (বিষয়ভোগাভিলাষান্) অশেষতঃ (নিঃশেষেণ সবাসনান্) ত্যক্ত্বা (পরিত্যজ্য) মনসৈব (বিষয়দোষ-দর্শিনা বিবেকযুক্তেন মনসা) সমন্ততঃ (সমন্তাৎ সর্ব্ববিষয়েভ্যঃ) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমুদায়ং) বিনিয়ম্য (প্রত্যাহৃত্য)। ধৃতিগৃহীতয়া (ধৈর্য্যেণ বশীকৃতয়া) বুদ্ধ্যা মনঃ আত্মসংস্থং (আত্মনি নিশ্চলং) কৃত্বা শনৈঃ শনৈঃ (অভ্যাসক্রমেণ ধীরেণ) উপরমেৎ (উপরতিং কুর্য্যাৎ) কিঞ্চিৎ অপি (অনাত্মানমাত্মানমপি) ন চিন্তয়েৎ (বৃত্ত্যা বিষয়ী-কুর্য্যাৎ) ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

প্রতিশব্দ।—যে-অবস্থায় যোগাভ্যাস দ্বারা সংযত চিত্ত উপরত হয় এবং যে-অবস্থায় পরিশুদ্ধ-জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্মাকে দেখিতে-দেখিতে আপনাতেই তুষ্টি-ভোগ-করেন; যে-অবস্থায় সেই যে বুদ্ধি-দ্বারা অনুভবনীয় বিষয়েন্দ্রিয়-সম্বন্ধাতীত অনন্ত সুখ উপভোগ-করেন এবং তাহাতে অবস্থিত [হইয়া] তাহা হইতে জ্ঞানী পরিভ্রষ্ট হন না;

যে-অবস্থা লাভ-করিয়া অন্য লাভকে তদপেক্ষা অধিক জ্ঞান-করেন না; যে-অবস্থায় অবস্থিত হইলে মহৎ দুঃখের-দ্বারা-ও অভিভূত-হন না, তাদৃশ অবস্থাকে দুঃখসংস্পর্শবিহীন যোগ-নামে জানিবে, সেই যোগ দৃঢ়তা-সহকারে নির্ব্বেদরহিতচিত্তে অভ্যাস-করণীয়; সঙ্কল্প-সম্ভূত সকল ভোগাভিলাষ নিঃশেষরূপে ত্যাগ-করিয়া মনের-দ্বারাই চতুর্দ্দিক-হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে প্রত্যাহার করিয়া। ধারণাযুক্ত বুদ্ধি-দ্বারা মনকে আত্ম-সংস্থিত করিয়া অভ্যাসক্রমে উপরত হইবে কিছুই চিন্তা-করিবে না॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

ব্যাখ্যা।—যে অবস্থায় যোগাভ্যাস-প্রভাবে চিত্ত সংযত হইয়া বিষয়ান্তরবিমুখ হয়; যে অবস্থায় পরমানন্দ স্বরূপ আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হেতু, যোগী ব্যক্তি স্বকীয় আত্মসম্বন্ধেই পরিতুষ্ট থাকেন; যে অবস্থায় যোগী পুরুষ কেবল বুদ্ধিদ্বারা গ্রহণীয়, বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ পরিশূন্য, অবক্তব্য অনন্ত সুখসম্ভোগ করেন; যে অবস্থায় সমবস্থিত হইয়া সেই জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ কখনই তাহা হইতে বিচলিত হন না; যে সুখময়ী অবস্থা লাভ করিয়া তদিতর কোন লাভকেই তদপেক্ষা অধিক বলিয়া তাঁহার মনে হয় না; এবং যে অবস্থায় অবস্থিত যোগী অস্ত্রাঘাত ও শীতবাতাদি জনিত অতীব ক্লেশ-সম্পাতেও অভিভূত হন না, সেই অবস্থাই দুঃখ-সংস্পর্শ-পরিহীন যোগ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। সংকল্প-সমুদ্ভূত সুতরাং যোগ প্রতিকূল যাবতীয় বিষয়ভোগ-কামনা নিঃশেষরূপে পরিবর্জ্জন করিয়া এবং স্বকীয় মানসিক শক্তিপ্রভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রত্যাহৃত ও নিরুদ্ধ করিয়া, শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ-জনিত দৃঢ়বিশ্বাস সহকারে নির্ব্বেদ-রহিত হৃদয়ে সেই যোগ অভ্যাস করা বিধেয়। ধৈর্য্য-বশীভূত বুদ্ধির দ্বারা স্বকীয় মনকে আত্মাতেই সম্যক্ রূপে নিশ্চল ভাবে স্থাপন করিবে এবং ক্রমশঃ অভ্যাস সহকারে বিষয় ব্যাপার হইতে উপরত হইয়া যাবতীয় চিন্তা পরিত্যাগ করিবে॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রীভূতং নিবাতপ্রদীপকল্পং সৎ যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তং উপরতিং গচ্ছতি নিরুদ্ধং সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন, যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা সমাধিপরিশুদ্ধেনান্তঃকরণেন আত্মানং পরং চৈতন্যং সর্ব্বতোজ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যন্নুপলভমানঃ স্বে এবাত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে॥ কিঞ্চ সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিকমত্যন্তমেব ভবতীত্যাত্যন্তিকং অনন্তমিত্যর্থঃ। যৎ তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈবেন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতমবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ, বেত্তি তদীদৃশং সুখমনুভবতি যত্র যস্মিন্ কালে, ন চ এব অয়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতস্তস্মান্নৈব চলতি তত্ত্বতঃ তত্ত্বস্বরূপান্ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ॥ কিঞ্চ যং লব্ধ্বেতি। যং লব্ধ্বা যমাত্মলাভং লব্ধ্বা প্রাপ্য চ অপরমন্যল্লাভান্তরং ততোঽধিকমস্তীতি ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মতত্ত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রনিপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতাপি ন বিচাল্যতে॥ যত্রোপরমতে ইত্যাদ্যারভ্য যাবদ্ভিবিশেষণৈর্বিশিষ্ট আত্মাবস্থাবিশেষো যোগ উক্তঃ, তমিতি। তং বিদ্যাৎ বিজানীয়াৎ দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখৈঃ সংযোগো দুঃখসংযোগস্তেন বিয়োগো দুঃখসংযোগবিয়োগস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগ ইত্যেবসংজ্ঞিতং বিপরীতলক্ষণেন বিদ্যাৎ বিজানীয়াদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপসংহৃত্য পুনরন্বয়ারম্ভেণ যোগস্য কর্ত্তব্যতোচ্যতে, নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োর্যোগস্য সাধনত্ববিধানার্থং স যথোক্তফলোপযোগো নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ন নির্ব্বিণ্ণমনির্ব্বিণ্ণং তচ্চেতস্তেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা চিত্তেনেত্যর্থঃ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পপ্রভবান্ সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতো নির্লেপেন, কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং বিনিয়ম্য নিয়মনং কৃত্বা সমন্ততঃ সমস্তাৎ॥ শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা উপরতিং কুর্য্যাৎ। কয়া বুদ্ধ্যা, কিংবিশিষ্টয়া ধৃতিগৃহীতয়া ধৃত্যা ধৈর্য্যেণ গৃহীতয়া ধৈর্য্যেণ যুক্তয়েত্যর্থঃ আত্মনি সংস্থিতং আত্মৈব সর্ব্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিদস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ। এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ তত্রৈবমাত্মসংস্থং মনঃ কর্ত্তুং প্রবৃত্তো যোগী॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

আনন্দগিরি।—দ্বিবিধঃ সমাধিঃ সম্প্রজ্ঞাতোঽসম্প্রজ্ঞাতশ্চ ধ্যেয়ৈকাকারসত্ত্ববৃত্তিভেদেন কথঞ্চিৎ জ্ঞায়মানঃ সম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ কথমপি পৃথগজ্ঞায়মানা সৈব সত্ত্ববৃত্তিরসম্প্রজ্ঞাতঃ সমাধিস্তত্র সামান্যেন সমাধিলক্ষণমভিধায়াসম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরধুনা লক্ষণং বিবক্ষয়ন্নাহ এবমিতি। কালে সমাধ্যুপলক্ষিতে এবকারস্তস্যাতীত্যনেন সম্বধ্যতে। চকারস্য সম্বন্ধমাহ যস্মিংশ্চেতি। কালস্ত পূর্ব্ববৎ। কর্ম্মকারকত্বেন নির্দ্দিষ্টমাত্মানং তৎপদার্থত্বেন ব্যাচষ্টে পরমিতি। আত্মনীত্যস্য ত্বম্পদার্থবিষয়ত্বমাহ স্বে এবেতি। পরমাত্মানং প্রতীচ্যেব তদ্ভাবেনাপরোক্ষীকুর্ব্বন্নতুষ্টিহেত্বভাবাৎ, তুষ্যত্যেবেত্যর্থঃ। তস্মিন্ কালে যোগসিদ্ধির্ভবতীতিশেষঃ॥ যোগসিদ্ধিকালং প্রকারান্তরেণ প্রকটয়তি কিঞ্চেতি। বুদ্ধিশব্দঃ

স্বানুভববিষয়ঃ । ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষস্বানুভবগম্যত্বোক্তেরতীন্দ্রিয়মিতি পুনরুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ অবিষয়েতি। পদচ্ছেদঃ ন চেত্যাদি, অপেক্ষিতপূরণং আত্মস্বরূপ ইতি, তস্মাৎ তত্ত্বত ইতি সম্বন্ধঃ, নৈবেত্যেবকারসম্বন্ধোক্তিঃ। চকারঃ সপ্তম্যা সম্বন্ধনীয়ঃ যত্রেতি পূর্ব্ববৎ সম্বন্ধঃ॥ প্রকারান্তরেণ প্রকৃতং যোগং বিশিনষ্টি কিঞ্চেতি। "আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" ইতি স্মৃত্যা ব্যাচষ্টে যমাত্মলাভমিতি। লাভান্তরং পুরুষার্থভূতং ততস্তস্মাদাত্মলাভাদিতি যাবৎ, তং বিদ্যাদিত্যুত্তরত্র সম্বন্ধঃ। যস্মিন্ ইত্যাদ্যবতারয়তি কিঞ্চেতি। অপরিপক্কযোগো যথা দর্শিতেন দুঃখেন প্রচ্যাব্যতে, ন চৈবং বিচাল্যতে যস্মিন্ স্থিতো যোগী তং যোগং বিদ্যাদিতি পূর্ব্ববৎ॥ তং বিদ্যাদিত্যাদ্যপেক্ষিতং পূরয়ন্নবতারয়তি যত্রেতি। তমিত্যাত্মাবস্থাবিশেষং পরামৃশতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগো বিয়োগসংজ্ঞিতো যুজ্যতে স কথং যোগসংজ্ঞিতং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ বিপরীতেতি। ইয়ং হি যোগাবস্থা সমুৎখাতনিখিলদুঃখভেদেঽতিদুঃখসংযোগাভাবো যোগসংজ্ঞামর্হতীত্যর্থঃ। উপসংহৃতযোগফলে কিমিতি পুনর্যোগস্য কর্ত্তব্যত্বমুচ্যতে তত্রাহ যোগফলমিতি। প্রকারান্তরেণ যোগস্য কর্ত্তব্যত্বোপদেশারম্ভোঽত্রাপ্যারম্ভঃ যোগং যুঞ্জানস্তৎক্ষণাদুক্তাং সংসিদ্ধিমলভমানঃ সংশয়ানো নিবর্ত্তেতেতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং পুনঃ কর্ত্তব্যোপদেশোঽর্থবানিতি মত্বাহ নিশ্চয়েতি। তয়োঃ সাধনত্ববিধানমেবাক্ষরযোজনয়া সাধয়তি স যথেতি। ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সেৎস্যতীত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ইতশ্চ যোগস্য কর্ত্তব্যত্বমিতি প্রতিজানীতে কিঞ্চেতি। কেন ক্রমেণ কর্ত্তব্যত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পঃ শোভনাধ্যাসঃ। সর্ব্বানিত্যুক্তা পুনরশেষত ইতি পুনরুক্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ নির্লেপেনেতি। যথা শেষো ন ভবতি তথা সর্ব্বেষাং কামানাং শোভনাধ্যাসাধীনানাং ত্যাগস্য যোগানুষ্ঠানশেষত্ববদ্বিবেকযুক্তেন মনসা করণসমুদায়স্য সর্ব্বতো নিয়মনমপি তত্র শেষত্বেন কর্ত্তব্যমিত্যাহ কিঞ্চেতি॥ কামত্যাগদ্বারেণেন্দ্রিয়াণি প্রত্যাহৃত্য কিং কুর্য্যাদিতি শঙ্কিতারং প্রত্যাহ শনৈঃ শনৈরিতি। সহসা বিষয়েভ্যঃ সকাশাদুপরমে মনসো ন স্বাস্থ্যং সম্ভবতীত্যভিপ্রেত্যাহ ন সহসেতি। অত্র সাধনং ধৈর্য্যযুক্তা বুদ্ধিরিত্যাহ কয়া ইত্যাদিনা। ভূম্যাদীরব্যাকৃতপর্য্যন্তাঃ প্রকৃতীরষ্ট পূর্ব্বত্র পূর্ব্বত্র ধারণং কৃত্বোত্তরোত্তরক্রমেণ প্রবিলাপয়েদিতি ভাবঃ। অব্যক্তমাত্মনি প্রবিলাপ্য আত্মমাত্রনিষ্ঠং মনো বিধায় চিন্তয়িতব্যাভাবাদতিস্বস্থো ভবেদিত্যাহ আত্মেতি। তত্র সংস্থিতিমেব মনসো বিবৃণোতি আত্মৈবেতি। যোগবিধিমুপক্রম্য কিমিদমুক্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ এষ ইতি। যন্মনসো নৈশ্চল্যমিতি শেষঃ। ননু মনসঃ শব্দাদিনিমিত্তানুরোধেন রাগদ্বেষবশাদত্যন্তচঞ্চলস্যাস্থিরস্য তত্র স্বভাবেন প্রবৃত্তস্য কুতো নৈশ্চল্যং নৈশ্চিন্ত্যঞ্চেতি তত্রাহ ততেতি। যোগপ্রারম্ভঃ সপ্তম্যর্থঃ, এবশব্দেন মনসৈবেত্যাদিঃ উক্তপ্রকারো গৃহ্যতে॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

রামানুজ। —যোগসেবয়া হেতুনা সর্ব্বত্র নিরুদ্ধং চিত্তং যত্র যোগ উপরমতে অতিশয়িতসুখমিদমেবেতি রমতে যত্র যোগে চ আত্মনা মনসা আত্মানং পশ্যন্নন্যনিরপেক্ষমাত্মন্যেব।

তুষ্যতি॥ সুখমিতি। যৎ তদতীন্দ্রিয়মাত্মবুদ্ধ্যৈকগ্রাহ্যমাত্যন্তিকং সুখং যত্র চ যোগে বেত্তি অনুভবতি যত্র চ যোগে স্থিতঃ সুখাতিরেকেণ তত্ত্বতস্তত্ত্বাবান্ন চলতি॥ যমিতি। যং যোগং লব্ধ্বা ততস্তমেব কাঙ্ক্ষমাণো নাপরং লাভং মন্যতে যস্মিংশ্চ যোগে স্থিতো বিরতোঽপি গুণবৎপুত্রবিয়োগাদিনা গুরুণাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে॥ তমিতি তং দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখসংযোগ প্রত্যনীকাকারং যোগশব্দাভিধেয়ং জ্ঞানং বিদ্যাৎ। স এবম্ভূতো যোগ ইত্যারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েনানিবিকল্পচেতসা হৃষ্টচেতসা যোক্তব্যঃ॥ সঙ্কল্পেতি। স্পর্শজাঃ সঙ্কল্পজাশ্চেতি দ্বিবিধাঃ কামাঃ স্পর্শজাঃ শীতোষ্ণাদয়ঃ সঙ্কল্পজাঃ পুত্রপৌত্রক্ষেত্রাদয়স্তত্র সঙ্কল্পপ্রভবাঃ স্বরূপেণৈব ত্যক্তুমশক্যাস্তান্ সর্ব্বান্ মনসৈব তদনন্বয়ানুসন্ধানেন ত্যক্ত্বা স্পর্শজেম্ববর্জ্জনীয়েষু তন্নিমিত্তহর্ষোদ্বেগৌ ত্যক্ত্বা সমন্ততঃ সর্ব্বস্মাৎ বিষয়াৎ সর্ব্বমিন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য॥ শনৈঃ শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ধৃতি-গৃহীতয়া বিবেকবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সর্ব্বস্মাদাত্মব্যতিরিক্তাদুপরম্যাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

হনুমান্।—এবং যোগাভ্যাসবলাদেকাগ্রভূতং নিবাতপ্রদীপরূপং সৎ যত্রেতি যস্মিন্ কালে উপরমতে চিত্তমুপরতিং গচ্ছতি নিরুদ্ধং সর্ব্বতো নিবারিতপ্রচারং যোগসেবয়া যোগানুষ্ঠানেন, যত্র চৈব যস্মিংশ্চ কালে আত্মনা আত্মানং পরং চৈতন্যং জ্যোতিঃস্বরূপং পশ্যন্ পলভমানঃ স্ব এবাত্মনি তুষ্যতি তুষ্টিং ভজতে॥ কিঞ্চ সুখমিতি। সুখমাত্যন্তিক-মত্যন্তমেব ভবতীত্যনন্তমিত্যর্থঃ। যৎ তদ্বুদ্ধেরিন্দ্রিয়নিরপেক্ষয়া গৃহ্যত ইতি বুদ্ধিগ্রাহ্য-মতীন্দ্রিয়মিন্দ্রিয়গোচরাতীতং তদবিষয়জনিতমিত্যর্থঃ। বেত্তি তাদৃশং সুখমনুভবতি, যস্মিন্ কালে ন চৈবায়ং বিদ্বানাত্মস্বরূপে স্থিতস্তস্মাচ্চলতি তত্ত্বস্বরূপাৎ ন প্রচ্যবত ইত্যর্থঃ॥ কিঞ্চ যমিতি। যমাত্মানং লব্ধ্বা প্রাপ্যাপরং লাভং ন মন্যতে লাভান্তরং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি। কিঞ্চ যস্মিন্নাত্মৈকত্বে স্থিতো দুঃখেন শস্ত্রপাতাদিলক্ষণেন গুরুণাপি গরীয়সাপি ন বিচাল্যতে॥ যত্রোপরমত ইত্যারভ্য যাবদ্ভিবিশেষণৈর্বিশিষ্টঃ আত্মাবস্থাবিশেষ উক্তঃ, তমিতি। [অবস্থাবিশেষো যোগযুক্তঃ] তং বিদ্যাৎ, দুঃখসংযোগবিয়োগং দুঃখেন সংযোগো দুঃখসংযোগস্তেনাসংযোগো দুঃখসংযোগবিয়োগ ইত্যেব সংজ্ঞিতস্তং বিপরীতং বিদ্যাদিত্যর্থঃ। যোগফলমুপহৃত্য পুনর্ব্বারমেব কর্ত্তব্যতোচ্যতে নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োঃ সাধনত্ব-বিধানার্থং স যথোক্তফলো যোগঃ নিশ্চয়েনাধ্যবসায়েন যোক্তব্যঃ অনির্বিণ্নচেতসা ন নির্বিণ্নমনির্বিণ্নং তচ্চেতস্তেন নির্ব্বেদরহিতেন চিত্তেনেত্যর্থঃ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পঃ প্রভবো যেষাং কামানাং তে সঙ্কল্পপ্রভবাঃ কামাস্তাংস্ত্যক্ত্বা পরিত্যজ্য সর্ব্বানশেষতো নিঃশেষং নির্লেপম্। কিঞ্চ মনসৈব বিবেকযুক্তেন ইন্দ্রিয়গ্রামমিন্দ্রিয়সমুদায়ং নিয়ম্য নিয়তং কৃত্বা সমন্ততঃ সমন্তাৎ। শনৈরিতি। শনৈঃ শনৈর্ন সহসা উপরমেদুপরতিং কুর্য্যাৎ। কয়া বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া ধৈর্য্যযুক্তয়েত্যর্থঃ। আত্মসং-স্থমাত্মনি স্থিতমাত্মৈব সর্ব্বং ন ততোঽন্যৎ কিঞ্চিৎ অস্তীত্যেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা

ন কিঞ্চিচ্চিন্তয়েৎ, এষ যোগস্য পরমো বিধিঃ তত্রৈবাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা প্রবৃত্তো যোগী ॥ ২০ । ২১ । ২২ । ২৩ । ২৪ । ২৫ ॥

শ্রীধর।—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্ম্মৈব যোগশব্দেনোক্তম্, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তঃ তত্র মুখ্যো যোগঃ কঃ? ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিমেব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ 'যত্রেতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে, যোগাভ্যাসেন স্বরূপলক্ষণমুক্তম্। তথা চ পাতঞ্জলসূত্রম্, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য ফলেন তমেব লক্ষয়তি, যত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব পশ্যতি ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদীনাং যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ॥ আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যৎ তৎ কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। ননু তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাৎ তত্রাহ অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥ অচলত্বমেবোপপাদয়তি যমিতি। যমাত্মস্বরূপং লব্ধ্বা ততোঽধিকং অপরং লাভং ন মন্যতে, তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ, যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে। এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্॥ তমিতি। য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতং বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিংস্তমবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ, পরমাত্মনি ক্ষেত্রজ্ঞস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখস্য সংযোগেন বিয়োগ এব শূরে কাতরশব্দবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্ম্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়ত্বাদৌপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ সএব যত্নতোঽভ্যসনীয় ইত্যাহ স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি তথাপ্যনির্ব্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ॥ কিঞ্চ 'সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগো যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ॥ যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থমাত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ ন তু সহসা, উপরমস্বরূপমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ।

নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দনির্বৃতো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

বলদেব।—"নাত্যশ্নতঃ" ইত্যাদৌ যোগশব্দেনোক্তং সমাধিং স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়তি যত্রেত্যাদিসার্দ্ধত্রয়েণ। যচ্ছব্দানাং "তং বিদ্যাদ্‌যোগসংজ্ঞিতম্" ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। যোগস্য সেবয়াভ্যাসেন নিরুদ্ধং নিবৃত্তেতরবৃত্তিকং চিত্তং যত্রোপরমতে মহৎ সুখমেতদিতি সজ্জতি। যত্র চাত্মনা শুদ্ধেন মনসাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্নাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু দেহাদি পশ্যন্ বিষয়েষ্বিতি চিত্তবৃত্তিনিরোধেন স্বরূপেণেষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন চ যোগো-দর্শিতঃ॥ সুখমিতি। যত্র সমাধৌ যৎ তৎ প্রসিদ্ধমাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্ত্যনুভবতি। অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধরহিতম্, বুদ্ধ্যাত্মাকারয়া গ্রাহ্যম্, অতএব যত্র স্থিতস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥ যমিতি। যং যোগং লব্ধ্বা ততোঽপরং লাভমধিকং ন মন্যতে, গুরুণা গুণবৎপুত্রবিচ্ছেদাদিনা ন বিচাল্যতে॥ তমিতি। দুঃখসংযোগস্য বিয়োগঃ প্রধ্বংসো যত্র তং যোগসংজ্ঞিতং সমাধিম্, স যোগঃ প্রারম্ভদশায়াং নিশ্চয়েন প্রযত্নে কৃতে সংসেৎস্যত্যেবেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽনুষ্ঠেয়ঃ। আত্মন্যযোগ্যত্বমননং নির্ব্বেদ স্তদ্রহিতেন চেতসা হৃতাণ্ডার্ণবশোষকপক্ষিবৎ সোৎসাহেনেত্যর্থঃ॥ এতাদৃশং যোগ-মারভমাণস্য প্রাথমিকং কৃত্যমাহ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগ-বিরোধিনঃ কামান্ বিষয়ানশেতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা। স্ফুটমন্যৎ। মনসা বিষয়দোষ-দর্শিনা॥ অন্তিমং কৃত্যমাহ শনৈঃ শনৈরিতি। ধৃতিগৃহিতয়া ধারণাবশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা মন আত্মসংস্থং কৃত্বা আত্মানং ধ্যাত্বা সমাধাবুপরমেৎ তিষ্ঠেৎ। আত্মনোঽন্যৎ কিঞ্চিদপি ন চিন্তয়েৎ। এতচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ ন তু হঠেন॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

মধুসূদন।—এবং সামান্যেন সমাধিমুক্ত্বা নিরোধসমাধিং বিস্তরেণ বিবরীতুমা-রভতে যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ পরিণামবিশেষে যোগসেবয়া যোগাভ্যাসপাটবেন জাতে সতি চিত্তং নিরুদ্ধং একবিষয়কবৃত্তিপ্রবাহরূপামেকাগ্রতাং ত্যক্ত্বা নিরিন্ধনাগ্নিবদুপশাম্যৎ নির্ব্বৃত্তিকতয়া সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপেণ পরিণতং ভবতি, যত্র চ যস্মিংশ্চ পরিণামে সতি আত্মনা রজস্তমোঽনভিভূতশুদ্ধসত্ত্বমাত্রেণান্তঃকরণেনাত্মানং প্রত্যক্ চৈতন্যং পরমাত্মা-ভিন্নং সচ্চিদানন্দঘনমনন্তমদ্বিতীয়ং পশ্যন্ বেদান্তপ্রমাণজয়া বৃত্ত্যা সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্নাত্মন্যেব পরমানন্দঘনে তুষ্যতি ন দেহেন্দ্রিয়সংঘাতে ন বা তদ্ভোগেঽন্যত্র পরমাত্মদর্শনে সত্যতুষ্টি-হেত্বভাবাৎ তুষ্যত্যেবেতি বা, তমন্তঃকরণপরিণামং সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধরূপং 'যোগং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ। যত্র কাল ইতি তু ব্যাখ্যানমসাধুত্তচ্ছব্দানন্বয়াৎ॥ আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ, সুখমিতি। যত্র যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে আত্যন্তিকমনন্তং নিরতিশয়ং ব্রহ্মস্বরূপং অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্প্রযোগানভিব্যঙ্গ্যং বুদ্ধিগ্রাহ্যং বুদ্ধ্যৈব রজস্তমোমলরহিতয়া সত্ত্বমাত্রবাহিন্যা গ্রাহ্যং সুখং যোগী বেত্তি অনুভবতি। যত্র চ স্থিতোঽয়ং বিদ্বাংস্তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি পরেণান্বয়ঃ সমানঃ॥ অত্রাত্যন্তিক-

মিতি ব্রহ্মসুখস্বরূপকথনম্। অতীন্দ্রিয়মিতি বিষয়সুখব্যাবৃত্তিঃ, তস্য বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগসাপেক্ষত্বাৎ। বুদ্ধিগ্রাহ্যমিতি সৌষুপ্তৌ সুখব্যাবৃত্তিঃ, সুষুপ্তৌ বুদ্ধের্লীনত্বাৎ, সমাধৌ নির্ব্বৃত্তিকায়াস্তস্যাঃ সত্ত্বাৎ। তদুক্তং গৌড়পাদৈঃ, "লীয়তে তু সুষুপ্তৌ তন্নিগৃহীতং ন লীয়তে" ইতি। তথাচ শ্রূয়তে, "সমাধিনির্দ্ধৃতমলস্য চেতসো নিবেশিতস্যাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ। ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা যদেতদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে॥" ইতি। অন্তঃকরণেন নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকেনেত্যর্থঃ। বৃত্ত্যা তু সুখাস্বাদনং গৌড়াচার্য্যৈস্তত্র প্রতিসিদ্ধম্। "নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ" ইতি॥ মহদিদং সমাধৌ সুখমনুভবামীতি সবিকল্পবৃত্তিরূপা প্রজ্ঞা সুখাস্বাদঃ তং ব্যুত্থানরূপত্বেন সমাধিবিরোধিত্বাৎ যোগী ন কুর্য্যাৎ। অতএব তাদৃশ্যা প্রজ্ঞয়া সহ সঙ্গং পরিত্যজেৎ তাং নিরুন্ধ্যাদিত্যর্থঃ। নির্ব্বৃত্তিকেন তু চিত্তেন স্বরূপসুখানুভবস্তৈঃ প্রতিপাদিতঃ "স্বস্থং শান্তং সনির্ব্বাণমকথ্যং সুখমুত্তমম্" ইতি স্পষ্টং চৈতদুপরিষ্টাৎ করিষ্যতে॥ যত্র নচৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বত ইত্যুক্তমুপপাদয়তি যমিতি। যঞ্চ নিরতিশয়াত্মসুখব্যঞ্জকং নির্ব্বৃত্তিকচিত্তাবস্থাবিশেষং লব্ধ্বা সন্ততাভ্যাসপরিপাকেন সম্পাদ্যাপরং লাভং ততোঽধিকং ন মন্যতে। "কৃতকৃত্যং প্রাপ্তং প্রাপণীয়মাত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে" ইতি স্মৃতেঃ। এবং বিষয়ভোগবাসনয়া সমাধের্বিচলনং নাস্তীত্যুক্ত্বা শীতবাতমশকাদ্যুপদ্রবনিবারণার্থমপি তন্নাস্তীত্যাহ। যস্মিন্ পরমাত্মসুখময়ে নির্ব্বৃত্তিকচিত্তাবস্থাবিশেষে স্থিতো যোগী গুরুণা মহতা শস্ত্রনিপাতাদিনিমিত্তেন মহতাপি দুঃখেন ন বিচাল্যতে কিমুত ক্ষুদ্রেণেত্যর্থঃ॥ তমিতি। যত্রোপরমত ইত্যারভ্য বহুভিবিশেষণৈর্যো নির্ব্বৃত্তিকঃ পরমানন্দাভিব্যঞ্জকঃ চিত্তাবস্থাবিশেষ উক্তস্তং চিত্তবৃত্তিনিরোধং চিত্তবৃত্তিময়সর্ব্বদুঃখবিরোধিত্বেন দুঃখবিয়োগমেব সন্তং যোগসংজ্ঞিতং বিয়োগশব্দার্হমপি বিরোধিলক্ষণয়া যোগশব্দবাচ্যং বিদ্যাজ্জানীয়াৎ তু যোগশব্দানুরোধাৎ কঞ্চিৎ সম্বন্ধং প্রতিপদ্যেতেত্যর্থঃ। তথাচ ভগবান্ পতঞ্জলিরসূত্রয়ৎ, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। "যোগো ভবতি দুঃখহা" ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদেতদুপসংহৃতম্। এবম্ভূতে যোগে নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োঃ সাধনত্ববিধানায়াহ স যথোক্তফলো যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যবচনতাৎপর্য্যবিষয়োঽর্থঃ সত্য এবেত্যধ্যবসায়েন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ অনির্ব্বিণ্ণচেতসা, এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ কিমতঃ পরং কষ্টমিত্যনুতাপো নির্ব্বেদঃ, তদ্রহিতেন চেতসা ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সেৎস্যতি কিং ত্বরয়েত্যেবং ধৈর্য্যযুক্তেন মনসেত্যর্থঃ। তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ "উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বদ্ভবেদপরিখেদতঃ॥" ইতি। উৎসেক উৎসেচনং শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র সম্প্রদায়বিদ আখ্যায়িকামাচক্ষতে। কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রোঽপজহার, স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রবৃত্তঃ স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুং উপরি প্রচিক্ষেপ তদা চ বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুবর্গৈর্বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম। যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপ্যস্মিন্

জন্মনি জন্মান্তরে বা যেন কেনাপ্যুপায়েন সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজজ্ঞে। ততশ্চ দৈবানুকূলাৎ কৃপালুর্নারদো গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস, সমুদ্রস্ত্বজ্জাতি-দ্রোহেণ ত্বামবমন্যতে ইতি বচনেন, ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রো ভীতস্তান্য-ণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে প্রদদাবিতি। এবমখেদেন মনোনিরোধে পরমধর্ম্মে প্রবর্ত্তমানং যোগিনমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি, ততশ্চ পক্ষিণ ইব তস্যাভিমতং সিধ্যতীতি ভাবঃ॥ কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। কৃত্বা যোগেঽভ্যসনীয়ঃ সঙ্কল্প ইব সঙ্কল্পো দুষ্টেম্বপি বিষয়েষু শোভনত্বাদি-দর্শনেন শোভনাধ্যাসঃ, তস্মাচ্চ সঙ্কল্পাদিদং মে স্যাদিদং মে স্যাদিত্যেবংরূপাঃ কামাঃ প্রভবন্তি তান্ শোভনাধ্যাসপ্রভবান্ বিষয়াভিলাষান্ বিচারজন্যাশোভনত্বনিশ্চয়েন শোভনাধ্যাসবাধাদ্দৃষ্টেষু স্রক্চন্দনবনিতাদিষদৃষ্টেষু চেন্দ্রলোকপারিজাতাপ্সরঃপ্রভৃতিষু শ্ববান্তপায়সবৎ স্বত এব সর্ব্বান্ ব্রহ্মলোকপর্য্যন্তানশেষতঃ নিরবশেষান্ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা অতএব কামপূর্ব্বকত্বাদিন্দ্রিয়প্রবৃত্তেস্তদপায়ে সতি বিবেকযুক্তেন মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং চক্ষুরাদিকরণসমূহং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যোঃ প্রত্যাহৃত্য শনৈঃ শনৈ-রুপরমেদিত্যন্বয়ঃ॥ শনৈরিতি। ভূমিকাজয়ক্রমেণ শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ, ধৃতধৈর্য্যমবিরতা তয়া গৃহীতা যা বুদ্ধিরবশ্যকর্ত্তব্যতানিশ্চয়রূপা তয়া যদা কদাচিদবশ্যং ভবিষ্যত্যেব যোগঃ কিং ত্বরয়েত্যেবংরূপয়া শনৈঃ শনৈরুপদিষ্টমার্গেণ মনো নিরুন্ধ্যাৎ, এতেনানির্ব্বেদনিশ্চয়ৌ প্রাগুক্তৌ দর্শিতৌ। তথা চ শ্রুতিঃ "যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানং নিযচ্ছেন্মহতি তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি।" ইতি। বাগিতি বাচং লৌকিকীং বৈদিকীঞ্চ মনসি ব্যাপারবতি নিযচ্ছেৎ, "নানুধ্যায়াদ্বহূন্ শব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ" ইতি শ্রুতেঃ, বাগ্বৃত্তিনিরোধেন মনো বৃত্তিমাত্রশেষে ভবেদিত্যর্থঃ। চক্ষুরাদিনিরোধোঽপ্যেতস্যাং ভূমৌ দ্রষ্টব্যঃ। (মনসাতিছান্দসং দৈর্ঘ্যম্) তন্মনঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়জ্ঞানেন্দ্রিয়সহকারি নানাবিধবিকল্প-সাধনং করণং জ্ঞানে জানাতীতি জ্ঞানমিতি ব্যুৎপত্ত্যা জ্ঞাতর্য্যাত্মনি জ্ঞাতৃত্বোপাধাবহঙ্কারে নিযচ্ছেৎ মনোব্যাপারান্ পরিত্যজ্যাহঙ্কারমাত্রং পরিশেষয়েৎ, তচ্চ জ্ঞানং জ্ঞাতৃত্বোপাধি-মহঙ্কারমাত্মনি মহতি মহতত্ত্বে সর্ব্বব্যাপকে নিযচ্ছেৎ দ্বিবিধো হ্যহঙ্কারো বিশেষরূপঃ সামান্যরূপশ্চেতি। অয়মহমেতস্য পুত্র ইত্যেবং ব্যক্তমভিমন্যমানো বিশেষরূপো ব্যষ্ট্যহঙ্কারঃ। অস্মীত্যেতাবন্মাত্রমভিমন্যমানঃ সামান্যরূপঃ সমষ্ট্যহঙ্কারঃ, স চ হিরণ্যগর্ভো মহানাত্মেতি চ সর্ব্বানুস্যূতত্বাদুচ্যতে। তাভ্যামহঙ্কারাভ্যাং বিবিক্তো নিরুপাধিকঃ শান্তাত্মা সর্ব্বান্তরশ্চি-দেকরসস্তস্মিন্ মহান্তমাত্মানং সমষ্টিবুদ্ধিং নিযচ্ছেদেবং তৎকারণমব্যক্তমপি নিযচ্ছেৎ, ততো নিরুপাধিকত্বম্পদলক্ষ্যঃ শুদ্ধাত্মা সাক্ষাৎকৃতো ভবতি, শুদ্ধে হি চিদেকরসে প্রত্যগাত্মনি জড়শক্তিরূপমনির্ব্বাচ্যমব্যক্তং প্রকৃতিরুপাধিঃ সা চ প্রথমং সামান্যাহঙ্কাররূপং মহত্তত্ত্বং নাম ধৃত্বা ব্যক্তীভবতি। ততো বাহবিশেষাহঙ্কাররূপেণ ততো বহির্মনোরূপেণ ততো বহি-র্বাগাদীন্দ্রিয়রূপেণ। তদেতৎ শ্রুত্যাভিহিতম্ "ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রেয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধেরাত্মা মহান পরঃ॥ মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ। পুরুষান্ন

পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ॥" ইতি তত্র গবাদিষ্বিব বাঙ্নিরোধঃ প্রথমা ভূমিঃ, বালমুগ্ধাদিষ্বিব নির্ম্মনস্কং দ্বিতীয়া, তন্দ্রাদিষ্বিবাহঙ্কাররাহিত্যং তৃতীয়া সুষুপ্তাবিব মহত্তত্ত্বরাহিত্যং চতুর্থী. তদেতদ্ভূমিচতুষ্টয়মপেক্ষ্য শনৈঃ শনৈরুপরমেদিত্যুক্তম্। যদ্যপি মহত্তত্ত্বশান্তাত্মনোর্মধ্যে মহত্তত্ত্বোপাদানমব্যাকৃতাখ্যং তত্ত্বং শ্রুত্যোদাহারি, তথাপি তত্র মহত্তত্ত্বস্য নিয়মনং নাভ্যধ্যায়ি সুষুপ্তাবিব জীবস্বরূপস্য, "সতা সোম্য! তদা সম্পন্নো ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ, স্বরূপলয়প্রসঙ্গাৎ তস্য চ কর্ম্মক্ষয়ে সতি পুরুষপ্রযত্নমন্তরেণ স্বতএব সিদ্ধত্বাৎ তত্ত্বদর্শনানুপযোগিত্বাচ্চ। "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ" ইতি পূর্ব্বমভিধায় সূক্ষ্মত্বসিদ্ধয়ে নিরোধসমাধেরভিধানাৎ। স চ তত্ত্ববিদ্দৃক্যোদর্শনসাধনত্বেন দৃষ্টতত্ত্বস্য চ জীবন্মুক্তিরূপক্লেশক্ষয়াপেক্ষিতঃ। নন্ শান্তাত্মন্যবরুদ্ধস্য চিত্তস্য বৃত্তিরহিতত্বেন সুষুপ্তিবদদর্শনহেতুত্বমিতি চেন্ন স্বতঃসিদ্ধস্য দর্শনস্য নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ, তদুক্তম্ "আত্মানাত্মাকারং স্বভাবতোঽবস্থিতং সদা চিত্তম্ আত্মৈকাকারতয়া তিরস্কৃতানাত্মদৃষ্টিবিদধীত।" যথা ঘট উৎপদ্যমানঃ স্বতো বিয়ৎপূর্ণ এবোৎপদ্যতে, জলতণ্ডুলাদিপূরণন্তূৎপন্নে ঘটে পশ্চাৎপুরুষপ্রযত্নেন ভবতি, তত্র জলাদৌ নিঃসারিতেঽপি বিয়ন্নিঃসারয়িতুং ন শক্যতে মুখপিধানেঽপ্যন্তর্বিয়দবতিষ্ঠত এব, তথা চিত্তমুৎপদ্যমানং চৈতন্যপূর্ণমেব উৎপদ্যতে, উৎপন্নে তু তস্মিন্ মূষানিষিক্তদ্রুততাম্রবৎ সুখাদি [ঘট] দুঃখাদিরূপত্বং ভোগহেতুধর্ম্মাধর্ম্মসহকৃতসামগ্রীবশাদ্ভবতি, তত্র ঘটদুঃখাদ্যনাত্মাকারে বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসেন নিবারিতেঽপি নির্নিমিত্তশ্চিদাকারো বারয়িতুং ন শক্যতে, ততো নিরোধসমাধিনা নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন সংস্কারমাত্রশেষতয়াতিসূক্ষ্মত্বেন নিরুপাধিকচিদাত্মমাত্রাভিমুখত্বাদ্বৃত্তিং বিনৈব নির্বিঘ্নমাত্মানুভূয়তে তদেতদাহ আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ইতি। আত্মনি নিরুপাধিকে প্রতীচি সংস্থা সমাপ্তির্যস্য তদাত্মসংস্থং সর্ব্বপ্রকারং বৃত্তিশূন্যং স্বভাবসিদ্ধাত্মাকারমাত্রবিশিষ্টং মনঃ কৃত্বা ধৃতিগৃহীতয়া বিবেকবুদ্ধ্যা সম্পাদ্যাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিস্থঃ সন্ কিঞ্চিদপি অনাত্মানমাত্মানং বা ন চিন্তয়েৎ ন বৃত্ত্যা বিষয়ীকুর্য্যাৎ। অনাত্মাকারবৃত্তৌ হি ব্যুত্থানমেব স্যাৎ আত্মাকারবৃত্তৌ চ সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরিত্যসম্প্রজ্ঞাতসমাধিস্থৈর্য্যায় কামপি চিত্তবৃত্তিং নোৎপাদয়েদিত্যর্থঃ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

নীলকণ্ঠ।—যত্রেতি। এবমেকাগ্রীভূতং চিত্তং সৎ যোগসেবয়া নিরুদ্ধং যত্র যস্যামবস্থায়াং উপরমতে বিলীনং ভবতি যত্র বা আত্মনা চিত্তেন আত্মানং নির্ব্বিকল্পং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ন বাহ্যার্থে তুষ্টিং ভজতে॥ কিং সুখমিতি। আত্যন্তিকমনন্তং যৎ সুখং তৎ কেবলং বুদ্ধিগ্রাহ্যং সৌষুপ্তসুখবৎ যতোঽতীন্দ্রিয়াগোচরং যত্র সুখে স্থিতোঽয়ং ন বেত্তি বেদ্যাভাবাৎ ন কিঞ্চিদনুভবতি, নাপি তত্ত্বতশ্চলতি। বুদ্ধিতাদাত্ম্যাধ্যাসকালে চলতীবেতি ভাতি, পরন্তু তত্ত্বতো ন চলতি। তথা চ শ্রুতিঃ, "ধ্যায়তীব লেলায়তীব" ইতি, ইবশব্দং প্রযুঞ্জানা ধ্যানাদেরতাত্ত্বিকত্বং দর্শয়তি। বুদ্ধৌ ধ্যায়ন্ত্যাং ধ্যায়তীবেতি লেলায়ন্ত্যাং লেলায়তীবেতি শ্রুত্যর্থঃ। যদ্বা তৎ সুখং যত্রায়ং নচৈব বেত্তি কিমপি নৈব

অনুভবতীতি সম্বন্ধঃ। যত্রেত্যাদিভিন্নং বাক্যম্॥ যমিতি। দুঃখেন শস্ত্রপাতাদিলক্ষণেন গুরুণা মহতা॥ তমিতি। "যত্রোপরমতে চিত্তম্" ইত্যাদিনা উক্তলক্ষণং তং দুঃখসংযোগস্তাপি অন্তঃকরণসম্বন্ধস্ত বিয়োগমেব সন্তং বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ, যোগফলমুপসংহৃত্য পুনর্নিশ্চয়ানির্ব্বেদয়োঃ সাধনত্ববিধানপূর্ব্বকং তমেব শতকৃত্বোঽপি পথ্যং বদিতব্যমিতি স্তায়েন বিধত্তে স ইত্যাদিনা। স যোগঃ নিশ্চয়েন অধ্যবসায়েন অনির্বিণ্ণং নির্ব্বেদরহিতং চেতো যস্ত তেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ যদ্বা "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যেৎ" ইতি শ্রুতিবিহিতং শ্রুত্যন্তরদৃষ্টং শ্রদ্ধাচিত্তপদোপেতং শমাদিষট্‌কমত্র ক্রমতো বিধীয়তে। তত্র নিশ্চয়েনেতি গুরুবেদবাক্যাদৌ ফলাবশ্যম্ভাবনিশ্চয়লক্ষণা শ্রদ্ধাত্র নিশ্চয়পদেন গৃহ্যতে, তথানির্ব্বিণ্ণচেতসেতি বৈরাগ্যেণ দ্বন্দ্বসহিষ্ণুত্বলক্ষণা তিতিক্ষা বিধীয়তে ইতি জ্ঞেয়ম্॥ অথ শমদমোপরমসমাধানানি ক্রমেণ শ্লোকদ্বয়েন বিধত্তে সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্প ইদং মে ভূয়াদিতি চেতোবৃত্তিঃ তত উদ্ভবো যেষাং তান্ কামান্ বিষয়ান্ অশেষতো বাসনোচ্ছেদপূর্ব্বকং সঙ্কল্পনিরোধেন ত্যক্ত্বা এতেনান্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহলক্ষণঃ শম উক্তঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহলক্ষণঃ দমমাহ মনসৈবেতি। বিষয়দোষদর্শিনা মনসৈব সর্ব্বতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ শ্রোত্রাদিকমিন্দ্রিয়গ্রামং সমন্ততঃ সর্ব্বেভ্যো বিষয়েভ্যো বিনিয়ম্য উপরমেদিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ শনৈঃ শনৈরিতি। ভূমিকাজয়ক্রমেণ দিব্যাদিব্যবিষয়েভ্যঃ উপরমেৎ ব্যাবৃত্তো ভবেৎ। কথং ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যেতি, ধৃতিঃ "ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী॥" ইত্যুক্তলক্ষণা, তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা উপরমেৎ, তথা এবমুপরতং মনঃ আত্মনি স্বরূপে সংস্থা স্থিতির্যস্ত ন তু দৃশ্যে দ্রষ্টরি বা তৎ তথা আত্মৈকাকারমেকাগ্রমিত্যর্থঃ, দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থং সর্ব্বার্থতৈকার্থতয়োঃ ক্ষয়োদয়ৌ চিত্তস্যৈকাগ্রতাপরিণাম ইতি সূত্রিতমৈকাগ্র্যং প্রাপয়েৎ সূত্রার্থস্তু অহমিদং পশ্যামীত্যনুভবে হি দ্রষ্টা দৃশ্যং দর্শনঞ্চ ভাসতে তত্র দর্শনভানমপ্রত্যাখ্যেয়মতো দ্রষ্টরি দৃশ্যে চোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থমিতি ন তু দর্শনোপরক্ততাপি সর্ব্বার্থতায়াং গণিতা তদভাবে চিত্তস্য নাশাপত্তেঃ, দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরাগাভাবে তু একার্থং তদুচ্যতে, যথা স্বপ্নে তত্র হি দৃশ্যং নাস্তীতি পামরাণামপি প্রসিদ্ধম্, দ্রষ্টাপি নাস্তি তদা ইন্দ্রিয়াণামভাবাৎ, "আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তং ভোক্তা" ইতি শ্রুত্যৈব ভোক্তৃত্বস্যেন্দ্রিয়সন্নিয়োগশিষ্টত্বাৎ, কিন্তু দ্রষ্টৃদৃশ্যবাসনাবাসিতং চিত্রপটসদৃশমেকং মন এবাস্তি তচ্চ স্বয়ংজ্যোতিষা পুরুষেণ ভাস্যমানং জাগ্রদ্বৎ স্বপ্নেঽপি দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরাগং প্রকাশয়তি তদ্বাসনাবাসিতত্বাৎ এবং সতি যদা সর্ব্বার্থতায়াঃ ক্ষয়ঃ একার্থতায়াশ্চ উদয়শ্চ তদা চিত্তস্যৈকাগ্রতারূপঃ পরিণামো ভবতীতি তদেবমাত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বেতি সম্প্রজ্ঞাতসমাধিরুক্তঃ তত্রাপি পূর্ব্বাভ্যাসবশাৎ চিত্তস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরাগে বাসনাময়ো ভাতীতি তন্নিবারণেন অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিমাহ ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিতি। ধ্যাতৃধ্যানধ্যেয়বিভাগমপি ন স্মরেৎ কিন্তু অখণ্ডৈকরসসংবিদাত্মনা সুষুপ্তবৎ তিষ্ঠেদিত্যর্থঃ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

বিশ্বনাথ।—"নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ যোগশব্দেন সমাধিরুক্তঃ, স চ সম্প্রজ্ঞাতঃ অসম্প্রজ্ঞাতশ্চ, সবিতর্কসবিচারাদিভেদাৎ সম্প্রজ্ঞাতো বহুবিধঃ। অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিরূপো যোগঃ কীদৃশ ইত্যপেক্ষায়ামাহ যত্রেত্যাদি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র সমাধৌ সতি চিত্তমুপরমতে বস্তুমাত্রমেব ন স্পৃশতীত্যর্থঃ। তত্র হেতুর্নিরুদ্ধমিতি। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রম্, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। যত্রেত্যাদিপদানাং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। আত্মনা পরমাত্মাকারান্তঃকরণেন আত্মানং পরমাত্মানং পশ্যন্ তস্মিন্ তুষ্যতি তত্রত্যং সুখং প্রাপ্নোতি॥ সুখমিতি। যদাত্যন্তিকং সুখং প্রসিদ্ধং তদেব যত্র সমাধৌ সতি বেত্তি, বুদ্ধ্যা আত্মাকারয়ৈব গ্রাহ্যম্, অতীন্দ্রিয়বিষয়েন্দ্রিয়সম্পর্ক-রহিতম্, অতএব যত্র স্থিতঃ সন্ তত্ত্বত আত্মস্বরূপান্নৈব চলতি॥ যমিতি। অতএব যং লাভং লব্ধ্বা ততঃ সকাশাদপরং লাভমধিকং ন মন্যতে॥ তমিতি। দুঃখস্য সংযোগেন স্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তং যোগসংজ্ঞিতং যোগসংজ্ঞাং প্রাপ্তং সমাধিং বিদ্যাৎ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তদপ্যয়ং মে যোগঃ সংসেৎস্যত্যেবেতি যো নিশ্চয়ঃ তেন, অনির্ব্বিণ্ণচেতসা এতাবতাপি কালেন যোগো ন সিদ্ধঃ, কিমতঃ পরং কষ্টেনেত্যনুতাপো নির্ব্বেদস্তদ্রহিতেন চেতসা, ইহ জন্মনি জন্মান্তরে বা সিধ্যতু, কিং মে ত্বরয়া ইতি ধৈর্য্যযুক্তেন মনসা ইত্যর্থঃ। তদেতদ্গৌড়পাদা উদাজহ্রুঃ; "উৎসেক উদধের্যদ্বৎ কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা। মনসো নিগ্রহস্তদ্বৎ ভবেদপরিখেদতঃ॥" ইতি। উৎসেক উৎসেচনং শোষণাধ্যবসায়েন জলোদ্ধরণমিতি যাবৎ। অত্র কাচিদাখ্যায়িকাস্তি। কস্যচিৎ কিল পক্ষিণোঽণ্ডানি তীরস্থিতানি তরঙ্গবেগেন সমুদ্রো জহার, স চ সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি প্রতিজ্ঞায় স্বমুখাগ্রেণৈকৈকং জলবিন্দুমুপরি প্রচিক্ষেপ, ততশ্চ স বহুভিঃ পক্ষিভির্বন্ধুভির্যুক্ত্যা বার্য্যমাণোঽপি নৈবোপররাম. যদৃচ্ছয়া চ তত্রাগতেন নারদেন নিবারিতোঽপি. অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা সমুদ্রং শোষয়িষ্যাম্যেবেতি তদগ্রেঽপি পুনঃ প্রতিজজ্ঞে, ততশ্চ দৈবানুকূল্যাৎ কৃপালুর্নারদঃ গরুড়ং তৎসাহায্যায় প্রেষয়ামাস, সমুদ্রস্ত্বদীয়জাতিদ্রোহেণ ত্বামবমন্যত ইতি বাক্যেন। ততো গরুড়পক্ষবাতেন শুষ্যন্ সমুদ্রোঽতিভীতস্তান্যণ্ডানি তস্মৈ পক্ষিণে দদাবিতি। এবমেব শাস্ত্রবচনাস্তিক্যেন যোগে জ্ঞানে ভক্তৌ বা প্রবর্ত্তমানমুৎসাহবন্তং অধ্যবসায়িনং জনং ভগবানেবানুগৃহ্ণাতীতি নিশ্চেতব্যম্॥ এতাদৃশযোগাভ্যাসে প্রবৃত্তস্য প্রাথমিকং কৃত্যম্॥ অন্ত্যঞ্চ কৃত্যমাহ সঙ্কল্পেতি দ্বাভ্যাম্। কামাংস্ত্যক্ত্বা ইতি প্রাথমিকং কৃত্যম্। শনৈরিতি। ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েদিত্যন্ত্যং কৃত্যম্॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি, শ্রীমন্মধুসূদন ও শ্রীমন্নীলকণ্ঠের অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্তরূপে যোগাভ্যাসবশে চিত্ত বায়ুবিহীন প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায় নিশ্চল ও একাগ্রীভূত হইলে, যেরূপ পরিণাম

সমুপস্থিত হয়, তাহারই বৃত্তান্ত এক্ষণে বিবৃত হইতেছে। এতক্ষণ শ্রীভগবান্ সামান্য ভাবে সমাধির বিষয় বিবৃত করিয়া অধুনা বিস্তৃতরূপে বিরোধ সমাধির বিবরণ পরিব্যক্ত করিতেছেন। যে সময়ে, অথবা যাদৃশ পরিণাম বিশেষ উপস্থিত হইলে, চিত্ত যোগাভ্যাস বিষয়ে নিপুণতা হেতু, সর্ব্ববৃত্তি পরিশূন্য হইয়া সর্ব্বপ্রকার বৃত্তিবিহীন হয়; অর্থাৎ কাষ্ঠ-হীন অগ্নি যেমন ক্রমে আপনিই নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তদ্রূপে যখন বিষয়-গ্রহণাভিলাষ বিরহিত হইয়া, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায়; এবং যে সময়ে অন্তঃকরণ রজস্তমোগুণের একান্ত অভাব হেতু কেবল সত্বগুণমাত্র অনুভব করে ও চৈতন্য-স্বরূপ, সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপ, অনন্ত, অদ্বিতীয় পরমাত্মাকে অভিন্নরূপে সাক্ষাৎ করিয়া, কেবল পরমানন্দঘন আত্মাতেই পরিতোষ লাভ করে; দেহেন্দ্রিয়াদি সমূহে, অথবা তদ্ভোগ্য অন্য কোন বিষয়েই সন্তোষ লাভ করে না; সেই সর্ব্ববৃত্তি নিরোধরূপ অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। (মূলে যে, 'যত্র'শব্দ আছে, শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি অনেকে সেই "যত্র"শব্দের 'যে কালে' এই অর্থ স্থির করিয়াছেন। শ্রীমন্মধুসূদন সে অর্থে দোষারোপ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরবর্ত্তী 'তৎ' শব্দের সহিত অন্বয় না থাকায়, সে অর্থ অসাধু। তিনি "যত্র" শব্দের যে পরিণাম-বিশেষে এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন)। যে কালে অথবা যে অবস্থা বিশেষে যোগী, বিষয়েন্দ্রিয় সম্বন্ধাতীত হইয়া, রজস্তমোরূপ মলিনতা-বিরহিত ও সত্বগুণমাত্র-সম্পন্না বুদ্ধি দ্বারা সমানীত ব্রহ্মস্বরূপ-জ্ঞানরূপ সুখ অনুভব করেন; এবং যে অবস্থায় সমবস্থিত হইয়া জ্ঞানবান্ সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে বিপথগামী ও পরিভ্রষ্ট হন না, সেই অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হেতু মানব সুখ অনুভব করে। প্রস্ফুটিত প্রসূন সম্পূরিত প্রমোদ কানন সন্দর্শনে মানবের হৃদয়ে সুখ উপজাত হয়। কুসুম-কাননের সহিত নয়নের সম্বন্ধই তাদৃশ সুখের হেতুভূত। মানব যে সকল তুচ্ছ, অলীক ও অকিঞ্চিৎকর বিষয়কে সুখস্বরূপ জ্ঞান করে, তৎসমস্তই বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্মিলন জনিত। কিন্তু তুলনা-রহিত, অনির্ব্বচনীয়, ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ পরম সুখ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতীত। তাহা বাহ্য কারণ-নিরপেক্ষ-ভাবে স্বতঃ হৃদয় মধ্যে সঞ্জাত হয় ও অলৌকিক আনন্দে সৌভাগ্যবান্ সাধকের অন্তর-প্রদেশ সম্পূরিত করে। এই ভাব পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মূলে "অতীন্দ্রিয়" এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। সমাধিদশায় চিত্তের সকল বৃত্তির

নিরোধ হয়; কিন্তু সর্ব্ববৃত্তি-বিরহিতা বুদ্ধি বিলীন হয় না। সুষুপ্তি দশায় বুদ্ধি লীন হইয়া থাকে। এই জন্যই সমাধি দশায় যে ব্রহ্মানন্দ উপভুক্ত হয়, তাহা কেবল বুদ্ধি দ্বারাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তখন ইন্দ্রিয় সমূহ নিরুদ্ধ, চিত্ত বৃত্তিহীন, কেবল বুদ্ধিই জাগরিতা। অতএব সে সময়ের সুখ কেবল বুদ্ধি দ্বারা সমানীত ও অনুভূত হইয়া থাকে। এই জন্যই মূলে বুদ্ধি-গ্রাহ্য শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌড়পাদাচার্য্য বলিয়াছেন, "সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধি লীন হইয়া থাকে; কিন্তু সমাধিরূপ নিগ্রহাবস্থায় তাহা লীন হয় না।" শ্রুতিও বলিয়াছেন, সমাধির দ্বারা যাঁহার চিত্তের মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়াছে, তাঁহার চিত্তে যে সুখের সমুদ্ভব হয়, তাহা বাক্যের দ্বারা বর্ণন করিবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, তাহা কেবল অন্তঃকরণের দ্বারাই অনুভূত হয়।" তখন সাধকের অন্তঃকরণ সর্ববৃত্তি বিহীন হইয়া আত্মাকারতা প্রাপ্ত হয় এবং তাহার পৃথক্ত্বও থাকে না। "অহো আমি কি অলৌকিক সুখ সম্ভোগ করিতেছি," ইত্যাকারা প্রজ্ঞা সবিকল্পক বৃত্তি রূপ এবং সমাধির বিরোধী। ব্যুত্থান সময়ে তাহা মনে হইতে পারে, কিন্তু সমাধি কালে আনন্দ-নিমগ্ন স্বাতন্ত্র্য-বোধ-বিরহিত যোগীর চিত্তে তাদৃশ ভাব কদাপি সমুদিত হয় না। এই ব্রহ্মানন্দ যে অতুলনীয় ও অসীম, পরশ্লোকে তাহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। যে নিরতিশয় সুখ-ব্যঞ্জক চিত্তের বৃত্তি-বিরোধ রূপ অবস্থা-বিশেষ লাভ করিয়া যোগী ভূমণ্ডলের অন্য কোন লাভকেই লাভ বলিয়া মনে করেন না, এবং যে সুখময় অবস্থা বিশেষে সমবস্থিত যোগী শস্ত্রপাতাদি কোন আগন্তুক ক্লেশ বা শীত-বাতাত-পাদি কোন স্বাভাবিক সুমহৎ দুঃখেই অভিভূত হন না; সেই অবস্থাই দুঃখ-সংস্পর্শ-পরিহীন যোগ নামে অভিহিত জানিবে। স্মৃতি বলেন, "যোগী প্রাপণীয় বস্তু লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হন; কারণ, আত্ম-জ্ঞানের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। "এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার রূপ পরমানন্দময় ও সীমাশূন্য সুখের অধিকারী হইলে যোগী বসুন্ধরার অন্যান্য সমস্ত লাভকেই ঘৃণাজনক ও অকিঞ্চিৎকর বোধে উপেক্ষা করিয়া থাকেন; সসাগরা সাম্রাজ্যের স্বামিত্ব, সাংসারিক সুখ-সম্পদ-সাধক সর্ব্বৈশ্বর্য্য, কিছুই তখন তাঁহার তদানীন্তন সুখের সমতুল্য নহে। সাংসারিক কোন বিপদ-সম্পাতেও তিনি তখন বিচলিত হন না।' দুর্বৃত্ত দস্যু যদি খরধার তরবার দ্বারা তাঁহাকে

বিনাশোদ্যত হয়, তথাপি তিনি ভীতহৃদয়ে পলায়মান হন না; সাক্ষাৎ শমনস্বরূপ ভুজঙ্গ যদি দংশন করিবার নিমিত্ত ফণা বিস্তারিত করে, তথাপি তিনি প্রাণ-ভয়ে ব্যাকুল হন না। প্রাবৃট্কালের অবিরল বারিধারা, জলধর-বিচ্যুত করকানিচয়, অচিরাৎ জীবনান্তকারী অশনি-সম্পাত, শোণিত-শোষক সৌর-কর-রাশি, হৃদ্যন্ত্র স্তব্ধকর তুষার-পাত, কিছুই তাঁহার চিত্তকে অভিভূত করিতে অথবা তদীয় পরমানন্দ হইতে বিচ্যুত করিতে পারে না। ভগবান্ পাতঞ্জলি বলিয়াছেন, 'চিত্ত বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ।' সেই যোগ সর্ব্বপ্রকার দুঃখের বিনাশক, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ এস্থলে নানা প্রকার বিশেষণ বাক্য প্রয়োগ করিয়া উপসংহার কালে সেই যোগের সর্ব্ব দুঃখ-বিনাশ-ক্ষমতা বিবৃত করিলেন। শাস্ত্রাচার্য্যো-পদেশানুসারে দৃঢ় প্রতীতি সহকারে, হয় ত পরিণামে কষ্ট হইবে ইত্যাকার নির্ব্বেদরূপ অনুতাপ ও আশঙ্কা বিবর্জ্জিত হৃদয়ে, এবং এই জন্মেই হউক, বা পর জন্মেই হউক, অবশ্যই সংসিদ্ধি লাভ করিব, এইরূপ ধৈর্য্য ও অধ্যবসায় সহকারে, এই প্রভূত ফলপ্রদ যোগের অভ্যাস করা আবশ্যক। এইরূপ দৃঢ় অধ্যবসায় ও ধৈর্য্য সহকারে যোগানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে, অসাধ্য সাধনও সম্ভব হয়। এ সম্বন্ধে একটি আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে। সমুদ্র-তীরে একটি পক্ষীর কতকগুলি অণ্ড ছিল। একদা তরঙ্গবেগে সেই অণ্ড সমূহ সমুদ্র-মধ্যগত হয়। বিশাল সমুদ্রের তুলনায় ক্ষুদ্রকায় পক্ষী নগণ্য হইলেও, সেই শোক-মুগ্ধ বিহঙ্গম, সাগরকে বিশুষ্ক করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প-বদ্ধ হইল এবং স্বকীয় ক্ষুদ্র চঞ্চুপুটে সমুদ্র হইতে এক এক বিন্দু বারি গ্রহণ করিয়া তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাহার বন্ধুবান্ধব পক্ষিসমূহ তাহাকে এই অসাধ্য ও উন্মাদব্রত হইতে বিরত হইবার নিমিত্ত বারবার অনুরোধ করিল, কিন্তু সে কোন কথায় কর্ণপাত করিল না, এবং স্বকীয় সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিল না। একদা মহর্ষি নারদ সেই স্থান দিয়া গমনকালে পক্ষীর এই ব্যবহার দর্শন করিলেন এবং তাহাকে এই ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পক্ষী সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া স্বকীয় প্রতিজ্ঞা পরিব্যক্ত করিল। মহর্ষি তাহাকে এই বিষম সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন; কিন্তু পক্ষী তাহা শ্রবণ না করিয়া বলিল, "এই জন্মেই হউক, বা জন্মান্তরেই হউক, যেমন করিয়া পারি আমি নিশ্চয়ই

সমুদ্র শোষণ করিব। তদনন্তর নারদ সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কৃপা-পরবশ হইয়া বিহগরাজ গরুড়কে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া বলিলেন যে, সমুদ্র যখন তোমার জ্ঞাতির অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তখন তোমারও অপমান করা হইয়াছে; অতএব এই ক্ষুদ্রকলেবর জ্ঞাতির সাহায্যার্থ আত্ম-নিয়োজন করা তোমার কর্ত্তব্য। খগেশ্বর গরুড় হমদি নারদের বাক্য শ্রবণে, জ্ঞাতির সাহায্যার্থ সেই স্থানে সমাগত হইলেন এবং স্বকীয় অতি বিপুল পক্ষ-পুট-পরিচালিত বায়ুর দ্বারা, সমুদ্রকে শোষণ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন ভীত ও অবসন্ন সমুদ্র সেই ক্ষুদ্র পক্ষীর অণ্ডসমূহ তাহাকে প্রত্যর্পণ করিল। এইরূপ একাগ্রচিত্তে ও মনের নিরোধ পূর্ব্বক পরমধর্ম্মে প্রবর্ত্তমান যোগীদিগকে ঈশ্বর, নিশ্চয়ই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। দৈবানুগ্রহ লাভ করিলে তাঁহাদেরও অবশ্যই এই পক্ষীর ন্যায় মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, তাহার সন্দেহ নাই। অতঃপর সর্ব্বসুখপ্রদ যোগপথাশ্রয় করিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করা বিধেয়, তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে। সঙ্কল্পই মনুষ্যের অশেষ অনর্থের মূল। বহুল দোষ-সমাকীর্ণ ঘৃণার্হ বিষয়কেও পরম শোভাময় ও প্রীতিপদ জ্ঞানরূপ অধ্যবসায়ই সঙ্কল্প। এই মিথ্যাজ্ঞানরূপ সঙ্কল্প হইতে 'আমি ইহা পাইব, আমার ইহা হউক' ইত্যাদিরূপ কামনার উদ্ভব হয়। বিচার দ্বারা এই শোভনাধ্যাস বিগত হইলে সকল বস্তুরই স্বরূপ উপলব্ধ হয়। তখন সুরভি কুসুমের মোহিনী মালা, হৃদয়োন্মাদকর চন্দন-গন্ধ, বিলাসময়ী বনিতা, পারিজাত-বিশোভিতা অপ্সরাকুল, সকল ভোগ্য পদার্থই অনর্থকরূপে প্রতীত হয়। সুতরাং নিঃশেষরূপে হৃদয় হইতে ভোগাভিলাষ উন্মূলিত করা আবশ্যক। তদনন্তর বিবেকবলে বলীয়ান্ মনের দ্বারা যাবতীয় বিষয়-ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয় সংযত ও প্রত্যাহৃত করিয়া যোগাভ্যাসে বিনিযুক্ত হওয়া বিধেয়; আজি হউক বা দশদিন পরে হউক, যোগ নিশ্চয়ই হইবে, সুতরাং ত্বরান্বিত হইয়া সহসা সিদ্ধিকামনা করা অবিধেয়। এইরূপ ধৈর্য্য সহকারে এবং অবশ্য কর্ত্তব্য জ্ঞানে, ক্রমশঃ যোগমার্গে অগ্রসর হইবে। শ্রুতি বলিয়াছেন "প্রাজ্ঞ-ব্যক্তি বাক্য হইতে মনে যাইবেন, মন হইতে আত্মজ্ঞানে, আত্মজ্ঞান হইতে মহতে, এবং মহৎ হইতে আত্ম-শান্তিতে গমন করিবেন।" বাক্য সকলকে প্রথমতঃ মনেই সংনিরুদ্ধ করা আবশ্যক;

সেই মন কর্ম্মেন্দ্রিয় ও জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহকারী এবং নানাবিধ সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক; এই মনকে জ্ঞানে, জ্ঞানকে জ্ঞাতৃত্ব উপাধিরূপ অহঙ্কারে এবং অহঙ্কারকে সর্ব্বব্যাপকরূপ মহতে পর্য্যবসিত করা আবশ্যক। সামান্যরূপ ও বিশেষরূপ ভেদে অহঙ্কার দ্বিবিধ। আমি এই ব্যক্তির পুত্র, এইরূপ যে ব্যক্ত অভিমান তাহাই বিশেষরূপ ব্যষ্টি অহঙ্কার; আর কেবল আমি আছি এই মাত্র যে অভিমান তাহাই সামান্যরূপ সমষ্টি অহঙ্কার; এবং তাহাই সর্ব্বত্র অনুস্যূত। এই উভয়প্রকার অহঙ্কত-বিনির্ম্মুক্ত, উপাধি-শূন্য, শান্ত আত্মাতে যখন সমষ্টি বুদ্ধি সহকারে, ত্বম্পদার্থ স্বরূপ শুদ্ধাত্মা সাক্ষাৎকার হয়, তখনই তাহা মহত্তত্ত্ব রূপে ব্যক্ত হয়। তদনন্তর বহির্বিষয়রূপে, তদনন্তর বহির্মনোরূপে, তদনন্তর বহির্বাগিন্দ্রিয় রূপে তাহা পরিব্যক্ত হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ইন্দ্রিয়ের অপেক্ষা মন পর, মনের অপেক্ষা বুদ্ধি পর, বুদ্ধির অপেক্ষা আত্মা পর, আত্মার অপেক্ষা মহৎ পর, মহতের অপেক্ষা পুরুষ পর, পুরুষের অপেক্ষা পর কিছুই নাই; তাহাই শেষ স্থান এবং শেষ গতি।" গবাদি পশুর ন্যায় বাঙ্‌নিরোধ প্রথমা ভূমি, শিশু ও মুগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ভাব দ্বিতীয়া ভূমি, তন্দ্রাদিকালের অহঙ্কার-রাহিত্য ভাব তৃতীয়া ভূমি, সুষুপ্তিকালের ন্যায় মহত্তত্ত্ব-রাহিত্য চতুর্থী ভূমি। এই ভূমিচতুষ্টয়কে সোপানস্বরূপ মনে করিয়া ক্রমে ক্রমে চিত্ত উপরত করিবে।

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। "যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।" (৬অ। ২ শ্লোক) এইস্থলে যোগ শব্দদ্বারা কর্ম্মযোগই লক্ষিত হইয়াছে। আবার "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" (৬অ। ১৬) ইত্যাদি শ্লোকে যোগশব্দ দ্বারা সমাধিই লক্ষিত হইয়াছে। কর্ম্ম ও সমাধি উভয়ই যখন যোগ, তখন তন্মধ্যে কোন্‌টি মুখ্য ইহা জানিবার নিমিত্ত আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। সমাধিযোগই যে, স্বরূপতঃ ও ফলতঃ মুখ্য তাহাই এক্ষণে প্রতিপাদিত হইতেছে। যে অবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসের দ্বারা নিরুদ্ধচিত্ত উপরত হয়, তাহাই যোগের স্বরূপ লক্ষণ। পাতঞ্জল সূত্রে কথিত হইয়াছে, "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (পা, স, ২)। চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধের নাম যোগ। সুতরাং যে অবস্থায় চিত্তের নিরোধ হওয়ায় তাহার বিষয়-বিরতি হয়, সেই অবস্থাই স্বরূপ লক্ষণাক্রান্ত যোগ। ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফলদ্বারাও যোগের মুখ্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে। যে অবস্থা বিশেষে স্বকীয় পরিশুদ্ধ

মনের দ্বারা যোগী দেহাদি কিছুই না দেখিয়া, কেবল স্বকীয় আত্মাকেই দর্শন করেন এবং আত্মদর্শন সহকারে, বিষয়-ব্যাপারে সন্তোষানুভব না করিয়া কেবল আত্মাতেই সন্তোষ উপভোগ করেন, তাহাই যোগ। যে অবস্থা বিশেষে যোগী কোন এক নিরতিশয় নিত্য সুখ উপলব্ধি করেন, তাহাই যোগ। যদি কেহ বলেন যে বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ না থাকিলে সুখের উদ্ভব হয় না; যখন যোগাবস্থায় বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ তিরোহিত হইয়া যায়, তখন সুখের উদ্ভব কিরূপে হইতে পারে? এইজন্যই কথিত হইতেছে যে, সে সুখ বিষয়েন্দ্রিয়ের সম্বন্ধাতীত এবং তাহা কেবল আত্মাকারতা প্রাপ্ত বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয়। অতএব সেই অবস্থায় অবস্থিত হইয়া যোগী ব্যক্তি কখনই সেই আত্মস্বরূপ জ্ঞান হইতে বিচলিত হন না। যেহেতু সেই নিরতিশয় সুখাত্মক আত্মস্বরূপকে লাভ করিয়া আর কোন লাভকেই তাঁহার অধিক বলিয়া মনে হয় না এবং সেই অবস্থায় অবস্থিত হইলে মহৎ শীতোষ্ণাদি দুঃখেও তিনি বিচলিত হন না। সমাধি যোগ যে অনিষ্টনিবারণক্ষম ও সর্ব্বসুখস্বরূপ ইষ্টপ্রদান-সমর্থ; সুতরাং ফলতঃ মুখ্য তাহাই প্রদর্শিত হইল। এবম্ভূত দুঃখ-সংযোগ-শূন্য অবস্থাকেই যোগ বলিয়া জানিবে। দুঃখ শব্দে দুঃখমিশ্রিত বৈষয়িক সুখই লক্ষিত হইয়াছে। যে অবস্থায় দুঃখ স্পর্শ করিতে না করিতেই তাহার বিয়োগ অর্থাৎ বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, সেই অবস্থাই যোগ। পরমাত্মাতে যে ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবের সংযোজন, তাহাই যোগ; অথবা বীর পুরুষের কাতরতা যেরূপ ক্ষণিক, যোগিপুরুষের দুঃখসংস্পর্শও তদ্রূপ ক্ষণিক; সুতরাং বীরকে কদাচিৎ কাতর দেখিয়া তৎশব্দে উল্লেখ করিলে যেরূপ বিরুদ্ধ উল্লেখ করা হয়, তদ্রূপ যোগিপুরুষকে কদাচিৎ দুঃখাক্রান্ত দেখিয়া দুঃখসংস্পৃষ্টশব্দে উল্লেখ করা ভ্রমাত্মক। কর্ম্মও যোগ নামে কথিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা যোগের উপায় স্বরূপ; সুতরাং ঔপচারিক মাত্র। যোগ যখন এতাদৃশ মহাফলপ্রদ, তখন অতীব যত্ন সহকারে তাহা অভ্যাস করা উচিত; শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশ জনিত নিশ্চয় প্রতীতি সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যদিও শীঘ্র সিদ্ধিলাভ না ঘটে, তাহা হইলেও দুঃখিত-হৃদয় না হইয়া এবং প্রযত্নের শৈথিল্য না করিয়া, নির্ব্বেদরহিত চিত্তে যোগের অনুসরণ করা আবশ্যক। সঙ্কল্প-প্রভব কাম সমূহ পরিত্যাগ করিয়া এবং সর্ব্বত্র প্রসারিত ইন্দ্রিয় সমূহকে মনের দ্বারা নিয়মিত

করিয়া যোগের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। যদি প্রাক্তনকর্ম্ম সংস্কার প্রভাবে মন বিচলিত হয়, তাহা হইলেও, ধারণাসহকারে তাহাকে ক্রমশঃ স্থিরীকৃত করা আবশ্যক; ইহাই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য। ধৃতি অর্থাৎ ধারণার অভাবে বশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মাতেই নিশ্চলভাবে সংস্থিত করিবে এবং যেমন যেমন অভ্যাসের পরিপাক হইবে, সেইরূপে ক্রমশঃ সর্ব্বপ্রকার বিষয়-ব্যাপার হইতে উপরত হইবে। তখন স্বপ্রকাশ স্বরূপ পরমানন্দে নির্বৃত হইয়া নিশ্চল মনে আত্মধ্যানাদি সর্ব্বপ্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। ইহাই যোগের পরম বিধি ॥ ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫ ॥

-:*:-

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—চঞ্চলং অস্থিরং মনঃ যতঃ যতঃ (যস্মাৎ যস্মাৎ নিমিত্তাৎ) নিশ্চলতি (যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি) ততঃ ততঃ (তস্মাৎ শব্দাদের্নিমিত্তাৎ) এতৎ (মনঃ) নিয়ম্য (বশীকৃত্য) আত্মনি এব (স্বপ্রকাশপরমানন্দঘনে বশং নয়েৎ (স্থিরং কুর্য্যাৎ) ॥ ২৬ ॥

প্রতিশব্দ।—বিক্ষিপ্ত অধীর মন যাহাতে যাহাতে ধাবিত-হয় তাহা-হইতে তাহা-হইতে ইহাকে প্রত্যাহার-করিয়া আত্মার-ই অধীনতায় আনয়ন-করিবে ॥ ২৬ ॥

ব্যাখ্যা।—স্বভাবতঃ বিষয়বিক্ষিপ্ত অস্থির চিত্ত সে যে বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হয়, তৎসমস্ত হইতে তাহাকে প্রত্যাহার করিয়া আত্মাধীনতায় স্থাপন কর ॥ ২৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদ্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষান্মনশ্চঞ্চলমত্যর্থং চলমত এবাস্থিরং ততস্ততস্তস্মাৎ তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তান্নিয়ম্য তত্তন্নিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চৈতন্মন আত্মন্যেব বশং নয়েৎ আত্মবশ্যতামাপাদয়েৎ ॥ ২৬ ॥

আনন্দগিরি।—স্বাভাবিকা দোষো মিথ্যাজ্ঞানধীনো রাগাদিঃ, শব্দাদের্মনসো নিয়মনং কথমিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎ তন্নিমিত্তমিতি। যাথাত্মানিরূপণং ক্ষয়িষ্ণুত্বদুঃখসংমিশ্রিত্বাদ্যালোচনং তেন তত্র তত্র বৈরাগ্যভাবনয়া তত্তদাভাসীকৃত্য ততস্ততো নিয়ম্যৈতন্মন ইতি সম্বন্ধঃ॥ ২৬॥

রামানুজ।—যত ইতি। চলস্বভাবতয়া আত্মন্যস্থিরং মনঃ যতো যতো বিষয়প্রাবণ্যহেতোর্ব্বহির্নিশ্চলতি ততস্ততো যত্নেন মনো নিয়ম্য আত্মন্যেবাতিশয়িতসুখভাবনয়া বশং নয়েৎ॥ ২৬॥

হনুমান্।—যত ইতি। যতো যতো যস্মাদন্যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্নিশ্চলতি নির্গচ্ছতি স্বভাবদোষাদেতত্তৎ মনশ্চঞ্চলবত এবাস্থিরং ততস্ততস্তস্মাৎ তস্মাচ্ছব্দাদের্নিমিত্তান্নিয়ম্য এতন্নিমিত্তং যাথাত্ম্যনিরূপণেনাভাসীকৃত্য বৈরাগ্যভাবনয়া চাত্মন্যেব বশমেতি, তথাত্মন্যেব প্রশাম্যতি॥ ২৬॥

শ্রীধর।—এবমপি রজোগুণবশাদ্যদি মনঃ প্রচলেৎ তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ যতো যত ইতি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতিনির্গচ্ছতি ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ॥ ২৬॥

বলদেব।—যদি কদাচিৎ প্রাক্তনসূক্ষ্মদোষান্মনঃ প্রচলেৎ তদা তৎ প্রত্যাহারদিত্যাহ যত ইতি। যং যৎ বিষয়ং প্রতি মনো নির্গচ্ছতি ততস্তস এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্যাত্মন্যেব নিরতিশয়সুখত্বভাবনয়া বশং কুর্য্যাৎ॥ ২৬॥

মধুসূদন।—এবং নিরোধসমাধিং কুর্ব্বন্ যোগী যত ইতি। শব্দাদীনাং চিত্তবিক্ষেপহেতূনাং মধ্যে যতো যতো যস্মাৎ যস্মান্নিমিত্তাচ্ছব্দাদের্বিষয়াৎ রাগদ্বেষাদেশ্চ চঞ্চলং বিপেক্ষাভিমুখং সৎ মনো নিশ্চরতি বিক্ষিপ্তং সৎ বিষয়াভিমুখং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতীনামন্যতমামপি সমাধিবিরোধিনীং বৃত্তিমুৎপাদয়তি, তথা লয়হেতূনাং নিদ্রাশেষবহ্বশন শ্রমাদীনাং মধ্যে যতো মতো নিমিত্তাদস্থিরং লয়াভিমুখং সন্মনো নিশ্চরতি লীনং সৎ সমাধিবিরোধিনীং নিদ্রাখ্যাং বৃত্তিমুৎপাদয়তি ততস্ততো বিক্ষেপনিমিত্তাল্লয়নিমিত্তাচ্চ নিয়ম্যৈতন্মনো নির্ব্বৃত্তিকং কৃত্বা আত্মন্যেব স্বপ্রকাশপরমানন্দঘনে বশং নয়েৎ নিরুন্ধ্যাৎ যথা ন বিক্ষিপ্যেত নবা লীয়েতেতি। এবকারো নাত্মগোচরত্বং সমাধের্বারয়তি। এতচ্চ বিবৃতং গৌড়াচার্য্যপাদৈঃ, "উপায়েন নিগৃহ্নীয়াৎ বিক্ষিপ্তং কামভোগয়োঃ। সুপ্রসন্নং লয়ে চৈব যথাকামো লয়স্তথা॥ দুঃখং সর্ব্বমনুস্মৃত্য কামভোগং নিবর্ত্তয়েৎ। অজং সর্ব্বমনুস্মৃত্য জাতং নৈব তু পশ্যতি॥ লয়ে সম্বোধয়েচ্চিত্তং বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ। সকষায়ং বিজানীয়াৎ সমপ্রাপ্তং ন চালয়েৎ॥ নাস্বাদয়েৎ সুখং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া ভবেৎ। নিশ্চলং নিশ্চরচ্চিত্তমেকীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ॥ যদা ন লীয়তে চিত্তং ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃ। অনিঙ্গনমনাভাসং নিষ্পন্নং ব্রহ্ম তৎ তদা॥" ইতি পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ। উপায়েন বক্ষ্যমাণেন বৈরাগ্যাভ্যাসেন কামভোগয়োর্বিক্ষিপ্তং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পস্মৃতীনা-

মঙ্গতময়াপি বৃত্ত্যা পরিণতং মনো নিগৃহ্নীয়াৎ নিরুন্ধ্যাৎ আত্মন্যেবেত্যর্থঃ। কাম-ভোগয়োরিতি চিন্ত্যমানাবস্থাভোজ্যমানাভেদেন দ্বিবচনম্। তথা লীয়তেঽস্মিন্নিতি লয়ঃ সুষুপ্তং তস্মিন্ সুপ্রসন্নমায়াসবর্জ্জিতমপি মনো নিগৃহ্নীয়াদেব, সুপ্রসন্নঞ্চেৎ কুতো নিগৃহ্যতে, তত্রাহ যথা কামো বিষয়গোচরপ্রমাণাদিবৃত্ত্যুৎপাদনেন সমাধিবিরোধী, তথা লয়োঽপি নিদ্রাখ্যবৃত্ত্যুৎপাদনেন, সমাধিবিরোধী, সর্ব্ববৃত্তিনিরোধো হি সমাধিঃ, অতঃ কামাদিকৃতবিক্ষেপাদিব শ্রমাদিকৃতলয়াদপি মনো নিরোদ্ধব্যমিত্যর্থঃ। উপায়েন নিগৃহ্নীয়াৎ কেন? ইত্যুচ্যতে সর্ব্বং দ্বৈতমবিদ্যাবিজৃম্ভিতমল্পং দুঃখমেবেত্যনুস্মৃত্য "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি। অথ যদল্পং তন্মর্ত্ত্যং তদ্দুঃখম্ "ইতিশ্রুত্যর্থং গুরূপদেশাদনু-পশ্চাৎ পর্য্যালোচ্য কামান্ চিন্ত্যমানাবস্থান্ বিষয়ান্ ভোগান্ ভুজ্যমানাবস্থাংশ্চ বিষয়ান্নি-বর্ত্তয়েৎ মনসঃ সকাশাদিতি শেষঃ। কামশ্চ ভোগশ্চ কামভোগং তস্মান্মনো নিবর্ত্তয়েদিতি বা। এবং দ্বৈতস্মরণকালে বৈরাগ্যভাবনোপায় ইত্যর্থঃ, এবং দ্বৈতবিস্মরণন্তু পরমোপায় ইত্যাহ, অজং ব্রহ্ম সর্ব্বং ন ততোঽতিরিক্তং কিঞ্চদস্তীতি শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাদনন্তরমনুস্মৃত্য তদ্বিপরীতং দ্বৈতজাতং ন পশ্যত্যেব অধিষ্ঠানে জ্ঞাতে কল্পিতস্যাভাবাৎ পূর্ব্বোপায়া-পেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যসূচনার্থস্তুশব্দঃ। এবং বৈরাগ্যভাবনাতত্ত্বদর্শনাভ্যাং বিষয়েভ্যো নিবর্ত্ত্য-মানং চিত্তং যদি দৈনন্দিনলয়াভ্যাসবশাল্লয়াভিমুখং ভবেৎ তদা নিদ্রাশেষাজীর্ণ-বহ্বশনশ্রমাণাং লয়কারণানাং নিরোধেন চিত্তং সম্যক্ প্রবোধয়েদুত্থানপ্রযত্নেন যদি পুনরেবং প্রবোধ্যমানং দৈনন্দিনপ্রবোধাভ্যাসবশাৎ কামভোগয়োর্বিক্ষিপ্তং স্যাৎ তদা বৈরাগ্যভাবনয়া তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণ চ পুনঃ শময়েৎ এবং পুনঃপুনরভ্যাসতো লয়াৎ সম্বোধিতং বিষয়েভ্যশ্চ ব্যাবর্ত্তিতম, নাপি সমপ্রাপ্তমন্তরালাবস্থং চিত্তং স্তব্ধীভূতং সকষায়ং রাগদ্বেষাদিপ্রবলবাসনাবশেন স্তব্ধীভাবাখ্যেন কষায়েণ দোষেণ যুক্তং বিজা-নীয়াৎ সমাহিতচিত্তাদ্বিবেকেন জানীয়াৎ ততশ্চ নেদং সমাহিতমিত্যবর্গস্য লয়-বিক্ষেপাভ্যামিব কষায়াদপি চিত্তং নিরুন্ধ্যাৎ ততশ্চ লয়বিক্ষেপকষায়েষু পরিহৃতেষু পরিশেষাৎ চিত্তেন সমং ব্রহ্ম প্রাপ্যতে তচ্চ সমপ্রাপ্তং চিত্তং কষায়লয়ভ্রান্ত্যা ন চালয়েৎ বিষয়াভিমুখং ন কুর্য্যাৎ, কিন্তু ধৃতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা লয়কষায়প্রাপ্তের্ব্বিবিচ্য তস্যামেব সমপ্রাপ্তাবতিযত্নেন স্থাপয়েৎ॥ তত্র সমাধৌ পরমসুখব্যঞ্জকেঽপি সুখং নাস্বাদয়েদেতাবন্তং কালমহং সুখীতি সুখাস্বাদরূপাং বৃত্তিং ন কুর্য্যাৎ। সমাধিভঙ্গপ্রসঙ্গাদিতি প্রাগেব কৃত-ব্যাখ্যানম্। প্রজ্ঞয়া যদুপলভ্যতে সুখং তদপ্যবিদ্যাপরিকল্পিতং মৃষৈব ইত্যেবং ভাবনয়া নিঃসঙ্গো নিস্পৃহঃ সর্ব্বসুখেষু ভবেৎ। অথবা প্রজ্ঞয়া সবিকল্পসুখাকারবৃত্তিরূপয়া সহ সঙ্গং পরিত্যজেৎ, ন তু স্বরূপসুখমপি নিবৃত্তিকেন চিত্তেনানুভবেৎ স্বভাবপ্রাপ্তস্য তস্য বারয়িতুমশক্যত্বাৎ, এবং সর্ব্বতো নিবর্ত্ত্য নিশ্চলং প্রযত্নবশেন কৃতং চিত্তং স্বভাব-চাঞ্চল্যাদ্বিষয়াভিমুখতয়া নিশ্চরদ্বহির্নির্গচ্ছৎ একীকুর্য্যাৎ প্রযত্নতঃ নিরোধপ্রযত্নেন সমে ব্রহ্মণ্যেকতাং নয়েৎ। সমপ্রাপ্তং চিত্তং কীদৃশম্? ইত্যুচ্যতে যদা ন লীয়তে নাপি

স্তব্ধীভবতি তামসত্বসাম্যেন লয়শব্দেনৈব স্তব্ধীভাবস্তোপলক্ষণাৎ। ন চ বিক্ষিপ্যতে পুনঃশব্দাদ্যাকারবৃত্তিমনু ভবতি নাপি সুখমাস্বাদয়তি রাজসত্বসাম্যেন সুখাস্বাদস্তাপি বিক্ষেপশব্দেনোপলক্ষণাৎ। পূর্ব্বং ভেদনির্দ্দেশস্তু পৃথক্ প্রযত্নকরণায়। এবং লয়কষায়াভ্যাং বিক্ষেপসুখাস্বাদাভ্যাঞ্চ রহিতং অনিঙ্গনমিঙ্গনং চলনং সবাতপ্রদীপবৎ লয়াভিমুখরূপং তদ্রহিতং নিবাতপ্রদীপকল্পং অনাভাসং ন কেনচিদ্বিষয়াকারেণাভাস ইত্যেতৎ কষায়সুখাস্বাদয়োরুভয়াস্তর্ভাব উক্ত এব, যদৈবং দোষচতুষ্টয়রহিতং চিত্তং ভবতি তদা তচ্চিত্তং ব্রহ্মনিষ্পন্নং সমং ব্রহ্মপ্রাপ্তং ভবতীত্যর্থঃ, এতাদৃশশ্চ যোগঃ শ্রুত্যা প্রতিপাদিতঃ, "যদা পঞ্চাবতিষ্ঠন্তে জ্ঞানানি মনসা সহ। বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতি তামাহুঃ পরমাং গতিম্॥ তাং যোগমিতি মন্যন্তে স্থিরামিন্দ্রিয়ধারণাম্। অপ্রমত্তস্তদা ভবতি যোগো হি প্রভবাপ্যয়ৌ॥" ইতি। এতন্মূলকমেব চ "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি চ সূত্রম্। তস্মাদ্যুক্তমুক্তং ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েদিতি॥ ২৬॥

নীলকণ্ঠ।—শনৈঃ শনৈরিত্যেতৎ শ্লোকং ব্যাচষ্টে যতো যত ইতি ত্রিভিঃ। যতো যতো হেতোর্যং যং বিষয়ং গ্রহীতুং মনো নিশ্চরতি বহির্গচ্ছতি ততস্ততঃ তত্র তত্র দোষদর্শনেন ততস্ততো বিষয়াৎ এতন্মনো নিয়ম্য প্রত্যাহৃত্য আত্মনি স্বরূপে এব নয়েৎ পর্য্যবস্থাপয়েৎ এতেন পূর্ব্বার্দ্ধং ব্যাখ্যাতম্॥ ২৬॥

বিশ্বনাথ।—যদি চ প্রাক্তনদোষোদ্গমবশাৎ রজোগুণস্পৃষ্টং মনশ্চঞ্চলং স্যাৎ, তদা পুনর্যোগমভ্যসেদিত্যাহ যতো যত ইতি॥ ২৬॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বোক্তরূপ নিরোধ সমাধির অনুষ্ঠান করিতে হইলে, প্রথমতঃ চিত্তকে বিষয়-বিমুখ করা আবশ্যক। শব্দাদি বিষয় সমূহ এবং রাগদ্বেষাদিই চিত্তবিক্ষেপের হেতুভূত; স্বভাবতঃ চঞ্চল ও অস্থির চিত্ত বিষয়াভিমুখে প্রধাবিত হইয়া প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, স্মৃতি প্রভৃতি সমাধি-বিরোধি বৃত্তির সমুৎপাদন করে। তাদৃশ বিষয়-ব্যাপার হইতে মনকে নির্ব্বৃত্তিক করিয়া স্বপ্রকাশানন্দঘনরূপ আত্মার অধীনতায় স্থাপিত করিবে; অর্থাৎ আর বিক্ষেপ না ঘটে, এইরূপে তাহাকে লীন করিবে। শ্রীমৎ গৌড়াচার্য্য পঞ্চ শ্লোকে চিত্তনিরোধের আবশ্যকতা ও উপায় পরিব্যক্ত করিয়াছেন; কামভোগের দুই ভাব; এক চিন্ত্যমান, অপর ভুজ্যমান। হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা কামভোগ না করিলেও মন অনেক সময়ে মনে মনেই তাহাতে ব্যাপৃত হয় ও তজ্জনিত সুখ-দুঃখের অনুভব করে, ইহাই চিন্ত্যমান অবস্থা। আবার যখন ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা মন বিষয় উপভোগ করে, তখনই ভুজ্যমান অবস্থা বলা যায়। তদুভয় অবস্থা হইতেই মনকে নিরোধ করা

আবশ্যক। সাক্ষাৎসম্বন্ধে কোন গর্হিত আচরণ না করিলেও, মনে মনে তচ্চিন্তন ও তদ্বিষয়ে অনুরাগ, যোগসিদ্ধির প্রতিকূল; মন যদি নিদ্রামগ্ন হইয়া সুপ্রসন্ন থাকে, তাহা হইলেও তাহার নিরোধ করা আবশ্যক। কারণ, নিদ্রা লয়রূপা; সুতরাং সমাধির বিরোধী। কামাদি জনিত বিক্ষেপ এবং শ্রমাদি জনিত নিদ্রাখ্য লয় এতদুভয় হইতেই মনকে নিরোধ করা আবশ্যক। সকলই অবিদ্যাবিজৃম্ভিত ও ক্ষণস্থায়ী জ্ঞান করিয়া এবং সকলই দুঃখের হেতুভূত জানিয়া, তৎসমস্ত হইতে চিত্তকে উপরত করিবে। দ্বৈতস্মরণই যাবতীয় অনর্থের মূল। আমি যে পদার্থ ভোগ করিবার অভিলাষ করি, সে পদার্থ আমা হইতে স্বতন্ত্র, এই স্মরণরূপ বোধই অধোগতির হেতুভূত; কারণ, তাদৃশ চিন্তা হইলেই তদ্বস্তু লাভার্থ চিত্তের ব্যাকুলতা সংবর্দ্ধিত হয়। কিন্তু যদি বোধ হয় যে, যাবতীয় পদার্থ অজ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত কোন পদার্থই নাই, তাহা হইলে আপনাকে ও ভোগ্য বস্তুকে আর স্বতন্ত্র বলিয়া বোধ হয় না; সুতরাং তল্লাভার্থ কোন ব্যাকুলতা থাকে না। এইরূপ ভাবের নাম দ্বৈতবিস্মরণ। এইরূপে বৈরাগ্য ও জ্ঞানসহকারে স্বভাবতঃ চঞ্চল ও বিষয়াভিমুখ চিত্তকে প্রযত্নপূর্ব্বক নিরোধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একাকার করিবে। বিক্ষিপ্ত চঞ্চল চিত্ত সবাত প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায়; নিরুদ্ধচিত্ত নির্ব্বাত প্রদেশস্থ প্রদীপের ন্যায়। অতএব চিত্তকে বিক্ষেপ-বিরহিত করিয়া আত্মার বশীভূত করা আবশ্যক ॥ ২৬ ॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—শান্তরজসং (শান্তং রজো যস্য তং) প্রশান্তমনসং (প্রকর্ষেণ নিরুদ্ধং মনঃ যস্য তং) অকল্মষং (ধর্ম্মাধর্ম্মাদিবর্জ্জিতং) ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং) এনং যোগিনং হি উত্তমং সুখং (সমাধিরূপং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৭ ॥

প্রতিশব্দ।—নিবৃত্তরজোগুণ প্রশান্তচিত্ত পাপ-পুণ্য-বিরহিত ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত এই যোগীকে নিশ্চয় শ্রেষ্ঠ সুখ প্রাপ্ত-হয়॥ ২৭॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার হৃদয় হইতে রজোগুণ বিদূরিত হওয়ায় চিত্ত প্রশান্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্মবিরহিত হইয়া ব্রহ্মভাবাপন্ন হইয়াছে, সমাধিরূপ পরম সুখ তাঁহাকে নিশ্চয় আশ্রয় করে॥ ২৭॥

শঙ্করাচার্য্য।—এবং যোগাভ্যাসবলাদ্‌যোগিন আত্মন্যেব প্রশাম্যতি মনঃ প্রশান্তেতি। প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ শান্তং মনো যস্য স প্রশান্তমনাস্তং প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতি শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বং ইত্যেবং নিশ্চয়বন্তং ব্রহ্মভূতমকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মাদি-বর্জ্জিতম্॥ ২৭॥

আনন্দগিরি।—মনসো বশীকরণেনোপশমে কিং স্যাদিত্যাহ এবমিতি। যোগাভ্যাসো বিষয়বিবেকদ্বারা মনোনিগ্রহাভ্যাবৃত্তিঃ, প্রশান্তমাত্মন্যেব প্রলীনমিতি যাবৎ, মনস্তদ্বৃত্ত্যোরভাবে স্বরূপভূতসুখাবির্ভাবস্য স্বাপাদৌ প্রসিদ্ধিং দ্যোতয়িতুং হিশব্দঃ॥ মোহাদিক্লেশপ্রতিবন্ধাদ্যোগিনি যথোক্তসুখাপ্রাপ্তিমাশঙ্ক্য মনোবিলয়মুপেত্য পরিহরতি প্রশান্তেতি। তস্যাস্মদাদিবিলক্ষণত্বমাহ ব্রহ্মভূতমিতি। অস্মাদাদেরপি স্বতো ব্রহ্মভূতত্বেন তুল্যং জীবন্মুক্তত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ব্রহ্মৈবেতি। ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিবন্ধাদযুক্তা যথোক্তসুখপ্রাপ্তিরিত্যাশঙ্ক্যোক্তং অকল্মষমিতি॥ ২৭॥

রামানুজ।—প্রশান্তেতি। প্রশান্তমনসমাত্মনি নিশ্চলমনসমাত্মন্যুত্তমমনসম্, তত-এব হেতোর্দগ্ধাশেষকল্মষম্, ততএব শান্তরজসং বিনষ্টরজোগুণম্, ততএব ব্রহ্মভূতং স্বরূপ-সুখেনাবিস্থিতমেনং যোগিনং তমাত্মস্বরূপমুত্তমসুখমুপৈতীতি হেতৌ উত্তমসুখরূপমুপৈতী-ত্যর্থঃ॥ ২৭॥

হনূমান্।—প্রশান্তেতি। প্রশান্তং মনো যস্য সঃ প্রশান্তমনাস্তং প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং নিরতিশয়মুপৈত্যুপগচ্ছতি শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশরজসমিত্যর্থঃ। ব্রহ্মভূতং জীবন্মুক্তং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিত্যেব সর্ব্বনিশ্চয়ং ব্রহ্মভূতমকল্মষমধর্ম্মবর্জ্জিতম্॥ ২৭॥

শ্রীধর।—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃপুনর্মনোবশীকুর্ব্বন্তং রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ প্রশান্তেতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্ অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তমেনং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মত্বং প্রাপ্তং যোগিনমুত্তমং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি॥ ২৭॥

বলদেব।—এবং প্রযতমানস্য পূর্ব্ববদেব সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ প্রশান্তেতি। প্রশান্তমাত্মন্যচলং মনো যস্য তম্ অতএবাকল্মষং দগ্ধপ্রাক্তনসূক্ষ্মদোষম্ অতএব

শান্তরজসম্, ব্রহ্মভূতং সাক্ষাৎকৃতবিবিক্তাবির্ভাবিতাষ্টগুণকাত্মস্বরূপং যোগিনং প্রত্যুত্তম-মাত্মানুভবরূপং মহৎ সুখং কর্ত্তৃ স্বয়মেবোপৈতি ॥ ২৭ ॥

মধুসূদন।—এবং যোগাভ্যাসবলাদাত্মন্যেব যোগিনঃ প্রশাম্যতি মনঃ প্রশান্ত-মিতি। ততশ্চ প্রকর্ষেণ শান্তং নির্ব্বৃত্তিকতয়া নিরুদ্ধং সংস্কারমাত্রশেষং মনো যস্য তং প্রশান্তমনসং বৃত্তিশূন্যতয়া নির্ম্মনস্কত্বে হেতুগর্ভং বিশেষণদ্বয়ং শান্তরজসমকল্মষমিতি॥ শান্তং বিক্ষেপকং রজো যস্য তং বিক্ষেপশূন্যম্, তথা ন বিদ্যতে কল্মষং লয়হেতুস্তমো যস্য তমকল্মষং লয়শূন্যম্। শান্তরজসমিত্যনেনৈব তমোগুণোপলক্ষণেঽকল্মষং সংসারহেতু-ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতমিতি বা। ব্রহ্মভূতং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমিতি নিশ্চয়েন সমং ব্রহ্মপ্রাপ্তং জীবন্মুক্তং এনং যোগিনং এবমুক্তেন প্রকারেণেতি শ্রীধরঃ। উত্তমং নিরতিশয়ং সুখমুপৈত্যুপগচ্ছতি মনস্তদ্বৃত্ত্যোরভাবে সুষুপ্তৌ স্বরূপসুখাভির্ভাবপ্রসিদ্ধিং দ্যোতয়তি হিশব্দঃ। তথাচ প্রাগ্ব্যাখ্যাতং সুখমাত্যন্তিকং যৎ তদিত্যত্র ॥ ২৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবমাত্মবশে মনসি কিং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ প্রশান্তেতি। হি যস্মাৎ এনং প্রশান্তমনসং প্রকর্ষেণ উপরতচেতসং যোগিনং একাগ্রতাভূমৌ উত্তমং সুখং সংপ্রজ্ঞাতসমাধিফলভূতং উপৈতি, ভৌতিকানাং বাহ্যানাং মানোরথিকানামান্তরাণাঞ্চ বিষয়াণাং ত্যাগাৎ শান্তরজসং প্রক্ষীণমোহাদিক্লেশং ব্রহ্মভূতং সদ্বস্তুরূপং অকল্মষং ধর্ম্মাধর্ম্মবিবর্জ্জিতম্। যথোক্তং যোগভাষ্যে, "যস্ত্বেকাগ্রে চেতসি সদ্ভূতমর্থং প্রদ্যোতয়তি কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোতি ক্ষীণোতি চ ক্লেশান্ স সম্প্রজ্ঞাতো যোগ ইত্যাখ্যায়তে" ইতি। এতেন "আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা" ইতি ব্যাখ্যাতম্ ॥ ২৭ ॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ পূর্ব্ববদেব তস্য সমাধিসুখং স্যাদিত্যাহ প্রশান্তেতি। সুখং কর্ত্তৃ, যোগিনমুপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭ ॥

তাৎপর্য্য।--এইরূপ যোগাভ্যাস প্রভাবে যোগিদিগের মন প্রশান্ত ও আত্মনিষ্ঠ হয়। তদনন্তর প্রকৃষ্টরূপে শান্ত অর্থাৎ বৃত্তিবিহীনতা হেতু, মন নিরুদ্ধ ও সংস্কার-মাত্র-শেষে পরিণত হয়। তাদৃশ ব্যক্তির রজোগুণ-জনিত চিত্তের বিক্ষেপ তিরোহিত হইয়া যায় এবং লয়ের হেতুভূত তমোগুণের অভাব হেতু তিনি লয়শূন্য হন। অথবা তিনি জন্ম-মরণ-শীল-শরীর-ধারণরূপ সংসার প্রাপ্তির হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম ও কর্ম্মাকর্ম্ম বর্জ্জিত। তাদৃশ যোগী, সকলই ব্রহ্মময় এই দৃঢ় প্রতীতি হেতু, ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। এইরূপ যোগিগণ সমাধিরূপ নিরতিশয় সুখ উপভোগ করেন। (৬ অ। ২১ শ্লোকে যোগ-জনিত সুখের বিবরণ আছে)। যোগীর উল্লিখিতরূপ অবস্থা হইলে তাঁহাকে সুখের নিমিত্ত আগ্রহান্বিত হইতে হয় না। সেই অপূর্ব্ব সুখ, স্বয়ং আসিয়া তাঁহাকে

আশ্রয় করে। সে সুখ স্থির ও অবিচলিত। তাহার ক্ষয় নাই, অপচয়ও নাই ॥ ২৭ ॥

-:*:-

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—এবং (যথোক্তেন প্রকারেণ) সদা আত্মানং (মনঃ) যুঞ্জন্ (বশীকুর্ব্বন্) বিগতকল্মষঃ (বিগতপাপঃ) যোগী সুখেন (অনায়াসেন) ব্রহ্মসংস্পর্শং (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপং) অত্যন্তং (সর্ব্বোত্তমং) সুখং অশ্নুতে (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৮ ॥

প্রতিশব্দ।—এই-প্রকারে সর্ব্বদা মনকে যুক্ত-করিতে-করিতে পাপ-পরিশূন্য যোগী অনায়াসে ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ অত্যুত্তম সুখ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮ ॥

ব্যাখ্যা।—উল্লিখিত প্রকারে মনকে সতত যোগনিষ্ঠ করিলে যোগী পুরুষ ক্রমশঃ বিনা ক্লেশে ব্রহ্মসম্মিলনরূপ পরম সুখ উপভোগ করিতে থাকেন ॥ ২৮ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী যোগান্তরায়বর্জ্জিতঃ সদা সর্ব্বদাত্মানং যুঞ্জন্ বিগতকল্মষো বিগতপাপঃ সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মণা পরেণ সংস্পর্শো যস্য তদ্ব্রহ্মসংস্পর্শং সুখমত্যন্তমুৎকৃষ্টং সুখং নিরতিশয়ং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২৮ ॥

আনন্দগিরি।—উত্তমং সুখং যোগিনো ভবতীত্যুক্তং তদেব স্ফুটয়তি যুঞ্জন্নিতি। ক্রমো যথোক্তো মনসেন্দ্রিয়গ্রামমিত্যাদি যোগান্তরায়ো দ্বেষাদি সদাত্মানং যুঞ্জন্নিতি সম্বন্ধঃ ॥ ২৮ ॥

রামানুজ।—যুঞ্জন্নিতি। এবমুক্তপ্রকারেণাত্মানং যুঞ্জংস্তেন বিগতপ্রাচীনসমস্তকল্মষো ব্রহ্মসংস্পর্শং ব্রহ্মানুভবরূপং সুখমত্যন্তমপরিমিতং সুখেনানায়াসেন সদাশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

হনুমান্।—যুঞ্জন্নিতি। যুঞ্জন্নেবং যথোক্তেন ক্রমেণ যোগী সদাত্মানং বিগতকল্মষং বিগতপাপঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তসুখমশ্নুতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীধর।—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতং কল্মষং যস্য স যোগী সুখে-

নানায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ৮॥

বলদেব।—এবং স্বাত্মসাক্ষাৎকারানন্তরং পরমাত্মসাক্ষাৎকারঞ্চ লভত ইত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। এবং উক্তপ্রকারেণাত্মানং স্বং যুঞ্জন্ যোগেনানুভবন্ তেনৈব বিগতকল্মষো দগ্ধসর্ব্বদোষো যোগী সুখেনানায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং পরমাত্মানুভবমত্যন্তমপরিমিতং সুখং মশ্নুতে প্রাপ্নোতি॥ ২৮॥

মধুসূদন।—উক্তং সুখং যোগিনঃ স্ফুটীকরোতি যুঞ্জন্নেবমিতি। এবং মনসৈবেন্দ্রিয়-গ্রামং ইত্যাদ্যুক্তক্রমেণাত্মানং মনঃ সদা যুঞ্জন্ সমাদধৎ যোগী যোগেন নিত্যসম্বন্ধী বিগত-কল্মষঃ বিগতমলঃ সংসারহেতুধর্ম্মাধর্ম্মরহিতঃ সুখেনানায়াসেন ঈশ্বরপ্রণিধানাৎ সর্ব্বান্ত-রায়নিবৃত্ত্যা ব্রহ্মসংস্পর্শং সম্যক্‌ত্বেন বিষয়াস্পর্শেন সহ ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শস্তাদাত্ম্যং যস্মিন্ তদ্বি-ষয়াসংস্পর্শি ব্রহ্মস্বরূপমিত্যেতদত্যন্তং সর্ব্বানন্তান্ পরিচ্ছেদানতিক্রান্তং নিরতিশয়ং সুখমানন্দ-মশ্নুতে ব্যাপ্নোতি, সর্ব্বতো নির্ব্বৃত্তিকেন চিত্তেন লয়বিক্ষেপবিলক্ষণমনুভবতি, বিক্ষেপে বৃত্তি-সত্ত্বাৎ, লয়ে চ মনসোঽপি স্বরূপেণাসত্ত্বাৎ সর্ব্ববৃত্তিশূন্যেন সূক্ষ্মেণ মনসা সুখানুভবঃ সমাধাবে-বেত্যর্থঃ। অত্র চানায়াসেনেত্যন্তরায়নিবৃত্তিরুক্তো, তে চান্তরায়া দর্শিতা যোগসূত্রেণ। "ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽ-ন্তরায়াঃ।" চিত্তং বিক্ষিপন্তি যোগাদপনয়ন্তীতি চিত্তবিক্ষেপা যোগপ্রতিপক্ষাঃ। সংশয়ভ্রান্তি-দর্শনে তাবদ্‌বৃত্তিরূপতয়া বৃত্তিনিরোধস্য সাক্ষাৎপ্রতিপক্ষৌ, ব্যাধ্যাদয়স্তু সপ্রবৃত্তিসহচরিত-তয়া তৎপ্রতিপক্ষা ইত্যর্থঃ। ব্যাধির্ধাতুবৈষম্যনিমিত্তো বিকারো জ্বরাদিঃ, স্ত্যানমকর্ম্মণ্যতা গুরুণা শিক্ষ্যমাণস্যাপি আসনাদিকর্ম্মানর্হতেতি যাবৎ, যোগঃ সাধনীয়ো নবেত্যুভয়কোটিস্পৃ-গ্বিজ্ঞানং সংশয়ো তদ্রূপপ্রতিষ্ঠত্বেন বিপর্য্যয়ান্তর্গতোঽপি সন্নুভয়কোটিস্পর্শিত্বৈক-কোটিস্পর্শিত্বরূপাবান্তরবিশেষবিবক্ষয়াত্র বিপর্য্যয়োদ্ভেদেনোক্তঃ, প্রমাদঃ সমাধিসাধ-নানামননুষ্ঠানসামর্থ্যেঽপ্যননুষ্ঠানশীলতা বিষয়ান্তরব্যাপৃততয়া যোগসাধনেষ্বৌদাসীন্যমিতি যাবৎ, আলস্যং সত্যামপৌদাসীন্যপ্রচ্যুতৌ কফাদিনা তমসা চ কায়চিত্তয়োর্গুরুত্বং ব্যাধিত্বেনাপ্রসিদ্ধমপি যোগবিষয়ে প্রবৃত্তিবিরোধি, অবিরতিশ্চিত্তস্য বিষয়বিশেষে ঐকান্তিকোঽভিলাষঃ, ভ্রান্তিদর্শনং যোগাসাধনেঽপি তৎসাধনত্ববুদ্ধিস্তথা তৎসাধনেঽপ্য-সাধনত্ববুদ্ধিঃ। অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমেরেকাগ্রতায়াশ্চ অলাভঃ ক্ষিপ্তমূঢ়-বিক্ষিপ্তরূপত্বমিতি যাবৎ। অনবস্থিতত্বং লব্ধায়ামপি সমাধিভূমৌ প্রযত্নশৈথিল্যাচ্চিত্তস্য তত্রাপ্রতিষ্ঠিতত্বম্। ত এতে চিত্তবিক্ষেপা নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইতি চ অভিধীয়ন্তে। "দুঃখদৌর্ম্মনস্যাঙ্গমেজয়ত্বশ্বাসপ্রশ্বাসবিক্ষেপসহভুবঃ" দুঃখং চিত্তস্য রাজসঃ পরিণামো বাধনালক্ষণঃ। তচ্চাধ্যাত্মিকং শারীরং মানসঞ্চ ব্যাধিবশাৎ কামাদিবশাচ্চ ভবতি। আধিভৌতিকং ব্যাঘ্রাদিজনিতম্। আধিদৈবিকং গ্রহপীড়াদিজনিতম্। দেহাধ্যবিপর্য্যয়হেতুত্বাৎ সমাধিবিরোধিদৌর্ম্মনস্যমিচ্ছাবিঘাতাদিবলবদ্দুঃখানুভবজনিতঃ

চিত্তস্য তামসঃ পরিণামবিশেষঃ ক্ষোভাপরপর্য্যায়ঃ স্তব্ধীভাবঃ স তু কষায়ত্বাল্লয়বৎ সমাধিবিরোধী, অঙ্গমেজয়ত্বমঙ্গকম্পনমাসনস্থৈর্য্যবিরোধি, প্রাণেন বাহ্যস্য বায়োরন্তঃপ্রবেশনং শ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গরেচকবিরোধী, প্রাণেন কোষ্ঠস্য বায়োর্বহির্নিঃসারণং প্রশ্বাসঃ সমাধ্যঙ্গপূরকবিরোধী, সমাহিতচিত্তস্যৈতে ন ভবন্তি, বিক্ষিপ্তচিত্তস্যৈব ভবন্তীতি। বিক্ষেপসহভুবোঽন্তরায়া এব এতেঽভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং নিরোদ্ধব্যাঃ। ঈশ্বরপ্রণিধানেন চ তীব্রসংবেগানামাসন্নে সমাধিলাভে প্রস্তুতে "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" ইতি পক্ষান্তরমুক্ত্বা প্রণিধেয়মীশ্বরং "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ। "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্।" "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" ইতি ত্রিভিঃ সূত্রৈঃ প্রতিপাদ্য তৎপ্রণিধানং দ্বাভ্যাসূত্রয়ৎ, "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্" ইতি। ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" ততঃ প্রণবজপস্বরূপাৎ তদর্থধ্যানরূপাচ্চেশ্বরপ্রণিধানাৎ প্রত্যক্চেতনস্য পুরুষস্য প্রকৃতিবিবেকেনাধিগমঃ সাক্ষাৎকারো ভবতি। উক্তানামন্তরায়াণামভাবোঽপি ভবতীত্যর্থঃ। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামন্তরায়নিবৃত্তৌ কর্ত্তব্যতায়ামভ্যাসদার্ঢ্যার্থমাহ। "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।" তেষামন্তরায়াণাং প্রতিষেধার্থমেকস্মিন্ কস্মিংশ্চিদভিমতে তত্ত্বেঽভ্যাসশ্চেতসঃ পুনঃ পুনর্নিবেশনং কার্য্যম্। তথা "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" মৈত্রী সৌহার্দ্দম্, করুণা কৃপা, মুদিতা হর্ষঃ, উপেক্ষা ঔদাসীন্যম্, সুখাদিশব্দৈস্তদ্বন্তঃ প্রতিপাদ্যন্তে। সর্ব্বপ্রাণিষু সুখসম্ভোগাপন্নেষু সাধ্বেতৎ মম মিত্রাণাং সুখিত্বমিতি মৈত্রীং ভাবয়েৎ নত্বীর্ষাম্। দুঃখিতেষু কথং নু নামৈষাং দুঃখনিবৃত্তিঃ স্যাদিতি কৃপামেব ভাবয়েন্নোপেক্ষাম্, নবা হর্ষম্। পুণ্যবৎসু পুণ্যানুমোদনেন হর্ষং কুর্য্যান্ন বিদ্বেষং ন চোপেক্ষাম্। অপুণ্যবৎসু চৌদাসীন্যমেব ভাবয়েন্নানুমোদনম্, নবা দ্বেষম্। এবমস্য ভাবয়তঃ শুক্লো ধর্ম্ম উপজায়তে, ততশ্চ বিগতরাগদ্বেষাদিমলং চিত্তং প্রসন্নং সদেকাগ্রতাযোগ্যং ভবতি, মৈত্র্যাদিচতুষ্টয়ঞ্চোপলক্ষণম্, "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ" ইত্যাদীনামমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদীনাঞ্চ ধর্ম্মাণাং সর্ব্বেষামেতেষাং শুভবাসনারূপত্বেন মলিনবাসনানিবর্ত্তকত্বাৎ। রাগদ্বেষৌ মহাশত্রূ সর্ব্বপুরুষার্থপ্রতিবন্ধকৌ মহতা প্রযত্নেন পরিহর্ত্তব্যাবিত্যেতৎসূত্রার্থঃ এবমন্যেঽপি প্রাণায়ামাদয় উপায়াশ্চিত্তপ্রসাদনায় দর্শিতাঃ। তদেতচ্চিত্তপ্রসাদনং ভগবদনুগ্রহেণ যস্য জাতম্, তং প্রত্যেবৈতদ্বচনং সুখেনেতি, অন্যথা মনঃপ্রশমানুপপত্তেঃ॥ ২৮॥

নীলকণ্ঠ।—অস্য ফলমাহ যুঞ্জন্নিতি। এবমনেন প্রকারেণ যোগী আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাদধানঃ বিগতকল্মষো নিরস্তাবিদ্যাদিক্লেশঃ সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মসংস্পর্শং নির্বিশেষং ব্রহ্মণা ঐক্যং ত্রিবিধোপাধিপ্রবিলয়াৎ, অশ্নু[illegible]প্রাপ্নোতি। কীদৃশং ব্রহ্মসংস্পর্শম্? অত্যন্তং অন্তো দ্রষ্টৃদৃশ্যভাবেন পরিচ্ছেদঃ তমতিক্রান্তং নির্ব্বিশেষং সুখং পরমানন্দৈকরূপম্, এতেন "ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" ইতি চতুর্থপাদো ব্যাখ্যাতঃ॥ ২৮॥

বিশ্বনাথ।—ততশ্চ কৃতার্থ এব ভবতীত্যাহ যুঞ্জন্নিতি। সুখমশ্নুতে, জীবন্মুক্ত এব ভবতীত্যর্থঃ॥ ২৮।

তাৎপর্য্য।—উক্ত প্রণালীতে যোগ-সমাহিত পুরুষ যোগ জনিত মলিনতাশূন্য ও সংসারের হেতুভূত ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন এবং ঈশ্বর-প্রণিধান হেতু সর্ব্ববিঘ্ন-বাধা-পরিশূন্য হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। তখন তাঁহার লয়বিক্ষেপ-বিরহিত বৃত্তি-বিহীন চিত্ত অনায়াসে সমাধিরূপ নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে। যোগের বিঘ্ন অনেক। যথা: "ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপাস্তেঽন্তরায়াঃ।" (পাতঞ্জল সমাধিপাদ, ৩০ সূত্র) ব্যাধি অর্থাৎ ধাতু-বৈষম্যজনিত জ্বরবিকারাদি; স্ত্যান অর্থাৎ অকর্ম্মণ্যতা, আসন প্রাণায়ামাদি সম্বন্ধে গুরু যথাবিহিত উপদেশ প্রদান করিলেও, তৎসাধনে অক্ষমতা; সংশয় অর্থাৎ যোগসাধন করা উচিত বা উচিত নয় ইত্যাকার অনিশ্চয়তা; প্রমাদ অর্থাৎ বিষয়ান্তরানুরোধে, অসামর্থ্যাদি বাধা না থাকিলেও, যোগ সম্বন্ধে অমনোযোগ, আলস্য বা ঔদাসীন্য; আলস্য অর্থাৎ কামাদি প্রযুক্ত বা তমোজন্য শরীর ও মনের গুরুতা হেতু অপ্রবৃত্তি; অবিরতি অর্থাৎ চিত্তের বিষয়বিশেষে ঐকান্তিক অভিলাষ; ভ্রান্তিদর্শন অর্থাৎ যোগ-সাধনে অসাধনত্ব বুদ্ধি এবং অসাধনে সাধনত্ব বুদ্ধি। এই চিত্তের বিক্ষেপকগুলি অলব্ধভূমিক অবস্থায় ও অনবস্থিতাবস্থায় যোগের অন্তরায় স্বরূপ। যে অবস্থায় একাগ্রতার অভাবহেতু সমাধির কোন ভূমিই লাভ না করিয়া চিত্ত ক্ষিপ্ত, মূঢ় বা বিক্ষিপ্তরূপে অবস্থিত হয়, তাহাকেই অলব্ধভূমিক বলা যায়। সমাধি ভূমিলাভ করিলেও, প্রযত্ন-শৈথিল্য হেতু, চিত্ত তদবস্থায় স্থির না থাকিয়া, পুনরায় পশ্চাদাগত হয়, তাহাকেই অনবস্থিতাবস্থা বলে। অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে এই সকল বাধা এবং দুঃখাদি অন্তরায় সমূহ (পাতঞ্জল ৩০ সূত্র; ও ৪ অ। ২৭। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।) নিরুদ্ধ করা আবশ্যক। ঈশ্বর প্রণিধান তাহার একতর উপায়। "ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা।" (পা, সা, ২৩ সূ)। সেই ঈশ্বর কি তাহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন যে, "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।" অবিদ্যাদি পঞ্চপ্রকার ক্লেশ, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্ম, কর্ম্মফলরূপ

বিপাক, কর্ম্মফলের সংস্কাররূপ আশয়, এই সকলের সহিত কালত্রয়েও যাঁহার সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ সর্ব্বনিয়ামক স্বতন্ত্র পুরুষই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। যথা; "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ববীজম্।" (পা, স, ২৫ সূত্র)। সর্ব্বজ্ঞত্বের যাহা বীজ অর্থাৎ জ্ঞাপক, সেই নিরতিশয় জ্ঞান ভগবানেই আছে। তিনি সকলের গুরু। যথা, "স পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।" (পা, স, ২৬ সূত্র)। সেই ভগবান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব স্রষ্টাদিগেরও উপদেষ্টা গুরু, কারণ তিনি কালের দ্বারা অবচ্ছিন্ন হন না এবং অনাদি। ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তৃগণেরও আদি আছে, কিন্তু ঈশ্বরের আদি নাই। এই লক্ষণ সমাবিষ্ট ঈশ্বরের প্রণিধান দ্বারা যোগের অন্তরায় সমূহ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। এক্ষণে ঈশ্বর-প্রণিধানের উপায় প্রদর্শিত হইতেছে। "তস্য বাচকঃ প্রণবঃ।" (পা, স, ২৭ সূত্র) প্রণব অর্থাৎ ওঙ্কার সেই ঈশ্বরের বাচক। ঈশ্বর ও ওঙ্কারের বাচ্যবাচকভাব নিত্য সঙ্কেতের দ্বারা সম্বদ্ধ। "তজ্জপস্তদর্থভাবনম্।" (পা, স, ২৮ সূত্র)। সেই ওঙ্কারের যথাবদুচ্চারণ-রূপ জপ ও বারংবার তাহার অর্থ-চিন্তা করাই সেই ভগবানের উপাসনা। এইরূপে জ্ঞানোদয় হইলে যাবতীয় যোগান্তরায় অন্তরিত হইয়া যায়। যথা; "ততঃ প্রত্যক্-চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ।" (পা, স, ২৯ সূত্র)। প্রণব জপ ও তদর্থ ভাবনা দ্বারা যোগীর প্রত্যক্-চেতনার অর্থাৎ শরীরস্থ আত্মবিষয়ক যথার্থ জ্ঞানের আবির্ভাব হইলে, অন্তরায় সমূহ অন্তরিত হয়। "তৎপ্রতিষেধার্থমেকতত্ত্বাভ্যাসঃ।" (পা, স, ৩২ সূত্র)। ঐ বিক্ষেপক অন্তরায় সমূহের অভাব সাধনার্থ কোন এক স্বাভিমত তত্ত্বে পুনঃ পুনঃ চিত্তনিবেশরূপ অভ্যাস করিবে। তৎপ্রভাবে একাগ্রতা জন্মিলে চিত্ত প্রশান্ত হয়। "মৈত্রীকরুণামুদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাতশ্চিত্তপ্রসাদনম্।" (পা, স, ৩৩ সূত্র) মৈত্রী অর্থাৎ সৌহার্দ্দ, করুণা অর্থাৎ কৃপা, মুদিতা অর্থাৎ হর্ষ, উপেক্ষা অর্থাৎ ঔদাসীন্য। সুখ, দুঃখ, পুণ্য ও পাপ বিষয়ে মৈত্রীকরুণাদির ভাবনা করিলে চিত্ত প্রসন্ন হয়। সকল প্রাণীকে স্বকীয় মিত্রজ্ঞানে তাহাদের সুখে সুখবোধ করাই মৈত্রী; তাহাদের হিংসা করা কখনই বিধেয় নহে। তাহাদের দুঃখ দর্শনে কিরূপে অবিলম্বে তাহার নিবৃত্তি হইবে তজ্জন্য আক্ষেপযুক্ত ভাবনাই করুণা; তাহাদের কষ্টে হৃষ্ট হওয়া কখনই বিধেয়

নহে। পুণ্যবানের সদনুষ্ঠান দর্শনে হর্ষের সমুদ্ভব হওয়াই মুদিতা, তাঁহার সেই অনুষ্ঠান দর্শনে বিদ্বেষ বা উপেক্ষা প্রদর্শন কখনই বিধেয় নহে। পাপী ব্যক্তির পাপানুষ্ঠান দর্শনে ঔদাসীন্য না করিয়া কি করিলে তাহার পাপ-প্রবৃত্তি তিরোহিত হইবে, তাহার উপায় চিন্তা করাই বিধেয়। এইরূপে চিত্তের মলিনতা অন্তরিত হইলে, চিত্ত প্রসন্ন হয় এবং একাগ্রতাযোগ্য হয়। এই চিত্তপ্রসাদনের নিমিত্ত শাস্ত্রে প্রাণায়ামাদি বিবিধ উপায় পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ভগবদনুগ্রহে যাঁহার চিত্ত-প্রসাদন হইয়াছে, তিনিই সমাধিরূপ পরম সুখের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—যোগযুক্তাত্মা (যোগেন সমাহিতান্তঃকরণঃ) সর্ব্বত্র-সমদর্শনঃ (সর্ব্বেষু ভূতেষু নির্ব্বিশেষং জ্ঞানং যস্য সঃ) আত্মানং সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বেষু ভূতেষু অবস্থিতং) সর্ব্বভূতানি চ (ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্তানি) আত্মনি ঈক্ষতে (পশ্যতি) ॥ ২৯ ॥

প্রতিশব্দ।—যোগদ্বারা-সমাহিতচিত্ত সকলে-নির্ব্বিশেষদর্শী আত্মাকে সর্ব্বভূতাবস্থিত এবং সর্ব্বভূতকে আত্মাতে দেখেন ॥ ২৯ ॥

ব্যাখ্যা।—যোগ প্রভাবে যাঁহার অন্তঃকরণ সমাহিত হইয়াছে, সকল ভূত পদার্থকে সমজ্ঞান-সম্পন্ন সেই যোগী আত্মাকে সকল ভূতে সমবস্থিত এবং আত্মাতে ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত সকল ভূতই সন্দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—ইদানীং যোগস্য যৎ ফলং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং সর্ব্বসংসারবিচ্ছেদকারণং তৎ প্রদর্শ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ব্রহ্মাদীনি স্তম্বপর্য্যন্তানি চ সর্ব্বভূতান্যাত্মন্যেকতাং গতানি ঈক্ষতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ সর্ব্বেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু সর্ব্বভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং বিক্রিয়ারহিতং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং জ্ঞানং যস্য স সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯ ॥

আনন্দগিরি।—পাপপদমুপলক্ষণং পুণ্যস্যাপি সংস্পর্শস্তাদাত্ম্যৈকরসং উৎকর্ষো বিষয়াসংস্পর্শো যোগমনুতিষ্ঠতো ব্রহ্মভূতস্য সর্ব্বানর্থনিবৃত্তিনিরতিশয়সুখপ্রাপ্তিলক্ষণো দ্বিবিধো মোক্ষো হেতুনা কেন স্যাদিতি শঙ্কমানং প্রত্যাহ ইদানীমিতি। স্বমাত্মানমীক্ষত ইতি সম্বন্ধঃ। সর্ব্বভূতান্যপি তদ্বিশেষণত্বেন পশ্যতি চেন্ন শুদ্ধবস্তুজ্ঞানমিতি নাবিদ্যানিবৃত্তিরিত্যাশঙ্ক্যাহ সর্ব্বভূতানীতি। উক্তে দর্শনে চিত্তসমাধানমুপায়ং দর্শয়তি যোগেতি। বিষয়েষু পাধিষু তদনুরোধাদ্বিষমমেব দর্শনং উপদর্শিতদর্শনপ্রবৃত্তিবন্ধকং প্রত্যুদস্যতি সর্ব্বত্রেতি ॥ ২৯ ॥

রামানুজ।—অথ যোগবিপাকদশা চতুঃপ্রকারা উচ্যতে সর্ব্বভূতস্থমিতি। স্বাত্মনঃ পরেষাঞ্চ ভূতানাং প্রকৃতিবিযুক্তস্বরূপাণাং জ্ঞানৈকাকারতয়া সাম্যাদ্বৈষম্যস্য চ প্রকৃতিগতত্বাদ্যোগযুক্তাত্মা প্রকৃতিবিযুক্তেষ্বাত্মসু সর্ব্বত্র জ্ঞানৈকাকারতয়া সমদর্শনঃ সর্ব্বভূতস্থং স্বাত্মানং সর্ব্বভূতানি, চ স্বাত্মনীক্ষতে। সর্ব্বভূতসমানাকারং স্বাত্মানং স্বাত্মসমানাকারাণি চ সর্ব্বভূতানি পশ্যতীত্যর্থঃ, একস্মিন্নাত্মনি দৃষ্টে সর্ব্বস্যাত্মবস্তুনস্তৎসাম্যাৎ সর্ব্বমাত্মবস্তু দৃষ্টং ভবতীত্যর্থঃ। [সর্ব্বত্র মাপশ্যৎ, যঃ সর্ব্বাত্মবস্তুনি মাং পশ্যতি আপন্নো মম সাধর্ম্ম্যমাগতো নিরঞ্জনং পরমং সাম্যমুপৈতি ইত্যুচ্যমানং সর্ব্বমাত্মবস্তুন ইতি বচনাৎ।] "যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন" ইত্যনুভাষণাচ্চ, "নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম" ইতি বচনাচ্চ ॥ ২৯ ॥

হনূমান্।—ইদানীং যোগসাফল্যং ব্রহ্মৈকত্বদর্শনং প্রদর্শ্যতে সর্ব্বেতি। সর্ব্বভূতস্থং সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থিতং স্বাত্মানং সর্ব্বভূতানি চ ব্রহ্মাদীন্যাত্মৈকতাং গতানীক্ষতে পশ্যতি যোগযুক্তাত্মা সমাহিতান্তঃকরণঃ সর্ব্বত্রসমদর্শিনঃ ॥ ২৯ ॥

শ্রীধর।—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি, তথা স স্বমাত্মানমবিদ্যাকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি তানি চ আত্মন্যভেদেন পশ্যতি ॥ ২৯ ॥

বলদেব।—এবং নিষ্পন্নসমাধিঃ প্রত্যক্ষিতস্বপরাত্মযোগী পরাত্মনঃ সর্ব্বগতত্বং তদন্যাত্মনাং দ্রুহিণাদীনাং সর্ব্বেষাং তদাশ্রয়ত্বং তস্যাবিষমত্বঞ্চানুভবতীত্যাহ সর্ব্বেতি। যোগযুক্তাত্মা সিদ্ধসমাধিস্তদাত্মানম্। "আততত্বাচ্চামৃতত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ" ইতি স্মৃতেঃ "যো মাম্" ইতি বিবরণাচ্চ, পরমাত্মানং সর্ব্বভূতস্থং নিখিলং জীবান্তর্য্যামিণমীক্ষতে, আত্মনি তস্মিন্নাশ্রয়ভূতে সর্ব্বভূতানি চ তমেব সর্ব্বজীবাশ্রিয়ং চেক্ষতে। কীদৃশঃ সঃ। ইত্যাহ সর্ব্বত্রেতি। তত্তৎকর্ম্মানুগুণ্যেনোচ্চাবচতয়া সৃষ্টেষু সর্ব্বেষু জীবেষু সমং বৈষম্যশূন্যং পরাত্মানং পশ্যতীতি তথা ॥ ২৯ ॥

মধুসূদন।—তদেবং নিরোধসমাধিনা ত্বম্পদলক্ষ্যে তৎপদলক্ষ্যে চ শুদ্ধে সাক্ষাৎকৃতে তদৈক্যগোচরা তত্ত্বমসীতি বেদান্তবাক্যজন্যা নির্ব্বিকল্পকসাক্ষাৎকাররূপা বৃত্তি-

ব্রহ্মবিদ্যাভিধানা জায়তে, ততশ্চ কৃৎস্নাবিদ্যা তৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা ব্রহ্মসুখমত্যন্তমশ্নুত ইত্যুপপাদয়তি ত্রিভিঃ শ্লোকৈঃ। তত্র প্রথমং ত্বম্পদলক্ষ্যোপস্থিতিমাহ সর্ব্বভূতস্থমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমেষু ভোক্তৃতয়া স্থিতমেকমেব নিত্যং বিভুমাত্মানং প্রত্যক্‌চেতনং সাক্ষিণং পরমার্থসত্যমানন্দঘনং সাক্ষ্যেভ্যোঽনৃতজড়পরিচ্ছিন্নদুঃখরূপেভ্যো বিবেকেন ঈক্ষতে সাক্ষাৎ করোতি, তস্মিংশ্চাত্মনি সাক্ষিণি সর্ব্বাণি ভূতানি সাক্ষিণ্যাধ্যাসিকেন সম্বন্ধেন ভোগ্যতয়া কল্পিতানি সাক্ষিসাক্ষ্যয়োঃ সম্বন্ধান্তরানুপপত্তেঃ মিথ্যাভূতানি পরিচ্ছিন্নানি জড়ানি দুঃখাত্মকানি সাক্ষিনো বিবেকেন ঈক্ষতে, কঃ? যোগযুক্তাত্মা যোগেন নির্ব্বিচারবৈশারদ্যরূপেণ যুক্তঃ প্রসাদং প্রাপ্ত আত্মান্তঃকরণং যস্য স তথা। তথাচ প্রাগেবোক্তম্, "নির্ব্বিচারবৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ। "ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা॥" শ্রুতানুমানপ্রজ্ঞাভ্যামন্যবিষয়াবিশেষার্থত্বাৎ" ইতি। তথাচ শব্দানুমানাগোচরযথার্থবিশেষবস্তুগোচর যোগজপ্রত্যক্ষেণ ঋতম্ভরসংজ্ঞেন যুগপৎ সূক্ষ্মং ব্যবহিতং বিপ্রকৃষ্টঞ্চ সর্ব্বং তুল্যমেব পশ্যতীতি, সর্ব্বত্র সমং দর্শনং তস্যেতি সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ সন্নাত্মানমনাত্মানঞ্চ যোগযুক্তাত্মা যথাবস্থিতমীক্ষত ইতি যুক্তম্। অথবা যো যোগযুক্তাত্মা যো বা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ স আত্মানমীক্ষত ইতি যোগিসমদর্শিনা বাত্মেক্ষণাধিকারিণাবুক্তৌ। যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধসাক্ষিসাক্ষাৎকারহেতুঃ, তথা জড়বিবেকেন সর্ব্বানুস্যূতচৈতন্যপৃথক্‌করণমপি নাবশ্যং যোগএবাপেক্ষিতঃ। অতএব বশিষ্ঠঃ, "দ্বৌ ক্রমৌ চিত্তনাশস্য যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগো বৃত্তিনিরোধশ্চ জ্ঞানং সম্যগবেক্ষণম্॥ অসাধ্যঃ কস্যচিদ্যোগঃ কস্যচিৎ তত্ত্বনিশ্চয়ঃ। প্রকারৌ দ্বৌ ততো দেবো জগাদ পরমঃ শিবঃ॥" ইতি। চিত্তনাশস্য সাক্ষিণঃ সকাশাৎ তদুপাধিভূতচিত্তস্য পৃথক্‌করণাৎ তদ্দর্শনস্য তস্য চোপায়দ্বয়ম্ একোঽসম্প্রজ্ঞাতসমাধিঃ, সম্প্রজ্ঞাতসমাধৌ হি আত্মৈকাকারবৃত্তিপ্রবাহযুক্তমন্তঃকরণসত্ত্বং সাক্ষিণানুভূয়তে। নিরুদ্ধসর্ব্ববৃত্তিকন্তূপশান্তত্বান্নানুভূয়ত ইতি বিশেষঃ। দ্বিতীয়স্তু সাক্ষিণি কল্পিতং সাক্ষ্যমনৃতত্বান্নাস্ত্যেব সাক্ষ্যেব তু পরমার্থসত্যঃ কেবলো বিভুত ইতি বিচারঃ। তত্র প্রথমমুপায়ং প্রপঞ্চপরমার্থতাবাদিনো হৈরণ্যগর্ভাদয়ঃ প্রপেদিরে। তেষাং পরমার্থস্য চিত্তস্যাদর্শনেন সাক্ষিদর্শনেন চ নিরোধাতিরিক্তোপায়াসম্ভবাৎ। শ্রীমচ্ছঙ্করভগবৎপূজ্যপাদমতোপজীবিনস্ত্বৌপনিষদাঃ প্রপঞ্চানৃতত্ববাদিনোঽদ্বিতীয়মেবোপায়মুপেয়ুঃ, তেষাং হ্যধিষ্ঠানজ্ঞানদার্ঢ্যে সতি তত্র কল্পিতস্য বাধিতস্য চিত্তস্য তদ্দৃশ্যস্য চাদর্শনমনায়াসেনৈব উপপদ্যতে। অতএব শ্রীভগবৎপূজ্যপাদাঃ কুত্রাপি ব্রহ্মবিদাং যোগাপেক্ষাং ন ব্যুৎপাদয়াম্বভূবুঃ, অতএব চৌপনিষদাঃ পরমহংসাঃ শ্রৌতে বেদান্তবাক্যবিচার এব গুরুমুপসৃত্য প্রবর্ত্তন্তে ব্রহ্মসাক্ষাৎকারায় ন তু যোগে, বিচারেণৈব চিত্তদোষনিরাকরণেন তস্যান্যথাসিদ্ধত্বাদিতি কৃতমধিকেন॥ ২৯॥

নীলকণ্ঠ।—দ্বিবিধস্যাপি যোগস্য ফলমাহ সর্ব্বেতি। সোপাধির্নিরুপাধিশ্চ দ্বেধা ব্রহ্মবিদুচ্যতে। সোপাধিকঃ স্যাৎ সর্ব্বাত্মা নিরুপাখ্যোঽনুপাধিকঃ॥" ইতি বার্ত্তিকোক্ত

রীত্যা সম্প্রজ্ঞাতে আত্মনঃ সার্ব্বাত্ম্যমনুভবন্ যোগী সর্ব্বভূতেষু উপাদানতয়া স্থিতং আত্মানং ঈক্ষতে পশ্যতি, তথা অসম্প্রজ্ঞাতে সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তানি আত্মন্যেকতাং গতানি রজ্জ্বামিবাধ্যস্তসর্পদণ্ডধারাদীনি, তদ্বৎ পশ্যতি, যোগযুক্তাত্মা যোগেন সমাহিতচিত্তঃ, অস্যৈব ব্যুত্থানাবস্থামাহ সর্ব্বত্রেতি। সর্ব্বেষু ব্রহ্মাণ্ডাদিস্থাবরান্তেষু বিষয়েষু ভূতেষু সমং নির্ব্বিশেষং ব্রহ্মাত্মৈকত্ববিষয়ং দর্শনং যস্য স সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ। তথা চ শ্রুতয়ঃ, "যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি। সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে। সর্ব্বস্যাত্মা ভবতি ব্রহ্মদাশা ব্রহ্মদাসা ব্রহ্মে মে কিতবা উত। ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা" ইত্যাদয় এতদর্থং প্রতিপাদয়ন্তি। যত্তু যোগযুক্তাত্মা যো বা সর্ব্বত্রসমদর্শনঃ স আত্মানমীক্ষত ইতি যোগিসমদর্শিনা বাত্মেক্ষণাধিকারিণাবুক্তৌ, যথা হি চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ সাক্ষিসাক্ষাৎকারহেতুঃ, তথা জড়বিবেকেন সর্ব্বানুস্যূতচৈতন্যপৃথক্করণমপি নাবশ্যং যোগ এবাপেক্ষিত ইতি, তন্ন "সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি, ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইত্যাদি-শ্রুতিভিঃ সমাধিধ্যানাপরপর্য্যায়যোগস্যৈবাত্মদর্শনহেতুত্বপ্রতিপাদনাৎ, তৎকারণং সাঙ্খ্য-যোগাভিপন্নম্, বিদ্যামেতাং যোগবিধিঞ্চ কৃৎস্নমিতি লিঙ্গাচ্চ জ্ঞানযোগয়োঃ সমুচ্চয়াবগমাৎ, ন চ শ্রৌতং যৌক্তিকবিবেকমাত্রাজ্জড়াজড়য়োঃ দেহাত্মনোঃ পৃথক্করণং সম্ভবতি সোপাধিকস্য ভ্রমস্য উপাধিনিবৃত্তিমন্তরেণ নিবৃত্ত্যসম্ভবাৎ আদর্শাস্তনিবৃত্তাবপি প্রতিবিম্বাদিভ্রম-নিবৃত্ত্যাপত্তেঃ, অতএবাধিষ্ঠানজ্ঞানদার্ঢ্যে সতি তত্র কল্পিতস্য চিত্তস্য তদ্দৃশ্যস্য চাদর্শন-মনায়াসেনৈবোপপদ্যত ইতি নিরস্তম্, যোগং বিনাধিষ্ঠানজ্ঞানস্যৈবাসম্ভবাৎ। যদাহ দক্ষঃ, "স্বসংবেদ্যং হি তদ্ব্রহ্ম কুমারীস্ত্রীসুখং যথা। অযোগী নৈব জানাতি জাত্যন্ধো হি যথাঘটম্॥" ইতি। যত্তুক্তং ভগবৎপূজ্যপাদৈঃ, "ব্রহ্মবিদঃ কুত্রাপি যোগাপেক্ষাং ন ব্যুৎপাদয়াম্বভূবুঃ" ইতি তৎ অথাতো "ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যত্রাঽথশব্দসূচিতমুমুক্ষুবিশেষণীভূত-সাধনচতুষ্টয়ান্তর্গতং শমাদ্যুপেতং সমাধিমদৃষ্ট্যোক্তমিতি ন দোষঃ। দ্বৌ ক্রমাবিতি বশিষ্ঠবাক্যতাৎপর্য্যন্তু পরস্পরনিরপেক্ষমার্গদ্বয়োপগমেনান্যঃ পন্থা ইতি শ্রুতিবাধাপত্ত্যা প্রতিপত্তিক্রমভেদমাত্রপরতয়া প্রাগেব বর্ণিতমিতি দিক্। কিঞ্চ যোগপ্রকারেণ যোগানপেক্ষ-মার্গান্তরপ্রতিপাদনমসঙ্গতম্, ন চ তৎসূচকোঽত্র কশ্চিচ্ছব্দো বর্ত্ততে সম্ভবতি বা, উক্তযুক্তে রতো যো বা সমদর্শন ইতি বা পদাধ্যাহারোঽপ্যসঙ্গত ইতি দিক্॥ ২৯॥

বিশ্বনাথ।—জীবন্মুক্তস্য তস্য ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং দর্শয়তি সর্ব্বভূতস্থমিতি। পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতাধিষ্ঠাতৃত্বম্। আত্মনীতি পরমাত্মনঃ সর্ব্বভূতাধিষ্ঠানঞ্চ, ঈক্ষতে অপরোক্ষতয়া অনুভবতি যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মাকারান্তঃকরণঃ, সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ॥ ২৯॥

তাৎপর্য্য।—উল্লিখিতরূপ নিরোধসমাধির দ্বারা ত্বম্পদার্থ স্বরূপ জীবাত্মা ও তৎপদার্থ স্বরূপ পরমাত্মার একাকারতা গোচরীভূত হইলে

"তত্ত্বমসি" এই বেদান্তবাক্য-জনিত নির্ব্বিকল্পক-সাক্ষাৎকাররূপা ব্রহ্ম-বিদ্যা নাম্নী বৃত্তির সমুদ্ভব হয়। তদনন্তর নিঃশেষে অবিদ্যা ও তৎ-কার্য্যের নিবৃত্তি হওয়ায়, যোগিপুরুষ নিরতিশয় ব্রহ্মসুখ সম্ভোগ করেন। শ্রীভগবান্ এক্ষণে তিন শ্লোকে এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করিতেছেন। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাবতীয় শরীরী ভূত পদার্থে যিনি ভোক্তারূপে অবস্থিত আছেন, যোগী সেই একমাত্র নিত্য বিভু, পরমার্থ সত্য, আনন্দঘন, আত্মাকে দর্শন করেন। সেই আত্মাতে যাবতীয় মিথ্যাভূত, পরিচ্ছিন্ন, দুঃখাত্মক জড়পদার্থ ভোগ্যরূপে সম্বদ্ধ রহিয়াছে, বিবেকবলে ইহাই তিনি অনুভব করেন। নির্ব্বিচার সমাধি-দশায় যোগীর এইরূপ আত্ম-দর্শনরূপ প্রসন্নতা উপস্থিত হইয়া থাকে। সবিতর্ক, নির্ব্বিতর্ক, সবিচার এবং নির্ব্বিচার এই চারি প্রকার সবীজ সমাধির বিষয় পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। পতঞ্জলি বলিয়াছেন, "নির্ব্বিচার-বৈশারদ্যেঽধ্যাত্মপ্রসাদঃ।" (পা, স, ৪৭)। নির্ব্বিচার সমাধির অতিনির্ম্মলতা উপস্থিত হইলে, যোগীর অধ্যাত্ম-প্রসাদ নামক সাত্মনিষ্ঠ সাক্ষাৎকারবিশেষ উপজাত হয়। সেই সময় সত্যপ্রকাশিকা প্রজ্ঞারও সমুদ্ভব হয়। (৬অ। ১৬ শ্লোক, ৫অ। ২৭। ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন)। নির্ব্বিচার সমাধির প্রভাবে এইরূপ প্রজ্ঞালোকে হৃদয় আলোকিত হইলে, কি সন্নিহিত পদার্থ, কি সুদূর প্রদেশস্থ পদার্থ, সর্ব্বত্র যোগীর সমদর্শন হয় এবং তখন তিনি আত্ম অনাত্ম সকল বস্তুই তুল্যরূপে দর্শন করেন। যিনি সমদর্শী যোগী তিনিই আত্মদর্শনের অধিকারী, এরূপও অর্থ করায় হানি নাই। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "হে রাঘব! চিত্তনাশ অর্থাৎ চিত্তবশীভূত করিবার দুইটি ক্রম আছে; এক যোগ, অপর জ্ঞান। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ এবং সম্যগ্দর্শনের নাম জ্ঞান। কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে যোগ-সাধন সম্ভবপর নহে, এবং কোন কোন ব্যক্তির পক্ষে তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব। এই জন্যই পরমদেব সদাশিব এই দুইটি উপায়ই প্রদান করিয়াছেন।"

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। এক্ষণে যোগের চতুষ্প্রকার বিপাক দশা কথিত হইতেছে। স্বকীয় আত্মা ও প্রকৃতি-বিযুক্ত-স্বরূপ ভূতসমূহ, জ্ঞানতঃ একাকার ও সম। তাহাদের যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয়, তাহা

কেবল প্রকৃতিগত। এই জন্য যোগযুক্তাত্মা প্রকৃতি-বিযুক্ত আত্মাসমূহ জ্ঞানৈকাকার জানিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়া থাকেন। তিনি স্বকীয় আত্মাকে সর্ব্বভূতস্থ এবং সর্ব্বভূতকে স্বকীয় আত্মায় দর্শন করেন; অর্থাৎ সকল ভূতকেই আত্ম-সমানাকার উপলব্ধি করেন। সকল আত্মবস্তুই সমান, সুতরাং একটিমাত্র আত্মদর্শনে তাঁহার সকল আত্মবস্তু দর্শন করা হয়।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। এইরূপ সমাধি সহকারে যোগী স্বকীয় ও পরাত্ম প্রত্যক্ষ করেন। সেই পরাত্মা সর্ব্বগত এবং ব্রহ্মাদি সকলেরই তিনি আশ্রয়। যোগী কুত্রাপি তাঁহার বৈষম্য দর্শন করেন না। স্মৃতি বলিয়াছেন, "সকলই সেই পরমাত্মা পরিব্যাপ্ত এবং তিনি অমৃত, এই জন্যই তিনি পরম হরি *।" সিদ্ধ-সমাধি যোগী পরমাত্মাকে নিখিল জীবের অন্তর্য্যামীরূপে সন্দর্শন করেন এবং তাঁহাকেই সর্ব্বভূতের আশ্রয় স্বরূপ জ্ঞান করেন। পরমাত্মা বৈষম্যশূন্য। সৃষ্ট জীব সকলের যে উচ্চতা নীচতারূপ ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদের কর্ম্মসূত্রেই ঘটিয়া থাকে। পরমাত্মা তজ্জন্য বৈষম্য দোষ-দুষ্ট নহেন। তত্ত্বদর্শি-যোগিগণ এই পরমাত্মাকে সেই ভাবেই দর্শন করেন ॥ ২৯ ॥

-:*:-

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—যঃ মাং (বাসুদেবং পরমেশ্বরং) সর্ব্বত্র (সর্ব্বেষু ভূতেষু) পশ্যতি ময়ি (সর্ব্বাত্মনি) চ সর্ব্বং (প্রপঞ্চজাতং) পশ্যতি তস্য (এবং আত্মৈকত্বদর্শিনঃ) অহং (ঈশ্বরঃ) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্যো ভবামি) স (বিবেকদর্শী) চ মে (মম বাসুদেবস্য) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্যো ভবতি) ॥ ৩০ ॥

* হরি।—শ্রীকৃষ্ণের একাদশ নামের অন্যতম। তদ্‌যথা, "রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন। কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন ॥" হরিনামের ব্যুৎপত্তি যথা; "রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তা বিশ্বানামপি নিত্যশঃ। ভক্তানাং পালকো যো হি হরিস্তেন প্রকীর্ত্তিতঃ ॥"

প্রতিশব্দ।—যিনি আমাকে সকল-ভূতে দেখেন এবং আমাতে ব্রহ্মাদি-ভূতজাতকে দেখেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য-হই না তিনি ও আমার অদৃশ্য-হন না॥ ৩০ ॥

ব্যাখ্যা।—যে যোগী সর্ব্বভূতে বাসুদেবরূপ আমাকে দর্শন করেন এবং আমাতেই ব্রহ্মাদি স্তম্ব পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রপঞ্চজাত দর্শন করেন, সেই বিবেক-দৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের নিকট আমি কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও আমার নিকট অদৃশ্য হন না॥ ৩০ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে যো মামিতি। যো মাং পশ্যতি বাসুদেবং সর্ব্বস্যাত্মানং সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু ভূতেষু পশ্যতি সর্ব্বঞ্চ ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি, তস্যৈবমাত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি, স চ বিদ্বান্ মে বাসুদেবস্য ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষো ভবতি তস্য চ মম চৈকাত্মকত্বাৎ স্বাত্মাহি নামাত্মনঃ প্রিয় এব ভবতি॥ ৩০ ॥

আনন্দগিরি।—উক্তস্যৈকত্বজ্ঞানস্য ফলবিকল্পত্বশঙ্কাং শিথিলয়তি এতস্যেতি। তত্রৈকত্বদর্শনমনুবদতি যো মামিতি। তৎফলমিদানীমুপন্যস্যতি তস্যেতি। জ্ঞানানুবাদভাগং বিভজতে যো মামিতি। তৎফলোক্তিভাগং ব্যাচেষ্টে তস্যৈবমিতি। অনেকত্বদর্শিনোঽপীশ্বরো নিত্যত্বান্ন প্রণশ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ নেতি। অহং পরমানন্দো ন তং প্রতি পরোক্ষে ভবামীত্যর্থঃ। স চেত্যাদি ব্যাচেষ্টে বিদ্বানিতি। বিদ্বানিবাবিদ্বানপীশ্বরস্য ন পশ্যতীত্যাশঙ্ক্যোক্তং নেত্যাদিনা। অবিদুষশ্চ স্বরূপেণ সতোঽপি ব্যবহিতত্বাদবিষয়া নষ্টপ্রায়তেত্যর্থঃ। ঈশ্বরস্য বিদুষশ্চ পরস্পরমপরোক্ষত্বে হেতুমাহ তস্য চেতি। আত্মৈকত্বেঽপি কথং মিথোঽপরোক্ষত্বং তত্রাহ স্বাত্মেতি॥ ৩০ ॥

রামানুজ।—যো মামিতি। ততো বিপাকদশাপন্নাবস্থাপন্নো মম সাধর্ম্ম্যমুপগতনিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতীত্যুচ্যমানং সর্ব্বস্যাত্মবস্তুনো বিধূতপুণ্যপাপস্য স্বরূপেণাবস্থিতস্য মৎসাম্যং পশ্যন্ সর্ব্বমাত্মবস্তুনি মাং পশ্যতি সর্ব্বমাত্মবস্তু চ ময়ি পশ্যতি। অতোঽন্যোন্যসাম্যাদন্যতরদর্শনেনান্যতরদপীদৃশমিতি পশ্যতি, তস্য স্বাত্মবস্তুরূপং পশ্যতোঽহং তৎসাম্যান্ন প্রণশ্যামি নাদর্শনমুপযামি মমাপি মাং পশ্যতো মাং সাম্যাৎ স্বাত্মানং মৎসমমবলোকয়ন্ সদাদর্শনমুপযামি॥ ৩০ ॥

হনুমান্।—তস্যৈকাত্মকত্বদর্শনস্য ফলমুচ্যতে যো মামিতি। যো মাং বাসুদেবং সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু যঃ সর্ব্বং ব্রহ্মাদিভূতজাতং ময়ি সর্ব্বাত্মনি পশ্যতি তস্যৈব আত্মৈকত্বদর্শিনঃ অহমীশ্বরো ন প্রণশ্যামি ন পরোক্ষতাং গমিষ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ন পরোক্ষো ভবতি তস্য চাহমাত্মৈকত্বাৎ, স্বাত্মা হি নামাত্মনঃ প্রকাশ এব ভবতি॥ ৩০॥

শ্রীধর।—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে চ সর্ব্বভূতাত্ময়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি স চ মমাদৃশ্যো ন ভবতি প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোক্যানুগৃহ্নামীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

বলদেব।—এতদ্বিবৃণ্বন্ তথাত্মদর্শিনঃ ফলমাহ যো মামিতি। তস্য তাদৃশস্য যোগিনোঽহং পরমাত্মা ন প্রণশ্যামি নাদৃশ্যো ভবামি স চ যোগী মে ন প্রণশ্যতি নাদৃশ্যো ভবতি। আবয়োর্মিথঃ সাক্ষাৎকৃতিঃ সর্ব্বদা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মধুসূদন।—এবং শুদ্ধং ত্বম্পদার্থং নিরূপ্য শুদ্ধং তৎপদার্থং নিরূপয়তি যো মামিতি। যো যোগী মাং ঈশ্বরং তৎপদার্থমশেষপ্রপঞ্চকারণমায়োপাধিকমুপাধিবিবেকেন সর্ব্বত্র প্রপঞ্চে সদ্রূপেন স্ফুরণরূপেণ চানুস্যূতং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং পরমার্থসত্যমানন্দঘনমনন্তং পশ্যতি যোগজেন প্রত্যক্ষেণাপরোক্ষীকরোতি, তথা সর্ব্বঞ্চ প্রপঞ্চজাতং মায়য়া ময্যারোপিতং মদ্ভিন্নতয়া মৃষাত্বেনৈব পশ্যতি। তস্যৈবং বিবেকদর্শিনোঽহং তৎপদার্থো ভগবান্ ন প্রণশ্যামি ঈশ্বরঃ কশ্চিন্ন ভিন্নোঽস্তীতি পরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ন ভবামি, কিন্তু যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ো ভবামি। যদ্যপি বাক্যজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বং ত্বম্পদার্থভেদেনৈব তথাপি কেবলস্যাপি তৎপদার্থস্য যোগজাপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ত্বমুপপন্নএব, এবং যোগজেন প্রত্যক্ষেণ মামপরোক্ষীকুর্ব্বন্ স চ মে ন প্রণশ্যতি পরোক্ষো ন ভবতি, স্বাত্মা হি মম স বিদ্বানতিপ্রিয়ত্বাৎ সর্ব্বদা মদপরোক্ষজ্ঞানগোচরো ভবতি। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" ইত্যুক্তেঃ। তথৈব চ শরশয্যাস্থভীষ্মধ্যানস্য যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভগবতোক্তেঃ। অবিদ্বাংস্তু স্বাত্মানমপি সন্তং ভগবন্তং ন পশ্যতি অতো ভগবান্ পশ্যন্নপি তং ন পশ্যতি "স এনমবিদিতো ন ভুনক্তি" ইতি শ্রুতেঃ। বিদ্বাংস্তু সদৈব সন্নিহিতো ভগবতোঽনুগ্রহভাজনমিত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

নীলকণ্ঠ।—অস্যাত্মৈকত্বদর্শনস্যাপি ফলমাহ যো মামিতি। সর্ব্বত্রাস্মচ্ছব্দঃ প্রত্যগাত্মপরঃ, যো যোগী আত্মানং সর্ব্বত্র পশ্যতি সর্ব্বং বাত্মনি পশ্যতি তস্য যোগিনঃ জ্ঞাত আত্মা ন প্রণশ্যতি অদর্শনং ন গচ্ছতি জ্ঞাত আত্মা ন পুনস্তিরোভবতি সকৃন্নষ্টস্য মূলাজ্ঞানস্য বীজাভাবেন পুনরুদয়াঽসম্ভবাদিত্যর্থঃ। নমু কার্য্যকারণসঙ্ঘাতাভিমানিনী শুক্তিরূপ্যবদ্ব্রহ্মণ্যধ্যস্তেন তদভিমানত্যাগপূর্ব্বকং জ্ঞাতং স্বাধিষ্ঠানভূতং ব্রহ্ম মাতিরোধায়ি বুদ্ধেস্তত্বপক্ষপাতিত্বাৎ ব্রহ্মদৃষ্ট্যা তু মুক্তজীবস্য নিরন্বয়োচ্ছেদো ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ স চ মে ন প্রণশ্যতীতি। স চ বিদ্বান্ মে মম ন প্রণশ্যতি ন তিরোভবতি মদভিন্নত্বাৎ ভবেদেতদেবং যদি জীবো ময়ী অধ্যস্তোবা মম বিকারোবা ভবেৎ তদা নিরন্বয়োচ্ছেদং প্রাপ্নুয়াৎ অহমেব তু সঃ তত্ত্বমস্যাঽহং ব্রহ্মাস্মি অয়মাত্মা ব্রহ্মেত্যাদিশাস্ত্রাৎ তস্মাদযুক্তমুক্তং স চ মে ন প্রণশ্যতীতি ॥ ৩০ ॥

বিশ্বনাথ।—এবমপরোক্ষানুভবিনঃ ফলমাহ যো মামিতি। তস্যাহং ব্রহ্ম ন

প্রণশ্যামি নাপ্রত্যক্ষীভবামি। তথা মৎপ্রত্যক্ষতায়াং শাশ্বতিক্যাং সত্যাং স যোগী মে মদুপাসকঃ ন প্রণশ্যতি কদাচিদপি ভ্রশ্যতি ॥ ৩০ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্ব শ্লোকে ত্বম্পদার্থ-প্রতিপাদ্য জীবাত্মার নিরূপণ করিয়া এক্ষণে তৎপদার্থ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মার নিরূপণ করিতেছেন। যে ব্যক্তি যোগপ্রভাবে এই নিখিল বিশ্বের স্থাবরজঙ্গমাত্মক যাবতীয় প্রপঞ্চে বিশ্বেশ্বর বাসুদেবস্বরূপ আমারই সদ্রূপের স্ফুরণ এবং নিরুপাধিক পরমার্থ সত্য, আনন্দঘন ও অনন্তরূপে সর্ব্বত্র আমাকে অনুস্যূত দেখেন; আর যে ব্যক্তি যোগজনিত বিবেকদর্শন-প্রভাবে, যাবতীয় প্রপঞ্চজাত মায়াদ্বারা আমাতেই আরোপিত, মৎসংস্রববিরহিত হইলে সকলই মিথ্যা ও ভ্রমরূপে পর্য্যবসিত দর্শন করেন; ঈদৃশ আত্মৈকত্বদর্শী বিদ্বান্ ব্যক্তির নিকট আমি কখনই অদৃশ্য হই না, এবং তিনিও কখনই আমার নিকট অদৃশ্য হন না। তাঁহার যোগজনিত জ্ঞানপ্রভাবে অবিরত আমি তাঁহার অপরোক্ষ-বিষয়ীভূত থাকি: তিনিও কদাপি আমার পরোক্ষ হন না। ভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং তথৈব ভজাম্যহং।" (৪ অ। ১১ শ্লোক) অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে ভাবে আমার ভজনা করে, আমিও সেই ভাবে তাহার ভজনা করি। মনুষ্য আমাকে যে ভাবে দর্শন করে, আমিও তাহাকে সেই ভাবে দর্শন করি। শরশয্যাশায়ী কুরুকুল-গৌরব ভীষ্ম, জ্ঞানলিপ্সু যুধিষ্ঠিরকে ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগ-সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। যাঁহার হৃদয় ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত, যিনি ব্রহ্মের সহিত নিত্য সম্বন্ধ, বিষয় সমূহ মিথ্যা ও ব্রহ্মই সৎরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত; ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস। মহাত্মা ভীষ্ম বলিয়াছেন, "যিনি জ্ঞানতৃপ্ত ও পরিগ্রহশূন্য হইয়া বিশুদ্ধভাবে অব্যক্ত জন্ম-মৃত্যুবিরহিত, ভগবান বিষ্ণুর উপাসনা করেন এবং তাঁহাকে আত্মস্থ বলিয়া জ্ঞান করিতে পারেন, তিনি চরমে অক্ষয় পরম স্থান লাভ করিয়া পরিতৃপ্ত হন। ভ্রান্ত ব্যক্তিরা জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু অভ্রান্ত ব্যক্তিরা উহা মিথ্যা বোধ করিয়া থাকেন। সমুদয় জগৎ তৃষ্ণায় বদ্ধ হইয়া চক্রের ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। মৃণালসূত্র যেমন মৃণালের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তদ্রূপ তৃষ্ণা মনুষ্যের দেহ মধ্যে অবস্থান করিতেছে। সূত্র যেমন তন্তুবায়ের সূচীদ্বারা বস্ত্রে নিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ সংসার তৃষ্ণা দ্বারা নিবদ্ধ রহিয়াছে। বিকার, প্রকৃতি ও সনাতন পুরুষকে অবগত হইতে

পারিলেই তৃষ্ণা পরিহার ও মুক্তিলাভ করা যায়।” মহাত্মা দেবব্রত যন্ত্রণা-পূর্ণ শরশয্যায় শয়ান হইয়া ভগবন্মহিমা কীর্ত্তনচ্ছলে আরও বলিয়াছিলেন, “তুমি জগতের ভাণ্ডারস্বরূপ। নীর মধ্যে হংস-সারস প্রভৃতি জলচর পক্ষিগণের স্থায় জীবগণ সতত তোমাতেই বিহার করিতেছে। তুমি সত্য-স্বরূপ, অদ্বিতীয় অক্ষয় ব্রহ্ম এবং সৎ ও অসতের অতীত। তোমার আদি মধ্য ও অন্ত নাই।” ফলতঃ বিবেকবলে যিনি এইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছেন, শ্রীভগবান্ নিত্য সহচররূপে প্রতিনিয়ত তাঁহার সম্মুখে বিরাজিত থাকেন। ভগবান্ কখনও সেই সাধকোত্তমের জ্ঞাননেত্র হইতে অন্তরিত হন না এবং সেই সৌভাগ্যবান্ সাধককেও কখন তিনি স্বকীয় নয়নান্তরালে স্থাপন করেন না। তাঁহারা পরস্পর সম্বন্ধ-বদ্ধ হইয়া অবস্থান করেন। ভক্তোত্তম প্রহ্লাদ, আরক্তনয়ন ভগবদ্বিরোধী দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া প্রেমগদ্গদকণ্ঠে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন যে, ‘হে পিতঃ! আমার ভগবান্ স্থান কাল ও বস্তুদ্বারা অবচ্ছিন্ন নহেন। তিনি নিরন্তর সর্ব্বত্র বিরাজিত।” ক্রোধোন্মত্ত দৈত্যরাজ বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন, “রে ভণ্ড! সত্য বলিতেছিস্ তোর ভগবান্ সর্ব্বত্র বিরাজিত? আমার এই স্ফাটিক স্তম্ভেও তোর ভগবান্ আছেন কি?” কম্পান্বিত ভক্তচূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিলেন, “হে পিতঃ! যিনি সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনি যে এই স্ফাটিক স্তম্ভেও বিদ্যমান আছেন, তাহার কোনই সন্দেহ নাই।” ক্রোধান্ধ হিরণ্যকশিপু পদাঘাতে স্ফাটিক স্তম্ভ বিদারণ করিলেন; তৎক্ষণাৎ তন্মধ্য হইতে সেই নরকান্তকারী নারায়ণ নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া নিঃসৃত হইলেন। ভক্তের ভগবান্ ভক্তের বাক্য রক্ষা করিলেন এবং আপনার মহিমা অনন্তভাবে মূঢ়ের সমক্ষেও প্রকটিত করিলেন। যাঁহারা ভগবান্‌কে চিনিয়াছেন, ভগবান্‌কে আপনার অন্তরঙ্গ করিয়াছেন, ভগবান্ কখনই তাঁহাদের সঙ্গশূন্য নহেন; তাঁহারাও কখন ভগবদ্বঞ্চিত নহেন ॥ ৩০ ॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—যঃ সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বেষু ভূতেষু সদ্রূপেণ অবস্থিতম্) মাং (বাসুদেবম্) একত্বং (একান্তমভেদম্) আস্থিতঃ (আশ্রিতঃ) ভজতি সর্ব্বথা বর্ত্তমানঃ অপি (যেন কেনচদ্রূপেণ ব্যবহরন্নপি) স যোগী ময়ি (পরমাত্মনি) বর্ত্ততে (তিষ্ঠতি) ॥ ৩১ ॥

প্রতিশব্দ।—যিনি স্থাবরজঙ্গমাবস্থিত আমাকে একান্তাভেদরূপে আশ্রয়-করিয়া ভজনা-করেন সর্ব্বপ্রকারে থাকিলেও সেই যোগী আমাতে থাকেন ॥ ৩১ ॥

ব্যাখ্যা।—যে যোগী সকল ভূতে আমি অধিষ্ঠিত আছি জানিয়া সর্ব্বভূতে অভেদভাবে আমার ভজনা করেন, বিবিধ বৈষয়িক ব্যাপারে বিনিযুক্ত থাকিলেও, তিনি প্রতিনিয়ত আমাতেই অবস্থিত থাকেন॥৩১॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাচ্চাহমেব স সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থং সম্যগ্‌দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষোঽভিধীয়তে সর্ব্বেতি। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানোঽপি সম্যগ্‌দর্শী যোগী ময়ি বৈষ্ণবে পরমে পদে বর্ত্ততে নিত্যমুক্তএব সঃ ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

আনন্দগিরি।—বিদ্বদীশ্বরয়োরেকত্বানুবাদেন বিদ্যাফলং বিবৃণোতি যস্মাচ্চেতি। তস্মাদেকত্বদর্শনার্থং প্রযতিতব্যমিতি শেষঃ। পূর্ব্বার্দ্ধেনানূদ্যোত্তরার্দ্ধেন ফলবিধিরিতি মত্বাহ ইত্যেতদিতি। রাগাদিরহিতস্য যমনিয়মাধিসংস্কারবতঃ স্বৈরপ্রবৃত্ত্যসম্ভবেঽপি তানঙ্গীকৃত্য জ্ঞানং স্তৌতি সর্ব্বথেতি। প্রতিভাসতোঽপি যথেষ্টচেষ্টাঙ্গীকারে কুতো জ্ঞানবতো নিত্যমুক্তত্বং প্রাতীতিকদুরাচারপ্রতিবন্ধাদিত্যাশঙ্ক্যাহ ন মোক্ষমিতি ॥ ৩১ ॥

রামানুজ।—ততোঽপি বিপাকদশামাহ সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। যোগদশায়াং সর্ব্বভূতস্থিতং মামসঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারতয়া একত্বমবস্থিতঃ প্রাকৃতভেদপরিত্যাগেন সুদৃঢ়ং যো ভজতে স যোগী ধ্যানকালেঽপি যথা তথা বর্ত্তমানঃ স্বাত্মানং সর্ব্বভূতানি চ পশ্যন্ ময়ি বর্ত্ততে মামেব পশ্যতি স্বাত্মনি সর্ব্বভূতেষু চ সর্ব্বদা মৎসমমেব পশ্যতীত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

হনুমান্।—যস্মাচ্চাহমেব সর্ব্বৈকাত্মকত্বকদর্শী ইত্যেতৎ পূর্ব্বশ্লোকার্থং সম্যগ্দর্শনমনূদ্য তৎফলং মোক্ষমভিধীয়তে সর্ব্বভূতস্থিতমিত্যাদিনা। সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারৈর্ব্বর্ত্তমানো যঃ সম্যগ্দর্শী যোগী ময়ি বিষ্ণৌ পরং দেবতে বর্ত্ততে নিত্যমুক্ত এব স ন মোক্ষং প্রতি কেনচিৎ প্রতিবিধ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধর।—ন চৈবন্তূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মামভেদমাস্থিত আশ্রিতো যে ভজতি স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ভ্রশ্যতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

বলদেব।—স যোগী মমাচিন্ত্যস্বরূপশক্তিমনুভবন্নতিপ্রিয়ো ভবতীত্যাশয়বান্ আহ সর্ব্বেতি। সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদয়েষু প্রাদেশমাত্রশ্চতুর্ব্বাহুরতসীপুষ্পপ্রভশ্চক্রাদিধরোঽহং পৃথক্ পৃথঙ্‌নিবসামি। তেষু বহুনাং মদ্বিগ্রহাণাং একত্বমভেদমাশ্রিতো যো মাং ভজতি ধ্যায়তি স যোগী সর্ব্বথা বর্ত্তমানো ব্যুত্থানকালে স্ববিহিতং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন বা ময়ি বর্ত্ততে মমাচিন্ত্যশক্তিকত্বধর্ম্মানুভবমহিম্না নির্দ্দগ্ধকামচারদোষো মৎসামীপ্যলক্ষণং মোক্ষং বিন্দতি ন তু সংসারমিত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ, হরেরচিন্ত্যশক্তিকতমাহ। "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" ইতি। স্মৃতিশ্চ, "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বব্যাপী ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্বহুধেয়তে॥" ইতি॥ ৩১॥

মধুসূদন।—এবং ত্বম্পদার্থং তৎপদার্থঞ্চ সত্যং শুদ্ধং নিরূপ্য তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থং নিরূপয়তি সর্ব্বভূতস্থিতমিতি। সর্ব্বেষু ভূতেষু অধিষ্ঠানতয়া স্থিতং সর্ব্বানুস্যূতং সন্মাত্রং মামীশ্বরং তৎপদলক্ষ্যং স্বেন ত্বম্পদলক্ষ্যেণ সহৈকত্বমত্যন্তাভেদমাস্থিতঃ ঘটাকাশো মহাকাশ ইত্যত্রেবোপাধিভেদনিরাকরণেন নিশ্চয়েন যো ভজতি অহং ব্রহ্মাস্মীতি বেদান্তবাক্যজেন তত্ত্বসাক্ষাৎকারেণাপরোক্ষীকরোতি সোঽবিদ্যাতৎকার্য্যনিবৃত্ত্যা জীবন্মুক্তঃ কৃতকৃত্য এব ভবতি, যাবত্তু তস্য বাধিতানুবৃত্ত্যা শরীরাদিদর্শনমনুবর্ত্ততে তাবৎ প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগেন বা যাজ্ঞবল্ক্যাদিবদ্বিহিতেন কর্ম্মণা বা জনকাদিবৎ প্রতিষিদ্ধেন কর্ম্মণা বা দত্তাত্রেয়াদিবৎ সর্ব্বথা যেন কেনাপি রূপেন বর্ত্তমানোঽপি ব্যবহরন্নপি স যোগী ব্রহ্মাহমস্মীতি বিদ্বান্ ময়ি পরমাত্মন্যেবাভেদেন বর্ত্ততে সর্ব্বথা তস্য মোক্ষং প্রতি নাস্তি প্রতিবন্ধশঙ্কা "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং সম্ভবতি" ইতি শ্রুতেঃ। দেবা মহাপ্রভাবা অপি তস্য মোক্ষাভবনায় নেশতে বিমুতান্যে ক্ষুদ্রা ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মবিদো নিষিদ্ধকর্ম্মণি প্রবর্ত্তকয়োরাগদ্বেষয়োরসম্ভবেন নিষিদ্ধকর্ম্মাসম্ভবেঽপি তদঙ্গীকৃত্য জ্ঞানস্তুত্যর্থমিদমুক্তং সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপীতি। "হত্বাপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে" ইতিবৎ॥ ৩১॥

নীলকণ্ঠ।—যস্মাৎ সর্ব্বাত্মৈকত্বদর্শী অহমেব অতো নাস্য মোক্ষঃ প্রতিবধ্যত ইত্যাহ সর্ব্বভূতেতি। সর্ব্বোপাদানতয়া সর্ব্বেষু ভূতেষু সত্তারূপেন স্ফুরণরূপেণ চ স্থিতং মাং পরমাত্মানং একত্বং জীবব্রহ্মণোরৈক্যমাস্থিতঃ সন্ ভজতি নির্ব্বিকল্পেন সমাধিনা সেবতে, স যোগী ব্যুত্থানদশায়াং প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ বাধিতানুবৃত্ত্যা দেহমারূঢ়ঃ সর্ব্বথা সর্ব্বপ্রকারেণ যাজ্ঞবল্ক্যাদিবৎ কর্ম্মত্যাগেন বা, বশিষ্ঠজনকাদিবদ্বিহিতকর্ম্মণা বা, দত্তাত্রেয়াদিবন্নিষিদ্ধকর্ম্মণা বা বর্ত্তমানোঽপি ব্যবহরন্নপি ময্যেব বর্ত্ততে ন মত্তশ্চ্যুতো ভবতি, যতো দেবেভ্যোঽপি নাস্য ভয়মিতি শ্রূয়তে, "তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশত আত্মা হ্যেষাং স ভবতি,

ইতি চ ইত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্য ব্রহ্মবিদঃ অভূত্যৈ অনৈশ্বর্য্যায় ন ঈশতে ন সমর্থা ভবন্তি যতোঽয়মেষামাত্মেতি শ্রুত্যর্থঃ, স ন পুনঃ সংসারী পূর্ব্ববদ্ভবতীত্যর্থঃ॥ ৩১॥

বিশ্বনাথ।—এবং মদপরোক্ষানুভবাৎ পূর্ব্বদশায়ামপি সর্ব্বত্র পরাত্মভাবনয়া ভজতো যোগিনঃ ন বিধিকৈঙ্কর্য্য মিত্যাহ সর্ব্বেতি। পরমাত্মৈব সর্ব্বকারণত্বাদেকোঽস্তীত্যেকত্বমাস্থিতঃ সন্ ভজতি, শ্রবণস্মরণাদিভজনযুক্তো ভবতি স সর্ব্বথা শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম কুর্ব্বন্নকুর্ব্বন্ বা বর্ত্তমানো ময়ি বর্ত্ততে, ন তু সংসারে॥ ৩১॥

তাৎপর্য্য।—শুদ্ধ ত্বম্পদার্থ ও তৎপদার্থের নিরূপণ করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ তত্ত্বমসি বাক্যের অর্থ নিরূপণ করিতেছেন। তৎপদের লক্ষ্যীভূত আমাকে সর্ব্বভূতে অধিষ্ঠিত ও সদ্রূপে সর্ব্বত্র অনুস্যূত জানিয়া এবং ত্বম্পদের লক্ষ্যীভূত জীব আমার সহিত অভেদ ভাবে অবস্থিত নিশ্চয় করিয়া যিনি 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বেদান্তবাক্যের মর্ম্মানুসারে পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করেন, তিনি অবিদ্যা ও তৎকার্য্যে নিবৃত্তিহেতু জীবন্মুক্ত ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন। যেমন বিশ্বব্যাপী মহাকাশ ও ঘটমধ্যস্থ ঘটাকাশ উভয়ই বস্তুতঃ একই পদার্থ হইলেও, কেবল উপাধির প্রভেদ হেতু বিভিন্নরূপে কথিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম ও জীব উভয় আত্মাই বস্তুতঃ এক হইলেও, কেবল উপাধির বিভিন্নতা হেতু বিভিন্নরূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। যে যোগী উভয়ের অভেদ ভাব স্থিররূপে হৃদ্গত করিয়াছেন, তিনি কখনই মুক্তিলাভে বঞ্চিত হন না। তাঁহার পরিদৃশ্যমান্ শরীর প্রাপ্তি কেবল প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই ঘটিয়া থাকে। তিনি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগই করুন, বা কেবল শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করুন, অথবা প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মেরই অনুসরণ করুন, যেরূপ ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করুন না কেন, সকল অবস্থাতেই সেই যোগী পুরুষ আপনাকে ব্রহ্ম জানিয়া অভিন্ন ভাবে পরমাত্মার সহিত সংস্থিত থাকেন। তাঁহার মোক্ষ সম্বন্ধে কোনই প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইতে পারে না। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'মহাপ্রভাবসম্পন্ন দেবতারা তাঁহার মোক্ষপ্রাপ্তির প্রতিকূলতা সাধনে সক্ষম নহেন।' সুতরাং ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক যে তাঁহার যোগের বিঘ্ন সংঘটিত করিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। মূলে সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে বিনিযুক্ত থাকিলেও, এই কথা প্রযুক্ত হইয়াছে। সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের মধ্যে নিষিদ্ধকর্ম্মও থাকিতে পারে। কিন্তু বিবেচনা করিলেই প্রতীত হইবে, যিনি ব্রহ্মবিৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম প্রবর্ত্তক রাগদ্বেষাদির

অভাব হেতু, তাঁহার দ্বারা বিগর্হিত কার্য্য অনুষ্ঠিত হওয়া কদাচ সম্ভাবিত নহে। কেবল জ্ঞানের মহিমা প্রতিপাদনার্থই ঐ বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। যোগদশায় জ্ঞানজনিত একাকার বোধ হেতু, আমাকে সর্ব্বভূতে সংস্থিত জানিয়া, যিনি প্রাকৃত ভেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সুদৃঢ়রূপে আমার ভজনা করেন, সেই যোগী সমাধিকালেও, যেরূপে যেখানেই থাকুন না কেন, স্বকীয় আত্মা ও সর্ব্বভূতকে দর্শন করিতে করিতে আমাতে বর্ত্তমান থাকেন; অর্থাৎ আপনার আত্মা ও সকল ভূতকে সমভাবেই দর্শন করেন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। যে যোগী আমার অচিন্ত্যস্বরূপ শক্তি অনুভব করেন, তিনিই আমার অতিপ্রিয়। সকল জীবের হৃদয়প্রদেশে প্রাদেশ পরিমিতরূপে অতসীকুসুমসন্নিভ শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভুজাকারে আমি পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থান করি। আমার সেই বহুবিগ্রহকে যিনি এক ও অভিন্ন জ্ঞানে ধ্যান করেন, সেই যোগী ব্যুত্থানকালে অবিহিত কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, আমার অচিন্ত্যশক্তিকত্ব ধর্ম্ম অনুভব করিয়া, তৎপ্রভাবে কামাচার-দোষ-পরিহীন হন এবং আমার সামীপ্যরূপ মোক্ষ লাভ করেন; তাঁহার আর সংসার প্রাপ্তি হয় না। শ্রীহরির অচিন্ত্যশক্তি সম্বন্ধে শ্রুতিও বলিয়াছেন, "এক হইয়াও যিনি বহুপ্রকারে অবভাত হন।" স্মৃতিও বলিয়াছেন, "সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু * একই সন্দেহ নাই; কেবল ঐশ্বর্য্যপ্রভাবে তাঁহার একই রূপ সূর্য্যের ন্যায় বহুপ্রকারে প্রতীত হয়।"

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। পরমাত্মা একই জানিয়া যিনি তাঁহার শ্রবণ-স্মরণাদিরূপ ভজনা করেন, তিনি সর্ব্বপ্রকারে শাস্ত্রোক্তকর্ম্ম করুন বা নাই করুন, সংসারে বদ্ধ হন না, আমাতেই বর্ত্তমান থাকেন ॥ ৩১ ॥

* বিষ্ণু শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম নাম। যথা ;"সুভদ্রাপূর্ব্বজো বিষ্ণুর্ভীষ্মমুক্তিপ্রদায়কঃ। (শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নাম)। "গুণাতীতঃ স ভগবান্ ব্যাপকঃ পুরুষঃ পরঃ। অনন্তভোগশায়ী চ যন্নাভিকমলাদভূৎ ॥ বিষ্ণুশ্চ স চ গোবিন্দ ঈশ্বরশ্চ সনাতনঃ। যস্তং বেদ মহাত্মানং স জীবন্মুক্ত উচ্যতে। (বামনপুরাণ) বিষ্ণু নামের অর্থ যথা, "যস্মাদ্বিশ্বমিদং সর্ব্বং তস্য শক্ত্যা মহাত্মনঃ॥ তস্মাদেবোচ্যতে বিষ্ণুর্বিশধাতোঃ প্রবেশনাৎ ॥" (বিষ্ণুপুরাণ)।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥৩২॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন যঃ সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতেষু) আত্মৌপম্যেন (স্ব-সাদৃশ্যেন) সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং (তুল্যং) পশ্যতি (অনুভবতি) সঃ যোগী পরমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মতঃ (অভিপ্রেতঃ)॥ ৩২ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন যিনি সকল ভূতে আপনার ন্যায় যদি সুখ এবং দুঃখই বা সমান দেখেন, সেই যোগী উৎকৃষ্ট অভিমত ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা।—হে অর্জ্জুন! যিনি সকলভূতকে আপনার ন্যায় এবং তাহাদের সুখদুঃখও স্বকীয় সুখদুঃখেরই তুল্য বলিয়া অনুভব করেন, সেই যোগী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, ইহাই আমার অভিমত ॥ ৩২ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিঞ্চান্যৎ আত্মেতি। আত্মৌপম্যেন আত্মা স্বয়মেব উপমীয়ত-ইতি উপমা তস্যাঃ উপমায়াঃ ভাব ঔপম্যং তেন আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন! স চ কিং সমং পশ্যতীত্যুচ্যতে যথা মম সুখমিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং সুখমনুকূলম্, বাশব্দশ্চার্থে, যদি বা যচ্চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং যথা তথা সর্ব্বপ্রাণিনাং দুঃখমনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমাত্মৌপম্যেন সুখদুঃখে অনুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরত্যহিংসক ইত্যর্থঃ, য এবমহিংসকঃ সম্যগ্‌দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভিপ্রেতঃ সর্ব্বযোগিনাং মধ্যে ॥ ৩২ ॥

আনন্দগিরি।—স্বৈরাচরণস্যাপ্রতিবন্ধকত্বকথনাৎ পরপীড়নস্য যোগিনঃ সম্যগ্‌দর্শনং প্রত্যক্ষপ্রতিবন্ধকত্বপ্রসক্তাবুক্তং কিঞ্চেতি। অন্যদপি কিঞ্চিদুচ্যতে, পরমযোগিনো নির্দ্দেশদ্বারা যোগমাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। উপমৈবৌপম্যমাত্মা চ তদৌপম্যঞ্চ তেন সর্ব্বভূতেষু যঃ সমং পশ্যতী-ত্যুক্তম্, তদেব সমদর্শনং প্রশ্নপূর্ব্বকং বিবৃণোতি কিমিত্যাদিনা। বিকল্পার্থত্বং বারয়তি বাশব্দ ইতি। উপদর্শিতসমদর্শনফলমভিলপতি ন কস্যাচিদিতি॥ কিমপেক্ষয়া তস্য পরমত্বং তত্রাহ সর্ব্বেতি ॥ ৩২ ॥

রামানুজ।—ততোঽপি কাষ্ঠামাহ আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মনশ্চান্যেষাঞ্চ আত্মনাম-সঙ্কুচিতজ্ঞানৈকাকারতয়ৌপম্যেন স্বাত্মনি চান্যেষু সর্ব্বত্র বর্ত্তমানঃ পুত্রজন্মাদিরূপং সুখং তন্মরণাদিরূপঞ্চ দুঃখমসম্বন্ধসাম্যাৎ সমং যঃ পশ্যতি। পরপুত্রজন্মমরণাদিসমং স্বপুত্রজন্মমরণাদিকং যঃ পশ্যতীত্যর্থঃ, স যোগী পরমযোগকাষ্ঠাং গতো মতঃ ॥ ৩২ ॥

হনুমান।—কিঞ্চাত্মেতি। আত্মা স্বয়মেব উপমা যস্য তস্য ভাব আত্মৌপম্যং

তেন আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেষু সমং তুল্যং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন! কিঞ্চ পশ্যতি ইত্যত্রোচ্যতে যথা মম সুখমভীষ্টং তথা প্রাণিনাং সুখমনুকূলম্, বাশব্দশ্চার্থে, যদি বা যথা চ দুঃখং মম প্রতিকূলমনিষ্টং তথা সর্ব্বপ্রাণিনামনিষ্টং প্রতিকূলমিত্যেবমৌপম্যেন সুখদুঃখে চানুকূলপ্রতিকূলে তুল্যতয়া সর্ব্বভূতেষু সমং পশ্যতি ন কস্যচিৎ প্রতিকূলমাচরতি অহিংসক ইত্যর্থঃ। এবমহিংসকঃ সম্যগ্দর্শননিষ্ঠঃ স যোগী পরম উৎকৃষ্টো মতোঽভিমতঃ চিন্তিত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

শ্রীধর।—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখঞ্চাপ্রিয়ং তথান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি ন তু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ॥ ৩২॥

বলদেব।—"সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ" ইতি যৎ প্রাগুক্তং তদ্বিশদয়তি আত্মৌপম্যেনেতি। ব্যুত্থানদশায়ামাত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন সুখং দুঃখঞ্চ যঃ সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি স্বস্যেব পরস্য সুখমেবেচ্ছতি ন তু দুঃখং স স্বপরসুখদুঃখসমদৃষ্টিঃ সর্ব্বানুকম্পী যোগী মম পরমঃ শ্রেষ্ঠোঽভিমতঃ। তদ্বিষমদৃষ্টিস্তু তত্ত্বজ্ঞোঽপ্যপরমযোগীতি ভাবঃ॥ ৩২॥

মধুসূদন।—এবমুৎপন্নেঽপি তত্ত্ববোধে কশ্চিন্মনোনাশবাসনাক্ষয়য়োরভাবাজ্জীবন্মুক্তিসুখং নানুভবতি, চিত্তবিক্ষেপেণ চ দৃষ্টদুঃখমনুভবতি সোঽপরমো যোগী দেহপাতে কৈবল্যভাগিত্বাৎ দেহসদ্ভাবপর্য্যন্তঞ্চ দৃষ্টদুঃখানুভবাৎ তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়াণান্তু যুগপদভ্যাসাদ্দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তিপূর্ব্বকং জীবন্মুক্তিসুখমনুভবন্ প্রারব্ধকর্ম্মবশাৎ সমাধের্ব্যুত্থানকালে, আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৈবৌপম্যমুপমা তেনাত্মদৃষ্টান্তেন সর্ব্বত্র প্রাণিজাতে সুখং বা যদি বা দুঃখং সমং তুল্যং যঃ পশ্যতি স্বস্যানিষ্টং যথা ন সম্পাদয়তি এবং পরস্যানিষ্টং যো ন সম্পাদয়তি প্রদ্বেষশূন্যত্বাৎ, এবং স্বস্যেষ্টং যথা সম্পাদয়তি তথা পরস্যাপীষ্টং যঃ সম্পাদয়তি রাগশূন্যত্বাৎ, স নির্ব্বাসনতয়োপশান্তমনা যোগী ব্রহ্মবিৎ পরমঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ পূর্ব্বস্মাৎ। হে অর্জ্জুন! অতস্তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়াণাং যথাক্রমমভ্যাসায় মহান্ প্রযত্ন আস্থেয় ইত্যর্থঃ। তত্রেদং সর্ব্বং দ্বৈতজাতমদ্বিতীয়ে চিদাত্মনি মায়য়া কল্পিতত্বান্মৃষৈব, আত্মৈবৈকঃ পরমার্থসত্যঃ সচ্চিদানন্দাদ্বয়োঽহমস্মীতি জ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রদীপজ্বালা-সন্তানবদ্বৃত্তিসন্তানরূপেণ পরিণমমানমন্তঃকরণং দ্রব্যং মননাত্মকত্বান্মন ইত্যুচ্যতে, তস্য নাশো নাম বৃত্তিরূপপরিণামং পরিত্যজ্য সর্ব্ববৃত্তিবিরোধিনা নিরোধাকারেণ পরিণামঃ পূর্ব্বাপরপরামর্শমন্তরেণ সহসোৎপদ্যমানস্য ক্রোধাদিবৃত্তিবিশেষস্য হেতুশ্চিত্তগতঃ সংস্কারবিশেষো বাসনা পূর্ব্বপূর্ব্বাভ্যাসেন চিত্তে বাস্যমানত্বাৎ, তস্যাঃ ক্ষয়ো নাম বিবেকজন্যায়াং চিত্তপ্রশমবাসনায়াং দৃঢ়ায়াং সত্যপি বাহ্যে নিমিত্তে ক্রোধাদ্যনুৎপত্তিঃ, তত্র তত্ত্বজ্ঞানে সতি মিথ্যাভূতে জগতি নরবিষাণাদাবিব ধীবৃত্ত্যনুদয়াদাত্মনশ্চ দৃষ্টত্বেন পুনর্বৃত্ত্যনুপযোগান্নিরিন্ধনাগ্নিবন্মনো নশ্যতি, নষ্টে চ মনসি সংস্কারোদ্বোধকস্য বাহ্যস্য নিমিত্তস্য প্রতীতৌ

বাসনা ক্ষীয়তে, এবং ক্ষীণায়াং বাসনায়াং হেত্বভাবেন ক্রোধাদিবৃত্ত্যনুদয়ান্মনো নশ্যতি, নষ্টে চ মনসি শমদমাদিসম্পত্ত্যা তত্ত্বজ্ঞানমুদেতি, এবমুৎপন্নে তত্ত্বজ্ঞানে রাগদ্বেষাদিরূপা বাসনা ক্ষীয়তে। ক্ষীণায়াঞ্চ বাসনায়াং প্রতিবন্ধাভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানোদয় ইতি পরস্পরকারণত্বং দর্শনীয়ম্। অতএব ভগবান্ বশিষ্ঠ আহ, "তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয় এব চ। মিথঃকারণতাং গত্বা দুঃসাধ্যানি স্থিতানি হি॥ তস্মাদ্রাঘব! যত্নেন পৌরুষেণ বিবেকিনা। ভোগেচ্ছাং দূরতস্ত্যক্ত্বা ত্রয়মেতৎ সমাশ্রয়েৎ॥" ইতি। পৌরুষো যত্নঃ কেনাপ্যুপায়েনাবশ্যং সম্পাদয়িষ্যামীত্যেবংবিধোৎসাহরূপো নির্ব্বন্ধঃ, বিবেকো নাম বিবিচ্য নিশ্চয়ঃ, তত্ত্বজ্ঞানস্য শ্রবণাদিকং সাধনং মনোনাশস্য যোগঃ। বাসনাক্ষয়স্য প্রতিকূলবাসনোৎপাদনমিতি। এতাদৃশবিবেকযুক্তেন পৌরুষেণ প্রযত্নেন ভোগেচ্ছায়াঃ স্বল্পায়া অপি "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব" ইতি ন্যায়েন বাসনাবৃদ্ধিহেতুত্বাৎ দূরত ইত্যুক্তম্। দ্বিবিধো হি বিদ্যাধিকারী কৃতোপাস্তিরকৃতোপাস্তিশ্চ, তত্র য উপাস্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তামুপাস্তিং কৃত্বা তত্ত্বজ্ঞানায় প্রবৃত্তস্তস্য বাসনাক্ষয়মনোনাশয়োর্দৃঢ়তরত্বেন জ্ঞানাদূর্দ্ধং জীবন্মুক্তিঃ স্বতএব সিধ্যতি। ইদানীন্তনস্তু প্রায়েণাকৃতোপাস্তিরেব মুমুক্ষুরৌৎসুক্যমাত্রাৎ সহসা বিদ্যায়াং প্রবর্ত্ততে, যোগং বিনা চিজ্জড়বিবেকমাত্রেণৈব চ মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ তাৎকালিকৌ সম্পাদ্য শমদমাদিসম্পত্ত্যা শ্রবণমননিদিধ্যাসনানি সম্পাদয়তি, তৈশ্চ দৃঢ়াভ্যস্তৈঃ সর্ব্ববন্ধবিচ্ছেদি তত্ত্বজ্ঞানমুদেতি, অবিদ্যাগ্রন্থিরব্রহ্মত্বং হৃদয়গ্রন্থিসংশয়াঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বকামত্বং মৃত্যুঃ পুনর্জন্ম চেত্যনেকবিধো জ্ঞানান্নিবর্ত্ততে। তথাচ শ্রূয়তে, "যো বেদ নিহিতং গুহায়াং সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সোম্য ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি। ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাপরে॥ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদনিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি; যস্তু বিজ্ঞানবান্ ভবত্যমনস্কঃ সদা শুচিঃ। স তু তৎপদমাপ্নোতি যস্মাদ্ভূয়ো ন জায়তে। য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি স ইদং সর্ব্বং ভবতি" ইত্যসর্ব্বজ্ঞত্বনিবৃত্তিফলমুদাহার্য্যম্, সেয়ং বিদেহমুক্তিঃ, সত্যপি দেহে জ্ঞানোৎপত্তিসমকালীনা জ্ঞেয়া ব্রহ্মণ্যবিদ্যাধ্যারোপিতানামেতেষাং বন্ধানামবিদ্যানাশে সতি নিবৃত্তৌ পুনরুৎপত্ত্যসম্ভবাৎ, অতঃ শৈথিল্যহেত্বভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানং তস্মানুবর্ত্ততে। মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ তু দৃঢ়াভ্যাসাভাবাদ্ভোগপ্রদেন প্রারব্ধেন কর্ম্মণা বাধ্যমানত্বাচ্চ, সবাতপ্রদেশপ্রদীপবৎ সহসা নিবর্ত্ততে। অত ইদানীন্তনস্য তত্ত্বজ্ঞানিনঃ প্রাক্‌সিদ্ধে তত্ত্বজ্ঞানে ন প্রযত্নাপেক্ষা, কিন্তু মনোনাশবাসনাক্ষয়ৌ প্রযত্নসাধ্যাবিতি। তত্র মনোনাশো অসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনিরূপণেন নিরূপিতঃ প্রাক্, বাসনাক্ষয়স্ত্বিদানীং নিরূপ্যতে। তত্র বাসনাস্বরূপং বশিষ্ঠ আহ, "দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্ব্বাপরবিচারণম্। যদাদানং পদার্থস্য বাসনা সা প্রকীর্ত্তিতা॥" তত্র স্বস্বদেশাচারকুলধর্ম্মস্বভাবভেদতদ্গতাপশব্দস্ত শব্দাদিষু প্রাণিনা-

মভিনিবেশঃ সামান্যেনোদাহরণম্। সা চ বাসনা দ্বিবিধা, মলিনা শুদ্ধা চ। শুদ্ধা দৈবী সম্পৎ শাস্ত্রসংস্কারপ্রাবল্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানসাধনত্বেনৈকরূপৈব। মলিনা তু ত্রিবিধা, লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা চ ইতি। সর্ব্বে জনা যথা ন নিন্দন্তি তথৈবাচরিষ্যামি ইত্যশক্যার্থাভিনিবেশো লোকবাসনা, তস্যাশ্চ "কো লোকমারাধয়িতুং সমর্থঃ" ইতি ন্যায়েন সম্পাদয়িতুমশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাচ্চ মলিনত্বম্। শাস্ত্রবাসনা তু ত্রিবিধা, পাঠব্যসনম্, বহুশাস্ত্রব্যসনম্, অনুষ্ঠানব্যসনঞ্চেতি ক্রমেণ ভরদ্বাজস্য দুর্ব্বাসসো নিদাঘস্য চ প্রসিদ্ধা। মলিনত্বঞ্চাস্যাঃ ক্লেশাবহত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাদ্দর্পহেতুত্বাজ্জন্মহেতুত্বাচ্চ। দেহবাসনাপি ত্রিবিধা, আত্মত্বভ্রান্তিগুণাধানভ্রান্তিদোষাপনয়নভ্রান্তিশ্চেতি। তত্রাত্মত্বভ্রান্তির্বিরোচনাদিষু প্রসিদ্ধা সার্ব্বলৌকিকী। গুণাধানং দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ। সমীচীনশব্দাদিবিষয়সম্পাদনং লৌকিকম্, গঙ্গাস্নানশালগ্রামতীর্থাদিসম্পাদনং শাস্ত্রীয়ম্। দোষাপনয়নমপি দ্বিবিধম্, লৌকিকং শাস্ত্রীয়ঞ্চ। চিকিৎসকোক্তৈরৌষধৈর্ব্যাধ্যাদ্যপনয়নং লৌকিকম্ বৈদিকস্নানাচমনাদিভিরশৌচাদ্যপনয়নং বৈদিকম্। এতস্যাশ্চ সর্ব্বপ্রকারায়া মলিনত্বমপ্রামাণিকত্বাদশক্যত্বাৎ পুরুষার্থানুপযোগিত্বাৎ পুনর্জ্জন্মহেতুত্বাচ্চ শাস্ত্রে প্রসিদ্ধম্, তদেতল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাত্রয়মবিবেকিনামুপাদেয়ত্বেন প্রতিভাসনমপি বিবিদিষোর্ব্বেদনোৎপত্তিবিরোধিত্বাদ্বিদুষো জ্ঞাননিষ্ঠাবিরোধিত্বাচ্চ বিবেকিভির্হেয়ম্। তদেবং বাহ্যবিষয়বাসনা ত্রিবিধা নিরূপিতা। আভ্যন্তরবাসনা তু কামক্রোধদম্ভদর্পাদ্যাসুরসম্পদ্রূপা সর্ব্বানর্থমূলং মানসী বাসনা ইত্যুচ্যতে, তদেবং বাহ্যাভ্যন্তরবাসনাচতুষ্টয়স্য শুদ্ধবাসনয়া ক্ষয়ঃ সম্পাদনীয়ঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন, "মানসীর্ব্বাসনাঃ পূর্ব্বং ত্যক্ত্বা বিষয়বাসনাঃ। মৈত্র্যাদিবাসনা রাম! গৃহাণামলবাসনাঃ॥" ইতি। তত্র বিষয়বাসনাশব্দেন পূর্ব্বোক্তাস্তিস্রো লোকশাস্ত্রদেহবাসনা বিবক্ষিতাঃ। মানসবাসনাশব্দেন কামক্রোধদম্ভদর্পাদ্যাসুরসম্পদ্বিবক্ষিতা। যদ্বা শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাঃ বিষয়াঃ, তেষাং ভুজ্যমানত্বদশাজন্যঃ সংস্কারো বিষয়বাসনা, কাম্যমানত্বদশাজন্যঃ সংস্কারো মানসবাসনা। অস্মিন্ পক্ষে পূর্ব্বোক্তানাং চতসৃণামনয়োরেবান্তর্ভাবঃ বাহ্যাভ্যন্তরব্যতিরেকেণ বাসনান্তরাসম্ভবাৎ তাসাং বাসনানাং পরিত্যাগো নাম তদ্বিরুদ্ধমৈত্র্যাদিবাসনোৎপাদনম্, তাশ্চ মৈত্র্যাদিবাসনা ভগবতা পতঞ্জলিনা সূত্রিতাঃ প্রাক্ সংক্ষেপেণ ব্যাখ্যাতা অপি পুনর্ব্যাখ্যায়ন্তে। চিত্তং হি রাগদ্বেষপুণ্যপাপৈঃ কলুষীক্রিয়তে, "তত্র সুখানুশায় রাগঃ।" মোহাদনুভূয়মানসুখমনুশেতে কশ্চিদ্ধীবৃত্তিবিশেষো রাজসঃ সর্ব্বং সুখজাতং মে ভূয়াদিতি, তচ্চ দৃষ্টাদৃষ্টসামগ্র্যভাবাৎ সম্পাদয়িতুমশক্যম্, অতঃ স রাগঃ চিত্তং কলুষীকরোতি, যদা তু সুখিষু প্রাণিষয়ং মৈত্রীং ভাবয়েৎ সর্ব্বেহপ্যেতে সুখিনো মদীয়া ইতি, তদা তৎসুখং স্বকীয়মেব সম্পন্নমিতি ভাবয়তস্তত্র রাগো নিবর্ত্ততে। যথা স্বস্য রাজ্যনিবৃত্তাবপি পুত্রাদিরাজ্যমেব স্বকীয়ং রাজ্যম্, তদ্বৎ নিবৃত্তে চ রাগে বর্ষাব্যপায়ে জলমিব চিত্তং প্রসীদতি, তথাচ "দুঃখানুশায়ী দ্বেষঃ।" দুঃখমনুশেতে

কশ্চিদ্ধীবৃত্তিবিশেষস্তমোহস্মগতরজঃপরিণামঃ, ঈদৃশং সর্ব্বং দুঃখং সর্ব্বদা মে মাভূদিতি, তচ্চ শত্রুব্যাঘ্রাদিষু সৎসু ন বিচারয়িতুং শক্যম্, ন চ সর্ব্বে তে দুঃখহেতবো হন্তুং শক্যন্তে, অতঃ সদ্বেষঃ সদা হৃদয়ং দহতি, যদা তু স্বস্যেব পরেষাং সর্ব্বেষামপি দুঃখং মাভূদিতি করুণাং দুঃখিষু ভাবয়েৎ তদা বৈর্য্যাদিদ্বেষনিবৃত্তৌ চিত্তং প্রসীদতি। তথাচ স্মর্য্যতে "প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" ইতি। এতদেবেহাপ্যুক্তম্, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্রেত্যাদি। তথা প্রাণিনঃ স্বভাবত এব পুণ্যং নানুতিষ্ঠন্তি। তদাহুঃ "পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ। ন পাপফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ॥" ইতি তে চ পুণ্যপাপে ক্রিয়মাণে পশ্চাত্তাপং জনয়তঃ স চ শ্রুত্যানূদিতঃ, "কিমহং সাধুনা করবং কিমহং পাপমকরবম্" ইতি যস্তসৌ পুণ্যপুরুষেষু মুদিতাং ভাবয়েৎ তদা তদ্বাসনাবান্ স্বয়মেবাপ্রমত্তঃ শুক্লকৃষ্ণে পুণ্যে প্রবর্ত্ততে। তদুক্তম্, "কর্ম্ম শুক্লকৃষ্ণং যোগিনস্ত্রিবিধমিতরেষাম্" অযোগিনাং ত্রিবিধম্, শুক্লং শুভম্, কৃষ্ণমশুভম্ শুক্লকৃষ্ণং শুভাশুভমিতি। তথা পাপপুরুষেষুপেক্ষাং ভাবয়ন্ স্বয়মপি তদ্বাসনাবান্ পাপান্নিবর্ত্ততে। ততশ্চ পুণ্যাকরণপাপকরণনিমিত্তস্য পশ্চাত্তাপস্যাভাবে চিত্তং প্রসীদতি। এবং সুখিষু মৈত্রীং ভাবয়তো ন কেবলং রাগো নিবর্ত্ততে, কিন্ত্বসূয়ের্ষাদয়োঽপি নিবর্ত্তন্তে। পরগুণেষু দোষাবিষ্করণমসূয়া, পরগুণানামসহনমীর্ষা। যদা মৈত্রীবশাৎ পরসুখং স্বীয়মেব সম্পন্নম্, তদা পরগুণেষু কথমসূয়াদিকং সম্ভবেৎ, তথা দুঃখিষু করুণাং ভাবয়তঃ শত্রুবধাদিকরো দ্বেষো যদা নিবর্ত্ততে, তদা দুঃখিপ্রতিযোগিকস্বসুখিত্বপ্রযুক্তদর্পোঽপি নিবর্ত্ততে, এবং দোষান্তরনিবৃত্তিরপ্যূহনীয়া বাশিষ্ঠরামায়ণাদিষু। তদেবং তত্ত্বজ্ঞানং মনোনাশো বাসনাক্ষয়শ্চেতি ত্রয়মভ্যসনীয়ম্। তত্র কেনাপি দ্বারেণ পুনঃপুনস্তত্ত্বানুস্মরণং তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসঃ। তদুক্তম্, "তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্। এতদেকপরত্বঞ্চ তত্ত্বাভ্যাসং বিদুর্ব্বুধাঃ। সর্গাদাবেব নোৎপন্নং দৃশ্যং নাস্ত্যেব সর্ব্বদা। ইদং জগদহঞ্চেতি বোধাভ্যাসং বিদুঃ পরম্॥" ইতি॥ দৃশ্যাবভাসবিরোধিযোগাভ্যাসো মনোনিরোধাভ্যাসঃ। তদুক্তম্, "অত্যন্তাভাবসম্পত্তৌ জ্ঞাতুর্জ্ঞেয়স্য বস্তুনঃ। যুক্ত্যা শাস্ত্রৈর্যতন্তে যে তেঽপ্যত্রাভাসিনঃ স্থিতাঃ॥" ইতি। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়য়োর্ম্মিথ্যাত্বধীরভাবসম্পত্তিঃ স্বরূপেণাপ্যপ্রতীতিরত্যন্তাভাবসম্পত্তিস্তদর্থং যুক্ত্যা যোগেন। "দৃশ্যাসম্ভববোধেন রাগদ্বেষাদিতানবে। রতির্ঘনোদিতা যাসৌ ব্রহ্মাভ্যাসঃ স উচ্যতে॥" ইতি। রাগদ্বেষাদিক্ষীণতারূপঃ বাসনাক্ষয়াভ্যাস উক্তঃ। তস্মাদুপপন্নমেতৎ তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাসেন মনোনাশাভ্যাসেন বাসনাক্ষয়াভ্যাসেন চ রাগদ্বেষশূন্যতয়া যঃ স্বপরসুখদুঃখাদিষু সমদৃষ্টিঃ, স পরমো যোগী মতো যস্ত বিষমদৃষ্টিঃ স তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি॥ ৩২॥

নীলকণ্ঠ—যদ্যপি নিষিদ্ধকর্ম্মণাপি আত্মবিন্ন বধ্যতে তথাপি শীলবানেব যোগী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ আত্মৌপম্যেনেতি। যথা স্বস্য সুখমিষ্টং দুঃখমনিষ্টং তদ্বৎ পরস্যা-

পীতি বুদ্ধ্যা যোঽন্যস্মৈ দুঃখং ন প্রযচ্ছতি অসৌ অহিংসকঃ পরমো যোগী মত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বনাথ।—কিঞ্চ সাধনদশায়াং যোগী সর্ব্বত্র সমঃ স্যাদিত্যুক্তম্, তত্র মুখ্যং সাম্যং ব্যাচষ্টে আত্মৌপম্যেনেতি। সুখং বা দুঃখং বেতি। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখম্প্রিয়ং তথৈবান্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি ন তু কস্যাপি দুঃখং স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ ॥ ৩২ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, শ্রীমদানন্দগিরি ও শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামীর অভিপ্রায়। পূর্ব্বোক্তরূপে আমার ভজনাপরায়ণ যোগীদিগের মধ্যে যিনি সর্ব্বত্র সমান অনুকম্পা সম্পন্ন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ; শ্রীভগবান্ এইক্ষণে এই তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন। হে অর্জ্জুন ! যে ব্যক্তি আপনাকে আদর্শস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সকলভূতে আত্মতুল্য দৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া থাকেন, আপনার সুখসমাগম যেরূপ আনন্দ-জনক ও অনুকূল ঘটনা বলিয়া মনে করেন, অথবা আপনার দুঃখাবির্ভাব যেরূপ যন্ত্রণা-জনক ও প্রতিকূল ঘটনা বলিয়া মনে করেন, অপরের সুখ-দুঃখও তদ্রূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, সকল যোগীর মধ্যে তিনিই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, ইহাই আমার অভিপ্রায় জানিবে। অনুকূল প্রতিকূল বিষয়ে এতাদৃশ তুল্য-বোধ বিশিষ্ট যোগী কখনও কাহারও প্রতিকূলতাচরণ করেন না এবং কাহার প্রতি ভ্রমেও হিংসাসূচক কোনই ব্যবহার করেন না। এইরূপ হিংসাশূন্য ব্যক্তি সম্যগ্দর্শননিষ্ঠ।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যের অভিপ্রায়। অসঙ্কুচিত জ্ঞানৈকাকারতাহেতু স্বকীয় এবং পরকীয় আত্মাকে সমান জ্ঞান করা শ্রেষ্ঠ যোগীর লক্ষণ। আপনার পুত্রাদি জন্মিলে যেরূপ সুখোদয় হয় এবং তদ্বিয়োগে যেরূপ দুঃখের আবির্ভাব হয়, পরপুত্রের জন্ম-মরণাদিতে যাঁহার তদ্রূপ সুখ-দুঃখের উদয় হয়, সেই যোগী যোগের উচ্চতম স্থান লাভ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বলদেবের অভিপ্রায়। ব্যুত্থানদশাতেও যিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী অর্থাৎ সকলের সুখদুঃখ স্বকীয় সুখদুঃখের ন্যায় জ্ঞান করেন, সেই সর্ব্বানুকম্পী যোগী আমার মতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায়। উল্লিখিত রূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেও কেহ কেহ বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশের অভাবে জীবন্মুক্তি-সুখ অনুভব করিতে পারেন না। চিত্তের বিক্ষেপ হেতু তাঁহারা পরিদৃশ্যমান দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেহ নাশের পর কৈবল্য লাভ করিবেন বটে, কিন্তু দেহ

সম্ভাব পর্য্যন্ত দৃষ্ট দুঃখের অনুভব হেতু পরম যোগী নামের যোগ্য হইতে পারেন না। সমাধির ব্যুত্থান কালে যুগপৎ অভ্যাস প্রভাবে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সাধন করিয়া, দৃষ্ট দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক জীবন্মুক্তি দুঃখ অনুভব করেন তাঁহারাই পরম যোগী। এই তত্ত্ব বর্ত্তমান শ্লোকের প্রতিপাদ্য। যে যোগী আপনাকে দৃষ্টান্ত-স্থলীভূত করিয়া সকল প্রাণিজাতের সুখ বা দুঃখ তুল্যরূপে দর্শন করেন, স্বকীয় অনিষ্ট সাধনে তিনি যেরূপ প্রবৃত্তি বিরহিত, দ্বেষশূন্যতাহেতু পরকীয় অনিষ্ট সম্পাদনেও তদ্রূপ বিমুখ; আপনার ইষ্ট-সাধনে যেরূপ আগ্রহবান্, রাগশূন্যতা হেতু পরকীয় ইষ্টসাধনেও তদ্রূপ সমুদ্যত। হে অর্জ্জুন। বাসনা-বিহীনতা হেতু প্রশান্তমনা সেই ব্রহ্মবিদ্ যোগী শ্রেষ্ঠ। অতএব মহান্ প্রযত্ন সহকারে যথাক্রমে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয়ের অভ্যাস করা আবশ্যক। এই পরিদৃশ্যমান-দ্বৈতজাতসমূহ অদ্বিতীয় চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতে মায়াদ্বারা কল্পিত, সুতরাং সকলই মিথ্যা। কেবল আত্মাই পরমার্থসত্য। সেই সচ্চিদানন্দ অদ্বয় আত্মজ্ঞান সহকারে "অহমস্মি" রূপ পরিজ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান। মনকে সর্ব্ববৃত্তি-বিরহিত নিরুদ্ধাকারে পরিণত করিলে মনোনাশ হয়। বিবেক-জনিত দৃঢ়জ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে, কোনই বাহ্য কারণে ক্রোধাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে, মানবের শৃঙ্গ যেরূপ অসম্ভব এই জগৎকেও তদ্রূপ মিথ্যাভূত বলিয়া প্রতীত হয়। তখন সেই মনে পুনরায় কোনই বৃত্তির আবির্ভাব হইবার সম্ভাবনা থাকে না; ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় মন তখন আপনিই নাশ প্রাপ্ত হয়। মন নষ্ট হইলে বাহ্য বিষয়ের প্রত্যয়-জনিত বাসনা ক্ষয় হয়, বাসনার ক্ষয় হইলে মনে ক্রোধাদি বৃত্তির আবির্ভাব হইবার কোনই হেতু থাকে না; এইরূপে মন নষ্ট হইলে শমদমাদি প্রভাবে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়। এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলে রাগ-দ্বেষাদি বাসনা ক্ষয় হয়। তত্ত্বজ্ঞান লাভ ও বাসনা ক্ষয়, পরস্পর পরস্পরের কারণ স্বরূপ। এই জন্য ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "হে রাঘব! তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় পরস্পর কারণরূপে বদ্ধ হইয়া দুঃসাধ্য হইয়া রহিয়াছে। অতএব ভোগেচ্ছাকে বিদূরিত করিয়া যত্ন, পৌরুষ ও বিবেক এই তিনের আশ্রয় গ্রহণ কর।" যে কোনরূপে হউক, অবশ্যই বাসনা সংসিদ্ধ করিব, ইত্যাকার উৎসাহ সহকৃত আগ্রহের

নাম পৌরুষ। শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদি তত্ত্বজ্ঞান লাভের সাধনস্বরূপ, যোগ মনোনাশের সাধন এবং প্রতিকূল বাসনা সমুৎপাদনের বিরোধী। এতাদৃশ বিবেক সহকারে পৌরুষ ও প্রযত্নদ্বারা ভোগেচ্ছার স্বল্পতা সাধন করিলেও, ঘৃতসংযুক্ত অগ্নির ন্যায়, বাসনা আপনিই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে। যোগবিদ্যার অধিকারী দুইপ্রকার। এক শ্রেণীর যোগী উপাস্য পদার্থের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত উপাসনানিরত থাকিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভার্থ প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা বাসনা ক্ষয় ও মনোনাশের দৃঢ়তাহেতু স্বতঃই জীবন্মুক্তি লাভ করেন। কিন্তু ইদানীন্তন বহুসংখ্যক মুমুক্ষু কোন উপাসনানিরত না থাকিয়া কেবল ঔৎসুক্য সহকারে বিদ্যাসাধনে প্রবৃত্ত হন। যোগ-বিরহিত বিবেকমাত্র দ্বারা তাঁহারা তাৎকালিক মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় সাধন করেন। তদনন্তর শমদমাদি সহকারে শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন সম্পাদন করেন। দৃঢ় অভ্যাসহেতু তাঁহাদের সর্ব্ব বন্ধবিচ্ছেদরূপ তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হয়; তাঁহাদের অবিদ্যা, সংশয়, কামনা, মৃত্যু, পুনর্জ্জন্ম ইত্যাদি বিবিধ প্রতিবন্ধক জ্ঞানপ্রভাবে নিরস্ত হয়। তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয় সংসিদ্ধ হইয়া থাকে; অসংপ্রজ্ঞাত সমাধিরূপ মনোনাশের বৃত্তান্ত পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে। অধুনা বাসনাক্ষয়ের বিবরণ করা যাইতেছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "দৃঢ় ভাবনা প্রযুক্ত পূর্ব্বাপর বিচার পরিত্যাগ পূর্ব্বক কোন পদার্থ প্রাপ্তির অভিলাষকে বাসনা বলে।" বাসনা দ্বিবিধা; মলিনা এবং শুদ্ধা। শাস্ত্রজ্ঞান জনিত সংস্কার-প্রাবল্যে দৈবী সম্পৎ প্রাপ্তির যে বাসনা তাহাই শুদ্ধা। লোক-বাসনা, শাস্ত্র-বাসনা এবং দেহ-বাসনা ভেদে মলিনা বাসনা ত্রিবিধা। সকল লোক যাহাতে নিন্দা না করে, সেইরূপ আচরণ করিব, এই যে অভিলাষ তাহাকেই লোক-বাসনা বলে। শাস্ত্র-বাসনা আবার তিন প্রকার; পাঠব্যসন, বহুশাস্ত্রব্যসন এবং অনুষ্ঠানব্যসন। এ সকলই ক্লেশাবহ, পুরুষার্থের অনুপযোগী এবং দর্প ও জন্মের হেতুভূত; সুতরাং মলিন। দেহবাসনাও তিন প্রকার; আত্মত্ব ভ্রান্তি, গুণাধান ভ্রান্তি এবং দোষাপনয়ন ভ্রান্তি। বিরোচনাদির আত্মত্ব ভ্রান্তি হইয়াছিল, একথা সকলেরই গোচর থাকিতে পারে। গুণাধান দুই প্রকার; লৌকিক এবং শাস্ত্রীয়। সমীচীন শব্দাদি বিষয়-সম্পাদনকে লৌকিক গুণাধান বলে। গঙ্গাস্নান, শালগ্রাম তীর্থাদি সম্পাদনকে শাস্ত্রীয় গুণাধান বলে। লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ভেদে দোষাপনয়ন

দুই প্রকার। চিকিৎসক-বিহিত ব্যবস্থার অনুকরণ ক্রমে রোগাদির প্রতীকার সাধনই লৌকিক দোষাপনয়ন, বৈদিক ব্যবস্থা ক্রমে স্নান আচমনাদির দ্বারা অশৌচের নিবারণকে শাস্ত্রীয় দোষাপনয়ন বলে। এ তিন প্রকার বাহ্য বাসনা পুরুষার্থের অনুপযোগী, পুনর্জন্মের হেতুভূত, এই জন্যই মলিন বলিয়া শাস্ত্রে পরিকীর্ত্তিত। আভ্যন্তর বাসনা হইতে সর্ব্বানর্থের হেতুভূত কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্পাদি আসুরী-সম্পৎ স্বরূপ মানসী বাসনা সমুৎপন্ন হয়। এইজন্য উল্লিখিত শুদ্ধ বাসনা দ্বারা বাহ্য ও আভ্যন্তর বাসনা চতুষ্টয়ের ক্ষয় করা আবশ্যক। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "হে রঘুনন্দন! বিশুদ্ধা মৈত্র্যাদি বাসনা গ্রহণ করিয়া, অগ্রে মানস বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে বিষয়বাসনা প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে।" বিষয়বাসনা শব্দদ্বারা পূর্ব্বোক্ত লোক-শাস্ত্র দেহবাসনা লক্ষিত হইয়াছে; মানসবাসনা শব্দদ্বারা কাম, ক্রোধ, দম্ভ, দর্প, অবিদ্যা এই সকল আসুর সম্পদ্ লক্ষিত হইয়াছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদিকেও বিষয়শব্দের লক্ষিত মনে করা যাইতে পারে। সেই বিষয়ভোগজনিত যে সংস্কারের উদ্ভব হয়, তাহাই বিষয়বাসনা। তাহার সংস্কারহেতু যে কামনার উদ্ভব হয়, তাহাই মানসিক বাসনা; এই উভয় প্রকার বাসনা নিরোধ করিয়া, তদ্বিরুদ্ধ মৈত্র্যাদি বাসনার উৎপাদন করা আবশ্যক। এই মৈত্র্যাদি বাসনাসম্বন্ধে ভগবান্ পতঞ্জলি কৃত সূত্র উদ্ধার পূর্ব্বক ৬ অধ্যায় ২৮ শ্লোকের তাৎপর্য্যে বিস্তৃত ব্যাখ্যা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মৈত্রী প্রভৃতি আয়ত্ত হইলে মানব পরের সুখদুঃখ, ইষ্টানিষ্ট স্বকীয় বলিয়া বোধ করেন। সুতরাং কাহারও অভ্যুদয় দর্শনে তাঁহার হৃদয়ে অসূয়ার উদ্ভব হয় না এবং কাহারও অণুমাত্র অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্তি হয় না। তখন বসুন্ধরার তাবৎ পদার্থই তাঁহার সমান বোধ হইয়া থাকে। নর ও নারী, বিপ্র ও চণ্ডাল, পাপাত্মা ও পুণ্যবান্ সকলকেই তখন তিনি আত্মবৎ দর্শন করেন। স্মৃতি বলিয়াছেন, "আপনার প্রাণ যেরূপ প্রিয়পদার্থ, সকল ভূতেরই প্রাণ সেইরূপ। সাধুজনেরা সকল ভূতকেই আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া দয়া করেন।" এইরূপে তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনাক্ষয় সংসাধন করিবে। কোন উপায় অবলম্বন করিয়া পুনঃপুনঃ তত্ত্বের অনুস্মরণ করাই তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, "বুধগণ একই বিষয়ের চিন্তন, একই বিষয়ের কথোপকথন, একই বিষয়ের প্রবোধন

ইত্যাকার একপরত্বকে তত্ত্বাভ্যাস বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সৃষ্টির আদি কাল হইতে সমুৎপন্ন দৃশ্য পদার্থনিচয় স্বতন্ত্ররূপে বিদ্যমান নাই, জগতের সর্ব্বত্র আমিই পরিব্যাপ্ত। এইরূপ বোধই তত্ত্বাভ্যাসের শ্রেষ্ঠ।" এইরূপ দৃশ্য অবভাসের বিরোধী যোগাভ্যাসই মনোনিরোধের অভ্যাস। জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞাতার মিথ্যাত্ব বোধকে অত্যন্তাভাব সম্পত্তি বলে। যিনি অত্যন্তাভাব যুক্ত হইয়া শাস্ত্রানুসারে যোগনিষ্ঠ হন, তিনিই অভ্যাসী। তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস, মনোনাশাভ্যাস এবং বাসনাক্ষয়াভ্যাস হেতু যিনি রাগ-দ্বেষাদি পরিশূন্য হইয়া আপনার ও অপরের সুখ-দুঃখাদিতে সমদর্শনসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই পরম যোগী; যাঁহার তাদৃশ সমদর্শন হয় নাই, তিনি তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন হইলেও, কখনই পরম যোগী পদ বাচ্য নহেন ॥ ৩২ ॥

অর্জ্জুন উবাচ ।

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন ।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ (কথয়ামাস)। মধুসূদন ত্বয়া সাম্যেন (সমত্বেন) যঃ অয়ং যোগঃ প্রোক্তঃ এতস্য (যোগস্য) স্থিরাং (বহু-কালানুবর্ত্তিনীং) স্থিতিং (বিদ্যমানতাম্) অহং ন পশ্যামি (উপলভে) চঞ্চলত্বাৎ (মনসঃ চাঞ্চল্যাৎ) ॥ ৩৩ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। শ্রীকৃষ্ণ! তোমার-কর্ত্তৃক সমতা-পূর্ব্বক যে এই-যোগ কথিত-হইল ইহার বহুকালব্যাপী স্থিতি-কাল আমি বুঝিতে পারিতেছি না মনের চঞ্চলতা হেতু ॥ ৩৩ ॥

ব্যাখ্যা।—অর্জ্জুন বলিলেন, হে নারায়ণ! তুমি সর্ব্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগের কথা বিবৃত করিলে, স্বভাবতঃ চঞ্চল মনে তাহা যে দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে, এরূপ আমার বোধ হইতেছে না ॥ ৩৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতস্য যথোক্তস্য সম্যগ্দর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুঃ ধ্রুবং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন সমত্বেন হে মধুসূদন! এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্মনসঃ, কিম্? স্থিরামচলাং স্থিতিং প্রসিদ্ধমেতৎ॥ ৩৩॥

আনন্দগিরি।—মনশ্চঞ্চলমস্থিরমিত্যুপশ্রুতা নির্ব্বিশেষে চিত্তস্থৈর্য্যং দুঃশক্যমিতি মন্বানস্তদুপায়বুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি প্রশ্নমুত্থাপয়তি এতস্যেতি। তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং শুশ্রূষুরিতি মন্বানঃ মনশ্চঞ্চলত্বেঽপি তন্নিগ্রহদ্বারা যোগস্থৈর্য্যং সম্পাদ্যতামিত্যাশঙ্ক্যাহ এতস্যেতি। প্রসিদ্ধমিতি সম্বন্ধঃ॥ ৩৩॥

রামানুজ।—যোঽয়ং দেবমনুষ্যাদিভেদেন জীবেশ্বরভেদেনাত্যন্তভিন্নতায়ৈতাবন্তং কালমনুভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু জ্ঞানৈকাকারতয়া পরস্পরসাম্যেনাকর্ম্মবশ্যতয়া চেশ্বরসাম্যেন সর্ব্বতঃ সমদর্শনরূপো যোগস্ত্বয়োক্তঃ এতস্য যোগস্য স্থিরাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ॥ ৩৩॥

হনূমান্।—সর্ব্বযোগিনামেতস্য যথোক্তস্য অদর্শনলক্ষণস্য যোগস্য দুঃসম্পাদ্যতামালক্ষ্য শুশ্রূষুস্তৎপ্রত্যুপায়মর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন এতস্য যোগস্যাহং ন পশ্যামি নোপলভে চঞ্চলত্বান্মনসঃ স্থিতিং স্থিরামচলাং প্রসিদ্ধমেতৎ॥ ৩৩॥

শ্রীধর।—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ॥ ৩৩॥

বলদেব।—উক্তমাক্ষিপন্নর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। সাম্যেন স্বপরসুখদুঃখতৌল্যেন যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেন প্রোক্তস্তস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং নিষ্ঠামপ্যহং ন পশ্যামি, কিন্তু দ্বিত্রাণ্যেব দিনানীত্যর্থঃ। কুতঃ? চঞ্চলত্বাৎ। অয়মর্থঃ, বন্ধুষু উদাসীনেষু চ তৎসাম্যং কদাচিৎ স্যাৎ, ন শত্রুষু নিন্দকেষু চ কদাচিদপি, যদি পরমাত্মাধিষ্ঠানত্বং সর্ব্বত্রাবিশেষমিতি বিবেকেন তদগ্রাহ্যম্, তর্হি ন তৎ সার্ব্বদিকম্। অতিচপলস্য বলিষ্ঠস্য চ মনসস্তেন বিবেকেন নিগ্রহীতুমশক্যত্বাদিতি॥ ৩৩॥

মধুসূদন।—উক্তমর্থমাক্ষিপন্ অর্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিলক্ষণঃ পরমো যোগঃ সাম্যেন সমত্বেন চিত্তগতানাং রাগদ্বেষাদীনাং বিষমদৃষ্টিহেতুনাং নিরাকরণেন ত্বয়া সর্ব্বজ্ঞেনেশ্বরেণোক্তঃ, হে মধুসূদন! সর্ব্ববৈদিকসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক! এতস্য তদুক্তস্য সর্ব্বমনোবৃত্তিনিরোধলক্ষণস্য যোগস্য স্থিতিং বিদ্যমানতাং স্থিরাং দীর্ঘকালানুবর্ত্তিনীং ন পশ্যামি ন সম্ভাবয়ামি, অহমস্মদ্বিধোঽন্যো বা যোগাভ্যাসো নিপুণঃ। কস্মান্ন সম্ভাবয়সি? তত্রাহ চঞ্চলত্বাৎ মনস ইতি শেষঃ॥ ৩৩॥

নীলকণ্ঠ।—সাম্যযোগমশক্যং মন্বান উপায়ান্তরবুভুৎসয়ার্জ্জুন উবাচ যোঽয়মিতি। যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া সাম্যেন প্রোক্তোঽহিংসাপ্রাধান্যেন সন্ন্যাসপূর্ব্বকতয়া বর্ণিতঃ হে

মধুসূদন! তস্য যোগস্য সর্ব্ববৃত্তিনিরোধরূপস্য স্থিতিং ন পশ্যামি মনশ্চচলত্বাদিতি শেষঃ॥ ৩৩॥

বিশ্বনাথ।—ভবদুক্তলক্ষণস্য সাম্যস্য দুষ্করত্বমালক্ষ্যাহ যোহয়মিতি। এতস্য সাম্যেন প্রাপ্তস্য যোগস্য স্থিরাং সার্ব্বদিকীং স্থিতিং ন পশ্যামি, এষ যোগঃ সর্ব্বদা ন তিষ্ঠতি, কিন্তু ত্রিচতুরদিনান্তেবেত্যর্থঃ। কুতঃ? চঞ্চলত্বাৎ। তথাহি আত্মসুখদুঃখসমমেব সর্ব্বজগদ্বর্ত্তিজনানাং সুখদুঃখং পশ্যেদিতিসাম্যমুক্তম্। তত্র যে বন্ধবস্তটস্থাশ্চ, তেষু সাম্যং ভবেদপি, যে রিপবো ঘাতকাঃ দ্বেষ্টারো নিন্দকাশ্চ তেষু ন সম্ভবেদেব। ন হি ময়া স্বস্য যুধিষ্ঠিরস্য দুর্য্যোধনস্য চ সুখদুঃখে সর্ব্বথা তুল্যে দ্রষ্টুং শক্যেত। যদি চ স্বস্য স্বরিপূণাঞ্চ জীবাত্মপরমাত্মপ্রাণেন্দ্রিয়দৈহিকভূতানি সমান্যেবেতি বিবেকেন পশ্যেত, তদা তৎ খলু দিত্রিদিনান্তেব স্যাৎ। বিবেকেনাতিপ্রবলস্যাতিচঞ্চলস্য মনসো নিগ্রহণাশক্যত্বাৎ। প্রত্যুত বিষয়াসক্তেন তেন মনসৈব বিবেকস্য গ্রস্যমানত্বদর্শনাদিতি॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের উপদেশ বাক্য সমূহ আকর্ণন করিয়া, চিত্ত-নিরোধ নিতান্ত ক্লেশসাধ্য জ্ঞানে, অর্জ্জুন নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত করি-লেন। হে মধুসূদন! তুমি সর্ব্ব-বৈদিক-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক, সর্ব্ব-ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্বজ্ঞ, সর্ব্ব-জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল। অতএব তোমার বাক্যে কখনই কোন সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু সর্ব্ব-মনোবৃত্তির নিরোধরূপ যে যোগের বিষয় তুমি পরিব্যক্ত করিলে, তাহা যে দীর্ঘকাল বিদ্যমান থাকিতে পারে, এরূপ কোনই সম্ভাবনা আমি দেখিতে পাইতেছি না। কারণ, মনুষ্যের মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চঞ্চল। বিষয় হইতে বিষয়ান্তরের অন্বেষণ এবং ভোগ হইতে ভোগান্তর অবলম্বনই তাহার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। মন প্রতিনিয়ত অস্থির ভাবে বিভিন্ন ব্যাপারে পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। এতাদৃশ চঞ্চল-চিত্ত যে দীর্ঘকাল স্থির থাকিতে পারে, ইহা আমার কখনই মনে হয় না।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। আপনি সম্প্রতি স্বকীয় ও পরকীয় সুখদুঃখ বিষয়ে তুল্যবোধরূপ যে যোগের বিষয় ব্যক্ত করিলেন, সে নিষ্ঠা দুই তিন দিবসের অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে, এরূপ আমি বোধ করিতেছি না। বসুন্ধরার তাবল্লোকের সুখ-দুঃখ স্বকীয় সুখ-দুঃখের অনুরূপ জ্ঞান করাই সাম্যযোগ। কিন্তু প্রাণোপম বন্ধু ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদাসীন এতদুভয়ের সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। অবিরত হিতকাম আত্মীয় ও কুৎসাকারী শত্রু এতদুভয়ের অভ্যুদয় ও অবনতিতে

সমান আনন্দ ও বিষাদ অনুভব করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরম ভক্তিভাজন পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির ও প্রতিনিয়ত অবমাননাকারী বদ্ধবৈরী দুর্য্যোধন এতদুভয়কে কখনই আমি সমভাবে সন্দর্শন করিতে পারি না। যদি তুমি বল যে, সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষরূপে পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, বিবেকবলে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া, তদনুসারে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াই আবশ্যক; তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে, তাদৃশ বিবেক কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, মন অতি চপল ও অতি বলিষ্ঠ; বিবেক দ্বারা তাহার নিগ্রহ-সাধন অসম্ভব। বিষয়াসক্ত নিরতিশয় বল-সম্পন্ন মন অচিরে সেই বিবেককে গ্রাস করিয়া থাকে ॥ ৩৩ ॥

-:*:-

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ (নারায়ণ) হি (যস্মাৎ) মনঃ চঞ্চলং (স্বভাবতঃ চপলম্) প্রমাথি (শরীরেন্দ্রিয়ক্ষোভকরম্) বলবৎ (দুর্নিবারম্) দৃঢ়ং (বিষয়বাসনানুস্যূততয়া দুর্ভেদ্যম্) অহং (অর্জ্জুনঃ) তস্য (মনসঃ) নিগ্রহং (নিরোধম্) বায়োঃ ইব (আকাশস্থস্য পবনস্য তুল্যম্) সুদুষ্করং (সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যম্) মন্যে ॥ ৩৪ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ যেহেতু মন অস্থির শরীরেন্দ্রিয়-বিক্ষেপকারী প্রবল অচ্ছেদ্য; আমি এতাদৃশ-মনের নিরোধ বায়ুর ন্যায় অসাধ্য মনে করি ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা।—হে পুরুষোত্তম নারায়ণ! মন স্বভাবতঃ নিরতিশয় চপল, শরীরেন্দ্রিয়কে বশীভূতকারী, অনায়ত্ত এবং অজেয়। এতাদৃশ মনকে আয়ত্তাধীন করিয়া তাহার নিরোধ-সাধন করা, স্বচ্ছন্দ-বিহারি-বায়ু নিরোধের ন্যায়, অসাধ্য ব্যাপার বলিয়া আমি বিবেচনা করি ॥ ৩৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য ।—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ ইতি। (কৃষতের্বিলেখনার্থস্য রূপম্) ভক্তজনপাপাদিদোষাকর্ষণাৎ কৃষ্ণ! হি যস্মান্মনঃ চঞ্চলং ন কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং প্রমাথি চ প্রমথনশীলং প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষিপতি পরবশীকরোতি। কিঞ্চ বলবৎ প্রবলং ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যং দুর্নিবারত্বাৎ। কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্যং তস্যৈবম্ভূতস্য মনসোঽহং নিগ্রহং রোধং মন্যে বায়োরিব যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্ততোঽপি মনসো দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

আনন্দগিরি ।—মনসশ্চঞ্চলত্বেঽপি কৃষ্ণপদপরিনিষ্পত্তিপ্রকারং সূচয়তি কৃষ্ণ ইতীতি। কথং কর্ষকত্বমাপ্তকামস্য ভগবতঃ সম্ভবতীত্যাশঙ্ক্যাহ ভক্তেতি। ঐহিকামুষ্মিক-সর্ব্বসম্পদামাকর্ষণশীলত্বাচ্চেতি দ্রষ্টব্যম্। প্রমথ্নাতি ক্ষোভয়তি। তদেব ক্ষোভকত্বং প্রকটয়তি বিক্ষিপতীতি। দুর্নিবারত্বমভিপ্রেত্যাভিষয়াদাকৃষ্টুমশক্যত্বং বিশেষণান্তরমাহ কিঞ্চেতি। অচ্ছেদ্যত্বং বিশেষণান্তরমাহ দৃঢ়মিতি। তন্তুনাগো বরুণপাশশব্দিতো জল-চারী পদার্থোঽত্যন্তদৃঢ়তয়া ছেত্তুমশক্যত্বেন প্রসিদ্ধো বিবক্ষিতঃ। বায়োরিত্যুক্তং ব্যনক্তি যথেতি ॥ ৩৪ ॥

রামানুজ ।—তথাহ্যনবরতাভ্যস্তবিষয়েষ্বপি স্বতএব চঞ্চলং পুরুষেণৈকত্র স্থাপয়িতুমশক্যং মনঃ পুরুষং বলাৎ প্রমথ্য যদৃচ্ছয়ান্যত্র চরতি তস্য সাভ্যস্তবিষয়েষ্বপি চঞ্চলস্বভাবস্য দৃঢ়মচঞ্চলস্বভাবস্য মনসস্তদ্বিপরীতাকারাত্মনি স্থাপয়িতুং বিনিগ্রহং কর্ত্তুং প্রতিকূলগতের্মহাবাতস্য ব্যজনাদিনেব দুষ্করমহং মন্যে মনোনিগ্রহো বায়োরিব দুঃখ-কোঽতস্তন্নিগ্রহোপায়ো বক্তব্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

হনূমান্ ।—চঞ্চলমিতি। কৃষ্ণ ইতি। (কৃষতের্বিলেখনার্থস্যরূপম্) যোগি-ভক্তজনয়োঃ পাপাদিদোষকর্ষণাৎ কৃষ্ণ! কেবলমত্যর্থং চঞ্চলং মনঃ প্রমাথি প্রমথনশীলং প্রমথ্নাতি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ বিক্ষেপ্স্যতি নরং বশীকরোতি, কিঞ্চ বলবন্ন কেনচিন্নিয়ন্তুং শক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং তন্তুনাগবৎ তস্যৈবম্ভূতস্য মনসঃ অহং নিগ্রহং নিরোধং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং যথা বায়োর্দুষ্করো নিগ্রহস্তথা দুষ্করং মন্য ইত্যভিপ্রায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধর ।—এতৎস্ফুটয়তি চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্, কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ; কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধতয়া দুর্ভেদ্যং অতো যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যম্, তথাহং তস্য মনসো নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

বলদেব ।—তদেবাহ চঞ্চলং হীতি। মনঃ স্বভাবেন চঞ্চলম্। ননু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ। বুদ্ধিন্তু সারথিং বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি হয়ানাহুর্বিষয়াংস্তেষু গোচরান্। আত্মেন্দ্রিয়মনোযুক্তো ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ॥" ইতি শ্রুতের্বুদ্ধিনিয়ম্যং মনঃ শ্রূয়তে, ততো বিবেকিন্যা বুদ্ধ্যা শক্যং তদ্বশীকর্ত্তুমিতি চেৎ তত্রাহ

প্রমাথীতি। তাদৃশীমপি বুদ্ধিং প্রমথ্নাতি। কুতঃ ? বলবৎ স্বপ্রশমকমপ্যৌষধং যথা বলবান্ রোগো ন গণয়তি তদ্বৎ। কিঞ্চ দৃঢ়ং সূচ্যা লোহমিব তাদৃশ্যাপি বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যম্, অতো যোগেনাপি তস্য নিগ্রহমহং বায়োরিব সুদুষ্করং মন্যে। ন হি বায়ুর্মুষ্টিনা ধর্ত্তুং শক্যতে, অতস্তত্রোপায়ং ব্রূহীতি ॥ ৩৪ ॥

মধুসূদন।—সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধত্বেন তদেব চঞ্চলত্বমুপপাদয়তি চঞ্চলং হীতি। চঞ্চলং অত্যর্থং চলং সদাচলনস্বভাবং মনঃ হি প্রসিদ্ধমেবৈতৎ। ভক্তানাং পাপাদিদোষান্ সর্ব্বথা নিবারয়িতুমশক্যানপি কৃষতি নিবারয়তি, তেষামেব সর্ব্বথা প্রাপ্তুমশক্যানপি পুরুষার্থানাকর্ষতি প্রাপয়তীতি বা কৃষ্ণস্তেন রূপেণ সম্বোধয়ন্ দুর্নিবারমপি চিত্তচাঞ্চল্যং নিবার্য্য দুষ্প্রাপমপি সমাধিসুখং ত্বমেব প্রাপয়িতুং শক্নোষীতি সূচয়তি। ন কেবলমত্যর্থং চলম্, কিন্তু প্রমাথি শরীরমিন্দ্রিয়াণি চ প্রমথিতুং ক্ষোভয়িতুং শীলং যস্য তৎ ক্ষোভকতয়া শরীরেন্দ্রিয়সংঘাতস্য বিবশতাহেতুরিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদভিপ্রেতাদ্বিষয়াৎ কেনাপ্যুপায়েন নিবারয়িতুমশক্যম্, কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনাসহস্রানুস্যূততয়া ভেত্তুমশক্যং তন্তুনাগবদচ্ছেদ্য-মিতি ভাষ্যে। তন্তুনাগো নাগপাশঃ তান্তনীতি গুর্জ্জরাদৌ প্রসিদ্ধো মহাহ্রদনিবাসী জন্তুবিশেষো বা। তস্যাতিদৃঢ়তয়া বলবতো বলবত্তয়া প্রমাথিনঃ প্রমাথিতয়াতিচঞ্চলস্য মহা-মত্তবনগজস্যেব মনসো নিগ্রহং নিরোধং নিবৃত্তিকতয়াবস্থানং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্য-মহং মন্যে বায়োরিব, যথাকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিশ্চলত্বং সম্পাদ্য নিরোধনমশক্যং তদ্বদিত্যর্থঃ। অয়ম্ভাবঃ। জাতেঽপি তত্ত্বজ্ঞানে প্রারব্ধকর্ম্মভোগায় জীবতঃ পুরুষস্য কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বসুখদুঃখরাগদ্বেষাদিলক্ষণশ্চিত্তধর্ম্মঃ ক্লেশহেতুত্বাদ্বাধিতাঽনুবৃত্ত্যাপি বন্ধো ভবতি, চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপেণ তু যোগেন তস্য নিবারণং জীবন্মুক্তিরিত্যুচ্যতে। যস্যাঃ সম্পাদনেন স যোগী পরমো মত ইত্যুক্তম্। তত্রেদমুচ্যতে। বন্ধঃ কিং সাক্ষিণো নিবার্য্যতে ? কিং বা চিত্তাৎ ? নাদ্যস্তত্ত্বজ্ঞানেনৈব সাক্ষিণো বন্ধস্য নিবারিতত্বাৎ। ন তু দ্বিতীয়ঃ স্বভাববিপর্য্যয়া যোগাদ্বিরোধিসদ্ভাবাচ্চ। ন হি জলাদার্দ্রত্বমগ্নের্বৌষ্ণ্যং নিবারয়িতুং শক্যতে, "প্রতিক্ষণ-পরিণামিনো হি ভাবা ঋতে চিতিশক্তে" ইতি ন্যায়েন প্রতিক্ষণপরিণামস্বভাবত্বাচ্চিত্তস্য প্রারব্ধভোগেন চ কর্ম্মণা কৃৎস্নাবিদ্যা তৎকার্য্যনাশনে প্রবৃত্তস্য তত্ত্বজ্ঞানস্যাপি প্রতিবন্ধং কৃত্বা সফলদানায় দেহেন্দ্রিয়াদিকমবস্থাপিতম্। ন চ কর্ম্মণা স্বফলসুখদুঃখাদিভোগ শ্চিত্তবৃত্তিভির্বিনা। সম্পাদয়িতুং শক্যতে, তস্মাদ্যদ্যপি স্বাভাবিকানামপি চিত্তপরিণামানাং কথঞ্চিদ্যোগেনাভিভবঃ শক্যতে কর্ত্তুম্, তথাপি তত্ত্বজ্ঞানাদিব যোগাদপি প্রারব্ধ-ফলস্য কর্ম্মণঃ প্রাবল্যাদবশ্যম্ভাবিনি চিত্তস্য চাঞ্চল্যে যোগেন তন্নিবারণমশক্যমহং স্ববোধাদেব মন্যে, তস্মাদনুপপন্নমেতদাত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্রসমদর্শী পরমো যোগী মত ইত্যর্জ্জুনস্যাক্ষেপঃ ॥ ৩৪ ॥

নীলকণ্ঠ।—এতদেবোপপাদয়তি চঞ্চলং হীতি। প্রমাথি বহুদস্যুবদেকস্য প্রমথনশীলম্ ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বনাথ। -- এতদেবাহ চঞ্চলমিতি। ননু "আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরং রথমেব চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। "প্রাহুঃ শরীরং রথমিন্দ্রিয়াণি হয়ানভীষূন মন ইন্দ্রিয়েশম্। বর্ত্মাতিমাত্রাধিষনাঞ্চ সূতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ, বুদ্ধের্মনোনিয়ন্তৃত্বদর্শনাদ্বিবেকবত্যা বুদ্ধ্যা মনো বশীকর্ত্তুং শক্যমেবেতি চেদত আহ চঞ্চলমিতি। প্রমাথি বুদ্ধিমপি প্রকর্ষেণ মথ্নাতীতি, তৎ। কুত ইতি চেদত আহ বলবৎ। স্বপ্রশমকমৌষধমপি বলবান্ রোগো যথা ন গণয়তি তথৈব স্বভাবাদেব বলিষ্ঠং মনো বিবেকবতীমপি বুদ্ধিম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং অতিসূক্ষ্মসূচ্যাপি লোহমিব সহসা বুদ্ধ্যা ভেত্তুমশক্যম্। বায়োরিতি আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োর্নিগ্রহং কুম্ভাদিনা নিরোধমিব যোগেনাষ্টাঙ্গেন মনসোঽপি নিরোধং দুষ্করং মন্যে ॥ ৩৪ ॥

তাৎপর্য্য।--মন স্বভাবতঃ নিরতিশয় চঞ্চল, ইহা সর্ব্ব-লোক প্রসিদ্ধ। এতাদৃশ মনকে নিরোধ করাই যোগের প্রধান প্রয়োজন, কিন্তু তাহা কোন ক্রমেই সহজ সাধ্য নহে জানিয়া, জ্ঞানার্থী অর্জ্জুন সকাতরে স্বকীয় হৃদয়সখা গুরুপদাভিষিক্ত জগৎগুরু জগন্নাথের সমীপে অন্তরের আশঙ্কা পরিব্যক্ত করিতেছেন। পার্থ প্রথমতঃ শ্রীভগবান্‌কে কৃষ্ণ এই নামে সম্বোধন করিয়া স্বকীয় ভক্তি ও সখ্যতার সম্যক্ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। সেই গোপীজন-বল্লভ নরকান্তকারী নারায়ণের অকৃত্রিম বান্ধবগণই তাঁহাকে কৃষ্ণনামে সম্বোধন করিয়া অপরিসীম আনন্দ উপভোগ করেন। সেই সান্তরূপ অনন্ত-পুরুষের সহস্র নাম মধ্যস্থ কৃষ্ণ-নামই তদীয় সৌভাগ্যবান্ অন্তরঙ্গগণের পরম প্রিয়। এই মধুর নামের অর্থও অতীব আনন্দজনক (১০৯ পৃষ্ঠার টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। যিনি ভক্তজনের পাপাদি দোষ সমূহ আকর্ষণ করেন, তিনিই কৃষ্ণ। যিনি তাহাদিগের পুরুষার্থপ্রাপ্তির উপায়বিধান করেন, তিনিই কৃষ্ণ। এরূপ পরমার্থপ্রদ পরম পুরুষ ভিন্ন আর কে মনের আশঙ্কা বিদূরিত করিবে? এইরূপ ভক্তজনবৎসল, সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সম্মুখে অর্জ্জুন নিবেদন করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ নিতান্ত চঞ্চল, অধিকন্তু শরীরেন্দ্রিয়ের বিক্ষোভ করিয়া তৎসমূহকে বিবশ করাই তাহার প্রকৃতি। শ্রীমন্নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন, বহু দস্যু সমবেত হইয়া যেমন একজন পান্থকে বিমর্দ্দিত করে, তদ্রূপ মন আদি একমাত্র আত্মাকে প্রমথিত করে। বিষয়ভোগের প্রলোভন হইতে তাহাকে নির্ম্মুক্ত করা কোন উপায়েই সম্ভবপর নহে। সেই মন নিরন্তর অসংখ্য বিষয়-বাসনা পরিবৃত হইয়া যেন নাগপাশ বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং তাহা অচ্ছেদ্য ও দুর্ভেদ্য। শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য 'দৃঢ়' এই শব্দার্থ প্রসঙ্গে

'তন্তুনাগবৎ' এই দৃষ্টান্ত প্রয়োগ করিয়াছেন। নাগপাশ ইহাই তন্তুনাগ শব্দের অর্থ। শ্রীমন্মধুসূদন লিখিয়াছেন, গুর্জ্জরাদি দেশে মহাহ্রদমধ্যে তান্তুনী নামে একপ্রকার প্রবলবলশালী জন্তু বাস করে। মন তাহাদেরই ন্যায় অজেয়। অথবা অরণ্যচর মত্ত-মাতঙ্গের ন্যায় মনের নিরোধ নিতান্ত কঠিন ব্যাপার। বিমানস্থ বায়ু যখন প্রবলবেগে প্রবাহিত হয়, তখন তাহার গতি-রোধ করা যেরূপ অসম্ভব, এই মনের নিরোধ করাও তদ্রূপ সুদুষ্কর ব্যাপার বলিয়া আমি মনে করি। শ্রীমৎ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন, আকাশ প্রদেশে যখন উচ্ছৃঙ্খল ভাবে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন কুম্ভাদি পাত্রমধ্যে যেমন তাহাকে নিরোধ করিয়া রাখা অসম্ভব, তদ্রূপ স্বভাবতঃ অস্থির চিত্তের নিরোধ-সাধনও অসম্ভব। শ্রীমন্মধুসূদন অর্জ্জুনের উল্লিখিতরূপ আশঙ্কার নিম্নলিখিতরূপ ভাবার্থ প্রকটিত করিয়াছেন। তত্ত্বজ্ঞান উপজাত হইলেও, প্রারব্ধ কর্ম্ম-ভোগের নিমিত্ত গৃহীতজন্ম পুরুষের কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, রাগ, দ্বেষাদিলক্ষণ চিত্তের ধর্ম্মসমূহ তাঁহার বন্ধনের হেতুভূত হইয়া থাকে। চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগের দ্বারা তাহার নিবারণ করিতে পারিলেই জীবন্মুক্তি লাভ করা যায়। কিন্তু এই চিত্ত প্রতিক্ষণ পরিণাম-স্বভাব। কোন প্রকার উদ্যোগেই ইহার এই স্বভাব অভিভব করা যায় না। প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রবলতা হেতু চিত্তের চাঞ্চল্য অবশ্যম্ভাবী। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যখন তাহার নিবারণ হয় না, তখন যে যোগের দ্বারা তাহা সিদ্ধ হইতে পারিবে, ইহা আমার মনে হয় না; ইহাই অর্জ্জুনোক্তির স্থূল তাৎপর্য্য।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মাকে রথীস্বরূপ, শরীরকে রথস্বরূপ, বুদ্ধিকে সারথীস্বরূপ, মনকে বল্‌গাস্বরূপ, এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্বস্বরূপ জানিবে, ইত্যাদি।" অতএব বিবেক বিশিষ্ট বুদ্ধির দ্বারা মনকে নিয়মিত করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা বড়ই বলবান্। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে সহসা ভেদ করা যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধি দ্বারা মনকে ভেদ করা যায় না। মুষ্টি দ্বারা যেরূপ বায়ুকে ধারণ করিয়া রাখা যায় না, তদ্রূপ যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হয়। অতএব হে ভগবন্! আপনি তাহার প্রকৃষ্ট উপায় পরিব্যক্ত করুন ॥ ৩৪ ॥



শ্রীভগবানুবাচ।

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে॥ ৩৫॥

অন্বয়। শ্রীভগবান্ উবাচ (কথয়ামাস)। মহাবাহো মনঃ দুর্নিগ্রহং (নিগ্রহীতুমশক্যম্) চলং (স্বভাবচঞ্চলম্) [এতৎ] অশংসয়ং (সন্দেহশূন্যম্) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় অভ্যাসেন (কর্মযোগাভ্যাসেন) বৈরাগ্যেণ (বিষয়দোষদর্শনাৎ বিষয়েষু বিতৃষ্ণয়া) চ গৃহ্যতে (নিরুধ্যতে)॥ ৩৫॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ কহিলেন। মহাবাহো মন দুর্নিগ্রহ চঞ্চল [ইহা] সংশয়হীন কিন্তু পার্থ অভ্যাস-দ্বারা এবং বৈরাগ্য-দ্বারা নিরোধ-করা যায়॥ ৩৫॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীভগবান্ উত্তর প্রদান করিলেন যে, হে বাহুবলশালিন্! তুমি যে মনকে চঞ্চল ও তাহার নিরোধ অসম্ভব বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে, তাহাতে কোনই সংশয় নাই। কিন্তু হে পার্থ! অভ্যাস ও বিষয় বিতৃষ্ণা সহকারে তাহাকে আয়ত্ত করা যাইতে পারে॥ ৩৫॥

শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীভগবানুবাচ, এবমেতদ্যথা ব্রবীষি অসংশয়মিতি। নাস্তি সংশয়ো মনো দুর্নিগ্রহং চঞ্চলমিত্যত্র হে মহাবাহো! কিন্তু অভ্যাসেন তু, অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিশ্চিত্তস্য বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে, বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টেষু ভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাৎ বৈতৃষ্ণ্যং বিষয়েষু বিতৃষ্ণাং বৈরাগ্যং তেন চ বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে, বিক্ষেপরূপঃ প্রচারশ্চিত্তস্যৈবং তন্মনো গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে নিরুধ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৩৫॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নমঙ্গীকৃত্য প্রতিবচনমুত্থাপয়তি শ্রীভগবানিতি। কুত্র সংশয়রাহিত্যং তত্রাহ মন ইতি কথং তর্হি মনোনিরোধো ভবতি তত্রাহ কিন্ত্বিতি। অভ্যাসস্বরূপং সামান্যেন নিদর্শয়তি অভ্যাসো নামেতি। কস্যাঞ্চিচ্চিত্তভূমাবিত্যাবিশেষিতো ধ্যেয়ো বিষয়ো নির্দ্দিশ্যতে, সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিবিজাতীয়প্রত্যয়ান্তরিতেতি শেষঃ। (চিত্তস্যেতি ষষ্ঠী প্রত্যয়স্য তদ্বিকারত্বদ্যোতনার্থম্)। বৈরাগ্যস্বরূপং নিরূপয়তি বৈরাগ্যমিতি। তেষু বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যং নামেতি সম্বন্ধঃ।

তত্র হেতুং সূচয়তি দোষেতি। বিষয়েষু বিতৃষ্ণা বিষয়েষু দোষদর্শনমভ্যস্যতে তেন বৈতৃষ্ণ্যং জায়তে তেন নিগৃহ্যমাণম্। নিগৃহ্যমাণং নির্দিশতি বিক্ষেপেতি। তস্মিন্ গৃহীত নিরুদ্ধে মনোনিরোধেঽস্য কিং স্যাদিত্যপেক্ষায়ামাহ এবমিতি। অভ্যাসহেতুকবৈরাগ্যদ্বারা চিত্তপ্রচারনিরোধ নিরুদ্ধবৃত্তিকং মনোবিষয়বিমুখমন্তর্নিষ্ঠং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

রামানুজ।—চলনস্বভাবতয়া মনোদুর্নিগ্রহমেবেত্যত্র ন সংশয়ঃ। তথাপ্যাত্মনো গুণাকারস্বাভ্যাসজনিতাভিমুখ্যেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষ্বপি দোষাকারত্বদর্শনজনিতবৈতৃষ্ণ্যেন চ কথঞ্চিৎ গৃহ্যতে ॥ ৩৫ ॥

হনূমান্।—শ্রীভগবানুবাচ। অসংশয়মিতি। নাস্তি সংশয়ঃ মনো দুর্নিগ্রহং চলমিত্যত্র, কিন্তু অভ্যাসেন, অভ্যাসো নাম চিত্তভূমৌ কস্যাঞ্চিৎ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিঃ, বৈরাগ্যং নাম দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষু দোষদর্শনাভ্যাসাদ্বৈতৃষ্ণ্যং তেন বৈরাগ্যেণ গৃহ্যতে বিক্ষেপরূপশ্চিত্তস্য প্রচারশ্চিতস্য, এবং তন্মনো গৃহ্যতে নিরুধ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

শ্রীধর।—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্বদসি এতন্নিঃসংশয়মেব, তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারয়া বৃত্ত্যা বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ গৃহ্যতে, অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপরতবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিণতং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা সংপ্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে ॥" ইতি ॥ ৩৫ ॥

বলদেব।—উক্তমর্থং স্বীকৃত্য শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। তথাপি স্বপ্রকাশসুখৈকতানাত্মগুণাভিমুখ্যেনাভ্যাসেনাত্মব্যতিরিক্তেষু বিষয়েষু দোষদৃষ্টিজনিতেন বৈরাগ্যেণ চ মনো নিগ্রহীতুং শক্যতে। তথা চাত্মানন্দাস্বাদাভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বিষয়বৈতৃষ্ণ্যেন চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধান্নিবৃত্তচাপলং মনঃ সুগ্রহং যথা সদৌষধানুসেবয়া সুপথ্যেন চ বলবানপি রোগঃ সুজয়স্তথৈতদ্দ্রষ্টব্যম্। হে মহাবাহো ইতি শৌর্য্যেণ শাত্রবমিব বিবেকেন মনো জয়েত্যর্থঃ ॥ ৩৫ ॥

মধুসূদন।—তমিমমাক্ষেপং পরিহরন্ শ্রীভগবানুবাচ অসংশয়মিতি। সম্যগ্বিদিতং তে চিত্তচিষ্টিতমতো নিগ্রহীতুং শক্ষ্যসীতি সন্তোষেণ সম্বোধয়তি, হে মহাবাহো! মহান্তৌ সাক্ষান্মহাদেবেনাপি সহ কৃতপ্রহরণৌ বাহূ যস্যেতি নিরতিশয়মুৎকর্ষং সূচয়তি। প্রারব্ধকর্ম্মপ্রাবল্যাদসংযতাত্মনা দুর্নিগ্রহং দুঃখেনাপি নিগ্রহীতুমশক্যং প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়মিতি বিশেষণত্রয়ং পিণ্ডীকৃত্য এতদুক্তম্, চলং স্বভাবচঞ্চলং মন ইত্যসংশয়ং নাস্ত্যেব সংশয়োঽত্র সত্যমেবৈতদ্ব্রবীষীত্যর্থঃ। এবং সত্যপি সংযতাত্মনা সমাধিমাত্রোপায়েন যোগিনাভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে সর্ব্ববৃত্তিশূন্যং ক্রিয়তে তন্মন ইত্যর্থঃ। অনিগ্রহীতুরসংযতাত্মনঃ সকাশাৎ সংযতাত্মনো নিগ্রহীতুর্বিশেষদ্যোতনায় তুশব্দঃ। মনোনিগ্রহেঽভ্যাসবৈরাগ্যয়োঃ সমুচ্চয়বোধনায় চশব্দঃ। হে কৌন্তেয়েতি। পিতৃস্বস্পুত্রত্বমবশ্যং ময়া সুখী-

কর্ত্তব্য ইতি স্নেহসম্বন্ধসূচনেনাশ্বাসয়তি। অত্র প্রথমার্দ্ধেন চিত্তস্য হঠনিগ্রহো ন সম্ভবতীতি। দ্বিতীয়ার্দ্ধেন তু ক্রমনিগ্রহঃ সম্ভবতীত্যুক্তম্। দ্বিবিধো হি মনসো নিগ্রহ হঠেন ক্রমেণ চ। তত্র চক্ষুঃশ্রোত্রাদীনি জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি চ তদ্গোলকমাত্রোপরোধেন হঠান্নিগৃহ্যন্তে, তদ্দৃষ্টান্তেন মনোঽপি হঠেন নিগ্রহীষ্যামীতি মূঢ়স্য ভ্রান্তির্ভবতি, ন চ তথা নিগ্রহীতুং শক্যতে তদ্গোলকস্য হৃদয়কমলস্য নিরোদ্ধুমশক্যত্বাৎ। অতএব ক্রমনিগ্রহ এব যুক্তঃ। তদেতদ্ভগবান্ বশিষ্ঠ আহ, "উপবিশ্যোপবিশ্যৈব চিত্তজ্ঞেন মুহুর্ম্মুহুঃ। ন শক্যতে মনো জেতুং বিনা যুক্তিমনিন্দিতাম্॥ অঙ্কুশেন বিনা মত্তো যথা দুষ্টমতঙ্গজঃ। অধ্যাত্মবিদ্যাধিগমঃ সাধুসঙ্গম এব চ॥ বাসনাসংপরিত্যাগঃ প্রাণস্পন্দনিরোধনম্। এতাস্তা যুক্তয়ঃ স্পষ্টাঃ সন্তি চিত্তজয়ে কিল॥ সতীষু যুক্তিষ্বেতাসু হঠান্নিয়ময়ন্তি যে। চেতস্তে দীপমুৎসৃজ্য বিনিঘ্নন্তি তমোঽঞ্জনৈঃ॥" ইতি। ক্রমনিগ্রহে চাধ্যাত্মবিদ্যাধিগম এক উপায়ঃ, সা হি দৃশ্যস্য মিথ্যাত্বং দৃগ্বস্তুনশ্চ পরমার্থসত্যপরমানন্দস্বপ্রকাশত্বং বোধয়তি, তথাচ সত্যেতস্মিনঃ স্বগোচরেষু দৃশ্যেষু মিথ্যাত্বেন প্রয়োজনাভাবং প্রয়োজনবৃত্তি চ পরমার্থসত্যপরমানন্দরূপে দৃগ্বস্তুনি স্বপ্রকাশত্বেন স্বাগোচরত্বং বুদ্ধা নিরিন্ধনাগ্নিবৎ স্বয়মেবোপশাম্যতি। যস্তু বোধিতমপি তত্ত্বং ন সম্যগ্‌বুধ্যতে, যো বা বিস্মরতি, তয়োঃ সাধুসঙ্গম এবোপায়ঃ, সাধবো হি পুনঃ পুনর্ব্বোধয়ন্তি স্মারয়ন্তি চ। যস্তু বিদ্যামদাদিদুর্ব্বাসনয়া পীড্যমানো ন সাধুননুবর্ত্তিতুমুৎসহতে, তস্য পূর্ব্বোক্তবিবেকেন বাসনাপরিত্যাগ এবোপায়ঃ। যস্তু বাসনানামতিপ্রাবল্যাৎ তাস্ত্যংক্তুং ন শক্নোতি তস্য প্রাণস্পন্দনিরোধ এবোপায়ঃ। প্রাণস্পন্দবাসনয়োশ্চিত্তপ্রেরকত্বাৎ তয়োর্নিরোধে চিত্তশান্তিরুপপদ্যতে। তদেতদাহ স এব, "দ্বে বীজে চিত্তবৃক্ষস্য প্রাণস্পন্দন-বাসনে। একস্মিংশ্চ তয়োঃ ক্ষীণে ক্ষিপ্রং দ্বে অপি নশ্যতঃ॥ প্রাণায়ামদৃঢ়াভ্যাসৈর্যুক্ত্যা চ গুরুদত্তয়া। আসনাশনযোগেন প্রাণস্পন্দো নিরুধ্যতে॥ অসঙ্গব্যবহারিত্বাদ্ভবভাবনবর্জ্জনাৎ। শরীরনাশদর্শিত্বাদ্বাসনা ন নিবর্ত্ততে॥ বাসনাসংপরিত্যাগাচ্চিত্তং গচ্ছত্যচিত্ততাম্। প্রাণস্পন্দনিরোধাচ্চ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ এতাবন্মাত্রকং মন্যে রূপং চিত্তস্য রাঘব! । যদ্ভাবনং বস্তুনোঽন্তর্ব্বস্তুত্বেন রসেন চ॥ যদা ন ভাব্যতে কিঞ্চিৎ হেয়োপাদেয়রূপি যৎ। স্থীয়তে সকলং ত্যক্ত্বা তদা চিত্তং ন জায়তে॥ অত্রাসনত্বাৎ স্রুততং যদা ন মনুতে মনঃ। অমনস্তা তদোদেতি পরমাত্মপদপ্রদা॥" ইতি। অত্র দ্বাবেবোপায়ৌ পর্য্যবসিতৌ। প্রাণস্পন্দনিরোধার্থমভ্যাসঃ, বাসনাপরিত্যাগার্থঞ্চ বৈরাগ্যমিতি। সাধুসঙ্গমাধ্যাত্মবিদ্যাধিগমৌ স্বভ্যাসবৈরাগ্যোপপাদকতয়ান্যথাসিদ্ধৌ তয়োরেবান্তর্ভবতঃ। অতএব ভগবতাভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চেতি দ্বয়মেবোক্তম্। অতএব ভগবান্ পতঞ্জলিরসূত্রয়ৎ "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। তাসাং প্রাগুক্তানাং প্রমাণবিপর্য্যয়বিকল্পনিদ্রাস্মৃতিরূপেণ পঞ্চবিধানামনন্তানামাসুরত্বেন ক্লিষ্টানাং দৈবত্বেনাক্লিষ্টানামপি বৃত্তীনাং সর্ব্বাসামপি নিরোধে নিরিন্ধনাগ্নিবদুপশমাখ্যঃ পরি-

নামোঽভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ সমুচ্চিতেন চ ভবতি। তদুক্তং যোগভাষ্যে, "চিত্তনদী নামোভয়তো বাহিনী বহতি কল্যাণায় বহতি পাপায় চ, তত্র যা কৈবল্যপ্রাগ্‌ভারা বিবেকনিম্না সা কল্যাণবহা, যা ত্ববিবেকনিম্না সংসারপ্রাগ্‌ভারা সা পাপবহা, তত্র বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে, বিবেকদর্শনাভ্যাসেন চ কল্যাণস্রোত উদ্‌ঘাট্যতে ইত্যুভয়াধীনশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ।" ইতি প্রাগ্‌ভারনিম্নপদে তদা বিবেকনিম্নং কৈবল্য-প্রাগ্‌ভারং চিত্তমিত্যত্র ব্যাখ্যায়তে। যথা তীব্রবেগোপেতং নদীপ্রবাহং সেতুবন্ধনেন নিবার্য্য কুল্যাপ্রণয়নেন ক্ষেত্রাভিমুখং তির্য্যক্ প্রবাহান্তরমুৎপাদ্যতে, তথা বৈরাগ্যেণ চিত্তনদ্যা বিষয়প্রবাহং নিবার্য্য সমাধ্যভ্যাসেন চ প্রশান্তবাহিতা সংপাদ্যত ইতি দ্বারভেদাৎ সমুচ্চয় এব। একদ্বারত্বে হি ব্রীহিযববদ্বিকল্পঃ স্যাদিতি। মন্ত্রজপদেবতা-ধ্যানাদীনাং ক্রিয়ারূপাণামাবৃত্তিলক্ষণোঽভ্যাসঃ সম্ভবতি, সর্ব্বব্যাপারোপরমস্য তু সমাধেঃ কো নামাভ্যাস ইতি শঙ্কাং নিবারয়িতুমভ্যাসং সূত্রয়তি স্ম। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ" ইতি। তত্র স্বরূপাবস্থিতে দ্রষ্টরি বিশুদ্ধে চিদাত্মনি চিত্তস্যাবৃত্তিকস্য প্রশান্তবাহিতারূপা নিশ্চলতা স্থিতিস্তদর্থং যত্নো মানস উৎসাহঃ স্বভাবচাঞ্চল্যাদ্বহিঃপ্রবাহশীলং চিত্তং সর্ব্বথা নিরোৎস্যামীত্যেবংবিধঃ, স আবর্ত্ত্যমানোঽভ্যাস ইত্যুচ্যতে। "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" অনির্ব্বেদেন দীর্ঘকালসেবিতো বিচ্ছেদা-ভাবেন নিরন্তরাসেবিতঃ সৎকারেণ শ্রদ্ধাতিশয়েন বা সেবিতঃ সোঽভ্যাসঃ দৃঢ়ভূমি-র্ব্বিষয়সুখবাসনয়া চালয়িতুমশক্যো ভবতি, দীর্ঘকালত্বেঽপি বিচ্ছিদ্য বিচ্ছিদ্য সেবনে শ্রদ্ধাতিশয়াভাবে চ লয়বিক্ষেপকষায়সুখাস্বাদানামপরিহারে বুথানসংস্কারপ্রাবল্যাদদৃঢ়-ভূমিরভ্যাসঃ ফলায় ন স্যাদিতি ত্রয়মুপাত্তম্। বৈরাগ্যন্তু দ্বিবিধং পরং অপরঞ্চ। যতমান-সংজ্ঞাব্যতিরেকসংজ্ঞৈকেন্দ্রিয়সংজ্ঞাবশীকারসংজ্ঞাভেদৈরপরং চতুর্দ্ধা, তত্র পূর্ব্বভূমিজয়ে-নোত্তরভূমিসম্পাদনবিবক্ষয়া চতুর্থমেবাসূত্রয়ৎ। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্" ইতি। স্ত্রিয়োঽন্নপানমৈশ্বর্য্যমিত্যাদয়ো দৃষ্টা বিষয়াঃ স্বর্গো বিদেহতাপ্রকৃতিলয় ইত্যাদয়ো বৈদিকত্বেনানুশ্রবিকা বিষয়াস্তেষুভয়বিধেষ্বপি সত্যামেব তৃষ্ণায়াং বিবেক-তারতম্যেন যতমানাদিত্রয়ং ভবতি। অত্র জগতি কিং সারং কিমসারমিতি গুরু-শাস্ত্রাভ্যাং জ্ঞাস্যামি ইত্যুদ্যোগো যতমানম্, স্বচিত্তে পূর্ব্ববিদ্যমানদোষাণাং মধ্যেঽভ্যস্য-মানবিবেকেনৈতে পক্কাঃ এতেঽবশিষ্টা ইতি চিকিৎসকবদ্বিবেচনং ব্যতিরেকঃ, দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়প্রবৃত্তের্দুঃখাত্মত্ববোধেন বহিরিন্দ্রিয়প্রবৃত্তিমজনয়ন্ত্যা অপি তৃষ্ণায়া ঔৎসুক্যমাত্রেণ মনস্যবস্থানমেকেন্দ্রিয়ম্, মনস্যপি তৃষ্ণাশূন্যত্বেন সর্ব্বথাবৈতৃষ্ণ্যং তৃষ্ণা-বিরোধিনী চিত্তবৃত্তির্জ্ঞানপ্রসাদরূপা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্, সম্প্রজ্ঞাতস্য সমাধেরন্তরঙ্গং সাধনমসম্প্রজ্ঞাতস্য তু বহিরঙ্গম, তস্য ত্বন্তরঙ্গসাধনং পরমেব বৈরাগ্যম্। তচ্চাসূত্রয়ৎ, "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্" ইতি। সম্প্রজ্ঞাতসমাধিপাটবেন গুণত্রয়াত্মকাৎ প্রধানা-দ্বিবিক্তস্য পুরুষস্য খ্যাতিঃ সাক্ষাৎকার উৎপদ্যতে, ততশ্চাশেষগুণত্রয়ব্যবহারেষু বৈতৃষ্ণ্যং

যত্নবতি তৎপরং শ্রেষ্ঠং ফলভূতং বৈরাগ্যম্, তৎপরিপাকনিমিত্তাচ্চ চিত্তোপশমপরিপাকার্দ্ধবিলম্বেন কৈবল্যমিতি ॥ ৩৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—মনসো দুর্নিগ্রহত্বমভ্যুপেত্য শ্রীভগবান্ উবাচ অসংশয়মিতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি অভ্যাসবৈরাগ্যসমুচ্চিতাভ্যাং দুর্নিগ্রহমপি মনো নিগৃহ্যতে, তত্র অভ্যাসো নাম কস্যাঞ্চিৎ চিত্তভূমৌ সমানপ্রত্যয়াবৃত্তিঃ, বৈরাগ্যন্তু দৃষ্টাদৃষ্টভোগেষু সসাধনেষু দোষদর্শনেন বৈতৃষ্ণ্যং, তত্র যথা কৈদারিকঃ কেদারেষু কুল্যাজলং সঞ্চারয়ন্ একস্য দ্বারং পিধায়াপরস্যোদ্ঘাটয়তি তদ্বৎ বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীক্রিয়তে অভ্যাসেন কল্যাণস্রোত উদ্ঘাট্যত ইতি দ্বয়োরপি আবশ্যকত্বম্। তথা চ সূত্রম্, "অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি ॥ ৩৫ ॥

বিশ্বনাথ।—উক্তমর্থঙ্গীকৃত্য সমাদধাতি অসংশয়মিতি। ত্বয়োক্তং সত্যমেব, কিন্তু বলবানমপি রোগঃ তৎপ্রশমকৌষধসেবয়া সদ্বৈদ্যপ্রযুক্তপ্রকারয়া মুহুরত্যন্তয়া যথা চিরকালেন শাম্যত্যেব, তথা দুর্নিগ্রহমপি মনঃ অভ্যাসেন সদ্গুরূপদিষ্টপ্রকারেণ পরমেশ্বরধ্যানযোগস্য মুহুরনুশীলনেন বৈরাগ্যেণ বিষয়েষ্বনাসঙ্গেন চ গৃহ্যতে স্বহস্তবশীকর্ত্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রম্, "অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ" ইতি। মহাবাহো ইতি সংগ্রামে ত্বয়া যন্মহাবীরা অপি বিজীয়ন্তে, স চ পিনাকপাণিরপি বশীকৃতস্তেনাপি কিং যদি মহাবীরশিরোমণির্মনো নাম প্রাধানিকো ভটো মহাযোগাস্ত্রপ্রয়োগেণ জেতুং শক্যতে, তদৈব মহাবাহুতেতি ভাবঃ। হে কৌন্তেয়! তত্র ত্বং মাভৈষীঃ। মৎপিতুঃ স্বসুঃ কুন্ত্যাঃ পুত্রে ত্বয়ি ময়া সাহায্যং বিধেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুনের উল্লিখিতরূপ আশঙ্কা পরিহার করিবার অভিপ্রায়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ নিম্নলিখিতরূপ প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে আরম্ভ করিলেন। অর্জ্জুনকে "মহাবাহো" বাক্যে সম্বোধন করিয়া শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ আপনার সন্তোষ বিজ্ঞাপিত করিলেন। অর্জ্জুন যে চিত্তের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, এবং তাহার নিগ্রহ-সাধন নিতান্ত কষ্ট-সাধ্য বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার বুদ্ধির উৎকর্ষ সূচিত হইতেছে এবং যখন তিনি চিত্তের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে প্রণিধাণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন অবশ্যই তিনি তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে পারিবেন, ইহাও অনুমিত হইতেছে। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ আদর সহকারে তাঁহাকে মহাবাহো শব্দে সম্বোধন করিয়া, তিনি যে মহাদেবাদির সমক্ষেও বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়া প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন, তাহাই পরিব্যক্ত করিলেন। অর্জ্জুন মনের সম্বন্ধে প্রমাথি, বলবৎ ও দৃঢ় এই

বিশেষণত্রয় প্রয়োগ করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ "দুর্নিগ্রহ" অর্থাৎ অতি ক্লেশেও নিরোধ করা অসম্ভব, ইহা শব্দ দ্বারা সেই তিন শব্দের ভাব প্রকটিত করিলেন। মন স্বভাবতঃ চঞ্চল। মনের সম্বন্ধে অর্জ্জুনের এই সকল উক্তি সম্পূর্ণ সত্য এবং তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। অর্জ্জুনোক্তির সত্যতা স্বীকার করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে পার্থ! কিন্তু যোগিগণ অভ্যাস সহকারে আত্মসংযম ও সমাধিদ্বারা এবং বিষয়বৈরাগ্য দ্বারা সেই নিতান্ত চঞ্চল ও অবশ্য মনকে সর্ব্ববৃত্তিশূন্য ও বশীভূত করিয়া থাকেন। অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীর পুত্র; সুতরাং তাঁহার কল্যাণকামনা করাই শ্রীকৃষ্ণের কর্ত্তব্য: এইজন্য তাঁহাকে স্নেহসম্বন্ধসূচক "কৌন্তেয়" শব্দে সম্বোধন করিলেন। এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে চিত্তের হঠনিগ্রহ অসম্ভব এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধে ক্রমনিগ্রহ সম্ভব, ইহাই প্রকটীকৃত হইল। হঠ ও ক্রমভেদে মনের নিগ্রহ দুই প্রকার। কেহ কেহ চক্ষু শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাগাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের হঠনিরোধ করেন, কিন্তু তদ্দ্বারা মনেরও নিরোধ হইবে, বিবেচনা করা নিরতিশয় ভ্রান্তি এবং মূঢ়তার পরিচায়কমাত্র। কারণ, হৃদয় বশীভূত না হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিরোধ কোনই সুফল প্রসব করিতে পারে না। লোভজনক পদার্থ দর্শন না করিলে, বা প্রীতিজনক স্বর শ্রবণ না করিলেই যে সর্ব্বার্থসিদ্ধি হইল, এমন নহে। মন যদি তৎসমস্ত উপভোগের নিমিত্ত ব্যাকুল থাকে, তাহা হইলে বলপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে কোনই শুভফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। অতএব ক্রমনিরোধরূপ উপায় দ্বারা চিত্ত-জয় করাই যুক্তিযুক্ত। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "অনিন্দিতা যুক্তি ব্যতীত কেবল বারবার উপবেশন করিলেই চিত্ত-জয় করা যায় না। অঙ্কুশ ব্যতীত যেমন দুষ্ট মাতঙ্গকে বশীভূত করা অসম্ভব; তদ্রূপ অধ্যাত্মবিদ্যা, সাধুসঙ্গ, বাসনাত্যাগ এবং প্রাণস্পন্দনিরোগ এই উপায় চতুষ্টয় ব্যতীত চিত্তজয় করা অসম্ভব। যুক্তি দ্বারা এই সকল উপায় সাধিত না করিয়া যিনি চিত্তজয়ের প্রয়াস করেন, তিনি দীপ অপসারিত করিয়া অঞ্জন দ্বারা অন্ধকার অপনয়নের চেষ্টা করেন।" ক্রম-নিগ্রহের অনুসরণ করিতে হইলে অধ্যাত্মবিদ্যা একতম উপায়রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। অধ্যাত্মবিদ্যাপ্রভাবে সমস্ত দৃশ্যপদার্থ মায়াবিজৃম্ভিত ও মিথ্যারূপে উপলব্ধ হয়। এবং সর্ব্বত্র সেই পরমার্থ সত্য, পরমানন্দ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম বিরাজিত বলিয়া

হৃদয়ঙ্গম হইয়া থাকে। সুতরাং মিথ্যা দৃশ্যপদার্থবিষয়ে প্রয়োজনের পরিসমাপ্তি হয় এবং পরমার্থসত্য ও পরমানন্দ স্বপ্রকাশ পদার্থের সহিত সম্মিলনই একমাত্র প্রয়োজনরূপে উপলব্ধ হয়। তখন চিত্ত ইন্ধন-বিহীন অগ্নির ন্যায় স্বতঃই বিষয়-বাসনারূপ অলীক ব্যাপারের অনুসরণ করিতে বিরত হইয়া থাকে। যিনি বুঝাইলেও সমস্ত তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারেন না, অথবা তৎকালে প্রণিধান করিলেও পুনরায় তাহা বিস্মৃত হন, তাঁহার পক্ষে সাধুসঙ্গ নিতান্ত আবশ্যক। কারণ, কৃপাপরায়ণ সাধুগণ পুনঃ পুনঃ নিগূঢ়তত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়া ও তৎসমস্তের স্মরণ করাইয়া, মুমুক্ষুকে প্রকৃষ্টমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইতে দেন না। যে ব্যক্তি স্বকীয় বিদ্যাদির অভিমানে সাধুসঙ্গের অনুবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন না, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত রূপ প্রণালীতে বাসনানিরোধ করাই বিহিত ব্যবস্থা। (৩ অ। ৩২ শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। বাসনা অতি প্রবলা; সুতরাং তাহার নিরোধসাধন যাঁহার সাধ্যাতীত, তাঁহার পক্ষে প্রাণস্পন্দনিরোধ করাই বিধেয়। প্রাণস্পন্দ ও বাসনাই চিত্তকে বিষয়ানুসরণে প্রবর্ত্তিত করে, অতএব তদুভয়ের নিরোধ হইলেই চিত্তের শান্তি জন্মিয়া থাকে। বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "প্রাণস্পন্দ ও বাসনা চিত্তবৃক্ষের এই দুইটি বীজস্বরূপ। তদুভয়ের একটি ক্ষীণ হইলে অচিরে দুইটিই বিনষ্ট হয়। দৃঢ়াভ্যাস সহকারে এবং প্রকৃষ্ট প্রণালীক্রমে আসন ও আহারের নিয়ম পালন পূর্ব্বক গুরূপদিষ্ট প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারা প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। তৎকালে বিষয়াসঙ্গবিরহিত, সকল ভাবনাবিবর্জ্জিত, এবং দেহের নশ্বরতা হৃদগত হওয়ায়, কোনই বাসনার সমুদ্ভব হয় না। এইরূপে বাসনাবিহীন হইলে চিত্ত স্বকীয় বৃত্তিবিহীন হইয়া অচিত্তরূপে পরিণত হয়; সুতরাং তদবস্থায় যথেচ্ছ ব্যবহার করিলেও কোনই হানি নাই। কারণ, তৎকালে কোন বিষয়েই চিত্তের হেয় বা উপাদেয় বোধ থাকে না; তখন চিত্ত স্থিরতা প্রাপ্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য বিহীন হয়। সেই অবস্থাই পরমাত্ম পদ প্রদান করিতে সক্ষম।" শ্রীভগবান্ অভ্যাস ও বৈরাগ্য এই যে দুই উপায়ের বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন, এক্ষণে তাহার সুসঙ্গতি উপলব্ধ হইবে অভ্যাসের দ্বারাই প্রাণস্পন্দ নিরোধ সাধ্য এবং বৈরাগ্যের দ্বারাই বাসন নিরোধ সাধ্য। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যই চিত্ত প্রশমিত করিবার বিহি

ও অপরিহার্য্য ব্যবস্থা। সাধুসঙ্গ ও অধ্যাত্মবিদ্যাধিগম উভয়ই অভ্যাস ও বৈরাগ্যলাভের উপায় স্বরূপ। সুতরাং অভ্যাস ও বৈরাগ্যের প্রসঙ্গ কীর্ত্তিত হইলে, তদুভয়েরও কীর্ত্তন করা হইল। এই জন্যই শ্রীভগবান্ কেবল অভ্যাস ও বৈরাগ্যেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ভগবান্ পতঞ্জলিও বলিয়াছেন, "অভ্যাস বৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ।" (পা, স, ১২ সূত্র)। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তবৃত্তির নিরোধ হয়। প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিদ্রা এবং স্মৃতি চিত্তের বৃত্তি এই পঞ্চবিধ। (৫ অ। ১৩ শ্লোকের তাৎপর্য্য দেখুন)। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তৎসমূহের নিরোধ হইলে চিত্ত উপশমরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সেই অবস্থা প্রাপ্তির নিমিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য উভয়ই আবশ্যক। যোগোভাষ্যে কথিত হইয়াছে যে, "চিত্তনদী কল্যাণ এবং পাপ উভয়দিকেই প্রবাহিত হইয়া থাকে। যে স্রোত পরিণামে কৈবল্যদায়ক এবং বিবেকের অভিমুখে প্রধাবিত, তাহাই কল্যাণ-বহা। যাহা পরিণামে সংসারদায়ক এবং বিবেকাভিমুখে প্রধাবিত নহে, তাহাই পাপবহা। বৈরাগ্যের দ্বারা বিষয়স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় এবং বিবেক-দর্শনাভ্যাসের দ্বারা কল্যাণস্রোত সমুদ্ঘাটিত হইয়া থাকে। অতএব চিত্তবৃত্তিনিরোধ অভ্যাসও বৈরাগ্যেরই অধীন।" যেমন সেতুবন্ধন দ্বারা প্রবলবেগশালী নদীপ্রবাহের নিরোধ করিয়া, ক্ষুদ্র প্রণালী প্রণয়ন পূর্ব্বক ক্ষেত্রাভিমুখে বক্রভাবে নদীস্রোত পরিচালিত করিয়া প্রবাহান্তরের উৎপত্তি করা হয়; তদ্রূপ বৈরাগ্যের দ্বারা চিত্তনদীর বিষয়প্রবাহ নিরোধ করিয়া, সমাধির অভ্যাস সহকারে তাহাকে প্রশান্তবাহিতা করিতে হয়। অভ্যাস কি ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত ভগবান্ পতঞ্জলি নিম্নলিখিত সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। "তত্র স্থিতৌ যত্নোঽভ্যাসঃ।" (পা, স, ১৩ সূত্র)। চিত্ত যাহাতে স্থির থাকে, অর্থাৎ যাহাতে রাজস তামস বৃত্তির আবির্ভাব না হয়, তদ্বিষয়ক যত্নকে অভ্যাস বলে। রজস্তম বৃত্তিশূন্য চিত্তের একাগ্রতারূপ পরিণাম অথবা স্বরূপনিষ্ঠারূপ পরিণামকে স্থিতি বলে। সেই স্থিতির নিমিত্ত অত্যন্তোৎসাহকেই যত্ন বলে। পুনঃ পুনঃ তাদৃশ যত্নসহকারে চিত্তনিবেশকে অভ্যাস বলে।" "স তু দীর্ঘকালনৈরন্তর্য্যসৎকারাসেবিতো দৃঢ়ভূমিঃ।" (পা, স, ১৪ সূত্র)। সেই অভ্যাস নিরন্তর শ্রদ্ধাসহকারে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠান করিলে দৃঢ়ভূমি প্রাপ্ত হওয়া যায়; পূর্ব্বোল্লিখিতরূপ অভ্যাস

বহুকাল ধরিয়া অবিরাম ভাবে, তপব্রহ্মচর্য্যবিদ্যাশ্রদ্ধাদি সহকারে সাদরে সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করিলে স্থির অবস্থায় উপনীত হয়। তখন বিষয়সুখ-বাসনা আর তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। এক্ষণে বৈরাগ্যের বিষয় বিবেচ্য। বৈরাগ্য পর ও অপর ভেদে দ্বিবিধ। যতমান সংজ্ঞা, ব্যতিরেক সংজ্ঞা, একেন্দ্রিয় সংজ্ঞা, বশীকার সংজ্ঞা ভেদে অপর বৈরাগ্য চারি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত। ভগবান্ পতঞ্জলি বশীকার সংজ্ঞা বৈরাগ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত সূত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন। "দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণস্য বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।" (পা, স, ১৫ সূত্র)। স্ত্রী, অন্ন, পান, ঐশ্বর্য্য ইত্যাদিকে দৃষ্ট বিষয় বলে। স্বর্গ, বিদেহতা, প্রকৃতিলয় ইত্যাদি বিষয় সমূহ অনুশ্রব অর্থাৎ বেদদ্বারা সমর্থিত বিষয়। এই উভয় প্রকার বিষয়ের নশ্বরতাদি দোষদর্শনে তৎসম্বন্ধে যতমানাদি উল্লিখিত বৈরাগ্যত্রয়ের উদ্ভব হয়। এই জগতের কি সার, কি অসার ইহা গুরু ও শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা অবশ্যই পরিজ্ঞাত হইব; এইরূপ উদ্যোগই যতমান বৈরাগ্য। চিত্তের কোন্ কোন্ দোষ বিগত হইয়াছে এবং কোন্ কোন্‌টি বা বর্ত্তমান আছে, বিবেকদ্বারা তাহা নির্ণয় করাই ব্যতিরেক বৈরাগ্য। দৃষ্ট এবং অনুশ্রবিক বিষয়ের কিছুতে আসক্তি না থাকিলেও, যদি কখন কখন তদ্বিষয়ে মনের ঔৎসুক্যমাত্র পরিদৃষ্ট হয়, তখনই একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য বলা যায়। মনের তাদৃশ ঔৎসক্যও যখন থাকে না, তখনই বশীকার বৈরাগ্য সমুপস্থিত হয়। এইরূপ বৈরাগ্য সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ এবং অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির বহিরঙ্গ সাধনস্বরূপ। এই অন্তরঙ্গ সাধনই পরম বৈরাগ্য। এইজন্যই পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন যে, "তৎপরং পুরুষখ্যাতেগুর্ণবৈতৃষ্ণ্যম্।" (পা, স, ১৬ সূত্র)। সেই বৈরাগ্য হইতে পুরুষ সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয়। তখন গুণত্রয় সমন্বিত বিষয়ব্যাপারে নিঃশেষ বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ইহাই পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য। ইহারই পরিপাক হইলে অচিরে কৈবল্যলাভ ঘটে।

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। তুমি যাহা বলিলে তাহা সত সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন বলবান্ রোগও সদ্বৈদ্য প্রযুক্ত প্রকারানুসারে যথোপযুক্ত ঔষধ পুনঃ পুনঃ সেবন দ্বারা দীর্ঘকালে উপশমিত হয়, তদ্রূপ দুর্নিগ্রহ মনও সদ্‌গুরূপদিষ্ট প্রণালী ক্রমে পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের পুনঃ পুনঃ অনুশীলন এবং বৈরাগ্যদ্বারা দীর্ঘকালে আপনার মুষ্টিমধ্যস্থ হই

থাকে। তুমি রণক্ষেত্রে মহাবীরগণকে বিজিত করিতে সক্ষম। তুমি পিনাকপাণি মহাদেবকেও বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে মহাযোগাস্ত্র প্রয়োগে মন নামক দুর্বৃত্ত শত্রুকে বিজিত করা তোমারই সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার। ইহাই মহাবাহু এই সম্বোধন বাক্যের ভাব ॥ ৩৫ ॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অসংযত আত্মনা (অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং অবশীকৃতং চিত্তং যস্য তেন যোগঃ দুষ্প্রাপঃ (দুষ্প্রাপ্য) ইতি মে মতিঃ (অভিপ্রায়ঃ) তু (কিন্তু) বশী-আত্মনা (বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন ; উপায়তঃ (উপায়াৎ) যততা (প্রযত্নং কুর্ব্বতা) অবাপ্তুং (প্রাপ্তুম্) শক্যঃ ॥ ৩৬ ॥

প্রতিশব্দ।—অবশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তির-দ্বারা যোগ দুষ্প্রাপ্য ইহা আমার অভিপ্রায়, কিন্তু বশীকৃত-চিত্ত-ব্যক্তির দ্বারা সদুপায়ক্রমে যত্নশীল পাইতে সমর্থ ॥ ৩৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যাঁহার চিত্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য প্রভাবে বশীভূত হয় নাই, তাঁহার পক্ষে যোগ প্রাপ্তির সম্ভাবনা অতি বিরল ; কিন্তু যাঁহার চিত্ত সংযত হইয়াছে, তিনি বিহিত প্রণালীতে যত্নবান্ হইলে যোগ লাভে সক্ষম ॥ ৩৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যঃ পুনরসংযতাত্মা তেন অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং অসংযতাত্মা অন্তঃকরণং যস্য সোঽয়মসংযতাত্মা তেনাসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপো দুষ্প্রাপ্য ইতি মে মতিঃ, যস্তু পুনর্বশ্যাত্মা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্ব-মাপাদিত আত্মা মনো যস্য সোঽয়ং বশ্যাত্মা তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ উপায়তো যথোক্তাদুপায়াৎ ॥ ৩৬ ॥

আনন্দগিরি।—সংযতাত্মনো যোগপ্রাপ্তিঃ সুলভেত্যুক্ত্বা ব্যতিরেকং দর্শয়তি যঃ পুনরিতি। ব্যতিরেকোপন্যাসপরং পূর্ব্বার্দ্ধমনূদ্য ব্যাকরোতি অসংযতেতি।

পূর্ব্বোক্তান্বয়ব্যাখ্যানপরমুত্তরার্দ্ধং ব্যাচষ্টে যস্ত্বিত্যাদিনা। অন্তঃকরণস্ত স্ববশত্বে সিদ্ধেঽপি বৈরাগ্যাদাবাস্থাবতা ভবিতব্যমিত্যাহ যততেতি। উপায়ো বৈরাগ্যাদিপূর্ব্বকো মনোনিরোধঃ॥ ৩৬॥

রামানুজ।—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা অজিতমনসা মহতাপি চ বলেন যোগো দুষ্প্রাপ্য এব উপায়তস্তু বশ্যাত্মনা পূর্ব্বোক্তেন মদারাধনরূপেণান্তর্গতজ্ঞানকর্ম্মণা জিতমনসা যতমানেনায়মেব সমদর্শনরূপো যোগোবাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬॥

হনুমান্।—অসংযতেতি। যঃ পুনঃ অসংযতাত্মা তেন, অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাম-সংযতান্তঃকরণঃ অসংযত আত্মা যস্ত তেনাসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপঃ দুঃখমুংপ্রাপ্য ইতি মে মতিঃ, যস্ত পুনঃ বশ্যাত্মা তেন বশ্যাত্মনা অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যত্বমুপপাদিত আত্মা মনো যস্ত সোঽয়ং তেন বশ্যাত্মনা তু যততা ভূয়োঽপি প্রযত্নং কুর্ব্বতা শক্যোঽবাপ্তুং যোগ্যঃ উপায়তঃ যথোক্তাদুপায়াৎ॥ ৩৬॥

শ্রীধর।—এতাবাংস্ত্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ অসংযতেতি। উক্তপ্রকারেণাভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যামসংযতাত্মা চিত্তং যস্ত তেন যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্ত্তী আত্মা চিত্তং যস্ত তেন পুরুষেণ পুনশ্চানেনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্ব্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬॥

বলদেব।—অসংযতেতি। উক্তাভ্যামভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযত আত্মা মনো যস্ত তেন বিজ্ঞেনাপি পুংসা চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণো যোগো দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাং বশ্যোঽধীন আত্মা মনো যস্ত তেন পুংসা তথাপি যততা তাদৃশ প্রযত্নবতা স যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ। উপায়তো মদারাধনলক্ষণাজ্জ্ঞানাকারান্ নিষ্কামকর্ম্মযোগাচ্চেতি মে মতিঃ॥ ৩৬॥

মধুসূদন।—যত্তু ত্বমবোচঃ প্রারব্ধভোগেন কর্ম্মণা তত্ত্বজ্ঞানাদপি প্রবলেন স্বফল-দানায় মনসো বৃত্তিষূৎপদ্যমানাসু কথং তাসাং নিরোধঃ কর্ত্তুং শক্য ইতি? তত্রোচ্যতে অসংযতেতি। উৎপন্নেঽপি তত্ত্বসাক্ষাৎকারে বেদান্তব্যাখ্যানাদিব্যাসঙ্গাদালস্যাদিদোষা-দ্বাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতো নিরুদ্ধ আত্মান্তঃকরণং যেন তেনাসংযতাত্মনা তত্ত্ব-সাক্ষাৎকারবতাপি যোগো মনোবৃত্তিনিরোধঃ দুষ্প্রাপঃ দুঃখেনাপি প্রাপ্তুং ন শক্যতে। প্রারব্ধকর্ম্মকৃতাৎ চিত্তচাঞ্চল্যাদিতি চেৎ ত্বং বদসি, তত্র মে মতিঃ মম সম্মতিস্তৎ তথৈব ইত্যর্থঃ। কেন তর্হি প্রাপ্যতে? উচ্যতে। বশ্যাত্মনা তু বৈরাগ্যপরিপাকেণ বাসনাক্ষয়ে সতি বশ্যঃ স্বাধীনো বিষয়পারতন্ত্র্যশূন্য আত্মান্তঃকরণং যস্ত তেন। তুশব্দোঽসংযতাত্মনো বৈলক্ষণ্যদ্যোতনার্থোঽবধারণার্থো বা। এতাদৃশেনাপি যততা যতমানেন বৈরাগ্যেণ বিষয়স্রোতঃ খিলীকরণেঽপ্যাত্মস্রোত উদ্ঘাটনার্থমভ্যাসং প্রাগুক্তং কুর্ব্বতা যোগঃ সর্ব্বচিত্তবৃত্তিনিরোধঃ শক্যোঽবাপ্তুং চিত্তচাঞ্চল্যনিমিত্তানি প্রারব্ধকর্ম্মাণ্য-প্যভিভূয় প্রাপ্তুং শক্যঃ। কথমতিবলবতাং প্রারব্ধভোগানাং কর্ম্মণামভিভবঃ? উচ্যতে

উপায়তঃ উপায়াৎ, উপায়ঃ পুরুষকারস্তস্য লৌকিকস্য বৈদিকস্য বা প্রারব্ধকর্ম্মাপেক্ষয়া প্রাবল্যাৎ। অন্যথা লৌকিকানাং কৃষ্যাদিপ্রযত্নস্য বৈদিকানাং জ্যোতিষ্টোমাদিপ্রযত্নস্য বৈয়র্থ্যাপত্তেঃ। সর্ব্বত্র প্রারব্ধকর্ম্ম সদসত্ত্ববিকল্পগ্রাসাৎ প্রারব্ধকর্ম্মসত্ত্বে অতএব ফল-প্রাপ্তেঃ কিং পৌরুষেণ প্রযত্নেন, সদসত্ত্বে তু সর্ব্বথা ফলাসম্ভাবাৎ কিন্তেনেতি। অথ কর্ম্মণঃ স্বয়মদৃষ্টরূপস্য দৃষ্টসাধনসম্পত্তিব্যতিরেকেণ ফলজননাসমর্থত্বাদপেক্ষিতঃ কৃষ্যাদৌ পুরুষপ্রযত্ন ইতি চেৎ যোগাভ্যাসেঽপি সমং সমাধানং তৎসাধ্যায়া জীবন্মুক্তেরপি সুখাতিশয় রূপত্বেন প্রারব্ধকর্ম্মফলান্তর্ভাবাৎ, অথবা যথা প্রারব্ধকর্ম্মফলং তত্ত্বজ্ঞানাৎ প্রবলমিতি কল্প্যতে [কথ্যতে], দৃষ্টত্বাৎ তথা তস্মাদপি কর্ম্মণো যোগোঽভ্যাসঃ প্রবলোঽস্তু শাস্ত্রীয়স্য প্রযত্নস্য সর্ব্বত্র অতঃ প্রাবল্যদর্শনাৎ। তথাচাহ ভগবান্ বশিষ্ঠঃ "সর্ব্বমেবেহ হি সদা সংসারে রঘুনন্দন! সম্যক্প্রযুক্তাৎ সর্ব্বেণ পৌরুষাৎ সমবাপ্যতে। উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রিতঞ্চেতি পৌরুষং দ্বিবিধং স্মৃতম্। তত্রোচ্ছাস্ত্রমনর্থায় পরমার্থায় শাস্ত্রিতম্॥" উচ্ছাস্ত্রং শাস্ত্রপ্রতিষিদ্ধমনর্থায় নরকায়, শাস্ত্রিতং শাস্ত্রবিহিতং অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা পরমার্থায় চতুর্ষর্থেষু পরমায় মোক্ষায়। "শুভাশুভাভ্যাং মার্গাভ্যাং বহন্তী বাসনা-সরিৎ। পৌরুষেণ প্রযত্নেন যোজনীয়া শুভে পথি। অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়। স্বমনঃপুরুষার্থেন বলেন বলিনাং বর॥ দ্রাগভ্যাসবশাদ্যাতি যদা তে বাসনোদয়ম্। তদভ্যাসস্য সাফল্যং বিদ্ধি ত্বমরিমর্দ্দন॥" বাসনা শুভেতি শেষঃ। "সন্দিগ্ধায়ামপি ভৃশং শুভামেব সমাহর। শুভায়াং বাসনাবৃদ্ধৌ তাত দোষো ন কশ্চন॥ অব্যুৎ-পন্নমনা যাবদ্ভবানজ্ঞাততৎপদঃ। গুরুশাস্ত্রপ্রমাণৈস্ত্বং নির্ণীতং তাবদাচর॥ ততঃ পক্ক কষায়েণ নূনং বিজ্ঞাতবস্তুনা। শুভোঽপ্যসৌ ত্বয়া ত্যাজ্যো বাসনৌঘোনিরোধিনা॥" ইতি। তস্মাৎ সাক্ষিগতস্য সংসারস্যাবিবেকনিবন্ধনস্য বিবেকসাক্ষাৎকারাদপনয়েঽপি প্রারব্ধকর্ম্মপর্য্যবস্থাপি তস্য চিত্তস্য স্বাভাবিকীনামপি চিত্তবৃত্তীনাং যোগাভ্যাসপ্রযত্নেনাপনয়ে সতি জীবন্মুক্তঃ পরমো যোগী, চিত্তবৃত্তিনিরোধাভাবে তু তত্ত্বজ্ঞানবানপ্যপরমো যোগীতি সিদ্ধম্। অবশিষ্টং জীবন্মুক্তিবিবেকে সবিস্তরমনুসন্ধেয়ম্॥ ৩৬॥

নীলকণ্ঠ।—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা অজিতচিত্তেন বশ্যাত্মনা জিতচিত্তেন উপায়তঃ অভ্যাসবৈরাগ্যরূপাৎ॥ ৩৬॥

বিশ্বনাথ।—অত্রায়ং পরামর্শ ইত্যত আহ অসংযতেতি। অসংযতাত্মা অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং ন সংযতং মনো যস্য তেন, তাভ্যাস্তু বশ্যাত্মনা বশীভূতমনসাপি পুংসা যততা চিরং যত্নবতৈব যোগো মনো নিরোধলক্ষণঃ সমাধিরুপায়তঃ সাধনভূয়স্ত্বাৎ প্রাপ্তুং শক্যঃ॥ ৩৬॥

তাৎপর্য্য।—তত্ত্বসাক্ষাৎকার সমুৎপন্ন হইলেও, আলস্যাদি দোষে, যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্য দ্বারা অন্তঃকরণের নিরোধসাধন করিতে পারেন নাই, তাঁহার পক্ষে মনোবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ দুষ্প্রাপণীয়; ইহাই আমার

অভিপ্রায় সম্মত। তাহা হইলে, কাহার পক্ষে যোগ সুপ্রাপ্য? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বৈরাগ্যের পরিপাক জনিত বাসনা ক্ষয় ও তন্নিবন্ধন যাঁহার অন্তঃকরণ বিষয়বিমুখ হইয়াছে, তিনিই যোগ-প্রাপ্তির অধিকারী। এইরূপ ব্যক্তি যদি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৈরাগ্যসহকারে বিষয়স্রোত সংনিরুদ্ধ করিয়া আত্মজ্ঞানের প্রবাহ সমুদ্ঘাটিত করিতে নিরতিশয় প্রয়াসবান্ হন, তাহা হইলে তিনিই চিত্তবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রারব্ধ (৮৬৭পৃঃ টিপ্পনী দ্রষ্টব্য) কর্ম্মবশেই মানব চঞ্চলচিত্ত হইয়া সংসারের সুখ-দুঃখ-সাগরে ভাসমান হয়। কিন্তু যিনি অভ্যাস ও বৈরাগ্য সহকারে চিত্তকে সংযত করিতে সক্ষম, তাঁহাকে আর প্রারব্ধ-কর্ম্মে অভিভূত করিতে পারে না। তিনি প্রারব্ধকে পরাভূত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করেন। এই প্রবল বলশালী প্রারব্ধকর্ম্ম-ভোগকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায় পুরুষকার *। মূলস্থিত "উপায়তঃ" পদ দ্বারা পুরুষকারই লক্ষিত হইয়াছে; ফলতঃ লৌকিক ও বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডে পুরুষকার প্রারব্ধ অপেক্ষা প্রবল। ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন, "হে রঘুনন্দন!

* প্রারব্ধ সাধারণতঃ দৈব নামেই পরিচিত। দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে মৎস্য-পুরাণে সুন্দর বিবৃতি পরিদৃষ্ট হয়। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। "মনুরুবাচ। দৈবে পুরুষকারে চ কিং জ্যায়স্তং ব্রবীহি মে। অত্র মে সংশয়ো দেব ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ॥ মৎস্য উবাচ। স্বমেব কর্ম্মদৈবাখ্যং বিদ্ধি দেহান্তরার্জ্জিতম্। তস্মাৎ পৌরুষমেবেহ শ্রেষ্ঠমাহুর্মনীষিণঃ॥ প্রতিকূলন্তথা দৈবং পৌরুষেণ বিহন্যতে। মঙ্গলাচারযুক্তানাং নিত্যমুত্থানশীলিনাম্॥ যেষাং পূর্ব্বকৃতং কর্ম্ম সাত্ত্বিকং মনুজোত্তম। পৌরুষেণ বিনা তেষাং কেষাঞ্চিদ্দৃশ্যতে ফলম্॥ কর্ম্মণা প্রাপ্যতে লোকে রাজসস্য তথা ফলম্। কৃচ্ছ্রেণ কর্ম্মণা বিদ্ধি তামসস্য তথা ফলম॥ পৌরুষেণাপ্যতে রাজন্ মার্গিতব্যং ফলং নরৈঃ। দৈবমেব বিজানন্তি নরাঃ পৌরুষবর্জ্জিতাঃ॥ তস্মাত্রিকালসংযুক্তং দৈবং ন সফলং ভবেৎ। পৌরুষং দৈবসম্পত্ত্যা কালে ফলতি পার্থিব॥ দৈবং পুরুষকারশ্চ কালশ্চ মনুজোত্তম। ত্রয়মেতন্মনুষ্যস্য পিণ্ডিতং স্যাৎ ফলাবহম্॥ কৃষের্বৃষ্টিসমাযোগাদ্দৃশ্যন্তে ফলসিদ্ধয়ঃ। তাস্তু কালে প্রদৃশ্যন্তে নৈবাকালে কথঞ্চন॥ তস্মাৎ সদৈব কর্ত্তব্যং সধর্ম্মং পৌরুষং নৃভিঃ। এবস্তু প্রাপ্নুবন্তীহ পরলোকফলং ধ্রুবম্॥ নালসাঃ প্রাপ্নুবন্ত্যর্থান্ ন চ দৈবপরায়ণাঃ। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন পৌরুষে যত্নমাচরেৎ॥ ত্যক্ত্বালসান্ দৈবপরান্ মনুষ্যাণুত্থানযুক্তান্ পুরুষান্ হি লক্ষ্মীঃ॥ অন্বিষ্য যত্নাদ্বৃণুতে নৃপেন্দ্র তস্মাৎ সদোত্থানবতা হি ভাব্যম্॥" যে সকল ব্যক্তি কেবল দৈব বা প্রারব্ধের প্রভাবে সুখ দুঃখ ভোগ করিতেছি জানিয়া অবসন্ন হইয়া থাকে এবং তাহা দুরতিক্রম্য মনে করিয়া তজ্জন্য চেষ্টা মাত্রও করে না, শাস্ত্রে তাহারা ক্লীবনামে উল্লিখিত হয়। যথা; ক্লীবা হি দৈবমেবৈকং প্রশংসন্তি ন পৌরুষম্। দৈবং পুরুষকারেণ ঘ্নন্তি শূরাঃ সদোত্তমাঃ॥ অগ্নিপুরাণম্। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥ হিতোপদেশঃ।

ইহ সংসারে বিহিত উপায় প্রযুক্ত পৌরুষ দ্বারা সকলই লাভ করা যায়। উচ্ছাস্ত্র ও শাস্ত্রিত ভেদে পৌরুষ দ্বিবিধ। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার অনর্থের হেতুভূত এবং শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থপ্রাপ্তির মূল স্বরূপ।" শাস্ত্র প্রতিষিদ্ধ বিষয়ে পুরুষকার নরকেরই সাধন এবং শাস্ত্রবিহিত বিষয়ে পুরুষকার মোক্ষলাভের উপায়। তিনি আরও বলিয়াছেন, "বাসনা নদী শুভ ও অশুভ এই উভয় পথে প্রবাহিত হইতেছে। প্রযত্নসহকারে পৌরুষ দ্বারা তাহাকে নিয়ত শুভপথেই পরিচালিত করিবে। হে বলবত্তম! যদি তাহা অশুভপথে সমাবিষ্ট হয়, তাহা হইলে পুরুষার্থ-প্রভাবে সবলে তাহাকে শুভপথেই পরিচালিত করিবে।" ইত্যাদি। অতএব যিনি প্রারব্ধ-কর্ম্মের প্রভাবে অবসন্ন ও হতোৎসাহ না হইয়া, পুরুষকারের সাহায্যে তাহার অধীনতা-পাশ ছেদন করিতে পারেন; তিনি চিত্তবৃত্তি নিরোধ লক্ষণ যোগমার্গে অব্যাঘাতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। শ্রীমদ্বলদেব "উপায়তঃ" শব্দের ভগবদারাধন-লক্ষণ জ্ঞানাকার নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-প্রভাবে এইরূপ অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥ ৩ ॥

-:*:-

অর্জ্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

অন্বয়।—অর্জ্জুন উবাচ। কৃষ্ণ [প্রথমং] শ্রদ্ধয়া (আস্তিক্যবুদ্ধ্যা) উপেতঃ (সমাশ্রিতঃ) [যোগে প্রবৃত্তঃ ততঃ পরম্] অযতিঃ (শিথিলাভ্যাসঃ) যোগাৎ চলিতমানসঃ (যোগভ্রষ্টমনাঃ) যোগসংসিদ্ধিং (জ্ঞানরূপং যোগফলম্) অপ্রাপ্য কাং গতিং (কিম্পরিণামম্) গচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

প্রতিশব্দ।—অর্জ্জুন বলিলেন। [শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে] শ্রদ্ধাসহকারে [যোগপ্রবৃত্ত তাহার পর] মন্দবৈরাগ্য যোগ হইতে বিচলিতমনা যোগফল না পাইয়া কি গতি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৭ ॥

ব্যাখ্যা। —অর্জ্জুন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্! যে ব্যক্তি প্রথমতঃ শ্রদ্ধাযুক্ত হৃদয়ে যোগ-সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া পরে অভ্যাসের শৈথিল্য হেতু যোগমার্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হন, তিনি জ্ঞানরূপ যোগসিদ্ধি লাভ করিতে পারেন না; তবে পরিণামে তাঁহার কি গতি হইবে ॥ ৩৭ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মাণি সন্ন্যস্তানি যোগসিদ্ধিফলঞ্চ মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্তমিতি যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়াস্তিক্যবুদ্ধ্যা যোগতো যোগাদন্তকালেহপি চলিতং মানসং মনো যস্য স চলিতমানসো ভ্রষ্টস্মৃতিঃ সোহপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনং কাং গতিং হে কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নান্তরমুত্থাপয়তি তত্রেত্যাদিনা। মনোনিরোধস্য দুঃখসাধ্যত্বমাশঙ্ক্য পরিহৃতে সতি প্রষ্টা পুনরবকাশং প্রতিলভ্যোবাচেতি সম্বন্ধঃ॥ লোকদ্বয়প্রাপককর্ম্মসম্ভবে কুতো যোগিনো নাশাশঙ্কেত্যাশঙ্ক্যাহ যোগাভ্যাসেতি। তথাপি যোগানুষ্ঠানপরিপাকপরিপ্রাপ্তিসম্যগ্দর্শনসামর্থ্যান্মোক্ষোপপত্তেঃ কুতস্তস্য নাশাশঙ্কেতি চেন্নৈবমনেকান্তরায়বত্ত্বাদ্যোগস্যেহ জন্মনি প্রায়েণ সংসিদ্ধেরসিদ্ধিরিত্যভিসন্ধিমাহ যোগসিদ্ধীতি। অভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সবহির্ভাবো নাশো যোগমার্গে তৎফলস্য সম্যগ্দর্শনস্যাদর্শনাদিতি শেষঃ। তর্হি ততো বহির্মুখত্বমেবাত্যন্তিকং সংবৃত্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ শ্রদ্ধয়েতি। তর্হি যোগমার্গমাশ্রয়তে নেত্যাহ যোগাদিতি। মরণকালে ব্যাকুলেন্দ্রিয়স্য জ্ঞানসাধনানুষ্ঠানাবকাশাভাবাদযুক্তং ততশ্চলিতমানসত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ ভ্রষ্টেতি। গম্যত ইতি গতিঃ পুরুষার্থঃ সামান্যপ্রশ্নমন্তর্ভাব্য বিশেষপ্রশ্নো দ্রষ্টব্যঃ ॥ ৩৭ ॥

রামানুজ।—অথ "নেহাভিক্রমনাশোহস্তি" ইত্যাদাবেব শ্রুতং যোগমাহাত্ম্যং যথাবচ্ছ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি অন্তর্গতাত্মজ্ঞানতয়া যোগশিরস্কতয়া চ হি কর্ম্মযোগমাহাত্ম্যং তত্রোদিতং তচ্চ যোগমাহাত্ম্যমেব পৃচ্ছতি অর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তো দৃঢ়তরাভ্যাসরূপযত্নবৈকল্যেন যোগসংসিদ্ধিমপ্রাপ্য যোগাচ্চলিতমানসং কাং গতিং গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

হনুমান্।—তত্র যোগাভ্যাসাঙ্গীকরণেন পরলোকেহলোকপ্রাপ্তিনিমিত্তানি কর্ম্মানি সংন্যস্তানি যোগস্য ফলং মোক্ষসাধনং সম্যগ্দর্শনং ন প্রাপ্যমিতি। যোগী যোগমার্গান্মরণকালে চলিতচিত্ত ইতি তস্য নাশমাশঙ্ক্যার্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। অযতিরপ্রযত্নবান্ যোগমার্গে শ্রদ্ধয়া স্তিক্যবুদ্ধ্যা চোপেতো যোগাদন্তকালে চলিতং মানসং মনো

যস্ত স চলিতমানসঃ নষ্টস্মৃতিঃ অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্‌দর্শনফলং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধর।—অভ্যাসবৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্‌জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতী-ত্যর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ ন তু মিথ্যাচারতয়া ততঃ পরন্ত্বযতিঃ সম্যক্ ন যততে শিথিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্ত মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ, এবমভ্যাসবৈরাগ্য-শৈথিল্যাদ্যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭ ॥

বলদেব।—জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগোশিরস্কো নিখিলোপসর্গবিমর্দনঃ স্বপরমাত্মাবলোকনোপায়ো ভবতীত্যসকৃদুক্তং তস্য চ তাদৃশস্য "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" ইতি পূর্ব্বোক্তমহিম্নস্তন্মহিমানং শ্রোতুমর্জ্জুনঃ পৃচ্ছতি অযতিরিতি। অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নেন চ যোগং পুমান্ লভেতৈব। যস্ত প্রথমং শ্রদ্ধয়া তাদৃশযোগনিরূপকশ্রুতিবিশ্বাসেনোপেতঃ কিন্ত্বযতিরল্পস্বধর্ম্মানুষ্ঠানযত্নবান্ (অনুদরা যুবতিরিতিবদল্পার্থেঽত্র নঞ্‌)। শিথিল-প্রযত্নত্বাদেব যোগাদষ্টাঙ্গাচ্চলিতং বিষয়প্রবণং মানসং যস্ত সঃ। এবঞ্চ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানাভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্বিবিধস্ত যোগস্য সম্যক্ সিদ্ধিং হৃদ্বিশুদ্ধিলক্ষণামাত্মাবলোকনলক্ষণাঞ্চা-প্রাপ্তঃ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিস্ত প্রাপ্ত এব। শ্রদ্ধালুং কিঞ্চিদনুষ্ঠিতস্বধর্ম্মঃ প্রারব্ধযোগোঽপ্রাপ্ত-যোগফলো দেহান্তে কাং গতিং গচ্ছতি হে কৃষ্ণ ॥ ৩৭ ॥

মধুসূদন।—এবং প্রাগুক্তেন গ্রন্থেনোৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানোঽনুৎপন্নজীবন্মুক্তিরপরমো যোগী মতঃ, উৎপন্নতত্ত্বজ্ঞানে উৎপন্নজীবন্মুক্তিস্ত পরমো যোগী মত ইত্যুক্তম্, তয়োরুভয়ো-রপি জ্ঞানাদজ্ঞাননাশেঽপি যাবৎপ্রারব্ধভোগং কর্ম্ম দেহেন্দ্রিয়সঙ্ঘাতাবস্থানাৎ প্রারব্ধ-ভোগকর্ম্মাপায়ে চ বর্ত্তমানদেহেন্দ্রিয়সংঘাতাপায়াৎ পুনরুৎপাদকাভাবাদ্বিদেহকৈবল্যং প্রতি কাপি নাস্ত্যাশঙ্কা। যস্ত প্রাকৃতকর্ম্মভির্লব্ধবিবিদিষাপর্য্যন্তচিত্তশুদ্ধিঃ কৃতকার্য্যত্বাৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি পরিত্যজ্য প্রাপ্তপরমহংসপরিব্রাজকভাবঃ পরমহংসপরিব্রাজকমাত্মসাক্ষাৎ-কারেণ জীবন্মুক্তং পরপ্রবোধনদক্ষং গুরুমুপসৃত্য ততো বেদান্তমহাবাক্যোপদেশং প্রাপ্য তত্রাসম্ভাবনা বিপরীতভাবনাখ্যপ্রতিবন্ধনিরাশায় "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদি "অনা-বৃত্তিঃ শব্দাৎ" ইত্যন্তয়া চতুর্লক্ষণমীমাংসয়া শ্রবণমনননিদিধ্যাসনানি গুরুপ্রসাদাৎ কর্ত্তু-মারভতে, স শ্রদ্দধানোঽপি সন্নায়ুষোঽল্পত্বেনাল্পপ্রযত্নত্বাদলব্ধজ্ঞানপরিপাকঃ শ্রবণমনননিদি-ধ্যাসনেষু ক্রিয়মানেষু এব মধ্যে ব্যাপদ্যতে স জ্ঞানপরিপাকশূন্যত্বেনানষ্টাজ্ঞানো ন মুচ্যতে নাপ্যুপাসনাসহিতকর্ম্মফলং দেবলোকমনুভবত্যর্চ্চিরাদিমার্গেণ, নাপি কেবলকর্ম্মফলং পিতৃলোকমনুভবতি ধূমাদিমার্গেণ, কর্ম্মণামুপাসনানাঞ্চ ত্যক্তত্বাৎ অত এতাদৃশো-যোগভ্রষ্টঃ কীটাদিভাবেন কষ্টাং গতিমিয়াৎ। অজ্ঞত্বে সতি দেবযানপিতৃযানমার্গাসম্বন্ধিত্বাৎ বর্ণাশ্রমাচারভ্রষ্টবদথবা কষ্টাং গতিং নেয়াৎ। শাস্ত্রনিন্দিতকর্ম্মশূন্যত্বাদ্বামদেববদিতি সংশয়পর্য্যাকুলমনা, অর্জ্জুন উবাচ, অযতিরিতি। যতির্যত্নশীলঃ (অল্পার্থে নঞ্‌ অলবণা

যবাগূরিত্যাদিবৎ) অযতিরল্পযত্নঃ শ্রদ্ধয়া গুরুবেদান্তবাক্যেষু বিশ্বাসবুদ্ধিরূপয়োপেতো যুক্তঃ, শ্রদ্ধা চ স্বসহচরিতানাং শমাদীনামুপলক্ষণম্, "শান্তো দান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বাত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" ইতিশ্রুতেঃ। তেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক ইহামুত্র ভোগবিরাগশমদমোপরতিতিতিক্ষাশ্রদ্ধাদিসম্পৎ মুমুক্ষুতা চেতি সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যশ্রবণাদি কুর্ব্বন্নপি পরমায়ুষোঽল্পত্বেন মরণকালে চেন্দ্রিয়াণাং ব্যাকুলত্বেন সাধনানুষ্ঠানাসম্ভবাৎ যোগাচ্চলিতমানসঃ শ্রবণাদিপরিপাকলব্ধজন্মনস্তত্ত্বসাক্ষাৎকারাৎ চলিতং তৎফলমপ্রাপ্তং মানসং যস্য সঃ যোগানিষ্পত্ত্যৈবাপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞাননিমিত্তামজ্ঞানতৎকার্য্যনিবৃত্তিমপুনরাবৃত্তিসহিতামপ্রাপ্যাতত্ত্বজ্ঞ এব মৃতঃ সন্ কাং গতিং হে কৃষ্ণ! গচ্ছতি সুগতিং দুর্গতিং বা কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ জ্ঞানস্য চানুৎপত্তেঃ শাস্ত্রোক্তমোক্ষসাধনানুষ্ঠায়িত্বাৎ শাস্ত্রগতিকর্ম্মশূন্যত্বাচ্চ ॥ ৩৭ ॥

নীলকণ্ঠ।—মনসো দুর্নিগ্রহত্বাদ্যোগাসিদ্ধৌ বিঘ্নং পশ্যন্নর্জ্জুন উবাচ অযতিরিতি। হে কৃষ্ণ! যোগাৎ কর্ম্মযোগাচ্চলিতমানসস্ত্যক্তকর্ম্মা সন্ন্যাসীত্যর্থঃ, শ্রদ্ধয়া উপেতো যোগমার্গং প্রবিষ্টোঽপি অযতিঃ আয়ুষোঽল্পত্বাদ্বা বৈরাগ্যদৌর্ব্বল্যাদ্বা অল্পপ্রযত্নঃ, (অলবণা যবাগূরিতিবদল্পার্থে নঞ্) স কদাচিৎ যোগসংসিদ্ধিং যোগফলং সম্যগ্দর্শনমপ্রাপ্য মৃতশ্চেৎ কাং গতিং গচ্ছতি ॥ ৩৭ ॥

বিশ্বনাথ।—নমু অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং প্রযত্নবতৈব পুংসা যোগো লভ্যত ইতি ত্বয়োচ্যতে। যস্য এতৎ ত্রিতয়মপি ন দৃশ্যতে তস্য কা গতিরিতি পৃচ্ছতি অযতিরিতি। অযতিঃ অল্পযত্নঃ। (অলবণা যবাগূরিতিবদল্পার্থে নঞ্)। অথচ শ্রদ্ধয়োপেতঃ যোগশাস্ত্রাস্তিক্যেন তত্র শ্রদ্ধয়া উপেতঃ যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত এব, নতু লোকবঞ্চকত্বেন মিথ্যাচারঃ কিন্তু অভ্যাসবৈরাগ্যয়োরভাবেন যোগাচ্চলিতং বিষয়প্রবণীভূতং মানসং যস্য সঃ। অতএব যোগস্য সংসিদ্ধিং সম্যক্ সিদ্ধিং অপ্রাপ্নোতি যৎ কিঞ্চিৎ সিদ্ধিস্তু প্রাপ্ত এবেতি যোগারুরুক্ষাভূমিকাতোঽগ্রিমাং যোগারোহভূমিকায়াঃ প্রথমাং কক্ষাং গত ইতি ভাবঃ ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলেও যদি জীবন্মুক্তি সমুৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ যোগীকে অপরম যোগী বলা যায়। যে যোগীর তত্ত্বজ্ঞান ও জীবন্মুক্তি উভয়ই সমুৎপন্ন হইয়াছে, তিনিই পরমযোগী! এই সকল তত্ত্ব এই গ্রন্থে পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে। কিন্তু এতদুভয়ই কৈবল্যলাভের সাধন, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। যিনি অপরম যোগী, তাঁহার জীবন্মুক্তি না হইলেও, কালক্রমে সঞ্জাত জ্ঞানপ্রভাবে তিনি যে কৈবল্যলাভ করিতে পারিবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর যিনি পরম যোগী তিনি জীবন্মুক্ত, সুতরাং কৈবল্য তাঁহার পূর্ণ অধিকার, একথা বলাই বাহুল্য।

সংযুক্ত হইয়া যোগে সম্প্রবৃত্ত হওয়া আবশ্যক। শ্রুতি বলিয়াছেন, "শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু, শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আত্মায় আত্মাকে দর্শন করে।" যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন হইয়া গুরু-সমীপে বেদান্ত বাক্যের

অবগত হইয়াছেন, যাঁহারা অরণ্যে বাণপ্রস্থাশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন ও যাঁহারা পরিব্রাজক (আনন্দগিরির মতে এখানে পরিব্রাজক শব্দের অর্থ ত্রিদণ্ডী) হইয়াছেন, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ, এবং শ্রদ্ধাবান্ তপস্বিগণ পূর্ব্বোক্ত দেবপথ উত্তরপথ বা ব্রহ্মপথে গমনের অধিকার লাভ করেন।" (এক্ষণে ছান্দোগ্য—পঞ্চম প্রপাঠক—দশমখণ্ডোক্ত তৃতীয়াদি শ্রুতি ব্যাখ্যাত হইতেছে)। "আর যে সকল গৃহস্থ গ্রামে থাকিয়া (শ্রুত্যুক্ত "গ্রামে" এই শব্দই বলিয়া দিতেছে যে, গ্রামই গৃহস্থের নিত্য বাসস্থান। বানপ্রস্থ ও পরিব্রাজকের বাসস্থান যে অরণ্য, তাহাও পূর্ব্ব শ্রুত্যুক্ত 'অরণ্যে' এই শব্দদ্বারাই সংসূচিত হইয়াছে) ইষ্ট অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি বেদবিহিত কর্ম্ম, পূর্ত্ত অর্থাৎ জলাশয়োৎসর্গাদি কর্ম্ম এবং যথাশক্তি উপযুক্ত পাত্রে দ্রব্যপ্রদানাদিরূপ ধর্ম্মের উপাসনা করিয়া থাকেন। "এই সকল কর্ম্মের ফল চিরস্থায়ী নহে" এইরূপ দর্শনশক্তি তাঁহাদিগের নাই বলিয়া, তাঁহারা "ধূমং" অর্থাৎ ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই ধূম হইতে "রাত্রিং" রাত্রির অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। সেই রাত্রিদেবতা হইতে "অপরপক্ষম্" অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অপরপক্ষদেবতা হইতে "যান্ ষড়্দক্ষিণৈতিমাসাস্তান্" অর্থাৎ যে ছয় মাসে সূর্য্য দক্ষিণদিকে গমন করেন সেই ছয় মাসকে অর্থাৎ দক্ষিণায়ণ ছয় মাসের অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকরণোক্ত কর্ম্মিগণ সংবৎসরকে অর্থাৎ সংবৎসরাভিমানিনী দেবতাকে সমগ্ররূপে প্রাপ্ত হন না। কারণ, দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ এই দুইটিই এক বৎসরের অবয়বভূত। অর্চ্চিরাদি মার্গে প্রবৃত্ত সাধকগণ যে উত্তরায়ণ মাসাত্মক সংবৎসরের অর্দ্ধাবয়ব লাভ করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মীরাও দক্ষিণায়ণরূপ অর্দ্ধাবয়বই লাভ করেন॥৩॥ তাঁহারা সেই দক্ষিণায়ণরূপ ছয় মাসের সকল হইতে পিতৃলোক, পিতৃলোক হইতে আকাশ, আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হন। অন্তরীক্ষে দৃশ্যমান্ এই সোম (চন্দ্রমা) ব্রাহ্মণগণের রাজা এবং দেবতাগণের অন্নস্বরূপ। দেবতাগণ তাঁহাকে অর্থাৎ চান্দ্রমস অন্ন ভক্ষণ করেন। "এই সোম দেবতাগণের অন্ন ও দেবতাগণ তাঁহাকে ভক্ষণ করেন" ইহার নির্গলিতার্থ এই যে, কর্ম্মিগণ যখন ধূমাদি মার্গদ্বারা চন্দ্রস্বরূপ সংপ্রাপ্ত হন, তখন দেবতারা তাঁহাদিগকে ভক্ষণ করেন; সুতরাং তাঁহারা দেবতাদিগের অন্নস্বরূপ। এ স্থলে ভক্ষণ শব্দের অর্থ থাপা থাপা করিয়া খাওয়া নহে এবং অন্ন শব্দের অর্থ ভাত বা কোনরূপ খাদ্য নহে। এখানে অন্ন শব্দের অর্থ ভোগোপকরণমাত্র এবং ভক্ষণ শব্দের অর্থ উপভোগ মাত্র। অর্থাৎ যেরূপ স্ত্রী উপভোগ, ভৃত্য উপভোগ, ইত্যাদি। স্ত্রীপ্রভৃতি পুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইলেও সেরূপ আনন্দে বিচরণ করিতে পরেন, তাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাতও হয় না, সেইরূপ তাঁহাদেরও কোনরূপ সুখের ব্যাঘাত হয় না। দেবতারা তাঁহাদিগের ঘাড় মটকাইয়া ভক্ষণ করেন না!!! ॥ ॥ (এই তিন শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য); সুতরাং কর্ম্মিগণ দেবগণের উপভোগ্য হইয়াও তাঁহাদিগের সহিত সুখে ক্রীড়া করেন। তাঁহাদিগের সেই চন্দ্রমণ্ডলে সুখোপভোগযোগ্য জলময় শরীর আরব্ধ হয়। এই বিষয়টি অনেক শ্রুতিপ্রমাণে প্রমাণীকৃত॥৪॥ (এই স্থলের শাঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য) সেই কর্ম্মিগণ যত দিন না কর্ম্মক্ষয় হয়, ততদিন তথায় বাস করিয়া পুনর্ব্বার এই (বক্ষ্যমাণ) পথে প্রতিনিবৃত্ত হন। ভোগদ্বারা কর্ম্ম-ক্ষয় হইলে এক মুহূর্ত্তমাত্রকালও তাঁহারা তথায় থাকিতে পান না। কর্ম্মক্ষয় হইলেই তাঁহারা প্রথমে ভৌতিক আকাশকে প্রাপ্ত হন।

মর্ম্মজ্ঞ হইলেও, পরমায়ুর অল্পতা হেতু এবং মরণকালে ইন্দ্রিয়সমূহের অস্থিরতা নিবন্ধন সাধনানুষ্ঠান বিরহিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের পথ হইতে বিচলিতমনা হন, তাঁহার যোগ সংসিদ্ধি লাভ হয় না এবং তত্ত্বজ্ঞানের

অর্থাৎ চন্দ্রমণ্ডলে তাঁহাদিগের শরীরের আরম্ভক যে জল ছিল; চন্দ্রলোকের উপভোগ নিমিত্ত কর্ম্ম সমূহ ক্ষয় হইলেই সেই জলও তথায় বিলীন হয়। যেরূপ অগ্নিসংযোগে ঘৃতের কাঠিন্য (দানা) বিলীন হয়, সেইরূপ সেই জলসমূহও বিলীন হয়; তখন সেই বিলীন জলরাশি (এখানে জলরাশি ও কর্ম্মিগণ অভেদার্থেই প্রযুক্ত হইতেছে) অন্তরীক্ষে থাকিয়া যেন আকাশ-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া সূক্ষ্মরূপ ধারণ করে। সেই সলিলরাশিই আবার অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু হয়; বায়ু হইয়া ধূম হয়; ধূম হইয়া অভ্র অর্থাৎ জল ভরণমাত্ররূপ হয় ॥৫॥ অভ্র হইয়া সেচন-সমর্থ মেঘ হয়, মেঘ হইয়া উন্নত প্রদেশে প্রকৃষ্টরূপে বর্ষণ করে। অর্থাৎ সেই শেষকর্ম্মা কর্ম্মী সকল বর্ষ ধারারূপে পর্ব্বতাদি উন্নত প্রদেশে নিপতিত হন। সেই ক্ষীণকর্ম্মাগণ এখানে ধান্য, যব, ওষধি, (যাহার শস্য পরিপক্ক হইলেই নাশপ্রাপ্ত হয়) বনস্পতি (অশ্বত্থাদি) তিল, মাষ (কলাই) ইত্যাদি জাতিরূপে সঞ্জাত হয়। বর্ষধারারূপে পতিত ক্ষীণকর্ম্মাগণ যেহেতু গিরি, তট, নদী, সমুদ্র প্রভৃতি অসংখ্য স্থলে নিপতিত হন, সুতরাং তাঁহাদিগের নিষ্ক্রমণ অতি দুষ্কর। (ইহার বিস্তৃত ব্যাখ্যা এই স্থলের শাঙ্কর ভাষ্যে দ্রষ্টব্য) স্থূল কথা, এই জলের সহিত যতদিন পর্য্যন্ত রেতঃসেকসমর্থ জীবের সহিত সম্বন্ধ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আর নিষ্ক্রমণের কোনরূপ উপায়ান্তর নাই। অনন্তরূপে অনন্তস্থলে পরিভ্রমণকারী সেই জলের সহিত রেতঃসেককারী জীবের সংসর্গও নিতান্ত দুর্ল্লভ। কখনও কাকতালীয় ন্যায়ে কোন রেতঃসেকসমর্থের সহিত ধান্যাদিরূপে উক্ত জলের সংসর্গ সংঘটিত হয়। যে যে জীব উক্ত জলসংশ্লিষ্ট ব্রীহ্যাদি ভোজন করে এবং যে জীব ঋতুকালে স্ত্রীতে রেতঃসেক করে, সেই রেতঃই আবার প্রায় সেই রেতঃসেক-কারী পুরুষের আকৃতিবিশিষ্ট হয়। উক্ত জলই ব্রীহ্যাদি রূপে পরিণত; ব্রীহ্যাদিভক্ষণ দ্বারা পুরুষের শুক্র সঞ্চয় হয়; সুতরাং সেই জলই রেতো রূপে পরিণত হইয়া কামিনীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয়। উক্ত জল রেতোরূপে রমণীর গর্ভাশয়ে প্রবেশ করে বলিয়া, তাহার নাম 'অনুশয়ী' ॥৬॥ (এই স্থলের শাঙ্করভাষ্যে জীবের জন্মরহস্য বিস্তৃতরূপে সমালোচিত হইয়াছে; বাহুল্য ভয়ে সমুদ্ধৃত হইল না।) চন্দ্রমণ্ডলগত কর্ম্মীর চন্দ্রমণ্ডলগমনোপযোগী কর্ম্মই ভোগ দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; কিন্তু অন্যান্য অনুষ্ঠিত কর্ম্ম তথায় ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। এই নিমিত্ত চন্দ্র-মণ্ডললাভোপযোগী কর্ম্ম ক্ষয়ে তথা হইতে জলরূপে পৃথিবীতে পতিত ক্ষীণকর্ম্মাগণের চন্দ্রমণ্ডল-গমনোপযোগী কর্ম্মব্যতীত অন্য অনুষ্ঠিত কর্ম্মানুরূপ ব্রাহ্মণাদি জাতিতে বা মনুষ্যাদি যোনিতে জন্ম হইয়া থাকে। উক্ত চন্দ্রমণ্ডলনিপতিত ক্ষীণকর্ম্মাগণের মধ্যে যাঁহারা 'রমণীয়চরণ' অর্থাৎ পূর্ব্বে অক্রুরতা বা সত্যভাষণাদিরূপ পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সেই পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে অতিশীঘ্রই ব্রাহ্মণযোনিই হউক, ক্ষত্রিয়যোনিই হউক আর বৈশ্যযোনিই হউক নিজ কর্ম্মানুরূপ এই তিনের যে কোন একটি রমণীয় (ক্রৌর্য্যাদিবিবর্জ্জিত) যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করেন। আর যাঁহারা কপূয়চরণ অর্থাৎ ঠিক্ ইহার বিপরীত, তাঁহারা শীঘ্রই অশ্বযোনিই হউক, শূকরযোনিই হউক, বা চণ্ডালযোনিই হউক, এই তিনটির যে কোন একটি কপূয়া (ধর্ম্মসংবন্ধবিবর্জ্জিত, নিন্দিত) যোনিতে নিজ কর্ম্মানুরূপ জন্মপরিগ্রহ করেন। যে সকল দ্বিজাতি রময়ণীয়চরণ বা পুণ্যকর্ম্মানুষ্ঠানতৎপর, যদি তাঁহারা নিজ নিজ ধর্ম্ম পালন

অসদ্ভাব হেতু অজ্ঞান ও তৎকার্য্যের নিবৃত্তিও হয় না। তাঁহার কর্ম্মত্যাগ হইলেও তজ্জনিত জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই। হে নারায়ণ! সেই শাস্ত্র-সম্মত মোক্ষসাধন-বিরহিত অথচ বিগর্হিত কর্ম্মত্যাগী ব্যক্তির মরণান্তে শুভাশুভ কি গতি হইবে, ইহাই আমার জিজ্ঞাস্য ॥ ৩৭ ॥

করতঃ ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা ধূমাদি গতি (মার্গ) দ্বারা ঘটী-যন্ত্রের ন্যায় (ঘড়ির কাঁটার মত) পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন। তাঁহারা যে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করেন, তাহা বর্ত্তমান সমালোচ্য ছান্দোগ্য উপনিষদ্ পঞ্চম প্রপাঠক দশম খণ্ড "আত্মৈতমেবাধ্বানং পুনরাবর্ত্তন্তে" এই পঞ্চম শ্রুতির মধ্যস্থিত "পুনঃ" শব্দদ্বারা সংসূচিত হইতেছে। এইরূপে বহু জন্মান্তে কোনরূপ অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যোদয়ে যদি তিনি বিদ্যা লাভ করেন, তাহা হইলে অর্চ্চিরাদি মার্গদ্বারা গমন করিতে পারেন; আর তাঁহাকে জনন-মরণ-তরঙ্গ-সংকুল সংসারসাগরে নিপতিত হইতে হয় না। যে সমস্ত কর্ম্মী ধূমমার্গ দ্বারা চন্দ্রমণ্ডলে গমন করেন এবং তথা হইতে পুনঃপুনঃ ভূতলে নিপতিত হন, তাঁহাদিগের সহিত অন্যান্য পাপাচার-তৎপর জীবের পার্থক্য এই যে, তাঁহারা পুনঃপুনঃ সংসরণক্লেশ অনুভব করেন না এবং অন্যে তাহা অনুভব করে। যেরূপ কোন উচ্চ বৃক্ষ হইতে নিপতিত ব্যক্তি পতনকালীন জ্ঞানলোপ নিবন্ধন তাৎকালিক দুঃখ অনুভব করিতে পারে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে ভূতলে নিপতিত কর্ম্মিগণও সেইরূপ কোন যাতনা অনুভব করেন না ॥৭॥ (ছান্দোগ্য—৫ম প্রপাঠক—১০ম খণ্ড) বৃহদারণ্যক উপনিষদেও বর্ণিত আছে যে, "তে য এবমেতদ্বিদুঃ যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমানপক্ষাদযান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য-মাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি, তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি; ন তেষাং পুনরাবৃত্তিঃ ॥১৫॥ অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকান্ জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদযান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি; মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি; তাংস্তত্র দেবা যথা সোমং রাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাংস্তত্র ভক্ষয়ন্তি; তেষাং যদা তৎপর্য্য-চৈত্যর্থে মমেবাকশ-মভিনিষ্পদ্যন্ত আকাশাদ্বায়ুং বায়োর্বৃষ্টিং বৃষ্টেঃ পৃথিবীং তে পৃথিবী, প্রাপ্যান্নং ভবন্তি, তে পুরুষাগ্নৌ হূয়ন্তে ততো যোষাগ্নৌ জায়ন্তে লোকান্ মত্যুত্থায়িনস্ত এবমেবানুপরি-বর্ত্তন্তেঽথ য এতৌ পন্থানৌ ন বিদুস্তে কীটাঃ পতঙ্গা যদিদং দন্দশূকম্ ॥১৬॥" [বৃহদারণ্যক—৮ম অধ্যায়—২য় ব্রাহ্মণ]।

উল্লিখিত শ্রুতি সমূহের অর্থ ছান্দোগ্য উপনিষদুক্ত শ্রুতির সহিত একরূপ; সুতরাং পুনরুক্তি ভয়ে স্বতন্ত্ররূপে বিবৃত হইল না। উক্ত শ্রুতিচয়ের অন্তে এবং ছান্দোগ্য, ৮ম প্রপাঠক দশম খণ্ড, ৮ম শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, যাহারা উক্ত দুইটি মার্গের বিষয় অবগত নহে (অর্থাৎ সেবা না করে) তাহারাই কীট-পতঙ্গাদিযোনি সম্প্রাপ্ত হয়। উল্লিখিত অর্চ্চিরাদিমার্গ পুরাণাদি শাস্ত্রে "ক্রমমুক্তি" বলিয়া পরিচিত। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধ দ্বিতীয়াধ্যায়াদি স্থলে এই ক্রমমুক্তির প্রসঙ্গ অবতারিত হইয়াছে। এই গীতাশাস্ত্রেও ৮ম অধ্যায়, ২৪ হইতে ২৭ শ্লোক পর্য্যন্ত অর্চ্চিরাদি মার্গের বিষয় বর্ণিত আছে।—

[শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী।]

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি॥ ৩৮॥

অন্বয়।—মহাবাহো (শ্রীকৃষ্ণ) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে) বিমূঢ়ঃ (বিক্ষিপ্তঃ) [সন্] অপ্রতিষ্ঠঃ (সাধনরূপাশ্রয়রহিতঃ) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গাদ্বিচলিতঃ) [সঃ ছিন্ন-অভ্রং-ইব (খণ্ডীকৃতমেঘতুল্যঃ) ন নশ্যতি কচ্চিৎ॥ ৩৮॥

প্রতিশব্দ।—ভগবন্ ব্রহ্মাপ্রাপ্তির পথে বিক্ষিপ্ত [হইয়া] নিরাশ্রয় কর্ম্ম-জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত [তিনি] খণ্ড-মেঘের-ন্যায় নষ্ট-হন না কি॥ ৩৮॥

ব্যাখ্যা।—হে কৃষ্ণ! যে ব্যক্তি উল্লিখিতরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়-ভ্রষ্ট হইয়া, অবলম্বনশূন্য এবং কর্ম্ম ও জ্ঞান সাধন বিরহিত হইয়া পড়েন, বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় তিনি কি বিনাশ-দশা প্রাপ্ত হন॥ ৩৮॥

শঙ্করাচার্য্য।—কচ্চিদিতি। কচ্চিৎ কিং নোভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ সন্ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি কিং বা ন নশ্যতি অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ো হে মহাবাহো! বিমূঢ়ঃ সন্ ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে॥ ৩৮॥

আনন্দগিরি।—প্রশ্নমেব বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। প্রশস্তপ্রশ্নার্থত্বং কচ্চিদিত্যস্যাঙ্গীকৃত্য ব্যাচষ্টে কিমিতি। উভয়বিভ্রষ্টত্বং স্পষ্টয়তি কর্ম্মেত্যাদিনা। বায়ুনা ছিন্নং বিশকলিতমভ্রং যথা নশ্যতি তদ্বদিত্যাহ ছিন্নেতি। নানাশঙ্কানিমিত্তমাহ নিরাশ্রয় ইতি। কর্ম্মমার্গরূপাবষ্টম্ভাভাবেঽপি জ্ঞানমার্গাবষ্টম্ভস্তস্য ভবিষ্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ বিমূঢ়ঃ সন্নিতি। ন হি কর্ম্মিণং প্রতীয়মাশঙ্কা যুক্তাভিলাষং ত্যক্ত্বেশ্বরে সমর্প্যার্ব্বাক্ কর্ম্মানুতিষ্ঠতো নিরুপচারেণ তদ্ভ্রংশবচনাসম্ভবাৎ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসিনস্তু বিহিতানাং ত্যাগাৎ জ্ঞানোপায়াচ্চ বিচ্যুতেরনর্থ-প্রাপ্তিশঙ্কা যুক্তেতি ভাবঃ॥ ৩৮॥

রামানুজ।—কচ্চিদিতি। উভয়বিভ্রষ্টো যং ছিন্নাভ্রমিব কচ্চিন্ন নশ্যতি যথা মেঘশকলঃ পূর্ব্বস্মান্মহতো মেঘাচ্ছিন্নঃ পরং মহান্তং মেঘমপ্রাপ্য বিনষ্টো ভবতি, তথৈব কচ্চিন্ন নশ্যতি। কথমুভয়বিভ্রষ্টতা অপ্রতিষ্ঠো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি যথাবস্থিতং স্বর্গাদিসাধনভূতং কর্ম্মফলাভিসন্ধিরহিতস্যাস্য পুরুষস্য ফলসাধনত্বেন প্রতিষ্ঠা ন ভবতি ইতি অপ্রতিষ্ঠঃ প্রক্রান্তে ব্রহ্মণঃ পথি বিমূঢ়স্তস্মাৎ পথঃ [সাধনাৎ প্রথমং] প্রচ্যুতঃ উভয়ভ্রষ্টতয়া কিময়ং নশ্যত্যেব উত ন নশ্যতি॥ ৩৮॥

হনুমান্।—কচ্চিদিতি। কশ্চিদুভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাদ্যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি, কিঞ্চ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ হে মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে॥ ৩৮॥

শ্রীধর।—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কর্ম্মণামীশ্বরেঽর্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ কর্ম্মফলং স্বর্গাদিকং ন প্রাপ্নোতি, যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি এবমুভয়স্মাদ্ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং ন নশ্যতি কিং বা নশ্যতীত্যর্থঃ। নাশে দৃষ্টান্তঃ যথা ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সম্মধ্যএব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৩৮॥

বলদেব।—প্রশ্নাশয়ং বিশদয়তি কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে। নিষ্কামতয়া কর্ম্মণোঽননুষ্ঠানান্ন স্বর্গাদিফলম্। যোগাসিদ্ধের্নাত্মাবলোকনঞ্চ তস্যাভূৎ। এবমুভয়স্মাদ্বিভ্রষ্টোঽপ্রতিষ্ঠো নিরালম্বঃ সন্ কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ ছিন্নাভ্রমিবেতি। অভ্রং মেঘো যথা পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিচ্ছিন্নং পরমভ্রঞ্চাপ্রাপ্তমন্তরালে বিলীয়তে, তদ্বদেবেতি নাশে দৃষ্টান্তঃ। কথমেবং শঙ্কা তত্রাহ ব্রহ্মণঃ পথি প্রাপ্ত্যুপায়ে যদসৌ বিমূঢ়ঃ॥ ৩৮॥

মধুসূদন।—এতদেব সংশয়বীজং বিবৃণোতি কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি সাভিলাষপ্রশ্নে, হে মহাবাহো! মহান্তঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সর্ব্বোপদ্রবনিবারণসমর্থাঃ পুরুষার্থচতুষ্টয়দানসমর্থা বা চত্বারো বাহবো যস্যেতি প্রশ্ননিমিত্তক্রোধাভাবস্তদুত্তরদানসহিষ্ণুত্বঞ্চ সূচিতম্। ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে জ্ঞানে বিমূঢ়ঃ বিক্ষিপ্তঃ অনুৎপন্নব্রহ্মাত্মৈক্যসাক্ষাৎকার ইতি যাবদপ্রতিষ্ঠঃ দেবযানপিতৃযানমার্গগমনহেতুভ্যামুপাসনাকর্ম্মভ্যাং প্রতিষ্ঠাভ্যাং সাধনাভ্যাং রহিতঃ সোপাসনানাং সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পরিত্যাগাৎ এতাদৃশ উভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাজ্ জ্ঞানমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব বায়ুনা ছিন্নং বিশকলিতং পূর্ব্বস্মান্মেঘাদ্ভ্রষ্টমুত্তরমেঘঞ্চাপ্রাপ্তমভ্রং যথা বৃষ্ট্যযোগ্যং সদন্তরালএব নশ্যতি। তথা যোগভ্রষ্টোঽপি পূর্ব্বস্মাৎ কর্ম্মমার্গাদ্বিচ্ছিন্ন উত্তরঞ্চ জ্ঞানমার্গমপ্রাপ্তোঽন্তরালএব নশ্যতি। কর্ম্মফলং জ্ঞানফলঞ্চ লব্ধুমযোগ্যো ন কিমিতি প্রশ্নার্থঃ। এতেন জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃতঃ। তস্মিন্ হি পক্ষে জ্ঞানফলাভাবেঽপি কর্ম্মফললাভসংভবেনোভয়বিভ্রষ্টত্বাসংভবাৎ, ন চ তস্য কর্ম্মসত্ত্বেঽপি ফলকামনাত্যাগাৎ তৎফলভ্রংশবচনমবকল্পত ইতি বাচ্যম্, নিষ্কামাণামপি কর্ম্মণাং ফলসদ্ভাবস্যাপস্তম্ববচনাদুদাহরণেন বহুশঃ প্রতিপাদিতত্বাৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিনং প্রত্যেবায়ং প্রশ্নঃ অনর্থপ্রাপ্তিশঙ্কায়াস্তত্রৈব সম্ভবাৎ॥ ৩৮॥

নীলকণ্ঠ।—কচ্চিদিতি। কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাৎ যোগমার্গাচ্চ বিভ্রষ্টঃ ছিন্নাভ্রমিব পূর্ব্বমপরং বা মেঘমপ্রাপ্য মধ্যে এব নশ্যতি তদ্বৎ, অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ, হে মহাবাহো! বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে॥ ৩৮॥

বিশ্বনাথ।—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নে, উভয়বিভ্রষ্টঃ কর্ম্মমার্গাচ্চ্যুতঃ যোগমার্গঞ্চ সম্যগপ্রাপ্ত ইত্যর্থঃ। ছিন্নাভ্রমিবেতি। যথা ছিন্নং অভ্রং মেঘঃ পূর্ব্বস্মাদভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরঞ্চাপ্রাপ্তং সৎ মধ্যে বিলীয়তে, তেনাস্য ইহ লোকে যোগমার্গেঽপ্রবেশাদ্বিষয়ভোগত্যাগেচ্ছা

সম্যগ্বৈরাগ্যাভাবাদ্বিষয়ভোগেচ্ছা চ ইতি কষ্টম্ পরলোকে চ স্বর্গসাধনস্ত কর্ম্মণোঽভাবাৎ মোক্ষসাধনস্ত যোগস্থাপ্যপরিপাকাৎ ন স্বর্গমোক্ষাবিত্যুভয়লোকে এবাস্ত বিনাশ ইতি-দ্যোতিতম্। অতো ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়োঽয়ং অপ্রতিষ্ঠঃ প্রতিষ্ঠামাস্পদমপ্রাপ্তঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি ন নশ্যতি বেতি ত্বং পৃচ্ছ্যসে ॥ ৩৮ ॥

তাৎপর্য্য।—অর্জ্জুন এস্থলে শ্রীকৃষ্ণকে স্বকীয় সংশয়ের গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত করাইতেছেন। নারায়ণ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ "মহাবাহো" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অধুনা অর্জ্জুনও তাঁহাকে "মহাবাহো" শব্দে সম্বোধন করিলেন। যিনি ভক্তগণের সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব নিবারণে সক্ষম, যিনি সাধককে পুরুষার্থ চতুষ্টয় প্রদানে সমর্থ, সেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিপ্রদ ভগবান্ বল-বিক্রম-সম্পন্নগণের অগ্রগণ্য সন্দেহ নাই। অথবা যিনি শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-বিশোভিত ভুজ-চতুষ্টয় সমন্বিত তিনিই মহাবাহু। যে ব্যক্তি জ্ঞানের অপূর্ণতা হেতু ব্রহ্মাত্মৈক্য সাক্ষাৎকার লাভে অধিকারী হন নাই; যিনি উপাসনা সহকৃত সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ হেতু দেবযানমার্গে গমনোপযোগী উপাসনায় এবং পিতৃযানমার্গে গমনোপযোগী কর্ম্মসাধনে বিরত হইয়াছেন, সুতরাং কর্ম্মমার্গ ও জ্ঞানমার্গ উভয়পথ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছেন, তাহার গতি কি হইবে? প্রভঞ্জন-প্রভাবে নভোমণ্ডলস্থ জলধরপটল হইতে ক্ষুদ্র মেঘখণ্ড বিচ্ছিন্ন ও বিচ্যুত হইয়া নিরাশ্রয় ও নিরবলম্বভাবে অনন্ত আকাশে ভাসিতে ভাসিতে ঘুরিয়া বেড়ায়। যে বৃহৎ বারিদ হইতে তাহা বিচ্যুত হইয়াছে, তাহার সহিত পুনরায় তাহা সংযুক্ত হইতে না পাইয়া এবং তত্রত্য মেঘান্তরের সহিত সম্মিলিত না হইয়া, সেই সামান্য মেঘখণ্ড ক্রমশঃ শূন্যে বিলীন হইয়া যায়। কর্ম্মফল ও জ্ঞানফল লাভের অযোগ্য যোগভ্রষ্ট পুরুষও কি উল্লিখিত বিচ্ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় উভয় পথ পরিভ্রষ্ট হইয়া অবশেষে বিনাশ দশা প্রাপ্ত হন? শ্রীমন্মধুসূদনের মতে জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয়বাদিগণের অভিপ্রায় এতদ্দ্বারা খণ্ডিত হইল। উভয়বিভ্রষ্ট এই পদদ্বারা উভয়েরই ফল-স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শিত হইল; সুতরাং তাহাদের সমুচ্চয় অসম্ভব।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথ বলেন। সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির দুই দিকই নষ্ট হয়। যোগমার্গে-সংপ্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয়ভোগে বিরতি জন্মিয়াছে, অথচ বৈরাগ্যের পূর্ণতা না ঘটায় ভোগেচ্ছা সম্যক্‌রূপে অপগত হয় নাই; সুতরাং ইহলোকে তাঁহার সকল সুখই নষ্ট হইয়াছে। স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না

করায় এবং মোক্ষসাধন যোগ্যতার অপরিপাক হেতু স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়েই তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এইরূপে ইহলোক ও পরলোক উভয় দিক্ হইতেই তিনি বিভ্রষ্ট হইয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—কৃষ্ণ মে (মম) এতৎ পূর্ব্বোক্তরূপং) সংশয়ং (সন্দেহং) অশেষতঃ (নিঃশেষাৎ) ছেত্তুং (অপনেতুম্) [ত্বম্] অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) তৎ-অন্যঃ (তত্ত্ব অপরঃ) অস্য সংশয়স্য ছেত্তা (নিবর্ত্তকঃ) ন হি উপপদ্যতে (সম্ভবতি) ॥ ৩৯ ॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীকৃষ্ণ আমার এই সন্দেহ নিঃশেষে অপনোদন-করিতে [তুমি] যোগ্য হও তোমা-ছাড়া-অপর এই সন্দেহের নিবর্ত্তক নিশ্চয়ই থাকিতে পারে না ॥ ৩৯ ॥

ব্যাখ্যা।—হে ভগবন্! তুমি নিঃশেষরূপে আমার এই সন্দেহ নিরাকরণ কর। তুমি ব্যতীত আর কেহই এইরূপ সন্দেহ নিরাকরণে সক্ষম নহেন ॥ ৩৯ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—এতদিতি। এতন্মে মম সংশয়ং কৃষ্ণ! ছেত্তুমপনেতুমর্হসি অশেষতঃ ত্বদন্যঃ ত্বত্তোঽন্যঃ ঋষির্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ন হি যস্মাদুপপদ্যতে ন সম্ভবতি অতস্ত্বমেব ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

আনন্দগিরি।—যথোপদর্শিতসংশয়াপাকরণার্থমর্জ্জুনো ভগবন্তং প্রেরয়ন্নাহ এতদিতি। মত্তোঽন্যঃ কশ্চিদৃষির্বা দেবো বা মদীয়ং সংশয় ছেৎস্যতীত্যাশঙ্ক্যাহ ত্বদন্য ইতি। অন্যস; সংশয়চ্ছেত্তুরভাবে ফলিতমাহ অত ইতি ॥ ৩৯ ॥

রামানুজ।—এতদিতি। তমেনং সংশয়মশেষস্যাস্য ছেত্তুমর্হসি স্বতঃ প্রত্যক্ষেণ যুগপৎ সর্ব্বং সর্ব্বদা স্বতএব পশ্যতস্ত্বত্তোঽন্যঃ ঋষির্দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯ ॥

হনূমান্।—এতদিতি। এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হতি। অশেষতস্ত্বদন্যস্ত্বত্তোঽন্যঃ ঋষির্ব্বা দেবো বা ছেত্তা নাশয়িতা সংশয়স্যাস্য, ন হি যস্মাদুপপদ্যতে নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৩৯ ॥

শ্রীধর।—ত্বয়ৈব সর্ব্বজ্ঞেনায়ং মম সন্দেহো নিরসনীয়ঃ ত্বত্তোঽন্যস্তু এতৎসন্দেহ নিবর্ত্তকো নাস্তীত্যাহ এতদিতি। এতৎ এনং ছেত্তা বিবর্ত্তকঃ স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩৯॥

বলদেব।—এতদিতি। (ক্লীবত্বমার্ষম্)। ত্বদিতি। সর্ব্বেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ ত্বত্তো ঽন্যোঽনীশ্বরোঽল্পজ্ঞঃ কশ্চিদৃষিঃ॥ ৩৯॥

মধুসূদন।—যথোপদর্শিতসংশয়াপাকরণায় ভগবন্তমন্তর্য্যামিণমর্থয়তে পার্থ এতদিতি। এতদেতং পূর্ব্বোপদর্শিতং মে মম সংশয়ং হে কৃষ্ণ! ছেত্তুমপনেতুমর্হস্যশেষতঃ সংশয়মূলাধর্ম্মাদ্যুচ্ছেদেন। মদন্যঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা দেবো বা ত্বদীয়মিমং সংশয়মুচ্ছেৎস্যতী-ত্যাশঙ্কাহ। তদন্যঃ ত্বৎ পরমেশ্বরাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ শাস্ত্রকৃতঃ পরমগুরোঃ কারুণিকাদন্যঃ অনীশ্বরত্বেনাসর্ব্বজ্ঞঃ কশ্চিদৃষির্ব্বা দেবো বাস্য যোগভ্রষ্টপরলোকগতিবিষয়স্য সংশয়স্য ছেত্তা সম্যগুত্তরদানেন নাশয়িতা হি যস্মান্নোপপদ্যতে ন সম্ভবতি তস্মাৎ ত্বমেব প্রত্যক্ষদর্শী সর্ব্বস্য পরমগুরুঃ সংশয়মেতং মম ছেত্তুমর্হসীত্যর্থঃ॥ ৩৯॥

নীলকণ্ঠ।—এতদিতি। এতৎ এতং স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩৯॥

বিশ্বনাথ—এতদিতি। এতৎ এতম্॥ ৩৯॥

তাৎপর্য্য।—হে ভগবন্! আমি যে সংশয়ের বিষয় পূর্ব্বে নিবেদন করিলাম, তাহা নিঃশেষ রূপে নিবারণ করিয়া দেও; যেন তাহার মূলমাত্রও আমার হৃদয়ে আর না থাকে। যদি ভগবান্ বলেন, আমি তোমার সংশয়ের উচ্ছেদ না করিয়া দিলেও, হয়ত কোন ঋষি বা দেবতার নিকট তোমার সন্দেহ নিরাকৃত হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে অর্জ্জুন বলিতেছেন, "হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি পরমেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রের প্রণেতা, সকল গুরুর শ্রেষ্ঠ, এবং দয়াবানের চূড়ামণি। সংসারের কোন ঋষি বা কোন দেবতাই তোমার ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নহেন। অতএব আমার এই বিষম সন্দেহ নিবারণ-বিষয়ে তোমার অপেক্ষা যোগ্যতর পাত্র আর কেহই থাকিতে পারেন না। আমার জ্ঞান ও বুদ্ধি অসম্পূর্ণ; হৃদয়ের আশঙ্কা পরিব্যক্ত করিতে যেরূপ ক্ষমতার আবশ্যক, তাহাও আমার নাই। হৃদয়-ভাব সম্যক্‌রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া আমার সংশয় নিরাস করা তোমার ন্যায় অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষোত্তম ভিন্ন আর কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। অতএব হে সর্ব্বদর্শিন্ জগদ্গুরো! কৃপাসহকারে আমার এই সন্দেহ নিরাকরণ করিতে প্রবৃত্ত হও॥ ৩৯॥

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্দুর্গতিং তাত গচ্ছতি॥ ৪০॥

অন্বয়।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থ ন এব ইহ (লোকে) ন অমুত্র (পরলোকে) তস্য (যোগভ্রষ্টস্য) বিনাশঃ (পাতিত্যং হীনজন্মপ্রাপ্তিশ্চ) বিদ্যতে তাত (হে স্নেহভাজন-শিষ্য) হি (যস্মাৎ) কল্যাণকৃৎ (শুভ-কারী) কশ্চিৎ দুর্গতিং (মন্দপরিণামম্) ন গচ্ছতি (প্রাপ্নোতি)॥৪০॥

প্রতিশব্দ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন। কৌন্তেয় এই লোকে না পরলোকে না তাহার বিনাশ আছে বৎস যেহেতু শুভানুষ্ঠাতা কোনই অধোগতি পান না॥ ৪০॥

ব্যাখ্যা।—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, হে পার্থ! তাদৃশ যোগভ্রষ্ট পুরুষের ইহকাল বা পরকালে কখন বিনাশ নাই। হে তাত! যিনি শুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে কোনই অধোগতি ভোগ করিতে হয় না॥ ৪০॥

শঙ্করাচার্য্য।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থেতি। হে পার্থ নৈব ইহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ বা লোকে বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি, নাশো নাম পূর্ব্বস্মাদ্ধীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স তস্য যোগভ্রষ্টস্য নাস্তি, ন হি যস্মাৎ কারণাৎ কল্যাণকৃৎ শুভকৃৎকশ্চিদ্দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত! তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তাত উচ্যতে পিতৈব পুত্র ইতি পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে, শিষ্যোঽপি পুত্রতুল্য উচ্যতে, যতো ন গচ্ছতি॥ ৪০॥

আনন্দগিরি।—যোগিনো নাশাশঙ্কাং পরিহরন্নুত্তরমাহ শ্রীভগবানিতি। যদুক্ত-মুভয়ভ্রষ্টো যোগী নশ্যতীতি তত্রাহ পার্থেতি। তত্র হেতুমাহ ন হীতি। যোগিনো মার্গদ্বয়াদ্বিভ্রষ্টস্যৈহিকো নাশঃ শিষ্টগর্হালক্ষণো ন ভবতীতি শ্রদ্ধাদেঃ সম্ভাবাৎ, তথাপি কথমামুষ্মিকনাশশূন্যত্বমিত্যাশঙ্ক্য তদ্রূপনিরূপণপূর্ব্বকং তদভাবং প্রতিজানীতে নাশো নামেতি। তত্র হেতুভাগং বিভজতে ন হীত্যাদিনা। উভয়ভ্রষ্টস্যাপি শ্রদ্ধেন্দ্রিয়সংযমাদেঃ স্বামিকৃতশ্রবণাদেশ্চ ভাবাদুপপন্নং শুভকৃত্ত্বম্। তাতেতি কথং পুত্রস্থানীয়ঃ শিষ্যঃ সম্বোধ্যতে পিতুরেব তাতশব্দত্বাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তনোতীতি। তেনপুত্রস্থানীয়স্য শিষ্যস্য তাতেতি সম্বোধনমবিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। ন গচ্ছতি কুৎসিতাং গতিং কল্যাণকরত্বাদিতি নাশাভাবঃ॥ ৪০॥

রামানুজ।—শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থেতি। শ্রদ্ধয়া যোগে প্রক্রান্তস্য তস্মাৎ প্রচ্যুতস্যেহ চামুত্র চ বিনাশো ন বিদ্যতে। প্রাকৃতস্বর্গাদিভোগানুভবে ব্রহ্মানুভবে চাভিলষিতানবাপ্তিরূপঃ প্রত্যবায়াখ্যো নিষ্ঠাবাপ্তিরূপশ্চ বিনাশো ন বিদ্যত ইত্যর্থঃ। নহি নিরতিশয়কল্যাণরূপযোগকৃৎ কশ্চিৎ কালত্রয়েঽপি দুর্গতিং গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

হনূমান্।—শ্রীভগবানুবাচ। পার্থ ইতি। পার্থ নৈবেহ লোকে নামুত্র পরস্মিন্ লোকে বা বিনাশস্তস্য বিদ্যতে নাস্তি, নাশো নাম পূর্ব্বস্মাৎ হীনজন্মপ্রাপ্তিঃ স যোগভ্রষ্টে নাস্তীতি, হি যস্মাৎ কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং কুৎসিতাং গতিং হে তাত! তনোতি আত্মানং পুত্ররূপেণ ইতি তাত উচ্যতে, পিতা এব পুত্র উচ্যতে ইতি। পুত্রোঽপি তাত উচ্যতে, যতো ন গচ্ছতি ॥ ৪০ ॥

শ্রীধর।—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। ইহ লোকে নাশ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম, অমুত্র পরলোকে নাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব, যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি, অয়ঞ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

বলদেব।—এবং পৃষ্টো শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। তস্যোক্তলক্ষণস্য যোগিন ইহ প্রাকৃতিকে লোকেঽমুত্রা প্রাকৃতিকে চ লোকে বিনাশঃ স্বর্গাদিসুখবিভ্রংশলক্ষণঃ পরমাত্মাবলোকনবিভ্রংশলক্ষণশ্চ ন বিদ্যতে ন ভবতি, কিন্তোত্তরত্র তৎপ্রাপ্তির্ভবেদেব। হি যতঃ কল্যাণকৃৎ নিশ্রেয়সোপায়ভূতসদ্ধর্ম্মযোগারম্ভী দুর্গতিং তদুভয়াভাবরূপাং দরিদ্রতাং ন গচ্ছতি। (হে তাতেত্যতিবাৎসল্যাৎ সম্বোধনম্। তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি ব্যুৎপত্তেস্ততঃ পিতা স্বার্থিকেঽণি তত এব তাতঃ)। পুত্রং শিষ্যঞ্চাতিকৃপয়া জ্যেষ্ঠস্তথা সম্বোধয়তি ॥ ৪০ ॥

মধুসূদন।—এবমর্জ্জুনস্য যোগিনং প্রতিনাশশঙ্কাং পরিহরন্নুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। উভয়বিভ্রষ্টো যোগী নশ্যতীতি কোঽর্থঃ কিমিহ লোকে শিষ্টগর্হণীয়ো ভবতি বেদবিহিতকর্ম্মত্যাগাৎ যথা কশ্চিদুচ্ছৃঙ্খলঃ কিং বা পরত্র নিকৃষ্টাং গতিং প্রাপ্নোতি যথোক্তং শ্রুত্যা "অথৈতয়োঃ পথোর্ন কতরেণ চ ন তে কীটাঃ পতঙ্গা যদি দন্দশূকম্" ইতি। তথা-চোক্তং মনুনা। "বান্তাশ্যুল্কামুখঃ প্রেতো বিপ্রো ধর্ম্মাৎ স্বকাচ্চ্যুতঃ" ইত্যাদি। তদুভয়মপি নেত্যাহ হে পার্থ! নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য যথাশাস্ত্রং কৃতসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য সর্ব্বতো বিরক্তস্য গুরুমুপসৃত্য বেদান্তশ্রবণাদি কুর্ব্বতোঽন্তরালে মৃতস্য যোগভ্রষ্টস্য বিদ্যতে, উভয়ত্রাপি তস্য বিনাশো নাস্তীত্যত্র হেতুমাহ হি যস্মাৎ কল্যাণকৃৎ শাস্ত্রবিহিতকারী কশ্চিদপি দুর্গতিমিহাকীর্ত্তিং পরত্র চ কীটাদিরূপতাং ন গচ্ছতি, অয়ন্তু সর্ব্বোৎকৃষ্ট এব সন্ দুর্গতিং ন গচ্ছতীতি কিমু বক্তব্যমিত্যর্থঃ। (তনোত্যাত্মানং পুত্ররূপেণেতি পিতা তত উচ্যতে স্বার্থিকেঽণি তত এব তাতঃ রাক্ষসবায়সাদিবৎ)। পিতৈব চ পুত্ররূপেণ ভবতীতি পুত্রস্থানীয়স্য শিষ্যস্য তাতেতি সম্বোধনং কৃপাতিশয়সূচনার্থম্। যদুক্তম্, "যোগভ্রষ্টঃ

কষ্টাং গতিং গচ্ছতি অক্রমে সতি দেবযানপিতৃযানমার্গান্তরাসম্বন্ধিত্বাৎ স্বধর্ম্মভ্রষ্টবৎ" ইতি তদযুক্তং এতস্য দেবযানমার্গাসম্বন্ধিত্বেন হেতোরসিদ্ধাৎ পঞ্চাগ্নিবিদ্যায়ং য ইত্থং বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসম্ভবতীত্যবিশেষেণ পঞ্চাগ্নিবিদামিবাতৎক্রতূনাং শ্রদ্ধাসত্যবতাং মুমুক্ষূণামপি দেবযানমার্গেণ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিকথনাৎ শ্রবণাদিপরায়ণস্য চ যোগভ্রষ্টস্য শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বেত্যনেন শ্রদ্ধায়াঃ প্রাপ্তত্বাৎ শান্তো দান্ত ইত্যনেন চানৃতভাষণরূপবাগ্ব্যাপারনিরোধরূপস্য চ সত্যস্য লব্ধত্বাৎ বহিরিন্দ্রিয়াণামুচ্ছৃঙ্খলব্যাপারনিরোধো হি দমঃ। যোগশাস্ত্রে চ, "অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ" ইতি যোগাঙ্গত্বেনোক্তত্বাৎ। যদি তু সত্যশব্দেন ব্রহ্মৈবোচ্যতে তদাপি ন ক্ষতিঃ বেদান্তশ্রবণাদেরপি সত্যব্রহ্মচিন্তনরূপত্বাদতৎক্রতুত্বেঽপি চ পঞ্চাগ্নিবিদামিব ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসম্ভবাৎ। তথাচ স্মৃতিঃ। "সন্ন্যাসাদ্ব্রহ্মণঃ স্থানম্" ইতি। তথা প্রাপ্তৈহিকদেবান্তবাক্যবিচারস্যাপি কৃচ্ছ্রাশীতিতুল্যফলত্বং স্মর্য্যতে। এবঞ্চ সন্ন্যাসশ্রদ্ধাসত্যব্রহ্মবিচারাণামন্যতমস্যাপি ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিসাধনত্বাৎ সমুদিতানাং তেষাং তৎসাধনত্বং কিং চিত্রম্। অতএব সর্ব্বসুকৃতরূপত্বং যোগচরিতস্য তৈত্তিরীয়া আমনন্তি। "তস্য বাহবা এবং বিদুষো যজ্ঞস্য" ইত্যাদিনা। স্মর্য্যতে চ, "স্নাতং তেন সমস্ততীর্থসলিলে সর্ব্বাপি দত্তাবনির্যজ্ঞানাঞ্চ কৃতং সহস্রমখিলাঃ দেবাশ্চ সম্পূজিতাঃ। সংসারাচ্চ সমুদ্ধৃতাঃ স্বপিতরস্ত্রৈলোক্যপূজ্যোঽপ্যসৌ যস্য ব্রহ্মবিচারণে ক্ষণমপি স্থৈর্য্যং মনঃ প্রাপ্নুয়াৎ॥" ইতি॥৪০॥

নীলকণ্ঠ ---অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ পার্থেতি। হে তাতেতি! বাৎসল্যাৎ সম্বোধয়তি। তস্য ইহ বিনাশো নীচযোনিপ্রাপ্তিঃ অমুত্র বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়মপি ন জায়তে, হি যতঃ কল্যাণকৃৎ দুর্গতিং নৈব প্রাপ্নোতি॥ ৪০॥

বিশ্বনাথ ;---শ্রীভগবান্ উবাচ। পার্থেতি। ইহ লোকে অমুত্র পরলোকেঽপি কল্যাণপ্রাপকং যোগং করোতীতি সঃ॥ ৪০॥

তাৎপর্য্য।—ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বকীয় শিষ্য ও সখার জ্ঞান সম্বন্ধে আগ্রহ ও তদ্বিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জনার্থ অনুরাগ দেখিয়া স্নেহে বিগলিত-হৃদয় হইয়া উঠিলেন। এইজন্য তিনি তাঁহাকে এই শ্লোকে "পার্থ" ও "তাত" এই দুই বাক্যে সম্বোধন করিলেন। অর্জ্জুন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ-বদ্ধ, তাঁহার পরমাত্মীয় এবং একান্ত-হৃদয় বান্ধব ইহাই "পার্থ" সম্বোধনের গূঢ় তাৎপর্য্য। শিষ্য চিরদিনই পুত্রস্থানীয় এবং স্নেহাস্পদ। শিষ্যের অনুরাগ, আগ্রহ ও জ্ঞানোন্নতির পরিচয় পাইলে গুরু স্বতঃই আনন্দে অভিভূত হইয়া থাকেন। লোকে যেমন তাদৃশ স্নেহভাজন শিষ্যকে সাদরে "বাবা" বলিয়া সম্বোধন করে, সেইরূপ অধুনা জগদ্গুরু শ্রীনিবাস স্বকীয়

শিষ্যস্থানীয় সখাকে স্নেহাকুলিত হৃদয়ে "তাত" বাক্যে সম্বোধন করিলেন। বসুন্ধরায় এই গুরুশিষ্য উভয়েই অদ্ভুতকর্ম্মা। ধন্য সেই মানব যে তাঁহাদের এই লীলারহস্য আলোচনায় জীবন অতিবাহিত করে। শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে পার্থ! যে ব্যক্তি সর্ব্বকর্ম্ম-পরিত্যাগ পূর্ব্বক যথাশাস্ত্র গুরুসমীপে বেদান্ত-বাক্য-পরিজ্ঞান-জনিত সন্ন্যাস অবলম্বন করিয়াও মরণ হেতু যোগের সম্পূর্ণতা সংসাধিত করিতে পারেন না, তিনি কখনই, ছিন্ন মেঘখণ্ডের ন্যায় বিনষ্ট হইবেন না। যিনি শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাকে কখনই ইহলোকে অকীর্ত্তি বা পরলোকে কীটাদিরূপ কোন প্রকার দুর্গতি ভোগ করিতে হয় না। যিনি শ্রেষ্ঠ পদবীতে পদার্পণ করিয়াছেন, তাঁহার আর অধোগতি প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ক্ষণকাল মাত্রও যাঁহার ব্রহ্মবিচারণে মনের স্থিরতা জন্মিয়াছে, তিনি সর্ব্বতীর্থ-সলিলে স্নান, সর্ব্বপ্রকার দান, যাবতীয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান জনিত ফলভাগী হইয়া দেবগণের পূজিত, সংসার হইতে সমুদ্ধৃত এবং ত্রৈলোক্যের পূজ্য হইয়া থাকেন। অতএব যিনি ব্রহ্মচিন্তন ও ব্রহ্মনিরূপণ কার্য্যে একবারও মনঃ সন্নিবেশ করিয়াছেন, তিনি যোগভ্রষ্ট হইলেও, উত্তরোত্তর সদ্গতি ভিন্ন কখনই অসদ্গতি প্রাপ্ত হইবেন না॥ ৪০॥

—:—

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥ ৪১॥

অন্বয়।—যোগভ্রষ্টঃ পুণ্যকৃতাং (অশ্বমেধাদিযাজিনাম্) লোকান্ (ব্রহ্মলোকাদিস্থানসমূহান্ প্রাপ্য [তত্র] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহূন্ সম্বৎসরান্) উষিত্বা (বাসসুখমনুভূয়) শুচীনাং (যথোক্তকারিণাং শুদ্ধাচারসম্পন্নানাম্) শ্রীমতাং (বিভূতিমতাং ধনিনাং) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্ম প্রাপ্নোতি)॥ ৪১॥

প্রতিশব্দ।—যোগভ্রষ্ট পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের লোকসমূহ পাইয়া [তথায়] বহু সংবৎসর বাস সুখ-অনুভব-করিয়া শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনবানের গৃহে জন্ম লাভ-করেন॥ ৪১॥

ব্যাখ্যা। —উল্লিখিতরূপ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি অশ্বমেধাদি পুণ্যকর্ম্ম-পরায়ণগণের ন্যায় ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হন। অনন্তর বহু সংবৎসরকাল সেই সকল লোকে বাসজনিত সুখ সম্ভোগ করিয়া, সদাচারবান্ মহারাজ চক্রবর্ত্তীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন ॥ ৪১ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কিন্তস্য ভবতি প্রাপ্যেতি। যোগমার্গেষু প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকাংস্তত্র চ উষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরান্ তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং গেহে গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

আনন্দগিরি।—যোগভ্রষ্টস্য লোকদ্বয়েপি নাশাভাবে কিং ভবতীতি পৃচ্ছতি কিন্ত্বিতি। তত্র শ্লোকেনোত্তরমাহ প্রাপ্যেতি। কথং সন্ন্যাসীতি বিশেষ্যতে তত্রাহ সামর্থ্যাদিতি। কর্ম্মণি ব্যাপৃতস্য কর্ম্মিণো যোগমার্গপ্রবৃত্ত্যনুপপত্তিস্তৎপ্রবৃত্তাবপি ফলাভিলাষবিকলস্যেশ্বরে সমর্পিতসর্ব্বকর্ম্মণস্তদ্ভ্রংশাশঙ্কানবকাশাদিত্যর্থঃ। সমানাং নিত্যত্বং মানুষসমাবিলক্ষণত্বং বৈরাগ্যাভাববিবক্ষয়া বিভূতিমতাং গৃহে জন্মেতি বিশিষ্যতে ॥ ৪১ ॥

রামানুজ।—কথময়ং ভবিষ্যতীত্যত্রাহ প্রাপ্যেতি। যজ্জাতীয়ভোগাভিকাঙ্ক্ষয়া যোগাৎ প্রচ্যুতোঽয়মতিপুণ্যবতাং প্রাপ্যান্ লোকান্ প্রাপ্য তজ্জাতীয়নতিকল্যাণভোগান্ জ্ঞানোপায়যোগমাহাত্ম্যাদেব ভুঞ্জানো যাবত্তদ্ভোগতৃষ্ণাবসানং শাশ্বতীঃ সমাস্তত্রোষিত্বা তস্মিন্ ভোগবিতৃষ্ণঃ শুচীনাং শ্রীমতাং যোগোপক্রমযোগ্যানাং কুলে যোগোপক্রমে ভ্রষ্টো যোগমাহাত্ম্যাৎ জায়তে ॥ ৪১ ॥

হনুমান্।—কিন্তস্য ভবতি প্রাপ্যেতি। যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ প্রাপ্য গত্বা পুণ্যকৃতামগ্নিষ্টোমাদিযাজিনাং লোকাস্তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীর্নিত্যাঃ সমাঃ সংবৎসরাংস্তদ্ভোগক্ষয়ে শুচীনাং যথোক্তকারিণাং শ্রীমতাং গেহে বিভূতিমতাং গৃহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১ ॥

শ্রীধর।—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোতীত্যপেক্ষায়ামাহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকারিণামশ্ব-মেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমা বহূন্ সংবৎসরানুষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৫১ ॥

বলদেব।—ঐহিকিং সুখসম্পত্তিং তাবদাহ প্রাপ্যেতি। যাদৃশবিষয়স্পৃহয়া স্বধর্ম্মে শিথিলো যোগাচ্চ বিচ্যুতোঽয়ং তাদৃশান্ বিষয়ানাত্মোদ্দেশকনিষ্কামস্বধর্ম্মযোগারম্ভমাহাত্ম্যেন পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য ভুঙ্‌ক্তে তান্ ভুঞ্জানো যাবতীভিস্তদ্ভোগ-তৃষ্ণাবিনিবৃত্তিস্তাবতীঃ শাশ্বতীঃ বহ্বীঃ সমাঃ সংবৎসরাংস্তেষু লোকেষূষিত্বা স্থিত্বা তদ্ভোগ-বিতৃষ্ণস্তেভ্যো লোকেভ্যঃ শুচীনাং সদ্ধর্ম্মনিরতানাং যোগার্হাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং

গেহে পূর্ব্বারব্ধযোগমাহাত্ম্যাৎ স যোগভ্রষ্টোঽভিজায়ত ইত্যল্পকালারব্ধযোগাদ্‌ভ্রষ্টস্য গতিরিয়ং দর্শিতা ॥ ৪১ ॥

মধুসূদন।—তদেবং যোগভ্রষ্টস্য শুভকৃত্ত্বেন লোকদ্বয়েঽপি নাশাভাবে কিং ভবতীত্যুচ্যতে, প্রাপ্যেতি। যোগমার্গপ্রবৃত্তঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী বেদান্তশ্রবণাদি কুর্ব্বন্নন্তরালে ম্রিয়মাণঃ কশ্চিৎ পূর্ব্বোপচিতভোগবাসনাপ্রাদুর্ভাবাৎ বিষয়েভ্যঃ স্পৃহয়তি। কশ্চিত্তু বৈরাগ্যভাবনাদার্ঢ্যান্ন স্পৃহয়তি, তয়োঃ প্রথমঃ প্রাপ্য পুণ্যকৃতামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানর্চ্চিরাদিমার্গেণ ব্রহ্মলোকান্। (একস্মিন্নপি যোগভূমিভেদাপেক্ষয়া বহুবচনম্)। তত্র চোষিত্বা বাসমনুভূয় শাশ্বতীঃ ব্রহ্মপরিমাণেনাক্ষয়াঃ সমাঃ সংবৎসরান্ তদন্তে শুচীনাং শুদ্ধানাং শ্রীমতাং বিভূতিমতাং মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং গেহে কুলে ভোগবাসনাশেষসদ্ভাবাদজাতশত্রুজনকাদিবদ্‌যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ভোগবাসনাপ্রাবল্যাদ্‌ব্রহ্মলোকান্তে সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাযোগ্যো মহারাজো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

নীলকণ্ঠ।—ইহামুত্র চ তস্য মহত্ত্বমেবাস্তীত্যাহ প্রাপ্যেতি। উষিত্বা বাসং কৃত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ নিত্যান্ বৎসরান্ যোগভ্রষ্টো রাগী চেদল্পকালাভ্যস্তযোগশ্চেৎ শ্রীমতাং গেহে জায়তে। তত্রাপি শ্রীমানধো গচ্ছতীত্যাশঙ্কা শুচীনামিত্যুক্তম্। শুচয়ো হি সৎকার্য্যেষেব শ্রিয়মুপযুঞ্জানাঃ পূর্ব্বাপেক্ষয়া মহত্তরং স্থানমাসাদয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪১ ॥

বিশ্বনাথ।—তর্হি কাং গতিমসৌ প্রপ্নোতীত্যত আহ প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং অশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকানিতি যোগস্য ফলং মোক্ষো ভোগশ্চ ভবতি। তত্র পক্কযোগিনো ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং যোগভ্রংশে সতি ভোগ এব। পরিপকযোগিনস্তু ভোগেচ্ছায়া অসম্ভবান্মোক্ষ এব। কেচিত্তু পরিপকযোগিনোঽপি দৈবাদ্ভোগেচ্ছায়াং সত্যাং কর্দ্দম-সৌভর্য্যাদিদৃষ্ট্যা ভোগমপ্যাহুরিতি। শুচিনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিকবণিগাদিনাং রাজ্ঞাং বা ॥ ৪১ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে বলিয়াছেন যে, উল্লিখিতরূপ যোগভ্রষ্ট পুরুষের কখনই দুর্গতিভোগ করিতে হয় না এবং উভয় লোকেই তাঁহার বিনাশ নাই। তাঁহার কি হয়, তাহাই এক্ষণে পরিব্যক্ত করিতেছেন। যোগ-সংসিদ্ধি লাভের পূর্ব্বেই যাঁহারা আয়ুঃ-শেষ হওয়ায় বা শিথিলাভ্যাস হেতু যোগভ্রষ্ট হন, তাঁহাদের কোন কোন ব্যক্তি পূর্ব্বসঞ্চিত ভোগবাসনার প্রাবল্য হেতু, বিষয়-স্পৃহা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিতে পারেন না; আবার কোন কোন ব্যক্তি বৈরাগ্যভাবনার দৃঢ়তা হেতু সম্পূর্ণরূপে বিষয়-বিমুখ হইয়া থাকেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের হৃদয় হইতে বাসনা নির্ম্মূলিত হয় নাই, তাঁহারা দেহাবসানে অশ্বমেধাদি * যজ্ঞপরায়ণ

* অশ্বমেধ।—সুলক্ষণাক্রান্ত জয়পত্রযুক্ত অশ্ব সংবৎসরকাল নানা দিগ্দেশ-মধ্যে পরিচালিত করিয়া পুনরায় ভবনে আনয়ন পূর্ব্বক, তাহাকে হনন করতঃ, তদীয় মাংস সহকারে সম্পাদনীয়

পুণ্যানুষ্ঠাতৃগণের প্রাপ্য অর্চ্চিরাদিমার্গ-ক্রমে ব্রহ্মলোকাদি প্রাপ্ত হন। তথায় বহু সংবৎসর বাস-সুখ সম্ভোগ করিয়া পরিণামে অজাতশত্রু ও জনকাদির ন্যায় যথোক্তাচারপরায়ণ, শুদ্ধাচারসম্পন্ন, বিভূতি সমন্বিত মহারাজ চক্রবর্ত্তীর কুলে জন্ম পরিগ্রহ করেন। সাধারণ ধনীদিগের গৃহে জন্মলাভ গীতাশাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে নিতান্ত অসৌভাগ্য প্রতিপাদক। কারণ বাসনাক্ষয়, বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞানার্জ্জন যে শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তাহাতে ধনসংস্পর্শ নিরতিশয় প্রতিকূল ব্যাপার সন্দেহ নাই। যে পরম কারুণিক জ্ঞানোদধি শ্রীভগবান্ মুমুক্ষুজীবের হিতার্থ গীতাশাস্ত্র প্রতিপাদন করিয়াছেন, মানবের অধোগতির ব্যবস্থা করা কদাচ তাঁহার অনুমোদিত হইতে পারে না। এই জন্যই তিনি এস্থলে 'শ্রীমতাং' অর্থাৎ ধনবান্ শব্দের পূর্ব্বে "শুচীনাং" অর্থাৎ শুদ্ধাচারসম্পন্নের, এই বিশেষণ পদ প্রয়োগ করিয়াছেন। যে স্থানে কেবল পরের প্রতি উৎপীড়ন, দীনের প্রতি অবজ্ঞা, সুরাপান, কুলকামিনীর সতীত্ব নাশ প্রভৃতি পাপময় কার্য্যে ধন ব্যয়িত হয়, সেই ধনীর গৃহ নরকস্বরূপ। তথায় জন্মলাভ ও নরকপ্রাপ্তি সমতুল্য। কিন্তু যেখানে ধন থাকিলেও, ধনীর তাহাতে আসক্তি নাই; যেখানে সম্পত্তি কেবল পরোপকার ও ধর্ম্মকর্ম্মের সাধনস্বরূপে ব্যবহৃত হয়, যেখানে ভাণ্ডার ধনরাশি পরিপূর্ণ থাকিলেও, তদধিকারী পথের বালুকা অপেক্ষা তাহার অন্য মূল্য অবধারণ করেন না, যাঁহার চিত্ত সম্পূর্ণরূপ বাসনাত্যাগী ও বিষয়বিরাগী হয় নাই, তাঁহার যদি তাদৃশ ধনীর কুলে জন্ম ঘটে, তাহা হইলে বিষয়বাসনা নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক সদ্গতির দ্বার সমুদ্ঘাটিত হইবে। এইজন্যই তাদৃশ যোগ-ভ্রষ্টগণ বহুকাল ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া, পরে উল্লিখিতরূপ শুদ্ধাচার-সম্পন্ন নির্লিপ্ত ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া ভোগবাসনা নিরোধ করিবেন এবং সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসযোগ্যতা লাভ করিবেন, ইহাই ভগবান্ পরিব্যক্ত করিলেন ॥ ৪১ ॥

যজ্ঞবিশেষ। মহারাজ-চক্রবর্ত্তীরাই এ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া থাকেন এবং রাজা ভিন্ন আর কাহারও ইহাতে অধিকার নাই। ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে এই যজ্ঞ আরব্ধ হয় এবং এক বৎসর সপ্তবিংশতি দিনে ইহা সম্পন্ন হয়। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিলে অনুষ্ঠাতার সর্ব্বকামনা সংসিদ্ধ হইয়া থাকে। কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ নিষিদ্ধ।

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্ল্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্॥ ৪২॥

অন্বয়ঃ—অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠানাং দরিদ্রাণাম্) ধীমতাং (জ্ঞানিনাম্) এব কুলে ভবতি (জন্ম লভতে) ঈদৃশং যৎ জন্ম এতৎ হি লোকে দুর্লভং (দুর্লভতরম্)॥ ৪২॥

প্রতিশব্দ।—অথবা যোগিদিগের ব্রহ্মবিদ্যাবান্দিগের-ই বংশে জন্ম লাভ-করেন এই রূপ যে জন্ম, তাহা নিশ্চয় সংসারে দুর্লভতর॥ ৪২॥

ব্যাখ্যা।—পক্ষান্তরে যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠ যোগ-পরায়ণ মহাত্মদিগের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন; এইরূপ জন্মলাভ ইহ লোকে নিরতিশয় দুর্লভ॥ ৪২॥

শঙ্করাচার্য্য।—অথবেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে ধীমতাং বুদ্ধিমতাং এতদ্ধি জন্ম যদ্দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং দুঃখেন লভ্যতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্ত বিশেষণে কুলে যস্মাৎ॥ ৪২॥

আনন্দগিরি।—শ্রদ্ধাবৈরাগ্যাদিকল্যাণাধিক্যে পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগিনামিতি কর্ম্মিণাং গ্রহণং মাভূদিতি বিশিনষ্টি ধীমতামিতি। ব্রহ্মবিদ্যাবতাং শুচীনাং দরিদ্রাণাং কুলে জন্ম দুর্লভং প্রমাদকারণাভাবাদিত্যাহ এতদ্ধীতি। কিমপেক্ষ্যাস্য জন্মনো দুঃখলভ্যাদপি দুঃখলভ্যতরত্বং তদাহ পূর্ব্বমিতি। যদ্যপি বিভূতিমতাং শুচীনাং গৃহে জন্ম দুঃখলভ্যং তথাপি তদপেক্ষয়া ইদং জন্ম দুঃখলভ্যতরং যদীদৃশং শুচীনাং দরিদ্রাণাং বিদ্যাবতামিতি বিশেষণোপেতে কুলে লোকে জন্মলক্ষণমিত্যর্থঃ। যদুক্তমতরং জন্মোক্তং তস্যোত্তমত্বে হেত্বন্তরমাহ যস্মাদিতি॥ ৪২॥

রামানুজ।—পরিপক্কযোগঃ চলিতশ্চেদ্ যোগিনাং ধীমতাং যোগং কুর্ব্বতাং স্বয়মেব যোগোপদেষ্টৄণাং কুলে ভবতি তদেতদুভয়বিধং যোগযোগ্যানাং যোগিনাঞ্চ কুলে জন্ম প্রাকৃতানাং দুর্লভতরমেতদ্‌যোগমাহাত্ম্যকৃতম্॥৪২॥

হনূমান্—অথবেতি। অথবা শ্রীমতাং কুলাদন্যস্মিন্ যোগিনামেব দরিদ্রাণাং কুলে ভবতি জায়তে, ধীমতামেতদ্ধি জন্ম দরিদ্রাণাং যোগিনাং কুলে দুর্লভতরং পূর্ব্বমপেক্ষ্য, লোকে জন্ম যদীদৃশং যথোক্তবিশেষণে কুলে॥ ৪২॥

শ্রীধর।—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিবিশেষমুক্ত্বা চিরাভ্যস্তযোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ অথেবেতি। যোগিনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে নতু

পূর্ব্বোক্তানামনারূঢ়যোগানাং কুলে, এতজ্জন্ম স্তোতি ঈদৃশং জন্ম এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

বলদেব ।—চিরারব্ধাদ্‌যোগাদ্ভ্রষ্টস্ত গতিমাহাথবেতি। যোগিনাং যোগমভ্যসতাং ধীমতাং যোগদেশিকানাং কুলে ভবত্যুৎপদ্যতে। দ্বিবিধং জন্ম স্তোতি এতদিতি। যোগার্হাণাং যোগমভ্যসতাঞ্চ কুলে পূর্ব্বযোগসংস্কারবলকৃতমেতজ্জন্ম প্রাকৃতামতিদুর্লভম্ ॥ ৪২ ॥

মধুসূদন ।—দ্বিতীয়ং প্রতিপক্ষান্তরমাহ অথবেতি। শ্রদ্ধাবৈরাগ্যাদিকল্যাণগুণাধিক্যে তু ভোগবাসনাবিরহাৎ পুণ্যকৃতাং লোকানপ্রাপ্যৈব যোগিনামেব দরিদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং ন তু শ্রীমতাং রাজ্ঞাং কুলে ভবতি ধীমতাং ব্রহ্মবিদ্যাবতাম্, এতেন যোগিনামিতি ন কর্ম্মিগ্রহণম্। যৎ শুচীনাং শ্রীমতাং রাজ্ঞাং গেহে যোগভ্রষ্টজন্ম তদপি দুর্ল্লভং অনেকসুকৃতসাধ্যত্বাৎ মোক্ষপর্য্যবসায়িত্বাচ্চ। যত্তু শুচীনাং দরিদ্রাণাং ব্রাহ্মণানাং ব্রহ্মবিদ্যাবতাং কুলে জন্ম এতদ্ধি প্রসিদ্ধং শুকাদিবৎ দুর্ল্লভতরং দুর্ল্লভাদপি দুর্ল্লভম্, লোকে যদীদৃশং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যং জন্মেতি দ্বিতীয়ঃ স্তূয়তে ভোগবাসনাশূন্যত্বেন সর্ব্বসন্ন্যাসার্হত্বাৎ ॥ ৪২ ॥

নীলকণ্ঠ ।—স যোগী বিরক্তশ্চিরাভ্যস্তযোগো বা চেৎ তস্য গতিমাহ অথবেতি ॥ ৪২ ॥

বিশ্বনাথ ।—অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরিয়মুক্তা, চিরকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে তু পক্ষান্তরমাহ অথবেতি। যোগিনাং নিমিপ্রভৃতীনামিত্যর্থঃ ॥ ৪২ ॥

তাৎপর্য্য ।—পূর্ব্বে যে দুইপ্রকার যোগভ্রষ্টের বিষয় কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে যাঁহাদের বাসনা নিঃশেষে ক্ষয়িত হয় নাই, তাঁহারা ধনশালী বণিক্ বা সম্রাট্ গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যাঁহাদের বিষয়-বৈরাগ্যের প্রবলতা হেতু ভোগস্পৃহা অপগত হইয়াছে, তাদৃশ যোগভ্রষ্ট মহাত্মারা যোগনিষ্ঠ, দীনতা সমাবিষ্ট, ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণাদির কুলে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহাদিগকে আর শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনীর ভবনে আবির্ভূত হইতে হয় না। অনেক সুকৃতি বলেই যোগভ্রষ্টগণ সদাচারনিষ্ঠ সম্রাট্‌পুরে জন্মলাভ করেন; তাদৃশ জন্মপ্রাপ্তি মোক্ষে পর্য্যবসিত হয়, এজন্য তাহা দুর্লভ। ইহলোকে জ্ঞানবান্ দরিদ্র যোগীর কুলে জন্মলাভ তদপেক্ষাও দুর্লভ। এতাদৃশ জন্ম ভোগবাসনা-শূন্যত্ব হেতু সহজেই সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের সাধক; সুতরাং অচিরে 'কৈবল্য প্রদানক্ষম। এইজন্যই পূর্ব্বোক্তরূপ জন্মাপেক্ষা শেষোক্তরূপ জন্মের শ্রেষ্ঠত্ব সংকীর্ত্তিত হইল। শুকাদি নির্ম্মলহৃদয় সাধুপুরুষেরা এইরূপ জন্ম লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—তত্র (পূর্ব্বোক্তে দ্বিবিধে জন্মনি) পৌর্ব্বদেহিকং (পূর্ব্বদেহভবম্) তং বুদ্ধিসংযোগং (ব্রহ্মাত্মৈক্যবুদ্ধ্যা সংযোগম্) লভতে ততঃ চ কুরুনন্দন ভূয়ঃ (অধিকম্) সংসিদ্ধৌ (সিদ্ধিলাভার্থম্) যততে (প্রযত্নং করোতি) ॥ ৪৩ ॥

প্রতিশব্দ।—তাহাতে পূর্ব্বদেহ-জাত সেই ব্রহ্মজ্ঞানযোগ লাভ করেন তদনন্তর কুরুরাজতনয় অধিক সিদ্ধি-লাভের-নিমিত্ত প্রয়াস করেন ॥ ৪৩ ॥

ব্যাখ্যা।—হে কুরুরাজকুমার! উল্লিখিত উভয় প্রকার জন্মেই পুরুষ পূর্ব্ব-দেহার্জ্জিত ব্রহ্মাত্মৈক্য বুদ্ধি লাভ করেন এবং তদনন্তর যোগজনিত সিদ্ধি-লাভার্থ অধিকতর প্রয়াসবান্ হইয়া থাকেন ॥ ৪৩ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—তত্রেতি। তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং বুদ্ধ্যা সংযোগং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং যততে চ যত্নং করোতি, ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাৎ সংস্কারাদ্ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং হে কুরুনন্দন! ॥ ৪৩ ॥

আনন্দগিরি।—বুদ্ধ্যেত্যাত্মবিষয়েতি শেষঃ, পূর্ব্বস্মিন্ দেহে ভবং তত্রানুষ্ঠিতসাধনবিশেষযুক্তমিত্যর্থঃ। তর্হি যথোক্তজন্মনি সাধনানুষ্ঠানমন্তরেণৈব বুদ্ধিসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ যততে চেতি। প্রযত্নঃ শ্রবণাদ্যনুষ্ঠানবিষয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

রামানুজ।—তত্রেতি। তত্র জন্মনি তমেব পূর্ব্বদেহিকং যোগবিষয়ং বুদ্ধিসংযোগং লভতে ততঃ সুপ্তপ্রবুদ্ধবদ্ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ যততে যথানান্তরায়হতো, ভবতি তথা যততে ॥ ৪৩ ॥

হনূমান্।—তত্রেতি। যস্মাচ্চ তত্র যোগিনাং কুলে তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং বুদ্ধিসংযোগং লভতে যততে চ যত্নং করোতি চ, ততস্তস্মাৎ পূর্ব্বকৃতাত্মসংস্কারাদ্ভূয়ো বহুতরং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধিনিমিত্তং কুরুনন্দন! ॥ ৪৩ ॥

শ্রীধর।—ততঃ কিমত আহ তত্রেতি সার্দ্ধেন। স তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহভবং পৌর্ব্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

বলদেব।—আমুত্রিকীং সুখসম্পত্তিং বক্তুং পূর্ব্বসংস্কারহেতুকং সাধনমাহ তত্রেতি। তত্র দ্বিবিধে জন্মনি। পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বদেহে ভবম্ বুদ্ধ্যা স্বধর্ম্মস্বাত্মপরমাত্মবিষয়য়া সংযোগং সম্বন্ধং লভতে। ততশ্চ হৃদ্বিশুদ্ধিস্বপরমাত্মাবলোকরূপায়াং সংসিদ্ধৌ নিমিত্তে স্বাপোত্থিতবদ্ভূয়ো বহুতরং যততে যথা পুনর্বিঘ্নহতো ন স্যাৎ॥ ৪৩॥

মধুসূদন।—এতাদৃশজন্মদ্বয়স্য দুর্লভত্বং কস্মাৎ? তত্রেতি। যস্মাৎ তত্র দ্বিপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্ব্বদেহে ভবং পৌর্ব্বদেহিকং সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসগুরূপসদনশ্রবণমনননিদিধ্যাসনানাং মধ্যে যাবৎপর্য্যন্তমনুষ্ঠিতং তাবৎপর্য্যন্তমেব তৎ ব্রহ্মাত্মৈক্যবিষয়য়া বুদ্ধ্যা সংযোগং তৎ সাধনকলাপমিতি যাবল্লভতে প্রাপ্নোতি, ন কেবলং লভত এব কিন্তু ততস্তল্লাভানন্তরং ভূয়োঽধিকং লব্ধায়া ভূমেরগ্রিমাং ভূমিং সম্পাদয়িতুং সংসিদ্ধৌ সংসিদ্ধির্মোক্ষঃ তন্নিমিত্তং যততে চ প্রযত্নং করোতি চ যাবন্মোক্ষং ভূমিকাং সম্পাদয়তীত্যর্থঃ। হে কুরুনন্দন! তবাপি শুচীনাং শ্রীমতাং কুলে যোগবিভ্রষ্টজন্ম জাতমিতি পূর্ব্ববাসনাবশাদনায়াসেনৈব জ্ঞানলাভো ভবিষ্যতীতি সূচয়িতুং মহাপ্রভাবস্য কুরোঃ কীর্ত্তনম্। অয়মর্থো ভগবদ্বশিষ্ঠবচনে ব্যক্তঃ। যথা শ্রীরামঃ। "একামথ দ্বিতীয়াং বা তৃতীয়াং ভূমিকামুত। আরূঢ়স্য মৃতস্যাথ কীদৃশী ভগবন্! গতিঃ॥" পূর্ব্বং হি সপ্তভূময়ো ব্যাখ্যাতাঃ। তত্র নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকপূর্ব্বকাদিহামুত্রার্থভোগবৈরাগ্যাৎ শমদমশ্রদ্ধাতিতিক্ষাসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাদিপুরঃসরা মুমুক্ষা শুভেচ্ছাখ্যা প্রথমা ভূমিকা সাধনচতুষ্টয়সম্পদিতি যাবৎ, ততো গুরুমুপসৃত্য বেদান্তবাক্যবিচারণাত্মিকা দ্বিতীয়া ভূমিকা, শ্রবণমননসম্পদিতি যাবৎ। ততঃ শ্রবণমননপরিনিষ্পন্নস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য নির্ব্বিচিকিৎসতারূপা তনুমানসা নাম তৃতীয়া ভূমিকা, নিদিধ্যাসনসম্পদিতি যাবৎ। চতুর্থী ভূমিকা তু তত্ত্বসাক্ষাৎকার এব। পঞ্চমষষ্ঠসপ্তমভূময়স্তু জীবন্মুক্তেরবান্তরভেদা। ইতি তৃতীয়ে প্রাগ্ব্যাখ্যাতম্। তত্র চতুর্থীং ভূমিং প্রাপ্তস্য মৃতস্য জীবন্মুক্ত্যভাবেঽপি বিদেহকৈবল্যং প্রতিনাস্ত্যেব সংশয়ঃ। তদুত্তরভূমিত্রয়ং প্রাপ্তস্তু জীবন্নপি মুক্তঃ কিমু বিদেহ ইতি নাস্ত্যেব ভূমিকাচতুষ্টয়ে শঙ্কা, সাধনভূতভূমিকাত্রয়ে তু কর্ম্মত্যাগাৎ জ্ঞানালাভাচ্চ ভবতি শঙ্কেতি। তত্রৈব প্রশ্নঃ শ্রীবশিষ্ঠঃ, "যোগভূমিকয়োৎক্রান্তজীবিতস্য শরীরিণঃ। ভূমিকাংশানুসারেণ ক্ষীয়তে পূর্ব্বদুষ্কৃতম্॥ ততঃ সুরবিমানেষু লোকপালপুরেষু চ। মেরূপবর্ননকুঞ্জেষু রমতে রমণীসখঃ॥ ততঃ সুকৃতসংভারে দুষ্কৃতে চ পুরা কৃতে। ভোগক্ষয়াৎ পরিক্ষীণে জায়ন্তে যোগিনো ভুবি॥ শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে গুপ্তে গুণবতাং সতাম্। জনিত্বা যোগমেবৈতে সেবন্তে যোগবাসিতাঃ॥ তত্র প্রাগ্ভাবনাভ্যস্তং যোগভূমিক্রমং বুধাঃ। দৃষ্ট্বা পরিপতন্ত্যুচ্চৈরুত্তরং ভূমিকাক্রমম্॥" ইতি। অত্র প্রাগুপরিতভোগবাসনাপ্রাবল্যাদল্পকালাভ্যস্তবৈরাগ্যবাসনাদৌর্ব্বল্যেন প্রাণোৎক্রান্তিসময়ে প্রাদুর্ভূতভোগস্পৃহঃ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী যঃ সএবোক্তঃ। যস্তু বৈরাগ্যবাসনাপ্রাবল্যাৎ প্রকৃষ্টপুণ্যপ্রকটিতপরমেশ্বরপ্রসাদবশেন প্রাণোৎক্রান্তিসময়েঽনুদ্ভূতভোগস্পৃহঃ সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসী ভোগব্যবধানং বিনৈব ব্রাহ্মণানামেব ব্রহ্মবিদাং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যে কুলে সমুৎপন্নস্তস্য প্রাক্তনসংস্কারাভিব্যক্তেরনায়াসেনৈব সম্ভবান্নাস্তি পূর্ব্বস্যেব

মোক্ষং প্রত্যাশঙ্কেতি স বশিষ্ঠেনোক্তঃ। ভগবতা তু পরমকারুণিকেনাথবেতি পক্ষান্তরং কৃতোক্তএব স্পষ্টমস্তুৎ ॥ ৪৩ ॥

নীলকণ্ঠ।—তত্রেতি। তত্র বিবিধেঽপি জন্মনি পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বদেহে প্রাপ্তং বুদ্ধিসংযোগং যাবতী যোগভূমিঃ পূর্ব্বজন্মনি জিতা তত্র চ যাবান্ বুদ্ধিলাভো জাতস্তাবন্তং বুদ্ধিসংযোগং পূর্ব্বাভ্যাসাদল্পেনৈবাভ্যাসেন লভতে ততঃ তস্মাদপি ভূয়স্তাং বহ্ব্যাং সংসিদ্ধৌ ঊর্দ্ধভূমিলাভার্থমিত্যর্থঃ, যততে যত্নং করোতি ॥ ৪৩ ॥

বিশ্বনাথ।—তত্রেতি। তত্র দ্বিবিধেঽপি জন্মনি বুদ্ধ্যা পরমাত্মনিষ্ঠয়া সহ সংযোগং পৌর্ব্বদেহিকং পূর্ব্বজন্মভবম্ ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে দুই প্রকার জন্মই দুর্ল্লভ বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন। কেন তদুভয়ই দুর্ল্লভ তাহাই এক্ষণে প্রকাশ করিতেছেন। উল্লিখিত শুদ্ধাচারসম্পন্ন ধনিদিগের গৃহে অথবা যোগিদিগের কুলে এতদুভয় প্রকার জন্মেই সাধক পুরুষ পূর্ব্বদেহোদ্ভব ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন। সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস, গুরূপদিষ্ট শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইত্যাদি কার্য্য সমস্তের যতদূর পর্য্যন্ত সাধক পূর্ব্ব জন্মে সংসাধিত করিয়াছেন, সমালোচ্য জন্মেও সেই ব্রহ্মসাধন সমূহ লাভ করেন। তাহা লাভ করিয়া অগ্রবর্ত্তী যোগভূমিতে অগ্রসর হইবার নিমিত্ত প্রযত্নবান্ হন। ঐইরূপে যতক্ষণ পর্য্যন্ত মোক্ষলাভ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি সযত্নে এক ভূমি হইতে ভূমিকান্তরে আরোহণের নিমিত্ত যত্নপরায়ণ থাকেন। কুরুনন্দন এই সম্বোধন বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, তুমিও যোগভ্রষ্ট হইয়া অতি পবিত্র শুদ্ধাচার-সম্পন্ন রাজচক্রবর্ত্তীর কুলে জন্মলাভ করিয়াছ। অতএব তোমারও পূর্ব্ববাসনার নিবৃত্তি হইয়া অনায়াসেই জ্ঞানলাভ সংঘটিত হইবে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবন্! যে ব্যক্তি প্রথমা, দ্বিতীয়া বা তৃতীয়া ভূমি পর্য্যন্ত আরোহণ করিয়া মৃত্যুকবলিত হয়, তাহার কি গতি হইয়া থাকে?" পূর্ব্বে যোগের সপ্তভূমির ব্যাখ্যা বিবৃত হইয়াছে। (৩অ। ১৯ শ্লোক তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। যোগ বিষয়ক সপ্তভূমিকার মধ্যে একান্ত বৈরাগ্য হেতু সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাস পূর্ব্বক মুক্তিলাভেচ্ছাকে শুভেচ্ছা নাম্নী প্রথমা ভূমিকা বলে। তদনন্তর গুরু সমীপে আগত হইয়া বেদান্ত-বাক্য বিচার-জনিত শ্রবণ-মননাদি 'দ্বিতীয়া' ভূমিকা। অনন্তর নিদিধ্যাসন জনিত তত্ত্বজ্ঞান তনুমানসা নাম্নী তৃতীয়া ভূমিকা। তত্ত্ব সাক্ষাৎকারই চতুর্থী ভূমিকা। পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম এ তিনই জীবন্মুক্তির অবান্তর ভেদ মাত্র। যে যোগী

চতুর্থ ভূমি পর্যান্ত আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার জীবন্মুক্তি না হইলেও, বিদেহকৈবল্য সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। তদনন্তর পরবর্ত্তী ভূমিত্রয়ে আরোহণ করিলেই জীবন্মুক্তি লাভ হয়; সুতরাং বিদেহতার বিষয় বলাই অনাবশ্যক। অতএব যিনি সাধন পথের যতদূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছেন, পর জন্মে তাঁহাকে ততদূর অগ্রসর হইয়া পরে সিদ্ধির পথে অধিকতর দূর পর্য্যন্ত অগ্রগামী হইতে হইবে। মনুষ্য যোগপথে অবসর হইয়া যে উন্নতি করেন, তাহা তাঁহার দেহের উন্নতি নহে, আত্মারই উন্নতি। দেহনাশের সহিত আত্মার নাশ হয় না। আত্মার উন্নতি আত্মার সঙ্গেই থাকে। রূপান্তরে জন্ম গ্রহণ করার পর, আত্মার পূর্ব্বলব্ধ উন্নতি তাঁহাকে ত্যাগ করে না। সেই উন্নতি তিনি সহজেই লাভ করিয়া অধিকতর উন্নতির পথে অগ্রসর হন ॥ ৪৩ ॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—তেন এব পূর্ব্ব-অভ্যাসেন পূর্ব্বসংস্কারেণ অবশঃ (মোক্ষ-সাধনার্থং উদাসীনঃ) অপি সঃ (যোগভ্রষ্টঃ) হ্রিয়তে (স্ববশীক্রিয়তে) যোগস্য (মোক্ষসাধনস্য স্বরূপম্) জিজ্ঞাসুঃ (জ্ঞাতুমিচ্ছুঃ) অপি শব্দব্রহ্ম (বেদম্) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রামতি) ॥ ৪৪ ॥

প্রতিশব্দ।—তিনি-ই পূর্ব্বদেহার্জ্জিত সংস্কার-দ্বারা, মোক্ষার্থ-যত্ন-রহিত হইলে-ও তিনি মোক্ষাভিমুখী-করেন যোগতত্ত্ব জ্ঞানাভিলাষী-ও বেদকে অতিক্রম করেন ॥ ৪৪ ॥

ব্যাখ্যা।—যদি কোন অন্তরায় হেতু পুরুষ মোক্ষসাধন-বিষয়ে ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহা হইলেও তিনি পূর্ব্বদেহার্জ্জিত সংস্কার প্রভাবে, অচিরেই আপনাকে ভোগবিরত করিয়া 'ব্রহ্মনিষ্ঠ' করিয়া থাকেন। যাঁহার হৃদয়ে যোগের তত্ত্ব-পরিজ্ঞানের বাসনাও জন্মিয়াছে, তিনি বেদ-বিহিত কর্ম্মফলকে অতিক্রম করিয়া অধিকতর ফলভাগী হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কথম্ভূতং পূর্ব্বদেহবুদ্ধিসংযোগমিতি, তদুচ্যতে পূর্ব্বেতি। যঃ পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসঃ স পূর্ব্বাভ্যাসস্তেনৈব বলবতা হ্রিয়তে সংসিদ্ধৌ হি যস্মাদবশোঽপি স যোগভ্রষ্টঃ, ন কৃতং চেৎ যোগাভ্যাসজাৎ সংস্কারাৎ বলবত্তরমধর্ম্মাদিলক্ষণং কর্ম্ম তদা যোগাভ্যাসজনিতেন সংস্কারেণাহ্রিয়তে, অধর্ম্মশ্চেদ্বলবত্তরঃ কৃতস্তেন যোগজোঽপি সংস্কারোঽভিভূয়ত এব তৎক্ষয়ে তু যোগজঃ সংস্কারঃ স্বয়মেব কার্য্যমারভতে, ন দীর্ঘকালস্থস্যাপি বিনাশস্তস্যাস্তীত্যতো জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছন্ যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী যোগভ্রষ্টঃ সামর্থ্যাৎ সোঽপি শব্দব্রহ্মবেদোক্তকর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততে কর্ম্মানুষ্ঠানলক্ষণমতিক্রামতি অপাকরিষ্যতি কিমুত বুদ্ধ্যা যো যোগং তন্নিষ্ঠোঽভ্যাসং কুর্য্যাৎ॥ ৪৪॥

আনন্দগিরি।—যদি পূর্ব্বসংস্কারোঽস্যেচ্ছামুপনয়ন্ প্রবর্ত্তয়তি তথা চাপ্রবৃত্তিরনিচ্ছয়া স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ পূর্ব্বেতি স হি যোগভ্রষ্টঃ সমনন্তরজন্মকৃতসংস্কারবশাদুত্তরস্মিন্ জন্মনি অনিচ্ছন্নপি যোগং প্রত্যেবাকৃষ্টো ভবতীত্যর্থঃ। তত্র কৈমুতিকন্যায়ং সূচয়তি জিজ্ঞাসুরিতি। পূর্ব্বার্দ্ধং বিভজতে পূর্ব্বেতি। তস্মান্নেচ্ছয়া তস্য প্রবৃত্তিরিতি শেষঃ। যোগভ্রষ্টস্যাধর্ম্মাদিপ্রতিবন্ধেঽপি তর্হি পূর্ব্বাভ্যাসবশাদ্বুদ্ধিসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ নেত্যাদিনা। যদি যোগভ্রষ্টেন যোগাভ্যাসজনিতসংস্কারপ্রাবল্যাৎ প্রবলতরধর্ম্মপ্রভেদরূপং কর্ম্ম ন কৃতং স্যাৎ তদা তেন সংস্কারেণ বশীকৃতঃ সন্নিচ্ছাদিরহিতোঽপি বুদ্ধিসম্বন্ধভাগ্ ভবতীত্যর্থঃ। বিপক্ষে যোগসংস্কারস্যাভিভূতত্বান্ন কার্য্যারম্ভকত্বমিত্যাহ অধর্ম্মশ্চেদিতি। যোগজসংস্কারস্যাধর্ম্মাভিভূতস্য কার্য্যমকৃত্বৈবাভিভাবকপ্রাবল্যে প্রণাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ তৎক্ষয়ে স্থিতি। কালব্যবধানান্নিবৃত্তিং শঙ্কিতোক্তং নেতি। তৃণজলৌকাদৃষ্টান্তশ্রুত্যা সংস্কারস্য দীর্ঘতায়াঃ সমধিগতত্বাদিতি ভাবঃ। কৈমুতিকন্যায়োক্তিপরমুত্তরার্দ্ধং বিভজতে জিজ্ঞাসুরপীত্যাদিনা। অত্রাপি সন্ন্যাসীতি বিশেষণং পূর্ব্ববদবধেয়মিত্যাহ সামর্থ্যাদিতি। ন হি কর্ম্মী কর্ম্মমার্গে প্রবৃত্তস্ততো ভ্রষ্টঃ শঙ্কেতুং শক্যতে অতঃ সন্ন্যাসী পূর্ব্বোক্তৈর্বিশেষণৈঃ বিশিষ্টো যোগভ্রষ্টোঽভীষ্টঃ সোঽপি বৈদিকং কর্ম্ম তৎফলঞ্চাতিবর্ত্ততে কিমুত যোগং বুদ্ধ্যা তন্নিষ্ঠঃ সদাভ্যাসং কুর্ব্বন্ কর্ম্ম তৎফলঞ্চাতিবর্ত্ততে কিমিতি বক্তব্যমিতি যোজনা, যোগনিষ্ঠস্য কর্ম্ম তৎফলাতিবর্ত্তনং ততোঽধিকফলাবাপ্তির্বিবক্ষ্যতে॥ ৪৪॥

রামানুজ।—পূর্ব্বাভ্যাসেনেতি। তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন পূর্ব্বেণ যোগবিষয়েণাভ্যাসেন সংযোগভ্রষ্টো হ্যবশোঽপি যোগ এব হ্রিয়তে প্রসিদ্ধং হ্যেতদ্যোগমাহাত্ম্যমিত্যর্থঃ। জিজ্ঞাসুরিতি অপ্রবৃত্তযোগো যোগজিজ্ঞাসুরপি ততশ্চলিতমানসঃ পুনরপি তামেব জিজ্ঞাসাং প্রাপ্য কর্ম্মযোগাদিকং যোগমনুষ্ঠায় শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে শব্দব্রহ্মদেবমনুষ্যপৃথব্যান্তরীক্ষস্বর্গাদিশব্দাভিলাপযোগ্যং ব্রহ্মপ্রকৃতিঃ প্রকৃতিসম্বন্ধাদ্বিমুক্তো দেবমনুষ্যাদিশব্দাভিলাপানর্হং জ্ঞানানন্দৈকতানমাত্মানং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

হনুমান্।—পূর্ব্বেতি। পূর্ব্বজন্মনি কৃতোঽভ্যাসস্তেন পূর্ব্বাভ্যাসেন বলবতা তেনৈব হি যতো হি যস্মাৎ প্রাপ্যতে বুদ্ধিসংযোগং প্রত্যবশোঽপি সঃ যোগভ্রষ্টঃ। কিঞ্চ

জিজ্ঞাসুর্যোগস্য জ্ঞাতুমিচ্ছোর্বা যোগমার্গে প্রবৃত্তঃ সন্ন্যাসী সামর্থ্যাৎ সোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদোক্তং কেবলং কর্ম্মানুষ্ঠানফলমতিবর্ত্ততে যোগজিজ্ঞাসাপি কেবলাৎ কর্ম্মণো গুরুতরেত্যভিপ্রায়ঃ কিমুত বুদ্ধ্যা যোগনিষ্ঠাভ্যাসং কুর্ব্বন্॥ ৪৪॥

শ্রীধর।—তত্র হেতু পূর্ব্বেতি। তেনৈব পূর্ব্বদেহকৃতাভ্যাসেনাবশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি স হ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্ব্বাভ্যাসবশেন প্রযত্নং কুর্ব্বন্ শনৈর্মুচ্যত ইতীমমর্থং কৈমুত্যন্যায়েন স্পষ্টয়তি জিজ্ঞাসুরিতি সার্দ্ধেন। যোগস্য স্বরূপং জিজ্ঞাসুরেব কেবলং ন তু প্রাপ্তযোগঃ এবম্ভূতো যোগে প্রবিষ্টমাত্রোঽপি পাপবশাদ্যোগভ্রষ্টোঽপি শব্দব্রহ্ম বেদমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মফলান্যতিক্রামতি তেভ্যোঽধিকং ফলং প্রাপ্য মুচ্যত ইত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

বলদেব।—তত্র হেতুঃ পূর্ব্বেতি। তেনৈব যোগবিষয়কেণ পূর্ব্বাভ্যাসেন স যোগী হ্রিয়তে আকৃষ্যতে। অবশোঽপি কেনচিদ্বিঘ্নেনানিচ্ছন্নপীত্যর্থঃ। হীতি প্রসিদ্ধোঽয়ং যোগমহিমা। যোগস্য জিজ্ঞাসুরপি তু যোগমভ্যসিতুং প্রবৃত্তঃ শব্দব্রহ্ম সকামকর্ম্মনিরূপকং বেদমতিবর্ত্ততে তং ন শ্রদ্দধাতীত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

মধুসূদন।—নহু যো ব্রহ্মবিদাং ব্রাহ্মণানাং সর্ব্বপ্রমাদকারণশূন্যে কুলে সমুৎপন্নস্তস্য মধ্যে বিষয়ভোগব্যবধানাভাবাদব্যবহিতপ্রাগ্ভবীয়সংস্কারোদ্বোধাৎ পুনরপি সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসপূর্ব্বকঃ জ্ঞানসাধনলাভো ভবতু নাম, যস্তু শ্রীমতাং মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং কুলে বহুবিধবিষয়ভোগব্যবধানেনোৎপন্নস্তস্য বিষয়ভোগবাসনাপ্রাবল্যাৎ প্রমাদকারণসম্ভবাচ্চ। কথমব্যবহিতজ্ঞানসংস্কারোদ্বোধঃ ক্ষত্রিয়ত্বেন সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসানর্হস্য কথং বা জ্ঞানসাধনলাভ ইতি তত্রোচ্যতে পূর্ব্বভ্যাসেনেতি। অতিচিরব্যবহিতজন্মোপচিতেনাপি তেনৈবপূর্ব্বাভ্যাসেনৈব প্রাগর্জ্জিতজ্ঞানসংস্কারেণাবশোঽপি মোক্ষসাধনয়া প্রযতমানোঽপি হ্রিয়তে স্ববশীক্রিয়তে অকস্মাদেব ভোগবাসনাভ্যো ব্যুত্থাপ্য মোক্ষসাধনোন্মুখঃ ক্রিয়তে জ্ঞানবাসনায়া এবাল্পকালাভ্যস্তায়া অপি বস্তুবিষয়ত্বেনাবস্তুবিষয়াভ্যো ভোগবাসনাভ্যঃ প্রাবল্যাৎ। পশু যথা স্বমেব যুদ্ধে প্রবৃত্তো জ্ঞানায়াপ্রযতমানোঽপি পূর্ব্বসংস্কারপ্রাবল্যাদকস্মাদেব রণভূমৌ জ্ঞানোন্মুখোঽভূরিতি। অতএব প্রাগুক্তং "নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি" ইতি অনেকজন্মসহস্রব্যবহিতোঽপি জ্ঞানসংস্কারঃ স্বকার্য্যং করোত্যেব সর্ব্ববিরোধ্যুপমর্দ্দেনেত্যভিপ্রায়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসাভাবেঽপি হি ক্ষত্রিয়স্য জ্ঞানাধিকারঃ স্থিতে এব যথা পাটচ্চরেণ বহুনাং রক্ষিণাং মধ্যে বিদ্যমানমপি অশ্বাদিদ্রব্যং স্বয়মনিচ্ছদপি তান্ সর্ব্বানভিভূয় স্বসামর্থ্যবিশেষাদেবাপহ্রিয়তে। পশ্চাত্তু কদাপহৃতমিতি বিমর্শো ভবত্যেবং বহুনাং জ্ঞানপ্রতিবন্ধকানাং মধ্যে বিদ্যমানোঽপি যোগভ্রষ্টঃ স্বয়মনিচ্ছন্নপি জ্ঞানসংস্কারেণ বলবতা স্বসামর্থ্যবিশেষাদেব সর্ব্বান্ প্রতিবন্ধকানভিভূয়াত্মবশেন ক্রিয়তে ইতি হৃঞঃ প্রয়োগেন সূচিতম্। অতএব সংস্কারপ্রাবল্যাৎ জিজ্ঞাসুর্জ্ঞাতুমিচ্ছুরপি যোগস্য মোক্ষসাধনজ্ঞানস্য বিষয়ং ব্রহ্মজ্ঞানং প্রথমভূমিকায়াং স্থিতঃ সন্ন্যাসীতি যাবৎ। সোঽপি তস্যামেব ভূমিকায়াং মৃতোঽন্তরালে বহূন্ বিষয়ান্ ভুক্ত্বা মহারাজচক্রবর্ত্তিনাং কুলে

সমুৎপন্নোঽপি যোগভ্রষ্টঃ প্রাগুপচিতজ্ঞানসংস্কারপ্রাবল্যাৎ অস্মিন্ জন্মনি শব্দব্রহ্ম বেদং কর্ম্মপ্রতিপাদকং অতিবর্ত্ততে অতিক্রম্য তিষ্ঠতি কর্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী ভবতীত্যর্থঃ। এতেনাপি জ্ঞানকর্ম্মসমুচ্চয়ো নিরাকৃত ইতি দ্রষ্টব্যম্। সমুচ্চয়ে হি জ্ঞানিনোঽপি কর্ম্মকাণ্ডাতিক্রমাভাবাৎ॥ ৪৪॥

নীলকণ্ঠ।—কুতো যততে শিক্ষিতোঽধীত্যত আহ পূর্ব্বেতি। অবশোঽপি প্রহ্লাদাদিবৎ পিত্রাদিভিরন্যথা নীয়মানোঽপি তেনৈব পূর্ব্বাভ্যাসেন বলবতা হ্রিয়তে যোগপ্রবণঃ ক্রিয়তে, যতো যোগস্য জিজ্ঞাসুর্জ্ঞানমাত্রমিচ্ছন্ যঃ ভবতি সোঽপি শব্দব্রহ্ম কর্ম্মকাণ্ডং বেদমপি অতিক্রম্য বর্ত্ততে কিং পুনঃ পিত্রাদ্যাজ্ঞাম, ইত্থং পূর্ব্বাভ্যাসবলং মন্মহাস্ত্রমপি পিত্রাদিযত্নং বৃথা করোতীত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

বিশ্বনাথ।—পূর্ব্বেতি। ক্রিয়তে আকৃষ্যতে যোগস্য যোগং জিজ্ঞাসুরপি ভবতি। অতঃ শব্দব্রহ্ম বেদশাস্ত্রমতিবর্ত্ততে বেদোক্তকর্ম্মমার্গমতিক্রম্য বর্ত্ততে. কিন্তু যোগমার্গ এব তিষ্ঠতীত্যর্থঃ॥ ৪৪॥

তাৎপর্য্য।—ব্রহ্মপরায়ণ সাধুচরিত্র যোগির কুলে যাঁহার জন্ম হয়, তাঁহার জীবনে বিষয়ভোগের প্রলোভন কখনই ব্যবধান স্বরূপে সমুপস্থিত হয় না; সুতরাং তিনি সহজেই পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সংস্কারের উদ্ভব হেতু পুনরায় সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস পরিগ্রহ পূর্ব্বক জ্ঞানসাধন লাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা শ্রীমান্ মহারাজ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির কুলে জন্মলাভ করেন, তাঁহাদের জীবনে বহুবিধ বিষয়ভোগ অন্তরায় স্বরূপে সমুপস্থিত হয়; সুতরাং বিষয়বাসনার প্রবলতা হেতু তাঁহার কখনই সহজে জ্ঞানলাভ হইতে পারে না। আর সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাসের অযোগ্য ক্ষত্রিয়াদি ব্যক্তির কিরূপেই বা সহসা জ্ঞানের উদ্ভব হইবে? অর্জ্জুনের ইত্যাকার আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। যিনি পূর্ব্বজন্মে জ্ঞানের পথে পদার্পণ করিয়াই মৃত্যু-কবলিত হইয়াছেন, বর্ত্তমান জন্মে বিবিধ অন্তরায় হেতু, যদি তাঁহার জ্ঞানসাধনে অনিচ্ছা জন্মে, তথাপি পূর্ব্বদেহোদ্ভব সংস্কার প্রবল হইয়া, সেই অনিচ্ছাকে পরাভূত করে এবং সকল অন্তরায় অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে মোক্ষসাধনে প্রযত্নমান ও ব্রহ্মপরায়ণ করে। অকস্মাৎ তাঁহার হৃদয়ে বিষয়ের অনর্থকত্ব বিষয়ক উদ্বোধন হয়, এবং জ্ঞান-বাসনার সার্থকত্ব উপলব্ধ হয়। তখন মন আর বিষয়-রাজ্যে পরিভ্রমণ করিতে অনিচ্ছুক হইয়া জ্ঞানান্বেষণে, স্বতঃই প্রধাবিত হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি স্বকীয় দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করিলেই এই তত্ত্ব সুন্দররূপে প্রণিধান করিতে পারিবে। তুমি চিরদিন শত্রু-নিপাত ও

শস্ত্র-চালনা বিদ্যার পরিচর্য্যা করিয়া আসিতেছ। বিষয়-বৈরাগ্য ও জ্ঞানসাধন সম্বন্ধে কখনই তোমার বলবতী বাসনার সমুদ্ভব হয় নাই। উপস্থিত সমর-ক্ষেত্রেও তুমি অরাতি-নিপাত পূর্ব্বক বিষয়ার্জ্জন বাসনাতেই সমাগত হইয়াছ এবং নরশোণিতে বসুন্ধরা প্লাবিত করিবার অভিপ্রায়ে উদ্যতায়ুধ হইয়াছ। কিন্তু সহসা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রবল হইয়া তোমাকে তোমার পরিগৃহীত অধ্যবসায় হইতে বিচলিত করিতেছে এবং বিষয়-বৈরাগ্যের অধীন করিয়া ফেলিতেছে। তৎপ্রভাবে তোমার চিরপ্রিয় গাণ্ডীব তোমার হস্তভ্রষ্ট হইতেছে এবং সমর-সাধ বিনিবৃত্ত হইয়াছে। অতএব কোন কারণেই পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত জ্ঞানের সংস্কার প্রচ্ছন্ন হয় না; তাহা যেরূপে হউক, অতি প্রবল হইয়া সকল বিঘ্নবাধা বিমর্দ্দিত এবং নিশ্চয়ই স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ক্ষত্রিয়ের সর্ব্ব-কর্ম্মসন্ন্যাসে অধিকার না থাকিলেও, জ্ঞান ও তৎসাধনে অধিকার আছে। সুতরাং পূর্ব্বাভ্যাস হেতু ক্ষত্রিয়ও পরজন্মে অবশ্যই জ্ঞানমার্গে অধিকতর অগ্র-সর হইয়া ক্রমশঃ মোক্ষলাভ করিবেন। যোগভ্রষ্ট পুরুষ অশেষ প্রতিবন্ধক-জালে বিজড়িত হইলেও এবং জ্ঞানসাধন সম্বন্ধে ইচ্ছা না থাকিলেও, পূর্ব্ব-সংস্কার অতি বলবান্ হইয়া তাঁহার সকল প্রতিবন্ধক অভিভূত করে এবং তাঁহাকে স্বকীয় বশবর্ত্তিতায় পরিস্থাপিত করে। যিনি মোক্ষ-বিধায়ক যোগ বিষয়ক তত্ত্বজ্ঞানের অভিলাষ করেন, অর্থাৎ যাঁহার হৃদয়ে যোগের স্বরূপ জ্ঞানার্থ অনুরাগ জন্মে, তিনি প্রথম ভূমিকা সমারূঢ় সন্ন্যাসী। তাদৃশ প্রথম ভূমিস্থিত সন্ন্যাসী যদি তদবস্থায় কালগ্রাসে পতিত হন, তাহা হইলেও সেই যোগভ্রষ্ট পুরুষ পূর্ব্ব-দেহোদ্ভব সংস্কার-প্রাবল্যে কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদকেও অতিক্রম করেন। বেদশাস্ত্রে বিবিধ কর্ম্ম ও তজ্জনিত বহুবিধ ফলের বিষয় পরি-কীর্ত্তিত হইয়াছে। যে ব্যক্তি যোগবিষয়ক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে দৃঢ়াভি-লাষবান্ হইয়া সন্ন্যাসের প্রথম সোপানে আরোহণ করিয়াছেন মাত্র, তিনিও পরজন্মে কর্ম্মাতীত হইয়া জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন। বেদবিহিত ক্ষুদ্র কর্ম্মফলে তাঁহার আর বাসনা থাকে না; তখন তাঁহার হৃদয় জ্ঞান-রাজ্যে বিচরণ করিবার নিমিত্ত প্রধাবিত হয়। শ্রীমন্মধুসূদনের অভিপ্রায় এই যে, এতদ্দ্বারা জ্ঞান ও কর্ম্মের সমুচ্চয় নিরাকৃত হইল। তদুভয়ের সমুচ্চয় শাস্ত্র-সঙ্গত হইলে জ্ঞানিজন কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদকে অতিক্রম করেন, একথা কখনই শ্রীভগবানের মুখ হইতে বিনিঃসৃত হইত না॥ ৪৪॥

প্রযত্নাদ্‌যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

অন্বয়।—তু (কিন্তু প্রযত্নাৎ যতমানঃ (প্রযতমানাদধিকতরং যতমানঃ যত্নং কুর্বন্) যোগী (যোগনিষ্ঠঃ বিদ্বান্) সংশুদ্ধকিল্বিষঃ (বিধূতপাপঃ) অনেক-জন্ম-সংসিদ্ধঃ (অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতং উপচিত্য তেন যোগেন সম্যগ্‌জ্ঞানী) [ভূত্বা] ততঃ (তদনন্তরং) পরাং (শ্রেষ্ঠাম্) গতিং (মুক্তিম্) যাতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ৪৫ ॥

প্রতিশব্দ।—কিন্তু প্রযতমান-হইতে যত্নশীল যোগী নিষ্পাপ বহুজন্মে সিদ্ধ [হইয়া] তদনন্তর শ্রেষ্ঠ মুক্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৪৫ ॥

ব্যাখ্যা।—কিন্তু প্রযত্ন সহকারে উত্তরোত্তর অধিকতর যত্নবান্ যোগী ক্রমশঃ পাপ পরিশূন্য হইয়া ও অনেক জন্মলব্ধ সম্যগ্‌দর্শন প্রভাবে প্রকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৪ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ প্রযতমানাদধিকতরং যতমান ইত্যর্থঃ, তত্র যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষো বিশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপোঽনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেনানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্মসংসিদ্ধঃ, ততো লব্ধসম্যগ্‌দর্শনঃ সন্ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

আনন্দগিরি।—যোগনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বে হেত্বন্তরং বক্তুমুত্তরশ্লোকমবতারয়তি কুতশ্চেতি। মৃদুপ্রযত্নোঽপি ক্রমেণ মোক্ষতে চেদধিকপ্রযত্নস্য ক্লেশহেতোরকিঞ্চিৎকরত্বমিত্যাশঙ্ক্য হেত্বন্তরমেব প্রকটয়তি প্রযত্নাদিতি। তত্র যোগবিষয়ে প্রযত্নাতিরেকে সতীত্যর্থঃ। ততঃ সঞ্চিতসংস্কারসমুদায়াদিতি যাবৎ, সমুৎপন্নসম্যগ্দর্শনবশাৎ প্রকৃষ্টা গতিঃ সন্ন্যাসিনা লভ্যতে তেন শীঘ্রং মুক্তিমিচ্ছন্নধিকপ্রযত্নো ভবেদল্পপ্রযত্নস্তু চিরেণৈব মুক্তিভাগিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

রামানুজ।—প্রযত্নাদিতি। যতএবং যোগমাহাত্ম্যং ততোঽনেকজন্মার্জ্জিতপুণ্যসঞ্চয়ৈঃ শুদ্ধকিল্বিষঃ সংসিদ্ধশ্চ সংজাতঃ প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী চলিতোঽপি পুনঃ পরাং গতিং যাত্যেব ॥ ৪৫ ॥

হনূমান্।—কুতশ্চ যোগিত্বং শ্রেয় ইতি প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ অধিকং প্রযতমান ইত্যর্থঃ। ততো যোগী বিদ্বান্ সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সংশুদ্ধপাপঃ অনেকেষু জন্মসু কিঞ্চিৎ সংশুদ্ধ-

সংস্কারজাতমুপচিত্য তেনোপচিতেন সংস্কারেণানেকজন্মকৃতেন সংসিদ্ধোঽনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো লব্ধসম্যগ্দর্শনঃ সন্ন্যাসী যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিম্ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীধর।—যদৈবং মন্দপ্রযত্নোঽপি যোগী পরাং গতিং যাতি তদা যস্তু যোগী প্রযত্নাদুত্তরোত্তরমধিকং যোগে যতমানো যত্নং কুর্ব্বন্ যোগেনৈব সংশুদ্ধকিল্বিষো বিধুতপাপঃ সোঽনেকেষু জন্মসূপচিতেন যোগেন সংসিদ্ধঃ সম্যগ্‌জ্ঞানী ভূত্বা ততঃ শ্রেষ্ঠাং গতিং যাতীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

বলদেব।—অত্রামুত্রিকীং সুখসম্পত্তিমাহ প্রযত্নাদিতি। পূর্ব্বকৃতাদপি প্রযত্নাদধিকমধিকং যতমানঃ পূর্ব্ববিঘ্নভয়াৎ প্রযত্নাধিক্যং কুর্ব্বন্। যোগী তেনোপচিতেন প্রযত্নেন সংশুদ্ধকিল্বিষো নির্ধৌতনিখিলান্তবাসনঃ এবমনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ পরিপক্কযোগো যোগপরিপাকাদেব হেতোঃ পরাং স্বপরাত্মাবলোকলক্ষণাং গতিং মুক্তিং যাতি ॥ ৪৫ ॥

মধুসূদন।—যদা চৈবং প্রথমভূমিকায়াং মৃতোঽপি অনেকভোগবাসনাব্যবহিতমপি বিবিধপ্রমাদকারণবতি মহারাজকুলেঽপি জন্মলব্ধ্বাপি যোগভ্রষ্টঃ পূর্ব্বোপচিতজ্ঞানসংস্কারপ্রাবল্যেন কর্ম্মাধিকারমতিক্রম্য জ্ঞানাধিকারী ভবতি, তদা কিমু বক্তব্যং দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং বা ভূমিকায়াং মৃতো বিষয়ভোগান্তে লব্ধমহারাজকুলজন্মা যদি বা ভোগমকৃত্বৈব লব্ধব্রহ্মবিদ্ব্রাহ্মণকুলজন্মা যোগভ্রষ্টঃ কর্ম্মাধিকারাতিক্রমেণ জ্ঞানাধিকারী ভূত্বা তৎসাধনানি সম্পাদ্য তৎফললাভেন সংসারবন্ধনান্মুচ্যতে ইতি তদেতদাহ প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ পূর্ব্বকৃতাদপ্যধিকমধিকং যতমানঃ প্রযত্নাতিরেকং কুর্ব্বন্ যোগী পূর্ব্বোপচিতসংস্কারবান্ তেনৈব যোগপ্রযত্নপুণ্যেন সংশুদ্ধকিল্বিষঃ ধৌতজ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপমলঃ অতএব সংস্কারোপচয়াৎ পুণ্যোপচয়াচ্চ অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ সংস্কারাতিরেকেণ পুণ্যাতিরেকেণ চ প্রাপ্তচরমজন্মা ততঃ সাধনপরিপাকাৎ যাতি পরাং প্রকৃষ্টাং গতিং মুক্তিং নাস্ত্যেবাত্র কশ্চিৎ সংশয় ইত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

নীলকণ্ঠ।—এবং যোগভ্রষ্টগতিমুক্ত্বা যো বিষয়ৈর্হ্রিয়মানোঽপি প্রযত্নেন যোগমেবাভ্যসিতুং প্রবর্ত্ততে তস্য গতিমাহ প্রযত্নাদিতি। প্রযত্নাৎ প্রকৃষ্টাৎ হঠাৎ বায়ুনিরোধাদিরূপাৎ খেচর্য্যাদিমুদ্রাবিশেষাভ্যাসাৎ যো যতমানঃ ন সংশুদ্ধকিল্বিষো নিষ্পাপো ভবতি। যদাহ মনুঃ, "প্রাণায়ামৈর্দহেদেনম্" ইতি। হঠযোগানাং সর্ব্বেষাং পাপনিবৃত্ত্যুপযোগিত্বং ন তু সাক্ষাৎকারে সাক্ষাৎসাধনমিত্যর্থঃ। অতএব সঃ অনেকৈর্জন্মভিঃ সংসিদ্ধঃ প্রাপ্তযোগো ভূত্বা ততঃ পরাং গতিং মোক্ষং যাতি, এতেন "চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ" ইতি পঞ্চমান্তে যৎ সূত্রিতং তদ্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৪৫ ॥

বিশ্বনাথ।—এবং যোগভ্রংশে কারণং যত্নশৈথিল্যমেব, "অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতঃ" ইত্যুক্তেঃ। তস্য চ যত্নশৈথিল্যবতো যোগভ্রষ্টস্য জন্মান্তরে পুনর্য্যোগপ্রাপ্তিরেবোক্তা, নতু সংসিদ্ধিঃ, সংসিদ্ধিস্তু যাবদ্ভির্জন্মভিস্তস্য যোগস্য স্বপরিপাকঃ স্যাৎ, তাবদ্ভিরেবেত্যবসী-

য়তে, যস্তু ন কদাচিদপি যোগে শৈথিল্যপ্রযত্নস্তু সন্ যোগভ্রষ্টশব্দবাচ্যঃ। কিন্তু বহুজন্মবিপকৈশ্চ সম্যগ্‌যোগসমাধিভিঃ "দ্রষ্টুং যতন্তে যতয়ঃ শূন্যাগারেষু যৎপদম্" ইতি কর্দ্দমোক্তঃ। সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীত্যাহ প্রযত্নাদ্‌যতমানঃ প্রকৃষ্টযত্নাদপি যত্নবানিত্যর্থঃ। তুকারঃ পূর্ব্বোক্তাৎ যোগভ্রষ্টাদস্যঃ ভেদং বোধয়তি, সংশুদ্ধকিল্বিষঃ সম্যগ্ পরিপককষায়ঃ, সোঽপি নৈকেন জন্মনা সিধ্যতীতি, স পরাং গতিং মোক্ষম্ ॥ ৪৫ ॥

তাৎপর্য্য।—যোগের প্রথম ভূমিকা সমারূঢ় সাধক শ্রীমান্‌দিগের কুলে জন্মপরিগ্রহ করিয়া, যখন পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রভাবে বহুবিধ ভোগবাসনারূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ম্মসাধনের অধীন না হইয়া জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকেন, তখন দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত যোগী মরণান্তে পুনরায় মহারাজবংশে জন্ম লাভ করিয়া বিষয়ভোগ পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। অথবা তাদৃশ যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি যে ব্রহ্মনিষ্ঠ যোগীর কুলে জন্মলাভ করিয়া কর্ম্মাধিকার অতিক্রম পূর্ব্বক জ্ঞানাধিকার লাভ করিবেন, একথাও উল্লেখ করা অনাবশ্যক। এইরূপে জ্ঞানাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তদনুষ্ঠান নিরত হইলে, তিনি ক্রমশঃ সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন, ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে যেরূপ যত্নসহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, তদপেক্ষা অধিকতর যত্নসহকারে প্রযত্ন পরায়ণ যোগী স্বকীয় পূর্ব্বোপচিত সংস্কার প্রভাবে ও তজ্জনিত পুণ্যসহকারে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ পাপ-মলিনতা বিরহিত হইয়া থাকেন। তাঁহার পূর্ব্বসংস্কার হেতু এবং অনেক জন্মার্জ্জিত পুণ্য ও তজ্জনিত সিদ্ধি প্রভাবে পরজন্মে তদপেক্ষা অধিকতর সাধনার পরিপাক হয়; তজ্জন্য তিনি পরিণামে শ্রেষ্ঠ গতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন; ইহাতে কোনই সংশয় নাই ॥ ৪৫ ॥



তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

অন্বয়।—যোগী তপস্বিভ্য (তপঃপরায়ণেভ্যঃ) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠঃ)। জ্ঞানিভ্যঃ (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিদ্ভ্যঃ) অপি অধিকঃ কর্ম্মিভ্যঃ (অগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মপরায়ণেভ্যঃ) চ যোগী অধিকঃ (উৎকৃষ্টঃ) [মম] মতঃ (অভিমতঃ) অর্জ্জুন তস্মাৎ [ত্বম্] যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

প্রতিশব্দ।—যোগনিষ্ঠ ব্যক্তি তপস্বিগণ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞানিগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মপরায়ণগণের অপেক্ষা যোগী বিশিষ্ট আমার] অভিপ্রায় অর্জ্জুন অতএব (তুমি) যোগী হও ॥ ৪৬ ॥

ব্যাখ্যা।—যোগী পুরুষ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিপরায়ণ তপস্বিগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, শাস্ত্র-বিজ্ঞান-পণ্ডিতগণের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জ্যোতিঃ-ষ্টোমাদি কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ; ইহাই আমার অভিপ্রায়-সম্মত। অতএব হে অর্জ্জুন ! তুমি যোগপথ অবলম্বন কর। ৪৬ ॥

শঙ্করাচার্য্য।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি জ্ঞানমত্র শাস্ত্রার্থপাণ্ডিত্যং তদ্বদ্ভ্যোঽপি মতো জ্ঞাতোঽধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি কর্ম্মিভ্যোঽগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম তদ্বদ্ভ্যোধিকো, যোগী বিশিষ্টঃ তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জ্জুন ॥ ৪৬॥

আনন্দগিরি।—সম্যগ্‌জ্ঞানদ্বারা মোক্ষহেতুত্বং যোগস্যোক্তমনূদ্য যোগিনঃ সর্ব্বাধিক্যমাহ যস্মাদিতি। যোগস্য সর্ব্বস্মাদুৎকর্ষাদবশ্যকর্ত্তব্যত্বায় যোগিনঃ সর্ব্বাধিক্যং সাধয়তি তপস্বিভ্য ইতি। যোগিনো জ্ঞানিনশ্চ পর্য্যায়ত্বাৎ কথং তস্য জ্ঞানিভ্যোঽধিকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ জ্ঞানমিতি। যোগিনঃ সর্ব্বাধিকত্বে ফলিতমাহ তস্মাদিতি ॥ ৪৬॥

রামানুজ।—অতিশয়িতপুরুষার্থনিষ্ঠতয়া যোগিনঃ সর্ব্বস্মাদাধিক্যমাহ তপস্বিভ্য ইতি। কেবলতপোভির্যাঃ পুরুষার্থঃ সাধ্যতে আত্মজ্ঞানব্যতিরিক্তৈঃ জ্ঞানৈশ্চ যঃ কশ্চন কেবলৈরশ্বমেধাদিভিঃ কর্ম্মভিস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽধিকপুরুষার্থসাধনত্বাদ্যোগস্য তপস্বিভ্যঃ জ্ঞানিভ্য কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ! ॥ ৪৬ ॥

হনূমান্।—তপস্বীতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানমত্রার্থশাস্ত্র-পাণ্ডিত্য তদ্বজ্জ্ঞানিভ্যোঽপি মতঃ জ্ঞানিভ্যোঽধিক ইতি কর্ম্মিভ্যোঽগ্নিহোত্রাদিকর্ম্মিভ্যোঽধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবার্জ্জুন ! ॥ ৪৬ ॥

শ্রীধর।—যস্মাদেবং তস্মাৎ তপস্বিভ্য ইতি। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যোঽপি জ্ঞানিভ্যঃ শাস্ত্রবিজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি, কর্ম্মিভ্য ইষ্টাপূর্ত্তাদিকর্ম্মকারিভ্যোঽপি যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমতঃ তস্মাৎ ত্বং যোগী ভব ॥ ৪৬ ॥

বলদেব।—এবং জ্ঞানগর্ভো নিষ্কামকর্ম্মযোগোঽষ্টাঙ্গযোগশিরস্কো মোক্ষহেতুস্তাদৃশাদ্‌যোগাদ্বিভ্রষ্টস্যাপ্যন্ততস্তৎফলং ভবেদিত্যভিধায় যোগিনং স্তৌতি তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রাদিতপঃপরেভ্যঃ জ্ঞানিভ্যোঽর্থশাস্ত্রবিদ্ভ্যঃ কর্ম্মিভ্যঃ সকামেষ্টাপূর্ত্তাদিকৃদ্ভ্যশ্চ যোগী মদুক্তযোগানুষ্ঠাতাধিকঃ শ্রেষ্ঠো মতঃ। আত্মজ্ঞানবৈধুর্য্যেণ মোক্ষানর্হেভ্যস্তপস্ব্যাদিভ্যো মদুক্তো যোগী সমুদিতাত্মজ্ঞানকেন মোক্ষার্হত্বাৎ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ৪৬ ॥

মধুসূদন :—ইদানীং যোগী স্তূয়তেঽর্জ্জুনং প্রতি শ্রদ্ধাতিশয়োৎপাদনপূর্ব্বকং যোগং বিধাতুং তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপঃপরায়ণেভ্যোঽপি অধিক উৎকৃষ্টো যোগী তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং মনোনাশবাসনাক্ষয়কারী। বিদ্যয়া তদারোহন্তি যত্র কামাঃ পরাগতাঃ। ন তত্র দক্ষিণা যান্তি নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥" ইতি শ্রুতে। অতএব কর্ম্মিভ্যো দক্ষিণাসহিতজ্যোতিষ্টোমাদিকর্ম্মানুষ্ঠায়িভ্যশ্চাধিকো যোগী কর্ম্মিণাং তপস্বিনাঞ্চাজ্ঞত্বেন মোক্ষানর্হত্বাৎ জ্ঞানিভ্যোঽপি পরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি অপরোক্ষজ্ঞানবানধিকো মতো যোগী এবমপরোক্ষজ্ঞানবদ্ভ্যোঽপি মনোনাশবাসনাক্ষয়াভাবাদজীবন্মুক্তেভ্যো মনোনাশবাসনাক্ষয়বত্ত্বেন জীবন্মুক্তো যোগ্যাধিকো মতঃ মম সম্মতঃ, যস্মাদেবং তস্মাৎ তদধিকাধিক প্রযত্নবলাৎ ত্বং যোগভ্রষ্টঃ, ইদানীং তত্ত্বজ্ঞানমনোনাশবাসনাক্ষয়ৈর্যুগপৎ সম্পাদিতৈর্যোগী জীবন্মুক্তো যঃ "স যোগী পরমো মতঃ" ইতি প্রাগুক্তঃ স তাদৃশো ভব সাধনপরিপাকাৎ হে অর্জ্জুনেতি শুদ্ধেতি সম্বোধনার্থঃ॥ ৪৬॥

নীলকণ্ঠ :—এবং যোগিনং স্তৌতি তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিনোঽত্র কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণমাসোপবাসাদিকর্ত্তারঃ, জ্ঞানিনশ্চ শাস্ত্রীয়পাণ্ডিত্যবন্তঃ, কর্ম্মিণোঽগ্নিহোত্রাদ্যনুষ্ঠাতারঃ, তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যো যোগী যতোঽধিকস্তস্মাদ্যোগী ভবাঽর্জ্জুন!॥ ৪৬॥

বিশ্বনাথ।—কর্ম্মজ্ঞানতপোযোগবতাং মধ্যে কঃ শ্রেষ্ঠঃ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ তপস্বিভ্য ইতি। তপস্বিভ্যঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদিতপোনিষ্ঠেভ্যো জ্ঞানিভ্যো ব্রহ্মোপাসকেভ্যোঽপি যোগী পরমাত্মোপাসকোঽধিকো মতঃ ইতি মমেদমেব মতমিতি ভাবঃ। যদি জ্ঞানিভ্যোঽপ্যধিকস্তদা কিং উত কর্ম্মিভ্য ইত্যাহ কর্ম্মিভ্যশ্চেতি॥ ৪৬॥

তাৎপর্য্য।—যোগীর মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তন পূর্ব্বক তদ্বিষয়ে অর্জ্জুনের অনুরাগ-পরিবর্দ্ধন করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে। যাঁহারা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপস্যাপরায়ণ, যোগী তাঁহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা শাস্ত্রার্থ পরিজ্ঞানজনিত পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন, যোগী তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা ইষ্টাখ্য ও পূর্ত্তাখ্য কর্ম্মশীল, যোগী তাঁহাদিগের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। কেননা, যাঁহারা তপস্বী তাঁহারা অশেষ ক্লেশভোগ করেন সত্য, কিন্তু তদ্দ্বারা জ্ঞানের অধিকারী হন না; যাঁহারা কর্ম্মী তাঁহারা বিবিধ যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন বটে, কিন্তু তাহাতে প্রার্থিত কামনা সিদ্ধি ব্যতীত পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন না; যাঁহারা শাস্ত্রার্থবিদ্ তাঁহারা পরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মোক্ষের হেতুভূত অপরোক্ষজ্ঞান লাভ করেন না। অতএব এ সকলেরই অপেক্ষা অপরোক্ষজ্ঞানবিধায়ক মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়কারক জীবন্মুক্তিপ্রদ যোগই শ্রেষ্ঠ, ইহাই শ্রীভগবানের অভিপ্রেত। হে অর্জ্জুন! তুমিও

যোগভ্রষ্ট হইয়া মহৎকুলে জন্মলাভ করিয়াছ। তুমি উত্তরোত্তর অধিকতর প্রযত্ন সহকারে যোগপরায়ণ হইলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া মুক্তির অধিকারী হইবে। অতএব তুমি যোগ পথের পথিক হও, ইহাই আমার আদেশ॥ ৪৬॥

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়।—মদ্গতেন (ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেন) অন্তরাত্মনা (মনসা) যঃ শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্দধানঃ) [সন্] মাং (নারায়ণম্) ভজতে (সেবতে) সঃ সর্ব্বেষাং (সর্ব্বেভ্যঃ রুদ্রাদিত্যাদিভ্যঃ) যোগিনাং (সমাহিতচিত্তেভ্যঃ) অপি যুক্ততমঃ (শ্রেষ্ঠঃ) মে (মম) মতঃ (অভিপ্রেতঃ)॥ ৪৭॥

প্রতিশব্দ।—আমাতে আসক্ত মনের দ্বারা যিনি শ্রদ্ধাবান্ [হইয়া] আমাকে ভজনা করেন তিনি যাবতীয় যোগিগণাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ আমার মত॥ ৪৭॥

ব্যাখ্যা।—যে ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে আমাতেই অন্তঃকরণ সমাহিত করিয়া শ্রদ্ধা সহকারে আমার ভজনা করেন, যাবতীয় যোগিপুরুষের মধ্যে তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট; ইহাই আমার অভিপ্রায় জানিবে॥ ৪৭॥

শঙ্করাচার্য্য।—যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিধ্যানপরাণাং মধ্যে মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমাহিতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন শ্রদ্ধাবান্ শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে যো মাং স মে মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্তো মতোঽভিপ্রেত ইতি॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীগোবিন্দ-ভগবৎ-পূজ্যপাদশিষ্য-পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্কর-ভাগবতকৃতৌ গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

আনন্দগিরি।—নন্বাদিত্যো বিরাড়াত্মা সূত্রং কারণমক্ষরমিত্যেতেষামুপাসকা ভূয়াংসো যোগিনো গম্যন্তে তেষাং কতমঃ শ্রেয়ানিষ্যতে তত্রাহ যোগিনামিতি। যো ভগবন্তং সগুণং নির্গুণং বা যথোক্তেন চেতসা শ্রদ্দধানঃ সন্নবরতমনুসন্ধত্তে স যুক্তানাং মধ্যেঽতিশয়েন যুক্তঃ শ্রেয়ানীশ্বরস্যাভিপ্রেতঃ ন হি তদীয়োঽতিপ্রায়োঽন্যথা ভবিতু মর্হতীত্যর্থঃ, তদনেনাধ্যায়েন কর্ম্মযোগস্য সন্ন্যাসহেতোর্ম্মর্য্যাদাং দর্শয়তা সাঙ্গং যোগং বিবৃন্বতা মনোনিগ্রহোপায়োপদেশেন যোগভ্রষ্টস্যাত্যন্তিকনাশশঙ্কাঞ্চ শিথিলয়তা ত্বম্পদার্থাভিজ্ঞস্য জ্ঞাননিষ্ঠস্যোক্ত্যা বাক্যার্থজ্ঞানান্মুক্তিরিতি সাধিতম্॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শুদ্ধানন্দপূজ্যপাদশিষ্য-ভগবদানন্দগিরি বিরচিতে শ্রীভগবদ্গীতাভাষ্যবিবেচনে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

রামানুজ।—তদেবং পরবিদ্যাঙ্গভূতং প্রজাপতিবাক্যোদিতং প্রত্যগাত্মদর্শনমুক্তম্, অথ পরবিদ্যাং প্রস্তৌতি যোগিনামিতি। (যোগিনামিতি পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী সর্ব্বভূতস্থমিত্যাদিনা চতুর্ব্বিধা যোগিনঃ প্রতিপাদিতাঃ,, তেষ্বনন্তর্গতত্বাদ্বক্ষ্যমাণস্য যোগিনো ন নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী সম্ভবতি, অপি সর্ব্বেষামিতি সর্ব্বশব্দনির্দ্দিষ্টাস্তপস্বিপ্রভৃতয়ঃ, তত্রাপ্যুক্তেন ন্যায়েন পঞ্চম্যর্থো গৃহীতব্যঃ যোগিভ্যোঽপি সর্ব্বেভ্যো বক্ষ্যমাণো যোগী যুক্তমস্তদপেক্ষয়াবরত্বে তপস্বিপ্রভৃতিনাং যোগিনাঞ্চ ন কিঞ্চিদ্বিশেষ ইত্যর্থঃ)। মেরুব্যপেক্ষয়া বিষয়াণামিব যদ্যপি বিষয়েষন্যোন্যন্যূনাধিকভাবো বিদ্যতে, তথা মের্ব্বপেক্ষয়া সর্ষপাণামিব যদ্যপি সর্ষপেষন্যোন্যন্যূনাধিকভাবো বিদ্যতে, তথাপি মের্ব্বপেক্ষয়াবরত্বনির্দ্দেশঃ সমানঃ। মৎপ্রিয়ত্বাতিরেকেণানন্যসাধারণস্বভাবতয়া মদ্গতেনান্তরাত্মনা মনসা বাহ্যাভ্যন্তরসকলবৃত্তিবিশেষাশ্রয়ভূতং মনোহ্যন্তরাত্মা অত্যর্থমৎপ্রিয়ত্বেন ময়া বিনা স্বধারণালাভান্মদ্গতেন মনসা শ্রদ্ধাবানত্যর্থ মৎপ্রিয়ত্বেন ক্ষণমাত্রবিয়োগাসহনতয়া মৎপ্রাপ্তিপ্রবৃত্তৌ ত্বরাবান্ যো মাং ভজতে মাং বিচিত্রানন্তভোগ্যভোক্তৃবর্গভোগোপকরণভোগস্থানপরিপূর্ণ নিখিলজগদুদয়বিভবলয়লীলমস্পৃষ্টাশেষদোষানবধিকাতিশয়জ্ঞানবলৈশ্বর্য্যবীর্য্যশক্তিতেজঃপ্রভৃত্যসঙ্খ্যেয়কল্যাণগুণগণনিধিং স্বাভিমতাস্বরূপৈকরূপাচিন্ত্যদিব্যাদ্ভুতনিত্যানিরবদ্যনিরতিশয়ৌজ্জ্বল্যসৌন্দর্য্যসৌগন্ধ্যসৌকুমার্য্যলাবণ্যযৌবনাদ্যনন্তগুণনিধিং দিব্যরূপং বাঙ্মনসাপরিচ্ছেদ্যস্বরূপস্বভাবমপারকারুণ্যসৌশীল্যবাৎসল্যোদার্য্যৈ-

শ্বর্য্যমহোদধিমনালোচিতবিশেষাশেষলোকশরণ্যং প্রণতার্ত্তিহরমাশ্রিতবাৎসল্যৈকজলধিমখিলমনুজ-নয়নবিষয়তাং গতমজহৎস্বস্বভাবং বসুদেবগৃহেঽবতীর্ণমনবধিকাতিশয়তেজসা নিখিলং জগ-দ্ভাসয়ন্তং আত্মকান্ত্যা বিশ্বমাপ্যায়য়ন্তং ভজতে সেবতে উপাস্ত ইত্যর্থঃ। স মে যুক্ততমো মতঃ স সর্ব্বেভ্যঃ শ্রেষ্ঠতম ইতি সর্ব্বং সর্ব্বদা যথাবস্থিতং স্বত এব সাক্ষাৎ কুর্ব্বন্নহং মন্যে ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্যবিরচিতে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

হনুমান্।—যোগিনামিতি। যোগিনামপি সর্ব্বেষাং রুদ্রাদিত্যাদিপরাণাং মদ্গতেন বাসুদেবে ময়ি সমাহিতেনান্তরাত্মনা অন্তঃকরণেন চ শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ত-তমঃ অতিশয়েন যুক্তো মতোঽভিপ্রেতঃ ইতি ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীমদ্ধনুমদীয়ে পৈশাচভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীধর।—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরাণাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ যোগিনাম-পীতি; মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ। আত্মযোগমবোচদ্যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্। তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবধিম্ ॥ ৪৭ ॥

ইতি শ্রীভগবদ্গীতায়াং স্বামিকৃতটীকায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

বলদেব।—তদিত্থমাদ্যেন ষট্‌কেন সনিষ্ঠস্য সাধনানি জ্ঞানগর্ভাণি নিষ্কামকর্ম্মাণি যোগ-শিরস্কান্যভিধায় মধ্যেন পরিনিষ্ঠিতাদের্ভগবচ্ছরণাদীনি সাধনান্যভিধাস্যন্ তস্মাৎ তস্য শ্রৈষ্ঠ্যা-বেদকং তৎসূত্রমভিধত্তে যোগিনামিতি (পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠীয়ম্ তপস্বিভ্য ইতি পূর্ব্বোপক্রমাৎ ন চ নির্দ্ধারণে ষষ্ঠীয়মস্তু বক্ষ্যমাণস্য যোগিনস্তপস্ব্যাদিবিলক্ষণক্রিয়ত্বেন তেষ্বনন্তর্ভাবাৎ। যদ্যপি তপস্ব্যাদীনাং মিথোন্যূনাধিকতাভাবোঽস্তি তথাপ্যবরত্বং তস্মাৎ সমানম্। স্বর্ণগিরেরিব তদন্যেষা-মুচ্চাবচানাং গিরিণামিতি)। যঃ শ্রদ্ধাবান্ তদ্ভক্তিনিরূপকেষু শ্রুত্যাদিবাক্যেষু দৃঢ়বিশ্বাসঃ সন্ মাং নীলোৎপলশ্যামলমাজানুপীবরবাহুং সবিতৃকরবিকসিতারাবিন্দেক্ষণং বিদ্যুদুজ্জ্বলবাসসং কিরীট-কুণ্ডলকনককেয়ূর হারকৌস্তুভনূপুরৈঃ বনমালয়া চ বিভ্রাজমানং স্বপ্রভয়া দিশো বিদিশশ্চ প্রদীপ্তাঃ কুর্ব্বাণং নিত্যসিদ্ধনৃসিংহরঘুবর্য্যাদিরূপং সর্ব্বেশ্বরং স্বয়ং ভগবন্তং মনুষ্যসংনিবেশিবিভুবিজ্ঞা-নানন্দময়ং যশোদাস্তনন্ধয়ং কৃষ্ণাদিশব্দৈরভিধিয়মানং সার্ব্বজ্ঞসর্ব্বৈশ্বর্য্যসত্যসংকল্পাশ্রিতবাৎসল্যা-দিভিঃ সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যলাবণ্যাদিভিশ্চ গুণরত্নৈঃ পূর্ণং ভজতে শ্রবণাদিভিঃ সেবতে মদ্গতেন মদেকা-সক্তেনান্তরাত্মনা মনসা বিশিষ্টস্তিলমাত্রমপি মদ্বিয়োগাসহঃ সন্নিত্যর্থঃ। মদ্ভক্তঃ সর্ব্বেভ্যস্তপস্ব্যা-দিভ্যো যোগিভ্যো মে সর্ব্বেশ্বরস্য সর্ব্বাণি বস্তূনি যুগপৎ পশ্যতো যুক্ততমোঽভিমতঃ। তপস্ব্যাদি-যুক্তঃ নিষ্কাম কর্ম্মীযুক্ততরঃ মদেকভক্তোযুক্ততম ইত্যর্থঃ। অত্র ব্যাচষ্টে। ননু যোগিনঃ

সকাশান্ন 'কোঽপ্যধিকোঽস্তীতি চেৎ তত্রাহ যোগিনামিতি। যোগারোহতারতম্যাৎ কর্ম্ম-যোগিনো বহবস্তেভ্যঃ সর্ব্বেভ্যোঽপীতি ধ্যানারূঢ়ো যুক্তঃ সমাধ্যারূঢ়ো যুক্ততরঃ শ্রবণাদি-ভক্তিমাংস্তু যুক্ততম ইতি ভক্তিশব্দঃ সেবাভিধায়ী। "ভজ ইত্যেষ বৈ ধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতঃ। তস্মাৎ সেবা বুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিশব্দেন ভূয়সি॥" ইতি স্মৃতেঃ। এতাং ভক্তিং শ্রুতিরাহ "শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগাদবেহীতি। যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি। ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুষ্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব নৈষ্কর্ম্ম্যমিতি। আত্মানমেব লোকমুপাসীতেত্যাত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ীতি চৈবমাদ্যাঃ।" সা চ ভক্তির্ভগবৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিভূতা বোধ্যা। "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনা সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্যাঃ শ্রবণাদিক্রিয়ারূপত্বস্তু চিৎসুখমূর্ত্তেঃ সর্ব্বেশ্বরস্য কুন্তলাদি প্রতীকত্ববৎ প্রত্যেতব্যম্। শ্রবণাদিরূপায়া ভক্তেশ্চিদানন্দত্বস্তনুবৃত্ত্যানুভাব্যং সিতানুসেবয়া পিত্তবিনাশে তন্মাধুর্য্যমিবেতি॥ গীতাকথাসূত্রমবোচদাদৌ কর্ম্ম দ্বিতীয়াদিষু কার্ম্মুণ্যম্। তৎ পঞ্চমে বেদনগর্ভমাখ্যান্ ষষ্ঠে তু যোগোজ্জ্বলিতং মুকুন্দঃ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীবলদেবকৃতে শ্রীভগবদ্গীতোপনিষদ্ভাষ্যে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

মধুসূদন।—ইদানীং সর্ব্বযোগিশ্রেষ্ঠং যোগিনং বদন্নধ্যায়মুপসংহরতি যোগিনামিতি। যোগিনাং বসুরুদ্রাদিত্যাদিক্ষুদ্রদেবতাভক্তানাং সর্ব্বেষামপি মধ্যে ময়ি ভগবতি বাসুদেবে পুণ্যপরিপাকবিশেষাদ্গতেন প্রীতিবশান্নিবিষ্টেন মদ্গতেনান্তরাত্মনান্তঃকরণেন প্রাগ্‌ভবীজসংস্কারপাটবাৎ সাধুসঙ্গাচ্চ মদ্ভজনএব শ্রদ্ধাবানতিশয়েন শ্রদ্দধানঃ সন্ ভজতে সেবতে সততং চিন্তয়তি যো মাং নারায়ণমীশ্বরেশ্বরং সগুণং নির্গুণং বা মনুষ্যোঽয়মীশ্বরান্তর-সাধারণোঽয়মিত্যাদিভ্রমং হিত্বা, স এব মদ্ভক্তো যোগী যুক্ততমঃ সর্ব্বেভ্যঃ সমাহিতচিত্তেভ্যো যুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মে মম পরমেশ্বরস্য সর্ব্বজ্ঞস্য মতো নিশ্চিতঃ সমানেঽপি যোগাভ্যাসক্লেশে সমানেঽপি ভজনায়াসে মদ্ভক্তিশূন্যেভ্যো মদ্ভক্তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বাৎ ত্বং মদ্ভক্তঃ পরমো যুক্ততমোঽনায়াসেন ভবিতুং শক্যসীতি ভাবঃ। তদনেনাধ্যায়েন কর্ম্মযোগস্য বুদ্ধিশুদ্ধি-হেতোর্মর্য্যাদাং দর্শয়তা ততশ্চ কৃতসর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাসস্য সাঙ্গং যোগং বিবৃণ্বতা মনো-নিগ্রহোপায়ং চাক্ষেপনিরাসপূর্ব্বকমুপদিশতা যোগভ্রষ্টস্য পুরুষার্থশূন্যতাশঙ্কাঞ্চ শিথিলয়তা কর্ম্মকাণ্ডং ত্বম্পদার্থনিরূপণঞ্চ সমাপিতম্, অতঃ পরং শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মামিতি সূচিতং ভক্তিযোগং ভজনীয়ঞ্চ ভগবন্তং বাসুদেবং তৎপদার্থং নিরূপয়িতুমগ্রিমমধ্যায়ষটক-মারভ্যত ইতি শিবম্॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীমৎপরহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীবিশ্বেশ্বরসরস্বতী-শ্রীপাদশিষ্য-শ্রীমন্মধুসূদনসরস্বতী-বিরচিতায়াং শ্রীভগবদ্গীতাগূঢ়ার্থদীপিকায়ামধ্যাত্মযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

নীলকণ্ঠ।—সমাপ্তঃ কর্ম্মপ্রধানত্বম্পদার্থবিবেকঃ, অতঃ পরং উপাসনাপ্রাধান্যেন তৎপদার্থং নিরূপয়িতুকামস্তদুপাসনাং মহাফলত্বেন স্তৌতি যোগিনামিতি। "দৈবমেবাপরে যজ্ঞম্" ইত্যাদিনা চতুর্থাধ্যায়প্রোক্তাঃ দ্বাদশ যোগাঃ তদ্বতাং যোগিনাং সর্ব্বেষাং মধ্যে যো মদ্গতেন ময়ি বাসুদেবে সমর্পিতেন অন্তরাত্মনা চিত্তেন শ্রদ্ধাবান্ সন্ মাং ভজতে স মম যুক্ততমোঽতিশয়েন যুক্তঃ শ্লাঘ্যো মতোঽভিপ্রেতঃ, তস্মান্মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ॥ ৪৭॥

ইতি শ্রীমৎপদবাক্যপ্রমাণমর্য্যাদাধুরন্ধরচতুর্দ্ধরবংশাবতংস-শ্রীগোবিন্দসূরিসূনোঃ নীলকণ্ঠস্য কৃতৌ ভারতভাবদীপে ভীষ্মপর্ব্বণি ভগবদ্গীতার্থপ্রকাশে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ। ত্বম্পদার্থবিবেকশ্চ সমাপ্তিমগমৎ।

বিশ্বনাথ।—তর্হি যোগিনঃ সকাশান্নাস্ত্যধিকঃ কোঽপীত্যবসীয়তে, তত্র নৈবং বাচ্যমিত্যাহ যোগিনামিতি। (পঞ্চম্যর্থে ষষ্ঠী নির্দ্ধারণাযোগাৎ)। তপস্বিভ্যো জ্ঞানিভ্যোঽধিক ইতি পঞ্চম্যর্থক্রমাচ্চ যোগিভ্যঃ সকাশাদপীত্যর্থঃ। ন কেবলং যোগিভ্য একবিধেভ্যঃ সকাশাৎ অপিতু যোগিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ নানাবিধেভ্যো যোগারূঢ়েভ্যঃ সংপ্রজ্ঞাতসমাধ্যসংপ্রজ্ঞাতসমাধিমদ্ভ্যোঽপীতি। যদ্বা যোগাঃ উপায়াঃ কর্ম্মজ্ঞানতপোযোগভক্ত্যাদয়স্তদ্বতাং মধ্যে যো মাং ভজেত মদ্ভক্তো ভবতি স যুক্ততমঃ উপায়বত্তমঃ। কর্ম্মী তপস্বী জ্ঞানি চ যোগী মতঃ, অষ্টাঙ্গযোগী যোগিতরঃ, শ্রবণকীর্ত্তনাদিভক্তিমাংস্তু যোগিতম ইত্যর্থঃ। যদুক্তং শ্রীভাগবতে, "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে!" ইতি॥ ৪৭॥

অগ্রিমাধ্যায়াষ্টকং যদ্ভক্তিযোগনিরূপকম্। তস্য সূত্রময়ং শ্লোকো ভক্তকণ্ঠবিভূষণম্॥
প্রথমেন কথাসূত্রং গীতাশাস্ত্রশিরোমণিঃ। দ্বিতীয়েন তৃতীয়েন তুর্য্যেণাকামকর্ম্ম চ॥
জ্ঞানঞ্চ পঞ্চমেনোক্তং যোগঃ ষষ্ঠেন কথ্যতে। প্রাধান্যেন তদপ্যেতৎ ষট্কং কর্ম্মনিরূপকম্॥
ইতি সারার্থবর্ষিণ্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাম্। গীতাসু ষষ্ঠোঽধ্যায়োঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাম্॥

তাৎপর্য্য।—অধ্যায়ের উপসংহার কালে শ্রীভগবান্ কোন্ যোগী সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ ইহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন। অনেক উপাসক অনেক প্রকার দেবতার ভজনা করিয়া থাকেন। কিন্তু যিনি একান্ত চিত্তে আমারই ভজনা-পরায়ণ, যিনি পূর্ব্ব-সংস্কার-প্রভাবে পুণ্য-পরিপাক জনিত অনন্য-মনে মদ্রূপ শ্রীবাসুদেবের শ্রীচরণ-চিন্তনে একান্ত রত, যাঁহার শ্রদ্ধা একমুখী হইয়া প্রতি নিয়ত আমারই অভিমুখে প্রধাবিত, যিনি আমাকে সাধারণ মনুষ্য জ্ঞানরূপ ভ্রমপরিশূন্য হইয়া এবং আমাকে সর্ব্বেশ্বর নারায়ণরূপ শ্রীভগবান্ জানিয়া, আমার সগুণ বা নির্গুণ ভাবের ভজনা করেন, সেই মদ্ভক্ত পুরুষই যাবতীয়

যোগ-পরায়ণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহাই আমার অভিপ্রায়। অন্যান্য যোগিগণের ভজনায়াস ও যোগক্লেশ সমান হইলেও, মদ্ভক্তি-বিরহিত যোগীর অপেক্ষা মদ্ভক্তিপরায়ণ যোগী সর্ব্বতোভাবে বিশিষ্ট। হে অর্জ্জুন। তুমি চিরদিনই আমার একান্ত অনুরক্ত ও সর্ব্বতোভাবে মদ্ভক্ত। অতএব শ্রেষ্ঠযোগীরূপ পবিত্র পদবী লাভ করা তোমার পক্ষে যৎপরোনাস্তি সহজ ও অনায়াস-সাধ্য।

এই অধ্যায়ের প্রথমে বুদ্ধি-শুদ্ধির হেতুভূত কর্ম্ম-যোগের মাহাত্ম্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। তদনন্তর সর্ব্ব-কর্ম্ম সন্ন্যাস-পরায়ণ যোগীর সর্ব্বাঙ্গ-সহকৃত যোগের বিষয় বিবৃত এবং সঙ্গে সঙ্গে আক্ষেপ নিবারণ পূর্ব্বক মনোনিগ্রহের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তদনন্তর যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির পুরুষার্থ-শূন্যতারূপ আশঙ্কা নিরাকরণ পূর্ব্বক তিনি যে কর্ম্মকাণ্ডাতীত ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে ত্বম্পদার্থরূপ জীবাত্মা নিরূপণ পরিসমাপ্ত হইল। এক্ষণে উপসংহার শ্লোকের, অবতারণা করিয়া বাসুদেবই যে ভজনীয়গণের অগ্রগণ্য ইহাই নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, অগ্রবর্ত্তী অধ্যায় ষট্‌কে যে ভক্তিযোগ অবতারিত হইবে এবং তৎপদার্থরূপ ব্রহ্ম নিরূপিত হইবেন, শ্রীভগবান তাহারই সূচনা আরব্ধ করিলেন।

শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য, শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথের অভিপ্রায়। যে শ্রদ্ধাবান্ মদ্ভক্তিনিরূপক শ্রুত্যাদি বাক্যে দৃঢ়বিশ্বাসবান্ হইয়া আমার নীলোৎপল শ্যামল আজানুলম্বিত পীবর বাহু, সৌরকর-মুখরিত ইন্দীবর নয়ন, কিরীটকুণ্ডলকেয়ূরহার-কৌস্তুভ-বনমালানূপুর-বিশোভিত দেহ, শ্রীকৃষ্ণাদি সংখ্যাতীত নামসমাবিষ্ট, সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য লাবণ্যাদি গুণরত্নসম্পূরিত রূপাদির চিন্তন, সেবন ও ভজন করেন, যাঁহার অন্তরাত্মা তিলমাত্র কালও আমার বিয়োগ-ব্যথা সহ্য করিতে অক্ষম, তিনিইতপস্যাদি সর্ব্বযোগিগণ অপেক্ষা যুক্ততম। তপস্যাদিযুক্ত, নিষ্কামকর্ম্মপরায়ণগণ যুক্ততর এবং মদেকভক্ত যুক্ততমরূপে বিভক্ত হইয়া থাকেন। যোগিদের মধ্যে যোগারোহণের তারতম্য হেতু কর্ম্মযোগী নানাভাগে বিভক্ত। ধ্যানারূঢ়গণ যুক্ত, সমাধি-সমারূঢ়গণ যুক্ততর এবং ভক্তিমান্‌গণ যুক্ততম। মদ্ভক্ত ব্যক্তি সম্প্রজ্ঞাত বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি সম্পন্ন পুরুষের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।

এই অধ্যায়ের ধ্যানযোগ, অধ্যাত্মযোগ ও অভ্যাসযোগ, এই তিন প্রকার নাম পরিদৃষ্ট হয়॥ ৪৭॥

শ্রীমৎশ্রীধরস্বামীর উপসংহার বাক্য। যিনি ভক্তি যোগের শিরোমণি

স্বরূপ আত্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, সেই ভক্তির অম্বুনিধি স্বরূপ পরমানন্দ কমলাপতিকে আমি বন্দনা করি।

শ্রীমদ্বলদেবের উপসংহার বাক্য। শ্রীমন্নারায়ণ আদ্যভাগে গীতাকথার সূত্র, দ্বিতীয়াদি ভাগে নিষ্কামকর্ম্ম, পঞ্চমাংশে জ্ঞান, এবং ষষ্ঠাংশে প্রদীপ্ত যোগের বিবরণ সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন।

শ্রীমদ্বিশ্বনাথের উপসংহার বাক্য। পশ্চাদ্বর্ত্তী অষ্টাধ্যায়ে যে ভক্তিযোগ নিরূপিত হইবে, ভক্ত কণ্ঠের ভূষণ স্বরূপ ষষ্ঠাধ্যায়ের এই উপসংহার শ্লোক তাহারই সূত্র স্বরূপ। প্রথমাধ্যায়ে গীতাশাস্ত্রশিরোমণি স্বরূপ কথার সূত্রপাত; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থে নিষ্কাম-কর্ম্ম, পঞ্চমে জ্ঞান এবং ষষ্ঠে যোগ কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই অধ্যায় ষট্‌কে কর্ম্মেরই প্রাধান্য পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে; এজন্য ইহা কর্ম্মনিরূপক।

ষষ্ঠাধ্যায়ের তাৎপর্য্য সমাপ্ত।

———*———

যামুন মুনি।—যোগাভ্যাসবিধির্যোগী চতুর্ধা যোগসাধনম্। যোগসিদ্ধিঃ স্বযোগস্য পারম্যং ষষ্ঠ উচ্যতে॥

তাৎপর্য্য।—যোগাভ্যাসের বিধি, যোগী, চারিপ্রকার যোগসাধন, যোগসিদ্ধি এবং আত্ম-যোগের শ্রেষ্ঠতা ষষ্ঠাধ্যায়ে কথিত হইয়াছে।

———

ইতি শ্রীমদ্ভরদ্বাজর্ষি গোত্র-সম্ভূত, কোবিদকুল-দিবাকর-মুনিসত্তম-শ্রীমৎ-শ্রীহর্ষদেব-বংশোদ্ভব, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-বিভূষিত-অবধূত গণ-পরিবৃত, ব্রহ্মাত্মৈক্য-দর্শন-নিষ্ঠ সাধকশ্রেষ্ঠ-বিদ্যা-বিজ্ঞানোজ্জ্বল-কলেবর-মহাপুরুষ-শিষ্য, ভগবদ্ভক্ত-চরণ-রেণু-লোলুপ শ্রীমদ্দামোদর দেবশর্ম্মকৃত "গীতাবোধ-বিবর্দ্ধিনী" সংস্কৃতব্যাখ্যা, ভাষাশব্দান্তর, ভাষাব্যাখ্যা, "গীতার্থসারদীপিকা" ভাষা তাৎপর্য্য ও বহুবিধ টিপ্পনী সমেত-তৎসম্পাদিত বহুলভাষ্য-টীকা সমন্বিত শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতার

প্রথম ষট্‌ক সমাপ্ত।

———